পাণ্ডব গোয়েন্দা সমগ্র

১

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

পাণ্ডব গোয়েন্দা সমগ্র ১ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

আ ন ন্দ

বাবলু বিলু ভোম্বল— তিনটি ছেলে। দুটি মেয়ে— বাচ্চু আর বিচ্ছু। এই নিয়ে ওরা পাঁচজন। পঞ্চপাণ্ডব। আর ওদের সঙ্গে আছে এক-চোখ-কানা একটি কালো দেশি কুকুর— পঞ্চু। রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা যে-কোনও অভিযানে ওরা একজোট হয়ে বেরিয়ে পড়ে। ক্ষুদে এই গোয়েন্দাদলের বুকে দুর্জয় সাহস, বাহুতে অদম্য শক্তি। দু' ঘা খেলে চার ঘা কী করে ফিরিয়ে দিতে হয়, তা এরা বিলক্ষণ জানে। আর তাই এদের অভিযান মানেই ঘটনার ঘনঘটা। নিত্যনতুন পটভূমি। পদে পদে বিপদ। ক্ষণে ক্ষণে চমক। অথচ কী নিরীহভাবেই না শুরু হয় এদের অ্যাডভেঞ্চার। এই যেমন পাতাল রেল দেখতে এসে গঙ্গার ঘাটে কুড়িয়ে পাওয়া একটা মানিব্যাগ তাদের ছুটিয়ে নিয়ে গেল সেই সুদূর মধ্যপ্রদেশে। আর সে কী জটিল রহস্যজাল! গায়ে-কাঁটা-তোলা নানা ঘটনার নাটকীয় সমাবেশ। এক একরকম দুর্ধর্ষ অভিজ্ঞতা, টান টান উত্তেজনা। এই দুঃসাহসী আর নির্ভীক পাঁচজনকে নিয়ে তীব্র ও তাজা, অভিনব ও দুরন্ত সব কাহিনী এই বইয়ের পাতায় পাতায়। শুধু রোমাঞ্চই নয়, দেশভ্রমণের স্বাদ এবং জঙ্গল, পর্বত কিংবা মরু অভিযানের শিহরনে ঠাসা প্রতিটি কাহিনী।

ISBN 81-7756-502-8

পাণ্ডব
গোয়েন্দা
সমগ্র
১

পাণ্ডব গোয়েন্দা সমগ্র

১

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৫

© ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

ISBN 81-7756-418-8

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটে
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকু
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫২ রাজা রামমোহন রায় সর
থেকে মু

মূল্য ৪০০.০০

সূচিপত্র

পাণ্ডব গোয়েন্দা ১	... ১
পাণ্ডব গোয়েন্দা ২	... ৪৭
পাণ্ডব গোয়েন্দা ৩	... ৮৯
পাণ্ডব গোয়েন্দা ৪	১৩৫
পাণ্ডব গোয়েন্দা ৫	১৮৫
পাণ্ডব গোয়েন্দা ৬	২২৩
পাণ্ডব গোয়েন্দা ৭	২৬৩
পাণ্ডব গোয়েন্দা ৮	৩১৫
পাণ্ডব গোয়েন্দা ৯	৩৭১
পাণ্ডব গোয়েন্দা ১০	৪৩১
পাণ্ডব গোয়েন্দা ১১	৪৯১
পাণ্ডব গোয়েন্দা ১২	৫৪৯
পাণ্ডব গোয়েন্দা ১৩	৬৫৯
পাণ্ডব গোয়েন্দা ১৪	৭২৩
পাণ্ডব গোয়েন্দা ১৫	৮৩৯
পাণ্ডব গোয়েন্দা ১৬	৮৯৭
পাণ্ডব গোয়েন্দা ১৭	৯৩৭
গ্রন্থপরিচয়	৯৭৯

পাণ্ডব গোয়েন্দা ১

প্রথম অভিযান

বাবলু, বিলু, ভোম্বল তিনটি ছেলে। বাচ্চু-বিচ্ছু দুটি মেয়ে। এই নিয়ে ওরা পাঁচজন। আর ওদের সঙ্গে আছে কালো একটি দেশি কুকুর, নাম পঞ্চু। কুকুরটির এক চোখ কানা বলে ওকে ওরা কানা-পঞ্চু বলে। আর লোকে ওদের বলে পঞ্চপাণ্ডব।

এই পাঁচটি ছেলেমেয়ে এবং ওই কালো কুকুরটি একজোটে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। এই ক'জনে কেউ কাউকে ছাড়া থাকে না। যেমনই দস্যি, যেমনই ডানপিটে আর তেমনই লেখাপড়ায়।

গ্রীষ্মের ছুটির এক দুপুরে ওরা পাঁচজনে পঞ্চুকে নিয়ে মিত্তিরদের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ঘুরতে ঘুরতে পোড়ো ভাঙা একটা বাড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। বাড়িটা দোতলা। একদিকের ছাদ নেই। একদিকের দেওয়াল ধসে পড়েছে। একদিকের ছাদে ছোট ছোট বটগাছ, অশ্বত্থগাছ ইত্যাদি গজিয়েছে। বাড়ির ভেতর আর বাইরেটায় ঘন ঘাস আগাছা ইত্যাদির বন হয়ে আছে। একটা মস্ত গুলঞ্চগাছ তার শাখা-প্রশাখা নিয়ে ঝুঁকে আছে বাড়ির ভাঙা দালানের গায়ে।

ওরা পাঁচজনে সেইখানে এসে বসল।

বাবলু প্যান্টের পকেট থেকে বার করল দুটো কাঁচা আম। বিলুর সঙ্গে ছিল নুন আর লঙ্কা। ভোম্বলের কাছে ছিল ছোট একটা ছুরি। তাই দিয়ে আমটাকে কুচি কুচি করে নুন লঙ্কা মাখিয়ে বেশ জুতসই একটা চিজ তৈরি করে ফেলল ওরা।

বাচ্চু আর বিচ্ছু মেয়েদুটি নেহাতই ছোট বলে ওরা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

যখন ভাগ হল তখন সবার ভাগেই সম পরিমাণ পড়ল। বাচ্চু-বিচ্ছু ছোট বলে যে ওদের ভাগে কম পড়ল তা কিন্তু হল না।

আমের কুচি খেয়ে বিলু আর ভোম্বল সেই আঁকা-বাঁকা গুলঞ্চগাছের ডালে উঠে ঠেস দিয়ে বসে রইল।

বাচ্চু-বিচ্ছু শুয়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল ঘাসের ওপর।

আর বাবলু করল কী পঞ্চুর সামনেকার পাদুটো ধরে তাকে নিয়ে নানারকম কেরামতি করতে লাগল। পঞ্চুর সঙ্গে খেলা করতে করতেই বাবলুর মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল। যেই না আসা বাবলু অমনই নিজের মনেই হাতে টুসকি দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, "দ্যাটস আইডিয়া।"

বিলু-ভোম্বল টুপটাপ করে গাছের ডাল থেকে নেমে পড়ল।

বাচ্চু-বিচ্ছুও শোওয়া ফেলে গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে বসল ঘাসের ওপর।

পঞ্চুও তাকাল বাবলুর মুখের দিকে।

বিলু বলল, "কীসের আইডিয়ারে বাবলু?"

বাবলু চোখদুটো উজ্জ্বল করে বলল, "একটা চমৎকার প্ল্যান এসেছে মাথায়।"

ভোম্বল বলল, "কীসের প্ল্যান?"

"অ্যাডভেঞ্চারের।"

বিলু বলল, "মাথা খারাপ। এই মিত্তিরদের বাগানে বসে অ্যাডভেঞ্চার করা যায় নাকি?"

"সাহস থাকলে ঠিকই যায়।"

ভোম্বল বলল, "তা ছাড়া অ্যাডভেঞ্চারের একটা পরিবেশ তো চাই।"

"পরিবেশ তৈরি করে নেব।"

"কী করে নিবি?"

"যেখানেই রহস্যের গন্ধ পাব সেখানেই ছুটে যাব আমরা।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "কাজটা কিন্তু খুব কঠিন।"

বাবলু বলল, "হোক কঠিন। চেষ্টা তো করব।"

বিলু বলল, "এ তা হলে এক ধরনের শখের গোয়েন্দাগিরি হবে, কী বল?"

"ঠিক তাই।"

ভোম্বল বলল, "মন্দ নয়। দেখাই যাক না একটু চেষ্টা করে?"

বিলু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে বাবলুর পিঠ চাপড়ে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, লেগে পড়। জয় মা কালী। তার ওপর তুই যখন আমাদের লিডার তখন আর ভাবনা কী?"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "ওঃ কী দারুণ মজা!"

ভোম্বল আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, "থ্রি চিয়ার্স ফর বাবলু...।"

সবাই সমস্বরে বলে উঠল, "হিপ হিপ হুরর রে।"

পঞ্চুও অমনই আনন্দে ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

বাবলু পঞ্চুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "তুইও আমাদের দলে থেকে সাহায্য করবি। পারবি তো?"

পঞ্চু ডাকল, "ভৌ ভৌ।"

বাবলু বলল, "এবার কিন্তু আমাদের এই গ্রুপটার একটা নাম দিতে হবে। এবং এই বাগানেই এই পোড়ো বাড়ির ভেতর ঘাঁটি হবে আমাদের।"

বিলু বলল, "কী নাম দিবি দলটার?"

ভোম্বল বলল, "সবাই যখন আমাদের পঞ্চপাণ্ডব বলে তখন আমাদের দলের নামও তাই হবে। পঞ্চপাণ্ডব অ্যান্ড কোং।"

বাবলু বলল, "তুই একেবারে রাম বুদ্ধু। অ্যান্ড কোং আবার হয় নাকি?"

বাচ্চু বলল, "তুমিই বলো বাবলুদা।"

বিচ্ছু বলল, "শুধু পঞ্চপাণ্ডব নামটা কেমন?"

বাবলু বলল, "না। নামটাকে আরও একটু মডার্ন করতে হবে। আমাদের দলের নাম হবে পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

বাচ্চু-বিচ্ছু চেঁচিয়ে বলল, "ওয়ান্ডারফুল।"

ভোম্বল বলল, "আমি এখনই আমাদের পাড়ার ঘ্যাচাদাকে দিয়ে একটা সাইনবোর্ড করিয়ে আনছি। যাতে লেখা থাকবে আমাদের দলের নাম পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

বাবলু বলল, "সেই ভাল। আজ থেকেই তা হলে আমাদের কাজ শুরু হয়ে যাক। ভোম্বল, তুই সাইনবোর্ড তৈরি করগে যা। আমরা ততক্ষণে ঘরটা পরিষ্কার করে ফেলি।"

ভোম্বল চলে গেল।

বিলু বলল, "ঘর তো পরিষ্কার করবি। কিন্তু একটা ঝাঁটা তো চাই। তারপর জল ছিটোবার জন্যে চাই একটা বালতি।"

বাবলু বলল, "ঝাঁটা না হলেও চলবে। কালকাসুন্দের ঝাড় দিয়ে ঝাঁটা বানিয়ে নেব। কিন্তু বালতি কোথায় পাব?"

বিচ্ছু বলল, "আমাদের পলিথিনের বালতিটা নিয়ে আসব বাবলুদা?"

বাচ্চু বলল, "কী করে আনবি? মা যদি দেখতে পায়?"

"সে আমি ঠিক নিয়ে আসব লুকিয়ে।" এই বলে বিচ্ছু চলে গেল।

ততক্ষণে বাবলু, বিলু আর বাচ্চু ঘর পরিষ্কারের কাজে লেগে গেছে।

একটু পরে বিচ্ছু বালতি নিয়ে ফিরে এলে সেই বালতি করে পাশের পুকুর থেকে জল এনে ঘরময় ছেটানো হল।

ভোম্বলও ফিরে এল ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে। ওর হাতে চমৎকার একটি সাইনবোর্ড। যাতে লেখা 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'। সেই বোর্ডটা ওরা ভাঙা বাড়ির দেওয়ালে পেরেক ঠুকে লাগিয়ে দিল।

দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে এল।

কাজেই ওরা আর কেউ রইল না সেখানে।

পঞ্চুকে নিয়ে যে যার ঘরে ফিরে গেল।

রাত্রিবেলা বাচ্চু আর বিচ্ছু পাশাপাশি শুয়েছিল। দু'জনেই ঘুমোচ্ছিল অঘোরে। এমন সময় গুমোট গরমে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল বিচ্ছুর। বিছানায় শুয়ে তাই এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। দুপুরবেলার ঘটনাগুলোও মনে আসতে লাগল সব।

হঠাৎ মনে পড়ল, আরে! পলিথিনের বালতিটা তো সেই ভাঙা বাড়িটার ভেতরেই ফেলে রেখে এসেছে। সেটা তো আনা হয়নি।

মনে পড়তেই বুকটা ধড়াস করে উঠল।

কেন না কাল সকালে যখন বালতির খোঁজ পড়বে তখন যদি মা বালতি না পান তা হলেই সব ফাঁস হয়ে যাবে। আগে তো দুম দাম করে ঘা কতক দিয়েই দেবেন ওকে, তার পরে অন্য কথা।

বিচ্ছু যে কী করবে কিছু ভেবে পেল না।

পাশ ফিরে দেখল বাচ্চু অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

রাত এখন কত তাই বা কে জানে?

বিচ্ছুর মনে হল বাচ্চুকে একবার ডাকে। কিন্তু কেন কে জানে ওর এই আরামের ঘুমটা নষ্ট করতে খুব মায়া হল বিচ্ছুর। তাই বার বার উশখুশ করতে লাগল। তারপর একবার ডাকব কি ডাকব না ভাবতে ভাবতে মৃদু একটু টিপনি দিয়ে ডেকেই ফেলল বিচ্ছু, "এই দিদি! দিদি?"

বাচ্চু ঘুমের ঘোরেই বলল, "উঁ?"

"শোন।"

বাচ্চুর ঘুম ভেঙে গেল। তবুও সে তন্দ্রা জড়ানো গলায় বলল, "কী?"

"শোন না ভাল করে।"

বাচ্চু বিরক্ত হয়ে বলল, "বল না কী বলছিস?"

"একটা খুব ভুল হয়ে গেছে রে।"

বাচ্চু এবার চোখ মেলল, "কী হয়েছে?"

"বালতিটা সেখানেই পড়ে আছে। নিয়ে আসা হয়নি।"

ঘুমের ঘোর ক্ষণিকের জন্য কেটে গেল বাচ্চুর। বলল, "কী হবে তা হলে?"

"তুই বল না কী হবে? মা সকালবেলা বালতি দেখতে না পেলে খুব বকবে। তা ছাড়া মায়ের রাগ জানিস তো? আগেই মেরে দেবে দুম দাম করে।"

"মারবার আগেই তুই কেঁদে দিবি। তা হলে কিচ্ছু হবে না।" বলে পাশ ফিরে শুল বাচ্চু।

বিচ্ছু বলল, "বালতিটা যদি কেউ চুরি করে নিয়ে যায়?"

"যায় যাবে। যেমন নিয়ে গেছিস তুই। বুঝবি এবার ঠ্যালা।"

বিচ্ছুর খুব ভয় হল এবার। সে ভয়ে ভয়ে বলল, "তুই একবার আমার সঙ্গে যাবি রে দিদি?"

বাচ্চু অবাক হয়ে বলল, "কোথায়!"

"সেইখানে।"

"তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে! এই রাত্তিরে সেখানে আবার কেউ যায় নাকি?"

"বালতি না পেলে কাল সকালে কী কাণ্ডটা হবে বুঝতে পারছিস তো।"

"যা হয় হবে। এখন চুপ চাপ শুয়ে থাক দিকি। আমার ঘুম পাচ্ছে।" এই বলে বাচ্চু পাশ ফিরে শুল।

বিচ্ছু আর কী করে সেও চুপ করে শুয়ে রইল একপাশে। শুয়ে রইল কিন্তু ঘুম এল না। একটা দুশ্চিন্তা বার বার ওর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। সে শুয়ে শুয়ে শুধু সেই বালতিটার কথাই ভাবতে লাগল। তারপর একসময় যখন পাশে শুয়ে-থাকা বাচ্চুর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেল তখন বুঝল বাচ্চু বেশ গভীর ঘুমেই মগ্ন হয়ে গেছে।

বিচ্ছু ততক্ষণে মনস্থির করে ফেলেছে।

সে আর বাচ্চুকে কোনওরকম বিরক্ত না করে চুপি চুপি উঠে বসল। তারপর আস্তে আস্তে দরজার কাছে গিয়ে খিলটা খুলে নেমে এল রাস্তায়।

রাস্তায় নেমে চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখল বিচ্ছু। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু লাইট পোস্টের আলোগুলো সেই ঘন অন্ধকারের যবনিকায় ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

বিচ্ছু পায়ে পায়ে বাবলুদের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। বাবলুদের বাড়ির কাছে আসতেই দেখতে পেল বাবলুদের রকে বেশ খোশ-মেজাজে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে পঞ্চু।

পঞ্চু শুয়ে শুয়ে এক চোখে পিট পিট করে একবার দেখে নিল বিচ্ছুকে। তারপর বিচ্ছু ডাকবার আগেই আনন্দে লাফিয়ে লেজ নেড়ে নেড়ে ছুটে এল বিচ্ছুর কাছে। এই অসময়ে বিচ্ছুর সঙ্গটা ওর কাছে সত্যিই অপ্রত্যাশিত ছিল। পঞ্চু একবার বিচ্ছুর পায়ের কাছে গড়াগড়ি খেয়ে কুঁই কুঁই করতে লাগল।

বিচ্ছু পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "চল পঞ্চু। তোতে আমাতেই যাই। সেই ভাঙা বাড়িতে গিয়ে বালতিটা নিয়ে আসি।"

পঞ্চু কী বুঝল কে জানে, এই রাতদুপুরে একটা অভিযানের গন্ধ পেয়েই বুঝি সারা গা ঝাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল।

বিচ্ছু পঞ্চুকে নিয়ে এগিয়ে চলল মিত্তিরদের বাগানের দিকে।

রাতের অন্ধকারে বাগানের এক কোণে ভাঙা বাড়িটা যেন প্রেতপুরীর মতো থম থম করছিল। একে রাত্রির অন্ধকার। তার ওপর ছায়া ছায়া কালো গাছপালাগুলো দেখলে বুকের ভেতরটা যেন ছ্যাঁৎ করে ওঠে। নেহাত পঞ্চু রয়েছে তাই। না হলে এই অন্ধকারে একা আসতে বিচ্ছুর সত্যিই খুব ভয় করত।

অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

বিচ্ছু আর পঞ্চু নিঃশব্দে বাগান পার হয়ে সেই ভাঙা বাড়িতে গিয়ে জুটল। ঘরের ভেতরটা তখন ঘন অন্ধকারে ঢাকা ছিল বলে বালতিটা যে ঠিক কোনখানে আছে তা দেখতে পেল না বিচ্ছু।

আর পঞ্চুও ঠিক বুঝতে পারল না বিচ্ছুর এখানে কীসের জন্য আসা।

বিচ্ছু অনেকক্ষণ ধরে এদিক সেদিকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল বালতিটাকে।

এমন সময় সিঁড়ির ওপর থেকে হঠাৎ এক জোরালো টর্চের আলো ওর মুখে এসে পড়ল। আর কে যেন একজন গম্ভীর গলায় বলে উঠল, "কে রে তুই?"

সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চুও ক্রুদ্ধ গলায় চিৎকার করে উঠল, "ভৌ ভৌ। ভৌ—উ—উ।" তারপরই আলো লক্ষ্য করে তিরের মতো ছুটে গেল সে।

বিচ্ছু তখন ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

সে বুঝতে পারল না রাতদুপুরে এই লোকটা কে?

পঞ্চু ছুটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে ভয়ে কেঁদে উঠল।

বিচ্ছুর কান্না শুনে ওর কোনও বিপদ হয়েছে মনে করেই লোকটাকে ছেড়ে পঞ্চু আবার ছুটে এল ওর কাছে।

আর ঠিক তখনই মনে হল কে বা কারা যেন ছাদের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে বাগানের দিকে লাফিয়ে পড়ল।

পঞ্চুকে পেয়ে বিচ্ছুর মনে আবার সাহস ফিরে এল। সে তখন কোনওরকমে বালতিটা খুঁজে নিয়ে পঞ্চুর সঙ্গে বাড়ির দিকে দৌড়—দৌড়—দৌড়।

পরদিন সকালবেলা বাচ্চুকে সব কথা খুলে বলল বিচ্ছু। কাল রাতে সে আর পঞ্চু কীভাবে গিয়েছিল। কী দেখেছিল সব বলল।

সব শুনে বাচ্চু চোখদুটো বড় বড় করে বলল, "বলিস কী রে! ভয় করল না তোর?"

বিচ্ছু বলল, "না। ভয় আবার কী?"

"উঃ। তুই সত্যিই বিচ্ছু। আমি হলে তো ভয়েই হার্টফেল করতাম। এই অন্ধকারে রাতদুপুরে একা একা, বাপ রে।"

বিচ্ছু বলল, "তবে ভয় যে করেনি তা নয়। আলোটা যখন মুখের ওপর এসে পড়ল তখন খুব ভয় হয়েছিল।"

"কী মনে হয়েছিল?"

"আমি ভূত মনে করেছিলাম।"

বাচ্চু বলল, "না না। ভূত নয়। ভূত হলে টর্চ ব্যবহার করত না। এ নিশ্চয়ই চোর ডাকাতের ব্যাপার।"

"তাই বলেই মনে হয়। এখন তা হলে কী করা যায়?"

"ব্যাপারটা বাবলুদাকে জানানো উচিত। আমি একবার বাবলুদার কাছে যাই। তারপর বাবলুদা যা ডিসিশন নেবে তাই হবে।"

"ঠিক। তুই তা হলে এখনই যা।"

বাচ্চু চলে গেল।

দুপুরবেলা মিত্তিরদের বাগানে সেই ভাঙা বাড়িতে গিয়ে জমায়েত হল সকলে। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এবং পঞ্চু। কেউ বাদ গেল না।

বিচ্ছু ধীরে ধীরে গতরাত্রের ঘটনাটা সবিস্তারে খুলে বলল।

শুনে তো অবাক সকলে।

বাবলু বলল, "আমি বিচ্ছুর এই দুর্দান্ত সাহসের প্রশংসা করি।"

বিলু বলল, "কিন্তু এইরকমই যদি হয়ে থাকে তা হলে এর পরেও কি আমাদের এখানে ঘাঁটি গাড়াটা ঠিক হবে?"

ভোম্বল বলল, "আলবত হবে। এমন নিরিবিলি জায়গা আর কোথায় পাব বল? তা ছাড়া এই বাগানে যাতায়াত তো আমাদের একদিনের নয়।"

বিলু বলল, "সে কথা ঠিক। কিন্তু কাল রাত্রে যা হয়ে গেল তার পরে—।"

বাবলু বলল, "দেখ, ভীতু ছেলের মতো কথা বলিস না। পাণ্ডব গোয়েন্দারা ভীতু নয়। এইটাই প্রমাণ করতে হবে। আমাদের ঘাটি এখানেই থাকবে। এবং সময় পেলেই আমরা এখানে এসে জড়ো হব। যাক, যে জন্য আমরা, মানে আমাদের এই পাণ্ডব গোয়েন্দা তার উদ্‌বোধন আজই হবে। আজ থেকেই শুরু হবে আমাদের কাজ। আজ রাত বারোটার সময় সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন আমাদের বাড়ির লাইটপোস্টের নীচে এসে দাঁড়াবি তোরা। সেখান থেকেই দলবেঁধে আমরা এখানে আসব। তবে পঞ্চুকে এবারে আমাদের সঙ্গে নেব না। কেন না যদি ভৌতিক ব্যাপার হয়, তা হলে কুকুরে ভূত চেনে। ও ব্যাটা চেঁচিয়েই সব মাটি করে দেবে।"

বিলু বলল, "কিন্তু আমার মনে হয় পঞ্চু আমাদের সঙ্গে থাকলে ভালই হত।"

বাবলু বলল, "না।"

সেই না শুনে পঞ্চু অমনি মুখ উঁচিয়ে প্রতিবাদ করে উঠল, "ভৌ ভৌ।"

বাবলু বলল, "না পঞ্চু। আমাদের আজকের এই অভিযানে তোমাকে আমরা সঙ্গে নিতে পারব না।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই তখন বাবলুকেই সমর্থন করল। একেবারে পুরোপুরিভাবে ঠিক হয়ে গেল যে পঞ্চু ওদের সঙ্গে যাচ্ছে না।

রাত তখন বারোটা।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু ঠিক সময়েই বাবলুদের বাড়ির সামনে লাইটপোস্টের নীচে এসে দাঁড়াল। এসে দেখল ওরা আসবার আগেই বাবলু এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

তারপর যেই ওরা জড়ো হল অমনি সবাই মিলে চলল মিত্তিরদের বাগানের দিকে।

যথাসময়ে বাগানের সেই ভাঙা বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকল সকলে। আজ আর এখানে আসতে অন্ধকারেও কোনও অসুবিধে হল না। কেন না বাবলুর হাতে টর্চ ছিল। না হলে যা অন্ধকার তাতে পাশের লোককেই দেখা যায় না।

বাবলু বলল, "আজ রাত্রেই এই বাড়ির সমস্ত ঘর আমরা ঘুরে দেখব। ভাগ্য ভাল থাকলে কালকের রহস্যের আজই উদ্‌ঘাটন হবে।"

বিলু বলল, "দেখাই যাক। চোর-ডাকাত কি ভূত। যদি ভূত হয় তা হলে আমরা এতজন যখন আছি তখন ভূত নিশ্চয়ই আমাদের কাছে আসবে না।"

ভোম্বল বলল, "সঙ্গে একটা আঁশ-বঁটি রাখলে ভাল হত।"

বাবলু বলল, "আঁশ-বঁটি কী হবে? আঁশ-বঁটি দেখে ভূত পালাবে? বোকা কোথাকার। এত ভয় কেন? এটা বিজ্ঞানের যুগ। এ যুগে ভূত বলে কিছু আছে নাকি? আর ভূত যদি থাকেও তা হলে ভূতের সঙ্গে খালি হাতেই লড়ব আমরা।"

ভোম্বল বলল, "আমি অবশ্য আসবার সময় সঙ্গে একটা গুলতি আর কিছু পোড়া মাটির গুলিও নিয়ে এসেছি। দরকার হলেই কাজে লাগাব।"

বাবলু উৎসাহিত হয়ে বলল, "খুব ভাল করেছিস। অনেক কাজে লাগবে ওটা। দে গুলতিটা আমার হাতে দে।"

ভোম্বল গুলতিটা বাবলুর হাতে দিল।

এমন সময় হঠাৎ 'হিস্‌স' শব্দ করে সবাইকে চুপ করতে বলল বাবলু। কী হল? হল কী?

সবাই কান খাড়া করে শুনতে লাগল সেটা। কেমন যেমন রোমাঞ্চকর মনে হল।

বিচ্ছু এসে বাচ্চুর গায়ের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়াল।

সবাই শুনল ছাদের ওপর কেমন যেন একটা খস খস আওয়াজ হচ্ছে।

কী ভয়ংকর!

এই ঘন অন্ধকারে নিকষ কালোয় এই ভাঙা বাড়িটা তখন সত্যই প্রেতপুরী বলে মনে হল। মুঠো মুঠো জোনাকি চারদিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে উড়ে বেড়াচ্ছে। সেই মিটি মিটি জোনাকির আলোয় মনে হল এই পরিবেশটাই এক সাংঘাতিক রকমের বিভীষিকাময়।

বাইরে চাঁপা গাছের ডালে একটা প্যাঁচা ডাকল—শ্যাঁ—স্—স্।

ওরা টর্চের আলো নিভিয়ে দিয়েছে তখন।

প্রত্যেকেই স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে।

দেয়াল ঘেঁষে নীরবে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওরা।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর এক সময় খুব সাবধানে অত্যন্ত চাপা গলায় বাবলু বলল, "সবাই আমার পিছু পিছু আয়।"

তারপর গুলতিটা একটু টেনে টেনে দেখে হাতে দিয়ে বাবলু বলল, "এগুলো তোর কাছে রাখ বিলু। তোর হাতের অব্যর্থ টিপ। যদি দেখিস আমাদের মুখের ওপর কোনও আলো এসে পড়ছে তা হলে সঙ্গে সঙ্গে সেই আলো লক্ষ্য করে গুলতিটা টিপ করবি।"

বিলু আচ্ছা বলে গুলি ও গুলতি নিয়ে নিল।

তারপর সবাই মিলে এগিয়ে চলল বাবলুর পিছু পিছু।

ওরা এ-ঘর সে-ঘর করে দোতলায় উঠে এল। দোতলার বারান্দা পার হয়ে একটা ঘরের কাছে যেতেই দেখল ঘরের ভেতর থেকে মৃদু একটু আলোর রেখা খুব অস্পষ্টভাবে বাইরে ভেসে আসছে।

ওরা একবার থমকে দাঁড়াল।

তারপর খুব সন্তর্পণে ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখল একজন ভদ্রলোক হাত পা বাঁধা অবস্থায় ঘরের মেঝেয় পড়ে আছেন। আর দুটো কঙ্কাল দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে ধারালো দুটো ছোরা হাতে নিয়ে।

কী ভয়ংকর সেই দৃশ্য!

একজন ছোরা উঁচিয়ে বলছে, "এখনও কিন্তু সময় আছে। যদি ভাল চান তো শিগগির এই কাগজটাতে লিখে দিন আমরা গেলেই যেন আপনার স্ত্রী আমাদের হাতে বিশ হাজার টাকা তুলে দেন। যদি না লেখেন তা হলে আজ রাত্রেই আপনাকে খুন করে আমরা এই বাগানে চাঁপা গাছের গোড়ায় পুঁতে ফেলব। আপনার মতো আরও অনেককেই সরিয়ে দিয়েছি আমরা। অতএব যা বলি তা চটপট করে ফেলুন।"

ভদ্রলোক কঠিন গলায় বললেন, "ও টাকা আমার মেয়ের বিয়ের জন্য সবে কাল তুলেছি। আমার এখনও পাঁচ হাজার টাকার দরকার। আমি কী করে ও টাকা তোমাদের দেব?"

"আপনাকে দিতেই হবে।"

"অসম্ভব। ও আমি দিতে পারব না।"

"চিঠি তা হলে লিখবেন না আপনি?"

"না। আমার মেয়ের বিয়ে আমার বাড়ির লোকরাই দিয়ে দেবে। তোমাদের যা ইচ্ছা তা করতে পার।"

এই না দেখেই তো পাণ্ডব গোয়েন্দাদের চক্ষু গেল স্থির হয়ে। এ আবার কী আশ্চর্য ব্যাপার। কঙ্কাল যে মানুষের মতো কথা বলে তা ওদের ধারণাতেই ছিল না। কঙ্কাল কঙ্কালই। কঙ্কাল মানেই তো ভূত। আর তাই যদি হয় মানে ভূতই যদি হয়, তবে ভূতে কেন খামোকা টাকা চাইতে যাবে? এ শুধু আশ্চর্য নয়, দারুণ এক রহস্যময় ব্যাপার।

বিলু বলল, "কী করবি রে বাবলু? কেটে পড় শিগগির। হাওয়া খারাপ।"

ভোম্বল বলল, "আমরা কি সত্যি সত্যিই ভূতের পাল্লায় পড়লুম?"

বিলু বলল, "তাই তো মনে হচ্ছে।"

এদের কথা শুনে বাবলু একটু রেগে বলল, "আচ্ছা ইডিয়ট তো! চুপ কর না।"

যেই না বলা সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কালদুটো ঘুরে তাকাল। তারপর চট করে বাতিটা নিভিয়েই টর্চের এক ঝাঁক তীব্র আলো ওদের মুখের ওপর নিক্ষেপ করে বলল, "কে! কে ওখানে?"

ধরা পড়ে গিয়ে বাবলুদের তখন দারুণ সাহস বেড়ে গেছে। আবার জেদও চেপে গেছে খুব। ওরা তাই সমস্বরে বলে উঠল, "পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

বিলু রেডি হয়েই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে একটু আড়াল হয়ে টর্চের মুখ লক্ষ্য করে গুলতি টিপ করল।

একেবারে অব্যর্থ টিপ। লাগল গিয়ে ঠিক টর্চের আলোর মুখেই। লাগা মাত্রই ফট করে ভেঙে গেল কাঁচটা। সে আলোও নিভে গেল তখনই।

ওদের আলো যেই না নিভল অমনি জ্বলে উঠল বাবলুর টর্চ।

একটা কঙ্কাল ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "ভূ—ভূ—ভূ। এ নিশ্চয়ই ভুতুড়ে ব্যাপার।"

হাতের কাছে একটা আধলা ইট পড়েছিল। ভোম্বল করল কী চট করে সেই ইটটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুড়ে মারল কঙ্কালটার মুখে।

ওতেই যথেষ্ট। ইটের ঘা খাওয়া মাত্রই মাথা ঘুরে পড়ে গেল বাছাধন।

সেই না দেখে অপর কঙ্কালটা ভয়ে বিস্ময়ে চমকে উঠে বলল, "মাই গড।" বলেই এক লাফে পাশের ভাঙা জানলাটা দিয়ে হাওয়া। তারপর দুড়-দাড় করে ওপরের সিঁড়ি বেয়ে দে দৌড়।

বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও কঙ্কালটার দৌড়ের বহর দেখে অবাক হয়ে গেল।

এমন সময় ছাদের ওপর থেকে পঞ্চুর গলা শোনা গেল, "ভৌ। ভৌ ভৌ। ভৌ—উ—উ।"

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "পঞ্চুর গলা না? পঞ্চু কোত্থেকে এল! ওকে তো আনিনি আমরা।"

বিচ্ছু বলল, "ও নিশ্চয়ই লুকিয়ে আমাদের পিছু পিছু পালিয়ে এসেছে। উঃ! কী দুষ্টু। যাক, ভালই হয়েছে।"

বাবলু জোরে চেঁচিয়ে ডাকল, "আয় আয়। পঞ্চু আয়। আমরা এখানে আছি।"

কিন্তু কোথায় পঞ্চু!

ওরা বারান্দার কাছে এগিয়ে এসে দেখল পঞ্চু তখন পলায়মান সেই কঙ্কালটাকে ধরবার জন্য তিরের মতো ছুটছে।

বাবলু বলল, "যাক। পঞ্চু যখন গেছে তখন আর আমাদের ওদিকে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এখন ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখা যাক ব্যাপারখানা কী।"

ওরা সকলে ঘরের ভেতর ঢুকল।

তারপর টর্চ জ্বেলে সেই অচৈতন্য কঙ্কালটার কাছে এগিয়ে গেল ওরা।

বিলু আর ভোম্বল হাত-পা বাঁধা ভদ্রলোকের বাঁধন খোলার কাজে লেগে গেল।

ভদ্রলোক মুক্তি পেতেই তাড়াতাড়ি পকেট থেকে দেশলাই বার করে জ্বেলে ফেললেন বাতিটাকে।

বাতির আলোয় ঘরটা আলোকিত হয়ে উঠতেই ওরা দেখল, এতক্ষণ দূর থেকে যাকে ওরা কঙ্কাল বলে ভুল করেছিল আসলে সে কঙ্কালই নয়। কঙ্কালের পোশাক-পরা মানুষ মাত্র। তার কালো পোশাকের ওপর সাদা সাদা ডোরা এমন ভাবে আঁকা যে তাকে আচমকা দেখলে সত্যিকারের কঙ্কাল বলেই মনে হবে।

মানুষটা তখনও অজ্ঞান হয়েই ছিল।

ওরা সেই অবস্থাতেই বেশ শক্ত করে বেঁধে ফেলল তাকে।

এদিকে সেই ভদ্রলোক তো মুক্তির আনন্দে গদ গদ হয়ে বাবলুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "কে বাবা তোমরা? বিপদে আমার প্রাণ বাঁচালে। ঠিক সময়টিতে তোমরা এসে না পড়লে ওরা আমাকে নির্ঘাত মেরে ফেলত।"

বাবলু বলল, "আমাদের পরিচয় পরে পাবেন। এখন আপনি এক কাজ করুন। শিগগির গিয়ে পুলিশ ডেকে আনুন। একদম দেরি করবেন না, যান।"

ভদ্রলোক বললেন, "তোমরা?"

"আমরা ততক্ষণ এই লোকটাকে পাহারা দিই।"

ভদ্রলোক বললেন, "ঠিক বলেছ। আমি এখনই গিয়ে পুলিশ নিয়ে আসছি। তোমরা একটু অপেক্ষা করো।" এই বলে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

দূর থেকে পঞ্চুর ডাক তখনও কানে আসছে।

এই বাড়ির পিছন দিকেই একটা পুকুর আছে। সেই পুকুরের পাড় থেকে পঞ্চুর গলার স্বর ভেসে আসছে।

বাবলু বলল, "আমার মনে হয় কঙ্কালের পোশাক-পরা সেই লোকটা পালাতে না পেরে জলে ঝাঁপ দিয়েছে। আর পঞ্চুও ছাড়বার পাত্র নয়। বোধ হয় উঠতে দিচ্ছে না ব্যাটাকে।"

খানিক পরেই বাগানের বাইরে একটা গাড়ি থামার শব্দ পাওয়া গেল।

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই পুলিশের গাড়ি।"

ভোম্বল বারান্দার কাছে এগিয়ে গিয়ে টর্চের আলো ফেলে দেখল সত্যিই পুলিশের গাড়ি সেটা।

গাড়ি থেকে নেমে কয়েকজন পুলিশ বাগানে ঢুকতেই ভোম্বল ওপর থেকে হেঁকে বলল, "আমরা সবাই এখানে আছি। আপনারা সোজা ওপরে উঠে আসুন।"

পুলিশের লোকেরা দ্রুত ওপরে উঠে এল।

ওদের সঙ্গে ছিলেন সেই ভদ্রলোক এবং থানার ও সি।

ভদ্রলোক বললেন, "এই যে, এই সেই ছেলেরা। যারা আমার জীবন রক্ষা করেছে।"

ও সি বাবলুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, "তোমাদের পরিচয়?"

"আমরা পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

"আজকের দিনে তোমাদের মতন ছেলেমেয়ে দেখা যায় না। তা পাণ্ডব গোয়েন্দার মানে তো কিছু বুঝলাম না ভাই। এত রাত্রে তোমরা এখানে কী করতে এসেছিলে?"

বাবলু তখন একে একে সব কথা খুলে বলল।

সব শুনে ও সি অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন, "এই যে ভদ্রলোকের জীবন রক্ষা করলে তোমরা, ইনি কে জান? ইনি একজন অধ্যাপক। তোমরা হয়তো নামও শুনে থাকবে।"

বাবলু বলল, "কী নাম?"

"এঁর নাম ভবেশ রায়।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছি।"

এমন সময় ও সি-র চোখ পড়ল সেই কঙ্কালের পোশাক-পরা লোকটির দিকে। লোকটিকে দেখেই চমকে উঠলেন তিনি, "আরে, এ ব্যাটা তো একজন দাগী আসামী। আমি অনেকদিন ধরে খুঁজছিলাম ব্যাটাকে। বেশ কয়েকটা মার্ডার কেশ ঝোলানো আছে ব্যাটার নামে।"

বাবলু বলল, "আরও একজন আছে স্যার।"

"কোথায়?"

"সে গিয়ে পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছে। আমাদের কুকুর পাহারা দিচ্ছে তাকে। ওই শুনুন আমাদের কুকুরের ডাক।"

পঞ্চু তখনও সমানে চেঁচিয়ে চলেছে।

ও সি তাঁর কয়েকজন কনস্টেবলকে বললেন, "এই, তোরা এ ব্যাটাকে অ্যারেস্ট করে ভ্যানে ওঠা। আমি ততক্ষণে অন্যটার ব্যবস্থা করি।" এই বলে আরও দু'-চারজন কনস্টেবলকে নিয়ে পুকুরের দিকে চললেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও পুলিশের সঙ্গে চলল।

জোড়া জোড়া টর্চের আলোয় আলোকিত পথে দলবদ্ধ হয়ে চলতে কোনও অসুবিধেই হল না।

পুকুর পাড়ে গিয়ে সবাই যা দেখল তা এক মহা কেলেংকারির ব্যাপার।

পলাতক লোকটি প্রাণ বাঁচাবার জন্য সত্যিই জলে ঝাঁপ দিয়েছে। আর পঞ্চু তাকে এমন ফ্যাঁসাদে ফেলেছে যে বাছাধন কোনওরকমেই ডাঙায় উঠতে পারছে না। যেদিক দিয়ে উঠতে যায় সেদিক দিয়েই আক্রমণ করে পঞ্চু। নিরুপায় লোকটি তখন পঞ্চুর আঁচড়-কামড় থেকে বাঁচবার জন্যে জলের ওপর রসগোল্লার মতো ভাসছে।

বাবলু গিয়ে পঞ্চুকে ধরতেই জল থেকে সুড় সুড় করে উঠে এল লোকটি। পুলিশের লোকেরা হাতকড়া নিয়ে একেবারে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উঠে আসতেই অ্যারেস্ট করল লোকটিকে।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এই নৈশ অভিযান সত্যিই সফল হল। দু'- দু'জন নামকরা দুষ্কৃতীকে যে ওরা ধরিয়ে দিতে সক্ষম হল এটা বড় কম কৃতিত্বের ব্যাপার নয়। তা ছাড়া একজনের জীবনও রক্ষা হল।

ও সি সেই রাতে পুলিশের জিপে করেই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের প্রত্যেককে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিলেন। এবং সকলের বাবা-মাকে ধন্যবাদ জানালেন।

আর সেই ভদ্রলোক অর্থাৎ ভবেশবাবু তাঁর মেয়ের বিয়েতে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের নেমন্তন্ন তো করলেনই উপরন্তু করলেন কী তার পরদিন রাত্রিবেলা পাণ্ডব গোয়েন্দাদের প্রত্যেকের বাবা-মাকে পর্যন্ত বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দারুণভাবে খাওয়ালেন। সে নিমন্ত্রণে অবশ্য পঞ্চুও বাদ পড়েনি।

সেই থেকে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের নাম সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় অভিযান

এরপর একদিন বিকেলবেলা মিত্তিরদের বাগানে খেলা করছে পাণ্ডব গোয়েন্দারা, এমন সময় হঠাৎ গুলঞ্চ গাছের ডাল থেকে কে যেন বলে উঠল, "চোর চোর।"

সেই না শুনেই চেঁচিয়ে উঠল পঞ্চু, "ভৌ। ভৌ-ভৌ।"

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার বল তো?"

বাচ্চু-বিচ্চু বলল, "আরে, কী চমৎকার একটা কাকাতুয়া পাখি রে। বাবলুদা শিগগির ধরো পাখিটাকে।"

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "এই বনে কাকাতুয়ার বাসা আছে নাকি? জানতুম না তো।"

বিলু বলল, "অসম্ভব। কাকাতুয়া পাখি এখন তো বিরল হয়ে এসেছে। যাও-বা পাওয়া যায় তারও দাম বাজারে অনেক।"

বাবলু বলল, "এ নিশ্চয়ই কারও পোষা-পাখি।"

ভোম্বল বলল, "যারই হোক। ধরতেই হবে পাখিটাকে।"

পঞ্চু তখনও সমানে চেঁচিয়ে চলেছে, "ভৌ-ভৌ-ভৌ-ভৌ-ভৌ।"

ভোম্বল বলল, "তুই পঞ্চুকে ধরে থাক বাবলু। আমি পাখিটাকে কায়দা করি। না হলে ওর চেঁচানিতেই উড়ে যাবে পাখিটা।"

বলতে বলতেই উড়ে গেল পাখিটা। বেশি দূরে অবশ্য যেতে পারল না। খানিক গিয়েই একটা ঝোপের ওপর ছোট্ট একটি ডালে বসে পড়ল।

ভোম্বল বলল, "তোরা যেন আসবি না কেউ। আমি পিছু নিচ্ছি পাখিটার। ওটাকে ধরতে না পারলে আমার মনে শান্তি আসবে না।" এই বলে পাখিটাকে ধরবার জন্য ঝোপের দিকে ছুটল ভোম্বল।

পাখিটা আবার উড়ে পড়ল। উড়ে আর একটু দূরে গিয়ে বসল। ছোট্ট একটা টগর ফুলের গাছ ছিল, তার ডালে।

ভোম্বল সেখানেও যেই গেল পাখিটা সেখান থেকেও উড়ে গেল।

এইভাবে পাখিটার পিছু নিতে নিতে ভোম্বল একেবারে বাগানের শেষ-প্রান্তে গিয়ে পৌঁছুল। এইখানে একটা মস্ত কাঁঠাল গাছ ছিল। সেই কাঁঠাল গাছের ঘন ডালপালার আড়ালে গিয়ে লুকল পাখিটা।

ভোম্বল তখন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তবুও সে পাখিটার লোভে একটু একটু করে ডাল বেয়ে সেই গাছের মগডালে উঠতে লাগল। ওই তো দেখা যাচ্ছে পাখিটাকে। কেমন নিশ্চিন্তে বসে আছে বাছাধন। ধূর্ত বেড়ালের মতো চুপিসারে ভোম্বল পকেট থেকে রুমালটা বার করে যেই না ধরতে যাবে, দুষ্ট পাখিটা অমনি ক্যাঁ-ক্যাঁ করেই ফুড়ুত। বাগান পেরিয়ে একেবারে প্লাস্টিক ফ্যাক্টরির দোতলার বারান্দায় গিয়ে বসল পাখিটা। আর সেদিকে যেই না তাকানো, অমনি চক্ষুস্থির হয়ে গেল ভোম্বলের। দেখল এক বিজাতীয় চেহারার লাল মুখ বারান্দার থামের আড়াল থেকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছে ওকে। সে দেখা এমনই দেখা যে ভোম্বলের বুকের একদম ভেতরের জায়গাটা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। এ মুখাবয়ব অমানুষিক। ভৌতিক ছাড়া আর কিছুই নয়। যেই না এ কথা মনে হওয়া অমনি সুড় সুড় করে গাছ থেকে নেমেই একেবারে তিরবেগে ছুটে চলল ভোম্বল সেই পোড়ো বাড়ির দিকে, যেখানে আর সকলে ওর জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

পরদিন সকালবেলা প্রত্যেকটি খবরের কাগজে এক চাঞ্চল্যকর খবর ছাপা হল। প্লাস্টিক ফ্যাক্টরির মালিকের স্ত্রীকে কে বা কারা যেন নৃশংসভাবে হত্যা করেছে এবং তাঁর সমস্ত গয়না চুরি করে নিয়ে গেছে। সেই সঙ্গে নিয়ে গেছে একটি পোষা কাকাতুয়া পাখি। পাখিটা অবিকল মানুষের মতো কথা বলতে পারত। পুলিশ এই খুনের বিষয়টি নিয়ে খুবই চিন্তায় পড়ে গেছে। কেন না, আততায়ীর পায়ের ছাপ ঘরের ভেতরে পাওয়া গেলেও ঘরের বাইরে উঠোনে মাঠে সিঁড়িতে কোনওখানেই তার এতটুকু পদচিহ্ন নেই।

খবরটা পড়েই লাফিয়ে উঠল ভোম্বল। যাকে দেখে সে ভূত ভেবে ভয় পেয়েছিল আসলে সেই লোকটাই যে খুনি তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না তার। ভাগ্যে পাখিটা উড়ে এসে 'চোর চোর' বলে ডেকেছিল, তাই তো পাখিটাকে ধরতে গিয়ে আসল ঘুঘুকে দেখে ফেলেছে সে। দৃশ্যটা মনে পড়তেই শিউরে উঠল ভোম্বল। উঃ, কী সাংঘাতিক সেই মুখ!

ভোম্বল আর একটুও দেরি না করে বাচ্চু-বিচ্ছু আর বিলুকে নিয়ে বাবলুদের বাড়িতে গেল। তারপর সবাই জড়ো হল বাবলুদের ছাদে।

কালকের ঘটনাটা কালই ওদের বলেছিল ভোম্বল। শুনে সবাই হেসেছিল। কিন্তু আজকের কাগজে খবরটা পড়ার পর কেউ আর হাসতেও সাহস করল না।

ভোম্বল বলল, "এই কেসটা কি আমাদের হাতে নেওয়া যেতে পারে।"

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই। খুনিকে যখন দেখেছিস তুই, তখন আর তাকে চিনে ফেলতে খুব একটা দেরি হবে না আমাদের। ওকে আমরা ধরবই ধরব।"

বিলু বলল, "দরকার হলে এ ব্যাপারে আমরা পুলিশেরও সাহায্য নেব। পুলিশ তো চিনেই গেছে আমাদের।"

বাবলু বলল, "ঠিক। কালকের ঘটনার কথা এখনই আমরা গিয়ে পুলিশকে বলি চল। তাতে করে খুনিকে ধরতে ওদেরও একটু সুবিধে হবে।"

সবাই তখন দল বেঁধে থানায় চলল খুনির বর্ণনা দিতে। পঞ্চুও অবশ্য ওদের সঙ্গে যেতে বাদ পড়ল না।

থানায় গিয়ে ভোম্বল সব কথা খুলে বলতেই ও সি অবাক হয়ে বললেন, "আশ্চর্য ব্যাপার।" তারপর বললেন, "ঠিক কী রকম সময়ে দেখেছ বল তো?"

"আজ্ঞে, সন্ধের মুখে। আর লোকটার মুখ কী রকম যেন। আমাদের সাধারণ লোকের মুখের মতো নয়।"

ও সি গম্ভীরমুখে সব কথা শুনে যা যা নোট করবার সব নোট করে নিলেন। তারপর বললেন, "আমরা এ ব্যাপারে জোর তদন্ত চালাচ্ছি। যদি প্রয়োজন হয় তোমাদের ডাকব। তোমরা এখন থেকে চেষ্টা করবে সেই মুখ আর কখনও দেখতে পাও কিনা। যেই পাবে অমনি জানাবে আমাকে। যদি দূরে কোথাও দেখতে পাও, তা হলে তাড়াতাড়ি ফোন করে সেই জায়গাটার নাম বলে জানাবে। সঙ্গে সঙ্গে ধরব ব্যাটাকে। আর সেই সঙ্গে খবরের কাগজেও নাম ছাপিয়ে দেব তোমাদের। পাণ্ডব গোয়েন্দা নামটা দেখবে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাবে।"

ওরা থানা থাকে বেরিয়ে এক জায়গায় হঠাৎ একটা ডুগডুগ বাজনা শুনে থমকে দাঁড়াল। আরও অনেকেই দাঁড়িয়েছে সেখানে। ওরাও দাঁড়াল।

বাঁশ আর দড়ি দিয়ে একটা অংশকে ঘিরে খেলা দেখাচ্ছে একজন ইরানি যাযাবর ও এক জিপসি মেয়ে। মেয়েটি ঘাগরা উড়িয়ে এক অদ্ভুত কায়দায় অপূর্বভাবে নেচে চলেছে। আর ইরানিটা সেই নাচের তালে তালে ঢোল বাজিয়ে কসরত দেখাচ্ছে। পাশেই একটি ছোট্ট তাঁবু। সেই তাঁবুর আশেপাশে কতকগুলো মুরগি ঘোরাঘুরি করছিল। বেশ নধর চেহারা মুরগিগুলোর। একটা ছাগল এবং একটা কুকুরও বাঁধা ছিল সেখানে। পঞ্চু হঠাৎ সেই মুরগিগুলোর দিকে ভৌ-ভৌ করে তেড়ে গেল। যেই-না-যাওয়া ইরানিদের কুকুরটাও অমনি দ্বিগুণ জোরে চেঁচিয়ে তার প্রতিবাদ করে উঠল। নেহাত বাঁধা ছিল তাই রক্ষে। না হলে যা তেজি কুকুর, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত বোধ হয়।

ইরানিটা ঢোল থামিয়ে একটা লাঠি হাতে তেড়ে এল পঞ্চুকে। যেই-না-আসা অমনি খুব কাছ থেকে লোকটার মুখ দেখেই চমকে উঠল ভোম্বল। তারপর চুপি চুপি বাবলুর কানের কাছে মুখ এনে বলল, "বাবলু! এই মুখই কাল আমি দেখেছি। এই সেই লোক।"

তাড়া খেয়ে পঞ্চু তখন পালিয়ে এসেছে।

আর ভোম্বল বাবলুর পিছনে এমনভাবে এসে দাঁড়িয়েছে যে ইরানিটা যেন ওকে দেখে না ফেলে।

পঞ্চুকে তাড়িয়ে লোকটা আবার ঢোল পিটতে লাগল।

আবার শুরু হল জিপসির নাচ।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা চলে এল সেখান থেকে।

খানিকটা তফাতে এসে বাবলু বলল, "তুই ঠিক বলছিস ভোম্বল? এই সেই লোক?"

"আমার এতটা ভুল হবে না বাবলু। এই সেই লোক। শুধু লোকটা এতক্ষণ পিছন ফিরে ঢোল বাজাচ্ছিল বলে ওর মুখটা আমি দেখিনি ভাল করে।"

বিলু বলল, "এই লোকটাই তা হলে খুনি বলতে চাস?"

ভোম্বল বলল, "খুনি কিনা তা বলতে পারি না। তবে কাল প্লাস্টিক ফ্যাক্টরির বারান্দায় এই মুখই আমি দেখেছি। এ মুখ আমি জীবনে ভুলব না।"

বাবলু বলল, "তা যদি হয় তবে এই লোকটাই হত্যাকারী।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "তা হলে কি একবার থানায় গিয়ে জানিয়ে আসব?"

বাবলু বলল, "না। এখনই তার কোনও প্রয়োজন নেই। যেমন করেই হোক চোরাই মাল আমাদের উদ্ধার করতেই হবে। আজ বিকেলবেলা আবার আসব আমরা এইখানে এবং দুপুরবেলা একবার আমরা স্পটে যাব।"

ভোম্বল বলল, "বেশ, তাই হবে।"

ওরা সবাই চলে এল যে যার ঘরে।

দুপুরবেলা প্লাস্টিক ফ্যাক্টরির মেইন গেটের কাছে এসে ওরা দেখল গেট বন্ধ। ফ্যাক্টরিও বন্ধ আজকে। কালকের ওই ব্যাপারের পর আজ কখনও খোলা থাকতে পারে না। সে যাই হোক, এখন মুশকিল হল ভেতরে ঢোকা যায় কী করে?

বাবলু বলল, "এর ভেতরে ঢোকবার একটিমাত্র উপায় আছে।"

বিলু বলল, "কী উপায় বল?"

"মিত্তিরদের বাগানের পিছন দিক দিয়ে ভেতরে ঢোকা।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু সেখানে তো কোনও ফাঁক নেই।"

"একটু বুদ্ধি খরচা করলেই ভেতরে ঢোকা যায়।"

বাচ্চু বলল, "কী করে?"

"যে গাছে ভোম্বল উঠেছিল সেই গাছের ডালে একটা বেশ শক্ত মোটা লম্বা দড়ি বেঁধে সেই দড়ি বেয়ে নীচে নামা যায়।"

"দি আইডিয়া।" ভোম্বল বলল—"ঠিক্ আছে, তোরা যা! তারপর আমি যাচ্ছি। আমি এখনই নিয়ে আসছি আমাদের কুয়োর জল তোলা লম্বা নাইলনের দড়িটা।" এই বলে ভোম্বল চলে গেল।

বাবলুরা সবাই তখন বাগানের শেষ প্রান্তে সেই গাছের ওপর উঠেছে। এখান থেকে ফ্যাক্টরির বারান্দা খুব ভালভাবে দেখা যাচ্ছে। জায়গাটাও অনেকখানি। চারদিক ঘেরা। নীচে ফ্যাক্টরি। ওপরে মালিক থাকেন। কাজেই মেশিনের ঘরঘর শব্দে ওপরের চিৎকারও কানে যাবার নয়। কিন্তু কী সাহস ব্যাটার। অমন ভর সন্ধেবেলা দিব্যি এসে খুন করে গেল।

একটু পরেই ভোম্বল এসে পড়ল দড়ি নিয়ে।

দড়ি ধরে পাঁচিল টপকে সর্বাগ্রে বাবলু নামল ভেতরে। তারপর পঞ্চুকে বেঁধে নামানো হল। পঞ্চুর পরে বাচ্চু-বিচ্ছু। সবশেষে বিলু আর ভোম্বল।

সবাই নেমে পড়ার পর প্রথমে চারদিকে তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল কোথাও খুনি তার সুকৌশল খুনের কোনওরকম চিহ্ন রেখে গেছে কিনা তা দেখবার জন্য। কিন্তু না। কোনও চিহ্ন কোথাও নেই। কী অদ্ভুত ও রহস্যময় হত্যাকাণ্ড। একটা মানুষ খুন হল, আততায়ীর পদচিহ্ন পাওয়া গেল অথচ সেটা ঘরের ভেতর। ঘরের বাইরে কোথাও নয়। আততায়ী কি ম্যাজিক জানে?

এমন সময় হঠাৎ পঞ্চু ভৌ-ভৌ করে একটা ঝোপের দিকে ছুটে গেল।

পঞ্চুকে ছুটতে দেখে পঞ্চুর পিছু পিছু সর্বপ্রথম ছুটে গেল বিলু। বিলু গিয়ে দেখল এক জায়গায় পঞ্চু একমনে কী যেন শুঁকছে। তাই দেখেই সে উৎসাহিত হয়ে বলল, "এই দেখ বাবলু, এখানে কীসের যেন দাগ।"

বাবলু অনেকক্ষণ ধরে গবেষকের মতো দাগগুলোর আশপাশ লক্ষ করে রায় দিল, "এটা আততায়ীর কোনও চিহ্ন নয়।"

ভোম্বল বলল, "কী করে বুঝলি?"

"এখানে পুলিশ এসেছিল। চারদিকে বুটের ছাপ আছে। এ দাগ পুলিশের লাঠি ঠোকার। চলে আয়। একবার বারান্দার ওপরে উঠতে হবে আমাদের।"

বিচ্ছু বলল, "কী করে উঠবে? চারদিকে তো তালা দেওয়া।"

"পাইপ বেয়ে ওপরে উঠব। তোরা একটু গেটের দিকে নজর রাখবি, যাতে কেউ এসে না পড়ে।"

বিলু বলল, "এসে পড়বার ভয় নেই। কেন না মর্গ থেকে লাশ নিয়ে দাহ করে আসবে তো সব। কাজেই দেরি হবে।"

বাবলু নিশ্চিন্ত মনে পাইপ বেয়ে ওপরে উঠল। উঠেই দেখতে পেল বারান্দায় পুলিশের পায়ের ছাপ এবং এক কোণে অন্য একটি পায়ের ছাপ রয়েছে। ঘর বন্ধ। ও আস্তে আস্তে ছাদের সিঁড়ির কাছে গেল। তারপর দরজার খিল খুলে ছাদে উঠে চারদিক দেখতে লাগল খুনি ছাদ দিয়ে নেমেছে বা পালিয়েছে কি না। কিন্তু না সেখানে আততায়ীর কোনও চিহ্নই সে দেখতে পেল না। হঠাৎ চিলেকোঠার সিঁড়িতে একজোড়া পায়ের ছাপ সে লক্ষ করল। বেশ বড় বড় জুতোহীন পায়ের ছাপ। কেউ যেন এই সিঁড়িতে বেশ কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম নিয়েছে।

বাবলু একটা ঝাঁটাকাঠি কুড়িয়ে সেই ছাপটার মাপ নিয়ে তাড়াতাড়ি বারান্দায় এসে অপর ছাপটার মাপ মিলিয়ে দেখল। হুবহু একই ছাপ। একই মাপ। কাঠিটা নিয়ে আবার পাইপ বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে এল সে। তারপর বলল, "আমাদের প্রাথমিক তদন্ত শেষ। এবার চল, স্বস্থানে প্রস্থান করি।" এই বলে ওরা সেই ঝুলনো দড়ির কাছে গেল।

কিন্তু এ কী? দড়ি কোথায়?

ওরা ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল গাছের ডালের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা দড়িটা কে যেন খুলে নিয়ে গেছে। কে নিল? কে? কে সে?

বিলু বলল, "আশ্চর্য ব্যাপার তো?"

বাবলু বলল, "কিছুই আশ্চর্য নয়। যে খুন করেছে সে নিজেই এসে খুলে নিয়ে গেছে ওটা।"

ভোম্বল বলল, "এ অসম্ভব।"

"এটাই সম্ভব। খুনিরা চিরকাল এই ভুলটাই করে থাকে। খুনের পর ঘটনাস্থলের আশপাশেই ঘুরে বেড়ায় তারা। কেবল দেখে তার কোনও চিহ্ন কোথাও পড়ে আছে কিনা অথবা তাকে কেউ সন্দেহ করছে কি না।"

বিলু বলল, "তা হলে উপায়? এখন আমরা বেরোব কী করে এর ভেতর থেকে?"

বাবলু বলল, "কোনও উপায় নেই। যতক্ষণ না ওরা ফিরে আসে ততক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।"

বিলু বলল, "আশ্চর্য ব্যাপার। এরা সবাই না হয় লাশ নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু দারোয়ান ব্যাটা? সে ব্যাটা গেল কোথায়?"

ভোম্বল বলল, "দারোয়ানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।"

বলতে বলতেই দেখা গেল গেট খুলে যাচ্ছে।

ওরা তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ল একটা ঝোপের আড়ালে।

গেট খুলে কয়েকজন লোক ভেতরে ঢুকল। তাদের একজন হলেন এই ফ্যাক্টরি এবং বাড়ির মালিক। বাকিরা তাঁর বন্ধুবান্ধব। ওঁরা সবাই ভেতরে এলেন। গেটটা ভেজিয়ে দিয়ে বাড়ির তালা খুলে ঘরে ঢুকলেন। সেই অবসরে ওরাও সকলে বেরিয়ে পড়ল গেট দিয়ে।

বাবলুরা বাইরে এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল তখন।

বাবলু বলল, "এখন একবার ময়দানের দিকে আমাদের যাওয়া উচিত।"

ভোম্বল বলল, "আমি একটু তফাতে থাকব, কেমন? না হলে ব্যাটা আমাকে চিনে ফেলতে পারে।"

বাবলু বলল, "সেটার আর প্রয়োজন নেই। তার কারণ গাছ থেকে দড়ি যখন খুলেছে তখন আমাদেরকে সে নিশ্চয়ই লক্ষ করেছে।"

বিলু বলল, "তারই বা কী মানে আছে? হয়তো সে আমাদের দেখেনি। শুধু দড়িটাই ঝুলতে দেখেছে। তাই খুলে নিয়ে পালিয়েছে সে।"

বাবলু বলল, "যা হোক একটা কিছু হয়েছে। তবে আমরা সবাই একসঙ্গেই থাকব।"

এই বলে কথা বলতে বলতে ওরা ময়দানের দিকে গেল। কিন্তু কোথায় কে? কোথায় সেই ইরানি যাযাবর আর কোথায় বা সেই জিপসি মেয়ে? ছাগল, বাঁদর, কুকুর, তাঁবু সবই উধাও।

তাই দেখে হতবাক হয়ে গেল ওরা। ভোম্বল বলল, "ওঃ! সকালে যদি একবার থানায় গিয়ে খবরটা দিতাম। কী ভুলই না করলাম আমরা। অথচ এখন আর মুখই নেই আমাদের।"

বাবলু বলল, "এত ভেঙে পড়বার কিছু নেই। একটা বেলার মধ্যে যাবে কোথায় বাছাধনরা। ওদের খুঁজে বার আমরা করবই করব।"

ভোম্বলের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

আর পঞ্চু অকারণেই শুঁকে বেড়াতে লাগল মাঠের মাটিটাকে এবং নিজের মনেই রাগে গরগর করতে লাগল।

পরদিন সকালের কাগজে আবার এক চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশিত হল। তুলসী মিত্তির গার্ডেন লেনের এক বাড়িতে গভীর রাতে রহস্যজনকভাবে চুরি হয়েছে। টাকাকড়ি এবং সোনার গয়না মিলিয়ে প্রায় বিশ হাজার টাকার মতো চুরি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, এ ক্ষেত্রেও চোরের পদচিহ্ন শুধুমাত্র ঘরে, বারান্দায় এবং ছাদের ওপর পাওয়া গেছে। এর বাইরে আর কোথাও নয়। প্রথম খুনির পায়ের ছাপের সঙ্গে এই পায়ের ছাপ হুবহু মিলে যাচ্ছে।

খবরটা দেখেই পাণ্ডব গোয়েন্দারা দলবদ্ধভাবে ছুটল ঘটনাস্থলে। গলির মুখে একটা ছোটখাটো ভিড় হয়ে আছে। সেখানে বাবলুর চেনা জানা একজন ছিল।

বাবলু তাকে জিজ্ঞেস করল, "কাদের বাড়ি চুরি হয়েছে?"

সে একজন বেঁটে কালো লোককে দেখিয়ে দিল। বাবলু চিনল লোকটাকে। রেলের ক্যান্টিনে কাজ করে। অনেকদিন আগে যখন ওদের পাড়ায় ভাড়া থাকত লোকটা তখন একবার ক্যান্টিন থেকে আনা চপ কাটলেট ওদের খাইয়েছিল। বাবলু ভেবে পেল না লোকটা এর মধ্যে এত টাকা কী করে করল। যাই হোক, এ রকম চুরি সত্যিই অভাবিত।

ওরা অনেকক্ষণ ধরে আশপাশে ঘোরাঘুরি করল। কিন্তু কে-ই বা ওদের পাত্তা দেবে? ওরা নিজের মনেই আর একটু এগিয়ে গেল। হঠাৎ এক জায়গায় ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ আওয়াজ।

ডুগডুগির আওয়াজ শুনে এগিয়ে গেল ওরা।

দেখল যে মাঠে শীতলা পুজো হয় সেই মাঠের ওপর খেলা দেখাচ্ছে সেই ইরানি যাযাবর আর সেই জিপসি মেয়েটা। অপূর্ব সুন্দরী। ইরানিটাও যেন লালমুখো একটা দানব। একসঙ্গে কুড়িটা সোডার বোতল সে একটা ছুঁড়ছে একটা লুফছে। কী অপূর্ব ব্যালান্স। বোতলগুলো যেন শূন্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। অথচ সে একের পর এক ডান হাতে বাঁ হাতে লুফেই ছুড়ে দিচ্ছে। সে দৃশ্য দেখবার মতো। সেই কুকুর, ছাগল, বাঁদর সবই আছে। জিপসি মেয়েটা ডুগডুগি বাজিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে চারিদিকে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা প্রথমটা মহাবিস্ময়ে সেই খেলা দেখতে লাগল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু অবাক হয়ে বোতলের ম্যাজিক দেখছে। আর বাবলু একদৃষ্টে চেয়ে আছে ইরানিটার পায়ের দিকে। পায়ের প্রতিটি ছাপ ধুলোর মাঠে আঁকা হয়ে যাচ্ছে প্রতিটি পদক্ষেপ।

বাবলু বিলুর গায়ের কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বলল, "কালকের রহস্যজনক চুরিও এই ব্যাটাই করেছে।"

"সে তো জানা কথা।"

"আমি একে ফলো করব। তোরা এক কাজ কর, এখানে আর থাকিস না। ঘরে গিয়ে স্নান খাওয়া করে তৈরি হয়ে নে। ভোম্বল, তুই বরং খেয়েদেয়েই চট করে চলে আয়। তুই এলে তারপর আমি যাব। বিলু, বাচ্চু আর বিচ্ছু মিত্তিরদের বাগানে থাকবি। পঞ্চুও থাকবে তোদের সঙ্গে। আমি খবর দিলেই চলে আসবি। কেমন?"

"বেশ তাই।" এই বলে ওরা চলে যেতেই বাবলু দর্শকদের ভেতর মিশে খেলা ও খেলোয়াড়কে তীক্ষ্ণচোখে দেখতে লাগল।

বোতলের খেলা শেষ হতেই একটার পর একটা পয়সা পড়তে লাগল মাঠের ওপর। দশ, পাঁচ, সিকি। আর সেই জিপসি মেয়েটা পয়সা কুড়িয়ে জড়ো করতে লাগল।

ইরানি যাযাবরটা তখন ঘর্মাক্ত কলেবরে একটা গাছতলায় বসে বিশ্রাম নিতে লাগল।

বাবলুও নিজের মনে এটা সেটা দেখার ছলে লক্ষ করতে লাগল চারদিকে।

ইরানিটা হঠাৎ বাজখাঁই গলায় বলল, "এই, কী চাই তোমার?"

বাবলু বলল, "কিছু না। তোমার বোতলের খেলা আমার খুব ভাল লেগেছে।"

"বিকেলে আবার হবে। দেখতে এসো। এখন যাও। আমরা এবার রান্না করে খাওয়া-দাওয়া করব। বিকেলে তোমাদের আরও সব বন্ধুবান্ধব থাকে তো ডেকে আনবে, বুঝলে?"

বাবলু হ্যাঁ বলে ওর সামনে থেকে চলে এল। তবে দূরে একটা মোড়ের মাথায় বসে রইল চুপচাপ। ভোম্বল না আসা পর্যন্ত ওইভাবেই থাকবে ও। তারপর ভোম্বলকে পাহারায় রেখে খেতে যাবে।

ভোম্বল এল প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পরে।

নিজের জায়গায় ভোম্বলকে বসিয়ে বাবলু ঘরে চলে গেল। বাবলুর মনে জোর প্রতিজ্ঞা, খুনি-তস্কর ইরানিটাকে আজই বামাল সমেত ও ধরাবেই ধরাবে।

বিলু, বাচ্চু আর পঞ্চু অপেক্ষা করছিল মিত্তিরদের বাগানে। বাবলু গিয়ে ওদের ডাকল। ওরা সকলেই খেয়েদেয়ে একদম তৈরি।

বিলু বলল, "কী খবর?"

"ভাল। আজ বিকেলে বোতলের খেলা আবার হবে। সেই খেলা দেখার ভেতরেই আমাদেরকে আমাদের কাজ করে ফেলতে হবে।"

"কী করে কী করবি?"

"কিছুই ঠিক করিনি। ঘটনা যেভাবে ঘটবে বা সুযোগ যখন যেমন পাব তেমনি কাজে লাগাব।" বলতে বলতে ওরা সেই মাঠটার কাছে গেল।

কিন্তু এ কী! কোথায় বা ভোম্বল, আর কোথায় সেই ইরানি যাযাবর ও জিপসি মেয়ে। তাদের তাঁবুরও কোনও চিহ্ন নেই।

বাবলু বলল, "ওরা নিশ্চয়ই পাততাড়ি গুটিয়েছে। এবং ভোম্বল ওদের পিছু নিয়েছে। কিন্তু কোন দিকে যে গেল ওরা তা কী করে জানা যায়?"

বিলু বলল, "ভোম্বল না ফেরা পর্যন্ত কিছুই জানা যাবে না।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "তার মানে আজ আর কিছুই হচ্ছে না।"

বাবলু বলল, "তবে একটা কাজ হবে।"

বিলু বলল, "কী কাজ?"

"খুনির পায়ের ছাপ এবং এই ইরানির পায়ের ছাপ মিলছে কিনা জানা যাবে।"

বলেই বাবলু সেই কাঠিটা দিয়ে মেপে দেখল পায়ের ছাপ। আর মেপে দেখেই সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল, "হুররে। মিলেছে, ছাপ হুবহু মিলে গেছে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "তা হলে এখনই পুলিশকে জানাই চলো। আর দেরি করা কোনওমতেই ঠিক হবে না।"

"এখনই নয়। আমাদের কাজ আরও একটু এগিয়ে গেলে তারপর ডাকব পুলিশ।"

এমন সময় হঠাৎ রাস্তার ওপর কী যেন দেখে চেঁচিয়ে উঠল বিলু, "বাবলু শিগগির আয়।"

বাবলু যাবার আগেই বাচ্চু-বিচ্ছু ঝুঁকে পড়েছে। বাবলুও গিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখল রাস্তার তেমাথার মোড়ে ছোট ইটের টুকরো ঘষে কে যেন একটা তিরচিহ্ন এঁকে পথ-সংকেত করে রেখেছে।

বিলু বলল, "এ নিশ্চয় ভোম্বলের কাজ।"

বাবলু বলল, "অবধারিত। এই চিহ্ন যদি রাস্তার প্রত্যেক মোড়ে থাকে, তা হলে জানব ভোম্বল ছাড়া এ কাজ আর অন্য কারও নয়।"

ওদের অনুমানই ঠিক। সেই চিহ্ন ধরে যেতে যেতেই পরপর কয়েকটি মোড়ে পথ-সংকেত দেখতে পেল। সেই চিহ্ন শেষ হল চ্যাটার্জিহাটের কাছে। একটা বড় মাঠে দেখা গেল ইরানি যাযাবর তার তাঁবু ফেলছে। জিপসি মেয়েটা কেমন এক সুন্দর ভঙ্গিতে বসে বসে কাঁঠালপাতা খাওয়াচ্ছে ছাগলটাকে। আর এই ছাগলটাকে লক্ষ করতে গিয়েই বাচ্চু বলে উঠল, "বাবলুদা, ওই দেখ, আমাদের সেই দড়িটা। সেই দড়িটাকেই কেটে ছোট করে ছাগল বেঁধেছে।

বাবলু বলল, "আরে তাই তো। কিন্তু ভোম্বল কোথায়? ভোম্বলকে দেখছি না কেন?"

বিচ্ছু বলল, "সে বোধহয় আমাদের খোঁজেই গেছে।"

বাবলু বলল, "হয়তো।"

বিলু বলল, "চোরাই মালগুলো সব এদের তাঁবুর ভেতরেই আছে। একবার কোনওরকমে ঢুকে দেখতে পারলে হত।"

কিন্তু কী করে যে ঢুকবে তা ওরা ভেবেও পেল না। তাঁবুর মুখেই বাঁধা আছে অ্যালসেশিয়ানটা। পঞ্চুকে দেখে সে লেজ নাড়ছে। পঞ্চুও লেজ নাড়ছে তাকে দেখে।

ওরা দূর থেকে ওদের লক্ষ করতে লাগল।

আরও অনেক ছেলেমেয়ে ও দু'-চারজন বড় লোকের ভিড়ও জমতে শুরু করেছে সেখানে।

এমন সময় হঠাৎ ভোম্বল হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাজির হল সেখানে।

বাবলু বলল, "কী রে, কোথায় গেছলি? আমাদের ডাকতে?"

"দূর। তোদের ডাকতে যাব কেন? তোদের জন্যে তো পথ-নির্দেশ করেই রেখেছিলাম। আমি গিয়েছিলাম অন্য কাজে।"

"কী কাজে?"

"যে কাজে গিয়েছিলাম তাতে সাকসেসফুল হয়ে এসেছি। ব্যাটা ইরানির ষষ্ঠীপুজো করব আজ। আজই ধরব ব্যাটাকে। একটু রাত্রি হোক।"

"কী করে কী করবি? ওই অ্যালসেশিয়ানটাকে বাগাতেই তো হিমসিম খেয়ে যেতে হবে।"

"আরে আমার নাম ভোম্বল। জনিদের রকে পল্টন বসেছিল। ওকে বলতেই ও গিয়ে ঠাকুর ফার্মেসি থেকে এক শিশি ক্লোরোফর্ম জাতীয় কড়া ওষুধ ম্যানেজ করে এনেছে।"

বাবলু যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না, এইভাবে বলল, "সত্যি! তা যদি হয় তবে এটা ছেঁড়া ন্যাকড়ায় ঢেলে সেটা কুকুরটার দিকে ছুড়ে দিলেই তো ও ব্যাটা শুঁকবে আর তার পরেই হবে কেল্লা ফতে।"

বিলু বলল, "শুধু তাই নয়। ওই ন্যাকড়া ইরানিটা এবং ওই জিপসি মেয়েটাকে শোঁকানো হবে। তা হলেই সুবিধে হবে আমাদের।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা জয়ের গৌরবটা মনে মনে কল্পনা করেই আনন্দে অধীর হয়ে উঠল প্রথমে। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল কতক্ষণে সেই শুভক্ষণটি আসে তার জন্য।

দেখতে দেখতে সন্ধে হল।

তারপর অন্ধকারের কালো যবনিকায় ঢেকে গেল চারদিক। যাযাবর তাঁবুতে আলো জ্বলে উঠল।

জিপসি মেয়েটা নিশ্চয়ই ইরানিটার বউ। সে আলো জ্বেলে তাঁবুর সামনে বসে ছুঁচ-সুতো বার করে তার একটা পুরনো ঘাগরা সেলাই করতে বসল।

আর ইরানিটা শুয়ে রইল বাইরে ঘাসের ওপর। পোষা বাঁদরটা ইরানিটার বুকে পিঠে, কখনও বা ছাগলটার পিঠে বসতে লাগল। আবার মাঝে মাঝে কুকুরটারও লেজ টেনে দিয়ে পালিয়ে এসে কুকুরটাকে রাগিয়ে দিতে লাগল। তার মানে যত রকমের বাঁদরামো আছে তাই করতে লাগল বসে বসে।

বাবলু বলল, "আর যে ধৈর্য ধরতে পারছি না। কী করি বল তো?"

বিলু বলল, "সাড়ে সাতটা হয়ে গেছে। মাস্টারমশাইয়েরও আসবার সময় হয়ে গেছে।"

ভোম্বল বলল, "আজ আর ও-আক্ষেপ করে লাভ নেই।"

এমন সময় দেখা গেল ইরানিটা উঠে দাঁড়াল। তারপর কী যেন বলল জিপসি মেয়েটাকে। বলে বাঁদরটাকে কাঁধে বসিয়ে রাস্তায় এল। ওর কোমরে জড়ানো একটা নাইলনের মোটা দড়ি।

বিলু বলল, "এই তাল। জিপসিটা তাঁবুতে ঢুকলেই—।"

বাবলু বলল, "না। আগে এই ব্যাটার পিছু নিই। দেখি ব্যাটা কোথা যায়। তারপর ফিরে এসে তাঁবুতে ঢুকে শুলে গভীর রাতে কাজ করব। বাচ্চু-বিচ্ছু বরং বাড়ি চলে যাক।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "কখনওই না। যা করব সবাই একসঙ্গে করব। এর জন্যে বাড়িতে বকুনি খেতে হয় খাব।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সত্যিকারের গোয়েন্দাদের মতো পিছু নিল ইরানিটার।

ইরানিটা রাতের অন্ধকারে এ-পথ সে-পথ করে একটা গলির ভেতর ঢুকল।

ওরাও দেওয়াল ঘেঁষে গিয়ে অনুসরণ করতে লাগল তাকে। একেবারে অন্ধকারে মিশে এমনভাবে রইল যাতে ও দেখতে না পায়।

ইরানিটা থমকে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক করে তাকিয়ে দেখল দু'-একবার। তারপর সেই নাইলনের দড়িটা বাঁদরটার হাতে দিয়ে ছেড়ে দিল। পরক্ষণেই দেখা গেল বাঁদরটা ওপর থেকে ঝুলিয়ে দিল দড়ি। ইরানিটা তাই ধরে উঠে গেল বাড়ির ছাদে এবং বেশ কিছুক্ষণের মধ্যে একটা ঝোলায় করে কী সব যেন

নিয়ে নেমে এল। এসে দড়িটা ধরে নাড়া দিতেই বাঁদরটা ওপর থেকে দড়ি খুলে দিল। তারপর আবার ফিরে চলল যে পথে এসেছিল সেই পথে।

বাবলু বলল, "এইবার বুঝেছি ঘুঘু তুমি কী করে ধান খাও।"

বিলু বলল, "এ যে ম্যাজিকের পর ম্যাজিক রে ভাই।"

বাবলু বলল, "এই জন্যেই ঘরের ভেতরে বা ছাদে পায়ের ছাপ পাওয়া যায় কিন্তু অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। ফ্যাক্টরির খুনের ব্যাপারটাও ঠিক এইভাবেই ঘটেছে। বাগানের দিক থেকে বাঁদরটা দোতলার ছাদে বা বারান্দায় হুক আঁটা দড়িটা আটকে দিয়েছে। আর তাই ধরে ও ব্যাটা ওপরে উঠেছে। তারপর চুরি করতে গিয়ে হয় বেগতিক দেখে ও ব্যাটা খুন করেছে না হয় খুন করেই চুরি করেছে। নীচে মেশিনের শব্দে খুন হওয়ার চিৎকার কানেও যায়নি কারও। তারপর বাঁদরটাও ওই দড়ি হুক সমেত আবার লাফিয়ে এসে গাছের ডালে আটকে অথবা বেঁধে দিলে সেই দড়ি ধরে বারান্দা থেকেই ব্যাটা এধারে আসে। কাজেই ছাদ বা বারান্দায় ছাড়া আর অন্য কোথাও পায়ের ছাপ পাওয়া যায়নি ওর।

ইরানিটার পিছু পিছু আবার ওরা সেই মাঠের কাছে এল। যেখানে ওরা তাঁবু খাঁটিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

জিপসি মেয়েটা তখন কাঠকুটো জ্বেলে রান্না চাপিয়েছিল। একটু পরেই রান্না শেষ করে কুকুরটাকে ছেড়ে দিয়ে তাঁবুর ভেতরে ঢুকে পরদা নামিয়ে দিল।

ভোম্বল তখন মুখে নাকে রুমাল জড়িয়ে ন্যাকড়ায় ক্লোরোফর্ম ঢেলে ছুড়ে দিল কুকুরটার দিকে। যেই না দেওয়া কুকুরটা অমনি ছুটে এসে শুঁকতে লাগল সেটা। তারপর বার বার সেটা নিয়ে কামড়া কামড়ি করতে করতে নিস্তেজ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা নিশ্চিন্ত হয়ে মাঠে ঢুকল এবার।

তাঁবুর ভেতর আলো জ্বলছে। এর মধ্যেই ওরা ঘুমিয়ে পড়েনি নিশ্চয়ই। বাবলু চুপি চুপি উঁকি মেরে ভেতরটা দেখল। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু দেখল।

একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জিপসি মেয়েটা কী যেন দেখছে। আর সেই ইরানিটা একটা ঢোলের ভেতর অনেক কিছু লুকিয়ে রাখছে। রেখে আবার ছাউনি পরিয়ে দিল এমনভাবে যে ওর ভেতরে যে কিছু থাকতে পারে তা কেউ ধারণাও করতে পারবে না।

বিলু হঠাৎই বলল, "জিপসি মেয়েটার গলায় একটা হিরের নেকলেশ রয়েছে মনে হচ্ছে না?"

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "আরে তাই তো!"

"এই নেকলেশ কাউকে খুন করে নিয়ে এসেছে।"

ভোম্বল বলল, "এবার তা হলে পুলিশে খবর দিই?"

বাবলু বলল, "আর একটু পরে।"

জিপসি মেয়েটা অনেকক্ষণ ধরে নেকলেশটা পরে আয়নায় নিজেকে দেখতে লাগল। তারপর সেটা খুলে রেখে মাথায় বালিশের নীচে চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল।

ইরানিটাও ঢোলটা টাঙিয়ে রেখে শুয়ে পড়ল একপাশে। ছোট্ট লণ্ঠনটা সমানে জ্বলতে লাগল।

দু'-পাঁচ মিনিট বিরতি। তারপরই ভয়ংকর নাক ডাকার শব্দ। ভোম্বল আবার একটু ন্যাকড়াতে ওষুধ ঢেলে সেটা চেপে ধরল ইরানিটার নাকে। দেখতে দেখতে নাক ডাকা থেমে গেল। তারপর যেই না সেটা জিপসি মেয়েটার দিকে নিয়ে যাবে অমনি সে লাফিয়ে চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল। ওর এক হাতে লকলক করছে একটা ধারালো ছোরা। মেয়েটার চোখদুটোও যেন ইস্পাতের ফলার মতো বেঁকে গেল। সে হাত উঁচিয়ে ছোরাটা যেই না বাবলুকে মারতে যাবে পঞ্চু অমনি এক লাফে মেয়েটার হাত শক্ত করে কামড়ে ধরল।

পঞ্চুর কামড়ে হাত বেঁকে গেল মেয়েটার।

বাবলু কেড়ে নিল ছোরাটা। তারপর সেই ছোরাই ওর বুকের কাছে ঠেকিয়ে ভোম্বলকে বলল, "ভোম্বল পুলিশ।"

ভোম্বলকে থানা পর্যন্ত যেতে হল না। পথেই পুলিশের ভ্যান দেখতে পেয়ে সব কথা খুলে বলল। হাওড়া থানার দারোগাবাবু ওকে ভালই চিনতেন। এটা শিবপুর থানার এলাকা। ফোনে কথা হয়ে যেতেই ভ্যান বোঝাই পুলিশ সব হইহই করে এসে হাজির হল। সেইসঙ্গে এলাকার অনেক লোক।

পঞ্চু তখনও জিপসি মেয়েটার হাত কামড়ে ধরে বসে আছে। আর বাবলু সেই ছোরা ঠেকিয়ে রেখেছে ওর বুকে।

বিলু, বাচ্চু আর বিচ্ছু পাহারা দিচ্ছে ঘুমন্ত ইরানিটাকে।

পুলিশ এসেই হাতে হাতকড়া লাগাল দু'জনের। তারপর সমস্ত মালপত্তর উদ্ধার করে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের বুদ্ধির প্রশংসা করে ওদের প্রত্যেককে গাড়িতে তুলে নিল।

সবাই অবাক হয়ে গেল এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে। কয়েকটা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যে এইসব কাণ্ডকারখানা করে এত বড় একটা খুনি ও চোরকে ধরিয়ে দেবে তা কেউ ভাবতেও পারেনি।

গাড়িতে উঠে বাবলু আনন্দে বলে উঠল—"থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

অন্যরা বলল—"হিপ হিপ হুরর রে।"

পঞ্চু ডেকে উঠল—"ভৌ। ভৌ ভৌ।"

তৃতীয় অভিযান

পাণ্ডব গোয়েন্দারা একদিন রামরাজাতলার দিকে বেড়াতে গেল। জায়গাটা ওদের এলাকা থেকে অনেক দূর। তাই পঞ্চুকে আর সঙ্গে নিল না। রামরাজাতলা জায়গাটা সত্যিই ভাল। প্রতি বছর রামনবমী থেকে শ্রাবণের শেষ রবিবার পর্যন্ত মেলা বসে। সেই মেলা দেখে ওরা অদূরে শংকরমঠের দিকে গেল।

এ জায়গাটা বেশ নির্জন। ওরা পাঁচজনে সেই নির্জনে একটা পুকুরের ধারে গিয়ে বসল। আগে এই পুকুর মাছে ভর্তি ছিল। লোকে এসে মুড়ি-ফুলুরি মাছেদের খেতে দিত। এখন ব্যাঙে ভর্তি।

ভোম্বল দু'শো গ্রাম চিনাবাদাম কিনেছিল। সেই বাদাম প্রত্যেকের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে নিল ওরা। তারপর বসে বসে বেশ তারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগল।

এমন সময় হঠাৎ অদূরে সশব্দে একটা বোমা ফাটল। আর তারপরই দেখা গেল হইহই করে লোকজন ছুটে চলেছে। দোকানপাট বন্ধ হচ্ছে। সে এক হুলুস্থুল ব্যাপার যাকে বলে।

বাবলু বলল, "সেরেছে। আজ তো দেখছি বাড়ি ফেরার দফা গয়া।"

বিলু বলল, "এখনই নিশ্চয়ই বাস বন্ধ হয়ে যাবে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু ভয় পেয়ে বলল, "কী হবে তা হলে?"

এমন সময় আবার একটা বোমা ফাটল। কয়েকজন যুবক হঠাৎ একটা ঝোপের ভেতর থেকে পাইপগান বন্দুক ইত্যাদি নিয়ে কালো পোশাক পরে বেরিয়ে এসে যেদিকে বোমা ফাটল সেই দিক লক্ষ্য করে ঠা-ঠা-ঠা করে গুলি ছুড়ল কয়েকটা।

ওদিক থেকেও আবার এদিকে গুলির জবাব এল।

বাবলু বলল, "গতিক সুবিধের নয় বিলু। দু'দলে মারামারি হচ্ছে। আমরা কোথাও লুকিয়ে পড়ি চল।"

হঠাৎ আলো নিভে গেল।

এই ঝামেলার মধ্যে তার কাটাও শুরু হয়ে গেছে তখন। অথবা তার কাটবার জন্যই এই ঝামেলা।

বিলু বলল, "সেই ভাল। এখন পালাতে যাওয়াও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তার চেয়ে লুকোনোই যাক। কেন না যেভাবে গোলাগুলি ছুটছে তাতে যে-কোনও মুহূর্তে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে লেগে যেতে পারে।"

ভোম্বল বলল, "তবে আর দেরি নয়। তাড়াতাড়ি আয়।"

ওরা পাঁচজনে সেই অন্ধকারে মঠের পাশে একটা বাড়িতে গিয়ে ঢুকল। আলো না থাকায় ভেতরটা ছিল ঘন অন্ধকারে ঢাকা। ওরা তাই পা টিপে টিপে পরস্পর পরস্পরকে ধরাধরি করে নিরাপদ একটু আশ্রয় খুঁজতে লাগল।

ভোম্বল বলল, "এ কোথায় এসে ঢুকলুম রে ভাই? ভূতের বাড়ি নয়তো।"

বিলু বলল, "যে বাড়িই হোক। সাড়া-শব্দ না দিয়ে চুপচাপ বসে থাক।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "কোনও লোকজনও তো নেই।"

বাবলু বলল, "সম্ভবত পোড়ো বাড়ি।"

এই বলে ওরা একটু একটু করে যেতে যেতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল। দেখল একটা ঘরের ভেতর থেকে ক্ষীণ একটু আলোর রেখা বাইরের দালানে এসে পড়েছে। আর ঘরের ভেতর কারা যেন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

একজন বলছে, "অত ভয় করলে চলবে কেন? খুন-খারাপির এই তো সময়। আমরা কেটে কুটে রেখে দিয়ে চলে যাব আর হাঙ্গামাকারীদের ঘাড়ে দোষ চেপে যাবে। মাঝখান থেকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বেকসুর খালাস পেয়ে যাব আমরা।"

আর একজন বলল, "তবে ভাই প্রথম কোপটা কিন্তু আমিই দেব। আগে প্রত্যেকদিন একটা করে মুণ্ডু না নামালে রাতে আমার ঘুম হত না। মানুষ মেরে মেরে হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিল। এখন যেন কী রকম ভোঁতা মেরে যাচ্ছি।"

প্রথম জন বলল, “কিন্তু এখনও আসছে না কেন?”
অপর জন বলল, “বোধহয় বুঝতে পেরে গেছে।”
“অসম্ভব।”
“আসে যদি আজই শেষ করে দেব।”
“সময়ে না আসাটাই তো চিরঞ্জীববাবুর স্পেশালিটি। আজকাল আবার সাধু হতে চান। বলেন কি না এসব পেশা ছেড়ে দেবেন।”
“কিন্তু আমরা ছাড়ব কেন?”
“উনি যে বলছেন এই ডাকাতিই ওনার জীবনের শেষ ডাকাতি। আজ বাদে কাল কাজ। কিন্তু আসছেন কই? কোথায় হবে, কী করে কীভাবে হবে এসব কী না জানলে হয়? নিজে না আসতে পারেন কাউকে পাঠাতেও পারতেন।”
“তার মানেই উনি টের পেয়েছেন ডাকাতি করে ফেরার সময় আমরা ওঁকে শেষ করে দেব বলে।”
এবার একটা অন্য গলা বলল, “আর একটু অপেক্ষা করে দেখা যাক। কেউ না কেউ আসতেও তো পারে। তা ছাড়া যা দিনকাল পড়েছে তাতে আসা যাওয়ার কোনও গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না। ঝামেলা তো লেগেই আছে চারদিকে। সেইজন্যেই হয়তো আসতে পারছে না।”
“দেখা যাক।”
পাণ্ডব গোয়েন্দারা অবাক হয়ে সব শুনছিল।
ভোম্বল চুপিচুপি বলল, “এ যে একেবারে বাঘের গুহায় ঢুকেছি রে বাবলু।”
বাবলু বলল, “তাই তো দেখছি।”
বিলু বলল, “ব্যাপার গুরুতর।”
বাবলু বলল, “রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি। তোরা এক কাজ কর, বাইরে বেরিয়ে যা। আমি একা এখানে থেকে যতটা অনুমান করতে পারি করে নিই।”
ভোম্বল বলল, “কী করবি তুই?”
“তোরা বাইরে যা না। যা করবার আমি করছি। তবে একটা কথা, যদি আমি বিপদে পড়ি তবে আমি জোরে সিটি দেব। তোরা তখন এদিকে না এসে সোজা থানায় চলে যাবি।”
বাবলুর কথামতো ‘আচ্ছা’ বলে ওরা বাইরে চলে গেল।
আর বাবলু করল কী সেই ঘরের দরজায় গিয়ে টোকা দিল টক টক করে।
সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে সাড়া এল, “কে?”
“আমি।”
একজন বলল, “বললুম আসবে। নিশ্চয়ই চিরঞ্জীবের লোক।”
“অন্য কেউও তো হতে পারে?”
“অন্য কে আসতে যাবে?”
দরজা খুলে গেল। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ফরসা লম্বা ন্যাড়া-মাথা একটা লোক। লোকটা ঠিক ন্যাড়া নয়। মাথাটা কেশহীন। তেলা। মাকুন্দ যাকে বলে। গোঁফ, দাড়ি, ভুরু কিচ্ছু নেই। ধড়ের ওপর চোখ-মুখ-নাক আর কান বসানো যেন একটা মাংসের তাল। গায়ে ডোরাকাটা নাইনলের গেঞ্জি। লোকটা বলল, “কে তুই?”
বাবলু সাহস করে বলল, “আমি চিরঞ্জীববাবুর কাছ থেকে আসছি।”
“এত দেরি হল যে?”
“কী করব, রাস্তায় খুব গোলমাল।”
“তাই বলে এত দেরি? এই তো লাইনের ওপারেই বাড়ি। দু’-মিনিটের পথ নয়। উনি নিজেই বা এলেন না কেন?”
“তা জানি না। তবে উনি বললেন চারিদিকে খুব পুলিশের উপদ্রব। যেখানে সেখানে বোমা ফাটছে। যদি কিছু হয়ে যায় তাই আমাকে পাঠালেন। কাল কোথায় যেন যেতে হবে সে সম্বন্ধে একটু লিখে দিন।”
ন্যাড়া-মাথা বলল, “দিচ্ছি। কিন্তু তুই চিরঞ্জীববাবুর কে?”
“কেউ নই। এই পাড়াতেই থাকি। আমাকে উনি বললেন এই খবরটা এখান থেকে নিয়ে যেতে পারলেই পাঁচটা টাকা দেবেন।”
ন্যাড়া-মাথা বলল, “হুম। ঠিক আছে। তুই দাঁড়া। আমি এখুনি সব লিখে দিচ্ছি।”

বাবলু অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে রইল। একবারও ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করল না। কেন না ভেতরে ঢুকলেই আলোতে ওরা ওর মুখ দেখতে পাবে। আর তার ফলে পরবর্তীকালে ওদের সঙ্গে দেখা হলেই ওরা চট করে চিনে ফেলবে ওকে।

একটু পরেই ন্যাড়া-মাথা ওর হাতে চিঠিটা ধরিয়ে দিল।

বাবলুও চিঠি পাওয়া মাত্রই উধাও হয়ে গেল সেটা নিয়ে।

তারপর বাইরে এসে দেখল বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছে ওর জন্যে।

বাবলুকে দেখেই বিলু বলল, "কী করে এলি বাবলু?"

"এখন কথা বলার সময় নয়। কেটে পড়ি চল। কাল সকালে দেখা করিস।"

ওরা ফিরে পড়ল।

পরদিন সকালে ন্যাড়া-মাথার দেওয়া চিঠিটা নিয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা জোর আলোচনায় বসল। চিঠিতে যা লেখা ছিল তা হল এই—'প্রিয় চিরঞ্জীববাবু, আপনি আমাদের হয়ে আর কাজ করতে চাইছেন না এটা খুবই দুঃখের কথা। যাই হোক। এসব কাজ কাউকে দিয়ে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে করাতে গেলে বিপদ বাড়ে। কাজেই আমরাও আর আপনাকে চাই না। কাল শালিমারের তিন নম্বর গেটের নর্থ সাইডে যে ওয়াগনটা আছে সেটা আমরা ভাঙতে যাচ্ছি। এটা ভাঙতে পারলে আমরা কয়েক লক্ষ টাকা লাভ করতে পারব। আর তা যদি হয় তবে আমাদেরও বেশ কয়েক বছরের জন্য এসব কাজ না করলেও চলবে। এই ব্যাপারে আপনাকে আমাদের একান্তই দরকার। কেন না ওয়াগন ভাঙার ব্যাপারে আপনার হাত যে রকম খেলা দেখায় তার কাছে আমরা নিতান্তই শিশু। মনে রাখবেন এটাই আমাদের শেষ কাজ। আসা চাই কিন্তু। ইতি—।'

চিঠি পড়া হলে বাবলু বলল, "কী বুঝলি?"

বিলু বলল, "শয়তানের গলায় নরম সুর মানে স্রেফ টোপ ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"হ্যাঁ। ওরা জানে এইভাবে চিঠি লিখলে চিরঞ্জীববাবু গলে যাবেন এবং ওদের খপ্পরে আর একবার এসে পড়বেন।"

ভোম্বল বলল, "তবে যাই বলিস ভাই চিরঞ্জীববাবু কিন্তু ঘুঘু লোক। কাজটাজ দিব্যি গুছিয়ে নিয়ে এখন আর ধরা-ছোঁয়া দেবার নামটি নেই।"

বাবলু বলল, "আসলে উনি বুঝতে পেরে গেছেন ওনার দিন শেষ হয়ে আসছে। তাই আর ধরা ছোঁয়া দিচ্ছেন না।"

বাচ্চু বলল, "এখন তা হলে কী করতে চাও তোমরা?"

বাবলু বলল, "দুটো কাজ আমরা করতে চাই। প্রথম কাজ হল চিরঞ্জীববাবুর সঙ্গে দেখা করা। দ্বিতীয় কাজ ওয়াগন ভাঙার সময় চোট্টাগুলোকে হাতেনাতে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া।"

বিলু বলল, "চিরঞ্জীববাবুর বাড়ি জানিস তুই?"

"ওদের কথাবার্তা শুনে যা অনুমান করেছি তাতে মনে হয় লাইনপারেই ওঁর বাড়ি।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু দেখা করবি কী করে?"

"এই চিঠি নিয়েই দেখা করব।"

বিচ্ছু বলল, "তার মানে একটা লোককে ধরে-বেঁধে খুন হতে আনাবে তোমরা?"

বাবলু বলল, "না। এ চিঠি পেলেও উনি আসবেন না। যাক, আজ রাত্রে ওয়াগন ভাঙার সময় কিন্তু আমাদের নতুন অভিযান শুরু হবে। তোরা সবাই আজকের অভিযানের জন্যে তৈরি থাক। আজকের এই অভিযানে পঞ্চুও আমাদের সঙ্গে থাকবে। কী রে পঞ্চু, রাজি তো?"

পঞ্চু তাড়াতাড়ি ল্যাজ নেড়ে ডেকে উঠল, "ভৌ ভৌ।"

বাবলু বলল, "আমি ততক্ষণে একা গিয়ে চিরঞ্জীববাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি।"

নতুন রোমান্সের গন্ধ পেয়ে সকলেরই খুব আনন্দ হল। সবাই যথাসময়ে আসবে বলে ঘাড় নেড়ে রওনা হল যে যার বাড়ির দিকে। লাইনপারে গিয়ে বাবলুকে খুব বেশি খুঁজতে হল না। রাস্তার ডান দিকে দু'-একটা বাড়ির পরেই একটা নতুন দোতলা বাড়ির কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল বাবলু। বাইরেই নেমপ্লেট। স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে নাম—চিরঞ্জীব রায়।

বাবলু কলিং বেল টিপতেই একটা বামনাকৃতি লোক বেরিয়ে এসে বলল, "কাকে চাই?"

"চিরঞ্জীববাবু আছেন?"

"না।"
"কোথায় গেছেন উনি?"
"দেওঘর গেছেন।"
বাবলু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল—"বাবুকে বলো আমি একটা জরুরি চিঠি নিয়ে এসেছি। উনি যেন আমার সঙ্গে দেখা করেন।"
"বললাম তো বাবু নেই। কেউ নেই বাড়িতে।"
"আছেন আছেন। উনি যে পরদাটার আড়ালে লুকিয়ে আছেন তার তলা দিয়ে ওঁর জুতো পরা পা দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া চুরুটের ধোঁয়াও ভেসে আসছে এদিকে। এখনও গন্ধ পাচ্ছি।"
পরদার আড়াল থেকে একটা বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর বলে উঠল তখন, "রাধেশ্যাম, ওকে ভেতরে আসতে দাও।"
বাবলু ভেতরে ঢুকতেই চিরঞ্জীব আত্মপ্রকাশ করলেন। বেশ ভদ্রলোকের সাজপোশাক। কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় পাকা শয়তান একটি।
বাবলু ঘরে ঢুকতেই চিরঞ্জীববাবু রাধেশ্যামকে চলে যেতে বলে বললেন, "কই কী চিঠি দেখি?"
বাবলু চিঠিটা দিতে চিরঞ্জীববাবু সেটা পড়ে একটু হাসলেন। তারপর বললেন, "ওরা কি আমাকে চারপেয়ে গাধা বলে মনে করেছে?"
বাবলু বলল, "আপনি যাবেন নাকি?"
"না।"
"আমিও তাই বলি। ওরা আপনাকে খুন করবার ষড়যন্ত্র করেছে। আপনি যাবেন না।"
চিরঞ্জীববাবুর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবার। বললেন, "তুমি কে ভাই?"
বাবলু বলল, "আপনি আমাকে চিনবেন না। যে লোকগুলো এই চিঠিটা আপনাকে দিয়েছে আমি লুকিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনে ফেলেছি। ওরা আমাকে বলেছে এই চিঠিটা আপনাকে দিলে দশটা টাকা দেবে আমাকে।"
শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন চিরঞ্জীববাবু। বললেন, "আর ও টাকা তুমি পেয়েছ। এসব কাজ করতে গেলে আগে টাকা নিয়ে তারপর করতে হয়। এখন গিয়ে দেখবে সব ভোঁ ভোঁ কেউ কোথাও নেই। যাক। ওদের হয়ে আমিই তোমাকে দশটা টাকা দিচ্ছি। কেন না তোমার বুদ্ধি এবং আমার প্রাণের প্রতি মমতা দেখানোর জন্য এটা তোমার প্রাপ্য।" বলে চিরঞ্জীববাবু উঠে ভেতর ঘরে গেলেন।
তারই মধ্যে বাবলু চারদিকে একবার ওর ধূর্ত নজর বুলিয়ে নিল। এই ঘরের লাগোয়া একটা ঘর রয়েছে। সেটা এই দিনের বেলাতেও অন্ধকার। ঘরের এক কোণে একটা টর্চ রয়েছে। সেটা জ্বেলে ঘরের ভেতর ফেলতেই এক জায়গায় দুটো বন্দুক ও একটা রিভলভার দেখতে পেল।
চিরঞ্জীববাবু এরই মধ্যে কখন যে বাবলুর পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাবলু তা টেরও পায়নি। উনি গম্ভীর গলায় বললেন, "ওগুলো আমার আত্মরক্ষার জিনিস। ওতে নজর দিয়ো না। এই নাও টাকা। যাও চলে যাও।"
বাবলু টাকা নিয়ে চলে এল।
আসবার সময় এক অন্ধ ভিখারিকে দিয়ে দিল টাকাটা।
শালিমারের গঙ্গার ধার থেকে একগাদা রেললাইন সোজা পশ্চিমে পদ্মপুকুর হয়ে সাঁতরাগাছিতে পৌঁচেছে। এই লাইনেরই তিন নম্বর গেটের সামনে শেষ বিকেলে পাণ্ডব গোয়েন্দারা এসে দাঁড়াল।
এখন শ্রাবণ মাস। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। তবুও পাণ্ডব গোয়েন্দারা পেছপাও হবার নয়।
দেখতে দেখতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হল। আর সন্ধে উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কনকনে ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করল হু হু করে।
বিলু বলল, "এমন হবে জানলে আসতুম না। অথচ এরকম একটা অ্যাডভেঞ্চার ছেড়ে দিতেও মন কেমন করছে।"
ভোম্বল বলল, "এই দুর্যোগে কী আসবে ওরা?
বাবলু বলল, "দুর্যোগেই তো ওদের সুযোগ। চোর, ডাকাত, ওয়াগন ব্রেকাররা তো এই সব দুর্যোগের জন্যই অপেক্ষা করে।"
এমন সময় আচমকা বিদ্যুতের চাবুক হেনে সশব্দে মেঘ গর্জন হল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভৌ ভৌ করে দু'-তিনজন লোকের দিকে ক্ষিপ্রবেগে ছুটে গেল পঞ্চু।
বাবলু দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেলল পঞ্চুকে।

চারদিকে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। তবুও ইয়ার্ডের আলোয় বাবলু দেখল সেই ন্যাড়া-মাথা লোকটা এবং তার সঙ্গে আরও যে দু'জন লোক ছিল তারা প্রাণপণে ছুটছে।

বাবলু পঞ্চুকে ধরতেই লোকগুলো ফিরে এল। ফিরে এসে ন্যাড়া-মাথা রীতিমতো ধমকের সুরেই বাবলুকে বলল, "এই খোকা, এমন সন্ধের সময় তুমি এখানে কী করছ?"

বাবলু ভাবল লোকটা বুঝি চিনে ফেলবে ওকে। কিন্তু না। লোকটা চিনতেই পারল না। চিনবেই বা কী করে? কাল তো ভাল করে মুখও দেখেনি ওর। বাবলু বলল, "আমরা এখানে গঙ্গার ধারে বেড়াতে এসেছি।"

"তুমি আমাদের দিকে কুকুর লেলিয়ে দিলে কেন?"

"চোখের মাথা খেয়েছেন নাকি? ও তো এমনিই চোর মনে করে তেড়ে গেছে।"

বলামাত্রই ফোঁস করে উঠল ন্যাড়া-মাথা, "আমরা চোর।"

"আপনারা কী তা আপনারাই জানেন।"

ন্যাড়া-মাথা এবার কটমট করে তাকাতে লাগল বাবলুর দিকে। সঙ্গী দু'জনও রাগে ফুলতে লাগল।

ততক্ষণে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও এসে পড়েছে।

ন্যাড়া-মাথা বলল, "এরা কারা?"

"আমার বন্ধু।"

"ঠিক আছে। তোমরা চলে যাও এখান থেকে। খুব খারাপ জায়গা এটা। এখানে থেকে না।"

বিলু বলল, "খারাপ জায়গা তো আপনারা আছেন কেন?"

ন্যাড়া-মাথা ধমকে উঠল, "চুপ করো। আমরা রেলের লোক।"

বাবলু বলল, "কিন্তু আপনাদের জামা-কাপড় দেখে তো রেলের লোক বলে মনে হচ্ছে না। আপনারা এখানে কী করছেন?"

"সে কৈফিয়ত কি তোমাকে দিতে হবে?"

এমন সময় হঠাৎ তড়বড়িয়ে বৃষ্টি নামল। ন্যাড়া-মাথা আর তার সঙ্গী দু'জন তাড়াতাড়ি একটা গুমটির ভেতর গিয়ে ঢুকল। ওদের দেখাদেখি পাণ্ডব গোয়েন্দারাও জুটল গুমটিতে।

গুমটির মধ্যে রেলের দু'জন খালাসি রান্না করছিল তখন। তারা অবাক হয়ে বলল, "আপনারা!"

ন্যাড়া-মাথা বলল, "আমরা একজনের কাছে একটু দরকারে এসেছিলাম। এমন সময় হঠাৎ বৃষ্টি নেমে গেল। বৃষ্টি থামলেই চলে যাব।"

বাবলু বলল, "তবে যে বলছিলেন আপনারা রেলের লোক?"

ন্যাড়া-মাথা কটমট করে বাবলুর দিকে তাকাল।

বাবলু বলল, "তা হলে আমরা যা ভেবেছি আপনারা তাই।"

"কী ভেবেছ তোমরা?"

"যা ভেবে আমাদের কুকুরটা আপনাদেরকে তাড়া করেছিল।"

একজন খালাসি বলল, "তোমরা এখানে কী করে এলে?"

বাবলু বলল, "আমরা ঘুরতে ঘুরতে এখানে চলে এসেছি। বৃষ্টি থামলেই চলে যাব।"

আর একজন বলল, "তোমাদের বাড়ি কোথায়?"

"অনেক দূর। এমন বৃষ্টি হবে জানলে এখানে আসতুম না।"

"তাই তো। মহা মুশকিলের ব্যাপার। এ যা বৃষ্টি, এ তো সহজে থামবে না দেখছি।"

ন্যাড়া-মাথা হঠাৎ ভাল মানুষের মতো বলে উঠল, "তা আর কী হবে, একটু বসুক। এই বৃষ্টিতে যাবেই বা কোথায়।"

একজন সঙ্গী বলল, "এই সময় বেশ একটু গরম চা পাওয়া যেত।"

একজন খালাসি বলল, "চা আর এখানে কোথায় পাবেন? সেই তিন নম্বর গেটের কাছে চায়ের দোকান।"

বাবলু বলল, "একজন গিয়ে নিয়ে এলেই তো হয়।"

ন্যাড়া-মাথা ভেংচে বলল, "কে আনবেটা কে? তুমি?"

বাবলু বলল, "একটা কেটলি আর ছাতা পেলে আমিই আনতে রাজি আছি। অবশ্য আমাদেরকেও ভাগ দিতে হবে।"

লোভনীয় প্রস্তাব। একজন খালাসি বলল, "ছাতা কেটলি দুই-ই আছে। কিন্তু এত জলে যাবে কী করে?"

"ঠিক যাব।"

খালাসিটা তখন ছাতা আর কেটলি বাবলুকে দিল। ন্যাড়া-মাথা দিল দুটো টাকা। বাবলু সেই বৃষ্টিতেই পঞ্চুকে নিয়ে চলে গেল চা আনতে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু বাবলুর ব্যাপার কিছুই বুঝতে না পেরে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। বাবলু যে এই দুর্যোগে উপযাচক হয়ে চা আনার ঝুঁকিটা কেন নিল তা ওদের মাথাতেই এল না!

বাবলু অবশ্য অনেকক্ষণ থেকেই মনে মনে চাইছিল তিন নম্বর গেটের নর্থ সাইডে ওত পাততে। কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টি এসে পড়ায় সব ভেস্তে যাচ্ছিল। সুযোগ হল এতক্ষণে। সেই প্রবল বর্ষণের মধ্যে তাই ছাতা মাথায় সে চলল চা আনতে। আসলে এই সুযোগে ওয়াগনটা দেখতে চায় সে।

স্পটে এসে বাবলু দিশেহারা হয়ে পড়ল। ওয়াগনের পর ওয়াগন। এর মধ্যে কোনটে ভাঙতে চায় এরা তার টেরই পেল না। হঠাৎ এক জায়গায় অন্ধকারে একটা পুলিশ ভ্যানের মতো কালো ভ্যান দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল ও।

ভ্যানের ভেতর একজন বিদঘুটে চেহারার লোক বসেছিল। বাবলুকে বার বার ভ্যানটা নিরীক্ষণ করতে দেখে বাজখাঁই গলায় বলে উঠল, "এই খোকা, কী দেখছ! কী চাই এখানে?"

"কী আবার দেখব। কিছুই না।"

"তবে যাও ভাগো এখান থেকে।"

"কেন যাব? আমি এখানে চা আনতে এসেছি। চা নিয়ে তারপর যাব।"

লোকটা বলল, "এখানে চায়ের দোকান কোথায়?"

"তা জানি না। আমরা এখানে বেড়াতে এসে বৃষ্টির জন্যে আটকে গেছি। গুমটিতে একজন ন্যাড়া-মাথা আর দু'জন লোকও আটকে পড়েছে। তারাই আমাকে চা আনতে পাঠাল।

বাবলুর কথা শুনে উৎসাহিত হয়ে লোকটা বলল, "তাই নাকি, তাই নাকি? আচ্ছা ন্যাড়া-মাথা লোকটাকে কীরকম দেখতে বল তো?"

"ঠিক চোরেদের মতো। সঙ্গের লোক দু'জনকেও তাই। আপনাকে যেমন বিচ্ছিরি দেখতে অনেকটা ওইরকম।"

লোকটির মনের রাগ মনে চেপে বলল, "ওরে ব্যাটা, আমি এখানে একা জমে যাচ্ছি আর ওঁরা কিনা বৃষ্টিতে গা বাঁচিয়ে আয়েশ করে বসে আছেন।" তারপর বাবলুকে বলল, "ওরা তিনজনে কী করছে দেখলে?"

"চুপচাপ ভাল মানুষটির মতো দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টি থামলে বোধহয় কোনও দুষ্কর্ম করতে যাবে। ওখানে অন্য লোক আছে বলে হয়তো সুবিধে হচ্ছে না। তাই কোনও কথাবার্তা বলছে না। তবে কিছু একটা করতে ওরা যাবে। আপনাকে দেখেও তো ওদের লোক বলে মনে হচ্ছে। তাই না?"

"হ্যাঁ তাই। কিন্তু তুমি এসব কী করে জানলে?"

"বা রে! এসব আবার জানতে হয় নাকি? কোন লোকটা পুরুতঠাকুর, কে ডাক্তার আর কে ওয়াগন ব্রেকার এ কী কাউকে চিনিয়ে দিতে হয়? এই যে পুলিশগুলো রাস্তায় যখন ঘোরে তখন তাদের দেখলেই পুলিশ বলেই মনে হয়। তাদের কি তখন ফুচকাওয়ালা বলে ভাবতে ইচ্ছে করে? তেমনি কাবুলিওয়ালা আর ফেরিওয়ালাকে চেহারা দেখেই চিনে নিতে হয়।"

লোকটা ভয়ানক রেগে বলল, "চোপ রও ডেঁপো কোথাকার। তারা কোথায় আছে বলো শিগগির।"

"বললুম তো, ওই ওধারের গুমটিতে।"

"আমাকে নিয়ে চলো সেখানে।"

"একটা ছাতায় দু'জনকে কী করে কুলোবে? তার চেয়ে আমি বরং গাড়িতে বসি। আপনি আমার ছাতাটা নিয়ে যান। পারেন তো চা-টাও নিয়ে যান আপনি।"

"কিন্তু এই জলে অন্ধকারে আমি গুমটিটা চিনব কেমন করে?"

"আমার কুকুর সঙ্গে দিচ্ছি। ওই আপনাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবে।"

"বেশ তবে। ছাতা আর কেটলি দাও। আমিই কিনে আনছি চা। তুমি গাড়িতে বসো।"

বাবলু আর পঞ্চু দু'জনেই গাড়িতে ঢুকে বসে রইল। তারপর লোকটি চা নিয়ে এলে পঞ্চুকে সঙ্গে দিয়ে দিল বাবলু।

লোকটি চলে যেতেই আসল কাজ শুরু হল বাবলুর। গাড়ির ভেতর হাতড়ে সে একটা টর্চ দেখতে পেল। টর্চের আলোয় প্রথমেই দুটো বন্দুক নজরে পড়ল তার। সে দুটো নিয়ে সর্বাগ্রে ভিজে ভিজেই ভ্যানের মাথায় তুলে রাখল। যাতে ওরা এসে দরকারের সময় খুঁজে না পায়। তারপর একটুক্ষণ কী যেন ভাবল। ভেবেই

একটা পেরেক জোগাড় করে গাড়ি থেকে নেমে সর্বাগ্রে প্রতিটি চাকার হাওয়া খুলে দিল। গাড়ির চাবিটাও খুলে নিয়ে পকেটে রেখে সোজা এগিয়ে চলল গুমটির.দিকে।

বাবলু যখন গেল তখন ওদের চা পর্ব শেষ হয়েছে। বাবলুকে দেখেই চমকে উঠল সকলে, "আ রে, তুমি যে একেবারে ভিজে চান করে গেছ। ভিজে ভিজে এলে কেন?"

"কী করব, আমার যে একা থাকতে ভয় করছিল।"

"তা বেশ করেছ। আমরাও ভিজে ভিজেই যাই। এ বৃষ্টি সহজে থামবে না।"

"আপনারা আমাদেরকে আপনাদের গাড়িতে করে একটু পৌঁছে দেবেন?"

লোকগুলো খালাসি দু'জনকে একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে বলল, "বেশ তো, দেব।"

ওরা সকলে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই বাইরে এল।

খানিক এসেই ন্যাড়া-মাথা বলল, "তোমরা ভিজে ভিজেই বাড়ি যাও। আমাদের এখানে একটু কাজ আছে। যেতে দেরি হবে।"

বাবলু বলল, "কেন, আমরা যদি গাড়ির ভেতরে গিয়ে বসি? আপনাদের কাজ শেষ হলে একসঙ্গে যাব।"

"না, তা হয় না। আমাদের একটা ওয়াগন এসেছে। তার মাল আজ না খালাস করলে সরকার বাজেয়াপ্ত করে দেবে। সেই সব মাল আমরা ভ্যানে বোঝাই করব।"

"তা করুন না। ফেরার সময় আমাদের নামিয়ে দেবেন।"

অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হ্যাঁ বলতে হল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এবং পঞ্চুর মুখে টুঁশব্দটি নেই।

যেতে যেতে ন্যাড়া-মাথা সঙ্গীদের বলল, "চিরঞ্জীববাবু তা হলে এল না।"

যে লোকটা ভ্যানে ছিল সে বলল, "আমি যতক্ষণ ভ্যানে বসেছিলাম ততক্ষণ তো আসেনি।"

ন্যাড়া-মাথা শয়তানের হাসি হেসে বলল, "না এলেও কী আমার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে? তালে পেলেই ঝেড়ে দেব একদিন।"

কথা বলতে বলতেই গাড়ির কাছে চলে এল ওরা।

ন্যাড়া-মাথা বলল, "তোমরা সব গাড়ির ভেতরে ঢুকে বসে থাক। আর একটু নজরে রেখ গাড়ির দিকে কেউ আসে কি না। দিনকাল খারাপ তো। চোর-ডাকাতও আসতে পারে।"

বাবলু বলল, "যদি পুলিশ আসে তা হলেও?"

ন্যাড়া-মাথা বলল, "যদি পুলিশ আসে তা হলে সর্বাগ্রে আমাদের জানিয়ে দেবে। ও ব্যাটারা ভারী বদ।" এই বলে ভ্যানের পিছন দিকটা খুলে ওরা ওয়াগনের দিকে এগোল।

একটা ওয়াগন পাশেই শান্টিং লাইনে দাঁড় করানো ছিল। ওরা সেটাকে ভাঙবার জন্যে অনেক কসরত করতে লাগল।

এমন সময় হঠাৎ বিলু চেঁচিয়ে উঠল, "পুলিশ! পুলিশ!"

যেই না চ্যাঁচানো লোকগুলো যেন ম্যাজিকের মতো উবে গেল। তারপর প্রায় মিনিট কুড়ি বাদে আবার এসে হাজির হল। ন্যাড়া-মাথা তো বিলুকে এই মারে কী সেই মারে।

আর একজন বলল, "কেন তামাশা করছ ভাই আমাদের সঙ্গে? তার চেয়ে চুপচাপ বসে থাক। আমরা যাবার সময় কিছু টাকা দিয়ে যাব তোমাদের। তোমরা বেশটি করে কোনও হোটেলে ঢুকে মুরগির মাংস আর পাউরুটি পেট ভরে খেয়ে নিয়ো।" এই বলে ওরা আবার কাজ করতে চলে গেল।

ওরা যখন নিশ্চিন্তমনে কাজ করছে বাবলু তখন বিলুকে বলল, "তুই এবার একটু ম্যানেজ কর। আমি ততক্ষণে পঞ্চুকে নিয়ে কোথাও গিয়ে চট করে থানায় একটা ফোন করে আসি।"

"যদি তোর ফিরতে দেরি হয়?"

"তা হলেও কোনও অসুবিধে হবে না। কোনওরকমেই মাল নিয়ে পালাতে পারবে না বাছাধনরা। গাড়ির চাবি আমার কাছে। তা ছাড়া চাকারও হাওয়া খুলে দিয়েছি।" এই বলে বাবলু চলে গেল।

বেশি দূর যেতে হল না। একটা পাবলিক টেলিফোনে রিং করে সব কথা পুলিশকে জানিয়ে ফিরে এল সে।

ফিরে যখন এল তখন ভ্যান বোঝাই হয়ে গেছে।

ন্যাড়া-মাথার দলও তখন ফিরে আসছে মনের আনন্দে। নির্বিঘ্নে কাজ হয়ে গেছে তাই খুব খুশি ওরা।

বাবলুর বুক তো ধড়াস করে উঠল।

ধড়াস করে উঠল ওদের বুকও। গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিতে গিয়েই বলল, "এই রে! সর্বনাশ হয়েছে। এই শয়তান ছেলেমেয়েগুলো সেই থেকে ঘটর-ঘটর করছিল। দিয়েছে চাবিটাকে ফেলে।"

ন্যাড়া-মাথা আঁতকে উঠে বলল, "সে কী!"

"আর সে কী। খোঁজ—খোঁজ।"

সেই অন্ধকারে বৃষ্টিতে টর্চের আলোয় দারুণ খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গেল।

ন্যাড়া-মাথা বাবলুর চুলের মুঠি ধরে বলল, "চাবি তুই-ই নিয়েছিস বল শিগগির চাবি কোথায়?"

বাবলু বলল, "ছাড়ো আগে, তবে দেব।"

ন্যাড়া-মাথা বাবলুকে ছাড়তেই বাবলু পকেট থেকে চাবিটা বার করে অন্ধকারে দূরের দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, "ওই ফেলে দিয়েছি কুড়িয়ে নাও।" বলেই ন্যাড়া-মাথার কাছ থেকে খানিকটা তফাতে সরে এসে চেঁচাতে লাগল, "লিয়ো, পঞ্চু লিয়ো। কামড়ে ছিঁড়ে দে সব ক'টাকে।"

বাবলুর নির্দেশ পাওয়া মাত্রই পঞ্চু ভৌ ভৌ করে তেড়ে গেল।

ন্যাড়া-মাথা তখন এক লাফে একটা লাইট-পোস্টের অর্ধেক ওপরে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও খেলা জমেছে দেখে নেমে এল গাড়ি থেকে।

এমন সময় হঠাৎ একটা জোরালো আলো এসে পড়ল সকলের মুখের ওপর। পুলিশ!

একজন দারোগা এবং সাতজন পুলিশ। রিভলভার-বন্দুক উঁচিয়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে, "হ্যান্ডস আপ।"

বাবলু পঞ্চুকে ডেকে নিল।

ন্যাড়া-মাথা এবং বাকি তিনজন হাত ওপরে উঠিয়ে এগিয়ে এল ধরা দিতে।

পুলিশের লোকেরা প্রত্যেককে অ্যারেস্ট করল। অ্যারেস্ট করে নিজেদের গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে এমনভাবে বেঁধে রাখল যাতে পালাতে না পারে।

পুলিশের একজন লোক ন্যাড়া-মাথাদের ভ্যানে বসে গাড়ি স্টার্ট দিতে গেল।

বাবলু বলল, "চাবিটা আমি ফেলে দিয়েছি স্যার।"

দারোগাবাবু বললেন, "তোরা কে রে? কোথায় ফেলেছিস চাবি। নিয়ে আয় শিগগির।"

বাবলু অত্যন্ত মর্মাহত হল এই নতুন দারোগার কথায়। তবু ও পঞ্চুর সাহায্যে চাবিটা কুড়িয়ে এনে দিতেই দারোগাবাবু বললেন, "যা সব। ঘরের ছেলে ঘরে যা। এইটুকু বয়সেই বখাটে মেরে গেলে ভবিষ্যতে করবি কী? লেখাপড়া করগে যা।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের চোখে যেন জল এসে গেল।

বিলু বলল, "এ রকম অপমান আমরা কখনও হইনি।"

ওদিকে দারোগাবাবু নিজেই তখন চাবি ঘুরিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। কিন্তু এ কী! গাড়ি চলে না কেন?

একজন পুলিশ চেঁচিয়ে উঠল, "আ রে, একটা চাকারও যে হাওয়া নেই। মনে হয় এই ছেলেমেয়েগুলোই দিয়েছে বারোটা বাজিয়ে।"

ওরা তখন অপর গাড়িটার সাহায্যে এই গাড়িটাকে বেঁধে কোনওরকমে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল।

অপমানিত পাণ্ডব গোয়েন্দারা অযথা আর দাঁড়িয়ে না থেকে ম্লান মুখে ফিরে এল। কিছু পথ আসার পরই অন্য একটি পুলিশভ্যান এসে ওদের সামনে হর্ন বাজিয়ে থামল। ভ্যানের ভেতর ওদের পরিচিত দারোগাবাবু ছিলেন। বললেন, "কী হল? ফিরে আসছ যে তোমরা! ওদের খবর কী?"

বাবলু বলল, "ফিরে আসব না তো কী করব স্যার? এমন লোকদের পাঠিয়েছেন আপনি যে তারা এসে অপমান করেই তাড়িয়ে দিল আমাদের।"

"সে কী! আমরা তো কোনও লোক পাঠাইনি। তোমার ফোন পেয়ে এই তো সবে আসছি। নিশ্চয়ই কোনও গোলমাল হয়েছে। চলো দেখি? তোমাদের তাড়িয়ে দেবে এমন সাধ্য কার?"

হেডলাইট নিভিয়ে ভ্যানটা একটু এগিয়ে এসে থেমে দাঁড়াল এক জায়গায়। তারপর এক ঝাঁক পুলিশ নির্দেশ মতো বেরিয়ে এসে চুপিসারে বাবলুদের সঙ্গে এগিয়ে চলল।

দূর থেকে অন্ধকারেও বোঝা গেল ইয়ার্ডের গায়ে পাবলিক রোডের ওপর কারা যেন একটা গাড়ির সঙ্গে আর একটা গাড়িকে বেঁধে টানতে টানতে আনছে। দারোগাবাবু টর্চ জ্বেলে এগিয়ে গেলেন। চারদিক থেকে পুলিশ এসে ঘিরে ফেলল গাড়িদুটোকে।

গাড়ির ভেতর থেকে বাবলুদের যারা অপমান করেছিল সেই পুলিশগুলো নেমে এল। ওপক্ষের

দারোগাবাবু হাসতে হাসতে এসে বললেন, "নমস্কার স্যার। গোটাকতক ওয়াগন ব্রেকারকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছি আজ। তুলে নিন আপনার ভ্যানে। আমার দায়িত্ব শেষ।" বলে নিজের পুলিশদের বললেন, "ওহে চলো সব। এখানকার দারোগাবাবু এসে গেছেন।"

ওরা ন্যাড়া-মাথা এবং তার তিন সঙ্গীকে নামিয়ে দিল।

বাবলুদের দারোগাবাবু ওপক্ষের দারোগাকে বললেন, "কে আপনি? আপনাকে তো চিনলাম না ঠিক।"

"আজ্ঞে আমি জগাছা থানার দারোগা।"

যেই না বলা দারোগাবাবু অমনি তার পেটের কাছে রিভলভার ঠেকিয়ে বললেন, "ধাপ্পা দেবার জায়গা পাওনি বাছাধন? জগাছা থানার দারোগা আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। বল তুই কে?" বলেই ঠাস করে এক চড়।

যেই না মারা অমনি নকল গোঁফ দাড়ি খুলে গেল সব।

বন্দি ন্যাড়া-মাথা তখন চিৎকার করে উঠল, "এ কী! চিরঞ্জীববাবু! তুমি আবার আগুন নিয়ে খেলতে এসেছিলে? বিশ্বাসঘাতক।"

বলেই দারোগাবাবুকে বলল, "স্যার, আপনি আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলান, তাতে আমার কোনও দুঃখ নেই। কিন্তু মরবার আগে আমার একটা আশা অন্তত মেটান। আমাকে দয়া করে পাঁচ মিনিটের জন্যে মুক্তি দিন। আমি নিজে হাতে ওকে খুন করি।"

তারপর বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "ভাইটি, তোমাদের যে কী বলে ধন্যবাদ দেব তা ভেবে পাচ্ছি না। এতক্ষণ পুলিশের হাতে ধরা পড়েছি দেখে মনে মনে তোমাদের মুণ্ডুপাত করছিলাম। এখন তোমাদের জন্যে আমাদের তিনজনেরই শত্রু ধরা পড়ল বলে তোমাদের আমি প্রাণ ভরে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তোমরা যুগ যুগ জিয়ো।"

এমন নাটক পাণ্ডব গোয়েন্দারা আগে কখনও দেখেনি। তাই একেবারে হতবাক হয়ে গেল।

সত্যিকারের পুলিশের হাতে নকল পুলিশ সমেত দুর্বৃত্তরা প্রত্যেকেই গ্রেপ্তার বরণ করল।

ইতিমধ্যে বৃষ্টি যে কখন থেমে গিয়েছিল তা ওদের খেয়ালই নেই।

ওরা ফিরে আসবার সময় দারুণ আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল বিলু, "থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

সবাই সমস্বরে বলল, "হিপ হিপ হুররে রে।"

পঞ্চু ওর ভাষাতেই ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

চতুর্থ অভিযান

এক বিকেলে হাওড়া ময়দানে বাচ্চু আর বিচ্ছু গেল কিছু কেনাকাটা করতে। প্রথমে ওরা চারদিক ঘুরে-ফিরে দেখল। তারপর মনের মতো জিনিস না পেয়ে ডালমিয়া পার্কের গ্যালারিতে গিয়ে বসল ওরা। এই জায়গাটা খুব ভাল। কত লোক এসে বসে এখানে। পার্কের মাঠে ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করে। ওরা বসে বসে তাই দেখতে লাগল।

এমন সময় হঠাৎ বাচ্চুর নজর পড়ল একজনের দিকে। যেই না পড়া অমনি বুকটা ওর শুকিয়ে গেল ভয়ে। ইশারায় চুপি চুপি বিচ্ছুকে বলল, "লোকটা কীরকম আমাদের দিকে তাকাচ্ছে দেখেছিস?"

বিচ্ছুরও তখন চোখ পড়েছে সেই দিকে। বলল, "হ্যাঁ। ওর মতলব খুব একটা ভাল বলে মনে হচ্ছে না। একবার আমাদের দেখছে আর একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে কী যেন লক্ষ করছে।"

"এখন কী করা যায় বল তো?"

"সন্ধে হয়ে আসছে। মাঠ প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। কাজেই দু'জনের এভাবে বসে না থেকে চলে যাওয়াই ভাল।"

"আমারও তাই মনে হয়।"

এমন সময় দেখা গেল সেই লোকটির কাছে ষণ্ডা মার্কা আরও একজন এসে দাঁড়াল। তারপর দু'জনে কী যেন বলাবলি করল ফিস ফিস করে। কথা শেষ করে এদিক ওদিক তাকিয়ে ষণ্ডা লোকটি একটা রিভলভার বার করে প্রথম লোকটির হাতে দিল। প্রথম লোকটি ঘাড় নেড়ে কী যেন বলতেই ষণ্ডা লোকটি বাচ্চু-বিচ্ছুদের কাছে এসে বলল, "এই তোরা এখানে বসে বসে কী করছিস? যা চলে যা এখান থেকে। ভাগ।"

ওদের মূর্তি দেখে বাচ্চু-বিচ্ছুরা কিছু আর বলতে সাহস করল না। ভয়ে ভয়ে নেমে পড়ল গ্যালারি থেকে। তারপর মাঠের বাইরে যেতে গিয়েই দেখল লোক দুটিও ওদের পিছু পিছু আসছে।

হঠাৎ অন্ধকার মতো জায়গায় এসে একজন খুব শক্ত করে ধরে ফেলল ওদের হাতদুটো।

আর একজন রিভলভার দেখিয়ে বলল, "একদম চেঁচাবি না। এ জিনিসটা কী জানিস তো? একবার ডিসুম করলেই ভোগে চলে যাবি।"

ততক্ষণে অপরজন ওদের কানের দুল, গলার হার এবং হাতের চুড়িগুলো পটপট করে খুলে পকেটে পুরেছে।

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই ওগুলোর শোকে এবং বাড়িতে বকুনির ভয়ে কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে।

লোকদুটোর একজন যাবার সময় বলে গেল, "যাঃ ঘরে যা। কাঁদিস না। মা বাবার পয়সা থাকে তো আবার হবে।"

বাচ্চু-বিচ্ছুরা কোনও কথা না বলে কাঁদতে কাঁদতে পার্কের বাইরে চলে এল।

বাইরে রাস্তায় একটা পুরনো মডেলের মোটর ফুটপাথের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। ছিনতাইকারীরা গিয়ে সেই মোটরে উঠে বসল।

বাচ্চু হঠাৎ কান্না থামিয়ে বলে উঠল, "না। ছাড়ব না। কিছুতেই ছাড়ব না তোমাদের।"

বিচ্ছু বলল, "মরি সেও ভাল। দিদি আর দেরি নয়। মোটর স্টার্ট দিচ্ছে।"

"তবে আয়।"

দু'জনেই তখন দৌড়ে গিয়ে চুপিসারে গাড়ির পিছনের ডালাটা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

শয়তানদুটো জানতেও পারল না।

মোটর হর্ন বাজিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে চলল।

ঝড়ের বেগে ছুটলেও মাঝে মাঝে অবশ্য ট্রাফিক সিগন্যালে থামতে হল। কখনও বা জ্যাম কাটাবার জন্য ধীর-মন্থর গতিতেও চালাতে হল।

বাচ্চু-বিচ্ছু তখন গুটি গুটি পিছন দিককার সিটের পাশ দিয়ে একদম ভেতর দিকে চলে এসেছে।

লোকদুটো বসে আছে সামনের সিটে। একজন বসে বসে সিগারেট খাচ্ছে। অপরজন স্টিয়ারিং ধরেছে।

সিগারেট খাওয়া লোকটি বলল, "বড্ড দেরি হয়ে গেল।"

"তোর জন্যই তো।"

"কী করব। লোভ সামলাতে পারলাম না।"

"কত আর পাবি ওতে?"

"যা পাই তাই লাভ।"

"দেখ আবার নকল কিনা।"

"তুই ব্যাটা একদম বুরবাক। সম্ভ্রান্ত ঘরের কোনও লোক কখনও তার ছোট ছোট আদরের মেয়েকে মেকি জিনিস পরিয়ে রাখতে পারে? তা ছাড়া আমার চোখ কখনও ভুল করে না। আসলি চিজ দেখলেই চোখদুটো চকচকিয়ে ওঠে বুঝলি?"

বাচ্চু-বিচ্ছু কান খাড়া করে শুনতে লাগল লোকদুটোর কথা।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে লোকটি বলল, "আসলে আমার নজর ছিল একজন ভদ্রমহিলার দিকে। গলায় যা একটা পরেছিল না? তা লোকজন ছিল বলে একদম সুবিধে করতে পারলাম না। তারপর তুই ইশারায় বাচ্ছা মেয়েদুটোকে দেখিয়ে দিলি। দেখলাম শুধু হাতে ফেরার চেয়ে যা পাই তাই লাভ।"

হঠাৎ গাড়িটা এক জায়গায় থামল। লোক দু'জন গাড়িটাকে সাইডে রেখে ঢুকে গেল একটা গলির মধ্যে। সরষের ভেতরেই যে ভূত ঢুকে বসে আছে তা ওরা টেরও পেল না।

ওরা চলে যেতেই বাচ্চু-বিচ্ছু আত্মপ্রকাশ করল।

বিচ্ছু বলল, "এ কোথায় এলুম রে দিদি?"

"কী জানি। যেখানেই আসি নেমে পড়। আর রিস্ক নেওয়া ঠিক নয়।"

বলা মাত্রই নেমে পড়ল বিচ্ছু। আর বাচ্চু করল কী এদিক ওদিক হাতড়ে সামনের সিটের এক পাশে রেখে যাওয়া একটা অ্যাটাচিকেস তুলে নিয়ে পালিয়ে এল। লোকদুটো যে কোথায় গেল কী বৃত্তান্ত তা ওরা জানতেও পারল না। জানবার চেষ্টাও করল না। বিচ্ছু গাড়ির নাম্বারটা বাচ্চুকে নোট করে নিতে বললে, বাচ্চু বলল, "কোনও প্রয়োজন নেই। কেন না এসব লোকেদের গাড়িতে ভুল নাম্বারপ্লেট থাকে।"

ওরা গলিতে না ঢুকে বড় রাস্তা ধরেই এগোতে লাগল। আচমকা ওরা কিছুতেই ঠিক করতে পারল না ওরা কোথায় এসেছে।

এমন সময় বাচ্চু হঠাৎ একটা বন্ধ দোকানের সাইনবোর্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, "আরে, এ তো বেলিলিয়াস রোড। আমাদের পরিচিত জায়গাতেই রয়েছি আমরা।"

বিচ্ছুরও ঘোর কাটল এবার। বলল, "তাই তো। ওই সেই কী নাম যেন সিনেমা হলটার? সেটা দেখা যাচ্ছে। যাক বাবা। বাঁচা গেল। আমি ভাবলাম কোথায় না কোথায় এসে পড়েছি।"

বাচ্চু বলল, "এক কাজ করবি? সিনেমা হলে নিশ্চয়ই ফোন আছে। ওখান থেকে বাড়িতে একটা ফোন করে দিবি? না হলে মা হয়তো ভাববে।"

বিচ্ছু বলল, "হ্যাঁ। তা ছাড়া সিনেমাতে লোকের ভিড়ও তো খুব দেখছি। ওদের কাছেই ওই গুন্ডাদুটোর কথা বললে ওরা কি সবাই মিলে ওদেরকে ধরে ফেলতে পারবে না?"

বাচ্চু বলল, "ঠিক বলেছিস রে। চল তবে পা চালিয়ে।"

ওরা দ্রুত পায়ে এসে সিনেমা হলের প্রশস্ত চত্বরে ঢুকল। তারপর ম্যানেজারের ঘরের দিকে এগোতে যেতেই দারোয়ানটা তেড়ে এল হাঁ হাঁ করে।

ম্যানেজার ওদের দু'জনকে দেখতে পেয়েছিলেন। তাই দারোয়ানকে বললেন, "ওদের আসতে দাও।"

ওরা এলে ম্যানেজার বললেন, "কী চাই তোমাদের?"

বাচ্চু বলল, "দেখুন আমরা খুবই বিপদে পড়েছি। আপনি যদি আমাদের একটু উপকার করেন।"

"বিপদে পড়েছ? কী হয়েছে?"

"দু'জন ছিনতাইকারী আমাদের গলার হার, কানের দুল, হাতের চুড়ি সব ছিনিয়ে নিয়ে একটা মোটরে চেপে পালিয়ে এসেছে। আমরাও মোটরের পিছনে চেপে তাদের অনুসরণ করে এখানে এসেছি। ওইদিকে একটা গলির মুখে মোটর রেখে তারা গলিতে ঢুকেছে। যদি লোকদুটোকে একটু ধরবার ব্যবস্থা করেন।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই।" বলে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন ম্যানেজার, "রঘুয়া, এই রঘুয়া—?"

বিচ্ছু বলল, "এবার আপনি অনুগ্রহ করে যদি আমাদের বাড়িতে একটা ফোন করতে দেন।"

ম্যানেজার সস্নেহে বললেন, "বেশ তো করো।"

বাচ্চু রিসিভার তুলে ডায়াল ঘোরাল, "হ্যালো!"

ওদিক থেকেও সাড়া এল...হ্যালো!

"কে মামণি?"

"...হ্যাঁ।"

"আমি বাচ্চু। আমাদের ফিরতে একটু দেরি হবে। যেন ভেব না। বুঝেছ?"

"...তোমাদের কোনও বিপদ হয়নি তো?"

"না। ঘরে গিয়ে সব বলব।" বলে ফোন রাখল বাচ্চু।

ম্যানেজারের ডাকে তখন বিশাল বৃষস্কন্ধ রঘুয়া এসে গেছে। রঘুয়া এসে সেলাম ঠুকে বলল, "জী হুজুর।"

ম্যানেজার শশব্যস্ত হয়ে বললেন, "শিগগির চল তো। দো আদমিকো পাকড়নে হোগা।"

"চলিয়ে।" বলে ম্যানেজারের সঙ্গে বাচ্চু-বিচ্ছুকে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল রঘুয়া।

ওদের ওইভাবে যেতে দেখে আশপাশের অনেক উৎসাহী লোকও ছুটল।

দু'-একজন জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে খুকি?"

বাচ্চু-বিচ্ছু সংক্ষেপে সব বলল।

তাই শুনে কেউ কেউ মন্তব্য করল, "খুব চালাক মেয়ে তো তোমরা। বাঃ। এরকম দেখা যায় না।"

ওরা গলির কাছে আসতেই দেখল সেই লোকদুটো গলি থেকে বেরোচ্ছে।

বিচ্ছু চেঁচিয়ে উঠল, "ওই তো। ওই তো সেই লোকদুটো।"

ওদের দেখে লোকদুটো প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেল। তারপর যেই না ছুটে এসে মোটরে উঠতে যাবে, রঘুয়া অমনি, "পাকড়ো—পাকড়ো বদমাশ কো।" বলেই বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল একজনের ওপর।

কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়লে কী হবে। কী অমানুষিক শক্তি ওদের গায়ে। রঘুয়াকে এক ঝটকায় ছিটকে ফেলে দিয়ে মোটরে ঢুকে বসল সে।

রঘুয়াও ছাড়বার পাত্র নয়। ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মতো লাফিয়ে উঠে ধরে ফেলল অপরজনকে। সঙ্গের অন্যান্য লোকেরাও তাকে ধরে ফেলল তখন।

যেই না ধরা মোটরে বসা লোকটি তখন সবাইকে চমকে দিয়ে একটা রিভলভার বার করে কঠিন গলায় বলল, "ছেড়ে দিন বলছি। না হলে এক এক গুলিতে এক এক জনের মাথার খুলি আমি উড়িয়ে দেব।"

আচমকা রিভলভার দেখে নার্ভাস হয়ে গেল সকলেই। সাহস করে কেউ আর করতে পারল না কিছু।

ওই একটু সময়ের মধ্যেই লোকটি নিজেকে মুক্ত করে মোটরে উঠে বসল।

সকলের জোড়া জোড়া চোখের সামনে হুস করে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে উধাও হয়ে গেল মোটরটা।

একজন বলল, "আপনি এখনই থানায় ফোন করে দিন ম্যানেজারবাবু।"

ম্যানেজার বললেন, "কিস্যু লাভ হবে না ভাই। গাড়ির নম্বরটাও নিতে পারলুম না। পুলিশ গিয়ে কাকে কোথায় খুঁজবে?"

বাচ্চু বলল, "আমরা তা হলে বাড়ি যাই এবার?"

ম্যানেজার বললেন, "কোথায় বাড়ি তোমাদের? যেতে পারবে? না সঙ্গে রঘুয়াকে পাঠাব।"

"না না। কাউকে আসতে হবে না। আমরা নিজেরাই যেতে পারব।" এই বলে একটা সাইকেল রিকশা ডেকে উঠে বসল ওরা।

বাচ্চুর হাতে মোটর থেকে নেওয়া সেই অ্যাটাচিকেসটা তখনও শক্ত করে ধরা আছে।

পরদিন মিত্তিরদের বাগানে ওদের জোর আলোচনা সভা বসল। অ্যাটাচিকেসটার কথা বাচ্চু-বিচ্ছু কাল বাড়িতে বলেনি। ওটা সিঁড়ির নীচে লুকিয়ে রেখেছিল ওরা। এখন সেটা বাবলুর হাতে। কাল রাতে বাচ্চু-বিচ্ছুর কপালে মার এবং বকুনি যেটা ওরা আশা করেছিল তা ঘটেনি। বরং ওরা অক্ষত শরীরে ফিরে এসেছে বলে ওদের বাবা-মা খুশিই হয়েছেন খুব।

বাবলু অ্যাটাচিকেসটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে একটু গম্ভীর ভাবেই বলল, "আমার মনে হয় এই সূত্র ধরেই আমরা ছিনতাইকারীদের ঘাঁটিটা খুঁজে বার করতে পারব।"

বিলু বলল, "কী করে?"

"প্রথমে এটাকে খুলে দেখতে হবে এর ভেতর কাগজপত্তর কী আছে। অপরাধীদের কারও-না-কারও ঠিকানা এর ভেতরে নিশ্চয়ই থাকবে।"

"তা থাকবে। আর বাচ্চু-বিচ্ছুর হার চুরি ইত্যাদি যদি ওরা এর ভেতরে রেখে দিয়ে থাকে তবে তাও পাওয়া যেতে পারে।"

"সে আশাটাও অমূলক নয়। কিন্তু এটাকে খোলা যায় কী করে?"

ভোম্বল বলল, "খোলা না যায় ভাঙতে হবে।"

বিলু বলল, "আমি আলমারির ড্রয়ার থেকে বাবার চাবির গোছাটা নিয়ে এসেছি। দেখ না এর ভেতর থেকে যদি কোনওটা কাজে লাগে।"

বাচ্চু বলল, "এ রাম। বাবা যদি জানতে পারে?"

"পুরনো চাবির গোছা তো। বাবা এগুলো রেখে অফিসে যায়। বাবা ফিরে আসার আগেই আবার রেখে দেব।"

বাবলু, "কই দেখি?"

বিলুর কাছ থেকে চাবির গোছাটা নিয়ে দু'-একটা চাবি ঘোরাতে ঘোরাতেই অ্যাটাচিটা খুলে ফেলল বাবলু।

ওরা সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখল অ্যাটাচির মধ্যে বেশ মূল্যবান কাগজপত্তর সব আছে। বেশিরভাগই আইন-সংক্রান্ত। কয়েকজন নামজাদা লোকের চিঠিপত্রও আছে। ঠিকানায় লেখা আছে,—নং মাকড়দা রোড। মি. এম এম রায়। অ্যাটর্নি।

বাবলু বলল, "আশ্চর্য!"

বিলু বলল, "আশ্চর্যের কী আছে? আজকাল অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও শোনা যায় এই সব স্মাগলারদের সঙ্গে কাজ করেন।"

ভোম্বল বলল, "এখন আমাদের প্রধান কাজ ওই ভদ্রলোককে খুঁজে বার করা। তারপর দু'চার দিন ওয়াচ করলেই কারা কারা ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন তা জানা যাবে। আশা করি বাচ্চু-বিচ্ছুর হার ছিনতাইকারীরাও ধরা পড়বে ওই ফাঁদে।"

বাবলু বলল, "যাক, এর ভেতর থেকে বাচ্চু-বিচ্ছুর কিছুই তা হলে পাওয়া গেল না।"

বাচ্চু বলল, "সব চেয়ে মজার ব্যাপার যে দু'জন লোকের চেহারা আমি দেখেছি তাদের চেহারা মোটেই অ্যাটর্নির চেহারা নয়।"

বাবলু বলল, "চেহারা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার দরকার নেই। মোট কথা এই ঠিকানাটা আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে। তারপর ঘণ্টায় ঘণ্টায় পালা করে নজর রাখতে হবে কে কখন ওখানে যায় আসে।"

সবাই বলল, "ঠিক।"

তারপর দল বেঁধে চলল সবাই মাকড়দা রোডের দিকে। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এবং পঞ্চু। যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল ওরা।

বাচ্চু বলল, "ওই তো কালকের সেই গাড়িটা।"

বিচ্ছু বলল, "হ্যাঁ। সেই গাড়িটাই তো।"

বাবলু বলল, "কিন্তু গাড়িটা এখানে কেন?"

বাচ্চু বলল, "কী জানি।"

বাবলু বলল, "এক কাজ কর। তোরা সবাই ঘরে যা। আমি আর পঞ্চু ফলো করি গাড়িটাকে। গাড়ির নম্বর ফলস হলেও নিয়ে রাখ। কেন না এখন এটাই এর নম্বর তো। আর শোন, আজ রাতের মধ্যে যদি বাড়ি না ফিরি তা হলে জানবি আমার কোনও বিপদ হয়েছে।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু আমরা তো যে যার বাড়িতে থাকব। কী করে জানব যে তুই রাত্রিবেলা ফিরে এসেছিস?"

বাবলু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "এও তো একটা সমস্যার কথা।"

বিলু বলল, "আমরা বরং কাল সকালে তোর খোঁজ নেব। তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। তোরা যা। অ্যাটাচিটা আমার ঘরে টেবিলের ওপর রাখবি। আমি ততক্ষণে ঢুকে পড়ি গাড়ির ভেতর।"

ভোম্বল বলল, "কোন দিক দিয়ে ঢুকবি? পিছন দিকের ডালা তুলে ঢুকলে রাস্তার লোকেরা সন্দেহ করবে। তার চেয়ে ভেতর দিয়েই ঢোক। আমরা বরং গাড়ি না ছাড়া পর্যন্ত দূরে অপেক্ষা করি।"

বাবলু বলল, "না তোরা চলে যা। ওরা না হলে বাচ্চু-বিচ্ছুকে দেখলেই চিনে ফেলবে।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরা চলে যেতেই বাবলু আর পঞ্চু সুট করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। তারপর পিছনের সিটের তলা দিয়ে একেবারে ডালার কাছে আত্মগোপন করে রইল।

অনেক পরে মোটর স্টার্ট নিল। হর্ন বাজিয়ে ছুটে চলল পিচ-ঢালা পথের ওপর দিয়ে। মিনিট দশেক যাবার পর এক জায়গায় থামল গাড়িটা। কোথায় এল কে জানে। বাবলু সাহস করে বেরোতে পারল না। একটু সময় ধৈর্য ধরে বসে না থেকে বেরনো ঠিক নয়।

এমন সময় হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল বাবলুর বুকটা। মনে হল কে যেন ডালাটা খোলবার চেষ্টা করছে। প্যাঁচ ঘুরিয়ে একবার একটা হেঁচকা টান দিতেই খুলে গেল ডালাটা।

যিনি খুলেছিলেন তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। কী যেন একটা রাখতে গিয়ে ভেতরে বাবলু আর পঞ্চুকে দেখেই চমকে উঠলেন।

ধরা পড়ে গিয়ে বাবলুর মুখও সাদা হয়ে গেল।

সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কে তুমি?"

বাবলু কাঁচুমাচু মুখে পঞ্চুকে নিয়ে নেমে এল।

ভদ্রলোক কড়া গলায় বললেন, "এর ভেতর কী জন্যে ঢুকেছিলে?"

বাবলু চোখ নামাল। কোট-প্যান্ট-টাই-পরা এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা দেখে দারুণ ঘাবড়ে গেছে ও।

ভদ্রলোক আবার ধমকালেন, "বলো। জবাব দাও।"

ততক্ষণে বাড়ির লোকজন সবাই ছুটে এসেছে। পাড়ারও উৎসাহী লোকেরা এসেছে কেউ কেউ। বেশ বড়লোকের বাড়ি।

ভদ্রলোকের স্ত্রী বললেন, "কী স্পর্ধা দেখেছ এতটুকু ছেলের?"

বাবলু বলল, "আমরা লুকোচুরি খেলছিলাম।"

পঞ্চু বলল, "ভৌ—উ—উ—উ—উ।"

ভদ্রলোক বললেন, "সেইজন্যে লুকোতে এসেছিলে আমার গাড়িতে? এই কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো? তোমাকে আমি পুলিশে দেব।"

বাবলু তখন রুখে দাঁড়িয়েছেন, "দিন না পুলিশে। দেখব কত আপনার সাহস। আপনি নিজেই তো একজন ডাকাতের সর্দার।"

ভদ্রলোক রেগে বললেন, "চোপরও ফাজিল কোথাকার। আমি ডাকাতের সর্দার?" বলেই কাজের লোককে ডাকলেন, "এই কেষ্টা! ছেলেটাকে ধরে রাখ তো। আমি থানায় ফোন করি। মজা দেখাচ্ছি বাছাধনকে।" তারপর বললেন, "এক কাজ কর। ওকে বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে আয়। এতবড় সাহস ওর যে আমার গাড়িতে ঢোকে। এরাই হচ্ছে ইনফরমার। আবার আমাকে বলে কিনা ডাকাতের সর্দার।"

কেষ্টা বাবলুকে ধরে বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে এল। পঞ্চু বেচারি অসহায় দর্শক। বাবলুর নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কিছুই করতে পারছিল না সে।

ভদ্রলোক রিসিভার তুলে ডায়াল ঘুরিয়ে ফোন করলেন থানায়।

ঘর-ভর্তি লোক তখন গিজ গিজ করছে। সবাই একদৃষ্টে চেয়ে দেখছে বাবলুকে। সবারই মুখে এক কথা, "কী সুন্দর ছেলে, অথচ সঙ্গদোষে কী হয়েছে দেখ।"

একজন প্রবীণা মহিলা বললেন, "কী নাম বাবা তোমার? কোথায় থাক তুমি?"

বাবলু নাম-ধাম সব বলল।

ভদ্রলোক বললেন, "তোমাকে বলতে হবে, কেন তুমি ওর ভেতরে ঢুকেছিলে?"

বাবলু বলল, "থানায় তো ফোন করেছেন। পুলিশ আসুক তারপর সব বলব।" বাবলু এই কথা বলল বটে তবে তার বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। কেন জানি না তার মনে হতে লাগল ওদের চালে নিশ্চয়ই কোথাও মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে। হয় বাচ্চু-বিচ্ছুর ইনফরমেশন ঠিক নয়। নয়তো ভদ্রলোক একজন ধুরন্ধর অভিনেতা।

একটু পরেই পুলিশ এল, "কই কোথায় দেখি ছেলেটা? এ ব্যাটা ওদেরই স্পাই। একে মোচড় দিলেই সব বেরোবে।" বলতে বলতে দারোগাবাবু ঘরে ঢুকেই অবাক, "এ কী, বাবলু তুমি!"

বাবলু বলল, "এই ভদ্রলোককে এখনই গ্রেপ্তার করুন স্যার। এই গাড়িতে করেই আমাদের বাচ্চু-বিচ্ছুকে দু'জন দুষ্কৃতী কাল অপহরণ করে তাদের হার, কানের দুল, চুড়ি সব কিছু ছিনতাই করেছে। বেলিলিয়াস রোডে যে সিনেমা হলটা আছে তার ম্যানেজারকেও জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন এ কথা সত্যি কিনা। সেখানকার বহু লোকই তা জানে। বাচ্চু-বিচ্ছু তাদের হাতে-হাতে ধরিয়ে দিলে তারা রিভলভার দেখিয়ে পালায়। সেই মোটরে আমরা একটা অ্যাটাচিও পাই। তারই সূত্র ধরে এই গাড়ির মালিকের খোঁজে আমি এসেছি। চুরি করতে নয়।"

বাবলুর কথা শেষ হওয়া মাত্রই দারোগাবাবু এবং সেই ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠে বাবলুর পিঠ চাপড়ে বললেন, "সাব্বাস।"

আশপাশের সবাই তখন হেসে উঠল। বাড়ির মেয়েরা বলল, "তাই তো বলি, এমন সুন্দর ছেলে। এ ছেলে কখনও চোর হয়।"

ভদ্রলোক বাবলুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "আমি তোমাকে ঠিক বুঝতে পারিনি বাবা। তাই অনেক বকা-ঝকা করেছি। আমার সেই অ্যাটাচিটা কোথায়? তাতে আমার মক্কেলদের এমন সব জরুরি কাগজ-পত্তর আছে যা হারালে আমাকে এলাকা ছেড়ে পালাতে হবে।"

বাবলু বলল, "সেটার জন্য আপনি চিন্তা করবেন না। সেটা অক্ষতভাবে আমার কাছেই আছে।" তারপর দারোগাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "অ্যাটাচিটা এঁকে ফেরত দিতে পারি কি?"

দারোগাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই দেবে। আর জেনে রাখো এই গাড়িতে করেই বাচ্চু-বিচ্ছুদের অপহরণ করা হয়েছিল কিনা তা জানি না। কেন না অপহরণের কথা কিছু আমার কানে আসেনি। তবে এ গাড়ির কাল দুপুর থেকে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। এই ভদ্রলোক তাঁর এক বন্ধুর বাড়ির সামনে গাড়ি রেখে বাড়ির ভেতরে যেতেই গাড়িটা দুর্বৃত্তরা নিয়ে পালায়। কাল রাত বারোটার সময় বালিখালে এই গাড়ি আমরা উদ্ধার করেছি। যাক ভাগ্যে তোমাদের হাতে পড়েছিল, তাই পাওয়া গেল অ্যাটাচিটা।"

ভদ্রলোক আনন্দের আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, "ওরে কে আছিস? যা যা। শিগগির লুচি-মিষ্টি আন। এ যে আমার কী সৌভাগ্য।" বলে বাবলুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তা বাবা ওটা কি আজই আমি পেতে পারি না?"

"নিশ্চয়ই পারেন। কাউকে পাঠিয়ে দেবেন আমার সঙ্গে। আমি তার হাতে দিয়ে দেব।"

"কাকে আবার পাঠাব? আমি নিজেই আমার গাড়িতে করে তোমাকে নিয়ে যাব। তারপর তোমার বাড়িতে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে নিয়ে আসব অ্যাটাচিটা।"

বাবলু বলল, "ওই লোকদুটোকে ধরার তা হলে কী হবে?"

দারোগাবাবু বললেন, "হ্যাঁ। ওদের ধরতেই হবে। ঘটনাটা কী একবার আমাকে বলো তো?"

বাবলু কালকের ঘটনা বাচ্চু-বিচ্ছুর মুখে যা শুনেছিল সব বলল।

সব শুনে দারোগাবাবু বললেন, "বুঝেছি এ কাদের কাজ। গলায় রুমাল বাঁধা ছিল যখন এ তারা ছাড়া আর কেউ নয়। আমি দেখতে পেলেই অ্যারেস্ট করব তাদের। ইতিমধ্যে লোকদুটোকে যদি তোমরা দেখতে পাও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ফোনে জানাবে।" বলে দারোগাবাবু চলে গেলেন।

বাবলু আর পঞ্চুও ভদ্রলোকের বাড়িতে ভুরিভোজ সেরে তাঁরই মোটরে চেপে বাড়ি এল। এবং সযত্নে রাখা অ্যাটাচিটা দিয়ে দিল ভদ্রলোকের হাতে।

পরদিন বিকেলে বাবলু, বিলু, ভোম্বল আর পঞ্চু তেলকলঘাটের দিকে বেড়াতে গেল। ওরা মাঝেমাঝে এই রকম যায়। আজ ওদের দলে বাচ্চু-বিচ্ছু ছিল না। বাচ্চু-বিচ্ছুর মা সেদিনের ঘটনার জন্য বাচ্চু-বিচ্ছুদের সন্ধের পর মোটেই বাইরে থাকতে দেন না।

তাই ওরা তিনজন এবং পঞ্চু তেলকলঘাটে গঙ্গার ধারে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল। তারপর যখন ফিরে আসছে তখন মঙ্গলাহাটের কাছে এক জায়গায় একটা হোটেল-কাম-রেস্টুরেন্টের সামনে থমকে দাঁড়াল ওরা। হোটেলের ভেতর থেকে ভুর ভুর করে কী চমৎকার মাংস রান্নার গন্ধ ভেসে আসছে!

ভোম্বল বলল, "জিভে জল আসছে রে।"

বিলু বলল, "এই সব জায়গায় আবার খায় নাকি? নোংরার আড়ত চারদিকে।"

ভোম্বল বলল, "পয়সা থাকলে তো খাব।"

বাবলু বলল; "পয়সার জন্যে চিন্তা করিস না। যদি খেতে ইচ্ছে থাকে তো বল। আমি খাওয়াতে পারি।"

এমন সময় পঞ্চু হঠাৎ, 'ভুক ভুক' করে গলায় রুমাল বাঁধা দু'জন লোকের দিকে ছুটে গেল। লোকদুটো হেই হেই করে লাফিয়ে উঠে পালাল অন্যদিকে। পঞ্চু ফিরে এল।

ভোম্বল বলল, "ঢোক বাবলু। একটু খাওয়া যাক। খুব লোভ লাগছে।"

বিলু বলল, "হয়ে যাক তবে। খেয়ে তো নিই!"

ওরা রেস্টুরেন্টে ঢুকতেই পঞ্চুকে দেখে বয়টা খ্যাঁক খ্যাঁক করে তেড়ে এল, "এই ইসিকো মাৎ ঘুসাও।"

বাবলু বলল, "কাহে?"

"ইয়ে রেস্টুরিন্ট আদমিকো লিয়ে। কুত্তেকে লিয়ে নেহি। বাহার নিকালো আভি।"

ভোম্বল বলল, "কেন, কুত্তাটা তোমার কী পাকা-ধানে মই দিয়েছে?"

বিলু বলল, "রেস্টুরেন্টের চেহারা যা করে রেখেছ তাতে তো দেখলে মনে হয় চোর-চোট্টা ছাড়া কোনও ভদ্রলোক এখানে খেতে ঢোকে না।"

ওরা যখন কথার বচসা করছে তখন ভীম দর্শন একজন অবাঙালি লোক, বোধ হয় রেস্টুরেন্টের মালিক, এগিয়ে এসে পরিষ্কার বাংলায় বলল, "তোমরা এখানে খেতে এসেছ না ফাজলামি করতে এসেছ?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, খেতে এসেছি। কিন্তু বসার আগেই আপনার লোক তো মেজাজ খিঁচড়ে দিল আমাদের। আমরা এখানে বসে বসে খাব আর আমাদের পোষা কুকুরটা বাইরে দাঁড়িয়ে ছোঁক ছোঁক করবে তাই কখনও হয়?"

মালিক হেসে বলল, "না না। তা তো হওয়া উচিত নয়। তবে কামড়াবে না তো কাউকে?"

বিলু বলল, "পোষা কুকুর। আমরা না বললে শুধু শুধু কামড়াবে কেন?"

মালিক বলল, "কী খাবে বল?"

বাবলু বলল, "তিন প্লেট মাংস। ছ'পিস রুটি।"

মালিক অর্ডার দিল, "জগ্‌গু ইধার তিন প্লেট মাংস আউর ছ'পিস রোটি লে আও।"

রুটি মাংস আসতে বাবুল বলল, "একটা শালপাতা লেয়াও।"

আদেশ হ'ল, "পাত্তি দো একঠো।"

জগ্‌গু পাতা দিয়ে গেল।

ওরা নিজেদের ভাগ থেকে একটু একটু করে রুটি-মাংস পঞ্চুকে দিয়ে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া শুরু করল।

ভোম্বল বলল, "হাইক্লাস রেঁধেছে ভাই।"

বিলু, বাবলু দু'জনেই ঘাড় নাড়ল, "নাঃ রান্নাটা সত্যিই ভাল।"

এমন সময় সেই গলায় রুমাল বাঁধা লোকদুটো যাদের দেখে একটু আগেই তেড়ে গিয়েছিল পঞ্চু তারা এসে ঢুকল।

মালিক বলল, "কী ব্যাপার। এত দেরি হল যে?"

একজন বলল, "আর বলো না ওস্তাদ। একটুর জন্য ফেঁসে গিয়েছিলাম।"

"কী রকম।"

"হাওড়া ময়দানে একটা ব্যাঙ্কে হানা দিয়েছিলুম আজ। কে জানত যে ওখানে অত সাদা পোশাকের পুলিশ ঘোরাঘুরি করছে। খুব জোরে একটা বোম চার্জ করে পালিয়ে এসেছি। যাক, কিছু খেতে দাও দেখি। খিদে পেয়েছে খুব।"

বাবলুরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

মালিক বলল, "তোমরা তো চালে ভুল করলে। আজ মাসের পয়লা। পে' ডে। টাকা তোলাতুলির ব্যাপার আছে। আজ তো পুলিশ সর্বত্রই থাকবে। আজ কখনও ওই সব ঝামেলায় যায়?" তারপর জগ্‌গুকে বলল, "এ জগ্‌গু, রোটি মাংস লে আও।"

জগ্‌গু রুটি-মাংস এনে খেতে দিল লোকদুটোকে।

মালিক বলল, "যে কাজের জন্য পাঠিয়েছিলাম সেটার কী হল।"

"সেটা তো হল না। ব্যাঙ্কের ঝামেলায় আটকে গিয়েই তো ভেস্তে গেল সব।"

"এখন তা হলে কোথায় যাবে?"

"একবার খটির বাজারে যাব। সেদিন যে মোটর গাড়িটা চুরি করেছি সেটার রং বদলানো হল কিনা দেখতে যাব।"

"হ্যাঁ। দেখে এসো। তবে খুব সাবধান। তোমরা বড় কাঁচা কাজ করে ফেলছ আজকাল। কাল তো মোটরটা চুরি করেও হাতছাড়া করে ফেললে।"

"হাতছাড়া হত না ওস্তাদ। ফচকে মেয়েদুটো এমন কাণ্ড বাধালে যে জ্ঞানহারা হয়ে বালিখালের দিকে পালিয়েছিলুম। আমরা এখনও ভেবে পাচ্ছি না হাওড়া ময়দান থেকে বেলিলিয়াস রোডের দিকে ওরা আমাদের পিছু নিয়ে এল কী করে?"

"কী করে আবার। তোমাদেরই মোটরের পিছনে উঠে গিয়েছিল নিশ্চয়ই।"

"তাই হবে। তা রাতে বালিখালের কাছে গিয়ে দেখি একটা পুলিশ ভ্যান পিছু পিছু আসছে। তাই ওটাকে ফেলে রেখেই পালাই। পরে অবশ্য বুঝতে পারি যে ভ্যানটা আমাদের ফলো করছিল না। ওটা এমনিই যাচ্ছিল।"

"যাক। ওটা শেষ পর্যন্ত পুলিশের মারফত আসল মালিকের কাছেই চলে গেছে।"

বাবলু ফিসফিস করে বলল, "এ যে দেখছি মেঘ না চাইতেই জল।"

ভোম্বল বলল, "আস্তে। এখন শুধু শুনে যা।"

বিলু বলল, "আমি চলে যাব থানায়?"

বাবলু বলল, "না। এখনও সময় হয়নি। এদের আসল ঘাঁটিটা বার করতে হবে।"

ভোম্বল বলল, "এই তো।"

বাবলু বলল, "ধ্যেৎ। এটা স্রেফ মিটিংয়ের জায়গা।"

বিলু বলল, "আরে কানটা টানলেই মাথা আসবে। এমন চান্স ছাড়ে কখনও। আমি চলি। গুড বাই।" বলে মুখ-হাত ধুয়ে চলে গেল বিলু।

মালিক বলল, "ওর খাবারের দাম কে দেবে?"

বাবলু বলল, "আমি।"

গলায় রুমাল বাঁধা লোকদের একজন বলল, "কালকের ব্যাপারে কোনও পুলিশ এদিকে নজর দেয়নি তো ওস্তাদ?"

"মনে হয়, না। অবশ্য সেদিকেও কড়া নজর আছে আমার। তবে তোমাদের একটা কথা বলে রাখি, তোমরা এখন কিছুদিন এখানে এসো না। সাবধানের মার নেই।"

লোকদুটো এবার হঠাৎই যেন কী মনে করে বাবলুদের দিকে তাকিয়ে বলল, "এরা বুঝি এখানে এসে ঢুকেছে?"

মালিক বলল, "তুমি চেনো এদের?"

"না। এই একটু আগেই রাস্তায় ঘুরছিল। এদের কুকুরটা এমন তাড়া করেছিল, ভাবলুম বুঝি কামড়ে দেবে।"

বাবলু বলল, "আপনাদের চেহারা দেখে রেগে গিয়েছিল ও।"

"কেন, এতে রাগবার কী আছে?"

"আসলে চোর-ছ্যাঁচড় গোছের লোকেরাই বেশির ভাগ গলায় রুমাল বেঁধে ঘোরে তো।"

"আর দু'দিন বাদে তোমরাও গলায় রুমাল বাঁধবে বাবা! এই বয়সেই যখন একবার এখানে এসে পায়ের ধুলো দিয়েছে তখন তোমাদের ভবিষ্যৎও যে কী তা বুঝতেই পারছি।"

তারপর মুহূর্তের মধ্যে হঠাৎই যেন একটা ম্যাজিক হয়ে গেল। গলায় রুমাল বাঁধা লোকদুটো বাবলুদের টেবিলের ওপর দিয়ে ভল্ট খেয়ে লাফিয়ে পড়ল ওধারে। লাফিয়েই চেঁচিয়ে উঠল, "ওস্তাদ পুলিশ।" বলেই পাশের দরজা দিয়ে উধাও।

আর পঞ্চুও করল কী যেন এটাই তার একমাত্র কাজ এমন ভাবে সুড়ুত করে টেবিলের তলা দিয়ে গলে ওদের পিছু পিছু ভৌ ভৌ করে ছুটতে লাগল।

কী যে হয়ে গেল ব্যাপারটা বাবলুরা কিছুই বুঝতে পারল না। একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল।

মালিকও কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখল রেস্টুরেন্টের সামনে পুলিশের ভ্যান। একদল পুলিশ সমেত দারোগাবাবু ভেতরে ঢুকলেন। একবার আড়চোখে চেয়ে দেখলেন বাবলুদের। তারপর মালিকের বুকের কাছে রিভলভার ঠেকিয়ে বললেন, "একটু আগে কাল্লু আর ইব্রাহিম এসেছিল এখানে?"

ওস্তাদ বাবলুদের দিকে একবার চেয়ে দেখে বলল, "হ্যাঁ। এইমাত্র পালাল।"

"কোনদিকে গেছে?"

মালিক দেখিয়ে দিল দরজাটা।

"ঠিক আছে। ওদের ব্যবস্থা পরে হচ্ছে। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।"

“কোথায় যেতে হবে?”
“থানায় যেতে হবে।”
“থানায়! থানায় কেন?”
“গেলেই বুঝতে পারবেন।”
পুলিশের লোকেরা মালিক এবং জগ্‌গু দু'জনকেই গ্রেপ্তার করল।
বাবলুরাও বেরিয়ে এল রেস্টুরেন্ট থেকে।
পুলিশের গাড়ি চলে যেতেই একটা গলির ভেতর থেকে বিলু বেরিয়ে এল।
বাবলু বলল, “কী ব্যাপার রে বিলু?”
“ব্যাপার আর কী। গুডলাক একেই বলে। থানায় যাবার আগেই দেখি দারোগাবাবু ভ্যান বোঝাই পুলিশ নিয়ে গলির মুখে কেন কে জানে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি গিয়ে বলতেই বললেন, তুমি শিগগির লুকিয়ে পড়ো। আমি এখুনি ধরছি ব্যাটাদের।”
বাবলু বলল, “কিন্তু আসল শয়তানদুটোকে তো ধরা গেল না। ওরা যেন গন্ধে টের পেয়ে পালাল।”
এমন সময় পঞ্চু ছুটতে ছুটতে এসে বাবলুর প্যান্ট ধরে টানাটানি লাগাল।
সংকেত বুঝেই ওরা পিছু নিল পঞ্চুর।
বেশ খানিকটা গিয়ে রেলওয়ের একটা পরিত্যক্ত গুদাম ঘরের সামনে এসে চেঁচাতে লাগল পঞ্চু। যতদূর চোখ যায় কেউ কোথাও নেই সেখানে। বাবলু পঞ্চুর মুখে হাত চাপা দিয়ে চুপ করাল। এখন সন্ধে হয়ে এসেছে বলে আর কোনওরকম রিস্ক না নিয়ে সোজা চলে এল যে যার বাড়িতে।

পরদিন সকালে পাণ্ডব গোয়েন্দারা পঞ্চুকে নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে রেল-গুদামে চলল হানা দিতে। হঠাৎ ভোম্বলের বাবা কী একটা কাজের জন্য আটকে দিলেন ভোম্বলকে। ভোম্বল হতাশ হয়ে বলল, “কী হবে?”
বাবলু বলল, “ঠিক আছে, আমরা এবেলা একটু ঘুরে আসি। তুই বরং বিকেলে যাবি।” বলে ওরা তেলকল ঘাটের রেলওয়ের চত্বরে এসে পৌঁছুল।
এইখানে গুড্‌স শেডের কাছে একটি গুদাম বছর দুই আগে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট হয়ে যায়। সেই থেকে সে জায়গাটা অব্যবহৃত অবস্থাতেই পড়ে আছে। চারদিকে তার ঝোপঝাড় আর ধ্বংসস্তূপ।
পঞ্চু সেইখানে এসে মাটি শুঁকে শুঁকে ঘুর ঘুর করতে লাগল। বাবলু, বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছুও তীক্ষ্ণ নজরে পঞ্চুর অনুসন্ধানকার্য লক্ষ করতে লাগল। কিন্তু অনেক সময় অতিবাহিত হলেও কোনও কিছুরই হদিস পেল না। এমন সময় হঠাৎ পঞ্চু একটা লোহার আংটা ধরে টানা-হেঁচড়া লাগাল।
বাবলু তাড়াতাড়ি গিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখল সেখানটা। একটু অন্ধকার মতো এবং আংটাওলা একটা কাঠের ডালা রয়েছে। যেন কিছু ঢাকা দেওয়া আছে এমন ভাবে। ওরা তখনই সর্বশক্তি দিয়ে সেটাকে টেনে ধরতেই দেখতে পেল একটা সুড়ঙ্গ-পথ নেমে গেছে নীচের দিকে। দেখে মনে হয় এখানে একসময় রেলেরই কোনও আন্ডার গ্রাউন্ড ঘর ছিল। এখন ধ্বংসস্তূপে ঢাকা পড়ে বাতিল হয়ে গেছে।
বাবলু উঁকি মেরে দেখে নিল ভেতরটা।
উঃ। কী অন্ধকার। তবু সাহস করে ঢুকে পড়ল ভেতরে।
তারপর বিলু, বাচ্চু আর বিচ্ছু।
সব শেষে পঞ্চু নামল।
নীচে নেমে সন্তর্পণে সামনের দিকে এগিয়ে চলল ওরা। কয়েক পা যেতেই ওরা একটা রুদ্ধদ্বার ঘরের সামনে এসে পড়ল। বাবলু আস্তে করে দরজাটা ঠেলতেই ক্যাঁচ শব্দ করে খুলে গেল দরজাটা। যেই না খোলা অমনি একটা বুড়ো লোক লাফিয়ে রুখে দাঁড়াল, “অ্যাই কে রে?”
বাবলু বলল, “আমরা।”
“আমরা কারা?'
“আমরা পাণ্ডব গোয়েন্দা।”
“এর ভেতরে কী করতে এসেছিস। বল শিগগির?”
বাবলু বলল, “আমরা ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে ওপরের গর্ত দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছি।”
“তবে তো মাথা কিনেই নিয়েছিস। যা বেরিয়ে যা এখানে থেকে।”
বলার সঙ্গে সঙ্গেই পিছন থেকে কে য়েন বলে উঠল, “না। ওরা আর ফিরে যেতে পারবে না।”

বুকের ভেতরটা যেন ছ্যাঁৎ করে উঠল। বাবলুরা ঘুরে তাকিয়েই দেখল কালকের সেই গলায় রুমাল বাঁধা লোকদুটো সাক্ষাৎ যমের মতো দাঁড়িয়ে আছে তাদের পিছনে। ওদেরই একজন বিচ্ছুর চিবুক ধরে বলল, "কী খুকি, সেদিন তো খুব চালাকি করেছিলি। আজ কী করবি?"

অপর জন বলল, "সে যা হয় করুক। আগে আমি তো এই ব্যাটাকে একটা লাথি মারি। ব্যাটা কাল খুব তাড়া করেছিল আমাদের।" বলেই পঞ্চুকে লক্ষ্য করে মারল এক লাথি। লাথিটা কিন্তু পঞ্চুকে লাগলই না। পা তোলার আগেই সে এক লাফে লম্বা। সবুট লাথিটা তাই পড়ল গিয়ে ইটের দেওয়ালে। লোকটি যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে 'বাবা রে' বলে বসে পড়ল মাটিতে।

বাবলু বলল, "আমাদের ছেড়ে দিন।"

অপর লোকটি বলল, "মাথা খারাপ। তোদের কেউ ছাড়ে!"

বুড়োটা বলল, "ঝামেলা বাড়াস না কাল্লু। হিতে বিপরীত হয়ে যাবে হয়তো।"

কাল্লু বলল, "তুমি এদের চেন না বড়ে মিয়া। মহা শয়তান এরা। ছাড়লেই চারদিকে রাষ্ট্র করে দেবে। নয়তো থানায় খবর দেবে। ওস্তাদ কাল অ্যারেস্ট হয়েছে। আমার মনে হয় সেটাও এদেরই কারসাজিতে। এদেরই মধ্যে থেকে এই ছেলেটা খেতে খেতে উঠে গিয়েছিল কাল।" বলেই বিলুর চুলের মুঠি ধরে বলল, "তুই-ই পুলিশে খবর দিয়েছিলি তো?"

বিলু বলল, "না।"

"ঠিক করে বল।"

"না।"

"আবার সময় দিচ্ছি। সত্যি করে বল।"

বিলু বলল, "বলছি তো না।"

যেই না বলা অমনি ঠাস করে একটা চড় এসে পড়ল ওরা গালে। সে চড় হজম করার সাধ্য বিলুর ছিল না। সে ছিটকে গিয়ে পড়ল বড়ে মিয়ার পায়ের কাছে। বাবলু তাকে যেই না তুলতে যাবে অমনি ইব্রাহিম মারল বাবলুকে সজোরে একটা লাথি। বাবলুও মুখ থুবড়ে পড়ল। আর ঠোঁটটা কেটে গিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল ঝরঝর করে।

বাচ্চু আর বিচ্ছু চুপিসারে পালাতে যাচ্ছিল। কিন্তু শয়তানের ঘাঁটি থেকে বেরনো কী এতই সোজা? কাল্লু চুলের মুঠি ধরে পাশেই জেলের কয়েদি রাখার মতো রেলিং-ঘেরা একটা লকারে পুরে দিল ওদের। বাবলু এবং বিলুকেও দিল। দিয়ে সশব্দে রেলিং বন্ধ করে তালা দিয়ে চাবিটা পাশের ঘরে রেখে চলে গেল ওরা। যাবার সময় ইব্রাহিম বলল, "নে, এবার চারজনে মনের আনন্দে একটু খোসগল্প করে নে। তারপর রাত্তিরটা হোক। তোদের প্রত্যেককেই বুকে পাথর বেঁধে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেব।"

এই অভাবনীয় বিপদে দিশেহারা হয়ে পড়ল বাবলুরা।

বিলু বলল, "আমাদের এতবড় রিস্ক নেওয়াটা মোটেই উচিত হয়নি রে বাবলু।"

বাবলু একটা কথাও বলতে পারল না।

বাচ্চু আর বিচ্ছু তখন নীরবে চোখের জল মুছছে।

এদিকে পঞ্চু করল কী ঘাঁটি থেকে বেরিয়েই সোজা চলে গেল ভোম্বলদের বাড়ি।

ভোম্বল তখন ছাদে ফুলগাছের গোড়ায় মাটিগুলো উসকে দিচ্ছিল। পঞ্চুর ডাক শুনেই নেমে এল সে। একা পঞ্চুকে দেখে বুঝল নিশ্চয়ই কোনও বিপদ ঘটেছে। ভোম্বল নামতেই পঞ্চু ওর প্যান্ট কামড়ে টানাটানি করতে লাগল। ভোম্বল বুঝল তার অনুমান সত্য। সে আর একটুও দেরি না করে পঞ্চুকে অনুসরণ করল।

পঞ্চু ওকে ঠিক জায়গাতেই নিয়ে এল।

ভোম্বল গুদাম ঘরের ভেতরে ঢুকে সেই লোহার আংটা ধরে টান দিতেই সুড়ঙ্গমুখের ডালা খুলে গেল। ডালা খুলেই নেমে পড়ল ভোম্বল। তারপর পঞ্চুর পিছু পিছু আসতেই লকারে বন্দি বাবলুদের দেখতে পেল ও।

বাবলুরাও ওকে দেখতে পেয়েছে। বাবলু ওকে দেখেই ইশারা করতে লাগল।

বাবলুর ইশারা বুঝে পাশের ঘরে বন্ধ দরজাটার শিকল তুলে দিল ভোম্বল।

বাবলু এবার চাপা গলায় বলল, "তুই জানলার কাছে যা। ঘরের ভেতরে যারা আছে তাদের কাছ থেকে লকারের চাবিটা চেয়ে নে।"

ভোম্বল জানলার কাছে সরে গিয়ে দেখল কালকের সেই গলায় রুমাল বাঁধা লোকদুটো আর একটা বুড়ো

খেতে বসেছে। ঘরের ভেতরটা স্মাগলিংয়ের জিনিসে ঠাসা। দামি-দামি মোটরের পার্টস, ইঞ্জিন, ডায়নামো, পাখা ইত্যাদি রয়েছে। ভোম্বল জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "এই যে বাপের সুপুত্তুররা, আমার বন্ধুদের বেশ তো আটকে রেখেছ। এবার নিজেরা যদি বাঁচতে চাও তো চাবিটা ভালয় ভালয় দিয়ে দাও দেখি?"

বলা মাত্রই কাল্লু আর ইব্রাহিম ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজার ওপর!

ভোম্বল বলল, "সে গুড়ে বালি দাদা। ওতে আমি আগেই শিকল লাগিয়ে দিয়েছি।"

বুড়োটা রুখে উঠে বলল, "খোল। খুলে দে বলছি।"

"আগে চাবি দাও।"

কাল্লু বলল, "না দেব না। আগে দরজা খোল।"

"উঁহু! চাবি না পেলে দরজা খুলছি না।"

ইব্রাহিম বলল, "যদি না দিই?"

"তা হলে বাধ্য হব থানায় যেতে। পুলিশ এলে তোমরাও ধরা পড়বে, আমার বন্ধুরাও ছাড়া পাবে। আর যদি ভালয় ভালয় চাবিটা দাও তা হলে ওদের মুক্তি দিয়েই তোমাদের মুক্তি দেব।"

কাল্লু বলল, "ঠিক বলছিল তো, চাবি দিলেই শিকল খুলে দিবি?"

"নিশ্চয়ই দেব।"

কাল্লু চাবিটা ভোম্বলের হাতে দিয়ে বলল, "লক্ষ্মী ভাইটি। শিকলটা খুলে দে।"

"দিচ্ছি।" বলে সর্বাগ্রে বাবলুদের মুক্তি দিল ভোম্বল। তারপর সেই তালা ঘরের শিকলে এঁটে দিয়ে বলল, "এই যাঃ! তোমরা বললে শিকলটা খুলে দিতে আর আমি কিনা ভুল করে তালাটাই শিকলে ঝুলিয়ে দিলাম। কী হবে?"

ইব্রাহিম বলল, "শয়তান। একবার যদি বেরোতে পারি তো তোর মুণ্ডুটা আমি চিবিয়ে খাব।"

বাবলু বলল, "নুন আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে তো? দাঁড়াও কিনে আনছি। এই চল সব, দেরি করিস না। আগে থানায় যাই তার পরে অন্য কথা।" বলে ওদের দিকে হাত নেড়ে বলল, 'টা-টা।"

বাইরে এসে সর্বাগ্রে ওরা থানায় গিয়ে খবর দিল। খবর দেওয়া মাত্রই হইহই করে পুলিশ এসে ঘিরে ফেলল জায়গাটাকে। তারপর রেলপুলিশ এসে হাতে হাতকড়া লাগিয়ে বার করে আনল তিনজনকেই। বাইরে বেরিয়ে ওরা বাবলুদের দিকে কটমট করে তাকাল। সে কী চাউনি। সে চাউনির উপমাই নেই।

পঞ্চু হঠাৎ রাগেই হোক আর আনন্দেই হোক সামনের দু'পা তুলে পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ করে চেঁচিয়ে উঠল—ভৌ-উ-উ-উ।

বাবলু আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, "থ্রি চিয়ার্স ফর পঞ্চু।"

কেউ কিছু বলার আগে পঞ্চুই ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

পঞ্চম অভিযান

গ্রীষ্মের এক অলস দুপুরে পাণ্ডব গোয়েন্দারা মিত্তিরদের বাগানে খেলা করছিল। বাগানে ঘন গাছ-পালার অভাব ছিল না। আম, জাম, বেল, কাঁঠাল ইত্যাদির গাছ তো ছিলই, তা ছাড়াও ছিল গুলঞ্চ চাঁপা টগর প্রভৃতি ফুলের গাছ। খেলতে খেলতে এক জায়গায় এসে বিশ্রাম নিল ওরা। জায়গাটা যেমনই ছায়া সুনিবিড় তেমনই মনোরম। সহজে কারও চোখেও পড়বার নয়। একসঙ্গে কয়েকটি গাছ জড়াজড়ি করে রয়েছে এখানে। একটা প্রকাণ্ড বটগাছ অসংখ্য ঝুরি নামিয়ে ছাউনির মতো করে রেখেছে। সেই বটগাছকে আশ্রয় করে গজিয়েছে একটি মাধবীলতার গাছ। একটি গুলঞ্চ গাছও বাঁধা পড়েছে সেই স্নেহবন্ধনে।

বাবলু বলল, "জায়গাটা বেশ আরামদায়ক। না রে বিলু?"

বিলু বলল, "সত্যি। প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল।"

ভোম্বল বলল, "তোরা বোস। আমি একটু গাছে উঠে হাওয়া খাই।"

বাচ্চু-বিচ্চু বলল, "না ভোম্বলদা, এই ভর দুপুরে গাছপালায় উঠতে যেয়ো না।"

ভোম্বল বলল, "ওসব সংস্কার রাখ তো।" বলে পাকা গেছুড়েদের মতো গাছে ওঠা শুরু করল।

পঞ্চু এক পাশে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছিল। সেও ভোম্বলের দেখাদেখি এক লাফে শক্ত মোটা একটি ডালের ওপর বসে রইল। আর ভোম্বল একটু একটু করে উঠতে লাগল একেবারে মগ-ডালের দিকে। হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটে গেল। গুলঞ্চ গাছের একটা অপলকা ডাল ভোম্বলকে নিয়ে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। ভোম্বল অসহায়ভাবে করুণ চিৎকার করে উঠল একটা। পরক্ষণেই গাছের অন্য একটা ডাল ধরে ঝুলে পড়ল। আর ঝুলে পড়েই বলল, "বাবলু, হেল্প মি প্লিজ। আমাকে বাঁচা।"

বাবলু বিলু তরতরিয়ে গাছে উঠে ধরে ফেলল ভোম্বলকে।

বাচ্চু নীচে থেকে বলল, "তখন বারণ করলাম শুনলে না তো আমাদের কথা।"

বিচ্চু বলল, "ভাগ্যিস নীচে পড়নি। তা হলে কী হত?"

এমন সময় বাবলুর চোখে পড়ল জিনিসটা। একটা পুঁটলি। বড় বটগাছের ঘন পত্র-বিশিষ্ট একটি মোটা ডালে অতি যত্নে বাঁধা আছে। বাবলু বলল, "কী ব্যাপার বল তো?"

ততক্ষণে বিলু ভোম্বলেরও নজরে পড়েছে।

বাবলু নিজেই তখন এ-ডাল ও-ডাল করে এগিয়ে গেল সেখানে। তারপর পুঁটলিটা হাতে নিয়েই চমকে উঠল। কয়েক বাণ্ডিল একশো টাকার নোট বাঁধা আছে তাতে। এত টাকা একসঙ্গে ডালে বাঁধা দেখলে যে-কেউ চমকে উঠবে।

টাকার পুঁটলি নিয়ে বাবলু নীচে নেমে এল। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্চু সবাই তখন ঝুঁকে পড়ল সেই টাকার ওপর। একসঙ্গে এত টাকা ওরা কখনও দেখেনি। টাকাগুলো নিয়ে এখন যে কী করা যায় এটাই হল সমস্যা। প্রথমে গুণে তো দেখতে হবে। কিন্তু গোনাই বা যায় কোথায়? ওরা তখন বাচ্চু-বিচ্চু আর পঞ্চুকে পাহারায় রেখে সেই মাধবীলতার ঝোপের ভেতর ঢুকল। বিস্ময়ের-পর-বিস্ময়। ওরা দেখল ঝোপের মধ্যে যেন একটি ছোট সংসার পাতা আছে কার। তার মানে কেউ-না-কেউ থাকে এখানে। বাবলুরা-অযথা বিলম্ব না করে গুণতে লাগল টাকাগুলো। মোট এক লক্ষ চৌষট্টি হাজার টাকা। ওদের তিনজনেরই চোখ কপালে উঠে গেল।

বিলু বলল, "টাকাগুলো নিয়ে কী করা যায় বল তো?"

বাবলু বলল, "কিছুই না। টাকা যেখানে ছিল সেখানেই বেঁধে রেখে চলে চল। পরে রাত্রিবেলা এসে ধরে ফেলব টাকার মালিককে। এখানে যে আমাদের পদার্পণ হয়েছিল এটা যেন সে কোনওরকমেই টের না পায়।" এই বলে বাবলু টাকাটা পুঁটলি বেঁধে যথাস্থানেই রেখে দিয়ে এল।

তারপর নৈশ অভিযান কীভাবে হবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে যে-যার বাড়ি চলে গেল।

রাত্রিবেলা বাড়ির লোকজন ঘুমিয়ে পড়লে ওরা সবাই চলল মিত্তিরদের বাগানে। অমাবস্যার রাত। চারিদিকে ঘুট-ঘুট করছে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে শুরু হল অভিযান। বাবলু, বিলু, ভোম্বল তিনজনের হাতেই টর্চ। বাচ্চু-বিচ্ছু শুধু হাতে। ওরা কিন্তু সঙ্গে টর্চ থাকা সত্ত্বেও অন্ধকারে অনুমান করেই পথ চলতে লাগল। তারপর এক সময় নির্দিষ্ট স্থানের একটু দূরত্বে এসে থেমে দাঁড়াল ওরা। কারও মুখে একটি কথাও নেই।

ভোম্বল বাবলুকে ইশারা করে বলল, "কিছু দেখতে পাচ্ছিস?"

বাবলু বলল, "হুঁ।"

বিলু বলল, "আর এগোবি?"

বাচ্চু-বিচ্ছুর মুখ ভয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।

ওরা এগোবে কি পিছোবে কিছুই ঠিক করতে পারল না। পঞ্চুও জিভ লকলকিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল সেই দৃশ্য। বাবলুর আদেশ না পাওয়া-পর্যন্ত কিছুই করতে পারছিল না সে।

ওরা সবাই দেখল অন্ধকারে গাছের ডালে কে যেন বসে বসে পা দোলাচ্ছে। এবং একজোড়া চোখ আগুনের গোলার মতো জ্বলছে।

বিলু বলল, "পা দোলানো দেখে আমরা ভয় পাই না। কিন্তু ওই চোখদুটো তো মানুষের নয়। ও চোখ কার?"

বাচ্চু বলল, "বাবলুদা পালিয়ে চলো।"

ভোম্বল বলল, "সেই ভাল। বাবলু, কেটে পড় ভাই।"

বাবলু বলল, "পালাবার আগে টর্চ মেরে দেখাই যাক না ওটা কী!"

এমন সময় কড়মড় কড়মড় করে একটা শব্দ উঠল। সেই সঙ্গে গরর্ করে একটা শব্দ। তারপরেই 'ক্যাঁচ'।

বিলু বলল, "একটা ঢিল ছুড়ে দেখব?"

"না।"

বাবলুর হাতের টর্চ জ্বলে উঠল মুহূর্তের মধ্যে। পা দোলানো স্থির হয়ে গেল। পঞ্চুও তখন চিৎকার করে তেড়ে গেল সেই দিকে, "ভৌ-ভৌ-ভৌ! ভৌ-ভৌ-ভৌ। ভো-উ—উ—উ উ।"

একসঙ্গে সব ক'টি টর্চ জ্বলে উঠল তখন। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে যেন খান খান হয়ে গেল। একটা ভালুক লাফিয়ে নামল গাছের ডাল থেকে। আর মাথায় রুমাল বাঁধা একটা লোক মাধবীলতার ঝোপের ওপর উলটে পড়ল। পঞ্চু তাড়া করল ভালুকটাকে। আর বাবলুরা ছুটে গেল লোকটিকে উদ্ধার করতে।

গাছ থেকে বে-কায়দায় পড়ে গিয়ে লোকটির সর্বাঙ্গ কেটে-কুটে-ছড়ে একশা হয়ে গেছে। খতিয়েও গেছে রীতিমতো। বাবলুরা কাছে যেতেই ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল সে। একবার শুধু বলল, "পানি। থোড়া পানি। একটু জল।"

বাবলু বলল, "জল এখানে কোথায় পাব?"

"হ্যায়। বোতলমে।"

ওরা সবাই ধরাধরি করে কোনওরকমে ঝোপের ভেতর থেকে টেনে বার করল তাকে। লোকটা বসে বসে হাঁফাতে লাগল। ভোম্বল ঝোপের ভেতর টর্চ নিয়ে ঢুকতেই দেখতে পেল এক জায়গায় একটি বোতলে এক বোতল জল আছে। সেই জল এনে লোকটাকে দিতেই এক নিশ্বাসে সব জলটুকু চোঁ-চোঁ করে শেষ করে দিল। তারপর একটু আশ্বস্ত হলে বাবলু বলল, "কে তুমি?"

লোকটি ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার নাম ইব্রাহিম।"

"রাত্রিবেলা এখানে বসে কী করছিলে?"

লোকটি তখন বাবলুদের দিকে বেশ ভাল করে একবার তাকিয়ে নিতান্তই ছেলেমানুষ দেখে বলে উঠল, "হট সব। ভাগো হিঁয়াসে। ঝামেলা মাৎ করো।"

ভোম্বল তখন লোকটার চুলের মুঠি ধরে ঠাস করে বসিয়ে দিয়েছে এক চড়।

চড় খেয়ে লোকটাও টিপে ধরেছে ভোম্বলকে। যেই না ধরা বাবলু, বিলুও অমনি ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। সে এক প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি। ততক্ষণে পঞ্চুও এসে পড়েছে। পঞ্চুর গোঁ গোঁ শুনে শান্ত হল লোকটি।

বাবলু বলল, "বলো তুমি এখানে কী করছিলে?"

লোকটি এবার ভালমানুষের মতোই বলল, "মেরা জিন্দগি খতম হো যায়েগা খোকাবাবু। তুম্ লোগ ক্যয়া সমঝোগে?"

বাবলু বলল, "তুমি যদি সত্যিকথা বলো তা হলে কোনও ভয় নেই। না হলে কিন্তু বিপদ হবে তোমার। ওই ভালুকটাকেই বা পেলে কোথায় তুমি?"

লোকটি তখন সব কথা খুলে বলল, সে যা বলল তা হল এই—

ওর নাম ইব্রাহিম। ফৈজাবাদে ওর বাড়ি। ভালুকের নাচ দেখিয়ে পয়সা রোজগার করে ও দিনযাপন করে। কেউ কোথাও নেই ওর। ঘুরতে ঘুরতে ও কলকাতায় আসে। একদিন ও আউটরাম ঘাটে রাত কাটাচ্ছিল এমন সময় কালো মোটরে চেপে একজন লোক ওকে অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে নিজেদের ডেরায় নিয়ে আসে। তারপর ও খেলা দেখিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে কিছু ছেলেমেয়েকেও ওদের হাতে তুলে দেয়। ইতিমধ্যে একদিন ওদের গোপন কক্ষে ঢুকে পড়ে ও। সেখানে ঢুকে যা ও দেখল তা দেখে ওর মন-প্রাণ কেঁদে উঠল। ও দেখল একটা ঘরের ভেতর দশ-বারোটা ছেলেকে হাত-মুখ বেঁধে এক এক জনকে এক একটা হাঁড়ির ভেতর বসিয়ে রাখা হয়েছে। যাতে তাদের ওপরের অংশটা বাড়ে কিন্তু নীচের অংশ বাড়তে না পারে। আরও কয়েকটি ছেলে আছে। তাদের শরীরের নিম্নভাগ ছোট্ট এবং উপরিভাগ স্বাভাবিক। যে লোকটা ওকে কাজ দেবে বলে নিয়ে গিয়েছিল সেই ছিল দলের সর্দার। ওই ছেলেদের দিয়ে ভিক্ষে করিয়ে ওরা পয়সা রোজগার করে। তা ছাড়া আরও কিছু লোক আছে তারা কেউ অন্ধ, কেউ খোঁড়া, কারও বা গায়ে দগদগে ঘা। এদের দিয়েও ওরা ভিক্ষে করায়। এইসব দেখে ও দলের সংস্পর্শ ছেড়ে দিতে চায়। ওরা তখন মৃত্যুভয় দেখায় ওকে। মৃত্যুভয়ে ও আবার ওদের কাজ করতে রাজি হয়। কাল ও দলের হয়ে কাজ করবার নাম করে পালিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

সব শুনে বাবলু বলল, "বেশ, তা না হয় নিলে। কিন্তু গাছের ডালে যে অত টাকা বেঁধে রেখে তুমি উধাও হয়েছিলে সে টাকাটা পেলে কোথায়?"

ইব্রাহিম টাকার কথায় কেমন যেন মিইয়ে গেল। বলল, "ও টাকা আসল নয় বাবু। জাল। আসবার সময় কয়েক বাণ্ডিল নিয়ে পালিয়ে এসেছি।"

বাবলু বলল, "কিন্তু পালিয়ে তুমি এখানে এলে কেন? দেশেও তো চলে যেতে পারতে। থানায় খবর দিতে পারতে।"

"দেশে যাবার উপায় নেই বাবু। আমি ওদের দেশের ঠিকানাটাও দিয়ে দিয়েছি। ওরা ঠিকানা খুঁজে গিয়েও আমাকে গুলি করে মারত। আর থানায় গেলেও তো আমি নিজেই হাজতে ঢুকব। কেন না আমিও তো ওদের পাপ-ব্যবসায় সাহায্য করেছি।"

বাবলু বলল, "কিন্তু এখানেই কি ওদের নজর এড়িয়ে তুমি বাঁচতে পারবে?"

"এখানে আমি থাকব না। একটা ট্রাক ম্যানেজ করবার জন্যে আজ দুপুরে একবার বেরিয়েছিলাম। ভোর রাতে একটা ট্রাক যাবে। তাইতে চলে যাব।"

"কোথায় যাবে?"

"ময়ূরভঞ্জ।"

"ট্রাকের ভাড়া কি ওই জাল নোট দিয়েই দেবে?"

"তা ছাড়া আমার টাকা কই বাবু?"

বাবলুরা কী করবে এখন কিছু ভেবে পেল না। বিলু বলল, "আচ্ছা, ওদের ঘাঁটিটা কোনখানে?"

ইব্রাহিম বলল, "সানাপাড়ায়। জাহাজ প্যাটার্নের বাড়ি। বাড়ির চিলেকোঠার মাথায় একটা মাস্তুলের মতো আছে। তাইতে একটা প্যাঁচা বসানো আছে। পাথরের প্যাঁচা।"

বাবলু বলল, "কালই তা হলে সন্ধান নিতে হচ্ছে তো।"

ইব্রাহিম বলল, "দয়া করে আমার কথা যেন কিছু বলে ফেলবেন না খোকাবাবুরা। ওরা আমার জিন্দগি বরবাদ করে দেবে।" তারপর বলল, "আপনাদের একটা টর্চ একবার দিন আমায়। টাকাটা গাছ থেকে নামিয়ে নিয়ে আসি। আর দেখি সুন্দরীটা গেল কোথায়।"

বাবলু বলল, "সুন্দরী!"

"আমার ভালুকটার নাম।"

"যাও যাও দেখ। না হলে কাউকে হয়তো আঁচড়ে কামড়ে বসে থাকবে।"

"না বাবু। কামড়াতে ও জানে না। ওর মুখ বাঁধা। আর আঁচড়াতেও পারে না। পায়ের নখ কাটা বলে। ভালুকটা আমার বড় প্রিয়। ওকে নাচিয়ে আমি কত পয়সা আয় করেছি। ওর মায়াতেই তো কোথাও যেতে পারি না। একা হলে এতক্ষণে হয়তো আমি হিমালয়ে চলে যেতাম।"

ইব্রাহিম বাবলুর টর্চ নিয়ে গাছে উঠল। তারপর টাকার পুঁটলিটা পেড়ে নামাতে গিয়ে দেখল ভালুকটা গাছের তলে শুয়ে আছে। ইব্রাহিম গাছ থেকে টর্চটা বাবলুর হাতে দিয়ে বলল, "বহুৎ মেহেরবানি খোকাবাবু। কিন্তু আমার কথা কাউকে বলবেন না কেমন?"

বাবলুরা বলল, "আচ্ছা। কিন্তু তোমার ওই জাল নোটের বাণ্ডিলটা তুমি আমাদের দিয়ে দাও।"

"না খোকাবাবু না। ওটা দিলে আমি না খেতে পেয়ে মরে যাব।"

"তোমাদের মতো লোকের মরে যাওয়াই দরকার। যারা টাকার লোভে পরের ছেলেকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে শয়তানের হাতে তুলে দেয় তাদের মরা উচিত।"

"তা আপনি যাই বলুন ও টাকা আমি দিচ্ছি না।"

"দেবে না?"

"না।"

বাবলু ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু ইব্রাহিমের দিকে তাকিয়ে গরর করে উঠল। পঞ্চুর রোখ দেখে নার্ভাস হয়ে পড়ল ইব্রাহিম।

বাবলু কড়া গলায় বলল, "দাও বলছি।"

পঞ্চু কিন্তু ইব্রাহিমের দেওয়ারও অপেক্ষা রাখল না। তার ওপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত থেকে ছিনিয়ে নিল পুঁটলিটা।

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। আজ তা হলে চলি কেমন? গুড নাইট। আর যদি নিজের মঙ্গল চাও কাল ভোর বেলাতেই চলে যেয়ো।"

এই বলে ওরা সবাই চলে গেল।

আর ইব্রাহিম ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল ওদের চলে যাওয়ার পথের দিকে।

পরদিন সকালে পাণ্ডব গোয়েন্দারা থানায় গিয়ে সব কথা খুলে বলল এবং টাকাগুলো জমা দিল পুলিশকে। টাকাগুলো দেখেই চমকে উঠলেন ও সি। বললেন, "আরে এ তো জাল নোট নয়। এ তো আসল টাকা। কিছুদিন আগে একটা ব্যাঙ্ক-ডাকাতি হয়েছিল এ সেই টাকা।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি। কিন্তু ইব্রাহিম যে বলল...।"

"সে হয় জানত না। না হলে মিথ্যে কথা বলেছে। তবে মনে হয় জানত না। জানলে সামান্য একটা ভালুকের মোহে পড়ে থাকত না। তবে লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে খুব ভুল করেছ। যাক। ময়ূরভঞ্জের দিকে গেছে তো? ওকে এখনই ধরার ব্যবস্থা করছি।"

বাবলু বলল, "আমরা তা হলে আসি?"

"এসো।"

ওরা থানা থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ ওদের নজরে পড়ল একটা লোক সাইকেল চেপে দ্রুত মিত্তিরদের বাগান থেকে বেরিয়ে আসছে।

ভোম্বল বলল, "লোকটাকে চিনি। প্রায়ই ময়দান-গ্যালারিতে বসে থাকে সন্ধের সময়।"

বিলু বলল, "তা থাকুক। কিন্তু ও লোক এখানে কেন?"

বাবলু বলল, "বাগানে গিয়েই দেখা যাক কী ব্যাপার।"

ওরা সকলে বাগানে গিয়ে সেই মাধবীলতার ঝোপের দিকে এগিয়ে চলল। ঝোপের কাছে গিয়েই চক্ষুস্থির। দেখল ইব্রাহিম আর তার সাধের ভালুক মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। দু'জনেরই দেহে গুলির দাগ। ভালুকের ছালটা ছাড়ানো।

বাবলুরা ইব্রাহিমকে স্পর্শ করে দেখল। দেহটা শক্ত ও শীতল। তার মানে এখনকার কাজ নয়। কাল রাতেই শেষ করে দেওয়া হয়েছে ওদের।

বিলু বলল, "এখন কী করবি বাবলু?"

"আর একবার থানায় যাব। তারপর আজই সন্ধের সময় ময়দানে গিয়ে সাইকেলে চাপা লোকটাকে ফলো করব। ইতিমধ্যে দুপুরবেলা সন্ধান নিয়ে আসব সেই জাহাজবাড়িটার। তারপর পুলিশে ইনফর্ম করে ধরিয়ে দেব দলটাকে।"

সবাই আনন্দে মেনে নিল বাবলুর কথা।

সারাদিন ধরে সবাই মিলে অনেক ঘুরেও যখন ইব্রাহিমের সেই জাহাজবাড়ির সন্ধান পেল না তখন বুঝতে পারল ইব্রাহিমের সব কথাই মিথ্যে। অন্তত ওর পরিচয়ের ব্যাপারে। আসলে ওর নাম ইব্রাহিম কিনা তাই বা কে জানে? সে যাক। মরেছে যখন আপদ চুকেছে। ঠিক ভর সন্ধেবেলা বাবলু, ভোম্বল ও পঞ্চু ময়দানে চলল লোকটাকে ফলো করতে।

ময়দানের আশপাশে একটু ঘোরাঘুরির পর লোকটাকে একটি অ্যাটাচি হাতে নিয়ে আসতে দেখা গেল। লোকটির মাথায় হ্যাট, মুখে চুরুট, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। আর গালের ওপর বিশ্রী একটা কাটা দাগ। সঙ্গে এক বেঁটে মস্তান।

বাবলুরা গ্যালারির পিছনে পাঁচিলের অন্ধকার মতো জায়গাটায় ঘাপটি মেরে বসে রইল। লোক দু'জন গ্যালারিতে বসলে ওরা প্রায় কুমিরের মতো বুকে হেঁটে পাঁচিলের গা ঘেঁষে ওদের কাছাকাছি গেল।

কিন্তু ওরা সেই নির্জনেও এমনভাবে ফিস ফিসিয়ে কথা বলতে লাগল যে বাবলুরা তা শুনতেই পেল না।

বাবলু বলল, "বৃথা চেষ্টা। তুই এক কাজ কর ভোম্বল। ওদের অ্যাটাচিটা ঝেড়ে আন। সন্তর্পণে যাবি। যাতে টের না পায়।"

ভোম্বলকে শুধু বলার অপেক্ষা। সে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে অ্যাটাচিতে টান দিতেই লাফিয়ে উঠল লোকটা। তারপর ভোম্বলের হাত ধরে টেনে তুলে নিল গ্যালারির ওপর।

বেঁটে লোকটা বলল, "চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে এসেছিস ব্যাটা! কদ্দিন লাইনে এসেছিস বল?"

ভোম্বল নীরব।

বেঁটেটা ভোম্বলের গালে একটা চড় মারল, "বল বলছি।"

গালকাটা বলল, "মারার দরকার নেই। এই রকম একটা ছেলেই আমি খুঁজছিলাম এতদিন। একে আমাদের কাজে লাগাব। তুমি যাও। আমার গাড়িটা আনার ব্যবস্থা করো।"

বেঁটেটা চলে যেতেই লোকটি ভোম্বলের গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "কী নাম ভাই তোমার?"

ভোম্বল বলল, "আমার নাম নীল আর্মস্ট্রং।"

লোকটি হেসে বলল, "গুড। তুমি আমার মনের মতো ছেলে। আমাদের দলের হয়ে কাজ করবে তুমি!"

ভোম্বল বলল, "কত মাইনে দেবেন।"

"ধরো মাসে পাঁচশো টাকা।"

"কী কাজ করতে হবে?"

"সে তোমাকে বলে দেবোখন। কোথায় থাক তুমি?"

"৬ নম্বর আকাশ পাতাল রোডে।"

লোকটি এবার রেগে গেল, "বেশি ফাজলামো করো না হে ছোকরা, বুঝেছ?"

ভোম্বল তখন লোকটির অন্যমনস্কতার সুযোগে অ্যাটাচিটা হাতে নিয়েই গ্যালারি থেকে এক লাফ। বিহ্বল লোকটি একটু থমমত খেয়ে ছুটে আসতেই ভোম্বল সেটা অদূরে দণ্ডায়মান বাবলুকে ছুঁড়ে দিল। বাবলু সেটা লুফে নিয়েই লেলিয়ে দিল পঞ্চুকে। পঞ্চু বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটির ওপর। তারপর আঁচড়ে কামড়ে এমন তাড়া লাগাল যে ময়দান থেকে পালাতে পথ পেল না বাছাধন। বাবলুরাও বিপদমুক্ত হয়ে অ্যাটাচিটা নিয়ে ফিরে এল।

বিলু-বাচ্চু আর বিচ্ছু অপেক্ষা করছিল বাবলু ও ভোম্বলের জন্যে। ওরা যেতেই উৎসুক হয়ে জানতে চাইল কি হল না হল।

বাবলু সব কথা খুলে বলল ওদের। তারপর সবাই মিলে ভেঙে ফেলল অ্যাটাচিটা। ভেতরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে কতকগুলো টাইপ করা কাগজ ও ঠিকানা লেখা কার্ড ছাড়া আর কিছুই পেল না। ঠিকানা যা লেখা আছে তা হাজারহাত কালীতলার দিকে।

বাবলু বলল, "দেরি নয়। আজই এবং এখনই যাব সবাই। চল।"

যাত্রা হল শুরু। পাণ্ডব গোয়েন্দার দল পঞ্চু সমেত চলে এল হাজারহাত কালীতলায়। তারপর নম্বর মিলিয়ে যেখানে এল সে এক মস্ত পাঁচিল ঘেরা বাগানবাড়ি।"

বাবলু বলল, "এই হচ্ছে শয়তানের ঘাঁটি। অন্তত এর পরিবেশ তাই বলে দিচ্ছে। তা যাক। এর ভেতরে আমাদের যেমন করেই হোক প্রবেশ করতে হবে। বিলু আমি পঞ্চু ভেতরে ঢুকব। ভোম্বল, তুই

বাচ্চু-বিচ্ছুকে নিয়ে বাইরে থাকবি। আমার কাছে হুইসিল আছে। যদি কোনওরকম গোলমাল বুঝি তা হলে বাজাব। তোরা সঙ্গে সঙ্গে থানায় চলে যাবি। আর তোরা যদি বেগতিক বুঝিস তবে ভোম্বল তুই কোকিলের গলা করে ডাকতে থাকবি। আমরা হুঁশিয়ার হয়ে যাব।”

ভোম্বল বলল, “আচ্ছা।”

বাবলু আর বিলু তখন পাঁচিল টপকাবার ব্যবস্থা করতে লাগল। একদিকে পাঁচিলের লাগোয়া একটা লাইট পোস্ট ছিল। তা বেয়ে বাবলু পাঁচিলে উঠল। বিলু করল কী পঞ্চুকে দু'হাতে চাগিয়ে তুলল। অমনি বাবলুও ধরে নিল পঞ্চুকে। তারপর বিলু উঠল। পাঁচিল থেকে বাগানেও নামল একই কায়দায়। একটা নারকেল গাছ বেয়ে। পঞ্চু অবশ্য লাফিয়ে নামল।

বাগানে নেমে প্রথমেই একটি কামিনী গাছের ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল ওরা। তারপর তার ভেতরে বসে বেশ ভালভাবে চারদিক দেখে যখন দেখল কেউ কোথাও নেই তখন ওরা খুব সন্তর্পণে এগিয়ে চলল বাগানের মধ্যস্থিত প্রকাণ্ড বাড়িটার দিকে। কিন্তু সমস্যা হল বাড়ির ভেতর প্রবেশ করা নিয়ে। নীচের তলার দরজা ভেতর থেকেই বন্ধ। একটা কাঁঠালগাছ শুধু বারান্দার গা ঘেঁষে ডালপাতা মেলে বাতাসে শিরশির করছে। বাবলু আর বিলু পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়ে সেই গাছ বেয়ে বারান্দায় নামল।

বারান্দার পাশেই একটু ছোট্ট প্যাসেজ। সেটায় ঢুকতেই ওরা ভেতর বাড়িতে চলে এল। বাড়িতে লোকজনের চিহ্নমাত্র নেই। সেকেলে চুন বালিখসা পুরনো বাড়ি। ভেতরে ঢুকেই ওরা নীচে নামবার সিঁড়ি পেল। সেই সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ নামতেই চক্ষুস্থির হয়ে গেল দু'জনের। ওরা সবিস্ময়ে দেখল একটা ঘরের ভেতর দু'জন ভয়ংকর চেহারার লোক হাত-পা ও মুখ বেঁধে হাঁড়ির মধ্যে বসানো কয়েকটি ছেলেকে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করছে। আর একটা থামে বাঁধা লোকের পিঠে মাঝে মাঝে ঝামা ঘষে ছাল চামড়া উঠিয়ে দগদগে ঘা করে দিচ্ছে। এ লোকটার মুখ এমনভাবে বাঁধা যে সে কিছুতেই চিৎকার করতে পারছে না। দেখে ওদের চোখে জল এসে গেল।

এমন সময় হঠাৎ শোনা গেল কোকিলের ডাক।

বাবলু বলল, “লুকিয়ে পড় বিলু। এ ডাক ভোম্বলের। নিশ্চয়ই কেউ আসছে।”

ওরা দু'জন তখনই পঞ্চুকে নিয়ে লুকিয়ে পড়ল এক পাশে। একটু পরেই দেখা গেল ময়দানের সেই লোকদুটো আসছে। গালকাটা এবং বেঁটেটা। ওরা ঘরে ঢুকল। গালকাটা ভেতরের লোকদের বলল, “খুব সাবধান। কালকের মার্ডারের ব্যাপারে পুলিশ আমাদের ধরবার জন্যে তৎপর হয়েছে।”

বেঁটেটা বলল, “কিন্তু আশ্চর্য! টাকার বাণ্ডিলটা পুলিশের হাতে পড়ল কী করে?”

“সেটা তো আমিও ভেবে পাচ্ছি না। তার ওপর অ্যাটাচিটা খোয়ালাম।”

ভেতরের সেই সাংঘাতিক চেহারার লোকদের একজন বলল, “কিন্তু আপনার সারা গা এমন ছড়ে কেটে গেল কী করে?”

“সে কথা আর বলো না। দুটো হাড় বজ্জাত ছেলের কাণ্ড। কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। একবার এই ঝামেলাটা একটু সামলে নিই। তারপর নিজে হাতে খুন করব ওদের।”

বিলু ফিসফিস করে বাবলুকে বলল, “পালিয়ে চল বাবলু। না হলে ওরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেই ধরে ফেলবে আমাদের।”

কিন্তু কান বটে শয়তানদের। বিলু চাপা গলায় বললেও কথাটা কানে যেতেই সাংঘাতিক লোকদুটো ছুটে এল, “কে! কে ওখানে?”

আর কে। বাবলু খুব জোরে হুইশিল বাজিয়েই বলল, “বিলু তুই পালা। আমি দেখছি ততক্ষণ ব্যাটাদের। পঞ্চু আমার কাছেই থাক।”

বাবলু কিছু বলার আগেই যে লোকদুটো ওদের তেড়ে এসেছিল পঞ্চু তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলল একেবারে।

বিলু তখন চলে গেছে।

লোকদুটো 'বাবা রে মা'রে করে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতরে। তারপর চোখের পলকে দু'জনে দুটো লাঠি নিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল। একজন পড়ল পঞ্চুকে নিয়ে। আর একজন তেড়ে এল বাবলুর দিকে। পঞ্চু অদ্ভুত কায়দায় লাফিয়ে লাফিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে লাগল। আর বাবলু উপায়ান্তর না দেখে তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে পালাবার চেষ্টা করল। সিঁড়ির ওপর ধাপে মস্ত একটা কাঠের পিপে বসানো ছিল। বাবলু তাড়াতাড়ি সেটাকে গায়ের জোরে উলটে গড়িয়ে দিল নীচের দিকে। যে লোকটা বাবলুকে তেড়ে আসছিল সে তখন বেকায়দা দেখে

পালাতে গেল। কিন্তু ততক্ষণে পিপেটা গড়াতে গড়াতে তার ওপর গিয়ে সজোরে মারল এক ধাক্কা। লোকটা হেঁটমুণ্ডে থুবড়ে পড়ল। গালকাটা লোকটা তখন ঘরের ভেতর চেঁচাচ্ছে, "সাংঘাতিক, কী সাংঘাতিক।"

বেঁটেটা বলল, "সেই ছেলেদুটো। সেই ডেঞ্জারাস ছেলেদুটো।"

বাবলুও ততক্ষণে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। বাইরে বেরিয়েই সে দেখল চারদিকে থিক থিক করছে পুলিশ।

ভোম্বল বলল, "তোরা দু'জনে পাঁচিল টপকাবার পরই আমি বাচ্চু-বিচ্ছুকে থানায় পাঠিয়েছিলাম। কে জানে কখন কী ঘটে।"

বাবলু বলল, "বেশ করেছিস।"

পুলিশের লোকেরা তখন ঘাঁটিতে ঢুকে চারজনকেই অ্যারেস্ট করেছে।

বাবলু ও সি-কে বলল, "এদের একটা অ্যাটাচি আমার কাছে আছে। কাল আপনাকে দিয়ে আসব। যে সব কাগজপত্তর রয়েছে তাতে করে এদের দলের আরও অনেক কিছু ফাঁস হবে বলে মনে করি।"

ও সি বললেন—তোমাদের প্রত্যেককে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। চলো তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

পঞ্চু সমেত পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই পুলিশের জিপে চেপে বসল। বাবলুর মনে শুধু একটা রহস্যই দানা বেঁধে রইল। ইব্রাহিম তা হলে কে? তার সত্যিকারের পরিচয়টাই বা কী?

তার যে পরিচয়ই হোক, পাণ্ডব গোয়েন্দাদের জয় জয়কার। জিপ থেকে নামার পরই বিলু চেঁচিয়ে উঠল, "থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

সবাই বলল, "হিপ হিপ হুরর রে।"

পঞ্চুও উল্লাসে ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দা ২

ষষ্ঠ অভিযান

আন্দুল রোডের ধারে বকুলতলার একটা বুনো জায়গায় পাণ্ডব গোয়েন্দারা পিকনিক করতে গেল। ভারী মনোরম জায়গা। রাস্তার ধারে গাড়ি রেখে ওরা মেতে উঠল পিকনিকে।

মাথার ওপর নীল আকাশ। আর চারদিকে ঘন সবুজের সমারোহ। একপাশে হাঁসখালির খাল। পঞ্চু এখানে এসে বেজায় খুশি হয়ে গেল। তাই সে বারে বারে লেজ নেড়ে লাফিয়ে ছুটে তার আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। কখনও খালের জলের কাছে ছুটে গেল। কখনও মাঠে নেমে গেল ছুটে। আবার কখনও বা বনের ভেতর ঢুকে আনন্দে উল্লাসে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

সবুজ ঘাসের ওপর শতরঞ্জি বিছিয়ে বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরা বসল। বাচ্চু-বিচ্ছুর বাবাও এসেছিলেন সঙ্গে। তিনি রুটিতে মাখন দিয়ে সকলের জন্য ভাগ করতে লাগলেন। এমন সময় হঠাৎ পঞ্চু চিৎকার করে উঠল, "ভৌ—ভৌ—ভৌ।"

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার বল তো!"

বিলু বলল, "ও কিছু নয়। ব্যাটা ফুর্তিতে ডাকছে।"

"উহু! এ ডাক সে ডাক নয়।"

ভোম্বল তখন জোর গলায় পঞ্চুকে ডাকল, "আয়—আয়—পঞ্চু।"

পঞ্চু তখনও ডাকছে, "ভৌ—ভৌ—ভৌ—ভৌ।"

বাবুল উঠে দাঁড়াল।

বাচ্চু-বিচ্ছুর বাবা বললেন, "কী হল, উঠলে যে!"

"আসছি কাকাবাবু।" বলেই বনের দিকে ছুটল বাবলু।

তার দেখাদেখি বিলু, ভোম্বল সবাই। বাচ্চু-বিচ্ছুও ছুটল। ছুটে গিয়ে ওরা দেখল বনের ভেতর এক জায়গায় একটি লোহার সিক ও ছেঁড়া কাগজ বোঝাই বস্তা পড়ে আছে। আর সেখানেই একটি গাছের ডালে একজন ছেঁড়া কাগজ কুড়ানোওয়ালা চিনা প্রাণপণে ডাল আঁকড়ে ঠকঠক করে কাঁপছে।

বাবলু গিয়ে পঞ্চুকে নিরস্ত করতেই চিনাটা নেমে পড়ল গাছ থেকে। তারপর সে তার ভাষায় কী সব বলল বাবলুদের। বাবলুরা তার কিছুই বুঝল না।

ভোম্বল চিনাটাকে বলল, "এই বনের ভিতর তুই কী করতে এসেছিলি বল? কাগজ কুড়োতে?"

চিনাটা আবার তার ভাষায় কী বলল।

পঞ্চু তখন বাবলুর হাত ছিনিয়ে একটি ব্যাগের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এই ব্যাগটা এতক্ষণ ওদের নজরে পড়েনি। ওরা দেখল সেটা একটা ত্রিপলের বড় ব্যাগ। দড়ি দিয়ে তার মুখ বাঁধা। অনেকটা ডাক ব্যাগের মতো। বাবলু তাড়াতাড়ি খুলে দেখল তার ভেতরে নানা রকমের পার্শেল আছে। দেখে বাবলু বলল, "বুঝেছি। এই ব্যাটারই কাজ। ভোম্বল, ধরে রাখ ব্যাটাকে। যেন পালাতে না পারে। পুলিশে দেব ব্যাটাকে।"

কিন্তু কাকে দেবে পুলিশে? বাবলুদের অন্যমনস্কতার সুযোগে চিনাটা তখন পগার পার। সে তখন তির-বেগে ছুটছে।

তার দিকে নজর পড়তেই পঞ্চুও ছুটল ঊর্ধ্বশ্বাসে।

চিনাটা তখন হাঁসখালির পোলের ওপর। পঞ্চু গিয়ে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল তার পায়ে। আর সেই মুহূর্তে চিনাটাও লাফিয়ে পড়ল পোলের ওপর থেকে খালের জলে। সামান্য কয়েকটি বুদবুদ। তারপর ডুব সাঁতারে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

বাবলুরা ফিরে এল। ফিরে এসে পার্শেলের ব্যাগটাকে মোটরের ভেতর রাখল। তারপর মাখন-রুটি খেয়ে মেতে উঠল পিকনিকে।

পিকনিক শেষে ফেরার পথে পার্শেল ব্যাগটা ওরা থানায় জমা দিল।

পুলিশ অফিসার সব শুনলেন ব্যাপারটা, কীভাবে ওটা পাওয়া গেল। শুনে বললেন, "একদল ওয়াগন ব্রেকার এই সব পার্শেলের জিনিস চুরি করছে। ভালই হল এগুলো ফেরত পেয়ে। তারপর বাবলুকে বললেন—চিনের যুদ্ধের পর থেকে এই সব চিনারা গা ঢাকা দিয়েছিল। আবার একটা দুটো করে বেরোচ্ছে দেখছি। যাক, সেই চিনাটাকে এরপরে কখনও দেখলে চিনতে পারবে?"

"পারব।"

"কী করে চিনবে?"

"তার পা দেখে। আমাদের কুকুরে তার পায়ের ডিম থেকে এতখানি মাংস খুবলে নিয়েছে।"

"ভেরি গুড। এবার থেকে তোমরা লক্ষ রাখবে ওকে আর কখনও দেখতে পাও কি না। পেলে আমাদের জানাবে। কেমন?"

বাবলুরা আচ্ছা বলে বিদায় নিল।

রাত্রি তখন কত তা কে জানে। হঠাৎ একদল পাখি বাড়ির পাশের গাছটা থেকে কলরব করে উড়ে পড়ল। সেই সঙ্গে শুরু হল কিছু কুকুরের চিৎকার। তারপরই মনে হল কে যেন বাবলুদের ঘরের দরজাটা আঁচড়াচ্ছে। আর চিৎকার করছে, "ভৌ—ভৌ—ভৌ।"

এ তো পঞ্চুর গলা!

বাবলু মাথার কাছে রাখা টর্চটা নিয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। তারপর তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ছাদে। চারদিকে আলো আর আলো। কোথা থেকে এল এই আলো? দূরের আকাশ পর্যন্ত লাল হয়ে উঠেছে।

আগুন লেগেছে কোথাও। ওই তো জ্বলছে আগুন। লকলক করে জ্বলছে। কালীবাবুর বাজারে আগুন লেগেছে ঠিক। একবার মনে হল ঠিক হয়েছে। সকাল হলেই যেমন বাজারে জিনিসপত্তরের দামে আগুন লাগে, তেমনি ঠিক হয়েছে। পরক্ষণেই কঠোর হয়ে উঠল বাবলু। ছাদের গায়ে গায়ে ছুঁয়ে থাকা নারকোল গাছ বেয়ে তরতর করে নেমে এল।

বাবলুকে দেখেই ছুটে এল পঞ্চু। বাবলু পঞ্চুকে ইশারা করল। তারপর ছুটতে লাগল দু'জনেই। ছুটতে ছুটতে একেবারে বিলুদের বাড়ি।

বিলুও আগেই উঠে পড়েছিল। বাবলুকে দেখে শিস দিল সে। তারপর পাঁচিল টপকে সেও রাস্তায়।

বাবলু, বিলু আর পঞ্চু তির-বেগে ছুটে চলল কালীবাবুর বাজারের দিকে। ওরা যাবার আগেই কত লোক সেখানে জড়ো হয়েছিল। বালতি বালতি জল ঢেলে আগুন নেভাবার চেষ্টা করছে সবাই। একজন ফায়ার বিগ্রেডে ফোন করে দিয়ে এল।

কত লোকের কত সর্বনাশ যে হল। বস্তির লোকেরা ঘরদোর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। ঘুমের ঘোরে আগে টের না পাওয়ায় কত লোক হয়তো পুড়েই মরেছে।

হঠাৎ ও কী! নোংরা একটা গলির মুখে দাঁড়িয়ে দুটো লোক অমন খিকখিক করে হাসছে কেন?

বিলু বলল, "বাবলু।"

"হুঁ।"

পঞ্চু অবাক হয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে।

বাবলু আর বিলু কায়দা করে পিছু হটে সেই লোকদুটোর কাছাকাছি দাঁড়াল।

একজন বলল, "সাবাস ওস্তাদ। আচ্ছা প্ল্যান বটে তোমার!"

"এ ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না শুকুর।"

"আমিও শুকুর মোল্লা। কেমন হাত বল দেখি? চটপট কাজ সেরে ফেললাম, কেউ টেরও পেল না।"

"এই জন্যেই তোমাকে আনা। লোকের সর্বনাশ করতে তোমার জুড়ি আর কেউ কি আছে?"

"ও কথা বলে লজ্জা দিয়ো না। তুমি হলে গুরু। সর্বনাশ যা কিছু তো তুমিই করছ। আমি নিমিত্ত মাত্র।"

"বেকুব। তুমি ধরালে আগুন। সর্বনাশ করলাম আমি?"

"করলে না? তোমার সঙ্গে আড়তদারদের আর আলুওলা কেষ্টর সঙ্গে গোলমাল হল বলেই তো তুমি আমাকে আগুন দিতে বললে। তোমার জন্যেই তো গোটাকতক নিরীহ লোক সর্বস্বান্ত হল।"

"খুব যে দরদ দেখছি? ব্যাটা বেইমান।"

"খবরদার! বেইমান বলবে না।"

“একশোবার বলব। তুমি আমার মুখের ওপর কথা বলেছ।”

“ওস্তাদ, এটুকু জেনে রেখো যে, আমাদের শক্তিতেই তোমার শক্তি। বেশি বাড়াবাড়ি করলে মুণ্ডু নামিয়ে দেব। আমার পাওনাগণ্ডা এখনই বুঝিয়ে দাও।”

“বেশ, এই নাও।” বলেই ওস্তাদ প্যান্টের পকেট থেকে একটি স্প্রিং দেওয়া ছুরি বার করে শুকুর মোল্লার বুকে বসিয়ে দিল।

শুকুর মোল্লা চিৎকার করেই ওস্তাদের মুখ লক্ষ করে মারল সজোরে একটা ঘুষি। ওস্তাদ ছিটকে পড়ল। তারপর ওস্তাদ উঠে এসে মারল শুকুরের পেট লক্ষ করে স-বুট একটি লাথি। শুকুর আগেই ছুরিকাঘাতে আহত হয়ে পড়েছিল। তার ওপর ওই লাথি খেয়ে রক্তবমি করতে লাগল।

ব্যাপার দেখে বাবলু আর বিলু গেল হতভম্ব হয়ে। বিলু তাড়াতাড়ি গিয়ে শুকুরের বুক থেকে হেঁচকা টানে ছুরিটা খুলে নিল। আর বাবলু হাতের কাছে যা পেল তাই নিয়ে ওস্তাদের দিকে ছুড়ে মারতে মারতে তাড়া করল।

বিলু লেলিয়ে দিল পঞ্চুকে, “লিয়ো—পঞ্চু—লিয়ো।”

ততক্ষণে হইহই করে আরও অনেক লোক এসে গেছে। সবাই এসে ঘিরে ধরেছে শুকুর মোল্লাকে। বাবলু আর পঞ্চু তখন প্রাণপণে ছুটে চলেছে ওস্তাদকে ধরবার জন্য। কিন্তু কিছু পথ গিয়ে ওস্তাদ হঠাৎ একটি বাড়ির পাইপ বেয়ে অর্ধেক উঠে এর ওর ছাদে লাফাতে লাফাতে অন্ধকারে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল তার আর হদিসই পাওয়া গেল না।

হতাশ হয়ে বাবলু আর পঞ্চু ফিরে এল।

বিলু তখন পাশের কল থেকে আঁজলা ভরে জল এনে শুকুরের মুখে দিচ্ছে। বাবলু শুকুরের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, “ওস্তাদ কোথায় থাকে বলতে পার? আমরা ওকে পুলিশে ধরিয়ে দেব।”

শুকুর কী যেন ভাবল। তারপর অতিকষ্টে বলল, “বাঁশতলা ঘাট রোড। হোটেল—সা।” ব্যস। আর উচ্চারণ করতে পারল না শুকুর। চোখ বুজে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করল সে।

এর পর পুলিশ এল। দমকল এল। হইহই ব্যাপার। বাবলু, বিলু পুলিশের কাছে আগাগোড়া সব কিছু বলল। শুধু ওস্তাদের আংশিক ঠিকানাটা জানাল না।

পরদিন মিত্তিরদের বাগানে সেই ভাঙা বাড়ির ভেতর পাণ্ডব গোয়েন্দারা জড়ো হল। বাচ্চু-বিচ্ছুর মা এক ঠোঙা চিনাবাদাম পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাই খেতে খেতে ওদের আলোচনা চলতে লাগল।

বাবলু বলল, “আজ তোদের কেন ডেকেছি, জানিস?”

“জানি। সেই চিনাটাকে ধরবার ব্যাপার নিয়ে নিশ্চয়ই!”

‘না। কাল রাতে বিলু আমি আর এক শয়তানকে আবিষ্কার করেছি। সর্বাগ্রে তাকে খুঁজে বার করতে হবে।”

“বলো কী! কাল রাতে কখন?”

“কালীবাবুর বাজারে যখন আগুন লাগে।”

“কী ব্যাপার শুনি তা হলে?”

বাবলু সব বলল।

সব শুনে অবাক হয়ে গেল ওরা, “হাউ ডেঞ্জারাস!”

“তা হলেই বুঝতে পারছিস তো, এখন আমাদের করণীয় কী?”

“হ্যাঁ। ওস্তাদকে খুঁজে বার করা। কিন্তু কীভাবে খুঁজব?”

“আজ আমরা বাঁশতলা ঘাটের দিকে বেড়াতে যাব।”

“কখন?”

“এই সন্ধের পর।”

বাচ্চু বলল, “দেখ বাবলুদা, আমি কিন্তু মনে করি এটা খুব কাঁচা কাজ হবে। কেন না, ওস্তাদ আমাদের সকলকে চেনে না। শুধু তোমাকে আর বিলুদাকে চেনে। তাই বলি তোমরা দু'জনে বরং ওত পেতে থাকবে। যাব আমরা তিনজনে। বিচ্ছু, আমি আর ভোম্বলদা। আমরা ফিরে এসে যা বলব, সেই মতো কাজ করবে।”

বিলু বলল, “সেই ভাল। না হলে কোনওরকমে একবার চিনে ফেললে বিপদে পড়ে যাবে।”

বাবলু একটুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, “না। দলছাড়া হয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না। বিশেষ করে তোরা আমার চেয়েও ছেলেমানুষ। তোদের বুদ্ধি ঠিক কাজ করবে না। তার চেয়ে আমরা প্রত্যেকে একটা

করে মুখোশ পরে যাব। সবাই ভাববে আমরা ছেলেমানুষ। তাই শখ করে পরেছি। কেউ বুঝতেই পারবে না আমাদের উদ্দেশ্য। চিনতে তো পারবেই না। তবে এবারে পঞ্চুকে আমরা দলে নেব না।"

পঞ্চুর নাম হওয়া মাত্রই সে ডেকে উঠল, "ভৌ—ভৌ—ভৌ।" আলোচনা শেষ হলে সবাই চলে গেল যে যার ঘরে।

সন্ধের পর ওরা পাঁচজনে পাঁচটি বিচিত্র মুখোশ পরে যথাস্থানের দিকে চলল। ফজিরবাজারের গা বেয়ে বাঁশতলার ঘাট। একপাশে বেঙ্গল জুট মিলের পাঁচিল, অপর পাশে তেলেঙ্গিপাড়ার বস্তি। ওদের পাঁচজনকে দেখে বস্তির লোকেরা সকলেই খুব হাসাহাসি করতে লাগল।

যেতে যেতে এক জায়গায় হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় ওরা। দেখল, সরু একটি গলির মুখ থেকে একজন চিনা কাকে যেন ধাক্কা মারতে মারতে বার করে দিচ্ছে। যাকে ধাক্কা দিচ্ছে, সে তখনও চিনাটার হাতে পায়ে ধরে বলছে, "একটা কানি কাটা পয়সা দিন না বাবু। একটা দিন।"

বিলু বলল, "আরে, এ যে নিত্য পাগলা।"

বাবলু বলল, "ওই চিনেটা সেই ব্যাটা নয়তো? ও কী করে এখানে এল?"

ভোম্বল বলল, "হ্যাঁ। হ্যাঁ। সেই তো। আমি চিনেছি। ব্যাটা নিশ্চয় এখানেই থাকে। হয়তো ওস্তাদের দলের লোকও হতে পারে।"

বাবলু বলল, "এই গলিতেই সকলে ঢুকে পড়ি আয়। হোটেলটা নিশ্চয়ই এই গলির ভেতরেই হবে।"

ওরা ঢুকল। চিনেটা সরে দাঁড়িয়ে ওদের রাস্তা করে দিল। গলির ভেতর ঢুকতেই ওরা এক জায়গায় দেখল, টিনের ওপর রং করে একটা নোংরা দোকানঘরের গায়ে লেখা আছে 'হোটেল সাজাহান'।

বাবলু বলল, "আর কোনও সন্দেহ নেই। এই সেই হোটেল। শুকুর মোল্লা এর প্রথম অক্ষরটা শুধু উচ্চারণ করতে পেরেছিল 'সা'।"

বাবলুরা হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় হোটেল থেকে আর এক অতিকায় চিনা বেরিয়ে এল, "ক্যা মাংতা?"

বাবলু বলল "খানে কা চিজ কুছ হ্যায়?"

"মাটন চাপ, মোগলাই মিলেগা।"

"ঠিক হ্যায়। হাম সবকো মাটন চাপ ঔর মোগলাই একঠো করকে দে দেও।"

"থোড়া বৈঠনে হোগা।"

"বৈঠেগা।"

ওরা ভেতরে ঢুকে বসল। বাইরের চেয়ে ভেতরটা আবার আরও বেশি নোংরা।

একটু পরে সেই চিনেটা এল। পায়ে পঞ্চুর কামড়ানো ক্ষতচিহ্ন। চিনাটা এসে ওদের দিকে একবার তাকাল। তারপর কোনও কথা না বলে ঢুকে গেল ভেতরের ঘরে।

কিছু পরেই দেখা গেল আসল মালিককে। অর্থাৎ যার খোঁজে এসেছে ওরা এখানে, সেই ওস্তাদকে। ওস্তাদ চিনেটার সঙ্গে একবার দরজার আড়াল থেকে উঁকি মেরে ওদের দেখেই চলে গেল।

বাবলু চাপা গলায় বলল, "বিলু, হাওয়া খারাপ। আমাদের সন্দেহ করছে। ধরা পড়ে গেলুম বলে।"

"কিন্তু আমরা তো মুখোশ পরে আছি। কী করে চিনবে?"

"শয়তানের চোখকে ফাঁকি দেওয়া এত সহজ নয়। যাক, এক কাজ কর। তোরা বসে থাক। আমি চট করে পালিয়ে গিয়ে থানায় একটা ফোন করে দিয়ে আসি কোথাও থেকে।" এই বলে বাবলু যেই না বেরোতে যাবে অমনি দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল কে। বাবলু ধাক্কা দিতে লাগল—"খোল, খোল। দরজা খোল।"

ওস্তাদ এবং সেই চিনাটা পিছন দিক দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল তখন। ঢুকে বলল, "না। ও দরজা আর খোলা হবে না। তোমরা কারা? খোল মুখোশ। আগে মুখগুলো দেখি।"

বাবলু বলল, "না, খুলব না।"

"খুলবে না?" বলেই ওস্তাদ এগিয়ে এসে ওর মুখোশটাই সর্বাগ্রে খুলল।

ওস্তাদ চমকে উঠে বলল, "এই তো। এই তো সে। যাক, পাখি নিজেই এসে ধরা দিয়েছে!"

চিনাটা বলল, "আমিও চিনি একে। এদের সঙ্গে একটা কুকুর থাকে। আজ সেটা নেই। সেদিন বকুলতলার কাছে এদের কুকুরই কামড়ে দিয়েছিল আমাকে।"

ততক্ষণে সবার মুখোশ সবাই যে যার খুলে ফেলেছে।

ওস্তাদ ওদেরকে এক জায়গায় বসিয়ে আলো জ্বালল ঘরে। হারিকেনের আলো। আর চিনাটা ওদের রক্তচক্ষু দেখাতে লাগল।

বাবলু বলল, "আমাদের আটকালে কেন? ছেড়ে দাও।"

ওস্তাদ বলল, "তা হলে পুলিশে খবর দেবার খুব সুবিধে হয়, না?"

"আমরা কথা দিলাম, পুলিশকে কোনও কথা বলব না। আমাদের ছেড়ে দাও।"

"ছেড়ে দেব। তবে এখন নয়। ঘর ভর্তি চোরাই গাঁজা, আফিম, কোকেন, দামি দামি পার্সেল, সোনার পাত আছে। এগুলো আগে সরাই। তারপর প্রত্যেককে মুখ-হাত বেঁধে মাঝ-গঙ্গায় টুপ টুপ করে ছেড়ে দেব।"

এমন সময় হঠাৎ চালার ওপর খড়মড় করে কীসের যেন শব্দ হল। টালির চাল তো। মনে হল কে যেন উঠেছে। ওস্তাদ চেঁচিয়ে উঠল, "চালার ওপর কে রে?"

উত্তর এল, "ভৌ—ভৌ—ভৌ।"

"কুকুর!"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। আমাদের ট্রেনিং দেওয়া কুকুর। আমরা নিয়ে আসিনি ওকে। আমাদের পিছু পিছু লুকিয়ে এসেছে। যাক ভালই হয়েছে।" বলেই চেঁচিয়ে উঠল বাবলু, "পঞ্চু, আমরা এখানে।"

অমনি প্রত্যুত্তর হল, "ভৌ—ভৌ।"

ওস্তাদ চেঁচিয়ে উঠল, "ধর। ধর ব্যাটাকে।"

চিনাটা বলল, "ওরে বাবা। আমি পারব না। সাংঘাতিক কুকুর!"

"পারবি না?"

"তুমি যাও ওস্তাদ।"

ওস্তাদ তখন ঠাস করে চিনাটার গালে একটা চড় মেরে বেরিয়ে গেল পঞ্চুকে ধরতে।

চিনাটা রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

বাবলু দেখল এই সুযোগ। সকলকে একবার ইশারা করে দিয়েই টেবিলের ওপর থেকে হ্যারিকেনটা তুলে নিয়ে চিনাটার মাথায় দড়াম করে বসিয়ে দিল এক ঘা। তারপর সবাই মিলে দৌড়-দৌড়-দৌড়।

হতভম্ব চিনাটা হাউ মাউ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

বাবলুরা যখন রাস্তায় তখন ওস্তাদের নজর পড়ল ওদের দিকে। কিন্তু যেই না ছুটে ওদের ধরতে যাবে অমনি পঞ্চু এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওস্তাদের ওপর।

বাবলুরা তখন এক ছুটে একেবারে থানায়।

খবর পেয়েই পুলিশের লোকেরা এসে ঘিরে ফেলল বস্তিটাকে। আসল ঘাঁটির ভেতর থেকে প্রচুর চোরাই মাল উদ্ধার করা হল। গ্রেফতারও করা হল বহু লোককে। তাদের ভেতর সেই চিনাটা এবং পঞ্চুর কামড়ে ক্ষতবিক্ষত ওস্তাদও ছিল।

পুলিশ অফিসার বাবলুদের বুদ্ধির প্রশংসা করলেন। খবরের কাগজের লোকেরা এসে ওদের ফটো তুলল। সবাই যখন পাণ্ডব গোয়েন্দাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তখন বাবলু বলল, "না এই অভিযানের সম্পূর্ণ-কৃতিত্ব পঞ্চুর। তাই থ্রি চিয়ার্স ফর পঞ্চু—।"

সবাই বলল, "হিপ হিপ হুরর রে।"

আর পঞ্চু? সেও আওয়াজ দিল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

সপ্তম অভিযান

বাবলুর ঘুমটা আচমকা ভেঙে গেল। এমন আকস্মিকভাবে ওর ঘুম সহসা ভাঙে না। ওর মনে হল কোথা থেকে যেন একটা চাপা গোঙানি ভেসে আসছে। বাবলু বালিশের তলা থেকে টর্চটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর জানলা খুলে বাইরে তাকাতেই ভয়ে ওর বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। টর্চটা পড়ে গেল হাত থেকে। আর সেই মুহূর্তে সে দেখল এক ভয়ংকর অগ্নিদানব অন্ধকার বিদীর্ণ করে উধাও হয়ে যাচ্ছে। উঃ, সে কী দৃশ্য! সারা গায়ে তার আগুনের ঝলকানি। এত আলো যে সেদিকে তাকানো যায় না। সেটা যে কী, বাবলুর তা কল্পনাতেই এল না। জীবজগতে এরকম কোনও ভয়ংকর প্রাণী থাকতে পারে বলে জানাই ছিল না তার।

পঞ্চু শুয়েছিল বাইরের রকে। বাবলু তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখল থরথর করে কাঁপছে পঞ্চু। ভয়ে তার গলা দিয়ে অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ বেরিয়ে আসছে। বাবলু গিয়ে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। পঞ্চু বাবলুকে দেখে একবার একটু কুঁই কুঁই করে উঠল। তারপর সাহস ফিরে পেয়েই চিৎকার—ভৌ। ভৌ ভৌ। ভৌ—উ—উ।

পরদিন সকালে উঠে সেই ভয়ংকর দৃশ্যটার কথা সকলকে বলল বাবলু। কিন্তু কেউই বিশ্বাস করল না। সবাই বলল, নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছে বাবলু।

বাবলু তখন ওদের দলের প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুপুরবেলা জমায়েত হতে বলল।

সবাই এল দুপুরবেলা। সেই ভাঙা বাড়ির ভাঙা ঘরে। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এবং পঞ্চু সবাই জড়ো হল।

বাবলু ঘটনাটা সবাইকে খুলে বলতেই বিলু বলল, "কিন্তু ওই রকম একটা ভয়ংকর জীব বা দানব, অথচ সেটা একমাত্র তোরই চোখে পড়ল আর কারও নয়?"

"এইটাই তো রহস্য রে ভাই।"

ভোম্বল বলল, "আমার মনে হয় এ ব্যাপারটা একবার পুলিশকে জানালে ভাল হয়।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "পুলিশকে বলেই বা কী হবে? পুলিশও তো সেই রকম। হেসে উড়িয়ে দেবে।"

বাবলু বলল, "আমার মনে হয় তবু ব্যাপারটা একবার পুলিশকে জানানো দরকার। ওরা আমাদের কথা অবিশ্বাস করবে না এবং সকলকে সাবধানও করে দিতে পারবে। সে যে কী বিরাট চেহারা! সত্যি বলছি, তোরা না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবি না! এখনও আমার হাত-পা ভয়ে হিম হয়ে আসছে।"

বাবলুর কথা এরা কেউই অবিশ্বাস করল না। আলোচনা শেষ করে সবাই পায়চারি করতে করতে সেই ভাঙা বাড়ির পিছন দিকে গেল। পিছন দিকে বেশ কয়েক বিঘা জায়গা জুড়ে জলা আর জঙ্গল। সেদিকে যেতে যেতে হঠাৎ বিচ্ছু চেঁচিয়ে উঠল, "ওই দেখ। ওই—।"

ওরা সবিস্ময়ে দেখল, ধুলোর ওপর কয়েকটা অতিকায় পায়ের ছাপ। মানুষ নয়। কোনও জন্তুর।

এমন সময় আরও একটা আশ্চর্য দৃশ্য চোখে পড়ল। একটা প্রকাণ্ড গুলঞ্চ গাছের মোটা ডাল কে যেন মটকে ভেঙে দিয়ে গেছে।

বাবলুরা থমকে দাঁড়াল।

বিলু বলল, "রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।"

বাবলু বলল, "চল, ফেরা যাক। কাল রাতের সেই ভয়ংকর জন্তুটার কাজ নিশ্চয়ই। আমি নার্ভাস হয়ে পড়ছি ভাই। আর না এগিয়ে ফিরে যাওয়াই ভাল। উঃ! এখনও মনে পড়লে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।"

ওরা পায়ে পায়ে ফিরে এসে একেবারে থানায় গিয়ে ঢুকল। ও সি তখন সবে একটা কেসের ফাইলে মনোনিবেশ করছিলেন। এমন সময় বাবলুরা গিয়ে হাজির হল।

ও সি হেসে বললেন, "কী খবর পঞ্চপাণ্ডব?"

বাবলু বলল, "খুব সাংঘাতিক খবর স্যার।"

বাবলুর ভয় পাওয়া মুখে দিকে তাকিয়ে ও সি তাড়াতাড়ি একটা চেয়ারে বসতে বললেন বাবলুকে। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও বসল একটা বেঞ্চে। পঞ্চু বসল একেবারে টেবিলের ওপর।

ও সি বললেন, "কোকোকোলা আনতে দেব?"

"না স্যার। মনটা ভাল নেই। কাল রাতে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখেছি। কেউ বিশ্বাস করছে না। সবাই স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু কী ভয়ংকর! ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।"

ও সি ফাইল মুড়ে রেখে বললেন, "হাউ স্ট্রেঞ্জ! কোথায় দেখেছ তাকে?"

বাবলু তখন সব বলল।

শুনে ও সি বললেন, "ঠিক বলছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।"

"ওই ভয়ংকর দৃশ্য তোমার মতন আরও একজন দেখেছে। লোকটা গাঁজা খায় বলে আমরা কেউ তার কথা বিশ্বাস করিনি। কাল রাত্রে সেও দেখেছে। দেখেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। আজ একটা কাজে আমি ওদিকে গিয়েছিলাম, গিয়ে শুনলাম। এখন তো দেখছি কথাটা ঠিক।"

বাবলু বলল, "আজ বিকেলে আমরা তার পায়ের ছাপও দেখেছি। শুধু পায়ের ছাপই নয়, মোটা একটা গুলঞ্চ গাছের ডালও সে ভেঙে রেখে গেছে। প্রচণ্ড শক্তিমান সে। কিন্তু সেটা যে কী তা আমার মাথাতেই আসছে না। তার গায়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে আলোর ঝলকানিতে চোখে ধাঁধা লেগে যাবে। আপনি নিজে গিয়ে দেখে আসতে পারেন তার পায়ের ছাপ।"

ও সি বললেন, "আমি এখনই যাচ্ছি। এই কে আছিস?"

একজন কনস্টেবল এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

"গাড়ি বার করতে বল।"

ওরা সকলে পুলিশের গাড়িতে চেপে সেই ভাঙা বাড়ির দিকে চলল। যেতে যেতে ও সি বললেন, "তুমি রাইফেল ট্রেনিং নেবে বাবলু?"

"আমি পিস্তল চালাতে পারি। আমার মামার কাছে শিখেছিলাম।"

"ওতেই হবে। তোমার কাছে পিস্তল আছে?"

"না।"

"আমি আজই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সবসময় ওটা তোমার কাছে রেখে দেবে। কেমন? তবে একটা কথা, আত্মরক্ষার জন্যই হোক বা পলাতক দুষ্কৃতকারীকে ধরবার জন্য হোক, গুলি চালালে পায়ের দিক লক্ষ্য করে চালাবে। কেমন? তবে অতর্কিত অন্য কোথাও লেগে যায় সে আলাদা কথা।"

দেখতে দেখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেল ওরা। বাবলু ভাল করে ও সি-কে সেই পায়ের ছাপ আর ভাঙা ডালটা দেখিয়ে দিল।

ও সি সব দেখে গম্ভীর মুখে বললেন, "ঠিক আছে। আমি কড়া পাহারার ব্যবস্থা করছি। এখন থেকে তোমরা এখানে আসা বন্ধ করে দাও। বিশেষ করে জঙ্গলে যেন একদম ঢুকো না। বুঝেছ?"

বাবলু বলল, "আচ্ছা।"

ওরা চলে এল।

সে রাতে বাবলু ভাল করে ঘুমোতে পারল না। পঞ্চুকেও ওর ঘরে তক্তপোশের তলায় শুইয়ে রাখল। সবে তন্দ্রাটি এসেছে, এমন সময় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল পঞ্চু, "ভৌ ভৌ।"

বাবলু ঘুম ভেঙে লাফিয়ে উঠেই দেখল সেই ভয়ংকর যমের মতো অগ্নিদানব ওর জানলার কাছে মুখ এনে ঘরের ভেতর তাকিয়ে আছে। বাবলু উঠে বসতেই অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

ওর বুকের ভেতর একটা হিম স্রোত বয়ে গেল যেন। তারপর ঘোর কাটিয়ে উঠতেই দেখল ওর বিছানার উপর একটা খামে ভরা চিঠি পড়ে আছে। বাবলু আলো জ্বেলে চিঠিটা খুলে পড়ে দেখল। কিছুই না। সংক্ষেপে শুধু কয়েকটা কথা লেখা আছে 'বাড়াবাড়ি কোরো না! আমার নজর সর্বত্র। ভাঙা বাড়িতে যেয়ো না।'

চিঠিটা পড়া সবে শেষ করেছে বাবলু, এমন সময় বহু দূরে গুলির শব্দ শোনা গেল।

বাবলু আর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে শর্ট প্যান্ট আর টাইট গেঞ্জিটা গায়ে দিয়ে সদ্য পাওয়া পিস্তল আর ছুরিটা কোমরে গুঁজে টর্চটা নিয়ে পঞ্চুকে সঙ্গে করে বাগানবাড়ির দিকে চলল।

দ্রুত চলার জন্য অল্প সময়ের মধ্যেই পৌঁছে গেল মিত্তিরদের বাগানে।

দু'জন পুলিশের ডিউটি দেবার কথা ছিল সেখানে। কিন্তু কোথায় কে? তবুও টর্চের আলোয় এদিক সেদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ দেখতে পেল বিহারের ছাপরা জেলার রামবচন কনস্টেবল বন্দুকটা বুকে নিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আর একজন নিখোঁজ। হয় গুম, না হয় কেটে পড়েছে।

রাগে ও উত্তেজনায় বাবলুর শিরাগুলো ফুলে উঠেছে তখন। এ রহস্যের যবনিকা ঘটাতেই হবে। ওই চিঠিটা না পেলে এত সাহস হত না বাবলুর। ওই চিঠিটাতেই সে বুঝতে পেরেছে, ব্যাপারটা অলৌকিক বা জান্তব মোটেই নয়। এর পিছনে শয়তানের বুদ্ধি খেলা করছে। না হলে এই চিঠি লেখার উদ্দেশ্যটাই বা কী? শয়তানের ঘাঁটিটা নিশ্চয়ই ওই জঙ্গলের মধ্যে। না হলে চিঠি দিয়ে এখানে আসতে ওদের বারণই বা করবে কেন?

বাবলু মনে সাহস এনে টর্চের আলোয় পথ দেখে দেখে জঙ্গলের দিকে এগোল। সেই ভয়ংকর প্রাণী যে পথে গেছে সে পথ লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। তাই পথ চিনতে তার অসুবিধে হল না। বাবলু আর পঞ্চু জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে পড়ল।

কী ঘন বন! দিনের বেলাতেই অন্ধকার থাকে, তার ওপর রাত্রে তো কথাই নেই। পোকার কিরকিরে ডাক। জোনাকির আলো আর কাঁটার খোঁচা খেতে খেতে পথ চলতে লাগল বাবলু। বেশ কিছুদূর যাবার পর একটা জলার ধারে এসে পৌঁছল বাবলু। একটা মস্ত ইঁদারাও রয়েছে সেখানে। সাবেক কালের ইঁদারা। কী গভীর! হঠাৎ চিৎকার করে উঠল পঞ্চু, "ভৌ। ভৌ। ভৌ। ভৌ—উ—উ।"

বাবলু ঘুরে তাকাবার আগেই বুঝতে পারল একটা বলিষ্ঠ বাহু তাকে শক্ত করে ধরে তার নাকে রুমাল চেপে ধরেছে।

পরদিন সকালে বাবলুর অন্তর্ধান সংবাদ জেনে গেল সকলে। চারদিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। পঞ্চু ভোম্বলদের বাড়ি গিয়ে ভোম্বলের প্যান্ট ধরে টানাটানি করতে লাগল। ভোম্বল চালাক ছেলে। সে অনুমান করল পঞ্চু নিশ্চয়ই জানে কিছু। তাই এরকম করছে। সে তখন বাচ্চু-বিচ্ছু আর বিলুকে নিয়ে পঞ্চুর পিছু নিল।

আগে চলল পঞ্চু।

পিছনে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছু। বিলু আর ভোম্বল আসবার সময় সঙ্গে একটা করে ছুরিও নিয়ে এসেছে। বাচ্চু-বিচ্ছু সঙ্গেই রয়েছে।

পঞ্চুর সঙ্গে প্রথমেই ওরা গেল সেই বাগানবাড়িতে। সেখানে তখন অনেক পুলিশ। কাল রাতে দু'জন কনস্টেবলের পাহারা ছিল। তাদের একজন পালিয়ে যায় আর একজন অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে। তার ওপর বাবলুর নিখোঁজ হয়ে যাওয়া। সব মিলিয়ে এক জটিল পরিস্থিতি।

ও সি ঘটনাস্থলেই ছিলেন। ভোম্বল বলল, "আপনি যখন রয়েছেন তখন আমাদের আর কোনও ভয় নেই। আপনি আমাদের সঙ্গেই আসুন স্যার। এই কুকুরটা হয়তো কোনও হদিস দিতে পারবে।"

ও সি বললেন, "বেশ তো, চলো।"

সকলে পঞ্চুর সঙ্গেই চলতে লাগল।

কিছুদূর যাবার পর জঙ্গল পার হয়ে ওরা সেই বিস্তীর্ণ জলাভূমির দিকে এগিয়ে চলল। সেখানে কয়েকটা পায়ের ছাপ দেখতে পেল ওরা। সেই ভয়ংকর প্রাণীর এবং মানুষের।

পঞ্চু বার বার সেই ইঁদারার কাছে গিয়ে চিৎকার করতে লাগল।

সবাই এসে ঝুঁকে পড়ল ইঁদারার কাছে।

ইঁদারা তো নয়, যেন একটা মরণকূপ। এত গভীর যে তার কথা নেই। অনেক—অনেক নীচে জল।

পুলিশের লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে দড়িতে ইট বেঁধে জলের গভীরতা মাপতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য! ইট নামছে তো নামছেই। অবশেষে তল পাওয়া গেল। কিন্তু হদিস পাওয়া গেল না কোনও কিছুরই।

ও সি ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করালেন।

অনেক পরে ফায়ার ব্রিগেডের লোক এল। গাড়ি তো ঢোকে না। তাই দূরে গাড়ি রেখে লোকেরা এল। ইঁদারার গায়ে লাগানো লোহার বালা ধরে ধরে নীচে নামল একজন। তারপর উঠে এসে বলল—না স্যার। ডুবুরি নামান। যদি ছেলেটাকে পাথর বা বালির বস্তা বেঁধে ফেলে দিয়ে থাকে।

এক সময় ডুবুরিও এল। কিন্তু কোথায় কী? খোঁজাখুঁজি সার হল।

বাবলুর মা-বাবা কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। কী যে হল? কোথায় যে গেল বাবলু তা টেরও পেলেন না কেউ।

বাবলুর অভাবে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত তাদের দলেরই যে কেউ একজন গুম হয়ে যাবে, এরকমটা ওরা আশাও করেনি।

এদিকে পুলিশেরও কড়া আদেশ, সেই ভয়ংকর প্রাণীকে দেখা মাত্রই যেন গুলি করা হয়।

বিলু বলল, "গুলির প্রস্তাবটা আমার কিন্তু ভাল ঠেকছে না।"

ভোম্বল বলল, "আমারও। ওই ভয়ংকর প্রাণীই বাবলুকে অপহরণ করেছে এতে কোনও সন্দেহ নেই। যেমন করেই হোক ওই ভয়ংকরের পিছু নিয়ে আমাদের বাবলুকে উদ্ধার করতেই হবে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "হ্যাঁ। তাই ঠিক। তবে খুব গোপনে। বাড়িতে সবাই নজর রেখেছে আমাদের ওপর। সাবধানে থাকতে বলছে।"

বিলু বলল, "আজ রাত দশটা নাগাদ তোরা আমাদের বাড়ির সামনে আসবি। তারপর আমরা চারজনেই যাব পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়ে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "কোথায় যাবে?"

"আপাতত সেই ইঁদারার কাছে।"

"কিন্তু সেই ভয়ংকর প্রাণীটা যদি আমাদের তাড়া করে?"

"সে ব্যবস্থাও করব। আমরা চারজনে চারটে মশাল নিয়ে একটা বড় গাছের ডালে উঠে বসে থাকব। যদি সে আমাদের তাড়া করে তখন মশাল জ্বেলে আমরাও আক্রমণ করব তাকে। যত ভয়ংকরই হোক না কেন সে, আগুনের কাছে সব ব্যাটাই ঠান্ডা।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "বাঃ, চমৎকার আইডিয়া তো!"

ওরা অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল রাত্রির জন্য।

রাত্রিবেলা একে একে সবাই জড়ো হল। তারপরই হল মশাল নিয়ে যাত্রা শুরু। বিলু প্রতিরক্ষা বাহিনীর ছেলেদের কাছ থেকে একটা বল্লমও নিয়ে রেখেছিল। সেই নিয়ে মশাল না জ্বেলে টর্চের আলোয় পথ দেখে সেই বনের ভেতর দিয়ে চলতে লাগল তারা।

আজ আর কোনও পাহারাই নেই। না থাক। ওরা এগিয়ে চলল।

তারপর একটা বড় গাছ দেখে উঠে পড়ল সবাই। বিচ্ছু ছোট বলে ভোম্বল ওকে পিঠে নিয়ে উঠল।

কিন্তু আশ্চর্য! ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা সত্ত্বেও দেখা পাওয়া গেল না সেই ভয়ংকরের। তারপর ওরা যখন নামব নামব করছে তখনই হঠাৎ দেখতে পেল সেই ভয়ংকর অগ্নিদানব এগিয়ে আসছে। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল ওদের।

দানবটা এসে ইঁদারার কাছে থমকে দাঁড়াল একবার। তারপর ধীরে ধীরে নেমে গেল ইঁদারার ভেতরে।

ওরা তো মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল যে যার। বিলু বলল, "এই তাল। আর এক মুহূর্ত নয়। এখনই ধরতে হবে ব্যাটাকে। আর ভয় নেই। নির্ঘাত জল খেতে নেমেছে। উঠলে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারব ব্যাটাকে। ওর আস্তানা নির্ঘাত এই জলার কাছে। আর এ যদি সত্যিই বাবলুকে নিয়ে গিয়ে থাকে, তবে বাবলু আর বেঁচে নেই। অতএব ব্যাটাকে নট ছাড়নছোড়ন।"

কথা শেষ করেই তরতর করে নেমে পড়ল ওরা।

সবার আগে বিলু। তারপর বিচ্ছুকে নিয়ে ভোম্বল। সব শেষে বাচ্চু। পঞ্চু তো নীচেই ছিল। টুঁ শব্দ করেনি সে। ওরা নামতেই কুঁই কুঁই করতে করতে সেও ছুটল ওদের সঙ্গে। তারপর সবাই মিলে ইঁদারার কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে নীচে তাকাতেই অবাক হয়ে গেল। দেখল, কোথায় কে? কেউই নেই। ইঁদারার ভেতরে না মানুষ, না জন্তু।

বিলু বলল, "পেয়েছি। এই তা হলে আসল জায়গা।"

ভোম্বল বলল, "এ যে একেবারে ভৌতিক ব্যাপার রে ভাই!"

বিলু বলল, "মারো গোলি। ভৌতিক কি অন্য কিছু তার এখনই ফয়সালা হয়ে যাবে। বাবলু যদি বেঁচে থাকে তবে উদ্ধার তাকে করবই।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "কিন্তু কী করে?"

"আমার মনে হয় এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও সুড়ঙ্গ আছে। অথবা অন্য কিছু, যেখানে আত্মগোপন করা যায়।"

"কিন্তু তা হলে ফায়ার ব্রিগেডের লোকদের কি নজরে পড়ত না?"

"অতটা হয়তো লক্ষ করেনি তারা।"

বিলু বলল, "যাক। আর বাক্যব্যয় নয়। ইঁদারার গায়ে আঁটা বালাগুলো ধরে আমি নেমে পড়ি আগে। তারপর নীচে থেকে সংকেত দিলেই তোরাও নামবি একে একে।"

"আর পঞ্চু?"

"ও বাইরে থাকবে।" বলেই টর্চের আলো ফেলে নীচে নামতে লাগল বিলু। চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে নামতে লাগল। কিছুটা নামার পর হঠাৎ স্থির হয়ে গেল বিলু। দেখল ইঁদারার গায়ে এক জায়গায় ছোট্ট একটি হুকে একটা গোল চাকতির মতো কী যেন লাগানো। বিলু সেটা সরাতেই দেখল মস্ত এক গহ্বর। ঢাকনাটা বন্ধ করে বিলু আলোটা ওপর দিকে নেড়ে সংকেত জানাল।

ওপর থেকেও সংকেত এল তখনই।

তারপর একে একে নামতে লাগল সব।

সবাই নেমে এসে একে একে হামাগুড়ি দিয়ে সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করল। গুটি গুটি করে এগিয়ে চলল ভিতর দিকে। ওঃ, সে কী ভীষণ অন্ধকার! কিছুটা পথ যাবার পরই ওরা দেখতে পেল সুড়ঙ্গটা ক্রমশ শেষ হয়ে প্রশস্ত হয়ে আসছে। মৃদু একটু আলোর রেখাও চোখে পড়ল। এবার আর হামাগুড়ি নয়। সোজা হয়েই চলতে লাগল সবাই।

যেতে যেতে একটা ছোট্ট ঘরের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। মাটির নীচে যে এইভাবে আন্ডারগ্রাউন্ড ঘর তৈরি হতে পারে তা ওদের কল্পনার বাইরে ছিল। জানলাটা খোলাই ছিল। জানলার ফাঁক দিয়ে ওরা উঁকি মেরে ভিতর দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল। দেখল সারি সারি কঙ্কাল জড়ো করা আছে ঘরের ভেতর। আর একজন বলিষ্ঠ চেহারার লোক কী যেন লিখে চলেছে নিজের মনে।

বিলু একবার এদিক ওদিক তাকাল। তারপর আস্তে আস্তে দরজার কাছে গেল। বাইরে তারের আলনায় একটা গামছা শুকোচ্ছিল। সেটা হাতে নিয়ে চুপি চুপি ভোম্বলকে বলল, "ছুরিটা হাতে নিয়ে তৈরি থাক।"

ভোম্বলও এগিয়ে এল চটপট।

তারপর খুব সন্তর্পণে দরজাটা খুলে ফেলল ওরা। লোকটা টেরও পেল না। নিজের মনে খসখস করে লিখেই চলল। বিলু অতর্কিতে পিছন দিক থেকে লোকটার মুখ গামছা দিয়ে বেঁধে ফেলল।

লোকটা লাফিয়ে উঠল তখনই।

কিন্তু লাফালে কী হবে? সামনেই তার আর এক যম।

উদ্যত তীক্ষ্ণ ছুরির ফলাটা উঁচিয়ে ভোম্বল বলল, "চেঁচিয়েছ কী মরেছ! বসো চুপ করে।"

ততক্ষণে ওরা লোকটাকে ঘরের ভেতর পড়ে থাকা মোটা কাছি দিয়ে চেয়ারের সঙ্গে বেশ আষ্টেপিষ্ঠে বেঁধে রেখে বেরিয়ে এসে শিকল তুলে দিল।

তারপর আবার এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে।

ঘরের পিছন দিকে যেতেই অবাক হয়ে গেল ওরা। দেখল, একটা দালান মতো জায়গায় মোটা থামের সঙ্গে বাঁধা আছে বাবলু। ওর হাত-পা পিছমোড়া করে বাঁধা।

বিচ্ছু আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, "ওই তো বাবলুদা।"

ভোম্বল তাড়াতাড়ি হিস্‌স্‌ করে মুখ চেপে ধরল বিচ্ছুর।

বিলু এক লাফে বাবলুর কাছে গিয়ে ছুরি দিয়ে ওর বাঁধন কাটতে লেগে গেল। কিন্তু ততক্ষণে দু'-দু'জন গোর্খা ছুটে এসেছে ওদের কাছে। ভোম্বল ছাড়বার ছেলে নয়। মশালটা বাগিয়ে ধরে রুখে দাঁড়াল। তারপর মশাল জ্বেলে সেই জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ছুটে গেল গোর্খাদুটোর কাছে।

সে-দুটো ভাবতেও পারেনি এমন সর্বনাশা ব্যাপার ঘটে যাবে বলে।

ভোম্বল মশালের আগুনটা সরাসরি একজনের মুখে গুঁজে দিল। আর বাচ্চুও তালের মাথায় আর একটা মশাল জ্বেলে ধরিয়ে দিল অপরজনের জামাতে।

দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। দু'জনে পরিত্রাহি চিৎকার শুরু করে দিল।

ততক্ষণে বাবলুও মুক্তি পেয়ে গেছে। সে এক লাফে উঠোনের এক কোণে লাফিয়ে পড়ে একটা মরচে ধরা লোহার চেন তুলে নিয়ে ঝপাঝপ করে পিটতে লাগল দু'জনকে। বেশি নয়। দু'-চার ঘা দিতেই একেবারে চুপ।

বাবলু চকিতে সেই প্রথম ঘরখানার কাছে এগিয়ে গিয়ে ভেতরটা দেখেই অবাক হয়ে গেল, "আরে! একে এমন চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখল কে?"

বিলু বলল, "আমরা, আবার কে।"

বাবলু বিলুর পিঠ চাপড়ে বলল, "সাবাস! এই ব্যাটাই এখানে নিয়ে এসেছে আমাকে।"

"বলিস কী রে?"

"হ্যাঁ। সায়েন্স কলেজের একজন নামকরা প্রোফেসর ছিল লোকটা। কোনও একসময় একটা মার্ডার কেসে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে চালান যায়। তারপর একসময় জেল পলাতক হয়ে এখানে এসে ঘাঁটি করে। একেবারে শয়তানের ঘাঁটি যাকে বলে। কবর খুঁড়ে মড়া নিয়ে এসে তাদের হাড়গোড় বিক্রি করে। তা ছাড়া জীবন্ত লোককেও তাল পেলে নিয়ে আসে এখানে। এসে গা থেকে একটু একটু করে রক্ত টেনে নিয়ে বিক্রি করে।"

"কিন্তু এর ভেতর এই সব ঘরবাড়ি?"

"এ কিছুই নয়। ইতিহাসের যুগে আন্দুল মৌড়ি থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গপথ ছিল। বর্গীর হাঙ্গামার সময় লোকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য এই সুড়ঙ্গ তৈরি করেছিল। সেই সন্ধান নিয়েই ওই শয়তানরা এখানে এসে ঘাঁটি গেড়েছে কী ভাবে। এরকম আরও অনেক সুড়ঙ্গর ফ্যাঁকড়া আছে এর ভেতর।"

"আর সেই ভয়ংকর জন্তুটা?"

বাবলু হেসে উঠল এবার, বলল, "ওটা আসলে জন্তুই নয়।"

সবাই উৎসাহিত হয়ে বলল, "তবে?"

বাবলু বলল, "আয় দেখবি আয়।" বলে দালান পেরিয়ে সুড়ঙ্গ পথে আরও কিছুদূর গিয়ে একটা ঘরের কাছে পৌঁছল ওরা। ঘরটা চাবি দেয়া। চাবিটা দরজার গায়ে একটা পেরেকে লাগানো ছিল। সেটা দিয়ে তালাটা খুলতেই দেখতে পেল সারি সারি সোনার বাট সাজানো একটা ঘরে প্রকাণ্ড একটা জন্তু দাঁড়িয়ে আছে।

বিলু সভয়ে পিছিয়ে এল।

বাবলু বলল, "ভয় নেই। ওটা একটা অতিকায় ভালুকের ছাল।"

"কিন্তু ওই আলো!"

"ও কিছুই নয়। ওই ছালটার সারা গায়ে ফসফরাস মাখানো, যা রাতের অন্ধকারে আগুনের মতো জ্বলে। চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এই ছালটা পরে শয়তানটা রাতের অন্ধকারে আতঙ্ক সৃষ্টি করবার জন্য বাইরে বেরোয়। আর একটি বীভৎস ছালের মুখোশও পরে। জুতোর সোলেও রবারের কৃত্রিম জন্তুর পায়ের থাবার মতো একরকম জিনিস আঁটা থাকে ওর। যাতে লোকে এসব মানুষের কীর্তি বলে বুঝতে না পারে।"

"কিন্তু আমাদের ওপর ওদের এই আক্রোশ কেন?"

"তার কারণ, এই বাগানের ভেতর ভাঙা বাড়িতে আমরা ঘন ঘন যাতায়াত করি তো। যদি কখনও এদিকে এসে ওদের ঘাঁটিটা জানতে পেরে যাই তাই। ইতিমধ্যে আমাদের পরিচয় তো খবরের কাগজের মাধ্যমে, আর গল্পে জানতেই পেরে গেছে ওরা। তাই ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দলের লিডার হিসাবে আমাকে সরানো। তা ছাড়া কবর খুঁড়ে মড়া উধাও করার ব্যাপারে পুলিশ বেশ সতর্ক ছিল। তাই কাজটা যে মানুষের নয়, জন্তুর এটা প্রমাণ করবার জন্যই ওই জন্তুর পোশাক পরে লোকালয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করছিল।"

বিচ্ছু বলল, "তা হলে গুলঞ্চ গাছের অত বড় ডালটা মানুষ হয়ে ও কী করে ভাঙল গো?"

বাবলু বলল, "আরে ওটাও তো একটা ধোঁকা। ওই ডালটা কুডুলে কেটে তারপর দড়ি দিয়ে টেনে মচকে ভাঙা হয়েছে চোখে ধুলো দেবার জন্যে। এরা হল ঘোড়েল শয়তান। যাক! এখন আর সময় নষ্ট নয়। তাড়াতাড়ি এদের লিডারটাকে ধরতে হবে। ওই ব্যাটাই আসল কালপ্রিট। সে ওই জন্তুর পোশাক পরে লোকালয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে।"

বিলু বলল, "কিন্তু তুই এত সব জানলি কী করে?"

"সে এক মজার ব্যাপার। সেদিন রাত্রে যখন আমি ইঁদারার কাছে এলাম পঞ্চুর সঙ্গে, তখন হঠাৎ কে যেন আমার নাকে রুমাল চেপে ধরল। আমি বুঝলাম শয়তানের হাতে পড়েছি। তাই বুঝতে পারলাম এই রুমালে নিশ্চয়ই ক্লোরোফর্ম আছে। আর আমাকে অজ্ঞান করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই জন্যে আমি ইচ্ছে করে নিশ্বাস বন্ধ করে একটু ছটফট করেই অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ভান করলাম। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে থাকায় ক্লোরোফর্মে আমার কিছুই হল না। অথচ শয়তানটা ভাবল আমি অজ্ঞান হয়ে গেছি। এই মনে করে এই সুড়ঙ্গ পথে সে আমাকে নিয়ে এল। তারপর এদের গোপন কথাবার্তা সব শুনলাম। আর ওই যে জন্তুর রহস্য? ওটা আমার কাছে ফাঁস করে দেয় এখানকারই একজন লোক। তার বাড়ি ওড়িশায়। তাকে এরা

এখানে ধরে নিয়ে এসে কাজ করাচ্ছে। খুব ভাল লোক সে। এদের সব খবরাখবর সে আমাকে দেয়। এরা হল রক্তশোষার দল। তা ছাড়া বড় বড় ডাকাতিতে এদের জুড়ি নেই। দেখলি না ওই ঘরের ভেতর সোনার বাটগুলো কীভাবে জড়ো করা আছে। তা ছাড়া আরও কত ধনসম্পদ যে রয়েছে এর ভেতর তার হিসেবনিকেশ নেই।

বিলু বলল, "এদের দলে কতজন লোক আছে বলে মনে হয়?"

"খুব বেশি নয়। জনা দশেক। যাক গে, আর কথা নয়। এখন আসল শয়তানটাকে যাতে ধরতে পারি সেই চেষ্টা করি আয়।"

বিলু বলল, "সেই ভাল।"

বাবলু হঠাৎ হিস্‌স্‌ করে উঠল।

কে যেন আসছে।

ওরা চকিতে দেওয়ালের কোণে সরে দাঁড়াল। ওরা দেখল একজন ভয়ংকর চেহারার লোক এগিয়ে আসছে এদিকে। দেওয়ালের দিকটা অন্ধকার। ওরা সেই অন্ধকারে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল দেওয়ালের গা ঘেঁষে।

বিলু চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কে?"

"এই তো সেই লোক।"

লোকটা আসতে আসতে থেমে পড়ল হঠাৎ। কী বিরাট চেহারা, যেন একটা দৈত্য। বলল, "কে? কে ওখানে?"

এমন সময় একজন বামনাকৃতি লোক বিপরীত দিক থেকে ছুটতে ছুটতে এল, "কেলেংকারি হয়েছে সর্দার।"

"কী ব্যাপার?"

"সেই ছেলেটা ভেগেছে। তার চেয়েও কেলেংকারি হয়েছে কী জানেন? প্রোফেসর তার ঘরের ভেতর বন্দি হয়ে পড়ে আছে।"

"সে কী! খুলে দাও তাকে।"

"দিয়েছি। প্রোফেসর মুক্তি পেয়েই ঘাঁটির বাইরে পাহারা দিতে চলে গেছে। প্রোফেসরের মুখে শুনলাম, সেই বদ ছেলেমেয়েগুলো নাকি এখানে এসে জুটেছে সব।"

"পুলিশ খবর পায়নি তো?"

"জানি না।"

"তুমি এক কাজ করো। এখনই সমস্ত মাল-পত্তর বারো নম্বর ঘরে পৌঁছে দিয়ে এক নম্বর ঘরের সামনেটা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দাও। ওর ওপরটাই জলা। ওখানটা ধসে গেলে এদিকে আসার পথ একেবারে বন্ধ। পুলিশও হদিস পাবে না আমাদের। আমি ওদিকে একবার দেখে আসি। গোর্খাদুটোকে দেখেছ?"

"আরে ওদের চিৎকারেই তো আমি এখানে এলাম। এসে দেখি দু' ব্যাটা রক্তাক্ত অবস্থায় মরে পড়ে আছে। কী করে যেন জামা-কাপড়েও আগুন লেগে গেছে ওদের।"

"আগুন!"

"হ্যাঁ।"

শোনা মাত্রই সর্দার বিপদ জ্ঞাপক ঘণ্টি বাজালেন। সঙ্গে সঙ্গে হইহই করে ছুটে এল অনেকে।

সর্দার বলল, "সবাই এসো আমার সঙ্গে।"

ওরা এগিয়ে গেল।

বামনটা তাড়াতাড়ি পাশের ঘর থেকে ডিনামাইট এনে ফিট করতে বসে গেল তখন।

বাবলু ইশারা করল বিলুকে। বিলু ভোম্বলকে। ইশারা করেই অন্ধকারে উঠে দাঁড়িয়ে বাবলু ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। তারপর তিনজনে মিলে চেপে ধরল তাকে।

বাবলু বলল, "এদিকে আয় ব্যাটা। এখান দিয়ে পালাবার আর কোনও রাস্তা আছে কিনা বল?"

বামনটা প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেল। তারপর বলল, "বলছি। বলছি। একটু জল।"

বিলু তাড়াতাড়ি পা থেকে জুতোটা খুলে ওর মুখে গুঁজে দিয়ে বলল, "এই নে খা। বল আগে বেরোবার রাস্তা কোন দিকে? না বললে শেষ করে দেব। আর চেঁচিয়েছিস যদি"—বলেই ওর বুকের কাছে ছুরিটা উঁচিয়ে ধরল বিলু।

অগত্যা নিরুপায় হয়ে বেরোবার রাস্তা বলে দিল বামনটা। বাবলু তাড়াতাড়ি সেই পথে বাচ্চু-বিচ্ছুকে পাচার করে দিল। তারপর সকলে মিলে বেশটি করে হাত-পা বেঁধে একটা ঘরের মধ্যে শিকল দিয়ে রাখল বামনটাকে।

বাচ্চু-বিচ্ছু সুড়ঙ্গের বাইরে বেরিয়েই ছুটল পুলিশে খবর দিতে।

আর বামনটাকে কায়দা করে শিকল বন্দি করার পরই ওরা দেখল সশস্ত্র একটা লোক দূর থেকে ছুটে আসছে সেই দিকে। বোধহয় এদিককার সুড়ঙ্গ-মুখে পাহারা দিতে। লোকটাকে দেখেই ওরা সতর্ক হয়ে দেওয়ালের গায়ে সরে দাঁড়াল। তারপর যেই না লোকটা কাছাকাছি এসেছে ভোম্বল অমনি চেনটা ঘুরিয়ে ছুড়ে দিল তার পা দুটো লক্ষ্য করে।

অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ। লোকটা আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

পড়া মাত্রই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। তারপর হাতের অস্ত্রটা কেড়ে নিয়ে পা ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে এল সেই ঘরে, যে ঘরে একটু আগেই রেখে গেছে সেই বামনটাকে। এ লোকটাও এমন মোক্ষমভাবে পড়েছে যে আর নড়নচড়নেরও ক্ষমতা নেই ওর। বাবলুরা শিকল খুলে গাদার মড়ার মতো লোকটাকে ঘরে ঢুকিয়ে আবার শিকল তুলে দিল। তারপর খুব সন্তর্পণে এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

যেতে যেতে দেখল সেই প্রোফেসর ভদ্রলোক রক্তাক্ত কলেবরে এগিয়ে আসছে এদিকে। সঙ্গে সেই ভয়ংকর লোকটা। দলের সর্দার।

প্রোফেসর বলছে, "উঃ। কী সাংঘাতিক কুকুর। ইঁদারা থেকে আমাকে উঠতেই দিল না। আঁচড়ে কামড়ে শেষ করে দিল একেবারে। অবশেষে পালিয়ে এলাম। হতভাগা কুকুর সমানে চেঁচাচ্ছে। ওর চেঁচানির চোটে না পুলিশ এসে পড়ে শেষকালে।"

"কিন্তু সেই ছেলেমেয়েগুলো কোথায় গেল?"

"তারা বোধহয় এতক্ষণে খবর দিয়ে দিয়েছে পুলিশে।"

"হয়তো দিয়েছে। তবে আমার মনে হয় তাদের কেউ না কেউ এখনও আছে এর মধ্যে। আমাদের গতিবিধি লক্ষ করছে।"

বাবলুরা তৈরি ছিল। একখানা ইট নিয়ে ওদের দু'জনের ঠিক পিছন দিকে মেঝের ওপর ছুড়ে দিল। যেই না দেওয়া, ওরা অমনি ওদের দিকে পিছন হয়ে উলটো দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, "কে?"

আর কে? বাবলু তখন চেনটা ঘুরিয়ে ঝপাৎ করে মারল এক ঝাপটা লোকটার ঘাড়ের ওপর। আর বিলু করল কী তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে প্রোফেসরের টেংরি লক্ষ্য করে কষে লাগাল জোরসে লাথি।

প্রোফেসর পা মচকে ধুপ করে বসে পড়ল মাটিতে। একবার শুধু 'বাবারে' করে উঠল।

তবে জান বটে সর্দারের। অমন চেনের ঝাপটা খেয়েও চোখের পলকে ছিটকে বেরিয়ে গেল ইঁদারার সঙ্গে যুক্ত সুড়ঙ্গ মুখের দিকে। তারপর চোখের পলকে একটার পর একটা ডিনামাইট চার্জ করে ওলটপালট করতে লাগল সব।

বাবলু বলল, "কুইক। আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। লোকটা এখনই বোমা ছুড়তে শুরু করবে এদিকে লক্ষ্য করে। পালা।" বলেই ছুটতে আরম্ভ করল বিপরীত দিকে।

যাবার মুখে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল একজনের সঙ্গে। সে হল সেই ওড়িয়া চাকর দুঃশাসন। যে বাবলুকে এখানকার সব কথা বলে দিত।

বাবলু বলল, "শিগগির আমাদের সঙ্গে পালিয়ে এসো দুঃশাসন, যদি বাঁচতে চাও।"

দুঃশাসন তখন থরথর করে কাঁপছে। বলল, "কিন্তু আমি যে এদিককার পথ জানি না।"

"আমি জানি। তুমি চলে এসো আমাদের সঙ্গে।"

এমন সময় হঠাৎ একটা বোমা বাবলুর পায়ের পাশ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে সশব্দে ফেটে পড়ল কিছুটা দূরে। বাবলু এক ধাক্কায় দুঃশাসনকে ঠেলে দিয়ে নিজেও সরে গেল একপাশে। বিলু ভোম্বল আগেই বেরিয়ে পড়েছিল। এবার বাবলু আর দুঃশাসনও বেরিয়ে এল।

নীচে তখন দুম দাম করে বোমা ফাটার শব্দ।

ভোম্বল বলল, "ওই তো পুলিশের গাড়ি আসছে। আর ভয় নেই।"

গাড়িটা জলা থেকে কিছু দূরে থামিয়ে একদল পুলিশ হইহই করে বন্দুক উঁচিয়ে ছুটে এল। দারোগাবাবুও এলেন। বাচ্চু-বিচ্ছু সঙ্গেই ছিল।

পুলিশের লোকেরা সুড়ঙ্গে যেই না ঢুকতে যাবে অমনি বাধা দিল বাবলু, "খবরদার, অমন কাজটি করবেন না। সবাই মারা যাবেন প্রাণে।"

দারোগাবাবু বললেন, "কেন?"

বাবলু বলল, "ওই দেখুন।"

সবাই দেখল জলাটা ঘাস-মাটি-জল সমেত ক্রমশ নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

বাবলু বলল, "ডিনামাইট চার্জ করে আন্ডারগ্রাউন্ডের সব কিছু ধ্বংস করে নিজেরাও মৃত্যুবরণ করছে ওরা। মিছিমিছি আমরা কেন মরি?"

জলার ওপার থেকে পঞ্চুর একটানা ডাক তখনও শোনা যাচ্ছে—ভৌ-ভৌ-ভৌ-ভৌ।

বাবলু এপার থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "থ্রি চিয়ার্স ফর পঞ্চু।"

কেউ কিছু বলার আগে পঞ্চুই উত্তর দিল "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

অষ্টম অভিযান

হাওড়া দাশনগরে জন্মাষ্টমীর বিখ্যাত মেলা দেখতে গিয়েছিল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। ভারী চমৎকার জায়গা। মেলাতলার পাশ দিয়ে পুঁ-পাঁ শাঁখ বাজিয়ে সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের ইলেকট্রিক ট্রেনগুলো বিদ্যুৎগতিতে ছুটে যাচ্ছে। তাই দেখে বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, রেল বাঁধের ওপারে যাবে? বসে বসে ট্রেন দেখব।"

বাবলু বলল, "না। সন্ধে হয়ে গেছে। এ সময় ওখানে যাওয়া নিরাপদ নয়। অনবরত ট্রেন যাচ্ছে আসছে, কখন কী হয় তার ঠিক কী?"

বাচ্চু বলল, "চলো না গো বাবলুদা। আমারও খুব ইচ্ছে ওখানে বসে ট্রেন দেখার।"

পঞ্চু নিজের মনে কুঁই কুঁই করতে লাগল।

বাবলু বলল, "কীরে ব্যাটা, তোরও কী ইচ্ছে নাকি?"

পঞ্চু এবার ডেকে উঠল, "ভৌ ভৌ।"

বাবলু বলল, "এরও ইচ্ছে আছে দেখছি। চল তবে।"

ওরা সেই আসন্ন সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে বি এন আর বাঁধের ওপর উঠল, তারপর লাইন ধরে কিছুটা এগিয়ে একটু নিরাপদ জায়গা দেখে বসল।

এখান থেকে মেলাতলাটা কী আশ্চর্য রকমের সুন্দর দেখতে লাগছে। আলোর বন্যা বইছে যেন চারদিকে।

অনবরত ট্রেন যাচ্ছে আসছে। কী ভালই না লাগছে।

বিলু বলল, "আমরা এইখানে বেশ গুপী গাইনের গুপী আর বাঘার মতো ভূতের রাজার দেখা পেয়ে যেতাম?"

বাবলু বলল, "কী করতিস তা হলে?"

"বর চাইতাম!"

"কী বর চাইতিস?"

"আমরা যেন ইচ্ছে করলেই যত্রতত্র যেতে পারি। এই যেমন ধরো ইচ্ছে হল মস্কো যাবার, সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলাম। চিন জাপান রোম ইতালি লন্ডন যখন খুশি তখনই চলে যেতে পারি।"

ভোম্বল বলল, "আমি হলে কী বর চাইতাম জানিস?"

"কী করে জানব?"

"আমি তোরটা তো চাইতামই উপরন্তু আর একটা বর চাইতাম। যখন যা খুশি তাই যেন খেতে পারি। চাইবামাত্র দুনিয়ার ভাল ভাল খাবার সব যেন হাতের কাছে এসে হাজির হয়। আর যত চোর-ডাকাত আছে যাদের কেউ ধরতে পারবে না তাদের প্রত্যেককে আমরা যেন অনায়াসে ধরে ফেলতে পারি!"

এমন সময় হঠাৎ চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। হইহই রব উঠল চারদিকে। লোডশেডিং।

একটু আগে যেখানে আলোর বন্যা বইছিল এখন সেখানে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার।

বাবলু বলল, "সর্বনাশ হয়েছে। খুব সাবধানে আমাদের নেমে পড়তে হবে এখান থেকে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "হ্যাঁ। আর এখানে থাকা ঠিক নয়।"

ওরা আস্তে আস্তে মেলাতলার বাইরে রাস্তার দিকে নেমে এল।

বাঁধের নীচেই হোগলার ছাউনি দেওয়া দরমা ঘেরা অস্থায়ী দোকান গড়ে উঠেছিল কতকগুলো। একটা দোকানে ওরা ঢুকল। ঢুকেই দেখল রাম, শ্যাম, যদু আর মধু বসে আছে দোকানে।

মধুকে দেখে বাবলু বলল, "কী রে শিঙি মাছ, তুই এখানে?"

মধু রাগতস্বরে বলল, "খুব খারাপ হচ্ছে কিন্তু বাবলু।"

যদু বলল, "বাবলু তোকে শিঙিমাছ বলল আর তুই একটা জুতসই উত্তর দিতে পারলি না ওকে? কী রে তুই?"

রাম বলল, "এখানে একটা অ্যাডভেঞ্চার লাগিয়ে দাও না বাবলুদা?"

শ্যাম বলল, "অ্যাডভেঞ্চার কি জোর করে করা যায়? ঘটনা না হলে কেমন করে হবে?"

মধু বলল, "নাঃ, বাবলুর অসাধ্য কিছু নেই। ও যেখানেসেখানে রহস্যের গন্ধ পায়। বড় হয়ে শার্লক হোমস হবে।"

যদু বলল, "এখনই বা কম কী বাবা?"

বাবলু বলল, "কী সব বাজে বকবক করছিস? বেশিক্ষণ দোকানে বসে থাকলে চলে? খাবি দাবি কেটে পড়বি, এই তো জানি।"

দোকানটা ছোট। একজন মালিক, একজন কারিগর ও একজন বয়কে নিয়ে দোকান।

বয় এসে বলল, "কী খাবে দাদারা?"

বাবলু বলল, "মোগলাই পরোটা। গরম হবে তো?"

"এখনই করে দিচ্ছি।"

বাবলু ওদের বলল, "তোরা?"

"আমরাও। সেম সেম।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। আমাদের সবাইকেই পরোটা দাও। প্রত্যেকের দাম আমিই দেব, বুঝেছ। তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো—কুইক।"

রাম আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, "থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা!"

সবাই এক সঙ্গে বলে উঠল, "হিপ হিপ হুরর রে।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই মোগলাই পরোটা তৈরি করে প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে এল বয়।

ওরা মনের আনন্দে সেই গরম গরম মোগলাই পরোটা সবে খেতে যাবে এমন সময় হঠাৎ দোকানের সামনে দেখা গেল দুটো অতিকায় ছায়ামূর্তিকে।

লোডশেডিংয়ের জন্য বাইরেটা অন্ধকার থাকায় ওদের ঠিক চিনতে পারা গেল না। কিন্তু যারা চেনবার তারা ঠিক চিনতে পারল। বয়টা পাংশু মুখ করে দাঁড়াল একপাশে। কারিগরটা বেড়ালের মতো জুলজুল চোখে চেয়ে রইল। আর দোকানের মালিক আতঙ্কিত চোখে তাকাল তাদের দিকে।

লোক দুটি বাইরে ছিল। এবার ভেতরে ঢুকতেই তাদের বেশ ভালভাবে দেখা গেল। উঃ! কী ভীষণ চেহারা। দুটো লোকই সমান মাথায়। পরনে ফুল প্যান্ট, গায়ে ডোরাকাটা নাইলনের গেঞ্জি। গলায় রুমাল বাঁধা। একজনের মাথায় টুপি, আর একজনের ন্যাড়া-মাথা। কদমছাঁট চুল। দু'জনেই স্বাস্থ্যবান, বলবান। দু'জনেরই হাতে বালা। ঠিক যেন হিন্দি ছবির ভিলেন। মস্তান দি গ্রেট।

টুপি পরা মস্তানটি দোকানে ঢুকেই সরাসরি মালিকের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "তা কি ঠিক করলেন বৈকুণ্ঠবাবু?"

দোকানের মালিক অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, "এখনও কিছু ঠিক করিনি।"

"কবে ঠিক করবেন?"

"আজ্ঞে, কাল আপনাদের ফাইনাল কথা দেব।"

মস্তানটা ঝপ করে বৈকুণ্ঠবাবুর জামার কলার ধরে বলল, "এরকম কাল তো অনেক দেখলাম, আর কত কাল দেখাবে চাঁদু।"

"আজ্ঞে আমি গরিব মানুষ। আমার ওপর এই অত্যাচার কেন?"

"অত্যাচার তো তুমি করাচ্ছ। আমাদের কথায় রাজি হলে তো এসব কিছু হত না।"

"কিন্তু আপনারা যা বলছেন তাতে কি রাজি হওয়া যায়?"

"তা হলে আমাদের রাস্তা আমরাই পরিষ্কার করে ফেলি?"

বৈকুণ্ঠবাবু কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, "দোহাই আপনাদের। দয়া করে আমাকে আর একটা দিন সময় দিন।"

বাবলুরা যে-যার মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

রাম-শ্যাম-যদু-মধুর মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে তখন।

ন্যাড়া-মাথা মস্তানটা সরাসরি এসে বাবলুদের খাবার টেবিলের ওপরে বসে পড়ল। বসে একটা চেয়ারের ওপর পা তুলে রামের প্লেটটা কেড়ে নিয়ে ওর পরোটাটা খেতে শুরু করে দিল।

রামের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। চোখে জল এসে গেল বেচারির।

বাবলু তখন রেগে লাল হয়ে উঠেছে। সে নিজের সিট ছেড়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল মস্তানটার কাছে। তারপর বলল, "এই ইডিয়ট, এটা কী হচ্ছে?"

"কী বললি?"

"যা বললুম তা তো বাংলা ভাষাতেই বললুম। একটা অবশ্য ইংরিজি কথা আছে, সেটার মানে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিস?"

মস্তানটা খাবার শুধু মুখেই পুরল। কিন্তু চিবোতে আর পারল না। সে অবাক চোখে চেয়ে রইল বাবলুর দিকে। যাকে দেখলে আচ্ছা আচ্ছা বলবান লোকও ঘাবড়ে যায়, তার মতো একটা ভয়ংকর চেহারার লোকের সামনে দাঁড়িয়ে ওইটুকু একটা ছেলে যে কী করে গরম নিচ্ছে তা সে ভেবেই পেল না।

বিলু বলল, "আমরা এতক্ষণ ধরে বসে থেকে এগুলো তৈরি করালুম আর তুমি ব্যাটা পায়ে পা তুলে খাবে? ও খাবার খেলেই তোমার কলেরা হবে। মুখ থেকে ফেলে দাও বলছি।"

বাবলু বলল, "একে আবার তুমি কী? তুই বল।"

মস্তানটার চোখ-মুখ তখন আগুনের মতো লাল হয়ে উঠেছে। চোখ পাকিয়ে কটমট করে তাকাল সে।

বৈকুণ্ঠবাবু চাপা গলায় বললেন, "খোকাবাবুরা ওদের সঙ্গে ওইভাবে কথা বলো না। বাড়ি চলে যাও। ওরা সাংঘাতিক লোক।"

বাবলু বলল, "ওরা যে সাংঘাতিক লোক তা ওদের চেহারা আর কথাবার্তা শুনেই বুঝতে পারছি। আপনাকে বলে দিতে হবে না।"

বিলু আবার মস্তানটাকে বলল, "কী রে, ফেলবি না মুখ থেকে?"

ভোম্বল বলল, "ও তো ও, ওর বাবা ফেলবে।" বলেই থু থু করে এক ধ্যাবড়া থুথু ছিটিয়ে দিল লোকটার মুখে।"

আর যায় কোথা? খাওয়া তো গেল মাথায় উঠে। মস্তানটা রুমাল বের করে করে মুখের থুথু মুছে নিয়েই তার বজ্রমুষ্টিতে প্রবল বেগে একটি ঘুষি নিক্ষেপ করল ভোম্বলের মুখটাকে লক্ষ্য করে।

ভোম্বল তৈরিই ছিল। ঝুপ করে বসে পড়ল মাটিতে।

আর পঞ্চু করল কী এক লাফে প্রাণপণে কামড়ে ধরল মস্তানের সেই বজ্রবাহু।

বিলু তখন চকিতে ঘরের কোণ থেকে কাঠ চ্যালানো কুড়ুলটা নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে পথ আগলে দাঁড়াল।

বাবলু মস্তানটাকে বলল, "কী, কেমন লাগছে এবার? আমি না বলা পর্যন্ত ও হাত ও সহজে ছাড়ছে না।" তারপর সেই টুপিওলা মস্তানের কাছে গিয়ে বলল, "তা বন্ধুভাই, কদ্দিন হচ্ছে এই সব ছ্যাঁচড়ামো?"

সে লোকটা উত্তর দেবে কী, ব্যাপার দেখে থ হয়ে গেছে।

বাবলু বলল, "এমন আঘাটায় এসে ফাঁসবে বলে আশাই করনি, না?"

টুপি পরা মস্তানটা বলল, "কে তোমরা?"

"তোমাদের যম।"

বাবলু বৈকুণ্ঠবাবুকে বলল, "আপনি বাইরে যান তো।"

কারিগর আর বয়টা বাবলুর দিকে অবাক চোখে চেয়ে ছিল।

বাবলু তাদেরও বলল, "তোমরাও বাইরে যাও।"

তারপর রাম, শ্যাম, যদু, মধুকেও বাইরে যেতে বলল বাবলু। বলল, "তোরাও বাইরে গিয়ে দাঁড়া। আমরা সবাই বাইরে গিয়ে দোকানে আগুন লাগিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব ব্যাটাদের। ওরা জানে না কোথায় চার ফেলতে এসেছে।"

বৈকুণ্ঠবাবু বললেন, "অমন কাজটি করো না খোকাবাবুরা। দোকানে আগুন দিলে আমার যে সর্বস্ব যাবে।"

বিলু বলল, "যায় যাবে। না হলে যে প্রাণে মরবেন, সে খেয়াল আছে? আমরা যা করি চুপচাপ দেখে যান।"

বাইরে তখন হাজার হাজার লোক ঘোরাফেরা করছে অন্ধকারে। অথচ এই ছোট্ট দোকানটার ভেতর কী কাণ্ডটা যে হয়ে যাচ্ছে তা কেউ জানে না।

সবাই দোকান থেকে বেরিয়ে গেলে বাবলু টুপিওলা মস্তানটাকে বলল, "যাও, তুমিও তোমার ওই সঙ্গীর পাশে গিয়ে বসো।"

লোকটির ইতস্তত দেখে ভোম্বল বলল, "যা না ব্যাটা। এখুনি দেব কুড়ুলে করে কুপিয়ে।"

অগত্যা টুপিওলা মস্তান ন্যাড়া-মাথা মস্তানের পাশে গিয়ে বসল।

বাবলু বলল, "হাত ওপরে ওঠাও।"

লোকটি হাত তুলল।

বাবলু পঞ্চুকে বলল, "পঞ্চু ছেড়ে দে এবার।"

ন্যাড়া-মাথা মস্তানের হাত তখন রক্তাক্ত। দাঁতের কামড়ে আর নখের আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত সে। পঞ্চু ছেড়ে দিতেই রুমালে ক্ষতস্থান চেপে ধরে কটমট করে চোখ পাকাতে লাগল।

বাবলু বলল, "খবরদার। চোখ রাঙালে একেবারে শেষ করে ফেলব। দেখছ তো উনুনে গরম জল ফুটছে। এখনই ঢেলে দেব গায়ে। আর পালাবার চেষ্টা যদি করো তা হলে একটাই পথ। কুড়ুল হাতে যম দাঁড়িয়ে আছে। এখুনি কলাগাছ কোপানো করবে। তা ছাড়া কুকুর তো আছেই। আঁচড়ে কামড়ে শেষ করে দেবে একেবারে।"

টুপিওলা মস্তান বলল, "ঠিক আছে। আমাদের ছেড়ে দাও আমরা চলে যাচ্ছি।"

বিলু হো হো করে হেসে উঠে বলল, "এত সহজে?"

"কেন, কী করতে চাও তোমরা?"

"আমরা অনেক কিছুই করতে চাই। প্রথমেই, তোমাদের কান ধরে ওঠবোস করাব।"

ন্যাড়া-মাথা বলল, "তোদের হুকুমে?"

ভোম্বল তখন এক লাফে সেই ফুটন্ত জল থেকে এক মগ জল নিয়ে এগিয়ে গেল।

টুপিওলা মস্তান ন্যাড়া-মাথাকে বলল, "বেগড়বাঁই করিস না। মহা ত্যাঁদড় ছেলে সব। এখুনি ঢেলে দেবে গায়ে।"

ন্যাড়া-মাথার বোধহয় একটু প্রেসটিজে লাগছিল এইসব ছোট ছেলেদের কথার বশ হতে। বলল "সব করবে ওরা।" শুধুমাত্র বলার অপেক্ষা। ভোম্বল সঙ্গে সঙ্গে সেই জল ছপাৎ করে ছুঁড়ে দিল মস্তানটার মুখে।

যেই না দেওয়া অমনি লাফিয়ে উঠল সে। তারপর এক লাফে একেবারে দরজার কাছে।

বিলুও তখন বলরাম হয়ে কুড়ুল হাতে রুখে দাঁড়িয়েছে, "খবরদার। মারব এক কোপ। দুনিয়ার কাউকে ডরাই না আমরা। পুলিশ পর্যন্ত আমাদের হাতে।"

পঞ্চুও তখন রাগে গরগর করছে।

অগত্যা পিছিয়ে যেতে হল তাকে। কিন্তু ততক্ষণে তার সারা মুখে মালপোর মতো বড় বড় বেশ কতকগুলো ফোস্কা পড়ে গেছে।

টুপিওলা মস্তান ন্যাড়া-মাথাকে ভর্ৎসনা করে বলল, "কী হল কী? দেখছিস যখন ফাঁদে পড়েছি তখন কেন ঘাঁটাতে গেলি এদের?" তারপর বাবলুকে বলল, "ভাই, তোমাদের সঙ্গে তো আমাদের কোনও শত্রুতা নেই। তা হলে তোমরা কেন আমাদের সঙ্গে এই রকম করছ?"

বাবলু বলল, "না। তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনও শত্রুতা যে নেই তা আমরাও স্বীকার করি। দোকানের মালিকের সঙ্গে যতক্ষণ তোমাদের কথাবার্তা হচ্ছিল ততক্ষণ আমরা কেউ একটা কথাও বলেছি?"

"না।"

বাবলু তখন ন্যাড়া-মাথার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "কিন্তু এই বদটাই তো ঘাঁটালো আমাদের। ও কেন অযথা গা-জোয়ারি করে আমাদের খাবার খেতে গেল? কাজেই আমরা কী করে ছাড়ি তোমাদের? বিশেষ করে তোমাদের কথাবার্তা শুনে মনে হল তোমরা এমন কিছু করতে চলেছে যা করতে এই দোকানদার বৈকুণ্ঠবাবু মোটেই ইচ্ছুক নন। কী সে কাজ জানি না। তবে কাজটা যে ভাল কাজ নয় তা জানি। কেন না তোমাদের মতো লোক কখনও ভাল কাজ করতে পারে না। দুর্বলের উপর অত্যাচার করাটা তোমাদের পেশা। তাই তোমরা আমাদের ওপরও জুলুম করতে এসেছিলে। কিন্তু তোমরা জানতে না যে আমরা এই ক'টি ছেলেমেয়ে তোমাদের চেয়েও অনেক বেশি শক্তি রাখি। শক্তিটা অবশ্য শারীরিক নয়, বুদ্ধির। তার প্রমাণ পেলে তো? ইঁদুর যেমন জাঁতাকলে আটকায় ঠিক সেইভাবে আটকেছ তোমরা। হিম্মত থাকে তো আমাদের খপ্পর থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে নিয়ে চলে যাও। যাক। এখন যা বলি তাই করো। বৃথা সময় নষ্ট করলে দু'পক্ষেরই ক্ষতি।"

"কী করতে হবে বলো?"

"ওই তো বললুম। দু'জনকে কান ধরে ওঠাবসা করতে হবে।"

বাবলুর আদেশ পালিত হল। দু' মস্তানে এ ওর কান ধরে ওঠাবসা করতে লাগল।

বিলু বলল, "গুণে গুণে একশোবার।"

বাচ্চু-বিচ্ছু মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

বাবলু বলল, "ঠিক আছে থাক। এবার প্যান্ট ছেড়ে শুধু গেঞ্জি আর আন্ডারপ্যান্ট পরে বাড়ি যাও।"

ন্যাড়া-মাথা বলল, "কী আবদার।"

টুপিওলা বলল, "তোমরা কী সাধারণ ভদ্রতাও শেখোনি?"

বাবলু বলল, "আমাদের শিক্ষা যথেষ্টই আছে। এখন যা করতে বলছি, তাই করো। প্যান্টদুটো থানায় জমা দেব। পুলিশের কাজে লাগবে।"

"পুলিশের?"

"হ্যাঁ। এখনই আমার বন্ধুরা গিয়ে পুলিশে খবর দিতে পারত। কিন্তু তা দেবে না। কেন না তোমাদের মতো বড় মাছ আমি একটু খেলিয়ে খেলিয়ে ধরতে ভালবাসি। প্যান্ট ছেড়ে ফেললেই তোমাদের মুক্তি! এখনও লোডশেডিং আছে। পালাতে অসুবিধে হবে না। ঘাঁটিটা নিশ্চয়ই কাছাকাছি। সে আমরা খুঁজে বার করে নেব।"

"কিন্তু এর ভেতরে আমাদের অনেক দরকারি কাগজপত্তর, টাকা-পয়সা আছে। সেগুলো বার করে নিতে পারি তো?"

"না। আমরা বার করব। তোমরা পকেটে হাত দেবে না। কেন না দরকারি কাগজপত্তর ছাড়াও ওর ভেতরে হয়তো ছুরি রিভলভারও আছে।"

অগত্যা তারা দু'জনেই প্যান্ট খুলে দিল।

বাবলু টাকাপয়সা যা ছিল বার করে নিয়ে সব ওদের ফিরিয়ে দিল। শুধু প্যান্টদুটো ছাড়া। তাতে কাগজপত্তর তো ছিলই উপরন্তু স্প্রিং দেওয়া ছুরিও ছিল। বাবলু ওদের টাকা-পয়সা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "আচ্ছা ও কে। গুড নাইট।"

"গুড নাইট।"

ওরা দেখল সেই দু'-দু'জন ভয়ংকর চেহারার লোক রাতের অন্ধকারে পথে নেমে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

বাবলু বলল, "খাওয়ার আমেজটাই মাটি করে দিল ব্যাটারা। অথচ এখন আর খাবার সময়ও নেই, ইচ্ছেও নেই। প্যান্টদুটো নিয়ে এখুনি কেটে পড়তে হবে আমাদের। তারপর বৈকুণ্ঠবাবুকে বলল, "নিন। আপনি দোকান চালান। আমরা যাই। একটু সাবধানে থাকবেন কিন্তু।"

বৈকুণ্ঠবাবু বললেন, "তা থাকব। কিন্তু কে বাবা তোমরা?"

বাবলু হেসে বলল, "পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। শুনেছি বটে নাম। তোমাদের নিয়ে লেখা অনেক গল্প পড়েছি।"

"আচ্ছা, চলি আমরা।"

"এসো বাবারা এসো। ওঃ যা খেল দেখালে তোমরা।"

বাবলুরা আর অপেক্ষা করল না।

লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে ওরাও চলল যে যার বাড়ির দিকে। ওদের কারও মুখে কোনও কথা নেই।

কিছুটা পথ গিয়েই থেমে পড়ল বাবলু, "এঃ হে। খুব ভুল হয়ে গেছে।"

"কী হল?"

"বৈকুণ্ঠবাবুর মুখ থেকে ওদের সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর নিয়ে এলে হত।"

বিলু বলল, "তাই তো। এটা মাথায় আসেনি।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। তোরা যা। আমি খোঁজখবর নিয়ে একটু পরেই আসছি।"

"আমি যাব?"

"কোনও দরকার নেই।"

"দেখিস যদি দরকার হয়—।"

"আরে পঞ্চু তো রয়েছে সঙ্গে।"

ওরা চলে গেল।

বাবলু পঞ্চুকে নিয়ে আবার ফিরে গেল সেই দোকানে।

বাবলুকে দেখে বৈকুণ্ঠবাবু বললেন, "কী ব্যাপার! আবার ফিরে এলে যে?"

"আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব।"

বৈকুণ্ঠবাবু একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বাবলুর মুখোমুখি বসলেন। বললেন, "কী জানতে চাও বলো?"

"এই লোকগুলো কত দিন আপনাকে জ্বালাতন করছে?"

"বেশিদিন নয়।"

"আপনি ওদের চেনেন?"

"একেবারেই অচেনা।"

"কী চায় ওরা?"

"তাও জানি না। হঠাৎ একদিন কোথা থেকে ওরা এসে আবদার ধরল দোকানটা ওদের ছেড়ে দিতে হবে।"

"তারপর?"

"আমি রাজি হলাম না। তখন ওরা বলল, আমি যদি দোকান না ছাড়ি তা হলে ওরা যে সব মাল আমার দোকানে রেখে যাবে তার দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে। শুধু তাই নয়, ওদের একজন লোকও সব সময় থাকবে আমার দোকানে।"

"ওদের ঘাঁটিটা কোথায় জানেন?"

"না।"

"কিন্তু এত দোকান থাকতে আপনার এই দোকানটার ওপর ওদের নজর কেন?"

"প্যাসেজটার লোভে। একবারে বাঁধের ধারে, তার ওপরে মেন রোডের বাঁকের মুখে। মাল এখানে রাখতেও সুবিধে, পাচার করতেও সুবিধে।"

"বুঝেছি। যাক, আজ যা হয়ে গেল তাতে আশা করি এর পরে আর ওরা আপনাকে জ্বালাতন করতে আসবে না। কেন না এতদিন চুপচাপে ছিল। এবার জানাজানি হয়ে গেল তো?"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে।"

"কালই ওদের ঘাঁটিটা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।"

বাবলু চলে এল।

পরদিন সকালে হকার এসে খবরের কাগজটা দিয়ে যেতেই প্রথম পাতার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল বাবলু। উঃ! কী সাংঘাতিক দুর্ঘটনা। কাগজের পাতায় ফটো সমেত বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছে, 'গভীর রাতে দাশনগরের মেলার কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। বেপরোয়া লরির ধাক্কায় একটি দোকান সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। দোকানের ভেতর দু'জন নিদ্রিত ব্যক্তির জীবনান্ত। লরিটিকে ধরতে পারা যায়নি।'—এই পর্যন্ত পড়েই বাবলু সোজা চলল থানায়। এ রকম ঘটনা যে ঘটবে তা সে ভাবতেও পারেনি।

বাবলুকে দেখেই ও সি বললেন, "কী ব্যাপার। এমন সাত-সকালে?"

"স্যার, কাল যে দুর্ঘটনাটা হয়েছে তার লাশ কি এখনও আছে?

"কেন বলো তো?"

"একবার দেখব আমি কারা মরেছে!"

"তুমি চেন ওদের?"

"হ্যাঁ। অনুমান করছি। দোকানের মালিক, কারিগর আর একটা বয়কে নিয়ে দোকান। এই তো?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। দু'জন মরেছে। একজন নিখোঁজ। দোকানের মালিকের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। লাশদুটো মর্গে পাঠিয়ে দিয়েছি। সত্যি, এ রকম অ্যাক্সিডেন্ট এ অঞ্চলে এর আগে আর কখনও হয়নি।"

"এটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়। হত্যা।"

"কী বলছ তুমি?"

"ঠিকই বলছি। ঘটনাটা যে এই দিকে টার্ন নেবে তা আমি ভাবতেও পারিনি।"

"আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না।"

বাবলু তখন আগাগোড়া সব কথা খুঁটিয়ে বলল ও সি-কে।

ও সি শুনে টেবিলের ওপর হাত চাপড়ে বললে, "এঃ হে। কাল ধরেও ছেড়ে দিলে ব্যাটাদের। একবার আমাদের খবর দিলে না?"

"ইচ্ছে করেই দিইনি স্যার। কেন না ওদের আসল ঘাঁটি না জেনে ওদের ধরে ফেললে, মেরে শেষ করে দিলেও মুখ খুলত না ওরা। এখন জানাজানি যখন হয়ে গেছে তখন জাল গুটিয়ে এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করবে ওরা। এই বার তো সুবিধে হবে ওদের বামালসমেত ধরবার।"

"তোমার কী দৃঢ় বিশ্বাস এই অ্যাকসিডেন্টটা ওরাই ঘটিয়েছে?"

"দৃঢ় বিশ্বাস। ওরা ছাড়া আর কেউ নয়। আমরা পুলিশে খবর দেব একথা ওদের শুনিয়েই দিয়েছি। তাই গায়ের জ্বালায় এখানে টোপ ফেলা সুবিধে হবে না বুঝে মরণ-কামড় দিয়ে গেছে।"

"ঠিক আছে। তোমরা ভেতরে ভেতরে খবর লাগাও। আমিও কড়া নজর রাখছি চারদিকে।"

বাবলু থানা থেকে বেরিয়ে প্রথমেই বিলুদের বাড়ি গেল। তারপর দলের প্রত্যেককে দুপুরবেলা যথাস্থানে জড়ো হতে বলে বাড়ি চলে এল।

দুপুরবেলা সবাই জড়ো হল মিত্তিরদের বাগানে সেই ভাঙা বাড়ির ভেতরে।

বাবলু বলল, "আজ রাত্রিবেলা সবাই কিন্তু আমাদের এই নতুন অভিযানের জন্য তৈরি থাকবি।"

বিলু বলল, "রাত্রে কখন?"

"রাত্রি মানে বেশি রাত নয়। সন্ধের পরই। আমি ছদ্মবেশে রেল-বাঁধের উপর থাকব। তোরা থাকবি কাছাকাছি। আমার সংকেত পেলেই চলে আসবি।"

বিলু বলল, "ছদ্মবেশে কেন?"

"না হলে ধরা পড়বার ভয় আছে। যাক, আর একটু পরেই আমি ছেঁড়া কাগজ কুড়নোওয়ালার মেকাপ নিয়ে ওদের ঘাঁটিটা আবিষ্কার করতে যাব। বিচ্ছুদের বাড়ি টেলিফোন আছে। তোরা সকলে একটু সতর্ক থাকবি। আমি যে কোনও সময়ে ফোন করতে পারি।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে তুই কখন বেরোচ্ছিস?"

"এখনই। এই দেখ আমার পোশাক।"

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে কালি-ঝুলি মেখে চুল উশকো খুশকো করে ময়লা ছেড়া জামা প্যান্ট পরে হাতে শিক আর পিঠে থলি নিয়ে একেবারে চমৎকার মেকাপ নিয়ে নিল।

তারপর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে পথে নামল বাবলু। ওর সঙ্গী পঞ্চুকে শুধু সঙ্গে নিল।

পঞ্চুকে নিয়ে বাবলু প্রথমেই গেল ঘটনাস্থলে। একে মেলার ভিড়। তার উপর লোকজন হইহই করছে। কয়েকটা পুলিশ বসে বসে তাদের কর্তব্য পালন করছিল।

বাবলু এমনভাবে গেল যে তার দিকে ফিরেও তাকাল না কেউ।

সে একমনে চারদিক লক্ষ করতে করতে পথ চলতে লাগল। কিছু দূর গিয়েই দেখল একটা চওড়া রাস্তা সি টি আইয়ের দিকে বেঁকে গেছে। বাবলু সেই পথেই চলল। কেন না এদিকটা একদম ফাঁকা। আর যেদিকে ফাঁকা সেই দিকেই ধোঁকা। তা ছাড়া মস্তানদের পকেটের কাগজপত্তর দেখে ঘাঁটিটা যে এদিকেই তা ও অনুমান করেছে। খানিক আসতেই বাবলুর চোখে পড়ল কাঁচা পথের ওপর লরির চাকার দাগ। সেই দাগ ধরে ধরে খানিক যাবার পরই সে দেখতে পেল একটা মাঠের ওপর দিয়ে লরির চাকার দাগ সোজা চলে গেছে পশ্চিমে।

বাবলু এদিক ওদিক তাকিয়ে নেমে পড়ল মাঠে। মাঠ পার হতেই একটা বুনো ঝোপের আড়ালে মস্ত একটা কারখানা ঘর দেখতে পেল। বহুদিনের পুরনো। সামনেটা কারখানা। ভিতরে দোতলা বাড়ি। চারদিকের কম্পাউন্ড মস্ত পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। লরির চাকার দাগটা সেই কারখানার গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকে গেছে। মস্ত গেট। ভেতর থেকে বন্ধ।

বাবলু আর পঞ্চু আস্তে আস্তে সেই ঝোপের ভেতর ঢুকে কারখানার দিকে তাকিয়ে রইল। কারখানার ভেতরে কোনও কাজ হচ্ছে বলে মনে হল না। না হোক, ভিতর থেকে যখন বন্ধ তখন নিশ্চয়ই ভেতরে লোক আছে। আর সে লোক বেরোলে যেমন করেই হোক ওর ভেতরে ঢুকে পড়তে হবে বাবলুকে। কাল মস্তান দুটোর প্যান্টের পকেট হাতড়ে এমন কিছু পায়নি বাবলু যাতে ওদের ঘাঁটিটাকে ও সহজেই আবিষ্কার করতে পারে। শুধুমাত্র দু'-একটা চিঠির ওপর নির্ভর করেই এতটা এসেছে সে। এবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে ওর লক্ষ্যভ্রষ্ট হল কিনা।

অনেক ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার পর বাবলু দেখল একজন নেপালি দারোয়ান গেট খুলে বাইরে এল। তারপর এদিক সেদিক একবার তাকিয়েই ভেতরে ঢুকে গেল।

একটু পরেই দু'জন লোক বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারার লোক। লোক দু'জনও একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে সোজা পথ ধরে হাঁটা দিতে লাগল।

বাবলু ওদের চিনতে পারল না। শুধু ওর মনে এক অদম্য কৌতূহল হল, কারা এরা? এভাবে ভয়ে ভয়ে সতর্ক হয়ে চলাফেরা করছে কেন?

বাবলুর চোখের সামনে কারখানার গেট আবার বন্ধ হয়ে গেল।

বাবলু কারখানার ভেতরে ঢোকবার কোনও ফন্দিই আঁটতে পারল না। এর এই উঁচু পাঁচিল টপকানো তো একেবারেই অসম্ভব। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে তখন। তারপর আরও একটু অপেক্ষা করে সন্ধের গোড়ায় গোড়ায় ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল বাবলু। কারখানার গেটের কাছে গিয়ে একটু উঁকিঝুঁকি মেরে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল। তারপর সাহসে ভর করে গেটের ওপর টোকা দিল, টক টক টক।

অমনই গেট খুলে বেরিয়ে এল নেপালিটা।

"ক্যা মাংতা?"

"ছেঁড়া কাগজ আছে তোমাদের? নিয়ে যাব।"

"কাগজ! নেহি হ্যায়। ভাগো হিঁয়াসে।"

"আরে ভাই ভাগে গা তো জরুর। বহুত পিয়াস লাগা হ্যায়। খোড়া পানি পিনে দো। কল কিধার?"

"কল উসতরফ। যাও, জলদি পি লো পানি।"

বাবলু ওর কাঁধের বস্তাটা নামিয়ে রেখে জল খেতে গেল। মনে মনে ভাবল ও জল খেতে গেলে নেপালিটা হয়তো ওর ঝুলি হাতড়ে দেখবে। কিন্তু না। তা সে করল না।

বাবলু জল খেয়ে আসতেই দারোয়ানটা বলল, "যাও ভাগো।"

বাবলু বলল, "আরে ভাই ভাগেগা তো। লেকিন একঠো বাত হ্যায়।"

"ক্যা বাত?"

"টেরিকটন কা প্যান্ট লেগা? কমতি দাম মিলেগা।"

"প্যান্ট! তুম তো কাগজ কুড়ানেবালে হো।"

"আরে বাবা টানা মাল। লেগা?"

"কাঁহা হ্যায়?"

"ঝুলি কা অন্দর।" বলেই ঝুলির ভেতর থেকে কাল রাতের সেই মস্তানটার প্যান্ট বার করে দেখাল বাবলু।

প্যান্ট দেখেই তো চক্ষু স্থির হয়ে গেল নেপালিটার। বলল, "এ। এ তুম কাঁহাসে লেয়ায়া?"

"এক দুকানকা বগলসে মিলা।"

"ইয়ে তো ছকুবাবুকা প্যান্ট। কাল দো-চার লেড়কা ছকুবাবু ঔর মোনাবাবুকা প্যান্ট লে লিয়া। আউর হ্যায়?"

"না ভাই। একঠো মিলা।"

"হুঁ! ছকুবাবুকা তবিয়ৎ আজ বহুত খারাপ হ্যায়। মু মে গরম পানি দে দিয়া ও লোক। বহুত জ্বলন হো রহা। ঠিক হ্যায়। তুম আও মেরা সাথ।"

উৎসাহে বাবলুর বুক ভরে উঠল। সে যে ঠিক জায়গাতেই এসেছে সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হল। নেপালিটার পিছু পিছু চলতে লাগল সে। যেতে যেতে দেখতে পেল কয়েকটা পুরনো জং ধরা জলের ট্যাঙ্ক পড়ে আছে এক পাশে। এক জায়গায় পড়ে আছে কতকগুলো শক্ত শনের দড়ি।

নেপালিটা ছিল আগে। বাবলু ছিল পিছনে। ওর সুবিধেই হল। তাই চট করে নেপালিটার নজর এড়িয়ে একটা দড়ি কুড়িয়ে নিয়ে ফাঁস তৈরি করে ফেলল সে। তারপর করল কী সেই ফাঁসটা পিছন থেকে টপ করে নেপালিটার গলায় পরিয়ে জোরে টান দিল।

এক টানেতেই চোখ-মুখ কপালে উঠে গেল নেপালিটার। সে না পারল চেঁচাতে, না পারল কিছু করতে। মুখ দিয়ে বু বু শব্দ করতে লাগল শুধু।

ততক্ষণে বাবলু ওর গুপ্তস্থান থেকে ছুরিটা বার করে তার পিঠে ঠেকিয়ে ধরেছে।

নেপালিটা একবার আড়চোখে দেখল বাবলুকে। কিন্তু কিছুই করতে পারল না ওর।

বাবলু বলল, "এখন যা বলি তাই করো, যদি বাঁচতে চাও। ধস্তাধস্তি করলে বা চেঁচাবার চেষ্টা করলে দেখছ তো হাতে কী আছে? এখুনি গুঁজে দেব পেটের ভেতর। আর দড়ি তো আমার হাতেই। এমনই টান দেব যে দম আটকে মরবে।"

"বোলো ক্যা করনে হোগা?"

"ট্যাঙ্কের দিকে চলো।"

নেপালিটা একান্ত অনুগতর মতো সুড়সুড় করে সেই দিকে চলল।

ট্যাঙ্কের কাছে গিয়ে বাবলু বলল, "উঠো ইস পর।"

নেপালিটা উঠল।
"অন্দর ঘুসো।"
তাই করল সে। নেমে পড়ল ট্যাঙ্কের ভেতর। নেমে বলল, "মেরা ক্যা কসুর?"
"তুমি দুশমনের লোক এই তোমার কসুর।"
"মুঝে ছোড় দো।"
"আগে আমি যা জিজ্ঞেস করি তার উত্তর দাও। তারপরে, ছাড়ব। ঠিক করে বলো এরা দলে কতজন আছে?"
"কারা?"
"এখানে যারা আছে তারা।"
"চারজন।"
"কে কে?"
"ছকুবাবু, মোনাবাবু, বিটুবাবু আর উৎপলবাবু।"
"কোথায় তারা?"
"ছকুবাবু, মোনাবাবু অন্দরমে হ্যায়। ঔর বিটুবাবু, উৎপলবাবু বাহারমে।"
"কখন ফিরবে তারা?"
"রাত্রি হবে।"
"ঠিক আছে। তুমি এর ভেতরে এখনকার মতো থাকো। পরে তোমাকে ছাড়া হবে।"
"বাবু, ইসকো অন্দরমে হাম মর যায়েঙ্গে। ঢাকনি খুল্লা রাখিয়ে।"
"না। ঢাকা দেব না, ভয় নেই। তোমাকে পাহারা দেবার লোক আছে আমার।" বলেই বাবলু গেটের দিকে তাকাল।
পঞ্চু গেট পাহারা দিচ্ছিল তখন।
বাবলু ইশারা করতেই সে ছুটে এল।
বাবলু পঞ্চুকে ভেতরের বন্দি নেপালিটাকে দেখিয়ে বলল, "তুই একে পাহারা দে। আমি ততক্ষণে ব্যাটাদের দেখছি।"
পঞ্চু ট্যাঙ্কের ওপর বসে একদৃষ্টে চেয়ে রইল নেপালিটার দিকে। ভাবটা এই, গোলমাল করেছ কী মরেছ।
সন্ধের অন্ধকার চারদিকে নেমে এসেছে তখন।
সেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চলে এল বাবলু দোতলা বাড়িটার কাছে। অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। কেউ কোথাও নেই। সব বন্ধ। শিকল দেওয়া।
একটা ঘরের কাছে গিয়ে দেখল সেটা ভেতর থেকে বন্ধ হলেও জানলাটা খোলা। বাবলু উঁকি দিয়ে দেখল কালকের সেই মস্তানদুটো।
ভেতরে জোর তর্ক হচ্ছে দু'জনের।
যার মুখে ফোসকা তারই নাম ছকু। সে বলছে, "বেশ করেছি। কী করে জানব যে ওরা ওরকম ডেঞ্জারাস?"
"তোর জন্যেই তো সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল।"
"সে-কথা বললে বলব দোষ তো তোরও। আমি তো তখনই বলেছিলুম সন্ধে রাতে এসব ঝামেলা না করে বেশি রাতে করাই ভাল।"
"হ্যাঁ, তা নইলে পুলিশের চোখে পড়বার সুবিধে হত কী করে? তুই কেন ছেলেগুলোকে ঘাঁটাতে গেলি? সব চাল ভেস্তে গেল আমাদের?"
"ও, সবই আমার দোষ। আমি বলেছিলুম লরির ধাক্কা দিয়ে দোকান ভেঙে লোক মারতে?"
"তা ছাড়া উপায় ছিল না। ছেলেগুলো পুলিশে খবর দিলেই পুলিশ এসে দোকানদারকে ধরত। কে জানে ওরা কোনওদিন চুপিচুপি আমাদের এই গোপন ঘাঁটির সন্ধান নিয়ে গেছে কি না?"
"শুধু সন্দেহের বশে ওই কাজ করে ফেললি?"
"তবে না তো কী? রাগ যখন চড়ে তখন কী কোনও হিতাহিত জ্ঞান থাকে! তবে দোকানের মালিক বৈকুণ্ঠবাবুকে আগেই গুম করেছি। ওকে তিল তিল করে মারব। ওই ব্যাটাই যত নষ্টের গোড়া। ব্যাটা আমাদের কথায় ভালয় ভালয় রাজি হয়ে গেলে কোনও কেলেংকারিই হত না।"

"কোথায় রেখেছিস তাকে?"
"নীচের তলায় দু'নম্বর ঘরে। এখান থেকে যাবার আগে একটা বিষাক্ত ইঞ্জেকশান দিয়ে যাব ব্যাটাকে যাতে ওর সারা দেহ বিকৃত হয়ে যাবে। দগ্ধে দগ্ধে মরবে ব্যাটা।"
"কাজটা খুব ভাল করিসনি। আমরা এতে আরও জড়িয়ে পড়লুম।"
"আরে, এটা যে আমরাই করেছি তার কী কোনও প্রমাণ আছে? কাগজে বেরিয়েছে এটা একটা বেপরোয়া লরির অ্যাকসিডেন্ট। যার কোনও হদিসও পাওয়া যাচ্ছে না।"
"কিন্তু আমাদের শত্রু সেই ছেলেগুলো যদি বলে, এটা অ্যাকসিডেন্ট নয়। তখন? ওরা পুলিশের স্পাই।"
"বয়েই গেল। আজ রাত্রেই তো আমরা কেটে পড়ছি।"
"মালপত্তর পাচার হয়ে গেছে?"
"সব। টাকা-কড়িও আদায় হয়ে গেছে। এবারে আমরা একেবারে ঝাড়া হাত পা।"
"টিকিট কাটা হয়েছে?"
"কাটতে গেছে। রাত সাড়ে দশটায় ট্রেন। এখনও সাতটা বাজেনি। তবে তুই কিন্তু আজকে যাবি না। যতক্ষণ না মুখটা সারে ততক্ষণ ঘর থেকে বেরোবি না।"
"কিন্তু আমার ভাগের টাকা?"
"ভাগাভাগি পরে হবে।"
"ওসব শুনছি না। আমার টাকা আমাকে দিয়ে তারপর যেখানে খুশি যাবে তোমরা।"
"তুই সে কথা বলবি উৎপলবাবুকে। তোর টাকা চেয়ে নিবি।"
"কত টাকা হয়েছে মোট?"
"দু'লাখ।"
"বলিস কীরে?"
"আরও হত। তাড়াতাড়ি ছিল, তাই আধামূল্যে দিতে হয়েছে সব।"
"কোথায় আছে টাকাগুলো?"
"পাশের ঘরে।"
"চাবি কার কাছে?"
"চাবি উৎপলবাবুর কাছে।"
ছকু হঠাৎ বলে উঠল, "ওদের আসতে নিশ্চয়ই দেরি হবে? ততক্ষণে তালাটা ভেঙে বখরাটা আমাদের দু'জনের মধ্যেই করে নিলে হয় না?"
"আবার বদ বুদ্ধি চাপছে তোর মাথায়?"
"ভেবে দেখ, একেবারে হাফ-হাফ।"
এবার খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল অপর জন। যার নাম মোনা। বলল, "সত্যি বলছি, এ মতলব যে আমারও ছিল না তা নয়। আমি যে তোলা ভাঙতে পারি না। পাছে তুই বেগড়বাঁই করিস তাই। তা ছাড়া বাহাদুর রয়েছে গেটে।"
ছকু বলল, "ওরে সামান্য একটা পেরেক যদি হাতে পাই আমি তা হলে সাক্ষাৎ বিশ্বকর্মার তৈরি তালাও ভেঙে দিতে পারি। এ তালা তো কোন ছার। না হলে অমন বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলের তালা ভেঙে আমি পালিয়ে আসি?"
"তা হলে আর দেরি করে লাভ কী?"
"না না। এখনই চল।"
বাবলু চট করে জানলার ধার থেকে অন্ধকার ঘেঁষে সরে দাঁড়াল।
দুই মস্তান ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একবার এদিক-সেদিক চেয়ে দেখল। তারপর কী একটা জিনিস দিয়ে খুট-খাট করেই খুলে ফেলল পাশের ঘরের তালা। ঘরের ভেতর ঢুকে আলো জ্বালতেই দেখা গেল একটা তক্তপোশের ওপর বড় একটা চামড়ার সুটকেস বসানো রয়েছে। সম্ভবত, এর ভেতরেই রয়েছে টাকা।
ছকু বলল, "মোনা, তুই একবার নীচে যা। যেমন করেই হোক বাহাদুরকে কোথাও সরিয়ে দে। আর অমনি দেখে আয় বিটুবাবু উৎপলবাবু আসছে কি না।"
মোনা বলল, "বাহাদুরটাকে একেবারে জন্মের মতো শেষ করে দিলে হয় না?"
"না। তাতে আরও খারাপ হবে।"

মোনা তরতরিয়ে নীচে চলে গেল।

আর ছকু পাশের ঘরে চলে গেল জামা-প্যান্ট ছাড়তে।

বাবলু এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে দেখছিল সব। এবার দেখল চমৎকার একটা সুযোগ। সে করল কী চোখের পলকে সেই সুটকেশটা নিয়ে তরতরিয়ে ছাদে উঠে গেল। তারপর একটা দড়িতে সুটকেশের হাতলটা বেঁধে ছাদের কার্নিশে একটা হুকের সঙ্গে আটকে ছাদের বাইরে ঝুলিয়ে দিল। যাতে ছাদে উঠলেও সুটকেশটা কেউ দেখতে না পায়। দিয়ে যথাস্থানে ফিরে এল।

একটু পরেই শোনা গেল ছকুর গলা, "মোনা! মোনা রে!"

গেটের কাছ থেকে উত্তর এল, "কী?"

"শিগগির আয়। সর্বনাশ হয়েছে।"

মোনা ছুটতে ছুটতে উপরে উঠে এল, "কী হয়েছে?"

বাবলু তখন বেশ একটু নিরাপদ দূরত্বে অন্ধকারে বসে মজা দেখছে ওদের। এবার আর ওর হাতে ছুরি নয়। একটু উঁচু ধরনের জিনিস, পিস্তল।

ছকু বলল, "সর্বনাশ হয়েছে। টাকা উধাও।"

"হোয়াট?"

"সব টাকা উধাও।"

"তার মানে?"

"কিছুই বুঝতে পারছি না রে!"

"শিগগির বল কোথায় লুকিয়েছিস টাকা?"

"সত্যি বলছি, জানি না। তোর গা ছুঁয়ে বলছি। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"দেখ ছকু, আমার সঙ্গে ধান্দাবাজি করিস না। আমাকে ধাপ্পা দিবি তুই? একটি গুলিতে সাবাড় করে দেব এখনই। এখনও বল কোথায় লুকিয়েছিস? বিশ্বাসঘাতকতা করিস না।"

"কী আশ্চর্য! তুই আমি তো এক সঙ্গে দরজা খুলেছি। তারপর তুই নীচে গেলি। আমি প্যান্ট ছাড়তে পাশের ঘরে গেলাম। এর মধ্যে এসে দেখি সুটকেস উধাও।"

"তোর চালাকি আমি বুঝি না মনে করেছিস? নীচে গিয়ে দেখলুম বাহাদুর নেই। গেট খোলা। তার মানে এ সবই তোর ষড়যন্ত্র। আগে থেকে তুই বাহাদুরকে এখানেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছিলি। তারপর আমাকে লোভ দেখিয়ে আমার সাহায্যে তালা ভেঙে আমাকে নীচে পাঠিয়ে সেই তালে মাল পাচার করিয়েছিস। আবার ন্যাকামো করে আমাকে ডেকে ওপরে এনে ওর পালাবার পথও পরিষ্কার করে দিলি। কিছু বুঝি না আমি, না?"

ছকু কাতর ভাবে বলল,"মোনা তুই বিশ্বাস কর।"

মোনা তখন সজোরে ছকুর পেটে একটা ঘুষি মেরে দিয়েছে, "ব্যাটা বিশ্বাসঘাতক। বল, টাকা কোথায়?"

ছকু কাতরে উঠে বলল, "জানি না!"

"জানিস না?" বলেই আবার একটা ঘুষি। ছকু ছিটকে পড়ল দেওয়ালের গায়ে। সেখান থেকে কলার ধরে মোনা তাকে টেনে নিয়ে এল। তারপর আবার একটা ঘুষি।

ছকু নেতিয়ে পড়ল।

মোনা তখন দু'হাতে ওর গলা টিপে একেবারে শেষ করে দিল ওকে। তারপর পাগলের মতো এ-ঘর সে-ঘর নীচে-ওপর করতে লাগল টাকার জন্য। চারদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে লাগল।

ততক্ষণে বিটুবাবু উৎপলবাবুও এসে পড়েছেন।

"কী ব্যাপার?"

"সর্বনাশ হয়েছে।"

"তার মানে?"

"এই ব্যাটা ছকুটা বেইমানি করে সব টাকা পাচার করে দিয়েছে।"

বিটুবাবু উৎপলবাবুও চিৎকার করে উঠলেন, "এ হতে পারে না।"

"কিন্তু হয়েছে।"

বিটুবাবু বললেন, "তা, তুমি কী করছিলে?"

"আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম ওস্তাদ।"

উৎপলবাবু বললেন, "কিন্তু আমি যদি বলি টাকা তুমিই সরিয়েছ? ও তোমাকে বাধা দিতে গিয়েছিল বলে ওকে শেষ করে তুমি পালাচ্ছিলে?"

"না না। আপনি বিশ্বাস করুন।"

"ব্যাটা বিশ্বাসঘাতক। বল, টাকা কোথায়?"

"সত্যি বলছি, আমি জানি না।"

"বাহাদুর কোথায়? বাহাদুর নীচে নেই কেন? দরজা কেন খোলা?"

"আমি তো সেই জন্যেই মারলুম ছকুকে।"

"আমিও তা হলে সেইজন্যেই তোকে মারি।" বলেই রিভলভার উঁচিয়ে ধরলেন উৎপলবাবু।

ততক্ষণে মোনা উৎপলবাবুর হাতের কবজি লক্ষ্য করে একটা ঘুষি ছুড়ে দিয়েছে।

সেই প্রবল ঘুষিতে উৎপলবাবুর হাতের রিভলভার ছিটকে গিয়ে বারান্দার বাইরে পড়ল। বিটুবাবু তখন চেপে ধরেছেন মোনাকে।

মোনা নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে লাফিয়ে উঠে বিটুবাবুর পেটে জোড়া পায়ে একটা লাথি বসিয়ে সরে এল।

উৎপলবাবু তখন বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মোনার ওপর। মোনাকে শুইয়ে তার বুকের ওপর চেপে বসলেন। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? মোনার সঙ্গে কখনও তিনি পেরে ওঠেন? মোনা পাদুটো গুটিয়ে বুকের কাছে এনে সজোরে উৎপলবাবুর বুকে ধাক্কা দিল।

উৎপলবাবু একেবারে ছিটকে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়লেন ঘরের ভেতর।

সেই ফাঁকে মোনাও লাফিয়ে উঠে বিটুবাবুর কলার ধরে হিড়হিড় করে টেনে ঢোকাল ঘরের ভেতর।

বিটুবাবুও সুযোগ পেয়ে দুমদাম লাথি, ঘুষি ছোটাতে লাগলেন মোনার বুকে পেটে।

বাবলু তো এই তালই খুঁজছিল। ওরা তিনজনে যখন ঘরের ভেতর ধস্তাধস্তিতে ব্যস্ত সেই ফাঁকে ও চুপি চুপি এসে দরজাটা বন্ধ করে শিকল তুলে দিল।

দরজা বন্ধ হতেই মারামারি ফেলে খাড়া হয়ে দাঁড়াল তিনজনে। "কে? বাইরে কে? দরজা বন্ধ করল কে? দরজা খোলো।"

বাবলু জানলার কাছে গিয়ে বলল, "দরজা পুলিশ এসে খুলবে।"

উৎপলবাবু বললেন, "কে তুই?"

মোনা বলল, "সেই ডেঞ্জারাস ছেলেগুলোর লিডার।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা গুড নাইট। আপনারা একটু শান্ত হন। আমি ততক্ষণে আপনাদের শ্রীঘরে যাবার ব্যবস্থাটা করে আসি।"

ঘরের ভেতর সবাই হতভম্ব হয়ে রইল।

বাবলু নেমে এল নীচে। বৈকুণ্ঠবাবুকে উদ্ধার করতে হবে।

দেওয়াল হাতড়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালাল বাবলু। তারপর দু'নম্বর ঘরের শিকল খুলতেই দেখতে পেল ঘরের মেঝেয় হাত-পা বাঁধা বৈকুণ্ঠবাবু পড়ে আছেন।

ঘরের আলোটা জ্বেলে দিল বাবলু।

তারপর বৈকুণ্ঠবাবুকে মুক্ত করল।

বৈকুণ্ঠবাবু অবাক হয়ে বললেন, "তুমি! তুমি এখানে কী করে এলে?"

"যে করেই আসি সে আপনার জানবার দরকার নেই। এখন যা বলি আপনাকে, তাই করুন।"

"কী করতে হবে বলো?"

"আপনি এখনই থানায় চলে যান। যাবার সময় দাশনগর স্টেশনের কাছে আমার দলের ছেলেরা আছে, তাদের খবর দিন। দেরি করবেন না, যান।"

"কিন্তু আমি যে কোথায় আছি তার কিছুই জানি না?"

"আপনি দাশনগরের খুব কাছেই আছেন। এই বাড়ির বাইরে যে মাঠ রয়েছে সেটা পেরোলেই সি টি আই-এর রাস্তা। তারপরেই দাশনগর। যান, তাড়াতাড়ি যান।"

বৈকুণ্ঠবাবু বললেন, "ওঃ, খুব বাঁচিয়েছ বাবা এ যাত্রা। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তা পথে কোনও ভয় নেই তো?"

"না। সব ক'টাকে আটকেছি। আপনি নির্ভয়ে যান।"

বৈকুণ্ঠবাবু চলে গেলেন।

বাবলু ততক্ষণে ছাদে গিয়ে সেই সুটকেশ ভর্তি টাকা নিয়ে এসে বারান্দায় রাখল।

তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরই দেখতে পেল দুটো ভ্যান বোঝাই পুলিশ নিয়ে বৈকুণ্ঠবাবু ফিরে আসছেন। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও তাদের সঙ্গে আছে।

বাবলু প্রথমেই বাহাদুরকে গ্রেফতার করতে বলল। কেন না সে কিছু করুক না করুক দলের লোক তো বটে।

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, তুমি যে ফোন করবে বলেছিলে, কই ফোন করলে না তো?"

"ফোন করবার মতো অবস্থা ছিল না।"

বিলু বলল, "আমরা রেলের বাঁধে হানটান করছিলাম তোর জন্য।"

ভোম্বল বলল, "তা কী করে কী করলি রে তুই? তুই তো দেখছি একাই একশো।"

বাবলু তখন আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলল ওদের।

পুলিশ অফিসার বললেন, "কই, সেই কালপ্রিটগুলো কোথায়?"

বাবলু বলল, "ওপরে আছে।"

পুলিশের লোকেরা ওপরে উঠে বিটুবাবু, উৎপলবাবু আর মোনাকে গ্রেপ্তার করল।

সুটকেশ ভর্তি কালো টাকাও জমা পড়ল পুলিশের হাতে।

পুলিশ অফিসার বাবলুর বুদ্ধি ও সাহসের খুব প্রশংসা করলেন।

বাবলু বলল, "সবের মূলে কিন্তু পঞ্চু, আমাদের এই কুকুরটা। কেন না, ও যদি না বাহাদুরকে পাহারা দিত তা হলে আমি কোনও মতেই এদের কায়দা করতে পারতাম না।

পুলিশ অফিসার বললেন—"থ্যাঙ্ক য়ু মি. পঞ্চু।"

পঞ্চু ডেকে উঠল, "গোঁ-ও-ঔ।"

পুলিশের গাড়িতে করেই পাণ্ডব গোয়েন্দারা যে যার বাড়িতে ফিরে এল।

বাড়িতে ঢোকার আগেই বাবলু শূন্যে হাত তুলে চেঁচিয়ে বলল, "থ্রি চিয়ার্স ফর পঞ্চু।"

সবাই বলল, "হিপ হিপ হুরর রে।"

পঞ্চুও আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

নবম অভিযান

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ঠিক করল এবার বড়দিনের ছুটিতে ওরা পুরী বেড়াতে যাবে। বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়িতে বসে এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সমস্যা হল পঞ্চুকে নিয়ে। বাবলু, বিলু, ভোম্বল ও বাচ্চু-বিচ্ছু তো স্টুডেন্ট কনসেশনে যাবে। কিন্তু পঞ্চুকে নিয়ে কী করা যায়?

ভোম্বল বলল, "কী আবার, ডব্লু টি।"

বাবলু বলল, "তোর ওই সব বদ বুদ্ধিগুলো রাখ তো।"

বাচ্চু বলল, "পঞ্চুর জন্য চিন্তা কী? ওর একটা আলাদা টিকিট কেটে নিলেই হবে।"

বিলু বলল, "অত সস্তা নয়। যাত্রীগাড়িতে পঞ্চুকে উঠতেই দেবে না।"

বাবলু বলল, "ওইটাই তো একমাত্র সমস্যা। তবে ও সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এখন এসপ্ল্যানেডে গিয়ে পুরী এক্সপ্রেসের থ্রি-টায়ারে রিজার্ভেশনটা করিয়ে আসতে পারলে বাঁচি।"

বাচ্চু বলল, "কনসেশনটা দেখিয়ে বাবা হাওড়া স্টেশন থেকে ছাপটাপ মেরে এনেছেন। এখন গিয়ে যেদিনের টিকিট পাবে সেইদিনেরই নিয়ে নেবে।"

বাবলু কনসেশনের কাগজটা পকেটে রেখে বিলুকে বলল, "তুই তা হলে আমার সঙ্গে আয়।"

বাচ্চু-বিচ্ছুর মা বসে বসে একটা উলেনের সোয়েটার বুনছিলেন। বললেন, "তোমরা সবাই যাও না কেন? তা হলে সবাই সবাইয়ের দিকে নজর রাখতে পারবে। না হলে যেরকম দিনকাল পড়েছে তাতে অত টাকাকড়ি নিয়ে দু'জনের যাওয়া কি ঠিক হবে?"

বাবলু বলল, "আমি তো একাই একশো কাকিমা।"

"তা হোক। তবু দল বেঁধেই যাও।"

"বেশ, আপনি যখন বলছেন তখন দল বেঁধেই যাই।"

বাচ্চু-বিচ্ছুর তৈরি হয়ে নিতে বেশি সময় লাগল না। পাঁচজনের পুরো গ্যাঙটাই চলল এসপ্ল্যানেডে। সঙ্গে পঞ্চুও চলল।

অফিসটাইম, বাসে এখন দারুণ ভিড়। তাই ওরা লঞ্চেই পার হবে ঠিক করল। কিন্তু ফরশোর রোডে আসতেই ওরা দেখল কাতারে কাতারে লোক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে।

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "ওরে বাবা। এত বড় লাইন শেষ হবে কখন?"

বাবলু বলল, "বেশি সময় লাগবে না। লাইন এখনই এগিয়ে যাবে।"

ওরা সবাই গিয়ে লাইনে দাঁড়াল।

ওদের সামনে দু'জন মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। একজনের হাতে রেক্সিন বাইন্ডিং একটি বড় খাতা। তাইতে নাম লেখা ছিল শর্মিলা সরকার। বাবলু বিলুদের সঙ্গে পঞ্চুকেও লাইন দিতে দেখে হেসে উঠল তারা। বলল, "ওমা। কুকুরটা কেমন লাইনে দাঁড়িয়েছে দেখ।"

তারপর বাবলুকে বলল, "তোমাদের পোষা কুকুর নাকি ভাই?"

"হ্যাঁ।"

"ওকে লঞ্চে উঠতে দেবে?"

"আমাদের সবাই চেনে। লঞ্চের ছাদে উঠে যাবে ও। কেউ কিচ্ছু বলবে না।"

"কামড়ায় না তো কাউকে?"

"না।"

এক ভদ্রলোক লাইনে দাঁড়িয়ে একটু বিরক্তির সঙ্গে বললেন, "এই অফিসটাইম ছাড়া কি তোমরা ঘর থেকে বেরোতে পার না?"

বিলু বলল, "এখন এগারোটা বাজে। অফিসটাইম পার হয়ে গেছে। আপনি দেরি করে অফিস যাবেন,

তার জন্যে কি আমরা দায়ী?"
লাইন একটু একটু করে এগোচ্ছে তখন।
বাবলুর সামনে যে মেয়ে দুটি দাঁড়িয়েছিল তাদের একজন বলল, "তোমরা কুকুর নিয়ে ওপারে কোথায় যাবে? ইডেনে?"
"উহুঁ। আমরা পুরী যাব। তাই টিকিট কাটতে যাচ্ছি এসপ্ল্যানেড বুকিং অফিসে।"
"সে কী! তোমরা পারবে টিকিট কাটতে?"
"কেন পারব না? সব কিছু পারি আমরা। আমরা পাণ্ডব গোয়েন্দা।"
"তাই নাকি? তোমাদের মুখগুলো কিন্তু খুব চেনা চেনা লাগছে।"
"আমরাও আপনাদের চিনি। আপনারা শিবপুরের দিকে থাকেন। আপনাদের অনেকবার দেখেছি। শুধু তাই নয় আপনার নামও বলে দিতে পারি। আপনার নাম শর্মিলা সরকার।"
মেয়েটি আশ্চর্য হয়ে চোখদুটি বড় বড় করে বলল, "আরে! আমার নাম জানলে কেমন করে?"
বাবলু হেসে বলল, "কেন আপনার খাতাতেই তো লেখা রয়েছে আপনার নাম। দিব্যি দেখতে পাচ্ছি।"
মেয়েটি এবার বাবলুর পিঠ চাপড়ে বলল, "নাঃ! তুমি দেখছি বড় হয়ে ডিটেকটিভ হবে। অত্যন্ত ব্রেনি ছেলে তুমি।"
লাইন এগিয়ে তখন জেটিতে ঠেকেছে। ওপার থেকে লঞ্চটা এল। এরা সকলে হইহই করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। লঞ্চের মাথায় সাইকেল চাপানো হচ্ছে দেখে পঞ্চুও লঞ্চের পিছন দিক দিয়ে ভেতরে ঢুকে এল।
লঞ্চ যখন মাঝ গঙ্গায় তখন হঠাৎ পঞ্চু গোঁ গোঁ করে উঠল।
একজন লোক এক পাশে বসে রান্নার আয়োজন করছিল। এতক্ষণ সে লক্ষ করেনি পঞ্চুকে। এবার ওর গোঁ গোঁ শব্দ শুনেই চেঁচিয়ে উঠল, "এই মরেছে। এই নেড়ি কুত্তাটা কোত্থেকে ঢুকে এল রে?"
বাচ্চু-বিচ্ছু সঙ্গে সঙ্গে লোকটাকে বলল, "এটা আমাদের পোষা কুকুর। একে নেড়ি কুত্তা বলবেন না।"
বাবলু পঞ্চুর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "কী রে, অমন গোঁ গোঁ করছিস কেন?"
পঞ্চু বার বার একটা তক্তার খোলের নীচে তাকাতে লাগল।
বাবলু সেদিকে এগোতেই লঞ্চের একজন লোক ধমকে উঠল তাকে, "এই খোকা, ওখানে কী করতে যাচ্ছ?"
বাবলু তার কথার উত্তর না দিয়ে সেখানে উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগল। তারপর ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে কী যেন একটা তুলে নিল। সেটার সঙ্গে টিনের একটা বাক্সও ছিল।
লোকটা বলল, "এরই মধ্যে হাত সাফাইয়ের কাজ শিখে গেছ বাবা?"
লঞ্চসুদ্ধ লোক তখন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে এদের দিকে। বাবলু বলল, "কথাবার্তা যা বলবেন একটু ভেবে-চিন্তে বলবেন।" বলে হাতের জিনিসটা লোকটার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "জিনিসটা কী জানেন? এটা টাইমবোমা। ফাটলে গোটা লঞ্চটা উড়ে যেত।"
তাই না দেখে সকলেই তো হইহই করে উঠল।
বাবলু তখন টিনের বাক্সটা খুলতেই তার ভেতর থেকে একটা চিঠি পেয়ে গেল। তাইতে লেখা আছে, 'রাতারাতি লঞ্চের ভাড়া বাড়ানোর ওষুধ। সব লঞ্চগুলোকে এইভাবেই ওড়াব। অফিসটাইম পার হলে বেলা একটার সময় পাঁচটা লঞ্চই উড়ে যাবে একসঙ্গে।'—জনৈক বন্ধু।
লঞ্চসুদ্ধ লোক সকলেরই চোখ কপালে উঠে গেছে তখন। সবাই এসে ধন্যবাদ জানাল ওদের, "ওঃ। ভাগ্যে তোমরা ছিলে ভাই। না হলে সব লঞ্চ নষ্ট হয়ে গেলে কাল থেকে আমাদের বাসের হাতলে ঝুলে অফিস যেতে হত। কী যে করতুম। তোমরা কারা ভাই?"
বাবলু বলল, "পাণ্ডব গোয়েন্দা।"
এ নাম সকলেরই চেনা। সকলেই তাই আনন্দে হইচই করে উঠল। লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল ওদের নাম—পাণ্ডব গোয়েন্দা।
লঞ্চ ওপারে ভিড়তেই বাবলু গিয়ে পুলিশের হাতে বোমা ও সেই চিঠিটা দিয়ে সব লঞ্চগুলোকে সার্চ করে দেখতে বলল। তারপর রেডিয়ো অফিসের পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে ওরা এসপ্ল্যানেডে চলল বুকিং অফিসে টিকিট কাটতে। ভাগ্য ভাল তাই পরের দিনের টিকিটই পেয়ে গেল ওরা।
পরদিন সন্ধের পরই সকলে যথাসময়ে এসে হাজির হল হাওড়া স্টেশনে। বাবলুর বাবা এসেছিলেন ওদের সি-অফ করতে। ওদের ট্রেনে চাপিয়ে খুব সাবধানে চলাফেরা করবার উপদেশ দিয়ে ট্রেন না ছাড়া পর্যন্ত

অপেক্ষা করতে লাগলেন। তারপর যথাসময়ে ট্রেন নড়ে উঠতেই ওদের হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে বাবলুর বাবা চলে এলেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও তখন থ্রি-টায়ার কামরায় বেশ জাঁকিয়ে বসেছে সকলে।

হাওড়া স্টেশন ছাড়তেই ঝড়ের বেগে ছুটে চলল ট্রেন।

এই প্রথম পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দূর দেশে যাত্রা। তাই আনন্দে অধীর সকলে। একটা বড় র‍্যাশন ব্যাগে করে পঞ্চুকে নিয়ে আসা হয়েছিল গেট চেকারের নজর এড়াবার জন্য। বাবলু এবার ব্যাগটা লোয়ার বার্থের তলায় ঢুকিয়ে মুখটা খুলে দিতেই পঞ্চু গুটিগুটি বেরিয়ে এল তার ভেতর থেকে। তারপর সেই বার্থের নীচেই কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে রইল চুপচাপ। কামরার অন্যান্য যাত্রীরা কেউ দেখতেও পেল না পঞ্চুকে।

টাকা-পয়সা বাবলুদের সঙ্গেই ছিল। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর রাখা সুটকেশটা বার্থের নীচে পঞ্চুর জিম্মায় রেখে নিশ্চিন্তে বসল ওরা।

ট্রেন যখন খড়্গপুরের কাছাকাছি তখন ওরা রাতের খাওয়া সেরে নিল। লুচি, আলুর দম, সন্দেশ পেট ভরে খেল পাঁচজনে। পঞ্চুরটা বার্থের তলায় বাবলুই ঢুকিয়ে দিল। এবার শোবার পালা।

ততক্ষণে কোচ অ্যাটেন্ডেন্টস এসে ওদের টিকিট পরীক্ষা করে চলে গেছেন। অনেকেই শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। বাবলুরাও শোবার জন্য তৈরি হল।

মুখোমুখি দুটো আপার বার্থে শুয়ে পড়ল বাবলু আর বিলু। মাঝের বার্থে বাচ্চু এবং লোয়ার বার্থে বিচ্ছু। বাকি রইল ভোম্বল। তার সিট পড়েছিল এদেরই লাগোয়া সাইডের লোয়ার বার্থে। একজন ভদ্রমহিলাও ছিলেন সেই দিকে। তাঁর ছিল আপার বার্থ। ভোম্বল তাঁকে লোয়ার বার্থটা দিয়ে নিজে উঠে পড়ল আপার বার্থে। এতে ওদের খুবই সুবিধে হল। বাবলু, বিলু, আর ভোম্বল আপার বার্থে মুখোমুখি শুয়ে গল্প করতে লাগল। শতরঞ্জি আর বালিশ পেতে পা থেকে গলা পর্যন্ত চাদরে ঢেকে শুয়ে রইল সকলে। ট্রেন ছুটে চলেছে রাতের অন্ধকারে ঝড়ের বেগে। কাল সাতটার মধ্যেই ওরা পৌঁছে যাবে যথাস্থানে।

রাত তখন কত তা কে জানে!

হঠাৎ কামরার মধ্যে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হল। বাবলুরা ছিল মাঝামাঝি জায়গায়। কামরার গোড়ার দিক থেকে আতঙ্কের রেশটা ছড়িয়ে পড়ল।

ডাকাত পড়েছে।

চারজন বলিষ্ঠ চেহারার লোক পাইপগান, বন্দুক রিভলবার বার করে যাত্রীদের যথাসর্বস্ব লুট করতে শুরু করেছে। ভয়ার্ত যাত্রীরা কেউ চিৎকার করছে, কেউ অনুনয়-বিনয় করছে। কিন্তু ডাকাতদের কঠিন প্রাণে এতটুকু মমতাও জাগছে না। নিষ্ঠুরভাবে তারা বলছে, "আমরা অযথা রক্তপাত চাই না। যার কাছে টাকা-পয়সা, গয়নাগাঁটি যা কিছু আছে ভালয় ভালয় বার করে দিন। না হলে দেখছেন তো?"

ওপর থেকে বাবলুরাও দেখল। চারজন লোকই সশস্ত্র। বিলু বলল, "প্রতিদিন পালা করে এইসব লাইনে এমন চুরি ডাকাতি হচ্ছে, অথচ এর কোনও প্রতিকারের ব্যবস্থা নেই।"

বাবলু বলল, "না থাক। এর প্রতিকার আমরাই করব। আমরা তো তৈরি হয়েই এসেছি। সবাই রেডি হয়ে যা। একমুহূর্ত দেরি নয়। আসুক ব্যাটারা একবার এখানে।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই এরা কাজ শুরু করে দিল। প্রত্যেকের মাথার বালিশের কাছে একটা করে ঝোলা ব্যাগ রাখা ছিল। তাইতে ছিল বেশ শক্তগোছের নাইলনের দড়ি। তার এক মুখে ফাঁস। যেদিকে ফাঁস তার বিপরীত দিকটা বার্থের লোহার রডের সঙ্গে বেঁধে ফাঁসটা লুকিয়ে বসে রইল ওরা। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু ও বিচ্ছু বালিশের নীচে হাত দিয়ে ইস্পাতের ধারালো ছোরাগুলো একবার দেখে নিল। বাবলুর হাতে লুকনো রইল ওর পিস্তলটা।

ডাকাতগুলো তখন ওদিক থেকে এদিকে এসে পড়েছে।

ভোম্বলের বার্থের নীচে যে ভদ্রমহিলা শুয়েছিলেন ওরা এসে তাঁর গলার হারগাছাটির দিকে তাকাল, "ওটা দিয়ে দিন।"

"না। এ আমি কিছুতেই দেব না।"

"দিয়ে দিন বলছি।"

একজন যাত্রী ভয়ে ভয়ে মহিলাকে বললেন, "দিয়ে দিন দিদি, এরা ডাকাত। এদের প্রাণে মায়া-দয়া নেই। হয়তো খুন করে ফেলবে।"

একজন বলল, "অমন তাগড়া-তাগড়া জোয়ান লোকগুলো ভয়ে ভেড়ার মতো সব কিছু তুলে দিল, আর আপনি দিতে চাইছেন না? সাহস তো কম নয় আপনার?"

বাবলু আর থাকতে না পেরে ওপর থেকে বলল, "আসল ব্যাপারটা কী জানেন দাদা? বাঁশ বনেই ডোম কানা হয়। আপনারাও তাই আঘাটায় ফেঁসেছেন।"

বাবলুর কথা শুনে ডাকাতরা ঘুরে তাকাল ওর দিকে।

একজন ততক্ষণে ভদ্রমহিলার গলার হার ছিনিয়ে নিয়েছে। বাকিরা বাবলুকে বলল, "একটি ঘুষিতে তোমার মুখ ভেঙে দেব ডেঁপো ছোকরা কোথাকার।"

বিলু আর ভোম্বল দু'দিক থেকে বলল, "আমাদের মুখগুলো কী করবেন? ফোটো তুলে বাঁধিয়ে রাখবেন?"

একজন বলল, "তোরা কারা?"

বাবলু বলল, "আমরা ধূমকেতু। বাজিকর যেমন ডুগডুগি বাজিয়ে বাঁদর নাচায় আমরা তেমনি তুড়ি দিয়ে ডাকাত নাচাই। তোমরা নাচবে? টুইস্ট নাচ?"

"খবরদার বলছি, মুখ সামলে কথা বলবি। তোদের ওই ঝোলার ভেতরে কী আছে বার কর।"

ভোম্বল বলল, "এই ঝোলায় করে আমরা ডাকাত ধরে নিয়ে গিয়ে বাবা জগন্নাথের কাছে বলি দেব।"

একজন বলল, "ছেলেগুলোর মাথা খারাপ আছে নাকি বল তো? কোথায় ভয়ে কাঁপবে তা নয় ফাজলামি করছে।"

বিলু বলল, "না, মাথা খারাপ তোমাদের। সেইজন্যেই মনে করেছ রেলের পুলিশগুলো মরে গেলেও জনগণও বুঝি মরে গেছে। আমরা সেই জনতার প্রতিনিধি।"

"চুপ করলি কেন, বল? আরও বল।"

"না। ওস্তাদের মার শেষরাতে। আগে তোমরা তোমাদের কাজ কর। তারপরে আমরা আমাদের কাজ করব। অনেক টাকা আছে আমাদের কাছে। আমরা বড়দিনের ছুটিতে পুরী বেড়াতে যাচ্ছি। কাজেই বুঝতে পারছ তো, শুধু হাতে যাচ্ছি না? পার তো কেড়ে নাও। তারপরে খেলা দেখবে।"

একজন বলল, "আমরা তো টাকা নিতেই এসেছি। শিগগির বল, কোথায় টাকা আছে? অযথা সময় নষ্ট করিস না আমাদের। এখনই নেমে যাব আমরা। না হলে সামনেই বড় জংশন। ধরা পড়ে যাব।"

বাবলু বলল, "টাকাকড়ি আছে আমাদের ছোট্ট ভাইয়ের কাছে সুটকেশে।"

"কোথায় তোদের ভাই?"

"একেবারে বার্থের নীচে।"

"বার্থের নীচে কেন?"

"আরে দাদা বুঝছেন না, ডব্লু টি। যদি চেকার এসে ধরে! তাই ওকে বার্থের তলায় রেখেছি। ভারী বাধ্য ছেলে। হাত বাড়ান, দিয়ে দেবে। একেবারে শান্তশিষ্ট এক চোখ কানা এবং ল্যাজবিশিষ্ট।

বলা মাত্রই একজন বার্থের তলায় হাত ঢোকাল।

বাবলু ওপর থেকে বলল, "পঞ্চু, কুইক! এবার তোর যথাকর্তব্য পালন করে ফ্যাল।"

পঞ্চু তো এতক্ষণ ধরে এই সুযোগটারই অপেক্ষা করছিল। ডাকাতটা যেই না সুটকেশ নেবে বলে বার্থের তলায় হাত ঢুকিয়েছে অমনি সে ঘ্যাঁক করে কামড়ে ধরল তার হাতটাকে।

ডাকাতটা চিৎকার করে উঠল, "ওরে বাবারে, গেলুম রে, আমাকে কুকুরে কামড়েছে।"

কামড়ানো বলে কামড়ানো? পঞ্চু যাকে কামড়ায় তাকে কামড়ে ধরে রাখে। বাবলু না বলা পর্যন্ত ছাড়ে না।

ডাকাতটা চেঁচিয়ে উঠতেই বাকি তিনজনে ঝুঁকে পড়ল, "কুকুর!"

বাবলুরা তো এই সুযোগই চাইছিল। একবার শুধু চোখে চোখে ইশারা হল। তারপরই নাইলনের দড়ির সেই ফাঁস তিনটে তিনজনের গলায় মালার মতো আটকে দিয়ে হেঁচকা টানে টেনে ধরল। যেমন তেমন টান নয়, একেবারে মোক্ষম টান যাকে বলে। চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে লাগল সব। সমস্ত রক্ত মুখে এসে জমাট বাঁধল। বিকৃত হয়ে গেল মুখ। দু'জনের হত থেকে দুটো পাইপগান ছিটকে পড়ল মেঝেতে। একজনের হাতে বন্দুক ছিল। সেটা সে তোলবার চেষ্টা করতেই বাবলু সজোরে তার মুখে একটা লাথি মারল। বাচ্চু ছিল মাঝের বার্থে। সেখান থেকে লাফিয়ে নেমে সে কেড়ে নিল বন্দুকটা। মুহূর্তের মধ্যে যেন ম্যাজিক শুরু হয়ে গেল।

কামরাসুদ্ধু লোক যারা এতক্ষণ সর্বস্বান্ত হয়ে কান্নাকাটি করছিল তারা দলবদ্ধ হয়ে ছুটে এল। সে এক দেখবার মতো দৃশ্য।

বাবলু ডাকাতগুলোকে বলল "কী রে ব্যাটারা, আর কখনও ডাকাতি করবি? এবার দেখলি তো ওস্তাদের মার কেমন হয়?"

কিন্তু কে দেবে সাড়া? তিনজনের গলা তখন এমনভাবে ফাঁসে আটকানো যে সামান্য আভ ঘেটার ক্ষমতাটুকুও তাদের নেই।

যে লোকটাকে পঞ্চু কামড়ে ধরেছিল সে বলল, "দোহাই তোমাদের। আমাদের ছেড়ে দাও ভাই। আমরা সব মালপত্তর ফেলে রেখে চলে যাচ্ছি। আর কখনও এমন কাজ করব না।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। ছেড়ে দেব বইকী! না হলে চার-চারটে গাধাকে নিয়ে কী করব আমরা? তোমরা আমাদের কোন কাজে লাগবে বল? তার চেয়ে পুলিশের হাতে দেওয়াই ভাল। কিছুদিন তবু জেলের ঘানি টানতে পারবে।"

ডাকাতটার এক হাত পঞ্চু কামড়ে থাকলেও অন্য হাতটা সে গুটি গুটি পকেটে ঢোকাবার চেষ্টা করল। যেই না করা বিচ্ছু অমনি তার মাথাটা দড়াম করে ঠুকে দিল বার্থের কাঠে। সঙ্গে সঙ্গে উহু-হু করে উঠল সে।

বিচ্ছু মাথাটা ঠুকে দিয়েই বালিশের তলা থেকে ছুরিটা বার করে তার পিঠের কাছে ঠেকিয়ে ধরল।

বাচ্চু বলল, "পকেটে হাত ঢোকাচ্ছ কেন? উঁ?"

"ও কিছু নয়।"

"কিছু নয়? কই দেখি?" বলেই বাচ্চু তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে বার করে আনল একটা ছোট্ট রিভলবার।

ধীর শ্লথ গতিতে ট্রেন এসে থামল একটা বড় স্টেশনে।

বাবলু যাত্রীদের বলল, "যান। কেউ গিয়ে তাড়াতাড়ি পুলিশকে খবর দিন।"

খবর দেওয়া মাত্রই জনা কুড়ি সশস্ত্র আর পি এফ হইহই করে ছুটে এল। ওদের সঙ্গে একজন ইনস্পেক্টরও এলেন। এসে ওদের দেখেই বললেন, "আরে, এইটুকু ছেলেমেয়েরা এই অতি ভয়ংকর ডাকাতগুলোকে ধরে ফেলল? অথচ এগুলোকে ধরবার জন্য কত চেষ্টা করেছি আমরা। এক ব্যাটা আমাদের গুলিতে আগেই মরেছে। বাকি চারটেকে কিছুতেই বাগে পাচ্ছিলুম না।"

বাবলু বলল, "চেষ্টা আপনারা ঠিক সেভাবে করেননি স্যার। না হলে পুলিশের অসাধ্য কিছু আছে? হাওড়া জেলার আমতা গ্রামে রাতের অন্ধকারে একটা খালের ভেতর একজন লোক খুন করে পালিয়েছিল। অথচ মাত্র সাত দিনের ভেতর সেই লোকটাকে ত্রিবেন্দ্রামের এক পার্বত্য উপত্যকায় এই পুলিশই অ্যারেস্ট করেছে। কী করে করল বলুন? দু'-একদিন ছাড়া প্রায় রোজই যখন এই লাইনে এইভাবে ট্রেনে ডাকাতি হচ্ছে তখন দিন না কিছুদিন প্রত্যেকটি দূরপাল্লার ট্রেনে প্রতিটি কামরায় দু'-চারজন করে সশস্ত্র সাদা পোশাকের পুলিশকে ছেড়ে। তারপর দেখি তো এদের কেমন না ধরা যায়?"

ইনস্পেক্টর হেসে বললেন, "তার অনেক অসুবিধা আছে ভাই। তোমরা ছেলেমানুষ, এসব ঠিক বুঝবে না।"

ততক্ষণে গার্ড, চেকার এবং আরও অনেকে এসে জুটেছে।

পুলিশের একজন ফোটোগ্রাফারও এসে গেছে। যে অভিনব কায়দায় বাবলুরা ডাকাত ধরেছে সেই কায়দায় পর পর কয়েকটা ছবি তুলে নিতেই পুলিশের লোকেরা ডাকাতদের হাতে হাতকড়া লাগাল।

ডাকাতরা সকলের সব জিনিস ফেরত দিল তখন।

পঞ্চুকেও তখন বার্থের তলা থেকে বেরিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে হয়েছে।

গার্ডসাহেব বললেন, "ভাগ্যে এই কুকুরটা ঢুকে পড়েছিল কামরায়, ও না থাকলে কিছুই হত না।" বলেই হ্যাট হ্যাট হ্যাট করে তাড়াতে গেলেন পঞ্চুকে, "ব্যাটা পাগলা কুকুর নয় তো?"

বাবলু বলল, "না। ও কুকুর আমাদের পোষা। ট্রেনিং দেওয়া কুকুর। ওকে আমরা সঙ্গে এনেছি। পথে বিপদ-আপদ এলে বাঁচবার জন্য।"

"তাই নাকি? কিন্তু এটা তো দেশি কুকুর।"

"হলে কী হয়। অ্যালসেশিয়ানের বাবা।"

গার্ডসাহেব বললেন, "তোমাদের পরিচয়?"

বাবলু তাড়াতাড়ি ওর ব্যাগ থেকে একটা ফোটো বার করে দেখাল। তিনজন দুঁদে দারোগার সঙ্গে পঞ্চুকে নিয়ে ওদের ছবি।

গার্ডসাহেব বললেন, "তোমরা তা হলে পুলিশের ছেলেমেয়ে?"

বাবলু বলল, "না। আমরা সকলের। সবাই আমাদের পাণ্ডব গোয়েন্দা বলে।"

বাবলু এবার পঞ্চুকে সকলের সামনেই আপার বার্থে তুলে নিল।

গার্ড, পুলিশ সবাই নেমে যাবার পর কামরাসুদ্ধ যাত্রী সকলেই এসে ছেঁকে ধরল এদের। প্রত্যেকেই যে যার মালপত্তর ফিরে পেয়ে খুব খুশি।

ট্রেন নড়ে উঠল।

সে-রাত্রে আর ঘুম হল না কারও, গল্প করেই রাতটা কাটিয়ে দিল সকলে।

পরদিন সকাল সাতটায় ট্রেন থামল পুরীতে। ওরা সবাই যে যার মালপত্তর নিয়ে নেমে এল।

পুরীতে এসে প্রথমে একটু অসুবিধেয় পড়ল ওরা। কেন না বড় দিনের ছুটিতে বহু লোক পুরী বেড়াতে আসায় সস্তার কোনও হোটেলেই জায়গা পেল না।

অবশেষে একজন লোক সহায় হতে সমুদ্রের ধারে মস্ত একটা খালি দোতলা বাড়ির ওপর তলায় একটা ঘর পেয়ে গেল ওরা। ঘরের জানালায় বসে সমুদ্র দেখা যায়। যতদূর চোখ যায় শুধু ধু ধু করে নীল জলরাশি।

বাবলুরা অবাক হয়ে সেই জলরাশির দিকে চেয়ে রইল।

তারপর ঘরে মালপত্তর রেখে বাথরুমে স্নান সেরে বেশ ঝরঝরে হয়ে সবাই মিলে চলল মন্দিরে।

মন্দির থেকে ফেরার পথে জগন্নাথের প্রসাদি ভোগ ডাল-ভাত-তরকারি কিনে নিয়ে এল।

সকলে মিলে তাই খেয়ে শুয়ে পড়ল দরজা বন্ধ করে। কাল রাত্রে ট্রেনে ঘুম হয়নি। তাই শোওয়া মাত্রই ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল সকলের।

ঘুম ভাঙল দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে।

বাবলু উঠে দরজা খুলে দিতেই বাড়ির মালিক বিপিনবাবু একখানা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তারপর বললেন "কী ব্যাপার গো? খুব ঘুমোচ্ছিলে মনে হচ্ছে। বেড়াতে যাবে না?"

বাবলুরা বলল, "হ্যাঁ। খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আপনি না ডাকলে সহজে এ ঘুম ভাঙত না। কাল সারারাত ট্রেনে জেগে এসেছি তো।"

বিপিনবাবু হেসে বললেন, "তোমাদের পরিচয় আমি আজকের খবরের কাগজ মারফত পেয়ে গেছি। এই দেখ তো এটা তোমাদেরই ফোটো কিনা?"

বাবলুরা কাগজের ছবির দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, "ও হ্যাঁ। কাল রাতে পুরী এক্সপ্রেসে চারজন ট্রেন-ডাকাতকে আমরা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি। এ তারই ফোটো।"

বিপিনবাবু বাবলুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তোমরাই তা হলে বিখ্যাত পাণ্ডব গোয়েন্দা! তোমাদের নাম আমি এর আগেও শুনেছি। যাক। ভালই হল। তা আজ রাত্রে তোমরা ঘুরে বেরিয়ে এসে আমার বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া করবে। কেমন? তোমাদের নিমন্ত্রণ রইল। এটা আমার যাত্রীনিবাস। এর পিছনে দুটো বাড়ির পরই আমার বসতবাড়ি। সেখানে আমার পরিবারের সবাই থাকে। আমার কোনও লোককে বললেই সে তোমাদের নিয়ে যাবে আমার বাড়িতে। যাবে তো?"

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই যাব।"

বিপিনবাবু চলে গেলেন।

বাবলুরা সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে বাইরে এসে একটা দোকানে চা-টোস্ট খেয়ে সমুদ্রের ধারে চলে এল।

সূর্য তখন ডুবুডুবু।

সূর্যাস্তের রক্তিম ছটায় সমুদ্রের জল লাল হয়ে উঠেছে।

ওরা পাঁচজনে মনের আনন্দে পঞ্চুকে নিয়ে সি-বিচের ওপর দিয়ে সমুদ্রের ঢেউ দেখতে দেখতে সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

পঞ্চুর আনন্দ যেন সবচেয়ে বেশি।

কখনও সে সামনের দিকে অনেকখানি এগিয়ে যাচ্ছে, কখনও আবার ছুটতে ছুটতে এসে বাবলুর পায়ে লুটিয়ে পড়ছে। কখনও জলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের ঢেউতেও যেন ভয় নেই পঞ্চুর। ঢেউ সরে গেলেই সে নেমে যাচ্ছে জলের দিকে। আবার ঢেউ এলেই ছুটে পালিয়ে আসছে।

দু'-একটা অন্য কুকুর অবশ্য একবার আক্রমণ করবার চেষ্টা করেছিল পঞ্চুকে। কিন্তু বিলু আর ভোম্বলের পাকা হাতের মোক্ষম ঢিল দু'-একটা খাবার পর আর তারা এগোয়নি।

এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়িয়ে অনেকটা পথ যাবার পর চারদিক যখন অন্ধকারে ঢেকে আসছে, বাবলু তখন বলল, "আর নয়। এবার ফেরা যাক। এখন আমরা মেন রোড ধরে বেড়াই গে চল।"

বিলু বলল, "সেই ভাল।"

এই বলে ওরা ফিরতে যাবে এমন সময় দেখতে পেল সমুদ্রের জলের কাছে বালিতে কী যেন একটা চিকচিক করছে।

ততক্ষণ চাঁদ উঠে গেছে।

সেই চাঁদের আলোয় যেন চেকনাই দিয়ে উঠল জিনিসটা।

বাবলু বলল, "কী বল তো ওটা?"

বিলু বলল, "কোনও দামি পাথর নিশ্চয়।"

ভোম্বল বলল, "নিয়ে আসব ওটা?"

বাবলু বলল, "না। সমুদ্রের অত কাছে যাওয়া ঠিক নয়। ধারে কাছে লোকজন নেই। অন্ধকার।"

কিন্তু যে যাবার সে তখন কারও আদেশের অপেক্ষা না রেখেই চলে গেছে। অর্থাৎ কিনা পঞ্চু গিয়ে জিনিসটাকে শুঁকতে আরম্ভ করেছে।

হঠাৎ একটা ঢেউ এমন ভাবে সেটার ওপর লাফিয়ে পড়ল যে পঞ্চু কয়েক হাত পিছিয়ে এল।

তারপর যখন ঢেউ সরে গেল তখন দেখা গেল অনেক দূরে সরে গেছে সেটা।

আবার একটা ঢেউ এল।

জিনিসটা তখন অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। যেই না উঠে আসা পঞ্চু অমনি এক লাফে সেটা মুখে নিয়েই ছুটে এল বাবলুর কাছে।

বাবলু আদর করে পঞ্চুর পিঠ চাপড়ে বলল, "শাবাশ পঞ্চু।" তারপর জিনিসটা হাতে নিয়ে বলল, "আরে! কী চমৎকার আংটি রে ভাই।"

সবাই তখন ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল আংটিটাকে।

বিচ্ছু বলল, "মনে হচ্ছে খুব দামি জিনিস।"

বিলু বলল, "একবার স্যাকরার দোকানে নিয়ে দেখালে কেমন হয়।"

বাবলু আংটিটা এ আঙুল ও আঙুল করে মাঝের আঙুলে পরে বলল, "কোনও দরকার নেই।"

ওরা অন্ধকার থেকে আলোয় চলে এল এবার। মেন রোডে ঘুরে বেড়াবার সময় বাবলুর হাতের সেই আশ্চর্য আংটির ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে গেল সকলের।

মেন রোডে খুব বেশিক্ষণ ঘুরল না ওরা। বাসায় ফিরে এসে চাকরকে সঙ্গে নিয়ে বিপিনবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেল।

বিপিনবাবুরা খুব ভাল লোক। স্ত্রী-পুত্র নাতি-নাতনিদের নিয়ে বিপিনবাবুর জমজমাট সংসার।

বাবলুরা যেতে সকলেই ওদের খুব সমাদর করলেন। তারপর বেশ হাসিখুশিতে ভরে উঠলেন সকলে।

বিপিনবাবুর স্ত্রী ওদের জন্য যে কত রকমের রান্না করেছিলেন তার ঠিক নেই। মাংস, পোলাও, চপ, পায়েস, তা ছাড়া এখানকার বিখ্যাত ছানার কেক, রসগোল্লা, দই এসব তো ছিলই।

গল্প করতে করতে বিপিনবাবুর হঠাৎ নজর পড়ল বাবলুর হাতের আংটিটার দিকে। ভুরু কুঁচকে তিনি সেদিকে তাকিয়ে বললেন, "ও কীসের আংটি! তখন তোমাদের ঘরে গেলাম কিন্তু তোমার হাতে ওই আংটটিটা দেখলাম না তো?"

বাবলু বলল, "ওটা তখন পরিনি। গত বছর দার্জিলিং গিয়েছিলাম, সেখানে কিনেছিলাম ওটা পাঁচ সিকি দিয়ে। পেতলের আংটি। কাচ বসানো।"

আংটির প্রসঙ্গ আসতেই বাবলুরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। তারপর তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল যে যার।

আংটিটা দেখার পর বিপিনবাবু এবং ওঁর স্ত্রীও কেমন যেন মিইয়ে গেলেন। দু'জনেরই চোখে চোখে ইশারায় কী যেন কথা হল।

বিপিনবাবু কেমন যেন সন্দেহের চোখে তাকালেন আংটিটার দিকে।

খাওয়া শেষ করে যখন চলে আসবে বলে পা বাড়াচ্ছে তখন হঠাৎ বিপিনবাবু বললেন, "আমার একটা কথা বলবার ছিল তোমাদের।"

বাবলু বলল, "কী কথা?"

"তোমার হাতের ওই আংটিটার খুব কম করেও বেশ কয়েক হাজার টাকা দাম, ওটা হিরের আংটি। এবং ওতে যে হিরেটা বসানো আছে সে হিরে এখন দুর্লভ। ও আংটি একবারও হাতছাড়া কোরো না। আবার সব সময় পরেও থেক না। যখন কোথাও যাবে তখন ঘরে রেখে যাবে। না হলে বাগে পেলে যে কেউ ওটা কেড়ে নিতে পারে।"

বাবলুর মুখটা ঈষৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তবু বলল, "আচ্ছা।" বলে বিপিনবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ওরা ওদের আস্তানায় গিয়ে ঢুকল। আস্তানাটি মন্দ নয়, একটু সেকেলে ধরনের বাড়ি বলে যাত্রী নেই।

যাই হোক, ঘরে এসে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল সকলে। শুয়ে শুয়ে হিরের আংটির সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগল ওরা। বিপিনবাবুর প্রসঙ্গও উঠল।

বাবলু বলল, "আংটিটা যে বহুমূল্য এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। তবে বিপিনবাবুর ব্যাপারে আমি কিন্তু রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।"

বিচ্ছু বলল, "আংটিটার দিকে কী ভাবে যেন তাকাচ্ছিল, না বাবলুদা?"

"হ্যাঁ। আর ওই তাকানোতেই মনে হল আংটিটা এর আগেও দেখবার সুযোগ ওঁর হয়েছিল। কিন্তু এ আংটি সমুদ্রে এল কী করে এটাই হচ্ছে রহস্য।"

বিলু বলল, "মনে হচ্ছে খেলা জমবে।"

ভোম্বল বলল, "খুব সাবধানে কাছে কাছে রাখতে হবে এটাকে।"

বাবলু বলল, "আমার মনে হচ্ছে কাল পরশুর মধ্যেই এটাকে আমরা হারাব। এতক্ষণে লোক বোধহয় লেগেই গেছে আমাদের পিছনে।"

বিলু বলল,"বলিস কী!"

"হ্যাঁ। রাতভিতে একা কেউ উঠবি না। ল্যাট্রিন যাবার দরকার হলে ঘরের নর্দমায় ছেড়ে জল ঢেলে দিবি। বুঝলি?"

বাচ্চু বলল, "আমাদের কেমন যেন ভয় করছে।"

বাবলু বলল, "ভয় কী? আজ দুপুরে সবাই যে রকম ঘুমিয়েছি, তাতে রাতে আর ঘুম হচ্ছে না। একটু সজাগ তো থাকছিই আজ।"

বাবলুর কথাই সত্যি। ঘুম এল না কারও চোখেই। সবাই শুয়ে শুয়ে চাপা গলায় নানারকম আলোচনা করতে লাগল।

রাত তখন কত তা কে জানে? হঠাৎ পঞ্চু ভৌ ভৌ করে ছুটে গেল জানলার দিকে। যেই না যাওয়া, অমনি মনে হল কে যেন ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল পাশের ছাদে।

পঞ্চুর চিৎকারে কানে যেন তালা ধরে গেল।

বাবলুও চোখের পলকে টর্চ হাতে ছুটে গেল জানলার কাছে। তারপর টর্চের আলো ফেলে পাশের ছাদটাকে ভাল করে দেখতে লাগল। কিন্তু কোথায় কে? আগন্তুক ততক্ষণে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে ফেলেছে নিজেকে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন ওরা বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তেমন সময় দু'জন নুলিয়া এসে হাজির, "সমুদ্রে স্নান করতে যাবেন তো খোকাবাবুরা? চলুন। এই বাড়িতে যারা ভাড়া আসে আমরা তাদের নুলিয়া হই।"

নুলিয়ার পিছন পিছন বিপিনবাবুও এলেন। বললেন, "এদের দু'জনকে একটা করে টাকা দেবে, কেমন? তা হলেই এরা তোমাদের সবাইকে ঢেউ খাইয়ে স্নান করিয়ে দেবে।"

বাবলু বলল, "বেশ তো। নুলিয়া ছাড়া সমুদ্রে তো নামা যাবে না। তা এদের সঙ্গেই না হয় যাওয়া যাবে।"

কথা বলার সময়টুকুর মধ্যে বাবলু দেখল বিপিনবাবুর চোখদুটি কেমন যেন বার বার আকর্ষণ করছে বাবলুর হাতের আংটিটাকে।

বাবলুরা আর দেরি করল না। সবাই মিলে দলবদ্ধ হয়ে চলল সমুদ্রে স্নান করতে।

একজন নুলিয়ার পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা। কী হয়েছে কে জানে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে।

বাবলু বলল, "কী হয়েছে গো তোমার পায়ে?"

"আর বলেন কেন? দিন রাত জলে জলে থাকি। কী যে একটা ছিল জলের তলায় তা কে জানে। তাতেই কেটে গেছে পা'টা।"

"তা হলে তুমি জলে নামবে কী করে?"

"কেন নামব না? এ তো নোনা জল বাবু। এতেই তো ঘা শুকোয়।"

ঘরে তালাচাবি দিয়ে নীচে নেমে এল ওরা। বাবলু নুলিয়াদের বলল, "তোমরা ঘাটে যাও। আমরা আধঘণ্টার মধ্যেই যাচ্ছি। একটু জলযোগ সেরে নেব।"

নুলিয়ারা চলে গেলে বাবলুরা একটা চায়ের দোকানে বসে চা-টোস্ট, ডিম-সিদ্ধ ইত্যাদি খেল। তারপর সমুদ্রে না গিয়ে সোজা চলে এল নিজেদের বাসায়।

ওদের ফিরে আসতে দেখেই চমকে উঠলেন বিপিনবাবু, "কী হল! তোমরা এর মধ্যেই ফিরে এলে যে!"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, ফিরে এলাম। আমাদের জানলার ওপাশে যে বাড়ির ছাদটা রয়েছে ওখানে যেতে পারি কি?"

"কেন?"

"কাল রাত্রে একজন মাননীয় অতিথি জানলায় উঠে লক্ষ করছিলেন আমাদের। কিন্তু পঞ্চুর চোখে ধরা পড়ে গিয়ে তিনি কোনও রকমে ছাদে লাফিয়ে গা ঢাকা দেন। সেইজন্য ওই ছাদে উঠে আমরা একটু দেখতে চাই অতিথি মহাশয়ের লাফ দেওয়ার ফলে কোনও কষ্ট হয়েছিল কিনা।"

বিপিনবাবুর চোখ কপালে উঠে গেল। বললে, "এ কথা এতক্ষণ বলনি কেন তোমরা?" তারপর গম্ভীর মুখে বললেন, "এত তাড়াতাড়ি যে ওরা তোমাদের পিছনে লাগবে তা আমি ভাবতেও পারিনি। খুব সাবধান।"

বাবলু বলল, "ওরা কারা?"

"সে তোমাদের জানার দরকার নেই।"

বাবলু বলল, "বেশ। তবে ওই ছাদে উঠে আমরা একটু দেখতে চাই।"

বিপিনবাবু ওঁরই একজন লোককে ডেকে পাশের বাড়ির ছাদে ওঠবার ব্যবস্থা করিয়ে দিলেন।

বাবলুরা পাশের বাড়ির ছাদে উঠে সব দেখল। এক জায়গায় কতকগুলো ভাঙা কাচ পড়েছিল। সেই কাচের ওপর পা পড়ায় অতিথি যথেষ্ট জখম হয়েছেন বোঝা গেল। পা কেটে একেবারে রক্তারক্তি হয়ে গেছে। চাপ চাপ রক্ত পড়ে আছে সেখানে। ছাদের ওপাশেই বালির ঢিপি। ছাদ থেকে উনি বালিতে লাফিয়েছেন। মাত্র দু' হাতের ব্যবধান। বাবলুরা দেখল বালির ঢিপি থেকে যে কোনও লোক অনায়াসে এই ছাদে উঠতে পারে এবং ছাদে উঠে পাইপ বেয়ে জানলায় পৌঁছতে পারে। যাক, বাবলুরা সবাই একে একে ছাদ থেকে বালির ঢিবিতে নেমে এল। এখানে আর রক্ত পড়াটা বোঝা যাচ্ছে না। তবে পায়ের ছাপ বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। বাবলু অনেকক্ষণ ধরে সেই ছাপ লক্ষ করল। তারপর বলল, "ঠিক আছে। তোরা সমুদ্রে চলে যা, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই যাচ্ছি।"

বিলু বলল, "তুই একা কোথা যাবি বাবলু?"

"যেখানেই হোক। তোদের জানবার দরকার নেই।" এই বলে চলে গেল বাবলু।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে বাবলু যখন আবার ফিরে এল সমুদ্রতীরে তখন লোকজনে জমজম করছে জায়গাটা।

নুলিয়ারা বলল, "এত দেরি করলেন কেন খোকাবাবু?"

"আমার এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলাম, তাই দেরি হয়ে গেল।"

"তা এবার জলে নামুন।"

"হ্যাঁ।"

নুলিয়ার হাত ধরে ওরা জলে নামল। ঢেউ খেল। স্নান করল। তারপর যখন উঠে এল ওপরে তখন বিলু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "বাবলু, তোর আংটি কই?"

বাবলুও চমকে উঠল, "আরে! সত্যিই তো। আংটি কই?"

নুলিয়া দু'জন মনের আনন্দে হাসছে তখন। একজন বলল, "ও আংটি তা হলে সমুদ্রেই পড়ে গেছে খোকাবাবু! স্নান করতে গিয়ে খুলে গেছে হয়তো।"

বাবলু বলল, "তা যাক। কিন্তু তোমরা খুব খুশি হয়েছ মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ। তার কারণ বিপিনবাবু আমাদের বলেছেন আপনাদের একটু নজরে রাখতে। ছেলেমানুষ আপনারা। অত দামি জিনিস পরে থাকেন সব সময়। সেটা কি ঠিক! যে কোনও মুহূর্তে আপনাদের বিপদ হতে পারে। তা এখন থেকে আর আপনাদের কোনও ভয় নেই। আপনারা বিপদমুক্ত।"

বাবলু বলল, "সত্যি নাকি! যাক। তোমাদের অনেক ধন্যবাদ। তা আমাদের ওপর নজর রাখতে গিয়ে তোমরা যে অনেক কষ্ট সহ্য করেছ, সেজন্য তোমাদের ডবল ধন্যবাদ।" তারপর পা-কাটা নুলিয়াটার দিকে তাকিয়ে বাবলু বলল, "কিন্তু তোমার জন্যে সত্যিই আমার দুঃখ হচ্ছে। সামান্য একটু নজর রাখার কাজ করতে গিয়ে ওইভাবে জানলার ওপর থেকে ছাদে লফিয়ে পা-টা কাটলে তো?"

বলা মাত্রই মুখটা যেন মড়ার মুখের মতো সাদা হয়ে গেল নুলিয়াটার। বলল, "এসব কী বলছেন?"

"যা বলছি তা ঠিকই বলছি। তোমার ডান পা কেটেছে। আর বাঁ পায়ের একটা আঙুল নেই। আমাদের ঘরের পাশে বালির ঢিপিতে যে পায়ের ছাপটা আমরা দেখে এসেছি, এখানে ভিজে বালির ওপরে সেই পায়ের চাপ হুবহু মিলে যাচ্ছে। কাজেই লুকোবার চেষ্টা কর না।"

নুলিয়া দু'জন কটমট করে একবার তাকাল বাবলুর দিকে তারপর হনহন করে চলে গেল।

ওরা চলে গেলে বিলু অবাক হয়ে বলল, "তোর বুদ্ধিকে বলিহারি বাবলু। তুই এতও লক্ষ করেছিলি? কিন্তু আংটিটা কী করে পড়ল? এত দামি আংটি!"

"ওটা পড়েনি। সমুদ্রে নামিয়ে ওই ব্যাটাই কায়দা করে খুলে নিয়েছে।"

"তুই বাধা দিলি না কেন?"

"তা হলে বিপদ হত। ওরা হচ্ছে জলের পোকা। কোথায় টেনে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিত তা কে জানে?"

সবাই বলল, "ঠিক কথা। বাধা দিসনি ভালই করেছিস। দরকার নেই আংটিতে। যাক। এবার মনের আনন্দে ঘোরা যাবে, কী বল?"

বাবলু বলল, "দেখা যাক। এখন বাসায় ফিরি চল।"

ওরা যখন বাসায় ফিরে এল তখন বিপিনবাবু বাবলুর হাতের দিকে তাকিয়েই বিস্মিত ভাবে বলে উঠলেন, "তোমার আংটিটা কই?"

বাবলু বলল, "সমুদ্রে নাইতে গিয়েছিলাম, সেখানেই হাত থেকে পড়ে গেছে। তা যাক। ওতে আমাদের কোনও লোভ নেই। কিন্তু একটা কথা আমাদের জানাবেন কি? ওই আংটিটা কার?"

বিপিনবাবু বললেন, "তা আমি কী করে জানব? তবে দেখেই বুঝেছিলাম ওটা খুব দামি আংটি। সেইজন্যে সাবধান করে দিয়েছিলাম।"

বাবলু বলল, "অশেষ ধন্যবাদ। তবে আংটির রহস্যটা আপনি আমার মুখ থেকেই শুনুন।"

বিপিনবাবু চমকে উঠে বাবলুর মুখের দিকে তাকালেন।

বাবলু বলল, "আজ থেকে দশ বছর আগে যশোর থেকে এক জমিদারপুত্র বেশ কয়েক লক্ষ টাকার অলঙ্কার নিয়ে গোপনে সীমান্ত লঙ্ঘন করে এদেশে পালিয়ে এসেছিল। জমিদারের পুত্র হলে কী হয়, সে ছিল একজন খুনি আসামি। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে গোলমাল হওয়ায় সে তার পরিবারের প্রায় প্রত্যেককেই খুন করে এদেশে পালিয়ে আসে। তারপর সারা ভারতের সমস্ত তীর্থে তীর্থে সে ঘুরে বেড়াতে থাকে। এই ভাবেই সে পুরীতেও এসে হাজির হয়। এবং এইখানে এই বাড়িতেই সে এক মাসের জন্য ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে।"

বিপিনবাবু যেন ঘেমে নেয়ে উঠলেন। কঠিন গলায় বললেন, "এসব তোমাকে কে বললে?"

"যেই বলুক, আমি শুনেছি।"

"ওসব সত্যি নয়।"

"সত্যি না হলে আপনি এত উত্তেজিত হয়ে উঠতেন না। যাক। তারপর শুনুন—।"

"আমি তোমার কোনও কথা শুনতে চাই না।"

"শুনতেই হবে। তারপর হঠাৎ একদিন সেই জমিদারপুত্র খুন হয়। আপনি এবং আপনার লোকেরা তাকে খুন করেন। এ বাড়ির মালিক ছিল তখন অন্য লোক। যাই হোক, খুন করে তার সর্বস্ব হরণ করে যখন আপনারা মৃতদেহ বালির বস্তায় বেঁধে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন সেই সময় ওই হিরের আংটিটা নেবার জন্য আপনাদের মধ্যে প্রচণ্ড মারামারি হয় এবং দু'জনে সেই মারামারির ফলে নিহত হয়। নিহত দু'জনের নাম দশরথ পাটসেনা ও বৃন্দাবন রথ। এদেরই একজনের হাতে ছিল সেই হিরের আংটিটা। মরার সময় আংটিটা সে সমুদ্রের জলে ছুড়ে দেয়। দৈবক্রমে সেই সময় পুলিশ এসে পড়ে এবং কয়েকজনকে ধরেও ফেলে। আপনি এবং আরও দু'-একজন গা ঢাকা দেন। আপনারা ফাঁকা মাঠের বেড়াল। তাই পুলিশ কিছু করতে পারে না আপনাদের। কোর্টে কেস ওঠে। কয়েকজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কিন্তু প্রমাণের অভাবে আপনারা সন্দেহভাজন হওয়া সত্ত্বেও ছাড় পেয়ে যান। পরে এই বাড়ি কিনে নেন এবং এখানে ঘর ভাড়ার ব্যবসা শুরু করেন। আপনি এখন প্রচুর টাকার মালিক। জমিদারপুত্রের অনেক টাকাকড়ি এবং অলঙ্কার আপনার ভাগে পড়েছে।"

বিপিনবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "চাবকে লাল করে দেব তোমাকে, ডেঁপো ছোকরা কোথাকার। উলটো-পালটা বলবার জায়গা পাওনি?"

বাবলু বলল, "শুনুন। আমি যা বললাম তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়। কেন না, খুনের পরে পুলিশ এই বাড়ি তল্লাশি করে জমিদারপুত্রের লেখা একখানি ডায়রি থেকে এই কথা জানতে পারে। এ পুলিশের রিপোর্ট। মিথ্যে নয়।"

"কিন্তু তুমি কী করে জানলে?"

"সেটা যথাসময়েই জানতে পারবেন। যাক, আমাদের হাতে ওই আংটিটা নেহাত ভাগ্যক্রমেই এসে পড়ে। সমুদ্রতীরে ওই আংটিটা আমরা কুড়িয়ে পাই। কিন্তু আপনার লোভী চোখ ওই আংটি দেখা মাত্রই লোলুপ হয়ে ওঠে এবং আপনি ওটা কৌশলে হস্তগত করবার জন্য একদিকে আমাদের সতর্ক হতে বলেন, অন্যদিকে আমাদের পিছনে লোক লাগান। যে নুলিয়া দু'জনকে আপনি লাগিয়েছেন তারা আপনারই সাগরেদ। ওরা লোককে জলে নামিয়ে কৌশলে তাদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে আংটি, হার, পদক ইত্যাদি ছিনতাই করে। আমার হাতের আংটিও আপনার নুলিয়ারা জলে নামিয়ে হস্তগত করে নিয়েছে।"

বিপিনবাবু এবার মারাত্মক রকমের হিংস্র হয়ে ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করে বললেন, "হ্যাঁ, নিয়েছে। ওই আংটি পাবার জন্যে আমি দিনের পর দিন প্রচুর অর্থ ব্যয় করে সমুদ্র তোলপাড় করেছি। কাজেই ওটা পাবার অধিকার আমার আছে।"

এমন সময় হঠাৎ নুলিয়া দু'জন এবং জনাচারেক লোক ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল সেখানে।

বিপিনবাবু বললেন, "মাল যথাস্থানে লুকিয়ে ফেলেছ?"

একজন নুলিয়া বলল, "ও আংটি জাল।"

বিপিনবাবু চিৎকার করে উঠলেন, "হোয়াট!"

"ও আংটি আসল আংটি নয়।"

"হতেই পারে না।"

নুলিয়া ছাড়াও যে চারজন লোক ওদের সঙ্গে ছিল তারা বলল, "আপনি আমাদের সঙ্গেও দু' নম্বরি করতে চাইছেন বিপিনবাবু?"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু তো কিছুই বুঝতে পারল না, কী হল ব্যাপারটা! এত সব কথা বাবলুই বা জানল কী করে?

বিপিনবাবু বললেন, "এ সব ষড়যন্ত্র।"

আগন্তুকরা সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল বার করে উঁচিয়ে ধরল বিপিনবাবুর দিকে।

"ঠিক করে বলুন আংটি কোথায়?"

নুলিয়া দু'জনও তখন চেপে ধরেছে, "আজ একটা হেস্তনেস্ত করবই। আমাদের ঠকানোর চেষ্টা করলে আমরা কিছুতেই ছাড়ব না।"

বিপিনবাবু বললেন, "উলটো চাপ দেবার জায়গা পাওনি শয়তানরা। আংটি ছিনতাই করে এখন আমাকে এসেছ ভয় দেখাতে, ধাপ্পা দিতে?"

বাবলু এবার বলল, "ওঁরা ঠিক কথাই বলছেন। ও আংটি জাল।"

লোকগুলো তখন বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি ঠিক বলছ খোকা?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। আমরা যখন স্নান করতে যাই তখন বিপিনবাবু আমাদের বললেন, তোমরা ছেলেমানুষ। এত দামি আংটি পরে স্নান করতে যেয়ো না। ওটা আমার জিম্মায় রেখে এই নকল আংটিটা পরে যাও। না হলে এখানকার নুলিয়ারা চোর। জলে নামিয়ে ওরা হাত থেকে আংটি খুলে নেবে। আমরা তাই বিশ্বাস করে আংটিটা ওঁর কাছে দিয়ে যাই, এখন স্নান করে এসে আংটি ফেরত চাইছি কিন্তু উনি দিতে চাইছেন না। চোখ রাঙাচ্ছেন। ওঁর মূর্তি তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন।"

বিপিনবাবু গলা ফাটিয়ে বললেন, "মিথ্যে কথা! সব মিথ্যে। ওরা মিথ্যেবাদী।"

আগন্তুকরা বলল, "আর আপনি খুব সত্যবাদী। বলুন শিগগির আংটি কোথায় রেখেছেন? না হলে চারজনের চারটে পিস্তলই একসঙ্গে গর্জে উঠবে।"

নুলিয়ারা বলল, "এরা ছেলেমানুষ। জাল আংটির পরিকল্পনা কখনও এদের মাথায় আসে? এ সবই আপনার প্ল্যান। আমাদের ঠকাবার ষড়যন্ত্র।"

বাবলু বলল, "ঠিক তাই। আমরা চাই উনি যেন এর উপযুক্ত শিক্ষা পান। ও আংটিতে আমাদের কোনও দরকার নেই। তবে আংটিটা যেন উনি ভোগ করতে না পারেন। গায়ের জোরে কেড়ে নিন ওটা।"

আগন্তুকরা বাবলুকে বলল, "উনি আংটিটা নিয়ে কোথায় রেখেছিলেন দেখেছ?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ।" বলেই বাঁদিকের একটা আধো অন্ধকার ঘরের দিকে দেখাল।

ওরা বিপিনবাবুকে বলল, "আংটি কি ওই ঘরেই আছে?"

"জানি না।"

"তা হলে আপনি মৃত্যুর জন্যে তৈরি হন।"

চার চারটে পিস্তল একসঙ্গে গর্জে উঠল।

বিপিনবাবুর রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়।

বাচ্চু-বিচ্ছু সভয়ে চিৎকার করে উঠল।

আগন্তুকরা একবার শুধু চেয়ে দেখল ওদের দিকে। তারপর নুলিয়া দু'জনকে ধরে বলল, "এর মধ্যে তোদের কোনও কারসাজি নেই তো?"

"বাঃ রে! মাল তো আমরাই তুলে দিলাম আপনাদের হাতে!"

"তা তো দিলি। কিন্তু আসলটা লুকিয়ে নকলটা দিসনি তো?"

নুলিয়া দু'জনের মুখও ফ্যাকাসে হয়ে গেল এবার, "শেষকালে আমাদের সন্দেহ? ছেলেরা তো নিজেরাই বলছে আংটিটা ওরা বিপিনবাবুর কাছে রেখে গেছে। তবু সন্দেহ কেন?"

"সন্দেহ করবার কারণ আছে বই কী। কাল রাত্রে যখনই তোরা ছেলেমেয়েগুলোকে টারগেট করেছিলি তখনই আমাদের সন্দেহ হয়েছিল। আর কাল রাত্রেই ছেলেগুলোর একজনের হাতে ওই আংটি আমরা প্রথম লক্ষ করি। তবে এটা যে ওই জিনিস তা ভাবিনি, কিন্তু যখনই দেখলাম তোরা ওদের পিছনে লেগেছিস তখনই আমাদের সন্দেহ হল। আমাদের না জানিয়ে নিজেরা কেন দাঁও মারতে গেছলি বল?"

"কিন্তু পরে তো সব বলেছি। আর তা ছাড়া সমুদ্রতীর থেকে আমরা তো অন্য কোথাও যাইনি। সোজা আপনাদের কাছেই গেছি। আপনারাও লক্ষ করেছেন আমাদের। যদি ওটা লুকোই তা হলে তো আমাদের কাছেই থাকবে। সার্চ করুন।"

ওরা কী বুঝল কে জানে, বলল, "ঠিক আছে। তোরা বিপিনবাবুর লাশ আন্ডারগ্রাউন্ডে ঢুকিয়ে দে। আমরা ততক্ষণ এ ঘরটা সার্চ করি।"

বিপিনবাবুর কাজের লোকটা সেই সময় বাজার করে ফিরে এসেছিল। নুলিয়ারা চোখের পলকে তাকে ধরে আনল তখন। বলল, "এই ব্যাটাকেও এখনই ওর মনিবের কাছে পৌঁছে দিন। না হলে ও ধরিয়ে দেবে আমাদের।"

কাজের লোকটা বলল, "আজ্ঞে আমার কী দোষ?"

কে দোষী আর কে নির্দোষী এসব দেখবার সময় আগন্তুকদের নেই। তাই আরও একটি পিস্তলের শব্দ হল 'ডিসুম।'

আর একটা লাশ লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়।

নুলিয়ারা সঙ্গে সঙ্গে লাশ দুটো সিঁড়ির নীচে আন্ডারগ্রাউন্ডের গর্তে ঢুকিয়ে দিল। তারপর এক দৌড়ে গিয়ে বন্ধ করে দিয়ে এল বাইরের দরজাটা।

বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছুর মাথাতেও আসছে না তখন কী করে এদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। পঞ্চুও বোধহয় ভয় পেয়ে গেছে।

এমন সময় হঠাৎ সুযোগ এসে গেল।

বাবলুর দেখিয়ে দেওয়া ঘরে ওরা সবাই তখন ঢুকে পড়ে তল্লাশি চালাতে লাগল।

বাবলু এদের ইশারা করে নিজেও ঢুকে পড়ল ঘরে। তারপর যেন ওদেরই দলে, এমনভাবে এটা ওটা সেটা ধরে খোঁজাখুঁজি করতে করতে পায়ে পায়ে দরজার কাছে এসেই সশব্দে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজাটা। বন্ধ করেই শিকল তুলে দিল।

ওরা সবাই বন্দি হয়ে ঘুষি মারতে লাগল দরজায়, "কী হল? দরজায় শেকল দিলে কেন? শিগগির খোল দরজা। না হলে আমরা একবার বেরুতে পারলে কিন্তু তোমাদের কাউকে আস্ত রাখব না।"

বাবলু বলল, "যদি বেরোতে পারেন তা হলে আপনাদের যা খুশি তাই করবেন। কিন্তু বেরুতে আপনারা পারছেন না। তার কারণ দরজা মাত্র একটাই।"

ওরা বলল, "প্লিজ। আমাদের ছেড়ে দাও ভাই। লক্ষ্মীটি তোমাদের আংটি আমরা খুঁজে বার করে তোমাদের হাতেই ফেরত দেব, কথা দিলাম।"

বাবলু বলল, "তার আগে জানলা গলিয়ে পিস্তলগুলো আপনারা বাইরে ফেলে দিন।"

"বেশ তো, তোমরাই কেউ এসে নিয়ে যাও।"

"না। আমরা যেমন দরজার আড়ালে আছি তেমনই থাকব। আপনারা দু'জনকে যখন খুন করতে পেরেছেন তখন এখান থেকে যাবার সময় আমাদেরও খুন করবেন, সেটা অনুমান করেই আপনাদের আটকালাম।"

"আরে দূর। তাই কখনও পারি?"

"ওসব বাজে কথা রেখে যা বলছি তাই করুন।"

বন্দিরা বেগতিক বুঝে পিস্তলগুলো জানালা গলিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুড়ে দিল। এক—দুই— তিন—চার।

বাবলু সেগুলো কুড়িয়ে এনে বলল, "এবার একটু বিশ্রাম করুন আপনারা। আমরা পুলিশ ডেকে আনছি।"

"পুলিশ! পুলিশ কেন?"

"বাঃ রে! পুলিশ যে আপনাদের হিরের আংটি উপহার দেবে!"

"পুলিশের সঙ্গে আংটির কী সম্পর্ক! আমাদের ছেড়ে দাও। সত্যি বলছি, ছাড়া পেলে আমরা তোমাদের অনেক টাকা দেব।"

বাবলু বলল, "টাকার আমাদের দরকার নেই, আর আংটিও আমরা চাই না। চাই না বলেই সমুদ্রে স্নান করতে যাবার আগে আমি কাউকে না জানিয়ে থানায় চলে যাই এবং আমার কুড়িয়ে পাওয়া হিরের আংটি আমি সেখানে জমা দিই। আর তখনই পুলিশের মুখ থেকে এই বাড়ির ইতিহাস এবং আংটির রহস্য জানতে পারি। পুলিশ বলেছে, আমাদের সাহায্য করবার জন্য তারা সব সময় প্রস্তুত। আমরা খবর দিলেই তারা ছুটে আসবে। যাই হোক, আমার সন্দেহ হয়েছিল ও আংটি আমাদের হারাতে হবে। তাই ওটা পুলিশের হাতে জমা দিয়ে তার রসিদ নিয়ে দোকান থেকে একটা কাচ বসানো মেকি আংটি পরে সমুদ্রে স্নান করতে যাই। পরের ঘটনা তো সবই জানেন আপনারা। যাক, এবার আপনারা খাঁচা-গাড়িতে চেপে বৃন্দাবন দেখবার জন্য তৈরি হন। আমি এলুম বলে।"

বাবলু তখন সবাইকে পাহারায় নিযুক্ত রেখে চলে গেল থানায়। রসিদ দেখিয়ে ওর আংটিটা ফেরত নিয়ে আদ্যোপান্ত সব খুলে বলতেই পুলিশের লোকেরা জিপ ভ্যান যা যা ছিল সব নিয়ে হইহই করে ছুটে এল।

তারপর সবাইকে গ্রেপ্তার করে ভ্যানে উঠিয়ে মৃতদেহ দুটো সুড়ঙ্গ-ঘর থেকে বার করল।

দারোগাবাবু বাবলুকে বললেন, "তোমরা তা হলে কোথায় থাকবে?"

"আপাতত কোনও একটা হোটেলে। যদি জায়গা না পাই তা হলে আজই রাতের ট্রেনে কলকাতায়।"

"না। তার দরকার হবে না। তোমরা একটা ধর্মশালায় চলে যাও। ওদের রিজার্ভ ঘর থাকে। আমাদের লোক সঙ্গে গেলেই সেই ঘর খুলে দেবে ওরা।"

বাবলু বলল, "আপনারা সেই ব্যবস্থাই করে দিন তা হলে। আমার বন্ধুরা রইল। আমি এখনই একবার দু'-এক মিনিটের জন্যে আসছি।" এই বলে ঝড়ের বেগে চলে গেল বাবলু।

খানিক বাদে ঝড়ের মতোই আবার ফিরে এল সে।

সবাই অবাক হয়ে বলল, "কী ব্যাপার। কোথায় গেছলে?"

"সমুদ্রের ধারে।"

"হঠাৎ?"

"আংটিটার একটা সদগতি করতে।"

দারোগাবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, "তার মানে?"

"ওটা যার জিনিস তাকেই দিয়ে এলাম। সমুদ্র থেকে পেয়েছিলাম, সমুদ্রেই ফেলে দিয়ে এলাম ওটা।"

"সে কী! ওর যে অনেক দাম!"

"আমার কাছে ওর কোনও দামই নেই। ও বড় অভিশপ্ত জিনিস। ও যেখানে থাকবে সেখানেই রক্তারক্তি ঘটাবে।"

কারও মুখে কোনও কথা নেই। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু মালপত্তর নিয়ে বেরিয়ে এল। পুলিশের লোকেরা ওদের নিয়ে চলল ধর্মশালার দিকে।

বাইরে তখন প্রচণ্ড ভিড়।

পঞ্চুও চলল ওদের সঙ্গে।

পুলিশ তখন গোটা বাড়িটাকে আরও ভাল করে তল্লাস করছে। বাড়িটার আগাগোড়াই ঘিরে আছে পুলিশে।

পঞ্চু হঠাৎই ভুক ভুক করে কী যেন মনে করিয়ে দিল ওদের।

বাবলু আনন্দে বলে উঠল, "থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

সবাই বলে উঠল, "হিপ হিপ হুরর রে।"

পঞ্চুও আকাশের দিকে মুখ তুলে ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দা ৩

দশম অভিযান

বাচ্চু-বিচ্ছুদের পাড়ায় একটি মিষ্টির দোকান আছে। দোকানদারের নাম খাঁদু বলে দোকানটির নামও হয়েছে 'খাঁদু ময়রা'র দোকান। রোজ সকালবেলা সেই দোকান থেকে গরম জিলিপি আর শিঙারা কিনতে খদ্দেরের বেশ ভিড় হয়। রোজের মতোই সেদিনও সকালে বাচ্চু-বিচ্ছু গেল সেই দোকানে জিলিপি আর শিঙারা কিনতে।

এমন সময় ওরা দেখল দোকানের অদূরে মোড়ের মাথায় একটি ছোটখাটো ভিড় হয়েছে। আর সেই ভিড়ের ভেতরে পাড়ার লোকেদের নানারকম জটলা হচ্ছে।

খাঁদু ময়রা দোকানে বসে হাঁ করে চেয়ে আছে সেই ভিড়ের দিকে। একে তো মোটা বেঢপ চেহারা খাঁদুর। তার ওপর ওই রকম হাঁ করে চেয়ে থাকার জন্যে তাকে বেশ দেখতে লাগছিল।

বাচ্চু ফিসফিস করে বিচ্ছুকে বলল, "আমার ইচ্ছে করছে একটা পানতুয়া গামলা থেকে তুলে নিয়ে খাঁদু ময়রার মুখের ভেতর ফেলে দিই।"

বিচ্ছু বলল, "যা বলেছিস। মনে হচ্ছে যেন একটা কাতলা মাছ হাঁ করে আছে।"

খাঁদু সেই ভিড়ের দিকে তাকিয়ে এমনই তন্ময় হয়ে ছিল যে বাচ্চু-বিচ্ছুর উপস্থিতিটা টেরও পেল না।

বাচ্চু বলল, "আমাদের জিলিপি, শিঙারাটা দিয়ে দাও না খাঁদুদা।"

খাঁদু উত্তরই দিল না। হাঁ করে চেয়েই রইল।

বিচ্ছু বিরক্ত হয়ে বলল, "কী গো দেবে তো? না কি চলে যাব?"

চলে যাওয়ার ব্যাপারে খাঁদু খুব সজাগ। এবার তৎপর হয়ে বলল, "তোরা এত ব্যস্ত কেন? দিচ্ছি। দাঁড়া না।" বলে শালপাতার ঠোঙায় জিলিপি তুলতে তুলতে বলল, "কত দেব? দু'টাকার?"

বাচ্চু বলল, "রোজই তো দাও। আবার জিজ্ঞেস করছ কেন?"

বিচ্ছু বলল, "ওখানে অত ভিড় কেন গো খাঁদুদা?"

খাঁদু সে-কথার উত্তরও না দিয়ে ঠোঙা মুড়তে লাগল।

বাচ্চু বলল, "কোথাও চুরি হয়েছে নাকি?"

খাঁদু ময়রা একটু গম্ভীর গলায় বলল, "সব তাতেই তোদের এত খোঁজ কেন রে? যা পালা।"

বাচ্চু বলল, "বাঃ রে। কিছু একটা হয়েছে বলেই তো এত ভিড়। পাড়ার ভেতর কী হচ্ছে না হচ্ছে জানব না?"

"না। ছোটদের সব ব্যাপারে মাথা ঘামাতে নেই।"

বাচ্চু-বিচ্ছুর কিন্তু কৌতূহলের নিবৃত্তি হল না খাঁদু ময়রার কথায়। ওরা দোকান থেকে বেরিয়ে এসে উৎসাহের সঙ্গে ভিড়ের দিকে এগোল। কিন্তু কাকেই বা জিজ্ঞেস করে? সবাই তো যে যার নিজের তালে ব্যস্ত। এমন সময় চৌধুরীবাগানের প্রভাতদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওদের।

বাচ্চু জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে গো প্রভাতদা?"

"সে কী! তোমাদের পাড়ার ব্যাপার অথচ তোমরাই জান না?"

"না। এই তো আসছি আমরা।"

"রায়দার বাড়িতে চুরি হয়ে গেছে।"

"তাই নাকি? কখন?"

"কাল রাত্রে।"

রায়দা অর্থাৎ রায়বাবু। এ পাড়ার বেশ নামকরা লোক। ভাল নাম কালাচাঁদ রায়। রাস্তা দিয়ে যখন যান তখন মনে হয় যেন একটা তেলের পিপের পা গজিয়েছে আর সেটা চলে চলে যাচ্ছে। অত্যন্ত কৃপণ এবং সেয়ানা লোক এই রায়বাবু। আজ পর্যন্ত পাড়ার ছেলেরা কেউ সদর দরজা পেরিয়ে যার ঘরে ঢুকতে পারেনি, সেই রায়বাবুর বাড়িতে চুরি! এ যেন ভাবাও যায় না।

ভাবা যাক বা না যাক উকিলবাবুদের রকে পাড়ার নামকরা ক্ষুদে মস্তান রতন দাঁড়িয়েছিল। বাচ্চু-বিচ্ছুকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল সে, "এই তো, চোর পালাতে না পালাতে গোয়েন্দা এসে গেছে।"

বিচ্ছু বলল, "কী হয়েছেরে রতন?"

"শুনিসনি?"

বিচ্ছু বলল, "না। এই তো আসছি ভিড় দেখে।"

রতন বলল, "রায়বাবুর বাড়িতে সেই যে বনমালি নামে কাজের লোকটা ছিল, সে ব্যাটা কাল রায়বাবুর বউয়ের সমস্ত গয়নাগাটি নিয়ে চম্পট দিয়েছে।"

বাচ্চু বলল, "সত্যি?"

রতন বলল, "হ্যাঁ রে। কাল দুপুরবেলা চুরি হয়েছে। ব্যাটাকে অ্যায়সা মার দিয়েছে রায়বাবু যে টের পেয়ে গেছে বাছাধন। কিন্তু জিনিসগুলো পাওয়া যায়নি।"

বিচ্ছু বলল, "তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। ব্যাটাকে বেশটি করে পিটিয়ে ঘরে আটক করে থানায় খবর দিতে গেছে রায়বাবু। সেই ফাঁকে পালিয়েছে।"

বাচ্চু বলল, "ব্যাপারটা খুব গোলমেলে এবং অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে আমার।"

রতন বলল, "তোরা তো সব কিছুতেই গোলমাল দেখিস। আর সবই তোদের কাছে অবিশ্বাস্য।"

বিচ্ছু বলল, "আমি কিন্তু বনমালিকে খুব ভাল ছেলে বলেই জানতাম।"

"ভাল না ছাই। ভালর গুণ তো বেরুল এবার।"

বাচ্চু বলল, "আচ্ছা জিনিসগুলো যখন পাওয়া গেল না তখন চুরি যে ও-ই করেছে তার কী প্রমাণ?"

"ও ছাড়া কে করবে শুনি? ওদের বাড়ি আর কোনও কাজের লোক আছে?"

"তা না থাকুক। হাতে নাতে না ধরে শুধু সন্দেহ করে কাউকে মারধোর করাটা উচিত নয়। কিন্তু আটক অবস্থায় বনমালি পালাল কী করে?"

"দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল তো। ঘরের কোণে বঁটি ছিল, তাইতে কেটে পালিয়েছে। চুরি না করলে কেউ পালায়?"

"মারের ভয়েও পালায়।"

রতন এবার বিরক্ত হয়ে বলল, "যা যাঃ। বেশি দালালি করিস না। হিম্মত থাকে তো প্রমাণ কর না, আসল চোরকে ধরিয়ে দে।"

বাচ্চু বলল, "কী আশ্চর্য! আমরা কি বলছি যে ও চুরি করেনি? করতে পারে, নাও তো পারে?"

"বাজে বকিস না, যা।"

বাচ্চু-বিচ্ছু আর দাঁড়াল না সেখানে। জিলিপি শিঙারা নিয়ে বাড়ি চলে এল। বনমালির ব্যাপারটা ওদের দু'জনকে ভাবিয়ে তুলল বেশ।

বিকেলবেলা ওরা যখন রোজকার মতো মিত্তিরদের বাগানে খেলতে গেল তখন এক মজার ব্যাপার ঘটল সেখানে। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই যখন এক সঙ্গে হয়েছে তেমন সময় বাগানের ভেতরে একটি আম গাছের গোড়া থেকে পঞ্চুর ভৌ ভৌ ডাক শুনতে পেল ওরা।

বাচ্চু-বিচ্ছু সবে বনমালির প্রসঙ্গটা বাবলুর কাছে বলতে যাবে মনে করছে এমন সময় পঞ্চুর এই ডাক।

বাবলু বলল, "ভোম্বল, একবার গিয়ে দেখে আয় তো কী ব্যাপার!"

বলা মাত্রই ভোম্বল ছুটল সেদিকে। তারপর গাছতলায় গিয়ে গাছের দিকে তাকিয়েই বাবলুকে ডাকল, "বাবলু এদিকে আয়। একটা জিনিস দেখে যা।"

ভোম্বলের ডাকে শুধু বাবলু নয়, বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই ছুটল।

ওরা গিয়ে দেখল আমগাছের ডালে চোঙা প্যান্ট আর ডোরাকাটা গেঞ্জি পরা একটি ছিটিয়াল গোছের লোক মনের আনন্দে ডাল ধরে নেচে নেচে আম খাচ্ছে। লোকটাকে দেখলেই মনে হয় মাথায় রীতিমতো ছিট আছে। পঞ্চু ওকে যত ভৌ ভৌ করে তড়পাচ্ছে, লোকটাও ততই ওটা যেন একটা মজার ব্যাপার এমন ভাব দেখিয়ে ভেংচাচ্ছে।"

পঞ্চু ডাকছে, "ভৌ।"

লোকটা করছে, "ভেঁউ।"

ভোম্বল বলল, "কারবার দেখ।"

বাবলু নীচ থেকে ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই! কে তুমি!"

লোকটি বলল, "আমি চোর।"

বাবলু রেগে বলল, "নেমে এসো বলছি।"

লোকটি বলল, "তোমার কথায় নাকি? এঃ আমার যখন সময় হবে তখন নামব।"

বিলু বলল, "গাছ থেকে পড়ে কি হাত পা ভাঙবে? কাকে বলে গাছে উঠেছ?"

লোকটি বলল, "কাকে আবার বলব? পোড়ো বাগানের গাছ কি কারও একার নাকি?"

বাবলু বলল, "আমরা সব সময় এই বাগানকে নজরে রাখি। কাজেই বাগান পোড়ো হোক, আর যাই হোক, এই বাগানের গাছপালায় উঠলে আমাদের অনুমতি নিতে হবে।"

লোকটি তেমনিই নেচে নেচে বলল, "তাই নাকি? তা হলে এই দেখ।" বলে গাছের ডাল থেকে একটা লাথি দেখাল।

বিলু বলল, "দাঁড়াও ব্যাটা তোমার পাগলামি এখুনি সারিয়ে দিচ্ছি।" বলেই গুলতিটা বার করে যেই না তাগ করতে যাবে লোকটি অমনি গাছের ডাল থেকে উলটোদিকে লাফিয়ে দৌড় দৌড় দৌড়।"

কিন্তু যাবে কোথায় বাছাধন?

পঞ্চুও ছুটল তার পিছু পিছু।

সেই সঙ্গে বাবলুরাও।

খানিকটা ছোটার পর এক জায়গায় গিয়ে দেখল লোকটাকে ধরে ফেলেছে পঞ্চু। লোকটি ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। আর পঞ্চু যা কখনও করেনি তাই করে বসে আছে অর্থাৎ সামনের দুটো পা দিয়ে জড়িয়ে ধরে আছে লোকটিকে।

বাবলুদের দেখেই হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল লোকটি।

বাবলু বলল, "কী ভায়া আর চুরি করবে?"

লোকটি বলল, "আমার ঘাট হয়েছে ভাই। আর কখনও আমি এ বাগানে ঢুকব না। দয়া করে কুকুরটাকে ছাড়িয়ে নাও।"

বাবলু বলল, "ঠিক বলছ?"

"এই নাক-কান মলছি।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে দশবার কান ধরে ওঠ বোস করো। করে বিদেয় হও।"

লোকটি অত্যন্ত বাধ্য লোকের মতো বলল, "দশবার? আমি বিশ বার করতে রাজি আছি। কুকুরটাকে সরাও আগে।"

বাবলু বলল, "পঞ্চু, ছেড়ে দে ওকে।"

বাবলুর আদেশ পেয়ে পঞ্চু লোকটিকে ছেড়ে দিয়ে চলে এল।

লোকটি জোকারের মতো এক বিচিত্র ভঙ্গিতে দু'হাতে দুটি কান ধরে ওঠা বসা শুরু করল। বার দুই তিন করতেই বাবলু বলল, "থাক হয়েছে। এবার স্বস্থানে প্রস্থান করো।"

ছাড়া পেয়ে খুব খুশি হয়ে লোকটি নাচতে নাচতে চলে গেল। তারপর কিছু দূরে গিয়ে কী ভেবে যেন থমকে দাঁড়িয়ে বাবলুদের ডাকল, "এই ছেলেগুলো শোন।"

বাবলুরা চলে আসছিল। লোকটির ডাকে পিছু ফিরে তাকাল।

লোকটি দূর থেকে ওদের দিকে তাকিয়ে জিভ দেখাল। তারপর মুখটাকে বিশ্রীরকম ভেংচে কিল চড় দেখিয়ে পা তুলে কয়েকটা লাথি দেখাল। তারপর বলল, 'আমড়ার আঁটি খা মুখপোড়া ছেলেমেয়ে' বলে মার টেনে দৌড়।

লোকটির পাগলামি দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ল বাবলুরা। তারপর আবার বাগানের ভেতর দিয়ে সেই পোড়ো বাড়ির আস্তানার দিকে চলল ওরা।

যেতে যেতে বাচ্চু বলল, "জান বাবলুদা, আজ একটা কাণ্ড হয়েছে। আমাদের বাড়ির কাছে রায়বাবু নামে এক ভদ্রলোক আছে জান তো?"

"হ্যাঁ জানি। বেশ গোলগাল চেহারা। অনেকে লোকটিকে তেলের পিপেও বলে। রেলে না কোথায় যেন চাকরি করেন ভদ্রলোক।"

"আগে করতেন। এখন ব্যবসা করেন। ক্যানিং স্ট্রিটে দোকান আছে।"

"বুঝলাম।"

"ওই ভদ্রলোকের বাড়িতে বনমালি নামে একটা চাকর ছিল। সে নাকি চুরি করে পালিয়েছে। চুরিটাও অদ্ভুত রকমের। কোনও প্রমাণ নেই। যেহেতু বাড়ির চাকর, সেই হেতু সন্দেহ! দুপুরবেলা বাড়িতে খেতে এসে রায়বাবু বুঝতে পারেন, চুরি হয়েছে। তখন তিনি বনমালিকে ধরেন। কিন্তু সে কিছু বলতে না পারায় তাকে তিনি প্রচণ্ড মারধোর করেন। তারপর তাকে ঘরে বেঁধে রেখে থানায় খবর দিতে যান। এসে দেখেন বাঁধন খুলে পাখি ফুরুত। আজ সকালে তাই নিয়ে জটলা হচ্ছিল পাড়ায়।"

বিলু বলল, "এ একটা মাথামুণ্ডুহীন ব্যাপার।"

বাবলু বলল, "শুধু তাই নয়, মনে হচ্ছে যেন ছেলেভুলনো গল্প। দিন দুপুরে একজন ধৃতচোর বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেল অথচ কেউ টের পেল না? তা ছাড়া যাকে বেঁধে রেখে যাবে তাকে তো ঘরে শিকল দিয়েও যাবে। বিশেষ করে পাড়ায় এত লোকজন আছে কেউ কিছুই জানল না অথচ...।"

ভোম্বল বলল, "তা ছাড়া বনমালিকে আমি দেখেছি। ওকে ওরকম চোর-চোট্টা বলে মনে হয় না।"

বাবলু বলল, "এই রহস্যটা একটু উন্মোচন করার চেষ্টা করলে হয়। এতবড় একখানা গাঁজাখুরি খবর যখন প্রচার করার চেষ্টা হচ্ছে তখন নিশ্চয়ই এর ভেতর বিরাট কিছু আছে।"

ভোম্বল বলল, "বনমালিকে খুঁজে বার করার একটা রাস্তা আছে।"

বাবলু বলল, "কীরকম!"

ভোম্বল বলল, "আমি যতদূর জানি কেউ কোথাও নেই ওর। সুতরাং যদি সে পলাতকও হয় তা হলেও দেশের দিকে পালানোর সম্ভবনা খুব একটা নেই।"

"দেশ কোথায় ওর?"

"ওড়িশায়।"

"তা হলে কোথায় যেতে পারে?"

"ওর একমাত্র যাবার জায়গা হল চারাবাগানে ওদের দেশের লোকের বস্তিতে।"

বিলু বলল, "কিন্তু আমার মনে হয় সেখানে ও যাবে না। কেন না আজকের দিনে হঠাৎ পালিয়ে গিয়ে কোথাও আশ্রয় পাওয়াটা বড় সহজ ব্যাপার নয়।"

বাবলু বলল, "ইউ আর রাইট! সে যদি সত্যিই পলাতক হয় তা হলে এইখানে কাছে পিঠেই কোথাও লুকিয়ে থাকবে। একটু কড়া নজর রাখলেই পেয়ে যাব তাকে।"

এমন সময় হঠাৎ ভাঙা বাড়ির ভেতর থেকে পঞ্চুর ভৌ-ভৌ ডাক ভেসে এল।

ওরা তাড়াতাড়ি ছুটল সেদিকে।

বাবলু দেখল পঞ্চু ঘরের ভেতর অনবরত কী যেন শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে আর রাগে গরগর করছে। বাবলু এক জায়গায় হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখল, সেখানে একটু আলুর দমের কাই পড়ে আছে, আর দুটো পোড়া বিড়ি।

পঞ্চু এবার মাটি শুঁকে শুঁকে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল।

বাবলুও অনুসরণ করল পঞ্চুকে।

কয়েক ধাপ ওঠার পরই বাবলু হঠাৎ দেখল এককোণে একটা ছেঁড়া নোটবুক পড়ে আছে। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে কয়েকটা নাম পড়ে ফেলল বাবলু 'ইউনিস' 'বৈজনাথ সিং'। 'শিবপুর বি ই কলেজ রোড'। এক পাতার লেখা আছে ক্ষতি 'চার হাজার টাকা।' নোট বইটা পকেটে নিয়ে ওপরে উঠে আরও অনেক কিছু দেখতে পেল বাবলু।

ততক্ষণে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরাও এসে গেছে।

ওপরে দেখা গেল কয়েকটি শালপাতা পড়ে আছে। কিছু মুড়ি ছড়ানো আছে। এক জায়গায় পড়ে আছে আলুর দমের কাই লাগা একটি ভাঁড়। আর কিছু বিড়ি ও সিগারেটের অবশেষ।

বাবলু বলল, "বেশ রীতিমতো সাসপেন্সের ব্যাপার তো।"

ভোম্বল বলল, "আবার কি এটা হানাবাড়ি হতে চলল নাকি রে?"

বিলু বলল, "বিচিত্র কিছুই নয়। নিশিকুটুম্বরা এর চেয়ে ভাল এবং নিরাপদ জায়গা আর কোথায় পাবে বল?"

বাচ্চু বলল, "আচ্ছা, বনমালিও তো এখানে আসতে পারে?"

বাবলু বলল, "বিচিত্র কিছুই নয়। তবে বিভিন্ন রকমের বিড়ি-সিগারেটের টুকরো দেখে মনে হয় একাধিক ব্যক্তির আগমন হয়েছে এখানে।"

বিচ্ছু বলল, "তা হলে?"

"তা হলে অনেক দিনের পর আজ রাত্রিবেলা আবার আমরা পাঁচজনে গোপনে এখানে আসছি।"

বিলু বলল, "হ্যাঁ। আজ রাত্রেই আমাদের আসতে হবে।"

এর পর সকলে গম্ভীর মুখে যে যার বাড়ির দিকে চলে গেল।

রাত্রিবেলা যথাসময়ে সকলে সেই ভাঙা বাড়িতে রহস্য উদ্ধার করতে চলল।

চারদিক ঘন অন্ধকারে ঢাকা। সেই অন্ধকারে টর্চের আলো ফেলে পথ দেখে দেখে ওরা বাগানের ভাঙা গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই দেখল একটা কালো রঙের অ্যামবাসাডার এক কোণে চালকহীন অবস্থায় পড়ে আছে।

বাবলু প্রত্যেককে সতর্ক করে আলো না জ্বেলে খুব সন্তর্পণে হাত ধরাধরি করে ভাঙা বাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছুল। রাতের অন্ধকারে থমথম করছে বাড়িটা। কারও আবির্ভাবের কোনওরকম অস্তিত্বই টের পাওয়া গেল না। তবুও বাবলু, বাচ্চু-বিচ্ছু আর পঞ্চুকে নীচে রেখে বিলু ভোম্বলকে নিয়ে সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল ওপর দিকে।

একটু ওঠার পরই ক্ষীণ একটু আলোর রেখা ওদের নজরে পড়ল।

বাবলু চাপা গলায় বলল, "খুব সাবধান।" বলে পা টিপে টিপে ওপরে উঠল। বিলু ভোম্বলও উঠে এল। উঠে এসেই অবাক হয়ে গেল ওরা। দেখল পাঁচজন লোক এক জায়গায় বসে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে কী যেন আলোচনা করছে।

মোমবাতির শিখাটা কাঁপছে। তাই ওদের মুখগুলো ভাল বোঝা যাচ্ছে না।

এক পাশে একটি এয়ার ব্যাগ পড়ে আছে।

এমন সময় ছাদের ওপর দিকের অর্ধভগ্ন একটি ঘরের ভেতর থেকে একজন দাড়িওয়ালা লোক এসে কী যেন বলল ওদের।

বাবলুরা সবই দেখল। দেখেও এক পাশে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে রইল।

দাড়িওয়ালার ডাকে বসে থাকা লোকগুলোর সবাই এক এক করে উঠে গেল এবং সেই ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকল।

বাবলু তখন সাহস করে উঠে এল ছাদে। তারপর সেই ভাঙা ঘরের জানলার ফাঁক দিয়ে ভেতরের দিকে উঁকি মারল।

লোকগুলো তখন ঘরের মেঝেয় ঝুঁকে পড়ে এক গাদা নোটের বাণ্ডিল ভাগাভাগি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

বাবলু জানলার কাছ থেকে সরে এল একবার। তারপর ছাদের ওপর পড়ে থাকা সেই এয়ার ব্যাগটা তুলে নিয়ে বিলু আর ভোম্বলকে ইশারা করে খুবই সন্তর্পণে নেমে এল নীচে।

বিলু বলল, "কী আছেরে বাবলু এতে?"

"কী করে জানব? এখানে আর দেখাদেখি নয়। একেবারে ঘরে গিয়ে খুলব। তারপর জমা দেব থানায়।"

বাচ্চু-বিচ্ছু আর পঞ্চু নীচে ছিল।

বাবলুদের নামতে দেখে বাচ্চু বলল, "কী খবর বাবলুদা?"

বাবলু বলল, "এখন স্পিকটি নট।" বলে ভাঙা বাড়ির বাইরে এসে টর্চ জ্বালল।

টর্চের আলোয় পথ দেখে সকলেই এগিয়ে চলল অ্যামবাসাডারটার দিকে। রহস্যময় কালো অ্যামবাসাডার। পাঁচজনেই থমকে দাঁড়াল সেখানে গিয়ে।

বাবলু একবার টর্চ ফেলে ভেতরটা দেখে নিল ভালভাবে।

ভোম্বল বলল, "কেউ তো নেই দেখছি।"

বিলু বলল, "থাকবে কোথা থেকে। সব ব্যাটা ওপরে গিয়ে জুটেছে।"

বিচ্ছু বলল, "এখন কর্তব্য।"

বাবলু বলল, "এই গাড়িতে করেই একেবারে ওদের ঘাঁটিতে গিয়ে হাজির হব আমরা।"

বিলু বলল, "অসম্ভব। হাতেনাতে ধরা পড়ে যাব তা হলে।"

ভোম্বল বলল, "তা ছাড়া যাবই বা কী করে।"

বাবলু বলল, "গাড়ির পিছনে মাল রাখার যে জায়গাটা আছে তার ভেতরেই ঢুকে বসে থাকব আমরা।"

বিলু বলল, "তা না হয় হল কিন্তু ডালা বন্ধ থাকলে বেরোবি কী করে?"

"ভেতরে ঢুকে ডালটা একটু ফাঁক করে রাখব।"

"সবাইকে ধরবে এতে?"

"না। আমি আর পঞ্চু যাব। তোরা সবাই ঘরে ফিরে যা। কাল সকালের ভেতরে না ফিরলে থানায় খবর দিবি। এয়ার ব্যাগটা বিলুর কাছে থাকবে।"

বিলু বলল, "যা ভাল বুঝিস কর।"

বাবলু আর কথা না বলে হাতল ঘুরিয়ে ডালাটা তুলল। তুলেই অবাক হয়ে গেল বাবলু। দেখল হাত পা বাঁধা কে যেন একজন শুয়ে আছে ভেতরে, "কে? কে ওখানে?"

"আ—আমি। আমাকে বাঁচাও!"

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে তার বাঁধন মুক্ত করে বার করে আনল তাকে।

যে বেরিয়ে এল তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল সকলেই। সে আর কেউ নয়। বনমালি।

"এ কী! বনমালি তুই?"

বনমালি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "বলছি বলছি। সব বলছি। আগে তোমরা আমাকে নিয়ে পালিয়ে চলো এখান থেকে।"

বাবলু বলল, "সেই ভাল। এখন কেটে পড়া যাক। তোকে যে উদ্ধার করতে পারলাম এটাই আমাদের মস্ত গৌরব। ওদের ব্যবস্থা পরে হবে।" এই বলে ডালাটা নামিয়ে এঁটে দিয়ে চলে গেল সকলে।

অপ্রত্যাশিতভাবে বনমালি উদ্ধার হয়ে গেল।

পরদিন বনমালি সব কথা খুলে বলল ওদের।

বাবলু বলল, "আমরা শুনলাম, তুই নাকি চুরি করে পালিয়েছিস!"

"মিথ্যে কথা। আমি মোটেই পালাইনি। আমাকে গুম করা হয়েছিল। তোমরাই তো উদ্ধার করলে আমাকে।"

বাবলু বলল, "হুঁ।"

বনমালি বলল, "রায়বাবুকে তোমরা ভাল লোক বলেই জান। কিন্তু আসলে ওর মতো শয়তান আর দুটি নেই। আমিই কী জানতাম। পরে জানতে পারলাম, মাটির তলার ঘরে বসে ওরা জাল নোট তৈরি করে। একদিন বাবুর সঙ্গে দলের লোকেদের এই নিয়ে খুব ঝগড়া হচ্ছিল। আমি সব শুনে ফেলি। ঝগড়া থামলে বাবু আমাকে জিজ্ঞেস করল আমাদের কথা তুই কী শুনেছিস বল? আমি যা শুনেছি তাই বললাম। বাবু বলল, এসব কথা কাউকে বলবি না বুঝলি? আমি কোনও উত্তর দিলাম না। তারপর বাবু হঠাৎ রাত্রিবেলা দলবল নিয়ে আমার হাত-পা বেঁধে আমাকে মোটরে করে কোথায় নিয়ে গেল।"

বাবলু বলল, "কোথায়? কোন জায়গায়?"

"জায়গাটার নাম ঠিক জানি না, তবে বোটানিকেল গার্ডেনের পিছন দিকে। ওদের ঘাঁটিতে। যেখানে জাল নোট ছাপা হয়।"

বাবলু কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "বেশ, ঠিক আছে আজ থেকে আমাদের এখানে তুই থাকবি। কেমন? ওদের ব্যবস্থা আমরা করছি।"

বনমালি ঘাড় নাড়ল।

পরদিন সকাল হতেই বাবলু সেই এয়ার ব্যাগটা নিয়ে সোজা গিয়ে উপস্থিত হল থানায়।

বাবলুকে দেখেই ও সি বললেন, "বলো, মাস্টার পাণ্ডব দি গ্রেট। কী সমাচার?"

"একটা নতুন খবর আছে স্যার।"

"কী খবর?"

বাবলু সব খুলে বলল।

ও সি সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বাবলুর হাত থেকে এয়ার ব্যাগটা নিয়ে খুলে দেখলেন, ভিতরে কিছু মূল্যবান কাগজ পত্তর এবং কয়েক তাড়া বিভিন্ন ধরনের জাল নোট রয়েছে।

"কিছু সুবিধে হবে বলে মনে হয়?"

"সুবিধে হবে মানে? তবে কাল রাত্রেই যদি একবার আসতে, তা হলে আরও সুবিধে হত। যাক, এখুনই ব্যবস্থা করছি সব।" বলেই বেল বাজালেন।

বেয়ারা ঘরে ঢুকল।

"দু'কাপ চা। আর শোনো, মি. চন্দ্রকে একবার ডেকে দাও।" বলতে বলতেই মি. চন্দ্র ঘরে ঢুকলেন। ইনি এখানকার এস আই। ও সি বললেন, "মি. চন্দ্র, আপনি এখনই ওয়ারলেস করে দিন চারদিকে। আর বলে দিন, এই মুহূর্তে এই শিল্পাঞ্চলের সমস্ত মোটর, লরি যেন আটক করা হয়। আমি ডি সি ট্রাফিককেও জানিয়ে দিচ্ছি। একটা জাল নোটের ঘাঁটির সন্ধান পেয়েছি।"

বেয়ারা এসে চা দিল। ও সি বাবলুকে এক কাপ চা অফার করলেন। চা খেয়ে বাবলু বলল, "তা হলে আমি চলি? ওদের ঘাঁটিটা কিন্তু বোটানিকেল গার্ডেনের পিছন দিকে।"

"ঠিক আছে। আমি দেখছি।"

বাবলু চলে গেল।

তারপর ঘরে গিয়ে নিজের সাইকেলটা নিয়ে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছুর সঙ্গে দেখা করল। বিলু ভোম্বলেরও সাইকেল ছিল।

বাবলু বলল, "পুলিশ যাবার আগে আমরাই প্রথমে গন্তব্যস্থলে গিয়ে ঘাঁটিটা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করি চল!"

বাবলুর প্রস্তাবে একমত হল সকলেই।

বিলুর সাইকেলে বিচ্ছু বসল। বাবলুর সাইকেলে বাচ্চু। ভোম্বলের সাইকেলের পিছন দিকে খোশমেজাজে পঞ্চু উঠে বসতেই শুরু হল অভিযান।

ঝড়ের বেগে সাইকেল চালিয়ে বোটানিকেল গার্ডেনে পৌছুল ওরা। তারপর গার্ডেনের ভিতর ঢুকতেই হাঁ হাঁ করে তেড়ে এল হিন্দুস্থানি দারোয়ানগুলো, "এ, কিধার যাতা? সাইকিল লে কর অন্দর যানা মানা হৈ।"

কিন্তু কে কার কথা শোনে?

দারোয়ানগুলো সাইকেলের পিছু পিছু কিছু দূর ছুটে এল। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে আবার চলে গেল যে যার।

গার্ডেনের শেষ প্রান্তে সেই বিখ্যাত বট গাছের কাছে এসে হাঁফ ছাড়ল বাবলুরা। তারপর গেট পেরিয়ে বাঁদিকে সোজা এগিয়ে চলল। কিছুদূর যাবার পর একটা খালের পোল পেরিয়ে ওপারে যেতেই চাপা গলায় বলে উঠল বিলু, "বাবলু, ওই দেখ।"

বাবলু দেখল কাল রাতের সেই কালো অ্যামবাসাডারটা। কয়েকজন লোক বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে তাইতে কী সব যেন তুলছে।

বাবলু বলল, "তোরা ওয়েট কর। আমি এখনই একটা ফোন করে দিয়ে আসছি থানায়। এই বলে বাচ্চুকে সাইকেল থেকে নামিয়ে দিয়ে যেই না যেতে যাবে বাবলু, অমনি দেখে ওদের পিছনে দুজন সাক্ষাৎ যম পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একজন লুঙ্গিপরা মস্তান, অপরজন রায়বাবু। রায়বাবু বলল, "তোমরা এখানে কী করছ?"

"আমরা বেড়াতে এসেছি।"

"বেড়াতে এসেছ? তা থানায় ফোন করতে যাচ্ছ কেন?"

বাবলু দেখল আর লুকিয়ে লাভ নেই। ধরা যখন পড়েই গেছে তখন ডাঁট বজায় রাখাই ভাল। বলল, "আপনাদের পুলিশে ধরাব বলে। আপনারা জাল নোট ছাপান।"

"এ কথা তোমাদের কে বলেছে?"

"বনমালি।"

"ও। তোমরাই তা হলে কাল রাত্রে ওই ভাঙা বাড়িতে হানা দিয়েছিলে? বনমালিকে তোমরাই নিয়ে গেছ?"

"হ্যাঁ।"

"যাক। ভালই হয়েছে, তোমরা হাতেনাতে ধরা পড়েছ। তবে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। পুলিশের বাবারও ক্ষমতা নেই যে আর আমাদের ধরে। আমরা আমাদের সমস্ত মালপত্তর পাচার করে দিয়েছি। সামান্য টুকটাক যা কিছু আছে তা এই গাড়িতে করে এখুনি পাচার হয়ে যাবে।"

এমন সময় দ্রুত একটা জিপ এসে থামল সেখানে। জিপের ড্রাইভারের আসন থেকে নেমে এল একজন দানবাকৃতি লোক।

রায়বাবু জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার, কালনেমি?"

"খুব খারাপ খবর। আর বোধহয় পালানো যাবে না। চারদিকে গাড়ি আটক করে তল্লাশি করছে পুলিশ। হানা দিচ্ছে সর্বত্র। এখানেও এল বলে।"

রায়বাবু বলল, "কিন্তু পুলিশ জানল কী করে?"

বাবলু বলল, "আমরা এখানে আসবার আগে পুলিশকে সব জানিয়ে এসেছিলাম।"

রায়বাবু একটুও অবাক না হয়ে কালনেমিকে বলল, "ঘাবড়াবার কিচ্ছু নেই। তুমি আর ইউনিস এদের বেঁধে ফেল। আমার লঞ্চ রেডি আছে। এদের তোমরা লঞ্চে তোল। আমি বৈজুনাথ আর যোগীন্দরকে সাবধান করে দিই। মালপত্তর সামান্য যা আছে পড়ে থাক। এখন পালাই।" বলেই রায়বাবু সেই কালো অ্যামবাসাডারটার দিকে এগিয়ে গেল।

ইউনিস আর কালনেমি পড়ল এদের নিয়ে। বাবলু, ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্চুকে কায়দা করতে করতেই এক ফাঁকে সাইকেলটা নিয়ে কেটে পড়ল বিলু। বিলু যখন বেশ খানিকটা তফাতে তখন নজর পড়ল ইউনিসের। দেখা মাত্রই পিস্তল উঁচিয়ে ধরল সে। কিন্তু কালনেমি বাধা দিল। বলল, "খবরদার। অযথা ঝামেলায় জড়িয়ো না। একটি গুলিও বাজে খরচ করো না। সম্মুখে আমাদের ঘোর বিপদ।"

বিলুও চলে গেল। সেই ফাঁকে পঞ্চুও লুকিয়ে পড়ল একটা ঝোপের ভেতর।

এদিকে সকলকে সতর্ক করে রায়বাবু ফিরে এসেই অবাক হয়ে গেল, "এ কী! আর একজন কোথায় গেল?"

বাবলু বলল, "আর একজন কেটে পড়েছে।"

"হাউ ডেঞ্জারাস!" তারপর কালনেমি আর ইউনিসকে বলল, "তোমরা দু'জনে কি কাঠের পুতুল, দাঁড়িয়ে আছ? যাক, যা হবার হয়েছে। আর দেরি নয়। শিগগির পালিয়ে চলো।"

ওদিকে অন্যান্য লোকজনরাও সব ফেলে রেখে এসে জড়ো হয়েছে। সবাই তখন দুড়দাড় করে ছুটে চলল জেটির দিকে। লঞ্চে পাড়ি দিতে হবে।

পঞ্চু অসহায়ভাবে ওদের অনুসরণ করতে লাগল।

গঙ্গার ঘাটে বাঁধা ছিল একটা দোতলা লঞ্চ। ওরা সকলে তাতেই লাফিয়ে উঠল। তারপর লঞ্চের নীচের তলায় বাবলু, ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছুকে নামিয়ে দিয়ে নিজেরা দোতলায় উঠে বসল। আর সবার অলক্ষ্যে লঞ্চের পিছন দিক দিয়ে পঞ্চুও নিঃশব্দে উঠে পড়ল এক সময়। সে লঞ্চের একেবারে ছাদে উঠে বসল।

গঙ্গার জল তোলপাড় করে ছুটে চলল লঞ্চ।

বাবলুরা লঞ্চের নীচের তলায় থাকলে কী হবে, ওরা বড় যা তা ছেলে নয়। খুব সহজেই ওরা পরস্পরের বাঁধন খুলে ফেলল। বাবলু বলল, "কোনও ভয় নেই। জানাজানি যখন হয়ে গেছে, তখন পুলিশ আমাদের উদ্ধার করবেই। তবে তার আগে আমরা যতটা পারি বিপদে ফেলব ওদের।"

ভোম্বল বলল, "কী করবি?"

"এনি হাউ লঞ্চটাকে ডুবিয়ে দেব।"

বিচ্ছু ভয় পেয়ে বলল, "না না, ও কাজ কোরো না। আমরা ডুবে যাব যে?"

"ভয় নেই। ভোম্বল আমি দু'জনেই সাঁতার জানি। তুই ভোম্বলের পিঠে থাকবি। বাচ্চু আমার পিঠে থাকবে। লঞ্চটাকে ছ্যাঁদা করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব আমরা।"

"কিন্তু ওরা যদি আমাদের দেখতে পেয়ে গুলি করে!"

"না। তা করবে না। এখন নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য একটি গুলিও বাজে খরচা করবে না ওরা।"

এমন সময় হঠাৎ গুলির শব্দ শোনা গেল। সেই সঙ্গে শোনা গেল পঞ্চুর ভৌ ভৌ আওয়াজ।

বাচ্চু বলল, "পঞ্চু এখানে কোত্থেকে এল রে?"

বাবলু বলল, "ও ঠিক শয়তানদের চোখে ধুলো দিয়ে উঠে পড়েছে।"

আবার শোনা গেল গুলির শব্দ। অন্য একটা লঞ্চ থেকে ভেসে এল শব্দটা। অমনই বাবলুদের লঞ্চ থেকেও তার প্রত্যুত্তর গেল।

বাবলু বলল, "লেগেছে। নিশ্চয়ই পুলিশে তাড়া করেছে এদের।"

ভোম্বল বলল, "আমারও তাই মনে হচ্ছে।"

পঞ্চু চেঁচিয়ে জানান দিচ্ছে যে এই লঞ্চেই আছি আমরা।

বাবলু তাড়াতাড়ি নীচের খোল থেকে ওপরে উঠে এল। ভোম্বল হাঁ হাঁ করে উঠল অমনই, "নেমে আয় বাবলু। গুলি লাগলে মরে যাবি।"

আবার শোনা গেল গুলির শব্দ। সেই সঙ্গে একটা আর্তনাদ! একজন লোক চিৎকার করে রক্তাক্ত কলেবরে গঙ্গার জলে লুটিয়ে পড়ল! বাবলু দেখল, যে পড়ল সে কালনেমি।

ওদিকে তখন প্রায় পাঁচ-সাতটা লঞ্চ ছুটে আসছে, এই লঞ্চটাকে ধরবে বলে। কিন্তু লঞ্চটা এত বেগে ছুটছে যে কোনওরকমেই পুলিশের লঞ্চ ধরতে পারছে না এদের।

বাবলু তখন শুরু করল তার কাজ। এক পাশে একটা শাবল পড়ে ছিল। সেটা দিয়ে খোলের নীচে নেমে ঘা মেরে মেরে তলাকার কাঠ ছ্যাঁদা করতে শুরু করে দিল। বার কতক ঘা দিতেই ছেড়ে গেল একটা কাঠ। হুড়মুড় করে জল ঢুকতে লাগল ভেতরে। লঞ্চের গতিবেগ তখন আপনা থেকেই কমে এল।

পুলিশের লঞ্চও তখন ঘিরে ফেলল এদের। বাবলুরা নীচের থেকে ওপরে উঠে এল। পুলিশের লঞ্চে বিলু ছিল। বাবলুদের দেখেই উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল সে। বাবলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, পুলিশের লঞ্চে চলে এল।

শয়তানগুলোও ধরা পড়ল সব।

পুলিশের লঞ্চ থেকে বাবলু সাবধান করে দিল সকলকে, "আপনারা কেউ আর ও লঞ্চে থাকবেন না। লঞ্চ এখনই ডুবে যাবে। আমি লঞ্চের তলা ছ্যাঁদা করে দিয়েছি।"

পুলিশের লোক দু' চারজন যারা ছিল তারা যে যার লঞ্চে চলে গেল।

একটু পরেই কাত হয়ে পড়ল লঞ্চটা তারপর এক সময় ধীরে ধীরে ডুবে গেল গঙ্গার জলে।

সেদিকে তাকিয়ে পঞ্চু উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, 'ভৌ। ভৌ ভৌ।"

একাদশ অভিযান

বেলা পড়ে আসছে তখন।

রামকৃষ্ণপুর ঘাটে ক্রেন জেটির ওপর বসেছিল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছু। পঞ্চুও সঙ্গে ছিল। ওরা বসে বড় বড় গাদা বোটে ওয়াগনের মাল বোঝাই করা দেখছিল। ওয়াগন খালাস করা মালগুলো ক্রেনের সাহায্যে বোঝাই হচ্ছিল গাদা বোটে।

এমন সময় হঠাৎ পঞ্চু ভৌ-ভৌ করে উঠল কী যেন একটা দেখে।

বাচ্চু-বিচ্ছুরও নজর পড়ল সেদিকে।

ওরা দেখল পড়ন্ত বেলায় গঙ্গার জোয়ারে কী যেন একটা ভেসে ভেসে আসছে। একটা ঝকঝকে চকচকে কৌটোর মতো। তার ওপর সূর্যের আলো পড়ে দৃষ্টি যেন ঠিকরে যাচ্ছে।

বাবলু বলল, "কী বল দেখি ওটা?"

বিচ্ছু বলল, "মনে হচ্ছে সিগারেটের কৌটো।"

বিলু বলল, "কোনওরকমে আনা যায় না ওটাকে?"

বাবলু বলল, "যাবে না কেন, তবে জামা-প্যান্ট ছাড়তে হবে। ভেতরে জাঙ্গিয়া আছে অবশ্য। কিন্তু গা মুছব কী করে?"

ভোম্বল বলল, "তুই না। আমি আনছি। বেশি দূরে নেই। একটুখানি সাঁতার কেটে যেতে পারলেই ব্যস। একেবারে হাতের মুঠোয়।" এই বলে ভোম্বল জামা প্যান্ট ছাড়বার উপক্রম করছে এমন সময় হঠাৎ মাঝিদের একজন ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে।

মাঝিটা স্নান করবে বলে জলে নামল। গ্রীষ্মের দিন। পড়ন্ত বেলায় দেহের ক্লান্তি দূর করতে গেলে স্নানের চেয়ে তৃপ্তিকর আর কিছুই নেই।

বাবলু বলল, "ওই কৌটোটা আমাদের এনে দেবে মাঝিভাই?"

মাঝিটা অবাঙালি। বলল, "কিধার হ্যায়?"

"ওই যে ভেসে আসছে।"

মাঝি অল্প একটু সাঁতরে গিয়ে কৌটোটা নিয়ে এসে বাবলুর হাতে দিল।

বাবলুরা তো কৌটো পেয়ে খুব খুশি। জেটির ওপর বসে বসেই আনন্দের চোটে কৌটোটা খুলে ফেলল বাবলু। কিন্তু কৌটো খুলেই অবাক। দেখল কৌটোর ভেতরে কাগজের মোড়কে একটা চিঠি লেখা আছে। ওপরেই লেখা আছে 'আমাকে বাঁচান'।

ওরা সঙ্গে সঙ্গে ভাঁজ করা কাগজটা খুলে ফেলল। তাতে যা লেখা ছিল তা এই—প্রিয় মহাশয়, যদি কেউ আমার এই চিঠিটা পান তা হলে অনুগ্রহ করে পুলিশে খবর দিয়ে আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করুন। ডায়মন্ডহারবারের কাছে গঙ্গা-তীরবর্তী একটি সুড়ঙ্গ-ঘরে শয়তানের ঘাঁটিতে আমি এবং আমার ছেলে বন্দি আছি। জায়গাটার নাম জানি না। তবে স্থানটি গঙ্গার ওপারে মেদিনীপুর জেলার দিকে। গঙ্গার দিকে এর একমাত্র প্রবেশপথের সুড়ঙ্গটি জোয়ারের সময় জলে ডুবে থাকে, আর ভাঁটার সময় জাগে। আমরা এখানে মৃত্যুর দিন গুনছি। আমার চিঠি পেয়ে কেউ বাঁচালে আমি তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। ইতি—দীপঙ্কর বোস।

চিঠিটা পড়েই বাবলুরা অবাক হয়ে গেল। লোকটাকে কেন, কী কারণে যে শয়তানরা আটকে রেখেছে সে সব কিছুই লেখেনি সে। শুধু তাকে উদ্ধার করতে হবে সেই কথাই লিখেছে।

বিলু বলল, "কী করবি রে বাবলু?"

"ভদ্রলোককে উদ্ধার করব।"

"কিন্তু কেমন করে?"

"যেমন করেই হোক।"

ভোম্বল বলল, "ব্যাপারটা কিন্তু খুব সাংঘাতিক। মনে কর, কোথায় ডায়মন্ডহারবার। সেখানে জলে ডোবা সুড়ঙ্গ। বেশ রীতিমতো সার্চ না করলে সেটাকে আবিষ্কার করাই যাবে না।"

বাবলু বলল, "রীতিমতো ভাবেই সার্চ করব! তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখব জায়গাটাকে।"

বাচ্চু-বিচ্চু বলল, "কিন্তু কেমন করে?"

"সেটাই তো মাথা খাটিয়ে বার করতে হবে আমাদের।"

বিলু বলল, "ওখানে গঙ্গার যা ভয়াবহ রূপ তাতে ছোট নৌকায় করে ঘোরা অসম্ভব। তা ছাড়া চারদিকেই তো অকুল পাথার!"

বাবলু বলল, "ওভাবে নয়। যেমন করেই হোক একটা লঞ্চের ব্যবস্থা করতে হবে।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে তো জল-পুলিশকে বললেই একটা লঞ্চের ব্যবস্থা হয়ে যায়।"

বিলু বলল, "সেই ভাল। জল-পুলিশ নিশ্চয়ই আমাদের লঞ্চের ব্যবস্থা করে দেবে।"

বাবলু একটু গম্ভীর ভাবে বলল এবার, "আগে আমরা চেষ্টা করে দেখি। কেন না এমনও তো হতে পারে কেউ তামাশা করবার জন্যে বা অযথা পুলিশকে হয়রানি করবার জন্যে মিথ্যে করে চিঠিটা লিখে কৌটোর মধ্যে পুরে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। হতে পারে না কি?"

বিলু বলল, "এ হতে পারে না।"

বাবলু বলল, "চিঠিটা যে ভাবে লেখা হয়েছে তাতে তাই অবশ্য মনে হয়। মনে হয় এটা মিথ্যে নয়। কিন্তু সত্যও তো না হতে পারে? কত রকমের বদমাইশ লোক আছে সমাজে, তার খোঁজখবর রাখিস? এমন লোক অনেক আছে যারা পুলিশ বা ফায়ার ব্রিগেডের লোককে ইয়ার দোস্ত বলে মনে করে। আগুন লাগার মিথ্যে খবর দিয়ে দমকলে টেলিফোন যে কতবার এসেছে তার ঠিক নেই। তেমনই খুন দাঙ্গার ফলস টেলিফোনও পুলিশের কাছে এবেলা ওবেলা আসে।"

বাচ্চু-বিচ্চু বলল, "তা অবশ্য সত্যি।"

বিলু বলল, "তা হলে এখন আমাদের করণীয়?"

"কাল সকালেই আমাদের সেটা ঠিক করে নিতে হবে। এখন ফেরা যাক। সন্ধে হয়ে এসেছে।"

ওরা আর বিলম্ব না করে ঘরে ফিরে চলল।

পরদিন সকালে মিত্তিরদের বাগানে পাণ্ডব গোয়েন্দারা একে একে জড়ো হল, বাবলুর হাতে কালকের সেই চিঠিটা।

বিলু বলল, "এ সম্বন্ধে কিছু ভেবেছিলি বাবলু?"

"হ্যাঁ। কাল সারারাত ধরে শুধু ভেবেছি। রাতে আমার ঘুম হয়নি।"

"কী ভাবলি?"

"ভাবলাম, আজ দুপুরের মধ্যেই আমরা সকলে ডায়মন্ডহারবার চলে যাব।"

ভোম্বল বলল, "আমাদের কোনও প্রস্তুতিই তো নেই। তা ছাড়া শুধু শুধু ডায়মন্ডহারবারে গিয়েই বা করব কী?"

"যা করবার সে তো আমি করব। তোরা শুধু আমাকে সাহায্য করবি।"

বাচ্চু বলল, "আমার মনে হয়, এ কেসটা আমাদের হাতে না নেওয়াই উচিত।"

ছোট্ট মেয়ে বিচ্চু বলল, "আমার মনে হয় এই কেসটা একমাত্র আমাদেরই হাতে নেওয়া উচিত। এবং আজই একবার চলে যাওয়া উচিত ডায়মন্ডহারবারে।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। এখন সাতটা বাজে। সবাই যা। তাড়াতাড়ি দুটো খেয়ে নিয়ে লঞ্চে পার হয়ে বাবুঘাটে চলে যা।"

বাবলুর আদেশ। অতএব যেতেই হবে। সবাই যে যার ঘরের দিকে ফিরে গেল।

অল্প সময়ের মধ্যেই তৈরি হয়ে চলে এল বাবুঘাটে। ওরা আসবার আগেই বাবলু পঞ্চুকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ৭৬ নম্বর বাসের কাছে। বাবলু তৈরি হয়েই এসেছিল। সঙ্গে পিস্তল, ছোরা আত্মরক্ষার জন্য সবকিছু নিয়ে এসেছিল।

বাসের কন্ডাক্টর ওদেরকে দেখেই বলল, "তোমরা কোথায় যাবে ভাই?"

"আমরা ডায়মন্ডহারবারে যাব।"

"এই কুকুরটাও যাবে নাকি?"
"হ্যাঁ।"
"বাসে করে আমি কুকুর নিয়ে যেতে পারব না।"
"কেন? আমরা ওর পুরো ভাড়া দেব।"
"নিয়ম নেই। পুলিশে ধরবে।"
"ধরবে না। আমরা বলছি, তোমার কোনও ভয় নেই।"
"আমি পারব না।"

এক ভদ্রলোক জানলার ধারে একটা সিটে বসেছিলেন। ভদ্রলোক এদের দেখেই বললেন, "আরে, এদের কুকুর নিয়ে নাও, ছেলেমানুষ এরা, মনে কষ্ট পাবে। কেউ কোনও আপত্তি করবে না।"

অতএব আর না করল না কন্ডাক্টর। গজগজ করতে করতে তুলে নিল পঞ্চুকে। পঞ্চুও দিব্যি একটা সিটের তলায় ঢুকে চোখ বুজে শুয়ে রইল গুটিগুটি মেরে।

কন্ডাক্টর বলল, "এটা তো একটা নেড়ি কুত্তা। এটাকে সঙ্গে করে কেন নিয়ে চলেছ ভাই? একটা জাতের কুকুর হলেও তবু জানতাম।"

ভদ্রলোক বললেন, "জাতের কুকুর। ওরে বাবা। মহাপুরুষরা জাতিভেদ দূর করতে বলেছেন না?"

ভদ্রলোকের কথায় বাবলুরা খুব খুশি।

বাবলু বলল, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

"তোমরা কোথায় চলেছ?"

সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ জনের চোখে চোখে ইশারা হয়ে গেল।

"ডায়মন্ডহারবারে বেড়াতে যাচ্ছি।"

"ভাল ভাল। খুব ভাল জায়গা। তুমিই কি এদের লিডার?"

বাবলু হেসে বলল, "লিডার আর কী? আমরা সকলে মিলে-মিশে চলি।"

"খুব ভাল।"

এমন সময় একজন ফ্যান্টাওয়ালা বাসে ফ্যান্টা বিক্রি করতে উঠল।

অমায়িক ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা ফ্যান্টা কিনে অফার করলেন ওদের।

ওরাও খাবে না, ভদ্রলোকও ছাড়বেন না। বললেন, "দেখ বাবা, আমি একা মানুষ। বিজনেসম্যান। টাকা পয়সারও অভাব নেই আমার, তোমরা আমার ভাইপো-ভাইঝির মতো। ছোট ছেলেমেয়েদের আমি খুব ভালবাসি। তাদের খাওয়াতে পারলে আমার ভীষণ আনন্দ হয়।"

বাবলু বলল, "কিন্তু আপনি কোথায় যাচ্ছেন তা তো বললেন না? আপনার পরিচয়?"

"পরিচয় তো দিলাম। আমার নাম বি মিত্র। আমিও ডায়মন্ডহারবার যাচ্ছি।"

"বেড়াতে নাকি?"

"না। আমাদের একটা জাহাজ আসবার কথা আছে। তাই দেখতে যাচ্ছি।"

"জাহাজ কি আপনাদের নিজস্ব?"

"না। আমাদের লঞ্চ আছে। জাহাজে কিছু মাল আসবে। সেই মাল নিয়ে আসব লঞ্চে করে।"

বাবলু বলল, "একটা অনুরোধ করব আপনাকে?"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "নিশ্চয়ই।"

"আপনাদের নিজেদের যখন লঞ্চ আছে তখন অনুগ্রহ করে একটা লঞ্চ কিছুক্ষণের জন্য দেবেন আমাদের? একটু বেড়াব।"

ভদ্রলোক হো হো করে হেসে উঠে বললেন, "এই কথা? তা বেশ তো, তোমরা ডায়মন্ডহারবারে নেমে জলযোগ সেরে এদিক সেদিক যদি একটু ঘুরতে চাও তো ঘুরে নিয়ো। ততক্ষণে আমি লঞ্চের ব্যবস্থা করে রাখব। লঞ্চের নাম রঞ্জন। মনে থাকবে তো?"

"নিশ্চয়ই মনে থাকবে।"

যথাসময়ে বাস ছাড়ল। আবার যথাসময়ে বাস পৌঁছেও গেল।

ডায়মন্ডহারবারে নেমে ভদ্রলোক মানে মি. মিত্তির বললেন, "তা হলে খানিক বাদে এসো তোমরা। আমি ততক্ষণ লঞ্চের ব্যবস্থা করে রাখি। রোদের তেজটাও এখন বড্ড চড়া। রোদ একটু পড়লে এসো। কেমন? আমিও থাকব। আমি তোমাদের সবকিছু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব।"

বাবলুরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বিলু বলল, "সত্যি, ভগবান খুব সহায় আমাদের। কী বল?"

"সে কথা আবার বলতে?"

গঙ্গার ধারেই বাস থেমেছিল। তাই গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বিচ্ছু হঠাৎ বলে উঠল, "ভগবান আমাদের সত্যিই সহায়। ওই দেখ, ভাঁটার টান আরম্ভ হয়েছে।"

বাবলুও উল্লসিত হয়ে বলল, "তাই তো রে! ঘণ্টা দুই বাদে আমরা যখন লঞ্চে ভ্রমণ করব তখন নিশ্চয়ই সেই সুড়ঙ্গমুখ দেখতে পাব। কেন না সুড়ঙ্গটা জোয়ারে ডুবে থাকে এবং ভাটার সময় সামান্য একটু জাগে।"

ওরা কথা বলতে বলতে যখন বাঁধের ওপর থেকে নীচে গঙ্গার গর্ভের কাছে মনোরম হারবারে নেমে এল, তখন ওরা দেখতে পেল চারদিকে কত সব পিকনিকপার্টি পিকনিক করতে বসেছে।

বিলু হঠাৎ বলল, "ওই দেখ, বাবলু, সব আমাদের পাড়ার ছেলে।"

ভোম্বল বলল, "আরে! তপাইদাও এসেছে দেখছি।"

বিচ্ছু বলল, "তপাইদা? কোন তপাইদা?"

"তপাই ব্যানার্জি। কদমতলায় কাঁটাপুকুরে থাকে। তুই অবশ্য চিনবি না। দেপনের ভাগ্না।"

বলতে বলতেই তপাইদা এসে হাজির, "কী ব্যাপার রে? তোরা এখানে? নিশ্চয়ই কোনও অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়েছিস?"

ভোম্বল বলল, "না না। ওসব কিছু নয়। এমনই বেড়াতে এসেছি।"

বাবলু ইশারায় ওদেরকে বেশি কথা বলতে বারণ করে বলল, "চল, একটু এদিক ওদিক করে ঘুরে আসি চল।" বলে ওদের কাছ থেকে খানিকটা তফাতে গিয়ে একটু নিরিবিলিতে বসল। তারপর গঙ্গার দিগন্তবিস্তৃত জলরাশির দিকে চেয়ে রইল ওরা।

রোদের তেজ তখনও যথেষ্ট। গঙ্গার ওপারে দূরে অনেক দূরে ওদের অভিযান। মিত্তিরবাবুর লঞ্চটা একবার পেলে হয়। ভগবান যে এভাবে ওদের সহায় হবেন তা ওরা ভাবতেও পারেনি।

যাই হোক, বেলা একটু পড়ে এলে ওরা নির্দিষ্ট জায়গায় গেল। দেখল হাসিমুখে সুন্দর চেহারার মিত্তিরবাবু ওদের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন। লঞ্চও রেডি।

কী চমৎকার লঞ্চ। সবুজ রং। যেন একটি লম্বাটে ডিম। বাবলু বলল, "আরে! এ লঞ্চটাকে আমরা প্রায়ই রামকৃষ্ণপুর ঘাটে যাতায়াত করতে দেখি।"

ওরা লঞ্চে উঠতেই মিত্তিরবাবু বললেন, "কোন দিকে যাবে বলো?"

বাবলু বলল, "গঙ্গার ওপারে।"

মিত্তিরবাবু বললেন, "খুব ভাল করে রড ধরে বসে থাক, কেমন? কেন না অসম্ভব রকমের জোরে ছুটতে পারে আমার এই ক্ষুদে লঞ্চ।"

বাবলুরা সকলে শক্ত করে রড ধরল।

মিত্তিরবাবু বললেন, "রেডি?"

"রেডি।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই গঙ্গার ঘোলাটে জল তোলপাড় করে উল্কার গতিতে ছুটে চলল লঞ্চখানা। কিছু সময়ের মধ্যেই ওপারে পৌঁছে গেল ওরা। ওপারে গ্রাম, মাঠ, ঘন বন। কিন্তু সেই সুড়ঙ্গ? সুড়ঙ্গ কোথায়?

লঞ্চ ওপারে যেতেই একটা ছোট্ট নৌকো এসে ভিড়ল লঞ্চের গায়ে। মিত্তিরবাবু বললেন, "চলো, একটু ডাঙাটা বেড়িয়ে আসা যাক।"

ওপারে কোনও জেটি নেই। তাই নৌকোয় করে ডাঙায় পৌঁছুল ওরা। একটা মোটা দড়ি লঞ্চে বেঁধে ডাঙায় একটা গাছের সঙ্গে জড়িয়ে রাখা হল, যাতে লঞ্চটা ভেসে না যায়।

বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এবং পঞ্চু সকলেই ওপারের মুক্ত অঞ্চলে গিয়ে যারপরনাই খুশি হল। কিন্তু সবচেয়ে ক্ষুণ্ন হল কাছাকাছি কোনও সুড়ঙ্গ না দেখে।

মিত্তিরবাবু বললেন, "কেমন লাগছে জায়গাটা?"

বাবলু বলল, "খুব ভাল।"

মিত্তিরবাবু বললেন, "কিন্তু তোমরা এখানে এসে এমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলে কেন ভাই?"

বাবলু বলল, "ও কিছু না।"

"আমার যেন মনে হচ্ছে তোমরা কিছু একটা আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছ?"

বাবলু বলল, "না না। সে রকম কিছু না।"

"বলা যায় না। যা সাংঘাতিক ছেলেমেয়ে তোমরা! এই বয়সে একলা বেড়াতে বেরিয়েছ। এ কী সকলে পারে নাকি! তা যাক। সন্ধে হয়ে এসেছে। এখানে একটা ডাকাতে কালীমন্দির আছে। সেই মন্দিরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে ফিরে যাই চল।"

বাবলু বলল, "ঠিক বলেছেন। সময়মতো না ফিরলে বাড়ি পৌঁছুতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।"

মিত্তিরবাবুর সঙ্গে ওরা ঝোপ-জঙ্গল পেরিয়ে একটা ভাঙা মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ মিত্তিরবাবু খুব জোরে একটা শিস দিয়ে উঠলেন। যেই না শিস দেওয়া অমনি চারদিক থেকে জনা দশেক লোক গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ঘিরে ফেলল ওদের।

কী ভয়ানক সব চেহারা ওদের! কালো কালো ষণ্ডামার্কা ভয়ংকর চেহারা। তারা এসেই সেলাম ঠুকে দাঁড়াল মিত্তিরবাবুর সামনে।

মিত্তিরবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, "এই ছেলেগুলো অতি সংঘাতিক। এদের মতলব ভাল নয়। মনে হচ্ছে কোনওরকমে এরা আমাদের ঘাঁটির খবর জানতে পেরেছে। ভাগ্যক্রমে দেখা হয়ে গেছে এদের সঙ্গে। ভালই হয়েছে। কবজায় যখন পেয়েছি তখন আর ছাড়ছি না। যাও। যথাস্থানে ঢুকিয়ে দাও এদের।"

চোখের পলকে বাবলুরা দেখল শয়তানরা পাঁজাকোলা করে তুলে ফেলল ওদের। পারল না শুধু পঞ্চুকে ধরতে। বেগতিক দেখে সে যে নিমেষে কোথায় লুকাল তার টেরও পেল না কেউ।

বাবুল বলল, "ছেড়ে দিন। আমরা আপনাদের কী করেছি? আমাদের ছেড়ে দিন।"

মিত্তিরবাবু বললেন, "আমরা যাকে ধরি তাকে ছাড়ি না। আচ্ছা গুড-বাই।"

সেই অন্ধকারে ভাঙা মন্দিরের ভেতরে গিয়ে শয়তানরা ওদের পাঁচজনকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখল কিছুক্ষণ। তারপর এক সময় আবার ওদের তুলে নিয়ে ধাপে ধাপে ক্রমশ নীচের দিকে নামতে লাগল। অনেকটা নামার পর একটা স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডা ঘরের মেঝেয় ওদের নামিয়ে হাত-পায়ের বাঁধন মুক্ত করে দিয়ে চলে গেল ওরা।

ঘরের ভেতর কোথাও কোনও আলো নেই! যা আছে তা হল শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। ঘন অন্ধকার চারদিকে এমনভাবে ঢাকা যে কেউ কারও মুখ পর্যন্ত দেখতে পেল না। ওরা অসহায়ভাবে সেই অন্ধকারে ভূতের মতন বসে রইল পাঁচজনে।

অনেকক্ষণ বসে থাকার পর এক সময় ওরা দেখল দু'জন লোক আলো হাতে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। হ্যারিকেনের আলো। তাতেই ওরা দেখতে পেল বহুদিনের জরাজীর্ণ মন্দিরের তলদেশের পলেস্তারা খসা একটা গোপন কক্ষে রয়েছে ওরা। বাইরের আলো বাতাস এখানে প্রবেশ করে না। শুধু সিঁড়ির ওপরে যে দরজাটা রয়েছে তারই মাথার ওপর ছোট ছোট পরপর তিনটে ঘুলঘুলি রয়েছে। যার ভেতর দিয়ে বাতাস চলাচল করে।

যে দু'জন লোক এল, এদের দু'জনকেই ওরা চেনে। শয়তান চেহারার লোক। এরাই মিত্তিরবাবুর আদেশে ওদেরকে এখানে এনেছে। তাদের একজনের হাতে খাবার, অপরজনের হাতে আলো। যার হাতে খাবার রয়েছে তার অপর হাতে একটা জলের কুঁজোও রয়েছে। কুঁজোর মুখে একটা গেলাস ঢাকা।

বাবলু বলল, "তোমরা কেন মিছিমিছি আমাদের ধরে রেখেছ? এখনও বলছি ভাল চাও তো ছেড়ে দাও।"

আলো হাতে লোকটি রক্তচক্ষুতে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, "কথা বলো না। বেশি কথা বলা আমরা পছন্দ করি না।"

বিলু বলল, "কী পছন্দ কর তবে তোমরা? ডাকাতি করতে?"

লোকটা ঝপ করে এক হাতে বিলুর চুলের মুঠি ধরে অপর হাতে ঠাস করে ওর গালে মারল এক চড়। কী দারুণ ওজন সেই চড়ের! বিলুর কান-মাথা যেন ভোঁ ভোঁ করে উঠল।

বিচ্ছু ভয়ে বাচ্চুকে জড়িয়ে ধরল।

ভোম্বল আর বাবলু একটু পিছিয়ে এল। বাবলুর একটা হাত তখন পকেটে ঢুকে গেছে। পিস্তলে একদম গুলি ভর্তি, তৈরি ছিল। হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরল সেটাকে।

যে লোকটার হাতে খাবার ছিল সে খাবার রেখে বলল, "খেয়ে-দেয়ে চুপটি করে শুয়ে থাক সব। কাল সকালে মিত্তিরবাবু এসে যেমনটি বলবেন সেই রকম কাজ হবে। তোমাদের এই পাঁচ-পাঁচটি ক্ষুদে লাশকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতে একটুও হাত কাঁপবে না আমাদের।"

বাবলু একবার ভাবল পিস্তলটা বার করে শয়তানদুটোর মাথার খুলি নিমেষে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু তা সে করল না। এদের ঘাঁটিটাকে ভাল করে না জেনে আগেভাগেই গণ্ডগোলটা করে বসা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

লোকদুটো যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল।

বাবলু বিলুকে বলল, "শুধু শুধু গোঁয়ারটার সঙ্গে ফড়ফড় করতে গেলি কেন?"

বিলু বলল, "ওইটাই ভুল হয়ে গেছে।"

যাই হোক, ওরা আর বৃথা বাক্যব্যয় না করে খেতে বসে গেল। রুটি আর আলুর দম। এই তো খাবার। খেয়ে ওরা প্রত্যেকে এক গেলাস করে জল খেয়ে নিল। তারপরই শুরু হল ওদের আসল কাজ।

হ্যারিকেন লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে ওরা ঘরের ভেতরটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। বাবলু অবশ্য সর্বাগ্রে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গিয়ে দেখে এল। ওপরের দরজাটা কোনওরকমে ভেতর থেকে খোলা যায় কিনা। কিন্তু না। ঠেলেঠুলে বুঝল ও আশা একেবারেই বৃথা! তাই ওরা পাঁচজনে এদিক সেদিক ঘুরেফিরে দেখতে লাগল, পালাবার আর কোনও দ্বিতীয় পথ আছে কিনা।

হঠাৎ এক জায়গা গিয়ে ওরা সবাই থেমে দাঁড়াল।

বাবলু বলল, "শুনছিস?"

"হুঁ।"

"কাঁসর ঘণ্টার শব্দ। বোধহয় কোথাও পুজো আরতি হচ্ছে।"

"কিন্তু এই জঙ্গলে কোথায় হচ্ছে এ সব??

"আমার মনে হয় এই মন্দিরেই কোথাও না কোথাও ডাকাতে কালী আছেন। শয়তানরা তাঁরই পুজো করছে।"

"তা না হয় হল। কিন্তু শব্দটা আসছে কোথা থেকে?"

এমন সয়ম হঠাৎ একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল। ওরা দেখল ছোট্ট একটা আলমারি দেওয়ালের গায়ে আড়াল করা ছিল। তার পিছনটা আলোকিত হয়ে উঠল।

ওরা সকলেই এগিয়ে গেল সেই দিকে। আলোটাও অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাবলুর হাতে লণ্ঠন ছিল। তার সাহায্যেই ওরা বুঝতে পারল আলমারিটা সরালেই ওদিকে যাবার রাস্তা পাবে ওরা।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে ধরাধরি করে সরিয়ে ফেলল আলমারিটা। আর সেটা সরাতেই ওপাশে যাবার পথ পেয়ে গেল ওরা।

কিন্তু আলো? আলো কই? এখানে যে ঘন অন্ধকার ঘুটঘুট করছে। যাক। হাতে লণ্ঠনটা তো আছে। তারই সাহায্যে ওরা দেখল খানিক যাবার পর আবার কয়েকটি ধাপ সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গেছে ক্রমশ।

এমন সময় হঠাৎ এক বিস্ময়। শূন্য থেকে যেন একটা ঢিল অব্যর্থভাবে উড়ে এসে ঠং করে লণ্ঠনের কাচে লেগে কাচটাকে চুরমার করে নিভিয়ে দিল আলোটাকে।

ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল ওদের।

কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ এখান থেকে বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সিঁড়ির কাছে আসতেই সেটি দ্বিগুণ হয়ে উঠল।

অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে ওরা সিঁড়ির কয়েক ধাপ নামতেই দেখল সিঁড়িটা বাঁদিকে বেঁকে আরও কয়েক ধাপ নেমে গেছে। আর সেখানেই ওরা সেই ঘন অন্ধকারে উজ্জ্বল আলোর আভাস পেল।

খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে ওরা কয়েক ধাপ নামতেই দেখতে পেল এক ভয়ংকরী কালীপ্রতিমার সামনে সারি সারি শয়তানরা বসে আছে। দু'জন কাঁসর ঘণ্টা বাজাচ্ছে এবং একজন ভয়ংকর চেহারার কাপালিকের মতো সন্ন্যাসী আরতি করছে সেই দেবী প্রতিমার। খানিক বাদে আরতি শেষ হতেই ওরা দেখল, যে সন্ন্যাসী আরতি করছিল সে তার নকল দাড়ি এবং জটা খুলে রাখল একপাশে।

বাবলু বলল, "উঃ! কী সাংঘাতিক! দেবীর সঙ্গেও ছলনা?"

বিলু বলল, "তোর কাছে তো যন্তর রয়েইছে। দে না সব ব্যাটাকে শুইয়ে।"

বাবলু বলল, "এখনও সময় হয়নি। কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না। আলমারির পিছনে আমাদের আলো দেখিয়ে এদিকে যে পথ আছে তার ইঙ্গিত দিল কে? কে আমাদের ঢিল ছুঁড়ে লণ্ঠনের কাচ ভেঙে দিল? এবং ভেঙে দিয়ে উপকার করল কে?"

বাবলু বলল, "উপকার করল? অপকার করল বল!"

"না। উপকার করল। আলো হাতে আমরা এখানে এসে পড়লেই শয়তানগুলোর চোখে পড়ে যেতাম।"

বাবলুর কথা শেষ হতে না হতেই ওরা আর এক বিস্ময়ের মুখোমুখি হল। হঠাৎ শক্তমতো কী একটা জিনিস ঝুপ করে বাবলুর গায়ে এসে পড়ল। আর সেই সঙ্গে সিঁড়ির ওপর দিয়ে লঘু একটা পদশব্দ মিলিয়ে গেল সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারে।

বাবলু জিনিসটা হাতে নিয়ে বুঝল, এটা অন্য কিছু নয়, ন্যাকড়া-জড়ানো ছোট্ট একটা টর্চ। যা এই অসময়ে ওদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য সঙ্গী। বাবলু বলল, "উঃ! ভগবান সহায়। আমি সব এনেছি। অথচ এই একটি মাত্র জিনিস নিয়ে আসতেই কী সাংঘাতিক ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু কে? কে এই মৃত্যপুরীতে আমাদের এইভাবে সাহায্য করে যাচ্ছে? সে কি কোনও মানুষ না কোনও অশরীরী প্রেতাত্মা?"

প্রেতাত্মার কথা মনে আসতেই ওদের লোম খাড়া হয়ে উঠল।

যাই হোক, সিঁড়িতে বসে বসেই ওরা দেখতে পেল সেই ভয়ংকর চেহারার শয়তানগুলো একে একে চলে গেল ঘর থেকে। ঘরের ভিতর তখন সামান্য একটি মাটির প্রদীপের আলো ছাড়া আর কোনও আলো ছিল না।

ওরা পাঁচ জন এসে মা কালীর সেই ভয়ংকরী মূর্তির সামনে দাঁড়াল। তারপর পিছন দিকে গিয়ে টর্চের আলো ফেলতেই দেখতে গেল, একটি ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে সামান্য একটু আলোর রেখা ভেসে আসছে। ঘরের দরজায় শিকল দেওয়া। শিকল খুলে ঘরে ঢুকেই ওরা যা দেখল তাতে বিস্ময়ের আর অবধি রইল না ওদের। ওরা দেখল ঘরের ভেতর বেশ কয়েকটি আশ্চর্য সুন্দর কারুকার্য সমন্বিত স্বর্ণপ্রতিমা সারি দেওয়া আছে। কোনওটি দুর্গা, কোনওটি কালী, শিব, গণেশ, এমনকী আঙ্কোরভাটের অনুকরণে প্রাচীন একটি সোনার বিষ্ণুমূর্তিও রয়েছে সেখানে। যার আর্থিক মূল্য খুব কম করেও কয়েক লক্ষ টাকা তো হবেই।

বাবলু বলল, "এ যে দেখছি অতি সাংঘাতিক ধরনের স্মাগলারদের আড্ডায় এসে পড়েছি আমরা।"

বিলু বলল, "এখান থেকে বেরোবার উপায়?"

"সেটা খুব সাবধানে করে নিতে হবে। তবে কোনও কিছু করবার আগে সর্বাগ্রে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে দীপঙ্কর বোসকে। যাকে উদ্ধার করবার জন্য আমাদের এখানে আসা।"

ওরা আস্তে আস্তে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। একটা ঘরের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। দেখল ঘরের দরজার সামনে একটা টুলে বসে মূর্তিমান যমের মতো একজন লোক তন্দ্রাবশে ঢুলছে। বাবলু বলল, "এই ঘরে নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে, যা পাহারা দিচ্ছে এই শয়তানটা।"

বাবলু এদিক সেদিকে টর্চের আলো ফেলতেই এক জায়গায় দেখতে পেল একটা ভাঙা দরজার খিল পড়ে আছে। সেটা চকিতে তুলে নিয়েই লোকটার মাথায় সজোরে বসিয়ে দিল এক ঘা।

লোকটা 'ওঁক' করে মুখ দিয়ে শুধু একটা শব্দ তুলেই লুটিয়ে পড়ল সেখানে। বাবলু তার ওপর আর এক ঘা দিতেই জ্ঞান হারিয়ে স্থির হয়ে গেল সে।

এ ঘরটাও শিকল দেওয়া ছিল।

শিকল খুলে ভেতরে ঢুকতেই ওরা দেখতে পেল ঘরের মধ্যে জীর্ণ শয্যায় আধশোয়া হয়ে বালিশে ঠেস দিয়ে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। ঘরে একটি ছোট্ট চিমনি-লণ্ঠন জ্বলছে।

ভদ্রলোক এদের দেখেই যেন চমকে উঠলেন, "পালাও, পালাও, তোমরা এখান থেকে।"

বাবলু বলল, "আপনি দীপঙ্কর বোস?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। আমিই দীপঙ্কর বোস। কিন্তু তোমরা আমাকে কী করে চিনলে?"

"আপনি সিগারেটের কৌটোয় চিঠি লিখে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ! সে চিঠি তোমরা পেয়েছ নাকি?"

"পেয়েছি, এবং সেই চিঠি পেয়েই আপনাকে উদ্ধার করতে এসেছি।"

"তোমরা কি পাঁচজন আছ?"

"হ্যাঁ। আপনি কী করে জানলেন?"

"আমাকে বন্ধু বলেছে।"

"বন্ধু? বন্ধু কে?"

"সে তোমাদেরই মতো একটি ছেলে। এদের একজন সন্ন্যাসী আছে, সন্ন্যাসী ঠিক নয়, সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে থাকে, সে করে কী মাঝে মাঝে দূরে গিয়ে বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেদের ভুলিয়ে ভালিয়ে চুরি করে নিয়ে আসে। তারপর ছেলেকে ফিরিয়ে দেবার নাম করে তার বাপের কাছ থেকে মোটা টাকা

চায়। টাকা হাতে পেলে ছেলেকে ফেরত পাঠায়। না পেলে তাকে মেরে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেয়। এই ছেলেটিও সেই রকম একটি ছেলে। ওরই সাহায্যে চিঠি লিখে আমি ওর হাত দিয়ে গঙ্গার জলে কৌটোটা ভাসিয়ে দিয়েছি।"

বাবলু বলল, "এবার বুঝতে পেরেছি এতক্ষণ অলক্ষ্য হতে কে আমাকে সাহায্য করছিল। ওই বন্ধুই নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁ। সে তোমাদের পালিয়ে যাবার সুবিধে করতে চাইছিল। কিন্তু চারদিকে এত কড়া নজর যে সে কিছুতেই তোমাদের কাছে যেতে পারছিল না। তবু অলক্ষ্য থেকে যেটুকু করবার সে করেছে।"

"কিন্তু আপনি এখানে কী করে এলেন?"

"আমার ছেলেকে এরা চুরি করে এনেছে, এবং আমার কাছে এরা এক লাখ টাকা দাবি করেছে। সে টাকা আমি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এদের অন্য জায়গায় অস্থায়ী ঘাঁটিতে এদেরই নির্দেশমতো যাই। তারপর ছেলেকে সেখানে আগে দাবি করে তারপর টাকা দেব, এই কথা বলতে ওরা আমাকে এখানে বন্দি করে রেখেছে এবং প্রতিদিন অকথ্য অত্যাচার করছে।"

বিলু বলল, "আপনার ছেলে কোথায়?"

"বন্ধু জানে। আমি এখানকার কিছুই জানি না। বন্ধু এদের কয়েকজনকে একটু বশ করে ফেলেছে। তাই এখানকার অনেক কিছুই সে জানতে পেরেছে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও এর বাইরে যেতে পারেনি সে। কেন না এর ভেতরে যেমন তেমন, বাইরেই পাহারা বেশি।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, আপনি যে লিখেছিলেন গঙ্গার ধারের সুড়ঙ্গের কথা তা সেটা কোন দিকে?"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল বছর চোদ্দো-পনেরোর একটি হাফ-প্যান্ট পরা ছেলে ছুটে ঘরে এসে ঢুকল।

দীপঙ্করবাবু বললে, "এই তো বন্ধু।"

বন্ধু বলল, "ও! তোমরা এখানে এসে গেছ?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ।"

বন্ধু বলল, "একেবারে পাঁচ-পাঁচজন এদের খপ্পড়ে পড়লে কী করে?"

বাবলু বলল, "যেমন করেই হোক পড়েছি। কিন্তু এখান থেকে কী করে পালাই বলো তো?"

"এখান থেকে পালাবার কোনও পথই নেই। থাকলে আমরাই কবে পালাতাম।"

বিলু বলল, "কিন্তু তুমি এদের কী করে বশ করলে ভাই?"

"সে অনেক কৌশলে। এদের খাওয়া-দাওয়ায় আমার মন ওঠে না বলে আমি এদের বলেছি, তোমাদের এখানে চাকরের মতো খেটে সব কাজ করে দেব। পালাবার চেষ্টা করব না। বিনিময়ে ভাল করে পেট ভরে খেতে দিতে হবে। ওরা রাজি হলে আমি মন দিয়ে ওদের কাজ করে দিই। ওরা আমাকে বিশ্বাস করে, তাই।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, গঙ্গার দিকে যাবার সুড়ঙ্গটা কোনখানে?"

বন্ধু বলল, "এই ঘরের বাঁ দিকের রাস্তাটাই সেই সুড়ঙ্গ। কিন্তু জেনে লাভ কী ভাই?"

"আমাদের যে কোনও একজন জলপথে পালাবে।"

বন্ধু বলল, "খবরদার! অমন কাজটি কোরো না। গঙ্গার মাঝিমাল্লাদের ভেতরেও এদের লোক অনেক আছে। আশপাশের গ্রামের লোকও কেউ কেউ দলে আছে এদের। আর সাঁতার কেটে যে পালাবে সেও সম্ভব নয়। এখানকার জলের টান সাংঘাতিক।"

বাবলু বলল, "তুমি আমাদের চেনো না বন্ধু, তাই একথা বলছ। এরই ভেতর দিয়ে আমরা পালাব। প্রথমে ডুব সাঁতারে গঙ্গার ধারে ধারে রাতের অন্ধকারে যতটা পারি যাব। তারপর গঙ্গার পাড় ধরে হেঁটে হেঁটে গিয়ে কাছের কোনও শহরে অথবা যেমন করেই হোক কলকাতায় চলে যাব। আর, একবার যদি পেরোতে পারি তারপর দেখবে কী অবস্থা করি এদের।"

বন্ধু বলল, "পারবে? পারবে ভাই যেতে?"

"নিশ্চয়ই পারব।"

"তা হলে চলো। এখনই উপযুক্ত সময়। গঙ্গায় এখন ভাটা পড়েছে। চলে এসো। কে যাবে?"

ভোম্বল বলল, "আমি। আমি যাব। আমাদের দলে প্রত্যেকের চেয়ে সাঁতরে আমি বেশি ওস্তাদ।"

"তা হলে এসো।"

বন্ধুর সঙ্গে ভোম্বল সুড়ঙ্গ পথে চলে এসে টুপ করে গঙ্গার জলে ডুব দিল। তারপর রাতের অন্ধকারে মাছের মতো সাঁতার কেটে, কখনও ডুবে, কখনও ভেসে, অনেক দূর চলে এল।

বেশ কিছুদূর আসার পর মাঠ পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠল ভোম্বল। ভাগ্যক্রমে সেখানে একটা পেট্রল পাম্প ছিল এবং কলকাতাগামী একটা মাল-বোঝাই লরি ডিজেল নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ভোম্বল চুপি চুপি পিছন দিক দিয়ে সেই লরিতে উঠে লরির মাথায় শুয়ে রইল।

মালবাহী লরি দ্রুতগতিতে চলল কলকাতার দিকে।

ভোম্বল চলে যাবার পরই বাবলুরা করল কী, বন্ধুর সঙ্গে দীপঙ্করবাবুর ছেলেকে উদ্ধার করতে চলল। দীপঙ্করবাবু নিজেও চললেন। ঘরের সামনে যে লোকটার মাথায় ঘা মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছিল বাবলুরা, সেই লোকটাকে সকলে মিলে চ্যাংদোলা করে ঘরে ঢুকিয়ে শিকল দিয়ে দিল।

তারপর সবাই চলল বন্ধুর সঙ্গে দীপঙ্করবাবুর ছেলেকে উদ্ধার করতে।

ওরা সন্তর্পণে মা কালীর মূর্তির পিছনে এসে দাঁড়াল। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ থেকে সবাই পা টিপে টিপে সামনের দিকে এগোতে লাগল।

বন্ধুর হাতে তখন লম্বা একটা শনের দড়ি। বাবলু বলল, "দড়ি কী করবে?"

বন্ধু বলল, "এই দড়িটার কেরামতি সময়কালেই দেখতে পাবে।"

ওরা আস্তে আস্তে সিঁড়ির কয়েক ধাপ উঠল। সেই পুরনো জায়গা। যেখানে বন্ধু ওদের টর্চ দিয়ে সাহায্য করেছিল। তারপর সেই ঘরের আলমারিটার কাছে এল। যেখানে বাবলুরা বন্দি হয়েছিল প্রথমে।

বন্ধু বলল, "আলমারিটা আর একটু সরাও।"

সবাই মিলে ধরাধরি করে সরাল সেটাকে।

বন্ধু বলল, "টর্চটা আমাকে দাও এবার।"

বাবলু টর্চটা ওর হাতে দিল।

বন্ধু টর্চের আলো নীচে ফেলতেই ওরা দেখতে পেল নীচের মেঝেয় একটা আংটাওয়ালা কাঠের পাল্লা রয়েছে।

ওরা সবাই মিলে সেটাকে তুলতেই দেখতে পেল একটা সিঁড়ি আরও নীচের দিকে নেমে গেছে ক্রমশ।

বন্ধু বলল, "এর ভেতরেই ওরা আছে।"

সত্যিকারের নরক বলতে যদি কিছু থাকে তা এই জায়গাটা। বাবলুরা নামতে যাচ্ছিল। বন্ধু বলল, "না। শুধু দীপঙ্করবাবু যান এবং যারা যারা এর ভেতরে আছে সবাইকে নিয়ে আসুন।"

দীপঙ্করবাবু সবে নীচে নেমেছেন এমন সময় দেখা গেল ওপর দরজায় সিঁড়ির মুখে সাক্ষাৎ যমের মতো মিত্তিরবাবু এসে দাঁড়ালেন। মিত্তিরবাবুর হাতে আলো ছিল। তিনি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা বাবলুদের দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন, "আরে! ছেলেমেয়েগুলো সব গেল কোথায়?" বলেই এদিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন।

বন্ধু বলল, "সেরেছে! গোলমাল বাধবে এবার।"

বাবলু বলল, "কুছ পরোয়া নেই।" বলেই তার পায়ের জুতোটা খুলে মিত্তিরবাবুর হাতের লণ্ঠনের কাচ লক্ষ্য করে ছুড়ে বসল। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ।

লণ্ঠন ছিটকে চলে গেল হাত থেকে। অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে গেলেন মিত্তিরবাবু। বাবলু আর বিলু তখন এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়ে মিত্তিরবাবুকে ধরাশায়ী করে একেবারে বুকের ওপর চেপে বলল। ততক্ষণে দীপঙ্করবাবু তাঁর নিজের ছেলে এবং আরও জনা দশেক ছেলেমেয়েকে উদ্ধার করে উঠে এসেছেন ওপরে।

চর্টের আলোয় সব দেখেই তো চক্ষুস্থির। মিত্তিরবাবুর কণ্ঠনালির কাছে বিলু ছুরিটা এমনভাবে ধরে আছে যে টুঁ শব্দটি করতে পারছেন না মিত্তিরবাবু।

বন্ধু বলল, "এইবার তোমরা আমার দড়ির ম্যাজিক দেখো। এই বলে দীপঙ্করবাবুর সাহায্যে বেশটি করে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল মিত্তিরবাবুকে।

বাবলু বলল, "ব্যস। এরপর যা যা করতে হবে তা আমিই করব।"

বিলু বলল, "কী করবে?"

"প্রথমে দীপঙ্করবাবু এই ঘরের পিছন দিকে চলে যান।"

বাবলুর কথামতো তাই হল। দীপঙ্করবাবু পিছন দিকে চলে গেলেন। বাবলু আর বিলু মিত্তিরবাবুকে নিয়ে দীপঙ্করবাবুর কাছে রেখে এল।

বাচ্চু-বিচ্ছু রইল এক কোণে নিরাপদ ব্যবধানে।

বাবলু বলল, "আমার কাছে খানিকটা দড়ি আছে। এই দড়ি নিয়ে বাইরে যাবার সিঁড়ির মুখে একদিকে বাচ্চু-বিচ্ছু এবং অপর দিকে আমি বসে থাকব। বাইরে থেকে কেউ ভেতরে ঢুকলেই দড়িটা এমনভাবে তুলে ধরব যে ব্যাটা যাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে জখম হয়। বিলু, তুই করবি কী তোর ছুরিটা নিয়ে অন্ধকারে মিশে থাকবি, আর টর্চের আলোয় যে যাবে তাকে পথ দেখাবি। আর এখানে দীপঙ্করবাবু মিত্তিরবাবুর পেটের কাছে একটা ছুরি ধরে বসে থাকবে, যাতে আমাদের কথামতো বুলি আওড়াতে মিত্তিরবাবু বাধ্য হন।"

দীপঙ্করবাবু বলল, "মিত্তিরবাবুকে কী বলতে হবে?"

"উনি শুধু বলবেন, 'আমরা আক্রান্ত। সবাই তাড়াতাড়ি গোপন সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ো।' অর্থাৎ কি না নরকের ঘরে যাদের ধরে এনে পুরে রেখেছিলেন তাতেই ঢুকে পড়তে বলবেন। আর বন্ধু, তুমি করবে কী ওপরের সিঁড়ির বাইরে গিয়ে এদের দলের সবাইকে বলবে যে বিশেষ দরকারে মিত্তিরবাবু এখনই ডেকেছে। যাও। দেরি কোরো না।"

বাবলুর কথামতো সবাই যে যার ভূমিকায় অবতীর্ণ হল।

বন্ধু একবার বাইরে গিয়ে খবর দিয়েই চলে এল। বন্ধু এলে বাবলু বলল, "বন্ধু! দড়ির একদিকে বাচ্চু-বিচ্ছু ধরেছে, আর অপর দিকটা বরং তুমি ধরো। তোমরা তো পিস্তল চালাতে পারবে না। আমি পারি। আমি পিস্তল নিয়ে থাকি। বেগতিক দেখলেই গুলি চালাব।"

বন্ধু তাড়াতাড়ি দড়ি ধরে অন্ধকারে সিঁড়িতে নামার মুখে বসে রইল। ওদিকের দড়ি শক্ত করে ধরে রইল বাচ্চু আর বিচ্ছু।

বাবলু এক কোণে পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আর বিলু করল কী, অন্ধকারে মেঝের ওপর বসে টর্চটা জ্বেলে একেবারে নরকের গর্তের নীচে নামার সিঁড়ির মুখে ধরে রইল। যাতে একমাত্র এই অন্ধকারে সিঁড়ির পথটুকু ছাড়া শয়তানরা আর কিছু দেখতে না পায়। ওদিক থেকে দীপঙ্করবাবুর ছুরির ফলার ভয়ে মিত্তিরবাবুও সমানে বলে চললেন, "আমরা আক্রান্ত। তোমরা লুকিয়ে পড়ো।"

বন্ধুর মুখে খবর পেয়েই শয়তানগুলো আসতে শুরু করল এক এক করে। তারপরেই শুরু হল ম্যাজিকের খেলা। বাইরে থেকে এসে অন্ধকার সিঁড়িতে নামার মুখেই দড়িতে পা জড়িয়ে অমন বিশাল বিশাল বপুগুলো গাছ পড়ার মতো পড়তে লাগল ধুপধাপ করে। অতটা উঁচু থেকে পড়ে প্রত্যেকেই বেশ রীতিমতো জখম হল। কারও হাত ভাঙল, কারও পা ভাঙল, দাঁত মুখ থেঁতো হল। কারও বা মাথা ফাটল। তারপর অতি কষ্টে উঠে মিত্তিরবাবুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে আলো লক্ষ্য করে হুড়মুড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নরকের ঘরে। মিত্তিরবাবু যে কোথায় বসে আদেশ দিচ্ছেন তাও কেউ দেখতে পেল না। আর কে যে আলো দেখাচ্ছে তাও কেউ জানতে পারল না। শুধু বিপদ শুনে আদেশ মতো কাজ করে গেল সকলে।

বাবলুর পিস্তল থেকে একটি গুলিও খরচা করতে হল না অযথা, সব ক'টাকে ভেতরে ঢুকিয়ে মিত্তিরবাবুকে নিয়ে এসে ধাক্কা মেরে ভেতরে ফেলে দিল ওরা। তারপর ওপরের পাল্লাটা চাপা দিয়ে একটা ছিটকিনি ছিল, সেটা এঁটে দিল।

বাবলু বন্ধুকে বলল, "আর কেউ আছে নাকি?"

বন্ধু বলল, "না! আর কেউ নেই। এখন আমরা একেবারে মুক্ত।"

দীপঙ্করবাবু বাবলুকে আর বন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত অন্যান্য ছেলেমেয়েরাও তখন বাবলুকে ধন্যবাদ জানাল। বিশেষ করে বিচ্ছুর মুখে ওরা যখন শুনল যে, ওরা আসলে সেই বিখ্যাত পাণ্ডব গোয়েন্দা, তখন তো আনন্দের অবধি রইল না ওদের।

বাবলু বলল, "এসো। এখন আমরা সর্বাগ্রে আমাদের পঞ্চুকে খুঁজে বার করি।"

এতক্ষণে সবাই বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বাবলু ডাকল, "পঞ্চু! এই পঞ্চু!"

অনেক দূর থেকে অমনি পঞ্চুর গলা ভেসে এল, "ভৌ-উ-উ।"

বাবলু আবার ডাকল।

পঞ্চু আবার উত্তর দিল। কিন্তু বাবলুর ডাকে কাছে এল না সে।

বাবলু বলল, "এগিয়ে গিয়ে দেখতে হচ্ছে তো ব্যাপারটা কী? নিশ্চয়ই পঞ্চু কোনও বিপদে পড়েছে।"

ওরা সবাই টর্চের আলোয় পথ দেখে এগিয়ে চলল। কিছু দূর গিয়েই ওরা দেখতে পেল একজন লোক তালগাছের খানিক উঠে গাছটা জড়িয়ে ধরে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। পঞ্চুর জন্য নীচে নামতে পারছে না, আর পঞ্চু তাকে দেখে গরর গরর করছে।

বাবলু বলল, "আরে, এখানে এক ব্যাটা রয়ে গেছে রে?"
বন্ধু লোকটাকে ভাল করে দেখে বলল, "না, এ এদের লোক নয়।"
লোকটা ওদের দেখে বলল, "এই কুকুরটাকে দয়া করে তাড়ান বাবুরা। আমি এইখানে আটকে আছি।"
বাবলু বলল, "কে তুই?"
"আজ্ঞে আমি লকাই। তালের রস চুরি করতে এসেছিলাম। আমি কথা দিচ্ছি বাবু আর কখনও এখানে আসব না।"
বাবলু পঞ্চুকে ডেকে নিতেই লোকটা গাছ থেকে নেমে দৌড়।
ওরা আবার মন্দিরে ফিরে এল।
আকাশ তখন ফরসা হয়েছে। ভাল করে সকাল হবার আগেই দেখা গেল দশ বারোটা পুলিশ নিয়ে ভোম্বল এসে হাজির। দলকে দল সবাই ধরা পড়ল।
লক্ষ লক্ষ টাকার সোনার মূর্তিগুলোও উদ্ধার করা হল।
দারোগাবাবু বললেন, "সত্যি। তোমরা আবার একটা মস্ত কাজ করে ফেললে। তোমরা যাতে মোটামুটি রকমের পুরস্কার একটা পাও আমি সেই ব্যবস্থা করছি এবার।"
ওরা সবাই বিজয় গর্বে লঞ্চে উঠল। গঙ্গার জল তোলপাড় করে ছুটে চলল পুলিশের লঞ্চ।
লঞ্চ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দীপঙ্করবাবু বলে উঠলেন, "থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা।"
কেউ কিছু বলার আগেই পঞ্চু ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

দ্বাদশ অভিযান

মিত্তিরদের বাগানে সেই পোড়ো ভাঙা বাড়ির মধ্যে বসে পাণ্ডব গোয়েন্দারা আলোচনা করছে এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে কোথায় ওরা বেড়াতে যাবে। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এবং পঞ্চু সবাই আছে।

বিলু বলল, "এবার আমাদের শৈলশিখর দার্জিলিঙে যাওয়া হোক। আশা করি এতে কারও অমত হবে না।"

ভোম্বল বলল, "উহুঁ, দিঘা। ক'দিন থেকেই দিঘার সমুদ্র যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।"

বাচ্চু বলল, "না না রাজগীর।"

বিচ্ছু বলল, "এই গরমে!"

বাচ্চু বলল, "তাতে কী? রাজগীর গেলে বুদ্ধগয়া নালন্দা পাওয়াপুরী সব দেখা হবে।"

বাবলু বলল, "না। এই সেবারে পুরী বেড়িয়ে এসে এখন দিঘা নয়। রাজগীর অবশ্য যাওয়া যেত তবে এই গরমে যেতে চাই না।"

বিলু বলল, "ওই জন্যেই তো বলছি দার্জিলিঙে চল।"

বাবলু বলল, "এখন সিজিন টাইম। ওখানে এখন থাকার জায়গা পাবি কেন? তা ছাড়াও অনেক টাকার ব্যাপার।"

ভোম্বল বলল, "কোথায় যেতে চাস তা হলে?"

বাবলু বলল, "আমার পিসিমা বিষ্ণুপুরে থাকেন। খুব ভাল জায়গা। আমার বাবার মুখে বিষ্ণুপুরের গল্প যা শুনেছি তাতে আমার অনেকদিন থেকেই বিষ্ণুপুর যাবার খুব ইচ্ছে। সবাই মিলে এবার বিষ্ণুপুরে যাই চল।"

সকলে একমত হয়ে বলল, "সেই ভাল। এবার তা হলে বিষ্ণুপুরেই যাওয়া হোক।"

বিলু বলল, "তবে এ যাত্রায় কিন্তু পঞ্চুকে সঙ্গে নেওয়া যাবে না।"

সেই না শুনে পঞ্চু অমনি চেঁচিয়ে উঠল, "ভৌ-ভৌ ভৌ-উ-উ-উ।"

বাবলু বলল, "না পঞ্চু। সেবার তোকে বহু কষ্টে পুরীতে নিয়ে গেছি, আর নয়।"

পঞ্চু আবার চেঁচাল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

ভোম্বল বলল, "স্টপ। ডোন্ট চেঁচামেচি।" তারপর পঞ্চুর দিকে তাকিয়ে বলল, "পঞ্চু, আমি যখন আছি তখন তোর কোনও চিন্তা নেই। দরকার হলে তোকে ট্রেনের মাথায় চাপিয়ে নিয়ে যাব।"

বাবলু হেসে বলল, "তুই কি ডোবাবি আমাদের?"

"আমি কাউকে ডোবাবও না, নিজেও ডুবব না। একদম স্টেজে মেকাপ দেব।"

"ঠিক আছে। দেখা যাক। কী রকম মেকাপ দিস তুই। কাল রাতের গাড়িতে আমরা যাব। আদ্রা চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে।"

বিলু বলল, "কেন সরকারি বাস তো রয়েছে। ট্রেনের থেকেও সো মাচ বেটার। এসপ্ল্যানেড থেকে ছেড়ে মাত্র চার ঘণ্টায় পৌঁছে দিচ্ছে।"

"জানি। তবে সঙ্গে মালপত্তর থাকবে তো। তা ছাড়া রাত্তিরবেলা ট্রেন জার্নি করতে আমার খুব ভাল লাগে।"

বিলু বলল, "এটাই তা হলে ফাইনাল। এখন সন্ধে হয়ে আসছে, ঘরের ছেলে ঘরে ফেরো সব।"

বিলুর কথা শেষ হতেই উঠে পড়ল সকলে।

রাত্রিবেলা ঘরের এক কোণে দরজার দিকে পিছন করে চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন লিখছিলেন বাবলুর বাবা।

এমন সময় চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বাবলুর মা ঘরে ঢুকলেন। কাপটা টেবিলের ওপর রেখে মা বললেন, "শুনছ একবার ছেলের কথা, ছুটি পড়তে না পড়তেই বায়না ধরেছে বিষ্ণুপুর যাবে।"

বাবলুর বাবা লেখা থামিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "বেশ তো। এ তো খুব ভাল কথা।"

"ভাল কথা? তুমিই তো আশকারা দিয়ে মাথায় তুলেছ ছেলেটাকে।"

"মোটেই না। আমি চাই আমার ছেলে সাহসী হবে। দশজনের একজন হবে।"

"তাই বলে এই গরমে...।"

"ও কি একাই যাবে? না দলবল সমেত?"

"ওরা কখনও দলছাড়া হয়? সবাই যাবে। আমার বাপু ভয় করে। যা দস্যি ছেলেমেয়ে সব।"

"ভয় কী। আজকের দিনে ছেলেমেয়েদের জোর করে ঘরে আটকে রাখতে নেই। এতে ওদের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। বিশেষ করে এরা যেরকম তাতে এদের নির্ভয়ে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। তা ছাড়া দিদি তো আছেনই সেখানে।"

বাবার কথা শেষ হতে না হতেই গায়ের জামাটা খুলতে খুলতে ঘরে ঢুকল বাবলু, "তুমিই বলো তো বাবা। আর কি আমরা ছোটটি আছি? এখন আমরা বড় হয়েছি না?"

মা বললেন, "হ্যাঁ। বড় হয়েছ। সেই সঙ্গে দস্যিও হয়েছ। তোমাকে এতটুকু চোখের আড়াল করে আমার শান্তি নেই।

বাবলু বলল, "তোমার কোনও চিন্তা নেই মা। এবারে আমরা কোনওরকম ঝামেলায় জড়াব না। তুমি নিশ্চিন্ত থেক।"

বাবা বললেন, "পিসিমাকে একদম বিরক্ত করবে না। তাঁর কথামতো চলবে সকলে, কেমন?"

মা বললেন, "পুকুরঘাটে নামবে না। ঘরে চান করবে।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা।" বলে পাশের ঘরে চলে গেল।

পরদিন সন্ধ্যার পর হাওড়া স্টেশনের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল সকলে। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু। শুধু পঞ্চুকেই যা দেখা গেল না। ট্যাক্সির পিছন থেকে যে যার মালপত্তর বার করে নিল। বড় মোটা হোল্ডলটা ভোম্বল নিজে নিল।

বাবলু বলল, "একটা কুলি করলে হত না?"

ভোম্বল বলল, "কোনও দরকার নেই। আমি একাই একশো। তা ছাড়া এটা হাতছাড়া করা উচিত হবে না। এর ভেতরে যে মাল ঢুকিয়েছি, তা দেখলে চোখ টেরিয়ে যাবে তোদের।"

ওরা স্টেশনে ঢুকল। রাত ন'টা দশে ট্রেন। যথাসময়ে ট্রেন ছেড়ে রাতের অন্ধকারে হু হু শব্দে ছুটতে লাগল।

ট্রেনের কমপার্টমেন্টটা মাঝারি সাইজের। বাবলুরা বেশ ভালভাবেই বসেছে তাইতে। উইকএন্ড নয় বলে খুব একটা ভিড়ও নেই কামরায়।

বাবলুদের সামনেই একজন বেঁটেখাটো মাঝবয়েসি ভদ্রলোক সস্ত্রীক বসেছেন। সঙ্গে তাদের একটি মেয়ে রয়েছে। মেয়েটি বেশ সুশ্রী। পরনে সাদা আদ্দির ফ্রক। লম্বা বেণী। ওদেরই সমবয়েসি। দেখলে বেশ আদুরে এবং স্মার্ট বলে মনে হয়। মেয়েটি জানলার ধারে বসেছিল আর মাঝে মাঝে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দিকে তাকাচ্ছিল।

বিলু মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বাবলুর কানে কানে ফিসফিস করে কী যেন বলতেই মেয়েটি ভ্রূ কুঁচকে একটু গ্র্যাভিটি নিয়ে তাকাল বাবলু আর বিলুর দিকে।

বাবলু আর বিলু বসেছিল ওপরের মুখোমুখি বাঙ্কে। ভোম্বল নীচের বসবার জায়গায় চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল। বাচ্চু আর বিচ্ছু বসেছিল জানলার ধারে দুটো একানে সিটে।

মেয়েটির মা একটা ডিশে করে লুচি তরকারি ও কয়েকটি সন্দেশ নিয়ে মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "তুই এবার খেয়ে নে পোকা। রাত অনেক হয়েছে।"

মেয়েটির মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। মনে মনে বেশ রেগেও গেছে মনে হল। একবার আড়াচোখে ভোম্বলের দিকে তাকিয়ে মাকে বলল, "তুমি এক্কেবারে হোপলেশ। তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। আমার কি আর কোনও নাম নেই? এত লোকের সামনে আমাকে পোকা বলে ডাকছ? ভাল নামে ডাকতে পার না?"

মা বললেন, "অত বাপু আমার মনে থাকে না। যে নামটা মুখে আসে সেই নামেই ডাকি।"

"এখন আমি খাব না যাও। রেখে দাও তোমার খাবার।"

"ওমা! এখন খাবি না তো কখন খাবি?"

মেয়েটি তখন বেজায় রেগে গেছে, "বলছি এখন খাব না।"

মেয়েটির রকম দেখে ভোম্বল ফিক করে হেসে ফেলল।

তাই না দেখে তো আরও জ্বলে উঠল মেয়েটি। কটমট করে চোখদুটো পাকিয়ে ভোম্বলের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই অসভ্য ছেলে, তুই অমন ফাজিলের মতো হাসছিস কেন রে?"

ভোম্বল তবুও হাসতে লাগল।

মেয়েটির বাবা বসে বসে ঢুলছিলেন। এবার তিনিও সচকিত হয়ে গা ঝাড়া দিয়ে বসে বললেন, "জাস্ট লাইক অ্যান ইডিয়ট।"

বাবলু ওপর থেকে ধমক দিয়ে বলল, "এই ভোম্বল, ডোন্ট লাফ।"

ভোম্বল হাসতে হাসতেই বলল, "লাফাইনি ভাই। শুয়ে আছি।"

বাচ্চু বলল, "কী হচ্ছে কী?"

বিচ্ছু বলল, "হাসি চাপতে না পারো পাশ ফিরে শোও।"

মেয়েটি এবার কড়া গলায় ঝাঁঝালো সুরে সকলকে উদ্দেশ্য করেই বলল, "আমার নাম পোকা, আমারই আছে। তাতে তোদের কী রে বাঁদরগুলো?"

মা বললেন, "কী আশ্চর্য! এতে অত হাসাহাসির কী আছে?"

বাবলু ওপর থেকে বলল, "আপনি কিছু মনে করবেন না মাসিমা। ও থেকে থেকে ওই রকম হাসে।"

এমন সময় চেকার এসে টিকিট চেক করতে থাকায় ব্যাপারটা মিটল।

বাবলু ওপর থেকে বলল, "হোল্ডলটা তুই নীচে ঢুকিয়ে রেখেছিস কেন ভোম্বল? ওপরে তুলে দে।"

"না, নীচেই থাক ওটা।"

"কী আশ্চর্য! কিছু একটা পাততে হবে তো ওপরে।"

ভোম্বল তখন বিলুকে ডাকল, "বিলু, একবার নীচে আয় তো।"

বিলু নামলে বিলুর কানে কানে ফিসফিস করে কী যেন বলতেই চোখ দুটো কপালে উঠে গেল বিলুর, "বলিস কীরে!"

ভোম্বল ঠোঁটে তর্জনি রেখে বলল, "চু-উ-প।"

বাবলু জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে রে?"

ভোম্বল বলল, "কিছু না।"

বিলু আর ভোম্বল হোল্ডলটা নীচেই খুলে ওপরে তুলে দিল।

বাবলু বলল, "নাঃ। তোদের মাথায় দেখছি সত্যিই পোকা আছে। এটাকে ওপরে খুলতে কী হয়েছিল?"

মেয়েটির বাবা লাফিয়ে উঠলেন এবার, "ফের আমার মেয়ের নাম নিয়ে বিদ্রূপ করছ ডেঁপো ছেলে কোথাকার।"

মেয়েটি বলল, "থেকে থেকে গোটাকতক বাঁদর এসে জুটল কামরাটায়।"

বাবলু ওপর থেকে জোড় হাত করে বলল, 'আপনারা রাগছেন কেন? আমি আপনাদের বলিনি।"

বিলু আর ভোম্বল দু'জনেই তখন মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসি চাপবার চেষ্টা করছে।

মেয়েটির বাবা বললেন, "শুধু শুধু হাসছ কেন তোমরা? উঁ? অসভ্যের মতো।"

বিলু বলল, "আমরা অন্য ব্যাপারে হাসছি। প্লিজ আপনি কিছু মনে করবেন না।"

"মনে করব না! জানো আমি কে? আমার নাম বিক্রমকেশরী বাঁড়ুজ্যে। আমি যখন ফরেস্ট অফিসার ছিলুম তখন বনের বাঘ পর্যন্ত ভয়ে আমার ত্রিসীমানায় আসত না। আর তোমরা সব এক ফোঁটা ফোঁটা ছেলে, তোমাদের এত সাহস যে আমার সামনে দাঁড়িয়ে হাসো? তোমাদের মতো ছেলেকে পুলিশে হ্যান্ডওভার করে দেওয়া উচিত।" তারপর মেয়েকে বললেন, "একদম তাকাবি না ওদের দিকে। যা হোক দুটো খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।"

মেয়েটি একবার কটমট করে ওদের দিকে তাকিয়ে 'উঁঃ' করে মুখ ঘুরিয়ে নিল। তারপর মায়ের হাত থেকে খাবারের ডিশটা নিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে খেতে লাগল একটু একটু করে।

বাবলুরা বাড়ি থেকে খেয়েদেয়েই এসেছিল। তাই ওসব ঝঞ্ঝাটের দরকার হল না। বাবলু বিলু মুখোমুখি

বাঙ্কে এবং ভোম্বল নীচের বার্থে শুয়ে পড়ল। বাচ্চু আর বিচ্ছু জানলার ধারে বসে দৃশ্য দেখতে লাগল রাতের প্রকৃতির।

হঠাৎ এক সময় ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে এল।

তারপর এক সময় থেমে গেল ট্রেন।

যেই না থামা, অমনি বাইরে থেকে তিনজন সশস্ত্র যুবক উঠে এল ভেতরে। তারপর ভয় দেখিয়ে শুরু হল ডাকাতি।

বাচ্চু-বিচ্ছু জানলার ধারে একানে সিটে বসেছিল, তাই প্রথমেই নজরে পড়ল তাদের।

বাচ্চু বলল, "বাবলুদা, উঠে পড়, ডাকাত।"

বাবলু ওপর থেকে একবার আড়চোখে দেখে নিয়েই বিলুকে ইশারা করল। বিলু ভোম্বলকে। তিনজনেই উঠে বসল এবার। বাচ্চু-বিচ্ছু তো ভেবেই পেল না এখন তাদের করণীয় কী।

বাবলুদের সামনের সিটের সেই ভদ্রলোক বিক্রমকেশরীবাবু, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের সেই আদুরে মেয়েটি আধশোয়া হয়ে ঢুলছিল। ডাকাতের নাম শুনে এবং অন্যান্যদের চেঁচামেচিতে সচকিত হয়ে উঠল তারাও।

বিক্রমবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন, "কী হয়েছে ভাই? ডাকাত পড়েছে! ইজ দিস ট্রু?"

মেয়েটি বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "কী হবে বাবা? আমার যে ভয় করছে!"

ভোম্বল আবার ফিক করে হেসে ফেলল।

বিক্রমবাবু চটে উঠে বললেন, "হাউ ডেঞ্জারাস! এই রকম অবস্থাতেও তোমার হাসি পাচ্ছে? তু-তু-তুমি একটা ন্যুইসেন্স।"

বিলু ওপর থেকে বলল, "আপনি যখন আছেন তখন আমাদের আর ভয় কী?"

বিক্রমবাবু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "আ—আ—আমি কী করতে পারি?"

বাচ্চু বলল, "বনের বাঘ যখন আপনাকে দেখে ভয় পায় তখন ডাকাতরাও নিশ্চয়ই ভয়ে পালাবে।"

বিক্রমবাবু আরও রেগে বললেন, "এটা বিদ্রূপ করবার সময় নয়, এখন হচ্ছে জীবনমরণ সমস্যা। জয় মা কালী, জয় মা দুর্গা, জয় বাবা শনি, জয় বাবা সত্যনারায়ণ। ষোলো আনা মানসিক বাবা, এ যাত্রা বাঁচিয়ে দাও। ট্রেন থেকে নেমেই পুজো দেব তোমাদের?"

ভদ্রমহিলা বললেন, "ওগো মা গো। কী হবে গো। ওরা যে এই দিকেই আসছে।"

ওপর থেকে বিলু বলল, "কী করা যায় বল তো বাবলু?"

বাবলু বলল, "সবাই ডাঁটের মাথায় বসে থাক। কেউ ভয় পাবি না।" এই বলে বাবলু একটা গল্পের বই নিয়ে পড়তে থাকার ভান করতে লাগল।

বিলু ওপর থেকে প্রত্যেককে কী যেন সাপ্লাই দিল।

বাবলু একবার শুধু বালিশের তলায় হাত দিয়ে দেখে নিল ওর পিস্তলটা ঠিক জায়গায় আছে কি না।

বিলুর সাপ্লাই দেওয়া জিনিসগুলো দেখেই বিক্রমবাবু লাফিয়ে উঠলেন, "তো—তো—তোমরাও ডাকাত! ওরে ব্বাপরে। ট্রেন ভর্তি ডাকাত! কী ঝকমারি করে ঘর থেকে বেরিয়েছিলুম আজ।"

বিলু যেগুলো সাপ্লাই দিল সেগুলো আর কিছুই নয়। একটা করে ধারালো ছোরা।

ভোম্বল ছোরাটা লুকিয়ে রেখে বলল, "আঃ! আপনি অমন করছেন কেন? শক্ত হোন। আসুক না ডাকাত। একটা কিচ্ছু দেবেন না। সবাই মিলে পেটাব ব্যাটাদের।"

বিক্রমবাবু চোখ-মুখ পাকিয়ে বললেন, "তোমরা হচ্ছ কলকি অবতার। তোমাদের জন্য আমি মরব ধনে প্রাণে। দোহাই বাবা তোমাদের। যা আছে ভালয় ভালয় দিয়ে দিয়ো। না হলে তোমরাও মরবে, সেই সঙ্গে আমিও।"

বাবলু চাপা গলায় মেয়েটিকে বলল, "তোমার বাবাকে একটু চুপ করাও না।"

মেয়েটি তখন রুখে দাঁড়িয়ে বলল, "ওরা ঠিকই বলছে বাবা। তুমি অমন করো না। আগে আসতেই দাও না ওদের।"

বলতে বলতেই এসে গেল ওরা।

একজন এসে বিক্রমবাবুর দিকে পাইপগান উঁচিয়ে বলল, "আপনাদের কাছে টাকা-কড়ি গয়নাগাঁটি যা আছে দিয়ে দিন।"

বিক্রমবাবু বললেন, "হ্যাঁ বাবা। সব দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। শুধু প্রাণে মেরো না।" বলেই সর্বাগ্রে সুটকেশটি তুলে দিলেন। তারপর নিজেই স্ত্রীর গলা থেকে হারগাছাটি খুলে চুড়িগুলো খুলতে শুরু করে দিলেন।

মেয়েটি কঠিন চোখে দু' হাতে নিজের গলায় হারটিকে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

একজন বলল, "ওটা দিয়ে দাও।"

মেয়েটি বলল, "প্রাণ থাকতে নয়।"

"দিয়ে দাও বলছি।"

বিক্রমবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, "দিয়ে দে মা। লক্ষ্মী মা আমার। এদের প্রাণে মায়া-মমতা নেই। তোকে এরা খুন করে ফেলবে।"

মেয়েটি বলল, "ছাই করবে।"

যুবকটি তখন জোর করে মেয়েটির গলা থেকে হারগাছাটা যেই না ছিনিয়ে নিতে যাবে, বাবলু অমনি বাঙ্কের ওপর থেকে তার মুখের ওপর সজোরে মারল এক লাথি। লাথি খেয়ে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। আর যেই না পড়া অমনি বার্থের তলা থেকে হাউ হাউ করে চেঁচিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চু। একেবারে বুকের ওপর পা দিয়ে বসে দাঁত কিড়মিড় করে ভয়ানক ভাবে শাসাতে লাগল। ভাবটা এই, ওঠবার চেষ্টা করেছ কী মরেছ।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের প্রত্যেকের হাতের ধারালো ছোরা তখন চকচকিয়ে উঠেছে।

বিলুর সামনে যে দাঁড়িয়েছিল বিলু করল কী বেডকভারটা দিয়ে আচমকা তার গলায় আটকে বাঙ্কের লোহার সঙ্গে বেঁধে ফেলল তাকে।

বাকি ছিল একজন। যেই না সে পাইপগানটা তাগ করতে যাবে বাচ্চু আর বিচ্ছু তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিনিয়ে নিল সেটা।

ওদিকে বাবলুও তখন পিস্তল বার করেছে।

বেগতিক দেখে চোখের পলকে সে খোলা দরজা দিয়ে অন্ধকারে বাইরে লাফিয়ে একদম হাওয়া।

কামরার অন্যান্য লোকজন হইহই করে সবাই তখন ছুটে এসেছে।

বাবলু বলল, "যান। এবার আপনাদের ভেতর থেকে কেউ গিয়ে গার্ডকে খবর দিন। ট্রেনে যদি পুলিশের কমপার্টমেন্ট থাকে তা হলে পুলিশে হ্যান্ডওভার করে দিই ওদের।"

বলতে বলতে দেখা গেল 'কই, কোনখানে? এই কামরায়?' বলে চার-পাঁচজন পুলিশ নিয়ে গার্ডসাহেব এসে হাজির। আর তাদের পুরোভাগে বিক্রমবাবুর মেয়েটি।

মেয়েটি বলল, "এই যে। এই ছেলেগুলো না থাকলে যে কী সর্বনাশ হত।"

পুলিশ যুবক দু'জনকে গ্রেপ্তার করল।

গার্ডসাহেব বললেন, "তোমরা কে বাবা?"

বাবলু বলল, "আমরা পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

"তোমাদের সঙ্গে কুকুর দেখেই বুঝতে পেরেছি যে তোমরা তারাই। এর আগের বারে পুরী এক্সপ্রেসে তোমরা যেভাবে ডাকাত ধরে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলে তা রেল কর্তৃপক্ষের মনে আছে। তোমরা এখন ভারত বিখ্যাত ছেলেমেয়ে। তবে এভাবে যাত্রী গাড়িতে কুকুর আনা তো ঠিক নয়।"

বিক্রমবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন, "ঠিকই তো! কী সাংঘাতিক ছেলেমেয়ে সব। একটা নেড়ি কুত্তাকে পর্যন্ত টেনে এনেছে। এদের সবাইকে অ্যারেস্ট করুন স্যার। কোনওরকম ডিসিপ্লিন পর্যন্ত মানে না এরা।"

ভোম্বল বলল, "এই কুকুরটা ছিল বলেই বেঁচে গেলেন এ যাত্রা।"

গার্ডসাহেব বললেন, "কোথায় যাবে তোমরা?"

"আমরা বিষ্ণুপুর যাব।"

"এর টিকিট আছে?"

বাবলু বলল, "না। কেন না কুকুর না নিয়েই এ যাত্রায় বেরিয়েছিলাম আমরা। একটু আগেও আমি জানতাম না যে কুকুরটা আছে। আমাদেরই এক বন্ধু অনেকক্ষণ থেকেই ফিক ফিক করে হাসছে। এখন বুঝতে পেরেছি ওই সম্ভবত আমাদের না জানিয়ে হোল্ডলে করে মুড়ে নিয়ে এসেছে ওকে।"

গার্ডসাহেব বললেন, "এর জন্যে কিন্তু ফাইন দিয়ে তোমাদের টিকিট করতে হবে। এবং ওকে মাল রাখা বগিতে তুলে দিয়ে আসতে হবে। কারণ দৈবাৎ মোবাইল চেকিং হলে আমি কিন্তু বাঁচাতে পারব না।"

পঞ্চু বসে বসে সব শুনে কী বুঝল কে জানে, একবার শুধু অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে 'ভ্যাক' করে চেঁচিয়ে রাতের অন্ধকার ট্রেন থেকে নেমে পড়ল।

গার্ড বললেন, "যাক। ও যখন নিজের থেকেই চলে গেছে তখন আর কোনও কিছুর দরকার নেই।" বলে গ্রেপ্তার করা যুবকদুটিকে নিয়ে চলে গেলেন।

ভোম্বল তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে টর্চের আলো ফেলেও যখন পঞ্চুকে দেখতে পেল না তখন শুধু একটা কুঁই কুঁই শব্দ শুনতে পেল। শব্দ শুনে নীচে তাকাতেই দেখল পাদানির কাঠে পঞ্চুমশাই দিব্যি আরাম করে শুয়ে আছে।

ট্রেন ছাড়ল।

কামরা-সুদ্ধ লোক সবাই যে-যার জিনিস ফিরে পেয়ে ধন্যবাদ জানাল বাবলুদের।

বিক্রমবাবু আস্ফালন করতে লাগলেন, "নেহাত আমি পিস্তলটা সঙ্গে আনিনি তাই। না হলে এক এক গুলিতে মাথার খুলিগুলো উড়িয়ে দিতাম ব্যাটাদের।"

বিক্রমবাবুর স্ত্রী মুখ নেড়ে বললেন, "থাক! খুব হয়েছে। গোটাকতক ছোটছেলের যা সাহস তোমার তাও নেই। আর একটু হলে তো হার্টফেল করতে।"

বিক্রমবাবু 'উঃ' করে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

ভোম্বল বলল, "কেন আপনার মেয়েই কী কম? ও যে ভেতরে ভেতরে কখন গিয়ে গার্ডকে খবর দিয়ে এসেছে আমরা তা জানতেই পারিনি।"

বিক্রমবাবুর স্ত্রী বললেন, "বড় দুরন্ত মেয়ে বাবা। এত বড় মেয়ে হয়েছে এখনও দুষ্টুবুদ্ধি গেল না।"

মেয়েটি তখন মনের মতো সঙ্গী পেয়ে বাবলুদের সঙ্গে জোর গল্পে মেতে উঠল। সে রাত্রে একমাত্র বিক্রমবাবু ছাড়া কারও ঘুমই হল না। গল্পে গল্পে ভোর হয়ে এল।

ভোরবেলা বিষ্ণুপুর।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ট্রেন থেকে নেমে রিকশায় উঠল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছুল এসে বাবলুর পিসিমার বাড়িতে। সাবেক কালের ভাঙাচোরা দোতলা বাড়ি। দেখলে, মনে হয় মানুষ থাকে না । সত্যি, পিসিমা যে কী করে এই বাড়িতে থাকেন।

রিকশা থেকে নেমেই বাবলু হাঁকডাক শুরু করে দিল, "পিসিমা, পিসিমা গো—।"

ওপর থেকে সাড়া এল, "কে? কে এলি রে?"

"বলব না। আগে দরজা খোলো।"

একটু পরেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন পিসিমা। তারপর অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাবলু না?"

"হ্যাঁ পিসিমা।"

বাবলু এবং অন্যান্য সকলেই পিসিমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল তখন।

পিসিমা বাবলুকে বুকে জড়িয়ে বললেন, "ওরে বাবা, তুই কত বড়টা হয়ে গেছিস রে? তোর বাবা মা কেমন আছে? আয় আয়, ভেতরে আয়।"

বাবলু বলল, "সবাই ভাল আছে।"

পিসিমা বললেন, "ওমা! এই কুকুরটা কোথা থেকে এল?"

বাবলু বলল, "ও আমাদের কুকুর পিসিমা। ওকে আমরা এনেছি। ওর নাম পঞ্চু।"

পঞ্চু দরজা গলে ভেতরে ঢুকেই দরজার পাশে ঘোঁজ মতো জায়গা নিজেই পছন্দ করে নিল।

বাবলু বলল, "তুই নীচেই থাকবি, কেমন?"

পঞ্চু জবাব দিল, "ভৌ ভৌ।"

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে পিসিমা বললেন, "সত্যি, তোরা এলি এ যে আমার কী আনন্দ। তোর বাবাকে কত করে বলি, বাবা তো আসে না। আমি একা মানুষ। বুড়ো হয়েছি। আমারও তো তোদেরকে দেখতে ইচ্ছে করে।"

বাবলু বলল, "আসতে তো আমাদেরও ইচ্ছে করে পিসিমা। তাই কোথায় যাই, কোথায় যাই করে তোমার এখানেই চলে এলাম।"

"বেশ করেছিস এসেছিস। যে ক'দিন বেঁচে আছি সময় পেলেই আসবি কেমন?"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই বলল, "স্টেশনে ট্রেন থেকে নামার পরেই জায়গাটা আমাদের দারুণ ভাল লেগে গেছে। এবার থেকে আমরা আর কোথাও যাব না। ছুটি পেলেই আপনার এখানে চলে আসব।"

পিসিমা বললেন, "একশো বার আসবি।"

দোতলার বড় একটি ঘরের শিকল খুলে পিসিমা বললেন, "তোরা সব এই ঘরটায় থাকবি।"

বাবলুরা ঘরে ঢুকে খুব খুশি। জানলা দিয়ে চারদিকে চমৎকার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। একপাশে ছাদ। ছাদের গায়ে একটা বটগাছের ডাল ঠেকে আছে। কী চমৎকার! ইচ্ছে করলে ডাল ধরেই তরতর করে নীচে নামা যায়। তাই দেখে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মন ভরে উঠল।

বিকেলবেলা দল বেঁধে বেড়াতে চলল সকলে।

প্রথমেই ওরা গেল মদনমোহনের মন্দিরে। এই মন্দিরটি ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে মল্লরাজ দুর্জন সিংহ তৈরি করেন। বাংলা-চালার ছাঁদে একটি শিখরবিশিষ্ট ইটের একরত্ন মন্দিরগুলির মধ্যে এটিই শ্রেষ্ঠ। মন্দির দেওয়ালের পোড়ামাটির অলংকরণও দেখবার মতো। পাণ্ডব গোয়েন্দারা অবাক হয়ে দেখল।

এর পর ওরা রাধারমণ জিউয়ের চত্বর ঘোরাঘুরি করল।

তারপর সবাই গেল লালবাইয়ের নতুন মহলের ধ্বংসস্তূপের কাছে। সেখান থেকে ছোট একটা মালভূমির মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে চারদিকের দৃশ্য দেখল।

এবার পাথর দরোয়াজা। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে মল্লরাজ বীরসিংহ এই পাথর দরোয়াজা তৈরি করান। লেটারাইট বা মাকড়া পাথরে তৈরি দুর্গের মতন এই তোরণটি রাজ অন্তঃপুরের উত্তর দিকের প্রধান প্রবেশপথটি রক্ষা করত। এর পাদদেশে প্রবাহিত ছিল একটি জলপূর্ণ পরিখা। রাজার সৈন্যরা এই পাথর দরোয়াজার ভেতর থেকে লুকিয়ে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ করত এবং দরকার হলে এখান থেকে গোলাবর্ষণ করত। সেইজন্য এর দেওয়ালের গায়ে বন্দুক বসাবার মতো অনেক ছিদ্র করা হয়েছিল। সে এক দেখবার মতো জিনিস। অনেকক্ষণ ধরে এখানটা ঘুরে-ফিরে দেখল ওরা। লোহার মই বেয়ে পাথর দরোয়াজার ছাদে উঠল।

তারপর লালজি মন্দির হয়ে জোড়বাংলায়! জোড়বাংলা দেখে সকলেরই তাক লেগে গেল।

জোড়বাংলা মন্দিরটি মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ (২য়) তৈরি করিয়েছিলেন। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য দুটি বাংলা চালের উপর একটি শিখর। এই মন্দিরটি বাংলা পোড়ামাটির মূর্তিশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এটি ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে (৯৬১ মল্লাব্দ) প্রতিষ্ঠিত হয়।

জোড়বাংলা দেখার পর ওরা গেল লালবাঁধ। বিষ্ণুপুরের নূরজাহান লালবাইকে যেখানে জীবন্ত সলিলসমাধি দেওয়া হয়।

লালবাঁধ দেখে ওরা চলল দলমাদল কামান দেখতে।

দলমাদল কামানটি ইতিহাসবিখ্যাত কামান। এর ওজন প্রায় ৩০০ মণ। ৬৩টি লোহার আংটা ঢালাই করে এই কামানটি তৈরি করা হয়। দৈর্ঘ্য ১২ ফুট, মুখের ব্যাস ১ ফুট। এটি তৈরি করতে তখনকার দিনে এক লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। এই কামান সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে! এই কামান দেগেই স্বয়ং ঠাকুর মদনমোহন বর্গীর আক্রমণ থেকে বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করেন। ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রায় বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে বর্গী অধিনায়ক ভাস্কর পণ্ডিত যখন বিষ্ণুপুরের একেবারে দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হন তখন মল্লরাজ ছিলেন গোপাল সিংহদেব। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিষ্ণুভক্ত। তাই প্রতিরোধের চেষ্টা না করে হরিনাম নিয়ে মত্ত থাকেন এবং আদেশ দেন তাঁর অনুমতি না নিয়ে কেউ যেন কামান না দাগে। রাজার আদেশ। কাজেই কী আর করা যায়। প্রজারাও সমবেতভাবে ঠাকুরকে ডাকতে লাগল। দু'দিন গড় অবরোধের পর তিন দিনের দিন দেখা গেল বর্গীরা সব বিষ্ণুপুর ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বর্ধমানের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় রাত্রে রাজার নিষেধ সত্ত্বেও কয়েকবার তোপধ্বনি শোনা গিয়েছিল। তার এমনই শব্দ যে গোটা বিষ্ণুপুর কেঁপে উঠেছিল সেই শব্দে। সকলের ধারণা বাবা মদনমোহনই সেই তোপ দেগেছিলেন।

যাই হোক, দলমাদলের কাছে এসে ওরা দেখল বিক্রমবাবুর সেই মেয়েটি কামানের ওপর বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে একটা লম্বা আখ দাঁতে করে ছাড়িয়ে চিবোচ্ছিল। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দেখেই কামানের ওপর থেকে লাফিয়ে নেমে প্রায় ছুটে ওদের কাছে এগিয়ে এল মেয়েটি, "হ্যাল্লো মি. পাণ্ডব গোয়েন্দা, কী ব্যাপার?"

বাবলু বলল, "কিছুই না। একটু ঘুরতে বেরিয়েছি!"

মেয়েটি তেমনই আখ ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, "এখানে এসে কী কী দেখলে?"

"অনেক কিছু।"

দূরের কতকগুলি মন্দিরের দিকে আঙুল দেখিয়ে মেয়েটি বলল, "ওই ভাঙা মন্দিরগুলো দেখছ?"

"না। এই তো সবে আসছি এদিকে।"

"চলো তো। ও মন্দিরগুলো আমারও দেখা হয়নি। একটু দেখে আসি।"

বাবলু বলল, "একটা কথা। তোমার নামটা তো জানা হল না।"

মেয়েটি ঠোঁট উলটে বলল, "এ হে। নাম নিয়ে কী কাণ্ডটাই না হয়ে গেল ট্রেনের ভেতর। আবার ন্যাকামো।"

বাবলু বলল, "ও নামে ডাকলে তুমি তো রাগ করবে। তাই তোমার ভাল নামটাই বলো।"

মেয়েটি খুশি হয়ে বলল, "গুড বয়। আমার ভাল নাম সুধা।"

বাবলু বলল, "এবার তা হলে আমাদের নামগুলোও জেনে রাখো।"

"তোমাদের নাম আমি জানি।"

"কী করে জানলে?"

"তোমাদের নাম সবাই জানে। আগে কী জানতুম যে তোমরাই পাণ্ডব গোয়েন্দা। তোমাদের কত গল্পই না পড়েছি। তখন ভাবতাম অরণ্যদেব আর টারজানের মতো ছেলেমেয়েগুলো কি সত্যিই হারতে জানে না? এখন মনে হচ্ছে তোমরা সত্যিই অপরাজেয়। চলো।"

পঞ্চু তখন কুঁই কুঁই করে সুধার পায়ে মুখ ঘষতে শুরু করেছে। সুধা বলল, "এই, ওকে এ রকম করতে বারণ করো। আমার সুড়সুড়ি লাগছে।"

বাবলু বলল, "পঞ্চু। আবার অসভ্যতা আরম্ভ করেছ?"

পঞ্চু তখন লেজ নেড়ে আগে আগে চলতে লাগল।

সুধাকে নিয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দোরা অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধের আগেই ফিরে এল।

সারাবেলা ঘোরাঘুরি করে আটটা-ন'টার মধ্যেই খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়ল সকলে।

শুয়ে শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে নানা রকম আলোচনা করতে লাগল। দর্শনীয় স্থান ও সুধাকে নিয়ে অনেক আলোচনাই হল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল সবাই।

রাত তখন কত তা কে জানে। হঠাৎ বাবলুর মনে হল ওদের ছাদের ওপর লুটিয়ে পড়া বটগাছের ডালটা হঠাৎ যেন ঝাঁকুনি খেয়ে কেঁপে উঠল। সবাই তখন ঘুমোচ্ছে। বাবলু দরজাটা ফাঁক করে অনেকক্ষণ ধরে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করল। এমন সময় হঠাৎ যা দেখল তা দেখে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারল না বাবলু।

দেখল, একটা বীভৎস চেহারার কঙ্কাল ছাদ পার হয়ে গাছের ডাল বেয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে।

মুহূর্তের জন্য ভয়ে মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলে বাবলুর। পোড়ো ও ভাঙা বাড়িতেই এই সবের আবির্ভাব হয়। পিসিমার এই বাড়িও প্রায় সেই পর্যায়ের। কাজেই এখানে এসবের আগমন হওয়া এমন কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। তবে ওর বিজ্ঞানসম্মত মন যে জিনিসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে চিরকাল বিতর্ক করে এসেছে, আজ তারই বাস্তব দৃশ্য ওকে স্তব্ধ করে দিল! একবার ভাবল সকলকে ডেকে তুলে ব্যাপারটা বলে। পিসিমাকে ডাকে। আবার ভাবল, না থাক। যা ও নিজে দেখেছে তা দেখেছে। অযথা ওদের মনেও অকারণ ভয়ের সঞ্চার করিয়ে লাভ নেই। বিশেষ করে বাচ্চু-বিচ্ছু বড়ই ছোট। ওরা নির্ঘাত ভয় পাবে। বাবলু দরজাটা বন্ধ করে দরজায় পিঠ রেখে ঘামতে লাগল।

সকালে উঠে খেতে বসে বাচ্চু জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার গো বাবলুদা? তুমি হঠাৎ এত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন?"

বিচ্ছু বলল, "হ্যাঁ। আমিও লক্ষ করেছি। বাবলুদা যেন কী রকম হয়ে গেছে।"

বিলু বলল, "কী ব্যাপার রে? কোনও রহস্যের গন্ধ পেলি?"

বাবলু অন্যমনস্কর মতো বলল, "উঁ? না কিছু নয়।"

ভোম্বল বলল, "কিছু না তো অমন বেকায়দা মেরে গেলি কেন?"

বাবলু বলল, "একটা কথা চিন্তা করছি।"

বিলু বলল, "কী কথা?"

"পরে বলব। এখন এ নিয়ে মাথা ঘামাস না।"

চা খাওয়া শেষ করে সকলকে নীচে নামতে বলে বাবলু পিসিমার ঘরে গেল। পিসিমা তখন উনুনে আঁচ দিয়ে রান্নার আয়োজন করছিলেন।

বাবলু বলল, "আচ্ছা পিসিমা, কাল রাত্রে তুমি কি কিছু দেখেছ?"

পিসিমা অবাক হয়ে বললেন, "আমি! কই, না তো।"

বাবলু ফিরে আসছিল।

পিসিমা ডাকলেন, "বাবলু?"

বাবলু ঘুরে তাকাল।

পিসিমা বললেন, "কেন বল তো?"

"কী জানি। কেন জানি না আমার মনে হল কাল যেন কেউ এসেছিল।"

"কে এসেছিল?"

"তা জানি না।"

পিসিমা এবার ভারী গলায় বললেন, "রাত-ভিত একা বেরোবি না কেউ। আমি তো পাশের ঘরেই থাকি। দরকার হলে আমাকে ডাকবি। কেমন?"

বাবলুর সন্দেহ আরও গাঢ় হল। সে আচ্ছা বলে নেমে এল নীচে। তারপর সবাইকে সঙ্গে করে ঘুরে বেড়াতে লাগল—মাঠে-মন্দিরে-জঙ্গলে।

ঘুরতে ঘুরতে আবার দেখা হয়ে গেল সুধার সঙ্গে। সুধা তখন একটি পোড়ামাটির পুতুলের দোকানে মা-বাবার সঙ্গে কেনাকাটা করছিল।

বাবলুদের দেখেই হাত নাড়ল সুধা।

বাবলুরাও হাত নেড়ে এগিয়ে এল তাই।

সুধা ওর বাবাকে বলল, "বাবা, সেই ছেলেগুলো।"

বিক্রমবাবু একবার তাকিয়ে দেখলেন বাবলুদের দিকে। তারপর বললেন, "মুখ ঘুরিয়ে নে। একদম তাকাবি না ওদের দিকে।"

"না, না। ওদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে আমার। খুব ভাল ছেলে ওরা।"

মা বললেন, "এর মধ্যে আলাপ হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ। কেনাকাটা করে তোমরা ঘরে যাও। আমি ওদের সঙ্গে যাই।"

বিক্রমবাবু বললেন, "না, ওই সমস্ত ডেঁপো ছেলেদের সঙ্গে তোমাকে যেতে আমি দেব না। উঃ! কী সাংঘাতিক ছেলেরে বাবা। বেড়াতে এসেছে, কোথায় ছুরি, কোথায় কুকুর সব নিয়ে এসেছে।"

মা বললেন, "নিয়ে এসেছিল বলেই বেঁচেছ এ যাত্রা। না হলে যা তুমি দেখালে।"

বিক্রমবাবু বললেন, "দেখালুম মানে? কী কী কী—কী দেখিয়েছি আমি?"

"কী আবার দেখাবে, চোখে সরষে ফুল দেখিয়েছ।"

সুধা বলল, "তোমরা ঝগড়া করো, আমি চললাম। আমার ফিরতে দেরি হবে।" বলে কারও অনুমতির অপেক্ষা না করেই বাবলুদের সঙ্গে এসে জুটল সুধা। তারপর দল বেঁধে হই হই করতে করতে চলল।

মনোরম উপত্যকার মতো একটা রাঙা মাটির ঢাল পেরিয়ে ওরা নতুন মহলের ধ্বংসস্তূপের কাছে এসে হাজির হল। কী মনোরম জায়গা। চারদিকে ঘন বনজঙ্গল। তারই আড়ালে সেই ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ।

কী একটা গাছের ডালে পাখি ডাকল একটা। বিলু ঢিল মেরে উড়িয়ে দিল। একটা বটের ঝুরি ঝুলছিল। সুধা সেটা ধরে একটু দোল খেল। বাচ্চু, বিচ্ছু আর ভোম্বল ফণীমনসার জঙ্গলে ফড়িং প্রজাপতি ধরতে ব্যস্ত হল। সুধাও অমনি ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল ওদের সঙ্গে। বাবলুই শুধু নিজের মনে সেই প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে রইল প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতো।

এমন সময় পঞ্চু হঠাৎ গর গর গোঁ গোঁ করে অদূরে এক জায়গায় মাটি আঁচড়াতে লাগল। জায়গাটা দেখেই বাবলুর কেমন যেন সন্দেহ হল। সে এদিকে ওদিকে চেয়ে কেউ দেখছে কিনা দেখে এগিয়ে গেল সেখানে। গিয়েই যা দেখল তাতে চক্ষুস্থির হয়ে গেল। দেখল কিছু বুনো ঝোপের আড়ালে একটি সুড়ঙ্গ-মুখ। বাইরে থেকে সহসা বোঝবার উপায়ই নেই। সেটা দেখেই পঞ্চুকে টেনে আনল সে।

ততক্ষণে ভোম্বল এসে বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "কী রে বাবলু, পঞ্চু গর গর করছে কেন?"

বাবলু বলল, "ও কিছু না। একটা সাপ দেখেছে। পালিয়ে আয়।" ভোম্বলকে আসতে দেখে সুধাও এগিয়ে এল। পঞ্চুর গোঁ গোঁ শব্দে প্রজাপতি ধরার ফাঁকেই সে দূর থেকে বাবলুর গতি লক্ষ করেছিল। তারপর ডালপালা সরাতেই দূরে থাকলেও সুড়ঙ্গ-মুখ নজরে পড়েছিল তার। কাজেই বাবলু এড়িয়ে যেতেই সুধা মুখ টিপে হেসে নিজের মনেই ঘাড় নাড়ল। সে ঘাড় নাড়ার মানে, বুঝেছি বাছাধন। ঠিক কোনও একটা রহস্যের গন্ধ পেয়েছ তুমি। আমার চোখকে ফাঁকি দেবে?

বাবলুরা আর সেখানে রইল না। দল বেঁধে যেমন এসেছিল ঠিক সেইভাবেই ফিরে এল তারা। আসবার সময় সুধা বারবার লক্ষ করল বাবলু কেমন যেন হঠাৎ বেশি মাত্রায় চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

সন্ধে উত্তীর্ণ হবার পর বাবলু কাউকে কিছু না বলে, শুধুমাত্র পঞ্চুকে নিয়েই আবার সেই নতুন মহলের দিকে চলল। শহরের উপকণ্ঠে ভাঙা পরিখা ও গড় পেরিয়ে নিঃশব্দে বাবলু আর পঞ্চু যখন সেই বনভূমির কাছে এসে পড়ল তখন হঠাৎ কে যেন ডাকল ওকে, "বাবলু?"

বাবলু ফিরে দেখল, সুধা।

বলল, "এ কী! তুমি এখানে?"

"এভাবে একা কোথায় যাচ্ছ?"

"কোথাও না।"

"আমিও যাব।"

"না। আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে তোমার যাওয়া চলে না।"

"আমি যাবই। আমাকে সঙ্গে যেতে না দিলে তোমাকেও আমি যেতে দেব না।"

"কিন্তু তুমি এখানে কী করে এলে?"

"আমি জানতাম, তুমি আজ যখন হোক একবার এখানে আসবে। তাই আমি লুকিয়ে তোমার পিছু নিয়েছি।"

"তোমার সাহস তো কম নয়।"

"আমাকে তুমি যা তা মেয়ে বলে মনে কোরো না। আমি অত্যন্ত অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়। ট্রেনে তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখার পর থেকে তোমাদেরকে যে আমার কী ভাল লেগেছে তা বলে বোঝাতে পারব না। আজ সকালে যখনই তুমি সুড়ঙ্গ-মুখটাকে আবিষ্কার করেছ তখন থেকেই ওর ভেতর কী আছে তা দেখবার জন্য ছটফট করেছে আমার মন। আর তুমি যখন ওটার দিকে খুব একটা গুরুত্ব দিলে না তখনই বুঝেছি, যখনই হোক একা তুমি এখানে একবার আসবেই। তাই সারাদিন আমি নজর রেখেছিলাম তুমি আসো কি না দেখবার জন্য।"

বাবলু একটু হেসে বলল, "নাঃ! তুমি দেখছি সত্যিই যা তা মেয়ে নও। চলো, তবে খুব সাবধানে। একদম যেন কথা বলো না। ভেবেছিলাম এবারে আর কোনও ঝামেলায় জড়াব না। কিন্তু কেন জানি না, ওই সুড়ঙ্গটা আমাকে বড় বেশি ভাবিয়ে তুলেছে।"

ওরা দু'জনে নীরবে পথ চলতে লাগল। পঞ্চুও চলল পিছু পিছু। এক সময় বাবলুই চাপা গলায় বলল, "তুমি যে এ ভাবে চলে এলে, তোমার মা-বাবা খুঁজবে না? বলে আসোনি নিশ্চয়ই।"

"বলে এলে কী আসতে দিত? লুকিয়ে এসেছি। মা-বাবা আমাকে একদম এঁটে উঠতে পারে না। কারও কথা শুনিই না আমি।"

বাবলু হঠাৎ হিস্‌স্‌ করে উঠল।

পঞ্চুও তখন থমকে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে শুরু করেছে। বাবলু শক্ত করে চেপে ধরল পঞ্চুকে। যাতে সে হঠাৎ কোনওরকম চেঁচিয়ে না ওঠে। সুধাও স্তব্ধ হয়ে বাবলু আর পঞ্চুর পাশে সরে এসে দাঁড়াল। সুধার চোখেও পাতা পড়ছে না তখন।

ওরা বিস্মিত হয়ে দেখল নতুন মহলের পিছন দিকে যে ফণীমনসার বন আছে সেখান থেকে চারটে কঙ্কাল বেরিয়ে এসে সেই সুড়ঙ্গ-মুখের ঝোপ সরিয়ে সুড়ঙ্গর ভেতর ঢুকে গেল।

চারদিক নিস্তব্ধ নিঃঝুম। বাবলুর হাতের টর্চ হাতেই রইল। সুধা ওর জামায় টান দিয়ে চাপা গলায় বলল, "পালিয়ে চলো বাবলু। আর এখানে থাকা উচিত নয়। যত সব ভূতের উপদ্রব।"

বাবলু কোনও কথা না বলে ফিরে এল।

গভীর রাত।

আজ ইচ্ছে করেই ঘুমোয়নি বাবলু। কালকের মতো আর কারও আবির্ভাব হয় কিনা দেখবার জন্যই সে জেগে শুয়ে ছিল। এক সময় হঠাৎ থুপ করে একটা শব্দ। কে যেন লাফিয়ে পড়ল ছাদে। বাবলু আস্তে আস্তে উঠে দরজার কাছে এগিয়ে গেল।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে রইল বাবলু।

একটা চাপা গলার স্বর ওর কানে এসে এল, "এখনও তুমি জেদ ধরে বসে আছ বুড়ি? বলো ম্যাপটা তুমি দেবে কি না?"

পিসিমার ভয়ার্ত চাপা করুণ স্বর শোনা গেল, "তোমাদের কতবার বলব আমি কিছুই জানি না। গোটা ঘর তো তোমরা তন্ন তন্ন কোরে খুঁজেছ। তবুও বিশ্বাস হচ্ছে না?"

"দেখ বুড়ি, আমাদের বোকা বোঝাবার চেষ্টা করো না। আমরা এই ক'দিন এখানে যাতায়াত শুরু করার পরই এই ছেলেমেয়েগুলো এসে হাজির হয়েছে এখানে। ব্যাপারটা কি? তুমি নিশ্চয়ই এদের হাত দিয়ে এটাকে পাচার করতে চাও?"

পিসিমা বললেন, "না না, ওরা এমনই এসে পড়েছে। তা ছাড়া এর আগেও তো মাঝে মাঝে আসতে তোমরা। পাচার করবার হলে তখনই করতুম।"

"বেশ। যখন বলবেই না তখন দেখ কথা আমরা বার করতে পারি কিনা। বড়ছেলেটা কে হয় তোমার?"

"আমার ভাইপো।"

"কালই ওকে গুম করে দিচ্ছি। তার পরেও যদি না দাও তো কাটামুণ্ডু তোমাকে উপহার দিয়ে বরাবরের জন্যে চলে যাব আমরা।"

পিসিমা কেঁদে বললেন, "দোহাই তোমাদের, দুটি পায়ে পড়ি। ও কাজ কোরো না। আমি জানিই না কোথায় কী আছে।"

"আচ্ছা, জান কি না জান দেখছি।" বলেই দ্রুত চলে গেল সে। দরজাটা সামান্য ফাঁক করতেই বাবলু দেখতে পেল কাল রাতের সেই কঙ্কালটা ছাদের ওপর নুয়ে পড়া গাছের ডাল ধরে নেমে গেল নীচে।

দরজা ভেজিয়ে বাবলু এসে শুয়ে পড়তেই বিলু বলল, "কী ব্যাপার বল তো বাবলু?"

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "কীসের কী?"

ভোম্বল অমনই ঝেড়ে উঠে বসে দেশলাই জ্বেলে বাতিটা ধরিয়ে বলল, "আমাদের কাছে চাপতে হবে না। আমরা সব শুনেছি। মনে হচ্ছে পিসিমা কোনও একটা চক্রান্তের জালে জড়িয়ে পড়েছেন।"

বাবলু বলল, "আমারও তাই মনে হচ্ছে।"

বাচ্চু বলল, "তুমি বোধহয় কাল থেকেই কিছুটা আঁচ করতে পেরেছ। না বাবলুদা?"

"হুম।"

বিচ্ছু বলল, "কাল তুমি সারাদিন খুব অন্যমনস্ক ছিলে।"

"হ্যাঁ। ও কালও এসেছিল।"

বিলু বলল, "এ কথা তুই বলিসনি কেন আমাদের?"

"তার একটা কারণ ছিল। কাল ওকে দেখে আমি সত্যিকারের ভূত মনে করেছিলাম। পাছে তোরা ভয় পাস, এখানে থাকতে না চাস তাই তোদের কাছে বলিনি। আজ সকালে নতুন মহলের কাছে একটা সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করেছি আমি।"

ভোম্বল বলল, "কখন? সেই যখন পঞ্চু গোঁ গোঁ করছিল তখন?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে ও সাপ দেখে চেঁচায়নি?"

"না। তারপর সন্ধেবেলা তোদের না জানিয়ে আমি সেই সুড়ঙ্গ-মুখের কাছে গিয়েছিলাম, ওখানে কোনও ডাকাতের ঘাঁটি আছে কিনা দেখতে। আমাদের সঙ্গে সুধাও ছিল। সেখানেও আমরা চার-পাঁচটা কঙ্কালকে সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকতে দেখি। তখন আমি ওদের ভূতই ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন সেই কঙ্কালদেরই একজনকে দেখে আমার বিশ্বাস দৃঢ় হল যে এরা মোটেই ভূত নয়। আসলে ভূতের চেয়েও অদ্ভুত জীব করা। এরা ডাকাত।"

এমন সময় দরজা খুলে গেল।

পিসিমা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, "এত রাতে আলো জ্বেলে কী করছিস তোরা? আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়।"

বাবলু বলল, "একটু আগে ও কে এসেছিল পিসিমা?"

পিসিমা অবাক হওয়ার ভান করে বললেন, "কই কে? কে আসবে? কেউ তো না।"

"আমরা সব শুনেছি।"

"শুনেছিস তো শুনেছিস। শুয়ে থাক চুপ করে।"

পিসিমা দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন।

ওরাও আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে একে একে এপাশ ওপাশ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল সকলে। শুধু বাবলুর চোখেই যা ঘুম এল না। ছদ্মবেশী লোকটার সেই কথাগুলো বার বার ওর কানের কাছে বাজতে লাগল।

সকালে চা জলখাবার খেতে বসে কারও মুখে একটি কথাও সরল না। পিসিমাও এটা ওটা সেটা খুঁটিনাটি কাজ করতে করতে বললেন, "তোরা একটু সাবধানে চলাফেরা করিস বাবা। এ জায়গা ভাল নয়।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা পিসিমা, ও লোকটা কে? ও অমন ছদ্মবেশেই বা আসে কেন?"

"কার কথা বলছিস?"

"আমি সব দেখেছি পিসিমা। আমাকে লুকোতে পারবে না? কী চায় ও?"

পিসিমা চোখের জল মুছে বললেন, "যা আমার কাছে নেই তাই ওরা চায়। সে সব তুই শুনে কী করবি? আমার জীবন ওষ্ঠাগত করে তুলেছে ওরা।"

"সে আমরা বুঝেছি। কিন্তু ব্যাপারটা কী আমাদের কাছে খুলেই বলো না। চেষ্টা করে দেখিই না যদি আমরা কিছু করতে পারি।"

"না না। ওরা বড় সাংঘাতিক। তার চেয়ে তোরা বরং কলকাতায় ফিরে যা।"

"বেশ তাই যাব। কিন্তু তোমাকে বলতেই হবে কী ওরা জানতে চায়? আর একটা ম্যাপের কথাও কানে এল, কীসের ম্যাপ সেটা?"

পিসিমা এবার কাছে এসে বললেন, "শুনবি তবে? শোন। বিষ্ণুপুরে এসে তোরা লালবাঁধ দেখেছিস তো? লালবাইয়ের নতুন মহলও দেখেছিস?"

বিলু বলল, "লালবাই কে ছিল পিসিমা?"

পিসিমা বললেন, "ওমা! তাও জানিস না? কী পড়ায় তবে তোদের ইস্কুলে? বাঙালির ছেলে বাংলার ইতিহাস না জানলে লোকের কাছে পরিচয় দিবি কী করে?"

বাবলু বলল, "নিজের দেশকে ভাল করে চেনবার মতো কোনও ইতিহাস আমাদের পড়ানো হয় না পিসিমা।"

পিসিমা বললেন, "মুখে আগুন। যাক তবে শোন।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অবাক হয়ে বাংলার ইতিহাস শুনতে লাগল। ওদের মন চলে গেল ইতিহাসের বিগত শতাব্দীর অধ্যায়ে।

পিসিমা বলে চললেন, "আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগেকার কথা। বিবিবাজারের এক বাঁদি ছিল লালবাই। মহারাজ রঘুনাথ সিংহ রাজনগর দুর্গ লুণ্ঠন করে প্রচুর ধনরত্ন সমেত লালবাইকে বিষ্ণুপুরে নিয়ে এসেছিলেন। পত্নী চন্দ্রপ্রভার আকর্ষণও রঘুনাথের কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়ে যবনি লালবাইয়ের নাচগানের কাছে। বিষ্ণুপুরের উপকণ্ঠে লালবাইয়ের নতুন মহল নির্মাণ করে দিনরাত তিনি সুরা ও সংগীতে ডুবে থাকতেন। লালবাই নৃত্যের তালে তালে রঘুনাথকে এমনভাবে মাতিয়ে দিয়েছিল যে এই হিন্দু রাজার কাছে প্রজাদের সুখ-শান্তি পর্যন্ত অতি তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

একদিন নতুন মহলের জলসাঘরে নাচ শেষে লালবাই বলল, "মহারাজ! আপনার গোপাল সিংহের জন্মদিনে সারা বিষ্ণুপুরকে আপনি যেভাবে মাতিয়ে দিয়েছিলেন আমার সন্তানের জন্মদিনেও সেরকম উৎসব হবে তো?"

রঘুনাথ বলেছিলেন, "হ্যাঁ। তার থেকেও অনেক বড় উৎসব হবে এবার। কেন না তোমার সন্তান যে আমার সন্তান।"

"কিন্তু প্রজারা যে সবাই আমার ওপরে অসন্তুষ্ট। আপনার রানি চন্দ্রপ্রভা যে আপনার ভাইকেই বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে বসাতে চান। আমি বাঁদি যবনি নর্তকী বলে আমার সন্তানকে যে স্বীকার করে না কেউ।"

রঘুনাথ বললেন, "তোমার সন্তানকে অস্বীকার করা মানে আমাকেই অস্বীকার করা। আমি এখনই সকলকে জানিয়ে দিচ্ছি আমার সন্তানের জন্মদিনে বিষ্ণুপুর যদি উৎসবের সাজে সেজে না ওঠে, যদি এখানকার নিমন্ত্রণে কোনও প্রজা না আসে তবে তাকে আমি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করব।"

এ খবর ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

অনুজ কিশোর গোপালসিংহকে বুকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন রঘুনাথ পত্নী চন্দ্রপ্রভা, "না না। এ হতে

পারে না। এ অনাচার। ওই যবনপুত্র বড় হলে বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে বসবে। এ হতে নেই। হতে দেওয়া যায় না।"

প্রজারা দলে দলে কুলগুরু জ্যোতিষাচার্যের কাছে গেল, "গুরুদেব। রঘুনাথের আদেশ শুনেছেন তো? এখন বিষ্ণুপুরকে বাঁচাতে গেলে লালবাইকে হত্যা করতে হয়।"

জ্যোতিষাচার্য বললেন, "না। তাতে বিপদ আছে। হাবসি সুলেমান খাঁর নজর আছে লালবাইয়ের দিকে। লালবাই তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে তার পুত্র বড় হলে যাতে সে বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে বসে। এক্ষেত্রে লালবাইকে হত্যা করলে সুলেমান খাঁ রেগে যাবে। দিল্লির সাহায্য নিয়ে বিষ্ণুপুরকে শ্মশান করে দেবে সে। দেখছি আমি কী করে কী করতে পারি।"

প্রজারা চলে গেলে জ্যোতিষাচার্য চন্দ্রপ্রভার কাছে গিয়ে বললেন, "মা, দেশের আজ বড়ই দুর্দিন। মহারাজ রঘুনাথ লালবাইয়ের সন্তানের জন্মদিনে বিষ্ণুপুরের প্রতিটি লোককে নিমন্ত্রণ গ্রহণে বাধ্য করছেন!—তারপর মিথ্যে করে বললেন, আমি জানতে পেরেছি এই নিমন্ত্রণের মধ্য দিয়ে সকলকে নিষিদ্ধ মাংস খাইয়ে ধর্মনষ্ট করতে চলেছেন তিনি। তুমি এর একটা বিহিত করো মা। তা ছাড়া ভেতরে ভেতরে ওরা তোমার গোপালকেও (পুত্রবৎ দেবর) হত্যা করবার চেষ্টা করছে।"

চন্দ্রপ্রভা তখন উদ্যানে তির-ধনুক নিয়ে লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করছিলেন। সব শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি। বললেন, "আপনি যান। দেখছি আমি কতদূর কী করতে পারি।"

এই বলে দ্রুত নিজের মহলে এসেই থমকে দাঁড়ালেন চন্দ্রপ্রভা। দেখলেন রঘুনাথ স্বয়ং সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। অদূরে দাসী সুরঙ্গাক্ষী।

সুরঙ্গাক্ষীকে কী যেন বললেন রঘুনাথ।

সুরঙ্গাক্ষী মাথা নত করে সরে দাঁড়াল।

ঘরের ভেতর থেকে কিশোর গোপালসিংহ তখন ছুটে এল রঘুনাথকে দেখে। রঘুনাথ তার দিকে হাত বাড়াতেই চন্দ্রপ্রভার বিষাক্ত তির বিদ্ধ হল রঘুনাথের পিঠে। রঘুনাথ আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লেন।

ছুটে গেলেন চন্দ্রপ্রভা।

রঘুনাথ ছটফট করতে করতে বললেন, "তুমি—তুমি আমাকে হত্যা করলে চন্দ্রপ্রভা? আ—আমি।" আর কিছু বলতে পারলেন না রঘুনাথ। যন্ত্রণায় ছটফট করে চিরনিদ্রায় ঢলে পড়লেন।

দাসী সুরঙ্গাক্ষী বলল, "এ কী করলেন দেবী? উনি যে নিজের ভুল বুঝতে পেরে আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছিলেন।"

চন্দ্রপ্রভা বিস্মিত হয়ে বললেন, "সে কী! আমি যে মনে করেছিলাম উনি গোপালকে হত্যা করতে এসেছিলেন।"

"না দেবী না! উনি অনুতাপে কাঁদছিলেন। গোপালকে উনি বুকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিলেন।"

পতিঘাতিনী সতী চন্দ্রপ্রভা রঘুনাথের পায়ে লুটিয়ে পড়ে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

রঘুনাথের মৃত্যুসংবাদ পেতেই প্রজারা 'ধন্য সতী চন্দ্রপ্রভা, ধন্য বিষ্ণুপুর' বলে চেঁচাতে লাগল। তারপর বলল—যার জন্য রঘুনাথকে জীবন দিতে হল সেই লালবাইয়ের রক্তে লালবাঁধের জল লাল করে দেব আমরা। বলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দলে দলে ছুটল সকলে নতুন মহলের দিকে।

খবর লালবাইয়ের কাছেও গেছে।

আপন সন্তানকে বুকে নিয়ে লালবাই ছুটে গেল হাবসি সুলেমানের কাছে, "আমাকে বাঁচাও সুলেমান। আমার সন্তানকে বাঁচাও। বিষ্ণুপুরের প্রজারা আমাকে ধ্বংস করতে ছুটে আসছে।"

সুলেমান বললেন, "আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ তোমার গায়ে আঁচড়টি লাগতে দেব না লালবাই। এসো তুমি।" বলে তাঁর সুশিক্ষিত তেজি ঘোড়ার পিঠে লালবাইকে নিয়ে চেপে বসলেন সুলেমান। লালবাই এক হাতে আপন সন্তানকে বুকে চেপে অপর হাতে সুলেমানকে শক্ত করে ধরে রইল।

ঝড়ের বেগে ছুটে চলল সুলেমানের ঘোড়া। কিন্তু প্রজারা তখন বিষ্ণুপুরের বাইরে যাওয়ার সিংহ দরোয়াজা বন্ধ করে দিয়েছে। দলে দলে জনতা ছুটে আসছে ওদের আক্রমণ করতে।

থমকে দাঁড়ালেন সুলেমান। বললেন, "খবরদার বলছি। এক পাও এগোবে না কেউ।"

কিন্তু ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসা তিরের কাছে সুলেমানের তরবারি কিছুই করতে পারল না। এক সঙ্গে কয়েকটি তির এসে বিঁধল সুলেমানের সর্বাঙ্গে। রক্তাক্ত সুলেমান লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

এগিয়ে এলেন জ্যোতিষাচার্য। হাত নেড়ে জনতাকে তির নিক্ষেপ বন্ধ করতে বললেন।

আপন সন্তানকে বুকে নিয়ে লালবাই তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। সশস্ত্র জনতা তাকে ঘিরে ফেলেছে

চারদিক থেকে। সেই জনতার হাতে লৌহশৃঙ্খলে বন্দি হল লালবাই। বুকের সন্তান বুক থেকে কোথায় ছিটকে পড়ল।

জ্যোতিষাচার্য বললেন, "লালবাইকে তিল তিল করে মরতে দাও। ওকে এখনই শেষ করে ফেল না। যে ময়ূরপঙ্খীতে করে লালবাঁধের জলে রঘুনাথের সঙ্গে নৌবিহার করত এই পাপিষ্ঠা নারী সেই ময়ূরপঙ্খী সমেত ওকে লালবাঁধের জলে ডুবিয়ে মারো। ওকে সলিল সমাধি দাও।"

জ্যোতিষাচার্যের আদেশ পালিত হল।

লৌহশৃঙ্খলে বন্দিনী লালবাইকে ময়ূরপঙ্খীতে করে নিয়ে যাওয়া হল লালবাঁধের কাজল কালো জলের মাঝখানে। লালবাই চিৎকার করে কাঁদতে লাগল, "আমাকে তোমরা যে ভাবে পার মেরে ফেল কিন্তু আমার সন্তানকে রক্ষা করো তোমরা। ও নিরপরাধ। ও তো তোমাদের কোনও ক্ষতি করেনি।"

ময়ূরপঙ্খীর তলায় ছিদ্র করা ছিল। সেই ছিদ্রের ঢাকা খুলে নিয়ে ডাঙায় চলে এল জনতা। সকলের উল্লসিত চোখের সামনে লালবাইকে নিয়ে ডুবে গেল ময়ূরপঙ্খী।

জ্যোতিষাচার্য তখন লালবাইয়ের সন্তানকে বুকে টেনে নিলেন। বললেন, "না। তোমাকে মারব না। তোমাকে আমি রক্ষা করব। লালবাইয়ের সন্তান হলেও রঘুনাথের রক্ত বইছে তোমার শরীরে। তুমি থাকবে।"

এদিকে লালবাইয়ের জীবনাবসান হল। ওদিকে শ্যামবাঁধের পাড়ে চন্দনকাঠের চিতায় চন্দ্রপ্রভাও রঘুনাথের সঙ্গে সহমরণে গেলেন।

ক্ষিপ্ত জনতা তখন লালবাইয়ের নতুন মহল ধ্বংস করতে লেগে গেল। সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য!"

এই পর্যন্ত বলে পিসিমা থামলেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অবাক হয়ে শুনছিল এতক্ষণ। এমনকী পঞ্চুও পিসিমার মুখের দিকে চেয়ে বসেছিল চুপ করে।

বাবলু বলল, "তারপর?"

পিসিমা বললেন, "তারপর? তারপর ইতিহাস শেষ। অনেক অনেক বছর পার হয়ে গেল। নতুন মহলের ধ্বংসস্তূপ আগাছায় ছেয়ে গেল। ইতিহাসের নিদর্শন দেখতে দলে দলে লোক আসে এখন বিষ্ণুপুরে। তোর পিসেমশাইও সরকারের কাজ নিয়ে নানা রকম গবেষণা করতে লাগলেন এই সমস্ত প্রাচীনত্বের। নতুন মহলের চোর-কুঠরিতে লালবাইয়ের যে ধনসম্পদ ছিল তাও তিনি আবিষ্কার করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এমন সময় হঠাৎ একদিন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন তিনি। বললেন, "পেয়েছি। পেয়েছি। আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয় তবে নতুন মহলের ধ্বংসস্তূপে কোথায় যে আছে সেই ধনরাশি তা আমি জেনে ফেলছি।" এই বলে দিন রাত তিনি নতুন মহলের অভ্যন্তরে তাঁর আবিষ্কারের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। এমন সময় হঠাৎ একদিন কে বা কারা তাঁকে খুন করল। তারপর থেকে ওই লোকগুলো মাঝে মাঝে আসে আর বলে, "তোমার স্বামী আমাদের ধাপ্পা দিয়েছে। শিগগির বলো, তার কাগজপত্তর, ম্যাপ কোথায় আছে। সে আমাদের জাল ম্যাপ দিয়েছে।"—এই পর্যন্ত বলে পিসিমা আঁচলের খুঁট দিয়ে নীরবে চোখের জল মুছলেন।

বাবলু বলল, "আচ্ছা পিসিমা, পিসেমশাই কি ডায়রি লিখতেন?"

"তা বাপু আমি জানি না। তবে একটা খাতায় রোজ কী সব যেন লিখতেন। আমি লেখাপড়া জানি না তাই ওসব বুঝিও না। তবে সে খাতাটা আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। মুখপোড়াদের দেখাইনি। দেখলেই চাইবে। কিন্তু ও কি আমি দিতে পারি?"

বাবলু আনন্দে লাফিয়ে উঠে বলল, "আছে? আছে সেটা?"

"হ্যাঁ। দেখবি? আয় তবে।"

বাবলুরা সকলেই তখন পিসিমার ঘরে চলল।

পিসিমা খাটের বিছানা সরিয়ে তার নীচের ডালা তুলে একটা মোটা খাতা বার করে দেখালেন। তাতেই লেখা ছিল সব কিছু। শেষ দিনের ডায়রিটা পড়েই আনন্দে নেচে উঠল বাবলু। তাতে লেখা ছিল—আমি জানি আমার দিন শেষ হয়ে আসছে। কেন না লালবাই পালাবার সময় তার অতুল ধনরাশির কিছু বাক্স ভর্তি করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু বিপদের গুরুত্ব বুঝে সেটা ফেলে রেখেই তাকে চলে যেতে হয়। যাওয়ার সময় সেটা চোর-কুঠরিতে রেখে যায়। তার সন্ধান এবং সেই ধনরাশির খোঁজ আমি পেয়েছি। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি আমার দলের লোকেরা এর সন্ধান পেলেই আমাকে হত্যা করবে। এরই মধ্যে আমার পিছনে লোক লেগে গেছে। আমি তাদের একটা জাল ম্যাপ এঁকে মিথ্যে বলে ভুল নিদর্শন দিয়েছি। আমার ইচ্ছা আমি গোপনে সেটি উদ্ধার

করে সরকারের হাতে তুলে দেব। আমার ডায়রিতে আসল ম্যাপ আঁকা রইল। যদি আমি এ রত্ন উদ্ধার করতে না পারি আমার বংশের কেউও যদি এটা উদ্ধার করে তবে আমার দীর্ঘদিনের পরিশ্রম সফল হবে। আমার আত্মাও শান্তিলাভ করবে।

ডায়রিটা বুকে জড়িয়ে বাবলু বলল, "এ রত্ন আমরাই উদ্ধার করব। শুধু করব নয়। এ কাজ আমাদের করতেই হবে।"

পিসিমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

নতুন মহলের ধ্বংসস্তূপের কাছে সেই জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে কিছুক্ষণ পরেই বাবলুকে আবার দেখা গেল। সুড়ঙ্গ-মুখের কাছে অনেকক্ষণ ধরে ওত পেতে বসেছিল বাবলু। বসে বসে ভাবছিল এর ভেতর একেবারে ঢুকে দেখবে কিনা। পঞ্চুকে ইচ্ছে করেই আনেনি। কেন না যদি কোনওরকম চেঁচামেচি করে বসে তা হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

অনেকক্ষণ বসে বাবলু কাউকে যখন ঢুকতে বা বেরোতে দেখল না তখন সাহস করে নিজেই এগোতে লাগল সুড়ঙ্গের দিকে। এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে একটা দড়ির ফাঁস এসে লাগল বাবলুর গায়ে। তারপরেই হেঁচকা টানে কে যেন টেনে ধরল বাবলুকে। ফাঁসটা মাথা গলে দেহের উপরিভাগে শক্ত হয়ে বসে গেছে। কী মোক্ষম আঁটুনি। দুটো হাত পর্যন্ত নাড়তে পারল না বাবলু।

একজন ভয়ংকর চেহারার লোক এবার এগিয়ে এল বাবলুর কাছে। বলল, "ভায়া যে? বুড়ির কে হও তুমি? ভাইপো? আমাদের সর্দারের হুকুম তোমাকে বেঁধে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এত সহজে শিকার যে হাতের মুঠোয় এসে যাবে তা ভাবতেও পারিনি।"

বাবলু একটু ভয় পেয়ে গেল এবার। বলল, "কিন্তু আমি তোমাদের কী করেছি? আমাকে বাঁধলে কেন?"

লোকটা বলল, "তার আগে বলো তুমি এখানে কী করতে এসেছিলে?"

বাবলু বুদ্ধি করে বলল, "শুনেছি এই জঙ্গলে ভূত আছে। তাই দেখতে এসেছিলাম।"

লোকটি হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল এবার। বলল, "তা ভূত কি দিনের বেলায় দেখা যায়? ভূত দেখতে গেলে রাত্তির বেলা আসতে হয়। যাক, ভাগ্যে তুমি ভূত দেখতে এসেছিলে। তাই তো তোমাকে পেয়ে গেলাম। এখন চলো।"

"না যাব না। আমাকে ছেড়ে দাও।"

"আরে দেব দেব। শুধু তোমার পিসিমার কাছ থেকে একটা ম্যাপ আদায় করবার জন্য তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের কাজ হয়ে গেলেই তোমাকে ছেড়ে দেব।" এই বলে বাবলুকে ধরে হিড় হিড় করে টানতে লাগল লোকটা।

এমন সময় হঠাৎ উহু-হু করে মাথায় হাত দিয়ে লাফিয়ে উঠল সে। বেশ বড়সড় একটা কিছু কে যেন ছুড়ে মেরেছে লোকটিকে। কে কী মারল বাবলুর তা দেখবার সময় নেই। লোকটি বাবলুকে ছাড়তেই বাবলু কোমর থেকে ছোরাখানা বার করে, দড়ির বাঁধন কেটে ফেলল। তারপর কোনওদিকে না তাকিয়ে দে দৌড়।

যে লোকটির মাথায় আঘাত লেগেছিল তার কপাল কেটে তখন গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। বাবলুকে ছুটতে দেখেই সে আবার নতুন উদ্যমে তাকে ধরবে বলে যেই না ছুটতে যাবে অমনি একটা শক্ত পেয়ারা এসে লাগল মাথায়। লোকটা 'বাবা রে' করে উঠল।

তখন দেখা গেল সুধাকে। একটি গাছের ডালে বসে ডাঁসা পেয়ারা খাচ্ছে আর পা দুটি দোলাচ্ছে। লোকটির রকম দেখে খিলখিল করে হেসে উঠেই ডাল থেকে ঝুপ করে লাফিয়ে নামল সে। যে লোকটিকে মেরেছিল তার কপাল কেটে রক্ত বেরোচ্ছে তখন। তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "যাও। এবার গর্তে ঢুকে একটু মার্কিওরোক্রোম লাগাও। একেবারে মাথাটাকে যে গুঁড়িয়ে দিইনি এই তোমার ভাগ্যি ভাল।"

লোকটি রেগে বলল, "তবে রে শয়তান মেয়ে।" বলে যেই না তাকে ধরতে যাবে সুধা অমনি একমুঠো ধুলো কুড়িয়ে তার চোখে ছুড়ে দিয়েই ছুট-ছুট-ছুট।

এদিকে আর এক নাটক জমে উঠল।

বাবলু তো কোনওরকমে ছাড়া পেয়ে ছুটে পালিয়ে আসছিল। ওর হাতে ছিল সেই ধারালো ছোরাখানা।

এমন সময় একটা গলির মুখে হঠাৎ বিক্রমবাবুর সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি ধাক্কা লেগে গেল।

বিক্রমবাবু একেই ভিতু লোক। তার ওপর আচমকা ধাক্কা খেয়ে এবং ছোরা দেখে চিৎকার করে উঠলেন।

বাবলুর মুখটাও তিনি দেখবার অবকাশ পাননি তখন। তিনি বাবলুকে জাপটে ধরে চেঁচিয়েই চললেন, "চোর—চোর। ডাকু হ্যায়। খুন করনে আতা। খুন—মার্ডার—চোর—পাকড়ো।"

বাবলুও আচমকা ধাক্কা খেয়ে হতভম্ব হয়ে গেছে। তার ওপর বিক্রমবাবুর চেঁচানিতে আরও নার্ভাস হয়ে পড়ল সে। বলল, "আরে। কী করছেন কী? ছাড়ুন। চেঁচাবেন না। আমি চোর নই। আমি বাবলু। ছেড়ে দিন।"

বিক্রমবাবু চোখ বড় বড় করে বললেন, "ছেড়ে দেব? সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে পর্যন্ত ছাড়িনি আমি। তুমি তো কোন ছার।"

ততক্ষণে বাবলু নিজেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে।

দশ বারোজন লোকও তখন ছুটে এসেছে।

সুধাও এসে হাজির।

সুধা বলল, "উঃ! কী কাণ্ডটাই না বাধালে তোমরা!"

বিক্রমবাবু বললেন, "আর একটু হলেই আমাকে খুন করে ফেলেছিল। অ্যাত্তোবড় একটা ছোরা নিয়ে ছুটে এসেছে আমাকে মারবে বলে।"

বাবলু বলল, "কী আশ্চর্য। শুধু শুধু আপনাকে মারতে যাব কেন?"

"তা হলে এই সাত-সক্কালবেলায় ছোরা নিয়ে কাকে মারতে যাচ্ছিলে বাছাধন? তোমাকে আমি পুলিশে দেব। হাজতে পাঠাব। পুলিশ—পুলিশ—"

অন্যান্য লোকেরা যারা জড়ো হয়েছিল তারা বলল, "সত্যিই তো। ছোরা নিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় তুমি কী করতে বেরিয়েছ? বলো শিগগির?"

সুধা বলল, "আপনারা যান তো। ও কিছু নয়। আমরা বনে গিয়েছিলুম খরগোশ ধরতে। এমন সময় একটা সাপ এমনভাবে তেড়ে এল যে বাপরে বাপ! উঃ! খুব বেঁচে গেছি এ যাত্রা। আপনারা যান এবার।"

সবাই হাসতে হাসতে চলে গেল।

বাবলুও ফিরে এল ঘরে।

সুধা বলল, "তুমি এমন করো না বাবা। তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। বাবলুকে তুমি যা ভাবছ তা নয়। সে রকম ছেলেই নয় ও।"

বিক্রমবাবু রেগে বললেন, "তু-তু-তুই কী করতে ওর সঙ্গে খরগোশ ধরতে গিয়েছিলি? বলছি না ওই সব ছেলেদের সঙ্গে একদম মিশবি না। এরকম করলে কালই আমি চলে যাব। উঃ! কী সাংঘাতিক।" বিক্রমবাবু তখনও কলকল করে ঘামছেন।

তখনকার মতো বিপদ কেটে গেলেও বেলায় আর একবার বিপদের মুখোমুখি হতে হল বাবলুকে। পঞ্চু সমেত পাণ্ডব গোয়েন্দারা গেছে লালবাঁধে স্নান করতে।

ঐতিহাসিক দিঘি।

দিঘির কাজল কালো জলে আরও দু'-একজন স্নান করছে। এক জায়গায় একজন ধোপানি বসে বসে কাপড় কাচছে। বাঁধের ওপার দিয়ে জনাচারেক লোক কোথায় যেন যাচ্ছিল। হঠাৎ ওদের দেখই কপাল কুঁচকে গেল তাদের। অনেকক্ষণ ধরে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল তারা। তারপর নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কী যেন বলাবলি করল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা কিন্তু সেদিকে তাকিয়েও দেখল না। কেন না এপারেই দু'জন অত্যন্ত মজাদার লোক তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফেলেছে তখন। তাদের একজন বৃদ্ধ বাবাজি। অপরজন মধ্যবয়সি।

বাবাজির কপালে তিলক। নামাবলি। চলার ভঙ্গি দেখলেই হাসি পায়। তার ওপর ফাটা কাঁসার মতো কণ্ঠস্বর শুনে সত্যিই না হেসে পারা যায় না। কী দারুণ শুচিবায়গ্রস্ত। হাতে একটা কমণ্ডলু ছিল। সেটা নিয়ে জলে নেমে চারদিকের জলে ঢেউ খেলিয়ে ধুতে লাগলেন সেটাকে। একটা ছেলে স্নান করতে করতে ছুঁয়ে ফেলেছিল। অমনি চোখ রাঙিয়ে তেড়ে গেলেন তাকে—"ব্যাটা ডিংরের পো। বামুন বোষ্টম মানিস না তোরা। নরকে যাবি যে। এত জায়গা থাকতে একবারে ঘাড়ের ওপরে পড়ছিস।"

বাবলুরা তখন জলে নেমেছে।

আর সেই ঢ্যাঙা চেহারার মধ্যবয়সি ভদ্রলোক মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলি নেড়ে দাঁতন করতে লাগলেন।

বাবলুদের দেখেই কমণ্ডলু ধোয়া মাথায় উঠে গেল বাবাজির। ভুরুর ওপর ডান হাতের চেটো রেখে কেমন

যেন ভ্যাংচানোর ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, "কে বাবা মানিকচাঁদেরা? একেবারে সারমেয় সমেত জল তোলপাড় করতে লেগে গেছ? এ যে একেবারে ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরের দল মনে হচ্ছে।"

বাবলু বলল, "আমরা একালের পঞ্চপাণ্ডব।"

"সে তো তোমাদের সঙ্গে ওই শান্তশিষ্ট ল্যাজবিশিষ্টকে দেখেই বুঝেছি। তা কোথা থেকে এসেছ শুনি?"

বিলু বলল, "হাওড়া থেকে।"

"হাওড়া থেকে এখানে এসেছ চান করতে?"

বাবলু বলল, "শুধু চান? গোটা বিষ্ণুপুর শহরটাকে চষে বেড়িয়ে আপনার এই নরক দেখতে এসেছি।"

"এঃ! আবার টিটকিরি মারা হচ্ছে? বামুন, বোষ্টমের মর্ম তোরা কী বুঝবি রে? যে সে ছুঁলেই দু'কথা বলতে হয়।"

বাবলু বলল, "এতই যদি বোঝেন তবে যে জলে যে সে নামে, সে জলে আপনি নেমেছেন কেন?"

"কী বললি চ্যাংড়া ছোঁড়া? ওই ছেলেটা কে জানিস? ও একটা ইয়ের ছেলে। নোংরা ঘাঁটে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু আজকে পৃথিবীসুদ্ধ লোক যে ওদের অমৃতের পুত্র বলে মেনে নিয়েছে! সে খবর রাখেন? ওরা হরিজন। সকালে উঠে মনে মনে ওদের প্রণাম করবেন।"

শোনা মাত্রই লাফিয়ে উঠলেন বাবাজি, "কী! এত বড় আস্পর্ধা? সেদিনের ছেলে সব, গলা টিপলে দুধ বেরোবে, তোরা এসেছিস আমাকে জ্ঞান দিতে?"

পঞ্চু অমনই ভৌ ভৌ করে ডেকে উঠল।

যেই না ডাকা অমনই লাফিয়ে উঠলেন বাবাজি।

মধ্যবয়সি ভদ্রলোক তখন জলে নেমেছেন। বাবাজির দিকে এক চোখ টিপে বললেন, "আজকালকার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটু বুঝেশুনে কথা বলো হরিধন কাকা। দিনকাল খারাপ।"

বাবাজি অমনি থুঃ থুঃ থুঃ করে তিনবার থুথু ফেললেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তখন জল তোলপাড় করে স্নান করতে লেগে গেছে।

ওদিকে থেকে যারা ওদের ফলো করছিল, তাদেরও একজন জলে নামল। নেমেই ডুব।

বাবলু তখন সাঁতার কাটতে কাটতে অনেকদূর চলে গেছে। এমন সময় হঠাৎ তার মনে হল জলের তলা থেকে ডুব সাঁতার দিয়ে কে যেন তার একটা পা শক্ত করে চেপে ধরেছে। আর তাকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। বাবলু বুঝতে পারল শত্রুপক্ষের লোক এসে গেছে এখানেও! যেই না বোঝা অমনি অপর পায়ে তাকে একটা লাথি মেরে হেঁচকা টানে পা-টা ছাড়িয়ে নিয়ে পালটা ডুবে একদম ঘাটের কাছে।

এমন সময় দেখা গেল মধ্যবয়সি সেই ভদ্রলোক জলের ওপর চিংড়ি লাফ লাফাচ্ছেন আর চেঁচাচ্ছেন, "ওরে বাবারে আমাকে কুমিরে ধরেছে রে! ওরে মরে গেলুম রে। উঃ! খেয়ে ফেললে, মাগো, বাবাগো, কুমির গো!"

বাবাজিও তখন চোখ কপালে উঠিয়েছেন, "কুমির! লালবাঁধে কুমির! শ্রীহরি শ্রীহরি মধুসূদন।"

মধ্যবয়সি ভদ্রলোক লাফাতে লাফাতে হঠাৎ বললেন, "ছেড়েছে। ছেড়েছে। মেরেছি ব্যাটাকে টেংরি দিয়ে এক লাথি। বাপরে বাপ। আর কোন শর্মা আসে এখানে।"

বাবলুরা তখন ডাঙায় উঠে গা মুছতে মুছতে হাসছে। বাবলু মনে মনে ভাবল খুব জোর বেঁচে গেছে এ যাত্রা। বাবলু বলল, "ওঃ! ভাগ্যে ডুব সাঁতার দিয়েছিলুম। তাই আমার পা মনে করে ভদ্রলোকের পাটাকেই চেপে ধরেছিল ব্যাটা।"

বিলু বলল, "কে রে বাবলু?"

বাবলু ইশারায় সকলকে ওপারের দিকে দেখিয়ে দিল।

ঠিক সন্ধেটি হব হব তেমন সময় দেখা গেল পাণ্ডব গোয়েন্দারা ধীরে ধীরে নতুন মহলের দিকে চলেছে। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্চু এবং পঞ্চু সবাই রয়েছে আজ।

বিলু বলল, "তুই ঠিক পারবি তো বাবলু?"

"নিশ্চয়ই। পিসেমশাইয়ের ডায়রি পড়ে যে সংকেত পেয়েছি এবং ম্যাপে যা নির্দেশ আছে তাতে আমি নিশ্চিত যে গুপ্তধন আমাদের হাতে আসবেই।"

ওরা যখন মাঠ পেরিয়ে বনে ঢুকতে যাচ্ছে তেমন সময় দেখা গেল দূর থেকে সুধা আসছে ছুটতে ছুটতে, "বাবলু, একটু দাঁড়াও, বাবলু...।"

ওরা থেমে দাঁড়াল।

সুধা হাঁফাতে হাঁফাতে কাছে এসে বলল, "চলো।"

বাবলু বলল, "তুমি কোথায় যাবে?"

"তোমাদের সঙ্গে।"

"আমরা যাচ্ছি ডাকাতের ঘাঁটিতে। সেখানে তুমি কী করতে যাবে, যদি তোমার কোনও বিপদ হয়?"

"কিচ্ছু হবে না। চলো না। একে আমি অ্যাডভেঞ্চার ভালবাসি, তবু তুমি কিছুতেই আমাকে সঙ্গে নিতে চাও না। সকালে কেমন হয়েছিল? আমি না থাকলে একেবারে তুলে নিয়ে যেত আর একটু হলে। ভাগ্যে গাছে উঠে বসেছিলুম। তাই তো পেয়ারা ছুড়ে কপাল ফাটিয়ে দিয়েছিলুম ব্যাটার।"

ওরা সবাই চলল। বনে ঢুকে সেই সুড়ঙ্গ-মুখের কাছে বাবলু একবার পঞ্চুকে পাঠিয়ে দিল। যখন দেখল পঞ্চু কোনও তাড়া খেল না তখন বাচ্চু-বিচ্ছু আর সুধাকে বাবলু বলল, "তোমরা চুপচাপ এখানে পঞ্চুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাক। আমি বিলু আর ভোম্বলকে নিয়ে একবার ভেতরে ঢুকি।"

সুধা বলল, "এর পিছন দিক দিয়ে ভেতরে ঢোকবার আর একটা রাস্তা আছে, সেটা দিয়েই যাও না।"

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "এর পিছনেও রাস্তা আছে নাকি?"

"হ্যাঁ। একটা ফণীমনসার ঝোপের গায়ে ভাঙা প্রাসাদের এক কোণে একটা কাঠের আংটাওলা ঢাকনা আছে। মনে হয় সেটাও সুড়ঙ্গের মুখ। সকালে এসে আমি দেখেছি সেটা। একা ছিলাম বলে তুলে দেখতে পারিনি।"

বাবলু উল্লসিত হয়ে বলল, "উঃ! তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব না!"

ওরা সকলে তখন পিছন দিকে গেল। তারপর সুধার কথামতো একটা ঢাকা সরাতেই সুড়ঙ্গের মুখ দেখতে পেল। এবং আরও দেখতে পেল ধাপে ধাপে কতকগুলো সিঁড়ি ক্রমশ নীচের দিকে নেমে গেছে। ওরা পা টিপে টিপে সেই সিঁড়ি দিয়ে নামল সকলে।

সিঁড়ি দিয়ে কিছুটা পথ নামার পরই ওরা একটা প্রশস্ত দালানের মতো জায়গায় এসে পড়ল। সেখানে এক নারকীয় দৃশ্য ঘটে চলেছে তখন। এক জায়গায় কঙ্কালের পোশাক পরা কয়েকজন লোক বসে আছে। একদিকের থামে কিছু অসহায় লোক বাঁধা। আর যমদূতের মতো দুটো লোক একটা জ্বলন্ত চুল্লিতে লোহার শিক গরম করে বন্দিদের গায়ে ছ্যাঁকা দিচ্ছে। বন্দিরা যন্ত্রণায় যত চিৎকার করছে ওরা ততই উল্লসিত হয়ে হাঃ হাঃ করে হাসছে।

হঠাৎ গুরুগম্ভীর গলার শব্দে চমকে উঠল ওরা। দেখল একজন ভয়ংকর চেহারার লোক সম্ভবত দলের সর্দার, চেহারা দেখে অন্তত তাই মনে হল, সেই কঙ্কালের পোশাক পরা লোকগুলোকে অগ্নিমূর্তি হয়ে বলছে, "বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও বলছি। এখনও পর্যন্ত একটা বাচ্চা ছেলেকে তোমরা ধরে আনতে পারলে না? তোমাদের মতো লোককে নিয়ে দল আমি কী করে করব?"

একজন বলল, "কী করব সর্দার? বাগে না পেলে? রাত্রিটা হতে দিন না। ঠিক তুলে আনব যেমন করে পারি।"

"হ্যাঁ আনবে। আজ রাত্রির ভেতরে যদি আনতে না পার তবে লালবাঁধের জলে কাল সকালে তোমাদেরই লাশ ভাসবে।"

এমন সময় হঠাৎ ভোম্বলের নাকে কী যে একটা সড়সড় করতেই ভোম্বল ফ্যাঁচ করে হেঁচে উঠল। যেই না হাঁচা সর্দার অমনি চেঁচিয়ে উঠল, "কে? কে ওখানে?"

বিলুর হাতে একটা ইটের টুকরো ছিল। সে সেটা সর্দারের নাকে আড়াল থেকে টিপ করে ঝেড়ে দিয়েই বলল, "পাণ্ডব গোয়েন্দা।" বলেই সবাই মিলে দে ছুট।

সর্দারের লোকেরাও ছুটে এল তখনই। আর যেই না আসা, পঞ্চুও অমনি ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে গেল।

বাবলুরা যখন সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে একেবারে মাঠের মাঝখানে এসে পড়েছে তখন পঞ্চুও ছুটতে ছুটতে এসে ধরে ফেলল ওদের।

বাবলু বলল, "আজ রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের কাজ শুরু হবে। সবাই আসব আমরা। সম্ভবত ঘাঁটিতে তখন লোকজন বেশি থাকবে না। সবাই আমাদের খোঁজে বাইরে আসবে। সেই সুযোগে ব্যাটাদের মোকাবিলা করে আমরা গুপ্তধনের খোঁজ করব।"

সুধা বলল, "ভালই হবে। আজ মদনমোহনতলায় কবিগানের আসর আছে। মা আমি শুনতে আসব। সেই ফাঁকে আমিও পালাব তোমাদের সঙ্গে।"

বাবলু বলল, "বেশ তাই হবে।"
ওরা চলে এল।

রাত্রিবেলা মদনমোহনতলায় কবিগান জমে উঠেছে।

একদিকে সুধা বসেছে তার মায়ের সঙ্গে। অপরদিকে পাণ্ডব গোয়েন্দারা। পিসিমাও রয়েছেন ওদের দলে। খানিক শোনার পর পিসিমা বললেন, "তোরা তা হলে শোন, আমি আসি, কেমন? সারা রাত শোনবার ধৈর্য আমার নেই।"

বাবলু বলল, "তবে চলো, তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।" এই বলে বাবলু পিসিমাকে এগিয়ে দিতে গেল।

বাবলু চলে যাওয়ার পর দেখা গেল জনাচারেক সাংঘাতিক চেহারার লোক এক এক করে এসে দাঁড়াচ্ছে ভিড়ের ভেতর। লোকগুলোকে সুধাই সর্বপ্রথম দেখতে পেল।

খানিক পরেই বাবলু ফিরে এল। ফিরে এসে যেই না বসতে যাবে অমনি একজন লোক পিছন দিক থেকে বাবলুর মুখ চেপে ধরে টেনে নিয়ে গেল তাকে।

সেই না দেখে সুধা উঠে গিয়ে চুপি চুপি বিলুর কানে কী যেন বলল।

বিলুও অমনি চোখদুটো বড় করে ভোম্বল, বাচ্চু ও বিচ্ছুকে জানিয়ে দিল ব্যাপারটা।

ওরা আর একটুও কালক্ষেপ না করে কবিগানের আসর থেকে বেরিয়ে এল।

বিলু বলল, "বাবলুকে ধরে নিয়ে গেছে শয়তানরা। ভোম্বল তুই শিগগির ঘরে গিয়ে একটা করে ছোরা আর টর্চটা নিয়ে আয়। পঞ্চুকেও আনতে ভুলবি না।"

ভোম্বল বলল, "ঠিক আছে। তোরা এগো। আমি যাচ্ছি। আমি ঠিক ধরে ফেলব তোদের।"

বিলুরা যখন মাঠ পেরিয়েছে তখন দেখল ভোম্বল আর পঞ্চু ছুটতে ছুটতে আসছে।

তারপর ওরা সকলে সেই ঘাঁটির মুখে গিয়ে দাঁড়াল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু ও পঞ্চু সবাই আছে।

বিলু সুধাকে বলল, "তুমি পঞ্চুকে নিয়ে এইখানে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকো। বাইরে থেকে কেউ এর ভিতরে ঢুকতে এলে পঞ্চুকে লেলিয়ে দেবে। আমরা দু'দিক দিয়েই সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকছি।"

সুধা তাই করল। পঞ্চুকে নিয়ে অন্ধকারেই লুকিয়ে রইল। আর বিলুরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দু'পাশে চলে গেল। একপাশে বিলু-বিচ্ছু। অন্যদিকে ভোম্বল, বাচ্চু।

বিলু-বিচ্ছু যেই না সুড়ঙ্গের ঢাকাটা সরাতে যাবে অমনি দেখল গাছতলায় অন্ধকারে একটা কঙ্কাল দুটো হাত দিয়ে যেন ওদের গলা টিপে মারবার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

কঙ্কাল রহস্য তো উদ্ধার হয়েই গেছে। তাই বাচ্চু আর বিচ্ছু ইশারা করেই মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার ভান করল। ভাবটা এই, যেন ভূত দেখে ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

কঙ্কালটা নিশ্চিত হয়ে তখন যেই না ওদের কাছে এল, বিলু-বিচ্ছু দু'জনেই তখন তড়াক তড়াক করে লাফিয়ে উঠে আক্রমণ করল তাকে। বিলু একেবারে তার গলায় হাত দিয়ে পিছন দিকে ঝুলে পড়ল। আর বিচ্ছু করল কী একটা পাথরের চাঁই কুড়িয়ে নিয়ে তার মাথার ওপর বসিয়ে দিল কয়েক ঘা।

লোকটা সংজ্ঞাহীন হয়ে লুটিয়ে পড়তেই ওরা ঢাকনা সরিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

ওদিকে ভোম্বল-বাচ্চুও সুড়ঙ্গ মুখে এসে দেখল একটা হিন্দুস্থানি লোক খৈনি টিপছে বসে বসে।

ভোম্বল একটা আধলা ইট নিয়ে একটু দূরে ছুঁড়ে দিতেই 'কৌন হ্যায়' বলে উঠে সেদিকে দেখতে গেল।

যেই না যাওয়া ওরাও অমনি ঢুকে পড়ল ভেতরে।

ভেতরে ঢুকতেই অদূরে বিলু-বিচ্ছুকে দেখতে পেল ওরা। দু'দিক থেকেই হাত নেড়ে উভয়দের উপস্থিতি জানানো হল।

বাবলু তখন একটা থামের সঙ্গে বাঁধা ছিল।

আর সর্দার দূরে বসে নেশায় টলছিল।

জনা চার পাঁচ কঙ্কালের পোশাক পরা লোকও সর্দারের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

সর্দার বলল, "ছেলেটাকে ধরা হয়েছে। বুড়ি খবর পেয়েছে?"

"না সর্দার।"

"এইবার যাও। বুড়িকে গিয়ে বলো, ছেলেটার কাছ থেকে একটা ম্যাপ পাওয়া গেছে এটা আসল, না জাল? যদি জাল হয় তবে ছেলেটার গলা কেটে বুড়িকে দিয়ে এসো।"

"এখনই যাচ্ছি সর্দার!" বলেই দু'জন লোক হনহন করে চলে গেল।

বাকি দু'জন পোশাক খুলে রেখে পাশের একটা ঘরে ঢুকতেই বিলু এক লাফে বাবলুর কাছে গিয়ে বাঁধন খুলে দিল।

আর ভোম্বল করল কী, যে ঘরে লোকদুটো ঢুকেছিল সেই ঘরের শিকলটা এঁটে দিল।

সর্দার চেঁচিয়ে উঠল, "কে? কে ওখানে?" সর্দারের হাতে চকচক করছে একটা দোনলা পিস্তল।

ভোম্বল বলল, "পাণ্ডব গোয়েন্দা।" বলেই শক্ত মতো কী একটা ছুড়ে দিল সর্দারের হাত লক্ষ্য করে।

অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ। পিস্তল কোথায় ছিটকে পড়ল।

সর্দারের টেবিলের ওপর টিমটিম করে জ্বলছিল একটা লণ্ঠন। বাবলু ঝাঁপিয়ে সেটার ওপর পড়েই সেই লণ্ঠনের বাড়ি সর্দারের মাথায় মারল এক ঘা।

ভোম্বলের হাতের টর্চটা জ্বলে উঠল তখন।

পরক্ষণেই দেখা গেল একটা জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ওপর থেকে সেই খৈনি টেপা লোকটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।

বিলু তখন ব্যাঙের মতো লাফিয়ে সিঁড়ির মুখে চলে গেল। তারপর যেই না লোকটা শেষ সিঁড়িতে এসে পড়ল অমনি বিলু তার ডান পায়ের টেংরি লক্ষ্য করে মারল এক লাথি।

লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

আর পড়া মাত্রই বিলু করল কী সেই মশালের আগুনটা ধরিয়ে দিল লোকটার কাপড়ে।

লোকটা তো হাউ মাউ করে চেঁচাতে লাগল তখন।

ওদিকে বাইরে থেকে পঞ্চুর একটানা চিৎকার শোনা যাচ্ছে। কেউ বা কারা নিশ্চয়ই এর ভেতরে ঢুকতে আসছে কিন্তু তাদের ঢুকতে দিচ্ছে না।

লণ্ঠনের ঘা খাওয়ার পর একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে সর্দার তখন ওদের দিকে এগিয়ে এসেছে।

কিন্তু ভোম্বলের চোখ সর্দার এড়াতে পারল না।

ততক্ষণে ভোম্বল একটা রড কুড়িয়ে নিয়েছিল। তারই বাড়ি সর্দারের মাথায় বসিয়ে দিল এক ঘা।

সর্দার লুটিয়ে পড়ল।

ওদিকে ঘরের মধ্যে শিকলবন্দি লোকদুটো তখন লাথির পর লাথি মেরে চলেছে দরজায়।

বাবলুরা আর সেই অন্ধকারে ভেতরে না থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে গেল।

এমন সময় দেখল বাইরে থেকে কিছু লোক হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকছে।

ততক্ষণে বিলু আর ভোম্বল শুরু করে দিয়েছে তাদের সেই দড়ির ম্যাজিক।

ভেতরে ঢুকেই যে দড়িতে বাবলুকে বেঁধেছিল শয়তানরা, সেই দড়িটা ভোম্বল কোমড়ে বেঁধে রেখেছিল। এবার সেটা কাজে লাগল।

অন্ধকারে দু'জনে দু'পাশে বসে একটা দড়ির দু'প্রান্ত ধরে ঘাপটি মেরে রইল।

তারপর হুড়মুড় করে যেই না সব নামতে যাবে অমনি দড়ি ধরে পায়ে আটকে দিতে লাগল। যারা এল তারা প্রত্যেককেই তখন ঢিপ ঢিপ ঢিপ।

বাবলুর তখন হঠাৎ মনে পড়ে গেল ওর ম্যাপটা তো সর্দার ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রেখেছে। তাই এক লাফে সর্দারের টেবিলের কাছে গিয়েই ড্রয়ারের ভেতর থেকে ম্যাপটা বার করে নিল।

যে লোকগুলো দড়িতে জড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল তাদেরই ভেতর থেকে দু'-একজন উঠে দাঁড়িয়েছে তখন।

ওদিকে ঘরের ভেতর থেকে সেই শিকলবন্দি লোকদুটো তখনও লাথির পর লাথি মেরে চলেছে।

উঠে দাঁড়ানো লোক দু'জনের ভেতর থেকে একজন ছুটে গিয়ে শিকল খুলে দিতেই অর্গলমুক্ত হয়ে মরিয়ার মতো ভেতরের লোকদুটো বেরিয়ে এল তখন। এসেই ধরে ফেলল বাচ্চু-বিচ্চুকে।

বিলু-ভোম্বল তখন থামের আড়ালে।

একজন চট করে একটা মশাল ধরিয়ে নিল।

বাবলু তখন সর্দারের টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে আছে মারমুখী হয়ে।

ওর হাতে সেই ম্যাপটা।

একজন বলল, 'শিগগির দে বলছি।"

"না দেব না। এক পাও এগোবে না কেউ। এগোলেই ছিঁড়ে ফেলব।"

আর একজন ততক্ষণে একটা লোহার রড কুড়িয়ে নিয়েছে। তাই না দেখে বাবলু টেবিলের পিছন দিকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। টেবিলের একদিকে রইল বাবলু। অপর দিকে সর্দার ও দলের লোকেরা।

এমন সময় বিলু ও ভোম্বল আত্মপ্রকাশ করে একজন একটা চেন ও একজন রড কুড়িয়ে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকগুলোর ওপর।

আর সেই সুযোগে বাবলু টেবিলটা ধরে গায়ের জোরে লোকগুলোর দিকে ঠেলে দিয়েই এক লাফে সিঁড়ির মুখে।

তারপর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই দু'জন লোক ধরে ফেলল ওকে।

একজনের হাতে পিস্তল।

অসহায় বাবলু বন্দি হল তাদের হাতে।

পঞ্চুর চিৎকার অনেকক্ষণ থেকেই শোনা যাচ্ছে না।

বাবলুর ভয় হল, তবে কি ওরা পঞ্চুকে মেরে ফেলেছে?

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই তখন ধরা পড়েছে।

শয়তানরা ওদের বার করে এনে বাইরের জঙ্গলে বড় বড় গাছের গুঁড়ির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ফেলল।

সর্দার এসে চেপে ধরল বাবলুকে, "কোথায় রেখেছিস ম্যাপ? দে শিগগির।" বলে নিজেই সার্চ করতে লাগল বাবলুকে।

কিন্তু কোথায় ম্যাপ? ধরা পড়ার আগেই বাবলু সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল একটা ঝোপের দিকে।

সর্দার বলল, "বড় ধূর্ত তুই না? বল, কোথায় ম্যাপ?"

"জানি না।"

সর্দার ঠাস করে চড় মারল বাবলুর গালে।

ভোম্বল তখন রাগে দড়ি ছিঁড়ে ফেলবার উপক্রম করতে লাগল। কিন্তু বাঁধন এমনই শক্ত যে ছেঁড়া দূরের কথা এতটুকু আলগা পর্যন্ত হল না।

সর্দারের হুকুমে দু'চারজন লোক তখন মশাল জ্বেলে চারদিকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে উঠল, "পেয়েছি পেয়েছি।"

সর্দার তাড়াতাড়ি ম্যাপটা হাতে নিয়ে বলল, "কই দেখি? তারপর সেটা দেখেই আনন্দে উল্লসিত হয়ে বলল, "হ্যাঁ, এই সেই আসল ম্যাপ। যা আমি দীর্ঘদিন ধরে খুঁজছিলাম। ঠিক আছে। আর দেরি করে লাভ নেই। চলো সব আজ রাতের মধ্যেই গুপ্তধন উদ্ধার করে ফেলি।"—এই বলে সকলে হইহই করে নতুন মহলের দিকে এগিয়ে চলল। শাবল গাঁইতি কোদাল ইত্যাদি নিয়ে দশ-বারোজন লোক সর্দারের নির্দেশ মতো চলল খোঁড়াখুঁড়ি করতে।

বিলুর চোখ ফেটে জল আসতে লাগল তখন।

বিলু বলল, "সত্যি, আমরা এভাবে কখনও হারিনি।"

ভোম্বল বলল, "পঞ্চুরও সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল—"সে কি আর বেঁচে আছে? হয়তো মেরেই ফেলেছে তাকে।"

বাবলু বলল, "সুধা? সুধাই বা কোথায়?"

বিলু বলল, "আমার মনে হয় সুধা পঞ্চুকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকজন ডেকে নিয়ে আসবে।"

ভোম্বল বলল, "জয় ভগবান। যেন তাই হয়।"

এমন সময় একজন হোঁতকা চেহারার লোক এগিয়ে এল বাবলুদের দিকে। এসে বলল, "কী, কেমন ফাঁদে পড়েছ বাছাধনেরা? এখন মন-প্রাণ দিয়ে ভগবানকে ডাকো। যদি গুপ্তধন আমরা পেয়ে যাই তা হলে মালপত্তর নিয়ে আমরা চম্পট দেব। আর যদি না পাই তা হলে তোমাদের প্রত্যেককে মেরে রেখে আমরা চলে যাব বরাবরের জন্য। এই আমাদের সর্দারের আদেশ।"

হঠাৎ নতুন মহলের দিক থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল।

যে লোকটা বাবলুদের কাছে ছিল সেও তখন ছুটে গেল সেই দিকে।

নতুন মহলের সুড়ঙ্গের ভেতর একটা গোখরো সাপ অনেকদিন ধরে বাস করছিল। সামনে শিকার পেয়ে ছুবলে দিয়েছে ডাকাত দলের একজনকে।

কী ভয়ংকর চেহারার সাপ।

সব কাজ ফেলে ডাকাতরা সর্পাহত লোকটিকে নিয়ে পড়ল।

সর্দারের পিস্তল গর্জে উঠল দু'বার। গোখরো সাপটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে মরে গেল। লোকটিও নীল হয়ে ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে।

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল পঞ্চুকে। পঞ্চু কাছেই একটা ঝোপের ভেতর লুকিয়ে বসে ছিল। শয়তানদের লোকটা চলে যেতে সে এসে বাবলুর দড়ির বাঁধন কামড়ে টানাটানি করতে লাগল। দু'-চারবার কামড়া-কামড়ির পর ছিঁড়ে গেল বাঁধন। আর যেই না ছিঁড়ে যাওয়া অমনি বাবলু নিজেকে মুক্ত করে নিল। তারপর বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছুকে বন্ধনমুক্ত করল।

বিলু বলল, "তুই একদম দেরি করিস না বাবলু। এখনই গিয়ে পুলিশে খবর দে। আমরা এখানেই লুকিয়ে থাকব কোথাও।"

বাবলু আর পঞ্চু জঙ্গল পেরিয়ে ছুটল থানার দিকে। কিছুটা আসার পরই দেখল একজন লোক বন্দুক হাতে ছুটতে ছুটতে আসছে ওদের দিকে। তার মানে ওরা কোনওরকমে টের পেয়েছে বাবলু পালাচ্ছে বলে। লোকটা চেঁচাচ্ছে, "মার—মার—মার ব্যাটাকে। মেরে ফ্যাল।"

কিন্তু কে কাকে মারে? বাবলু হঠাৎ ছোটা থামিয়ে হাতের কাছে ইট পাথর যা পেল তাই নিয়ে এলোপাথাড়ি ছুড়তে লাগল লোকটার দিকে। আর পঞ্চু? সে তখন নেকড়ের মতো লোকটাকে আঁচড়ে কামড়ে এমনভাবে ফালা ফালা করে দিলে যে প্রাণ সংশয় হয়ে দাঁড়াল তার। এমনকী বন্দুক ওঠানোর শক্তিও আর রইল না। পালানো তো দূরের কথা।

লোকটা জখম হয়েছে দেখে বাবলু আর পঞ্চু নিশ্চিন্তে জঙ্গল পার হয়ে যেই না মাঠে নামতে যাবে অমনি দেখল পুলিশ বোঝাই কয়েকটা ভ্যান দ্রুত এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। ভ্যানগুলো কাছে আসতেই জোরালো সার্চলাইটের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল বাবলুর।

ভ্যানের ভেতর থেকে সুধার গলা ভেসে এল, "ওই তো। ওই তো বাবলু। উঃ ভগবান! আমি তো ভাবলাম এতক্ষণে বোধহয় শেষই হয়ে গেছে!"

এমন সময় বিক্রমবাবুরও গলা শোনা গেল, "এসো বাবলু। উঠে এসো। আমরা তোমাদেরকেই উদ্ধার করতে যাচ্ছিলাম।"

বিষ্ণুপুর থানার ও সি ভ্যান থেকে নেমে এসে বললেন, "ও আর উঠে এসে কী করবে? জঙ্গলে তো ভ্যান ঢুকবে না। হাঁটতেই হবে। সবাই হাঁটব চলুন।" বলে বাবলুর মুখ থেকে বর্তমান পরিস্থিতির কথা এবং কী উপায়ে পঞ্চুর সাহায্যে বন্ধনমুক্ত হয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে এবং পথের দু'জনের আক্রমণও প্রতিহত করেছে সব শুনতে শুনতে চললেন তিনি।

রাতের অন্ধকারে প্রথমেই নতুন মহলের চারদিক ঘিরে ফেলল সশস্ত্র পুলিশে।

তারপর ধীরে ধীরে এগোতে লাগল সকলে নতুন মহলের দিকে।

বাবলু সুধাকে বলল, "সত্যি! তোমার জন্য আমার খুব চিন্তা হয়ে গিয়েছিল।"

"তোমাদের জন্যে আমার আরও বেশি চিন্তা হয়েছিল। যখন বুঝলাম বেগতিক তখনই পালিয়ে এসে থানায় খবর দিয়েছি। খবর দিতে এসে দেখি বাবাও এসে বসে আছেন। কবিগানের আসর থেকে আমি উধাও হয়েছি শুনে বাবাও এসেছিলেন থানায় ডায়রি করতে।"

বিক্রমবাবু বললেন, "নাঃ! তোমরা দেখছি সত্যিই ডানপিটে ছেলে। ছোটবেলায় আমিও ডানপিটে ছিলাম। তবে তোমাদের মতো না। এক এক গুলিতে এক একটা বাঘের খুলি উড়িয়েছি একদিন। এবার ডাকাতেরও মুণ্ডু নেব। ডাকাতের মোকাবিলা করবার শখ আমার বহুদিনের।"

ও সি বললেন, "স্টপ।"

স্টপ বলার সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রমবাবু একটা গাছের একেবারে অর্ধেক ওপরে।

ও সি বললেন, "কী হল আপনি গাছে উঠছেন কেন?"

"আপনি স্টপ বললেন যে? মানে কোনও বিপদের গন্ধ-টন্ধ পেয়েছেন নিশ্চয়ই।"

"আরে দূর মশাই। স্টপ বললাম মানে আপনারা এইখানে থামুন। আমরা এগোই। আপনাদের আর সবাইকে উদ্ধার করে আনি। দরকার হলে গোলাগুলি ছোটাতে হবে।"

"সেইজন্যই তো গাছে উঠছি স্যার। যাতে কোনও কিছু ছিটকে এসে গায়ে না লাগে।"

ও সি হেসে বললেন, "যা মন চায় করুন আপনার।" বলে সামনের দিকে এগিয়ে চললেন।

ওদিকে হয়েছে কী বিলু-ভোম্বল-বাচ্চু-বিচ্ছুও বন্ধনমুক্ত হয়ে অন্ধকারে সকলের নজর এড়িয়ে ঢুকে পড়েছে নতুন মহলের ভেতর। ঢুকে টুঁ শব্দটি না করে দেওয়ালের গা ঘেঁষে এগিয়ে চলল ওদের অনুসরণ করে।

শাবল গাঁইতি আর কোদালের সাহায্যে ম্যাপের নির্দেশ মতো শয়তানেরা তাদের অভীষ্ট সিদ্ধি করতে চলেছে।

হঠাৎ এক জায়গায় শাবলের চাড় লাগতেই ঠং করে একটা শব্দ হল।

যেই না হওয়া অমনি শাবল আর গাঁইতির ঘা মেরে একটা দেওয়ালকেই ধসিয়ে ফেলল ওরা।

তারপর মশালের আলোটা এগিয়ে ধরে দেখল একটা প্রকাণ্ড সিন্দুক। আর সেই সিন্দুকে মস্ত একটা তালা।

সবাই তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল তালাটার ওপর। কিন্তু না। না ভাঙতে পারল তালা, না নড়াতে পারল সিন্দুক।

সর্দার বলল, "যাও, শিগগির একটা ছেনি আর হাতুড়ি নিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি যাও।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছু তৃষিত চোখে চেয়ে রইল সিন্দুকের দিকে।

ওদের কত স্বপ্নের গুপ্তধন। অথচ ভাগ বসাবে অন্য লোকে।

এমন সময় গুড়ুম করে একটা গুলির শব্দ।

সেই সঙ্গে আর্তনাদ।

সর্দার থমকে দাঁড়িয়ে বলল, "কী ব্যাপার! গুলির শব্দ মনে হচ্ছে। যাও তো কেউ গিয়ে একজন দেখে এসো তো ব্যাপারটা কী।"

শাবল আর গাঁইতি দিয়ে সিন্দুক ভাঙার তখনও আপ্রাণ চেষ্টা চলছে।

যে লোকটা দেখতে গিয়েছিল সে ছুটতে ছুটতে এসে বলল, "সর্বনাশ হয়েছে ওস্তাদ। চারদিক পুলিশে ছেয়ে ফেলেছে।"

সিন্দুক ভাঙা মাথায় উঠে গেল তখন।

সর্দার বলল, "সে কী!"

"হ্যাঁ ওস্তাদ।"

"ঠিক আছে। এখানে আমার কাছে দু'জন লোক থাক। আর বাকিরা চলে যাও। একজন পুলিশও যেন ভেতরে ঢুকতে না পারে।"

"ঠিক আছে ওস্তাদ।" বলে লোকগুলো বন্দুক নিয়ে ছুটে গেল নতুন মহলের প্রবেশপথের দিকে।

তারপর শুরু হল ডাকাতে-পুলিশে প্রচণ্ড লড়াই।

রীতিমতো যুদ্ধ যাকে বলে তাই।

গুলির জবাবে গুলি ছুটতে লাগল। প্রত্যুত্তরে আবার গুলি।

এমন সময় অভাবিতভাবে ভেঙে গেল সিন্দুকের ডালা। আর চোখ ঝলসে দেখা দিল অতুল ধনরাশি। সে যে কী অপূর্ব সম্পদ তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না।

সর্দার আনন্দে পাগলের মতো হেসে উঠে দু'হাতে সেই ধনসম্পদ মুঠো মুঠো বুকে নিয়ে চিৎকার করতে লাগল।

আর সঙ্গী দু'জনও পাগলের মতো নৃত্য শুরু করে দিল।

এমন সময় সিন্দুকের পিছন থেকে মেয়ে গলায় হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ করে কে যেন হেসে উঠল।

সর্দার পিছিয়ে এল কিছুটা।

সঙ্গী দু'জনও থেমে গেল। সর্দার বলল, "কে? কে? কে হাসে?"

হাসির শব্দ তখন প্রতিধ্বনি হয়ে ঘুরছে।

মেয়ে গলায় উত্তর এল, "আমি লালবাই।"

"অ্যাঁ! অ্যাঁ! কে তুমি! কী নাম বললে?"

"আমি লালবাই। তোমাদের সাধ্য নেই যে আমার সম্পত্তিতে হাত দাও। এখনও বলছি চলে যাও ভালয় ভালয়। আমার নশ্বর দেহ নষ্ট হয়ে গেলেও আমার আত্মা আজও পাহারা দিচ্ছে এই নতুন মহলে।"

এমন সময় অনেকগুলো ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল সেখানে।

সেই সঙ্গে বাবলুর গলা, "বিলু-ভোম্বল-বাচ্চু-বিচ্ছু তোরা কোথায়? আমরা মুক্ত বেরিয়ে আয়।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছু শয়তানদের অন্যমনস্কতার সুযোগে সিন্দুকের পেছনে এসে লুকিয়েছিল।

তারা হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল এবার।

ওদের বেরিয়ে আসতে দেখেই সর্দারের চোখ কপালে উঠে গেল। কিন্তু উঠলে কী হবে? ওদের হাতে তখন পুলিশের হাতকড়া।

সুধাকে নিয়ে বিক্রমবাবুও তখন ভেতরে চলে এসেছেন।

বিক্রমবাবু ভেতরে ঢুকেই চোখমুখ লাল করে সর্দারকে দেখতে লাগলেন। তারপর 'অ্যাপ অ্যাপ' করে বার দুয়েক ধমক দিয়ে ঠাস করে তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিলেন।

ও সি বললেন, "কী হল, মারলেন কেন?"

"আমার অনেক দিনের সাধ আজকে মেটালাম স্যার?"

"বেশ করেছেন। এবার আমাদের একটু কাজ করতে দিন। আপনারা বাইরে যান।"

ওরা যখন বাইরে এল তখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। পুলিশ ছাড়াও আরও অনেক লোক তখন জড়ো হয়েছে সেখানে।

বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সুধা ও বিক্রমবাবুর মন ভরে উঠেছে জয়ের গৌরবে।

পঞ্চুও আনন্দে ঘন ঘন লেজ নাড়ছে।

খবর পেয়ে ডি এম-ও স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন। তারপর সব দেখে-শুনে নিজের গাড়িতে করে বাবলুদের পৌঁছে দিলেন পিসিমার বাড়িতে।

ডাকাত দলের প্রত্যেকেই প্রায় মারা গিয়েছিল পুলিশের গুলিতে। শুধু সর্দার ও তার সঙ্গী দু'জন ছাড়া। তারা পায়ে বেড়ি পরে হাজতে গেল।

ওইদিনই বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চে জেলার তরফ থেকে সরকারিভাবে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের পুরস্কার দিলেন জেলাশাসক। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের ধন্য ধন্য পড়ে গেল চারদিকে!

পুরস্কার নেওয়ার পর সুধাই সকলকে অভিনন্দন জানাতে উল্লাসের সঙ্গে বলে উঠল, "থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

সবাই বলল, "হিপ হিপ হুরর রে।"

পঞ্চুর আনন্দ অত্যধিক। সে দারুণ জোরে চেঁচিয়ে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দা ৪

ত্রয়োদশ অভিযান

শীতের মরশুমে এক বিকেলে ইডেনে বেড়াতে গিয়েছিল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। যদিও বোটানিকেল গার্ডেনের কাছে ইডেন কিছুই নয়, তবুও ইডেনের একটা নিজস্ব রূপ আছে। সেই রূপের টানেই আবালবৃদ্ধবনিতারা দলে দলে এসে থাকে এখানে। বাবলুরাও এসেছিল। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এবং ওদের প্রিয় পঞ্চু সবাই। অনেকক্ষণ ধরে ওরা চিনা বাদাম আর কমলালেবু খেয়ে মিষ্টি রোদ্দুরে ঘুরে বেড়াল। তারপর এক সময় বাবলু বলল, "হোপলেস।"

বিলু বলল, "ফর হোয়াই?"

বাবলু বলল, "কলকাতার নরক যদি কোথাও থাকে তো সেটা হচ্ছে এই ইডেন গার্ডেন।"

ভোম্বল বলল, "কলকাতার স্বর্গ কোনটে?"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "কলকাতায় কোথাও স্বর্গ নেই।"

বাবলু বলল, "ঠিক বলেছিস। সমাজবিরোধীরা গোটা কলকাতাটাকে রাহুর মতো গ্রাস করে ফেলেছে। আর এই সব জায়গাগুলো হচ্ছে ওদের এক একটি বেল্ট। বিশেষ করে সন্ধের পর এই সব জায়গাগুলো যা হয়ে ওঠে তা সত্যই অবর্ণনীয়।"

বিলু বলল, "নাঃ। এসব জায়গায় আর দেখছি কোনও ভদ্র সন্তানের আসা উচিত হবে না।"

ভোম্বল বলল, "আমার হাতে যদি একটা মেশিনগান থাকত আর দেশে যদি আইন শৃঙ্খলাটা না থাকত তা হলে সব ক'টাকে এক সঙ্গে দিতাম সাবাড় করে।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ তুমি অত্যন্ত বীরপুরুষ তা আমরা জানি। এখন চলো কেটে পড়ি এই বিশ্রী পরিবেশের ভেতর থেকে।"

কথা বলতে বলতে ইডেন থেকে বেরিয়ে এল ওরা। সামনেই হাইকোর্ট। এ পাশে আকাশবাণী।

বিচ্ছু বলল, "আমাকে একবার আকাশবাণীর কাছে নিয়ে চলো না বাবলুদা। দেখব।"

বাচ্চু বলল, "কী দেখবি? ভেতরে তো ঢুকতে দেবে না।"

বিচ্ছু বলল, "বাইরে থেকেই দেখব।"

বিচ্ছুর ইচ্ছামতো ওরা আকাশবাণীর সামনে এল। বিচ্ছু খুব খুশি। তবে পঞ্চুর লেজ নাড়া দেখে মনে হল ওর ঠিক এইভাবে ঘুরে বেড়াতে খুব একটা ভাল লাগছে না।

এমন সময় হঠাৎ শর্মিলাদির সঙ্গে দেখা। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দেখে শর্মিলাদি ঝলমলে হাসি হেসে ওদের কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "ওমা, তোমরা এখানে!"

"আপনি এখানে?"

"মেট্রোয় একটা খুব ভাল ছবি হচ্ছে, দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা এদিকে কী মতলবে? যা দস্যি ছেলেমেয়ে তোমরা। ভয় লাগে।"

বাবলু হেসে বলল, "না না, আমরা সব সময় দস্যিপনা করি না। এখন আমরা বেড়াতে এসেছি।"

"বেশ করেছ।"

পঞ্চুও শর্মিলাদিকে দেখে খুব খুশি। তাই কুঁই কুঁই করে জবাব দিল, হ্যাঁ আমরা বেড়াতেই এসেছি। দস্যিপনা করতে নয়।

শর্মিলাদি বললেন, "ঠিক আছে। তোমরা এসো তা হলে, আমি চলি।"

বাবলু বলল, "আমাদের ফিরতে একটু দেরি হবে। আপনি বিচ্ছুটাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যাবেন শর্মিলাদি? যাবার সময় যদি ওকে ওদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যান তা হলে খুব ভাল হয়।"

"বেশ তো। এ তো খুবই ভাল কথা।"

"অসুবিধে হবে না তো আপনার?"

"না না। অসুবিধে হবে কেন? এ বরং ভালই হল। একা যেতাম। এবার একটা সঙ্গী পেয়ে গেলাম। তা ছাড়া বিচ্ছুর মায়ের সঙ্গেও গল্প করে আসা যাবে একটু। কিন্তু তোমরা যাবে কোথায়?"

"আমরা কলকাতায় পাতালরেলের কাজকর্ম কীরকম হচ্ছে একটু দেখতে যাচ্ছি।"

শর্মিলাদি হেসে বললেন, "আর কিছু দেখার জিনিস পেলে না তোমরা?"

এমন সময় বাচ্চু বলল, "তোমরা তিনজনেই বরং যাও বাবলুদা। আমার আর হাঁটতে ভাল লাগছে না। পঞ্চু তোমাদের কাছেই থাকুক। আমিও শর্মিলাদির সঙ্গে যাই।"

বাবলু বলল, "সেই ভাল। তুইও যা। অনেক হেঁটেছিস আজ।"

বাবলু, বিলু, ভোম্বল ও পঞ্চু জেব্রা ক্রসিং ডিঙিয়ে রাস্তা পার হল। আর বাচ্চু-বিচ্ছুরা চলে গেল শর্মিলাদির সঙ্গে।

আবার সেই ইডেনের ফুটপাথ ধরে আসতে হল ওদের। আসবার সময় ধোঁকাদার সঙ্গে দেখা হল হঠাৎ। ধোঁকাদা ওদের পাড়ারই ছেলে। বাচ্চু-বিচ্ছুদের খুব পরিচিত। বাচ্চু ধোঁকাদাকে দেখে হেঁকে বলল, "লঞ্চে আমাদের জন্যে একটু লাইন ম্যানেজ করে রেখো ধোঁকাদা।"

ধোঁকাদা বলল, "আচ্ছা। তোরা পা চালিয়ে আয়।"

লঞ্চে তখন বিরাট লাইন পড়েছে। অফিসযাত্রীরা দলে দলে ছুটতে ছুটতে এসে লাইনে দাঁড়াচ্ছে। ভাগ্যে ধোঁকাদা ছিল তাই গোড়ার দিকেই ম্যানেজ হয়ে গেল লাইনটা। ওরা প্রথম সারিতেই দাঁড়াল। খুব বাঁচোয়া। না হলে এই কনকনে শীতে বেশিক্ষণ লাইনে দাঁড়াতে হলেই হয়েছিল আর কী।

রামকৃষ্ণপুর ঘাটে লঞ্চ এসে যখন ভিড়ল তখন সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। কয়েকজন রিকশাওয়ালা তখন প্যাসেঞ্জার ওঠানোর ব্যাপার নিয়ে নিজেদের মধ্যেই মারামারি লাগিয়ে দিয়েছে। তাই দেখে শর্মিলাদি বললেন, "দরকার নেই বাবা রিকশায় চেপে। চলো এ পথটুকু আমরা হেঁটে হেঁটেই চলে যাই।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ তাই চলুন। এইটুকুর জন্যে আবার রিকশা করে নাকি কেউ?"

শর্মিলাদি, বাচ্চু ও বিচ্ছু কথা বলতে বলতেই সেই আধো অন্ধকার আধো আলোয় পথ চলতে লাগল।

শর্মিলাদি কখনও জোরে হাঁটেন না। কী ধীর স্থির তাঁর চলার ছন্দটি। আর কী মিষ্টি তাঁর মুখখানি। গায়ের রঙটিও যেন দুধে আলতায় গোলা। যেমনি ভদ্র, তেমনি নম্র। বাচ্চু-বিচ্ছুর তাই খুব ভাল লাগে শর্মিলাদিকে। দূর থেকে দেখলেও মন প্রাণ ভরে ওঠে ওদের। কাছে পেলে তো কথাই নেই।

লঞ্চঘাট পার হয়ে বেশ কিছুটা পথ এসেছে ওরা এমন সময় দেখল ফোরশোর রোডের মুখে একটা অস্টিন গাড়ির সামনে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ও মাথায় হ্যাট পরা এক ভদ্রলোক আপন মনে সিগারেট খাচ্ছেন আর একদৃষ্টে ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন। ওরা কাছাকাছি আসতেই ভদ্রলোক সিগারেটটা ফেলে পায়ের বুট জুতো দিয়ে সেটার আগুনটাকে চেপে বললেন, "আরে, বিচ্ছু না?"

বিচ্ছু অবাক হয়ে বলল, "কে আপনি?"

"আমাকে চিনতে পারছ না?"

বিচ্ছু বলল, "না।"

"আমি তোমার বাবার বন্ধু। আমার নাম বাসুদেব রায়।"

বিচ্ছু বলল, "চিনলাম না।"

বাচ্চু বলল, "এ নামে বাবার কোনও বন্ধু আছে বলে তো জানি না। আর আপনাকে আমরা দেখিওনি কখনও।"

বাসুদেববাবু হেসে বললেন, "দেখেছ দেখেছ। ঠিক মনে করতে পারছ না।" তারপর আড়চোখে একবার শর্মিলাদির দিকে তাকিয়ে বাচ্চুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তা এঁনার পরিচয়টা তো পেলাম না?"

বাচ্চু বলল, "ওঁনার পরিচয় জানার দরকারটাই বা কী?"

"না না, এমনি। মানে কখনও দেখিনি তোমাদের সঙ্গে, তাই।"

বিচ্ছু বলল, "উনি আমাদের দিদি হন।"

বাসুদেববাবু বললেন, "তোমাদের কোনও দিদি আছে বলে তো জানতাম না। তা ঠিক আছে। চলো তোমাদের বাড়িতে যাওয়া যাক। অনেকদিন যাইনি। তোমাদের বাবার সঙ্গে একটু গল্প করে আসি। নাও গাড়িতে ওঠো সব।" তারপর শর্মিলাদির দিকে তাকিয়েও হাসিমুখে বললেন, "উঠুন।"

শর্মিলাদি বললেন, "মাফ করবেন। এরা যখন চেনে না আপনাকে তখন আপনি আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। অতএব এই অবস্থায় আমরা আপনার গাড়িতে কোনও মতেই উঠতে পারি না।"

বাসুদেববাবু বললেন, "কেন, আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারছেন না? বেশ, আপনি না ওঠেন না উঠবেন, এরা উঠুক।"

বাচ্চু বলল, "না আমরা কেউ উঠব না আপনার গাড়িতে।"

বাসুদেববাবু রেগে বললেন, "কেন উঠবে না? আমি কি চোর না ডাকাত?"

বিচ্ছু বলল, "আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আপনি নিজেই বরং নিজের গাড়িতে উঠে আপনার সুদর্শন চক্রটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করুন।"

বাসুদেববাবুর মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠল এবার। মুখটা ব্যাঙের মতো ফুলিয়ে কঠিন গলায় বললেন, "সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল কী করে বাঁকাতে হয় আমি জানি। গাড়িতে ওঠ বলছি।" তারপর শর্মিলাদির দিকে রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে বললেন, "আপনিও উঠুন।"

শর্মিলাদি বললেন, "আপনার কথায় নাকি?"

"হ্যাঁ। আমার কথায়। উঠুন, না হলে বিপদে পড়বেন।"

শর্মিলাদি বললেন, "ওসব ভয় আমাকে দেখিয়ে লাভ হবে না, বুঝেছেন? পথ ছাড়ুন বলছি, না হলে চেঁচাব।"

এমন সময় আশপাশ থেকে কারা যেন বলে উঠল, "উঠুন উঠুন। বেশি ঝামেলা করবেন না। আমাদের হাতে সময় খুব অল্প।"

শর্মিলাদির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল এবার। বাচ্চু-বিচ্ছুরাও ভয় পেয়ে গেল খুব। কপালগুণে দু'একটি রিকশা বা কোনও লোকজনও এখন এখানে নেই। অথচ এ পথ এসময়ে কখনওই জনবিরল হয় না। ওরা দেখল তিনজন ষণ্ডামার্কা লোক ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল ওদের চোখের সামনে।

শর্মিলাদি বললেন, "আপনাদের মতলব?"

বাসুদেববাবু বললেন, "সেটা পরে জানতে পারবেন। এখন গাড়িতে উঠুন।"

"না উঠব না।"

"উঠুন বলছি।"

বাচ্চু আর বিচ্ছুকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে শর্মিলাদি বললেন, "না। প্রাণ থাকতে নয়।"

কিন্তু সশস্ত্র ওই দুর্বৃত্তদের কাছে ওদের শক্তি কতটুকু? ওরা প্রায় জোর করেই ওদেরকে গাড়িতে ওঠাল। শর্মিলাদি চেঁচাবার চেষ্টা করতেই বাসুদেববাবু রিভলভার তাগ করলেন। বাধ্য হয়েই চুপ করতে হল শর্মিলাদিকে। এক্ষেত্রে অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করাই ভাল। ওরাও তাই করল। রাতের অন্ধকারে বাসুদেববাবুর অস্টিনটা ওদের তিনজনকে অপহরণ করে ঝড়ের বেগে অদৃশ্য হয়ে গেল ভোজবাজির মতো।

এই নাটকীয় ঘটনাটি ঘটে যাবার ঠিক পর মুহূর্তেই সেখানে এসে হাজির হল বাবলুরা। এই কনকনে শীতে ইচ্ছে করেই আর পাতালরেলের কর্মযজ্ঞ দেখতে না গিয়ে ফিরে আসছিল। কিন্তু ভাগ্যক্রমে মাঝ গঙ্গায় লঞ্চটি বিকল হয়ে যাওয়ায় অযথা বিলম্ব হয়ে গেল। না হলে যথাসময়েই চরম মুহূর্তটিতে এসে পড়ত ওরা।

যাই হোক। ফোরশোর রোডের মুখে আসতেই পঞ্চু হাউ হাউ করে ছুটে গিয়ে কী যেন কুড়িয়ে আনল একটা মুখে করে। যেটা আনল সেটা দেখেই হকচকিয়ে গেল সকলে।

জিনিসটা হাতে নিয়ে বাবলু সন্দেহের চোখে দেখে বলল, "আরে! এ হার তো শর্মিলাদির! এটা এখানে কী করে এল?"

বিলু বলল, "আমার মনে হয় নিশ্চয়ই কোনও বিপদ হয়েছে ওদের।"

ভোম্বল বলল, "চল তো দেখি আর কিছু পাই কিনা।"

ওরা তন্ন তন্ন করে চারদিক খুঁজতে লাগল।

এমন সময় পঞ্চু এক পাটি জুতো নিয়ে এল মুখে করে।

বাবলু বলল, "এটা তো বিচ্ছুর চটি।"

বিলু বলল, "কিডন্যাপ।"

ভোম্বল বলল, "তাতে কোনও সন্দেহ নেই আর।"

তবুও ওরা একবার দ্রুত পায়ে বাড়িতে এল। কী জানি, সন্দেহটা যদি অমূলকই হয়? কিন্তু না। বাড়িতে এসে দেখল যা ওরা ভেবেছে ঠিক তাই। শর্মিলাদি বাচ্চু-বিচ্ছু কেউ-ই ফেরেনি।

প্রত্যেকেরই মুখে আতঙ্ক ফুটে উঠল।

বাচ্চু-বিচ্ছুর মা তো কেঁদেই ফেললেন, "এই জন্যেই আমি এদের সন্ধের পর বাইরে থাকতে বারণ করি। কিন্তু কিছুতেই এরা শুনবে না আমার কথা। যা ভয় করি আমি তাই হল। এখন আমি কী করি?"

ওদের বাবা থানায় ফোন করলেন।

ফোন করার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ এল।

বাবলুরা অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ।

ওদের মুখে সব শুনে দারোগাবাবু বললেন, "দেখছ দিনকাল খারাপ পড়েছে কী রকম। দক্ষিণ-কলকাতার বালাজিকে, চৌরঙ্গির নীতুকে দুর্বত্তরা নিয়ে গিয়ে কীভাবে খুন করেছে তা জানো না? বিশেষ করে তোমাদের ওপর অনেকেরই নজর আছে যখন, তখন কোন সাহসে তোমরা বাইরে থাকো সন্ধের পর?"

বাবলু বলল, "সন্ধের আগেই তো আমরা ওদের ছেড়ে দিয়েছি। সঙ্গে আমাদের পরিচিতা এক দিদিও ছিলেন। কিন্তু এমন যে হবে তা তো ভাবিনি।"

দারোগাবাবু বললেন, "মানে আমি তো ভাবতেই পারি না তোমাদের মতো ছেলেমেয়েরা এমন ভুল করল কী করে? হাওড়া শহরের মধ্যে ওই জায়গাটা হচ্ছে সবচেয়ে কুখ্যাত এলাকা। ওখানে প্রায় প্রতিদিনই একটা না একটা ঝামেলা লেগেই আছে। খুন জখম ডাকাতি রাহাজানি কী না হয় ওখানে?"

ভোম্বল এবার রেগে বলল, "তাই যদি হয় তো আপনারা সব সময়ের জন্য ওখানে কিছু পুলিশ পোস্টিংই বা করে রাখেন না কেন? জানেন তো রাত আটটা সাড়ে আটটা পর্যন্ত ও রাস্তায় লোকজন লঞ্চে পারাপার করার জন্য চলাফেরা করে।"

দারোগাবাবুও ততোধিক রেগে বললেন, "তুমি থামো হে ছোকরা। বসো না এসে আমার চেয়ারটায়। তারপর বুঝবেখন জলের মতো তরল জিনিসগুলো কীরকম পাথরের মতো কঠিন।"

বাবলু বলল, "ওর কথা ছেড়ে দিয়ে যা হয় একটা কিছু ব্যবস্থা করুন।"

দারোগাবাবু আর কোনও কথা না বলে যৎসামান্য জিজ্ঞাসাবাদের পর ওদের প্রত্যেককে একটু সাবধানে থাকতে বলে চলে গেলেন।

বাবলু আর ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছুর মাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

বিলু অস্থিরভাবে একবার ঘর একবার বাইরে এই করতে লাগল।

পঞ্চুও লেজ নেড়ে অযথাই মাটি শুঁকে শুঁকে ঘোরাঘুরি করতে লাগল আশপাশে।

এমন সময় হঠাৎ এক সময় পঞ্চুর চিৎকারে রাতের অন্ধকার ভেঙে খান খান হয়ে গেল। সেইসঙ্গে শোনা গেল একটা মোটরের চলে যাবার শব্দ।

বাবলু আর ভোম্বল ঘরের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল।

পঞ্চু তখনও একভাবে চিৎকার করছে ও লাফাচ্ছে।

কিন্তু বিলু! বিলু কই? বিলু তো বাইরেই ঘোরাফেরা করছিল এতক্ষণ।

গেটের কাছে একটা চিঠি পড়েছিল। বাবলু সেটা কুড়িয়ে নিল। চিঠিটা খুলে পড়ে দেখল তাইতে লেখা আছে, 'আপনার মেয়েরা আমাদের কাছে সযত্নেই থাকবে। পাছে ওরা থাকতে না চায় বা কান্নাকাটি করে তাই ওদের দিদিটিকেও নিয়ে গেছি। এই নিয়ে যাওয়ার পিছনে উদ্দেশ্য একটা নিশ্চয়ই আছে। সেটা সেই চিরন্তন ব্যাপার। অর্থাৎ কিনা টাকা। আমাদের টাকা চাই। সেজন্যই বলি আপনি কোনও রকম ঝামেলা করবার চেষ্টা না করে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনারই বাড়ির ছাদে এক সপ্তাহের মধ্যে রেখে দেবেন। আমাদের লোকেরা যখন হোক গিয়ে নিয়ে আসবে। অতি চালাকি করে বা পুলিশকে জানিয়ে ফাঁদ পাতার চেষ্টা করবেন না। তা হলে ফল খারাপ হবে। কেন না আমরা অত্যন্ত বদলোক।'

চিঠিটা পড়ে বাচ্চু-বিচ্ছুর বাবার হাতে দিল বাবলু।

চিঠি পড়ে লাফিয়ে উঠলেন বাচ্চু-বিচ্ছুর বাবা, "সর্বনাশ। এত টাকা আমি কোথায় পাব? আমার এই শৌখিন বাড়ি দেখে কি ওরা মনে করেছে যে অনেক টাকা আছে আমার?"

বাবলু বলল, "তা হলে কী করবেন কাকাবাবু?"

"আমি এখনই থানায় যাব।"

"অমন কাজটি করবেন না।"

"করব না মানে? আমার এত বড় সর্বনাশ হতে চলেছে অথচ আমি পুলিশকে জানাব না?"

বাবলু বলল, "আঃ হা। আপনি কেন বুঝছেন না কাকাবাবু? এতে বাচ্চু-বিচ্ছুর বিপদ হতে পারে। তা ছাড়া পুলিশ তো কিডন্যাপের খবর আগেই পেয়েছে। যথেষ্ট তৎপর আছে তারা। এখন আমরা নিজেরাই একটু চেষ্টা করে দেখি বা একটা উপায় বার করি। সব ব্যাপারে সব কিছুর দায়িত্ব কী পুলিশের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াটা ঠিক? নিজেদেরকেও একটু চেষ্টা করতে হয় ভেতরে-ভেতরে।"

"সে তো বুঝলুম। কিন্তু আমরা কি চেষ্টা করব? কীভাবে করব? কোথায় করব?"

বাবলু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "কাকাবাবু, আপনি একটা জিনিস লক্ষ করেছেন কি, যে আমাদের বন্ধুদের ভেতর থেকে একজন হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে। অর্থাৎ ওরা চিঠিটা দিয়ে যাবার পর থেকেই বিলুকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও নিশ্চয়ই দুর্বৃত্তদের পিছনে ধাওয়া করেছে।"

"এটা তো তোমার বিশ্বাস। কিন্তু ধরো যদি উলটোটাই হয়ে থাকে? অর্থাৎ কিনা যদি ওরা চিঠি দিতে এসে বিলুকেও একা পেয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে?"

ভোম্বল এই কথায় নার্ভাস হয়ে বলল, "হ্যাঁ। তাও হতে পারে।"

বাবলু তার এক হাতের তালুর ওপরে অপর হাতের মুষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, "না। তা হয়নি। কেন না দুই আর দুইয়ে চার-ই হয়, পাঁচ হয় না। আর যদি উলটোটাই হয়ে থাকে তা হলে জানবেন সোনায় সোহাগা হয়েছে। আপনি জানেন না কাকাবাবু, খেপে গেলে বিলু আর বিলু থাকে না। ও তখন বুল ডগ হয়ে ওঠে। ও একাই একশো হয়ে ফিরিয়ে আনবে ওদের। এখন মনে হচ্ছে ওরা চিঠি দিতে আসবে এইরকম একটা কিছু অনুমান করেই বিলু বাইরে ঘোরাফেরা করছিল এতক্ষণ।"

"এখন আমরা কী করব তা হলে?"

"কিচ্ছু না। আমার মনে হয় ওরা কাছাকাছিই কোথাও আছে। না হলে এত তাড়াতাড়ি ওদের গুম করার পর এই চিঠি ওরা দিতে আসতে পারত না। যাক, শর্মিলাদির বাড়িতে খবরটা দিয়ে আমরা আমাদের বাড়িতে যাচ্ছি। আজকের রাত্রিটা দেখি। আজ রাতের মধ্যে বিলু যদি ফিরে না আসে তা হলে কাল সকালে তার ব্যবস্থা হবে।"

এই বলে বাবলু আর ভোম্বল ফিরে এল। মুখে ওরা খুব সহজে কথাগুলো বললেও মন থেকে কিন্তু দুশ্চিন্তাটা গেল না ওদের।

ভোম্বল শর্মিলাদির বাড়িতে খবর দিয়ে নিজের বাড়িতেও বলে খেয়ে-দেয়ে বাবলুর কাছে শুতে এল।

বাবলু, ভোম্বল আর পঞ্চু ঘরে ঢুকে শোবার জন্য দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে এমন সময় কোথা থেকে যেন ছুটতে ছুটতে বিলু এসে হাজির হল সেখানে।

বাবলু উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, "কী ব্যাপার রে! হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেলি?"

বিলু হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "ওদের মোটরের পিছনে উঠে ধাওয়া করেছিলাম ব্যাটাদের।"

"তারপর?"

"স্পটে যেতে পারিনি। তবে অনুমান করতে পেরেছি। ওরা শালিমারের রেলওয়ে ইয়ার্ডের মধ্যেই কোথাও আছে। যে মোটরের পিছনে আমি বসেছিলাম, তাতে দু'জন লোক ছিল। একজন এক নম্বর গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। আর একজন মোটর নিয়ে এখনই আসছি বলে চলে গেল।"

বাবলু বলল, "এতেই বুঝে নিলি ওরা শালিমারে আছে?"

"হ্যাঁ। কেন না যে লোকটা এখনই আসছি বলে চলে গেল সে যাবার সময় জিজ্ঞেস করল, 'ওরা বেগড়বাঁই করছে না তো?' উত্তরে অপর লোকটি বলল—না। খুব ঠান্ডা মেয়ে। বিশেষ করে সঙ্গে ওদের দিদি থাকায় সুবিধেই হয়েছে। চুপ চাপ আছে। এবার গিয়ে ওদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাটা করি।"

ভোম্বল বিলুর পিঠ চাপড়ে বলল, "সাবাস বিলু।"

বিলু বলল, "আরও আছে। সম্ভবত গঙ্গার দিকে আছে ওরা। কেন না বাচ্চু-বিচ্ছু আর শর্মিলাদি ওদের পায়ের চটিগুলো ফেলতে ফেলতে গেছে। আমি সেগুলো কুড়িয়ে এনেছি।"

বাবলু বলল, "তা হলে এখনই আমরা চলি। আর দেরি নয়।"

বিলু বলল, "সেকথা আবার বলতে?"

বাবলু, বিলু, ভোম্বল আর পঞ্চু তখুনি চলল তাদের নৈশ অভিযানে।

বাবলু পিস্তলটা পকেটে নিল।

বিলু আর ভোম্বল নিল ধারালো দুটো ছুরি।

পঞ্চু একবার শুধু টান টান করে নিল শরীরটা। তারপর গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। সে এবার বেশ বুঝতে পেরেছে যে এবারের অভিযান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শালিমারে এসে ওরা কিন্তু গেট পার হয়ে ইয়ার্ডে ঢুকল না। সোজা রাতের অন্ধকারে গঙ্গার ধার ঘেঁষে কাঁটা তারের বেড়া ডিঙিয়ে ভাঙা পাঁচিলের গা বেয়ে ভেতরে ঢুকল।

জনহীন নিস্তব্ধ চারদিক।

শুধু মালগাড়ির সাইডিং করার শব্দ ও ইঞ্জিনের চলাফেরা ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

মাঝে মাঝে আর পি এফদের টহল দিতে দেখা যাচ্ছে।

ওদের মনে হল ওরা যেন কোনও একটা প্রেতপুরীতে এসে হাজির হয়েছে। আধো আলো আধো অন্ধকারে এ এক নতুন জগৎ।

বাবলু বলল, "সব হল। শুধু তাড়াতাড়িতে একটা টর্চ আনতে ভুলে গেলুম রে।"

বিলু বলল, "তাই তো। খুব ভুল হয়ে গেল।"

ভোম্বল বলল, "সে জন্য কোনও চিন্তা নেই। ও আমি ম্যানেজ করে নেব।"

বিলু বলল, "কী করে নিবি?"

ভোম্বল বলল, "ওই দেখ। ওদিকে সারি সারি চৌকিদারের তাঁবু। ওর ভেতরে হানা দিলে নিশ্চয়ই একটা টর্চ ঝাড়া যাবে।"

বাবলু বলল, "দি আইডিয়া। নে দেখি একটা।"

ভোম্বল অন্ধকারে চতুর বেড়ালের মতো সন্তর্পণে পা ফেলে গ্যাং কুলিদের তাঁবুর কাছে এগিয়ে গেল।

তারপর একটা তাঁবুর পিছন দিকে গিয়ে সেটা সামান্য একটু ফাঁক করতেই দেখল বুড়ো চৌকিদার তোলা উনুনে রান্না করছে বসে বসে। তার পাশেই পড়ে আছে বেশ বড় সড় একটা টর্চ।

ভোম্বল সেদিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ছুরিটা বার করে খুব সতর্কভাবে একটু একটু করে কাটতে লাগল তাঁবুটা। শক্ত ত্রিপলের তাঁবু। তবু কেটে ফেলল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকে হাত বাড়িয়ে টর্চটা নিতে গিয়েই ঘটে গেল বিপর্যয়।

বুড়ো চৌকিদারটা আচমকা ওর হাতটা ধরে এক চোখ টিপে খিক্ খিক্ করে হেসে বলল, "বাবা নিশিকুটুম্ব। চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে এসেছে বাবা? দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা।"

ভোম্বল চোখ পাকিয়ে বলল, "হাত ছাড়ো বলছি। শিগগির হাত ছাড়ো। না হলে এখনই ফুটো করে দেব।" বলেই অপর হাতে ছুরিটি উঁচিয়ে ধরল।

চৌকিদারটা ভয় পেয়ে ছেড়ে দিল ওকে।

ভোম্বল চকিতে টর্চটা নিয়ে যেই না বেরোতে যাবে চৌকিদার অমনি পিছন দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভোম্বলের ওপর। ওর একটা পা টেনে ধরে চেঁচাতে লাগল, "চোর—চোর—চোর।"

কিন্তু ভোম্বলের শক্তির সঙ্গে বুড়ো চৌকিদারের পরিচয় তো ছিল না, তাই ও-কীর্তি করতে গিয়েছিল। ভোম্বল হঠাৎ ঘুরে পড়েই চৌকিদারকে একটা ঝটকা দিল। তারপর লাট্টুর মতো ঘুরপাক খেয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে।

বাবলুরা বাইরে অপেক্ষা করছিল।

ভোম্বল বেরিয়ে এসেই বলল, "বাবলু, কেটে পড় এখান থেকে।"

"সে কথা আবার বলতে!"

ওরা তিনজন এবং পঞ্চু প্রাণপণে সামনের দিকে ছুটতে লাগল।

এদিকে বুড়ো চৌকিদার একভাবে চেঁচিয়ে চলেছে, "চোর—চোর—চোর।"

তার চিৎকারে রেলরক্ষী বাহিনীর লোকেরাও তখন ছুটে এসেছে হাঁ হাঁ করে। কিন্তু এলে কী হবে? ওদের নাগাল পেলে তো।

বাবলুরা অন্ধকারে যেদিকে পথ পেল সেদিকে দৌড়ল।

রেলরক্ষী বাহিনীর লোকেরা মানে আর পি এফরা তবুও হাল ছাড়ল না। অনুমানে ভর করেই বন্দুক উঁচিয়ে সমানে তাড়া করে অনুসন্ধান চালাল।

বাবলুরা বুঝতে পারল ওরা যতই ছুটে পালাবার চেষ্টা করুক না কেন পালাবার কোনও পথই নেই। ধরা

ওদের পড়তেই হবে। অবশ্য ধরা পড়লে হবে না ওদের কিছুই। পরিচয় দিলেই ছাড়া পেয়ে যাবে। কিন্তু তাতে সব কিছু জানাজানি হয়ে গেলে বাচ্চু-বিচ্চুদের উদ্ধারের পরিকল্পনাটা একেবারে ভেস্তে যাবে। এবং ওরাও চলে যাবে নাগালের বাইরে।

বাবলু তাই হঠাৎ এক জায়গায় থেমে দাঁড়িয়ে বলল, "আর ছোটা নয়। এবার যেমন করেই হোক কোথাও আমাদের লুকিয়ে পড়তে হবে।"

বিলু বলল, "লুকব কোথায়? জায়গা কই?"

ভোম্বল বলল, "লুকোতেই হবে। না হলে ধরা পড়লে আগে তো ওরা পিটিয়ে ছাল তুলে নেবে। তারপরে অন্য কথা।"

দূর থেকে আবার জোড়া জোড়া বুটের শব্দ ভেসে আসতে লাগল। ওই আসছে। কয়েকজন আর পি এফ এই দিকেই ছুটে আসছে।

তাড়াতাড়িতে ওরা লুকোবার মতো কোনও জায়গা না পেয়ে চট করে বাঁদিকে বেঁকে অন্ধকারে পাশাপাশি দাঁড় করানো কতকগুলো সারিবদ্ধ ওয়াগনের তলায় ঢুকে পড়ল। তারপর গুটি গুটি আরও কতকগুলো ওয়াগন ক্রশ করেই দেখল এক জায়গায় একটি ভাঙা ইঞ্জিন সাইডিং করা আছে।

আর পি এফরাও তখন দূর থেকেই ওদের দেখতে না পেয়ে চেঁচাচ্ছে, "হুঁশিয়ার। চোর হ্যায়। পাকড়ো। চোর—চোর—।"

ক্রমে ওরা ওদের খুব কাছাকাছি চলে এল।

বাবলু, বিলু, ভোম্বল আর পঞ্চু ভাঙা ইঞ্জিনের বড় বড় চাকার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বসে রইল চুপটি করে।

আর পি এফরা এসে বার বার ওখানে টর্চের আলো ফেলে দেখতে লাগল কেউ আছে কিনা।

চাকার আড়ালে থাকায় ওদের গায়ে আলো পড়ল না।

ওরা তখন কোনও রকম উপায় না দেখে পিছু হটে ধীরে ধীরে ইঞ্জিনের মাথার ওপর উঠে পড়ল। বহুদিনের অব্যবহৃত কানাডিয়ান ইঞ্জিন। ইঞ্জিনের মাথায় উঠে লম্বা মতো যে অংশটায় জল ভরা হয় ওরা তার ভেতর ঢুকে পড়ল।

পঞ্চু গিয়ে ঢুকল বাইরে কয়লা রাখার জায়গাটায়।

জলশূন্য ইঞ্জিনের খোলের ভেতর ঢুকে অনেকটা নিরাপদ হল ওরা। বেশ হাত পা ছড়িয়ে বসতে পারল। ভেতরে বসেও ওরা বুঝতে পারল আর পি এফগুলো এসে ইঞ্জিনের আশপাশে ঘোরা ফেরা করছে। টর্চ মারছে। একপাশে একটু ফাটা ও ভাঙা অংশ ছিল। ওরা সেইখান দিয়ে দেখল আর পি এফরা ইঞ্জিনের কয়লা রাখার জায়গাটার দিকে এগোচ্ছে। তারপরই শুনতে পেল পঞ্চুর ঘেউ ঘেউ শব্দ।

দু'জনে আর পি এফ ইঞ্জিনের কয়লারাখা জায়গাটায় কেউ লুকিয়ে আছে কিনা দেখবার জন্য উঠেছিল। কিন্তু পঞ্চু আচমকা এমন হাউ হাউ শব্দ করে চেঁচিয়ে উঠল যে এক লাফে নীচে নেমে থর থর করে কাঁপতে লাগল দু'জনে।

নীচে যারা ছিল তারা বলল, "ক্যা হুয়া?"

"আরে ছোড়ো ভাই। কুত্তা চিল্লাতা। চোর কাঁহা বা? ইসিকে লিয়ে বেটা চৌকিদার হামলোকনকো পরিশান কিয়া।"

একজন বলল, "আরে নেহি নেহি। ও ব্যাটা টর্চ লেকে ভাগা।

আর একজন বলল, "ছোড়ো বাত। ও বেটা বদমাশ টর্চ অপনে নে চুরায়া। আউর আভি চোর চোর করকে চিল্লাতে হ্যায় সাধু সাজনেকে লিয়ে। চলো চলো।"

আর পি এফরা চলে গেল।

বাবলুরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল এবার।

তারপর খানিক চুপচাপ বসে থেকে একসময় মাথা গলিয়ে বাইরেটা দেখে নিল বাবলু। না। কেউ কোথাও নেই।

ভোম্বল বলল, "ভেতরটা বড় অন্ধকার। টর্চটা জ্বালব বাবলু?"

"জ্বাল।"

বিলু বলল, "আর একটু বিশ্রাম করে আমরা আবার আমাদের অভিযান চালাব।"

ভোম্বল টর্চ জ্বেলে ইঞ্জিনের খোলের ভিতরটা ভাল করে দেখতে লাগল।

হঠাৎ এক জায়গায় আলো পড়তেই চমকে উঠল ভোম্বল। বাবলু আর বিলুরও চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল। দেখল এক কোণে অন্তত দশ বারোটা বন্দুক ও কয়েকটা তাজা বোমা জড়ো করা আছে।

বিলু বলল, "ঠিক আছে। দরকার পড়লে এগুলো আমরা কাজে লাগাতে পারব।"

বাবলু বলল, "আর দেরি নয়। আমরা বেরিয়ে পড়ি চল। রাত হচ্ছে।"

এই বলে ওরা বেরোতে যাবে এমন সময় বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কে বা কারা যেন আসছে। তাই বেরোতে গিয়েও বেরোতে পারল না ওরা।

তাড়াতাড়ি এক কোণে সরে বসল।

বিলু-ভোম্বল ছুরি নিয়ে এবং বাবলু পিস্তল উঁচিয়ে রেডি হয়ে রইল।

একটু পরেই ওরা দেখল ছোট্ট একটি রেলের লণ্ঠন নিয়ে কে যেন একজন ভেতরে নামছে।

যে লোকটা নামল তাকে দেখেই চমকে উঠল এরা। এ সেই বুড়ো চৌকিদার। যার টর্চ নিয়ে ওরা পালিয়ে এসেছে। বুড়োটা ভেতরে ঢুকতেই বাবলু ওর বুকের কাছে পিস্তলটা ঠেকিয়ে ধরল—একদম চুপ।

এমন অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের জন্য বুড়ো তৈরি ছিল না। ভয়ে চোখদুটো কপালে উঠে গেল তার। মুখ দিয়ে শুধু বু-বু করে একটা শব্দ তুলেই অজ্ঞান হয়ে গেল।

বাইরে থেকে কে যেন একজন চেঁচিয়ে বলল, "কী হল রে নাথু?"

বাবলু উঁকি মেরে দেখল মাত্র একজন লোকই বাইরে ইঞ্জিনের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তাই অন্ধকারে নিজের মুখটা একটু বাড়িয়ে বুড়োর লণ্ঠনটা বার করে একবার দোলাল। যাতে লোকটি মনে করে বুড়োই লণ্ঠন দোলাচ্ছে।

লোকটিও টোপ গিলল। বুড়ো নাথুর সংকেত মনে করে তাড়াতাড়ি ভেতরে এসে ঢুকল।

যেই না ঢোকা অমনি তিনজনে ঘিরে ধরল তাকে।

লোকটি রীতিমতো ভয় পেয়ে বলল, "তোমরা কারা?"

"তার আগে বলো তুমি কে?"

"সে জেনে তোমাদের লাভ?"

"আমাদের দিদি এবং ছোট ছোট দুটি বোনকে আজ কয়েকজন দুর্বৃত্ত অপহরণ করে এনেছে। আমরা তাদের সন্ধানে এসে এইখানে কতকগুলো গোপন অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করেছি। তোমরা যখন এখানেও এসে জুটেছ তখন আমরা ধারণা করছি তোমরাই সেই অপহরণকারীদের লোক। শিগগির বলো ওরা কোথায় আছে?"

"আমি জানি না।" বলেই লোকটি হঠাৎ বাবলুর হাত থেকে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিয়ে বিলু আর ভোম্বলকে আচমকা এক ধাক্কায় ফেলে দিয়ে চকিতে বেরিয়ে পড়ল ইঞ্জিনের খোল থেকে।

ওরা প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেল তিনজনেই। তারপরই বাবলু ছুটে গিয়ে ইঞ্জিনের ভেতরে সাজিয়ে রাখা সেই বোমাগুলো থেকে একটা তুলে নিয়েই বেরিয়ে পড়ল ইঞ্জিনের খোল থেকে।

বিলু-ভোম্বলও বেরিয়ে পড়ল।

ভোম্বলের হাতে টর্চ ছিল। টর্চ মেরে দেখল লোকটা গঙ্গার দিকে ছুটেছে।

লোকটাকে বাগে পাবার জন্য ওরা নীচে না নেমে একবার শুধু 'পঞ্চু কুইক' বলেই সারিবদ্ধ লম্বমান কতকগুলো ওয়াগনের মাথার ওপর দিয়ে ছুটে লোকটাকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল বোমাটা। বোমাটা লোকটির গায়ে না লেগে পাশে পড়ে সশব্দে ফেটে গেল। আর লোকটা 'উঃ বাবারে' বলে বসে পড়ল সেখানে। যে হাতে পিস্তলটা ধরা ছিল সেই হাত এবং একটি পা উড়ে গেছে তখন।

ওরা ছুটে লোকটার কাছে গিয়ে ছুরি উঁচিয়ে চেপে ধরল তাকে, "এখনও বলো কোথায় আছে ওরা?"

অদূরে পড়ে থাকা নিজের পিস্তলটা বাবলু কুড়িয়ে নিয়েছে ততক্ষণে।

লোকটি বলল, "ওরা কোথায় আমি জানি না।" এই বলে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে লাগল।

বিলু তখন এক ঘুষি মারল লোকটার মুখে। মেরে বলল, "এবার বলবি তো?"

লোকটি অতি কষ্টে গঙ্গার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

বাবলু বলল, "ওদিকে কোনখানে?"

"ক্রেন জেটির কাছে যাও।" বলেই অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল সে।

বাবলুরা তখন লোকটাকে ধরে প্রায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল সেই ইঞ্জিনটার কাছে। একটা হাত নেই, একটা পাও নেই বেচারির। তবু ওকে একটা দড়ি জোগাড় করে শক্ত করে বেঁধে ইঞ্জিনের খোলের ভেতরে ঢোকাল ওরা।

কিন্তু এ কী! সেই বুড়ো চৌকিদার নাথুটা গেল কোথায়?

বাবলু বলল, "ব্যাটা পালিয়েছে। আসলে আমাদের চোখে ধুলো দেবার জন্য অজ্ঞান হবার ভান করে পড়েছিল সে, তারপর আমরা বেরোতেই তাল বুঝে কেটে পড়েছে।"

যাই হোক। ওরা লোকটিকে ঢুকিয়ে রেখে সেই অন্ধকারে আস্তে আস্তে গঙ্গার দিকে এগোল।

সামনেই ক্রেন জেটি।

এরই কাছাকাছি কোথাও আছে ওরা। কিন্তু কোনখানে?

ওরা ক্রেন জেটির কাছে যেতেই দেখল এক জায়গায় বোর্ডে দুটো হাড় ও মড়ার মাথার খুলি আঁকা। লেখা আছে 'ডেনজার, এ সি।' কারেন্ট তখন অফ করা। বাবলুরা ক্রেন জেটির ওপরে উঠে চারদিক লক্ষ করতে লাগল।

এখানে গঙ্গার কাদার ওপর অতিকায় সব পন্টুনের সারি। এর মধ্যে কোনওটি মেরামত হচ্ছে। কোনওটি বা অব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে।

ক্রেন জেটির নীচেই একটি পন্টুন। হঠাৎ সেই পন্টুনের ওপর থেকে কে একজন ছোট্ট একটি লণ্ঠন দোলাল।

অমনি দেখা গেল গঙ্গার বুক থেকে একটা টর্চের আলো সেই পন্টুনের ওপর একবার পড়েই থেমে গেল।

বাবলু, বিলু ও ভোম্বল পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

পঞ্চু একবার লেজটা নাড়ল শুধু।

একটু পরেই দেখা গেল একটা ছোট নৌকো এসে ভিড়ল ক্রেন জেটির গায়ে। তারপর আরও একটি। কয়েকজন মুখ ঢাকা কালো পোশাক পরিহিত লোক নেমে এল। তারপর সোজা চলে গেল সেই পন্টুনটার কাছে।

পন্টুনের ওপর থেকে সেই লোকটা আবার লণ্ঠন দোলাল।

লোকগুলো গঙ্গার কাদা মাড়িয়ে সেই পন্টুনে উঠে ঢুকে গেল পন্টুনের ভেতরে।

বাবলু বলল, "আমার মন বলছে ওরা ওখানেই আছে।"

তারপর নৌকোগুলোর কাছে গিয়ে দেখল সেগুলো দামি দামি রেডিয়ো, ক্যামেরা আর হাতঘড়িতে বোঝাই।

বাবলু বলল, "ব্যাটারা জাহাজ লুট করতে গিয়েছিল বুঝলি?"

বিলু বলল, "হুঁ।"

ভোম্বল বলল, "এখন আমাদের কাজটা কী হবে?"

"আপাতত নৌকোগুলোকে দড়ি খুলে ভাসিয়ে দেওয়া।"

"তারপর?"

"ওগুলো পুলিশ উদ্ধার করবে।"

এই বলে ক্রেন জেটির গা থেকে দড়ি খুলে ওরা দুটো নৌকোই ভাসিয়ে দিল।

নৌকো ভাসিয়ে দিয়ে খুব সন্তর্পণে পন্টুনের দিকে এগিয়ে চলল ওরা।

একটু এদিক সেদিক করে ওপরে ওঠার চেষ্টা করতেই একপাশে ওরা একটা দড়ির মই ঝুলতে দেখল।

বাবলু-বিলু আর ভোম্বল সেই মই ধরে উঠতে যাবে এমন সময় ওরা দেখল কারা যেন নামছে সেই মই ধরে। ওরা অন্ধকার ঘেঁষে সরে দাঁড়াল।

লোকগুলো নেমে চলল গঙ্গার দিকে। অর্থাৎ যেখানে নৌকো বাঁধা ছিল ক্রেন জেটির গায়ে। সেই তালে ওরা করল কী তিনজনে চটপট উঠে পড়ল পন্টুনে। পঞ্চুই শুধু নীচে রইল।

পন্টুনটা অন্তত পাঁচশো ফুট লম্বা ও চল্লিশ ফুট চওড়া। সাবেক কালের অতিকায় পন্টুন। এখন আর কাজে লাগে না। একদিকে পন্টুনের ফাঁপা খোলের ভেতর থেকে আলো দেখা যাচ্ছে। পাশেই একটি ছোট্ট কেবিন। তার ভেতরে দু'জন লোক রয়েছে। একজন বলছে, "ওঃ! আমি যে কী কৌশলে পালিয়ে এসেছি তার তুই কী বুঝবি শ্যাম। শয়তান ছেলেগুলো ভেবেছিল আমি বুঝি সত্যিই অজ্ঞান হয়ে গেছি। আজ রাতের মধ্যেই যদি এখান থেকে সরে পড়তে না পারি তা হলে কিন্তু সবাই ধরা পড়ে যাব। ইঞ্জিনের খোলের ভেতরে মালপত্তরগুলো রয়েছে, শয়তানরা সেখানেও গিয়ে হাজির। তার ওপর দুলাল যখন এখনও ফিরছে না আমার মনে হয় নিশ্চয়ই ওর কোনও বিপদ হয়েছে।"

যার নাম শ্যাম সে বলল, "আমি তো আগেই বলেছিলুম ওখানে টক্কর দিতে যেয়ো না। যা সব দস্যি ছেলেমেয়ে। আমার কথা যখন শুনলে না এখন ফল বোঝো। আমি বলে রাখছি ওরা এখানেও হানা দেবে।"

বাইরে থেকে তখন যে লোকগুলো নেমেছিল তাদের গলা শোনা গেল, "এই নাথু, শিগগির আয়। আমাদের নৌকোর দড়ি খুলে গেছে।"

শ্যাম বলল, "খুলে গেছে না খুলে দিয়েছে? ঠ্যালা সামলাও এবার।" বলে দু'জনেই বেরিয়ে এল।

নাথু তাড়াতাড়ি লণ্ঠন নিয়ে দড়ির মই বেয়ে নেমে গেল পন্টুনের নীচে।

আর শ্যাম আস্তে আস্তে একটা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে পন্টুনের গহ্বরে নামতে লাগল।

বাবলু-বিলু আর ভোম্বল অনুসরণ করল শ্যামকে।

শ্যামের বয়স বেশি নয়। সতেরো কি আঠারো বছর হবে হয় তো। এই বয়সের ছেলে কেন যে এমন সাংঘাতিক দলের সঙ্গে রয়েছে তা ভগবান জানে।

বাবলু হঠাৎ দেখতে পেল পন্টুনের গহ্বরে একটা ঘেরা মতো জায়গায় শর্মিলাদি বাচ্চু আর বিচ্ছু চুপ করে বসে আছে।

যেই না দেখতে পাওয়া বিলু অমনি পিছন থেকে ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল শ্যামের ঘাড়ে। শুধু বিলু নয়। সেই সঙ্গে ভোম্বলও।

বাবলু ছুটে গেল বাচ্চু-বিচ্ছুদের কাছে।

শর্মিলাদি বললেন, "এ কী বাবলু! তুমি এখানে কী করে এলে?"

"শুধু আমি নয়! বিলু-ভোম্বল এসেছে। ওই দেখুন এক ব্যাটাকে ধরেছে ওরা।"

শ্যামকে দেখেই শর্মিলাদি বললে, "ওরে ছেড়ে দে ওকে। ও সম্পূর্ণ নির্দোষ। এদের দলে ওই একমাত্র ভাল ছেলে। আমি ওকে চিনি। দত্তদের বাড়িতে আগে কাজ করত ছেলেটা।"

বিলু-ভোম্বল তখনই ছেড়ে দিল শ্যামকে।

শ্যামের মুখ-চোখ তখন লাল হয়ে উঠেছে।

শর্মিলাদি আবার বললেন, "শ্যামকেও ওরা ধরে এনেছিল একদিন। তারপর থেকে শ্যাম ওদের দলেই রয়ে গেছে। তোরা না এলেও কাল সকালে ও নিজেই গিয়ে তোদের ডেকে আনত।"

বাবলু বলল, "তা হলে এখন আমাদের করণীয়?"

শ্যাম বলল, "পালানো। তোমরা যখন এসে গেছ তখন আমি নিশ্চিন্ত।"

বিলু বলল, "কিন্তু কী করে পালাব?"

"তোমরা আর একটা দড়ির মই বেয়ে পিছন দিক দিয়ে পালাও। কেন না ওরা এখনই এসে পড়বে। আর তোমরা আমার হাত-পা বেঁধে রাখো। যাতে ওরা এসে আমাকে সন্দেহ না করতে পারে।"

বাবলু বলল, "সেই ভাল। তারপর তো পুলিশ নিয়ে আমরা আসছিই। এই বলে শ্যামকে বেঁধে ফেলল ওরা।"

তারপর কাঠের সিঁড়ির কাছে যেতেই ওরা দেখল কতকগুলো লোক সিঁড়ির মুখে এসে হাজির হয়েছে। ওরা তাড়াতাড়ি সিঁড়ির পিছনে লুকিয়ে পড়ল।

লোকগুলো লক্ষ্যও করল না ওদের। ওপর থেকে তরতর করে নেমে এল নীচে।

ওরা নেমে এলে এরাও উঠল।

ওপরে উঠে বাবলু বলল, "ভোম্বল, তুই বাচ্চু, বিচ্ছু আর শর্মিলাদিকে নিয়ে বাড়ি চলে যা। তারপর যত তাড়াতাড়ি পারিস পুলিশ নিয়ে চলে আয়। বিলু আর আমি পাহারা দিচ্ছি এদের।"

ভোম্বল তখন ছুটে গিয়ে ক্রেন জেটির দিকে পন্টুনের গায়ে যে দড়ির মইটা ঝুলছিল সেই মইটা তুলে নিল। পঞ্চু নীচেই গঙ্গার কাদার ওপর ছিল। একবার সাড়া দিল, "ভৌ ভৌ।"

ভোম্বল বলল, "আর একটু একা থাক তুই। এখনই আসছি।" বলে মইটা নিয়ে পন্টুনের পিছন দিকে ঝুলিয়ে দিল।

শর্মিলাদি বললেন, "আমরা এখন কেউ যাব না এখান থেকে। ভোম্বল তুমি নিজেই গিয়ে পুলিশ ডেকে আনো। না হলে বাবলু বিলুর জন্যে আমার মনে অত্যন্ত দুশ্চিন্তা থাকবে।"

বিলু বলল, "সেই ভাল। তুই বরং বেশি দূর না গিয়ে আর পি এফ অফিস থেকেই ফোন করে দে থানায়। আর রেলরক্ষী বাহিনীর ইনস্পেক্টরকেও সব কথা খুলে বল। আমাদের পরিচয় দে।"

ভোম্বল দড়ির মই বেয়ে নীচে নেমেই পঞ্চুকে ডাকল, "আয় পঞ্চু আয়।"

পঞ্চু পন্টুনের ওপাশে ছিল। ভোম্বলের গলা শুনে দৌড়ে এল সে।

বাবলু তখন পিস্তল ত্যাগ করে পন্টুনের গহ্বরের মুখে বসে আছে।

বিলুও ছুরি উঁচিয়ে এদিক সেদিক পায়চারি করছে।

শর্মিলাদি কোমর বেঁধে একটা কাঠ চ্যালানো কুড়ুল পেয়ে সেটা হাতে নিয়ে একদম তৈরি।

বাচ্চু-বিচ্ছু করল কী ভোম্বল চলে যেতেই দড়ির মইটা তুলে নিল ওপরে। যাতে আর কেউ কোনওরকমে পন্টুনে উঠে পড়তে না পারে।

পন্টুনের ভেতরে যারা ঢুকেছিল তারা বাইরে আসতে গিয়েই বাধা পেল। একদম মুখের কাছেই বসে আছে বাবলু। যেন সাক্ষাৎ যম।

বাবলুর হাতে পিস্তল দেখে একজন বলল, "ওটা কি সত্যিকারের না খেলনা পিস্তল?"

বাবলু বলল, "এগিয়ে এসে দেখো না মালুম পাবে তা হলে।"

লোকগুলো নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করল কিছুক্ষণ।

তারপর শ্যামকে এগিয়ে দিল। বলল, "যা তো। গিয়ে ধর তো ব্যাটাকে।"

শ্যাম নির্ভয়ে বেরিয়ে এল।

বাবলু কিছু বলল না।

ভেতরের লোকগুলো বলল, "ধর না ব্যাটাকে, ধর।"

কিন্তু ধরা তো দূরের কথা শ্যাম দাঁত বার করে হাসতে লাগল।

এমন সময় হঠাৎ ক্রেন জেটির ওপর থেকে একটা জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল বাবলু আর শ্যামের ওপর।

বিলু চিৎকার করে উঠল, "বাবলু শুয়ে পড়।"

বাবলু-বিলু তখনই শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে বড় বড় কয়েকটা তেলের পিপের আড়ালে। শর্মিলাদি, বাচ্চু আর বিচ্ছুও কেবিনঘরের আড়ালে সরে দাঁড়াল।

রাতের অন্ধকারে শয়তানের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল, "গুড়ুম।"

হতবুদ্ধি শ্যাম দাঁড়িয়েছিল নির্বোধের মতো। গুলি এসে ওর বুক ঝাঁঝরা করে দিল। অস্ফুট একটু আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল শ্যাম।

আবার একটা গুলি এসে ঠং করে লাগল পিপেটার গায়ে।

আলো লক্ষ্য করে বাবলুও তখন পিস্তল চালাল।

ওদিক থেকে শোনা গেল আর একটি আর্তনাদ। টর্চের আলোও নিভে গেছে তখন।

বাবলু চকিতে দু'-একটা পিপেকে অতিক্রম করে চলে গেল। বাবলুর হাতেও টর্চ ছিল। সেই আলোয় দেখল ক্রেন জেটির ওপর দু'জন লোক। একজন সেই বুড়ো চৌকিদার নাথু। অপরজনকে সে চেনে না।

বিলু বলল, "ওই তো বাসুদেববাবু। দলের লিডার।"

বাসুদেববাবুর ডান দিকের কাঁধেই লেগেছে গুলিটা। ওরা দু'জনেই তখন পালাবার চেষ্টা করছে। বাবলু আবার একটা গুলি খরচ করল। এটা লাগল নাথুর পায়ে। আর লাগা মাত্রই ক্রেন জেটির ওপর থেকে মুখ থুবড়ে একেবারে গঙ্গার কাদায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল নাথু।

গুলির শব্দে হইহই করে একদল আর পি এফ তখন ছুটে এসেছে ক্রেন জেটির দিকে।

এদিকে বাবলুর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে পন্টুনের গহ্বরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল একজন। তার হাতে ছিল মোটা একটি লোহার রড। সেটা নিয়ে যেই না সে মারতে যাবে অমনি পিছন দিক থেকে শর্মিলাদির কুড়ুলের কোপ সরাসরি এসে পড়ল তার হাতে।

লোকটি আর্তনাদ করে উঠল।

দূর থেকে তখন পঞ্চুর ভৌ ভৌ শব্দ আর ভোম্বলের গলা শোনা গেল।

ওরা চেয়ে দেখল কাতারে কাতারে পুলিশ ও রেলপুলিশ এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

শর্মিলাদি তাড়াতাড়ি দড়ির মইটা নামিয়ে দিলেন।

পুলিশের লোকেরা উঠে এল ওপরে।

মৃত শ্যামের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন শর্মিলাদি।

পুলিশ শ্যামের দেহটা তুলে নিল।

তারপর হাতকাটা লোকটার কোমরে দড়ি পরিয়ে ভেতরের সবাইকে বাইরে বেরিয়ে আসতে বলল। ন'জন লোক ছিল ভেতরে। সবাই ধরা পড়ল।

কিছু পুলিশ রয়ে গেল পন্টুনে পাহারায়। বাকিরা নেমে গেল। শর্মিলাদিও পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে নেমে এলেন।

গঙ্গার কাদা থেকে নাথুর রক্তাক্ত দেহটা টেনে আনা হল। ব্যাটা তখনও মরেনি।

বাসুদেববাবুকে তো আগেই ধরে ফেলা হয়েছে।

ওরা তখন সেই ভাঙা ইঞ্জিনের কাছে গেল।

পুলিশের লোকেরা তার ভেতর থেকেও সেই হাত-পা কাটা লোকটাকে টেনে বার করল। সেই সঙ্গে বোমা-বন্দুকও উদ্ধার হল সব।

ওদিকে জলপুলিশ খবর পেয়েই সেই ভেসে যাওয়া নৌকোদুটোকে উদ্ধার করল। ভাঁটার টানে খুব বেশি দূর ভেসে যেতে পারেনি নৌকোদুটো।

পুলিশ অফিসার বাবলুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, "তোমাদের মতো ছেলেমেয়ে আজ যদি বাংলার ঘরে ঘরে জন্মায় তা হলে এদেশের অগ্রগতি রোখে কে। যাই হোক, তোমাদের আদর্শ আজ প্রতিটি ছেলেমেয়ের আদর্শ হয়ে উঠুক।"

শর্মিলাদির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু ও বিচ্ছু খুশি খুব।

ওরা সকলে পুলিশের জিপে চেপে বাড়ির দিকে চলল। তখন অনেক রাত হয়েছে।

হঠাৎই দারুণ আনন্দে পঞ্চু ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

চতুর্দশ অভিযান

অনেকদিন ধরে যাব যাব করেও যাওয়াটা কিছুতেই আর হয়ে উঠছিল না। এমন সময় হঠাৎ একদিন চিনু মাসির চিঠি এল। চিঠিতে তিনি বাবলুকে একবার অতি অবশ্য দুমকাতে যেতে লিখেছেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কাছে এই রকমের একটা আমন্ত্রণ সত্যিই লোভনীয়। বাবলু সেই চিঠির কথাটা সঙ্গে সঙ্গে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুকে জানিয়ে দিল। কিন্তু মুশকিল হল পঞ্চুকে নিয়ে। পঞ্চুকে কীভাবে নিয়ে যাওয়া যায়? হাওড়ার দিক থেকে দুমকায় যাওয়ার পথ অনেকগুলো। তবে সচরাচর লোকে সাঁইথিয়া অথবা রামপুরহাটে ট্রেন থেকে নেমে মোটর বাসে দুমকায় যায়। সাঁইথিয়ার বাস মাসাঞ্জোরের ওপর দিয়ে পাতাবেড়ে হয়ে দুমকা যায়। আর রামপুরহাটের বাস পাহাড় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পাতাবেড়ে ছুঁয়ে দুমকায় আসে। কিন্তু এই দুই পথেই বাসের ভিড় এত বেশি হয় যে তাতে আর যাই হোক, পঞ্চুকে নিয়ে যাওয়া যায় না। তা ছাড়া সাঁইথিয়া অথবা রামপুরহাট পর্যন্ত ট্রেনে যাওয়ার পর যদি ওখানকার বাসওয়ালারা ওদের বাসে না নিতে চায় তখন কী হবে? অথচ পঞ্চুকে বাদ দিয়ে কোথাও বেড়াতে যাওয়া, সেও যেন এক কল্পনাতীত ব্যাপার।

অতএব কী করা যায় না যায়, সে নিয়ে একটা জোর আলোচনা বসল ওদের। মিত্তিরদের বাগানে ওরা গোল হয়ে বসেছে। আর পঞ্চু ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

বাবলু বলল, "এই ব্যাপারে আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে।"

বিলু বলল, "কী রকম?"

"এখানে আসার সময় হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপন নজরে পড়ল। বিজ্ঞাপনটা দিয়েছে আমাদের পাড়ার 'বোকাদা অ্যান্ড কোম্পানি।' মাত্র পঁচিশ টাকায় বোলপুর, বক্রেশ্বর, মাসাঞ্জোর, তারাপীঠ ঘুরিয়ে আনবে রিজার্ভ বাসে। খাওয়া খরচ আলাদা। তা আমরাও যদি ওই বাসে যাই, তা হলে মাসাঞ্জোর পর্যন্ত গিয়ে ওখান থেকে কোনও লরি ম্যানেজ করে অথবা মোটর নিয়ে দুমকায় চলে যেতে পারব।"

ভোম্বল বলল, "দি আইডিয়া। ঠিক বলেছিস রে বাবলু।"

বাচ্চু বলল, "কিন্তু অন্যান্য যাত্রীরা যদি কেউ আপত্তি করে?"

বিচ্ছু বলল, "কেন করবে? সবাই তো আমাদের পাড়ার লোক এবং সবাই আমাদের চেনে।"

বাবলু বলল, "তা ছাড়া পঞ্চুকে আমি বাসের মাথায় উঠিয়ে দেব। কাজেই কারও কোনও অসুবিধেও হবে না, বলারও কিছু থাকবে না।"

বিলু বলল, "চমৎকার আইডিয়া। তা হলে এখন সর্বাগ্রে বোকাদার কাছেই যাই চল।"

বাবলু বলল, "চল।"

পঞ্চু আনন্দে একবার লাফিয়ে ডেকে উঠল, "ভৌ-ভৌ ভৌ।"

একটা গাধার মুখের মধ্যে যেটুকু সৌন্দর্য আছে, বাবলুদের পাড়ার বোকাদার মুখে সেটুকুও বুঝি নেই। আলকাতরা দিয়ে বার্নিশ করা রোগা পাতলা চল্লিশ বছরের কোনও মানুষের দেহে আস্ত একটা ঘোড়ার মুখ কেটে বসিয়ে দিলে যা হয় বোকাদা তাই। খাঁকি রঙের একটা ময়লা প্যান্টের ওপর ছক্কা-পাঞ্জা মার্কা একটা হাওয়াই শার্ট পরে বোকাদা তার ফাটা কাঁসার মতো গলায় মুখের কাছে চোঙ ধরে চেঁচাচ্ছিল, আর মাত্র একদিন। মাত্র পঁচিশ টাকায় বোলপুর, বক্রেশ্বর, মাসাঞ্জোর, তারাপীঠ। হেলায় হারাবেন না। সুবর্ণ সুযোগ। উদ্যোক্তা—'বোকাদা অ্যান্ড কোম্পানি।'

বোকাদাকে দেখলেই ভোম্বলটা ফিক করে হেসে ফেলে। বাবলু তাই আগে-ভাগেই সাবধান করে দিল ভোম্বলকে, "মুখে চাপা দিয়ে থাকবি ভোম্বল। হেসে ফেললেই মাটি। বোকাদা রেগে গেলে কিন্তু আমাদের পরিকল্পনাটাই ভেস্তে যাবে।"

ভোম্বল বলল, "আমি ভাই অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকব।"

বিলু বলল, "তার চেয়ে আমি বলি কী, তোরা একটু তফাতে থাকবি। বাবলু আর আমি গিয়ে ম্যানেজ করব বোকাদাকে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "সেই ভাল। না হলে আমরাও হেসে ফেলব কোন সময়।"

যাই হোক। বাবলু, বিলু আর পঞ্চু বোকাদার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বোকাদা উৎসাহিত হয়ে মুখ থেকে চোঙ নামিয়ে বলল, "বাড়ির কেউ যাবে নাকি রে?"

বাবলু বলল, "না বোকাদা। বাড়ির কেউ যাবে না। আমাদেরই হঠাৎ দুমকায় যাবার দরকার হয়ে পড়েছে। তুমি যদি তোমার বাসে আমাদের মাসাঞ্জোর পর্যন্ত নিয়ে যাও, তা হলে খুবই ভাল হয়। কেন না, আমাদের সঙ্গে পঞ্চুও যাবে তো। ওকে নিয়ে অন্য বাসে যাওয়া মুশকিল।"

পঞ্চুকে দেখেই লাফিয়ে উঠল বোকাদা, "ওরে বাবা। ওসব কুকুর-টুকুর নিয়ে আমি যেতে পারব না। তা ছাড়া শুধু মাসাঞ্জোর অবদি কোনও প্যাসেঞ্জার আমি নেব না। আমার অসুবিধে আছে।"

বাবলু বলল, "কীসের অসুবিধে শুনি? আমরা পঁচিশ টাকা হিসেবে পুরো ভাড়াটাই তোমাকে দেব। এমনকী পঞ্চুর জন্যও ভাড়া পাবে। তাতেও তোমার অসুবিধে কী?"

ঘোড়া যে হাসতে পারে তা দেখতে গেলে বোকাদাকে একবার দেখতেই হবে। বোকাদার সেই ঘোড়ামুখে কী চমৎকার হাসি ফুটে উঠল তখন। বলল, "সত্যি!"

"সত্যি না তো কি মিথ্যে? আমরা পাঁচজন, পঞ্চুকে নিয়ে একজন। মোট ছ' জন। ছ'টা টিকিট আমাদের দাও।"

বোকাদা সঙ্গে সঙ্গে ছ'টা টিকিট দিয়ে দিল বাবলুকে। বাবলু বলল, "একটু পরে বাড়িতে গিয়ে টাকাটা তুমি নিয়ে এসো। কেমন?"

বোকাদা বলল, "সে আমি সময়মতো নিয়ে নেবখন। আর মাত্র দুটো টিকিট আছে। বেচতে পারলেই ব্যস।"

বাবলুরা টিকিট পেয়ে মনের আনন্দে ঘরে গেল।

রাতের অন্ধকারে বাস ছুটে চলেছে। বাসের মাথায় দুনিয়ার মালপত্তর চাপিয়ে পঞ্চুকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে সেখানে। আর ভেতরে সিটে বসে আছে বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এবং অন্যান্য প্রতিবেশীরা। বাবলুদের ঠিক সামনের সিটেই বসেছিল লাল ফুলপ্যান্ট ও হলুদ গেঞ্জি পরা এক সুবেশা তরুণী। মেমেদের মতো বব করা চুল আর খুব ফরসা গায়ের রং। বাবলুরা তাকে কখনও দেখেনি। তরুণী একমনে একটি হিন্দি পকেটবুক পড়ে যাচ্ছিল।

বাবলু তার কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে বলল, "আচ্ছা দিদি, যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

তরুণী এতক্ষণে একটু কথা বলার মতো সঙ্গী পেয়ে বলল, বেশ তো, করো।"

"আমরা অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছি, আপনি একা একা চুপচাপ বসে বই পড়ে যাচ্ছেন। কেউ আপনার সঙ্গে কথা বলছে না। আপনিও কারও সঙ্গে কথা বলছেন না। আর সত্যি বলতে কী, এই বাসে যারা আছেন তারা সবাই আমাদের পরিচিত। কিন্তু আপনাকে তো কখনও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। আপনি কে বলুন তো?"

তরুণী হেসে বলল, "আমার নাম মহুয়া পাল। তোমাদের পাড়ায় যে বিল্ডিং কনট্রাক্টর মি. উপেন পাল আছেন আমি তাঁর ভাইঝি। আমি তো এখানে থাকি না ভাই। আমি থাকি পুনেতে। এক মাসের ছুটি নিয়ে কলকাতা দেখতে এসেছিলাম, তা এই সুযোগে রিজার্ভ বাসে তারাপীঠ বক্রেশ্বরটাও একটু ঘুরে যেতে চাইছি। এই আর কী।"

বাবলু বলল, "ও। আচ্ছা আচ্ছা।"

বাস তখন পানাগড় হয়ে ইলামবাজারের পথ ধরেছে। ঘন শাল বনের ভেতর দিয়ে রূপোলি ফিতের মতো পিচঢালা পথের ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে বাস। যেতে যেতে হঠাৎ এক সময় আচমকা ব্রেক কষে থেমে গেল বাসটা। কী ব্যাপার! দেখা গেল, মোটা একটা শাল গাছের গুঁড়ি দিয়ে পথটা অবরোধ করা আছে।

বোকাদা বসেছিল ড্রাইভারের পাশে। দরজা খুলে তিড়িং করে লাফিয়ে নেচে চেঁচাতে লাগল, "এই! এ কার কীর্তি? এখানে কোনও চেকপোস্ট নেই, কিছু নেই এইভাবে পথ আটকেছে কে?"

ড্রাইভার অবনীদাও তখন নেমে এসেছে। মধ্যবয়সি ভদ্রলোক। ঠোঁটে তর্জনী রেখে হিস্‌স্‌ করে চুপ করার নির্দেশ দিল বোকাদাকে। বলল, "এই বুরবাক। চুপ কর না। গতিক সুবিধের নয়। মনে হচ্ছে বেকায়দায় পড়েছি।"

বোকাদা চোখ কপালে তুলে বলল, "তার মানে!"

অবনীদা বলল, "ওরে ঘোড়ামুখো, যদি থানা পুলিশের ভয় না থাকত তো এখানেই তোর গলাটাকে টিপে মেরে ফেলতুম আমি। এখনও বুঝতে পারছিস না?"

"না।"

"তবে ওই দ্যাখ। তোর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সবাই এসে কেমন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।"

দেখার সঙ্গে সঙ্গেই বিকট চিৎকার করে এঁড়ে বাছুরের মতো লাফাতে লাগল বোকাদা, "ওরে বাব্বা রে। কেটে ফেললে রে। ওরে মরে গেলুম রে। ডা-কা-ত রে।"

বাস ভর্তি লোকের মুখ তখন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। মেয়েরা কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। বাবলুরাও গতিক সুবিধের নয় বুঝে নেমে পড়ল বাস থেকে। মহুয়াদিও নামল। কারও মুখে কথাটি নেই।

ওরা বাস থেকে নেমে একটু দূরত্বে অন্ধকারে সরে দাঁড়াল। দেখল জনা পাঁচেক দুর্ধর্ষ লোক বন্দুক হাতে এগিয়ে আসছে। একজন এসে বোকাদার চুলের মুঠি ধরে ঠাস করে একটা চড় মেরে বলল, "এই রাসকেল! অমন গাধার মতো চেঁচাচ্ছিস কেন? কী করেছি আমরা তোর?"

বোকাদা বলল, "তোমরা যদি আমাদের কেটে ফেল?"

"শুধু শুধু কেটে ফেলব কেন? যার কাছে যা টাকা-কড়ি আছে, দিয়ে দিতে বল। আর মালপত্তরগুলো ওপর থেকে নামিয়ে দে। না হলে দেখছিস তো?" বলেই বন্দুক তাগ করল।

বন্দুক দেখে আবার লাফিয়ে উঠল বোকাদা। তারপর মুখ দিয়ে এক বিশ্রী রকমের শব্দ বার করে চেঁচাতে লাগল।

ডাকাতের লোকেরা বলল, "এই গাধাটাকে দিয়ে কোনও কাজই হবে না দেখছি। আমাদের হাত লাগাতে হবে।" বলে বাসের ভেতর ঢুকে পড়ল তারা।

তিনজনে ভেতরে ঢুকল। দু'জন বাইরে। যারা বাইরে রইল, তাদের একজন সিটি দিতেই শালবনের ভেতর একটা লরির হেড লাইট জ্বলে উঠতে দেখা গেল। লরিটা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে আলো নিভিয়ে পিচ রাস্তায় থামল।

বাবলুরা তখন আরও একটু পিছিয়ে এসে অন্ধকারে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছে।

বিলু বলল, "তোর পিস্তলটা এবার কাজে লাগা বাবলু।"

বাবলু বলল, "না। এখনই ওসব করা যাবে না। ওরা পাঁচজন। তার ওপর ওদের হাতে বন্দুক আছে। লরিতেও যে আরও দু'চার জন নেই তাই বা কে জানে?"

ভোম্বল বলল, "সব ব্যাপারে বেশি দুঃসাহস ভাল নয়, বুঝলি?"

বাচ্চু-বিচ্চু কোনও কথাই বলল না।

মহুয়াদি বলল, "ওরে বাবা, এমন হবে জানলে তো আসতামই না।"

যে তিনজন ভেতরে ঢুকেছিল, তারা তখন ছিনতাই শুরু করে দিয়েছে।

বিলু বলল, "আমরা কি তা হলে এইভাবে নীরব দর্শক হয়েই থাকব?"

বাবলু বলল, "না। তাও না। তবে সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতেই হবে। ততক্ষণে ভোম্বল এক কাজ কর, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে লরির কাছে চলে যা। গিয়ে যে কোনও উপায়েই হোক লরিটার গায়ে একটা ক্রস চিহ্ন দিয়ে আয়।'

ভোম্বল বলল, "বেশ বুদ্ধি। কী দিয়ে চিহ্নটা দেব? চক কোথায়?"

মহুয়াদি বলল, "কেন, চিহ্ন দিয়ে কী হবে?"

"সে আপনি এখন ঠিক বুঝতে পারবেন না মহুয়াদি।" তারপর ভোম্বলকে বলল, "ওরে বোকা, একটা মাটির ঢ্যালা কুড়িয়ে নিয়ে যা না।"

বিলু বলল, "ও থাক। আমি যাচ্ছি।"

বিলু গেল আর এল। বলল, "লরিতে শুধু ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ নেই।"

বাবলু বলল, "ঠিক দেখেছিস তো?"

বিলু বলল, "হ্যাঁরে বাবা, হ্যাঁ। আমি কি ভোম্বল?"

যে তিনজন বাসের ভেতরে ঢুকেছিল, তারা তখন ছিনতাই সেরে বেরিয়ে এসেছে। ওরা বেরিয়ে এলে যারা বাইরে ছিল তারা বলল, "যা, এবার তাড়াতাড়ি করে ওপরের মালগুলো নামিয়ে নিয়ে আয়।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই লোকগুলো বাসের মাথায় উঠে পড়ল। কিন্তু তখন তো ওরা জানত না যে সেখানে ওদের বাবার বাবা ঘাপটি মেরে শুয়ে আছে। তারা পরম নিশ্চিন্তে যেই না দড়ির বাঁধন খুলে একটা সুটকেসে হাত দিয়েছে, পঞ্চু অমনি অন্ধকার বিদীর্ণ করে হাউমাউ শব্দে চেঁচিয়ে উঠেই একজনের গলার টুঁটি কামড়ে ধরল। বাকি দু'জন আচমকা ওই রকম চিৎকারে এমন চমকে উঠল যে ভয়ে টাল সামলাতে না পেরে মাথা টলে পড়ে গেল বাসের ছাদ থেকে। নীচের লোক দু'জন তখনও ব্যাপারটা কী হল বুঝে উঠতে পারেনি। অবশ্য বুঝে ওঠবার মতো অবকাশও পেল না তারা। সঙ্গীদের দুর্দশা দেখতে যেই না এগিয়েছে, অমনি দু'জনের নাকের ওপর বড় বড় দুটো পাথর এসে পড়ল। বন্দুক ওঠাবারও আর সময় পেল না বাছাধনরা। রক্তাক্ত কলেবরে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। বাবলুরা ছুটে এল তাড়াতাড়ি। এসেই ওদের হাত থেকে বন্দুক দুটো কেড়ে নিল। আর ভোম্বল করল কী পাশেরই একটি গাছ থেকে বেশ মোটা দেখে একটি ডাল ভেঙে নিয়ে বেশটি করে পেটাতে লাগল লোকদুটোকে। মারের চোটে তারা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। ওদিকে বাসের ছাদ থেকে যারা পড়ে গেছে, তাদের অবস্থাও শোচনীয়। এমনভাবে হাত-পা ভেঙে পড়ে আছে তারা যে আর উঠে দাঁড়াবারও শক্তি নেই। আর সেই লোকটি? বাবলু উঠে দেখল, পঞ্চু লোকটির কণ্ঠনালিটা একেবারে ছিঁড়ে বার করে নিয়েছে। মরেও গেছে লোকটি। মরে যখন গেছেই তখন আর অযথা মেহনত করে তাকে ধরাধরি করে নীচে নামিয়ে লাভ কী? বাবলু বাসের ছাদ থেকেই ঠেলে ফেলে দিল লাশটাকে। তারপর পঞ্চুকে নিয়ে নীচে নেমে এসে সহযাত্রীদের বলল, "আপনারা সব হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছেন কী? এগুলোর একটা ব্যবস্থা করুন?"

বোকাদা ভয়ে চেঁচাতে লাগল, "খুন খুন। নির্ঘাত জেলে যেতে হবে এবার। তবে আমি কিন্তু এ সবের ভেতরে নেই। এখন থেকেই বলে রাখছি আমি, হ্যাঁ।"

বোকাদার চেঁচানিতে বাবলুরা তো বটেই, পঞ্চুও বিরক্ত। তাই রেগে গিয়ে হাউ হাউ করে ছুটে এল বোকাদার কাছে। বোকাদা তিড়িং করে একটা লাফ মারল।

বাবলু ড্রাইভারকে বলল, "আপনি এক কাজ করুন অবনীবাবু, পথটাকে অবরোধমুক্ত করুন।" তারপর সহযাত্রীদের বলল, "আপনারা দেরি করবেন না, সবাই এসে ধরাধরি করে এদের বাসে ওঠান। তারপর ইলামবাজারে গিয়ে এগুলোকে পুলিশের হাতে জমা দিয়ে আমাদের দায়িত্ব শেষ করব আমরা।"

সহযাত্রীরা সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল একবার। কিন্তু লোকগুলোকে বাসে ওঠানোর কোনও ব্যবস্থাই কেউ করল না। প্রথমেই তারা নিজেদের খোয়া যাওয়া টাকা-পয়সা ও মূল্যবান জিনিসগুলো উদ্ধার করল। তারপর বলল, অযথা ঝামেলায় জড়িয়ে লাভ কী ভাই? তার চেয়ে যে যেখানে আছে পড়ে থাক। আমরা বাস নিয়ে কেটে পড়ি।

বাবলু বলল, "সে কী! এমন অপ্রত্যাশিতভাবে লোকগুলোকে ধরে ফেললাম অথচ এদের পুলিশে দেবেন না?"

বোকাদা বলল, "থাক। যা করেছ তোমরা সে আর বলে কাজ নেই। তোমাদের জন্যে বাসসুদ্ধ লোককে হাজতে ঢুকতে হবে এবার।"

বাবলু বলল, "বাঃ। চমৎকার।"

বিলু বলল, "বেইমান।"

এমন সময় ওদের পিছন দিক থেকে হঠাৎ ঝড়ের বেগে ডাকাতদের সেই লরিটাকে পালাতে দেখা গেল। লরিটা যে অন্ধকারে আলো নিভিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা ওদের মনেই ছিল না কারও।

ড্রাইভার অবনীদা তখন পথ মুক্ত করে এসে হর্ন বাজিয়ে বলল, "কই, নিন সব। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন। আমি এবার বাস ছাড়ব।"

বাবলু বলল, "এখনও বলছি যদি ভাল চান তো এদেরকে বাসে তুলে নিন। না হলে কিন্তু খুব খারাপ হবে।"

বোকাদা রেগে-মেগে বলল, "কী খারাপ হবেটা শুনি? পাকা পাকা কথা বললে মারব এক চড়।"

এবার মহুয়াদিও আর থাকতে পারল না। বলল, "সত্যিই তো। এই রকম খুনে বদমাশ লোকগুলোকে হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দেবেন আপনারা? এ কী আবদার!"

সহযাত্রীরাও দেখা গেল বোকাদা ও ড্রাইভারের সঙ্গে একমত। ঝামেলায় যেতে কেউ চায় না। ডাকাতগুলোকে গাড়িতে নেওয়ার ব্যাপারে জোর আপত্তি জানাল সবাই।

বাবলু বলল, "আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনাদের অসুবিধে থাকে নেবেন না। তবে আমাদের তো

মাসাঞ্জোর অবদি যাবার কথা ছিল, আমরা অত দূরে যাব না। এইখানেই আমরা আমাদের যাত্রা শেষ করলাম।”

বোকাদা বলল, “এই বনের ভেতর?”

বিলু বলল, “তাতে তোমার কী?”

সহযাত্রীরা মহুয়াদিকে বলল, “আপনি তবে চলে আসুন। ওরা না যায় না যাবে। যা ইচ্ছে করুক, মরুক। ঢের ঢের ছেলেমেয়ে দেখেছি বাবা। এ রকম তো কোথাও দেখিনি।”

মহুয়াদি বলল, “আপনারা যখন এতই স্বার্থপর বা আপনাদের যখন এতই ভয় তখন আপনারাই যান। আমি এদের ছেড়ে এক পাও নড়ছি না।”

অবনীদা বিরক্ত হয়ে বলল, “না যায় না যাবে, এঃ।” বলে ওদের রেখেই বাস চালিয়ে দিল।

অবাক বিস্ময়ে বাবলুরা দেখল বাসটা মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

মহুয়াদি বলল, “সত্যি, মানুষ এত অকৃতজ্ঞও হয়? অথচ তোমরা বা এই কুকুরটা না থাকলে ওদের দুর্দশার অন্ত থাকত না আজ।”

বিলু বলল, “এখন তা হলে কর্তব্য?”

বাবলু বলল, “পায়ে হেঁটে ইলামবাজারের দিকে এগিয়ে যাওয়া।”

মহুয়াদি বলল, “আমি বলি কী সবাই না গিয়ে তোমাদের ভেতর থেকে যে কেউ একজন বা দু’জন যাও। আমরা পাহারা দিই এদের। ওখানে গিয়ে ওখানকার থানায় খবর দাও তোমরা। তারপর পুলিশের গাড়ি এলে ওই গাড়িতেই আমরাও ইলামবাজার পৌঁছে যাব।” মহুয়াদির হাতে ঘড়ি ছিল। ঘড়ি দেখে বলল, “এখন তিনটে বাজে। কাজেই ভোরের আলো ফুটতেও আর খুব বেশি দেরি নেই। ইলামবাজার কত দূর এখান থেকে?”

বাবলু বলল, “তা তো জানি না।”

এমন সময় হঠাৎ দূর থেকে একটা মোটরবাইকের ভটভট শব্দ ও হেডলাইটের আলো ওরা দেখতে পেল।

বাবলু বলল, “দেখা যাক। ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই। যদি কোনও সাহায্য পাই।”

ওরা কথা শেষ করার আগেই মোটরবাইকটি ওদের সামনে এসে ব্রেক কষল। একজন দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ চেহারার ভদ্রলোক বাইক থেকে নেমে এসে বললেন, “ব্যাপার কী! অ্যাক্সিডেন্ট নাকি?”

বাবলু বলল, “না।” এই ডাকাতগুলো আমাদের রিজার্ভ বাসকে আক্রমণ করেছিল। আমরা এদের এই হাল করেছি।”

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বাবলুদের মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ডাকাতগুলোর অবস্থা দেখে পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছে বললেন, “বাস কই তোমাদের?”

বাবলু বলল, “বাস অনেক আগেই চলে গেছে।”

ভদ্রলোক বললেন, “এই জঙ্গলে রাতের অন্ধকারে বাস তোমাদের ফেলে রেখে চলে গেল। অথচ—। ব্যাপারটা কী হয়েছে খুলে বলো তো আমাকে?”

বাবলু আগাগোড়া সব কথা খুলে বলল ভদ্রলোককে।

ভদ্রলোক একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, “ইলামবাজার এখনও অনেক দূর। তবে ঠিক আছে। তোমাদের কাউকেই আসতে হবে না। আমি ইলামবাজারেই যাচ্ছি। আমিই গিয়ে থানায় খবর দিচ্ছি। তোমরা বরং এখানেই থাক এবং এদেরকে পাহারা দাও।” বলে ভদ্রলোক বাইক নিয়ে দ্রুত চলে গেলেন ইলামবাজারের দিকে।

কিছু সময়ের মধ্যেই একদল পুলিশ সমেত দুটো পুলিশের গাড়ি এসে হাজির হল সেখানে। প্রথম গাড়িটি থেকে বিশাল বপু দারোগাবাবু নেমে এসে বললেন, “কেন যে রাত-ভিত গাড়ি নিয়ে আসে সব এই পথে, খুব খারাপ জায়গা এটা। প্রায়ই তো ঘটছে এই রকম ঘটনা।”

বাবলুর ইচ্ছে হল, একবার বলে যে প্রায়ই যখন ঘটছে এইরকম ঘটনা তো আপনারা নজর রাখেন না কেন এই দিকে? কিন্তু তা আর বলল না।

দারোগাবাবু লোকগুলোকে ভ্যানে উঠিয়ে বাবলুদেরও সঙ্গে নিলেন। তারপর বললেন, “তোমাদের এই সাহস এবং কর্তব্যনিষ্ঠা দেখে খুব খুশি হয়েছি আমরা। মি. শিকদার তোমাদের অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন। ইলামবাজারে উনি অপেক্ষা করছেন তোমাদের জন্য।”

বাবলু বলল, "কে মি. শিকদার?"

"কেন? জঙ্গলের মধ্যে যার কাছে তোমরা তোমাদের বিপদের কথা বলেছ। উনি তো এখানকার পুলিশ সুপার।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। অত্যন্ত ভাল লোক উনি।"

বাবলুরা যখন ইলামবাজারে এসে পৌঁছুল তখন সকাল হয়ে গেছে। মৃত ও বন্দি ডাকাতদের এবং সেই সঙ্গে বাবলুদের দেখার জন্য থানার বাইরে তখন দারুণ ভিড়।

মি. শিকদার বাবলুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "আমি ব্যক্তিগত ভাবে তোমাদের কিছু পুরস্কার দিতে চাই ভাই। বলো তোমরা কী চাও?"

বাবলু বলল, "কিছু না। শুধু আমাদের বাড়িতে একটু খবর পাঠিয়ে দিন। আর আমরা দুমকা যেতে চাই, তার একটা ব্যবস্থা করুন।"

মহুয়াদি বলল, "এবং অনুগ্রহ করে আমাকেও বাড়িতে পৌঁছে দিন।"

বাবলু বলল, "না। তা তো হবে না মহুয়াদি। আপনিও আমাদের সঙ্গে দুমকায় যাবেন এবং আমার মাসির বাড়িতে কয়েকদিন থেকে আমাদের সঙ্গে একসঙ্গেই ফিরবেন।" তারপর মি. শিকদারকে বলল বাবলু, "আপনি এক কাজ করুন, আমাদের ওখানকার থানাতে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা তার করে জানিয়ে দিন। ওখানকার থানাতে শুধু জানিয়ে দিন যে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের বাড়ি। আমাদের বাড়ি থেকেই লোক গিয়ে তা হলে মহুয়াদির বাড়িতেও খবর দিয়ে আসবে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দা নাম শুনেই চমকে উঠলেন মি. শিকদার। বললেন, "আরে! তোমরাই সেই বিখ্যাত ছেলেমেয়ে? তোমাদের নামের সঙ্গে আমি বিশেষভাবে পরিচিত। আর এই কি সেই কুকুর? যার নাম পঞ্চু?"

"হ্যাঁ। এই সেই পঞ্চু। এবারের অভিযানেও ওর অবদান অসামান্য। বরং বলা যেতে পারে ওর কৃতিত্বের জোরেই ডাকাতগুলো আজ ধরা পড়ল।

মি. শিকদার বললেন, "সাব্বাস পঞ্চু।"

পঞ্চু উত্তর দিল, "ভৌ—ভৌ-ভৌ।"

এরপর মি. শিকদার বাবলুদের তাঁর কোয়ার্টারে নিয়ে গেলেন। সেখানে বেশটি করে পেট ভরে লুচি মিষ্টি খাওয়ার পর বাবলুরা দুমকার পথে পাড়ি দিল। মি. শিকদার একজনদের একটি প্রাইভেট গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। ওঃ, সে কী দারুণ মজা! সেই গাড়িতে চেপে ওরা বক্রেশ্বর সিউড়ি মাসাঞ্জোর পাতাবেড়ে হয়ে দুমকায় এসে পৌঁছুল।

কিন্তু এবারের যাত্রাটাই বোধহয় খারাপ। দুমকায় চিনু মাসির বাড়িতে গিয়ে ওরা দেখল বাড়িতে কেউ নেই। তালা ঝুলছে। মেসোমশাই হঠাৎ একটা জরুরি কাজে ভাগলপুর গেছেন। মাসিমাও গেছেন সঙ্গে।

বিলু বলল, "যাঃ। কী হবে তা হলে?"

বাবলু বলল, "কী আর হবে? এইভাবে চিঠিপত্তর না দিয়ে মাসিমার চিঠি পেয়েই দুম করে দুমকায় আসা আমাদের ঠিক হয়নি। কাজেই এখন কোনও একটা হোটেলে ওঠা ছাড়া আর কোনও উপায়ই নেই আমাদের।"

চিনু মাসির বাড়ির সামনেই একটা হোটেল আছে। নাম 'আবার খাব হোটেল।' বাবলুরা সেখানেই উঠল। হোটেলের মালিক এক হৃষ্টপুষ্ট বাঙালি ভদ্রলোক। নাম নিবারণ চক্রবর্তী। ধুতি পাঞ্জাবি পরে হোটেলের সামনেই একটি তক্তপোশে ক্যাশবাক্স নিয়ে বসে আছেন। বাবলুরা যেতেই বললেন, "ঘর চাই? পাবে। তা কোথা থেকে আসছ বাবারা?"

বাবলু সব বলল ও পরিচয় দিল।

নিবারণবাবু বললেন, "ও। তোমরা তা হলে অভয়বাবুর রিলেটিভ? আরে ওরা তো সবে কাল গেছে। অবশ্য ক'দিন থাকবে তা জানি না। তবে ভয় নেই। কোনও অসুবিধে হবে না তোমাদের।" বলে চেঁচিয়ে ডাকলেন, "হোরে! এই হোরে!"

একটি অল্পবয়সি ছেলে, দোকানের কর্মচারী এগিয়ে এল, "কী বলছেন বাবু?"

"এই, এরা সব অভয়বাবুর লোক। এদের—।"

বাবলু বলল, "অভয়বাবু আমার মেসোমশাই হন।"

"ঠিক আছে। এদের দোতলার এক নম্বর ঘরে ঢুকিয়ে দে।" তারপর পঞ্চুকে দেখেই লাফিয়ে উঠলেন,

"এই মরেছে। এটাকে আবার নিয়ে এসেছ কেন? এসব কুকুর-টুকুর এখানে রাখার নিয়ম নেই।"

মহুয়াদি বাবলুদের হয়ে বলল এবার, "সে জানি। কিন্তু কী করব বলুন? ওঁরা যখন নেই, তখন ও বেচারা যায় কোথায়? ওরও একটা ব্যবস্থা করুন।"

নিবারণবাবু একটু কিন্তু কিন্তু করে বললেন, "সে তো বুঝলুম। কিন্তু কবে যে আসবেন ওঁরা, তাও তো জানি না। ঠিক আছে। থাক ও আপনাদের কাছে। তবে সব সময় বেঁধে রাখবেন।"

"সে আপনাকে বলতে হবে না।"

নিবারণবাবু বললেন, "তোমরা তা হলে স্নান খাওয়া করো। অনেক বেলা হয়ে গেছে।" তারপর হরেকে বললেন, "এই, এদের সব দেখিয়ে শুনিয়ে দে। আমি মন্দিরে যাচ্ছি। জয় মা চামুণ্ডা। মা—মাগো।" বলে নিবারণবাবু চলে গেলেন।

বাবলুরা হোরের সঙ্গে দোতলায় উঠল।

সাঁওতাল পরগণার এই সদর শহর দুমকা সম্বন্ধে বাবলুর যা ধারণা ছিল তা একেবারেই পালটে গেল। একদম বাজে জায়গা। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই বলল, "এই দুমকা! এরই এত নামডাক! কী আছে এখানে? আজকের রাতটা কোনওরকমে কাটিয়ে কালই চলে যাব এখান থেকে।"

একমাত্র মহুয়াদিই বলল, "কেন, খারাপ কী? দুমকা শহরটা খুব একটা ভাল না হলেও এর আশপাশের পরিবেশ তো মন্দ নয়।"

যাই হোক, বাবলুরা বিকেলবেলা দল বেঁধে ঘোরাঘুরি করতে লাগল চারদিকে। ঘুরতে ঘুরতে ওরা যখন শহর থেকে অনেকটা দূরে একটু নির্জনে চলে এসেছে, তখন দেখল একটা বেপরোয়া লরি ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে রোডের ওপর দিয়ে। কিন্তু এ কী! লরিটা ওদের দিকেই আসছে যে! চাপা দেবে নাকি? ওরা লাফিয়ে রোড থেকে নেমে খাদের পাশে সরে গেল। লরিটা সাঁ করে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। কিছু দূরে গিয়েই থামল। তারপর আবার পিছিয়ে এল ওদের দিকে। লরির ভেতর থেকে সাংঘাতিক চেহারার পাকানো গোঁফ হিন্দুস্থানি ড্রাইভারটি রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে দেখল ওদের দিকে। দেখে থুঃ করে একটু থুথু ফেলে আবার লরিতে স্টার্ট দিল।

লরিটা চলে যেতেই চেঁচিয়ে উঠল বিলু, "বাবলু! সেই লরিটা।"

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "কোনটা?"

"সেই যে রে, কাল রাতে যার পিছনে আমি চিহ্ন দিয়ে রেখেছিলাম।"

"সত্যি!"

"সত্যি।"

"তা হলে চল তো দেখি লরিটা দুমকাতেই থামে কিনা?"

ওরা আবার দুমকার দিকে ফিরে চলল। বেলা পড়ে আসছে তখন। ওরা দেখল, সেই পড়ন্ত বেলায় লরিটা টিম্বার মার্চেন্ট শ্যামসুন্দর আগরওয়ালার গোলাতে গিয়ে ঢুকেছে।

ওরা যেন লক্ষই করেনি, এমনভাবে পেরিয়ে এল সেই জায়গাটা। তারপর দুমকার পুলিশ-ফাঁড়িতে গিয়ে নিজেদের পরিচয় দিয়ে আগাগোড়া সব কথা বলে বলল, "যদি আপনারা অনুগ্রহ করে একবার ইলামবাজারের মি. শিকদারের সঙ্গে আমাদের কথা বলিয়ে দেন তা হলে খুব ভাল হয়।"

জায়গাটা এস পি তে হলেও এখানকার দারোগাবাবু বাঙালি। কী সাম চ্যাটার্জি। বললেন, "তা হলে শোন বাবলু, মি. শিকদার আজই একটা বিশেষ কাজে এখানে আসছেন। আর ওই যে লরির কথা বললে বা ওই যে গোলাটি, ও সবই আমাদের নজরে আছে। ওটি নামে মাত্র গোলা। আসলে ওই শ্যামসুন্দর আগরওয়ালার একটা দল আছে। ওরা সোনা নিয়ে গোপন কারবার করে। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছুতেই হাতেনাতে ধরতে পারিনি ওদের। তবে কাল রাতে ওই যে লোকগুলোকে তোমরা জখম করেছ, সে খবরও আমরা পেয়েছি। ওরাও এদের দলেরই লোক। কাঠের ব্যবসার সঙ্গে এবং সোনা পাচারের সঙ্গে লিপ্ত আছে। ওরা এখন পুলিশেরই হেফাজতে। দেখা যাক, ওদের মারধোর করে কোনও গোপন কথা কিছু আদায় করা যায় কিনা। যাই হোক, তোমরা কিন্তু সাবধানে চলাফেরা করবে এখন থেকে। আমি এখনই মি. শিকদারের সঙ্গে আলোচনা করছি।"

বাবলু বলল, "আমরা অবশ্য কাল সকালেই চলে যাব এখান থেকে।"

"না না, তোমরা যাবে কি? তোমরা এখন কোনওমতেই যেয়ো না। বরং এদিক ওদিক ঘুরে একটু ওদের

নজরে রাখো, এবং দেখো, ওরা তোমাদের আর কোনও ক্ষতি করার চেষ্টা করে কিনা। আমার মনে হচ্ছে, ওদের ধরার পক্ষে তোমরাই এখন মোক্ষম টোপ।"

বাবলুরা থানা থেকে যখন বেরিয়ে আসছে তখন হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে মোটরবাইক ভটভটিয়ে মি. শিকদার এসে হাজির হলেন। বাবলুদের দেখে শিকদারবাবু বললেন, "কী ব্যাপার! তোমরা এখানে কেন?"

বাবলু সব কথা খুলে বলল।

মি. শিকদার চোখ বড় বড় করে বললেন, "ঠিক বলছ! সেই লরি?"

"হ্যাঁ স্যার। আমরা চিহ্ন দিয়ে রেখেছিলাম।"

"লরির ভেতরে কিছু দেখেছ?"

"না। ডালা ওলটানো ছিল।"

"চলো চলো, শিগগির চলো। ওই লরিটারই সন্ধান করছি আমি। ওটা বুঝি এখানে এসেছে?"

দুমকার দারোগা মি. চ্যাটার্জি বললেন, "আপনি হঠাৎ ওই লরিটার সন্ধান করছেন কেন শিকদারবাবু?"

"আরে সর্বনাশ হয়েছে। আমাদের কনস্টেবলগুলোও যেমন। আজ দুপুরে ডাকাতরা দু'জন বন্দিকে হত্যা করে বাকি দু'জনকে ওদের অন্যমনস্কতার সুযোগে তুলে নিয়ে গেছে। আমি সন্দেহ করছি, ওই লরিতেই আনা হয়েছে ওদের।"

"তাই নাকি! চলুন তো দেখি।"

মি. চ্যাটার্জি, মি. শিকদার, কয়েকজন পুলিশ ও পাণ্ডব গোয়েন্দারা দল বেঁধে চলল শ্যামসুন্দর আগরওয়ালার কাঠগোলার দিকে।

ওরা যেতেই শ্যামসুন্দর আগরওয়ালা তার বিশাল ভুঁড়ি নিয়ে এগিয়ে এলেন, "আসুন আসুন দারোগাবাবু। এই সন্ধের সময় কী মনে করে গরিবখানায় পায়ের ধুলো দিলেন?"

মি. শিকদার বললেন, "আমরা তোমার গোলা একবার সার্চ করতে চাই।"

শ্যামসুন্দরজি ফিক করে হেসে বললেন, "একবার কেন? একশো বার করুন। কিন্তু কেন মিছিমিছি তকলিফ করবেন হুজুর? এই নিয়ে তো হাজার বার এই রকম কষ্ট করলেন। কিছু পেলেন কি? শুধু শুধু নিজেদের সময় নষ্ট করে গরিবকে কেন কষ্ট দেন? হামি বেওসাদার আদমি। স্রেফ লকড়িকা বেওসা করি। ও সব সোনা-টোনার বেপারে হামি কুছু জানে না।"

শিকদারবাবু বললেন, "শ্যামসুন্দরজি, তোমার গোলা সার্চ করে কিছুই আমি পাব না জানি। কিন্তু আমি জানতে চাই তোমার লরির ড্রাইভার আজ এই ছেলেমেয়েগুলোকে চাপা দিয়ে মারতে যাচ্ছিল কেন? তোমার দলের লোকেরা চারজন বন্দির দু'জনকে হত্যা করে বাকি দু'জনকে নিয়ে পালাল কেন? তাদের তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেছ? হয় বলো, না হলে তোমার ছাল আমি ছাড়িয়ে নেব আজ।"

শ্যামসুন্দরজি নাক-কান মলে লাফিয়ে উঠলেন, "আরে রাম রাম! সিয়ারাম। এসব কী বানিয়ে বানিয়ে বোলছেন?" বলেই ডাক দিলেন, "মুনিমজি! এ মুনিমজি!"

মাথায় পাগড়ি, কপালে তিলক, চোখে চশমা মুনিমজি গদিতে বসে খাতা লিখছিলেন। মনিবের ডাকে ছুটে এলেন হন্তদন্ত হয়ে, "বোলিয়ে হুজুর।"

"কিতনা রুপিয়া হ্যায় তুমহারা পাশ?"

"দশ হাজার।"

"দারোগাবাবুকো রসগুল্লা খানেকে লিয়ে দে দো ও রুপিয়া।" বলেই শিকদারবাবুকে বললেন, "হামি গরিব আদমি হুজুর। এর চেয়ে বেশি আর কী হামি করতে পারি বলুন?"

শিকদারবাবু তখন ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিয়েছেন শ্যামসুন্দরজির গালে, "ব্যাটা চোর! আবার ঘুষ দেওয়া হচ্ছে? কোথায় গেল সেই লরিটা?"

"আরে বাঃ। ক্যা তাজ্জব কী বাত! লরি কাঁহা বা?"

সত্যিই তো, কোথায় লরি? পুলিশ আসার অনেক আগেই লরিটা উধাও হয়ে গেছে। অগত্যা নিরুপায় হয়েই ফিরে আসতে হয় সকলকে।

রাত তখন কত তা কে জানে? বাবলুর হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বহুদূর থেকে একটা ঠকঠক শব্দ ওর কানে আসছে। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও শুনল শব্দটা।

মহুয়াদি বলল, "ওটা কীসের শব্দ কিছু বুঝতে পারছ?"

বাবলু বলল, "না। মনে হচ্ছে কোথাও কাজ হচ্ছে।"
মহুয়াদি বলল, "এই রাত্তিরে এই রকম পরিবেশে কী কাজই বা হওয়া সম্ভব!"
"কে জানে?"
"শব্দটা মনে হচ্ছে জঙ্গলের দিক থেকে আসছে।"
বাবলু বলল, "আমারও তাই মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে তো। চল সব।"
মহুয়াদি বলল, "এই রাত্তিরেই যাবে?"
বাবলু বলল, "আমাদের আবার রাত্রি-দিন। ঘুম যখন আসবে না তখন অন্ধকারেই একটু নৈশ অভিযান করা যাক।"

এই বলে ওরা চুপিচুপি নীচে নামল। নিবারণবাবু কোন ঘরে কে জানে? হোরেটা ঘরের মেঝেয় একপাশে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওরা এসে দরজা টেনেই দেখল, বাইরে থেকে তালা দেওয়া। কী ব্যাপার! তালা দিল কে? তবে কি নিবারণবাবু হোটেলের দরজায় তালা লাগিয়ে নিজে অন্যত্র থাকেন? কিন্তু তাই বা কী করে হয়? যাই হোক, ওরা বাধ্য হয়েই আবার ওপরে উঠে এল।

বাবলু বলল, "নাঃ। যেমন করেই হোক, এই বাড়ির বাইরে একবার যেতেই হবে।"

বিলু বলল, "বাবলু, এক কাজ করি আয়। বারান্দার রেলিংয়ে দড়ি বেঁধে আমরা বাইরে যাই চল। তারপর তালা ভেঙে—।"

বাবলু বলল, "না। তালা ভাঙার দরকার নেই। সকলের যাবারও দরকার নেই। শুধু তুই আমি আর পঞ্চু যাব।"

মহুয়াদি বলল, "না বাবলু, ওভাবে যেয়ো না। তোমাদের কোনও বিপদ হলে কিছুই জানতে পারব না আমরা।"

বিলু বলল, "আমাদের কোনও বিপদ হলে এই পঞ্চুই এসে সে খবর জানিয়ে যাবে আপনাকে। অতএব আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহুয়াদি।"

এই কথা বলে তরতরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল বিলু। সিঁড়ির পাশে কুয়ো থেকে জল তোলার যে দড়ি-বালতিটা ছিল, সেই দড়ি-বালতির দড়িটা খুলে এনে রেলিংয়ে বাঁধল। তারপর দড়ি বেয়ে ঝুলে পড়ল বাইরে। বিলু নামলে বাবলুও পঞ্চুকে নিয়ে নামল। ওরা দু'জনেই নেমে গেলে ঝুলন্ত দড়িটা ওপরে গুটিয়ে নিল মহুয়াদি।

রাতের অন্ধকারে সেই ঠুকঠাক শব্দ লক্ষ করে এগিয়ে চলেছে বাবলুরা। অনেক দূর যাওয়ার পর এক সময় ওরা দেখল, শালবনের ভেতর কতকগুলো লোক মশাল জ্বেলে কী সব যেন করছে। কতকগুলো লোক বড় বড় শালবল্লীগুলোর গায়ে হাতুড়ি আর বাটালি ঠুকে গর্ত করছে। কয়েকজন সেই গর্তের ভেতর মূল্যবান কিছু যেন ঢুকিয়ে দিয়ে প্লাস্টার করে দিচ্ছে। প্লাস্টার হয়ে গেলে একজন লোক লম্বালম্বিভাবে তার ওপর আলকাতরার দাগ টেনে দিচ্ছে। লোকগুলোর মুখ দূর থেকে চেনা যাচ্ছে না। একজন শুধু টর্চ হাতে ওদের কাজের তদারক করছে। বাবলুরা সাহস করে আরও একটু এগিয়ে গেল। কিন্তু গিয়ে যা দেখল, তাতে ওদের চোখকেও ওরা বিশ্বাস করতে পারল না। ওরা ভেবেছিল, শ্যামসুন্দরজিকেই হয়তো এইসব কারবারের সঙ্গে লিপ্ত অবস্থায় ওরা দেখতে পাবে। কিন্তু তার জায়গায় দেখল স্বয়ং নিবারণবাবুকে। নিবারণবাবুর মতো লোক যে এই রকম একটা রহস্যের সঙ্গে জড়িত থাকবে তা যেন ভাবাও যায় না।

বাবলুরা আর রইল না। যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেল। মহুয়াদি, ভোম্বল ও বাচ্চু-বিচ্ছুরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য। ওরা যেতেই দড়ি নামিয়ে দিল। বাবলু-বিলু পঞ্চুসহ উঠে এল ওপরে।

পরদিন সকালে বাবলুরা ঘুম থেকে উঠতেই নিবারণবাবু বললেন, "কী, তোমাদের কোনও অসুবিধে হয়নি তো?"

বাবলু বলল, "না না। কী যে বলেন? খুব আরামেই আছি আমরা।"

নিবারণবাবু বললেন, "কাল বিকেলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। তিনি তোমার মেসোমশাইয়ের বন্ধু। তাঁর মুখে শুনলাম, ওঁরা দু'দিনের জন্য গেছেন। আজ সন্ধের দিকেই এসে পড়বেন হয়তো।"

বাবলু বলল, "তা হলে তো ভালই হয়।"

নিবারণবাবু বললেন, “যাক। তবুও বলে রাখি, কোনও অসুবিধা হলে বলবে আমাকে, কেমন?” বলে হোরেকে ডাকলেন, “হোরে! এই হোরে!”

হোরে এগিয়ে এল, “কী?”

“এই বেলা যা, বাজারটা করে নিয়ে আয়। আর এদের জিজ্ঞেস কর কী খাবে এরা, মাছ না মাংস? দেখিস যেন কোনও অসুবিধে না হয়।”

বাবলুরা চা-জল খেয়ে শ্যামসুন্দর আগরওয়ালার কাঠগোলার দিকে চলল।

বিলু বলল, “আবার এই পথে কেন?”

বাবলু বলল, “যেমন করেই হোক, শ্যামসুন্দরজির সঙ্গে আমাদের আলাপ জমিয়ে নিতে হবে। কাল রাতে যা দেখলাম, ওইরকম শালবল্লী এই গোলাতে আছে কিনা সেটাও তো আমাদের একবার জানা দরকার। তারপর যা ব্যবস্থা করার পুলিশ করবে।”

সবাই বলল, “ঠিক।”

মহুয়াদি বলল, “সত্যি, তোমাদের সঙ্গে এসে আমার এত ভাল লাগছে যে কী বলব! মনে হচ্ছে, তোমাদের ছেড়ে কখনও কোথাও যেন না যাই।”

ওরা যখন গোলার কাছে এসেছে তখন হঠাৎ অযাচিতভাবে শ্যামসুন্দরজিই এগিয়ে এলেন, “আরে খোকাবাবুলোক! তুম সব ইধার কাঁহা যা রহে?”

বাবলু এসে বলল, “এই একটু বেড়াচ্ছি।”

“তো ঠিক আছে। হামারা গরিবখানামে আইয়ে। এক কাপ করকে চা পি লিজিয়ে।”

বাবলু বলল, “বেশ তো, আপনি যখন বলছেন তখন নিশ্চয়ই যাব।” এই বলে ওরা শ্যামসুন্দরজির কাঠগোলায় ঢুকল।

শ্যামসুন্দরজি বলল, “কাল ঝুটমুট তুম সব ঝামেলা লাগা দিয়া। আরে ও ট্রাকবালা নেশে মে থা। ইসি লিয়ে কুছ গড়বড় হো গিয়া। নেহি তো তুমহারা মাফিক মাসুম লেড়কা লেড়কি কো মারনে সে ফায়দা ক্যা?”

বাবলু বলল, “না শ্যামসুন্দরজি, আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। তা ছাড়া ও ট্রাক যে আপনার, তা তো জানতাম না। আমাদের রাগ হয়েছিল ড্রাইভারের ওপর।”

শ্যামসুন্দরজি ওদেরকে গোলায় নিয়ে গিয়ে চা-বিস্কুট খাওয়ালেন। তারপর বললেন, “কাল ক্যা হুয়া? তুম সব তিন-চার ডাকুকো পাকড়কে পুলিশ নে ভেজ দিয়া শুনা?”

বাবলু বলল, “ও কিছু নয়। সামান্য ব্যাপার। ব্যাটারা চুরি করতে এসেছিল। ধরা পড়ে গেছে।”

“দেখিয়ে তো, দারোগাবাবু ঝুটমুট হামকো বোলা ও হামারা আদমি। এ পোলিশবালা বহুত বদমাশ হ্যায়। আরে হাম তো বেওসাদার আদমি। হামারা বিজনেস লকড়ি কা। ডাকুকা কাম কাহে কো করেঙ্গে হাম?”

বাবলু মনে মনে বলল, তুমি ব্যাটা গভীর জলের মাছ। তবু যদি না ওই লরিতে আমরা চিহ্ন দিয়ে রাখতাম। মুখে বলল, “আরে ছাড়ুন না ওসব কথা। আমরা দু'দিনের জন্য বেড়াতে এসেছি। কাল পরশু করে চলে যাব।”

“আরে হিঁয়া কাঁহা ঘুমো গে? ঘুমনা হো তো চলা যাও পরেশনাথ, গিরিডি, দেওঘর।”

“তাই যাব। এখানে তো কিছুই দেখার নেই দেখছি।”

“কুছ নেই। ইয়ে বিজনেস কা সেন্টার হ্যায়। তব তুম এক কাম করো। ইধার সে থোড়ি দূর চলা যাও। ও যো জঙ্গল হ্যায় না, হুঁয়া পর এক চামুণ্ডা মন্দির হ্যায়। ও দেখো, আউর কাল সবেরে দেওঘর চলা যাও।”

বাবলুরা তখন শ্যামসুন্দরজির সঙ্গে কথা বলতে বলতে গোলার চারদিক ঘুরতে শুরু করে দিয়েছে। এখানকার সব কাঠেই দেখা গেল ওইরকম একটা করে লম্বা দাগ টানা। বাবলুরা এবার খুব সহজভাবেই বলল, “আচ্ছা, আপনার এইসব কাঠে এমন দাগ দেওয়া কেন?” বলে সেগুলো আরও ভাল করে পরীক্ষা করার জন্য এগিয়ে গেল।

শ্যামসুন্দরজি হাঁ হাঁ করে উঠলেন, “আরে—আরে উসমে হাত মাত লাগাও, খোকাবাবু! রং লাগ জায়গা। ইয়ে হামারা কোম্পানিকা মার্কিং হ্যায়। তুম সব মন্দিরমে যাও। ভগবানজিকো দর্শন করো। ভাগো হিঁয়াসে।”

বাবলুরা আর দেরি না করে মন্দিরের দিকেই চলল।

ওরা চলে গেলে শ্যামসুন্দরজি মুনিমজির কানে কানে ফিসফিস করে কী যেন বলতেই মুনিমজি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে গদি ফেলে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

বাবলুরা মেইন রোড ফেলে জঙ্গলের পথ ধরল। মন্দিরের চূড়া লক্ষ্য করে যেতে যেতে বাবলু বলল, "কাল নিবারণবাবুও এই মন্দিরের নাম করছিলেন মনে আছে?"

বিলু বলল, "সে আবার মনে নেই? আমার মনে হচ্ছে এই মন্দিরটাই ওদের ঘাঁটি।"

ওরা পায়ে পায়ে সেই জঙ্গলের ভেতর ঢুকে মন্দিরের কাছাকাছি চলে এল। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কেউ কোথাও নেই সেখানে। মন্দিরে প্রবেশ করতেই এক ভয়ংকরী চামুণ্ডা মূর্তি ওদের চোখে পড়ল। সেই মূর্তির সামনেকার মেঝেয় একটা কাঠের ডালা ওলটানো রয়েছে। ওরা দেখল, সেই ডালার নীচে ধাপে ধাপে কয়েকটা সিঁড়ি নেমে গেছে।

বাবলু বলল, "বুঝেছি। নিশ্চয়ই এর ভেতরে রয়েছে কোনও গুপ্ত কক্ষ।"

বিলু বলল, "নেমে দেখবি?"

"সে তো দেখবই। তবে তার আগে দেখি কেউ এখানে আসে কিনা?"

মন্দিরে একটা বড় ঘণ্টা ছিল। বাবলু সেই ঘণ্টার দড়ি ধরে ঢং-ঢং করে বাজাতে লাগল। তারপর চেঁচিয়ে বলল, "এই যে, কে আছেন? আমরা মন্দিরে পুজো দিতে এসেছি, একবার আসুন না?"

কিন্তু কে আসবে? কেউই এল না।

বাবলু তখন পঞ্চুকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়ার ইশারা করল। বাবলুর ইঙ্গিত পেয়েই পঞ্চু নেমে গেল নীচে।

মহুয়াদি বলল, "বাবলু, বেশি সাহসে কাজ নেই। চলো, আগে থানায় গিয়ে সব কিছু পুলিশকে জানাই। তারপর ওরা যা করতে পারে করুক।"

বাবলু বলল, "সে তো যাবই। তার আগে দেখিই না এর ভেতরেও তেমন কোনও রহস্য আছে কিনা?"

বাবলুর নির্দেশে পঞ্চু সিঁড়ির শেষ দেখে এসেই বাবলুকে নীচে নামার জন্য কুঁই কুঁই করে ডাকতে লাগল।

বাবলু বলল, "মহুয়াদি, আপনি বাচ্চু আর বিচ্ছুকে নিয়ে ওপরে থাকুন। আমি বিলু ভোম্বলকে নিয়ে নীচেটা দেখে আসছি। কোনও বিপদ বুঝলে চেঁচিয়ে ডাকবেন আমাদের।" এই বলে ওরা নীচে নেমে গেল।

ওরা নামার সঙ্গে সঙ্গেই চামুণ্ডা মূর্তির পিছন থেকে এক কাপালিকের মতো সাধু আত্মপ্রকাশ করে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল মহুয়াদির ওপর। মহুয়াদি চেঁচিয়ে উঠতেই সাধু কঠিন হাতে মুখ চেপে ধরল তার। মন্দিরের বাইরে গাছের ডাল থেকেও তখন দু'তিনজন লোক নেমে এসে বাচ্চু-বিচ্ছুকে টিপে ধরল।

মহুয়াদির চিৎকার বাবলুদের কানে গেল। কিন্তু তারা কিছু করতে যাবার আগেই পঞ্চু ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এল ওপরে। পঞ্চু উঠতেই কাপালিক এক লাথি মেরে দরজার বাইরে ফেলে দিল পঞ্চুকে। ছিটকে পড়ে পঞ্চু আবার লাফিয়ে ওঠার আগেই দরজা বন্ধ করে দিল ওরা। বাইরে থেকেই পঞ্চু আকাশ ফাটানো চিৎকার করতে লাগল। তারপর গতিক সুবিধে নয় বুঝে তিরবেগে ছুটল থানার দিকে।

এদিকে কাপালিক ও সেই লোকগুলো মহুয়াদি ও বাচ্চু-বিচ্ছুকে জোর করে সিঁড়ির নীচে নামিয়ে কাঠের ডালাটা চাপা দিল। তারপর ডালাটার ওপর দেওয়ালের কোণ থেকে একটা বাঘছাল এনে পেতে ফেলল। কাপালিক সেই বাঘছালের ওপর বসে রুদ্রাক্ষর মালা ঘুরিয়ে জপ করতে করতে বলল, "জয় মা—মাগো, সবই তোমারই ইচ্ছা।"

অন্য লোকগুলো দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

মহুয়াদি ও বাচ্চু-বিচ্ছু সিঁড়ির নীচে নামতেই বাবলুদের দেখা পেল। বাবলুরা ওদের সাহায্য করার জন্য আসছিল। বাবলু বলল, "কী হল? নীচে এলেন যে?"

মহুয়াদি বলল, "সর্বনাশ হয়েছে বাবলু। এখান থেকে বেরোবার কোনও পথই আর নেই। আমাদের জোর করে সিঁড়ির নীচে নামিয়ে ওপরের ডালাটা ওরা বন্ধ করে দিয়েছে।"

বাবলু বলল, "ওঃ। আমাদের ধরার জন্য কী চমৎকার টোপই না ওরা ফেলেছিল মহুয়াদি। আমরা একদম বুঝতে পারিনি।"

"এখন তা হলে কী করবে?"

“সামনের দিকে এগিয়ে যাব।”

ওরা ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগোতে লাগল, চারদিক কী অন্ধকার। একটু যাওয়ার পরই ওরা দেখল, সেই অন্ধকারে এগোবার বা পিছোবার কোনও পথই আর নেই। ঘরঘর শব্দে ওদের পেছনে ফেরার পথটা হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে গেছে এক লৌহকপাটের অবরোধে। অনেকক্ষণ আটক থাকার পর হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল। এবং দেওয়ালের গা থেকে লাউড স্পিকারে কণ্ঠস্বর শোনা গেল, “তোমাদের বলছি।”

কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত বলে মনে হল ওদের। বিলু ভেংচে বলল, “বলুন।”

“তোমরা অযথা পালাবার চেষ্টা কোরো না। একটু পরেই সামনের পথ খুলে যাবে। ওই পথে তোমরা আমার সামনে এসে দাঁড়াও।”

বলার সঙ্গে সঙ্গেই সামনের দিকের দেওয়ালটা সরে গেল। এবং সেই পথে ওরা একটি প্রশস্ত চাতালে এসে দাঁড়াল। সেখানে বেশ কিছু লোকজনকে দেখা গেল। তাদের ভেতর ইলামবাজারের শালবনে ধৃত দুটি লোকও আছে। তাদের মাথায় ব্যান্ডেজ। চাতালঘরের মাঝখানে প্রচুর সোনার বাট। হিরে প্রভৃতি রয়েছে। ঘরের শেষ প্রান্তে একটু উচ্চস্থানে ডায়াসের ওপর এক অতিকায় চামুণ্ডা মূর্তিও রয়েছে। সেই মূর্তির মুখে একটি লাউড স্পিকার বসানো আছে। সেখান থেকে কথা ভেসে এল—“তোমরা অত্যন্ত ডেঞ্জারাস ছেলেমেয়ে। কিন্তু তোমরা কি জান, আমরা কেন তোমাদের আটক করেছি?”

বাবলু বলল, “হ্যাঁ, জানি। আপনারা আমাদের রাবড়ি, প্যাঁড়া, রাজভোগ, রসগোল্লা খাওয়াবার জন্য আটক করেছেন।”

“বেশি ফাজলামি কোরো না হে ছোকরা, বুঝেছ? এখুনি রস তোমাদের গুটিয়ে দিচ্ছি।”

বিলু বলল, “আমার খুব মাংস পোলাও খেতে ইচ্ছে করছে। খাওয়াবেন?”

ভোম্বল বলল, “আমি আবার খুব লেডিকিনি খেতে ভালবাসি।”

একজন লোক এগিয়ে এসে ঠাস করে ভোম্বলের গালে একটা চড় মেরে বলল, “এই নে খা। আর একটা খাবি? ডেঁপো ছোকরা কোথাকার?”

ভোম্বল রেগে তার অস্থানে সজোরে একটা ঘুষি চালিয়ে বলল, “তুই খা না ব্যাটা।”

লোকটা যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে বলল, “ওরে বাপ রে। কী সাংঘাতিক ছেলে রে। তোরা মর না এখনই।”

ভোম্বল বলল, “তুই মর না। পুলিশের গুলি খেয়ে।”

লাউড স্পিকার থেকে কঠিন গলার ধমক শোনা গেল এবার, “তোমাদের এত সাহস কী করে হল? ভয় করছে না তোমাদের? আর একটু পরেই তো আমরা তোমাদের গুলি করে মারব।”

“না, ভয় করছে না।”

“কেন?”

“সেটা আপনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলতে চাই।”

“তোমরা তো আমার মুখোমুখিই আছ?”

“না। এরকম নয়। একেবারে ফেস-টু-ফেস। কেন না, আপনার কণ্ঠস্বর আমাদের চেনা চেনা লাগছে। তাই মুখটা একবার দেখতে চাই।”

“বেশ। তোমরা এই ডায়াসের বাঁদিক দিয়ে ওপরে উঠে এসো।”

বাবলুরা ডায়াসে উঠে বাঁদিকে যেতেই একটা কাঠের সিঁড়ি দেখতে পেল। তাই বেয়ে ওপরে উঠেই দেখল, একটা ঘোরানো চেয়ারে ওদের দিকে পিছন হয়ে বসে আছেন এক বলিষ্ঠ পুরুষ। পরনে প্যান্ট, শার্ট ও মাথায় নেভি ক্যাপ। হাতে ঝকঝক করছে একটি অটোমেটিক রিভলভার।

বাবলুরা ওপরে উঠে বলল, “এসেছি।”

ভদ্রলোক ওদের দিকে ঘুরে বসলেন।

তাঁকে দেখেই ভূত দেখার মতো চমক উঠল বাবলুরা। সবিস্ময়ে বলল, “এ কী! আপনি!”

“হ্যাঁ, আমি। আমি তোমাদের সাহসের প্রশংসা করি। বীরত্বকে স্বাগত জানাই। তবুও আমাদের দলের স্বার্থে আমি তোমাদের প্রত্যেককে মারব।”

“কিন্তু তাতেও আমরা ভীত নই নিবারণবাবু।”

“কেন নও?”

“আপনার হয়তো ধারণা যে আমাদের মেরে ফেললেই আপনারা নিষ্কণ্টক হবেন। কিন্তু সে ধারণা ভুল। আপনারা জানেন না এতক্ষণে পুলিশ আপনাদের দুয়ারে এসে উপস্থিত হয়েছে।”

"পুলিশের বাবারও ক্ষমতা নেই যে এখানে আসে। চারদিকে আমাদের অতন্দ্র প্রহরী।"

"তাই নাকি! তা হলে জেনে রাখুন। আমাদের ট্রেনিং দেওয়া কুকুর পঞ্চুই পুলিশকে ডেকে আনতে গেছে।

এমন সময় হঠাৎ সেখানে শ্যামসুন্দরজিকে হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখা গেল, "আরে ভেঁইয়ো! অন্দর মে যো কোই হ্যায়, সব জলদি তৈয়ার হো যাও। বাহার মে বহৎ পুলিশ আ গিয়া।"

নিবারণবাবু চমকে উঠে বললেন, "কিন্তু পুলিশ এই ঘাঁটির সন্ধান পেল কী করে?"

"আরে ক্যা বতাঁউ। এ বদমাশ লেড়কা-লেড়কি কো সাথ যো কুত্তা থা ও পুলিশ লেকে আয়া।"

বাবলু দেখল এই সুযোগ। আচমকা জুতোসুদ্ধু পায়ে নিবারণবাবুর হাতে মারল এক লাথি। রিভলভারটা হাত থেকে ছিটকে খানিকটা অন্তরে গিয়ে পড়ল। তারপর চমকের ঘোর কাটিয়ে ওঠার আগেই বাবলু, বিলু আর ভোম্বল একসঙ্গে ধাঁপিয়ে পড়ল নিবারণবাবুর ওপর। কিন্তু কী অমানুষিক শক্তি ভদ্রলোকের গায়ে। এক এক ঝটকায় ওদের তিনজনকে তিন দিকে ফেলে দিয়ে ওপর থেকে লাফিয়ে নীচে নামলেন। দলের লোকদের বললেন, "চলো সব। তাড়াতাড়ি চলো। একটি পুলিশও যেন ভেতরে ঢুকতে না পারে। গুলির জবাবে গুলি চাই।"

কিন্তু ততক্ষণে পুলিশ ঢুকেই পড়েছে।

সেই কাপালিক এবং কয়েকজন প্রাণের দায়ে ছুটে আসছে এদিকে। ওদের পিছু পিছু হাউ হাউ করে ছুটে আসছে পঞ্চু। তারও পিছনে আসছেন মি. শিকদার, মি. চ্যাটার্জি ও একদল পুলিশ।

পঞ্চু এসেই শ্যামসুন্দরজিকে সামনে পেয়ে, যেন ছোট ছেলে কতদিন বাপের কোলে ওঠেনি, এমন ভান দেখিয়ে লাফিয়ে শ্যামসুন্দরজির কোলে উঠে পড়ল। তারপর দু' হাতে গলা জড়িয়ে মুখের দিকে চেয়ে 'গ্যাঁ-গ্যাঁ' শব্দ করতে লাগল। আর শ্যামসুন্দরজি? তাঁর তখন সেই বিশাল ভুঁড়ি নিয়ে প্রাণের দায়ে সে কী দারুণ ড্যান্স। টিকিট কেটে দেখবার মতো।

মি. শিকদার এসেই নিবারণবাবুর দিকে রিভলভার তাগ করে বললেন, "হ্যান্ডস আপ।"

নিবারণবাবু মুহূর্তের মধ্যে ভল্ট খেয়ে লাফিয়ে পড়লেন মি. শিকদারের ওপর। মি. শিকদারের হাত থেকে রিভলভারটা পড়ল দূরে। নিবারণবাবু দু' হাতে শিকদারকে জড়িয়ে ধরে মেঝের ওপর শুইয়ে গলা টিপে ধরলেন।

মি. চ্যাটার্জি তখন সামলাচ্ছেন অন্যদের। দড়াদ্দুম গুলির ঘায়ে দু'-তিনটিকে ইতিমধ্যেই শুইয়ে দিয়েছেন তখন।

এদিকে মি. শিকদারও দু'পা জোড় করে প্রবল বেগে মারলেন নিবারণবাবুর পেটে এক লাথি। নিবারণবাবু ছিটকে গিয়ে পড়লেন যেখানে, মি. শিকদারের রিভলভারটা পড়েছিল সেইখানে। চকিতে সেটিকে কুড়িয়ে নিয়েই তিনি এক লাফে চলে এলেন চামুণ্ডা মূর্তির পিছনে। তারপর সেখান থেকে যেই না গুলি করতে যাবেন মহুয়াদি অমনি পিছন দিক থেকে সজোরে একটা ধাক্কা দিলেন নিবারণবাবুকে। নিবারণবাবু টলে গেলেন এবং গুলি লাগল গিয়ে কাপালিকের বুকে।

মি. শিকদার ওরই মধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু তখনও তিনি নিরস্ত্র। গতিক সুবিধের নয় বুঝে বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিবারণবাবুর ওপর। নিবারণবাবু আবার ওদের ছিটকে ফেলে দিতে লাগলেন এবং মি. শিকদারকে লক্ষ্য করে গুলি চালালেন। গুলিটা বুকে না লেগে লাগল কাঁধে। মি. শিকদার আর্তনাদ করে এক হাতে কাঁধ চেপে বসে পড়লেন। আর সেই মুহূর্তেই ক্রোধান্ধ বাবলুর হাতে নিজের পিস্তলটা উঠে এল। নিবারণবাবু পরবর্তী গুলি চালাবার আগেই বাবলুর পিস্তল গর্জে উঠল—'গুড়ুম'। তাড়াতাড়িতে লক্ষ্যস্থান ফসকে গিয়ে গুলি লাগল নিবারণবাবুর মাথায়। মাথাটা চুরমার হয়ে গেল। নিবারণবাবু রক্তাক্ত কলেবরে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

যুদ্ধ থামল। এখন আর বাধা দেওয়ার কেউ নেই। ভেতরে যারা ছিল, তারা সবাই অ্যারেস্ট হয়েছে। কয়েকজন মরেছে। ওরা শ্রান্ত ক্লান্ত ভাবে বাইরে বেরিয়ে এল। পুলিশের লোকেরা নীচের মূল্যবান ধনরত্নগুলো উদ্ধার করলে লাগল। মি. চ্যাটার্জি ও মি. শিকদার বাবলুদের সঙ্গে বাইরে এলেন।

বাইরেও অনেকে গ্রেফতার হয়েছে।

বাবলু, মি. শিকদার ও মি. চ্যাটার্জিকে কাল রাতের ঘটনার কথা বলল, কী ভাবে ওরা শালবল্লীর ভেতরে গর্ত করে মূল্যবান জিনিসগুলো রেখে প্লাস্টার করে দিচ্ছে এবং তার ওপর কালো আলকাতরার দাগ টেনে পুলিশের চোখে ধুলো দিচ্ছে, সব বলল। মালগুলো যে শ্যামসুন্দরজির গোলায় গাদা হচ্ছে এবং সেখান থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে তাও বলতে ভুলল না।

মি. চ্যাটার্জি উৎসাহিত হয়ে বললেন—"তাই নাকি! কই চলো তো দেখি?" এই বলে ওরা সদলে শ্যামসুন্দরজির কাঠগোলায় গিয়ে হাজির হল। এবং সেখানে গিয়ে শালবল্লীগুলো পরীক্ষা করতেই সোনার বাট, হিরে প্রভৃতি মূল্যবান রত্ন বেরিয়ে পড়তে লাগল এক এক করে।

মি. চ্যাটার্জি বাবলুকে ধন্যবাদ জানিয়ে মি. শিকদারকে বললেন, "আপনি এদের নিয়ে চলে যান মি. শিকদার, আমি সব দেখছি। আপনি তাড়াতাড়ি গিয়ে কাঁধ থেকে গুলিটা বার করার ব্যবস্থা করুন। আর দেরি করবেন না।"

মি. শিকদার বললেন, "হ্যাঁ, যাই। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।" এই বলে বাবলুদের নিয়ে চলে গেলেন তিনি।

থানায় গিয়ে বাবলুরা দেখল ওর মাসিমা-মেসোমশাই ফিরে এসেছেন এবং অপেক্ষা করছেন ওদের জন্য। বাবলুকে দেখেই আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন তাঁরা। বাবলু মহুয়াদির সঙ্গে ওর মাসিমা-মেসোমশাইয়ের পরিচয় করিয়ে দিল।

বিলু বলল, "সত্যি, পঞ্চু এ যাত্রায় আমাদের যে উপকার করল তা সকল অভিযানকেই ছাপিয়ে গেছে।"

বাবলু বলল, "পঞ্চুর ঋণ আমরা কোনও দিনও শোধ করতে পারব না।"

ওরা যখন থানা থেকে বেরিয়ে মাসিমার বাড়িতে যাচ্ছে তখন দেখল, হাতে হাত কড়া ও কোমরে দড়ি জড়িয়ে শ্যামসুন্দরজিকে পুলিশের লোকেরা টানতে টানতে থানায় নিয়ে আসছে।

বাবলুরা দূর থেকে শ্যামসুন্দরজিকে ডেকে হাত নেড়ে বলল, "টা-টা।"

শ্যামসুন্দরজি ক্রুদ্ধ চোখে একবার তাকালেন ওদের দিকে।

পঞ্চু গলা উঁচিয়ে ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ-ভৌ।"

পঞ্চদশ অভিযান

সেদিন সকালে খবরের কাগজ দেখতে বসে বাবলু হঠাৎ আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল। বার বার দেখেও নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারল না। টেবিলের ড্রয়ার টেনে কী একটা বার করে মিলিয়ে দেখল। তারপর কাগজটা হাতে নিয়ে ছুটে গেল পাশের ঘরে। বাবলুর মা বাবা তখন চা-পর্ব সবে শেষ করেছেন। বাবলু কাগজটা এবং সেই জিনিসটা বাবা-মা'র সামনে মেলে ধরল। তাঁরা তো দেখেই অবাক। বাবলুর মা আনন্দে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন বাবলুকে। আবেগের আতিশয্যে বাবলুর বাবারও মুখে কোনও কথা সরল না। আর বাবলু? সে তখন মায়ের বুক থেকে ছাড়া পেয়ে কাগজটা হাতে নিয়ে 'হুর্-র্-রে' বলেই একেবারে রাস্তায়। তারপর এক হাতে কাগজটা পাকিয়ে ধরে ছুটে চলল বিলুদের বাড়ির দিকে।

বিলু সবে পড়তে বসছে এমন সময় আনন্দের প্রতিমূর্তি হয়ে বাবলু হাজির। এমন অসময়ে বাবলুকে দেখেই তো অবাক বিলু। তাই বিস্মিত হয়ে বলল, "কী ব্যাপার রে? বেজায় খুশি মনে হচ্ছে!"

বাবলু গানের সুরে ছন্দ মিলিয়ে গেয়ে উঠল, "খুশি খুশি খুশি। তুমি একটি ভুষি।"

বিলু বলল, "সে আবার কী হল? তুমি একটি ভুষি মানে? এর তো কোনও মানেই হয় না।"

বাবলু বলল, "সব কথার কি মানে হয়? না সব কবিতার ছন্দ হয়? মনে করতে পারিস এটা হচ্ছে একটা অর্থহীন গান। চল ভোম্বলদের বাড়ি চল।"

"এখনই?"

"এখনই। একটা দারুণ সুসংবাদ আছে।"

"সুসংবাদটা কীরকম জানতে পারি কি?"

"না। তাড়াতাড়ি আয়।"

বিলু তো চেনে বাবলুকে। তাই এক লাফে লম্বা। তাড়াতাড়ি গেঞ্জির ওপর শার্টটা পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা আঁচড়ে নিয়েই বাবলুর সঙ্গে চলল ভোম্বলদের বাড়ি।

খট খট খট খট করে দরজায় কড়া নাড়তেই ভোম্বলের মা এসে খুলে দিলেন দরজাটা।

বাবলু বলল, "ভোম্বল কী করছে মাসিমা?"

"আর বলো না বাবা। এখনও পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে।"

"এখনও ঘুমোচ্ছে? এখন তো পৌনে ন'টা বাজে।"

"পৌনে ন'টা? হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে না তুললে বেলা বারোটাতেও ঘুম ভাঙবে না ওর।

বাবলু বিলু দু'জনেই ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকে দেখল ভোম্বলের তখনও নাক ডাকছে। বিলু বাইরের বালতি থেকে একটু জল নিয়ে এসে ওর গায়ে ঝাপটা দিতেই 'এই কেরে!' বলে লাফিয়ে উঠল ভোম্বল।

বিলু বলল, "এখনও ঘুমোচ্ছিস, তুই? ওঠ।"

ভোম্বল চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসে বলল, "ব্যাপার কী রে?"

বাবলু বলল, "ব্যাপার জন্ডিস।"

"তার মানে?"

বিলু বলল, "ভনিতা না করে বলেই ফ্যাল না বাবলু? আমারও প্রাণটা আঁকুপাঁকু করছে।"

বাবলু বলল, "আজকের কাগজে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট লটারির রেজাল্ট মিলিয়ে দেখলাম আমি একটা ছোটখাটো অঙ্কের প্রাইজ পেয়েছি।"

ভোম্বল অবাক হয়ে বলল, "সত্যি!"

বিলু বলল, "সে কী রে!"

ভোম্বলের বাবা মা দু'জনেই ছুটে এলেন, "কী বললে, লটারিতে টাকা পেয়েছ।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ।" তারপর ভোম্বলকে বলল, "তুই বাচ্চু-বিচ্ছুকে খবর দে। শিগগির যা।"

বাচ্চু-বিচ্ছু ভোম্বলদের বাড়ির কাছেই থাকে। ভোম্বল কোনওরকমে চোখে-মুখে একটু জল দিয়েই ডাকতে গেল ওদের।

ভোম্বলের বাবা বললেন, "কত টাকা পেয়েছ বাবলু?"

"এক হাজার টাকা।"

"বাঃ। এক টাকায় এক হাজার। মন্দ কী?"

ভোম্বলের মা বললেন, "তুমি বেশ কাজের ছেলে তো। ভেতরে ভেতরে লটারির টিকিটও কাটো?"

বাবলু বলল, "না মাসিমা। লটারির টিকিট আমি কাটি না। তবে সেদিন কালীবাবুর বাজারে গিয়েছিলাম, তা একটি ছেলে এসে জোর করে টিকিটটা গছালে আমায়।"

এমন সময় ভোম্বলের সঙ্গে বাচ্চু-বিচ্ছু এসে হাজির হল। বিচ্ছু খুশিতে উপচে পড়ে বলল, "বাবলুদা তুমি লটারিতে টাকা পেয়েছ?"

"হ্যাঁ রে! এবং সেই জন্যেই এই সাত সকালে ছুটে এসেছি খবরটা জানাতে। তারপর ভোম্বলের বাবাকে বলল, "জানেন মেসোমশাই, টিকিটের টাকাটা সরকারের ঘর থেকে তুলতে তো সময় লাগবে, তাই ভাবছি টিকিটটা আমি বাবাকে দিয়ে দেব। বাবা লটারির টাকাটা সময় মতো তুলে নেবেন। আর আমি বাবার কাছ থেকে এক হাজার টাকা চেয়ে নেব। বাবা ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট থেকে সেই টাকাটা আমাকে এনে দিলেই আমি কী করব জানেন?"

"কী করবে?"

"ওই এক হাজার টাকার মধ্যে পাঁচশো টাকা আমার নামে সেভিংসে রেখে বাকি পাঁচশো টাকা নিয়ে আমরা পাঁচজনে ঘাটশিলা বেড়াতে যাব।"

বাচ্চু-বিচ্ছু আনন্দে লাফিয়ে উঠল, "উঃ কী মজা। কী মজা। সত্যি, তুমি যে কী ভাল না বাবলুদা, তা কী বলব!"

বিলু বলল, "ঘাটশিলায় ফুলডুংরি পাহাড় আছে। সুবর্ণরেখা নদী আছে।"

ভোম্বল বলল, "ওখানে রাজভোগ লেডিকেনি আছে। ভাল রসমালাই পাওয়া যায়। আমি তো সকালে বিকেলে রসমালাই খাব।"

ভোম্বলের মা বললেন, "খাবি। পেট ভরেই খাবি। আমি কিছু টাকা দেব'খন তোদের। ওই টাকায় তোরা পেট পুরে রসমালাই খাবি। কেমন? পেটুক ছেলে কোথাকার।"

ভোম্বলের বাবা বললেন, "ঘাটশিলায় গেলে তোমরা কিন্তু রাতের গাড়িতে বা বোম্বাই এক্সপ্রেসে যেতে যেয়ো না যেন।"

"তা হলে কোন গাড়িতে যাব বলে দিন?"

"তোমরা ইস্পাত এক্সপ্রেসে যাবে। সকালে ছ'টা দশ-কুড়ি নাগাদ ছাড়ে, ন'টা দশ পনেরোয় পৌঁছয়। খুব ভাল গাড়ি। ঘাটশিলা বা টাটানগর যাওয়ার পক্ষে বেস্ট ট্রেন।"

ভোম্বলের মা বললেন, "তোমরা একটু বসো বাবা। একটু জলখাবার তৈরি করি তোমাদের। এমন একটা সুসংবাদ যখন নিয়ে এলে তখন আজ আর কাউকে আমি শুধু মুখে যেতে দিচ্ছি না।"

ভোম্বল একটু আড়ামোড়া ভেঙে জোরে একটা হাই তুলে আনন্দে নিজের মনেই চেঁচিয়ে উঠল, "ইয়া—হা।"

বাবলুর বাবা বাবলুর আবেদন মঞ্জুর করলেন। অর্থাৎ টিকিটটি সরকারের ঘরে জমা দিয়ে নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে এক হাজার টাকা দিয়ে দিলেন বাবলুকে। বাবলু সেই টাকা থেকে পাঁচশো টাকা নিজের সেভিংসে জমা করে বাকি পাঁচশো টাকা ঘাটশিলা ভ্রমণের জন্য রাখল।

টাকা হাতে পেয়েই শুরু হল যাওয়ার তোড়জোর।

ঘাটশিলা যাওয়ার আনন্দে ওরা যেন অধীর হয়ে উঠল। সত্যি! কী যে মজা। কিন্তু এবারেও সেই একই সমস্যা পঞ্চু। পঞ্চুর জন্যই তো যত রাজ্যের চিন্তা। অথচ ওকে ফেলে কোথাও যাওয়ার কথা মনেও আনা যায় না। বিশেষ করে এবারে আর রাতের গাড়ি নয়। দিনের গাড়ি। এ গাড়ি ম্যানেজ করা সত্যিই কঠিন। তাই ভাবনা হল কী ভাবে নেওয়া যায় পঞ্চুকে।

বাবলু বলল, "তাই তো! কী করা যায় বল দেখি?"

বিলু বলল, "আমি তো কোনও উপায়ই বার করতে পারছি না।"

ভোম্বল বলল, "উপায় তোরা কী বার করবি? উপায় বার করব তো আমি।"

বিলু বলল, "থাক।"

"থাক মানে? আগে যাওয়াটা কবে হচ্ছে সেটা ঠিক কর। তারপর দেখ পঞ্চুর ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।"

বিলু বলল, "শেষকালে ফাঁসাবি না তো?"

"মোটেই না। এর আগের বারেই কি ফেঁসেছিলি?"

বাচ্চু-বিচ্ছুর মুখে হাসি ফুটল এবার, বলল, "পঞ্চুর ব্যাপারে আমরা তা হলে নিশ্চিন্ত। কি বলো ভোম্বলদা?"

"নিশ্চয়ই। নাকে রেপসিড দিয়ে ঘুমো। পঞ্চুর দায়িত্ব আমার।"

পঞ্চু বাবলুর পাশটিতে বসেছিল এতক্ষণ। এবার ধীরে ধীরে ভোম্বলের কাছে এসে শুয়ে পড়ে ওর কোলে মুখ গুজে দিল।

নির্দিষ্ট দিনে ওরা যথাসময়েই হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছুল। সকাল ছ'টা কুড়িতে ট্রেন। ওরা ঠিক ছ'টার সময় এসে হাজির হল। ভোম্বলের পরিকল্পনা মতো পঞ্চুকে এবার আর কোনওরকম লুকোছাপা করে আনা হল না। কেন না পঞ্চু এখন আগের চেয়েও অনেক বেশি চালাক হয়ে গেছে। তাই ও ছাড়া অবস্থাতেই ওদের সঙ্গে এল।

এল। কিন্তু একটু তফাতে দাঁড়িয়ে রইল।

বাবলুরা এক এক করে প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই ও-ও এক ফাঁকে টিকিট কালেক্টারের পাশ কাটিয়ে সুট করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। কালেক্টার ভদ্রলোক একবার লাফিয়ে উঠলেন, "এই মরেছে। ব্যাটার সাহস দ্যাখ।" বলে কিছুক্ষণ পঞ্চুর দিকে তাকিয়ে একটা বেওয়ারিশ কুকুর মনে করে আবার নিজের কাজে মন দিলেন।

বাবলুরা ট্রেনে উঠে বসতেই পঞ্চুও এক চোখে এদিক সেদিক তাকিয়ে এক ফাঁকে দরজার কাছে একটি সিটের নীচে আশ্রয় নিল। দু'-একজন যাত্রী ছাড়া কেউ আর ছিল না। ভাগ্যক্রমে পঞ্চুর ট্রেনে ওঠা নজরে পড়েনি তাদের।

যথাসময়ে ট্রেন পরিপূর্ণ হল। অবশ্য খুব যে একটা ভিড় হল তা নয়। কেন না বে-বার তো। যাই হোক। ট্রেন ছাড়ল। টিকিয়াপাড়া, দাসনগর, রামরাজাতলা, সাঁতরাগাছির পর ঝড়ের বেগে ছুটে চলল ট্রেন।

ট্রেনের ভেতর বাবলু, বিলু, ভোম্বল বসেছিল পাশাপাশি। ওদের পাশেই বসেছিলেন মাথায় অল্প টাক ও চোখে চশমা-পরা এক মধ্যবয়সি ভদ্রলোক। ভদ্রলোক বসে বসে কাগজ পড়ছিলেন। অপর দিকে বসেছিল বাচ্চু-বিচ্ছু এবং অসম্ভব রকমের পেট মোটা এক লালাজি—

আর এধারে জানলার পাশে মুখোমুখি দুটি সিটে বলেছিল মিষ্টি মুখের এক সুশ্রী তরুণী এবং অপরদিকে রোগা লম্বা খেঁকুরে চেহারার একজন লোক।

তার ঠিক সিটের নীচেই গুটিশুটি মেরে শুয়েছিল পঞ্চু।

তরুণী মাঝেমাঝে প্রকৃতির দৃশ্য দেখছিল এবং কখনও-সখনও তাকাচ্ছিল বাবলুদের দিকে। আর তার সামনের সিটের লোকটি চুপচাপ বসে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। তরুণী কিন্তু লোকটির এই বিড়ি খাওয়া এবং ঘন ঘন ধোঁয়া ছাড়াটা একদম সহ্য করতে পারছিল না। অন্তত তার মুখের ভাব দেখে তাই মনে হচ্ছিল।

বাবলুও বাইরের প্রকৃতির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একসময় বলল, "আমার অনেক দিনের সাধ আজ পূর্ণ হল।"

বিলু বলল, "তোর ছোট মাসির মুখে শুনেছি ঘাটশিলা নাকি ফ্যানটাস্টিক জায়গা।"

বাবলুদের সামনে যে লালাজি বসেছিল ভোম্বল একদৃষ্টে তার ভুঁড়িটির দিকে তাকিয়েছিল। লালাজির পরনে ধুতি, পাঞ্জাবি। জওহর কোট, মাথায় পাগড়ি, পায়ে বুট জুতো। আর কপালে টিপ্পা। লালাজি একটু আড়ামোড়া ভেঙে হাই তুলে বলল, "কী খোকাবাবু! কিধার জানা হ্যায়?"

বাবলু বলল, "আমরা ঘাটশিলা যাচ্ছি।"

"আরে বাঃ।"

"আপনি কোথায় যাবেন?"

"ম্যায় ভি ঘাটশিলা যাউঙ্গা।"

ওদিকে সেই রোগা খেঁকুরে লোকটি একটি বিড়ি শেষ করে আবার একটি বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তেই তরুণী 'উঃ' করে মুখ ঘুরিয়ে নিল। লোকটি সেদিকে একবার তাকাল। কিন্তু একটুও সাবধান না হয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল পূর্ববৎ।

তরুণী নিজের মনেই গজগজ করতে লাগল।

বিলু হঠাৎ বলল, "আচ্ছা লালাজি, ঘাটশিলায় কী কী দেখার আছে বলুন তো?"

লালাজি বলল, "পহলে বতাও তুম সব অকেলে না ঔর কোঈ হ্যায়?"

বাবলু বলল, "না। আর কেউ নেই। আমরা এই পাঁচজনেই।"

লালাজি বললেন, "ব্যস্! তো ঠিক হ্যায়। তুম যাও হুঁয়া। উসকে বাদ নদী দেখো, পাহাড় দেখো, মৌভাণ্ডার, ধারাগিরি দেখো, রংকিনী মাতাকি মন্দির দেখো। লেকিন জঙ্গলমে মাৎ জানা।"

ভোম্বল বলল, "কেন বাঘ আছে বুঝি?"

"নেহি শের কা মতলব নেহি।"

"তবে?"

"জঙ্গলমে ডাকু হ্যায়।"

বাবলুরা লালাজির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

লালাজি বলল, "তুম সব এক কাম করো। হুঁয়া যাকে পহলে বঙ্গালকা কিতাব লিখনেবালা বিভূতিবাবুকা মকান দেখো।"

বাবলু বলল, "বাঃ! আপনি নন-বেঙ্গলি হয়ে বিভূতিবাবুর নাম জানলেন কী করে?"

"হাম সব কুছু জানে। উয়ো বহৎ বড়িয়া রাইটার থা। হাম রবীন্দরনাথ, শরৎচন্দ্ সবকা নাম জানে। কিতাব লিখকে বহুৎ রুপিয়া কামায়া থা ও লোক।"

ভোম্বল ঝট করে মুখ ফসকে বলে ফেলল, "যাঃ বাবা, এর মধ্যেও আবার রুপিয়ার গন্ধ?"

লালাজি শুনেই বলল, "জরুর। ও লোক য্যায়সা রুপাইয়া কামায়া থা অ্যায়সা রুপাইয়া হাম কভি কামানে নেহি সকেগা।"

ভোম্বল লালাজির কথা শুনে ফিক করে হেসে ফেলল।

লালাজি বলল, "তুম হাস রহে হো। কিতনা উমর তুমহারা? ইয়াদ রাখো দুনিয়ামে সবসে বড়া রুপাইয়া হ্যায়। উস্‌সে বড়া কুছ নেহি।"

বিলু আর থাকতে না পেরে বলল, "লালাজি আপনি কিন্তু ভুল করছেন। সাহিত্যিকরা রুপিয়া কামাবার জন্য সাহিত্য করেন না। সাহিত্য অন্তরের তাগিদে আপনিই ফুটে ওঠে লেখকের কলমে।"

লালাজি এবার রেগে বলল, "হামকো মাৎ সমঝাও বাবা। হাম রুপিয়া ভি সমঝে, সাহিত্য ভি মসঝে। ইয়ে বঙ্গালি লোক্‌কা বহৎ বড়িয়া বিজনেস হ্যায়।"

ভোম্বলও রেগে গেল খুব। বলল, "হ্যাঁ। আপনি একজন মস্ত সমঝদার লোক। তবে আপনি দুটো জিনিসই বোঝেন। রুপিয়া আর বিজনেস। সাহিত্য নয়।"

লালাজি আরও রেগে বলল, "চোপ্ রহো তুম। ক্যা ফর্‌র্ ফর্‌র্ করতা হ্যায়? সাহিত্য হাম নেহি সমঝেগা তো কৌন সমঝেগা রে?"

ওদের পাশে বসে যে ভদ্রলোক খবরের কাগজ পড়ছিলেন তিনি এবার কাগজের পাতা মুড়ে রেখে বললে, "ভাল জ্বালারে বাবা। এই ছেলেগুলো! কী লাগিয়েছ কী তোমরা সক্কালবেলা? সাহিত্যচর্চা করবার লোক পেলে না? চুপ করো সব।"

লালাজি তখনও রাগে গরজাচ্ছে, "এ লোক তো অ্যায়সাই হ্যায়। এ লোক সব কুছ সমঝে গা। হাম লোক কুছ নেহি সমঝে। সাহিত্য দিখাতা হ্যায় হামকো। হামারা বুধরাম আগরওয়ালাকা কিতাব পড়নে সে এ লোক ক্যা বোলেগা।"

বাবলু এবার বিনীত গলায় বলল, "আপনি আমাদের ভুল বুঝছেন লালাজি। হতে পারেন আপনাদের আগরওয়ালাজি বড় একজন সাহিত্যিক। আমরা তো ছোট-বড়র তর্ক করছি না। আপনি শুধু সাহিত্যের সঙ্গে রুপিয়াকে টেনে আনছেন তাই...।"

লালাজি হাত মুখ নেড়ে বলল, "আরে বাবা ও বাত হো চুকা। তুম হামারা সাথ বাত মাৎ বোলো। একদম চুপচাপ রহো তুম।"

অগত্যা বাধ্য হয়েই চুপ করল বাবলু। এবং ইশারায় অন্যদেরকেও চুপ করতে বলল।

ওদিকে সেই বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ার ব্যাপারে নিয়ে তরুণী এবার ঘোর আপত্তি জানাল, "কী আশ্চর্য! বিড়ি খেয়ে ধোঁয়াটা কি বাইরে ছাড়া যায় না?"

খেঁকুরে লোকটিও এবার চোটপাট জবাব দিল, "অত যদি ইয়ে তো লেডিজ কম্পার্টমেন্টে যাননি কেন? সেই থেকে খালি টিক টিক করছেন।"

তরুণী আরও রেগে বলল, "কী! ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখেননি? কোথায় গেলেন চেকারবাবু? রেলের আইনে কামরায় বসে বিড়ি খাওয়ার নিয়ম আছে কিনা আমি জানতে চাই। অসভ্য কোথাকার।"

বেগতিক দেখে ওধার থেকে একজন চেকার ছুটে এলেন। "কী হয়েছে দিদি? কী ব্যাপার!"

"এই লোকের বিড়ি খাওয়া আপনি বন্ধ করবেন কিনা? বলছি বলে আমাকে আবার উপদেশ দিচ্ছেন লেডিজ কম্পার্টমেন্টে যেতে।"

চেকার বললেন, "উপদেশ দেয়াচ্ছি।" বলেই লোকটিকে বললেন, "দেখি, টিকিট দেখি আপনার?"

লোকটি টিকিট দেখাল।

"মুখ থেকে ওটা ফেলুন। শিগগির ফেলুন। না হলে জরিমানা হয়ে যাবে।"

লোকটি আধ খাওয়া বিড়িটা বাইরে ফেলে দিল।

চেকার বললেন, "ট্রেনের কামরায় ধূমপান একদম নিষেধ। বুঝলেন? স্মোকিং ইজ স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড।"

চেকার এবার বাবলুর কাছে এসে বললেন, "দেখি টিকিট?"

বাবলু প্রত্যেকের টিকিট দেখাল।

চেকার চেক করলেন।

মধ্যবয়সি ভদ্রলোক বললেন, "পাস।"

চেকার সেদিক থেকে মুখ সরিয়ে এনে লালাজিকে বললেন, "আপকা টিকিট?"

"নেহি হ্যায়। বানানে পড়েগা।"

"দশ রুপিয়া ফাইন হো যায়গা।"

"আরে বিশ রুপিয়া ফাইন করো না বাবা। উসমে ক্যা হ্যায়? যো লাগে গা ও তো দেনেই পড়েগা।"

"তো ঠিক হ্যায়। দে দিজিয়ে। কাঁহা যায়েঙ্গে।"

"ঘাটশিল্লা।"

"রুপিয়া নিকালো।"

"ক্যা রুপিয়া রুপিয়া করতা হ্যায় আপ। দেখিয়ে দোসরা আদমিকা টিকিট। উসকে বাদ আইয়ে। হাম দে দুঙ্গা।"

চেকার এবার একটু বিরক্তিপূর্ণ গলায় বললেন, "আমি কারও বাবার চাকর নই যে দশবার ধরে আসব যাব। রুপিয়া নিকালিয়ে।"

লালাজি এবার খাড়া উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "চলিয়ে বাথরুম কা উধার।"

চেকার বেশ কড়া-মেজাজের লোক। রাগত চোখে লালাজির দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাথরুমের ওদিকে কি যাব?"

"চলিয়ে না বাবা?"

"ওসব দু' নম্বরি কারবার আমার সঙ্গে চলবে না। হয় টাকা বার করুন, নয়তো খড়্গপুর এলে পুলিশে হ্যান্ডওভার করে দেবো।"

পুলিশের নাম শুনতেই লালাজির বুক যেন ধড়াস করে উঠল। আর কোনও কথা না বলে ধপ করে বসে পড়ল আবার। তারপর কোটের পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বার করে চেকারের হাতে দিল।

চেকার বাবলুর পাশে সামান্য একটু জায়গা নিয়ে বসে টিকিট তৈরি করতে লাগলেন।

ওদিকে তরুণীর সামনের জানালার ধারে বসে থাকা সেই খেঁকুরে লোকটি হঠাৎ খিক খিক করে হেসে উঠল।

তরুণী ক্রুদ্ধ চোখে একবার সেদিকে তাকিয়ে আস্তে করে বলল, "ইডিয়ট।"

লোকটি ভ্রূক্ষেপও করল না সে কথায়। আবার হঠাৎ কী মনে করে যেন কুল কুল করে হেসে উঠল। তারপর হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়ে সিটের নীচেটা একবার দেখে নিয়েই লাফিয়ে উঠল, "তাই তো বলি সেই থেকে আমার পায়ে এমন সুড়সুড়ি দিচ্ছে কে!"

তরুণীও এবার ভ্রূ কুঁচকে বিস্মিত হয়ে পঞ্চুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আরে! এটা তো কুকুর। কুকুর ঢুকল কোথা থেকে?"

"কোথা থেকে ঢুকল তা কী করে বলব? আপনি কী ভেবেছেন এতক্ষণ আমি এমনি এমনি হাসছি? আমি কি পাগল? সেই থেকে ব্যাটা আমার পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।" বলে লোকটি সিটের ওপর পা তুলে উবু হয়ে বসল।

বাবলুর পাশে বসা সেই চশমা চোখে ভদ্রলোক বললেন—"দেখে তো কারও পোষা কুকুর বলে মনে হচ্ছে।"

বাবলুরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

ভদ্রলোক সামনে চেকার থাকায় ইশারায় জিজ্ঞেস করলেন বাবলুকে, "তোমাদের কুকুর নাকি?"

বাবলু আস্তে করে ঘাড় নেড়ে জানাল, "হ্যাঁ।"

তরুণীও এবার চাপা গলায় বাবলুকে জিজ্ঞেস করল, "কামড়ে দেবে না তো?"

বাবলু ঘাড় নেড়ে বলল, "না।"

চেকার লালাজিকে টিকিট দিয়ে চলে গেলেন।

চেকার চলে যাওয়া মাত্রই খেঁকুরে লোকটি 'আমি বাবা সরে বসি' বলে ওদিকের সিট থেকে প্রায় লাফিয়ে এদিকের সিটে লালাজির পাশে এসে বসল।

পঞ্চুও বুঝি সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। যা সে কখনও করেনি দুষ্টুমি করে এবার তাই করল। অর্থাৎ লোকটি উঠে যেতেই সে করল কী সিটের তলা থেকে বেরিয়ে এসে একেবারে সেই সিটেরই ওপর উঠে পড়ল। তারপর দিব্যি ভব্যিযুক্ত হয়ে জানলা দিয়ে দৃশ্য দেখতে লাগল বাইরের।

চেকার এতক্ষণ খেয়াল করেননি। এবার পঞ্চুকে দেখেই ছুটে এলেন, "এই-এই—এ কী! এ ব্যাটা কোত্থেকে এল?"

পঞ্চু চেকারের দিকে তাকিয়ে গর গর করে বলল, "ভৌ।"

চেকার আর না এগিয়ে বললেন, "চোপ। চোপ রও ব্যাটা। হ্যাট হ্যাট।"

চেকারের বলার ধরণ দেখে মনে হল তিনি কুকুর সম্পর্কে যথেষ্ট সাবধান। এবং কুকুরকে বেশ ভয় পান।

তরুণীটি তাই দেখে বলল, "থাক থাক। ওকে একদম ঘাঁটাবেন না। কারও তো কিছু করছে না ও। বরং তাড়াতুড়ি দিলে ভয় পেয়ে কাউকে কামড়ে দিতে পারে।" বলে পাশে রাখা ব্যাগ থেকে বিস্কুট বার করে খেতে দিল পঞ্চুকে।

চেকার এবার আর একটু কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "বাঃ। বেশ সভ্যভব্য কুকুর দেখছি। চলো বাবা খড়্গপুর পর্যন্ত। তারপর দিচ্ছি তোমায় আসল জায়গায় পাঠিয়ে।"

তরুণী আবদার করে বলল, "না না। কিছু বলবেন না ওকে, প্লিজ। আমার খুব ভাল লাগছে। নিশ্চয়ই কারও পোষা কুকুর।"

চেকার বললেন, "অত্যন্ত ব্রিলিয়ান্ট। না হলে রেলের মাথায় টুপি পরিয়ে বিনা টিকিটে এমন দেশ ভ্রমণে বেরোয়?"

বাবলুরা কেউ কিচ্ছুটি না বলে চুপচাপ বসে রইল।

অন্যান্য যাত্রীরাও তখন পঞ্চুর কীর্তি দেখে বেশ মজা পেয়ে গেল এবং যে যা পারল খেতে দিল।

পঞ্চুও মনের আনন্দে যে ডাকল তার কাছেই গেল। এবং যে যা দিল তাই খেতে লাগল।

দেখতে দেখতে খড়্গপুর এসে গেল।

দু' মিনিট মাত্র স্টপেজ।

তারপর আবার ছুটতে লাগল ট্রেন।

মাঝে ঝাড়গ্রামে একবার থামল। তারপরই ঘাটশিলায়।

বাবলুরা ট্রেন থেকে নামতেই পঞ্চুও নামল এবং যথারীতি স্টেশনের বাইরেও এল।

মোট কথা নির্বিঘ্নেই ঘাটশিলায় পৌঁছে গেল ওরা।

ঘাটশিলা।

যেন স্বপ্নের মতো একটা দেশ।

চারদিকে পাহাড়ের পাঁচিল। তারই একধারে শহরের গা বেয়ে বয়ে চলেছে সোনার নদী সুবর্ণরেখা। একধারে সুবর্ণরেখা এবং অপর পারে যে ঘন বন ও পাহাড়ের আড়াল সেখান থেকে নেমে এসেছে এক ছোট্ট চঞ্চলা গিরিধারা। নাম ধারাগিরি।

এই ঘাটশিলার কত গল্পই না শুনেছে বাবলু।

ওর ছোট মাসিরা তো প্রায়ই আসেন ঘাটশিলা বেড়াতে।

আজ বাবলুরাও এল।

বিস্তৃত শালবন, গভীর অরণ্যানী। শ্যামল উপত্যকা, ফুলডুংরি পাহাড়, হরিণ ধুবড়ি (হরিণ ধুকুড়ি) আর তামুকপালের নির্জন গিরিনদীর কিনারে বনের মধ্যে ছোট্ট মন্দিরটির কথা শুনে বাবলুর মনের মধ্যে ঘাটশিলার একটা কাল্পনিক ছবি আঁকা হয়েছিল।

সেই স্বপ্ন সার্থক হল আজ।

স্টেশনের কাছেই পায়ে হেঁটে মাত্র দু'মিনিটের পথ, মাড়োয়ারিদের ধর্মশালা। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ওর মামা এসে একবার সাত দিন ছিল সেখানে। মামার মুখেও ঘাটশিলার গল্প শুনেছে বাবলু। বাবলুর কাছে ঘাটশিলা তাই এক রূপকথার দেশ।

মৌভাণ্ডার, মোসাবনী, ফুলডুংরির কোল ঘেঁষে দিগন্তে মেশা গালুডির পথের বর্ণনা ওর মনকে পাগল করে তুলত। মৌভাণ্ডারের বিরাট কারখানার অভ্যন্তরে আধুনিক শিল্পের ক্রমবিকাশ দেখার ইচ্ছা কি ওর কম ছিল? সুবর্ণরেখার তীরে সূর্যাস্তের সমারোহ দেখার সাধ ওর কত দিনের। সেই যে পাহাড়ের পর পাহাড়ের মালা চলে গেছে, নীচে তার শ্যামল শালবন, চওড়া বালি চিকচিকিয়ে সোনার নদী পাথরে পাথরে প্রতিহত হয়ে ঝরঝর শব্দে নেচে চলেছে। বুকে তার বাঁধ বেঁধে মোসাবনী রোড চলে গেছে বনের ভেতর দিয়ে কত দূরে—। সত্যি! কী দারুণ ফ্যানটাস্টিক।

স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে বাবলুরা দুটো রিকশা নিয়ে ফুলডুংরি পাহাড়ের কাছে একটা বাগানবাড়িতে এসে উঠল। বাবলুর ছোট মাসিমারা যখন ঘাটশিলায় আসেন তখন এখানেই ওঠান। ভারী সুন্দর আর নির্জন এই জায়গাটা।

বাড়িটা দোতলা। ওরা দোতলার ঘরেই উঠল। নীচে কেউ থাকে না। ওটা তালা বন্ধই থাকে সব সময়। অনেক দিনের পুরনো বাড়ি। জানালা আছে, তার দু'-একটির পাল্লা নেই। দরজা আছে, তবে ভেতরের খিল বা ছিটকিনি নেই। তা নাই থাক। তবু ঘর ভাল। বেশ বড় সড় ঘর। হাত পা ছড়িয়ে শোওয়া বসা যায়। বাড়ির আশপাশের চৌহদ্দিটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সেখানটা বাগান। একপাশে মালির ঘর। এখন বাগানেরও ছিরি নেই। মালিও নেই। আছে দারোয়ান। বেশ মোটা সোটা নাদুস নুদুস বোকা সোকা চেহারা। গোঁফটি পাকানো। ভুঁড়িটা ট্রেনে দেখা সেই লালাজিকেও হার মানিয়ে দেয়। তবে লোকটির ব্যবহার ভাল। সে-ই রিকশা থেকে মালপত্তরগুলো কাঁধে করে ওপরে ওঠালো। বাবলুদের ঘর খুলে দিল। বাবলুরা তো দারুণ খুশি।

ঘরে মালপত্তর রেখে বাগানের কুয়ো থেকে জল তুলে বাবলুরা মুখ-হাত-পা ধুয়ে নিল প্রথমে। তারপর ঘরে তালা দিয়ে হইহই করে বেরিয়ে পড়ল সব।

এখন তো শুধু খাওয়া আর ঘোরা।

প্রথমেই ওরা একটা দোকানে ঢুকে বেশটি করে জলযোগ সেরে নিল। তারপর চা খেয়ে পায়ে পায়েই হেঁটে চলল ফুলডুংরি পাহাড়ের দিকে।

ফুলডুংরিকে অবশ্য পাহাড় না বলে টিলা বলাই ভাল। বেশিক্ষণ সময়ও লাগে না উঠতে। আর ওপরে উঠলে ঘাটশিলার চারদিকের বন পাহাড় ও শহর সভ্যতার প্রায় সব কিছুই দেখতে পাওয়া যায়।

বাবলুরা তো ফুলডুংরির সৌন্দর্যে এমনই মোহিত হয়ে গেল যে মনের আনন্দে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল সেখানে। সেই সঙ্গে পঞ্চুর সে কী ধেই ধেই নাচুনি। মোট কথা ওরা ওদের সমস্ত রকমের আবেগের উচ্ছ্বাসে সমস্ত জায়গাটা মুখর করে তুলল।

ফুলডুংরি থেকে নেমে ওরা চলল বিভূতিবাবুর বাড়ির দিকে। সেটা দেখে দুটো রিকশা নিয়ে সোজা মৌভাণ্ডার।

সুবর্ণরেখা নদীর তীরে খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চল। পাশেই সেতু। ওরা অনেকক্ষণ ধরে সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে নদী দেখল।

বাবলু ছোট মাসির মুখে শুনেছিল যারা ঘাটশিলা যায় অথচ রাতমোহনা যায় না তাদের নাকি ঘাটশিলা ভ্রমণই সার্থক হয় না। রাতমোহনা প্রকৃতির এক আশ্চর্য সুন্দর স্থান। পূর্ণিমার রাতে রাতমোহনার দৃশ্য কী দারুণ মোহময় তা যে না দেখেছে তাকে বলে বোঝানো যাবে না। লোকে দূর দূরান্তের কত কী দেখতে যায়। পূর্ণিমার রাতে মানুষের তৈরি আগ্রার তাজমহল কিংবা ফতেপুর সিক্রির সৌন্দর্যে পাগল হয় লোকে। অথচ বিশ্ব প্রকৃতির নিজের সৃষ্টি এই রাতমোহনার অনিন্দ্যনীয় সৌন্দর্যরাশি দেখতে খুব কম লোকই নাকি উৎসাহ নিয়ে আসে।

বাবলু বলল, “আমার ছোট মাসির মুখে রাতমোহনার কথা শুনেছিলাম। তোদেরও বলেছি। মনে আছে নিশ্চয়ই?”
সবাই বলল, “হ্যাঁ। হ্যাঁ।”
“শুনেছি রাতমোহনা নাকি এই মৌভাণ্ডারেরই কাছাকাছি কোথাও।”
“কিন্তু কে বলতে পারে?”
এক বিহারি ভদ্রলোক সেতুর ফুটপাত ধরে এদিকে আসছিলেন।
বাবলু তাঁকেই জিজ্ঞেস করল, “শুনছেন?”
ভদ্রলোক থমকে দাঁড়ালেন।
“বলতে পারেন রাতমোহনা কোনদিকে?”
কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করলেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন, “রাতমোহনা? ও নাম তো শুনা নেই কভি।”
এইভাবে একের পর এক লোককে জিজ্ঞেস করতে লাগল বাবলু। সবাই সেই একই কথা বলল।
এমন সময় একটি আদিবাসী মেয়ে যাচ্ছিল পথ দিয়ে। বাচ্চু তাকে জিজ্ঞেস করতেই মেয়েটি হেসে বলল,- “রাতমোহনা? উ দেখ রাতমোহনা।”
বিচ্ছু অবাক হয়ে বলল, “ওইটা?”
“হ্যাঁ।”
বাবলুরা দেখল সেতুর ডানদিকে যে বিস্তীর্ণ উপলভূমির উপর দিয়ে নাচের ছন্দে বয়ে আসছে সুবর্ণরেখা সেদিকটা কত সুন্দর।
মেয়েটি বলল, “যা। উখানকে যা। বড় ভাল জায়গা বটেক।”
বাচ্চু বলল, “আমরা নতুন এসেছি। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে?”
মেয়েটি কী যেন ভাবল। তারপর বলল, “চার আনা পয়সা দিবি?”
বাবলু বলল, “না। চার আনা পয়সা দেব না।”
“কত দিবি তবে?”
“যদি এক টাকা নিস তা হলে দিতে পারি।”
মেয়েটি তো আনন্দে লাফিয়ে উঠল ‘উর্ র্ র্ রে’। নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারল না। ও চাইল চার আনা। আর এরা দিতে চায় কিনা এক টাকা! এ যে ভাবাই যায় না।
বাবলু বলল, “বিশ্বাস হল না তো? এই নে।” বলে সত্যি সত্যিই একটা টাকা মেয়েটির হাতে দিল।
মেয়েটি খুশি হয়ে চলল ওদের সঙ্গে।
ওরা দলবদ্ধ হয়ে মেয়েটির সঙ্গে মিনিট পাঁচেক হেঁটেই রাতমোহনায় পৌঁছুল।
সে কী অপূর্ব সুন্দর জায়গা। সাগরের যেমন কূল-কিনারা নেই, দিগন্তেরও এখানে শেষ নেই। চার দিকে শুধু উপলখণ্ড ও সোনা রুপা তামা অভ্রের রেণু মাখানো পাথরের খাঁজ। যতদূর চোখ যায় শুধু নদী বালি আর পাথর। কালো পাথর নয়। মার্বেল পাথরের মতো সাদা লাল সোনালি। এক সময় হরিণ ভালুক হায়না ও চিতারা এখানে রাত্রিবেলা জল খেতে আসত। এখন বন্যজন্তুর সংখ্যা কমে গেছে। সুবর্ণরেখার তীরে তীরে ঘন বসতি হয়ে গেছে। তাই তারা আরও দূরে চলে গেছে। অন্য কোথাও, অন্য কোনওখানে।
ফেরার সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি সাঁওতাল পল্লীর ভেতর দিয়ে ফিরল ওরা। এখানকার সাঁওতালরা খুব স্মার্ট। এরা অন্যান্যদের মতো নয়। তার কারণ এখানকার আদিবাসীদের প্রায় সব মেয়ে-পুরুষই কপার মাইনসে কাজ করে। হাতে ওদের ভাল টাকা। খায় দায় নাচ গান করে। হিন্দি সিনেমা দেখে। ডাঁটে থাকে।
বাবলু বলল, “রাত-ভিত এখানে আসা কিন্তু খুবই বিপজ্জনক।”
বিলু বলল, “ওই জন্যেই মনে হয় কেউ আসে না।”
বাবলু বলল, “আমার ছোট মাসিমারা এসেছিলেন কুড়ি জনের দল নিয়ে পূর্ণিমার রাতে।”
এমন সময় হঠাৎ পঞ্চুকে দেখে কয়েকটা কুকুর বাঘের মতো তেড়ে এল। সাঁওতালদের কুকুর সব।
এই প্রথম ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল পঞ্চু।
বাবলুরাও ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল।
ওদের অবস্থা দেখে অন্যান্য সাঁওতালরা ছুটে না এলে খুবই বিপদে পড়ত ওরা।
যাই হোক, আবার মৌভাণ্ডারে এসে একটা ভাল হোটেলে পেট ভরে মাংস ভাত খেয়ে নিল ওরা। তারপর দুপুরের মধ্যেই বাসায় ফিরে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে বেজায় ঘুম।

বিকেলবেলা ওরা সবাই চলল রংকিনী মন্দিরে। নরখাদিনী রংকিনীর এখানে রবরবা খুব। যাবার সময় একটা খাবার দোকানে ঢুকে ওরা পাঁচজনে পেট ভরে লেডিকেনি ল্যাংচা রসগোল্লা, রসমালাই খেল। রসমালাই খেয়ে পঞ্চু যে কী খুশি তা বলে বোঝাবার নয়।

প্রথমে ওরা হেঁটে হেঁটে স্টেশনের কাছে এল। তারপর বাঁদিক দিয়ে সোজা চলে গেল হরিণধুবড়ি। হরিণধুবড়িতে পাথরের খাঁজে খাঁজে ছোট নদীটির লুকোচুরি দেখে, ভাঙা রাজবাড়ি দেখে আবার স্টেশনের দিকেই মুখ করে ফিরল। স্টেশনের কাছাকাছি থানার গায়েই মা রংকিনীর মন্দির। তার পাশে মেইন রোডের সংলগ্ন ছোট্ট একটি হাট। বুধবার আর শনিবার এই হাট বসে। আদিবাসীদের হাট। দলে দলে আদিবাসীরা এই হাটে এসে বিকিকিনি করে।

হাট দেখে ওরা মন্দিরে ঢুকল। অঞ্চলের লোকেরা সবাই মান্যগণ্য করে এই দেবীকে। মা যে ভয়ংকরী।

মন্দিরের চাতালে দেখা গেল ট্রেনের সেই লালাজিকে। পুজো দিতে এসেছিলেন বোধ হয়।

লালাজি বলল, "কী খোকাবাবু, ঘুমনে ফিরনে মে কুছ তকলিফ হোতা নেহি তো?"

বাবলু বলল, "না।" বলে মন্দিরে ঢুকল।

মন্দিরে ঢুকে রংকিনী দর্শন করে সেবাইতকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা রংকিনী নামে কোনও দেবীর কথা তো আমরা কখনও শুনিনি। এই দেবী সম্বন্ধে কিছু কি আমাদের বলতে পারেন?"

সেবাইত বললেন, "নিশ্চয়ই। যদি শুনতে চাও তো বলি। মন দিয়ে শোন। যে কাহিনী তোমাদের শোনাব তা যেমনই রোমহর্ষক তেমনই অবিশ্বাস্য।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি? বলুন তবে।"

সেবাইত বললেন, "মা রংকিনী আগে থাকতেন গালুডির বনে। একবার কয়েকজন ডাকাত মা রংকিনীকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় পুলিশের তাড়া খেয়ে এইখানেই তারা মাকে নামিয়ে রেখে পালায়। আবার কেউ বা বলেন—"

বাবলু বলল, "তার আগে বলুন গালুডিটা কোথায়?"

"গালুডি এই তো কাছেই। ঘাটশিলা থেকে টাটানগর যাবার পথে পড়ে।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা তারপরে বলুন।"

"হ্যাঁ। তারপর যা বলছিলাম। অনেকে বলেন গালুডি থেকে সাতগুড়ুম নদী পেরিয়ে গভীর বনের ভেতর এক পাহাড়ের গুহায় আগে মা রংকিনীর অধিষ্ঠান ছিল। আমি নিজেও গিয়ে দেখে এসেছি সেই স্থান। ভারী মনোরম। অনেক—অনেকদিন আগে যখন রংকিনীকে কেউ জানত না তখন একদিন দেবী ওইখানকার গ্রামের প্রধানকে স্বপ্ন দিয়েছিলেন।

স্বপ্ন দেখে ভোরবেলা প্রধান করলেন কী লোকজন নিয়ে বনের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে একটি পাহাড়ের কাছে এসে দেখলেন একটি পাথরে খোদাই করা অপূর্ব কালীমূর্তির সামনে এক ভয়ংকর চেহারার কাপালিক বসে আছে।

প্রধান তখুনি গ্রামের লোকজনের সাহায্যে মন্দির তৈরি করার ব্যবস্থা করতে লেগে গেলেন। পাহাড়ের পাথর কেটে সেই ঘন অরণ্যে মা রংকিনীর মন্দির তৈরি হল। মন্দিরের পূজারি হল কাপালিক। পরে আরও অনেক কাপালিক এসে জুটল সেখানে। কাপালিকদের একটা আখড়া গড়ে উঠল।

এদিকে দেবী যখন প্রধানকে স্বপ্ন দিয়েছিলেন তখন এও বলে দিয়েছিলেন যে মন্দির তৈরি হবার পর মায়ের সামনে প্রতিদিন একটি করে নরশিশু বলি দিতে হবে।

প্রধান সেই স্বপ্নাদেশ শুনে বলেছিলেন—তা কী করে সম্ভব মা! তোমার পূজার বলির জন্য অত নরশিশু আমি কোথায় পাব?

দেবী স্বপ্নে বলেছিলেন—আমার সেবায়েতরাই বলির নরশিশু সংগ্রহ করে আনবে।

কাজেই স্বপ্নাদেশ মতোই কাজ হতে লাগল।

প্রতিদিন গভীর রাত্রে মা রংকিনীর সামনে একটি করে নরশিশু বলি হত। সে এক পৈশাচিক কাণ্ড।

মন্দিরে পাশেই একটি প্রকাণ্ড গুহার ভেতরে বিভিন্ন স্থান থেকে শিশুদের ধরে এনে বন্দি করে রাখা হত। সেই গুহা এখনও আছে।

গুহার ভেতরে পাথর কেটে বড় একটি ঘরের মতো তৈরি করা হয়েছিল। ঘরটিও আছে। পাহাড়ের ঝরনার জল একধারে বড় একটি চৌবাচ্চার মতো জায়গায় জমছে। তারই এক পাশ দিয়ে গেছে আর একটি সুড়ঙ্গ-পথ। যেটি জঙ্গলের অন্য প্রান্তে গিয়ে মিশেছে।

সুড়ঙ্গ-মুখ পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

গুহা-মুখও বড় বড় পাথরের চাঁই দিয়ে বন্ধ করা। যাতে ছেলেরা কোনওরকমেই টপকে পালাতে না পারে।

একবার হল কী এক কাপালিক মেদিনীপুরের একটি রাখাল ছেলেকে এই জঙ্গলের ফুল শুঁকিয়ে অজ্ঞান করে এখানে বলির জন্য নিয়ে আসে। এই জঙ্গলে এক রকম ফুল হয় যা শুঁকলেই মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়। সেই ফুল শুঁকিয়েই নিয়ে আসা হয় ছেলেটিকে। এবং এখানকার অন্যান্য বন্দি শিশুদের সঙ্গে রাখা হয় তাকে।

ছেলেটি বেশ বলবান এবং অন্যান্য শিশুদের চেয়ে একটু হৃষ্টপুষ্ট ও বুদ্ধিমান ছিল। কী করে যেন সে ওই পাথরের আড়াল করা চাঁইগুলোর মধ্যে একটু ফাঁক দেখতে পায় এবং সেই ফাঁক দিয়ে আরও চারটি ছেলেকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে পালায়।

পরদিন সকালে কাপালিকরা তো ছেলেগুলোকে দেখতে না পেয়ে অবাক। সারাদিন ধরে আশপাশের জঙ্গলে অনেক খোঁজাখুঁজি করল তারা। কিন্তু কোথায় কে? অবশেষে হাল ছেড়ে দিল।

দিন দুই বাদে হঠাৎ দেখা গেল শত শত পুলিশ এসে সেই মন্দির এবং গুহাটাকে ঘিরে ফেলেছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে একজন লালমুখো সাহেব এবং সেই রাখাল ছেলেটি। ছেলেটি সাহেবকে বধ্যভূমি এবং গুপ্তস্থান দেখিয়ে দিল।

পুলিশের লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে সেই পাথরের অবরোধ সরিয়ে অন্যান্য ধৃত শিশুদের উদ্ধার করল। এবং একধার থেকে সবক'টা কাপালিককে গ্রেপ্তার করল।

সাহেব কাপালিকদের জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা এইভাবে নরবলি দিচ্ছ কেন এখানে?

কাপালিকরা বলল—দেবীর আদেশ।

—কোন দেবীর?

—মা রংকিনীর।

—এই দেবী কথা বলতে পারে?

—পারে। তবে ম্লেচ্ছদের সঙ্গে বলে না।

—ঠিক আছে। আমি দেবীকেও গ্রেপ্তার করছি। বলেই সঙ্গের লোকজনদের বললেন—এই তোরা এই পাষাণী মূর্তিটাকেও বন্দি কর।

পুলিশের লোকেরা তাই করল।

আর যায় কোথা? দেবীর গায়ে হাত! আশপাশের গ্রাম থেকে লোকজনরা দলে দলে এসে তির, কাঁড় নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাহেবের ওপর।

সে এক তুলকালাম কাণ্ড।

রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেল তখন।

সাহেবও বেপরোয়া গুলির নির্দেশ দিলেন। বন্দুকের গুলির কাছে সামান্য তির, কাঁড় নিয়ে সাধারণ জনতা কতক্ষণ যুঝতে পারে? তাই ধড়াদ্ধড় করে দু'-চারটে লাশ যেই না পড়ল অমনি সব ফাঁকা।

সাহেব গালুডির বন থেকে মা রংকিনীকে পর্যন্ত নিয়ে এলেন ঘাটশিলা থানায়। অবশ্য সাহেব দেবীকে স্পর্শ করে অপবিত্র করলেন না। কাপালিকদের দিয়েই বইয়ে আনলেন। এবং থানার এক প্রান্তে দেবীকে রেখে সাতদিনের মধ্যে মন্দির তৈরি করিয়ে দেবীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন।

স্থানীয় জনসাধারণের রাগ কিন্তু তাতেও কমল না। চারদিকে দারুণ বিশৃঙ্খলা। সাহেব কেন মা রংকিনীকে তাঁর আসল জায়গা থেকে উঠিয়ে এনেছেন তার কৈফিয়ত চাইল সকলে।

সাহেব বললেন—এই এতগুলি শিশুহত্যা কার আদেশে হয়েছে?

কাপালিকরা বলল—মা রংকিনীর।

—তা হলে এই শিশুহত্যার জন্য মা রংকিনীই দায়ী?

—হ্যাঁ।

—আমিও তা হলে খুনের দায়ে এই নরখাদিনী দেবীকে বন্দি করে এনে ঠিক-ই করেছি। এর বিচার হবে।

সবাই চুপ।

সাহেব কাপালিকদের বললেন—এই এতগুলি শিশুহত্যার জন্যে যে মা রংকিনীই দায়ী এমন কোনও প্রমাণ দিতে পারবে তোমরা? না হলে নরহত্যার দায়ে ফাঁসি হবে তোমাদের।

কাপালিকরা বলল—আমরা মায়ের সন্তান। নিশ্চয়ই পারব।

সাহেব পড়লেন মহা সমস্যায়। একদিকে কাপালিকদের অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান, অপরদিকে জনতার রোষ। তবুও তিনি বললেন—আমি প্রমাণ চাই। দেখাও তোমাদের দেবী কীরকম নরখাদিনী।

কাপালিকরা বলল—বেশ। মায়ের চরণে উৎসর্গ করার জন্য নরশিশু সংগ্রহ করা হোক।

সাহেব তখন জনতার কাছে প্রার্থনা করলেন—আপনারা যখন দেবীর ওপর এতই প্রসন্ন তখন আপনাদেরই ভেতর থেকে যে কেউ একটি শিশুকে দান করুন।

কিন্তু কে দেবে তার ছেলেকে? কেউই দিল না।

অতএব ঢ্যাঁড়া পড়ল।

একটি শিশুর জন্য তখনকার দিনে এক লক্ষ টাকা ঘোষণা করা হল।

তাতেও কেউ এগিয়ে এল না।

অবশেষে এক সৎমা এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে তার সৎ ছেলেটিকে তুলে দিল কাপালিকদের হাতে।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে শিশুটিকে স্নান করিয়ে নতুন ধুতি পরিয়ে কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে কাপালিকরা মায়ের মন্দিরে ঢুকিয়ে দিল। এবং দরজায় তালা দিল।

বাইরে সহস্রাধিক জনতা। অজস্র পুলিশের কড়া পাহারা। সাহেবও রাত জেগে মন্দিরের দ্বারে বসে রইলেন। আর কাপালিকরা সমানে চিৎকার করতে লাগল—মা মাগো! তোর বলি তুই নিজেই গ্রহণ কর মা। তোর অপূর্ব মহিমা তুই দেখিয়ে দে।

যথাসময়ে সকাল হল।

মন্দিরের দ্বার খুলে দেখা গেল কোথায় কে? ছেলেটি যেন কোন জাদুমন্ত্র বলে ঘরের ভেতর থেকে উধাও হয়ে গেছে।

হাজার হাজার জনতা তখন জয়ধ্বনি করতে লাগল—জয় মা রংকিনীর জয়।

সাহেব বুঝলেন এ সবই কাপালিকদের কারসাজি। তারা নির্ঘাত কোনও গুপ্তবিদ্যায় ছেলেটিকে অন্তর্হিত করেছে। তাই আর কোনওরকম বাদানুবাদের ভেতরে না গিয়ে পুলিশের সাহায্যে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করালেন এবং সব ক'টা কাপালিককে একধার থেকে চালান করলেন আন্দামানে।

মা রংকিনীও সেই থেকে রয়ে গেলেন থানার পাশে এই মন্দিরে। এই সেই রংকিনী।"

রংকিনীর কাহিনী শুনে বাবলুরা হতবাক হয়ে গেল।

সন্ধে পেরিয়ে রাত্রি হয়েছে তখন। ওরা আর দেরি না করে ফিরে এল বাসায়।

পরদিন সকালে বাবলুরা আবার চলল ফুলডুংরি বেড়াতে। ফুলডুংরি ছোট্ট টিলা হোক। তবু মনটা যেন ভরিয়ে দেয়। পাহাড়ের ওপর উঠতেই ওরা দেখল গতকাল ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে ওদের দিদির বয়সি যে তরুণীকে দেখা গিয়েছিল সেই তরুণীটি এই অপূর্ব স্বপ্নরাজ্যে ভাবে বিভোর হয়ে গুণ গুণ গান গেয়ে নৈসর্গিক দৃশ্যের ছবি আঁকছে।

বাবলু পা টিপে টিপে তরুণীর কাছে গেল। গিয়ে ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে এক সময় বলল, "বাঃ। বেশ চমৎকার এঁকেছেন তো।"

তরুণী তন্ময় হয়ে ছবি আঁকছিল। তাই বাবলুর গলার স্বর শুনে চমকে বলল, "কে!" তারপর বাবলুকে দেখে বলল, "ওমা তুমি।"

বাবলু মিষ্টি করে হাসল।

"ছবিটা ভাল লেগেছে তোমার?"

"হ্যাঁ।"

ততক্ষণে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এবং পঞ্চুও এগিয়ে এসেছে।

তরুণী রং-তুলি রেখে বলল, "তোমরা তো কাল এসেছ। এখানে উঠেছে কোথায়?"

ফুলডুংরি থেকে বাবলুদের ঘরটা দেখা যায়। বাবলু অঙ্গুলি সংকেতে দেখিয়ে দিল, "ওই যে। ওই বাড়িটায়।"

"খুব ভাল। তোমরা কি পাঁচজনেই না আর কেউ আছেন তোমাদের সঙ্গে।"

"কেউ না। আমরা পাঁচজন আর আমাদের সঙ্গী এই কুকুর। আমরা যখন যেখানে যাই এই ক'জনেই যাই। আর কেউ থাকে না আমাদের সঙ্গে।"

তরুণী হেসে বলল, "তোমাদের দেখে আমার গল্পের বইতে পড়া সেই পাণ্ডব গোয়েন্দা আর পঞ্চুর কথা মনে হচ্ছে।"

বাবলু বলল, "আমরা তো তারাই।"

"সত্যি! সত্যি বলছ!"

"সত্যি না তো কি মিথ্যে? এই আমরা মূর্তিমান হয়ে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।"

"আরে! আমি তো ভাবতাম ও সব বানানো গল্প।"

"মোটেই না। আমরা সত্য এবং জীবন্ত।"

তরুণী সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছুকে বুকে জড়িয়ে ধরল। পঞ্চুকে আদর করল। তারপর বলল, "এসো তোমরা, আমার মা-বাবা-সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। কী খুশি যে হবেন তাঁরা তোমাদের দেখলে। এসো।"

এই টিলার পাশেই একটি চমৎকার ডাকবাংলো রয়েছে। সেখানে এক ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা বসে বসে কফি খাচ্ছিলেন।

তরুণী বাবলুর হাত ধরে তাঁদের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, "বাপি এই দেখ কাদের এনেছি।"

"কে মা!"

"এরাই সেই বিখ্যাত পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

ভদ্রলোক বললেন, "তাই নাকি! মিঠুমা তো তোমাদের নিয়ে লেখা গল্প দেখলেই পড়ে। পাণ্ডব গোয়েন্দা বইও তো একটার পর একটা খণ্ড বেরোচ্ছে আর কিনে এনে পড়ছে। আমিও পড়েছি। যাক। কী খাবে বলো দেখি? আগে বসো সব। তোমাদের কিছু জলযোগ করাই।"

বাবলু বলল, "আমরা এই মাত্র খেয়ে আসছি।"

"তা হোক। কিছু কেক আর সন্দেশ খেলে খুব একটা খারাপ হবে না।"

ভদ্রলোকের স্ত্রী অর্থাৎ মিঠুদির মা উঠে গিয়ে একটা বড় প্লেটে কিছু কেক-বিস্কুট চানাচুর ও সন্দেশ নিয়ে এসে বললেন, "নাও, যার যা ভাল লাগে খাও। চা খাবে?"

বাবলু বলল, "না। একদম নয়।"

এমন সময় একটা ট্রাক এসে হর্ন দিল বাংলোর কাছে।

মিঠুদির বাবা বললেন, "ওই তো এসে গেছে।"

"তা হলে আর দেরি কোরো না বাপি। চলো।"

"আমার আর যাবার দরকার কী? আমি বহুবার গেছি। তুই বরং এদের নিয়েই যা। এদেরও দেখা হোক। তোর মাকে নিয়ে আমি রংকিনী মন্দিরে পুজো দিয়ে আসি।"

মিঠুদি উৎসাহিত হয়ে বলল, "ও-ও নাইস! ঠিক বলেছ বাপি। আমি এদের নিয়েই যাই।" বলেই বলল, "এই চলো সব। খুব ভাল একটা জায়গা থেকে আমরা ঘুরে আসি।"

বাবলুরা উৎসাহিত হয়ে বলল, "কোথায় মিঠুদি?"

"নির্জন অরণ্যে। ধারাগিরিতে।"

"কখন ফিরব?"

"সেই বিকেলবেলায়।"

এরা সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

মিঠুদি বলল, "কী হল?"

বাবলু, "অত দেরি হলে আমাদের খিদে পেয়ে যাবে যে?"

"ও মাই গড! তোমরা এই সব ভাবছ? আরে আমরা ওখানে গিয়ে একটা গ্র্যান্ড ফিস্ট লাগিয়ে দেব। সব ব্যবস্থা করা আছে। স্টোভ, হাঁড়ি, ডেকচি সব রয়েছে।"

অতি উত্তম প্রস্তাব। বাবলুরা আনন্দে নেচে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরি হয়ে নিল মিঠুদি। তারপর কুলি-কামিন বোঝাই সেই ট্রাকের ওপর উঠে পড়ল সকলে।

ট্রাকটা ওদের নিয়ে পাহাড়ের পিছনে ঘন শালবনে হারিয়ে গেল। বহুদূর বিস্তৃত এই বনানী। চ্যাংজোড়া পেরিয়ে চলে গেছে দূরের পাহাড়ের কোল পর্যন্ত। বনে বনে বসন্তের আমেজ লেগেছে। গাছে গাছে কচি রাঙা পাতা আর মঞ্জরী ধরেছে। হরিতকী, বয়ড়া আর কেঁদফল দুলছে। পাহাড়ে কুলের বন রাঙা রাঙা পাকা কুলে ভরা। বন পেরোতেই চোখে পড়ল বুরুডি গ্রাম। এখানে পাথরের বাসন তৈরি হয়। পাহাড়ের কোলে জঙ্গলের ধারে ছোট ছোট ফসলের ক্ষেত দেখা গেল। এখানে বড় বড় গাছের ওপর মাচার ঘর করে লোকেরা পাহাড়িরা

ক্ষেতের ফসল পাহারা দেয়। বাঘের ভয়ে নীচে থাকে না। আবার বুনো হাতির দল যখন খেতের ফসল নষ্ট করতে আসে তখন সেই গাছের ওপর মাচার ঘর থেকে ক্যানেস্তারা পিটোতে থাকে সব। বুরুডির পর বুরুডিপাশ। আঁকা বাঁকা পাহাড়ি পথ ঘুরে ঘুরে ট্রাক এগিয়ে চলল। এই পাহাড়ে একরকম গাছ রয়েছে যার কোনও পাতা নেই। শুধু বেগুনি রঙের ফুলে ভরে আছে। কত যে বুনো ফল দুলছে কত গাছে। দুগ্ধ-ধবল শিববৃক্ষ, বনশিউলির ঝাড়, চীহড়, কেঁদগাছ আর বন্য লতা ও বিচিত্র ফুলে ভরা বনভূমি। বুরুডিপাশ পার হয়ে নীচের উপত্যকায় বাসাডেরা গ্রাম। তার চারধারে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। জঙ্গল আর জঙ্গল। পাহাড়ের ওপর থেকে বন্য তটিনীকে নীচের খাদে নেচে নেচে বইতে দেখা গেল। তারই পাশে একজায়গায় দেখা গেল পাথরের গায়ে খোদাই করা কতকগুলো অদ্ভুত হরফের মতো চিহ্ন। কে কারা কবে কোন যুগে যে খোদাই করেছে তা কে জানে?

এখানেই এক জায়গায় ট্রাক থামল।

ড্রাইভার বলল, "আপনারা নামুন। আমরা আরও দূরে যাব। বিকেলে ঠিক এইখানেই থাকবেন। ট্রাক আপনাদের জন্য অপেক্ষা করবে।"

মিঠুদির সঙ্গে পাণ্ডব গোয়েন্দারা হইহই করে নেমে পড়ল ট্রাক থেকে। কী চমৎকার জায়গা। চারদিকে শুধু পাহাড় আর জঙ্গল।

মিঠুদি এখানকার একটি ছেলেকে ডেকে বলল, "এই, তুমি আমাদের ধারাগিরি নিয়ে যাবে?"

ছেলেটি বলল, "হ্যাঁ নিয়ে যাব। তোমাদের সব কাজ করে দেব। আমাকে পেট ভরে খেতে দেবে বলো?"

মিঠুদি তাকে আদরের সুরে বলল, "নিশ্চয়ই দেব ভাই।"

ওরা ছেলেটির মাথায় কিছু মালপত্তর চাপিয়ে এবং কিছু নিজেরা নিয়ে দারুণ উৎসাহে এগিয়ে চলল ধারাগিরির দিকে।

একেবারে অরণ্যময় প্রান্তর।

এখানেও মাঝেমধ্যে বুনো হাতি এসে ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে বলে গাছের ওপর ঘর রয়েছে। এখানেও রাত্রিবেলা ছোটখাটো বাঘ বের হয়।

ছেলেটির সঙ্গে কিছু পথ যাবার পরই ওরা একটি ঝরনার কাছে এসে পড়ল।

ছেলেটি বলল, "ওই ধারাগিরি।"

ওরা কিছুক্ষণ অপলকে চেয়ে রইল সেই ঝরনার দিকে। তারপর সেইখানেই এক জায়গায় শতরঞ্জি পেতে বসে পড়ল সকলে।

মিঠুদি বড় একটা টিফিন ক্যারিয়ারে লুচি আলুরদম আর ছানার গজা নিয়ে এসেছিল। ওরা সকলে তাই দিয়েই জলযোগ সারল। সঙ্গে ওয়াটার বটল ছিল। খেয়েদেয়ে সেই জলই পান করল সকলে। ভোম্বল তো ছুটে যাচ্ছিল ঝরনার জল খেতে। ওদের সঙ্গের ছেলেটি ঝরনার জলই খেল। মিঠুদি মানা করল ভোম্বলকে।

বাবলুও নিষেধ করল, 'না ফুটিয়ে নদী বা ঝরনার জল কখনও খেতে নেই। কত কী রোগ-জীবাণু থাকে তার ঠিক কী?'

যাই হোক জলযোগান্তে শুরু হল পিকনিক।

ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে আদিবাসীদের বস্তিতে গিয়ে বিলু আর ভোম্বল মুরগি কিনে আনল। রান্না হল মাংস-ভাত। ধারাগিরির জলে স্নান করে গরম গরম মাংস-ভাত খেয়ে ওরা যখন গোছগাছ করছে তখন হঠাৎ মিঠুদি বলল, "আরে! তোমাদের পঞ্চু কই?"

মিঠুদি বলাতে খেয়াল হল সত্যিই তো পঞ্চু নেই। গেল কোথায় পঞ্চু? এই তো একটু আগে খাচ্ছিল।

বাবলু জোর গলায় ডাকল, "পঞ্চু—উ—উ—উ।"

কোনও সাড়া এল না।

বাবলু বলল, "কোনও কিছুর গন্ধ না পেলে তো এভাবে উধাও হয় না ও।"

ভোম্বল বলল, "আর গন্ধ পেয়ে কাজ নেই বাবা। এখন ভালয় ভালয় পালাই চল।"

বিলু বলল, "পঞ্চুকে না নিয়েই?"

"তা কেন?"

এমন সময় মিঠুদিই বলল, "ওই তো। ওই তো পঞ্চু কী যেন একটা মুখে করে টেনে আনছে দেখো।"

ওরা দেখল একটা ভারী প্যাকেট মুখে করে টানতে টানতে নিয়ে আসছে পঞ্চু।

বাবলু এগিয়ে গিয়ে সেটা হাতে নিয়ে দেখল। সিল করা প্যাকেট।

ওপরে একটা করোটি ও জোড়া হাতের ডেঞ্জার সিম্বল আঁকা।
মিঠুদি বলল, "ফেলে দাও। কাদের কী না কী।"
বাবলু বলল, "উহুঁ। মনে হচ্ছে চোরাই মাল। এর মধ্যে কোনও মূল্যবান জিনিস নিশ্চয়ই কিছু আছে।"
মিঠুদি বলল, "তা হলে ঘরে গিয়ে দেখবে। এখন চলো।"
ওরা তাই করল। ঠিক জায়গাতে এসে দেখল ওরা আসার অনেক আগেই ট্রাকটা ফিরে এসেছে।

রাত্রিবেলা বাগানবাড়ির দোতলার ঘরে পাণ্ডব গোয়েন্দারা ঝুঁকে পড়ে সেই ভারী প্যাকেটটা খুলতে লাগল। প্যাকেটটা খুলতেই ওদের চোখে পড়ল সোনার একটি নৃসিংহ মূর্তি। অতি যত্নে প্যাকিং করা হয়েছে। মূর্তিটা অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল ওরা। তারপর সেটার মূল্য সম্বন্ধে নানা রকম আলোচনা করে ঘরের কোলঙ্গায় মূর্তিটা রেখে শুয়ে পড়ল। শোবার আগে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখল ঘরে কোনও খিল বা ছিটকিনি কিছুই নেই। তাই বাধ্য হয়ে দরজা খুলে রেখেই শুতে হল। তা ছাড়া পঞ্চু যখন আছে তখন ভাবনা কী?
ভোরের দিকে সবাই যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন তখন হঠাৎ কার পায়ের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ওদের। ওরা বিস্মিত হয়ে দেখল একটা প্রমাণ সাইজের সুদীর্ঘ নৃসিংহ ঘরের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছে। মূর্তিটা চলে যেতেই বাবলু লাফিয়ে উঠে আলোটা জ্বেলে দিল। কুলুঙ্গির দিকে তাকিয়ে দেখল মূর্তি নেই।
বিলু হতভম্ব হয়ে বলল, "এ কী ম্যাজিক নাকি রে ভাই? সোনার মূর্তি জীবন্ত হয়ে চলে গেল!"
ভোম্বল বলল, "একেবারে অলৌকিক ব্যাপার।"
বাবলু বলল, "অবিশ্বাস্য ঘটনা।"
বাচ্চু বলল, "কিন্তু পঞ্চু কই? সে কেন চেঁচাল না?"
বিচ্ছু ডাকল, "পঞ্চু!"
সাড়া নেই। শব্দ নেই।
বাবলু ফের ডাকল, "পঞ্চু!"
এবারও সাড়া নেই।
ওরা সবাই তখন টর্চ জ্বেলে নীচে এসে দেখল অচৈতন্য পঞ্চু শুয়ে আছে সিঁড়ির ধারে। বাবলু ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখল পঞ্চু বেঁচে আছে তবে কোনও ওষুধের প্রভাবে সংজ্ঞাহীন। সিঁড়ির পাশেই দারোয়ানের ঘর। সেখান থেকে গম ভাঙা মেশিনের মতো একটা শব্দ কানে আসছে। ওরা এগিয়ে গিয়ে টর্চের আলোয় দেখল শব্দটা অন্য কিছুর নয়। বিশাল বপু দারোয়ানের নাক ডাকার শব্দ।

সকাল হতেই ওরা ফুলডুংরির ডাকবাংলোয় গেল। বাংলোর লনে মিঠুদি তখন চমৎকার একটা ছবি আঁকছিল। মিঠুদির বাবা-মা বসে চা খাচ্ছিলেন।
বাবলুরা যেতেই মিঠুদির বাবা বললেন, "গুড মর্নিং?"
বাবলু বলল, "উহুঁ, ব্যাড মর্নিং।"
"সে কী! কোনও খারাপ কিছু?"
মিঠুদি ছবি আঁকা স্থগিত রেখে ঘুরে তাকাল।
বাবলু বলল, "কাল রাত্রে একটা সিরিয়াস ব্যাপার হয়ে গেছে মিঠুদি।"
"কী রকম?"
"ধারাগিরিতে সেই যে প্যাকিংটা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, তাইতে একটা সোনার নৃসিংহ মূর্তি ছিল। মূর্তিটা ঘরের কোলঙ্গায় রেখেছিলাম। শেষ রাতে সেটা ম্যাজিকের মতো জীবন্ত হয়ে চলে গেল ঘর থেকে।"
"যাঃ! তাই আবার হয় নাকি? নিশ্চয়ই কোনও স্বপ্ন দেখেছ তোমরা।"
"পাঁচজনে কি সবাই এক সঙ্গে একই স্বপ্ন দেখব? আর স্বপ্নই যদি হবে তা হলে মূর্তিটা উধাও হবে কেন?"
"তা হলে?"
"তা হলেই বুঝুন। ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়।"
মিঠুদির বাবা বললেন, "তোমরা যেখানে আছ সেখানে থাকতে যদি ভয় করে তা হলে আমার এখানে চলে এসো।"

বাবলু বলল, "ভয়! আপনার কি ধারণা আমরা ভয় পেয়েছি? এর রহস্য উদ্‌ঘাটন না করে আমরা ঘাটশিলা থেকেই যাব না।"

মিঠুদির বাবা একবার তাকিয়ে দেখলেন বাবলুর দিকে। তারপর কী ভেবে যেন নিজের মনে পায়চারি করতে লাগলেন।

বাবলু বলল, "আমরা এখন আসি। বিকেলে দেখা করব।"

মিঠুদি, মিঠুদির বাবা, মা সবাই নীরব রইলেন। বাবলুরা বিদায় নিল।

সোনার মূর্তির অন্তর্ধান রহস্য বাবলুদের ভাবিয়ে তুলল খুব। অনেক ভেবে-চিন্তে বাবলুরা আর একবার ধারাগিরি যাবার মন করল। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর স্টেশনের কাছ থেকে একটা জিপ ভাড়া নিয়ে ওরা রওনা হল ধারাগিরির পথে।

ধারাগিরিতে গিয়ে পঞ্চু সমেত পাণ্ডব গোয়েন্দারা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে লাগল চারদিকে। আর কোথাও কোনও কিছু পাওয়া কি না। কিন্তু না। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কিছুই না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে এল ওরা। ফেরার সময় ঘাটশিলার কাছাকাছি এসে ঘন শালবনের মধ্যে হঠাৎ জিপটা গেল খারাপ হয়ে।

তখন সন্ধে হয়ে এসেছে।

ড্রাইভার বলল, "সর্বনাশ হয়েছে। আর যাওয়া যাবে না।"

বাবলু চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "সে কী! তা হলে উপায়?"

"কোনও উপায় নেই। পায়ে হেঁটেই যেতে হবে।"

বিলু বলল, "এই ভর সন্ধেবেলা অন্ধকারে পাহাড়ে-জঙ্গলে যাব কী করে?"

ড্রাইভার বলল, "মাইল দেড়েক আছে আর। এই বাঁকটা পেরোলেই ফুলডুংরি দেখা যাবে। না হলে আমার জিপ সারাতে অন্তত চার-পাঁচ ঘণ্টা সময় তো লাগবেই। কাজেই অতক্ষণ বসে না থেকে এখনও যেটুকু আলো আছে তাতে অনেক পথ এগিয়ে যেতে পারবে তোমরা।"

অতএব কোনও উপায়ন্তর না দেখে ওরা হেঁটে যাবারই ঠিক করল। বনের পথ হলেও পথ তো আছে। পঞ্চু আগেভাগে চলল। বাবলুরা চলল তার পিছে। শালবনের ভেতর দিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে মন্দ লাগল না। এও তো একটা নতুন অভিযান।

হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে হাউ হাউ করে চেঁচিয়ে উঠল পঞ্চু। বাবলুরা চলা বন্ধ রেখে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। ওরা দেখল শালবনের মধ্যে বড় একটি গাছের দিকে তাকিয়ে পঞ্চু একবার এগোচ্ছে আর ফিরে আসছে। সেদিকে লক্ষ পড়তেই ওরা দেখল কে বা কারা যেন লুকিয়ে আছে শালগাছগুলোর আড়ালে।

বিলু বাবলুকে বলল, "কী ব্যাপার বল তো?"

বাবলু বলল, "বোঝা যাচ্ছে না।"

"এগিয়ে দেখবি?"

"না। অযথা সাহস দেখাতে যাওয়া ঠিক নয়। তাতে বিপদ হতে পারে। চলে আয়।"

ওরা এগিয়ে চলল। কিছু পথ এসেই ঘাটশিলায় পৌঁছে গেল ওরা। বাসায় ফিরে ঘরে ঢুকতে গিয়েই অবাক! এ কী! দরজার তালা ভাঙা কেন? তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে আলো জ্বালতেই আরও অবাক হল! দেখল সারা ঘর যেন তোলপাড় করে গেছে কেউ। কী যেন খুঁজেছে। পেয়েছে কি না কে জানে। ঘরের মেঝেয় একটা খামে ভরা চিঠি রেখে গেছে। বাবলু খামটা কুড়িয়ে নিতেই একটা 'ডেঞ্জার' স্ট্যাম্প দেখতে পেল। খাম ছিঁড়ে চিঠি বার করে পড়ে দেখল তাতে লেখা আছে 'তোমরা ছেলেমানুষ। বনে-জঙ্গলে ঘুরো না। এই বনে নৃসিংহদেব আছেন। তিনি সোনার মূর্তি হয়ে ধরা দেন—আবার শরীর ধারণ করে উধাও হন। জঙ্গলে অপ্রয়োজনে এবং অনধিকার প্রবেশ যারা করে তাদের তিনি ক্ষমা করেন না।'

চিঠি পড়া শেষ করে বাবলু বলল, "তা হলে জেনে রাখুন হে নৃসিংহদেব, আমাদের পিছনেও যিনি নজর রাখেন আমরাও তাঁকে ক্ষমা করি না।"

ভোম্বল বলল, "সব জায়গায় গা জোয়ারি চলে না বাবলু।"

"চলে কি না চলে দেখাচ্ছি। আগে খুঁজে পেতে দেখি আমাদের কী কী জিনিস খোওয়া গেল।"

সবাই তখন সব কিছু খুঁজে দেখে বলল, "কোনও কিছুই খোওয়া যায়নি।"

বাবলু হেসে বলল, "গেছে।"

"কী জিনিস?"

"নৃসিংহ মূর্তি যে প্যাকিংয়ে ছিল তার মোড়কটা।"

বাচ্চু বলল, "সত্যিই তো! কিন্তু ওটা নিয়ে কী করবে ওরা?"

বাবলু বলল, "আমার মনে হচ্ছে আসলে এরা স্মাগলার। দেশ-বিদেশে স্বর্ণমূর্তি পাচার করে। যে কোনও ভাবেই হোক না কেন প্যাকিং মিসিং হয়ে যায়। ওটা আমাদের কাছে রয়েছে জানতে পেরে নৃসিংহদেবের ছদ্মবেশ ধারণ করে চুরি করে নিয়ে যায়। পাছে পঞ্চু বাধা দেয় তাই কোনও ওষুধের প্রভাবে সেন্সলেস করায় ওকে।"

বিলু বলল, "কিন্তু এত কাণ্ডর দরকার কী ছিল? সরাসরি এসে আমাদের ভয় দেখিয়ে কেড়ে তো নিয়ে যেতে পারত?"

"তাতে নিশ্চয়ই ওদের দিক থেকে অসুবিধা ছিল কিছু।"

ভোম্বল বলল, "ধারাগিরিতে যখন আমরা মালটা পেয়েছিলাম তখনই তো নিতে পারত।"

বাচ্চু বলল, "হয়তো মিঠুদি ছিল বলে নেয়নি।"

বিচ্ছু বলল, "এটা কি একটা কথার মতো কথা নাকি? ওদের শক্তির কাছে মিঠুদির শক্তি কতখানি?"

বাবলু বলল, "আমার মনে হয় যে ট্রাকে আমরা এসেছিলাম তাইতে কুলিকামিনদের ভেতরেই হয়তো ওদের দলের কোনও লোক ছিল। সেই গিয়ে ইনফর্ম করে।"

বিলু বলল, "তাই হবে। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ করেছিস কি? দারোয়ানটা সব সময় বাড়ি আগলে বসে থাকে অথচ এমন একটা তালা ভাঙাভাঙি হল বা আমরা ফিরে এলাম তবু তার কোনও পাত্তা নেই।"

বাবলু বলল, "ঠিকই তো। চল তো দেখি?"

ওরা সকলে নীচে নেমে এল। শুধু পঞ্চুই যা বসে রইল ফাঁকা ঘরে। কিন্তু নীচে নেমে দারোয়ানের ঘরে ঢুকতে গিয়ে একটা গোঁ গোঁ শব্দ শুনতে পেল ওরা।

বাবলু বলল, "যা ভেবেছি তাই। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।"

ঘর খোলা। ঘরে ঢুকে আলো জ্বালতেই ওরা দেখতে পেল বিশাল বপু দারোয়ানজি খাটিয়েতে বাঁধা পড়ে আছে। পাছে চেঁচায় তাই মুখও বেঁধে রেখে গেছে ওরা।

বাবলুরা দারোয়ানকে মুক্তি দিল।

মুক্তি পেতেই দারোয়ানজি উঠে বসে হাঁপাতে লাগল, "পানি, থোড়া পানি পিয়াও খোকাবাবু। মর গয়ে। বাপরে বাপ। যমকা মাফিক তিন চার আদমি আকে অ্যায়সা হাল কর দিয়া হামারা।"

বাবলুরা জল দিল। তারপর অনেক প্রশ্ন করল দারোয়ানজিকে। কিন্তু কোনও প্রশ্নেরই সদুত্তর দিতে পারল না সে। উলটে বিরক্ত হয়ে যা বলল তার মানে এই যে তোমরা এখানে আসার পর থেকেই যত ঝামেলা হচ্ছে। তার চেয়ে তোমরা এখান থেকে মানে মানে কেটে পড়ো।

বাবলুরা দারোয়ানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওপরের ঘরে গেল। তারপর ঘর গোছগাছ করে সবাই চলল রাতের খাওয়া খেয়ে আসতে।

আজ রাত্রে ওরা কেউ ঘুমল না। সবাই জেগে রইল রাতের অন্ধকারে কোনও রহস্যময় কিছু ঘটে কি না দেখার জন্য।

রাত তখন বারোটা। ঘাটশিলায় যেন মৃত্যুর নীরবতা। দূরের মৌভাণ্ডারে কপার মাইনসের আলো নক্ষত্রের মতো জ্বলছে। হঠাৎ ফুলডুংরির শালবনে মোটর অথবা লরির দুটো হেডলাইট চোখে পড়ল। সেই সঙ্গে অন্য দু'-একটা আলোও।

বিলু বলল, "আশ্চর্য! এই অন্ধকার শালবনে এমন সময় কীসের আলো?"

বাবলু বলল, "বুঝতে পারছিস না? এখানেই কোথাও ঘাঁটি ওদের।"

"গিয়ে দেখবি, কী ব্যাপার?"

"না। আলোটা অন্তত মাইল খানেক দূরে জ্বলছে। এত রাতে যাওয়াটা ঠিক নয়। কোনও হিংস্র জন্তু বা সাপখোপও থাকতে পারে। যা করবার কাল সকালে করব।"

ভোম্বল বলল, "সেই ভাল। এখন শুয়ে পড়া যাক। ঘুম পাচ্ছে খুব।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। কাল সকালে অভিযান করতে গেলে আজ রাত্রে সুনিদ্রার একান্ত দরকার। তবে একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিস কি, দারোয়ানজি ঘুমোলে দিনের বেলাতেই কীরকম নাক ডাকে, অথচ এখন মধ্যরাত্রি, কিন্তু ওদিক থেকে কোনও সাড়াশব্দ নেই।"

বাচ্চু বলল, "সত্যিই তো।"
বিচ্ছু বলল, "একবার নীচে গিয়ে দেখলে হয় না?"
"চলো না সবাই গিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখি।"
ওরা তখনই নীচে নেমে এল। তারপর জানলা দিয়ে ঘরের ভেতর টর্চের আলো ফেলে দেখলে কেউ কোথাও নেই। অথচ ঘরের দরজা ভেতর থেকেই বন্ধ। বাইরেও কোনও তালা নেই।
ভোম্বল বলল, "ভুতুড়ে ব্যাপার নাকি রে ভাই? সোনার মূর্তি দানো পেয়ে বেরিয়ে গেল। ভেতর থেকে ঘর বন্ধ অথচ গেরস্থ নেই। পালিয়ে চল বাবলু। আর দরকার নেই ঘাটশিলায়। আমার মনে হচ্ছে আমরা নিশ্চয়ই কোনও ভুতুড়ে বাড়িতে উঠেছি।"
বাবলু বলল, "সেই যে একটা ছড়া আছে না, 'কহেন কবি কালিদাস হেঁয়ালির ছন্দ, জানলা দিয়ে ঘর পালাল গেরস্থ রইল বন্ধ।' এও দেখছি ওই ধরনেরই এক হেঁয়ালি।"
বিলু বলল, "হেঁয়ালিই হোক, যাই হোক। এর শেষ আমরা দেখব।"
এই বলে যেই না ওরা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে যাবে অমনি পঞ্চু হঠাৎ 'ভৌ-ভৌ' করে ছুটে গেল পাঁচিলের দিকে। ওরা চমকে পিছনে তাকিয়ে দেখল স্যুট বুট টাই ও হ্যাট পরা লম্বা চেহারার একজন লোক অদ্ভুত কায়দায় লাফিয়ে উঠে পাঁচিল টপকে হাওয়া। পঞ্চু ছুটে গিয়েও লোকটাকে ধরতে পারল না। শুধু লাফাতে গিয়ে আগন্তুকের হ্যাটটা পড়ে গিয়েছিল। পঞ্চু সেটাকেই মুখে করে এনে বার বার শুঁকতে আর চেঁচাতে লাগল, "ভৌ—ভৌ—ভৌ—উ—উ—উ।"

পরদিন সোনাঝরা সকালে মিঠুদির ডাকে ওদের ঘুম ভাঙল। ওরা দেখল বেলবটস প্যান্ট ও টাওয়েল গেঞ্জি পরা মিঠুদি বব করা চুল নিয়ে পুরুষালি ভঙ্গিতে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। ওরা অবাক হয়ে বলল, "আরে মিঠুদি!"
"সকাল ছ'টা বাজে। তোমরা এখনও ঘুমোচ্ছ যে? বেড়াতে যাবে না?"
বাবলু বলল, "এক মিনিট। আমরা এখনই তৈরি হয়ে নিচ্ছি।"
বাবলুরা চটপট তৈরি হয়ে নিল।
ইতিমধ্যে গত রাত্রে পাওয়া হ্যাটটা দেখেই চমকে উঠল মিঠুদি। "এটা কোথা থেকে পেলে?"
"সে এক ব্যাপার মিঠুদি। সব বলছি আপনাকে।"
মিঠুদি তখন সন্দিগ্ধভাবে হ্যাটটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।
বাবলু বলল, "ওটা কি আপনার পরিচিত কারও?"
মিঠুদি এক মিনিট কী ভেবে বলল, "না।" তারপর বলল, "কাল বিকেলে তোমরা আসব বলে এলে না। আমি সারাক্ষণ অপেক্ষা করলাম তোমাদের জন্য। কাল কোথাও যাওয়াই হল না আমার।
"কাল আমরা অভিযানে গিয়েছিলাম মিঠুদি। আজ এখনই সবাই যাব।"
"অভিযানে! কোথায়?"
বাবলু তখন কালকের ঘটনা সব বলল মিঠুদিকে।
সব শুনে মিঠুদি বলল, "আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। চল তো।"
ওরা ঘর বন্ধ করে নীচে নামতেই দারোয়ানজি বলল, "কী খোকাবাবু কাল রাতো মে কুছ ঝামেলা নেহি হুয়া তো?"
"নেহি। লেকিন তুমহারা নাসিকা গর্জন শুনকর হামারা নিদ নেহি হুয়া।"
"ক্যা বাত বাবু। কাল তো রাত ভর হাম দরোয়াজা বন্ধ করকে দরোয়াজা বগলমে ডাকুকা ডরসে চুপ চাপ বৈঠা থা। জানলা সে ঘরকা অন্দরমে টর্চ মারা কোই লোক। কুত্তা ভি বহুৎ চিল্লায়া থা।"
বাবলুরা এবার হেসে উঠল সকলে।
বিলু বলল,"যাক, এবার তা হলে বন্ধ ঘর থেকে গেরস্থ উধাওয়ের ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল।"
ওরা বাইরে এসে একটা দোকানে চা-শিঙারা ইত্যাদি খেয়ে শালবনে প্রবেশ করল। মিঠুদিও চলল সঙ্গে। সত্যি, মিঠুদি কী ভাল। কী দারুণ উৎসাহ মিঠুদির।
মিঠুদি বলল, "এই শালবনেই যে ওদের ঘাঁটি তাতে কোনও সন্দেহ নেই।"
বাবলু বলল, "সেই জন্যই তো আসা।"
বিলু বলল, "ভোম্বল, মালপত্তর সব রেডি?"

ভোম্বল বলল, "না। আসবার সময় ওগুলো নিতে একদম ভুলে গেছি। তবে পুরিয়াগুলো পকেটেই আছে।"

বাচ্চু বলল, "ওতেই যথেষ্ট।"

বিচ্ছু বলল, "তা ছাড়া এখন তো আমরা পুরোপুরি অভিযান করছি না। একটু অনুসন্ধান করতে যাচ্ছি।"

মিঠুদি বলল, "কীসের মালপত্তর, কীসের পুরিয়া আমি কিন্তু কিছুই বুঝছি না।"

বাবলু বলল, "আমরা যখন কোথাও যাই তখন শুধু হাতে তো যাই না। সেই কথাই বলছি।"

"ও, বুঝেছি।"

ওরা শালবনে ঢুকে প্রথমেই লরির টায়ারের দাগ বেপথে কোথাও বাঁক নিয়েছে কিনা দেখবার চেষ্টা করল। এ সব ব্যাপারে পঞ্চু খুবই চৌকশ। ওই সর্বাগ্রে মাটি শুঁকে হঠাৎ এক জায়গায় বাঁধা পথ ছেড়ে নেমে পড়ল। তারপর গভীর জঙ্গলের বুকে ঘাস ও মাটির বুকে আঁকা টায়ারের দাগটা প্রত্যক্ষ করিয়ে দিল সকলকে! বাবলুরা সেই দাগ ধরে খানিকটা এগিয়েই একটি ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ টিলার কাছে চলে এল। সেটি এমনই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ও আগাছায় ঢাকা যে তাতে ওঠার কোনও পথ খুঁজে পেল না ওরা।

হঠাৎ এখানেই এক জায়গায় ঘন লতাগুল্মের ভেতর দিয়ে গলে পঞ্চু কোথায় যেন চলে গেল। তারপর বেরিয়ে এসে প্যান্ট ধরে টানতে লাগল বাবলুর।

মিঠুদি বলল, "মনে হচ্ছে এখানে কোনও গুহা বা সুড়ঙ্গ আছে।"

বাবলু বলল, "চলুন তো দেখি।"

মিঠুদি বলল, "রিস্ক নেবে? যদি কোনও সাপটাপ থাকে।"

ভোম্বলটা এমনিতে একটু ভিতু প্রকৃতির। কিন্তু হঠাৎ কী হল 'ধুৎ তেরি' বলে পঞ্চুকে অনুসরণ করল সে। বাবলুরাও একে একে লতাগুল্ম সরিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

সবাই অবাক হয়ে দেখল বাইরেটা অমন দুর্ভেদ্য হলেও ভেতরে প্রশস্ত সুড়ঙ্গ-মুখ। ঘুটঘুটে অন্ধকার। আকাবাঁকা সরু পথ। পাশাপাশি একজনের বেশি দু'জন যেতে পারে না। আগে পঞ্চু তার পিছনে ওরা নিঃশব্দে পথ চলতে লাগল। দু'-একবার বাঁক নেবার পরই আলোর রেখা চোখে পড়ল ওদের। এখানটা একটু ফোঁপরা। খাদের মতো। ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে। দেওয়ালে মশাল জ্বলছে। একজন বন্দুকধারি প্রহরী টুলে বসে খৈনি টিপছে নিজের মনে। ওরা তবুও সাহস করে তার নজর এড়িয়ে দেওয়ালের গা ঘেঁষে পা টিপে টিপে এগিয়ে বাবার চেষ্টা করল। এমন সময় হঠাৎ ফ্যাঁচ করে হেঁচে উঠল বিলু।

যেই না হাঁচা প্রহরীটা অমনি বাজখাঁই গলায় বলে উঠল, "কৌন হ্যায় রে?" বলে চংমং করে চারদিকে তাকাতে লাগল।

পঞ্চু অমনি চালাকি করে একবার প্রহরীটাকে দেখা দিয়ে এপাশ থেকে ওপাশে সরে গেল। প্রহরীটা পঞ্চুকে দেখে নিজের মনেই বলল, "আরে! কুত্তা কাঁহাসে আয়া?" তারপর হঠাৎ বাবলুদের দেখেই খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াল, "অ্যাই, তুমলোক অন্দরমে ঘুসা কিধারসে? নিকালো আভি।"

ভোম্বল ততক্ষণে পুরিয়া খুলে লঙ্কার গুঁড়োগুলো হাতের মুঠোয় নিয়ে নিয়েছে। সে আর কালবিলম্ব না করে প্রহরীটার চোখে ছুড়ে দিল লঙ্কার গুঁড়োগুলো। প্রহরীটা তখন জ্বলুনির চোটে 'বাবারে মারে', 'জ্বল গয়ি, মর গয়ি' করে বসে পড়ল দু' হাতে চোখ ঢেকে।

এক পাশে কতকগুলো বড় বড় বস্তা ডাঁই করা ছিল। যেই না বসা বাবলু হঠাৎ চোখের পলকে একটি বস্তা ফাঁক করে ঢাকা দিয়ে দিল প্রহরীটাকে। মিঠুদিও হাত লাগাল। লোকটাকে সম্পূর্ণ বস্তাবন্দি করে ওরা আবার এগিয়ে চলল সামনের দিকে। যত এগোয় সুড়ঙ্গের আর শেষ নেই। আসলে খনি অঞ্চল বলে ঘাটশিলার কিছু কিছু জায়গা ফোঁপরা। এর শেষ যে কোথায় তা কে জানে। এদিক-সেদিক করতে করতে যেন এক গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেল ওরা।

আরও কিছু পথ যাওয়ার পর ওরা যখন এগোবে কি এগোবে না ভাবছে তেমন সময় হঠাৎ এক ঝলক তীব্র আলো এসে পড়ল ওদের মুখে।

পঞ্চু ভৌ ভৌ করে চেঁচিয়ে উঠল।

ওদিক থেকে উত্তর এল, "খবরদার। কেউ পালাবার চেষ্টা করবে না। আলোর দিকে এগিয়ে এসো।"

মিঠুদি বলল, "যদি না যাই?"

"তা হলে বিপদ হবে।"

বাবলু বলল, "কে আপনি?"

"কাছে এলেই জানতে পারবে।"

ওরা এগোতে লাগল। যত এগোয় আলো ততই পিছোয়। এক সময় একটা বিশাল গহ্বরের মধ্যে এসে পৌঁছুল ওরা। দেওয়ালে মশাল জ্বলছে। কয়েকজন লোক কাজ করছে। যে লোকটা ওদের আলো দেখিয়ে নিয়ে এল তার চারটে হাত। সিংহের মুখ এবং মানুষের দেহ। তবে দুটো হাত এবং সিংহমুখ যে নকল তা বেশ বোঝাই যাচ্ছে। ইনিই তা হলে নৃসিংহদেব। তিনি আদেশ দিলেন, "এই বেঁধে ফেল এদের।"

কয়েকজন লোক এসে ওদের প্রত্যেককে থামের সঙ্গে বেঁধে ফেলল।

পঞ্চু এখন নীরব দর্শক। কেন না সে লক্ষ করেছে নৃসিংহদেবের হাতে একটা দোনলা পিস্তল রয়েছে।

"কুকুরটাকে বাইরে বার করে দিয়ে আয়।"

আদেশ মাত্রই একজন একটা লাথি মারল পঞ্চুকে। যেই না মারা পঞ্চু অমনি ঘ্যাঁক করে কামড়ে দিল লোকটার পায়ে। লোকটা চিৎকার করে উঠল। তারপর যেই না পঞ্চুকে অন্য একজন লাঠি দিয়ে মারতে যাবে পঞ্চু অমনি এক ছুটে হাওয়া।

যেসব লোকরা কাজ করছিল তাদের ভেতর থেকে কয়েকজন ছুটে এসে পঞ্চুর কামড়ে আহত লোকটিকে ধরাধরি করে সরিয়ে নিয়ে গেল।

নৃসিংহদেব বললেন, "দেখ তো তোমাদের কুকুরের কাণ্ডকারখানা? কী করল বলো দেখি?"

মিঠুদি বলল, "সে দোষ কি ওর?"

বাবলু বলল, "ঠিক করেছে।"

"স্যাটাপ।"

এমন সময় হঠাৎ একটি পরিচিত গলা শুনে অবাক হয়ে গেল ওরা। দেখল ইস্পাত এক্সপ্রেসের সেই লালাজি খৈনি টিপতে টিপতে এগিয়ে আসছে, "ক্যা ভাই সব। ঘাটশিল্লা ক্যায়সা লাগতা।"

বাবলু বলল, "বহুৎ আচ্ছা লাগতা। তা আপনিও এই দলের?"

"ক্যা কিয়েগা ভাই? স্রেফ বেওসাকে লিয়ে আয়া। ঠিক হ্যায়। আভি রহো ইসকো অন্দরমে। ফিন মুলাকাত হোগা।"

নৃসিংহদেব বললেন, "আমি ভেবে পাচ্ছি না জগ্গুর নজর এড়িয়ে এরা ভেতরে ঢুকে এল কী করে?" বলে কাকে যেন ডাকলেন, "ভূপাল সিং?"

একজন এল, "জি হুজুর।"

"জগ্গু কিধার?"

ভূপাল সিং বাবলুদের দেখিয়ে বলল, "ইয়ে লেড়কা লোক অচানক উসকো আঁখমে মিরচা কি গুঁড়িয়া ডাল কর বস্তামে ঘুসা দিয়া।"

"বোলাও জগ্গু কো।"

একটু পরেই জগ্গু অর্থাৎ সেই প্রহরীটা এল। দু'হাতে চোখ ঢেকে।

নৃসিংহদেব বললেন, "বাঃ জগ্গু। অ্যায়সা হাল হোগিয়া তুমহারা?"

"কা কিজিয়ে সর্দার।"

"বদতমিজ। বেওকুফ কাঁহাকা।"

"মাফ কিজিয়ে সর্দার।"

"আরে মাফ কিয়েগা কাহে? তুমকো তো ইনাম মিলনা চাহিয়ে। চাহিয়ে না?"

"হুজুর।"

"ইয়ে লো ইনাম।"

নৃসিংহদেবের পিস্তল হঠাৎ গর্জে উঠল।

জগ্গু লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

নৃসিংহদেব ক্রোধের উল্লাসে পৈশাচিক হাসি হাসতে লাগলেন। সেই হাসির গমকে চারদিক যেন কেঁপে উঠল।

বেলা বারোটা বেজে যাওয়ার পরও যখন মিঠুদি ফিরল না তখন মিঠুদির বাবা খুবই চিন্তায় পড়ে গেলেন। বাংলোর লনে উদ্‌ভ্রান্তর মতো পায়চারি করতে লাগলেন তিনি। এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলেন অনেক দূর থেকে ছুটতে ছুটতে পঞ্চু তাঁর দিকে আসছে।

পঞ্চু এসেই তাঁর প্যান্ট কামড়ে ধরল। তারপর কেঁউ কেঁউ করে শুরু করল টানাটানি। মিঠুদির বাবা সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন পঞ্চুর দিকে। স্ত্রীকে বললেন, "আমি বেরোচ্ছি। আমার আসতে দেরি হবে। তুমি খেয়ে নিয়ো।"

"কিন্তু মিঠু এখনও এল না কেন?"

"বুঝতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে কিছু একটা হয়েছে।" এই বলে বেশ ভালভাবে তৈরি হয়ে পঞ্চুকে নিয়ে সর্বাগ্রে থানায় এলেন মিঠুদির বাবা।

মিঠুদির বাবাকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এস আই ইনস্পেক্টররা।

"এনি নিউজ স্যার?"

"আমার মেয়ের কোনও বিপদ হয়েছে মনে হচ্ছে। ছেলেগুলোও জড়িয়ে পড়েছে সম্ভবত। আপনারা তৈরি হয়ে নিন। এই কুকুরটাই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।"

"জিপের প্রয়োজন হবে?"

"দরকার নেই। মনে হয় কাছাকাছিই আছে। শালবনের ভেতরে একটা জায়গাকে আমি সন্দেহ করছি। হয়তো সেখানেই। আমার অনুমান যদি ঠিক হয় তা হলে আজই ওদের গ্যাঙটাকে ধরে ফেলতে পারব।"

এমন সময় দু'জন সাদা পোশাকের পুলিশ ছুটতে ছুটতে এসে বলল, "স্যার, আপনার মেয়ে আর ওই ছেলেগুলোকে আমরা একটা গুহামুখে অনেকক্ষণ আগে ঢুকতে দেখেছি। কিন্তু এখনও বেরোচ্ছে না তারা।"

দারোগাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওদের ঢুকতে দিলেন কেন?"

"কী করব, স্যার যে বারণ করেছিলেন ওদের কোনও কাজে বাধা না দিতে। শুধু ওদের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে বলেছিলেন।"

"ঠিক আছে। চলো তো কোনদিকে দেখেছ ওদের।"

সশস্ত্র পুলিশদের নিয়ে মিঠুদির বাবা শালবনে প্রবেশ করলেন। সবার আগে চলল পঞ্চু। সে একবার করে ছুটে এগিয়ে যায়, একবার করে মিঠুদির বাবার কাছে চলে আসে। পঞ্চুর যেন তর সইছে না। এইভাবে এক সময় ওরা যখন গুহা-মুখের কাছে পৌঁছুলেন তখন দেখতে পেলেন কে বা কারা যেন সেই মুখ ডিনামাইট দিয়ে ধসিয়ে একেবারেই বন্ধ করে দিয়েছে।

মিঠুদি সমেত বন্দি পাণ্ডব গোয়েন্দারা অসহায় ভাবে ছটফট করছে। কয়েকজন লোক সমানে তাদের প্যাকিং-এর কাজ করে যাচ্ছে। আর ভয়ংকর চেহারার দু'জন লোক পাহারা দিচ্ছে ওদের।

বাবলু বলল, "এই শয়তানগুলো, এখনও বলছি ছেড়ে দে। না হলে একবার যদি ছাড়া পাই তোদের সব ক'টাকে খেয়ে ফেলব।"

বাবলুর কথা শুনে লোক দুটো বিশ্রীভাবে হাসতে লাগল।

মিঠুদি বলল, "তোমরা আমাদের ছাড়বে কিনা?"

এমন সময় নৃসিংহদেব এসে হাজির হলেন। বললেন, "সবাইকেই ছেড়ে দেব। তবে একটি মাত্র শর্তে, আগে বলো ওই সোনার মূর্তি তোমরা কী করে পেয়েছিলে?"

বাবলু বলল, "আমরা ধারাগিরিতে পিকনিক করতে গিয়ে পেয়েছিলাম।"

"মিথ্যে কথা। এখানকার ও জিনিস ধারাগিরিতে যেতেই পারে না।"

মিঠুদি বলল, "না পারার কী আছে? আপনাদের দলের কোনও লোক হয় তো চুরি করে লুকিয়ে রেখেছিল সময় মতো সরাবে বলে। তার আগে আমরাই ওটা পেয়ে যাই।"

"ঠিক বলছ?"

"মিথ্যে বলে লাভ? কিন্তু আমরা ভেবে পাচ্ছি না আপনি টের পেলেন কী করে?"

"আমাদের লোক সর্বত্র ঘোরাফেরা করছে। তাদেরই একজন খবর দিল তোমাদের হাতে ওই প্যাকিং সে দেখেছে। তাই সেদিন রাত্রে আমি নিজেই গিয়েছিলাম ওটা উদ্ধার করতে।"

বাবলু বলল, "তা বলে এই রকম ছদ্মবেশে?"

"ছদ্মবেশে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল যাতে তোমরা কেউ দেখে ফেললে এটাকে চুরি মনে না করে ভৌতিক ব্যাপার বলে মনে করো।"

মিঠুদি বলল, "আমাদের ছেলেমেয়েরা অত কাঁচা নয়।"

"সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তোমার বাবা তো এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের একজন দুঁদে অফিসার বলে জানি। কিন্তু তুমিও কি তোমার বাবাকে হেল্প করবার জন্য এদের দলে ভিড়েছ?"

বাবলুরা অবাক হয়ে তাকাল মিঠুদির দিকে।

মিঠুদি বলল, "আমরা নিছক কৌতূহলবশেই এখানে এসেছিলাম।"

"বেশ। এবার কৌতূহল মিটল তো? তোমার বাবা যেভাবে আমাদের পিছনে লেগেছেন তাতে দু'-একদিনের ভেতরেই আমাদের ঘাঁটি অন্যত্র সরিয়ে ফেলতে হচ্ছে। সব সরে গেলে তোমাদের ছেড়ে দেব।"

এমন সময় হঠাৎ একজন ছুটতে ছুটতে এসে বলল, "সর্দার, পুলিশ।"

মুখোশের আড়ালে নৃসিংহদেব চমকালেন কিনা কে জানে, "কোথায়?"

"মেন গেটের কাছে।"

"ওখানে ডিনামাইট চার্জ করা হয়নি?"

"হ্যাঁ সর্দার। ও রাস্তা বন্ধ।"

"আশ্চর্য। ও পথের সন্ধান পেল কী করে? যাক, কপার মাইনসের দিকটা ধসিয়ে দাও।"

সুড়ঙ্গের ভেতরেই এক পাশে কয়েকটা বন্দুক, ডিনামাইট ও কিছু মারাত্মক রকমের বোমা সাজানো ছিল। তার গায়েই দেওয়ালে লেখা বারুদঘর। লোকটা সেখান থেকে কিছু ডিনামাইট নিয়ে চলে গেল।

এমন সময় হঠাৎ মারাত্মক রকমের আর্তনাদ করে উঠল বিলু, "ওরে বাবলু রে, আমাকে সাপে কামড়েছে। উঃ জ্বলে গেল। আমি আর বাঁচব নারে।"

সবাই চমকে উঠল।

শিউরে উঠল মিঠুদি, "সে কী!"

বিলু তখন ভয়ানক ছটফট ও আর্তনাদ করছে।

মিঠুদি বলল, "দয়া করে বাঁধন খুলে দিন আমাদের। তাড়াতাড়ি করুন।"

বিলুর অবস্থা দেখে নৃসিংহদেবেরও মায়া হল বুঝি। ভয়ংকর লোকদুটোকে বললেন, "ওদের দড়ি খুলে দাও।"

বাঁধন মুক্ত হতেই বিলু মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল। যন্ত্রণায় বেঁকে যাচ্ছে যেন। সে দৃশ্য দেখা যায় না।

মিঠুদি বলল, "কী যে করি। তাড়াতাড়ি একটু জল আনুন। কোন পায়ে কামড়েছে বিলু?"

বিলু তখন বেঁকে গিয়ে ছিটকে পড়ল বারুদঘরের কাছে। তারপর লাফিয়ে উঠে দু' হাতে দুটো বোমা নিয়ে আনন্দে নাচতে লাগল, "কিচ্ছু হয়নি। শুধুই নকশা। বাবলু রেডি?"

"ইয়েস।" বলে বাবলুও হঠাৎ দু'পা পিছিয়ে গিয়ে রুখে দাঁড়াল। ওর হাতে তখন পিস্তলটা ঝকঝক করছে।

মিঠুদি প্রথমটা কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। তারপর দেখা গেল মিঠুদির হাতেও একটা দু' নলা পিস্তল ম্যাজিকের মতো চলে এসেছে। মিঠুদিও তা হলে সঙ্গে রাখে?

এদিকে এদের ব্যাপার-স্যাপার দেখে নৃসিংহদেব, সেই ভয়ংকর লোকদুটো এবং কর্মরত লোকরা সবাই চমকে উঠেছে। নৃসিংহদেব একটানে নিজের মুখোশ খুলে ফেললেন। বাবলুরা চমকে উঠল, আরে এ কী! এ যে আদর্শ হিন্দু হোটেলের মালিক। এঁরই হোটেলে ওরা খাওয়া-দাওয়া করে।

মিঠুদি বলল, "এক পাও এগোবার চেষ্টা করবেন না।"

নৃসিংহদেব চিৎকার করে উঠলেন, "এই, কে আছিস? ধর ব্যাটাদের।"

কিন্তু ধরবে কে? ভয়ংকর লোকদুটো এগোবামাত্রই বাবলুর পিস্তলের গুলি ওদের পা দুটো থামিয়ে দিল। তবুও একজন ভল্ট খেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেই মিঠুদির গুলি অন্যজনকে শুইয়ে দিল। ততক্ষণে বাবলুর পিস্তল অপর দল কেড়ে নিয়ে ছুড়ে দিয়েছে নৃসিংহদেবের দিকে। ওদিকে অন্যান্য লোকরা বারুদঘরের দিকে যেতে গিয়ে বাধা পেল বিলুর কাছে।

বিলু বলছে, "কেউ এগোবে না! এগোলেই চার্জ করব।"

বাবলুর পিস্তলটা হাতে নিয়ে নৃসিংহদেব তাগ করলেন। মিঠুদিও তখন ঘুরে দাঁড়াল। যে লোকটার পায়ে বাবলু গুলি করেছিল সে তখন এক পায়ে ঠেলে দিয়েছে মিঠুদিকে। আর সেই ঠেলায় টাল সামলাতে না পেরে মিঠুদি হুমড়ি খেয়ে পড়ল নৃসিংহদেবের ঘাড়ে। আচমকা পতনে নৃসিংহদেবও উলটে পড়লেন। যেই না পড়া ভোম্বল অমনি উঠে নৃসিংহদেবের বুকে চেপে বসল। বাবলুর পিস্তলটা নৃসিংহদেবের হাত থেকে তখন কেড়ে নিতে খুব একটা কষ্ট হল না ভোম্বলের।

ওদিকে বাবলুও তখন নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে বারুদঘরের গা থেকে একটা বন্দুক তুলে নিয়েছে। বিলুও

বোমা রেখে বন্দুক ধরল। মিঠুদির তখন রণং দেহি মূর্তি। বাচ্চু আর বিচ্ছু চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে। বাবলু ছাড়া বিলু বা ভোম্বল কেউই পিস্তল বা বন্দুক চালনা করতে শেখেনি। বাবলু নিজেও বন্দুক ধরেনি কখনও। তবুও যেন কতই না জানে এমনভাবে ভয় দেখাতে লাগল।

মিঠুদি বলল, "এবার ভালয় ভালয় বাইরে বেরোবার রাস্তাটা দেখিয়ে দাও তো বাছাধন। তারপর বাবাকে ডেকে এনে তোমাদের হাতে হাতকড়া লাগাই।"

বাবলু বলল, "যদি বেঘোরে মরতে না চাও, তা হলে যা বলছি তাই করো।"

নৃসিংহদেব বললেন, "ঠিক আছে। আর কোনও ঝামেলার দরকার নেই। চলো তোমাদের পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।"

মিঠুদি বলল, "সবাই দু' হাত ওপরে তুলে আমাদের আগে আগে চলো।"

মিঠুদির কথায় সবাই হাত উঁচু করল।

এমন সময় দেখা গেল কাছাকোঁচা খোলা অবস্থায় সেই লালাজি ছুটতে ছুটতে ওদের দিকে আসছে। আর তার পিছনে হাউ হাউ করে তেড়ে আসছে পঞ্চু। লালাজি চেঁচাচ্ছে, "কুত্তাসে বাঁচাও। পুলিশ কী কুত্তা...।" অনভ্যস্ত ছুটুনির জন্য বাবলুদের কাছাকাছি এসেই পায়ে কাপড় জড়িয়ে মুখ থুবড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল লালাজি। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চুর পিছু পিছু রইরই করে ছুটে এল একদল পুলিশ এবং মিঠুদির বাবা।

বাবাকে দেখেই পুলকিত হয়ে উঠল মিঠুদি, "বাবা!"

মিঠুদির বাবা মিঠুদিকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তোদের কোনও ক্ষতি হয়নি তো মা?"

"না বাবা। কিন্তু তুমি কী করে এখানে এলে?"

"পঞ্চুই তো নিয়ে এসেছে আমাদের। একটা মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। আর একটা মুখ দিয়ে এই লালাজি যেই না বেরোতে যাবে পঞ্চু অমনি তাড়া করল ব্যাটাকে। ওর পিছু নিয়েই আমরা এখানে এলাম। যাক, তোরা সবাই ঠিক আছিস তো?"

"হ্যাঁ বাবা।"

মিঠুদির বাবা অন্যান্য পুলিশদের বললেন, "এবার তা হলে আপনারা কাজ করুন। আমি এদের বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে আসি। পরে সব রিপোর্ট আমি লিখে দেব।"

মিঠুদি বলল, "না বাবা। আমরা নিজেরাই যেতে পারব। তুমি বরং এখানেই থাকো এখন।"

"তোদের কোনও অসুবিধে হবে না?"

"না।"

মিঠুদির বাবা পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে করমর্দন করলেন। বললেন, "আমি উপলক্ষ মাত্র। এ জয় তোমাদেরই জয়। কেন না তোমরা স্বর্ণমূর্তি না পেলে বা ঘটনায় জড়িয়ে না পড়লে দলটাকে এত সহজে আমি ধরতে পারতাম না। এ জয় তোমাদের পঞ্চুর। ওকে আমি সরকারের তরফ থেকে কিছু পুরস্কার পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব।"

মিঠুদি বলল, "আমরা তা হলে আসি বাবা।"

"হ্যাঁ এসো। তোমার মা খুব চিন্তা করছেন তোমার জন্য। তাড়াতাড়ি যাও।"

বাবলু-বিলু পঞ্চুকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল। তারপর ওর পিছু পিছু সুড়ঙ্গের বাইরে এল ওরা।

মিঠুদি বলল, "আমাদের বাংলোতেই আজ কিন্তু তোমাদের খাওয়া-দাওয়া, সেটা জানো তো?"

বাবলু বলল, "উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু মিঠুদি, আপনার বাবা যে একজন দুঁদে পুলিশ অফিসার সেটা আপনি একবারও আমাদের বলেননি তো?"

"বাবার নিষেধ ছিল। তবে কাল রাত্রে যে হ্যাটটা তোমরা কুড়িয়ে পেয়েছিলে ওটা কিন্তু বাবার। তোমাদের কোনও বিপদ ঘটছে কিনা দেখতে গিয়ে বাবা ওটা ফেলে এসেছিলেন।"

বাবলু বলল, "ও, সেইজন্যে আপনি ওই হ্যাটটা দেখে অত অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন?"

মিঠুদি হাসল।

বাবলু বলল, "আমাদের এবারের অভিযানে আপনার কিন্তু যথেষ্ট অবদান আছে।"

বিলু বলল, "এবং সেই অবদানের জন্যই আমরা আপনাকে অভিনন্দন জানাই। থ্রি চিয়ার্স ফর মিঠুদি...।"

সবাই বলল, "হিপ হিপ হুরর রে...!"

পঞ্চু একবার লাফিয়ে উঠে কোরাস দিল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দা ৫

ষোড়শ অভিযান

॥ ১ ॥

শীতের সকাল।

ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে এসে দুটো টোস্ট খেয়ে সবে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছে বাবলু, এমন সময় ওদের বাড়ির সামনে একটি অস্টিন গাড়ি এসে থামল। গাড়ির ভেতর থেকে নেমে এলেন এক দীর্ঘ দেহী সুদর্শন প্রৌঢ়। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। টকটকে ফরসা গায়ের রং। মাথায় টাক। চোখে মোটা ফ্রেমে পুরু লেন্সের চশমা। সরু পাড় ধুতি আর কাতানের পাঞ্জাবির ওপর কোট পরে আছেন।

বাবলু ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা করবার জন্য এগিয়ে গেল।

ভদ্রলোক হাসি মুখে গাড়ি থেকে নেমেই বললেন, "তুমি নিশ্চয়ই বাবলু? মানে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের লিডার?"

"হ্যাঁ।"

"আমি বিশেষ প্রয়োজনে তোমার কাছে এসেছি বাবা। আগে চল ঘরে গিয়ে বসি, পরে বলব সব।"

বাবলু ভদ্রলোককে ঘরে নিয়ে এল। তারপর বসবার জন্য চেয়ার এগিয়ে দিতেই ভদ্রলোক বাবলুর কাঁধে হাত রেখে ধপ করে বসে পড়লেন। মুখে ঘাম ছিল না তবু পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখটা একবার মুছে নিয়ে বললেন, "আমার নাম রুদ্রনারায়ণ রায়। আমি অনেক খোঁজ খবর নিয়ে তোমার ঠিকানা জোগাড় করেছি। তুমি এখানে এতই পপুলার যে তোমার ঠিকানা খুঁজতে আমার একটুও কষ্ট হয়নি। সব চেয়ে আনন্দের কথা, এখানে এসে তোমার দেখাটাও পেয়ে গেলাম। না হলে অনেক দূর থেকে এসেছি বাবা। শূন্য হৃদয়ে ফিরে যেতে হলে আশাহত হতাম।"

"কোথা থেকে আসছেন আপনি?"

"সুদূর মোসাবনী থেকে।"

"মোসাবনী মানে ঘাটশিলার কাছে?"

"হ্যাঁ।"

"এ আর কী দূর? আমরা ঘাটশিলা ঘুরে এসেছি। ওখানে গিয়ে খুবই বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম।"

"জানি জানি, সব জানি। ওখানে তো তোমাদের জয়-জয়কার। তা বাবা, খুব একটা বিপদে পড়ে আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি।"

"বিপদে পড়ে?"

"হ্যাঁ। আমার এই বিপদে একমাত্র তুমিই ভরসা।"

বাবলু বলল, "আপনি একটু বসুন। আমি আপনার জন্য চা বলি।"

"চা? বল। শীতের সকালে একটু গরম চা হলে মন্দ হয় না।"

বাবলু রুদ্রনারায়ণবাবুকে বসিয়ে রেখে ভেতরে চলে গেল। তারপর কিছু সময়ের মধ্যেই একটা ট্রে-তে করে গোটা চারেক বিস্কুট, দুটো কেক ও দু' কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল।

রুদ্রনারায়ণবাবু বললেন, "আবার এত সব কেন? শুধু চা আনলেই তো হত।"

বাবলু হেসে বলল, "শুধু চা কি মানুষকে দেওয়া যায়? আপনার বাড়িতে গেলে আপনি পারতেন শুধু চা দিতে?" বলে ট্রে-টা টেবিলের ওপর রেখে বলল, "নিন। এগুলো আগে খেয়ে নিন। তারপর বলুন কী বলতে চান?"

রুদ্রনারায়ণবাবু নীরবে চা আর বিস্কুট খেলেন। তারপর বললেন, "বাবলু, আমার একমাত্র নাতি প্রতাপকে আজ কিছুদিন হল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"সে কী! কত বয়স?"
"তা বছর দশেক তো হবেই।"
"তারপর?"
"থানা-পুলিশ অনেক কিছুই করলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। কেউ কোনও খোঁজ খবরই দিতে পারল না। অথচ ওই নাতিটি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।"
"আপনার স্ত্রী!"
"নেই।"
"ছেলেটির মা? মানে আপনার পুত্রপধূ?"
"কেউ না। বেশ কয়েক বছর আগে আমি যখন মধ্যপ্রদেশে থাকতাম তখন ডাকাতরা একবার আমার বাড়ি চড়াও হয়ে আমার পরিবারের সবাইকে হত্যা করে। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন আমি নাতিটিকে নিয়ে আমার এক পরিচিতর বিয়ে উপলক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে স্থানান্তরে গিয়েছিলাম, না হলে আমাদেরও শেষ করে দিত।" এই পর্যন্ত বলার পর রুদ্রনারায়ণবাবুর কণ্ঠরোধ হয়ে এল। চোখদুটিও জলে ভরে উঠল যেন।
বাবলু বলল, "খুব নৃশংস ব্যাপার তো!"
"হ্যাঁ। খবর পেয়ে যখন আমি ফিরে এলাম তখন দেখি সব শেষ। আমার পরিবারের চোদ্দোজন মানুষের মৃতদেহ ঘিরে গ্রামবাসীরা বিলাপ করছে।"
"হত্যাকারীরা ধরা পড়েছিল?"
"না। ওরা চিরকাল ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকে। যাই হোক। তারপর আমি ওখান থেকে সোজা চলে এলাম ঘাটশিলায়। ঘাটশিলার অদূরে মোসাবনীতে মনের মতো একটি বাড়ি তৈরি করে নাতিটিকে নিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে লাগলাম। এমন সময় হঠাৎ এক অঘটন। একদিন বাইরে থেকে ঘুরে এসে দেখি আমার নাতি নেই। প্রথম ভাবলাম কোথাও না কোথাও গেছে হয়তো। কিন্তু দিন শেষে সন্ধ্যাতেও যখন সে ফিরল না তখন ভয় পেলাম। থানায় খবর দিলাম। কিন্তু না। কিছুতেই কিছু হল না।"
বাবলু, "আপনার ওই হারিয়ে যাওয়া নাতিকে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে, এই তো?"
"ঠিক তাও নয়। আবার অনেকটা ওইরকমই।"
"তার মানে?"
"পরশু বিকেলে একটা চিঠি পেয়েছি। চিঠিটা সঙ্গে নিয়ে এসেছি আমি। এই দেখ।" বলে বাবলুর হাতে চিঠিটা দিলেন রুদ্রনারায়ণবাবু।
বাবলু চিঠিটা পড়ল। পড়তে পড়তে কপাল কুঁচকে উঠল। চিঠিতে যা লেখা ছিল তা হল এই—
রুদ্রনারায়ণবাবু, আপনি অযথা থানা-পুলিশ করবেন না। আপনার নাতি আমাদের হেফাজতে আছে। সেবার আপনার বাড়িতে ডাকাতি করে বিশেষ কিছু পাইনি। যা পেয়েছিলাম তা খরচ হয়ে গেছে। আমাদের এখন খুবই টাকার দরকার। আপাতত তিন লাখ হলেই হবে। আপনি হচ্ছেন টাকার খনি। এত টাকা আপনি ছাড়া কেউ দিতে পারবে না। টাকা পেলেই আপনার নাতিকে অক্ষত শরীরে পৌঁছে দিয়ে আসব আমি। তবে সাবধান! এ চিঠি যেন পুলিশের হাতে না পড়ে। টাকা কীভাবে নেব তা পরবর্তী চিঠিতে জানাচ্ছি। ইতি—আপনার প্রিয় মঙ্গল সিং।
বাবলু চিঠিটা পড়ে গম্ভীর হয়ে বলল, "এ চিঠি আপনি পুলিশকে দেখিয়েছেন?"
"না।"
"খুব ভাল কাজ করেছেন। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি তাতে এই ব্যাপারে আমরা আপনার কী কাজে লাগতে পারি বলুন? আপনার নাতি এখন এমন এক জায়গায় আছে যা আমাদের সকলেরই নাগালের বাইরে।"
রুদ্রনারায়ণবাবু বললেন, "ধরো টাকা যেদিন ওরা নিতে আসবে সেদিন টাকাটা যদি আমি তোমাদের হাত দিয়ে পাঠাই তা হলে তোমরা কী পারবে না তোমাদের কুকুরের সাহায্যে ওদের গোপন ঘাঁটিটা চিনে আসতে?"
"পারব। কিন্তু ওদের কোনও লোক এসে যদি আপনার বাড়ি থেকে টাকাটা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়?"
"তা হলে তো আরও ভাল হয়। তোমাদের বদলে তোমাদের ওই কুকুরই গিয়ে ওঁদের ঘাঁটি চিনে আসবে। তারপর একদিন ওর সাহায্যে তোমার দলবল নিয়ে ওদের ঘাঁটিটা চিনে এসে আমাকে বলবে। তার মধ্যে ওদের কথামতো আমার নাতি যদি উদ্ধার হয় তো ওকে আমি তোমাদের এখানে রেখে গিয়ে একাই ওদের মোকাবিলা করব।"
"পারবেন?"

"না পারবার কী আছে? নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে অনেক সহজ কাজও অনেক সময় করা যায় না। কিন্তু নিজেকে মৃত্যুর পায়ে উৎসর্গ করতে পারলে অনেক কঠিন কাজও করে ফেলা যায়।"

বাবলু বলল, "বেশ। তা না হয় করবেন। কিন্তু ওরা যে টাকা চাইছে সে টাকা আপনি দিতে পারবেন?"

"পারব।"

বাবলু অবাক হয়ে রুদ্রনারায়ণবাবুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, "আপনি কত টাকার মালিক তা আমি জানি না। তবে মধ্যপ্রদেশ থেকে ফেরার পর আপনি কলকাতার মতো জায়গায় না থেকে মোসাবনীতে থাকতে গেলেন কেন?"

রুদ্রনারায়ণবাবু মাথার টাকে একবার হাত বুলিয়ে বললেন, "আসলে আমি একজন প্রকৃতি-প্রেমিক লোক। পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল আমি অত্যন্ত ভালবাসি। তাই ওখানে প্রকৃতির কোলে পাহাড়ের বুকেই আশ্রয় নিয়েছি আমি।"

"কিন্তু এত টাকা আপনি সঞ্চয় করলেন কী করে? কী করেন আপনি?"

"তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় বাবা। আমি অনুরোধ করছি তোমার অধিকারের বাইরে কোনও প্রশ্ন তুমি আমাকে কোরো না।"

"তা হলে আমিও করজোড়ে এবং সসম্মানে আপনাকে এখান থেকে চলে যেতে অনুরোধ জানাচ্ছি।"

"সে কী!"

"হ্যাঁ। তার কারণ আপনার সব ব্যাপার যদি আপনি পরিষ্কার করে আমার কাছে খুলে না বলেন তা হলে আপনার এই ব্যাপারে মাথা গলানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি নিজেই একজন অসাধু ব্যক্তি কি না না জেনে কী করে আমি আপনার কাজে হাত দেব? আমরা কোনও বাজে লোকের হয়ে কাজ করি না।"

রুদ্রনারায়ণবাবু একবার বাবলুর মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "আমি জঙ্গল ইজারা নিয়ে কাঠের ব্যবসা করি। আমি একজন টিম্বার মার্চেন্ট।"

বাবলু হেসে বলল, "এই তা হলে আপনার প্রকৃতি-প্রেমের নমুনা? আপনি নিজেই তো একজন হত্যাকারী। বন-জঙ্গল কেটে অরণ্যের নিধন করছেন। আপনার কুঠারাঘাতে প্রকৃতি তার সম্পদ হারাচ্ছে। জীব-জন্তুরা আশ্রয়হীন হচ্ছে। আমরা সৌন্দর্যে বঞ্চিত হচ্ছি। আপনি প্রকৃতি-প্রেমিক নন। ঘাতক। একজন ঝানু ব্যবসাদার।"

"তুমি ঠিকই বলেছ বাবা।"

বাবলু বলল, "কিছু মনে করবেন না। সংসারে আপনারা তো মাত্র দুটি প্রাণী। আপনি এবং আপনার নাতি। তার পর প্রচুর টাকারও মালিক। বিশেষ করে মঙ্গল সিং-এর মতো ডাকাত যখন আপনার শত্রু তখন আপনি অর্থ-লোভে কেন এ সব করছেন? আপনি কি বুঝতে পারছেন না, আপনার অর্থলালসাই আজ আপনার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে?"

"হ্যাঁ, পেরেছি। জীবনে অনেক টাকা রোজগার করেছি আমি। এখনও যা আছে তাতে আমার তিন পুরুষ পায়ের ওপর পা তুলে বসে খেতে পারবে। তাই ঠিক করেছি, আর নয়, এবার আমি সব কিছু ছেড়ে দেব! শুধু তোমরা আমাকে একটু সাহায্য করো। ওদের এলাকাটাও আমি দূর থেকে দেখিয়ে দেব তোমাদের। তোমরা শুধু ওই এলাকায় কোনখানে ওদের ঘাঁটি সেইটাই খুঁজে বার করবে।"

বাবলু বলল, "বেশ, কথা দিলাম।"

বাবলুর মা এতক্ষণ ঘরের বাইরে দরজার আড়াল তোকে সব কথা শুনছিলেন। বাবলুর কথা শেষ হতেই ঘরে ঢুকলেন তিনি। তারপর দু'হাতে বাবলুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "না না, ওই দুর্ধর্ষ ডাকাতদের মোকাবিলা করবার জন্য তোকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না বাবলু।"

বাবলু বলল, "আঃ কী হচ্ছে মা! কেন তুমি ভয় পাচ্ছ?"

"কেন ভয় পাচ্ছি সে তুই কী বুঝবি? ওখানে আমি কিছুতেই যেতে দেব না।" তারপর রুদ্রনারায়ণবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি চলে যান। থানা-পুলিশ যা ইচ্ছে করুন। আমার ছেলেকে আপনি মুক্তি দিন। এইটুকু একটা ছেলেকে এত বড় একটা কাজে লাগাতে আপনার দ্বিধা হচ্ছে না? যদি আমার বাবলুর কোনও ক্ষতি হয় তা হলে পারবেন কি আমার সন্তানকে আমার বুকে ফিরিয়ে দিতে?"

রুদ্রনারায়ণবাবু মাথা নত করলেন। তারপর বললেন, "না, তা পারব না। তবে আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না মা। আমি এসেছিলাম আমার প্রতাপের মুখ চেয়ে। কেন না এ কাজ আপনার ছেলে ছাড়া আর

কেউ করতে পারবে না। আর আপনার ছেলে তো সাধারণ ছেলে নয়। এই ধরনের কাজ একাধিক করেছে শুনেই খোঁজখবর নিয়ে এখানে এসেছি। তা ঠিক আছে। থাক। আপনি যখন বাধা দিচ্ছেন—।"

বাবলু বলল, "আপনি বসুন। আমরা না গেলে আপনার নাতিকে উদ্ধার করা যাবে না। থানা-পুলিশ করতে গেলেই মেরে ফেলবে ওরা ছেলেটাকে।"

মা বললেন, "বাবলু!"

"মা! তুমি ভেতরে যাও দেখি। আমাকে আমার কাজ করতে দাও। কেন অযথা ভয় পাচ্ছ তুমি?"

"না না না। তোমার কোনও কথা আমি শুনব না। তোমার বাবা দুর্গাপুর থেকে আসুন। তারপর তোমাকেও আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি ওঁর সঙ্গে। এখানে থাকলেই তুমি যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াবে।"

বাবলু বলল, "মাগো, তুমি তো জান না, তোমার বাবলু অজেয়। তুমি আশীর্বাদ করো যেন রুদ্রনায়ারণবাবুর পরিবারের লোকেদের যারা নৃশংসভাবে খুন করেছে আমরা তাদের সবাইকে ফাঁসির মঞ্চে তুলে দিতে পারি। আমরা পাণ্ডব গোয়েন্দা। আমাদের তো পিছু হটলে চলবে না মা।

"আমার যে বড় ভয় করছে বাবা।"

"তুমি ভেতরে যাও।"

অগত্যা বাবলুর মা ভেতরে গেলেন।

বাবলু রুদ্রনারায়ণবাবুকে বলল, "ঠিক আছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা দু'-একদিনের ভেতরেই মোসাবনীতে যাচ্ছি। তবে একটা কথা। আমরা কিন্তু আপনার ওখানে থাকব না। আপনি যে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন এটা যেন ডাকাতরা কোনওরকমেই টের না পায়। তা হলে সব চাল ভেস্তে যাবে।"

রুদ্রনারায়ণবাবু বললেন, "হ্যাঁ, আমিও তাই চাইছি। তোমরা পিকনিক পার্টি হিসেবে যাবে এবং ওখানে গিয়ে নিজেরাই খুঁজেপেতে নিজেদের থাকার ব্যবস্থা করে নেবে।" এই বলে কোটের পকেট থেকে এক গোছা নোট বার করে বললেন, "এগুলো তা হলে তোমাদের কাছে রাখ। আশা করি প্রাথমিক খরচটা এতেই তোমাদের হয়ে যাবে!"

বাবলু হাত পেতে টাকাগুলো নিল।

রুদ্রনারায়ণবাবু বললেন, "এতে পাঁচ হাজার টাকা আছে।"

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "এত!"

"তোমাদের জন্যে এর দশগুণ টাকা আমি তুলে রেখেছি বাবা এখন এই নাও। ওখানে পৌঁছুলে আরও পাঁচ হাজার পাবে। আজ তা হলে আসি?"

"আসুন।"

বাবলুদের বাড়ির সামনে থেকে রুদ্রনারায়ণবাবুর অস্টিন গাড়িটা উধাও হয়ে গেলে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে ডায়াল ঘোরাল বাবলু, "হ্যালো, পুলিশ স্টেশন...হ্যালো...হ্যালো...।"

বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়ির সামনে ছোট্ট একটুখানি জায়গা পড়ে আছে। তার চারদিকে গাঁদা ফুলের গাছ। হলুদ আর চিনা গাঁদায় গাছগুলি ভরে আছে। ওইখানে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছু ব্যাটমিন্টন খেলছিল। এমন সময় দেখা গেল বাবলুকে সেখানে আসতে।

দূর থেকে বাবলুকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠল বিচ্ছু, "ওই দেখ দিদি, বাবলুদা আসছে।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই বাচ্চু, বিলু ও ভোম্বল ঘুরে তাকাল।

বাবলু কাছে আসতেই বিলু বলল, "এনি নিউজ?"

"ও, ইয়েস।"

ভোম্বল বলল, "নিউজটা বেশ আনন্দদায়ক তো?"

"অবকোর্স।"

বাচ্চু বলল, "তবু কীরকম শুনি?"

বাবলু বলল, "উহুঁ। এত সহজে নয়। তার আগে গরম হালুয়া আর চা চাই।"

বিচ্ছু বলল, "এক মিনিট। আমি এখনই মাকে বলে আসছি। বলেই এক দৌড়ে ঘরে ঢুকল বিচ্ছু।

বাচ্চু বলল, "তা হলে চল। সকলে বরং ছাদে গিয়ে বসি। ইন্টারেস্টিং খবর যখন, তখন রোদে বসে বেশ জুত করে শোনা যাবে।"

এমন সময় বাচ্চু-বিচ্ছুর মা হাসতে হাসতে বিচ্ছুকে নিয়ে উপস্থিত হলেন সেখানে। বললেন, "কী খবর বাবলু? বিচ্ছুর মুখে শুনলাম তুমি নাকি কী একটা দারুণ খবর নিয়ে এসেছ?"

বাবলু বলল, "সত্যিই দারুণ খবর। কিন্তু আমি যা খেতে চাইলাম তা কই?"

"হচ্ছে হচ্ছে। শীতের সকালে শুধু হালুয়া কেন বাবা? তার সঙ্গে দুটো লুচি আলুভাজা আর নলেন গুড়ের সন্দেশেরও ব্যবস্থা করছি।"

বাচ্চু বলল, "তা হলে চা কেন? চায়ের বদলে কফি করেই পাঠিয়ে দাও না মা। আমরা ছাদে যাচ্ছি।"

"তা দেব। কিন্তু তোদের পঞ্চু ছাড়া বাবলু হয়?"

বাবলু বলল, "সত্যিই তো। নিজের খেয়ালে চলে এসেছি। পঞ্চুটাকে তো আনা হয়নি।"

এমন সময় হঠাৎ গেটের পাশ থেকে, "গোঁ—ও—ও—ঔ।"

সবাই হকচকিয়ে বলল, "আরে পঞ্চু!"

পঞ্চু তখন প্রশান্ত বদনে দিব্যি ভেতরে এসে বাবলুর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে লেজ নেড়ে আনুগত্য স্বীকার করতে লাগল।

বাবলু বলল, "দেখছেন, পঞ্চুটা কী দুষ্টু। আমি ভুলে গেছি বলে সাড়া না দিয়ে দিব্যি আমার পিছু পিছু চলে এসেছে।"

বাচ্চু-বিচ্ছুদের মা বললেন, "ধন্যি কুকুর বটে তোমাদের। যাও, তোমরা ছাদে যাও। আমি খাবার নিয়ে আসছি।"

বাবলুরা সিঁড়ি ভেঙে ছাদে উঠল! তারপর চিলেকোঠার ঘর থেকে শতরঞ্জি বার করে ছাদের মাঝখানে গোল হয়ে বসল সকলে। শীতের সোনা ঝরা রোদ গায়ে মেখে দেহ-মন যেন সতেজ হয়ে উঠল।

বিলু বলল, "এবার বল দেখি কী ব্যাপার?"

বাবলু বলল, "ব্যাপার কিছু নয়, আর একবার ঘাটশিলায় যেতে হবে। সেখান থেকে মোসাবনী—।"

ভোম্বল বলল, "তার মানে?"

বিলু বলল, "তার মানে গোরুতেও বোঝে। অর্থাৎ আবার অ্যাডভেঞ্চার। তাই না বাবলু?"

"ঠিক তাই।"

বাচ্চু বলল, "কিন্তু আবার ঘাটশিলা গেলে তো টাকা চাই। এবারে টাকা কোথায় পাব?"

বিলু বলল, "ঠিক। এবারের টাকা আসবে কোত্থেকে?"

বাবলু বলল, "অপ্রত্যাশিতভাবে হাজার পাঁচেক টাকা পেয়ে গেছি।"

এই কথা শুনে সকলেরই চোখ কপালে উঠে গেল প্রায়। সবাই সমস্বরে বলল, "বলিস কী রে?"

এমন সময় বাচ্চু-বিচ্ছুর মা লুচি, আলুভাজা, হালুয়া আর সন্দেশ নিয়ে ওপরে এলেন।

বিচ্ছু আনন্দে বলে উঠল, "জানো মা, আমরা আবার ঘাটশিলায় যাচ্ছি।"

বাবলু বলল, "আসলে সেবারে গিয়ে এমন সব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লাম যে ভাল করে ঘোরাই হল না। এবার ভাবছি দু' চোখ ভরে সব কিছু দেখব আর দিনরাত ঘুরব।"

"তার মানে আবার একটা নতুন ঝামেলায় তোমরা জড়িয়ে পড়ছ।"

"কেন, একথা বলছেন কেন?"

"তোমাদের বিশ্বাস কী বলো? তোমরা যা ছেলেমেয়ে তাতে যেখানে তোমরা সেইখানে ঝামেলা।"

বাবলু বলল, "না না। এবার আর সে সবের ভয় নেই।"

"কিছুই বলা যায় না বাবা।"

বাচ্চু বলল, "কই মা, আমাদের খাবার তো এল। কফি কই?"

"আগে এগুলোই খা। তারপর কফি আনছি। নয়তো তুই আয় নীচে। আমি তো দশভুজা নই যে দশ হাতে সব কিছু ধরে আনব।"

বাচ্চু মায়ের সঙ্গে নীচে গেল। এবং একটু পরেই কেটলি আর কাপ হাতে নিয়ে ওপরে উঠল।

বাবলু খেতে খেতেই সব কথা খুলে বলল। তারপর বলল, "তোদের এখানে আসবার আগে আমি থানাতেও যোগাযোগ করেছি। ও সি-র সঙ্গে কথা বলেছি। উনি বলছেন একটা বায়নোকুলার সঙ্গে রাখতে। ওটা আশাকরি বিলুই ওর বাবার কাছ থেকে নিতে পারবে। কিছু নাইলনের দড়ি, একটা লোহার আংটা এবং মালপত্তর বইবার জন্য একটা ছোট চার চাকার গাড়িও আমাদের দরকার।"

বিলু বলল, "এ তো দেখছি এলাহি ব্যাপার।"

"হ্যাঁ। তা তো হবেই। কেন না আমাদের এবারের অভিযান দুর্গম পাহাড়ে জঙ্গলে এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কিন্তু এবারে ভদ্র চোরেদের মোকাবিলা করতে যাচ্ছি না। চম্বলের ভয়ংকর দস্যুদেরই একজনের সঙ্গে আমাদের মোকাবিলা।"

ভোম্বল বলল, "ডাকাতটার কী যেন নাম বললি?"

"মঙ্গল সিং।"

বিলু বলল, "বাবা রে! নাম শুনেই তো বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে।"

বাবলু বলল, "ওর সম্বন্ধে যেটুকু শুনেছি তাতেই বুঝেছি অতি সাংঘাতিক দস্যু ও। ভয়ানক নৃশংস। কাজেই খুব সতর্কতার সঙ্গে এবং সাবধানে করতে হবে আমাদের কাজ। এবং সেজন্যে আমাদের নিজেদের ভেতর একটা জোর আলোচনা দরকার। তোরা যে যার মনস্থির করে নে তোরা কে কে যাবি বা যাবি না। তবে এবারের অভিযানে ভাবছি বাচ্চু-বিচ্ছুকে সঙ্গে নেব না।"

বাচ্চু-বিচ্ছুর মুখটা শুকিয়ে গেল। বলল, "কেন বাবলুদা?"

"এবারের অভিযানে বিপদের সম্ভাবনা খুব। হয়তো প্রাণহানিও ঘটতে পারে। কেন না এবারের ঝুঁকিটা তো সখের গোয়েন্দাগিরির নয়। জেনে শুনে গোখরো সাপের গর্তে হাত দিতে যাওয়া। কাজেই তোদের না যাওয়াই ভাল।"

বাচ্চু বলল, "বুঝলাম। কিন্তু আমরা যদি না যাই তা হলে সেটা কি পাণ্ডব গোয়েন্দার অভিযান হবে, না বাবলুদার অভিযান হবে?"

"এটা তো ঠিক সে ধরনের অভিযান নয়।"

বিলু বলল, "তাই যদি হয়, তা হলে এই কেসটা তুই হাতে না নিলেই পারতিস বাবলু। আমার কিন্তু এ ব্যাপারে মন খুব একটা সায় দিচ্ছে না।"

ভোম্বল বলল, "আমারও।"

বাবলু বলল, "আমার মনেও সায় দেয়নি। তবে কী জানিস, এবারের কেসটা অত্যন্ত মর্যাদার। একবার ভেবে দেখ তো, আমরা কতখানি জনপ্রিয় হয়েছি বা আমাদের কৃতকর্ম কতদূর সাকসেসফুল, যার জন্য সেই পাহাড় ঘেরা মোসাবনী থেকেও ভদ্রলোক ছুটে এসেছেন আমাদের কাছে। তার ওপরে এই রকম লোভনীয় প্রস্তাব। এ সুযোগ ছাড়ে কখনও?"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "কখনওই না। তবে বাবলুদা, তুমি জেনে রাখ এবারেও আমরা তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। আমাদের রেখে তুমিও কোত্থাও যেতে পারবে না।"

"কিন্তু...।"

"কোনও কিন্তু নয়। তবে একটা কথা, বাড়িতে যেন ঘুণাক্ষরেও এসব কথা জানতে না পারে।"

বাবলু বলল, "আমার মা সব জানে।"

"সে কী!"

"মাকে অবশ্য আমি বুঝিয়ে শুঝিয়ে ম্যানেজ করে নিয়েছি। যাক, আর দেরি করে লাভ নেই। বিলু, তুই বায়নোকুলারটা জোগাড় কর। ভোম্বল, তোর ওপর ভার রইল ওই চার চাকার গাড়ির। একটা আপেলের বাক্সর নীচে চারটে চাকা শুধু ফিট করে নিতে হবে। ও কাজটা তুই নিজেই পারবি।"

ভোম্বল ঘাড় নাড়ল। তারপর সকলে নেমে এল ছাদ থেকে।

দুপুরবেলা বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এবং পঞ্চু মিত্তিরদের বাগানে সেই ভাঙা বাড়ির মধ্যে বসে বাবলুর প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করার পরও যখন বাবলু এসে পৌঁছল না তখন সবাই খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। বাবলু যে কেন এত দেরি করছে আসতে তা কে জানে? এমন তো ও করে না। বাবলুই বরং সবার আগে এসে ওদের জন্য অপেক্ষা করে।

বাবলু না আসায় পঞ্চুও হান-টান করছে খুব। মাঝে মাঝে একবার করে বাগানের বাইরে থেকে চক্কর দিয়ে আসছে।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার বল তো? বাবলু তো এরকম কখনও করে না!"

ভোম্বল বলল, "কিছু বুঝতে পারছি না।"

বাচ্চু বলল, "দুপুর যে গড়িয়ে গেল।"

বিচ্ছু বলল, "একটু এগিয়ে দেখব?"

ওরা যখন এই সব বলাবলি করছে তেমন সময় বেশ একটু হতদন্তভাবেই বাবলুকে আসতে দেখা গেল।

বাবলু কাছে আসতেই বিলু বলল, "কী রে, এত দেরি যে?"

"হ্যাঁ, একটু দেরি হয়ে গেল। বেশ কিছু কাজ চটপট সেরে ফেললাম কি না। তা যাক। যাকে যা ভার দিয়েছিলাম সব রেডি তো?"

ভোম্বল বলল, "বস। আগে একটু ঠান্ডা হ তুই। তার পরে সব খোঁজখবর নিবি।"

বাবলু বলল, "আর ঠান্ডা হবার দরকার নেই! যা শীত পড়েছে তাতে এমনিতেই ঠান্ডা হয়ে গেছি।"

বিলু বলল, "শীতটা জাঁকিয়েই পড়েছে।"

বাবলু বলল, "নীচে নয়। চল দেখি সব ছাদে গিয়ে বসি। রোদ্দুরে পিঠ রেখে বসে আলোচনা করা যাবে।।"

বাবলুর কথামতো ওরা সেই পোড়ো বাড়ির অব্যবহৃত ভাঙা চোরা সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠল। ছাদে উঠে ছাদের মাঁঝ-মধ্যিখানে গোল হয়ে বসল ওরা।

বাবলু বলল, "সব তো হল। এখন এবারের যাত্রায় আমাদের সামনে একটা বিরাট বাধা এসে উপস্থিত হয়েছে।"

বিলু বলল, "কী রকম?"

"আমি এই মাত্র থানা থেকে আসছি। ও সি কিন্তু আমাদের এই যাওয়ার ব্যাপারে একদম রাজি হচ্ছেন না।"

"কী বলছেন?"

"বলছেন রুদ্রনায়ারণবাবুর টাকা ফেরত দিয়ে দিতে। এবং আমাদের এই অভিযান বাতিল করতে।"

ভোম্বল বলল, "সে কী?"

"হ্যাঁ।"

"তার কারণ মঙ্গল সিং দুর্ধর্ষ দস্যু। সকালে আমার মুখে শোনার পর বিহার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে ও সি জেনেছেন দিনের পর দিন চেষ্টা করেও পুলিশ নাকি তার ধারে কাছে পৌঁছতে পারছে না। অতি মারাত্মক ওই দস্যু। ওর দীর্ঘ ডাকাতির জীবনে খুন ছাড়া নাকি কিছুই ও জানে না। সবচেয়ে বড় কথা এক জায়গায় ও স্থির থাকে না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় ও ঘাঁটি তৈরি করে। এবং এমন এমন জায়গায় ও ঘাঁটি গাড়ে তা যে কোনও মানুষের পক্ষেই দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠে।"

বাচ্চু বলল, "তা হলে কী করা যাবে?"

বাবলু বলল, "অভিযান বাতিল হবে না। মুশকিল হচ্ছে এই যে পিস্তলের জন্য কিছু গুলির তো দরকার।"

ভোম্বল বলল, "পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না?"

"যেত। এখন ওঁরাই যখন বাধা দিচ্ছেন তখন আর তো আশা করা যায় না।"

বাবলু বলল, "তবে একটা উপায় আছে। গোটা-তিনেক বুলেট আমার কাছেই রয়েছে। বাকি কিছু রুদ্রনারায়ণবাবুকেই জোগাড় করে দিতে বলব।"

সবাই বলল, "দি আইডিয়া।"

বাবলু বলল, "ভোম্বল, তোর চার চাকার গাড়ি রেডি?"

"রেডি।"

"বিলু তোর বায়নোকুলার?"

"একটা টেলিস্কোপ পেয়ে গেছি। এই দেখ" বলে কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে টেলিস্কোপটা বার করে বাবলুকে দিল বিলু।

বাবলু সেটা সযত্নে হাতে নিয়ে তাইতে চোখ রেখে চারদিক দেখতে লাগল। কী চমৎকার জিনিস ওটা! বহু দূরের সব কিছুও কত কাছে দেখাচ্ছে। বাবলু খুশির সঙ্গে বলল, "ওঃ, তুই যে কী জিনিস জোগাড় করেছিস বিলু তা কী বলব? তোর জবাব নেই, সাব্বাস।" বলতে বলতে হঠাৎই থেমে গেল বাবলু। ওর টেলিস্কোপে ধরা পড়ল বহু দূরের একটি বাড়ির ছাদের এক দৃশ্য। এক অসামান্যা সুন্দরী তরুণী একটি অ্যালুমিনিয়াম চেয়ারে আরাম করে বসে গভীর মনোযোগ কী একটা বই পড়ছে। বাবলু আরও একটু লক্ষ করে দেখল বইটার নাম ভাঙা দেউলের ইতিকথা। বাবলু অবাক হয়ে কতকটা যেন নিজের মনেই বলল, "আরে! পায়েলদি!" টেলিস্কোপ নামিয়ে উল্লসিত হয়ে বলল, "এই, পায়েলদি এসেছে রে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "সত্যি!"

এরপর সবাই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "কই, দেখি দেখি।" বলে সকলেই একবার করে টেলিস্কোপে পায়েলদিকে দেখে নিল। পায়েলদিকে দেখে ওদের যেন আনন্দের আর অবধি রইল না।

বাবলু বলল, "তা হলে শোন, কাল সকালের গাড়িতেই আমরা যাচ্ছি। এবং এটাই ফাইনাল।"

বিলু বলল, "পঞ্চু ?"

"পঞ্চুও যাবে আমাদের সঙ্গে। তবে এবারে কিন্তু ওকে আমরা বৈধ ভাবেই নিয়ে যাবার চেষ্টা করব। এখন একবার পায়েলদির সঙ্গে দেখা করে আসি চল। পায়েলদি নিশ্চয়ই আজকালের মধ্যেই পাটনা থেকে এসেছে। আমাদের দেখলে আশা করি খুশিই হবে খুব। সত্যি! কতদিন পরে দেখা।"

বিলু বলল, "হ্যাঁ, সেই ভাল। সর্বাগ্রে আমরা একবার পায়েলদির সঙ্গে দেখা করে আসি চল। না হলে আমরা যখন অভিযান শেষ করে ফিরে আসব তখন হয়তো পায়েলদি আবার পাটনায় চলে যাবে। একবার পাটনায় চলে গেলে আবার যে কত বছর বাদে ফিরবে তা কে জানে?"

বাচ্চু বলল, "সেই ভাল। চলো সব দল বেঁধে পায়েলদির কাছে গিয়ে পায়েলদিকে চমকে দিই।"

ওরা সবাই দলবদ্ধ হয়ে পায়েলদির সঙ্গে দেখা করতে চলল।

বাবলু বাগানের বাইরে এসে পিঠ চাপড়ে পঞ্চুকে ঘরে যাবার নির্দেশ দিল। পণ্ডিত পঞ্চুও এ সময় ওদের সঙ্গে যাওয়াটা অপ্রয়োজনীয় ভেবেই আপত্তি না জানিয়ে ফিরে গেল!

ওরাও এ-পথ সে-পথ করে এক সময় হাজির হল পায়েলদির বাড়িতে। বাড়ি তো নয়, একটা ছোটখাটো রাজপ্রাসাদ। দেখলে দু'দণ্ড তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

॥ ২ ॥

পায়েলদিরা খুব বড়লোক। পায়েলদির বাবা পাটনার একজন নামকরা ডাক্তার। একটি নার্সিংহোম এবং একটি ঔষধ ফ্যাক্টরির মালিক। পায়েলদির দাদা পশ্চিম জার্মানিতে থাকেন। পায়েলদিও ভারতীয় নৃত্যকলার একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী। কত্থক, মণিপুরী ও ভরতনাট্যমে পায়েলদির জুড়ি আর কেউ নেই। ভারত সংস্কৃতির এই অমূল্য সম্পদের বিকাশ ঘটাতে দেশ-দেশান্তরেও ছুটে যায় পায়েলদি।

মধ্য হাওড়ায় পায়েলদিদের পৈতৃক বাড়ি থাকলেও পায়েলদিরা এখন পাকাপাকিভাবে বিহার প্রবাসী। পায়েলদিদের হাওড়ার এই বাড়ি দেখাশোনা করবার জন্য একজন বিশ্বাসী লোক আছে। তা ছাড়া আশপাশের প্রতিবেশীদেরও সহযোগিতা আছে খুব। তবুও প্রবাসী হলেও পায়েলদির বাবা দু'-এক মাস ছাড়া ছাড়াই এখানে আসেন। পায়েলদিও আসে। তবে খুব কম। কারণ পায়েলদি তো সংস্কৃতির জগৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকে খুব।

বাবলুরা পায়েলদির বাড়ির সামনে এসে দরজা বন্ধ দেখে কলিংবেল টিপল। কলিংবেলের শব্দ শুনে পায়েলদি ছাদের আলসের কাছে এসে মাথাটা ঝুঁকিয়ে ওদের দেখেই উল্লসিত হয়ে উঠল, "ওমা! তোমরা!" বলেই দ্রুত নীচে এসে দরজা খুলে দিল পায়েলদি।

দরজাটা শুধু খোলার অপেক্ষা। সকলে মিলে হইহই করে ঢুকেই আবেগে জড়িয়ে ধরল পায়েলদিকে।

পায়েলদিও বিচ্ছুকে বুকে টেনে নিয়ে বলল, "সত্যি, কত বড় হয়ে গেছ তোমরা সব। সেই কত ছোট্টটি দেখেছিলাম তোমাদের। এখন তো তোমাদের নাম-ডাক খুব। পাটনাতে বসেও তোমাদের খবর পাই। আর তোমাদের সেই কুকুর, পঞ্চু। পঞ্চু কই?"

বাবলু বলল, "ওকে আনিনি।"

পায়েলদি বলল, "ওঃ কী ডানপিটে হয়েছ তোমরা। আমাদের দেশে তো ক্ষুদে গোয়েন্দা ছিল না। কিন্তু তোমরা যা হয়েছ তাতে বিলেতের ছেলেমেয়েদেরও হার মানাও। আর তোমাদের পঞ্চুর তো কথাই নেই। আমাদের পাটনাতেও এখন কয়েকটি বাঙালি পরিবারে কুকুরের নাম 'পঞ্চু' রেখেছে তোমাদের কুকুরের নামে।

"বলেন কী?"

"তা হলে বুঝছ তো এখন তোমরা কত জনপ্রিয়?"

"এর জন্যে আমরা অবশ্য ষষ্ঠীবাবুর কাছে ঋণী। উনি এত যত্ন করে আমাদের কথা না লিখলে তো কেউ চিনত না আমাদের।"

পায়েলদি বলল, "তা ঠিক। এক কথায় বলা যেতে পারে তোমরাই ষষ্ঠীবাবুর ছেলেমেয়ে।"

বাচ্চু তখন পায়েলদির বুকে মুখ রেখে বলল, "তবে পায়েলদি, আমরা যেমন আগের মতো নেই, বড় হয়েছি, তেমনই আপনারও কিন্তু অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের হাওড়ায় কিন্তু আপনি এত ফরসা ছিলেন না। একেবারে গোলাপের মতো গায়ের রং হয়েছে আপনার।"

বিচ্ছু বলল, "ঠিক বলেছিস দিদি। পায়েলদিকে ঠিক মেম-মেম দেখতে লাগছে।"

বাচ্চু বলল, "দেখতে লাগবে কেন। খাঁটি মেম তো।"

পায়েলদি বলল, "খুব ফরসা হয়েছি না? আসলে একটানা দেড় বছর সানফ্রানসিসকোতে ছিলাম কি না।"

"তাই নাকি? কবে এলেন?"

"এসেছি মাসখানেক হল।"

বাবলু বলল, "আপনি এখানে কবে এসেছেন পায়েলদি?"

"আজই এসেছি। সকালে।"

ভোম্বল বলল, "পাঞ্জাব মেলে নিশ্চয়ই?"

পায়েলদি সে কথার উত্তর না দিয়ে ওদের প্রত্যেকের দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "এসো সব। ভেতরে এসে বসো। বসে বসেই কথা বলা যাবে।" এই বলে ওদের সকলকে আদর করে একটা ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে চমৎকার রকমের কভার দেওয়া সোফাতে বসাল পায়েলদি। তারপর ডাকল, "রঘুদা!"

বৃদ্ধ রঘুপতি গামছায় হাত মুছতে মুছতে এসে বলল, "ডাকছেন দিদিমণি?"

"হ্যাঁ, এদের জন্য পুডিং করো তো? আর সকলের জন্যে চা বসাও।"

বাবলুরা সোফায় আরাম করে বসে ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে বুঝল এটা আসলে ঘরের চেহারায় ছোটখাটো স্টুডিয়ো একটা। বাবলু সে সব দেখে পায়েলদির মুখের দিকে হাসি মুখে তাকাল। তারপর বলল, "আজ সকালে আপনি কোন গাড়িতে এসেছেন পায়েলদি?"

"কেন বলো তো?"

"তাই জিজ্ঞেস করছি। পাঞ্জাব মেলে নিশ্চয়ই? আমার না পাঞ্জাব মেলে চাপতে খুব ইচ্ছে করে।"

পায়েলদি বলল, "ইচ্ছে যখন করে তখন একবার চেপে পড়লেই হয়।"

"হ্যাঁ। একবার চাপতেই হবে।"

"এবার তো তোমরা বড় হয়েছ। একবার চলো না সবাই দল বেঁধে আমাদের ওখানে?"

ভোম্বল বলল, "আমারও পাঞ্জাব মেলে চাপবার শখ খুব।"

বিচ্ছু বলল, "বাবার মুখে শুনেছি পাঞ্জাব মেল নাকি ডিজেল ইঞ্জিনে যায়। আমার কাকিমারা একবার বেনারস গিয়েছিল ওই গাড়িতে চেপে।"

বাচ্চু বলল, "আমরাও যাব।"

বিলু বলল, "এবং ফার্স্ট ক্লাসে চেপে।"

বাবলু বলল, "ফার্স্ট ক্লাসে? ভাড়া জানিস?"

"জানবার দরকার নেই তো। যে গাড়িতে চাপবার এত শখ সে গাড়িতে যখন চাপব তখন ফার্স্ট ক্লাসেই যাব। জীবনে একবার। বার বার তো নয়।"

পায়েলদি বলল, "কেন নয়? তোমরা যখন বড় হবে, বড়দরের মানুষ হবে তখন নিশ্চয়ই চাপবে ফার্স্ট ক্লাসে। একবার, দু'বার নয়। বার বার চাপবে।"

বিচ্ছু বলল, "পায়েলদি, আপনি নিশ্চয়ই ফার্স্ট ক্লাস ছাড়া চাপেন না?"

"চাপি না-ই তো। তবে এবারে আমি ফার্স্ট ক্লাসেও চাপিনি। পাঞ্জাব মেলেও আসিনি।"

"তবে?"

"আমি এসেছি মোটরে।"

বাবলু বলল, "সে কী! অতখানি পথ মোটরে?"

"তাতে কী হয়েছে? পাটনা থেকে মোটরে দিল্লিও আমি যাই। একটা নতুন প্রিমিয়ার কিনেছি। তাতে চেপেই যাই।"

বিলু বলল, "আপনার মা-বাবা আসেননি?"

"না। আমি একাই এসেছি। আজ সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে আমার একটা অনুষ্ঠান আছে, তাই এসেছি। রবিশংকর, আল্লারাখাও আসছেন। যাবে তোমরা?"

ততক্ষণে পুডিং এসে গেছে। পায়েলদি প্রত্যেককে পুডিং ভাগ করে দিল।

বাবলু প্লেটটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল, "যাবার খুব ইচ্ছে। কিন্তু যেতে পারব না পায়েলদি।"

"কেন?"

"আমরা একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি। না হলে এমন চান্স কেউ মিস করে? আবার

কবে কতদিন বাদে এই রকম অনুষ্ঠান হবে তা কে জানে? তবু সব জেনেও যাওয়া হবে না আমাদের। আমরা কাল সকালের গাড়িতে সবাই চলে যাচ্ছি ঘাটশিলা বেড়াতে! সকাল ছ'টা দশে গাড়ি। সব ঠিকঠাক। কাজেই আজ আর ইচ্ছে থাকলেও যাওয়া যাবে না।"

"সে তো বটেই। কিন্তু ঘাটশিলায় হঠাৎ?"

"এমনই বেড়াতে।"

"উঁহু। একটু আগেই না তুমি বললে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছ তোমরা। তার মানে, নিশ্চয়ই কোনও রহস্যের জালে জড়িয়েছে?"

"না না। সে রকম কিছু নয়।"

পায়েলদি বলল, "শোনো, আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। ওখানকার কপার মাইনসটা আমার দেখবার ইচ্ছে আছে খুব।"

বাবলু বলল, "বেশ তো চলুন। কোনও অসুবিধে হবে না। আমরা এর আগেও তো গেছি ঘাটশিলায়। ওখানে গিয়ে শুধু কপার মাইনস দেখবেন কেন, আরও অনেক কিছুই আছে দেখবার।"

"কী রকম?"

"যেমন ধারাগিরি, মৌভাণ্ডার, রাতমোহনা, হরিণ ধুবড়ি, তামুক পালের বন, কী না আছে সেখানে? কাছেই রাকা মাইনস, রংকিনী। যদুগোড়াটা অবশ্য একটু দূরে। আর আছে ফুলডুংরি পাহাড়—আরও কত কী? তবে আমাদের যাত্রাপথ এবারে কিন্তু ঠিক ঘাটশিলায় নয়, একটু দূরে সুরডা হয়ে মোসাবনীতে।"

"সে তো শুনেছি আরও ভাল জায়গা। সুরডায় শুনেছি কাশাইডি, সিমাইডি আর কোন্দাডি নামে তিনটে পাহাড় আছে।"

"এই অঞ্চলটাই পাহাড়ে পাহাড়। আর তেমনিই জঙ্গল। আমরা যাব ওইখানেই মোসাবনীতে। সেখানেও পাহাড়। আপনি যদি আমাদের সঙ্গে যান তা হলে খুবই ভাল হয়। আপনি সঙ্গে থাকলে বেড়ানোটা যে কী ভাল হবে না! একেবারে প্রাণ মাতানো ব্যাপার যাকে বলে তাই হবে।"

পায়েলদি খুশি হয়ে বলল, "তবে ভাই, একটা কথা। আমি কিন্তু ট্রেনে যাব না। তোমরাও যাবে না।"

"তা হলে?"

"তোমরা আমার সঙ্গে আমার গাড়িতেই যাবে।"

সকলে 'হু-র-র-রে' বলে লাফিয়ে উঠল!

বাবলু বলল, "তা হলে যে আমাদের কী ভাল হয় পায়েলদি তা কী বলব। আপনি তো জানেন, আমরা যেখানে যাই আমাদের পঞ্চুও আমাদের সঙ্গে সেখানেই যায়। কাজেই বাইরে কোথাও গেলে ট্রেনে ওঠানোর সময় ওকে নিয়ে বড় ঝামেলা পড়তে হয়। এখন আপনার গাড়িতে যদি আমরা যাই তা হলে ওকে নিয়ে আর ঝামেলায় পোহাতে হবে না।"

পায়েলদি বলল, "আমি আজ রাত্তিরেই গাড়িটাকে ঠিক-ঠাক করে রাখছি। যাতে কাল সকালে যেতে কোনও অসুবিধে না হয়।"

বাবলু বলল, "বেশ। এই কথা রইল তা হলে। আমরা কাল খুব ভোরে এখানে চলে আসব।"

পায়েলদি বলল, "তা কেন? তোমরা বরং তৈরি হয়ে আজই এখানে চলে এসো। তা হলে কাল খুব ভোরে অন্ধকার থাকতেই আমরা রওনা দিতে পারব।"

"হ্যাঁ, সেই ভাল। আপনি আপনার অনুষ্ঠান শেষ করে আসুন। আমরাও ততক্ষণে সব কিছু গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে আসি।"

ততক্ষণে চা এসে গেছে। পুডিং-এর পর চা মন্দ না। চা খেয়ে উচ্ছ্বসিত বাবলুরা যে যার বাড়ির দিকে চলে গেল।

সে রাতে বাবলুরা বাড়িতে বলে কয়ে পায়েলদির বাড়িতেই চলে এসেছিল। পায়েলদি রাত দশটার মধ্যেই ফিরে এসেছিলেন। তারপর একসঙ্গে শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত পায়েলদির সঙ্গে গল্প করে, ঘুমিয়ে, ভোর না হতেই যাত্রা শুরু।

যাবার সময় হঠাৎ এক বিঘ্ন উপস্থিত হল।

পায়েলদির ড্রাইভার প্রভুদয়াল গত রাতে ফুটপাতে পিঁয়াজি খেয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। এই অবস্থায়

যাওয়া বুঝি আর হয় না। কিন্তু পায়েলদিও তো যা তা মেয়ে নয়, বলল, "ঠিক আছে। ঘাবড়াবার কোনও কারণ নেই। আমিই চালিয়ে নিয়ে যাব।"

বাবলু বলল, "আপনি পারবেন তো? অনেক দূরের পথ কিন্তু।"

পায়েলদি হেসে বলল, "ভয় নেই গো, ভয় নেই। না পারলে বলি? আমার সব কিছুরই অভ্যাস আছে।"

ওরা সকলে হৃষ্ট মনে পায়েলদির মোটরে চেপে বসল। প্রিমিয়ার তো খুব একটা বড় সড় গাড়ি নয়। তাই একটু চাপাচাপি করে বসল সব।

পায়েলদি বসল সামনের দিকে। ড্রাইভারের আসেন। কিন্তু মালপত্তরের সঙ্গে পায়েলদির হাতে যেটা দেখা গেল সেটা দেখে অবাক হয়ে গেল সকলেই।

বাবলু তো দারুণ খুশি হয়ে বলল, "পায়েলদি! এই সবও আপনি রাখেন সঙ্গে?"

পায়েলদি হেসে গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে বলল, "এটা আমাদের অনেকদিনকার সম্পত্তি। এখন দিনকাল খারাপ তো। তাই সঙ্গে রাখি। কেউ বাড়াবাড়ি করতে এলেই ট্রিগারটি টিপে দেব। আর সঙ্গে সঙ্গে আগুনের হলকা ছুটিয়ে শব্দ হবে, ছ-র-র-র।"

প্রশস্ত রাজপথের ওপর দিয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের নিয়ে পায়েলদির প্রিমিয়ার ঝড়ের গতিতে ছুটে চলল।

বাবলু আর ভোম্বল বসেছিল পায়েলদির পাশে। বিলু, বাচ্চু আর বিচ্ছু বসেছিল পিছনের সিটে। পঞ্চু ছিল ওদের কোলে। মাঝেমধ্যে দৃষ্টি উদাস করে প্রকৃতির দৃশ্য দেখছিল সে।

গাড়িটা এত স্পিডে চলছিল যে বাচ্চু-বিচ্ছুর ভয় করছিল খুব। তাই ভয়ে ভয়ে বলল, "একটু আস্তে চালান পায়েলদি। বড্ড ভয় করছে।"

পায়েলদি বলল, "ভয় কী? এখন তো রাস্তাঘাট একদম ফাঁকা। এই সময়ই তো জোরে চালাতে হয়।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আরও জোরে—দ্বিগুণ জোরে চালিয়ে যান পায়েলদি। আমি ভয় পাচ্ছি না।"

বিলু আর ভোম্বল বলল, "বাচ্চু-বিচ্ছু ছেলেমানুষ। না হলে আমরা হচ্ছি পাণ্ডব গোয়েন্দা। আমরা কোনও ব্যাপারেই ভয় পাই না।"

ভোম্বল বলল, "আসলে কী ব্যাপার জানেন তো পায়েলদি, ভগবান আমাদের সহায়। না হলে আমাদের যা মনের জোর তা আমাদের অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের নেই।"

পায়েলদি বলল, "মনোবলটাই তো আসল। তা তোমরা যে এইভাবে ঘুরে বেড়াও এত চোর-ডাকাতের পাল্লায় পড় তোমাদের ভয় করে না?"

বাবলু বলল, "না।"

"তোমরা তো শুনি যেখানেই যাও সেখানেই ঝামেলায় পড়।"

"হ্যাঁ, যত ঝামেলা সব যেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই যায়। তবে পায়েলদি, যত বিপদেই পড়ি না কেন আমরা, কেটে বেরিয়ে আসার উপায় মাথা থেকে ঠিক একটা না একটা বার করে ফেলি। আজ পর্যন্ত কোনও ব্যাপারেই আমরা হার মানিনি।"

পায়েলদি বলল, "তোমাদের বুদ্ধির দৌড়টা একবার দেখতে হচ্ছে তো। ভগবান করুক মোসাবনীতে গিয়ে তোমরা একটা বিশেষ কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়। আমি দেখব কী করে তোমরা কেটে বেরোও।"

বাবলু বলল, "দেখবেন।"

পায়েলদি বলল, "তোমাদের ব্যাপার-স্যাপার জানি বলেই আমি বন্দুকটা সঙ্গে নিয়েছি। যদিও পাখি মারা বন্দুক এটা তবুও বিপদে কাজ দেবে।"

বাবলু বলল, "ওটা সঙ্গে নিয়ে ভালই করেছেন। আমরা সত্যিই একটা বিপজ্জনক কাজে যাচ্ছি। বিপদকালে ওটা আমাদের প্রয়োজনও হতে পারে।"

পায়েলদি বলল, "হুঁ। এবারে দেখব সত্যিকারের বিপদ সামনে এসে দাঁড়ালে তোমরা কীভাবে কী করো।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা এখন চলুন তো। আগে মোসাবনী পৌঁছুই তারপর পরের কথা পরে।"

প্রিমিয়ার তখন পূর্ণ গতিতে বম্বে রোডের ওপর দিয়ে যেন হাওয়ায় উড়ে চলেছে। পায়েলদির ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হল এটা যেন মোটর নয়। একটা ছেঁড়া কাগজ। দমকা হাওয়ায় শুধু উড়েই চলেছে—উড়েই চলেছে।

কোলাঘাট, মেচেদা, খড়্গপুর পেরিয়ে কলাইকুণ্ডার ওপর দিয়ে রকেটের মতো ছুটে চলেছে এই ক্ষুদ্র মোটরযান।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে শঙ্কিত হয়ে পায়েলদি প্রায় চিৎকার করে উঠল, "এই রে! সর্বনাশ হয়েছে।"

সবাই ভয় পেয়ে বলল, "কী হল পায়েলদি?"

"ব্রেকটাকে আমি কিছুতেই কনট্রোলে আনতে পারছি না। মনে হচ্ছে ব্রেক ফেল হয়ে গেছে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু চেঁচিয়ে উঠল, "সে কী!"

"হ্যাঁ। কিছুতেই বাগে আনতে পারছি না এটাকে।"

বাবলু বলল, "তা হলে উপায়?"

"কোনও উপায় নেই। যতক্ষণ তেল আছে এর ভেতরে ততক্ষণ নন স্টপ এগিয়ে যেতে হবে। তার ভেতরে যদি কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হয় তা হলে সব শেষ।"

ভোম্বল বলল, "তেল কতটা আছে?"

"অনেক। এখন ফুরাবে না।"

তখন রীতিমতো সকাল হয়ে গিয়েছিল। বাবলুরা তাই গাড়িতে বসেই হাত পা নেড়ে 'ব্রেক ফেল—ব্রেক ফেল' বলে চিৎকার করতে লাগল।

কিন্তু এখানে কে শুনছে ওই চিৎকার?

পায়েলদি কিন্তু শক্ত হাতেই স্টিয়ারিং ধরে আছে। শুধু তাই নয় ওই প্রচণ্ড গতিতেই দু'-একটা মোটর ও লরিকে অদ্ভুত কায়দায় ওভারটেক করল পায়েলদি।

এমন সময় দেখা গেল একটা হেলিকপ্টার রানওয়ে থেকে উড়ে ওদের মাথার ওপর দিয়ে চক্কর খেয়ে চলতে লাগল।

বাবলুদের চিৎকারে যে দু'-একজন পথচারী পথে ছিল তারাও ওই মরণদূতকে সামনে দেখে দৌড়ে।

ভোম্বল বলল, "আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে পায়েলদি।"

"কীরকম!"

"ভাবছি সামনের কাচটাকে ভেঙে ইঞ্জিনের ডালাটাকে তুলে মোটরটাকে বিকল করে দেব?"

পায়েলদি যেন শিউরে উঠল, "ওরে বাবা! না না। আমার শখের গাড়ি, নতুন কিনেছি। কাচ ভাঙবে কী? তা ছাড়া এত স্পিডের মাথায় তুমি সামনে যাবে কী করে? ছিটকে পড়ে যাবে যে।"

বাবলু বলল, "ও পাগলার কথা ছেড়ে দিন। আপনি বরং গাড়িটাকে মাঠে নামিয়ে ভিড়িয়ে দিন কোনও গাছের গায়ে।"

পায়েলদি বলল, "দিতাম। কিন্তু যে রকম স্পিডে গাড়িটা চলছে তাতে ও কীর্তি করলে একেবারে গুঁড়িয়ে যাবে গাড়িটা। সকলকেই মরতে হবে।"

বাবলু বলল, "মরতে আমরা ভয় পাই না পায়েলদি। ভেবে দেখুন, এতে শুধু আমরাই মরব। কিন্তু এইভাবে গাড়ি চললে কত নিরীহ পথচারীর প্রাণ নষ্ট হবে বলুন তো? তা ছাড়া এতে যে সবাই মরব তার কোনও মানে নেই। কিন্তু যদি একটা বেপরোয়া লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়, তখন কী হবে?"

হেলিকপ্টারটা তখনও মাথার ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে। ঘুরপাক খেতে খেতে হঠাৎ একসময় সামনের দিকে এগিয়ে বহু দূরে মিলিয়ে গেল।

পথচারীরাও যারা আপন মনে পথ চলছিল তারাও একটানা মোটরের হর্ন, বাবলুদের চিৎকার ও গাড়ির গতি দেখে পালাতে লাগল।

বাবলু বলল, "পায়েলদি, প্লিজ। এখনও সময় আছে। আবার বলছি আমার কথা শুনুন। গাড়িটা আপনি মাঠে নামিয়ে দিন। তারপর যা হয় করুন। হয় কোনও গাছে, না হয় ঝোপে ঝাড়ে ঢুকিয়ে দিন। এমন চান্স আর পাবেন না কিন্তু। রাস্তা আর মাঠ এক লেভেলে আছে এখানে।"

বাবলু বলল।

পায়েলদি শুনল।

কিন্তু কী যে মনে আছে পায়েলদির তা কে জানে? গাড়িটাকে থামাবার কোনও চেষ্টাই তো করছেন না। শুধু একটার পর একটা গাড়িকে পাশ কাটিয়ে হুস হাস শব্দে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

পায়েলদির অনাগ্রহ দেখে বাবলুই এবার সক্রিয় হয়ে উঠল। পায়েলদি ধরে থাকা সত্ত্বেও বাবলু হঠাৎ স্টিয়ারিংটা ধরে নিজেই ঘুরিয়ে দিল গায়ের জোরে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সভয়ে চিৎকার করে উঠল।

মৃত্যু! অবধারিত মৃত্যু দুয়ারে উপস্থিত। আর তাকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না।

পায়েলদি 'এ কী! এ কী! এ কী করছ?' বলে চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু ততক্ষণে মোটরটা প্রায় লাফিয়েই পাশের মাঠে নেমে পড়েছে।

এখানে আশেপাশে দু'-একটি পরিত্যক্ত দরমার ঘর ছিল। এবং মাঠে কিছু ক্ষেতমজুর; কাঠুরে ও নানান শ্রেণীর লোক ছিল। তারা হইহই করে উঠল। গেল গেল রব উঠল চারদিকে। লোকেরা এটিকে একটি দুর্ঘটনা ঘটতে চলছে বলে মনে করল।

প্রচণ্ড গতিতে গাড়িটা তখন একটি খড়ের ছাউনি দেওয়া দরমার ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। বহু দিনের অব্যবহৃত পচা বাঁশের দরমা। সেটা মড়মড়িয়ে ভেঙে মোটরের সঙ্গে আটকে গেল। সে কী দারুণ কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার। মোটর পূর্ণ গতিতে যত ছুটছে চালাঘরটাও গাড়ির সঙ্গে আটকানো অবস্থায় ততই ছুটছে। দূর থেকে সে দৃশ্য যারা দেখল তারা সেটাকে একটা ভুতুড়ে ব্যাপার বলে মনে করল। তারা ভাবল কোনও গুণিনের ক্রিয়াকলাপের প্রভাবেই বোধ হয় এই ঘরখানি রাস্তা দিয়ে ছুটছে। ঘরের ভেতরে যে মোটর ভূত আটকে আছে তা কেউ বুঝতেও পারল না।

সে এক যেমনই হাস্যকর ব্যাপার, তেমনই ভয়ংকর দৃশ্য। বোকা লোকেরা ভয়ে চেঁচামেচি করে পালাতে লাগল। আর গোরু মোষ কুকুর ছাগল দৌড়তে লাগল লেজ তুলে।

বাবলু বলল, "আচ্ছা কেলেংকারি হল তো। এটা আটকে গিয়ে তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।"

পায়েলদি তখন মাঠময় দু'-একবার মোটরটাকে চক্কর খাইয়ে আবার রাস্তায় তুলেছে।

বাবলু বলল, "এ কী করছেন? বেশ তো ছিল। এটাকে তো মাঠময় চক্কর খাওয়াতে পারতেন সারাদিন।"

পায়েলদি বলল, "আমি তুলিনি। গাড়িটা আপনিই রাস্তায় উঠে গেছে।"

"কী করে? ওকে কি ভূতে ধরেছে?"

ততক্ষণে হেলিকপ্টারকে আবার মাথার ওপর ঘুরপাক খেতে দেখা গেল।

একটু পরেই দেখা গেল পিছন থেকে একটি দমকল ও পুলিশের গাড়িকে ছুটে আসতে।

চালাঘরটা আটকে গিয়ে বাইরের দৃশ্য ভালভাবে দেখা যাচ্ছে না। তবুও যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে বোঝা যায় রাস্তার দু'পাশে বহু লোক দাঁড়িয়ে। এমনকী মোটর ও লরিও আপ ডাউন দু'পাশে দাঁড় করানো।

বিলু বলল, "নিশ্চয়ই কোনও না কোনও ভাবে আগে ভাগে ওরা খবর পেয়ে গেছে।"

বাবলু বলল, "আমার মনে হয় এই হেলিকপ্টারের যিনি পাইলট তিনিই সব কিছু দেখে শুনে খবরটা দিয়ে দিয়েছেন।"

এমন সময় হঠাৎ পথের ধারে একটি ঝোপ-ঝাড় বিশিষ্ট ভাঙা মাটির বাড়ির ধ্বংসস্তূপ ওরা দেখতে পেল।

বাবলু বলল, "পায়েলদি, এই একটা বেটার চান্স। তুমি এইখানেই ভিড়িয়ে দাও গাড়িটাকে।"

পায়েলদি বলল, "কী করে ভেড়াব? আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে বাবলু নিজেই স্টিয়ারিংটাকে ঘুরিয়ে দিল। যেই না দেওয়া, গাড়ি অমনি ঢুকে পড়ল সেই ধ্বংসস্তূপের ভেতরে। তবে সবটা নয়। সামান্য অংশ। ক্যাঁক ক্যাঁক শব্দে এতক্ষণে থেমে গেল গাড়িটা।

বাবলু বলল, "এ কী! এ তো ব্রেক কষার শব্দ।"

পায়েলদি বলল, "নাঃ, তোমরা সত্যিই সাহসী ছেলে।"

বিলু বলল, "তার মানে?"

"তার মানে গাড়ির ব্রেক ঠিকই আছে। কিছু হয়নি গাড়ির। এতক্ষণ আমি তোমাদের সঙ্গে খেলা করছিলাম।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "এ তো সর্বনাশা খেলা পায়েলদি।"

"তা বলতে পারো। তবে একে ফাঁকা জায়গা, তায় স্টিয়ারিং আমার হাতে। দুর্ঘটনা ঘটতে দিতাম না। আমি শুধু তোমাদের পরীক্ষা করে দেখছিলাম সত্যিকারের বিপদের মুখোমুখি হলে তোমরা কতখানি নিজেদের ঠিক রাখতে পার। সে পরীক্ষায় তোমরা উত্তীর্ণ হয়েছ। তোমরা প্রমাণ করেছ মরতেও তোমরা ভয় পাও না। আসলে এই দৃঢ় মানসিকতার জন্যই তোমরা জিতে যাও সর্বত্র।"

এদিকে চারদিক থেকে হইহই করে লোকজনের ছুটে আসার শব্দ শোনা গেল তখন।

পুলিশ এবং দমকল বাহিনীর লোকেরাও এল।

সবাই এসে মোটরটাকে চালাঘর হতে মুক্ত করে উদ্ধার করল এদের সকলকে।

পায়েলদির ইঙ্গিতে এবার বাবলুদের একটু অভিনয় করে দেখাতে হল। না হলে মান থাকে না। এবং পায়েলদিকেও বকুনি শুনতে হয়। কাজেই ওরা এমন ভান দেখাল যেন এই আকস্মিক বিপদে খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েছে ওরা।

সবাই ওদের ধরাধরি করে কাছেই একটি দোকানের বেঞ্চিতে বসাল।

পায়েলদির হাতে সামান্য একটু চোট লেগেছিল এই ঝাঁকানিতে। সেখানে একটু ফার্স্ট এড দেওয়া হল।

পঞ্চু এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। এবার একটু গা ঝাড়া দিয়ে ডেকে উঠল, "ভো—উ—উ—উ।"

যে হেলিকপ্টারটা মাথার ওপর ঘুরপাক খাচ্ছিল সেটিও তখন মাঠে নেমে পড়েছে। একজন চাপদাড়ি সুদর্শন পাইলট এগিয়ে এসে বললেন, "আমিই প্রথম কলাইকুণ্ডার রানওয়ে থেকে তোমাদের দেখতে পাই। গাড়ির গতি দেখেই সন্দেহ হয়েছিল আমার। নিশ্চয়ই কিছু না কিছু একটা অসুবিধে হয়েছে। যে কারণে গাড়িটাকে কনট্রোলে আনা যাচ্ছে না। তাই ওপর থেকে একটু ফলো করেই বেগতিক দেখে ধলভূমগড়ে খবর দিই। পরবর্তী কাজগুলো ওরাই করেছেন সব। যাক ভাগ্য ভাল যে বড় ধরনের কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি।"

বাবলুরা ধন্যবাদ জানাল পাইলটকে।

পুলিশ অফিসার বললেন, "কোথায় যাচ্ছিলেন আপনারা?"

পায়েলদি বলল, "ঘাটশিলা।"

"তা কী অসুবিধে হয়েছিল আপনার?"

"আসলে ব্রেকটা কাজ করছিল না।"

"হুঁ। যদি কিছু মনে না করেন তো আপনার গাড়ি চালানোর লাইসেন্সটা একবার দেখব।"

এইবার একটু বেকায়দায় পড়ে গেল পায়েলদি। আসলে লাইসেন্স ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা গাড়িতে ছিল না। ছিল বাড়িতে। পায়েলদি বিনীতভাবে বলল, "আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি স্যার—।"

"লাইসেন্সটা বাড়িতে ফেলে এসেছেন? এই তো! এসব ক্ষেত্রে সবাই তাই বলে।"

"না মানে আমার ড্রাইভার খড়্গপুরের কাছে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিই এবং নিজে স্টিয়ারিং ধরি। কাজেই—।"

"ঠিক আছে। যদিও ছাড়া উচিত নয় তবুও আপনার গাড়ির নম্বরটা আমরা নিয়ে রাখছি। আপনি যাবার সময় বাড়ি থেকে লাইসেন্স আনিয়ে দেখিয়ে যাবেন। অথবা আপনার ড্রাইভারকে বলবেন গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে। আপনি স্টিয়ারিং ধরবেন না। যান। সাবধানে যাবেন।"

এমন সময় একজন দমকল কর্মী এসে বললেন, "আপনার গাড়িটা চেক করে দেখলাম। গাড়ির কোনও ক্ষতি হয়নি। খুব ভাল কন্ডিসন গাড়িটার। আসলে দরমার ঘরটাই বাইরের আঘাত থেকে বাঁচিয়েছে গাড়িটাকে। আমরা খবর দিয়েছি আমাদের মেকানিককে। তারা এসে একবার চেক করে দিলেই যেতে পারবেন আপনারা।"

পায়েলদি বলল, "কোনও দরকার নেই। ব্রেকটা প্রথমে কীসে যেন আটকাচ্ছিল। এখন ঠিক হয়ে গেছে।"

দমকলের ড্রাইভার ভদ্রলোক নিজেও একজন মেকানিক। গাড়িটাকে একটু নাড়া-চাড়া করে বললেন, "কই, কী হয়েছে ব্রেকের? ব্রেক তো ভালই কাজ করছে দেখছি।"

পায়েলদি বলল, "ধন্যবাদ। শুধু শুধু আপনাদের কষ্ট দিলাম।"

ওরা সবাই এখানে বসে একটু চা জলযোগ সেরে নিল। তারপর নাটকের শেষ। বিদায়।

পায়েলদি এসে স্টিয়ারিং ধরল।

বাবলুরাও চুপচাপ এসে বসে পড়ল গাড়িতে।

পুলিশ অফিসার, দমকলের লোকেরা এবং সেই পাঞ্জাবি পাইলট ভদ্রলোক অভিবাদন জানালেন ওদের।

ওরা সকলে হাত নেড়ে টা-টা করল। পঞ্চু ভৌ—ভৌ করল।

হর্ন বাজিয়ে প্রিমিয়ার ছুটে চলল ঘাটশিলার দিকে।

॥ ৩ ॥

ঘাটশিলা।

এখানে এসে প্রথমেই ওরা একটা দোকানে ঢুকে বেশটি করে রসমালাই খেয়ে নিল পেট পুরে। ঘাটশিলার রসমালাই বিখ্যাত কিনা, তাই, তবে রসমালাই এখন সর্বত্র হচ্ছে। এবং ঘাটশিলার থেকেও অনেক ভাল হচ্ছে। কিন্তু ওই যে নাম হয়ে গেছে একবার।

যাই হোক, রসমালাই খেয়ে আবার সবাই মোটরে চেপে এগিয়ে চলল মোসাবনির দিকে। মউ ভাণ্ডার পেরিয়ে সুবর্ণরেখার সেতু পার হয়ে সোজা এগিয়ে চলল। ডানদিকের পথটা বেঁকে গেল রাকা মাইনস হয়ে

যদুগোড়া ও টাটানগরের দিকে। ওরা বাঁদিকের পথ ধরল।

মোসাবনীর বাজারে পৌঁছে ওরা একটি মনের মতো আশ্রয়ের সন্ধান করতে লাগল। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং নিরাপদ আস্তানা। কিন্তু এই ছোট্ট জায়গায় সবচেয়ে মুশকিল যেটা, সেটা হল ঘর পাওয়া। কেন না মোসাবনী স্বাস্থ্যকর স্থান হলেও মাইনস এলাকা। এখানে প্রচুর শ্রমজীবী মানুষ কর্ম উপলক্ষে বসবাস করেন। কাজেই থাকার জন্য তাদেরই স্থান সংকুলান হয় না। এই যেখানে অবস্থা সেখানে বহিরাগতদের স্থান কোথায়? অতএব বাইরে থেকে যারা মোসাবনী বেড়াতে যায়, তারা সবাই ঘাটশিলাতেই থাকে এবং দু'চার ঘণ্টা ঘোরাফেরা করে আবার ঘাটশিলাতেই ফিরে আসে।

যাই হোক, ওরা যখন খুব চেষ্টা করছে ঘর পাবার জন্য তেমন সময় জিপসিদের মতো দেখতে একজন স্ত্রীলোক, ফরসা রং, চোখে সুরমা, পরনে ঘাগরা, এসে বলল, "তোমরা কি ঘর মাঙছো?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ।"

"মিল যায়েগি। লেকিন হামকো দশ রুপিয়া দেনে পড়েগা।"

"বেশ তাই দেব।"

"তো আ যাও মেরা সাথ।"

পায়েলদি বলল, "কত দূরে?"

"কাছেই আছে। আইয়ে না?"

ওরা তার সঙ্গে একটু যেতেই এক জায়গায় একটি দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়িটা খুব ছোট। তবে নতুন। নীচে দু'খানি ঘর। ওপরে একখানি। তার পাশে এক ফালি ছাদ। বাইরে দিয়ে টানা সিঁড়ি। ইচ্ছেমতো সব কিছু করা যাবে।

নীচের দু'খানি ঘরের মধ্যে একটি ধোবিখানা। অপরটিতে বাড়ির মালিক থাকে।

এক বিশাল বপু মিশকালো লোক নীচের ধোবিখানায় কাপড় ইস্ত্রি করছিল। কী বিচ্ছিরি চেহারা লোকটার। সারা দেহে কাটা ক্ষতের চিহ্ন। গালের একপাশ কাটা। মাথায় ঝাঁকড়া বাবড়ি চুল। ডাকাতের মতো। দেখলেই মনে হয় ক্রিমিন্যাল একটা।

ওরা যেতেই ওদের দিকে রক্তচক্ষুতে একবার তাকিয়ে দেখল লোকটা। তারপর স্ত্রীলোকটি তার কাছে গিয়ে ফিসফিস করে কী সব বলতেই লোকটি একটি চাবি এগিয়ে দিল।

স্ত্রীলোকটি চাবি নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল। বাবলুরাও উঠল সাথে সাথে।

ওপরে উঠে ঘর খুলে স্ত্রীলোকটি বলল, "ইয়ে মকান দেখো। একদম নয়া। এক মাহিনা কা কিরায়া ষাট রুপিয়া লাগেগা। পসন্দ হো তো লে লো।"

পায়েলদি বলল, "এই ঘরের ভাড়া ষাট টাকা?"

"জায়দা নেহি দিদি। ঘর তো এখানে পাওয়াই যায় না।"

পায়েলদি বলল, "তা ছাড়া আমরা তো এক মাস থাকছি না। খুব জোর দু'চার দিন থাকব।"

"তব ভি ষাট রুপিয়া লাগে গা। ঔর হামারা বকশিশ দশ রুপাইয়া।"

পায়েলদি বলল, "এ বাড়ি কার?"

"আমার আছে। ঔর উয়ো আদমি মেরা পতি।"

"তবে? বাড়ি যখন তোমার, আর আমরা যখন তোমার সঙ্গেই এসেছি তখন বকশিশ কেন দেব?"

"বকশিশ হামকো দেনেই পড়েগা দিদিমণি। মকানকা কিরায়া তো মেরা পতি লে লেঙ্গে। লেকিন বকশিশ কা রুপিয়া হমে মিলনা চাইয়ে।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা আচ্ছা, হবে।" বলে দশটা টাকা বার করে তার হাতে দিল।

পায়েলদি বলল, "এই ঘরই নেবে তা হলে?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। এ ছাড়া উপায় নেই পায়েলদি। দেখলেন তো এখানে ঘরের অবস্থা? তা ছাড়া একেবারে পাহাড়ের কোলে বাড়িটা। এমন পরিবেশ পাব কোথায়?"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু ততক্ষণে মালপত্তর ওঠাতে শুরু করেছে।

আর পঞ্চু? সে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে দূরের প্রকৃতির দিকে।

ঘরে মালপত্তর রেখে বাড়ির পিছন দিকের কুয়োয় স্নান সেরে বাবলুরা হোটেলে খেয়ে এল। তারপর দুপুরবেলা দরজা বন্ধ করে ঘুম দিল সকলে।

ঘুম যখন ভাঙল তখন বেলা গড়িয়ে গেছে।

ওরা বেড়াতে যাবার জন্য তৈরি হয়ে ঘরে চাবি দিয়ে নীচে এল।

খুব ছোট্ট জায়গা মোসাবনী। পাহাড়ের ওপর সাজানো শহর। একদিকে কপার মাইনস, দোকান পসার, মানুষের বসতি এবং অপরদিকে দূর বিস্তৃত পাহাড়ের পাঁচিল।

ওরা বাজারে ঘুরতে ঘুরতেই সন্ধে হয়ে এল।

এমন সময় হঠাৎ বাবলুর নজর পড়ল একজনের ওপর। শান্ত সৌম্য এক প্রবীণ ভদ্রলোক একদৃষ্টে চেয়ে আছেন ওদের দিকে। বাবলু ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "আপনি কি বাঙালি?"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "হ্যাঁ।"

"আমরা এই নতুন জায়গায় বেড়াতে এসেছি। এখানে কোথায় কী দেখার আছে বলুন তো?"

ভদ্রলোক বললেন, "এখানে দেখার মতো কিছুই তো নেই বাবা। যা আছে তা হল ওই কপার মাইনস। তাও ভেতরে ঢুকতে গেলে আগে থেকে অনুমতি নিতে হয়। এ ছাড়া দেখার মতো যা আছে তা হল এখানকার অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ। কিন্তু তোমরা উঠেছ কোথায়?"

"কাছেই। ওই পাহাড়ের গায়ে যে ধোবিখানাটা আছে, তার ওপরে।"

"বাঃ বাঃ, বেশ। ক'দিন থাকবে?"

"এই ধরুন হপ্তাখানেক।"

"খুব ভাল কথা। ক'জন আছ তোমরা?"

"আমরা পাঁচজন, এই কুকুর এবং আমাদের ওই দিদি।"

ভদ্রলোক পায়েলদির কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "তা মা-মণি তোমরা যখন মোসাবনীতে বেড়াতেই এসেছ তখন এই বুড়ো ছেলের বাড়িতে গিয়ে একটু চা-টা খেয়ে এলেই তো পার। অবশ্য যদি তোমাদের কোনও আপত্তি না থাকে।"

পায়েলদি বলল, "না না আপত্তির কী আছে? আজ আমরা বড্ড টায়ার্ড। কাল সকালে বরং যাব।"

"আবার সকালে কেন? এখনই এসো না। তা ছাড়া শীতটাও বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় বাইরে ঘুরলে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে।"

বাবলু বলল, "তবে চলো পায়েলদি, উনি যখন বলছেন এত করে তখন ওনার বাড়িতেই যাওয়া যাক।"

পায়েলদি বলল, "তুমি যেতে চাইলে আমার কোনও আপত্তি নেই।"

ভদ্রলোক বললেন, "এসো তবে।"

ওরা ভদ্রলোকের সঙ্গে বাজারের পিছন দিকে একটি সুসজ্জিত বাংলোর মধ্যে ঢুকল। কী চমৎকার বাড়িটা! দেখলে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়।

ভদ্রলোক ওদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বড় একটা ঘরের মধ্যে বসালেন। তারপর ডাকলেন, "বেচারাম! এই বেচারাম!"

একটি অল্পবয়সি চাকর ঘরে ঢুকল।

ভদ্রলোক বললেন, "তুই এক কাজ কর বেচা। এখনই কিছু কেক আর কফির ব্যবস্থা কর। তারপর বড় মুরগি দুটো কাট। গরম ভাত আর মুরগির মাংস বানা। এরা আজ আমাদের অতিথি। এখানে খাবে। যা তাড়াতাড়ি কর।"

পায়েলদি বলল, "না না। ও কী করছেন? শুধু একটু কফি খাওয়ান। আবার মাংস-ভাত কেন?"

ভদ্রলোক বললেন, "আমার মেয়ে নেই মা। একা থাকি। শুধু মেয়ে কেন, কেউ নেই আমার। আছে শুধু বেচারাম। কাজেই আজ আমার বাড়িতে তোমাদের দুটি মাংস-ভাত খাইয়ে আমি যদি সুখী হই তাতে তুমি কেন আপত্তি করছ?"

"বেশ। আজ রাতের খাওয়াটা এখানেই হোক আমাদের। তবে শুধু বেচারাম নয়, আমরাও হাত লাগাব।"

ভদ্রলোক বললেন, "সে তো খুব ভাল কথা।"

বাবলু বলল, "খাটাখাটনির ব্যাপারে আমি কিন্তু বাদ। অত্যন্ত টায়ার্ড আমি। আমি বরং বসে বসে গল্প করি।"

ভদ্রলোক বললেন, "তবে চলো, আমরা দু'জনে ওপরে যাই। বেচারাম, তুই ওপরের ঘরে গিয়ে আমাদের কফি আর কেক দিয়ে আসবি।"

পায়েলদি বলল, "সেই ভাল। আপনারা ওপরে যান।"

ভদ্রলোক বাবলুকে নিয়ে ওপরে গেলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভদ্রলোক বললেন, "তোমার অভিনয়

অপূর্ব হয়েছে বাবলু। তুমি যে এত সাবধানী তা আমি ভাবতেও পারিনি। আমার মন বলছে তোমার দ্বারাই কাজ হবে।”

বাবলু বলল, “আমার দলের ছেলেমেয়েরাও ব্যাপারটা এখনও বুঝতে পারেনি। আমরা কী জন্যে এখানে এসেছি তা ওরা জানে। শুধু পায়েলদি ছাড়া। তবে আপনিই যে রুদ্রনারায়ণবাবু তা ওরা বুঝতে পারেনি। অবশ্য আজ রাতেই সবাইকে আমি জানিয়ে দেব। এবং কাল সকাল থেকেই আমাদের এক্সপিডিশন শুরু হবে।”

ওপরে উঠে ঘরে ঢুকে মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসল দু'জনে।

রুদ্রনারায়ণবাবু বললেন, “একটু পরেই কফি এলে খেতে খেতে কথা হবে, কেমন?”

বাবলু বলল, “আচ্ছা। বলে ঘরের ভেতর ঘুরে-ফিরে এটা-সেটা দেখতে লাগল। দেওয়ালের ছবি দেখল। সব দেখে মনে হল যেন কোনও শিল্পীর ঘর এটা।”

এমন সময় কফি এল। কেক এল। বেচারাম এসে দিয়ে গেল সেগুলো।

কফি খেতে খেতে রুদ্রনারায়ণবাবু বললেন, “তোমরা যেখানে উঠেছ তার পাশেই একটা পাহাড় আছে দেখেছ?”

“হ্যাঁ।”

“ওই পাহাড়টার নাম জিলিং ডুংরি। কেউ কেউ বলে ধাবনি। পাহাড়টি একদিকে যেমন এখানকার পাঁচিলের কাজ করছে, অপরদিকে ওপারের জগতের সঙ্গে এটিকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। ওই পাহাড়টা ডিঙোলেই দেখবে চারদিকে শুধু বন-জঙ্গল আর পাহাড়ের পর পাহাড়। ওই জঙ্গলেই কোনও এক গুপ্তস্থানে মঙ্গল সিং-এর ঘাঁটি। যেখানে আমার একমাত্র নাতিকে ওরা বন্দি করে রেখেছে। এবং যেখানে পদব্রজে ছাড়া কোনও যানবাহন নিয়ে কেউ যেতে পারে না।”

“কারণ?”

“রাস্তা নেই। তা ছাড়া ডাকাতের ভয়ে এমনিও কেউ যায় না। কাজেই বুঝতে পারছ তো? তবে তোমরা ছেলেমানুষ। তোমরা গেলে কেউ সন্দেহ করবে না। কিন্তু খুব সাবধান। তোমাদের ওই দিদিটিকে নিয়ে যেন ভুলেও ওখানে যেয়ো না। মেয়েদের পক্ষে ও জায়গা নিরাপদ নয়।”

বাবলু বলল, “কাল সকালেই আমি দলবল নিয়ে ঢুকে পড়ছি ওর ভেতর। ইতিমধ্যে মঙ্গল সিং-এর আর কোনও নির্দেশ পেয়েছেন। আপনি?”

“না।”

রুদ্রনারায়ণবাবুর বড় দেওয়াল ঘড়িতে তখন ঢং-ঢং করে আটটা বাজল।

সে রাতে দমভর খাওয়া-দাওয়া হল রুদ্রনারায়ণবাবুর বাড়িতে। তারপর রাত বারোটার সময় সেই কনকনে শীতে বাবলুরা ফিরে এল নিজেদের ডেরায়।

ভোরবেলা ঘুম যখন ভাঙল, চারদিক তখন ঘন কুয়াশায় ঢাকা। বাবলুরা ঘুম থেকে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে গরম জামা-প্যান্ট পরে বেরোবার জন্যে তৈরি হল।

শীতটা আজও বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে।

পায়েলদি বলল, “এত সকালে কোথায় যাবে?”

বাবলু বলল, “এই একটু মর্নিং ওয়াক করতে।”

“এই ঠান্ডায়?”

“মর্নিং ওয়াক তো ঠান্ডাতেই করতে হয়।”

“তোমরা যাও। আমি বেরোচ্ছি না।”

বিলু বলল, “না না। আপনি বরং আর একটু গড়িয়ে নিন। রোদ উঠলেই আমরা ফিরে আসব। তারপর চা-টা খেয়ে একসঙ্গে ঘুরব সবাই।”

এবারের অভিযানে এখনও পর্যন্ত পঞ্চুর কোনও বিশেষ ভূমিকা ছিল না। ও বেচারা একেবারে চুপচাপ আছে তাই। এবারে ও যেন একটু অন্য খেয়ালেই আছে। কেন না, বাবলুদের তৈরি হতে দেখেও ও যাবার জন্যে ব্যস্ততা দেখাল না। শুধু লেজ গুটিয়ে শুয়ে শুয়ে পিটপিট করে তাকাতে লাগল।

বাবলু বলল, “কী রে পঞ্চু যাবি নাকি আমাদের সঙ্গে?”

বাবলুর কথায় পঞ্চু উঠে দাঁড়িয়ে একবার গা ঝাড়া দিয়ে পায়েলদির কোলের কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর একটু একটু করে কম্বলের ভেতর ঢুকিয়ে নিল নিজেকে।

বাবলু বলল, "আসলে পায়েলদিকে ওর খুব ভাল লেগে গেছে। তাই ছেড়ে যেতে চাইছে না।"

বিলু বলল, "অথবা এমনও হতে পারে, আমরা সবাই চলে যাচ্ছি দেখে পায়েলদিকে পাহারা দেবার জন্য রয়ে গেল ও?"

বাবলু বলল, "ঠিক। ঠিক বলেছিস তুই।"

যাই হোক, বাবলুরা প্রত্যেকে বুট জুতো ফুল প্যান্ট আর কালো ওভারকোট পরে বেরোল। তার ওপর মাথায় পরল কম্যান্ডারের মতন হ্যাট। এই পোশাকে বাচ্চু-বিচ্ছুকেও আর মেয়ে বলে মনে হল না।

ওরা বাইরে বেরিয়ে সোজা চলল জিলিং ডুংরির দিকে। চারদিকের কুয়াশা ভেদ করে ওরা যখন গাছপালার ডাল ধরে খাড়াই পাহাড়ের ওপরে উঠতে লাগল তখন খুবই আনন্দ হল ওদের।

এই মনোরম পরিবেশে এমন একটা অভিযান করতে পেরে ওরা ধন্য মনে করল নিজেদের।

মিনিট দশেকের মধ্যেই পাহাড়ের ওপরে উঠে পড়ল ওরা। কিন্তু এই ভোরে এত কষ্ট করে ওঠাটাই সার হল। ওপারের দৃশ্য যা দেখল, তা ধু ধু কুয়াশার সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাবলু বলল, "চল, ফেরা যাক। এভাবে সময় নষ্ট করে লাভ হবে না। বরং রোদ উঠলে কুয়াশা কাটলে বেলায় এসে দেখা যাবে।"

বিলু বলল, "তা না হয় যাবে। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। কাল যে ভদ্রলোক আমাদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেলেন, অত করে খাওয়ালেন, তিনি কে?"

এমন সময় সেই ঘন কুয়াশার ভেতর থেকে ভরাট গলায় কে যেন বলে উঠল, "উনি রুদ্রনারায়ণ রায়।"

বাবলুরা এই অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল সকলে। বাবলু বলল, "কে আপনি?"

কুয়াশার ভেতর থেকে আবার উত্তর এল, "কে আমি? এই আমি 'কে'র উত্তর আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি বাবা।"

বিলু বলল, "আপনি যেভাবে বাংলায় কথা বলছেন, তাতে মনে হচ্ছে আপনি বাঙালি। কুয়াশার জন্য আমরা আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না। আপনি আমাদের সামনে আসুন।"

"কুয়াশা কেটে গেলেই তোমরা আমাকে দেখতে পাবে। তবে সাবধান। পাহাড় ডিঙিয়ে ওপারে যাবার চেষ্টা কোরো না। ওপারে বিপদ তোমাদের জন্য ওত পেতে আছে।"

বাবলু বলল, "তা হলে জেনে রাখুন, আমরা পাণ্ডব গোয়েন্দা। বিপদ যেখানে ওত পেতে থাকে, আমরাও সেখানে বিপদের মোকাবিলা করবার জন্য ঘাপটি মেরে থাকি। আপনার সাহস থাকে, আপনি আমাদের সামনে আসুন।"

এবার একটু দূর থেকে কণ্ঠস্বরটা শোনা গেল, "তোমরা নিতান্তই দুগ্ধপোষ্য বালক।"

বাবলু বলল, "এর দ্বারা এই প্রমাণ হল যে আপনিই ভয়ে পিছু হটলেন।" বলে পাহাড় থেকে নেমে এল সকলে।

নেমে এসে ওরা দেখল, এক জায়গায় কতকগুলো লোক গোল হয়ে বসে আগুন পোয়াচ্ছে। তারই একপাশে চা তৈরি হচ্ছে এবং অপর পাশে গরম জিলিপি।

যেই না দেখা, ভোম্বলের তো নোলা অমনি ছোঁক-ছোঁকিয়ে উঠল। জিভ দিয়ে একটা শব্দ করে বাবলুর দিকে তাকাতেই বাবলু বলল, "বুঝেছি। লোভ আমাদেরও হচ্ছে। তা রসনার নিবৃত্তির জন্য ওগুলোর সদগতি নিশ্চয়ই করা হবে।"

যে লোকগুলো আগুন পোহাচ্ছিল তারা অবাক চোখে চেয়ে রইল বাবলুদের দিকে।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার, তোমরা অমন করে তাকিয়ে আছ কেন?"

লোকগুলো বিহারি এবং দেহাতি। অন্তত তাদের চেহারা দেখে তাই মনে হল। বাংলা কথা কেউ বুঝল, কেউ বুঝল না।

একজন শুধু বলল, "তুম সব উধার কাঁহা গিয়া থা?"

বাবলু বলল, "আমরা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কিন্তু কুয়াশার জন্য কিছু দেখতে পেলাম না।"

"উধার মাৎ যাও খোকাবাবু।"

"কেন?"

"ও খুব খারাপ জায়গা আছে."

আর একজন বলল, "কাঁহা সে আয়া হ্যায় তুম সব?"

"হাওড়া থেকে এসেছি। ঘাটশিলা হয়ে মোসাবনীতে। কপার মাইনস দেখব বলে।"

"তো ঠিক হ্যায়। যাঁহা মর্জি হুঁয়া যাও। সব কুছ দেখো। লেকিন উধার মাৎ যাও।"

বিলু বলল, "কেন, ওদিকে যাব না কেন?"

"উধার ডাকুকা রাজ হ্যায়।"

"ডাকুকা রাজ?"

"ডাকু মঙ্গল সিং কা।"

ভোম্বল বলল, "ডাকু মঙ্গল সিং-এর রাজত্ব তো কী হয়েছে? আমরা তো ছোট ছেলে। ও ডাকু কি আমাদের সঙ্গে লড়াই করে ওর বীরত্ব দেখাবে?"

"নেহি খোকাবাবু। ও ডাকু যে আছে উয়ো বহুৎ বদমাশ। ওর প্রাণে কোনও মায়া-মমতা নেই।"

বাবলু বলল, "না থাকুক। তাতে আমাদের কী? আমরা ও সবে ভয় করি না।"

এমন সময় ঘন কুয়াশা ভেদ করে পূর্বাকাশে সূর্য উঠতে দেখা গেল।

বাবলুরা চা আর জিলিপি খেয়ে পায়েলদির জন্যও কিছু জিলিপি কিনে ঘরের দিকে চলল। পায়েলদি নিশ্চয়ই খুশি হবেন গরম জিলিপি দেখে। এই কনকনে শীতে এর চেয়ে লোভনীয় আর কী আছে?

ওদের আসার অপেক্ষায় পঞ্চু পথ পানে চেয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসেছিল। এখন ওদের দেখতে পেয়েই ডেকে উঠল ভৌ ভৌ করে।

বাবলুরা ফিরে এসে দেখল পায়েলদি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে পোশাক পালটে বসে আছে। আর দরজার কাছে বসে আছে সেই জিপসিদের মতো দেখতে স্ত্রীলোকটি। অর্থাৎ বাড়িওয়ালি।

ওরা যেতে পায়েলদি বলল, "এই, তোমরা সব কোথায় গিয়েছিলে? হিমি বলছে তোমরা নাকি ওই পাহাড়ে উঠেছিলে?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, উঠেছিলাম। তাতে কী হয়েছে?"

হিমি বলল, "উধার যানা মানা হ্যায় খোকাবাবু। উধার মাৎ যানা।"

বাবলু বলল, "কেন, ওধারে কি বাঘ না ভালুক আছে?"

"উধার ডাকু হ্যায়। একদম মার ডালে গা।"

"কেন তোমাদের এখানে পুলিশ নেই? ধরতে পারে না ওই ডাকাতটাকে।"

"পুলিশ ক্যা করে গা? বহুৎ তালাশ লাগায়া উসকো। লেকিন আভি তক পাকড়নে নেহি সকা।"

"কেন?"

"হুঁয়া পর জিপ-ট্রাক যানে কো কোঈ রাস্তা নেহি হ্যায়। ইসি লিয়ে পয়দাল যায়েগা তো জঙ্গল কা অন্দর সে ডাকু লোক অচানক গোলি চালায় গা। চম্বলকা এক ডাকু হুঁয়া পর আয়া। উস জঙ্গল মে। ডাকু মঙ্গল সিং।"

"ডাকু মঙ্গল সিং-এর সঙ্গে পুলিশের বিবাদ থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে কী? আমরা দু'দিনের জন্যে এসেছি। ঘুরে বেড়িয়ে আনন্দ করে চলে যাব। তুমি যাও। আমরা আবার বেরব।"

হিমি বলল, "নেহি খোকাবাবু। মেরা বাত শুনো। মাৎ যাও উধার। কুছ দিন পহলে হিঁয়াকা এক লেড়কা কো ভাগাকে লে গিয়া ও ডাকু লোক।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার কথা মনে থাকবে আমাদের।"

হিমি চলে গেল।

পায়েলদি বলল, "কী দরকার ভাই ওদিকে যাবার? তার চেয়ে চলো আজ বরং আমার মোটরটা নিয়ে ঘাটশিলা থেকে ঘুরে আসি।"

বাবলু বলল, "না। আমরা এখনই ওই পাহাড় ডিঙিয়ে ডাকু মঙ্গল সিং-এর ঘাঁটির দিকে যাব।"

"সে কী!"

"হ্যাঁ। ওদিকে একটা জঙ্গল আছে। গভীর জঙ্গল। সেই জঙ্গলে আমরা পাখি শিকার করে আজ দুপুরে পিকনিক করব। আমরা যে চার চাকার গাড়িটা এনেছি, তাইতে পিকনিকের সরঞ্জাম চাপিয়ে চলুন এখনই রওনা হয়ে পড়ি।"

পায়েলদি বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল বাবলুর দিকে।

বাবলু চাপা গলায় বলল, "দেখছেন কী? আপনার বন্দুকটাও সঙ্গে নেবেন।"

"অত বিপদ জেনেও যাবে?"

"আপনার কোনও ভয় নেই পায়েলদি। চলুন তো! মরি মরব। আপনার হাতে বন্দুক আছে, আমাদের সঙ্গে পঞ্চু আছে। এর পরেও ভয় কী?"

পায়েলদি একটুক্ষণ কী যেন ভেবে হঠাৎ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "ঠিক বলেছ। ভয় কী? চলো তো দেখি কত বড় ডাকাত সে।"

ওরা সঙ্গে সঙ্গে সেই কাঠের গাড়িতে মাল বোঝাই করে ঘরে চাবি দিয়ে নীচে নেমে এল। তারপর আবার চলতে লাগল পাহাড়ের দিকে।

যাবার সময় কিছু কলা আর পাঁউরুটি কিনে নিল ওরা।

তারপর পাহাড়ের দিকে এগিয়ে প্রথমেই পাহাড়ের ঢালের গায়ে বস্তিগুলো ঘুরে নিল। পরে পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠে প্রশস্ত চাতালের ওপর হাত পা ছড়িয়ে বসল। কাঠের গাড়িটাকে টেনে টেনে পাহাড়ের মাথায় ওঠাতে অবশ্য খুবই কষ্ট হয়েছিল ওদের।

পাহাড়ের মাথায় উঠে বাবলু পঞ্চুর পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, "তা হলে পঞ্চু, তোর ভরসাতেই আমরা কিন্তু যাচ্ছি ওখনে। বিপদ যদি সামনে এসে দাঁড়ায় তুইও তা হলে রুখে দাঁড়াবি তো?"

বাবলুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চু জোরে একটা লাফ দিয়ে ডেকে উঠল, "ভৌ-ভৌ-ভৌ—উ-উ-উ।"

বাবলু বলল, "সাব্বাশ।"

ভোম্বলের আনা টেলিস্কোপটা সঙ্গেই ছিল। পাহাড়ের ওপর থেকে বাবলু সেটায় চোখ লাগিয়ে চারদিক দেখল। না। শুধু জঙ্গল, টিলা ও পাহাড় ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ল না ওর।

ওরা যখন পাহাড়ের ওপর থেকে ওপারের জঙ্গলে নামল তখন দেখল একটি বড় গাছের নীচে ঝোপড়ি বানিয়ে এক সাধুবাবা ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন।

বাবলুরা সাধুর কাছেই গেল প্রথমে।

পায়েলদি সাধুকে প্রণাম করতে যেতেই সাধুবাবা হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "আমি কারও প্রণাম নিই না মা।"

বাবলু বলল, "আপনি কি এখানে একলা থাকেন?"

সাধুবাবা হেসে বললেন, "আমি সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী। আমার একা থাকা ছাড়া উপায় কী?"

বিলু বলল, "আপনি এখানে কতদিন আছেন?"

"দিন দুই হল এসেছি।"

পায়েলদি বলল, "ডাকাত মঙ্গল সিং-কে দেখেছেন আপনি?"

সাধুবাবা হাসলেন। বললেন, "না। তবে শুনেছি সে নাকি খুব খারাপ লোক। কিন্তু তোমরা এদিকে কোথায় যাচ্ছ?"

বাবলু বলল, "আমরা পিকনিকে যাচ্ছি। পাখি শিকার করে পিকনিক করব।"

সাধুবাবা বললেন, "ভোরবেলা কোনও অলৌকিক কণ্ঠস্বর তোমাদের ওখানে যেতে মানা করেনি।"

বাবলু বলল, "করেছিল। তার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আপনার গলার হুবহু মিল আছে। আপনিই কি—?"

"হয়তো আমিই। আমি আবার বারণ করছি ওখানে না যেতে। গেলে বিপদ হবে।" বলে সাধুবাবা তাঁর ঝোপড়ির ভেতর ঢুকে গেলেন।

বাবলুরা এগিয়ে চলল।

পায়েলদি, বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এবং পঞ্চু। সঙ্গে পিকনিকের সরঞ্জাম ভর্তি সেই চার-চাকার গাড়িটা। যেতে যেতে এক সময় ওরা এক গভীর বনের ভেতর প্রবেশ করল।

এখানে চারদিকে শুধু পাহাড় আর জঙ্গল।

এক জায়গায় বনের ভেতর একটু ফাঁকা ও প্রশস্ত স্থান দেখে ওরা পিকনিক স্পট তৈরি করল। একটা শতরঞ্জি বিছিয়ে তাইতে বসে ওরা শুরু করল ওদের ব্রেক ফাস্ট।

খেতে খেতে পায়েলদি বলল, "ভোরবেলা ওই সাধুর সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়েছিল?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। ঘন কুয়াশায় সাধুকে তখন দেখতে পাইনি। তবে কণ্ঠস্বরটা শুনতে পেয়েছিলাম।"

বিলু বলল, "সাধুটা খুব রহস্যময়।"

ভোম্বল বলল, "ওই সাধু মঙ্গল সিং-এর চর নয় তো?"

বাচ্চু বলল, "হতে পারে। আমার দৃঢ় ধারণা তাই।"

বিচ্ছু বলল, "হয়তো ওই সাধু নিজেই মঙ্গল সিং।"

বাবলু বলল, "সে যাই হোক। আমারও মনে হচ্ছে ওই সাধু আসল সাধু নয়। মঙ্গল সিং-এর সঙ্গে নিশ্চয়ই এর কোনও যোগাযোগ আছে।"

বিলু বলল, "তা থাকতে পারে। যদি থাকে তাতেও আমাদের কোনও লোকসান নেই। কেন না আমরা যে কী উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছি, সে কথা তো বলেই দিয়েছি সাধুকে। কাজেই আমরা যে এখানে মঙ্গল সিং-এর খোঁজে আসিনি তা...।"

এমন সময় বাবলু হিসস্ করে চুপ করাল বিলুকে।

সবাই বলল, "কী হল?"

"কিছু না। ওই সব আলোচনা বোকার মতো এখানে করে কেউ? তার চেয়ে আমরা আমাদের কাজে লেগে পড়ি আয়। এখন রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা হোক আগে।"

পায়েলদি বলল, "সেই ভাল। তোমরা সকলে কাঠ-কুটো জোগাড় করো। পাথর জড়ো করে উনুন সাজাও। বাবলু আর আমি ঘুরে দেখি কোনও পাখি-টাখি মারতে পারি কিনা?" এই বলে ওরা দু'জনে পঞ্চুকে নিয়ে পাখি শিকারের জন্য আরও গভীর জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলল।

এক জায়গায় গিয়ে ওরা দেখল, পাহাড়ের গা বেয়ে ছোট্ট একটি ঝরনা নেমে এসেছে সেখানে। পায়েলদি বলল, "এই ঝরনার জলেই আমাদের রান্না-বান্না হয়ে যাবে।"

তারপর ওরা দেখল, সেই ঝরনার জল এক জায়গায় অনেক নীচে পাথরের খাঁজে খাঁজে জমা হচ্ছে। সেখানে কত বক, মাছরাঙা, আর ডাকপাখি, ছোট মাছ ও পোকা-মাকড়ের লোভে ঘুরছে।

পায়েলদি সেই ঝাঁক লক্ষ করে গুলি করতেই একটা সাদা বক মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

যেই না পড়া, পঞ্চু অমনি ছুটে গিয়ে মুখে করে নিয়ে এল সেটাকে।

পক্ষী সমাজেও তখন এক মহা সোরগোল পড়ে গেল। তাদের আর্ত কলরবে ভরে উঠল আকাশ বাতাস। তারা উড়ে পড়ে ওইখানেই ঝাঁকে ঝাঁকে চক্রাকারে ঘুরপাক খেতে লাগল।

ততক্ষণে পায়েলদির বন্দুক আরও তিনবার গর্জে উঠেছে।

ওরা আনন্দে সেই জলার ধারে গিয়ে তিনটি বক ও একটি ডাকপাখিকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পেয়ে গেল।

বাবলু বলল, "এতেই হবে। আর দরকার নেই।"

পায়েলদি বলল, "তা হলে এক কাজ করো, আমি এইখানে ঝরনার ধারে একটু বসি। আর তুমি ওগুলো ওদের কাছে পৌঁছে দিয়ে হাঁড়ি আর ডেকচিটা নিয়ে এসো। একেবারে রান্নার জন্য জল ভরে নিয়ে যাব।"

বাবলু বক তিনটি হাতে নিতেই পঞ্চু ডাকপাখিটা মুখে নিয়ে বাবলুর আগে আগে বিলুদের কাছে ছুটে চলল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছু তো শিকার পেয়ে খুব খুশি।

বাবলু বলল, "ভোম্বল, তুই এগুলো ছাড়াতে লেগে যা। আমি হাঁড়ি আর ডেকচি ভর্তি করে জল আনি।"

বিলু বলল, "সত্যিই তো। রান্না চাপাতে যাচ্ছি অথচ জলের কথা ভাবিনি।"

বাবলু বলল, "জলের ব্যবস্থা হয়ে গেছে! সুন্দর একটা ঝরনা রয়েছে এখানে। খুব সরু। তবে পরিষ্কার জল। সেই জলেই রান্না খাওয়া হবে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "পায়েলদি কোথায়?"

বাবলু বলল, "পায়েলদি ঝরনার ধারে বসে আছে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "আমরা তোমার সঙ্গে যাব বাবলুদা। ঝরনা দেখতে খুব ভাল লাগে আমাদের।"

বাবলু বলল, "বেশ তো, আয়।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বাবলুর সঙ্গে হাঁড়ি ডেকচি হাতে নিয়ে ঝরনার ধারে চলল।

পঞ্চুর আনন্দ দেখে কে। সে লাফিয়ে নেচে ডিগবাজি খেয়ে সবার আগে আগে চলল।

কিন্তু ঝরনার কাছে আসতেই বুকের ভেতরটা ঢিপ করে উঠল ওদের। ওরা সেখানে গিয়ে যা দেখল তা যেমনই অপ্রত্যাশিত তেমনই রোমহর্ষক। পায়েলদির বন্দুকটা ভেঙে দু' টুকরো হয়ে পড়ে আছে সেখানে। কিন্তু পায়েলদির কোনও অস্তিত্বই নেই।

বাবলু বুঝল মারাত্মক অঘটন ঘটে গেছে।

পায়েলদির না থাকাটা ভয়ের ব্যাপার বলে মনে হত না, যদি না বন্দুকটা ভাঙা অবস্থায় পড়ে থাকত। না হলে ভাবা যেত পায়েলদি কাছে-পিঠেই কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ওই ভাঙা বন্দুকটাই জানিয়ে দিচ্ছে সে

ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। নিশ্চয়ই কেউ জোর করে অপহরণ করেছে পায়েলদিকে। এবং সে কাজটা যে আর কেউ নয় ডাকাত মঙ্গল সিংই করেছে তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

বাবলু তবুও চেঁচিয়ে ডাকল, "পা-য়ে-ল-দি...।"

পঞ্চুও ভাঙা বন্দুকটার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "ভৌ-ভৌ-ভৌ—উ-উ-উ।"

কিন্তু কে দেবে সাড়া? কেউ কোথাও নেই।

বাবলুর ডাক, পঞ্চুর ডাক পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরল। পায়েলদির সাড়া শব্দও পাওয়া গেল না।

বাচ্চু-বিচ্ছুও বলল, "কী হবে বাবলুদা?"

বাবলু দু' হাতে মাথার চুলগুলো মুঠো করে বলল, "কী আর হবে? চরম সর্বনাশ যা হবার তা তো হয়েই গেল। উঃ, কী বোকামিই না করেছি। কেন যে পায়েলদিকে এখানে একা রেখে গেলাম। পায়েলদির এই দুঃসংবাদটা তার বাবা মায়ের কাছে আমরা কী করে পৌঁছে দেব?"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "পায়েলদিকে উদ্ধার না করে আমরা কিছুতেই ফিরব না।"

বাবলু বলল, "তার আগে তোদের নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরোতে পারলে বাঁচি।"

বাবলু, বাচ্চু আর বিচ্ছু পায়েলদির সেই ভাঙা বন্দুকটা কুড়িয়ে নিয়ে একবার হাতে করে দেখল।

ততক্ষণে বিলু, ভোম্বলও ছুটে এসেছে, "কী হয়েছে রে বাবলু? পায়েলদি কই? তুই চিৎকার করে পায়েলদিকে ডাকলি কেন? পঞ্চু কেন চেঁচাল। তোদের ডাক শুনেই ছুটে এলাম আমরা। কী হয়েছে পায়েলদির?"

"পায়েলদি নেই।"

"তার মানে?"

"ডাকাতরা তুলে নিয়ে গেছে পায়েলদিকে।"

ভোম্বল বলল, "বাবলু, গতিক সুবিধের নয়। পালিয়ে চল।"

বিলু বলল, "এখুনি? একটু অপেক্ষা করলে হত না? যদি আমাদের ধারণা ভুলই হয়?"

বাবলু বলল, "আমাদের ধারণা ভুল নয় বিলু। ওই দেখ।"

ওরা দেখল জঙ্গলের ভেতর থেকে পঞ্চু পায়েলদির এক পাটি জুতো মুখে নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে। ওরা সেই জুতোটা দেখেই নিঃসন্দেহ হল যে পায়েলদি সত্যিই অপহৃতা হয়েছে।

পঞ্চু জুতোটা বাবলুর হাতে দিয়ে আবার ছুটে গেল বনের ভেতর। তারপর ক্রমাগত চিৎকার করতে লাগল।

ওরা পঞ্চুর চিৎকার অনুসরণ করে সেখানে যেতেই দেখতে পেল গুলিবিদ্ধ অবস্থায় একটা ভয়ংকর চেহারার ডাকাত মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মাটিতে। নিষ্প্রাণ দেহ। একটু আগেই কেউ যেন গুলি করে মেরেছে তাকে। কিন্তু এই জঙ্গলে কে ওকে মারল? আর গুলির শব্দই বা ওরা শুনতে পেল না কেন? যাই হোক ওরা আর দাঁড়াল না সেখানে।

তাড়াতাড়ি স্পটে এসে সব কিছু গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে আবার জিলিং ডুংরির দিকে ফিরে চলল ওরা।

বিলু বলল, "কী সর্বনাশ হল বল তো? আর কি আমরা পায়েলদিকে ফিরে পাব?"

বাবলু বলল, "আমার মাথা খারাপ হয়ে আসছে। কোনওরকমে আগে বাচ্চু-বিচ্ছুকে এখান থেকে পাচার করতে পারলে বাঁচি।"

ওরা হনহনিয়ে এগিয়ে চলল।

বিপদসীমা পার হয়ে সাধুর আস্তানার কাছে ফিরে এসে ওরা দেখল কোথায় সাধু, কোথায় কে? সব ভোঁ ভোঁ। ঝোপড়িটাও ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে।

বাবলু বলল, "উঃ। শয়তানটাকে চিনেও আমরা চিনতে পারলাম না।"

ওরা পাহাড় টপকে মোসাবনীতে এল।

বাবলুরা ফিরে আসতেই হিমি ছুটে এল। তারপর ওদের মুখের অবস্থা দেখে কিছু একটা অনুমান করেই বুঝি জিজ্ঞেস করল "কী খোকাবাবু? দিদিমণি কাঁহা হ্যায়?"

বাবলু ছলছল চোখে বলল, "মুশকিল হয়ে গেছে হিমি বহিন। দিদিমণিকে ডাকুতে নিয়ে গেছে।"

"হেই রাম।" বলে শিউরে গালে হাত দিল হিমি, "কাঁহাসে?"

বাবলু নতমুখে বলল, "পাহাড়ের ওপারে ওই জঙ্গল থেকে।"

"হায় হায় রে। হাম বহুৎ দফে মানা কিয়া না? তব ভি তুম সব হুঁয়া গয়ে থে?"

বাবলু আর কথাই বলল না। হিমির চেঁচামেচিতে বহু লোক জড়ো হয়ে গেছে সেখানে। বাবলুরা ঘরের ভেতর মালপত্তর রেখে দরজায় শিকল দিয়ে নেমে এল। তারপর সবাই মিলে দল বেঁধে চলল রুদ্রনারায়ণবাবুর বাড়ির দিকে।

বাবলুর মুখে সব শুনে রুদ্রনারায়ণবাবু বললেন, "আমি তোমাকে বার বার বারণ করেছিলাম দিদিকে নিয়ে ওই জঙ্গলে না ঢুকতে? কেন গেলে? কী সর্বনাশ ঘটালে বলো দেখি?"

বাবলু বলল, "আমি এখন প্রকৃতিস্থ নই রুদ্রনারায়ণবাবু। আপনি বেচাকে বলুন আমাদের জন্যে যা হোক দুটি রেঁধে দিতে। আজ রাত্রেই আমরা জঙ্গল তোলপাড় করব।"

"না বাবলু। আজ রাত্রে তোমরা বিশ্রাম নাও। কাল সকাল হলে কলকাতায় ফিরে যাও। নিজের গোঁয়ে কাজ করতে গিয়ে সব ভণ্ডুল করে দিলে তুমি। এ কাজ আর তোমাদের দ্বারা সম্ভব নয়।"

বাবলুর মুখ লাল হয়ে উঠল। বলল, "আপনি আমাদের চেনেন না বলেই এই কথা বললেন। ফিরে যাবার জন্যে আমরা আসিনি।"

"কিন্তু রাত্রিবেলা তোমরা ওই জঙ্গলে যাবে কী করে? সাপখোপের ভয় আছে। বুনো জন্তুর ভয় আছে।"

"সে আমরা বুঝব।"

"তা ছাড়া মঙ্গল সিংও এখন জেনে গেছে তোমরা কি উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছ।"

"মঙ্গল সিং কিছুই জানতে পারবে না।"

"ফুঃ। তোমরা একেবারেই ছেলেমানুষ। তোমাদের দিদির মুখ থেকেই মঙ্গল সিং সব কথা আদায় করে নেবে।"

"তা হলে জেনে রাখুন, আমরা কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি, দিদিও তার কিছুই জানেন না। অত কাঁচা আমরা নই।"

"সত্যি! সত্যি বলছ?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে বলো এখন কী করে কী করতে চাও?"

"আজ রাত্রেই আমরা জঙ্গলে যেতে চাই। ওদের ঘাঁটি আবিষ্কার করতে গেলে রাত্রিবেলাই উপযুক্ত সময়। কেন না, ওই বনের ভেতর যেখানেই থাকুক না কেন ওরা, অন্ধকারে নিশ্চয়ই থাকবে না। আলো ওদের জ্বালতেই হবে। আর সেই আলোর সূত্র ধরেই ওদের আমরা খুঁজে বার করব। ততক্ষণে আমি এখানকার পুলিশকে একবার জানিয়ে আসি ঘটনাটা।"

"না। এখনই থানা পুলিশ করতে যেয়ো না। পুলিশের ভেতরেও যদি ওদের কোনও স্পাই থাকে তা হলে সব চাল ভেস্তে যাবে। আজ রাত্রে ঘুরে এসে কাল সকালে বরং যা হয় করো।"

বাবলু বলল, "তাই হবে। তবে এখানকার পুলিশকে না জানিয়ে আমি বরং আমাদের ওখানকার পুলিশের সঙ্গেই ফোনে যোগাযোগ করে একটু পরামর্শ চেয়ে নিই।"

রুদ্রনারায়ণবাবু বললেন, "যা ভাল হয় করো।"

বাবলু অন্যান্যদের বলল, "বিলু ভোম্বল, তোরা বাচ্চু-বিচ্ছুকে নিয়ে এখানেই থাক। ঘর থেকে একদম বেরোবি না। আমরা যে এখানে আছি, কেউ যেন তা জানতে না পারে। আমি এখনই আসছি।" এই বলে বাবলু পঞ্চুকে নিয়ে সকলের নজর এড়িয়ে রাস্তায় নেমে এল।

পথে নেমে বাজারের কাছাকাছি যখন এসেছে তখন হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে গেল একজনের সঙ্গে।

"আরে তুম হিঁয়া?"

বাবলু বলল, "নমস্কার সিংজি। আমরা তো এখানে বেড়াতে এসেছি। আপনি এখানে?"

"আমি তো টাটানগরে থাকি। এ মেরা দেশ হ্যায়। হরবখত হেলিকপ্টার লেকে আনা যানা হোতা হ্যায় হামারা। লেকিন তুমহারা আউর সব দোস্ত কাঁহা? দিদি কেমন আছে?"

"আমাদের খুব বিপদ হয়ে গেছে সিংজি।"

"ক্যা হুয়া?"

"তার আগে বলুন আপনি আমাদের উপকার করবেন?"

"ক্যা করনে হোগা বতাও?"

বাবলু চোখদুটো ছলছলিয়ে বলল, "আমাদের সেই দিদিকে ডাকু মঙ্গল সিং তুলে নিয়ে গেছে! যেমন করেই হোক তাকে উদ্ধার করতে হবে। না হলে ঘরেই ফিরব না আমরা। বিষ খেয়ে মরব।"

"আরে না না। অ্যায়সা মাৎ করো। হামকো ক্যা করনে হোগা বোলো?"

"আমি ডাকু মঙ্গল সিং-এর এলাকাটা একটু দেখতে চাই।"

বাবলুর কথায় সিংজি একটু যেন চমকে উঠল। পরে বলল "আরে ও তো বহুৎ খতরনক ডাকু। উনকো ধান্দা মাৎ লাগাও। ও সবকা দুশমন হ্যায়।"

"তো ঠিক আছে। আপনি আমাকে একবার আপনার হেলিকপ্টারে চাপিয়ে ওই জঙ্গলের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসুন।

"উসমে ফায়দা ক্যা? জঙ্গলমে ও কাঁহা পর হ্যায়, তুমহারা নজর মে ভি নেহি আয়েগা।"

"আমার কাছে টেলিস্কোপ আছে। আমি তাই দিয়ে দেখব।"

"দেখনে সে ভি কুছ নেহি হোগা। ও দিদিকো ডাকু কভি নেহি আনে দে গা।"

"আমি পুলিশে খবর দেব।"

বাবলুর কথায় সিংজি হেসে উঠল হো হো করে। বলল, "পুলিশ! ও জঙ্গলমে পুলিশ ভি জানে নেহি সকে গা। যো যায়গা ও মরে গা। উসকো বাল-বাচ্ছা ভি মরে যা।"

"তবু আপনি দয়া করে একবার আমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসুন সিংজি। আপনার দুটি পায়ে পড়ি।"

সিংজি কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "ঠিক হ্যায়, চলো। লেকিন কিসিকো মাৎ বোলনা। নেহি তো মেরা ভি মুশকিল হো জায়গা। ও ডাকু জরুর খতম করেগা হামকো।"

বাবলু বলল, "এক মিনিট দাঁড়ান সিংজি। আমি এখনই ঘর থেকে টেলিস্কোপটা নিয়ে আসছি।"

এই বলে বাবলু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ঘরের দিকে। সঙ্গে পঞ্চুও গেল। তারপর চাবিটা খুলে ঘরের ভেতর থেকে টেলিস্কোপটা নিয়ে কিছু সাদা কাগজ, লাল ডট পেন এবং পিস্তলটা যথাস্থানে নিয়ে বেরিয়ে এল। ভগবান সহায়, তাই সিংজির সঙ্গে ওর এই অপ্রত্যাশিতভাবে দেখাটা হয়ে গেল। না হলে কী যে হত। কত কাজের সুবিধে হল এতে।

সিংজি বাজারের একটি দোকানে চা খাচ্ছিল তখন। বাবলু যেতে ওকেও চা-বিস্কুট খাওয়াল। তারপর বাজারের পিছন দিকে যে ফাঁকা মাঠের ওপর হেলিকপ্টারটা ছিল, তাইতে চেপে বসল দু'জনে। পঞ্চুও উঠল। জীবনে এই প্রথম ওর শূন্যে ওড়া।

হেলিকপ্টারটা ভট ভট শব্দ তুলে অনেকটা ওপরে উঠে গেল প্রথমে। তারপর বাজপাখির মতো ধেয়ে চলল জিলিংডুংরির দিকে। জিলিংডুংরি পেরোতেই সেই পাহাড় আর জঙ্গল। হেলিকপ্টারটা বাবলুকে নিয়ে গভীর বনপ্রদেশের মাঝখানে গিয়ে অনবরত ঘুরপাক খেতে লাগল। বাবলু টেলিস্কোপে চোখ রেখে খুব ভাল করে লক্ষ করতে লাগল চারদিক। তারপর এক সময় হঠাৎ—হঠাৎই দেখতে পেল ও...।

পাহাড়ের একটি ঢাল বেয়ে দু'জন ভয়ংকর চেহারার দস্যু ঘোড়ার পিঠে চেপে মন্থরগতিতে কোথায় যেন চলেছে। তাদের দু'জনেরই কাঁধে স্টেনগান বাঁধা। হেলিকপ্টারের শব্দে সচকিত হয়ে দু'জনেই থমকে দাঁড়াল। তারপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে চিৎকার করে কী যেন বলল তারা। বলেই স্টেনগান উঁচিয়ে ধরল।

হেলিকপ্টার তখন অনেক নিচুতে ছিল।

ওরা স্টেনগান চালালেই মরবে ওরা।

তাই সিংজি ওদের হাত নেড়ে স্টেনগান চালাতে বারণ করে হেলিকপ্টারটা মাটিতে নামল।

ঘোড়ায় চাপা দস্যুরা ধীরে ধীরে এগিয়ে এল ওদের কাছে। তারপর সেই অবস্থাতেই স্টেনগানের নলটা সিংজির বুকে ঠেকিয়ে বলল, "ক্যা মতলব লে কে আয়া হিঁয়া পর?"

"মতলব কুছ নেহি। লেড়কা কো শ্রেফ পাহাড়-জঙ্গল দেখানে কে লিয়ে আয়া।"

দস্যুরা একবার পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। তারপর একজন বলল, "তুম পাঞ্জাব কা আদমি হো, ঔর ইয়ে বাঙ্গালি বাচ্চা। তো ক্যায়সে ও তুমহারা লেড়কা হো গিয়া ভাই? ঠিক হ্যায় দেখো। আঁখ ভর কর দেখো। পাহাড় দেখো, জঙ্গল দেখো, ঔর ক্যা দেখো গে? বোল নারে মুনিয়া?"

অপর দস্যু বলল, "দামাদ কা ঘর দেখো গে।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই ধুপ করে একটা শব্দ। রক্তাক্ত কলেবরে সিংজি অল্প একটু আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

বাবলু অবাক বিস্ময়ে সেই নারকীয় হত্যাকাণ্ড দেখল।

দস্যুদের একজন বাবলুকে বলল, "দেখো তো ক্যায়সা হাল কর দিয়া সিংজি কো। যাঃ, ভাগ হিঁয়াসে। নেহি তো তেরা ভি অ্যায়সা হাল হোগা।"

বাবলু স্তব্ধ। পঞ্চুও নির্বাক। কীই বা করতে পারে সে? দস্যুদের সামনে সভয়ে মাথা নত করল বাবলু।

দস্যুরা স্টেনগান কাঁধে নিয়ে পরম নিশ্চিন্তে যেমন যাচ্ছিল তেমনই চলতে লাগল আবার।

এই সুযোগ। যেই না ওরা পিছু ফিরেছে, বাবলু অমনি হেলিকপ্টারের ভেতর থেকে লাফিয়ে মাটিতে নেমেই অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে পিস্তল চালাল—ডিস্যুম-ডিস্যুম।

পিস্তলের দুটি মাত্র বুলেট খরচ হল। শব্দও হল মাত্র দু'বার। ঘোড়া দুটো চিঁ-হিঁ-হিঁ করে লাফিয়ে উঠল একবার। দস্যু দু'জন ঘাড় ফেরাবারও সময় পেল না। রক্তাক্ত কলেবরে ঘোড়ার পিঠ থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে।

ঘোড়া দুটো প্রাণভয়ে যে পথে এসেছিল, সেই পথেই ছুটল।

আর বাবলু? তাড়াতাড়ি ওর পকেট থেকে সাদা কাগজটা বার করে লাল ডট পেনে লিখে ফেলল—

> 'ডাকু মঙ্গল সিং! আমাদের একটি প্রাণের বদলে মাত্র দুটি প্রাণ নিয়েছি। এর পরে কিন্তু আরও অনেক নেব। তোমার নিজের অমঙ্গল যদি ঘটাতে না চাও তা হলে রুদ্রনারায়ণবাবুর নাতিকে এবং আমাদের পায়েলদিকে আজ রাত দশটার মধ্যে ফেরত দেবে। না হলে এদের মতো অবস্থার জন্য তুমিও তৈরি থেক'—পাণ্ডব গোয়েন্দা।

চিঠিটা লিখে সেই মৃত দস্যুদের জামার বোতামে আটকে তার ওপর একটা পাথর চাপা দিল বাবলু। তারপর ওদের স্টেনগান দুটো কেড়ে নিয়ে পঞ্চুকে ইশারা করে দৌড়—দৌড়—দৌড়।

এখানটা একটু ফাঁকা। তাই একটানা খানিকটা ছুটে বনের ভেতর দিয়ে গাছপালার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে চলতে লাগল। পথ অত্যন্ত খারাপ আর আঁকাবাঁকা বলে চলতে খুবই কষ্ট হল। তবুও জিলিংডুংরির দিকে নজর রেখেই আসতে হল ওকে। পথ যেন আর শেষ আর হয় না। অবশেষে অনেক কষ্টে জিলিংডুংরির কাছাকাছি এল ও। এখন মুশকিল হল স্টেনগান দুটো নিয়ে। এ দুটো নিয়ে তো পাহাড় টপকানো যাবে না! ওপারের লোকেদের চোখে পড়ে যাবে এবং ওর মতো বয়সের ছেলের কাছে দু' দুটো স্টেনগান দেখলে কী কাণ্ডটা যে হবে সে তো জানাই আছে। তাই ওইখানেই একটি গাছের ডালে কারও নজরে পড়বে না, এমন একটি জায়গায় স্টেনগান দুটি লুকিয়ে রেখে এপারে চলে এল।

বাবলু যখন ফিরে এল তখন বেলা হয়ে গেছে। রুদ্রনারায়ণবাবু বাবলুর দেরি দেখে একবার ঘর, একবার বাইরে—এই করছেন। হাজার হলেও ছেলেমানুষ। চিন্তা তো একটা হয়।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও চিন্তিত হয়ে পড়েছিল খুব। বাবলু আসতেই সকলে প্রশ্ন করল, "কী ব্যাপার রে, এত দেরি? কোথায় গিয়েছিলি তুই?"

বাবলু বলল, "সব বলব। তবে জেনে রাখ আজ রাত্রে একটা জোর লড়াই হবে।"

রুদ্রনারায়ণবাবু বললেন, "আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

বাবলু বলল, "আমাদের একটি প্রাণের বিনিময়ে ডাকাতদের দুটি প্রাণ নিয়ে এসেছি আজ। মঙ্গল সিংকে জানিয়ে এসেছি, আজ রাত দশটার মধ্যে আপনার নাতি এবং পায়েলদিকে ফিরিয়ে না দিলে ওর সিং আমি উপড়ে নেব।"

রুদ্রনারায়ণবাবু লাফিয়ে উঠলেন, "বলো কী! একি সত্যি? ওই সাংঘাতিক দস্যুদের দু' দুটো প্রাণ তুমি কী করে নিলে বাবলু?"

"ভগবানের দয়ায়।" বলে সব কথা খুলে বলল বাবলু।

রুদ্রনারায়ণবাবুর চোখদুটি দিয়ে যেন আগুনের হলকা বেরোতে লাগল এবার। বললেন, "তোমাকে ধন্যবাদ জানাবার মতো কোনও ভাষা আমার জানা নেই। কিন্তু ওরা কি সত্যিই ওদেরকে ফেরত দেবে?"

"না। তবে আজ রাত দশটা পর্যন্ত খুব সাবধানে থাকতে হবে আমাদের। আমরা আজ কেউই আমাদের ভাড়া বাড়িতে ফিরে যাব না। কারণ আমি ডাকাতদুটোকে মেরে তাদের স্টেনগান নিয়ে পালিয়ে এসেছি। সেগুলো অবশ্য ঘরে আনিনি। লুকিয়ে রেখে এসেছি অন্য জায়গায়। ওরা সেগুলোর খোঁজে আসবে। এবং যথারীতি আমাদের ঘর ভেঙে তল্লাশ করবে। কাজেই আমরা আজ ওখানে থাকলে আমাদের অবস্থাটা কী হবে বুঝতে পারছেন তো?"

"সে তো বটেই। তোমরা তা হলে এখানেই থেকে যাও এখন থেকে।"

"হ্যাঁ, থাকব। তবে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে আমাদের। আর একটা কথা—।"

"কী কথা বলো?"

"আপনি বেচারামকে একবার ঘাটশিলায় পাঠিয়ে কিছু জিনিস আনিয়ে দিতে পারবেন?"

"কী জিনিস বলো?"

বাবলু চট করে একটা ফর্দ তৈরি করে দিল।

সেটা দেখে রুদ্রনারায়ণবাবু বললেন, "এর জন্য ঘাটশিলা যেতে হবে কেন? এ তো এখানেই পাওয়া যাবে। যাও, তুমি খাওয়া-দাওয়া করে নাও। আমি এখনই সব আনিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু ওগুলো তোমাদের কী কাজে লাগবে?"

"যথাসময়েই দেখতে পাবেন। তবে এখন থেকেই কিন্তু আমাদের তৈরি হয়ে থাকতে হবে। কেন না, পায়েলদি বা আপনার নাতি কাউকেই ওরা ফেরত দেবে না। তবে আমাদের হত্যা করবার জন্যে এবং আপনার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার জন্যে ওদের লোক অবশ্যই আসবে। পঞ্চু ততক্ষণ বাড়িটা পাহারা দিক। আপনি ছাদে উঠে আলসের ফাঁক দিয়ে দূরের দিকে লক্ষ রাখুন। সন্ধের পর বাচ্চু-বিচ্ছুকে আপনি এই বাড়িরই কোনও গোপন কক্ষে লুকিয়ে রাখবেন। আমি বিলু ভোম্বলকে নিয়ে একটু বেরব।"

রুদ্রনারায়ণবাবু বললেন, "যা ভাল বোঝ করো। তবে এও জেনে রেখো, সন্ধের আগে ওরা কেউ আসছে না।"

বাবলু দেওয়ালের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "সন্ধের আর দেরি কত? শীতের বেলা। এখনি তো চারটে বাজে। যান, আপনি ছাদে উঠে পাহারা দিন। আপনার কাছে বন্দুক বা পিস্তল নিশ্চয়ই কিছু না কিছু আছে। সেটাও সঙ্গে রাখুন।"

রুদ্রনারায়ণবাবু তাঁর টোটা ভর্তি দোনলা বন্দুকটা বার করে আনলেন। তারপর সেটা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন ছাদে।

বাবলুও চটপট খেয়ে নিল দুটো।

ততক্ষণে বেচারাম এসে গেছে।

বাবলু বেচারামের মালপত্তরগুলো হাতে করে বিলু আর ভোম্বলকে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল।

বাচ্চু-বিচ্ছু দালানে বসে রইল চুপচাপ।

পঞ্চু বাড়ি পাহারা দিতে লাগল।

এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। সন্ধে উত্তীর্ণ হয়েছে। এমন সময় হঠাৎ আলো নিভে গেল।

আলো নিভে যাওয়ার পরমহূর্তেই দেখা গেল, এক ছায়ামূর্তি আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল বাচ্চু-বিচ্ছুর ওপর।

বাচ্চু-বিচ্ছু চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে রুদ্রনারায়ণবাবুও চেঁচিয়ে উঠলেন, "হুঁশিয়ার।"

চেঁচিয়ে উঠল পঞ্চুও, "ভৌ ভৌ—ভৌ-ভৌ—উ-উ-উ।"

আর সেই সময় এক প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল গোটা বাড়িটা। ভয়ংকর এক বিস্ফোরণ।

বাবলু, বিলু, ভোম্বল সেই ঘন অন্ধকারে ঘর থেকে বেরিয়েই ধাঁধিয়ে গেল। চারদিক তখন ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন।

পাঁচিলের ওপারে তখন দ্রুত ধাবমান অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা গেল।

রুদ্রনারায়ণবাবু ক্ষিপ্রগতিতে নেমে এলেন ওপর থেকে।

বাবলুরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দালানে।

রুদ্রনারায়ণবাবু হাতড়ে হাতড়ে মেন সুইচের কাছে গিয়েই বুঝলেন, সুইচটা কৌশলে অফ্ করা হয়েছিল। সেটা অন করতেই আবার জ্বলে উঠল আলো।

ধোঁয়ার রেশ অনেকটা কেটে গেছে তখন।

রুদ্রনারায়ণবাবু বাবলুদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তারপর কপাল চাপড়ে বললেন, "এত সাবধান হয়েও ভুল করে ফেললাম শেষকালে। কখন কোন ফাঁকে যে শয়তানরা এসে ঘাপটি মেরে বসেছিল এখানে তা কে জানত? মেন সুইচ অফ্ করে দুটোকে নিয়ে পালাল।"

বাবলু নির্বাক।

এমন সময় বিলুই হঠাৎ কী দেখে সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল। গিয়ে দেখল বেচারাম মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সেখানে। তার চোখদুটো অসম্ভব রকমের ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। ঠোঁটের কোণে কণ্ঠ বেয়ে রক্ত পড়ছে। অর্থাৎ শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে তাকে। পাশেই একটি চিঠিও পড়ে আছে। তাইতে লেখা আছে—

'রুদ্রনারায়ণবাবু! আজ রাত দশটার সময় জিলিং ডুংরির ওপারে মহুয়া গাছের নীচে আপনি টাকা নিয়ে উপস্থিত থাকবেন। সবাইকে ফেরত দেব। পাণ্ডব গোয়েন্দারা নেহাতই ছেলেমানুষ। তবুও ওদের সাহসের প্রশংসা করি!'— মঙ্গল সিং।

চিঠি পড়ে বেচারামের মরদেহটা একপাশে চাপা দিয়ে রাখল ওরা। তারপর বাবলু বলল, "আপনি তা হলে তৈরি হয়ে নিন রুদ্রনারায়ণবাবু। আপনার টাকা রেডি?"

"হ্যাঁ"

"একটা অ্যাটাচিতে কিছু বাজে কাগজ ভরে নিন তা হলে। আর আসল টাকাটা এমনভাবে লুকিয়ে রাখুন, যাতে আমরা চলে যাওয়ার পর ওদের কোনও লোক এসে সেগুলো হাতিয়ে না নিতে পারে।"

"তা ওরা পারবে না। তা হলে তো কবেই আমাকে মেরে ওরা সেগুলো নিয়ে যেত। সে টাকা যে কোথায় কীভাবে আছে তা কেউ জানে না।"

বাবলু বলল, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমরাও ততক্ষণে তৈরি হয়ে নিই।"

এমন সময় ভোম্বল হঠাৎ বলল, "কিন্তু পঞ্চুর গলা পাচ্ছি না কেন? পঞ্চু কই? ডাকাতরা ওকেও মেরে রেখে যায়নি তো?"

সত্যিই তো! পঞ্চু কই? ওর কথা তো এতক্ষণে মনে আসেনি কারও। দেখ দেখ।

ওরা গোটা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজল। কিন্তু না, পঞ্চু কোথাও নেই।

বাবলু বলল, "যাক। নিশ্চিন্ত হলাম। ডাকাতের ঘাঁটিটা খুঁজে বার করতে আমাদের খুব বেশি বেগ পেতে হবে না। পঞ্চু নিশ্চয়ই ওদের পিছু নিয়েছে।"

বিলু বলল, "ঠিক বলেছিস। এখন চটপট তৈরি হয়ে নিই চল।"

প্রায় আধঘন্টার মধ্যেই ওরা তৈরি হয়ে নিল। মেকাপ নিয়ে ওরা যখন ঘর থেকে বেরুল তখন রুদ্রনারায়ণবাবু অ্যাটাচি হাতে অপেক্ষা করছিলেন। ওদের দেখেই চমকে উঠলেন, "এ কী! এ কী সেজেছ তোমরা?"

বাবলু, বিলু আর ভোম্বল সারা গায়ে ভুষো মেখে আঠা দিয়ে তুলো লাগিয়ে তিনটি লেজবিশিষ্ট হনুমানের মেকাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাবলুর হাতে শুধু টর্চ ও পিস্তল। বিলু ভোম্বলের হাতে একটি করে স্প্রিং দেওয়া ছোরা। প্রত্যেকের কোমরে জড়ানো আছে নাইলনের মোটা দড়ি।

বাবলু বলল, "রুদ্রনারায়ণবাবু, আলো নিভিয়ে আপনি সদর দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে যান। আমরা পিছন দিক দিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে যাব। এখন সাতটা বাজে। আপনি ঠিক দশটার সময় জিলিং ডুংরির ওখানে থাকবেন কিন্তু।"

"আমি কি বন্দুকটা সঙ্গে নেব?"

"না। তবে লুকিয়ে একটা পিস্তল কিংবা রিভলবার নিতে পারেন।"

"নিয়েছি।"

"তবে যান।"

রুদ্রনারায়ণবাবু আলো নেভাতেই বাবলুরা পিছন দিকের পাঁচিল টপকে হাওয়া। তারপর ওরা তিনজনে গা ঢাকা দিয়ে অন্য পথে জিলিং ডুংরিতে উঠল। এবং খুব সন্তর্পণে অপ্রচলিত পথ বেয়ে পাহাড় অতিক্রম করল। ওপারে গিয়ে সেই ঘন অন্ধকারে বিশেষ একটি গাছের কাছে গেল ওরা। বিলু আর ভোম্বলকে নীচে রেখে গাছের ওপরে উঠল বাবলু। তারপর অন্ধকারে হাতড়াতেই পেয়ে গেল স্টেনগানটা। কিন্তু এ কী! স্টেনগান তো বাবলু দুটো রেখেছিল। একটা কেন? আর একটা কোথায়? বাবলুর মুখ শুকিয়ে গেল। যাই হোক, একটা একটাই সই। সেটা নিয়েই নেমে এল বাবলু। তারপর

রুদ্রনারায়ণবাবুর যেখানে থাকবার কথা, তার ঠিক বিপরীত দিকের একটি গাছের ঘন ডালপালার আড়ালে বিলু আর ভোম্বলকে নিয়ে লুকিয়ে রইল।

সময় আর কাটে না।

অনেক পরে এক সময় রুদ্রনারায়ণবাবুকে আসতে দেখা গেল। তারও পরে দেখা গেল তিনজন অশ্বারোহীকে মশাল জ্বেলে অন্ধকার বনপথ বেয়ে আসতে।

তারা যখন কাছে এসে দাঁড়াল তখন মশালের আলোয় তাদের ভয়ংকর মূর্তি দেখে সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল বাবলুদের। তবুও পাগড়ির কাপড়ে মুখের অর্ধেকটা ঢাকা ছিল তাদের।

একজন মুখের কাপড় অল্প একটু সরিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা অবস্থাতেই বলল, "রুপিয়া লেকে আয়া?"

রুদ্রনারায়ণবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, "হাঁ।"

"ফিক দো ইধার।"

"নেহি। প্রতাপ কাঁহা হ্যায়?"

"হ্যায় মেরা সাথ।"

"ঔর উয়ো লেড়কি?"

"লেড়কি নেহি মিলেগা।"

"তো ঠিক হ্যায়। প্রতাপকো ভেজ দো পহলে।"

একজন অশ্বরোহী একটি ফুটফুটে বালককে নিয়ে একটু পিছন দিকে অন্ধকারে ছিল। সে এবার সামনের দিকে এগিয়ে এসে বালকটিকে নামিয়ে দিতেই বালকটি ছুটে গিয়ে 'দাদুভাই, দাদুভাই, আমাকে বাঁচাও' বলে রুদ্রনারায়ণবাবুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রুদ্রনারায়ণবাবুও তাকে জড়িয়ে ধরে আদরে আদরে অস্থির করে তুললেন।

দস্যুরা সকলেই তখন স্টেনগান উঁচিয়ে আছে ওদের দিকে।

একজন বলল, "উসকো হাত মে রুপিয়া ভেজ দো। ঔর তুম হাত উঠাকে চুপচাপ খাড়া রহো।"

দস্যুর কথামতো রুদ্রনারায়ণবাবুর নাতি প্রতাপ অ্যাটাচিটা তুলে যেই না এগোতে যাবে, অমনি ধমকে উঠল একজন, "রাখ্ দো।"

প্রতাপ থমকে দাঁড়াল ভয়ে।

দস্যু বলল, "ক্যা হ্যায় উসমে?"

রুদ্রনারায়ণবাবু বললেন, "রুপিয়া।"

"কিতনা রুপিয়া?"

"তিন লাখ।"

দস্যু হেসে বলল, "রুদ্রনারায়ণবাবু, হামলোক অ্যায়সা বুরবাক নেহি। হামারা সাথ টক্কর দেনে মাংতা তুম? উসমে তিন লাখ রুপিয়া রহনে সে ও লেড়কা উঠানে সকেগা? ক্যা হ্যায় উসকা অন্দর মে?"

"রুপিয়া।"

"ঝুট বাত। আউর এক ঘণ্টা টাইম মিলেগা। উস টাইম কে অন্দর রুপেয়া মিলে তো আচ্ছা। নেহি তো দোনোকো খতম করেগা এক সাথ। যাও, পোতা কো ছোড়কর রুপিয়া লেকে আও। জলদি যাও।"

রুদ্রনারায়ণবাবু বললেন, "না। আগে আমি ওকে ঘরে রেখে আসব, তারপর নিয়ে আসব টাকা।"

দস্যুগুলো পরস্পর পরস্পরের চোখের দিকে তাকাল একবার। তারপর বলল, "আভি সমঝ গিয়া। তো তুম হামারা সাথ জরুর টক্কর মারোগে? ঠিক হ্যায়। নেহি চাইয়ে রুপিয়া। আভি তুম ভগবানকা নাম লে লো।" বলেই স্টেনগান তাক করল দস্যুরা।

সেই ঘন অন্ধকারে বনভূমি কাঁপিয়ে তিন বার শুধু শব্দ হল—ডিস্যুম—ডিস্যুম—ডিস্যুম।

শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গাছের ডাল থেকে প্রায় ছিটকে পড়ল বাবলু। ওর হাত পা থর থর করে কাঁপছে।

বিলু-ভোম্বলও লাফিয়ে নামল।

ওদের বুকের ভেতর যেন হাতুড়ি পিটছে। উঃ, কী দারুণ শব্দ। কানে যেন তালা ধরে যাবার জোগাড়।

যাই হোক, ওরা নেমেই ছুটল রুদ্রনারায়ণবাবুর দিকে। তিনজন দস্যুই তখন রক্তাক্ত কলেবরে লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। ঘোড়াগুলোও ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল যে যেদিকে পারল।

রুদ্রনারায়ণবাবু ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন বাবলুকে। বললেন, "সত্যি বাবলু, তোমার জবাব নেই। তুমি যে এইভাবে চোখের লহমায় তিন তিনটেকে শুইয়ে দেবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।"

বাবলু বলল, "সবই ভগবানের দয়ায়। ওদেরই স্টেনগানে ওদেরকে শুইয়েছি। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে সকালবেলা ওটা নিয়ে এসে লুকিয়ে রেখেছিলাম। এইরকম স্টেনগান আরও একটা ছিল। কিন্তু সেটা যে কোথায় গেল?"

স্টেনগান যাক। তবে আশ্চর্য এই, যার জন্য এত কাণ্ড, রুদ্রনারায়ণবাবুর সেই ফুটফুটে নাতিটি কই? এরই মধ্যে কোথায় গেল সে? সে যেন চোখের পলকে লোপাট হয়ে গেছে।

বাবলু বলল, "রুদ্রনারায়ণবাবু, আপনি বাসায় ফিরে যান। আমরা যা করবার করছি। আপনার নাতিকে উদ্ধার আমরা করবই।"

"তোমরা পারবে?"

"এখনও আপনার অবিশ্বাস আছে আমাদের ওপর?"

"না নেই।"

"তা হলে, যা বলি তাই করুন।"

রুদ্রনারায়ণবাবু চলে গেলেন।

আর বাবলুরা সেই ঘন অন্ধকারে একটু একটু করে এগোতে লাগল। হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। দেখল, বহু দূরে পাহাড়ের একটি ঢাল বেয়ে পঞ্চু ছুটতে ছুটতে আসছে।

পঞ্চু কাছাকাছি আসতেই বাবলু মুখ দিয়ে একটা বিচিত্র আওয়াজ করল।

এই আওয়াজের অর্থ পঞ্চু বোঝে। তাই কুঁই কুঁই করে ছুটে এল বাবলুর কাছে। তারপর হঠাৎই কেমন যেন ভয় পেয়ে একটু পিছিয়ে গিয়ে লেজ নাড়তে লাগল।

বাবলু বলল, "কী রে পঞ্চু! ভয় পেলি?"

পঞ্চু কুঁই কুঁই করতে লাগল।

"আমরা ইচ্ছে করেই এরকম হনুমান সেজেছি!"

পঞ্চু অস্পষ্টভাবে ডাকল, "গরর—ভৌ—।"

"বাচ্চু-বিচ্চু কোথায়, পঞ্চু?"

পঞ্চু এবার ভয়ে ভয়ে বাবলুর কাছে এসে ওর পাদুটো শুঁকল। বিলু ভোম্বলকেও ভয়ে ভয়ে দেখল।

বাবলু তখন আদর করে পঞ্চুর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই পঞ্চু আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। দু'-একবার আনন্দে নেচে আকারে ইঙ্গিতে পঞ্চু যে পথে এসেছিল সেই পথেই বাবলুদের যেতে বলল।

অন্ধকারে ভাল করে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না এতক্ষণ। এবার একটু একটু করে জ্যোৎস্না ফুটছে। তাই বুঝতে অসুবিধে হল না যে বাবলু সকালে যে পথে এসেছিল, সেই পথেই এসে পৌঁছেছে। এই তো সেই হেলিকপ্টারটা।

ওরা ধীরে ধীরে পঞ্চুর সঙ্গে চলতে লাগল।

খানিক চলার পর এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল ওরা, দেখল দুই পাহাড়ের মাঝে লম্বা একটি প্যাসেজ।

বাবলু ইঙ্গিতে প্যাসেজটা দেখে আসতে বলল পঞ্চুকে।

পঞ্চু দৌড়ে প্যাসেজটা দেখে আবার ফিরে এসে বাবলুদের 'কুঁই কুঁই' করে ডাকল। অর্থাৎ কিনা চলে এসো। ভয়ের কিছু নেই।

বাবলুরা সেই প্যাসেজটা পার হয়েই দেখল পাহাড়ের একটা অংশ আবার খাড়াই হয়ে ওপর দিকে উঠে গেছে। আর তার উপরিভাগে মূর্তিমান যমের মতো কয়েকজন প্রহরী দস্যু ঘুরে বেড়াচ্ছে স্টেনগান হাতে।

পঞ্চু একবার সেদিকে তাকিয়ে যেন রাস্তার কুকুর এমনভাবে ল্যাং ল্যাং করে মাটি শুঁকে শুঁকে ঝোপ-ঝাড়ের পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

বাবলুরাও অনুসরণ করল ওকে।

চুপি চুপি এমনভাবে উঠতে লাগল যে কারও নজরেই পড়ল না ওদের চেহারা।

হঠাৎ এক জায়গায় ঝোপটা একটু দুলে উঠতেই স্টেনগান হাতে ছুটে এল একজন, 'অ্যাই! কৌন হ্যায় রে?"

সমূহ বিপদ বুঝে বাবলু 'উঁপ' করে একটা শব্দ তুলে হাতে পায়ে ভর করে লেজ উঁচিয়ে লাফ দিয়ে এ পাশের ঝোপ থেকে ওপাশের ঝোপে ঢুকল।

দস্যুটা তাই দেখে ফিরে গেল।

অপরজন বলল, "ক্যা হুয়া?"

"কুছ নেহি। বান্দর।"

দস্যুদুটো একটু তফাতে চলে যেতেই বাবলুরা আরও ওপরে উঠে বড় একটি পাথরের আড়ালে লুকাল। এখান থেকে অপর দিকের নীচের অংশটা দেখা যাচ্ছে। এক জায়গায় বেশ কতকগুলো ঘোড়া বাঁধা আছে দেখতে পেল। চারজন দস্যু স্টেনগান হাতে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে সেই জায়গাটা। কোথাও যেন যাওয়ার প্রস্তুতি করছে। কিন্তু বাচ্চু-বিচ্ছু পায়েলদি এরা সব কোথায়? তাদের তো নাম গন্ধও নেই।

ওরা ওখানে বসে বসে যখন নীচের দৃশ্য দেখছে তখন হঠাৎ এক সময় মসমস শব্দ শুনতে পেল ওরা। দেখল টহল দিতে দিতে একজন দস্যু এদিকে এগিয়ে আসছে।

ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল ওদের।

দস্যুটা এসে পাথরটার কাছে একবার থমকে দাঁড়াল। তারপর কী মনে করে যেন চলে গেল আবার।

বাবলু এবার একটু বেশি রকম ঝুঁকি নিয়ে সাহস করে বেরিয়ে এসে দেখল, অন্তত আট দশজন দস্যু টহল দিচ্ছে সেখানে।

ওরা এমনই বলবান যে কোনওরকমেই কবজা করা যাবে না ওদের।

তবে দস্যুরা টহলদারি করলেও খুব অন্যমনস্ক। এবং যে পথে বাবলুরা এসেছে সেই পথের দিকে ওদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। কারও যেন প্রতীক্ষা করছে ওরা।

বাবলু মনে মনে বলল, যাদের প্রতীক্ষা করছ তোমরা তাদের আমরা অনেক আগেই যমের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে এসেছি। তারা আর কোনওদিনই রুদ্রনারায়ণবাবুর টাকার থলি হাতে নিয়ে ফিরে আসবে না।

এমন সময় নীচের চাতাল থেকে হঠাৎ একটা বাজখাঁই গলার আওয়াজে বুক কেঁপে উঠল ওদের।

এ কণ্ঠস্বর কি মানুষের? না। এ এক অমানবিক কণ্ঠস্বর। কী ভয়ংকর। কণ্ঠস্বরের থেকেও আরও অনেক বেশি ভয়াল ভয়ংকরের আবির্ভাব হয়েছে তখন রঙ্গমঞ্চে। অন্তত সাতফুট লম্বা বলিষ্ঠ চেহারার এক তেজি ষাঁড়ের শারীরিক গঠন নিয়ে যেন এই অমানুষটাকে তৈরি করা হয়েছে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। কপালে তেল সিঁদুরের লম্বা তিলক। অত্যন্ত রূপবান এবং অতি নিষ্ঠুর। চোখের চাউনিও বুলেটের মতো। এক জায়গায় স্থির হয়ে কিছুতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। অনবরত অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। পায়চারি করতে করতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "লাখন সিং!"

একজন এগিয়ে এল, "জি হুজুর!"

"ও লোক কাহে কো নেহি আয়া?"

"ক্যা মালুম সর্দার!"

সঙ্গে সঙ্গে একটা বোমা ফাটার মতো শব্দ বার হল সেই অমানুষটার মুখ দিয়ে, "কিতনা আদমি গিয়া থা?"

"তিন আদমি।"

"রাত বারা বাজ গিয়া লেকিন ও লোক আভি তক নেহি আয়া। ঔর তুম সব খাড়া হো কর সুরথ দেখাতে হো? যাও। আভি যাও। দেখো, ক্যায়সা হাল হো গিয়া ও লোগনকা।"

"আভি যা রহা হুঁ সর্দার।"

"জলদি যাও। মঙ্গল সিং-কা রুপিয়া চাহিয়ে ঔর রুদ্রনারায়ণবাবুকা খুন চাহিয়ে। রুপিয়া নেহি মিলে তো উনকো শির লেকে আও। ঔর আগ লাগা দো কোঠি মে। যাও, চলা যাও।"

সঙ্গে সঙ্গে নীচের দস্যুগুলো ঘোড়ায় চেপে ঝড়ের বেগে উধাও হয়ে গেল।

আবার গর্জন শোনা গেল, "উপর মে কিতনা আদমি হ্যায়?"

প্রহরীরা বলল, "দশ আদমি।"

"এক আদমি উপরমে রহো। বাকি সব নীচে উতারো। হিঁয়াকা খেল খতম হো যায়েগা আজ।"

তাই হল। একজনই শুধু রইল ওপরে। বাকিরা নীচে নামল। কিন্তু নীচে নেমে যে কোথায় গেল তারা, কোনও হদিসই পেল না বাবলুরা।

এখন নীচে নামতে গেলে এই লোকটির নজর এড়াতে হবে। কেন না, লোকটি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার ঠিক পাশ দিয়েই নীচে নামার রাস্তা। অথচ লোকটি সেই প্রধান পথের মাঝখানে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

বিলু বলল, "লোকটাকে প্রাণে না মেরে কোনও রকমেই ওখান দিয়ে যাওয়া যাবে না।"

বাবলু বলল, "তবে একটা বুদ্ধি আমার মাথায় এসেছে।"

ভোম্বল বলল, "কী রকম?"

"এইখানে একটা বড় পাথরে নাইলনের দড়িটা বেঁধে আমি পিছন দিকে ঝুলে নামি। তোরা শক্ত করে দড়িটা ধরে থাক।"

"তাতে তুই না হয় নামলি। কিন্তু আমরা?"

বাবলু বলল, "তাও তো ঠিক। আর এ আবার এমন জায়গা যে সব সময় আমরা পাশাপাশি না থাকলে একের মন অন্যের দিকে পড়ে থাকবে!"

বিলু বলল, "তা হলে কী করা যায়?"

ভোম্বল বলল, "তোর পিস্তলটা এইবার কাজে লাগা না বাবলু?"

বাবলু বলল, "মাথা খারাপ? এখানে গুলির শব্দ হলে আর রক্ষে আছে? হইহই করে ছুটে আসবে সব। তবে একটা কাজ করা যায়।"

"কী কাজ?"

"ও ব্যাটাকে কৌশলে ঘায়েল করতে হবে।"

"কী রকম?"

"একটু রিস্কের ব্যাপার আছে যদিও, তবুও এ ছাড়া উপায় নেই।" বলেই বুদ্ধির প্যাঁচটা শোনাল ওদের।

বিলু বলল, "তা হলে দড়ি বাঁধ।"

বাবলুর কোমরে নাইলনের মোটা দড়িটা পাক দিয়ে জড়ানো ছিল। সেটা একটা পাথরে বেঁধে দড়ির অপর প্রান্তটা ঝুলিয়ে দিল ওপাশে।

ভোম্বল একবার উঁকি মেরে দেখল ও পাশটা ফাঁকা। দুটি মাত্র ঘোড়া বাঁধা আছে এক জায়গায়। আর কেউ নেই। দড়িটা ঝুলিয়ে দিয়েই পাথরের খাঁজে লুকিয়ে পড়ল ওরা। তারপর ইচ্ছে করেই খুক খুক করে একটু কাশল। কাশির শব্দ শুনেই ছুটে এল প্রহরীটা।

পাথরের ওপর দিয়ে নাইলনের দড়িটাকে ওপাশে ঝুলতে দেখেই চোখদুটো বড় বড় হয়ে উঠল তার। এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল সেদিকে। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে পাথরের ওপরে উঠে যেই না দেখতে যাবে নীচে, এরা তিনজনেই তখন একজোট হয়ে গায়ের জোরে পিছন থেকে মারল প্রচণ্ড এক ধাক্কা। এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল ব্যাপারটা যে ঘুরে তাকাবারও সময় পেল না বাছাধন। একেবারে ডিগবাজি খেয়ে পঞ্চাশ ফুট নীচের সেই প্রশস্ত চাতালের ওপর ধড়াস করে পড়ল। কোনও সাড়া শব্দ করল না। আর্তনাদ করবার সময় পেল না। একবার শুধু কেঁপে উঠল দেহটা। তারপর স্থির হয়ে গেল।

বাবলুরা দেখল এই সুযোগ। ওরা তাড়াতাড়ি ছুটে চলল প্রধান পথের দিকে।

সবার আগে চলল পঞ্চু।

এক জায়গায় গিয়ে দেখল একটা সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের চাতালের দিকে।

সেই সিঁড়ি বেয়ে ওরা নীচে নামল।

নেমে দেখল গহ্বরের মতো একটা সুড়ঙ্গ-পথ চাতালের পাশ দিয়ে অনেকটা ভেতর দিকে চলে গেছে। সেই পথেই দূর থেকে আলোর রেখা ভেসে আসছে একটু। আলো লক্ষ্য করে ওরা এগিয়ে চলল।

এগিয়ে গিয়ে আর একটি ছাদবিশিষ্ট প্রকাণ্ড গহ্বরের মধ্যে ঢুকল ওরা। সেটি আয়তনে এত বিশাল যে দু'-একশো লোক অনায়াসে তার ভেতরে থাকতে পারে। আর তার প্রবেশ পথটি এতই সংকীর্ণ যে সেখানে বড় বড় পাথর দু'-একটা ফেলে রাখলে এর ভেতরে যে এমন একটি জায়গা আছে তা কেউ টেরও পাবে না। এক আশ্চর্য প্রাকৃতিক নিয়মে এখানকার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই জন্যেই পুলিশ চেষ্টা করেও হদিস পায়নি এদের। এরা ঘোড়াগুলোকে পর্যন্ত লুকিয়ে রাখে এর ভেতর।

যাই হোক। মশালের আলোয় ঘরের ভেতরটা ঈষৎ আলোকিত। জন পনেরো দস্যু সেখানে ত্রিপলের বস্তার ভেতর মূল্যবান কিছু জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত।

বাবলুরা সেখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল প্রথমে।

তারপর দেখল দস্যুরা যারা মালপত্তর গোছাতে ব্যস্ত তাদের স্টেনগান ও রাইফেলগুলো এক পাশে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করানো আছে।

ওরা চুপিসাড়ে একে একে সেগুলো নিয়ে হাতাহাতি পাচার করতে লাগল।

সবগুলো জড়ো হলে ওরা করল কী সেগুলোকে নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে সোজা ওপরে উঠে এল। তারপর এক জায়গায় পাথরের খাঁজে সেগুলো ঢুকিয়ে রেখে আবার নীচে নামল।

ওরা যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছে তখন আর একটি বড় পাথরের আড়াল থেকে সকালের সেই সাধুকে উঁকি মারতে দেখা গেল।

বাবলুরা তাকে দেখতেও পেল না।

এদিকে ওরা যখন গুহামুখে ফিরে এল তখন দেখল ত্রিপলের বস্তা বোঝাই মালপত্তরগুলো নিয়ে দস্যুরা এক এক করে বেরিয়ে আসছে।

হঠাৎ তাদের ভেতর থেকে একজন ছুটে বাইরে এসে বলল, "এ কাল্লু! বহুৎ গড়বড় হো গিয়া রে!"

"ক্যা হুয়া?"

"হামারা স্টেনগান, রাইফেল সব কুছ হাপিস হো গিয়া।"

"আরে হোনে দো ভাই।" বলেই লাফিয়ে উঠল, "ক্যা বোলা তুমনে? সব কুছ হাপিস হো গিয়া? এ ক্যায়সে হো সেকতা?"

"ক্যায়সে হো সকতা ও বাত পিছে সমঝো। লেকিন হো গিয়া।"

"হেই ভগবান। সর্দার কো মাৎ বোলনা ভাই।"

"আভি সামান রাখো। পহলে যন্তর কা ধান্দা লাগাও। নেহি তো কুছ গড়বর হো যায়েগা তো লড়েঙ্গা ক্যায়সে?"

দস্যুরা তাই করল। মালপত্তর এক পাশে সরিয়ে রেখে খোঁজাখুঁজি শুরু করল চারদিকে।

সেই ফাঁকে বাবলুরাও ঢুকে পড়ল ভেতরে।

একদম দেওয়াল ঘেঁষে সামনে এগোতে লাগল ওরা। এক জায়গায় এসে ওরা ঘণ্টার শব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল। সেই সঙ্গে শুনতে পেল নূপুরের নিক্কণ।

কিন্তু যেখান থেকে শব্দটা আসছে সেখানে যাওয়ার কোনও পথই দেখতে পেল না ওরা।

এমন সময় পঞ্চু হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে দেওয়াল আঁচড়াতে লাগল। খর্ খর্ করে একটা শব্দ। পাথরে তো এমন শব্দ হবে না। বাবলুর সন্দেহ হল তাই। তাড়াতাড়ি গিয়ে সেখানটায় হাত বুলিয়ে দেখল দেওয়ালটা পাথরের নয়। কালো পাথরের রঙে রং মেলানো কাঠের একটা পার্টিশন মাত্র। অতএব বোঝাই যায় এখানে তা হলে নিশ্চয়ই কোনও প্যাসেজ আছে। এই ভেবে বাবলু এদিক-সেদিক হাতড়াতেই একটা হাতল দেখতে পেল। সেটা শক্ত করে ধরে ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজাটা।

এখান থেকে খুব ভাল ভাবে সেই ঘণ্টাধ্বনি এবং নৃত্যগীতের শব্দ বেশ স্পষ্টভাবে শোনা যেতে লাগল। এক অপূর্ব সুরলহরীতে যেন ভরে উঠল চারদিক।

ওরা ভালভাবে লক্ষ করে দেখল কয়েক ধাপ সিঁড়ি এখান দিয়ে নেমে গেছে নীচের দিকে।

বাবলুরা সেই সিঁড়ির ধাপগুলো নামতেই আর একটি প্রশস্ত গুহাঘরে এসে পৌঁছুল।

ঘরের শেষ প্রান্তে এক প্রকাণ্ড মহিষমর্দিনী মূর্তি রয়েছে। আর সেই মূর্তির সামনে সেতার ও হারমোনিয়াম নিয়ে কয়েকজন মহিলা বন্দনা গাইছে। কয়েকটি ছোট মেয়ে ঝোলানো ঘণ্টার দড়ি ধরে ঘণ্টা বাজাচ্ছে।

একজন বাঙালি ব্রাহ্মণ দেবীর আরতি করছেন।

দেবীর সম্মুখে অপূর্ব সাজ-সজ্জায় সজ্জিতা হয়ে অনেকটা দেবদাসীর মতো নৃত্য করে চলেছে পায়েলদি।

কী সুন্দর পরিবেশ।

মনের ভেতরটা যেন ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

কিন্তু তারা কোথায়? বাচ্চু-বিচ্ছু? তারা এখানে নেই কেন?

ঘরের মধ্যস্থলে দু'হাত জোড় করে অনেকটা প্রণামের ভঙ্গিতে আরতি দেখছে মঙ্গল সিং।

বাবলুরা এক কোণে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রইল।

আরতি শেষ হলে প্রণাম করে চলে গেল সকলে।

পায়েলদি বলল, "এবার তা হলে আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসুন।"

বজ্রগম্ভীর স্বরে মঙ্গল সিং বলল, "নেহি।"

"আপনি কিন্তু আপনার কথার খেলাপ করছেন সর্দার। যা আপনার কাছে আশা করিনি।"

মঙ্গল সিং হেসে বলল, "পহলে তুমহারা পিতাজিকো লিখ দো এক লাখ রুপাইয়া দেনেকে লিয়ে। উসকে বাদ ছোড় দুঙ্গা।"

পায়েলদির দু'চোখে আগুন জ্বলে উঠল এবার। বলল, "না, ও চিঠি আমি কোনওদিনই লিখব না।"

"জরুর লিখনে পড়েগা।"

"আমার বাবা মেহনত করে টাকা রোজগার করবেন, আর একটা শয়তান তাঁর মেয়েকে আটকে রেখে তাঁকে ব্ল্যাকমেল করে টাকা আদায় করবে, ওটি হচ্ছে না।"

"তব মৌতকে লিয়ে তৈয়ার হো যাও।"

"বেশ। আমাকে মারলে যদি তোমার শান্তি হয় তো মারো। তবে মঙ্গল সিং! এটুকু জেনে রেখো, নর্দমার ঘোলা জলের যা দাম আছে তোমার কথার সে দামও নেই। তুমি বলেছিলে মা'র মন্দিরে পূজারতির সময় নৃত্যগীতে অংশগ্রহণ করলে তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে, কিন্তু এখন তুমি উলটো কথা বলছ।"

"আরে ও বাত পুরানা হো গিয়া। তুম বহুৎ বঢ়িয়া ড্যান্সার হো। ইসি লিয়ে তুমকো ড্যান্স দেখানে বোলা।"

পায়েলদি রেগে বলল, "তবে রে কুকুর।" বলেই মঙ্গল সিং-এর মুখের ওপর এক ধ্যাবড়া থুথু দিয়ে দিল। মঙ্গল সিং সেই থুতু মুছে ঘর ফাটিয়ে হো হো করে হেসে বলল, "হাম সব হিঁয়াকা ধান্দা ছোড় কর দুসরা আড্ডা মে যা রহি হ্যায় পায়েলজি। তুমকো ভি হামারা সাথ চলনা পড়েগা। ঔর জিন্দগি ভর দেবীকা সেবা, পূজা কা কাম করনে পড়েগি।"

এমন সময় একজন দস্যু ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে বলল, "বহুৎ গোলমাল শুরু হো গিয়া সর্দার।"

"ক্যা হুয়া?"

"রুদ্রনারায়ণবাবুকা রুপিয়া লেনে গিয়া যো লোক, ও সব খতম হো চুকা! হমারা আদমি গিয়া থা উসকো কোঠিমে আগ লাগানে কে লিয়ে। লেকিন পুলিশ নে সবকো গ্রেপ্তার কর লিয়া।"

"তুম ক্যায়সে আপস আয়া?"

"মেরা নসিব বচায়া মুঝে।"

"তো ঠিক হ্যায় যানেকা বন্দোবস্ত করো।"

"কীধার যায়েঙ্গে সর্দার। পুলিশ নে সারি এলাকা কর্ডন কর দিয়া।"

"ইয়ে বাত হ্যায়? লড়াই শুরু কর দো।"

দস্যুটি চলে যাচ্ছিল। মঙ্গল সিং ডাকল, "শুনো।"

"জি সর্দার।"

"ও হেলিকপ্টার ঠিক হ্যায় না?"

"বিলকুল ঠিক হ্যায়।"

"যাও, আভি তুম পুলিশকো রোখো।"

দস্যুটি চলে যেতেই মঙ্গল সিং পায়েলদিকে বলল, "আও মেরা সাথ।"

পায়েলদি বলল, "না। বরং যদি প্রাণে বাঁচতে চাও তো নিজেই পালাও এখান থেকে। শুনলে তো চারিদিক কীরকম পুলিশে ঘিরে ফেলেছে? মনে হচ্ছে আমাদের ছেলেরাই নিয়ে এসেছে পুলিশকে।"

"আরে ছোড় দো পুলিশ কা বাত। পুলিশ হামারা ক্যা কিয়েগা? জলদি আ যাও।"

পায়েলদি বলল, "পুলিশ যখন তোমার কিছুই করতে পারবে না, তখন এত জলদি যাওয়ার দরকারটা কী?"

"আরে আ যাও না।"

"উঁহু। আমি যাব না। যদি যাই পুলিশের সঙ্গে দেখা করে তাদের সামনে দিয়ে টা-টা করে তারপর যাব।"

"নেহি যাওগি? তব ভগবানকা নাম লে লো।" বলেই স্টেনগান তুলল মঙ্গল সিং।

মুহূর্তের মধ্যে বিলু আর ভোম্বল ভল্ট খেয়ে মঙ্গল সিং-এর দু'পায়ের হাঁটুর পিছনের খাঁজে জোড়া পায়ে মারল মোক্ষম লাথি।

মঙ্গল সিং পা মচকে মুখ থুবড়ে কলাগাছের মতন পড়ল পায়েলদির চরণতলে।

হাতের স্টেনগানটা দূরে ছিটকে পড়ল।

পায়েলদি চকিতে কুড়িয়ে নিল সেটা।

মঙ্গল সিং পড়ে গেলেও চোখের পলকে উঠে দাঁড়াল। ওর ঠোঁটের পাশটা কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে দর দর করে। আচমকা ঘোর কেটে উঠে দাঁড়াতেই এদের তিনজনকে দেখে বলল, "আরে বাপ। ইতনা বড়িয়া বান্দর কাঁহাসে আয়া?

বাবলু বলল, "আমরা বান্দর নই মঙ্গল সিং। পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

মঙ্গল সিং রাগে ফুলে উঠে বলল, "ও। আভি সমঝ গিয়া। ম্যায় তো দিনভর তুমহারাই ইন্তেজার করতে থে।"

ভোম্বল বলল, "যা বলছ বাংলায় বলো না বাবা, যাতে সব কথা বুঝতে পারি। এত হিন্দি যে মাথায় ঢোকে না।"

মঙ্গল সিং আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, "তুম বহুৎ খতরনক হো।"

বিলু বলল, 'ও তো সবাই জানে।"

"তুমনে পুলিশবালেকো খবর দিয়া?"

"দিয়েছিই তো।"

"তো ঠিক হ্যায়। ম্যায় তুম সবকো জিন্দা নেহি ছোড়ুঙ্গা।"

বাবলু বলল, "তার আগে আমার একটু ঝাড় খাও।" বলেই বাবলু করল কী ঘণ্টার দড়িটা ধরে ছুটে গিয়ে দোলন খেয়ে মঙ্গল সিং-এর মুখের ওপর জোড়া পায়ে মারল সজোরে লাথি।

আবার মুখ থুবড়ে ছিটকে পড়ল মঙ্গল সিং।

পায়েলদি তখনও শক্ত হাতে স্টেনগান ধরে আছে।

মঙ্গল সিং-এর কপাল কেটে রক্ত পড়ছে তখন। আবার যেই না সে উঠতে যাবে, ওদিক থেকে আর একটি ঘণ্টার দড়িতে দুলে ভোম্বল মারল আর এক লাথি।

মঙ্গল সিং আবার ছিটকে পড়ল।

বিলু বলল, "বাঃ! লাথি মারার এমন চমৎকার চান্সটা পেয়ে আমিই বা ছেড়ে দিই কেন? আমারও একটা হয়ে যাক।" বলে ওই একই কায়দায় বিলুও মারল আর এক লাথি।

অসহায় মঙ্গল সিংকে কায়দা করে লাথির পর লাথি মেরেই চলল সকলে।

কিন্তু পালাক্রমে এতগুলো লাথি খেয়েও মঙ্গল সিং-এর কিছু মাত্র হয়েছে বলে মনে হল না।

ওরই মধ্যে হঠাৎ একটু গড়িয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পায়েলদির ওপর। তারপর গায়ের জোরে ছিনিয়ে নিল স্টেনগানটা।

পায়েলদি চিৎকার করে উঠল, "বাবলু সাবধান!"

ততক্ষণে বাবলুর পিস্তল গর্জে উঠেছে, "ডিস্যুম।"

বিশাল শরীর নিয়ে মঙ্গল সিং লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। হাত থেকে স্টেনগান খসে পড়ল।

বাবলুরা নিশ্চিন্ত হয়ে এগিয়ে এল তার কাছে।

কিন্তু মঙ্গল সিং ওদের চেয়েও অনেক বেশি ধুরন্ধর। আসলে গুলিটা লেগেছিল তার ডান কাঁধে। পাছে বাবলু ফের গুলি চালায় সেই ভয়ে মরে যাওয়ার ভান করল সে। তারপর বাবলুদের নিশ্চিন্ত হতে দেখেই হঠাৎ সে ঘূর্ণির মতো পাক খেয়ে সবাইকে এক ঝটকায় কাত করে লাফ দিয়ে সিঁড়ির কাছে গেল।

এইবার শুরু হল পঞ্চুর খেলা।

মঙ্গল সিং যত না ভয়ংকর, পঞ্চু তার চেয়েও বেশি ভয়ংকর।

সেও তখন বিকট চিৎকার করে এক উন্মত্ত আক্রোশে লাফিয়ে পড়ল মঙ্গল সিং-এর কাঁধের ওপর। তারপর এক একটি কামড়ে ওর বৃষস্কন্ধ হতে এক এক খাবলা করে মাংস তুলে ফেলতে লাগল।

মঙ্গল সিংও কম যায় না। রক্তস্নাত অবস্থায় পঞ্চুকে এক হাতে শক্ত করে টিপে ধরে ছুড়ে ফেলে দিল এক পাশে।

পড়ে গিয়েও পঞ্চু আবার তাড়া করল নতুন উদ্যমে।

মঙ্গল সিং ম্যাজিকের মতো উধাও হয়ে গেল সেই ফাঁকে।

হতভম্ব বাবলু বলল, "চল—চল সব। শয়তানটাকে কোনওমতেই পালাতে দেওয়া যাবে না। পায়েলদি শিগগির আসুন। ব্যাটাকে ধরতেই হবে! না হলে হেলিকপ্টারে করে উড়ে পালাবে ও।"

বলেই আর কালবিলম্ব না করে ছুটল সকলে।

ওরা বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল, জঙ্গলের দিকে ছুটছে মঙ্গল সিং।

"ওই—ওই তো ছুটছে!"

বাবলুরাও ছুটল।

চারদিকে তখন থিক থিক করছে পুলিশ। কিন্তু মঙ্গল সিং-এর সেদিকে নজর নেই। সে সকাল থেকে পড়ে থাকা সেই হেলিকপ্টারটার ওপর লাফ দিয়ে উঠল।

পঞ্চু ছুটে এসে আবার আক্রমণ করল তাকে।

মঙ্গল সিং সেই অবস্থাতেই হেলিকপ্টারটা উড়িয়ে দিল।

চিৎকার করে উঠল বাবলুরা।

কিন্তু এ কী! হেলিকপ্টার একটু উড়েই কীসের টানে যেন ধুপ করে পড়ে গেল মাটিতে। দেখা গেল হেলিকপ্টারটা একটা গাছের সঙ্গে মোটা কাছি দিয়ে কে যেন বেঁধে রেখেছে। কার কীর্তি-এ ! কে করেছে এই কাজ? বাবলুরা তো নয়।

সেটা পড়ে যেতেই গাছের আড়াল থেকে প্রশান্ত বদনে সেই সাধুকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। সাধুর হাতে চক চক করছে একটা রিভলভার।

সাধুবাবা বললেন, "ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট ডাকু মঙ্গল সিং।"

কয়েকজন পুলিশ এসে মঙ্গল সিং-এর হাতে হাতকড়া পরাল।

পাহাড়ের ঢালে সারি সারি ডাকাত তখন বন্দি অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।

বাবলুরা সাধুকে দেখে বিস্মিত হয়ে বলল, "এ কী! আপনি? আপনি তা হলে সত্যিকারের সাধু নন?"

সাধুবাবা বললেন, "তোমরাও তো সত্যিকারের হনুমান নও।" বলেই সাধুবাবা তাঁর নকল জটা দাড়ি সব খুলে ফেললেন।

ওদিকে বাবলুদের বহু পরিচিত দারোগাবাবু এবং বিহার পুলিশের ইনস্পেক্টররা সবাই এগিয়ে এলেন।

দারোগাবাবু বললেন, "তোমাদের কারও কোনও আঘাত লাগেনি তো?"

বাবলু বলল, "না। তবে আমাদের বাচ্চু-বিচ্ছুর কোনও খোঁজ পাচ্ছি না আমরা।"

"ওদের জন্য চিন্তা কোরও না। ওরা মোসাবনীতে পুলিশের হেফাজতে আছে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না আপনারা খবর পেলেন কী করে?"

দারোগাবাবু বললেন, "দেখো বাবলু, মঙ্গল সিংকে ধরবার চেষ্টা ভেতরে ভেতরে পুলিশও অনেকদিন ধরে করছিল। কাজেই আমি যখনই বুঝলাম তোমরা এখানে আসবেই, তখন তোমাদের আসবার আগেই আমি ব্যাপারটা বিহার পুলিশের নজরে আনি এবং তোমাদের বডি গার্ড হিসেবে দুঁদে সি আই ডি মি. শাসমলকে এখানে পাঠাই।"

বিলু বলল, "বাচ্চু-বিচ্ছুকে আপনারা কীভাবে পেলেন?"

সেদিন বাচ্চু-বিচ্ছুকে নিয়ে দস্যুরা যখন পালাচ্ছিল তখন আমরাই তাদের একজনকে গ্রেপ্তার করে লক-আপে দিই। এবং বাচ্চু-বিচ্ছুকে উদ্ধার করি। অপরজন পালায়। রুদ্রনারায়ণবাবুর নাতিকেও তোমাদের সামনে থেকে আমরাই নিঃশব্দে সরিয়ে নিই। তা ছাড়া তোমরা যে বাড়িতে উঠেছ তার বাড়িওয়ালি ওই হিমিও মিস পায়েলের অপহরণের সংবাদ আমাদের দেয়। কাজেই—।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, দস্যুদের দুটো স্টেনগান তো আমি গাছের ডালে লুকিয়ে রেখেছিলাম। তার একটা পেয়েছি। আর একটা কি—?"

মি. শাসমল বললেন, "আর একটা আমার হেফাজতে আছে। সাসপেন্স ক্রিয়েট করবার জন্যই ওটা আমি সরিয়ে নিয়েছিলাম। তা ছাড়া তোমাদের নিরাপত্তার জন্যও। আনাড়ি হাতে তো ওসব চালানো যায় না। তুমি যদিও পারো অন্যেরা পারত না। উপরন্তু ওইসব ব্যবহার করতে গিয়ে একটা দুর্ঘটনা বাধিয়ে বসত।"

কথা বলতে বলতেই সকলে পাহাড়ের সেই ঢালের ওপর উঠে এল। রাত বোধহয় শেষ হয়ে এসেছে।

দারোগাবাবু বললেন, "এই রাতে আর নয়। ভোর হলে সবাই একসঙ্গে যাব, কেমন?"

ভোম্বল বলল, "কখন যে ভোর হবে! আমার কিন্তু দারুণ খিদে লেগে গেছে।"

মি. শাসমল বললেন, "সকালটা একবার হোক না। তারপর দেখব কত কী খেতে পার। ওদিকে রুদ্রনারায়ণবাবু আমাদের জন্য এক বিরাট ভূরিভোজের আয়োজন করে বসে আছেন।"

ভোম্বলের জিভে জল এল বুঝি। খাবার লোভে ওর চোখদুটো চকচকিয়ে উঠল।

যথাসময়ে ভোর হল।

সেই বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে মঙ্গল সিংকে দলবল সমেত গ্রেপ্তার করে ওরা যখন মোসাবনীতে ফিরে এল, তখন হাজার হাজার মানুষ ওদের দেখবার জন্য অপেক্ষা করছে।

রুদ্রনারায়ণবাবুর হাতে একটি ফুলের মালা। সে মালাটি তিনি নিজে হাতে পরিয়ে দিলেন বাবলুর গলায়।

বাচ্চু-বিচ্ছু এবং রুদ্রনারায়ণবাবুর নাতি প্রতাপ ছুটে এসে বাবলুকে জড়িয়ে ধরল। বাবলু নিজের গলা থেকে মালাটি খুলে পরিয়ে দিল পঞ্চুর গলায়।

পঞ্চু আনন্দে ডেকে উঠল—"ভৌ। ভৌ-ভৌ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দা ৬

সপ্তদশ অভিযান

চৈত্রের শুরুতেই হঠাৎ গরমটা পড়ে গেল।

এই গরমে বাবলু তাই খুব ভোর ভোর উঠে তার পড়াশুনার পাঠ শেষ করে নিচ্ছে। সেদিনও পড়াশুনা শেষ করে চা জল খেয়ে ও একাই পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়ে চলল মিত্তিরদের বাগানে। একটি বেঁটে মোটা গুলঞ্চ গাছের তেফ্যাঁকড়া ডালের ওপর আধ শোয়া হয়ে মনের আনন্দে ওর নতুন কেনা মাউথ অর্গানটা বাজাতে লাগল। এই মনোরম নিরালা পরিবেশে ওর মাউথ অর্গানের সুর চারদিকের প্রকৃতিকে যেন নন্দিত করে তুলল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর আসবার সময় এখনও হয়নি। আরও অন্তত ঘণ্টাখানেক বাদে ওরা আসবে। এই সময়টুকু কাটাবে কী করে বাবলু? তাই ওর মাউথ অর্গানের সুর সাধনা ওর এই দীর্ঘ একাকীত্বের সঙ্গী হল।

পঞ্চুও এই গরমে অযথা ছোটাছুটি না করে গাছতলাতেই শুয়ে রইল চুপচাপ।

এমন সময় হঠাৎ একটা কান্নার সুর কানে এল বাবলুর। কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আরও গভীর জঙ্গলের ভেতর থেকে ভেসে আসছে কান্নার শব্দটা।

বাবলু অর্গান থামিয়ে কান খাড়া করে শুনল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে নেমে এল গাছ থেকে।

বাবলুকে নামতে দেখে পঞ্চুও গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বাবলু চুপিসাড়ে জঙ্গল ভেদ করে এগিয়ে চলল।

পঞ্চুও চলল পিছু পিছু। সামান্য একটু যাওয়ার পরই কান্নার জায়গায় পৌঁছে গেল ওরা।

বাবলু দেখল জঙ্গলের গভীরে একটু ফাঁকা জায়গায় ঘন ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে মাটিতে ঘাসের বুকে মুখ গুঁজে কে যেন ফুলে ফুলে কাঁদছে।

পঞ্চু এগিয়ে গিয়ে তার ঘাড়ের কাছে মুখ নিয়ে শুঁকতেই লাফিয়ে উঠল লোকটি। বাবলু তাকে দেখেই চিনতে পারল। কাছেই একটি গ্লাস ফ্যাক্টরিতে দারোয়ানের কাজ করে। বেঁটেখাটো শক্ত চেহারা। সম্ভবত নেপালি।

বাবলু বিস্মিত হয়ে বলল, "কী ব্যাপার, তুমি এখানে?"

লোকটি বলল, "খোকাবাবু তুম হিঁয়া?"

"আমি তো ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছি। কিন্তু তুমি এইভাবে এখানে শুয়ে কাঁদছ কেন? কত দিনের পোড়ো বাগান। কত সাপখোপ আছে। এইভাবে এখানে এসে শোয়?

বাবলুর কথায় লোকটির শোক যেন উথলে উঠল। বলল, "আমার বড় দুঃখ খোকাবাবু। তাই মনের জ্বালা জুড়োতে এখানে এসে শুয়ে থাকি। যাতে কেউ আমাকে দেখতে না পায়। কেউ আমার কান্না শুনতে না পায়।"

বাবলু লোকটির পাশে ঘাসের ওপরই বসে পড়ল, "কী এমন দুঃখ তোমার, যাতে এইভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে তোমাকে কাঁদতে হয়?"

লোকটি বলল, "খোকাবাবু, গরিব লোকের দুঃখ তুমি কী বুঝবে? দশ দিন পহলে মুলুক থেকে চিঠি এসেছে আমার লেড়কির খুব অসুখ। কিন্তু খোকাবাবু, আমার কাছে এমন রুপিয়া নেই যে আমি মুলুক যাই। তার একটু দেখভাল করি। আমাদের ফ্যাক্টরিতে এখন ধর্মঘট চলছে। কবে মিটবে তা জানি না। অথচ আমার হাতেও কোনও টাকা-পয়সা নেই। চারদিকে আমার এত দেনা যে কারও কাছে হাত পাতলে একটি পয়সাও ধার পাব না। আমার লেড়কি হয়তো বিনা চিকিৎসায় শেষ হয়ে যাবে। আমি কী করব খোকাবাবু? আজ এক সাল লেড়কিকে আমি দেখিনি। তার জন্যে খুব মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমার।"

লোকটির দুঃখের কথা শুনে বাবলুর বুকের ভেতরটা যেন হাহাকার করে উঠল। সত্যি! কত মানুষের কত দুঃখ। বাবলু ওর রুমালে করে লোকটির চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলল, "এইভাবে ছোটছেলের

মতো কাঁদে না। যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন। তিনি নিশ্চয়ই তোমার একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।"

লোকটি আবার ডুকরে কেঁদে বলল, "না না না। আমার কেউ নেই। আমার ভগবানও নেই।"

বাবলু বলল, "ছিঃ, ওকথা বলতে নেই। কে বলল তোমার কেউ নেই? তোমার না লেড়কি আছে? আর ভগবানের ওপরও অভিমান করতে নেই। কী অসুখ হয়েছে তোমার লেড়কির?"

"মালুম নেহি। শুধু চিঠি এসেছে লেড়কির অসুখ। রুপিয়া নিয়ে মুলুক যেতে লিখেছে।"

"কোথায় মুলুক তোমার?"

"সে অনেক দূর বাবু।"

"নেপাল নিশ্চয়ই?"

"না না, নেপাল নয়। দার্জিলিং।"

"দার্জিলিং! তুমি তা হলে নেপালি নও? আমি তো তোমাকে নেপালি ভাবতাম।"

"আমি ভুটিয়া। আমার নাম রূপলাল ভুটিয়া। আমার লেড়কির নাম সোনারু। আমার একমাত্র লেড়কি। আমার প্রাণ। খুব ভালবাসে আমাকে। আমি যখন মুলুক থেকে কলকাতা চলে আসি তখন আমার গলা জড়িয়ে ধরে থাকে। আমাকে কিছুতেই আসতে দিতে চায় না। ওর কিছু হলে আমার বুক ফেটে যায় খোকাবাবু। অথচ ওর অসুখ শুনেও ওর কাছে যাবার কোনও উপায়ই আমার নেই। আমি নিজেই পেটে খেতে পাই না। দেখবে খোকাবাবু, আমার লেড়কির ফটো দেখবে?" বলে বুক পকেট থেকে একটি পুরনো ময়লা ফটো বার করে বাবলুর হাতে দিল রূপলাল।

বাবলু ফটোটা হাতে নিয়ে দেখল। একটি ন'-দশ বছরের ফুটফুটে বালিকার ফটো। কচি কচি ঢল ঢল সেই পর্বত দুহিতার নিষ্পাপ মুখখানি দেখলে সত্যই মায়া হয়।

বাবলু ফটোটা রূপালালকে দিয়ে বলল, "তুমি একটু কষ্ট করে আমার সঙ্গে এসো রূপলাল ভাই। আমি চেষ্টা করে দেখি তোমার জন্য কতদূর কী করতে পারি।"

রূপলাল বাবলুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "খোকাবাবু! এ তুমি কী বলছ খোকাবাবু! সত্যিই তুমি আমার জন্য কিছু করবে?"

"আমি তোমাকে আসতে বলছি এসো।"

ওরা ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখল সেই ভাঙা বাড়িটার সামনে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু অপেক্ষা করছে ওর জন্য।

বাবলু রূপলালকে নিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল।

বিলু বলল, "ওই জঙ্গলের ভিতর কী করছিলি রে বাবলু?"

ভোম্বল বলল, "আমরা এসে তুই এখনও আসিসনি মনে করে চুপচাপ বসে আছি।"

বাবলু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "শোন, আজ আমাদের খুব ভাল একটা কাজ করবার সুযোগ এসেছে।"

সবাই বলল, "কীরকম!"

"লোকটিকে চিনিস?"

"হ্যাঁ, গ্লাস ফ্যাক্টরির দারোয়ান।"

"ওর নাম রূপলাল। ওর মেয়ের খুব অসুখ। কিন্তু এমনই অবস্থা বেচারার যে শুধুমাত্র টাকা-পয়সার অভাবে মেয়ের অসুখ জেনেও দেশে যেতে পারছে না ও। তাই আমি চাইছি আমাদের পাণ্ডব গোয়েন্দাদের তরফ থেকে ওকে কিছু সাহায্য করতে।"

বিলু বলল, "উত্তম প্রস্তাব। বিশেষ করে এটি একটি সত্যিকারের সৎ কাজ।"

ভোম্বল বলল, "তা ছাড়া তুই যখন মত করেছিস তখন আমরা সবাই তোর সঙ্গে একমত। ওর কত কী হলে হয় সেটা ওকে জিজ্ঞেস করে দেখ।"

বাবলু বলল, "এবার বলো তো রূপলালভাই কত টাকা পেলে তোমার সুবিধা হয়?"

বিস্মিত অভিভূত রূপলাল বলল, "আমি তোমাদের কাছে বেশি চাইব না খোকাবাবু। শুধু আমার গাড়িভাড়া বাদে সামান্য কিছু হাতখরচা পেলেই হয়ে যাবে। তোমরা আমাকে পঞ্চাশটা টাকা দিতে পারবে?"

বাবলু হেসে বলল, "ও তো ট্রেন ভাড়াতেই হয়ে যাবে। পঞ্চাশ টাকায় কী হবে তোমার? তা ছাড়া তোমার মেয়ের অসুখ। তাকে ভাল ডাক্তার দেখাতে হবে।"

"কিন্তু ওর বেশি তোমরাই বা পাবে কোথায় খোকাবাবু? তোমরা যে ছেলেমানুষ।"

বাবলু বলল, "আমরা তোমাকে পাঁচশো টাকা দেব।"

রূপলাল বলল, "তোমরা আমার সঙ্গে রসিকতা করছ না তো খোকাবাবু? আমার যে মাথাটা একদম ঘুরে যাচ্ছে।"

বাবলু বলল, "না রূপলাল ভাই। আমরা মোটেই রসিকতা করছি না। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে এতদিন আমরা তোমার মতো একজন মানুষের দেখা পাইনি। দশটা বাজলে ব্যাঙ্ক খুললেই আমি টাকাটা তুলে এনে তোমাকে দেব। ততক্ষণ চলো, তুমি আমাদের বাড়িতে গিয়ে একটু চা-জল খাবে! আশা করি টাকাটা পেলে আজ রাতের গাড়িতেই চলে যাবে তুমি।"

"সে তো যাবই খোকাবাবু। কিন্তু...।"

"কোনও কিন্তু নয়। ও টাকাটা আমরা তোমাকে ধার হিসেবে দিচ্ছি না। সাহায্য হিসেবেই দিচ্ছি।"

রূপলাল অস্ফুট গলায় বলল, "তোমাদের ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না খোকাবাবু। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।"

বাবলু হেসে বলল, "একটু আগেই না তুমি বলেছিলে ভগবান নেই?"

"ভুল, ভুল, ভুল বলেছি খোকাবাবু। ভগবান আছেন। মানুষও আছে। সবই ঠিক আছে। দুঃখে-শোকে ভেঙে পড়ে আমরাই শুধু মাঝে মাঝে ভুল করে ফেলি।"

বাবলু বলল, "আর এখানে দেরি করে লাভ নেই। এসো তুমি আমাদের বাড়ি।"

বাচ্চু বলল, "বাবলুদা, রূপলাল ভাইকে আমরা আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাই না কেন? তুমি বরং ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা তুলে আমাদের বাড়িতে চলে এসো।"

বিচ্ছু বলল, "হ্যাঁ বাবলুদা, আমারও তাই ইচ্ছে।"

"বেশ, তাই হোক। তোরাই তবে নিয়ে যা রূপলালকে। আমি বাড়ি গিয়ে পাশ-বইটা নিয়ে চলে যাই ব্যাঙ্কে।" এই বলে পঞ্চুকে নিয়ে গেল বাবলু।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু তখন রূপলালকে নিয়ে কথা বলতে বলতে বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল।

বাচ্চু-বিচ্ছুর মা সব শুনে সাদরে লুচি আলুভাজা ও সন্দেশ খেতে দিলেন রূপলালকে। চা করেও খাওয়ালেন।

তারপর এক সময় টাকা নিয়ে বাবলুও গিয়ে হাজির হল বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়িতে। টাকাটা রূপলালের হাতে তুলে দিতেই যে কী আনন্দ রূপলালের। টাকাটা দু'হাতে ধরে বুকে আঁকড়ে ঝর ঝর করে কাঁদতে লাগল সে। আর প্রাণভরে আশীর্বাদ করতে লাগল। তারপর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল রূপলাল।

বাবলুরা ওর চলে যাওয়া পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ওদের সকলেরই মন ভরে উঠল এক গভীর প্রশান্তিতে।

সন্ধের সময় বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়িতে বিলু আর ভোম্বল বসে বসে ওদের পিকচার কমিকস ও অন্যান্য গল্পের বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। কত বই বাচ্চু-বিচ্ছুদের। ওদের বাবা নতুন বই বেরোলেই কিনে দেন। বিলু আর ভোম্বল সেই সব বইয়ের পাতা উলটে ছবি দেখছিল। বাচ্চু রোজের মতো বসেছিল হারমোনিয়াম নিয়ে। বিচ্ছু আপন মনেই বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে গালে পাউডারের পাফ বোলাচ্ছিল।

এমন সময় বেশ ঘর্মাক্ত কলেবরে বাবলু এসে বলল, "নাঃ। অনেক চেষ্টা করেও পেলাম না।"

বাচ্চু হারমোনিয়াম থামিয়ে বলল, "কী পেলে না বাবলুদা?"

বাবলু বিরক্তির সঙ্গে বলল, "অতক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর কিনা শুনতে হল জুন মাসের তিরিশ তারিখ পর্যন্ত হবে না। বলি, তার পরে কি মরতে যাব?"

বিলু বলল, "এই গরমে তুই কি খেপে গেলি। কী বলছিস বল তো?"

বাবলু বলল, "আমাকে এক গেলাস জল খাওয়া তো বিচ্ছু। আর তোর মাকে বল বাবলুদার খু-উ-উ-ব খিদে পেয়েছে। সেই সঙ্গে এক কাপ চা হলেও মন্দ হয় না।"

বিচ্ছু জল আনতে গেল।

বাবলু নিজের মনেই গজ গজ করতে লাগল বসে বসে। সবাই চুপচাপ। বিচ্ছু জল আনলে বাবলু জল খেল।

বাচ্চু বলল, "তুমি কীসের লাইনে দাঁড়িয়েছিলে বাবলুদা?"

বাবলু সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে এক টাকার একটি কয়েন বার করল। তারপর টাকাটা একবার সবাইকে দেখিয়ে বেশ গম্ভীর গলায় বলল, "এটা কী?"

সবাই বলল, "টাকা।"

"টাকার এ পিঠ?"

"হেড।"

"ও পিঠ?"

"টেল।"

"তা হলে হেড না টেল?"

সবাই বলল, "হেড।"

বাবলু টস করল।

"হেড হেড হেড।"

হেডই হল। বাবলু বলল, "হেড মানে মাথায় অর্থাৎ উঁচুতে। টেল মানে নিচুতে। আমি অবশ্য মনে মনে আন্দাজে এটা ক্যালকুলেশন করে উঁচুটাই বেছে নিয়েছি।"

বাচ্চু বলল, "সত্যি, তুমি পারও বটে বাবলুদা। কখন যে কী মতলব খেলে তোমার মাথায় তা আমরা টেরও পাই না। সেই থেকে আমাদের সাসপেন্সে ঝুলিয়ে রেখে কী যে তুমি বলতে চাইছ তা আমরা এখনও বুঝতে পারছি না। তুমি যেন দিনের দিন কীরকম রহস্যময় হয়ে উঠছ।"

বাবলু বলল, "আরে বাবা এতে রহস্যের কী আছে? এই প্রচণ্ড গরমে একটা কিছু তো বেছে নিতেই হবে আমাদের। হয় হেড, নয় টেল। উঁচুতে অথবা নিচুতে। মানে, পাহাড়ে কিংবা সমুদ্রে। তা আমি পাহাড়ই বেছে নিলাম। কিন্তু সেই দুপুর থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে যখন শুনলাম দার্জিলিং মেলে তিরিশে জুন পর্যন্ত কোনও বার্থ খালি নেই তখন মেজাজটা খিঁচড়ে যায় কিনা বল।"

বিলু তো শুনেই লাফিয়ে উঠল, "দার্জিলিং মেলের? তার মানে তুই আমাদের দার্জিলিং যাবার ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলি নাকি?"

বাবলু মুখ টিপে হাসল।

ভোম্বল বলল, "কই এ কথা তো একবারও আমাদের বলিসনি তুই?"

বাবলু বলল, "বলিনি তার কারণ আগে তো কিছু ঠিক করিনি। রূপলালের মুখে দার্জিলিংয়ের নাম শুনতেই মনটা কীরকম করে উঠল। তাই ওর জন্য সকালে যখন টাকা তুলতে গেলাম তখন একটু বেশি করেই তুললাম। তোদের কিছু জানাইনি তার কারণ ভেবেছিলাম দার্জিলিং মেলের টিকিটগুলো কেটে এনে তোদের হাতে দিয়ে চমকে দেব তোদের। তাই চুপি চুপি দুপুরবেলা নিজেই চলে গিয়েছিলাম ফেয়ারলি প্লেসে। আগামী কালের জন্য পাঁচটা বার্থ চাইলাম। কিন্তু না। থ্রি-টায়ার তো দূরের কথা পাঁচটা সিটও পেলাম না।"

বিচ্ছু বলল, "হায় হায় রে। টিকিটটা পেলে কী মজাই যে হত। তা হলে কালই আমরা আবার দূরপাল্লার ট্রেনে চাপতে পেতাম।"

বাচ্চু বলল, "এই গরমে দার্জিলিং! এ যে স্বপ্নেও ভাবা যায় না। ওঃ, যাওয়াটা হলে কী আনন্দই না হত।"

ভোম্বল বিগলিত গলায় বলল, "বাবলু! প্রস্তাবটা তুই 'না' করে দিস না। সত্যি বলছি ভারী ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। দার্জিলিংটা একবার আমাদের ঘুরে আসতেই হবে। নাইবা পেলাম রিজার্ভেশন। এমনিই সাধারণ কামরায় চেপে যাব।"

বাচ্চু বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ বাবলুদা। আমরা বিনা রিজার্ভেশনেই যাব।"

বাবলু বলল, "পারবি?"

বিলু বলল, "নিশ্চয়ই পারব। আরে, আমরা হচ্ছি পাণ্ডব গোয়েন্দা। আমাদের কি রিজার্ভেশন লাগে? তা ছাড়া কুলিকে দু'-চার টাকা দিয়ে দিলে ওরাই বসবার জায়গা করে দেবে।"

বিচ্ছু বলল, "আমার কতদিনের সাধ দার্জিলিং দেখবার।"

বাবলু বলল, "আমারও। দার্জিলিং শুধু যে শৈল শহর তা তো নয়। অনেক ট্যুরিস্টের মতে দার্জিলিং সত্যিকারের ভূস্বর্গ। দার্জিলিং মেঘমালার দেশ। মেঘের মেলা দেখবে তো দার্জিলিং যাও।"

বিলু বলল, "তা হলে বাবলু একটা কথা বলি শোন, কালই আমরা যাই চল। রিজার্ভেশন যখন পাইনি তখন দার্জিলিং মেলেই যে আমাদের যেতে হবে তার কোনও মানে নেই। হাওড়া থেকে নিউজলপাইগুড়ি প্যাসেঞ্জার রাত্রের দিকে ছাড়ে। ভিড়ও খুব একটা হয় না। ভাড়াও একটু কম। আমরা ওই গাড়িতেই যাব।"

বাবলু বলল, "না। প্যাসেঞ্জারে আমি যাব না। থ্রি-টায়ার ছাড়াও যাব না।"

বিলু বলল, "তা হলে তো যাওয়াই হবে না।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, যাওয়া হবে। এবং কালই। আমি দার্জিলিং মেলের টিকিট পাইনি বটে তবে কুড়িয়ে বাড়িয়ে এদিক সেদিক করে কামরূপ এক্সপ্রেসের টিকিট পেয়ে গেছি।"

বিলু লাফিয়ে উঠল, "বলিস কী রে বাবলু! এই কথাটা এতক্ষণ আমাদের কাছে চেপে গিয়ে দার্জিলিং মেলের টিকিট না পেয়ে তুই খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিস এমন ভান দেখাচ্ছিলি?"

বাচ্চু বলল, "সত্যিই তুমি সাসপেন্স ক্রিয়েট করতে পারও বটে বাবলুদা।"

বাবলু বলল, "ওরে, সুখের কথা—আনন্দের কথা একটু তারিয়ে তারিয়ে বলতে হয়। দার্জিলিং মেলে চেপে দার্জিলিং যাবার একটা আলাদা ইমেজ আছে। তবে পেলাম না যখন, তখন হালও ছাড়লাম না। নিউ বনগাইগাঁও এক্সপ্রেস ও কামরূপ এক্সপ্রেসে চেষ্টা লাগালাম। ভাগ্যক্রমে পেয়েও গেলাম। এতে একদিকে ভাল হল এই যে আমরা তো হাওড়ায় থাকি, হাওড়া স্টেশনেই কামরূপ এক্সপ্রেস পেয়ে যাব। কিন্তু দার্জিলিং মেল হলে কষ্ট করে শিয়ালদায় যেতে হত।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু তো বাবলুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে উল্লাসে ফেটে পড়ল।

এমন সময় বাবলুর জন্য খাবার নিয়ে বাচ্চু-বিচ্ছুর মা এসে পড়লেন। ওদের রকম দেখে বললেন, "এ কী রে! এই ভর সন্ধেবেলা সবাই মিলে এমন ভূতের মতো চেঁচাচ্ছিস কেন?"

বাচ্চু বলল, "মা দার্জিলিং।"

"দাজিলিং!"

"বিচ্ছু বলল, "হ্যাঁ। দার্জিলিং।"

"কে যাবে?"

"আমরা যাব।"

"তোরা যাবি!"

"আমরা সবাই দার্জিলিং যাব।"

"কবে?"

"রাত পোহালে ফরসা হলে।"

"তার মানে কাল সকালে?"

"সকালে কী গো! তুমি কিচ্ছু জান না। রাত্তিরে যাব। কামরূপ এক্সপ্রেসে।"

বিলু কাব্য করে বলতে লাগল, "আমরা দার্জিলিং যাব। টাইগার হিল দেখব। কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনার চুড়োয় আমরা সোনা রোদের ছটা দেখব। পাহাড় দেখব—অরণ্য দেখব—মেঘ দেখব—আরও কত—কত —কত কী দেখব। সত্যি! কী মজা। ওরে সন্ধে তুই রাত্রি হ। ওরে রাত্রি তুই ভোর হ। ভোর তুই সকাল হয়ে যা। দীর্ঘ দিনটা ফুরিয়ে যা তাড়াতাড়ি। আমরা সবাই গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে কামরূপ এক্সপ্রেসের থ্রি-টায়ারে শুয়ে পড়ব। সকাল হবে। নিউ জলপাইগুড়িতে নামব। তারপর? তারপর টয় ট্রেন। আমরা টয় ট্রেনে চাপব। আর টয় ট্রেন ঝিক ঝিক করে আমাদের নিয়ে যাবে মেঘমালার দেশে। কী চমৎকার—কী অপূর্ব—কী দারুণ ফ্যানস্টাস্টিক।"

বাচ্চু-বিচ্ছুর মা বললেন, "সত্যি, তোদেরই কপাল রে। ভাগ্যে বাবলুকে তোরা পেয়েছিলি?"

বাবলু তখন গপাগপ করে হালুয়া ও পরোটা খেয়ে চলেছে।

বাচ্চু বলল, "মা, আমাদের নেই?"

"আছে মা। সবার আছে। ওর খুব খিদে পেয়েছিল তো, তাই সবার আগে ওকেই দিলাম। তোদের জন্য আনছি।"

বাচ্চু-বিচ্ছুর মা ঘর থেকে চলে গেলে আনন্দের চোটে ভোম্বল ঘরের মেঝেতেই একটা ডিগবাজি খেয়ে নিল।

পর দিন যথাসময়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা হাওড়া স্টেশনে এসে উপস্থিত হল। বাবলু-বিলু ভোম্বল-বাচ্চু-বিচ্ছু সবাই আছে। পঞ্চুও আছে।

কিন্তু মুশকিল হল পঞ্চুকে নিয়ে। সন্ধে-রাতের গাড়ি। স্টেশন একেবারে ভিড়ে জমজমাট। ওকে প্লাটফর্মে ঢোকাবে কী করে?

বাবলু বলল, "এক কাজ করি আয়, একবার এনকোয়ারিতে জিজ্ঞেস করে আসি, প্রপার চ্যানেলে ওকে নিয়ে যাওয়া যায় কি না।" এই বলে বাবলু চলে গেল। তারপর মিনিট কয়েকের মধ্যেই হাসিমুখে ফিরে এসে বলল, "হয়েছে। পঞ্চুর একটা টিকিট থাকলেই হবে। তবে ওকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাবে না। ব্রেক ভ্যানে চাপাতে হবে।"

বিলু বলল, "সেই ভাল। একটা রাত তো। যা ওর টিকিটটা কেটে আন। অযথা আর সঙ্গে নিয়ে ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই।"

বাবলু বলল, "ওর টিকিট আমি কেটেই এনেছি। কিন্তু পঞ্চু আমাদের সঙ্গে থাকবে না এটা কি ভাবা যায়?"

ভোম্বল বলল, "তা অবশ্য যায় না। কিন্তু এইরকম ভিড়ের গাড়িতে অন্যান্য যাত্রীরা যদি আপত্তি করে তা হলে সেটাও কি সহ্য করতে পারব আমরা?"

বিলু বলল, "ঠিক আছে। আগে ট্রেনে উঠি চল। তারপর যদি কোনওরকমে কোচ অ্যাটেন্ডেন্টকে একটু রাজি করাতে পারি তা হলে পঞ্চুকে আমাদের কাছেই রেখে দেওয়া যাবে।"

বাবলু বলল, "সেই ভাল।"

ওরা পাঁচজন গেট পার হয়ে পঞ্চুকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল।

উঃ! সে কি প্রচণ্ড ভিড় প্লাটফর্মে। এবং ট্রেনে। এই সব ট্রেনে যে এত ভিড় হয় বাবলুর তার জানা ছিল না। যত না লোকের ভিড় তার একশো গুণ মালপত্তরের ডাঁই।

রিজার্ভেশন থাকা সত্ত্বেও বাবলুরা অতি কষ্টে ট্রেনে উঠে নিজেদের সংরক্ষিত বার্থগুলো দেখে নিল। তারপর সবাইকে যথাস্থানে বসিয়ে দিয়ে বাবলু কোচ অ্যাটেন্ডেন্টকে বলল, "স্যার, অনুগ্রহ করে আপনি আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?"

"বলো?"

"আমাদের সঙ্গে একটা কুকুর আছে। ওর একটা টিকিটও করেছি। ওকে আমরা আমাদের কাছেই রাখতে চাই। আপনি আপত্তি করবেন না তো?"

"হ্যাঁ করব। কেন না যাত্রী গাড়িতে এভাবে কুকুর নিয়ে যাওয়া যায় না। ওকে ব্রেক ভ্যানে রেখে আসতে হবে।"

"ও কিন্তু খুব লক্ষ্মী। কাউকে কামড়ায় না। চুপচাপ শুয়ে থাকে।"

"তা হলেও নয়। লাইনের অবস্থা খুব খারাপ। যদি মাঝ রাতে মোবাইল চেকিং হয় তখন কিন্তু মুশকিল হয়ে যাবে। পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। যাও, তাড়াতাড়ি ওকে ব্রেক ভ্যানে তুলে দিয়ে এসো। ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে।"

বাবলু আর কী করে? অগত্যা পঞ্চুকে রেখে আসতে চলল। ও যখন দরজার কাছে গেছে তখন হঠাৎ কী ভেবে যেন অ্যাটেন্ডেন্ট ভদ্রলোক ডাকলেন ওকে, "খোকা শোনো, তুমি এক কাজ করো। ওকে বরং বার্থের তলাতেই শুইয়ে রাখো। কেন না আর মাত্র এক মিনিট সময় আছে। ট্রেন ছেড়ে দিলে আর উঠতে পারবে না।"

বলতে বলতেই ছেড়ে দিল ট্রেন।

কী আনন্দ! কী আনন্দ!

বাবলু পঞ্চুকে একেবারে নীচে না রেখে বার্থের ওপর তুলে নিল। পর পর বার্থ ওরা পায়নি। তাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসতে হল। তা হোক। তবু একদিনের মাথায় বার্থ যে পাওয়া গেছে এই যথেষ্ট। দার্জিলিং মেলে তো সিটিংও জুটল না। একটা রাত দেখতে দেখতেই কেটে যাবে।

হাওড়া থেকে ছাড়ার পর ব্যান্ডেল কালনা নবদ্বীপ হয়ে ট্রেন চলল। বাবলুর মা লুচি মাংস আর কড়া পাকের সন্দেশ দিয়েছিলেন। তাই খেয়েই চুপচাপ শুয়ে রইল ওরা।

অজগর সাপের মতো লম্বা কামরূপ এক্সপ্রেস ডিজেল ইঞ্জিনের টানে ঝড়ের বেগে ছুটে চলল। ট্রেনের দুলুনিতে ওদের সবারই চোখে নেমে এল ঘুম-ঘুম-ঘুম।

ঘুম যখন ভাঙল তখন সবেমাত্র সূর্যোদয় হচ্ছে। অনেক দূরের তিস্তা উপত্যকা ও আবছা মেঘের মতো শৈলশ্রেণী ছবির মতো দেখা যেতে লাগল।

ট্রেন এসে থামল নিউ জলপাইগুড়িতে।

একটু আগেই দার্জিলিং মেল এসে পৌঁচেছে।

একজন চেকার ওদের টিকিট দেখতে চাইলেন।

বাবলু টিকিট দেখাল।

চেকার ভদ্রলোক টিকিট দেখেই বললেন, "তোমরা দার্জিলিং যাত্রী নাকি?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ।"

"তা হলে শিগগির যাও। টয় ট্রেন এখনই ছেড়ে দেবে। সময় হয়ে গেছে।"

"ছাড়ে ছাড়বে। এ ট্রেন না হলে পরের ট্রেনে যাব।"

"এর পরে দার্জিলিং যাবার আর কোনও ট্রেন নেই। সারাদিনে এই একটাই মাত্র ট্রেন।"

তাই না শুনে ওরা তো ওভারব্রিজ পার হয়ে হইহই করে ছুটল। কিন্তু না। যার জন্য আসা সেই টয় ট্রেন তখন ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। বাবলুরা অনেক চেষ্টা করেও ধরতে পারল না ট্রেনটাকে।

বাচ্চু-বিচ্ছুর চোখদুটি জলে ভরে উঠল।

বাবলু বলল, "যাঃ। ভ্রমণের আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল আমাদের। এখানে এসে টয় ট্রেন চেপে যদি না দার্জিলিং যেতে পারলাম তা হলে আর লাভ কী? কত সাধের, কত স্বপ্নের টয় ট্রেন। সেই টয় ট্রেনেই চাপতে পারলাম না?"

ট্রেনটাকে তখনও নাগালের বাইরে দেখা যাচ্ছে। একরাশ ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে ছুটে চলেছে ঝিক ঝিক করে।

ওদের আশা আনন্দ উল্লাস ও উচ্ছ্বাসকে ম্লান করে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

বিলু বলল, "তা হলে উপায়?"

বাবলু বলল, "কোনও উপায়ই নেই। বাসে যেতে হবে।"

ভোম্বল বলল, "না। কিছুতেই বাসে চেপে আমরা দার্জিলিং যাব না। আমরা টয় ট্রেনেই চাপব। আজকের দিনটা বরং এইখানেই থেকে কাল সকালের ট্রেনে যাব।"

বাচ্চু বলল, "বাঃ বাঃ। বেশ কথা। এদিকে টিকিটগুলো যে নষ্ট হয়ে যাবে সে খেয়াল আছে?"

ভোম্বল বলল, "নষ্ট হবে কেন, ব্রেক জার্নি লিখিয়ে নেব। আর নষ্ট হলেও নতুন করে টিকিট কেটে নেব সেও ভাল। তবু জীবনে প্রথম দার্জিলিং যাচ্ছি, টয় ট্রেন ছাড়া যাব না।"

বিলু বলল, "কিন্তু এই ফাঁকা মাঠের মধ্যে স্টেশন। এখানে পড়ে থাকবি কী করে?"

"যেভাবেই হোক থাকব।"

ওরা যখন এই সব বলাবলি করছে তখন সম্ভ্রান্ত ভদ্র চেহারার একজন স্মার্ট যুবককে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। যুবকটি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছিল ওদের। এবার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "কী হল? ট্রেনটা ধরতে পারলে না?"

বাবলু হতাশ গলায় বলল, "নাঃ।"

"কোথায় যাবে তোমরা দার্জিলিং নিশ্চয়ই?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে এক কাজ করো তোমরা। বাসেই চলে যাও। এখান থেকে দুটো রিকশা করে শিলিগুড়ি যাও। ওখান থেকে কুড়ি মিনিট অন্তর মিনিবাস পাবে।"

বাবলু বলল, "না। মিনিবাসে গেলে তো ঝামেলা চুকেই যেত। এই প্রথম দার্জিলিং যাচ্ছি আমরা। কত সাধ কত স্বপ্ন আমাদের টয় ট্রেনে যাব, এখন তো শুনছি সারাদিনে আর কোনও ট্রেনই নেই। তাই ভাবছি এখানেই স্টেশনে রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে টয় ট্রেনে যাব।"

বাবলুর কথা শুনে যুবকটি হেসে বলল, "পাগল নাকি? সামান্য টয় ট্রেনে চাপবার জন্য আজকের সারাটা দিন সারাটা রাত এই খাঁ খাঁ নিবান্ধাপুরীতে পড়ে থাকবে?"

বিলু বলল, "তা ছাড়া উপায়? মাত্র সকালে একটা ট্রেন ছাড়া সারাদিনে আর কোনও ট্রেন থাকবে না তা কে জানত?"

"হ্যাঁ। সারাদিনে এখন দার্জিলিং যাবার একটিই মাত্র ট্রেন। তার কারণ টয় ট্রেন চালিয়ে সরকারের দারুণ লোকসান হচ্ছে। কেউ টিকিট কাটে না। শুধু বহুদিনের পুরনো ঐতিহ্যকে ধরে রাখবার জন্য ট্রেনটাকে আজও উঠিয়ে দেওয়া হয়নি। লোকসান দিয়েই চালানো হচ্ছে। তা ঠিক আছে। তোমরা ক'জন? পাঁচজন তো? আর এই কুকুরটা। আমার সঙ্গে স্টেশনের বাইরে এসো। আমার মোটরবাইকটা রেখে এসেছি। দেখি একবার চেষ্টা করে তোমাদেরকে শিলিগুড়িতে নিয়ে গিয়ে ট্রেনটা ধরিয়ে দিতে পারি কি না।"

বাবলুরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

যুবকটি ব্যস্ততার সঙ্গে বলল, "এসো এসো। আর দেরি কোরো না।" বলেই হন হন করে এগিয়ে চলল। যেতে যেতেই বলল, "যদি ট্রেন ধরাতে না পারি তা হলে বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে দেব। ওখান থেকে বাসেই চলে যেয়ো।"

বাচ্চু ফিসফিস করে বলল, "না বাবলুদা। সম্পূর্ণ অজানা অচেনা এই পরিবেশে ঝট করে এই রকম একজনের খপ্পরে পড়ে যাওয়াটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না।"

বাবলু বলল, "তা ঠিক। তবে আমরা একসঙ্গে সকলেই থাকছি তো। তা ছাড়া ওটাও আছে সঙ্গে। বেকায়দা বুঝলেই চালিয়ে দেব ঢিস্যুম ঢুসুম। একটু রিসক্ নিয়ে দেখিই না।"

বিলু বলল, "লোকটিকে দেখে তো খারাপ বলে মনে হচ্ছেন। তবু দেখাই যাক। উদ্দেশ্য সৎও হতে পারে।"

ওরা স্টেশনের বাইরে এল। যুবকটি তখন বাইক নিয়ে অপেক্ষা করছে। বেশ বড় সড়। কী যেন নাম বাইকটার। রয়্যাল এনফিল্ড বুলেট না কী যেন।

বাচ্চু-বিচ্ছু পঞ্চুকে নিয়ে সামনের দিকে পেট্রল ট্যাঙ্কের ওপর বসল। আর বিলু, ভোম্বল পিছন দিকে। বাবলু পঞ্চুকে আর মালপত্র সঙ্গে নিয়ে চেপে বসল সাইডকারটার মধ্যে।

যুবকটি ওদের নিয়ে ভট ভট শব্দে বাইকটিকে পিচ ঢালা পথের ওপর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে চলল। একবার শুধু জিজ্ঞেস করল, "শক্ত করে ধরে আছ তো সব? কোনও অসুবিধে হচ্ছে না?"

বাবলুরা বলল, "না।"

বাচ্চু বলল, "তবে মাঝে মাঝে মোড়ের মাথায় টার্ন নেবার সময় মনে হচ্ছে এই বুঝি উলটে যাব।"

যুবক হাসল। বলল, "এত সোজা?"

বাবলু বলল, "আপনার তো পরিচয়ই পেলাম না। আপনি থাকেন কোথায়?"

"আমি থাকি জলপাইগুড়ি শহরে। আমার এক রিলেটিভের আসবার কথা ছিল। তাঁকে নিতে এসেছিলাম। তিনি আসেননি। তাই ফেরার সময় তোমাদের দেখে খুব কৌতূহল হল। টয় ট্রেনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে হা-হুতাশ করছিলে দেখেই বুঝলাম দার্জিলিং যাত্রী তোমরা। তবে তোমাদের সঙ্গে কোনও অভিভাবক নেই দেখে একটু অবাকও হলাম। একেবারে ছেলেমানুষ তোমরা। বড় একজন কাউকে সঙ্গে না নিয়ে এইভাবে দুর ভ্রমণে বেরিয়ো না। দিনকাল খুব খারাপ।"

বাবলু বলল, "আমাদের ঘোরা অভ্যাস আছে।"

"বাঃ। ভেরি গুড। দার্জিলিংয়ে তোমরা কোথায় উঠবে কিছু ঠিক করেছ?"

"না। যেখানে সুবিধে বুঝব সেখানেই উঠব।"

"তোমরা এক কাজ করো। ম্যালের কাছে হোটেল প্রিন্সে উঠো। ওখানে গিয়ে বলবে সমাজপতিবাবু আমাদের পাঠিয়েছেন। তা হলেই হবে। খুব কম খরচে থাকতে পাবে তোমরা।"

"আপনার চেনা জানা হোটেল বুঝি?"

"আমার ভগ্নিপতির হোটেল।"

বলতে বলতেই শিলিগুড়ি এসে গেল। স্টেশনের সামনে ওদের সবাইকে নামিয়ে দিয়ে যুবক বলল, "তোমাদের সঙ্গে সারাদিনের মতো খাবারদাবার আছে তো?"

বাবলু বলল, "না নেই।"

"তা হলে শিগগির কিছু কিনে নাও। না হলে পাহাড়ি পথে কোথাও কিচ্ছু পাবে না।"

"কিনতে হলে দেরি হয়ে যাবে না?"

"না। ওই তোমাদের ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। গার্ডসাহেব চা খাচ্ছেন।"

বিলু বলল, "এই স্টেশন? এত ছোট্ট?"

"এই রকমই। এর পরের স্টেশনগুলো আরও ছোট।"

বাবলু চট করে কয়েকটা পাঁউরুটি আর কলা কিনে নিল। তারপর যুবককে অভিবাদন জানিয়ে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর পঞ্চুকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে ট্রেনে উঠে পড়ল।

কী ছোট্ট ট্রেন।

বাবলুরা যে কম্পার্টমেন্টে উঠল সেটি একেবারে ফাঁকা। তবে খুব ছোট। এক পাশে জানলার ধারে একজন পাগল পাগল চেহারার নেপালি ভুটিয়া গোছের মধ্যবয়সি লোক বসেছিল। বাবলুরা তার বিপরীত দিকের জানলার ধার দখল করল। ওদের কথাবার্তায় চঞ্চলতায় একটু যেন বিরক্ত হল লোকটি। তবুও এক সময় জিজ্ঞেস করল, "কাঁহা যা রহে? দার্জিলিং?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ।"

"ইসমে তো বহৎ দের লাগেগা। বাস মে চলা যাও।"

বাবলু বলল, "আমরা সিন সিনারি দেখব বলে টয় ট্রেনে যাচ্ছি। বাসে যাব কেন?"

"আরে ইঞ্জিন বিগড় গয়া। বহৎ দের লাগেগা ইসমে।"

বিলু বলল, "তা হলে আপনি চলে যান না বাসে।"

"ম্যায় নেহি যাউঙ্গা।"

ভোম্বল বলল, "তবে ফালতু বকোয়াস না করে চুপচাপ বসে থাকুন।"

লোকটি ভোম্বলের দিকে একবার ক্রুদ্ধ নজর বুলিয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

বাবলু বলল, "একেই বলে কপাল। এত কাণ্ড করে এখানে এলুম আর ইঞ্জিনটাই গেল বিগড়ে?"

ভোম্বল বলল, "বেগড়াক। তবু টয় ট্রেনে তো চেপেছি। যখন হোক পৌঁছুবে তো?"

ওর কথা শেষ হতে না হতেই ঘণ্টি বাজল স্টেশনে।

গার্ডের হুইসিল এবং ইঞ্জিনের সিটিও শোনা গেল।

ইঁ-ব্-বি-ইঁ-ব।

তারপর ভূমিকম্পের মতো একটা ঝাঁকানি। এবং তারও পরে আচমকা তড়বড়িয়ে ছোটা। মনের আনন্দে নেচে নেচে দুলে দুলে বিচিত্র শব্দ তুলে ছুটে চলল ট্রেন। ঘং ঘং ঘট্টাং। ঘং ঘং ঘট্টাং। খং খং খট্টাং।

বাবলুদের আনন্দের আর সীমা রইল না।

ট্রেন খানিকটা যাবার পর কত নেপালি ভুটানি ও টিবেটিয়ান ছেলেমেয়েকে ছুটতে ছুটতে আসতে দেখা গেল। তারা দল বেঁধে হইহই করতে করতে এসেই চলন্ত ট্রেনের হাতল ধরে উঠে পড়ল। কেউ ভেতরে ঢুকে নাচতে লাগল, কেউ হাত নেড়ে গান গেয়ে ঝুলতে লাগল, কেউ ট্রেনের গা বেয়ে এ কামরা থেকে ও কামরায় যেতে লাগল এবং কেউ লাফিয়ে ট্রেন থেকে নেমে ছুটে ছুটে ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খানিকটা এগিয়ে আবার চলন্ত ট্রেনে উঠতে লাগল। এটা খুবই বিপজ্জনক খেলা। তবে এ খেলায় এরা অভ্যস্ত। তাই কেউ পড়েও যায় না। কারও হাত পা'ও ভাঙে না। তাই বুঝি এর নাম হয়েছে টয় ট্রেন। অর্থাৎ কিনা খেলা গাড়ি। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে এই রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল এবং দু'-তিন বছরের মধ্যেই শেষ হয়েছিল। সেই থেকেই ট্রাডিশন বজায় রেখে চিরশিশুর দল এই খেলা খেলে আসছে। ওদের ওই খেলা দেখে পঞ্চুরও তো মাথার পোকা নেড়ে উঠল। তার ওপর একটি ভুটিয়া ছেলে পঞ্চুর শাঁখের মতো মুখখানি ধরে চুমু খেয়েছে। সেই আনন্দে পঞ্চু তো ওদের সঙ্গে দারুণ দাপাদাপি শুরু করে দিল। সেও ওদের সঙ্গে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে ইঞ্জিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে থাকে। কখনও ধুলোয় গড়াগড়ি খায়। খেয়ে গা ঝেড়ে থমকে দাঁড়ায়। ট্রেনটাকে একটু এগিয়ে যেতে দেয়। তারপরই তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে নেচে আবার ট্রেনটাকে ধরে ফেলে। পঞ্চুকে নিয়ে তো ছেলের দল তাই মেতে উঠল খুব। সে কী হইহই রইরই কাণ্ড!

বাবলুও মনের আনন্দে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মাউথ অর্গান বাজাতে লাগল। আর পঞ্চুর কীর্তি দেখতে লাগল।

টয় ট্রেন যতই অগ্রসর হচ্ছে ছায়াছবির দৃশ্যের মতো ততই পট পরিবর্তন হচ্ছে। ওদের চোখের সামনে একের পর এক জীবন্ত প্রকৃতিরানি যেন অপরূপ সাজে ধরা দিতে লাগল। ছোট্ট টয় ট্রেন আপন মর্জিতে যেন আহ্লাদে আটখানা হয়ে এঁকে বেঁকে ঘুরে চলেছে। বাস্তবিকই এই পার্বত্য রেলপথ যেন প্রযুক্তি বিদ্যার গৌরবের নিদর্শন। বাবলুদের মনে হল ওরা যেন এক স্বপ্নরাজ্যের মধ্য দিয়ে টয় ট্রেনে চেপে অগ্রসর হচ্ছে। ওদের ডাইনে বামে সম্মুখে পশ্চাতে একটি ভ্রাম্যমান চিত্র যেন সৌন্দর্য সৃষ্টি করে চলেছে।

বাবলুদের এই আনন্দ, অন্যান্য ছেলেগুলোর পঞ্চুকে নিয়ে এই হই হুল্লোড় সহ্য হচ্ছিল না একজনের। সেই পাগল পাগল চেহারার যে লোকটি ওপাশের জানলার ধারে বসেছিল তার।

বাবলু একটু লক্ষ করে দেখল লোকটির চোখ মুখের ভাব ভাল নয়। এতক্ষণ ওর দিকে নজর দেয়নি ওরা। কিন্তু বেশ ভাল করে কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বাবলু লক্ষ করল লোকটি মোটেই পাগল নয়। বেশ বলবান এবং সাংঘাতিক। একটা নৃশংসতা যেন ওর চোখে-মুখে খেলা করছে।

বাবলুকে ওইভাবে বার বার তাকাতে দেখে বিলুও লোকটির দিকে মনোযোগ দিল। বিলু এক চোখ টিপে বাবলুকে একটু ইশারা করে যেচেই আলাপ জমাতে গেল লোকটির সঙ্গে। বিলুই গায়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কোথায় যাবেন দাদা?"

লোকটি বিরক্তির সঙ্গে বলল, "ক্যা বোলতা?"

"বলছি কোথায় যাচ্ছেন আপনি?"

"দার্জিলিং।"

বিলু বলল, "দার্জিলিংয়ে আপনার বাড়ি?"

"হ্যাঁ।"

বাবলু বলল, "আপনি নেপালি না দার্জিলিংয়ের লোক?"

"ক্যা মতলব?"

"মতলব কিছু নয়। এমনই জিজ্ঞেস করছি। আপনি কি নেপাল দেশের লোক?"

লোকটি এবার গলার স্বর অসম্ভব রকমের গম্ভীর করে বলল, "হঁ। মেরা নাম প্রেমা তামাং।"

"প্রেমা তামাং?"

"হ্যাঁ। প্রেমমাত্তাম্মাং।"

মহানদীর সেতু পার হয়ে টয় ট্রেন শুকনা স্টেশনে এসে থামল। এইখানে অরণ্যানীর কী শোভা! যতদূর চোখ যায় শুধু শাল সেগুন ও নাম-না-জানা সুবৃহৎ গাছের সমারোহ। শুকনা থেকে ছেড়ে পাঁচফিল অতিক্রম করার পর একটি লুপের মুখে পড়ল ট্রেন। অন্যান্য ছেলেগুলো টুপ টাপ করে লাফিয়ে নেমে পড়ল এখানে। এই পথে এইটেই প্রথম লুপ। লুপ হচ্ছে অনেকটা ফাঁসের মতো। পর্বতগাত্র বিদীর্ণ করে প্রসারিত। যেখানে পর্বত বেষ্টন করে খুব অল্প আয়াসে টয় ট্রেনকে উঁচুতে ওঠবার পথ করে দেওয়া হয়েছে।

মাউথ অর্গান বাজাতে বাজাতে বাবলুও সেই ছেলেগুলোর মতো লাফিয়ে নামল ট্রেন থেকে। তারপর ছুটতে ছুটতে লুপের অপর প্রান্তে গিয়ে ডাকল, "প—ন—চু—উ—উ—।"

আর যায় কোথা। পঞ্চুও অমনই এক লাফে নেমে এল ট্রেন থেকে। তারপর লেজ নেড়ে কোমর নেড়ে সে কী নাচুনি।

লুপে পাক খেয়ে ট্রেনটা ঘুরে ওদের দিকে আসতেই আবার ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে ট্রেনে ওঠা। সে কী দারুণ আনন্দ। এইভাবে এই পাহাড়-জঙ্গলে টয় ট্রেন থেকে ওঠা নামা খুব মজার ব্যাপার। তবে এবারে শুধু বাবলু আর পঞ্চুই ট্রেনে উঠল। সেই ছেলের দল আর এল না।

বাবলু আর পঞ্চু ট্রেনে উঠতেই প্রেমা তামাং বলল, "অ্যায়সা মাৎ করো। ইয়ে বহত খতরনক হ্যায়। খাদ মে গির পড়ো তো একদম হাপিস হো যাওগে।"

বাবলু কিছু না বলে সিটে এসে বসল।

প্রথম লুপ পার হবার পর রংটং স্টেশন এল। এখানকার স্টেশনগুলো খুবই ছোট্ট। আর বেশ মজাদার। যেন একটা তাসের ঘর অথবা টি-স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে খেলনা গাড়ি। ট্রেন এখানে অনেকক্ষণ থামল। কোঁৎ কোঁৎ করে জল খেল। তারপর আবার ছাড়ল।

ট্রেন ছাড়ল। ছেড়েই ছাগল ছানার মতো এমন লাফাতে লাগল যে মনে হল হয় পাহাড় থেকে পড়ে যাবে নয়তো এখুনি পাহাড়চুড়োয় উঠে পড়বে।

বাবলু বলল, "ভারী মজা না রে?"

বিলু বলল, "সত্যি! এত মজা উপভোগ করা যায় বলেই শহরের লোক ছুটিছাটা পেলে দার্জিলিং-দার্জিলিং করে।"

লুপ ছাড়াও পাহাড়ের উচ্চস্থানে ওঠার জন্যে আরও এক মজার ব্যাপার আছে। সেটা হল জিগজ্যাগ। জিগজ্যাগে পড়ে ট্রেনটা একবার এগোয় একবার পিছোয়। এই সম্বন্ধে যে মজার ঘটনাটা আছে তা হল, স্যার অ্যাসলি ইডেন ও মিস্টার ফ্র্যাঙ্কলিন প্রেস্টেজ তো এই রেলপথ পেতেছিলেন। যখন অনেক পরিশ্রম ও

অধ্যাবসায় নিয়ে এই লাইন পাতা হচ্ছিল তখন পাহাড়ের বেশ কিছুটা ওঠার পর কাজ আটকে গেল। পাহাড়ের গা বেয়ে চক্কর কেটেও ওঠা যায় না এবং দু'ধার কেটে মাঝখান দিয়েও যাওয়া যায় না। আর এমন কোনও সমতল জায়গা নেই যেখানে লুপ তৈরি করে নিয়ে যাওয়া যায়। কাজেই কাজ গেল বন্ধ হয়ে। সাহেবদের মাথা গেল খারাপ হয়ে। বাড়ি এসেও সেই একই চিন্তা মাথার ভেতর ঘুরপাক খেতে লাগল। ডিনারের সময় হয়েছে। সাহেবকে চিন্তিত দেখে দুই সাহেবের কার যেন মেমসাহেব বললেন, 'কী এত ভাবছ বলো তো?' সাহেব বললেন, 'কী আর ভাবব বলো, সামনে যে একদম এগোতে পারছি না।' মেমসাহেব হেসে বললেন, 'তা হলে পিছিয়ে এসো।' এই সামান্য কথাতেই সাহেবের সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। সাহেব তো আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন, 'ঠিক বলেছ। পিছিয়েই আসি।' পরদিন রাত থেকেতেই সাহেব কর্মস্থলে গিয়ে শুরু করে দিলেন কাজ। রেলপথের ইতিহাসে এক নতুন জিনিস তৈরি হল। যার নাম রিভার্স। অর্থাৎ সাধারণ লোকে যাকে বলে জিগজ্যাগ। পাহাড়ে ওঠার মুখে ট্রেন এসে আর পথ না পেয়ে থেমে পড়ে এক জায়গায়। পয়েন্টম্যান নিশান হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। লাইন বদলে আবার পিছনে হটে যাবার নির্দেশ দেয়। এরপর আবার বদলে দেয় পয়েন্ট। এই করতে করতে ওপরে ওঠে ট্রেন। এবং পরে স্বচ্ছন্দে চলতে থাকে। জিগজ্যাগ পেরিয়ে আবার চক্রে পড়ল ট্রেন। তারপর চুনভাটি স্টেশনে এসে থামল। ট্রেন এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াল না। মিনিট দুয়েক থেমেই ছেড়ে দিল। চুনভাটির পর তিনধারিয়া।

তিনধারিয়ায় বেশ কিছুক্ষণ থামল ট্রেন। বাবলুরা সবাই নামল। বাবলু লক্ষ করল প্রেমা তামাং যেন আরও গম্ভীর হয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে কী ভাবছে। আর মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখছে ওদের।

বিলু বলল, "মনে হচ্ছে লোকটা মনে মনে কোনও মতলব ভাঁজছে।"

ভোম্বল বলল, "ভাঁজুক। ভেঁজে করবে কী?"

এমন সময় বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "আরে! এ কী মজা। দেখ দেখ বাবলুদা। এখানে আরও দুটো এই রকম ছোট ছোট ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে।"

বাবলু কেন, সবাই সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল। ওখানকার একজন পাহাড়ি লোক ওদের বিস্মিত হতে দেখে বলল, "এটা আসলে একটাই ট্রেন। তিন চারখানা বগি নিয়ে তিনটি ইঞ্জিন। এগুলো তিনধারিয়ায় এসে একত্রিত হয়। এবং পাঁচ-দশ মিনিট অন্তর ছেড়ে দার্জিলিংয়ে পর পর গিয়ে পৌঁছয়।"

বাবলুরা ট্রেন দেখে চারদিকের প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে লাগল। সামনের ট্রেনদুটোয় বেশ ভিড় আছে। তাই বাবলুদেরটা ফাঁকা। যাই হোক, দূরের পাহাড়গুলো দেখে বাবলুর কেমন যেন মনে হল। প্রেমার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা ওই যে পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে ওখানেই কি দার্জিলিং?"

প্রেমা গম্ভীরভাবেই বলল, "নেহি। ও পাহাড় ভুটান কা।"

"তাই নাকি?"

ওরা সকলেই মুগ্ধ চোখে দূরের ভুটান রাজ্যের গিরিশ্রেণী এবং নীচের তিস্তা উপত্যকা ও রজতরেখা তিস্তাকে দেখতে লাগল। এখান থেকে হাজার ফুটেরও বেশি নীচে রুপোলি ফিতের মতো তিস্তাকে কী সুন্দর যে দেখাল তা ভোলবার নয়।

তিনধারিয়া থেকে ট্রেন ছেড়ে মন্থরগতিতে চলে ওরা চতুর্থ লুপে এসে পড়ল। এই লুপটিই বৃহত্তম লুপ। এখান থেকে ওরা শিটং পর্বতশৃঙ্গ দেখতে পেল।

এরপর গয়াবাড়ি।

বাবলু বলল, "জানিস তো এখানেই সেই বিখ্যাত পাগলাঝোরা!"

ভোম্বল বলল, "পাগলাঝোরা? সেটা কী"

বিচ্ছু বলল, "একটা জলপ্রপাত।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। পাগলাঝোরা হল একটি জলপ্রপাত। এখন এর কীরকম অবস্থা জানি না। তবে শুনেছি বর্ষায় নাকি এর উদ্দাম ও উচ্ছল গতি দেখবার মতো বেড়ে ওঠে। গম্ভীর নদীর জলস্রোত শিলাখণ্ড থেকে শিলাখণ্ডে পাগলের মতো নৃত্য করে।"

বিলু বলল, "ট্রেনটা কতক্ষণ থামবে এখানে? গিয়ে দেখে এলে হয় না?"

ভোম্বল বলল, "তারপর কোনওরকমে দেরি হয়ে গেলে ট্রেনটা ছেড়ে দিক আর কী।"

বলতে বলতেই ছেড়ে দিল ট্রেন।

বাবলু বলল, "ট্রেন ছাড়লেও ভয়ের কিছু নেই। খুব ঘন ঘন দার্জিলিংয়ের বাস যাচ্ছে এ তো দেখতেই পাচ্ছি। বাস রাস্তাও রেলপথের গায়ে গায়ে।"

বাচ্চু বলল, “ট্রেন ভ্রমণ ভালই লাগছে। তবে বড্ড দেরি হয়। ফেরার সময় আমরা বাসে ফিরব। কী বলো বাবলুদা?”

বিচ্ছু বলল, “ফেরার কথা পরে। এখন যাই তো।”

ভোম্বল বলল, “এবার একটু খাওয়া-দাওয়া করে নিলে কেমন হয়? বড্ড খিদে লাগছে।”

বিলু বলল, “ঠিক বলেছিস। ঘোরার আনন্দে এতক্ষণ খাওয়ার কথাই মনে ছিল না।”

বাবলু প্রত্যেককে রুটি আর কলা ভাগ করে দিল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুকে দিয়ে নিজের রাখল। পঞ্চুকেও দিল। পঞ্চুর কী হল কে জানে, কলাটা শুঁকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। শুধু রুটিটাই খেতে লাগল কাঁউ কাঁউ করে।

ট্রেন থামল মহানদীতে। তারপর কার্শিয়াঙে।

প্রেমা তামাং নেমে গেল এখানেই।

বাবলু বলল, “ওঃ বাঁচলাম। লোকটাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না।”

বিলু বলল, “আমিও। ওর চোখদুটো দেখেছিস? পাক্কা শয়তানের চোখ।”

ভোম্বল বলল, “মনে হয় যেন খুনের আসামী।”

এখানে ট্রেন থেকে বহুলোক নামল। বাবলুরাও নেমে পড়ল তাই। বাবলু ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, “ট্রেন এখানে কতক্ষণ থামবে?”

ড্রাইভার বলল, “কম সে কম দেড় দো ঘণ্টা রোখেগা। যাও সব হোটেলমে যাকে খানা পিনা কর লো।”

বাবলুরা তো সবে খেয়েছে, কাজেই খানা পিনার আর দরকার হল না। একটা দোকান থেকে শুধু চা কিনে খেল। হায়রে! কী বিচ্ছিরি স্বাদ সেই চায়ের। চায়ের দেশের চা যে এত জঘন্য হয় তা কে জানত? যাই হোক, এখানে চা খেয়ে ওরা পাহাড়ের ঢালময় বিস্তৃত চা বাগান দেখতে লাগল। সেই চা বাগানে ভুটানি মেয়েরা কেমন চা সংগ্রহ করছে। দৃশ্যটা দেখতে খুবই ভাল লাগল ওদের। তা ছাড়া কার্শিয়াং শহরটাও মন্দ নয়। পাহাড়ের ওপরে সাজানো গোছানো ছোট্ট শহর। আর এখানকার আবহাওয়াও খুব ভাল। না গরম না ঠান্ডা। বেশ আরামদায়ক। এই গরমের দিনে এমন তাপহর পরিবেশ মনকে যেন কানায় কানায় পূর্ণ করে দিল।

যথাসময়ে ছাড়ল ট্রেন। ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগা লম্বা ছুঁচলো দাড়ি মাথায় টুপি পরা এক ভদ্রলোককে একটি বড় অ্যাটাচি হাতে ট্রেনে উঠতে দেখা গেল। ভদ্রলোক উঠে ঠিক যেখানে প্রেমা তামাং বসেছিল সেখানে বসলেন।

এমন সময় বাবলুই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, “ওই ও-ই ওই দ্যাখ—কাঞ্চনজঙ্ঘা।”

কার্শিয়াং ছাড়তেই ট্রেনের কামরায় বসে হিমালয়ের গিরিশ্রেণী ও কাঞ্চনজঙ্ঘার এমন তুষারশুভ্র রূপ যে ওরা দেখতে পাবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি। দূরে নেপাল রাজ্যের পর্বতমালা। গোর্খাসেনারক্ষিত ইলাসের সীমান্ত দুর্গ ও ঠিক পিছনেই আলোছায়ামণ্ডিত সমতলের দৃশ্য যেন এক স্বপ্নরাজ্য। এখানে চারদিকেই মেঘ ও রৌদ্রের খেলা। দার্জিলিং তো মেঘমালার দেশ। ঘরের ভেতর মেঘ ঢুকে বৃষ্টি নামায়। সেই মেঘের শুরু কি এখান থেকেই? এখানকার গিরিগাত্রে মেঘেরা যেন খেলা করছে। সাদা মেঘ নয়। ঘন কালো বৃষ্টির মেঘ। মেঘের এই লীলায়িত গতিতে যে কত সৌন্দর্য আছে তা না দেখলে জানা যাবে না। দূরে নীল আকাশপটে তরঙ্গায়িত হিমালয় পর্বতশ্রেণী ও রজত-মুকুটের মতো কাঞ্চনজঙ্ঘা। কাছেই ঘন শ্যামনীল গিরিমালা। আশপাশে কলনাদী ঝরনা ও পাখির কূজন কূজিত জঙ্গলের ভয়াবহ শোভা। এরই মাঝে মেঘের লুকোচুরি। এ যে না দেখল তার জীবনই বৃথা।

বাবলুরা অবাক বিস্ময়ে সব দেখল।

এরই মাঝে একটা স্টেশনে বুড়ি ছোঁয়া করল ট্রেন। নাম টুং। টুং পেরোতেই পড়ল সোনাদার ভীষণ অরণ্যানী। এই অরণ্য আগে নাকি আরও ভয়াল ভয়ংকর ছিল।

এমন সময় ওপাশের দরজার দিক থেকে একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে এল, “এ কী দুবেজি! তবিয়ত ঠিক হ্যায় তো?”

দুবেজি তখন খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

ওরা দেখল দরজার হাতল ধরে মূর্তিমান যমের মতো দাঁড়িয়ে আছে প্রেমা তামাং।

বাবলু চাপা গলায় বলল, “কী আশ্চর্য! আমরা তো জানি পাপটা কার্শিয়াঙে নেমে গেছে। কিন্তু আবার এখানে এল কী করে?”

বিলু বলল, “নিশ্চয়ই কোনও মতলবে গা ঢাকা দিয়েছিল। তারপর সুযোগ বুঝে উঠেছে।”

প্রেমা বলল, "ও মুঝে দে দো। ভগবান তেরা ভালা করেগা দুবেজি! দে দো মুঝে। নেহি তো চাকু চালানে পড়েগা।" বলেই অ্যাটাচিটাকে নেবার জন্যে হাত বাড়াল প্রেমা।

দুবেজি অ্যাটাচিটা বুকে জড়িয়ে বললেন, "নেহি। এ ম্যায় নেহি দুঙ্গা।"

প্রেমার হাতে তখন একটা স্প্রিং দেওয়া ছোরা চকচকিয়ে উঠেছে, "আব্‌ভি দে দো।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ম্যাজিক ঘটে গেল যেন। এক পাশের দরজার ফাঁক দিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়লেন দুবেজি। বাবলুরা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল একটুর জন্য সাংঘাতিক একটা দুর্ঘটনার হাত থেকে দুবেজি রক্ষা পেলেও পায়ে বেশ ভালরকম চোট পেয়েছেন।

প্রেমা তামাং দুবেজির কাণ্ড দেখে পৈশাচিক হাসি হেসে উঠল একবার। তারপর ছোরাটা মুখে নিয়ে সেও লাফিয়ে পড়ল ট্রেন থেকে।

ভোম্বল বলল, "এ যে হিন্দি ছবির সুটিং দেখছি রে ভাই।"

বিলু বলল, "কী ব্যাপার বল তো?"

বাবলু বলল, "ব্যাপার কিছুই নয়। বেশ ভাল রকম মালকড়ি কিছু আছে নিশ্চয়ই অ্যাটাচিতে! তাই সেটার গন্ধ পেয়ে পিছু নিয়েছে ওঁর।"

বাবলুরা সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখল দুবেজি অ্যাটাচিটা হাতে নিয়ে জঙ্গলের পথ ধরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটছেন। আর ওর পিছনে বুলডগের মতো তাড়া করে চলেছে দুর্ধর্ষ প্রেমা তামাং।

দুবেজি চিৎকার করছেন, "বাঁচাও। মুঝে—বাঁ—চা—ও।"

কিন্তু কে বাঁচাবে তাকে? এই নির্জন অরণ্যে কেই বা আছে? ওরাও ছুটছে। ট্রেনও ছুটছে। ওদের ছোটা অবশ্য ট্রেনের গতির চেয়েও জোরে। একসময় ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে এল।

ওরা দেখতে পেল প্রেমা তামাং বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল দুবেজির ওপর। দুবেজি প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ওই অসুরের শক্তির কাছে তাঁর শক্তি কতটুকু? এক ঝটকায় দুবেজির হাত থেকে অ্যাটাচিটা ছিনিয়ে নিল প্রেমা। তারপর দুবেজির চোয়াল লক্ষ্য করে সজোরে মারল এক ঘুষি।

দুবেজি টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়লেন কিছুটা দূরে।

প্রেমার রাগ তবুও পড়ল না। সে ছুটে গিয়ে জামার কলার ধরে টেনে তুলল দুবেজিকে। তারপর সজোরে তলপেটে এমন একটা লাথি মারল যে দুবেজি আরও কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়লেন।

টয় ট্রেন তখন থেমে গেছে। লাইন ক্লিয়ার না পেয়েই হোক বা অন্য যে কোনও কারণেই থেমে গেছে। একে তো পাঁচ বগির ট্রেন। তার ওপর লোকজনও খুব কম। ড্রাইভার গার্ড সবাই একদৃষ্টে হাঁ করে তাকিয়ে মারপিট দেখছে। কিন্তু আশ্চর্য! বিপন্ন লোকটিকে উদ্ধার করবার জন্য কেউই এগিয়ে যাচ্ছে না।

বাবলুরা আর কালবিলম্ব না করে ঝুপঝাপ লাফিয়ে নামল ট্রেন থেকে। তারপর পঞ্চুকে লেলিয়ে দিয়েই হইহই করে ছুটল। ওদের সবার আগে ছুটল পঞ্চু। সে সেই বনভূমি কাঁপিয়ে এমন মারাত্মক রকমের ঘেউ ঘেউ করে উঠল যে অমন ভয়ংকর-দর্শন প্রেমা তামাংও শিউরে উঠল তখন।

এদিকে বাবলুদের ওইভাবে পঞ্চু সমেত এগোতে দেখেই চিৎকার করে উঠল প্রেমা, "হঠ যাও হিঁয়াসে। নেহি তো গোলি মার দুঙ্গা।"

প্রেমার এক হাতে অ্যাটাচি অন্য হাতে সেই ছোরাটা। পঞ্চুকে এগোতে দেখেই চোখের পলকে ছোরাটা সজোরে নিক্ষেপ করল পঞ্চুর দিকে। পঞ্চু লাট্টুর মতো পাক খেয়ে ছোরার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করল। ছোরাটা বিদ্ধ হল একটা গাছের গুঁড়িতে।

ছোরা ফসকালেও প্রেমা নিরস্ত্র নয়। ওর হাতে ঝকঝকে চকচকে একটা রিভলভার দেখা গেল।

রিভলভার দেখেই থমকে দাঁড়াল বাবলুরা।

পঞ্চু কিন্তু ভয় পাবার পাত্রই নয়। সে আরও জোরে ভৌ ভৌ করে তেড়ে গেল।

প্রেমা ভাবতেও পারেনি এমন বিপদের মধ্যে তাকে পড়তে হবে বলে।

সে হঠাৎ হকচকিয়ে না পারল পালাতে, না পারল আক্রমণ প্রতিহত করতে, না পারল গুলি চালাতে। গুলি চালাতে না পারার একমাত্র কারণ সে বেশ কায়দা করে নেবে বলে অ্যাটাচিটাকেই ডান হাতে শক্ত করে ধরেছিল। ফলে বাঁ-হাতে ছোরা নিক্ষেপ করায় লক্ষ্যভেদ অব্যর্থ হয়নি এবং সাহস করে রিভলভারটাও চালাতে পারছে না। তবুও পঞ্চু যখন খুব কাছে এসে পড়ল তখন হাতের রিভলভার হাতেই রইল তার। আপাতত আত্মরক্ষার জন্য অ্যাটাচিটাই ছুড়ে মারল পঞ্চুকে। মেরেই রিভলভারটা হাত বদল করল।

পঞ্চু একবার কেঁউ করে উঠল। তারপর সজোরে লাফ দিল প্রেমার দিকে।

প্রেমা এক ঝটকায় দুবেজিকে সরিয়ে দিয়েই এক লাফে কিছুটা পিছিয়ে এসে পঞ্চুর দিকে রিভলভার তাগ করল। যেই না করা বাবলু অমনি সেই হাত লক্ষ্য করে একটা বড় সড় পাথর কুড়িয়ে ছুড়ে দিল। আর ঠিক তখনই হয়তো একেই বলে নিয়তি, দুবেজি ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রেমার হাতে। অসাবধানে ট্রিগারে চাপ পড়তেই একটা শুধু শব্দ হল গুড়ুম। দুবেজি আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লেন। পঞ্চুর বদলে বুলেট বিদ্ধ হল দুবেজির বুকে। দুবেজির বুক রক্তে ভেসে যাচ্ছে তখন। প্রেমার হাত থেকেও তখন রিভলভার খসে পড়েছে। রিভলভারটা খসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চু সেটা মুখে নিয়ে পালিয়ে এল বাবলুর কাছে। বাবলু সেটা নিয়ে নিল।

সেই ফাঁকে অ্যাটাচিটা কুড়িয়ে নিতে গেল প্রেমা। কিন্তু পঞ্চু আবার তেড়ে যেতেই দৌড় লাগাল। খানিকটা ছুটেই পঞ্চুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য একটা পাথর কুড়িয়ে ছুড়ে মারল পঞ্চুকে।

পঞ্চু এবারে আর নিজেকে রক্ষা করতে পারল না। পাথরটা ওর মুখে লাগতেই কষ বেয়ে গল গল করে রক্ত পড়তে লাগল। পঞ্চুও কেঁউ কেঁউ করতে লাগল যন্ত্রণায়।

বাবলু রিভলভারটা হাতে পেয়েও চোখের সামনে খুন দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে প্রথমেই ছুটে এল দুবেজির কাছে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও এল। এমনকী সাহস পেয়ে টয় ট্রেনের অন্যান্য যাত্রী ও ড্রাইভার গার্ডও ছুটে এল এবার।

গুলিবিদ্ধ দুবেজি তখনও ছটফট করছেন।

বাবলু বলল, "আপনারা এদিকটা দেখুন। দুবেজির মুখে একটু জল দেবার ব্যবস্থা করুন। আমি ওই শয়তানটাকে দেখছি।"

বাচ্চু ওদেরই ওয়াটার বটলটা নিয়ে এসে সেই জল একটু একটু করে খাইয়ে দিতে লাগল দুবেজিকে।

আর বাবলু? সে রিভলভার উঁচিয়ে ধাওয়া করল প্রেমাকে। প্রেমা তখন অনেক দূরে চলে গেছে। বাবলুকে ছুটতে দেখে পঞ্চুও এবার নিজের কষ্টকে অগ্রাহ্য করে তাড়া করল প্রেমাকে।

প্রেমা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। ওকে ধরবার জন্য বাবলুও ছুটছে প্রাণপণে। পঞ্চুও ছুটছে প্রায় ওদের দ্বিগুণ জোরে।

বাবলু ছুটতে ছুটতেই চেঁচিয়ে বলল, "এখনও বলছি যদি বাঁচতে চাও তো ধরা দাও। না হলে আমিই এবার গুলি চালাতে বাধ্য হব। তোমার রিভলভার আমার হাতে।"

প্রেমা থমকে দাঁড়িয়ে একবার ফিরে তাকাল। তারপর আবার ছুটল।

বাবলু বলল, "আমার খপ্পর থেকে তুমি কিছুতেই পালাতে পারবে না প্রেমা তামাং।"

প্রেমা তখন নাগালের মধ্যে। বাবলু ওর পা লক্ষ্য করে গুলি চালাল। প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে এক ঝলক আগুন ও ধোঁয়ার কুণ্ডলি সমেত বুলেটটা ছুটে গেল। কিন্তু না। ছুটন্ত অবস্থায় গুলি চালানোর জন্যই বোধ হয় ফসকে গেল তাগটা। তাই আবার ট্রিগারে চাপ দিল বাবলু। কিন্তু এবার আর কোনও শব্দই বেরোল না রিভলভার থেকে। অর্থাৎ এতে মাত্র দুটো গুলিই ছিল। একটি দুবেজির জন্য এবং একটি ফসকানোর জন্য। তা হোক। বাবলু নিজেও তো নিরস্ত্র নয়। একটু সময় নষ্ট করে রিভলভারটা পকেটে রেখে নিজের পিস্তলটা বার করল।

ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

প্রেমা ওদের তাড়া খেয়ে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল। আর পালাবার পথ নেই। পঞ্চুও তখন ওর খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে।

বাবলু পিস্তলটা তাগ করতে যাবে এমন সময় দেখল প্রেমা তামাং হঠাৎ পাহাড়ের ওপর থেকে উলটোদিকে কোথায় যেন লাফিয়ে পড়ল। কোথায়? কোথায়? কোথায়? হতভাগাটা আত্মহত্যা করল নাকি?

বাবলু ছুটে এসে দেখল বেশ কয়েক হাত নীচে রোড ট্রান্সপোর্টের একটি মাল বোঝাই লরির ওপর লাফিয়ে পড়েছে প্রেমা তামাং। লরিটা প্রেমাকে নিয়েই পাহাড়ের ফাঁকে হারিয়ে গেল। নিষ্ফল আক্রোশে পঞ্চু তখন চেঁচিয়েই চলেছে, "ভৌ ভৌ ভৌ ভৌ ভৌ, ভো—উ—উ—উ—উ।"

॥ ৩ ॥

ওরা আবার দুবেজির কাছে ফিরে এল। দুবেজির তখন প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। রক্তক্ষরণ হতে হতেই একসময় স্থির হয়ে গেল দেহটা।

বাবলু বলল, "যাঃ। সব শেষ।"

এই রকম একটা নাটক যে ঘটে যাবে তা কেউ ভাবতেও পারেনি। থেমে থাকা টয় ট্রেন থেকে অন্যান্য সহযাত্রীরা দলবদ্ধ হয়ে এগিয়ে এল এবার। তারা সবাই দুবেজির মৃতদেহটা পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে ট্রেনে ওঠাল। বাবলুদের সাহসেরও প্রশংসা করতে লাগল সকলে। সবাই বলল, "প্রেমা তামাং এই দার্জিলিং জেলাটারই একটি সন্ত্রাস। বছর খানেক আগে কোচবিহারে ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে ও। তারপর থেকে ওর কোনও হদিস ছিল না। জেল পলাতক হয়ে অথবা জেল থেকে ছাড়া পেয়েই ও আবার ফিরে আসছিল স্বস্থানে। কিন্তু চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী। এখানকার নাম করা জহুরি দুবেজিকে দেখেই মাথার গোলমাল হয়ে গেছে ওর।

দুবেজির অ্যাটাচিটা বাবলুর হাতে ছিল। বাবলু বলল, "এতে নিশ্চয়ই প্রচুর টাকা-পয়সা আছে?"

সবাই বলল, "তা তো আছেই। সোনাদানাও থাকতে পারে।"

"কিন্তু এত টাকা-পয়সা সোনাদানা নিয়ে উনি এইভাবে ট্রেনেই বা যাচ্ছিলেন কেন? এত ঘন ঘন বাস রয়েছে যেখানে।"

"তা হলে আর নিয়তি কাকে বলে। তা ছাড়া আমাদের এখানে চুরি-ডাকাতিটা খুবই কম। বিশেষ করে প্রেমা তামাং না থাকায় খুবই শান্তিতে ছিল এখানকার লোকেরা। আবার কী হয় কে জানে?"

বিলু বলল, "দেখ বাবলু, আমার মনে হয় দুবেজি বাসে অথবা অন্য কিছুতে যেতেন। হঠাৎ এখানে মূর্তিমান বিভীষিকার মতো প্রেমা তামাংকে আচমকা দেখেই ট্রেনের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, তাও হতে পারে। যাক। অ্যাটাচিটা দার্জিলিংয়ে নেমেই আমরা পুলিশের হাতে তুলে দেব।"

ট্রেন ছাড়ল।

আবার সেই ছন্দে ছন্দে দুলে দুলে সব কিছু ভুলিয়ে দিয়ে হুইসিল বাজিয়ে ছুটে চলল ট্রেন।

সোনাদার ভীষণ অরণ্যানী পেরোবার পর হঠাৎ সর্বাঙ্গে যেন কাঁপ দিয়ে উঠল।

চারদিক মেঘাচ্ছন্ন। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া বইছে।

ট্রেনটা যেন অতিকষ্টে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। ক্ষণে ক্ষণে মেঘ এসে চারদিক আরও ঢেকে দিতে লাগল।

একজন বলল, "ঘুম।"

বাবলুরা সবিস্ময়ে বলল, "এই সেই ঘুম!"

"হ্যাঁ, এই লাইনের সব চেয়ে উঁচু জায়গা।"

বাবলু বলল, "বইতে পড়েছি ঘুমের উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে ৭৪০৭ ফুট।"

ঘুমে ট্রেন থামতেই বাবলুরা যে যার গরম জামা পরে নিল।

তারপর ট্রেন চলল দার্জিলিংয়ের দিকে। ঘুমের পরেই দার্জিলিং। ঘুম আর দার্জিলিংয়ের মাঝে রয়েছে সেই বিখ্যাত বাতাসিয়া লুপ। বাবলুরা দূর থেকেই পটে আঁকা ছবির মতো দার্জিলিং দেখতে পেল। ট্রেন এবার ৬০০ ফুটের মতো নীচে নামছে। বেলাও গড়িয়ে আসছে। কিন্তু এখনই ওদের হোটেলে ওঠা চলবে না। থানা-পুলিশের ব্যাপার আছে। প্রেমা তামাং সম্বন্ধে ওদের জবানবন্দি দিতে হবে।

যাই হোক, এক সময় দার্জিলিং এল। ট্রেনের লাইনও শেষ হল।

ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যের পুলিশ এসে ছেকে ধরল ট্রেনটিকে। গার্ডসাহেব ঘুম স্টেশন থেকে ফোনে সব কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন দার্জিলিংকে। তাই পুলিশ এবং নিহত দুবেজির বাড়ির লোকেরা সবাই এসে জড়ো হল। অ্যাটাচি এবং মৃতদেহ পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে পুলিশের গাড়িতে চেপেই থানায় গেল ওরা। তারপর সেখানে ওদের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে প্রেমার রিভলভারটাও জমা দিল।

এখানকার পুলিশের সবাই প্রায় নেপালি।

বাবলু তাদের অনুরোধ করল ওদেরকে হোটেল প্রিন্সে পৌঁছে দেবার জন্য।

বাবলুদের অনুরোধ পুলিশ রাখল। ওদের যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়ে পুলিশের জিপ ওদের নিয়ে ম্যালের দিকে চলল।

তখন সন্ধে উত্তীর্ণ হয়েছে।

ম্যাল রোড ধরে জিপটা ম্যালে উঠেই ডানদিকে পাহাড়ের ঢালে টার্ন নিল। এইখানে এক জায়গায় ঘোড়ার আস্তাবল রয়েছে একটি। তার পাশেই দু'-একটি বাড়ি ছেড়ে এক মনোরম পরিবেশে হোটেল প্রিন্সে উঠল ওরা।

হোটেলের মালিক গজাননবাবু সমাজপতিবাবুর নাম শুনে এবং পুলিশের জিপে বাবলুদের আসতে দেখে পরম সমাদরে বাবলুদের আশ্রয় দিলেন। পাহাড়ের ঢালের গায়ে প্রশস্ত একটি ঘর বাবলুদের জন্য বরাদ্দ হল। পঞ্চুরও। গজাননবাবু একবার শুধু পঞ্চুকে দেখে বললেন, "কামড়ায় না তো?"

বাবলু বলল, "না না। ও খুব লক্ষ্মী।"

গজাননবাবু বললেন, "ঘর পছন্দ তোমাদের?"

সকলে বলল, "নিশ্চয়। আমরা তো এই রকম ঘরই চাইছিলাম। বেশ মনের মতো ঘর হয়েছে আমাদের।"

ওরা যে ঘরে ছিল সেই ঘরের পাশেই হাজার ফুট গভীর খাদ। একটি ভয়াবহ ঢাল ঘরের দেওয়ালের গা ঘেঁষে নীচে বহু নীচে নেমে গেছে। যদি একবার কোনওরকমে একটি ধস নামে তো এই ঘরসুদ্ধু সকলে কোথায় যে তলিয়ে যাবে তা কে জানে।

তবুও ঘরটা ভাল লাগল বাবলুদের।

একজন এসে গরম জল দিয়ে গেল। তাইতে মুখ-হাত ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নিল ওরা।

একটু পরেই চা-টোস্ট-কলা-ডিম এল।

তাই খেয়ে ওরা বড় খাটের ওপর পাতা বিছানায় গুছিয়ে বসল। আজ আর কোথাও বেড়াতে যাওয়া নয়। রাতের খাবার খেয়েই তেড়ে ঘুম দেবে সকলে। তারপর কাল সকাল থেকেই শুরু হবে ভ্রমণ। চার পাঁচদিন ধরে আনন্দে উল্লাসে গোটা দার্জিলিংকে তোলপাড় করে ফেলবে ওরা।

রাত আটটার সময় মাংস আর রুটি এল।

বাচ্চু, বিচ্ছু, ভোম্বল তখন ঘুমে ঢুলছে। বাবলু বিলুরও চোখে ঘুম নেমে আসছে তখন। প্রচণ্ড শীত রয়েছে এখানে। এবার শুলেই হয়। ওরা কোনওরকমে খাওয়ার পাট চুকিয়ে লেপ কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল।

পঞ্চুও শুল তক্তপোশের নীচে পুরু কার্পেটে। এখানকার মেঝে সান বাঁধানো নয়। কাঠের তক্তা পাতা।

শোবার সঙ্গে সঙ্গেই গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

সকালে ঘুম যখন ভাঙল তখনও সূর্য ওঠেনি। প্রচণ্ড শীতে সারা শরীরে কাঁপ দিচ্ছে। ওরা বাথরুমের কলে মুখ-হাত ধুয়ে নিল। উঃ, কী দারুণ ঠান্ডা জল। যেন বরফ গলানো। ওদের উঠতে দেখেই গজাননবাবু এসে বললেন, "কী গো, কোনও অসুবিধে হয়নি তো তোমাদের?"

বাবলু বলল, "না।"

"বেশ বেশ। অসুবিধে হলে বলবে। কেমন?"

"নিশ্চয়ই বলব।"

"এবার তা হলে চা দিয়ে যেতে বলি?"

"হ্যাঁ, বলুন। চা খেয়েই আমরা বেড়াতে যাব।"

গজাননবাবু চলে যেতেই তক্তপোশের তলা থেকে পঞ্চু বেরিয়ে এসে একটু গা ঝাড়া দিয়ে নিল প্রথমে। তারপর তক্তপোশে উঠে ওদের লেপের তলায় বডিটা ঢুকিয়ে দিয়ে শুয়ে রইল চুপচাপ।

বাবলু কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা পাঁউরুটি বার করে খেতে দিল পঞ্চুকে। পঞ্চুর বোধ হয় খিদেও লেগেছিল খুব। তাই রুটিটা পাওয়া মাত্রই কাঁউ কাঁউ করে খেতে লাগল।

একটু পরেই বয় এসে চা-টোস্ট-ডিম-কলা ইত্যাদি দিয়ে গেল। বাবলুরাও সেগুলো ভাগাভাগি করে খেয়ে নিয়ে ঘরে চাবি দিয়ে পঞ্চু সমেত বেড়াতে চলল বাইরে।

বিলু বলল, "এখানে তো কনডাক্টেড ট্যুরে অনেক প্রাইভেট গাড়ি পাওয়া যায়। তাই একটা ভাড়া করে চারদিক দেখে নিই চল।"

বাবলু বলল, "না। ওভাবে নয়। আমরা যা ঘুরব তা পায়ে হেঁটেই। তাতেই ঘোরাটা ভাল হবে। দার্জিলিং ছোট্ট জায়গা। কাজেই মোটরে বসে চোখের পলকে সব কিছু সেরে নিতে চাই না।"

ভোম্বল বলল, "পায়ে হেঁটে কি করে ঘুরবি? ছোট্ট জায়গা হলেও এখানে কোথায় কী আছে সব তুই জানিস?"

"সব জানি। যদিও দার্জিলিংয়ে কখনও আসিনি তবুও দার্জিলিং সম্বন্ধে এত পড়াশোনা করেছি যে এর প্রতিটি নাড়ি-নক্ষত্র কোথায় কী আছে না আছে সব আমার মুখস্থ। পথের মানচিত্রও আমার মনের মধ্যে কাল্পনিকভাবে আঁকা আছে। কাজেই এখানকার স্থানীয় লোককে জিজ্ঞেস করলেই আমাদের দর্শনীয় স্থানগুলোর হদিস পাওয়া যাবে। এই পাহাড়ি এলাকার কোনও দ্রষ্টব্য স্থানই দু'তিন কিলোমিটারের বেশি নয়। শুধু টাইগার হিল ছাড়া। টাইগার হিলও আমরা হেঁটে যেতে পারি। তবে যাব না এই কারণে, যে সময় ঘুম থেকে উঠে টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে যেতে হয় সে সময় হাঁটতে পারব না।"

বাচ্চু বলল, "এখন তা হলে আমরা কোথায় চলেছি?"

"আমরা যাচ্ছি ম্যালের দিকে।"

"ম্যাল! ম্যাল আবার কী?"

"বলছি। আগে ম্যালে গিয়ে বসি চল।"

ওরা কথা বলতে বলতে সেই ঘোড়ার আস্তানাটার কাছে এসে গেল। সারি সারি ঘোড়া ট্যুরিস্টদের নিয়ে ঘুরে বেড়াবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

একজন নেপালি সহিস ওদের দেখে এগিয়ে এসে বলল, "কী খোকাবাবুরা! ঘোড়ায় চাপবে না? মাত্র দু'টাকায় রাউন্ড দিইয়ে আনব।"

বাবলু বলল, "চাপব। তবে এখন নয়। পরে।"

ওরা সেই কনকনে ঠান্ডায় ম্যালে এসে বেঞ্চিতে বসল। কী চমৎকার জায়গা। এখান থেকে চারদিকের দৃশ্য খুব ভালভাবে দেখা যায়। চারদিকে শুধু পাহাড় পাহাড় আর পাহাড়।

বাবলু বলল, "এই হচ্ছে ম্যাল। এর পুরনো নাম চৌরাস্তা। শিলিগুড়ি থেকে রেলপথের গায়ে গায়ে যে মোটর চলা পাকা রাস্তাটা দেখলি ওই রাস্তাটার নাম হচ্ছে হিল কার্ট রোড। ওই দেখ। ওই রোড লেবং গ্রামে গিয়ে শেষ হয়েছে।"

"লেবং গ্রাম! লেবং রেসকোর্স যেখানে?"

"হ্যাঁ।"

"আর এই যে চৌরাস্তা, এর ওই পথটা এসেছে জলাপাহাড়ের দিক থেকে। এবং এই পথটার নাম লাডেনলা রোড। আগের নাম ছিল ম্যাকেঞ্জি রোড। এই সড়কটি হচ্ছে দার্জিলিংয়ের প্রধান রাজপথ।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু অবাক হয়ে দেখল। পঞ্চুও দেখছে। দেখে অভিভূত।

কী চমৎকার পরিবেশ। ম্যালের যে চৌরাস্তা তা কিন্তু চারটি পথের একত্র মিলনস্থান নয়। দূরত্ব বেশ কিছুটা। শহরের উচ্চস্থানে রেলিংঘেরা অনেকখানি প্রশস্ত স্থানের চারটি কোণ দিয়ে চারটি রাস্তা বেরিয়েছে বা মিলেছে। চারদিকে দোকানপাট। জলাপাহাড় ও ল্যাডেনলা রোডের বিপরীত দিকের যে পথ দুটি তার বাঁদিকের পথটি চলে গেছে বার্চ হিলের দিকে। আর ডানদিকের পথটি চলে গেছে স্টেপ অ্যাসাইডে। ম্যাল থেকে মাত্র তিন মিনিট। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই স্টেপ অ্যাসাইডে দেহরক্ষা করেন।

বাবলু বলল, "আমাদের সামনেই যে পাহাড়ের চূড়াটা দেখা যাচ্ছে এর নাম অবজারভেটারি হিল।"

বিলু বলল, "সত্যি। কী সুন্দর! শহরের একেবারে মাঝ-মধ্যিখানে। উঠবি ওপরে?"

"নিশ্চয়ই। এখনই উঠব।"

ওরা স্থানীয় একজন ভুটিয়াকে পাহাড়ে ওঠবার পথ কোনদিকে তা জেনে নিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। ম্যালের পাশেই ব্র্যাবোর্ন পার্ক। তার পাশ দিয়েই অবজারভেটারি হিল-এ ওঠার রাস্তা। হিলে ওঠার সে কী আনন্দ। পঞ্চু তো লাফিয়ে নেচে গড়াগড়ি খেয়ে ওদের আগে আগে চলতে লাগল। আর বাবলু ওর মাউথ অর্গানটা বার করে সুরের ঝরনা বইয়ে দিতে লাগল। প্রচলিত একটি গানের সুর। বড়ই সুমধুর। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সেই সুরের সঙ্গে কখনও কণ্ঠ দিতে লাগল। কখনও টুসকিতে তাল দিতে লাগল। শুধু বাবলুরা নয়। আরও অনেককেই পাহাড়ে উঠতে দেখা গেল। তাদের প্রত্যেকের হাতেই পূজার ডালি।

বিলু বলল, "ওপরে কোনও মন্দির আছে নাকি বল তো?"

বাবলু ধপ করে এক জায়গায় বসে পড়ে বলল, "হ্যাঁ। মন্দির আছে বইকী, মহাকালের।"

"মহাকাল!"

"হ্যাঁ। দুর্জয়লিঙ্গ মহাদেব। এই শিখরটির নামও দুর্জয়লিঙ্গ। আগে এই পাহাড়ে দোর্জেদের বাস ছিল।

তাদেরই প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ। দোর্জেদের প্রতিষ্ঠা করা শিবলিঙ্গের নামানুসারেই দোর্জেলিঙ, দুর্জয়লিঙ্গ বা সেই নামেরই অপভ্রংশ হিসাবে আজকের এই দার্জিলিং হয়েছে।"

ভোম্বল বলল, "বেশ মজার ব্যাপার তো।"

বাবলু বলল, "এটা অবশ্য সাধারণে বলে। তবে ইতিহাস বলে তিব্বতি ভাষায় দোর্জে কথাটার মানে হচ্ছে বজ্র। আর লিং কথার মানে লিঙ্গ নয়, স্থান। অর্থাৎ কিনা বজ্রের দেশ। দার্জিলিং তো এমনিই মেঘমালার দেশ, কাজেই মেঘমালার দেশ বজ্রের দেশ হবে না কেন? তাই দোর্জেলিঙ থেকেই দার্জিলিং।

বাচ্চু বলল, "সত্যি বাবলুদা। তুমি কত জান।"

বিচ্ছু বলল, "চলো। আর বসে থেক না। ওঠ।"

বাবলু আবার মাউথ অর্গানে সুর বাজাতে বাজাতে চলল। যেতে যেতে হঠাৎ বাজনা থামিয়ে বলল, "বাঙালিরা কী বলে জানিস? বাঙালিরা বলে বহুকাল আগে এই পাহাড়ের মাথায় ছিল দুর্জয়লিঙ্গ নামে শিব। গোর্খারা যখন দার্জিলিং আক্রমণ করে তখন সেই শিবকে একটি গুহার মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়, এই শিবের নামেই জায়গাটার নাম দার্জিলিং। কিন্তু এখানকার লোকেরা বলে গত শতাব্দীতে এই পাহাড়ের ওপরে একটা গুম্ফা ছিল। সেই গুম্ফার লামা ছিলেন দোর্জে। দোর্জে লামার একটি সমাধি আজও আছে এখানে।"

বিলু বলল, "সেই গুম্ফাটা কি এখনও আছে?"

"বলতে পারব না। তবে শুনেছি গোর্খারা নাকি এটিকে ভেঙে দেয় এবং পরে ম্যালের নীচে ভুটিয়া বস্তিতে একটি নতুন গুম্ফা হয়।"

কথা বলতে বলতেই ওরা অবজারভেটারি হিলের ওপরে উঠল। এটা যেন দার্জিলিংয়ের মনুমেন্ট। এখান থেকে গোটা শহরটা এবং দূরের বহু দূরেরও পার্বত্য এলাকাগুলো দেখা যেতে লাগল। এক জায়গায় ছোট্ট একটা মন্দির মতো রয়েছে। সেখানে নানা রঙের নিশান উড়ছে বাঁশের ডগায়। পাহাড়িরা পুজো দিচ্ছে। পুরোহিত মন্ত্র পড়াচ্ছে। এর একদিকে হনুমান ও কালীর স্থান ভারী মনোরম।

বাবলুরা সব দেখে শুনে নীচে নামতে লাগল্ এবার।

বিলু বলল, "সত্যি, এই পাহাড়ের ওপরে এত যে ঘন বসতি, মানুষ এসবের সন্ধান পেল কী করে বল তো?"

বাবলু বলল, "সেও এক ইতিহাস। ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে গোর্খা নামে একটি পার্বত্য জাতির অভ্যুত্থান হয়েছিল। পাঞ্জাব থেকে ভুটান পর্যন্ত হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে ছিল তাদের রাজত্ব। আর এই রাজ্যই হল নেপাল। এরা করত কী নিজেদের রাজ্য ছেড়ে যখন তখন ব্রিটিশ রাজ্যে ঢুকে বেধড়ক মারপিট ও লুটপাট করত। তাই ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস সাহেব গোর্খাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ প্রথমে সুবিধে করতে পারেনি। তবে বছর দুই বাদে অবশ্য গোর্খারা সন্ধি করতে বাধ্য হয়। সন্ধির শর্ত অনুসারে একদিকে কুমায়ুন ও গাড়োয়াল এবং অন্যদিকে নেপালের তরাই অঞ্চল ও সিকিমের ওপর থেকে তাদের অধিকার ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু তাতেও বিরোধের নিষ্পত্তি একেবারে হল না। সিকিম ও নেপাল সীমান্তে গোলমাল লেগেই থাকত। তাই দেখে ক্যাপ্টেন লয়েড এলেন বিবাদ মেটাতে। এই অঞ্চলটি তাঁর খুব ভাল লাগল বলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনুমতি চাইলেন। তারপর সিকিমের মহারাজার কাছ থেকে চেয়ে নিলেন জেলাটি। ১৮৩৫ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি দার্জিলিং জেলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হল। এরপর ক্যাপ্টেন লয়েড ও ডক্টর চ্যাপম্যান এসেছিলেন দার্জিলিংয়ের অধিকার নিতে। এরও চার বছর পরে ডক্টর ক্যাম্পবেল এলেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়ে। তিনি একটানা বাইশ বছর এখানে কাটান। তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমে শহরটি গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে।

কথা বলতে বলতেই বাবলুরা নীচে নামতে লাগল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছু বাবলুর এই জ্ঞানভাণ্ডারকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারল না। সত্যি, বাবলু কত কী জানে। কত পড়াশুনো ওর।

পঞ্চু ঐতিহাসিক তথ্যের ব্যাপারটা না বুঝলেও মাটি ও পাথরের ঘ্রাণ নিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে লেজ নেড়ে নেড়ে এই অনাবিল সৌন্দর্যকে উপভোগ করে তার আনন্দের প্রকাশ ঘটাতে ছাড়ল না।

এমন সময় হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে যার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাকে এখানে দেখবে বলে ওরা কেউ আশাও করেনি। এমনকী তার কথা মনেও ছিল না ওদের। তাই আনন্দের আবেগে চেঁচিয়ে উঠল বাবলু, "এ কী রূপলাল!"

রূপলালও বিস্মিত। অভিভূত। বলল, "খোকাবাবুরা! তোমরা এখানে?"

"আমরা বেড়াতে এসেছি।"

"কই, তোমাদের আসার কথা আমাকে বলোনি তো?"

"হঠাৎই এলাম। তা যাক। তোমার মেয়ে কেমন আছে?"

"ভাল আছে বাবু। বিলকুল সেরে উঠেছে, তাই তো পুজো দিতে যাচ্ছি।"

"যাক ভালই হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠেছে তা হলে।"

"আমি দশদিন আগে চিঠি পেয়েছিলাম খোকাবাবু। ওর বুকে সর্দি জমে গিয়েছিল। ডাক্তার ভেবেছিল নিউমোনিয়া। তা যাক। আমার পড়শিরা এখানকার হাসপাতালে আমার মেয়েকে নিয়ে গিয়ে সুই দিইয়ে আনতে মেয়ের বুখার সর্দি সব ভাল হয়ে গেছে। আমি এখানে এসে দেখি আমার মেয়ে অন্য সব মেয়েদের সঙ্গে খেলা করছে। স্কুল যাচ্ছে।"

"যাক। খুব ভাল কথা। তা পুজো দিতে এলে যখন মেয়েকে নিয়ে এলে না কেন?"

"ও আসছে খোকাবাবু। ওর মায়ের সঙ্গে।" বলেই হাঁক দিল রূপলাল, "কমলা! এ কমলা! কমলি-হো—।"

একটু পরেই দেখা গেল রূপলালের বউ কমলা ওদের আদরের মেয়ে সোনারুর হাত ধরে ওপরে উঠে আসছে। রূপলাল বলল, "সোনারু! এরা হচ্ছে তোমার দাদা ও বহিন। মোলাকাত করো।"

কমলা বলল, "কৌন হ্যায়?"

রূপলাল বলল, "এ ওহি লেড়কা কলকাত্তাকা। যো হামকো রুপিয়া দিয়া থা।"

কমলা ছুটে এসে বাবলুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "মেরা বেটা। মেরে লাল। তুম সব বহৎ আচ্ছা লেড়কা-লেড়কি হো।"

বাচ্চু-বিচ্চুও অভিভূত হয়ে ওদেরই সমবয়সি সোনারুকে জড়িয়ে ধরল। কী সুন্দর মেয়ে! কী স্বাস্থ্য! কী রং! আর কী অপূর্ব মুখশ্রী! যেন তাজা গোলাপ ফুল একটি।

বাবলু স্নেহপূর্ণ গলায় বলল, "তোমার নাম সোনারু?"

সোনারু পরিষ্কার গলায় বলল, "হ্যাঁ।"

"তোমার ফটো আমরা দেখেছি। তুমি অসুস্থ ছিলে। এখন ভাল হয়ে উঠেছ দেখে খুব খুশি হয়েছি।"

সোনারু বলল, "আপনারা খুব ভাল। আপনাদের জন্যে আমি আমার বাবাকে অনেক দিনের পর দেখতে পাচ্ছি।"

বাবলু হেসে বলল, "বাঃ! তুমি বেশ ভাল বাংলা বলতে পারো তো।"

"এখানকার সবাই পারে। আমার বন্ধুরাও সব বাঙালি।"

কমলা বলল, "খোকাবাবু, তোমরা আমাদের বস্তিতে একবার বেড়াতে এসো। আমাদের কুঁড়েঘরে একটু চা খেয়ে যাবে।"

রূপলাল বলল, "হ্যাঁ। এক দো ঘন্টেকে বাদ তোমরা আমাদের বস্তিতে এসো। আমরা ততক্ষণ পুজোটা দিয়ে আসি। তোমাদের ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না খোকাবাবু। আর হ্যাঁ। একটা সুখবর আছে। আমি এখানেই হ্যাপি ভ্যালি টি গার্ডেনে সামনের মাহিনা থেকে একটা নোকরি পেয়ে যাচ্ছি। তাই ভাবছি খোকাবাবু দেশ ছেড়ে আর অতদূরে কাজ কাম করতে যাব না। এখানকার নোকরিটা নিলে সব সময় আমি আমার লেড়কির কাছে থাকতে পারব।"

বাবলু বলল, "এ তো খুবই ভাল কথা। আমরা দুপুরবেলা যাব তোমাদের বস্তিতে। এখন আসি?"

"হ্যাঁ এসো।"

বাবলুরা আস্তে আস্তে নেমে এল হিল থেকে।

ওদের নেমে আসা পথের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল সোনারু। গভীর প্রশান্তিতে ওর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি যেন ভরে গেছে।

দুপুরবেলা বাবলুরা খাওয়া-দাওয়ার পর সামান্য একটু বিশ্রাম নিয়ে ভুটিয়া বস্তিতে বেড়াতে গেল। সোনারু অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য। বাবলুরা যেতেই খুশিতে উপচে পড়ল সে। বাবলুদের সঙ্গে পঞ্চুকে দেখে তো আনন্দের অবধি রইল না তার। বলল "ও মা! কুকুরটাকেও সঙ্গে এনেছ তোমরা?"

বাবলু বলল, "এ কি যা তা কুকুর। একে আমরা এমনভাবে তৈরি করে নিয়েছি যাতে একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের চেয়েও কোনও অংশে কম যায় না এ।"

"বলো কী!"

"হ্যাঁ।"

বাবলুদের দেখে শুধু সোনারু নয়, রূপলাল ও তার বউ কমলাও কম খুশি নয়। কমলা বলল, "আমার তো কোনও লেড়কা নেই। তোমরাই আমার লেড়কা। তোমরা সবাই বসো। আমি তোমাদের জন্য কিছু খানা বানাই।"

বাবলু বলল, "না না। এখন কিচ্ছু বানাবেন না। আমরা এই সবে খেয়ে আসছি।" তারপর সোনারুকে বলল, "তুমি তো এখন সেরে উঠেছ। দার্জিলিংয়ের কোথায় কী আছে তার সবই তোমার জানা। তুমি নিজে আমাদের একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে? অবশ্য যদি তোমার কষ্ট না হয়।"

সোনারু আগ্রহের সঙ্গে বলল, "না না কষ্ট হবে কেন? আমি তোমাদের সব কিছু দেখিয়ে শুনিয়ে দেব। তবে আজকের দিনটা তোমরা একটু বিশ্রাম নাও। কাল সকাল থেকে দেখাব।"

বিলু বলল, "সেই ভাল। কাল থেকেই আমাদের ঘোরা শুরু হোক। আজ তো অবজারভেটারি হিল দেখলাম। কাল সোনারু গাইডকে নিয়ে দার্জিলিং চষে ফেলা যাবে।"

সোনারু বলল, "হ্যাঁ। কাল খুব ভোরে উঠে তোমরা টাইগার হিল দেখে এসো। ওখানে সূর্যোদয় দেখে ফিরে এলে বেলায় অন্যান্য জায়গায় নিয়ে যাব আমি।"

ভোম্বল বলল, "খুব ভোরে মানে কখন?"

"খুব ভোরে মানে খু-উ-ব ভোরে। অন্ধকার থাকতে। আজ একটা ল্যান্ডরোভারের সঙ্গে ব্যবস্থা করে দেব। সেই তোমাদের হোটেলে গিয়ে ঘুম থেকে ডেকে তুলে নিয়ে যাবে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু আমরা তো তোমাকে বাদ দিয়ে কোথাও যাব না সোনারু। দার্জিলিংয়ে আমরা যতক্ষণ থাকব ততক্ষণ তুমিও থাকবে আমাদের সঙ্গে।"

সোনারু একটু কুণ্ঠিত গলায় বলল, "আমার ল্যান্ডরোভারের ভাড়া কে দেবে? এক একজনের বারো টাকা করে ভাড়া লাগে। আমি তো দিতে পারব না।"

বাবলু বলল, "তোমার ভাড়া তো আমরা দেব। তুমি আমাদের ল্যান্ডরোভারের ব্যবস্থা করে দাও।"

রূপলাল বলল, "সোনারু বিটিয়া। তু গোপালকা পাশ চলা যা। উয়ো সব বন্দোবস্ত কর দে গা।"

সোনারু বলল, "তবে চলো। এখনই নিয়ে যাই।"

ওরা বেরোতে যাবে এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে শেরপা গোছের একজন দানবাকৃতি লোক এসে দরজার সামনে দাঁড়াল।

তাকে দেখা মাত্রই দারুণ আতঙ্কে কীরকম যেন হয়ে গেল রূপলালের মুখখানা।

কমলা ও সোনারুর মুখও ফ্যাকাসে হয়ে গেল ভয়ে।

শেরপাটি এসে গম্ভীর মুখে এক নজর তাকিয়ে দেখল সকলকে। তারপর কঠিন গলায় বলল, "হামারা গুরু ফিন আ গিয়া রূপলাল। তেরা বিটিকা কসম। পঁচাশ রুপিয়া দে দো।"

রূপলাল ভয়ে ভয়ে বলল, "বিটিকা বেমারিমে বহৎ রুপাইয়া নিকাল গিয়া মংপু। ইতনে রুপাইয়া কাঁহা সে মিলে গা?"

"হম ক্যা জানে? গুরু কা সেবা মে পঁচাশ নেহি তো পঁচ্চিশ রুপিয়া দে দো।"

"কুছ নেহি মেরে পাশ।"

মংপু এবার রূপলালের জামার কলারটা শক্ত করে ধরে একটু কাছে টেনে এনে বলল, "রুপিয়া নেহি দেওগে তো তুমহারা মুন্নিকো লে যায়েঙ্গে হাম!"

কমলা ও রূপলাল সোনারুকে বুকে জড়িয়ে ধরল, "নেহি। মাৎ লে যাও সোনারুকো।"

মংপু আর কোনও কথা না বলে এক ঝটকায় সোনারুকে ওদের দু'জনের বুক থেকে জোর করেই ছিনিয়ে নিয়ে কাঁধে ফেলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

রূপলাল ও কমলা চিৎকার করে উঠল, "কোঈ হ্যায়! রোখো রোখো এ বদমাশ কো। হামারা লেড়কি লেকে ভাগতা হ্যায়।"

কিন্তু কে রুখবে মংপুকে? ও তো মানুষ নয়। ছোটখাটো একটি দানব। অমন ভুটিয়া বস্তির কুঁদো কুঁদো লোকগুলোও ওর ভয়ে ভেড়ার মতো দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। একটি লোকেরও সাহস হল না তাকে বাধা দেবার।

ওদিকে মংপুর কাঁধ থেকে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে চিৎকার করতে লাগল সোনারু, "বাঁচাও! মুঝে বাঁচাও!"

বাবলুরাও সবাই তখন ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। বাবলু সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে যখন দেখল মংপুকে বাধা দেবার মতো সাহস বা আগ্রহ কারও নেই তখন সে নিজেই ক্রোধে ফেটে পড়ে চিৎকার করে উঠল, "এই শয়তান, মংপু। শিগগির নামিয়ে দে সোনারুকে। নামা বলছি।"

জীবনে এই প্রথম বুঝি অন্যের বাধা পেল মংপু। তাও আবার একটি অল্পবয়সি ছেলের কাছে। অত লোকের সামনে একটি ছেলে তাকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলবে আর সে মুখ বুজে সহ্য করবে তা কি হয়? তাই সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে তাকাল। তারপর সোনারুকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে কোমরের বেল্টের সঙ্গে জড়ানো চেনটা খুলে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সে।

তাই দেখে রূপলাল ছুটে গেল মংপুর কাছে, "নেহি। ও নাদান হ্যায়। ছোড় দো উসকো। মারো তো হামকো মারো।"

মংপু সে কথায় কান না দিয়ে এক ঝটকায় রূপলালকে ছিটকে ফেলে শিকারি বাঘের মতো এক পা এক পা করে এগোতে লাগল বাবলুর দিকে।

বাবলুও একটু একটু করে পিছোতে লাগল আর চাপা গলায় ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু কোনওরকম সাড়া শব্দ না দিয়ে লেজ নেড়ে নেড়ে একটু একটু করে এগোতে লাগল মংপুর দিকে। ক্রমে বাবলু আর মংপুর মাঝে পঞ্চু এসে দাঁড়াল। পঞ্চুর চোখদুটো তখন নেকড়ের মতো জ্বলছে। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎই খুব ভয় পেয়ে গেল মংপু। তার মনে হল সে যেন একটি বাঘের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। তাই হঠাৎ তার চলার গতি থেমে গেল। কিন্তু মংপু থামলেও পঞ্চু থামল না। নাটক দারুণ জমে উঠল। এবার মংপু একটু একটু করে পিছোতে লাগল। আর পঞ্চু এগোতে লাগল। মংপু যত পিছোয় পঞ্চু তত এগোয়। সেই সঙ্গে বাবলুও।

পঞ্চু যে কী সাংঘাতিক রকমের রাগতে পারে তা এই প্রথম অনুভব করল বাবলু। মুখে কোনও সাড়াশব্দ নেই। কোনও তর্জন গর্জন নেই। শুধু ভয়ংকর রকমের চোখের চাউনিতেই ওই রকম একটি ধেড়েল শয়তানের বুক শুকিয়ে দিল।

মংপু পিছোতে পিছোতে একটা পাথরের দেওয়ালে গিয়ে আটকে গেল। আর পিছোবার উপায় নেই। এবার সামনে এগোতে হবে নয়তো ছুটে পালাতে হবে। কিন্তু তা কী সম্ভব! এই চতুষ্পদ জন্তুটি যে ওর সঙ্গে শেষ মোকাবিলা করবার জন্যে রুখে দাঁড়িয়েছে। অসহায় মংপু আত্মরক্ষার কোনওরকম উপায় না দেখে শেষ অস্ত্র হিসাবে সেই চেনটি ঘুরিয়ে যেই না মারতে যাবে পঞ্চুকে, পঞ্চু অমনই এক বীভৎস গলায় আঁ-উ-উ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল মংপুর ওপর।

অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে পঞ্চু মংপুর গলার টুঁটিটাকে কামড়ে ধরল। উঃ সে কী প্রচণ্ড কামড়!

মংপুর হাত থেকে চেনটা খসে পড়ল।

সে দু'হাতে পঞ্চুকে শক্ত করে ধরে টেনে ছাড়াবার চেষ্টা করল।

ওর দু' চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে তখন। সারা দেহ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। মংপুর পাদুটো বেঁকে গেল। যন্ত্রণায় একটুও আর্তনাদ করতে পারল না। অসহ্য যন্ত্রণায় দুমড়ে-মুচড়ে-কুঁকড়ে দেহটা পথের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তারপর দু'-একবার অসহায়ভাবে হাত-পা ছোঁড়ার পর স্থির হয়ে গেল দেহটা।

পঞ্চু তখনও ছাড়েনি।

টুঁটি কামড়ে ধরে আছে।

বাবলু ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চুর সাড়া নেই। শব্দ নেই। চোখদুটো ওর লাল। সারা দেহ শক্ত। কী হল পঞ্চুর? পঞ্চু!

ততক্ষণে পুলিশ এসে গেছে। নেপালি পুলিশ।

কিন্তু পঞ্চুর কী হল? সে এখনও ছাড়ছে না কেন?

অবশেষে সবাই মিলে অনেক জোরাজোরি করে অনেকক্ষণ টানা হেঁচড়ার পর ছাড়াল পঞ্চুকে। রাগে ওর সর্বশরীর তখনও কাঁপছে।

বাবলু বলল, "জল। একটু জল দাও পঞ্চুকে।"

বিলু আর ভোম্বল ছুটে গেল রূপলালের ঘরে। তারপর এক বালতি জল এনে পঞ্চুর সামনে ধরল। পঞ্চু চোঁ চোঁ করে অনেকটা জল খেয়ে রূপলালের ঘরের সামনে শুয়ে হাঁপাতে লাগল।

কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল তা ভেবেও পেল না কেউ।

পুলিশ স্থানীয় লোকেদের কাছে থেকে রিপোর্ট চেয়ে নিল। বলল, "বহুত বড়িয়া শয়তান কো নিধন হো

গিয়া।" তারপর বাবলুদের বলল, "তোমরা দু'দিনে দুটো খুব ভাল কাজ করেছ খোকাবাবু। কাল তোমাদের জন্য অনেকগুলো টাকা ছিনতাই হতে হতে বেঁচে গেছে। আর আজ তোমাদেরই জন্য এই কুখ্যাত গুন্ডাটা মরেছে।"

বাবলু বলল, "আমাদের জন্য হলেও একে মারার কৃতিত্ব কিন্তু আমাদের এই পঞ্চুর। ও না থাকলে হয় সোনারু না হলে আমাকে দু'জনের একজনকে মরতেই হত আজ।"

পুলিশ বলল, "ঠিক আছে। তোমরা একটু সাবধানে থাকবে। তোমরা যে হোটেলে উঠেছ ওখানেও আমরা পুলিশ পোস্টিং-এর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" এই বলে মংপুর ডেড বডি নিয়ে চলে গেল ওরা।

গোটা ভুটিয়া বস্তির লোক যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল, "ওঃ খোকাবাবু, তোমাদের কুকুরের তুলনা নেই। এই শয়তানরা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের ওপর খুব অত্যাচার করছিল।"

বাবলু বলল, "শয়তানরা মানে? এরা ক'জন?"

"অন্তত তিন চারজন।"

"এদের লিডার কে? জানো?"

"জানি। সে একটা পাক্কা শয়তান। কে না জানে তাকে?"

"বলো না রূপলাল ভাই তার নামটা?"

রূপলাল বলল, "ওর নাম প্রেমা তামাং।"

"প্রেমা তামাং!"

"হ্যাঁ, সে এতদিন জেলে ছিল। কালই শুনলুম এই অঞ্চলে তাকে আবার দেখা গেছে। তাই আজই ওর চর এসেছে ওর হয়ে তোলা আদায় করতে।"

বাবলু বলল, "প্রেমা কোথায় থাকে জানো?"

রূপলাল বলল, "তা হলে তো ঝামেলা চুকেই যেত। ওর নির্দিষ্ট কোনও ঘাঁটি নেই। মাঝে মাঝে ধূমকেতুর মতো আসে আর উধাও হয়ে যায়। পুলিশও ভয় পায় ওকে। ছোট বড় ব্যবসাদাররা মাসে মাসে ওকে টাকা দেয়।"

"না দিলে?"

"আগুন জ্বালিয়ে দেবে। পাথর ছুড়ে মারবে। ছুরি মারবে।" বাবলুরা অবাক হয়ে সব শুনল।

দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে গেল।

কমলা বলল, "এবার আমি কিছু খানা বানাই। তোমরা খাও। এতক্ষণে ভুখ লেগে গেছে নিশ্চয়ই?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। খেয়ে-দেয়ে আমরা বেরোব।"

রূপলালের বাড়িতে বেশ করে জলযোগ সেরে বাবলুরা চলল ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে। কাল খুব ভোরে বেরোতে হবে তো। টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় দেখতে হবে।"

যাবার সময় বাবলু রূপলালকে বলল, "তা হলে আমরা চলি? আর সোনারু কিন্তু আজ আমাদের কাছেই হোটেলে থাকবে। না হলে কাল ভোরে যাওয়ার অসুবিধা খুব।"

রূপলাল বলল, "বেশ তো। তোমাদের বোন তোমাদের কাছে থাকবে। এতে আমার কী বলার আছে?"

রূপলালের অনুমতি পেয়ে বেশ খুশির সঙ্গেই সোনারু তৈরি হয়ে বাবলুদের সঙ্গে চলল। রূপলালের বউ কমলা মুগ্ধ চোখে এই দুঃসাহসী ছেলে-মেয়েগুলোর দিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টে।

বাবলুরা আগে আগে চলল। পঞ্চু পিছনে। ওর সারা মুখে এখনও রক্তের দাগ। মংপুকে হত্যা করে পঞ্চু যেন কী রকম হয়ে গেছে।

॥ ৪ ॥

ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে গিয়ে একটা ল্যান্ডরোভারের সঙ্গে কনট্রাক্ট করে বাবলুরা যখন হোটেলে ফিরল তখন সন্ধে হয়ে গেছে। ওরা যেতেই গজাননবাবু সহাস্যে বললেন, "এইমাত্র পুলিশ এসে ঘুরে গেছে। তোমরা এখনও আসনি দেখে চলে গেল। একটু পরেই আবার আসবে। তোমরা পাণ্ডব গোয়েন্দারা যে ক'দিন আমার হোটেলে থাকবে আমি বিনা পয়সায় এখানে পুলিশ পাহারা পাব।"

বাবলু বলল, "আমরা যে পাণ্ডব গোয়েন্দা তা আপনি জানলেন কী করে?"

"কী করে জানলুম? কাল তোমরা টয় ট্রেনে কী কাণ্ড করেছিলে বাবা? তোমরাই তো পুলিশকে তোমাদের পরিচয় দিয়েছিলে কাল। তা ছাড়া তোমাদের খবর শিলিগুড়ি সেন্টার থেকে একটু আগেই প্রচারিত হয়েছে। আজও তোমরা একজন দুর্ধর্ষ শয়তানকে খতম করে দিয়েছ।"

বাবলু বলল, "আপনি তো অনেক খবর রাখেন দেখছি।"

"শুধু আমি কেন, দার্জিলিং শহরের সব লোকই এখন তোমাদের খবর জেনে গেছে।"

বাবলু বলল, "তা জানুক। তবে আজ রাত্রে আমাদের অতিথি হিসাবে রূপলাল ভুটিয়ার মেয়ে সোনারু থাকছে। আজ আমরা মাংস-ভাত খাব, ওর জন্যও এক্সট্রা একটা প্লেট পাঠাবেন।"

গজাননবাবু বললেন, "ঠিক আছে। ঠিক আছে। ওসবের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তোমরা এখন ঘরে যাও। আমি এখনই তোমাদের জলখাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

এই রকম পরিবেশে এসে সোনারু তো দারুণ খুশি। কেন না এতবড় একটা হোটেলে এই বিলাসবহুল ব্যবস্থাপনার মধ্যে দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় শোবার কথা, এই জল-কল-বাথরুম ইত্যাদি ব্যবহার করবার কথা বা হোটেলের ভাল-মন্দ খাবার কথা ওর জীবনে ও কল্পনাও করেনি কোনওদিন।

বাবলুরাও সোনারুকে পেয়ে খুব খুশি।

ঘরে ঢুকে সোনারুকে ঘিরে গোল হয়ে বসল সকলে। সোনারুর মুখে দার্জিলিংয়ের টাইগার হিলের অনেক গল্প শুনতে লাগল ওরা।

একটু পরেই জলখাবার এল। ওই একই ব্যবস্থা। টোস্ট, কলা, ডিম, চা।

ওরা জলযোগ সেরে প্রথমেই রাতের শোবার ব্যবস্থাটা ঠিক করে নিল। বাবলু, বিলু, ভোম্বল এক দিকে এবং বাচ্চু-বিচ্ছু ও সোনারু আর একদিকে। পঞ্চু যেমন খাটের নীচে থাকে তেমনই রইল।

রাত ন'টা নাগাদ খাবার ডাক পড়ল ওদের।

গরম গরম মাংসভাত খেয়ে ওরা এসে শয্যাগ্রহণ করল।

সোনারু বলল, "এই প্রথম আমি বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকছি। মা বাবার জন্য খুব মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমার। বিশেষ করে মাকে ছেড়ে তো এক রাতও থাকিনি কখনও। বাবা অবশ্য চাকরি করতে গেলে বাবাকে ছেড়ে থাকতাম। তবে বাবার জন্য রোজ রাত্তিরবেলা আমার মন কেমন করত।"

বাবলু বলল, "সে কী! আমরা কিন্তু বাবা-মাকে ছেড়ে প্রায়ই এদিক ওদিক যাই। যেমন দার্জিলিংয়ে তোমাদের কাছে এসেছি।"

সোনারু বলল, "তোমরা খুব ভাল। তোমাদেরকে খুব ভাল লেগেছে আমার। তোমরা বলেই আমি এলাম। না হলে আসতাম না।"

বাবলু বলল, "তুমি তা হলে সত্যিই আমাদেরকে ভালবেসে ফেলেছ?"

"তা ফেলেছি। আমার তো দাদা নেই। বোনও নেই। তোমারই এখন সব। তোমরা কত উপকার করেছ আমাদের। আমার বাবাকে আমার কাছে এনে দিয়েছ। তা ছাড়া আজ তোমরা না থাকলে ওই শয়তান মংপুটা আমাকে কোথায় নিয়ে যেত কে জানে? হয়তো মেরেই ফেলত। মা-বাবা কাউকেই আর আমি দেখতে পেতাম না।"

এইরকম কথা বলতে বলতেই ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

তখন শেষ রাত।

বাইরে থেকে কে যেন ডাকল, "সোনারু! এ সোনারু! গাড়ি রেডি। দোশো পাঁচ নম্বরকা গাড়ি।"

সোনারু উঠে ডাকল সকলকে, "এই ওঠো, ওঠো সব। টাইগার হিল দেখতে যাবে যে?"

বাবলুরা সবাই উঠে পড়ল। ঘড়িতে দেখল তিনটে দশ।

"এখনই?"

"হ্যাঁ। এখনই গোপাল ডেকে গেল এইমাত্র।"

ওরা চোখের পলকে তৈরি হয়ে নিল। শুধু ওরা নয়, দার্জিলিং শহরের সমস্ত ট্যুরিস্টই উঠে পড়েছে তখন। চারদিকে সাজ সাজ রব। রোজই এই সময় দার্জিলিং জেগে ওঠে। অথচ কী প্রচণ্ড ঠান্ডা। হাত-পা সব যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে।

বাবলু বলল, "বাবাঃ। এত ঠান্ডা তো ছিল না। হঠাৎ এ কী!"

আর এ কী। ওরা তৈরি হয়ে ঘরে চাবি দিয়ে টর্চের আলোয় পথ দেখে বাইরে এল।

ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে ট্যাক্সি ও ল্যান্ডরোভারগুলি তখন যাত্রীতে পরিপূর্ণ হয়ে এক এক করে ছাড়ছে।

ওদের দেখতে পেয়েই গোপাল ছুটে এল। গোপাল একটি সুদর্শন নেপালি কিশোর। ক্লিনারের কাজ করে। বাবলুদের জায়গা রাখাই ছিল। সোনারু সমেত প্রত্যেককে বসিয়ে নিল ওদের ল্যান্ডরোভারে। পঞ্চুর কথাও বলা ছিল। কাজেই পঞ্চুকে দেখে কোনও আপত্তি করল না। ওরা সবাই বসলে পঞ্চু ভোম্বলের কোলে শুয়ে বিলুর কোলে মাথা রাখল।

এ বেশ মজার ব্যাপার।

শেষ রাতের অন্ধকারে সারি সারি জিপ-ট্যাক্সি ও ল্যান্ডরোভার লাইন দিয়ে চলেছে টাইগার হিলের পথে। দার্জিলিং থেকে প্রথমেই ঘুম। তারপর আরও একটু উচ্চস্থানে টাইগার হিলে গিয়ে যখন পৌঁছল তখন শীতের প্রচণ্ড দাপটে ওরা হিম হয়ে গেছে। পাথরে, ঘাসের ওপর, গাছের পাতায় গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ পড়ে আছে।

সোনারু বলল, "ঠান্ডাটা আজ হঠাৎই খুব বেশি রকম পড়ে গেছে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু এই ঠান্ডাতেও আমাদেরও আগে আরও কত লোক এসে হাজির হয়েছে দেখো।"

ওরা দেখল প্রায় হাজারখানেক লোক এসে জড়ো হয়েছে সেখানে। আর কত যে ট্যাক্সি জিপ ও ল্যান্ডরোভার জড়ো হয়েছে তার কোনও হিসেব নেই। সত্যি, কী চমৎকার জায়গা।

পুবের আকাশে একটু একটু করে রঙের খেলা শুরু হচ্ছে তখন। বাবলুরা দেখল কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনার চূড়ায় সেই নয়ন মনোহর আলোর নাচন।

সোনারু বলল, "তিব্বতিরা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে কী বলে জান তো? বলে কাং-চেন্-জোঙ্গা।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। কাং মানে বরফ। চেন মানে বৃহৎ। আর জোঙ্গা মানে পাঁচ ধন ভাণ্ডার।"

বাবলু বলল, "বইতে পড়েছি কাঞ্চনজঙ্ঘার উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে ২৮১৫৬ ফুট।"

সোনারু বলল, "শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘা নয়। এর আশপাশেও যে সব গিরিশৃঙ্গগুলি আছে সেগুলোও কোনওটি ২০ হাজার ফুটের কম নয়।"

বাবলু বলল, "ওগুলোর নাম জান?"

"নিশ্চয়ই। পশ্চিমের ওই পাহাড়গুলো দেখো। ওইটার নাম কাঙ। ওই হল কোকটাঙ। ওই হচ্ছে জানু, কাব্রু। জানুর উচ্চতা ২৫ হাজার ফুটেরও বেশি। কাব্রু ২৪ হাজার ফুট। ওই দেখ জেম। ওটা একটু নিচু। ওর উচ্চতা কম।"

বাবলুরা অবাক হয়ে দেখল।

সোনারু বলল, "আর এদিকে এই যে দেখছ পাহাড়গুলো, যার মাঝে কাঞ্চনজঙ্ঘা। ওর বাঁদিকে হল তালুঙ। উচ্চতা ২৩০০০ ফুট। ডানদিকে পন্দিম। উচ্চতা ২২০০০ ফুট। আর পুবের এই পাহাড়গুলো হল জুগনু, নরসিং, সিম্ভু, সিনিয়লচু, চেমিয়াসো, কাঞ্চনজমাও, ডঙ্খিয়ারি।"

বাবলু বলল, "ব্যস ব্যস। এবার থামো তুমি। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। শেষকালে হয়তো বেশি জানতে গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার নামটাও ভুলে যাব।"

বাবলুরা কাঞ্চনজঙ্ঘায় সোনারোদের ছটা আর তার নীচেই ঊর্মিমালার মতো পুঞ্জিভূত মেঘসমুদ্র দেখতে লাগল। সে কী অপূর্ব দৃশ্য! দূরে—বহুদূরে—অনন্ত তুষারমণ্ডিত গৌরীশঙ্কর, কাঞ্চনজঙ্ঘা ও ধবলগিরিশৃঙ্গে প্রভাত অরুণরাগের ইন্দ্রধনুর সাতটি রং আবির ছড়িয়ে খেলা করছে। আর তারই নীচে কঠিন বরফের মতো জমাট বাঁধা মেঘস্তর স্থির হয়ে আছে। রঙের খেলায় চক্রবালব্যাপী তুহিনরেখাকে উল্লসিত করে সূর্যোদয় হল। বাবলুরা মুগ্ধ। বিস্মিত। বিমূঢ়। আনন্দে হইহই করে উঠল সকলে। ক্যামেরার পর ক্যামেরা ঝিলিক মেরে উঠল। দেখা শেষ।

এবার ফেরার পালা।

টাইগার হিল থেকে ফেরার পথে ঘুম মনাস্টারি দেখল। তারপর এল বাতাসিয়া লুপে। তখন পুরোপুরি সকাল হয়ে গেছে। তবে আকাশ বড় গম্ভীর। মেঘ মেঘ আকাশ। একটুও রোদ নেই। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া বইছে।

বাতাসিয়া লুপে তখন দার্জিলিং থেকে ছেড়ে নিউ জলপাইগুড়ির দিকে একটি টয় ট্রেন আসছে। তাই দেখারই কী ধুম। পঞ্চু তো মনের আনন্দে বাতাসিয়ার মাঠময় ছুটোছুটি শুরু করে দিল। কী চমৎকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এখানকার। একটু পরেই লুপ বা রেলচক্রে পাক খেয়ে টয় ট্রেন উঠে এল ওপরে।

যেই না ওঠা বাবলু বিলু ও সোনারু ছুটে গিয়ে উঠে পড়ল ট্রেনে। তারপর ট্রেনটা আবার যখন ঘুরে অন্য চক্রে পড়ল ওরাও তখন নেমে পড়ল।

এখানে ওরা এক জায়গায় চা-বিস্কুট খেয়ে ল্যান্ডরোভারে এসে বসল। তারপর আবার দার্জিলিং। ম্যালে। ওদের হোটেলে।

হোটেলের সামনে দু'জন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। বাবলুদের দেখেই হাত নাড়ল ওরা। তার মানে আমরা আছি।

বাবলু কাছে গিয়ে বলল, "অকারণে আপনাদের কাজের ক্ষতি করে এখানে থাকার দরকার নেই। কেন না আমরা তো সব সময়েই বাইরে বাইরে ঘুরব। শুধু খাবার সময় আর রাত্রে শোবার সময় থাকব হোটেলে। আপনারা যেতে পারেন।"

কনস্টেবলরা বলল, "বেশ যাচ্ছি। তবে যদি কোনও অসুবিধা বোঝ তা হলে খবর দিয়ো আমাদের।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা।" বলে দলবল সমেত হোটেলে ঢুকে ব্রেকফাস্ট সেরে আবার ঘুরতে চলল।

এছাড়া কাজই বা কী? ঘরে বসে থাকবার জন্যে তো আসেনি। এখানে শুধু খাওয়া আর ঘোরা।

ওরা প্রথমেই এল ম্যালে।

ম্যালের দৃশ্য আজ সম্পূর্ণ অন্যরকম। ম্যাল আজ জনশূন্য। ঘন কালো মেঘ ম্যালের ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে বয়ে যাচ্ছে। যেন ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে পাক খেয়ে ছুটছে। সেই অবজারভেটারি হিল মেঘে ঢাকা। ধাবমান মেঘের ঘনত্বের তারতম্যে কখনও সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। কখনও আবছা দেখা যাচ্ছে। চারদিকের পাহাড়গুলোও উধাও। কাঞ্চনজঙ্ঘা দূরের কথা, সোনারুদের সেই ভুটিয়া বস্তিটাকেও আর দেখা যাচ্ছে না।

এই রকম অবস্থায় বাবলুরা তো ম্যালে বসবার কথা কল্পনাও করতে পারল না। তাই ওরা ম্যাল থেকে নেমে পায়ে পায়ে ভুটিয়া বস্তির দিকেই চলল। সোনারুর মা-বাবার সঙ্গে দেখা হওয়ার একবার একান্ত দরকার। কেন না সোনারুর জন্য নিশ্চয়ই ওদের খুব মন কেমন করছে।

ওরা যা ভেবেছিল ঠিক তাই। সোনারুকে নিয়ে ওদের বাড়িতে যেতেই কমলা আদরে জড়িয়ে ধরল মেয়েকে। রূপলালও খুব খুশি। কমলা ওদের প্রত্যেককে মালপো তৈরি করে খাওয়াল।

সোনারুদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওরা সকলে চলল দার্জিলিং শহরটাকে একটু ভাল করে ঘুরে দেখতে। প্রথমেই ওরা গেল চকবাজারে। তারপর হেঁটে এ পথ সে পথ করে স্টেশন। স্টেশন থেকে ঘুমের পথে আরও একটু এগিয়ে আবার পিছিয়ে এল ওরা। তারপর ফিরে এল হোটেলে।

মেঘটা এবার অল্প অল্প করে কেটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে রোদও উঠছে। আবার মেঘে ঢেকে যাচ্ছে। ঠিক যেন লুকোচুরি খেলা চলছে। যাক বাবা। তবু ভাল। বেড়াতে এসে মেঘলা আবহাওয়া একেবারেই অসহ্য। শীতের প্রকোপ অত্যন্ত বেশি বলে ওরা কেউ স্নান করল না। বারোটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে আবার চলল বেড়াতে।

সোনারু সঙ্গে থাকায় খুবই সুবিধে হয়েছে ওদের। লয়েড বোটানিকাল গার্ডেন দেখে অভিভূত হয়ে গেল ওরা। তারপর চিড়িয়াখানা হয়ে জওহর পর্বতে তেনজিং নোরগের মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট দেখল। সোনারু বলল, "আরও একটু এগিয়ে চলো, তোমাদের আরও একটি ভাল জিনিস দেখাব।"

বাবলু বলল, "কী দেখাবে?"

"রোপওয়ে। এ পাশের পাহাড় থেকে ওপাশের রঙ্গীত উপত্যকা খুব ভাল লাগবে দেখতে।"

বাবলু বলল, "রোপওয়েতে চাপা যাবে না?"

"না। আগে থাকতে টিকিট কেটে রাখলে তবে চাপতে দেয়।"

"তা হলে আজ থাক। আজ আকাশের অবস্থা ভাল নয়। আমরা বরং অন্যদিন রোপওয়ে দেখতে যাব।"

আকাশের অবস্থা সত্যিই ভাল নয়। কনকনে ঠান্ডা বাতাস বইছে আর চারদিক অন্ধকার করে ঘন কালো মেঘ সব কিছু ঢেকে দিচ্ছে।

সোনারু বলল, "সেই ভাল। আজ আবহাওয়াটা খুব খারাপ মনে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি ফিরে পড়া উচিত। মনে হচ্ছে শিলাবৃষ্টি হবে।"

বাবলুরা পা চালিয়ে পথ চলতে লাগল। উঃ। সে কী ভয়ংকর অবস্থা। এক এক সময় মেঘ এসে ওদের এমনভাবে ঢেকে দিচ্ছে যে ওরা কেউ কাউকেই দেখতে পাচ্ছে না। এক হাত দূরের মানুষকেও দেখা যাচ্ছে না আর।

সোনারু বলল, "খুব সাবধান। পাহাড়ের গা ঘেঁষে বাঁদিক চেপে এগিয়ে চলো। ডানদিকে খাদ।"

বাবলু বলল, "কিন্তু পা যে চলছে না। যে অসম্ভব খাড়াই। মনে হচ্ছে বুকের রক্ত মুখে উঠে আসবে।"

বিলু বলল, "আমার তো রীতিমতো বুক ধড়ফড় করছে।"

এমন সময় হঠাৎ ককিয়ে চিৎকার করে উঠল পঞ্চু। পাহাড়ের উচ্চস্থান থেকে একটা গোলালো ভারী পাথর গড়িয়ে এসে ওর গায়ে পড়েছে। কী ভাগ্যিস সরাসরি পড়েনি। তা হলে থেঁতো হয়ে মরে যেত। তবু পাথর চাপা পড়ে ছটফট করতে লাগল বেচারি। ওরা পাথর সরিয়ে পঞ্চুকে মুক্ত করলেও যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠতে লাগল সে। ওর উঠে দাঁড়াবার শক্তিও বুঝি লোপ পেয়েছে। সামান্য জখম হয়েছে একটা পা। ওরা সবাই মিলে পঞ্চুকে ম্যাসেজ করে একটু আরাম দেবার চেষ্টা করতে লাগল। এমন সময় আবার একটি বড় পাথর ছিটকে এসে ওদের সামনে পড়ে গড়িয়ে গেল। তারপর আবার একটা। নেহাত ওরা পাহাড়ের গা ঘেঁষে ছিল তাই রক্ষে। না হলে সাংঘাতিক দুর্ঘটনা একটা কিছু ঘটে যেত।

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চুকে কাঁধে উঠিয়ে নিল।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার বল তো?"

ওরা পাহাড়ের গা ঘেঁষে আরও একটু সরে এল।

পঞ্চু তখনও যন্ত্রণায় বেঁকে যাচ্ছে। এক এক সময় এমন করছে যে ওকে ধরে রাখা যাচ্ছে না। অনবরত আর্ত চিৎকার করছে, "কেঁউ-কেঁউ-কেঁউ-কেঁউ।"

সোনারু বলল, "শিগগির চলে এসো তোমরা। মনে হচ্ছে কেউ আমাদের জখম করতে চাইছে। কেন না আমার মনে হচ্ছে এ গড়িয়ে পড়া পাথর নয়।"

এমন সময় ভোম্বল হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, "ওরে গেছিরে।"

একটা পাথরের টুকরো ছিটকে এসে লেগেছে ওর মাথার পিছন দিকে। যেখানে লেগেছে সেখানটা কেটে গল গল করে রক্ত ঝরছে। সেই অবস্থাতেই ওরা প্রাণপণে ছুটে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু যে পথে এমনিই উঠতে কষ্ট হয় সে পথে কি ছোটা যায়?

যাই হোক, ওরা বহু কষ্টে যখন আবার ম্যালে এসে পৌঁছল তখন সব ফাঁকা। কোথাও জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সমস্ত দোকানপাটও বন্ধ। সন্ধেও হয়ে এসেছে তখন। আর ঠিক সেই সময়েই শুরু হল প্রবল বর্ষণ। তার সঙ্গে প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে বৃষ্টি থামলে পুলিশের একটি টহলদারি গাড়ি দেখতে পেয়ে ছুটে গেল বাবলু। তারপর ওদের বিপদের কথা খুলে বলতেই কাছেরই একটি হাসপাতালে ওদেরকে পৌঁছে দিল ওরা।

ভোম্বলের ক্ষতস্থানটা একটু গভীর। তাই প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। ছোট একটা সেলাই দিয়ে ওখানটা ব্যান্ডেজ করে ভোম্বলকে হাসপাতালে ভর্তি করে নিল ওরা। ভোম্বল থাকতে চায়নি। কিন্তু ওরাই জোর করে রেখে দিল। বলল, দু'-একটা দিন থাকো তারপর ছেড়ে দেব। না হলে আবার তো টো টো করে ঘুরবে।

শিলাবৃষ্টির আবহাওয়ার জন্যই কিনা কে জানে পঞ্চু তখন আগের চেয়ে একটু সুস্থ হয়েছে। তবে একটা পা তুলে রয়েছে সব সময়।

ভোম্বলকে হাসপাতালে ভর্তি করে বাবলুরা আবার হোটেলে ফিরে এল। সঙ্গে সোনারুও ছিল। বাইরে তখন কনকনে ঠান্ডা বললে ভুল হবে, রীতিমতো শৈত্যপ্রবাহ বইছে। রাত্রিও হয়েছে বেশ। কাজেই সোনারুকে ওদের বাড়িতে রেখে আসতে পারা গেল না।

বাবলু বলল, "তুমি আজও একটু কষ্ট করে আমাদের কাছে থেকে যাও সোনারু। কাল সকালে তোমাকে রেখে আসব। ভোম্বলের জন্য এখন তো আমাদের ঘোরা-বেরুনো এমনিতেই বন্ধ হয়ে উঠল। ভোম্বল ফিরলে আবার তোমাকে সঙ্গে নিয়ে সব কিছু ঘুরে ফিরে দেখব।"

সোনারু বলল, "ঠিক আছে। তবে তোমরা চাইলে যে ক'দিন তোমরা এখানে আছ সে ক'দিন তোমাদের কাছেও আমি থেকে যেতে পারি।"

বাবলু বলল, "যা তুমি ভাল বুঝবে।"

হোটেলে ফিরে ঘরে ঢুকে বাবলুরা প্রথমে কিছু খেতে দিল পঞ্চুকে। সকালে দার্জিলিং স্টেশন থেকে ওর জন্য কলা আর পাঁউরুটি কিনেছিল। তাই দিল। তারপর ওর সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল বাবলু। জখম পা-টা আস্তে করে চুঁচে দিতে লাগল। ওদের যার যাই হোক পঞ্চুর সেবার একান্ত প্রয়োজন। পঞ্চু অসুস্থ হয়ে পড়লে ওদের সমূহ বিপদ। কেন না ওদের এখন প্রতি পদে পদে বিপদে পড়তে হবে। প্রেমা তামাং যখন খেপেছে তখন ওদের সর্বনাশ না করে সে কিছুতেই ছাড়বে না। আজ খুব জোর প্রাণে বেঁচে গেছে ওরা।

এমন সময় গজাননবাবু এসে বললেন, "এই চিন্তা করছিলাম তোমাদের কথা। যা ঝড়-বৃষ্টি গেল। এই রকম আকাশের অবস্থা দেখে একটু সকাল করে ফিরবে তো। এত দেরি করে ফিরলে কেন?"

বাবলু বলল, "এক তো আমরা ঝড়-জলে আটকে পড়েছিলাম। তার ওপর আমাদের এক বন্ধু মাথায় চোট পেয়ে হাসপাতালে শুয়ে আছে।"

"সে কী! হাসপাতালে শুয়ে আছে মানে তো বেশ গুরুতর ব্যাপার।"

"খুব একটা গুরুতর না হলেও আঘাতটা সামান্যও নয়।"

"কী রকম আঘাত পেল?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে আমার মনে হয় দূর থেকে কেউ পাথর ছুড়ে আমাদের জখম করবার চেষ্টা করেছিল। পঞ্চুকেও মারবার চেষ্টা করেছিল। একটুর জন্য বেঁচে গেছে বেচারি। তবে পঞ্চুও আঘাত পেয়েছে।"

গজাননবাবু বললেন, "না জেনে সাপের গর্তে হাত দিয়ে বসে আছ তোমরা। খুব সাবধান।"

বাবলু বলল, "ভোম্বল না থাকলেও সোনারু কিন্তু আছে। ওর জন্যে তা হলে...।"

"ব্যস ব্যস। ও চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। আমি এত বড় হোটেলটা চালাচ্ছি আমি জানি কাদের জন্যে কী ব্যবস্থা করতে হবে।" বলে চলে গেলেন।

পঞ্চু বাবলুর সেবা পেয়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে চোখ বুজলে বাবলু উঠে বসল।

ভোম্বলের জন্য ওদের সকলেরই খুব মন খারাপ।

বিলু বলল, "দার্জিলিং ভ্রমণের সব আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল। কী বল? কত আশা নিয়ে বেড়াতে এলাম কিন্তু এখন যা হল তাতে প্রেমা তামাং-এর একটা গতি না হওয়া পর্যন্ত এখানে চলাফেলা করা খুবই বিপজ্জনক।"

বাবলু বলল, "সত্যি। আর কপালগুণে আবহাওয়াটাও এখন এত খারাপ যে একটু ঘোরাঘুরি করে ওর পিছনে লেগে ওর হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দিয়ে যে যাব তাও সম্ভব নয়। এই রকম আবহাওয়ায় চলাফেরা করতে আমরা অভ্যস্ত নই তো।"

বিলু বলল, "ভোম্বল সুস্থ হয়ে এলেই আমরা বাড়ি ফিরে যাই চল।"

বাবলু বলল, "যেতেই হবে। মানুষের সঙ্গে লড়াই করা যায়। কিন্তু অশান্ত প্রকৃতির সঙ্গে কতক্ষণ যুঝব আমরা?"

রাত দশটা নাগাদ বাবলুরা খাবার আমন্ত্রণ পেল।

ওরা খেয়ে-দেয়ে আঁচাতে যাচ্ছে এমন সময় রূপলাল এসে হাজির, "সোনারু বিটিয়া?"

সোনারু মুখ ধুয়ে এগিয়ে এল বাবার কাছে।

রূপলাল বলল, "আজ ঘর যাওগী কি নেহি?"

সোনারু বলল, "আজ আমাদের খুব বিপদ গেছে, জান বাপি? ভোম্বলদা খুব চোট পেয়েছে। আমরাও ঝড়-জলের মুখে পড়ে গিয়েছিলাম।"

"কী হয়েছে ভোম্বলবাবুর?"

"কেউ মনে হয় পাথর ছুড়ে আমাদের মারতে চেয়েছিল। ভোম্বলদাদাকে হাসপাতালে ভর্তি করে নিয়েছে। এইসব করতে গিয়ে রাত হয়ে গেল বলে আজ আর ঘরে ফিরতে পারলাম না।"

"হাম তো আ গিয়া। ঘর যাওগী তো চলো মেরা সাথ।"

সোনারু বাবলুর দিকে তাকাল।

বাবলু বলল, "তোমার বাবা যখন নিতে এসেছেন তখন তুমি আর থেকো না সোনারু। চলেই যাও। কাল সকালে আমরা বরং ভোম্বলের খবর নিয়ে তোমাদের বাড়ি বেড়াতে যাব।"

সোনারু ঘাড় নেড়ে 'আচ্ছা' বলে চলে গেল ওর বাবার সঙ্গে।

পরদিন যখন সকাল হল তখন বাবলুরা ভাবতেও পারেনি যে ওদের জন্য এমন দুঃসংবাদ অপেক্ষা করবে। পুলিশের একজন লোক এসে ওদের ঘর থেকে বার হতে একদম নিষেধ করে গেল। কাল মাঝরাত্তির থেকে ভোম্বলকে পাওয়া যাচ্ছে না। জানালার শার্সির কাচ ভেঙে কে বা কারা ওকে অপরহণ করে নিয়ে গেছে।

বাবলু চমকে বলল, "সে কী!"

পুলিশের লোক বলল, "হ্যাঁ, তোমাদের নিরাপত্তার জন্য এখন কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর চারদিকে জাল বিস্তার করে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হচ্ছে ভোম্বলকে।"

শুনেই বাবলুর হাত পা থর থর করে কাঁপতে লাগল।

পুলিশের লোক বলল, "দুঃসংবাদ আরও আছে। কাল রাত্রে ভুটিয়া বস্তির কাছে পথের মধ্যে রূপলাল খুন

হয়েছে। সঙ্গে ওর মেয়ে সোনারু ছিল। তারও কোনও হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে ওর বাবাকে খুন করে দুর্বৃত্তরা ওকে নিয়ে চলে গেছে।”

বাবলু আর দাঁড়াতে পারল না। শুনেই ধপ করে বসে পড়ল।

পুলিশের লোক বলল, “এস পি’র নির্দেশ। তোমরা একদম বেরোবে না ঘর থেকে।”

বাবলু বলল, “সে আমরা বুঝে দেখব। তবে এখনই আমাদের বাড়িতে একটা টেলিগ্রাম করার ব্যবস্থা করে দিন।”

“বেশ তো, কী বলতে হবে লিখে দাও। আমরা করে দিচ্ছি।”

বাবলু একটা চিরকুটে ওর বাড়ির ঠিকানা লিখে সংক্ষেপে খবরটা জানিয়ে দিল বাড়িতে।

পুলিশের লোক চলে যেতেই গজাননবাবু এসে বললেন, “কী থেকে কী হয়ে গেল বলো তো? রূপলালটা খুন হয়ে গেল। আর মেয়েটাকেই বা অত রাত্তিরে তোমরা ছাড়লে কেন? বেশ তো ছিল তোমাদের কাছে।”

বাবলু বলল, “নিয়তি। না হলে অত রাতে রূপলালই বা আসতে যাবে কেন? শুধু তাই নয়, বেচারা ভোম্বল। একে মাথায় আঘাত পেয়েছে সে। তার ওপর...।”

গজাননবাবু বললেন, “ভোম্বলের আশা ছেড়ে দাও। আর সোনারুর কথাও ভুলে যাও তোমরা। এ সবই প্রেমার কাজ। ও যখন নিয়ে গেছে তখন ফিরিয়ে দেবে বলে নিয়ে যায়নি। তোমরা এক কাজ করো, এবার ভালয় ভালয় বাড়ি ফিরে যাবার ব্যবস্থা করো।” এই বলে গজাননবাবু চলে গেলেন।

বিলু বলল, “তাই তো। কী করা যায় বল তো বাবলু?”

বাবলু বলল, “আমার তো মাথায় কিছু আসছে না। ভোম্বল যদি সুস্থ থাকত তা হলে ওর নিরুদ্দেশের জন্যে আমি শঙ্কিত হতাম না। বরং ভাবতাম শাপে বর হয়েছে। যে করেই হোক পালিয়ে এসে আমাদের খবর দেবে ও। তাতে করে ওদের ঘাঁটিটাও চেনবার সুবিধে হত আমাদের। আর সোনারু? সে অতি সহজ সরল সাধারণ একটি মেয়ে। সে কি ওদের গ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে পালিয়ে আসতে পারবে? সে তো কেঁদেই ভাসাবে সারাক্ষণ।”

বিলু বলল, “কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না সোনারুকে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যটা কী? রূপলাল খুন হল কেন? রূপলালকে বাঁচিয়ে রেখে সোনারুকে নিয়ে গেলেও না হয় বুঝতাম টাকা-পয়সা কিছু আদায় করার মতলব আছে ওদের। কিন্তু তা তো করল না।”

বাবলু বলল, “তা নয়। প্রেমা তামাং বেশ ভাল রকমই জানে রূপলালকে মেরে ফেললেও বিশ পঁচিশ টাকার বেশি পাওয়া যাবে না ওর কাছ থেকে। রূপলালকে মারার পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে। আর ভোম্বলকে নিয়ে গেছে আমরা ওর পিছনে লেগেছি বলে। আমাদের পঞ্চু ওর সাগরেদ মংপুকে হত্যা করেছে। সেই রাগে ও চাইছে আমাদের প্রত্যেককে এক এক করে শেষ করতে।”

বাচ্চু-বিচ্ছু সভয়ে বলল, “বাবলুদা! প্রেমা তামাং কি সত্যি সত্যিই ভোম্বলদাকে মেরে ফেলবে?”

“কী করে জানব?”

বিলু বলল, “হয়তো এতক্ষণে শেষই করে দিয়েছে।”

বাবলু বলল, “ভয়টা তো সেখানেই। সত্যিকারের দস্যু হলে তাদের প্রাণে তবু একটা বিবেক বলে কিছু থাকত। তাদের রাগ থাকে এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষের ওপর। সেই রাগের বদলা নিতে গিয়ে হয়তো অসহায় শিশুকেও বাদ দেয় না। কিন্তু প্রেমা তামাং যত ভয়ংকরই হোক ও একটা ছ্যাঁচড়া গুন্ডা। ওর শরীরে বোকা রাগ এবং বদ বুদ্ধি দুটোই বেশি। কাজেই প্রেমা তামাং পারে না এমন কোনও কাজই নেই। যেহেতু রূপলালের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে, সোনারু আমাদের সঙ্গে ঘোরে, অতএব ওদেরকেও শেষ করে দাও।”

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, “ঠিক তাই কি?”

“আপাতত এর চেয়ে অন্য কোনও সিদ্ধান্তে তো আসতে পারছি না আমি।”

একটু পরেই ব্রেকফার্স্ট এল।

খেতে খেতে বিলু বলল, “এই প্রথম আমাদের পরাজয়। হিমালয়ের কঠিন গিরিচূড়ায় এসে হেরে গেলাম আমরা। দিশাহারা হলাম।”

বাবলু হঠাৎ কী ভেবে যেন বলল, “না।”

“না মানে? তুই কি এখনও বলতে চাস আমরা হারিনি?”

“আমরা জিতেই গেছি। এবং প্রেমা তামাংই হেরে গেছে আমাদের কাছে।”

"সে কী!"

"ইয়েস। দুই আর দুইয়ে কত হয়?"

"চার।"

"চার আর চারে?"

"আট।"

"কোনও ভুল নেই তো?"

"না। তা হলে এই সোজা অঙ্কের মতোই জেনে রাখ ভোম্বল আর সোনারু আমাদের হাতের মুঠোয়।"

বিলু আনন্দে লাফিয়ে উঠল, "কীরকম!"

"একটু পরেই দেখতে পাবি। আমি এখনই ওদের দু'জনকে আনতে যাচ্ছি। যদি ওরা বেঁচে থাকে তা হলে ঠিক ওদেরকে ফিরিয়ে আনব। যদি আমার কোনও বিপদ হয়, তোরা বাড়ি ফিরে যাস। এখন এক কাজ কর, তুই ঘরে থেকে বাচ্চু-বিচ্ছু আর পঞ্চুকে পাহারা দে।"

"কিন্তু ভোম্বল আর সোনারু কোথায় আছে তুই জানিস? তুই যে যেতে চাইছিস?"

"আছে আছে। ওরা আছে। ওদের খুঁজে বার করবই আমি।"

"তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে বাবলু? কোথায় খুঁজবি ওদের? এই দুর্গম ভয়ংকর পার্বত্য এলাকায় ওদের খুঁজে পাওয়া কি যা তা ব্যাপার?"

বাবলু হেসে বলল, "ওদের কাছে আমাকে পৌঁছে দেবার জন্যে আমার বন্ধুরা চারদিকে অপেক্ষা করছে। কাজেই যাব মন করে বেরোলে ওদের কাছে যেতে একটুও অসুবিধে হবে না আমার।"

বিলু আশার আলো দেখে বলল, "হেঁয়ালি রাখ বাবলু। তুই কী করে কী করতে চলেছিস বল তো দেখি একবার। আমার সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।"

"আরে বাবা এটা বুঝছিস না কেন, যারা ভোম্বলকে এবং সোনারুকে অত কাণ্ড করে বোকার মতো ধরে নিয়ে গেছে তারা তো আমাদেরকেও এক এক করে আলুভাতের মতো তুলে নিয়ে যাবার জন্যে ঘুর ঘুর করছে! কাজেই একা একা এই পাহাড়ের একটু নির্জন স্থানে ঘুরে বেড়ালে ওরা এ টোপ গিলবেই এবং পরম সমাদরে আমাকে নিয়ে যাবে ওদের ডেরায়।"

"তারপর?"

"তারপর? ছুঁচ হয়ে ঢুকতে পারলে ফাল হয়ে বেরোতে কতক্ষণ?"

"দি আইডিয়া। ঠিক বলেছিস বাবলু। তবে একটা কথা। তুই নয়। আমি যাই। প্লিজ। প্রেমা তামাং-এর মুখে গিয়ে একটা ঘুষি ঝেড়ে আসি।"

"এত সোজা রে? ওসব কাঁচা কাজ করতে যাস না। আমি পিস্তল রেডি করে হিপ পকেটে ছুরিটা নিয়ে বেরোচ্ছি। চুপি চুপি। সন্ধের ভেতর না ফিরলে পুলিশকে জানিয়ে দিবি। কেমন?"

বাবলু উঠতেই পঞ্চু খাটের তলা থেকে গা ঝাড়া দিয়ে বেরিয়ে এল।

বাবলু বলল, "না পঞ্চু। তুমিও নয়। তুমি অসুস্থ।"

পঞ্চু মুখে আওয়াজ করল, "গোঁ-ও-ওউ। তার মানে সব ঠিক হয়ে গেছে আমার।"

বাবলু বলল, "না। আজ আমি একাই যাব।"

বিলু বলল, "তাই বা কেন হবে? যাব তো আমরা সবাই যাব।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "সেই ভাল বাবলুদা।"

"কিন্তু তোরা কেন বুঝছিস না। পঞ্চু অসুস্থ।"

পঞ্চু তখন পিছনের দু' পায়ে ভর দিয়ে সামনের পা দু'টি গুটিয়ে একেবারে মানুষের মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বাবলু বলল, "চল তবে।"

ওরা সবাই বেরোল। হোটেলের সামনে, রাস্তায় চারদিকে পুলিশ। পুলিশের একজন কনস্টেবল এগিয়ে এসে বলল, "এ কী! কোথায় চললে তোমরা?"

বাবলু বলল, "কোথাও না। ঘরে বড্ড শীত করছে। তাই ম্যালের বেঞ্চিতে একটু রোদ্দুরে বসছি?"

"তা বসতে পারো। তবে এর বাইরে কোথাও যেয়ো না যেন।"

বাবলুরা ম্যালে এসে বসল। মুখে যতই ও দুই আর দুইয়ে চার হিসেব করুক মনের মধ্যে কিন্তু ওর দুশ্চিন্তার ঝড় বইছে। বেচারি ভোম্বল। কোথায় আছে, কীভাবে আছে, কেমন আছে কে জানে? আর সোনারু!

সে কি বেঁচে আছে? ওর সামনেই কি ওর বাবাকে খুন করা হয়েছিল? বেঁচে থাকলেও সোনারু যে পাগল হয়ে যাবে তা হলে। ও যে ওর বাবাকে বড় বেশি ভালবাসত।

বাবলুরা যখন ম্যালে এসে বসল তখন চারদিকে রোদের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। কী চমৎকার আবহাওয়া। কে বলবে যে কাল রাতে এই আকাশ জুড়ে, পাহাড় জুড়ে অমন তাণ্ডব লীলা চলেছে।

ওদের বসে থাকতে দেখে কয়েকজন সহিস ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে, "কী খোকাবাবু! ঘোড়ায় চড়বে? এই দিক দিয়ে গিয়ে ওই দিক দিয়ে ঘুরিয়ে আনব। দু'টাকা সওয়ারি।"

বাবলু বিলুকে বলল, "ম্যাল থেকে বেরোবার এই সুযোগ। না হলে পুলিশের লোকগুলো দেখতে পেলে যেতে বারণ করবে।"

বিলু বলল, "ঠিক। ঘোড়ার পিঠেই চড়া যাক।"

বাবলু রাজি হয়ে গেল।

এ তো আনন্দ ভ্রমণ নয়। ম্যাল থেকে বেরোবার একটা কৌশল মাত্র।

চারটে ঘোড়া আনিয়ে চারজনে চাপল।

তাই দেখে একজন কনস্টেবল ছুটে এল, "এই কী হচ্ছে কী? তোমাদের বললে কেন শুনছ না? নামো। ম্যালের বাইরে যেয়ো না তোমরা।"

সহিসরা বলল, "ভয় নেই। আমরা তো আছি। এক পাক ঘুরিয়েই নামিয়ে দেব।"

"খুব সাবধানে নিয়ে যাবে।"

চারটে ঘোড়াকে নিয়ে চারজন সহিস এগিয়ে চলল।

পঞ্চু চলল ওদের অনুসরণ করে।

সহিসরা ঘোড়ার লাগাম ধরে সাথে সাথে চলল। ওরা যখন ছোটে ঘোড়াও তখন ছোটে। ওরা যখন ধীরে চলে ঘোড়াও তখন আস্তে যায়।

এইভাবে যেতে যেতে যখন ওরা ম্যালের ধার ঘেঁষে পিচ ঢালা পথ ধরে অবজারভেটারি হিলে পাক খেয়ে পিছন দিকে এসেছে তখন হঠাৎ এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল। পাহাড়ের একটু উচ্চস্থান থেকে অথবা ঝুলে থাকা কোনও গাছের ডাল থেকে একজন শেরপা লাফিয়ে পড়ল বিচ্ছুর ঘোড়ার পিঠে। তারপর ওর সহিসকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বিচ্ছুকে নিয়েই ঘোড়ার লাগাম ধরে যে পথটা লেবং গ্রামের দিকে চলে গেছে সেইদিকে ছুটল।

বিচ্ছুকে নিয়ে যেতে দেখেই চিৎকার করে উঠল বাচ্চু, "বিচ্ছুরে—এ—এ—এ—।"

বাবলু তো কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

পঞ্চু ছিল পিছনেই। সে করল কী হাউ হাউ করে এক পায়ে খুঁড়িয়েও ছুটে চলল বিচ্ছুর ঘোড়ার পিছু পিছু।

কিন্তু পঞ্চুর দশগুণ জোরে বিচ্ছুর ঘোড়া ছুটল।

পাকা ঘোড়-সওয়ারের হাতে পড়ে ঘোড়ার ছোটার গতি কী!

বাবলু প্রথমে একবার হকচকিয়ে গেলেও তার কর্তব্য করতে সে ছাড়ল না। বিলুকে বলল, "তুই শিগগির বাচ্চুকে নিয়ে পালা। এখনই পুলিশে খবর দে। আমি বিচ্ছুর পিছু নিচ্ছি।" এই বলে সহিসের পরোয়া না করেই এতক্ষণের ঘোড়ায় চড়া যেটুকু রপ্ত হয়েছিল সেইটুকু বিদ্যাতেই ঘোড়াকে ছুটিয়ে দিল।

ফল হল উলটো।

অপটু হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে ছোটাতেই ঘোড়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগল।

সে এমন ছোটা যে বাবলুর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ল তখন।

তবুও সে প্রাণপণে আঁকড়ে রইল ঘোড়াটাকে। ঘোড়ার লাফানিতে লাগাম হাতছাড়া হয়ে যেতে ঘোড়ার ঘাড়ের লোমগুলোকেই শক্ত হাতে মুঠো করে ধরল বাবলু। ঘোড়া তখন পাগলের মতো লাফাতে লাফাতে লেবং-এর দিকে ছুটছে।

পথ ক্রমে জনশূন্য হয়ে এল।

লেবং-এর ঢালু পথে ঘোড়া ছুটছে তো ছুটছেই।

ওই তো দূরে দেখা যাচ্ছে বিচ্ছুকে। শয়তান শেরপাটা ওকে নিয়ে পালাচ্ছে।

হঠাৎ কী থেকে কী হয়ে গেল।

ঢালু পথে ছোটার গতি সংযত করতে না পেরেই হোক অথবা খসে পড়া লাগাম পায়ে জড়িয়েই হোক বাবলুর ঘোড়াটা চিঁ—হি—হি—হি করে একটা বিকট আওয়াজ তুলে পাহাড়ের ঢালে গড়িয়ে পড়ল।

বাবলুর দেহটাও শূন্যে লাফিয়ে ঠিক যেন ঘুর্ণির মতো পাক খেয়ে ছিটকে পড়ল একটা ঝোপের ভেতর। বাবলু একবার উঠে বসবার চেষ্টা করল। পারল না। চোখ মেলে তাকাতে সব যেন কেমন ঘোলাটে মনে হল।

তারপর? তারপর আর কিছু মনে নেই ওর।

॥ ৫ ॥

বাবলুর যখন জ্ঞান ফিরল তখন সে দেখল একটি অন্ধকার ঘরে তক্তপোশে পাতা বিছানায় সে শুয়ে আছে। ওর গায়ে একটা লেপ চাপা দেওয়া আছে বটে তবে তাই থেকে যে বোটকা দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে তাতে ওর গা-মাথা ঘুলিয়ে উঠছে। বাবলু কোনওরকমে গা থেকে লেপ সরিয়ে উঠে বসল। ওর সর্বাঙ্গ টাটিয়ে ছুঁচ হয়ে আছে। বাবলু চিৎকার করে বলল, "আমি কোথায়?" বলেই হাঁফাতে লাগল সে।

এখানে সে কীভাবে এল, কতক্ষণ আছে, কিছুই মনে করতে পারল না। অনেক ভাবনা চিন্তার পর সকালের কথাটা তার মনে হল। সে কি জীবিত? না মৃত? সে যেখানে আছে সেখানটা কি সত্যিই অন্ধকার? না সে অন্ধ হয়ে গেছে? বাবলু আবার চেঁচিয়ে উঠল, "এই কে আছ? আমার খুব খিদে পেয়েছে।"

সত্যিই খিদে পেয়েছে বাবলুর। খিদেয় ওর পেট যেন জ্বলে যাচ্ছে।

বাবলু আবার চেঁচাল, "আমাকে খেতে দাও। আমার ঘরে আলো দাও।"

বাইরে পদশব্দ শোনা গেল। সেই সঙ্গে আলোর রেখাও ফুটে উঠল। খট খট শব্দ হল একটু। দরজা খুলে গেল। লণ্ঠন হাতে ঘরে ঢুকল একজন লামা।

বাবলুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল লামাটা। হলদে কাপড় পরা ন্যাড়া-মাথা বৌদ্ধ লামা। লণ্ঠনটা ঘরের মেঝেয় বসিয়ে দিয়ে কোনও কথা না বলেই চলে গেল।

বাবলু দেখল ছোট্ট একটা খুপরি ঘরে সে বন্দি। ঘরে সে একা।

এখন যে রাত কত তা সে বুঝতে পারল না। শুধু হাড় কাঁপা ঠান্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল সে। অনেকক্ষণ বসে থাকার পরও যখন কেউ খাবার নিয়ে এল না তখন খুব ভয় হল ওর। ওরা কি ওকে না খাইয়ে মারবে? বাবলু আস্তে আস্তে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা টেনে দেখল সেটা ওদিক থেকে শিকল দেওয়া—বন্ধ।

বাবলু ঘরের ভেতর থেকে দরজায় লাথি মারতে লাগল, "শিগগির দরজা খোলো। খোলো বলছি।"

কিন্তু না। কেউ এল না। অতএব বাবলু নিস্তেজ হয়ে আবার এসে শুয়ে পড়ল বিছানায়। খিদের জ্বালায় সারা রাতে ঘুম এল না আর। জেগে জেগেই কেটে গেল সারাটি রাত।

পরদিন সকালে দু'জন লামা এসে ঘরে ঢুকল ওর। একজন বাবলুকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। তারপর বলল, "গায়ের ব্যথা মরেছে একটুও?"

বাবলু বলল, "না। এত তাড়াতাড়ি ব্যথা মরে?"

বাবলুর শরীরের অনেক জায়গা কেটে কুটে গেছে। সেখানে লাল ওষুধ মাখানো।

একজন দুটো ট্যাবলেট আর এক গেলাস জল দিয়ে বলল, "এ দুটো খেয়ে নাও। ব্যথা মরে যাবে।"

বাবলু বলল, "খালি পেটে কেউ ওষুধ খায় নাকি? কাল থেকে না খেয়ে আছি। আগে আমাকে খেতে দাও।"

লামারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। একজন বলল, "সে কী! কাল রাত্রে তোমাকে খেতে দেওয়া হয়নি?"

"না।"

"ওঃ। খুব ভুল হয়ে গেছে। ঠিক আছে। এখনই খাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে তোমার।" বলেই চলে গেল ঘর থেকে। তারপর এক প্লেট গরম হালুয়া এনে বলল, "খাও।"

বাবলু গোগ্রাসে সেই হালুয়া খেয়ে ট্যাবলেট দুটো গিলে নিয়ে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, "তোমাদের এখানে সারারাত এই ঘরে থেকে হাঁপিয়ে গেছি আমি। একটু বাইরে রোদ্দুরে বসতে দেবে?"

লামারা বলল, "হ্যাঁ বসো।"

বাবলু দিনের আলোয় ঘরটাকে এবার ভাল করে দেখল। আগাগোড়া ঘরটি কাঠের তৈরি। ঘর থেকে বেরিয়ে দালানে আসতেই দেখল এক প্রান্তে মস্ত একটি বুদ্ধ মূর্তির সামনে দিবালোকেও সারি সারি বাতি

জ্বলছে। দালান পার হতেই চোখে পড়ল পাহাড়ের পর পাহাড়। ও একটা খোলামেলা উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে পড়ল। এখানটা বেশ সমতল এবং মাঠ মতো। তবে এর তিন দিকেই গভীর খাদ। একদিকে একটি রাস্তা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। এইটাই বোধহয় যাতায়াতের পথ।

বাবলুর হঠাৎ মনে পড়তেই ওর গুপ্তস্থানে হাত দিয়ে দেখল পিস্তলটা নেই। না থাকবারই কথা। কিন্তু ও কিছুতেই ভেবে পেল না ও এখানে কী করে এল? দার্জিলিং থেকে এই জায়গাটা কতদূরে? এই বৌদ্ধ লামারা ওকে কেন এখানে নিয়ে এসে রেখেছে? ওরা তো ওকে হাসপাতালেও ভর্তি করে দিতে পারত। তবে কি এরা বৌদ্ধ নয়? এরা কি ভেকধারী? এরা কি প্রেমার লোকজন? নাকি প্রেমা এই লামাদের জোর জবরদস্তি করে বাবলুকে লুকিয়ে রাখতে বাধ্য করেছে? বাবলুর মনে পড়ল ভোম্বলের কথা, সোনারুর কথা, বিচ্ছুর কথা। আর কি বাবলু পারবে ওদেরকে খুঁজে বার করতে? ওরা কোথায়? কোথায় ওদের লুকিয়ে রেখেছে দুর্বৃত্তরা? ভাবতে ভাবতে বাবলুর মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগল।

লামাদুটো ওর কাছে কাছেই আছে। অর্থাৎ বাবলু এখন নজরবন্দি। এবং শয়তানের ঘাঁটিতেই।

বাবলু মনে মনে একটা চাল খেলে লামাদের বলল, "কী সুন্দর জায়গাটা, না?"

"হ্যাঁ। তোমার এখানটা ভাল লাগছে?"

বাবলু হাতের আঙুল দিয়ে কপালটা সামান্য একটু টিপে ধরে খুব চিন্তা করার ভঙ্গিতে বলল, "আচ্ছা আমি এখানে কী করে এলাম বলতে পারো?"

"আমরা তোমাকে নিয়ে এসেছি। তুমি পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছিলে। তোমার জ্ঞান ছিল না। খুব ভাগ্য ভাল যে একটা ঝোপের ভেতর পড়েছিলে তুমি। না হলে তুমি মারা যেতে।"

"ও।" বাবলু বলল, "আমি কোথা থেকে এসেছি?"

"কেন, তোমার মনে পড়ছে না?"

"না।"

"তুমি দার্জিলিং থেকে এসেছ।"

"দার্জিলিং! সে কোথায়?"

"এই পাহাড়ের ওপারে।"

বাবলু আবার অনেকক্ষণ ধরে কী ভাবল। তারপর বলল, "আমি আগে কোথায় থাকতুম? আমার বাড়ি কোথায়?"

"সে কী! তোমার বাড়ি কোথায় সে তো তুমিই বলবে।"

লামা দু'জন এবার নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কী যেন বলাবলি করল। তারপর বলল, "তোমার নাম মনে আছে?"

"না।"

"নামও মনে নেই?"

"আমি কিছুই মনে করতে পারছি না। কিছু মনে করতে গেলেই আমার মাথায় লাগছে।"

"এ তো ভাল কথা নয়। তুমি নাম বলতে পারছ না। বাড়ি কোথায় জানো না, আমরা তা হলে কী করে তোমাকে তোমার মা বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসব?"

বাবলু ভয়ার্ত স্বরে বলল, "না না। আমি বাড়ি যাব না। আমি বাড়ি যেতে চাই না। আমি এখানে তোমাদের কাছেই থাকতে চাই।"

এমন সময় হঠাৎ সেই ঢালু পথটা বেয়ে একজন ভয়ংকর চেহারার অশ্বারোহী এসে হাজির হল সেখানে। বাবলু তাকিয়ে দেখল যে এল সে প্রেমা তামাং। বাবলু যেন কোনওদিন দেখেইনি তাকে এমন ভান করল।

ঘোড়ায় চেপেই বাবলুর সামনে ঘোড়া সমেত এগিয়ে এল প্রেমা তামাং, "কী খোকাবাবু, তবিয়ত ঠিক আছে তো? কুছ তকলিফ হুয়া তোনে হি?"

বাবলু ছুটে গিয়ে একজন লামাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "ওকে চলে যেতে বলো। ও আমাকে মারতে আসছে।"

লামাটা ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, "না না। মারবে না। শুধু শুধু মারবে কেন তোমাকে?" তারপর প্রেমাকে বলল, "মালুম হোতা হ্যায় ইসিকো ব্রেন বিগড় গয়া।"

"এ ক্যায়সে হো সকতা?"

"ক্যায়সে আবার? তোমাদেরও যেমন খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। শুধু শুধু খুন খারাপি করে বাচ্ছা বাচ্ছা

ছেলেমেয়েগুলোকে ধরে এনে এমন কাণ্ড করলে যে সব্বাইকে ঘাঁটালে। চারদিক তোলপাড় করে ফেলছে পুলিশে।”

“আরে মারো গোলি। লেকিন হুয়া ক্যা? শিরমে জায়দা চোট লাগা?”

“চোট তো লাগা হুয়া। লেকিন লেড়কা কো কুছ ইয়াদ নেহি হোতা।”

“সচ?”

“সচ নয়তো কি ঝুট? পুরনো কথা কিছুই মনে পড়ছে না ওর। নাম বলতে পারছে না। ভুল ভাল বকছে।”

“হুম! ইয়ে বাত? লেকিন এ লেড়কা তো নম্বর ওয়ান কা পুরিয়া। বহৎ হুঁশিয়ার” প্রেমা তামাং এবার বাবলুর চোখের ওপর চোখ রেখে বলল, “হমে ইয়াদ হ্যায় খোকাবাবু? ম্যায় হুঁ প্রেমা তামাং।”

বাবলু বলল, “কে প্রেমা তামাং? আমি চিনি না।”

“আরে! এ ভি ভুল গয়া? তুমহারা সাথ হামারা মুলাকাত হুয়া টয় ট্রেন মে।”

বাবলু কান্নার সুরে বলল, “আমি কিচ্ছু মনে করতে পারছি না। আমাকে বকিয়ো না। আমার খিদে পেয়েছে। খেতে দাও।”

প্রেমা তামাং এবার ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নামল। ওর কাঁধে ঝোলানো বন্দুকটা ঝাঁকানি খেয়ে দুলে উঠল একবার।

লামারা বলল, “এখনও বলছি এদের ছেড়ে দাও প্রেমা। অযথা বিপদ বাড়িয়ো না।”

প্রেমা তামাং সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে বাবলুকে বলল, “আমাকে তুমি পয়ছান্তে পারছ না খোকাবাবু, না? চলো এবার, যেখানে তোমার দোস্তরা আছে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। সেখানে গেলে সবাইকেই তুমি চিনতে পারবে।”

বাবলু বলল, “না। আমি কোথাও যাব না।”

প্রেমা বাবলুর একটা হাত ধরে প্রায় টানতে টানতেই নিয়ে গেল ওকে। কাল সারারাত যে ঘরে ছিল বাবলু সেই ঘরের ভেতরে। তারপর মেঝেয় কবজা আঁটা একটা ভারী কাঠের ডালা তুলতেই ধাপে ধাপে নেমে যাওয়া একটা সিঁড়ি দেখতে পেল ওরা।

প্রেমা বলল, “উতরো।”

বাবলু নামল। প্রেমাও নামল। লামারা বাইরেই ছিল। তারা আর ভেতরে এল না।

সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নামতেই একটা শিকল দেওয়া ঘর দেখতে পেল ওরা। সেই ঘরের শিকল খুলেই প্রেমা বলল, “উধার দেখো। কৌন হ্যায় উয়ো সব?”

বাবলু অবাক বিস্ময়ে বলল, “ওরা কারা!”

“তাজ্জব কী বাত। নিজের লোককেও চিনতে পারছ না?”

বাবলু বলল, “না।”

বাবলু মুখে না বললেও চিনতে সে ঠিকই পারছে সবাইকে। ভোম্বল, সোনারু, বিচ্ছু। এদের চিনবে না তো কাদের চিনবে বাবলু?

প্রেমা বলল, “ঠিক সে দেখো। ইয়াদ করো।”

মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা ভোম্বল উল্লসিত হয়ে বলল, “বাবলু তুই! তোকেও ধরে এনেছে এরা?”

সোনারু আর বিচ্ছু এক সঙ্গে বলে উঠল, “বাবলুদা!”

বাবলু সভয়ে প্রেমাকে জড়িয়ে ধরল, “আমাকে ওপরে নিয়ে চলো। শিগগির ওপরে নিয়ে চলো আমাকে। ওরা আমাকে মারতে আসছে।”

“কাহেকো মারেগা তুমকো?”

বাবলু বলল, “না। ওরা আমাকে মারবে। তুমি শিগগির তোমার এটা দিয়ে মেরে ফেলো ওদের।” বলেই বাবলু শক্ত করে টিপে ধরল প্রেমার বন্দুকটাকে।

প্রেমা বলল, “আরে ছোড়ো ভাই। হুঁশ মে আও। ও তুমহারা দোস্ত হ্যায়।”

বাবলু বলল, “না। ওরা আমার কেউ নয়।”

বিচ্ছু হতচকিত হয়ে বলল, “বাবলুদা!”

“না না। আমি কারও দাদা নই।”

ভোম্বল বলল, “বাবলু! কী হল তোর? তুই আমাদের চিনতে পারছিস না? আমরা যে তোরই আশাতে বসেছিলাম। ভাবছিলাম তুই নিশ্চয়ই আসবি এবং আমাদের উদ্ধার করবি। কিন্তু এ কী হল তোর?”

বিচ্ছু তখন কান্না শুরু করে দিয়েছে।

আর সোনারু? সে বাক্‌হারা। স্তব্ধ। যেন নিষ্প্রাণ একটি পুতুলমেয়ে।

ভোম্বল বলল, "আমার মনে হচ্ছে ওরা নিশ্চয়ই তোকে কিছু খাইয়ে পাগল করে দিয়েছে।"

বাবলু প্রেমা তামাং-এর বন্দুকটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়েই এক পা এক পা করে পিছোতে লাগল, "খবরদার। খবরদার কেউ আসবে না আমার সামনে। আমার সামনে যে আসবে আমি তাকেই গুলি করব।"

বাবলুর মূর্তি দেখে প্রেমা একটু হকচকিয়ে গেল, "আরে! এ কী করছ? ওটা খেলা করার জিনিস নয়। ওটা দিয়ে দাও খোকাবাবু। ওর ভেতরে গুলি পোরা আছে। অ্যায়সা মাত করো।"

বাবলু বলল, "জানি। আর জানি বলেই কৌশলে ওটা নিয়ে নিয়েছি তোমার কাছ থেকে। এই গুলি দিয়েই তোমার বুকের কলজেটাকে আমি চুরমার করে দেব।"

"ও। তুমি তা হলে এতক্ষণ নকশা করছিলে আমার সঙ্গে?"

"তবে কি তুমি ভেবেছিলে আমি সত্যি সত্যিই সব কিছু ভুলে? এতক্ষণ আমি অভিনয় করেছিলাম শুধু।"

ভোম্বল উল্লাসে লাফিয়ে উঠল, "সাবাস বাবলু!"

বিচ্ছু চেঁচিয়ে বলল, "আর একটুও দেরি কোরো না বাবলুদা, চালাও গুলি।"

বাবলু তখন পিছু হটে হটে এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে প্রেমার সাধ্য নেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নেয়।

বাবলু একবার শুধু ভোম্বলকে ইশারা করল। চতুর ভোম্বলের সে ইঙ্গিত বুঝতে দেরি হল না। চকিতে সোনারু আর বিচ্ছুকে হেঁচকা টানে টেনে নিয়ে বাবলুর পিছনে চলে এল সে।

প্রেমা তামাং হাঁ করে চেয়ে রইল বাবলুর দিকে।

বাবলু বলল, "একদম চেঁচামেচি কোরো না প্রেমা তামাং। লক্ষ্মী ছেলেটির মতো চুপচাপ বসে থাকো। তোমাকে আমি মারব না। যদি এখান থেকে পালাতে পারি তা হলে পুলিশ এসে তোমার যা করার করবে।"

এই বলে ওরা ঘরের বাইরে এসে দরজায় শিকল তুলে দিল। তারপর ছুটে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে কাঠের ডালাটা চাপা দিয়ে নিশ্চিন্ত হল। এবার লামাদুটোর চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে পারলেই বিপদ থেকে মুক্ত।

এই ঘরে কাল বন্দি ছিল বাবলু। প্রথমেই ও নিজের পিস্তলটা উদ্ধার করার জন্য সারা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিন্তু না। কোথাও নেই সেটা। দালানের শেষ প্রান্তে প্রভু বুদ্ধের মূর্তি। একটা দেওয়ালের হুকে টুপির মতো দুটো ন্যাড়া মাথার ক্যাপ আটকানো। বাবলু হঠাৎ দেখল সেই লামাদুটো পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ওদের মাথা চুলে ভর্তি। পরনে ফুল প্যান্ট। লামারা দালানে এসে প্যান্টের পায়া গুটিয়ে হলুদ রঙের কাপড়টা আলনা থেকে নিয়ে বেশ কায়দা করে পরল। তারপর সেই ক্যাপদুটো মাথায় এঁটে আবার বৌদ্ধ শ্রমণের ভেক ধরে বুদ্ধ মূর্তির দিকে এগিয়ে গিয়ে টুকটাক কিছু কাজ করতে লাগল।

বাবলু দরজার আড়াল থেকে উঁকি মেরে ওদের লক্ষ করতে করতে যখন দেখল ওরা এদিকে পিছন হয়েই সব কিছু করছে তখন চুপি চুপি বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তারপর ইঙ্গিতে সোনারু, ভোম্বল ও বিচ্ছুকেও আসতে বলল।

ওরা নিঃশব্দে বাইরে এসে দেখল প্রেমার ঘোড়াটা এক জায়গায় বাঁধা আছে।

বাবলু করল কী সর্বাগ্রে ওর বাঁধনটা খুলে দিল। ঘোড়াটা তখন লেজ নেড়ে নেড়ে মনের আনন্দে মাথাটা দুলিয়ে হঠাৎ খুব জোড়ে ছোটা আরম্ভ করল।

এখানে এই প্রশস্ত স্থানটুকুর তিন দিকে খাদ। একদিকে পথ। বাবলুরাও ঘোড়ার পিছু পিছু সেই পথ ধরল। অশ্ব-খুরের শব্দ শুনে লামাদুটো ছুটে এল তখন। তারপর ওদের পালাতে দেখেই চিৎকার করে উঠল, "আরে! ইয়ে সব ভাগা ক্যায়সে? ঘোড়ে কো রশি খুল দিয়া কৌন।" বলে যেই না ওদের দিকে ছুটে আসতে যাবে বাবলু অমনি বন্দুক উঁচিয়ে তাগ করল ওদের দিকে। তারপর ট্রিগার টিপতেই 'দড়াম'। জানলার কাচের শার্সি ভেদ করে ছুটে গেল গুলি। ওরা ওই অবস্থাতেই মাটিতে শুয়ে পড়ে কোনওরকমে গুলির থেকে বাঁচাল নিজেদের। তারপর প্রাণপণে ছুটল ঘরের দিকে।

বাবলু বলল, "ভোম্বল, আমি বন্দুক নিয়ে ভয় দেখাই আর ওরা ঘরে ঢুকলেই তুই শিকলটা তুলে দে।"

পরিকল্পনা মতো তাই হল।

লামাদুটো ঘরে ঢুকে দুম করে দরজা বন্ধ করে দিতেই ভোম্বল ছুটে গিয়ে ঘরের শিকল তুলে দিল।

বাবলু বলল, "তাড়াতাড়ি আয়। এই সুযোগে যতটা পালাতে পারি।"

ভোম্বল বলল, "আবার ভয় কী! সবক'টাই তো বন্দি।"

বাবলু বলল, "ও কতক্ষণ? ওরা এখনই গিয়ে প্রেমাকে মুক্ত করবে। তারপর জানলা দরজা ভেঙে বেরিয়ে আসবে।"

বিচ্ছু বলল, "আসলে ঘোড়াটাই গোলমাল করে দিল। তুমি সাত তাড়াতাড়ি ঘোড়াটাকে খুলে দিতে গেলে কেন বাবলুদা?"

"ওইটাই ভুল হল রে। আসলে আমি ভেবেছিলাম আমরা পালানোর পর যখন ওরা টের পাবে তখন আমাদের তাড়াতাড়ি খুঁজে বার করার জন্য ঘোড়াটার সাহায্য যেন না পায়। কিন্তু ঘোড়াটা যে অমন কাণ্ড করবে তা কে জানত?" বলতে বলতেই ওরা ছোটা শুরু করল।

পাহাড় থেকে নামার পথ ঢালু। ঢালু পথে কখনও ছুটতে নেই। মাধ্যাকর্ষণের টানে যে কোনও মুহূর্তে গড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বাবলু তাই সাবধান করে দিল সকলকে।

বেশ কিছুটা নেমে একটা বাঁক ঘোরার পরই দূরের পাহাড়ের গায়ে সাজানো ঘরবাড়ি চোখে পড়ল সকলের।

সোনারু বলল, "আমরা দার্জিলিং থেকে খুব বেশি দূরে নেই।"

বাবলু বলল, "কী করে জানলে?"

"ওই তো দার্জিলিং দেখা যাচ্ছে।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু ও তো অনেক দূরের পাহাড়। ওখানে যাব কী করে?"

"রোপওয়ে আছে।"

"রোপওয়ে তো বন্ধ।"

"রোপওয়ে বন্ধ থাকলে পায়ে হেঁটেই যেতে হবে আমাদের। একটু কষ্ট হবে অবশ্য। তবে আমি নিয়ে যাতে পারব।"

এমন সময় হঠাৎ পিছন দিকে কাদের যেন ছুটে আসার পদশব্দ শোনা গেল।

বাবলুরা কথা বন্ধ করে চকিতে লুকিয়ে পড়ল একটা বড় পাথরের আড়ালে।

একটু পরই ওরা দেখতে পেল সেই লামা দু'জন হন্তদন্ত হয়ে ঢালু পথ বেয়ে নেমে আসছে। ওরা নিঃসন্দেহে ওদেরকেই খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু মুশকিল হল ওরা পথ পার হয়ে নেমে গেলেও বাবলুরা পাথরের আড়াল থেকে সরে এল না। কেন না এই একটি মাত্র পথ। ওরা ফিরে না আসা পর্যন্ত বা অনেক দূর না যাওয়া পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করলেই বিপদ। তাই ওরা চুপচাপ লুকিয়ে বসে রইল।

হঠাৎ ভোম্বলের চিৎকারে সচকিত হয়ে উঠল সকলে। পিছন ফিরে দেখল ভোম্বল নেই।

ভোম্বলের গলা কয়েক হাত দূর থেকে শোনা গেল, "বাবলু!"

ওরা দেখল প্রেমা তামাং কখন যেন চুপি চুপি এসে ভোম্বলকে পিছন থেকে টেনে নিয়ে শক্ত করে টিপে ধরে বেশ কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ভোম্বল দাপাদাপি করে চেষ্টা করছে ওর কবল থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নেবার। কিন্তু কিছুতেই পারছে না। প্রেমা তামাং বলল, "আভি বন্দুক রাখ দো খোকাবাবু।"

বাবলু বলল, "আগে তোমার মাথার খুলিটা আমি ওড়াব তারপর রাখব।"

প্রেমা তামাং বলল, "উসমে ফায়দা ক্যা? আমার দিকে গুলি ছুঁড়লে তোমার দোস্তই মরবে আগে।" বলেই ভোম্বলকে একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলল, "নাও ভাই, চালাও গোলি।"

বাবলুর হাত আর উঠল না। যেমনকার বন্দুক তেমনই ধরা রইল।

ভোম্বল প্রেমার কাছ থেকে চেঁচিয়ে বলল, "বাবলু তোর পিছন দিকে চেয়ে দেখ।"

বাবলু ঘুরে তাকিয়েই দেখল সেই লামাদুটো কখন যেন নিঃশব্দে উঠে এসেছে। সম্ভবত প্রেমার গলার স্বর শুনেই ফিরে এসেছে ওরা। ওরাই প্রেমাকে বৌদ্ধ মঠের বন্ধ ঘর থেকে মুক্ত করেছে এবং তারপর জানলা দরজা ভেঙে অথবা অন্য কোনও গোপন দরজা দিয়ে বাইরে এসেছে। এখন কী আর এদের খপ্পর থেকে নিজেদের রক্ষা করা যাবে?

লামারা বলল, "ফিক দো বন্দুক।"

বাবলু একজনের দিকে বন্দুক তাগ করে বলল, "দিচ্ছি। একটু সবুর করো।" বলেই ট্রিগার টিপল বন্দুকের। অমনি পাহাড় ও বনভূমি কাঁপিয়ে প্রচণ্ড একটা শব্দ হল গুড়ুম।

আর সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে যেন শুরু হল দারুণ একটা ঘর ঘর শব্দ। অর্থাৎ রোপওয়ের। রোপওয়ে কি চালু হয়েছে? হোক। বেল পাকলে কাকের কী? বাবলুর গুলি খেয়ে একজন লামা মুখ থুবড়ে পড়তেই অপরজন পিছিয়ে গেল।

প্রেমা তামাং তখনও শক্ত করে ধরে আছে ভোম্বলকে, "আভি বন্দুক ফিক দো খোকাবাবু। ম্যায় কুছ নেহি কিয়েগা। সবকো ছোড় দুঙ্গা ম্যায়।"

বাবলু বলল, "আগে ভোম্বলকে ছাড়ো।"

"নেহি। পহলে তুম বন্দুক ছোড়ো।"

"না প্রেমা তমাং। তুমি একজন ক্রিমিন্যাল। তুমি খুনি। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না। আগে তুমি ভোম্বলকে ছাড়ো। তারপর হয় তুমি বুলেটের মুখে বুক পেতে দাও নয়তো ধরা দাও পুলিশের কাছে।"

প্রেমা এবার রক্তচক্ষুতে বলল, "উয়ো বাত ছোড়ো। জলদি বন্দুক ফিক দো। নেহি তো তুমহারা দোস্ত কো ফিক দেঙ্গে খাদ মে। মেরা নাম প্রেমা তামাং।"

ভোম্বল চেঁচিয়ে বলল, "বাবলু, খবরদার বন্দুক দিস না। আমি শয়তানটাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরে আছি যে আমাকে ফেলতে গেলে ও নিজেও পড়বে।"

ভোম্বলের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমা তামাং এক ঝটকায় ভোম্বলকে এক পাশে ঠেলে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে পড়ল বাবলুর সামনে। তারপর বাবলুকে কোনও কিছু বুঝে ওঠবার সময় না দিয়েই বন্দুকটা কেড়ে নিতে গিয়ে চিৎকার করে উঠল। কেন না আচমকা ট্রিগারে চাপ পড়ে যাওয়ায় বন্দুকের গুলি ছিটকে গিয়ে প্রেমার ডানদিকের কাঁধে লেগেছে।

প্রেমা তামাং যন্ত্রণায় আ—আ—আঃ করে উঠল।

যে লামাটা এতক্ষণ পিছিয়ে ছিল সে এবার সাহস করে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবলুর ওপর। ওর হাত থেকে বন্দুক সে কাড়বেই।

আর একটা গুলি ছিটকে গেল। এটা অবশ্য কারও গায়ে লাগল না।

একদিকে ভোম্বল এবং অপরদিকে সোনারু ও বিচ্ছু নীরবে দেখছিল সব কিছু।

প্রেমা তামাং বাঁ হাতের চেটো দিয়ে ডান কাঁধের ক্ষতস্থান টিপে ধরে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে যাচ্ছিল।

ভোম্বল একটা বড়সড় পাথর কুড়িয়ে আক্রমণকারী লামাটার মাথায় সজোরে মারল এক ঘা। এক ঘা-ই যথেষ্ট। লামাটা বাবলুকে ছেড়ে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

অদূরে দণ্ডায়মান প্রেমাকে লক্ষ্য করে এরা সবাই তখন এক জোটে ছোট বড় নুড়ি পাথর কুড়িয়ে ছুড়তে লাগল।

প্রেমার ডান হাতটা সম্পূর্ণ অবশ। বাঁ হাতের সাহায্যে কোনওরকমে সেই নিক্ষিপ্ত নুড়ি পাথরগুলোকে আটকাবার চেষ্টা করতে করতে বলল, "মাত মারো। এ খোকাবাবু, মাত মারো হামকো। মর যায়েঙ্গে।"

ভোম্বল বলল, "মৃতুকে তোমার বড় ভয় না? যখন পাথর ছুড়ে আমার কপাল ফাটিয়েছিলে তখন বোধ হয় ভাবতে পারনি এই পাথর আমরাও ছুড়ব তোমার কপালে? যখন পাথর চাপা দিয়ে আমাদের পঞ্চুকে মারতে গিয়েছিলে তখন নিশ্চয়ই মনে হয়নি আমরা কখনও এর প্রতিশোধ নেব বলে?"

বন্দুকের গুলি লাগা প্রেমার কাঁধ থেকে ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছে তখন। তার ওপর মুখে মাথায় নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে কেটে যাওয়া জায়গাগুলো থেকেও চুঁয়ে চুঁয়ে রক্ত পড়ছে। প্রেমা বলল, "শোনো খোকাবাবু। আমার বাত তো শোনো। এ কাম হামারা নেহি। আমি কোনও বাচ্চা ছেলেকে মারি না। তুমহারা কুত্তা মংপুকা জান লে লিয়া। ইসি লিয়ে মংপুকা ভাই রংপুনে অ্যায়সা কাম কিয়া। এ কাম করনেকে লিয়ে বহুত মানা কিয়া থা হাম। রূপলালের বিটিকে জিজ্ঞেস করো। ওর বাবাকে আমি মারিনি। তোমার দোস্তকে জিজ্ঞেস করো, ওইদিন রাত্রে আমি ওকে নিয়ে যাইনি। ঝুটমুট আমি মানুষ মারি না।"

বাবলু বলল, "বুঝলাম। কিন্তু আমি জানতে চাই রংপু কোথায়? তার সঙ্গে আমার একটু বোঝাপড়া আছে।"

এমন সময় ভয়ংকর চেহারার একজন শেরপা বন্দুক হাতে ছুটে এল সেখানে, "রংপু ম্যায় হুঁ। মেরা ভাই কা খুন কা বদলা হাম খুন সে লে লেঙ্গে। তুম সবকো মরণে পড়েগা খোকাবাবু। তোমাদের সবাইকে একটা ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে পুড়িয়ে মারব আমি। তবেই আমার রাগ যাবে।"

বাবলু বলল, "তোমার ভাই খুনি। একটা বাচ্ছা মেয়েকে সে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। তাই আমরা তাকে বাধা দিয়েছিলাম। তখন সে আমাকে মারতে আসছিল বলে আমাদের কুকুর তার টুঁটি ছিঁড়ে নিয়েছিল। এতে আমাদের দোষ কোথায়?"

রংপু বলল, "এখন আমিও যদি তোমাদের সেই কুকুরটাকে কাছে পাই তা হলে তার টুঁটিটাকে আমি ছিঁড়ে ফেলব।" বলে হাত মুঠো করে কবজি ঘুরিয়ে এক অদ্ভুত ভঙ্গি করল রংপু। তারপর বলল, "কোথায় তোদের কুকুর?"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চুর গলা শোনা গেল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

রংপুর পিলে চমকে উঠল, "অ্যাঁ! আগিয়া? কাঁহা সে আয়া?"

বাবলুরাও অবাক। সত্যিই তো! কোথা থেকে এল পঞ্চু?

বাবলু বলল, "তুমি ওকে যমের বাড়ি পাঠাতে চেয়েছিলে, আমার মনে হচ্ছে ও সেখান থেকেই ফিরে এসেছে তোমাকে নিয়ে যাবে বলে। এবার তুমি যাবার জন্যে তৈরি হও।"

প্রেমা চিৎকার করে বলল, "হুঁশিয়ার রংপু। ও কুত্তা বহুত খতরনক। ভেরি ডেঞ্জারাস।"

রংপু সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল উঁচিয়ে বলল, "ম্যায় উসসে জায়দা ডেঞ্জারাস হুঁ। আভি মুকাবিলা হো যায়েগা।"

পঞ্চু তখন ছুটে এসে রংপুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। পঞ্চুকে দেখে বাবলুর দেহে যেন অসুরের শক্তি ফিরে এল। সাহসে ভরে উঠল বুক।

রংপু তো এই সুযোগই খুঁজছিল। পঞ্চুকে দেখে এবং সামনা-সামনি পেয়ে বন্দুক তাগ করল সে।

বাবলু চোখের পলকে রংপুর ট্রিগার টেপবার আগেই নিজের বন্দুকটা দিয়ে সজোরে ওর হাতের ওপর মারল এক ঘা। রংপুর হাত থেকে বন্দুক ছিটকে পড়ল। ওরই মধ্যে ট্রিগারে চাপ পড়ে গেছে। 'গুড়ুম' শব্দ করে লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিটা পাহাড়ের একটি পাথরে ধাক্কা খেয়ে ঘুরে এসে লাগল অচৈতন্য দ্বিতীয় লামাটার গায়ে।

নিরস্ত্র রংপুর ওপর সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চু।

বেগতিক দেখে প্রেমা তখন মঠের দিকে ছুটেছে। পঞ্চুর আক্রমণ প্রতিহত করতে করতে রংপুও ছুটল সেদিকে।

বাবলুরাও ধাওয়া করতে যাবে এমন সময় দূর থেকে বিলুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "বাবলু! আমি এসে গেছি।"

বাবলু হেঁকে বলল, "আমরা সবাই ঠিক আছি। তুই সাবধানে আয়। বাচ্চু কোথায়?"

বাচ্চুও আছে।

ভোম্বল তখন রংপুর বন্দুকটা কুড়িয়ে আনল। বাবলুর হাতে প্রেমার বন্দুক তো আছেই। বিলু আর বাচ্চু ওদের কাছে এলে ওরা সবাই দলবদ্ধ হয়ে মঠের দিকে ছুটল।

প্রেমা ও রংপু তখন অনেকটা ওপরে উঠে গেছে। পঞ্চু সমানে তাড়া করে চলেছে ওদের।

বাবলুরাও মারমুখি হয়ে ধাওয়া করল। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সোনারু সবাই।

ছুটতে ছুটতে বাবলু বলল, "খুব তালে পঞ্চুকে পাওয়া গেছে। কিন্তু আমরা যে এখানে আছি তোরা কী করে জানতে পারলি?"

বিলু বলল, "বাচ্চু আর আমি কাল থেকে ঠায় গজাননবাবুর টেলিস্কোপটা নিয়ে চারদিকে নজর রাখছিলুম। আজ সকালে হঠাৎ দেখি এই পাহাড়ে একটা মঠের সামনে দু'জন লামার কাছে তুই দাঁড়িয়ে। তারপরই দেখি বীরপুরুষের মতো ঘোড়ায় চেপে প্রেমা তামাং এসে জুটল। তোকে কী যেন বলল ও। বলে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল। আর কিছু দেখিনি। তাড়াতাড়ি একটা চিঠি লিখে টেবিলের ওপর রেখে বাচ্চু আর পঞ্চুকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। প্রথমেই এলাম রোপওয়ে স্টেশনে।"

"কিন্তু রোপওয়ে তো বন্ধ ছিল।"

"আমরাই চালু করলাম।'

"তোর বাহাদুরি আছে বলতে হবে।"

"এমনিতে হয়নি। অনেক ধরাকওয়া করতে হয়েছে। তা ছাড়া এখানে আমাদের নিয়ে যে সব ঘটনাগুলো ঘটেছে তা তো কারও অজানা নয়। তাই আমাদের বিপদের কথা বলতেই রাজি হয়ে গেল ওরা। আমি ওদেরকে বলে এসেছি পুলিশে খবর দিয়ে দেবার জন্য।"

ওরা ছুটতে ছুটতে হাঁফাতে হাঁফাতে ওপরে উঠে এল। এই সব খাড়াই জায়গায় এমনিই ওঠা যায় না। তায় ছোটা। মনে হচ্ছে যেন বুকের রক্ত মুখ দিয়ে উঠে আসবে। ওপরে উঠে সবাই হাঁফাতে লাগল।

বৌদ্ধ মঠের সামনে সেই প্রশস্ত সমতলে শুরু হল পঞ্চুর খেলা। কাউকে কামড়াল না কিছু করল না শুধু ঘেউ ঘেউ শব্দে তাড়া করে রংপু ও প্রেমাকে এদিক থেকে ওদিক এবং সেদিক থেকে এদিকে ছুটিয়ে মারতে লাগল।

পঞ্চুর ভয়ংকর আক্রমণে প্রেমা ও রংপু দিশাহারা।

ভোম্বল বলল, "আর দেরি নয় বাবলু, পুলিশ আসার আগেই শেষ করে দে দুটোকে। না হলে পুলিশ

এদের ধরলেও কোর্টের বিচারে এদের জেল হবে। তারপর জেল থেকে বেরিয়ে এলে আবার যা কে তাই হয়ে যাবে এরা।"

সোনারু হঠাৎ চোখ-মুখ লাল করে হিংস্রমূর্তিতে বলল, "না বাবলুদা। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি। ও কাজ কোরো না তুমি। ওই শয়তানদের জন্যে আমি আমার বাবাকে হারিয়েছি। আমার প্রতিশোধ নেবার এই সুযোগ। ওদের মরণ আমার হাতেই ঘটতে দাও।"

বাবলু বলল, "না সোনারু। একমাত্র আত্মরক্ষার সময় ছাড়া কোনও অবস্থাতেই আইনটা নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া উচিত নয়।"

ভোম্বল বলল, "আরে রেখে দে তোর আইন।"

বিলু বলল, "আর কেন? পুলিশ তো এল বলে।"

বাবলু বলল, "তা ছাড়া শাস্তি যা হবার যথেষ্ট হয়েছে ওদের।"

কিন্তু সোনারুর তখন অন্য রূপ। সে উন্মাদিনীর মতো হাতের সামনে ছোটবড় পাথরের টুকরো যা পেল তাই নিয়ে ছুড়ে মারতে লাগল রংপুকে।

পঞ্চুর ভয়ে রংপু কিছুই করতে পারল না। দাঁড়িয়ে মার খেতে লাগল শুধু।

সোনারু একটার পর একটা পাথর কুড়িয়ে ছুড়তে লাগল ওর দিকে।

প্রেমার সারা দেহ রক্তে ভাসছে। রংপু রক্তস্নাত।

সোনারুর একটা নিক্ষিপ্ত পাথর হঠাৎ রংপুর নাকে এসে লাগল। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রংপু। তার আর উঠে দাঁড়াবারও ক্ষমতা রইল না। সেই সুযোগে সোনারু আরও একটা বড়সড় ভারী পাথর এনে ওর মাথায় কয়েক ঘা দিয়ে একেবারে গুঁড়িয়ে দিল মাথাটাকে।

রংপুর প্রাণহীন দেহটা পাথরের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

সোনারু এবার দু'হাতে ওর মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল, "বাবুজি...আমার বাবুজি...।"

বাচ্চু-বিচ্চু ওর কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দেবার জন্য দু'হাতে জড়িয়ে ধরল সোনারুকে।

প্রশস্ত সমতলের ওপর তখন দলে দলে পুলিশ এসে জড়ো হচ্ছে।

পঞ্চু প্রেমা তামাংকে ছেড়ে রংপুর কাছে এল। তারপর ওর মুখে মুখ দিয়ে একটু শুঁকে দেখে ওর বুকের ওপর উঠে রাগে গরগর করতে লাগল।

পুলিশ এসে রক্তস্নাত প্রেমার দু'হাতে হাতকড়া পরাল।

সেই আনন্দেই বুঝি আকাশের দিকে মুখ তুলে চেঁচিয়ে উঠল পঞ্চু, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

পাণ্ডবগোয়েন্দা

পাণ্ডব গোয়েন্দা ৭

অষ্টাদশ অভিযান

শেষ রাতে একটা আশ্চর্য সুন্দর স্বপ্ন দেখে ঘুমটা ভেঙে গেল বাবলুর। ও স্বপ্ন দেখল একটা সাদা ঘোড়ার পিঠে চেপে চারদিকে ছুটোছুটি করছে। দেখে মনটা ভরে গেল আনন্দে। সাদা ঘোড়ার স্বপ্ন নাকি খুব ভাল। রাজা হওয়া যায়। কিন্তু বাবলু তো রাজা হতে চায় না। বাবলু বাবলুই থাকতে চায়। পাণ্ডব দি গ্রেট।

ঘুম ভাঙলে বিছানা আঁকড়ে পড়ে-থাকা বাবলুর নীতিবিরুদ্ধ। তাই সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে উঠে মাথার কাছে টেবিলের ওপর রাখা জলটা ঢকঢক করে খেয়ে নিয়ে দেওয়ালে টাঙানো রামকৃষ্ণ ও চৈতন্যদেবের ছবিতে প্রণাম করল বাবলু। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, রাত তিনটে। ও শর্ট প্যান্ট ও গেঞ্জির ওপর হালকা একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে ছাদে ওঠার জন্য হাওয়াই চটিটা পায়ে দিল।

পঞ্চু শুয়ে ছিল ঘরেরই এক কোণে। এতক্ষণ চোখদুটো পিটপিট করে বাবলুকে দেখছিল। যেই না বাবলু চটি পরে ঘর থেকে বেরোতে যাবে, অমনি গা-ঝাড়া দিয়ে ওর কাছে ছুটে এল।

বাবলু ধমকের সুরে বলল, "পঞ্চু! তোকে না একদিন মানা করেছি এইভাবে ঘরের ভেতর গা-ঝাড়বি না। তবু তুই ওই কাজ করলি?"

পঞ্চু গোঁ-ও-ও-ঔ করে বাবলুর পায়ের ওপর শুয়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল। অর্থাৎ কিনা ওর ভাবখানা এই, অন্যায় হয়ে গেছে দাদা আমার। এবারের মতো ক্ষমা করো।

বাবলু বলল, "আয়, ছাদে আয়।"

ঘরের পরেই দালান। আর দালানের ভেতর দিয়েই ছাদে ওঠার সিঁড়ি। পঞ্চুকে নিয়ে বাবলু তাই সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠল। শরতের মেঘমুক্ত নির্মল আকাশে তারাদের চুমকি ঝিকমিক করছে। যেন এক অপূর্ব নীলে অজস্র জোনাকির নেভা-জ্বলা।

অনেকদিন এইরকম সময়ে ছাদে ওঠা হয়নি বাবলুর। আজ তাই খুশিতে ভরে উঠল ওর মন। বাবলু ছাদময় পায়চারি করতে করতে কত কী ভাবতে লাগল। তারপর হঠাৎ কী মনে হতেই পঞ্চুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "দ্যাখ পঞ্চু, তোকে নিয়ে এবার আমাদের কিছু একটা করা উচিত। কী করি বল তো?"

পঞ্চুর সেই একই উত্তর, "গোঁ-ও-ও-ঔ!" অর্থাৎ, আমি কী জানি?

বাবলু বলল, "কী করব জানিস? তোর জন্মদিন করব। কবে যে তুই হয়েছিলি তা তো মনে নেই। শুধু যে-কোনও একটা ছুটির দিন দেখে জন্মদিন হবে তোর। অনেক লোকজন খাবে। অবশ্য তোর স্বজাতিদেরও নেমন্তন্ন করব। কেক কাটা হবে। তোর নামে কার্ড ছাপাব। কী দারুণ মজা যে হবে না, তা তুই ভাবতেও পারবি না।"

পঞ্চু বাবলুর কথার কিছু বুঝল কি না কে জানে, শুধুই মনের আনন্দে ছাদের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ছুটোছুটি করতে লাগল।

আর বাবলু? নতুন-কিছু করার আনন্দে মশগুল হয়ে ছাদের আলসের ধারে দাঁড়িয়ে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে গেল। কত আদরের পঞ্চু ওর! সেই পঞ্চুর জন্মদিন। কত লোকজন খাবে। উৎসবের আনন্দে মেতে উঠবে বাড়িটা। এ কি কম কথা? সকাল হলেই বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুকে জানিয়ে দিতে হবে কথাটা। তারপর সবাই মিলে পাঁচকড়ি পাঠকের আখড়ায় গিয়ে একটা শুভদিন দেখে লাগিয়ে দেবে লাগ-ঝমা-ঝম।

দেখতে দেখতে ভোর হল। ভোর থেকে সকাল। পুব দিক রাঙা করে নতুন সূর্য উঠল নতুন দিনের আলো নিয়ে।

মা ডাকলেন, "বাবলু, অ্যাই বাবলু, বাবলা?"

ঝড়ের আগে যেমন পাতা উড়ে যায়, ঠিক সেইভাবে মা'র ডাক শুনে নেমে গেল পঞ্চু।

বাবলুও নামল।

মা বললেন, "কী রে, এতক্ষণ ধরে ছাদে কী করছিলি? মুখ-হাত ধুবি না?"

বাবলু বলল, "জানো মা, খুব শিগগির এই বাড়িতে একটা উৎসবের আয়োজন করব।"

"কীসের উৎসব?"

"পঞ্চুর জন্মদিন।"

মা প্রথমে হেসে উঠলেন। পরে বললেন; "পারিসও বটে তোরা। তবে হ্যাঁ, পঞ্চু তোদের জন্য যা করেছে তাতে ওর জন্য তোদেরও কিছু করা উচিত।"

বাবলু বলল, "সেইজন্যই তো!"

এর পর বাথরুম সেরে বাবলু ওর ঘরে বসে খবরের কাগজটা দেখতে দেখতে ব্রেকফাস্ট সেরে নিল। টোস্ট, ডিম-সেদ্ধ, মর্তমান কলা আর সন্দেশ। সেইসঙ্গে গরম এক কাপ চা খেয়ে মাউথ অর্গানটা পকেটে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে।

প্রথমেই গেল বিলুদের বাড়ি। বিলুকে অবশ্য ডাকতে হল না। দূর থেকে বাবলুকে ওদের বাড়ির দিকে আসতে দেখে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

বাবলু খুশি খুশি মুখে বলল, "জামাটা গায়ে দিয়ে আয়। একবার ভোম্বলকে সঙ্গে নিয়ে বাচ্চু-বিচ্চুদের বাড়ি যাব। খুব তাড়াতাড়ি।"

"মনে হচ্ছে তুই কিছু একটা মতলব এঁটেছিস। কোনও খবর-টবর আছে নাকি রে?"

বাবলু বলল, "আছে। এমন একটা খবর, যাতে কয়েকদিন হইচই করে মেতে থাকতে পারব।"

"কী খবর রে?"

"ধীরে, বন্ধু, ধীরে। আগে জামাটা গায়ে দিয়ে আয়।"

বিলু এক মুহূর্ত দেরি না করে জামাটা গায়ে দিয়েই মাকে বলল, "মা, আমি বাবলুর সঙ্গে যাচ্ছি।"

"বেশি দেরি করিস না যেন।"

"না, মা।"

বাবলু আর বিলু এবার ভোম্বলের বাড়িতে এসে ওকেও ডেকে নিল। তারপর সবাই মিলে এসে হাজির হল বাচ্চু-বিচ্চুদের বাড়িতে।

ওদের মা বললেন, "কই, তোমাদের পঞ্চু কোথায়?"

বাবলু বলল, "পঞ্চু এখন আসবে না। আমার মা কী যেন একটা তৈরি করছে, তাই ও রান্নাঘরের দরজা আগলে বসে আছে।"

"তা থাকুক। আমি এই ভাবছিলাম বাচ্চু-বিচ্চুকে পাঠাব তোমাদের বাড়ি। যাক, তোমরা যখন নিজেরাই এসে গেছ তখন ভালই হয়েছে। একটু পরে পঞ্চুকে ডেকে এনো। মালপো তৈরি করছি।"

মালপোর নামে তো ভোম্বলের নোলা লকলকিয়ে উঠল। বলল, "সত্যি মাসিমা, আপনার হাতের যা মালপো না, ওরকম আমার মা কিন্তু তৈরি করতে পারে না।"

"তা হয়তো পারেন না, কিন্তু তোমার মায়ের পাটিসাপটা তো আমি খেয়েছি। ওরকম যে আমি তৈরি করতে পারি না!"

বাবলু বলল, "বাচ্চু-বিচ্চু কোথায় মাসিমা?"

"ওরা একবার দোকানে গেছে বাবা। এক্ষুনি আসবে। তোমরা ঘরে বোসো, নয়তো ছাদে যাও।"

বাবলুরা ছাদেই উঠল। আর উঠেই দেখল, একটা ঠোঙায় করে কী যেন নিয়ে বাচ্চু-বিচ্চু ঘরের দিকেই আসছে। বিচ্চুটা খুব ছটফটে। তাই দিদির আগে-আগেই ছুটে ছুটে আসছে। তারপর দূর থেকে বাবলু, বিলু ও ভোম্বলকে দেখতে পেয়েই ছোটা থামাল।

বাবলুরা হাত নেড়ে জানাল ওরা সবাই এসে গেছে।

শিঙাড়ার ঠোঙাটা রান্নাঘরে মায়ের হাতে দিয়ে ছাদে এল ওরা।

বাচ্চু বলল, "কী, ব্যাপারটা কী? হঠাৎ এই সাতসকালে সবাই একজোট যে? এখনও তো আমাদের বাগানে যাবার সময় হয়নি।"

বাবলু বলল, "আজ আমরা অসময়েই এসেছি। আর এটা তো জানিস, আমরা যখন অসময়ে এসে হাজির হই, তখন যা হোক কিছু একটা ব্যাপার থাকেই।"

"সেইজন্যেই তো ভাবছি।"

বাবলু বলল, "শোন, আপাতত আমাদের কোনও অ্যাডভেঞ্চারের পরিকল্পনা নেই। কিছু না ঘটলে

রহস্যের হাতছানি না পেলে তো কিছু করা যায় না। তাই ভাবছি, যাতে আমাদের উদ্যম নষ্ট না হয় সেজন্যে পঞ্চুকে নিয়ে একটা উৎসব করব। যার নাম হবে পঞ্চু-মহোৎসব।"

সবাই একসঙ্গে "বাঃ, বাঃ" করে উঠল।

বিলু বলল, "এ-ব্যাপারে আমরা সবাই রাজি। কিন্তু এই মহোৎসবের একটা উপলক্ষ থাকবে তো?"

"নিশ্চয়ই থাকবে। সেটাও আমি ঠিক করেছি। উপলক্ষ হবে পঞ্চুর জন্মদিন।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু—সবাই সমস্বরে "হুররে" করে উঠল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই সিঁড়ির কাছ থেকে শোনা গেল "ভৌ ভৌ ভৌ" অর্থাৎ, পঞ্চু এসে গেছে।

একটু পরেই বাচ্চু-বিচ্ছুর মা মালপো আর শিঙাড়া নিয়ে ছাদে এলেন।

ভোম্বল বলল, "আমার জন্য দুটো বেশি করে এনেছেন তো মাসিমা? শিঙাড়া না হলেও ক্ষতি নেই, মালপো খেতে আমি কিন্তু খুব ভালবাসি।"

মাসিমা বললেন, "সে কি আর আমি জানি না? আমার এই পেটুকটা ভাল খাবারের মর্ম বোঝে। তাই তোমার জন্য একটা-দুটো না, পেট ভরেই মালপো খাবার ব্যবস্থা করেছি।"

বাবলু বলল, "এটা কিন্তু ঠিক হল না মাসিমা। ব্যাপারটা ওয়ান সাইড হয়ে গেল।"

"হোক। যে যত বেশি খেতে ভালবাসে, তাকে আমি তত বেশি খাওয়াতে ভালবাসি। তোমরা লজ্জা করে খাও, তাই ঠকো।"

বাবলু, বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছু হইহই করে উঠল, "অবজেকশন, অবজেকশন।"

মাসিমা দু' হাতে কান ঢেকে বললেন, "উঃ। থাম তো তোরা।" তারপর বাচ্চুকে বললেন, "তুই একবার আয় দেখি আমার সঙ্গে। চায়ের কাপগুলো নিয়ে আসবি।"

বাচ্চু মা'র সঙ্গে নীচে গেল।

একটু পরে ঝলমলে হাসিমুখে বাচ্চুকে নিয়ে ওপরে উঠে মাসিমা বললেন, "তোমরা নাকি পঞ্চু-মহোৎসব করছ?"

"হ্যাঁ, মাসিমা।"

"সত্যি, এক-একটা মতলব চাপেও বটে তোমাদের মাথায়। পঞ্চুর জন্মদিন। এটা অবশ্য মন্দ নয়। খবরের কাগজের নিউজ হয়ে যাবে এটা।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই মালপো শিঙাড়া আর চা খেয়ে দল বেঁধে হইহই করে চলল পাঁচকড়ি পাঠকের আখড়ায় ভাল একটা দিন দেখতে।

বিশাল শরীর, প্রশস্ত টাক পাঁচকড়ি পাঠক এই অঞ্চলের একজন নামকরা টোল-পণ্ডিত। আজকাল টোল-আখড়া—এসবের পাট তো উঠেই গেছে প্রায়। কিন্তু হাওড়া শহরের রাজবল্লভ সাহা লেনের একান্তে একটি বটতলায় ছোট্ট একটি টিনের ঘরে পাঁচকড়ি পাঠক আজও টিকে আছেন।

বাবলু গিয়ে প্রণাম করতেই পাঠকমশাই তাঁর ঘোলা-ঘোলা চোখদুটো তুলে পুরু চশমার ফাঁক দিয়ে একনজর ওদের দেখেই বললেন, "কী চাই বাবা পঞ্চপাণ্ডবরা?"

বাবলু বলল, "ঠাকুরমশাই, আপনি অনুগ্রহ করে যদি ভাল দেখে একটা দিন-টিন দেখে দেন, তা হলে খুব ভাল হয়। আমরা একটা শুভ কাজ করবার জন্য আপনার কাছে এসেছি।"

"কী কাজ শুনি? বিয়ে, পৈতে, না শ্রাদ্ধ?"

ভোম্বল বলল, "এ কী কথা? শ্রাদ্ধ আবার শুভ কাজ কবে থেকে হল?"

"হয়েছে, হয়েছে। ইদানীং হয়েছে।"

"এমন তো আমরা কস্মিনকালেও শুনিনি।"

পাঠকমশাই খেঁকিয়ে উঠে বললেন, "কত বয়স তোমার হে ছোকরা? আমার এই আটাত্তর চলছে। তোমার চেয়ে অনেক বেশি দেখেছি, অনেক বেশি শুনেছি। ছাদ্দ বাড়িতে হিন্দি গানের রেকর্ড বাজতে শুনেছ?"

ভোম্বল একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "না।"

"তবে? আজকাল ছাদ্দ বাড়িতে লোকজন খাওয়ানোটা পর্যন্ত শুভদিন দেখে হচ্ছে। অর্থাৎ কিনা অফিসের বাবুদের, আত্মীয়-কুটুমদের সুবিধেমতো ছুটিছাটার দিন দেখে হচ্ছে। এসব খবর রাখো?"

"আজ্ঞে না।"

"তবে? কেন আমার মুখের ওপর ফরর-ফরর করতে এসেছ?"

বাবলু বলল, "ওর কথায় কিছু মনে করবেন না আপনি। ও ছেলেমানুষ।"

"অ, আর তুমি বুঝি বুড়োর বাবা?" বলেই খিক-খিক করে হেসে বললেন, "সবাই আমাকে বলে পাগলা পাঠক। কিন্তু আমি যে ভাল মানুষকেও পাগল করে দিতে পারি, সেটাই কেউ জানে না। যাক, এবার বলো দেখি কীসের দিন দেখে দিতে হবে?"

"জন্মতিথির শুভদিন।"

"জন্মতিথির শুভদিন? এ কী কাণ্ড রে বাবা। হে মা-কালী! করালবদনি! বেঁচে থেকে আর কত কী দেখব মা? তা কার জন্মতিথি শুনি?"

বাবলু পঞ্চুকে দেখিয়ে বলল, "এই যে, এর।"

পাঁচকড়ি পাঠক তাঁর বিশাল শরীর নিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন একবার। তারপর রাগে দাঁতগুলো কিড়মিড় করে দু' হাতে মাথার টাকটাকে শক্ত করে টিপে ধরে চিৎকার করে বললেন, "বেরিয়ে যাও। সাত সক্কালবেলায় রসিকতা করতে এসেছ আমার সঙ্গে? একফোঁটা সব ছেলে। আমার সঙ্গে দুষ্টুমি? কুকুরের জন্মদিন, এমন তো আমি বাপের জন্মে শুনিনি। তার আবার দিন দেখা?"

বাবলু বলল, "শুনুন, শুনুন। আপনি আমাদের ভুল বুঝবেন না। আমরা সত্যি-সত্যিই..."

"তোমাদের কোনও কথাই আমি শুনব না। পূর্ণচন্দ্র, অর্ধচন্দ্র, গুপ্তপ্রেস, লুপ্তপ্রেস—কোনও পঞ্জিকাতেই কুকুরের জন্মতিথির কোনও দিনক্ষণ লেখা নেই। তবু যদি তোমরা একান্তই জানতে চাও, তা হলে শোনো, যে মাসটা তেত্রিশ দিনে কাবার হবে, যে মাসে সাতটা রবিবার, আটটা সোমবার, ন'টা মঙ্গলবার, যে মাসে অমাবস্যায় চন্দ্রগ্রহণ আর রাত বারোটায় উত্তর দিকে সূর্যোদয়, সেই মাসেই যে-কোনও দিনে যে-কোনও মুহূর্তে তোমরা তোমাদের কুকুরের জন্মতিথি করতে পারো। এখন এখান থেকে বেরিয়ে যাও।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা যাচ্ছি।" বলে একটি দশ টাকার নোট পাঠকমশাইয়ের পায়ের কাছে রেখে বেরিয়ে এল টোল থেকে।

আর পাঠকমশাই টাকাটার ওপর হুমড়ি খেয়ে সেটাকে দু' হাতে কুড়িয়ে নিয়ে চোখ দুটোকে অসম্ভবরকমের বড় বড় করে অবাক বিস্ময়ে একবার টাকা আর একবার বাবলুদের দিকে দেখতে লাগলেন।

বাবলুরা তখন ছুটে ছুটে অনেক দূরে চলে গেছে।

বাবলুদের সেই ছোটা থামল একেবারে মিত্তিরদের বাগানে এসে। সবাই ওরা হেসেই কুটিপাটি।

বাবলু বলল, "কী ঝকমারি করে ওই পাগলা পাঠকের কাছে দিন দেখতে গিয়েছিলুম রে ভাই। এমন হবে কে জানত?"

ভোম্বল বলল, "একেবারে খচে ব্যোম।"

বিলু বলল, "অবজেকশন। মুখের ভাষা মার্জিত করো ভোম্বল। হাজার হলেও উনি একজন পণ্ডিত এবং বয়স্ক লোক। 'খচে' আবার কী কথা, 'রেগে' বলো।"

ভোম্বল বলল, "এই হল।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "সত্যি বাবলুদা, উনি যেরকম রেগে গিয়েছিলেন, তাতে আমরা দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভাবলাম, মেরেই দিলেন বোধ হয়।"

"আসলে উনি আমাদের ভুল বুঝেছেন। তবে টাকাটা হাতে পেয়ে পরে বুঝবেন যে, আমরা সত্যিই ওঁকে গরম করে দেবার জন্য যাইনি।"

বিলু বলল, "তা হলে উপায়?"

"উপায় আবার কী? আমাদের সুবিধেমতো যে-কোনও একটা দিন দেখে করলেই হল। এখন আমরা আমাদের ঘরটাকে একটু পরিষ্কার করার কাজে লেগে পড়ি, আয়।"

বর্ষার পর প্রকৃতি এমনিতেই সবুজে সবুজে ভরে ওঠে। তার ওপর গাছপালা যেখানে একটু ঘন সেখানে যেন সবুজ-বিপ্লব লেগে যায়। মিত্তিরদের বাগানেও এখন তাই সবুজের সমারোহ। টগর ফুলের গাছগুলি সাদা-সাদা ফুলে ভরে আছে। গন্ধরাজের গন্ধে আমোদিত চারদিক। আর ওদের সেই বুড়ো বেঁটে গুলঞ্চ গাছটি, যা নতুন পাতা ছেড়েছে, তা দেখবার মতো। থোকা থোকা রঙ্গন ফুলগুলি বাতাসের দোলায় দুলছে। কী অপরূপ!

বাবলু বলল, "এই অপরূপের মাঝে আমাদের সাইনবোর্ডটা বড়ই বেমানান। ইতিমধ্যে আমাদের অনেকগুলো অভিযান হয়ে গেছে। অতএব, হে পুরাতন, তোমার বিদায়।"

বিলু বলল, "বোর্ডটা কি রং করতে দোকানে দিয়ে আসব?"

"দিয়ে আসবি কী? বসে থেকে করিয়ে আনবি।"

"যদি না দেয়?"

"খুব দেবে। বেশিক্ষণের কাজ নয় ওটা।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "আচ্ছা বাবলুদা, আমাদের পঞ্চু-মহোৎসবটা, এইখানেই করলে হয় না?"

"না। এই বাগান সেলফিশ জায়েন্টের বাগান না হলেও পাণ্ডব গোয়েন্দাদের গোপন ঘাঁটি। এখানে বহিরাগতদের স্থান নেই।"

বিলু সাইনবোর্ডটা নিয়ে চলে গেল। পঞ্চুও চলল সঙ্গে সঙ্গে।

বাবলু ঘরের ভেতর থেকে দেওয়ালগিরির খাঁজে রাখা একটি ছোট্ট নোটবুক ও ডট পেন নিয়ে বাইরের দালানে আপেলের বাক্সের ওপর বসে পঞ্চু-মহোৎসবের ফর্দ তৈরি করতে লাগল।

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "আমাদের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনটা কীরকম কী হচ্ছে শুনি?"

বাবলু বলল, "গরম ভাত আর মুরগির মাংস তো হবেই।"

ভোম্বল বলল, "ব্যাকডেটেড।"

বাবলু বলল, "কেন?"

"ও-সব সাদামাটা মেনুতে পঞ্চু-মহোৎসব হবে না।"

"তবে কী হবে তাই বল? যা বলবি তাই করব।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "হ্যাঁ, যে যা বলবে তাই হবে। দশটা নয়, পাঁচটা নয়, সবেধন নীলমণি একটাই আমাদের, পঞ্চু। কেউ যেন খেয়েদেয়ে নাক না সিঁটকায়!"

বাবলু বলল, "বলেই ফেল তা হলে।"

ভোম্বল বলল, "লিখে নে। চিকেন বিরিয়ানি, চিলি চিকেন, মাটন চাপ, আনারসের চাটনি, রানাঘাটের পানতুয়া, বর্ধমানের সীতাভোগ, কলকাতার রাজভোগ আর ভাল আইসক্রিম।"

বাবলু বলল, "শেষদিকেরগুলো আনবে কে?"

"সে তো আমার জানবার দরকার নেই। হয় এগুলো আনাতে হবে, নয়তো বন্ধ করো উৎসব। লোক খাবে অন্তত তিনশো। আমাদের স্কুলের বন্ধুরা, বাবার অফিসের বন্ধুরা, পাড়ার লোকজন ও থানার পুলিশ। ব্যস। আর নিমন্ত্রণপত্রের গোড়াতেই লেখা থাকবে, কেউ কোনও উপহার আনবেন না। যদি কেউ লজ্জার খাতিরে ভুল করে কিছু নিয়ে আসেন, তা হলে অত্যন্ত লজ্জিত হয়েই তাঁকে তা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

বাবলু হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল ভোম্বলের দিকে। ভোম্বলও হাত বাড়াল।

বাবলু বলল, "তোর এই উদার মনের পরিচয় পেয়ে খুব খুশি হলুম ভোম্বল। সবরকমের উৎসবে আমাদের সমাজে এইরকম একটা প্রথাকে চালু করার দিন এসেছে। বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশন—সবেতেই। এখন বিলু ফিরে এলেই লিস্টটা ওকে একবার দেখিয়ে নিয়ে কাজে লেগে পড়া যাবে।"

বিলু যতক্ষণ না এল, ততক্ষণ সময় কাটাবার জন্য বাবলু সেই গুলঞ্চ গাছের ডালে আধশোয়া হয়ে ওর মাউথ অর্গানটা বাজাতে লাগল। বাচ্চু-বিচ্ছু এক্কাদোক্কা খেলতে লাগল। আর ভোম্বল গড়াগড়ি খেতে লাগল ঘাসে শুয়ে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এল বিলু আর পঞ্চু।

বিলু বলল, "খুব সাবধানে এটা টাঙাতে হবে বাবলু। কাঁচা রং। হাত লাগলেই উঠে যাবে।"

বাবলু বলল, "সে তোকে বলতে হবে না।" বলে ঘরের কোণ থেকে ছোট্ট মইটা এনে দেওয়ালে লাগিয়ে বলল, "তোরা ধরাধরি করে বোর্ডটা তোল দেখি। আমি ঠিক জায়গায় লাগিয়ে দিচ্ছি।"

বোর্ড লাগানো হতেই বিলু চেঁচিয়ে উঠল, "থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা!"

সবাই বলল, "হিপ-হিপ্-হুর্‌র্‌রে।"

পঞ্চুও বলল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

আর সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল এক ভয়ংকর অঘটন। সেই আনন্দঘন পরিবেশে হঠাৎ কোথা থেকে প্রাণভয়ে ভীত একজন এসে হাজির হলেন, "বাঁচাও—বাঁচাও। মুঝে বাঁচাও। ও লোগ হামকো মার ডালে গা।"

মধ্যবয়সি একজন অবাঙালি ভদ্রলোক তাড়া-খাওয়া পশুর মতো ছুটে এলেন সেখানে। তারপর ওদের সেই ভাঙা ঘরের ভেতরে ঢুকে কোথায় যেয়ে লুকোবেন কিছু ঠিক করতে পারলেন না।

বাবলু বলল, "কোনও ভয় নেই আপনার। আপনি এখানেই লুকিয়ে থাকুন।"

লোকটির বুক দিয়ে পেট দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে। ভয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে অতি কষ্টে

বললেন তিনি, "ও লোগ আভি আয়ে গা। মুঝে মার ডালে গা। হিঁয়াসে নিকাল যানে কা রাস্তা কিধার হ্যায় বতাও।"

বাবলু বলল, "আপনি এখান থেকে কোনও দিকেই পালাতে পারবেন না। পালাতে গেলেই ধরা পড়বেন। তার চেয়ে এখানেই চুপচাপ বসে থাকুন। এরপর আমরা দেখছি।"

ততক্ষণে দু'-দু'জন ভয়ংকর চেহারার লোক ছুটে এসে ঢুকেছে বাগানে। দেখলেই বোঝা যায় একেবারে পেশাদার খুনে। ডোরাকাটা গেঞ্জি, পায়া গোটানো কালো প্যান্ট, মাথায় কদম ছাঁট চুল, ওদের একজনের হাতে ছোরা, অপরজনের হাতে রিভলভার।

ওরা এসেই রুদ্রমূর্তিতে বাবলুদের দিকে তাকিয়ে বলল, "অ্যাই, একটু আগে এদিকে তোমরা কোনও লোককে আসতে দেখেছ?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। এইমাত্র জঙ্গলের দিকে কে যেন একজন ছুটে গেল।"

লোকদুটি বাবলুর কথা শুনেই জঙ্গলের দিকে ছুটল। যেই না ছোটা বাবলু অমনি লেলিয়ে দিল পঞ্চুকে, "লিয়ো, লিয়ো, পঞ্চু লিয়ো।"

বাবলুর নির্দেশ পেতেই পঞ্চু তাড়া করল ওদের। যে লোকটির হাতে রিভলভার ছিল পঞ্চু পিছন দিক থেকে লাফিয়ে পড়ল তার ঘাড়ে। পঞ্চুর ভার সহ্য করতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়ল লোকটি। পঞ্চু তখন ঘ্যাঁক করে কামড়ে ধরল ওর রিভলভার-ধরা হাতটিকে। অপর লোকটি তখন দিশেহারা। কী যে করবে, কোন দিকে পালাবে কিছুই বুঝতে পারল না।

বাবলুরা তখন হইহই করে ছুটে গেছে ওদের দিকে।

বাবলু গিয়েই পঞ্চুর কামড়ে-ধরা লোকটির হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নিল।

অপর লোকটি পালাবার চেষ্টা করতেই বাবলু বলল, "হল্ট। একদম ভাগার চেষ্টা করবে না। দমাদ্দম চালিয়ে দেব তা হলে।"

পঞ্চু যে লোকটির হাত কামড়ে ধরেছিল সে যত ওর খপ্পর থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে, পঞ্চুর আঁচড়ে-কামড়ে তত বেশি ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে সে।

বাবলু বলল, "তোমরা কারা?"

"দেখবি আমরা কারা?" বলেই ছোরা হাতে লোকটি বাবলুর কবজিতে সজোরে একটা লাথি মারল।

লাথির ঘায়ে রিভলভারটা হাত থেকে ছিটকে পড়ল অনেক দূরে, একটা ঝোপের মধ্যে।

অসহায় বাবলু তখন আঘাত-পাওয়া হাতটা অন্য হাতে মুঠো করে একটু পিছিয়ে এল। ক্রুদ্ধ লোকটি এবার উন্মত্ত আক্রোশে হাতের ছোরাটা যেই-না বাবলুর বুকে বসাতে যাবে বিলু আর ভোম্বল অমনি ভল্ট খেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটির ওপর। তারপর ওর হাতটাকে মুচড়ে এমনভাবে পাকিয়ে দিল যে, যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল বাছাধন।

বাচ্চু-বিচ্ছু ততক্ষণে রিভলভারটা কুড়িয়ে এনে বাবলুকে দিয়েছে। কিন্তু দিলে কী হবে? লাথি খেয়ে বাবলুর হাতের কবজিটা তখনও ঝনঝন করছে। তবে সে কোনওরকমে সেটা নিয়ে ওদের বলল, "হ্যান্ডস আপ।"

একদিকে পঞ্চু অপর দিকে বাবলু। তার ওপর ওর হাতে এই উদ্যত রিভলভার। অতএব হাত না তোলা ছাড়া উপায় রইল না ওদের।

পঞ্চুর কামড়-খাওয়া লোকটি বলল, "কাজটা কিন্তু ভাল করলে না ভাই। এর হিসেব কিন্তু আমরা পরে এসে তোমাদের কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দেব।"

বাবলু বলল, "হিসেব-নিকেশ পরে করবে। এখন তো থানায় চলো। গো অ্যাহেড।"

ওরা আর কোনও কথা না বলে দু' হাত তুলে এগোতে লাগল।

ওদের পিছু পিছু রিভলভার তাক করে এগিয়ে চলল বাবলু। সঙ্গে চলল পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু ও পঞ্চু।

সে এক দেখার মতো দৃশ্য।

প্রশস্ত রাজপথ ধরে যখন ওরা ওইভাবে এগিয়ে চলল, তখন মনে হল যেন কোনও সিনেমার শুটিং হচ্ছে। স্থানীয় লোকজনও তখন ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে সঙ্গে চলেছে ওদের।

এমন সময় হঠাৎই ঘটনার মোড় অন্যদিকে ঘুরে গেল। সামান্য কিছু পথ এসেছে ওরা, দৈবক্রমে কোথা থেকে যেন একটা কালো অ্যামবাসাডর ঝড়ের বেগে ছুটে এল ওদের দিকে। যেই না আসা, যে-যে-দিকে

পারল পালাল। না পালালে কে যে কখন চাপা পড়ত তা কে জনে? আর সেই সুযোগেই দুষ্কৃতী দু'জন দু' দিকের দরজা খুলে ঢুকে পড়ল গাড়ির ভেতর। পঞ্চু তবুও একজনের পা কামড়ে ধরল। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? গাড়ি স্টার্ট নিতেই ছেড়ে দিতে পথ পেল না বেচারি। না হলে সে-ও চাপা পড়ত। গাড়িটা চোখের পলকে হারিয়ে গেল রাস্তার মোড়ে।

স্তব্ধ পাণ্ডব গোয়েন্দারা নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার রে বাবলু? রিভলভারটা হাতে পেয়েও ওদের ছেড়ে দিলি কেন তুই?"

বাবলু বলল, "আমার কবজিতে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে বিলু। শুধু ওদের ভয় দেখাবার জন্য এটাকে ধরে রাখার অভিনয় করছিলাম। এই অবস্থায় গুলি চালালে এই ভিড়ের ভেতর আমার হাতে দু'-একটা অন্য লোক মরত।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে বেশ করেছিস। এইসব ব্যাপারে খুব বেশি রিস্ক না নেওয়াই ভাল।"

বিলু বলল, "তা হলে হাতটার কিছু ব্যবস্থা করতে হবে তো? একবার ডাক্তারখানায় দেখিয়ে...।"

বাবলু বলল, "ওসব পরে হবে। এখন আহত ভদ্রলোকের পাশে গিয়ে দাঁড়াই চল। দেখি, এতক্ষণে কী অবস্থা হয়েছে তাঁর।"

বাবলুর কথায় ওরা আবার ফিরে এল মিত্তিরদের বাগানে। সত্যিই তো! সেই আহত ভদ্রলোক এখন কী অবস্থায় আছেন কে জানে? কিন্তু ফিরে এসে যা দেখল, তা বড়ই মর্মান্তিক। ওরা দেখল ভদ্রলোক দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চোখদুটো আধবোজা করে ঝিমোচ্ছেন। ওঁর ঠোঁটের কষ বেয়ে রক্তের ধারা। বুকের বাঁ দিকে ছোরার ঘা। পিঠে গুলি। পেটেও ছোরা মেরেছে ওরা। জামা-কাপড় লালে-লাল।

বাবলুরা ভেবে পেল না কে ইনি। সম্পূর্ণ অপরিচিত মুখ। এই অঞ্চলে কখনও দেখা যায়নি এঁকে। অথচ এই মানুষটি ওদের তাড়া খেয়ে কী করে ঢুকে পড়লেন বাগানের ভেতর? ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে বাবলু বলল, "তুই হাসপাতালে একটা ফোন করে দে বিলু। এক্ষুনি যেন অ্যাম্বুলেন্স পাঠায়। অমনি থানাতেও একটা খবর দিবি।"

ভদ্রলোক বললেন, "কোঈ জরুরত নেহি বেটা। হামারা যানে কা টাইম হো গিয়া।" বলে ছোট্ট একটা বটুয়ার মতো থলি বাবলুর হাতে দিয়ে বললেন, "ইসমে যো কুছ হ্যায় আধা তুমহারা, আউর আধা হামারা মুলুক মে ভেজ দে না।"

বাবলু বলল, "কী আছে এতে?"

ভদ্রলোক কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, "ভ্যালুয়েবল চিজ। জেরা সামালকে রাখ না। শুক্রিয়া।" বলেই টলে পড়লেন।

বাবলু বলল, "এই যে শুনছেন? আপনার মুলুক কোথায়? নাম কী? ঠিকানা কী?"

ভদ্রলোক ওই অবস্থাতেই বহু কষ্টে বললেন, "মি. এস এম যোশি। একসর তালাও, বোরিওলি...।"

আর মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। কথার বদলে বেরোল এক ঝলক রক্ত। তারপর লুটিয়ে পড়লেন ভদ্রলোক। বাবলু থলিটা অল্প ফাঁক করে দেখল, কাচের মতো সাদা চকচকে কতকগুলো গোল-গোল পদার্থ। এগুলো যে দামি হিরে তা বুঝতে ওর বাকি রইল না। শুধু এই অসার বস্তুগুলোর জন্য একজন মানুষের জীবন চলে গেল, এইটাই ওর কাছে বড় দুঃখের বড় বেদনার বলে মনে হল।

॥ ২ ॥

পঞ্চু-মহোৎসব মাথায় উঠল।

বাবলুদের এখন একটাই চিন্তা—এই ঘন রহস্যের জট কীভাবে ছাড়ানো যায়। মি. যোশির মৃতদেহ পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে গেছে। কেন যে ওই লাশগুলোকে ওরা অযথা কাটাছেঁড়া করে, তা কে জানে? তবে পাণ্ডব গোয়েন্দারা দুর্বৃত্তদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া রিভলভারটা থানায় জমা দিলেও থলিভর্তি হিরের কথা কিন্তু পুলিশকে বলেনি।

এখন ওদের আলোচনার বিষয় হল মি. যোশি অবাঙালি। সম্ভবত মহারাষ্ট্রীয়। কিন্তু ওই ভয়ংকর লোকদুটো তো বাঙালি। কেন না পরিষ্কার বাংলায় কথা বলেছে ওরা। অতএব লোকদুটোর অনুসন্ধান করা। তার পরের বিষয় হল—ওই হিরেগুলো। অতগুলো হিরে। টাকার অঙ্কে ওগুলোর দাম কত তা কে জানে?

বাজারে যাচাই করতে যাওয়ার তো অসুবিধে অনেক, এবং তার চেয়েও চিন্তার বিষয় হল ওই হিরেগুলোর অর্ধেক মি. যোশির মুল্লুকে পৌঁছে দেওয়াটা। একসর তালাওটাই বা কী? আর বোরিওলিই বা কোথায়? এই ব্যাপারে জোর আলোচনার আসর বসেছে তাই বাবলুর ঘরে।

এবারের মিটিং মিত্তিরদের বাগানে না হওয়ার একমাত্র কারণ ভোম্বল। কেন না, বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়ি আহিঙ্কে করে অতগুলো মালপো খেয়ে পেটটাকে এমন খারাপ করল যে, সে-আর বলবার নয়। যাক, বাবলু ওর ব্র্যাডশটা বার করে 'বোরিওলি' নামে কোনও স্টেশন আছে কি না দেখতে লাগল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বোম্বাই শহরতলির লোকাল ট্রেনে চার্চ গেট টু ভিরা লাইনে 'বরিভলি' নামে একটি স্টেশনের উল্লেখ পাওয়া গেল।

বাবলু বলল, "আমার মনে হচ্ছে, ওখানেই মি. যোশির বাড়ি। ভদ্রলোক যখন মহারাষ্ট্রীয় এবং বোম্বাই যখন মহারাষ্ট্রের রাজধানী, তখন এই বরিভলির কথাই উনি বলতে চেয়েছেন।"

বিলু বলল, "কিন্তু একসর তালাও?"

"সেইটাই তো রহস্য। একসর তালাওটা কী?"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "বাবুলদা, আমার সমুমামা বম্বেতে থাকেন, তাঁকে একটা চিঠি লিখলে হয় না? তা হলেই জানা যাবে ওই নামে ওখানে কোনও একটা জায়গা আছে কি না?"

বাবলু বলল, "দি আইডিয়া। তবে তো কথাই নেই। তোর সমুমামার ঠিকানাটা জানিস?"

"বাপি জানে।"

"তোর বাপি অফিস থেকে এলে আজ রাত্রেই তা হলে ফাইনাল হয়ে যাবে।"

ভোম্বল উৎসাহিত হয়ে বলল, "তার মানে আমরা কি এবার বম্বে যাব?"

বাবলু বলল, "অবশ্যই। এই হিরের অর্ধেক যাদের প্রাপ্য তাদের তো ফিরিয়ে দিতেই হবে।"

বিলু বলল, "কতগুলো হিরে আছে গুনে দেখেছিস?"

"দেখেছি। চব্বিশটা।"

"তার মানে আমাদের ভাগে বারোটা?"

"হ্যাঁ। আমাদের পাঁচ দু'গুনে দশ। পঞ্চুর দুই।"

বাবলুর মা এতক্ষণ দরজার আড়ালে থেকে ওদের আলোচনার কথা শুনছিলেন। এবার ঘরে এসে বললেন, "কী এত ভাগাভাগি করছিস তোরা?"

বাবলু বলল, "সে একটা জিনিস। পরে তোমাকে সব বলব।"

"বম্বে না কোথায় যেন যাচ্ছিস শুনলুম?"

"হ্যাঁ, মা। মি. যোশি নামে যে ভদ্রলোক খুন হলেন তিনি আমাদের কতকগুলো মূল্যবান জিনিস দিয়ে গেছেন তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্যে। সেগুলো দিতেই আমরা যাব। আর ওই সঙ্গে বোম্বাই শহরটাও ঘুরে আসব একটু।"

"একটু আগে তোরা কী সব হিরে-টিরের কথা বলছিলি যেন?"

"তুমি সব শুনেছ তা হলে?"

মা হেসে বললেন, "সব শুনেছি। এক-একটা হিরের দাম কত জানিস? তোরা যে ওগুলো নিয়ে যাবি, কোনও বিপদ হবে না?"

বাবলু বলল, "সে ঠিক কায়দা করে নিয়ে যাব আমরা। তবে এ-সব কথা তুমি যেন বাবাকে বোলো না।"

মা বললেন, "কী যে আছে তোদের কপালে তা ভগবানই জানেন।" বলে চলে গেলেন।

ভোম্বল বাবলুর বিছানায় গড়াগড়ি খেতে খেতে বলল, "দুটো হজমের ট্যাবলেট খেতেই পেটটা কিন্তু ধরে গেছে ভাই। আর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।"

বিলু বলল, "তার ওপর বম্বে যাবার নাম শুনেছ। কাজেই পেট যে আঁটবে এ তো জানা কথা।"

বাবলু বলল, "বম্বে গেলে খরচপত্তর কিন্তু অনেক। অবশ্য এখনও ব্যাঙ্কে আমাদের টাকা যা আছে, তাতে ওটা কোনও প্রবলেম নয়। আমি ভাবছি, এবারে ক্যাশ টাকা সঙ্গে না নিয়ে ট্রাভেলার্স চেক নিয়ে যাব কি না।"

বিলু বলল, "নিতে পারিস। তবে অতগুলো দামি হিরে যখন সঙ্গে নিচ্ছিস, তখন ক্যাশ টাকাগুলো ভাগাভাগি করে নিলেই বা ক্ষতি কী?"

"ক্ষতি কিছু নেই। তবে একটা অভিজ্ঞতা হত। ভোম্বলটা তো তালকানা। ওর হাতে টাকা-পয়সা দিয়ে ভরসা নেই। কোথায় ফেলে-মেলে দেয় তার ঠিক কী? আর বাচ্চু-বিচ্ছুকে দেওয়া যায় না। তুই-আমি কত নেব?"

ওরা যখন বসে বসে এইসব আলোচনা করছে, তেমন সময় হঠাৎই দরজার কাছে একটা বোমা ফাটার শব্দে কেঁপে উঠল বাড়িটা। ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল চারদিক। শব্দের রেশ মিলতে-না-মিলতে আবার একটা। তারপর ফের একটা। পর পর তিনবার বোমাবাজির পর দ্রুত একটি মোটরবাইকের চলে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল।

বাবলু ছুটে বেরোতে যাচ্ছিল ঘর থেকে, মা ওকে চেপে ধরলেন। পঞ্চু চিৎকারে মাত করে দিল।

একটু পরে ওরা যখন দরজা খুলে বাইরে বেরোল তখন পাড়ার লোকজন সবাই ছুটে এসেছে। কী ব্যাপার! ব্যাপারটা কী? হঠাৎ এত বোমাবাজি কেন?

এই কেন'র উত্তর অবশ্যই পাওয়া গেল। বাবলু ঘর থেকে বেরোতেই দরজার কাছে একটা চিঠি কুড়িয়ে পেল। তাতে লেখা আছে: *পাণ্ডব গোয়েন্দারা, মি. যোশির হিরেগুলো তোমরা যে পেয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ওগুলো আমাদের মুখের গ্রাস। অতএব ফেরত দিতেই হবে। আজই সন্ধের আগে ওগুলো তোমাদের ভাঙা বাড়িতে থলিসুদ্ধু রেখে আসবে। পুলিশে খবর দেবার চেষ্টা কোরো না। আর কুকুরটাকে সাবধানে রাখবে। ওই অসহায় পশুটির জন্য অযথা একটা গুলি খরচ করতে আমরা ইচ্ছুক নই।*

মা বললেন, "চিঠিতে কী লেখা আছে রে?"

বাবলু বলল, "কিছু না।" বলে চিঠিটা পকেটে রেখে দিল। রাগে ওর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে তখন।

বিলু, ভোম্বল ঝুঁকে পড়ে চিঠিটায় চোখ বুলিয়ে নিয়েছিল। ওরা বলল, "কী স্পর্ধা! বলে কি না অসহায় পশুটির জন্য। আমাদের পঞ্চু অসহায়?"

বাবলু বলল, "পঞ্চু সহায় কি অসহায় ওদের আমি দেখিয়ে দেব।"

বিলু বলল, "এই হিরেগুলোই যত নষ্টের গোড়া। এগুলো অভিশপ্ত হিরে। একজন মানুষই খুন হয়ে গেল এর জন্যে। হিরেগুলো তুই ওদের দিয়ে দে বাবলু।"

বাবলু রেগে বলল, "এই এত অভিযান করার পর তোর মুখে আমাকে এই কথা শুনতে হল বিলু? তা হলে জেনে রাখ, এই হিরে ওদের হাতে তুলে দেবার আগে বাগানে গিয়ে 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'র সাইনবোর্ডটাকেই আমি জলে ফেলে দেব।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে বলছিস ফেরত দিবি না তুই?"

"না।"

"না দিলে তো ওরা আরও খেপে যাবে। যখন তখন বোমাবাজি করে যাবে এখানে।"

"যা খুশি করুক। ওদের ওষুধ আমি দিচ্ছি। বিষে বিষক্ষয় কী করে করতে হয়, আমি জানি। তোরা একটু বোস। আমি এক্ষুনি আসছি।"

বিলু বলল, "আমাকে বকাস না।" বলেই ওর টেবিলের ড্রয়ার থেকে হিরেগুলো বার করে একটা কৌটোয় রেখে থলিটা নিয়ে নিল। তারপর পিস্তলটা যথাস্থানে নিয়ে বলল, "আমি না আসা পর্যন্ত কেউ কোথাও যাবি না। এখন আমাকে একা একবার বেরোতে হবে।"

বিলু, ভোম্বল দু'জনেই বাধা দিল, "গোঁয়ারতুমি করিস না। এরা মোস্ট ডেঞ্জারাস।"

"আমিও কম ডেঞ্জারাস নই।"

পঞ্চু লেজ নেড়ে-নেড়ে বাবলুর সঙ্গে চলল।

বাবলু বলল, "না। তুমিও যাবে না। আমি শুধু একা যাব, একা আসব।"

বাবলু একাই চলল। আর পঞ্চু করুণ চোখে দূর থেকে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

বাবলু ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে একেবারে সোজা চারাবাগানের বস্তিতে গিয়ে হাজির হল। সামনের দিকের কয়েকটি ছিটে-বেড়ার ঘর পার হয়ে এক জায়গায় একটি বুড়িকে দেওয়ালে ঘুঁটে দিতে দেখে বলল, "ভাঁটা আছে?"

বুড়ি বলল, "পাঁঠা? এখানে পাঁঠা, ছাগল কিছু নেই বাবা।"

বাবলু বলল, "আরে পাঁঠা নয়, ভাঁটা।"

"অ বুঝেছি। তা সে আর থাকবে না তো যাবে কোন চুলোয়? এই জোড়া-মন্দিরের রকে শুয়ে আছে।"

বাবলু আরও একটু এগিয়ে একটি জোড়া-শিব মন্দিরের কাছে গিয়ে ডাকল, "ভাঁটা! ভাঁটা রে!"

অমনি ন্যাটাপানা ঘোলাটে চোখের একহাত-কাটা একটি ছেলে মন্দিরের চাতাল থেকে লাফিয়ে নামল, "কে রে তুই?"

"আমি বাবলু।"

"আররে, তুই এখানে কী করতে এলি? আমাদের মতন খারাপ ছেলের সঙ্গে কি তোর মেশাটা শোভা পায়? তা কী দরকার রে?"

"তুই শুধু-শুধু রে-রে করিস না তো। বিচ্ছিরি লাগে।"

"আরে ভাই, আমরা হচ্ছি রাস্তার ছেলে। আমাদের মাতৃভাষাই ওইরকম। তা যাক, কী দরকার বল।"

বাবলু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "আমি একটা ব্যাপারে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলব বলে তোর কাছে এসেছি। তুই কি আমায় সাহায্য করবি?"

"কেন করব না? তোর ডাকে আমি সব সময় আছি।"

বাবলু তখন সব কথা খুলে বলল ভাঁটাকে। সব শুনে ভাঁটা বলল, "তুই থাম। একেবারে ঝাপটে উড়িয়ে দেব সব ব্যাটাকে।"

"শোন, খুব মাথা ঠান্ডা রেখে এই কাজ করতে হবে।"

বাবলুর কথা শুনে ভাঁটা হেসে গড়িয়ে মুখ দিয়ে 'হিরর্ কিক্' করে একটা অদ্ভুত শব্দ করে বলল, "সত্যি বলছি। একদম জুড়িয়ে গিয়েছিলুম। দিনকতক আগেও রোজ একবার এইরকম শব্দ না শুনলে আমার ঘুম হত না। তা ঠিক আছে। মাল আমার রেডি। কচুবনে লুকনো আছে। নিয়ে আসছি এক্ষুনি।" বলেই এক ছুটে পাশের একটি এঁদো ডোবার ধারে ছাইগাদায় ভরা কচুবনের ভেতর হুড়মুড় করে নেমে গেল ভাঁটা। তারপর বেশ কয়েকটা তাজা বোমা নিয়ে এসে বলল, "এগুলো আজই দুপুরে বানিয়েছি। কিন্তু তখন স্বপ্নেও ভাবিনি ভাই, এত তাড়াতাড়ি এগুলো কাজে লাগবে বলে।"

বাবলু বলল, "কাজটা কিন্তু তোকেই করতে হবে। কেন না, ওই সব ছোড়াছুড়ি তো আমার অভ্যেস নেই। তবে একটা বোমা আমাকে দে। এই থলির মধ্যে পুরে ঘরের ভেতর রেখে আসব।"

ভাঁটা বলল, "তোর হাতে দেব না। আমিই নিয়ে যাব। তবে এমনি রেখে এলে তো হবে না, চার্জ করাতে হবে। দাঁড়া। তারও ব্যবস্থা করছি।" বলে একটা ছোট জিনিস দু' পা ও এক হাতের সাহায্যে একটি বলের ভেতর কায়দা করে ঢুকিয়ে দিল।

বাবলু বলল, "ও কী!"

ভাঁটা বলল, "এইটাই তো আমাদের কেরামতি। থলি খুলে যখন আসল জিনিসের বদলে এটা পাবে, তখন রেগে গিয়ে আছাড় ও মারবেই। আর তারপরই বুঝতে পারবে ঠেলার নাম বাবাজি কাকে বলে।"

বাবলু বলল, "এতে আমাদের ঘরের কোনও ক্ষতি হবে না তো?"

"না, না। অত হেভি নয়। এগুলো আমি তৈরি করেছি কাউকে অল্পবিস্তর জখম করার জন্য। এর অনেকরকম সাইজ আছে। কোনটা বলের ভেতর ঢোকাই। কোনটা ডিমের খোলায় পুরে মুখ এঁটে দিই। কোনটা বা ন্যাকড়া জড়িয়ে রাখি। যাতে টিপে দেখতে গেলেই দুড়ুম।"

বাবলু বলল, "তা হলে তুই এটাতে ন্যাকড়াই জড়িয়ে দে। আমি তো তাই চাইছি। ছোড়াছুড়ি না করে ওরা যাতে টিপেটুপেই দেখে।"

"যা তুই বলবি, তাই করে দেব। এই কাজ করতে গিয়ে মনে কর, একটা হাতই আমার উড়ে বেরিয়ে গেল। তবু আমি এ-ব্যবসা ছাড়িনি। দেখবি আমার কেরামতি?" বলেই বলের ভেতরে ঢোকানো সেই মালটা পুকুরধারে একটা গাব গাছে ছুড়ে মারতেই 'দুম' করে একটা প্রচণ্ড শব্দ। আর সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গোটা বস্তিটা কেঁপে উঠল যেন। চারদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল।

ভাঁটা অমনি এক অনাবিল আনন্দে ওর সর্দিবসা ঘড়ঘড়ে গলায় হেসে উঠল, 'হিরর্ কিক্'।

বাবলু বলল, "ঠিক আছে, চলবে। তুই আমায় এইরকমই একটা বোমা দে।"

ভাঁটা আর একটা ওইরকম বোমা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে সেটাকে ঠোঙায় মুড়ে বাবলুর থলিতে পুরল। তারপর বলল, "চল দেখি, কোথায় যেতে হবে?"

বাবলু বলল, "আয়।" বলে দু'জনে এগিয়ে চলল মিত্তিরদের বাগানের দিকে।

যে বুড়িটা ঘুঁটে দিচ্ছিল সে বলল, "ওরে এই হতচ্ছাড়া ভাঁটা, ভর সন্ধেবেলায় কী আরম্ভ করেছিস? উঁ? আবার ওই ছোঁড়াটার সঙ্গে ড্যাঙডেঙিয়ে চললি কোথায়?"

ভাঁটা বলল, "আজকে আমার ফিরতে একটু রাত হবে পিসি, তুমি শুয়ে পোড়ো।"

"রাত হবে! কেন! কোন যমের বাড়িতে যাচ্ছ শুনি?"

ভাঁটা হেসে উঠল, 'হিরর্ কিক্'। তারপর হাসতে-হাসতেই বাবলুর হাতে টান দিয়ে বলল, "পালিয়ে আয় রে।"

ওরা আর একটুও দেরি না করে সোজা এসে ঢুকল মিত্তিরদের বাগানে। তারপর সেই ভাঙা বাড়ির ভেতর ঘরের ঠিক মধ্যিখানে ছোট্ট থলিটা রেখেই পালিয়ে এল।

তখন সন্ধে হয়ে গেছে। ওরা ঘর থেকে বেরিয়েই দেখল, এক জায়গায় একটি ঝোপ কেমন নড়ে উঠল যেন। ভাঁটা সঙ্গে-সঙ্গে চার্জ করতে যাচ্ছিল। বাবলু ওর হাত ধরল।

ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল পঞ্চু।

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "কী রে! তুই এর ভেতরে কী করছিস?"

পঞ্চু বাবলুর প্যান্ট কামড়ে টানতে লাগল।

বাবলু একটু এগোতেই দেখতে পেল, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই লুকিয়ে আছে সেখানে। বলল,"কোনও মানে হয় এইভাবে এখানে বসে মশার কামড় খাবার? আয়, চলে আয়।"

বিলু বলল, "চলে গিয়ে কী করব। ওরা কতজন আছে না আছে দেখব না একটু?"

বাবলু বলল, "টর্চ এনেছিস?"

"সব রেডি।"

বাবলু ভাঁটাকে ইশারায় চলে যেতে বলল।

ভাঁটা বলল, "ঠিক আছে। ওই কথাই রইল তা হলে। আমি আমার জায়গায় চলে যাচ্ছি।" বলেই চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল ভাঁটা।

সন্ধের অন্ধকার আরও একটু গাঢ় হল।

ভাঁটা চলে গেলে বিলু বলল, "ওটাকে কোত্থেকে ধরে আনলি? কোনও বোমা-টোমার ব্যাপার আছে নাকি বাবলু?"

বাবলু বলল, "তা তো আছে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "কী মজা। কিন্তু কখন যে আসবে লোকগুলো। আর ভাল লাগছে না। বড্ড মশা।"

বাবলু বলল, "যখন আসে আসুক না। আমরা ঘাপটি মেরে বসে থাকি। তবে কথাবার্তাটা কম বলিস।"

এইভাবে বসে থাকতে থাকতে ওরা যখন বিরক্তির চরমসীমায় পৌঁছেছে, তখনই দেখল সেই অন্ধকারে দু'জন লোক একটা মোটরবাইক নিয়ে একেবারে আসল জায়গায় এসে থামল। তারপর বাইক থেকে নেমে চারদিকে টর্চ মেরে দেখে নিল একবার। এদিক-সেদিক দেখতে দেখতে ওপর দিকে টর্চ মেরেই একজন বলল, "এঃ। আবার সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে। দেব এক্ষুনি আছাড় মেরে ফেলে।"

অন্য লোকটি বলল, "কাজ নেই কর্ম নেই ছেলেমেয়েগুলো দিনরাত যেন জ্বালিয়ে মারছে। খাবিদাবি পড়াশুনো করবি, তা নয়, শয়তানগুলোর ঠিক আমাদের দিকে নজর।"

"আর বেশি দিন এ-কাজ করতে হবে না বাছাদের। মাল যদি না পাই তো এক-একদিন এসে এক-একটাকে শেষ করে দিয়ে যাব।"

কথা বলতে বলতেই ভেতরে ঢুকল একজন। তারপর উল্লসিত হয়ে বলল, "না রে, সত্যি-সত্যিই রেখে গেছে মালগুলো।"

"কী করে বুঝলি?"

"এই দ্যাখ, থলি। তখন যা বোমবাজি করে গেছি না, ভয় পেয়ে গেছে ব্যাটারা। একফোঁটা-ফোঁটা ছেলে, আমাদের পিছনে এসেছে কাঠিবাজি করতে। বলে, কত গোয়েন্দাকে আমরা রসাতলে পাঠালুম, এ তো ভারী পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

"যা, থলিটা নিয়ে আয়।"

লোকটি থলিটা নিয়ে এসে আনন্দে লাফাতে লাগল।

অন্য লোকটি বলল, "লাফাবি পরে। আগে দ্যাখ, মাল ঠিক আছে কি না।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে।" বলেই ঠোঙায় মোড়া বোমাটা বার করে ফেলল।

অন্য লোকটি বলল, "এ কী? এটা কী? কী আছে এর ভেতরে?"

"হিরে। চব্বিশটা হিরে।"

"তোর মুণ্ডু। মনে হচ্ছে কোনও ঢেলা পুরে রেখেছে। টিপে দ্যাখ আগে।"

ব্যস। যেই না টিপে দেখা অমনি ধুন্দুমার কাণ্ড। প্রথমে দড়াম করে একটা শব্দ। তারপরই "বাবা রে, গেলুম রে" চিৎকার।

এই সময়টুকুর জন্যই অপেক্ষা করছিল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। ধোঁয়ার ভাবটা একটু কাটতেই ওরা ছুটে এল। বলল, "কী হল? কী হল ভাই? আহাহা, মরে যাই।"

"ওরে জল দে।"

"ওরে পানি দে।"

"ওরে হাওয়া কর।"

"ওরে বাতাস কর।"

দুটো লোকই তখন জগন্নাথ হয়ে বসে আছে।

বাবলু বলল, "এ কী! তোমাদের হাত কোথায় গেল?"

লোকদুটি বলল, "দেখতে পাচ্ছিস না শয়তান, কোথায় গেল। উঃ। কী যন্ত্রণা। মরে গেলুম।"

বাবলু বলল, "কোনও ভয় নেই ভাই। এমন হবে কে জানত? ওই থলির ভেতর যা ছিল তাই তো রেখে গেছি।"

"ওই থলির ভেতর বোমা ছিল? হতভাগা।"

"আরে রাগ করো না কেন ভাই? এখন বলো কোথায় পাঠাব তোমাদের, হাসপাতালে না থানায়?"

"আমরা জাহান্নমে যাব।" বলে উঠে দাঁড়াতেই বাবলু বলল, "এত সহজে এখান থেকে যাওয়া যায় না ব্রাদার। আগে বলো, ওই হিরের পেছনে তোমরা ওইভাবে ছুটছিলে কেন, আর কেনই বা ওই ভদ্রলোককে তোমরা খুন করলে?"

"তোরা কে যে তোদের সব কথা বলতে হবে?"

"না বললে এই বাগানের মাটিতে গর্ত করে পুঁতে ফেলব। জ্যান্ত কবর দেব তোমাদের।"

"প্রাণ থাকতে আমাদের মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোবে না। এখন যদি নিজেদের মঙ্গল চাস তো পথ ছাড়।"

বিলু তখন পকেট থেকে ছোরাটা বার করে একজনের পেটে ঠেকিয়ে বলল, "কথা কী করে পেট থেকে বার করতে হয়, আমরা জানি। এটা দিয়ে পেটটা চিরে দিলেই নাড়িভুঁড়ি সমেত সব কথা বেরিয়ে পড়বে হুড়হুড় করে।"

হাত-ঠুঁটো লোকদুটো দারুণ ভয় পেয়ে গেল এবার।

বাবলু বলল, "শোনো, তোমরা যত বদ লোকই হও না কেন, এই মুহূর্তে আমাদের অনুগ্রহ ছাড়া তোমাদের বাঁচবার কোনও রাস্তা নেই। আমাদের দয়ার ওপর নির্ভর তোমাদের করতেই হবে। এখনও বলো, তোমরা কারা। এবং কেন ওই ভদ্রলোককে খুন করলে?"

লোকদুটি আবার ধপ করে বসে পড়ে বলল, "সোনাভাই, যা হবার তা হয়ে গেছে। আর থানা-পুলিশের জালে আমাদের জড়িয়ো না। আমরা আমাদের কৃতকর্মের ফল হাতে হাতেই পেয়ে গেছি। আমরা বোম্বাইয়ের কুখ্যাত দস্যু ডেভিড লোদির হয়ে কাজ করি। কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলে, বিশেষ করে সোনাপট্টিতেই আমাদের কাজকারবার।"

বাবলু বলল, "বম্বের কুখ্যাত দস্যুর সঙ্গে কলকাতার সোনাপট্টির সম্পর্ক?"

"আছে। শুধু কলকাতায় নয়, সারা ভারতেই, বিশেষ করে অন্ধ্রের রাজধানী হায়দরাবাদেও আমাদের লোক আছে। তার কারণ বোম্বাই এবং হায়দরাবাদের জাভেরি মার্কেটে দুনিয়ার যত পাথর সেটিং-এর কাজ হয়। হাওড়ার ডোমজুড় থেকে কাজ শিখে এইসব সেটিং-কারিগররা ওই দূর দেশে করে খাচ্ছে। ওরা সবাই বাঙালি। হিরে-চুনি-পান্না কাচের গুলির মতো গড়াগড়ি যায় সেখানে। ওই জহুরি বাজারের চেহারা চোখে না দেখলে কল্পনাও করতে পারবে না। কিন্তু ওই কাজের দায়িত্ব এমনই যে, লোভের বশবর্তী হয়ে যদি কেউ কোনও কিছু চুরি করে পালাতে যায়, তা হলে তার আর রেহাই নেই। সমুদ্রের জলের ভেতর গিয়ে কেউ লুকোলে আমরা তাকেও সেখান থেকে টেনে বার করে আনব।"

বাবলু বলল, "তা হলে কি বলতে চাও মি. যোশি নামের এই ভদ্রলোক হিরে চুরি করে পালাচ্ছিলেন?"

"না। এইখানে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম হয়ে গেছে। এই যে ভদ্রলোক খুন হলেন, ইনি কে বা কী নাম, কিছুই জানি না আমরা। শুধুমাত্র ওঁর কাছ থেকে ওই হিরেগুলো ছিনতাই করবার নির্দেশ পেয়ে আমরা কাজে নেমেছি। আসলে বোম্বাইয়ের এক জুয়েলারির দোকানে চব্বিশটি মূল্যবান হিরে সোনার গহনায় সেটিং-এর জন্য আসে। তা ওই কাজ করবার সময় লোভের বশবর্তী হয়ে একজন কারিগর

ওগুলো চুরি করে উধাও হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরবার জন্য তার পিছনে লোক লেগে যায়। ডেভিড লোদির নির্দেশে আমরাও ওকে ধরবার জন্য কাজে লেগে পড়ি। তবে আমাদের ওপর নির্দেশ ছিল চোরকে ধরামাত্রই আমরা যেন তাকে মেরে ফেলি। এবং ওই হিরেগুলো উদ্ধার করে আসল মালিককে নয় ডেভিড লোদির হাত তুলে দিই। অর্থাৎ, চোরের ওপর বাটপাড়ি করি। তা সেই লোকটিকে তাড়া করে যখন আমরা হাঁসখালির পোলের কাছে গুলি করি, হিরেগুলো তখনই হাতে আসে আমাদের। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই অন্য এক অনুসন্ধানকারীদল এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের ওপর। তাদের সঙ্গে আমাদের রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ লেগে যায়। তখনই ওই ভদ্রলোক ওই হিরেগুলো ছিনতাই করে পালাতে গেলে আমাদের দু'জন গুণ্ডা তাড়া করে ওঁকে। এবং তার পরের ব্যাপার তো তোমরা জানো। এখন যেভাবেই হোক ওই হিরেগুলো উদ্ধার করতে না পারলে আমরা গুলি খেয়ে মরব।"

বাবলু বলল, "না, তোমরা মরবে না। যদি তোমরা ভাল হতে চাও, তা হলে আমরা তোমাদের পাশে থাকব। কেন না, শাস্তি তোমাদের যথেষ্ট হয়েছে। এ-জীবনে ইচ্ছে থাকলেও আর কোনও খারাপ কাজ করার উপায় তোমাদের নেই। এখন সত্যি করে বলো দেখি ডেভিড লোদির ডেরা কোথায়?"

"ও ফাঁকা মাঠের বেড়াল। ওর কোনও ডেরা নেই। মূলত দুবাই ও বোম্বাইতেই আড্ডা ওর।"

"বোম্বাইতে কোথায় থাকে?"

"হোটেল প্রিন্স। ফাইভ স্টারে।"

"সেটা কোথায়?"

"জুহুতে।"

"জুহু তো ওখানে অনেক। খার, বান্দ্রা, পার্লে, সান্তাক্রুজ—কোথায়?"

"আন্ধেরিতে।"

"ঠিক আছে। এখন চলো, আমরা তোমাদের হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে আসি।"

"না, না। কোনও দরকার নেই। তোমরা বরং কোনও একটা গাড়ি ঠিক করে দাও, আমরা যেখানে হোক চলে যাব। আমাদের নিজস্ব নার্সিং হোম আছে।"

বাবলু বলল, "তাই কি হয়? আমরা তোমাদের ভাল জায়গাতেই ব্যবস্থা করে দেব। আমাদেরও পরিচিত হেলথ সেন্টার আছে। হাসপাতাল, নার্সিং হোম আছে।"

ওরা ওদের সঙ্গে করে বাগানের গেটের কাছে নিয়ে এল। নামেই গেট। দু'শো বছরের ভাঙা পাঁচিলের হাঁ-মুখ একটা। যেই না সেখানে আসা, অমনি দেখল সেই একহাত-কাটা ভাঁটাটা শিম্পাঞ্জির মতো লাফাতে লাফাতে আসছে। ভাঁটা ওদের কাছে এসেই 'হিরর্ কিক্' করে হেসে গড়িয়ে পড়ল। তারপর ওই আহত দু'জনকে দেখে বলল, "এ কী রে বাবা। এ যে একেবারে জগন্নাথ। ওদিকে আমি তো একটাকে জাহান্নমে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"সে কী!"

"হ্যাঁ। এই বাগানে বোমার শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি, দুটো লোক কোত্থেকে যেন ছুটে এসে বলল—'এই ছেলেগুলো নিশ্চয়ই ওদের বিপদে ফেলেছে। অতএব আর দেরি নয়। এক্ষুনি বাড়িটা জ্বালিয়ে দিই আয়।' বলে যেই না তোর বাড়িতে পেট্রল-বোমা ছুঁড়তে যাবে, অমনি...

"অমনি, আমি ঠিক তোর বাড়ির সামনে কদমগাছের ডালে উঠে বসেছিলাম। টুপ করে ওপর থেকে নীচে একটা ফেলে দিলুম, ব্যস। কেল্লা ফতে। একজন তো পালিয়ে বাঁচল, আর একজন চিচিং-ফাঁক। যাক, আর তোর ভয় নেই রে। আমি এখন পালাই। না হলে এক্ষুনি যদি পুলিশ এসে পড়ে তো পিটিয়ে ছাল তুলে নেবে আমার।" বলেই কারও দিকে না তাকিয়ে দৌড়ে পালাল সে।

বাবলুরাও আর দেরি না করে আহত দু'জনকে স্থানীয় ছোট্ট হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে থানায় চলল খবর দিতে। যেতে যেতে বাবলু বলল, "সবই তো হল। এখন সমস্যা হল পুলিশকে আমরা সব কথাই খুলে বলেছি, শুধু চেপে গেছি হিরের ব্যাপারটা। এখন ওই লোকদুটো যদি বলে দেয়?"

বিলু বলল, "বলুক না। আমরা যে হিরেগুলো পেয়েছি তার প্রমাণ কী? ওগুলো তো আমরা নাও পেয়ে থাকতে পারি। পুলিশ কিছু বললে আমরা সেই কথাই বলব যে, ওরা আমাদের মিথ্যে সন্দেহ করছে। হিরের ব্যাপারে কিছুই জানি না আমরা।"

ভোম্বল বলল, "হ্যাঁ, আমরা বেমালুম চেপে যাব ব্যাপারটা।"

বাবলুরা থানায় খবর দিয়ে যখন পুলিশের গাড়িতে চেপে ওদের বাড়ির কাছে এল, তখন দেখল,

বোমার ঘায়ে ছিন্নভিন্ন একজন লোক ওদের বাড়ির সামনে পড়ে আছে। তাকে ঘিরে অনেক জনতার ভিড়। পুলিশ ভিড় হটিয়ে পথ পরিষ্কার করল। তারপর মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করে যখন হাসপাতালে এল সেই আহত লোকদুটিকে দেখতে, তখন দেখল সব ভোঁ ভাঁ। দুটো লোকই ম্যাজিকের মতো উবে গেছে হাসপাতাল থেকে।

॥ ৩ ॥

পরদিন সকালে মিত্তিরদের বাগানে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের জোর মিটিং বসল। ওই মিটিংয়ে ওরা ঠিক করল মি. যোশির হিরের ভাগ ওরা কেউই নেবে না। ওরা তদন্ত করে দেখে যদি বুঝতে পারে মি. যোশিই হিরেগুলোর প্রকৃত মালিক, তা হলে ওরা সব হিরেই মি. যোশির পরিবারের হাতে তুলে দেবে।

বিলু বলল, "আপাতত এই সিদ্ধান্তই থাক। পরে অবশ্য অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।"

বাবলু বলল, "সে তো বটেই। এমনও তো হতে পারে ওই লোকদুটোর আগাগোড়া স্টেটমেন্টটাই ফলস?"

"হতে পারে। তবে কথা শুনে মনে হল না ওরা মিথ্যে বলেছে বলে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "তবে বাবলুদা, হিরের লোভ কিন্তু বড় সাংঘাতিক। ওরা কিন্তু সহজে আমাদের ছাড়বে না। তার ওপর আমাদের আক্রমণে ওদের দলের একজন হত এবং দু'জন আহত। অতএব এখন কিন্তু ওরা খ্যাপা বাঘ।"

বাবলু বলল, "ঠিক। এখন আমাদের প্রত্যেককে চলায়-ফেরায় খুব সাবধানে থাকতে হবে।"

বিলু বলল, "তবে আমি বলি কী ওই হিরেগুলো পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে পেপারে একটা স্টেটমেন্ট দিলে আমরা কিন্তু ওই দুষ্টচক্রের গ্রাস থেকে রক্ষা পাব। এর পরে যা কিছু ঝামেলা তা পোহাবে পুলিশ।"

"এখন আর তারও সময় নেই। কেন না, আমাদের মারের বদলা ওরা নেবেই নেবে। অতএব যা গোপনীয় তা গোপনই থাক।"

ভোম্বল বলল, "আমাদের বম্বে যাওয়ার কী হবে তা হলে?"

"যাব। আমাদের প্রধান কাজই তো হবে এখন ওই চব্বিশটি হিরের আসল মালিককে খুঁজে বার করা। যদি বার করতে পারি, তা হলে যাদের জিনিস তাদেরই হাতে তুলে দেব। যদি না পারি তা হলে জুহু বিচে দাঁড়িয়ে সব হিরে ফেলে দেব সমুদ্রের জলে।"

"সে কী!"

"হ্যাঁ, রত্নের আকর রত্নাকর, সমুদ্রের গর্ভেই লুকনো থাকবে ওই অমূল্য সম্পদ। এখন বাচ্চু-বিচ্ছুর বাবার কাছে গিয়ে সমুমামার বোম্বাইয়ের ঠিকানাটা নিয়ে আসতে হবে। আজ তো রবিবার। এখন গেলে ওঁকে নিশ্চয়ই বাড়িতে পাব।"

বাচ্চু বলল, "হ্যাঁ, বাপি তো বাড়িতেই আছেন। তা ছাড়া আমরা দু' বোনে সব বলেছি বাপিকে। উনি শুধু এইটুকুই বলেছেন, আমরা যদি ভ্রমণের জন্য বোম্বাই যাই, তা হলে তিনি যেতে দেবেন আমাদের। আর অন্য কোনও মতলব যদি থাকে, তা হলে যথেষ্ট আপত্তি আছে ওঁর।"

বাবলু বলল, "তা হলে আর দেরি নয়। এখুনই চল, ওর বাপির সঙ্গে দেখা করে আসি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা হইহই করে বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়ির দিকে চলল। বোম্বাইয়ের আরব সাগর ওদের যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে এবার।

বাচ্চু-বিচ্ছুর বাবা তখন টিভিতে অনুষ্ঠান দেখছিলেন। ওরা যেতেই বললেন, "১১৬ আবদুল রহমান স্ট্রিট, বোম্বাই-৩। আর কী জানতে চাও বলো?"

বাবলু বলল, "আমরা অনেক কিছুই জানতে চাই। আপনি আগে টিভিটা বন্ধ করুন। তারপর বলুন কীভাবে যাব, কোথায় থাকব?"

"কবে যাচ্ছ তোমরা?"

"যেদিনের টিকিট পাব।"

"কোন গাড়িতে যেতে চাও?"

"যে গাড়িতে জায়গা পাব।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "কী মজা।"

"শোনো তা হলে, বোম্বাই যাবার ভাল গাড়ি একটাই। সেটা হল টু আপ বম্বে মেল। ভায়া নাগপুর। থ্রি আপেও যাওয়া যায়। তবে ও-গাড়িটা এলাহাবাদ হয়ে ঘুরে যায়। এ ছাড়া আছে বম্বে এক্সপ্রেস। বাজে গাড়ি। সময়ও লাগে অনেক। আর একটা ভাল গাড়ি আছে। যে-গাড়িতে অনেকেই যেতে চায়, সেটা হল গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস।"

বাবলু বলল, "আমরা ওই গাড়িতেই যাব।"

"না। ও-গাড়িতে তোমরা যাবে না। তার কারণ ওই গাড়িটা বম্বে পৌঁছয় রাত প্রায় দশটা নাগাদ। নতুন যারা বম্বে বেড়াতে যায়, তাদের পক্ষে ও-গাড়িটা ঠিক নয়। তোমরা টু আপে যাবে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "না, বাপি। আমরা গীতাঞ্জলিতেই যাব। ওই গাড়িতে চাপবার খুব শখ আমাদের।"

"ছেলেমানুষি কোরো না। যা বলি তাই শোনো।"

ওদের কথার মাঝখানেই বাচ্চু-বিচ্ছুর মা এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, "যাবে কারা? ওরা, না তুমি?"

"আরে তুমি বুঝছ না কেন? কোনও অচেনা জায়গায় দূর দেশে দিনের আলোয় ছাড়া যেতে নেই।"

"বুঝলুম। কিন্তু বম্বে ওদের কাছে অচেনা জায়গা হলেও ওরা তো সমুর কাছেই যাবে। সমু এসে নিয়ে যাবে ওদের। তা ছাড়া আমি শুনেছি রাত দশটায় ওখানে নাকি সন্ধে-রাত। দেড়টা-দুটোর আগে নাকি কেউ শুতে যায় না।"

"তা হলে যা ইচ্ছে করো।"

বাচ্চু বলল, "আমি বলি কী বাপি, তুমি সমুমামাকে একটা চিঠি লিখে দাও। যেন আমাদের জন্যে একটা ঘরের ব্যবস্থা করে রাখে আর আমাদের স্টেশন থেকে নিয়ে যায়।"

"সে তো করবই। তবু আমার মতে তোমরা টু আপেই যাও।"

বাচ্চু-বিচ্ছুর মা বললেন, "না। ওরা গীতাঞ্জলিতেই যাবে। যারা এত দেশ-দেশান্তর ঘুরে এত সব কাণ্ড করে বেড়াল, তারা সামান্য রাত দশটায় ট্রেন থেকে নেমে দিশেহারা হয়ে যাবে, এই ভয়ে তুমি কিনা তাদের বাধা দিচ্ছ ওই গাড়িতে যেতে? এত ভয় যদি তো না যেতে দিলেই পার?"

"আচ্ছা, বাবা আচ্ছা। যা করলে ভাল হয় তা ওরাই করুক। ওদের যখন অত শখ তখন গীতাঞ্জলিতেই যাক। তবে আমি হলে কিন্তু ও-গাড়িতে যেতাম না। আমি বাবা সারারাত বার্থে শুয়ে আরামে ঘুমিয়ে সকালে নামতাম। তা ঠিক আছে। ওরা টিকিট কেটে আমাকে জানালেই আমি সমুকে ট্রাঙ্ককল করব। আপাতত একটা এনভেলপ ছেড়ে দিচ্ছি।"

বাবলুরা যখন বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়িতে বসে এইসব আলোচনা করছে, ঠিক তেমন সময় ওদের বাড়ির সামনে একটি পুলিশের গাড়ি এসে থামল। ওদের পরিচিত দারোগাবাবু গাড়ি থেকে নেমে ঘরে ঢুকে বললেন, "এই যে। পাণ্ডব গোয়েন্দারা সব এখানেই রয়েছ দেখছি। একটা বিশেষ প্রয়োজনে তোমাদের কাছে এলাম।"

বাচ্চু-বিচ্ছুর বাবা বললেন, "তার আগে বলুন চা না কফি?"

দারোগাবাবু হেসে বললেন, "সেরেছে। একে তো ঘুষখোর হিসেবে পুলিশের বদনাম। তার ওপর ডিউটিতে এসে গোয়েন্দাদের সামনে চা অথবা কফি?"

বাবলু বলল, "চা কিংবা কফি, স্যার, ঘুষের পর্যায়ে পড়ে না। আপনি খেলে ওই সঙ্গে আমরাও একটু ভাগ পাই। অতএব এখন গোয়েন্দা-পুলিশ এক হয়ে যাওয়াই ভাল।"

দারোগাবাবু হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ করে গলা ফাটিয়ে হেসে বললেন, "তা হলে কফিই হোক।"

বাচ্চু আর বিচ্ছু কফি আনতে চলে গেল।

দারোগাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, যে-জন্যে এসেছিলাম। কাল গভীর রাতে আমরা ওই পলাতকদের একজনকে ধরেছি। তার মুখে শুনলাম তোমরা এমন-কিছু মূল্যবান হিরে ওই মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে পেয়েছ, যা নাকি আমাদের কাছেও চেপে গেছ।"

বাবলু বলল, "মিথ্যে কথা। আসলে ওই হিরের লোভেই ওরা খুন করে ভদ্রলোককে। তবে আহত হবার পর ভদ্রলোক যখন বুঝতে পারেন তিনি আর বাঁচবেন না, তখন পাছে ওই দুর্বৃত্তরা ওগুলো ছিনিয়ে নেয়, সেই ভয়ে তিনি সেগুলো পথেই কোথাও ফেলে দেন। সেটা এমনই এক জায়গা যা আমরাও জানি না, ওরাও জানে না।"

"সে কী!"

"ব্যাপারটা নিশ্চয়ই এইরকমই। অথচ এই দুর্বৃত্তদের ধারণা ওগুলো নাকি আমাদের কাছেই আছে। তাই ওরা মিথ্যে সন্দেহ করছে আমাদের। আর এই সন্দেহের বশবর্তী হয়েই কাল হঠাৎ আচমকা আমাদের বাড়িতে

এসে এলোপাথাড়ি বোম চার্জ করে যায়। এমনকী, একটা চিঠি দিয়েও শাসিয়ে যায়, আমরা যেন অবিলম্বে ওই হিরেগুলো ভাঙা বাড়ির মধ্যে রেখে আসি এবং এসব কথা পুলিশকে না জানাই।"

"আর সেই রাগে তোমরাও বস্তিতে গিয়ে ওই হাত-কাটা ছোঁড়াটাকে ডেকে এনে ওইরকম একটা প্যানিক করিয়ে দিলে?"

বাবলু বলল, "বিশ্বাস করুন, স্যার, এই কাজের কোনও পরিকল্পনাই আমাদের ছিল না। আমরা শুধু ওই দুষ্কৃতীগুলোকে জব্দ করবার জন্য ওর কাছে গিয়েছিলাম, ছোটখাটো একটা কিছু চাইতে। তা সে জিনিস আমরা ওর কাছেই পেয়েছি। তবে নেহাত ছোটখাটো জিনিস ও আমাদের দেয়নি। না হলে দু'-দুটো লোকের হাত একসঙ্গে উড়ে যেত না। আর পরের ওই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য আমরা দায়ী নই। অবশ্য ওই ছেলেটিকেও দায়ী করা যায় না। তার কারণ, ও যদি ওইসময় গাছের ডালে ঘাপটি মেরে বসে না থাকত, তা হলে কিন্তু পেট্রল-বোমার আঘাতে আমাদের বাড়িসুদ্ধু সবাই পুড়ে মরত।"

"বুঝলাম। কিন্তু বিকেলবেলা ওরা যখন এসে বোমাবাজিটা করে গিয়েছিল, তখন তোমরা আমাদের একবার খবর দাওনি কেন?"

বাচ্চু-বিচ্ছুর বাবা বললেন, "উচিত ছিল। কিন্তু, এবার তা হলে আমি একটা কথা আপনাদের বলি মশাই, হাজার হলেও পাণ্ডব গোয়েন্দারা ছেলেমানুষ। সকালে যখন ওইরকম একটা ঘটনা হয়ে গেল, তখন আপনাদেরও কি উচিত ছিল না এদের প্রতিরক্ষার জন্য কিছু সাদা পোশাকের পুলিশকে ওদের নজরে রাখার দায়িত্ব দেওয়া। একথা কি আপনাদের একবারও মনে আসেনি যে, শত্রুপক্ষের আক্রমণ এবার যে-কোনও দিক থেকেই হোক ওদের ওপর আসতে পারে। কেন আপনারা তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেননি?"

দারোগাবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "এটা অবশ্য আমাদের দিক থেকে খুবই একটা ভুল হয়ে গেছে বলতে পারেন। তবে ওদের একবার এক্ষুনি আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।"

বাবলু বলল, "চলুন।"

এমন সময় বাচ্চু-বিচ্ছু কফি এনে বলল, "আগে এটা খেয়ে নিন। তারপর যাবেন।"

কফি খাওয়া শেষ হলে ওরা সবাই চলল থানায়। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনে।

থানায় যেতেই দেখল এক অদ্ভুত দৃশ্য। ভূত আর বাঁদরের লড়াই ওরা কখনও দেখেনি। লকআপের ভেতরে তাই হচ্ছে। বোমায় আহত সেই হাত-ওড়া লোকটির সঙ্গে ভাঁটার তুমুল বচসা হচ্ছে। ভাঁটার তো কাঁচা মুখ। তাই যা ইচ্ছে তাই বলে চলেছে সে।

ওরা যেতেই ঝগড়া থামিয়ে গরাদের কাছে ছুটে এল ভাঁটা। বলল, "বাবলু, তোর দারোগাদাকে বলে দে, আমায় যেন এক্ষুনি ছেড়ে দেয়। সত্যি বলছি, আমাকে এইভাবে বিনা দোষে আটকে রাখলে আমি কিন্তু চরম বদলা নেব।"

দারোগাবাবু বললেন, "বিনা দোষে কী রে ব্যাটা? একজন লোককে মেরে ফেলেছিস তুই। তোকে ফাঁসিতে লটকাব আমি।"

ভাঁটা বলল, "আমাকে ফাঁসিতে লটকাবেন? তা হলে জেনে রাখুন, দাদারও দাদা আছে। আগে ভাল ব্যবস্থায় ছেড়ে দিন। না-হলে আমাকে যদি কোনও দাদা ধরে বেরোতে হয় তা হলে কিন্তু আমার কাজই হবে পুলিশ অথবা পুলিশের গাড়ি দেখলেই একটা করে ঝেড়ে দেওয়া। আমি এমনিতে খুব ভালছেলে। কিন্তু আমাকে ঘাঁটালে আমি ভাঁটা।"

বাবলু বলল, "ওকে ছেড়ে দিন স্যার। প্লিজ, ওর কিন্তু কোনও দোষ নেই।"

দারোগাবাবু বাবলুকে চোখ টিপে বললেন, "ছেড়ে ওকে দেবই। এমনি লোক-দেখানো ধরে এনেছি। কোনও কেসও দেব না। কিছুই করব না।"

"কিন্তু আপনি জানলেন কী করে যে এটা ওর কাজ?"

"যদি ওই লোকটি ধরা না পড়ত, তা হলে জানতেও পারতাম না। ওর মুখে চেহারার বর্ণনা শুনেই ধরে এনেছি ব্যাটাকে। বোমাবাজি করতে এসে নিজেদের অস্ত্রে নিজেরাই ঘায়েল হয়েছে, এটাই পুলিশ রিপোর্টে যাবে।"

ভাঁটা তখনও চেঁচাচ্ছে, "কী হল? দেরি করছেন কেন? খুলুন।"

দারোগাবাবু বললেন, "গাধার মতো চেঁচাচ্ছিস কেন? এই তো সবে এলি। এখন ঘণ্টাখানেক থাক, তারপর ছেড়ে দেব।"

"না। এক্ষুনি খুলতে হবে। মেজো দারোগা আসার আগেই। খুলুন।" ভাঁটার গলায় প্রায় ধমকের সুর।

দারোগাবাবু একজন সেপাইকে বললেন, তালা খুলে ওকে বার করে দিতে।

ভাঁটা আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। নেহাত বাবলার ব্যাপার, তাই ওইভাবে মানুষ মারার ঝুঁকি নিয়েছিলাম। না হলে ওসব কাজ আমি করি না। আমি শুধু সাপ্লাই দিই। পেটো-মেকার।"

"থাক। আর ইংরেজি ঝাড়তে হবে না। বেরো এখান থেকে।"

"ভেরি গুড স্যার।" বলে পালিয়ে বাঁচল ভাঁটা।

লক আপে বন্দি অন্য লোকটি তখন রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। ওর দুটো হাতেই ব্যান্ডেজ বাঁধা। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে বেচারি। বলল, "আমাকেও মুক্তি দিন স্যার। আমার পাপের ফল তো হাতেনাতেই পেয়েছি। আর কেন? ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। শিগগির কোনও হাসপাতালে পাঠান। আমি আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না। আমাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়ান।"

বাবলু বলল, "আমরাই তো তোমাদের হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের ওরকম দুর্মতি হল কেন? কে বলেছিল পালাতে?"

"ভুল করেছিলুম ভাই।"

দারোগাবাবু বললেন, "সত্যিই ভুল করেছ। এখন হাত দুটোর যা অবস্থা দেখছি তাতে গ্যাংগ্রিন না হয়ে যায়। তা থাক। তোমার আর-এক সঙ্গী কোথায়?"

"বলতে পারব না। তবে পুলিশের তাড়া খেয়ে সে একটা ট্রাক ম্যানেজ করে পালিয়েছে।"

"তুমি পারলে না?"

"পারলে কি এইভাবে এখানে যন্ত্রণায় ছটফট করতুম?"

"কিন্তু মিথ্যে সন্দেহ করে তোমরা এদের পিছনে লাগতে গিয়েই তো এই কাণ্ডটি ঘটালে?"

"মিথ্যে সন্দেহ? কী বলছেন স্যার? আমি এখনও বলছি ওই চব্বিশটা হিরে ওদের কাছেই আছে।"

"ওরা মিথ্যে কথা বলবার ছেলে নয়।"

লোকটি হেসে বলল, "তার আগে বলুন তো দাদা, ক'টা হিরে ভাগ পেয়েছেন ওদের কাছ থেকে?"

বাবলু বলল, "মুখ সামলে কথা বলবি। ব্যাটা চোরের চ্যালা চোর। আমরা খুব শিগগির বম্বে যাচ্ছি। ডেভিড লোদির সঙ্গে দেখা করে বলব, তোরাই ওই হিরে চুরি করে হিস্সা নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরেছিস।"

"তাই যা। শিকারির হাঁ-মুখে তোরা নিজেরাই গিয়ে ধরা দে গে যা। তবে জেনে রাখ, এতক্ষণে অপারেশন লিস্টে তোদের নাম উঠে গেছে। ডেভিডের গ্রাস থেকে তোরা বা তোদের দারোগাবাবু কেউই বাঁচবি না।"

"বাঁচা-মরা পরের কথা। তবুও জেনে রাখ, ওই হিরে আমরা পাইনি।"

"তা হলে ওই হিরে-রাখা থলিটা তোরা পেলি কোত্থেকে?"

"ওটা আমরা বাগানেই কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।"

লোকটি বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, "শুনলেন তো দারোগাবাবু, ওরা হিরে পায়নি। এতক্ষণ পরে বলছে হিরে রাখা শূন্য থলিটা ওরা কুড়িয়ে পেয়েছে।" দারোগাবাবু বললেন, "ঠিক আছে। এ-ব্যাপারে আমি তদন্ত করছি। আপাতত তোমার একটা ব্যবস্থা করি। তুমি অনেকক্ষণ ধরে কষ্ট পাচ্ছ।" বলে তিনি লোকটিকে হাসপাতালে পাঠাবার জন্য ফোন ধরলেন।

প্রায় মিনিট-পনেরোর মধ্যেই অ্যাম্বুলেন্স এসে গেল।

পুলিশ-প্রহরায় অপরাধীকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দারোগাবাবু বললেন, "তা হলে বাবলু, এখনও সময় আছে, ঠিক করে বলো। এই সব হিরে-টিরের ব্যাপারে আমার কোনও স্বার্থ নেই। শুধুমাত্র তোমাদের নিরাপত্তার জন্যই এই ব্যবস্থা। যে-মুহূর্তে ওগুলো থানায় জমা পড়বে, সেই মুহূর্তে আমি তোমাদের প্রাপ্তি স্বীকারের রসিদ দিয়ে সরকারি খরচায় কাগজে বিজ্ঞাপন দেব।"

বাবলু বলল, "না। হিরেগুলো সত্যি আমাদের কাছে নেই।"

"না থাকলেই ভাল। তবে যদি তোমরা কিছু মনে না করো তা হলে...।"

"আমাদের বাড়িগুলো একবার সার্চ করবেন, এই তো? আমার মনে হয় আপনার সন্দেহ দূর করবার এটাই উপযুক্ত ব্যবস্থা। আপনাদের মেটাল ডিটেকটর না কী যেন আছে, তাই দিয়েও পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।"

দারোগাবাবু বললেন, "শোনো, হিরেগুলো অত্যন্ত দামি। মহারাষ্ট্র সরকারও ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টকে জানিয়েছেন, এগুলোর ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকতে। তাই এখানকার প্রত্যেক থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের এই ব্যাপারে বিশেষ নজর রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এই মূল্যবান জিনিস লুকিয়ে রাখার

ব্যাপারে দুষ্কৃতীরা তোমাদের নাম বলেছে, সেহেতু এই ব্যাপারে একটা প্রকাশ্য তদন্ত তোমাদের ওপরও হওয়া দরকার। এতে তোমরাও সন্দেহ-মুক্ত হবে, আমিও বদনামের হাত থেকে বাঁচব।"

বাবলু বলল, "আমরা আপনাকে এই তদন্তের ব্যাপারে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনি আমাদের সবার বাড়িই চলুন।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছুর মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বাবলুটা ঝোঁকের মাথায় এ কী কীর্তি করে বসল? ওরা তো সবাই জানে ওই মাল বাবলুর ঘরে ড্রয়ারের মধ্যে আছে। তা হলে?

যাই হোক, পুলিশ মেটাল-ডিটেকটর ইত্যাদি যা-যা ছিল সব নিয়ে দলবল বেঁধে চলল অনুসন্ধানে। তবে ভদ্র অনুসন্ধান। হাজার হলেও পাণ্ডব গোয়েন্দাদের বাড়ি তো! সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত করে মিত্তিরদের বাগানে এল। কিন্তু না। সেখানেও কিছুর হদিস পেল না ওরা। অতএব পাণ্ডব গোয়েন্দারা সন্দেহমুক্ত হল।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার বল তো বাবলু? মালগুলো তুই তো ড্রয়ারে রেখেছিলি, গেল কোথায়?"

বাবলু হাসল। বলল, "বোকা, মাল কখনও বাড়িতে রাখে। যে হারে ওরা আমাদের পিছনে লেগেছে, তাতে হঠাৎ যদি ডাকাতি হয়ে যায়, তা হলে তো সব যাবে।"

ভোম্বল বলল, "সেইজন্যেই বুঝি তুই পুলিশকে অত জোর দিলি তদন্তের ব্যাপারে?"

"হ্যাঁ। এখন কেমন হল? আমাদের জিনিস আমাদের কাছেই রইল, উপরন্তু পুলিশের সন্দেহভাজনও হলাম না।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এবার মনের আনন্দে পুরোপুরিভাবে বোম্বাই যাত্রার আয়োজন করতে লাগল।

॥ ৪ ॥

এখন সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। তাই গাড়ি ফাঁকা। ফেয়ারলিতে যাওয়া মাত্রই গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসের থ্রি-টায়ারে ছ'টি বার্থ পেয়ে গেল ওরা।

বাচ্চু-বিচ্ছুর বাবাও ট্রাঙ্ককল করে সমুমামাকে জানিয়ে দিলেন, ওদের সকলের যাবার কথা।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আনন্দ আর ধরে না। শুধু ডেভিড লোদির আতঙ্কটা না থাকলে ওদের এবারের ভ্রমণ অত্যন্ত সুখের। কেন না, ওরা এই প্রথম এত দূরে যাচ্ছে। আরব সমুদ্রের ধারে বোম্বাই উপকূলে পৌঁছবার স্বপ্নে বিভোর সকলে। হবে নাই বা কেন? শুধু মাত্র থাকার জায়গার অভাবটি ছাড়া কী নেই বোম্বাইতে? পাহাড়, সমুদ্র, শহর, বন্দর, মন্দির, মসজিদ—সব আছে। তিন লক্ষ সাত হাজার সাতশো বাষট্টি স্কোয়ার কি মি এর আয়তন। চাট্টিখানি কথা নয়। বোম্বাই শহরের আশপাশে আছে ঘন জঙ্গল, পাহাড়, নদী, ঝরনা, গুহা এবং প্রকৃতির নয়নাভিরাম দৃশ্য। অতীতের বিদর্ভ আজকের মহারাষ্ট্র। বোম্বাই সেই মহারাষ্ট্রের রাজধানী। এখানকার অধিবাসীরা মারাঠি। যদিও নানা ভাষার, নানা দেশের নানা জাতির লোক আছে এখানে, তবুও এটা মারাঠা দেশ। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যাদব-রাজারা এখানে রাজত্ব করেন। তারপর বাহমনি বংশের সুলতানরা ২০০ বছর শাসন করার পর মারাঠা বীর শিবাজি সঙ্ঘবদ্ধ করেন মারাঠিদের। সেই মারাঠা দেশ বোম্বাইয়ের আকর্ষণ ওদের যেন চুম্বকের মতো টানতে লাগল।

নির্দিষ্ট দিনে ওরা সবাই হাওড়া স্টেশনে এসে হাজির হল। চার্টে নাম দেখে খুব খুশি হল ওরা। রেলে রিজার্ভেশনের ব্যাপার-স্যাপারগুলো এক সময় যত খারাপ ছিল এখন তত ভাল হয়েছে। অবশ্য এই ভাল ব্যাপারটা ঘটেছে শুধুমাত্র কমপিউটারাইজড হওয়ার জন্য। এখন টিকিটেই কোচ নম্বর, বার্থ নম্বর দেওয়া থাকে। কাজেই চার্ট মেলাবার জন্য কোনও হুটোপুটির ব্যাপার নেই। ওদের বগি নম্বর এস ফাইভ। ওরা সেখানেই গিয়ে দাঁড়াল। প্রথমেই নাম রয়েছে পঞ্চুর। মি. পঞ্চু (ডগ), বয়স দশ। তারপর ওদের। গাড়িতে ভিড় তেমন নেই। তাই ওরা নিজেরাই বার্থ নম্বর দেখে অনায়াসে উঠে পড়ল। কিন্তু এ কী! ওদের মুখোমুখি তিন থাকের ছ'টি বার্থ। আপার বার্থটা পঞ্চুর। তা সেখানেই বিছানা পেতে শুয়ে আছেন দিব্যি দশাসই চেহারার এক সাধুবাবা। পরনে লাল চেলি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। ব্যাপার কী!

বাবলু বলল, "কীরকম হল?"

বিলু বলল, "অত চালাকি নয়। নামিয়ে দে।"

বাবলু ওদের মালপত্তর সব গুছিয়ে রেখে ডাকল, "এ বাবা, এ তোতাবাবা, আপনার বার্থ কোথায়?"

ভোম্বল বলল, "তোতাবাবা নয়। বল, আলতাবাবা। পুরো দু'নম্বরি মাল।"

সাধুজি এবার ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, "ক্যা হুয়া?"

ভোম্বল বলল, "ক্যা নেহি হুয়া সেইটেই বলো না বাবা। এটা আমাদের রিজার্ভ করা বার্থ। এখানে ওইরকম আয়েশ করে শুয়ে থাকলে চলবে না।"

"আরে বাবা, হাম ভি তো টিকিট কাটকে উঠা গাড়িমে। টি টি বাবুকো পুছো না। উনহোনে হামকো এ বার্থ দে দিয়া। ম্যায় ডব্লু টি কা আদমি নেহি হুঁ।"

বাবলু বলল, "টি টি বাবু অন্যের বার্থ কী করে দেন আপনাকে?"

বিলু গিয়ে কোচ অ্যাটেনড্যান্টকে ডেকে আনল।

সি এ বললেন, "হ্যাঁ আমিই ওঁকে ওই বার্থ নিতে বলেছি। তার কারণ তোমাদের একটা টিকিট খুবই রহস্যময়। মি. পঞ্চু (ডগ), বয়স দশ। ব্যাপারটা ঠিক বুঝলুম না। দশ বছর বয়স হলে হাফ টিকিট হয়। কিন্তু এ তো দেখছি ফুল টিকিট।"

বাবলু বলল, "এই দেখুন মি. পঞ্চুকে। এদের এক মাস বয়স হলেও ফুল টিকিট লাগে। হাফ টিকিট নয়।"

"কিন্তু এই গাড়িতে কুকুর নিয়ে তোমরা যাবে কী করে?"

"নিজেদের দায়িত্বে। এ আমাদের পোষা এবং অত্যন্ত বাধ্য কুকুর। কাউকে কামড়াবে না। বিরক্ত করবে না। ওপরের বাঙ্কে চুপচাপ শুয়ে থাকবে। বাথরুম যাবার দরকার হলে ডাকবে, লেজ নাড়বে।"

"তা হলে তো খুবই ভাল। তা এইরকম যদি চলতে থাকে তো এরপর দেখছি কেউ তার বাড়ির পোষা গোরুটাকে পর্যন্ত থ্রি-টায়ারে চাপিয়ে নিয়ে যাবার আবদার ধরবে।"

ভোম্বল বলল, "গোরু আর কুকুর এক হল? গোরু, মোষ নিয়ে যাবার নিয়ম আলাদা। কুকুর, বেড়াল, বাঁদর এবং খাঁচার পাখিকে নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে যাওয়া যায়।"

অ্যাটেনড্যান্ট তখন সাধুজিকে বললেন, "তব ক্যা হোগা বাবা। আউর তো বার্থ হ্যায়ই নেহি মেরে পাস। আপ দুসরা ডিব্বামে যাইয়ে।"

সাধুজি বললেন, "এ মুন্নে! তুম এক কাম করো। এ বার্থ মুঝে দে দো। নেহি তো হামকো বহুত তকলিফ হো যায়ে গা।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে আমাদের পঞ্চু যাবে কী করে?"

"উসকো নীচে রাখো না বাবা। হাম তুমহারা রিজার্ভেশন চার্জ দে দুঙ্গা।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। রিজার্ভেশনের টাকা দিতে হবে না আপনাকে। আপনি ওখানেই শুয়ে যান। আমরা আমাদের পঞ্চুকে নীচেই রাখছি।"

একটা ঝামেলা অন্তত মিটল।

ওরা মুখোমুখি বার্থে গুছিয়ে বসল সকলে। পঞ্চুকে একেবারে জানলার ধারে বসিয়ে বাবলু বসল তার পাশে।

যথাসময়ে ট্রেন ছাড়ল। দুপুরের গাড়ি। তাই সন্ধে পর্যন্ত বেশ দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে। প্রথমে ঢিমেতালে। তারপর টিকিয়াপাড়া, দাশনগর ও সাঁতরাগাছি পেরোবার পর এত জোর ছুটতে লাগল গাড়িটা যে, বলবার নয়। একেবারে ঝড়ের বেগ যাকে বলে, ঠিক তাই। ওরা চুটিয়ে গল্প করতে লাগল। নতুন দেশ দেখার আনন্দে ভরপুর ওরা। তার ওপর যা-তা দেশ নয়। বোম্বাই বলে কথা।

একটু পরেই কোচ অ্যাটেনড্যান্ট এসে ওদের টিকিটগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন। সব দেখে বললেন, "এইভাবে যাত্রী গাড়িতে কুকুর নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। কুকুর নিয়ে গেলে ব্রেক ভ্যানে চাপাতে হয়।"

বাবলু বলল, "সে আমরা জানি। তবে অনেক দূরের পথ তো! ওর খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে হবে তাই।"

"বুঝলাম। কিন্তু এটা বেআইনি।"

এবার ওপাশের সাইড লোয়ারে বসে থাকা এক বাঙালি ভদ্রলোক বললেন, "খুব তো বাচ্চা ছেলে পেয়ে আইন দেখাচ্ছেন মশাই। এই যে গাড়ির ভেতরে এত ভিখারি নাগারি ফালতু ঝাড়ুদার ঢুকে বসে আছে, এরা কোন আইনে বিনা টিকিটে আপনাদের চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে শুনি? এরা তো তাল পেলেই যার যা কিছু পাবে নিয়ে কেটে পড়বে, কিন্তু এই কুকুরটা তো তা করবে না।"

অ্যাটেনড্যান্ট রেগে বললেন, "আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি না মশাই। আপনি চুপ করে থাকবেন।

আপনাদের সুবিধের জন্যই এই সব প্রোটেকশন নেওয়া হচ্ছে। আপনারা যদি মেনে নেন তা হলে আমাদের কিছু বলার নেই।"

"এটা আমরা মেনে নিচ্ছি। নিচ্ছি কেন, নিয়েছি। কিন্তু এই বেওয়ারিশ ভিখিরি বাচ্চাগুলোকে মেনে নিতে পারছি না। আপনার সাধ্যি আছে এদের নামিয়ে দেবার? গোটা কামরাময় ছুটোছুটি করছে।"

এই সময় এক অবাঙালি ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরাতেই অ্যাটেনড্যান্ট ছুটে গেলেন, "এ মিস্টার, উপর দেখিয়ে ক্যা লিখা হ্যায়।"

ভদ্রলোক দেখলেন। দেখে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "হ্যাঁ, দেখা।"

"ক্যা লিখা?"

"স্মোকিং ইজ স্ট্রিকটলি প্রহিবিটেড।"

"তব? কাহে কো পিতা, সিগারেট ফিক দিজিয়ে।"

এমন সময় জ্বলন্ত কয়লার উনুনে চায়ের কেটলি বসিয়ে একজন চা-ওলা এসে হাজির, "চা, এই চা, চা গরম।"

ভদ্রলোক বললেন, "ইধার দেখিয়ে সাব। হামারা সিগারেট ক্যা ইসসে ডেঞ্জারাস?"

বাঙালি ভদ্রলোক হেসে বললেন, "সেই কথাটা বোঝায় কে? জ্বলন্ত উনুন নিয়ে গাড়িতে উঠলে দোষ নেই। অথচ সিগারেট-বিড়ি খেলে নাকি ট্রেনে আগুন ধরে যাবে!"

"তা হলে কি বলতে চান ট্রেনে ধূমপান চলতেই থাকবে?"

"মোটেই না। ট্রেনে ধূমপানও যেমন বন্ধ হওয়া দরকার, তেমনই জ্বলন্ত উনুন নিয়েও গাড়িতে উঠতে না দেওয়া উচিত।"

অ্যাটেনড্যান্ট ভদ্রলোক রেগে টং হয়ে বললেন, "যত্ত সব যাচ্ছেতাই প্যাসেঞ্জার আজ গাড়িতে ঢুকে বসে আছে।" বলেই সেই সাধুজিকে বললেন, "আপকা টিকিট দেখাইয়ে। ঔর রিজার্ভেশন চার্জ দে দিজিয়ে।"

সাধুজি বললেন, "মেরা টিকট কাঁহা বা।"

"কাঁহা বা মানে? আপনি গীতাঞ্জলিতে চেপে হাওড়া থেকে বোম্বাই যাবেন অন্যের বার্থে শুয়ে, তায় আবার বিনা টিকিটে? নামুন। এক্ষুনি নামুন। উতরিয়ে। সাহস বলিহারি।"

সাধুজির বয়ে গেছে নামতে। তবে নামলেন না যেমন, তেমনই তাঁর ঝোলার ভেতর থেকে একটা মানিব্যাগ বার করে দুটো একশো টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বললেন, "টিকিট বনা দিজিয়ে সাহাব। উইথ পেনালটি।"

বাঙালি ভদ্রলোক নিজের সিটে বসেই সেই অবাঙালি ভদ্রলোককে বললেন, "দেখেছেন কারবার। হাতে রিস্টওয়াচ। মানিব্যাগ-ভর্তি টাকা। তার ওপরে বিনা টিকিটের যাত্রী। এরা নাকি সাধু।"

সাধুজি আড়চোখে একবার দেখলেন সবাইকে। তারপর টিকিট হয়ে গেলে ঝোলার ভেতর থেকে একটা ট্রানজিস্টার বার করে হিন্দি গানের অনুষ্ঠান শুনতে লাগলেন।

সাধুর কীর্তি দেখে মুখ টিপে-টিপে হাসতে লাগল সকলে।

ভোম্বলটা তো এমনিতেই একটু দুষ্টু, তাই তালে তাল দিয়ে বলল, "ঠিক আছে দাদা, চলিয়ে যান।"

বাচ্চু বলল, "দাদা কাকে বলছ? সাধুবাবা তো?"

ট্রেন এসে খড়গপুরে থামল। এখানে চা খাবার পালা। কিছু লোকও উঠল গাড়িতে। তারপর আবার চলতে লাগল ট্রেন। এবার টাটানগর। তারপর আরও লম্বা সফর। সারাদিন সারারাত ধরে শুধু হু হু করে ছোটা।

রাত ন'টা নাগাদ ট্রেন রাউরকেলায় পৌঁছল। এখানেই খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই শোবার ব্যবস্থা করতে লাগল। ঝকঝকে তকতকে বগি। গদি-মোড়া সিট। বেশ আরামেই শোওয়া যাবে।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের খাবারের তালিকাটা বরাবরই প্রায় একই রকম। তবে এবার একটু ব্যতিক্রম হয়েছে। লুচির বদলে এবার হয়েছে বিরিয়ানি। সেইসঙ্গে মুরগির মাংস আর বড়-বড় তালশাঁস সন্দেশ।

সাধুজি ওপরে বসে মেওয়া খাচ্ছিলেন আর লোলুপ দৃষ্টিতে ওদের খাবারের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

তাই দেখে বাবলু বলল, "চলে গা নাকি বাবা?"

"নেহি বাবা। নেহি চলে গা। তুম সব খাও।"

বিলু বলল, "কেন? চলবে না কেন? এগুলো অখাদ্য নাকি?"

"মোরগা হামে নেহি খাতা।"

ওদিক থেকে সেই বাঙালি ভদ্রলোক বললেন, "আরে, ওসব ঘরের ব্যাপার। গাড়িতে দোষ আছে নাকি? ছোট ছেলে সব, বলছে যখন এত করে তখন খান না?"

সাধুজি এবার একটু ভেবেচিন্তে যেন নিতান্তই অনিচ্ছুক এমন ভাব দেখিয়ে বললেন, "তবে দে দো থোড়া কমতি করকে।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। কমতি করেই দেব। বেশি পাব কোথায় বাবা? যা আছে তাই একটু ভাগ করে খাওয়া যাক।"

পঞ্চু এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। এবার সিট থেকে নেমে মেঝেয় বসে লেজ নাড়তে লাগল। বাবলু ওকে ওর ভাগটা দিয়ে দিতেই চেটেপুটে সাফ।

বাবলুরাও খাওয়া শুরু করল। সে কী দারুণ ভোজ।

রাউরকেলা ছেড়ে ট্রেন ছুটে চলল ঝাড়সুগড়ার পথে।

বাবলুরা বার্থ তুলে নিয়ে শুয়ে পড়ল যে-যার।

দ্রুতগামী ট্রেনে থ্রি-টায়ারে শুয়ে রাত-জার্নির চেয়ে স্বপ্নময় ভ্রমণ আর কি কিছু আছে? তাই ট্রেনের দোলায় দুলতে-দুলতে সবার চোখেই ঘুম এসে গেল।

রাত তখন কত তা কে জানে? হঠাৎ একটা বিকট চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল সকলের। কোনও গাধার গায়ে যদি ঘা থাকে আর সেই ঘায়ের ওপর কেউ যদি গরম জল ঢেলে দেয়, তা হলে সে যেভাবে চেঁচায়, ঠিক সেই ভাবে কে যেন চেঁচাতে লাগল।

বাবলুরা যে-যার নেমে পড়ল বার্থ থেকে। আশপাশের লোকেরা হইহই করে ছুটে এল সকালে। এসে দেখে, সে এক অদ্ভুত কাণ্ড!

সাধুজি কখন চুপিচুপি বার্থ থেকে নেমে এসে বার্থের নীচে রাখা বাবলুদের ব্যাগ টানতে গিয়েই কাল করেছেন। পঞ্চু ছিল নীচে শুয়ে। সে ঘ্যাক করে এমন জোরে কামড়ে ধরেছে সেই হাতখানা যে, সাধুজি প্রাণপণ চেষ্টা করেও সে হাত ছাড়াতে পারছেন না। মাঝখান থেকে একটা অমানুষিক চিৎকার করছেন, "বাঁচাও, বাঁচাও। কুত্তা কাট দিয়া মুঝে। বাঁচাও।"

বাবলু বলল, "পঞ্চু ছেড়ে দে।"

বাবলু বলতেই ছেড়ে দিল পঞ্চু।

সাধুজি এবার রাগে ধেইধেই করে নাচতে লাগলেন, "আভি আভি আভি তুম সব ট্রেন সে নিকালো। চেন পুলিং করেঙ্গে হাম। সবকো উতার দুঙ্গা।"

অন্যান্য সহযাত্রীরা বলল, "ব্যাপারটা কী! কুকুর কামড়াল কেন?"

বাবলু বলল, "কেন আবার? এই দেখুন কাণ্ডখানা। বার্থের তলা থেকে আমাদের ব্যাগ টানতে গিয়েছিলেন, তাতেই এই অবস্থা।"

সাধুজি বললেন, "নেহি। হাম চপ্পল ঢুঁড় রহা থা।"

সেই বাঙালি ভদ্রলোক বললেন, "চপ্পল তো তুমি শোবার সময় মাথার কাছেই নিয়ে শুয়েছিলে বাবা। তা বার্থের নীচের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী? বিনা টিকিটে গাড়িতে উঠে যাদের দয়ায় বার্থ পেলে, যাদের খেলে, রাতদুপুরে তাদেরই জিনিস চুরি করতে লজ্জা করল না? এখন আবার চোখ রাঙিয়ে বলছ, তাদের তুমি গাড়ি থেকে নামিয়ে দেবে?"

"জরুর দেঙ্গে।"

ট্রেনে আরও যে-সব যাত্রী ছিল তারা সবাই সাধুর বিপক্ষে গেল। এবং আগেকার কোচ অ্যাটেনড্যান্টকে দোষারোপ করতে লাগল এই ধরনের লোককে ট্রেনে ঢুকতে দিয়েছিলেন বলে।

বাবলু বলল, "সে ভদ্রলোককে দোষারোপ করে তো কোনও লাভ নেই। আসলে সাধু-সন্ন্যাসী দেখলে সবাই একটু সমীহ করে থাকেন। তিনিও তাই সরল বিশ্বাসে ওঁকে গাড়িতে উঠতে অনুমতি দিয়েছেন এবং আমরাও আমাদের বার্থ ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু তারপরে যে মাঝরাতে এই কাণ্ড হবে তা কে জানত?"

যাত্রীরা বলল, "সত্যিই তো। ভাগ্যিস কুকুরটা ছিল। নইলে গাড়িসুদ্ধু লোকের কার কী মাল যে হাপিস করত ও তা কে জানে?"

বাঙালি ভদ্রলোক রেগে বললেন, "ওর সাধুগিরি আমি দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। দেখি দাদা, কেউ একটা দেশলাই দিন তো আমাকে। ওর জটায় আমি আগুন ধরিয়ে দেব।"

আর একজন বললেন, "দূর মশাই। ওর জটায় আগুন ধরাতে গিয়ে শেষকালে ট্রেনসুদ্ধু লোককে পুড়িয়ে

মারবেন নাকি? গাড়িতে আগুন লেগে যাবে যে! তার চেয়ে প্রহারেণ ধনঞ্জয় কাকে বলে দেখুন।" বলেই এক রদ্দা কষিয়ে দিলেন সাধুর ঘাড়ে।

একজন ভদ্রলোক যা-তা বলে যেই না সাধুর জটা ধরে টান দিয়েছেন অমনি সে কী কেলেংকারি। জটা গেল উপড়ে আর বিরাট একটা টাক বেরিয়ে পড়ল।

চারদিকে তখন ধর-ধর মার-মার রব। সবাই বলল, "এ ব্যাটা তো সাধু নয়। এ তো চোর। মার ব্যাটাকে।"

কেউ ডাকল, "পুলিশ। পুলিশ।"

কেউ বলল, "পাকড়ো বদমাশ কো।"

নকল সাধু তখন ভয়ানক রেগে ঝোলাটা কাঁধে নিয়েই তার ভেতরে হাতড়াতে লাগলেন।

বাবলু হেসে বলল, "আপনি যা খুঁজছেন তা ওখানে নেই দাদা। সে মাল এখন আমার হাতে। অনেক আগেই ঝোলা হাতড়ে সরিয়ে রেখেছি আমি।"

নকল সাধু তখন রাগে ফুঁসতে লাগলেন। আর বাবলু একটা রিভলভার হাতে নিয়ে দোলাতে লাগল।

নকল সাধু বললেন, "ও মুঝে দে দো।"

বাবলু বলল, "উঁহু। এটা এখন রেল-পুলিশের প্রাপ্য।"

বাবলুর হাতে রিভলভার দেখে সবাই শিউরে উঠেছে।

ততক্ষণে আর পি এফ এসে গেছে কয়েকজন। কিন্তু এলে কী হবে? সবাই মিলে তখন আড়ং ধোলাই দিতে শুরু করেছে নকলবাবাকে। একে তো চুরি করতে আসার জন্যে রেগে ছিল সকলেই। তার ওপর রিভলভার দেখেই মাথায় খুন চড়ে গেল সকলের। কাজেই মেরে একেবারে আধমরা করে দিল।

বাবলু হাসতে হাসতে বলল লোকটিকে, "আপনার মতো মাথামোটা লোককে কেন যে আমাদের পিছনে গোয়েন্দাগিরি করতে পাঠিয়ে দিয়েছে আপনার বস, তা ভেবে পাচ্ছি না।"

লোকটি ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল বাবলুর দিকে।

বাবলু বলল, "ওভাবে তাকিয়ে কোনও লাভ হবে না ব্রাদার। যে-মাল খোঁজার জন্য তুমি ব্যাগ টানছিলে, সে-মাল আমি অন্য জায়গায় সরিয়ে রেখেছি। পুলিশও হতাশ হয়ে ফিরে গেছে। তুমি কোন ছার।"

লোকটি ভীষণ রেগে বলল, "ক্যা বোলতা?"

"আরে বন্ধু, ওই জিনিস নিয়ে কেউ রাস্তায় বেরোয়?"

অন্যান্য যাত্রী এইসব কথোপকথনের কোনও অর্থই বুঝতে না পেরে বলল, "কী ব্যাপার ভাই? কী জিনিস?"

বাবলু বলল, "ব্যাপার কিছুই নয়। আমাদের বাড়ির কাছে বোম্বাইয়ের এক ভদ্রলোক খুন হন। মৃত্যুর আগে তিনি কয়েকটি মূল্যবান জিনিস আমাদের হাতে দিয়ে যান তাঁর পরিবারবর্গের হাতে তুলে দেবার জন্য। তা সেটা আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্য একটি বিশেষ দল অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আমার বাড়ির সামনে বোমা ফাটিয়েছে। আমাদের প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু সুবিধে করে উঠতে পারেনি। যতবার আমাদের ঠেকাতে গেছে ততবারই মার খেয়েছে। এখন বোম্বাই বেড়াতে যাচ্ছি খবর পেয়েই অমনি এসে পিছু নিয়েছে আমাদের। দেখছেন না কেমন সাধু সেজে চুপটি করে বসে ছিল। আমি বুঝতে পেরেই ও যখন বাথরুমে যায় তখন ওর ঝোলা হাতড়ে রিভলভারটা বার করে নিয়েছি।"

গাড়ি তখন বিলাসপুরে থেমেছে।

ছদ্মবেশী শয়তানটার হাতে হাতকড়ি দিয়ে আর পি এফরা টেনে নামাল তাকে গাড়ি থেকে। এরপর গার্ড চেকার সবাই এসে নানারকম ফিরিস্তি লিখে অন্যান্য প্যাসেঞ্জারদের সই-সাবুদ করিয়ে সেই কাগজটা রেল-পুলিশকে দিল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বিলম্বের পর ছাড়ল ট্রেন। ওরা আর বৃথা বাক্যব্যয় না করে যে-যার বার্থে আরামে শুয়ে পড়ল। রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে ছুটে চলল গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস।

পরদিন দুপুর দুটো-আড়াইটে নাগাদ ট্রেন ভুসাওয়াল জংশনে থামল। ইতিমধ্যে গাড়িতেই ওরা দুপুরের খাওয়া সেরে নিয়েছে।

বাবলু বলল, "আমাদের মালপত্তরগুলো সব গুছিয়ে হাতের কাছে রাখ।"

বিলু বলল, "এখন কী? বম্বে পৌঁছব তো রাত দশটায়।"

"যা বলি তাই কর। আমি প্লাটফর্মে নেমে পায়চারি করছি। যেই তোদের ইশারা করব অমনি তোরা নেমে পড়বি। গাড়ি ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে।"

ভোম্বল ভয়ে ভয়ে বলল, "কেন রে?"

"পরে বলব।"

বাবলু ওদের তৈরি হতে বলে প্লাটফর্মে নেমে পায়চারি করতে লাগল। তারপর গ্রিন সিগন্যাল দেখেই ইশারা করল ওদের। ট্রেন নড়ে ওঠার আগে ওরা সবাই নেমে পড়ল।

গাড়ি চলে গেলে সবাই নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল প্লাটফর্মে।

বাবলু বলল, "কী রে, মন খারাপ হয়ে গেল নাকি?"

বাচ্চু বলল, "তুমি এ-গাড়ি ছেড়ে দিলে কেন বাবলুদা?"

বাবলু হেসে বলল, "কী হবে এই গাড়িতে গিয়ে রাতদুপুরে পৌঁছে?"

"সে কী! তা হলে এ-গাড়িতে এলে কেন? বাপি তো বলেছিলেন বম্বে মেলে আসতে। তা ছাড়া সমুমামাকে তার করা আছে। সে বেচারি হয়তো রাতদুপুরে স্টেশনে এসে ফিরে যাবে।"

বাবলু বলল, "তার আগেই ফোন করে আমরা তাকে আসতে বারণ করে দেব।"

ভোম্বল বলল, "তা না হয় দিবি। কিন্তু এখানে নামার কারণটা কী?"

বাবলু বলল, "কারণটা এখনও বুঝতে পারছিস না? আমরা এক ভয়ংকর চক্রান্তের জালে জড়িয়ে পড়েছি। আমাদের পিছনে রীতিমতো লোক লেগে গেছে। এই নকল সাধুর কথাই ভেবে দ্যাখ। তোরা কি কেউ ভাবতে পেরেছিলি লোকটা রাতদুপুরে ওইরকম একটা কাণ্ড করে বসবে বলে? আমি কিন্তু হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে উঠেই যে মুহূর্তে ওই মহাপুরুষকে আমাদের বার্থে ন্যাকা-বোকার মতো শুয়ে থাকতে দেখেছি, তখন থেকেই সন্দেহ করেছি। তাই ও মাংস খেয়ে মুখ-হাত ধোবার জন্য বাথরুমে গেলে ওর ঝোলা হাতড়ে ওই মাল বার করে নিয়েছি আমি। আমরা তো অন্য সময় ব্যাগ-স্যাগগুলো আমাদের মাথার কাছে রাখি। এবারে ইচ্ছে করেই ওকে দেখিয়ে ওগুলো সিটের তলায় রেখেছি এবং পঞ্চুকেও শুইয়ে রেখেছি ব্যাগের পাশে। জানি, রাতদুপুরে ওগুলো টানাটানি করার মতো ভুল ও করবেই। করেওছে। এখন তা হলে চিন্তা কর, বম্বের মতো অজানা শহরে রাতদুপুরে আমরা নামলে কী অবস্থাটা করবে ওরা আমাদের। আমাদের কেটে ফেললেও ওই হিরে তো ওরা বার করতে পারবে না। মাঝখান থেকে একটা খারাপ ব্যাপার হয়ে যাবে। সেইসঙ্গে হিরের আসল মালিকও বঞ্চিত হবেন তাঁর প্রাপ্য থেকে।"

বিলু বলল, "এখন তা হলে কী করব আমরা?"

"দ্যাখ না কী করি। আমি তোদের এমন এক জায়গায় নিয়ে যাব, যেখানে গেলে আর তোদের অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছেই করবে না।"

ভোম্বল বলল, "সত্যি!"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "কোথায় গো বাবলুদা?"

"আয় আমার সঙ্গে।"

ততক্ষণে একজন প্লাটফর্ম-চেকার এসে দাঁড়িয়েছেন ওদের সামনে, "টিকিট দেখাইয়ে।"

বাবলু টিকিট দেখিয়ে বলল, "একটু ব্রেক জার্নি লিখে দিন তো, প্লিজ।"

টি টি বাবু খসখস করে ব্রেক জার্নি লিখে দিলেন।

বাবলু বলল, "এখন জলগাঁও যাবার ট্রেন পাওয়া যাবে?"

"হাঁ, হাঁ। এক ঘণ্টে কা বাদ মিলেগা। লেকিন তুম এক কাম করো, ওভারব্রিজ পার হো কর বাস টার্মিনাস মে চলা যাও। হুঁয়া জলগাঁও যানেকা বহোত বাস মিলেগা। টাইম ভি কমতি লাগেগা।"

বাবলুরা টিকিটের পিছনে ব্রেক জার্নি লিখিয়ে নিয়ে ওভারব্রিজ পার হয়ে স্টেশনের বাইরে এল। বাইরে বিরাট বাসস্ট্যান্ড। বিভিন্ন জায়গার অনেক বাস দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। একটি বাসের কন্ডাক্টর তখন চেঁচাচ্ছে, "জলগাঁও, জলগাঁও। জলগাঁও যানে বালে কোঈ হ্যায়?"

বাবলুরা হইহই করে ছুটে গেল।

একেবারে ফাঁকা বাস। কিন্তু বিপত্তি হল পঞ্চুকে নিয়ে। কন্ডাক্টর কিছুতেই গাড়িতে উঠতে দেবে না পঞ্চুকে। বাবলুরা যতই অনুনয় বিনয় করে, সে ততই বলে, "ইয়ে কভি নেহি হো সকতা। হিঁয়াকা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বহোত স্ট্রং। রিপোর্ট হো যায়েগা তো নোকরি চলা যায়গা হামারা।"

এমন সময় একজন এ-দেশীয় লোক খানকয়েক মুরগি নিয়ে উঠে পড়ল বাসের ভেতর।

বাবলু বলল, "এবার কী হল? তোমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবার কোথায় রইল বাবা?"

কন্ডাক্টর ছুটে গেল এবার লোকটির দিকে, "এ! উতরো। আভি উতরো। মোরগা নেহি যায়েগা।"

লোকটি ড্রাইভারকে বলল, "আরে এ শ্যামলাল ভাই, তুমহারা পার্টনার গুল্লুকো জেরা সমঝাও তো। উসকো নোকরি তো খতম হোগা-ই নেহি, আউর সাসপেন্ড ভি নেহি হোগা। এ গুল্লু যো দিন কামপর আয়েগা বহি দিন ঝামেলা লাগায় গা।"

ড্রাইভার গুল্লুকে বলল, "আরে আদমি তো জায়দা নেহি। লে লো সবকো।"

কন্ডাক্টর বলল, "ঠিক হ্যায়, উঠো। লেকিন জলগাঁওসে থোড়া আগাড়ি উতার যানা।"

বাবলু বলল, "সে ঠিক আছে। স্ট্যান্ডে ঢোকবার আগে একটু থামিয়ে দেবে, আমরা নেমে পড়ব। না হলে এই কুকুরটাকে কলকাতা থেকে এত দূরে টেনে এনে এখানে তো ছেড়ে দিয়ে যেতে পারি না।"

বাস ছাড়ল। মহারাষ্ট্র গভর্নমেন্টের স্টেট বাস ভীষণ গর্জনে প্রশস্ত রাজপথের ওপর দিয়ে ছুটে চলল উল্কার বেগে। বাবলুরা ছাড়া বাসে যাত্রী ছিল মাত্র পাঁচজন। ওদের নিয়ে দশ।

কন্ডাক্টর এসে টিকিট করল সকলের। বাবলু টাকা দিলেও পঞ্চুর ভাড়া নিল না। বলল, "উসকো নেহি লাগেগা।"

প্রায় ঘণ্টাখানেক যাবার পর একটি সুসজ্জিত সুন্দর শহরে ঢুকে পড়ল ওরা। এক সময় বাসের গতিও মন্থর হয়ে গেল। বিভিন্ন দোকানের সাইনবোর্ড দেখে ওরা বুঝল জলগাঁও এসে গেছে। এক জায়গায় বাস থামল।

কন্ডাক্টর বলল, "তুম সব হিঁয়া উতার যাও। জলগাঁও আ গিয়া। জলদি করো।"

বাবলুরা পঞ্চুসহ হুড়মুড় করে নেমে পড়ল।

ওদের বাস থেকে নামতে দেখে একটি অটো রিকশা এসে থামল ওদের পাশে, "ক্যা ভাইসাব! কাঁহা যানা হ্যায়?"

বাবলু বলল, "ভাই, এখানে থাকার কী ব্যবস্থা আছে? কোনও হোটেল বা লজ?"

"ক্যা? ম্যায় নেহি সমঝা।"

"লজ মে লে চলো।"

"আভি সমঝা" বলে ওদের অটোয় তুলে প্রশস্ত রাজপথে ধরে এগিয়ে চলল।

পথে যেতে যেতে একটি পার্কে মহারাষ্ট্র-নায়ক শিবাজির এক বিশাল মূর্তি ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ওরা এ-পথ সে-পথ ঘুরে একেবারে রেলস্টেশনের সামনে চলে এল।

বাবলু বলল, "আরে, আমাদের স্টেশনে কে আনতে বলল? আমরা তো বললুম একটা লজে নিয়ে চলো আমাদের।"

একজন বয়স্ক লোক এবার এগিয়ে এলেন ওদের দিকে। তারপর হাসিমুখে বললেন, "হিঁয়া পর হোটেল, লজ সব কুছ মিলেগা। ও দেখো পথিকাশ্রম। উধার চলা যাও। রুম মিল যায়েগা তুমকো।"

বাবলু অটোর ভাড়া পাঁচ টাকা দিয়ে সবাইকে নিয়ে পথিকাশ্রমে গিয়ে উঠল। এখন সিজন টাইম নয়। তাই যাওয়ামাত্রই ঘর পেয়ে গেল। সব ঘরই ফাঁকা। এখানে ডরমিটরি সিসটেমে থাকার ব্যবস্থা আছে। তাই সেখানেই যা কয়েকজনকে শুয়ে-বসে থাকতে দেখা গেল।

বাবলুরা একদিনের জন্য ঘর বুক করে ঘরে মালপত্তর রেখে আগে স্নানপর্বটা চুকিয়ে নিল। তারপর সবাই মিলে চলল দলবেঁধে জলগাঁও শহরটিকে ঘুরে দেখতে। কী চমৎকার ছবির মতো শহর। সামনেই গণেশ-চতুর্থী। মহারাষ্ট্রের জাতীয় উৎসব। তাই দোকানে-দোকানে ছোট-বড় নানা আকারের অপূর্ব শিল্পকলামণ্ডিত গণেশ-মূর্তি বিক্রি হচ্ছে দেখল। ওরা পায়ে হেঁটেই জলগাঁও শহরটাকে চষে ফেলল প্রায়। এর পর বাসস্ট্যান্ডে এসে বাবলু এনকোয়ারিতে গিয়ে ওর যা জানবার তা জেনে নিল। শুধু তাই নয়, একটা দোকানে ঢুকে জলগাঁওয়ের বিখ্যাত প্যাঁড়া খেতে বসল সকলে। এক কাপ করে চা-ও খেয়ে নিল। তারপর সন্ধে পর্যন্ত ঘুরে আবার ফিরে এল পথিকাশ্রমে।

ঘরের দরজা বন্ধ করে সবাই বিছানায় গুছিয়ে বসলে বাবলু বলল, "তোরা খুব অবাক হয়ে যাচ্ছিস, না? আমার ব্যাপার-স্যাপার দেখে?"

বিলু বলল, "তা তো হচ্ছিই।"

বাবলু বলল, "গীতাঞ্জলি কিন্তু এখনও ছুটছে। এক-ঘণ্টা লেট গাড়ি। রাত এগারোটার আগে পৌঁছবে না। অথচ আমরা কেমন টুক করে এখানে নেমে পড়ে দিব্যি রেস্ট নিচ্ছি। আর আমাদের শত্রুরা চারদিকে ফাঁদ পেতে যখন দেখবে মাঝপথে পাখি ফুড়ুত, তখন রাগে মাথার চুল ছিঁড়বে। আমরা কোথায় গেলাম, কী করলাম, কিছুই ওরা টের পাবে না। শুধু হায় হায় করবে।"

ভোম্বল বলল, "এর পরে যখন যাব, তখন?"

"আমরা কবে যাব, কখন যাব, সে ওরা জানবে কী করে? আমাদের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু ডেভিডের বদলা নেওয়া নয়, বা তাকে জব্দ করতে যাওয়া নয়। কেন না, ওর পিছনে অযথা লাগতে গিয়ে এই দূর দেশে নিজেদের বিপদ বাড়াব না। তা ছাড়া আমাদের স্টেটের বাইরে সে যা করছে তার বিহিত সে-দেশের সরকার করুক।"

বিলু বলল, "কিন্তু সে-দেশ যখন ভারতে, তখন আমাদেরও তো একটা ভূমিকা আছে।"

"নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আমাদের কাজ হল অপরাধীকে খুঁজে বার করে সরকারের হাতে তুলে দেওয়া। কিন্তু যে শয়তান প্রকাশ্যে গভর্নমেন্টের চোখের সামনে একটার পর একটা অন্যায় করে যাচ্ছে, আমরা তার কী করতে পারি? কাজেই ওকে নিয়ে মাথাব্যথা সরকারই করুক। আমরা শুধু বরিভলিতে গিয়ে তদন্ত করে মি. যোশির ফ্যামিলির সঙ্গে দেখা করব। তারপর বুঝলে, ওদের জিনিস ওদের হাতেই ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব। না হলে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসব।"

ভোম্বল বলল, "কী করে দিবি? তুই তো ওগুলো আনিসইনি সঙ্গে।"

"নাই বা আনলাম। যাদের জিনিস তারা আমাদের বাড়ি থেকে গিয়ে নিয়ে আসবে। আমরা কেন ঝুঁকি নিতে যাব? ওইসব দামি জিনিস নিয়ে বেরোলে রাস্তাঘাটে কেউ যদি ছিনিয়ে নেয়, তখন?"

বিলু বলল, "না। তোর এ-যুক্তিটা মন্দ নয়। ওগুলো সঙ্গে না এনে ভালই করেছিস। কিন্তু এখন আমরা যাব কোথায়? এত জায়গা থাকতে এখানেই বা এলি কেন?"

বাবলু বলল, "কেন এলাম? কাল সকালেই তা বুঝতে পারবি। দেখবি, আমরা এক স্বপ্নের দেশে চলে যাব কাল সকালে। সে এমন এক জায়গা যেখানে গেলে তোদের আর অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছে করবে না। যেখানে গেলে তোরা আমাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরবি। বম্বের পথে একই টিকিটে একটা নতুন জায়গাও দেখা হবে, উপরন্তু একটু নিরাপদও হলাম।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "বলো না বাবলুদা, কোথায় সে জায়গা! তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে?"

"কাল সকালে আমরা সবাই অজন্তা দেখতে যাব।"

"অজন্তা!"

নামটা শোনামাত্রই তুড়িলাফ খেয়ে উঠল সকলে, "অজন্তা! ইলোরা! বলিস কী রে! সেটা এখানে?"

"হ্যাঁ, ইলোরা দেখতে গেলে মানমাদে আর অজন্তার জন্য জলগাঁওতে নামতে হয়। আমরা অবশ্য দুটোই দেখব। যাক, তোরা বোস। আমি ততক্ষণ অফিসঘরে গিয়ে বম্বেতে সমুমামাকে একটা ফোন করে স্টেশনে আসতে বারণ করে দিই।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "আমরাও যাব তোমার সঙ্গে। মামার সঙ্গে আমরাও একটু ফোনে কথা বলব।"

বাবলু ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে ওর নোটবুক বার করে ফোন নম্বরটা এগিয়ে দিতেই ম্যানেজার ডায়াল করে লাইন ধরিয়ে দিলেন। বাবলু ফোন ধরে ও-দিক থেকে উত্তর পেতেই বলল, "হ্যাঁ, সমুমামা! আমি বাবলু বলছি। আপনি নিশ্চয়ই বাচ্চু-বিচ্ছুদের মুখে আমার নাম শুনেছেন?"

"তা তো শুনেছি। পাণ্ডব দি গ্রেট। তা তোমরা এখন কোথা থেকে ফোন করছ? কোন গাড়িতে এলে? গীতাঞ্জলির তো এখন ভি টি-তে আসার সময় নয়?"

"আপনি ঠিকই ধরেছেন। তবে আমরা জলগাঁওতে একটা হোটেলে এসে উঠেছি। কাল সকালে অজন্তা দেখে ইলোরা দেখতে যাব। দু'-একটা দিন এদিকে কাটিয়ে তারপরে বম্বে যাব আমরা। আজ আর আপনাকে কষ্ট করে স্টেশনে আসতে হবে না।"

"খুব ভাল কথা। একবার বাচ্চুকে দাও তো।"

বাচ্চু এবার বাবলুর হাত থেকে রিসিভারটা নিয়ে কথা বলল, "তা হলে মামা, সব শুনলে তো? আমরা দু' একটা দিন পরেই যাচ্ছি।"

"বেশ তো! তবে হ্যাঁ, যেদিনই আসো না কেন, স্টেশনে নেমে নিজেরা আসতে যাবে না। ওখান থেকেই পাবলিক টেলিফোনে আমাকে রিং করবে। আমি গিয়ে নিয়ে আসব।"

"ও কে।" ফোন নামিয়ে রাখল বাচ্চু।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে গল্পগুজব করে নীচের পাঞ্জাবি হোটেলে খাওয়াদাওয়ার পর রাত দশটা নাগাদ শুয়ে পড়ল ওরা।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই স্নানপর্ব শেষ করে নিল ওরা। মাঝরাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল। তাই গুমোটের ভাবটা একদম নেই। শরতের এই সকাল এখন মেঘমুক্ত উজ্জ্বল নীল। কী অপরূপ। ওরা একেবারে তৈরি হয়ে মালপত্তর নিয়ে হোটেল ছেড়ে বাইরে এল। তারপর স্টেশনের কাছ থেকে একটা অটো নিয়ে চলে এল বাসস্ট্যান্ডে।

অজন্তার বাস তখনও আসেনি। তাই ওরা একটি দোকানে বসে চা-পাউরুটি খেয়ে নিল। এখানকার প্যাঁড়া অত্যন্ত লোভনীয়। সেই প্যাঁড়াও কিনে নিল কেজিখানেক। তারপর সামান্য একটু সময় পায়চারি করার পরেই এসে গেল ঔরঙ্গাবাদের বাস। এই বাসই অজন্তা যাবে।

এ-বাসেও ভিড় নেই। আসলে একেবারে পুজোর মুখ এবং মাসের শেষ বলেই বুঝি এইরকম। বাবলুরা যে-যার মনের মতো সিট পছন্দ করে বসে পড়ল। পঞ্চুও একফাঁকে সুট করে ঢুকে পড়ল সিটের তলায়।

খানিক বাদে কন্ডাক্টর এসে টিকিট কেটে ঘন্টি দিতেই বাস ছুটে চলল অজন্তার পথে। বেশ খানিকটা সমতলে যাওয়ার পর বাস ঢুকে পড়ল পার্বত্য এলাকায়। সে কী অপূর্ব দৃশ্যাবলী। শোঁ-শোঁ শব্দে ছুটছে বাস। পাহাড়ের গায়ে বাঁক নিচ্ছে আর ওরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে অজন্তার সেই অপূর্ব স্থাপত্য ও শিল্পকলার সম্মুখীন হওয়ার।

সব প্রতীক্ষারই শেষ হয়। তাই অজন্তার কাছে ফর্দাপুর গ্রাম পেরিয়ে লোনিতে এসে পৌঁছল ওরা। এই ফর্দাপুরে ডাকবাংলো আছে অজন্তা-যাত্রীদের থাকবার জন্য। আর লোনি একটি ছোট্ট গ্রাম, অজন্তা লোনি। লোনি পেরিয়ে একটি পাহাড় টপকে অজন্তা গুহার সামনে থামল বাস।

বাবলুরা হইহই করে নেমে পড়ল বাস থেকে।

তারপর যেই না সিটের তলা থেকে বেরিয়ে এসে পঞ্চু নামল অমনি সকলের সে কী হাসি।

কন্ডাক্টর বলল, "আরে, এ মহারাজ কাঁহা সে আ গিয়া?"

পঞ্চু বলল, "ভৌ-ভৌ।"

বাস ওদের নামিয়ে দিয়েই অন্য যাত্রীদের নিয়ে চলে গেল ঔরঙ্গাবাদের দিকে।

যাই হোক, প্রকৃতির এই স্বর্গরাজ্যে এসে মুগ্ধ হয়ে গেল ওরা। হবে নাই বা কেন? এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে ভুবনবিদিত। বহুদিন ধরে দেশ-বিদেশের বহু মানুষকেই আকর্ষণ করে এসেছে। রমণীয় পরিবেশ এখানকার। তাই সকলেরই মন ভরে যায়। চারদিকে উঁচু-উঁচু পাহাড়। বাঘোরা নামের একটি নদী পাহাড় থেকে নেমে এসে এখানে অশ্বক্ষুরের আকারে বাঁক নিয়েছে। এই পাহাড়গুলোকে ইন্দ্রাদি পর্বতমালা বলা হয়। এর একদিকে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, অপরদিকে তাপ্তী নদীর অববাহিকা। এরই মধ্যে অজন্তায় পাহাড়ের গা বেয়ে সাতটি জলপ্রপাত নেমে এসেছে। আগের দিন বৃষ্টি হয়ে গেছে। তাই প্রপাতে জলও খুব। এখানেই পাহাড়মালার এক অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাঁকের মুখে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টোত্তর সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে দীর্ঘ ন'শো বছর ধরে গড়ে-ওঠা অজন্তার সেই ঊনত্রিশটি গুহা। পাহাড় কেটে ধনুকের জ্যা-এর মতো তৈরি যে গুহাগুলো আজ বিশ্বের বিস্ময়।

বাবলু বলল, "এখনও গেট খুলতে দেরি আছে। সকাল ন'টা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত লেখাই আছে টাইম। ততক্ষণ সময় কাটাবার জন্য চল আমরা বাঘোরা নদীতে নেমে রঙিন পাথর কুড়োই।"

এমন সময় একজন চা-দোকানি ছুটে এসে বলল, "আরে, খোকাবাবু! পহলে এক কাপ করকে চায় তো পিও। অজন্তাকা পানি পিও।"

বাবলু বলল, "এই সময় এক কাপ করে চা পেলে অবশ্য মন্দ হয় না। বিস্কুট আছে তো?"

"কেক ভি আছে।"

"তবে কেকই দাও।"

দোকানদার একটা করে কেক এগিয়ে দিল ওদের দিকে। তারপর চা।

ওরা চা খেয়ে নেমে পড়ল নদীতে। চারদিকে উঁচু পর্বতমালা। তারই মাঝখানে খাদের মতো অংশে

বাঘোরার গৈরিক জল। এখন শরৎকাল। যখন-তখন বৃষ্টি হচ্ছে। তাই জলের রং এইরকম। ওরা মনের আনন্দে এ-পাথর থেকে ও-পাথরে, ও-পাথর থেকে সে-পাথরে লাফাতে লাগল। বাচ্চু-বিচ্ছু তো রংচঙে পাথর যেখানে যত ছিল, কুড়িয়ে নিল। আর পঞ্চু? ওর আনন্দের যেন তুলনা নেই। ও এই উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে উন্মাদের মতো ছুটোছুটি করতে লাগল। এইখান থেকেই পরিষ্কার দেখা গেল অশ্বক্ষুরাকৃতি পাহাড়ের বাঁকে অজন্তার সারিবদ্ধ গুহা। ওরা অবাক বিস্ময়ে দূর থেকে তাকিয়ে অপলকে তাই দেখতে লাগল।

বাবলু বলল, "এই যে দেখছিস অজন্তা, এ কিন্তু দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর অগোচরে ছিল। মায়ের মুখে এই অজন্তার কত গল্প যে শুনেছি তার ঠিক নেই। এই অজন্তার অনেক ফোটো আছে আমাদের অ্যালবামে।"

বিলু বলল, "শুনেছি, একদল ইংরেজ-শিকারি নাকি শিকার করতে এসে এই গুহাগুলো আবিষ্কার করেন।"

বাবলু বলল, "ঠিকই শুনেছিস।"

বাচ্চু বলল, "তোমরা তো সবাই সব-কিছু শুনেছ, কিন্তু আমরা কেউ কিছুই জানি না। একটু বলো না গো বাবলুদা।"

বাবলু অজন্তা আবিষ্কারের কাহিনী শোনাতে লাগল ওদের। বাবলু বলল, "১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে একদল ইংরেজ সৈন্য অজন্তা পাহাড়ের উলটো দিকের একটি পাহাড়ে শিবির স্থাপন করেছিল। বাইনোকুলার দিয়ে এদিক-সেদিক তাকাতে-তাকাতে হঠাৎ তাদের কয়েকজনের নজরে পড়ল বাঘোরার অপর পাড়ে পাহাড়ের গায়ে সারি-সারি খিলান আর স্তম্ভ। সেই না দেখেই তো উৎসাহী ইংরেজরা লতাগুল্ম আঁকড়ে কোনওরকমে পাহাড় বেয়ে নেমে পড়ল নদীতে। তারপর নদী পার হয়ে অজন্তার গুহা দেখেই স্তম্ভিত হয়ে গেল তারা। কিছুদিন পর লোকালয়ে ফিরে গিয়ে এই কথা বললে বিশেষ কেউ গুরুত্ব দিল না এ-ব্যাপারে। অনেক পরে অবশ্য কয়েকজন প্রকৃতিপ্রেমিক ও বিদ্যোৎসাহী ব্যাপারটা যাচাই করে দেখবার জন্য সেনাবাহিনীর লোকেদের কাছ থেকে পথঘাট জেনে নিয়ে অজন্তায় এসেছিলেন। সেটা হল ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ। তারপর তাঁরা এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক বিবরণীতে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেই প্রবন্ধ পড়ে আরও দশ বছর পরে জেমস ফার্গুসন নামে এক সাহেব এসে অজন্তা দেখে যান এবং তিনিও এই ব্যাপারে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এতদিনে টনক নড়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরদের। এবং এর পর থেকেই বারে বারে মানুষের পদচিহ্ন পড়তে থাকে এখানে।"

বিচ্ছু বলল, "এ যেন রূপকথার গল্প। কী চমৎকার।"

বাবলু বলল, "আমি তো কিছুই বললাম না তোদের। এর অনেক ইতিহাস। সে যাই হোক। এখন ন'টা বেজে গেছে। গেট খুলে গেছে নিশ্চয়ই। আমরা ঢুকে পড়ি চল।"

ওরা নদীগর্ভ থেকে উঠে এসে ঝোপড়ির ক্লোক-রুমে মাত্র এক টাকায় মালপত্তরগুলো জমা দিয়ে গুহায় প্রবেশ করার জন্য পঞ্চাশ পয়সা করে টিকিট কাটল এবং ১, ২, ১৬ ও ১৭ নং গুহায় লুপ্তপ্রায় চিত্রকলা দেখার জন্য আলোর সুবিধে পাবে বলে পাঁচ টাকা দিয়ে একটা টিকিট কাটল। এই পাঁচ টাকার টিকিট অবশ্য মাথাপিছু নয়। গ্রুপের।

যাই হোক, পাণ্ডব গোয়েন্দারা অজন্তার গুহামন্দিরে প্রবেশ করে ধন্য হয়ে গেল। শুধু ধন্য নয়, অভিভূত হল। পঞ্চু কুকুর। তারও শিল্পবোধের বুঝি তুলনা নেই। সে কী বুঝল তা কে জানে? এক-একটি গুহায় ঢুকছে আর আনন্দে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কখনও-বা ভগবান তথাগত-র সুবিশাল মূর্তির দিকে তাকিয়ে বিভোর হয়ে যাচ্ছে। সবাই সব কিছুই করছে। কিন্তু মজার ব্যাপার, এখানে একমাত্র পাণ্ডব গোয়েন্দারা ছাড়া আর কোনও ট্যুরিস্ট নেই।

ওরা ঘুরতে-ঘুরতে একটি গুহার দোতলায় উঠতেই এক মিউজিক্যাল পিলার দেখতে পেল। তাতে ঘুষি মারলেই সুর বেরোয়। পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই একটা করে ঘুষি মেরে বাজিয়ে দেখল সেই সুর।

ওখানকার মন্দিরের পরিচর্যার কাজে যিনি ছিলেন তিনি বললেন, "অ্যায়সা পিলার আউর এক থা। লেকিন ও টুট গিয়া।"

বাবলু বলল, "সে তো যাবেই। দলে-দলে যাত্রী এসে সবাই যদি আমাদের মতো বাজাতে থাকে তা হলে এর পরমায়ু আর কদ্দিন? এগুলোকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হল কাউকে হাত দিতে না দেওয়া। প্রয়োজনে আপনারা বাজিয়ে শোনাবেন।"

ওরা যখন মিউজিক্যাল পিলার দেখে দোতলা থেকে নামতে যাবে ঠিক তখনই সিঁড়ির মুখে দেখতে পেল একজনকে। ক্যামেরা হাতে চুড়িদার পরা এক সুন্দরী তরুণী দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে। ওদের দেখেই যেন কত পরিচিত এমনভাবে মিষ্টি হেসে বললেন, "আচ্ছা ভাই, ও মিউজিক্যাল পিলার কিধার হ্যায়?"

বাবলু বলল, "ওপরে। আমরা তো এইমাত্র দেখে এলাম।"

তরুণী বললেন, "তুম বাঙালি? কামস ফ্রম বেঙ্গল?"

"হ্যাঁ।" বলে বাবলুরা নিজেরা আবার যেমন ঘুরছিল তেমনই ঘুরতে লাগল।

এখন আর ওদের মাথায় সেই হিরে-চুরির বা খুনের তদন্ত খেলা করছে না। ওরা এখন অজানাকে জানার ও দেখার আনন্দে মশগুল।

এইভাবে ঘুরতে-ঘুরতে একেবারে শেষ গুহাটির কাছে গিয়ে বসে পড়ল সকলে। এখানে বসেই সঙ্গে আনা প্যাঁড়া খেয়ে ওয়াটার বটল খুলে জল খেল। সে জল শেষ হলে ঝরনার পরিশোধিত জল নিয়ে এল। কী সুস্বাদু জল। জলযোগ সেরে পাথরের চাতালেই দেহগুলো এলিয়ে দিল ওরা। এমন সময় ক্যামেরা হাতে সেই তরুণী আবার ওদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। শুধু দাঁড়ানো নয়, শাটার টিপে ফোটোও তুললেন একটা। তারপর বললেন, "এই, তুমনে সপ্তকুণ্ড দেখা? বাঘোরা কি ওয়াটার ফলস? ও কিধার হ্যায়?"

বাবলু বলল, "বাঘোরার জলপ্রপাত? এখানে তো অনেক ঝরনা। কিন্তু সপ্তকুণ্ড জলপ্রপাতের কথা শুনিনি তো।"

"নেহি শুনা? আরে ভাই, ও তো দেখনে কা চিজ হ্যায়।"

বাবলু লাফিয়ে উঠল, "সত্যি নাকি?" কিন্তু মুশকিল হল কাকে জিজ্ঞেস করা যায়? এখানে তো কোনও লোকজনই নেই। না আছে ট্যুরিস্ট, না গাইড, না অন্য কোনও লোক। চারদিক মরুভূমির মতো খাঁ-খাঁ করছে।

বিলু বলল, "তা হলে একটা কাজ করি আয়। আমি বরং ছুটে গিয়ে ১৭ নং গুহায় যারা আলো দেখাচ্ছে তাদেরই জিজ্ঞেস করে আসি।"

বাবলু বলল, "তাই যা।"

একটু পরেই বিলু ছুটে এসে বলল, "এই এদিকে আয়। এই দিক দিয়ে রাস্তা।"

বাবলুরা বিলুর নির্দেশিত পথের দিকে এগিয়ে চলল। পাহাড়ের খাদের গায়ে নীচে নামার একটা সিঁড়ি বেয়ে ওরা ছোট্ট একটি উদ্যানের পাশে এল। তারপর আরও একটু এগোতেই শুনতে পেল জলপ্রপাতের ভীষণ গর্জন। এইখানেই বাঘোরার ছোট্ট সেতু পার হয়ে ওপাশের পাহাড়ে গেল ওরা। তারপর নির্জন পথ বেয়ে খানিক এগোতেই প্রপাতের সামনে। জলপ্রপাতের দিকে তাকিয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠল ওরা।

তরুণী ওদের প্রত্যেককে একটা করে চকোলেট উপহার দিলেন।

বাবলু বলল, "আপনি কি একা?"

তরুণী মিষ্টি হেসে ঘাড় নাড়লেন।

"আমরা আপনাকে দিদি বলে ডাকব কিন্তু।"

"হাঁ, হাঁ। দিদি কহোগে তুম। নয়নাদিদি।"

বাবলুরা একদৃষ্টে বাঘোরার জলপ্রপাতের সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগল। সূর্যের রশ্মি পড়ে রামধনুর ছটা-লাগা ধোঁয়ার কুণ্ডলিতে ভরা সেই জলপ্রপাত দেখতে খুব ভাল লাগল ওদের। এরকম তো ওরা কখনও দেখেনি।

এমন সময় হঠাৎ কী যেন দেখে ভীষণ জোরে চিৎকার করে উঠল পঞ্চু।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও সতর্ক হয়ে উঠল।

নয়নাদি বললেন, "কী ব্যাপার? ক্যা হো গিয়া ইসকো?"

বাবলু বলল, "ঠিক বুঝতে পারছি না।"

বুঝতে পারবার দরকারও নেই। তার আগেই বিলু বলল, "ওই দ্যাখ!"

ওরা দেখল বিশ্রী চেহারার গুন্ডাকৃতি চারজন লোক অতি ধীর পদক্ষেপে সন্তর্পণে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। ওদের একজনের হাতে একটি চেন। একজনের হাতে ছোরা। বাকি দু'জনের হাতে রিভলভার। ওদের দেখে অকস্মাৎ দারুণ ভয় পেয়ে গেল ওরা। তার কারণ জায়গাটা এমনই এক বিপজ্জনক অবস্থানে যেখান থেকে দৌড়ে পালাবার বা আত্মরক্ষা করবার কোনও উপায়ই নেই। এমনকী, সবাই মিলে একসঙ্গে চেঁচালেও কেউ শুনতে পাবে না।

নয়নাদির মুখও ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

বাবলুরাও ভেবে পেল না ঠিক এই অবস্থায় ওরা কী করবে। আক্রমণ, না আত্মসমর্পণ? একদিকে পাহাড়ের খাড়াই দেওয়াল, অপরদিকে বাঘোরার খাদ। সামনে শমন।

লোকগুলো হিংস্র বাঘের মতো এক-পা এক-পা করে আরও খানিকটা এগিয়ে এল।

বাবলু শক্ত করে ধরে রইল পঞ্চুকে। কেন না, যদি ও রাগের মাথায় কাউকে কামড়ে দেয়, তা হলে সঙ্গে-সঙ্গে কেউ-না কেউ গুলি করবে ওকে। বাবলুরা পঞ্চুকে ধরে পাহাড়ের দেওয়ালের গায়ে সেঁটে রইল।

লোকগুলোর একজন বলল, "তো তুম হিঁয়াতক চলা আয়া। তিন লেড়কা দো লেড়কি ঔর এক কুত্তা। লেকিন ইয়ে দিদি কাঁহাসে আ গিয়া?"

এই লোকগুলোর একজন ওদের দিকে বিচ্ছিরিভাবে তাকাল। দু'জন লোক এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর।

বিলম্ব না করে বাবলুরা পঞ্চুকে ছেড়ে দিল ওদের দিকে। ক্রুদ্ধ পঞ্চু ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েই বিকট চিৎকারে চারদিক কাঁপিয়ে আঁচড়ে-কামড়ে শেষ করে দিল একেবারে।

এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণ প্রতিহত করতে পারল না দুষ্কৃতীরা। যে লোকটার হাতে চেন ছিল ভোম্বল তার টেংরি লক্ষ করে জুতোসুদ্ধ একটা লাথি মারতেই লোকটা ছিটকে পড়ল পাহাড়ের খাদে। ছোরা হাতে লোকটি তখন বেগতিক দেখে প্রাণপণে সামনের দিকে ছুটেছে। বিলু আর বাচ্চু পাথর ছুড়তে ছুড়তে তাড়া করল ওকে।

বাবলুর হাতে চলে এসেছে এখন ওর পিস্তলটা।

পঞ্চু একজনের রিভলভার-ধরা হাত সজোরে কামড়ে ধরেছে। আর নয়নাদি তখন আর একজনের হাত থেকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে তার রিভলভারটা।

বাবলু তখন লোকটির পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে বলল, "যদি ভাল চাও তো বিনা যুদ্ধে রিভলভারটা দিয়ে দাও আমাদের। না হলে তোমার আগে আমিই কিন্তু গুলি করব।"

লোকটি বলল, "আরে ও খিলোনা পিস্তল লেকে তুম ক্যা করোগে ইয়ার? হাম তুমকো মার মারকে খাদমে ফিক দেঙ্গে।" বলেই এক ঝটকায় ফেলে দিল নয়নাদিকে।

বাবলু তখন রুখে দাঁড়িয়ে বলল, "এইবার দ্যাখ শয়তান, খেলনা-পিস্তলের ম্যাজিক কাকে বলে।" বলেই ট্রিগার টিপল 'ঢিসুম'।

লোকটি দু' হাতে পেট চেপে বসে পড়ল সেখানে। তারপর লুটিয়ে পড়ল পাথরের বুকে।

পঞ্চু যে লোকটার হাত কামড়ে ধরেছিল নয়নাদি তার হাত থেকেও রিভলভারটা কেড়ে নিয়ে সজোরে একটি ধাক্কা দিল তাকে। লোকটি অন্তিম আর্তনাদ করে পাহাড়ের খাদে বড়-বড় পাথরে আছাড় খেয়ে গড়িয়ে পড়ল নদীর জলে। বাঘোরার জলস্রোতে কুটোর মতো ভেসে চলল সে।

বাবলুরা আর এক মুহূর্ত সেখানে না দাঁড়িয়ে ছুটে চলল সামনের দিকে। বিলু আর বাচ্চু তখনও সমানে তাড়া করে চলেছে সেই লোকটিকে। তাই দেখে পঞ্চুর রাগ আরও বেড়ে গেল। সেও তখন ওদের সঙ্গে একজোট হয়ে তাড়া করল লোকটিকে।

লোকটি তখন পুলের ওপর। পঞ্চুর হাত থেকে বাঁচার জন্য সে তখন পুলের ওপর লোহার রেলিং ধরে ঝুলে পড়েছে। দু'পাশে পাহাড়। মাঝে খাদ। সেই খাদের মধ্য দিয়ে বাঘোরা জলপ্রপাতের জল নদী হয়ে প্রবল বেগে ছুটে চলেছে। একেবার যদি এখানে ঝুলে থাকা অবস্থায় হাতটা ফসকায়, বাছাধনকে আর দেখতে হবে না। তবু সে পঞ্চুর কামড় থেকে বাঁচবার জন্য অত বড় একটা ঝুঁকি নিল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা মার-মার চিৎকার করে ছুটে এল সেখানে।

লোকটি ঝুলন্ত অবস্থায় চেঁচাতে লাগল, "মুঝে মাত মারো। ম্যায় গোড় পাকড়তি হুঁ।"

বিলু বলল, "কী করব বাবলু? লোকটার কবজিতে একটা লাথি মারব? এক্ষুনি হাত ফসকে নীচে পড়ে যাবে তা হলে। হাড়গোড় গুঁড়িয়ে একশা হয়ে যাবে।"

নয়নাদি বললেন, "জরুর, ফিক দো শয়তানকো।"

ভোম্বল তখন ওর জুতোর ডগা দিয়ে একটার পর একটা লাথি মারতে লাগল।

লোকটিও সমানে চেঁচাতে লাগল, "মাত মারো। মুঝে মাত মারো ভাই।"

ততক্ষণে দেখা গেল হইচই করে কিছু লোক ছুটে আসছে সেইদিকে। এরা সবাই অজন্তা গুহার রাজ-কর্মচারী। সবাই ছুটে এসে বলল, "ইয়ে ক্যা তামাশা হো রহা হ্যায়।"

নয়নাদি তখন ওদের ভাষায় সব কথা বুঝিয়ে বললেন লোকগুলোকে।

তারা সবাই বলল, "ইয়ে বাত? তো আভি পুলিশকো বুলানা চাহিয়ে। লেকিন আপ লোগ জলদি নিকাল যাও হিঁয়াসে। এ লোক বহোতই খতরনক। ইসকো আউর সাথি আ যায়গা তো মুশকিল হো যায়েগা।"

বাবলুরাও তাই চাইছিল। কেন না, ওদের সামনে এখন অনেক কাজ। অজন্তা দেখতে এসে এইসব

ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে সে কাজের দেরি হয়ে যাবে। তাই নয়নাদিকে দ্রুত পা চালিয়ে ওদের সঙ্গে আসতে বলেই গেটের দিকে এগিয়ে চলল ওরা।

স্থানীয় লোকরা তখন সেই ঝুলন্ত শয়তানকে উদ্ধারের চেষ্টা করছে।

ওরা সবাই গুহার বাইরে আসতেই দেখা গেল একটা অস্টিন গাড়ি এগিয়ে এল ওদের দিকে। নয়নাদি তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠেই ওদেরও উঠতে বললেন। বাবলুরা একটুও দেরি না করে ক্লোক-রুম থেকে ওদের মালপত্তর ছাড়িয়ে এনেই গাড়িতে ঢুকল। গাড়ি হুশ করে চোখের পলকে পাহাড় টপকে স্থান ত্যাগ করল।

নয়নাদি বললেন, "তুম সব কঁহা যাওগে?"

বাবলু বলল, "ইচ্ছে তো ছিল ঔরঙ্গাবাদ হয়ে ইলোরা যাব। কিন্তু সবই গড়বড় হয়ে গেল। এখন ভাবছি বোম্বাইতেই চলে যাই।"

নয়নাদি বললেন, "ইলোরা তো হামকো ভি যানা। লেকিন ফর্দাপুরমে হামারা সামান হ্যায়। পহলে হুঁয়া চলো। উধার খানাপিনা করকে থোড়ি দেরমে যায়েঙ্গে।"

বাবলু বলল, "খুব একটা দেরি করবেন না কিন্তু। কেন না, যে-কাণ্ডটা আমরা করে এসেছি, তাতে যে-কোনও মুহূর্তে বিপদে পড়ে যেতে পারি আমরা। এই হত্যার বদলা ওরা নেবেই নেবে। বিশেষ করে একজন যখন এখনও বেঁচে আছে তখন ওর মুখ থেকেই সব কিছু জেনে যাবে ওরা।"

নয়নাদি বললেন, "ঠিক বতায়া তুমনে। ও লোক আমাদের ছাড়বে না।"

বাবলু পুলকিত হয়ে বলল, "এ কী! আপনি বাংলা বলতে পারেন?"

"থোড়া থোড়া। তোমাদের কলকাতায় হরিসেন রোডে আমি আমার বন্ধুর বাড়িতে মাঝে-মাঝে যাই। ওহি কে ওয়াস্তে হামি কুছু-কুছু বাংলা বলতে পারে।"

বাবলু বলল, 'হরিসেন রোড নয়, হ্যারিসন রোড।"

নয়নাদি ফিক করে হাসলেন।

ফর্দাপুর বাংলোয় ঠাকুর-ভৃত্যরা রান্নাবান্না করেই রেখেছিল। অবশ্য এতজনের নয়। তাই যা ছিল সবাই ভাগাভাগি করে খেয়ে নিল। পেট ভরল না। তবে পেটটা ঠান্ডা হল। নয়নাদির সামান বলতে একটি ভি আই পি সুটকেস। সেটি নিয়ে ডাকবাংলো ছেড়ে আবার ছুটে চলা রাজপথ ধরে ঔরঙ্গাবাদের দিকে। নয়নাদির সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে জানা গেল, বিশেষ একটা জরুরি কাজে উনি খাণ্ডোয়া গিয়েছিলেন। সেখান থেকে পুনেয় যাবেন। পথে অজন্তা-ইলোরাটা দেখার লোভ সামলাতে পারেননি। ইলোরায় উনি অনেকবার এসেছেন, কিন্তু অজন্তাতেই এই প্রথম। এখান থেকে পুনে হয়ে বোম্বাই যাবেন। বোম্বাই শহরতলিতে নয়নাদিদের দোতলা বাড়ি। সেখানে ফিরে যাবেন সব শেষে। পুনেয় একদিন মাত্র থাকবেন।

নয়নাদি বললেন, "ইলোরা দেখনে কি বাদ তুম সব হামারা সাথ পুনে চলো।"

বাবলু বলল, "আমরা ইলোরায় যাব না নয়নাদি। আপনি আমাদের ঔরঙ্গাবাদে নামিয়ে দিন। আমরা ওইখান থেকে বাস ধরে বোম্বাই চলে যাব।"

"তুম ইলোরা নেহি দেখোগে? অ্যায়সা বুরবাকি মাত করো। ইলোরা খুব ভাল জায়গা।"

বাবলু বলল, "তা জানি। তবে আমরা তো ঠিক বেড়াতে আসিনি। আমরা এসেছি একটা জরুরি কাজে। সেই কাজটা শেষ হলেই যদি বুঝি তো ফেরবার সময় এই পথে এসে ইলোরা দেখে যাব।"

নয়নাদি হেসে বললেন, "কিতনি মাসুম হো তুম। লেকিন ক্যা কাম লেকে আয়া? আমাকে বতাবে না?"

ভোম্বল তড়বড় করে বলতে যাচ্ছিল।

বাবলু ওকে চোখ টিপে বলল, "আমাদের পাড়ার একটি ছেলে বম্বেতে পালিয়ে এসেছে। ওর মা-বাবা কান্নাকাটি করছেন খুব। আমাদের এক মামা থাকেন এখানে, তাঁর কাছে উঠে এই ছেলেটির একটু খোঁজ করব।"

নয়নাদি মিষ্টি হেসে বললেন, "ইউ আর রিয়্যালি গুড বয়।" তারপর ড্রাইভারকে বললেন, "রতনলাল, তুম জলদি ঔরঙ্গাবাদ যানে কা কোসিস করো।"

নয়নাদির অস্টিন গাড়িটা দক্ষ চালকের হাতে পড়ে যেন হাওয়ায় উড়ে চলল।

যেতে যেতে নয়নাদি বললেন, "বিশদিন হল ঘর থেকে বেরিয়েছি। পুনেকে বাদ ঘর যানা হি পড়েগা।"

গাড়ি ছুটে চলেছে। এই অঞ্চলে পাহাড়-পর্বত নেই। একেবারে সমতল। তবে উঁচু-নিচু বন্ধুর পথ। যেতে যেতে বাবলু বারবার পিছন দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

নয়নাদি বললেন, "কী দেখছ?"

"দেখছি কোনও পুলিশের জিপ-টিপ আমাদের পিছু নিয়েছে কি না।"

"পুলিশ! পুলিশ কেন আসবে?"

"বাঃ। তিন-তিনটে লোক আমাদের হাতে প্রাণ হারাল। এ-কথা কি পুলিশের কানে উঠবে না ভেবেছেন? তার ওপর ওই লোকটি যখন ধরা পড়েছে তখন পুলিশকে সে সবই বলবে। অবশ্য এমন যদি হয় লোকটি পুলিশের ধারে-কাছেও না গিয়ে কেটে পড়ে, তা হলে আলাদা কথা। তবুও ভয়, গুহার কর্মচারীরা তো পুলিশকে সব কথা বলবে।"

নয়নাদি বললেন, "হাঁ, হাঁ। ও তো জরুর বুলায় গা। লেকিন পুলিশ আয়েগা তো?"

বাবলু বলল, "পুলিশ এলে আমরা একটা কথাই বলব যে, আমাদের ওপর অত্যাচার করতে গিয়ে ওরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরেছে। শুধু আমাদের রক্ষা করার জন্য আমাদের কুকুর একটু আঁচড়ে কামড়ে দিয়েছে ওদের।"

বিলু বলল, "ওই দুষ্কৃতী বদমাশগুলোর জন্যে পুলিশের অত মাথাব্যথা নেই আমাদের পিছু নেবার। এক ওদের দলের লোকেরা বদলা নেবে বলে আমাদের পিছু নিতে পারে। তবে তা করবে বলে মনে হয় না।"

সন্ধের অনেক আগেই ওরা ঔরঙ্গাবাদ পৌঁছল। মহারাষ্ট্রের এক নামকরা ঐতিহাসিক শহর এই ঔরঙ্গাবাদ।

নয়নাদি বললেন, "এক কাম করো বাবলুভাই। আজ রাত হিঁয়া ঠার যাও। কাল শুভে ইলোরা দেখো আউর সামকো বোম্বাই চলা যাও। বহুত বাস মিলেগা হিঁয়াসে।"

বাবলু বলল, "আমাদের ব্রেক জার্নি টিকিট আছে। কাজেই মানমাদ থেকে ট্রেন ধরলেই আমাদের সুবিধে।"

বিলু বলল, "তা হলে আমরা থেকেই যাই।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই বলল, "আবার কবে আসব না আসব তার ঠিক নেই। এবারেই দেখে যাওয়া ভাল। তা ছাড়া একদিনে এমন-কিছু দেরি হয়ে যাবে না।"

বাবলু বলল, "দেরি হওয়াটা তো কোনও ফ্যাক্টর নয়। আমি ভাবছি অন্য কথা। আসলে এখনও ওদের বেল্টের মধ্যে আছি তো!"

যাই হোক, নয়নাদির কথামতো ঔরঙ্গাবাদ বাসস্ট্যান্ডের কাছে হোটেল প্রদীপে উঠল ওরা। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোটেল। একটা বড় ঘরে রতনলাল ড্রাইভারসহ বাবলু, বিলু, ভোম্বল ও পঞ্চু রইল, আর একটা ঘরে বাচ্চু-বিচ্ছুকে নিয়ে নয়নাদি। হোটেলের ঘরে মালপত্তর রেখে ওরা স্নান করে সারাদিনের ক্লান্তি দূর করল। তারপর আর গাড়িতে নয়, পায়ে হেঁটেই ঘুরে বেড়াতে লাগল চারদিকে। একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে বেশ ভালরকম খেয়েদেয়ে এখানকার বিখ্যাত শোরুম থেকে নয়নাদি নিজের জন্য দু'-একটি সিল্কের শাড়ি কিনলেন। ঔরঙ্গাবাদের সিল্ক বিখ্যাত। তারই নিদর্শন রাখলেন। তারপর একটু রাত করেই ফিরে এলেন হোটেলে।

সে রাতটা বেশ আনন্দেই কেটে গেল। পরদিন সকালে ওরা চলল ইলোরা দেখতে। ইলোরায় নয়নাদি বেশ কয়েকবার এসেছেন। তাই এখানকার সবই ওঁর পরিচিত। এখন এই বাচ্চু-বিচ্ছুর মতো দুষ্টু মিষ্টি মেয়েদুটোকে পেয়ে বাবলু বিলু ভোম্বলের মতো ভাই পেয়ে খুব খুশি উনি। এই রমণীয় স্থানগুলি তাই ওদের সঙ্গে নিয়ে দেখিয়ে দেবার লোভ তিনি সামলাতে পারলেন না।

ওরা প্রথমেই এল দেবগিরিতে। দেবগিরি, মানে যার আর-এর নাম দৌলতাবাদ। পাহাড়ের ওপরে চমৎকার একটি দুর্গ আছে। অবশ্য পাহাড়ের ওপরে না বলে গোটা পাহাড়টাকেই একটা দুর্গ বলা উচিত। দেবগিরির দুর্গ দেখে হতবাক সকলে। ১২৯৩ সালে আলাউদ্দিন খিলজি এই দুর্গ অবরোধ করেন। তখন যাদব-রাজারা এখানে রাজত্ব করতেন। যাই হোক, এই দুর্গ অবরোধ করে প্রচুর ধনদৌলত নিয়ে আলাউদ্দিন দিল্লিতে ফিরে যান। এর ঠিক পঁচিশ বছর পরে কুতবউদ্দিন মুবারক শাহ এই যাদব-রাজাকে জয় করেন এবং ১৩৩৮ সালে পাগলা-রাজা মুহম্মদ বিন তুঘলক দিল্লি থেকে তাঁর রাজধানী এখানে স্থানান্তরিত করেন এবং এর নাম দেন দৌলতাবাদ। এই দুর্গ ১১৮৭ সালে যখন যাদব-বংশের রাজা ডালোমা তৈরি করেন তখন এর নাম ছিল দেবগিরি। মানে দেবতাদের বাসভুমি। পরে নাম হল দৌলতাবাদ, অর্থাৎ কিনা সৌভাগ্যের শহর। বাবলুরা দুর্গের ওপরে উঠে চারদিকের প্রকৃতি দেখল, তারপর ঔরঙ্গজেবের নামাঙ্কিত কামানের ওপর বসে মাউথঅর্গান বাজাল। কত কী করল।

তারপর আবার মোটরে চেপে হু-উ-শ।

এবার ইলোরা। ইলোরায় এসে প্রথমেই ওরা দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্তর্গত ঘুশৃনেশ শিবের মন্দির দেখল।

তারপর দেখা শুরু করল গুহা-মন্দিরের ভাস্কর্য। এখানেও চারদিকে পাহাড়ের গা বেয়ে ছোট-বড় ঝরনা। ওরা বৌদ্ধ, জৈন ও কৈলাস গুহা অনেকক্ষণ ধরে দেখল। যত দেখে ততই ভাল লাগে। বিস্মিত অভিভূত বাবলু বলল, "নয়নাদির কথা শুনে ভাগ্যিস এসেছিলাম। না এলে দারুণ ঠকতাম।"

ইলোরা দেখে ওরা চলল ঔরঙ্গজেবের সমাধি দেখতে। এই জায়গাটার নাম খুলদাবাদ। তারপর ওরা গিয়ে হাজির হল আর-এর বিস্ময়ের সামনে।

বাবলু বলল, "এ তো তাজমহল!"

নয়নাদি বললেন, "এ বিবি-কা-মকবারা।"

এই বিবি-কা-মকবারা ঔরঙ্গজেবের প্রথমা সম্রাজ্ঞী রাবিয়া দুরানির সমাধি। আগ্রার তাজমহলের অনুকরণে এটি তৈরি হয়েছিল ১৬৭৯ সালে। এর পর পানি চাক্কি জলাধার দেখে ওরা আবার ফিরে এল হোটেলে।

হোটেলে স্নান-খাওয়া সেরে বিল মিটিয়ে মোটরে চেপে ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলল বম্বের পথে। নয়নাদি পুনে যাবেন। তাই ঠিক হল, মানমাদে নয়, ইগাতপুরীর বাংলোয় রাত কাটিয়ে বাবলুরা ট্রেনে যাবে আর নয়নাদি চলে যাবেন পুনেতে। বাবলুদের কাছে নিজের ফোন নম্বরটাও দিয়ে রাখলেন নয়নাদি। ঠিক হল বাবলুরা বম্বে গিয়ে একটা দিন থেকে নয়নাদিকে ফোন করলেই উনি ঠিকানা খুঁজে নিজে এসে তাঁর গাড়িতে করে বাবলুদের নিয়ে যাবেন তাঁর বাড়িতে।

ঔরঙ্গাবাদ থেকে বেরিয়ে মানমাদ নাসিক ছুঁয়ে দুরারোহ পর্বতমালা পার হয়ে পাহাড়ের ওপর ঘন জঙ্গলে পূর্ণ ইগাতপুরীতে পৌঁছল ওরা। ইগাতপুরীর ডাকবাংলোর কেয়ারটেকার প্রথমে কিছুতেই ঘর দিতে রাজি হল না। পরে নয়নাদির হাত থেকে একশো টাকার একটি নোট পেতেই খুশি হয়ে ঘর দিল। সে-রাতে ডাকবাংলায় গরম ভাত আর মুরগির মাংস পেট ভরে খেল তারা। তারপর ঘুম-ঘুম-ঘুম।

পরদিন সকালে নয়নাদি পুনের দিকে চলে গেলেন। আর পাণ্ডব গোয়েন্দারা বম্বে মেল ধরে চলে এল ভি টি অর্থাৎ ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে। কী চমৎকার স্টেশন। আর কী সুসজ্জিত শহর এই বোম্বাই। ওরা প্ল্যাটফর্মের গেট পার হয়ে বাঁ দিকে পাবলিক টেলিফোনে কথা বলল সমুমামার সঙ্গে।

সমুমামা বললেন, "তোরা বোস। আমি এক্ষুনি আসছি। এক নম্বর গেটের সামনে চেয়ার আছে। সেইখানে বসে থাক তোরা।"

সমুমামা জাভেরি মার্কেটের কাছেই থাকেন। ওইখানেই আবদুল রহমান স্ট্রিটে তাঁর পাথর-সেটিংয়ের দোকান। আর দোকান থেকে ভি টি দশ মিনিটেরও পথ নয়। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে এলেন সমুমামা।

ওরা সবাই প্রণাম করল।

বাচ্চু-বিচ্চু তো অনেকদিন বাদে মামাকে দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

সমুমামা ওদের আদর করে পিঠ চাপড়ে খুব প্রশংসা করলেন। তারপর তো পঞ্চুকে দেখে হেসেই অস্থির। বললেন, "এটা কি তোদের সেই বডিগার্ড কুকুরটা?"

"হ্যাঁ। ওর নাম পঞ্চু।"

"তা না হয় হল। কিন্তু ওটাকে এখানে নিয়ে এলি কী করে?"

"ও দারুণ চটপটে। এমনভাবে সুট করে গাড়িতে উঠে লুকিয়ে থাকবে এক কোণে যে কেউ টেরই পাবে না কারও পোষা কুকুর বলে। সবাই ভাববে রাস্তার কুকুর। তাই কেউ কিছু বলবেও না।"

"সবই তো বুঝলুম, কিন্তু আমি যেখানে তোদের থাকার ব্যবস্থা করেছি কুকুর নিয়ে তো সেখানে থাকা যাবে না। বহু কষ্টে একটা ঘর ম্যানেজ করেছি।"

"কোনও হোটেলে ব্যবস্থা করা যায় না?"

"যাবে না কেন? রেট শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। তিন সাড়ে তিনশোর নীচে কোনও থাকার জায়গা নেই এখানে।"

"তা হলে?"

"তা হলে আর কী? আপাতত যেখানে থাকার ব্যবস্থা করেছি সেখানেই যাওয়া যাক। আসলে ঘরটা আমারই এক পরিচিত দোকানদারের। সে এক মাসের জন্য কলকাতা গেছে। তাই বলে গেছে তোর ভাগনে-ভাগনিরা এলে আমার ঘরেই ঢুকিয়ে দিস। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, সে ভীষণ কুকুর অপছন্দ করে। যদি এসে একবার শোনে যে তার ঘরে আমি কুকুর ঢুকিয়েছি, তা হলে চটে বোম হয়ে যাবে। যাক। এখন নিয়ে তো তুলি। পরে যা হয় একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে।"

স্টেশনের সামনেই ট্যাক্সিস্ট্যান্ড। ওরা দিয়ে ট্যাক্সিতে উঠতেই সমুমামা ড্রাইভারকে বললেন, "আবদুল রহমান স্ট্রিট।"

ট্যাক্সি জনবহুল শহরের ওপর দিয়ে পুঁ-পাঁ করে এগিয়ে চলল। এখানকার ঘরবাড়ি পথঘাট দেখে বাবলুদের মনে হল, ওরা ভারতে নয় লন্ডন বা প্যারিসের মতো কোনও দেশে যেন চলে এসেছে।

বাবলু বলল, "কী বিরাট শহর। আমি ভাবতুম কলকাতাটাই বুঝি বড়। বম্বে সম্বন্ধে কোনও ধারণাই ছিল না।"

"এখন হল তো? তা হলে জেনে রাখ, কলকাতার আয়তন ৮৭,৮৫৩ স্কোয়ার কি মি বম্বের আয়তন ৩,০৭,৭৬২ স্কোয়ার কি মি। এর জনসংখ্যাও কলকাতার চেয়ে বেশি।

যাই হোক, একটি সাততলা বাড়ির সামনে এসে ওদের মোটর থামল। এই বাড়িতেই ফোর্থ ফ্লোরে সমুমামার দোকান। একটি বড় ঘরে চারজন দোকানদার তাঁদের কর্মচারীদের নিয়ে বসেন। এই দোকানদারদের এখানে শেঠ বলে। বাবলুরা সমুমামার দোকানে বসে কিছুক্ষণ পাথর-সেটিংয়ের কাজ দেখল। তারপর সমুমামা তিনতলায় ওদের জন্য নির্দিষ্ট একটি ঘরে নিয়ে এলেন ওদের।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তো বম্বের মতো শহরে এইরকম একটা থাকার জায়গা কল্পনাও করেনি। তাই ঘর দেখে খুব খুশি।

সমুমামা বললেন, "আপাতত এই ঘরে তোরা থাক। পরে অন্য জায়গায় ব্যবস্থা করছি। ক'দিন থাকবি তোরা কিছু ঠিক করেছিস?"

বাবলু বলল, "বেশিদিন নয়। একটা কাজে এসেছি আমরা। কাজটা শেষ হলেই চলে যাব।"

"কাজ মানে? তোদের আবার কাজ কী?"

"আগে স্নান-খাওয়াটা করি। তারপর দুপুরবেলা সব বলব তোমাকে।"

সমুমামা বললেন, "ঠিক আছে। পরে সব শুনব। এখানে সব সময় তোরা দরজা বন্ধ করে রাখবি। মনে রাখিস, এটা গেরস্থবাড়ির ফ্ল্যাট নয়। বিজনেস সেন্টার। এই মস্ত বাড়ির ভেতর মাত্র দু'-চার ঘর ফ্যামিলিম্যান আছে। বাকি সব ঘরেই বিজনেস চলছে। আর শোন, এখানে জলের ক্রাইসিস খুব। বাথরুমের ভেতর একটা বড় ড্রামে আমি লোক দিয়ে জল ভর্তি করিয়ে রেখেছি। ওই জলেই অল্প-অল্প করে স্নান করে নিবি সব। মোট কথা স্নানের জন্য এক বালতির বেশি জল কেউ খরচ করবি না।" তারপর বললেন, "তোদের কুকুরটা ঘরদোর নোংরা করবে না তো?"

"না, না। সে ভয় নেই। এ-ব্যাপারে পঞ্চুবাবু খুব ভদ্র।"

সমুমামা বললেন, "তোরা ঘরেই থাক। আমি তোদের চা আর জলখাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

বাবলুরা ততক্ষণে জামা-প্যান্ট ছেড়ে পোশাক পালটে ফ্রেশ হয়ে নিল। এইবার দুপুরের স্নানাহারের পর শুরু করবে ওদের আসল কাজ। মি. যোশির ফ্যামিলিকে খুঁজে বার করতেই হবে। আর এ-কাজে সমুমামা নিশ্চয়ই ওদের সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন।

একটু পরেই একজন এসে ওদের চা, শিঙাড়া ও কচুরি দিয়ে গেল।

তাই খেয়ে দরজা বন্ধ করে ওরা স্নানপর্ব শেষ করল। তারপর বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে ওপরের জানলা দিয়ে নীচের কর্মব্যস্থ শহরকে যত দেখতে লাগল, ততই ওদের বুকের ভেতরটা টিপটিপ করতে লাগল। এ কী বিশাল কর্মযজ্ঞ রে বাবা! মস্ত শহর। ব্যস্ত শহর। গগনচুম্বি অট্টালিকা। অথচ কী মনোরম। কিন্তু এই গোলকধাঁধার শহরে ওরা কি পারবে ওদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে? ওরা কারও সঙ্গে শত্রুতা চায় না। কারও বদলা চায় না। বোম্বের ভিলেনরা বোম্বেতেই থাকুক। ওরা শুধু চায় মি. যোশীর ঠিকানাটা খুঁজে পেতে এবং তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সমুমামা এলেন। বললেন, "চল, খাবি চল।"

বাবলুরা যাবার জন্য তৈরি হল।

বাবলু বলল, "পঞ্চুকে কি নিয়ে যাওয়া যাবে?"

"অসম্ভব। বড়-বড় রেস্টুরেন্ট সব। মানুষেরই ওখানে বসবার জায়গা পাওয়া যায় না, তার ওপর কুকুর। ঢুকতেই দেবে না ওকে। ওর জন্যে বরং কিছু খাবার নিয়ে আসবি।"

বাবলুরা তাই করল। কাছের একটি হোটেলে খাওয়াদাওয়া সেরে পঞ্চুর মনের মতো খাবার সঙ্গে নিয়ে এলে। এখানকার খাওয়াদাওয়ার মেনুই আলাদা তবু মন্দ লাগল না। এইবার দুপুরবেলা সবাই শুয়ে-বসে সমুমামাকে ওদের এখানে আমার প্রকৃত কারণটা খুলে বলল।

সব শুনে সমুমামা বললেন, "এই যদি ব্যাপার হয় তা হলে জেনে রাখ, এই বোম্বাই শহরে তোদের চলাফেরা একদম নিরাপদ নয়। আর এও জেনে রাখ, ডেভিড এমন একজন ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলার, যার সঙ্গে দেশের তাবড়-তাবড় মানুষও জড়িত। এবং সেইজন্যেই ওকে আজ পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার করতে পারছে না। ওকে ভয় পায় না এই বোম্বাই শহরে এমন কেউ নেই।"

বাবলু বলল, "তা হলে?"

"তা হলে একটাই উপায় আছে। আজকের দিনটা এখানে বিশ্রাম নিয়ে কাল ভোরের গীতাঞ্জলিতে তোরা পালিয়ে যা এখান থেকে।"

"সে কী! বিনা রিজার্ভেশনেই?"

"গাড়িতে উঠে পড়লে যাবার ব্যবস্থা ঠিকই হয়ে যাবে। আগে তো পালিয়ে বাঁচ।"

বিচ্ছু বলল, "তাই আবার হয় নাকি? আমরা বোম্বাই শহরটা একটু ঘুরে দেখব না? শুনেছি কত কী দেখবার আছে এখানে!"

সমুমামা বললেন, "সবই বুঝলুম। কিন্তু কোনও উপায় নেই। এখানে থাকা তোদের চলবে না। তার কারণ, আমি বাবা গোয়েন্দা-টোয়েন্দা কিছু নই। তবু আমার সাদামাটা বুদ্ধি দিয়ে যেটুকু অনুমান করছি তা হল—প্রথমত, তোরা যখন ভুসাওয়ালে হাপিস হয়ে যাস তখন থেকেই কিন্তু ওদের নোটিসে রয়ে গেছিস। অর্থাৎ কিনা বোম্বেতে তোরা না নামার ফলে ওদের লোকেরা ভুসাওয়াল টু বোম্বের মধ্যে যেখানে যত ওদের দলের লোক আছে তাদের সবাইকে ফোনে খবর দিয়ে তোদের দিকে নজর রাখতে বলেছে। দ্বিতীয়ত, বাঘোরা নদীর জলপ্রপাতের কাছে যা ঘটেছে তা ওদেরই দলের লোকের দ্বারাই ঘটেছে। ওরা তোদের দিকে নজরদারি করতে গিয়েই তোদের ফাঁদে পড়ে। না হলে অজন্তার মতো ট্যুরিস্ট-স্পটে আজ পর্যন্ত কখনও কোনওরকম খারাপ কিছু হয়নি কারও। যথেষ্ট সুনাম আছে ওইসব জায়গার। যাত্রীরা নিরাপদে ঘোরাফেরা করে। কাজেই ওটা যে এই দলেরই কাজ, তা বুঝতে বাকি থাকে না। না হলে যে জায়গায় কখনও কিছু হয় না, সেই জায়গায় তোরা যাওয়ামাত্রই যত গোলমাল বেঁধে গেল? তবে কিনা ও-সবই কাঁচা লোকদের নিয়ে কাজ। এখানে কিন্তু ওটি হবার উপায় নেই। এখানে সব ফেরোসাস লোক। ধরবে, মারবে।"

বাবলু বলল, "তাই যদি হয়, যদি ওরা সত্যিই আমাদের পিছু নিয়ে থাকে, তা হলে তো ইগাতপুরীর বাংলোয় আমাদের ওপর চড়াও হবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল ওদের।"

"ছিল। হয়তো সম্ভব হয়নি। কেন না, তোদের পিছনে খবরদারি করবার জন্যে যাদের লাগানো হয়েছিল তোরা তো তাদের সবাইকেই প্রায় যমের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিস। ঔরঙ্গাবাদে যারা আছে তারা হয়তো তোদের দেখা পায়নি। নয়তো লোকজনের ভিড়ে পাছে গোলমাল হয়, তাই বিপদের ভয়ে তোদের আক্রমণ করেনি। তবে ফোনে হয়তো তোদের স্থানত্যাগের কথা জানিয়ে দিয়েছে ওদের হেড কোয়ার্টারে। এরপর তোরা যে মানমাদ বা নাসিকের মতো জায়গা থাকতে ইগাতপুরীতে রাত কাটাবি তা ওরা ভাবতে পারেনি। তবে বোম্বে ভি টি-তে নির্ঘাত কড়া নজর রেখেছে ওরা। তাই তোদের পিছু নিয়ে ওরা এসে যে এই বাড়ির ওপরও নজর রাখছে না তাও হলফ করে বলা যায় না। অতএব এখন সাবধান না হওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। তবে সাবধান হয়েও ওদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না।"

বাবলু বলল, "কিন্তু মামা, তাই যদি হয় তা হলে আমরা পালাতে গিয়েও রেহাই পাব না। আমরা গীতাঞ্জলিতেই যাই আর যে গাড়িতেই যাই ওরা তো ট্রেন থেকে নামিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের।"

"যেতে পারে।"

বিলু বলল, "আমার মনে হয় আমরা অকারণেই এত ভয় পাচ্ছি। ওরা যদি সত্যিই আমাদের ওপর নজর রেখে থাকে তা হলে ভি টি-তেই আমাদের আক্রমণ করত। কেন না, আমরা অনেকক্ষণ ওখানে বসে ছিলাম।"

সমুমামা বললেন, "ভি টি-তে করেনি অন্য কারণে। ওরে বোকা, হুইল ছিপে যারা মাছ ধরে তারা কি টোপ গেলার সঙ্গে-সঙ্গেই মাছকে টেনে ডাঙায় তোলে? তোলে না। তাকে খেলিয়ে-খেলিয়ে তোলে। এত তাড়াতাড়ি তোদের আক্রমণ করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। যেহেতু তোরা নিজেরাই সেই কলকাতা থেকে বোম্বেতে ওদের ফাঁদে পা দিতে এসেছিস।"

বাবলু বলল, "যা কপালে আছে, হবে।"

"এখন কপাল ভরসা ছাড়া আর কোনও পথই নেই। যদি মনে করি অজন্তার ওই লোকগুলো ডেভিডের নয়, যদি মনে করি কেউ এখনও তোদের পিছু নেয়নি, তবু কিন্তু বিপদ কাটছে না। তোরা যখন রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াবি, একটু নির্জনে যাবি, তখন? তা ছাড়া তোরা জানিস না, ওই হিরে কত মূল্যবান। এই হিরে-চুরির

ব্যাপারে হইচই পড়ে গেছে রীতিমত। আর মি. যোশির ব্যাপারটা শোন, যোশি হলেন এই অঞ্চলের অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি। লক্ষ-লক্ষ নয়, কোটি-কোটি টাকার মালিক। মি. যোশির একমাত্র মেয়ের বিয়ের জন্যে ওই হিরেগুলো দিয়ে উনি একটা সেটিংয়ের কাজ করতে দিয়েছিলেন এখানকার একজন নামকরা শেঠকে। ওই শেঠের এক কারিগর লোভ সামলাতে না পেরে হিরেগুলো নিয়ে উধাও হয়। কথাটা জানাজানি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ডেভিড তার জাল বিস্তার করে। এবং চোরের ওপর বাটপাড়ি করার জন্যে ওই মাল ছিনতাই করতে তার দলের লোকদের কাজে লাগায়। সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ওদের লোকেরা জাল পেতে আছে। তাই সব ব্যাপারে বাতাসের আগে খবর চলে যায় ওদের কাছে। যে কারণে ওই কারিগর লোকটি কলকাতায় যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে হাওড়া স্টেশনেই খপ্পরে পড়ে যায় ওদের। অবশ্য যোশিজিও কম ধুরন্ধর নন। তাঁরও লোক আছে। তিনিও পিছু নিয়েছেন ওদের।"

বাবলু বলল, "যোশিজি লোক কীরকম?"

"বলা মুশকিল। বোম্বে পুনে ইন্দোর খাণ্ডোয়ায় তাঁর প্রাসাদোপম বাড়ি দেখলে মাথা ঘুরে যাবে। বম্বে মানে বরিভলিতেই তাঁর বাড়ি। ভি টি-তে নয়। দাদারে একটা হোটেলও আছে। তবে মানুষটি খুব ভদ্র। কোনও দাম্ভিকতা নেই। অত্যন্ত পরোপকারী। একমাত্র মেয়ে।"

"কী নাম মেয়েটির? বয়স কীরকম?"

"নাম-টাম বলতে পারব না। তবে বড় মেয়ে। বিয়ের কথা হচ্ছে শুনছিস না। তা হিরে-চুরির খবর শুনেই যোশিজি লোকজন নিয়ে বিমানে উড়ে নিজেই সবার আগেভাগে কলকাতায় চলে যান।"

"ওই লোকটা যে কলকাতাতেই গেছে তা ওঁরা জানলেন কী করে?"

"কারিগর তো সবাই এখানে বাঙালি। আমতার কাছে কোনও গ্রামে যেন বাড়ি লোকটার। তা ছাড়া দলেও হয়তো দু'-চারজন আছে। চড়চাপড় মারতেই সব বেরিয়ে পড়েছে।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, যোশিজি যে খুন বলেন, সে-ব্যাপারে এখানে তো কোনও হইচই দেখছি না?"

"যোশিজি যে খুন হয়েছেন একথা এই প্রথম তোদের মুখেই শুনলাম। তা যাক, এ-নিয়ে এখানে কারও সঙ্গে কোন আলোচনা করিস না। কেন না, আমি তো এখানে ব্যবসা করে খাই। ঘটনাচক্রে তোরা যে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিস, তা যেন কেউ জানতে না পারে। বিশেষ করে আমার ভয় ডেভিডের লোকেদের। তবে এও জেনে রাখ, ওরা তোদের সহজে ছাড়বে না। যদি ওরা তোদের ধরে বা জিনিসগুলো ফেরত চায় তা হলে এক কাজ করিস, ওগুলো ওদের ফিরিয়েই দিস। তাতে মনে হয় কিছুটা নিরাপদ তোরা হতে পারবি। যদি না দিস, তা হলে পরিণাম ভয়ংকর।"

"কীরকম?"

"কীরকম আবার? এক-একটাকে ধরবে, গুলি করবে আর সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ওদের অসাধ্য কিছুই নেই। চৌপট্টির মতো জায়গায় একবার এক পরিবারকে গাড়ি থেকে নামিয়ে গুলি করেছিল ওরা।"

বাবলু দু' হাতে কপাল টিপে বলল, "কিচ্ছু ভেবে পাচ্ছি না। কী যে করি।"

বিলু বলল, "তবুও আমরা একবার যোশিজির পরিবারের সঙ্গে দেখা করবই।"

"ওরা তো বরিভলিতে থাকেন।"

"হ্যাঁ। একসর তালাও।"

"বরিভলি স্টেশন থেকে শান্তি আশ্রমের বাসে চাপলেই চলে যাবি। দশ মিনিটের পথ। একটা শিবমন্দিরের পাশে নামবি।"

"কিন্তু বরিভলিটা কোথায়?"

"সে আমি চিনিয়ে দেব। চার্চ গেট থেকে ভিরার লাইনে বরিভলি হল বোম্বাই শহরতলির এক উল্লেখযোগ্য স্টেশন। কানহেরি ন্যাশনাল পার্ক হয়ে কানহেরি গুহা দেখতে লোকে ওখানেই যায়। কানহেরির বৌদ্ধ গুহাগুলো আজও দর্শকদের বিস্ময়। তোদের অবশ্য ট্রেন ধরার জন্য চার্চ গেটে যেতে হবে না। মেরিন লাইন্সেই ট্রেন পেয়ে যাবি তোরা। তবে এখনও বলছি, আগুন নিয়ে খেলতে যাস না।"

ভোম্বল বলল, "আমরা যাবই।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন তো আর ফেরবার পথ নেই। কাজেই বিপদ যদি আসে তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। কারও সঙ্গে আমাদের কোনও দুশমনি নেই।"

"কে বললে নেই? ওদের মুখের গ্রাস তোরা কেড়ে নিয়েছিস, আর বলছিস দুশমনি নেই?"

বাবলু বলল, "জয় মা-কালী। আর ভাল লাগছে না। একান্তই যদি পালাতে হয়, তা হলে চলুন দেখি, এখন কোথাও থেকে একটু ঘুরে আসি।"

সমুমামা বললেন, "ঠিক আছে। চল, এদিক-সেদিকে একটু ঘুরিয়ে আনি তোদের।"

ওরা ঘরে তালা দিয়ে সবাই বেরিয়ে পড়ল বোম্বাই শহর দেখতে। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই। এমনকী, পঞ্চুও বাদ পড়ল না।

আবদুল রহমান স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে প্রথমেই ওরা মুম্বা দেবীর মন্দিরে এল। তারপর জাভেরি মার্কেটের ভেতর দিয়ে সম্পূর্ণ হাঁটাপথে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস বাঁয়ে রেখে চলে এল গেটওয়ে অব ইন্ডিয়ায়।

সমুমামা বললেন, "এই যে টার্মিনাস দেখলি, সুন্দর ইতালীয় গথিক পদ্ধতিতে তৈরি, এরকম স্টেশন-বিল্ডিংটিও সারা ভারতে আর কোথাও নেই। ১৮৮৮ সালে আই ডব্লু স্টিভেন্স-এর পরিকল্পনায় এটি তৈরি। ভারতের বাষ্পচালিত প্রথম ট্রেনটি এই ভি টি থেকেই রওনা হয়েছিল ১৮৫৩ সালে।"

বাবলুরা গেটওয়ে অব ইন্ডিয়ায় এসে ভারতের বুকে লন্ডনকে অনুভব করল। বিদেশ থেকে ভারতে আসার এই প্রবেশদ্বার হল গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া। ১৯১১ সালে রাজা পঞ্চম জর্জ ও রানি মেরি ভারতে আসেন। তাঁদেরই সম্মানে তৈরি হয়েছিল এই তোরণদ্বার। পরবর্তীকালে সেই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে ১৯২৪ সালে গেটওয়ে অব ইন্ডিয়ার সুদৃশ্য মিনারটি তৈরি হয়। কত লোক যে তখন সমুদ্রের বুকে লঞ্চে বিহার করছে তার ঠিক নেই। কী সুন্দর ছোট-ছোট লঞ্চ।

সমুমামা দূরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "ওই যে দেখছিস, সমুদ্রের বুকের ওপর একটা দ্বীপের মতো পাহাড়, ওইখানেই বিখ্যাত এলিফ্যান্টা কেভ। এবারে যা ঝামেলা নিয়ে এসেছিস তাতে এবারে আর হচ্ছে না। পরের বার এলে দেখিয়ে দেব। শীতের সময় আসবি।"

মেরিন ড্রাইভ দেখে ওরা হেঁটে হেঁটেই চলে এল আর এক নয়নাভিরাম জায়গায়। এ-জায়গাটার নাম নরিম্যান পয়েন্ট।

সমুমামা বললেন, "এইখানে বসে সূর্যাস্ত দেখে লোকে। তবে যেহেতু এখন সিজন টাইম নয়, তাই ট্যুরিস্টের ভিড় এখানে একদম নেই।"

বাবলু বলল, "কী নির্জন জায়গাটা। তাই না?"

বিলু বলল, "কী অপরূপ!"

আর পঞ্চু যেন বোবা হয়ে গেছে এইসব দেখে।

নরিম্যান পয়েন্টে বসে অনেকক্ষণ ধরে ওরা অনেক আলোচনা করল।

বাবলু বলল, "তুমি আমাদের কাল অথবা পরশু বরিভলির ট্রেনে চাপিয়ে দিয়ো মামা। আমাদের আসল কাজটা সেরে নিয়ে কেটে পড়ব আমরা।"

সমুমামা বললেন, "বেশ তো! আমি তোদের মেরিন লাইন্স থেকে ট্রেন ধরিয়ে দেব। তোরা বরিভলিতে গিয়ে নামবি। বরিভলি লোকালেই উঠিয়ে দেব তোদের।"

ওরা নরিম্যান পয়েন্টে বসে সূর্যাস্ত দেখে এগিয়ে চলল মেরিন ড্রাইভের দিকে। বাঁ দিকে সমুদ্র, ডান দিকে আকাশছোঁয়া অট্টালিকা, সামনে অর্ধচন্দ্রাকৃতি পথ। সেই পথ ধরে দ্রুতগামী মোটর বাস ও ইলেকট্রিক ট্রেনের যাতায়াত। অনেক দূর যাবার পর ওরা মেরিন ড্রাইভের সেই বিখ্যাত উড়ালপুলের কাছে এল।

যেতে যেতেই সমুমামা ডান দিকের একটি বাড়ি দেখিয়ে বললেন, "ওই হচ্ছে তারাপোরওয়ালা অ্যাকোয়ারিয়াম। ১৯৫১ সালে আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে সামুদ্রিক ও মিষ্টি জলের মাছের এই অ্যাকোয়ারিয়াম তৈরি হয়। যদি সময় পাই তো কাল এটা দেখিয়ে দেব।"

সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রি হয়েছে তখন। বোম্বাই উপকূল তখন আলোকমালায় হাসছে।

সমুমামা বললেন, "ওই দেখা যায় মালাবার হিলস। ওখানকার কমলা নেহরু পার্ক দেখার মতো। কিন্তু মুশকিল হল, তোরা তো দেশভ্রমণে আসিসনি, এসেছিস গোয়েন্দাগিরি করতে। কী দেখাই আর কী না দেখাই, তা ভেবে পাচ্ছি না।"

যাই হোক, পায়ে পায়ে ওরা বোম্বাইয়ের বিখ্যাত চৌপট্টিতে এসে হাজির হল। কত মানুষের ভিড় যে সেখানে, তার আর সীমা-সংখ্যা নেই। চা কফি ভেলপুরি শিঙাড়া কোল্ড ড্রিঙ্ক—সব-কিছুরই ব্যবস্থা আছে সেখানে। ওরা সবাই ভেলপুরি খেতে খেতে লোকজন দেখতে লাগল।

বাবলু বলল, "সমুদ্রটা এখন গভীর অন্ধকারে ডুবে আছে। তাই কিছুই দেখা যাচ্ছে না।"

সমুমামা বললেন, "রাত্রিবেলা সমুদ্রতীর এইজন্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করে না কারও। যদিও এখানকার সমুদ্রে ঢেউ খুব কম, মানে নিস্তরঙ্গ বলা চলে, তবু সমুদ্র তো। তবে কাল যদি তোরা জুহুতে যাস তো দেখবি ঢেউ কাকে বলে!"

বাবলু বলল, "পুরীর মতন?"

"না। তার অর্ধেক। তবে জুহু বিচ ভারী মনোরম।"

ওরা অনেক রাত পর্যন্ত এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াল। পঞ্চু কখনও ওদের সঙ্গে থাকে, কখনও ঝাউবনে বালিতে গড়াগড়ি খায়। কখনও-বা এর-ওর দেওয়া খাবার খায় মনের আনন্দে। এক মারাঠি ভদ্রলোক তো পঞ্চুকে ভালবেসে দহিবড়া খাইয়ে দিলেন খানিকটা। তারপর ওরা আবার রওনা দিল ঘরের দিকে।

সমুমামা বললেন, "ভাগ্য ভাল যে, কোনও অঘটন ঘটল না। আমি তো ভাবলুম এইখানেই একটা কিছু না হয়ে যায়!"

বাবলু বলল, "সবই মায়ের আশীর্বাদ।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "আমরা তো কেবলই ভাবছিলুম, এই বুঝি আমাদের ধরবার জন্য কেউ বেরিয়ে আসে ঝাউবনের আড়াল থেকে।"

ওরা বাড়ি ফেরার আগেই একটা হোটেলে ঢুকে পেট ভরে খেয়ে নিল। তবে পঞ্চু বেচারিকে হোটেলের ওরা কিছুতেই ঢুকতে দিল না ভেতরে। পঞ্চু তাই রাস্তারই একধারে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে রইল।

॥ ৬ ॥

সে-রাত তো ভালভাবেই কাটল ওদের। পরদিন সকালে নাস্তা সেরে ট্যাকসি নিয়ে চলল সবাই মালাবার হিলসে কমলা নেহরু পার্ক দেখতে। পার্কের মধ্যে ছোটদের ভাল লাগার জন্য মস্ত একটি 'জুতোর প্রতীক' ঘরের স্লিপারে নামা-ওঠা করল ওরা। এইখান থেকে ওরা দু' চোখ ভরে সমুদ্র দেখল। তারপর আবার ট্যাক্সি নিয়ে চলল হাজি আলির সমাধি ও মহালক্ষ্মীর মন্দির দেখতে। তারপর দুপুরের খাওয়া সেরে আবার মেরিন লাইন্সে ফিরে এসে ট্রেন ধরল আন্ধেরির। মাত্র কয়েকটা স্টেশন। তারপরই আন্ধেরি এসে গেল।

সমুমামা বললেন, "এই আন্ধেরির দু'-চারটে স্টেশন পরেই তোদের বরিভলি। কাল ইচ্ছে করলে তোরা যেতে পারিস। এখন আমি তোদের রাস্তাঘাট চিনিয়ে দিই। কাল-পরশু দু'দিন আমি একটু নিজের কাজে ব্যস্ত থাকব। কেন না, বিশ্বকর্মা পুজো তো! তার ওপরে গণেশ-চতুর্থী। মহারাষ্ট্র জুড়ে এই গণেশ-উৎসব দেখবার মতো। তোদের ওখানে যেমন বড়-বড় প্যান্ডেল করে দুর্গাপুজো হয়, এখানেও তেমনই বারোয়ারি গণেশ পুজো হয়।"

ওরা আন্ধেরি স্টেশন থেকে একটা অটো নিয়ে সোজা চলে এল জুহু বিচে। তবে সমুদ্রতীরে যাবার আগে ইসকনের মন্দিরটাও একবার দেখে নিল। পঞ্চু বেচারি এখানেও অসহায়। অর্থাৎ, ওকে কেউ ঢুকতেই দিল না ভেতরে।

যাই হোক, ইসকনের মন্দির দেখে ওরা হাজির হল জুহু চৌপট্টিতে। কী চমৎকার জায়গা এই জুহু চৌপট্টি। সি বিচে সাজানো-গোছানো রথের মতো, ঘোড়ায়-টানা, উটে-টানা গাড়ি কেমন লোকজন বসিয়ে ছুটে চলেছে। নাগরদোলা বসেছে। যেন মেলা বসেছে একটা। সবচেয়ে বড় কথা এখানকার সমুদ্রের ঢেউ। কত লোকে কত ছবি তুলছে। মেমসাহেবরা সান বাথ করছে। মাথার ওপর দিয়ে ঘন-ঘন প্লেন উড়ছে।

সমুমামা বললেন, "এইখানেই একটু দূরে সান্তাক্রুজ বিমানবন্দর। বিমান ওঠা-নামা করে এখান দিয়ে। আর এই যে সমুদ্রটা দেখছিস, এর ঠিক ওপারেই আরব দেশ।"

"সত্যি নাকি?"

এমন সময় পিছন থেকে কে বা কারা যেন বলল, "হাঁ, মামা ঠিকই বতায়া তুমকো। এই সাগর পার হলেই আরব দেশ। অ্যারেবিয়ান কান্ট্রি। হাম তো তুমকো হুঁয়া লে যানেকে লিয়ে আয়া। আও হামারা সাথ।"

বাবলুরা দেখল দু'জন ভীষণদর্শন লোক মাথায় হ্যাট, টাওয়েল-গেঞ্জি আর পা-গোটানো প্যান্ট পরে গলায় রুমাল বেঁধে ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

বাবলু বলল, "তোমরা কারা?"

"ও তো আভি মালুম হো যায়েগা মেরে লাল।"

"দু'জনের একজন এগিয়ে এসে প্রথমেই একটা ঘুষি দিল সমুমামাকে।

ততক্ষণে জুহু বিচ লোকজনে ভরে গেছে। সবাই হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে চুপচুপ। যেন সিনেমার শুটিং দেখছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেউই এগিয়ে আসছে না ওদের দিকে।

ইতিমধ্যে শত্রুপক্ষের আরও লোক এসে ঘিরে ফেলল ওদের। মানুষ তো নয় ওগুলো। ঠিক যেন যম।

আর পঞ্চুকে সামলানো গেল না। সে তখন তারও আদেশের তোয়াক্কা না করেই বিকট একটা ডাক ছেড়ে লাফিয়ে পড়ল একজনের ঘাড়ে। কিন্তু পড়লে কী হবে? পরক্ষণেই আর-একজন একটি নাইলনের জাল দিয়ে ঢেকে ফেলল পঞ্চুকে। পঞ্চুর চিৎকারে জুহু বিচ চমকে চমকে উঠল। ওরা তখন জালে জড়ানো পঞ্চুকে বাঁই-বাঁই করে কয়েক পাক ঘুরিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল সমুদ্রের জলে।

বাবলুরা হায় হায় করে উঠল।

বাচ্চু আর বিচ্ছুকে তখন দু'জন লোক টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে তুলল একটা ট্যাক্সিতে। বিলু আর ভোম্বলকে ধরল আরও দু'জন।

আর বাবলু? বাবলুর হাতে তখন সূর্যের রোদ লেগে চকচক করছে ওর পিস্তলটা। সে আর কালবিলম্ব না করে ওর দিকে এগিয়ে আসা লোকদুটোকে গুলি করল। বিশাল শরীর লোকদুটো ভাবতেও পারেনি এমন অঘটন ঘটবে বলে। কলাগাছের গুঁড়ির মতো দুটো ভারী লাশ ধুপ-ধাপ করে লুটিয়ে পড়ল বালির ওপর।

সমুমামা অতিকষ্টে উঠে দাঁড়িয়েছেন তখন। ইতিমধ্যে একজন ফরেনার জালে বাঁধা পঞ্চুকে জল থেকে টেনে তুলেছেন। পঞ্চু বেচারি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কোনওরকমে গা ঝাড়া দিয়ে বালিতে একটু লুটোপুটি খেয়েই ছুটে এল বাবলুর কাছে।

ততক্ষণে অনেক লোকজনও ছুটে এসেছে বাবলুর কাছে। বলল, "ভাই, তুম যো কাম কিয়া ও ঠিকই কিয়া। লেকিন আভি তুম ভাগো হিঁয়াসে। নেহি তো আউর আদমি আ যায়েগা। ও লোক মার ডালেগা তুমকো।"

বাবলু বলল, "এরা কারা?"

"আরে বাবা, লোদি কা আদমি, ডেভিড লোদি। তুম দের মাত করো। ভাগো হিঁয়াসে।"

বাবলু আর সমুমামা বিচের ওপর থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ঝড়ের বেগে উড়ে চলল আন্ধেরির দিকে।

সমুমামা বললেন, "আমি জানতাম এইরকমই একটা ঘটনা ঘটবে। কে যে তোদের মনে এইসব বদ বুদ্ধি ঢোকাল তা ভাগবানই জানেন। দু'-চারটে ছিঁচকে চোর ধরে তোরা নিজেদের শের ভাবছিস। এখন কী করবি?"

সমুমামার বিদ্রূপাত্মক কথাগুলো মুখ বুজে হজম করল বাবলু। এ ছাড়া উপায়ই বা কী? এই ভয়ানক গোলকধাঁধার শহরে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুকে যে কোথায় নিয়ে গেল ওরা, তা কে জানে? ওরা যে ওদের কোথায় লুকিয়ে রাখবে বা খুন করে ফেলে দেবে তাই বা জানে কে?

সমুমামা বললেন, "শোন, আমি আর তোদের কোনও দায়িত্বই নিতে পারব না। আর এই ব্যাপারে থানা-পুলিশ করেও কোনও লাভ নেই। তুই আজই রাতের গাড়িতে বাড়ি চলে যা। আমি জামাইবাবুকে এক্ষুনি ট্রাঙ্ককলে সব কথা জানিয়ে দিচ্ছি। তুই কিন্তু আর এক মুহূর্ত এখানে থাকবি না।"

বাবলু বলল, "যা আপনি বলবেন তাই হবে।"

আন্ধেরি স্টেশনে ট্যাক্সি থামল। ট্যাক্সি থেকে নেমে বাবলু বলল, "মামা, আপনি একাই বম্বেতে ফিরে যান। আমি আজ ফিরছি না।"

"সে কী! এই অচেনা জায়গায় কোথায় যাবি তুই?"

"যেখানেই যাই না কেন ভি টি-তে যাচ্ছি না। তবে যদি ওদের সন্ধান পাই বা কোনওরকমে ওদের উদ্ধার করতে পারি, তবেই ফিরব। নচেৎ নয়। আপাতত এই আমাদের শেষ দেখা।"

সমুমামা বললেন, "ডোন্ট বি সিলি, বাবলু।"

বাবলু সমুমামার দিকে আর ফিরেও না তাকিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল সেই আন্ধেরির ভিড়ে। পঞ্চু অবশ্য সঙ্গেই রইল ওর।

বাবলু কাউন্টারে গিয়ে বরিভলির টিকিট কেটে পঞ্চুকে নিয়ে ট্রেনে উঠল। উঃ, সে কী ভিড় ট্রেনে। ঘরে-ফেরা ডেলি প্যাসেঞ্জারের ভিড়। এই ট্রেনটা বরিভলি ছাড়াও ভিরা পর্যন্ত যাবে। পঞ্চু বহুকষ্টে ঠেলেঠুলে ভেতরে ঢুকল। মাত্র দু'-চারটে স্টেশন। তারপরই বরিভলি এসে গেল।

এখানে গেটে কোনও চেকার নেই। তাই গেট পার হতে কোনও ঝামেলাও নেই। বরিভলিও অত্যন্ত ঘিঞ্জি এবং ব্যস্ত শহর। ও স্টেশন থেকে বেরিয়েই একটা অটো ভাড়া করল। অটো ড্রাইভারকে একসর তালাও নাম বলতেই ফুল স্পিডে অটো চালিয়ে দিল সে।

তখন সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রি হয়েছে।

বাবলুর মনে সংশয়। তবুও এই মুহূর্তে এখানে আসার মূলে ওর একটাই উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যটা এই, মিস্টার যোশি যে ধরনের ধনী লোক, তাতে মনে হয় খুব একটা দুর্বল লোক নন উনি। অতএব তাঁর পরিবারবর্গের হাতে হিরেগুলো ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে তাঁরা কি ওকে লোকজন দিয়ে সাহায্য করবেন না? যাতে করে লোদির কবল থেকে সকলকে ও মুক্ত করতে পারে? কিছু না করুন, শয়তানের ঘাঁটিটাও যদি চিনিয়ে দেয় ওরা, তা হলে নিজের জীবন দিয়েও ওই কালপ্রিটের জীবনান্ত ও করবেই।

অটো একসময় একসর তালাওয়ের শিবমন্দিরের সামনে থামল। বাবলু ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ভাবল এইবার ও কোন দিকে যাবে? পিচ-ঢালা বড় রাস্তাটা ডান দিকে বাঁক নিয়ে চলে গেছে শান্তি আশ্রমের দিকে। এখানে শুধু সারি-সারি ফ্ল্যাটবাড়ি। আর সামনের দিকে ছোট্ট একটি টিলা পাহাড়কে ঘিরে এক ঘিঞ্জি বস্তি। মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্রের লোকই বেশি এখানে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে একজন পথচারিকে মি. যোশির নাম বলতেই সেই বস্তির ভেতরের গলি-রাস্তাটা দেখিয়ে দিলেন তিনি।

বাবলুর সন্দেহ হল খুব। কেন না, সমুমামার মুখে ও শুনেছে মি. যোশি একজন বিত্তবান ব্যক্তি। অতএব সেই লোকের বাড়ি এই ঘিঞ্জি বস্তির ভেতর কী করে হবে? তবু ও আরও দু'-একজনকে জিজ্ঞেস করে এবং সকলের কাছ থেকে একই নির্দেশ পেয়ে সেই গলিপথেই এগিয়ে চলল। গলির একেবারে শেষ প্রান্তে আবার প্রশস্ত রাজপথ। আর সেই রাজপথের ধারেই প্রাসাদোপম এক সুবিশাল অট্টালিকা। অর্থাৎ, এই রাজপথ বেঁকে ওদিক থেকে এদিকে এসেছে। আর এই বস্তির গলিটা একটা শর্টকাট রাস্তা ছাড়া কিছুই নয়।

বাবলু সেই বাড়ির সামনে গিয়ে দেখল নেমপ্লেটে লেখা আছে—মি. এস এম যোশি। অর্থাৎ এই সেই বাড়ি।

বাবলু ডোর বেল টিপতেই একজন বুড়ো দারোয়ান বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তারপর কোনও কথা না বলে বাবলুর মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

বাবলু বলল, "এটা কি মি. যোশির মকান?"

বৃদ্ধ ঘাড় নেড়ে বলল, "হ্যাঁ।"

"বাড়ির কাউকে একটু ডেকে দিন তো!"

"অন্দর আইয়ে।"

বাবলু পঞ্চুকে নিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকল। একেবারে বিলাসবহুল সুসজ্জিত ঘর। দেওয়াল-ঘড়িতে রাত দশটা বাজল। অবশ্য এইসব অঞ্চলে এটা এখন সন্ধে-রাত। কেন না, এখানকার লোকেরা রাত একটা-দেড়টার আগে কেউ ঘুমোয় না। বাবলু ঘরে ঢুকে একটি আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে বসল।

একটু পরেই এক দীর্ঘদেহী সুদর্শন পুরুষ এসে ঘরে ঢুকলেন। কী সুন্দর ভারিক্কি চেহারা তাঁর। ঘাড় পর্যন্ত লটকানো বাবরি চুল। ইয়া মোটা গোঁফ। গলায় সোনার হার। হাতে নাম-লেখা পদক। জালি গেঞ্জি ও ধুতি পরা সেই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষটি বাবলুর সামনে এসে বসলেন। তারপর ওর আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বললেন, "কৌন হো তুম?"

"আমি বাবলু। কলকাতার দিক থেকে আসছি। মি. যোশির ব্যাপারে একটা খবর ছিল।"

"তুমি বাঙালি? কিন্তু বয়স তো খুব কম তোমার। এত অল্প বয়সে এত রাতে একা এই বোম্বাই শহরতলিতে, ব্যাপারটা কী?"

বাবলু বলল, "সে অনেক কথা। কিন্তু আপনি বেশ ভাল বাংলা বলতে পারেন তো?"

"পারি বলেই তো বললাম। না হলে কী করে বলতাম?"

"আমি মি. যোশির পরিবারের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।"

"বেশ তো, বলো।"

"আপনি?"

"আমিই মি. যোশি।"

বাবলু হতাশ হয়ে বলল, "তা হলে বোধ হয় আমি বাড়ি চিনতে ভুল করেছি।"

"মোটেই ভুল করোনি। এই অঞ্চলে যোশি-পরিবার একটাই আছে, এবং সেটা এই বাড়িতেই।"

"না, মানে আমি তো জানি তিনি মৃত।"

মি. যোশি হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ করে হেসে বললেন, "মৃত লোক কখনও কথা বলতে পারে? তার ওপর এইভাবে মুখোমুখি বসে?"

বাবলু বলল, "আমার সব কীরকম গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।"

"কেন, গোলমাল হবার কী আছে? তুমি মি. যোশির কাছে এসেছ। মি. যোশি তোমার সামনে বসে আছেন। পুলিশি রিপোর্টে জেনেছি, তোমরা পাঁচ বন্ধু এবং তোমাদের একটি কুকুর নাকি আমার শত্রুদের রীতিমতো ঘায়েল করেছে। তবে আমার ম্যানেজার এবং দু'জন লোক খুন হয়েছে।"

"যিনি মারা গেলেন তিনি তা হলে আপনার ম্যানেজার?"

"হ্যাঁ। খুব ভাল লোক। একজন সদাচারী ব্রাহ্মণ।"

"কিন্তু তিনি যে নাম বললেন মি. এস এম যোশি?"

"আসলে মরবার সময় বলেছেন তো? তাঁর পরিচয় দিতে গেলে আমার নাম-ঠিকানা বলবার আর সময় পেতেন না। তোমরা ধরে নিয়েছিলে মি. যোশি তাঁরই নাম।"

"ঠিক তাই। অবশ্য এই ধরে নেবার আরও একটা কারণ ছিল। উনি মরবার আগে কতকগুলো মূল্যবান জিনিস আমাদের দিয়ে যান। এবং বলেন, ওতে যা আছে তার অর্ধেক আমাদের এবং বাকিটা যোশি-পরিবারের হাতে তুলে দিতে। তাতেই আমরা ধরে নিয়েছিলাম উনিই মি. যোশি।"

"উনি তোমাদের হাতে চব্বিশটা হিরে তুলে দিয়েছিলেন, এই তো? তা ঠিকই বলেছেন উনি। আমি যে মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিলাম ওই পলাতক চোরটির পিছনে ডেভিড তার লোভের থাবা এগিয়ে দিয়েছে তখনই ধরে নিয়েছিলাম ও জিনিস আমাকে আর ফেরত পেতে হবে না। তাই বলছিলাম, যদি ওগুলো তুমি উদ্ধার করে আনতে পারো তা হলে এর অর্ধেক ভাগ তোমার। সেই হিসেবেই তিনি মরবার আগে তাঁর প্রাপ্যটা তোমাদের নিতে বলেছেন। তা বাবা, তোমরা যে দারুণ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ওগুলো উদ্ধার করেছ তাতে আমি অভিভূত। তোমরা ওই সময় না থাকলে ওই হিরেগুলো ডেভিডের লোকেরাই মেরে দিত। তুমি কি ওগুলো নিয়ে এসেছ?"

"না। আমাদের পিছনে ভীষণভাবে লোক লেগেছে। যদি ওগুলো পথেই ছিনতাই হয়, সেই ভয়ে আনিনি।"

"খুব ভাল করেছ। তবে আমি কিন্তু পুলিশি রিপোর্টে শুনলাম ওই মালগুলো নাকি আদৌ পাওয়া যায়নি। ওখানকার পুলিশ তোমাদের বাড়িও নাকি সার্চ করেছিল। অথচ এদিকে ডেভিডের লোকেরাও ওগুলো পায়নি। না পেয়ে তোমাদের ওপর অত্যাচারও করেছে খুব।"

বাবলু বলল, "আপনি এইটুকু সময়ের মধ্যে এত খবর কী করে পেলেন? আমরা ইচ্ছে করেই হিরে পাওয়ার খবর পুলিশকে বলিনি। পুলিশের হাতে ও মাল পড়লে হয়তো পুলিশ ওগুলো বাজেয়াপ্তই করে দিত। কিন্তু আমার একটাই বক্তব্য, ওই ডেভিড-শয়তানকে কি কিছুতেই ঘায়েল করা যায় না?"

"কেন যাবে না? কেউ কিছু করার চেষ্টা করেনি, তাই এত দাপট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর আমরা তো বিজনেসম্যান, সেইজন্যে ওইসব লোকেদের ঘাঁটাই না। ওর বাহিনী বিরাট। তবে ও যখন একবার আমার দিকে থাবা বাড়িয়েছে তখন আর ওর নিস্তার নেই। আমি শনির মতন লেগে থাকব ওর পিছনে। তবে মুশকিল হয়েছে কী জানো? ওর থাকার কোনও নির্দিষ্ট জায়গা নেই। ওর পাকাপোক্ত ডেরা আছে। কিন্তু ওকে কোথাও পাওয়া যায় না।"

"তবে যে শুনলাম জুহুতে হোটেল প্রিন্সে উনি থাকেন।"

"আরে ওটা তো ওর নিজেরই হোটেল। কিন্তু হোটেল থাকলে কী হবে? ও কি থাকে? ওর নিজস্ব প্লেন আছে। যেখানে-সেখানে উড়ে যায়। তা তোমার আর সব বন্ধুরা কোথায়?"

বাবলুর দু'চোখে তখন জল এসে গেছে। অতিকষ্টে জুহু বিচের সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলল ও মি. যোশিকে।

যোশি বললেন, "ঘাবড়াও মাত। আমি তো আছি। দেখছি আমি কীভাবে কী করা যায়।"

বাবলু বলল, "মুশকিল হল, আমি যে এখানকার কিছুই চিনি-জানি না। সম্পূর্ণ অপরিচিত শহর।"

মি. যোশি গম্ভীর হয়ে পাশের ঘরে উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরলেন, "হ্যালো, হ্যালো, আন্ধেরি পুলিশ-স্টেশন।"

ওদিক থেকে কী যেন উত্তর আসতেই মিঃ যোশির গলা শোনা গেল, "আজ জুহুমে ক্যা হো গিয়া কুছ পতা হ্যায়?"

ওদিকের কথা শোনা গেল না।

"আরে মার্ডার কা বাত ছোড়ো ইয়ার। মরনে দো ও বদমাশকো। লেকিন উস বাচ্চেকো ক্যা হুয়া? এসব কাম পাবলিককো করনা পড়েগা? ...নেহি নেহি, হাম কুছ ভি নেহি শুনেঙ্গে। জলদি উস বাচ্চেকো তালাশ করো আউর হামারা কোঠিমে লে আও।"

টেলিফোন নামিয়ে রেখে যোশিজি আবার এ-ঘরে এলেন। এসে ডাকলেন, "কামাল! এ কামাল!"

কামাল নামে একজন দুর্দান্ত চেহারার লোক এগিয়ে এসে বলল, "ফরমাইয়ে সাব।"

যোশিজি তাকে ডেকে নিয়ে কানের কাছে ফিসফিস করে কী যেন বলতেই লোকটি একবার তাকিয়ে দেখল বাবলুকে। তারপর একটুও দেরি না করে ভেতর বাড়িতে ঢুকে গেল। পরক্ষণেই দেখা গেল জনাচারেক সাংঘাতিক চেহারার লোক মুখে কাপড় বেঁধে বন্দুক কাঁধে দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এমন সময় বাবলুরই বয়সি চোদ্দো-পনেরো বছরের একটি কিশোরী মেয়ে হাসি-হাসি মুখে ডিশ-ভর্তি খাবার নিয়ে ঘরে এল। তারপর বাবলুর সামনে টি-টেবিলে নামিয়ে রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

মি. যোশি বললেন, "বাবলু, তোমার বন্ধুদের উদ্ধারের জন্যে আমার লোকেরা গেছে। পুলিশও চেষ্টা করছে ওদের সন্ধান নেবার। এখন দেখা যাক, কতদূর কী হয়। যদি ওরা ওদের প্রাণে না মারে, তা হলে ফিরিয়ে আমি আনবই। আর তারপরই হবে ডেভিডের সঙ্গে আমার শেষ বোঝাপড়া।"

দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে মি. যোশি বললেন, "সুন্দরী, তুম বাবলুকো খেয়াল রাখ না। আজ সে ও হিঁয়া রহেগা। দিদিকো আনে দো। দিদি আ যানে সে উসকো দেখভাল দিদি করেগী।"

. নিদারুণ মানসিক উত্তেজনায় বাবলুর তখন কোনও কিছুই খেতে ইচ্ছে করছিল না। তবু যা ছিল তাই পঞ্চুকে ভাগ দিয়ে খেতে হল।

সুন্দরী বসে থেকে সব-কিছু খাওয়াল ওকে।

মি. যোশি বললেন, "এখানে তুমি কোনওরকম লজ্জা কোরো না বাবলু। এটা তোমার নিজেরই ঘর মনে করবে। শুধুমাত্র তোমার জন্যই ওই বহুমূল্য হিরেগুলো শয়তানদের হাতে পড়তে পেল না। ওই হিরের অর্ধেক তোমার। বাকি আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসব।"

বাবলু বলল, "অর্ধেক কেন? সবই আপনি ফেরত নিন। অতগুলো হিরে নিয়ে আমারই বা কী করব? আপনি শুধু একটু চেষ্টা করুন যাতে আমার বন্ধুদের উদ্ধার করে আনা যায়।"

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল পাশের ঘরে।

মি. যোশি হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "নিশ্চয়ই কোনও সুখবর আছে। থানা থেকে ফোন এসেছে নিশ্চয়ই।" বলে পাশের ঘরে গিয়ে রিসিভার কানে লাগিয়ে বললেন, "মি. যোশি স্পিকিং...হোয়াট? নো, নো। ইমপসিবল। এ কভি নেহি হো সক্তা। নেহি নেহি নেহি।" মি. যোশির হাত থেকে রিসিভারটা খসে পড়ল।

অবস্থার গুরুত্ব বুঝে ঠাকুর-ভৃত্য-দারোয়ান যে যেখানে ছিল সবাই এসে দাঁড়াল তাঁর পাশে।

ভয়ে বুক ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল বাবলুর। কী হল মি. যোশির? ওদের কোনও খারাপ খবর নয় তো? কিন্তু তা যদি হয় তা হলে সেই খবরে উনি এত বিচলিত হয়ে পড়বেন কেন?

সুন্দরী পাশের ঘরে গিয়ে সব-কিছু জেনে এসে বলল, "সর্বনাশ হো গিয়া দাদা।"

"কী হল?"

"দিদিকা অ্যাকসিডেন্ট হো গিয়া।"

"তোমার দিদির?"

"মেরা মতলব সবকা দিদির। ম্যায় তো কাম করতা হিঁয়া পর। নোকরানি।"

"কীভাবে অ্যাকসিডেন্ট হল?"

"মালুম নেহি। লোনাভালাকে পাস মোটর খাদমে গির গিয়া। ড্রাইভারকা বডি মিলা, লেকিন দিদিকা লাশ নেহি মিলা।"

মিনিট-দশেক বসে থাকার পর বাবলু দেখল মি. যোশি একেবারে সুটেড বুটেড হয়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে দু'জন বলবান লোকও চলল। মি. যোশির মুখের দিকে আর তাকানো যাচ্ছে না তখন। কী ভয়ংকর মূর্তি তাঁর। মি. যোশি বললেন, "বাবলু, তুমি নির্ভাবনায় বসে থাকো এখানে। সুন্দরী তোমার সব-কিছুর ব্যবস্থা করে দেবে। কোনও অবস্থাতেই এখন ঘর থেকে বেরোতে যাবে না তুমি। শুনেছ বোধ হয় আমার মেয়ের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে?"

"শুনেছি।"

"কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। মেয়েটাকে ওরা গুম করে ড্রাইভারকে গাড়িসুদ্ধ খাদে ফেলে দিয়েছে। আমি একবার থানায় দেখা করে লোনাভালায় যাচ্ছি।"

বাবলু বলল, "আপনি আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমি তো নিরাপদেই আছি। আমি ঠিক থাকব।"

মি. যোশি চলে গেলেন।

বাবলু চুপচাপ বসে রইল পঞ্চুকে নিয়ে। ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। বাইরে কোথাও টাইমকলে

জল এসেছে বোধ হয়। সেই জল নেবার জন্য বস্তির লোকেদের লাইন পড়েছে। তাদেরই গলাবাজিতে সরব চারদিক।

একটু পরে সুন্দরী এসে বলল, "দাদা, আভি খানা খাওগে তুম?"

"না রে। এই তো একটু আগে খেলাম। আমার একদম খিদে নেই। আজ আর কিচ্ছু খাব না।"

"তুমকো ক্যা হো গিয়া দাদা?"

"সে তুই বুঝবি না রে।"

সুন্দরী বাবলুর মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল।

বাবলু বলল, "নামের সঙ্গে তোর চেহারারও একটা অপূর্ব মিল আছে। এ-বাড়িতে কতদিন কাজ করছিস?"

"পাঁচ সাল।"

"তুই মারাঠি?"

"নেহি। ম্যায় বিলাসপুরকা।"

"তা হলে এখানে তুই কী করে এলি?"

"দাদা, ও যো লোদি আছে না, ও মেরা মাতা-পিতাকো মার ডালা। আউর হামকো লেকে ভাগা। মেরা পিতাজি খাণ্ডোয়াকা ব্যাঙ্ক ম্যানেজার থা। ও লোগ হুঁয়া ডাকাইতি করনে গিয়া। তো মেরা পিতাজি নে বাধা দিয়া। ইসি ওজোঃসে মার ডালা উনকো।"

"তারপর তুই এখানে কী করে এলি?"

"ইধার যো গোরাইখেড়ি হ্যায় না, ও লোগোনে হুঁয়া পরা রাখা তা হামকো। হাম হুঁয়াসে ভাগকে আয়া। ওহি টাইম দিদি হুঁয়াপর পিকনিকমে গিয়া। ব্যস, মেরা সাথ পরিচয় হো গিয়া আউর হামকো লে আয়া হিঁয়া পর।"

"সেই থেকেই তুই এখানে আছিস, এই তো?"

"হ্যাঁ।"

"আমার দলের দুটি ছেলে আর তোর মতো দুটি বোনকে জুহু বিচ থেকে তুলে নিয়ে গেছে লোদির লোকেরা।"

"তব তো ও জরুর গোরাইখেড়িমে হোগা। হুঁয়া লোদিকা এক মকান হ্যায় সমুন্দর কা পাশ। হুঁয়া সবকো রাখতা আউর আরবমে ভেজ দেতা।"

এমন সময় ঝড়ের বেগে মি. যোশির দু'জন লোক বিলু আর ভোম্বলকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। বলল, "দো মিল গিয়া আউর দোনো আভি মিল যায়েগা। লেকিন তুম বাহার মাত যাও। বাবু কাঁহা?"

সুন্দরী বলল, "দিদিকা অ্যাকসিডেন্ট হো গিয়া। লোনাভালাকে পাশ। হুঁয়া চলা গিয়া।"

"কৌন বতায়া?"

"পুলিশনে।"

"সাথ মে কৌন গিয়া?"

"বিরজু আউর শান্তাপ্রসাদ।"

"ঠিক হ্যায়। দরোয়াজা বন্ধ কর দো। আউর শুনো, কামালকো গোলি লাগা। হাম উসকো ডক্টরকা পাশ ভেজা। হামারা আনেমে দের হোগা।"

ওরা চলে গেল।

বিলু আর ভোম্বল বোবার মতো বসে রইল সোফার ওপর। ওরা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল বাবলুর দিকে।

বাবলু ওদের চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখে বুঝল প্রচণ্ড মারধোর করা হয়েছে ওদের। ভোম্বলের নাকের কাছটা ফোলা-ফোলা, বিলুর কপালে বড় একটা কালশিটে।

বাবলু বলল, "এ কী অবস্থা হয়েছে তোদের?"

"খুব মেরেছে।"

"বাচ্চু-বিচ্চুর খবর জানিস?"

"না, ওদের মনে হয় অন্য কোথাও রেখেছে।"

"তোরা কোথায় ছিলি?"

"আমরা জুহুতেই ছিলাম। লোদির ফাইভ স্টার হোটেলে। ওরা একটা ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে খুব মারধোর

করেছে আমাদের। বারবার জানতে চেয়েছে হিরেগুলো আমরা পেয়েছি কি না, পেয়ে থাকলে কোথায় রেখেছি।"

"তোরা কী বললি?"

"বললাম, পেয়েছি। তবে ওগুলো এখন আমাদের কাছে নেই। আমাদের বাড়ির কাছেই এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি। আমাদের সবাইকে বাড়ি পৌঁছে দিলে এবং আর মারধোর না করলে ওগুলো দিয়ে দিতে পারি।"

"ঠিক বলেছিস। লোদিকে দেখলি?"

"না। শুধু ওর লোকেদেরই দেখেছি। তবে যেহেতু আমরা ওর লোকেদের মেরেছি সেহেতু ওরাও নাকি আমাদের মেরে ফেলবে বলে শাসিয়েছে।"

"তা হলে হিরে পাবে কী করে?"

"তা জানি না। কিন্তু পঞ্চুকে তুই উদ্ধার করলি কী করে? তুই এখানে কী করে এলি?"

"সেসব পরে শুনবি। এখন তোদের কথা বল।"

"আমাদের আর কী কথা? লোদির লোকেরা যখন আমাদের মারধোর করছে তেমন সময় হঠাৎ চারদিকে দুমদাম গুলির শব্দ। এমন সময় দেখি এই বন্দুকধারী লোকগুলো হুড়মুড় করে আমাদের ঘরে ঢুকল। তারপর যে লোকগুলো আমাদের মারছিল তাদের গুলি করে ধরে নিয়ে এল আমাদের। ওদেরই মুখে শুনলাম মি. যোশির বাড়িতে তুই আছিস।"

"এবং মি. যোশি জীবিত। আমরা যাঁর কাছে থেকে হিরেগুলো পেয়েছি, তিনি যোশির ম্যানেজার।"

"বলিস কী!"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ।" তারপর সুন্দরীকে বলল, "তোদের ঘরে কোনও ওষুধ বা ফার্স্ট এডের ব্যবস্থা আছে রে?"

সুন্দরী কিছু না বলে পাশের ঘরে চলে গেল। তারপর ফোনে সম্ভবত কোনও ডাক্তারকে কল দিয়ে কাছে এসে বিলু ভোম্বলকে বলল, "কুছ খাওগে তুম?"

ভোম্বল বলল, "হ্যাঁ। খুব খিদে পেয়েছে। শুধু মার ছাড়া আর কিচ্ছু খাইনি আমরা।"

সুন্দরী চলে গেল। তারপর দুটো প্লেট ভর্তি করে খাবার সাজিয়ে ওদের জন্য নিয়ে এল। ওদের জন্য মানে বিলু আর ভোম্বলের।

ওরা খাওয়া শেষ করতেই একজন ডাক্তার এলেন। তারপর সামান্য একটু স্টিচিং করে কয়েকটা ওষুধ দিয়ে চলে গেলেন।

সুন্দরী পাশের ঘরে ওদের শোবার ব্যবস্থা করে এসে বলল, "তুম সব আরাম করো দাদা।"

বাবলু বলল, "আমার ঘুম আসছে না রে। যতক্ষণ না বাচ্চু-বিচ্ছুর খবর পাই, ততক্ষণ ঘুম আসবে না।"

"বাচ্চু-বিচ্ছু কৌন?"

"তোরই মতো ফুটফুটে দুটি মেয়ে। আমাদের বোনের মতো। ডেভিডের লোকেরা ওদেরও ধরে নিয়ে গেছে।"

"তব তো ও জরুর গোরাইখেড়িমে হোগা। ও লোগ খানদানি ঘর কি লেড়কি কো চুরাকে লে আতা ঔর গোরাইখেড়িমে ভেজ দেতা।"

"তারপর?"

"উসকে বাদ আরব দেশমে পাচার করতা সবকো। ও লোদি গোরাইখেড়িমে হ্যায়।"

বাবলু এবার সোজা হয়ে বসে বলল, "গোরাইখেড়িটা কোথায়? আমি যাব।"

"বহুত দূর হিঁয়াসে। লেকিন আভি তুম হুঁয়া জানে নেহি সকোগি। উধার তুমকো কুছ হো যায়েগা তো বাবুজি বহুত নারাজ হোগা হামসে।"

বাবলু বলল, "তোর কোনও ভয় নেই সুন্দরী। তুই আমাকে রাস্তাঘাট বলে দিলে আমি ঠিক চলে যাব। দেরি করলে যদি ওরা সত্যিই পাচার করে দেয় ওদের তা হলে?"

"জরুর দেগা।"

"তবে?"

"লেকিন হুঁয়া পর সমুন্দর হ্যায়। তুমকো সমুন্দর পার হোনে পড়েগা। ও এক ছোটাসা দ্বীপ হ্যায়।"

বাবলু সুন্দরীর একটি হাত ধরে বলল, "সুন্দরী, তুইও আমার আর-এক বোন। তুই কি চাস না তোর অন্য সব বোনেরা ফিরে আসুক?"

সুন্দরী ঘাড় নেড়ে জানাল, "হ্যাঁ।"

"তা হলে তুইও আমার সঙ্গে চল না। তোর কোনও ভয় নেই। এই দ্যাখ, আমার কাছে পিস্তল আছে। সঙ্গে কুকুর আছে। পুলিশের দেওয়া পিস্তল এটা। লাইসেন্স আছে। বেকায়দায় পড়লে আমি ঢিসুম-ঢুসুম চালাতে পারি বুঝলি?"

"লেকিন দারোয়ানজি কিসিকো যানে নেহি দেগা।"

বিলু, ভোম্বল বলল, "আমরাও কিন্তু যাব বাবলু তোর সঙ্গে।"

সুন্দরী কী করবে কিছু ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইল।

বাবলু বলল, "শোন তবে, কী করে কী করবি বলে দিই। আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। তুই দরজায় খিল দে। তারপর ওপরে গিয়ে ঝুলবারান্দার রেলিংয়ে একটা দড়ি বেঁধে ঝুপ করে নেমে পড়। কেউ টের পাবে না।"

সুন্দরী আর একটুও দেরি না করে ওদের বার করে দিল। তারপর তরতর করে উঠে গেল ওপরে। কিশোরী মেয়ের রক্তে এবার অ্যাডভেঞ্চারের নেশা জাগল।

॥ ৭ ॥

এত রাতে পথ খুব নির্জন। অধিকাংশ দোকানপাটও বন্ধ হয়ে গেছে। বাবলুর পরিকল্পনামতো সুন্দরী ওইভাবেই পালিয়ে এল। প্যান্ট-শার্ট পরে ওকে এখন বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছে। ওরা একসর তালাওয়ের সেই শিবমন্দিরের কাছে আসতেই একটি অটো দেখতে পেল।

সুন্দরী বলল, "গোরাইখেড়ি ঘাট। জলদি চলো।"

ড্রাইভার বলল, "নেহি। ইতনা রাতমে উধার হাম নেহি যাউঙ্গা।"

সুন্দরী হাতজোড় করে বলল, "আরে বাবা চলো না।"

"কিতনা উমর তুমহারা? ইতনা রাতমে কাহে কো হুঁয়া যাতা?"

সুন্দরী একটু লজ্জা পেয়ে বলল, "বুরা মাত সমঝো দাদা। হামারা দো বহিন খো গিয়া হুঁয়া পর। ম্যায় যোশিজিকা মকানমে কাম করতা হুঁ।"

এইবার কাজ হল। অটো ওদের সকলকেই তুলে নিয়ে খানিকটা আলোর পথ পার হয়ে অন্ধকার নির্জন পথে এগিয়ে চলল। অন্ধকার বলতে যে একেবারে ঘন অন্ধকার তা নয়। রাস্তায় আলো আছে। তবে পথের ধারে কোনও ঘরবাড়ি না থাকায় অন্ধকার একটু বেশি। দু'পাশে ফাঁকা মাঠ। যেতে যেতে কত কথাই ভাবতে লাগল বাবলু। এক অজানা আশঙ্কায় ওর বুক দুরু-দুরু করতে লাগল। এত কষ্টের পরও যদি বাচ্চু-বিচ্ছুকে না পাওয়া যায়? যদি ওরা ওদের এতক্ষণে আরব দেশে পাঠিয়েই দিয়ে থাকে? এইসব চিন্তা ওর মনের ভিতর তোলপাড় করতে লাগল।

এক সময় গোরাইখেড়ির নির্জন ঘাটে পৌঁছে গেল ওরা। জনপ্রাণী নেই সেখান। সামনে সমুদ্রের খাঁড়ি। ওপারে জঙ্গলময় দ্বীপ। সমুদ্রে এখন জোয়ার এসেছে। তাই খাঁড়ির জল ফুলছে।

সুন্দরী হেঁকে বলল, "ইধার কোই হ্যায়?"

কারও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

পঞ্চু একটা হাঁক দিল এবার, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

এমন সময় পাশের একটি গুমটি ঘরের ভেতর থেকে একজন লোক টলতে টলতে এসে বলল, "এই কৌন হো তুম। ভাগো হিঁয়াসে। লঞ্চ বন্ধ হো গিয়া। নেহি যায়েগা। ভাগো।"

সুন্দরী বলল, "সবকো পার কর দো ভাই। জলদি করো। বহোত জরুরি কাম হ্যায় হুঁয়া পর।"

লোকটি এবার রেগে বলল, "এই লেড়কি, হাম পুলিশকো ফোন করেগা। যাও। ভাগো হিঁয়াসে।"

আসলে দোষ কারও নেই। এই গোরাইখেড়ি হল বোম্বাই উপকূলে বরিভলি সীমান্তে এক মনোরম দ্বীপ। ভটভটি লাগানো নৌকোয় করে ওপারে যেতে হয়। লঞ্চও আছে। চারদিকে অসংখ্য টিলা আর নারিকেল কুঞ্জে ভরা এই দ্বীপটির সৌন্দর্য অপরিসীম। এই সুন্দর দ্বীপের কথা সাধারণ লোক জানে না। তাই আসে না। তবে বোম্বাই শহরতলির বহু লোকজনই এই দ্বীপে পিকনিক অথবা প্রমোদভ্রমণে এসে থাকেন। এই দ্বীপের বাসিন্দাদের অনেকেরই চেহারা গোয়ানিজদের মতো। এঁরা ধীবর এবং খ্রিস্টান।

যাই হোক, বাবলুরা অনেক করে বোঝাতে লাগল লোকটিকে। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়।

লোকটি বলল, "আরে ভাই তুম পাগল হো গিয়া ক্যা? হুঁয়া বহোতই খারাপি কাম হোতা। চৌদ্দ-পন্দরো সাল কা লেড়কিকো ইতনা রাতমে উধার যানা ঠিক নেহি।"

বাবলু বলল, "সে আমরা বুঝব। তুমি নিয়ে তো চলো।"

লোকটি এবার আর একটা খারাপ কথা বলতেই বিলু আচমকা ওর মুখে মারল এক ঘুষি।

বাবলু পিস্তলটা ওর বুকে ঠেকিয়ে বলল, "লঞ্চ স্টার্ট করো। না হলে ভোগে পাঠিয়ে দেব একেবারে।"

আর পঞ্চু? সে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে এসে লোকটির পথ রোধ করল।

অগত্যা বাধ্য হল লোকটি ওদের ওপারে নিয়ে যেতে। মস্ত খাঁড়ি। চারদিকে শুধু জল আর জল। পেছনে বরিভলির আলো-ঝলমলে শহর। সামনে অন্ধকার দ্বীপ। ওদের মনে হল, ওরা যেন কোনও স্বপ্নরাজ্যের দিকে চলেছে।

ওপারে পৌঁছেও খুব একটা সুবিধে হল না ওদের। কেন না, গোরাইখেড়ির সমুদ্রতীর এখান থেকে পাঁচ কিলোমিটারের পথ। যাবার জন্য রংচংয়ে টাঙ্গা আছে। ভাগ্যক্রমে ঘোড়াও জোতা আছে তাতে কিন্তু এত রাতে টাঙ্গা চালাবার লোক নেই।

সুন্দরী বলল, "তুম সব চড় যাও। ম্যায় দেখতি হুঁ।"

বাবলু বলল, "তুই পারিস টাঙ্গা চালাতে?"

"থোড়া থোড়া।"

"দেখিস বাবা, যেন অ্যাকসিডেন্ট করিস না।"

ভোম্বল বলল, "যাদের টাঙ্গা তারা কিছু বলবে না?"

"ও বাদমে শোচেগা।"

বাবলুরা টাঙ্গায় উঠে বসতেই সুন্দরীও চালকের জায়গায় বসল। কিন্তু বসলে কী হবে? ঘোড়া কিছুতেই যাবে না। চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ করে চিৎকার করতে লাগল। আর সেই চিৎকার শুনে পাশের একটি ঝোপড়ি-ঘর থেকে ছুটে এল একটি ছেলে, "এই, এই, এ ক্যা করতা? হামারা গাড়ি লেকে কাঁহা ভাগতা?"

সুন্দরী বলল, "হামকো গোরাইখেড়ি চৌপট্টিমে যানা। বহুতই জলদি কাম হ্যায়।"

"হাম লে যায়েঙ্গে। আভি খানা খায়েগা। দশ মিনিট রুখো। আভি আতা হুঁ।"

"নেহি, তুম আভি লে চলো। খানা বাদমে খাও।'

"দশ রুপেয়া লাগেগা।"

"আরে ইয়ার, তুমকো বিশ রুপিয়া মিলেগা। টাঙ্গা তো চালাও। বহুত জলদি সে।"

ছেলেটি বাঁদরের মতো লাফিয়ে উঠে বসল। তারপর ঘোড়ার লাগাম ধরে টানতেই ঘোড়া ছুটে চলল টগবগিয়ে। প্রায় ঘণ্টাখানেক যাবার পর এক জায়গায় গিয়ে টাঙ্গা থামল। ছেলেটি বলল, "হিঁয়া উতারিয়ে। আউর নেহি যায়েগা।"

সেখানে তখন রাতের নীরবতা ভঙ্গ করে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের ভয়ংকর শব্দ শোনা যাচ্ছে। কী নির্জন নিস্তব্ধ চারদিক। মাঝেমধ্যে দু'-একঘর বসতি।

বাবলু বলল, "এই গোরাইখেড়ি?"

সুন্দরী বলল, "হ্যাঁ।" বলে ছেলেটির হাতে একটি কুড়ি টাকার নোট গুঁজে দিল।

বাবলু বলল, "তুমি দিচ্ছ কেন? আমি তো দেব।"

"হিসাব বাদমে হোগা। আগাড়ি চলো।"

ওরা ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলল সমুদ্রের দিকে। কী বিচ্ছিরি মাছের গন্ধ চারদিকে। সব শুঁটকি মাছের গন্ধ। এই জায়গাটায় জেলেদের বসতি। চারদিকে ক্রস পোঁতা। পাতার ছাউনি দেওয়া ঘর। এই গভীর রাতে ঘুমিয়ে আছে গ্রাম। দু'-একটি কুকুর অবশ্য পঞ্চুকে দেখে চিৎকার করে তেড়ে এল প্রথমে। তারপর ভোম্বলের লাথি আর বাবলুর তাড়া খেয়ে পালিয়ে গেল।

ওরা একটা বালির ঢিবি পার হয়ে সমুদ্রের ধারে এল।

কতকগুলো ভাঙা নৌকো একপাশে অবহেলায় পড়ে আছে দেখা গেল। তারই পাশে জেলেদের বড় বড় নাইলনের জাল শুকোচ্ছে।

একটি দোতলা বাড়ির আলো জ্বলছে। আর সেই দোতলার ঘরের জানলায় সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে এক তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। এত রাতে ঘুম নেই চোখে, ব্যাপারটা কী?

সুন্দরী বলল, "ওহি মকান শয়তান লোদিকা।"

"কিন্তু ওই মহিলা কে?"

"কৌন জানে। মালুম হোতা হ্যায় কিসিকো ভাগাকে লে আয়া ও লোক।"

"উনি তা হলে বন্দিনী? ঠিক আছে, দেখছি এবার কে কোথায় আছে। সুন্দরী, তুই এখানেই অন্ধকারে ভাঙা নৌকোর খোলের কাছে কোথাও লুকিয়ে থাক।"

সুন্দরী দারুণ ভয় পেয়ে বলল, "না বাবা, মুঝে ডর লাগেগা।"

"কোনও ভয় নেই তোর। হয়তো একটু পরেই মারপিট লেগে যাবে। হয়তো আমরা ধরা পড়ে যাব। তখন কী হবে? লুকিয়ে থাকলে তুই তো পালিয়েও যেতে পারবি।"

কথাটা মনে ধরল সুন্দরীর। বাবলুর নির্দেশমতো সে একটা মাস্তুল-ভাঙা কাঠ হাতে নিয়ে অন্ধকারে লুকিয়ে রইল।

বাবলু খুঁজেপেতে একটা লোহার মরচে-ধরা পাইপ জোগাড় করে ভোম্বলের হাতে দিয়ে বলল, "তুই এক কাজ কর, ভোম্বল। ওদের বেরোবার মেন দরজার মাথায় যে সানশেডটা আছে, তার ওপর বসে থাক। দরজা খুলে যে কেউ বেরোতে যাবে তারই মাথায় বসিয়ে দিবি এক ঘা করে। এমন মারবি যে মাথাটা যেন গুঁড়িয়ে যায়।"

ভোম্বল বলল, "ঠিক আছে। ও আর আমাকে বলে দিতে হবে না।" বলে বাবলুর কাঁধে ভর করে সানশেডের ওপর উঠে বসে রইল ভোম্বল।

আর বিলু করল কী, পাশের একটা নারকোল গাছ বেয়ে ঝুপ করে নামল দোতলার ছাদে।

আর বাবলু? সে ধীরে ধীরে পাইপ বেয়ে উঠে এল দোতলার জানলার কাছে। যেখানে একটু আগেই এক তরুণী সমুদ্রমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ঘরের ভেতরে নীল রঙের একটা জিরো পাওয়ারের আলো জ্বলছে।

বাবলু জানলার কাছে এসে ঘরের দিকে তাকিয়েই অবাক, "এ কী নয়নাদি! আপনি?"

নয়নাদি চমকে উঠলেন, "বাবলু তুম!"

"আপনি তো পুনে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এ বাড়িতে এলেন কী করে? এটা তো এক কুখ্যাত দস্যুর বাড়ি?"

"হ্যাঁ ভাই। হাম পুনে গয়ে থে। লেকিন আনে কা বখত লোনাভালামে এ লোক হামারি গাড়ি রুখ দিয়া। রতনলালকো সাথ গাড়ি গিরা দিয়া খাদমে। আউর হামকো হিঁয়া লে আয়া।"

"আপনি তা হলে মি. যোশির মেয়ে?"

"তুমহে ক্যায়সে মালুম।"

"ওসব পরে বলব। অজন্তায় আমি সব কথা খুলে বলিনি। তবে আপনাদের সঙ্গে দেখা করব বলেই আমরা কলকাতা থেকে এসেছি। সে যাক। আপনার বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমরা এখন আপনাদের বাড়িতেই আছি। আপনার বাবা পুলিশ নিয়ে লোনাভালায় গেছেন। আমরা সুন্দরীকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসেছি। আমাদের বাচ্চু-বিচ্ছুকেও ওরা ধরে এনেছে এখানে।"

"সুন্দরী কাঁহা হ্যায়?"

"ও বাইরে অন্ধকারে লুকিয়ে আছে। আপনি কি বাচ্চু-বিচ্ছুকে দেখেছেন?"

"নেহি তো। হাম আভি আয়া।"

"বিলুকে আমি ওপরে উঠিয়ে দিয়েছি। আপনি কি কোনওরকমে একবার ছাদের দরজাটা খুলে দিতে পারবেন?"

"দরোয়াজা উধার সে বন্ধ হ্যায়। হাম ইধার সে লক কর দিয়া।"

বাবলু যখন নয়নাদির সঙ্গে এইসব কথা বলছে, তেমন সময় হঠাৎ ওর গায়ের ওপর একটা সার্চলাইটের জোরালো আলো এসে পড়ল। সমুদ্রের গর্জনে ওরা বুঝতে পারেনি কখন একটা মোটর এসে সেই বাড়ির কাছে থেমেছে।

বাবলু কী করবে কিছু ঠিক করতে না পেরে পাইপ বেয়ে অর্ধ পথে এসেই ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল বালির ওপর। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন গোয়ানিজ ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শক্ত করে ধরে ফেলল ওকে।

আর মূর্তিমান যমের মতো একজন দীর্ঘ পুরুষ রিভলভার হাতে ধীরে ধীরে ওর দিকে এগিয়ে এসে বলল, "ও। তুম হো ও হিরা-চোরি করনেবালা হিরো?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। ঠিকই ধরেছেন। কিন্তু আপনি কে? কোনও হিন্দি ছবির ভিলেন বুঝি?"

"হাঁ, হাঁ। ম্যায় তো ইন্টারন্যাশন্যাল ভিলেন। মেরা নাম ডেভিড লোদি।"

"বুঝেছি। তবে এত তাড়াতাড়ি যে আপনার দেখা পাব তা আমি ভাবিনি।"

"আরে, এ তো ম্যায়নে ভি নেহি শোচা।"

বাবলু বলল, "আমার দলের মেয়েদুটো কোথায়?"

"হিঁয়া পর হোগা। হিঁয়া তো বহোতই লেড়কি হ্যায়। ইস মকানকা নাম লেড়কি মহল।"

"আপনি ওদের প্রত্যেককে ছেড়ে দিন।"

"হাঁ হাঁ। ছোড় দেঙ্গে। লেকিন তুম হামারা সাথ দোস্তি করোগে? তুমহারা মাফিক লেড়কা হামারা পার্টি মে রহনে সে মেরা বিজনেস সাকসেসফুল হো যায়েগা। তুম হামারা সাথ রহোগে তো একদিন হামারা মাফিক শের বন যাওগে।"

বাবলু থুঃ করে থুথু ফেলে বলল, "তোমার মতো শের? তুমি তো পুলিশের ভয়ে চোরের মতো পালিয়ে বেড়াও। শের, আমি এখনও আছি, পরেও থাকব। তোমার মতো কুত্তা বনব না।"

আর যায় কোথা। লাফিয়ে উঠল ডেভিড। রক্তচক্ষু হয়ে গোয়ানিজ দুটোর হাত থেকে জামার কলার ধরে টেনে আনল বাবলুকে। তারপর এক ঝটকায় বালির ওপর ফেলে দিয়েই রিভলভার তাক করল, "শয়তান কাঁহাকা। আভি শমশান যানে কে লিয়ে তৈয়ার হো যাও।"

রিভলভার তোলার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকারের বুক চিরে পঞ্চু 'আঁউ' করে লাফিয়ে পড়ল ডেভিডের হাতের ওপর।

গোয়ানিজ দুটো তখন এমনই হতভম্ব যে কী করবে কিছু ঠিক করতে পারল না।

পঞ্চুর ভয়াবহ কামড়ে ডেভিডের মারাত্মক চেঁচানিতে সমুদ্রও বুঝি চমকে উঠেছে তখন।

গোয়ানিজ দুটো তখন ছুটে এসে যেই না পঞ্চুর খপ্পর থেকে ডেভিডকে বাঁচাতে গেল অমনি বাবলুর পিস্তল গর্জে উঠল ঢিসুম-ঢুসুম।

বিলু ছাদের ওপর থেকে এতক্ষণ মজা দেখছিল। এবার আনন্দে তুড়ি লাভ খেতে লাগল সে। আর মাঝেমধ্যে দু' হাত মুখে পুরে সিটি দিতে লাগল।

নয়নাদিও অবাক বিস্ময়ে জানলা থেকে সব দেখতে লাগলেন।

ডেভিডের হাত থেকে রিভলভারটা খসে পড়েছে তখন। তাই নিরুপায় হয়ে পঞ্চুর বুকে ঘুষি মেরে ওকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে ডেভিড। কিন্তু করলে কী হবে? পঞ্চুকে যত মারে পঞ্চু তত কামড়ায়। আঁচড়ে-কামড়ে ফালাফালা করে দেয় একেবারে।

বাবলু ডেভিডের রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল, "মি. লোদি, এটা আরব দেশের মাল, তাই না? বহু লোকের প্রাণ তো এটা দিয়ে নিয়েছ। তা দেব এবার এটা দিয়েই তোমারই পেটের বেলুনটা ফুটো করে?"

বিলু ছাদের ওপর থেকে হেঁকে বলল, "দিবি দিবি করছিস কেন? দে না। মজাটা দেখি।"

দারুণ উত্তেজনায় সুন্দরীও তখন কারও অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই সেই মাস্তুল ভাঙাটা নিয়ে ছুটে এসেছে। সে এত রেগেছে যে, এসেই দমাদ্দম করে পেটাতে লাগল ডেভিডকে। ভাবটা এই যে পিতৃ-মাতৃ হত্যার প্রতিশোধ সে নেবেই নেবে।

বাবলু বলল, "মার, মার। মার ব্যাটাকে। যত খুশি মার। মেরে ফেল।"

মারের চোটে "বাবা রে মা রে" করে লাফাতে লাগল ডেভিড। আর পঞ্চু ওকে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করতে লাগল।

বাবলু বলল, "চিরকাল লোককে তুমি মেরেই এসেছ শয়তান। কিন্তু মার তো কখনও খাওনি। এখন বোঝো মার কীরকম ভিটামিনযুক্ত উপাদেয় জিনিস।"

রাতের অন্ধকারে গোরাইখেড়ির সমুদ্রতীরে সেই খণ্ডযুদ্ধ তখন দেখবার মতো জমে উঠেছে।

এদিকে বিলু তো তখন ছাদের দরজায় শিকল তুলে দিয়ে এমন নাচানাচি আরম্ভ করেছে যে, নারকোল গাছের পাতায় বসা প্যাঁচাগুলো পর্যন্ত শ্যাঁস্‌শ্যাঁস্‌ করে ভয়ে উড়ে পালাতে পথ পেল না। ওদিকে ভেতরে যেসব লোক ছিল তারা তখন সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠতে বাধা পেয়ে দরজা ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করছে।

বিলু তখন ওর চাকুটা হাতে নিয়ে সমানে চেঁচিয়ে চলেছে, "কে আসবি আয় না ব্যাটা, দেখব কে কত মায়ের দুধ খেয়েছিস। এক-এক করে আয়, আর গলাটা অমনি কেটে দিই।"

কিন্তু সেই দরজা ভেঙে আসবে কে? অগত্যা নীচের দরজা খুলেই বেরোতে গেল সব। কিন্তু বেরিয়ে যাবে কোথায়? ওরা তো জানে না যে সাক্ষাৎ-যম বসে আছে মাথার ওপর। তাই যে-ই বেরোতে যায় বিলুর ডাণ্ডা তাকে ঠান্ডা করে দেয়। শেষকালে যখন কেউ-ই আর বেরোল না তখন যুদ্ধ থামল।

যুদ্ধশেষে দেখা গেল গোয়ানিজ দুটো মরেছে।

ডেভিডও নিশ্চল। বেঁচে থাকলেও আর কোনও আশা নেই। ওর চোখ-মুখের বীভৎস চেহারা হয়েছে।

ভোম্বলের ডাণ্ডার ঘা খেয়ে যারা ঠান্ডা হয়েছে সুন্দরী তাদের বন্দুক রিভলভার যার কাছে যা ছিল কেড়ে নিল। বাবলুও হাত লাগাল অবশ্য। গুনে দেখল হতাহতের সংখ্যা তেরো।

বাবলু এবার হেঁকে বলল, "ভোম্বল, তুই নেমে আয়। মনে হচ্ছে আর আমাদের বাধা দেবার কেউ নেই।"

ভোম্বল বলল, "ঠিক তো!" বলেই লাফিয়ে নামল।

যেই না নামা অমনি বাড়ির ভেতর থেকে সুড়ুত করে একটা বামন বেরিয়ে এসে বলল, "লা পে লাপাপ্পা পারেরাম পাম পুম।"

বাবলু বলল, "কে তুই?"

"আমি পঞ্চু।"

সুন্দরী হেসে উঠল খিলখিল করে।

বামনটা বলল, "না, না, হাসি নয়। আমার নাম পঞ্চানন। ডাক নাম পঞ্চু।" তারপর বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি নিশ্চয়ই বাবলুদা। আরে দোস্ত আগে হ্যান্ডশেক করো।"

বাবলু বলল, "কিন্তু তুমি আমার নাম জানলে কী করে?"

"হাঃ হাঃ। লা লা লারাল্লা লা।"

"আরে গান গাইবে পরে। আগে বলো কী করে আমার নাম জানলে?"

"বাচ্চু-বিচ্ছু আমাকে সব বলেছে। ওরা বলেছে তুমি ওদের উদ্ধার করতে আসবেই-আসবেই-আসবেই।" বলেই বালির ওপর দু'-একটা ডিগবাজি খেয়ে তুড়ুক-তুড়ুক করে লাফিয়ে নেচে সেই আহত-নিহত লোকগুলোর মুখে একটু করে বালি দিয়ে বলল, "নে, বালি খা। এতক্ষণ মারামারি করেছিস, এবার খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই।"

বাবলু বলল, "এরা কি তোমাকেও ধরে এনেছে এখানে?"

"ধরে এনেছে মানে? আজ দশ বছর আমাকে এখানে আটকে রেখেছে এরা। আগে আমি একটা সার্কাস-পার্টিতে জোকারের কাজ করতুম। 'মেরা নাম জোকার' দেখে আমি রাজকাপুরদার সঙ্গে দেখা করতে আসছিলাম সিনেমায় একটা চান্স নেব বলে। তা শয়তানগুলো আমাকে ভি টি স্টেশনে ট্রেন থেকে নামতেই খপ করে ধরে নিল। আমি কত গালাগালি করলাম, তা কিছুতেই ছাড়ল না আমাকে। ওরা বলল, আমাদের আড্ডায় তোর মতো একটা লোক থাকা দরকার। চেঁচিয়ে পুলিশ ডাকলাম। হাত-পা ছুড়লাম। তা পুলিশগুলো এত অসভ্য যে, আমাকে ছাড়ানো দূরের কথা, উলটে খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল। আমি এখান থেকে যতবার পালাতে গেছি ততবার এরা আমাকে আর্দ্ধেক রাস্তা থেকে ধরে এনেছে। যাই হোক, বাচ্চু-বিচ্ছুর দেখাশোনার ভার আমার ওপরে পড়েছিল বলেই সব জানতে পারলাম। ওরাই বলেছে যে, তুমি ঠিক আসবে। তা এইভাবে যে এসেই রাবণ বধ করবে, তা কিন্তু ভাবতে পারিনি।"

বাবলুরা ওকে সঙ্গে নিয়ে হইহই করে ঢুকে পড়ল সেই শত্রুপুরীর ভেতর। তারপর বাচ্চু-বিচ্ছু, নয়নাদি এবং আরও অনেক বন্দিনীকে মুক্ত করল ওরা। বিলুও তখন ছাদের দরজা খুলে নেমে এসেছে ওদের কাছে।

সকলের অন্তরে যেন আনন্দের জোয়ার এসে গেল।

নয়নাদি বামনটাকে নিয়ে ডেভিডের চেম্বারে ঢুকে বাড়িতে এবং থানায় ফোন করলেন।

দেখতে দেখতে ভোর হল। গোরাইখেড়ির সমুদ্র-সৈকতে দাঁড়িয়ে নতুন সূর্যোদয় দেখল ওরা। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল পুলিশ আসার জন্য।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দারুণ ভাল লাগল এই জায়গাটা। চারদিকে টিলা পাহাড় অরণ্য আর সমুদ্রের জলের ওপর নয়নাদির চোখের পাতার মতো ঝুঁকে থাকা নারকোল পাতার দৃশ্য ওদের মন ভরিয়ে দিল।

বাবলু বলল, "এই জায়গাটার আমরা একটা নাম দিই।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "কী নাম দেবে?"

বাবলু বলল, "এর নাম হোক মিনি গোয়া।"

সবাই বলল, "হিপ হিপ হুর্‌র্‌রে।"

অনেক বেলায় পুলিশ এল। দু'-তিনটি জিপ এবং গাড়িভর্তি পুলিশ নিয়ে। এখানে গাড়ি আসার জন্য অন্যদিক থেকে নাকি একটা রাস্তা আছে। সে যাই থাক, মি. যোশিও এলেন পুলিশের গাড়িতে। মেয়েকে ফিরে

পেয়ে এবং বাবলুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর চোখে জল এসে গেল। পঞ্চুকেও বুকে জড়িয়ে অনেক আদর করলেন তিনি।

এবার যাবার পালা।

গোরাইখেড়ির সেই কুখ্যাত বাড়িটা পুলিশে দখল করল। আহত এবং নিহতদের একটা গাড়িতে তুলে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের নিয়ে এগিয়ে চলল পুলিশের গাড়ি। রয়ে গেল শুধু বামনটা। শত অনুরোধেও সে কিছুতেই গেল না। বলল, এখানে নাকি কোনও এক ধীবর-পরিবারের সঙ্গে সম্প্রতি খুব ভাব হয়ে গেছে তার। ও সেখানেই থেকে যাবে।

গাড়িতে যেতে যেতে বাবলু বলল, "নয়নাদির ওখানে গিয়ে আগে ফোন করতে হবে সমুমামাকে। আর..."

"আর?"

"তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে জামরুল গাছের কোটরের মধ্যে লুকিয়ে-রাখা হিরেগুলো ফিরিয়ে দিতে হবে নয়নাদিকে।"

সবাই বিস্মিত হয়ে বলল, "শেষ পর্যন্ত হিরেগুলো তুই জামরুল গাছের কোটরের ভেতর লুকিয়ে রাখলি?"

বাবলুর হয়ে পঞ্চুই জবাব দিল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।" কেন না, পঞ্চুই তো সেই লুকোনোর সাক্ষী ছিল।

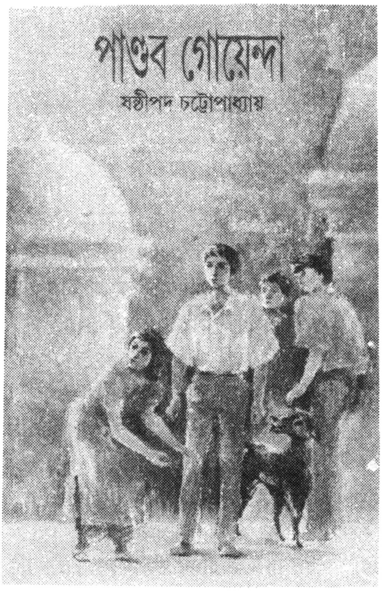

পাণ্ডব গোয়েন্দা ৮

ঊনবিংশ অভিযান

একদিন সকালে পাণ্ডব গোয়েন্দারা মিত্তিরদের বাগানে ওদের সযত্নে রক্ষিত গাছপালাগুলোর পরিচর্যা করতে করতে ঠিক করল আজ আর কোনও কাজই নয়, বিকেলবেলা ওরা সবাই মিলে পাতাল রেল দেখতে যাবে। কত দূর-দূরান্ত থেকে কত লোক এসে চক্র রেল, পাতাল রেল দেখে গেল, অথচ ঘরের কাছে থেকেও ওরা তা দেখল না। এর চেয়ে লজ্জার আর কী হতে পারে? তার ওপর পাতাল রেলের আকর্ষণ তো শুধু পাতাল রেলেই নয়, ধর্মতলার চলমান সিঁড়িতে। ভূগর্ভে নামার জন্য এই সিঁড়ির মজা কী কম? এইরকম সিঁড়িতে বাবলু অবশ্য অনেকদিন আগে একবার চেপেছিল, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ওর বাবার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে। কিন্তু বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু চাপেনি। পঞ্চুও নয়। তাই ঠিক হল আজ ওরা পাতাল রেলে চাপবেই।

ঠিক তো হল। কিন্তু সমস্যা হল পঞ্চুকে নিয়ে। পঞ্চুকে কী করে ওই প্রোটেকটেড এরিয়ায় নিয়ে যাওয়া যায়? এমনই রেলে পঞ্চুকে নিয়ে অনেকবার ওঠা-নামা করেছে ওরা। টিকিট কেটেই নিয়ে গেছে। কখনও নিজেদের সঙ্গে, কখনও ব্রেক ভ্যানে বসিয়ে। কিন্তু পাতাল রেলে কি ওইভাবে ওকে নিয়ে যাওয়া যাবে? তাই বাবলুই বলল, "এই যাত্রায় আমাদের পঞ্চুচন্দ্রকে ঘরেই থাকতে হবে। কেন না, পাতাল রেলে আমরা কখনও চাপিনি। ওখানকার ব্যাপারস্যাপার যা শুনেছি, তাতে মনে হয় পঞ্চুকে ওরা ঢুকতে দেবে না ভেতরে। অতএব পঞ্চুকে নিয়ে ওখানে যাওয়াটা খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।"

পঞ্চু বোধ হয় বুঝতে পারল বাবলুর কথাটা। তাই অভিমানের সুর গলায় এনে ডেকে উঠল, "গোঁ-ও-ঔ।"

ভোম্বল তেড়েমেড়ে উঠল বাবলুর কথা শুনে, "কেন, কেন? ঢুকতে দেবে না কেন শুনি?"

বাবলু বলল, "কেন দেবে না তা ওরাই জানে। তবে এটা আমার অনুমান।"

বিলু বলল, "বাবলু ঠিক কথাই বলেছে ভোম্বল। ধর, কষ্ট করে অতদূর গিয়ে পঞ্চুর জন্য আমরা যদি ভেতরে ঢুকতে না পাই, তা হলে মন খারাপ হয়ে যাবে না? তার চেয়ে আমরা বরং আজ গিয়ে দেখে শুনে আসি। তারপর হালচাল বুঝে একদিন গিয়ে চাপিয়ে আনব পঞ্চুকে।"

পঞ্চু আবার প্রতিবাদ করল, "ভুক ভুক ভৌ।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "না পঞ্চু, আজ তোমার যাওয়া হবে না। বাবলুদা ঠিকই বলেছে। বাবলুদার সঙ্গে আমরা একমত।"

ভোম্বল বলল, "না। আমি এ-ব্যাপারে একমত নই।"

"কেন, কেন?"

"কেন আবার? পঞ্চু ছাড়া যখন আমরা নই, তখন মাইনাস পঞ্চু সবই মাইনাস হবে। তোমাদের ইচ্ছে হয় যাও। আমি যাচ্ছি না। পঞ্চুকে না নিয়ে আকাশ রেল, পাতাল রেল, কোনও রেলেই আমি চাপব না।"

বিলু বলল, "আচ্ছা অবুঝ তো!"

বাবুল বলল, "তুই ভুল করছিস ভোম্বল।"

ভোম্বল দারুণ রেগে বলল, "তোরা ঠিক করছিস তো? তা হলেই হল। বিপদের সময় পঞ্চু, আর বেড়াতে যাওয়ার সময় আমরা? ওর ভেতরে আমি নেই। তোরা তো সেবার খুব বলেছিলি, কলকাতার কোনও হলেই পঞ্চুকে ঢুকতে দেবে না। কিন্তু আমি দায়িত্ব নিয়ে কলকাতারই এয়ার কনডিশনড হলে ব্যালকনির টিকিট কেটে পঞ্চুকে 'সফেদ হাতি' দেখিয়েছিলাম কি না?"

এর উত্তরে বাবলু আর কোনও কথাই বলতে পারল না। শুধু বাবলু কেন, সকলেরই মুখ বুজে গেল। সত্যিই তো। সেবারে কী অসাধারণ কাণ্ডটাই না করেছিল ভোম্বল। এক সময় স্বভাবসুলভ হাসি হেসে বাবলু বলল, "হ্যাঁ। তা অবশ্য দেখিয়েছিস।"

"তবে!"

পঞ্চু তখন ওর ভাষায় বলল, "ভৌ ভৌ।" অর্থাৎ কিনা তখনও যদি ওই অসম্ভব কাণ্ডটা ঘটে থাকতে পারে

তা হলে এখনই বা হবে না কেন? বলেই ওদের কাছ থেকে সরে এসে ভোম্বলের পাশে বসে লেজ নাড়তে লাগল।

ভোম্বল ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, "পঞ্চুকে মেট্রো রেলে চাপানোর ভেলকি আমি দেখাব। ওর দায়িত্ব আমার হাতেই ছেড়ে দে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "তা না হয় দিলুম। কিন্তু পঞ্চুকে নিয়ে তুমি ধর্মতলার বাসে উঠবে কী করে?"

"ধর্মতলার বাসে কেন উঠব?"

বিলু বলল, "তা হলে যাবি কী করে?"

"লঞ্চে যাব। চাঁদপাল ঘাটে নেমে দিব্যি হাঁটতে হাঁটতে রেডিয়ো অফিসের পাশ দিয়ে চলে যাব ধর্মতলায়। কোনও ঝামেলাই পোয়াতে হবে না।"

বাবলু খুশি হয়ে বলল, "দি আইডিয়া। তোর এই প্রস্তাবটা আমি সমর্থন করছি ভোম্বল।"

অতএব পঞ্চুসহ পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই যাবে এইরকমই স্থির হল। আর সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর সামান্য একটু বিশ্রাম নিয়েই বেরিয়ে পড়ল ওরা।

জি টি রোড পার হয়ে ফোরসোর রোড অতিক্রম করে রামকৃষ্ণপুর ফেরিঘাটে আসতেই আনন্দে নেচে উঠল ওদের মন। সত্যি, কতদিন যে আসেনি ওরা এখানে! কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এখানকার পন্টুন, জেটি আর ট্রেলপারের সঙ্গে। কত-কত স্মৃতি। এখন হিল্লি দিল্লি, মুম্বাই-বোম্বাই করতে গিয়েই ওদের ঘরের কাছে ঘাসের ডগার শিশিরবিন্দুটি ঝরে পড়ার উপক্রম হয়েছে। ওরা লঞ্চঘাটে এসে ছ'টা টিকিট কেটে জেটি পার হয়ে পন্টুন ডেকে নেমে দাঁড়াল। পঞ্চুর পারাপারের ব্যাপারে এখানে কোনওরকম নিষেধাজ্ঞা নেই। কেন না, সবাই চেনে ওদের। সেই লঞ্চে বুড়ো, আনা মিঞা, তায়জু সারেং সবাই আছে।

ওরা পন্টুনে নেমেই দেখল সুন্দরবন লঞ্চ সিন্ডিকেটের সেই বহু পুরাতন দোতলা লঞ্চটি কেমন একপাশে কাত হয়েও সুন্দরভাবে জল কেটে কেটে এপারে আসছে। বাবলুরা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল সেই দিকে। গঙ্গার জল এখন জোয়ারে ফুলছে। ছোট ছোট বালিহাঁসগুলি জলে ভেসে ঢেউয়ের সঙ্গে খেলা করছে। কখনও শূন্যে উড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। কখনও ডুবছে। কখনও ভাসছে। হেমন্তের মিঠে-কড়া সোনালি রোদ লুটিয়ে পড়েছে চারদিকে। শহর কলকাতার প্রাসাদমালা তাই ঝলমল করছে রোদের ছ'টায়। সত্যি, কী ভাল যে লাগছে!

লঞ্চ এপারে আসতেই নোনধরা দেওয়ালের চুনবালির মতো কিছু লোক ঝরঝর করে ঝরে পড়ল লঞ্চের গা থেকে। সবাই নেমে গেলে বাবলুরা উঠল। পঞ্চু উঠেই বসল গিয়ে কেবিনের পাশে। এই জায়গাটা ওর খুব পছন্দ। কিন্তু এতদিনেও জায়গাটার কথা ভোলেনি ও।

লঞ্চ মিনিট পাঁচেক থেমে ভেঁপু বাজিয়ে টিঙ টিঙ করে ঘণ্টি দিয়ে আবার ভেসে চলল তিরতির করে। সবে ঘাটের কাছাকাছি এসেছে এমন সময় হঠাৎই একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। কোথা থেকে যেন বড় একটা স্টিমার হুড়মুড় করে জল কেটে এসে পড়ল সেখানে। আর ওদের এই ছোট লঞ্চটিকে ওভারটেক করে যেই-না চলে গেল, অমনই লঞ্চটা জলের দোলায় কাত হয়ে পড়ল একটু বেশি মাত্রায়। আর ঠিক সেই সময়ই ঘটে গেল এক চরম বিপর্যয়। এক অবাঙালি পরিবার রিটার্ন টিকিট কেটে লঞ্চে পারাপার করছিলেন । তাঁদেরই একটি বছর চারেকের শিশু লঞ্চের দুলুনির ফলে অসতর্ক মুহূর্তে মায়ের বুক থেকে টুক করে পড়ে গেল জলে।

মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

মুহূর্তের মধ্যে গেল গেল রবে চিৎকার করে উঠল সকাল।

শিশুটির পিতামাতার কান্নায় আকাশ-বাতাস ভরে উঠল।

সারেং ঘণ্টি বাজিয়ে লঞ্চ থামাল। খালাসিরা ছুটে এসে ঝুঁকে পড়ল রেলিংয়ের ধারে। এই গঙ্গায় একবার কেউ এইভাবে পড়ে গেলে মরে ভেসে না-ওঠা পর্যন্ত তার ডেডবডি খুঁজে পাওয়া দায়। কেন না, এই ধরনের দুর্ঘটনা তো নতুন নয়। লঞ্চে ওঠা-নামার সময় অসতর্কতার ফলে এ-পর্যন্ত কত লোক যে প্রাণ হারিয়েছেন তার কোনও হিসেব নেই। কাজেই সুস্থ-সবল বয়স্ক লোকেরা যেখানে অসহায় সেখানে সাঁতার-না-জানা এই শিশুটির পরিণাম যে কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

ওরা যখন সবাই নিরুপায়ভাবে তাকিয়ে আছে জলের দিকে তখন সবিস্ময়ে সকলেই দেখল, শ্রীমান পঞ্চুচন্দ্র কখন যেন জলে পড়ে শিশুটির জামা কামড়ে তাকে নিয়ে ভেসে ওঠার চেষ্টা করছে। পঞ্চু যে কখন কোন মুহূর্তে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তা কেউ দেখেনি। তাই আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল সবাই। বাবলু তো আবেগে শূন্যে দু' হাত ছুড়ে চেঁচিয়ে উঠল, "শাবাস পঞ্চু। যুগ যুগ জিয়ো।"

আর ভোম্বল? সে তখন দারুণ উত্তেজনায় চোখের পলকে জামা প্যান্ট ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলের বুকে। গঙ্গায় সাঁতার কাটার ব্যাপারে ভোম্বলের জুড়ি নেই। অমন ডায়মন্ডহারবারের মতো গঙ্গাতেও সেবার সাঁতার কেটে বাজিমাত করেছে ভোম্বল। তাই জলে ঝাঁপিয়েই সর্বাগ্রে শিশুটিকে ধরল ও। ভয়ে যেন বোবা হয়ে গেছে শিশুটি। অসহায় দুটি চোখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে সে। পঞ্চু ও ভোম্বল শিশুটিকে নিয়ে সাঁতার কেটে ডাঙায় ওঠার চেষ্টা করল।

ততক্ষণে কয়েকটি ছোট ছোট মাছধরা নৌকো এসে ঘিরে ফেলেছে ওদের। কাজেই আর ওদের কষ্ট করে সাঁতার কাটতে হল না। মাঝি মাল্লারাই হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ওদের। তারপর সযত্নে ওদের তিনজনকেই লঞ্চঘাটের পন্টুন ডেকে উঠিয়ে দিল।

জাহাজে লঞ্চে নৌকোয় জেটিতে তখন লোকে লোকারণ্য। ভোম্বল আর পঞ্চুর তো জয়জয়কার পড়ে গেল চারদিকে। ওদের যারা চেনে তারাই রটিয়ে দিল এরাই সেই বিখ্যাত পাণ্ডব গোয়েন্দা। ততক্ষণে লঞ্চ জেটিতে ভিড়লে বাবলু, বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছু— সবাই ছুটে এসেছে। ওদের তখন সে কী সমাদর। ছুটে এলেন শিশুটির বাবা-মা। তাঁরা যে কী করবেন কিছু ঠিক করতে পারলেন না। তাঁদের একমাত্র সন্তানকে ফিরে পেয়ে তাকে বুকে নিয়ে আদরে সোহাগে ভরিয়ে দিলেন। আর প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন পঞ্চু ও ভোম্বলকে। সেইসঙ্গে অভিনন্দন জানালেন পাণ্ডব গোয়েন্দাদেরও।

এই ঘটনার পর পাতাল রেলে চাপতে যাওয়ার পরিকল্পনা অন্যেরা হলে ত্যাগ করত। কিন্তু পাণ্ডব গোয়েন্দারা তা করল না। তায়জু সারেঙের কাছ থেকে একটা তোয়ালে চেয়ে নিয়ে ভোম্বল গা মাথা মুছে আবার প্যান্ট জামা পরল। পঞ্চুও খানিকটা তফাতে গিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে জলমুক্ত হল। রোদ্দুর যা আছে তাতে দু' মিনিটে ভিজে গা শুকিয়ে যাবে। এরপর সকলের অনুরোধে গরম গরম হিঙের কচুরি আর এককাপ করে চা খেয়ে নিল ওরা। তারপর চক্র রেলের লাইন অতিক্রম করে গেট পার হয়ে বড় রাস্তায় এল।

ওরা যখন রাস্তা পার হয়ে ইডেনের ফুটপাথে উঠছে তখন ওরা জানতেও পারল না লঞ্চঘাটের সামনেই যে বটগাছটি আছে তার নীচে দাঁড়িয়ে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মধ্যবয়সি একজন ভদ্রলোক ক্রাচে ভর করে ওদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। ভদ্রলোকের দুই চোখে কেমন যেন আশার আলো ফুটে উঠল। তিনি এপারের জেটিতে দাঁড়িয়ে শিশুটির জলে পড়া, পঞ্চুর কেরামতি, ভোম্বলের সাহসিকতা, সবই দেখছিলেন। এইসব দেখেই তাঁর মাথায় একটা পরিকল্পনা এসে গেল। তিনি আবার জেটিতে ফিরে গিয়ে সকলের কাছ থেকে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সম্বন্ধে নানারকম খোঁজখবর নিতে লাগলেন। তারপর ফিরে এসে হেঁটে চললেন বাবুঘাটের দিকে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ইডেনের ফুটপাথ ধরে আকাশবাণী ভবনের পাশ দিয়ে এসপ্ল্যানেডের দিকে এগিয়ে চলল। ওদের মন এখন আনন্দে ভরপুর।

যেতে যেতে ভোম্বলই বলল, "কী রে! হঠাৎ সব বোবা হয়ে গেলি কেন? একটু কিছু বল?"

বাবলু বলল, "কী বলব? কিছু বলবার আর মুখ আছে? আজ আমরা সবাই তোর কাছে হেরে গেছি ভোম্বল। তোকে নিয়ে আমরা মজা করি। একটু লোভী, একটু ভিতু বলে জানি। কিন্তু আজ তুই আমাদের এমন শিক্ষাটা দিলি যে, আমরা আমাদের সব কথা ভুলে গেছি।"

ভোম্বল লাজুক লাজুক মুখ করে বলল, "যাঃ। কী সব যা-তা বলছিস?"

"ঠিকই বলছি। তোর কথা শুনে পঞ্চুকে আজ ভাগ্যিস নিয়ে এসেছিলুম, তাই তো একটি শিশুর প্রাণ রক্ষা হল আজ। এক পিতা-মাতা তাঁদের একমাত্র সন্তানকে ফিরে পেলেন। সেইসঙ্গে আমাদেরও মুখ উজ্জ্বল হল।"

বিলু বলল, "এ-ব্যাপারে পঞ্চুর কৃতিত্ব তো আছেই। তবু তোর অবদানও কম নয় ভোম্বল। ওইরকম জোয়ারের গঙ্গায় সাহস করে ঝাঁপিয়ে পড়া কি যা-তা ব্যাপার? আমি হলে তো পারতামই না।"

ভোম্বল বলল, "গঙ্গায় সাঁতার কাটার ব্যাপারে আমি তো অভ্যস্ত। তবে শিশুটিকে উদ্ধার করার ব্যাপারে পঞ্চুর কৃতিত্বই সবটুকু। কেন না, প্রথমে পড়ার মুখেই পঞ্চু ওকে ঝাঁপিয়ে পড়ে না ধরলে আমার সাধ্য ছিল কি ওকে রক্ষা করি!"

ওরা নিজেদের মধ্যে এইভাবে কথা বলতে বলতেই একসময় এসপ্ল্যানেডে পাতাল রেলের স্টেশনে এসে হাজির হল। কিন্তু এলে কী হবে, যা ওরা ভেবেছিল ঠিক তাই হল। অর্থাৎ ঢোকার মুখেই বাধা পেল ওরা। পুলিশ আর হোমগার্ড আটকাল ওদের। পুলিশ বলল, "এই! কুকুর নিয়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছ?"

ভোম্বল বলল, "কোথায় আবার? দেখতেই তো পাচ্ছেন দাদা!"

“জন্তু-জানোয়ার নিয়ে এর ভেতরে ঢোকা যায় না।”

ভোম্বল বলল, “কই, সেরকম কিছু তো এখানে লেখা নেই।”

“লেখা নাই-বা রইল। আগুন নিয়ে ভেতরে ঢোকা নিষেধ এমন কথাও তো লেখা নেই। তাই বলে তোমরা জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ভেতরে ঢুকবে নাকি? না, খড়ের বস্তা, কাঁচা বাঁশ, গোরুর গাড়ির চাকা এইসব নিয়ে ঢুকবে?”

বাবলু বলল, “আপনার এসব কথার উত্তর হয় না। তবু বলছি, আপনি একে যেতে দিন। এ কারও কোনও ক্ষতি করবে না। পোষা কুকুর আমাদের।”

হোমগার্ড ছেলেটি এগিয়ে এসে বলল, “প্লিজ। তোমরা এখনকার মতো ফিরে যাও ভাই। কুকুরটাকে বাড়িতে রেখে দিয়ে এসো। তারপর যতবার ইচ্ছে চাপো, আমরা কেউ না করব না। অথবা এখানেই কোথাও ওকে রেখে দিয়ে যাও।”

বিচ্ছু বলল, “এখানে কোথায় রাখব বলুন? যদি কেউ চুরি করে নিয়ে যায় ওকে?”

হোমগার্ড হেসে বলল, “এটা তো ফেতি কুকুর। একে কে চুরি করবে?”

ভোম্বলের এই এক দোষ, পঞ্চুকে ‘ফেতি কুকুর’ বললে ওর আর মাথার ঠিক থাকে না। ও তেড়ে মেড়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল যেই, বাবলু অমনই সামলে নিল ওকে। তারপর বলল, “তা হলে কী আমরা ফিরেই যাব?”

পুলিশ বলল, “হ্যাঁ, ফিরেই যাও। ছোটখাটো মিনিয়েচার হলে কিছু বলতাম না। কিন্তু অ্যালসেশিয়ানের মতো এতবড় কুকুর নিয়ে ঢুকলে সবাই আপত্তি করবে।”

ভোম্বল রাগত স্বরেই বলল, “এর কোনও মানে হয়? কুকুরের চেয়েও খারাপ জিনিস নিয়েও তো অনেকে যাতায়াত করছে এর ভেতরে। অথচ আমাদের কুকুরের বেলাতেই যত নিয়ম?”

হোমগার্ড ছেলেটি বলল, “আমি তোমাদের বুঝিয়ে পারব না।”

বাবলু বলল, “আর বোঝাতে হবে না। আমরা ফিরেই যাচ্ছি।”

ভোম্বল বলল, “ফিরে যাব? কোন দুঃখে? পাতাল রেলে আজ আমরা চাপবই। এক-আধ ঘণ্টার ব্যাপার। পঞ্চু এখানেই বসে থাকবে। কী রে পঞ্চু! থাকবি তো?”

পঞ্চু ডাকল, “ভৌ ভৌ।”

পুলিশ বলল, “ওকে এখানে রেখে যাচ্ছ যাও। কিন্তু আমাদের কোনও দায়িত্ব নেই।”

হোমগার্ড বলল, “কাউকে কামড়েটামড়ে দেবে না তো?”

ভোম্বল হেসে বলল, “কী যে বলেন, কাউকে কামড়াবে না। কী করে কামড়াতে হয় তাই জানে না ও।”

“বলা যায় না ভাই। দাঁতাল, শিঙেল এদের কখনও বিশ্বাস নেই।”

ভোম্বল বলল, “এসব কথা কারা বলে বলুন তো?”

“এগুলো প্রবাদ বাক্য।”

“তা হলে ছাগলেরও তো দাঁত আছে। ছাগল কাউকে কামড়ায়?”

“তোমরা দেখছি কথার আলাদিন। ঠিক আছে, যা তোমাদের মনে হয় তাই করো। শুধু কুকুরটাকে ভেতরে ঢুকিয়ো না। যাও।”

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর কী করে? পঞ্চুকে বাইরে রেখেই ভেতরে ঢুকল। তারপর দু’-চার পা এসেই ভোম্বল ইশারা করল পঞ্চুকে। আর যায় কোথা? পঞ্চু তো এর জন্যই অপেক্ষা করছিল। সে বাইরে বসে জুলজুল চোখে দেখছিল ওদের। এবার আর কারও অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই ছুট্টে ঢুকে এল ভেতরে। তারপর বাবলুদের দিকে নজর রেখে লোকজনের ভিড়ে মিশে গেল।

হোমগার্ড পুলিশ দু’জনেই ছুটে এল ‘হাঁ হাঁ’ করে। কিন্তু পঞ্চুকে ধরা কী এতই সহজ?

বাবলু বলল, “আমাদের কোনও দোষ নেই দাদা। আমরা ওকে ভেতরে ঢোকাইনি কিন্তু।”

পুলিশ বলল, “ঠিক আছে। যাবে কোথায় বাছাধন। এইখান দিয়েই বেরোতে তো হবে। তখন এই বন্দুকের কুঁদো দিয়ে এমন এক ঘা দেব যে, মনে থাকবে চিরকাল।”

বাবলু বলল, “তা অন্যায় যখন করেছে শাস্তি তখন পাবেই। যা আপনাদের মনে আছে করবেন।”

বাবলুরা আর না দাঁড়িয়ে পাঁচটা টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকল। পঞ্চুকে ওরা দেখেও না-দেখার ভান করল। যেন কাদের কুকুর কে জানে? পঞ্চুও তখন তার স্বরূপে প্রকাশিত হয়েছে। ঘোরানো গেটের সামনে গিয়ে চেকারের পায়ের পাশ দিয়েই এক অদ্ভুত কায়দায় ভেতরে ঢুকে গেল।

হইহই করে উঠল সকলে।

বাবলুরা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল একটু। তারপর সেই চলমান সিঁড়ির কাছে এসে সিঁড়িতে পা দিয়ে তিরতির করে নীচে নামল। এইখানেই যা একটু বেকায়দায় পড়ল পঞ্চু। দু'-একবার ভুল করে যে সিঁড়িটা ওপরে উঠছে সেইটে দিয়েই নামতে গেল। ফলে যেই না নামতে যায় অমনই আবার উঠে পড়ে। শেষকালে ওর রকমসকম দেখে দয়া-পরবশ হয়ে এক ভদ্রমহিলা ওকে ডেকে আদর করে গায়ে হাত বুলিয়ে আসল জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন। তারপর ওকে সঙ্গে নিয়ে নিজেও নামলেন।

পাতাল রেলের প্ল্যাটফর্মে একটি কিশোরী অনেকক্ষণ ধরে পঞ্চুকে লক্ষ করছিল আর মজা পাচ্ছিল। মেয়েটি পঞ্চুর রকমসকম দেখে ওর মাকে বলল, "দ্যাখো মা, এই কুকুরটাকে ঠিক সেই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের পঞ্চুর মতো দেখতে, তাই না? পঞ্চুরও গায়ের রং কালো, এরও কালো। পঞ্চুরও এক চোখ কানা, এরও তাই। পঞ্চুও যেমন মজাদার, এও দেখছি তাই। কী আশ্চর্য মিল!"

পাতাল রেল তখন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে।

মেয়েটির মা বললেন, "সত্যিই, তাই তো!"

পাতাল রেল থামার পর লোকজন নামলে বাবলুরা উঠে পড়ল যে-যার। চালাক পঞ্চুও উঠল। উঠেই ঢুকে পড়ল সিটের তলায়। কেন না, পঞ্চু জানে যত গণ্ডগোলের মূলেই হল সে।

দু'-একজন যাত্রী অবশ্য পঞ্চুর দিক থেকে পা বাঁচিয়ে সরে বসল। কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

একজন অবশ্য একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "এর ভেতরে কুকুর কী করে ঢুকল রে বাবা?"

এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক টিটকারি করে বললেন, "কী করে ঢুকল? যেভাবে আপনি ঢুকেছেন, ও-ও ঠিক সেইভাবেই ঢুকেছে।"

"সে কী! গেটের বাইরে পুলিশ আছে, হোমগার্ড আছে। কেউ ওটাকে আটকাল না?"

"আটকাবে না। এদেশে ডিসিপ্লিন বলে কিছু আছে? যেটুকু আছে সেটুকুও লোকে থাকতে দেবে না। আজ তো দেখছেন কুকুর ঢুকেছে, কাল দেখবেন খাটাল থেকে গোরু নিয়ে এসে ঢুকিয়ে দিয়েছে। বুঝেছেন?"

এতক্ষণে ভোম্বল একটু চাপা গলায় বলল, "কী ঝকমারি করেছি রে বাবলু তোর কথা না শুনে।"

বাবলু বলল, "যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন চুপচাপ থাক। একবার নেমে বেরোতে পারলে বাঁচি।"

ট্রেন তখন পার্ক স্ট্রিট, ময়দান, রবীন্দ্রসদন, ভবানীপুর, যতীন দাস পার্ক হয়ে কালীঘাটে এসে থেমেছে। ট্রেন যদিও টালিগঞ্জ পর্যন্ত যাবে তবু ওরা কালীঘাটেই নামল।

বাচ্চু বলল, "বাবলুদা, এই ট্রেন কত সালে প্রথম চালু হয় তোমার মনে আছে?"

"আছে বইকী। ১৯৮৪ সালের ২৪ অক্টোবর।"

ওরা ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মে অযথা না দাঁড়িয়ে গেট পার হয়ে বাইরে এল।

বিলু বলল, "এবার তা হলে কীভাবে যাবি?"

ভোম্বল বলল, "যেভাবেই হোক। পাতাল রেলে আর নয়।"

বাবলু বলল, "না। আর রিস্ক নেওয়া উচিত নয়। আমাদের পাতাল রেলে চাপার শখ তো মিটেছে। এখন একটা ট্যাক্সি ধরে বাবুঘাটে চলে যাই চল। ওখানে গঙ্গার ধারে কিছুক্ষণ হাওয়া খেয়ে লঞ্চে পার হব।"

একটা খালি ট্যাক্সি তখন চেতলার দিকে মুখ করে যাচ্ছিল। বাবলু হাত দেখাতেই থেমে গেল সেটা।

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবে?"

"বাবুঘাট।"

"উঠে পড়ো।"

এককথায় রাজি। আসলে সাউথের দিকের কোনও ট্যাক্সিই বাবুঘাটে যাওয়ার নামে না করে না। ওরাও ড্রাইভারের সম্মতি পেতেই চটপট উঠে পড়ল। পঞ্চুকেও ওঠাল। ড্রাইভার একবার আড়চোখে দেখল পঞ্চুকে। কিন্তু কিছু বলল না। এই একটিই মাত্র পরিবহন যেখানে কুকুরের প্রবেশাধিকার অবাধ।

ট্যাক্সি ওদের তুলে নিয়ে কালীঘাট হয়ে হরিশ মুখার্জি রোড ধরে দ্রুত গতিতে ছুটে চলল বাবুঘাটের দিকে। রাস্তা ফাঁকা ছিল। তাই খুব কম সময়ের মধ্যেই বাবুঘাটে পৌঁছে গেল ওরা।

ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে ওরা যখন গঙ্গার দিকে এগিয়ে চলল, ঠিক তখনই বিচ্ছুর চোখে পড়ে গেল সেটা। বলল, "দ্যাখো তো বাবলুদা, এটা কী?"

বাবলু বলল, "কোথায় কী?"

"এই যে পঞ্চুর মুখে।"

ওরা সবাই দেখল যে পঞ্চুর মুখে একটি বড় সাইজের মানিব্যাগ।

বাবলু ব্যাগটা ওর মুখ থেকে নিয়ে বলল, "এ কী রে! এটা তুই কোথায় পেলি?"

পঞ্চু বলল, "গোঁ-ও-ঔ।"

"রাস্তায় কুড়োলি? না ট্যাক্সিতে?"

পঞ্চু মুখে একবার 'ভুক-ভুক' শব্দ করে মাটি শুঁকতে লাগল।

ওরা তখন বাবুঘাটে গিয়ে গঙ্গার ধারে নিরিবিলিতে একটা বেঞ্চে বসে মানিব্যাগটা খুলে দেখল তার ভেতর কী আছে বা থাকতে পারে। নাম-ঠিকানা লেখা একটা কার্ড নিশ্চয়ই থাকবে এর ভেতরে। আর তা যদি থাকে তা হলে ঠিকানা খুঁজে যার ব্যাগ তাকে ঠিকই পৌঁছে দেবে ওরা।

বাবলুরা ব্যাগ খুলতেই পেয়ে গেল একশো টাকার কয়েকটি কড়কড়ে নোট। গুনে দেখল মোট এগারোখানা। হিন্দিতে লেখা কয়েকটা চিঠি। কিছু খুচরো পয়সা আর হাওড়া টু ইন্দোরের রিজার্ভ করা কম্পিউটারাইজড তিনজনের একটি টিকিট। যাত্রার তারিখ টিকিটে যা লেখা আছে তাতে দেখা গেল হাতে আর দিন তিনেক মাত্র সময়। আর পেল নাম-ঠিকানা লেখা একটা কার্ড। মি. আর কে জয়সওয়াল।—নং কালাকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭।

সব দেখে-শুনে বাবলু বলল, "ভাগ্যিস এটা পঞ্চুর চোখে পড়েছিল। না হলে অন্য কারও হাতে পড়লে টাকা পয়সা ট্রেনের টিকিট সব কিছুই লোপাট হয়ে যেত।"

বিলু বলল, "এটা তা হলে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে তো?"

"অবশ্যই। কাল সকালেই তুই-আমি চলে যাব।"

ভোম্বল বলল, "কালাকার স্ট্রিটটা কোথায়?"

"বড়বাজারের কাছে। আমি অবশ্য গেছি অনেকবার। সত্যনারায়ণ পার্ক জানিস? ওরই কাছাকাছি।" বলে ব্যাগটা মুড়ে যেই-না পকেটে রাখতে যাবে বাবলু, অমনই কোথা থেকে যেন মুশকো চেহারার দু'জন লোক দাঁত বার করে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল ওদের দিকে। বর্ন ক্রিমিনাল বলতে যা বোঝায় এ লোক্‌দুটিও ঠিক তাই।

ওরা হাসতে হাসতে কাছে এসে বলল, "আরে ভাই, আর ওটা পকেটে ঢুকিয়ে কী হবে? আমরা এসে গেছি। ওটা আমাদের দিয়ে দাও।"

বাবলু বলল, "খালি ব্যাগ। সামান্য কিছু খুচরো পয়সা আছে। এ নিয়ে তোমরা কী করবে?"

"সে কী! আমরা যে দূর থেকে দেখলুম দিব্যি তোমরা কড়কড়ে নোটগুলো গুনলে, আর এখন বলছ খালি ব্যাগ? তা খালি ব্যাগটাই দাও। ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে ওইরকম দামি ব্যাগ থাকা ঠিক নয়।"

বাবলু বলল, "আমাদের সঙ্গে ঝঞ্ঝাট বাধাতে এসো না ব্রাদার। ফল কিন্তু খারাপ হবে।"

দু'জনের একজন বলল, "কোথাকার ছেলে রে তোরা! আমাদের ভয়ে লালবাজার পর্যন্ত কাঁপে, আর তোরা এসেছিস কিনা আমাদেরই ভয় দেখাতে? সাহস তো কম নয়!" বলেই একটা চাকু বার করে বলল, "দেখবি, তোদের গলার নলিগুলো কচাকচ কেটে পেটের ভেতর গঙ্গার জল পুরে দেব?"

বাবলু বলল, "না ভাই। ওসবের দরকার নেই। তার চেয়ে বলি কী, চাকুটা তুমি যথাস্থানেই রেখে ব্যাগটা এসে নিয়ে যাও।"

লোকটি বলল, "বাঃ। এই তো ভাল ছেলের মতন কথা।" বলে চাকুটা পকেটে রেখে বলল, "দে। ভালয়-ভালয় দিয়ে দে দেখি ব্যাগটা?"

বাবলু বলল, "উঁহু। ওভাবে নয়। আমি ছুড়ে দেব, তোমরা লুফে নেবে। কেমন?"

"তাই দে।"

বাবলু পঞ্চুকে ইশারা করেই ব্যাগটা ওদের দেওয়ার ভান করে শূন্যে ছুড়ে দিল। আর পঞ্চু করল কী, একটা ভল্ট খেয়ে লাফিয়ে উঠেই লুফে নিল ব্যাগটাকে। বার দুয়েক এইরকম করতেই এরা বুঝে গেল বাবলুর চালাকি। বলল, "ও, মশকরা হচ্ছে আমাদের সঙ্গে?"

বাবলু বলল, "কী আশ্চর্য! আমি তো দিচ্ছি তোমাদের। কিন্তু নিতে না পারলে? একটা কুকুর যা পারছে তোমরা তা পারছ না। তার মানে তোমরা কুকুরেরও অধম, বলো?"

আর যায় কোথা? এতবড় কথা! বলে কিনা কুকুরেরও অধম! দু'জনের একজন তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে বাবলুর গলা টিপে ধরল। অমনই শুরু হল পঞ্চুর খেল। মানিব্যাগটা সে বিলুর হাতে দিয়েই ভয়ংকর একটা ডাক ছেড়ে লাফিয়ে পড়ল লোকটির ঘাড়ে।

লোকটির দুটো হাতই তখন শিথিল হয়ে গেছে। বাবলুকে ছেড়ে সে তখন প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল নিজেকে বাঁচাবার। কিন্তু না, পঞ্চুর আক্রমণের হাত থেকে কিছুতেই সে নিজেকে বাঁচাতে পারল না। অপর লোকটি তখন বেগতিক দেখে কেটে পড়বার তাল করছে। কিন্তু তারও তখন ওই একই অবস্থা। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই নিয়ে ছুড়ে মারছে তাকে। আর লোকটিও সমানে মার খাচ্ছে। কিন্তু পঞ্চুর ভয়ে এদের কারও গায়ে হাত দিতে সাহস করছে না।

ইতিমধ্যে হইহই করে অনেক লোকজনই এসে জড়ো হয়ে গেল সেখানে। সবাই বলল, "কী হয়েছে! কী হয়েছে ভাই?"

ভোম্বল বলল, "ও কিছু না। আপনারা যান। একটা শুটিং হচ্ছে এখানে।"

এ-কথা বললেই কী লোকে শোনে? সবাই দূরে দাঁড়িয়ে কাণ্ডটা দেখতে লাগল। সবই অবাক। দু'-দুটো দানবাকৃতি লোককে এই ক'টা ছেলে-মেয়ে যে এইভাবে ঘায়েল করবে তা দেখেও যেন বিশ্বাস হল না কারও।

একসময় দুটি লোকই হাত জোড় করে ক্ষমা চাইলে বাবলু ওদের ছেড়ে দিল। পঞ্চু যে লোকটার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছিল তার ঘাড় কামড়ে রক্তারক্তি করে দিয়েছে। কুকুরের কামড়ের পরিণাম চিন্তা করে লোকটি তখন থরথর করে কাঁপছে ভয়ে। অপর লোকটির নাক-মুখ ফুলে উঠেছে ইটের ঘায়ে।

ওরা যখন বাবলুদের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে রণক্লান্ত শরীরে দু'জনে দু'জনকে ধরে চলে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময়ই কলকাতা পুলিশের একজন সার্জেন্ট এসে দাঁড়ালেন সেখানে। বললেন, "হে! হোয়্যার গো? মি. মুকুল অ্যান্ড পঙ্কা! কিক দ্য ডোর অব খাঁচাগাড়ি অ্যান্ড গো ইন।"

মুকুল আর পঙ্কা একবার ঘুরে তাকাল সার্জেন্টের দিকে। তারপর শোল মাছ যেভাবে পিছলে পালায় ঠিক সেইভাবে লাফিয়ে পড়ল গঙ্গার জলে। চোখের পলকে ডুব সাঁতারে তারা যে কোথায় তলিয়ে গেল তা টেরও পেল না কেউ।

বাবলুরাও আর সেই নির্জনে বসে না থেকে লঞ্চঘাটে এসে হাজির হল।

সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে কালো রাত্রি নেমেছে তখন।

৷৷ দুই ৷৷

বাবলু এমনিতেই ভোরে ওঠে। কিন্তু আজ আর সে ভোরবেলা উঠতে পারল না। তার কারণ গতকাল বিকেল থেকে সন্ধে পর্যন্ত যা সব ঘটেছে সেগুলোর কথা ভাবতে ভাবতেই ওর ঘুমোতে অনেক রাত হয়ে গেল। তাই স্বপ্নহীন ঘুমের আরামে কখন যে কালো রাত আলো হল তা ও টেরও পেল না।

ঘুম ভাঙল সকালবেলায় ডোর-বেলটা বেজে উঠতে।

পঞ্চু "ভৌ ভৌ-উ-উ-উ" করে একটা ডাক দিয়ে উঠল।

বাবলু বলল, "এ কী! এইভাবে কেউ চেঁচায়! লোকে কী ভাববে বল তো?"

পঞ্চু বলল, "গোঁ-ও-ও-ঔ-গোঁয়াক।" অর্থাৎ কি না কী করব, আমার স্বভাবই এই।

বাবলু দরজা খুলেই দেখল দরজার সামনে একজন সম্ভ্রান্ত চেহারার সুদর্শন পুরুষ ক্রাচে ভর করে দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে চুড়িদার পাজামা। আদ্দির পাঞ্জাবি। চোখে মোটা ফ্রেমের পুরু লেন্সের চশমা। বাবলুকে দেখে হাসিমুখে বললেন, "আসতে পারি?"

"অবশ্যই।"

"আগে তোমার কুকুরটাকে সামলাও বাবা। আমার কিন্তু কুকুরে ভয় খুব।"

বাবলু হেসে বলল, "না না ভয় নেই। আমাদের কুকুর সে-রকম কুকুর নয়। অতিথি চেনে। তা ছাড়া যতক্ষণ না কেউ আমাদের আক্রমণ করছে ততক্ষণ ও কাউকে কিচ্ছু বলবে না।" বলে পঞ্চুকে বলল, "পঞ্চু, তুই ভেতরে যা।"

পঞ্চু ভেতর বাড়িতে চলে গেল।

ভদ্রলোকের একটি পা নেই। হাঁটুর নীচ থেকে কাটা। তাই ক্রাচে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে আরাম করে সোফায় বসলেন।

বাবলু বলল, "একটু বসুন আপনি। আমি সবে ঘুম থেকে উঠছি। এখনও চোখে-মুখে জল দিইনি।"

"সে কী!"

"এত বেলা অবশ্য হয় না আমার। তবে কাল অনেক রাত করে শুয়েছিলাম তাই। না হলে আমি খুব ভোরেই উঠি।"

ভদ্রলোক বললেন, "বেশ বেশ। একটু ফ্রেশ হয়েই এসো। তোমার সঙ্গে কিছু দরকারি কথা আছে আমার।"

বাবলু চলে গেল। ও চলে যাওয়ার একটু পরেই পঞ্চু মুখে করে সকালের খবরের কাগজটা নিয়ে এসে ধরিয়ে দিল ভদ্রলোকের হাতে। ভদ্রলোক নির্ভয়ে কাগজটা নিয়ে পড়তে লাগলেন।

বাবলু প্রায় মিনিট কুড়ি বাদে ঘরে ঢুকল খাবারের দুটো প্লেট হাতে। আজ আর ডিম-টোস্ট নেই। লুচি-আলুভাজা আর সন্দেশ। একটা নিজের জন্য রেখে একটা ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিল।

ভদ্রলোক বললেন, "আবার এসব কেন?"

বাবলু বলল, "আমি কিন্তু কোনও ভদ্রলোকের বাড়ি সকালবেলায় গেলে এরকম কিছু না পেলে মনে মনে খুব অসন্তুষ্ট হই।"

ভদ্রলোক হা হা করে হেসে ঘর ভরিয়ে তুললেন।

বাবলু বলল, "নিন, খেয়ে নিন। খেতে খেতেই বলুন যা বলবার। একটু পরেই চা আসছে।"

ভদ্রলোক বললেন, "না। আগে খেয়ে নিই। তারপর বলব। খেতে খেতে কথা বললে কথাও বলা যাবে না, খাবারও পড়ে থাকবে।"

"বেশ। খেয়েই নিন আগে।"

ভদ্রলোক অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে খেতে খেতে বললেন, "আলুভাজার সঙ্গে লুচি। কতদিন পরে যে খাচ্ছি। খেতে কিন্তু খুব ভালই লাগছে। গরম গরম আর দুটো পেলে মন্দ হত না।"

বাবলু বলল, "বিলক্ষণ। আরও দুটো কেন, যত ইচ্ছে খান। পেট ভরে খান।" বলেই উঠে গিয়ে মায়ের কাছ থেকে আরও কয়েকটা লুচি এনে ভদ্রলোকের পাতে দিল। সেইসঙ্গে চা-ও নিয়ে এল দু' কাপ।

ভদ্রলোক না করলেন না। লুচিগুলো খেয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন, "কাল আমি লঞ্চঘাটে দাঁড়িয়ে তোমাদের কীর্তিকলাপ সব দেখেছি। কাল যেভাবে তোমরা ওই বিপন্ন শিশুটিকে উদ্ধার করলে তাতে অভিভূত হয়ে গেছি আমি। আমার মনে হয় এবার তোমাদের একটা পুরস্কার পাওয়া উচিত।"

বাবলু হেসে বলল, "পুরস্কার পাওয়ার মতো কী করেছি আমরা? কিছুই তো করিনি। আমরা সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়ে। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াই। রহস্যের গন্ধ পেলে ছুটে যাই। এর বেশি কিছু নয়। কাজেই পুরস্কার আমাদের কে দেবে? বাবা-মা'র আশীর্বাদ, আপনাদের শুভেচ্ছা এবং ভগবানের করুণাই আমাদের পুরস্কার।"

ভদ্রলোক এবার বোমার মতো ফেটে পড়লেন। বললেন, "তোমার কত বয়স হে ছোকরা? আমাকে তুমি ভগবান দেখাচ্ছ! ভগবানকে তুমি দেখেছ কখনও? ভগবানে তুমি বিশ্বাস করো?"

বাবলু বলল, "কী আশ্চর্য! আমেরিকা কখনও দেখিনি বলে আমেরিকা আছে বলে বিশ্বাস করব না?"

"ওসব কেতাবি কথা রাখো।"

"তা না হয় রাখলাম। কিন্তু এই যে আমাদের এমন ব্যাপক পরিচিতি, এই যে আমরা বিপদের জাল ছিঁড়ে আশ্চর্য কায়দায় নিজেদের বাঁচিয়ে নিয়ে ফিরে আসি, এ কার কৃপায়?"

ভদ্রলোক বললেন, "যাক। তুমি যখন বিশ্বাস করো তখন তোমার বিশ্বাসে আমি চিড় ধরাতে চাই না। কিন্তু আমি করি না।"

"সেটা আপনার ব্যাপার।"

"এখন শোনো, তোমাদের এই কাজের জন্য আমি নিজে তোমাদের ব্যক্তিগতভাবে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিতে চাই।"

বাবলু অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল ভদ্রলোকের মুখের দিকে। বলল, "দশ হাজার...!"

"হ্যাঁ, দশ হাজার।"

ভদ্রলোক বললেন, "তোমরা ছেলেমানুষ। দশ হাজার টাকাটা তোমাদের কাছে খুব একটা বেশি মনে হলেও আমার কাছে কিন্তু কিছুই নয়। আমি ঠিক করেছি এখন থেকে তোমাদের মতো পরহিতব্রতীদের হাতে আমার সঞ্চয়ের সামান্য একটা অংশ কিছু কিছু করে তুলে দেব।"

বাবলু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "দেখুন, টাকায় আমাদের লোভ নেই। কিন্তু আমাদেরও টাকার প্রয়োজন। কারণ আমরা হুট করতেই এখানে ওখানে চলে যাই। হয়তো নিছক ভ্রমণের জন্য, নয়তো কোনও

রহস্যোদ্ধারে। আর সে-সবের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হয় আমাদের। তাই আপনার এই ভালবাসার দান বা উপহার আমরা মাথা পেতেই নেব। এবং এতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই।”

ভদ্রলোক বললেন, “না থাকাই উচিত।” বলে বাবলুর পুরো নাম জেনে খসখস করে একটা চেক লিখে ওর হাতে দিলেন। তারপর বললেন, “এবার কিন্তু আমি একটা আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা তোমাকে বলব। আসলে সেই কাজের জন্যই বিশেষ করে আমার এখানে আসা।”

বাবলু চেকটা ড্রয়ারে রাখতে রাখতে থমকে দাঁড়াল।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, “না না। ওটা রাখো। কোনও গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি ওর মধ্যে নেই। যেটা দিলাম সেটা আমার ভালবাসার দান। তোমাদের প্রাপ্য পুরস্কার ওটা। আজ হঠাৎ আমি চোখ বুজলে আমার সম্পত্তি যে কে কীভাবে লুটেপুটে খাবে তা ভগবানই জানেন।”

বাবলু এবার খুব জোরে হেসে উঠে বলল, “এই তো একটু আগেই আপনি বললেন, ভগবানে আপনি বিশ্বাস করেন না?”

ভদ্রলোক জিভ কেটে বললেন, “এই রে!”

“আসলে কোনও মানুষই ভগবান ছাড়া নয়। তা আপনার সম্পত্তি যে-কেউ লুটেপুটে খাবে কেন? আপনার কি কেউ নেই?”

“আছে। কিন্তু তারা যে কে কোথায় তা জানি না।”

“সে কী!”

ভদ্রলোকের চোখের কোলদুটি ভিজে উঠল এবার। বললেন, “এমনকী, তারা বেঁচে আছে কি না জানি না তাও।”

বাবলু বলল, “আশ্চর্য!”

“পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও তাদের কোনও সন্ধান পায়নি। তোমরা কি পারবে বাবা তাদের কোনও খোঁজখবর আমাকে এনে দিতে? শুনেছি তোমরা নাকি অসাধ্যসাধন করতে পারো। তাই অনেক আশা নিয়ে তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি। যদি পারো তা হলে জেনে রেখো, আমি তোমাদের লক্ষাধিক টাকা পুরস্কার দেব। আর সে কাজের জন্য যত টাকা খরচ হবে সবই বহন করব আমি। তারা জীবিত কি মৃত এই সংবাদটুকু শুধু আমাকে এনে দাও।”

বাবলু বলল, “এক মিনিট।” বলে দারুণ উত্তেজিতভাবে ঘরময় একবার পায়চারি করল। তারপর এঁটো কাপ-ডিশগুলো নিয়ে ঢুকে গেল ভেতর ঘরে। একটু পরেই দুটো প্লেটে ভাল ঘিয়ে তৈরি হালুয়া এনে চা-টেবিলে রাখল। তারপর দরজাটা লক করে ভদ্রলোকের মুখোমুখি বসে বলল, “নিন। হালুয়া খান। খেতে খেতে বলুন আসল ব্যাপারটা কী? এবং আমাদের কীভাবে কী করতে হবে?”

ভদ্রলোক বললেন, “কাজটা কিন্তু অত্যন্ত দুরূহ।”

“আপনি বলুন।’

“হয়তো জীবনও বিপন্ন হতে পারে এ কাজে।”

“আমরা ডাকাত মঙ্গল সিং, প্রেমা তামাং এবং ডেভিড লোদির মতো বিপজ্জনক লোকেরও মুখোমুখি হয়েছি।”

“আমি জানি। আর সেইজন্যই তো আশায় বুক বেঁধে তোমাদের কাছে এসেছি বাবা। তবু ভয় হয়। হাজার হলেও তোমরা ছেলেমানুষ তো। আমার কারণে যদি তোমাদের কোনও ক্ষতি হয় তা হলে তোমাদের মা-বাবার কাছে আমি মুখ দেখাব কী করে?”

বাবলু বলল, “কী আশ্চর্য! মুখ আপনি দেখাবেন কেন? সত্যিই যদি তাই হয়, তা হলে স্রেফ গা-ঢাকা দেবেন। তা ছাড়া আপনার কোনও কাজের সঙ্গে যে আমরা যুক্ত এ-কথা আপনিও যেমন কাউকে বলবেন না, আমরাও তেমনই কাউকে বলব না। তা হলেই তো ল্যাঠা চুকে গেল।”

“তা হলে বলছ আমার ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই?”

“না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন পাণ্ডবপক্ষের হয়ে সখারূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তেমনই সাক্ষাৎ ধর্মরাজও পঞ্চুরূপে আমাদের সহায় হয়েছেন। আমাদের সব কিছুর মূলে ওই পঞ্চুই। ওই আমাদের ভগবান। ওই আমাদের বডিগার্ড। ও ছাড়া আমরা কিছুই নই। আর ও যেখানে, জয় সেখানে। অতএব এমনিতেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।”

ভদ্রলোক একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, “আঃ বাঁচালে। এইবার মনে হচ্ছে আমি বোধহয় ঠিক জায়গাতেই এসেছি।”

“সত্যিই আপনি ঠিক জায়গায় এসেছেন। তবে এখন হচ্ছে আপনার ভাগ্য এবং আমাদের হাতযশ। যাক, আসল ঘটনাটা এবার আগাগোড়া আমাকে খুলে বলুন তো। কোনও কিচ্ছু বাদ দেবেন না কিন্তু।”

ভদ্রলোক বললেন, “আমার নাম শশাঙ্কশেখর বসুরায়। আমি মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপাল থেকে আসছি। আগে আমি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একজন অফিসার ছিলাম। তারপর সরকারি চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি ব্যবসায় নেমে যাই।”

“কীসের ব্যবসা আপনার?”

“মেডিসিনের।”

বাবলু হেসে বলল, “প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অফিসার থেকে ওষুধের ব্যবসাদার!”

“হ্যাঁ, ভোপাল শহরে সবচেয়ে বড় ওষুধের দোকানটিই আমার। সারা বছরে সমস্ত খরচ খরচা বাদ দিয়ে সেই দোকানের আয় কত জানো?”

“কত?”

“কয়েক লাখ টাকা।”

“বলেন কী!”

“এতেই অনুমান করো দোকানটি কীরকম চালু এবং নির্ভরযোগ্য।”

“তারপর?”

“তারপর যা হয়। হিংসার বলি হলাম আমি। একটা দুষ্টচক্র আমাকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবার জন্য উঠেপড়ে লাগল। উড়ো চিঠিতে আমার প্রাণনাশের হুমকি দিল।”

“সে-কথা আপনি পুলিশকে জানিয়েছিলেন?”

“জানিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।”

“দুষ্টচক্রের দাবিটা কী?”

“তাদের দাবি আমাকে দোকান বেচে দিয়ে ভোপাল ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে।”

“সে কী! তা দোকানটা বেচতে হবে কাকে?”

“যাকে কখনও চোখে দেখিনি এমন একজন মি. ওবেরয়কে।”

“বাঃ। আবদার তো মন্দ নয়।”

“যাই হোক। এই চিঠি পাওয়ার পর আমি ভোপাল থেকে আমার পরিবারকে বিদিশায় সরিয়ে নিয়ে যাই।”

“বিদিশা ওখান থেকে কতদূর?”

“ছাপ্পান্ন কিলোমিটার। এতে অবশ্য খুব যে একটা নিরাপদ হলাম তা নয়। তবে শত্রুর মুখ থেকে সরে গেলাম খানিকটা। বাড়িতেও কড়া প্রহরার ব্যবস্থা রাখলাম। কিন্তু বিপদ এল এবার অন্যদিক থেকে।”

“কীরকম!”

“আমার দোকান থেকে কেনা জাল ইঞ্জেকশান ব্যবহার করে এই শহরের সবচেয়ে ধনী মি. এ কে জৈনের একমাত্র ছেলেটি মারা গেল।”

বাবলু শিউরে উঠল এবার। বলল, “জাল ওষুধ আপনার দোকানে এল কোত্থেকে?”

“কী করে জানব বাবা?”

“এ-ব্যাপারে আপনার কোনও কর্মচারীর হাত নেই তো?”

“না। তারা অত্যন্ত সৎ এবং আমার খুব অনুগত ও বিশ্বাসী।”

“তা হলে?”

“তা হলেই বোঝো, কীরকম পাকা মাথায় কাজ করেছে ওরা।”

“বুঝেছি। মি. জৈন ভদ্রলোকের ক্ষতি করার জন্য যে জাল ইঞ্জেকশানটি ব্যবহার করা হয় আসলে সেটি আসে দুষ্টচক্রের হাত দিয়ে। কিন্তু পুলিশের কাছে আপনার দোকানের ক্যাশমেমোটি শো করিয়ে ওরা আপনাকে বিব্রত করে এবং চালু দোকানটিকেও বন্ধ করায়।”

“ঠিক তাই।”

“এতেই বোঝা যাচ্ছে ওই জৈন পরিবারের মধ্যেই এমন একজন আছেন যিনি ওই দুষ্টচক্রের সঙ্গে জড়িত।”

“কী করে বুঝলে?”

“বাঃ। এ তো জলের মতো সহজ। ওই ইঞ্জেকশনটি মি. জৈন নিশ্চয়ই নিজে না কিনে তাঁর কোনও

বিশ্বাসী লোককে দিয়ে কিনতে পাঠিয়েছিলেন এবং আসলের বদলে জাল ইঞ্জেকশানটি তার হাত দিয়ে গেছে।"

শশাঙ্কবাবু বললেন, "তুমি ঠিক বলেছ তো বাবলু।"

বাবলু বলল, "এই ঘটনার পর আপনি একবার সেই জৈন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করেছিলেন বা আপনার বক্তব্য তাঁকে শুনিয়েছিলেন?"

"অবকাশ পেলাম কোথায়? তা ছাড়া আমার ক্যাশমেমোই যেখানে আমার জালিয়াতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে সেখানে আমার স্বপক্ষে প্রমাণ কই? এর ওপর শত্রুপক্ষের লোকেরা পুলিশকে ঘনঘন চাপ দিচ্ছে আমাকে আরও জালে জড়িয়ে দেওয়ার জন্য।"

"এই জৈন ভদ্রলোক এখন কোথায়?"

"শুনেছি তিনি ওখানকার পাট চুকিয়ে ইন্দোরে গিয়ে বসবাস করছেন। আর তাঁর ব্যবসাপত্র দেখাশোনা করছেন তাঁরই বিশ্বস্ত ম্যানেজার দীনেশ মেহতা।"

বাবলু বলল, "এ তো গেল একদিকের খবর। এখন আপনার পরিবারে বিপর্যয়টা ঘনিয়ে এল কী করে বলুন তো দেখি?"

"হ্যাঁ। সেদিন আমার মামলার শুনানির দিন ছিল। আমি বাড়ি থেকে আমার স্কুটারে চেপে কোর্টে যাচ্ছি, এমন সময় প্রকাশ্য দিবালোকে মুখে কাপড়-বাঁধা অবস্থায় একজন লোক মোটরবাইকে চেপে সাঁচির কাছে আমাকে এত জোরে ধাক্কা দিল যে সেই দুর্ঘটনায় আমি আমার একটা পা হারালাম।"

বাবলু বলল, "এত টাকার মালিক হয়ে আপনি শেষে স্কুটারে চাপতে গেলেন! আপনার গাড়ি নেই?"

শশাঙ্কবাবু বললেন, "তোমার জেরা দেখছি একেবারে ঝানু গোয়েন্দার মতন। শুনে খুশি হলাম। গাড়ি আছে বইকী! গাড়ি না থাকলে হয়? কিন্তু সেদিন আমার গাড়ি ছিল না। তাই স্কুটারটিই ব্যবহার করেছিলাম।"

"কেন, ছিল না কেন?"

"সেই কথাই এবার বলব। সেদিন ছিল আমার শুনানির দিন। ইতিমধ্যে আমার টাকার জোরে জাল ওষুধ বিক্রির কেসটা আমার স্বপক্ষে চলে এসেছিল। তার কারণ আমি তো সত্যিই জাল ওষুধ বিক্রি করতাম না। তাই আমার দোকানে তদন্ত করে বিশেষজ্ঞরা দেখেছিলেন আমার স্টকে যা যা ওষুধ ছিল তার সবই খাঁটি। অতএব দোকানটি আমি আবার ফেরত পেতে চলেছিলাম। সেই আনন্দে আমার স্ত্রী সেইদিনই ভোরবেলা ওই গাড়ি নিয়ে উজ্জয়িনী গিয়েছিলেন মহাকালের পুজো দিতে। সঙ্গে আমার মেয়ে কাঞ্চন এবং ছেলে কুন্তলও ছিল।"

"ওদের বয়স কত?"

"মেয়ের বয়স দশ। ছেলের বয়স আট।"

"তারপর কী হল?"

"শশাঙ্কবাবু রুমালের খুঁটে চোখের জল মুছে বললেন, "তারপর? আমি তো পা ভেঙে পড়ে রইলাম হাসপাতালে। পা'টাকে মোটরবাইকের চাকায় বারে বারে থেঁতলে এমন করে দিয়েছিল যে, কেটেই বাদ দিতে হল সেটাকে। আমি হাসপাতালে শুয়ে ছটফট করতে লাগলাম কিন্তু আমার স্ত্রী-ছেলেমেয়ে কেউই আমাকে দেখতে এল না। খবর পেয়ে আমার বন্ধুরাই এসে আমার দেখাশোনা করতে লাগল। পরে শুনলাম আমার ড্রাইভার সেই যে ওদের নিয়ে উজ্জয়িনী গিয়েছিল সেই শেষ যাওয়া। ওরা কেউ আর ফিরে আসেনি।"

বাবলু বলল, "রহস্যময় ব্যাপার তো!"

"এই ঘটনার তিন মাস পরে আমার স্ত্রীর সন্ধান পেলাম। সে তখন ধার শহরের পথে পথে অর্ধোন্মাদ হয়ে ভিক্ষা করছে। আমি তাকে বিদিশায় নিয়ে এলাম। অনেক বড় বড় ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করালাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। একদিন সে আত্মহত্যা করেই তার জ্বালা জুড়োল।"

"আপনার স্ত্রীর ওইরকম অবস্থার কারণ?"

"ডাক্তাররা সন্দেহ করছেন কোনও খারাপ ইঞ্জেকশানের প্রভাবেই নাকি ওইরকমটা হয়েছিল।"

"বুঝেছি। কোনও ভেজাল ওষুধ তৈরির পাপচক্রের বলি হয়েছেন আপনি। আপনার ওই চালু দোকানটিকে কেন্দ্র করেই ওরা জাল ওষুধের ঢালাও কারবার চালিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু ওদের সে আশা পূর্ণ না হওয়ায় আপনার ক্ষতি করতে বদ্ধপরিকর হয় ওরা। এবং মি. জৈনের সঙ্গেও কোনও ব্যাপারে ওরা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নিতে তাঁর একমাত্র সন্তানটিকে চালাকির দ্বারা হত্যা করে।"

শশাঙ্কবাবু বললেন, "তোমরা কি পারবে আমার কাঞ্চন ও কুন্তলের কোনও খবর এনে দিতে, বা ওদের খুঁজে বার করতে?"

"পারব এ-কথা কী করে বলি? তবে এ-ব্যাপারে আমরা কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করব। আচ্ছা, আপনার গাড়ি এবং সেই ড্রাইভারের কী হল?"

"গাড়ির খবর জানি না। তবে ড্রাইভারের ডেড বডি ইন্দোর শহরে একটি ড্রেনের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু আমার কাঞ্চন আর কুন্তলের কোনও খবর নেই। ওরা যদি বেঁচে থাকে তা হলে কোথায় এবং কী ভাবে আছে শুধু সেইটুকু জানার অপেক্ষাতেই আমি বেঁচে আছি। না হলে কবেই বিষ খেয়ে মরতাম।"

বাবলু বলল, "বিষ খেয়ে মরবেন কেন? মৃত্যু তো অবধারিত। কাজেই তাকে ডাক দিয়ে টেনে আনবার কোনও দরকার নেই। মরতেই যদি হয় তা হলে প্রতিশোধ নিয়ে মরুন। জৈনের একমাত্র পুত্রের হত্যাকারীকে খুঁজে বার করুন। জামার কলার ধরে টেনে নিয়ে আসুন ওই জাল ওষুধ প্রস্তুতকারক মি. ওবেরয়কে। ওদের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে ফুটবল খেলুন। তারপর তো মরবেন।"

শশাঙ্কবাবু প্রবল উত্তেজনায় এবং আবেগে জড়িয়ে ধরলেন বাবলুকে। তারপর বললেন, "এ ইচ্ছা যে আমার মনেও নেই তা কিন্তু নয়। শুধু পারিনি কেন জানো? যদি আমার কাঞ্চন আর কুন্তল বেঁচে থাকে। যদি ওরা কখনও ফিরে আসে আমার বুকে, সেই আশায়।"

বাবলু বলল, "এই ঘটনাগুলো কতদিন আগে ঘটেছিল?"

শশাঙ্কবাবু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সে অনেক দিনের কথা বাবা। প্রায় পাঁচ বছর।"

"আপনার দোকানের এখন কী হাল?"

"দোকান এখন বেচে দিয়েছি। মামলায় জেতার পর দোকান আমি রাখিনি। আকবর বাদশা নামের এক সজ্জন ভদ্রলোককে বেচে দিয়েছি দোকানটা।"

"তা হলে এখন চালাচ্ছেন কী করে?"

"এখন আমি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে টাকা খাটাচ্ছি। অবশ্য এসব না করলেও আমার চলে। কেন না, টাকার অঙ্ক তো অনেক হয়ে গেছে। তাই অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তাটা আমার নেই।"

"আচ্ছা, এবার বলুন তো আপনি সেই ভোপাল ছেড়ে এত দূরে কী কারণে এসেছেন? আমাদের সাহায্য নিতে নিশ্চয়ই নয়?"

"না। তোমাদের পরিচয় তো পেলাম সবেমাত্র কাল বিকালে। আমি এখানে এসেছিলাম আমার এক বন্ধুর বাড়ি, কালীঘাটে। ভবানীপুরে একটা ছোট বাড়ি বিক্রি ছিল। সেটা আমি কাঞ্চন আর কুন্তলের নামে কিনে নিলাম। যদি ওরা কখনও ফিরে আসে তা হলে আর ওদের ভোপালে নয়, বাংলাতেই রাখব।"

"বিদিশার বাড়িটা কী হবে?"

"হয় বেচে দেব, না হলে যেমন আছে তেমনই থাকবে।"

"এ-ব্যাপারে কাগজে কোনও বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন আপনি?"

"দিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও ফল হয়নি।"

বাবলু অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর বলল, "আর একটু চা খাবেন?"

"না বাবা। এবার আমি উঠব।"

"ঠিক আছে। আমরা এ-ব্যাপারে আগ্রহী। আপনি শুধু কাঞ্চন ও কুন্তলের একটা করে ফোটো আমাকে দিয়ে যান। আমরা খুব শিগগির ভোপালে যাব। এমনিতেই তো অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাই আর দেরি করব না।"

শশাঙ্কবাবু বললেন, "ফোটো তো এখানে আমার কাছে নেই। তোমরা ভোপালে গেলে পাবে। আমার যা কিছু সব বিদিশায় আছে। যাই হোক, আমি বিশদ আলোচনার জন্য কালই তোমাদের কাছে আসছি।"

বাবলু বলল, "ধন্যবাদ। আপনার কাজটা করে দিতে পারলে আমরা সত্যিই গর্ববোধ করব।"

শশাঙ্কবাবু ক্রাচে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর যেমন এসেছিলেন তেমনই চলে গেলেন টুকটুক করে।

বাবলু তাঁর যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। কথা তো দিল ভদ্রলোককে। কিন্তু কী ভাবে কী যে করবে ও তার কিছুই ঠিক করতে পারল না। ভদ্রলোক কত আশা নিয়েই না ছুটে এসেছেন ওর কাছে। অথচ এতবড় একটা দায়িত্বকে কি সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব! যতই ওরা চোর-ডাকাতের মোকাবিলা করুক না কেন, তবু তো সত্যিকারের গোয়েন্দা ওরা নয়। আসলে ওরা কেউ কখনও কোনও শয়তানের জালে জড়িয়ে পড়লে বুদ্ধির জোরে সেই জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে মাত্র। কিন্তু এ যে অথৈ পারাবার।

বাবলু যখন শুয়ে শুয়ে এইসব চিন্তা করছে তেমন সময় একটি কোমল করস্পর্শে ও অনুভব করল এ হাত মায়ের হাত। মা হেসে বললেন, "তা কী করবি ঠিক করলি?"

"কীসের কী?"

"ওই যে ভদ্রলোক এসে যা সব বলে গেলেন।"

"তুমি কী করে জানলে?"

মা হেসে বললেন, "তোর মা আমি। কাজেই গোয়েন্দাগিরি আমিও একটু আধটু জানি। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি সব শুনেছি।"

বাবলু বলল, "কী করি বলো তো মা?"

"কী আর করবি। একবার চেষ্টা করে দ্যাখ। তবে আমার মন বলছে ওরা কেউ বেঁচে নেই।"

বাবলু বলল, "আমি একটা কথা কিছুতেই ভেবে পাই না মা। তোরা খুন-জখম করবি কর। বদলা নিবি নে। কিন্তু অসহায় শিশুগুলো তোদের কী দোষ করেছিল? জৈন ভদ্রলোকের ওই ছেলেটাকে জাল ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলার কী কোনও দরকার ছিল? কাঞ্চন আর কুন্তলকে অপহরণ করার বা মেরে ফেলার মধ্যে সার্থকতা কী? শশাঙ্কবাবুর ওপর রাগ, তাকে জখম করার মধ্যে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার না হয় একটা কারণ থাকতে পারে। কিন্তু ওই অসহায় শিশুগুলোকে কেন মারতে গেলি তোরা?"

মা বললেন, "আমি মা হয়ে যদিও বলতে পারি না ওই দুর দেশে গিয়ে ওই ধরনের শত্রুর তোরা মুখোমুখি হ। তবুও বলি, খুব ঠান্ডা মাথায় বুদ্ধি খাটিয়ে ছেলে-মেয়ে দুটোকে একটু খুঁজেপেতে বের করবার চেষ্টা কর।"

"তোমার আশীর্বাদ নিয়ে তাই আমরা করব মা। ওদের কোনও ডেড বডি যখন পাওয়া যায়নি তখন ওদের জন্য একটু আশা মনের কোণে রাখলে ক্ষতি কী?"

এমন সময় দরজায় টকটক শব্দ।

মা বললেন, "বিলু এসেছে নিশ্চয়ই।"

"তুমি কী করে বুঝলে বলো তো মা?"

"তোদের চলার শব্দগুলো পর্যন্ত আমি চিনি।"

বাবলু দরজা খুলেই দেখল বিলু।

বিলু ঘরে ঢুকল বলল, "ওই খোঁড়া ভদ্রলোক এখানে কী করতে এসেছিল রে?"

মা বললেন, "ছিঃ বিলু। কোনও মানুষকেই তার প্রতিবন্ধকতার জন্য ওইরকম কানা-খোঁড়া বোলো না। ওঁর ওইরকম অবস্থার জন্য মানুষ দায়ী। উনি তো নন। কোনও-কোনও ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাও দায়ী হয়। তাই বলে তাকে বিদ্রূপ করবে? আজ কোনও একটা দৈব কারণে তোমার পা'টাও ভাঙতে পারে। তোমার ওই চোখদুটোও অন্ধ হয়ে যেতে পারে। সেজন্য কী তুমি দায়ী? এই যে পঞ্চুর একটা চোখ নেই, সে দোষ কী ওর?"

বিলু বলল, "আপনি ঠিকই বলেছেন। আসলে আমি ঠিক বিদ্রূপ করে বলিনি। এমনই বলে ফেলেছি। তবে আর কখনও বলব না।"

"না, বোলো না। অন্যে যে যাই বলুক। তোমরা ভাল ছেলে। তোমরা কেন বলবে?"

মা চলে গেলেন।

বাবলু বলল, "তুই কী করে জানতে পারলি? উনি তো অনেক আগেই চলে গেছেন।"

"আমি রাস্তায় ছিলাম। কথা বলছিলাম একজনের সঙ্গে। তখনই দেখলাম উনি এখান থেকে বেরিয়ে একটা রিকশায় উঠলেন।"

"তাই বল।"

বিলু ধপ করে সোফায় বসে দেহটা ছড়িয়ে দিয়ে খবরের কাগজটায় চোখ বোলাতে-বোলাতে বলল, "যেখানে যাওয়ার কথা ছিল যাবি তো?"

"কালাকার স্ট্রিটে? হ্যাঁ যাব।"

বাবলু পরদা সরিয়ে ভেতর ঘরে চলে গেল। আর বিলুর গলা পেয়েই পঞ্চু ছুটে এসে ওর পায়ের কাছে ঘুরে-ফিরে ঘনঘন লেজ নাড়তে লাগল।

একটু পরে চা-বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকল বাবলু। তারপর একটা কাপ বিলুকে দিয়ে নিজের কাপে দু'-একটা চুমুক দিয়ে বলল, "ওই যে ভদ্রলোক এলেন। কেন, কী বৃত্তান্ত কিছু জিজ্ঞেস করলি না তো?"

বিলু উৎসাহিত হয়ে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ। সত্যিই তো? ভদ্রলোক কে?"

"উনি মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপাল থেকে এসেছেন। ওঁর নাম শশাঙ্কশেখর বসুরায়।"

"কী ব্যাপার!"

"ব্যাপার খুবই গুরুতর। একটা জটিল তদন্তে হয়তো দু'-একদিনের মধ্যেই আমাদের ভোপালে যেতে হবে।"

"বলিস কী রে! এ তো দেখছি মেঘ না চাইতেই জল।"

"কেন?"

"আমার কিন্তু ক'দিন ধরেই খুব একটা বাইরে যাওয়ার ইচ্ছে করছিল।"

বাবলু বলল, "সে আশা অচিরেই পূর্ণ হবে। তবে বিলু, এবারের এই অভিযানের ওপর কিন্তু আমাদের মান-মর্যাদার ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে জড়িয়ে আছে। আমরা কিন্তু আলেয়ার পেছনে ছুটতে যাচ্ছি এবার।"

"কীরকম?"

বাবলু বলল, "শোন তবে।" বলে এক-এক করে সব কথা খুলে বলল বিলুকে।

বাবলু বলল, "পাঁচ বছর আগে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ওই ছেলে-মেয়েদুটোর সন্ধান নিতে যাওয়া মুখের কথা নাকি? এ অসম্ভব। এ কাজের দায়িত্ব তুই কেন নিলি বাবলু?"

"নিলাম এই কারণে যে, না নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। প্রথমত, ভদ্রলোক অনেক আশা নিয়ে ছুটে এসেছেন। দ্বিতীয়ত, এই কাজের ওপর আমাদের সুনাম নির্ভর করছে। তৃতীয়ত, এ কাজের পারিশ্রমিক লক্ষাধিক টাকা।"

"গুলি মারো টাকাতে। কী দরকার টাকার? তুই বরং ওই দশ হাজার টাকাটাও ফিরিয়ে দে। এখনও বলছি এ কাজের দায়িত্ব নিস না।"

"আমি নিয়েছি। কেন না, এত অভিযানের সাফল্যের পর এই অভিযানে পিছিয়ে আসার গ্লানি আমি বইতে পারব না।"

বিলুর মুখও ম্লান হয়ে গেল। বলল, "তা অবশ্য সত্যি। পাণ্ডব গোয়েন্দারা ভয়ে পিছিয়ে গেল এ-কথা শোনার আগে মরে যাওয়া ভাল।"

"তবে? লড়াই না করে মরার চেয়ে লড়ে মরাটা ভাল নয় কী?"

"এখন তা হলে চল, যে কাজের জন্য এসেছি সেটাকে সেরে আসি।"

"হ্যাঁ চল। কাল সন্ধেবেলা পঞ্চুর কুড়িয়ে পাওয়া ওই মানিব্যাগটা সর্বাগ্রে তার আসল মালিককে ফিরিয়ে দিয়ে আসি।" এই বলে বাবলু অন্য জামাপ্যান্ট পরে মানিব্যাগটা পকেটে নিয়ে মাকে দরজায় খিল দিতে বলে বিলুর সঙ্গে বাইরে এল। ওদের গন্তব্য এখন কালাকার স্ট্রিটে। কলকাতার বড়বাজারে।

॥ তিন ॥

বড়বাজারে বাস থেকে নেমে কালাকার স্ট্রিটে ঢুকে লছমি নারায়ণ মন্দিরের কাছে একটি চারতলা ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল দু'জনে। ঠিকানাটা ভাল করে মিলিয়ে দেখল। হ্যাঁ, এই সেই বাড়ি। তবুও পাশের একটি দোকানে জিজ্ঞাসাবাদ করে সেই বাড়ির দোতলায় উঠে ডোর-বেলে চাপ দিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

ময়লা পাজামা আর ছেঁড়া গেঞ্জি পরা একজন লোক সজোরে দরজাটা খুলে খুব অভদ্র ভঙ্গিতে ওদের বলল, "ক্যা চাহিয়ে?"

বাবলু বলল, "মি. জয়সওয়াল আছেন?"

"কাঁহা সে আয়া তুম?"

"আমরা একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"উয়ো ঘরমে নেহি হ্যায়। যাও ভাগো।"

বাবলু রেগে বলল, "যাও ভাগো মানে? এ কি কুকুর তাড়াচ্ছেন নাকি?"

লোকটি আরও রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই বাবলুর জামার কলার ধরে বলল, "বুরা বাত বলোগে তো উপরসে ফিক দেগা একদম।"

বিলু তেড়ে আসছিল। বাবলু ওকে আটকাল।

লোকটি ওদের মুখের সামনেই দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

হতচকিত বাবলু ও বিলু রাগে অপমানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেই বন্ধ দরজার সামনে।

এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে বেশ ভারিক্কি গলায় কে যেন বলে উঠল, "কৌন আয়া রে?"

লোকটির বিরক্তির গলা শোনা গেল এবার, "আরে দো বাঙালি বাচ্চা চানদা লেনে আয়া।"

বাবলু বুঝতে পারল নিশ্চয়ই চাঁদা দেওয়ার ব্যাপারে কারও সঙ্গে ওদের কোনও মনোমালিন্য ঘটেছে, তাই এই দুর্ব্যবহার। তবুও যার সঙ্গে যাই ঘটে থাকুক না কেন এসব ব্যাপারে একটু ভদ্র হওয়া উচিত। কেন না, ওরা যদি সত্যিই স্থানীয় কোনও ক্লাবের ছেলে হত বা চাঁদা নিতে আসত, তা হলে তো কুরুক্ষেত্র বেধে যেত এতক্ষণে।

যাই হোক, বাবলু তবুও উত্তেজিত না হয়ে দু'-একবার দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, "আরে খুলুন তো। আমরা চাঁদা নিতে আসিনি।"

কিন্তু বন্ধ দরজাও খুলল না। কেউ কোনও সাড়াও দিল না।

বিলু তখন বাবলুর হাতে টান দিয়েছে, "তুই চলে আয় তো বাবলু। দরকার নেই অত ভালমানুষীর। টিকিটগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে টাকাগুলো নিয়ে আমরা বরং পিকনিক করি গে চল।"

বাবলু বলল, "কী দরকার পরের পয়সায় মজা করে? যাওয়ার সময় থানায় জমা দিয়ে যাব।"

"থানায় জমা দেব? এর চেয়ে হাওড়া ব্রিজের ওপর থেকে গঙ্গায় ফেলে দেব সেও ভাল।" বলে প্রায় টানতে-টানতেই বাবলুকে নিয়ে চলল বিলু।

ওরা যখন অর্ধপথে তেমন সময় সিঁড়ির ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে বেশ সুরেলা গলায় কে যেন ডাকল ওদের, "শুনিয়ে!"

বাবলুরা ফিরে তাকিয়ে দেখল, ওদেরই বয়সি স্কার্ট পরা একটি ফুটফুটে কিশোরী ঝুঁকে পড়ে ডাকছে ওদের। বেশ হাসিহাসি সরলতায় ভরা চোখ-মুখ।

ওরা ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের ডাকছ?"

"জি হাঁ।"

ওরা ওপরে উঠতেই মধুর হাসিতে মুখ ভরিয়ে মেয়েটি বলল, "তুম কিসকো মাংতা?"

"মি. জয়সওয়ালকে।"

"চানদা লেনে আয়া?"

বাবলুর মুখ দিয়ে এবার হিন্দি বেরিয়ে এল, "নেহি।" তারপর বলল, "চাঁদার জন্য আসিনি আমরা। এসেছি অন্য কারণে।"

ওদের কথা বলার সময়েই একজন বিশাল শরীর মধ্যবয়সি ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "অন্দর আ যাও বেটা। ম্যায় হুঁ মি. জয়সওয়াল।"

বাবলু, বিলু অবাক চোখে তাকিয়ে রইল ভদ্রলোকের দিকে। কেন না, এমন দীর্ঘ উন্নত ও মজবুত শারীরিক গঠনের মানুষ খুব কমই দেখা যায়।

জয়সওয়ালজি বললেন, "ও মেরা ছোটা ভাই। ওর একটু দিমাক খারাপ আছে। তোমরা কুছু মনে কোরো না বাবা।" বলেই মেয়েটিকে বললেন, "পুষ্পা, তুম ঘর মে বৈঠাও ইন দোনোকো।"

বাবলু-বিলু দু'জনেই ঘরে ঢুকতে একটু ইতস্তত করছিল দেখে জয়সওয়ালজি বললেন, "ডরো মাত। ও আর কুছু বলবে না।"

পুষ্পা নামের মেয়েটি তেমনই হাসিখুশি মুখে ওদের নিয়ে গিয়ে সোফায় বসতে বলল। তারপর যেন কত দিনের পরিচিত এমন ভাব দেখিয়ে নিজের মনেই গুনগুন করে গান গাইতে-গাইতে এ-ঘর ও-ঘর করতে লাগল। এমন সময় হঠাৎই একটি বিকট চিৎকার কানে এল ওদের, "মুঝে মাত মারো। মাত মারো মুঝে।"

বাবলু পুষ্পাকে জিজ্ঞেস করল, "কী হল! কেউ ওকে মারছে বুঝি?"

পুষ্পা হেসে বলল, "না না। ওর মাথাটা থেকে-থেকে খারাপ হয়ে যায়। তখন যা মনে আসে তাই বলে চেঁচায় ও। ক'দিন বেশ ছিল। কাল থেকেই একটু বাড়াবাড়ি করছে। অথচ একেবারে পাগলও নয়।"

"ওকে ডাক্তার দেখানো হচ্ছে না?"

"ইসি লিয়ে তো হিঁয়া আয়া হুঁ।"

"তোমাদের দেশ কোথায়?"

"এম পি-তে।"

বাবলু বলল, "তুমি বেশ পরিষ্কার বাংলা বলতে পারো দেখছি।"

পুষ্পা হাসল।

একটু পরেই জয়সওয়ালজি ঘরে ঢুকলেন। তারপর বাবলুদের সামনে বসে হাসিমুখে বললেন, "বলিয়ে ক্যা সমাচার?"

বাবলু কোনও কথা না বলে মানিব্যাগটা পকেট থেকে বের করে জয়সওয়ালজির হাতে দিয়ে বলল, "দেখুন তো এটা আপনার কিনা?"

জয়সওয়ালজি মানিব্যাগটা হাতে নিয়েই লাফিয়ে উঠলেন, "আরে! এ তুমহে কাঁহা মিলা?"

"এটা আপনারই তো?"

"ইয়ে মেরা হি হ্যায়। লেকিন তুমনে তো কামাল কর দিয়া ভাই।"

পুষ্পাও ব্যাগটা দেখেই অবাক হয়ে গেল। বলল, "এটা কোথায় পেলে তোমরা?"

"বলছি। তার আগে খুলে দেখো ভেতরের জিনিসগুলো সব ঠিকঠাক আছে কিনা?"

জয়সওয়ালজি নিজেই মানিব্যাগ খুলে টাকা এবং টিকিট দেখে নিলেন।

পুষ্পা আনন্দে বিগলিত হয়ে বলল, "ওঃ। তোমরা যে কী উপকার করলে, তা কী বলব!"

জয়সওয়ালজি বললেন, "দেখো ভাই, বাংলা মে আমি অনেকদিন আছে। এই কলকাতা শহরেই আমার বিশ সাল হয়ে গেল। আমার নসিব ভাল যে এই ব্যাগটা দু'জন বাঙালি বাচ্চার হাতে পড়ে গিয়েছিল। অন্য কারও হাতে পড়লে সব রুপিয়া চোট করে দিত। তা ছাড়া এর ভেতরে আমার মুলুক যাওয়ার টিকিট ভি ছিল। সেইজন্য আমার মন এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, কুছু ভাল লাগছিল না। কেন না, আজকের দিনে গাড়িতে একটা রিজার্ভেশন পাওয়া খুবই ভাগ্যের ব্যাপার। রুপিয়া দিলে ভি ও চিজ মিলে না।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, সেইজন্যই আমরা সব কাজ ফেলে এখানে এলাম এটা আপনাদের দেব বলে। পরশুই তো আপনাদের জার্নি ডেট। তাই না?"

"হ্যাঁ।"

টিকিট ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে খুশি মনে হল পুষ্পাকে। ও একেবারে উপচে পড়ে বলল, "সত্যি, তুম কিতনি আচ্ছি হো।"

জয়সওয়ালজি বললেন, "আরে পুষ্পা, তেরি মাজিকো বুলা না। মিঠাই খিলা দো ইন দোনো কো।"

পুষ্পা ছুট্টে ঘরের ভেতর চলে গেল।

একটু পরেই এক সুন্দরী ভদ্রমহিলা হাসিমুখে দুটি প্লেটে কচুরি, লাড্ডু আর মুগের বরফি এনে ওদের দু'জনকে দিলেন। আর দু' হাতে দু' গ্লাস জল নিয়ে পুষ্পা এসে ওদের সামনে বসিয়ে রাখল।

ভদ্রমহিলা বললেন, "খা লো বেটা।" তারপর বললেন, "আমি বহুত খুশি হয়েছি তোমরা টিকিট ফেরত দিতে এসেছ বলে। না হলে কী যে হত! আমার তো খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আজকালকার দিনে এইরকম কেউ করে না। তার ওপর অত টাকা হাতে পেলে কেউ ছাড়ে? কী নাম আছে তোমাদের?"

বাবলু-বিলু ওদের নাম বলল।

"তোমরা লিখাপড়া করো নিশ্চয়? বাড়ি কোথায়?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ লেখাপড়া করি বইকী! বাড়ি হাওড়ায়।"

জয়সওয়ালজি বললেন, "তুমহারা অ্যাড্রেস হামকো লিখ দিজিয়ে।"

বাবলু একটা কাগজ নিয়ে ঠিকানাটা লিখে দিল।

"আমি একদিন তোমাদের বাড়ি যাবে। তোমাদের মা-বাবার সঙ্গে মুলাকাত করবে। ইউ আর রিয়্যালি গুড বয়।" বলে দু'জনের দিকে দুটো একশো টাকার নোট এগিয়ে দিলেন।

বাবলু বলল, "মাফ করবেন জয়সোয়ালজি। এ টাকা তো আমরা নিতে পারব না।"

পুষ্পা বলল, "নিতেই হবে তোমাদের।"

জয়সওয়ালজি বললেন, "কাহে কো? এই রুপিয়া তোমরা না পেলে আমার তো সব কুছ চোট হয়ে যেত। আমি খুশ হো কর মাত্র দু'শো টাকা তোমাদের মিঠাই খানেকে লিয়ে দিচ্ছি।"

বাবলু বলল, "না। তা কেন? মিঠাই তো আমরা খাচ্ছিই। আবার নতুন করে কী খাব?"

পুষ্পা তখন টাকা নিয়ে জোর করে ওদের পকেটে গুঁজে দিতে গেল। কিন্তু বাবলুরা কিছুতেই সে টাকা নিল না।

বাবলু আর বিলু কচুরি মিষ্টি ইত্যাদি খেতে খেতে বলল, "আচ্ছা জয়সওয়ালজি ওই মানিব্যাগটা আপনি কোথায় হারিয়েছিলেন মনে আছে? না কি আপনার পকেটমার হয়েছিল?"

"না না। পিক পকেট হয়নি। কাল সন্ধের সময় আমি একবার বাবুঘাটে গিয়েছিলাম। তা ওইখানে আমার

এক দোস্তের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একটা জিনিস কিনবার জন্য তাকে কুছু টাকা দিতে গিয়েই দেখি আমার এক পুরানা দুশমন আমাকে দূর থেকে ওয়াচ করছে। তখন সাম কি টাইম ছিল। তাই তাড়াতাড়ি মানিব্যাগটা পকেটে রেখে একটা ট্যাক্সি ধরে পালিয়ে আসি। ওহি সময় পাকিটমে রাখতে গিয়েই ব্যাগটা গিরে যায়।"

বাবলু বলল, "বুঝেছি।"

"তারপর মকান পৌঁছে ট্যাক্সি ভাড়া দিতে গিয়ে বুঝতে পারি সত্যানাশ হয়ে গেছে। তা কী আর করি, মন খারাপ করে বসে রইলাম। এমন সময় তোমরা এলে।"

"তার মানে আপনিও চলে এসেছেন, আমরাও গেছি। একটু দেরি হলে অন্য কেউ পেয়ে যেত। ভাল লোক হলে ফেরত দিত, না হলে মেরে দিত টাকাগুলো।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "ইসি লিয়ে তো আমি তোমাদের ওপর সন্তোষ আছি। তোমরা খুব ভাল ছেলে। আমার লেড়কির শাদিতে তোমরা আসবে।"

বাবলু বলল, "আপনার লেড়কির শাদি কবে?"

"দো মাহিনাকে বাদ।"

"বেশ তো, নিশ্চয়ই যাব।"

বিলু বলল, "কোথায় হবে বিয়েটা? এখানে, না আপনাদের মুলুকে?"

"মুলুকমেই হোগা।"

বাবলু-বিলু খাওয়া শেষ করল।

ভদ্রমহিলা বললেন, "চায় পিয়োগে?"

"হলে একটু মন্দ হত না।"

"বইঠো তুম।" বলে ভেতরে চলে গেলেন।

বাবলু বলল,"আচ্ছা জয়সওয়ালজি! আপনি তো ইন্দোরের লোক। আমরাও খুব শিগগির ইন্দোর যাচ্ছি। হয়তো দু'-একদিনের ভেতরেই যাব। তা আপনি কি একটা ব্যাপারে আমাদের একটু হেল্প করতে পারেন?"

জয়সওয়ালজি উৎসাহিত হয়ে বললেন, "জরুর। তুমহারে লিয়ে হাম সব কুছ কর সকেঙ্গে। লেকিন কব যাওগে তুম?"

"এই তো বললাম, দু'-একদিনের ভেতরেই। অবশ্য আগে আমরা ভোপাল যাব। তারপর ইন্দোর।"

"পহলে ভোপাল, উসকে বাদ ইন্দোর? কুছু কাম আছে ওখানে, না ঘুমনেকে লিয়ে?"

"কোনও কাজ নেই। এমনই বেড়াতে যাব। তা ছাড়া আমরা ছেলেমানুষ। আমাদের আর কী কাজ থাকতে পারে?"

"না। তোমাদের বাবুজির তো অফিস কা কোনও কাম থাকতে পারে?"

"সেসব কিছুই নেই। আমরাই যাব। সঙ্গে আমাদের বন্ধুরা যাব। আমরা ভোপালে গিয়ে সাঁচি দেখব। বিদিশা দেখব। তারপর ইন্দোর যাব।"

"বিদিশামে ক্যা হ্যায়? অ্যায়সা খাস কুছ তো নেহি। একদিন তুম সাঁচি যাও, দুসরেকা দিন ভীমবেটকা।"

"ইন্দোরে কী দেখার আছে?"

"বহৎ কুছ। জৈন মন্দির, ছত্রীবাগ, মানিকবাগ, লালবাগ। মলহারগঞ্জমে বড়ে গণপতি কি মন্দির। ছোটা সা শহর। হুঁয়াসে ওঙ্কার যাও, উজ্জয়িন যাও, ধার মাণ্ডব যাও। মেরা মকান ইন্দোরমে নেহি। মাণ্ডবমে, মাণ্ডব।"

বাবলু বলল, "মাণ্ডব! সেটা আবার কোথায়?"

"আরে বাবা, মাণ্ডব নেহি জানতা?"

পুম্পা বলল, "মাণ্ডব বললে ওরা বুঝবে না। মাণ্ডু বলতে হবে।"

"হাঁ হাঁ মাণ্ডু। রানি রূপমতী কা মাণ্ডু। আনন্দনগরী। সিটি অব জয়।"

বাবলু লাফিয়ে উঠল, "হু-র-র্-রে। সিটি অব জয়। এইবার বুঝতে পেরেছি। তা হলে তো ভালই হল। এই সুযোগে মাণ্ডুটাও আমাদের দেখা হয়ে যাবে। আমরা কোথাও যাই-না-যাই, মাণ্ডু যাবই।"

"অবশ্য যাও। মাণ্ডু হিস্টোরিক্যাল প্লেস। হুঁয়া কা সাইট সিন ভি দেখবার মতো আছে।"

"তা না হয় যাব। কিন্তু ইন্দোরের একটা খবর আমাদের জানবার ছিল।"

"কী জানতে চাও বলো। কোশিস করুঙ্গা।"

"আপনি ইন্দোর শহরে মি. এ কে জৈন নামে কোনও ভদ্রলোককে চেনেন?"

জয়সওয়ালজির মুখটা কেমন যেন কালো হয়ে গেল। বললেন, "হাঁ হাঁ চিনি। লেকিন হুঁয়া তুমহারা কাম ক্যা?"

"আমরা একবার বিশেষ প্রয়োজনে ওঁর সঙ্গে দেখা করব। উনি কোন এলাকায় থাকেন বলতে পারেন?"

জয়সওয়ালজি গম্ভীর গলায় বললেন, "ছত্রীবাগ।'

"আপনার সঙ্গে ওঁর পরিচয় আছে?"

"উনি তো শেরিফ আদমি আছেন। মস্তবড় শেঠ।"

"তা জানি।"

"ঠিক আছে। তুম সব চা পিয়ো। হাম আ রহে। হামকো থোড়া কাম হ্যায়। বজবজ যানে পড়ে গা।" বলে আর একটুও না বসে জয়সওয়ালজি উঠে পড়লেন।

বাবলুরা বুঝল, যে-কোনও কারণেই হোক জয়সওয়ালজি এই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চান। তাই আর আলোচনা এগোতে না দিয়ে কেটে পড়লেন।

জয়সওয়ালজি চলে যেতেই পুষ্পা চা এনে বাবলু আর বিলুকে দিল।

চা খেতে খেতেই বাবলু বলল, "আচ্ছা পুষ্পা, আমরা যদি তোমাদের দেশে যাই, ধরো এই দু'-একদিনের মধ্যেই, তা হলে তুমি আমাদের সব কিছু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিতে পারবে?"

পুষ্পা খুশি খুশি মুখে বলল, "তোমরা কি সত্যিই যাবে? যদি যাও তা হলে নিশ্চয়ই তোমাদের সব কিছু দেখিয়ে দেব আমি।"

"আমরা যাবই।"

"তা হলে ভালই হবে। খুব ঘুরব আমরা ওখানে, চারো তরফ শুধু পাহাড়োঁ—পাহাড় আছে। কিলা, প্যালেস ভি আছে। ইকো পয়েন্ট—বহত কুছ আছে।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। আমরা আসি। তোমরা তো পরশু যাচ্ছ। আর দেখা হবে না। তোমাদের মাণ্ডুর ঠিকানাটা আমাকে লিখে দাও।"

পুষ্পা বলল, "ঠিকানা লাগবে না। তোমরা বাসস্ট্যান্ডে নেমেই যে সর্দারজির হোটেলটা আছে দেখবে, সেইখানেই আমার নাম, বাবুজির নাম বলবে। তা হলেই পৌঁছে দেবে ওরা। ওই হোটেলটা বাবুজি সর্দারজিকে করে দিয়েছেন।"

"তাই নাকি? তবে তো ভালই হল।"

বাবলু-বিলু হাসিমুখে বিদায় নিল পুষ্পাদের বাড়ি থেকে।

দুপুরবেলা মিত্তিরদের বাগানে জোর আলোচনা বসল ওদের। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু—সবাই ছিল সেই আলোচনাতে। আর ছিল পঞ্চু। সে কানটা খাড়া করে সব কিছু শুনছিল আর ঘনঘন লেজ নাড়ছিল। সে বেশ বুঝতে পারছিল এই দুরন্ত দুর্বার ছেলে মেয়েগুলো আবার কোনও-না-কোনও বিপজ্জনক অভিযানের ঝুঁকি নিয়ে দূরে কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা করছে।

বাবলুর মুখে সব শুনে ভোম্বল বলল, "তার মানে দু'-এক দিনের ভেতরেই আমাদের দূরপাল্লায় পাড়ি দিতে হচ্ছে, এই তো?"

বিলু বলল, "ইয়েস।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "তা না হয় হল। কিন্তু বাবলুদা, ধরো, যদি শত চেষ্টাতেও আমরা ওই ছেলে-মেয়েগুলোর সন্ধান না পাই?"

"তা হলে বাধ্য হয়েই পরাজয়কে মেনে নিতে হবে।"

সবাই চুপ করে এই অভিযানের গুরুত্বের বিষয় চিন্তা করতে লাগল।

বাবলু বলল, "তবে এই কুটিল রহস্যের অন্ধকারে আমি কিন্তু সামান্য একটু আলোর ইশারা দেখতে পাচ্ছি।"

"কীরকম!"

"জয়সওয়ালজির কাছে মি. জৈনের নাম করতেই উনি হঠাৎ একটু অন্যরকম হয়ে গেলেন কেন?"

বাচ্চু বলল,"হয়তো ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ওঁর সঙ্গে কোনও বিশেষ পরিচিতির ব্যাপার আছে।"

"আমার কিন্তু তা মনে হয় না। ওঁর চোখে-মুখে কেমন যেন একটা শঙ্কার ভাব ফুটে উঠল দেখলাম।"

"হয়তো কোনও শত্রুতা আছে ওঁর সঙ্গে।"

"থাকতে পারে। এবং সেইজন্যই আমরা কি ধারণা করতে পারি না ওই জয়সওয়ালজি মি. জৈন সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানেন?"

"তা হলে তো ওঁকে চেপে ধরলেই সমস্ত খবরাখবর পাওয়া যাবে। আর সেই সূত্র ধরে এগোলে নিখোঁজ কাঞ্চন-কুন্তলের রহস্যেও আলোকপাত হবে কিছুটা।"

ভোম্বল বলল, "সেইসঙ্গে হয়তো আমরা জেনে যাব ওবেরয় নামের সেই নেপথ্য নায়কটি কে? যার জাল ওষুধের প্রভাবে জৈন হারিয়েছেন তাঁর একমাত্র পুত্রকে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "দি আইডিয়া!"

বাবলু বলল, "কাঞ্চন-কুন্তলের রহস্য উদ্ধারে এই জয়সওয়ালই এখন আমাদের কাছে একমাত্র আশার আলো। আমার মনে হয় এই অভিযানের শুরুতেই ভগবান হঠাৎ করে এমন একজনকে আনিয়ে দিলেন যাঁর সঙ্গে এই তদন্তের বেশ কিছুটা যোগসূত্র আছে।"

ভোম্বল বলল, "ঠিক তাই।"

বিলু বলল, "তবে আমি কিন্তু খুব একটা আশান্বিত হচ্ছি না।"

বাবলু ছাড়া সবাই ওর মুখের দিকে তাকাল, "কেন! কেন!"

"জয়সওয়ালজির যে-রকম ভাবগতিক দেখলাম তাতে মনে হয় না এ-ব্যাপারে তিনি আমাদের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা করবেন। কেন না, জৈনের নাম শোনামাত্রই যেভাবে উনি আমাদের কাছ থেকে সরে গেলেন তাতে আর আমি ওঁকে ভরসা করতে পারছি না।"

ভোম্বল বলল, "স্বাভাবিক। তবে উনি তো আমাদের উদ্দেশ্যটা জানেন না। ওঁকে সব কথা খুলে বললে হয়তো উনি আমাদের হেল্প করবেন।"

বাবলু বলল, "খেপেছিস। তাই কখনও কেউ বলে? আসলে এই জয়সওয়ালজি মানুষটিই যে কীরকম তাই তো আমরা জানি না। উনি কী প্রকৃতির লোক, ওঁর কীসের ব্যবসা, উনি নিজেই একজন ক্রিমিন্যাল কি না, এসব না জেনে কখনও ওঁর কাছে মুখ খোলে? বিশেষ করে উনি যখন ওই অঞ্চলের লোক এবং জৈন যখন ওঁরই পরিচিত, তখন ওঁর কাছে আমাদের গোপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তো পাকা ঘুঁটি কেঁচে যাবে। মি. জয়সওয়ালও এখন আমাদের সন্দেহভাজন।"

"কী কারণে?"

"প্রথমত, জৈন প্রসঙ্গটা উনি আমাদের ওইভাবে এড়িয়ে গেলেন কেন? দ্বিতীয়ত, বাবুঘাটে উনি কাকে দেখে ভয় পেলেন? ওঁর দুশমনটি কে? ভাল লোক সন্ধের মুখে বাবুঘাটে গিয়ে কাউকে টাকা দেবেন কেন? এবং ওঁর এতই বা ভয় কীসের যে, মানিব্যাগটা পকেটে রাখতে গিয়ে রাস্তায় পড়ে যাবে?"

"তা হলে কীভাবে কী করতে চাস?"

বিলু বলল, "চটজলদি কিছুই কিন্তু করা যাবে না।"

বাবলু বলল, "যা করবার চটজলদিই করতে হবে। কেন না, পরশু দুপুরের গাড়িতেই জয়সওয়ালজি ইন্দোর যাচ্ছেন।"

বিলু বলল, "আচ্ছা বাবলু, একটা কথা চিন্তা করেছিস, টিকিট তো ওঁদের তিনজনের। তা হলে ওঁর ওই পাগল ভাইটি থাকবে কার কাছে?"

"সব এক-এক করে জেনে নেব। আমি ভাবছি, কাল সকালেই একবার পুষ্পার সঙ্গে দেখা করব আমি।"

"তাতে লাভ?"

"লাভ-লোকসান কী হবে জানি না, তবে এমনভাবে ওর সঙ্গে দেখা করব যাতে বেশ কিছুক্ষণ ওকে একা পাই। আর সেই সুযোগে কুরেকুরে ওর পেট থেকে অনেক কথা এমনভাবে বের করব, যাতে আমার আসল অভিসন্ধি ও টেরও না পায়।"

"যদি জয়সওয়ালজির চোখে পড়ে যাস?"

"তা হলেই সব চালাকি ভেস্তে যাবে। কাজেই এমনভাবে দেখা করতে হবে যাতে কারও চোখে না পড়ি।"

বিলু বলল, "তা ছাড়া কাল সকালে তো শশাঙ্কবাবুও আসছেন। ওঁকেও জিজ্ঞেস করে দেখতে পারিস এই জয়সওয়ালজি ওঁর পরিচিত কি না বা লোকটি কীরকম।"

বাবলু বলল, "না না। খবরদার নয়। আমার মন বলছে এই জয়সওয়ালকে ঘিরেই কোনও একটা রহস্যচক্র রয়েছে। যাক, অবস্থা বুঝে অবশ্য ব্যবস্থা করা যাবে।"

বাবলুরা এর পর এই প্রসঙ্গে আর কোনও আলোচনা না করে বাগানময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারপর সন্ধে হতেই ফিরে গেল যে-যার ঘরে।

রাত্রি তখন ন'টা। বাবলু গভীর মনোযোগে পড়াশোনা করছিল। এমন সময় মা বললেন, "বাইরে একবার দ্যাখ তো বাবলা, মনে হচ্ছে কেউ যেন তোকে খুঁজছে।"

বাবলু ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু 'ভুক ভুক' শব্দ করে বাবলুর পিছু নিল।

বাবলু দরজা খুলে গেটের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "কাকে চাই?"

"এটা কি পাণ্ডব গোয়েন্দার বাড়ি?"

"ভেতরে আসুন।"

"তুমিই তা হলে বাবলু?"

"হ্যাঁ।"

এক মধ্যবয়সি ভদ্রলোক বাবলুর পিছু-পিছু ঘরে ঢুকলেন। মাথা-ভর্তি ঘন চুল। সুট-বুট-টাই পরা ভদ্রলোকের চেহারায় বেশ আভিজাত্যের ছাপ আছে। ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে আসন গ্রহণ করে বললেন, "আমার নাম মঙ্গলময় মৈত্র। আমি কালীঘাট থেকে আসছি। আমার বন্ধু শশাঙ্কশেখরের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় হয়েছে। তোমরা ওর একটা কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছ। তা তোমাদের যাওয়ার টিকিট এবং পথ খরচার জন্য সামান্য কিছু টাকা ও আমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছে।"

"কিন্তু ওঁর তো কাল সকালে আসবার কথা ছিল।"

"ছিল। কিন্তু বিশেষ একটা জরুরি কাজে ওকে আজকেই চলে যেতে হল। তাই এগুলো আমার হাত দিয়েই পাঠিয়েছে ও।"

বাবলু বলল, "কী এমন জরুরি কাজ যে, একেবারে সাত তাড়াতাড়ি চলে যেতে হল?"

"তা জানি না। তবে বহু কষ্টে আমি সারাদিনের চেষ্টায় শিপ্রা এক্সপ্রেসের প্রথম শ্রেণীতে তোমাদের জন্য একটা কুপে রিজার্ভ করিয়েছি।"

"কবে যেতে হবে?"

"পরশু।"

"কিন্তু...।"

"এর মধ্যে কোনও কিন্তু নেই। এই নাও তোমাদের টিকিট আর দু' হাজার টাকা।"

"বিদিশার ঠিকানা?"

"ও একটা চিঠিও দিয়ে গেছে তোমাদের। তাতেই লেখা আছে সব।"

বাবলু চিঠিটা পড়ে টাকা আর টিকিট হাত পেতে নিল। বলল, "কবে যেতে হচ্ছে তা হলে, পরশু?"

"হ্যাঁ। জার্নি-ডেট টিকিটেই লেখা আছে, দ্যাখো।"

বাবলু একবার টিকিটটা বেশ ভাল করে নেড়েচেড়ে দেখল। তারপর বলল, "আপনি এক কাজ করুন, এই টাকা আর টিকিট দুটোই ফেরত নিয়ে যান।"

"সে কী! কত কষ্টে ভি আই পি কোটায় এই কুপেটা পাওয়া গেছে তা জানো?"

"জানবার দরকার নেই। আমার বাবা এবং মায়ের ঘোর আপত্তি, তাই এই কেসটা আমরা হাতে নিচ্ছি না। ওঁরা কিছুতেই ছাড়তে চাইছেন না আমাদের।"

মঙ্গলময়বাবু বললেন, "সরি। আমি ভুল করে অন্য বাড়িতে ঢুকে পড়েছি। এটা পাণ্ডব গোয়েন্দাদের বাড়ি নয়!"

"আপনি ঠিক বাড়িতেই এসেছেন। তবে কিনা দুঃখের বিষয় আমরা কোনওমতেই এই দায়ভার গ্রহণ করতে পারছি না।"

"কিন্তু কেন?"

"যে কারণে হঠাৎ শশাঙ্কবাবু আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই চলে গেলেন।"

"তা হলে কি আমি ফিরে যাব?"

"অবশ্যই।"

মঙ্গলময়বাবু টাকা এবং টিকিট পকেটে রেখে উঠে দাঁড়ালেন।

বাবলু বলল, "কিছু যদি মনে না করেন, এবার তা হলে একটা অন্য কথা বলব। আপনার মেক-আপটা কিন্তু ঠিক হয়নি। এইভাবে কেউ পরচুলা লাগায় না। সাদা জুলফির পাশে আপনার কালো চুলগুলো খুবই বেমানান লাগছে।"

মঙ্গলময়বাবু সঙ্গে সঙ্গে পরচুলা খুলে টাকামাথা বের করলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, "এটা আজই নিউমার্কেট থেকে কিনেছি। তোমাদের গোয়েন্দাগিরির কথা আমি অনেকের মুখেই এর আগে শুনেছি। তাই ভাবলাম এটা পরেই তোমাদের কাছে আসি। এতেই বোঝা যাবে এতবড় একটা বিপজ্জনক কাজের ঝুঁকি যারা নিচ্ছে এইসব খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো তাদের নজর এড়িয়ে যায় কি না।"

বাবলু হেসে বলল, "আপনার এই মনগড়া কথাটা কিন্তু আমি বিশ্বাস করলুম না।"

"এটা তোমার ব্যাপার। তবে আমি শুধু পরীক্ষা করতে চাইছিলাম।"

বাবলু বলল, "যাক-গে। আপনার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার এখন আমার কোনও প্রয়োজন নেই। শুধু বলুন তো আপনি যদি সত্যিই শশাঙ্কবাবুর বন্ধু হন, তা হলে এখানে এসে উনি কোথায় উঠেছিলেন?"

"কেন? আমার কথা ও কিছু বলেনি? ও আমার ওখানেই উঠেছিল। ও যখনই কলকাতায় আসে তখনই আমার ওখানে ওঠে। আমিই ওর জন্য ভবানীপুরে একটা ছোট বাড়ি দেখে দিয়েছিলাম। সেটি কেনবার জন্যই এবারে ও এখানে এসেছিল। আসলে ওর এখনও বিশ্বাস, ঠিকমতো তদন্ত হলে ও ওর ছেলে-মেয়েদের ফিরে পাবে।"

"তাই নাকি? আচ্ছা এবার আপনাকে অন্য একটা প্রশ্ন করি। আপনি কি মি. জৈন বা ওবেরয় সম্বন্ধে কিছু জানেন?"

"না। আমি সপরিবারে এখানেই থাকি। জমিজমার দালালি করি। একমাত্র পুরী আর বেনারস ছাড়া কোথাও যাইনি আমি। এমনকী, আমার বন্ধুর কাছে ভোপাল বা বিদিশাতেও যাইনি কখনও। কাজেই ওদের কাউকেই চিনি না।"

বাবলু এবার একটু গম্ভীর গলায় বলল, "আপনার বন্ধু পরশু দুপুরবেলা কী করতে চাঁদপালঘাটে গিয়েছিলেন?"

"তা তো বলতে পারব না। তবে ওর অনেকরকম বিজনেস আছে। হয়তো খিদিরপুর থেকে জাহাজে কোনও মাল যাচ্ছিল, তারই ব্যবস্থা করে কোনও কাজে ওদিকে গিয়েছিল।"

"কাল সন্ধেবেলাও কি ওখানে গিয়েছিলেন উনি?"

"কাল আমরা দু'জনেই গিয়েছিলাম।"

"কেন?"

"এ তোমার অবান্তর প্রশ্ন।"

"মোটেই না। প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে অন্য আর-একটি ঘটনার যোগসূত্র আছে বলেই জিজ্ঞেস করছি। আপনি কালীঘাটের লোক হয়ে বেড়ানোর জন্য ওই জায়গাটাই বেছে নিলেন কেন?"

"তবে কি কালীঘাটে থাকি বলে দক্ষিণেশ্বরকে বেছে নেব?"

"তা কেন নেবেন? বালিগঞ্জের লেকটাকে বেছে নিলে সেটা কিন্তু আপনার আরও কাছে হত।"

"আমি তোমার সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয় করতে চাই না। তোমাদের টিকিট আর টাকা রইল। যেতে হয় যেয়ো, না যেতে হয় যেয়ো না। আমি চললাম।" বলে টাকা আর টিকিট পকেট থেকে বের করে টেবিলের ওপর রেখে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

বাবলু বলল, "এত সহজে এখান থেকে যাওয়া যায় না। আমি আপনাকে ছাড়পত্র না দিলে আপনি কিন্তু যেতেই পারবেন না এখান থেকে। ওই দেখুন।"

মঙ্গলময়বাবু দেখলেন দরজা আগলে বসে আছে দেশি একটি কালো কুকুর। কী ভয়ংকর তার মূর্তি!

বাবলু বলল, "ওর নাম পঞ্চু। ওকে এড়িয়ে এই ঘর থেকে আপনি বেরোতেই পারবেন না। যাক, এখন আপনি আমার তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিন। এক, আজ সকালে আপনার বন্ধু যখন আমাদের বাড়ি এসেছিলেন, তখন আপনি সঙ্গে আসেননি কেন? দুই, আপনার বন্ধুর কীসের ব্যবসা এবং কী ধরনের মালপত্র বিদেশে যায়? তিন, কাল সন্ধেবেলা বাবুঘাটে বেড়াতে গিয়ে সন্দেহজনক কাউকে আপনারা দেখেছিলেন কি না?"

"শোনো, তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, সকালের দিকে আমি আমার নিজের কাজে এমনভাবে ব্যস্ত থাকি যে, কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই আমি শশাঙ্কর সঙ্গে আসতে পারিনি। এমনকী, কালও সকালের দিকে আসতে পারব না বলে আজ রাতেই এসেছি। তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলি, আমার বন্ধুর ওষুধের ব্যবসা ছিল তা তোমরা জানো। এখন ও ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে মানি লেন্ডিংয়ে এবং বিদেশ থেকে কাঁচা ফিল্ম আমদানির ব্যাপারে জড়িত আছে। আর শেষ প্রশ্নের উত্তরে বলি, কাল সন্ধেবেলা বাবুঘাটে সন্দেহজনক কাউকেই আমরা দেখিনি।"

বাবলু আস্তে করে বলল, "চেপে গেলেন।" তারপর বলল, "ঠিক আছে। এবার আপনি যেতে পারেন। আসলে আমার কাজের সুবিধার জন্যই এত কিছু জিজ্ঞেস করলাম।"

মঙ্গলময়বাবু আবার পরচুলাটা মাথায় দিয়ে টাকমাথা ঢেকে দরজার দিকে এগোলেন। যাওয়ার সময় অবশ্য তাঁর নাম-ঠিকানা লেখা কার্ডও একটা দিয়ে গেলেন বাবলুর হাতে।

আর বাবলু? মঙ্গলবাবুকে বিদায় দিয়ে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে আগাগোড়া ব্যাপারটা নিয়ে আবার নতুন করে ভাবতে লাগল। অনেক, অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোতে পারল না সে।

॥ চার ॥

পরদিন সকালে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু ও বিচ্ছুকে গত রাতের রহস্যময় মঙ্গল মৈত্রর বৃত্তান্ত বলে বাবলু পুষ্পার সঙ্গে গোপনে দেখা করতে চলল। মধ্য হাওড়া থেকে কলকাতার বড়বাজার কী আর এমন দূর! তাই হাওড়া ময়দান থেকে শিয়ালদহগামী একটা বাসে চাপতেই মিনিট দশেকের মধ্যে বড়বাজারে পৌঁছে গেল। বাস থেকে নেমে কীভাবে যে পুষ্পার সঙ্গে যোগাযোগ করবে সেই কথাই ভাবতে-ভাবতে যাচ্ছিল বাবলু। এমন সময় মেঘ না চাইতেই জল। দেখল মিসেস জয়সওয়াল লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে পুজো দিতে এসে বিগ্রহের সামনে বসে দু' চোখ বুজে কী যেন প্রার্থনা করছেন। আর মন্দিরের বাইরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে লোকজনের চলাফেরা দেখছে পুষ্পা।

বাবলু ওকে দেখে এমন ভান করল যেন খুব একটা জরুরি কাজে এদিকে এসেছিল, হঠাৎই ওকে দেখতে পেয়ে গেছে। বাবলু ওকে দেখেই বিস্মিত হয়ে বলল, "আরে পুষ্পা! তুমি এখানে কী করছ?"

পুষ্পাও এই দুর্লভ মুহূর্তে বাবলুকে দেখে অবাক হয়ে গেল। তাই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "তুম হিঁয়া! কাঁহা যা রহে?"

বাবলু বলল, "একটু সত্যনারায়ণ পার্কের কাছে যাচ্ছিলাম। এমন সময় দেখতে পেলাম তোমাকে।"

"চলো, আমাদের ঘরে চলো।"

"না না। এখন আমার কোথাও যাওয়া চলবে না। খুব দেরি হয়ে যাবে।"

"আরে চলো না ভাইয়া।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা যাব। আগে আমার আসল কাজটা সেরে আসি। তা ছাড়া কাল এসেছিলাম আবার আজকে আসব, এটা কি ঠিক? তোমার মাজি-বাবুজি কী ভাববেন বলো তো? মনে করবেন কাল অত কচুরি, লাড্ডু খেয়ে লোভ হয়ে গেছে বোধ হয়। তাই হ্যাংলা ছেলেটা আবার এসেছে।"

"না না। কিছু ভাববে না।"

"তার চেয়ে তুমি এক কাজ করো না, আমি আমার কাজটা সেরে আসি। আর তুমিও তোমার মাজিকে বলে এইখানে এসে দাঁড়াও। আমার কথা কিছু বোলো না যেন, বলবে তোমার কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ।"

"তারপর?"

"তারপর আমার সঙ্গে তুমি আমাদের বাড়ি যাবে। আমার মা কিন্তু তোমাকে দেখলে খুশি হবেন খুব।"

আনন্দে নেচে উঠল পুষ্পার চোখ দুটো। বলল, "সত্যি?"

"আমি কি মিথ্যে কথা বলছি?"

"তা হলে শোনো, তুমি তোমার কাজ সেরে এইখানেই এসে দাঁড়াও। আমি একটু পরেই তোমার সঙ্গে দেখা করছি। আমার দেরি হলে চলে যেয়ো না যেন। আমি যাবই। আমার মাজি, বাবুজি এক্ষুনি বজবজ চলে যাবেন। ওঁরা গেলেই আমি আসছি।"

"বজবজ চলে যাবেন? কেন?"

ওই যে কাল যাঁকে দেখলে! ওই কাকা! ওঁকে রেখে আসতে।"

"তাই নাকি? কখন ফিরবেন ওঁরা?"

"তা ফিরতে রাত্রি হবে।"

মিসেস জয়সওয়াল তখন পূজাপাঠ সেরে ফিরে আসছেন। বাবলু পুষ্পাকে ইশারা করল। বলল, "আমি আসছি। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে এ-কথা বোলো না যেন।" বলেই গা-ঢাকা দিল। তারপর একটু এদিক-সেদিক করে আবার এসে দাঁড়াল মন্দিরের সামনে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে যাওয়ার পর পুষ্পা এল।

বাবলু বলল, "কী হল! যাচ্ছ তো?"

পুষ্পা বলল, "নাঃ। আমার যাওয়া হল না। কাল তো আমরা যাচ্ছি। তাই একগাদা কাজ পড়ে গেল ঘাড়ে। তুমি বরং আমাদের বাড়ি এসো। ওঁরা চলে গেছেন। একেবারে ফাঁকা ঘর। আমরা দু'জনে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করব। কেউ কিছুই বলতে পারবে না।"

"বেশ, তাই চলো।"

"আসলে অনেক কাচাকাচির ব্যাপার আছে। তুমি চলো, তোমাকে আমি হিঙের কচুরি খাওয়াব। চা করে খাওয়াব।"

বাবলু তো এইসবই চাইছিল। ওর আসল উদ্দেশ্যই তো ছিল এই। পুষ্পাকে ওদের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার টোপটা অছিলা মাত্র। ও চাইছিল ওকে একা পেতে এবং জয়সওয়ালজির ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে।

ওরা কথা বলতে-বলতে পুষ্পাদের ফ্ল্যাটে এল। যাওয়ার সময় দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছিল পুষ্পা। তাই চাবি খুলে বাবলুকে নিয়ে ঘরে বসাল। তারপর বলল, "তুমি একটু বসো। আমি নীচে থেকে আসছি। গরম-গরম কচুরি নিয়ে আসছি তোমার জন্য।"

পুষ্পা সরল অন্তঃকরণে বাবলুকে ঘরে বসিয়ে চলে গেল দোকান করতে।

আর বাবলু? সে তখন ওর সন্ধানী দুটো চোখ মেলে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। আর ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল সন্দেহজনক কোথাও কিছু পাওয়া যায় কিনা। পাশের একটি ঘরে গিয়ে দেখল এক জায়গায় একটি কার্টুন বোঝাই নানা ধরনের ওষুধ। বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জেকশনের অ্যাম্পুল। দেখেই শিউরে উঠল ও। ওর মনের মধ্যে সন্দেহ দানা বেঁধে উঠল। এত ওষুধ এত ইঞ্জেকশনের অ্যাম্পুল এখানে ডাঁই করা কেন? তবে কী জয়সওয়ালজিও কোনও ওষুধ ব্যবসায়ে লিপ্ত? আর-এক জায়গায় দেখা গেল টুকরোটাকরা অনেক সিনেমার ফিল্ম ইতস্তত ছড়ানো। কাটা ফিল্মের টুকরোয় ঘর বোঝাই। একটা ফিল্ম তুলে নিয়ে আলোয় দেখল বাবলু। দেখেই ফেলে দিল। বাজে ছবি। তার মানে জয়সওয়ালজি শুধু ওষুধের ব্যবসা নয়, নানারকম ফিল্ম তৈরির সঙ্গেও যুক্ত। যাই হোক, ও কয়েকটা ওষুধ, ইঞ্জেকশনের অ্যাম্পুল এবং কাটা ফিল্ম পকেটে পুরে আবার এ-ঘরে এসে বসল।

একটু পরেই হাসিখুশি পুষ্পা এল খাবার নিয়ে। কচুরি, অমৃতি, গজা কত কী এনেছে। ডিশ ভর্তি করে সেইসব বাবলুকে দিয়ে নিজেও নিল পুষ্পা।

বাবলু বলল, "ভাগ্যিস ওই মানিব্যাগটা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। তাই তোমার মতো একটি বোন পেলাম। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে পুষ্পা তোমাকে পেয়ে। তুমি তো কাল যাচ্ছ। আমরাও কিছুদিনের মধ্যেই যাচ্ছি। আমরা যাব পাঁচজন। তার মধ্যে দুটি মেয়েও আছে। তুমি কিন্তু ওখানে যা কিছু দেখার সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে। কেমন?"

"জরুর দেগা। ওখানে আমাদের চম্পাদিদি আছে। সঞ্জুদাদা আছে। আমার আরও দোস্ত ভি আছে।"

"চম্পাদিদি কে?"

"বাবুজির লেড়কি।"

"তুমি তা হলে কে?"

"আমি বাবুজির লেড়কির মতন।"

বাবলুর বুকটা কেঁপে উঠল একবার। মরুভূমিতে মরীচিকার মতো হলেও কিছু একটু যেন দেখা গেল। দারুণ একটা সম্ভাবনায় ওর সমস্ত অন্তর আশার আলোয় ভরে উঠল। বলল, "তোমার মা-বাবা নেই?"

পুষ্পা ঘাড় নেড়ে করুণভাবে বলল, "না।"

"তুমি কতদিন আছ এ-বাড়িতে?"

"খুব ছোটি উমরসে আছি। আমার মা-বাবা মরে গেলে গ্রামের লোকেরা আমাকে বাবুজির কাছে রেখে যায়। আমি বাঙালি। এদের সঙ্গে থেকে-থেকে আমার কথায় হিন্দি টান এসে গেছে। না হলে আমি ভাল বাংলা বলতে বা বুঝতে পারি। শুধু লিখতে পারি না।"

"তোমার দেশ কোথায় ছিল জানো? কিছু কি তোমার মনে আছে?"

"হ্যাঁ। আমার দেশ ছিল জয়পুরে।"

যেটুকু আশার আলো বাবলুর চোখের তারায় নেচে উঠেছিল তা নিমেষে ম্লান হয়ে গেল। বলল, "জয়পুর! সে তো রাজস্থানে!"

"আরে না-না। সে জয়পুর নয়। হাওড়া-আমতার কাছে যে জয়পুর আছে, সেইখানে।"

"তাই বলো। তা হলে তোমার মাজি যে কাল বললেন মেয়ের বিয়ের হলে দিনরাত টোটো করে ঘুরতে পারবে আমাদের সঙ্গে।"

"ঘুরবই তো।"

"আচ্ছা, তোমাদের এই যে কাকা, মানে যাঁর মাথা খারাপ, উনি কতদিন এইভাবে আছেন?"

"অনেকদিন। তবে সব সময় এইভাবে থাকেন না। আমাদের ডাক্তার-জেঠু এসে ওঁকে ইঞ্জেকশন দিলেই উনি বেশ কিছুদিনের জন্য পাগলামি শুরু করে দেন।"

"তা হলে ওঁকে ইঞ্জেকশন দেন কেন?"

"পাগল ভাল করার এইটাই নাকি নিয়ম।"

"তোমার ডাক্তার-জেঠু থাকেন কোথায়?"

"বজবজে। উনি বাবুজির দোস্ত আছেন। কাকাকে ওঁর কাছে রেখে আমরা ইন্দোর যাব। কেন না, চম্পাদিদির বিয়ে তো। যদি সেই সময় কোনও বাড়াবাড়ি করেন তাই। তা ছাড়া কাকার ব্রেন অপারেশন হবে। এতে হয় উনি মরবেন, না হলে একেবারে ভাল হয়ে যাবেন।"

বাবলু নিজের মনেই হাসল। আর বিড়বিড় করে বলল, "ভাল হাওয়ার জন্য তো নয়। মারবার জন্যই ওঁকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।" তারপর বলল, "আচ্ছা, তোমার বাবুজির কীসের ব্যবসা বলতে পারো?"

পুষ্পা হেসে বলল, "আমার বাবুজির তো একরকমের ব্যবসা নয়। ফিল্মের ব্যবসা, ওষুধের ব্যবসা—সবরকম আছে। তা ছাড়া শুধু তোমাকে বলেই বলছি, বিদেশ থেকে বেআইনি জিনিস আনা-নেওয়া করেন বাবুজি। কাউকে বলবে না কিন্তু। চুপিচুপি, কেমন?"

বাবলু বলল, "না না, কাউকেই বলব না। আচ্ছা, এবার বলো তো, তোমার বাবুজির বিষয়-সম্পত্তি কীরকম আছে দেশে?"

"অনেক। বহুত খেতি-জমিন আছে। আন্ডারগ্রাউন্ড স্টুডিয়ো আছে। দাওয়াই তৈরির ল্যাবরেটরি আছে।"

"বুঝে গেছি। আচ্ছা পুষ্পা, তুমি তোমার ওই বাবুজির দোস্ত ডাক্তার-জেঠুর ঠিকানাটা আমাকে দিতে পারো?"

"ও তো আমার জানা নেই। এমনকী ওখানে কখনও যাইওনি আমি।"

"তা না হয় না গেলে। তোমার ডাক্তার-জেঠুর নামটা অন্তত বলতে পারবে তো?"

"তাও পারব না। বাবুজিও তো ওঁকে 'ডাক্তার-ডাক্তার' বলেই ডাকেন। খুব রাশভারী লোক উনি। কম কথা বলেন।"

"কিন্তু ঠিকানাটা যে আমার চাই।"

পুষ্পা এবার ভয়ে ভয়ে বলল, "ও তো আমি দিতে পারব না। তা ছাড়া ওঁর ঠিকানা নিয়ে তুমি কী করবে?"

"সে তুমি বুঝবে না। ঠিক আছে, একজনকে যখন পেয়েছি তখন আর একজনকেও খুঁজে বের করতে অসুবিধে হবে না।"

"আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"বুঝতে তুমি পারবেও না। যাকগে, আমি যে এসেছিলাম এ-কথা যেন বোলো না কাউকে। তোমার সঙ্গে তা হলে আবার দেখা হবে মাণ্ডুতে। অবশ্য আমার একার সঙ্গে নয়। আমাদের সকলের সঙ্গে।"

বাবলু আর বসল না। যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল।

পুষ্পা বলল, "কী ব্যাপার! এক্ষুনি চলে যাচ্ছ যে? চা খাবে না?"

বাবলু বলল, "উঁহু। আর চা খাওয়ার সময় নেই। আমার এক জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল, একদম ভুলে গিয়েছিলাম সেটা। আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে সেখানে।"

পুষ্পা ওকে সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

বাবলু যখন বাড়ি ফিরল দুপুর তখন দুটো। বাড়িতে সবাই হানটান করছিল ওর জন্য। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু—সবাই। সেইসঙ্গে ওর মা-ও।

সবাই বলল, "কী রে! এত দেরি হল কেন? কখন গেছিস তুই মনে আছে?"

"আমার কি একটা কাজ? পুষ্পার সঙ্গে দেখা করলাম। কালীঘাট গেলাম। হাওড়া স্টেশনে টিকিট কাটলাম। এক রহস্যের জট খুলতে গিয়ে আর-এক রহস্যজালে জড়িয়ে পড়েছি এখন।"

বাবলুর কথার অর্থ কেউ বুঝতে না পেরে সবাই সবাইয়ের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

ভোম্বল বলল, "শুনি তা হলে ব্যাপারটা কী?"

বাবলু এক-এক করে সব কথা খুলে বলল। তারপর বলল, "আমাদের সামনে এখন মস্ত একটি জিজ্ঞাসা-চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ওই মি. জয়সওয়াল। ওঁকে ঘিরেই রহস্য যেন ক্রমশ দানা পাকিয়ে উঠছে। আরও রহস্যময় বজবজের ওই ডাক্তারবাবু। যিনি নাকি পাগলের চিকিৎসা করেন। শশাঙ্কবাবুর স্ত্রীর বৃত্তান্ত শুনেছিস তো? উন্মাদ হয়ে ধার শহরের পথে-পথে ঘুরছিলেন। এদিকে জয়সওয়ালের ভাইয়ের ব্যাপার হল তাঁকে নাকি ইঞ্জেকশন দিলেই তিনি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েন। এর ওপর কার্টুন বোঝাই ওষুধ, বেআইনি জিনিস—সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।"

বিলু বলল, "শশাঙ্কবাবুও তো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত তাই না?"

"তা হলেই বোঝো। দু'জনেরই যাতায়াত বাবুঘাটে। এ ছাড়াও হঠাৎ করে শশাঙ্কবাবুর চলে যাওয়া, বাবুঘাটে জয়সওয়ালজির পুরনো দুশমনকে দেখে ভয় পাওয়া, সমস্ত ঘটনার পেছনেই কেমন যেন একটা রহস্য মাখানো আছে। আরও রহস্য এই, কালীঘাটে মঙ্গলময়বাবুর বাড়িতে গিয়ে এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ পেলাম।"

"কীরকম!"

"কাল রাতে সম্ভবত আমাদের এখান থেকে ফিরে যাওয়ার সময় উনি এক অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিগৃহীত হন। এখন পি জি-তে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।"

সবাই রুদ্ধশ্বাসে শুনে গেল সব কিছু। কিন্তু কেউ কোনও কথা বলতে পারল না। ঘরের মধ্যে তখন একটা সূচ পড়লেও শব্দ হবে বুঝি।

অনেক পরে বিলু বলল, "তুই চট করে জয়সওয়ালকে আমাদের ঠিকানাটা লিখে দিতে গেলি কেন?"

"ওইটাই ভুল হল রে। আসলে জয়সওয়ালজি তখন তো আমাদের সন্দেহভাজন হননি। তা ছাড়া আমার মনে হয় আমরা যে ওঁর ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছি এটা বোধ হয় উনি এখনও ঠিক বুঝতে পারেননি। আর এও বুঝতে পারছি এই ধরনের কোনও বিপদের গন্ধ পেয়েই শশাঙ্কবাবু আগেভাগেই সরে পড়েছেন এবং ওঁর হয়ে কাজ করতে গিয়ে টাক-মাথা পরচুলায় ঢেকেও রেহাই পাননি মঙ্গল মৈত্র। অথচ ছদ্মবেশ ধারণের জন্য ভদ্রলোককে আমি ভুল বুঝেছিলাম। আর সেইজন্যই উনি আসল কি নকল তা যাচাই করতে কালীঘাটে গিয়েছিলাম।"

"এ-ব্যাপারে পুলিশের সঙ্গে কি যোগাযোগ করবি?"

"খেপেছিস? ফিল্মের কাটিং, ওষুধের স্যাম্পেল, ইঞ্জেকশনের অ্যাম্পুল—সব আমার কাছেই আছে। সময়মতো সব কিছুই পেশ করব। তবে ওষুধগুলো আসল কি জাল তা জানার জন্য অবশ্য পুলিশকে দেব। কিন্তু কোথায় পেয়েছি না পেয়েছি তা এখন বলব না। কারণ জয়সওয়ালজির পেছনে এখন পুলিশ লেগে গেলে আমার সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। ওঁর ইন্দোর যাওয়া বন্ধ হলেই মাণ্ডুর তল্লাশিও আমাদের বন্ধ হবে। যা করব সব ওখান থেকে ঘুরে এসেই করব।"

"ঠিক বলেছিস। আমরা তো পরশু যাচ্ছি, আশা করি মাসখানেকের মধ্যেই আমরা ফিরে আসব।"

বাবলু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "না। পরশু আমরা যাচ্ছি না।"

"তা হলে কবে যাবি? আমাদের টিকিট তো পরশুর।"

"আমরা আজই রাতের গাড়িতে যাব। বম্বে মেলে।"

"কিন্তু বম্বে মেল কি ইন্দোর যাবে?"

"না। বম্বে মেল যেটা ভায়া এলাহাবাদ হয়ে যায়, তাতে ইদানীং ইন্দোরের একটা বগি জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি শিপ্রা এক্সপ্রেসের ফার্স্ট ক্লাসের টিকিটটা রিটার্ন করে ওই ইন্দোর কোচেই আমাদের পাঁচটা বার্থ রিজার্ভ করিয়েছি। বগিটা কাল সন্ধেবেলায় জব্বলপুরে কেটে রেখে বম্বে মেল চলে যাবে। আর বিলাসপুর থেকে নর্মদা এক্সপ্রেস এসে রাত সাড়ে ন'টায় ওই বগিটাকে জুড়ে নিয়ে চলে যাবে ইন্দোর। আমরা অবশ্য ইন্দোর যাব না। খুব ভোরে ভোপালেই নেমে যাব।"

"তা হলে তো আর দেরি নেই। এক্ষুনি আমাদের তৈরি হতে হয়।"

"হ্যাঁ। সন্ধে সাতটার মধ্যেই পৌঁছতে হবে হাওড়া স্টেশনে। কেন না, পঞ্চুকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপার আছে।"

পঞ্চু নিজের নাম শুনেই লাফিয়ে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

মনের মধ্যে উত্তেজনা যতই থাকুক না কেন, বেড়াতে যাওয়ার আনন্দই আলাদা। তাই জমজমাট হাওড়া স্টেশনে ঢোকা মাত্রই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল ওরা। কী ভিড়! কী ভিড়! বন্যার স্রোতের মতো যেন সহস্র মানুষের ধারা এসে জমাট বেঁধেছে হাওড়া স্টেশনে। পঞ্চুর একটা টিকিট কেটেই ওরা প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। বাবলুদের বগিটা ছিল একেবারে ইঞ্জিনের গায়ে। ওরা ওদের নির্দিষ্ট বার্থে বসে পঞ্চুকেও বসিয়ে রাখল নিজেদের পাশে। ওদের সামনের সিটে একজন বাঙালি ভদ্রলোক বসে ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কোথাও ডগ শো আছে বুঝি?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ আছে। ভোপালে।"

"তোমরা এই ক'জনে অতদূর যাচ্ছ?"

"গেলেই বা। ওখানে আমাদের লোক আছে।"

"কোথায়? কোন জায়গায়?"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর মুখ শুকিয়ে গেল।

বাবলু অকপটে বলল, "হামিদিয়া হসপিটালের কাছে। ভোজপাল হাউসে।"

"বুঝেছি। তোমরা নিশ্চয়ই জালালউদ্দিন সাহেবের পার্টিতে যাচ্ছ? উনি প্রায়ই ডগ শো করান।"

"ঠিক ধরেছেন আপনি।"

"তা যাচ্ছ যখন, তখন ওখানকার ভারতভবনটা যেন দেখে নিতে ভুলো না। আর ছোটি তালাও, বড়ি তালাওটাও ঘুরে নিয়ো।"

বাবলু বলল, "যাচ্ছি যখন সবই দেখব।"

"শ্যামলা মার্গে ভারতভবনটি সত্যিই দেখবার। ভারতীয় সংগীত ও নৃত্যকলার পীঠস্থান এটি।"

"তবে খুব বেশিদিন তো হয়নি।"

"না না। ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হয়েছে। এর পরিকল্পনা করেছিলেন বিখ্যাত স্থপতি চার্লস কেড়িয়ার।"

"শুনেছি।"

"এইসঙ্গে আরও একটা জিনিস দেখে নিয়ো। শ্যামলা পাহাড়ে উঠে ভোপাল শহরের সৌন্দর্য। শহরের আলো যখন লেকের বুকে ঝলমল করবে তখন আনন্দে ভরে উঠবে মন। ইদগা পাহাড়ে বিড়লা সংগ্রহশালা, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরও দেখো।"

"আমরা সব দেখব। কোনও কিছুই বাদ দেব না।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু—বারবার বাবলুর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। কী চাল চালছে বাবলু তা ওরা ভেবে পেল না।

বাবলু বলল, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

"আমি ইন্দোর যাব। শিপ্রা এক্সপ্রেসে টিকিট পেলুম না বলে এই গাড়িতে যাচ্ছি।"

"ইন্দোরে থাকেন আপনি?"

"হ্যাঁ। মলহারগঞ্জে থাকি।"

"আচ্ছা আচ্ছা। ওখানে তো বড়ে গণপতি দেখতে যায় অনেকে।"

ভদ্রলোক দারুণ খুশি হয়ে বললেন, "আরে! তুমি তো অনেক কিছুই জানো দেখছি?"

"না। মানে আমার বাবার এক বিজনেস পার্টনার থাকেন ওখানে।"

"কী নাম বলো তো?"

"মি. এ কে জৈন।"

ভদ্রলোক চমকে উঠলেন, "আদিকেশর জৈন! ওরে বাবা, উনি তো মস্ত শেঠ। গোটা ইন্দোর শহরটাকেই প্রায় কিনে নিয়েছেন। দু'-দুটো সিনেমা হলের মালিক। ধামনোরে বাসস্ট্যান্ডের গায়ে বড় হোটেল। এ ছাড়া টিভি, টেপ-রেকর্ডার ইত্যাদিরও ডিলারশিপ আছে।"

বাবলু বলল, "এসব কার জন্য? ওঁর তো শুনেছি একটিমাত্র ছেলে। তাও মারা গেছে কয়েক বছর আগে।"

"ও বাবা। এখন ওঁর দুই ছেলে। আসলে ওঁর প্রথম ছেলেটাকে তো মেরে ফেলা হয়েছে। তা যাকগে, ওসব কথা। তোমরা ছেলেমানুষ। এসব তোমাদের না জানাই ভাল। তোমার বাবা অবশ্য সবই জানেন।"

"আমরাও কিছু-কিছু জানি। তবে ওঁর যে আরও দুটি ছেলে আছে তা জানতাম না। শুনেছিলাম কে এক ওবেরয় নাকি...?"

“চুপ, চুপ। ওই নামটি কোরো না এই পথে। জব্বলপুর টু খান্ডোয়া একটা সন্ত্রাস ওই লোকটা।”

“বলেন কী!”

“ওসব আলোচনা থাক। তবে তোমরা যখন ভোপাল যাচ্ছ তখন ওইখান থেকেই পারো তো উজ্জয়িনী ইন্দোরটাও ঘুরে নিয়ো। ওইদিকে অনেক কিছু দেখবার আছে। ওঙ্কার, মহেশ্বর, ধার, বাঘ, মাণ্ডু। ইন্দোর থেকে সব কিছুই ঘুরে দেখা যায়। ওঙ্কার, মহেশ্বর, অবশ্য তীর্থস্থান। তোমাদের ভাল নাও লাগতে পারে। তবে ইন্দোর, ধার, বাঘ, মাণ্ডু—এসব ভাল লাগবেই।”

যথাসময়ে ট্রেন ছাড়ল।

কোচ অ্যাটেন্ডেন্ট এসে টিকিট চেক করলেন। পঞ্চুর দিকে একবার তাকিয়ে দেখে বললেন, “একে আবার এই বগিতে ঢোকালে কেন? কাউকে কামড়ে-টামড়ে দেবে না তো?”

বাবলু বলল, “না। ও কামড়ায় না কাউকে। খুবই নিরীহ প্রাণী।”

“তা হোক। তবু ওকে তোমরা বার্থের তলায় ঢুকিয়ে রাখো। না হলে কেউ আপত্তি করলে বা অন্য টি টি এলে ঝামেলায় পড়ে যাবে তোমরা।”

এই কথা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে পঞ্চু নিজেই বার্থের তলায় ঢুকে পড়ল।

সকলেই অবাক। কোচ অ্যাটেন্ডেন্ট ভদ্রলোক বললেন, “কী ব্যাপার। ও আমার কথা বুঝতে পারল নাকি?”

বাবলু বলল, “ও সব বোঝে। এবং খুবই অনুগত।”

ট্রেন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল। বাবলুরা টিফিন ক্যারিয়ার খুলে খাবার ভাগ করতে বসে গেল এবার। তবে অন্যবারের মতো খাবারের তালিকাটা এবারে খুব একটা জোরদার নয়। লুচি-মাংসের বদলে রুটি আর আলুর দম। কেন না, এত তাড়াতাড়ির মধ্যে অতসব করে ওঠা সম্ভব হয়নি। তবে বাক্স-ভর্তি তালশাঁস-সন্দেশ যেমন কিনে নেওয়া হয় তেমনই নেওয়া হয়েছে।

ওরা খাওয়া-দাওয়া সেরে যে-যার বার্থে শুয়ে পড়ল। গাড়ি একদম ফাঁকা। যাঁরা আছেন তাঁদের সবাই প্রায় ভোপালের যাত্রী। বাবলু সেই বাঙালি ভদ্রলোককে বলল, “কী ব্যাপার বলুন তো? এত কম লোকজন কেন?”

“এই বগিটা তো দিনকতক হল দিয়েছে। অনেকে জানেই না।”

“ও! সেইজন্য আমি চাওয়ামাত্র রিজার্ভেশন পেয়ে গেলাম।”

“ঠিক তাই। মাস ছয়েক যাক। তারপর দেখবে এই বগিরই হাল কী হয়। তখন আর তিলধারণের জায়গা থাকবে না। দু’ মাসের আগে টিকিটই পাবে না।”

শুয়ে থাকতে থাকতে গাড়ির দুলুনিতে এক সময় গভীর ঘুমে দু’ চোখ বুজে এল ওদের। ট্রেন ছুটে চলল ঝড়ের গতিতে। পরদিন সকালে ঠিক সময়ে ট্রেন এসে থামল মোগলসরাইতে। গাড়ি এখানে আধ ঘণ্টা থামে। তাই ওরা সবাই নেমে পড়ল ট্রেন থেকে। অবশ্য পঞ্চু বাদে। কেন না, ও রইল মালপত্তরের পাহারায়।

ভোম্বল বলল, “একটা মজার ব্যাপার দেখেছিস বাবলু, আমরা যতবার কোথাও যাই ততবারই একটা-না-একটা ঝামেলা লেগে যায়। এবারে কিন্তু কোথাও কোনও গোলমাল নেই।”

বাবলু বলল, “সেইজন্যই তো আমি শিপ্রা এক্সপ্রেসের ফার্স্ট ক্লাসের টিকিটটা বিক্রি করে এই গাড়িতে রিজার্ভেশন করিয়েছি। কেন না, ইতিমধ্যে যদি আমরা কোনওরকমে কারও নজরে পড়ে গিয়ে থাকি তা হলে হয়তো ঝামেলার চরম হয়ে যেত। তবে তোর কাছে ব্যাপারটা মজার মনে হলেও আমি কিন্তু তা মনে করছি না। এর পরে হয়তো এমন এক বিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটে যেতে পারে যা অন্যান্য বারের চেয়েও রোমাঞ্চকর হয়ে যাবে। তখন কিন্তু কেঁদে কূল পাবি না। সেইজন্য এখন থেকে লাফিয়ে কোনও লাভ নেই। আসলে আমাদের এইবারের অভিযানটা রীতিমতো রহস্যজনক।”

ওরা প্ল্যাটফর্মে নেমে কচুরি, প্যাঁড়া, ডজন দুই কলা ইত্যাদি কিনে নিল। গোটা দুই পাঁউরুটিও নিয়ে নিল সঙ্গে। দুরপাল্লার জার্নি। কখন কোথায় কী পাওয়া যায় না যায় তা কে জানে? তারপর বগিতে উঠেই দেখল ঝামেলার ব্যাপার। দলে-দলে লোক উঠে বসে আছে ওদের বসবার জায়গায়। বার্থে, মেঝেয় কোথাও এতটুকুও জায়গা খালি নেই।

বাবলুরা উঠেই অবাক। বলল, “এসব কী ব্যাপার?”

ওরা অবশ্য ঠাসাঠাসি করেও ওদের বসবার জায়গা পেয়ে গেল।

বাঙালি ভদ্রলোক বললেন, “রেলের আজকাল এইরকমই হাল হয়েছে। ট্রেন কম যাত্রী বেশি। তাই দিনের বেলাতে রিজার্ভেশনের কোনও বালাই নেই।”

"সেকী! আমরা বাথরুমে যাব কী করে?"

"যাওয়ার দরকার নেই।"

ভোম্বল বলল, "এ তো ভারী অন্যায় কথা।"

"এখানে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার কে করছে ভাই? রেলের দরকার টাকা। তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য রইল কি না রইল তাতে ওদের ভারী বয়েই গেল।"

"এরা কতদূর যাবে?"

"এরা অবশ্য এলাহাবাদ পর্যন্ত যাবে। তারপর এলাহাবাদ থেকেও এইরকম আর-একটা ঝাঁক উঠবে। তারা যাবে জব্বলপুর পর্যন্ত। ওইখানেই শান্তি। রাতে টি টি ম্যানেজ-পার্টি দু'-একজন ছাড়া ফালতু কেউ থাকবে না।"

ভদ্রলোকের কথা যথার্থই ঠিক। সারাটাদিন কাঠ হয়ে কুঁকড়ে-মুকড়ে বসে থাকার পর এক ঘণ্টা লেটে গাড়ি সন্ধের সময় জব্বলপুরে পৌঁছলে তবেই শান্তি। ট্রেন একদম ফাঁকা হয়ে গেল। শুধু ইন্দোর ও ভোপালের কিছু যাত্রী ছাড়া আগাগোড়া বগিটাই খালি হয়ে গেল এখানে।

বাঙালি ভদ্রলোক এই লাইনের যাত্রী। তাই সবই তাঁর জানা। কাটা বগিটা এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের গায়ে সাইডিং করতেই ভদ্রলোক বললেন, "এই প্ল্যাটফর্মের গায়েই রেলের যে ক্যান্টিনটা আছে ওখানে গিয়ে তোমরা খাওয়াদাওয়াটা সেরে নিতে পারো। খুব ভাল খাওয়া। মাত্র ন'টাকায় পেট ভরে মাংস-ভাত। ট্রেন এখানে তিন-চার ঘণ্টা থামবে। কাজেই তাড়াহুড়োর কিছু নেই। সব কিছু ধীরেসুস্থে করতে পারো।"

বাবলুরা তাই করল। পঞ্চুকে বার্থের ওপর জিনিসপত্রের পাহারায় বসিয়ে রেখে ওরা স্টেশনের কলে মুখ-হাত ধুয়ে খেতে গেল।

বাচ্চু-বিচ্চু বলল, "এবার কিন্তু আমাদের আনন্দ হচ্ছে খুব। সত্যি! কী ভাল যে লাগছে।"

বিলু বলল, "এইখানেই সেই বিখ্যাত মার্বেল রক, তাই না?"

বাবলু বলল, "শুধু কি মার্বেল রক? নর্মদার বিখ্যাত জলপ্রপাতও এখানে।"

"অমরকণ্টক তা হলে কী?"

"ওখানে তো উৎপত্তি। শোণ আর নর্মদার উৎস হল অমরকণ্টকে। কালিদাসের মেঘদূতে ওর যা বর্ণনা আছে পড়লে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। মেঘদূতে অবশ্য অমরকণ্টক নাম নেই। ওখানে নাম আছে রামগিরি, অমরাবতী, মেকল।"

বাচ্চু বলল, "আমার অনেক দিনের আশা ছিল মার্বেল রক দেখবার। সেই জব্বলপুরেরই ওপর দিয়ে যাচ্ছি, অথচ দেখা হবে না, এ দুঃখ কী কম?"

বাবলু বলল, "দেখিই না এই অভিযানে আমরা কতটা সফল হই। তারপর ফেরার সময় না হয় দেখা যাবে।"

ওরা সারাদিনের ট্রেন জার্নির পর বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে লাগল। তারপর ঘণ্টাখানেক এইভাবে সময় কাটিয়ে আবার যখন বগিতে উঠল তখন লোকজনে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে ভেতরটা। তবে কিনা ফালতু লোক একেবারেই নেই। এক বাঙালি পরিবার দারুণ কলরব শুরু করে দিয়েছেন। কর্তা গিন্নি, চার-পাঁচটি মেয়ে। কী সুন্দর দেখতে মেয়েগুলোকে। কথাবার্তায় বোঝা গেল এঁরাও ভোপালে যাবেন। এদের মধ্যে আলো নামের ওদেরই বয়সি একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটির মুখের আকর্ষণ এত চমৎকার যে, বারবার যে-কোনও মানুষের চোখ তার ওপরে পড়বেই। বাচ্চু আর বিচ্চুর সঙ্গে কিছু সময়ের মধ্যেই আলোর দারুণ ভাব জমে উঠল। বাবলুরা যে-যার বার্থে শুয়ে কথাবার্তা শুনতে লাগল ওদের। শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়। কখন যে নর্মদা এক্সপ্রেস এল, কখন জুড়ে নিল বগিটাকে, তার কিছু টেরও পেল না। ঘুমের মাঝেই পাশ ফিরতে গিয়ে একবার শুধু অনুভব করল ট্রেনটা রাতের অন্ধকারে দুর্বার গতিতে ছুটছে।

ট্রেন ছুটছিল। বাবলুরা ঘুমোচ্ছিল। সবই ঠিকঠাক ছিল। হঠাৎ চারদিক থেকে হুটোপাটি ধস্তাধস্তি চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। দেখল, মুখে কাপড়-বাঁধা দশ-বারোজনের একটি ডাকাত দল চলন্ত ট্রেনে ডাকাতি শুরু করেছে। এরা যে কখন কোথা থেকে কীভাবে উঠল, ঘুমিয়ে থাকা যাত্রীরা টেরও পায়নি কেউ। একজন শুধু বলল, রেলপুলিশের ছদ্মবেশে ইটারসিতে নাকি উঠেছিল এরা। এই ডাকাত দল কম্পার্টমেন্টের দু' দিক থেকে লুণ্ঠন করতে করতে এগিয়ে এল।

বাবলুরা ছিল কামরার মাঝামাঝি জায়গায়। তাই এত ডাকাতের দু' মুখো আক্রমণ যে কীভাবে মোকাবিলা

করবে তা কিছুই ভেবে পেল না। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এবং পঞ্চু নির্দেশের অপেক্ষায় বাবলুর মুখের দিকে তাকাল।

বাবলু ইশারায় ওদের চুপ থাকতে বলল।

এমন সময় দু'জন অবাঙালি ভদ্রলোক রুখে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই বন্দুকের গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে গেলেন তাঁরা। কী মর্মান্তিক সেই দৃশ্য। এক ভদ্রমহিলা তাঁর মৃত স্বামীর বুকের ওপর চিৎকার করে লুটিয়ে পড়তেই একজন ডাকাত বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তাঁর কোমরে এমনভাবে আঘাত করল যে, ভদ্রমহিলা যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলেন।

এই দৃশ্য দেখার পর আর থাকা যায় না। বাবলু হিতাহিত ভুলে বার্থের ওপর থেকেই ডাকাতটার মাথা লক্ষ করে ওর পিস্তল চালাল। 'ডিসুম' করে একটা শব্দ। তারপরই দেখা গেল লোকটা পড়ে গিয়ে ছটফট করছে। গুলি ওর কানের ভেতর দিয়ে একেবারে মাথার খুলি চুরমার করে বেরিয়ে গেছে।

দলটা দু'ভাগে ভাগ হয়েছিল। তাই দলের একজনের ওইরকম পরিণতি দেখেই এদিক থেকে একজন ছুটে এসে শেয়ালের মতো জিজ্ঞেস করল, "ক্যা হুয়া?"

ভোম্বল এপাশের বার্থে বসে ছিল। বলল, "হুক্কা হুয়া।"

ডাকাতটা গলায় বিস্ময়ে এনে জিজ্ঞেস করল, "হুক্কা হুয়া? হুক্কা ক্যা চিজ ভাই?"

ভোম্বল বলল, "হুক্কা নেহি জানতা? এই দ্যাখো..." বলেই ওর নাকের ওপর মারল এক ঘুষি।"

লোকটি অ্যাঁক করে উঠল।

আর সঙ্গে সঙ্গে বাবলুর নির্দেশ পেয়ে 'আঁউ' করে ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চু।

আর-একজন যেই না তেড়ে আসবে, বাবলুর পিস্তল আবার গর্জে উঠল 'ডিসুম।"

এবার শুরু হল দৌড়োদৌড়ি।

বাবলুকে যারা দেখতে পায়নি তারা ভাবল নিশ্চয়ই তাদের দলটা পুলিশের খপ্পরে পড়ে গেছে। তাই একটুও দেরি না করে গাড়ির চেন টেনে চলন্ত গাড়ি থেকেই ঝুপঝাপ লাফাতে শুরু করল। আর যারা এদিকে ছিল তারা পঞ্চুর তাড়া খেয়ে কে কী করবে তা ভেবে না পেয়ে হুটোপুটি শুরু করল। হাতের বন্দুক হাতেই রইল তাদের। পঞ্চুর তৎপরতার জন্য কিছুতেই তারা আক্রমণ করতে পাল না পঞ্চুকে। কেন না, এই সংকীর্ণ জায়গার মধ্যে কী করে তারা পঞ্চুর আক্রমণ প্রতিহত করবে? পঞ্চুকে মারতে গেলে নিজেদেরই লোক মরবে হয়তো। পঞ্চু তো এককভাবে কাউকে আক্রমণ করছে না। ও প্রত্যেককে আঁচড়ে-কামড়ে বেড়াচ্ছে। ওর আক্রমণের লক্ষ্যই হল গলার টুঁটি, নয়তো চোখ। এর ওপর আছে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর পেটানি। যা হাতের কাছে পাচ্ছে তাই দিয়েই পেটাচ্ছে ওরা। এজন্য কোনওরকম উপায়ন্তর না দেখে এই হিংস্র কুকুরের কবল থেকে এবং পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য দু'জন লাফিয়ে পড়ল ট্রেন থেকে এবং দু'জন টয়লেটে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। পঞ্চু বিকট চিৎকারে চারদিক মাত করে টয়লেটের দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দরজা আঁচড়াতে লাগল।

এদিকে যখন এইসব কাণ্ড, অন্যদিকে তখন আর-এক দৃশ্য। চেন টেনে গাড়ির গতি কমিয়ে যে ডাকাতরা পালাচ্ছিল তাদেরই একজনের নজর পড়ল আলোর দিকে। ডাকাতটা যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল একবার। তারপর ছুটে এসে চেপে ধরল আলোকে।

আলো চিৎকার করে উঠল।

ডাকাতটা গায়ের জোরে ওকে কাঁধে উঠিয়ে বলল, "চিল্লাও মাত।"

আলোর কাতর ক্রন্দন শোনা গেল এবার, "ও বাবা গো! আমাকে বাঁচাও। আমাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আমি আর তোমাদের দেখতে পাব না বাবা।"

আলোর বাবা-মা দু'জনেই ছুটে এলেন। ডাকাতটা ওর ডান হাতের কনুই দিয়ে বাবার বুকে এমন একটা গোত্তা মারল যে, সঙ্গে সঙ্গে বুক চেপে বসে বললেন বাবা।

আলোর মা ডাকাতটার একটা পা জড়িয়ে ধরে বললেন, "দয়া করো। আমাদের সর্বস্ব নাও। শুধু মেয়েটাকে নিয়ে যেয়ো না।"

ডাকাতটা এক লাথি মেরে ছিনিয়ে নিল পা'টাকে। তারপর বন্দুক উঁচিয়ে বলল, "হট যাও হিঁয়াসে।"

আলো তবুও চেঁচাতে লাগল, "ওমা গো! আমাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে মা। আমাকে বাঁচাও।"

কিন্তু সেই ডাকাতের হাত থেকে কে বাঁচাবে ওকে?

হঠাৎ বিচ্ছুই দূর থেকে সেই দৃশ্য দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল, "বাবলুদা! দ্যাখো, দ্যাখো, মেয়েটাকে নিয়ে পালাচ্ছে ডাকাতটা। শিগগির ওদিকে চলো।"

ততক্ষণে ডাকাতটা আলোকে কাঁধে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অন্ধকারের বুকে।

টয়লেটের বন্ধ দরজার সামনে দু'-একজন যাত্রীকে পাহারায় রেখে পঞ্চুসহ পাণ্ডব গোয়েন্দারা ছুটে এল হাঁ হাঁ করে।

আলোর বাবা বুকের যন্ত্রণায় অস্থির তখন। মা তো কেঁদে আকুল।

বাবলু কোনও কথা না বলে টর্চটা হাতে নিয়েই টিকিটটা বিলুকে দিয়ে বলল, "তুই এটা রাখ। সকলকে দেখিস। আমি না ফেরা পর্যন্ত ভোপাল ছেড়ে কোথাও যাস না যেন।" বলেই চলন্ত ট্রেনের হাতল ধরে নামতে গেল।

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই ছুটে গেল তখন ওর কাছে, "বাবলুদা, নেমো না তুমি। অচেনা জায়গায় এ কী করছ?"

বাবলু বলল, "আমাকে বাধা দিস না রে।" বলেই অন্ধকারে নেমে পড়ল ঝুপ করে।

তাই না দেখে পঞ্চুও লাফিয়ে পড়ল বাবলুর পাশে। ট্রেনের গতি তখন অনেক কমে গেছে।

বাবলু আর পঞ্চু লাইন ধরেই ছুটতে লাগল পেছন দিকে। ডাকাতটা আলোকে নিয়ে খুব বেশি দূরে পালাতে পারেনি নিশ্চয়ই। নিজের জীবন বিপন্ন করেও মেয়েটার জীবন রক্ষা করবেই ও। ওকে ওর মায়ের বুকে ফিরিয়ে ও দেবেই।

বাবলু আর পঞ্চু লাইন ধরেই ছুটছিল। খানিক ছোটার পর ওরা দেখতে পেল একটি ছায়ামূর্তি কী যেন একটা ভারী জিনিস কাঁধে নিয়ে ছুটে চলেছে। সম্ভবত ডাকাতটাই পালাচ্ছে আলোকে নিয়ে। কিন্তু আশ্চর্য! আলো ওকে বাধা দিচ্ছে না কেন?

ছায়ামূর্তিকে দেখে পঞ্চু তখন ছোটার গতি আরও বাড়িয়েছে। পঞ্চু জানে কাকে কখন কীভাবে আক্রমণ করতে হয়। ছুটন্ত লোকের পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেই মুখ থুবড়ে পড়বে সে। তাই নিমেষের মধ্যে ছুটে গিয়ে পিলে চমকানো একটা হাঁক ছেড়েই লোকটার পায়ের খাঁজে ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চু। আর পড়া মাত্রই সশব্দে আছাড়।

বাবলু ছুটে গিয়ে ধরল আলোকে। কিন্তু ধরলে কী হবে? আলো তখন সংজ্ঞাহীন। অতিকষ্টে পাঁজাকোলা করে আলোকে তুলে নিয়ে একপাশে ঘাসের ওপর এনে শোয়াল। সম্ভবত প্রচণ্ড ভয়েই অজ্ঞান হয়ে গেছে মেয়েটি। এই সময় ওর চোখে-মুখে একটু জলের ঝাপটা দিতে পারলেই জ্ঞান ফিরে আসবে ওর। কিন্তু জল এখানে পাবে কোথায়? চারদিকেই শুধু গাছপালা আর ধু-ধু মাঠ।

ওদিকে ডাকাতটাকে লাইনের ওপর চিত করে ফেলে তার বুকে উঠে গরর গরর করছে পঞ্চু। অসহ্য যন্ত্রণায় পরিত্রাহি চিৎকার করছে ডাকাতটা। বাবলু ছুটে গিয়ে টর্চ ফেলে দেখল আঁচড়ে-কামড়ে পঞ্চু আর কিছুমাত্র রাখেনি ওর। বন্দুকটা ছিটকে পড়েছিল একপাশে। বাবলু সেটা কুড়িয়ে নিয়ে দূরে একটা ঝোপের ভেতর ফেলে দিল। তারপর পঞ্চুকে বলল, "এবার ছেড়ে দে ব্যাটাকে। মরুক এখন ছটফটিয়ে। আমাদের আর কোনও ক্ষতিই করতে পারবে না ও।" বলে পঞ্চুকে ডেকে নিয়ে আবার আলোর কাছে ফিরে এল।

টর্চের আলো ফেলে চারপাশ একবার দেখে নিল বাবলু। কিন্তু কাছে পিঠে কোথাও জল আছে বলে মনে হল না। তবুও পঞ্চুকে আলোর পাহারায় রেখে ও সন্ধানী চোখে এগিয়ে চলল জলের খোঁজে। খানিক যাওয়ার পর ছোটখাটো একটা জলাশয় ওর নজরে পড়ল। কিন্তু মুশকিল হল এখান থেকে জল ও নিয়ে যাবে কী করে? হঠাৎই মাথায় একটা বুদ্ধি এল ওর। পকেট থেকে রুমালটা বার করে ভাল করে ভিজিয়ে নিয়ে চলে এল আলোর কাছে। তারপর সেই রুমাল নিংড়ানো জল ওর চোখে-মুখে দিয়ে ভিজে রুমালে করে সুন্দর মুখখানি সযতনে বারবার মুছিয়ে দিতে লাগল।

পঞ্চু আলোর মুখের দিকে চেয়ে থেকে ঘন ঘন লেজ নাড়তে লাগল।

বাবলুও একদৃষ্টে চেয়ে রইল সেই মুখের দিকে। এই বুঝি চোখ মেলে। এই বুঝি উঠে বসে। অবশেষে প্রতীক্ষার শেষ হল। এক সময় চোখ দুটি মেলে তাকাল আলো। ক্ষীণকণ্ঠে বলল, "আমি কোথায়?"

বাবলু বলল, "নীল আকাশের নীচে। ঘাসের বিছানায়। তবে ভয় নেই, তুমি এখন মুক্ত। নিরাপদ জায়গাতেই আছ তুমি। আমি তোমাকে ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করেছি।"

বিস্ময়ভরা চোখে আলো বলল, "সত্যি!"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কে?"

"আমাকে তুমি চিনবে না। আমি বাবলু। জব্বলপুরে ট্রেনে উঠে তুমি আমাদেরই দুটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিলে মনে আছে?"

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার মনে পড়েছে। বাচ্চু আর বিচ্ছু ওদের নাম। কিন্তু তুমি এখানে কী করে এলে?"

"ওসব পরে শুনবে। এখন আমার সঙ্গে যেতে পারবে কী?"

"কোথায়?"

"লাইন ধরে স্টেশনের দিকে।"

"পারব। আমার বাবা-মা-বোনেরা— ওদের খবর কিছু বলতে পারো?"

"ওঁরা ঠিকই আছেন। তবে তোমার বাবার বুকে ওরা খুব জোরে আঘাত করেছে।"

আলো ধীরে ধীরে উঠে বসল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে চেয়ে দেখল বাবলুকে। পঞ্চু কুঁই কুঁই করে ওর পায়ে মুখ ঘষল। আলো সস্নেহে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, "এটা তোমার কুকুর বুঝি?"

"এটা আমাদের কুকুর।"

তারাভরা আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে উঠে দাঁড়াল আলো। এলোমেলো চুলগুলো একটু ঠিকঠাক করে স্কার্টটাকে টেনেটুনে নিল। তারপর দু'হাতের তালুতে চোখ-মুখ ঘষে নিয়ে বলল, "চলো।"

বাবলু ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু লেজ নেড়ে নেড়ে এগিয়ে এল।

আলো বলল, "এই অন্ধকারে কোথায় যাবে?"

"আপাতত লাইন ধরে এগোতে থাকি এসো। এ ছাড়া যাবই-বা কোথায়? যেতে যেতে তবু ছোটখাটো একটা স্টেশন তো পাব। ডাকাতরাই ট্রেনের চেন টেনে স্পিড কমিয়েছে। কাজেই একটু দূরে কোথাও নিশ্চয়ই থেমে যাবে ট্রেনটা। আমরা পা চালিয়ে গেলেই পেয়ে যাব।"

পঞ্চুকে সামনে রেখে ওরা দু'জনে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল লাইন ধরে। ট্রেনটা এখন কোথায় কতদূরে তা কে জানে? আসলে দ্রুতগতি ট্রেন তো। চেন টানলেও ব্রেক কষতে কষতে অনেক দূরে চলে যাবে।

বাবলুর ধারণাই অবশ্য ঠিক। বেশ কিছু পথ যাওয়ার পর দেখল ট্রেনটা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে। গার্ডের কম্পার্টমেন্টের লাল আলোটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ওরা।

বাবলু পঞ্চুকে নির্দেশ দিল ছুটে এগিয়ে গিয়ে ওদের উপস্থিতিটা জানান দিতে।

বাবলুর নির্দেশ পেয়ে পঞ্চু 'ভৌ ভৌ' করে ডাকতে ডাকতে গাড়ির পেছন দিকের আলো লক্ষ্য করে ছুটে চলল।

আলোকে নিয়ে বাবলুও টর্চের আলোয় পথ দেখে এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে।

হঠাৎ পেছনদিক থেকে মাথার ওপর একটা প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করল বাবলু। আঘাতটা কোথা থেকে এবং কীভাবে এল তা কিছু বুঝে ওঠার আগেই লাইনের ওপর পড়ে গেল ও।

দু'জন বন্দুকধারী এগিয়ে এল ওদের দিকে। তারপর বাবলুর অচৈতন্য দেহ এবং আলোকে নিয়ে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

এদিকে ট্রেন থামলে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, আলোর-মা এবং অন্য যাত্রীরা সবাই দলবদ্ধ হয়ে ছুটে এলেন এদের খোঁজে।

পঞ্চু এসে ওদের দেখেই আনন্দে ডিগবাজি খেয়ে ওর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল।

বিলু বলল, "তুই একা কেন? বাবলু কোথায় পঞ্চু?"

পঞ্চু বলল, "ভৌ ভৌ।" অর্থাৎ কিনা আসছে তো।

কিন্তু কোথায় বাবলু?

ওরা টর্চের আলো ফেলে চারদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কারও দেখা পেল না। পঞ্চু তো হাঁকডাক করে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দিল। এমনকী সেই আহত ক্ষত-বিক্ষত ডাকাতটাও পড়ে আছে। নেই শুধু বাবলু আর আলো।

বিলু, ভোম্বল চিৎকার করে ডাকল, "বাবলু! বাবলু!"

সাড়া নেই। শব্দ নেই।

আলোর-মা চেঁচিয়ে ডাকলেন, "আলো! আলো!"

কিন্তু সেই অন্ধকারে আলো কোথায়?

॥ পাঁচ ॥

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এবং পঞ্চু ভোপালে এসে স্টেশনের ডান দিকে একটি লজে উঠল। লজের তিন তলায় একশো চার নম্বর ঘরে জায়গা পেল ওরা। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন লজ। তবে মশা খুব। যাই হোক, ওদের মনে কিন্তু আনন্দ নেই। বাবলু ছাড়া ওরা তো অসহায়। ওদের যত রাগ গিয়ে পড়ল তাই শশাঙ্কবাবুর ওপর। কেন যে লোকটা এ-কাজে নামাল ওদের! না ওরা ভোপালে আসতে যাবে, না এই কাণ্ডটা হবে। এই বিদেশ বিভুঁইয়ে কোথায় খুঁজবে ওরা বাবলুকে?

ভোম্বল বিলুকে বলল, "আমাদের এখানে কাজটা কী হবে? আমরা এখানে চুপচাপ বসে থাকব?"

"হ্যাঁ। আপাতত দু'-চারদিন তাই থাকতে হবে। কেন না, বাবলুর নির্দেশই ছিল তাই। ও যদি প্রাণে বেঁচে থাকে তা হলে যেভাবেই হোক ফিরে আসবে। আমরা সব সময় স্টেশন চত্বরে ঘোরাফেরা করব। তা ছাড়া করবারও তো কিছু নেই। শশাঙ্কবাবু কে তাই জানি না আমরা। একদিন শুধু বাবলুর বাড়ি থেকে বেরোবার সময় দূর থেকে দেখেছিলাম ভদ্রলোককে। ক্রাচে ভর দিয়ে চলছিলেন।"

"আমার মনে হয় এইবেলা বাড়িতে একটা ট্রাঙ্ককল করে সব কথা জানাই। আর সবাইকে বলি বেশি করে টাকা-পয়সা নিয়ে চলে আসতে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, 'না না। এত তাড়াতাড়ি বাড়িতে কিছু জানিয়ে দরকার নেই। কান্নাকাটি পড়ে যাবে তা হলে। আরও দু'-একটা দিন দ্যাখো।"

ওদের এত কথাবার্তাতেও পঞ্চুর কিন্তু এতটুকুও সাড়াশব্দ নেই। ও যেন হঠাৎই কেমন বোবা হয়ে গেছে।

ওরা সবাই পোশাক পরিবর্তন করে বাইরে বেরোল। চা-জলখাবার খেল। পথে পথে ঘুরল। কিন্তু এইভাবে বেশিক্ষণ ঘুরতে পারল না ওরা। নিদারুণ মানসিক অস্থিরতায় ছটফট করতে করতে আবার ফিরে এল লজে। এসেই দেখল, পুলিশের দু'জন ইনস্পেক্টর রেলপুলিশসহ অপেক্ষা করছেন ওদের জন্য।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু গিয়ে ঘরের দরজা খুলতেই পুলিশের লোকেরা কোনও কথা না বলে সর্বপ্রথম ওদের জিনিসপত্রগুলো সার্চ করে দেখতে লাগল। খুব ভালভাবে সব কিছু হাতড়ে হাতড়ে দেখে বলল, "কুছ নেহি।"

এরা তো হতভম্ব। বিলু বলল, "ব্যাপারটা কী?"

পুলিশ যা বলল তার অর্থ হল, তোমাদের প্রচেষ্টায় টয়লেট-বন্দি কিছু ডাকাতকে আমরা ধরতে পেরেছি, সেজন্য তোমাদের ধন্যবাদ। তোমাদের গুলিতে দু'-একটা ডাকাত মরেছে সেজন্যও তোমাদের ধন্যবাদ। কিন্তু ব্যাপার হল এই, রিভলভার বা পিস্তল যাই থাকুক না কেন তোমাদের কাছে, সেজন্য তোমরা সন্দেহভাজন। অতএব তোমাদের বিরুদ্ধেও পুলিশি তদন্ত চলবে।

সব শুনে ওরা হাসল একটু। তারপর পুলিশের লোকেদের সব কথা বুঝিয়ে বলল। বিলু বলল, "আমরা এখানে এসেছিলাম বিখ্যাত সাঁচিস্তূপ আর ভীমবেটকা দেখতে। সেইসঙ্গে উজ্জয়িনী, ইন্দোর, ধার, মাণ্ডু। আমাদের মনে কোনও কুমতলব নেই। আর পিস্তল বা রিভলভারের ব্যাপারে জানতে চান? ও ব্যাপারে আপনারা হাওড়া বা কলকাতার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তা হলেই আমাদের সম্বন্ধে সব কিছু জানতে পারবেন আপনারা।"

বিলুর মুখে এইরকম উত্তর শুনে নির্বাক হয়ে গেল ওখানকার পুলিশ। তারপর বলল, "আচ্ছা-আচ্ছা। সমঝ গিয়া। তুম সব আরাম করো। কুছ তকলিফ হলে আমাদের জানাবে। আর খুব সাবধানে ঘোরাফেরা করবে। অবশ্য দূর থেকে পুলিশ তোমাদের দিকে নজর রাখবে।" এই বলে পুলিশ চলে গেল।

বিলু বলল, "হল ভাল। এমন জালে জড়ালাম যে, কোনও কিছুই আর করা যাবে না।"

এইভাবে একটা বিরক্তিকর দিন কেটে গেল।

সন্ধে হল। রেলইয়ার্ডের শান্টিং-এর শব্দ শুনতে শুনতে কলা, পাউরুটি খেয়ে শুয়ে পড়ল যে-যার। কিন্তু শুলেই কি ঘুম আসে? ওরা গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে দু' চোখ বুজে চুপচাপ পড়ে রইল। একবার করে তন্দ্রা আসে আবার ঘুমের ঘোর কেটে যায়। এইভাবে সময় পার হতে হতে রাত তখন একটা।

হঠাৎ দরজার কাছে ভারী বুটের মসমস শব্দ শোনা গেল। কে যেন একজন বলল, "এহি মকান। রুম নম্বর একশো চার।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু উঠে বসল। পঞ্চুও লাফিয়ে এল দরজার কাছে।

দরজায় গুমগুম শব্দ।

বিলু বলল, "কে?"
বাবলুর গলা শোনা গেল, "দরজা খোল।"
পঞ্চু তো লাফালাফি শুরু করে দিল।
সবাই উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, "হুররে।"
ভোম্বলই সর্বাগ্রে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল। খুলেই দেখল দু'জন সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে বাবলু আর আলো দাঁড়িয়ে আছে।
বাবলু পুলিশদের ধন্যবাদ জানিয়ে আলোকে নিয়ে ঘরে ঢুকল।
সবাই অবাক বিস্ময়ে বলল, "কী ব্যাপার বাবলু! কাল ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে কোথায় উধাও হলি? তোর কোনও বিপদ হয়নি তো? আমরা যে কী চিন্তায় পড়ে গিয়ে ছিলাম। আজ সারাটাদিনই বা কোথায় ছিলি?"
বাবলু বলল, "এত প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গে কী করে দেব বল? তবে এটুকু জেনে রাখ, আমরা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি।"
"কীরকম!"
"আগে একটু জল খাওয়া। কিছু খাবারদাবার আছে?"
"বিস্কুট, কলা, পাউরুটি সবই আছে।"
"যা আছে অল্প করে দে দু'জনকে।"
বাচ্চু-বিচ্ছু সঙ্গে-সঙ্গে যা যা ছিল ওদের কাছে তাই নিয়ে দু'জনকে ভাগ করে দিল।
আর পঞ্চু তো সমানে গড়াগড়ি খেতে লাগল বাবলুর পায়ে। বাবলুকে ফিরে পেয়ে ওর বুকে যেন বল এল।
খাওয়াদাওয়ার পর সবাই মিলে ঠাসাঠাসি করে শুয়ে পড়ল বিছানায়। ভাগ্যিস বিছানাটা বড় ছিল তাই রক্ষে। একদিকে শুল বাবলু, বিলু, ভোম্বল। অপরদিকে বাচ্চু, বিচ্ছু, আলো। পঞ্চু শুয়ে রইল একটা চেয়ারের ওপরে। শুয়ে শুয়ে বাবলু যা বলল তা হল এই—
কাল রাতে লাইন ধরে আসার সময় অন্ধকারে সম্ভবত বন্দুকের কুঁদোর বাড়ির ঘা খেয়ে সরাসরিভাবে জ্ঞান হারাল বাবলু। জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখল একটি স্যাঁতসেঁতে ঘরের মেঝেয় বন্দি অবস্থায় পড়ে আছে ও। ঘরের ভেতর অন্ধকার। বাবলু যখন কিছুতেই কিছু বুঝে উঠতে পারছে না তেমন সময় চাপা গলায় কে যেন ডাকল ওকে, "বাবলু।"
"কে? কে ডাকে?"
"আমি আলো। তোমার জ্ঞান ফিরেছে?"
"আমরা কোথায়?"
"শত্রুপুরীতে। তুমি এক কাজ করো, পেছন দিক থেকে আন্দাজে কোনওরকমে আমার বাঁধনটা খুলে দাও। তারপর আমি তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি।"
বাবলু অতিকষ্টে টেনে টুনে আলোকে বাঁধনমুক্ত করতেই আলো তৎপর হয়ে ওর বাঁধন খুলে দিল।
বাবলুর তখন পকেটে কিছুমাত্র নেই। টাকা-পয়সা, পিস্তল, টর্চ, কিচ্ছু না। ক্ষোভে-দুঃখে ওর চোখে তখন জল এসে গেল। বারবার ধিক্কার দিল নিজেকে। কেন যে পঞ্চুকে ও এগিয়ে যেতে বলল। পঞ্চু কাছে থাকলে ওদের কারও সাধ্য ছিল না যে ওদের ধরে।
বাবলু এদিক-সেদিক করে দেওয়াল হাতড়ে দরজার কাছে গিয়ে দেখল দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ। পেছন দিকে একটা জানলা ছিল। সেখানে গিয়ে উঁকি মেরে বুঝল একটি টিলা পাহাড়ের গায়ে জঙ্গলের ঘরে বন্দি আছে ওরা। আলো বলল, "ওরা কিন্তু খুব বেশি দূর আনেনি আমাদের। বড়জোর মিনিট দশেক বয়ে এনেই এই ঘরে ঢুকিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে গেছে।"
"তুমি বাধা দিলে না কেন? চেঁচালে না কেন?"
"বাঃ রে! যদি ওরা মারত? তা ছাড়া চেঁচিয়েই বা লাভ কী? কে আছে এখানে? তাই চুপচাপ ছিলাম।"
"কিন্তু এখন এখান থেকে মুক্তি পাব কী করে?"
"মুক্তি পেতেই হবে।"
"মুক্তি পাওয়ার এতটুকু সম্ভাবনাও আমি দেখছি না।"
"আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। তুমি এক কাজ করো। কোনওরকমে আমার কাঁধে ভর করে ওপরে উঠে টালি সরিয়ে বাইরে যাও। তারপর শিকল বা তালা যাই থাকুক না কেন ভেঙে আমাকে বার করো।"

বাবলু বলল, "দি আইডিয়া। এইরকমই করতে হবে।"

"তবে খুব সাবধানে কিন্তু। যেন কোনওরকম শব্দ না হয়।"

বাবলুরা যখন এইভাবে পালাবার তাল করছে তেমন সময় শুনতে পেলে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে কারা যেন এদিকে আসছে। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল ওদের। তবুও এই মুহূর্তে কী করতে হবে বাবলু তা শিখিয়ে দিল আলোকে। দিয়েই ওদের বাঁধন দড়িটা দু'জনে দু'দিকে ধরে দরজার দু'পাশে ঘাপটি মেরে বসে রইল।

যারা এল তাদের হাতে টর্চ আছে। দরজায় অবশ্য তালার বদলে শিকল দেওয়া ছিল। তাই খুলে ওরা যেই না ভেতরে ঢুকতে যাবে অমনই দড়ির ফাঁদে পা আটকে টিপঢাপ পড়ল ওরা। আর সেই সুযোগে বাইরে বেরিয়েই দরজার শিকল টেনে দৌড় দৌড় দৌড়।

ওদিকে ঘরে ভেতরে ওরা চিৎকার করে লাথি মেরে দরজা ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করল। বাবলুরা তখন ছুটতে ছুটতে রেল লাইনের ধারে চলে এসেছে। ওরা লাইন ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে সেই ঝোপটার কাছে চলে এল। আর এইখানে আসতেই বাবলুর মনে পড়ল বন্দুকটার কথা। যে বন্দুকটা ও ডাকাতের হাত থেকে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল এই ঝোপের ধারে। তাই মনে হতেই সামান্য একটু খোঁজাখুঁজির পর পেয়ে গেল বন্দুকটা। বন্দুকটা কুড়িয়ে নিয়েই বাবলু বলল, "ভাগ্যিস এটা এখানে ফেলে দিয়েছিলাম। তাই বেঁচে গেলাম এ যাত্রা। প্রাণটা অন্তত রক্ষা করতে পারব।"

আলো বলল, "এটা তুমি কোথায় পেয়েছিলে?"

"সে কী! যে ডাকাতটা ট্রেনের কম্পার্টমেন্ট থেকে তোমাকে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল এটা তো তারই। পঞ্চু লোকটাকে ফেলে দিতেই আমি এই বন্দুকটা ওর নাগাল থেকে দূরে ফেলে দিই।"

বাবলু আর না ছুটে আলোকে নিয়ে বন্দুক হাতে ঘাপটি মেরে বসে রইল ঝোপের ধারে।

একটু পরেই দেখতে পেল যমের মতো দু'জন লোক দরজা ভেঙে বেরিয়ে এসে লাইন ধরে ছুটে আসছে ওদের দু'জনকে ধরবার জন্য। এখন অবশ্য ওরা নিরস্ত্র। বাবলু বন্দুক তাগ করেই ফায়ার করল একজনের পায়ে। লোকটা ধপাস করে পড়ে গিয়ে চিৎকার করে উঠল, "আরে মার ডালা রে। মর গিয়া রে বাবা।"

আর-একজন, যে ছুটে আসছিল, সে তখন সঙ্গীর ওই অবস্থা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তারপর এগোবে কি পেছোবে ভাবতে গিয়ে যেই না একটু সময় নষ্ট করেছে অমনই আবার একটা গুলি করল বাবলু। লোকটার বডি শূন্যে ছিটকে উঠল একবার। তারপর মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। বাবলু ছুটে গিয়ে ওদের পকেট হাতড়ে বার করে নিল ওর পিস্তলটাকে। তারপর আবার ছুটল লাইন ধরে। ছুটতে ছুটতে একটা স্টেশনের কাছে আসতেই কিছু রেলপুলিশ ধরে ফেলল ওদের।

পুলিশ অবশ্য ওদের ব্যাপারে সজাগ ছিল। তাই ওদের মুখে সব শুনে স্টেশনে নিয়ে গেল ওদের। তখন ভোর হয়ে আসছে। এরপর প্রায় সারাটা দিন ওদের বসিয়ে রেখে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদের পর একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চাপিয়ে একটু আগে ভোপাল পৌঁছে দিল। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর কথা এখানকার পুলিশ জানত। তাই ওরাই এসে এই লজে পৌঁছে দিয়ে গেল দু'জনকে।

এই রোমহর্ষক ঘটনার কথা শুনতে শুনতে একসময় গভীর ঘুমে দু' চোখ বুজে এল ওদের। ঘুম যখন ভাঙল তখন সকাল হয়ে গেছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে বাবলুরা প্রথমেই চলল আলোর বাড়ি। শ্যামলা পাহাড়ের কোলে যে ফ্ল্যাটে আলোরা থাকে, সেখান থেকে শহরের অনেক কিছুই দেখতে পাওয়া যায়। আলোকে ফিরে পেয়ে ওদের পরিবারের সকলেই খুব খুশি। আলোর বাবা অসুস্থ। ডাকাতের কনুইয়ের ঘা খেয়ে বুকে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। ডাক্তার দেখাতে হচ্ছে। সেই অবস্থাতেও উনি বাবলুকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন।

আলোর মা কত কী খাওয়ালেন ওদের। খাওয়াদাওয়ার পর বাবলুরা সাঁচি যাওয়ার জন্য বিদায় নিল।

আলো বলল, "আমিও যাব। সাঁচি এই তো ঘণ্টা দেড়েকের পথ। যাতায়াতে চার-পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগবে। ওখান থেকে ঘুরে এসে এখানে খাওয়াদাওয়া করে বিকেলবেলা একটা অটো নিয়ে সারা শহর ঘুরব। আজ সারাদিন তোমরা আমাদের।"

আলোর প্রস্তাব লোভনীয় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাবলুরা তো এখানে বেড়াতে আসেনি। এসেছে অন্য কাজে। তাই এখানে জমে গেলে কী করে হবে? বাবলু তাই বিলুর মুখের দিকে তাকাল। বিলু তাকাল অন্যদের দিকে। মহাসমস্যার ব্যাপার। ওরা প্রথমে যাবে সাঁচি। তারপর বিদিশা। সেখানে প্রয়োজন হলে এক রাত

থাকবে। অথচ সেই সময় আলোর উপস্থিতি ওদের মোটেই কাম্য নয়। কেন না, আলো এখানকার স্থানীয় মেয়ে। সব জেনে ফেললে গোলমাল হয়ে যাবে।

বাবলু বলল, "কিন্তু আলো, আজ তো আমরা ফিরব না।"

"সে কী! কোথায় যাবে তোমরা?"

"আমরা সাঁচিতে যাব ঠিকই। সেখান থেকে আমরা বিদিশা যাব।"

"বিদিশায় কী করতে যাবে? দেখার মতো ওখানে আহামরি কিছুই নেই। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর শুঙ্গরা ওখানে রাজত্ব করে। ওদের রাজধানীই ছিল বিদিশা। তবে ওখান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে উদয়গিরিটা তোমরা দেখে আসতে পারো। ওই উদয়গিরির পাথর দিয়েই তৈরি হয়েছিল সাঁচি স্তূপ।"

"বিদিশাতে আমরা কিছুই দেখব না। কেন না, অত সময় আমাদের নেই। শুধু একজনদের বাড়িতে যাব একটু দেখা করতে।"

"আমিও যাব।"

"যদি তারা একটা দিন আটকে দেয়?"

"তোমরা থাকলে আমিও থাকব।"

বাবলু বুঝল আলোকে এড়ানো যাবে না। ও এমনভাবে ওদের সঙ্গে মিশে যেতে যাইছে যে, শত অনিচ্ছাতেও ওকে না করা যায় না। তাই বলল, "যদি আমাদের সঙ্গে একরাত বিদিশায় থাকতে পারো তা হলে এসো। অবশ্য নাও থাকতে হতে পারে। তবে তোমার মাকে বলো উনি যেন আমাদের জন্য রান্নাবান্না কিছু না করেন।"

আলো বলল, "তা অবশ্য বলছি। তবে আমাকে না নিয়ে তোমরা কোথাও যেতে পাবে না। যে ক'দিন তোমরা এখানে আছো সে ক'দিন আমি কিন্তু তোমাদের সঙ্গ একদম ছাড়ছি না। তোমাদের খুব ভাল লেগে গেছে আমার।"

আলো আর একটুও দেরি না করে ওদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নিল। জিনসের প্যান্ট, পপলিনের জামা আর রঙিন চশমা পরে অনেকটা বিদেশিনী সাজে বিদিশায় চলল। ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা অটোয় চেপে শহরের চৌমাথায় বড় বাসস্ট্যান্ডে এল ওরা। তারপর সাঁচির টিকিট কেটে বিদিশার সরকারি বাসে চেপে বসে রইল চুপচাপ। বসে বসে অনেক কথাই ভাবতে লাগল। আলো সঙ্গে থাকায় একটা সুবিধে অবশ্য হয়েছে, সাঁচি বা বিদিশায় পথ চিনতে ওদের অসুবিধে হবে না। ফলে দর্শনীয় স্থানগুলো চটপট দেখে নিতে পারবে।

একটু পরেই বাস ছাড়ল।

রাজধানী শহর ভোপাল থেকে সাতচল্লিশ কিলোমিটার দূরে সাঁচিতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে পৌঁছে গেল ওরা। বাস থেকে নেমেই আনন্দে ভরে উঠল ওদের মন। কী সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ এখানকার। একপাশে রেলওয়ে স্টেশন। একপাশে সাঁচি গ্রামে ছোট একটি পাহাড়ের ওপর বিখ্যাত স্তূপ। বাস থেকে নেমে ডান দিকে যে পিচ-ঢালা পথটি সাঁচি পাহাড়ে উঠে গেছে সেই পথ ধরেই এগিয়ে চলল ওরা।

দু'-একটা দুষ্টু ছেলে পঞ্চুকে ঢিল ছুড়ল।

আলো হিন্দিতে তাদের একটা ধমক দিতেই পালাল তারা।

ওরা ধীরে-ধীরে পাহাড়ে উঠতে লাগল। মধ্যপ্রদেশ সরকার অতি যত্নে এই বৌদ্ধ তীর্থটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। বাচ্চু-বিচ্ছু তো পাহাড়ে উঠতে খুবই ভালবাসে। আর তেমনই আমুদে হল পঞ্চু। সে কখনও ছুটে ওপরে উঠে যায়, আবার কখনও ওদের পায়ে এসে লুটোপুটি করে।

এইভাবেই ওরা পাহাড়ের মাথায় উঠল। এখানে মোট তিনটি স্তূপ আছে। পাশাপাশি আছে এক নম্বর এবং তিন নম্বর স্তূপ। আর দু' নম্বর স্তূপটি ডান দিকে কয়েক ধাপ নেমে একটু নিচুতে। সেটির আকর্ষণও বড় কম নয়।

সাঁচির এই বিখ্যাত স্তূপ দেখতে কোনও ট্যুরিস্ট নেই এখন। তবু এই স্বর্গীয় পরিবেশে পঞ্চুসহ পাণ্ডব গোয়েন্দারা আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল। পঞ্চু তো তরতরিয়ে স্তূপে ওঠার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে ছুটোছুটি লাগাল। বাবলুরাও উঠল। বিশাল স্তূপ। যার উচ্চতা বিয়াল্লিশ ফুট এবং একশো ছ' ফুট যার ব্যাস।

আলো বলল, "এই নিয়ে আমি পাঁচবার এলাম। আসলে যখনই কেউ ভোপালে আসে তখনই সাঁচিটা অন্তত দেখে যায়। তাই সকলের সঙ্গে আসতে আসতে এখানকার সব কিছু চেনা হয়ে গেছে আমার। এই যে তোরণগুলো দেখছ, ভাল করে দ্যাখো, এর কারুকার্য লক্ষ করো। এইরকম চারটি তোরণ আছে এখানে।

প্রতিটি তোরণ দুটি করে বর্গাকৃতি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে। ওপরের অংশে আছে হাতি আর সিংহের সামনে দণ্ডায়মান বামনমূর্তি। আর প্রত্যেকটিতে আছে জাতক থেকে নেওয়া বুদ্ধজীবনীর নানান ঘটনাবলী। সর্বপ্রথম দক্ষিণ তোরণটি তৈরি হয়। তারপর উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম।"

বিচ্ছু বলল, "এই স্তূপ কার আমলে তৈরি?"

বাবলুর এই বিষয়ে কিছু পড়াশোনা ছিল। তাই বলল, "এই স্তূপ সম্রাট অশোকের আমলে তৈরি। তবে এই স্তূপটি তাঁর আমলে তৈরি হলেও সম্পূর্ণ হয়নি। এর নির্মাণ-কার্য শেষ করেন তাঁর উত্তরপুরুষরা। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে এর নির্মাণ শেষ হয়।"

আলো বলল, "বাবার মুখে শুনেছি সম্রাট অশোক এইখানেই নাকি কলিঙ্গ যুদ্ধের পর উপগুপ্তর কাছে দীক্ষা নিয়ে চণ্ডাশোক থেকে ধর্মাশোক হন। আর এই সাঁচি থেকেই পুত্র মহেন্দ্রকে সুদূর সিংহলে পাঠিয়েছিলেন বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য।"

ওরা নিউ বিহার স্তূপ দর্শন করে আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। দক্ষিণ তোরণের সামনে একটা পিলার দেখিয়ে আলো বলল, "ওই যে দেখছ পিলারটা, ওইখানেই ছিল সেই বিখ্যাত সিংহমূর্তি। যা আমাদের ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীক।"

ওরা অপলকে পিলারটির দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর দু' নম্বর স্তূপ দেখার জন্য এগিয়ে চলল।

প্রথম সারিতেই আছে বাচ্চু-বিচ্ছুকে নিয়ে আলো এবং ওদের সঙ্গেই পঞ্চু। আর অনেকটা ব্যবধানে বাবলু, বিলু ও ভোম্বল। আলো নিজের মনেই কী যেন একটা গানের কলি গুনগুন করছে। বাচ্চু-বিচ্ছুও সুর দিচ্ছে তার সঙ্গে।

বাবলুরা এলোমেলো দু'-একটা কথা বলছে আর প্রকৃতি দেখছে। যেতে যেতে বাবলু বলল, "শোনো, এই আলো মেয়েটা খুব সহজ সরলভাবে আমাদের মধ্যে মিশে গেলেও আমাদের সব কিছুই কিন্তু ওর কাছে গোপন রাখতে হবে। আর কোনওমতেই বিদিশায় ওকে নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না।"

"কারণ?"

"আলো ভোপালের মেয়ে। যদি কোনওরকমে শশাঙ্কবাবুকে চিনে ফেলে?"

"তা হলে কি আজ যাবি না বলছিস?"

"উঁহু। আমি অন্য কথা ভাবছি। আমি ভাবছি কী, তোরা ওকে নিয়ে ভোপালেই ফিরে যা। আমি একাই গিয়ে চট করে ঘুরে আসি বিদিশা থেকে।"

বিলু, ভোম্বল বলল, "কিন্তু...।"

"এতে কোনও কিন্তু নেই। আমি আর দু' নম্বর স্তূপ দেখতে যাব না। আমি এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি। তোরা ওদের বলবি বাবলুর যার সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল তার সঙ্গে হঠাৎই দেখা হওয়ায় বিদিশায় চলে গেছে। আজ সন্ধের সময় অথবা কাল সকালেই ফিরে আসবে ও। আমি না-আসা পর্যন্ত তোরা আলোদের বাড়িতেই থাকবি।"

"তুই একা যাবি বাবলু?"

"গেলেই বা। এখন তো আমি কোনও অভিযানে যাচ্ছি না। এখন যেখানে যাচ্ছি সেখানে বরং একা যাওয়াই ভাল। শশাঙ্কবাবুর বাড়ি যাব, গোপন কথাবার্তা কিছু বলব, মঙ্গলময়বাবুর খবরটা শোনাব, ছেলে-মেয়েদের ফোটো নেব, তারপর আসব। আলো না থাকলে সবাই যেতাম। বিশেষ করে আলোরা ভোপালের বাসিন্দা না হলে এই তদন্তে ওকে আড়ালে রাখার কোনও প্রয়োজনই ছিল না।"

"তা হলে খুব সাবধানে যাস কিন্তু। কেমন?"

"তোরা নির্ভয়ে থাক।"

বাবলু আর একটুও না থেকে চলে গেল।

॥ ছয় ॥

বড় রাস্তার কাছাকাছি এসেছে এমন সময় একটা বাসের শব্দ শুনতে পেল বাবলু। ও কোনওরকমে বাসটাকে ধরবার জন্য ছুটে গিয়ে হাজির হল। বিদিশারই বাস। বাবলু হাত দেখিয়ে উঠে পড়ল বাসে।

ফাঁকা রাস্তায় ঝড়ের গতিতে বাস ছুটে চলল।

বাসে ভিড় নেই যদিও, তবুও বসবার জায়গা পেল না বাবলু। আর সামান্য কিছু সময়ের মধ্যেই বিদিশাতে পৌঁছে গেল। বাসস্ট্যান্ডে নেমে শহরের চেহারা দেখে মোটেই ভাল লাগল না ওর। অনুন্নত ছোট্ট শহর। ছোট ছোট ঘরবাড়ি। রাস্তার ধারে কয়েকটি হোটেল। টাঙ্গা চলছে। বাবলু পকেট থেকে ঠিকানা লেখা কাগজ বার করে সেটা মিলিয়ে দেখে সিনেমা হলের পেছনে একটি গলির মধ্যে ঢুকে একটি দোতলা বাড়ির সামনে থমকে দাঁড়াল। দেওয়ালে নেমপ্লেট আছে। এস এস বাসু। সঠিক ঠিকানাতেই এসেছে তা হলে। ডোর-বেলে চাপ দিতেই একজন এদেশীয় লোক বেরিয়ে এল, "কিসকো মাংতা?"

বাবলু বলল, "বাবু আছেন?"

"বাবু নেহি হ্যায়। বাহার গয়া।"

"কোথায় গেছেন?"

"ও তো মুঝে মালুম নেহি।"

"কখন আসবেন?"

"সামকো।"

"কারও আসবার কথা তোমাকে কিছু বলে যাননি উনি?"

"তুমহারা ভাষা হামকো সমঝমে নেহি আতা।"

"উনহোনে কুছ বতায়া নেহি তুমকো?"

"নেহি।"

"ঠিক আছে। আমি আজ এখানে থাকব। কলকাতা থেকে আসছি আমি। একটা ঘর খুলে দাও। আর শোনো, খুব খিদে পেয়েছে আমার। কোনও হোটেল থেকে পারো তো ভাত-টাত আনাবার ব্যবস্থা করো।"

লোকটি বলল, "লেকিন তুম কাঁহাসে আয়া? হাম তো কভি নেহি দেখা তুমকো। ক্যায়সে তুমকো ঘরমে ঘুসনে দেগা হাম? মাজি বহত গোঁসসা করে গা।"

বাবলু চমকে উঠল, "মাজি! কৌন মাজি!"

লোকটি এবার গম্ভীর গলায় বলল, "মাজিকো পয়ছান্তা নেহি? ইস ঘর কি বহু। হাম তুমকো অন্দরমে ঘুসনে নেহি দেগা। যাও, বাহার যাও।"

বাবলু বুঝল, নিশ্চয়ই কোথাও কিছু একটা গড়বড় হয়ে গেছে। তাই বাইরে বেরিয়ে এসে নেমপ্লেটটা আবার ভাল করে দেখতে লাগল। এমন সময় পাশের বাড়ির বারান্দা থেকে একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও, "আরে বাবলু না কি? এসো এসো। ও বাড়ি নয়।"

বাবলু দেখল শশাঙ্কবাবু ডাকছেন ওকে।

"আমি ঠিক ধরেছি, তুমি। আর সবাই যা করে সেই ভুলই তুমি করেছ। তোমার অবশ্য দোষ নেই। আমি তো তোমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে এসেছি। কাজেই লোকেশানটা ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি। ও-বাড়িটা হল এস এস বাসুর। আর আমি হলাম এস এস বসুরায়। উনিও বাঙালি। আমিও বাঙালি। উনি হলেন শৈলশেখর, আমি শশাঙ্কশেখর।"

বাবলু লজ্জিত হয়ে ও-বাড়ির লোকটিকে বলল, "কিছু মনে কোরো না ভাই। ভুল বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলাম।"

লোকটি হেসে বলল, "নেহি নেহি। অ্যায়সা তো হোতাহি হ্যায়।"

বাবলু শশাঙ্কবাবুর বাড়িতে গেলে দশ-বারো বছরের একটি ছেলে এসে দরজা খুলে ওকে নিয়ে গেল ওপরে।

শশাঙ্কবাবু বললেন, "কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না, এত তাড়াতাড়ি তুমি এলে কী করে? আজ এই সময়ের মধ্যে তো তোমার আসবার কথা নয়।"

বাবলু বলল, "আমরা তো প্রথম শ্রেণীতে চাপার লোভে শিপ্রা এক্সপ্রেসে আসিনি। আমরা বম্বে মেলের ইন্দোর বগিতে এসেছি।"

"ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।"

"সব ব্যাপার বুঝে কী লাভ বলুন? আপনি যেমন হঠাৎই সিদ্ধান্ত পালটে নির্দিষ্ট দিনের আগেই চলে এলেন, আমরাও তেমনই নির্ধারিত দিনের আগেই উঠে পড়লাম অন্য ট্রেনে। আগে এলাম তাই প্রাণে বাঁচলাম। না হলে এমন একজনের টার্গেট হয়ে পড়েছিলাম যে, বেঘোরে মরতে হত। আপনার বন্ধুর কোনও খবর জানেন?"

"না। কেন! কী হয়েছে ওর?"

"উনি এখন পি জি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।"

"কী বললে!" শশাঙ্কবাবুর মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বললেন, "শুধুমাত্র আমাকে বাঁচাতে গিয়েই ও মরল।" তারপর অনেকক্ষণ কপালে হাত দিয়ে বসে রইলেন চুপচাপ।

বাবলু বলল, "আমি একটা কথা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না, আপনি তো থাকেন বিদিশায়। কলকাতার মাটিতে পা দেওয়া মাত্রই আপনার শত্রুরা আপনাকে মারবার জন্য তৎপর হয়ে উঠল কেন? অথচ এখানে তো দেখছি আপনি বহাল তবিয়তেই আছেন। ওরা টেরই বা পেল কী করে যে, আপনি কলকাতায় গেছেন?"

শশাঙ্কবাবু বললেন, "সেদিন ওইটুকু সময়ের মধ্যে তোমাকে তো কিছুই বলা হয়নি। আজ বলছি শোনো। সত্যি কথা বলতে কী, এখানে আমার এখন কোনও শত্রুই নেই। তবে কলকাতার সঙ্গে এখন আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। না হলে আমার ছেলে-মেয়েদের জন্য আমি ওইখানেই বা বাড়ি কিনতে গেলাম কেন? মঙ্গলময় আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। কলকাতায় গেলে আমি ওর ওখানেই উঠি। আমার যে ব্যবসার জন্য কলকাতায় যাতায়াত, সেই ব্যবসায়ে জয়সওয়ালজি নামে আমার এক প্রতিদ্বন্দ্বী আছেন। তা ওই জয়সওয়াল একবার দারুণ ক্ষতি করে আমার। সেই থেকেই আমি মনে মনে ওর ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হই। হঠাৎই সেদিন বাবুঘাটে মুখোমুখি দেখা। আমাকে দেখেই ভূত দেখার মতো পালাল ও। তবে পরে অবশ্য আমার পেছনে এমন দু'জনকে লেলিয়ে দিল যারা মোস্ট ডেঞ্জারাস। সত্যি কথা বলতে কী, ওদের ভয়েই আমি এত তাড়াতাড়ি কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে এলাম। আমি আর একদিনও ওখানে থাকলে খুন হতাম। তবে আবার আমি কলকাতায় যাব এবং রীতিমতো তৈরি হয়ে।"

"কিন্তু মঙ্গলময়বাবুর ওপর ওদের এই আক্রোশ কেন?"

"যেহেতু ও আমার বন্ধু এবং আমার ব্যবসায়ে সহযোগিতা করে। আমার জিনিসপত্র ওর বাড়িতে লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। আমাকে রক্ষা করে। আর আমার কাছ থেকে আমার ব্যবসায়ের একটা লভ্যাংশও ও পায়।"

"বাবুঘাটে আপনারা যাতায়াত করতেন কেন?"

"আসলে ওটা হচ্ছে আমাদের মিটিং প্লেস। আমাদের কাজ-কারবার সব খিদিরপুরে। আর যা কিছু যোগাযোগ ওখানেই।"

এমন সময় সেই কাজের ছেলেটি রীতিমতো জলখাবার নিয়ে এসে ওদের সামনে রাখল। একেবারে এদেশীয় খানা। পুরি, পকৌড়া ইত্যাদি।

শশাঙ্কবাবু বললেন, "আমি খাব না। আমাকে তো এক্ষুনি বেরোতে হবে। বাবলু তুমি খাও।"

"সে কী! কোথায় বেরোবেন আপনি?"

"বেশি দূরে নয়। কাছাকাছি। ঘণ্টা তিন-চারেকের মধ্যেই ফিরে আসব।"

বাবলুর খিদে পেয়েছিল খুব। তাই আর কথা না বলে খেতে লাগল। খেতে খেতেই চা এল। ছেলেটি চা করে ভাল। চা খেতে খেতে বাবলু বলল, "আচ্ছা ওই জয়সওয়াল থাকেন কোথায়?"

"মাণ্ডুতে। খুব নিরাপদ স্থানে। আসলে ওঁর বাড়িটাই একটা দুর্ভেদ্য দুর্গ বলতে পারো।"

"বলেন কী! ওঁর ব্যবসাটা কীসের?"

"ফিল্মের। জাল ওষুধের।"

"আর সেই ওবেরয়?"

"জাল বেবি ফুড এবং জাল ওষুধ তৈরির জগতে এক পরিচিত নাম। শুধু তাই নয়, খুন, জখম, রাহাজানি, ডাকাতি—সবরকমেই সিদ্ধহস্ত সে। তবে মজার ব্যাপার কী জানো? আজ পর্যন্ত এই কুখ্যাত মানুষটিকে চোখে দ্যাখেনি কেউ। সবসময় ছদ্মবেশে ঘোরে।"

বাবলুর মনের মধ্যে একটা সন্দেহ উঁকি দিল এবার। এই জয়সওয়ালই তা হলে...? আবার ভাবল, তা হলে বজবজের ওই ডাক্তারবাবুটি কে? যাই হোক, বাবলু যে জয়সওয়ালকে চেনে একথা বেমালুম চেপে গেল।

তবে একটা কথা বলতে ছাড়ল না বাবলু, "আপনি তো ফিল্মের ব্যবসা করেন। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে টাকা খাটান। কলকাতায় যখন আপনার এত দৌড়ঝাঁপ, তখন এখানেই বা আপনি পড়ে আছেন কীসের মায়ায়?"

"আর পড়ে থাকছি না তো? এবার তো আমি কলকাতাতেই থেকে যাব।"

"সে কী! যে জায়গায় আপনি একটা দিনও থাকতে না পেরে পালিয়ে এলেন, আপনার বন্ধু যেখানে অর্ধমৃত হয়ে পড়ে রইল, সেখানে আপনি আবার যাবেন?"

"হ্যাঁ। যেতে আমাকে হবেই। এখন থেকে সেটাই হবে আমার আসল ঘাঁটি। ওখানে স্থায়ীভাবে চেপে বসে থাকলে এমন একটা সময় আসবে যখন ওরাই আমাকে ভয় পাবে।"

"আপনাদের ব্যবসাগত ব্যাপারে আমি কিন্তু একটু ক্রাইমের গন্ধ পাচ্ছি।"

"তা তোমাকে মিথ্যে বলব না বাবা। আমাদের এইসব কাজ-কারবারে একটু অপরাধ জগতের ব্যাপার আছে। তবে আমার ওষুধের দোকানটা যদি নষ্ট না হত বা ছেলেমেয়ে দুটো চুরি না যেত, তা হলে আমি এইসবের মধ্যে জড়াতাম না।"

বাবলু বলল, "যাকগে ওসব কথা। ভাল কাজ করলে ভাল ফল পাবেন। খারাপ কাজ করলে খারাপ ফল পাবেন। এখন আর দেরি করে লাভ নেই। আপনি তো বেরোবেন? এখন দিন তো দেখি আপনার কাঞ্চন-কুন্তলের ছবি।"

শশাঙ্কবাবু একটা অ্যালবাম মেলে ধরলেন বাবলুর সামনে। একেবারে ঘরোয়া ছবি। কোনওটি সাঁচি স্তূপের কাছে, কোনওটি বিদিশায়, কোনওটিবা ভোপালের শ্যামলা পাহাড়ে তোলা। বাবলু প্রত্যেকটা ছবি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল। পুষ্পার মুখের সঙ্গে এই ছবির মুখের সামান্য একটু মিলও পাওয়া যায় কি না তা নিয়ে চিন্তা করতে লাগল। কিন্তু না, কোথাও কোনওরকম মিলই নেই। দু'-একটা ছবি একটা খামে পুরে বাবলু বলল, "আমি এগুলো আমার কাছেই রাখছি।"

বাবলু ছবিগুলো নিজের কাছে রেখে বলল, "আচ্ছা, মি. জৈনের ব্যবসাপত্র যিনি দেখাশোনা করছেন সেই দীনেশ মেহতা কোথায় থাকেন?"

"ওঁর খোঁজে তোমাদের দরকার কী?"

"আছে। যদি আমাদের এই অভিযান সফল হয় তা হলে ওঁরও মোকাবিলা করব আমরা। জৈনের একমাত্র পুত্রের হত্যাকারীকেও আমরা ছেড়ে দেব না।"

"দীনেশ প্যালেক গ্রাউন্ডে থাকে।"

"আমি লোকটাকে দূর থেকে চিনে রাখতে চাই।" বলে বাবলু অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

শশাঙ্কবাবু কাজের লোককে ডেকে বললেন, "গোপাল! তুই এই খোকাবাবুর একটু দেখাশোনা করিস। আমি বিকেল নাগাদ ফিরব।" বলে বাবলুকে বললেন, "তুমি এবার একটু বিশ্রাম করো বাবা। আমি আসি। আজ আশা করি থাকছ। রাত্রে শুয়ে শুয়ে আরও কথা হবে।"

"আপনি যাবেন কোথায়?"

"এই কাছাকাছিই। বিশেষ জরুরি কাজে।"

বাবলু বলল, "স্নান-খাওয়া সেরে আমিও চলে যাব। কেন না, আর এখানে থেকেই বা কী করব আমি? আমার বন্ধুরা ওদিকে হানটান করছে।"

"ওদের সবাইকেই নিয়ে আসতে পারতে তো?"

"আনব। এখন তো কিছুদিন আছি।"

শশাঙ্কবাবু কী যেন ভেবে বললেন, "তোমাদের আর কিছু টাকা-পয়সার দরকার আছে?"

"পেলে ভাল হয়। কাল রাতে ট্রেনের মধ্যে আমরা কিছু ডাকাতের মুখোমুখি হই। সেই সময় আমার কাছে যা ছিল সবই প্রায় খোয়া গেছে।"

শশাঙ্কবাবু হেসে বললেন, "শেষকালে গোয়েন্দার পিকপকেট!"

"পিকপকেট ঠিক নয়, ছিনতাই। অবশ্য এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। প্রধানমন্ত্রীও তাঁর দেহরক্ষীর গুলিতে প্রাণ হারাতে পারেন ডাক্তারের ছেলেও ভুল চিকিৎসায় মারা যেতে পারে।"

শশাঙ্কবাবু টাকা বার করতে করতে বললেন, "সত্যি, তুমি হচ্ছ কথার রাজা।" বলে হাজার দুই টাকা বাবলুর হাতে দিলেন।

বাবলু বলল, "শুধু টাকায় তো হবে না। এই মুহূর্তে আমার আর-একটা জিনিস চাই যে।"

"কী জিনিস বলো?"

"আমার পিস্তলের জন্য কয়েকটি বুলেট।"

"তাও পাবে।" বলেই ড্রয়ার টেনে একটা পিস্তল বের করে শশাঙ্কবাবু বললেন, "আজকাল এ-জিনিসও আমি সঙ্গে রাখি। খুব বিপদে না পড়লে অবশ্য ব্যবহার করব না। কেন না, আমি এখন কোনও ঝামেলায় না জড়িয়ে সুস্থ সুন্দরভাবে বেঁচে উঠতে চাই। কাজেই তোমার দরকারের জন্য অফুরন্ত বুলেট আমি সাপ্লাই দিতে পারি।"

বাবলু আড়চোখে একবার শশাঙ্কবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। একবার ভাবল জিজ্ঞেস করে, এইরকম অফুরন্ত বুলেট আপনি সংগ্রহ করলেন কী করে? কিন্তু তা আর করল না। কেন না, এই মুহূর্তে শশাঙ্কবাবু সম্বন্ধে ওর ধারণা খুব একটা ভাল নয়। ও কয়েকটা বুলেট পকেটস্থ করে যাওয়ার জন্য তৈরি হল।

শশাঙ্কবাবু বললেন, "না না, এখন যাবে কী? স্নান-খাওয়া করো, বিশ্রাম করো। পরে যাবে। তুমি আজকেই আসবে তা তো জানতাম না। জানলে আজ আমি কোনও কাজই রাখতাম না। অথচ এমন একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপার আছে যে, না গেলেই নয়।" বলেই ডাকলেন, "গোপাল! রান্না কতদূর?"

"ভাত নেমে গেছে বাবু। এবার মাংসটা বসালেই...।"

"ঠিক আছে। তুমি দেখো বাবলুবাবুর যেন কোনও অসুবিধে না হয়। আমি আসছি।"

শশাঙ্কবাবু তৈরি হয়ে চলে গেলেন।

আর বাবলু গোপালের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ঘুরে-ফিরে ঘরদোর দেখে সময় কাটাতে লাগল। গোপাল মাত্র এক বছর কাজ করছে এখানে। কলকাতার বেহালার পরুই দাস পাড়া থেকে এসেছে ও। বেচারি ছেলেমানুষ। আর নতুন। অতএব ওর মুখ থেকে পুরনো দিনের খবর কিছুই সংগ্রহ করা গেল না।

যাই হোক, বাবলু ঘুরে দেখার ফাঁকেই ঘরময় রীতিমতো তল্লাশি চালিয়ে যেতে লাগল। এখানেও সেই বেআইনি ফিল্মের ছড়াছড়ি। যা ওর মনের মধ্যে ঘৃণার উদ্রেক করল। হঠাৎ সিঁড়ির গায়ে তালাবন্ধ একটা ঘরের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল বাবলু। গোপালকে ডেকে বলল, "গোপাল! এ-ঘর বন্ধ কেন?"

"ওতে বাবুর কী সব জিনিসপত্র আছে।"

"আমি একটু দেখতে চাই। চাবি কোথায়?"

"চাবি আছে। কিন্তু এ-ঘরে বাবু ঢুকতে মানা করেন।"

"আমি দেখব।"

গোপাল বাবলুর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর বলে, "তুমি বেড়াতে এসেছ, ঘোরো, বেড়াও, চলে যাও। আবার ও-ঘরে ঢোকা কেন?"

বাবলু ওর পকেট থেকে দশটা টাকা বার করে গোপালের হাতে দিয়ে বলে, "তুমি কিছু কিনে খেয়ো। তালাটা খুলে দাও। আমি যে কেন এসেছি তা তো তুমি জানো না। তাই ভয় পাচ্ছ। বাবু থাকলে বাবুও খুলে দেখাতেন।"

গোপাল টাকাটা পকেটে পুরে চাবি এনে তালা খুলল। ঘরটা একটু নিচুতে। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙেই অন্ধকার একটি ঘরে ঢুকে গিয়ে ভ্যাপসা গন্ধে বাবলু যেন হাঁফিয়ে উঠল। গোপাল ছুটে গিয়ে একটা টর্চ এনে বাবলুকে দিতেই যা ও দেখল, তাতে আপাদমস্তক জ্বলে উঠল বাবলুর। সে রীতিমতো গম্ভীর হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "ঠিক আছে। তালা লাগাও। আমি যে এ-ঘরে ঢুকেছিলাম বাবুকে যেন বোলো না।"

"আমি তো বলবই না। তুমিও যেন বোলো না। তা হলে আমাকে খুব বকবেন।"

বাবলু মনে মনে স্থির করল কাঞ্চন ও কুন্তলকে উদ্ধার করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টাও যেমন করবে, তেমনই চেষ্টা করবে এই লোককে জেলের ঘানি টানানোর। আর এই লোকের দেওয়া ওই দশ হাজার টাকাও ওরা ছুড়ে ফেলে দেবে।

কোনওরকমে দুটি খাওয়াদাওয়া করেই বাবলু ফিরে এল ভোপালে। আলোদের বাড়িতে সবাই অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। বাবলু যেতেই আনন্দে অধীর হয়ে উঠল সব।

বিলু বলল, "কী রে! কাজ হল?"

বাবলু ওর কানে কানে কী যেন বলতেই বিলু বলল, "বলিস কী রে!"

কথাটা মুহূর্তে কানাকানি হয়ে গেল।

আলো সব দেখেশুনে বলল, "ও, আমি বুঝি বানের জলে ভেসে এসেছি? আমাকে কিছু বলবে না?"

বাবলু বলল, "বললেও কি তুমি বুঝবে আলো? তাই তো চুপিচুপি বললাম। খুব গোপন কথা। এখন চলো, তোমাদের ভোপাল শহরটা একটু ঘুরে দেখে আসি।"

"এই তো এলে। একটু বিশ্রাম নেবে না?"

"বিশ্রাম নেওয়ার জন্য আমরা নই। আর নষ্ট করবার মতো সময়ও আমাদের হাতে নেই।"

অতএব ওরা একটা অটো নিয়ে তক্ষুনি চলল ভোপাল শহরটা ঘুরে বেড়াতে। হাজার হলেও রাজধানী শহর তো! ঘুরে দেখতে হবে বইকী! আগে অবশ্য রাজধানী ছিল নাগপুরে। পরে নাগপুর মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত হলে ভোপাল মধ্যপ্রদেশের রাজধানী হয়। একাদশ শতকে পারমার অধিপতি মহারাজ ভোজ ভোজপাল নামে একটি সরোবরের তীরে এই শহরের পত্তন করেন। তাই এর নাম হয় ভোজপাল থেকে ভোপাল। যাই হোক, অটোয় চেপে ওরা তাজ-উল-মসজিদ, জুম্মা মসজিদ, হাতিমহল, সদর মঞ্জিল, ভারতভবন— সব কিছুই দেখে নিল। তারপর বড়িতালাওতে সন্ধে পর্যন্ত নৌকাবিহার করে ওদের ঘোরা শেষ করল।

দেখাশোনার পাট যখন শেষ হল তখন সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বাবলু আলোকে বলল, "আচ্ছা আলো, তুমি কি বলতে পারো, প্যালেক গ্রাউন্ডটা কোথায়?"

আলো ওর সুন্দর মুখে চোখের দুটি তারা নাচিয়ে বলল, "কেন পারব না? কিন্তু কী ব্যাপার বলো তো?"

"ব্যাপার অবশ্য একটা আছে।"

"কী ব্যাপার! তোমরা এখানে নতুন। এসেই হঠাৎ বিদিশায় যেতে চাইলে। পাছে আমি যাই তাই আমাকে এড়াবার জন্য তুমি একাই পালালে। এখন আবার প্যালেক গ্রাউন্ডের নাম করছ। ব্যাপারটা কী?"

বাবলু বলল, "শোনা আলো। তোমার যে-রকম আগ্রহ তাতে সব কথা তোমাকে খুলে বলতে পারলে আমি অত্যন্ত খুশি হতাম। কিন্তু সত্যি বলতে কী, এমন কিছু ব্যাপার আছে এখানে, যা তোমাকে বলা যাবে না। পরে অবশ্য তুমি সবই জানবে।"

আলো বলল, "তা হলে শোনো। এমন কোনও বাঙালি ঘরের ছেলেমেয়ে নেই, যারা তোমাদের চেনে না। তোমরাই যে বিখ্যাত পাণ্ডব গোয়েন্দা তা আমি অনেক আগেই জেনেছি। কিন্তু আমিও অত্যন্ত চাপা মেয়ে। যেহেতু তোমরা তোমাদের পরিচয় দাওনি, সেইহেতু আমিও সব জেনেও চুপচাপ আছি। আর আঠার মতো লেগে আছি তোমাদের সঙ্গে। কিছুতেই তোমাদের পিছু ছাড়িনি।"

বাবলু অবাক হয়ে চেয়ে রইল আলোর দিকে।

আলো বলল, "হয় তোমরা এক্ষুনি আমার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করো, না হলে আমি ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াব তোমাদের পেছনে। বাচ্চু-বিচ্ছুর মুখে আমি শুনেছি তোমরা ইন্দোর যাবে, মাণ্ডু যাবে। আমি মাণ্ডু কখনও দেখিনি। তাই তোমাদের সঙ্গ ছাড়ব না। আমাকে কিছুতেই এড়াতে পারবে না তোমরা।"

বাবলু বলল, "তুমি আমাদের সঙ্গে থাকলে আমরা অত্যন্ত খুশি হব। কিন্তু তোমার বাড়িতে কি তোমাকে ছাড়বে?"

"আমাকে কেউ কোনওদিন আটকে রাখতে পারেনি। আমি নামে আলো। কিন্তু আমাকে বাধা দিলেই আমি অন্ধকার।"

বাবলু ওর পিঠ চাপড়ে বলল, "শাবাশ।"

"এবার বলো প্যালেক গ্রাউন্ডে তোমরা কেন যাবে?"

"ওখানে দীনেশ মেহতা নামে একজনের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।"

আলোর মুখ কালো হয়ে গেল। বলল, "ওরে বাবা। ও কিন্তু সাংঘাতিক লোক। তোমরা যেয়ো না ওর কাছে।"

"কেন? গেলে কী করবে? আমাদের চিবিয়ে খাবে?"

"অসম্ভব কিছু নয়।" তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, "সত্যিই কি তোমরা যাবে?"

"হ্যাঁ। যেতেই হবে একবার।"

"এসো তবে।"

আবার একটা অটো নিয়ে ওরা প্যালেক গ্রাউন্ডে দীনেশ মেহতার বাড়ির সামনে এসে হাজির হল। বাড়ি তো নয়, প্রাসাদ একটি। এর গোটা চৌহদ্দির মধ্যে কয়েকটা ভয়ংকর দর্শন কুকুর ছাড়া থাকে সব সময়। গেটের কাছে তাই বড় বড় হরফে লেখা আছে, "বিওয়্যার অব ডগস।"

ওরা যেতে প্রথমেই দারোয়ান আটকাল ওদের। বলল, "বাবুকা সাথ মুলাকাত নেহি হোগা।"

বাবলু বলল, "বিশেষ দরকার। একবার তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা করিয়ে দাও ভাই। আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি। মি. জৈনের ব্যাপারে একটা খবর আছে।"

এইবার কাজ হল। দারোয়ান একজন লোককে ভেতর বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেই লোকটি একটু পরে ঘুরে এসে বলল, "আইয়ে।"

পঞ্চু তো ভেতরে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েই ছিল। কিন্তু ওরা যেতে দিল না। শুধু পঞ্চু কেন, কাউকেই না। একমাত্র বাবলুই গেল। আর ওরা অপেক্ষা করতে লাগল গেটের বাইরে।

বাড়ির ভেতরে যেখানে বাবলুকে নিয়ে যাওয়া হল সেখানে গিয়ে বাবলু দেখল একজন ভীষণদর্শন লোক, চাপদাড়ি, গড়গড়ায় নলে তামাক খাচ্ছেন। বাবলুর দিকে একবার ফিরেও তাকালেন না তিনি। চোখদুটো দেওয়ালের দিকে নিবদ্ধ। আর পাথরের চোখের মতো স্থির। বাবলুর বুক ভয়ে শুকিয়ে গেল। ওর সর্বাঙ্গে একটা হিম-স্রোত বয়ে গেল তখন। এই নাকি মানুষ। এ যে বাঘের চেয়েও ভয়ংকর।

বাবলু কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "আপনিই দীনেশ মেহতা?"

লোকটি এবার সরাসরি তাকালেন বাবলুর দিকে। কোনও মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে এইভাবে কখনও পা কাঁপেনি বাবলুর। উনি গম্ভীর গলায় ডাক দিলেন, "দীনেশ! এ দীনেশ! দেখো তো কৌন আয়া।"

ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের ভেতর থেকে লাল মুখ একজন যুবক সন্ত্রস্ত হয়ে এগিয়ে এসে বাবলুকে বলল, "ক্যা চাহিয়ে?"

"আপনিই দীনেশ মেহতা?"

"হাঁ। ম্যায় হুঁ দীনেশ মেটা।"

বাবলু যে কেন এল, কী বলবে কিছুই ভেবে পেল না এবার। মানুষ দেখে এত ভয় ওর কখনও হয়নি। পরিবেশের জন্যই কি? এখন মনে হচ্ছে এখানে না এলেই বুঝি হত। তবুও চট করে একটা বুদ্ধি মাথায় এনে বলল, "শুনুন, আমরা ক'জন বন্ধু মিলে কাল সকালে ইন্দোর যাচ্ছি। আপনাদের কনসার্নের মালিক মি. জৈনের সঙ্গে আমি একটু দেখা করতে চাই। আমার বাবা কোনও একটা ব্যাপারে ওঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। তাই তিনি বারবার বলে দিয়েছেন আমরা যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আমরা ভোপালে এসেছিলাম সাঁচি দেখতে। এসে শুনলাম আপনি নাকি ওঁর ট্রাস্টি দেখাশোনা করেন।"

"তুমহারা বাত মেরা সমঝমে নেহি আতা।"

"অন্য কিছু নয়, এইসময় উনি ইন্দোর শহরের বাইরেও থাকতে পারেন তো? যদি না থাকেন তা হলে ওঁদের কোনও ধর্মশালা বা গেস্টহাউসে আমাদের একটু থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন কি?"

"ও বাদ মে দিখা যায়েগা। লেকিন মতলব ক্যা তুমহারা?"

"এতে আর মতলবের কী আছে?"

সেই ভয়ংকর লোকটি এবার মুখ খুললেন, "কিন্তু ওইখানে থাকলে তোমাদের কাজকামের কি কুছু সুবিধা হোবে?"

বাবলুর পায়ের তলার মাটি আবার যেন দুলে উঠল। এই লোকটি ওদের কাজকর্মের কথা টের পেয়ে গেল নাকি? বলল, "আপনি কে?"

"হামকো সমঝনে কা কোসিস মাত করো। হামি বহত ডেঞ্জারাস আদমি আছে। আর শশাঙ্কবাবুকে বলে দিয়ো উনি যেন আমার সঙ্গে বেশি চালাকি করতে না আসেন।"

এইভাবে যে ধরা পড়ে যাবে বাবলু তা ভাবতেও পারেনি। তাই সে কোনও কথাই বলতে পারল না।

বজ্রকঠিন কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, "তুমি লোগ কাল রাত কো ট্রেন মে দো-তিন ডাকাইত কো ঘায়েল কিয়া থা না? হিঁয়াকা পোলিশ হামকো বতায়া তুম ক্যালকাটা পোলিশকা হেলপার। প্রাইভেট সি আই ডি।"

বাবলু ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

উনি বলেই চললেন, "আজ সবেরে তুম সাঁচি দেখনে গিয়া থা! বিদিশা দেখা?"

"দেখেছি।"

"শশাঙ্কবাবুকা মকান ক্যায়সা দেখা?"

বাবলু বলল, "আপনি তো আমাদের ব্যাপারে সব খবরই রেখেছেন দেখছি।"

"হামি ভি সি আই ডি আছে। দেখো তো দীনেশ। সার্চ করো ইসকো। কুছ-না-কুছ রহেগা ইসিকা পাস।"

দীনেশ ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবলুর ওপর। প্রথমেই ও টেনে বার করল কাঞ্চন ও কুন্তলের ফোটোগুলো। তারপর পেয়ে গেল পিস্তলটা।

কোনও মানুষের চোখে কখনও আগুন জ্বলতে দেখেনি বাবলু। এই লোকটির চোখে আজ তাই দেখল। ভয়ংকর ক্রোধে উনি বললেন, "এ ফোটো কাঁহাসে মিলা?"

বাবলু বুঝতে পারল আর ভয় পেয়ে কোনও লাভ নেই। বলল, "শশাঙ্কবাবুই দিয়েছেন।"

"ও দোনো জিন্দা হ্যায় ক্যা মুরদা ও দেখনে কে লিয়ে?"

"ঠিক তাই।"

গম্ভীর গলা আবার গমগমিয়ে উঠল, "হরকিষণ!"

একজন বলিষ্ঠ চেহারার লোক এসে দাঁড়াল সেখানে।

" বাহার লে যাও এ বাঙালি বাচ্ছা কো। জলদি লে যাও।" বলেই চোখ টিপে দিলেন।

বাবলুর চোখে তখন জল এসে গেছে। এইরকম বিপজ্জনক মুহূর্তে পিস্তলটাই ওর একমাত্র অবলম্বন। অথচ সেই পিস্তলটাই এখন ওদের হাতে। দীনেশ মেহতা শক্ত করে ধরে আছে সেটা।

হরকিষণ বাবলুকে প্রায় টেনেহিঁচড়েই নিয়ে গেল বাইরে। তারপর ধাক্কা মেরে ফেলে দিল লনে। দিয়েই মুখে একটা বিশ্রী রকমের আওয়াজ করল। সঙ্গে সঙ্গে আশপাশ থেকে ছুটে এল ভীষণ দর্শন চারটে কুকুর।

বাবলু চিৎকার করে প্রাণভয়ে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোনও লাভ হল না। যেদিকে যায় সেদিকেই ঘেরা পাঁচিল আর ক্ষুধিত কুকুরের তাড়া।

সেই ভয়ংকর মানুষটি তখন মজা দেখে ঘরের ভেতর থেকে প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ছেন। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

বাবলু তখন বাবলুর মধ্যে নেই।

কুকুরগুলো ওকে ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য উল্লাসে দাপাদাপি করছে। আর বাবলু ওদের আক্রমণের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য এলোপাথাড়ি ছুটোছুটি করছে। এইভাবে ছুটোছুটি করতে করতে একসময় দারুণ রকমের হাঁপিয়ে পড়ল। প্রচণ্ড ভয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে পাঁচিলের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল ও। শুধু এইটুকু অনুভব করতে পারল যে, চারটি মৃত্যুদূত ধীরে ধীরে ওর দিকে এগিয়ে আসছে।

ওদিকে বাবলুর ওইরকম অবস্থা দেখে দূরে দাঁড়িয়ে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর আলো চিৎকার করতে লাগল।

পঞ্চুও শুরু করল প্রচণ্ড হাঁক-ডাক ও দারুণ দাপাদাপি।

কিন্তু মেন গেটটি দারোয়ান তখন এমনভাবে বন্ধ করে দিয়েছে যে, ওরা হাজার চেষ্টা করেও ভেতরে ঢুকে বাবলুকে উদ্ধার করতে পারল না। অতএব আর একটুও দেরি না করে একটা অটো নিয়ে সোজা চলে গেল এখানকরা পুলিশ হেড কোয়ার্টারে।

সেখানে তখন ভীষণ ভিড়।

বরাত যখন মন্দ হয় তখন এইরকমই হয়। একটি পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক দলের মোকাবিলা করতে পুলিশ তখন এমনই বিব্রত যে, ওদের কথা কেউ ভাল করে শুনলই না।

অনেক পরে অবশ্য একজন ইনস্পেক্টর ওদের অভিযোগমতো একটা ডায়রি লিখে নিয়ে বললেন, "চলিয়ে তো, ক্যা তামাসা দেখা যায়।"

পুলিশের ভ্যানেই ওরা এসে হাজির হল প্যালেক গ্রাউন্ডে। সেই কুখ্যাত বাড়িটার সামনে।

পুলিশের গাড়ি দেখামাত্রই দারোয়ান এসে গেট খুলে দিল।

কয়েকজন কনস্টেবলসহ ইনস্পেক্টর নামলেন। তারপর শুরু হল তল্লাশি।

দীনেশ মেহতা ঘরেই ছিল। পুলিশ দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠে বলল, "বাত ক্যা!"

বিলু কঠিন গলায় বলল, "বাবলু কোথায়?"

"হাম ক্যা জানে?'ইধার তো কোঈ নেহি আয়া।"

ভোম্বল তখন ছিঁড়ে ফেলা ফোটোর কপিগুলো কুড়িয়ে নিয়ে বলল, "কেউ যদি আসেইনি তো এগুলো এখানে কী করে এল? এগুলো তো বাবলুর কাছেই ছিল।"

পঞ্চু তখন টেবিলের ওপরে রাখা বাবলুর পিস্তলটা মুখে নিয়ে চুপিচুপি বিলুর হাতে দিয়েছে। কিন্তু দিলেই বা কী হবে? বিলু তো এর ব্যবহার জানে না। আর জানলেও পুলিশের সামনে প্রয়োগ করা যায় না।

দীনেশ ফোটোর ব্যাপারে কোনও কিছু না বলতেই ক্রুদ্ধ ভোম্বল রাগের মাথায় গদাম করে একটা ঘুষি বসিয়ে দিল দীনেশের মুখে।

ইনস্পেক্টর বললেন, "কানুন আপনা হাত মে মাত ওঠাও ভাই। যব তক হাম হ্যায় তব তক তুম কুছ না করো।"

দীনেশ তখন অপমানে ক্রোধে কিছু একটা করতে যাচ্ছিল। কিন্তু পঞ্চু তখন ভয়ংকর।

এদিকে পুলিশের সাহায্য নিয়ে সকলে সারা বাড়ি তোলপাড় করেও বাবলুর কোনও সন্ধান পেল না। অগত্যা বাবলু ছাড়াই পাণ্ডব গোয়েন্দারা আবার ফিরে এল ওদের লজে।

॥ সাত ॥

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর মুখে সব কথা শুনে হায়-হায় করতে লাগল আলো। বলল, "কী করলে বলো তো? জেনেশুনে বাঘের গুহায় ঢুকে পড়লে? আর এই কথাগুলো আগে তোমরা একবারও জানালে না আমাকে। তোমরা যতই কৃতী হও, আমি তো এখানকারই মেয়ে। আমি তো কোনও-না-কোনওভাবে তোমাদের সাহায্য করতে পারতাম। তোমরা কি জানো আমার বাবা ওই জৈনেরই ফার্মে কাজ করেন।"

বিলু, ভোম্বল একসঙ্গে বলে উঠল, "আলো!"

"আর আলো। ওই দীনেশ মেটার খপ্পর থেকে বাবলুকে আর ফেরত পাবে ভেবেছ? ওরা শত্রুর শেষ রাখে না। এতক্ষণে হয়তো বাবলুকে ওই কুকুরগুলো একটু-একটু করে খেয়েই শেষ করেছে।"

বাচ্চু বলল, "কিন্তু ওই বাড়িতে ঢুকে কুকুরগুলোকে তো আমরা আর দেখতে পেলাম না।"

"হয়তো আমরা যে-সময় পুলিশে খবর দিতে গিয়েছিলাম, ঠিক ওইসময় ওরা বাবলুকে এবং কুকুরগুলোকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অথবা কুকুরগুলোকে রেখেছে অন্য কোনও ঘরে। তবে শুনেছি কুকুরগুলো এমনই ট্রেনিংপ্রাপ্ত যে, কামড়াতে না বললে ওরা কামড়ায় না। শুধু ভয় দেখিয়ে ছুটিয়ে মারবে। আর যাকে কামড়াতে বলবে তার হাড় পর্যন্ত চিবিয়ে না খেয়ে ওরা মুখ তুলবে না।"

"বলো কী! তা হলে বাবলু...!"

"আমার তো একটুও ভাল মনে হচ্ছে না। বিশেষ করে তোমরা যার সঙ্গে লাগতে এসেছ সেই ওবেরয় হচ্ছে এই অঞ্চলের সন্ত্রাস। শুনেছি নিমারের উপত্যকা জুড়ে ওর দুষ্টচক্রের ঘাঁটি। আর ওই মি. জৈন। উনিও একজন ড্রাগিস্ট ছিলেন। ওবেরয়েরও জাল ওষুধ, ভেজাল বেবিফুডের কারবার। এই নিয়েই ওঁদের বিরোধ। এখানকার সবাই জানে ওই মি. ওবেরয়ই শশাঙ্কবাবুর ছেলে-মেয়েকে মেরে ফেলেছে অথবা আটকে রেখেছে কিংবা বেচে দিয়েছে কারও কাছে। আর ওঁরই ষড়যন্ত্রে মারা গেছে মি. জৈনের একমাত্র সন্তান। পরে অবশ্য জৈনজি আবার বিয়ে করেন। এখন উনি দুই সন্তানের পিতা। আর এও জেনে রাখো, এইসব ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর থেকে জৈনজির সঙ্গে দীনেশ মেটার সম্পর্ক খুব একটা ভাল নয়। এইরকম অবস্থায় ওইসব তাবড়-তাবড় লোকেরা যখন ওদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না, তখন তোমরা কোন সাহসে এই কাজের জন্য এগিয়ে এলে?"

বিলু বলল, "এখন তা হলে কী করব আমরা? এই বিদেশে-বিভুঁইয়ে, এই রহস্যের অন্ধকারে তুমিই আমাদের আলো দেখাও।"

আলো বলল, "আমি উপায় খুঁজে বার করছি। তোমরা লড়ে যাও। এখানকার পুলিশের ওপর একদম ভরসা রেখো না। ওরা সামনে ভাল, পেছনে কালো। কাল সকালে মালোয়াঁ (ট্রেন) ধরে চলো আমরা ইন্দোর যাই। মি. জৈনের সঙ্গে দেখা করি। তাঁর পরামর্শ চাই। উনি আমাকে চেনেন। তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে উনি কী বলেন শুনে সেইমতো ধীরে-ধীরে এগনো যাবে। তবে বাবলুর আশা কিন্তু মন থেকে মুছে ফ্যালো।"

পঞ্চু কখনও কাঁদে না। এইসব আলোচনা শোনার পর হঠাৎ কেমন করুণ সুরে 'আঁ-আঁ-আঁউ' করে কেঁদে উঠল ও।

বাচ্চু-বিচ্ছু সঙ্গে সঙ্গে ওকে বুকে জড়িয়ে সান্ত্বনা দিল। আর বিলু, ভোম্বল মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল চুপচাপ।

কী সুন্দর ছবির মতো সাজানো শহর এই ইন্দোর। আর সেই ইন্দোর শহরের বুকে চমৎকার পরিবেশে শোভা পাচ্ছে আদিকেশর জৈনের সফেদওয়ালা জৈনপুরী। আলোরা যখন গেল মি. জৈন তখন ওঁরই বাড়ির পাশে নেমিনাথের মন্দিরে ছিলেন। আলোকে দেখে হাসিমুখে বললেন, "রিনি ঠিনি।" অর্থাৎ কিনা একটু দাঁড়াও।

উপাসনা শেষ হলে মি. জৈন ওদের নিয়ে তাঁর বসবার ঘরে এলেন।

এমন শান্ত সুন্দর মূর্তি সচরাচর দেখা যায় না। দেখলেই প্রণাম করতে ইচ্ছে করে।

মি. জৈন প্রথমেই পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর নিজে উঠে গিয়ে নানারকম লোভনীয় খাবার নিয়ে এসে একটি একটি করে নিজের হাতে খাইয়ে দিলেন পঞ্চুকে।

একজন লোক এসে ডিশে করে নামকিন আর দরবেশের মতো লাড্ডু এনে খেতে দিল সকলকে।

সকলের খাওয়া হলে জৈনজি আলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাবা কা হাল ক্যায়সা?"

"তবিয়ত ঠিক নেহি। জব্বলপুরসে আনেকা টাইম টেরেন মে ডাকু পিছু লাগ গিয়া হামারা। ওহি বখত এক...।"

"ব্যস। জায়দা মাত বোলো। তো এহি হ্যায় ও কুত্তা। আর ও লেড়কা কৌন?"

আলো বলল, "সে নেই। না জানে কাঁহা ছুপাকে রাখ্‌খা আপকা দীনেশ।"

"দীনেশ!"

"জি হাঁ।"

আলো তখন সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলল মি. জৈনকে। আর বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্চুও ওদের আসবার কারণ, এমনকী জৈনজির ছেলের হত্যাকারীর ওপর চরম বদলা নিতে গিয়েই যে দীনেশ মেটার তদন্ত করতে ওই বাড়িতে ঢুকেছিল তাও বলল।

সব শুনে কপালে হাত দিয়ে জৈনজি বললেন, "না জানে ভগবান তুমনে কিস লিয়ে ভেজা। ম্যায়নে তো ছোড় দিয়া ও শয়তান কো।"

বিলু বলল, "এখন আপনি একটু দীনেশকে ফোন করে বলে দিন বাবলুকে যেন ফিরিয়ে দেয়।"

মি. জৈন অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করতে-করতে বললেন, "নেহি নেহি নেহি। ইসমে দীনেশ কা কোঈ হাত নেহি হ্যায়। জরুর ও ওব্বেরয় কি চক্করমে ফাঁস গয়া।" বলেই স্বগতোক্তি করলেন, "হায় ভগবান! আভি তক খেল খতম নেহি হো চুকা ও শয়তান কা। কিতনি বুরা কাম করতে হ্যায় এ লোগ। ওব্বেরয়-ওব্বেরয়-ওব্বেরয়। যাঁহা দুশমনি বঁহা ওব্বেরায়। যাঁহা খারাবি বঁহা ওব্বেরয়।" তারপর একসময় স্থির হয়ে আবার আসন গ্রহণ করে বললেন, "তো শুনো। তুমি লোগ্‌ ভাল কামকে লিয়ে ইখানে আসিয়েছ। ভগবান কি দুনিয়ামে কিসিকো ছোটা শোচতে নেই। হামারা এক লেড়কা থা। উসকা নাম থা চন্দ্রনাথ। জালি দাওয়াই কি ওজোঃসে ও মর গিয়া। বেচারি কিতনি মাসুম থা।" কথা বলতে বলতেই ছেলের শোকে জৈনজির চোখে জল এসে গেল।

বিলু বলল, "কত বয়স ছিল আপনার ছেলের?"

"ষোলো বরষ কা লেড়কা থা।" জৈনজি রুমালের খুঁটে চোখের জল মুছে বললেন, "ওহি টাইম মে আমার দিমাক এমন খারাপ হয়ে গেল যে আমি ভোপাল ছোড় কর ইন্দোর চলে এলাম। মিসেস জৈন মারা গেলেন। আমি প্রপারটি বাঁচানে কে লিয়ে ফিন শাদি করলাম। আমার দুই লেড়কা হল। ওদের আমি ভগবান নেমিনাথের চরণো মে উৎসর্গ করে দিয়েছি। হামারা দাওয়াই কা বিজনেস থা। ড্রাগিস্ট। তুমি লোক যে শশাঙ্কবাবুকে লিয়ে কাম করতে এসেছ, উনি ছিলেন আমার অল ইন্ডিয়া রিপ্রেজেন্টেটিভ। আউর সেলসম্যান ভি। আমরা দুনো জনে এই ওব্বেরয় কি চক্করমে ফেঁসে গেলাম। মেরা বিজনেস হাম জয়সওয়ালকো দে দিয়া। পহলে ও আদমি আচ্ছা থা। লেকিন বাদ মে ও আদমি ভি বুরা বন গয়া। মুঝে এ নেহি মালুম থা কি ও ভি ওব্বেরয় কা দোস্ত। আভি ও নকলি দাওয়াই বনাতা। খারাপ পিকচার বনাতা। উসকা এক ভাই থা..."

বিলু বলল, "থা কেন? এখনও তো আছে।"

"উসকো পাগল বনাকে রাখ্‌খা। দো-তিন ঝুটা ডিপ্লোমা কা ডাক্তার ভি হ্যায় উন লোগোন কা সাথ।"

"শুনেছি কলকাতার কাছে বজবজে নাকি এইরকম একজন ডাক্তার আছেন।"

"কলকাত্তা মে তো হ্যায়ই। দিল্লি বোম্বাই মে ভি হ্যায়।"

বাচ্চু-বিচ্চু বলল, "তা এখানকার পুলিশ কি জানে না? কেন কিছু বলছে না ওদের?"

"ওরা কাকে কী বলবে? পুলিশ প্রশাসন ভি এদের ভয় পায়।"

"কিন্তু কেন?"

"ইসি লিয়ে যে পুলিশের আপার লেভেলেরও কিছু অফিসার এদের সঙ্গে ইনভলভড আছে।"

"তা হলে?"

"তা হলে আর কী! আদিনাথ, নেমিনাথের অহিংসার দেশে হিংসাই চলতে থাকবে। ওই দীনেশ আচ্ছা আদমি না আছে। জয়সওয়াল আচ্ছা আদমি না আছে। শশাঙ্কবাবু ভি আচ্ছা আদমি না আছে। তাই আমি এই

আদমিদের কাছ থেকে দূরে চলে আসিয়েছে। ও শশাঙ্কবাবু খারাপি পিকচার বনাতা। স্মাগলিং করতা। জয়সওয়াল কা সাথ পহলে দোস্তি থা। আভি কুছ গড়বড় হো গিয়া। ও এক রেসপেক্টেবল অফিসার থা। লেকিন ও হামারা দেশ কি দুশমন। ইসি লিয়ে উসকো নোকরি সে হটায়া দিয়া হোগা।"

"বলেন কী!"

"ও সরকারি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কা এক অফিসার থা। বহত ভ্যালুয়েবল মূর্তি চুরাকে ও ফরেন কান্ট্রিমে ভেজ দিয়া।"

বিলু বলল, "আমরা জানি ওঁর আরও অনেক দুষ্প্রাপ্য মূর্তি কোথায় কোনখানে লুকনো আছে। বাবলু নিজে চোখে দেখে এসেছে ওঁর বিদিশার বাড়িতে আন্ডার গ্রাউন্ডে ওইসব মূল্যবান সম্পদ কীভাবে আছে। আমাদের কাজ শেষ হলেই সব কথা জানিয়ে দেব এখানকার পুলিশকে।'

"লেকিন আভি তুম ক্যা করো গে?"

"সেই পরামর্শ নিতেই তো আপনার কাছে এসেছি আমরা। বলুন না কীভাবে কী করব?"

মি. জৈন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "তুম এক কাম করো। হিঁয়াসে মাণ্ডব চলা যাও। জয়সওয়াল কা সাথ তো জান-পয়চান হো গিয়া পহলে। উসকো সব কুছ বতাও। বাবলু জিন্দা রহেগা তো তুমকো জরুর মদত করেগা।"

বিলু বলল, "কিন্তু একটা কথা। আমরা যখন ওঁর বাড়িতে গিয়ে আপনার কথা বললাম উনি তখন অত ভয় পেয়ে গেলেন কেন? কেনই বা আমাদের এড়িয়ে গেলেন?"

মি. জৈন একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "বোলনা নেহি চাতা, লেকিন বোলনা হি পড়েগা। আমি ওর এমন কুছু কথা জানি যা কেউ জানে না। তোমরা যদি সাবধানীসে কাম করো তো আমি তোমাদের বলতে পারি।"

"আপনি আমাদের ওপর এটুকু বিশ্বাস রাখতে পারেন। এমনকী আমরা যে এখানে এসেছিলাম বা আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে তাও বলব না ওঁকে।"

"তো শুনো।" বলে বিলুর কানে-কানে কী যেন বললেন জৈনজি।

শুনেই বিলুর চোখদুটো বড় বড় হয়ে গেল, "সত্যি!"

"যাও। দের মাত করো। আভি চলা যাও। দশ মিনিট কা বাদ এক বাস মিলেগা। ধার হো কর যায়েগা ও বাস। লেকিন খুব সাবধানীসে কাম করনা। কুছ গড়বড় হো যায়েগা তো ওব্বেরয় মার ডালেগা সবকো।"

"ওরা সকলে জৈনজির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে পড়ল। তারপর রেলওয়ে স্টেশনের বিপরীত দিকে বাসস্ট্যান্ডে এসে মাণ্ডুর বাসে চেপে বসল। সরকারি বাস নয় অবশ্য। প্রাইভেট। কন্ডাক্টর বাসের সামনে দাঁড়িয়ে সমানে হেঁকে চলেছে, "মাণ্ডব! মাণ্ডব! ছুটনেবালি হ্যায়। জলদি আ যাও ভাই। মাণ্ডব...।"

মাণ্ডুর বাস ধার হয়ে মাণ্ডু যখন পৌঁছল তখন সন্ধে হয়ে গেছে। ওই দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গে পৌঁছতে এই পার্বত্য-প্রদেশে আলমগীর দরওয়াজা, ভাঙ্গি দরওয়াজা, কামানি ও গাদি দরওয়াজা প্রভৃতি কয়েকটি ফটক বাসে করেই পেরোল ওরা। তারপর যখন সুবিশাল জুম্মা মসজিদের গায়ে অন্ধকারে বাস থেকে নামল মন তখন ভয়ে বিস্ময়ে আনন্দে ভরে উঠল ওদের।

এই সেই মাণ্ডু। কিংবদন্তির দেশ। রানি রূপমতীর মাণ্ডু। বিন্ধ্য পর্বতমালার উপরিভাগে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ছড়ানো গড়মহলের মাণ্ডু। ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আনন্দদেও নামে এক রাজপুত রাজা প্রথম মাণ্ডুর দুর্গ স্থাপন করেন। শোনা যায় তারাপুর গ্রামে মণ্ডপ নামে এক স্বর্ণকার একবার একটি পরশমণি কুড়িয়ে পায়। তা সেটি সে নিজের কাছে না রেখে দিয়ে দেয় ধার রাজ্যের রাজাকে। ধার-এর রাজা সেই পরশমণির প্রভাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী হন। তিনি তখন ভালবেসে এইখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করে তার নাম দেন মণ্ডপ। এই মণ্ডপই পরে মাণ্ডু হয়। দশম শতাব্দীতে এই দুর্গ ছিল গুর্জর প্রতিহারী রাজাদের কনৌজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে মালোঁয়ার পারমার রাজাদের খুব রমরমা হয়। তবে রানি রূপমতী আর বাজবাহাদুরের অমর ভালবাসার স্মৃতি নিয়েই মাণ্ডু আজও রূপমতী। গুলাম ইয়াজদানি এই মাণ্ডুর নাম দিয়েছেন 'শারাংপুর' বা আনন্দনগরী অর্থাৎ কিনা 'সিটি অব জয়'। সারা পৃথিবীতে মাণ্ডু এখন এই নামেই পরিচিত। আর রূপমতীর নাম ঐতিহাসিকরা দিয়েছেন 'লেডি অব লোটাস'। অর্থাৎ 'পদ্মবালা'।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর আলো পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়ে বাস থেকে নেমে কোথায় যাবে, কী করবে তাই

ভাবতে লাগল। বিলু পুষ্পার মুখে বাসস্ট্যান্ডের গায়ে যে সর্দারজির হোটেলটা আছে, তার কথা শুনেছিল। বিলু দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষও করল হোটেলটাকে। তবুও যেতে সাহস করল না ওখানে। তাই পায়ে পায়ে একটু এগিয়ে বড় রাস্তার গায়ে এসে পড়ল। এক জায়গায় ছোট্ট একটি পানের দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমরা মাণ্ডু দেখতে এসেছি। এখানে থাকার মতো কোথাও একটা ঘর-টর ভাড়া পাওয়া যাবে ভাই?"

দোকানদার ওদের দিকে এক নজর তাকিয়ে সস্নেহে বলল, "জরুর মিলেগা। ও দেখো রামমন্দির। ধরমশালা। উঁহা রুম মিল যায়েগা। ভাড়া কমতি হোগা, আরাম ভি মিলেগা।"

ওরা সেই আধো-আলো, আধো-অন্ধকারে পায়ে পায়ে রামমন্দিরে এসে হাজির হল। মন্দিরের ভেতরটা সেবাইত ও সাধু-সজ্জনে পরিপূর্ণ ছিল। ওরা যেতেই একজন এগিয়ে এসে বললেন, "কী চাই?"

বিলু বলল, "আমরা মাণ্ডু বেড়াতে এসেছি। আপনাদের ধর্মশালায় আমাদের দু'-একটা দিন থাকতে দেবেন?"

মন্দিরের লোকটি একবার সকলকে দেখে বললেন, "ঠারো। তারপর হাঁক দিলেন, "ছোট্টু! এ ছোট্টুলাল! রুম খালি আছে রে?"

একটি ছিপছিপে চেহারার বারো-চোদ্দো বছরের ছেলে চাবি নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বলল, "হাঁ হ্যায়। দো রুম খালি হ্যায়।"

"যাও যাও। জলদি করো। আরতি কা টাইম হো রহা।"

সুস্থ সুন্দর ছেলেটি চাবি নিয়ে মন্দিরের বাইরের দিকে সারিবদ্ধ কয়েকটি ঘরের কাছে নিয়ে গিয়ে তালা খুলে একটি ঘরে ঢুকিয়ে দিল ওদের।

বিলু বলল, "বেশ বড় ঘর আছে দেখছি। কত ভাড়া দিতে হবে ভাই?"

"বিশ রুপিয়া। এক দিনকে লিয়ে। বিস্তারা ভি মিলেগা।" বলেই পাশের একটি ঘর থেকে তোশক আর বালিশ এনে ধপাধপ ফেলে দিল। তারপর বলল, "হাম যা রঁহে। আরতি কা টাইম হো গিয়া। তুম সব আ যাও।" বলে চাবিটা ওদের হাতে দিয়ে চলে গেল।

ওদের ঠিক পাশের ঘরেই কলকাতার দিক থেকে দু'জন বয়স্ক ভদ্রলোক এসে উঠেছিলেন। তাদের কথাবার্তার শব্দ কানে আসতেই বিলু দরজায় টোকা দিল।

ভেতর থেকে উত্তর এল, "কে?"

"আমরা। বাংলা কথা শুনে আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। দরজাটা একবার খুলবেন?"

"আমরা সন্ধের পর দরজা কাউকে খুলি না ভাই। বাইরেও যাই না। কাল সকালে আলাপ করব। কেমন? কিছু মনে কোরো না।"

অগত্যা ওরা দরজায় তালা লাগিয়ে মন্দিরে এল আরতি দেখতে।

আরতি শেষ হলে আলো ছোট্টুলালকে ডেকে বলল, "ছোট্টুভাই! তোমাদের মন্দিরে কোনও ভোগ-প্রসাদ কিছু পাওয়ার ব্যবস্থা আছে? কেন না, রাত্রের জন্য কিছু খাবার তো আমাদের চাই।"

ছোট্টুলাল অবাক হয়ে বলল, "তোমরা বাঙালি? আমি খুব ভাল বাংলা বলতে পারি। তোমরা এই মন্দিরের উলটো দিকেই রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিচ্ছে ওইখানে গেলে গুজরাতিদের একটা হোটেল দেখতে পাবে। ওখানে সবরকম খাবার পাবে। আর না হলে বাসস্ট্যান্ডে সর্দারজির হোটেলে চলে যাও। ওখানেও খাবার ভাল পাবে। সর্দারজি ভাল লোক আছে।"

ছোট্টুলালের কথামতো ওরা সবাই বাসস্ট্যান্ডে সর্দারজির হোটেলই খেতে আসবার জন্য মনঃস্থির করল। এমন সময় আশ্রমবাসিনী এক তরুণী মিষ্টি হাসিমুখে ওদের কাছে এসে বলল, "এই ছেলে-মেয়েরা, তোমরা কতক্ষণ এসেছ এখানে?"

বিলু বলল, "এই একটু আগে এসেছি আমরা।"

"চলো, আগে ঘর খুলে বালতি বার করে দেবে চলো। জল ভরে দিই। পরে না হলে মুশকিলে পড়ে যাবে।"

আলো ছুটে গিয়ে ঘর থেকে বড় একটা বালতি এনে তরুণীকে দিল।

তরুণী বলল, "এর ভেতরে কোনও মগ ছিল না?"

"হ্যাঁ। সেটা রেখে এসেছি ঘরে।"

"শোনো, এখানে সবসময় জল পাওয়া যায় না। তাই খুব চেষ্টা করবে অল্প জল খরচ করবার। আর এই জলই খাবে তোমরা।" বলে বালতি নিয়ে চলে গেল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই এক বালতি জল এনে ঢুকিয়ে দিল ঘরে। তারপর বলল, "আরও শুনে রাখো, তোমরা যদি রাত-ভিত ওঠো, তা হলে এই সামনেই মাঠ

আছে। তবে বেশিদূর যাবে না কিন্তু। পাশেই খাদ। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না এখন। একটু অসাবধান হলেই পড়ে যেতে পারো।”

বিলু বলল, “না বাবা। রাত্রে আমরা উঠব না কেউ। তবুও আপনি বলে দিয়ে ভালই করলেন।”

“এখানে তোমাদের কোনও অসুবিধে হলে আমাকে ডাকবে, কেমন? আমার নাম উমাদি।”

“আপনি বাঙালি?”

“হ্যাঁ। এই মন্দিরে অনেক বাঙালি সাধুও আছেন।”

আলো বলল, “ভালই হল দিদি। আপনার সঙ্গে একটু প্রাণভরে বাংলায় কথা বলে বাঁচব।”

উমাদি বলল, “কাল সকালে আবার দেখা হবে কেমন?” বলে চলে গেল।

ওরাও পঞ্চুসহ সেই নির্জন অন্ধকারে এগিয়ে চলল বাসস্ট্যান্ডে সর্দারজির হোটেলের দিকে।

সর্দারজি সত্যিই ভাল লোক। ওদের খুব যত্ন করে বসালেন। খানিকক্ষণ নানারকমের খোশগল্প করে মন্দির সম্বন্ধেও বেশ কিছু কাহিনী শোনালেন। এও শোনালেন এখানে আর-একটি বড় মন্দির শিগগির তৈরি হবে। সেটি হবে রাধাকিষাণজির মন্দির। এখানকার ধনী ব্যক্তিরা প্রচুর টাকা ঢালছেন সেই মন্দিরের জন্য। মি. জয়সওয়াল, ধামনোরের এস কে মেটা, ধার-এর প্রভুদয়াল, সবাই দিচ্ছেন টাকা।

ভোম্বল শুনেই বলল, “আর আপনাদের ওবেরয়! উনি কিছু দিচ্ছেন না?”

সর্দারজির মুখ নিমেষে গম্ভীর হয়ে গেল। কালোমুখে ভারিক্কি গলায় বললেন, “ওই নাম তোমরা কী করে জানলে? ওই নাম ভুলেও কখনও মুখে আনবে না তোমরা। একদম চুপ হো যাও। খানা খা লো, আউর ঘর চলা যাও।”

এরপর আর কথা নয়। ওরা ফুলকপির তরকারি আর রুটি খেয়ে পেট ভরাল। তারপর খাবারের দাম দিয়ে চলে এল ধর্মশালায়।

সে-রাতে বাবলুর চিন্তা মাথায় নিয়ে শুয়ে পড়ল সকলে। কাল যেভাবেই হোক, জয়সওয়ালজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাবলুর কথা বলতে হবে। কিন্তু বাবলু কি বেঁচে আছে? যদি থাকে তা হলে সে আছেই বা কোথায়? ভোপালে, না এইখানেই ওবেরয়ের গোপন ঘাঁটিতে এই নিমারের উপত্যকায়? মি. জৈন নিজে যখন ওদের এখানে আসতে বলেছেন এবং সাহায্য চাইতে বলেছেন জয়সওয়ালজির, তখন উনিও নিশ্চয়ই অনুমান করেছেন এখানেই কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে বাবলুকে। তাই ওরা মনে-মনে কতকটা সান্ত্বনা নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

ঘুম যখন ভাঙল তখন ভোর হয়ে গেছে। ভোরের আলোয় ওরা রূপমতী মাণ্ডুর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। চারদিকে গাছপালা-মসজিদ-মহল। ঢেউ খেলানো পাহাড়মালা দিগন্তে বিলীন। শুধু সবুজের সমারোহ সেখানে। আজ আবার মন্দিরে উৎসব। তাই সকাল থেকেই লোক আসছে দলে-দলে।

ওরা মুখ-হাত ধুয়ে বড় রাস্তায় এল চায়ের দোকানে চা খেতে। রামমন্দির থেকে বেরিয়েই বাঁ দিকে পড়ল আসরফি মহল। এটি মামুদ শাহ তৈরি করেন। এখানে স্বর্ণমুদ্রা রাখা হত। আর তার সামনেই জুম্মা মসজিদ। দামাস্কাসের বিখ্যাত মসজিদের অনুকরণে তৈরি এই মসজিদটি ভারতের পাঠান স্থাপত্যের সর্ববৃহৎ এবং সুন্দর নিদর্শন। যাই হোক, বিলুরা খুব মনোযোগ দিয়ে এগুলো এক্ষুনি না দেখে আগে একটা ভাল দোকান দেখে চা খেতে বসে গেল।

এইখানেই পরিচয় হল ওদের পাশের ঘরের সেই দুই বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে। তাঁরা একখানি বাংলা খবরের কাগজের ওপর চোখ বোলাচ্ছিলেন।

বিলু বিস্মিত হয়ে বলল, “এখানে বাংলা কাগজ!”

“এ আমরা কলকাতা থেকে এনেছি। পুরনো কাগজ।”

“তবু দেখি একবার।”

ভদ্রলোকরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাগজটি দিলেন। আর সেই কাগজের পাতায় চোখ বোলাতে-বোলাতেই বিলু বলল, “ভোম্বল! এইখানে একটু পড়ে দ্যাখ, কাণ্ডখানা কী হয়েছে।” সবাই তখন একধার থেকে ঝুঁকে পড়ল কাগজটার ওপর। কাগজের এককোণে একটি সংবাদের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল ওরা। সংবাদে লেখা ছিল “মঙ্গল মৈত্রর হত্যাকারী পক্কা মুকুল বজবজে গ্রেফতার। মহাজন ও বালিয়াল নামের আরও দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য জেল-হাজতে রাখা হয়েছে। একজন ভুয়া ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে একটি জাল ওষুধ তৈরির কারখানায় পুলিশ দীর্ঘদিন ওত পেতে থাকে। অর্জুন জয়সওয়াল নামের এক অর্ধোন্মাদ যুবককেও...।” এই পর্যন্ত পড়া হয়েছে, ভদ্রলোক দু'জন ওদের হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়েই নিলেন

প্রায়। বললেন, "কাগজ কখনও পড়োনি না কি বাবা? বাপ রে। একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে সব।"

বিলুরা ততক্ষণে যা দেখবার তা দেখে নিয়েছে।

ভদ্রলোক দু'জনে উঠে চলে গেলে ওরাও চা খেয়ে চায়ের দাম দিয়ে চলে এল। ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে। ওরা যেই না আবার মন্দিরের কাছাকাছি এসেছে অমনই দেখতে পেল মিসেস জয়সওয়াল পুষ্পাকে এবং পরমাসুন্দরী এক তরুণীকে নিয়ে মন্দিরে পুজো দিতে আসছেন।

একমাত্র বিলু ছাড়া পুষ্পা বা মিসেস জয়সওয়ালকে কেউ দ্যাখেনি ওরা। তবে এই পরমাসুন্দরীকে বিলুও দ্যাখেনি। এই কি তবে চম্পাদিদিমণি? এঁরই বিয়ে দু'মাস বাদে? বিলু পুষ্পাকে দেখেই আনন্দে অধীর হয়ে ডাকল, "পুষ্পা! আমরা এসে গেছি।"

মিসেস জয়সওয়াল বললেন, "কখন এলে তোমরা! কোথায় উঠেছ।"

"আমরা কাল রাত্রিবেলা এসে রামমন্দিরে উঠেছি।"

"লেকিন আমি তো তোমাদের বোলিয়ে দিয়েছিলাম, তোমরা আমার মকানে উঠবে।"

চম্পাদিদিমণি বলেন, "তোমাদের কথা আমি শুনেছি পুষ্পার মুখে। ঠিক আছে, তোমরা তোমাদের মালপত্র নিয়ে আমাদের মকানে চলে এসো।"

পুষ্পা বলল, "কিন্তু বাবলুদা কই? তাকে দেখছি না কেন?"

মিসেস জয়সওয়াল বললেন, "পুষ্পা, তুমি ওদের সঙ্গে বাতচিত করো। আমি মন্দিরে যাচ্ছি।"

চম্পাদিদিমণি এবং মিসেস জয়সওয়াল মন্দিরে চলে গেলেন। আর ওঁরা চোখের আড়ালে চলে যেতেই বিলু পুষ্পার একটা হাত ধরে প্রায় টানতে টানতেই নিয়ে চলল আসরফি মহলের দিকে। যেতে যেতে বলল, "সব বলব তোমাকে। বাবলুর খুব বিপদ। এই বিপদে একমাত্র তুমিই আমাদের সাহায্য করতে পারো।"

পুষ্পা সভয়ে বলল, "কেন, কী হয়েছে বাবলুর?"

"বলব বলেই তো তোমাকে আড়ালে নিয়ে যাচ্ছি।"

ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, আলো এবং পঞ্চুও এল ওদের সঙ্গে।

শূন্য আসরফি মহলের এক নির্জন স্থানে বসে বাবলুর বিপদের কথা খুলে বলল বিলু। তারপর বলল, "তোমার বাবুজিকে একটু ঝুলিয়ে বলো পুষ্পা, উনি যেন যে-কোনও উপায়েই হোক ওবেরয়ের কবল থেকে বাবলুকে ফিরিয়ে আনেন। অবশ্য যদি সে বেঁচে থাকে।"

পুষ্পা দু' হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "বাবলুদাদা বেঁচে আছে বলে তো আমার মনে হয় না। তবে ওবেরয় আদমি খুব খারাপ আছে। ও কারও কথা শোনবার লোক নয়। ওর মুখের গ্রাস কেউ কেড়ে নিতে পারেনি আজ পর্যন্ত। কিন্তু তোমরা কী করে ধরে নিলে ওবেরয় নিয়ে গেছে বাবলুদাকে?"

"ভোপালের পুলিশ তাই ধারণা করল।" বিলু জৈনের নাম না করে বানিয়েই বলল কথাটা। তারপর আবার বলল, "আমরা দীনেশ মেটার বাড়ি সার্চ করে কোথাও পেলাম না যখন বাবলুকে, তখনই পুলিশ বলল, মেটার সঙ্গে ওবেরয়জির দোস্তি আছে। ও ঠিক ওকে সরিয়ে দিয়েছে ওদের আন্ডার গ্রাউন্ডে।"

পুষ্পা বলল, "তা হলে শোনো, বাজবাহাদুর প্যালেস, রানি রূপমতীর মহল ছাড়িয়ে পাহাড়ের ঢালটা যেখানে নর্মদাখাতের দিকে নেমে গেছে ওইখানেই আমাদের বাবুজির ল্যাবরেটরি। আর তারপরই দেখা যাবে কয়েকটা ভাঙা গড়, অনেকদূর পর্যন্ত ভাঙা প্রাসাদের খণ্ডহর হয়ে পড়ে আছে। সেইখানেই ওবেরয়জির গোপন ঘাঁটি। চারদিকে তার সশস্ত্র প্রহরা।"

"ওঁর ল্যাবরেটরি তা হলে কোথায়?"

"ওঁর তো নিজের বলে আলাদা কিছু নেই। বাবুজির ওখানেই কাজ-কাম সব হয়। ধরে নাও বাবুজিরটাই ওঁর। কাজেই পুলিশ কখনও রেড করলে বাবুজির হাতেই হাতকড়া লাগবে। ওবেরয় পার পেয়ে যাবে বেকসুর।"

"কিন্তু বাবলুর খোঁজ আমরা কোথায় পাব?"

"তোমাদের ওই খণ্ডহরেই যেতে হবে।"

"বেশ যাব। তুমি তা হলে আমাদের চিনিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করো।"

পুষ্পা বলল, "বাবুজি ফিরে আসার আগেই তা হলে যা কিছু করার করে ফেলতে হবে। না হলে বাবুজি খুব রাগ করবেন। ল্যাবরেটরির দিকে যেতেই দেন না আমাদের।"

"বাবুজি কখন ফিরবেন?"

"তা তো জানি না। উনি তো আমাদের এখানে পৌঁছে দিয়েই ট্রাঙ্কল পেয়ে আবার চলে গেলেন কলকাতায়।"

"বলো কী! আবার কলকাতায়! কেন?"

"ওই কাকাজির তবিয়ত নাকি ঠিক নেই।"

বিলু বলল, "পুষ্পা, তুমি এখান থেকে চলো আমাদের সঙ্গে। এরা লোক কেউ ভাল নয়। তুমি আমাদের বোনের মতো, আমাদেরই কারও বাড়িতে থাকবে। তুমি তো জানো না এরা কী দারুণ পাপের ব্যবসা করে। আর এও জেনে রেখো, তোমার বাবুজি আর ফিরবেন না।"

শিউরে উঠল পুষ্পা, "কেন! কেন?"

"সম্ভবত কলকাতা পুলিশের কাছ থেকে ফল্‌স টেলিফোন পেয়েই চলে গেছেন উনি। কলকাতার মাটিতে পা দিলেই অ্যারেস্ট হবেন।"

পুষ্পা চমকে উঠে বলল, "না না। মাজির স্ট্রোক হয়ে যাবে তা হলে।"

"এটা আমার অনুমান মাত্র। তবে জেনে রাখো, তোমাদের ওই বজবজের ডাক্তারবাবু অ্যারেস্ট হয়েছেন। ওখানকার জাল ওষুধের ঘাঁটি পুলিশ কব্জা করে ফেলেছে।"

"তোমরা এসব কথা কী করে জানলে?"

"আমরা কাগজে দেখেছি।"

পুষ্পা 'মাগো' বলে বসে পড়ল। তারপর বলল, "আমি এই মাণ্ডু ছেড়ে, মা'জিকে ছেড়ে, চম্পাদিদিকে ছেড়ে কোত্থাও যাব না। আমি এদের দারুণ ভালবেসে ফেলেছি।"

"বেশ, তা না-হয় না গেলে। তোমার বাবলুদাদার জন্য কিছু তুমি করবে তো?"

পুষ্পা এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, "হ্যাঁ। আমি করব। কিন্তু বাবলুদাদা যদি বেঁচে থাকে তাকে মরতে দেব না। তোমরা এসো আমার সঙ্গে। রূপমতী মহলে তোমাদের বসিয়ে রেখে আমি বাবলুদাদার খোঁজটা নিয়ে আসি। তারপরে ভেবে দেখব কীভাবে কী করা যায়।"

"তুমি তা হলে মা'জিকে একটু বলে এসো।"

ওরা সবাই আসরফি মহল থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে তখন কয়েকজন ট্যুরিস্ট একটা টেম্পোর সঙ্গে মাণ্ডুদর্শনের জন্য ভাড়া নিয়ে দর কষাকষি করছেন।

পুষ্পা মা'জির সঙ্গে দেখা করে এসে ওদের বলল, "মা'জির বলছেন আগে তোমাদের ঘরে নিয়ে যেতে। তাই চলো। না হলে উনি রাগ করবেন।"

জয়সয়ালজির বিশাল প্রাসাদ সন্নিকটেই। ওরা সেখানে গিয়ে অনেকক্ষণ নানা কথাবার্তা বলে সময় নষ্ট করল। তারপর মিসেস জয়সওয়ালের হাতে তৈরি হালুয়া, পুরি ইত্যাদি খেয়ে অযথা অনেক দেরি করে পুষ্পাকে নিয়ে রওনা হল বাবলুর খোঁজে। হেঁটে হেঁটেই চলল ওরা। নির্জন পাহাড়ি পথে এই অবেলায় অচেনা প্রান্তরে পথ চলতে ভালই লাগল ওদের।

এক জায়গায় এসে পুষ্পা বলল, "এই যে দেখছ জায়গাটা, এটা হল ইকো পয়েন্ট। এখানে জোরে কাউকে ডাকলে প্রতিধ্বনি হয়। এক জায়গায় একবার, এক জায়গায় দু' বার। আগে নাকি এইখান থেকে হাঁক দিলে ধার রাজ্যেও পৌঁছে যেত কণ্ঠস্বর।"

পুষ্পা বলেই চলল। কিন্তু পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মন এখন বাবলুর দিকে। আলো অমন প্রগলভ মেয়ে। এখন সেও কেমন চুপচাপ। আর পঞ্চু! তার কোনও সাড়া নেই। শব্দ নেই। একেবারেই কেমন যেন হয়ে গেছে সে।

ওরা বাজবাহাদুরের প্রাসাদ অতিক্রম করে রূপমতী প্যাভিলিয়নে চলে এল। সেইখানে প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে পুষ্পা ওদের দেখিয়ে দিল নর্মদার প্রবাহ। তারপরে বলল, "ওই যে দেখছ খণ্ডহর, ওইখানেই ওবেরয়ের দুর্ভেদ্য দুর্গ। আর ওই হল বাবুজির ল্যাবরেটরি। তোমরা এখানে একটু অপেক্ষা করো। অন্তত ঘণ্টাখানেক। আমি তার ভেতরেই খোঁজখবর নিয়ে আসছি।"

আলো বলল, "আমি কি যাব তোমার সঙ্গে?"

"খবরদার। আমার সঙ্গে কেউ আসবে না তোমরা। ওদের মনে এতটুকু সন্দেহ হয়ে গেলে সব কিছু বরবাদ হয়ে যাবে।"

বিলু বলল, "তোমার নিজের কি কোনও বিপদের আশঙ্কা আছে ওখানে?"

পুষ্পা হেসে বলল, "আছে।"

"তা হলে আমাদের এই কুকুরটাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও।"

পুষ্পা একবার কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "আচ্ছা, আসুক ও।"

পঞ্চু তো তাই চাইছিল। আমন্ত্রণ পেয়েই ও পুষ্পার সঙ্গ নিল। তারপর একদম কাছছাড়া না হয়ে

ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলল পুষ্পার সঙ্গে। কিন্তু সেই যে গেল আর কেউ ফিরে এল না। না পুষ্পা, না পঞ্চু। সন্ধে উত্তীর্ণ হল। তবু কারও পাত্তা নেই। তাই দারুণ ভয়ে অস্থির হয়ে সকলে ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত হল।

ভোম্বল কিছুতেই আসতে চায়নি।

আলো বলল, "অযথা গোঁয়ার্তুমি করে বিপদ বাড়িয়ো না। আমরা নিরস্ত্র। তায় এই সন্ধের অন্ধকারে ওই শত্রুপুরীতে গিয়ে কীই-বা করব আমরা? পঞ্চু যেখানে ফিরল না সেখানে আমাদের শক্তি কতটুকু? তার চেয়ে চলো, আমরা বরং রামন্দিরে ফিরে যাই। ওখানে গিয়ে মন্দিরের লোকজনকে আমাদের বিপদের কথা বলি। সর্দারজিকে সব কথা জানাই। পুষ্পার মা'জিকে খবর দিই। আর ফোনে যোগাযোগ। করি এখানকার পুলিশের সঙ্গে। এ ছাড়া আর কোনও রাস্তা খোলা নেই। এখন ভাবছি এই অন্ধকারে আমরা রামমন্দিরেই বা ফিরব কী করে? পথ চলতে বাঘের পেটে না যাই।"

আলোর কথা মিথ্যে নয়। ঘন বনানীর অন্তরালে বাওবাব বনের গাছের ছায়ান্ধকারে এই পার্বত্য প্রদেশে পথ চলা বড়ই বিপজ্জনক। তবুও ওরা সাহসে বুক বেঁধে ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলল। পেছনে পড়ে থাকা রূপমতী মহল অন্ধকারে ডুবে গেল। হঠাৎ কয়েকজন বলিষ্ঠ চেহারার লোক এসে সেই অন্ধকারে পেছনদিক থেকে মুখ চেপে ধরল ওদের। কী অমানুষিক শক্তি ওদের শরীরে। ওরা প্রত্যেকেই দারুণভাবে ছটফট করতে লাগল ওদের কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য। কিন্তু সেই মহাশক্তির সঙ্গে ওরা পেরে উঠল না।

লোকগুলো ওদের ভয় দেখিয়ে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা একটা গাড়ির ভেতরে তুলল।

একজন শুধু গম্ভীর গলায় বলল, "চিল্লাও মাত। চুপচাপ রহো। নেহি তো একদম ফিক দেঙ্গে পাহাড়সে।"

অতএব ওরা চুপচাপই রইল।

আলো না-জ্বলা অন্ধকার ভ্যানগাড়িটা পার্বত্য পথ বেয়ে ওদের যে কোথায় নিয়ে চলল তা ওরা কেউই বুঝতে পারল না। সত্যিই, পাণ্ডব গোয়েন্দারা এরকম সংকটে কখনও পড়েনি।

॥ আট ॥

হ্যাঁ। দীনেশ মেহতার ঘরে সেই যে ভয়ংকর লোকটির সঙ্গে বাবলুর কথা হচ্ছিল তিনিই কুখ্যাত ওবেরয়। কুকুরের তাড়া খেয়ে বাবলু যখন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ল, ঠিক তখনই লোক দিয়ে তুলিয়ে আনালেন ওকে। তারপর সে কী প্রচণ্ড মার। এইরকম অবস্থায় মার খেতে হয়। বাবলুও মার খেল। তারপর ও প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল, তখনই একটা গাড়ি করে ওকে এবং সেই চারটি ক্ষুধিত কুকুরকে তুলে নিয়ে ওবেরয় চলে এলেন মাণ্ডু দুর্গের কাছে নিমারের উপত্যকায় সেই খণ্ডহর অথবা অতীতের পরিত্যক্ত কোনও রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের অভ্যন্তরে তাঁর গোপন ঘাঁটিতে।

বাবলুর যখন জ্ঞান ফিরল, তখন দেখল, একটি অন্ধকার কক্ষে মুক্ত অবস্থায় পড়ে আছে সে। কিন্তু পালাবার পথ নেই। সেই ভয়ংকর কুকুরগুলো তখন ওকে পাহারা দিচ্ছে। ওদের জ্বলজ্বলে চোখে দারুণ হিংস্রতা নিয়ে একভাবে চেয়ে আছে ওর দিকে। আর অদূরে বসে-বসে ভীষণদর্শন কয়েকজন লোক সমানে রুটি-মাংস খেয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে তার দু'-একটা টুকরো ছুড়ে দিচ্ছে কুকুরগুলোর দিকে। রাত তখন কত তা কে জানে? বাবলুর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। এইভাবে কেটে গেল সারারাত।

ভোর হল। সকালের আলোয় ও বাইরের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল, পাহাড়ের উচ্চস্থানে কোনও গিরিদুর্গের গুপ্তস্থানে বন্দি আছে ও। এরই মধ্যে একবার ওবেরয় এলেন। এসে পৈশাচিক হাসি হেসে বললেন, "কী! হামারা মাণ্ডু ক্যায়সা লাগতা হ্যায় বাবলুবাবু? ক্যালকাত্তা সে এম পি তক চলা আয়া হামকো ফাঁসানে কে লিয়ে। আভি সমঝো হাম ক্যায়সা আদমি। কুছ খানা মিলা?"

বাবলু বলল, "না। কেউ আমাকে কিছুই খেতে দেয়নি। বরং আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে নিজেরাই খেয়েছে।"

"আ-হা-হা। আরে কুছ খানা তো লে আও ইধার। লেড়কা ভুখা মরতি হ্যায়।"

একজন লোক গোচাকতক রুটি আর মাংস নিয়ে দিতে এল বাবলুকে। কিন্তু বাবলু যেই হাত বাড়িয়ে সেটা নিতে গেল ওবেরয় অমনই সেটা ছুড়ে ফেলে দিলেন। আর সেই কুকুরগুলো তারিয়ে তারিয়ে খেল সেই খাবারগুলো। বাবলুর দু' চোখ বেয়ে ঝরে পড়ল টপটপ করে জলের ধারা।

আজও আবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

এমন সময় বাবলু হঠাৎ দেখতে পেল পুষ্পাকে। সেইসঙ্গে চুপিসারে ঢুকতে দেখল পঞ্চুকেও। পঞ্চু এইসব তেজি কুকুরগুলোকে দেখে আধো অন্ধকারে দেওয়ালের গায়ে মিশে রইল।

আর গণ্ডগোল করে বসল পুষ্পা।

সে বাবলুকে দেখেই বলে উঠল, "এ কী! বাবলুদা তুমি এখানে?"

ওবেরয় রক্তচক্ষুতে পুষ্পার দিকে তাকিয়ে বলল, "পুষ্পা, তুম হিঁয়া!"

পুষ্পা ছুটে এসে ওবেরয়কে জড়িয়ে ধরে বলল, "আপনি আমার দাদাকে ছেড়ে দিন।"

"তেরা বাবুজি কাঁহা?"

"বাবুজি তো আবার কলকাতায় গেছে।"

"কিন্তু তুই এর ভেতর ঘুসলি কী করে?"

"আমি বাবলুদার খোঁজে এসেছিলাম। আমাকে সঞ্জুদাদা বললে বাবলুদাদা আপনার এইখানে আছে। তাই আমি সাহস করে এইখানে ঢুকে পড়লাম। আপনি আমার দাদাকে ছেড়ে দিন।"

ওবেরয় ভয়ংকর ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বললেন, "না। ওকে আমি জিন্দা ছাড়বে না। ওই শশাঙ্কবাবুকে ধরবার জন্য আমার লোক লেগে গেছে। ওই শয়তান কাল রাতে মার ডালেছে আমার দীনেশ কো। পয়েন্ট থ্রি রিভলভারে গোলি করেছে। আজ আমি নিজে হাতে ওকে মেরে তার বদলা নিব। আমার এই কুত্তাগুলো বহুত দিন ভুখা আছে। ওর ডেডবডি এদের খাইয়ে দেব। তারপর নিজে হাতে গোলি করে মারব এই পোলিশবালেকা চামকা কো।" বলেই কাঁধে ঝুলেয়ে রাখা মেশিনগানটা নিয়ে তাগ করলেন বাবলুর দিকে।

যেই না করা অমনই অন্ধকারের ভেতর থেকে 'আউম' করে ওবেরয়ের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চু। আর সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছেটকানোর একটা শব্দ। পরক্ষণেই দেখা গেল মেঝেয় পড়ে ছটফট করছে পুষ্পা। কোথায় কোনখানে যেন ছিটকে একটা গুলি লেগেছে ওর।

বাবলু তখন সেই বাবলু। শত ভয় উপেক্ষা করেও লাফিয়ে পড়ল ওবেরয়ের হাত থেকে ছিটকে পড়া মেশিনগানটার ওপর।

কুকুরগুলো তখন ছুটে গিয়ে পঞ্চুকে আক্রমণ করেছে। কিন্তু করলে কী হবে! বাবলুও ট্রিক্স জানে। ও পঞ্চুকে বাঁচাবার জন্য ইচ্ছে করেই পালাবার চেষ্টা করল। যেই না করা, কুকুরগুলো অমনি হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল ওর দিক। বাবলু তো এইরকমই চাইছিল। হিংস্র এই কুকুরগুলোর ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা ওর মনের মধ্যে কুরেকুরে খাচ্ছিল এতক্ষণ। এবার এল সেই সুবর্ণ সুযোগ। এ জিনিস এর আগে আর কখনও না চালালেও চালাবার কৌশল ও জানে। তাই উন্মত্ত আক্রোশে 'ঠ্রারারারা' করে এক লহমায় চারটে কুকুরকেই শেষ করে দিল।

ততক্ষণে রাইফেল উঁচিয়ে ছুটে এসেছে বেশ কয়েকজন ভীষর্ণদর্শন ওবেরয়-বাহিনী।

বাবলুর তখন দেখাশোনার সময় নেই। একধার থেকে সব ক'টাকে শেষ করে ছুটে গেল পুষ্পার কাছে। পুষ্পার ডান কাঁধে লেগেছে গুলিটা। বেচারি যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

আর ওবেরয়! নিরস্ত্র ওবেরয়কে এদিক থেকে ওদিক আর ওদিক থেকে এদিকে ছুটিয়ে আনছে পঞ্চু। আনবে নাই-বা কেন? বাবলুর ওপর সেই নৃশংস অত্যাচারের ঘটনা তো ওর চোখের সামনেই ঘটেছিল।

ওবেরয় চিৎকার করতে লাগল, "বাঁচাও বাঁচাও! বাবলুভাই, হাম ছোড় দেঙ্গে তুমকো। তুমহারা কুত্তা সামালো।"

বাবলু বলল, "তুমি তো আমাকে ছেড়ে দেবে। কিন্তু আমি তো তোমাকে ছাড়ব না ওবেরয়জি! এমনকী তোমাকে আমি পুলিশের হাতেও দেব না। আইন আমি নিজের হাতেই তুলে নেব। ওই দ্যাখো, তোমার খারাপ পথের সঙ্গীরা তোমারই মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে কেমন সুন্দরভাবে ঘুমিয়ে আছে। তুমি চম্বলের দস্যুর চেয়েও শয়তান। মি. জৈনের একমাত্র সন্তান তোমার চক্রান্তেই মরেছে। ওই দ্যাখো, সে তোমাকে ডাকছে। শুনতে পাচ্ছ তার ডাক? ওই শোনো। শশাঙ্কবাবুর স্ত্রীকে ইঞ্জেকশান দিয়ে তুমি পাগল করে দিয়েছ। সে বেচারি আত্মহত্যা করে তার জ্বালা জুড়িয়েছে। গাড়ির ড্রাইভারের লাশ তুমি শুইয়ে রেখেছিলে রাস্তার ধারে একটা ড্রেনের ভেতর। আর শশাঙ্কবাবুর ছেলে-মেয়ে দুটোকে তাদের মা-বাবার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে কোথায় কী করেছ তা ভগবান জানে। এইবার তুমি মৃত্যুর প্রহর গোনো ওবেরয়!" ঠ্রা-রা-রা-রা-রা। বাবলু আবার মেশিনগান চালাল।

রক্তাক্ত ওবেরয় লুটিয়ে পড়ল মাটির বুকে। যাঃ, সব শেষ। দেহটা উলটেপালটে যেন ড্যালা পাকিয়ে গেল।

বাবলু পাঁজাকোলা করে পুষ্পার শরীরটা তুলে ধরে বলল, "তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে পুষ্পা! চলো, তোমাকে বাইরে নিয়ে যাই। খোলা হাওয়ায় গেলে একটু স্বস্তি পাবে।"

পুষ্পা কাতর কণ্ঠে বলল, "বাইরে বড় অন্ধকার বাবলুদা। এখন রাত্রি হয়ে গেছে না?"

"তা হোক।"

"তুমি আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে? কত কষ্ট পেয়েছ তুমি। ওরা তো কিছু খেতেও দেয়নি তোমাকে।"

"তুমি আমার বোন। তোমাকে যদি না বইতে পারি তা হলে কীসের দাদা আমি?"

"বাইরে তোমার বন্ধুরা সবাই অপেক্ষা করছে।"

"কোথায়?"

"রানি রূপমতীর মহলে ওদের বসিয়ে রেখে এসেছি আমি।"

বাবলু পঞ্চুকে ডেকে নিয়ে পাঁজাকোলা করে বাইরে এসে দেখল চারদিকে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে কোথায় কে? বাবলু চিৎকার করে ডাকল, "বিলু! ভোম্বল!"

সাড়া নেই, শব্দ নেই।

"বাচ্চু! বিচ্ছু!"

এবারও নিরুত্তর।

"আলো! আলো! আলো!"

বাবলুর কণ্ঠস্বর সেই অন্ধকারে গমগমিয়ে উঠল। খানিক বাদেই জয়সওয়ালজির ল্যাবরেটরির দিক থেকে প্রচণ্ড গুলির শব্দ ওদের কানে এল।

পুষ্পা বলল, "নিশ্চয়ই কোনও গোলমাল হচ্ছে ওদিকে। চলো, আমরা রূপমতী মহলের দিকে এগিয়ে যাই।"

ওরা যখন খানিকটা এসেছে তখন ওদের মুখের ওপর জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল একটা। ওরা দেখল ক্রাচে ভর দিয়ে শশাঙ্কবাবু ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছেন ওদের দিকে। আর সঙ্গে আসছে অসংখ্য পুলিশ।

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "এ কী, আপনি এখানে?"

"আমি ভোপালে গিয়ে পুলিশের মুখে যেই না শুনেছি তুমি এই বিদেশে ওবেরয়ের হাঁ-মুখে পড়ে গেছ তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিই, আর চুপচাপ বসে থাকাটা ঠিক হবে না। আমার জীবনও এখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর জয়সওয়ালজির অনুচরদের হাতে মরণ দোলায় দুলছে। তাই সোজা গিয়ে দীনেশের মোকাবিলা করি। এদিকে মি. জৈনও তোমাদের ব্যাপারে পুলিশে খবর দিয়েছিলেন। মাণ্ডু দুর্গ ওবেরয়ের দুষ্টচক্রের ঘাঁটি হওয়ার পর থেকে আমি এই অঞ্চলে কখনও আসিনি। আমি অবশ্য অনুমান করতাম আমার কাঞ্চন-কুন্তল বেঁচে থাকলে এই অঞ্চলেই হয়তো কোথাও আছে। যাই হোক, দীনেশকে হত্যা করে আমি সরাসরি পুলিশে আত্মসমর্পণ করি। তারপর যে মুহূর্তে জানতে পারি স্বয়ং আদিকেশর জৈন তোমাদের মদত দিচ্ছেন, পুলিশকে অনুরোধ করছেন তোমাদের জীবনরক্ষার জন্য, সেই মুহূর্তে আমি তাঁর কাছেও ছুটে যাই। আর সেই মুহূর্তে এও জানতে পারি, ওই জয়সওয়ালই আমার প্রকৃত বন্ধু। কেন জানো? জয়সওয়ালই তারই প্রাসাদে আমার কাঞ্চন ও কুন্তলকে ওবেরয়ের মুখের গ্রাস থেকে বাঁচিয়ে মানুষ করেছে এতদিন ধরে। আমি আর এখন আমার কাঞ্চন-কুন্তলকে ফিরে পেতে চাই না। কেন না, আমি তো এখন ফাঁসির মঞ্চে উঠব। অথবা দীর্ঘমেয়াদি জেল খাটব। ওরা এখন মাণ্ডুতেই থাকুক। যদি কখনও ফিরে আসি তখন আবার দেখা হবে।"

পুষ্পা অতিকষ্টে বলল, "ওরা কোথায়? বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, আলো!"

"ওরা পুলিশের হেফাজতেই আছে। জয়সওয়ালের প্যালেসে। অন্ধকারে সাদা পোশাকের পুলিশ ওদের তুলে নিয়ে গিয়ে নিরাপদেই রেখেছে।"

বাবলু বলল, "যাক। সব ভাল যার শেষ ভাল। আপনার অনুশোচনা হয়েছে, আপনি আত্মসমর্পণ করেছেন, এ খুবই আনন্দের কথা। আপনার গুপ্তকক্ষের মূল্যবান সম্পদগুলিও আপনি সরকারকে ফিরিয়ে দিন।"

"আমার বাড়িতে আর গোপনীয় কিছুই নেই। আমি সব কথা বলেছি পুলিশকে। এতক্ষণে সব কিছুই বোধ হয় জমা পড়েছে থানায়।"

"আপনাদের এখানে যদি কোনও ভাল ডাক্তার থাকেন তো পুষ্পাকে আগে নিয়ে চলুন সেখানে। ওবেরয়ের হাত থেকে ছিটকে আসা গুলি লেগেছে। ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে বেচারি।"

পুলিশ বলল, "সব কিছুর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আগে চলো, তোমাদের এখান থেকে সরিয়ে দিই। ওবেরয়ের ব্যাপারে কোনও খবর দিতে পারো তোমরা?"

"হ্যাঁ পারি। তাঁকে আমি তাঁর অনুচরসহ একসঙ্গে যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

শশাঙ্কবাবু উল্লসিত হয়ে বললেন, "ওবেরয় নেই!"

"না। ওর খেল খতম হয়ে গেছে। মাণ্ডু উপত্যকায় আর কোনও সন্ত্রাসের রাজত্ব থাকবে না।"

পুলিশের গাড়িতে করেই ওরা দ্রুত চলে এল জয়সওয়ালজির প্রাসাদে। সেখানে তখন বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, আলো—সবাই অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য। বাবলুকে ফিরে পেয়েই সবাই এসে জাপটে ধরল ওকে। তারপর গায়ে হাত-টাত বুলিয়ে বলল, "এ কী অবস্থা হয়েছে তোর বাবলু!"

বাবলু বলল, "আমার ওপর অকথ্য অত্যাচার করেছে ওরা। তবে পুষ্পা না থাকলে এ-যাত্রায় প্রাণে বাঁচতাম না আমি।"

"পুষ্পা কোথায়?"

"ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। ওর ডান কাঁধে গুলি লেগেছে একটা।"

চম্পাদিদিমণি এবং মিসেস জয়সওয়াল শিউরে উঠলেন, "কুছ ডরনেকা কারণ নেহি তো?"

"ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই। গুলিটা বার করে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।"

পুলিশ এবার শশাঙ্কবাবুকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

শশাঙ্কবাবু মিসেস জয়সওয়ালের হাত দুটি ধরে বললেন, "দিদি! ওইদিন আমার কাঞ্চন-কুন্তলকে আপনি না রক্ষা করলে শয়তান ওবেরয় ওদের মেরেই ফেলত। আমি তো চললাম। এতদিন আপনি যেমন ওদের মায়ের স্নেহ দিয়ে মানুষ করেছেন তেমনই করুন।"

মিসেস জয়সওয়াল আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছে বললেন, "আমি কিন্তু অনেকবার ভেবেছিলাম যে, আপনার জিনিস আপনাকে ফিরিয়ে দিই। কিন্তু এই ছেলে মেয়ে দুটোকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম। তা ছাড়া জৈনজি অনেক আপত্তি করেছিলেন। বলেছিলেন, ওরা ওদের বাবার কাছে ফিরে গেলেই ওবেরয় আবার ওদের মেরে ফেলবার চেষ্টা করবে। তাই আমি আমার কাছেই লুকিয়ে রেখেছিলাম ওদের। এমনকী, মাণ্ডুর বাইরেও কখনও যেতে দিইনি। আমরা অনেক অনাথ ছেলে মেয়েকে মানুষ করেছি। আমাদের তো ছেলে মেয়ে নেই। পুষ্পাও এখন আমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না। ওকেও মানুষ করেছি আমরা। ছোটুলাল আর উমাকেও মানুষ করে রামমন্দিরে ঠাকুরের সেবায় লাগিয়ে দিয়েছি।"

শশাঙ্কবাবু বললেন, "আপনি হলেন দেবী দুর্গা। কিন্তু জয়সওয়ালজি হঠাৎ এইসব কারবারে নেমে পড়লেন কেন?"

"উনি লোক খুবই ভাল ছিলেন। লেকিন সঙ্গদোষে এইরকমটা হয়ে গেলেন। ওই ওবেরয়ের চক্করে ফেঁসে গিয়েই সব কুছ বরবাদ হয়ে গেল আমাদের। তবে পাপের ফল তো পেতেই হবে।"

মিসেস জয়সওয়াল চম্পাকে বললেন, "বাবাকে প্রণাম করো চম্পা। সঞ্জু এসেছে?"

"আসছে ও।"

একটু পরেই সঞ্জু এল। চম্পা ও সঞ্জু অর্থাৎ কাঞ্চন-কুন্তল এক হয়ে গেল। বহুদিন পরে বাবার বুকে মুখ রাখল ওরা।

শশাঙ্কবাবু বিদায় নিলেন।

পুলিশের লোকেরা সারারাত ধরে তল্লাশি চালিয়ে জয়সওয়ালজির ল্যাবরেটরি ও গোডাউনের সমস্ত জিনিস আটক করল। মধ্যরাত্রে পুষ্পাও হাসপাতাল থেকে ফিরে এল ঘরে। মিসেস জয়সওয়ালের সেবাযত্নে, চম্পাদিদির স্নেহস্পর্শে বাবলুও সুস্থ হয়ে উঠল একদিনে।

জয়সওয়ালজি কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন শুনে মিসেস জয়সওয়াল সঞ্জুকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেলেন। আর পাণ্ডব গোয়েন্দারা জয়সওয়ালজির মোটরে চেপে আলো ও পুষ্পাকে নিয়ে চম্পাদিদির সঙ্গে মাণ্ডুর সব কিছুই দেখে নিল। তাবেলি মহল, জাহাজ মহল, চম্পা বাওলি, মুঞ্জ তালাও—কত কী!

আর পঞ্চু! যে কদিন ছিল এই সুন্দর পার্বত্য প্রদেশে, ইকো পয়েন্টের কাছে গিয়ে মনের আনন্দে ডেকে উঠত, "ভৌ। ভৌ-ভৌ।" তারপর কান খাড়া করে শুনত শব্দটা কীভাবে ভেসে আসে। পরক্ষণেই যখন প্রতিধ্বনি ফিরে আসত তখন আনন্দ আর ধরত না। একেবারে উলুটিপালুটি খেয়ে গড়াগড়ি যেত চম্পাদিদির পায়ে। কী মজাই না হত!

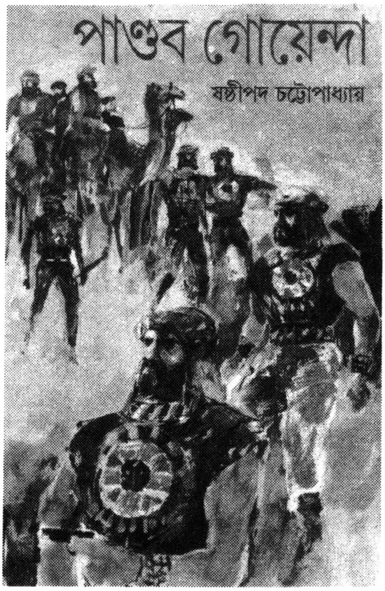

পাণ্ডব গোয়েন্দা ৯

বিংশ অভিযান

সাম স্যান্ডডিউনস। এই একটি নামই বাবলুর মনের মধ্যে বারবার ঘুরপাক খেতে লাগল। কোথায় যে শুনেছে নামটা, তা কিছুতেই মনে করতে পারল না। অথচ শুনেছে। তাই ও অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। আর পঞ্চুর ওই এক রোগ। বাবলুকে চিন্তান্বিত দেখলেই ওর সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন সজাগ হয়ে ওঠে। ও দিব্যি লেজ নেড়ে নেড়ে বাবলুর মুখের দিকে তাকিয়ে বাবলু যতবার যাওয়া-আসা করে ততবারই ওর সঙ্গে যাওয়া-আসা করতে থাকে।

পঞ্চুর রকম দেখে হাসি পায় বাবলুর। বলে, "কী রে! তোর আবার কী হল?"

পঞ্চু দু' পায়ে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডেকে উঠল, "আঁ-আঁ-আঁউ।" তার মানে, কী আবার হবে। তোমাকে চিন্তিত দেখছি, তাই এইরকম করছি।

বাবলু বলল, 'সাম স্যান্ডডিউনস জানিস?"

পঞ্চু ওর পায়ে লুটোপুটি খেয়ে মুখ দিয়ে 'গোঁ-ও-ঔ' করে একটা আওয়াজ করল। অর্থাৎ কিনা এটা কী আমার জানার কথা?

বাবলু আদর করে পিঠে একটু হাত বুলিয়ে বলল, "চল, কিছুতেই যখন মনে করতে পারছি না তখন শুধু শুধু সময় নষ্ট না করে মিত্তিরদের বাগান থেকেই একটু ঘুরে আসি চল।"

এমন সময় মা এলেন। বললেন, "এত বেলায় কোথায় চললি?"

বাবলু বলল, "বেলা কোথায় মা? সবে তো দশটা।"

"একটু তাড়াতাড়ি ফিরিস বাপু। আমি আজ একবার ও-বাড়ির বড় বউদির সঙ্গে বরানগরের পাটবাড়ি যাব।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা মা, সাম স্যান্ডডিউনস জানো?"

"না বাবা, ও-সব জানিটানি না। তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করিস। উনি হয়তো বলতে পারবেন।"

"নামটা কোথায় যেন শুনেছি শুনেছি মনে হচ্ছে।"

"তা শুনবে না? যত উদ্ভট নাম তুমি ছাড়া কে শুনবে?"

"কিন্তু এ-রকম কেন হচ্ছে বলো তো? মনে আসছে আসছে, অথচ আসছে না।"

"ও এ-রকম হয়। পরে একসময় মনেও পড়ে।"

মা চলে গেলেন।

বাবলুর মনের ছটফটানিটা তবুও গেল না। সে আরও অস্থির হয়ে হঠাৎ টেলিফোনের কাছে গিয়ে রিসিভারটা তুলে ডায়াল করল বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়ি। ওদিক থেকে বাচ্চুর গলা ভেসে আসতেই বাবলু বলল, "এই, সাম স্যান্ডডিউনস জানিস?"

"না। কেন বাবলুদা?"

"আঃ, জানিস কি না বল?"

"জানি না।"

"বিচ্ছুকে ডাক।"

বিচ্ছু কাছেই ছিল। বাচ্চু ওর হাতে রিসিভারটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, "বাবলুদা।"

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, বিচ্ছু বলছি।"

"সাম স্যান্ডডিউনস জানিস?"

"সাম-স্যান্ড-ডিউনস? নামটা খুবই শোনা শোনা মনে হচ্ছে। তবে 'স্যান্ডডিউনস' মানে বালিয়াড়ি। বাবা সেদিন কাকে যেন বলছিলেন। আর 'সাম' নিশ্চয়ই কোনও জায়গার নাম। তা কী ব্যাপার বলো তো?"

"বেস্ট অব লাক। এইবার মনে পড়েছে। ওটা রাজস্থানে থর মরুভূমিতে। কয়েকদিন আগেই একটা খবরের

কাগজে বিজ্ঞাপন দেখছিলাম। আমি মিত্তিরদের বাগানে আছি। বিলু আর ভোম্বলকে একটা ডাক দিয়েই তোরা এক্ষুনি চলে আয়। বিশেষ দরকার।" বলে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে খবরের কাগজের বাণ্ডিল থেকে বিশেষ একটি রঙিন ক্রোড়পত্র বার করে পঞ্চুকে নিয়ে মিত্তিরদের বাগানের দিকে চলল বাবলু।

মাঘ মাসের সোনাঝরা রোদ্দুর এই বেলা দশটায় যেন চনচন করছে। আকাশ কী পরিষ্কার। সাদা সাদা মেঘখণ্ডগুলো যেন তুলোর পাহাড়ের মতো ভেসে চলেছে দূর-দূরান্তে। বাবলুর মনে পড়ে, খুব ছেলেবেলায় এই মেঘগুলোকে দেখলে ওর দারুণ ভয় করত। কেবলই মনে হত এই মেঘগুলো যদি ভাসতে ভাসতে হুড়মুড়িয়ে ওর ঘাড়ে পড়ে তা হলে কী কাণ্ডটাই না হবে! এই মেঘগুলো চাপা পড়েই তো মরে যাবে ও। এই ভয়ে ওইরকম ভাসা মেঘ দেখলে ঘর থেকেই বেরোত না। এখন সেই ছেলেমানুষির কথা মনে পড়লেও হাসি পায়।

মিত্তিরদের বাগানে এখন ফুলের মেলা। বেশিরভাগই গাঁদা ফুল। বাচ্চু-বিচ্ছুর লাগানো। কয়েকটি শিমুলগাছও লালে লাল। বাবলু পায়ে পায়ে এসে ওদের সেই ভাঙা বাড়ির চাতালটায় বসল। তারপর একমনে কাগজের পাতাটায় চোখ রেখে হারিয়ে গেল কল্পনার দেশে। যেখানে শুধু বালি আর উট।

একটু পরেই বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই এসে হাজির হল। ভোম্বলের হাতে কী যেন ছিল একটা ঠোঙার মধ্যে।

বাবলু বলল, "ওতে কী এনেছিস? কোনও খাবার জিনিস নিশ্চয়ই?"

ভোম্বল বলল, "এতে করে যা আমি নিয়ে এসেছি তা তোরা কখনও খাসনি, এ আমি হলপ করে বলতে পারি।"

বাবলু বলল, "কী তবু শুনি?"

"দিল্লি-কা-লাড্ডু। যো খায়া ও ভি পস্তায়া যো নেহিঁ খায়া ও ভি পস্তায়া।"

বাবলু বলল, "দিল্লি-কা-লাড্ডু! কোথায় পেলি?"

"আমার ছোটমামা এনেছেন। আজই সকালে এসেছেন ওঁরা। মামা, মামি, মামাতো বোন সবাই এসেছে।"

"বলিস কী রে! তা তোর মামাতো বোনকে নিয়ে এলি না কেন?"

"আনবার নয়। ছ' মাস বয়স।"

সবাই হাসল। তারপর হাত-পা ছড়িয়ে যে যার সুবিধামতো জায়গায় বসে দুটো করে লাড্ডু নিয়ে মুখে দিল। পঞ্চুও বাদ গেল না। এই সময় একটু জল পেলে হত। কিন্তু কী আর করা যাবে। খাওয়া হলে বিলু বলল, "আমরা তো আসতামই। কিন্তু হঠাৎ এমন জরুরি তলব কেন?"

বাবলু রহস্যের হাসি হেসে বলল, "সাম স্যান্ডডিউনস।"

"তার মানে?"

"সাম স্যান্ডডিউনস জানিস?"

বিলু ভোম্বল দু'জনেই ঘাড় নাড়ল, "ন্না।"

"রাজস্থানে থর মরুভূমির বুকের ওপর আদিগন্তবিস্তৃত ঢেউখেলানো বালির স্তর, বালির ঢিপি আর উটের মিছিল যেখানে, এই দ্যাখ।" বলেই ক্রোড়পত্রের পাতাটা ওদের দিকে মেলে ধরল বাবুল।

সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখল ছবিটা। রাজস্থান সরকারের বিজ্ঞাপন এটি। বেশ কয়েকদিন আগেই কাগজে বেরিয়েছে। আসন্ন মরুমেলায় উৎসাহী ভ্রমণার্থীদের যাওয়ার জন্য রাজস্থান সরকার এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

বিলু বলল, "তুই কি এই মরুমেলায় যাওয়ার কোনও পরিকল্পনা করছিস?"

বাবলু বলল, "সেইজন্যই তো এমন জরুরি তলব। আসলে ব্যাপারটা হয়েছে কী, বিজ্ঞাপনটা যেদিন বেরিয়েছিল সেদিন অতটা মনোযোগ দিয়ে দেখিনি। মা ক্রোড়পত্রটা পড়ছিলেন। আমি পড়ছিলুম কাগজের খবর। তারপর ভুলেই গেছি। হঠাৎ চার-পাঁচদিন আগে পুরনো কাগজ বিক্রি করতে গিয়ে বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ে। তখন তাড়াহুড়োয় এটাকে নতুন কাগজের বান্ডিলের মধ্যে গুঁজে রাখি। আজ হঠাৎ সকাল থেকেই মনে হতে লাগল 'সাম স্যান্ডডিউনস' নামটা কোথায় যেন শুনেছি অথবা পড়েছি। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। সে কী অস্বস্তিকর অবস্থা রে ভাই! মাকে জিজ্ঞেস করলাম, বলতে পারলেন না। বাচ্চুকে ফোন করলাম। ও-ও পারল না। অবশেষে বিচ্ছুই মনে পড়িয়ে দিল। এখন আমার মনে হয় এই দারুণ শীতে কোনও রহস্যের সন্ধানে নয়, জমিয়ে একটা মরু-অভিযান করলে কেমন হয়? এই সময় গেলে মরুভূমি একেবারে মরুসাজে মেতে উঠবে। কত দেশ-দেশান্তর থেকে লোক আসবে। সাহেব মেম আসবে। গাঁও-দেহাত থেকে

বিচিত্র সব পোশাক পরে রাজস্থানি লোকজন আসবে। সে-এক দারুণ মজার হবে। যেন রঙের বৈচিত্র্য লেগে যাবে চারদিকে। এখন তোরা যদি রাজি থাকিস...।"

বাবলুর কথাটা শেষ হওয়ার আগেই লাফিয়ে উঠল সকলে।

ভোম্বল বলল, "রাজি থাকিস মানে? আমরা এককথায় রাজি। রাজস্থান হল আমাদের স্বপ্নের দেশ। জয়পুর, আজমির, উদয়পুর, চিতোর দেখবার শখ যে কতদিনের, তা তো জানিস।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, তবে একটা কথা। আমরা কিন্তু ভবঘুরে ট্যুরিস্টদের মতো ট্রেনে-বাসে গিয়ে এক-একটা জায়গায় বুড়ি-ছোঁয়া করে ক্যামেরায় ক্লিক ক্লিক ছবি তুলেই পালিয়ে আসব না। আমরা যেখানে যাব, সেখানে গিয়ে জায়গাটা ভাল করে চষে বেড়িয়ে তবেই আসব। এবং এই যাত্রায় আমরা জয়পুর, আজমির নয়, চিতোরের কেল্লাও নয়, আমরা শুধু ডেজার্ট এরিয়াটাই ঘুরে নেব। অর্থাৎ, মরুভূমিই হবে আমাদের লক্ষ্য।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "সে কী বাবলুদা! আমরা জয়পুর চিতোর দেখব না?"

"না। কেন না অধিক ভোজন কোনও যুক্তিতেই ভাল নয়। আমরা তো রাজস্থান ভ্রমণে যাচ্ছি না। আমরা যাচ্ছি মরুভূমি দেখতে।"

ভোম্বল বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। যা হয় সেই ভাল। এখন কবে যাবি সেই কথাটাই বল।"

"কবে আবার? আজকালের মধ্যেই দিনটা ঠিক করে নেব। কেননা গেলে দু'-একদিনের মধ্যেই বেরোতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য তো শুধু মরুভূমি দেখা নয়, মরু-মেলা।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "ঠিক। শুধু মরুভূমি দেখতে গেলে বছরের যে-কোনও সময়েই যাওয়া যেতে পারে। আমরা যাব থর মরুভূমির বুকে মরু-উৎসব দেখতে।"

বাবলু বলল, "তার আগে আমরা গাইড-বুক দেখে টাইম টেবল দেখে যাওয়ার ব্যাপার-স্যাপারগুলো বুঝে নিই। তারপর দিন ঠিক করেই কেটে নেব টিকিটগুলো। হয়তো কাল সকালেই হাওড়া স্টেশনে চলে যাব টিকিট কাটতে।"

ভোম্বল বলল, "একেই বলে ভাগ্য।"

"কেন?"

"প্রত্যেক শুভ কাজেই একটা করে শুভ লক্ষণ দেখা দেয়। আমরাও সেইরকম সংকেত পেয়েছি। অতএব যাওয়া আমাদের আটকায় কে?"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "আমাদের শুভ লক্ষণটা কীরকম?"

"যে-মুহূর্তে আমাদের রাজস্থান যাওয়ার পরিকল্পনা হয়েছে সেই মুহূর্তেই ছোটমামা এসে হাজির হয়েছেন। এর চেয়ে আশাপ্রদ আর কিছু হতে পারে কী?"

বাবলু উল্লসিত হয়ে বলল, "তাই তো রে। এটা তো ভেবে দেখিনি। তোর ছোটমামা যখন দিল্লির বাসিন্দা তখন উনিই তো আমাদের সঠিক পথনির্দেশ দিতে পারবেন। ওঁর চেয়ে ভাল গাইড আমরা কোথায় পাব?"

"তবে! খেয়েদেয়েই তোরা দুপুরবেলা আমাদের বাড়িতে চলে আয়। আমার মামা দিল্লি থেকে প্রায়ই জয়পুর, বিকানির যান শুনেছি। কাজেই থর মরুভূমির বালিতে আমরা কীভাবে পা রাখব, সেটা উনিই ভাল বলতে পারবেন।"

বাবলু বলল, "আমরা খেয়েদেয়েই তোদের বাড়িতে চলে আসছি। আজই আমরা সবকিছু জেনেশুনে যাওয়ার দিন ঠিক করব। তারপর কাল সকালেই টিকিট কাটব হাওড়া স্টেশনে গিয়ে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু তো আনন্দে নেচে উঠল। পঞ্চুও একটা ডিগবাজি খেয়ে ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ-ভৌ।"

ভোম্বলের ছোটমামা মুকুল রায় দিল্লির নরোজি নগরে থাকেন। দীর্ঘ উন্নত সুন্দর চেহারা। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম। কথায় কথায় গুনগুন করেন। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ঘরের মধ্যে জাঁকিয়ে বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা করছিলেন। ভোম্বলের মা রাজধানীর কথাবার্তা জানতে চাইছিলেন আর ছোটমামা উত্তর দিচ্ছিলেন এক এক করে।

এমন সময় বাবলু, বিচ্চু, বাচ্চু, বিচ্ছু এসে হাজির। এরা সবাই ছোটমামার পরিচিত। ওদের দেখেই ছোটমামা সহাস্যে বলে উঠলেন, "এই তো পঞ্চপাণ্ডবের দল, সবাই হাজির দেখছি। তা এবার কি হস্তিনাপুর যাত্রা?"

বাচ্চু-বিচ্ছু অবাক বিস্ময়ে বলল, "হস্তিনাপুর!"

বাবলু বলল, "দিল্লির প্রাচীন নাম।"

বিলু বলল, "মামাবাবু, আপনি এসে পড়ায় আমাদের যে কী উপকার হয়েছে তা কী বলব। সবে আমরা ঠিক করছি থর মরুভূমি দেখতে যাব, এমন সময় আপনার আবির্ভাব। কীভাবে যাব না-যাব, কোথায় থাকব একটু যদি বলে দেন তো খুব ভাল হয়। আমরা মরুভূমি কখনও দেখিনি। গোবি-সাহারায় তো যেতে পারব না। তাই আমরা থর মরুভূমিই দেখব বলে ঠিক করেছি। উটের পিঠে চাপব। বালির সমুদ্র দেখব। কত কী করব। তার ওপর সামনেই মাঘি পূর্ণিমায় মরুমেলা। দারুণ উৎসব সেখানে। মরুভূমিতে এখন সাজ সাজ রব। কাজেই এই মওকা আমরা ছাড়ছি না।"

ছোটমামা বললেন, "তা হলে তো আর সময় নেই। এই সময় ওখানে একটা মেলা হয় শুনেছি। আমার অবশ্য যাওয়া হয়নি কখনও। থরে গেছি। ভারী চমৎকার জায়গা। ওখানে গেলে মনে হবে, ভারতে নয়, যেন আরব্য রজনীর দেশে পৌঁছে গেছি। তবে এখন কিন্তু ওখানে খুব শীত।"

বাবলু বলল, "তা হোক। মেলাটা কতদিন থাকে।"

"তা তো বলতে পারব না। ওখানকার মেলা সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণাই নেই। সপ্তাখানেক নিশ্চয়ই থাকবে।"

বাবলু বলল, "আমরা বড়জোর তিন-চারদিন থাকব। এখন বলুন কীভাবে যাব আমরা?"

"শোনো তবে। থর মরুভূমি যেতে গেলে যে-কোনও রুট দিয়েই হোক জয়শলমির যেতেই হবে তোমাদের। আর জয়শলমির যেতে গেলে যোধপুর অথবা বিকানির ছাড়া পথ নেই। কেউ কেউ অবশ্য আগ্রা থেকে জয়পুর আজমির মাড়োয়ার হয়ে বারমের দিয়েও যায়, তবে সেটা খুব একটা সহজ পথ নয়।"

"আমরা তা হলে কীভাবে যাব?"

"তোমরা দিল্লি থেকে যোধপুর মেলে যোধপুর কিংবা বিকানির মেলে বিকানির হয়ে জয়শলমির যাও। যদি যোধপুর দিয়ে যাও তা হলে ওখানে দু'-একটা দিন বিশ্রাম করে ওখানকার বিখ্যাত মেহেরনগড় ফোর্ট, যশোবন্ত থারা, উমেদ ভবন, বালসমন্দ হ্রদ, মান্ডোর গার্ডেন দেখে দিনের অথবা রাতের গাড়িতে জয়শলমির চলে যাও। আর বিকানির দিয়ে যদি যাও তা হলে দিল্লি থেকে বিকানির মেলে বিকানির গিয়ে সেখানেও যা-কিছু দেখবার দেখে বাসে করে থর মরুভূমির ওপর দিয়ে চলে যাও জয়শলমির। জয়শলমির দেখে মন ভরে যাবে। আসলে যোধপুর, বিকানির, জয়শলমির সবই ওই থর মরুভূমির ওপর। ট্রেনেই যাও আর বাসেই যাও, মরুভূমির ওপর দিয়েই যেতে হবে। তবে তোমরা মরুভূমির যে রূপ দেখতে চাইছ তা দেখতে গেলে যেতে হবে 'সামে'-এ। সাম স্যান্ডডিউনস।"

ভোম্বল সোল্লাসে গলা দিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ বার করে বলল, "ইয়াহা। আমরা তো ওই দেখতেই যাচ্ছি।"

"যাও, দেখে এসো। মন ভরে যাবে।"

"আমরা তা হলে কীভাবে এবং কোন দিক দিয়ে যাব বলুন।"

"ওই তো বললাম, যেদিক দিয়ে ইচ্ছে যেতে পারো। হয় বিকানির, নয় যোধপুর। তবে আমি কী বলি, তোমরা দিল্লি হয়ে প্রথমেই বিকানির যাও। ওখান থেকে বাসে করে চলে যাও জয়শলমির। সেখানে দু'-চারদিন থেকে মেলা দেখে রাতের অথবা দিনের গাড়িতে চলে এসো যোধপুর। তারপর আবার দিল্লি হয়ে বাড়ি।

ভোম্বলের মা বললেন, "যদি দিল্লি দিয়েই যেতে হয় তোমাদের, তা হলে কিন্তু তোমরা কালকা মেলে যেয়ো। দিল্লি-কালকা কখন পৌঁছচ্ছে দিল্লিতে?"

ছোটমামা বললেন, "রাত্রি আটটা নাগাদ।"

"ওখান থেকে বিকানিরের ট্রেন কখন?"

"রাত ন'টায়।"

"ওরে বাবা, কালকা যদি লেট করে তা হলেই তো গেল।"

"সারারাত স্টেশনে পড়ে থাকতে হবে।"

"এর পরে আর কোনও গাড়ি নেই?"

"না। একেবারে সেই সকালে।"

"তার চেয়ে বাপু দিনের বেলায় পৌঁছনো যায় এমন কোনও গাড়িতেই যাক ওরা।"

ছোটমামা বললেন, "ওদের জন্য এ সি এক্সপ্রেসটাই ঠিক। এখান থেকে বেলা দশটা নাগাদ ছেড়ে পরদিনই ওই একই সময়ে নিউ দিল্লি পৌঁছবে। সেখানে সারাটা দিন অফুরন্ত সময়। ইচ্ছে করলে ওখানকার বিড়লা

মন্দির, কালীবাড়ি দেখে যে-কোনও লোকাল ধরে দিল্লি চলে আসুক। তারপর স্টেশনেই স্নান-খাওয়া করে পারলে পায়ে হেঁটে লালকেল্লাটাও দেখে নিক। তারপর রাতের গাড়িতে চলে যাক বিকানিরে।"

বাবলু বলল, "দি আইডিয়া। আমরা ওই গাড়িতেই যাব। কেন না রেলের ব্যাপারটা আমাদের খুব ভালভাবেই জানা হয়ে গেছে। কাজেই অযথা দিল্লি-কালকায় যেতে গিয়ে রিস্ক নিয়ে লাভ নেই। কালই টিকিট কাটছি আমি।"

আনন্দের বন্যা বয়ে গেল যেন সকলের মনে। যাওয়ার সিদ্ধান্ত স্থির হতেই সাজ সাজ রব পড়ে গেল। এখন শুধু টিকিট পাওয়ার অপেক্ষা।

॥ ২ ॥

মরু-অভিযানের আনন্দে এমনই মেতে উঠল ওরা যে, সে-রাতে ঘুমই হল না কারও। সবাই ভাবল কতক্ষণে সকাল হয়।

সকাল অবশ্য একসময় হল। সকাল ঠিক নয়, ভোর।

বাবলুও প্রতিদিনের মতো বেরোল পঞ্চুকে নিয়ে মর্নিং ওয়াক করতে। মিত্তিরদের বাগানে এসেই দেখে অদ্ভুত ব্যাপার। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই বসে আছে।

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "ব্যাপার কী রে! তোরা এমন সময়?"

বিলু বলল, "যাওয়ার আনন্দে ঘরে একদম মন বসছে না। তাই সবাই ছুটে এসেছি ভোর না হতেই। এবার থেকে ভাবছি আমরাও রোজ তোর মতো মর্নিং ওয়াক করব।"

ভোম্বল বলে, "আমারও খুব ইচ্ছে করে তোর মতো ভোর ভোর উঠতে। কিন্তু পারি না। বেলা আটটার আগে আমার ঘুমই ভাঙতে চায় না।"

বাবলু বলল, "কেন, একটা এলার্ম দেওয়া ঘড়ি রাখলেই তো পারিস?"

"ঘড়ি তো আছে। চেষ্টাও করেছি। কিন্তু ঠ্যালা সামলেছি পরে। বেলা দশটার পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও ঘোড়ার মতো ঘুমিয়েছি।"

ভোম্বলের কথায় সবাই হেসে উঠল হো হো করে।

ওরা কথা বলতে বলতে যখন ওদের সেই ভাঙা বাড়িটার কাছে এসে পৌঁছল তখন দেখল কোত্থেকে এক সাধুবাবা এসে ত্রিশূল পুঁতে ধুনি জ্বালিয়ে দিব্যি গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন সেখানে। যেমন বিচ্ছিরি দেখতে, তেমনই কিটকিটে কালো গায়ের রং। পরনে লাল চেলি। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। মাথায় দীর্ঘ জটা। বেঁটেখাটো খেঁকুরে চেহারা। খাঁটি ফক্কড় যাকে বলে ঠিক তাই।

এই না দেখেই পঞ্চু ভৌ ভৌ করে তেড়ে গেল।

বাবাজির কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। পঞ্চু যতই ভৌ-ভৌ করে উনিও ততই 'ঔ-ঔ' করে ভ্যাংচান। আর মাঝে মাঝে এক চোখ টিপে খি-খি করে সকলের দিকে তাকিয়ে হাসেন।

বাবাজির রকম দেখে বাবলুরা একদৃষ্টে চেয়ে থাকে তাঁর দিকে। পঞ্চু আরও রেগে যায়। কিন্তু যেহেতু বাবলুরা কিছু বলছে না তাই নিজে থেকে কিছু করতেও পারছে না ও। ওর হাঁকডাকে সবাই যেখানে ভয় পায় সেখানে এই বিটলে বাবাজি কিনা ওকেই ভ্যাংচাচ্ছে? পঞ্চু রেগে গিয়ে আবার ডাক ছাড়ে, "ভৌ-উ-উ-উ-উ।"

বাবাজিও মুখের দু' পাশে হাত রেখে ভেংচে ওঠেন, "ঔ-উ-উ-উ-উ।"

বোঝো কারবার।

ভোম্বল একেবারে বাবাজির মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে আপনি?"

সাধুবাবা নাকমুখ সিঁটকে বললেন, "রক্ষেকালীর বাচ্চা।"

বাচ্চু-বিচ্ছু তো হেসেই গড়িয়ে পড়ল তখন। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল ওদের। কী ফাজিল সাধু রে বাবা। গায়ের রং কালো হতে পারে। তাই বলে নিজেকে কেউ বলে ওই কথা? ভারী মজার লোক বটে। কী কথার ছিরি। বলে কিনা—।

বিলুও এবার অতিকষ্টে হাসি চেপে জিজ্ঞেস করল, "তা, বাবাজির আসা হচ্ছে কোত্থেকে?"

বাবাজি ডাঁটের মাথায় বললেন, "কৈলাস থেকে।"

বাবলু বলল, "ওরেব্বাবা। যেখানে যত বাবাজিকে দেখি সবার মুখেই শুনি ওই এক কথা। তা কৈলাসটা কোন দিকে বাবাজি?"

বাবাজি খি-খি করে হেসে বললেন, "অতই যদি জানব তো মাথার ওপর এই আধমনি বোঝাটাকে কেন বয়ে বেড়াব বাবা?"

ভোম্বল বলল, "আপনি এখানে এলেন কী করে?"

"কেন, পায়ে হেঁটে।"

"হ্যাঁ, পায়ে হেঁটে তো আসতেই হবে। না হলে মারুতি আর কে দেবে আপনাকে? বলি, এখানে যে এইরকম একটা ডেরা আছে সেটা জানলেন কী করে?"

"এই দ্যাখো, এটা কী জানতে হয়? মায়ের ইচ্ছেয় ঘুরতে ঘুরতে চলে এলুম। এখন থাকি না সুখে দিনকতক।"

ভোম্বল কঠিন গলায় বলল, "শুনুন, ওসব মায়ের ইচ্ছেয় টিচ্ছেয় বুঝি না। এখান থেকে মানে মানে কেটে পড়ুন দেখি।"

"অত সস্তা নয় চাঁদু। আমার গায়ে গরম জল না ঢাললে আর পুলিশের পেটানি না খেলে আমি সহজে নড়ি না কোথাও থেকে।"

বাবলু ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু ডেকে উঠল, "গর্‌রর-ঘৌ।"

বাবাজি তো এক লাফে লম্বা। দু' চোখ কপালে উঠিয়ে বললেন, "পঞ্চু! ওর নাম পঞ্চু! মানে পঞ্চানন্দ। জয় বাবা বটুকে ভৈরব।" বলেই একেবারে পঞ্চুর সামনে লাফিয়ে পড়ে দু' হাতে জাপটে ধরলেন পঞ্চুকে।

বাবলুরা তো হাঁ হাঁ করে উঠল। সর্বনাশ। এক্ষুনি দিল বুঝি কামড়ে। কিন্তু হতচকিত পঞ্চু তা করল না। এদিকে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে বাবাজির সে কী আদর করবার ধুম। আদর করতে করতেই নিজের গলার রুদ্রাক্ষের মালাটি পঞ্চুর গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, "দ্যাখ দেখি কেমন মানিয়েছে। ওরে শোন, বাবা পঞ্চানন্দের যেমন ষাঁড়, তেমনই বটুক ভৈরবের কালো কুকুর। তোদের এ-কুকুর যা-তা কুকুর নয়। একে রোজ পুজো করবি। বুঝলি? এখন ছাড় দেখি কার কাছে কী মালকড়ি আছে। বাবার একটু ভোগ লাগাই। জয় বাবা।" বলেই হাত পাতলেন বাবাজি।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তো অভিভূত। পঞ্চুকে এইরকম ভগবানের পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে সকলেরই মন নরম হয়ে গেল খুব। বাবলু ওর পকেট হাতড়ে সাততি টাকা বার করে দিতেই সে কী আনন্দ বাবাজির। টাকাটা হাতে নিয়েই একবার তুড়ুক করে লাফিয়ে উঠলেন বাবাজি। তারপর বললেন, "টাকা! টাকা কী হবে রে বোকা? রামকৃষ্ণদেব কী বলেছেন জানিস? টাকা মাটি, মাটি টাকা। টাকার কথা ভাবলে কি পেট ভরবে? যা, রসগোল্লা নিয়ে আয়। আজ মনে আনন্দে বটুক ভৈরবের ভোগ লাগাই। বলেই পঞ্চুর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে আর-একবার লাফিয়ে উঠলেন বাবাজি, "জয় বাবা বটুক ভৈরব।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মুখে আর কথাটি নেই। ওরা সত্যিই বিগলিত হল বাবাজির ব্যবহারে। পঞ্চুর পায়ের ধুলো যিনি মাথায় নিতে পারেন তিনি তো মহাপুরুষ।

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। আমি এক্ষুনি রসগোল্লা নিয়ে আসছি।" বলে চলে গেল বাবলু।

বাবাজি পরম সমাদরে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। পঞ্চু বেচারি কী আর করবে, সেও রাগ ভুলে জিভ লকলকিয়ে বাবাজির আদর খেতে লাগল।

একটু পরেই এক হাঁড়ি রসগোল্লা নিয়ে ফিরে এল বাবলু। অবশ্য ও একা নয়। সঙ্গে ওর মা-ও আছেন।

মা গলবস্ত্র হয়ে বাবাজিকে প্রণাম করতে যেতেই বাবাজি আর-একবার লাফিয়ে উঠলেন, "থাক মা, থাক। তুই হলি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। আর আমি হলুম গিয়ে তোর একটা কু-সন্তান। আমিই পেন্নাম করব তোকে।" বলেই টিপ করে একটা পেন্নাম।

যত যাই হোক সংস্কার একটা আছে। কোনও জটাজুটধারী সন্ন্যাসী কোনও গৃহবধূকে প্রণাম করলে তিনিই বা তা নেবেন কেন? বাবলুর মা বললেন, "এ কী করলেন বাবা! আপনি সাধুসন্ত লোক। আপনি আমাকে প্রণাম করলেন কেন?"

বাবাজি বললেন, "কেন করব না? তুই যে আমার মা। সবার মা তুই।" বলেই বাবলুকে বললেন, "কই দেখি? দেখি কী এনেছিস।"

বাবলু রসগোল্লার হাঁড়িটা বাবাজিকে দিতেই বাবাজি বললেন, "ওরে বাবা। এ যে অনেক! অনেক রসগোল্লা রে! এ তো অনেক টাকার। পেট পুরে খাব।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। মা কিনে দিয়েছেন।"

বাবাজি রসগোল্লার হাঁড়িটা মাথায় নিয়ে নেচে উঠলেন একবার। তারপর কয়েকটা রসগোল্লা নিজে হাতে পঞ্চুকে খাইয়ে টপাটপ নিজেও গালে ফেললেন কয়েকটা।

বাবলুর মা বললেন, "তা বাবা, যদি কিছু মনে না করেন তো বলি আপনার দর্শন যখন পেয়েছি তখন একটা অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে। আজ আপনাকে আমার বাড়িতে একটু সেবা করতে যেতেই হবে। আমার বহুদিনের ইচ্ছে সাধুসেবা করাবার। আপনি নিজে থেকেই যখন এসে হাজির হয়েছেন তখন এমন সুযোগ আমি ছাড়ছি না।"

বাবাজি লাফিয়ে উঠলেন, "জয় মা, জয় মা। নিশ্চয়ই যাব। আমাকে সাধু হিসাবে নয়। তোর একটা পাগল ছেলে ভেবেই পেট ভরে দুটো খাইয়ে দে দিকিনি। ওঃ, কতদিন যে তৃপ্তি করে খাইনি।" বলেই বিচ্ছুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "খাওয়ানো তো দূরের কথা। আমার এই উত্তমকুমারের মতো চেহারা দেখলেই লোকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়।"

বিচ্ছু আবার কুলকুলিয়ে হেসে উঠল। এমন মজার লোক ওরা কখনও দেখেনি।

মা চলে গেলে বাবাজি বললেন, "তোরা সব হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? রসগোল্লাগুলো খেয়ে নে।"

বাবলুরা দেরি করল না। সবাই মিলে আনন্দ করে খেতে লাগল রসগোল্লাগুলো। পড়ে রইল গোটা দুই।

বাবাজি বললেন, "যাক। আমার মা-জননীর কৃপায় অনেকদিন পরে আজ একটু ভালমন্দ খেতে পাব।" বলেই ফিক-ফিক করে হেসে বললেন, "ওরে, মাকে কখনও ঠকাতে নেই। তোদের আমি চুপিচুপি বলি শোন, আসলে সাধুটাধু আমি কিছুই নই। সেইজন্যেই মাকে আমার পায়ে হাত দিতে দিলুম না। আমি একটা ঠগবাজ। ভেকধারী, ভণ্ড।"

ভোম্বল বলল, "সে কী! আপনার এমন জটা...!"

বাবাজি হেসে বললেন, "জটা থাকলে বুঝি সাধু হয়? তা হলে তো যার মাথায় টাক আছে সেও হয়ে যাবে—।"

"না না তা বলছি না। এই জটাটা কী তা হলে ফলস?"

বাবাজি বললেন, "এঃ, টেনে দ্যাখো না হে ছোকরা, কেমন ছেঁড়ে। সবই আসল। শুধু মানুষটাই আমি মেকি। ছিলুম বড়বাজারের গাঁটকাটা, হয়ে গেলুম চোট্টাবাবা।"

বাবলু বলল, "সে কী!"

"হ্যাঁ, দিনে একটা অন্তত চুরি না করলে রাত্রে আমার ঘুমই হবে না।"

বিলু বলল, "আপনি চুরি করবেন?"

"করবই তো। চুরি আমাকে করতেই হয়। এতদিনের স্বভাব আমি ছাড়ব কেন?"

"শেষ চুরি কোথায় করেছেন?"

"ক্যাওড়াতলার ঘাটে। বাবা গঞ্জিকানন্দর কলকেটা চুরি করে পালিয়ে এসেছি কাল।"

বিচ্ছু আবার হেসে গড়িয়ে পড়ল।

বাচ্চু বলল, "তা এত জিনিস থাকতে আপনি কলকে চুরি করতে গেলেন কেন?"

"করব না? এক ছিলিম খেতে চেয়েছিলুম। যেমন দেয়নি তেমনই বেশ করেছি।" বলেই খি-খি করে হাসতে লাগলেন।

বাবলু বলল, "আপনি অদ্ভুত লোক তো?"

"আসলে লোকটাই যে আমি খ্যাপা রে। ভগবানের পকেট কেটে সাত মাস জেল খেটেছি আমি।"

বিচ্ছু তো এবার হাসির দমকে পেট চেপে বসে পড়ল সেখানে। সবাই হাসল।

বাবলু বলল, "ভগবানের পকেট কেটে? কীরকম।"

"আরে, নামকরা ব্যবসায়ী ভগবানদাস ঝাবড়মল। নাম শুনিসনি? দিলুম একদিন তারই পকেটটা কেটে। তা চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে গেলে যা হয় তাই হল। পড়লুম ধরা। মারও খেলুম। জেলও খাটলুম। জেল হল সাত মাসের। সেই হাতেখড়ি। তারপর থেকে এমন হাত পাকিয়ে ফেললুম যে, রেলের চেকার, থানার দারোগা, কারও পকেটই কাটতে আর বাকি রাখিনি।"

"তারপর?"

"তারপর জেল-ঘুঘু হতে হতে একদিন 'রামকৃষ্ণ কথামৃত'র সেই চোরের মতো ছাই-ভস্ম মেখে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আমিও সাধু হয়ে গেলুম। তবে সত্যিকারের সাধু তো নই। ভেকধারী, ভণ্ড।" বলেই হাসতে হাসতে বললেন, "আসলে এটা আমার পেট চালাবার ফিকির।"

এতক্ষণে বাবলু বেশ বিজ্ঞের মতো বলল, "দেখুন বাবাজি, আপনি নিজেকে যাই বলুন না কেন, আপনি কিন্তু সাচ্চা লোক। মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় না। আসুন, বাড়িতে আসুন।"

পঞ্চুর গলা থেকে রুদ্রাক্ষর মালাটা পড়ে গিয়েছিল তখন। বিলু সেটা কুড়িয়ে দিয়ে দিল বাবাজিকে।

বাবাজি বললেন, "তোরা কী সত্যি সত্যিই আমাকে তোদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাস? আমি একটা দাগি চোর রে বাবা। তোরা বড়লোক। তোদের ঘরে কত কী দামি জিনিসপত্তর আছে। দেখলে আমার লোভ হবে। তাই বলি কী, মায়ের পেসাদ তোরা বাড়ি থেকেই নিয়ে আয় না। তৃপ্তি করে খাই।"

বাবলু বলল, "বেশ। আপনি তা হলে এখানেই বিশ্রাম করুন। আমরা যথাসময়ে আসব।" এই বলে চলে এল ওরা।

বাড়ি আসতেই মা বললেন, "কী রে, কী হল? বাবাজি কোথায়?"

বাবলু বলল, "আর বাবাজি, ও পাগলার কথা বোলো না। পুরো গোলমেলে লোক। কী রেঁধেছ ওর জন্য দাও গিয়ে দিয়ে আসি।"

"তোরা কী রে! নিয়ে আসবি তো বাড়িতে। আমার বলে কত দিনের ইচ্ছে সাধুসেবা করাবার।"

"কিন্তু না এলে?"

ভোম্বল বলল, "তা ছাড়া আপনি যা ভাবছেন উনি তা নন মাসিমা। লোকটা আসলে ভণ্ড। চেহারা দেখলেন না? বিটকেল লোক একটা।"

"চেহারা যেমনই হোক না বাবা। চেহারায় কী যায়-আসে? চেহারার জন্য কাউকে অশ্রদ্ধা করতে নেই। ভাল হোক, মন্দ হোক, ভণ্ড হোক, যাই হোক, মাথায় জটা তো রয়েছে? গলায় রুদ্রাক্ষ তো আছে? আমি তাকেই সম্মান জানিয়ে ওঁকে নিমন্ত্রণ করেছি।"

ভোম্বল বলল, "জটা, মালা তো থিয়েটারেও পরে মাসিমা।"

"তা পরে। কিন্তু এটা যখন থিয়েটারের স্টেজ নয় আর উনি যখন খ্যাপার মতো নিজেই এসে হাজির হয়েছেন তখন ও-কথা বলি কী করে? যাও, আমার আদেশ। ডেকে নিয়ে এসো তাঁকে।"

অগত্যা বাবলু পঞ্চুকে নিয়ে ডাকতে গেল বাবাজিকে। কিন্তু গিয়ে দেখল সব ভোঁ ভোঁ। কোথায় বাবাজি, কোথায় কে? কেউ কোথাও নেই। সব ফাঁকা। অবশেষে এদিক সেদিক একটু ঘুরে দেখে ব্যর্থ হয়েই ফিরে এল বাবলু।

মা বললেন, "কী হল, এলেন না উনি?"

"না মা। উনি কোথায় চলে গেছেন।"

মা আর কিছু বললেন না। ঠাকুরঘরে গিয়ে রামকৃষ্ণ ও চৈতন্যের ছবির সামনে নতজানু হয়ে প্রণাম করে বাবলুকে খেতে দিলেন। তবে নিজে তিনি কোনও কিছুই মুখে দিলেন না।

॥ ৩ ॥

ব্যাপারটা যে এমন হবে তা ভাবতেও পারেনি বাবলু। বাবাজি গেলেন কোথায়? হঠাৎ এইভাবে উনি উধাও-ই বা হলেন কেন? সাধুর ছদ্মবেশে উনি যে কোনও শয়তান তা বলেও মনে হয় না। ওঁর সরলতা-ভরা দুটি চোখ, এলোমেলো কথাবার্তা ও অকপট স্বীকারোক্তি মানুষটি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ রাখে না। তবে?

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের টিকিট কাটতে যাওয়া মাথায় উঠল। বিকেলবেলা আবার তাই এসে হাজির হল ওরা মিত্তিরদের বাগানে। কারও মুখে কথা নেই। এইরকম একটি ঘটনায় ওদের মন এমনই উদ্বিগ্ন যে, কিছুই ভাল লাগল না।

বাবলু বলল, "আমি কিন্তু রীতিমতো রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।"

বিলু বলল, "আমিও।"

ভোম্বল বলল, "আমি কিন্তু কিছুই পাচ্ছি না। আসলে লোকটা খ্যাপাটে। তাই যেমন ধাঁই করে এসেছিল তেমনই বাঁই করে চলে গেছে।"

"সেটা অবশ্য অসম্ভব কিছু নয়। তবে খাওয়ার ব্যাপারে ওঁর যে রকম আগ্রহ দেখলাম তাতে না খেয়ে চলে যাওয়ার লোক উনি নন।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "ওঁর জন্য মাসিমারও আজ খাওয়া হল না।"

বাবলু বলল, "মা এইসব ব্যাপারে খুব সেন্টিমেন্টাল।"

বিলু বলল, "আচ্ছা, এমনও হতে পারে ওঁর চলে যাওয়ার মতলব ছিল বলেই বাড়িতে উনি খেতে গেলেন না।"

"হতে পারে। কিন্তু চলেই যদি যাবেন তো দুটো খেয়ে গেলেই বা ক্ষতি কী ছিল? ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। আমার মনে হয়, আমরা চলে যাওয়ার পর মুহূর্তেই এখানে এমন একটা কিছু ঘটে গেছে যাতে পালাতে উনি পথ পাননি।"

"বলছিস?"

"নির্ঘাত।"

"তা হলে নিশ্চয়ই উনি কারও কিছু চুরি করে পালিয়ে এসেছেন, আর তারা জানতে পেরে তাড়া লাগিয়েছে এখানে।"

ভোম্বল বলল, "এইটাই ঠিক।"

বাবলু বলল, "দ্যাখ, উনি রইলেন কী গেলেন তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। তবে ওঁর অন্তর্ধানটা রহস্যময়। আর চুরির কথা বলছিস? যে-লোক তুচ্ছ একটা কলকে চুরি করে, সে কারও দামি জিনিস কখনও চুরি করবে না। তা ছাড়া ভাল জিনিস দেখলে পাছে লোভ হয় সেই অজুহাতে উনি আমাদের বাড়িও গেলেন না। এ লোক আদৌ চোরই নয়। যাই হোক, গড়বড় কিছু-না-কিছু একটা হয়েইছে। এখন আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে। আর বাগানের দিকে নজর রাখতে হবে এখানে কোনও গুপ্তচক্রের ঘাঁটি কিছু গড়ে উঠছে কি না।"

"আমাদের যাওয়ার ব্যাপারটা তা হলে পিছিয়ে যাবে?"

"না, কালই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে টিকিটটা কেটে আনব আমি।"

"টিকিট কাটতে আমরা সবাই যাব।"

"বেশ তো যাবি।"

ওরা এতক্ষণ নিজেদের কথায় এমনই মেতে ছিল যে, পঞ্চুর কথা মনেও হয়নি কারও। সন্ধে হয়ে আসছে দেখে ওরা যখন উঠতে যাচ্ছিল তখনই হঠাৎ পঞ্চুর চিৎকারে সচকিত হল ওরা। বাগানের একেবারে ভেতর থেকে পঞ্চুর ভৌ-ভৌ ডাক একটানা ভেসে আসছে। সেই ডাক শুনে হইহই করে ছুটে গেল ওরা। গিয়ে দেখল বাগানের এক প্রান্তে বহু বছরের পুরনো একটি জলহীন কুয়োর ভেতর থেকে একটি চাপা কান্নার মৃদু শব্দ ভেসে আসছে। ওরা ঝুঁকে পড়ে ভেতরে তাকিয়ে দেখল ওদেরই বয়সি একটি মেয়ে সেই কুয়োর ভেতরে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বাবলু বলল, "কে! কে তুমি? উঠে এসো।"

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে বলল, "তুম কৌন হো?"

বাবলু বলল, "ভয় নেই। ওপরে উঠে এসো তুমি।"

মেয়েটি তবুও ওঠে না। ভয়ে কাঠ হয়ে বসে থাকে।

এবার বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "ডরো মাত। আমরা তোমার বন্ধু। তোমাকে নিতে এসেছি।"

"দোস্ত?" মেয়েটি কান্না থামিয়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু ওপরে ওঠার চেষ্টা করল না।

অগত্যা কুয়োর বেড়ে পা দিয়ে বাচ্চুই নেমে গেল ভেতরে। ছোট্ট গর্ত। বহুদিনের পুরনো মজে যাওয়া। তাই নামা-ওঠা কোনওটাই বিপজ্জনক নয়। বাচ্চু গিয়ে মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিতেই মেয়েটি বাচ্চুকে বুকে জড়িয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। তারপর দু'জনেই উঠে এল এক-এক করে।

গেঞ্জি আর প্যান্ট পরা স্মার্ট অবাঙালি মেয়ে। কেঁদে কেঁদে চোখদুটি ফুলে উঠেছে। বুকের কাছের গেঞ্জিতে চাপ চাপ রক্তের দাগ।

মেয়েটি ওপরে উঠতেই বাবলু জিজ্ঞেস করল, "কে তুমি?"

মেয়েটি বাবলুর মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু কোনও উত্তর দিল না।

বাচ্চু বিচ্ছু বলল, "তুমি বাংলা বোঝো না?"

"থোড়া থোড়া।"

"তোমার নাম কী? নাম ক্যা তুমহারা?"

"রাধা। পিতাজিকা নাম ডি এন শর্মা।"

"বাড়ি কোথায়? মকান?"

"আগ্রা।"

"আগ্রা! মানে তাজমহল যেখানে? তা সেখান থেকে তুমি এখানে এলে কী করে?"

"আমার নসিব আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে ভাইয়া।"

"তোমার প্যান্টে, গেঞ্জিতে এত রক্ত! ব্যাপারটা কী?"

"এত মাত পুছো। ম্যায় কাতিল হুঁ। লেকিন বেকসুর। পোলিসবালেকো মাত বুলানা।"

বাবলু বলল, "তোমার কোনও ভয় নেই। আমরা কাউকে কিচ্ছু বলব না। তুমি আমাদের বাড়িতে এসো। সন্ধে হয়ে গেছে। আর এখন অন্ধকারে এখানে থাকা ঠিক নয়।"

রাধা তখন এমনই অবসন্ন যে, অতিকষ্টে বাচ্চু-বিচ্ছুর কাঁধে ভর করে বাবলুদের বাড়ি এল। এইটুকু পথ আসতেই যে কতবার ওর পাদুটো টলে গিয়েছিল তার ঠিক নেই।

বাবলুর মা রাধাকে দেখে বিস্ময়ভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ও কে! কাদের মেয়ে রে?"

বাবলু বলল, "কিছুই জানি না মা। আমাদের বাগানে কুয়োর ভেতরে ভয়ে লুকিয়ে ছিল।"

"ও মা! সে কী!"

রাধা একবার ওর ম্লান মুখে কৃতজ্ঞতার হাসি ফুটিয়ে ঘরে ঢুকে সোফায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে দু' চোখ বুজে রইল। তারপর বহুকষ্টে বলল, "দিনভর খানা নেহি হুহা। ভুখ লাগ গয়ি। বহোত তিয়াস লাগি।"

মা সঙ্গে সঙ্গে গোটাচারেক সন্দেশ আর এক গেলাস জল এনে দিল রাধাকে।

রাধা সেগুলো খেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

মা ওর হাত ধরে বাথরুমে নিয়ে গেলেন। সেখানে ভাল করে সাবানটাবান মেখে স্নান করে স্নিগ্ধ হল রাধা। বাচ্চু ছুটে গিয়ে ওদের বাড়ি থেকে ওরই পরনের স্কার্ট ইত্যাদি রাধার জন্য নিয়ে এল। রাধা বাচ্চুর পোশাক পরে আবার যখন ওদের পাশে এসে বসল তখন স্বাস্থ্যে-সৌন্দর্যে-পরিচ্ছন্নতায় মেয়েটি যেন ঝলমল করছে। লুচি, আলুভাজা, গরম গরম হালুয়া সহযোগে আর-এক প্রস্থ জলযোগের পর এক কাপ করে কফি খেয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নিল রাধা। বাবলুরাও খেল।

রাধা এবার ওর ভ্রমর-কালো চোখদুটি তুলে প্রশ্ন করল, "ম্যায় কাঁহা হুঁ?"

বাবলু বলল, "তুমি হাওড়া রামকৃষ্ণপুরে আছ।"

মা বললেন, "তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? কোনও ভয় নেই তোমার।"

"জি!"

"বলছি, তুমি ভয় পাতা হ্যায় কাহে? আমরা তোমার কোনও ক্ষতি হতে নেহি দেগা। তোমাকে তোমার বাবা মায়ের কাছে পাঠায়গা।"

মায়ের হিন্দি শুনে বাবলু বলল, "ও তোমার কথা কিছু বুঝবে না মা। এখন ওকেই বরং ওর ভাষায় ওর কথা বলতে বলো।" বলে রাধাকে বলল, "তুম কুছ বতানা চাহো তো বতাও। হাম লোক তুমকো মুলুকমে ভেজেগা। তুমহারা মাতা-পিতা কা পাশ।"

মা বললেন, "তুই বেশ ভালই হিন্দি বলিস তো?"

বাবলু বলল, "ভাল না ছাই। অশুদ্ধ হিন্দি। যেটুকু বলছি সেটুকু অবশ্য টিভির দৌলতে শিখেছি। একেবারে নির্ভুল না হলেও মনের কথাটা এর দ্বারা বুঝিয়ে দিতে পারি।"

বাবলুর কথা শুনে রাধা কী যেন ভাবল। তারপর ওর ভাষায় ভাঙা বাংলা ভাঙা হিন্দিতে যা বলল তা হল এই—

আগ্রার মেয়ে ও। আগ্রা ফোর্ট স্টেশনের কাছে ওদের বাড়ি। সেখানে ওর বাবা মা এবং ওর আর-এক বোন থাকে। ওর নাম রাধা। বোনের নাম রেখা। যমজ বোন। দু'জনকেই একই রকম দেখতে। তা ওদের মহল্লার একটি মেয়ের শাদি উপলক্ষে হাওড়ার ঘুসুড়িতে পড়শিদের সঙ্গে এসেছিল ওরা। বাবা-মা আসেননি। ওরা দু' বোনেই এসেছিল। তবে এখন মনে হচ্ছে না এলেই বুঝি ভাল হত।

ওর বান্ধবী হেমার বাবা আগ্রার বাসিন্দা হলেও সালকিয়ার হরগঞ্জবাজারের একজন নামকরা ব্যাপারী। ঘুসুড়িতে একটি ফ্ল্যাটে থাকেন। তা শাদি উপলক্ষে এখানকার বিনানি ধর্মশালা ভাড়া নিয়ে অনুষ্ঠান হচ্ছিল। সেখানে যতসব আত্মীয়-কুটুম্ব মিলে দল বেঁধেছিল ওরা। কাল সন্ধেবেলা হঠাৎ বিয়েবাড়িতে লোডশেডিং হয়ে

গেলে ওরা শুনতে পেল চারদিকে একটা হুটোপুটির শব্দ। আর সেইসঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচি। ব্যাপারটা যে কী হল কিছু ভেবে দেখার আগেই রাধা বুঝতে পারল সেই অন্ধকারে কে যেন ওর গলার হারটা ছিনিয়ে নিয়েছে। তারপরই হেমার আর্তনাদ। সেই অন্ধকারে বিয়েবাড়ির ক্ষীণ প্রদীপের আলোটুকুই ছিল ভরসা। তাতেই দেখা গেল হেমার কান থেকেও ওর ঝুমকো দুটো ছিঁড়ে নিয়েছে কেউ। দু' হাতে কান চেপে কাঁদছে হেমা। আর তার চেয়েও খারাপ অবস্থা ওর দিদির। দু'জন যুবক গায়ের জোরে ওর দিদির গা থেকে গয়নাগুলো খুলে নিচ্ছে পটাপট। হেমার দিদি প্রচণ্ড বাধা দিচ্ছে। আর-এক যুবক রিভলভার তাগ করে আছে বাড়ির অন্য লোকেদের দিকে। পুরুষরা দূরে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। আর দূর থেকেই উপদেশ দিচ্ছে, "ও লোগ যো কুছ মাংতা সব দে দো। নেহি তো মার ডালে গা।"

রাধা কিন্তু এই অমানুষিক দৃশ্য দেখে নিজেকে স্থির রাখতে পারল না। হঠাৎ নীচে থেকে জেনারেটরের ভট-ভট শব্দ ভেসে আসতেই ও প্রদীপ উলটে ভারী পিলসুজটা নিয়ে যে-লোকটা রিভলভার তাগ করেছিল তার মাথার ওপর বসিয়ে দিল এক ঘা। লোকটি ভয়ংকর আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়। পড়ে ছটফট করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আলোও জ্বলে উঠল। রাধারও বুকে-মুখে রক্তের ছিটে। সামনের আয়নায় সেই দৃশ্য দেখে শিউরে উঠল সে। যে লোকদুটো হেমার দিদির গয়না কেড়ে নিচ্ছিল তারা এবার সহসা লাফিয়ে পড়ল রাধার ওপর। তারপর গায়ের জোরে ওকে টানতে-টানতে নীচে নামিয়ে একটা অ্যামবাসাডারে উঠিয়ে দিল ওরা। একজন ওর নাকে রুমাল চেপে ধরতেই দম যেন বন্ধ হয়ে এল ওর। একটু একটু করে সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল ওর চোখের সামনে। মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগল এক অজানা ভয়ে অথবা রুমালে মাখা কোনও ওষুধের প্রভাবে। তারপর আর কিছুই ওর মনে নেই।

জ্ঞান যখন ফিরল তখন একটি ঘরের মধ্যে ও একা শুয়ে আছে। সেই ঘরে একটি সবুজ রঙের ডিম লাইট জ্বলছিল। ঘরের ভেতর গদি বিছানা আলমারি সবই ছিল। কোনও লজ অথবা ফ্ল্যাটবাড়ি হবে হয়তো। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল অনেক নিচুতে রাস্তা। সেখানে কোনও লোকজন নেই। দোকানপাট সব বন্ধ। রাত কত তা কে জানে? কিন্তু ফ্ল্যাটটা এত উঁচুতে যে, সেটা চারতলায় কি পাঁচতলায় তাও সে মনে করতে পারল না। এই জানলায় লোহার ফ্রেমের সঙ্গে রঙিন কাচ লাগানো। টেনে খোলা যায়। জানলায় কোনও গ্রিল বা রড নেই। কিন্তু এত উঁচু থেকে তো লাফানো যায় না। অথচ পালাবারও পথ নেই। এখন হয় এদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে নয়তো বরণ করে নিতে হবে মৃত্যুকে। অথচ ঘরের একটিমাত্র দরজা, আর সে দরজাও বাইরে থেকে বন্ধ। রাধা তখন হঠাৎই বুদ্ধি করে ঘরের ডিম লাইটটাও নিভিয়ে দিয়ে দরজার কাছে এসে টোকা দিতে লাগল, "কই হ্যায়? দরোয়াজা খোলো।" বাইরে পাহারা ছিল নির্ঘাত। তাই বেঁটেখাটো হাফপ্যান্ট পরা দারোয়ান গোছের একজন লোক দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই লোকটার পায়ে পা দিয়ে এমন একটা হ্যাঁচকা টান দিল যে, মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লোকটা। আর রাধাও সেই ফাঁকে ছুটে বেরিয়ে এসে দরজায় শিকল তুলে দিল। তারপর দ্রুত পদক্ষেপে তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল নীচের দিকে। কয়েক ধাপ নামার পরই দেখল দুড়দাড় করে আরও দু'-একজন নামছে ওকে ধরবার জন্য। ও তখন দোতলায় নেমেছে। সিঁড়ির একপাশে একটি অপরিচ্ছিন্ন ল্যাট্রিন দেখে বুদ্ধি করে তার ভেতরেই ঢুকে পড়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর সেই ল্যাট্রিনের জানলা গলে লাফিয়ে পড়ল পাশের একটি টিনের চালে। সেখান থেকে রাস্তায়। নেমেই ছোটা শুরু করল। একটু পরেই পায়ের শব্দ শুনে বুঝল দু'জন লোকও তাড়া করে আসছে ওকে। হঠাৎ একটা গলির ভেতর থেকে কতকগুলো রাস্তার কুকুর ঘেউ ঘেউ শব্দ করে এমন তাড়া লাগাল ওদের যে, পালাতে পথ পেল না বাছাধনরা। রাধা তখন সেই গলিরই ভেতর দিয়ে এ-গলি ও-গলি পার হয়ে ঢুকে পড়ল একটি পোড়ো বাগানে। সেই বাগান, যেখান থেকে ওরা উদ্ধার করেছে ওকে।

এই পর্যন্ত বলে রাধা একটু থামল।

বাবলু বলল, "তারপর?"

রাধা আবার শুরু করল—

বাগানে ঢুকে সে যে কোথায় কোন দিকে লুকোবে কিছু ঠিক করতে পারল না। হঠাৎ দেখল একটা ভাঙা বাড়ির ভেতর এক সাধুবাবা ধুনি জ্বালিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঢুলছেন বসে বসে। ও ছুটে গিয়ে পাদুটো জড়িয়ে ধরল সাধুবাবার। তারপর বলল, "বাবাজি, মুঝে বঁচাইয়ে। ও লোক মেরা পিছু পড় গয়ী। ম্যায় বেকসুর হুঁ।" বাবাজি বললেন, "কে তুই?"

রাধা তখন অতিকষ্টে হাঁফাতে হাঁফাতে সব কথা খুলে বলল বাবাজিকে। বাবাজি বললেন, "ঠিক আছে। তোর কোনও ভয় নেই। আমি আছি। ঘুরতে ঘুরতে ভাগ্যিস এসে পড়েছিলাম এখানে। তবে দু'-একটা দিন

এই জঙ্গলেই তুই লুকিয়ে থাক। তারপর আমি সুবিধেমতো তোকে ট্রেনে চাপিয়ে দিয়ে আসব। চাই কী আমি নিজেই চলে যাব তোর সঙ্গে। তবে এই অবস্থায় তুই কিন্তু একদম বাইরে বেরোবি না। বেরোলেই ধরা পড়বি। আর ধরা পড়লেই কেলেঙ্কারি। খুন যখন করেছিস তখন হয় তোকে পুলিশে ধরবে, নয়তো গুন্ডায় মারবে। ওদের দলের লোককে তুই মেরেছিস, ওরা কি তার প্রতিশোধ নেবে না ভেবেছিস?" রাধা বলল, "আপনি যাতে আমার ভাল হয় তাই করুন।" তখন বাবাজি অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে খুঁজেপেতে ওই কুয়োর মধ্যে ওকে ঢুকিয়ে দিলেন। কুয়োর ভেতরে ঢুকে অনেকটা নিশ্চিন্ত হল রাধা। দেখতে দেখতে সকাল হল। অনেক বেলায় বাবাজি এসে দুটো রসগোল্লা খাইয়ে গেলেন ওকে। আর একটু রস। কিন্তু তাতে কি পেট ভরে? উলটে তেষ্টায় প্রাণটা ছটফট করতে লাগল। বাবাজিকে সে-কথা বলতেই বাবাজি বললেন, "ব্যবস্থা করছি জলের।" আর এও বললেন, দুপুরে দুটো ভাতের ব্যবস্থাও নাকি হয়ে গেছে।

"তারপর?"

রাধা বলতে লাগল, "তারপর বরাত মন্দ।"

যেন ছায়াছবির দৃশ্যের মতো চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল ঘটনাগুলো।

বাবাজি কুয়োর কাছ থেকে সবে কয়েক পা এগিয়েছেন এমন সময় কারা যেন এসে হাজির হল সেখানে।বাবাজিকে বলল, "একটা মেয়ে একজনকে খুন করে পালিয়ে এসেছে। খুব সম্ভবত এই বাগানেই কোথাও লুকিয়েছে সে। মেয়েটা কোথায়?" বাবাজি বললেন, "কোথায় তা আমি কী করে জানব? ওসব মেয়েটেয়ে এখানে নেই। এখন ভালয় ভালয় কেটে পড় দিকিনি।" ওরা বলাবলি করল, "আমাদের মনে হচ্ছে এই ভণ্ড ব্যাটা সব জানে। চেপে যাচ্ছে। না হলে মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে জঙ্গলের ভেতর থেকে আসছে কেন? নিশ্চয়ই মেয়েটাকে খাওয়াতে গিয়েছিল। এখন এতে করে জল আনতে যাচ্ছে।"

বাবাজির গলা শোনা গেল এবার, "আমার হাতে মিষ্টির হাঁড়ি ছাড়া আর একটা কী আছে দেখছ তো? ত্রিশূল। এর বাড়ি এমন খুঁচিয়ে দেব যে, দিনের বেলায় চাঁদ দেখবে।" ওদের একজন বলল, "আমাদের সঙ্গে ওইভাবে কথা বোলো না বাবাজি। ফল খুব খারাপ হবে।" বাবাজিও রেগে বললেন, "আমার সঙ্গেও চালাকি করতে এসো না। আমিও ছেড়ে কথা বলব না। আমি যে-সে সাধু নই। ধুনির সামনে দু' চোখ বুজে আমি ভগবানের ধ্যান করি না। কার কী হাতাব তাই ভাবি। দরকার হলে মার্ডারও করতে পারি আমি। যাও।" ওরা তখন দু' দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবাজির ওপর। রাধা অনুমানে বুঝল, ওরা খুব মারধোর করছে বাবাজিকে। একজন বলল, "এখন আর নয়। মজা দেখাব পরে। এক্ষুনি সেই শয়তান ছেলেমেয়েগুলো হয়তো কুকুরটুকুর নিয়ে এসে হাজির হবে। তার চেয়ে রাত্রিবেলা আসব। এসে মোচড় দিয়ে কথা বার করব। হয় মেয়েটাকে নিয়ে যাব, নয়তো এই জটায় পেট্রল ঢেলে ধরিয়ে দেব দেশলাই কাঠি। বুঝবে তখন ঠ্যালাটা।"

বাবলু বলল, "মাই গড। বাবাজি তা হলে কোথায়?"

রাধা বলল, "আমি জানি না। ওরা বাবাজিকে নিশ্চয়ই এই বাগানেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। আমি সারাদিন ওই বাবাজির কথা ভাবছিলাম। লেকিন এখানে তো আমার কোনও জান পয়ছান নেই। তাই ভাবছিলাম সন্ধের পর ছুপকে ছুপকে বাবাজিকে একটু খুঁজে দেখব। না পেলে পালাব এখান থেকে।"

বাবলু বলল, "পালিয়ে তুমি কোথায় যেতে?"

"তা তো জানি না। সেইজন্যই তো ভেবে ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছিলাম।"

রাধার কথা শুনে অবাক সকলে।

বাবলু বলল, "বাবাজি কত মহৎ লোক দেখেছিস? পাছে আমাদের কাছে ওর কথা বললে আমরা চারদিকে রাষ্ট্র করে দিই, তাই পুরো ব্যাপারটা চেপে গেছেন। হাসি-ঠাট্টা-ফাজলামি করে আমাদের এমন ভুলিয়ে রেখেছিলেন যে, আমরা অকারণে বাগানের আরও ভেতরে যেন না যাই। মা ওঁকে নেমন্তন্ন করেছিলেন, কিন্তু ওই অভুক্ত মেয়েটির কথা চিন্তা করে বাবাজি ওঁর খাবার বাগানেই দিয়ে আসতে বলেছিলেন। পরে অবশ্য নিয়তি তাঁকে দুর্ববৃত্তদের হাতে তুলে দিয়েছে। আমাদের খুব উচিত ছিল বাবাজিকে ছিটেল ভেবে অবহেলা না করে তখনই ভালভাবে তাঁর খোঁজ করা। আসলে ব্যাপারটা যে এত খারাপ দিকে চলে গেছে তা কেউ ভাবিইনি। ভাগ্যে পঞ্চু রাধাকে খুঁজে পেল।"

বিলু বলল, "এখন তা হলে আমাদের করণীয়?"

"এক্ষুনি বাবাজিকে উদ্ধার করতে হবে। বাবাজি ওই বাগানের ভেতরেই আছেন। এখনও হয়তো সময় আছে।" বলেই উঠে দাঁড়াল বাবলু।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছুও যাওয়ার জন্য তৈরি হল। আর পঞ্চু? সে এই নৈশ অভিযানের গন্ধ পেয়ে ঘন ঘন লেজ নাড়তে লাগল আনন্দে।

রাধা উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, "কাঁহা যা রহে তুম?"

বাবলু বলল, "তোমার কোনও ভয় নেই। তুমি মায়ের কাছে থাকো। আমরা বাবাজির খোঁজ নিতে যাচ্ছি।"

রাধা ভয়ে ভয়ে বলল, "লেকিন হামারা বাত কিসিকো মাৎ বোলনা।"

"না, না। কাউকেই বলব না।" বলে চটপট তৈরি হয়ে পিস্তলটা যথাস্থানে নিয়ে সকলকে ইশারা করে চলে গেল বাবলু।

মা বললেন, "তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন মা? তুমি তো খুনের জন্য খুন করোনি। তোমার কোনও ভয় নেই। পুলিশ তোমাকে কিচ্ছু বলবে না।"

"মাজি! মুঝে বহোৎ ডর লাগতা।"

"ভয় কী? তা ছাড়া লোকটাকে তুমিই যে খুন করেছ তারই বা প্রমাণ কী? ওকে অন্য কেউও তো খুন করতে পারে?"

"নেহি মাজি! ও খুন ম্যায়নে কিয়া।"

"পাগল মেয়ে। আমাদের যা বলেছ তা সবাইকে বলবে কেন? তুমি বলবে, গুন্ডারা তোমাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। আর ওই খুনের ব্যাপারে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবে, তুমি ওদের বাধা দিতে গিয়েছিলে বলে ওরা তোমাকে মারতে গিয়েছিল। সেই সময় ওই লোকটা এসে পড়ায় অন্ধকারে ওরই মাথায় লেগে গেছে। তা হলেই তো হল?"

এইভাবে যে একটা খুনের ঘটনাকে বুদ্ধির চালে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় তা বোধহয় মনে হয়নি রাধার। তাই আশার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর ম্লান মুখখানি। সে গভীর আবেগে বাবলুর মাকে জড়িয়ে ধরেই মুখ লুকল তাঁর কোলের ভেতর।

॥ ৪ ॥

পাণ্ডব গোয়েন্দারা যখন মিত্তিরদের বাগানে এল তখন সেখানে শ্মশানের নীরবতা। জ্যোৎস্নার আলো চারদিকের গাছপালায় চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে। তাই টর্চের প্রয়োজন হল না। ওরা খুব সন্তর্পণে চুপিচুপি ছায়ান্ধকারে সেই ভাঙা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বাবলু পঞ্চুর পিঠ চাপড়ে ওকে একটু ঠেলে দিতেই পঞ্চু বুঝে নিল এখন তাকে কী করতে হবে। সে ঝড়ের গতিতে চলে গেল জঙ্গলের গভীরে।

বাবলুরা চারদিকে নজর রাখতে রাখতে এক-পা এক-পা করে এগোতে লাগল জঙ্গলের দিকে।

বিলু বলল, "মনে হয় ওরা এখনও আসেনি। এলে কিন্তু ওদের হাঁকডাক আমরা শুনতে পেতাম।"

বাবলু বলল, "বাবাজিকে উদ্ধার করেও আমরা অপেক্ষা করব ওদের জন্য। এমন শিক্ষা দেব যে, বাছাধনরা হাড়ে হাড়ে টের পাবে।"

ভোম্বল বলল, "রাধাকে পৌঁছে দেওয়ার কী করবি?"

বাবলু বলল, "কাল সকালে ঘুসুড়িতে গিয়ে খোঁজখবর নেব। তারপর রাধাকে পৌঁছে দেব ওর আত্মীয়স্বজনদের হাতে। সেখানে ওর বোনও তো আছে। খুব কান্নাকাটি করছে নিশ্চয়ই।"

বিচ্ছু বলল, "আচ্ছা, এতবড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল, কিন্তু কই কোনও কাগজেই তো দিল না খবরটা?"

"আসলে এইরকম ঘটনা তো আজকাল আকছার ঘটছে। তাই হয়তো দেয়নি। নয়তো দেরিতে খবর পৌঁছনোর জন্য কাগজওয়ালারা খবরটা ঠিক সময় ছেপে উঠতে পারেনি। কালকের কাগজে নিশ্চয়ই থাকবে।"

ওরা যখন এইসব আলোচনা করছে তখনই হঠাৎ কে যেন পিছন দিক থেকে অতর্কিতে চেপে ধরল বাবলুর মুখটাকে। তারপর ওকে আস্তে আস্তে পাশের একটি ঝোপের দিকে টেনে নিল। ব্যাপারটা এমনই সুকৌশলে এবং আচমকা ঘটে গেল যে, কেউ টেরও পেল না। বাবলুও বাধা দিতে পারল না।

বাবলুকে যারা টেনে নিল তারা প্রথমেই কেড়ে নিল ওর পিস্তলটা। ওরা দু'জন ছিল। একজন ওর পেটে ছুরি ঠেকিয়ে বলল, "এই জঙ্গলে রাতদুপুরে কী করতে এসেছিস?"

বাবলু বলল, "তোমরাই-বা এখানে কী করতে এসেছ?"

"আমরা নিশাচর। রাত্রি হলেই বেরিয়ে পড়ি আমরা।"

বাবলু বলল, "এই বাগানে এক সাধু এসেছিলেন। উনি হঠাৎ করে উবে যান। তাই কী ব্যাপার দেখবার জন্য আমরা এখানে এসেছি।"

"আর কিছু?"

"আর কী?"

"সেই মেয়েটা কোথায়?"

"কোন মেয়েটা?"

"একটু আগেই যার কথা বলছিলি?"

"জানি না।"

এমন সময় বিলুর হঠাৎ খেয়াল হল বাবলু নেই। বিলু বলল, "তাই তো রে, বাবলু কোথায় গেল? বাবলু? এই তো কথা বলছিল?"

ভোম্বল বলল, "সত্যিই তো! কোথায় গেল সে?" বলেই ডাকল, "বাবলু! এই বাবলু! কোথায় গেলি?"

বাবলু ওর ডাকে সাড়া দিতে যাচ্ছিল কিন্তু লোকদুটো ওর মুখ চেপে ওর পেটের ওপর ছুরিটা এমনভাবে ধরে রইল যে ভয়ে চেঁচাতে পারল না ও।"

বিলু তখন হাঁক দিয়েছে, "পঞ্চু, পঞ্চু, পঞ্চু শিগগির আয়।"

বিলুর ডাক শোনামাত্রই ছুটে এল পঞ্চু।

সবাই বলল, "বাবলু নেই।"

পঞ্চু লাফিয়ে উটল, "আঁ আঁ আঁউ।" অর্থাৎ সে কী!

হঠাৎ দূরে একটা ঝোপ নড়ে উঠতেই পঞ্চু তিরবেগে ছুটে গেল সেদিকে। একেবারে ঠিক জায়গাতেই গিয়ে পড়েছে। যে-লোকটা বাবলুর পেটে ছুরি ধরেছিল পঞ্চু গিয়ে লাফিয়ে পড়ল তার ঘাড়ের ওপর। যেই না পড়া অমনই দেখা গেল আর-একজন ছুটে এল সেখানে। লোকটার হাতে একটা কাঁটাওয়ালা চাবুক ছিল। সেই চাবুকের বাড়ি এক ঘা পঞ্চুর পিঠে বসিয়ে দিতেই বিকট চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল পঞ্চু। তারপর কোনও রকমে উঠে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল সে। কী ছিল সেই চাবুকে তা কে জানে? গায়ে পড়ামাত্র সারা শরীর যেন অবশ হয়ে গেল। ওই চাবুকের ঘা খেয়ে পঞ্চুর এমন হল যে, আর-একবার আক্রমণ করতে সাহস করল না। তাই সে ক্রুদ্ধ চোখে লোকদুটোর দিকে তাকিয়ে গর্‌র গর্‌র করতে লাগল।

ততক্ষণে বিলু-ভোম্বল-বাচ্চু সবাই ছুটে এসেছে।

যে-লোকটা বাবলুর পেটে ছুরি ধরেছিল তার এক হাতে ছোরা অপর হাতে বাবলুর পিস্তলটা। সে পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়াতেই পঞ্চু আরও একবার সুযোগ বুঝে বাবলুর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল যেই, অমনই সে যখন অর্ধপথে তখন হঠাৎ সেই চাবুকের আর-এক ঘা পড়ল ওর গায়ে। পঞ্চু 'আঁ-আঁ-আঁউ' করে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। তারপর গুটি গুটি পিছু হটে ঢুকে পড়ল একটা ঝোপের ভেতর।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এমন অসহায় অবস্থায় কখনও পড়েনি। একে তো বাবলুর হাতে পিস্তল নেই তার ওপর পঞ্চু বেকায়দায়।

লোকদুটো এবার এগিয়ে এসে ওদের পাঁচজনকে পর পর সারি দিয়ে দাঁড় করাল।

একজন পিস্তল তাগ করে রইল ওদের দিকে।

চাবুক মারা লোকটা বলল, "এইবার বল মেয়েটা কোথায়?"

বাবলু বলল, "জানি না।"

"ঠিক করে বল? না হলে দেখছিস তো হাতে কী? এটা যে-সে চাবুক নয়। এতে এমন জিনিস ফিট করা আছে যাতে শুধু কুকুর নয়, বাঘ সিংহ হাতি ঘোড়া পর্যন্ত চুপ করে যাবে। সারা শরীরে বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলে যাবে এই চাবুকের এক ঘা খেলে।"

বাবলু বলল, "মেয়েটা আপাতত আমাদের কাছেই আছে। কিন্তু সেই সাধুবাবা কোথায়?"

লোকদুটো হেসে উঠল, "সাধুবাবা! গায়ে ছাই মাখলেই সাধু হয় বুঝি? সাধুবাবা আমাদের কাছেই আছে।"

"ঠিক আছে। সাধুবাবাকে ছেড়ে দাও। তারপর মেয়েটাকে পাবে।"

"ওসব ছেঁদো কথায় আমরা ভুলছি না। তোদের আমরা ভালরকম চিনি। সেইজন্যই তো ফাঁদ পেতে ধরেছি তোদের। কুকুরটার জন্যও স্পেশ্যাল ব্যবস্থা করে এনেছি, দেখলি তো দু' ঘা খেতেই কেমন লেজ

গুটিয়ে পালাল। এখন যা বলি শোন। যে-কোনও একজন গিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে আয়। ও আমাদের বসকে হাফ-মার্ডার করেছে। এখনও হাসপাতালে ধুঁকছে সে। ওকে আমাদের চাই।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। আমাদের ভেতর থেকে যে-কোনও একজনকে যেতে দাও। সে গিয়ে নিয়ে আসবে মেয়েটাকে।"

"পুলিশ ডেকে আনবি না তো? খুব সাবধান। তোদের একদম বিশ্বাস নেই। যদি পুলিশ আসে তা হলে পুলিশ দেখলেই আগে তোদের খতম করব। তারপর লড়ে যাব পুলিশের সঙ্গে। হয় জিতব নয় মরব।"

বাবলু বলল, "আমরা চট করে পুলিশের কাছে যাই না। তা যদি যেতাম তা হলে এই রাতদুপুরে বাগানে আমরা আসতাম না, পুলিশই আসত। আমি কথা দিচ্ছি মেয়েটাকে তোমাদের হাতে তুলে দেব। কিন্তু তার আগে যে সাধুবাবাকে আমাদের চাই ব্রাদার?"

চাবুক হাতে লোকটি ক্রোধান্ধ হয়ে বলল, "তবে রে! এক ফোঁটা ছেলে, আবার ইংরিজি বলা হচ্ছে?" বলেই চাবুকের বাড়ি বাবলুর পায়ে এক ঘা।

বাবলু যেন নীল হয়ে উঠল।

কিন্তু পরের বার মারবার জন্য যেই না সে চাবুক উঠিয়েছে, অমনই কোথা থেকে যেন গেরিলা আক্রমণে 'ভৌ-উ-উ' শব্দে লোকটির হাত কামড়ে ঝুলে পড়ল পঞ্চু। লোকটি "মাই গড" বলে লাফিয়ে উঠল। তবে পঞ্চুর কামড় থেকে হাত ছাড়ায় এমন শক্তি তার কোথায়? অগত্যা হাত ছাড়াবার বৃথা চেষ্টায় অযথা ধস্তাধস্তি করতে লাগল পঞ্চুর সঙ্গে।

এদিকে পিস্তলধারী অপরজনও তখন হতচকিত হয়ে পড়েছে। আর সেই সুযোগে বিলু ভোম্বলও একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা ধরে ঝুলে পড়েছে ওর।

ওদিকে বাবলুও তখন চাবুকটা কেড়ে নিয়েছে সেই লোকটির হাত থেকে। তারপর পঞ্চুকে ছাড়তে বলে সেই চাবুক দিয়ে মারের পর মার। ঠিক যেভাবে পঞ্চুকে, বাবলুকে লোকটি মেরেছিল সেইভাবে—সপাং-সপাং-সপাং।

চাবুকের শক খাওয়া লোকটির তখন আর্তনাদ করবার শক্তিও নেই। মুখ দিয়ে শুধু গোঁ গোঁ করে একটা শব্দ করল।

বিলু ভোম্বল আগের লোকটির কাছ থেকে ছোরা আর পিস্তল কেড়ে নিয়েছে তখন। পিস্তলটা বাবলুকে দিতেই বাবলু সেটা হাতে নিয়ে বলল, "হ্যান্ডস আপ।"

লোকটি হাত ওঠাল।

বাবলু চাবুকটা বিলুর হাতে দিয়ে বলল, "বেশটি করে চাবকা।"

বিলু-আর ভোম্বল দু'জনে মিলে পালা করে তখন চাবকাতে লাগল লোকটাকে।

আর লোকটি চাবুকের ঘা খেয়েই শুরু করল মাঙ্কি ডান্স।

অপর লোকটি বলল, "ঠিক আছে, আমরা আর কাউকে চাই না। এবারের মতন তোমরা আমাদের ছেড়ে দাও।"

বাবলু বলল, "সাধুবাবা কোথায়?"

"আমাদের বাগানের বাইরে নিয়ে চলো, তারপরে বলছি।"

বাবলু বলল, "তবে রে!" বলেই পিস্তল ওঠাল।

ওদিকে পঞ্চুর তখন সে কী গরগরানি।

ওরা দু'জনে চোখে চোখে কী যেন ইশারা করল।

একজন বলল, "ঠিক আছে। আমার সঙ্গে কেউ এসো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

বিলু-ভোম্বল লোকটার পেছনে ছুরি ধরে বলল, "চলো।"

লোকটি ওদের সেই ভাঙা বাড়ির ভেতর নিয়ে এল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠেই পেছন দিকে মারল এক লাফ।

বিলু-ভোম্বল দু'জনেই হতবাক। ওরা জোরে চেঁচাল, "পঞ্চু, পঞ্চুরে!"

ওদের ডাক শোনামাত্রই ছুটে এল পঞ্চু। এবং এত দ্রুত এল যে, পালাবার চেষ্টা করেও পালাতে পারল না লোকটি। উলটে পঞ্চুর হাঁকডাক আর ভীষণ মূর্তি দেখে হার্টফেল করে আর কী। বিলু-ভোম্বলও তখন ছাদ থেকে নেমে এসে ধরেছে লোকটিকে। তারপর আবার পিঠে ছুরি রেখে নিয়ে এল বাবলুর কাছে।

বাবলু বলল, "সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না দেখছি।"

ওরা মাথা হেঁট করল।

বাবলু ওদের বলল, "দু'জনেই হাত ওঠাও। এগিয়ে চলো সামনের দিকে। ছোটবার চেষ্টা করবে না। ছুটলেই গুলি করব।"

ওরা বলল, "কোথায় যাব?"

"শ্বশুরবাড়ি যাবে। আবার কোথায়?"

"তোমরা কি আমাদের পুলিশে দেবে?"

"কথা না বাড়িয়ে চলো বলছি।"

অগত্যা দু' হাত তুলে গৌরাঙ্গ হয়ে এগিয়ে চলল ওরা। আর ওদের পেছনে চলল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। সেইসঙ্গে ক্রুদ্ধ পঞ্চু।

বিলু, ভোম্বল,-বাচ্চু, বিচ্ছুও বাবলুকে অনুশরণ করল। ওরা বুঝতে পারল না বাবলু ওদের কোনদিকে নিয়ে যেতে চাইছে। থানায় গেলে তো বাগানের বাইরে যেত। তার জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে আরও ভেতরে।

ওরা যেতে যেতে একসময় সেই জলহীন কুয়োটার কাছে এল।

বাবলু লোকদুটোকে বলল, "ঢোকো এর ভেতর।"

"তার মানে?"

"ঢোকো বলছি।"

বিচ্ছু সপাং করে এক ঘা দিয়ে বলল, "যা বলছে তাই কর না? ঢোক এর ভেতর।"

বাবলু বলল, "ভয় নেই। বেশি গভীর নয় এটা। ঢোকো।"

ওরা ঝুপঝাপ নেমে পড়ল।

পঞ্চু কুয়োর পাড়ের ওপর বসে গর্‌র গর্‌র করতে লাগল ওদের দিকে চেয়ে।

ওরা এমন বেকায়দায় পড়ল যে, আর ওদের ওঠার সাধ্য নেই।

বাবলু বলল, "এবার বলো সাধুবাবা কোথায়?"

"এই বাগানের পুব দিকে একটা গাবগাছের সঙ্গে বাঁধা আছে।"

বাবলু বিলুকে বলল, "তুই সবাইকে নিয়ে চলে যা। পঞ্চুও যাক। আমি দেখছি এ-দুটোকে।"

"তুই একা দু'জনকে সামলাতে পারবি?"

"সেইজন্যেই তো বুদ্ধি করে গর্তে ঢোকালাম দুটোকে। তা ছাড়া আমার এক হাতে হান্টার আর-এক হাতে পিস্তল। পারব না মানে?"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু তখন পঞ্চুকে নিয়ে সদলবলে ছুটল বাগানের পুব দিকে সাধুর সন্ধানে। পঞ্চুর আনন্দ দেখে কে। যতই হোক মনের মতো একটা কাজ পেয়েছে তো!

বাগানের পুব দিকে একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে ওরা দেখল, সত্যি-সত্যি সেই বাবাজিকে একটি গাবগাছের গুঁড়ির সঙ্গে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে। মুখও এমনভাবে বাঁধা যাতে চেঁচাতে না পারে।

ওরা ছুটে গিয়ে ছুরি দিয়ে দড়ি কেটে বাঁধনমুক্ত করল বাবাজিকে। বাবাজির দু'চোখে তখন জলের ধারা। মুক্ত হতেই বাবাজি একবার ধুপ করে বসে পড়লেন মাটিতে। তারপর অবাক বিস্ময়ে বললেন, "তোমরা! তোমরা এখানে কী করে এলে?"

"আপনার খোঁজ করতে করতেই এসে পড়লাম।"

বাবাজির পায়ের কাছে বেঁকানো অবস্থায় ত্রিশূলটা পড়ে ছিল। বাবাজি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ভোম্বলকে বললেন, "এটা একটু সোজা করে দে তো বাবা। হাতদুটো মোড়া ছিল বলে টাটিয়ে উঠছে।

ভোম্বল ত্রিশূলটা সোজা করে দিতেই বাবাজি বললেন, "আমাকে তো উদ্ধার করলি। এবার আর-একজনকে উদ্ধার কর দেখি। অবশ্য সে যদি এখনও থাকে।"

বিলু বলল, "কার কথা বলছেন আপনি?"

"সে একজন। গেলেই দেখতে পাবি।"

ওরা তো সবই জানে। তাই বাবাজির পিছু-পিছু চলল। বাবাজি ওদের নিয়ে কুয়োর কাছে এসেই বাবলুকে দেখতে পেলেন। বাবাজি বললেন, "ও, তুমি আছ এখানে?" বলেই বললেন, "এই কুয়োর ভেতরে টর্চের আলো ফেলো তোমরা।"

বিলু-ভোম্বল তাই করল।

বাবাজি ঝুঁকে পড়ে ভেতরে তাকিয়েই লোকদুটোকে দেখে বললেন, "আরে! এদের এখানে ঢোকাল কে?"

বাবলু বলল, "আমরা।"

বাবাজি ত্রিশূল হাতে লাফিয়ে উঠলেন, "এই শয়তানরাই আমাকে বেঁধে রেখেছিল। এরা আমাকে কী মার মেরেছে আজ। এখন গর্তের ব্যাঙ-কে যেভাবে খোঁচায় ঠিক সেইভাবেই খুঁচিয়ে মারব ওদের।" বলেই ত্রিশূল উঁচিয়ে ধরলেন।

বাবলু বলল, "তার আর প্রয়োজন হবে না। আমরা ওদের উচিত শিক্ষা দিয়েছি। এবার পুলিশে খবর দেব। পুলিশ এসে যা করবার করবে।"

বাবাজি বললেন, "সবই তো হল। কিন্তু একটি অসহায় মেয়েকে আমি এর ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিলুম। তার খবর কিছু বলতে পারো?"

বাবলু বলল, "সেই মেয়েটি এখন আমাদের হেফাজতে আছে। আর ওকে উদ্ধার করা হয়েছে পঞ্চুরই কৃতিত্বে।"

বাবাজি আর-একবার লাফিয়ে উঠলেন, "জয় বাবা বটুক ভৈরব।"

সবাই বলে উঠল, "জয় হো।"

ঠিক সেই মুহূর্তে কয়েকজন কনস্টেবলকে নিয়ে একজন ইনস্পেক্টর সেখানে এসে হাজির হলেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অবাক হয়ে বলল, "কী ব্যাপার! আপনারা?"

ইনস্পেক্টর হেসে বললেন, "তোমার মা ফোন করেছিলেন। কাল রাত্রে গোলাবাড়ি থানার কাছে একটা বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটে গেছে। শুনলাম সেই চক্রের দু'জনকে ধরবার জন্য তোমরা নাকি ফাঁদ পেতেছ? এক বাবাজিও শুনলাম ওদের ক্রোধের বলি হয়েছেন।"

বাবলু বলল, "এই দেখুন আমাদের ফাঁদে কেমন জোড়া ফড়িং ধরা পড়েছে। বাবাজিকে আমরা যে উদ্ধার করেছি তা তো দেখছেনই।"

পুলিশ কুয়োর ভেতর থেকে লোকদুটোকে তুলে হাতে হাতকড়া পরাল।

ইনস্পেক্টর বললেন, "মেয়েটাকে যে তোমরা উদ্ধার করেছ এইটাই তোমাদের বড় কৃতিত্ব।"

বাবলু বলল, "আমরা নয়। আমাদের পঞ্চুর।"

পঞ্চু এই কথা শোনামাত্রই মুখ দিয়ে 'ভু-ভু-ভুক' করে এমন একটা শব্দ করল যে, তার মানে, এ-সব আবার কী কথা? কৃতিত্ব শুধু আমার কেন, আমাদের সকলের।

বাবাজি বাবলুদের সঙ্গে ওদের বাড়ি এলেন। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও এল। তারপর মহানন্দে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করল সকলে। বাবাজি বিদায় নিলেন সে রাতেই। ওরাও চলে গেল যে যার।

বাবলু ঠিক করল কাল সকালে রাধাকে ওর স্বজনদের হাতে তুলে দিয়ে দুপুরবেলাই হাওড়া স্টেশনে গিয়ে বিকানিরের টিকিট কাটবে। ভাবতে ভাবতে পরম শান্তিতে দু' চোখ বুজল সে। তারপর গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।

॥ ৫ ॥

সেই ঘুম ভাঙল পরদিন অনেক বেলায়। যদিও বাবলু ভোর ভোর ওঠে তবু আগের রাতের ওই দৌড়ঝাঁপের জন্য শরীরটা ক্লান্ত হয়ে ছিল বলেই দেরি হল। ঘুম থেকে উঠেই রাধার মুখ দেখে ও বুঝল মেয়েটি ঘোর সংকট থেকে মুক্ত হয়ে খুব খুশি এখন।

ওরা যখন চা-টেবিলে বসেছে, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও এসে হাজির হল তখন। এসেই মায়ের কাছ থেকে সকালের খবরের কাগজখানা চেয়ে নিয়ে বাবলুর হাতে দিয়ে বলল, "এই দ্যাখ, আমাদের পুরো ঘটনাটা আজকের কাগজে বেরিয়েছে।"

বাবলু খবরের ওপর চোখদুটো বুলিয়ে নিল একবার, তারপর সৌজন্যের হাসি হাসল।

মা সকলকেই জলখাবার দিলেন।

খাওয়া হলে বাবলু বলল, "চল সবাই মিলে একটা ট্যাক্সি করে রাধাকে পৌঁছে দিয়ে আসি ওদের ওখানে। তারপর দুপুরবেলা হাওড়া স্টেশনে গিয়ে টিকিট কাটব।

রাধা উল্লসিত হয়ে বলল, "হামারা মুলুক মে যাওগে তুম?"

বাবলু বলল, "আসলে আমরা বিকানির যাচ্ছিলাম মরুভূমি দেখতে। এমন সময় তোমার এই বিপদটা হয়ে

গেল। যদি তোমাকে তোমাদের লোকজনের হাতে তুলে দিতে পারি তা হলে ভালই। না হলে আমরা তোমাকে নিয়েই আগ্রায় চলে যাব। তারপর ওখান থেকে যোধপুর হয়ে চলে যাব জয়শলমির।"

রাধার চোখদুটো বড় বড় হয়ে উঠল, "জয়শল যাও গে তুম?"

"হ্যাঁ। তুমি গেছ?"

"গয়ে থে। লেকিন তুম সব এক কাম করো না ভাইয়া, বিকানির মাৎ যাও। পহলে মেরা সাথ হামারা মুলুক চলো। উসকে বাদ জয়শল যাও। তাজমহল দেখা তুমনে?"

"না। আমরা ওদিকে যাইনি কখনও।"

"তো আচ্ছা হুয়া। তুম সব মেরা সাথ চলো। আগ্রা ফোর্ট দেখো, তাজমহল দেখো, ফতেপুর সিক্রি দেখো। বাদ মে রেগিস্তান যাও।"

বিচ্ছু বলল, "রেগিস্তান মানে?"

"যাঁহা বালু জায়দা হোতা। মরুভূমি।"

বাবলুরা চোখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল দেখে রাধা বলল, "ম্যায় ভি যাউঙ্গি তুমহারা সাথ।"

সবাই লাফিয়ে উঠল আনন্দে, "সত্যি! সত্যি যাবে তুমি?"

"সচ।"

"তা যদি হয় তা হলে আমরাও দিল্লি হয়ে বিকানির না গিয়ে আগ্রা হয়েই যোধপুর যাব।"

চায়ের পেয়ালায় যখন আনন্দের তুফান উঠেছে, ঠিক তখন বাইরে গেটের কাছে মোটরের হর্ন শোনা গেল।

বাবলু দরজা খুলেই দেখল দু'জন অবাঙালি ভদ্রলোক গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। বাবলুকে দেখে বললেন, "তুমহারা নাম বাবলু আছে?"

বাবলু বলল, "জি হাঁ। রাধা এখানেই আছে।"

রাধা তখন ছুটে গিয়ে সেই দু'জনের একজনকে জড়িয়ে ধরল। তারপর তাঁর বুকে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কী কান্না।

ভদ্রলোকও সজল চোখে মেয়েকে আদর করে বললেন, "রোও মত বেটি। তুম আচ্ছা হো তো? তবিয়ত তো ঠিক হ্যায়?"

রাধা বলল, "হ্যাঁ।" তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, "মেরা পিতাজি।"

বাবলুর মা তাঁদেরকে অভ্যর্থনা করে ঘরে এনে বসালেন।

রাধা বলল, "বাবুজি, আপ ক্যায়সে হিঁয়া চলা আয়া?"

এর উত্তরে রাধার বাবা শর্মাজি যা বললেন তা হল এই, কালকের ওই ভয়ানক ঘটনার কথা ট্রাঙ্ক-টেলিফোনে জানতে পেরেই তিনি বিমানযোগে ছুটে এসেছেন এখানে। এরপর থানায় যোগাযোগ করে মেয়ের নিরাপত্তা এবং মুক্তির খবরে নিশ্চিন্ত হয়ে ঠিকানা পেয়েই চলে এসেছেন। আজই বিকেলের ফ্লাইটে অথবা কাল সকালের ট্রেনে মেয়ে নিয়ে চলে যাবেন তিনি। ওঁর সঙ্গে আর-একজন যিনি এসেছেন তিনি হলেন হেমার বাবা। অর্থাৎ যাঁর মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে এত কাণ্ড। তবে কি না অত বিপর্যয় সত্ত্বেও শুভ বিবাহের কাজটা নিরানন্দভাবে হলেও কোনওরকমে সম্পন্ন হয়েছে।

বাবলুর মা চা দিলেন ভদ্রলোকদের।

ওঁরা যে বাবলুদের কীভাবে ধন্যবাদ দেবেন তা ভেবে পেলেন না।

তবে বাবলুরা কিন্তু ওঁদের কৃতিত্বের চেয়েও রাধার সাহসিকতার প্রশংসাই করতে লাগল বারবার। কেন না রাধা ওইভাবে একজনকে ঘায়েল না করলে বা ওইরকম দুঃসাহসী হয়ে পালিয়ে না এলে ওদের কোনও কিছুই করার থাকত না।

যাই হোক, রাধার বাবা এসে পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দায়িত্ব অনেক কমে গেল। এখন যেদিক দিয়েই হোক সুদূরে পাড়ি দিতে আর কোনও বাধাই নেই। রাধার মুখে ওদের মরু-উৎসব দেখতে যাওয়ার কথা শুনে শর্মাজিও তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন বাবলুদের। এমনকী ওদের সঙ্গে মেয়ে পাঠাতেও কোনও আপত্তি নেই তাঁর। শুধু তাই নয়, তিনি এও বললেন, সম্ভব হলে মরুভূমিতে ওদের থাকার ব্যবস্থাও করে দেবেন তিনি। কেন না এই সময় ওখানে ভিড় হয় প্রচণ্ড। তাই আগেভাগে থাকার জায়গা ঠিক না করে হঠাৎ করে গিয়ে পড়লে থাকার জায়গা না পেয়ে ফিরে আসতেও হতে পারে।

সব শুনে নিশ্চিন্ত হল বাবলুরা। ওরা আগ্রা দিয়ে যোধপুর যাওয়ার সিদ্ধান্ত পাকা করল।

রাধা সকলের কাছে বিদায় নিয়ে পঞ্চুর গালে চুমু খেয়ে চলে গেল ওর বাবার সঙ্গে।

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর পাণ্ডব গোয়েন্দারা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে রেলের কাউন্টারে গেল রিজার্ভেশনের জন্য লাইন দিতে। মুখোমুখি ছ'টি বার্থ ওদের চাই। এখন তো কম্পিউটারের টিকিট। তাই খুব বেশিক্ষণ লাইনে দাঁড়াতে হল না।

ওরা ফিলাপ-করা ফর্ম কাউন্টারে দিতেই মধ্যবয়সি স্টাফ ভদ্রলোক নাকমুখ কুঁচকে একবার তাকালেন ওদের দিকে। তারপর বললেন, "যাওয়া হচ্ছে কোথায়?"

"কেন? আগ্রাতে।"

"আগ্রা লিখলেই হবে? আগ্রা ফোর্ট কি ক্যান্ট সেটা লিখতে হবে না?"

"আগ্রা ফোর্ট।"

"কী আছে সেখানে যে, একেবারে দল বেঁধে ছুটতে হচ্ছে?"

"বাঃ রে। আমরা ফোর্ট দেখব। তাজমহল দেখব। ফতেপুর সিক্রি যাব।"

"তবে তো আহ্লাদের আর সীমা নেই। যেদিন জল্লাদের খপ্পরে পড়বে সেদিন রেলে চাপা বেরিয়ে যাবে। আমি বলে রেলের চাকরি করে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললুম, এখনও বেনারস কেমন তা দেখলুম না, আর আমার হাতের টিকিট নিয়ে তোমরা যাচ্ছ কি না তাজমহল দেখতে?"

বাবলু বলল, "বেশ তো, আপনিও চলুন না পাশ লিখিয়ে আমাদের সঙ্গে?"

"আমার তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই। তা মরতে এই নরক যন্ত্রণার গাড়িতে চাপার বুদ্ধিটা কে দিলে?"

"কেন? হাওড়া থেকে ওই একটা গাড়িই তো আগ্রায় যায়। তুফান এক্সপ্রেস।"

"সবই তো জেনে বসে আছ দেখছি। তা আমি যদি অন্য কোনও গাড়িতে তোমাদের ব্যবস্থা করে দিই তা হলে আপত্তি আছে?"

লাইনের ভেতর থেকে গুঞ্জন উঠল এবার, "কী ছেলেমানুষি করছেন দাদা? তাড়াতাড়ি করুন।"

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমার কম্পিউটার মেশিনটা খারাপ হয়ে গেছে। পাশের কাউন্টারে যান, প্লিজ।" বলেই একটু থেমে আবার বললেন, "এসব কাজে এলে একটু সময় হাতে নিয়ে আসতে হয়, বুঝেছেন? আমি বেলাইনের যাত্রীর সঙ্গেও কথা বলছি না, আমার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও বাজে বকছি না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসেছে। তারা যাতে ভাল গাড়িতে ভালভাবে যেতে পারে সেই ব্যবস্থাই করছি।"

গুঞ্জন থেমে গেল। সবাই চুপ। দু'-একজন বলল, "নিন নিন। কাজ করুন।"

ভদ্রলোক বাবলুকে বললেন, "দেখলে তো তোমাদের জন্যে পাবলিকের কাছে কত বকুনি খেলুম। তা কবে যাবে না যাবে কিছুই তো লেখনি দেখছি।"

"আগামী দু'-চার দিনের ভেতর যে দিনের হোক দিয়ে দিন।"

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ একত্রে কীসব খিটি খিটি করে খুব শান্ত গলায় বললেন, "শোনো, হাওড়া থেকে আগ্রা যাওয়ার একটিমাত্র গাড়ি আছে। সেটি হচ্ছে তুফান। কিন্তু এতে অনেক সময় লাগে। বেলা দশটায় হাওড়া ছাড়লে পরদিন দুপুর দুটো-আড়াইটে লেগে যায় আগ্রা পৌঁছতে। অথচ আমি তোমাদের যে গাড়িতে চাপিয়ে দিচ্ছি তাতে চাপলে ওই একই সময়ে হাওড়া ছেড়ে পরদিন সকাল ছ'টা নাগাদ টুণ্ডুলায় পৌঁছে যাবে। টুণ্ডুলা থেকে বাসে হোক অটোয় হোক চলে যাও আগ্রা।"

"কতক্ষণ সময় লাগবে?"

"ঠিকভাবে গেলে আধঘণ্টা।"

"তা হলে তো খুব কাছেই?"

"সেইজন্যেই তো। এ-বছর নির্বাচনের জন্য গাড়িতে ভিড় হচ্ছে না। না হলে এসব গাড়িতে দু' মাসের আগে রিজার্ভেশন পাওয়া যায় না। সে যাই হোক, তারিখ দেখে তুফানের টাইমেই স্টেশনে এসো। গাড়িটার নাম মনে রেখো, 'টু থ্রি এইট ওয়ান এ সি এক্সপ্রেস'।"

বাবলুরা টিকিট হাতে পেয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি এল। রেলের কাউন্টারে যাঁরা বসেন তাঁরা সবাই তা হলে বেরসিক নন। কিছু ভাল লোকও আছেন।

দেখতে দেখতে দু'-চারটে দিন কোথা দিয়ে যেন কেটে গেল। অবশেষে এসে গেল যাত্রার দিনটি। এমন আনন্দের ভ্রমণ পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কখনও হয়নি। যতবার গেছে ততবারই একটা-না-একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে ওরা। এবার একেবারে কুসুম ছড়ানো পথ। যাওয়ার আগে অবশ্য সামান্য একটু গোলমাল যাও-বা দেখা দিয়েছিল তাও কেটে গেছে বিনা ঝঞ্ঝাটে। এখন শুধু রেলের থ্রি-টিয়ারে শুয়ে ভালমন্দ

খেতে-খেতে ঝড়ের গতিতে ছুটে যাওয়া। প্রথমেই আগ্রা। আগ্রা থেকে যোধপুর। তারপর জয়শলমির হয়ে সাম স্যান্ডডিউনস।

ওরা নির্দিষ্ট দিনে বেলা দশটা নাগাদ ট্রেনে চাপল। পঞ্চুকে কায়দা করেই রেখেছিল, তাই কোনও ঝামেলা হয়নি। ট্রেন ছেড়েই ছুটে চলল ঝড়ের বেগে। কী স্পিড গাড়ির। দুলুনির চোটে এক-এক সময় মনে হতে লাগল, ট্রেনটা বুঝি লাইন থেকেই ছিটকে পড়বে। কিন্তু না। সেরকম কোনও অঘটন ঘটল না। রাত ন'টায় সময় বারাণসী পার হলে ওরা যে যার বার্থে শুয়ে পড়ল। তারপর সকালবেলা ঘুম যখন ভাঙল ট্রেন তখন টুণ্ডুলায় ঢুকছে।

হাওড়া-দিল্লি লাইনে টুণ্ডুলা একটি জংশন স্টেশন। এইখান থেকেই একটি লাইন সোজা চলে গেছে দিল্লির দিকে। আর একটি লাইন আগ্রা মথুরা হয়ে দিল্লি গেছে ঘুর পথে। ওরা কনকনে শীতে কাঁপতে কাঁপতে ট্রেন থেকে নেমেই দেখল শর্মাজি হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছেন প্ল্যাটফর্মের গেটের কাছে। বাবলুর সঙ্গে ট্রাঙ্ক-টেলিফোনে তাঁর যোগাযোগ একদিন আগেই হয়েছে। তাই ওদের যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয় সেজন্য এত সকালে তিনি নিজেই চলে এসেছেন এখানে।

বাবলুরা খুশিতে ডগমগ হয়ে স্টেশনের বাইরে এল। শর্মাজি ওদের জন্য একটা অটোর ব্যবস্থা করে নিজে সঙ্গে-আনা স্কুটারে চাপলেন।

প্রশস্ত রাজপথ ধরে অটো এবং স্কুটার একইসঙ্গে ছুটে চলল।

বেশ কিছুটা পথ আসার পর দূর থেকেই তাজমহলের চূড়া ওদের নজরে পড়ল। তাজমহল প্রথম দেখার আনন্দ যে কী তা যে বা যারা দেখেছে তারাই জানে। এ তবু দূর থেকে দেখা। এখন কতক্ষণে যে সেই অনবদ্য স্থাপত্যের মুখোমুখি হবে সেই আনন্দেই ওরা অধীর হয়ে উঠল। বাবলু বলল, "ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। ভাগ্যে রাধার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। না হলে আমরা দিল্লি হয়েই চলে যেতাম। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এমন জিনিস আমাদের দেখা হত না।"

বিলু বলল, "শুধু কী তাজমহল? আরও একটা জিনিস দেখা হত না আমাদের। ওই দ্যাখ, ও জিনিস কখনও দেখেছিস?"

সবাই উৎসাহিত হয়ে বলল, "কী রে?"

"হিন্দি ছবির ভিলেনরা কেমন রাজপথে নেমে পড়েছে।"

সত্যিই তো। ওরা দেখল দুটো মোটর বাইকে ভয়ংকর-দর্শন চারজন লোক চেপে আছে। দু'জন চালকের আসনে বসে আছে। আর দু'জন পেছন দিক থেকে ওদের কাঁধ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের পরনে কালো প্যান্ট। কালো রঙের মোটা জ্যাকেট। মাথায় টুপি। বীভৎস চেহারা। মেইন রোডের ওপর বেপরোয়ার মতো বাইক নিয়ে নানারকমের কসরত দেখাচ্ছে তারা। এঁকেবেঁকে আলপনা কেটে একবার যাচ্ছে, একবার আসছে। ওদের ভয়ে পথচারীরাও শঙ্কিত। রকমসকম দেখে বোঝা গেল ওরা বেপরোয়া। ওদের বাধা দেওয়ার কেউ নেই। ওদের উদ্দেশ্যই হল পায়ে পা তুলে একটা গোলমাল পাকানো অথবা অ্যাক্সিডেন্ট করা।

বাবলু বলল, "তাই তো রে। হিন্দি ছবির ভিলেনই বটে। নেহাত এটা আমাদের বিদেশ, তাই। না হলে কত গমে কত আটা বুঝিয়ে দিতাম ব্যাটাদের।"

একটা মোটর বাইক হঠাৎ করল কী, ভটভটিয়ে রাস্তায় একটা পাক খেয়ে যেন সার্কাসের খেলা দেখাচ্ছে এমন ভান করে শর্মাজির দিকে এগিয়ে এল। শর্মাজি আগে থেকেই পাশ কাটিয়েছিলেন, তাই রক্ষে, না হলে নির্ঘাত একটা কেলেংকারি ঘটতই।

এক সবজিওয়ালি চার চাকার একটি ভ্যানগাড়িতে আলু, বেগুন, মুলো, কপি ইত্যাদি বোঝাই করে হাঁকতে হাঁকতে আসছিল। একজন করল কী, ইচ্ছে করে বাইকটা নিয়ে এমনভাবে ধাক্কা মারল তাতে যে, সব ছড়িয়ে পড়ল রাস্তায়। ভ্যানটাও গেল উলটে। চাকাগুলো ফরর করে শূন্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। সবজিওয়ালি চিৎকার করে কেঁদে উঠল তখন। কিন্তু ভিলেনদের ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা সবজিওয়ালির উদ্দেশ্যে একটা খারাপ কথা বলে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে এল বাবলুদের অটোর দিকে।

বাবলু ক্রোধে ফুঁসছিল।

বিলু-বলল, "ওরা যা করে করুক। ওদের এখন ঘাঁটাতে যাস না বাবলু। মনে রাখিস এটা আমাদের বিদেশ।"

বাবলু বলল, "এক এক সময় মনে হচ্ছে ওদের বাইকের টায়ারগুলো পাংচার করে দিই গুলি করে। কিন্তু রানিং-এ তো সেটা সম্ভব নয়। লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "কিন্তু ওদের এই ঔদ্ধত্যও কী সহ্য করা উচিত?"

ভোম্বল বলল, "মোটেই না। তবে সব সময় রিস্ক নিতে যাওয়াও ঠিক নয়।"

ওরা যখন এই সমস্ত কথাবার্তা বলছে ঠিক তখনই আর-একটা বাইক পেছন থেকে এসে জোরে ওভারটেক করার অছিলায় এমন ধাক্কা দিল ওদের অটোতে যে, এক ধাক্কায় উলটে গেল অটোটা। ভোম্বলের বাঁ হাতে খুব জোর লাগল। ও 'মরে গেলুম, বাবাগো,' বলে একটা চিৎকার করে উঠল। আর সেই মুহূর্তে পঞ্চু করল কী, ব্যাঘ্রবিক্রমে প্রচণ্ড হুঙ্কারে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাইকের ওপর। পঞ্চুর ওজনও নেহাত কম নয়। তাই এইরকম অভাবিত আক্রমণের জন্য তৈরি না থাকার ফলে চালক তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি জুতোর দোকানের শো-কেসের কাচ ভেঙে ঢুকে গেল ভেতরে।

চারদিক থেকে শুধু 'গেল গেল' রব উঠল।

ওদিকে শর্মাজিও তখন একপাশে স্কুটার রেখে ছুটে এলেন ওদের দিকে। ছুটে এল পথচারী অনেকেও। তারপর সবাই মিলে ধরাধরি করে আবার অটোটাকে তুলে দাঁড় করাল রাস্তার ওপর। পঞ্চু তখন ফিরে এসেছে। সবাইকে বসিয়ে নিয়ে অটো আবার গর্‌র গর্‌র করে স্টার্ট নিতে লাগল। ড্রাইভারেরও লেগেছে খুব। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও একেবারে অক্ষত নেই। তবে ভোম্বলের আঘাতটাই সবচেয়ে বেশি। কী ভাগ্যিস আরও সাংঘাতিক কিছু হয়নি।

শর্মাজি বললেন, "ইয়ে লোগ অ্যায়সা হি করতা হ্যায় সবকা সাথ। বহোত খতরনাক। লেকিন তুমহারা কুত্তা যো খেল দিখায়া ও আভি সমঝে গা।"

পথচারীরা বলল, "ডাকাইতি কা রাজ আ গিয়া। মস্তানি কা রাজ। জেনানা কো ইজ্জত নেহি দেতা এ লোগ, বাচ্চো কো ভি রক্ষা নেহি করতা। বেদরদি আহাম্মক।"

ড্রাইভার বলল, "ম্যায়নে তো সাইড দে দিয়া ও লোকন কো। লেকিন তব ভি ও হামারা পিছু পড় গিয়া।"

শর্মাজি বললেন, "ছোড় দো ভাই। আগে তো বাড়ো। তুরন্ত ভাগো হিঁয়াসে।"

অটো আবার চলা শুরু করল।

আরও অনেকটা পথ যাওয়ার পর একসময় ওরা আগ্রা ফোর্ট স্টেশনের পেছন দিকে শর্মাজির বাড়িতে এসে পৌঁছল। কী সুন্দর ছোট্ট দোতলা বাড়ি। নীচে দোকান। ওপরে থাকার ঘর।

রাধা-রেখা দু' বোনেই ছুটে এল ওদের সম্ভাষণ জানাতে।

তারপর সকলে মিলে সামান্য যা মালপত্তর ছিল তা ধরাধরি করে নিয়ে গেল ওপরে।

শর্মাজি প্রথমেই নীচের ওষুধের দোকান থেকে ব্যথা কমানোর ওষুধ এনে খাইয়ে দিলেন ভোম্বলকে। তারপর চলে গেলেন দোকান-বাজার করতে।

বাবলুরা দাঁত মেজে মুখ-হাত ধুয়ে গোল হয়ে বসল সব। পঞ্চু ঘন ঘন লেজ নেড়ে রাধার পাদুটো শুঁকতে লাগল। ওদের মা শোভা দেবী হলেন এক অপূর্ব শোভাময়ী নারী। যেন দেবী দুর্গা। মেয়ের মুখে তিনি সব শুনেছেন। তাই কৃতজ্ঞতার প্রকাশ যে কীভাবে করবেন তা ভেবে পেলেন না। বাচ্চু-বিচ্ছুকে জড়িয়ে ধরে কত আদর করলেন। মিষ্টি মিষ্টি কথা বললেন। এবং বেশ কিছুদিন এখানে থেকে যাওয়ার অনুরোধও জানালেন।

তবে বাবলুরা কিন্তু রাধা ও রেখাকে দেখে দারুণ বিভ্রান্তিতে পড়ল। ওরা রাধাকেই দেখেছে, রেখাকে নয়। অথচ এখন ওদের যমজ বোনের কে যে রাধা কে যে রেখা তা কিছুতেই ঠিক করতে পারছে না। তারপর মেয়েদুটো আবার একই রঙের পোশাক পরেছে। ফলে বিভ্রান্তি চরমে। অমন যে পঞ্চু সেও বুঝি ঠিক করতে পারছে না কিছু। তাই কাকের মতো ঘাড় কাত করে এক চোখে পিটপিটিয়ে দেখছে।

শর্মাজি ফিরে এলে সকলে চায়ের টেবিলে বসল। চা খেতে খেতে শর্মাজি বললেন, "তুমহারে লিয়ে এক বুরা খবর হ্যায়।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবিস্ময়ে তাকাল শর্মাজির দিকে। বাবলু বলল, "আপনি জয়শলমিরে আমাদের থাকার কোনও ব্যবস্থা করতে পারেননি। এই তো?"

শর্মাজি বললেন, "না। ও বাত নেহি।"

"তা হলে নিশ্চয়ই রাধা আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে না?"

"ও ভি নেহি।"

"তা হলে?"

"এ সাল মে বিধানসভা কি চুনাও কে লিয়ে মরু-উৎসব থোড়ি দিন পহলেই হো চুকা।"

"সে কী! ঠিক জানেন আপনি?"

রাধা আর রেখা তখন দু'জনেই বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা। বলল, ওদেরই এক বান্ধবীর বাবা তাজমহলের পাশে রাজস্থান ট্যুরিজম-এর অফিসে কাজ করেন। ওর বাবা যখন জয়শলমিরে থাকার ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলেন তখন তাঁর মুখেই শুনে এসেছেন ব্যাপারটা। কাজেই পারফেক্ট নিউজ।

বাবলু বলল, "এ রকম হওয়ার মানে? আমরা কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম!"

রাধা বলল, "বিজ্ঞাপনটা মেলা চলাকালীন সময়েই বেরিয়েছিল। আসলে এই মরু-উৎসবটা তো এদের কোনও জাতীয় উৎসব নয়। ইদানীং সারা পৃথিবীর লোক প্রমোদ ভ্রমণে এখানে এসে থাকেন, তাই ফরেনারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যেই এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে সরকারি তত্ত্বাবধানে। ক্যামেল সাফারিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতএব বিশেষ অসুবিধা দেখা দিলে এই মেলার দিন পরিবর্তনে এখানে বাধা নেই। তবে মার্চে যে হোলি উৎসব হয়, সেটার দিনক্ষণ কখনও পালটাবে না।"

শর্মাজি বললেন, "তুম সব দো-চার দিন হিঁয়া ঠারো। উসকে বাদ জয়পুর চলা যাও।"

বাবলু বলল, "জয়পুর না হয় গেলাম। কিন্তু জয়শল আমরা যাবই। আমাদের উদ্দেশ্যই হল মরুভূমি দেখা।"

"জয়পুরসে যোধপুরকা বাস মিলেগা।"

বাবলু বলল, "তা হলে জয়পুর থেকে যোধপুর বাসে গিয়ে ট্রেনেই চলে যাব জয়শলমির। মরুমেলা না হোক, মরুভূমি তো দেখতে পাব।"

রাধা বলল, "ও বাদ মে শোচোগে। এখন চলো ফোর্ট দেখিয়ে আনি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর দেরি না করে সবাই মহোৎসাহে চলল আগ্রার ফোর্ট দেখতে। পঞ্চুও বাদ গেল না। ওরা জনবহুল রাস্তা পার হয়ে মিটারগেজ লাইনের কালভার্টের নীচ দিয়ে এক সময় ফোর্টের সামনে এসে পৌঁছল। এই পথেই তাজমহল। দূর থেকে তাজমহল দেখাই যাচ্ছে। দিনের চড়া রোদে চোখ যেন ধাঁধিয়ে যাচ্ছে সেদিকে তাকিয়ে। ওরা দু' টাকা করে টিকিট কেটে ফোর্টে ঢুকল। শুক্রবারে জুম্মাবার। সেদিন হলে টিকিট লাগত না। তা যাই হোক। পঞ্চুর টিকিট কাটল না ওরা। অবশ্য পঞ্চুর দিকে বিশেষ নজরও দিল না কেউ। ভাবল রাস্তার কুকুর হয়তো।

ফোর্টে ঢুকে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরেফিরে দেখল সব। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে আকবরের হাতে তৈরি এই দুর্গের আকর্ষণ বড় কম নয়। দেওয়ান-ই-খাস, দেওয়ান-ই-আম, জেসমিন প্রাসাদ। দুর্গের ছাদের ওপর থেকে যমুনা কিনারে তাজমহলের অপরূপ দৃশ্য সব দেখল। তারপর পরিপূর্ণ মন নিয়ে ঘরে ফিরে এসে স্নান-খাওয়া করল। ঠিক হল বিকেলবেলা তাজমহল দেখতে যাবে। মাঘিপূর্ণিমা আগত। এখন তাই জ্যোৎস্নাস্নাত তাজমহলে অনেক রাত পর্যন্ত লোকজন থাকবে। পূর্ণিমার ভরন্ত চাঁদ থেকে জ্যোৎস্না গলবে চুঁয়ে চুঁয়ে। সে এক দেখার মতো দৃশ্য। ওরা দেখবে। তারপর কাল সকালে যাবে ফতেপুর সিক্রি। যাওয়ার পথে দয়ালবাগটাও দেখে নেবে। কত পরিকল্পনা। তারও পরের দিন সন্ধেবেলা আগ্রা ফোর্ট থেকে জয়পুর যাবে সুপার এক্সপ্রেসে। সন্ধে পাঁচটায় ছেড়ে রাত দশটায় নামবে। জয়পুর দু'দিন দেখে চলে যাবে যোধপুর। সেখান থেকে থর। একেবারে সাম সন্দ স্যান্ড ডিউনস। ওঃ, কী মজা।

যাই হোক, ওরা দুপুরে বিশ্রাম নিয়ে বিকেল হতেই সদলবলে চলল তাজমহল দেখতে। চৌরাস্তা থেকে অটোয় তাজমহল ভাড়া নিল মাথাপিছু এক টাকা করে। দু' মিনিটের মধ্যেই তাজমহলে পৌঁছে গেল ওরা।

পৃথিবীর বিস্ময় এই অনবদ্য স্থাপত্যের সামনে দাঁড়িয়েই হতবাক হয়ে গেল ওরা। এখানেও টিকিট কেটে ঢুকতে হয়। কিন্তু ঢোকার মুখেই বিপত্তি। প্রতিটি লোককে সার্চ না করিয়ে ভেতরে ঢোকানো হচ্ছে না। মেটাল ডিটেক্টর না কী যেন দিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। বাবলুর ভয় হল ওর পিস্তলটা না কেড়ে নেয় ওরা। কিন্তু যাই হোক, ভগবান সহায়, গার্ডরা ওদের দিকে খুব বেশি একটা নজর দিল না। ওরা তালেগোলে ঠিকই ঢুকে গেল ভেতরে। আর পঞ্চু তাড়াতুড়ি খেয়েও ওর ব্যবস্থাটা করে নিল এক অপূর্ব কৌশলে।

ওরা দূর থেকে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতে লাগল তাজমহলকে।

পঞ্চুও বেশ কিছুটা তফাত থেকে ওদের দিকে নজর রেখে এগোতে লাগল এক-পা এক-পা করে।

একজন গাইড লাঠি নিয়ে তেড়ে এল পঞ্চুকে।

পঞ্চু জানে এই অবস্থায় কাউকে আক্রমণ করতে নেই। তাই সে বিনা প্রতিবাদে দৌড়ে পালাল সেখান থেকে। তবে দূরে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়েও লক্ষ রাখতে লাগল বাবলুদের দিকে।

বাবলুরা সিঁড়ি ভেঙে তাজমহলের ওপরের চাতালে উঠে এল। তারপর ভেতরে ঢুকে মমতাজ ও শাজাহানের বেদিতে রেখে এল একটি করে লাল গোলাপ। ফুল ওখানেই কিনতে পাওয়া যায়।

রাধা বলল, "আমরা আগ্রার মেয়ে। এইখানেই আমাদের জন্ম। এই তাজমহল যে আমরা কতবার দেখেছি তার ঠিক নেই। তবু পুরনো হয় না। এমনই এর আকর্ষণ।"

রেখা বলল, "তাজমহল কী অমর কহানি তুমনে জরুর শুনা হোগা?"

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই। তা ছাড়া হিস্ট্রি আমার প্রিয় সাবজেক্ট।"

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, তাজমহল কত সালে তৈরি হয়েছিল তোমার মনে আছে?"

"১৬৩২ থেকে ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।"

ভোম্বল বলল, "কত কোটি টাকা খরচ হয়েছিল বল তো?"

বাবলু বলল, "আজকের টাকার অঙ্কে হিসাব তো হবে না। তখনকার দিনে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল।"

বাচ্চু-বিচ্ছু সবিস্ময়ে বলল, "তুমি কী করে জানলে বাবলুদা?"

বাবলু বলল, "আমার দাদামশাইয়ের স্টকে অনেক দুষ্প্রাপ্য বই আছে। তিনি মারা গেলেও মামারা তাঁর বইগুলি যত্ন করে রেখেছেন। ওঁর আলমারিতে ১৩২৯ সালের প্রভাতী নামে একটি পত্রিকার সব ক'টি সংখ্যা বাঁধানো আছে। তাইতে ভাদ্র সংখ্যায় যদুনাথ সরকারের ভারতের ঐশ্বর্য নামে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ আছে। সেই প্রবন্ধটা পড়লেই জানা যাবে শাজাহানের আমলে শুধু তাজমহল কেন, কোন প্রসাদ-সৌধ নির্মাণে কত টাকা খরচ হয়েছিল। আমি একটা কাগজে সেটা নোট করে রেখেছি। পারিস তো তোরাও যে যার নোটবুকে এগুলো টুকে রাখ।" বলে পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করল বাবলু।

সকলে ঝুঁকে পড়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সেই কাগজের লেখার দিকে। তাতে লেখা আছে—

> *আগ্রার সৌধমালা-দুর্গাভ্যন্তরস্থ মোতি মসজিদ, প্রাসাদ ও প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান, ৬০ লক্ষ টাকা। তাজমহল, ৫০ লক্ষ টাকা। দিল্লির প্রাসাদসমূহ, ৫০ লক্ষ টাকা। জুম্মা মসজিদ, ১০ লক্ষ টাকা। দিল্লি নগরীর চারিদিকের প্রাচীর, ৪ লক্ষ টাকা। দিল্লির শহরতলির ইদগাহ, ৫০ হাজার টাকা। লাহোরের প্রাসাদ উদ্যান ও খাল, ৫০ লক্ষ টাকা। কাবুলের মসজিদ, দুর্গ, প্রাসাদ ও নগরীর প্রাচীর, ১২ লক্ষ টাকা। কাশ্মীরের প্রাসাদ ও উদ্যান, ৮ লক্ষ টাকা। কান্দাহারের কান্দাহার বিস্ত ও জমিন্দাবারের দুর্গ, ৮ লক্ষ টাকা। আজমির ও আহমদাবাদ, ১২ লক্ষ টাকা। মুখলিশপুরের রাজপ্রাসাদ, ৬ লক্ষ টাকা। দারাশুকোর প্রাসাদ ২ লক্ষ টাকা। মোট, দুই শত সাড়ে বাহাত্তর লক্ষ টাকা।*

শাহাজাহানের খরচের খতিয়ান দেখে চোখ কপালে উঠে গেল সকলের। একেই বলে রাজকীয় ব্যাপার।

যাই হোক, ওরা যখন তাজমহলের ওপর থেকে যমুনার দৃশ্য দেখছে সেই সময় দেখতে পেল পঞ্চুও কখন টুক করে উঠে এসেছে ওপরে। ওরা আদর করে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। যমুনায় জল নেই বললেই চলে। কুকুর হেঁটে পার হচ্ছে। কয়েকটি ট্রাক দাঁড় করানো আছে। যমুনার জলে সেগুলোকে ধুয়ে পরিষ্কার করছে ক্লিনাররা। যমুনার জলে তাজমহলের প্রতিবিম্ব দেখার সৌভাগ্য তাই হল না। তবু মানুষ আসছে, দেখছে, আসবেও। কেন না তাজমহল তো পুরনো হবে না। একদল ছেলে মেয়ে তাজমহলের গা বেয়ে যমুনার বালুচরেও নেমে পড়েছে। সূর্য তখন অস্তাচলে।

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "ওখানে যাবে বাবলুদা?"

বাবলু বলল, "এই তো বেশ আছি। কী হবে ওখানে গিয়ে?"

রেখা বলল, "চলিয়ে না?"

ওরা আর দ্বিরুক্তি না করে নীচে নামল।

পঞ্চুও এল ওদের সঙ্গে।

তাজের ওপরে কত কোলাহল। অথচ এখানটা কত শান্ত। মাঠের প্রান্তে নীল আকাশের পটে আসন্ন সন্ধ্যার ফিকে চাঁদের গায়ে কেমন রং ধরেছে। এখানে রাধা ও রেখার পরিচিত কয়েকটি মেয়ের সঙ্গেও দেখা হল। একঝাঁক মেয়ে। তাজমহলে ঘুরতে এসেছে। এইরকম স্থানীয় ছেলে-মেয়ে যুবক-যুবতীর দল প্রায়ই আসে এখানে। বেড়ায়। গান গায়। মেয়েরা নাচে। চাঁদের আলোয় তাজমহল দেখে সময় কাটায়।

হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতার বুক চিরে শোনা গেল কতগুলো ভটভট শব্দ। পরক্ষণেই দেখা গেল এক-আধটা নয়, প্রায় চার-পাঁচটা মোটরবাইক সেই বালির ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে। ওরা এমনভাবে আসছে যেন ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে অথবা পুলিশের তাড়া খেয়ে পালাচ্ছে সব। মোটরবাইকগুলো একসময় হুড়মুড়িয়ে জলের ওপর এসে পড়ল। জল কেটে জলের ফোয়ারা তুলে ওপার থেকে এপারে এল।

রাধা ও রেখার মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে।

অন্য ছেলেমেয়েরা যারা যেখানে ছিল ছুটে পালাল।

রেখা বলল, "চলো, ভাগো। ইধার ঠারনা ঠিক নেহি।"

বাবলু চাপা গলায় বলল, "সকালের সেই গ্রুপটা নয় তো?"

বিলু বলল, "হতে পারে। ওদের দু'জন এখন হাসপাতালে থাকলেও বাকি দু'জনকে চেনা মনে হচ্ছে।"

ভোম্বল বলল, "লোকগুলোর চেহারা দেখেছিস? কী ভয়ংকর।"

রেখা আস্তে করে বলল, "ইয়ে তো হার্মাদ।"

রাধা বলল, "চলে এসো। এরা খুব খারাপ লোক।"

কিন্তু যাবে কোথায়? ওরা ততক্ষণে সেই বদ লোকগুলোর নজরে পড়ে গেছে। রেখা যাকে হার্মাদ বলল, সে তখন একদৃষ্টে দেখছে বাবলুকে।

বাবলু বলল, "হার্মাদ কে?"

"আগ্রার আতঙ্ক। কুখ্যাত মরুদস্যু কান্দাহার থেরানির শাগরেদ। ওদের কাজই হল ডাকাতি, রাহাজানি, খুন, অপহরণ। আজ সকালে তোমরা ওদের খপ্পরেই পড়েছিলে। লোহামণ্ডিতে ওদের শক্ত ঘাঁটি।

"কিন্তু ওরা এখানে কেন?"

"ওরা প্রায়ই এখানে আসে। যমুনার জলে বাইকগুলোকে ধোয়, পরিষ্কার করে। রাত পর্যন্ত থাকে। সুযোগ-সুবিধা পেলে ট্যুরিস্টদেরও বেকায়দায় ফেলে। কখনও ছিনতাই করে, কখনও কিডন্যাপ করে।"

"সে কী!"

"এই যে দেখছ ট্রাকগুলো, এগুলোর ভেতর কী যে আছে, আর কী যে নেই তা কেউ জানে না। এগুলোও ওদের।"

তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। আর এখানে একটুও থাকা উচিত নয় ভেবে ওরা যাওয়ার উপক্রম করল। কিন্তু যাবে কী করে? হার্মাদের লোকেরা তখন চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে ওদের।

হার্মাদের দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরোচ্ছে। পচর-পচর করে পান চিবোতে চিবোতে বলল, "কিঁউ হিরো সাব। হিঁয়া তক চলা আয়া তুম? হাম তো স্বপ্ন মে ভি নেহি শোচা, ফিন মুলাকাত হো যায়েগা তুমহারা সাথ।"

বাবলু গম্ভীর গলায় বলল, "রাস্তা ছোড়ো হার্মাদজি।"

"আরে! মেরা নাম তুমকো কিনোনে বতায়া?"

"আগ্রার মাটিতে পা দিয়েই তোমার নাম আমি শুনেছি গুরু। সকালে খুব জোর অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলে। নেহাত ভাগ্যটা ভাল ছিল তাই বেঁচে গেছি।"

"লেকিন আর নেহি বাঁচোগি।"

বাবলু গলায় জোর এনে বলল, "রাস্তা ছাড়ো বলছি।"

আগুন যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল। হার্মাদ চোখ পাকিয়ে বলল, "হামকো আঁখ দিখাতা?" বলেই বাইকের সামনের চাকাটা ওর পেটে ঠেকিয়ে তাজের দেওয়ালের সঙ্গে চেপে ধরল ওকে।

বাবলুর আর নড়বার শক্তি রইল না। সে চাপা একটা আর্তনাদ করে উঠল, "পঞ্চু!"

সবার অলক্ষ্যে পঞ্চু তখন এক-পা এক-পা করে এগোচ্ছিল। এইবার বাঘের মতো হুংকার ছেড়ে লাফিয়ে পড়ল হার্মাদের ঘাড়ে।

প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচি ও হুটোপাটিতে চারদিকের নিস্তব্ধতা ভেঙে খানখান হয়ে গেল। তাজমহলের ওপর থেকে হুমড়ি খেয়ে সেই দৃশ্য দেখতে লাগল কত লোক। কিন্তু আশ্চর্য! তারা কেউ ছুটে এল না এই বিপদে ওদের সাহায্য করতে।

রাধা আর রেখা জনতার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "আপ লোগ ইতনা আদমি কিঁউ তামাশা দেখ রহে? আ যাও ইধার। মারো বদমাশকো।"

কিন্তু কে আসবে? সবাই তো ভয়ে কাঁটা।

অবশ্য আসতেও হল না কাউকে। পঞ্চু একাই একশো। পালা করে এক-একজন আরোহীর ঘাড়ে-পিঠে লাফিয়ে পড়েই ঘ্যাক ঘোঁক করে এমন কামড়াতে লাগল যে, পালাতে পথ পেল না বাছাধনরা। পালাবার মুখে একজন পঞ্চুর দিকে রিভলভার তাক করতেই বাবলুর পিস্তলও গর্জে উঠল।

গুলিটা বোধহয় পায়ে লাগল লোকটির। তাই বাইক সমেত যমুনার জলে অকারণেই ঘুরপাক খেল দু'-একবার। খেয়ে বহু কষ্টে পালাল।

পঞ্চুর বিক্রম তখন দেখে কে? সেও জল পার হয়ে ভৌ-ভৌ-ভৌ-উ-উ ডাক ছেড়ে তেড়ে গেল বেশ কিছুদূর পর্যন্ত।

তারপর যখন যুদ্ধজয়ের গৌরব নিয়ে পঞ্চু ফিরে এল ওদের কাছে, তখন বাবলুদের সে কী আনন্দ। কিন্তু সেই আনন্দ ম্লান হয়ে গেল যখন দেখল হার্মাদের মালবোঝাই একটি ট্রাক ওদের চাপা দেওয়ার জন্য দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে। ওরা যে যেদিকে পারল পালাল। এমন যে পঞ্চু তাকেও পিছু হটতে হল এবার।

হঠাৎ রাধার চিৎকারে ঘুরে তাকিয়েই ওরা দেখল আর-একটি ট্রাক থেকে একজন দুষ্কৃতী প্রায় জোর করেই তুলে নিল রাধাকে। তারপর ঝড়ের বেগে হারিয়ে গেল বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে। অন্য ট্রাকগুলো তখন তাকেই অনুসরণ করল। সবাই নির্বাক। শুধু পঞ্চুর চিৎকারে কেঁপে উঠল যমুনার নিভৃত কিনার। কী থেকে কী হয়ে গেল। কেন যে নীচে নেমেছিল ওরা! তাজমহল দেখতে এসে ওরা যে এমন বিপদে পড়বে তা কেই-বা জানত? কিন্তু এ কী! বাবলু কই? এই তো ছিল সে ওদের পাশেই। আর তো তাকে দেখা যাচ্ছে না।

॥ ৬ ॥

না, বাবলু নেই। রাধা দুষ্কৃতীদের কবলে। আর রেখা? সে তখন সংজ্ঞাহীন। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু তবুও সেই অবস্থায় রেখাকে ধরাধরি করে তাজমহলে নিয়ে এল। তারপর একটা টাঙ্গায় চেপে ওদের বাড়িতে।

শর্মাজি সব শুনে বুক চাপড়াতে লাগলেন। কান্নায় ভেঙে পড়লেন ওদের মা শোভা দেবী।

শর্মাজি বললেন, "রাহু কি অন্তিম দশা মেরা রাধাকো ছিন লিয়া। ও জিন্দা নেহি রহেগী। ও লোক মার ডালেগা রাধা কো। নেহি তো দুসরি দেশ মে ভেজ দেগা। ইয়ে হার্মাদ বহৎ ডেঞ্জারাস। কান্দাহার থেরানি ভি।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর মাথা হেঁট। এই অবস্থায় ওরা যে কী করবে কিছু ঠিক করতে পারল না। কথায় আছে, 'যদি যাই বঙ্গে তো কপাল যায় সঙ্গে।' কোথায় ওরা যাচ্ছিল মরু-উৎসব দেখতে, তার জায়গায় ঘটনা ওদের টেনে আনল তাজমহলে। তার মূলে একটি মেয়ে। আবার এখনও মরুযাত্রার পথে সেই মেয়ে নিয়েই যত গণ্ডগোল। সেইসঙ্গে বাবলুর অন্তর্ধান। কী যে হল, কোথায় যে গেল বাবলু, তা কে জানে? বাবলু কী রাধাকে অনুসরণ করল? এখন এই কান্নাকাটির বাড়িতে ওরা কী করবে? কোথায় সারাদিন ঘোরাঘুরির পর খেয়েদেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে একটু শোবে তার জায়গায় এ কী!

শর্মাজি বললেন, "শুনো, তুমহারা জিন্দগি ভি খতরে মে হ্যায়। হার্মাদ কিসিকো নেহি ছোড়ঙ্গে। আজ রাত হিঁয়া ঠারো। কাল শুভা হোনেসে পহলে চলা যাও। নেহি তো সবকো বরবাদ কর দেগা ও লোগ।"

বিলু বলল, "শর্মাজি, আপনি পুলিশে একটা খবর দিন তো।"

"কুছ নেহি হোগা। হার্মাদ কো পোলিশ ডি ডরতা। ও রাজস্থান শের কান্দাহার কা আদমি।"

ভোম্বল বলল, "হলেই বা। আপনার মেয়ে যে শুধু গেছে তা তো নয়, আমাদেরও একটি ছেলে গেছে। কাজেই পুলিশকে ব্যাপারটা জানাতে হবে না? পুলিশের কাজ পুলিশ করুক না করুক আমাদের কাজ আমরা করি।"

রেখা এতক্ষণে একটু প্রকৃতিস্থ হয়েছে। বলল, "হ্যাঁ বাবুজি, পুলিশবালেকো খবর দেনা হি চাহিয়ে। এ সবকা সাথ আপ থানামে যাইয়ে।"

শর্মাজি কী আর করেন, বিলু ও ভোম্বলকে সঙ্গে নিয়েই চলে গেলেন থানাতে।

এর প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে শর্মাজি থানা থেকে যখন আশাহত হয়ে ফিরে এলেন, বাড়িতে তখন আর-এক দৃশ্য। দরজায় শিকল দেওয়া। ঘরেও কেউ কোথাও নেই। চারদিক লণ্ডভণ্ড। হঠাৎ নজরে পড়ল রান্নাঘরের দরজার কাছে মাথায় আঘাত নিয়ে সংজ্ঞাহীন পড়ে আছেন শোভা দেবী। বাচ্চু নেই, বিচ্ছু নেই, রেখা নেই, পঞ্চু নেই। কেউ নেই।

বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল।

শর্মাজি ছুটে গিয়ে স্ত্রীকে ধরলেন। তারপর ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে ফোন করলেন ডাক্তারবাবুকে। ডাক্তারবাবু নীচের ওষুধের দোকানেই বসেন। খবর পেয়েই ওপরে এলেন।

এদিকে সকলের উপস্থিতি টের পেয়েই বুঝি বাথরুমের ভেতর থেকে চিৎকার করতে লাগল পঞ্চু, ভৌ-ভৌ-ভৌ-উ-উ-উ।

বিলু আর ভোম্বল ছুটে গেল সেদিকে। গিয়েই দেখল একজন গুন্ডার মতো দেখতে লোক বাথটবের ভেতরে ঢুকে বসে আছে। আর পঞ্চু রুদ্রমূর্তিতে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

বিলু লোকটাকে বলল, "কৌন হো তুম?"

লোকটি কথা বলতে গিয়ে হাবাদের মতো 'উঁ-উঁ-আঁ-আঁ' করে কীরকম যেন একটা আওয়াজ বের করল গলা দিয়ে।

ভোম্বল বলল, "তুম হিঁয়া পর ক্যায়সে আ গিয়া?"

শর্মাজিও তখন ছুটে এসেছেন সেখানে, "এ ক্যা! এ আদমি হিঁয়া কিঁউ ঘুসা?"

বিলু বলল, "আপনি চেনেন একে?"

"নেহি। লেকিন এ লোগ জরুর হার্মাদকা আদমি হোগা।"

বিলু বলল, "এখনও বল তুই কে? আভি বতাও?"

লোকটি আবার ওইরকম আওয়াজ বের করল গলা দিয়ে। যেই না করা পঞ্চু অমনই ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। লোকটি আর্তনাদ করে উঠল, "আ-আ-আ।" তারপর বলল, "হামকো ছোড় দো ভাই। সব কুছ বতায়েঙ্গে হাম।"

"বতাইয়ে।"

"হাম চোরি করনে হিঁয়া আয়া থা। লেকিন ওহি বখত কুছ বুয়া আদমি আকে লুট মার লাগা দিয়া। উসি কা ডরসে ইধার ঘুস গিয়া হম।"

বিলু শর্মাজিকে বলল, "এই চোর প্রথমে হাবা সাজল। পরে পঞ্চুর কামড়ানি খেয়ে বোলও ফুটল তার। এখন যা বলছে তা সত্যি কি মিথ্যে জানতে হলে ওর অন্য ট্রিটমেন্টের দরকার। আপনার কাছে খানিকটা ইলেকট্রিকের তার হবে?"

"ক্যা করো গে?"

"ওকে একটু কারেন্ট খাইয়ে দেখব মুখ দিয়ে সত্যি কথাটা বেরোয় কি না?"

শর্মাজি সঙ্গে সঙ্গে ফুট দশেক প্লাগ লাগানো তার এনে বিলুর হাতে দিলেন।

বিলু প্লাগ-পিনটা সুইচ বোর্ডে লাগিয়ে তারের অন্য প্রান্ত বাথ টবে রাখল। তারপর কলের প্যাঁচ ঘুরিয়ে বাথটব জল ভরতি করেই সুইচে হাত রেখে বলল, "কী, এবার বলবে, না অন করব?"

বাথটবের জলে আধ ডোবা লোকটি শুধু পঞ্চুর ভয়েই লাফাতে পারছে না। তবু কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "নেহি।"

"তা হলে বলো, তুম হার্মাদ কা আদমি?"

"হাম কুছ বতানে নেহি সকেঙ্গে।"

বিলু বলল, "ভোম্বল, আমাকে একটা কাঠের চেয়ার এনে দে তো। পঞ্চুকে নিয়ে বাথরুমের বাইরে যা তুই। একটু টাইট না দিলে আর চলছে না দেখছি।"

ভোম্বল সঙ্গে সঙ্গে একটা চেয়ার এনে বলল, "আমরা বাইরে যাব কেন?"

"গোটা ঘরে জলে জল। এই অব স্থায় ওকে জব্দ করতে গিয়ে হয়তো আমরাই কারেন্ট খেয়ে মরব।"

পঞ্চুকে নিয়ে ভোম্বল বাথরুমের দরজার কাছে যেতেই লোকটি পালাবার জন্য তৎপর হল। কিন্তু যেই না তৎপর হওয়া বিলু অমনই সুইচটা অন করেই অফ করে দিল। কিন্তু ওই সামান্য একটু সময়ের মধ্যেই অবস্থা কাহিল হয়ে গেছে বেচারির।

ততক্ষণে আরও অনেক লোক ছুটে এসেছে ওপরে। কিছুক্ষণ আগে যে এই বাড়িতে একটা ভয়ানক ব্যাপার ঘটে গেছে তা কেউ জানতেও পারেনি টিভি-তে অনুষ্ঠান দেখার ফলে। এবং রাজপথের কোলাহলে।

বিলু এবার কঠিন গলায় লোকটিকে বলল, "তুম হার্মাদ কা আদমি হো?"

লোকটি ভয়ে ভয়ে বলল, "জি হাঁ।"

"তাজমহল কি পিছে সে যো ট্রাক এক লেড়কি কো উঠাকে লে গয়ী ও কিধার গয়া?"

"জয়পুর।"

"ঠিকসে বতাও।"

"অম্বর ফোর্ট কী বগলমে এক পুরানা কিল্লা হ্যায়। হুঁয়া রাখেগা উসকো।"

"আর ইস ঘরকা লেড়কিয়াঁ?"

"উসকো ভি উধার লে যায় গা। লেকিন ও নেহি যা সকে। ও ইধরিমে হ্যায়।"

“কাঁহা পর?”

“ছাদ কা উপর।”

ভোম্বল সঙ্গে-সঙ্গে পঞ্চুকে নিয়ে ছাদে উঠতে গেল। সঙ্গে গেল আরও লোক। কিন্তু ছাদের সিঁড়ির দরজা ওদিক থেকে বন্ধ। তবু ওরা দমাদ্দম করে কিল চড় লাথি ঘুষি দিতে লাগল। এমন সময় বাইরে একটা গুলির শব্দ। সবাই ছুটে নীচে নেমেই দেখল বাথরুমে পঞ্চুর ভয়ে লুকিয়ে থাকা সেই লোকটি সকলের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়েই বিপত্তি ঘটিয়ে বসে আছে। অর্থাৎ গুলি খেয়ে পড়ে আছে ফুটপাথে। কখন কোন ফাঁকে যে নিয়তি তাকে টেনে নামিয়েছিল তা কে জানে? ওদের দলের লোকেরাই হয়তো মেরেছে ওকে। দুঃখ করবার কিছু নেই। এইসব লোকের অন্তিম পরিণতি এইরকমই হয়। কিন্তু ছাদে ওঠবার কী হবে? সবাই দেখল একটি নাইলনের চওড়া ফিতে দোতলার ওপর থেকে রাস্তার দিকে ঝুলছে। অর্থাৎ, গোলমাল বুঝেই দুষ্কৃতীরা পালিয়েছে এইখান দিয়ে। একজন সাহসী লোক তাই ধরেই উঠে পড়ল ওপরে। তারপর ছাদের দরজা খুলে দিতেই সবাই গিয়ে উদ্ধার করল বাচ্চু-বিচ্চু ও রেখাকে। ওরা তিনজনেই হাত-পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে ছিল ছাদের ওপর। ওদের মুখে সবাই যা শুনল তা হল এই:

শর্মাজির সঙ্গে বিলু আর ভোম্বল চলে যাওয়ার অনেক পরে দরজায় টক টক শব্দ। রেখা ভাবল, ওর বাবাই বুঝি ফিরে এসেছেন। তাই নির্ভয়ে দরজাটা খুলে দিতেই হুড়মুড়িয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল জনাচারেক লোক। এই অবস্থার মোকাবিলা কী করে করতে হয় পঞ্চু তা জানে। সেও ব্যাঘ্রবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক-একজনের ওপর। পঞ্চুর এই আক্রমণটা বোধহয় অপ্রত্যাশিত ছিল। তাই দিশেহারা হয়ে পড়ল সব। এই ছোট্ট জায়গাটুকুর মধ্যে তখন সে কী ছুটোছুটি। কে যে কোন দিকে পালাবে তা কেউ ঠিক করতে পারল না। একজন লোক তো পঞ্চুর ভয়ে বাথরুমেই ঢুকে পড়ল। আর দু'জন প্রাণ বাঁচানোর জন্য বাচ্চু-বিচ্চু আর রেখাকে টানতে টানতে ছাদে উঠে গেল। আর-একজন শর্মাজির স্ত্রীকে এক ধাক্কায় ফেলে দিয়ে দৌড়ল নীচের দিকে। যাওয়ার আগে পঞ্চুর ভয়ে শিকলটাও তুলে দিয়ে গেল। পঞ্চু তখন একবার ছাদের সিঁড়ি আর-একবার বাথরুম এই করতে লাগল। যারা ওদের ছাদে উঠিয়েছিল তারা পঞ্চুর আক্রমণ বাঁচিয়ে এদের অপহরণ করা অসম্ভব বুঝে ওদের হাত-পা-মুখ বেঁধে ছাদের কার্নিশে নাইলনের ফিতে বেঁধে সুড়সুড় করে বানরের মতো নেমে গেল নীচে। তারপরই অবশ্য শর্মাজি ও বিলু ভোম্বলের ফিরে আসাটা অনুমান করা গেল। তারও পরের ঘটনা সবারই জানা।

ভয়ংকর একটি বিপদের হাত থেকে তিন-তিনটি মেয়ে যে রক্ষা পেয়ে গেল এটি কম আনন্দের ব্যাপার নয়। কিন্তু এ বাড়িতে এ নিয়ে আনন্দের প্রকাশ ঘটল না কারও মুখে। কেন না এখনও এই বাড়ির একটি মেয়ে দুষ্ট চক্রের কবলে এবং একটি ছেলে নিখোঁজ। বাবলু যে কখন কীভাবে হারিয়ে গেল টেরও পেল না কেউ। পাশে থাকতে থাকতেই হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেল সে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্চু ঠিক করল ওই লোকটির কথার সত্যাসত্য এবার যাচাই করবার সময় হয়েছে। কেন না সে একটি কথা সত্যি বলেছে যে, মেয়েগুলোকে নিয়ে পালাতে পারেনি ওরা। ছাদের ওপর আছে। অতএব রাধাকে যদি ওরা জয়পুরেই নিয়ে গিয়ে থাকে সেটাও তা হলে মিথ্যে হবে না। আর এই যদি অবস্থা হয় তা হলে অযথা এই বিপজ্জনক পরিবেশে চুপচাপ বসে থেকেই বা লাভ কী? ওরা যদি বাবলুকেও নিয়ে গিয়ে থাকে তা হলেও তো একই জায়গায় রাখবে। তারপর মারধোর কেনাবেচা যা হওয়ার হবে। অতএব আর দেরি না করে এগিয়ে পড়াই ভাল। আগ্রা পুলিশ সহায়ক না হলেও জয়পুর রাজস্থানের রাজধানী। সেখানে নিশ্চয়ই পুলিশের সাহায্য পাবে ওরা। বাবলুর জন্য ভয় হলেও ওর উপস্থিত বুদ্ধির ওপর ভরসা আছে সকলের। নেহাত দুর্দৈব না হলে সে ঠিক বাঁচিয়ে নেবে নিজেকে। কিন্তু রাধা একটি মেয়ে। তাকে তো রক্ষা করতেই হবে।

অতএব আর একটুও দেরি না করে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্চু সবাই তৈরি হল যাওয়ার জন্য।

রেখা সবিস্ময়ে বলল, “কাঁহা যাওগে তুম?”

বিলু বলল, “রাধা আর বাবলুর খোঁজে, জয়পুর।”

“না না। মাত যাও ভাইয়া। রাত বারো বাজ গিয়া হোগা। আভি কুছ নেহি মিলেগা। না ট্রেন, না বাস।”

শর্মাজি বললেন, “আরে বাবা, অ্যায়সা না করো। সুভা তো হোনে দো।”

বিলু বলল, “তাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে শর্মাজি।”

রেখা বলল, “লেকিন...”

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্চু ওর লেকিনের কোনও জবাব না দিয়ে ‘গুডবাই’ বলে পঞ্চুকে নিয়ে নেমে এল

নীচে। তারপর বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল যদি কোথাও কোনও ট্যাক্সি বা কোনও মালবাহী লরি পায় সেই আশায়।

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "এইভাবে আমাদের পথে বের হওয়াটা কি ঠিক হল? ধরো, যদি আমরা চলে যাওয়ার পরেই বাবলুদা ফিরে আসে? অথবা এই আগ্রা বাজারে নিশুতি রাতে যদি আবার আমরা হার্মাদের পাল্লায় পড়ি?"

বিলু বলল, "বাবলু যদি সত্যিই ফিরে আসে তা হলে আমরা ওদের খোঁজে জয়পুর গেছি শুনেই ভোরের ট্রেন অথবা বাসে জয়পুরে চলে যাবে। আর হার্মাদের পাল্লায় আমরা তো পড়েই গেছি। আসলে আমরা আর-এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতে চাই না। তার কারণ মনে রাখিস এখানে কিন্তু আমাদের শত্রু শুধু হার্মাদ নয়, কান্দাহার থেরানিও। হার্মাদের কাজ হল লুঠ মার রাহাজানি ছিনতাই আর কান্দাহারের কাজ হল শান্ত নিথর মরুভূমির ওপর দিয়ে সেইসব জিনিস বিদেশে পাচার করা। রাধা এবং বাবলু এখন তাদের দু'জনেরই সম্পত্তি। কাজেই চক্র এখানে একজনের নয়, দু'জনের।"

ওরা যখন কথা বলতে বলতে বেশ খানিকটা এগিয়েছে তখন একটা ট্যাক্সির হেড লাইটের জোরালো আলো ওদের মুখের ওপর এসে পড়ল। ড্রাইভার একজন সর্দারজি।

বিলু হাত দেখাতেই থামল ট্যাক্সিটা।

গম্ভীর মুখে সর্দারজি বললেন, "কাঁহা যাওগে তুম?"

বিলু বলল, "সর্দারজি, আমরা খুব বিপদে পড়েছি। আপনি আমাদের জয়পুরে নিয়ে চলুন।"

সর্দারজি চমকে উঠলেন, "জয়পুর! ও তো বহোত দূর। পানশো রুপাইয়া কিরায়া লাগে গা।"

বাচ্চু-বিচ্ছু সর্দারজির হাতদুটো জড়িয়ে ধরে বলল, "তাই দেব। সর্দারজি, আমরা আপনার মেয়ের মতন। খুব বিপদে পড়েছি আমরা। একটু দয়া করে নিয়ে চলুন আমাদের।"

"তুমহারা বাত হামকো সমঝমে নেহি আতা। ইতনি রাত মে কাহে কো জয়পুর যানা চাতে হো তুম? কিরায়া ভি জায়দা লাগে গা ঔর ফায়দা ভি নেহি হোগা। সুভে চার বাজে তো বাস-ই মিলেগা তুমকো। ওহি মে চলা যাও। হাম তুমকো বাস স্ট্যান্ড পর ছোড় দেঙ্গে। চলো, উঠো।"

অগত্যা ওরা উঠেই পড়ল। এখনই তো রাত সাড়ে বারোটা। ভোর চারটে কথা বলতে বলতেই হয়ে যাবে। তবু লোকের বাড়িতে থাকার চেয়ে তো এটা ভাল হল।

ট্যাক্সিতে বসে বিলু ওদের বিপদের কথা সব খুলে বলল সর্দারজিকে। সর্দারজি যেতে যেতেই হঠাৎ 'ক্যাঁচ' করে একটা ব্রেক কষে ট্যাক্সি থামিয়ে বলল, "হার্মাদ লে গিয়া উয়ো লেড়কি কো?"

"হ্যাঁ। সেইসঙ্গে আমাদের এক বন্ধুকেও।"

"তব তো ও জয়পুরমে নেহি যায়েগা। ও রহেগা বান্দিকুই। হুঁয়াসে মারবাড় হো কর চলা যায়গা যোধপুর।

"তা হলে?"

সর্দারজি আর কোনও কথা না বলে একটা পেট্রল পাম্পে গিয়ে খানিকটা তেল নিয়ে নিলেন। তারপর বিলুকে বললেন, "ডর নেহি লাগতা তুমহারা?"

বিলু বলল, "ডর লাগলেই বা কী করব সর্দারজি? পুলিশ কিছু করল না বলে আমরা তো চুপ করে বসে থাকতে পারি না।"

"মরদ কা বাচ্চা। আগ্রাকা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ঠিক নেহি। লেকিন রাজস্থান পুলিশ তুমহারা আর্জি জরুর শুনেগা।"

"আপনি আমাদের হেল্প করুন।"

ট্যাক্সি আর বাসস্ট্যান্ডে নয়, একেবারে বুলেটের গতিতে ছুটে চলল বান্দিকুই-এর দিকে। বাবলুর তবু মানচিত্র-জ্ঞান আছে কিন্তু ওদের তা নেই। তাই কোথায় জয়পুর কোথায় বান্দিকুই কিছুই জানে না ওরা। চুপচাপ ট্যাক্সিতে বসে রইল।

বেশ খানিকক্ষণ যাওয়ার পর সর্দারজি বললেন, "আভি হাম রাজস্থানমে আ গিয়া। ইয়ে ভরতপুর হ্যায়।"

বাচ্চু-বিচ্ছু, বিলুকে বলল, "এইখানকার পক্ষিনিবাস বিখ্যাত না?"

"হ্যাঁ। বাবলুর মুখে শুনেছি, ভরতপুরই রাজস্থানের প্রবেশ দ্বার। ১৭৩০ সালে মহারাজ সূরযমল এই শহরটি গড়ে তোলেন। এখানে একটি দুর্গও আছে। আর এখানকার বার্ড স্যাংচুয়ারিতে পাখি ছাড়াও আছে ভারতীয় কৃষ্ণসার মৃগ, নীলগাই, চিতল, ভালুক, প্যান্থার ইত্যাদি।

প্রায় শেষ রাতে ট্যাক্সি এসে বান্দিকুইতে পৌঁছল। সর্দারজি ওখানেই এক জায়গায় ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে

ওদের আসতে বললেন। এ-পথ সে-পথ করে একটি গলির ভেতর বস্তি এলাকার একটা বাড়িতে এসে হাজির হলেন সর্দারজি। তারপর একটা বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলেন, "শাজাহান, এ শাজাহান ভাইয়া?"

এক বুড়ো বেঁটে বামনাকৃতি লোক কম্বল মুড়ি দিয়ে লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে এসে বললেন, "কৌন?" তারপর সর্দারজিকে দেখেই একগাল হেসে বললেন, "আরে জ্ঞান সিং তুম?"

"হার্মাদকা নয়া শিকার কুছ আয়া?"

"শুনা তো নেহি।"

"এক মাসুম লেড়কিকো লেয়ায়া ও বদমাশ। জেরা তালাশ তো লাগাও।"

শাজাহান বললেন, "ঠারো।" বলে ঠুক-ঠুক করে এগিয়ে গেলেন একটি দর্মার ঘরের দিকে। দরজায় ঠুক-ঠুক শব্দ করে ডাকলেন, "মাস্টার, এ মাস্টার!"

চাদর-মুড়ি দেওয়া চোদ্দো-পনেরো বছরের একটি ছেলে চোখ রগড়াতে-রগড়াতে উঠে এসে বলল, "ক্যা চাহিয়ে বাবা।"

"আরে দেখো তো কৌন আয়া। জ্ঞান সিং। মেরা পুরানা দোস্ত। তেরা বস ফিন খারাবি কাম কিয়া। আয়া কোঈ?"

মাস্টার বলল, "উঁহু। তিনো ট্রাক আনেকা বাত থা। লেকিন আভি তক নেহি আয়া।"

শাজাহান জ্ঞান সিং-এর দিকে তাকালেন।

বিলু ছুটে এসে বলল, "লক্ষ্মী ভাই, ওদের যাতে ফেরত পাই এমন একটা ব্যবস্থা করে দাও তুমি।"

শাজাহান বললেন, "ও নেহি সকেগা। হোশিয়ারিসে কাম করনে পড়েগা। বস কা মালুম হো যায়েগা তো মার ডালেগা উসকো।"

বিলু বলল, "আচ্ছা, জয়পুরে কি তোমাদের কোনও ঘাঁটি আছে?"

"জয়পুরমে হ্যায়, মারবাড় মে হ্যায়, যোধপুরমে হ্যায়। তুম বঙ্গালি?"

"হ্যাঁ।"

"আমিও বাঙালি। পাঁচ বছর বয়স থেকে এখানে আছি। এখানে বাস-গুমটির কাছে আমার একটা চায়ের দোকান আছে। আমি এদের স্কোয়াডের ছেলে না হলেও এদের হয়ে কাজ করি। ওই চায়ের দোকানটা থেরানি সাহেবের লোকেরা আমাকে করিয়ে দিয়েছে। অবশ্য হার্মাদেরও অবদান আছে অনেক। তা যাক, এদের অনেক খবরাখবর আমি রাখি। বা গোপন চিঠিপত্রের আদানপ্রদান করিয়ে দিই।"

সর্দারজি বললেন, "হাম যা রহে। তুমহারা দেশোয়ালি মিল গয়া। তুম সব বাতচিত করো। আউর সুভে জয়পুর চলা যাও। হিঁয়াসে এক-দো ঘণ্টেকা মামলা।"

বিলু বলল, "সর্দারজি, আপনার ভাড়াটা?"

"আরে ছোড়ো না বাবা। রাখকো তুমহারা পাশ।" বলে মাস্টারকে বললেন, "সবকো মদত করো, উঁ?"

সর্দারজি চলে গেলেন।

শাজাহানও বিদায় নিলেন।

মাস্টার ওদের নিয়ে গেল ওর ছোট্ট ঘরটিতে। নোংরা অপরিচ্ছন্ন ঘরদোর। ওদের ঘরে বসিয়ে দরজা বন্ধ করে মাস্টার বলল, "এদের দলে আমি একজন ইনফরমার ছাড়া কিছু নই। তা তোমাদের ব্যাপারটা কী বলো তো?"

বিলু-ভোম্বল সব কথা খুলে বলল মাস্টারকে।

সব শুনে মাস্টার বলল, "আর বলতে হবে না। আসলে হার্মাদের অত্যাচার যারা নীরবে সহ্য করতে না পারে সঙ্গে-সঙ্গেই খতম লিস্টে তাদের নাম উঠে যায়। কান্দাহারও তাই। কালই তো একজনকে দিনের আলোয় দিগের কাছে ট্রাকের তলায় পিষে মেরে ফেলল। তবে তোমরা যখন দুর্ভাগ্যক্রমে ওর কুনজরে পড়ে গেছ তখন আমার মনে হয় তোমাদের বাড়ি চলে যাওয়াই ভাল।"

"কিন্তু আমাদের দু'জন সঙ্গীকে ফেলে রেখে কোন মুখে আমরা ফিরে যাব বলো তো?"

"সে তো বুঝলুম। কিন্তু তোমাদের লাইফও তো ডেঞ্জার হতে পারে। আসলে এরা হল ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলার। হার্মাদ ভয়ংকর হলেও মাথামোটা। কিন্তু কান্দাহার থেরানি বাজে লোক। ওর নোটিশে এসে গেলে রাজস্থান থেকেই তোমরা বেরোতে পারবে না।"

"কীরকম দেখতে লোকটাকে?"

"আমি কখনও ওর চেহারাই দেখিনি। শুনেছি দেখলে মনে হবে একজন রহিস আদমি। ভয়ও লাগবে।

ভয়ংকর রাশভারী লোক। থেরানিজী, না ইন্ডিয়ান না অ্যারেবিয়ান। সাম সন্দ ওর মূল ঘাঁটি। মরুভূমির বালির ঢিবির নীচে ওর কারবার। হার্মাদ মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে আর থেরানির কারবার জ্যান্ত মানুষ কেনাবেচো। মানুষের হাড়গোড় নিয়ে কারবার। তা ছাড়া সোনা চাঁদি আরও অনেক কিছু আমদানি-রফতানির ব্যাপার তো আছেই।"

"তা তো হল। কিন্তু আমাদের ব্যাপারটা কী হবে?"

"দেখো ভাই, মেয়েটাকে যদি আমার জিম্মায় এনে রাখত তা হলে আমি না হয় একটা ফুসমন্তর দিতে পারতাম। যদিও ব্যাপারটা অত সোজা নয়। তবে এলই না যখন, তখন কী উপায় করি বলো তো? আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা গড়বড় হয়েছে। এই বান্দিকুই, জয়পুর, এইসব সিটি কিন্তু আগ্রা সিটির মতো নয়। এখানকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অত্যন্ত কড়া। তবু ওরা ফাঁকি দেয়।"

বিলু বলল, "অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যদি এত কড়া তা হলে ওরা দিনের পর দিন এইসব ব্যবসা করে কী করে?"

"আসলে ব্যাপারটা হল কী, রোজই তো ওরা লোকের ছেলে-মেয়েকে তুলে আনছে না, বা রোজই স্মাগলিং গুডস পাচার করছে না। বড় বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ওদের যোগসাজস আছে। তাদের সামান ভর্তি মালের সঙ্গে ওদেরও মাল পাচার হয়ে যাচ্ছে। এইখানে একটা ছোট পুরনো কেল্লা আছে। সেই কেল্লার নীচে ওদের একটা ঘাঁটি আছে। জ্যান্ত মানুষ ধরে এনে লুকিয়ে রাখা হয় সেইখানে। তার গোপন পথের সন্ধান আমি জানি। আমার কাছে চাবি থাকে। আমি ওদের খাবার পৌঁছে দিই। পরে সময়মতো ওরা মাল পাচার করে। এইসব কাজ মাঝরাতে হয়। শেষরাতে নয়। কাজেই তোমাদের কাউকে ওরা ধরে আনলে আমার হেফাজতেই থাকত।"

"আচ্ছা, ওদেরই একজন লোকের মুখ থেকে শুনেছিলাম অম্বরের কাছে একটি পুরনো কেল্লার নীচে নাকি ওদের ঘাঁটি আছে?"

"হ্যাঁ আছে। জয়গড়ে। কিন্তু ওখানে গেলেও ওরা এখানে বসে এক কাপ করে চা না খেয়ে যেত না। তা যখন আসেনি তখন ওরা জয়গড়েও নেই। শোনো, আলিগড়, কানপুর, আগ্রা থেকে যাদের ধরে আনা হয়, তাদের জন্য বান্দিকুই। আর ওদিকে উজ্জয়িনী, ভোপাল থেকে যাদের আনা হয় তাদের জন্য জয়পুর। আজমিরের পথ ধরে আসে ওরা।"

এমন সময় হঠাৎ বাইরে মস মস শব্দ।

মাস্টার সকলকে ইস্‌স্ করে চুপ করতে বলেই ওর খাটিয়ার তলায় সকলকে লুকিয়ে পড়তে বলল। তারপর বিছানার ময়লা চাদরটা এমনভাবে টেনে দিল, যাতে নীচে কী আছে তা দেখা না যায়। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর পঞ্চু ওর কথামতো টুঁ শব্দটি না করে লুকিয়ে রইল খাটিয়ার নীচে।

একটু পরেই দরজায় টক-টক শব্দ, "মাস্টার, এ মাস্টার!"

মাস্টার যেন ঘুম ভেঙে এইমাত্র উঠল এমন ভান করে দরজা খুলে দিতেই পাঁচ-সাতজন লোক ঢুকে পড়ল ভেতরে। খাটিয়ার নীচে লুকিয়ে থাকার ফলে বিলুরা ওদের মুখও দেখতে পেল না, চিনতেও পারল না কাউকে।

ওরা ঘরে ঢুকেই যে যা পেল, তাই নিয়ে বসে পড়ল। কেউ বসল টুলে। কেউ খাটিয়ায়। একজন তো এমন বসল যে, ভোম্বলের প্রাণ যায় আর কী। লোকটি বলল, "কেয়া রাখকা হ্যায় নীচেমে?"

"কুছ নেহি। পুরানা বিস্তারা।"

আর-একজন বলল, "খাস খবরি কুছ হ্যায়?"

"নেহি।"

"তুরন্ত চায় বানা। জলদি জলদি। আভি যানা হোগা। বহোত দের হো গিয়া।"

মাস্টার চায়ের সরঞ্জাম হাতে নিয়ে বলল, "ইতনা দের কিঁউ কিয়া?"

"আরে ও হার্মাদকে লিয়ে সবকা নসিব ফাঁস গিয়া। পাগলা কুত্তা কাটে হুয়ে সবকো। হার্মাদ কা হাল ভি বহোত খারাবি করবায়া।"

"কুত্তা মরে গয়ে কি নেহি?"

"উসকো মারনে নেহি সকা। আউর মারনে সে ভি ফায়দা ক্যা? অচানক কাট দিয়া না?"

যদিও এটা চায়ের দোকান নয় তবুও রাতের অতিথিদের জন্যে এখানে সবরকম ব্যবস্থা আছে। দরকার হলে স্টোভে রোটি চাপাটিও বানিয়ে দিতে পারে মাস্টার।

চা তৈরি হলে চা খেতে-খেতে একজন বলল, "থোড়া বুখার আ গিয়া। কাল সুভে যোধপুরমে সুই লানে পড়ে গা।"

মাস্টার বলল, "তুমকো ভি কাটা?"

"সবকো।"

"আগ্রেমে সুই কিঁউ নেহি লিয়া তুমনে?"

"আরে ও দাওয়াই উধার মিলতা হি নেহি। ডাক্তারকা পাশ গিয়া তো শ্রেফ টিটেনাশ দে দিয়া।"

আর-একজন বলল, "সিপ্লি আয়া?"

"আভি তক নেহি আয়া।"

"ও তো জুট কা ট্রাক লেকে ভাগা হামসে ভি পহলে। উসমে এক লেড়কি থি।"

"নেহি আয়া। তুম ক্যা লেকে আয়ো?"

"হামারা ট্রাক মে তো চাঁদি চরস আউর ব্যাপারীকা সামান। আউর কুছ নেহি।"

"তো কাঁহা গয়া সিপ্লি। পাকড়ে গয়ে তো নেহি?"

"নেহি মাস্টার। সিপ্লি কো কৌন পাকড়ে গা? মালুম হোতা জরুর কুছ গড়বড় হুয়া। ট্রাক বিগড় গয়া রাস্তেমে।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। একে তো ট্রাক এল না। তার ওপর ওরা সবাই একজন লেড়কির কথাই বলছে। কিন্তু কোনও লেড়কার কথা বলছে না কেউ। বাবলু তা হলে কোথায় গেল? ওকে কি অন্য কোথাও সরিয়ে দিল ওরা। না কোনও চোট-টোট পেয়ে যমুনার চড়াতেই সবার অলক্ষ্যে পড়ে রইল? কিন্তু তা যদি হত তা হলে তো পঞ্চুর নজর এড়াত না।

এমন সময় হঠাৎ দু'জন লোক ছুটতে-ছুটতে হাজির হল সেখানে, "আরে এ উল্লাস, এ ফকিরা, শের আলি জঙ্গ!"

"ক্যা সমাচার!"

"ইনস্পেক্টর আনন্দ।"

নামটা শোনামাত্রই ভূত দেখার মতো লাফিয়ে উঠল সকলে। প্রত্যেকেরই হাতে তখন একটা করে রিভলভার চলে এসেছে। একজন খাটিয়াটা হ্যাঁচকা টানে তুলে নিয়ে যেই না দরজা ঢাকতে গেছে অমনই পেটের পিলে চমকে দিয়ে লাফিয়ে উঠেছে পঞ্চু ভৌ-উ-উ-উ। সে কী বিকট চিৎকার। যেন মরণ ডাক ডাকিয়ে আনল সকলের।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও তখন আচমকা এরকম হয়ে যাওয়ায় ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

সাক্ষাৎ-যম তখন দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তরুণ তুর্কি ইনস্পেক্টর আনন্দ।

ঘরের ভেতর তখন প্রচণ্ড দাপাদাপি। পঞ্চুর গেরিলা আক্রমণের হাত থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য সে কী প্রাণান্তকর চেষ্টা। অতএব হাতের রিভলভার হাতেই রইল। কে কাকে গুলি করে? তবু তারই ফাঁকে দুর্বৃত্তদের গুলিতে দু'জন কনস্টেবলকে শুয়ে পড়তে হয়েছে। এরাও শুয়েছে দু'জন। দু'জন ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইনস্পেক্টরের ওপর। সেই সুযোগে একজন রিভলভার তাগ করতেই পঞ্চু তার টুঁটি কামড়ে ঝুলে পড়ল। আর ভোম্বল সেই মুহূর্তে ছিনিয়ে নিল তার হাত থেকে রিভলভারটিকে। এর পর তো বিলু-বাচ্চু আর বিচ্ছু যে যা হাতের কাছে পেল তাই দিয়ে পেটাতে লাগল দুষ্কৃতীদের। আর পঞ্চু শুরু করল ভয়ংকর কামড়াকামড়ি। অবশেষে দুষ্কৃতীরা দুর্বল হয়ে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। পুলিশের লোকেরা হাতে হাতকড়া লাগাল সকলের।

ইনস্পেক্টর আনন্দ পঞ্চুর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর বিলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমকো ভি এ লোগ চুরাকে লে আয়া?"

বিলু বলল, "না। আমরা নিজের থেকেই এখানে এসেছি।"

"ক্যায়সে?"

"আমরা জয়পুর যাচ্ছিলাম। রাস্তায় আমাদের গাড়ি খারাপ হয়ে গেল। তাই এখানে একজন বাঙালি থাকে শুনে দেখা করতে এসেছি।"

"তুমহারা কুত্তা মেরা জান বাঁচায়া।"

"এর কাজই এই। কারও জান বাঁচায়, কাউকে আবার খতমও করে।"

ইনস্পেক্টর আনন্দ দুষ্কৃতীগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাহার মে যো ট্রাক খাড়ি হ্যায় ক্যা চিজ হ্যায় উসমে?"

"বেপারি কা মাল।"

"আগ্রা পোলিশ নে রিপোর্ট কিয়া তুম সব এক লেড়কি কো কিডন্যাপ করকে ভাগা।"

"নেহি। ইয়ে বাত ঠিক নেহি।"

"চলো, বাহার চলো। ট্রাক দিখলাও। সার্চিং হোগা।"

বিলু বলল, "একটু আগেই এরা বলাবলি করছিল ওই ট্রাকের ভেতর চাঁদি, চরস এইসব নাকি আছে।"

দুষ্কৃতীরা একবার রক্তচক্ষুতে দেখল বিলুকে। তারপর পুলিশের নির্দেশমতো চলল।

দু'জন কনস্টেবল এক-এক করে তুলে নিয়ে গেল ডেডবডিগুলো। নিহতের সংখ্যা চার। ডেডবডি চলে গেলে ইনস্পেক্টর বললেন, "তুম সব কাঁহা যাওগে? জয়পুর?"

বিলু বলল, "হ্যাঁ।" তারপর বলল, "আগ্রা পুলিশ আপনাকে যে মেয়েটির কথা বলেছে ও আমাদেরই দলের মেয়ে। একটু চেষ্টা করে দেখুন যদি তাকে উদ্ধার করা যায়। ওইসঙ্গে আমাদের এক বন্ধুও নিখোঁজ হয়েছে।" বলে সব কথা খুলে বলল।

"ও আচ্ছা। লেকিন তুম ইতনি দূর চলে আয়ে কিঁউ?"

"কী করব। আগ্রা পুলিশ আমাদের কথা ভাল করে শোনেনি। এমনকী ভাল ব্যবহারও করেনি আমাদের সঙ্গে। তাই আমরা নিজেরাই ওদের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছি।"

"তো শুনো, আগ্রা পুলিশ জরুর শুনাহা হোগা তুমহারা বাত। উনহোনে তো সব কুছ বতায়া হামকো।"

"এরকম কেন হল?"

এতক্ষণে কথা ফুটল মাস্টারের মুখে। বলল, "আসলে ব্যাপারটা কী জানো? হার্মাদের ইনফরমাররা পুলিশের ভেতরেও আছে। তাই ওখানকার পুলিশ তোমাদের কথা শুনেও ওদের ভয়ে না-শোনার ভান করেছে। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে কাজ করেছে ঠিকই।"

বাচ্চু-বিচ্চু বলল, "ওই ট্রাকটার তা হলে কী হল? গেল কোথায় সেটা?"

মাস্টার বলল, "আমার মনে হয় ওটা ওখানেই ধরা পড়েছে।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "ঠিক হ্যায়। তুম সব হিঁয়া বৈঠো। হাম ওয়ারলেসমে বাত করকে বাতায়েঙ্গে।"

ইনস্পেক্টর চলে গেলেন।

মাস্টার বলল, "মাঝখান থেকে আমার অবস্থাটা ঢিলে হয়ে গেল। কান্দাহার থেরানির কাছে খবর গেলে উনি আর আমাকে বিশ্বাস করবেন না।"

বিলু বলল, "কিছু হবে না। টের পাবে কী করে? পুলিশ মার্ডার করে এই লোকগুলো কি সহজে ছাড় পাবে ভেবেছ?"

"না পেলেই ভাল। তবে পুলিশ খুব কড়া স্টেপ নিয়েছে। কান্দাহার বা হার্মাদের সঙ্গে ইনস্পেক্টর আনন্দের সম্পর্ক মোটেই ভাল নায়। তা ছাড়া আনন্দ খুব জেদি লোক। সবাই ভয় করে ওকে। আর স্টেপ নেবে নাই-বা কেন? এদের অত্যাচার এখন এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে যে, আর সহ্য করা যাচ্ছে না। ওপর থেকেও চাপ আসছে খুব।"

বিলু বলল, "আর তো আমাদের লুকিয়ে থাকার কোনও ব্যাপার নেই। মাস্টারভাই, এবার তুমি আমাদের সকলকে এক কাপ করে চা খাওয়াও।"

"খাওয়াব। আমাকেও খেতে হবে। ভোর হয়ে আসছে। আমারও দোকান খোলবার সময় হয়েছে এবার।"

মাস্টার বেশ ভাল করে ছ'কাপ চা তৈরি করল। তারপর বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্চু, পঞ্চুকে দিয়ে নিজেও খেল তৃপ্তি করে।

ওরা যখন চা খাচ্ছে তখন একজন কনস্টেবল এসে জানিয়ে গেল আগ্রা পুলিশ জানিয়েছে ওই বিশেষ ট্রাকটির এখনও পর্যন্ত কোনও হদিস পাওয়া যায়নি।

মাস্টার বলল, "তোমরা তা হলে এক কাজ করো, এখানে থাকার আর দরকার নেই। সোজা জয়পুরেই চলে যাও। ওই ট্রাক আর এখানে আসবে না। যদিও আসে আমি সুযোগ করে দেব ওদের পালিয়ে যাওয়ার।"

বিলু চায়ের দাম দিতে গেলে মাস্টার নিল না। ওরা তখন মাস্টারকে সঙ্গে করে বড় রাস্তায় আসতেই জয়পুরগামী একটি সরকারি বাস পেয়ে গেল। এত ভোরে হাড়কাঁপা শীতে বাস একদম ফাঁকা। ওরা বাসে উঠতেই বাস ছুটে চলল গোঁ-গোঁ করে।

জয়পুর যখন এল তখন সকাল হয়ে গেছে। বাসস্ট্যান্ড শহরের মাঝখানে। বাস থেকে নেমেই এদের প্রথম কাজ হল কোথাও একটু থাকার ব্যবস্থা করে নেওয়া।

ভোম্বল বলল, "কাছাকাছি একটা লজ দেখলে হত না?"

বিলু বলল, "সে তো দেখতেই হবে। তবে বাবলু কিন্তু সব সময় বলে বাইরে গিয়ে কোথাও থাকলে স্টেশনের কাছাকাছিই থাকতে হয়। আমরাও তাই স্টেশনের কাছে কোথাও থাকিগে চল।"

সবাই এককথায় রাজি। বাসস্ট্যান্ড থেকেই একটা অটো নিয়ে ওরা চলে এল স্টেশনে। তারপর সস্তায় থাকার জায়গার খোঁজ করতে গিয়ে জানতে পারল স্টেশন থেকে বেরোবার মুখেই বাঁ দিকে থানার গায়ে একটা গলির ভেতর একটি ধর্মশালা আছে। সেইখানেই বহাল তবিয়তে থাকা যেতে পারে।

ওরা তাই করল। থানার পাশে গলিতে ঢুকেই একটা বাঁক নিয়ে ডান দিকে একটি ধর্মশালা দেখতে পেল ওরা। নীচে দোকানপত্তর। খাবার হোটেল। ওপরে থাকার জায়গা। ওরা দোতলায় উঠে নামধাম লেখাতেই ঘর পেয়ে গেল একটা। নামে ধর্মশালা হলেও লজের মতোই ব্যবস্থা। আবার সিঁড়ি দিয়ে ধর্মশালার পেছনের অংশে নামতেই দেখতে পেল সারি-সারি কয়েকটি ঘর। কোনওটি ডবল বেডের। কোনওটি ফোর বেডের। ওদের জন্য ফোর বেডের রুমই ধার্য হয়েছিল। তাই পেয়ে গেল। শুধু বাথরুমটাই যা কমন। তা মন্দ কী? লজে উঠলে অনেক টাকা চলে যেত। এ তবু পার ডে দশ টাকা হিসাবে চল্লিশ টাকায় হয়ে গেল।

ওরা ঘরে জিনিসপত্তর রেখে পোশাক পালটে আলোচনায় বসল কী ভাবে এবং কেমন করে ওরা ওদের অনুসন্ধান শুরু করবে।

বাচ্চু-বিচ্চু বলল, "কাল থেকে আমাদের ঘুম নেই। বিশ্রাম নেই। ভোরবেলায় বাসে আসতে-আসতে ঘুমে যেন ঢুলে পড়ছিলাম। অথচ এখন কোনও ঘুমের ভাবই নেই।"

বিলু বলল, "এইরকমই হয়।"

এমন সময় দরজায় নক করে একটি ছেলে ঢুকল, "চায় লাগে গা ভাই সাব?"

"লাগে গা। আউর ক্যা মিলে গা?"

"ওমলেট, পুরি, টোস্ট, গরম জিলাবি।"

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা খুব জিলিপি খেতে ভালবাসত রে।"

ভোম্বল বলল, "শোনো, তুমি আমাদের জন্যে পাঁচ কাপ চা আর পুরি জিলিপি নিয়ে এসো। জলদি যাও।"

ছেলেটি চলে গেল।

বিলু বলল, "এখন আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হল অম্বর চলে যাওয়া। অম্বর কতদূর তা জানি না। সেখানে গিয়ে ওই পুরনো কেল্লার নীচে ওদের গোপন ঘাঁটিটা আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে। যদিও সেখানে কাউকে পাব না। তবু চেষ্টা করতে ছাড়ব কেন? ওরা যখন বলেছে রাধাকে অম্বরে রাখা হবে তখন একবার খুঁজে দেখতে দোষ কি? তবে এতেও কিন্তু আমাদের কাজ শেষ হবে না। হয়তো সেখানে হানা দিয়ে আমরা রাধাকে মুক্ত করতে পারব। কিন্তু বাবলু? ওর অন্তর্ধানটা তো রহস্যময়ই রয়ে গেল। এমন রহস্যজনকভাবে বাবলু তো কখনও উধাও হয়নি। রাধাকে উদ্ধার করা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু বাবলুকে হারালে তো আমরা সবাই অকেজো। কোন মুখে বাড়ি ফিরব আমরা? পাণ্ডব গোয়েন্দাদের ব্যর্থতার কথা কাগজে-কাগজে ছাপা হবে। এ আমরা কেউ সহ্য করতে পারব না।"

ভোম্বল বলল, "সত্যিই যদি বাবলুর কিছু হয় বা ওকে আমরা ফিরে না পাই তা হলে কিন্তু আমি আর বাড়ি ফিরব না।"

বিলু বলল, "আমিও না।"

বাচ্চু-বিচ্চু বলল, "আমরা তো নয়ই।"

পঞ্চু বলল, "ভৌ ভৌ।" অর্থাৎ আমিই ফিরব বুঝি?

এমন সময় ছেলেটি আর-একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে চা জলখাবার ইত্যাদি নিয়ে এল। প্লেটগুলো নামিয়ে রেখে বলল, "পেপার লাগে গা?"

ভোম্বল বলল, "হিন্দি না বাংলা?"

"ইধার বাংলা নেহি মিলতা। হিন্দি, ইংলিশ।"

"যাও। নিয়ে এসো।"

ওরা সকলেই সংস্কৃত পড়ার দৌলতে হিন্দি পড়তে বা বুঝতে পারে। যদিও হিন্দিতে যা কথা বলে তা সবই ভুলভাল। তবু মনের কথা ব্যক্ত করতে পারে তাই দিয়ে।

ছেলেটি কাগজ নিয়ে এলে কাগজের প্রথম পাতার খবর পড়েই চমকে উঠল ওরা। খবরে যা ছিল তা হল এই: 'আগ্রার কাছে ভয়াবহ ট্রাক দুর্ঘটনা। অগ্নিদগ্ধ ট্রাক ব্রিজের কংক্রিট ভেঙে রেলপথে। যমুনা নদী থেকে এক কিশোরীকে অপহরণ করে পালাবার সময় গাড়িটি চালকের দোষে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটায়।

সন্দেহ করা হচ্ছে অপহৃতা কিশোরী সহ সকলেই মৃত।' আর-একটি সংবাদ: 'এই চক্রের অন্যতম নায়ক কুখ্যাত হার্মাদ আগ্রার পুলিশ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। এক দেশি কুকুরের হিংস্র আক্রমণে হার্মাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। রাজস্থান-পুলিশ তদন্তসূত্রে ওই চক্রের অপরাপর আসামিদের ধরতে গেলে বান্দিকুইয়ের এক বস্তিতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে দু'জন দুষ্কৃতীসহ পুলিশের দুই কনস্টেবলের মৃত্যু হয়েছে। পরে মাস্টার নামে এক কিশোরকেও ভোরের দিকে একটি চায়ের দোকানের সামনে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।'

কাগজটা পড়তে পড়তেই দু'চোখ জলে ঝাপসা হয়ে এল সকলের। পঞ্চু, ব্যাপারটা কী যে হল, কিছু বুঝতে না পেরে লেজ নাড়তে লাগল ঘনঘন। ডিশের খাবার ডিশেই পড়ে রইল ওদের। চা জুড়িয়ে জল। এই সংবাদ জানার পর আর কি তদন্তের কোনও প্রয়োজন আছে?

॥ ৭ ॥

ওরা যে কতক্ষণ এইরকম শোকস্তব্ধ হয়ে ছিল তা খেয়াল নেই। সেই ছেলেটি আবার এসে বলল, "এই! বিল্লু কিসিকা নাম?"

"আমার নাম। কেন?"

ছেলেটি বলল, "নিসপিকটর আনন্দ তুমকো বুলায়া। তুম সবকো।"

ওরা কোনও রকমে উঠে দাঁড়াল।

ছেলেটি বলল, "তুম তো কুছ নেহি খায়া। চায় ভি নেহি।"

বিলু বলল, "সব লে যাও। দাম মিল যায় গা তুমকো।"

ছেলেটি এক-এক করে নিয়ে গেল সব। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও পঞ্চুকে নিয়ে দরজায় তালা দিয়ে উঠে এল ওপরে।

ম্যানেজার বললেন, "ইনস্পেক্টর আনন্দ।"

"কোথায় উনি?"

"বগলমে, পুলিশ চৌকি পর। চলা যাও।"

ওরা বাইরের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামল। তারপর থানায় যেতেই সে কী খাতির। ইনস্পেক্টর আনন্দ সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন ওদের। সকলেই বললেন, এই ছেলে-মেয়েগুলো এবং এই কুকুরটা না থাকলে ওঁর বাঁচার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। তারপর সকলকে কেক আর চা খাইয়ে বললেন, "শুনো, তুম সব আভি রেলওয়ে স্টেশন পর চলা যাও। উপরমে রিটার্নিং রুম হ্যায়। দো নম্বর ঘর পর চলা যাও। বঁহি পর রহোগে তুম। এ ধরমশালা ছোড় দো।"

বিলু বলল, "কেন, এখানে তো আমরা বেশ আরামেই আছি।"

"স্টেশনমে জি আর পি পোস্টিং হ্যায়। আভি তুমহারা জিন্দগি খতরেমে পড় গয়া। আউর কুছ ঘুমনা দেখনা চাহো তো এস পি সাহেব কা গাড়ি মিলে গা। যাও আভি রুম দেখকে আও। তুমহারা প্লাটফর্ম টিকট নেহি লাগে গা। রুমকা কিরায়া ভি নেহি। কোঈ কুছ পুছে তো মেরা নাম বতানা। ইনস্পেক্টর আনন্দ।"

এইরকম একটা সুযোগ কখনও ছাড়তে নেই। তাই ওরা ইনস্পেক্টরের কথামতো স্টেশনে এল রিটার্নিং রুম দেখতে। পরে একসময় গিয়ে বরং ধর্মশালা থেকে মালপত্তরগুলো নিয়ে আসা যাবে।

ওরা যেতেই কয়েকজন জি আর পি হাসিমুখে এগিয়ে এসে বলল, "তুম সব আ গয়ে? উপর চলা যাও। রুম নাম্বার টু।"

ওরা একে-একে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠল। কী চমৎকার স্টেশন এই জয়পুর। সাজানোগোছানো সভ্যভব্য। যেন ঝলমল করছে। তেমনই সুন্দর ঘরগুলো। এখানে থাকতে পেলে যে-কোনও মানুষের মনপ্রাণ ভরে যাবে। ওদেরও আনন্দ হল। কিন্তু বাবলুর অভাবে সে আনন্দ ম্লান। ইনস্পেক্টর আনন্দ ওদের ভালবেসে সরকারি ক্ষমতায় ওদের জন্য হয়তো অনেক কিছুই করতে পারেন। কিন্তু পারেন না শুধু মনের আনন্দকে ফিরিয়ে দিতে।

ওরা দু'নম্বর ঘরে গিয়ে দরজা খুলেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠল, "এ কী! বাবলু তুই?"

বাবলু বলল, "একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম রে। এই উঠছি। তোরা কখন এলি?"

"স-স সকালবেলা। রাধার খবর কী?"

"ও বাথরুমে। তোরা চা-টা খেয়েছিস?"

ভোম্বল বলল, "ইহকাল পরকাল সব তো খেয়ে বসে আছি। আর চা খাব না? এইমাত্র ইনস্পেক্টর আনন্দ আমাদের চা আর কেক খাওয়ালেন। কিন্তু তুই এত বড় ম্যাজিশিয়ান তা তো জানতাম না।"

বাবলু বলল, "থাকার ঘরটা কেমন বল দিকিনি?"

"খুব ভাল। কিন্তু ব্যাপারটা কী!"

পঞ্চু যে তখন কী করবে কিছু ঠিক করতে পারছে না। সে অনবরত কুঁই-কুঁই করে বাবলুর পায়ে গড়াগড়ি যেতে লাগল।

একটু পরেই ঝলমলে মুখ নিয়ে রাধা বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে।

বাবলু বলল, "তোরা ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ চলে এসেছিস তো?"

"হ্যাঁ।"

"কিটস ব্যাগে আমার জামাপ্যান্টগুলো আছে। এগুলো আর পরা যাচ্ছে না।"

ভোম্বল বলল, "নিয়ে আসব?"

"আরে যাবি'খন। এখন একটু বোস তো। চা-টা খাই।" বলে নিজেই উঠে গিয়ে কয়েক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে এল।

বিলু বলল, "এই অসম্ভবটা সম্ভব হল কী করে? আমরা তো ভাবলাম তোরা দুটোতে মরেই গেছিস।"

"যেতাম। কিন্তু ভাগ্য-জোরে বেঁচে গেছি। চা-টা আসুক। খেতে-খেতে সব বলছি।"

রাধা বলল, "আমরা এখানে এসেই বাড়িতে ফোন করেছি। রেখাও এসে পড়বে দুপুরের মধ্যে। আমারও পোশাক-আশাক কিছু নেই।"

বিচ্ছু বলল, "তুমি ততক্ষণ দিদিরটা পরো না?"

"তাই ভাবছি।"

রেলের বড় বড় কাপে চা এসে গেল একটু পরেই। চা আসা মাত্রই হঠাৎ উধাও হয়ে গেল ভোম্বল।

বাবলু বলল, "কোথায় যাচ্ছিস?"

সে কোনও উত্তর দিল না।

তারপর যখন ফিরে এল তখন দু'হাতে দুটো ঠোঙা। একটাতে বড়-বড় শিঙাড়া। আর একটাতে গরম-গরম জিলিপি। বলল, "স্টেশনের সামনেই ভাজছিল। দেখে এসেছি। দারুণ লোভ হচ্ছিল রে। শুধু তুই নেই বলেই খেতে পারছিলাম না।"

বিলু বলল, "তা ব্যাপারটা কী বল দেখি?"

বাবলু যা বলল তা এক রোমহর্ষক ঘটনা। ওরা চা খেতে খেতে পলকহীন চোখে সেই কাহিনী শুনতে লাগল—

গতকাল সন্ধ্যায় যমুনার বালুচরে সেই ট্রাক থেকে দু'জন লোক রাধাকে জোর করে তুলে নেওয়া মাত্রই বাবলু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে লাফিয়ে উঠে পড়েছিল সেই ট্রাকে। জীবন বিপন্ন করে। চলন্ত ট্রাকের সাইডের মোটা কাছি ধরে বহুকষ্টে ঝুলে পড়েছিল। ফলে ওইটুকু সময়ের মধ্যে ও কাউকে কিছু চেঁচিয়ে বলবারও অবকাশ পায়নি। এই ট্রাকটি পাট বোঝাই ছিল। পাটের নীচে কী ছিল তা অবশ্য ও জানে না। ট্রাকটা এত জোরে ছুটছিল যে, ধুলো-বালি উড়িয়ে ধোঁয়া ছেড়ে অন্ধকার করে দিয়েছিল চারদিক।

ও বহুকষ্টে ধীরে ধীরে সেই পাট-বাঁধা কাছি ধরে একটু একটু করে ওপরে উঠে এসেছিল। তারপর গুছিয়ে বসেছিল ট্রাকের মাথায়। এমনভাবে যে, কেউ টের পায়নি। সেও কোনও সাড়াশব্দ করেনি।

এদিকে ট্রাকের মধ্যে তখন ভয়ংকর ধস্তাধস্তি হচ্ছে রাধাকে নিয়ে। রাধা নেহাত কমজোরি মেয়ে নয়। এবং ওর মনের জোরও অন্য মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি। আর গালাগালিও করতে পারে বটে। তাই ওকে কবজা করতে খুব বেগ পেতে হচ্ছিল ওদের।

একজন ড্রাইভারের আসনে বসে ছিল। আর-একজন সামলাচ্ছিল রাধাকে।

বাবলু ট্রাকের মাথায় বসে এইরকম অবস্থায় কী করে যে কী করবে তা ভেবে পাচ্ছিল না। পিস্তলে একটা গুলি ভরে নিয়ে একবার ভাবল ড্রাইভারের মাথার খুপরিটা উড়িয়ে দেয় এটা দিয়ে। আবার ভাবল, তা করতে গিয়ে নিজেদের মরণকেই ডেকে আনবে ওরা। একবার যদি কোথাও গাড়িটা থামে তা হলে খেল দেখাবে তখনই। এমন সময় হঠাৎই একটা বদ বুদ্ধি মাথায় এল। দেখল ট্রাক তো পাটে বোঝাই। তাই লোডশেডিং-এ

বাতি ধরাবার জন্য যে একটা লাইটার ওর কাছে ছিল, সেটা জ্বেলে টুক করে ধরিয়ে দিল সেই শুকনো পাটে। প্রচণ্ড হাওয়ার বেগে প্রথমে একটু অসুবিধা হয়েছিল। তারপর জ্বলে উঠল একেবারে দাউ-দাউ করে। কাজটা করেও বিপদে পড়ে গেল বাবলু। ভাগ্যিস, হাওয়ার বিপরীতে ছিল। না হলে আগুন ওকেই গ্রাস করত আগে।

আগুন জ্বলে উঠতেই ড্রাইভার টের পেয়ে গাড়ি থামাল।

যে-লোকটা রাধাকে কবজা করছিল সে তখন লাফিয়ে নেমে দেখতে গেল ব্যাপারটা কী হয়েছে। যেই না যাওয়া বাবলু অমনই তাকে লক্ষ্য করেই গুলি করল একটা। কিন্তু তাড়াতাড়িতে ফসকে গেল গুলিটা। লোকটাও পালাল।

সেই তালে রাধাও নেমে পড়ল ট্রাক থেকে।

বাবলুও তখন লাফিয়ে নামল।

ওদিকে ড্রাইভার তো দেখতে পায়নি বাবলুকে। তাই গুলির শব্দ শুনেই সে ভাবল নিশ্চয়ই পুলিশে তাড়া করেছে ওদের। তাই ওই অবস্থাতেই জ্বলন্ত ট্রাক নিয়ে প্রাণভয়ে পালাতে গিয়ে ঘটিয়ে বসল বিপত্তি। ট্রাকটা ছিল রেলব্রিজের ওপর। একেবারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কংক্রিটের রেলিং-এ ধাক্কা মেরে পড়ল নীচে রেল লাইনের পাশে। প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণে গাড়িটা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। উঃ, সে কী দৃশ্য। সে দৃশ্য দেখা যায় না।

রাধা ছুটে এসে তখন বাবলুর একটা হাত ধরল। বলল, "আর দেখতে হবে না। রাত হয়ে গেছে। এই জায়গাটা আরও খারাপ। জলদি হিঁয়াসে যা না চাহিয়ে।"

বাবলু বল, "চলো।" বলে যেই আসতে যাবে অমনই দেখল জনা দশ-বারো লোক গলায় রুমাল বেঁধে পাকা শিকারির মতোই এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। এরা কারা তা কে জানে? হার্মাদের লোকও হতে পারে অথবা অন্য কেউ। হয়তো ট্রাকের সেই পালিয়ে যাওয়া লোকটিই গিয়ে ডেকে এনেছে ওদের। সেই মুহূর্তে আত্মসমর্পণ ছাড়া ওদের আর করার কিছুই ছিল না। কেন না আর একটিও গুলি ছিল না বাবলুর পিস্তলে।

হঠাৎ ভগবানের দয়াই বলতে হবে, ধীর শ্লথ গতিতে মিটারগেজ লাইনের একটি মালগাড়ি গুটি-গুটি করে যাচ্ছিল ব্রিজের তলা দিয়ে। ওরা ভগবানকে স্মরণ করেই দু'জনে দু'জনার হাত ধরে লাফিয়ে পড়ল সেই মালগাড়ির মাথায়। ব্রিজটা নিচু ছিল খুব। দু'হাতও লাফাতে হয়নি তাই।

যাই হোক, বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওয়াগনের মাথায় বসে খানিকটা আসার পরই বুঝতে পারল গাড়িটা স্পিড নিচ্ছে। আর খোলা হাওয়ায় প্রচণ্ড শীত করছে তখন। ওরা তখন হামাগুড়ি দিয়ে একটু-একটু করে এগিয়ে আসতে লাগল গার্ড-এর কামরার দিকে।

গার্ড তো ওদের দেখেই অবাক।

রাধা তখন ওর ভাষায় ওদের বিপদের কথাটা সব খুলে বলল গার্ডকে।

গার্ডসাহেব দারুণ খুশি হলেন রাধার কথা শুনে। ওদের সাহসের প্রশংসা করে বললেন, এ গাড়ি তো ভরতপুরের আগে থামবে না। তারপর একেবারে জয়পুর। কারণ গাড়িটা সরাসরি যাচ্ছে আমেদাবাদ। আবু রোডে হয়তো একবার থামলেও থামতে পারে।

রাধা বলল, ভরতপুরে গাড়ি থামলেও অবশ্য ওদের লাভ নেই। কেন না সেখানে এই শীতে রাত কাটাবে কোথায়? তবে জয়পুরে ওর অনেক চেনাজানা আছে। কাজেই কোনও অসুবিধা হবে না।

তা গাড়ি ভরতপুরেও থামল না, কোথাও না। একেবারে থামল জয়পুরে।

রাত তখন একটা। গার্ডসাহেবের বদান্যতায় কেউ ওদের কাছে টিকিট চাইল না। ওরা সেই কনকনে শীতে স্টেশনের ওয়েটিংরুমে বসে রইল সারারাত। ইতিমধ্যে ওদের ব্যাপারটা চাউর হয়ে গেছে চারদিকে। তাই ভোরবেলা ইনস্পেক্টর আনন্দের ফোন পেয়ে স্থানীয় থানার কর্তাব্যক্তিরা এসে এই ঘরটির ব্যবস্থা করে দিল ওদের জন্য। সকালবেলা ইনস্পেক্টর আনন্দও এসে দেখা করলেন ওদের সঙ্গে এবং বললেন, "তোমাদের বন্ধুরা জয়পুরেই এসেছে।" এমনকী, পঞ্চুর কৃপায় তাঁর যে প্রাণরক্ষা হয়েছে সে-কথাও বললেন। তিনি এও বললেন, প্রত্যেককে ধরে আনার দায়িত্বও নাকি তাঁর। অতএব এই সকালেই তেড়ে একটা ঘুম দিয়ে নিলাম দু'জনে। সবে ঘুম থেকে উঠছি। বিপদের মেঘ কেটে গেছে। আর এখন ভাবনা কী?

বিলু বলল, "হার্মাদের কথা শুনেছিস তো?"

"না।"

"একেবারে শেষ অবস্থায়। আর বেঁচে উঠতে হচ্ছে না ওকে।"

বিলুর কথা শেষ হতেই ইনস্পেক্টর আনন্দ এলেন। হাসতে-হাসতে বললেন, "গুড মর্নিং। ক্যায়সা সারপ্রাইজ দিয়া ম্যায়নে?"

সবাই আনন্দে করমর্দন করল আনন্দের।

বিলু, ভোম্বল, তক্ষুনি ছুটে গেল ধর্মশালা থেকে ওদের মালপত্তরগুলো নিয়ে আসতে।

আনন্দ বললেন, "তোমরা যদি এখন কোথাও যেতে চাও তো আমি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে পারি।"

বাবলু বলল, "কোনও দরকার নেই। আমরা শুধু হাওয়া মহল আর অম্বরের কেল্লাটা দেখব। ও আমরা অটো কিংবা বাসেই দেখে নিতে পারব। তারপর কাল সকালে চলে যাব যোধপুর।"

"সমঝ গিয়া। জয়শল যা না চাতে হো তুম। লেকিন উধার তুমহারা যানা ঠিক নেহি। ঘরের ছেলে এবার ঘরে ফিরে যাও না বাবা।"

বাবলু বলল, "সে দেখা যাবে।"

ইনস্পেক্টর আনন্দ চলে গেলেন। যাওয়ার আগে বলে গেলেন কোনও অসুবিধা হলে সঙ্গে-সঙ্গে থানায় খবর দিতে। ফোন নম্বরটাও দিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিলু-ভোম্বল ফিরে এল। আর তারও কিছুক্ষণ পরে ওরা যথারীতি তৈরি হয়ে ঘরে তালা দিয়ে স্টেশনের বাইরে এল। জয়পুর শহরটা একবার ঘুরে দেখতে হবে তো? এখানে রাধাই ওদের গাইড।

প্রথমেই ওরা ঠিক করল অম্বর দেখতে যাবে। তাই স্টেশনের সামনে মির্জা ইসমাইল রোড থেকে প্রাইভেট বাসে এগিয়ে চলল বড়ি চৌপটের দিকে। আসতে-আসতে সুসজ্জিত পথঘাট এবং ঘরবাড়ি দেখে অবাক হয়ে গেল সকলে। এসব কী দেখছে ওরা? এ কি কোনও রূপকথার দেশ?

বাবলু বলল, "জয়পুর হচ্ছে রাজস্থানের রাজধানী। সেকালেও ছিল। একালেও। তারও আগে ছিল অম্বরে। অর্থাৎ যেখানে আমরা যাচ্ছি। রাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ নিজের জয়কে ঘোষণা করবার এবং সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ১৭২৭ সালে এই নতুন রাজধানী গড়ে তুলে এর নাম দেন জয়পুর। শাস্ত্র, জ্যোতিষ, শিল্পকলা, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে তাঁর অনুরাগ এবং অধিকার দেখে ঔরঙ্গজেব তাঁকে একেরও অতিরিক্ত অর্থাৎ সোয়া মনে করতেন। তাই তাঁকে 'সোয়াই' উপাধি দিয়েছিলেন। নবগ্রহের পরিকল্পনা অনুযায়ী এই শহরটিকে ন'টি আয়তাকার পরিকল্পনায় বিন্যস্ত করেন জয়সিংহ। তাঁর এই পরিকল্পনাকে রূপদান করেছিলেন এক তরুণ বাঙালি, বিদ্যাধর ভট্টাচার্য। গোলাপি রঙের মার্বেল পাথরে তৈরি এই শহরটিকে বলা হয় পিঙ্ক সিটি।"

কী সুন্দর শহর। এত বাস, অটো, ট্যাক্সি; তা সত্ত্বেও এই শহরের বুকের ওপর দিয়ে চলেছে উটের সারি। বিচিত্র সব সাজপোশাক ও অলংকার পরা রাজস্থানি মেয়েরা।

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "জয়পুর না এলে যে কী দারুণ ঠকতাম আমরা।"

রাধা বলল, "আমি তো এর আগেও এসেছি। তাই রীতিমতো এই শহরটাকে ভালবেসে ফেলেছি।"

বাবলু বলল, "১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে মহারানি ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্টও এই পিঙ্ক সিটির সৌন্দর্য দেখে একে ভালবেসে ফেলেছিলেন। ম্যাক্স লেরনার আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেন, "আই হ্যাভ সিন জয়পুর অ্যান্ড নাউ আই ক্যান ডাই।"

বিলু বলল, "তুই এতসব তথ্য পাস কোথা থেকে বল তো?"

বাবলু বলল, "এখন আসলে-নকলে মিলিয়ে বাজারে অনেক গাইডবুক বেরিয়ে গেছে। তা ছাড়া বিভিন্ন স্টেটের ওপর ছোট ছোট সরকারি গাইডবুকও আছে অনেক। কাজেই জানার চেষ্টা করলে এগুলো জানা কোনও কঠিন ব্যাপারই নয়। কোথাও যেতে গেলে আগে পাঁচটা বই পড়ে বা শুনে সেই জায়গার ওপর একটা ধারণা করে নিতে হয় বা সবকিছু জেনে নিতে হয়।"

ভোম্বল বলল, "অত ভাই হবে না আমার দ্বারা। তবে তুই হচ্ছিস একটা চলন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া। যখন যা দরকার হবে তোর কাছ থেকেই জেনে নেব আমরা।"

বাস এসে বড়ি চৌপটে যেখানে থামল সেখানে চোখের সামনেই দেখা যাচ্ছে হাওয়া মহল। এর ছবি তো বিভিন্ন বই এবং পত্রপত্রিকায় সকলেই দেখেছে ওরা। তাই চিনতে অসুবিধা হল না। যাই হোক, এইখানেই অম্বর যাওয়ার সরকারি বাস দাঁড়িয়ে ছিল। একেবারে ফাঁকা বাস। রাধা সেই বাস দেখিয়ে ওদের বলল, "চলো।"

জয়পুর থেকে অম্বর মাত্র ১১ কিলোমিটারের পথ। ভাড়া দেড় টাকা করে। ওরা কিছু সময়ের মধ্যে শহর ছেড়ে পাহাড়ের কোলে আর-এক ছোট্ট জনপদ, অম্বরে এসে হাজির হল। এক বিস্তীর্ণ জলাশয়ের (মাওয়াটা হ্রদ) গায়ে পাহাড়ের মাথায় অম্বরের কেল্লা। দেখামাত্রই মনটা যেন কীরকম হয়ে গেল। এখানে বাস থেকে নামতেই আর-এক প্রস্থ চা-জলখাবার হয়ে গেল ওদের। তারপর শুরু করল পর্বতারোহণ। আগে পঞ্চু। তার

পেছনে রাধা সহ পাণ্ডব গোয়েন্দারা। ওঠার মুখেই ওরা দেখতে পেল সারি-সারি কতকগুলো চিত্রবিচিত্র হাতি রঙিন পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে পিঠে হাওদা নিয়ে অপেক্ষা করছে যাত্রী বহনের আশায়। ওদের দেখেই মাহুতরা এগিয়ে এসে বলল, "বাবু, হাতি!"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের খুবই ইচ্ছে হল হাতির পিঠে চেপে পাহাড়ে ওঠার। কিন্তু গোল বাধল পঞ্চুকে নিয়ে। অমন সাহসী পঞ্চু অথচ হাতি দেখে তার কী ভয়। সে কিছুতেই উঠবে না হাতির পিঠে। আবার হাতিরও হাবভাব দেখে মনে হল কুকুর বইতে তার ভয়ানক আপত্তি। অবশ্য দোষও নেই। এটা আসলে মর্যাদার ব্যাপার। মানুষের অনেক বুদ্ধি। তারা সেবা করে, যত্ন করে, পালন করে। তারা সবাইকে চরায়। কাজেই তাদের খাতির করে বওয়া যায়। তাই বলে একটা কুকুরকে? না, না। জানোয়ার বলে কি তার সম্মান নেই?

যাই হোক, মাহুত অনেক কষ্টে বাবা-বাছা করে হাতির গায়ে-পিঠে গালে হাত বুলিয়ে হাতিকে রাজি করাল। তারপর এক-এক করে তুলে দিল সবাইকে হাতির পিঠে।

ওরা উঠে বসতেই হাতি দুলকি চালে দুলে-দুলে চলল। আরও যাত্রিবাহী হাতির দল এগিয়ে এল কয়েকটা। এদের মধ্যে একদল বাঙালিও আছেন। আর যাঁরা আছেন তাঁরা সবাই ফরেনার। হাতির পিঠে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে পঞ্চুকে দেখে সকলের কী হাসি। রাস্তার কুকুরগুলো তো চিৎকারে মাত করে দিল। পাহাড়ের গাছের ডালে বসে থাকা বানর ও হনুমানগুলো পঞ্চুকে দাঁত খিঁচোতে লাগল। হাতিটাও মাঝেমধ্যে গরগর করতে লাগল রাগে। অর্থাৎ আমি তো জানতুম এইরকমটা হবে। এখন এই টিটকিরি কি সহ্য হয়? কী ঝকমারি রে বাবা!

পঞ্চু অবশ্য ভ্রূক্ষেপও করল না কাউকে। দিব্যি বাবলুর কোল ঘেঁষে বসে হাতির পিঠে চেপে পার্বত্য প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে লাগল।

এর পর একটা বাঁক নিয়ে কেল্লার ওপরে উঠে এল ওরা। রাজকীয় ব্যাপারস্যাপারগুলো সেই আমল থেকেই করা ছিল। তাই হাতিকে এখানে লোক তোলবার জন্য নত হতে হয় না। প্রাচীরের মতো একটা চওড়া উচ্চস্থানের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় আর লোকজন সেইখান দিয়ে নামা-ওঠা করে।

এই যাত্রায় বাবলু ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়েছিল। তাই চটপট ছবি তুলে নিল কয়েকটা। হাতির পিঠে পঞ্চু। এ-ছবি পাবে কোথায়? ওরা ছবি তুলে কেল্লার প্রশস্ত চত্বরে ঘোরাঘুরি করতে লাগল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা মানসিংহের হাতে তৈরি এক দুর্গ। চলতি কথায় আমের। প্রথম দিকে কাছাওয়া বংশের রাজারা এখানে রাজত্ব করতেন। আকবর এই কাছাওয়া বংশের রাজকন্যা যোধাবাঈকে বিয়ে করেছিলেন। পরে একসময় দুর্ধর্ষ মিনারা অম্বর অধিকার করে নেয়। তার আগে এরা ধুন্দর রাজ্য শাসন করত। অম্বর অধিকারের পর ধুন্দরের রাজধানীও করল অম্বরকে। এরা এমনই শক্তিশালী ছিল যে, এদের হাতে অস্ত্র থাকলে এরা অজেয়। বছরের একটিমাত্র দিন, অর্থাৎ দোলের দিন এরা অস্ত্র ধরত না। আকবরের সেনাপতি তখন মানসিংহ। তিনি দেখলেন মিনাদের পরাস্ত করার এর চেয়ে ভাল দিন আর নেই। তাই ওইদিন অতর্কিতে প্রচুর মুঘল সৈন্য নিয়ে তিনি আক্রমণ করলেন ধুন্দর রাজ্য। মিনারা অস্ত্র ধরল না। তারা অনুরোধ জানাল শুধু একটা দিন অপেক্ষা করতে। কিন্তু মানসিংহ সে-অনুরোধ রাখলেন না। আর মিনারাও ধর্মের নামে অস্ত্র ধরল না সেদিন। ফলে ধুন্দর মুঘলদের অধিকারে চলে গেল। এই রাজ্যে অম্বিকেশ্বর শিবের মন্দির ছিল। সম্ভবত সেই থেকেই অম্বর নামের উৎপত্তি। অন্য মত, কুশ বংশের রাজা অম্বরীশ এই রাজ্যের পত্তন করেছিলেন। সে যাই হোক, প্রথম মানসিংহ অম্বরে যে প্রাসাদ নির্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন তা শেষ করেন সোয়াই জয়সিংহ, প্রায় একশো বছর পরে। এই সেই অম্বর কেল্লা।

বাবলুরা এদিক-সেদিক ঘুরেফিরে শিসমহলে ঢোকার জন্য কাউন্টারে এল টিকিট কাটতে। তিন টাকা করে টিকিট। পঞ্চুকে অবশ্য ঢুকতে দিল না ভেতরে। ও তাই চুপচাপ বসে-বসে হাতি দেখতে লাগল।

ওরা শিসমহল ঘুরে যশোরেশ্বরী কালী দেখতে এল। কী চমৎকার মন্দিরের কারুকার্য আর তেমনই অপূর্ব ওই কালীমূর্তি। মন্দিরের দেওয়ালে কলার কাঁদিওয়ালা দুটো কলাগাছ খোদাই করা আছে। মন্দিরের প্রবেশপথের দরজায় আছে একটি রুপোর দশমহাবিদ্যার খোদিত মূর্তি। দেওয়ালের একটি ছবি, ওদের দারুণ আকর্ষণ করল। রুদ্রমূর্তি এক কালী। তাঁর দশটি মুখ, দশটি হাত, দশটি পা। সামনেই অমরকুণ্ড। মন্দিরটি সম্পূর্ণ শ্বেত পাথরের।

এখানকার পূজারিরা সবাই বাঙালি। তাঁদের মুখেই শোনা গেল এর ইতিহাস। সপ্তদশ শতাব্দীতে মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোর থেকে এই কালীকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন। প্রবাদ আছে মথুরায় কংস

কারাগারে যে শিলাখণ্ডটির ওপর দেবকীর সন্তানদের কংস আছাড় দিয়ে মেরে ফেলত, প্রতাপাদিত্য মথুরা গিয়ে ওই পাথরটি নিয়ে আসেন এবং যশোরেশ্বরীর কালীমূর্তি নির্মাণ করেন।

বাবলুরা মুগ্ধ চোখে সেই কালীকে দর্শন করে ধন্য হল। কত লোকে নারকেল মিষ্টি ফুল ইত্যাদি নিয়ে দেবীর পুজো দিচ্ছে। ওরা সেসব কিছু আনেনি। তাই পয়সার বাক্সে ষোলো আনা ফেলে দিয়ে মন্দিরের বাইরে এল। আসবার সময় কালো কষ্টিপাথরের অষ্টভুজা দেবীর কাছে ওরা প্রার্থনা করল ওরা যেন নির্বিঘ্নে মরুভ্রমণ করে বাড়ি ফিরতে পারে। আর কোথাও কোনও ঝামেলা না হয়।

অম্বরের কেল্লা দেখে ওরা চলল জয়গড় দেখতে। জয়গড় অনেকেই দেখে না। কিন্তু যেহেতু পাণ্ডব গোয়েন্দারা জেনে গেছে এই জয়গড়ে কিছু না থাকলেও একটি সুড়ঙ্গের মধ্যে কান্দাহার থেরানির গোপন ঘাঁটি আছে, তাই জয়গড় না দেখে কি ওরা ফিরতে পারে? অতএব চলল। জয়গড়ের পথ জঙ্গলাকীর্ণ। তবে লোকজন যায়। পথঘাট ভাল। কিন্তু বড্ড খাড়াই। নীচে থেকে ওপরে ওঠার মুখে যে বাঁকটা আছে তার পাশ দিয়েই রাস্তা। ওরা সকলে মহোৎসাহে হইহই করতে করতে জয়গড় কেল্লার দিকে এগিয়ে চলল। খাড়াই উঠতে ওদের যত কষ্ট, পঞ্চুর ততই সুবিধা। সে দিব্যি হেলেদুলে সবার আগে তুরতুর করে এগিয়ে চলল তাই।

একেবারে পাহাড়ের মাথায় উঠেই দেখল দারুণ মজবুত একটি কেল্লা। কেল্লার ভেতরে বেশ বড় ধরনের মিউজিয়ামও আছে একটি। এই কেল্লায় ঢুকতে দর্শনী লাগল ছ'টাকা করে। কেন যে লাগল তা অবশ্য পরে বুঝল। সব কিছু দেখেশুনে।

কেল্লার ভেতরে মিউজিয়াম ছাড়াও ছিল এক বিশাল পানি ট্যাঙ্কি। আর যা ছিল তা অম্বর গিয়ে যারা না দেখেছে তারা সবাই ঠকেছে। ওই কেল্লার মাথার ওপরে আছে পৃথিবীর বৃহত্তম কামান জয়বান; যেটি মিলিটারিরা সব সময় পাহারা দিচ্ছে। আসলে এই দুর্গটি এখন সেনাবাহিনীর ঘাঁটি। সে কী বিশাল কামান। এটি তৈরি হয়েছিল সোয়াই জয়সিংহের আমলে, ১৬৯৯ থেকে ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এর মুখটা ১১ ডায়ামেটর ১১ ইঞ্চি। ২২ মাইল দূর পর্যন্ত এই কামান দাগা যেত। এবং একটি ফায়ারিং-এর জন্য বারুদ লাগত ১০০ কিলো। তবে এই কামান একবারই মাত্র দাগা হয়েছিল।

জয়গড়ে গিয়ে দুর্গের একটি নির্জন অংশে বসে ওরা চারদিকের পর্বতমালা দেখতে লাগল। রাজপুত বীরেরা যখন অশ্বখুরধ্বনিতে এইসব জায়গা ভরিয়ে রাখতেন তখন না জানি এর কী শোভা ছিল!

বিলু বলল, "সেই গোপন সুড়ঙ্গটা কোথায় আছে, আমাদের একটু খুঁজে দেখলে হয় না?"

বাবলু বলল, "তাতে লাভ? তা ছাড়া সুড়ঙ্গ তো পাহাড়ের মাথায় থাকবে না। থাকবে নীচে। কোনও বনবাদাড়ে। ওসব ঘুরতে যাওয়ার সময় কোথায়? শেষকালে কেঁচো খুঁড়ে সাপ বেরোলে হয়তো এমন অবস্থা হবে যে, তখন আসল জায়গাতেই যেতে পারব না আমরা।"

ভোম্বল বলল, "ঠিক। ঝামেলার চরম হয়েছে। এখান থেকে নেমে আগে বাসে উঠি চল।"

রাধা বলল, "জগৎশিরোমণির মন্দির দেখবে না তোমরা? ওটা কিন্তু খুব ভাল দেখবার আছে।"

বাবলু বলল, "তা হলে চলো। অম্বরে এসে এটাই বা বাকি থাকে কেন?"

ওরা পাহাড় থেকে নেমে বাঁ দিকে বাজারের পাশে একটা সরু গলির মধ্যে যখন ঢুকল তখন দেখল নিগ্রোদের মতো কালো লম্বা একজন লোক ওদের অনুসরণ করছে। ওরা দেখল কিন্তু কিছু বলল না। কীই-বা বলবে? কে এই লোক? কেনই বা পিছু নিয়েছে ওদের?

যাই হোক, ওরা জগৎশিরোমণি মন্দিরে ঢুকে দেবদর্শন করল। চিতোরে মীরাবাঈ যে রাধাকৃষ্ণ মূর্তির আরাধনা করতেন এটি সেই মূর্তি। মানসিংহ নিয়ে এসেছেন এখানে।

বাবলু বলল, "যদি কখনও সম্ভব হয় তা হলে একবার অন্তত আমার মাকে আমি নিয়ে আসব এখানে।"

রাধা বলল, "জরুর নিয়ে আসবে। তোমার যখন মন আছে ভাইয়া, মা তখন নিশ্চয়ই আসবেন।"

জগৎশিরোমণি মন্দির দেখে অভিভূত হয়ে গেল ওরা। মানসিংহ তাঁর ছোট ছেলে জগৎসিংহের স্মৃতিরক্ষার্থে ১৫ সেঞ্চুরিতে ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই মন্দির তৈরি করেছিলেন।

ওরা মন্দির থেকে যখন বেরিয়ে এল সেই লোকটি তখনও দূর থেকে ওদের অনুসরণ করছে।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার বল তো?"

বাবলু বলল, "কে জানে?"

বাচ্চু-বিচ্চু বলল, "লোকটাকে কিন্তু জয়গড়েও আমি দেখেছি।"

বাবলু বলল, "আমার যন্তর রেডি। গোলমাল পাকালেই অক্কা পেয়ে যাবে বাছাধন।"

লোকটি গোলমাল করল না। ওরা যখন বাসস্ট্যান্ডে এসে বাসে উঠল, সে তখন একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আর-একজন লোকের সঙ্গে ফিসফিস করে কী সব কথা বলতে লাগল।

বাস ছাড়ল একটু পরেই। এবং কিছু সময়ের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল বড়ি চৌপটে। তারপর জয়পুর স্টেশনে যখন এল তখন দেখল ওদের দরজার সামনে একটা বড় চামড়ার সুটকেস নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে রেখা।

রাধা ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল রেখাকে। হারানিধি ফিরে পেয়েছে তো, তাই দু'বোনের সে কী আনন্দ।

রাধা জিজ্ঞেস করল, "মা কি তবিয়ত ক্যায়সা?"

রেখা বলল, "ভালই।"

ওরা সবাই ঘরে ঢুকে প্রথমে একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসল। তারপর স্নান সেরে রেলের ক্যান্টিনেই খেয়ে নিল মাংস-ভাত। কী চমৎকার রান্না। খাওয়াদাওয়ার পর তেড়ে একটা ঘুম। সে ঘুম ভাঙল বিকেল চারটেয়।

আর সময় নষ্ট নয়। তাই আবার সাজ-সাজ রব। ওরা আবার তৈরি হয়ে চা-টা খেয়েই চলল জয়পুরের বিখ্যাত গোবিন্দজির মন্দিরে। স্টেশন থেকে আবার ওরা বড়ি চৌপটে এল। তারপর পায়ে হেঁটেই শিরে দেওরি বাজারে গিয়ে দেখে নিল হাওয়া মহল, যন্তর-মন্তর আর গোবিন্দজির মন্দির। ঔরঙ্গজেবের রোষবহ্নির হাত থেকে রক্ষা করতে এই গোবিন্দজিকে বৃন্দাবন থেকে জয়পুরে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সোয়াই জয়সিংহ। মন্দিরে বসে অনেকটা সময় কাটাল ওরা। সন্ধ্যারতি দেখল। তারপর যোধপুর যাওয়ার জন্য বাসস্ট্যান্ডে এসে খোঁজখবর নিতে লাগল। কাল খুব ভোরে অর্থাৎ পাঁচটার সময় যোধপুরের বাস। ভাড়া একান্ন টাকা।

ওরা আর দেরি না করে ফিরে এল স্টেশনে। তারপর রিটার্নিং রুমে বসে পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

রাধা এর আগে যোধপুর জয়শলমির গেছে। রেখা যায়নি। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও তো এই প্রথম। ভগবানের কৃপায় ওরা আর কোনও বাধা-বিপত্তিতে পড়েনি। তবে অম্বরের সেই রহস্যময় লোকটির কথা ওদের বারবারই মনে হতে লাগল। লোকটি কে? কেনই বা ওদের পিছু নিয়েছিল? ও কি থেরানির লোক? তা হলে তো বিকেলবেলাও দেখা যেত লোকটিকে। কিন্তু না। লোকটি আর আসেনি।

॥ ৮ ॥

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেই ওরা চলল বাস ধরতে। বাসস্ট্যান্ড স্টেশন থেকে বেশ কিছুটা দূরে। তাই তিনটে রিকশা করতে হল। একটাতে উঠল বিলু ভোম্বল, একটাতে বাচ্চু, বিচ্ছু, পঞ্চু, আর একটাতে রাধা রেখা দুই বোন। বাস একদম ফাঁকা। যোধপুরের তো কোনও যাত্রীই নেই। যা দু'-একজন আছে তারা সবাই আজমিরে নেমে যাবে। তবু সরকারি বাস, যাত্রী থাক বা না-থাক, ছাড়তে তো হবেই। ছাড়লও একসময়।

বেলা প্রায় একটা নাগাদ ওরা যোধপুর পৌঁছল। পাহাড়ের ওপর যোধপুরের বিখ্যাত মেহেরনগড় কেল্লাটা ওরা অনেক দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিল। এখন বাস থেকে নামামাত্রই চোখের সামনে কেল্লাটা যেন মূর্ত হয়ে উঠল। এই মরুনগরী যোধপুরও ওদের চোখে যেন এক স্বপ্নের দেশ বলে মনে হল। থর মরুর বুকের ওপর এ এক আশ্চর্য নগরী। উটের সারি প্রশস্ত রাজপথের ওপর দিয়ে মন্থর গতিতে চলেছে। চলেছে রঙিন ঘাগরা পরা সালঙ্কারা রাজপুতানির দল। এ ছাড়াও মোটর-বাস ইত্যাদি তো আছেই। আছে রিকশা। ঘোড়ায় টানা গাড়ি।

বাস থেকে নেমে একটা রিকশা নিয়ে ওরা স্টেশনে এল। রেল স্টেশনের কাছেই একটি সরাইখানায় গিয়ে উঠল ওরা। নাম যশোবন্ত ধর্মশালা। দেহাতিরাই বেশি ওঠে। অনেকগুলো ঘর আছে এখানে। তাই একটা-না-একটা পাওয়া যায়। চারদিকে ঘর। মাঝখানে উঠোন। ঘরের ভাড়া তিন টাকা করে। ওরা দুটো ঘর ভাড়া নিল। একটাতে মেয়েরা থাকবে। একটাতে থাকবে ছেলেরা। ধর্মশালার কেয়ারটেকার ক্যাম্পখাট ভাড়া দেয়। দু'টাকা করে সেই ক্যাম্পখাট ভাড়া নিয়ে চমৎকার শোবার ব্যবস্থা করে ফেলল ওরা।

এই অঞ্চলের লোকেরা খুব রুক্ষ প্রকৃতির। ম্যানেজার অত্যন্ত খিটখিটে। পঞ্চুকে দেখেই তো প্রথমে খ্যাঁক করে উঠেছিল। পরে অবশ্য থাকতে দিতে রাজি হয়েছিল ওদের।

যাই হোক, ওরা ঘরে মালপত্তর রেখে সরাইখানার পেছন দিকে গিয়ে ইঁদারার জলে স্নান করে নিল।

তারপর বেশ ঝরঝরে হয়ে চলল দুপুরের খাওয়া খেতে। অজস্র হোটেল আছে এখানে। তবে কি না এসব খাবার বাঙালিদের উপযুক্ত নয়। এখানকার হোটেলে খেয়ে ওদের মনে হল এসব দেশে এলে একমাত্র মিষ্টি আর ফল ছাড়া কোনও কিছুই খাওয়া উচিত নয়।

খাওয়াদাওয়ার পর বাবলু বলল, "এখন আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হল জয়শলমিরের টিকিট কাটা।"

বিলু বলল, "সে কী! যোধপুর দেখবি না?"

"নিশ্চয়ই দেখব। আমরা জয়শলমির যাব কাল রাতের গাড়িতে। আজ বিকেল এবং কাল সারাদিনে আমাদের খুব ভালভাবে যোধপুর দেখা হয়ে যাবে। এখানে যা-যা দেখার আছে তা আমি গাইডবুক দেখে নোট করে এনেছি। এখন রাধার কাজ হল আমাদের পথ চিনিয়ে নিয়ে যাওয়া।"

ওরা রেলস্টেশনে এসে শুনল বুকিং অফিসটা ঠিক স্টেশনে নয়। চৌরাস্তার দিকে একটু এগিয়ে ডান দিকে। ওরা মনের আনন্দে সেখানেই গেল। গিয়ে ফর্ম ফিলাপ করে কাউন্টারে দিতেই পেয়ে গেল সাতটা টিকিট।

সেই টিকিট পকেটে নিয়ে ওরা চলল আট কিলোমিটার দূরে মাণ্ডোর গার্ডেনে। শহরের এক প্রান্তে মাণ্ডোর এক রমণীয় উদ্যান। যাওয়ার সময় দু'কিমি দূরে মহামন্দিরে গিয়ে হাজার স্তম্ভ বিশিষ্ট মহামন্দিরটিও দেখে নিল ওরা। তারপর মাণ্ডোর। এই পথেই ১১৫৯ খ্রিস্টাব্দে বুলকরাও পরিহারের তৈরি ৫৬০০০ ঘনফুট জলের বালসমন্দ হ্রদ। ওরা বালসমন্দ গেল না। গেল না বৃহত্তম কৈলানা হ্রদ দেখতেও। মাণ্ডোরে ঢুকে সেখানকার মন্দিরের শিল্পকলা দেখেই অভিভূত হয়ে গেল। মাণ্ডোর একসময় মাড়োয়ারের রাজধানী ছিল। মিটারগেজ লাইনের একটি স্টেশনও আছে মাণ্ডোরে। এখানে যোধপুরের রাজাদের বেশ কয়েকটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে। এখানকার 'হল অব হিরোজ'ও দেখবার মতো। একটিমাত্র পাথরকে কুঁদে ১৬টি বিশাল মূর্তি এমন এক অভিনব পরিকল্পনায় তৈরি হয়েছে, যা দেখলে বিস্ময় লাগে। তবে বানরের উপদ্রব এখানে খুব বেশি।

সন্ধে পর্যন্ত মাণ্ডোর উদ্যানে দলে-দলে লোক আসে। পাণ্ডব গোয়েন্দারা নির্ভয়ে বসে রইল তাই। তারপর একসময়ে যখন উঠব-উঠব করছে তখন দেখল অম্বর কেল্লার সেই দীর্ঘদেহ নিগ্রোর মতো কালো লোকটি দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে-খেতে লক্ষ রাখছে ওদের দিকে।

ভোম্বল বলল, "বাবলু, ওই দ্যাখ।"

বাবলু বলল, "দেখেছি।"

"কী ব্যাপার বল তো?"

বিলু বলল, "আমাদের ফলো করছে। মনে হচ্ছে এর পিছু নিলেই আমরা কান্দাহার থেরানির দর্শন পেয়ে যাব।"

বাবলু বলল, "থেরানি যেরকম ডেঞ্জারাস তাতে ওর লোকেরা তো আমাদের ওইভাবে ফলো করবে না। ওরা হয় মেরে ফেলবে অথবা তুলে নিয়ে যাবে।"

"তাই কি?"

"নিশ্চয়ই। আবার এমনও হতে পারে আমরা নিজেরাই ওদের হাঁ-মুখে যাচ্ছি বলে হয়তো কিছু করছে না। এখন আমাদের ভয় শুধু রাধা আর রেখাকে নিয়ে।"

রেখা বলল, "ম্যায়নে তো শোচ লিয়া ও মেরে সামনে আয়ে তো মারে চপ্পল বদমাশ কো। পঞ্চু হামারা সাথ রহে তো ম্যায় কিসিকো নেহি ডরেঙ্গে। ও বারবার মেরা দিমাক গরম কর দেতা।"

রাধা বলল, "অ্যায়সা উলখাট লাগায়গা ও সাথ-সাথ সমঝে গা ম্যায় লেড়কি নেহি, ইলেকট্রিক হিটার।"

বাবলু বলল, "শাবাশ। তবে আর এখানে বসে থাকা কেন? চলো, ফেরা যাক।"

রহস্যময় লোকটি কিন্তু ওদের আক্রমণও করল না, অনুসরণও করল না। যেমন ছিল তেমনই বসে রইল। আর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল একটু-একটু করে।

ওরা আবার একটা শেয়ারে অটো নিয়ে যোধপুর ফিরল সন্ধের পর। তারপর আলো-ঝলমল মরুনগরীর পথে-পথে ঘুরে বেড়াল অনেকক্ষণ ধরে।

বাবলু বলল, "যোধপুর কী জন্য বিখ্যাত বল দেখি?"

বাচ্চু-বিচ্চু বলল, "তুমিই বলো।"

"চপ্পল, উটের চামড়ার ব্যাগ আর চুনুরি শাড়ির জন্য।"

ওরা রাজপথের দু'পাশে সাজানো দোকানগুলোয় চপ্পল এবং রং বেরঙের নকশা-কাটা জুতো, রাজস্থানি সাজপোশাক ইত্যাদি দেখল। দরদামও করল।

এক সময় বিচ্ছু বলল, "এইরকম রংচঙে বাহারি পোশাক একটা কিনব বাবুলদা?"

বাবুল বলল, "শখ থাকলে কিনতে পারিস। তবে মরুভ্রমণের জন্য আমরা যে পোশাক নিয়ে এসেছি তা কিন্তু জয়শলমির গিয়ে পরতে হবে।"

বিচ্ছু বলল, "সে তো পরব। তবে কাল সকাল থেকে এইগুলো পরে যদি এখানকার পথেঘাটে ঘুরে বেড়াই তা হলে মন্দ কি?"

"তা হলে কেন।"

বাচ্চু বলল, "বিচ্ছু কিনলে আমিও কিনব।"

অতএব যে যার পছন্দমতো এক সেট করে কিনে নিল।

রেখা তো টাকার গোছা এনেছে। দেখাদেখি ওরাও কিনতে ছাড়ল না। এর পর ওরা বড় একটি দোকানে গিয়ে খাস্তা কচুরি আর মিষ্টি খেল পেট ভরে। খেয়েদেয়ে রাত ন'টার আগেই সরাইখানায়। ঠিক হল কাল সকালে ওরা ঘুমার ট্যুরিস্ট বাংলোর সামনে থেকে যে ট্যুরিস্ট বাস ছাড়ে সেই বাসে চেপে যোধপুর ঘুরবে।

রাধা বলল, "কোনও দরকার নেই। ওরা যা দেখাবে তা আমরা পায়ে হেঁটেই দেখে নিতে পারব। শুধু উমেইদ ভবনটা একটু দূরে। ওইটাই যা দেখা হবে না। আর মাণ্ডোর তো আমরা দেখেই এসেছি। আমরা কাল সকালে একটা অটো নিয়ে চলে যাব মেহেরনগড় দুর্গ দেখতে। ওখান থেকে যশোবন্ত থারা।"

ওরা আর গল্প না করে শোওয়ার ব্যবস্থা করল। শস্তার ঘর তাই লাইট নেই। বাইরে উঠোনে চারদিকে অবশ্য আলো আছে। নেই শুধু ঘরগুলোতে। সেইজন্য ওরা মোমবাতির ব্যবস্থা করেছিল। বাতি জ্বেলে ঘরের দরজায় খিল দিয়ে যে যার ক্যাম্পখাটে শুয়ে পড়ল। আপনা থেকে বাতি যখন নেভে তখন নিভবে।

বেশ গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিল ওরা।

শেষরাতে একটা প্রচণ্ড হট্টগোলে ঘুম ভেঙে গেল ওদের। পঞ্চু তো বারবার লাফিয়ে-লাফিয়ে দরজার কাছে যাচ্ছে আর কুঁই-কুঁই করছে। বাবলু টর্চ জ্বেলে পঞ্চুর কাছে গিয়ে ওকে শান্ত করল। রাধা রেখা দু'জনেই ধড়মড়িয়ে উঠে দরজা খুলতে যাচ্ছিল পাশের ঘরে। বাচ্চু-বিচ্ছু বারণ করল। ওরা তবুও ওদের কথা না শুনে একেবারে বাইরে না বেরিয়ে দরজাটা অল্প একটু ফাঁক করে দেখতে লাগল ব্যাপারটা কী।

বাবলুরাও ঠিক ওইভাবেই দেখল। ওরা দেখল সরাইখানার বিস্তীর্ণ চত্বরে আট-দশজন দুর্ধর্ষ লোক উটের পিঠে চেপে ঘুরছে। আর ওদের ভয়ে কিছু লোক ছুটোছুটি করছে চারদিকে। ওরা ঘুরছে-ফিরছে এক-একজন লোককে ধরে মারছে আর টাকা-পয়সা যা পারছে কেড়ে নিচ্ছে।

এই প্রশস্ত জায়গাটায় রাতটুকুর মধ্যে কখন যে এত যাত্রী এসে গদি বিছানা ভাড়া নিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল তা কে জানে? রাত্রে ওরা যখন এসেছিল তখন তো সবই ফাঁকা ছিল।

বিলু চাপা গলায় বলল, "এরা নিশ্চয়ই মরুদস্যু।"

"হ্যাঁ। তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কান্দাহার থেরানির দলের লোক ছাড়া এমন সাহস কার হবে? এত শিগগির যে এদের দর্শন পাব তা কিন্তু ভাবিনি।"

ভোম্বল বলল, "এরা কি আমাদের খোঁজেই এখানে এসেছিল?"

"মনে হয়, না। তা হলে ঘরে-ঘরে ঢুকে সার্চ করত।"

বাবলু বলল, "লোকগুলোকে তো একটু শিক্ষা দেওয়া উচিত।"

বিলু বলল, "তা তো উচিত। কিন্তু কীভাবে কী করবি? এই অবস্থায় ওদের আক্রমণ করতে যাওয়া মানেই নিজেদের বিপন্ন করা এই যে এত লোক ভয়ে ছুটছে এরাও তো শক্তিশালী কম নয়। সবাই ছুটোছুটি না করে এখনই যদি একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে তা হলে তো পালাতে পথ পায় না বাছাধনরা।"

এমন সময় হঠাৎ এক মর্মান্তিক দৃশ্য। এক রাজস্থানি গ্রাম্য মহিলা তার শিশুপুত্রটিকে বুকে জড়িয়ে এককোণে বসে ভয়ে জড়সড় হয়ে থরথর করে কাঁপছিল। তার লোকটিকে একটু আগেই মারধোর করেছে দস্যুরা। শিশুটি হয়তো সেই কারণেই পরিত্রাহি চিৎকার করছে। এমন চিৎকার যে, তাকে থামানো যাচ্ছে না।

দস্যুরা এবার বিরক্ত হয়ে সেই মহিলাটির কাছে গিয়ে তার বুক থেকে শিশুটিকে ছিনিয়ে নিল। যেই না নেওয়া, বাবলু অমনই 'পঞ্চু' বলে লাফিয়ে পড়ল সেইখানে।

দস্যুটা তখন শিশুটির নড়া ধরে ছুঁড়ে দিয়েছে।

বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ে ওর মা ওকে ধরতে যাওয়ার আগেই বাবলু লুফে নিল শিশুটিকে। চোখের পলকে যেন ম্যাজিক ঘটে গেল।

উটের পিঠে চাপা লোকটি তখন সজোরে একটা লাথি কষিয়েছে বাবলুকে। বাবলু পড়ে যাওয়ার আগেই

শিশুটিকে বিলুর হাতে দিয়ে দস্যুটার পা ধরে এমন একটা হ্যাঁচকা টান দিল যে, মুখ থুবড়ে পড়ল সে। যেই না পড়া, পঞ্চু অমনই ছুটে গিয়ে তার বুকের ওপর উঠেই তার মুখের দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ চোখে গোঁ গোঁ করতে লাগল।

দস্যুটার নড়বারও ক্ষমতা রইল না আর। সেও মুখ দিয়ে ভয়ে আর্তনাদ করতে লাগল 'গ্যাঁ গ্যাঁ' করে।

উটের পিঠে চাপা আর-একজন দস্যু তখন ছুটে গিয়ে শিশুটির মাকে ধরেছে। ইচ্ছেটা এই যে, নিয়ে পালাবে। ওর মতলব বুঝতে পেরেই বাবলু পিস্তল বের করল। শিশুটির মা তখন দারুণ বাধা দিচ্ছে দস্যুটাকে।

হঠাৎ শব্দ হল 'ডিস্যুম'।

উঠের পিঠে বসে থাকা অসুরটা একটি গুলিতেই কলাগাছের মতো ঢিপ করে পড়ে গেল মাটিতে।

মহিলাটি ছুটে গিয়ে তার শিশুকে বুকে নিল।

জনতার ভয় তখন ভেঙে গেছে। এবার তারা সাহস পেয়ে হইহই করে ছুটে এল একজোটে। তারপর সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই দস্যুটার ওপর। বিলু তখন এগিয়ে গিয়ে মেইন গেটটা বন্ধ করে দিয়েছে। পালাবার আর রাস্তা নেই। উটের পিঠে চেপে জনতার মার খেয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল দস্যুগুলো। কিন্তু সরাইখানা-ভর্তি লোকের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন? তাই অল্প সময়ের মধ্যে ধরা পড়ল সবাই। তারপর সে কী মার!

রাধা, রেখা, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই বেরিয়ে এসেছে তখন ঘর থেকে।

দেখতে দেখতে ভোর হয়ে এল। থানা থেকে পুলিশ এল দলে-দলে। কীভাবে যে খবর পেল বা কে খবর দিল তা কে জানে? জনতার প্রহারে অর্ধমৃত লোকগুলোকে গাদা করে তুলে নিল একটা গাড়িতে। সেইসঙ্গে গুলিবিদ্ধ মৃত লোকটিকেও।

সরাইখানার উঠোনে একটা চায়ের দোকান আছে। সেই দোকানের গরম চুল্লিতে তখন বড়-বড় কেটলিতে জল ফুটছে টগবগ করে। যে-লোকটি চা করছে সে ভাঁড়ে করে গরম চা এনে খেতে দিল ওদের।

বাবলুরা তৃপ্তি করে খেল।

তারপর সকাল হতেই যখন আকাশ আলো করে সূর্যোদয় হল, ওরা তখন মুখ-হাত ধুয়ে দিব্যি সেজেগুজে ঘরে তালা লাগিয়ে চলল ফোর্ট দেখতে, মেহেরনগড়ে। সরাইখানার ভেতরে-বাইরে তখন ওদের নিয়ে দারুণ হইচই পড়ে গেছে।

সরাইখানা থেকে স্টেশন এক মিনিটের পথ। ওরা স্টেশনের সামনে বড় রাস্তায় এসে প্রথমেই একটু নাস্তা করতে বসে গেল। কেন না কখন ফিরবে তার তো কোনও ঠিক নেই। আবার কোথায় কী পাবে তাও জানা নেই। তাই বড় রাস্তার ধারে একটি দোকানের বেঞ্চে বসে গরম গরম শিঙাড়া আর জিলিপির অর্ডার দিল। এখানে নাস্তা মানেই এইসব। শিঙাড়া, কচুরি, আলুবড়া, পকৌড়া, অমৃতি আর জিলিপি।

খেয়েদেয়ে মনে জোর এনে ওরা একটা অটো ভাড়া করল। তারপর জনবহুল রাজপথের ওপর দিয়ে পাহাড়ের কোলে একটি সরু গলির মুখে এসে নামল।

রাধা বলল, "কিতনা লাগেগা।"

ড্রাইভার বলল, "যো দেওগী তুম।"

বাবলু একটা দশ টাকার নোট হাতে দিতেই দুটো টাকা ফেরত দিয়ে অটো নিয়ে চলে গেল লোকটি।

রাধাই এবার পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ওদের।

চারদিকের ঘিঞ্জি ঘরবাড়ির ফাঁক দিয়ে যেতে যেতে ওরা বুঝতে পারল কেল্লা পাহাড়ের অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। আরও খানিকটা উঠতেই যোধপুর শহরের যে দৃশ্য ওরা দেখল, তা এককথায় অনবদ্য। সবাই উল্লাসে ফেটে পড়ছে। পঞ্চু তো ঘন-ঘন লেজ নাড়ছে আনন্দে। রাধা আর রেখার মুখ দিয়ে হিট ছবির একটি গানই বেরিয়ে এল। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরও মুখে যেন কথার খই ফুটছে। শুধু বাবলুই যা নীরব।

ভোম্বল বলল, "কী ব্যাপার বাবলু? এখানে এসে তুই হঠাৎ এমন বেকায়দা মেরে গেলি কেন? তোর আনন্দ কোথায় গেল?"

বাবলু বলল, "উঁ! ন্-না। কী আর এমন।"

বাবলু বলল, "তুই হচ্ছিস আমাদের হিরো। পাণ্ডব দ্য গ্রেট। যা খেল দেখালি তুই!"

বাবলু বলল, "আমি আর কী খেল দেখালাম বল? খেল তো দেখাল ভুতে।"

"তার মানে?"

"তার মানে একটা ভুতুড়ে ব্যাপার ঘটে গেল বলতে পারিস।"

"যাঃ। ভুতুড়ে ব্যাপার কেন হবে? ওই মুহূর্তে দস্যুটাকে যেভাবে গুলি করলি তুই, তা অনেক আচ্ছা-আচ্ছা লোকও পারে না। আর ছেলেটাকেও ওইভাবে লুফে নেওয়া কি যার-তার কাজ?"

"ছেলেটাকে লুফে নেওয়ার কৃতিত্ব অবশ্য আমি রাখি। আমার মাধ্যমে ভগবান ওকে রক্ষা করেছেন। না হলে মরে যেত। তবে গুলিটা কিন্তু আমি করিনি।"

সবাই এমন চমকাল যে, তা বলবার নয়।

"সে কী! তুই করিসনি? তোর হাতেই তো পিস্তল ছিল।"

"ছিল। কিন্তু আমি করিনি।"

"তা হলে করল কে?"

"ওইটাই তো রহস্য। আমি ট্রিগার টেপার আগেই গুলি এসে লেগেছিল দস্যুটার গায়ে।"

বিচ্ছু বলল, "তা হলে নিশ্চয়ই ওদের দলের কেউ তোমাকে মারতে গিয়ে ওকে মেরেছে।"

"না। গুলি যেভাবে লেগেছে তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে ওটা পাকা হাতের টিপ। তা ছাড়া শুধু শুধু ওরা ওদের দলের লোককে মারবে কেন?"

ওরা ঘটনার মারপ্যাঁচে নির্বাক হয়ে পথ চলতে লাগল।

একটু সময়ের মধ্যে ওরা কেল্লার সামনে এসে দাঁড়াল। এইখান থেকেই অনতিদূরে পাহাড়ের অন্য অংশে যশোবন্ত থারা দেখা যাচ্ছে। ওরা কেল্লার ভেতরে ঢুকে পাঁচ টাকা করে টিকিট কাটল। সত্যিই দেখবার মতো দুর্গ একটি। রাও যোধা ১৪৫৯ সালে এটি তৈরি করেন। দুর্গে ঢোকার মুখে ফতে পোল ও জয় পোল নামে দুটি বিশাল তোরণ পার হল ওরা। এই তোরণের বুকে কামানের গোলার দাগ এখনও প্রকট হয়ে আছে। দুর্গটি লম্বায় ৪৫৭ মিটার ও চওড়ায় ২২৮ মিটার। নাটকের দৃশ্যের মতো সাজপোশাক পরা সরকারি গাইডরা এমনভাবে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করল ওদের, যা দেখে মনে হল এ-যুগে নয়, ওরা সেই রাজপুত রাজাদের আমলেই চলে এসেছে বুঝি। এমন চমৎকার ব্যবস্থা কোথাও নেই। ওরা পঞ্চুকে গেটের কাছে বসিয়ে রেখে দুর্গের মোতিমহলে ঢুকল রাজকীয় বৈভব দেখতে। এখানকার দুর্গের ভেতর প্রাসাদের জালির কাজ, সুরসিংহর তৈরি মোতিমহল, অভয়সিংহর ফুলমহল দেখবার মতো। মোতিমহলের দরবাব ৮০ কিলো ওজনের সোনার জল দিয়ে পেন্টিং করা। যদিও সামান্য অংশ অসম্পূর্ণ। তবু তা দেখবার মতো। বাবলুরা অবাক বিস্ময়ে দেখল সব।

এরপর পঞ্চুকে নিয়ে চলল দুর্গের উপরিভাগে ছাদের ওপর মুঘল যুগ থেকে শুরু করে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের প্রায় শতাধিক কামান দেখতে। কামান দেখে ওরা দুর্গের মাথায় পশ্চিম দিশায় চামুণ্ডা মন্দিরে গেল দেবীদর্শন করতে।

এখানকার পূজারিরা খুব ভাল। যাওয়ামাত্রই ওদের প্রসাদ দিলেন। পরিচয় জিজ্ঞেস করে নানারকম কাহিনী শোনালেন। তারই মধ্যে এমন একটি কাহিনী শোনালেন, যা ইতিহাসে নেই। শুধু লোকশ্রুতিতে কয়েকজনের মুখে-মুখে বেঁচে আছে। কাহিনীটা এই— যোধপুর দুর্গের অধিপতি তখন মাড়োয়ারের রাজা মালদেব। একদিন তিনি দুর্গের মাথায় বসে আছেন, এমন সময় একটি চিঠি তাঁর হাতে এল। কী সাংঘাতিক চিঠি, চিঠিতে হুমায়ুনের স্বাক্ষর। চিঠিটা বারবার পড়লেন তিনি। একজন বিদ্রোহী সেনাপতির ষড়যন্ত্রে হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসন থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। তাই এই মুহূর্তে তিনি মালদেবের কাছে যোধপুর দুর্গে আশ্রয় চান। খবর গেল রানির কাছে। হুমায়ুনের ব্যাপারে রানির সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে হবে বইকী। কেন না রানি চন্দ্রাবতী মুঘলদের ওপরে মোটেই সন্তুষ্ট নন। বিশেষ করে হুমায়ুনের ওপর। কেন না তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কুমারদেব, বাবরের সঙ্গে যখন রানা সঙ্গর ঘোর যুদ্ধ হয় তখন সঙ্গের হয়ে বাবরের সঙ্গে তিনি লড়েছিলেন। বীরের মতো যখন তিনি চাঘাটি মুঘলদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, মুঘলরা তখন যুদ্ধের নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে তাঁকে। তা সেই বাবরের পুত্র হুমায়ুনকে আশ্রয় দেওয়ার কোনও যুক্তিই নেই। তা ছাড়া মুঘলদের বিশ্বাস নেই। আজ বিপদের দিনে তারা এখানে আশ্রয় নিয়ে এখানকার সব কিছু দেখেশুনে গিয়ে পরে যে একদিন অতর্কিতে এসে হানা দেবে না, তাই বা কে বলতে পারে?

যাই হোক, রানির মনোভাব বুঝে মালদেব হুমায়ুনকে পাত্তা দিলেন না। হুমায়ুন তখন ভীষণ মরুভূমির মধ্যে জয়সলমিরের কাছে অমরকোটের দরবারে ঠাঁই পেলেন। অমরকোটের রাজা আশ্রয় দিলেন তাঁকে।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই শের শাহর কাছ থেকে দুত এল একদিন। হুমায়ুন ছিলেন শের শাহ্‌র ঘোর শত্রু। তাই সেই শত্রুকে যে আশ্রয় দেননি মালদেব সেই আনন্দে শের শাহ্ সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে দূত পাঠালেন মালদেবের কাছে। সেইসঙ্গে শের শাহ্‌র পুত্র সেলিমের সঙ্গে মালদেব-কন্যা মৃগনয়নার বিবাহ প্রস্তাবও ছিল।

চিঠি পেয়ে সন্ধি তো দূরের কথা, রেগে আগুন হয়ে উঠলেন মালদেব। উনি সঙ্গে সঙ্গে দূতকে জানিয়ে দিলেন, শের শাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি যে হুমায়ুনকে আশ্রয় দেননি তা তো নয়। আসলে মুঘলদের প্রতি ঘৃণাই এর কারণ। শের শাহ্‌ রাজপুত রাজাদের চেনেন না বলেই এইরকম প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। কাজেই রাজকন্যার সঙ্গে সেলিমের বিবাহ তো হবেই না উপরন্তু তিনি এমনই অপমানিত যে, যুদ্ধের ময়দানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান।

দূত-মুখে খবর শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন শের শাহ্‌। একজন হিন্দু রাজার এমনই ঔদ্ধত্য যে, তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে? তার ওপরে আবার যুদ্ধ চায়? যাই হোক, তিনি বহুকষ্টে ক্রোধ সংবরণ করে হেসে বললেন, "আচ্ছা, সময়ে এর জবাব দেব।"

এর পর ব্যাপারটা ভুলেই গেল সকলে। শের শাহ্‌ আর উচ্চবাচ্য করলেন না।

প্রায় মাস তিনেক পরে হঠাৎ একদিন প্রায় হাজার দশেক সৈন্য নিয়ে শের শাহ্‌ মাড়োয়ারের ভীষণ মরুভূমির ওপর উপস্থিত হলেন। আগেভাগে কোনও খবর না দিয়ে আচমকাই এলেন তিনি, যাতে মালদেব বিভ্রান্ত হন। যাই হোক, পাঠান সৈন্যরা যখন অনেক কষ্ট সহ্যের পর মরুভূমির নিদারুণ তৃষ্ণা বুকে নিয়ে যোধপুর সীমান্তে উপস্থিত হল তখন দেখল রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে মালদেব তাঁর সামান্য কিছু সৈন্য নিয়ে তাঁদের আগেভাগেই রণভূমে এসে হাজির হয়েছেন।

আসলে মালদেব জানতেন শের শাহ্‌ একদিন-না-একদিন অতর্কিতে হানা দেবেনই। তাই তিনি ভেতরে ভেতরে তৈরি ছিলেন। তাঁর সৈন্য-সংখ্যা কম হলেও রণকৌশলে তারা ছিল পাঠানদের চেয়েও অনেক নিপুণ। তাই যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্রই যোধপুর কেল্লার ওপর থেকে উড়ে আসা ঝাঁকে ঝাঁকে তিরের আঘাতে আর রাজপুত বীরদের হাতে শত শত পাঠান সৈন্য মরতে লাগল। শের শাহ্‌ প্রমাদ গনলেন। এখন না পারেন পালাতে, না পারেন যুদ্ধ করতে। কেন না এ-যুদ্ধ সেধে তিনিই বরণ করেছেন।

যাই হোক, যুদ্ধ যখন চরমে, তখন হঠাৎ একদিন শেষরাতে মালদেব যখন সেনাবাহিনীর শিবিরের আশেপাশে তাঁর একজন দেহরক্ষীকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন হঠাৎই লক্ষ করলেন একজন পাঠান সৈন্য অন্য এক শিবিরের দিকে চুপিচুপি যাচ্ছে। দেখামাত্রই তিনি রক্ষীকে আদেশ দিলেন, 'যেভাবেই হোক ওকে ধরে আনা চাই।'

রাজাদেশে রক্ষী ছুটল পাঠানকে ধরতে। পাঠানও ভয়ে পালাল। ততক্ষণে গোলমাল শুনে অন্য সৈন্যরাও সব এসে হাজির হয়েছে।

একটু পরেই রক্ষী যখন ফিরে এল তখন সে একা।

মালদেব বললেন, "কী হল? লোকটাকে ধরতে পারলে না?"

রক্ষী নতমস্তকে বলল, "না মহারাজ।"

"অপদার্থ।"

মালদেব একজন সেনাপতিকে ডেকে বললেন, "এটাকে এখুনিই আমার তাঁবুর পেছনে নিয়ে গিয়ে বধ করো।"

রক্ষী ভাবতেও পারেনি এই অপরাধে তার মৃত্যুদণ্ড হবে বলে। সে তখন বন্দি হওয়ার আগে কাঁপা-কাঁপা হাতে কী যেন একটা কাগজ মালদেবকে দিল। সেটা পড়েই স্তব্ধ হয়ে গেলেন মালদেব। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, "আমি এর প্রাণদণ্ড মকুব করলাম।" বলে কাউকে কোনও কথা না বলে নিজের তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলেন।

ব্যাপারটা যে কী হল, কেউ তা বুঝতেও পারল না।

অনেক পরে মালদেব তাঁর প্রধান প্রধান সেনাপতিদের ডেকে বললেন, "শুনুন, রাজপুত জাতির পতনের দিন এগিয়ে এসেছে। তাই আর বীরের মতো যুদ্ধ না করে কাপুরুষের মতো বশ্যতা স্বীকার করাই ভাল। অতএব এখনই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হোক।"

মালদেবের মুখে এইরকম কথা শুনে সেনাপতিরা স্তব্ধ। তাঁবুর মধ্যে বালির ওপর একটি সূচ পড়লেও তখন শব্দ হবে বুঝি।

প্রধান সেনাপতি রানা কুম্ভ বললেন, "এ কী বলছেন আপনি মহারাজ? শের শাহ্‌ তো হেরেই বসে আছেন। তা ছাড়া আপনার মতো বীরের মুখে এই কথা। আমরা ভুল শুনছি না তো?"

মালদেব রক্ষীর আনা সেই কাগজখানি কুম্ভর হাতে তুলে দিলেন। রানা কুম্ভ সেটা পড়ে তো কাঁপতে লাগলেন থরথর করে। তারপর কয়েকজন সেনাপতির কাছে গিয়ে থুঃ থুঃ করে থুতু দিলেন তাদের গায়ে।

সেই চিঠিতে যা লেখা ছিল, তার মর্মার্থ হল, মালদেবের সেনাবাহিনীর মধ্যে বেশ কয়েকজন মালদেবের দাম্ভিকতার জন্য ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাই তাঁরা শের শাহ্‌কে জানিয়েছিলেন শের শাহ্ যদি তাঁদের জীবন এবং ধনসম্পত্তি রক্ষা করবার প্রতিজ্ঞা করেন, তা হলে তাঁরা যুদ্ধের সময় শের শাহ্‌র হয়ে যুদ্ধ করতে পারেন। সেই প্রস্তাব সমর্থন করে শের শাহ্‌র স্বাক্ষরিত কাগজটি, যা কিনা পাঠান সৈন্যটি রাজপুত সেনাদের দিতে এসেছিল। এবং যে-কাগজটি ধস্তাধস্তি করে কেড়ে নিতে গিয়েই পাঠান সৈন্যকে ধরেও ধরতে পারেনি মালদেবের রক্ষী। তবে গুরুত্বপূর্ণ এই কাগজটি সে বুদ্ধি করে ছিনিয়ে নিয়েছিল।

রানা কুম্ভ বললেন, "মহারাজ, যা হওয়ার তা হয়েছে। কিন্তু এই কলঙ্কের ভাগী আমরা সবাই হব কেন? এখন মান-অভিমানের ব্যাপার নয়। আপনি এবারের মতো সকলকে ক্ষমা করুন। শুধু একবার আমাদের সুযোগ দিন, এই কলঙ্ক থেকে মুক্ত হওয়ার।"

মালদেব বললেন, "বেশ, দিলাম। এখন যা করলে ভাল হয় তা করুন আপনারা।"

এরপর পাঠানদের সঙ্গে রাজপুতদের যে কী ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল তা ইতিহাসে লেখা না থাকলেও মরুভূমির হলুদ বালি লাল হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধ থেকে পালিয়ে বেঁচে শের শাহ্ শুধু বলেছিলেন, "বাপরে! এক মুষ্টি ভুট্টার জন্য (যোধপুরে তখন ভুট্টা ছাড়া অন্য কোনও ফসল উৎপন্ন হত না) আমি আর একটু হলেই হিন্দুস্থানের আধিপত্য হারিয়েছিলাম।"

গল্প শুনে অভিভূত পাণ্ডব গোয়েন্দারা পূজারিকে প্রণাম করে দুর্গের অনতিদূরে যশোবন্ত থারা দেখতে চলল। মহারাজ যশোবন্ত সিংহর স্মৃতিরক্ষার্থে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিধবা পত্নী শ্বেত পাথরের এই স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করান। যোধপুর রাজাদের বংশপঞ্জিও এখানে উৎকীর্ণ আছে।

ওরা যখন ঘুরে ঘুরে সব দেখছে তখন হঠাৎ একজন বিদেশিনী দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওদের। বিদেশিনীর মুখের দিকে তাকালে যেন চোখ ফেরানো যায় না। যেমন অপূর্ব মুখশ্রী তেমনই ডিমের কুসুমের মতো গায়ের রং। বয়সও কম। বয়স খুব জোর পঁচিশ কি ছাব্বিশ হবে। সাগর পারের নীলনয়না যাকে বলে ঠিক তাই। বিদেশিনী প্রথমেই বিস্কুট আর কেক খাইয়ে আলাপ জমালেন পঞ্চুর সঙ্গে। তারপর এদের সকলকে একটা করে চকোলেট খাইয়ে ক্যামেরায় ফোটো তুললেন। সবশেষে পঞ্চুকে আদর করে বললেন, "ইজ ইট ইয়োরস? প্লিজ টু সি ইট, মাচ, ভেরি মাচ। এনিওয়ে, হোয়্যার ফ্রম আর ইউ?"

বাবলু বলল, 'ফ্রম বেঙ্গল। মে উই নো হোয়ার ফ্রম আর ইউ?"

"ফ্রম কানাডা।"

"হোয়ার আর ইয়োর আদার কম্প্যানিয়নস?"

"নান এলস্ উইথ মি। অ্যালোন, অল অ্যালোন আ অ্যাম হিয়ার।"

"ইজ ইট সো? হাউ স্ট্রেঞ্জ! অল অ্যালোন ফ্রম সাচ এ ডিসট্যান্ট ফরেন কান্ট্রি?"

"ইয়েস। দ্যাটস্ সো। হিয়ার আ অ্যাম টু ট্যুর ইন্ডিয়া।"

"মে উই নো ইয়োর নেম?"

"মাইন। মাইন ইজ মিজ লর্না। আ'ইল স্টার্ট ফর জয়শলমির বাই টুনাইটস্ ট্রেন। ও'নট ইউ লাইক টু বি দেয়ার?"

"ইয়েস। বাই অল মিন্‌স।"

লর্না মিষ্টি হেসে বাবলুকে বললেন, "ভেরি গুড। অ্যান্ড সো উই হোপ টু মিট এগেন। ওনট দ্যাট? বাই। এ ভেরি হ্যাপি গুড বাই।" বলে চলে গেলেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অনেকক্ষণ তাঁর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে মোটরচলা পথে নীচে নামতে লাগল। ওরা যখন পাহাড়ের নীচে নামল তখন বুঝতে পারল সম্পূর্ণ উলটো দিকে চলে এসেছে ওরা। যাই হোক, নীচে নেমেই একটা অটো করে ফিরে এল সরাইখানায়। এর পর দুপুরের খাওয়া সেরে বিকেলবেলা কাছাকাছি পার্ক-টার্কগুলো ঘুরে সন্ধে হতে-না-হতেই চলে এল স্টেশনে। যদিও ট্রেন সেই রাত ন'টায়, তবুও সরাইখানার অন্ধকারে বসে থাকার চেয়ে আলো-ঝলমল স্টেশনে থাকা অনেক ভাল।

স্টেশনেই দেখা হয়ে গেল লর্নার সঙ্গে। বাবলু কফি অফার করল। লর্না না করলেন না। বাচ্চু-বিচ্ছু রাধা রেখার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কফি খেলেন। যথাসময়ে ট্রেন এল। দৈবের কী অদ্ভুত যোগাযোগ। ওদের পাশাপাশি একই বগিতে বার্থ পড়েছিল লর্নার। ট্রেনে উঠে প্রথমেই তাই যে যার জায়গা পছন্দ করে নিল। বাবলু, বিলু, ভোম্বল আর বাচ্চু, বিচ্ছু, রেখা মুখোমুখি তিন থাকের ছ'টি বার্থ বেছে নিল। আর সাইডের দুটি লোয়ার-আপার বার্থ নিল রাধা ও লর্না। লর্না যদিও ওদের চেয়ে বয়সে বড়, তবুও দারুণ আলাপ জমে গেল

ওদের সঙ্গে। শুধু লর্না নয়, এই বগিটাই সাহেবসুবোয় ভর্তি। এইভাবে বিদেশি যাত্রীদের সঙ্গে একসঙ্গে ট্রেন ভ্রমণ ওদের জীবনে এই প্রথম। ওদের বারবারই মনে হতে লাগল, ভারতে নয়, ওরা লন্ডন, প্যারিস কিংবা কানাডায় ট্রেন ভ্রমণ করছে বুঝি। সুন্দর। কী আশ্চর্য সুন্দর এই রেলযাত্রা। মিটারগেজ লাইনের সুসজ্জিত ট্রেন ঠিক সময়ে ছেড়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলল। ওরা সবাই যে যার বার্থে শুয়ে পড়লে পঞ্চু বাবলুর পায়ের কাছে শুয়ে ওদের মালপত্তর পাহারা দিতে লাগল। বাবলু মনে মনে চিন্তা করল এখনও পর্যন্ত কোনও বিপত্তি যখন নতুন করে কিছু ঘটেনি, তখন বিপদের মেঘ নিশ্চয়ই কেটে গেছে।

বাবলুর মনোভাব বুঝতে পেয়ে অলক্ষ্যে বসে ভগবানও বুঝি মৃদু হাসলেন একটু। মনে মনে বললেন, নিতান্তই ছেলেমানুষ রে তোরা। ঠিক আছে, যা। আমি তোদের সঙ্গে আছি।

॥ ৯ ॥

খুব ভোরে ওরা যখন জয়শলমিরে ট্রেন থেকে নামল তখন দলে দলে লোক এসে ছেঁকে ধরল ওদের। এরা সব হোটেল ও লজের মালিক বা দালাল। স্টেশন ওয়াগন, অটো, জিপ, উটের গাড়ি সবই আছে ওদের সঙ্গে।

মাঙ্কি ক্যাপে কান পর্যন্ত ঢাকা একজন সুদর্শন যুবক এগিয়ে এসে ওদের বলল, "আরে বাঙালি ভাই, তোমাদের থাকার জন্য তো আমার লজ আছে। ভাটিয়া লজ। আমার নাম রাহুল ভাটিয়া। সব বাঙালি থাকে আমার ওখানে। কোনও অসুবিধা হবে না, এসো।"

রাধা বলল, "আমরা আগেরবার ছিলাম হোটেল ডেজার্টে।"

ভাটিয়া রাধার একটি হাত ধরে বলল, "ঠিক আছে। এবার আমার লজে তো একবার ওঠো।"

শুধু বলার অপেক্ষা। রাধার নরম হাতে গরম থাপ্পড় তখন ঠাস করে পড়েছে ভাটিয়ার গালে। বলল, "বদত্‌মিজ, তুমনে মেরে হাত পর হাত কিঁউ লাগায়া?"

ভাটিয়া গালে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "ও। আ অ্যাম সরি সিস্টার। বুরা মার সমঝো মুঝে। চলো উঠো।"

"অ্যায়সা গলতি কভি না হোনা চাহিয়ে।"

বাবলু বলল, "যাকগে, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন চলুন তো, আপনার লজেই উঠব আমরা।"

ভাটিয়ার জিপ ওদের নিয়ে চলল শহরের দিকে। যেতে যেতেই ওরা এই অপূর্ব দুর্গ-শহরের চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। হবে নাই বা কেন? মন্দির, কেল্লা, প্রাসাদ আর গৌরব-কাহিনী নিয়েই তো জয়শলমির। হলুদ রঙের চুনাপাথরে তৈরি কেল্লা, ঘরবাড়ি আর হলুদ বালির শোভায় জয়শলমির হচ্ছে গোল্ডেন সিটি। ১১৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই ভাটি রাজপুত রাওয়াল জয়শল এই দুর্গের পত্তন করেন। নগরী তখন দুর্গের মধ্যেই ছিল। এখন তো বাইরেও ঘরবাড়ি হয়েছে অনেক। বিশাল থরের বুকে এ এক আশ্চর্য আরব্য রজনীর দেশ। ওরা ধনুকের মতো বাঁকা পথ ধরে ত্রিকূট পাহাড়ের গায়ে সেই বিখ্যাত কেল্লার পাশ দিয়ে জমজমাট বাগদাদ নগরীর মতো বাজারের কাছে ভাটিয়া লজে এল।

জিপ থেকে নামতেই একদল বাঙালি যুবক হাসিমুখে এগিয়ে এসে বলল, "কী ভাই, কেল্লা দেখতে এসেছ নাকি? তবে খুব সাবধান, এই লোকটির ফাঁদে যেন পোড়ো না।"

বাবলু বলল, "কেন?"

"এই রাহুল ভাটিয়া হচ্ছে একটি পাক্কা শয়তান। এর কাজই হল ভোর ভোর উঠে স্টেশন থেকে বাঙালি যাত্রী দেখলেই তাদের বাংলায় মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ধরে আনা। তারপর নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বধ করা। লোককে জামাকাপড় ছাড়তে সময় দেয় না। ঘ্যান ঘ্যান করে জিপের বুকিং করিয়ে ঘোরাতে নিয়ে যায়। পার টিকিট সত্তর টাকা। তারপর যখন ঘুরিয়ে আনে তখন যাত্রীরা বুঝতেও পারে না তারা কী ঠকানটাই না ঠকল বা কী দুর্লভ দৃশ্য দেখা থেকে বঞ্চিত হল।"

কথাবার্তা যা হচ্ছিল তা ভাটিয়ার সামনেই। ভাটিয়া তো রেগে আগুন হয়ে বলল, "বাঙালিবাবু মুখ সামলে কথা বলবে। তুমি যদি ট্যুরিস্ট না হতে তো তোমার লাশ আমি পৌঁছতে দিতাম না দেশে।"

বাঙালি যুবকরা সোদপুর থেকে এসেছে। বলল, "আমরাও দলে নেহাত কম নই রে। মরবার আগে তোকেও আমরা যমের বাড়ি পাঠাতে জানি। যাওয়ার আগে এখানকার থানায় তোর নামে রিপোর্ট লিখিয়ে

তবে যাব। দিনের পর দিন সকলের চোখের সামনে ঘুঘু তুই ট্যুরিস্টদের কী করে ব্ল্যাকমেল করিস সেটা জানিয়ে যাব।"

বাবলু বলল, "এতে ব্ল্যাকমেলের কী আছে আমি তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না।"

"শোনো তবে, এই যে দেখছ পাহাড়ের ওপর কেল্লাটা, এই হচ্ছে সেই বিখ্যাত কেল্লা। এর আশেপাশে কয়েকটা হাবেলি আর গড়সিসর নামে একটি জলাশয় ছাড়া কিছুই দেখার নেই। বাকি যা দেখার আছে সেটা হল মরুভূমি। সাম সন্দ। এই কেল্লা, বা আর যা কিছু তা ঘণ্টাখানেক সময় নিয়ে পায়ে হেঁটেই দেখা যায়। মরুভূমি দেখতে গেলে যেতে হয় সূর্যাস্তের সময়। সবাই তাই যায়। জনপ্রতি ভাড়া কুড়ি টাকা। আর এই লোকটা নতুন যাত্রীদের কাছ থেকে সত্তর টাকা করে ভাড়া নিয়ে এই কেল্লার আশেপাশে এ-গলি সে-গলি করে বারবার চক্কর দিয়ে এই সামান্য পায়ে হাঁটার পথটুকু এমনভাবে ঘোরায় যাতে লোকে ভাবে কতই না ঘুরলুম। অর্থাৎ, সাম সন্দ ছাড়া পঞ্চাশ টাকা। সামও নিয়ে যায়। কিন্তু ওই একই সময়ে। অর্থাৎ বেশি ভাড়া দিয়েও লোকে সূর্যাস্তের দৃশ্য থেকে বঞ্চিত হয়। ট্রেন থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের এমনভাবে ব্ল্যাকমেল করে যে, তারা কোনও কিছু চিন্তা করার আগেই জবাই হয়ে যায়। পরে সব কিছু ঘুরে দেখে এসে যখন সময় কাটাবার জন্য নিজেরাই ঘোরাফেরা করে তখন বুঝতে পারে কী ঠকানটাই না ঠকেছে। আমরা দলে দশজন ছিলাম। এর পাল্লায় পড়ে আমাদের ৫০ টাকা করে ৫০০ টাকা চলে গেল ভাই। যারা ট্রেন থেকে নেমেই সব কিছু দেখে আবার রাতের গাড়িতে চলে যায়, তারা কিছুই টের পায় না। এদের খাতায় এদের ভদ্র ব্যবহারের মন্তব্যও লিখে রেখে যায় কেউ কেউ। দেশে ফিরে অন্য বাঙালি বন্ধুদের বলে এদেরই খপ্পরে পড়তে। কিন্তু সব জেনেশুনে আমাদের কী অবস্থা বলো তো?"

বাবলু বলল, "কী মি. ভাটিয়া, আপনি এইভাবে ট্যুরিস্টদের চিট করেন?"

ভাটিয়া তখন রাগে গরগর করতে লাগল।

বাঙালি যুবকরা বলল, "তোমরা ছেলেমানুষ বলেই তোমাদের সাবধান করে দিলাম। তোমরা এখানে পায়ে হেঁটে সব কিছু ঘুরে দেখে বিকেলে অন্য জিপ ভাড়া করে সাম সন্দে চলে যেয়ো।"

বাবলু জিপের ভাড়া মিটিয়ে রাধার পরিচিত সেই হোটেল ডেজার্টে চলে গেল। মাত্র সত্তর টাকায় বেশ বড়সড় ঘর পেয়ে গেল একটা। ঘরে মালপত্তর রেখে ওরা সবান্ধবে চলল কেল্লা দেখতে।

চৌমাথায় আসতেই দেখল চুড়িদার পায়জামা, কুর্তা আচকান পরা রাজস্থানিরা রাস্তায় চলাফেরা করছে দলে দলে। চারদিকে বালির ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে গৃহপালিত উট। গ্রামের মানুষরা খাটো ধুতি, দণ্ডিয়া আংরাখা, পটিয়া পাগড়ি, কেউ বা আঠারো গজি পোগা-পোগরি পরে দোকানে বসে চা খাচ্ছে, বাজার-হাট করছে। চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিদেশি ট্যুরিস্টের দল। সোনা রোদে কাঁচা সোনার মরুপ্রান্তর যেন ঝলমল করছে। একদল রাজস্থানি মেয়ে রংবাহারি ঘাগরা, কাঁচুলি আর আড়াই গজি ওড়নি উড়িয়ে ওদের গা ঘেঁষে চলে গেল।

ওরা একটা দোকানে ঢুকল জলখাবার খেতে। গরম গরম আলু-পরোটা আর চা খেতে খেতে ভোম্বল বলল, "দ্যাখ বাবলু, এবার থেকে আমাদের একটা করে পাঁজি রাখতে হবে বাড়িতে। আর কখনও দিনক্ষণ না দেখে বেরোব না আমরা। কোনও তদন্তে এলে আমাদের একটাই ঝামেলা থাকে। কিন্তু বেড়াতে বেরিয়ে দেখছি হাজারটা ঝামেলা।"

বাচ্চু বলল, "এখন ভালয় ভালয় স্যান্ডডিউনসটা দেখে আসতে পারলে বাঁচি।"

ওরা নাস্তা সেরে কেল্লায় প্রবেশ করল। প্রথমেই দুর্গের মূল দরোয়াজা সুরজ পোল পার হয়ে মহারাওয়াল প্রাসাদের কাছে এল। তারপর মেঘ দরবার, সূর্যমন্দির, জৈনমন্দির এক এক করে দেখতে লাগল সব। দুর্গের ভেতরে লোকজনের ঘরবাড়ি দেখল। রাজার প্রাসাদ দেখল। দেখল তাজিয়া মিনার। কিন্তু দুর্গ দেখতে এসে সবচেয়ে মজা হল পঞ্চুকে নিয়ে। ঘাড় কাত করে এক চোখে ও এমনভাবে কেল্লা দেখতে লাগল যে, মনে হল এসব ওর কতদিনের চেনা।

রাধা ওর হাবভাব দেখে বলল, "কী ব্যাপার! তোমাদের পঞ্চু জাতিস্মর হয়ে উঠল নাকি। ও কি পূর্বজন্মে এখানে ছিল? এমন করছে যেন এখানটা ওর কতদিনের চেনা।"

বাবলু হেসে বলল, "তোমার ধারণাটা নেহাত অমূলক নয়। কখনও এখানে না এলেও জায়গাটা ওর কিন্তু সত্যিই চেনা।"

"কীরকম?"

"আসলে কিছুদিন আগেই এই জায়গার ওপর একটা তথ্যচিত্র ও টিভিতে দেখেছে। তাই এখানে এসে ও বুঝতে পারছে না এই জায়গাটা ওর কেন এত চেনা লাগছে! সেইজন্যই অমন করছে ও।"

বাবলুর কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল সকলে। এরপর ওরা কেল্লার বাইরে এসে গদি সাগর বা গড়সিসর দেখতে চলল। এটি হল প্রাচীনকালের তৃষিত মরুর বুকে এক শীতল জলের প্রাণের উৎস। কলসির পর কলসি মাথায় বসিয়ে এই পানিহারি থেকে রাজস্থানি মেয়েরা দূর দূর থেকে এসে জল নিয়ে যায় ঘরে ঘরে।

এরপর শহরের প্রধান যে-পথটি চলে গেছে পাকিস্তানের সীমানা অবধি, সেই পথ ধরে ওরা এগিয়ে চলল হাবেলি দেখতে। ওদের দেখে এক রাজস্থানি ভিখারি দোতারার মতো কী একটা যন্ত্র বাজিয়ে সুর করে গান গাইতে লাগল। ওরা আট আনা চার আনা পয়সা দিতেই চলে গেল ভিখারিটা। এবার ওরা সেলিম সিংহের হাবেলি, নাথমলজিকা হাবেলি আর পাটোয়ান কি হাবেলিতে এল প্রাসাদের শিল্পকর্ম দেখতে। এরকম সোনালি পাথরে অপূর্ব জালির কাজ সারা ভারতে কোথাও নেই।

স্থানীয় একজন ভদ্রলোক ওদের দেখে খুব খুশি হয়ে বললেন, "তোমরা জয়শলমির দেখতে এসেছ খুব ভাল কথা। তবে শুধু এই কেল্লা আর সাম সন্দ নয়। এখানে আরও অনেক কিছু দেখার আছে। সেগুলোও দেখে নিয়ো।"

"আর কী কী দেখার আছে বলুন?"

"এই যেমন পাঁচ কিমি দূরে লোদুর্বার পথে অমর সাগর, ছ' কিমি দূরে রাজাদের সমাধিক্ষেত্র বড় বাগ। তা ছাড়া ১৭ কিমি দূরে লোদুর্বাতে অবশ্যই যেয়ো।"

"কী আছে সেখানে?"

"বাঃ, লোদুর্বাই তো ছিল রাওয়াল জয়সলের অতীতের রাজধানী। ওখানে জৈন মন্দিরে একটি কল্পতরু গাছ আছে। তার কাছে কেউ কিছু চাইলে তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।"

ভোম্বল বলল, "আমি তা হলে সেইখানে গিয়ে মরুদস্যু কান্দাহার থেরানিকে যাতে ভাল করে থ্রেটনিং দিয়ে আসতে পারি তাই চাইব।"

ভদ্রলোক দারুণ রেগে গেলেন ভোম্বলের কথায়। বললেন, "তুম যো সমঝো ওহি করো। যাও আগে বাড়ো।"

বাবলু বলল, "কী হল কী, ভোম্বল? সবেতেই কেন ফর ফর করিস তুই। যিনি যা বলেন তা কান পেতে শোন না? এইসব দর্শনীয় জায়গাগুলোর কথা তো গাইড বুক থেকে আমারও নোট করা আছে। শুধু লোদুর্বা কেন? আমার তো পোখরান, বারমেরও যাওয়ার ইচ্ছে আছে। তা ছাড়া কিরাডুকে গিয়ে গুপ্ত যুগের সোমেশ্বর মন্দির, এখান থেকে ৪০ কিমি দূরে ডেজার্ট ন্যাশনাল পার্ক, ১১ কিমি দূরে উড ফসিল পার্ক সবই দেখবার ইচ্ছে আছে। তবুও তো আমি শুনছি।"

"উড ফসিল পার্ক!"

"হ্যাঁ। আঠারো কোটি বছর আগেকার জীবাশ্ম পাওয়া গেছে এই থর মরুভূমির বুকে।"

ওরা আর বেশি না ঘুরে ভদ্রলোকের কাছে বিদায় নিয়ে আবার বাজারের দিকে চলে এল। এই পথেই বাসস্ট্যান্ড। এখান থেকে বারমের, পোখরান, যোধপুর, বিকানিরের বাস ছাড়ছে। বাসস্ট্যান্ড থেকে একটু এগিয়ে ভারী মনোরম দুর্গাকৃতি একটা সৌধ দেখতে পেল। তার মাথায় ছাতার মতো ছোট ছোট কী। বাবলু একজনকে জিজ্ঞেস করল, "ওটা কী ভাই?"

লোকটি হেসে বলল, "শমশান"।

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "আমাদের ভয় করে। শ্মশান দেখতে আমরা যাব না। অনেক ঘুরেছি। এখন ঘরে চলো।"

ওরা আর দেরি না করে হোটেলে ফিরল।

বিকেলবেলা ওরা মনের আনন্দে চলল স্যান্ড ডিউন্‌স দেখতে। কেল্লার সামনে থেকে একটা জিপ ভাড়া করল ওরা। যাওয়া-আসা দুশো টাকায় রফা হল। কথা হল সাম সন্দে সূর্যাস্ত দেখে তবেই ওরা ফিরবে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা মরুভূমি দেখতে যাবে বলে জিনসের প্যান্ট শার্ট, রোদ আড়াল-করা টুপি ইত্যাদি নিয়ে এসেছিল। তাই পরে চলল সবাই। শুধু রাধা আর রেখাই যা একটু ব্যতিক্রমি হল। ওরাও জঙ্গল কালারের জিন্‌স পরেছিল। কিন্তু শার্টের বদলে ছিল গরমের লাল গেঞ্জি। আর মাথায় কোনও টুপি ছিল না। রাধার চোখে ছিল গগল্‌স।

জয়শলমিরের ঘরবাড়ির আড়াল থেকে সরে আসতেই ওরা দিগন্তবিস্তৃত মরুবালিরাশি দেখতে পেল। তবে এইসব বালিতে মাটির ধূসর ভাবও আছে। যাই হোক, জিপ ওদের প্রথমেই নিয়ে গেল অমর সাগরে।

সেখানকার পরিত্যক্ত জলাশয় ও জৈনমন্দির দেখার পর ওরা চলল সাম সন্দের দিকে। জয়শলমির থেকে সাম ৪২ কিমির পথ। এখানে বালিতে আর মাটির ভাগ নেই। বালি, বালি শুধুই বালি। ধু-ধু করছে দিগন্তবিস্তৃত বালির ময়দান। কিছু সময়ের মধ্যেই সাম সন্দে এসে পৌঁছল ওরা।

জিপ থেকে নেমেই দিগন্তজোড়া উঁচু-নিচু বালির স্তর বা স্যান্ডডিউনস দেখে মোহিত হয়ে গেল। এই জায়গাটা একটা ছোটখাটো মরুদ্যান মতো। খেজুর পাতা দিয়ে তৈরি ছোট ছোট ঘর দেখে খুব ভাল লাগল ওদের। এখানে চারদিকে রংবাহারি পোশাক-পরা উটের সারি। ওদের দেখেই একদল বেদুইন ছুটে এল, "ওয়েলকাম বেঙ্গলি দাদা। ক্যামেল সাফারি করোগে?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, ক্যামেল সাফারি তো করব। তবে তিন-চারদিনের জন্য নয়। মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য।"

ওদেরই বয়সি একটি ছেলে এসে বলল, "দাদাজি, তোমরা আমার উটে চাপো। আমার নাম সলোমন খাঁ। বাবার নাম ঈশা খাঁ। আমার উটে চাপলে ভাল সফর হয়ে যাবে। একদম মনপসন্দ হয়ে যাবে তোমাদের।"

বাবলু বলল, "বেশ। তোমার উটেই চাপব।"

একদল বাঙালি পরিবার সবে সফর শেষ করেছেন। তাঁরা বললেন, "কতক্ষণ ঘুরবে তোমরা ঘড়ি ধরে, সেইটা আগে রফা করে নিয়ো। না হলে ভারী বদমাশ এরা। একেবারে ঠগ জোচ্চর। পনেরোটা করে টাকা নিয়ে উটের পিঠে চাপাচ্ছে আর এক পাক একটুখানি ঘুরিয়ে এসেই নামিয়ে দিচ্ছে।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি? তা হলে তো ভাল ব্যবসা শুরু করে দিয়েছ ভাই। কতদূর থেকে কত অর্থব্যয় করে কত আশা নিয়ে ট্যুরিস্টরা আসেন আর তোমরা যদি তাদের এইভাবে ঠকাও সেটা তো ভাল কথা নয়।"

সলোমন বলল, "না দাদা, ওদের কথা শুনবেন না। ওরা ঝুটা বাত বলছে।"

"উঁহু। কোনও ট্যুরিস্ট কখনও এইরকম মিথ্যে কথা বলবে না। তারা বরং খুশি হলে তোমাদের প্রশংসাই করবেন। তা যাক। আমাদের মোট সাতটা উট লাগবে। কত করে নেবে?"

"সাতটা উট কী করবেন? একটাতেই তো দু'জনের হয়ে যাবে।"

"জানি। তবু আমরা একটু সেপারেটলি বসতে চাই।"

সাতটা উটের নাম শুনেই আরও সব উটওয়ালা এসে ছেঁকে ধরল ওদের। একজন বলল, "আমার একটা উট লিয়ে লিন খোঁকাবাবু। এর নাম পাপ্পু। এ একজন ফিল্মস্টার আছে। রেশমা ঔর শেরা পিকচার দেখা তুমনে? এ পাপ্পু উসমে থা। একদম পক্ষীরাজ ঘোড়া। থর মরুর উট। আংরেজ লোকেরা বলে শিপ অব ডেজার্ট।"

বাবলু বলল, "কোন উট যাবে না যাবে তা আমার জানার দরকার নেই। সেটা তোমরাই ঠিক করবে। এখন বলো কত কী নেবে?" ওরা নিজের মধ্যে কথা বলে বলল, "টুয়েনটি ফাইভ রুপিজ করকে লাগে গা। এক দাম।"

বাবলু বলল, "তাই দেব। ভাল করে ঘোরাবে কিন্তু। একদম ছোটাবে না। ধীরে ধীরে বালির ওপর দিয়ে নিয়ে যাবে। কেন না আমাদের তো চাপা অভ্যাস নেই। হয়তো বেসামাল হয়ে পড়ে যাব।"

"ডরনেকা কোঈ বাত নেহি খোঁকাবাবু। তুম সব চুপচাপ বৈঠো।"

উটগুলো ওদের নেওয়ার জন্য পা মুড়ে শুয়েই ছিল।ওরা এক এক করে চেপে বসল উটের পিঠে। বাবলু বসতেই পঞ্চুও উঠে বসল।

সলোমন পঞ্চুর কাছে গিয়ে বলল, "এ মিস্টার! তুমকো উতারনে হোগা। তুম পয়দল চলো।"

পঞ্চু বলল, "ভৌ ভৌ।" অর্থাৎ কেন? কুকুর বলে কি আমি ফেলনা ইয়ে নাকি? বেশ করব, চাপব।

বাবলু বলল, "আচ্ছা, বসে বসুক।"

সলোমন হাসতে হাসতে সরে গেল। উটও উঠে দাঁড়াল। যেই না উট উঠল পঞ্চু অমনই ভয় পেয়ে লাফিয়ে নামল বালির ওপর। এক বাঙালি পরিবার তো ঢিপ করে পড়েই গেল উটের পিঠ থেকে। আসলে উট যখন ওঠে বা নামে তখন সাবধানে ছড়িদারের নির্দেশ মেনে কখনও সামনে কখনও পিছনে একবার ঝুঁকিয়ে দিলেই টালটা সামাল দেওয়া যায়। তারপর একেবারে উঠে দাঁড়ালে আর কোনও ভয়ের ব্যাপার থাকে না।

যাই হোক, উটের সারি চলল লাইন দিয়ে মরুভূমির ওপর। কী আনন্দ। শুধু ওদের সাতটি উট নয়। আরও প্রায় দশ-বারোটা উট চলল ওদের সঙ্গে। ট্যুরিস্ট এখানে অনেক। এই দিগন্তজোড়া বালুরাশি দেখে সাহারা আর থর একই মনে হল যেন। তবে এই বিশাল মরুর বুকে দূরের ছোট ছোট পাহাড়গুলো যেন সৌন্দর্যের হানি ঘটাতে লাগল। তা হোক। তবু ওরই মধ্যে ওরা যা দেখল তাতেই মন ভরে গেল ওদের।

একটি বিশেষ জায়গা পর্যন্ত গিয়ে উট আর এগোল না। ট্যুরিস্টের দল ফিরে আসতে লাগল। সলোমন ওদের সঙ্গে ছিল। বাবলু বলল, "আমরা কিন্তু এখনই ফিরছি না। আরও একটু এগোব।"

সলোমন আর গেল না। উটের মুখ ঘুরিয়ে আনার কায়দাটা ওদের একটু দেখিয়ে দিয়ে বলল, "জায়দা দুর মাত যা না। ইয়ে রেগিস্থান আচ্ছি জায়গা নেহি।"

ওরা বলল, "না না, খুব বেশিদূর যাব না।"

সলোমন একটা ডিউনসের ওপর বসে রইল। ওরা চলল ধীরে। এক একজন এক একটি উটের পিঠে চেপে ওইরকম প্যান্ট-শার্ট-টুপি পরে যেন হিরো হয়ে উঠল। পশ্চিম দিগন্ত লাল করে সূর্য তখন একটু একটু করে ডুবতে বসেছে। ওঃ সে কী বিচিত্র রঙের খেলা। ধূসর বালির বুকে আগুনরাঙা রং যেন হোলি খেলছে। দেখতে দেখতে সূর্য ডুবে গেল। সূর্যাস্তের শেষ রংটুকু তখনও মোছেনি আকাশের পট থেকে। উট চলেছে। ওরাও চলেছে। ফেরার কথা ওদের আর খেয়ালই নেই। বাবলু জোরে জোরে আবৃত্তি করতে লাগল: "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন/গগনতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন..."

টিসুম। টিসুম। টিসুম।

পর পর তিনটি গুলির শব্দে হতচকিত উটগুলো থমকে দাঁড়াল। ওরা বুঝি বাতাসে বিপদের গন্ধ পায়। পাণ্ডব গোয়েন্দারা কিন্তু বুঝতে পারল না ব্যাপারটা কী হল। এখানে গুলির শব্দ আসে কোত্থেকে? সীমান্তে কি কোনও গোলমাল হচ্ছে? কিন্তু সীমান্ত এখান থেকে অনেক দূরে। তা হলে?

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার হল বল তো?"

বিলু বলল "কী আবার? এরই মধ্যে ভুলে গেলি? কোথায় এসেছি আমরা?"

"বুঝেছি। আর যাওয়া নয়। ফিরে চল সব।"

এমন সময় দেখতে পেল সন্ধ্যার আবছায়ায় কয়েকজন সাহেব সেই বালির ওপর দিয়ে হেটে হেঁটে হন্তদন্ত হয়ে এদিকে আসছেন।

ওরা উট নিয়ে তাদের দিকে এগোতেই বললেন, "হে ডেঞ্জার অ্যাহেড। ডোন্ট গো দ্যাট ওয়ে।"

বাবলু বলল, "হোয়াই?"

"রবার্স আর প্লান্ডারিং দ্য ডেজার্ট। উই লস্ট এভরি পেনি টু দেম অ্যান্ড উই অলসো লস্ট আওয়ার ক্যামেল।"

"হোয়াট ফর ডিড ইউ গো দেয়ার?"

এর উত্তরে বিদেশি সাহেবরা যা বললেন তা হল এই—থর মরুর বুকে খননকার্য চালিয়ে সম্প্রতি কিছু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। সেইসঙ্গে পাওয়া গেছে কিছু দুষ্প্রাপ্য স্বর্ণমুদ্রা। সেইজন্য সাহেবরা আজ সারাদিনের মরু সফের এসে ওই মুদ্রাগুলি দেখতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ কয়েকজন মরুদস্যু এসে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁদের ওপর। শ্রমিকদের প্রচণ্ড মারধোর করে অনেক কিছু কেড়ে নেয়। সাহেবদেরও পাশপোর্ট ভিসা জিনিসপত্তর টাকা-পয়সা সব কিছুই খোয়া গেছে। শুধু তাই নয়, একজন বিদেশিনীকে অপরহণ করে পালিয়ে যায় ওরা। যাওয়ার আগে গুলি করে মারে কয়েকজন শ্রমিককে।

শোনামাত্রই বাবলুর গা গরম হয়ে উঠল। বিলু ভোম্বলের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে সাহেবদের বলল "কুড ইউ নট রেজিস্ট দেয়ার অ্যাটাক্স?"

"দে আর আর্মড, অ্যান্ড উই আর ফরেনার্স।'

"ডিড ইউ সে দ্যাট দে হ্যাভ অ্যাবডাক্টেড অ্যান ইয়াং লেডি?"

"ইয়েস মাই বয়।"

"ওয়াজ সি ইয়োর কম্প্যানিয়ন?"

"নো। উই থিঙ্ক সি ওয়াজ ট্রাভেলিং অ্যালোন। উই ডিড নট কাম অ্যাক্রস এনি অব হার কম্প্যানিয়ন্স।

বাবলু সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, "সি ইস মিজ লর্না। সে ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না। সে সব সময় একা একা ঘোরে। ট্রেন থেকে নেমে সে সকালের দিকে নিশ্চয়ই একা একা গিয়ছিল ক্যামেল সাফারিতে। তাই সকাল থেকে কোথাও তাকে দেখিনি।"

বিলু বলল, "কী করবি রে বাবলু।"

"কী আবার, লর্নাকে উদ্ধার করতেই হবে। আই মাস্ট গো দেয়ার।"

"শুধু তুই কেন? আমরাও যাব।"

"না। যে-কোনও একজন আমার সঙ্গে আয়। মনে রাখিস আমাদের দলে চারজন মেয়ে আছে। ওদের নিয়ে সাহেবদের সঙ্গে সামে ফিরে যা কেউ। গিয়ে সকলকে খবর দে।"

বাচ্চু বলল, "খবর দেওয়ার জন্য তো সাহেবরাই যথেষ্ট। আমরা তোমাকে ছাড়ব না।"

বাবলু বলল, "এ ভুল করিস না বাচ্চু। এটা মরুভূমি। এখানে লুকোবার বা গা আড়াল করবার কোনও জায়গা পাবি না।"

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, মরুভূমিতে আমরা দিশেহারা হতে পারি। কিন্তু সাথিহারা হতে পারব না।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা উট নিয়ে এগোতেই সাহেবরা বললেন, "দে আর হাইলি ডেঞ্জারাস। সো উই ওয়ার্ন ইউ নট টু গো। এস্‌পেশ্যালি অ্যাজ ইউ হ্যাভ ফোর ইয়াং গার্লস উইথ ইউ।" বলে চলে গেলেন সাহেবরা।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা উটের পিঠে চেপে দ্রুত এগিয়ে চলল। সারা আকাশ তখন তারায় ভরে গেছে। মাঘি পূর্ণিমার গোল চাঁদ আকাশ ভরিয়ে জ্যোৎস্না ঢালছে। ওরা খানিক এগোতেই এই জ্যোৎস্নালোকে মরুদস্যুদের দেখতে পেল। ওরা ক'জন তা কে জানে? তবে উটের সংখ্যা দশ-বারোটা। পঞ্চুও ওদের সঙ্গে ছুটে ছুটে আসছিল। ও দূর থেকেই ওদের দেখে সাড়া দিল, "ভৌ-উ-উ-উ।"

থমকে দাঁড়াল মরুদস্যুরা। ওরা যখন কাছাকাছি এল তখন এক মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে শিউরে উঠল। দস্যুরা যে লোকগুলোকে গুলি করে মেরেছিল সেই লোকগুলোর পায়ে দড়ি বেঁধে উটের সঙ্গে বালির ওপর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে।

ওদের সাহস ও সাজপোশাক দূর থেকে দেখে কয়েকজন মরুদস্যু সম্ভবত ওদের পুলিশের লোক ভেবে উট ছুটিয়ে পালাল।

বাবলু বজ্রগম্ভীর স্বরে বলল, "হল্ট।"

কিন্তু বয়ে গেছে তাদের থামতে। তবে পাঁচজন রুখে দাঁড়াল। ওরা এক এক করে গোল হয়ে ঘিরে ফেলল ওদের। একজন রক্তচক্ষুতে বলল, "কাঁহা যাওগে তুম? ইধার কিঁউ আয়া?"

এই দস্যুটির উটের পিঠে একজন শ্বেতাঙ্গিনী হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়েছিল। উটের পিঠের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা ছিল সে। কিন্তু মেয়েটি আদৌ লর্না কি না বোঝা যাচ্ছিল না।

বাবলু বলল, "তোমরা কারা? ওকে ওইভাবে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছ কেন?"

দস্যুটা দিগন্তে প্রতিধ্বনি তুলে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল একবার। তারপর বাবলুর দিকে বন্দুক তাগ করে যেই না ট্রিগার টিপতে যাবে অমনই বাবলুর পিস্তল গর্জে উঠল, "ঢিসুম।"

বিকট একটা চিৎকার করে উটের পিঠ থেকে পড়ে গেল দস্যুটা। আর উটটা ভয় পেয়ে বন্দিনীকে নিয়ে তিরবেগে ছুটতে লাগল বালির ওপর দিয়ে। অন্যান্য দস্যুর হাতেও তখন বন্দুক উঠে এসেছে। কিন্তু এলে কী হবে? চতুর বাবলু তখন প্রথম দস্যু পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বালির ওপর লাফিয়ে পড়ে তার বন্দুকটি কেড়ে নিয়ে ওদের দিকে তাগ করেছে। সেই সুযোগে পঞ্চুও করেছে কী, আর একজনের পায়ে এমন কামড় দিয়েছে যে, যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে সেও পড়ে গেল উটের পিঠ থেকে। বিলু কাছাকাছি ছিল। মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে তার বন্দুক কেড়ে নিয়ে তারই বুকে ঠেকিয়ে রাখল। বন্দুকটা এমনভাবে ধরল যেন এখনই গুলি করবে সে। ততক্ষণে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, রাধা, রেখা সবাই লাফিয়ে নেমেছে উটের পিঠ থেকে। একজন মরুদস্যু করল কী, এরই ফাঁকে হঠাৎ একটা গুলি করে বসল। আর গুলিটা লাগল রাধার পায়ে। রাধা যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠতেই বাবলু খটাখট ট্রিগার টিপে সব ক'টাকে শুইয়ে দিল। ততক্ষণে গুলির শব্দে ছত্রভঙ্গ উটগুলো যে যেদিকে পেরেছে পালিয়েছে। বালির এই মহাসমুদ্রে কয়েকটি মৃতদেহ ছাড়া আর কেউ নেই। রাধা তখন বালির ওপর পড়ে কাতড়াচ্ছে। রেখা ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছে রাধাকে। গুলিটা পায়ে লেগেছে ওর। তাই রক্তে ভেসে যাচ্ছে পা। বাবলু তাড়াতাড়ি একজন মৃতের পাগড়ি ছিঁড়ে ওর পা-টা শক্ত করে বেঁধে দিল। কিন্তু দিলে কী হবে? গুলিটা তো বের করা দরকার? আর গুলি বের করতে গেলে ওদের শহরে যেতে হবে। কিন্তু এই অবস্থায় ওকে নিয়েই বা যাবে কী করে? একটা উটও ধারেকাছে কোথাও নেই। এবং এই দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমিতে ওরাও এখন দিশেহারা। চারদিকে শুধু বালি, বালি আর বালি। উঁচুনিচু ডিউন্‌স। এখানে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সবই ওদের ধারণার বাইরে। আকাশের নক্ষত্র দেখে দিক নির্ণয় করতে ওরা পারে না। তাই মাথায় হাত দিয়ে বসল সবাই।

বাবলু একটা ডিউনসের ওপর উঠে দেখল কোথাও কোনও আলোর রেখা দেখা যায় কি না। কিন্তু না, একমাত্র আকাশের চাঁদ ও নক্ষত্র ছাড়া কোথাও কোনও আলো নেই। তবে দূর দিগন্তে ও আবার কিছু আরোহীকে উটের পিঠে চেপে আসতে দেখল। বাবলু ডাকল, "বিলু, শোন।"

বিলু যেতেই বাবলু বলল, "ওই দ্যাখ কারা আসছে।"

"মনে হচ্ছে আমরা ফিরিনি বলে এবং সাহেবদের মুখে খবর পেয়ে আমাদের উদ্ধারকারী কোনও দল আসছে।"

বাবলু বিলু ওদের দিকে তাকিয়ে ঘন ঘন হাত নাড়তে লাগল।

ওরা ওদের দেখতে পেয়েই গুলির আওয়াজ করতে করতে ছুটে এল ওদের দিকে।

বাবলু বলল, "সর্বনাশ! এ কাদের ডাকলাম আমরা। এরা তো সেই পলাতক মরুদস্যুরা। দলবল ডেকে এনেছে।" বাবলু সঙ্গীদের উদ্দেশে হেঁকে বলল, "এই! যে যেখানে পারিস ডিউনসের আড়ালে লুকিয়ে পড়। সামনে শত্রু। খুব তাড়াতাড়ি। যে যতটা পারিস ছুটে পালা।"

সবাই তাই করল। পারল না শুধু রাধা।

বিলু বলল, "একে নিয়েই দেখছি যত গোলমাল।"

বাবলু বলল, "আমি একে সামলাচ্ছি। তুই ওদের দেখ।"

বাবলুর নির্দেশমতো বিলু ছুটল ওদের সঙ্গে। বাবলুর কাছে তবু আগ্নেয়াস্ত্র আছে একাধিক। কিন্তু ওদের কাছে কিছুই নেই। বাবলু এই দস্যুগুলোর বন্দুক টেনে নিয়ে নলের মুখটা অল্প বের কর বালি চাপা দিল। এই সময় হঠাৎই ওর মনে একটা বুদ্ধি এল। ও রাধাকে ধরে প্রায় টেনে হিঁচড়েই আর-একটা ডিউনসের আড়ালে নিয়ে এসে শুধু মুখটুকু বের করে বালি চাপা দিতে লাগল ওকে। ও তো পালাতে পারবে না। তাই এইভাবে যদি দস্যুদের চোখের আড়াল করা যায়!

মরুদস্যুরা তখন বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর রেখার দিকে ছুটেছে। ওরা বড়সড় একটা ডিউনসের আড়ালে লুকোতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই নজরে পড়ে গেল ওদের। আসলে এখানে বালির ওপর দিয়ে তো ছোটা যায় না। তাই চেষ্টা করেও পালাতে পারল না সময়মতো।

এদিকে মরুদস্যুরাও বেশ কয়েকজন। প্রথমবার দস্যুগুলোকে ওরা ভালই কব্জা করে ফেলেছিল। কিন্তু এখন আর সম্ভব নয়। এখন পঞ্চুর আক্রমণ বা বন্দুকের গুলি ওদের রক্ষা করতে পারবে না। ওদের এখন জোর লড়াই লড়তে হবে। বাবলু তখন একটা বন্দুক হাতে নিয়ে প্রায় বুকে হেঁটে একটা ডিউনসের মাথার ওপর উঠল। এখান থেকে গুলি করার সুবিধা খুব।

বাচ্চু-বিচ্ছু আর ভোম্বলকে তুলে নিয়েছে তখন কয়েকজন। বিলু আর রেখা পঞ্চুর সাহায্য নিয়ে ছুটোছুটি করছে। দস্যুরা বন্দুক তাগ করেও সুবিধা করতে পারছে না তাই। আসলে ওদের উদ্দেশ্য তো এখন গুলি করা নয়, অপহরণ করা। বিলু রেখা আর পঞ্চু উটের পায়ের ফাঁক দিয়েই ছুটোছুটি করছে। বাবলু ওদের বাঁচিয়ে দস্যুদের লক্ষ করে ট্রিগার টিপল। টিসুম-টিসুম-টিসুম-টিসুম।

একটি ছাড়া তিনটি গুলিই ফসকাল। আর মরুদস্যুরা মরুর বুকে ঝড় তুলে হারিয়ে গেল কোথায়। বাবলু দেখল একমাত্র পঞ্চু ছাড়া কেউ নেই সেখানে। ওরা সবাই এখন দস্যুদের কবলে। বাবলুর মাথাটা যেন ঘুরতে লাগল। পঞ্চু উটের পেছনে অনেকটা ছুটেছিল। কিন্তু পেরে ওঠেনি। তাই একটা ডিউনসের মাথায় উঠে চিৎকারে মাত করে দিতে লাগল।

রণক্লান্ত বাবলু ধীরে ধীরে নেমে এল ডিউনসের ওপর থেকে। তারপর রাধার কাছে গিয়ে ওকে বালিমুক্ত করল।

রাধা বলল, "খুব তিয়াস লেগে গেছে ভাইয়া। থোড়া সা পানি মিলেগা?"

বাবলু বলল, "মরুভূমিতে জল কোথায় পাব? এখন কোনওরকমে তোমাকে নিয়ে সামে পৌঁছতে পারলে বাঁচি।"

"ওরা কোথায়?"

"মরুদস্যুরা ওদের সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে। রেখাকেও।"

রাধা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

বাবলু রাধার হাত ধরে টেনে তুলে দাঁড় করাতেই ধুপ করে বসে পড়ল ও।

"কী হল?"

"আমি দাঁড়াতে পারছি না। তুমি এক কাজ করো বাবলু ভাই, যেখান থেকে পারো একটা উট ধরে নিয়ে এসো। পঞ্চুকে আমার কাছে রেখে চলে যাও তুমি।"

"এই মরুভূমির বুকে তোমাকে একা রেখে তো আমি কোথাও যাব না। যেভাবেই হোক আমাকে ধরে ধরে তুমি এসো।"

"আমি পারব না। আমার যে কী যন্ত্রণা তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। পা-টা মনে হচ্ছে অসাড় হয়ে গেছে। শুধু আমি বলেই বোধহয় এই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি। আমার বোন হলে পারত না। তুমিও পারতে না।"

"তবুও তোমাকে যেতে হবে। সাম সন্দে তোমাকে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি ওদের খোঁজে যেতে পারব না। তোমাকে তুলে নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তবু তুমি পেছন দিক দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে পিঠে ভর করে থাকো, আমি কষ্ট করেও বয়ে নিয়ে যাব তোমাকে।"

"তুমি পারবে না ভাইয়া।"

"পারতেই হবে। এসো।"

বাবলু বলল বটে কিন্তু এইভাবে খানিক আসার পরই টের পেল এ-কাজ ওর পক্ষে অসম্ভব। সারা গায়ে ঘাম ছুটে গেল যেন। যেখানে নিজেকে নিয়েই চলা যায় না সেখানে আর-একজনকে বয়ে নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব? তবুও ওর নাম বাবলু। নিজের জীবন দেবে তবু অন্যের জীবন বিপন্ন হতে দেবে না। এখানে শুধু ছায়া-কালো চাঁদের আলো আর ওরা ছাড়া কেউ নেই। আছে শুধু পঞ্চু।

হঠাৎ ডিউনসের আড়াল থেকে দু'জন দস্যু আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। পঞ্চু একজনকে ভীষণভাবে আক্রমণ করতে গেল যেই, সে অমনই বন্দুকের নলটা পঞ্চুর দিকে এগিয়ে দিল। সেই নল কামড়েই ঝুলে পড়ল পঞ্চু। আর একজনের বন্দুকের ঘা তখন বাবলুর মাথার ওপর পড়েছে। মাথাটা ঘুরে গেল।

এরপর কিছুই আর মনে নেই বাবলুর। ওর চোখের সামনে সবই তখন অন্ধকার।

॥ ১০ ॥

সেই জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখল একটা অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় শুয়ে আছে। একটু একটু করে সব কিছু মনে পড়ল ওর। ভাগ্যে জিনসের টুপিটা ছিল মাথায়। না হলে মাথাটা ফেটেই যেত হয়তো। ও ধীরে ধীরে ওঠার চেষ্টা করতেই একটি গরম নিশ্বাস গায়ে পড়ল ওর।

"কে?"

"ভাইয়া। আমি রাধা।"

"আমরা কোথায়?"

"মরুভূমির বালির মধ্যে একটা অন্ধকার গুহায়।"

"পঞ্চু কই? আমাদের আর সব কোথায়?"

"জানি না।"

"তোমার পায়ের অবস্থা কেমন?"

"ভাল নয়। ওদের একটা লোক গুলি বের করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। ইঞ্জেকশনও করেছে একটা।"

"আমার হাত-পায়ের বাঁধনটা একটু খুলে দেবে?"

"অনেক আগেই খুলে দিয়েছি আমি। যদি ওরা কেউ আমাদের দেখতে আসে তাই আলগা করে জড়িয়ে দিয়েছি শুধু।"

বাবলু উঠে বসল তখন। তারপর খোলা দড়িটা কোমড়ে বেঁধে নিয়ে বলল, "যেভাবেই হোক পালাতে হবে এখান থেকে।" দূরে দেওয়ালের গায়ে একটা মশাল জ্বলছিল। সেইদিকে তাকিয়ে বাবলু বলল, "তুমি এখানেই থাকো। আমি একটু ঘুরে দেখি বেরোবার কোনও পথ পাই কি না।"

রাধা বলল, "কোথাও একটা কোনও শক্ত লাঠি পেলে আমাকে এনে দাও না ভাইয়া। আমি তা হলে এক পায়ে লাঠিতে ভর করে যেতে পারব তোমার সঙ্গে।"

বাবলু বলল, "মশাল যখন রয়েছে লাঠির অভাব হবে না।" ও ধীরে ধীরে সেই মশালটার কাছে এগিয়ে গিয়েই দেখল তার পাশ দিয়ে একটা পাথরের সিঁড়ি ওপর দিকে উঠে গেছে। সে মশালটা নিয়ে এদিক-ওদিক করতেই এক জায়গায় কতকগুলো বল্লম আর ভাঙা বন্দুক জড়ো করা আছে দেখতে পেল। সে একটা বল্লমের লাঠি এনে রাধাকে দিতেই রাধা বলল, "আমাকে একটু তুলে দাঁড় করিয়ে দাও ভাইয়া।"

বাবলু আস্তে করে তুলে ধরল রাধাকে।

রাধা বলল, "থ্যাঙ্কস।"

তারপর মশাল হাতে বাবলু, আর ওর পেছনে রাধা একটু একটু করে এগিয়ে চলল। খানিক আসার পরই ওরা দেখল হাত-পা বাঁধা কে যেন একজন শুয়ে আছে। ওরা আলো নিয়ে ঝুঁকে পড়তেই দেখল যে শুয়ে আছে সে আর কেউ নয়, লর্না।

বাবলু লর্নার বাঁধন মুক্ত করতে যেতেই লর্না ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল, "হু আর ইউ।"

বাবলু ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, "হিস্‌স্‌।"

লর্না ওদের চিনতে পারল এবার। বলল, "ইউ!" তারপর বলল, "হোয়াট মেকস মি হিয়ার, হোয়্যার আই অ্যাম?"

"আন্ডার দ্য ডেজার্ট।"

"হাউ হ্যাভ ইউ কাম হিয়ার? টু সেভ মি— ইজ ইট?"

"এগজ্যাক্টলি সো। উই ওয়্যার ট্রাইং টু গেট রিড অব ডেঞ্জার— অ্যান্ড দিজ হ্যাজ মেড দ্য ম্যাটার লাইক দিস।"

বাবলু বাঁধন মুক্ত করতেই উঠে বসল লর্না।

বাবলু বলল, "কাম। ফলো মি।"

ওরা তিনজনে একটু একটু করে গুহার দেওয়াল ঘেঁষে যেই না খানিকটা এগিয়েছে, অমনই এমন এক দৃশ্য দেখতে পেল যা দেখে ভয়ে শিউরে উঠল ওরা। একদিক থেকে লর্না অন্যদিক থেকে রাধা জড়িয়ে ধরল বাবলুকে। বাবলুও ভয় পেল প্রচণ্ড। ওরা দেখল ওদের চোখের সামনেই এক জায়গায় কতকগুলো নরকঙ্কাল জড়ো করা আছে। কোনওটি আবার হুকের সঙ্গে গাঁথা। কোনওটির গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলানো। দড়ি দিয়ে ঝোলানো কঙ্কালগুলোকে দেখলে মনে হয় কোনও কারণে কোনও সময়ে এখানে এদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। আর হুকে গাঁথা কঙ্কালগুলোকে নিশ্চয়ই গেঁথে মেরেছিল কেউ। কী পৈশাচিক দৃশ্য।

ওরা আরও খানিকটা এগোতেই দেখল একটি ঘরের ভেতর বাচ্চু-বিচ্ছু আর ভোম্বলকে লোহার আংটার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে।

বাবলু দেখামাত্রই ছুটে গিয়ে মুক্তি দিল ওদের। বলল, "বিলু কই? রেখা কই? পঞ্চু কোথায়?"

ভোম্বল বলল, "ওদের খবর জানি না। কিন্তু তোরা এখানে কী করে এলি?"

"আমরাও তোদেরই মতো বন্দি হয়েই এসেছি। এখন এখান থেকে পালাবার তাল করছি। চল, সবাই মিলে পালাবার একটা পথ দেখি।"

"রেখা বিলু আর পঞ্চুকেও খুঁজে দেখি অমনই।"

"আমার মনে হয় ওরা ওদের ধরতে পারেনি।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "তা যদি হয় তা হলে এই মৃত্যুপুরী থেকে উদ্ধার আমরা পাবই। ওরা নিশ্চয়ই আমাদের জন্য কিছু করবে।"

ভোম্বল বলল, "অবশ্য যদি বেঁচে থাকে।"

ওরা ধীরে ধীরে অন্ধকারে মশালের আলোয় পথ দেখে আরও এগোতে লাগল। এখানে গুহার ভেতরে দেওয়াল ছাদ সবই পাথরের। শুধু পায়ের নীচে পুরু বালি। এইভাবে খানিক এগোবার পর এক জায়গায় গিয়ে দেখল আর পথ নেই। পথটা সেখানে ঢালু হয়ে যেদিকে নেমেছে সেখানে শুধু জল আর জল। ওরা তাই ফিরে এল যে-পথে এসেছিল সেই পথে। এখন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে বাইরে বেরনো সম্ভব হলেই পালাবে।

সবে কয়েক ধাপ উঠেছে। এমন সময় মাথার ওপর ধুপধাপ শব্দ। ওরা আর না উঠে দ্রুত নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। তারপর মশালটা বালিতে গুঁজে দু'পাশের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

বাবলু তখন কোমরে জড়ানো সেই দড়িটা খুলে একটা ল্যাসোর মতো করে নিল। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল ওদের নেমে আসার।

একটু পরেই দেখা গেল মশাল হাতে জনাচারেক লোক নেমে আসছে সিঁড়ি দিয়ে। লোকগুলো যে শত্রুপক্ষের তা বুঝতে একটুও দেরি হল না। লোকগুলো নামামাত্রই ভোম্বল লাফিয়ে পড়ে একজনের হাত থেকে মশালটা কেড়ে নিয়েই গায়ে ছাঁকা দিতে লাগল। সর্বশেষ যে-লোকটি ছিল, বাবলু ল্যাসোর দড়িটা আটকে দিল তার গলায়। দিয়েই হ্যাঁচকা টান। লোকটির চোখদুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে এল।

লর্নার তখন অন্য রুপ। একেবারে রুদ্রচণ্ডীর মূর্তি ধারণ করে ওদের দিকে রিভলভার তাগ করে বলল, "হ্যান্ডস আপ।"

"বিস্ময়ের পর বিস্ময়।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "হোয়্যার হ্যাভ ইউ গেট দ্য রিভলভার?"

লর্না বলল, "দিজ হ্যাড বিন উইথ মি। দে অ্যাকচুয়ালি অ্যাটাক্ড মি ফ্রম বিহাইন্ড হুইচ ডিড নট অ্যালাউ মি টু ইউজ ইট।"

বাবলু মরুদস্যুদের বলল, "তুম সব হামকো ইধার লেকে আয়া কি'উ?"

"তুমনে হামারা বহুত আদমি কো মারা। ইস লিয়ে।"

"হিয়াসে নিকালনে কা রাস্তা?"

"স্রেফ একই হ্যায়। ইয়ে হ্যায় ও মার্গ।"

"হামারা আউর দোস্ত কাঁহা হ্যায়?"

"হিঁয়া তো আউর কোঈ নেহি।"

এমন সময় বাইরে কার বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আরে জলদি করো। তুরন্ত লে আও ও ফরেন লেডি কো।'

বাবলু বলল, "ও কৌন হ্যায়?"

"হামারা বস। থেরানিজি।"

ওরা আর কিছু বলার আগেই স্মার্ট ইয়ং লেডি লর্না রিভলভার উদ্যত করে উঠে গেল ওপরে।

ভোম্বল বলল, "মিস লর্না, ডোন্ট গো দেয়ার।"

বাবলু বলল, "ডোন্ট বি সিলি।"

লর্না উঠে যেতেই গুলির শব্দ শোনা গেল। কিন্তু শোনা গেল না কারও আর্তনাদ। ততক্ষণে এরাও সবাই উঠে এসেছে। উঠেই বন্ধ করে দিয়েছে ডালাটা।

বাইরে তখন সে কী দৃশ্য। চারদিকে খুঁটিতে বাঁধা আছে অজস্র উট। চারজন মরুদস্যু বন্দুক কাঁধে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। আর দানবাকৃতি এক নৃশংস মানুষের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই চলছে লর্নার।

লোকটির চেহারা দেখে সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল ওদের। পাণ্ডব গোয়েন্দারা নৃশংস মানুষ নেহাত কম দেখেনি। ভয়ংকর মূর্তিও দেখেছে অনেক। কিন্তু এই মানুষটি যেন সবাইকে ছাড়িয়ে যায়। লম্বায় অন্তত সাত ফুট। বৃষস্কন্ধ দানব। চাপ দাড়ি। মাথায় জালির কাজ করা অ্যারাবিয়ান টুপি। গোরিলার মতো মুখ আর বাঘের মতো চোখ। ওর বাঁ কাঁধে গুলি লেগে রক্ত ঝরছে। এই কি তবে থরের আতঙ্ক থেরানি? ঘায়েল সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করছে সে।

বিদেশিনীর শরীরের আসুরিক শক্তির সঙ্গে বুঝি পরিচয় ছিল না থেরানিজির। অথবা দলের লোকেদের সামনে মর্যাদার লড়াইয়ের কাছে পিছু হটতে চান না। তাই বেদম মার খাচ্ছেন লর্নার হাতে। লর্না মেরে রক্তাক্ত করে দিচ্ছেন ওঁকে।

অদূরে বালির ওপর একটা হেলিকপ্টার নামানো আছে। আর বাবলুর পায়ের সামনে বালির ওপর পড়ে আছে লর্নার রিভলভারটা। ওর পিস্তলটা যে কোথায় পড়ে আছে তা কে জানে? অথবা এরাই কেড়ে নিয়েছে। সে যাই হোক, বাবলু রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়েই তাগ করল থেরানির দিকে। ট্রিগার টিপেই বুঝল ফক্কা। রিভলভার আছে। কিন্তু গুলি কই? গুলি তো নেই।

কান্দাহারের চোখে তখন আগুন জ্বলছে। লর্নাকে এক ঝটকায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বালির ওপর। দিয়ে দলের লোকেদের বললেন, "মারো। বাঁধো। উঠাও কপ্টার পর।"

দস্যুরা ঝাঁপিয়ে পড়ল লর্নার ওপর। লর্না আর পেরে উঠল না। বন্দিনী হল ওদের হাতে।

কান্দাহার ভীষণ মূর্তি ধারণ করে 'আঁক আঁক' করে এগিয়ে এলেন বাবলুর দিকে। তারপর সিংহগর্জনে বললেন, "ও। তুম হো ওহি লেড়কা। যিনোনে হামারা বহুত লোকসান কর দিয়া। আভি হামারা হিসাব পুরা হো যায়গা। ইয়া হা—।" বলেই ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবলুর ওপর। তারপর তুলে নিয়ে ওকে একটা আছাড় মারতে যাবে যেই, অমনই কোথা থেকে একটা মাঝারি সাইজের পাথর এসে লাগল ওর কপালে। পাথরটা যে কোন দিক থেকে এল তা বুঝতে পারল না কেউ। কান্দাহারের মুখ দিয়ে শুধু একটাই শব্দ বেরিয়ে এল, "ফায়ার।" ওর পোড়া-পোড়া কালচে মুখ রক্তের ধারায় বীভৎস হয়ে উঠল।

আর ঠিক সেই সময়ই টিলার ওপর থেকে শোনা গেল বিলুর কণ্ঠস্বর, "বাবলু! আমরা এসে গেছি। পঞ্চুও আছে আমাদের সঙ্গে। কোনও ভয় নেই।"

পঞ্চু তখন বিকট চিৎকার করে টিলার ওপর থেকেই লাফিয়ে পড়েছে সেই দস্যুগুলোর ওপর। ওরা

বিলুকে লক্ষ্য করে একসঙ্গে ফায়ার করল। কিন্তু বিলু তখন কোথায়? বন্দুকে হাত রাখামাত্রই পাথরের আড়ালে লুকিয়েছে সে। আর বন্দুক তোলামাত্রই পঞ্চুর আঁচড়-কামড়ের মাঝে ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, মুঠো-মুঠো বালি তুলে ছুঁড়ে মেরেছে ওদের চোখে। প্রায় অন্ধ হয়ে ওরা বালির ওপর বসে পড়ল সবাই।

বাবলু ছুটে গিয়ে লর্নাকে বন্ধনমুক্ত করল।

বিলু আর রেখাও ছুটে এসেছে তখন। রেখা রাধাকে বলল, "হাল ক্যায়সা তুমহারা?"

রাধা ওর পা দেখিয়ে দিল।

শিউরে উঠল রেখা।

বাবলু আর বিলু যখন দস্যুদের বন্দুক কেড়ে নিচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে রাধার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কান্দাহার। রাধার তো বাধা দেওয়ার শক্তি নেই। কান্দাহার এক ঝটকায় রেখাকে সরিয়ে দিয়ে গোপন স্থান থেকে ওর রিভলভারটা বের করে ঠেকিয়ে ধরল রাধার বুকে। তারপর এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে চলল হেলিকপ্টারের দিকে।

রাধা চিৎকার করতে লাগল।

এই সময় একমাত্র রক্ষাকর্তা পঞ্চু ছাড়া আর কেই-বা হতে পারে? ও ভৌ-ভৌ করে ছুটে আসতেই কান্দাহার রাধার দিক থেকে রিভলভারটা ঘুরিয়ে নিল পঞ্চুর দিকে। এইবার খেল দেখাল রেখা। রাধার লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে ক্রিকেটের ব্যাট করার মতো নীচের দিক থেকে এমনভাবে মারল যে, হাত ফসকে সশব্দে শূন্যে উঠে কোথায় যেন ছিটকে গেল রিভলভারটা।

পঞ্চু তখন ছিঁড়ে খাচ্ছে কান্দাহারকে। হিংস্র পঞ্চুর আক্রমণে থরের আতঙ্ক থরথর করে কাঁপছে। থেরানি ভয়ে ছোটা শুরু করল মরুভূমির ওপর দিয়ে। কিন্তু যাবে কোথায়? পালাবার পথ নেই। ডান দিকে গেলে পঞ্চু। বাঁ দিকে গেলে পঞ্চু। সামনে পঞ্চু। পেছনে পঞ্চু।

পঞ্চু পঞ্চু পঞ্চু। পঞ্চুর হাত থেকে আজ আর পরিত্রাণ নেই।

নাটক যখন চরমে, ঠিক সেই মুহূর্তে দেখা গেল দলে দলে পুলিশ আর শয়ে শয়ে মানুষ এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

এই পুলিশের দলে ইনস্পেক্টর আনন্দও ছিলেন। আর ছিলেন সেই লোকটি। যিনি অম্বর কেল্লা থেকে যোধপুরের মাণ্ডোর পর্যন্ত ওদের দিকে নজর রাখছিলেন।

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "আপনি!"

"হ্যাঁ আমি। প্রশান্তকুমার বাজপেয়ী। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আমার বন্ধু আনন্দ আমাকে এই কাজে লাগিয়েছিল। তা কাজ করতে এসে দেখলাম তোমরাই উলটে আমার দিকে নজর রাখছ। তবুও কোন ফাঁকে যে তোমরা জয়শলমিরে পালিয়ে এলে তা ভেবে পাইনি। পরে রেলের রিজার্ভেশন কাউন্টারে গিয়ে জানতে পারলাম তোমরা রাতের গাড়িতে পালিয়েছ। ইতিমধ্যে এই দস্যুদের কবলে পড়ে সাহেবরা সর্বস্বান্ত হয়েছেন। বিশেষ করে একজন বিদেশিনীকে অপহরণ করায় সরকারি মহলে ভয়ানক তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। রাজস্থান পুলিশও তোলপাড় করছে চারদিক। সীমান্তে মিলিটারিরাও সতর্ক রয়েছে। তোমাদের দেখা না পেলে এখনই হয়তো বিমানে হেলিকপ্টারে তল্লাশি শুরু হয়ে যেত। হাজার হলেও থর মরু অভিযানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফরেনার-রা এসে থাকেন। এইখানে এইরকম কাণ্ড ঘটলে শুধু রাজস্থানের নয়, ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের বদনাম। কৈফিয়ত দিতে দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাবে।"

"সে তো যাবে। আচ্ছা যোধপুরের সরাইখানায় সেই দস্যুটাকে কি আপনি গুলি করেছিলেন?"

প্রশান্তবাবু হাসলেন।

"সমস্ত লোকজন জড়ো করে এখানে আসতে আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেল। তবু এসে যখন পড়েছি তখন আর তোমাদের কোনও চিন্তা নেই।"

বাবলু বলল, "সাম সন্দ থেকে কতদূরে আছি আমরা?"

"পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে।"

পুলিশের লোকেরা এক এক করে গ্রেপ্তার করতে লাগল সকলকে। ইনস্পেক্টর আনন্দ এবং যোধপুর জয়শলমিরের পুলিশ অফিসাররা কান্দাহার থেরানির হাতে হাতকড়া পরালেন।

তারপর শুরু হল গুহায় গুহায় তল্লাশি। বাবলুর পিস্তলটাও উদ্ধার হল। এইখানে অবশ্য একটি গুহা নয়। পরপর চার-পাঁচটি গুহা আছে। সব গুহামুখের কাঠের পাটাতনগুলোর ওপর মরুভূমির বালি এমনভাবে ঢাকা দেওয়া থাকে যে, কেউ টেরও পায় না কোথায় কী আছে। গুহায় তল্লাশি করে শুধু নরকঙ্কাল নয়, অনেক

সোনাদানা এবং নিষিদ্ধ দ্রব্যও আটক করা হল। অবশ্য মারের চোটে দস্যুদের মুখ থেকেই হদিস পাওয়া গেল এ-সবের।

তখন রাত্রি শেষ।

জ্যোৎস্নাস্নাত মরুর বুকে ভোর হচ্ছে। এক জটাজুটধারী কৌপিন পরা সাধুবাবা দিগন্ত থেকে এগিয়ে এলেন ওদের দিকে। এসে বললেন, "খেল খতম?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ।"

"মুঝে মালুম থা একদিন অ্যায়সা হি হোগা।"

বাবলু বলল, "আপনি কে বাবা?'

"এ মাত পুছো।" তারপর কথাচ্ছলে তিনি যা বললেন তা শুনে অবাক হয়ে গেল সকলে। সাধুবাবা বললেন, "আজ এখানে দিগন্তজোড়া মরুভূমি ধু-ধু করলেও আজ থেকে দু' হাজার বছর আগে এই জায়গাটা হরিৎশস্যে আবৃত ছিল। তখন এখানে বাস করত জোহিয়া নামে এক দুর্ধর্ষ জাতি। জোহিয়াদের রাজধানী ছিল এইখানেই। নাম রংমহল। তা সেই রংমহলের রঙিন পাথরের ঘরবাড়ির চিহ্নও আর নেই। অথচ এই মরুভূমির বালির নীচে চাপা পড়ে আছে সেকালের এক রাজ-ঐশ্বর্য। কত মূল্যবান সম্পদ যে আছে এর নীচে, তা কে জানে? কাগার নামে একটা নদীও বইত এখানে। ওই যে দেখছ গুহাটা, ওই গুহার মধ্যে এখনও আছে কাগার-এর উৎস। তা মহাবীর সেকন্দর শাহ এই জোহিয়া রাজ্য আক্রমণ করে ধ্বংস করেন এর সব কিছু। অ্যারিস্টটলের মতে, জোহিয়ারাজ সেকন্দর শাহকে নাকি একটি বিষকন্যা উপহার দিয়েছিলেন। সেই কন্যা বাল্যকাল থেকে দুধের বদলে বিষপান করত। ওলিয়ানের মতে, ওই গুহার ভেতর থেকে বৃহদাকার একটি সর্প সেকন্দরের পথ রুদ্ধ করে। এই দুই ঘটনাই রংমহল ধ্বংসের একমাত্র কারণ। অনেকে অবশ্য এই কারণ ভিত্তিহীন মনে করেন। সে যাই হোক, সেই সুফলা ভূমি আজ মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। এখানে কারও আধিপত্য বেশিদিন টেকে না। এই রংমহলকে ধ্বংস করতে সেকন্দর যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছিলেন তারই দ্বিতীয় নজির রেখেছেন এই কান্দাহার থেরানি। আমার তো মনে হয় সেকন্দরই এতদিন পরে মরে জন্মেছেন কান্দাহার হয়ে। এরও অত্যাচারের সীমা নেই। এই যে উঁচু-নিচু বালির স্তরে এক-একটি কাঠের ফলক পোঁতা আছে, আসলে ওর নীচে ঘুমিয়ে আছে অনেক মানুষ। মানুষকে খুন করে বালিতে পুঁতে তার কঙ্কাল নিয়ে বিদেশে পাচার করার এমন জঘন্য ব্যবসা দুষ্ট লোক ছাড়া আর কে করে? যাই হোক এই হল অতীতের সেই রংমহল আর আজকের এই রঙ্গভূমি। আজ থেকে এইখানে, এই গুহাতে আমি থাকব।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অবাক বিস্ময়ে সব কিছু শুনে প্রণাম করল সাধুবাবাকে। লর্নাও বাবাকে প্রণাম করল পায়ে হাত দিয়ে।

এবার ফেরার পালা। সবাই এক এক করে চেপে বসল উটের পিঠে। একটি উটে দু'জন করেই বসল এবার। এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানাল।

লর্না কাছে এসে সকলের সঙ্গে করমর্দন করে বলল, "আই অ্যাম ভেরি মাচ প্লিজড উইথ ইউ। অ্যান্ড নেভার শ্যাল আই ফরগেট অ্যাবাউট ইউ। ইভ্‌ন, হোয়েন ব্যাক টু মাই ওন কান্‌ট্রি।"

উট চলতে লাগল সাম সন্দের দিকে।

ওরা কাল সন্ধ্যাবেলা থর মরুর বুকে সূর্যাস্ত দেখেছিল। এখন প্রভাতে দেখল সূর্যোদয়। সে কী অপূর্ব দৃশ্য!

লর্না মনের আনন্দে একটা গান ধরল। ওদের দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় গান, "ইয়েস, ইট'স এ সুপার ডুপার লাইফ ইজ গোয়িং টু ফাইন্ড মি, সাইনিং লাইফ দ্য সান, ফিলিং হেভেন্‌স ওন, ফিলিং লাইফ এ নাম্বার ওয়ান...।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও সেই গানের সুরে সুর মেলাল।

পঞ্চু ডাকল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

উট চলতে লাগল।

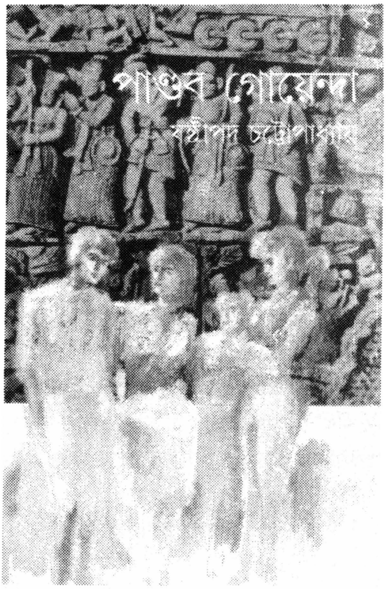

পাণ্ডব গোয়েন্দা ১০

একবিংশ অভিযান

শীত বিদায় নিলেও বাগানের গাঁদাগাছগুলো কিন্তু এখনও ফুলে ফুলে ভরে আছে। কী জাতের গাঁদা তা কে জানে? বড় বড় থোকা থাকা ফুল। বিচ্ছু একটা চারাগাছ কোথা থেকে যেন নিয়ে এসে বসিয়েছিল। তারপর তাকে কী যত্ন! গাছ বড় হল। সেই গাছের ডাল ভেঙে আরও গাছ হল। তাই থেকে আরও গাছ। বাগান ভরে উঠল। ফুলের সে কী বিচিত্র বাহার!

রোজের মতো সেদিনও বিকেলবেলা পঞ্চুকে নিয়ে মিত্তিরদের বাগানে ফুলের শোভা দেখছিল বাবলু। বিলু, ভোম্বল আসেনি বলে রাগ হচ্ছিল ওর। বাচ্চু-বিচ্ছুর আসতে দেরি হবে। কেন না বাচ্চুর গানের দিদিমণি আজকাল এই সময়ে আসেন, আর বিচ্ছু যায় নাচের স্কুলে। কাজেই ওদের আসতে দেরি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বিলু, ভোম্বল দেরি করছে কেন?

একা একা বাবলুর যখন খুবই বিরক্ত লাগছে তেমন সময় হঠাৎই বিলুকে আসতে দেখল।

বিলু এসেই বলল, "বাবলু! তুই ভূত বিশ্বাস করিস?"

বাবলু বলল, "পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কাছে কুসংস্কারের কোনও স্থান নেই।"

"না না। সত্যি করে বল না, তুই করিস কি না?"

বাবলু কী যেন একটু ভেবে বলল, "না। করি না।"

"তা হলে আমাদের বাড়িতে একবার আয়। একটা চমকে ওঠার মতো কাহিনী শুনতে পাবি।"

"কীরকম!"

"আয় না।"

"ভোম্বল কোথায়?"

"সে আমাদের বাড়িতে তোর জন্যে অপেক্ষা করছে।"

বাবলু ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু একটি ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ওর কাছে। তারপর বিলুকে দেখেই দু' পায়ে খাড়া।

বিলু ওর মুখে একটা বিস্কুট গুঁজে দিয়ে বাবলুকে বলল, "আয়।" যেতে যেতে বলল, "এতদিন ধরে আমরা কত রহস্যের জালে কতভাবেই না জড়িয়েছি, কিন্তু এ এমন এক রহস্য যে, একে একটা ভৌতিক ব্যাপার ছাড়া কিছুই বলা যায় না।"

"বলিস কী?"

"সত্যি বলছি। এমন ঘটনা রহস্যকাহিনীতেও নেই।"

"একটু আভাস দে শুনি?"

"ধীরে বন্ধু, ধীরে। শোনাব বলেই তো আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি।"

বাবলু বুঝল বিলু এখন কিছুই বলবে না। অতএব কাহিনী শোনার জন্য ধৈর্য একটু ধরতেই হবে। তাই প্রথমেই ওরা বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়ি এল। বাচ্চু তখন সদ্য-শেখা রবীন্দ্রসংগীতের একটি কলি আপনমনেই গুনগুন করে গাইছিল। ওদের দেখেই বলল, "কী ব্যাপার! মুখ দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা যেন হয়েছে?"

বিলু বলল, "বিচ্ছু ফিরেছে?"

"না। এখনই এসে পড়বে।"

"ও এলেই আমাদের বাড়িতে চলে আয়। খুব জরুরি।" বলেই চলে এল ওরা।

বৈঠকখানায় একটা সোফায় বিলুর বাবা, মা পাশাপাশি বসেছিলেন। তাঁদের পাশেই আলাদা একটি কৌচে বসেছিলেন এক সুদর্শন ভদ্রলোক। জমিদার চেহারা। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, নকশাদার জওহর কোট, মাথায় কাশ্মিরি টুপি। বনেদি বড়লোক যাকে বলে। ওরা যেতেই ভদ্রলোক একবার তাকিয়ে দেখলেন।

ভোম্বল বসেছিল একপাশে চুপ করে। ওদের দেখল, কিন্তু কিছু বলল না।

ওরা যাওয়ামাত্রই বিলুর বাবা বললেন, "আমার সহকর্মী বিজয় এই ভদ্রলোককে পাঠিয়েছেন। হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুরে থাকেন। উনি এমন একটা ঘটনার কথা বলবেন তোমাদের, যা শুনলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে। বিজয়ের মুখে তোমাদের নাম শুনেই এসেছেন উনি। এখন সব শুনে তোমরা একটু ভাবনা-চিন্তা করে দেখো, এই রহস্যের কোনও কিনারা করতে পারো কি না।"

বাবলু বলল, "বেশ তো। শুনি আগে কী ব্যাপার!"

বিলুর মা বললেন, "দাঁড়াও। তোমাদের জন্যে চা নিয়ে আসি।"

ঘরে তখন সুচ পড়লেও শব্দ হবে বুঝি। কী এমন রহস্য যে, সকলকে ভাবিয়ে তুলেছে?

বসে থাকতে থাকতেই বাচ্চু-বিচ্ছু এল।

বিলুর মা চা-বিস্কুট নিয়ে এলেন।

ভদ্রলোক বললেন, "আমার নাম অম্বিকা সেন। আমার একমাত্র মেয়ে সংযুক্তা তোমাদেরই বয়সি। কিছুদিন আগে বড়দিনের ছুটিতে সে তার কয়েকজন বান্ধবীকে নিয়ে আমাদের গ্রামেই কানা নদীর ধারে পিকনিক করতে যায়। পিকনিকে গিয়েই নিখোঁজ হয় সে। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে যায়। ওর বান্ধবীদের হাজার জিজ্ঞাসা সত্ত্বেও কোনও সদুত্তর পাওয়া যায় না। অবশেষে কয়েকদিন পরে এই নদীতেই তার মৃতদেহ ভেসে ওঠে। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে আমাদের একমাত্র মেয়েকে আমরা চিতায় তুলে দিই। তারপর বেশ কিছুদিন পার হয়ে যায়। আমাদের সুখের ঘরে দুঃখের প্রদীপ জ্বলতে থাকে টিমটিম করে। হঠাৎ সেদিন এমন একটা চিঠি এল, যা পড়ে আমি নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারছি না।"

বাবলু বলল, "কী চিঠি! দেখি?"

"এই দ্যাখো।"

বাবলু চিঠি পড়েই অবাক। তাতে লেখা ছিল, "বাপি, তোমরা হয়তো আমার ওপর খুব রাগ করেছ। তোমাদের না জানিয়ে এইভাবে চলে এসে আমিও খুব ভুল করেছি। এখন আমি পাটনায় আছি। রোজ বিকেলে মহেন্দ্রুঘাটের কফি হাউসে বসে গঙ্গার শোভা দেখি। জায়গাটা খুব ভাল। কিন্তু বাপি, আমাকে তোমরা চিনতে পারলে না? ভুল করে কাকে পুড়িয়ে দিলে? ইতি—সংযুক্তা।"

বাবলু বলল, "স্ট্রেঞ্জ! কিন্তু একটা কথা, এই চিঠির হাতের লেখার সঙ্গে আপনার মেয়ের কোনও লেখাপত্তরের মিল আছে কি দেখেছেন?"

"অবশ্যই। এই দ্যাখো।" বলে ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা খাতা বের করে দেখালেন।

বাবলু এক নজরেই বুঝে নিল দুটি লেখাই একই হাতের। বলল, "মেয়ে আপনাকে চিঠি লিখেছে, কিন্তু মজার ব্যাপার, চিঠিতে কোনও ঠিকানা দেয়নি।"

"তা হলে আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছ তো?"

"পারছি। তবে এই চিঠিটা যদি আপনার মেয়েরই হয় তা হলে একটা ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, মেয়েটা আপনার বেঁচে আছে। আপনার দুঃখের মরুভূমিতে এই মরীচিকাটুকুই বা কম কী?"

অম্বিকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ। এটা একটা মস্ত বড় সান্ত্বনা বটে। তবুও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। আমরা এত লোক গিয়ে যাকে নিজের মেয়ে মনে করে চিতায় তুলে দিয়ে এলাম, সে তা হলে কে? তা ছাড়া যে-মেয়ে আমাদের দু'জনকে ছাড়া এক দণ্ড থাকতে পারত না, সে ওইভাবে পালাবেই বা কেন? পালাতে গেলে সঙ্গে টাকা-পয়সা থাকা চাই। তার সঙ্গে তো কিছুই ছিল না। মা আমার একবস্ত্রে কোন অভিমানে চলে গেল?"

বাবলু সংযুক্তার চিঠিটা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বেশ ভালভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। তারপর বলল, "আপনি বললেন এই হাতের লেখা আপনার মেয়েরই?"

"শুধু আমি নয়, ফরেনসিক রিপোর্টও তাই বলছে।"

"বলেন কী? আপনার মেয়ে লিখেছে, সে এখন পাটনায় আছে। কিন্তু একটু লক্ষ করে দেখেছেন কি, খামের ওপর পাটনার কোনও ছাপ নেই। ছাপ আছে নাগপুরের।"

"নাগপুরের! সে কী! দেখিনি তো!"

"এই দেখুন।" বাবলু চিঠিটা অম্বিকাবাবুর হাতে দিল।

অম্বিকাবাবু পোস্ট অফিসের ছাপ দেখে বললেন, "কোথায় পাটনা, কোথায় নাগপুর! এ কী করে সম্ভব!"

"হয়তো যাঁকে পোস্ট করতে দিয়েছিল তিনি কোনও কারণে চিঠিটা পোস্ট করতে পারেননি। কোনও কাজে নাগপুরে এসেছিলেন, সেখানেই পোস্ট করেছেন।"

অম্বিকাবাবু বললেন, "আমি থানাতেও জানিয়েছি ব্যাপারটা। পুলিশও এই রহস্যের কোনও কিনারা করতে পারছে না। কেউ কেউ এটাকে ভুতুড়ে ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিতে চাইছেন। আমি কিন্তু বাবা ওসব বিশ্বাস করি না। আমার মেয়েকে দেখবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছি।"

"স্বাভাবিক। ধরে নিতে হবে আপনার মেয়ের মতন দেখতে আর একজন কেউ মরে ভেসে উঠেছিল এবং আপনি তখন এমনই বাহ্যজ্ঞানহীন হয়েছিলেন যে, ভালভাবে সনাক্ত না করেই নিজের মেয়ে ভেবে শেষ বিদায় জানিয়েছিলেন তাকে।"

"ঠিক তাই। তা ছাড়া ওর দেহটাও তখন...।"

"বর্ণনার প্রয়োজন নেই। কোথাও না কোথাও ভুল একটু হয়েছিল আপনাদের। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সে বেঁচেই আছে। তবে কেনই বা সে পালাল আর কেনই বা এইভাবে ঠিকানা না দিয়ে লুকোচুরি খেলছে, সেইটাই হচ্ছে চিন্তার বিষয়।"

"ভাবতে গেলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আমার মেয়ে একা একা কখনও কোথাও যায়নি। যা গেছে তা ওর স্কুলের বান্ধবীদের সঙ্গে, নয়তো আমাদের সঙ্গে। সে কী করে অত দূরে যাবে বলো তো? কেউ যদি ওকে চুরি করেও নিয়ে যেত, তা হলে সে নিশ্চয়ই ওর বিনিময়ে আমার কাছে টাকা চাইত। সবচেয়ে আশ্চর্য, অন্য একটি মেয়ের মৃতদেহই বা সেই সময় ওইখানে এল কী করে? ওই এলাকার আশেপাশে যেসব গ্রাম আছে এই চিঠি পাওয়ার পর আমি নিজে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি, কয়েক বছরের মধ্যে ওইরকম বয়সের কোনও মেয়েই নিখোঁজ হয়নি সেখান থেকে।"

বাবলু দু' হাতে চুলটাকে মুঠো করে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "এই ঘটনার কথা পাটনার পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে জানিয়েছেন?"

"জানিয়েছি। এখানকার পুলিশ মারফতই জানানো হয়েছে। তবে জানিয়ে লাভটা কী? এটা একটা উড়ো চিঠি বই তো নয়। ওরা তো হাসছে। এমনকী এখানকার পুলিশও বলছে, আমি নিজেই যেখানে নিজের মেয়েকে মৃত ঘোষণা করেছি, সেখানে আর নাকি তাদের কিছু করবার নেই।"

"বাঃ। চমৎকার।"

"সবচেয়ে বড় কথা, পুলিশ এখন আমাকেই ধমকাচ্ছে। বলছে, কেন আপনি তা হলে সেদিন ওই ডেডবডিটাকে নিজের মেয়ে বলে সনাক্ত করেছিলেন। আপনার তো জেল হওয়া উচিত। এখন আপনার মেয়ে জীবিত থাকলেও অন্যের মেয়েকে খুন করার অপরাধে আপনার শাস্তি হওয়া উচিত। আপনিই প্রমাণ লোপের জন্যে নিজের মেয়েকে অন্যত্র সরিয়ে রেখে নাটক সৃষ্টি করছেন। কিছুদিন পরে চালাকি করে নিজের মেয়েকে ঠিকই ফিরিয়ে আনবেন। মাঝখান থেকে ও মেয়েটির সত্য পরিচয়ও লোপ পেয়ে যাবে।"

বাবলু বলল, "পুলিশ এ-কথা বলতেই পারে। ওই একই প্রশ্ন আমিও আপনাকে করতে যাচ্ছিলাম।"

অম্বিকাবাবু কেঁদে উঠে বললেন, "কিন্তু বাবা, একটা কথা তোমরাই বলো, কোনও বাবা কি কখনও নিজের মেয়ের জীবন নিয়ে এমন খেলা খেলতে পারে?"

"কোনও বাবা যে চরম মুহূর্তে এইরকম ভুল করেন, তাও আমাদের জানা ছিল না।" বলেই বলল, "দেখুন, আমরা আপনাকে সন্দেহ করছি না। তবু এইসব প্রশ্ন উঠতেই পারে। কেন না ব্যাপারটা খুবই জটিল। দেখি, আমরা কত দূর কী করতে পারি। আপনার মেয়ের দু'-এক কপি ফটো আমাদের দিতে পারেন?"

"দু'-এক কপি কেন, পুরো অ্যালবামটাই দিতে পারি তোমাদের।"

"বেশ। আমরা একবার জগৎবল্লভপুরে গিয়ে আপনার বাড়িটা দেখে আসব। সেইসঙ্গে দেখে আসব সেই কানা নদীর ধার। ওর স্কুলের বান্ধবীদের সঙ্গেও একটু কথাবার্তা বলে দেখব।"

"খুব ভাল কথা।"

"আমরা কাল দুপুরের দিকে আপনার বাড়িতে যাচ্ছি।"

"যখন ইচ্ছে যেয়ো। মোট কথা, যেভাবেই হোক আমার মেয়েটাকে উদ্ধার করো তোমরা। তারপর আর এখানে নয়। এবার সল্ট লেকেই ফিরে যাব আমি।"

"সল্ট লেকে? সেখানে কে আছেন আপনার?"

"সেখানে আমি নতুন একটা বাড়ি কিনেছি। কিছুদিন বাসও করেছিলাম। তারপর বাবা মারা গেলে বছর দুই আগে পাকাপাকিভাবে এখানে চলে আসি। কেন না, বিস্তর জমা-জমা আমাদের। এসব দেখাশোনা করবার একজন লোক তো চাই। আমার আর এক ভাই আছে, ডাক্তার। সে থাকে বম্বের কাছে নাসিকে। তার পক্ষে

সেখান থেকে এসে কোনও কিছুই করা সম্ভব নয়। এদিকে দেশের অবস্থাও খারাপ। কখন কোন জমি বেদখল হয়ে যায় তা কে বলতে পারে? তাই আমি পাকাপাকিভাবেই গ্রামে রয়ে গেলাম।"

"আপনি যখন সল্ট লেকে থাকতেন তখন আপনার বাবার দেখাশোনা করতেন কে?"

"আমার বাবার বন্ধু। আমাদের পুরনো নায়েবমশাই। তাঁরও বয়স হয়েছে। তবে তিনি একটু খিটখিটে এবং বদমেজাজি বলে আমি তাঁকে খুব একটা পাত্তা দিই না। আর আছে কাজের লোক ভজহরি। অত্যন্ত অনুগত।"

"ঠিক আছে। আমরা কীভাবে যাব, না-যাব একটা কাগজে লিখে দিন। কালই আমরা যাচ্ছি।"

অম্বিকাবাবু একটা সাদা কাগজে জগৎবল্লভপুরের ঠিকানা এবং পথনির্দেশিকা লিখে দিলেন। বাবলু কাগজটা পকেটে নিয়ে যখন উঠে দাঁড়াল তখন কারও মুখে কথা নেই।

॥ ২ ॥

সে-রাতে জোর আলোচনায় মেতে উঠল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। আলোচনার বিষয় হল, কোনও বাবা-মা কি কখনও নিজের সন্তানকে চিনতে ভুল করেন? যদিও ধরা যেতে পারে, কয়েকদিন পরে দেহটা অস্বাভাবিক রকমের খারাপ হয়ে যাওয়ায় তাঁরা আর অতটা মনোযোগ দেননি, তবুও অন্যান্য লোকজন যারা ছিল, তারাও ওই একই ভুল করল কী করে? তা ছাড়া উড়ো চিঠির সূত্র ধরে সংযুক্তাকে মৃত মনে না হলেও সৎকার করা লাশটির কোনও দাবিদার নেই কেন? আর কেউ যদি সংযুক্তাকে লুকিয়েই রাখে, তা হলে তার মুক্তির বিনিময়ে টাকা-পয়সাই বা চাইছে না কেন? প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে, যুক্তির পর যুক্তি খাড়া করেও পাণ্ডব গোয়েন্দারা একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারল না। ওরা ছেলেমানুষ হলেও অভিজ্ঞতা ওদের অনেক। তবুও এই ব্যাপারে এই কুটিল রহস্যজাল ওরা যে কীভাবে উন্মোচন করবে তা ভেবে পেল না কিছুতেই।

বিলু বলল, "আমার তো মাথায় কিছু আসছে না।"

বাবলু বলল, "আমারও। যতবার ব্যাপারটাকে অন্যরকমভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে চেষ্টা করছি, ততবারই ভাবনাচিন্তাগুলো কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারে অম্বিকাবাবুর সঙ্গে আরও খোলাখুলিভাবে আমাদের আলোচনা হওয়া দরকার।"

ভোম্বল বলল, "আমি একটা কথা বলব? পুরো ব্যাপারটাই হেঁয়ালি। একেবারে গেঁয়ো ভূত এরা। না হলে এইরকম ভুল কেউ করে? যেজন্যে পুলিশও এদের ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে না। অযথা আমরা মগজ তোলপাড় করে ব্রেনকে কষ্ট দিই কেন? ভদ্রলোককে জানিয়ে দে এইসব ঝামেলায় আমরা নেই।"

বাবলু বলল, "এটা কি একটা কথার কথা হল? মনে রাখিস, আমরা পাণ্ডব গোয়েন্দা। ভদ্রলোক কত আশা নিয়ে ছুটে এসেছেন আমাদের কাছে। তা ছাড়া অন্ধকার যত কুটিলই হোক, তারই ভেতর থেকে খুঁজে বের করতে হবে অপরাধীকে। একবারে না হয় বারেবারে চেষ্টা করে। এর মধ্যে শুধু আমাদের নয়, বিলুর বাবারও মর্যাদা জড়িয়ে আছে।"

ভোম্বল আর কিছু বলল না।

বিলু বলল, "কাল তা হলে কখন যাবি ঠিক করলি?"

"দুপুরে। কেন না কাল রবিবার। স্কুল খোলা পাব না। সেজন্যে সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কাল বিকেলে আমরা প্রাথমিক তদন্ত করে পরশু সোমবার ওর স্কুলের বান্ধবীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেই চলে আসব।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "তবে কাল কিন্তু আমাদের একটু অসুবিধে আছে বাবলুদা। আমাদের ছোটমাসি আসবেন কাল।"

বাবলু বলল, "তাতে কী? ওখানে তো আমাদের সকলের যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি একাই যাব। বিলু যদি যায় তো সঙ্গে যেতে পারে।"

ভোম্বল বলল, "ও। আমি যাব না বুঝি?"

"কী করবি গিয়ে?"

"বাঃ। গ্রামটা দেখব। হাওড়া জেলার মধ্যে আমতা, উদয়নারায়ণপুর, জগৎবল্লভপুর এইসব হচ্ছে নামকরা জায়গা।"

"ঠিক আছে। একটু সকাল করে খাওয়াদাওয়াটা সেরে নিস তা হলে। ঠিক বেলা বারোটা নাগাদ বেরোব আমরা। তা হলেই দুটোর মধ্যে পৌঁছে যাব।"

"কতক্ষণ অন্তর বাস, কিছু খবর নিয়েছিস?"

"বাস ওদিকে ঘনঘন। অনেক বাস আছে। উদয়নারায়ণপুর, আঁটপুর, রাজবলহাট, যে-কোনও একটা বাস পেলেই হল।"

পঞ্চু এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিল। এবার বেশ নাড়াচাড়া দিয়ে শিরদাঁড়া টান করে ওদের পাশে এসে বসল।

বাবলু ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "সরি মি. পঞ্চুবাবু। তুমি কিন্তু যাচ্ছ না এবার।"

পঞ্চু ওপর দিকে মুখ তুলে একটা শব্দ করল, "গোঁ-ও-ঔ।" অর্থাৎ সে আবার কী!

বাবলু বলল, "অবশ্য বাচ্চু-বিচ্ছুও যাচ্ছে না। তাই ওদের জন্যে তোমাকে থাকতে হবে।"

বিচ্ছু পঞ্চুর গলা জড়িয়ে বলল, "দেখবি'খন, কাল আমাদের বাড়িতে কত ভাল ভাল রান্না হবে। তোর তো নেমন্তন্ন। ভাত খাবি, মাংস খাবি, লুচি খাবি, মিষ্টি খাবি। কত কী খাবি।"

খাওয়ার নামে আদরে গলে গিয়ে বিচ্ছুর কোলে মাথা রেখে কুঁই-কুঁই করতে লাগল পঞ্চু। ছোট ছেলের মতো পা তুলে দিয়ে মেঝেয় গড়াগড়ি খেয়ে সে কী কাণ্ড!

পরদিন ঠিক বেলা বারোটা নাগাদ রওনা হল ওরা। কিন্তু হাওড়া স্টেশনে এসে বাস, মিনি কিছুই পেল না। এক এক সময় পরিবহণ ব্যবস্থার কী যে হয় কে জানে! মেজাজ যেন বিগড়ে যায়।

ওরা যখন কীভাবে কী করবে ভাবছে, তেমন সময় এক ভদ্রলোক ওদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, "তোমরা দেখছি অনেকক্ষণ থেকেই বাসের জন্যে হানটান করছ, তা কোথায় যাবে ভাই তোমরা?"

"আমরা জগৎবল্লভপুর যাব। বাস পাচ্ছি না।"

"তোমাদের কথাবার্তা শুনেই বুঝেছি। আমারও বাড়ি জগৎবল্লভপুর। কাদের বাড়ি যাবে তোমরা?"

"অম্বিকা সেনকে চেনেন?"

"চিনি বইকী! তোমরা এক কাজ করো, আমতা, মুন্সিরহাট, পেঁড়ো, পানপুর, যে-কোনও বাস ধরে বড়গাছিয়ায় চলে যাও। সেখানে লেভেল ক্রসিং স্টপেজে নামবে। ওখান থেকে হেঁটে চলে যেয়ো। নয়তো কোনও রিকশা, ভ্যান যা পাবে ধরে নিয়ো। আর হঠাৎ যদি কোনও বাস পেয়ে যাও তো খুব ভাল। দু'-তিন কিলোমিটারের মতো রাস্তা।"

বাবলু বলল, "আপনিও যাবেন তো?"

"যাব। তবে আমার একটু দেরি হবে। একজনের আসবার কথা আছে, তার জন্যে অপেক্ষা করছি। তোমরা চলে যাও। ওই দ্যাখো, আমতার একটা বাস ছাড়ছে, সরকারি বাস। যাও, যাও, শিগগির যাও। বসবার জায়গাও পেয়ে যেতে পারো।"

বাবলু, বিলু, ভোম্বল তিনজনেই ছুটে গিয়ে উঠে পড়ল বাসে। ভাগ্য ভাল। পেছনের দিকে একটু বসবারও জায়গা পেয়ে গেল। খুবই দ্রুতগামী বাস। রবিবার, তাই পথেঘাটেও যানজট কম। ছেড়েই হু হু করে ছুটতে লাগল। কদমতলা, দাশনগর, বাঁকড়া, শলপ, মাকড়দহ, ডোমজুড় হয়ে বড়গাছিয়ায় এল প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে।

ওরা লেভেল ক্রসিংয়েই নামল। নেমেই দেখল, বাসের জন্য অনেক যাত্রী দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে।

বাবলু বলল, "কী করবি রে? হাঁটা দিবি?"

বিলু বলল, "কোনও আপত্তি নেই। বেশি দূরের পথ যখন নয়...।"

একজন রিকশাওয়ালা এগিয়ে এসে বলল, "রিকশা লাগবে নাকি দাদাবাবু? যাবেন কোথায়?"

"জগৎবল্লভপুরে।"

"জগৎবল্লভপুরের কোনখানে? স্কুল, হাসপাতাল, শিবতলা, কালীতলা, কোথায়?"

"আমরা অম্বিকা সেনের বাড়ি যাব।"

"তাই বলুন। আপনাদের পুরনো স্টেশনের কাছে নামিয়ে দেব। ওখান থেকে হট্টেশ্বরতলা হয়ে হেঁটে চলে যাবেন।"

"পুরনো স্টেশন মানে মার্টিন কোম্পানির? সে তো কবে উঠে গেছে।"

"উঠে যায়নি দাদা। মানুষের হিংসা, লোভ ও প্রতারণার প্রতিবাদে কোম্পানিই উঠিয়ে দিয়েছেন।"

বাবলু বলল, "কত ভাড়া নেবে?"

"উঠে বসুন তো আগে। তিনজনে ছ' টাকা ভাড়া দেবেন।"

ওরা উঠে বসল। রিকশাও চলতে লাগল। যেতে যেতেই রিকশাওয়ালা বলতে লাগল, "এই তো কিছুদিন আগে ভদ্রলোকের একটিই মাত্র মেয়ে জলে ডুবে মারা গেল!"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, শুনেছি। খুবই দুঃখজনক।"

"তবে দাদাবাবু, আমার কিন্তু মনে হয় ওটা খুন।"

"সে কী?"

"তা ছাড়া আবার কী? সম্পত্তির লোভে আজকাল কী না হয় বাবু? ওদের নায়েবটা হচ্ছে মহা শয়তান। এখন তো আবার শুনছি নাকি মেয়েটা বেঁচে আছে। কোথা থেকে যেন চিঠি লিখছে। এটা কিন্তু ভুতুড়ে ব্যাপার। অপঘাতে মৃত্যু হলে মানুষ গয়ায়-টয়ায় যায়। এরা তো সেসব কিছুই করল না।"

"তুমি বলছ খুন?"

"আমি কেন, সবাই বলছে। যাক, আমরা বাবু গরিব লোক। আমাদের এইসব আলোচনা করা ঠিক নয়। ভদ্রলোকের বাবাও তো খুন হয়েছিলেন ওই বাড়িতে।"

বাবলু বলল, "এসব কিছুই জানতাম না তো!"

"সবাই বলে ওটা ভুতুড়ে বাড়ি। সন্ধের পর নানারকম উপদ্রব হয়। আপনারা যেন রাত্রিবাস করতে যাবেন না ওখানে। বেলাবেলি ফিরে পড়বেন।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, তাই ফিরব।"

রিকশাওয়ালা হঠাৎ এক জায়গায় রিকশা থামিয়ে বলল, "এইখানে নেমে যান। বাঁদিকের পথ ধরে খানিক এগিয়ে যাকে জিজ্ঞেস করবেন সেই বলে দেবে।"

ওরা রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে গ্রামের পথ ধরে এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

বাবলু বলল, "এ তো দেখছি রহস্যের পর রহস্য। অম্বিকাবাবু কিন্তু একবারও বলেননি ওঁর বাবার খুন হওয়ার কথা।"

ওরা শীত-শেষের পড়ন্ত বেলায় সোনা সোনা রোদে মেঠো পথ ধরে চলতে লাগল। কোনও এক সময় এই পথে হয়তো মোরাম বিছানো হয়েছিল। তারপর অবহেলায়, অযত্নে বর্ষার জল পেয়ে কঙ্কালসার চেহারা হয়েছে পথের। চারদিক এবড়ো-খেবড়ো ড্যালা পাকানো। এখান দিয়ে রিকশা দূরের কথা একটা সাইকেল গেলেও হোঁচট খাবে। ওরা ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। খানিক যাওয়ার পরই দেখতে পেল হট্টেশ্বরের মন্দির। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মন্দিরের দরজা বন্ধ। তাই দর্শন করতে পারল না। ওরা আরও খানিকটা এগিয়ে ডানদিকে একটা পথ দেখতে পেল। কয়েকটা ছেলে খেলা করছিল সেখানে। ওরা জিজ্ঞেস করতেই পথ দেখিয়ে দিল তারা। বলল, "যে-পথটা সোজা গেছে ও-পথে যেয়ো না। ওটা পাতিহালের দিকে চলে গেছে। এই বাঁকা পথটা ধরে যাও, বাড়ি দেখতে পাবে।"

বাবলুরা ডানদিকে বাঁকা পথ ধরেই চলল। এই পথে ডানদিকে, বাঁদিকে কয়েকটা নতুন পুরনো বাড়ির পর একপাশে মস্ত একটি সাবেককালের দোতলা বাড়ি দেখতে পেল। বাড়ির নাম 'নৃসিংহ নিকেতন'। অম্বিকাবাবু দোতলার বারান্দায় বসেছিলেন। ওদের দেখেই হাতছানি দিয়ে ডাকলেন, "এসো, এসো।"

ওরা তিনজনে গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল।

বাইরেটা যেমন হতশ্রী, ভেতরটা তেমনই সুন্দর। উঠোনে সাতটা মরাই বাঁধা। একপাশে বড় পুকুর। প্রায় বিঘে তিন-চার জমি নিয়ে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

ওরা একনজরে দেখে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই একজন মধ্যবয়সি ভারিক্কি চেহারার সুন্দরী ভদ্রমহিলা ঘরে এলেন। ঠিক যেন দেবী দুর্গা। বললেন, "এসেছ বাবা! শুনেছ তো সব। এই এত বড় বাড়িতে আমরা দুটি প্রাণী মরে বেঁচে আছি। এইটুকু-টুকু ছেলে তোমরা। অথচ কত নামডাক তোমাদের। দেশজোড়া খ্যাতি। তা বাবা, একটু চেষ্টা করে দ্যাখো দেখি তোমাদের বোনটিকে খুঁজে বের করতে পারো কিনা। কী যে হচ্ছে কিছুই বুঝছি না। চিঠির পর চিঠি আসছে অথচ কোনও ঠিকানা নেই।"

বাবলু বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "চিঠির পর চিঠি!"

"হ্যাঁ। কাল উনি চলে যাওয়ার পর একসঙ্গে দুটো চিঠি এসেছে। এই দ্যাখো।" বলে টেবিলের ড্রয়ার খুলে দুটো খাম বের করে দেখালেন ওদের।

অম্বিকাবাবু নীরবে এসে দাঁড়ালেন ওদের পাশে।

ওরা এক একজন এক একটা চেয়ারে বসে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল সেই চিঠি দুটো। একটি এসেছে

বাঙ্গালোর থেকে, আর একটি শিমলা। দুটি চিঠিতেই কোনও ঠিকানা নেই। বাঙ্গালোরের চিঠিতে কলকাতার নিউমার্কেট পোস্ট অফিসের ছাপ আছে। শিমলার চিঠিতে মানমাদের।

বাবলু বলল, "আশ্চর্য ব্যাপার! এ চিঠির অর্থ কী!"

"জানি না বাবা। হয়তো ওর অতৃপ্ত আত্মাই এই চিঠি লিখছে ওপার থেকে।"

বাবলু দুটো চিঠিই পড়ে দেখল।

একটিতে লেখা আছে, "মা! আমার জন্যে চিন্তা কোরো না। আমি কিন্তু মরণের পরে খুবই সুখে আছি। বাইরের দেশের জলহাওয়ায় আমার চেহারা খুব ভাল হয়েছে। একবার বাপিকে নিয়ে বাঙ্গালোরে এসো না? দেখা হবে।" অপরটিতে লেখা আছে, "সত্যি, কতদিন যে দেখিনি তোমাদের! শিমলার ম্যালে বসে এই চিঠি লিখছি। এখন যেন আসতে যেয়ো না এখানে। কী দারুণ শীত! রোজ বরফ পড়ে। এক এক সময় মনে হয়, আর নয়, এবার ফিরে যাই। কিন্তু ফিরে যাওয়ার কথা মনে পড়লেই চোখে জল আসে। নিজের মেয়েকে যারা চিনতে ভুল করে তারা কি...?"

বাবলুর হাত থেকে খসে পড়ল চিঠিটা। ও স্তব্ধ হয়ে গেল।

বিলু, ভোম্বলের মুখেও কথা নেই।

বাবলু বলল, "এই রহস্যের সমাধান করতে গেলে আমরাই হয়তো পাগল হয়ে যাব।"

অম্বিকাবাবু বললেন, "আমাদের অবস্থাটা তা হলে কী, এবার বুঝতে পারছ তো? পুলিশ এই ব্যাপারে একদম গুরুত্ব দিচ্ছে না। এখন তোমরাই আমাদের বল-ভরসা।"

"সবই বুঝলাম। কিন্তু আমরাই বা কোন সূত্র ধরে এগোব বলুন? আপনারা নিজেরাই যেখানে সুস্থ মস্তিষ্কে আপনাদের মেয়ের সৎকার্য করে এসেছেন, সেখানে এই চিঠির মূল্য কতটুকু?"

এমন সময় একজন বৃদ্ধ কাজের লোক তিনটি প্লেটে কয়েকটা করে রসগোল্লা এনে ওদের সামনে ধরে দিল।

অম্বিকাবাবু বললেন, "এই হল ভজহরি। আমার বাবার আমলের লোক। বাবা খুব ভালবাসতেন ওকে। অত্যন্ত বিশ্বাসী। তাই পুরনো লোকজন সবাই বিদায় নিলেও একে আমরা ধরে রেখেছি।"

ভজহরি বলল, "খোকাবাবুরা রাত্রে ভাত না রুটি খাবেন?"

বাবলু বলল, "যা হোক।"

ভজহরি চলে গেল।

বাবলু বলল, "আপনার মেয়ের হাতের লেখা দেখেছি। তবু আর একবার ভাল করে দেখব। অমনই ওর ফটো কীরকম কী আছে একটু দেখাবেন তো!"

"আগে তোমরা এগুলো খেয়ে নাও। তারপরে এক এক করে সব দেখাব। ওপরের ঘরে চলো। ওর পড়বার ঘরে। সেখানেই সবকিছু গুছিয়ে রাখা আছে।"

বাবলু খেতে খেতেই বলল, "মেয়ে কি রাত্রিবেলা ওপরের ঘরে শুত?"

"না না। ও নীচে আমাদের কাছেই থাকত। আমরা ওকে কাছছাড়া করতাম না।"

খাওয়া হলে দোতলায় উঠল ওরা। দোতলার বারান্দা থেকেই চারদিকের প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। চমৎকার গ্রাম।

বাবলু বলল, "নদীটা এখান থেকে কত দূর?"

"একটু দূরে আছে। আমিই সঙ্গে করে নিয়ে যাব তোমাদের।"

বাবলুরা ওপরে উঠেই যে-ঘরে ঢুকল সেই ঘরটাই সংযুক্তার পড়বার ঘর। দেওয়ালে ফুটফুটে এক কিশোরীর প্রাণবন্ত রঙিন ছবি বাঁধানো ছিল। ওরা সেদিকে তাকাতেই অম্বিকাবাবু বললেন, "আমার মেয়ের ছবি এটা।"

বাবলু বলল, "কী সুন্দর মুখ। ঠিক ওর মায়ের মতো।"

অম্বিকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আরও ছবি দেখবে? এই দ্যাখো।" বলে একটা অ্যালবাম মেলে ধরলেন ওদের দিকে। সবই পারিবারিক ছবি। কোনওটি সল্ট লেকের বাড়ির। কোনওটি এখানের। এছাড়া, চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া, স্কুল, নদীর ধার, সব জায়গাকার ছবি আছে। এক বুদ্ধিদীপ্ত কিশোরীর প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা কুসুম ফোটার ছবি।

এরপরে অম্বিকাবাবু মেয়ের স্কুলের খাতা, গানের খাতা এনে বললেন, "এই দ্যাখো, ওর হাতের লেখা।"

মেয়েটির হাতের লেখা বাবলু তো আগেই দেখেছিল। তবু আরও একবার দেখল খুঁটিয়ে। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করল, সত্যি-সত্যিই দুটি লেখাই এক।

বিলু, ভোম্বল কারও মুখে আর কথা নেই।

বাবলু অনেকক্ষণ ধরে গভীর মনোযোগে মেয়েটির বই, খাতাপত্র— সবই উলটেপালটে দেখতে লাগল।

অম্বিকাবাবু বিলু ও ভোম্বলকে নিয়ে ওপরের ছাদে উঠলেন।

সবকিছু দেখতে দেখতে হঠাৎ একটি ভাঁজকরা চিঠির দিকে নজর দিল বাবলু। সে-চিঠিটা একবার দু'বার নয়, বারবার পড়ল। পড়ে, সেটা পকেটে ঢুকিয়ে মেয়েটির দু'-একটি ছবি অ্যালবাম থেকে খুলে কাছে রাখল। তারপর সেও উঠে এল ওপরের ছাদে।

অম্বিকাবাবু বললেন, "দেখলে সব কিছু?"

"হ্যাঁ, যা যা দেখবার দেখলাম।"

"এবার তা হলে নীচে চলো।"

ওরা সবাই নীচে নেমে এল। অম্বিকাবাবুর স্ত্রী তখনও সেই একইভাবে নীচের ঘরে বসেছিলেন। বাবলু তাঁর কাছে গিয়ে বলল, "আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করি, ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন কিন্তু।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "কী কথা, বলো?"

"আপনার মেয়ে যেরকম সুন্দরী, ধরা যাক সে এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু সেই মেয়েটিও কি ঠিক একই রকম ছিল?"

ভদ্রমহিলা চোখের জল মুছে বললেন, "তা তো বলতে পারব না বাবা। ও যেদিন হারিয়ে গেল, সেদিন থেকে আমাদের দু'জনের মাথার ঠিক ছিল না। আর যেদিন ওর মৃতদেহ উদ্ধার করা হল, সেদিন খবরটা শোনার পর থেকেই জ্ঞান ছিল না আমাদের।"

"সর্বনাশ। তা হলে আপনারা কী করে জানলেন যে, ওই বেওয়ারিশ লাশটাই আপনাদের মেয়ের?"

"ওর জুতো, রুমাল, রিস্টওয়াচ, এইগুলোই যে প্রমাণ বাবা।"

বাবলুর শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে এল। বলল, "ডেডবডির কাছে কারা কারা ছিল?"

"অনেকেই। নায়েবকাকা, ভজহরি, সবাই ছিল।"

বাবলু বলল, "আপনারা নির্ঘাত কোনও একটা অশুভ চক্রের শিকার হয়েছেন। আপনাদের পরিবারকে ঘিরে যে কালো মেঘের দল ঘনীভূত হয়েছে তা সর্বাগ্রে দূর করতে না পারলে অবস্থা আরও খারাপ হবে।"

অম্বিকাবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, "কী বলছ বাবা তুমি? কালো মেঘের দল?"

"হ্যাঁ। এর বেশি এখনই কিছু বলা যাবে না। আচ্ছা, আর দেরি করে লাভ নেই। চলুন, বেলা থাকতে থাকতে নদীটা একটু দেখে আসি। আর সেইসঙ্গে পিকনিক স্পটটাও একটু দেখাবেন।"

অম্বিকাবাবু বললেন, "চলো।" বলে ওদের নিয়ে গ্রাম্য পথ ধরে যেতে যেতে একসময় একটি পুরনো মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "এই হল শিবতলা। আর এই যে মন্দির দেখছ এর মতো অপূর্ব টেরাকোটার কাজ এই অঞ্চলে একমাত্র আঁটপুর ছাড়া কোথাও নেই।"

সকলে মন্দির দেখে আরও এগোতে লাগল। খানিক যাওয়ার পরই দেখা মিলল নদীর। কানা নদী। কোনওরকম সৌন্দর্য নেই। একে একটা পচা খাল ছাড়া কিছুই বলা যায় না। তবু ওরই মধ্যে একটি জায়গা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

অম্বিকাবাবু বললেন, "আমার মেয়ে এখানেই পিকনিক করছিল। ওই দ্যাখো শোভারানি কলেজ। আরও খানিক এগোলে মেয়ের স্কুল।" তারপর একটা কংক্রিটের সেতু দেখিয়ে বললেন, "ওপারে এখানকার হাসপাতাল আর বিখ্যাত খাঁয়েদের বাড়ি।"

সন্ধে পর্যন্ত নদীর ধারে ঘুরে ওরা আবার বাড়ি ফিরে এল।

রাত্রিবেলা খাওয়াদাওয়ার পর অম্বিকাবাবু বললেন, "তোমাদের ওপরের ঘরেই শোওয়ার ব্যবস্থা করেছি। আমাদের গেস্টরা এলে ওপরের ঘরেই থাকেন।"

বাবলু বলল, "আমাদের জন্যে যেখানে খুশি ব্যবস্থা করতে পারেন। আমাদের কোনও অসুবিধে হবে না।" তারপর বলল, "আচ্ছা, আপনার বাবা কী কারণে খুন হয়েছিলেন?"

চমকে উঠলেন অম্বিকাবাবু, "খুন হয়েছিলেন! কে বললে?"

"আপনি বলেননি। তবে যেভাবেই হোক, খবরটা আমরা জেনেছি।"

"মিথ্যে কথা। যে বলেছে সে মিথ্যে কথা বলেছে।"

"সত্যি কথাটা তা হলে আপনার মুখ থেকেই শুনি। গোপন করলে কিন্তু আপনার মেয়েও রহস্যের অন্ধকারে থেকে যাবে। আপনিও বিপদে পড়বেন।"

অম্বিকাবাবু স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বাবলুর মুখের দিকে।

বাবলু বলল, "আর-একটা কথা। মৈনাক চৌধুরী কে?"

অম্বিকাবাবু যত না চমকালেন, বিলু, ভোম্বল তার চেয়েও বেশি চমকাল। মৈনাক চৌধুরী আবার কে রে বাবা! এ নাম বাবলু পেল কোথায়?"

অম্বিকাবাবু বললেন, "মৈনাক চৌধুরীর নাম তুমি জানলে কী করে?"

বাবলু বলল, "আমি আপনাকে প্রশ্ন করব। আপনি কিন্তু আমাকে করবেন না। যাক, রাত হয়েছে। এবার শুয়ে পড়া যাক। ভজহরিকে বলুন, রাতে খাওয়ার মতো একটু জল দিয়ে যেতে।"

কারও মুখে কথা নেই। সকলে নিঃশব্দে ধীর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

॥ ৩ ॥

ঘরে বিছানায় শুয়ে তিনজনেই চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। দুশ্চিন্তায় ঘুম আসছে না।

একসময় বিলু বলল, "মৈনাক চৌধুরী কে রে বাবলু?"

"পরে বলব। এখন ওই সংক্রান্ত কোনও আলোচনা নয়। জেনে রাখিস, বাতাসেরও কান আছে।"

ভোম্বল বলল, "দ্যাখ বাবলু, সকাল হলেই আমরা কেটে পড়ি চল। দরকার নেই এইসব ঝামেলায়। আমার মন কিন্তু একদম সায় দিচ্ছে না।"

বাবলু বলল, "এই কথা আমিও যে ভাবছি না তা নয়, তবে মেয়েটার ছবি দেখে মনটা যেন কীরকম হয়ে গেছে। তাই যেভাবেই হোক ওকে উদ্ধার আমরা করবই।"

"তোর কি মনে হয় সত্যিই ও বেঁচে আছে?"

"হ্যাঁ। যে-কোনও কারণেই হোক, কেউ তাকে গুম করে রেখেছে এবং হয়তো তার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই তাকে দিয়ে চিঠি লেখাচ্ছে এইভাবে।"

"সত্যি, তোর দূরদৃষ্টি আছে রে!"

এইভাবে কথা বলতে বলতেই অনেক রাত হয়ে গেল। বিলু, ভোম্বল ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়। বাইরে নারকোল গাছের পাতায় বসে একটা প্যাঁচা ডাকল। হঠাৎ মনে হল কে যেন চটি পায়ে ফটাস-ফটাস শব্দ করে একবার ওদের জানলার কাছে আসছে, আর চলে যাচ্ছে। বাবলু কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বিলু ও ভোম্বলকে একটু সজাগ করে টর্চটা হাতে নিয়ে যেই না উঠতে যাবে, অমনই দেখতে পেল জানলার গরাদের কাছে একটা অতিকায় মুখ ওদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে কী বীভৎস মুখ! যেন আকাশ থেকে পড়া একটা উল্কাপিণ্ড ছাড়া কিছু নয়। কী ভয়ংকর। বাবলু সেই মুখের ওপর টর্চ ফেলতেই অদৃশ্য হয়ে গেল মুখটা।

ওরা লাফিয়ে জানলার কাছে এসে দেখবার চেষ্টা করল কোথায় গেল সে। কিন্তু না। কেউ কোথাও নেই।

বাবলু দরজার খিল খুলে দরজাটা টেনেই বুঝল ওটা বাইরের দিক থেকে শিকল দেওয়া। ওরা চিৎকার করে ডাকতে লাগল অম্বিকাবাবুকে। ভজহরির নাম ধরেও ডাকল।

একসময় সবাই এসে দরজা খুলে বললেন, "কী হয়েছে বাবা! চেঁচামেচি করছ কেন?"

"তার আগে বলুন, বাইরের দরজায় শিকল দিয়েছিল কে?"

অম্বিকাবাবু বললেন, "বিশ্বাস করো, আমরা দিইনি।"

ভজহরি বলল, "আমিও দিইনি দাদাবাবু। আপনারা আমাদের অতিথি। আপনাদের ঘরে কখনও শিকল দিতে পারি? আমি তো খাবার জলটুকু পৌঁছে দিয়েই নীচে নেমে গেলাম।"

বাবলু তখন সব কথা খুলে বলল অম্বিকাবাবুকে।

অম্বিকাবাবুর স্ত্রীর ফিটের অসুখ। তাই শোনামাত্রই জ্ঞান হারালেন।

অম্বিকাবাবু বললেন, "আমার বাবা মৃত্যুর আগে পরপর তিনদিন ওই মুখ দেখেছিলেন। আমার মেয়েও হারিয়ে যাওয়ার আগে একদিন সন্ধেরাতে দেখেছিল ওই মুখ। ওই মুখ যে দেখবে তার একটা না একটা বিপদ হবেই।"

বাবলু বলল, "সকাল হতে এখনও অনেক দেরি। আপনারা নীচে যান। আমরা সতর্ক আছি।"

অম্বিকাবাবু সকলের সাহায্য নিয়ে ধরাধরি করে স্ত্রীকে নামিয়ে নিয়ে গেলেন নীচে।

বাবলুরা আবার ওপরে এসে দরজায় খিল দিল। তবে সে রাতে আর ঘুম হল না কারও।

পরদিন সকালে ঘরের মেঝেয় একটা দলা পাকানো কাগজ পড়ে থাকতে দেখে বাবলু কুড়িয়ে নিল সেটা। তারপর সেটা পড়ে দেখতেই রাগে কানদুটো লাল হয়ে উঠল। তাতে লেখা ছিল, 'ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। এখানকার মাটিতে পা রেখো না। বিপদে পড়বে।' কাগজটা ভাঁজ করে মুড়ে পকেটে রেখে বিলু ও ভোম্বলকে নিয়ে নীচে নামল বাবলু।

অম্বিকাবাবু বললেন, "কাল রাতের ওই ঘটনার জন্যে আমরা সত্যিই দুঃখিত। শুধু তাই নয়, বেশ ভয়ে ভয়েও আছি আমরা। এখন তোমরা চা-টা খাও। আমার মেয়ের দু'-একজন বন্ধুকে ডাকি, তাদের সঙ্গে কথা বলো। তারপর...।"

বাবলু বলল, "তারপর আমরা বাড়ি ফিরে যাব।"

"দুপুরের খাওয়া-দাওয়াটা এখানে করে গেলে হত না?"

"কোনও প্রয়োজন নেই। একটা কথা বলে রাখি, আপনার মেয়ের অপহরণকারীরা কিন্তু আশপাশেই আছে। হয়তো আপনিও তাদের টার্গেট।"

"কাল রাতের ওই ভয়ংকরই তো সেই কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, আপনাদের নায়েবমশাইয়ের সঙ্গে কি একবার দেখা করা যায় না?"

"ওঁকে আমি খবর দিয়েছি। তবে আসবেন কি না জানি না। ভীষণ একগুঁয়ে লোক। তা ছাড়া ওঁর সঙ্গে আর এখন আমার আগের সেই সদ্ভাবটা নেই। তবে একেবারে যে কথাবার্তা নেই তাও নয়। মাঝেমধ্যে এখানে এলে বৈষয়িক ব্যাপারে টুকটাক দু'-একটা কথা বলেই চলে যান।"

"আচ্ছা, আপনার ভাই নাসিকে কতদিন আছেন?"

"দু'-তিন বছর। সেখানে ওর চেম্বার, নার্সিংহোম। দারুণ ব্যাপার।"

"আপনাদের এই সম্পত্তির কতটা অংশ তাঁর?"

"এই সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশটাই বাবা আমার মেয়ে সংযুক্তার নামে উইল করে দিয়ে গেছেন। আমাদের দু' ভাইয়ের কাউকেই দেননি।"

"আপনার ছোট ভাই না হয় লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। কিন্তু আপনাকে তিনি বঞ্চিত করলেন কেন?"

"সেটা ওই কুচক্রী নায়েবের পরামর্শে। তবে মেয়ের সম্পত্তি তো আমারই।"

"মেয়ে বড় না হওয়া পর্যন্ত। তারপর? বিয়ে তো দিতে হবে মেয়ের। জামাই যদি সেরকম না হয়?

অম্বিকাবাবু বললেন, "সে যা হয় হবে।"

"আপনাদের সম্পত্তির পরিমাণ কত?"

"অনেক। স্বনামে, বেনামে প্রচুর জমিজমা ছিল। সব এখন ওই মেয়ের নামে। বড়গেছে, মুন্সিরহাট, পাতিহাল, উদয়নারায়ণপুর, এমনকী চাঁপাডাঙা, শিয়াখালাতেও জমি আছে। এককালে আমরা এখানকার জমিদার ছিলাম।"

এমন সময় একজন কৃষ্ণবর্ণের দীর্ঘকায় ভদ্রলোক খড়ম খটখটিয়ে সেখানে এলেন, "কার সঙ্গে এত বকবক করছ সকালবেলায়?"

অম্বিকাবাবুর স্ত্রী একটা আসন পেতে দিয়ে বললেন, "বসুন।"

অম্বিকাবাবু বাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "নায়েব কাকা।"

অত্যন্ত রাশভারী প্রকৃতির লাল লাল পায়রা-চোখো নায়েবমশাই ওদের দিকে আড়চোখে তাকালেন। চেহারা দেখেই বাবলুর মনে হল সাক্ষাৎ শয়তানের অবতার ছাড়া কিছুই নয় লোকটা।

অম্বিকাবাবু বললেন, "এই এদের জন্যেই ডাকলাম আপনাকে। পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

নায়েবমশাই একটু বিরক্তির সুরে বললেন, "তোমারও যেমন মাথা খারাপ। শোনো বাপু, ওসব গোয়েন্দা-টোয়েন্দা দিয়ে কিছু হবে না। আর এসব ছেলে-ছোকরার কাজ নয়। যে গেছে সে গেছে। তার আশা ছেড়ে দাও। আমরা এত লোক দাঁড়িয়ে থেকে যার সৎকার করলুম, সে আবার চিঠি লেখে কোত্থেকে শুনি?"

বাবলু বলল, "তা হলে এই যে চিঠিগুলো আসছে এগুলো কি ফল্‌স?"

"অবশ্যই। এ-নিয়ে একদম মাথা ঘামিয়ো না। হাতের লেখা নকল করবার লোকের অভাব নেই। আজকাল আর্টিস্ট কি কম আছে? কেউ নিশ্চয়ই রসিকতা করছে ওইভাবে চিঠি পাঠিয়ে।"

বাবলু বলল, "এ তা হলে সাংঘাতিক রসিকতা। না হলে কোথায় নাগপুর, কোথায় মানমাদ। এইসব জায়গায় গিয়ে চিঠি পোস্ট করে আসা নেহাত কাঁচা হাতের কাজ নয়। তা ছাড়া কে কোন স্বার্থে এই কাজ করছে সেটাও তো একবার জানা দরকার।"

নায়েব মশাই বললেন, "শোনো হে ছোকরা, বেশি পাকামি কোরো না। এতই যদি গোয়েন্দাগিরি করবার শখ তো যাও না, দেশের এত রথী-মহারথীরা খুন হচ্ছেন, সেইখানে গিয়ে তদন্ত করো। দেখব মুরোদ কত। এক এক করে সব ধরিয়ে দাও দেখি? এখানে এসেছ কেন সস্তা বাহাদুরি নিতে?"

বাবলু হেসে বলল, "আমরাও জানি দেশের এখন সমস্যা অনেক। তবে কী জানেন, সমুদ্রে জাহাজও ভাসে আবার জেলে-ডিঙিও। আমরা হচ্ছি সেই জেলে-ডিঙি। আমাদের বহন-ক্ষমতা যে অনেক কম। তাই যতদিন না বড় হই, তত দিন এই ছোট্ট তরীটিতে জাহাজের জিনিসপত্র বোঝাই করে কী করব? ভরাডুবি হয়ে যাবে যে? অতএব বিদ্রূপ নয়, আপনার আশীর্বাদ এবং সহযোগিতাটুকুই আমরা প্রার্থনা করি।"

শান্ত হওয়া দূরের কথা, আরও জ্বলে উঠলেন নায়েব মশাই, "দ্যাখো, ওইসব পাকা ছেলের মতো বুলি কপচিয়ে কোনও লাভ হবে না। তোমাদের দৌড় আমার জানা আছে। এখন ঘরের ছেলে ঘরে যাও দেখি?"

বাবলু বলল, "আপনার নামটা জানতে পারি কি?"

"তোমার সাহস তো কম নয়। আমি তোমার দাদুর বয়সি লোক, তুমি আমার নাম জানতে চাইছ? আমার নাম কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী। সবাই আমায় 'নায়েব চৌধুরী' বলে। আর কিছু জানতে চাও?"

"না। আপনার সহযোগিতা দূরের কথা, আমাদের মনে হয় আপনার কাছ থেকে সামান্য একটু ভদ্রতা বা সৌজন্যও আশা করা বৃথা।"

নায়েব চৌধুরী রাগতস্বরে অম্বিকাবাবুকে বললেন, "তুমি বাপু দয়া করে অযথা আমাকে এইভাবে ডাকিয়ে এনো না। পুলিশ আসে, জেরা করে, মুখ খুলব। না হলে নাতির বয়সি এইসব ছেলের কাছে জবাবদিহি করতে আমি রাজি নই।"

বাবলু অম্বিকাবাবুকে বলল, "আপনার ভাইয়ের নাসিকের ঠিকানাটা আমাদের একটু দেবেন?"

"ওর ঠিকানা তো আমার জানা নেই বাবা।"

"আচ্ছা। আমরা তা হলে আসি?"

অম্বিকাবাবু বললেন, "আসবে? ঠিক আছে, আমার ভাইয়ের ঠিকানা আমি পরে তোমাদের পাঠিয়ে দেব।"

বাবলু বলল, "কোনও দরকার নেই। এইসব কেসে আপনারা পুলিশের কাছেই যান। সেটাই ঠিক হবে।"

নায়েব চৌধুরি হঠাৎ কী যেন ভেবে বললেন, "দাঁড়াও।" বলে পাশের একটি ঘরের তালা খুলে একটা কাগজে ঠিকানা লিখে বাবলুর হাতে দিয়ে বললেন, "এবার বিদেয় হও। এইসব ঝুট-ঝামেলায় না থেকে মন দিয়ে লেখাপড়া করো, জীবনে উন্নতি করবে।"

বাবলু বলল, "আপনার উপদেশটা মনে রাখবার চেষ্টা করব। তবে সংযুক্তাকে ফিরিয়ে আমরা আনবই। আর চেষ্টা করব মৈনাক চৌধুরীর হাতেও হাতকড়া পরাতে।"

সাপের মতো ফোঁস করে উঠলেন নায়েব চৌধুরী, "কার সম্বন্ধে কী বলছ তুমি জানো? মৈনাক আমার ছেলে।"

"এবং সে একজন মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ, আর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত আনন্দমোহন হলেন অম্বিকাবাবুর বৈমাত্রেয় ভাই। অতএব সন্দেহ কিন্তু একটা থেকেই যায়।"

বিনা মেঘে যেন বজ্রাঘাত হল।

বাবলু, বিলু, ভোম্বল একটিও কথা না বলে বেরিয়ে পড়ল নৃসিংহ নিকেতন থেকে। তারপর সোজা হাইস্কুলের দিকে এগিয়ে চলল।

প্রথমেই একটা দোকানে বসে একটু জলযোগ সেরে নিল ওরা। তারপর কিছুক্ষণ নদীর ধারে ঘুরে সময় কাটাল। পরে কয়েকজন মেয়েকে স্কুলের দিকে যেতে দেখে বাবলু এগিয়ে গিয়ে বলল, "এই যে বোনেরা! একটা ব্যাপারে তোমাদের এই ভাইটিকে একটু সাহায্য করবে তোমরা?"

দুটি মেয়ে আড়চোখে তাকিয়ে ফিক করে হাসল। বলল, "বলো, কী সাহায্য চাও?"

বাবলু বলল, "যদি অন্য কিছু মনে না করো তা হলে...।"

"ভনিতা না করে বলেই ফেলো।"

"এই স্কুলে সংযুক্তা নামে কোনও মেয়ে পড়ত?"

মেয়েদুটি থমকে দাঁড়াল এবার। তারপর একবার বাবলুর আপাদমস্তক দেখে নিজেদের মধ্যে মুখ

চাওয়া-চাওয়ি করে বলল, "একটু দাঁড়াও। কেয়া যদি এসে থাকে ওকে ডেকে দিচ্ছি। সংযুক্তার ব্যাপারে ওই ভাল বলতে পারবে।"

"আমরা তা হলে অপেক্ষা করছি।"

মেয়েদুটি চলে গেল।

একটু পরে শ্যামলা একটি মেয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এসে বলল, "কে আমাকে ডাকছে ভাই?"

বাবলু বলল, "আমরা। সংযুক্তার ব্যাপারে তোমার মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই।"

"তোমরা?"

"আমরা ওর দূর সম্পর্কের ভাই।"

"বিশ্বাস করলাম না। কেন না আমি জানি ওর কোনও ভাই-টাই নেই। তা ছাড়া আমার এখন ক্লাস আরম্ভ হবে। তোমরা বরং বিকলের দিকে, মানে আমার ছুটির পর এসো, তখন কথা বলব।"

বাবলু করুণভাবে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "একদিন যদি স্কুল না করো, কোনও ক্ষতি হবে তোমার?"

"কিন্তু আমি তো চিনি না তোমাদের।"

বাবলু বলল, "চেনবার দরকারও নেই। যদি মনে এতটুকু দ্বিধা থাকে, তা হলে চলো, আমরা বরং তোমার বাড়িতে যাই। সেইখানে তোমার মা-বাবা থাকবেন। তাঁদের সামনেই যা জানবার জেনে নেব।"

কেয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি অত্যন্ত ভাল ছেলে। তোমরা এই তিনজন, না?"

"আপাতত।"

কেয়া এবার বাবলুর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার কী মনে হয় জানো? কোথাও যেন একটু ভুল হয়ে গেছে। সংযুক্তা মরেনি। সবই চক্রান্ত।"

"হঠাৎ তোমার এইরকম মনে হওয়ার কারণ?"

"সব তোমাদের বলব।"

"আমাদেরও তাই মনে হয়। আর সেইজন্যেই আমরা ওকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করছি। তুমি যদি তোমার বান্ধবীকে ভালবেসে থাকো তা হলে ওর সম্বন্ধে যা যা জানো সব বলবে।"

"তোমরা তা হলে দাঁড়াও। আমি চট করে আমার বইগুলো নিয়ে আসি।" বলে ছুটে ক্লাসে ঢুকে ওর বইগুলো নিয়ে এল। তারপর বলল, "আমার বাড়িতে যাওয়ার দরকার নেই। একটু দূরেই কোথাও যাই চলো। কোথায় যাবে?"

"আমরা তো এখানকার কিছুই চিনি না। তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাব।"

ভাগ্যক্রমে একটা খালি ট্যাক্সি তখন এসে পড়েছিল সেখানে। কেয়া বলল, "হাত দেখিয়ে ওটাকে থামাও।"

ট্যাক্সি থামতেই ওরা উঠে বসল ভেতরে।

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবে ভাই?"

কেয়া বলল, "বড়গাছিয়া রেল স্টেশনটা খুব ফাঁকা। সেখানেই চলো।"

ট্যাক্সি ঝড়ের বেগে ছুটে চলল স্টেশনের দিকে।

ওরা যখন ট্যাক্সিতে উঠছিল তখন হঠাৎ বাবলুর চোখে পড়ল রাস্তার ওপারে একটা মুদির দোকানে দাঁড়িয়ে কোনও কিছু কেনবার অছিলায় নায়েব কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী সাপের চোখে তাকিয়ে আছেন ওদের দিকে।

॥ ৪ ॥

বড়গাছিয়া স্টেশনটা একেবারেই ফাঁকা জায়গায়। সারাদিনে ট্রেনও যায় একটি-দুটি। তাই খুব নির্জন। সেই নির্জন স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের ওভারব্রিজের সিঁড়িতে বসে কথা বলছিল ওরা।

বাবলু দেখল, "দ্যাখো কেয়া, তোমাকে সত্যি কথাই বলি। সংযুক্তা আমাদের বোন-টোন কেউ নয়। তবু আমরা ওর এই বিপদে এগিয়ে এসেছি। তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ ওর দু'-একটা চিঠি ওদের বাড়িতে এসেছে।"

"শুনেছি। আর ঠিক তখনই আমার মনে হয়েছে ও বেঁচে আছে এবং এইসব হচ্ছে চক্রান্ত।"

"তুমি কি সেইরকম কোনও আভাস পেয়েছিলে?"

কেয়া ঘাড় নাড়ল। বলল, "আগে, তোমাদের পরিচয়টা দাও। তোমরা কে, কীভাবে এবং কোথা থেকে এখানে এলে, তোমাদের নাম কী? বলো? আমিও বলব।"

বাবলু বলল, "আমাদের পরিচয়? আমার নাম বাবলু। ওর নাম বিলু। আর এই যে বসে আছে, এর নাম..."

কেয়া চোখদুটো বড় বড় করে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, "ভোম্বল। আর পরিচয় দিতে লাগবে না। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে কথা বলছি। সত্যি কত গল্প যে শুনেছি তোমাদের। তা বাচ্চু-বিচ্ছু কই? পঞ্চু কোথায়?"

বাবলু হেসে বলল, "সময়ে সবাই আসবে।"

কেয়া বলল, "যাক। আমিও এবার আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। আমার মন বলছে সংযুক্তাকে আবার ফিরে পাব।"

"আমাদের হাতে সময় খুব অল্প। চটপট ওর সম্বন্ধে যা জানো বলে ফ্যালো। এখনই ফিল্ডে নেমে পড়তে হবে আমাদের। না হলে গতি আবার কোন দিকে ঘুরে যাবে কে জানে?"

কেয়া বলল, "সেদিনের ঘটনা দিয়েই শুরু করি তা হলে?"

"হ্যাঁ। তাই করো।"

কেয়া বলতে লাগল, "পিকনিকটা আমাদের হঠাৎই হয়েছিল। তাই কাছাকাছির মধ্যে আমরা নদীর ধারটাই বেছে নিয়েছিলাম। আমরা খুব দেরিতে শুরু করেছিলাম বলে রান্না হতেই দুপুর গড়িয়ে গেল। এই সময় হঠাৎ কেমন যেন একটু ভাবান্তর লক্ষ করলাম সংযুক্তার মুখে। আমার মনে হল ও যে-কোনও কারণেই হোক, খুব ভয় পেয়েছে। ওকে যত জিজ্ঞেস করলাম, 'তোর কী হয়েছে?' ও কিছুই বলল না। একসময় বলল, 'তোরা থাক। আমি চট করে একবার বাড়ি থেকে আসছি। বাবাকে আমার ভীষণ দরকার।' সেই যে গেল ও, আর ফিরল না। দেরি দেখে আমরা ওর বাড়িতে গেলাম। ওর বাবা-মা তো শুনেই অবাক। বললেন, 'কই! আসেনি তো মেয়েটা।' তারপরই শুরু হল খোঁজাখুঁজি। সবাই মিলে চারদিক তোলপাড় করে ফেললাম। ওর বাবা থানা-পুলিশ করলেন। কিন্তু কেউ কোনও হদিসই পেল না ওর।"

"আচ্ছা, ও কখনও কোথাও পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবত?"

"না। কেনই বা পালাবে? কোন দুঃখে পালাবে? আমি ওর সব জানি। ও আমার কাছে কোনও কিচ্ছু লুকোত না। তবে একটা কথা ও প্রায়ই বলত, 'দ্যাখ কেয়া, আমার কিন্তু খুব ভয় করে। সল্ট লেকের বাড়ি ছেড়ে বাপি কেন যে এই গ্রামে এসে পড়ে আছেন তা বুঝি না। সম্পত্তি আর টাকা ছাড়া বাপি কিচ্ছু বোঝেন না। আমার কেবলই মনে হয় কেউ একদিন আমাকে চুরি করে নিয়ে যাবে।"

"কেন, এরকম মনে হত কেন?"

"তা জানি না। তবে ওকে জিজ্ঞেস করলে ও বলত, 'দেখিস, আমার কথা মিথ্যে হবে না।' আসলে ওদের পারিবারিক ঝামেলাটা তো খুব। প্রচুর সম্পত্তি ওদের। ওর ঠাকুরদার দুটো বিয়ে। প্রথম পক্ষের ছেলে সংযুক্তার বাবা। দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে ডা. আনন্দমোহন। উনি বরাবরই দেশের বাইরে থাকতেন। এখন নাসিকে আছেন। সংযুক্তার বাবা ব্যবসা করতেন কলকাতায়। কীসের ব্যবসা তা অবশ্য জানি না। তবে যে-কোনও কারণেই হোক, সব ছেড়েছুড়ে উনি দেশে চলে আসেন। ইতিমধ্যে ওদের বাড়িতে যে নায়েবকাকা থাকতেন, তিনি ওদের সম্পত্তি দেখাশোনা করতে গিয়ে প্রচুর টাকা আত্মসাৎ করেছেন। তাই সেইসব ধরা পড়ে যাওয়ায় সংযুক্তার বাবা নায়েবকাকাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন বাড়ি থেকে। উনি কাছাকাছি ওঁর পৈত্রিক বাড়িতে উঠে যান। ওঁরও কিছু জমিজমা আছে। তা ছাড়া নায়েবকাকার ছেলেও আছে একটি।"

"জানি। তার নাম মৈনাক চৌধুরী। মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ।"

"হবে হয়তো।"

"আচ্ছা, এই প্রসঙ্গে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। সংযুক্তার ডেড বডি তুমি দেখেছিলে?"

"না। তার কারণ, ও নিখোঁজ হওয়ার দিন থেকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের নামে এমন বাড়াবাড়ি করেছিল যে, আমরা অনেক মেয়েই তখন গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছিলাম। তবে শুনেছিলাম অত কাণ্ডের পর ওই নায়েবকাকাই তখন নাকি ওদের ওই বিপদে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।"

বাবলু হাসল। হেসে বলল, "কাল বিকেলে সংযুক্তার ঘর থেকে এমন একটা চিঠি পেয়েছি, যাতে করে আমার কিন্তু সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।"

কেয়া বলল, "কী চিঠি?"

বাবলু সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "ওর কাকা ডাক্তার আনন্দমোহনের ব্যাপারে তুমি কিছু জানো?"

"সংযুক্তা আমাকে সব বলেছে। ওর কাকাকে কলকাতার হস্টেলে রেখে ডাক্তারি পড়াতে এবং বিলেত পাঠাতে প্রচুর অর্থব্যয় হয়েছিল ওদের। অথচ উনি বাইরে গিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে এক পয়সাও নাকি পাঠাননি কখনও। এমনকী সেখানে গিয়ে মেম বিয়ে করে আর এ-দেশে ফিরবেন না এমন মনোভাবও জানান। পরে অবশ্য মতের পরিবর্তন করে দেশেই ফিরে আসেন তিনি। তবে গ্রামে নয়, সুদূর বোম্বাইয়ে। সেখান থেকে নাসিকে। সংযুক্তার ঠাকুরদা তখন যে-কোনও কারণেই হোক, দুই ছেলের ওপর বিরক্ত হয়ে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি নাতনির নামেই উইল করে দেন। তারপরই মারা যান তিনি। ঠাকুরদা বরাবরই বলে এসেছিলেন নায়েবকাকাকে তাঁর সম্পত্তির কিছু অংশ দেবেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মত পরিবর্তন করায় তাঁর যত রাগ গিয়ে পড়ে অম্বিকাবাবুর ওপর। তাই তাঁকে জব্দ করবার জন্যেই কৌশলে ঠাকুরদাকে বেশি পরিমাণ ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অপসারণ করেন।"

"তাই নাকি? সে-সময় নায়েবকাকা এ-বাড়িতে আসা-যাওয়া করতেন?"

"ঠাকুরদা মারা যাওয়ার দিন পর্যন্ত ও-বাড়ির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলেন তিনি। তবে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করলেও ঠাকুরদা তাঁর উইলে ভজহরিদা ও নায়েবকাকার আজীবন থাকবার জন্যে দুটি ঘর দিয়ে যান। নায়েবকাকা অবশ্য সে-ঘরে থাকেন না। ঘরটি তালা দেওয়া আছে।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, এই ভজহরিদা লোকটি কেমন?"

"খুব ভাল লোক। ওর মতো সৎ লোক হয় না। ঠাকুরদার মৃত্যুর দায়টা ভজহরিদাই তো নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিলেন। স্বীকার করে বললেন, তাঁরই ভুলে এটা নাকি হয়েছিল। না হলে জেল হয়ে যেত অম্বিকাবাবুর।"

বাবলু, বিলু, ভোম্বল, তিনজনই এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিল কেয়ার কথা। সব শুনে বাবলু বলল, "তুমি যে আমাদের বিশ্বাস করে এত কথা বললে, এর জন্যে সত্যি কৃতজ্ঞ আমরা। এতক্ষণে তোমার বান্ধবীকে উদ্ধারের পথ সুগম হল।"

"সে কি বেঁচে আছে?"

"আছে। এই দ্যাখো তার প্রমাণ।" বলে একটা ভাঁজ করা চিঠি পকেট থেকে বের করে বাবলু বলল, "এই চিঠিটাই কাল আমি সংযুক্তার ঘর থেকে পেয়েছি।"

ওরা সবাই মিলে ঝুঁকে পড়ে সেই চিঠির মর্মোদ্ধার করতে লাগল। চিঠিটা এইরকম :

> 'যেভাবেই হোক, মেয়েটাকে আমার চাই। আর এই ব্যাপারে আমার হয়ে কাজ করবে মৈনাক চৌধুরী। তারপর অম্বিকা সেন বুঝবেন কত ধানে কত চাল। শুধুমাত্র ওরই বিশ্বাসঘাতকতায় জীবনের কয়েকটা বছর আমার জেলের অন্ধকারে কেটে গেছে। তাই, বদলা আমাকে নিতেই হবে। এমন আঘাত দেব ওকে, যাতে করে ও পাগল হয়ে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরবে। বেঁচেও মরে থাকবে সারাজীবন। আমার সঙ্গে হাত মেলাও চৌধুরী। হিসেবের ঘরে ভুল হবে না। ভুলু মণ্ডলকেও কাজে লাগাও। ওর বৈমাত্রেয় ভাই ডাক্তার আনন্দমোহনকেও এই ব্যাপারে দলে নাও। তাড়াতাড়ি করো।'

চিঠিটা যে কাকে লেখা হয়েছে তারও যেমন উল্লেখ নেই, যে লিখেছে তারও নাম নেই।

বাবলু বলল, "মাথামুণ্ডু কিছু বুঝলি?"

বিলু বলল, "বুঝলাম। মেয়েটা বেঁচে আছে এবং সে বন্দিনী। ওই নেপথ্য নায়কই তাকে সরিয়েছে।"

কেয়া বলল, "কিন্তু সংযুক্তা এই চিঠি পেল কী করে?"

বাবলু বলল, "চিঠিতে নামোল্লেখ না থাকলেও বোঝা যায় এটা নায়েব চৌধুরীকে লেখা। সংযুক্তা কী করে চিঠিটা পেল সেটা একমাত্র সেই বলতে পারে। ও-ব্যাপারে আমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে। কিন্তু এই ভুলু মণ্ডলটি কে?"

"ভুলু মণ্ডল হল দাগি চোর একটা। একবার এইখানকার গ্রামীণ ব্যাঙ্কে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে প্রচণ্ড মার খায়। জেলও হয় দু'-চার বছর। সেই থেকে সে বাইরে-বাইরেই থাকে। কিন্তু সংযুক্তার ওই দুর্ঘটনার দিন তাকে আমি আবার এই গ্রামে দেখেছি। আমার মনে হয় সংযুক্তাও দেখেছে ওকে। আর সেইজন্যেই...।"

"সেইজন্যেই কী?"

"ওর বাবার সঙ্গে ভুলু মণ্ডলের দারুণ শত্রুতা ছিল। তাই বোধ হয় ভয় পেয়ে ওর বাবাকে দিতে গিয়েছিল খবরটা।"

কারও মুখে কোনও কথা নেই আর। এইভাবে নিঃশব্দে কিছুটা সময় যে কীভাবে কেটে গেল তা কারও খেয়াল নেই।

একসময় নীরবতা ভেঙে ভোম্বলই বলল, "আচ্ছা বাবলু, মৈনাক চৌধুরী যে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ বা নায়েব চৌধুরীর ছেলে, এ-কথা তুই জানতে পারলি কী করে?"

"সংযুক্তার ঘরে দেখলাম কিছু ওষুধের স্যাম্পেল ইত্যাদি আছে। বইয়ের ভাঁজে মৈনাক চৌধুরীর নাম লেখা কার্ডও আছে কয়েকটা। তবে ওগুলোর ব্যাপারে আমি কিন্তু খুব একটা মনোযোগ দিইনি। কিন্তু ওই চিঠিটা পাওয়ার পরই মৈনাক চৌধুরী আমার মনে গেঁথে যায়। তার ওপর ওর নাম করতেই হঠাৎ দেখি জ্বলে ওঠেন নায়েব চৌধুরী। আর উনিই তো বলেন মৈনাক তাঁরই ছেলে।"

"সংযুক্তার কোনও ডায়েরি পাসনি?"

"না। সেটারই খোঁজ করছিলাম। মনে হয় ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল না। তা ছাড়া স্কুলে-পড়া মেয়ে। এমন কিছু বয়সও তো নয়। তবে ওর খাতার পাতার দু'-একটা ছন্দপতন কবিতা দেখলাম।"

বিলু বলল, "হ্যাঁ। কাজের কথাই হোক। সংযুক্তা যে নায়েব-চক্রেই আছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। ডা. আনন্দমোহনের সঙ্গে নায়েবের যোগাযোগ না থাকলে তিনি কখনওই আমাদের ঠিকানা দিতে পারতেন না। মৈনাক চৌধুরী মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। তাই আনন্দমোহনের সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকা স্বাভাবিক এবং সেই সূত্রে তাকে হয়তো বারবার ওইদিকে যেতেও হয়। আমরা যদি ধরে নিই সংযুক্তার লেখা চিঠি মৈনাক চৌধুরী মারফত পোস্ট করা হয়েছে, তা হলে কিন্তু খুব একটা ভুল করব না। কারণ ওর দুটো চিঠিতেই ওই একই লাইনের, মানে নাগপুর ও মানমাদের পোস্ট অফিসের ছাপ আছে। একটিতে আছে কলকাতার। তা যাক, এখন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কাল রাতের ওই আগন্তুকটি কে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, নায়েব চৌধুরীকে চিঠি লেখার কে ওই নামহীন নেপথ্য নায়ক? তা ছাড়া ভুলু মণ্ডলকে সর্বাগ্রে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। আর খতিয়ে দেখতে হবে কাল নিশিরাতের ওই আগন্তুকের লেখা চিঠির সঙ্গে নায়েব চৌধুরীর হাতের লেখার বা সংযুক্তার ঘরে পাওয়া চিঠির সঙ্গে এই লেখার কোনও মিল আছে কি না। তারপরে দেখাব কত গমে কত আটা।"

কেয়া অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল ওদের মুখের দিকে। একসময় বলল, "অনেক বেলা হয়ে গেল। তোমাদের তো খাওয়াদাওয়া কিছু হল না।"

বাবলু বলল, "আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই।"

ভোম্বল বলল, "তোর নেই। কিন্তু আমার আছে। বিলুর আছে। কেয়াটা কখন দুটো খেয়ে বেরিয়েছে, ওর আছে।"

কেয়া বলল, "না-না। আমার জন্যে চিন্তা কোরো না। আমি তো ভাত খেয়েই বেরিয়েছি। তোমরা খাও। কিন্তু কী খাবে বলো তো? এখানে তেমন হোটেলপত্তরও কিছু নেই। তবে মিষ্টির দোকান আছে। দই-মিষ্টি খেতে পারো। আর যদি একটু কষ্ট করে আমাদের বাড়ি যাও, তা হলে যা হোক দুটো ডাল-ভাতের ব্যবস্থা হতে পারে।"

বাবলু বলল, "তোমাদের বাড়ি যেতে পারলে খুবই ভাল হত। তবে এখন যাওয়া যাবে না। আমরা যাব রাত্রে। আজ রাত্রে আমরা দেখব নৃসিংহ নিকেতনের প্রতিক্রিয়া কী! সেই ভয়ংকরের আবির্ভাব আজও সে-বাড়িতে হয় কিনা। তুমি শুধু নায়েব চৌধুরী ও ভুলু মণ্ডলের বাড়িটা আমাদের চিনিয়ে দেবে। খুব সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে কাজটা। ওদের মোচড় দিলেই সংযুক্তার খবর পেয়ে যাব। নেপথ্য নায়কও আর আত্মগোপন করে থাকতে পারবেন না।"

কেয়া বলল, "রাত্রে কখন যাবে তোমরা?"

"বেশি রাতে যাওয়ার অসুবিধে আছে। আমরা সন্ধের পরই যাব। অন্ধকারে কেউ চিনবেও না, পথে যাতায়াত করলে সন্দেহও করবে না। তোমার বাড়ি তো আমরা চিনি না, তুমি কোথায় দেখা করবে আমাদের সঙ্গে?"

ভোম্বল বলল, "আমরা যখন যাচ্ছিই ওদের বাড়িতে তখন ওর আর দেখা করতে আসবার দরকার কী? সন্ধে পর্যন্ত ও থেকেই যাক আমাদের সঙ্গে।"

কেয়া বলল, "থাকতে পারলে ভালই হত। কিন্তু স্কুলের ছুটি হওয়ার আগেই আমাকে বাড়ি পৌঁছতে হবে। না হলে যদি জানাজানি হয় যে, আমি সকালবেলা তোমাদের সঙ্গে চলে গেছি অথচ সন্ধে পর্যন্ত ঘরে ফিরলুম না, তা হলে কিন্তু কেলেংকারির শেষ থাকবে না। সংযুক্তার ওই ব্যাপারের পর আমার অন্তর্ধান ভাবিয়ে তুলবে সকলকে।"

বাবলু বলল, "না-না। কোনও দরকার নেই। তা ছাড়া ওদের বাড়িতেও ওঠা যাবে না।"

কেয়া বলল, "কেন! ওঠা যাবে না কেন?"

"আমাদের কোন পরিচয়টা দেবে তুমি তোমার বাড়ির লোকদের? সত্য পরিচয় দিলে তোমার বাড়ির লোকেরা কোনওমতেই আমাদের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে দেবেন না তোমাকে।"

"আমার বাড়ি-ম্যানেজের ব্যাপারটা আমার ওপরই ছেড়ে দাও। তোমরা কখন আসছ তাই বলো।"

"ঠিক সন্ধের সময় যাব।"

"তোমরা তা হলে ওই সময়ে সিংহবাহিনীতলায় অপেক্ষা কোরো আমার জন্যে।"

বাবলু বলল, "এই কথা রইল তা হলে?"

"হ্যাঁ।" বলে উঠে দাঁড়াল কেয়া। তারপর হাসিমুখে বলল, "আমি এবার আসি?"

বাবলু বলল, "এরই মধ্যে আসবে কী? তোমার তো টিফিনের টাইম হয়ে গেছে। চলো, কোথাও বসে একটু খাওয়াদাওয়া করা যাক।"

"তোমরা খাও। আবার আমি কেন?"

"তাই কি হয়? আচ্ছা, তোমাদের এখান থেকে বাড়িতে একটা ফোন করা যাবে?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ। বাজারে গেলেই যে-কোনও বড় দোকান থেকে ফোন করতে পারবে।"

ওরা পায়ে পায়ে বাজারের কাছে এল। তারপর একটা ওষুধের দোকান থেকে ফোন করল বাবলু। ভাগ্য ভাল লাইন পেতে অসুবিধে হল না। বাচ্চুই ধরল ফোনটা, "হ্যালো, কে বলছেন?"

"কে, বাচ্চু নাকি?"

"ও, বাবলুদা! কী খবর?"

"তোর মাসি এসেছেন?"

"হ্যাঁ, এখনও আছেন। তোমরা কখন আসছ?"

"শোন, আমরা যেতে পারছি না। তুই বিচ্ছু আর পঞ্চুকে নিয়ে এখনই বড়গাছিয়ায় চলে আয়। লেভেল ক্রসিংয়ে নামবি। আর যত টাকাই লাগুক একটা ট্যাক্সি করে নিবি। আমাদের বাড়ি গিয়ে আমার ড্রয়ার থেকে সেই জিনিসটা—বুঝতে পারলি তো? নিয়ে নিবি। সাবধানে আনবি কিন্তু। বাড়িতে বলে আসবি, আজ কেউ ফিরব না।"

ফোন রেখে ওরা বড়সড় একটা দোকানে ঢুকে খাওয়াদাওয়া সেরে নিল। তারপর কেয়াকে বিদায় দিয়ে ওরা আবার গিয়ে বসে রইল স্টেশনের ওভারব্রিজে। আর সেখানে নিরিবিলিতে বসে নৈশ অভিযান কীভাবে হবে মোটামুটি তার একটা ছক করে নিল। তারপর মিলিয়ে দেখতে লাগল সেইসব চিঠিপত্তরের লেখাগুলো। আশ্চর্য ব্যাপার! কোনওটার সঙ্গেই কোনওটার হাতের লেখার মিল নেই। তবে সংযুক্তার ঘরে যে-চিঠিটা পাওয়া গিয়েছিল অর্থাৎ সেই নেপথ্য নায়কের চিঠি, তার পেছন দিকে ইংরেজি ব্লক লেটারে ছোট্ট করে লেখা ছিল এস জেড। এই লেখার অর্থ কী, তা ওদের বোধগম্য হল না। নায়েব চৌধুরী নাসিকের যে-ঠিকানা দিয়েছিলেন তার সঙ্গে আবার নিশিরাতের আগন্তুকের সেই চিঠির হস্তাক্ষর একেবারেই মেলে না। ফলে ওরা যে-তিমিরে সেই তিমিরেই রইল।

॥ ৫ ॥

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক বাদে বাচ্চু-বিচ্ছু চলে এল পঞ্চুকে নিয়ে। বাজারের বড় রাস্তায় বাবলুরা অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য। ওরা আসতেই ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে নামিয়ে নিল ওদের। পঞ্চুর তো আনন্দের শেষ নেই। সবাইকে পেয়ে লেজ নেড়ে কুঁই-কুঁই করে কী যে করবে কিছু ভেবে পেল না।

বাবলু পঞ্চুর পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করল। তারপর বাচ্চু, বিচ্ছু ও পঞ্চুকে একটা দোকানে বসিয়ে কচুরি, মিষ্টি ইত্যাদি খাইয়ে দিল। সন্ধে হতে এখনও অনেক দেরি। তাই ওরা ঘুরেফিরে অপেক্ষা করতে লাগল সন্ধে হওয়া পর্যন্ত। বড়গাছিয়া জমজমাট জায়গা। রোজই বিকেলের দিকে হাট-বাজার জমে ওঠে এখানে। তাই ঘুরে বেড়াতে মন্দ লাগল না।

ঠিক সন্ধের মুখে ওরা রওনা দিল জগৎবল্লভপুরের দিকে। হেঁটেই চলল ওরা। অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে একসময় পৌঁছেও গেল। সিংহবাহিনীতলা এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ স্থান। দু'-একজনকে জিজ্ঞেস করতেই দেখিয়ে দিল তারা। সেই পুরনো শিবমন্দির ওরা দেখতে পেল। যার গায়ে অপূর্ব টেরাকোটার কাজ। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পরও যখন কেয়া এল না, তখন খুবই বিমর্ষ হল ওরা। এমন তো হওয়ার কথা নয়।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার বল তো?"

বাবলু বলল, "জানি না। কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "হয়তো ব্যাপারটা কোনওরকমে জানাজানি হয়ে যাওয়ায় ওর বাড়ির লোকেরা ওকে আটকে দিয়েছে।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু জানবে কী করে?"

বিলু বলল, "হয়তো কেয়া নিজেই বলেছে। নয়তো স্কুলের মেয়েরা বলে দিয়েছে বাড়িতে।"

বাবলু বলল, "আমি কিন্তু অন্য ভয় করছি।"

"কীরকম!"

"কেয়াকে বড়গাছিয়া থেকে একা ছেড়ে দেওয়া আমাদের ঠিক হয়নি।"

"তখন দুপুরবেলা। তখন কীসের ভয়?"

"তোদের বলা হয়নি, আমরা যখন স্কুল থেকে কেয়াকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলাম তখন কিন্তু দূর থেকে নায়েব চৌধুরী আমাদের লক্ষ করছিলেন।"

বিলু-ভোম্বল দু'জনেই একসঙ্গে বলে উঠল, "সর্বনাশ!"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "তা হলে উপায়?"

"আপাতত আমরা নৃসিংহ নিকেতনেই গিয়ে উঠব। সেখানে গিয়ে আজকের রাতের অভিজ্ঞতাটা সঞ্চয় করি। আর ভজহরিদাকেও একটু কাজে লাগাই।"

"ওকে কীভাবে কাজে লাগাবে?"

"ভুলু মণ্ডল আর নায়েব চৌধুরীর বাড়ি নিশ্চয়ই চিনবে ও?"

ওরা যখন নিজেদের মধ্যে এইসব আলোচনা করছে, তেমন সময় দেখল কয়েকজন লোক কথা বলতে বলতে বড় রাস্তার দিকে যাচ্ছে। একজন বলছে, "পুলিশে খবর দিয়ে কী হবে শুনি? পুলিশ কী করবে?"

আর-একজন বলছে, "পুলিশ কিছু করুক না করুক, এটা আমাদের সামাজিক কর্তব্য। আমাদের কাজ আমরা করি। মেয়েটা স্কুল থেকে যেমন চলে গিয়েছিল তেমনই রামের মা তো ওকে বাস থেকে নামতেও দেখেছে? এরই মধ্যে মেয়েটা গেল কোথায়?"

লোকগুলো চলে গেলে বাবলুরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। তারপর চোখে-চোখে ইশারা করে সন্তর্পণে এগিয়ে চলল নৃসিংহ নিকেতনের দিকে। যা অন্ধকার তাতে পথ চিনে যাওয়াই মুশকিল। তবু বাবলুর কাছে টর্চ ছিল। তাই জ্বেলে পথ দেখে কোনওরকমে এসে হাজির হল বাড়ির সামনে। বাড়িটা তখন প্রেতপুরীর মতন থমথম করছে।

অম্বিকাবাবু বাড়িতেই ছিলেন। ওদের দেখেই চমকে উঠলেন, "এ কী! তোমরা?"

"আমরা আবার ফিরে এলাম। আজকের রাতটুকু এখানে থাকব।"

উঠোনে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। অম্বিকাবাবু আশপাশ একবার ভাল করে তাকিয়ে বললেন, "না-না। তোমরা থেকো না। তোমরা চলে যাও। এখানে থাকলে তোমাদেরও বিপদ হবে। আজ দুপুর থেকে এই গ্রামের আর-একটি মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"জানি, ওর নাম কেয়া।"

"তোমরা কী করে জানলে?"

"আমরাই তো ওকে স্কুল থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলাম।"

"তোমরা!" অম্বিকাবাবু অবাক চোখে ওদের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "এই একটু আগেই সে এসেছিল।"

"কে?"

"গতরাতের আতঙ্ক।" কথাটা বলতে গিয়েও গলা যেন কাঠ হয়ে গেল ভয়ে। বললেন, "সেই উল্কা-মুখ দেখেছি। উঃ কী ভয়ংকর। মানুষের মুখ কখনও অমন হতে পারে না। আমার বাবা পর-পর তিনদিন দেখেছিলেন ওই মুখ। আমি একদিন দেখলাম। হয়তো আর দু'দিন দেখলেই আমারও শেষ।"

"তাই যদি হয়, তা হলে কেন আপনি চলে যাচ্ছেন না আপনার সল্টলেকের বাড়িতে?"

"হ্যাঁ যাব। ওদের হাত থেকে সেখানেও বাঁচব কি না জানি না। তবু যাব।"

"আপনি কাদের কথা বলছেন?"

অম্বিকাবাবু চুপ করে রইলেন।

বাবলু বলল, "শুনুন, আপনি কিন্তু খুব ভুল করছেন। অনেক কথা চেপে গেছেন আপনি আমাদের। আপনার মেয়ের খাতার ভেতর থেকে এমন একটা চিঠি আমি পেয়েছি, যার সূত্র খুঁজলে বোঝা যায় আপনি নিজেও খুব একটা সাধুপুরুষ নন। কোনও ভয়ংকর ব্যক্তিকে আপনি এমনভাবে ঘাঁটিয়েছেন যে, তাই সে আপনার পেছনে শনির মতো ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে। আপনার বাবার মৃত্যুটাও অস্বাভাবিক। আপনি জমিদার লোক। আপনার টাকা আছে। প্রতিপত্তি আছে। আপনি অসৎ লোক হয়েও ক্রিমিনাল হিসেবে চিহ্নিত নন। তাই অনেক ব্যাপারেই আপনি আইনের খুঁটিনাটি দিকগুলো থেকে পার পেয়ে যাচ্ছেন। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন আপনার সম্মান রক্ষা করবার জন্য এইসব ব্যাপার স্বাভাবিক বলে মনে করছে এবং কিছু বলছে না। না হলে আপনার মেয়ের ব্যাপারটাই একটু মনে করে দেখুন না, সেই সময় আপনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেও উইদাউট পোস্ট মর্টেমে ওই লাশ কখনও জ্বালানো যায়?"

অম্বিকাবাবু মাথা হেঁট করলেন।

বাবলু বলল, "শয়তানের সহযোগিতা এবং আপনার বনেদিয়ানা আপনাকে পুলিশের ঝামেলা থেকে বাঁচিয়েছে। যাই হোক, সেই ভয়ংকর ব্যক্তিটি কে হতে পারে সে-কথা আপনার চেয়ে ভাল করে আর কেউ বলতে পারবে না। আমরা আপনার মুখেই শুনতে চাই তার কথা।"

"বলব, বলব, সব বলব আমি।" বলেই কী যেন দেখে শিউরে উঠলেন। বললেন, "ওই! ওই দ্যাখো, আবার এসেছে সে।"

"কে! কে এসেছে!" বাবলুরা ঘুরে তাকিয়ে যেই না দেখতে যাবে অমনই একটা চাপা আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন অম্বিকাবাবু।

সঙ্গে-সঙ্গে স্ত্রী ছুটে এলেন।

বাবলু দেখল একটা ছোরা আমূল বিদ্ধ হয়েছে অম্বিকাবাবুর পাঁজরের কাছে। আর দেখল সেই ভয়ংকর মুখ বাড়ির ভেতরে প্রবেশ-পথের দরজার আড়াল থেকে চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। পঞ্চু তখন ব্যাঘ্রবিক্রমে ধাওয়া করেছে ভয়ংকরকে। এখন প্রশ্ন হল, অম্বিকাবাবুর আততায়ী তা হলে কে? ভয়ংকর মূর্তি ছিল সামনের দিকে। আঘাত এসেছে পেছন থেকে। রহস্যের পর রহস্য!

বাবলুরাও আর দাঁড়িয়ে না থেকে পঞ্চুকে অনুসরণ করল। একজন লোককে ভীষণভাবে তাড়া করেছে পঞ্চু। লোকটা ধান জমির ওপর দিয়ে ছুটছে। পঞ্চুও ছুটছে। ছুটতে-ছুটতে পঞ্চু ওর দু'পায়ের হাঁটুর খাঁজে লাফিয়ে পড়তেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লোকটা। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই ওকে গোল করে ঘিরে ধরল। আর পঞ্চু বেশ শক্ত করে কামড়ে ধরল ওর টেংরিটা। যাতে কোনওরকমেই পালাতে না পারে। লোকটা ওই অবস্থাতেও আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল নিজেকে বাঁচাবার।

বাবলু লোকটার ওপর টর্চের আলো ফেলতেই দেখল বেশ স্বাস্থ্যবান এবং বলবান একজন লোক। মুখে মুখোশ আঁটা। তাই এত ভয়ংকর। বাবলু বলল, "কে তুমি?"

লোকটির মুখ দিয়ে একটি ভয়ার্ত স্বর বেরিয়ে এল।

বাবলু তার দিকে পিস্তল তাগ করে বলল, "বলো, তুমি কে?"

লোকটি গোঁ গোঁ করতে লাগল।

বাবলু আবার বলল, "মুখোশ খোলো। খোলো মুখোশ। খোলো বলছি।"

লোকটি বলল, "না-আ-আ—।"

"বিলু!"

শুধু আদেশের অপেক্ষা! বিলু-ভোম্বল দু'জনেই টেনে লোকটার মুখোশ খুলে দিতেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠল ওরা। বাবলু অবাক বিস্ময়ে বলল, "এ কী! ভজহরিদা?"

ভজহরি বলল, "হ্যাঁ আমি। আমাকে তোমরা ক্ষমা করো ভাই। পুলিশে দাও। আমি তোমাদের সব বলব।"

বাবলুর নির্দেশে পঞ্চু ওর পা ছেড়ে দিল।

বাবলু চুলের মুঠি ধরে তুলে দাঁড় করাল ভজহরিকে। বলল, "যার নুন খাচ্ছ, যার আশ্রয়ে আছ, তার সঙ্গে বেইমানি করতে বিবেকে বাধল না?"

ভজহরির চোখে জল। বলল, "এ খুবই অন্যায়। কিন্তু তোমরা যদি আমার কথা শোনো...।"

"তোমার কোনও কথাই শুনব না আমরা।"

আবার একটা আর্তনাদ। ভজহরি লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ওর বুকের মাঝখানে একটা ধারালো ছোরা এসে গেঁথেছে। হয়তো বিষ মাখানো ছিল। তাই ক্রমশ যেন কীরকম হতে হতে মুখটা বিকৃত করে মাটিতে লুটিয়ে

পড়ল সে। অন্ধকারের বুক চিরে তিরের মতো ছুটে গেল পঞ্চু। কিন্তু অনেক পরে যখন সে ফিরে এল তখন বোঝা গেল পঞ্চু ব্যর্থ হয়েছে।

ভোম্বল বলল, "এ যে দেখছি সরষের ভেতরেই ভূত।"

বাবলু বলল, "চল, বাড়ির দিকে যাই। এতক্ষণে অম্বিকাবাবুরও নিশ্চয়ই এই দশা হয়েছে। ওঁর ছুরিতেও নিশ্চয়ই বিষের বদলে মধু মাখানো ছিল না।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "ভজহরিদা কি এইখানেই পড়ে থাকবে?"

বাবলু বলল, "ভজহরি কোথায়? ওটা তো ওর লাশ। পড়ে থাকুক। পুলিশ এসে তুলবে।"

ওরা সকলে আবার যখন নৃসিংহ নিকেতনে ফিরে এল, তখন বাড়ির উঠোনময় লোক। অম্বিকাবাবুর স্ত্রীর ফিটের ব্যামো। প্রতিবেশিনীরা তাঁর মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করছেন। অম্বিকাবাবু উপুড় হয়ে পড়ে আছেন মাটিতে। দেহটা কেমন যেন বেঁকে গেছে। মনে হচ্ছে যন্ত্রণা ও তীব্র বিষক্রিয়ার হাত থেকে বাঁচবার জন্য এই মাটিটাকেই বুঝি আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর মরদেহের পাশে এসে আকাশের দিকে চেয়ে স্থির দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন যিনি, তিনি হলেন নায়েব কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী।

দেখামাত্রই জ্বলে উঠল বাবলু। ওর দু'চোখেই তখন ক্রোধের আগুন।

নায়েব চৌধুরী বাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী হে ছোকরা! কিছু বুঝলে?"

বাবলু বলল, "বুঝলাম। শঠতা অতি বিষম বস্তু। তা মেয়েটাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন নায়েবকাকা?"

নায়েব চৌধুরী তাঁর পাঞ্জাবির পকেট হাতড়ে বললেন, "এইখানেই তো রেখেছিলাম। এখন তো নেই দেখছি। বোধ হয় পড়ে গেছে কোথাও।"

"অভিনয় রাখুন। যদি ভাল চান তো মেয়েটাকে ওর মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিন।"

নায়েব স্থানীয় কয়েকজনকে ডেকে বললেন, "শোনো, তোমাদের ভেতর থেকে কেউ গিয়ে বরং থানায় একটা খবর দিয়ে এসো। যত ঝক্কি তো এবার আমাকেই পোয়াতে হবে। বউমাকে ভেতরে নিয়ে যাও। আর ডেডবডি পাহারা দাও কেউ।"

বাবলু বলল, "ডেডবডি তো এখানে একটি নয়, দুটি।"

নায়েব চৌধুরী অবাক বিস্ময়ে বাবলুর দিকে তাকালেন, "দুটি!"

"এমন ভান করছেন যেন কিছুই জানেন না?"

"দুটি কোত্থেকে আসবে?"

"ভজহরিদার লাশও যে বাইরে আলধারে পড়ে আছে।"

চমকে উঠলেন নায়েব চৌধুরী, "ভজহরির লাশ! কী হয়েছে ভজহরির?" বলেই দ্রুত চললেন ভজহরিকে দেখতে। যেন কথাটা তিনি বিশ্বাসই করতে পারলেন না। বাবলুরাও চলল সঙ্গে। চোখে চোখে রাখতে হবে লোকটাকে। যেন কোনওরকমেই পালাতে না পারে।

ভজহরির মরদেহের সামনে এসে নায়েব চৌধুরী অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এবার কার পালা?"

বাবলু বলল, "আর যারই হোক, আপনার অন্তত নয়। আপনি তো এখন রাজার সিংহাসনে বসবেন এই প্রাসাদে।"

নায়েব চৌধুরী বললেন, "আমাকে দেখলে কংস কিংবা যমের অবতার বলে মনে হয়, তাই না?" তারপর হেসে বললেন, "না হে না। তোমরা যা ভাবছ তা নয়। তবে তোমাদের মনের অন্ধকারটা এবার দূর করে দেওয়াই ভাল। এসো আমার সঙ্গে।"

নায়েব চৌধুরীর কণ্ঠস্বরে এখন আর সকালবেলার সেই উত্তাপটা নেই। বাবলুরা তাই সাহস করেই ওঁর পিছু নিল। বেশিদূর যেতে হল না। একটি বহু পুরাতন ইট বের-করা জীর্ণ বাড়ির সামনে এসে বললেন, "এই আমার মার্বেল প্যালেস। অম্বিকা সেনেদের প্রচুর টাকা-পয়সা চুরি করেছি তো, তাই সামান্য একটু পলেস্তরাও লাগাতে পারিনি।"

বাবলুরা কোনও কথা না বলে বাড়ির ভেতর ঢুকল।

নায়েব চৌধুরী ডাকলেন, "গণেশ!"

হৃষ্টপুষ্ট, বেঁটে, কালো একটি ছেলে এসে দাঁড়াল সেখানে।

"মা ঠাকরুনকে বলো, এই ছেলে-মেয়েগুলো আজ রাতে এখানে খাবে। থাকবেও এখানে।"

বাবলু বলল, "না-না। কোনও দরকার নেই।"

"দরকার আছে কি নেই সেটা আমি বুঝব।"

বাবলুরা দেখল বাড়ির বাইরেটা হতশ্রী হলেও ভেতরটা মন্দের ভাল।

ঘরের দেওয়ালের একাংশ জুড়ে শোভা পাচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের একটি বহু পুরাতন তৈলচিত্র।

নায়েব চৌধুরী বললেন, "আমরা কথাবার্তা শুনে নিশ্চয়ই তোমরা খুব রেগে আছ আমার ওপর?"

বাবলু বলল, "স্বাভাবিক।"

"এই মেয়ে দুটি কে?"

"আমাদের বোনের মতো। বাচ্চু-বিচ্ছু ওদের নাম।"

"বাঃ বেশ-বেশ। আসলে ব্যাপারটা কী জানো? মানুষটাই আমি একটু রুক্ষ প্রকৃতির। তা ছাড়া নায়েবি চাল চালতে গিয়ে সব সময় কড়া মেজাজে থাকার ফলে মেজাজটাও একটু খিটখিটে হয়ে গেছে। অপ্রিয়ভাষীও হয়েছি।"

বাবলু বলল, "আপনার বক্তব্য শুরু করুন।"

নায়েব চৌধুরী বলতে লাগলেন, "হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমার এই স্বভাবের জন্যে গ্রামের কোনও লোকই দেখতে পারে না আমাকে। সেনেদের বাড়ি আমরা কয়েক পুরুষ ধরেই নায়েবি করে আসছি। অম্বিকার বাবা হরিপদ সেন ছিলেন অত্যন্ত ভাল মানুষ। আমার সঙ্গে তিনি বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন। তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলে হলেন অম্বিকা। স্ত্রী গত হলে তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। সেই ছেলেই ডা. আনন্দমোহন। ছেলে যখন পাঁচ বছরের তখন ওর মা মারা গেল। এর পর হরিপদবাবু আর বিয়ে করেননি। দেখতে দেখতে বড় হল দুই ভাই। দু'জনে দুই প্রকৃতির হল। বড়টি যেমন অসৎ, ছোটটি তেমনই সৎ। প্রথমে অম্বিকার কথাই বলি। সাট্টা, জুয়া, রেস থেকে মায় জালিয়াতি, প্রতারণা কোনও কিছুতেই জুড়ি নেই তার। সল্ট লেকে এক ভাগ্যহীনের সম্পত্তিও নাকি ব্ল্যাকমেল করে ভোগ করছে। আর সাইমন জাভেরি নামে ওর এক স্মাগলিং পার্টনারকে বিশ্বাসঘাতকতা করে এমনভাবে ফাঁসিয়েছে যে, বিনা দোষে খুনের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে বেচারির। সাইমন জেলে যাওয়ার পর তার একমাত্র শিশুকন্যাটি রোগে ভুগে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। আর সাইমনের বউ মনের দুঃখে স্বামী ও কন্যার শোকে খিদিরপুরের একটি বস্তিতে গলায় শাড়ির ফাঁস বেঁধে আত্মহত্যা করে। এর পর একদিন জেল ভেঙে পালিয়ে আসে সাইমন। তারপর যিশু খ্রিস্টের নামে শপথ নিয়ে উঠেপড়ে লাগে অম্বিকা সেনের ক্ষতি করবে বলে। সাইমনের ভয়েই সল্ট লেকের বাড়ি ছেড়ে এই গ্রামের বাড়িতে পালিয়ে এসেছে অম্বিকা সেন। কিন্তু এলে কী হবে, ছায়া যেমন মানুষের সঙ্গ ছাড়ে না, সাইমনও তেমনই পিছু ছাড়ে না অম্বিকার। তাই খুঁজতে খুঁজতে একদিন সে এই গ্রামেও এসে হাজির হয়।"

গণেশ নামের সেই কাজের লোকটি তখন ট্রে-তে করে ছ'কাপ চা আর প্রত্যেকের জন্য ডিমের ওমলেট নিয়ে এসেছে। আনেনি শুধু পঞ্চুর জন্য। পঞ্চু তাই চট করে জিভ দিয়ে নিজের মুখটা একটু চেটে নিয়ে বাবলুর দিকে তাকাতেই বাবলু ওর ভাগ থেকে আধখানা পঞ্চুকে দিল।

নায়েব চৌধুরী বললেন, "নাও, খেয়ে নাও। যা বলবার এখনই বলি। পরে হয়তো আর বলবার সময় পাব না। এখনই পুলিশ এলে অনেক দিক সামলাতে হবে আমাকে।"

বাবলু বলল, "ও-বাড়ির সঙ্গে আপনার তো এখন কোনও সম্পর্ক নেই। তা হলে দায়টা কীসের আপনার?"

"আরে, ও-বাড়ির সব কিছুই তো এখন আমার। যদি বেঁচে থাকি তা হলে আমাকেই তো দেখতে হবে সব। অম্বিকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খারাপ ছিল ঠিকই, কিন্তু ওর ভাই আমাকে বিশ্বাস করে। যাক, যা বলি মন দিয়ে শোনো।"

নায়েব চৌধুরী আবার বলতে শুরু করলেন। "সাইমন আসার আগের কথা বলি। অম্বিকা তো শহর ছেড়ে গ্রামে এল। এসে প্রথমেই ষড়যন্ত্র করল এখানকার গ্রামীণ ব্যাঙ্কে ডাকাতি করবার। ওর প্রধান শাগরেদ হল তখন ভুলু মণ্ডল। ব্যাপারটা জানতে পেরে আমি সতর্ক করে দিয়েছিলাম কয়েকজনকে। তাই ওদের পরিকল্পনাটা ভেস্তে গেল। ভুলু মণ্ডল ধরা পড়ল দলবল সমেত। মারধোরও খেল। জেলও হল কয়েক মাস। ওর ধারণা হল ব্যাঙ্ক ডাকাতিটা ছল। আসলে ওকে ফাঁদে ফেলার জন্যে অম্বিকা সেনই এই চাল চেলেছিলেন। ফলে ভুলুর সঙ্গেও ওর আজীবন শত্রুতা গড়ে উঠল।

"যাক গে। অল্প সময়ের মধ্যে যতটা পারি বলি। এবার অম্বিকার যাওয়ার কথাই বলা যাক। আগেই বলেছি হরিপদ সেন আমাকে বিশ্বাস করতেন এবং বন্ধুর মতো ভালবাসতেন। অম্বিকার মতিগতি দেখে তিনি ঠিক করলেন, এর হাতে সম্পত্তি দেখাশোনার ভার পড়লে দু'দিনে সে বেচেবুচে লাটে তুলে দেবে সব। তাই আমরা আলোচনা করে ঠিক করলাম ওদের দুই ভাইকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে নাবালিকা সংযুক্তার নামে

সম্পত্তির ভবিষ্যৎ মালিকানা উইল করে দেওয়া হবে। সেই জমি দেখাশোনা করব আমি। আমার ভাগে দশ বিঘে ধানজমি আর ভজহরিকে পাঁচ বিঘে জমি দেওয়া হবে। আমার মাসিক বেতন হবে এক হাজার টাকা। ভজহরির তিনশো।"

বাবলু বলল, "একটা কথা, উনি ছোট ছেলেকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলেন কেন?"

নায়েব চৌধুরী বললেন, "ওকে অবশ্য বঞ্চিত ঠিক বলা যায় না। তবে ছোট ছেলে লিখিতভাবেই জানিয়েছে যে বর্তমানে নিজের চেষ্টায় এবং মেহনতে সে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেছে। তাই পৈত্রিক সম্পত্তির ওপর তার একটুও লোভ নেই। সম্পত্তি পেলেই কী, না পেলেই বা কী, গ্রামের মাটিতে সে কোনওদিনই পা রাখবে না।"

"কারণটা কী?"

"মনে হয় অম্বিকার দুর্ব্যবহার এবং যে-কোনও কারণে বাবার ওপর অভিমানই তার কারণ। এমনকী বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়েও সে আসেনি।"

বাবলু বলল, "তারপর?"

নায়েব চৌধুরী আবার বলতে লাগলেন, "কীভাবে যেন উইলের ব্যাপারটা জানতে পেরে গেল অম্বিকা। তাই হঠাৎ একদিন আমার নামে চোর বদনাম দিয়ে আমাকে মারতে মারতে তাড়িয়ে দিল বাড়ি থেকে। হরিপদ সেনের সামনেই এইসব হল। উঃ সে কী অপমান! সেদিনের কথাটা আমি আজও ভুলতে পারিনি। কী দিয়ে মেরেছিল জানো? পায়ের জুতো দিয়ে।"

বিস্মিত বাবলুর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "সে কী!"

"তোমাদের কাছে আমি এতটুকুও মিথ্যে বলছি না বাবা। নেহাত ওরা আমার মনিব, বা ওদেরই দয়ায় ছেলেটাকে আমি কষ্টেসৃষ্টে বি এ পাশ করয়েছি। সে এখন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। তাও ওদেরই ছোট ছেলের জন্যে। ডা. আনন্দমোহন এখন নাসিক শহরের একজন মস্ত বড় গাইনি। তার 'আরোগ্য নিকেতনে' কত রোগী যে জীবন ফিরে পায় তার ঠিক নেই। হাজার হলেও বিলেত ফেরত ডাক্তার তো! পসারও খুব। যাই হোক, আমার এই অপমানের, বিশেষত মার খাওয়ার ব্যাপারটা ওরা কেউ জানে না। আমার ছেলেও না। ডাক্তারও না। আসলে আমার ওপর অম্বিকার রাগের আরও একটা কারণ হচ্ছে হরিপদ সেনের ইচ্ছা ছিল সংযুক্তার বিয়ে এমন একজনের সঙ্গে হবে যে কিনা ঘরজামাই হয়ে থাকবে এখানে। তা আমার ছেলে মৈনাক অত্যন্ত সুপুরুষ। সংযুক্তা বড় হলে ওর সঙ্গেই মৈনাকের বিয়ে দেব এমন একটা সদিচ্ছা আমি প্রকাশ করেছিলাম। এটা অবশ্য আমার ঔদ্ধত্য হয়েছিল। মর্যাদায় লেগেছিল বাবুদের। তাই এই অপমান নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত মনে করে আমি নীরবে সহ্য করেছিলাম। কিন্তু এত কাণ্ডের পরও আমি এমনই এক কুকুর যে, হরিপদ সেন ডাকলে আমি কৃতজ্ঞতাবোধে না গিয়ে পারতাম না। খুব দরকারে অম্বিকাও ডাকত। আমিও যেতাম। যাক, পরে শুনলাম বুড়ো সম্পত্তির উইল করেছে এবং নৃসিংহ নিকেতনে যে-ঘরটিতে আমি থাকতাম সেই ঘরটি নাকি আমাকেই দিয়েছে। ভজহরিও পেয়েছে তার ঘরখানি। অবশ্য উইলের ব্যাপারটা কতদূর সত্যি তা ভগবানই জানেন। আর ওই ঘর পেয়েই বা লাভ কী?"

বাবলু বলল, "ঘর যে আপনাকে দিয়েছে এই কথা কে বলল?"

"হরিপদ সেনের মৃত্যুর পর অম্বিকাই বলেছে। অম্বিকা কতদূর শয়তান একবার ভেবে দ্যাখো, বুড়ো বাপটাকেও একদিন ঘুমের ওষুধ খাইয়ে মেরে দিলে।"

"বাবাকে মারবার কারণ?"

"দুটো কারণ, এক হচ্ছে সম্পত্তির ব্যাপারে ছেলেকে অবিশ্বাসের রাগ। দ্বিতীয় কারণ, খুনের দায়টা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে আমাকে জব্দ করা। আমি তখন ওই শত্রুপুরীতে আবার যাতায়াত শুরু করেছি তো। হরিবাবুর হাই ব্লাড প্রেসার ছিল। সকাল-সন্ধেয় প্রেসারের জন্যে ওষুধ খেতে হত ওকে। সেদিন আমার উপস্থিতিতেই বেশ ভারী ধরনের দুটো ওষুধ ভজহরির মাধ্যমে খাইয়ে দেওয়া হয়। পরে ডাক্তার সন্দেহ প্রকাশ করলে অম্বিকার মন্তব্য, সে ঠিক ওষুধই দিয়েছিল। আমিই নাকি সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে ঈর্ষাবশত এই কাজ করেছি ওদের ওপর প্রতিশোধ নেব বলে। নির্দোষ ভজহরি তখন দায়টা ওর নিজের ঘাড়েই তুলে নেয়। বলে, সে-ই নাকি ভুল করে ঠিক ওষুধের বদলে ভুল ওষুধ দিয়ে বসে আছে।"

বাবলু বলল, "আপনি এত বলছেন। আপনার একটি কথাও আমরা অবিশ্বাস করছি না। কিন্তু অম্বিকাবাবুকে দেখলে একবারও তো মনে হয় না উনি এত খারাপ লোক বলে। কী সুন্দর ভদ্র চেহারা।"

"আরে, বনেদি জমিদারের রক্ত বইছে তো ওর শরীরে। সুন্দর, সুপুরুষ চেহারা। তবে ও সম্পূর্ণ অন্য

প্রকৃতির হয়ে গেছে সংযুক্তার ওই ব্যাপারটার পর। তারপর থেকে কেন জানি না, আমার সঙ্গেও ভাল ব্যবহার করছে। হয়তো এতদিনে ভুলটা বুঝতে পেরেছে নিজের।"

বাবলু বলল, "যাক, এবার সাইমনের কথা বলুন।"

"হ্যাঁ, বলছি। সাইমন জাভেরি। অ্যাংলো খ্রিস্টান। আগে কোনও এক সার্কাস দলে কাজ করত। জাগলিং-এ পাকা হাত। একজন মানুষ একটি কাঠের বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত আর সাইমন একটির-পর-একটি ছোরা নিক্ষেপ করে তাক লাগিয়ে দিত সকলকে। ছোরাগুলো বোর্ডের গায়ে গেঁথে থাকত। আর মানুষটি চলে আসত হাসতে-হাসতে। অব্যর্থ হাতের টিপ। একটিও ফসকাত না। দিনের-পর-দিন এই খেলাই দেখাত সে। একদিন কী মতিচ্ছন্ন হল, সার্কাস দলের একটি মেয়েকে বিয়ে করে চাকরি ছেড়ে চলে এল সে। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই বিপথগামী হল। এবং যা হয়, অম্বিকা সেনের মতন বিশ্বাসী বন্ধুরাই একদিন ফাঁসিয়ে দিল তাকে। সে যাই হোক, ওর নাম কিন্তু সাইমন জাভেরি। মূর্তিমান আতঙ্কের মতন একদিন সে এসে হাজির হল এই গ্রামে। এবং প্রথমেই তার হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিল আমাকে। তিল তিল করে এই পরিবারকে আতঙ্কের মুখে ঠেলে দেওয়ার পরিকল্পনা করল। ভুলু মণ্ডলকে আগেই হাত করেছিল সে। এখন আমাকে করল। সময়টা কিন্তু সেই সময়, হরিপদ সেন যখন বেঁচে ছিলেন এবং যখন আমি অম্বিকার হাতে মার খেয়ে দারুণ মনোবেদনায় ভুগছি। তাই চট করেই টোপটা গিলে নিলাম আমি। ভাবলাম, প্রতিশোধ নেওয়ার এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। তা ছাড়া, এই ডাক সাইমনের ডাক। খিদিরপুরের নরখাদক। ওর ডাক প্রত্যাখ্যান করার বিপদও আছে। ও একটা জ্যান্ত গোখরো ছাড়া কিছুই নয়। ওর সঙ্গে হাত মেলালে আর যাই হোক, নির্ভয়ে থাকা যায়। কেন না আমারও একটা ছেলে আছে। তাকেও তো তার কাজে বছরের কয়েকটা মাস শুধু বাইরে বাইরেই কাটাতে হয়। সাইমনকে চটালে যদি সে ওর কোনও ক্ষতি করে সেই ভয়েই আরও রাজি হলাম ওর কথায়।

"এর পর একদিন সাইমনের কাছ থেকে নির্দেশ এল নৃসিংহ নিকেতনে আতঙ্ক সৃষ্টি করবার। হরিপদ সেনকে শুধুমাত্র ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে মারবার চক্রান্ত করেছিল সাইমন। ওর ওপরও আমার তখন রাগ ছিল প্রচণ্ড। তবু বলেছিলাম সাইমনকে, ওই বুড়ো মানুষটিকে ওর ক্রোধবহ্নি থেকে দূরে রাখতে। বুড়োকে মেরে ওর লাভ কী?

"সাইমন বলেছিল, সেটা তার ব্যাপার। লাভ-লোকসানের হিসেব সে পরে করবে। বলে বর্মা মুলুক থেকে নিয়ে আসা ওই ভয়াবহ মুখোশটি আমার হাতে দিয়ে বলে গেল, কীভাবে কী করতে হবে।"

বাবলু বলল, "কী নিষ্ঠুর পরিকল্পনা।"

"হ্যাঁ। নিখুঁত এবং নিষ্ঠুর। যাই হোক, এই কাজ করতে গেলে ভজহরির সাহায্য একান্তই দরকার। আমি ওকে সাইমনের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে এই কাজ করতে রাজি করালাম। ভজহরি যেমন আমার অনুগত ছিল, তেমনই সাইমনের ব্যাপারেও ভয় ছিল তার। তাই ও করত কী, সংযুক্তা যখন ওর মায়ের সঙ্গে সন্ধেবেলা ঠাকুরঘরে যেত সন্ধে-প্রদীপ দিতে, ঠিক সেই সময় আবছা অন্ধকারে বুড়োর ঘরের জানলার কাছে দাঁড়াত। ওই সময় অম্বিকা কখনও বাড়ি থাকত না। তাই এই কাজের সুবিধেও হত। তবে এই কাজ তো বেশিদিন করতে হয়নি। পর পর তিনদিন দেখিয়েছিল। চারদিনের দিন বিকেলেই বুড়োর অস্বাভাবিক মৃত্যু। মৃত্যুর কারণ তোমরা তো জানো।

"এর পর বেশ কিছুকাল নিরুপদ্রবে কাটল। কিন্তু তারপর একদিন এমন একটা চিঠি এল সাইমনের কাছ থেকে যেটা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল না। কী ভয়ানক চিঠি। সেই চিঠিতে ছিল নৃসিংহ নিকেতন থেকে সংযুক্তাকে বরাবরের জন্যে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা। সংযুক্তার ওপর আমার দুর্বলতা ছিল। ওকে আমি কন্যার মতো স্নেহ করতাম। তাই অনেক বোঝালাম সাইমনকে। উত্তরে সে বলল, অন্য কেউ হলে বিবেচনা করে দেখত। কিন্তু যেহেতু সংযুক্তা অম্বিকার একমাত্র সন্তান, অতএব কোনও ক্ষমা নেই। শুধু তাই নয়, এও বলল, ওর কথামতো কাজ না করলেই বিপদ হবে।"

বাবলু বলল, "সাইমনের চিঠিটা আমাদের কাছে আছে। সেই চিঠির পেছনে দুটি ইংরেজি অক্ষর ছিল, এস আর জেড। এখন বুঝলাম এর অর্থ সাইমন জাভেরি।"

"কিন্তু ও-চিঠি তোমরা কী করে পেলে?"

"সংযুক্তার বইয়ের মধ্যে ছিল। আপনার ছেলের নামের কার্ডও ছিল দু'-একটা।"

"মৈনাক বাইরে থেকে ফিরে এলেই দেখা করত ওর সঙ্গে। আমার মনে হয়, এইরকম কিছু যে একটা ঘটবে মৈনাক বোধ হয় আঁচ করতে পেরেছিল এবং কোনওভাবে চিঠিটা তার হাতে পড়ায় ওই চিঠি দেখিয়ে সে সতর্ক করে দিয়েছিল সংযুক্তাকে। তা যাক, আমি মনে মনে যা কিছুই ভাবি না কেন, ওরা

কিন্তু ঠিক ভাইবোনের মতোই মানুষ হয়েছিল। কাজেই কেউ কি চায় তার বোনের কোনও ক্ষতি হোক?"

বাবলু বলল, "আবার এমনও হতে পারে, আপনার ছেলে হয়তো কিছুই জানে না। সংযুক্তাই কোনওভাবে আপনার ঘর থেকে আবিষ্কার করেছিল চিঠিটা।"

"হতে পারে। যাই হোক। হঠাৎ একদিন হুকুম হল মেয়েটাকে ভয় দেখাও। আমরা তখন ওর হাতে খেলার পুতুল। বিবেক, বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে ভজহরি ভয় দেখাল ওকে। তারপর সে কী কান্না ওর। বলল, ওর যদি কোনও উপায় থাকত তা হলে এখনই এখান থেকে বিদায় নিত।

"ভয় দেখানোর পরের দিনই সংযুক্তাকে সরিয়ে দিল ওরা। সাইমন বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল আমাদের দুর্বলতা। তাই ভুলু মণ্ডলকে দিয়ে এই কাজটা করাল। তবে মেয়েটাকে ওরা মারেনি। আমার শেষ অনুরোধটুকু সাইমন রেখেছে। এই ঘটনার পাঁচদিন পর এক গভীর রাতে ওরা কোথা থেকে যেন অন্য একটা মেয়ের লাশ এনে ফেলে রাখল কানা দামোদরের কচুরিপানায়। তার পরনে সংযুক্তার সব কিছু। এমনকী ঘড়িটিও পর্যন্ত বাঁধা ছিল হাতে।

"আমার কাছে নির্দেশ এল লাশ জ্বালিয়ে দেওয়ার। থানা-পুলিশ করিয়ে পোস্টমর্টেমের ঝামেলা কাটিয়ে বহু কষ্টে সৎকার করলাম দেহটা। পুলিশও তলিয়ে দেখল না ব্যাপারটা। সংযুক্তা পুলিশের খাতায় মৃত ঘোষিত হলে ওর জন্যে তদন্ত করাও বন্ধ হল। অবশ্য শবদাহের ব্যাপারে ভুলু মণ্ডলও যথেষ্ট সাহায্য করেছিল আমাকে। পোস্টমর্টেম হয়নি।

"এই ঘটনার পর থেকেই অম্বিকা কেন জানি না আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় হয়ে উঠল। এমনকী কাকা ছাড়া কথা বলত না।

"ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ওইখানেই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কেঁচো খুঁড়ে সাপ বের করল ভুলু মণ্ডল। আরও চমক দেখাবার জন্যে জোর করে মেয়েটাকে দিয়ে ওই চিঠিগুলো না লেখালেই পারত। ওদেরই নির্দেশে এই চিঠিগুলো আমি মৈনাককে দিয়ে পোস্ট করিয়েছিলাম নাগপুর ও মানমাদ থেকে। একটা চিঠি অবশ্য কলকাতায়। অতএব এই নাটকের অভিনয়ে ভজহরি ও মৈনাক কিন্তু সম্পূর্ণ নির্দোষ।"

বাবলু বলল, "নায়েবকাকা, আমরা আগাগোড়াই আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম। যে কাহিনী আপনি শোনালেন আমাদের, তা নিয়েই দেখছি একটা বই হয়ে যায়।"

নায়েব চৌধুরী বললেন, "আমি কিন্তু রুক্ষ ব্যবহার করলেও তোমাদের ওপর এতটুকুও রাগ করিনি। আমারই নির্দেশে ভজহরি কাল রাতে ওই মুখোশ পরে তোমাদের ভয় দেখিয়েছিল। যাতে তোমরা ছেলেমানুষরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাও। তোমাদের নাম আমি শুনেছি। তোমরা যে এই ব্যাপারে নাক গলিয়েছ, এ-খবর সাইমনের কাছেও চলে গেছে। তাই তো নিজে এসে খুন করে গেছে ও দু'-দু'জনকে। পাছে ওরা তোমাদের কাছে ওর কথা বলে ফেলে তাই।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "এই যে আপনি সব বলে দিলেন, আপনার কোনও বিপদ হবে না?"

"যে কোনও মুহূর্তে হতে পারে। নির্দোষ ভজহরি যখন নির্দেশ মেনে কাজ করা সত্ত্বেও এইভাবে সাইমনের ছুরিতে প্রাণ দিল তখন স্বার্থে ঘা লাগলে আমাকেও তো যে-কোনও মুহূর্তে সরিয়ে দিতে পারে। এই যদি পরিণাম হয়, তবে ওর হয়ে কাজ করে লাভটাই বা কী? করবই বা কেন?"

বাবলু বলল, "সাইমন ওর নিজের স্বার্থের জন্যে আপনাকে আচ্ছা জালে জড়িয়ে নিল তো!"

নায়েব চৌধুরী বললেন, "আমি এখন কী ঠিক করেছি জানো?"

বাবলু বলল, "কী?"

"সাইমনের মুখোমুখি যদি হতে পারি তা হলে আমি নিজেই ওকে খুন করব।"

"পারবেন?"

"পারতেই হবে। না হলে আমার মৈনাককেই হয়তো শেষ করে দেবে কোনওদিন। আমার জীবন দিয়ে যদি ছেলেটার জীবন রক্ষা করতে পারি তো ক্ষতি কী?"

"খুব ভাল কথা। আচ্ছা, সংযুক্তাকে নিয়ে গিয়ে সাইমন কোথায় রেখেছে বলতে পারেন?"

"খিদিরপুরে সাইমনের শক্ত ঘাঁটি। কিন্তু সংযুক্তা সম্ভবত বজবজের চড়িয়াল বাজারে ভুলু মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে আছে।"

"ভুলু মণ্ডলকে তো আমরা চিনি না।"

"বেঁটেখাটো চেহারা, ফরসা রং। মুখময় বসন্তের দাগ। কপালের ডান দিকে সাদা দাগ। এই নাও ওর ঠিকানা।"

"আজ দুপুরবেলা কেয়াকে যে ধরে নিয়ে গেল।"

"রাখবার ওই একটাই জায়গা ওদের। নিয়ে গেলে ওখানেই রাখবে। নয়তো কাল সকালে কানা দামোদরের কচুরিপানার গাদায় পাওয়া যাবে মেয়েটার লাশ। তোমরা কি পারবে ওদের খপ্পর থেকে মেয়েদুটোকে উদ্ধার করতে?"

বাবলু বলল, "পারব। এই কাজ করব বলেই তো এসেছি আমরা।"

"বেশ। যা করবে খুবই সাবধানে করবে কিন্তু। মনে রেখো, সাইমন জাভেরি একটা গোখরো সাপ। আরও মনে রেখো, ওর ঘ্রাণশক্তি এমনই যে, দশ হাত দূরেও ওর শত্রুপক্ষের কেউ এলে গন্ধে টের পায় ও।"

"আপনার নির্দেশ আমাদের দারুণ কাজে লাগবে। ঠিক আছে, আমরা আসি।"

"সে কী! এই রাতদুপুরে কোথায় যাবে? কী করে যাবে?"

"যেতেই হবে আমাদের। সকাল পর্যন্ত বসে থাকার সময় কই?"

"তা হলে যা হোক দু' মুঠো খেয়ে নাও অন্তত।"

"আমাদের নষ্ট করবার মতো একটুও সময় নেই কাকাবাবু।"

নায়েবকাকার স্ত্রী এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন বোধ হয়। দরজার আড়াল থেকেই বললেন, "আমার রান্না হয়ে গেছে বাবা। ডিমের ঝোল আর গরম ভাত দুটো খেয়েই যাও।"

বাবলুরা যখন খেতে বসল তখন কে যেন এসে খবর দিল, পুলিশ এসে গেছে। নায়েবকাকা ওদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

॥ ৬ ॥

রাত তখন দশটা। এত রাতে এখানে কোনও পরিবহনই নেই। পাণ্ডব গোয়েন্দারা তাই সদলবলে হাঁটা শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে যখন বড়গাছিয়ার কাছাকাছি চলে এসেছে, তখন হঠাৎ দেখল একটা মালবাহী লরি সামনের হেডলাইট দুটো জ্বেলে ভীষণভাবে ছুটে আসছে ওদের দিকে। বাবলুর কেন জানি না, মনে হল, চালকের উদ্দেশ্য ভাল নয়। ও সকলকে সতর্ক করে পথের একপাশে সরে দাঁড়াল। লরিটা সজোরে চলে গেল ওদের গা ঘেঁষে। লরির ড্রাইভার গায়ের জ্বালায় একটা খারাপ কথা শুনিয়ে গেল ওদের।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার বল দেখি? এমন তো হওয়ার কথা নয়। যাই হোক, গাড়ির নম্বরটা মনে রাখ। ডব্লু বি কে ২০৮।"

বিলু বলল, "নম্বর মনে রেখে লাভ কী? নম্বর যদি ফসল হয়?

"হোক না। এখন এই নম্বরটাই তো নম্বর। আমরা কোনও একটা ট্যাক্সি পেলেই পিছু নেব ওর। ছাড়া হবে না বাছাধনকে।"

"আর ওকে পেলে তো?"

"আমাদের শত্রুপক্ষের গাড়ি যদি হয়, তা হলে আবার আমাদের আক্রমণ করবার চেষ্টা করবে। আর তা যদি না হয়, তা হলে তো ল্যাঠা চুকেই গেল।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু এখন এই এত রাতে ট্যাক্সি আমরা কোথায় পাব?"

"বড়গাছিয়ায় গেলেই পেয়ে যাব। তা ছাড়া কত রাত? রাত এখন দশটা। এ-পথে রাত এগারোটা পর্যন্ত বাস চলে। বাস, মিনি যা হোক ধরে নেব। তারপর ডোমজুড় গেলেই পেয়ে যাব ট্যাক্সি।"

বাবলুর কথাই ঠিক। বড়গাছিয়ার লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে যেতেই দেখল লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি ট্যাক্সি। এরা সবাই আমতার যাত্রী ধরছিল। ওদের দেখেই একজন ড্রাইভার এগিয়ে এসে বলল, "কোথায় যাবে ভাই, আমতা?"

বাবলু বলল, "না। আমরা হাওড়ার দিকে যাব।"

"হাওড়ার কোথায়?"

"ধরুন হাওড়া স্টেশন। সেখান থেকে যাব বজবজের চড়িয়াল বাজার।"

"ওরে বাবা! সে তো অনেক দূর। যেতে যেতেই ভোর হয়ে যাবে। তা ছাড়া ভাড়াও লাগবে অনেক। যেমন ধরো না কেন, এখান থেকে হাওড়া দেড়শো টাকা। হাওড়া থেকে বজবজ আরও দুশো। মোট সাড়ে তিনশো টাকা।"

বাবলু ওর পকেট থেকে দুটো একশো টাকার নোট বের করে ড্রাইভারের হাতে দিয়ে বলল, "এটা রাখুন। যাওয়ার মুখে একবার আমাদের বাড়ির কাছে থামাবেন। বাকি টাকাটা দিয়ে দেব।"

বিলু-ভোম্বল বলল, "বাড়ি যাওয়ার দরকার কী? টাকা তো আমাদের কাছে আছে।"

বাচ্চু বলল, "আমিও তোমার কথামতো শ'পাঁচেক টাকা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলাম।"

ড্রাইভার অল্পবয়সি বাঙালি যুবক। বলল, "থাক, এতেই হবে। আর গোটা পঞ্চাশেক টাকা বরং আমাকে দিয়ো। কিন্তু কী ব্যাপার বলো তো? এই এত রাতে তোমরা কেন যাচ্ছ ওদিকে?"

বাবলু বলল, "আমরা যে-কাজে যাচ্ছি, সে-কাজের কথা আগেভাগে কাউকেই বলা উচিত নয় যদিও, তবুও আপনাকে দাদার মতো ভেবেই বলি, দাদা নিশ্চয়ই ভাইদের দুঃখটা বুঝবেন।"

"বেশ তো, বলো। সে-রকম যদি বুঝি তা হলে হয়তো আমি তোমাদের কাছ থেকে ভাড়াই নেব না। শুধু আমার তেলের দামটুকু দিয়ে দিয়ো তোমরা।"

"না না। ভাড়া নেবেন না কেন? টাকা তো আছে আমাদের কাছে। আসলে ব্যাপার কী জানেন, কিছু বদ লোক আমাদের পেছনে লেগেছে। আজ দুপুরে আমাদের এক বোনকে চুরি করে নিয়ে গেছে তারা। আমরা সন্দেহ করছি, বজবজের চড়িয়াল বাজারের এক ঠিকানায় তাকে রেখেছে। তাই আর দেরি করছি না আমরা। চেষ্টা করে দেখি যদি কোনও উপায়ে তাকে উদ্ধার করতে পারি।"

কিন্তু এ-কাজের ঝুঁকি তোমরা নিজেরা নিলে কেন? পুলিশে খবর দিলেই পারতে।"

"পুলিশে খবর দিলেই হবেটা কী? আমরা স্থানীয় পুলিশকে জানাব। তারা ফোনে ওখানকার পুলিশকে জানাবে। এবার সেখানে যদি ওদের কোনও স্পাই থাকে তা হলেই তো ভেস্তে যাবে সব। চোখের পলকে সরিয়ে দেবে মেয়েটাকে। তার চেয়ে বরং আমরা কোনওরকমে ওর সন্ধান পেলেই স্থানীয় লোকজনের সাহায্য নিয়ে উদ্ধার করব ওকে।"

ড্রাইভার কিছুক্ষণ বাবলুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোমাদের বেশ বুদ্ধি আর সাহস আছে তো। চলো, আর দেরি না করে উঠে বসো তোমরা।"

বাবলু ট্যাক্সিতে বসেই বলল, "আর-একটা কথা। একটু আগে একটা বেপরোয়া লরি কেন জানি না আমাদের চাপা দিতে আসছিল। ওর নম্বর হচ্ছে, ডব্লু বি কে ২০৮। যদি কোনওরকমে লরিটাকে দেখতে পাওয়া যায় তা হলে সর্বাগ্রে পিছু নিতে হবে ওর।"

"তাতে লাভটা কী?"

"যদি ওটা দুষ্কৃতীদের লরি হয়, তা হলে নিশ্চয়ই ওর পেছনে ধাওয়া করে আমরা কিছুটা সফল হব। কেন না শত্রুপক্ষের লরি ছাড়া সাধারণ লরি তো আমাদের চাপা দিতে আসবে না।"

"কত নম্বর বললে? ডব্লু বি কে ২০৮?"

"হ্যাঁ।"

ফাঁকা রাস্তা পেয়ে ট্যাক্সি ঝড়ের গতিতে উড়ে চলল। কিন্তু খানিক যাওয়ার পরই ওরা বুঝতে পারল, বিপদ ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে। হয়তো বড়গাছিয়াতেই বাজারের আশপাশে কোথাও লরিটা দাঁড় করানো ছিল। তাই ওরা এগিয়ে যেতেই ভীষণ বেগে পিছু নিল ওদের। বড়গাছিয়া থেকে ডোমজুড়ের মাঝামাঝি মাইলের পর মাইল যে দক্ষিণবাড়ির মাঠ, সেখানে চিৎকার দূরের কথা, কামান গর্জালেও সেই শব্দ কারও কানে পৌঁছবে না। দুর্ঘটনা ঘটানোর পক্ষে এইটাই হচ্ছে উপযুক্ত জায়গা। ওরা যত জোরে ট্যাক্সিটাকে এগিয়ে নিয়ে চলে, তার চেয়েও ভীষণ বেগে লরিটা ধাওয়া করে ওদের। দুটো আগুনের চোখ নিয়ে যেন একটা যন্ত্রদানব আগ্রাসী আক্রোশে ধেয়ে আসছে ওদের দিকে।

ড্রাইভারের নাম মদন। বলল, "তোমাদের ধারণাই ঠিক দেখছি। এখন যা অবস্থা তাতে এর হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। তবু তোমরা একটু সাবধানে ধরে বসে থাকো। আমি আরও জোরে গিয়ে হঠাৎ স্পিড কমিয়েই একটা ধান-মাঠে নামিয়ে দেব ট্যাক্সিটাকে। তাতে হয়তো গাড়ির একটু ক্ষতি হবে, আর নিজেরাও চোট পাব খুব। তবু একটা বড় ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচব।" কথা বলতে বলতেই ড্রাইভার আচমকা ট্যাক্সিটাকে পাশেরই একটা কলাবনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

প্রবল একটা ঝাঁকানি খেয়ে ট্যাক্সিটা যখন থামল তখন বুকের রক্ত যেন মুখে উঠে এল সবার। আচমকা ব্রেক কষার ধকলটা সামলাতে কিছুক্ষণ সময় লাগল ওদের। চারদিকে তখন অন্ধকার ঘুটঘুট করছে। তারই মাঝে জোনাকি ও ঝিঁঝিপোকার ডাক কানে যেন তালা ধরিয়ে দিল। বাবলুরা এক এক করে বেরিয়ে এল সবাই। তবে সহ্যশক্তি বটে পঞ্চুর। একবার শুধু গা-ঝাড়া দিয়ে শরীরটাকে টান করে নিল। তারপর ডেকে

উঠল, "ভৌ-ঔ-ঔ-ঔ।"

এদিকে হয়েছে কী, লরিটা ওদের ধাক্কা দিতে গিয়ে নিজেই উলটে কাত। আসলে বাবলুদের ট্যাক্সিটা আচমকা কলাবনে ঢুকে যাওয়ায় হতভম্ব ড্রাইভার মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। ফলে বাম্পারে লাফিয়ে ছিটকে পড়ল পাশের ধানখেতে।

বাবলুরা ছুটে গিয়ে দেখল ড্রাইভার এবং তার পাশে বসা একজন লোক ঊর্ধ্বনেত্রে কাত হয়ে আছে। দেখেই বোঝা যায় প্রচণ্ড আঘাতে হার্টফেল করেছে তারা। লরির মালপত্তর সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে চারদিকে। এরই মাঝে কেউ যেন একটু নড়াচড়া করছে মনে হল। বাবলু টর্চের আলো ফেলেই দেখল আকাশের চাঁদ। হাত-পা বাঁধা একটি মেয়ে। যার নাম কেয়া।

বাচ্চু-বিচ্ছু গিয়ে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল তার। দিলে কী হবে। লরি থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে যে আঘাত সে পেয়েছে তাতে আর উঠে দাঁড়াবারও শক্তি নেই তার। উত্তেজনায়, ভয়ে সে কাঁপছে।

বিলু আর ভোম্বল পাশের একটি জলাশয় থেকে জল এনে চোখে-মুখে দিতে লাগল ওর।

বাবলু ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে এনে সবুজ কচি ঘাসের ওপর শোওয়াল।

খানিক পরে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে কেয়া বলল, "আমি কোথায়?"

বাচ্চু বলল, "তুমি আমাদের কাছে। আমরা দক্ষিণবাড়ির মাঠে পড়ে আছি।"

বাবলু বলল, "তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?"

"না। তবে হাত-পাগুলো কেমন যেন কাঁপছে। ধড়ফড় করছে বুকের ভেতরটা। কেমন যেন ব্যথা ব্যথা লাগছে শরীরে।"

"কী ভাগ্যে মাথা ফাটেনি বা হাত-পা ভাঙেনি। আসলে মালপত্তরগুলোই তোমাকে বাঁচিয়েছে।"

এমন সময় হঠাৎ পঞ্চু 'ভৌ-ভৌ' করে তাড়া করল একজনকে। বাবলুরাও ছুটল পঞ্চুর পিছু পিছু। দেখল, একজন লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে বড় রাস্তার দিকে ছুটছে। বাবলু চিৎকার করে বলল, "হল্ট।"

লোকটি ঘুরে দাঁড়াল। ওর হাতে রিভলভার। বলল, "খবরদার। এক পা এগোলে গুলি করব।"

ঠিক সেই মুহূর্তে কয়েকটি কুকুর কোথা থেকে যেন ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চুর ওপর। একসঙ্গে এত আক্রমণে ধরাশায়ী হল পঞ্চু। তবু সে সমানে লড়ে যেতে লাগল ওদের সঙ্গে। ওঃ, সে কী ভীষণ মারামারি!

বাবলু লোকটিকে পিস্তল দেখিয়ে বলল, "পালাবার চেষ্টা করবেন না। আপনার গুলির উত্তর কিন্তু আমরাও গুলি দিয়েই দেব।"

"ওই খেলনা পিস্তলের গুলি আমার জামাও ফুটো করতে পারবে না ভাই।"

বাবলু বলল, "তবে রে?" বলেই পিস্তল উঁচিয়ে লোকটার পায়ের দিকে লক্ষ্য করে ট্রিগারটা টিপে দিল।

'খট' করে একটা শব্দ হল শুধু। এ ছাড়া আর কিছুই হল না।

লোকটি হো হো করে হেসে বলল, "কী হল! মারো?"

বাবলু মাথা হেঁট করল।

বিলু আর ভোম্বল এগোতে যাচ্ছিল। বাবলুই বারণ করল ওদের। কেন না লোকটা বেশ কিছুটা দূরত্বে আছে। ওরা যাওয়ার চেষ্টা করলেই হয়তো গুলি চালাবে। তাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকেই চলে যেতে দিল লোকটাকে। বাবলুর চোখে যেন জল এসে গেল। এমন তো হওয়ার কথা নয়। আসলে এটা বাচ্চু নিয়ে এসেছিল ওদের বাড়ি থেকে। তাড়াতাড়ির মাথায় ওর হয়তো মনে ছিল না যে, এটা নিলেই এর ভেতরের জিনিসটাও নিতে হয়।

লোকটি চলে গেলে বাবলুরা পঞ্চুকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এল। বরাবর পঞ্চুই ওদের সাহায্য করবে আর ওরা কেউ কিছু করবে না, তা তো নয়। ততক্ষণে অবশ্য কয়েকটা কুকুর পঞ্চুর বীরবিক্রমের কাছে হার মেনে রণে ভঙ্গ দিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করছে। কিন্তু দুটো কুকুর তখনও সমানে লড়ে যাচ্ছে পঞ্চুর সঙ্গে। বাবলুরা গিয়ে হাতের সামনে যা পেল তাই ছুড়ে হুটহাট করে তাড়া দিতেই পালাল কুকুরগুলো। পঞ্চু তখন থরথর করে কাঁপছে।

বাবলু পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে আবার ফিরে এল সেই দুর্ঘটনাস্থলের কাছে। কেয়া তখন বাচ্চুর কাঁধে মাথা রেখে বিচ্ছুর কোলে হাত দিয়ে বসে আছে।

বাবলু গিয়ে বলল, "হ্যাঁ, এইবার বলো তো দুপুর থেকে ঘটনাটা কী হল? আর কেমন করেই বা এদের খপ্পরে পড়লে তুমি?"

কেয়া বলল, "তোমাদের সঙ্গে দেখা করে আমি তো ফিরে আসছিলাম। বাস থেকে নেমেই দেখি ভুলুকাকা দু'জন লোককে নিয়ে মাঠের ওপর দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে আসছে।"

"ভুলুকাকা মানে ভুলু মণ্ডল?"

"হ্যাঁ। তা আমাকে দেখেই বলে উঠল, ওই তো এসে গেছে।"

আমি তখন থমকে দাঁড়িয়েছি।

ভুলুকাকা বলল, "কী রে! কোথায় ছিলি এতক্ষণ? একটু আগেই কে যেন বলল তুই বড়গেছে স্টেশনে বসে কাদের সঙ্গে যেন গল্প করছিস? এদিকে তোর বাড়ির খবর জানিস?"

আমি ভয় পেয়ে বললাম, "কই ন-না তো। কী হয়েছে কাকা?"

ভুলু মণ্ডল অত্যন্ত বাজে লোক। তবু এই মুহূর্তে ওকে কিন্তু সে-রকম মনে হল না।

"তোর মাকে সাপে কামড়েছে। বিষাক্ত সাপ।"

"সে কী!" আমার দু'চোখ তখন জলে ভরে এল। আমি যেই না ছুটে বাড়ির দিকে যাব তখনই ভুলুকাকা বলল, "যাচ্ছিস কোথায়? আয় আমার সঙ্গে। এদিকে একজন ভাল রোজা আছে আমি কথা বলিয়ে দেব তার সঙ্গে। তুই তাকে বাড়ি দেখিয়ে নিয়ে যা। কেন না আমরা এখুনি কলকাতা যাব। আমাদের হাতে একটুও সময় নেই।"

"কী যে হল আমার! ওকে বিশ্বাস করে চললাম ওদের সঙ্গে। তারপর যেই একটু এসেছি অমনই ওর সঙ্গের লোক দু'জন ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যে নিয়ে গিয়ে তুলল কিছু বুঝতে পারলাম না। এর পর আমার হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখল একটা বন্ধ ঘরে। আর বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল বড়গাছিয়া স্টেশনে বসে তোমাদের আমি কী কথা বলেছি। ওরা কীভাবে যেন জানতে পেরেছে তোমরা সাধারণ ছেলেমেয়ে নও। তোমরা অতি মারাত্মক। যাই হোক, আমার কাছ থেকে যখন কোনওভাবেই কথা আদায় করতে পারল না, তখন ঠিক হল আমাকে মেরে পুঁতে দেবে ওরা। তা ভুলুকাকা বলল, "খুন-খারাপির দরকার নেই। আপাতত ওকে বজবজে নিয়ে চলো। তারপর 'বস' যা বলবে তাই হবে।"

"ইতিমধ্যে শুনতে পেলাম বস নাকি আমাকে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিয়েছে। আর মেরে ফেলবার আদেশ দিয়েছে তোমাদের। ওরা অনেকক্ষণ থেকেই নজরে রেখেছিল তোমাদের। সন্ধের পর একটা লরি ঠিক করে সেই লরিতে নানারকম জিনিসপত্রের মাঝখানে কার্টন বক্সের আড়ালে আমাকে লুকিয়ে রেখেছিল ওরা। তারপর তোমাদের রাস্তায় পেয়ে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ভাগ্য ভাল যে, বেঁচে গেছ তোমরা।"

বাবলু বলল, "আসলে আমরা যে তোমাদের গ্রামে গেছি বা কী করেছি না করেছি সবই দেখছি নজরে রেখেছিল ভুলুর লোকেরা।"

"তোমরা কি আমার বাড়িতে গিয়েছিলে? আমার মা, বাবা কান্নাকাটি করছেন খুব?"

"জানি না। তোমার বাড়িতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। ইতিমধ্যে দু'-দুটো খুন হয়ে গেছে জানো কী?"

"খুন!"

"হ্যাঁ। অম্বিকাবাবু আর ভজহরির লাশ বোধহয় এখন পুলিশ মর্গে। নায়েব চৌধুরীর মুখে সব শুনে আমরা তোমাকে ও সংযুক্তাকে উদ্ধার করব বলে বজবজের দিকে যাচ্ছিলাম। ভাগ্য ভাল যে, পথেই পেয়ে গেলাম তোমাকে। এখন ওকে কোনওরকমে উদ্ধার করতে পারলেই আমাদের ছুটি।"

এমন সময় ট্যাক্সি-ড্রাইভার মদন ওদের কাছে এসে বলল, "আরে! তোমরা এখানে? আমি কতক্ষণ ধরে খুঁজছি তোমাদের। শোনো, আমার ট্যাক্সি খারাপ হয়ে গেছে। ওটা আর যাবে না। আমি বহু কষ্টে অন্য একটা ট্যাক্সি জোগাড় করেছি। তোমরা ওতে করেই বাড়ি চলে যাও। যাওয়ার সময় ডোমজুড় থানায় একটু খবর দিয়ে যেয়ো। আর এই নাও তোমাদের টাকা।"

বাবলুও নেবে না। ড্রাইভারও ছাড়বে না।

বাবলু বলল, "আপনি ওটা আপনার কাছেই রেখে দিন দাদা। মাঝরাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে গেল। আপনার তো এখন টাকার দরকার।" বলে ওরা নতুন ট্যাক্সিতে চেপে ডোমজুড় এল। তারপর থানায় খবর দিয়ে বাড়ি চলে এল সে-রাতে। আজ আর কোনও অভিযান নয়। শুধু বিশ্রাম—বিশ্রাম—আর বিশ্রাম।

সে-রাতটা কোনওরকমে কাটিয়ে পরদিন সকালে সবাই একজোট হল আবার। ডাক্তার এসে প্রত্যেককে পরীক্ষা করে ওষুধ দিয়ে গেলেন। কেয়ার আঘাতটাই সবচেয়ে বেশি। ভগবান রক্ষা করেছেন তাই। না হলে এই অবস্থায় গুরুতর জখম না হয়ে কেউ অক্ষত থাকে না।

সকালের ব্রেকফাস্টটা মন্দ হল না। গাজরের হালুয়া, লুচি, চা। তার ওপরে একটা করে কলা আর ডিম সেদ্ধ।

খেতে খেতেই বিচ্ছু বলল, "তা এখন আমাদের করণীয় কী?"

বাবলু বলল, "শয়তানের ঘাঁটিতে হানা দেওয়া। অবশ্য লাভ কতটুকু হবে তা জানি না। কারণ, যে-লোকটা কাল একটুর জন্যে ফসকে পালাল সে কি ওদের 'বস'কে গিয়ে সব কথা বলবে না ভেবেছিস? আর বলা মানেই সতর্ক হয়ে যাওয়া। ওরা তাই গেছে। এখন সংযুক্তার খোঁজ পাওয়াই দায়।"

কেয়া বলল, "যে-লোকটার কথা বলছ তোমরা, ওই তো ভুলু মণ্ডল। নেহাত তোমরা এসে পড়েছিলে আর কুকুরটা ছিল তাই পালাচ্ছিল। না হলে কি আমাকে ছেড়ে যেত ভেবেছ? অবশ্য ওরও লেগেছে খুব।"

বিলু বলল, "খোঁড়াচ্ছিল তো!"

বাবলু বলল, "সে যাক। ওদের ঠিকানাটা যখন পেয়ে গেছি তখন আর কোনও অসুবিধে নেই। শেষ চেষ্টা একবার করে দেখবই।"

ভোম্বল বলল, "কখন যাবি?"

"কখন আবার? এখনই।"

কেয়া আবদার করে বলল, "আমিও যাব গো তোমাদের সঙ্গে?"

বাবলু বলল, "না। তার কারণ প্রথমত, আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো তোমাকে আমরা উদ্ধার করেছি। দ্বিতীয়ত, আমাদের কাজের ধারার সঙ্গে তুমি পরিচিত নও। বাচ্চু-বিচ্ছু মেয়ে হলেও দরকারে মেরে ফাটিয়ে দিতে পারে। সাঁতার কাটায় ভোম্বলের জুড়ি নেই। বিলুর এক আশ্চর্য ক্ষমতা। সে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে পায়ের হাঁটুর খাঁজে এমন লাথি মারে যে, অনেক আচ্ছা-আচ্ছা গুন্ডা-মাস্তানও কাবু হয়ে যায়। আমি নিজে লাইসেন্সযুক্ত পিস্তল ব্যবহার করি। যেটা পুলিশ থেকেই দিয়ে রেখেছে আমাকে। আমার ঘুষির জোরও বড় কম নয়। সেখানে তুমি নিতান্তই ছেলেমানুষ।"

কেয়া বলল, "তবু আমি যাব।"

"তুমি আজকের দিনটা এখানেই বিশ্রাম করো। নয়তো বাড়ি ফিরে যাও। তোমার বাড়ির লোকেরা কত ভাবছে। এখন থানা-পুলিশ হয়ে অবস্থাটা এমনই হয়েছে যে, তুমি এখন নির্ভয়ে যেতে পারো। কেউ তোমাকে আক্রমণ করতে আসবে না। নায়েব চৌধুরীকে আমরা সবাই ভুল বুঝেছিলাম। গ্রামে গিয়ে ওঁকে একটা প্রণাম কোরো।"

বাবলুর মা সব শুনে বললেন, "ও ঠিকই বলছে মা। তুমি ঘরে চলে যাও।"

কেয়া বলল, "তাই যাব।"

বাবলু বলল, "মনে দুঃখ করলে না তো?"

"তাতে তোমার কী যায়-আসে? তবে সংযুক্তার খোঁজে যখন যাচ্ছ তখন আমাকেও সঙ্গে রাখলে পারতে। কারণ ও হয়তো তোমাদের বিশ্বাস নাও করতে পারে।"

"শোনো, আমরা সংযুক্তাকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি এটাও যেমন ঠিক, তেমনই আমরা যাচ্ছি এক পেশাদার খুনি ও কুখ্যাত শয়তানের মোকাবিলা করতে।"

"কে সে? ভুলু মণ্ডল?"

"না। সাইমন জাভেরি।"

নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কেয়ার মুখটা কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল।

বাবলু আরও বলল, "এই সাইমন জাভেরির শ্যেনদৃষ্টির মুখে তোমাকে আমরা কী করে নিয়ে যাব? ভুলে যেয়ো না কাল রাত্রি পর্যন্ত তুমি তারই শিকার ছিলে।"

অবাক বিস্ময়ে কেয়া বলল, "সাইমন জাভেরি! কী বলছ তোমরা!"

"এ নাম শুনেছ তুমি?"

"শুনেছি। সংযুক্তার মুখেই শুনেছি একবার। সে নাকি অতি ভয়ংকর।"

বাবলু বলল, "ঠিক সেই কারণেই আমরা তোমাকে নিয়ে যেতে চাইছি না।"

কেয়া বাবলুর মাকে বলল, "আপনি যেভাবেই হোক, বাবলুদাকে আটকান। সাইমনের ডেরায় ওদের কিছুতেই যেতে দেবেন না। গেলে কিন্তু ফিরবে না কেউ।"

মা বললেন, "কী বলব বলো মা আমি।"

বাবলু বলল, "কেন, তুমি কি চাও না তোমার বান্ধবী মুক্তি পাক? সাইমন জাভেরির মুখোমুখি না হলে ওকে আমরা পাব কোথায়?"

"একজনের জন্যে তোমরা সবাই মরবে?"

"এই কাজের জন্যেই যে আমরা।"

"বেশ। তা হলে তোমরা ফিরে না-আসা পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ছি না। তোমার মায়ের কাছেই থাকব আমি। তবে আমার বাড়িতে বরং কাউকে দিয়ে একটা খবর পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কোরো।"

বাবলু বলল, "সে-ব্যবস্থা আমি করছি। থানায় ফোন করলে থানা থেকেই খবর দেবে।" বলেই টেলিফোনের রিসিভার তুলল বাবলু।

তারপর ফোনে কথাবার্তা বলে ওরা যখন সদলবলে রওনা হল, কেয়ার চোখদুটো তখন ছলছল করছে। কিন্তু করলে কী হবে? ওকে নিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি তো নেওয়া যায় না। উচিতও হবে না।

॥ ৭ ॥

হাওড়া স্টেশনে এসে ওরা কোনদিক দিয়ে এবং কীভাবে বজবজে যাওয়া যায়, সেই ব্যাপারেই আলোচনা করতে লাগল। লঞ্চে গঙ্গা পার হয়ে ওপারে বাবুঘাট থেকেও মিনিবাসে বজবজ যাওয়া যায়। আবার শিয়ালদহ থেকে ট্রেনও আছে। আর-একটা পথ আছে, সেটি হল হাওড়া থেকে ট্রেনে বাউরিয়া। এবং সেখানে ভটভটি নৌকোয় গঙ্গা পার হয়ে বজবজ। ওখান থেকে চড়িয়াল বাজার খুব জোর দশ মিনিটের পথ। পাণ্ডব গোয়েন্দারা এই পথটাই ওদের সুবিধের জন্য বেছে নিল। তার কারণ, শত্রুপক্ষের কেউ যদি ওদের দিকে নজরদারি করবার কথা ভাবে তা হলে স্বাভাবিকভাবেই এই দিকটাকে এড়িয়ে যাবে তারা। এই ভেবেই ওরা বাউড়িয়ার টিকিট কেটে ট্রেনে চাপল। তারপর দুপুর নাগাদ পৌঁছে গেল বজবজে।

এখন প্রশ্ন হল, ওই ঘাঁটিতে হানা দেওয়া যায় কীভাবে? চড়িয়াল বাজারে যাওয়ার আগে গঙ্গার ধারে বসেই আলোচনাটা সেরে নিল ওরা। পাণ্ডব গোয়েন্দারা যে এই ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে, শত্রুপক্ষ তা জেনে গেছে। আর তিনটি ছেলে, দুটি মেয়ে এবং সঙ্গে একটি কালো কুকুর দেখলে যে-কেউ বুঝবে ওরা কারা। অতএব একসঙ্গে ওদিকে কখনওই যাওয়া নয়।

ওরা তাই পরস্পরের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে এগিয়ে চলল। ঠিক হল বাবলু একাই শত্রুব্যূহে হানা দেবে। আর বাইরে থেকে দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে বাড়িটার দিকে নজর রাখবে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু। এবং পঞ্চু ঘোরাফেরা করবে স্বাভাবিকভাবে। যাতে সবাই ভাবে ওটা একটা রাস্তার কুকুর ছাড়া কিছু নয়।

সময়টা সন্ধের পর হলে কোনও অসুবিধে হত না। কিন্তু সবে দুপুর গড়িয়েছে। কাজেই এখন থেকে সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করবার মতো ধৈর্যও ওদের নেই। তার কারণ, দু'-দুটো খুনের পর পুলিশের হাতে ধরা পড়বার জন্য সাইমন নিশ্চয়ই এখনও ঘরের ভেতর বসে থাকবে না। আর পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অভিযান সফল করবার জন্য ভুলু মণ্ডলও অপেক্ষা করবে না এখানে। তবু আসা। যদি ওরা সংযুক্তা উদ্ধারের ক্ষীণ সূত্রও এতটুকু খুঁজে পায় ওদের এই গোপন ডেরায়।

চড়িয়াল বাজারের একটা ছোট্ট গলির ভেতর ঠিকানাটা। কোনও ভদ্রলোকের বাস নেই এখানে। ওদের সকলকে পরিকল্পনামতো কাজ করতে বলে বাবলু একাই ঢুকে পড়ল গলির ভেতর। তারপর ঠিকানা মিলিয়ে যখন সেই বাড়িটার কাছে এল তখন দেখল দরজায় একটা তালা ঝুলছে। তার মানেই পাখি ফুড়ুত।

বাড়িটা বহুদিনের পুরনো। এবং দোতলা। ভোম্বলকে কাজে লাগালে দরজাটা ও খুলে দিতে পারে। কিন্তু তাতে রাস্তার লোকেদের চোখে পড়বার ভয়। তা ছাড়া... । হঠাৎ বাড়ির পাশের একটি নর্দমার গায়ে আর-একজনদের বাড়ির ভাঙা পাঁচিলের ওপর গজিয়ে ওঠা একটা বটগাছের শেকড় ঝুলতে দেখল বাবলু। সঙ্গে-সঙ্গে মনে হল, এটা ধরে ওপরে উঠলে ও বারান্দার নাগাল পাবে। আর সেখানে পৌঁছতে পারলে তো কোনও চিন্তাই নেই। তাই একটুও সময় নষ্ট না করে এদিক-ওদিক একবার তাকিয়ে দেখে সেই শেকড় ধরে পাঁচিলে পা রেখে উঠে এল বারান্দায়। তারপর রেলিং ধরে হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল চোখের আড়ালে। পিস্তলটা ঠিক জায়গায় আছে কি না একবার দেখে নিল। নাইলনের একটা আংটা-লাগানো ফিতেও আছে পকেটের মধ্যে। আর কীসের ভয়? ও পা টিপে-টিপে ওপরের ঘরগুলো এক-এক করে ঢুকে দেখল। কোনও ঘরে কোনও কিছুই নেই। শুধু শোওয়ার মতো বিছানাপত্তর ছাড়া। একটি ঘরে শুধু তালা লাগানো। সেই ঘরে কী আছে কে জানে? বাবলু অনেকক্ষণ ধরে কান পেতে রইল সেই দরজায়। তারপর বেড়ালের মতো সন্তর্পণে নেমে এল নীচে। সিঁড়ির পাশেই আর-একটি ঘর আছে। সেই ঘরের দরজাটা হাট করে খোলা। ঘরের ভেতর

ঢুকেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠল বাবলু। দেখল, মুখে বসন্তের দাগ, কপালের পাশে সাদা দাগ। কে যেন একজন টেবিলের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে। কেমন যেন সন্দেহ হল বাবলুর। গায়ে হাত দিয়ে দেখল উত্তাপহীন দেহ। অর্থাৎ অনেক আগেই মারা গেছে লোকটা। বর্ণনা অনুযায়ী ইনিই ভুলু মণ্ডল। ভুলু মণ্ডলের হাতে একটা চিঠি ছিল। চিঠিটা এইরকম, 'আমার কাজ শেষ। আমি চললাম। এখন আমি আলফানসো আলবুকার্কের দলে যোগ দিতে যাচ্ছি। মেয়েটাকেও সঙ্গে নিলাম। আর দু'-এক বছর বাদে ও আমাদের অনেক কাজে লাগবে। তোমার টাকাগুলো আমার কাছেই আছে। আমাকে বেইমান বা বিশ্বাসঘাতক ভেবো না। শুধু মনে কোরো, তোমার এই বন্ধুটিকে তুমি এগুলো গিফট দিয়েছ। সামান্য দশ লাখ টাকা বই তো নয়। ওতে কীই-বা হবে তোমার?"

বাবলু বুঝল সর্বস্বান্ত ভুলু মণ্ডলের এই চিঠি পড়েই স্ট্রোক হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বাইরের দরজায় তা হলে তালা দিল কে? এক হতে পারে, এ-বাড়ির কোনও কাজের লোক, দারোয়ান হয়তো বাইরে ছিল। এসে ভুলুর অবস্থা দেখেই সরে পড়েছে। সে যাই হোক, এখন সমস্যার পর সমস্যা এসে হাজির হল। সংযুক্তাকে উদ্ধার করবার ক্ষীণ আলোটুকুও নিভে গেল। সাইমন জাভেরির দেখা পাওয়ার আগেই আর-একজনের পদধ্বনি শোনা গেল। কে এই আলফানসো আলবুকার্ক? কোথায় থাকে সে? সাইমন সংযুক্তাকে নিয়ে কোথায় চলে গেল? সে দেশ কোথায়? কত দূরে?

বাবলুর সব যেন কীরকম গুলিয়ে যেতে লাগল। ও আর একটুও দেরি না করে শুরু করল অনুসন্ধান। যেখানে যা পেল খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। এককোণে একটা লোহার রেঞ্জ পড়ে ছিল, ও সেটা নিয়ে সোজা উঠে গেল ওপরের ঘরে। যে-ঘরে তালা দেওয়া ছিল সেই ঘরের তালায় রেঞ্জের বাড়ি দু'-এক ঘা দিতেই, পুরনো দরজার তালা শিকলসুদ্ধু ভেঙে পড়ল। ঘরে ঢুকেও আশা পূর্ণ হল না বাবলুর। এ-ঘরেও একটি খাট, বিছানা ছাড়া কিছুই নেই। ঘরের দেওয়ালে যিশুর একটি ছবি আছে। এইটাই কি সাইমনের ঘর? তাই যদি হয় তা হলে এই ঘরেই বা তালা দেওয়া কেন? না কি অভ্যাসবশে দিয়ে গেছে তালাটা? ঘরের ভেতর টেবিলের ওপর একরাশ কাগজপত্তর। কত চিঠি। সবই এক-এক করে দেখতে লাগল বাবলু। এর মধ্যে হঠাৎ একটি চিঠি দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর। চিঠিটা হিন্দিতে লেখা যদিও, তার অর্থ এইরকম—"আলফানসো আলবুকার্ক তোমাকে দলে পেতে চায়। পানিবাল ধর্মশালায় রাত একটায় দেখা হতে পারে। মেয়েটিকেও নিয়ে এসো। ছবি পছন্দ হয়েছে। উপযুক্ত দাম পাবে।—সাহুজি, রামটেক।"

বাবলুর মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। আর বোধ হয় উদ্ধার করতে পারল না মেয়েটাকে। অতল জলের আহ্বানে কোথায় যে তলিয়ে যাবে সে, কে জানে? আলফানসো আলবুকার্ক নামের কাউকে হয়তো ফোটো পাঠিয়েছিল সংযুক্তার। সেই ছবি পছন্দ হয়েছে আলবুকার্কের। তাই মেয়েটাকে সে কিনে নিতে চায়। সেইসঙ্গে দলে রাখতে চায় সাইমন জাভেরির মতো ধড়িবাজকে।

শূন্য খাঁচায় আর না থেকে বাবলু যেভাবে এসেছিল সেইভাবেই এল বাইরের গলিতে। বিলু, ভোম্বল দূর থেকে নজর রাখছিল। তাই বাচ্চু-বিচ্ছুকেও ইশারায় ডেকে পঞ্চুকে নিয়ে চলে এল বড় রাস্তায়।

বিলু বলল, "কী রে! কিছু বুঝলি?"

"নাঃ। পাচার হয়ে গেছে মেয়েটা।"

"এখন তা হলে?"

"পুলিশে একটা খবর দিয়ে বাড়ি ফেরা যাক।"

"পুলিশে কী খবর দিবি?"

"খবর দেব এই যে, এই বাড়িরই একটি ঘরে ভুলু মণ্ডলের লাশ আছে। না নিয়ে গেলে পচে গন্ধ ছাড়বে।"

ওরা আরও কিছু শোনবার আশায় বাবলুর মুখের দিকে তাকাল। বাবলু বলল, "এখানে আর কিছু জনতে চাইবি না। যা বলবার সব বাড়ি গিয়ে বলব।" ওরা প্রথমেই একটা পাবলিক টেলিফোনে কথা বলল। বাড়িতে একটা ফোন করে, পুলিশে খবর দিয়ে ভাল একটা মিষ্টির দোকান দেখে খাবার খেতে ঢুকল। সেই কখন দুটো খেয়ে বেরিয়েছে বাড়ি থেকে। এবার একটু কিছু না খেলেই নয়। আর এখানকার মিষ্টান্ন সত্যিই ভাল।

ভোম্বল বলল, "এইসব মিষ্টির দোকান দেখে আমার কিন্তু অনেকক্ষণ থেকেই লোভ হচ্ছিল। মিষ্টি তো খাবই, সেইসঙ্গে গরম গরম কড়াইশুঁটির কচুরি কিন্তু খান দশেক খাব আমি।"

বাবলু বলল, "পারলে খা। তবে অধিক ভোজন আর রাক্ষুসে খাওয়া—দুটোর একটাও কিন্তু ভাল নয়।"

ভোম্বল দোকানের ছেলেটিকে ডেকে বলল, "আমাকে দশটা কচুরি আর গোটা চারেক অমৃতি অবশ্যই দেবে। তারপর এরা যে যা খেতে চাইবে তাই। আর মিষ্টি দেবে যতরকম আছে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "কী হচ্ছে কী?"

বিলু বলল, "খেয়ে হজম করতে পারবি?"

ভোম্বল হেঁকে বলল, "আর শোনো, একশো গ্রাম দই। না, না। আড়াইশো গ্রাম। একশো দইতে আমার কী হবে?"

ভোম্বলের চাহিদামতো ছেলেটি সবই এনে দিল। তারপর বাবলুকে বলল, "আপনাকে কী দেব?"

বাবলু বলল, "শুধু এক গেলাস জল।"

সবাই হো-হো করে হেসে উঠল।

খাওয়াদাওয়ার পর ওরা বজবজ মিনিতে চেপে ধর্মতলায় এল। তারপর হাওড়ার বাসে মল্লিকফটকে নেমে যখন বাড়ি এল, রাত তখন দশটা। মা তখনও ওদের জন্য জেগে বসে আছেন। আর কেয়া মেয়েটি মায়ের বিছানায় দু' চোখ বুজে ফুলের মতো ছড়িয়ে আছে।

ভোরে ওঠা মাথায় উঠল। বাবলুরই ঘুম ভাঙল বেলা আটটায়। হবে না-ই বা কেন? যা ধকল গেল দু' দিন। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এলে সব কথা খুলে বলল বাবলু। এমনকী সেই চিঠিটাও দেখাল।

সাইমন জাভেরির চিঠি দেখেই তো কেয়ার চক্ষুস্থির। বলল, "এ কার চিঠি?"

"সাইমনের।"

"সে একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। বাংলায় সে চিঠি লিখবে কী করে? এ তো মৈনাকদার হাতের লেখা।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "মৈনাক চৌধুরীর?"

"হ্যাঁ।"

"হতে পারে। এই চিঠি হয়তো মৈনাককে দিয়েই লিখেয়েছে সে।"

কেয়া বলল, "দ্যাখো বাবলুদা, আমি কিন্তু এখনও বলছি তোমরা সাবধান হও। ওই নায়েব চৌধুরীর কথায় একদম বিশ্বাস কোরো না। ওই লোকটা...।"

বাবলু বলল, "ওঁর সম্বন্ধে কোনওরকম বাজে কথা বোলো না। উনি যদি ছলনা করতেন আমাদের সঙ্গে, তা হলে কখনওই বজবজের ঠিকানাটা দিতেন না। এখন আমরা শেষ চেষ্টা করব একবার রামটেক গিয়ে। তারপর সংযুক্তার খোঁজে যদি আন্দামানেও যেতে হয় তাই যাব। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে যাব আমরা।"

কেয়া বলল, "তোমরা রামটেক গেলে আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে।"

বাবলু বলল, "তুমি এখন বাড়ি যাবে।"

"আমি একবার তোমাদের কথা শুনেছি। আর শুনব না।"

"কিন্তু তুমি কেন বুঝছ না আমাদের জীবনের কোনও দাম নেই।"

"আমি সবই বুঝি। আর এও বুঝি গ্রামের মেয়ে বলেই তোমরা আমার ওপর ভরসা করতে পার না। তবে জেনে রাখো বাবলুদা, স্মার্টনেস আমার মধ্যেও কম নেই। তা যদি না থাকত তা হলে তোমাদের ডাকে এককথায়..."

বাবলু বলল, "তুমি আমাদের ভুল বুঝলে কেয়া?"

"ভুল বোঝাবুঝির কিছু নেই। সংযুক্তার ব্যাপারে এগিয়ে যাওয়ার অধিকার আমারও আছে। আচ্ছা, গুড বাই। আমি তা হলে আসি?"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "কোথায় যাবে?"

"আপাতত বাড়ি যাব, আমার বাবা-মায়ের কাছে। এখন তোমরা দয়া করে আমার হাতে দশটা টাকা দাও। না হলে গাড়িভাড়ার পয়সা নেই। বাড়ি যেতে পারব না।"

বাবলু পঞ্চাশ টাকা ওর হাতে দিতেই ফোঁস করে উঠল কেয়া। বলল, "অনেক টাকা হয়েছে তোমাদের, না? আমার দশ টাকা প্রয়োজন, দশ টাকাই দেবে। এগারো টাকাও নয়।"

বাবলু তাই দিল। টাকাটা হাতে নিয়ে বাবলুর মাকে প্রণাম করে কারও সঙ্গে কোনও কথা না বলে গটগট করে বেরিয়ে গেল কেয়া। বাবলুর নির্দেশে বাচ্চু আর বিচ্ছু ছুটল ওকে বাসে তুলে দিতে।

ওরা ফিরে এলেই বাবলু বলল, "শোনো, তোমরা খুব শিগগির তৈরি হয়ে নাও। আজ আর সময় নেই। কালই আমরা রামটেক যাব। আমাদের আগেই সাইমন হয়তো পৌঁছে যাবে সেখানে। পানিবাল ধর্মশালায় হানা দিলে ওদের আমরা পাবই। চাই কি আলফানসো আলবুকার্কের সঙ্গেও আমাদের দেখা হয়ে যেতে পারে। এবার কিন্তু তুমুল লড়াই। যেভাবেই হোক, জয়লাভ আমাদের করতেই হবে।"

বিলু বলল, "আজ নয় কেন? আজই তো আমরা যেতে পারি।"

বাবলু বলল, "আমিও পারি। তবে কিনা রামটেক যেতে হলে আমাদের নামতে হবে নাগপুরে। নাগপুর যাওয়ার ভাল ট্রেন মাত্র দুটি। এক হল বম্বে মেল, আর-এক গীতাঞ্জলি। বম্বে মেলে গেলে নাগপুর পৌঁছতে দুপুর গড়িয়ে যাবে। অচেনা জায়গায় সেটা খুব কাজের নয়। তাই নাগপুর যাওয়ার পক্ষে দুপুরের গীতাঞ্জলিই ঠিক। পরদিন সকাল ছ'টায় নাগপুরে পৌঁছে দেয়। বম্বে মেলে মাস দুই আগে থেকে চেষ্টা না করলে রিজার্ভেশন পাওয়া যায় না। কিন্তু গীতাঞ্জলিতে প্রায় সব সময়ই পাওয়া যায়। আমি এখনই গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখি। না পাই কাল বিনা রিজার্ভেশনেই চলে যাব। দেরি করা চলবে না।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "কাল যাওয়াই ভাল। মাথা ঠান্ডা করে তবু সব কিছু ঠিকঠাক গুছিয়ে নিতে পারব।"

বাবলু বলল, "আমি তা হলে টিকিটের চেষ্টা দেখি?"

"নিশ্চয়ই।"

বাবলু সকলকে বিদায় দিয়ে টাকা-পয়সা নিয়ে টিকিট কাটতে চলে গেল। হয়তো টিকিট পাবে না, তবু একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী? তবে মোটামুটি স্থির হল কাল ওরা যাচ্ছেই।

বিকেলবেলা মিত্তিরদের বাগানে সকলে জড়ো হল ওরা, তখন নতুন অভিযানের গন্ধে সবাই প্রায় মাতোয়ারা। বাবলুর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। গীতাঞ্জলির থ্রি-টায়ারে তিনটি বার্থ ও পেয়ে গেছে। বাবলু, বিলু ও ভোম্বলের নামে। বাচ্চু-বিচ্ছুকে ওদেরই বার্থে তুলে নেবে। একটা রাত বই তো নয়। পালা করে জাগতে থাকলে কারও ঘুমেরই অসুবিধে হবে না।

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা! রামটেক কি বিখ্যাত জায়গা? নামটা যেন খুব পরিচিত মনে হচ্ছে?"

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই বিখ্যাত জায়গা। ওর আর-এক নাম রামগিরি। কালিদাসের মেঘদূতের জন্যে এককালে বিখ্যাত ছিল।"

বিলু বলল, "সে আবার কী? এককালে ছিল, এখন নেই?"

বাবলু বলল, "এখনও আছে। তবে মেঘদূতের জন্যে নেই। উইলসন সাহেবের মতে, এই রামটেকই কালিদাসের রামগিরি পর্বত। কিন্তু পরবর্তীকালের গবেষণায় ঠিক হয়েছে, এ-ধারণা ভুল। কালিদাসের রামগিরি আসলে সরগুজা ডিস্ট্রিক্ট-এর রামগড়। যার নাম এখন 'অমরকন্টক'। তবে রামটেকও এখন প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।"

"নাগপুর থেকে রামটেক কতদূরে?"

"বেশিদূর নয়। মাত্র সাতচল্লিশ কিলোমিটারের পথ।"

"ওখানে পাহাড় কি খুব বড়?"

"তা কী করে জানব বল? তবে শুনেছি নাকি চারদিকেই শুধু পাহাড়।"

"নাগপুর শহরও তো খুব উন্নত?"

"হ্যাঁ। ওখানকার লেবু বিখ্যাত। আগে তো নাগপুর মহারাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। এরও চারদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। উত্তরে সাতপুরা ও দক্ষিণে অম্বাগড়। এই অম্বাগড় পাহাড়েই রামটেক। অনেক মন্দির আছে। নাগপুর ছিল প্রাচীন বিদর্ভেরও রাজধানী। নাগা নদীর তীরে অবস্থিত বলেই এই শহরের নাম নাগপুর। মধ্যযুগে এই নাগপুর ছিল গোণ্ড রাজ্যের অধীনে। এখন এক বিরাট শহর।"

ভোম্বল বলল, "নাগপুরে আমরা মোট ক'দিন থাকব?"

বাবলু বলল, "একদিনও না। তার কারণ, এটা আমাদের বেড়াতে যাওয়া নয়। এবারের অভিযান তদন্তের। ভাগ্য ভাল তাই রহস্যের জট গোড়াতেই খুলে গেছে। এখন শুধু উদ্ধার-পর্ব। আর কাজ সম্পূর্ণ বিপজ্জনক। কেন না আমরা এখন বাঘের মুখ থেকে তার শিকারকে ছিনিয়ে নিতে যাচ্ছি। তার ওপর শত্রুও খুব শক্তিমান। তাও তারা দু'জন। সাইমন ও আলবুকার্ক।"

কথা বলতে-বলতেই সন্ধে হয়ে এল। ওরা আগামী দিনের যাত্রার প্রস্তুতি নিয়ে ঘরে ফিরে এল যে-যার।

বেলা বারোটা পঁয়ত্রিশে হাওড়া থেকে গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস ছাড়বার কথা। ওরা তাই বারোটার মধ্যেই স্টেশনে চলে এল। এসেই দেখল ট্রেন দিয়ে দিয়েছে। ওরা চার্টে নাম মিলিয়ে এস-সেভেন বগিতে গিয়ে ঢুকল। বাচ্চু-বিচ্ছুর রিজার্ভেশন ছিল না। তাই ওদের দুটো টিকিট কেটে অ্যাটেনডেন্টকে একটু জানিয়ে তুলে নিল ওদের বগিতে। পঞ্চু ওর নির্দিষ্ট জায়গায় অর্থাৎ বার্থের নীচে শুয়ে রইল চুপচাপ।

রাতের শোওয়ার ব্যাপারে ঠিক হল, নীচের মেঝেয় শতরঞ্চি বিছিয়ে শুয়ে পড়বে ভোম্বল। আর ওর বার্থটাতে এদিক-ওদিক করে শোবে বাচ্চু-বিচ্ছু। শুধু একটা রাত। সকাল হলেই তো নামা। তবু ভাল যে, তিনটে বার্থ পাওয়া গেছে। না হলে কী হত?

যথাসময়ে ট্রেন ছাড়ল।

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "কেয়া আসব বলল, এল না তো?"

বাবলু বলল, "ও পাগলির কথা ছেড়ে দে। সেই জগৎবল্লভপুর থেকে হাওড়ায় আসতে সময় লাগবে না? হয়তো দেরি করে ফেলেছে। এসে দেখবে ট্রেন আউট অব স্টেশন। যাক। এখন আমাদের কাজের কথা হোক।"

বিলু বলল, "কাল যেভাবে আমরা সাইমনের ঘাঁটি ঘিরে ফেলেছিলাম তাতে ওরা পালিয়ে না গেলে সংযুক্তা উদ্ধার কালই হয়ে যেত।"

বাবলু বলল, "আমাদের এই অভিযানে প্রতি পদে বাধা এবারে। ভুলু মণ্ডলকেও আমরা যেভাবে হাতেনাতে ধরেছিলাম, তাতে পালিয়ে যাওয়ার কোনও উপায়ই ছিল না ওর। পঞ্চুকে আটকাল গোটাকতক তেজি কুকুর। আমার হাতে পিস্তল, অথচ গুলি নেই তাতে। এইভাবে সুযোগ নষ্ট আমাদের অভিযানে কখনও হয়নি। ভুলু মণ্ডলকে হাতেনাতে ধরতে পারলে সংযুক্তার খবর তো পেতামই। সেই সঙ্গে সাইমনের সব খবর। আর কান ধরে টান দিলে যেমন মাথাটা আসে, তেমনই আলফানসো আলবুকার্কও রহস্যের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসত আমাদের কাছে। এখনও যে কত দুর্ভোগ বাকি, তা কে জানে?"

গীতাঞ্জলি সুপার ফার্স্ট ট্রেন। তাই তড়িৎগতিতে ছুটতে লাগল হু-হু করে। দেখতে দেখতে খড়্গপুর এসে গেল। খড়্গপুরে দু' মিনিট থামল। তারপর আবার ছুটতে লাগল ট্রেন।

একজন কফিওয়ালা কফি নিয়ে এল।

বিলু বলল, "এককাপ করে কফি খেয়ে নিলে হত না?"

সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বলে উঠল, "সেইসঙ্গে একটু করে কেক। ওঃ, কেক কিনতে গিয়ে আর-একটু হলেই হাতছাড়া করেছিলাম ট্রেনটাকে।"

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "এ কী কেয়া! তুমি কোত্থেকে এলে?"

"কেন, বাড়ি থেকে। তোমরা আমাকে সঙ্গে নাও আর না নাও, আমি একাই যাব। ভাগ্যে তোমার মা ফোনে আমাকে বললেন।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা হতবাক।

কেয়া বলল, "স্টেশনে কত খুঁজলাম তোমাদের, পেলাম না। তাই সাহস করে উঠেই পড়লাম। এই গাড়ির ভেতরে-ভেতরে রাস্তা ছিল বলে খুঁজে পেলাম তোমাদের। প্রতিটি কামরা আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে আসছি।"

বাবলু বলল, "টিকিট কেটেছ?"

"না। চেকার এলে করে নেব।"

"তাতে কত ফাইন দিতে হবে জানো?"

"তা জানি বইকী! গ্রামের মেয়ে হলেও স্কুলে পড়ি। অতএব দেশের খবরও একটু-আধটু রাখি। আগে দশ টাকা ফাইন ছিল, এখন পঞ্চাশ টাকা হয়েছে।"

বাবলু বলল, "দ্যাখো, পঞ্চাশ টাকা ফাইন দেওয়ার ক্ষমতা রাখাটা গৌরবের নয়। বিনা টিকিটে ট্রেনে চাপাটা কিন্তু অপরাধের।"

"ওঃ। তাই বুঝি? এদিকে টিকিট কাটতে গেলে ট্রেনটা যে ফেল করতাম স্যার।"

"তা হলে ঠিক আছে। পঞ্চাশ টাকা ফাইন দেওয়ার ক্ষমতা যখন আছে তখন শুধু শুধু টিকিট কাটতে যাব কেন, এই মনোভাব রাখাটা ঠিক নয়।"

যাই হোক। ওরা কেক আর কফি খেয়ে চুটিয়ে গল্প করতে লাগল। একটু পরে চেকার এলে ফাইন দিয়ে টিকিটও কেটে নিল একটা। রাত ন'টার সময় রাউরকেলা এলে খাওয়াদাওয়া করে নিল সকলে। তারপর কেয়া, বাচ্চু, বিচ্ছু, তিনজনে তিনটে বার্থ দখল করল আর বাবলু, বিলু, ভোম্বল শুয়ে পড়ল নীচের মেঝেয়। পঞ্চু নীচেই রইল।

ট্রেনের দুলুনিতে শোওয়ামাত্রই ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। সেই ঘুম যখন ভাঙল ট্রেন তখন নাগপুরে ঢুকছে। প্ল্যাটফর্মে নেমে প্রথমেই ওয়েটিং রুমে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিল ওরা। তারপর খানিক হেঁটে আসতেই পেয়ে গেল একটা খালি বাস। সরকারি বাস। পঞ্চুকে বাসে ওঠানোর ব্যাপারে কন্ডাক্টর একবার একটু গুঁইগাঁই করল বটে, পরে ওরও একটা টিকিট কাটতেই মেনে নিল। নাগপুর থেকে রামটেক পর্যন্ত বাসের ভাড়া নিল মাত্র পাঁচ টাকা ষাট পয়সা। ঘণ্টাখানেকের রাস্তা মাত্র। দ্রুতগামী বাস। ছেড়েই গতি নিল।

মস্ত শহর নাগপুর। যেমন ঘিঞ্জি তেমনই জমজমাট।

বাস থেকে নেমে একটা দোকানে বসে জলযোগ সেরে নিল ওরা। তারপর দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, "ভাই, এখানে থাকবার জায়গা কোনদিকে আছে?"

দোকানদার বলল, "ঠারনেকা জায়গা ইধার কাঁহা মিলি? পাহাড় পর চড়ো। মন্দির দর্শন করো। লছমন মন্দির, রাম মন্দির দেখো। উধারই ধরমশালা মিলেগা।"

পাহাড়ে ওঠার আনন্দে ওরা সবাই তখন অধীর। কত যাত্রী তো উঠছে। কেয়ার এই প্রথম পাহাড় দেখা। ও তো লাফাচ্ছে।

ওরা অন্য যাত্রীদের দেখে পর্বতারোহণ শুরু করল।

বাবলু বলল, "এই রামটেক মেঘদূতের রামগিরি না হলেও দর্শনীয় জায়গা। বহু যাত্রী এখানে বারোমাস আসে। ভারী মনোরম।"

লাল পাথরের পাহাড়। ওরা ধাপে ধাপে ওঠা শুরু করল। কত ছোট ছোট গুহা ওদের চোখে পড়ল। তার মধ্যে দুটি গুহা ওদের খুব ভাল লাগল। একটি হল বাপটরাম গুম্ফা, অপরটি সিদ্ধিনাথ। এ ছাড়াও এই পর্বতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতি মনোরম। পাহাড়ের ওপর লছমন মন্দির, রাম মন্দির, হনুমান মন্দির, লছমিনারায়ণ মন্দির, কত মন্দির আছে। আর আছে মহাকবি কালিদাসের একটি মন্দির। রাম, লক্ষ্মণের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতেই বুঝি এই পাহাড়ের সর্বত্র যত হনুমানের রাজত্ব। প্রথমে তো তারা দারুণ বিরক্ত করতে লাগল পঞ্চুকে। কেউ লেজ টেনে দিয়ে গাছে উঠে পড়ে। কেউ পিঠে চড়ে মজা দেখে। সে কী কাণ্ড! তারপর ক্বক-ক্বক করে ছুটে আসে কেয়াকে দেখে। অবশেষে একজন পাণ্ডা এসে লাঠিপেটা করতে তবেই বাঁচোয়া।

পাহাড়ে উঠে ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে অনেকক্ষণ বসে রইল ওরা।

বাবলু একজন পাণ্ডাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, এখানে থাকবার কী ব্যবস্থা করা যায় বলতে পারেন?"

পাণ্ডা ঠাকুর বললেন, "বাঙালি?"

"হ্যাঁ।"

"তোমাদের সঙ্গে বড় কেউ নেই?"

"না। আমরা এই ক'জন।"

"ঠিক আছে। তালাও'-পর চলা যাও।"

"তালাও কোন দিকে?"

"কিধার সে আয়া তুম?"

বাবলু দেখিয়ে দিল। পাণ্ডা ঠাকুর বুঝিয়ে দিলেন, এই পাহাড়ের দুটো দিক। একটা বাস থেকে নেমে খাড়াই ভেঙে ওপরে ওঠা। আর-একটা বাস থেকে নেমে অটোয় তালাওয়ের দিকে চলে আসা। সেখানে রামসাগর তালাওয়ের পাশেই যাত্রীনিবাস। আগে এখানে অম্বরীশ ঋষির আশ্রম ছিল। পাপযুক্ত অম্বরীশ নাকি ওই রামসাগরে স্নান করেই মোক্ষলাভ করেন। তীর্থযাত্রীরা ওই পথেই আসে।

পাণ্ডার দেখিয়ে দেওয়া পথ ধরে পাণ্ডব গোয়েন্দারা নেমে চলল তালাওয়ের দিকে। পাহাড়ের ওপর থেকে তালাওয়ের (জলাশয়ের) যে নয়নমনোহর দৃশ্য ওরা দেখল, তার তুলনা নেই। এখানে এইরকম তিনটি জলাশয় আছে। নারায়ণ টিকরি, নাগার্জুন টিকরি, রামসাগর তালাও।

বাচ্চু বলল, "বাবলুদা, এইখানে থাকবে কয়েকটা দিন? কী সুন্দর জায়গাটা। মনে হচ্ছে যেন কোনও এক অলকাপুরীতে চলে এসেছি।"

"আরে সেইজন্যেই তো লোকে প্রথমে একেই রামগিরি মনে করেছিল।"

ভোম্বল বলল, "আমি তো সাঁতার কেটে এই তালাওয়ের এপার-ওপার না করে ছাড়ব না।"

কেয়া বলল, "আমি শুধুই দেখব। দু' চোখ ভরে দেখব। আমি তো কখনও কিছু দেখিনি। পাহাড় দেখিনি, ঝরনা দেখিনি, নদী দেখিনি, অরণ্য দেখিনি। কিছুই দেখিনি। গ্রামে একটা নদী আছে। তবে সেটা নামেই নদী। আসলে একটা পচা খাল।"

বাবলু বলল, "সত্যি, কী শান্ত নির্জন জায়গা। আমাদের অভিযান শেষ হোক, পরে একবার আমরা নতুন এনার্জি নিয়ে এখানে এসে দিনকতক থেকে যাব।"

ওরা পায়ে পায়ে নীচে নামতে লাগল। যত নামে ততই মন ভরে যায়। পার্বত্য প্রকৃতি যেন নব-নব রূপে ধরা দিতে থাকে ওদের চোখে। এইখানে গাছে গাছে কত ময়ূর। কী আনন্দ! কী আনন্দ! কিন্তু এই আনন্দের মধ্যেও বিষাদের কাঁটা হচ্ছে সাইমন জাভেরি ও আলফানসো আলবুকার্ক। এরা যে কেন মানুষকে জ্বালাবার জন্য জন্মেছিল পৃথিবীতে তা কে জানে? এই দুই মহাপাতককে সৃষ্টি না করলে ভগবানের কী ক্ষতিটা হত?

ওরা যখন পাহাড়ের একেবারে নীচে নেমে এসেছে তখন স্থানীয় একজনকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, ইধার ধরমশালা কিধার মিলেগা?"

যাকে জিজ্ঞেস করা হল সে একটা বাড়ির দিকে দেখিয়ে বলল, "উধার।"

"ও ধরমশালা আচ্ছা হোগা?"

"জরুর। ও তেলিসমাজ ধরমশাল বহৎ বড়িয়া হ্যায়। নোট কর লো। তেলিসমাজ, অম্বালা, রামটেক। রাম মন্দির রোড। জিলা নাগপুর। রুপিয়া ভি জায়দা লাগতা নেহি। শ্রেফ দশ-বিশ রুপাইয়া। উধার যাও। আরাম মিলেগা।"

"আচ্ছা, পানিবালা ধরমশালা কাঁহা মিলেগা?"

"বগলমে। লেকিন ও ধরমশালা আচ্ছা নেহি। মাত যাও হুঁয়া পর। ঝুটা আদমিকে লিয়ে ও ধরমশালা।"

বাবলু বলল, "ধন্যবাদ।" বলে তেলিসমাজ ধর্মশালার দিকেই এগিয়ে চলল। যেতে যেতে বাবলু বলল, "ভালই হল। এইখান থেকেই আমরা নজরদারি করতে পারব ওই ধর্মশালাটার দিকে। আশা করি এইবার আমাদের সকল বাধা দূর হবে।"

ওরা ধীর পায়ে এগিয়ে চলল ধর্মশালার দিকে। ধর্মশালার মাঝখানের উঠোনে তখন বিরাট এক যজ্ঞ হচ্ছে। হলুদ, গেরুয়া, কতরকমের পতাকা উড়ছে পতপত করে। যজ্ঞাগ্নির ঘিয়ের গন্ধে ভরে উঠেছে মনপ্রাণ। কত অবাঙালি বউ-মেয়ের দল সুর করে গান গাইছে। গানের সুর, মন্ত্রের ধ্বনি, সবই যেন কেমন এক মায়াময়।

মাথায় পাগড়ি, বিশালবপু এক ম্যানেজার বসে ছিলেন গদিতে। লোকটিকে দেখলে হাসি পায়।

বাবলুরা গিয়ে ঘর চাইতেই বললেন, "কামরা নেহি মিলে গা। পুরা বুকিং হো গিয়া। দিখত নেহি যাগ হো রহি হ্যায়।"

বাবলু বলল, "সে তো দেখছি। কিন্তু আমরা যে কলকাতা থেকে এত দূর বেড়াতে এলাম, এখানে জায়গা না পেলে থাকব কোথায়?"

"হাম ক্যা জানে?"

বাবলু ওর পকেট থেকে একশো টাকার একটা নোট বের করে বলল, "দেখুন, আমরা প্রথম এসেছি এখানে। আপনার ধর্মশালায় জায়গা না থাকে, আপনি কোথাও একটু ব্যবস্থা করে দিন আমাদের। না হলে আপনাদের দেশে এসে কোথায় যাব আমরা? সঙ্গে মেয়েরা আছে।"

ম্যানেজার টাকাটা হাতে নিয়ে অবাক বিস্ময়ে ওদের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ফিক করে হেসে বললেন, "দেখো বাবুয়া, যব তুমনে হামকো রুপিয়া দে দিয়া তব তুমহারে লিয় কুছ-না-কুছ করনা হি পড়েগা।" বলেই ডাকলেন, "বাগারাম! আরে, এ রামাই ভাইয়া।"

বেঁটেখাটো একজন লোক এসে দাঁড়াল সেখানে, "কা হো?"

"উপরবালা ঘর এ সবকো দে দো।"

"রিজার্ভবালা?"

"হাঁ হাঁ। এক নাম্বার রুম। আউর শুনো, এ সবকো পরসাদ মিলনা চাহিয়ে।"

বাগারাম ওদের নিয়ে ওপরের ঘরে গেল। বেশ বড়সড় ঘর। প্রত্যেক ধর্মশালাতেই এইরকমের দু'-একটা ঘর থাকে বিশেষ অতিথিদের জন্য। এই ঘরগুলো খুব একটা প্রয়োজন না হলে ব্যবহার করা হয় না। যাই

হোক, পাণ্ডব গোয়েন্দারা সেই ঘরই পেয়ে গেল। নীচেটা একটু অন্ধকার। কিন্তু ওপরটা খোলামেলা বলে বেশ আলো-বাতাসযুক্ত।

বাগারাম ওদের ঘর দিয়েই ধপাধপ করে কয়েকটা গদি এনে ফেলে দিল সেই ঘরের ভেতর। বাচ্চু-বিচ্ছু আর কেয়া একদিকে ওদের বিছানা করে নিল। বাবলুরা করল আর-একদিকে।

বাগারাম লোকটিও খুব ভাল। বেশ হাসিখুশি। পঞ্চু ওর পা শুঁকতেই তুড়ুক করে লাফিয়ে উঠল একবার। তারপর বলল, "আরেব্বাবা। কাটেগা নেহি তো?"

বাবলু বলল, "না। ও আমাদের পোষা কুকুর। তুমি ওর গায়ে হাত বুলাও, দেখবে ও কিচ্ছু বলবে না।"

বাগারাম ভয়ে ভয়েই পঞ্চুর পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। ব্যস, ভাব হয়ে গেল পঞ্চুর সঙ্গে। পঞ্চু আর ওর পিছু ছাড়ল না। দিব্যি ধর্মশালার নীচে-ওপর করতে লাগল। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বাড়ি। কত ছেলে-মেয়ে, লোকজন। ও তাদের দলে ভিড়ে গেল। কতজনে কত কী খাওয়াল পঞ্চুকে। যজ্ঞের পুরোহিতরাও তাদের অনুষ্ঠানে কালো একটা কুকুর দেখে সাক্ষাৎ ধর্মরাজ ভাবল পঞ্চুকে। কেউ-বা ফুল, বেলপাতা, শুকনো খই ছুড়ে দিল ওর দিকে। কেউ কপালের ওপর সিঁদুরের টিপ্পা দিয়ে মুখে একটা পুরি কিংবা প্যাঁড়া গুঁজে দিল। পঞ্চু তখন আনন্দে আত্মহারা।

ঘরের ব্যবস্থা হয়ে গেলে স্নানের জন্য বাইরে বেরোল ওরা। রামসাগর তালাওয়ের কাজল-কালো জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কাটতে লাগল কেয়া আর ভোম্বল। কেউ কারও চেয়ে কম যায় না। বাবলুরা পাড়ে দাঁড়িয়ে ওদের সাঁতার কাটা দেখতে লাগল। কী অপূর্ব দৃশ্য এখানকার। চারদিকেই পাহাড়। আর ঘন বনরাজি।

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, আজ বিকেলে আর-একবার পাহাড়ে উঠবে?"

বাবলু বলল, "ওইসব পাহাড়ে উঠবার রাস্তা আছে কিনা তা তো জানা নেই। তবে যে পাহাড় ডিঙিয়ে আমরা নীচে এলাম সেই পাহাড়েই আর-একবার উঠতে পারি।"

বিলু বলল, "আমাদের আসল কাজ তা হলে শুরু হবে কখন?"

"আজ দুপুর থেকেই। এখানকার ম্যানেজার যেমন ভাল লোক, তেমনই সরল ও সাদাসিধে বাগারাম। যেভাবেই হোক, টাকা-পয়সা দিয়ে বাগে আনতে হবে ওদের। আমরা অভিযানের শুরুতে প্রথমে যেমন বাধা পেয়েছিলাম, এখন কিন্তু ভগবান তেমনই আমাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন।"

"কী করে বুঝলি? আসল কাজের দিকে এক পাও তো এগোইনি আমরা।"

"কে বললে? তা হলে হাওড়া থেকে আমরা রামটেকে এলাম কী করে? এখানে আমাদের সবচেয়ে সুবিধে হয়েছে কী জানিস? এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ভিড়ভাট্টা। না হলে আমরা যদি এই জনবিরল জায়গায় এই ক'জনে এসে থাকতাম, তা হলে কিন্তু সকলের চোখে পড়ে যেতাম। বিশেষ করে শত্রুপক্ষরা তো আগেই চিনে ফেলত। কিন্তু এখন এই ভিড়ভাট্টায় কেউ নজর দেবে না আমাদের দিকে। প্রথমত, ওরা জানেও না আমরা ওদের পিছু নিয়েছি বলে। দ্বিতীয়ত, আমরা ওদের মুখোমুখি হলেও ওরা ভাববে আমরা এই ধর্মশালায় যাঁরা অনুষ্ঠান করতে এসেছেন, তাঁদেরই ছেলে-মেয়ে। কাজেই এর চেয়ে সুবিধে আর কী আশা করা যায়?"

ওরা স্নান করে ঘরে এসে যখন বাইরে খেতে যাওয়ার জোড়জোড় করছে তেমন সময় ম্যানেজার নিজে এসে বললেন, "আরে এ মুন্নে! তুমি সব কিধার যা রহে? কাঁহা গয়ে থে তুম?"

বাবলু বলল, "আমরা 'তালাও-পর' গিয়েছিলাম স্নান করতে।"

"বাগারাম কুছ বতায়া নেহি তুমকো?"

"না তো।"

"তুমকো পরসাদ মিলে গা। ভোজন হিঁয়া করোগে। আও মেরে সাথ।"

ওরা ঘরে তালা দিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে নীচে এল।

একটা বড় ঘরের মধ্যে খাবার আয়োজন হয়েছে। ওরা যেতেই কয়েকজন অবাঙালি বউ এসে হাত ধরে নিয়ে গেল ঘরের ভেতর। তারপর সকলের সঙ্গে পাতা পেড়ে খেতে দিল ওদের। সে কী উপাদেয় খাদ্য। ভাল ঘিয়ে ভাজা বড়-বড় পুরি, তরকারি, সবজি, ডাল, মুগের বরফি আর লাড্ডু। বাবলু দেওয়ালের একপাশে পঞ্চুকে নিয়ে বসেছিল, আর ওর ভাগ থেকে ওকে খাইয়ে দিচ্ছিল একটু একটু করে। তাই দেখে একটি বউ এগিয়ে এসে ওর জন্যও আলাদা একটি পাতা করে দিল।

খেয়েদেয়ে ওরা বাড়ির ছাদের ওপর উঠে এল সকলে। ছাদের ওপর থেকে চারদিকের দৃশ্য আরও মনোহর লাগল। কলকাতার বুক থেকে শীত বিদায় নিলেও এখানে এখনও জাঁকিয়ে আছে। তবে

হাড়-কাঁপানো শীত নেই। কিন্তু রাত্তিরে চাদর লাগবে গায়ে। এই ধর্মশালার বিপরীত দিকে একটা বাড়ির পাশেই হল পানিবাল ধর্মশালা। যাত্রীহীন খাঁ-খাঁ করছে।

বাবলু বলল, "এইখান থেকেই ওই বাড়িটার দিকে নজর রাখা যাবে। সন্ধের পর দেখব ঘরে আলো জ্বলে কি না। তারপর রাতের অন্ধকারে শুরু করব কাজ। সংযুক্তাকে ওরা নিশ্চয়ই ওখানে নিয়ে এসে রেখেছে। নয়তো আজ-কালকের মধ্যেই আনবে। ওদের গতিবিধি লক্ষ করবার জন্যে এই বাড়ির মতো এত ভাল জায়গা আর হবে না।"

বিলু বলল, "ঠিক বলেছিস। এখন বাগারামকে ডেকে ওই বাড়ির সম্বন্ধে একটু খোঁজখবর নিলে কেমন হয়?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। এখনই উপযুক্ত সময়। যা, চুপিচুপি গিয়ে ওকে ডেকে আন দেখি?"

বাবলুর কথামতো বিলু নীচে গেল। তারপর ব্যর্থ হয়ে ঘুরে এসে বলল, "না। ওকে কোথাও দেখছি না। আসলে কাজের বাড়ি তো, নিরীহ লোক পেয়ে সবাই ওকে দারুণভাবে খাটাচ্ছে।"

ওরা যখন বিশ্রাম নেওয়ার ছলে ছাদের এদিক থেকে ওদিকে পায়চারি করে প্রকৃতির দৃশ্য দেখছে, তখন হঠাৎই চিৎকার করে উঠল কেয়া, "ওই, ওই তো সংযুক্তা। বাবলুদা...।"

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে মুখ চেপে ধরল কেয়ার। বলল, "করছটা কী? সর্বনাশ হয়ে যাবে এখনই। পাকা ঘুঁটি কেঁচে যাবে যে।"

কেয়া চুপ করল। আশ্চর্য সুন্দর এক গন্ধর্বকন্যা যেন পানিবাল ধর্মশালার ছাদে রোদ পোহাতে উঠেছে। কী চমৎকার মেয়ে! গায়ের গোলাপি রঙের ওপর সূর্যের আলো পড়ে আরও ঝলমল করছে।

সংযুক্তা একভাবে দূরের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। এখান থেকে ওকে নাম ধরে ডাকা যাবে না। কেউ শুনতে পেলেও বিপদ আছে। বাবলু তাই বিলুকে বলল জোরে একটা শিস দিতে।

একটাতেই কাজ হল। ঘুরে তাকাল সংযুক্তা। কেয়াকে দেখতে পেয়েই ছুটে এল আলসের ধারে। ও কিছু বলতে যাওয়ার আগেই ঠোঁটের কাছে তর্জনী রেখে ওকে চুপ করতে বলল কেয়া। ইশারায় ওকে বলল সিঁড়ির দরজায় শিকল তুলে দিতে।

সংযুক্তা তাই করল। তারপর ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে মুখটা এমনভাবে নাড়ল যার অর্থ, তুই এখানে কী করে এলি? তোকেও কেউ ধরে এনেছে নাকি?

কেয়া সংকেতেই জবাব দিল, না। এরা-আমরা এক।

বাবলু হাত নেড়ে ইশারা করল সংযুক্তাকে। ওকে বুঝিয়ে দিল, তুমি একটু তৈরি থেকো, আমি এখনই যাচ্ছি। তারপর বিলুকে বলল, "শোন, তুই সবাইকে নিয়ে এখানে থাক। চারদিকে নজর রাখ। আমি শুধু কেয়াকে নিয়ে যাচ্ছি। পঞ্চুও থাকবে সঙ্গে।"

ভোম্বল বলল, "এখনই কেন? সন্ধের পর গেলেই তো হত।"

বাবলু বলল, "চঞ্চলা সুখের লক্ষ্মী যেমন থাকে না কারও প্রতীক্ষায়, তেমনই সময় ও সুযোগও হচ্ছে পদ্মপাতায় জল। সন্ধের আগেই যে মেয়েটাকে ওরা সরিয়ে দেবে না কোথাও, তাই বা কে বলতে পারে? এই সুযোগ হাতছাড়া করে কখনও? তা ছাড়া ধর্মশালায় লোক গিজগিজ করছে। এখন ঝামেলা বাধলে আমাদের চেঁচামেচিতে সবাই গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে।" এর পর বাবলু কেয়াকে সঙ্গে আসতে বলে পঞ্চুকে নিয়ে তালা খুলে একবার ঘরে ঢুকল। তারপর ওর সেই আংটা-লাগানো নাইলনের ফিতেটা নিয়ে পিস্তলটাও ঠিক জায়গায় রেখে বাইরে এল।

রাস্তার ওপারে পানিবাল ধর্মশালার পেছন দিকেই পাহাড়ের একটি উঁচু জায়গা। ওরা রাস্তা পার হওয়ার মুখেই কোথা থেকে যেন আপদের মতো এসে জুটে গেল বাগারাম। পঞ্চুর সামনের পাদুটো ধরে নানারকম অঙ্গভঙ্গি শুরু করল। বলল, "তুম কাঁহা যা রহে হো দোস্ত?"

পঞ্চু বলল, "ভৌ-ভৌ।" অর্থাৎ এখন আমাকে ছাড়ো।

বাবলু বলল, "আমরা তোমাকে কত খুঁজলুম। কোথায় ছিলে তুমি?"

"মন্দির গিয়া থা। লেকিন তুম কাঁহা যা রহে?"

"থোড়া ঘুমনে যা তা।"

"হামকো ভি সাথ লে চলো। হাম তুমকো সব কুছ দিখলায় গা।"

বাবলু বলল, "পরে। এখন আমরা বেড়াতে যাচ্ছি না। যখন যাব তখন তুমি সঙ্গে যেয়ো।"

বাগারাম বলল, "হাম হরবখত তুমহারা সাথ রহে গা। আভি ভি যাউঙ্গা। বাদ মে ভি—।"

বাবলুর মনে হল একটা ঘুষি মেরে মুখটা ফাটিয়ে দেয় ওর। যত ওকে কাটাতে চাইছে ততই গায়ে লেপটে আসছে। অথচ এতক্ষণ ওর পাত্তাই ছিল না।

কেয়া বলল, "আমরা মন্দিরে যাচ্ছি। পাহাড়ের ওপর।"

বাবলু পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে ওর হাতে দিয়ে বলল, "তুমি এক কাজ করো, একটু চা-টা খেয়ে ধর্মশালার সামনে বসে থাকো। আমরা এসেই তোমাকে নিয়ে বেরোব।"

"লেকিন তুমকো আনে-যানে মে দো-তিন ঘণ্টা লাগ যায়গা।"

বাবলুরা কোনও উত্তর না দিয়ে হনহন করে এগোল।

সবে খানিকটা এগিয়েছে, বাগারাম অমনই ছুটে এল, "আরে ইধার কাঁহা যা রহে হো তুম? মন্দির কা মার্গ ইধার নেহি হ্যায়।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা আপদ তো, ঠিক সময়ে এসে ঝঞ্ঝাট লাগিয়ে দিল।"

কেয়া বলল, "আমরা জানি বাবা এটা মন্দিরের রাস্তা নয়। এমনই একটু ঘুরে দেখছি।"

বাগারাম বলল, "উধার মাত যাও। ও জায়গা আচ্ছা নেহি।"

বিলুরা এতক্ষণ ছাদের ওপর থেকে সব লক্ষ করছিল। তাই বেগতিক দেখে নেমে এল বিলু। বাগারামকে ডেকে বলল, "এই শুনো, ম্যানেজার বুলাতা তুমকো।"

পাপ তবু যাওয়ার নয়। বলল, "ম্যানেজার আভি কাঁহা? ও তো ঘর চলা গিয়া। চার বাজে কা বাদ আয়েগা।"

এমন সময় ভাগ্যক্রমে হঠাৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কর্মকর্তাদের একজনের চোখে পড়ে গেল বাগারাম। ওকে দেখতে পেয়েই হাঁক দিল সে, "আরে, এ রামুয়া। ঘোড়পড়ে কা বর্তন লায়া তু? জলদি লা। আউর শুন, সাহুজিকো ভি বুলানা।"

বাগারাম জিভ কেটে পালাল।

আর সাহুজির নাম শুনেই আঁতকে উঠল বাবলু। এই সাহুজিই তো সাইমনকে চিঠি দিয়ে ডাকিয়ে এনেছে। তা হলে কাদের খপ্পরে পড়ে গেল ওরা? সংযুক্তাকে উদ্ধার করে ওই ধর্মশালাতে নিয়ে যাওয়াও আর নিরাপদ নয়। তবু ওকে উদ্ধার করতেই হবে। এই মুহূর্তে বাবলুর মনের অবস্থা যে কী, তা কাউকে বলে বোঝাবার নয়।

যাই হোক, ধর্মশালার দেওয়াল ঘেঁষে চুপিচুপি ওরা দু'জনে এগিয়ে চলল পেছনের পাহাড়ের দিকে। বাবলু আর কেয়া। সঙ্গে চলল পঞ্চু। বিলু দূর থেকেই ওদের দিকে লক্ষ রাখল।

রাত্রিবেলা হলে ভয়ের কোনও কারণ ছিল না। কিন্তু যত ভয় দিনের আলোয়। কে কোথায় দেখতে পেয়ে যায় তার ঠিক কী? তবু এগোল। একসময় পায়ে পায়ে পেছনদিকের পাহাড়ের ওপর উঠে এল ওরা। এসেই বুঝল এই পথে সংযুক্তাকে নামিয়ে আনা একেবারেই অসম্ভব। কেন না, ওরা দেখতে পেল দোতলার ঘরের ভেতর জানলার সামনে দাঁড়িয়ে একজন লোক দূরের দিকে চেয়ে সিগারেট খাচ্ছে। লোকটার চোখদুটো বেড়ালের মতো কটা। গায়ের রং তামাটে, ফরসা। চুলও কটা। এই কি তা হলে সাইমন? খিদিরপুরের সন্ত্রাস এবং সংযুক্তার অপহরণকারী সাইমন জাভেরি? হয়তো এই সে। বাবলু বেশ ভাল করে লক্ষ করে বুঝল লোকটা আসলে নররূপী চিতা ছাড়া কিছুই নয়।

ওরা ধীরে ধীরে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ধর্মশালার গা ঘেঁষে অন্যদিকে সরে এল। হুকে বাঁধা নাইলনের ফিতেটা ছাদের দিকে ছুড়ে দিতেই সংযুক্তা লুফে নিল সেটাকে। তারপর ছাদের আলসের খাঁজে সেটাকে আটকে দিতেই অভ্যস্ত কায়দায় সুড়সুড় করে ওপরে উঠে গেল বাবলু। ওপরে ওঠার মুখেই ওর একটা হাত ধরে ওকে টেনে তুলল সংযুক্তা।

বাবলু চাপা গলায় বলল, "শোনো। আমরা তোমাকে উদ্ধার করব বলে এসেছি। তোমার বন্ধু কেয়াও আছে আমাদের সঙ্গে। তুমি কি পারবে আমার মতো দড়ি বেয়ে নীচে নামতে?"

"আমার খুব ভয় করবে। যদি পড়ে যাই!"

"এ ছাড়া তোমাকে নিয়ে যাওয়ার আর কোনও রাস্তাই আমাদের কাছে খোলা নেই।"

বাবলু আলসের কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখল, কেয়া পঞ্চুকে নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওপাশে ধর্মশালার ছাদে উদগ্রীব হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছু। বিলুটা কোনদিকে আছে তা কে জানে?

বাবলু বলল, "তোমাকে ওরা কবে নিয়ে এসেছে এখানে?"

"আজই।"

"কোন গাড়িতে এসেছ তুমি?"

"গীতাঞ্জলিতে।"

"সে কী! ওই গাড়িতে তো আমরাও এসেছি।"

"আমাকে ফার্স্ট ক্লাসে এনেছে। তাও বোরখা পরিয়ে। আর যে এনেছে সে ছিল মৌলভির পোশাকে।"

"বুঝেছি। ওখান থেকে নিশ্চয়ই মোটরে এসেছ তুমি?"

"হ্যাঁ। সাহুজির গাড়িতে।"

"সাহুজিকে চেনো তুমি?"

"না। ওর মুখে নাম শুনেছি।"

"তোমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছে জানো?"

সংযুক্তা দু' হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে বলল, "কিচ্ছু জানি না আমি। আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না। বাবাকে, মাকে কতদিন যে দেখিনি।"

বাবলু বলল, "ওরা তোমাকে আলফানসো আলবুকার্কের কাছে বিক্রি করে দেবে বলে।"

"আলফানসো আলবুকার্ক কে?"

"তা আমরাও জানি না।"

এমন সময় আবার অঘটন। সেই বামন বেঁটে বাগারামটা কোত্থেকে যেন শিম্পাঞ্জির মতো লাফাতে লাফাতে এসে হাজির হল সেইদিকে। তারপর কেয়াকে দেখেই বলল, "আরে মুন্নি! তুম অকেলে ইধার ক্যা করতে হো?"

বাবলু তখন ছুটে গেছে আলসের কাছে। গিয়েই দেখল বিলু হাত কামড়াচ্ছে। বাবলু ওকে ইশারায় বলল, শিগগির ওদের সবাইকেই এখান থেকে সরে যেতে।

বিলু কেয়াকে ইশারা করতেই কেয়া ছুটল বিলুর দিকে।

আর এদিকে তখন সিঁড়িতে ধুপধাপ শব্দ। অর্থাৎ কেউ ছাদে আসছে সংযুক্তার খোঁজে। এই মুহূর্তে পালানো অসম্ভব। অথচ এত কাণ্ডের পর শয়তানের হাতে ধরা দেওয়াও যুক্তিযুক্ত নয়। বাবলু চকিতে মনস্থির করে সংযুক্তার কানের কাছে মুখ এনে বলল, "কী করবে? ধরা দেবে, না পালাবে?"

"পালানো অসম্ভব। আমি ওভাবে নামতে পারব না।"

দরজায় তখন দমাদ্দম ধাক্কা পড়ছে। বহুদিনের পুরনো দরজা। খুলে যায় আর কী!

সাইমনের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "দরজায় শিকল দিল কে? সংযুক্তা, দরোয়াজা খোলো।"

বাবলু বলল, "বাঁচার এখন একটাই রাস্তা, সিঁড়ির ছাদের ওপর উঠে পড়া।"

"কিন্তু ওখানেই বা উঠব কী করে?"

বাবলু ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে বলল, "ওঠো।"

সংযুক্তা উঠতেই বাবলুও উঠল। তারপর পিস্তলটা বের করে পাশাপাশি উপুড় হয়ে শুয়ে রইল দু'জনে। সংযুক্তাকে আড়ালে রেখে বাবলু একটু একটু করে বুকে হেঁটে এগিয়ে গেল কী হয় দেখবার জন্য। তাড়াতাড়িতে একটু ভুল হয়ে গেছে। নাইলনের ফিতেটা গুটিয়ে নেওয়া হয়নি।

ঘনঘন ধাক্কাধাক্কিতে দরজাটা একসময় ফ্রেম সমেত উলটে পড়ল ছাদের ওপর। সাইমন ঝড়ের বেগে উঠে এল ছাদে, "সংযুক্তা! সংযুক্তা!" কিন্তু ছাদে এসে সংযুক্তাকে না দেখে ভীষণ রেগে ছাদময় দাপাদাপি করতে লাগল সে। তারপর হঠাৎই আলসের ধারে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল চারদিক। দেখতে দেখতেই একসময় নজরে পড়ল ফিতেটা। ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে সেটাকে তুলে নিয়ে দলা পাকিয়ে ফেলে দিল ছাদেরই এক কোণে। তারপর নিষ্ফল আক্রোশে হাতদুটো মুষ্টিবদ্ধ করে বলে উঠল, "ও মাই গড।" বলে উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগল।

একসময় ধীরে ধীরে যেমন এসেছিল তেমনই নেমে গেল সাইমন।

বাবলুও একটু একটু করে মাথা তুলে ওপাশের ছাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল। অর্থাৎ বুঝিয়ে দিল প্ল্যান সাকসেসফুল।

সংযুক্তা বলল, "আর কোনও ভয় নেই তো?"

"আপাতত নেই। তবে আরও কিছুক্ষণ আমাদের এইভাবে থাকতে হবে। হয়তো কিছুটা রাত পর্যন্ত। কেন না ওরা এখন তোমাকে খুঁজে বের করার জন্যে চারদিক তোলপাড় করবে। তা ছাড়া তুমি যখন একান্তই ফিতে ধরে নামতে পারবে না তখন অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই।"

সংযুক্তা বলল, "তুমি কে? তোমার নাম কী?"

বাবলু বলল, "পরিচয়টা পরে নিলে হত না?"

"এখনই বা বলতে আপত্তি কী?"

"আমার নাম বাবলু। আমরা মোট পাঁচজন। দুটি মেয়েও আছে আমাদের দলে। আর আছে একটা কুকুর।"

"তার এক চোখ কানা এবং গায়ের রং কালো। সবাই ওকে কানা পঞ্চু বলে, এই তো? আর তোমরাই হচ্ছ বিখ্যাত পাণ্ডব গোয়েন্দা। তোমাদের নাম আমি অনেক শুনেছি। কেয়া আর আমি দু'জনেই কিন্তু তোমাদের ভক্ত। তাই বলি তোমরা ছাড়া এমন সাহস কার হবে!"

"তোমার বন্ধু কেয়াও কিন্তু কম সাহসী নয়।"

"ও বাবা, সাঁতারে, দৌড়ে ওর জুড়ি নেই। ও ক্যারাটে শেখে তা জানো?"

"সে কী! কিছুই বলেনি তো ও?"

"তা না বলুক। কিন্তু তোমরা কী করে জানতে পারলে যে, আমি এখানে আছি?"

"তুমি যে চড়িয়াল বাজারে ছিলে তাও জানতে পেরেছিলাম আমরা। পরশু রাতে সেখানেও হানা দিয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, আমরা যাওয়ার আগেই তোমাকে ওরা সরিয়ে ফেলেছিল। আচ্ছা, এবার বলো তো, তোমাদের ওই নায়েব চৌধুরী লোকটি কীরকম?"

বাবলুর এই কথার প্রথমে কোনও উত্তর দিতে পারল না সংযুক্তা। পরে এক সময় বলল, "এমনিতে তো মানুষটা ভালই।"

"আর ওর ছেলে মৈনাক চৌধুরী?"

"বোঝা মুশকিল। কেন না ও এখন সাইমনের হয়ে কাজ করছে। তা ছাড়া যে-লোকটা আমাকে চুরি করেছিল সেই ভুলু মণ্ডলেরও ডান হাত।"

"আচ্ছা, তুমি যে তোমার বাবা-মাকে চিঠি লিখতে, সেই চিঠিগুলো কে লেখাত?"

"ভুলু মণ্ডল।"

বাবলু বলল, "এবার তা হলে শোনো, ভুলু মণ্ডলের খেলা শেষ। সাইমনও ওর কলকাতার পাট চুকিয়ে আলফানসো আলবুকার্কের দলে যোগ দিতে যাচ্ছে। কাজেই তোমাকে এখান থেকে নিয়ে কোনওরকমে যদি পালাতে পারি, তা হলে আর কোনও ভয় নেই তোমার।"

কথা বলতে বলতেই সন্ধে হয়ে এল। আজই মধ্যরাতে হয়তো আলফানসো আলবুকার্ক এখানে আসবে। কাজেই ওদের সঙ্গে দেখা না করেও যেমন যাওয়া যায় না, তেমনই ভুলু মণ্ডলের ওই টাকাগুলোও উদ্ধার করে পুলিশের হাতে তুলে না দিলে ভুল হবে। অতএব প্রতীক্ষা করতেই হবে ওদের।

বাবলু সংযুক্তাকে বলল, "তুমি ঠিক এখানেই এইভাবে শুয়ে থাকো। আমি একবার নীচে নেমে বেরোবার রাস্তাটা দেখে আসি। তারপর চুপিচুপি পালাব তোমাকে নিয়ে।"

বাবলু যাওয়ার কথা বলতেই দু' হাতে ওকে চেপে ধরল সংযুক্তা। বলল, "না। আমাকে একা রেখে তুমি কোথাও যাবে না। আমি খুব ভয় পাব তা হলে।"

"কিন্তু নীচে নামতে গিয়ে যদি ধরা পড়ি?"

"পড়লে দু'জনেই পড়ব।"

বাবলু একবার ওদের ধর্মশালাটার দিকে তাকিয়ে দেখল। সেখানে কেউ নেই। থাকলেও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো ওরা আশপাশেই কোথাও আছে। ও তাই সিঁড়ির ছাদ থেকে আলতো করে নেমে সংযুক্তাকে বলল ওর কাঁধে পা রাখতে। সংযুক্তা তাই করলে একটু-একটু করে বসে পড়ল সে। এবার নামার সুবিধে হল।

যাই হোক, অন্ধকারে হাতড়ে বাবলু প্রথমেই কুড়িয়ে নিল ওর সেই নাইলনের ফিতেটা। তারপর সেটা পকেটে নিয়ে আলসের ধারে এসে ঝুঁকে দেখল কেউ কোথাও আছে কি না। কিন্তু না। কেউ কোথাও নেই। গেল কোথায় সব? তবে কি ওদের কোনও বিপদ হল? ওদের দু'জনকে উদ্ধার করবার জন্য এই বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে কোনও বিপর্যয় বাধিয়ে বসল ওরা? যা হয় হবে। এখন যে-কোনওরকমেই হোক পালিয়ে বাঁচতে হবে এই শত্রুপুরী থেকে। সংযুক্তা সৌন্দর্যের প্রতীক। কিন্তু কেয়ার মতো চটপটে নয়। তাই ওকে নিয়ে পদে-পদে বিপদ। বাধা পেলে রুখে দাঁড়ানো দূরের কথা, উলটে জড়িয়ে ধরবে। তবু ওর একটা হাত ধরে চুপিচুপি সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগল বাবলু।

একটা ঘরের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। ভেতরে উত্তেজিত কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে।

কে যেন বলছে, "অ্যায়সা বুরবাকি তুমনে কিঁউ কিয়া?"

"আপ সমঝনে কা কোশিস তো করো সাহুজি।"

"তুম হামকো ক্যা সমঝাওগে সাইমন? ও লেড়কি সে জায়দা ভ্যালুয়েবল শ'ও ক্রোড় কি সোনা। আজই আধি রাত কো ও ট্রাক লেকে তুম বোম্বাই চলা যাও। আউর খেয়াল রাখ না পুলিশ তুমহারা পিছে না পড়ে।"

"লেকিন...।"

"লেকিন-ফেকিন কুছ নেহি। ইয়ে তুমহারা পহেলা কাম। আলফানসো আলবুকার্ক কাম মাংতা। লেকিন নেহি।"

"ও লেড়কি কো ক্যা হোগা?"

"ভাগে গা কাঁহা ও। সুরজ কি রশ্মি যিধার নেহি ঘুসেগা, মেরে নজর উস তরফ ভি হোগা। তুম চিন্তা না করো।"

"ও ট্রাক কিধার রহেগা?"

"তালাও কি পাস। রাত বারো বাজে। এম কে পি জিরো জিরো নাইন।"

বাবলু আর কিছু শোনার প্রয়োজন মনে করল না। সংযুক্তাকে নিয়ে ধীরে-ধীরে নেমে এল নীচে। এসেই দেখল ডাকাতের মতো চারজন লোক বসে বসে তাস খেলছে সেখানে। ওদের টপকে দালানের দরজার কাছে যাওয়া অসম্ভব। তাই আবার উঠে এল ওপরে। ছাদে এসে সংযুক্তাকে বলল বাবলু, "দেখলে তো নীচের অবস্থাটা? এখন কী করবে বলো? ওদের হাতে ধরা দেবে? না, সাহস করে পালাবে?"

সংযুক্তা বলল, "পালাব।"

ওরা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে এল। এইদিকে অল্প একটু ঝুলে নামলেই সহজে নামা যায়। তবে সমস্যা হচ্ছে একটাই। এইদিকের ঘরেই বসে আছে সাইমন ও সাহুজি।

বাবলুরা এদিকে আসতেই দেখল ছায়া-ছায়া, কালো-কালো কারা যেন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের গায়ে। তাদের দেখেই চিনতে পারল বাবলু। ওপর থেকেই হাত নাড়ল। ওরাও হাত নেড়ে জানাল ওরা রেডি।

সংযুক্তা বলল, "ওরা কারা?"

"আমার বন্ধুরা। পাণ্ডব গোয়েন্দার বাহিনী।"

"কেয়া কোথায়?"

"ওদের দলেই আছে।"

বাবলু নাইলনের ফিতের হুকটা আলসের খাঁজে কায়দামতো আটকে সংযুক্তাকে বলল, "নামো।"

সংযুক্তা সেটা ধরে নীচে নামতেই গিয়েই ভয়ে চিৎকার করে উঠল। যেই না করা, বাবলু অমনই রাগে অন্ধ হয়ে ওর গালে ঠাস করে মারল একটা চড়। চড় খেয়েই থিতিয়ে গেল সংযুক্তা। বাবলুও নার্ভাস হয়ে পড়ল।

সংযুক্তা নিজের ভুল বুঝতে পারল এবার। তাই একটুও দেরি না করে সেই ফিতে ধরে অর্ধপথ থেকেই লাফিয়ে পড়ল নীচে।

আর বাবলু? সে কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওর ওপর চিতার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে সাইমন। দু' হাতে বাবলুর কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে এক ঝটকায় ছুড়ে ফেলে দিল ওকে। বাবলুও তখন অন্ধকার কোণ থেকে লাফিয়ে ওর চোয়াল লক্ষ্য করে এমন একটা ঘুষি দিল যে, ছিটকে পড়ল সাইমন। কিন্তু সাইমনের শরীরে বাঘের শক্তি। তাই তার পরবর্তী আক্রমণের বাধা ঠেকাতে পারল না বাবলু। ও এমনভাবে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যে, পিস্তলটাও বের করবার সময় পেল না। ততক্ষণে নীচের লোকেরা এসে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল বাবলুকে। তারপর যে ঘরে সাহুজি বসে ছিল সেই ঘরে ঢুকিয়ে দিল।

সাহুজি ওর চুলের মুঠি ধরে বললেন, "তুম ইধার কিঁউ আয়া?"

বাবলু বলল, "সাইমন লে আয়া হামকো।"

সাহুজি বললেন, "সাইমন তুমকো লে আয়া?"

"হ্যাঁ।" বলেই চুপ করল।

কেন না সাইমন তখন ঘরে ঢুকেছে।

সাহুজি বললেন, "তুম বাংলা মে বোলো। সমঝেগা হাম।"

বাবলু বলল, "সাহুজি, আপনার সঙ্গে আমার কোনও দুশমনি নেই। এই সাইমন আমাদের এক বহিনকে চুরি করে লুকিয়ে রাখে। ওর সঙ্গে ভুলুবাবু নামেও আমাদের গ্রামের একজন লোক ছিল। কিন্তু এই বেইমান সাইমন সেই ভুলুবাবুকে মেরে তার দশ লাখ রুপিয়া নিয়ে পালিয়ে এসেছে।"

সাইমন চিৎকার করে উঠল, 'ঝুটা বাত।' সাহুজি বললেন, "ভুলুবাবুকে সাইমন মার্ডার করিয়েছে?"

"হ্যাঁ। মরবার আগে ভুলুবাবু সব বলেছে আমাদের। তাই তো আমরা ওর পিছু নিয়ে এখানে আসি। নাগপুর স্টেশনে আমরা যখন হাতেনাতে ধরে ফেলি ওকে, ও তখন আমাদের টাকার লোভ দেখায়।"

সাহুজি একবার আড়চোখে তাকালেন সাইমনের দিকে।

সাইমন বলল, "এ ভি ঝুটা হ্যায়।"

বাবলু বলল, "আমরা সাইমনকে বলি আমাদের রুপিয়ার দরকার নেই। শুধু মেয়েটাকে ফেরত দাও। ও তখন এই ধর্মশালার ঠিকানা আমাদের দেয়। আমরা কীভাবে এখানে আসব সেসব কথাও বলে দেয়। শুধু তাই নয় সাহুজি, আমরা লুকিয়ে ওর কথাবার্তা শুনেছি। ও শুধু ভুলুবাবুকে নয়, আপনাকেও খুন করবার মতলব করেছে। আর এও জেনে রাখুন, আলফানসো আলবুকার্কের ওই সোনা কোনওদিনই বোম্বাই গিয়ে পৌঁছবে না। ও-জিনিস অন্য জায়গায় পাচার করে দেবে।"

সাইমন চিৎকার করে উঠল, "সব ঝুটা হ্যায়।"

বাবলু বলল, "ওর জিনিসপত্তর সার্চ করুন সাহুজি। তা হলেই বুঝতে পারবেন আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে। দেখুন ওর ব্যাগ থেকে দশ লাখ টাকা পাওয়া যায় কি না।"

সাইমনের মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

সাহুজি তাঁর লোকেদের বললেন, "দেখো তো।"

বাবলু বলল, "আরও প্রমাণ চান? তা হলে আমার বাঁধনটা খুলে দিন। আমিই সব দেখাচ্ছি।"

সাহুজি নিজে ওকে বাঁধনমুক্ত করলেন। ভুলু মণ্ডলের হাত থেকে নেওয়া সেই চিঠিটা বাবলু সাহুজির হাতে দিয়ে বললেন, "এই দেখুন, এটা আসল চিঠি কি না। এই চিঠিতে এখানকার ঠিকানা ছিল। সাইমন না দিলে এই চিঠি কি আমাদের কাছে আসত? বলুন?"

সাইমনের চোখে যদি আগুন থাকে তো সাহুজির চোখে তখন দাবানল।

এদিকে সাইমনের ব্যাগের ভেতর থেকে দশ লাখ টাকাও পাওয়া গেল।

সাহুজি সাইমনকে বললেন, "আভি ক্যা জবাব দেওগে তুম? এ ভি ঝুটা হ্যায়?"

সাইমনের মুখে কথা নেই।

"আরে কুছ তো বোলো, চুপ হো গিয়া কিঁউ?"

সাহুজির নির্দেশ পাওয়ার আগেই সেই লোকগুলো দু'দিক থেকে দুটো হাত চেপে ধরেছে সাইমনের।

বাবলু বলল, "সাহুজি! আমি এবার আসি। আপনারা উচিত শিক্ষা দিন এই শয়তানকে। আমাদের মেয়ে আমরা পেয়ে গেছি। এবার ঘরের ছেলে ঘরে যাই।"

সাহুজি বললেন, "লেকিন ইধার কা বাত কিসিকো মাত বোলনা।"

বাবলু বলল, "আপনার সঙ্গে আমাদের দোস্তি। দুশমনি তো নেহি। আজ আমরা ওই ধর্মশালায় আছি। কাল সকালে নাগপুর চলে যাব।" বলে, যেতে গিয়েও দরজার কাছে এসে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "সেলাম সাইমন ভাই। অম্বিকাবাবু আর ভজহরিকে খুন করেও তুমি কিন্তু রেহাই পেলে না। এবার তোমার পালা।"

সাইমন সিংহগর্জন করে বলল, "উসকো মাত যানে দো। ও পুলিশ কা লেড়কা। ও সবকো ফাঁসায় গা। রোখো রোখো, জলদি রোখো।"

সাহুজি বললেন, "ও খেয়াল হম রাখেঙ্গে। আভি যানে দো। লেকিন তুমকো সমঝায়গা আলবুকার্ক।"

সাইমন বলল, "আরে মাথামোটা, এইটুকু বুঝলে না তোমরা, ও আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে। তাই পুরো চালাকি করে বেরিয়ে গেল। ও তো এখনই গিয়ে পুলিশে খবর দেবে। ওদের কথা তোমাদের আগেই তো বলেছি। পাণ্ডব গোয়েন্দা। পুলিশ ওদের পেছনে আছে। না হলে এইভাবে এত দূরে ওরা আসতে পারে?"

ঘরের ভেতর বোমা পড়লে যা না হত, তাই হল এবার।

সাহুজি গাঁক করে উঠলেন, "আরে রাম নাম সত্যা হ্যায়। পাণ্ডব গোয়েন্দা? তব তো বড়ি খতরনক।" বলেই লোকেদের বললেন, "যাও, জলদি পাকড়ো ও শয়তানকো। জিন্দা ইয়া মুর্দা। তুরন্ত যাও।"

সাহুজির লোকেরা তখন সাইমনকে ছেড়ে বাবলুর পিছু নিল। কিন্তু বাবলু তখন কোথায়? সে তখন নাগালের বাইরে। বাড়ির বাইরে এসেই যথারীতি দরজায় শিকলটা তুলে দিয়েছিল সে। তারপর বিলুরা যেখানে ছিল সেইখানে ছুটে এসে বলল, "বিলু! তুই এখনই ধর্মশালা থেকে আমাদের জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আয়। আমাদের এ জায়গা ছেড়ে পালাতে হবে। বহুকষ্টে বেঁচে ফিরেছি। তবে আসবার আগে সব ক'টাকে পুরে এসেছি জাঁতাকলে। শিগগির যা।"

"কিন্তু এই রাতে কী করে কোথায় যাবি?"

"আপাতত জঙ্গলে তো লুকোতে পারব। তুই যা। আমি এখানে দেখছি। ঘরের দরজায় আমি শিকল দিতে পারিনি। কিন্তু দিয়েছি নীচের দরজায়। তাই ওরা হয়তো ছাদ বেয়ে নামবার চেষ্টা করবে। কিন্তু এদিকে এলেই মরবে ওরা। পঞ্চুই ওদের ছিঁড়ে খাবে।"

বিলু আর ভোম্বল দু'জনেই ছুটল।

সংযুক্তা, কেয়া, বাচ্চু, বিচ্ছু ও পঞ্চুকে নিয়ে বাবলু অন্ধকারে লুকিয়ে রইল একপাশে। ওর আশঙ্কাটাই ঠিক। একটু পরেই ছাদের ওপর গোল-গোল মাথা দেখা গেল কয়েকটি। তারপর যেই না নামতে গেল অমনই শুরু হল পঞ্চুর চিৎকার ও পাথরের বৃষ্টি। সাহুজি ছাদের ওপর থেকে তখন বিকট চিৎকার করছেন।

বাবলু বলল, "সর্বনাশ হয়েছে। ওর চেঁচানিতে আকৃষ্ট হয়ে যদি এখনই স্থানীয় লোকজন সব এসে পড়ে তা হলে কিন্তু আমাদেরই বিপদ। কেন না সাহুজি এখানকার শেঠ। লোকে ওঁর কথাই বিশ্বাস করবে। আমাদের কথা নয়। মারবে আমাদের।"

ভোম্বল বলল, "কী করবি তা হলে?"

"সাহুজির জন্যে একটাই মাত্র বুলেট খরচা করব আমি।" বলেই সেই অন্ধকারের আড়ালে বসে ট্রিগার টিপল, "ডিস্যুম।" কণ্ঠস্বর নীরব হয়ে গেল।

ততক্ষণে ওরাও ওপর থেকে মেশিনগান, পাইপগান, বন্দুক, যার যা ছিল, নিয়ে এসেছে। সাইমনের কণ্ঠস্বরও শোনা গেল, "ফায়ার! ফায়ার।"

বাবলুরা তখন ওদের নাগালের বাইরে সরে এসেছে। বিলুও ততক্ষণে চলে এসেছে জিনিসপত্র নিয়ে। এদিকে গোলাগুলির শব্দে অনেক লোকজন ছুটে এসেছে সেখানে। মজার ব্যাপার এই, দুষ্কৃতীরা ভাবছে ওদের দলে পাণ্ডব গোয়েন্দারাও আছে। তাই কুকুরের ভয়ে নামতে সাহস করছে না কেউ। আর স্থানীয় লোকেরা ভাবছে ডাকাত পড়েছে বাড়িতে, তাই চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে বাড়িটাকে এবং এলোপাথাড়ি ইট ও পাথর ছুড়ছে।

বাবলু বলল, "এখন আমরা অনেকটা নিরাপদ। ওদের খণ্ডযুদ্ধ চলতেই থাকুক। আমরা সোজা পুলিশে খবর দিইগে চল।" এই বলে তালাওয়ের কাছে এসে একটা অটো ভাড়া নিয়ে উঠে পড়ল সকলে। অটোচালক কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই বাবলু বলল, "পুলিশ স্টেশন।"

অটো দু' মিনিটের মধ্যেই থানার সামনে এসে থামল। বহু সাধারণ পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর লোকেরা আশপাশে ঘোরাঘুরি করছিল তখন। তারা সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল ওদের। ওরা কিন্তু কোনওদিকে না তাকিয়ে সোজা অফিসঘরে ঢুকে গেল।

এইখানকার থানার ও সি বেশ ভারিক্কি মেজাজের এবং বদমেজাজি লোক। ওদের ওইভাবে ঢুকে পড়তে দেখেই গাঁক করে উঠলেন। তারপর বাবলু যখন সব কথা আধা-বাংলা, আধা-হিন্দিতে বুঝিয়ে বলল, তখন সঙ্গে সঙ্গে ওদের কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যে জড়ো করে ফেললেন পুলিশের এক বিরাট ব্যাটেলিয়ানকে। শুধু তাই নয়, হেড অফিস নাগপুরেও খবর পাঠিয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরি হলেন।

বাবলু বলল, "আপনারা একটু তাড়াতাড়ি যান। ওই দশ লাখ টাকা আর সোনা বোঝাই লরি, এর কোনওটাই যেন হাতছাড়া না হয়।"

ও সি বললেন, "তুম ভি চলো হামারা সাথ।"

অতএব সবাইকে থানায় বসিয়ে রেখে বাবলুও চলল পুলিশের সঙ্গে। গিয়ে দেখল লোকে লোকারণ্য চারদিক। গুলির ঘায়ে অনেকেই আহত হয়েছে। সাধারণ মানুষ সশস্ত্র ডাকাতদের সঙ্গে কতক্ষণ যুদ্ধ করতে পারে? তাই হাল ছেড়েছে সব।

পুলিশ যখন গেল তখন গোলাগুলি বন্ধ। জনতার মুখে শোনা গেল দুষ্কৃতীরা গুলি করতে করতে জঙ্গলের দিকে পালিয়েছে।

যাই হোক, বাড়ি তল্লাশি করে কিছুই পাওয়া গেল না। দশ লাখ টাকা দূরের কথা, একখানা ছেঁড়া নোটও মিলল না কোথাও। ওদের দলের ওই চারজনই সব নিয়ে পালিয়েছে। সাহুজিরও পাত্তা নেই। শুধু ছাদে ওঠার সিঁড়ির মুখে গুলিতে ঝাঁঝরা সাইমনের ডেড বডিটা পড়ে আছে। এইরকম কঠিন মূল্যে যে নিজেকে বিকোতে হবে, সাইমন তা কখনও ভাবেনি বোধহয়।

পুলিশ এবার অনেক চেষ্টা করল আলফানসো আলবুকার্কের সোনা বোঝাই সেই লরিটা পেতে। যার নম্বর

হচ্ছে এম কে পি জিরো জিরো নাইন। কিন্তু সেই লরি দূরের কথা, এই এলাকার মধ্যে কোনও লরিই দেখতে পাওয়া গেল না তখন।

বাবলু ভাবল, তবে কি ওরা লরি সমেতই উধাও হয়েছে? পুলিশ তখন যেখানে যত লরি আছে সবই আটক করবার নির্দেশ দিল। আর তল্লাশি চালাল সাহুজির আড়তে।

বাবলুরা পুলিশের সাহায্য নিয়েই পালিয়ে এল নাগপুরে। সংযুক্তা-উদ্ধার হয়ে গেছে। আলফানসো আলবুকার্ক দূরে থাক, সাইমন জাভেরির মৃত্যুও ওরা নিজের চোখে দেখেছে। এখন একটা ভাল হোটেলে রাত্রিটা কাটিয়ে সকালের ট্রেনে বাড়ির দিকে রওনা হলেই নিশ্চিন্ত। এই ভেবে ওরা স্টেশনের সামনেই একটা বড় হোটেলে এসে সে-রাতের মতো আশ্রয় নিল।

॥ ৯ ॥

হোটেলটা চারতলা। ওরা তিনতলার একটা বড় ঘর বুক করল। হোটেল ঠিক নয়, লজ। একদম নীচে খাবার ব্যবস্থা। লোকজনে গমগম করছে। ওরা ঘরে জিনিসপত্র রেখে নীচে গিয়ে খাবার টেবিলে বসল। সারাদিন পেটে ভাত নেই। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। ভোম্বল তো এককথায় মাংস-ভাতের অর্ডার দিল। সকাল থেকে পুরি, প্যাঁড়া খেয়ে আছে। খাইয়ে-ছেলে বেচারি, ওর কখনও পোষায়?

খাবার এলে সকলেই খেতে লাগল। খেল না সংযুক্তা। ওর দু' চোখ যেন জলে ভরে আসতে লাগল। কেয়া কত সাধ্যসাধনা করতে লাগল।

বাবলু একবার তাকিয়ে দেখল ওর দিকে। তারপর বলল, "বুঝেছি। তখন চড় মেরেছিলাম, সেইজন্যে অভিমান হয়েছে বুঝি?"

সংযুক্তা নীরব।

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। তুমি যদি না খাও আমিও তা হলে খাব না।"

সংযুক্তা বলল, "আমার মা-বাবা কখনও আমার গায়ে হাত দেননি।"

বাবলু বলল, "তুমি তোমার বাবা-মায়ের খুব আদরের, না? তাই যদি হয় তা হলে তোমাকে উদ্ধার করবার জন্যে ওঁরা আমাদের পাঠালেন কেন? নিজেরা আসতে পারলেন না?"

অশ্রুসজল চোখে সংযুক্তা এবার বাবলুর দিকে স্পষ্ট করে তাকাল।

বাবলু উঠে এসে রুমালের খুঁট দিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে বলল, "এইসব সেন্টিমেন্ট মনের মধ্যে পুষে রাখতে নেই। চড় না খেলে তুমি অত সহজে নীচে নামতে? তোমার জন্যে সাইমনের হাতে আমি কীরকম মার খেলাম, সে-কথা তো একবারও জিজ্ঞেস করলে না? বেশ, এই যদি হয় তা হলে এর পর থেকে আমি আর কারও জন্যে কিছুই করব না। আমি তো ভাড়াটে গুন্ডা নই যে, এইসব করে বেড়াব।"

সংযুক্তা কান্না থামিয়ে বলল, "ব্যস। ঠিক আছে। আর কিচ্ছু বলবে না তুমি। আমার অন্যায় হয়েছে। এবার খাও।"

কেয়া একটু ভাত, মাংসের ঝোলে মেখে ওর মুখে তুলে দিল।

সংযুক্তা খেতে খেতে বলল, "কী হল, খাও।"

বাবলুও খেতে শুরু করল। খেতে খেতেই বাবলুর হঠাৎ চোখ পড়ল এমন একজনের দিকে, যাকে দেখলেই বুকের রক্ত ছলাত করে ওঠে। লোকটা কোন দেশি বা কোন জাতি, কিছুই বুঝতে পারল না। যেমন লম্বা তেমনই কালো। শেয়াল কিংবা কুমিরের মুখের সঙ্গে ছাড়া সে-মুখের তুলনা হয় না। মাথায় টুপি। সম্পূর্ণ অন্য ধরনের সাজপোশাক। কুতকুতে স্থির চোখ। লোকটা খেতে খেতে একদৃষ্টে ওদের দিকে তাকিয়ে ছিল। মুখ নাড়বার সময় বাবলু বুঝতে পারল ওর সব ক'টি দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। গলায় একটা ক্রস। লোকটা একবার বুক পকেট থেকে একটা ছবি বের করে দেখল। তারপর একভাবে তাকিয়ে রইল সংযুক্তার দিকে।

বাবলু আর কাউকে কোনওরকম ইঙ্গিত করে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাইল না। লোকটা একা নয়, সঙ্গে আরও দু'জন আছে। খাওয়া মাথায় উঠে গেল বাবলুর। ওর মনের মধ্যে শুধু তোলপাড় করতে লাগল কে এই লোকটি? ওর শকুনের চোখ ওদের দিকে কেন? লোকটি সংযুক্তার দিকেই বা তাকাচ্ছে কেন বারবার?

পঞ্চু বাবলুর পায়ের কাছে বসে ছিল। একটুকরো মাংস ওর মুখে দিয়ে উঠে গেল বেসিনের দিকে। তারপর মুখ-হাত ধুতে গিয়েও দেখল লোকটি একভাবে কখনও তাকাচ্ছে ওর দিকে, কখনও দেখছে সংযুক্তাকে।

ব্যাপারটা বিলু, ভোম্বলও লক্ষ করল। বাচ্চু-বিচ্ছুও। ওরা সবাই দেখল এক ভয়ংকর লোক খাবার টেবিলে বসে বারবার তাকাচ্ছে ওদের দিকে। লোকটিকে দেখলেই কেমন যেন ভয় হয়। ওর চোখের দিকে তাকালেই মনে হয় যেন হঠাৎ কোনও নরখাদকের মুখোমুখি পড়ে গেছে। বাবলুকে উঠতে দেখে ওরাও উঠল এক-এক করে। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে খাবারের বিল মিটিয়ে লোকটির চোখের দৃষ্টি থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য চলে এল তিনতলায়। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ নীরব রইল সকলে।

ওদের ভাবগতিক দেখে সংযুক্তাই বলল, "কী হল? তোমরা হঠাৎ এইরকম হয়ে গেলে কেন? মনে হচ্ছে যেন কোনও কিছু দেখে ভয় পেয়েছ?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। খারাপ জিনিস থেকে যেমন দুর্গন্ধ বেরোয়, আমরাও তেমনই খাবার টেবিলে বসে কোনও খারাপ লোকের অশুভ উপস্থিতি অনুভব করেছি।"

বিলু বলল, "কী রকম যেন সাপের মতো চোখের চাউনি লোকটার।"

ভোম্বল বলল, "কে হতে পারে বলো তো?"

বাবলু বলল, "হয়তো কেউ নয়। এমনই কৌতূহলের বশে দেখছে আমাদের। সংযুক্তার ফেস কাটিং ভাল লাগছে বলে দেখছে। আবার এমনও তো হতে পারে, এই লোকটাই সেই কুখ্যাত সোনা পাচারকারি চক্রের একজন। আজ মধ্যরাতে যার পানিবালে উপস্থিত হওয়ার কথা।"

বিলু বলল, "তার মানে তুই কি বলতে চাস, এই সেই আলফানসো আলবুকার্ক?"

"মনটা যেন তাই বলছে।"

সবার মুখই শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। অন্য কিছু নয়। বহুকষ্টে সাইমনের গ্রাস থেকে বাঁচিয়েছে সংযুক্তাকে, কিন্তু এই লোক যদি আলবুকার্ক হয়, তা হলে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো খুব একটা সহজ কাজ নয়।

বাবলু বলল, "তোরা একটু বোস। আমি আর-একবার উঁকি মেরে দেখে আসি লোকটা এখনও আছে কিনা। যদি থাকে ম্যানেজারের ঘর থেকে থানায় একটা ফোন করে দেব।"

বিলু বলল, "কী বলে ফোন করবি?"

"পরিষ্কারভাবে বলে দেব আমরা একজনকে সন্দেহ করছি আলফানসো আলবুকার্ক বলে। এই শহরে আজকে ওর উপস্থিতি অপ্রত্যাশিত নয়। সোনা পাচারের এমন একটা দাঁও মারতে যাচ্ছে যে, সে এখানে থাকবে না তা কি হয়?"

বিলু বলল, "চল, আমিও যাই তোর সঙ্গে। লোকটা যদি সত্যিই আলবুকার্ক হয় তা হলে কিন্তু সবারই বিপদ। রামটেকের ঘটনা কি ও না জানে ভেবেছিস? ও আমাদের সকলের ওপরই চড়াও হতে পারে।"

সংযুক্তা আর কেয়া দু'জনেই দু'জনকে তখন জড়িয়ে ধরেছে। বাচ্চু-বিচ্ছু স্থির। ভোম্বল একেবারে বোবা হয়ে গেছে।

বাবলু, বিলু আর পঞ্চু একসঙ্গে ঘর থেকে বের হল। ওরা পা টিপে-টিপে সিঁড়ির ওপর থেকে নীচে নেমেই দেখল ডাইনিং টেবিলে বসে থাকা সেই লোকটি উধাও। এরই মধ্যে খাওয়া হয়ে গেল! শুধু লোকটি নয়, তার সঙ্গী দু'জনের একজনকেও দেখা গেল না।

বাবলু বিলুকে বলল, "পঞ্চুকে নিয়ে বাইরে গেটের কাছে থাক তুই। আমি ভেতরটা দেখছি।" বলে লোকটি যেখানে বসে খাচ্ছিল সেইখানে এসে দাঁড়াল।

একজন এসে বলল, "তুমহারা খানা তো মিল গিয়া। তব হিঁয়া ক্যা করতে হো?"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, একটু আগে এখানে বসে যারা খাচ্ছিল তারা কি তোমাদের এই লজেই উঠেছে?"

"ও শেঠ হিঁয়া কিঁউ রহেগা? বহতই ইজ্জতদার আদমি। স্রেফ খানা খানে আয়া।"

"ক্যা নাম ও শেঠকা?"

"জায়দা বাত না করো। যাও, ভাগো।"

বাবলু সোজা ম্যানেজারের ঘরে এসে বলল, "নাগপুর পি এস-এ আমি একটা ফোন করতে চাই। কাইন্ডলি ফোন নাম্বারটা একটু দিন তো।"

ম্যানেজার বললেন, "নাগপুর পি এস? ক্যা তকলিফ তুমহারা। হামকো তো বতাইয়ে।"

বাবলু বলল, "একটু আগে আমরা যখন খেতে বসেছিলাম, তখন একজন লোক ওই সামনের চেয়ারে বসে খেতে খেতে নজর রাখছিল আমাদের দিকে। লোকটিকে খুব একটা ভাল লোক বলে মনে হচ্ছিল না।"

ম্যানেজার বললেন, "ব্যস। সমঝ গিয়া। ও আদমি ভেরি ডেঞ্জারাস। এইসব অঞ্চলের মাফিয়া চক্রের

গডফাদার ও। আলফানসো আলবুকার্ক। নাগপুর পি এস কিছুই করবে না ওর। অনেক উঁচু মহলে ওদের ঘোরাফেরা। ওর পেছনে না লেগে চুপচাপ ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।"

বাবলু বলল, "পুলিশ কিছুই করবে না ওর?"

"না।"

বাবলু ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে আসামাত্রই আলো নিভে গেল। কী ব্যাপার! লোডশেডিং? না শুধুমাত্র এই লজের ভেতরে ছাড়া সর্বত্রই আলো জ্বলছে। কী যে হল ব্যাপারটা, কিছু বুঝে ওঠার আগেই মাথায় একটা আঘাত পেয়ে লুটিয়ে পড়ল বাবলু। ঘন অন্ধকারের ভেতর জমজমাট হোটেলে তখন দারুণ হট্টগোল।

একটু পরে আলো জ্বলে উঠল। গেটের কাছ থেকে সরে এসে বিলু খুঁজতে লাগল বাবলুকে। কিন্তু কোথায় বাবলু? পঞ্চু মাটি শুঁকে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল।

তিনতলায় এসে দরজায় নক করে সবাইকে ডেকে বিলু বলল, "বাবলু এসেছে?"

সবাই সবিস্ময়ে বলল, "না তো!"

শুরু হল খোঁজাখুঁজির পালা।

বিলু ম্যানেজারকে বলল, "আপনি পুলিশে খবর দিন। আমাদের একটি ছেলেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। এই লজের প্রত্যেকটি ঘর সার্চ করুন। মনে হয় এখনও সে এইখানেই আছে। কেন না আলো নিভে যাওয়ার সময় আমি আমাদের কুকুর নিয়ে গেটের কাছেই ছিলাম। অতএব গেট দিয়ে পালাতে গেলে নিশ্চয়ই সে ধরা পড়ত।"

ম্যানেজার যথারীতি থানায় ফোন করলেন।

পুলিশ এল। বিলুর মুখে সব শুনে তোলপাড় করে ফেলল এই লজের প্রতিটি ঘর। কিন্তু কোথায় কে? বাবলুর চিহ্নই নেই কোথাও।

পুলিশ চলে যাওয়ার পর আর-এক বিপর্যয়। ওরা দেখল এই ডামাডোলের মধ্যে সংযুক্তাও উধাও হয়েছে। বোকার মতো মেয়েটা দরজা বন্ধ না করে ঘরে বসে ঘর পাহারা দিচ্ছিল। কাজেই কোনওরকম বাধা না পেয়েই যারা এসেছিল তারা তাদের কাজ হাসিল করে চলে গেছে। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু মাথায় হাত দিয়ে বসল। বাবলুর ব্যাপারে ওরা এমনই উৎকণ্ঠিত হয়েছিল যে, পঞ্চুকে ঘরে রাখার কথা খেয়ালই হয়নি কারও। আসলে একটি অপহরণের পর মুহূর্তেই যে আর-একটি অপহরণ হয়ে যাবে, তা কে ভেবেছিল?

সে-রাত্রি যে কীভাবে কাটল ওদের, তা ওরাই জানে। কেয়া নির্বাক। বাচ্চু-বিচ্ছু ম্লান। বিলু-ভোম্বলের মুখেও কথা নেই। পঞ্চুর চোখে জল। সঙ্গে থেকেও সঙ্গ ছাড়া হওয়ার ফলে কিছুই করতে পারেনি বেচারি। তবুও মাঝে মাঝে একবার করে ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে-ওপরে টহল দিয়ে আসছে।

হঠাৎ একসময় ছুটতে ছুটতে এসেই বিলুর প্যান্ট ধরে টানাটানি করতে লাগল পঞ্চু। এই ইঙ্গিত ওরা বোঝে। তাই ঘর বন্ধ করে সবাই একজোটে পঞ্চুর পিছু নিল। একেবারে ছাদের দরজার কাছে এসে ভৌ-ভৌ করে চিৎকার করতে লাগল পঞ্চু। সেখানে দরজায় তালা দেওয়া।

সকলের মনে হল, তাই তো কাল থেকে ওরা সব কিছু তোলপাড় করে ফেললেও এই ছাদে ওঠার কথা তো মনে হয়নি কারও।

বিলু তখনই ছুটে গেল ম্যানেজারের ঘরে। বলল, "ছাদে ওঠার যে-দরজাটা আছে আপনি একবার গিয়ে সেই দরজার তালা খুলুন।"

ম্যানেজার বললেন, "ও দরোয়াজা নেহি খুলেগা। চাবি নেহি মেরে পাস।"

বিলু বলল, "দেখুন, আপনার লজ থেকে একটি ছেলে আর মেয়ে রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেল। এর পেছনে কি আপনাদের হাত নেই বলতে চান? হয় আপনি দরজা খুলবেন, না হলে ও-দরজা ভেঙে আমরা ছাদে উঠব।" বলেই আবার ওপরে উঠে এল বিলু।

ভোম্বল বলল, "কী হল? আসছে?"

"না। ওরা আসবে না। বলছে, তালার নাকি চাবি নেই। তালা ভাঙ তুই।"

যা মজবুত তালা, তাকে ভাঙাও এত সস্তা নয়। ওরা হাতের কাছে যা পেল তাই দিয়েই ঠুকতে লাগল তালাটাকে। ততক্ষণে ম্যানেজার এবং অন্য কর্মচারীরা মারমুখী হয়ে ছুটে এসেছে। যেই না আসা পঞ্চু অমনই বিকট চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। পঞ্চুর চেয়েও দ্বিগুণ চিৎকার করে পালাল তারা।

বিলু আর ভোম্বল সব ছেড়ে ম্যানেজারকে ধরল। দু'জনে দু' দিক থেকে ছুরি ধরল ম্যানেজারের পেটে। আর ক্রুদ্ধ পঞ্চু গরগর করতে লাগল।

বিলু বলল, "যদি ভাল চাও তো দরজা খোলো। না হলে কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। একেবারে কাঁচা খেয়ে ফেলব আমরা।"

ম্যানেজার ডাকলেন, "মোবারক! দরজা খোলো।"

একজন বেয়ারা এসে দরজা খুলে দিল।

ম্যানেজার বললেন, "যাও। সব যাকে দেখো তুমহারা দোস্ত হ্যায় কি নেহি।"

বিলু বলল, "চাঁদু যে? তুমি আগে ওঠো। তবে তো আমরা যাব। না হলে আমাদের ছাদে উঠিয়ে তালাটি যদি আবার বন্ধ করে দাও, তখন?"

"আরে বাবা, যাও না তুম। হাম তো হ্যায় হিঁয়া 'পর। বহত কাম হ্যায় হামারা।"

বিলু বলল, "ওঠো বলছি।"

পঞ্চু ডাকল, "ভৌ।"

অগত্যা উঠতেই হল। সবাই উঠলে পঞ্চু একা রইল সিঁড়ির দরজার কাছে পাহারায়। যাতে আর কেউ না ওঠে বা ম্যানেজার নিজেও পালাতে না পারে।

সবাই ছাদে উঠে চারদিক দেখে নিশ্চিন্ত হল। কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ একটা টিনের শেড দেওয়া ছোট্ট ঘরের কাছে এসে বিলু বলল, "এর ভেতরে কী আছে?"

"কুছ নেহি।"

এই ঘরের দরজায় অবশ্য তালা দেওয়া ছিল না। শুধুমাত্র শেকল দেওয়া ছিল।

বিলু শেকল খুলতেই দেখল এক সুন্দর ও সুশ্রী চেহারার যুবক বন্দি অবস্থায় পড়ে আছে সেই ঘরের ভেতর। যেই না দেখা ম্যানেজার অমনই এক লাফে দরজার কাছে। কিন্তু সেখানে যমের মতো পঞ্চু ছিল পাহারায়। একেবারে গাঁক করে লাফিয়ে পড়ল ম্যানেজারের বুকের ওপর। তারপর এমনভাবে কামড়ে ধরল যে, যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল সে।

বিলু আর ভোম্বল বন্দিকে মুক্তি দিতেই কেয়া ছুটে গেল তার কাছে, "এ কী, মৈনাকদা! আপনি এখানে?"

"কেয়া, তুই! তুই এখানে কী করে এলি?"

"ভগবান আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন। আমার এই বন্ধুরা নিয়ে এসেছে। সংযুক্তাকে সাইমনের কবল থেকে উদ্ধার করেও আবার ওকে হারালাম।"

"আমি আজ কয়েকদিন হল এখানে বন্দি হয়ে আছি। সাইমন-চক্রে আমিও ফেঁসেছি রে। শুধুমাত্র ব্ল্যাকমেল করে করে আমার জীবনটাকে শেষ করে দিল ওরা।"

"আপনাকে তা হলে একটাই সুখবর দিই, সাইমন জাভেরি আর বেঁচে নেই। শুধু দুঃখের কথা এই যে, আলফানসো আলবুকার্কের লোকেরা কাল রাতে আমাদের বাবলুদা ও সংযুক্তাকে অপহরণ করেছে।"

"বাবলুদা কে?"

"সব বলব তোমাকে। নীচে এসো।"

বিলু পঞ্চুকে বলল ম্যানেজারকে ছেড়ে দিতে।

পঞ্চু ছেড়ে দিল।

বিলু ম্যানেজারকে বলল, "কী ম্যানেজার সাব? পুলিশ আলবুকার্কের কিছু না করতে পারলেও আপনার নিশ্চয়ই কিছু করতে পারবে?"

মৈনাক চৌধুরী বলল, "থানা-পুলিশ করে কোনও লাভ নেই। আর ম্যানেজারেরও কোনও দোষ নেই। আমরা সবাই আলবুকার্কের খেলার পুতুল। ওকে ছেড়ে দাও। কুকুরে কামড়ানোর ইঞ্জেকশান নিয়ে আসুক।"

বিলু বলল, "ছেড়ে তো দেবই। কিন্তু ওকে বলতে হবে কাল ওদের কোথায় রেখেছিল ওরা। পাচার করেছেই বা কোথায়?"

মৈনাক বলল, "আমি বলছি, তোমরা শোনো। ম্যানেজার কিচ্ছু জানে না। ও শুধু চাকরি করে আর ওপরের নির্দেশমতো কাজ করে যায়। বেচারি সম্পূর্ণ নির্দোষ। যা কিছু জানবার তোমরা আমার মুখেই জেনে নাও।"

"এই লজটা কার? এর মালিক কে?"

"সাহুজি। রামটেকে থাকেন। একজন আড়তদার। আলবুকার্কের সোনা পাচার চক্রের একজন।"

কথা বলতে বলতেই নীচে নামল ওরা। বিলুদের ঘরে এসে মুখে-চোখে জল দিয়ে চা খেতে খেতে মৈনাক

চৌধুরী যা বলল তা হল এই—আলফানসো আলবুকার্ক আসলে এখানকার লোক নয়। সে একজন গোয়ানিজ। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, ভারতের পশ্চিম উপকূলে গোয়া, দামন, দিউ, দাদরা, নগর হাভেলি ও অ্যাঞ্জিডিভ দ্বীপ আগে পর্তুগিজদের অধীনে ছিল। তখন রাজধানী ছিল নোভা। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে পার্লামেন্টের আইনে গোয়া, দামন ও দিউ ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর থেকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যাই হোক, বানাভাসির কদম্বরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত গোয়া সেকালে বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের মধ্যে ছিল। পরে বিজাপুরের সুলতানরা গোয়ার শাসনভার নেন। ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে আলফানসো ডি আলবুকার্ক গোয়া অধিকার করেন। তখন থেকেই গোয়া পর্তুগিজদের অধিকারে আসে। এর পর প্রায় ৫০০ বছর তাদের অধিকারে থাকার পর গোয়া এখন স্বাধীন ভারতের স্বাধীন রাজ্য। আমাদের এই আলবুকার্ক সারাজীবন খুন, জখম, লুঠতরাজ করে বোম্বেটের মতো এখানে ওখানে হানা দিয়ে এখন এক বিরাট চক্রের গডফাদার। এটা ওর ছদ্মনাম। কোটি কোটি টাকার মালিক ও এখন। ভাস্কো-দা-গামার বন্দরে ওর জাহাজ আছে। নিজস্ব প্লেন আছে। পানাজিতে আছে একটা ফাইভ-স্টার হোটেল। সোনা পাচারে সিদ্ধহস্ত। সাইমনের চক্রে এসে আমিও ওর ফাঁদে পড়ে যাই। এখন বাবলু ও সংযুক্তাকে ফিরিয়ে আনতে গেলে তোমাদের যেতে হবে গোয়াতে। সে বহুদূরের পথ। কিন্তু সেখানে যাওয়া মানেই নিজেদের অকালমৃত্যুকে ডেকে আনা। তা ছাড়া গোয়ার কোন শহরে কোথায় যে ওদের রাখবে আলবুকার্ক, তা কে জানে?”

বিলু বলল, “তবুও আমরা যাব। কীভাবে কোন পথে যেতে হবে বলুন। বাবলু থাকলে সেই বলে দিত সব। ভারতের মানচিত্র তার চোখের সামনে ভাসে। কিন্তু আমাদের তো তা নয়।”

মৈনাক চৌধুরী বলল, “গোয়ায় যেতে গেলে তোমাদের দুটো পথ বেছে নিতে হবে। হয় এখান থেকে বম্বে গিয়ে বম্বে টু গোয়া। অথবা পুনে গিয়ে সেখান থেকে গোয়া। তবে আমার মনে হয় তোমাদের পুনে দিয়েই যাওয়া ভাল।”

“পুনে কীভাবে যাব আমরা?”

“এখান থেকে বোম্বাইয়ের পথে যে-কোনও ট্রেনে কল্যাণে নেমে পুনে। অথবা এখন ক'টা বাজে?”

বাচ্চুর হাতে ঘড়ি ছিল। ঘড়ি দেখে বলল, “সাড়ে ন'টা।”

“সাড়ে দশটায় এখান থেকেই কোলহাপুরগামী মহারাষ্ট্র এক্সপ্রেস ছাড়বে। সেই ট্রেনে চাপলে একেবারে ভোরবেলা পুনেয় পৌঁছবে। ট্রেনটা মানমাদ থেকে বেঁকে দাউন্দ হয়ে পুনে যায়। ওখানে স্টেশনের কাছেই বাসস্ট্যান্ড। কোনও অসুবিধে হবে না। আর হোটেলও ওখানে প্রচুর। তবে জায়গা মেলা ভার। তবুও কোথাও যদি না পাও শুক্রবার পেথ-এ হোটেল সরোবরে আমার নাম বললেই ওরা তোমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেবে।”

কেয়া বলল, “আপনিও চলুন না মৈনাকদা আমাদের সঙ্গে?”

“আলফানসো আলবুকার্কের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো মেরুদণ্ড আমার নেই। তা ছাড়া তোমরা জানো না বা আমিও জানি না এই মুক্তির পরে পৃথিবীর মাটিতে পা রেখে চলবার অধিকার আমার কতটুকু।”

কেয়া বলল, “কিন্তু ওরা তোমাকে কেন বন্দি করেছিল মৈনাকদা?”

“তা আমিও জানি না। এই সংযুক্তার ব্যাপারটা নিয়ে সাইমনের সঙ্গে আমার দারুণ বাক্‌বিতণ্ডা হত। মেয়েটাকে ও আলবুকার্কের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছে। আলবুকার্ক ওকে হয়তো পরে একটা নর্তকী করে তুলবে। এ কী ভাবা যায়? সেই নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলাম। তারই পরিণাম এই।”

বিলু বলল, “এখন আপনি কী করবেন এখানে?”

“দেখি না, যদি কোনও ব্যবস্থা করতে পারি, তা না হলে বাড়িই চলে যাব।”

“চলুন, তা হলে একসঙ্গেই স্টেশনে যাই। আমরাও তো যাব সাড়ে দশটার ট্রেনে।”

ওরা যখন ওদের জিনিসপত্র নিয়ে লজ ছেড়ে বেরিয়ে আসছে, তেমন সময় একটা পুলিশের গাড়ি এসে থামল সেখানে।

সবাই আশা নিয়ে ছুটে গেল গাড়ির কাছে। বলল, “কী হল? ওদের কোনও সংবাদ পেলেন?”

ইনস্পেক্টর বললেন, “না।” তারপর ওদের প্রত্যেককে থানায় নিয়ে এসে ধৃত কয়েকজনকে দেখিয়ে বললেন, “ইয়ে সবকো পহচানা তুমনে?”

বাবলু থাকলে হয়তো চিনত। কিন্তু ওরা কাউকেই চিনতে পারল না। তার কারণ ওরা তো দেখেইনি কাউকে। ধৃতদের মধ্যে সাহুজি ছিলেন। তাঁর ডান কাঁধে ব্যান্ডেজ। আর ছিল সেই চার ডাকাত। ওয়ার্ধার জঙ্গলে সোনা সমেত পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে ওরা। তবে টাকাগুলোর কোনও হদিস মেলেনি।

থানা থেকে বেরিয়েই ওরা স্টেশনে এল। আর দেরি করলে ট্রেন পাবে না। বার্থ রিজার্ভ করাবার কোনও ব্যাপার নেই। টিকিট কাটো, ট্রেনে ওঠো। বিলুরা কেয়াকে অনেক করে বোঝাল মৈনাকদার সঙ্গে বাড়ি ফিরে যেতে। কিন্তু ও কারও কথা শুনল না। বলল, "যেমন একসঙ্গে এসেছি তেমনই একসঙ্গে যাব।"

মৈনাক চৌধুরী অবশ্য স্টেশনে এসে কুলি ঠিক করে সাধারণ একটা বগিতে ওদের বসিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। ট্রেন ছাড়ল প্রায় এক ঘণ্টা লেটে। মহারাষ্ট্র এক্সপ্রেস। কাল সকালে পুনেয় একবার পৌঁছতে পারলে হয়।

বাবলু সঙ্গে থাকলে এই যাত্রাটা সত্যিই একটা আনন্দযাত্রা হত। নাসিক, পুনে, এই নামগুলো কতবার শুনেছে বাবলুর মুখে। সিংহগড়ে শিবাজির দুর্গ দেখবার শখ কি ওদের কম? তবু কী করবে। নিরানন্দ হলেও যেতেই হবে ওদের। এখন ভয়, টাকা-পয়সায় কুলোলে হয়!

টাকা-পয়সার জন্য অবশ্য খুব একটা চিন্তা করে না ওরা। কম পড়ে গেলে যে-কোনও একটা হোটেলে উঠে বাড়িতে ফোন করলেই টি এম ও-তে টাকা এসে যাবে। তবু বাবলু ছাড়া পাণ্ডব গোয়েন্দা মানেই গার্ডবিহীন ট্রেন।

মহারাষ্ট্র এক্সপ্রেস বিদর্ভের মাটি কাঁপিয়ে ছুটে চলেছে। ওয়ার্ধা, বদনেরা, আকোলা। একের পর এক স্টেশন পার হচ্ছে। সন্ধেবেলা ভুসাওয়াল এল। এখানে আসতেই অর্ধেক ফাঁকা হয়ে গেল গাড়ি। মুখোমুখি দুটো বাঙ্ক ভাগাভাগি করে নিল ওরা। একটাতে শুয়ে পড়ল বাচ্চু-বিচ্ছু। আর-একটাতে কেয়া। বিলু-ভোম্বল শুয়ে পড়ল মুখোমুখি সিটে। আর পঞ্চু শুল নীচে।

এরপর মানমাদ। এইখান থেকে সোজা পথটা চলে গেছে বোম্বাইয়ের দিকে আর বাঁকা পথটা আহমেদনগর হয়ে দাউন্দ, পুনে, সাতারা, সাংগালি, মিরাজ ছুঁয়ে কোলহাপুর। ওরা অবশ্য পুনেয় নামবে।

পুনে এল পরদিন সকাল সাতটায়। ছ'টা চল্লিশে পৌঁছবার কথা। কুড়ি মিনিট লেট। স্টেশন থেকে বেরিয়েই ওরা ধাঁধিয়ে গেল। মস্ত শহর। কিন্তু মুশকিল হল, কোথাও কোনও হোটেলেই জায়গা নেই। হোটেল, লজ সব ভর্তি। হবে নাই-বা কেন? পুনে হচ্ছে শিবাজির দেশ। 'কুইন অব ডেকান'। কেউ-কেউ বলেন, প্রাচীন দণ্ডকারণ্য ছিল এইখানেই। একসময় এখানে বৌদ্ধ ধর্মেরও প্রাধান্য ছিল। পরে চালুক্য, রাষ্ট্রকূট ও যাদববংশীয় রাজারা রাজত্ব করেন। ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ বিন তুঘলক এবং এর পর বাহমনিদের হাত ঘুরে ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে মরাঠাদের হাতে চলে যায়।

ওদের কাছে 'হোটেল সরোবর'-এর ঠিকানা ছিল। তাই ওরা সেখানে গিয়ে হাজির হতেই ঘর পেয়ে গেল। চার্জও এমন কিছু নয়। মাত্র চল্লিশ টাকায় বড় একটা ঘর। তবে কমন বাথ। তা হোক, একবেলা তো থাকা। রাত্রি হলেই রওনা হবে গোয়ার পথে।

এখানকার ম্যানেজারের সঙ্গে মৈনাক চৌধুরীর খাতির ছিল। তাই সব শুনে বললেন, "তোমরা তো একটু ভুল করলে। আমি বিল কেটে ফেলেছি। আর কিছু করা যাবে না। এইরকম অবস্থায় তোমাদের উচিত ছিল স্টেশনের ক্লোকরুমে মালপত্তর রেখে কনডাকটেড ট্যুরে শহর দেখে রাতের বাসে গোয়া চলে যাওয়া। অযথা চল্লিশটা টাকা গেল।"

বিলু বলল, "আমাদের মালপত্তরই বা কোথায়? কাজেই ক্লোকরুমে রাখারও কোনও দরকার ছিল না। এই কাঁধে ঝোলা নিয়েই ঘুরতে পারতাম আমরা। যাই হোক, আমরা একটু স্নানপর্ব তো সেরে নিতে পারব।"

ওরা আর একটু সময় নষ্ট না করে স্নানের পাট চুকিয়ে বাইরে বেরোল। একটা দোকানে ঢুকে সামান্য একটু নাস্তা সেরে চা খেল প্রত্যেকে এক কাপ করে। বিচ্ছু ওর চা থেকে একটু চা ডিশে ঢেলে পঞ্চুকেই খাওয়াতেই হাঁ হাঁ করে ছুটে এল দোকানদার। অর্থাৎ কুকুরের এঁটো ডিশে এর পরে মানুষকে সে চা দেবে কেমন করে?

ওরা চা খেয়ে সোজা পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে আবার স্টেশনের দিকে এল। এইখানেই বড় বাসস্ট্যান্ড। কত জায়গার কত বাস যে ছাড়ছে এখান থেকে, তার যেন ঠিক নেই। শোলাপুর, কোলহাপুর, নাসিক, সিরডি, জলগাঁও, মুম্বাই, বেলগাঁও, গোয়া। ওরা গোয়ার কাউন্টারে গিয়ে টিকিট চাইতেই উত্তর এল, "কাঁহা যাওগে তুম? মরগাঁও, পানজিম?"

বিলু বল, "গোয়া।"

"আরে বাবা সবই তো গোয়া। ঠিক হ্যায়, তুম পানজিমকা টিকট লে লো।"

বিলু পঞ্চুকে দেখিয়ে বলল, "এও যাবে।"

"উসকো ভি টিকট লাগেগা। এক পুরা টিকট। লেকিন সিট নেহি মিলেগা।"

বিলু বলল, "তা হলেই হবে। কখন ছাড়বে বাস?"

"সামকো আট বাজে। তুম সাত বাজে হিঁয়া চলা আও।"

ওরা বাসস্ট্যান্ড থেকে বেরিয়ে ঠিক করল শিবাজির দুর্গ সিংহগড়টা গিয়ে একবার দেখে আসে। কী করবে। ভ্রমণ যতই বিষাদের হোক, সময় তো কাটাতে হবে! কিন্তু খোঁজখবর নিয়ে জানল, সিংহগড়ের বাস এখন নেই। এখান থেকে দূরত্ব চব্বিশ কিলোমিটার। কাজেই অটোতেও ভাড়া লাগবে অনেক। তাই এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে শুতে পেল একটা সুন্দর ঝকঝকে বাসের কন্ডাক্টর হেঁকে চলেছে, "নগর দর্শন! নগর দর্শন! হ্যায় কোঈ?"

ওরা ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "নগর দর্শন কী ভাই?"

"আরে বাবা, ট্যুরিস্ট বাস। দশ রুপিয়া ভাড়া লাগেগা। শানওয়ার ওয়াদা, কেলকর মুজিয়ম, সব কুছ দিখায়াগা। পুরা তিন ঘণ্টে কা সফর।"

ওর হইহই করে উঠে পড়ল বাসে। না-ই হোক সিংহগড়। শহরটা তো দেখা হোক। ফেরবার সময় বরং বাবলু সঙ্গে থাকলে ঘুরে দেখবে সব। দেখতে তখন ভালও লাগবে। আর ওই লোনাভালা, কারলা, ভাজা, কী সব যেন আছে?

বাস ছাড়তেই সরকারি গাইড আধা হিন্দি, আধা মরাঠিতে যা বলল, তা হল এই: "মুলা ও মুথা এই দুই নদীর সঙ্গম আছে এই পুনেতে। শিবাজির স্মৃতিবিজড়িত শহর। পুনের উত্তরে শিবনেরি দুর্গে শিবাজির জন্ম হয় এবং শিবাজির শৈশব কাটে পুনেয়। যে-পাহাড়ে শিবাজির জন্ম হয় সেখানে পঞ্চাশটি বৌদ্ধগুহা আছে। দেবগিরির যাদব রাজারা সেই দুর্গ ব্যবহার করতেন। শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে একটি ছোট পাহাড়ে পার্বতী মন্দির আছে। সেই পাহাড়ে ওঠার একশো আটটি সিঁড়ি। এই বাস পাহাড়ে ওঠবার সময় দিতে পারবে না। তবে পাহাড়ের পাশ দিয়ে বাস নিয়ে যাবে। শিবাজি পার্ক, চিড়িয়াখানা, এইসব দেখাবে।"

যাই হোক, বাসে যেতে যেতে ওরা একটা জিনিস লক্ষ করল, সেটা হল এখানকার রাস্তাঘাটের নাম। আমাদের হাওড়া, কলকাতার মতো লেন-টেন কিছু চোখে পড়ল না। তার বদলে শনিবার পেট, রবিবার পেট ইত্যাদি। কেউ কেউ পেট-কে পেথও বলছে। পথ থেকেই কি পেথ? হয়তো।

যাই হোক, প্রথমেই ওরা এল শানোয়ার ওয়াধায় (শনিবারওয়াডা)। পুনের শেষ পেশোয়ার পিতামহ বাজিরাও এইখানে এক দুর্গের মতো প্রাসাদ তৈরি করিয়েছিলেন। ১৮২৭ সালের এক শনিবার এই প্রাসাদ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়। সেই ধ্বংসস্তূপটাই ওরা দেখল। এর দুর্গদ্বার হাতি লাগিয়েও যাতে খোলা সম্ভব না হয় সেজন্যে লোহার গজাল আছে দরজায়। দরজার কাছে একটি ছোট্ট ব্যালকনিতে কিছু ফ্রেস্কো চিত্রও আছে। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে মাত্র একুশ বছর বয়সে পেশোয়া মাধোরাও নারায়ণ এইখানে পড়ে গিয়ে মারা যান। এখানকার মাটি খুঁড়ে সুন্দর একটি উদ্যানের অস্তিত্বও আবিষ্কার করা রয়েছে। এর পর ওরা শিবাজি পার্ক হয়ে কেলকর মিউজিয়াম দেখে চলে গেল আগা খান প্রাসাদে। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী এইখানেই বন্দি ছিলেন। তাঁর স্ত্রী কস্তুরবা এখানেই মারা যান। কস্তুরবার সমাধিও এখানে আছে।

বেলা বারোটার মধ্যেই ওরা ফিরে এল যথাস্থানে। তারপর একটা হোটেলে খেয়েদেয়ে লজে এসে ঝোলাঝুলি যা ছিল, সঙ্গে নিয়ে চলল পুনের বিখ্যাত পার্বতী মন্দির দেখতে। বালুকে উদ্ধার করতে যাওয়ার আগে দেবীদর্শন তো করা উচিত। শুধু বাবলু নয়, সংযুক্তাও আছে। মা নিশ্চয়ই তাঁর প্রভাবে একটি মেয়ের অবমাননা হতে দেবেন না। দু'জনকেই রক্ষা করবেন।

রাত আটটায় বাস। এখন সবে দুপুর দুটো। অটোয় চেপে পাহাড়ের পাদদেশ থেকে ফুলমালা ইত্যাদি কিনে পাহাড়ে ওঠা ওটা শুধু করল ওরা। কী সুন্দর দৃশ্য চারদিকে! এই পাহাড়টা যেন পুনের মনুমেন্ট। পটে আঁকা ছবির মতো দৃশ্য চারদিকে। দূরে পাহাড়ের পর পাহাড়ের রেখা। আর নীচে সুসজ্জিত ঘরবাড়ি।

দুপুরে এখন নির্জন পাহাড়। মন্দির পর্যন্ত যেতে হল না ওদের। কয়েক ধাপ ওঠবার পর অর্ধপথেই মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। পঞ্চু বিকট একটা চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল, "আঁ-আ-আঁউ-উ-উ।" আতঙ্কের কালো একটা মেঘ ধীরে ধীরে যেন ঘনিয়ে আসতে লাগল ওদের দিকে।

॥ ১০ ॥

"ভাস্কো। ভাস্কো। ভাস্কো। ভাস্কো।" একটানা একটা কণ্ঠস্বর ক্রমাগত কানের কাছে বাজতে লাগল বাবলুর। মাথাটা এখনও ঝিমঝিম করছে। ও এখন কোথায়? কীভাবে এখানে এল? কিছুই মনে করতে পারল না। গা, হাত, পায়ে অসহ্য ব্যথা। অন্ধকার একটা ঘরে শুয়ে ছিল ও। একটু-একটু করে ওঠবার চেষ্টা করল। ঘরের জানলা-দরজা সব বন্ধ। কাঠের পার্টিশন দেওয়া ঘর। নীচের মেঝেটাও কাঠের। তার দোতলা অথবা তিনতলার ঘরে বন্দি হয়ে আছে ও। উঠে গিয়ে দরজাটা টেনে খোলবার চেষ্টা করল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। সেটা বাইরে থেকে বন্ধ। মাথার ওপরে টালির শেড। তার মানে এর ওপরে আর কোনও ঘর নেই। জানলার কাচ ফুঁড়ে সূর্যের আলো আসছে। এখন তা হলে দিন। পকেট হাতড়ে দেখল টাকা-পয়সা, পিস্তল কিছুই নেই ওর কাছে। মাথাটা যেন ঘুরে গেল।

এমন সময় দরজার কাছে খুটখাট শব্দ হতেই ও বুঝল তালা খুলে ঘরে ঢুকছে কেউ। বাবলু যেমন ছিল তেমনই এসে আবার শুয়ে পড়ল। শুধু শুয়ে পড়া নয়, একেবারে সংজ্ঞাহীন হয়ে থাকার ভান করল। চোখ পিটপিটিয়ে দেখল একজন দীর্ঘকায় লোক বিচিত্র ধরনের টুপি মাথায় দিয়ে ঢুকল। তারপর টেবিলের ওপর খাবারের প্লেট, চা ইত্যাদি রেখে দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

ঘরের লাগোয়া বাথরুম। বাবলু সেখানে মুখ-হাত ধুয়ে খাবারের প্লেটে হাত দিল। গোটাকতক টোস্ট, ওমলেট আর কলা রয়েছে সেখানে। প্রচণ্ড খিদের মুখে বাবলু গোগ্রাসে খেতে লাগল সেগুলো। সবে আধখাওয়া হয়েছে অমনই আবার খুলে গেল দরজাটা।

সেই দীর্ঘ লোক ঘরে ঢুকে দাঁত বের করে হেসে বলল, "মুঝে মালুম থা তুম হুঁশ মে হো।" বলেই আবার সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল।

বাবলু কোনওরকমে খাওয়া শেষ করল। টোস্টের পর গরম চা মন্দ লাগল না। চায়ের স্বাদও ভাল। খেয়েদেয়ে গোটা ঘর তোলপাড় করল বাবলু। ভাগ্য ভাল যে, হাত-পা বেঁধে রাখেনি। ফলে আর যাই হোক, ঘরময় ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতাটা আছে। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল, সাহেবি প্যাটার্নের টালি। ভেঙে বেরোনো যাবে। একটু উঁচুতে যদিও, তবু টেবিলের ওপর চেয়ার বসিয়ে নাগাল পাবে। বিলুরা এখন কী করছে কে জানে? ওরা কি নাগপুরেই আছে? কেয়া, সংযুক্তা, ওরা কোথায়? সংযুক্তাটা বড় অভিমানী। তবে এটা ঠিক, বাবলুর ওকে চড় মারাটা উচিত হয়নি। ও তো বাবলুকে বিপদে ফেলবে বলে চেঁচায়নি। বেচারি ভয় পেয়েই চেঁচিয়েছিল।

"ভাস্কো। ভাস্কো। ভাস্কো। ভাস্কো।" অনেক লোকের একটানা কণ্ঠস্বর অস্পষ্টভাবে আবার শুনতে পেল বাবলু। ভাস্কোটা কী? কেউ বলছে ভাস্কো, কেউ বাস্কো। দেখতে হচ্ছে। কেন না ও নিজেও বুঝতে পারছে না, কোথায় আছে ও। ঘরের ভেতর এদিক ওদিক তাকাতেই এক জায়গায় একটা ভাঙা পেপারওয়েট দেখতে পেল। সেটা কুড়িয়ে জানলার কাচে মারতেই ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল কাচটা। বাইরের কণ্ঠস্বর আরও প্রকট হয়ে উঠল। ভাস্কো, ভাস্কো, ভাস্কো, ভাস্কো। বাবলু উঁকি মেরে দেখল বাইরে চারদিকে গগনচুম্বী অট্টালিকা। সব বাড়িরই মাথায় টালির শেড। সেইসব বাড়ির স্থাপত্যও অন্যরকমের। কাছেই একটা বাসস্ট্যান্ড। সেখানে সারি সারি বাস দাঁড়িয়ে আছে। তারই কন্ডাক্টররা বাসের পিঠ চাপড়ে অনবরত হেঁকে চলেছে— "ভাস্কো, ভাস্কো, ভাস্কো...।" বাসের মাথায় ইংরেজি হরফে লেখা আছে— 'ভাস্কো-দা-গামা'। তার মানে? তার মানে কী! ও কী তবে গোয়ায়! এই মৃত্যুপুরীতে থেকেও আনন্দের উচ্ছ্বাসে ওর বুকের ভেতরটা ছলাত করে উঠল। যেভাবেই হোক, মুক্তি ওকে পেতেই হবে। ওর স্বপ্নের গোয়ায় পাহাড়ে, সমুদ্রে অবাধে ঘুরবে ও। কিন্তু ও এখন কোথা? বাস তো যাচ্ছে ভাস্কোয়। এটা তো ভাস্কো নয়। জানলা সিল করা। তাই অনেক চেষ্টা করেও খুলতে পারল না। এবার চায়ের কাপটা ছুড়ে আবার একটা কাচ ভাঙল। তারপর চেয়ারটা টেনে এনে তার ওপর দাঁড়িয়ে ভাঙা কাচের ফাঁক দিয়ে দেখল, এক জায়গায় বড়-বড় হরফে লেখা আছে— 'পানাজি'। অর্থাৎ গোয়ার রাজধানী। এর পশ্চিমে আরব সাগর, উত্তরে মহারাষ্ট্র, পূর্বে ও পশ্চিমে কর্ণাটক। কোঙ্কন উপকূলে এই গোয়ার প্রাচীন নাম গোমন্তক। রামায়ণ-মহাভারতেও এর উল্লেখ আছে। পরশুরাম সমুদ্রে তাঁর কুঠার নিক্ষেপ করতেই সমুদ্র সরে গিয়ে এই গোমন্তক প্রদেশ তাঁর শিষ্যদের বাসের জন্য ছেড়ে দিয়েছিল। ত্রিহুতের আর্য সারস্বত ব্রাহ্মণরা এখানে বাস করেছেন। কদম্বরাজরা করেছেন রাজত্ব। গোয়ার রাজধানী তখন চন্দ্রপুর। বিজাপুরের সুলতানরা এখানে অনেক মসজিদ নির্মাণ করেছেন। মুসলমান অধিকারে লোকে এইখান থেকেই মক্কায় যেত। বিজাপুরের আদিল শাহ তাঁর রাজধানী যখন গোয়ায় স্থানান্তরিত করবেন প্রায় ঠিক করে

ফেলেছেন, তেমন সময় পর্তুগিজ আলবুকার্ক গোয়া অধিকার করেন। আদিল শাহ অবশ্য এখানে ছিলেন না তখন। তবে ফিরে এসে তিনি পর্তুগিজদের তাড়িয়ে দেন। এর আট মাস পরে অবশ্য যে ভয়ংকর যুদ্ধ হয়, তাতেই পর্তুগিজরা পাকাপাকি গোয়া অধিকার করে। ষোড়শ শতকে গোয়ার চরম উন্নতি হয়েছিল। লোকে বলত 'গোল্ডেন গোয়া'। গোয়া দেখলে আর পর্তুগালের রাজধানী লিসবন দেখার দরকার নেই। পর্তুগিজ আলবুকার্ক গোয়ার মাটিতে এক নতুন দেশের জন্ম দিয়েছিলেন। সে-দেশ আজও নতুন। ভারতের মাটিতে এক বহির্ভারতের স্থাপত্য নির্মাণ করে গেছে পতুর্গিজরা। গোয়া-পর্তুগিজ-আলবুকার্ক। আলবুকার্ক-পর্তুগিজ-গোয়া। কাল নাগপুরের লজে বাবলু তা হলে ঠিক লোককেই দেখেছিল। এক বৃহদাকার শকুন-চক্ষু গোয়ানিজ। আলফানসো ডি আলবুকার্কের নাম নিয়ে, যে কিনা সোনার দেশ থেকে সোনাকে পাচার করে দিচ্ছে। কিন্তু বাবলুকে কেন সে ধরে আনল এখানে? তার উদ্দেশ্য কী? বাবলু আর যেন মাথার ঠিক রাখতে পারল না। সে চিৎকার করে উঠল, "আই হেট ইউ আলবুকার্ক। আই হেট ইউ। তুমি একবার আমার সামনে এসো। তোমার চোখদুটো আমি উপড়ে নিই। তোমার কালো রক্তে গোয়ার বিচ আমি ভিজিয়ে দিই। আলফানসো! আই মাস্ট ডু ইট।"

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। আর দু'জন গোয়ানিজ এসে কোঙ্কনি ভাষায় ওকে ভীষণভাবে ধমকে গেল। বাবলু কিছুই বুঝল না ওদের কথা। তবে একজন শুধু যাওয়ার আগে বলে গেল, "চেল্লাও মাত।"

বাবলু উত্তেজিত হয়েই চেঁচিয়েছিল। এখন বুঝল চিৎকার, চেঁচামেচি নয়। এইসব করলে যদি ওরা বেঁধে রাখে, তা হলে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে। যত কষ্টই হোক, এই দীর্ঘ দিনটা ধৈর্য ধরে কাটাতেই হবে ওকে। তারপর সন্ধে হলেই চেষ্টা করতে হবে পালাবার। তাতে একটার জায়গায় দুটো, দুটোর জায়গায় চারটে খুন করতেও পিছপা হবে না। যেভাবেই হোক, ওর টাকা-পয়সা এবং পিস্তলটাকেও উদ্ধার করতে হবে। এইসব ভাবতে-ভাবতেই ও এদিক সেদিক থেকে কয়েকটা হাতিয়ার জোগাড় করে ফেলল। একটা মরচে-ধরা ছোরা, একটা হাতুড়িও পেল।

হঠাৎ ওর কানে এল, "উঁ, উঁ, উঁ, উঁ।" কে যেন কাঁদছে। কোথা থেকে আসছে কান্নার স্বর? সম্ভবত পাশের ঘরেই আছে কেউ। মেয়ে গলার কান্না। সেও কি বন্দিনী! হোক। আর কারও ভাল করতে গিয়ে নিজের বিপদ বাড়াবে না। সংযুক্তা ওকে যা শিক্ষা দিয়েছে!

এমন সময় একটা কড়া গলার ধমক শোনা গেল, "রোও মাত, খানা খা লো।"

উত্তরে একটা ঝাঁঝালো প্রতিবাদ শোনা গেল, "না, খাব না। দূর হ।"

"ঘর কি চিন্তা মাত করো লালি। খানা তুমকো খানেহি পড়েগী।'

দরজা দুম করে বন্ধ হয়ে গেল এবং তারপরে তালা দেওয়ার শব্দও শোনা গেল।

বাবলুর মনে হল, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে না তো? এসব কী হচ্ছে? কণ্ঠস্বর কার? সংযুক্তা এখানে কী করে এল? তবে কী ওদের সবাইকেই নিয়ে এসেছে ওরা? বিলুরাও কি এই ঘরে আছে? পঞ্চু! পঞ্চু কোথায়?

বাবলু আর স্থির রাখতে পারল না নিজেকে। এই ঘরের দরজায় ভেতর থেকে ছিটকিনি এঁটে টেবিলটাকে পার্টিশানের কাছে টেনে আনল। তার ওপরে চেয়ার রেখে উঠে দাঁড়াতেই দেখতে পেল, পাশের ঘরে একটি লোহার খাটে হুমড়ি খেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে একটি মেয়ে।

বাবলু চাপা গলায় ডাকল, "সংযুক্তা!"

সংযুক্তা চমকে উঠল। কান্না থামিয়ে উঠে বসেই বলল, "কে! কে তুমি?"

"আমি বাবলু। এই যে, এইদিকে।"

সংযুক্তা ছুটে এল বাবলুর দিকে, "তুমি এখানে কী করে এলে?"

"তুমি কী করে এলে? ওরা কোথায়?"

"জানি না।"

"ঠিক আছে। আমার কথা শোনো। এদের অবাধ্য হয়ো না। সন্ধের পর যেভাবেই হোক পালাব এখান থেকে।"

"আমি? আমাকে নিয়ে যাবে তো?"

"তুমি তো ঠিক সময়েই চেঁচিয়ে উঠবে।"

"আর চেঁচাব না। কথা দিলাম। আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ো। লক্ষ্মীটি, তোমার পায়ে পড়ি।"

বাবলু হেসে বলল, "ভয় নেই। তোমাকে না নিয়ে আমি যাব না।"

এরপর সারাটা দিন যে কীভাবে কাটল, তা ওরাই জানে। বাবলুর মনে হল পৃথিবীর ইতিহাসে এই দিনটাই

বোধহয় দীর্ঘতম দিন। কিন্তু এ কী! বিকেল গড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই গোয়াও ঢলে পড়ল যে! সারাদিনের সেই প্রাণচঞ্চলতা কোথায়? একেবারে ঝিমিয়ে নেতিয়ে পড়ল এত বড় শহরটা। রাত বাড়তে লাগল একটু একটু করে।

বাইরে চার্চের ঘড়িতে রাত ন'টা বাজল। পথঘাট জনহীন। যে লোকটা সকালে, দুপুরে খাবার দিতে এসেছিল, সে আবার খাবার দিতে এল। হাতুড়িটা হাতের কাছেই রেখেছিল বাবলু। লোকটা খাবার দিয়ে পিছু ফিরলেই ওর ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু যে-অবস্থায় টলতে টলতে ঢুকল লোকটা, তাতে সে-সব কিছুই করবার দরকার হবে বলে মনে হল না। বাবলু বুঝল লোকটা ভীষণ নেশা করেছে। তার মানে, এই এখানকার অবস্থা। এখানে সবাই এখন নেশাচ্ছন্ন।

লোকটা ঢুকতেই বাবলু বলল, "ক্যা লায়া হো?"

"খানা। খানা খাওগে তুম।"

"নেহি খায়গা।"

"খানা হি পড়েগা। নেহি তো ও লোক মারেগা হামকো।"

বাবলু বলল, "আমি থাকতে কে মারবে তোমায়? আলবুকার্ক?"

লোকটি একটা হিক্কা তুলল। গালাগালি দিল।

বাবলু বলল, "তুমি এক কাজ করো, আমার খানাটা খেয়ে নিয়ে এই বিছানায় শুয়ে পড়ো। আর চাবিটা দাও, পাশের ঘরের মেয়েটাকে আমিই খানা খাইয়ে আসছি।"

"তো যাও। ইয়ে লো চাবি। হাম খানা খায়েঙ্গে, গানা গায়েঙ্গে, আউর—। তুম হামারা কাম করো। এভরি নাইট— ইজ ইজ ইজ।"

বাবলু ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে শেকল তুলেই পাশের ঘরের দরজা খুলেছে। সংযুক্তা ছটফট করছিল। দরজা খুলতেই বেরিয়ে এল ও। ওর চোখ-মুখের ভাব দেখে মনেই হল না, ও সেই নিরীহ মেয়েটি। এই দু'দিনেই অনেক পরিবর্তন হয়েছে ওর। এখন ওকে দেখলেই মনে হয় যে কোনও লড়াইয়ের জন্যই ও প্রস্তুত।

ওরা দু'জনে পা টিপে টিপে যখন ওপর থেকে নীচে এল, তখন দেখল, একদল লোক একটি ঘরের ভেতর আচ্ছন্ন হয়ে বসে আছে। অর্থাৎ কারও কোনও হুঁশ নেই। এই হচ্ছে গোয়া। এটা একটা ছোটখাটো বার-কাম-লজ বলেই মনে হয়। একজন লোক ক্যাশের কাছে বসে কী যেন হিসেব করছে। বাবলু চুপিচুপি পেছন দিক দিয়ে গিয়েই লোকটার মাথার ওপর বসিয়ে দিল হাতুড়ির এক ঘা। লোকটা একবার আঁক করে উঠল। তারপর বসে পড়ল সেখানেই। ক্যাশে টাকা-পয়সা যা ছিল, তা টেনে বের করতে গিয়েই ঠক করে কী যেন একটা পড়ে গেল। বাবলু হেঁট হয়ে দেখল, ওর পিস্তলটা। সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে ভেতরটা খুলতেই দেখল সব কিছু ঠিকঠাকই আছে। শুধু টাকা-পয়সা রাখার মানিব্যাগটাই যা নেই। অবশ্য কত টাকা যে ছিল তাতে, তাও মনে নেই ওর। সে যাক গে। আপাতত এখান থেকে হাজারখানেক টাকা নিয়ে নিলেই কাজ চলে যাবে। টাকাগুলো পকেটে রাখতে গিয়েও কী যেন মনে হল ওর। এটা, ওটা সেটা টেনেটুনে দেখতে দেখতে হঠাৎ পেয়ে গেল ওর মানিব্যাগটা। খুলে দেখল শ'পাঁচেক টাকা ও খুচরো কিছু ঠিকই আছে। ক্যাশের টাকা ক্যাশেই রেখে যেই না বেরোতে যাবে অমনই দরজায় টকটক শব্দ। সংযুক্তা ও বাবলু দু'জনেই সরে গেল দরজার পাশে। বাবলু আস্তে করে ছিটকিনিটা খুলে দিতেই নিগ্রো চেহারার চারজন লোক ঘরে ঢুকল। বাবলুর দিকে রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে বলল, "ও বাঙালি ছোকরা কিধার হ্যায়।"

বাবলু বলল, "এক লেড়কি ভি হ্যায়। উপরমে।"

লোকগুলো মসমস করে এগিয়ে যেতেই বাবলু সংযুক্তাকে টেনে আনল বাইরে। তারপর দরজার কাছ থেকে হেঁকে বলল, "স্যার! ওনলি ওয়ান মিনিট। ও লেড়কা ম্যায় হুঁ। আউর ইয়ে হ্যায় ও লেড়কি।" বলেই দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে ডোর-বোল্টটা টেনে দিল।

লোকগুলো তখন ভারী কাঠের পাল্লার ওপর সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

বাবলুরাও তখন এক লাফে রাস্তায়। তারপর দৌড়— দৌড়— দৌড়।

নিঝুম, নিস্তব্ধ পানাজি তখন আলোয় ঝলমল করছে। একপাশে প্রশস্ত রাজপথের গা ঘেঁষে বয়ে চলেছে প্রবল-প্রবাহ মাণ্ডবী।

রাস্তার ডানদিকে নদী। বাঁদিকে প্রাসাদমালা। একদিকে আলটিনহো পাহাড়। কিছুদূর যাওয়ার পরই ওরা খানিক নিশ্চিন্ত হয়ে ছোটা থামাল। এক জায়গায় একটি বিশাল ব্রোঞ্জ স্ট্যাচুর কাছে এসে বসে পড়ল ওরা।

সংযুক্তা পাহাড় দেখেনি কখনও। নদী দেখেনি। তার ওপর এইরকম দেশ! এ তো ওর কল্পনারও বাইরে। তাই সেই মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে বলল, "এটা কী ঠাকুর?"

বাবলু স্ট্যাচুর নীচের লেখা পড়ে বলল, "এটা ঠাকুর নয়। আব্বে ফেরিয়ার স্ট্যাচু। ইনি ছিলেন গোয়াবাসী পাদ্রি এবং ইনিই পৃথিবীতে প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রথায় হিপ্নোটিজম চালু করেন।"

খানিকক্ষণ বসে একটু জিরিয়ে ওরা পথ-চলা শুরু করল। এখন একটা মেয়েকে নিয়ে রাস্তাঘাটে ঘোরাও ঠিক নয়। এখানে হোটেল-লজই বা যে কোথায়, তা কে জানে? লোকজন কম থাকলেও কিছু পুলিশ অবশ্য ঘোরাফেরা করছে রাস্তায়। কিন্তু পুলিশের কাছে গেলেই বা এখন কী সাহায্য পাবে ওরা? পুলিশও রাতের পানাজিমে এখন প্রকৃতিস্থ আছে কি? ওরা মাণ্ডবী নদীর ধারে এক জায়গায় বড় বড় কয়েকটি ড্রেন পাইপ দেখতে পেয়ে সেইদিকে এগিয়ে গেল। একদল ভবঘুরে শুয়ে ছিল আশপাশেই। ওরা সেখানেই একটি কংক্রিটের বড় পাইপের ভেতর ঢুকে বসে রইল। বাবলুর বুকে এখন একটুও ভয় নেই। ওর মানিব্যাগে আছে টাকা। পিস্তলে আছে বুলেট। জায়গাটা পরিত্যক্ত হলেও নিরাপদ। শত্রুপুরীর সুখশয্যার চেয়েও মুক্ত প্রাঙ্গণে চাঁদের আলো অনেক বেশি ভাল।

একটা রাত দেখতে দেখতেই কেটে গেল। পরদিন সকালে সূর্যের আলো সরাসরি ওদের মুখে এসে পড়লে ঘুম ভেঙে গেল দু'জনের। সারারাত জেগে থাকতে থাকতে ভোরের দিকেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। এখানে অপর্যাপ্ত জল। একটা কলে মুখ ধুয়ে ফেরিঘাটের কাছে একটা দোকানে বসে কেক আর কফি খেল ওরা।

প্রবল প্রবাহ মাণ্ডবী আরব সাগরের দিকে বয়ে চলেছে। কী দারুণ চওড়া নদীটা। বাবলুর মনে হল যেন ভারতের বাইরের কোনও এক দেশে চলে এসেছে।

সংযুক্তা বলল, "নদীর ওপারে কত বড় একটা পাহাড় দেখেছ? আমার খুব উঠতে ইচ্ছে করছে। যাব একবার?"

বাবলুরও ইচ্ছে হচ্ছিল খুব। এমন সুন্দর নীল জলের নদী। এমন সুদৃশ্য লঞ্চ। লঞ্চ তো নয়, যেন ছোটখাটো একটা ছাদবিহীন জাহাজ। মোটর পর্যন্ত ওপারে যাচ্ছে লঞ্চে চেপে। কিছুদূরে নদীর ওপর একটা সেতু তৈরি হচ্ছে দেখতে পেল। কিন্তু লঞ্চে ওঠবার টিকিটঘর কোথাও দেখতে পেল না। একজনকে জিজ্ঞেস করে জানল, এখানে লঞ্চে পারাপারের কোনও পয়সা লাগে না। সর্বসাধারণের জন্য ফ্রি-সার্ভিস। আর ওদের পায় কে? দিব্যি সাহেব-সুবোদের সঙ্গে মাণ্ডবীর বুকে জলভ্রমণ করে নিল।

ওপার থেকে এপারে এসেই দেখল শহর পুরোদমে মেতে উঠেছে। অনবরত বাস যাচ্ছে। মোটর যাচ্ছে। বিচিত্র টুপি ও হাঁটুর ওপর শাড়ি-পরা গোয়ানিজ মেয়েরা পথেঘাটে ঘুরছে। একটা বাস অনবরত হাঁকছে, "দোনা পাওলা। দোনা পাওলা।" বাবলু একজনকে জিজ্ঞেস করল, "দোনা পাওলা কী?"

উত্তরে লোকটি বলল, "তুম বঙ্গালি? ট্যুরিস্ট?"

"জি হ্যাঁ।"

"তো দোনা পাওলা চলা যাও। উধার সমুন্দর মিলেগা। দশ মিনিট কা রাস্তা। বাস পাকড়ো ঔর চলা যাও। এক রুপিয়া ভাড়া লাগে গা।"

ওরা সঙ্গে সঙ্গে একটা বাসে উঠে দোনা পাওলায় চলে এল। এক পর্তুগিজ রমণী এইখানকার সমুদ্রে আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন। তাঁরই নামানুসারে এই জায়াগার নাম 'দোনা পাওলা'। এটি একটি ট্যুরিস্ট স্পট। এখানটা যেমন সাজানো-গোছানো, তেমনই এখানে দোকানপত্তরের বহর। কত রকমারি মালা, সামুদ্রিক জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে এখানে।

বাবলু পছন্দসই কয়েকটি মালা সংযুক্তাকে উপহার দিল। তারপর দু'জনের জন্য দুটো টুপি কিনে পরতেই চেহারা পালটে গেল দু'জনের। এইখানে একটা ছোট পাহাড়ের ওপর উঠে বহুদূরের দৃশ্য দেখল। এখানে শুধু পাহাড় আর সমুদ্র। এই তো দেখার।

দোনা পাওলা থেকে ফিরে আবার মাণ্ডবী। আবার উদ্দেশ্যহীনভাবে পথ চলা। হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। দেখল বড় বড় করে লেখা আছে 'গোয়া ট্যুরিজম ডিভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন'। পাশাপাশি দুটো বাসও দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। একটা সাউথ গোয়া যাবে। একটা নর্থ গোয়া।

বাবলু সংযুক্তাকে বলল, "শোনো, আমরা এইভাবে ঘুরে না বেড়িয়ে বরং যে-কোনও একটা বাসে চেপে গোয়াটা সারাদিনে ঘুরে নিই। তারপর বিকেলে কোনও একটা হোটেলে উঠে পরের ব্যাপারটা চিন্তা করব।"

যাকে বলা সে তো এককথায় রাজি।

ওরা কাউন্টারে গিয়ে শুনল সকাল ন'টা থেকে সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত ট্যুর। যে-কোনও দিকেই যাক না কেন,

পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়া। নর্থে দেখাবে আলটিনো, দত্তা বিঠল মন্দির (সাঙ্ঘালি), মায়ামি লেক, মাপুসা, অঞ্জুনা ও কালাংগুটে বিচ। আর সাউথে দেখাবে ওল্ড গোয়ার গির্জা, মঙ্গেশ টেম্বল, শান্তা দুর্গার মন্দির, মারগাঁও, কোলভা বিচ, মারগাঁও হারবার ও ভাস্কো-দা-গামা। ওরা সাউথ গোয়ারই টিকিট পেল।

প্রথমেই ওরা এল ওল্ড গোয়ায়। এখানে ষোড়শ শতাব্দীর গির্জা ব্যাসিলিকা অব বম জিসাস ও সি ক্যাথিড্রাল দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। ব্যাসিলিকাতেই দেখল একটি সুদৃশ্য রুপোর পাতে মোড়া কাচের কফিনে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের অবিকৃত দেহ। মমি না করেও যে-দেহ আজও অবিকৃত আছে।

এর পর শান্তা দুর্গার মন্দির দেখে ওরা এল মারগাঁও। সেখানে লাঞ্চ ব্রেক। ওরা একটা হোটেলে দুপুরের খাওয়া খেয়ে পায়ে হেঁটেই এদিক-সেদিক খানিকটা ঘুরে এল। তারপর আবার বাসে চেপে চলে এল কোলভা বিচ। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ দেখে মনপ্রাণ ভরে উঠল। কত ছোট ছোট টিলা পাথর সমুদ্রের জলের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে। বিশাল সমুদ্র তার নীল জলরাশি নিয়ে সেই টিলার পাথরে আঘাত করে উন্মত্ত উল্লাসে লাফিয়ে উঠছে। পাহাড়, সমুদ্র আর বালিয়াড়ি মনকে যে এমন সুন্দর করে ভরিয়ে দেয় তা এখানে না এলে বোঝা যায় না। এর পর আবার বাস। আবার বিচ। এবারে এল মারগাঁও হারবার।

যত সি-বিচ দেখল ওরা, তার মধ্যে এইখানটাই সবচেয়ে ভাল লাগল ওদের। দুপুর গড়িয়ে তখন বিকেল। বিদেশি পর্যটক আর ট্যুরিস্টের ভিড়ে হারবার তখন জমজমাট। যেন একটা মেলা বসে গেছে। বিচের ওপর ঘোড়া ছুটছে। উটের গাড়ি মাত্র পনেরো টাকায় এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ঘুরিয়ে আনছে। সাহেব-মেমরা রৌদ্রস্নান করছে। ক্যামেরায় ছবি তুললে মনে হবে ভারতে নয়, ভারতের বাইরেই কোনও দেশের সমুদ্র সৈকতের ছবি বোধহয়।

বাবলু বলল, "কী সুন্দর। আকাশ, বাতাস, পাহাড়, সমুদ্র, মানুষ, পশু, সবই এখানে সুন্দর। সত্যি, এখানে আসব জানলে একটা ক্যামেরা অন্তত সঙ্গে নিয়ে আসতাম।"

সংযুক্তা বলল, "তোমরা তো কত দেখেছ। আমি এই প্রথম। আমার মনে হচ্ছে এই দেশ ছেড়ে কখনও কোথাও যাব না আমি। বাবা সল্ট লেকে বাড়ি না কিনে যদি এখানে একটা বাড়ি কিনতেন, বেশ হত তা হলে।"

বাবলু বলল, "বিলুরা এখন কোথায় আছে কে জানে? পঞ্চুটা থাকলে ঠিক এই ঢেউয়ের মাথায় মাথায় নাচত।"

সংযুক্তা খুশিতে উপচে পড়ে সমুদ্রের অনেক কাছে চলে গেছে। পায়ের পাতা ভিজিয়ে ছুটোছুটি করছে।

একটা উটের গাড়ি এসে বলল, "আসবেন নাকি দিদিমণি? ওই ওদিক থেকে ঘুরিয়ে আনব।"

সংযুক্তা বাবলুর মুখের দিকে তাকাল।

বাবলু বলল, "কত নেবে?"

"দশ টাকা।"

ওরা কোনওরকম দরদাম না করে উঠে পড়ল উটের গাড়িতে। গাড়িটা ওদের নিয়ে যখন অনেক— অনেক দূরে চলে গেল, তখন হুঁশ হল বাবলুর। বলল, "এ কী! কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তুমি আমাদের?"

চালক কোনও কথা না বলে আরও জোরে ছুটিয়ে নিয়ে চলল গাড়িটা।

বাবলু চিৎকার করে বলল, "রোখো। রোখো বলছি।"

কিন্তু কে কার কথা শোনে? বাবলু তখন পেছন দিক থেকে লোকটির গলা টিপে ধরতেই লোকটি বাবলুকে নিয়ে সমুদ্রের জলের ওপর পড়ল। বেশি জলে নয় অবশ্য, অল্প জলে— যেখানে আরব সাগরের লোনা জল ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছিল। বাবলু গায়ের জোরে লোকটার মুখে একটা ঘুষি মারতেই লোকটি ছিটকে পড়ল বালির ওপর। তারপর উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই আবার এক ঘা।

এদিকে চালকহীন উটের গাড়ি তখন গড়গড়িয়ে ছুটছে। তার আর থামবার নাম নেই। সংযুক্তা প্রাণভয়ে চিৎকার করছে সেখান থেকে, "বাঁচাও। বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও।"

দু'জন অশ্বারোহী ছুটে গিয়ে বহুকষ্টে কবজা করল উটটাকে। তারপর যখন ওকে নিয়ে এল বাবলুর কাছে, বাবলু তখন মারতে মারতে প্রায় আধমরা করে ফেলেছে সেই লোকটাকে। জায়গাটা যেমন নির্জন, তেমনই মনোরম। আর সাগরগর্জনে ভরা। এইরকম যখন অবস্থা তখন হঠাৎ কোথা থেকে যেন চার-পাঁচজন গোয়ানিজ এসে হাজির হল সেখানে।

একজন গায়ের জোরে সংযুক্তাকে উঠিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলল জঙ্গলের দিকে। সংযুক্তা হাত-পা ছুড়ে চিৎকার করে বাধা দিতে লাগল। আর বাকি যারা ছিল, তারা বাবলুর দুটো হাত শক্ত করে বেঁধে টানতে টানতে মারতে মারতে নিয়ে চলল সেইদিকে, যেদিকে সংযুক্তাকে নিয়ে গেছে। বনপথ ধরে খানিক যাওয়ার পরই

ওরা বড় রাস্তায় এল। সেখানে একটা নীল রঙের চারদিক ঢাকা জেলের কয়েদি নিয়ে যাওয়ার মতো ভ্যানগাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা ওদের দু'জনকেই সেই ভ্যানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে কোথায় যেন নিয়ে চলল।

ওরা দু'জনেই তখন বোবা হয়ে গেছে। কারও মুখে আর কথা নেই। কেন যে ওরা দলছুট হয়ে এগিয়ে এসেছিল! ওরা যে গোয়ার বিচে কোঙ্কন উপকূলে শত্রুর মুখের গ্রাসে, সে কথা একদম ভুলে গিয়েছিল। তারই পরিমাণ এই।

অনেক পরে ভ্যানটা এসে যেখানে থামল সে-জায়গাটার নাম ভাস্কো-দা-গামা। ওদের ভ্যান থেকে নামাবার সময় বাবলু একটা ফলকে লেখা এই নামটা আড়চোখে দেখে নিয়েছিল। তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। ওরা যেখানে এল সেটাও সমুদ্রতীর। সেখানে সমুদ্রের ধারে বালির চড়ায় সারি সারি কত যে নৌকা নোঙর করা আছে, তার আর ঠিক নেই। আর আছে অনেক জাহাজ। এই বন্দরে জাহাজ মেরামতি হয়। এটা একটা জাহাজঘাটা। এখান থেকে জাহাজ ছাড়ে। কী বিশাল তার ব্যাপ্তি। তবে জায়গাটা বড়ই অপরিচ্ছন্ন। শুঁটকি মাছের আঁশটে গন্ধে গা বমি বমি করছে। লোকগুলো ওদের দু'জনকে ভ্যান থেকে নামিয়ে গায়ের জোরে টানতে টানতে নিয়ে চলল। সংযুক্তার হাতের নড়া ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল ওরা। বাবলুর অবস্থাও তাই। ওর দু' হাত বাঁধা। তার ওপর দু' দিক থেকে দু'জন শক্ত করে ধরে আছে ওকে। এখানে আরও যেসব গোয়ানিজরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা নিজেদের ভাষায় কে কী যে বলছে, কিছুই বুঝতে পারল না ওরা। তবে এটুকু বুঝতে পারল, ওরা নিশ্চয়ই ওদের দলের লোক। তাই ওদের সাহায্য বা উদ্ধার করতে আসা দূরের কথা, দিব্যি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে সব। কেউ-বা হাসছে। তবুও বাবলু ওদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করল। কেন না একবার যদি ওদের কবল থেকে ছাড়া ও পায় আর হাতের বাঁধন যদি খুলতে পারে, তা হলে মজা কাকে বলে দেখিয়ে দেবে ওদের।

যেতে যেতে এক জায়গায় হঠাৎই দুটো বড় নৌকোর মাঝখানে এসে পড়ল ওরা। নৌকোদুটো ভাঙা। মেরামতি হচ্ছিল। যে লোকদুটো বাবলুকে টেনে আনছিল তারা কাদের সঙ্গে কী যেন কথা বলতে গেল। যেই না যাওয়া বাবলু অমনই হেঁচকা একটা টানে ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল নিজেকে। তারপর তিরের মতো ছুটে চলল বেলাভূমি ধরে। ওরাও তাড়া করল । সূর্য ডুবে গেলেও দিনের আলো তখনও মুছে যায়নি আকাশের পট থেকে। বাবলু কয়েকটি ভাঙা নৌকোর আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে গায়ের জোরে বাঁধন-দড়িটা ঘষতে লাগল নৌকোর খোলে। খুব একটা বজ্র আঁটুনি ছিল না। তাই অল্প চেষ্টাতেই খুলে গেল বাঁধনটা। আর ওকে পায় কে? বাবলু রুদ্র মূর্তি ধরে এগিয়ে গেল এবার। যে-লোকটা প্রথমেই এল, বাবলু তাকেই লক্ষ্য করে গুলি করল একটা। লোকটা বিকট চিৎকার করে বসে পড়ল সেখানে। গুলিটা পায়েই লেগেছে। তাই যন্ত্রণায় পা ছুড়ে ছটফট করতে লাগল।

বাবলু তখন বন্দরের লোকালয়ের দিকে ছুটছে।

ওদিকে সংযুক্তাও ছুটছে ওদের তাড়া খেয়ে। সেও বহুকষ্টে ছিনিয়ে নিয়েছে নিজেকে। ছুটতে ছুটতে বাবলুকে দেখতে পেয়েই চিৎকার করে ডাকল, "বা-ব-লু-উ-উ।"

যেই না ডাকা অমনই অনেক দূর থেকে উত্তর এল, "ভৌ। ভৌ-ভৌ-উ-উ-উ।"

থমকে দাঁড়াল বাবলু। এ তো পঞ্চুর গলা। পঞ্চু এখানে কোথা থেকে এল? বাবলুও তখন ডাকল, "প-ন-চু-উ।"

এদিকে বাবলুকে ধরবার জন্য তখন আট-দশজন ছুটে আসছে। সংযুক্তার দিকেও দু'-তিনজন।

আর ওদের থেকেও অনেক বেশি জোরে অনেক হিংস্র হয়ে ছুটে আসছে পঞ্চু। শুধু পঞ্চু নয়, পঞ্চুর হাঁকডাকে আকৃষ্ট হয়ে যেখানে যত কুকুর ছিল সবাই আসছে। এসেই ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকগুলোর ওপর।

বিলু এসে বাবলুকে জড়িয়ে ধরল আনন্দের উচ্ছ্বাসে। তারপর বলল, "আমরা এখানে সবাই আছি বাবলু। আর কোনও ভয় নেই। আলবুকার্ক এখানেই আছে। আর অনেকদিন পর ওকে এখানে পেয়ে পুলিশও ওত পেতে আছে চারদিকে। হয় আমাদের হাতে, নয় পুলিশের হাতে মরণ ওর অনিবার্য।"

বিস্মিত বাবলু বলল, "কিন্তু তোরা এখানে কী করে এলি?"

বিলু বলল, "সে-সব কথা পরে বলব। সংক্ষেপে একটু শুধু শুনে রাখ, পুনের পার্বতী মন্দিরের কাছ থেকে ওরা আমাদের ধরে নিয়ে আসছিল। পঞ্চুকে একটা মাছধরা জালে আটকেছিল তাই। না হলে ধরতেই পারত না আমাদের। ভাগ্য ভাল যে, পঞ্চুকে ওরা ফেলে আসেনি। পথে আসতে আসতে ওদের আলোচনা যা শুনেছি তাতে ধারণা হয়েছে, ওরা আমাদের ভয় দেখিয়ে ওদের দলের হয়ে কাজ করাবে এবং পঞ্চুকে আমাদের মারফত পেলে ওদের নাকি অনেক সুবিধে হবে চুরি-ডাকাতির। আমরা যখন ওদের সঙ্গে লোণ্ডার

কাছাকাছি এসেছি, তখন হঠাৎ পুলিশের তাড়া খেয়ে পালায় ওরা। একজন শুধু পালাতে পারেনি। ধরা পড়ে পুলিশের হাতে বেদম মার খেয়ে সব কথা স্বীকার করেছে। আলবুকার্কের জাহাজ রেডি। তাতে করেই সবাইকে নিয়ে চলে যাবে অনেক দূরে। এইসব শুনে আমরা আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করছিলুম বিকেল থেকে। ঠিক সময়েই আমরা যেই একটু দূরে গেছি অমনই ওরা নিয়ে এসেছে তোদের। পুলিশ শুধু আলবুকার্ককে নয়, তোদেরও খোঁজ করছে। কিন্তু তুই একা কেন? সংযুক্তা কই? সে কোথায় গেল?"

বাবলু বলল, "এই তো ছিল। ওর ডাক শুনেই তো সাড়া দিল পঞ্চু।"

ওদিকে তখন কুকুরে-মানুষে দারুণ যুদ্ধ বেধে গেছে। পঞ্চু এক-একজনের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, কামড় দিচ্ছে, পরক্ষণেই লাফিয়ে পড়ছে আর-একজনের ঘাড়ে।

বাচ্চু-বিচ্ছু আর ভোম্বল কাঠের পাটাতন, বাঁশ, যা পাচ্ছে তাই দিয়ে পেটাচ্ছে যে সামনে আসছে তাকে।

সংযুক্তা আর কেয়া কী যে করবে, ভেবে পেল না। ওরা দেখল চারদিক থেকে চারজন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। কেয়া ক্যারাটে জানে। তারই প্যাঁচে নিজেকে বারবার মুক্ত করতে লাগল সে। কিন্তু সংযুক্তা অসহায়। দীর্ঘদেহী একজন ওকে ভীষণ আঘাত করে কাঁধের ওপর শুইয়ে দিল। সংযুক্তার বাধা দেওয়ার মতো এতটুকু শক্তিও আর রইল না তখন। লোকটা ওকে নিয়ে হনহন করে এগিয়ে চলল জাহাজঘাটার দিকে।

বিলু-ভোম্বলকে বলল, "তুই চট করে একটু খবর দে পুলিশকে। পুলিশ আশেপাশেই আছে।"

ভোম্বল বলল, "পুলিশে খবর দেওয়ার সময় নেই। ওই দ্যাখ, বাচ্চু-বিচ্ছু আর কেয়াকে তুলে নিয়েছে ওরা। যেভাবেই হোক, ওদের আটকাতেই হবে। না হলে একবার যদি জাহাজে ওঠায়, তখন হয়তো কিছুই করা যাবে না।"

বাবলু বলল, "তোরা ওদিকে যা, আমি এদিক দেখছি। পঞ্চুকেও নিয়ে যা তোরা।"

পঞ্চুকে নিয়ে যেতে হল না। সে নিজেই ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পঞ্চুর দেখাদেখি অন্য কুকুরগুলোও তাড়া করল ওদের। পলায়মান লোকগুলোকে গোল করে ঘিরে ফেলল তারা। ওদের দু'-একজনের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকলেও তা ব্যবহার করতে পারল না। কত কুকুর মারবে? ছুটতে গেলে পায়ে কামড়ায়। বন্দুক ধরলে, হাতে। কেয়া তো রাগের মাথায় একজনের চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাচ্ছে, "বল শয়তান, আর কখনও মেয়েদের গায়ে হাত দিবি?" যাকে বলা হচ্ছে সে ওর ভাষা বুঝছে কি না কে জানে? শুধু হাত জোড় করে বলছে, "নেহি, নেহি, নেহি।"

বিচ্ছু একজনের চোখে এমন আঙুল গুঁজে দিয়েছে যে, চোখ দিয়ে টপটপ করে রক্ত ঝরছে তার। আর বাচ্চু চোখে মুখে বালি ছুড়ে প্রায় অর্ধেক অন্ধ করে দিয়েছে কয়েকজনকে।

এই অবস্থায় গিয়ে পড়ল বিলু আর ভোম্বল। ওদের হাতে একটা করে বাঁশ আর চ্যালা কাঠ। মারতে মারতে প্রত্যেককে প্রায় আধমরা করে দিল। মজার ব্যাপার এই যে দূরে দাঁড়িয়ে অনেকে সব কিছু দেখলেও বাধা দিতে বা ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য এগিয়ে এল না কেউ। ওদের দলেরও কেউ কেউ কুকুরের কামড় খাওয়ার ভয়ে গা-ঢাকা দিল।

ওদিকে বাবলু তখন একা পড়ে গেছে আলবুকার্কের কাছে। হাতে পিস্তল, তবু গুলি করতে পারছে না। যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, সংযুক্তার গায়ে লেগে যায়? ওর পায়ে আঘাত করে গুলিও করতে পারছে না। মুখ থুবড়ে পড়ে গেলে সংযুক্তার ক্ষতি হবে। আবার খুব সামনেও এগোতে পারছে না, কেন না, ওর হাতে উদ্যত রিভলভার।

এই অবস্থায় পঞ্চু ছাড়া গতি নেই। বাবলু মুখের দু'পাশে হাত রেখে চিৎকার করে ডাকল, "প-ন-চু-উ-উ।"

বাবলুর ডাক কানে গেলে আর কি পঞ্চু থাকতে পারে? সে তখন সব ছেড়ে সেই চক্রব্যূহের ভেতর থেকে লাফিয়ে ছুটে এল বাবলুর দিকে। সন্ধের অন্ধকার তখন ঘনিয়ে এসেছে। বন্দরের জাহাজঘাটায় আলোর রোশনাই। কোথাও আলো, কোথাও অন্ধকারে জায়গাটাও বিভীষিকাময়। বাচ্চু, বিচ্ছু, কেয়া আর ভোম্বলকে সেই ঘেরাও করা লোকগুলোর কাছে রেখে বিলুও ছুটে এল বাবলুকে সাহায্য করতে।

পঞ্চু ছুটতে ছুটতে এসেই একটা ভাঙা নৌকোর খোলের ওপর উঠে শিরদাড়া টান করে একবার শুধু দেখে নিল বাবলু কোন দিকে আছে। তারপরই সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দকেও চমকে দিয়ে ভীষণ গর্জনে সাইক্লোনের মতো ছুটে চলল আলবুকার্কের দিকে।

বাবলু চিৎকার করে বলল, "আলফানসো! একবার ফিরে দেখো তোমার যম কীভাবে মৃত্যুর শমন নিয়ে তোমার দিকে ছুটে যাচ্ছে। গো অ্যাহেড পঞ্চু। ওই শয়তানটাকে তুই উপযুক্ত শিক্ষা দে।"

বন্দরের আধো আলো, আধো অন্ধকারে আলবুকার্কের মুখ কুটিল হয়ে উঠল। এতক্ষণে বুঝি সামুদ্রিক বিপদের গন্ধ পেল সে। তাই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পঞ্চুকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল। সন্ধের অন্ধকারে সামুদ্রিক পাখিরা ভয়ংকর কলরবে আকাশে উঠল। আকাশময় সাদা খয়েরি ডানা মেলে ঘুরপাক খেতে লাগল। এই অবস্থায় পঞ্চু জানে কী করে আত্মরক্ষা করতে হয়। তাই ও এমন একটা ভল্ট খেল যে, গুলিটা ওরা গায়ে না লেগে লাগল একটা নৌকোর খোলে।

আলবুকার্ক থেমে পড়ায় বাবলুর সুবিধে হয়েছে। সংযুক্তাও তখন ছটফট করছে ওর কাঁধের ওপর। আলবুকার্ক আবার পঞ্চুর দিকে রিভলভার তাগ করতেই বাবলুর পিস্তল শিস দিয়ে উঠল, 'ডিস্যুম।'

মুখ থুবড়ে পড়ে গেল আলবুকার্ক।

যেই না পড়া, সংযুক্তা অমনই নিজেকে মুক্ত করে ছুটে এল বাবলুর কাছে।

খ্যাপা কুকুরের মতো আলবুকার্ক তখন ওদের দু'জনের দিকেই রিভলভার তাগ করল। বিলু তখন ওর হাতের চ্যালা কাঠখানা ছুড়ে মেরেছে আলবুকার্কের মুখে। আর পঞ্চুও এক লাফে কামড়ে ধরেছে ওর হাতের কবজিটাকে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল আলবুকার্ক।

বাবলু গিয়ে ওর হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নিল। বাবলু বলল, "তুমি ভুল করলে আলফানসো! হাতি সব সময় পাঁকে পড়েই জব্দ হয়। এই কথাটা বোধহয় তুমি ভুলে গিয়েছিলে।"

বিলু তখন কাঠখানা কুড়িয়ে আবার যখন ওকে মারবে বলে হাত উঠিয়েছে, তখন কে যেন ধরে নিল ওর হাতটাকে।

আলবুকার্ক দেখল গোয়ার পদস্থ পুলিশ অফিসাররা ওর জন্য বিশেষভাবে তৈরি হাতকড়াটা নিয়ে ধীরে ধীরে ওর দিকে এগিয়ে আসছেন। আর দলে দলে পুলিশ এসে ওর দলের লোকেদের কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে আসছে ওর দিকে। কত পুলিশ এগিয়ে চলেছে ওর নামাঙ্কিত আলবুকার্ক জাহাজের দিকে। আলবুকার্ক উন্মাদের মতো চিৎকার করতে লাগল, "না না না না।" কিন্তু ওর সেই কণ্ঠস্বর সাগর তরঙ্গে ভেসে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, কেয়া, সবাই তখন এসে গেছে। বিলু তো কাছেই আছে।

রণক্লান্ত বাবলু বলল, "যাক। আমাদের কাজ শেষ। কুখ্যাত আলবুকার্ককে আমরা যে জ্যান্ত ধরিয়ে দিতে পেরেছি, এতেই আমরা খুশি। কোটি কোটি টাকার সোনাও বিদেশে পাচার হতে পারল না। আরও অনেক কিছুই হয়তো ধরা পড়ল। এখন চল, আমরা কোথাও গিয়ে কোনও একটা হোটেলে উঠে রাতটা কাটাই। তারপর দিনকতক থেকে গোয়াটা ভাল করে ঘুরে নিয়ে তবেই বাড়ি ফিরব।"

একজন পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে বললেন, "সেজন্য তো আমরা আছি ভাই। তোমাদের গোয়া দেখানোর দায়িত্ব আমাদের। এখন চলো, আমার বাংলোয় তোমাদের নিয়ে যাই। আমার ছেলে-মেয়েরা তোমাদের দেখলে খুব খুশি হবে।"

বিস্মিত বাবলু বলল, "আপনি বাঙালি?"

"শুধু আমি নই। গোয়ায়, বিশেষ করে এই ভাস্কো-দা-গামায় প্রচুর বাঙালি আছেন। অনেকের সঙ্গেই আলাপ করিয়ে দেব তোমাদের। দেখবে এখানেও তোমাদের আদর কত।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এই আনন্দের মধ্যেও কোনও এক ফাঁকে সংযুক্তাকে ওর বাবার মৃত্যু-সংবাদটা দিতে হবে। আর টেলিফোন গাইড দেখে নাসিকে ডা. আনন্দমোহনকেও জানাতে হবে ব্যাপারটা। সংযুক্তার এই বিপদে তিনি নিশ্চয়ই ওর পাশে এসে দাঁড়াবেন।

ওরা যখন পুলিশের গাড়িতে উঠছে, তখন পঞ্চুর সহযোগী সেই কুকুরগুলো ছুটে এসে কুঁই-কুঁই করে কী যেন বলল পঞ্চুকে।

প্রত্যুত্তরে পঞ্চুও ওদের দিকে তাকিয়ে একবার শুধু ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দা ১১

দ্বাবিংশ অভিযান

আজ মহালয়া। ক'দিন একটানা দুর্যোগের পর প্রকৃতি শান্ত হয়েছে একটু। ভোরে আকাশবাণীর প্রভাতী অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পথঘাট মুখর হয়েছে মানুষের চলাফেরায়। এত ভোরেও অতি উৎসাহী কেউ অকারণেই পায়চারি করছে এদিক সেদিকে। ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। শোনা যাচ্ছে মহিষাসুরমর্দিনীর সেই পুরাতন অথচ চিরনূতন অনুষ্ঠান। দলে দলে কত লোক চলেছে গঙ্গার ঘাটে পিতৃতর্পণে। এ যেন ধর্মপ্রাণ মানুষের এক নবজাগরণ।

বাবলু তো ভোরেই ওঠে। তাই ভোরে ওঠা ওর কাছে নতুন কিছু নয়। ভোরের প্রকৃতি ওর খুবই পরিচিত। সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে, বাবলু তখন পঞ্চুকে নিয়ে পথে বেরোয়, আর ভাবে, মানুষ কেন এত ঘুমোয়? শুধু ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই জীবনের অনেক বছর মানুষ নষ্ট করে কেন? শরীর রক্ষার জন্য ঘুমের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। কিন্তু এত ঘুম!

আজও ভোরে উঠে পঞ্চুকে নিয়ে পথে বেরিয়েছে বাবলু। পাজামা-পাঞ্জাবি, যেটা পরে শুয়ে ছিল, সেটা পরেই পথে নেমেছে। অবশ্যই দাঁত মেজে, মুখ ধুয়ে। এবং মায়ের হাতের এককাপ চা খেয়ে। বাবলু ভোরে উঠলেও মা-বাবা সবদিন ওঠেন না। আজ উঠেছেন। তাই ভোরেই চায়ের ব্যবস্থাটা হয়ে গেছে।

বাবলু পঞ্চুকে নিয়ে গলি থেকে রাজপথের দিকে এগোল। পঞ্চু বরাবরই বাবলুর আগে আগে যায়, আর মাঝে-মধ্যে আড়চোখে চেয়ে দেখে বাবলু পিছিয়ে পড়ছে কিনা। কখনও যেতে যেতে ছুটে আসে বাবলুর কাছে। কুঁই-কুঁই শব্দ করে মাটির গন্ধ শোঁকে। আজও তাই করতে লাগল।

যেতে যেতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল বাবলু। দেখল বোসেদের বাগানের একটি শিউলির ডাল পাঁচিল টপকে ঝুঁকে আছে পথের ওপর। তারই শাখা থেকে কত ফুল ঝরে পড়েছে পথের ধুলোয়। হলুদ বোঁটার এই ফুলের মিষ্টি সুবাসে ভরে আছে চারদিক। ফুলের সৌরভে যেন আগমনীর গন্ধ। বাবলু ফুলশাখার নীচে দাঁড়িয়ে দু'হাত পেতে দিল। একটি-দুটি ফুল ঝরে পড়ল ওর হাতে। ওর মন ভরে উঠল এক অনির্বচনীয় আনন্দে।

হঠাৎ কে যেন ডাকল পেছন থেকে, "বাবলুদা!"

বাবলু ফিরে তাকিয়েই অবাক, "এ কী রে?"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "খুব অবাক হচ্ছ, না?"

"তা একটু হচ্ছি বইকী! এত ভোরে এই সময় তোরা হঠাৎ? ভূত দেখছি না তো?"

"না, না। ভূত দেখবে কেন? আমরাও এখন তোমার মতো ভোরে ওঠার অভ্যাস করছি।"

"কই, এ-কথা আগে বলিসনি তো?"

"কী করে বলব, আজ থেকেই যে শুরু। আসলে খুব ভোরে আমাদের দু' বোনেরই ঘুম ভাঙে। শুয়ে দু'জনেই এপাশ-ওপাশ করি। আজ রেডিয়োর অনুষ্ঠান শুনতে শুনতে ভাবলাম উঠেই পড়ি। তুমি তো খুব ভোরে ওঠো, তোমার বাড়িতেই যাই। মাসিমার হাতে একটু চা খেয়ে আসি।"

বাবলু বলল, "আমি ভোরে উঠি ঠিক কথা, কিন্তু তোরা তো জানিস ভোরে উঠে আমি ঘরে থাকি না, মর্নিংওয়াকে যাই।"

"জানি। ভোরে উঠে তুমি ঘরে থাক না, মিত্তিরদের বাগানেও যাও না।"

"সেইজন্যই এইদিকের পথ ধরলি বুঝি?"

বিচ্ছু বলল, "আগে তোমার বাড়িতে গেলাম। মাসিমা বললেন, এই একটু আগে তুমি বেরিয়েছ। তারপর কে যেন একজন বলল, তুমি এইদিকেই এসেছ। তাই এই পথেই এলাম।"

"বেশ করেছিস। এখন বিলু আর ভোম্বলটাকে পেলে ঘোরাটা মন্দ হত না।"

বাচ্চু বলল, "ওদের ডেকে আনব বাবলুদা?"

"বলছিস? যা, ডেকে নিয়ে আয়। তাড়াতাড়ি আসবি কিন্তু।"

ওরা যখন এই সমস্ত কথা বলছে, তখন হঠাৎ কী যেন দেখে ছুটে গেল পঞ্চু।

বাবলু ডাকল, "পঞ্চু! পঞ্চু!"

বাচ্চু বলল, "নিশ্চয়ই বেপাড়ার কোনও কুকুর দেখেছে।"

বাবলু বলল, "উঁহু। পঞ্চু কখনও অন্য কুকুর দেখে এইরকম করে না। ওকে দেখেই বরং রাস্তার কুকুরগুলো ভুলভাল বকে। নিশ্চয়ই খারাপ কিছু দেখেছে ও।"

পঞ্চু তখন গলির মোড় থেকে সমানে চেঁচাচ্ছে, "ভৌ-ভৌ-ভৌ-ভৌ।"

তার মানেই ডাকছে ওদের। কাছে যেতে বলছে।

বাবলু বাচ্চু-বিচ্ছুর দিকে তাকিয়ে বলল, "চল তো দেখি।"

ওরা সবে এক পা এগিয়েছে, এমন সময় দেখতে পেল এ-পাড়ার তোতলা-গণেশ দারুণ ভয় পেয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

বাবলু বলল, "গণেশ, পঞ্চু কেন চেঁচাচ্ছে রে?"

গণেশ বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "ওরে বাবা, খু-খু-খুন হতে-না-হতেই গো-গো-গোয়েন্দা!"

"কী যা-তা বলছিস তুই?"

"প-প-পঞ্চু।"

"পঞ্চু চেঁচাচ্ছে কেন?"

"খু-খু-খুন।"

"খুন! কোথায়"

"ও-ও-ওইদিকে।"

বাবলু বাচ্চু-বিচ্ছুকে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল সেইদিকে। তোতলা গণেশ এ-পথে কোথায় গিয়েছিল কে জানে? হয়তো চায়ের দোকানে চা খেতে। সে প্রথমে ওদের পিছু পিছু খানিকটা এসে আবার কী ভেবে যেন পালিয়ে গেল।

ওরা মোড়ের মাথায় গিয়েই দেখল অন্ধকারে ডাস্টবিনের ধারে কে যেন উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মানুষটি জীবিত কি মৃত, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। জীবিত লোক হলে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু মৃত মানুষকে অকুস্থল থেকে সরানো উচিত নয়। এতে পুলিশের কাজের অসুবিধে হয়।

বাচ্চু বলল, "কখন থেকে পড়ে আছে কে জানে?"

বিচ্ছু বলল, "এত লোক এই পথ দিয়ে যাচ্ছে, অথচ কারও নজরে পড়েনি এতক্ষণ!"

বাবলু বলল, "আসলে এখানটা যা অন্ধকার! তা ছাড়া ডেডবডি এমনই জিনিস, সচরাচর কেউ দেখতে পেলেও না-দেখার ভান করে চলে যায়।"

বাবলুর হাতে টর্চ ছিল। সেই টর্চের আলো ডেডবডির ওপর ফেলতেই চিনতে পারল মানুষটিকে। ওদের মুখচেনা একজন সর্দারজি। বৈষ্ণবপাড়ায় যে ওনারশিপ ফ্ল্যাটগুলো হয়েছে, কিছুদিন হল সেখানেই এসেছেন তিনি। কিন্তু উনি এখানে এইভাবে কেন পড়ে আছেন? উনি কি মৃত?

বাবলু সর্দারজির আপাদমস্তক একবার ভাল করে দেখে ঝুঁকে পড়ে নাকের কাছে আঙুল নিয়ে গিয়ে দেখল নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক। গায়ের তাপমাত্রাও ঠিক আছে।

ততক্ষণে বিলু-ভোম্বলও এসে হাজির হয়েছে সেখানে, "কী হয়েছে রে বাবলু?"

বাবলু বলল, "তোরা কী করে খবর পেলি?"

"তোতলা গণেশ খবর দিল। কিন্তু ব্যাপারটা কী? কে খুন হয়েছে?"

"খুন হয়নি কেউ। মনে হয় খুন করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস এবং রহস্যময়। আপাতত এঁকে এখান থেকে সরানো যাক।"

ওরা সকলে মিলে ধরাধরি করে সর্দারজিকে তুলে একজনদের রকের ওপর শোওয়াল। যাদের রকে শোওয়ানো হল তারাও তখন দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে। পথচারী কয়েকজনও এগিয়ে এসেছে তখন।

"কী হয়েছে? কী হয়েছে ভাই?"

বাবলু বলল, "ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। একটু চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দেওয়া দরকার।"

বিলু আর ভোম্বল তাই করল। যাদের রকে শোওয়ানো হয়েছিল সর্দারজিকে, তাদেরই বাড়ি থেকে জল নিয়ে এসে ঝাপটা দিতে লাগল সর্দারজির চোখে-মুখে।

কে যেন বলল, "উঁচু মহলের ব্যাপার তো, হয়তো অনেক রাতে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে ফিরছিলেন, মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন।"

বাবলু বলল, "উনি বৈষ্ণবপাড়ায় থাকেন। যেখানে পড়েছেন, তাতে মনে হয় উনি বাড়ি ফিরছিলেন না, কোথাও যাচ্ছিলেন।"

বিলু বলল, "আমার মনে হয় কারও দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন উনি।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে তো খুন হতেন। কিন্তু মজা এই, কেউ ওঁকে গুলি করা দূরে থাক, ছুরি মারেনি পর্যন্ত।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "মাইল্ড স্ট্রোক নয়তো? আমাদের এক আত্মীয়ের একবার হয়েছিল এবং উনিও এইভাবে পড়ে গিয়েছিলেন।"

বাবলু কোনও কথা না বলে অনেকক্ষণ ধরে সর্দারজিকে পরীক্ষা করে বলল, "না। ওসব কিছু না। উনি আক্রান্তই হয়েছিলেন। এই দ্যাখ, মাথার পেছন দিক দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। একদিক ফুলেও আছে কীরকম। নিশ্চয়ই পেছন দিক থেকে লোহার রড বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে আঘাত করেছে কেউ। নেহাত মাথায় পাগড়ি ছিল, তাই গুঁড়িয়ে যায়নি।"

বিচ্ছু বলল, "তুমি ঠিক বলেছ বাবলুদা। ওঁর বুকের কাছটাও কেমন রক্তে ভিজেছে দ্যাখো।"

বাবলু আরও ভাল করে দেখে বলল, "নাকের রক্ত এটা। উপুড় হয়ে পড়ে যাওয়ার ফলে নাকের কাছটাও ফুলে উঠেছে একটু। কোনও ছোরাছুরির ক্ষত কিন্তু নেই।"

ভোম্বল বলল, "এখন তা হলে কী করা যায়?"

"আপাতত একজন ডাক্তারবাবুকে ডাকিয়ে এনে দেখাতে হবে।"

কিছু লোক, যারা এসে ভিড় করেছিল, তারা বলল, "কিন্তু আমাদের এই বাঙালি পাড়ায় সর্দারজি এলেন কোত্থেকে, সে-ব্যাপারে তো একটু খোঁজখবর নেওয়া দরকার। কেন না দিনকাল এখন মোটেই ভাল নয়।"

বাবলু বলল, "পরিচয় না থাকলেও আমরা এঁকে চিনি। উনি রোজ রামকৃষ্ণপুর ফেরি সার্ভিসে যাতায়াত করেন। তবে এত রাতে আমাদের এই পাড়ায় উনি যে কেন এসেছিলেন তা অবশ্য বুঝতে পারছি না। যাই হোক, এখন সর্বাগ্রে ওঁর বাড়িতে একটা খবর দেওয়া দরকার।"

বিলু বলল, "আমি যাব?"

"না থাক, আমিই যাচ্ছি। তোরা ততক্ষণ চেষ্টা করে দ্যাখ, হাতের কাছে ভাল ডাক্তার কাউকে পাস কিনা। না হলে শেষপর্যন্ত হাসপাতালেই পাঠাতে হবে।" এই বলে বাবলু চলে গেল।

প্রথমেই সে বাড়িতে এল। তারপর মাকে ঘটনার কথা বলে সাইকেলটা নিয়ে এ-পথ, সে-পথ করে এসে হাজির হল বৈষ্ণবপাড়ার সেই নবনির্মিত ফ্ল্যাটগুলোর সামনে।

চারদিক তখন বেশ জমজমাট। বাবলু কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করতেই সর্দারজির ফ্ল্যাট চিনিয়ে দিল তারা। 'এ' ব্লকের দোতলায় চার নম্বর ঘর। সাইকেল নীচে রেখে চাবি দিয়ে দোতলায় উঠেই বাবলু দেখল চার নম্বর ঘরের দরজার নেমপ্লেটে লেখা আছে 'মি. রঘুবীর সিং'।

ও একটুও ইতস্তত না করে ডোর-বেলে চাপ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা। ঘরের ভেতর থেকে তখন আকাশবাণীর চণ্ডী আবৃত্তি গমগম করে ভেসে আসছে। এক ঝলমলে কিশোরী দরজা খুলেই ভ্রূ কোঁচকালো বাবলুকে দেখে।

মেয়েটিকে দেখে বাবলুও অবাক হয়ে গেল খুব। মেয়েটির এমন মজবুত গড়ন, সুস্বাস্থ্য এবং দীপ্ত ভঙ্গিমা সচরাচর চোখে পড়ে না। শাঁখসাদা গায়ের রং। হাসিমাখা মুখ। মাথায় ঘন চুলের শোভা। পরনে নকশাদার মিডি। মেয়েটির সর্বাঙ্গে আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট হলেও উগ্র আধুনিকতার লেশমাত্র নেই।

বাবলু বলল, "সর্দারজি এই ফ্ল্যাটেই থাকেন?"

মেয়েটি বলল, "জি হাঁ।"

বাবলু বুঝল মেয়েটি হিন্দি বললেও বাংলা বোঝায় সে অভ্যস্ত। বলল, "বহেনজি, আমি ওঁর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।"

"বাবুজি তো মুলুক চলে গেছেন।"

"মুলুক চলে গেছেন! কবে আসবেন বলতে পারো?"

"দেরি হবে। উনি তো সবে কাল রাত্তিরে গেছেন।"

বাবলু বুঝল ঠিক ঠিকানাতেই এসেছে সে। তাই আর বিলম্ব না করে বলল, "তোমার মা আছেন? তাঁকে একবার ডাকো।"

মেয়েটিকে ডাকতে হল না। সুদেহী এক ভদ্রমহিলা হাসিমুখে এগিয়ে এলেন এবার, "কী হয়েছে বাবা? কে তুমি?"

বাবলু চোখ নামিয়ে বলল, "একটা খুব বাজে খবর নিয়ে এসেছি আমি।"

"কীরকম?"

"সর্দারজি কাল রাতে মুলুক যেতে পারেননি। আমাদের বাড়ির কাছে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন। ভোরে উঠে আমরা ওঁকে দেখতে পাই। মনে হয় কেউ ওঁকে পেছন দিক থেকে আঘাত করেছিল।"

মেয়েটি দু' হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ভদ্রমহিলা শিউরে উঠে বাবলুর হাতদুটো ধরে বললেন, "হামকো সাচ বাতাও। উনি বেঁচে আছেন তো?"

"হ্যাঁ, বেঁচে আছেন। আমরা একজনের রকে ওঁকে শুইয়ে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি। সে-রকম বুঝলে হাসপাতালেও পাঠাতে হবে। এখন আপনারা কেউ চলুন।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "শোনো বাবা, আমি তোমার মায়ের মতন। তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বোলো না। এখনও বলো উনি বেঁচে আছেন কি না?"

বাবলু বলল, "গেলেই দেখতে পাবেন। সত্যি-সত্যিই বেঁচে আছেন উনি। তবে এখনও সংজ্ঞাহীন।"

মা-মেয়ের কান্নাকাটিতে ফ্ল্যাটের অন্য বাসিন্দারাও তখন এসে হাজির হয়েছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই চিনত বাবলুকে। তাই সংবাদটা মিথ্যে বলে মনে করল না কেউ। সকলেই প্রায় দলবেঁধে চলল সর্দারজিকে নিয়ে আসতে।

বাবলু মেয়েটিকে বলল, "আমার সাইকেল আছে। তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে?"

মেয়েটি বলল, "আমারও সাইকেল আছে। তুমি চলো, আমি যাচ্ছি।"

বাবলু নীচে এল। তারপর ওর সাইকেল নিয়ে সকলের সঙ্গে হাজির হল ঘটনাস্থলে। এসে দেখল সর্দারজি তখন কোনওরকমে উঠে বসেছেন। ভাল করে কথা বলতে পারছেন না। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখছেন সকলকে। তাঁকে ঘিরে তখন অনেক লোকের ভিড়। পাড়ার ডাক্তারবাবুও এসেছেন।

ডাক্তারবাবু অনেকক্ষণ ধরে সর্দারজিকে পরীক্ষা করে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে ব্যথা কমাবার ওষুধ লিখে দিলেন কয়েকটা। মাথায় ব্যান্ডেজ করলেন। বললেন, "ভয়ের কিছু তো দেখছি না, তবু কোনও অসুবিধে হলে হাসপাতাল অথবা ভাল কোনও নার্সিংহোমে ভর্তি করে দেবেন। আমি ফার্স্টএড দিয়ে দিলাম।"

সর্দারজির ওইরকম অবস্থা দেখে মেয়ে আর থাকতে পারল না। ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলল, "আমি তোমার কসম খাচ্ছি বাবুজি, ও মুন্নাকে আমি সহজে ছাড়ব না।"

সর্দারজি অতিকষ্টে বললেন, "রোও মাত বেটি। আভি ঘর তো চলো।"

এত সকালে এখানে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। তাই একটা রিকশা ডেকে ওঁদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল। মেয়েটির সাইকেল নিয়ে গেল পাড়ার একটি ছেলে। বাবলুদের অবশ্য সঙ্গে যাওয়ার প্রয়োজন হল না। কেন না ওদের সঙ্গে এসেছিল অনেক লোকজন। তারাই তাদের দায়িত্বে নিয়ে গেল ওঁদের।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই এসে জড়ো হল মিত্তিরদের বাগানে। তার কারণ, ভোরের ওই ঘটনা বা দুর্ঘটনা নিয়ে জোর আলোচনায় বসতে হবে এবার। বাগানের গাছপালাগুলো এখন সবুজে সবুজ। তার ওপর সোনা সোনা রোদ পড়ে যেন ঝলমল করছে চারদিক। কত পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে শাখাপ্রশাখার ভেতর থেকে। কত কত পাখি।

পঞ্চু বাগানে ঢুকেই একবার চারদিকে টহল দিয়ে নিল। তারপর ঝোপঝাড়গুলোর ভেতর উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে নিল কোথাও কিছু আছে কিনা! ভাঙা বাড়ির ছাদের ওপরও উঠে গেল একবার তরতর করে। আশ্বিনের শেষ। আকাশে তবুও ঘুড়ি উড়ছে। পঞ্চু একটা কেটে-যাওয়া ঘুড়ির পেছনে ছুটল ভৌ ভৌ করে। ঘুড়িটা গোত্তা মেরে মেরে বাগানের বাইরে চলে যেতেই শান্ত হয়ে এসে বসল সকলের মাঝখানে।

বাবলুদের বাড়িতে আজ মাংস-ভাতের ব্যবস্থা হয়েছে সকলের। বাবলুর বাবা দুর্গাপুর থেকে এসেছেন ক'দিন হল। পুজোর ছুটিতে এখানেই থাকবেন। উনিই আনন্দ করে খেতে বলেছেন সকলকে। কিন্তু হলে কী হয়, পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এখন খাওয়ার আনন্দের চেয়ে সর্দারজির ব্যাপারটা নিয়ে দুশ্চিন্তাই বেশি।

বাবলু গম্ভীরভাবে প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে থেকে বলল, "ব্যাপারটা নিয়ে তোরা কিছু চিন্তাভাবনা করলি কেউ? এর পেছনে একটা অসৎ উদ্দেশ্য আছে বলে আমি মনে করি।"

বিলু বলল, "ঠিক তাই।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "আমরা একটা বিষয় বুঝতে পারছি না, আততায়ীর যদি খুন করবার মতলবই থাকত তা হলে ওইভাবে পেছন থেকে আঘাত করে পালাবে কেন?"

বাবলু বলল, "ব্যাপারটা তা হলে এইরকমই ধরে নেওয়া যায় যে, আততায়ী হয় পেশাদার কোনও খুনি নয়, অথবা খুনের ইচ্ছে তার ছিল না।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে শুধু শুধু ওইভাবে আঘাত করে লাভ কী তার?"

"হয়তো উদ্দেশ্য ছিল ছিনতাই করা। সে কোনওরকমে জেনেছিল সর্দারজি দেশে যাবেন, তাই পিছু নিয়েছিল। তারপর মাথায় আঘাত হেনে সংজ্ঞাহীন করে সব কিছু নিয়েই চম্পট দিয়েছে সে। সর্দারজি যখন দেশে যাচ্ছিলেন তখন নিশ্চয়ই তাঁর কাছে ভারী কোনও অ্যাটাচি অথবা সুটকেস ছিল। আমরা যখন সর্দারজিকে দেখতে পাই তখন কিন্তু তাঁর কাছে কিছুই ছিল না।"

বিলু বলল, "তুই ঠিক বলেছিস বাবলু।"

বাবলু বলল, "তবুও সন্দেহ একটা থেকেই যায়। এই ব্যাপারটা খুব একটা সাধারণ নয়। তার কারণ, ওই মেয়েটি সর্দারজিকে কী বলল মনে আছে? 'ওই মুন্নাকে আমি সহজে ছাড়ব না।' অর্থাৎ এইরকম একটা বিপদ যে ঘটতে পারে তা ওঁর পরিবারের লোকেরা জানতেন এবং এই আঘাতটা যে কোনদিক থেকে এসেছে তাও ওঁরা অনুমান করতে পেরেছেন। সর্দারজির আততায়ী যে মুন্না নামের কেউ, তাতে আর সন্দেহ কী?"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "ব্যাপারটা তা হলে পুলিশের নজরে আনা উচিত।"

"অবশ্যই। তবে সেটা হচ্ছে ওঁদের ব্যাপার। আমার মনে হয় সর্দারজির কাছে এমন কোনও মূল্যবান জিনিস ছিল, যেটা নেওয়ার জন্যই মুন্না এই পথ বেছে নিয়েছে। তবে যে-কোনও কারণেই হোক খুনের ঝুঁকিটা নেয়নি। কিন্তু পেছন থেকে আঘাত না-করা ছাড়া উপায় ছিল না বলেই এই কাজ করেছে।"

বিলু বলল, "আশ্চর্য!"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "এ তা হলে নিশ্চয়ই জ্ঞাতিশত্রুতা।"

"আমার তো মনে হয়, তাই।"

ভোম্বল বলল, "এই রহস্যের কিনারা তা হলে করা যায় কী করে?"

"ভাবছি আজ বিকেলের দিকে আমরা সবাই মিলে সর্দারজির শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে ওঁর ফ্ল্যাটে যাব। তারপর শুরু করব আমাদের কাজ।"

বিলু বলল, "এখানে আমাদের কাজটা কী?"

"বা। কাজ আছে বইকী! সবচেয়ে বড় যেটা, সেটা হল দায়িত্ব। ওই ফুলের মতো মেয়েটিকে রক্ষা করা। মেয়েটি হয়তো খুব শিগগিরই খুন কিংবা গুম হবে।"

সবাই শিউরে উঠল, "সে কী!"

বিচ্ছু বলল, "কী করে বুঝলে?"

"তোরা মেয়ে হয়ে বুঝতে পারিসনি? কিন্তু আমি পেরেছি। ওর চোখে আগুন দেখেছি আমি। প্রতিশোধের আগুন। কতই বা বয়স! এই বয়সে বাবার লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে নিজে নিজেই কিছু যদি করতে যায়, তা হলে ওর করুণ পরিণতি তো অবশ্যম্ভাবী।"

বিলু বলল, "ঠিক বলেছিস। আমরা এই দিকটা কেউ ভেবে দেখিনি। তোর দূরদৃষ্টির প্রশংসা করি।"

বাবলু বলল, "ওসব পরে করবি। এখন আমাদের প্রধান কাজ হল, ওঁদের মুখ থেকে সবিস্তারে সব কিছু শোনা। আর যেভাবেই হোক ওই মুন্নাকে খুঁজে বের করা।"

ভোম্বল বলল, "তার মানেই আবার একটা অভিযান।"

"অবশ্যই। তবে এই অভিযানের শুরুতেই আমি কিন্তু উত্তেজনার গন্ধ পাচ্ছি।"

পঞ্চু ভল্ট খেয়ে লাফিয়ে উঠল একবার, "ভৌ ভৌ।'

বিলু বলল, "এবার তা হলে?"

ভোম্বল বলল, "বাবলুর বাড়িতে মাংস-ভাত।"

সবাই হেসে উঠল হো হো করে। তারপর নির্ভীক পদক্ষেপে বাবলুদের বাড়ির দিকে এগোল সবাই।

॥ ২ ॥

সন্ধেবেলা ওরা সবাই এসে হাজির হল সর্দারজির ফ্ল্যাটে। ডোর-বেল টিপে অপেক্ষা করতেই সেই ভদ্রমহিলা এসে দরজা খুলে দিলেন। দিয়েই সমস্ত মুখমণ্ডল স্নিগ্ধ হাসিতে ভরিয়ে বললেন, "ওমা! তোমরা?" তারপর ডাকলেন, "চাঁদনি! এ চাঁদনি! কারা এসেছে দ্যাখ!"

সেই দীপ্ত কিশোরী তখন ঘরের কোণে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে প্রসাধন করছিল। মায়ের কথায় উঠে এসেই অবাক, "আরে! কী আশ্চর্য! আমরা আজ সারাদিন তোমাদের কথাই বলছিলাম। এসো, ভেতরে এসো।"

ভদ্রমহিলা বাবলুদের ভেতরে এনে সোফায় বসালেন। তারপর বললেন, "সত্যি, তোমরা যে আমাদের কী উপকার করেছ! তোমরা সময়মতো না দেখলে উনি হয়তো আর ফিরতেনই না।"

"এখন কেমন আছেন উনি?"

"ভাল আছেন। ঘুমোচ্ছেন। স্বাভাবিক খাওয়াদাওয়া করেছেন। তবে ব্যথা-বেদনা রয়েছে খুব।"

বাবলু বলল, "ও বড়জোর দু'-একদিন। কড়া ওষুধ পড়েছে। ব্যথা মরে যাবে।"

"এই বয়সে মাথায় আঘাত! ইন্টারনাল হ্যামারেজ হয়ে যেতে পারত। আমরা অবশ্য ইতিমধ্যেই কলকাতা থেকে এই ব্যাপারে অভিজ্ঞ বড় ডাক্তারকেও ডাকিয়ে এনে দেখিয়েছি। তিনি বলেও গেছেন ভয়ের কিছু নেই।"

"বেশ করেছেন।"

চাঁদনি বলল, "তোমরা এসেছ, এতে যে কী খুশি হয়েছি আমরা, তা কী বলব। পাড়ার লোক কত প্রশংসা করছে তোমাদের। বাবুজি একটু সুস্থ হলে আমরা নিজেরাই যেতাম তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে। যাক, তোমরা এসে ভালই করেছ। এখন কী খাবে বলো?"

বাবলু বলল, "না, না। খাওয়া-দাওয়া কিছু করব না। অবেলায় মাংস ভাত খেয়েছি। আমরা শুধু ওঁর শরীরের খবর নিতে এসেছিলাম, আর জানতে এসেছিলাম ওঁর ব্যাপারে দু'-চারটে কথা।"

চাঁদনি বলল, "তোমরা যা জানতে চাও সব বলব। আমি কিন্তু তোমাদের কিছু না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়ব না।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "কিছু খাব না বললেই কি হয় বাবা? আমি চা করি...। তোমরা বোসো, আমি আসছি।"

বাবলু বলল, "প্লিজ, আমার একটা কথা শুনুন।"

চাঁদনি বলল, "চুপ, বাবুজি ঘুমোচ্ছেন।" বলেই ঢুকে গেল পাশের ঘরে। তারপর গুনগুন করে একটা গানের কলি গাইতে গাইতে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। নিশ্চয়ই দোকান থেকে কিছু কিনে আনতে গেল।

চাঁদনি চলে গেলে ভদ্রমহিলা একগাদা হিন্দি-ইংরেজি সিনেমা ম্যাগাজিন রেখে গেলেন ওদের কাছে। বললেন, "তোমরা ততক্ষণে এগুলো দ্যাখো, কেমন?"

খুব জোর দশ কি পনেরো মিনিট। তার মধ্যেই মা-মেয়েতে ডিশ-ভর্তি খাবার, চা-বিস্কুট, সবই নিয়ে এসে হাজির করলেন।

বাবলু বলল, "আপনাদের বললাম না, অবেলায় খেয়েছি আমরা।"

চাঁদনি বলল, "বেশি পাকামি না করে খাও দেখি। পেট ভর্তি না থাকলে গোয়েন্দাগিরি করবে কী করে?"

বাবলু বলল, "আমরা গোয়েন্দাগিরি করি, তুমি কী করে জানলে?"

চাঁদনি বলল, "যে ফুলে সুবাস আছে সে বনের গভীরে ফুটলেও সৌরভই তাকে চিনিয়ে দেয়। পাড়ার ছেলেদের মুখে তোমাদের সব কথা শুনেছি আমরা।"

ডিশ-ভর্তি খাবার। শিঙাড়া,অমৃতি, রাজভোগ, সন্দেশ। না না করেও খেতে খেতেই বাবলু বলল, "আপনারা খুব ভাল বাংলা জানেন দেখছি।"

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, "আমরা বাঙালিই তো।"

"সে কী! তা হলে সর্দারজি?"

"উনি সর্দারজিই।"

বাবলুরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল পরস্পরের।

চাঁদনি বলল, "ব্যাপারটা তা হলে খুলেই বলি, শোনো। আমার বাবা সর্দারজি হলেও আমার মা বাঙালি।

পাটনার মেয়ে। কদমকুঁয়ায় আমার মামাদের তিন-পুরুষের বাস। বাবুজি থাকতেন পাটনা সাহিবের কাছেই। ওঁর সঙ্গে মায়ের দেখাশোনা হল, বিয়ে হল, আমি হলাম। পরে ওঁরা আমাকে নিয়ে চলে এলেন কলকাতায়। তারপর কলকাতা থেকে হাওড়ায়। এখন আমরা এইখানকার বাসিন্দা।"

বাবলু বলল, "তুমি তা হলে পড়াশোনা বাংলাতেই করো নিশ্চয়ই?"

"না। আমি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ি। তবে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তে গিয়ে বাংলাকে ভুলে যাইনি। আর মাকে 'মাম্মি', বাবাকে 'ড্যাডি'ও বলি না।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "ভারী চমৎকার তো?"

বাবলু বলল, "যাক, এবার কাজের কথা বলি। তুমি যে তখন বললে, 'মুন্নাকে আমি ছাড়ব না।' তা মুন্নাটি কে? তোমার কি ধারণা মুন্না নামের কেউ তোমার বাবাকে মেরেছে?"

চাঁদনি গম্ভীরমুখে বলল, "হ্যাঁ।"

"তোমাদের মুলুক কোথায়?"

"তুমি কেন মুলুক বলছ? দেশ বলো। আমাদের দেশ হচ্ছে হরিয়ানায়। কালকার নাম শুনেছ তো? সেইখানে।"

বাবলু বলল, "কালকা? মানে সিমলা যেতে যে কালকা পড়ে?"

"হ্যাঁ। দিল্লি-কালকা মেল যায়।"

"তোমার বাবা নিশ্চয়ই কালকা যাচ্ছিলেন কাল? কখন বেরিয়েছিলেন ঘর থেকে?"

"তা রাত দশটা নাগাদ।"

বাবলু বলল, "ঠিক করে বলো, আমরা জানি কালকা মেল হাওড়া থেকে সন্ধে সাতটার সময় ছাড়ে।"

"উনি কালকা মেলে যাচ্ছিলেন না। টিকিট পাননি বলে হিমগিরি এক্সপ্রেসে আম্বালা পর্যন্ত যাচ্ছিলেন। সেখান থেকে বাসে কালকায় চলে যেতেন। হিমগিরি এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে রাত এগারোটায় ছাড়ে।"

"কিন্তু তোমাদের এখান থেকে স্টেশনে যাওয়ার সহজ পথ তো ছিল। উনি আমাদের এলাকা দিয়ে ঘুরে যাচ্ছিলেন কেন? উনি কি কোনও বিপদের আশঙ্কা করেছিলেন?"

"জানি না।"

"কিন্তু কীসের আশঙ্কা তোমাদের? তোমার বাবার কাছ থেকে মূল্যবান কিছু খোয়া গেছে কিনা এসব আমাদের বলো। আর সত্যিই যদি মুন্না নামের কাউকে তোমাদের সন্দেহ হয়, তা হলে এসো আমরা সবাই মিলে তাকে খুঁজে বার করি। তুমি একা তার প্রতিশোধ নেবে কেন?"

ভদ্রমহিলা বললেন, "মুন্না এখন নাগালের বাইরে। আমাদের যা নেওয়ার, সে নিয়েছে। আর তাকে ধরাছোঁয়াও যাবে না। সে বরাবরের জন্য হারিয়ে গেছে।".

বাবলু বলল, "যদি সে ভারতের বাইরে অন্য কোনও দেশে চলে গিয়ে না থাকে, আর মরে যদি না যায়, তা হলে তার বরাবরের জন্য হারিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সে যেখানেই থাকুক না কেন তাকে আমরা খুঁজে বার করবই।"

ভদ্রমহিলা চুপ করে রইলেন।

চাঁদনিও স্থির হয়ে বসে রইল। তবে ওর চোখে-মুখে দারুণ উত্তেজনা।

বাবলু বলল, "যাক। এখন বলুন দেখি মুন্না কে?"

ভদ্রমহিলা নতমস্তকে কিছুক্ষণ বসে থেকে একসময় আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছে বললেন, "মুন্না যে কে, তা আমরাও জানি না।"

বাবলু চমকে উঠে বলল, "সে কী!'

ভদ্রমহিলা বললেন, "কুড়ি বছর আগে আমাদের বিয়ের পরই উনি আমাকে নিয়ে একবার দেশের দিকে যান। পাটনা থেকে দিল্লি, হরিদ্বার হয়ে আমরা যখন কুরুক্ষেত্রে যাই, তখন সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে সেখানে একটা মেলা বসেছিল। সেই মেলার ভিড়ে সন্নিহিত হ্রদের তীরে একটি অনাথ শিশুকে কাঁদতে দেখে আমাদের খুব মায়া হয়। আমরা অনেক খোঁজখবর করেও যখন তার মা-বাবার কোনও সন্ধান পেলাম না, তখন পুলিশকে জানিয়ে তাকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে আসি। সেই থেকে ছেলের মতো মানুষ করতে থাকি তাকে। এর পাঁচ বছর পরে আমাদের কোল জুড়ে আসে এই মেয়ে। মেয়েটির চাঁদমুখ দেখে আমরা ওর নাম দিই চাঁদনি। তাই বলে পালিত শিশুটির প্রতি আমরা কিন্তু এতটুকুও অবহেলা করিনি। কেনই-বা করব? তাকে ছেলের মতো মানুষ করছি তো। ওরা দু'জনে ভাইবোনের মতোই বড় হতে থাকে। কিন্তু বাবা, এক গাছের ছাল কি আর এক

গাছে লাগে? তাই বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেন জানি না একটা আসুরিক শক্তি ভর করল ওর শরীরে। অথচ কী সুন্দর চেহারা ওই মুন্নার। দেখলে দু' চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। তাই আদর করে আমরা ওর নাম রেখেছিলাম রুপেশ। রুপেশ সিং। ওকেও আমরা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়িয়েছিলাম। কিন্তু লেখাপড়ায় ও কখনও ভাল ছিল না। স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে সবসময় মারপিট করত। ফুটপাথে কেনা চাকু নিয়ে ঘুরে বেড়াত। ট্রামে-বাসে উঠে ভিড়ের মধ্যে লোকের গায়ে আলপিন বিঁধিয়ে মজা দেখত। চাঁদনিকেও মারধোর করত কথায় কথায়। মনে আছে একবার একটা রাস্তার কুকুর ওকে তাড়া করছিল বলে পরদিন ও স্কুল ল্যাবরেটরি থেকে খানিকটা অ্যাসিড চুরি করে এনে ঢেলে দিয়েছিল কুকুরটায় গায়ে। আমাদের আত্মীয়স্বজনরাও ওর ওপরে খুব বিরক্ত ছিল। তাই সবাই বলত ওকে তাড়িয়ে দিতে। কিন্তু সে-কাজ আমরা করতে পারিনি। আসলে ছোটবেলা থেকে বুকে করে মানুষ করেছি, মায়া পড়ে গিয়েছিল। যাই হোক, ও কলকাতার স্কুলে দশম শ্রেণীতে ফেল করে চণ্ডীগড় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে। এরপর কলেজে ভর্তি হয়েই হঠাৎ একদিন আচমকা এসে হাজির হয়। কী ভয়ংকর মূর্তি তখন ওর। এসেই বলে, 'আমার মা কে? বাবা কে? তোমরা আমার বাবা-মা নও। বলো, তারা কোথায়?' আমরা স্তব্ধ হয়ে যাই। কেন না আমরা যে ওর বাবা-মা নই, সে-কথা কখনও জানতে দিইনি ওকে। মুন্না গলার স্বরে মাত্রা চড়িয়ে বলল, 'বলো তারা কোথায়? কেন তোমরা আমাকে তাদের বুক থেকে ছিনিয়ে এনেছিলে? কীসের লোভে?' আমরা অনেক করে বোঝালাম মুন্নাকে। কিন্তু ও আমাদের কোনও কথাই শুনল না।"

বাবলু বলল, "ও কী করে জানল যে, আপনারা ওর বাবা-মা নন?"

ভদ্রমহিলা বললেন, "তা হলে আরও বলি শোনো, আম্বালা আর কালকার মাঝে রামগড় নামে এক জঙ্গলময় পাহাড়ি এলাকা আছে। ওই পাহাড়-জঙ্গলের শের হল বরাব্বর সিং। বরাব্বর আমাদের বরাবরের শত্রু। ওর নামে সাধারণ মানুষ থেকে পুলিশ প্রশাসন, সবাই তটস্থ। আমাদের কাছে খবর ছিল মুন্না ভেতরে ভেতরে ওর সঙ্গে দোস্তি করছে। ওর হয়ে কাজও করছে। এই নিয়ে মুন্নার সঙ্গে আমাদের মতান্তর ছিল। আমরা ওকে অনেক বুঝিয়েছি, বকেছি, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি তাতে। মুন্নার সঙ্গে আমাদের তিক্ততাই বেড়েছে শুধু। আর বরাব্বর সিং হরিয়ানার রামগড়ে দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়ের গুহায় বসে মজা দেখেছে। চণ্ডীগড় থেকে রামগড় বেশিদূরের পথ নয়। তাই মুন্নাকে গ্রাস করতে অসুবিধে হয়নি ওর। দিনের পর দিন ধরে ওকে একটু-একটু করে আমাদের প্রতি বিষিয়ে তুলেছে। ওকে বুঝিয়েছে ও নাকি এক ক্রোড়পতি জাঠের সন্তান। বিয়ের পর আমাদের সন্তানাদি না হওয়ায় এবং ওর বাবা-মায়ের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমরা পুণ্যতীর্থ কুরুক্ষেত্র থেকে ওকে চুরি করে এনেছি।"

বাবলু বলল, "ওর ওই মিথ্যে কথাগুলো মুন্না বিশ্বাস করল?"

"কেন করবে না? মুন্না কলেজে পড়ছে ঠিকই, কিন্তু শিক্ষিত হয়নি। তা ছাড়া মুন্নার মধ্যে বদ প্রকৃতি বহুদিন ধরেই বাসা বেঁধেছিল। মুন্না নিষ্ঠুর। নৃশংস। বরাব্বর সিং ওকে ওর খারাপ কাজের অংশীদার করে ওর হাতে কাঁচা টাকা তুলে দিয়েছে। সে-টাকার পরিমাণও হয়তো নেহাত কম নয়। তাই রক্তে আগুন জ্বলেছে ওর। টাকার নেশায় পাগল হয়েছে। মুন্না এখন আর রুপেশ সিং নয়, সে এখন মুন্না সিং। বরাব্বরের আপনজন।"

"কিন্তু বরাব্বরের সঙ্গে আপনাদের শত্রুতার কারণ কী?"

"ম্যায় বতাতা হুঁ।"

বাবলুরা চেয়ে দেখল রঘুবীর সিং তখন প্রশান্ত বদনে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। ধুতি, পাঞ্জাবি পরে পুরোপুরি বাঙালির সাজে হাসিমুখে কাছে এসে ওদের পাশে বসলেন।

বাবলু বলল, "আপনার তবিয়ত ঠিক আছে তো?"

সর্দারজি ঘাড় নেড়ে বললেন, "ভাল আছি বাবা।"

বাবলু বলল, "আপনাদের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে একটু আলোচনা করছিলাম। আমরা জানতে চাইছিলাম বরাব্বরের সঙ্গে আপনাদের বিরোধের কারণটা কী?"

সর্দারজি এবারে একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরে বললেন, "তোমরা কখনও শিমলায় গেছ?"

বাবলু বলল, "না।"

"যদি যেতে, তা হলে জানতে শিমলার পাদদেশে কালকা নামে একটা জায়গা আছে। এই কালকার ওপর দিয়েই শিমলায় যেতে হয়। ন্যারো গেজের ট্রেন আছে। বাসও। তা কালকা হল শিমলা পাহাড়ের কোলে খুব ছোট্ট অথচ সুন্দর একটি জনপদ। এখানে হোটেল লজ এবং একাধিক নাইট হল্টের ব্যবস্থা আছে। আর আছে

হিমালয়ের নয় দেবীর এক দেবী, কালিকাজির মন্দির। দেবীর মূর্তি খুব একটা বড় নয়। কষ্টিপাথরের ছোট্ট মূর্তি। কালো পাথরের অন্যান্য আরও অনেক দেবদেবীরও মূর্তি আছে এখানে। মন্দিরে ঢোকার মুখেই আছে এক কালীমূর্তি। মন্দিরের পেছনে আছে গুরুদ্বার। মন্দির থেকে বেরিয়ে যে-পথটি সিমলার দিকে চলে গেছে, সেইখান দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট্ট একটি পাহাড়ি নদী, শুকনা। ছোট একটি ঝরনাও আছে সেখানে। আর নদীর ওপারে আছে বড় পাহাড়। পাহাড়ের কোলে আর একটি মনোরম ঝরনার পাশে আছে সন্তোষী মায়ের মন্দির।"

বাবলু বলল, "সর্দারজি, এই প্রসঙ্গে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আমি তো শুনলাম আপনারা হরিয়ানার লোক। কিন্তু আমার ধারণা ছিল কালকা হিমাচল প্রদেশে।"

"শোনো, তোমার ধারণা হয়েছে গাইডবুক পড়ে। গাইডবুকে কালকাকে যে-প্রদেশেই দেখানো হোক না কেন, কালকা হচ্ছে হরিয়ানায়। আগে হরিয়ানাও তো পঞ্জাবেই ছিল। আমি শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা, এই পঞ্চনদের দেশ পঞ্জাবেরই লোক। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর আমাদের ভাগে পড়ে শতলুজ ও বিয়াস। মানে, শতদ্রু, বিপাশা। আর ওদিকের ভাগে চলে যায় ইরাবতী, ঝণাঁ ও বিতস্তা।"

বাবলু বলল, "ঝণাঁ আবার কী?"

সর্দারজি হেসে বললেন, "চন্দ্রভাগার আর-এক নাম। আমরা পঞ্জাবের লোকেরা চন্দ্রভাগাকে ঝণাঁ নদীই বলে থাকি। আমাদের অনেক লোককাহিনীতেও এই নামের উল্লেখ আছে। এর জল এত সুস্বাদু, যে একবার মুখে দিয়েছে সেই বুঝেছে। এখন চন্দ্রভাগার একটা খাড়ি তোমরা দেখতে পাবে হৃষীকেশের কাছে। মজা নদী, পচা জল।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, কার মুখে যেন শুনছিলাম নদীটা ওইখানে গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে। যাক, তারপরে বলুন।"

"বলছি। এবার শোনো, আমাদের গ্রাম ছিল কালকার অদূরে রামপুরে। একেবারে পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা গ্রাম। রামপুর নামে অবশ্য এই অঞ্চলে একাধিক স্থান আছে। শিমলার পথে রামপুর, সোলন তো খুবই বিখ্যাত। তা এই রামপুরের আমরাই ছিলাম জমিদার। আমাদের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল সেখানে। বরাব্বর সিং-রা ছিল আমাদের প্রজা। ওর বাবা কর্তার সিং আমাদের জমিদারিতে কাজ করত। পঞ্জাবকেশরী মহারাজা রণজিৎ সিং-এর কাছ থেকে পাওয়া কিছু বহুমূল্য রত্নমালা আমাদের সম্পদের মধ্যে ছিল। যার আর্থিক মূল্য এখন কয়েক কোটি টাকা। একবার কয়েকজন ডাকাত কীভাবে যেন সন্ধান পেয়ে সেই অমূল্য সম্পদ ডাকাতি করবার লোভে দলবল নিয়ে আমাদের বাড়ি চড়াও হয়। এই ধরনের আক্রমণের মোকাবিলা করবার জন্য আমাদেরও কিছু লোক ছিল। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, যখন দেখলাম কর্তার সিং আমাদের লোক হয়েও ডাকাত দলকে মদত দিচ্ছে, তখন বুঝলাম এরই ষড়যন্ত্রে ডাকাতরা এখানে আসতে সাহস পেয়েছে। আমার বাবা বলবীর সিং তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে কর্তার সিংকে গুলি করলেন। কর্তার সিং মরল। ডাকাতের গুলিতে আমাদের পাঁচজন রক্ষী মরেছিল। আহত হয়েছিল কয়েকজন। যাই হোক, সে-রাতে আমরা সর্বস্বান্ত হলাম। পরে থানা-পুলিশ করে অনেক কিছু উদ্ধার হলেও, সরকারের ঘরে তা জমা দিলাম। এই ঘটনার পর কর্তার সিং-এর বউ বরাব্বরকে নিয়ে চলে গেল গ্রাম ছেড়ে। এরপর একদিন পিঞ্জোরার কাছে ডাকাতের গুলিতে আমার বাবা প্রাণ হারালেন। মা আগেই মারা গিয়েছিলেন। আমার দাদা মোহন সিং তখন বিয়ে-শাদি করে ঘর-সংসার করছেন। আমার তখন উঠতি বয়স। পাছে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কিছু করতে যাই, তাই দাদা আমাকে আর ওখানে রাখা নিরাপদ মনে না করে পাটনা সাহিবে আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন।"

"হত্যাকারী ধরা পড়ল না?"

"না। এর কিছুকাল পরে বরাব্বর সিং একটা চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল আমার বাবাকে হত্যা করে সে নাকি তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে।"

"সেই থেকেই তা হলে শুরু?"

"ঠিক তাই। আমার বাবাকে হত্যা করবার পরই বরাব্বর সিং পিঞ্জোরা ত্যাগ করে রামগড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। দাদা আমাকে সরিয়ে না দিলে আমি তখনই হয়তো উচিত শিক্ষা দিতাম বরাব্বরকে।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, বরাব্বর হঠাৎ পিঞ্জোরা ছেড়ে চলে গেল কেন?"

"পিঞ্জোরা এখন ট্যুরিস্ট স্পট। আম্বালা, চণ্ডীগড় আর কালকার মাঝামাঝি জায়গায় পিঞ্জোরা। কালকা থেকে এর দূরত্ব খুব একটা বেশি নয়। মহাভারতের যুগে এর নাম ছিল পঞ্চপুর। পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসের সময় এখানে এসেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর তাঁদের ছত্রিশ বছরের রাজত্বকালেও তাঁরা বারবার এসেছেন

এখানে। মুঘল যুগে এখানে একটি সুন্দর উদ্যান গড়ে ওঠে। পরে তাও নষ্ট হয়। কিছুকাল পরে পাতিয়ালার মহারাজা এটিকে উদ্ধার করে সংস্কার করেন। ওই পিঞ্জোরা একসময় দুর্বৃত্তদের আখড়া হলেও বর্তমানে একটি ট্যুরিস্ট স্পট। অতএব বরাব্বর সিং-এর স্থানত্যাগ করা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না।"

বাবলু বলল, "কিন্তু যাকে আপনি ছেলের মতো মানুষ করেছিলেন সেই মুন্না কি জানত না এসব কথা?"

"সবই জানত সে। তবু যে কোন জাদুতে বরাব্বর ওকে বশ করল, তা আমি ভাবতেও পারছি না।"

"ওকে চণ্ডীগড়ে পাঠানোই আপনার ভুল হয়েছিল।"

"কোথায় পাঠাব, বলো তো বাবা? কলকাতায় ওকে রাখা যাচ্ছিল না। পাটনার পাট অনেক আগেই চুকে গেছে। তাই আমি নিজে এসে ওকে দেশের বাড়িতে রেখে চণ্ডীগড়ে পড়াশোনা করাচ্ছিলাম। কিন্তু যাতায়াতের অসুবিধের জন্য ওখানেই হস্টেলে রেখে পড়াতে থাকি। তার মধ্যে এই। অবশ্যই হবে নাই-বা কেন? ছেলের মতো করে মানুষ করলেও ছেলে তো আমার নয়। ওর শরীরে যে-লোকের রক্ত বইছে, তাতে...।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "আপনি ওর পিতৃপরিচয় জানেন?"

রঘুবীর সিং ঘাড় নেড়ে বললেন, "জানি। রোহতকের অন্তর্গত বেরিতে, যেখানে বিখ্যাত শ্রীদেবীর মন্দির, সেইখানে এক জাঠ পরিবারে ওর জন্ম। ওর বাবার নাম শোভনলাল। মায়ের নাম মায়া দেবী। শোভনলাল ছিল যেমন রূপবান পুরুষ, মায়া দেবী তেমনই সুন্দরী। শোভনলাল ছিল একটা বদ চরিত্রের যুবক। মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা থেকে লোকের বুকে ছুরি বসাতেও তার জুড়ি ছিল না। সে ছিল অগাধ সম্পত্তির মালিক। কিন্তু স্বভাবদোষে সবই সে খুইয়েছিল। একবার এক শীতের রাতে পানিপথের কাছে এক সড়ক দুর্ঘটনায় স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই প্রাণ হারায়। ওদের দু' বছরের শিশুটিই বেঁচে গিয়েছিল অদ্ভুতভাবে। তারপর সেই শিশুকে আমরা পাই কুরুক্ষেত্রের মেলায়। এখন আমার মনে হচ্ছে ওর বাবা-মা দুর্ঘটনায় মরেনি। ওদের মৃত্যুর নেপথ্যেও হয়তো বরাব্বরের কোনও হাত ছিল। না হলে মুন্নার ব্যাপারে সে জানবে কী করে? এখন মুন্নাকে খেপিয়ে ও আমার সর্বনাশ করবে। তারপর জীবন বিপন্ন হবে মুন্নারও।"

"আপনি এসব তথ্য কোথায় পেলেন?"

"কয়েক বছর পরে পুলিশই আমাকে এইসব তথ্য দিয়েছিল। যখন শুনেছিলাম তখনই যদি খোঁজ নিয়ে আমি ওর পরিবারের কারও হাতে ওকে তুলে দিয়ে আসতাম, তা হলে আজ আর এইসব ঝক্কি আমাকে পোহাতে হত না।"

চাঁদনির মা বসে বসে সব শুনছিলেন, শুনতে শুনতে কঠিন হয়ে উঠল ওঁর মুখ। বললেন, "কই, এতদিন তুমি এ-কথা আমাকেও বলোনি তো?"

"বললে কী করতে? তুমিও কি পারতে ওকে ফিরিয়ে দিতে?"

বাবলু বলল, "মুন্নার ব্যাপারে আমাদের কাছে সব কিছুই এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু একবার বলুন তো, গতরাতে আপনি সোজা পথ থাকতে আমাদের এলাকায় কেন গিয়েছিলেন?"

"সেও ওই মুন্নারই জন্য। বরাব্বরের সঙ্গে মুন্নার যোগাযোগে আমি অশনি সংকেত দেখতে পাই। আমার কলকাতার ব্যাঙ্কের লকারে চাঁদনির বিয়ের জন্য অনেক সোনার গয়না রাখা ছিল। ওর মায়েরও দামি দামি গয়না ছিল কত। হিরের একটা নেকলেসও ছিল। মুন্নার সেটা অজানা ছিল না। সে একদিন একটা পত্র মারফত সেই গয়নাগুলো দাবি করে। তাই এগুলো আমি হিমাচল প্রদেশের শিমলার একটি ব্যাঙ্কে নিরাপদে রাখবার জন্য সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করি।"

বাবলু বলল, "এই ভুলটা আপনি করতে গেলেন কেন? ওগুলো লকারে ছিল, বেশ তো ছিল। বিশেষ করে মুন্নার চিঠি পাওয়ার পর ওই কাজ কখনও করে?"

"আসলে আমার মনে একটা সুপ্ত বাসনাও ছিল। দু'-চার বছর বাদে চাঁদনি আর-একটু বড় হলে ভেবেছিলাম শিমলাতেই আমার এক বন্ধু পরিবারের মধ্যে চাঁদনির বিয়ে দেব। সেইরকম কথাবার্তাও হয়েছিল। তাই সব কিছুর বন্দোবস্ত করে কাউকে কিছু না জানিয়ে রাতের অন্ধকারে চলে যাচ্ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ মুন্নার সঙ্গে দেখা।"

বাবলু বলল, "আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। মুন্না যদি চণ্ডীগড়ে থাকে, রামগড় যদি তার অপকর্মের আখড়া হয়, তা হলে সে এখানে আসে কোত্থেকে? আপনি নিশ্চয়ই অন্য কাউকে দেখেছেন।"

সর্দারজি হাসলেন। বললেন, "মুন্নাকে আমি চিনব না? আমি ওকে দেখে সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথ ধরতেই ও এসে সামনে দাঁড়াল। বলল, 'আমি জানতাম বাবুজি, আপনি এইরকম একটা চালাকি করবেন। লকার শূন্য করে সব নিয়ে যাবেন কোথায় আপনি? ওগুলো দিয়ে দিন।' আমি দারুণ ভয় পেয়ে বললাম, 'মুন্না,

তুম হুঁশ মে আও। কিছুই নেই এতে।' ও বলল, 'তা হলে এটা দিয়ে দিতে আপনার আপত্তি কোথায়?' আমি বললাম, 'তুমি আমার সঙ্গে শত্রুতা করছ করো, কিন্তু চাঁদনির কথা কি তোমার একবারের জন্যও মনে হয় না? সে তোমার বোন।' মুন্না গর্জে উঠল, 'কে আমার বোন? আমার মা, বাবা, ভাই, বোন, কে কোথায় আছে তা কি আমি জানি?' আমি বললাম, 'তোমার বরাব্বর সিং তো জানে। সে কী বলে?' মুন্না বলল, 'সে যাই বলুক, আমি আপনার মুখে শুনতে চাই।' আমি বললাম, 'বেশ, আজ আর আমি কোনও কথা গোপন রাখব না। সব বলব তোমাকে। এসো তুমি আমার সঙ্গে।' মুন্না আমার সঙ্গে এল। পথ চলতে চলতে আমি ওকে সব কথা খুলে বললাম। ও বলল, 'আপনি ঝুটা বাত বলছেন বাবুজি। আপনার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করলাম না। আমার বাবা শোভনলালের সঙ্গে আপনার দুশমনি ছিল। আপনি টাকার লালসে এবং দুশমনির বদলা নিতে ওই রাতে পিপলির যোগিন্দর সিং নামে এক ট্রাক ড্রাইভারকে দিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করিয়েছিলেন। তারপর যোগিন্দর কুরুক্ষেত্রের মেলায় আমাকে আপনার হাতে তুলে দেয়। এ-সবই সাজানো নাটক বাবুজি। সে-রাতে আমার বাবা-মা পানিপথের রাওয়াইল গ্রামে শাদিবাড়ি যাচ্ছিল। আমার মায়ের গা-ভর্তি গয়না এখন আপনার ব্যাঙ্কের লকারে। আমার ঘর, বাড়ি, ঐশ্বর্য আমি বেরিতে গিয়ে দেখে এসেছি। কী বাড়ির ছেলে আমি, মানুষ হলাম কোথায়! তবে সেসব যারা ভোগ করছে, তাদেরও আমি ছাড়ব না। আপনি এও জেনে রাখুন, যোগিন্দর সিং নিজে সে-কথা স্বীকার করেছে আমার কাছে। সে এখন বরাব্বরের পহেলা নম্বরের দোস্ত। তাই আপনাকে আমি ছাড়ব না। আর চাঁদনিকেও তুলে আনব বরাব্বরের গুহায়। গুহার অন্ধকারে অনাহারে, অত্যাচারে ওই পূর্ণিমার চাঁদ যখন অমানিশায় ভরে যাবে, তখন আমি পাহাড় কাঁপিয়ে হাসব হাঃ হাঃ হাঃ।' মুন্নার কথা শুনে আমি আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না। ঠাস করে ওর গালে একটা চড় বসিয়ে দিলাম। তারপর চলে যাওয়ার জন্য দ্রুত পা চালাতেই ও কিছু দিয়ে যেন মাথায় একটা আঘাত করল। আমি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লাম। এখন আমার কিচ্ছু নেই, সর্বস্ব খুইয়েছি আমি। এখন শুধু হারাবার ভয় এই চাঁদনিকে। কী যে করি, কিছু ভেবে পাচ্ছি না!"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা গভীর মনোযোগে সব কিছু শুনল। তারপর বলল, "আপাতত কিছুদিন চাঁদনিকে আপনারা ঘরের বাইরে যেতে দেবেন না। তারপর ওই মুন্নার জন্য একটা ফাঁদ পাততে হবে। আর বরাব্বরের সিংকেও বরাবরের জন্য সরাতে হবে রামগড় থেকে।"

সর্দারজি হাসলেন। বললেন, "এত সোজা?"

বাবলু বলল, "দেখাই যাক। আজ তা হলে আমরা আসি, কেমন?"

"এসো। বেস্ট অব লাক।"

চাঁদনি ওদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। তারপর বারান্দায় এসে যতক্ষণ না ওরা গলির মোড়ে হারিয়ে যায়, ততক্ষণ একভাবে চেয়ে রইল ওদের দিকে।

॥ ৩ ॥

পরদিন সকালবেলা পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই গিয়ে জড়ো হল মিত্তিরদের বাগানে। নির্মেঘ আকাশ তখন নীল সমুদ্রে ভাসছে। প্রকৃতিপ্রেমিক পঞ্চু অবাধে বিচরণ করছে বাগানময়। মুক্ত প্রকৃতিতে পঞ্চু এখন পঞ্চানন।

ওদের আলোচনার বিষয় ছিল চাঁদনি। এ ছাড়া মুন্না ও বরাব্বরের ব্যাপারেও ওরা একটা সিদ্ধান্ত নিতে আলোচনায় বসল।

বাবলু বলল, "কাল সর্দারজির জবানবন্দি আমরা যা শুনলাম, তাতে মনে হয়, উনি যা যা বলেছেন ঠিক বলেছেন।"

বিলু বলল, "কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার একটু সন্দেহ হচ্ছে।"

"কোন ব্যাপারটা?"

"পিপলির ওই ট্রাক ড্রাইভার যোগিন্দরের কথা কিন্তু সর্দারজি একবারও বলেননি আমাদের। যোগিন্দর সিং নিজে যখন মুন্নাকে বলেছে ওর বাবার-মায়ের হত্যাকারী রঘুবীর সিং এবং সেও সেই চক্রে জড়িত ছিল, তখন সর্দারজিকেও খুব একটা সাধু ভাবা যায় কি?"

বাবলু বলল, "দ্যাখ বিলু, এই ব্যাপারটা নিয়ে কাল সারারাত আমি অনেক চিন্তাভাবনা করেছি। আর এতেই পরিষ্কার হয়ে গেছে শোভনলাল ও মায়া দেবীর হত্যাচক্রের মূল নায়ক বরাব্বর সিং। না হলে এত লোক

থাকতে যোগিন্দরের সঙ্গে ওর দোস্তি হয় কী করে? যে-দুর্ঘটনা বরাব্বরের নির্দেশে ঘটানো হয়েছিল, তা এখন রঘুবীর সিং-এর ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আর মুন্না? ওটার মাথায় কিছু নেই বলেই বরাব্বর ওকে এইভাবে নাচাতে পারছে। না হলে, অন্য কেউ হলে যোগিন্দর সিং ওর বাবা-মায়ের হত্যাকারীদের একজন—এই কথা শোনামাত্রই যোগিন্দরকে খুন করে ফেলত সে। তাকে কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখত না।"

বিচ্ছু বলল, "আরও একটা কথা ভেবে দেখার আছে। ওই সময়ে সর্দারজি তো পাটনার অধিবাসী ছিলেন।"

ভোম্বল বলল, "এইজন্যই কখনও কোনও অনাথ ছেলে-মেয়ের দায়িত্ব নিতে নেই।"

বাবলু বলল, "না। তা ঠিক নয়। অনাথ শিশুদের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে সভ্য সমাজের সকলকেই নিতে হবে। না হলে তারা বাঁচবে কী করে? তবে সর্দারজির ভুল হয়েছে কোথায় জানিস? ওঁর উচিত ছিল ছেলেটির প্রকৃত পরিচয় পাওয়ামাত্রই ওই পরিবারের লোকজনদের হাতে ছেলেটিকে তুলে দেওয়া। কিন্তু তা উনি করেননি। তাই বরাব্বর এখন মুন্নাকে খেপিয়ে সেই ফায়দাটা লুটছে।"

বিলু বলল, "তা হলে এখন?"

"শত্রুতা চলতেই থাকবে। প্রথমত, মুন্না বরাব্বরের সব কথা বিশ্বাস করেছে। দ্বিতীয়ত, ওর সম্পত্তি অপরকে ভোগ করতে দেখে হিংসায় জ্বলে যাচ্ছে। আর শেষ কথা, ওর বদ সঙ্গ ওকে আরও নিষ্ঠুর করে তুলেছে।"

বাচ্চু-বলল, "ওর হাত থেকে তা হলে চাঁদনিকে বাঁচাবার উপায় কী? মেয়েটাকে রক্ষা তো করতে হবে?"

"নিশ্চয়ই হবে। এবং তার জন্য অনেক বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে আমাদের।"

বিলু বলল, "তুই যে সর্দারজিকে বললি বরাব্বরকে বরাবরের জন্য রামগড় থেকে সরিয়ে দিবি, কিন্তু কীভাবে কী করবি কিছু ঠিক করেছিস?"

বাবলু বলল, "তোর শোনায় একটু ভুল হয়েছে বিলু। আমি সরিয়ে দেব বলিনি। সরাতে হবে বলেছি। প্রথমে আমরা মুন্নাকে ধরব। তারপর ওর মুখ থেকেই আদায় করব বরাব্বরের ঘাঁটির খবর। কেন না, না জেনে ওই দুর্গম পাহাড় জঙ্গলে ওর খোঁজে ঢুকে পড়লেই ওর খপ্পরে পড়ে যাব আমরা। অতএব কাজ করতে হবে ভেবেচিন্তে, ঠান্ডা মাথায় এবং সুপরিকল্পিতভাবে।"

"কিন্তু মুন্নাকেই বা ধরবি কী করে?"

বাবলু বলল, "এতদিন গোয়েন্দাগিরি করলি, আর একটু বুদ্ধি খরচ করতে পারলি না? মুন্নাকে তো ধরেই ফেলেছি আমরা।"

বিলু, ভোম্বল দু'জনেই অবাক, "হেঁয়ালি করিস না। যাকে চোখেই দেখিনি, তাকে ধরলাম কখন?"

বাচ্চু-বিচ্ছুর চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, "বুঝতে পেরেছি। বাবলুদা কী বলছে জানো? মুন্না নিজের ফাঁদে নিজেই পড়বে এবার।"

"কীরকম?"

বাবলু বলল, "মুন্নার টার্গেট কে?"

"চাঁদনি।"

"তা হলে চাঁদনিকে কিডন্যাপ করবার জন্য তাকে এখানে আসতেই হবে। আর তখনই হবে ওর চরম বিপর্যয়। এখন কিছুদিন চাঁদনিকে বুঝিয়ে-বাঝিয়ে আটকে রাখতে হবে ঘরের মধ্যে। তারপর পুজোর ক'দিন ওকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হবে ঘুরে বেড়াবার। মুন্না সেই সুযোগটা নেবে। আমরাও সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করব।"

বিলু-ভোম্বল লাফিয়ে উঠল, "দি আইডিয়া। ঠিক বলেছিস তুই। এখন মুন্নার একটা ফটো পেলেই কেল্লা আমাদের ফতে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "মুন্নার ফটো পেতে তো অসুবিধে নেই। চাঁদনিই দিতে পারবে।"

বাবলু বলল, "তোরা আজই গিয়ে নিয়ে আয় দেখি। তারপর শুরু করব আমাদের কাজ।"

এমন সময় হঠাৎ পঞ্চুকে কিছু একটা মুখে নিয়ে ছুটে আসতে দেখা গেল। কী? কী ওটা? সবাই ছুটে গেল পঞ্চুর কাছে। গিয়ে দেখল, ওর মুখে একটা কঙ্কণ। জিনিসটা যে সোনার, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বহুমূল্য অলঙ্কার পঞ্চু পেল কী করে? কঙ্কণটা বাবলু বেশ কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে দেখে পকেটে রাখল। তারপর পঞ্চুকে বলল, "কোথায় পেলি এটা?"

পঞ্চু মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে বলল, "গোঁ-ও-ঔ।"

"সে তো বুঝলাম। কিন্তু কোথায়? চল, দেখাবি চল।"

পঞ্চু সকলের আগে আগে চলল। ওরা পিছু পিছু।

এক সময় ঘন ঝোপজঙ্গলের ধারে একটা বটগাছের নীচে এসে পঞ্চু মাটি শুঁকে চারদিকে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। বাবলুরাও তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখল সেখানটা। কিন্তু না। কোথাও এতটুকুও সন্দেহজনক কিছু পেল না।

বিলু বলল, "এটা কি তবে আকাশ থেকে পড়ল?"

ভোম্বল বলল, "নিশ্চয়ই রাতের অন্ধকারে কোনও চোর-ডাকাত এখানে এসেছিল। তারপর চোরাই জিনিস ভাগাভাগি করবার সময় পড়ে গেছে এটা।"

বাবলু বলল, "আমার মনে হয় চোরাই জিনিস এখানেই কোথাও লুকনো ছিল। তার কারণ, ভাগাভাগি করবার জন্য আমাদের ভাঙা বাড়িই তো উপযুক্ত স্থান। মিছিমিছি সাপের কামড় খেতে এই বটতলায় আসবে কেন?"

এমন সময় হঠাৎ বিচ্ছুর চোখে পড়ল একটা ভি আই পি সুটকেস ভাঙা অবস্থায় ঝোপের মধ্যে পড়ে আছে। বাচ্চু সেটা টেনে আনতেই দেখা গেল তার গায়ে ছোট্ট করে লেখা একটা নাম, রঘুবীর সিং।

বিলু-ভোম্বল অবাক হয়ে বলল, "আশ্চর্য!"

বাবলু বলল, "এ তো সর্দারজির সুটকেস। এখানে কী করে এল?" তারপর আক্ষেপ করে বলল, "হাতের শোলমাছ ফসকে গেল রে!"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "কেন? কেন?"

বাবলু বলল, "সর্দারজি জখম হয়েছেন পরশু রাতে। তারপর থেকে বাগানের দিকে আমরা বেশি নজর দিইনি। মুন্না সিং সে-রাতে অতবড় সুটকেসটা নিয়ে একা যাওয়ার রিস্ক নেয়নি বলেই এই বাগানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। ঘটনাস্থল এখান থেকে বেশিদূর নয়।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু সুটকেসটা ভাঙল কেন?"

"তার দুটো কারণ আছে। প্রথম কারণ, জিনিসগুলো আদৌ ভেতরে আছে কিনা, তা জানা দরকার ছিল। দ্বিতীয় কারণ, এই ঘটনার পর এই সুটকেস নিয়ে এ-পাড়ার বাইরে যাওয়ারও অসুবিধে ছিল তার।"

বিলু বলল, "এটাই কি কারণ? সর্দারজির ট্রেন ছিল রাত এগারোটায়। তার মানে, যা কিছু, তা ওই সময়ের মধ্যেই হয়েছে। এর পর একটা ট্যাক্সি ডেকে নিজের আস্তানায় চলে যাওয়া ওর পক্ষে কোনওমতেই অসম্ভব ছিল না।"

"এমনও তো হতে পারে, ওর নিজের আস্তানাটাই ওর পক্ষে বিপজ্জনক। কেন না এখানে তার নিজস্ব কোনও ডেরা নেই। হয় সে কোনও হোটেল অথবা কোনও বদমাশের ঘাঁটি থেকে রঘুবীর সিংকে ফলো করত, তাই ওই অমূল্য ধন নিয়ে সেখানে যাওয়ার খুবই অসুবিধে ছিল তার। অত সোনাদানা ওর কাছে দেখলে ওর সঙ্গীরা তা দাবি করত। আর হোটেলওয়ালার সন্দেহ হলে টানাহেঁচড়া করত পুলিশে। তাই সে বুদ্ধিমানের মতো এই কাজ করেছে। আর সেই সময়েই ওর নজর এড়িয়ে কীভাবে যেন পড়ে যায় কঙ্কণটা। মুন্না সিং সে-রাতে গয়নাগুলো এখানেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছিল। এবং পরে সময়মতো নিয়ে গেছে।"

বিলু বলল, "যদি না নিয়ে গিয়ে থাকে? আমরা একটু খুঁজে দেখব, কিছু যদি উদ্ধার হয়?"

"দেখতে পারিস। তবে লাভ হবে না কিছু। পরশু রাতের পর কাল সারাটা দিন-রাত গেছে। তখনই পাচার হয়ে গেছে ওগুলো।"

"কাল সকালেও তো আমরা বাগানে এসেছিলাম। তখন কি জানতাম যে, এই জিনিস এখানেই আছে। তা হলে বাগান একেবারে তোলপাড় করে ফেলতাম।"

"কে আর জানত বল? আমরা সকালে যেমন এসেছিলাম, তেমনই দুপুরে আসিনি। বিকেলে চাঁদনিদের ওখানে সন্ধে পর্যন্ত ছিলাম। রাত্রে আসিনি। জিনিস তখনই পাচার হয়ে গেছে।"

সবাই দারুণ আফসোস করতে লাগল।

বাচ্চু বলল, "এই কঙ্কণটা তা হলে যাদের জিনিস তাদেরই ফেরত দেওয়া যাক।"

বাবলু বলল, "সেই সঙ্গে ভাঙা সুটকেসটাও।"

"এটা কী হবে?"

"স্মৃতিচিহ্ন। আমরা যে খুঁজে পেলাম জিনিসটা, তার প্রমাণ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই তখন সেই ভাঙা সুটকেস আর কঙ্কণ নিয়ে সর্দারজির ফ্ল্যাটে গেল। সর্দারজি,

চাঁদনি, ওর মা সবাই যেমন দারুণ খুশি হলেন ওদের দেখে, তেমনই চমকে উঠলেন সুটকেস পেয়ে।

সর্দারজি তো হারানিধি ফিরে পাওয়ার আনন্দে, উচ্ছ্বাসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সুটকেসটার ওপর। তারপর বললেন, "ইয়ে চিজ কাঁহা সে মিলা? কোথায় পেলে তোমরা?"

বাবলু তখন সব বলল। তারপর কঙ্কণটা চাঁদনির মাকে দিতেই তিনি সেটি কপালে ঠেকালেন।

সর্দারজি সুটকেসটা নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন।

চাঁদনি বলল, "চা না কফি, কী খাবে তোমরা?"

বাবলু বলল, "কফি।"

ভোম্বল বলল, "তার সঙ্গে একটু কিছু।"

চাঁদনি হেসে বলল, "নিশ্চয়ই।"

বিলু বলল, "ভোম্বলটা একেবারে যা-তা।"

চাঁদনি বলল, "মোটেই না। ও-ই বরং ঠিক। তোমাদের সঙ্গে এখন আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক। বন্ধুর কাছে বন্ধু যদি মন না খুলবে, তা হলে সে-সম্পর্কের দাম কী?"

চাঁদনির মাও তখন হাসিমুখে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মা-মেয়েতে সকলের জন্য নিয়ে এলেন প্লেট-ভর্তি খাবার। সেইসঙ্গে ধূমায়িত কফি।

বাবলুরা খাবার খেয়ে কফিতে যখন চুমুক দিয়েছে, ঠিক তখনই আনন্দে অভিভূত সর্দারজি ওদের সামনে এসে সোফায় বসে বললেন, "সব কুছ মিল গিয়া হামারা।"

বাবলু বলল, "সে কী!"

সর্দারজি বললেন, "সামান্য দু'-দশ ভরির অন্য গয়না বাদে প্রায় সমস্ত মূল্যবান গয়নাই ছিল এই সুটকেসের দ্বিতীয় খোপের ভেতরে। গয়নাগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য নিউ মার্কেটে অর্ডার দিয়ে বিশেষভাবে এই সুটকেসটি আমি তৈরি করিয়েছিলাম। মুন্নার সেটা অজানা ছিল। তাই এটাকে ভেঙে দু'-দশ ভরি সোনা হাতের কাছে যা পেয়েছে, নিয়ে ভেগেছে। কিন্তু এর ভেতরে ডবল বডির গুপ্তস্থানে যে লক্ষাধিক টাকার হিরের নেকলেস আর চল্লিশ ভরি সোনা ছিল, তা সে ভাবেওনি। ফলে ওটাকে আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিয়েই চলে গেছে। তোমরা যে বুদ্ধি করে ওটাকে সঙ্গে এনেছিলে, সেজন্য তোমাদের আমি প্রশংসা করি।"

"আর তা হলে এখন দেশের দিকে যাবেন না। বরং চেষ্টা করবেন চাঁদনিকে কিছুদিন ঘরের মধ্যে আটকে রাখতে।"

চাঁদনি বলল, "ঘরের মধ্যে আটকে থাকলে মুন্নার মোকাবিলা আমি করব কী করে?"

"মুন্নার মোকাবিলা তুমি কী করবে? সেজন্য তো পঞ্চু আছে, আমরা আছি।"

পঞ্চু তখন একমনে বসে বসে চাউমিন খাচ্ছিল। বাবলুর কথা শুনে আড়চোখে একবার দেখল শুধু। তারপর আবার খাওয়ার ব্যাপারে মন দিল।

বাবলু বলল, "পুজোর আগে ক'টা দিন একটু সাবধানে থাকো। তারপর ফাঁদ কী করে পাততে হয়, আমরা দেখাচ্ছি।"

রঘুবীর সিং বললেন,, "মুন্নার গায়ে অসুরের শক্তি। তোমরা কী পেরে উঠবে ওর সঙ্গে?"

বাবলু বলল, "সর্দারজি! আমরাও দুর্বল নই।"

চাঁদনি বলল, "মুন্নার ওপর আমার যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল। কিন্তু বাবুজির গায়ে হাত দেওয়ার মতো স্পর্ধা যখন হয়েছে ওর, তখন আর ওকে ক্ষমা নয়। ও একবার আমার সামনে এলে উচিত শিক্ষা দেব ওকে।"

মা বললেন, "সত্যি, কী যে হবে না, ভেবে কূল পাচ্ছি না। চাঁদনিকে না-হয় ঘরের বাইরে যেতে দিলাম না, কিন্তু ওর বাবাকে? উনি তো ব্যবসা ফেলে রেখে ঘরে বসে থাকতে পারবেন না?"

বাবলু বলল, "কীসের ব্যবসা ওঁর?"

"চামড়ার সুটকেস, অ্যাটাচি, এইসবের। নিউ মার্কেটে দোকান আছে।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, আবার যে-কোনও মুহূর্তেই আক্রমণ করতে পারে ও। তাই একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করবেন। বাড়ি ফিরতে বেশি রাত করবেন না।"

সর্দারজি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সবই বরাত।"

বাবলু বলল, "আমরা অনেকক্ষণ এসেছি, এবার উঠি। তবে আমাদের কাজের সুবিধের জন্য মুন্নার এক কপি ফোটো আমাদের চাই।"

চাঁদনি বলল, "এখনই দিচ্ছি।" বলে একটা অ্যালবাম নিয়ে এসে তা থেকে ওর যত ছবি ছিল সব বার করে

কাঁচি দিয়ে কেটে পরিবারের সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে ওদের দিল। বলল, "এগুলো তোমাদের কাছে রেখে দাও। ওর একটুও স্মৃতি আমি আর রাখব না।"

বাবলুরা মুন্নার ছবি নিয়ে বাড়ি চলে এল। এমন রাজপুত্তুরের মতো চেহারা যার, সে কিনা এত নিষ্ঠুর!

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পরও বাবলুর দুশ্চিন্তার অন্ত রইল না। সে কেবলই ভাবতে লাগল কীভাবে কী করা যায়। একদিকে মুন্না, অপরদিকে বরাব্বর। দুই-ই দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষ। মুন্নাকে ধরতে পারলে বরাব্বরের হদিস হয়তো পাওয়া যায়। কিন্তু মুন্নাকে কি সহজে ধরা যাবে? আবার ভাবল, মুন্না যখন মিত্তিরদের ওই পোড়ো বাগানের খোঁজ একবার পেয়েছে, তখন এখানে এলে নিশ্চয়ই বাগানটাই ঘাঁটি হবে ওর। সে তো পাণ্ডব গোয়েন্দাদের ব্যাপার-স্যাপার জানে না, জানার কথাও নয়। তাই পরম নিশ্চিন্তে আশ্রয় নেবে এখানে। আর তা যদি হয়, তা হলে একদিন-না-একদিন ধরা সে পড়বেই। শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে করতে বাবলু এক সময় অধৈর্য হয়ে উঠে বসে ডাক দিল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু অমনই পাশের ঘর থেকে এসে হাজির।

"চল, একবার বাগানে যাই।"

বাগানে যাওয়ার নাম শুনেই পঞ্চু তো দু' পায়ে খাড়া। বাবলুর আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল সে।

বাবলুও ঘরের বাইরে এসে রাস্তায় পা দিতেই দেখল দ্রুতগতিতে সাইকেল চালিয়ে চাঁদনি আসছে ওদের বাড়ির দিকে। চাঁদনি এলে বাবলু বলল, "কী ব্যাপার! এমন অসময়ে যে?"

চাঁদনি উত্তেজিত। ওর মুখ লাল। বলল, "খুব বিপদ। তাই তোমার কাছেই ছুটে এসেছি।"

"কেন, কী হয়েছে?"

"একটু না বসলে বলা যাবে না। কিন্তু তুমি এখন কোথায় যাচ্ছে?"

"আমি একটু বাগানের দিকে যাচ্ছিলাম। চলো, তোমাকেও নিয়ে যাই। আমাদের ঘাঁটিটা তোমার চিনে রাখা দরকার। কখন কী প্রয়োজন হয়, কে বলতে পারে? আমাকে কখনও বাড়িতে না পেলে ওখানে পাবেই।"

চাঁদনি বলল, "চলো তবে।" বলে সাইকেল নিয়ে হেঁটে হেঁটেই চলল। যাওয়ার সময় একটি কথাও বলল না সে।

মিত্তিরদের বাগানে এসে সেই ভাঙা বাড়ির চাতালে বসে বাবলু বলল, "এবার বলো তো কী হয়েছে?"

চাঁদনি তবুও কিছুক্ষণ দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল। তারপর বলল, "তোমরা চলে আসবার পরই দেশ থেকে একটা চিঠি এসেছে। কী সাংঘাতিক চিঠি।"

"কী চিঠি?"

"বরাব্বর সিং আমাদের পরিবারের একজনকেও বাঁচিয়ে রাখেনি। দু' বছরের শিশুটিকে পর্যন্ত...।"

বাবলু বলল, "সে কী!" তারপর বলল, "এই অবস্থায় ভাগ্যিস তোমার বাবা গিয়ে পড়েননি। তা হলে বিপদে পড়ে যেতেন।"

"বিপদে উনি পড়তেনই। কারণ, এই হত্যাকাণ্ডের দায় বরাব্বর নিজের ঘাড়েই নিয়েছে। একটা চিঠিতে সে লিখেছে, আমাদের বংশের কাউকেই নাকি সে বাঁচিয়ে রাখবে না। এর পরের টার্গেট আমার বাবুজি। এবং তারপরই আমার মা ও আমি।"

বাবলু বলল, "এ তো দেখছি রীতিমতো ভয়ের ব্যাপার।"

"তার চেয়েও ভয়ের ব্যাপার, বাবুজি ভীষণ উত্তেজিত হয়েছেন। উনি আজই যেতে চাইছেন বরাব্বরের মোকাবিলা করতে। বলছেন, এইভাবে ভয়ে ভয়ে না থেকে একেবারে সম্মুখ সমরে চলে যাওয়াই ভাল। তাই ওঁর এক বন্ধুর বাড়িতে গেছেন রিভলভার আনতে। কিন্তু এই অবস্থায় বাবুজিকে কী করে ছাড়ি বলো তো?"

"খবরদার, উনি যেন না যান।"

"আমার বাবুজি কী ভয়ানক জেদি, তা তো জানো না। উনি যাবেনই। কিন্তু আমি জানি, উনি আম্বালা অথবা কালকার মাটিতে পা দিলেই শেষ হয়ে যাবেন।"

বাবলু কোন পরামর্শটা দেবে কিছু ভেবে পেল না।

চাঁদনি বলল, "শোনো, আমার বাবুজি যাবেনই। আর বাবুজি গেলে মা কখনওই বাবুজিকে একা ছাড়বেন না। সুতরাং আমিও পড়ে থাকব না। তাই আমরা সবাই যাব। এখন আমার একটা অনুরোধ তুমি রাখবে?"

"বলো, কী অনুরোধ?"

"ওই হিরের নেকলেস, সোনার গয়না আর আমার কিছু শখের জিনিসপত্তর তোমার কাছে রেখে দেবে?

কেন না, এই হয়তো আমাদের শেষ যাওয়া! যদি আর কখনও না ফিরি, মরেই যদি যাই, তা হলে কী হবে ওই অমূল্য সম্পদে?"

"ওগুলো আমি নিয়েই বা কী করব?"

"বাঃ রে। তুমি বুঝি বড় হবে না? যখন বড় হবে, তখন বুঝবে ওগুলোর মূল্য কত?"

"কিন্তু মরতে যদি তোমাকে না দিই?"

"বাঁচাতেও তো পারবে না। তার কারণ, নিয়তি আমার শিয়রে। বাবুজি গেলে আমিও যাব। আর এও ঠিক, যাওয়া মানেই শেষ যাওয়া।"

বাবলু বলল, "না, তুমি যাবে না। তোমার মাও না, তুমিও না। দরকার হলে আমি যাব।"

"তুমি যাবে? জানো, সে কী বিপজ্জনক জায়গা?"

"জানি।"

"তা হলে কেন যাবে?"

"আমাদের বন্ধুত্বের মর্যাদা দিতে।"

চাঁদনি একদৃষ্টে অবাক হয়ে বাবলুর দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "সত্যি, তুমি কত ভাল! তোমার জন্য আমার বাবুজিকে আমি ফিরে পেলাম। ফিরে পেলাম আমাদের হারানো ধন। আমার জীবনে তুমি এক শুভ আবির্ভাব। বাবলু, তোমার জয় হোক। তোমার যশের ধারা ফুলের সৌরভের মতো ছড়িয়ে পড়ুক দেশে-দেশান্তরে। তোমার জয়যাত্রার প্রতি প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল আমার। তবুও আমার এই চরম বিপদে তোমার জীবন বিপন্ন হতে আমি কিছুতেই দেব না।"

বাবলু বলল, "তুমি ভুল করছ চাঁদনি। আমার বলতে এখানে কিছুই নেই। সবই আমাদের। যা করি আমরা পাঁচজনে। পাঁচজনেই এক। তবুও তুমি জেনে রাখো, ওখানে যাওয়া তোমার হবে না। তুমিও যাবে না, মা-বাবাও না। আর একান্তই যদি বাবা যেতে চান, তা হলে ফোনে খবর দিয়ো। আমি ঠিক গিয়ে আটকাব ওঁকে।"

"তোমার ফোন নম্বর কত?"

বাবলু একটুকরো কাগজে নম্বরটা লিখে দিল। তারপর বলল, "তোমরা যেমন আছ তেমনই থাকো। আমরাই যাব স্বতস্ফূর্ত হয়ে। কেননা এটাই হবে আমাদের এবারের অভিযান।"

চাঁদনি উঠে দাঁড়াল। বলল, "ঠিক আছে। ফোনেই জানাব সব। আমাদের নম্বরটাও রেখে দাও।"

"তোমাদের নম্বর আমি জানি। কাল তোমাদের বাড়ি গিয়েই ফোন দেখে নোট করে নিয়েছি।"

চাঁদনি বলল, "সো ব্রিলিয়ান্ট বয় ইউ আর।" তারপর বলল, "আচ্ছা, এখন তা হলে আসি?"

"এসো। একটু এগিয়ে দেব তোমাকে?"

"না, না। কোনও দরকার নেই। আমার তো সাইকেল আছে এখনই পৌঁছে যাব।"

চাঁদনি চলে গেলে বাবলুও আর রইল না। পঞ্চুকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে।

বিকেলের দিকে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরা এলে বাবলু বলল, "আবার একটা অভিযানের জন্য তৈরি হও।"

বিলু বলল, "কবে?"

"খুব শিগগির। হয়তো পুজোর আগেই।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "পুজোর সময় বাড়ি থেকে কী ছাড়বে?"

বাবলু বলল, "ওই একই প্রবলেম তো আমারও। অথচ বিপদ এমনই ঘনিয়েছে যে, আর অপেক্ষা করবার সময় নেই।"

ভোম্বল বলল, "কী, ব্যাপারটা কী? বরাব্বর সিংকে সরাবার জন্য এত তাড়াহুড়োর কী আছে? আগে মুন্নাকে ধরি, ওর পেট থেকে কথা আদায় করি, তবে না?"

বাবলু তখন দুপুরের ঘটনা সব বলল সকলকে। সব শুনে ওরা এমনই অবাক হয়ে গেল যে, কারও মুখে কথাটি সরল না আর।

সে-রাতে বাবলু আর ঘর থেকে বার হল না। চাঁদনির ওখান থেকে যদি কোনও ফোন আসে, সেই আশায় চুপচাপ বসে রইল। আর নানারকম চিন্তাভাবনা করতে লাগল বরাব্বরের বিষয়ে। ওর ব্যাপারে কোন সূত্র ধরে কীভাবে এগোবে, কিছুতেই স্থির করতে পারল না। অথচ কথাও দিয়েছে চাঁদনিকে— বিপদে ওদের পাশে এসে দাঁড়াবে। এখন তো সে-পথ থেকে সরে আসা যায় না। ক'দিন পুজোর কেনাকাটার উৎসবে যেমন কোনও কিছুতেই মন দিতে পারেনি, তেমনই এখন আবার নতুন ঝামেলা শুরু হল। এই ঝামেলার শেষ যে কোথায় তা কে জানে?

রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও চাঁদনির কোনও ফোন যখন এল না, তখন খুবই খারাপ লাগল ব্যাপারটা। তবে ফোন করবেই, এমন কথা ছিল না। তবুও কিছু একটা তো জানাবে! বাবলু যখন ফোনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নানারকম ভাবছে, তেমন সময় মা এলেন, "কী রে খাবি না? অমন করে ফোনের দিকে তাকিয়ে বসে আছিস কেন? কে ফোন করবে?"

"চাঁদনি।"

"ও, সেই মেয়েটা? হঠাৎ ফোন করবে কেন?"

"ওদের খুব বিপদ।"

"কেন, আবার কী হল?"

"তুমি খেতে দাও মা। আমি যাচ্ছি।"

মা চলে গেলে বাবলু নিজেই একটা ফোন করল। যা হোক কিছু একটা খবর পেলে আজ অন্তত রাতটুকুর মতো নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। কিন্তু এ কী! অনবরত রিং হয়ে যাচ্ছে, কেউ ফোন ধরছে না কেন? কী হল ওদের?

বাবলু ফোন রেখে খেতে বসল।

তারপর খেয়েদেয়ে বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। হঠাৎ এক সময় কী মনে হতেই উঠে পড়ল ও। রাত বারোটা। ও চুপিসারে ড্রয়ার টেনে পিস্তলটা বার করে পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়েই বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। টেপা তালাটা দরজায় লাগিয়ে একেবারে বিলুদের বাড়ির কাছে এসে পা টিপে টিপে ওর জানলার ধারে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় ডাকল, "বিলু! এই বিলু।"

বিলুর সজাগ ঘুম। উঠে বসেই বলল, "কে রে?"

"একবার আসতে পারবি?"

"বাবলু! এত রাতে কোথায় যাবি?"

"চাঁদনিদের ওখানে। মনে হচ্ছে কুিছ একটা হয়েছে। ফোন বেজে যাচ্ছে, কিন্তু ধরছে না কেউ।"

"হয়তো বাড়িতে নেই।"

"না থাকলে যাবেটা কোথায়?"

বিলু বলল, "এক মিনিট।" বলেই সেও যেভাবে ছিল সেইভাবেই বেরিয়ে এল দরজায় তালা দিয়ে। তারপর অন্ধকার পথ বেয়ে বৈষ্ণবপাড়ায় যখন সর্দারজির ফ্ল্যাটের কাছে এল তখন দেখল বাড়ির সামনে ফ্ল্যাটের দু'-একজন বাসিন্দা নিজেদের মধ্যে কী সব আলোচনা করছে। দু'জন কনস্টেবলও বসে আছে সেখানে।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার! এখানে পুলিশ কেন?"

গ্রাউন্ড ফ্লোরে যে ভদ্রলোক থাকেন তাঁর নাম ভুজঙ্গবাবু। বললেন, "কেন, শোনোনি কিছু?"

"ন্-না তো? কী হয়েছে?"

"এই তো সন্ধেবেলা সর্দারজির ফ্ল্যাটে আচমকা ডাকাতি হয়ে গেল।"

"ডাকাতি হয়ে গেল!"

"হ্যাঁ, মাত্র দু'জন ডাকাত। মেয়েটাকে বাথরুমে লক করে ওর মাকে রিভলভার দেখিয়ে যেখানে যা ছিল সব নিয়ে গেল। তার একটু পরেই খবর এল রঘুবীর সিং গুলিতে জখম হয়েছেন। সম্ভবত মারা গেছেন তিনি।"

"মারা গেছেন?"

"হ্যাঁ, অরফানগঞ্জে এক অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন।"

"চাঁদনি! ওর মা! ওঁরা কোথায়?"

"শুনেছি ভবানীপুর না পার্ক সার্কাস কোথায় যেন ওদের স্বজাতীয়রা আছেন, সেইখানে গেছেন।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। এলে বললেন আমরা এসেছিলাম।"

"কিন্তু এত রাতে তোমরা এখানে কেন?"

"কোনও একটা ব্যাপারে ওদের ফোন করবার কথা ছিল। কিন্তু ফোন না করায় আমিই ফোন করে দেখি রিং হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য কী ব্যাপার দেখতে এলাম।"

বিলু বলল, "ভাগ্যিস এলাম।"

ভুজঙ্গবাবু বললেন, "আসলে বাঙালি পাড়ায় এইসব সর্দারজি-টর্দারজি বেমানান। এদিকে ওদের দেশের বাড়িতেও শুনেছি ভয়ানক ডাকাতি হয়ে গেছে।'

বাবলু আর কোনও কথা না বলে বিলুকে নিয়ে চলে এল সেখান থেকে। পঞ্চু ওদের অনুসরণ করল।

যেতে যেতে বিলু বলল, "মানুষ কত বেইমান। আমরা কোথায় ওদের ব্যাপারে নিজেদের জীবন বিপন্ন করতে চাইছি, এমন একটা মহাপূজার আনন্দ উৎসব ফেলে রেখে যেতে চাইছি মৃত্যুর মুখোমুখি হতে, আর ওরা সামান্য একটু ভদ্রতা করে যাওয়ার আগে একটা খবরও দিয়ে গেল না।"

বাবলু বলল, "অথচ দুপুরবেলা মেয়েটা যেভাবে আমার কাছে ছুটে এল, তাতে কিন্তু সেরকম বলে মনেই হল না।"

"তা হলে ফোনটা করল না কেন?"

"কী জানি। তবে মনে হয় আচমকা ডাকাতি হওয়ার পর ওরা যখন হতচকিত, ঠিক তখনই সর্দারজির দুঃসংবাদটা আসায় ওদের হয়তো মাথার ঠিক ছিল না।"

"তা হলে?"

"তা হলেও আমরা পিছিয়ে আসব না। এই পরিবারের ব্যবহারে, আপ্যায়নে আমরা এমনই প্রীত যে, হঠাৎ ভুল বুঝে ওদের পাশ থেকে সরে আসা ঠিক হবে না। বিশেষ করে সর্দারজির মৃত্যুর পর চাঁদনি বা ওর মায়ের অবস্থাটা কী হবে কিছু ভেবে দেখেছিস? আমার মনে হয় ওর মা ভয় পেয়েই ওকে নিয়ে সরে পড়েছেন কোথাও।"

বিলু বলল, "তা হলে ওর খবরাখবর আমরা পাব কী করে?"

"তা তো জানি না। শুধু অপেক্ষায় থাকতে হবে ওদের দিক থেকে পরবর্তী আহ্বানের।"

কথা বলতে বলতে ওরা যখন নিজেদের পাড়ায় এল তখনই বাবলু বলল, "চল তো একবার বাগানটা ঘুরে যাই।"

"এখন বাগানে গিয়ে কী করবি?"

"ঘরে গিয়েই বা করবটা কী? ঘুম তো আসবে না। তার চেয়ে চল আমাদের ভাঙা ঘরে বসে চাঁদের আলো দেখি আর গল্প করে বাকি রাতটা কাটিয়ে দিই। অনেকদিন রাতের অন্ধকারে বাগানে যাওয়া হয়নি।"

বিলু বলল, "চল তবে।"

ওরা বাগানে ঢুকেই দেখতে পেল ওদের সেই ভাঙা ঘরের ভেতর থেকে ক্ষীণ একটু আলোর রেখা ভেসে আসছে বাইরে। তাই না দেখে পঞ্চু চিৎকার করে ছুটে যাচ্ছিল। তার আগেই বাবলু শক্ত করে চেপে ধরল পঞ্চুকে, "স্টপ।"

পঞ্চু চুপ করে গেল। সে বুঝে গেল সবসময় আচমকা চেঁচিয়ে উঠতে নেই। তাই বাবলু, বিলুর সঙ্গে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল সে।

ওরা অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে সেই ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর উঁকি মেরে ঘরের ভেতর তাকিয়েই দেখল লাল রঙের বড় একটা মোমবাতি ধরিয়ে দু'জন অল্পবয়সি পঞ্জাবি যুবক কিছু টাকার বাণ্ডিল গোছ করছে। একপাশে মেঝের ওপর ঢালা আছে অনেক দামি দামি অলঙ্কার। দু'জনের একজন ফরসা এবং অপরজন কালো। ফরসা আর সুন্দর চেহারা যার, সেই যে মুন্না তাতে সন্দেহ নেই। ওর ফটোও ওরা দেখেছে।"

মুন্না নোটের বাণ্ডিল গুনতে গুনতে বলল, "লেকিন মেরা সমঝমে নেহি আতা তুম বাবুজি 'পর গোলি চালায়া কিঁউ?"

"ও বাত সর্দার সিংকো পুছো। আউর মেরা বাত মানো তো জলদি ভাগো হিঁয়াসে। কাল সুভে পহলে ধানবাদ চলা যাও। সামকো হুঁয়াসে লুধিয়ানাকা ট্রেন মিলেগা। কিষাণ এক্সপ্রেস। ওঁহি মে চলা যাও। জম্মু-তাওয়াই, হিমগিরি, কালকা আউর অমৃতসর মেল মাত পাকড়না। পুলিশ পিছা করেগা।"

মুন্না কপাল চাপড়ে বলল, "গোলি তুমনে চালায়া, বদনামি মেরা হোগা। বাবুজিকো জিন্দা রাখনা চাহিয়ে। আভি হামারা প্ল্যান-প্রোগ্রাম সবকুছ বরবাদ হো গয়া। চাঁদনি ভি নিকাল গয়া ফান্দা সে।"

অপরজন বিরক্তির সঙ্গে বলল, "আরে রাখো, তেরি চাঁদনি কো হিফাজত ম্যায় করুঙ্গা।" বলেই টাকাগুলো অ্যাটাচির মধ্যে গুছিয়ে রেখে সোনার গয়নাগুলো ঢুকিয়ে রাখল একটা কালো কাপড়ের ব্যাগে।

মুন্না বলল, "কুছ রুপিয়া হামকো দো।"

"আভি নেহি।"

বাবলু তখন আস্তে করে পিঠ চাপড়ে এগিয়ে দিল পঞ্চুকে।

পঞ্চু গুটি গুটি পায়ে দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়েই বিকট একটা ডাক ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল অ্যাটাচির ওপর। সে এমনই গগনবিদারী চিৎকার যে, আচমকা ভয়ে লাফিয়ে উঠে থরথর করে কাঁপতে লাগল দু'জন। পঞ্চু কিন্তু কাউকেই কামড়াল না। শুধু একটানা ঘেউ-ঘেউ ডাক ছেড়ে এক-একজনের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। সেই সুযোগে বাবলু আর বিলু হাতে নিল গয়নার থলি ও টাকা-ভর্তি অ্যাটাচিটা।

তাই না দেখে মুন্না চিৎকার করে উঠল, "কুলদীপ! গোলি চালাও।"

ভীত সন্ত্রস্ত কুলদীপ তখন কাঁপা কাঁপা হাতে রিভলভার বার করেই প্রথম টার্গেট করল পঞ্চুকে। আর সঙ্গে সঙ্গে বাবলু সেই অ্যাটাচি দিয়ে ওর হাতের কবজিতে এমন একটা ঘা দিল যে, ট্রিগারে চাপ পড়ে গুলি লাগল মুন্নারই পেটে।

মুন্না আর্তনাদ করে বসে পড়ল সেইখানে। আর কুলদীপ? সে এক ঝটকায় বাবলুকে ফেলে দিয়ে প্রাণপণে ছুটল অন্ধকার জঙ্গলের দিকে। কিন্তু যাবে কোথায় বাছাধন? বিলু আর পঞ্চু দু'জনেই তখন ভীষণভাবে তাড়া করেছে তাকে।

মুন্নার তলপেটে লেগেছে গুলিটা। সে হাত দিয়ে জায়গাটা চেপে ধরে সেখানেই বসে পড়ল। তারপর ভয়ে ভয়ে বাবলুর দিকে চেয়ে বলল, "হু আর ইউ? কে তুমি?"

বাবলু বলল, "রিপ্রেজেনটেটিভ অব লেট রঘুবীর সিং অ্যান্ড চাঁদনি।"

যন্ত্রণায় মুন্নার চোখে তখন জল এসে গেছে। সে বলল, "চাঁদনিকে তুমি চেনো?"

"না চিনলে তার প্রতিনিধি হলাম কী করে?"

"আমি ওদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।"

"সে কথা কী এই অন্তিম মুহূর্তে মনে হল? এর আগে কখনও মনে হয়নি?"

"তুমি ওদের বলবে ওরা যেন আমাকে ক্ষমা করে।"

"যে-কাজ তুমি করেছ মুন্না, সে-কাজে ভগবানও তোমাকে ক্ষমা করবেন না। কিন্তু সর্দারজিকে তোমরা গুলি করলে কেন?"

"ভুল হয়ে গেছে দোস্ত। তা ছাড়া আমি জানতাম না যে, কুলদীপ এসে পিছু নিয়েছে বাবুজির। ও নিউ মার্কেট থেকে বাবুজিকে ফলো করে অরফানগঞ্জে যায়। তারপর সেখানে বাবুজিকে গুলি করে আমার কাছে আসে। আমি ওকে নিয়ে বাবুজির ফ্ল্যাটে যাই। ও তখনও আমাকে বলেনি কী কাজ করে এসেছে ও।"

"বললে কী করতে? তুমি নিজেই তো সে-রাতে মার্ডার করতে গিয়েছিল বাবুজিকে?"

"না। তা হলে তো গুলি করতাম। আমি গুলিহীন রিভলভারের নল দিয়ে বাবুজির মাথায় জোরে আঘাত করেছিলাম শুধু। সে-রাতে বাবুজির কাছে বিশেষ কিছুই ছিল না। তাই ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম ডাকাতি করতে। আমি জানতাম বাবুজির অনেক টাকা ছিল। সোনা ছিল। আমার কাছে খবর ছিল বাবুজি লকার ছেড়ে দিয়েছেন।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, ওই কুলদীপ লোকটা কে? ও কি বরাব্বরের লোক?"

"হ্যাঁ।"

"বরাব্বরের দলে কতজন লোক আছে?"

"আমাকে নিয়ে দশজন।"

"ওর কথা শুনে তোমার কি একবারও মনে হয়নি ও তোমাকে মিথ্যে কথা বলছে?"

মুন্না কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "না। আসলে আমি যখনই জেনেছিলাম আমি বাবুজির কেউ নই, তখনই আমার মেজাজ বিগড়েছিল। তারপর যখন আমি আমার সম্পত্তির দাবি নিয়ে বেরিতে যাই, তখন আমার পরিজনরা আমার কথা অবিশ্বাস করে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় আমাকে। আমার বাবা মায়ের শোচনীয় মৃত্যুর কথা শুনে আমি চিতার মতো জ্বলতে থাকি। তাই শক্তিবৃদ্ধির এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আরও বেশি করে হাত মেলাই বরাব্বরের সঙ্গে।"

"যোগিন্দর সিং তোমার বাবা-মায়ের হত্যাকারীদের একজন, এই কথা শোনার পরও তাকে শাস্তি দাওনি কেন?"

"আসলে আমি চেয়েছিলাম বরাব্বরকে মেরে ওর জায়গাটা নিজে নিতে। তারপর অবশ্য যোগিন্দরকে ছাড়তাম না। আর বাবুজিও এই চক্রের একজন জেনে বাবুজিকেও আমি মনে মনে ঘৃণা করছিলাম। তবে এখন মনে হচ্ছে কোথায় যেন একটা ভুল হয়েছে আমার। ভাগ্যে চাঁদনির কিছু করিনি।"

বাবলু বলল, "শুধু চাঁদনি কেন, আর কারও কিছুই করতে পারবে না তুমি। যাই হোক, চণ্ডীগড় থেকে কলকাতায় এসে কোথায় উঠতে তোমরা?"

"সর্দার শঙ্কর রোডে আমার এক দোস্তের বাড়িতে।"

"সেখানে তোমাদের দলের আর কে আছে?"

"কেউ না। আমি কলকাতা এলে ওইখানে উঠি। কখনও কুলদীপ আসে, কখনও ফাগু।"

"তুমি ওই রাতে সর্দারজিকে জখম করে এই বাগানে ঢুকেছিলে কেন?"

"অত রাতে একা ওই জিনিসগুলো নিয়ে যাওয়ার রিস্ক নিইনি। ছিনতাই হওয়ার ভয়ও ছিল, আবার পুলিশেরও ভয়। তা ছাড়া আমার বন্ধুর বাবা খুব কড়া লোক। ওই রাতদুপুরে অত বড় ভি আই পি সুটকেস নিয়ে হাজির হলেই আমাকে উনি সন্দেহ করতেন। তাই সোনার জিনিসগুলো একটা গাছের কোটরে লুকিয়ে রেখে ভোরবেলা চলে যাই। বাবুজি তখনও ডাস্টবিনের ধারে পড়েছিলেন।"

"দেখে মায়া হল না তোমার?"

"কেন হবে? আমি যে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম!"

"এখন তা হলে ক্ষমা চাইছ কেন?"

"কী জানি! এখন কিন্তু আমার মন বারবার বলছে কাজটা আমি ভাল করিনি। আমি ভুল পথে যাচ্ছিলাম।"

"সত্যিই ভুল পথে যাচ্ছিলে। একটু মাথা খাটালে বুঝতে পারতে তোমার বাবা-মায়ের একজন হত্যাকারী যখন বরাব্বরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তখন ওই বরাব্বর সিং-ই আসল কালপ্রিট। যাক, আজ আবার এই বাগানে এসেছিলে কেন?"

"আজকের ডাকাতি এবং সেদিনের লুকিয়ে রাখা সোনার গয়নাগুলো এক করে পাচার করতে। জায়গাটা এমনিতেই নিরাপদ। তার ওপরে দোস্তের বাবাকে বলে এসেছিলাম আজ রাতে ফিরব না বলে।"

"এবার বরাব্বরের সম্বন্ধে কিছু বলো।"

মুন্না বলল, "একটু জল। বড্ড কষ্ট হচ্ছে আমার। একটু জল না পেলে কিছুই বলতে পারব না আমি।"

বাবলু জল আনবার জন্য পিছু ফিরতেই মুন্না হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। তারপর পেছনদিক দিয়ে ওর গলাটা এত জোরে চেপে ধরল যে, দু' চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে এল। এরপর এক ধাক্কায় বাবলুকে ফেলে দিয়েই কুলদীপের হাত থেকে খসে পড়া রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়ে ওর দিকে তাগ করে বলল, "হ্যান্ডস আপ।"

বাবলু সেই মুহূর্তে পিস্তল বার করবার সময় পেল না। বলল, "এতেও তুমি বাঁচবে না মুন্না সিং। আমার কুকুর তোমাকে ছাড়বে না।"

মুন্না তখন ট্রিগার টিপে দিয়েছে।

বাবলু সতর্ক ছিল। তাই গুলি ছোটার আগেই ঝুপ করে বসে পড়তে আহত মুন্নার কাঁপা কাঁপা হাতের গুলি ফসকে গেল অন্য দিকে। বাবলু তখন ওর চোয়াল লক্ষ্য করে একটা ঘুষি মারতেই মুন্না ছিটকে পড়ল ঘরের কোণে। তারপর সেখান থেকে তুলে এনে আর-এক ঘা দিতেই একেবারে ধরাশায়ী। মুন্নার হাতে রিভলভার ছিল। কিন্তু সেটা আর কাজ করল না। ওর হাত মুচড়ে বাবলু সেটা কেড়ে নিয়ে বলল, "কী! দেব নাকি চালিয়ে?"

মুন্নার মুখে কথাটি নেই।

ততক্ষণে পঞ্চুর কামড়ে আহত কুলদীপকে মারতে মারতে নিয়ে এসেছে বিলু। পঞ্চুও ছুটে এসেছে গুলির শব্দ শুনে।

বিলু বলল, "কী হয়েছে রে বাবলু?"

"হবে আর কী! খলের স্বভাব কখনও যায়? আর একটু হলেই শেষ করে দিয়েছিল আমাকে।"

ভীষণ যন্ত্রণায় মুন্নার তখন চোখের পাতা বুজে আসছে।

বাবলু বলল, "এইরকম একটু কষ্ট পাওয়া তোমাদের দরকার ছিল মুন্না সিং। ভগবানের মার কখন কীভাবে

নেমে আসে কেউ কি বলতে পারে? তবুও তুমি যে-অবস্থায় ছিলে, সেই অবস্থায় থাকলে এত তাড়াতাড়ি তোমার মরণ হত না। আমরা চেষ্টা করে হয়তো তোমাকে বাঁচাতে পারতাম। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। নিজের মরণকে তুমি নিজেই ডেকে আনলে। গুড বাই মুন্না সিং।”

মুন্না সত্যি সত্যিই ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে।

বাবলু ওর পকেট হাতড়ে টাকাকড়ি, কাগজপত্তর, ঘরের চাবি যা কিছু ছিল সব বার করে নিল। তারপর কুলদীপের দিকে তাকিয়ে বলল, “সব চিজ নিকালো।”

কুলদীপ রক্তচক্ষুতে বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, “ছোড় দো মুঝে। নেহি তো—।”

“নেহি তো কী?”

“বরাব্বর তুমকো নেহি ছোড়েঙ্গে।”

বাবলু বলল, “এত মার খেয়েও ঠিক মনের মতন হয়নি তোমার, না? পঞ্চু?”

পঞ্চু কাছে এসে একবার শুধু আওয়াজ করল, “ভুক।”

কুলদীপ সেদিকে তাকিয়ে এক এক করে সব বার করে দিল। বাবলু তবুও টিপে টাপে পকেট হাতড়ে দেখল ওর। তারপর বলল, “এইবার একটু থানার দিকে যেতে হবে যে বাছাধন। সেখানে গিয়ে রুলের গুঁতো খাবে আর চোদ্দোটা ইঞ্জেকশন নেবে।”

কুলদীপ বাবলুর দিকে চেয়ে ‘হ্যক্ থুঃ’ করে থুথু ফেলল।

এমন সময় হঠাৎ একটা পুলিশের গাড়ি ঢুকল বাগানের ভেতর। কয়েকজন কনস্টেবলকে নিয়ে একজন ইনস্পেক্টর ভেতরে ঢুকে বললেন, “কী ব্যাপার! এত রাতে তোমরা এখানে? দূর থেকে হঠাৎ গুলির আওয়াজ শুনে এখানে এলাম। এ কে?”

বাবলু বলল, “আমরা এখানে শিকার ধরতে এসেছিলাম স্যার। ভাল জিনিস পেয়েছি একটা। ইনি রামগড়ের কুখ্যাত বরাব্বর সিং-এর দলের লোক। রঘুবীর সিং নামে একজন সর্দারজিকে মার্ডার করে এইখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এবার এঁকে নিংড়ে সব কথা আদায় করুন।”

ইনস্পেক্টর বললেন, “রঘুবীর সিং? মানে আজই সন্ধেবেলা যাঁর বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে?”

“হ্যাঁ।”

“উনি মারা যাননি তো। তবে খুবই আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওঁকে পিজি হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। এই তা হলে সেই লোক?”

বাবলু বলল, “এই সেই লোক।” বলেই আশান্বিত হয়ে বলল, “সর্দারজি তা হলে মারা যাননি?”

“এখনও পর্যন্ত না।”

“ভগবানের দয়ায় উনি বেঁচে উঠুন। কিন্তু এই লোকটাকে দুটো খুনের দায়ে গ্রেফতার করুন তা হলে। মুন্না সিং নামে আর একজনকে খুন করেছে ও। এই নিন ওর রিভলভার।”

বাবলুর হাত থেকে রিভলভার নিয়ে ইনস্পেক্টর কুলদীপকে অ্যারেস্ট করে ভাঙা বাড়ির ভেতর থেকে মুন্নার লাশ উদ্ধার করলেন। তারপর দু'জন কনস্টেবলকে মৃতদেহ পাহারায় রেখে বিদায় নিতেই বাবলুরাও চলে এল ঘরে। ওদের হাতে উদ্ধার করা ডাকাতির জিনিস। যা ওরা ইচ্ছে করেই জমা দেয়নি পুলিশের হাতে।

পরদিন সকালে খবর পেয়ে বাবলুদের বাড়ি সবাই এসে হাজির। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু— সব। ওরা ঠিক করল জলযোগের পর সবাই দলবেঁধে একটা ট্যাক্সি নিয়ে পিজিতে সর্দারজিতে দেখতে যাবে।

এমন সময় হঠাৎ সেখানে যে এসে দাঁড়াল তাকে যে দেখতে পাবে, তা কেউ স্বপ্নেই ভাবেনি।

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, “এ কী চাঁদনি?”

সত্যই চাঁদনি। কিন্তু এ যেন সেই চাঁদনি নয়। মাত্র এক রাতের ব্যবধানে কত পরিবর্তন হয়েছে তার। চোখের কোলে কালি। পাণ্ডুর মুখ। চাঁদনি কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, “আমি অনেক আশা নিয়ে তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি। তোমরা কি আমাকে সাহায্য করবে?”

বাবলুর মা এসে চাঁদনিকে সস্নেহে কাছে টেনে বসালেন। বললেন, “তোমার এই বিপদে সাহায্য করব না, এ কি হয়? কোন ব্যাপারে কী সাহায্যও চাও তুমি বলো?”

বাবলু বলল, “আগে বলো তোমার বাবা কেমন আছেন?”

“ভাল নেই। কাল রাতেই অপারেশন হয়েছে। এখনও জ্ঞান ফেরেনি। পিঠে গুলি লেগেছে তো।”

"তুমি কাল রাতেই আমাদের কাছে আসতে পারতে। তা হলে এত ভোগান্তি হত না। আমি তোমাকে ফোন নম্বরও দিয়েছিলাম। খবর পেলেই তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াতাম আমরা।"

চাঁদনি বলল, "ফোন করব কী করে? তোমার ফোন নম্বর লেখা কাগজটা তো টেবিলের ওপর ছিল। হঠাৎ সন্ধেবেলা মুন্না ওর একজন লোককে নিয়ে আচমকা বাড়িতে ঢুকে যে কাণ্ডটা করে গেল তা মনে পড়লেও ভয় হয়। তখনই সব লণ্ডভণ্ড হয়ে কোথায় যে হারাল কাগজটা, আর সেটা খুঁজে পেলাম না। তার ওপর সেই সন্ত্রাসের ঘোর কাটতে-না-কাটতে আমার বাবুজির বন্ধু এমন এক দুঃসংবাদ নিয়ে এলেন যে, আর আমি আমার মধ্যে ছিলাম না। মায়ের অবস্থাও সেইরকম। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম বাবুজি নেই।"

বাবলু বলল, "তা হলে বোঝা যাচ্ছে জগতে যা কিছু ঘটে তার একটা প্রাকৃতিক নিয়ম আছে। অন্তত ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি থাকলে অনেক ব্যাপারে অনেক কিছুই হয়ে যায়। যেমন ধরো, তুমি যদি আমাদের ফোন করতে, তা হলে কী হত জানো? আমরা সবাই তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াতাম। ফলে কাজের কাজ কিছুই হত না। মাঝখান থেকে হত্যাকারী চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে যেত। আমরা তোমার ওখান থেকে ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে আসবার সময় হঠাৎ রাতদুপুরে বনভ্রমণ করতে গিয়েই তোমার বাবার হত্যাকারীকে হাতেনাতে ধরে ফেলি।"

বিস্মিত চাঁদনির মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "কী বলছ তুমি বাবলু? আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না!"

"ঠিকই বলছি। তাকে আমরা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি। তার বিচার হবে। শাস্তি পাবে। আর ওই মুন্না সিং-এরও খেলা শেষ। তার দেহটা এখন মর্গের ভেতর পচছে।"

চাঁদনির মুখে কথা নেই। সে কৃতজ্ঞ নয়নে বাবলুর মুখের দিকে শুধু চেয়ে রইল।

বাবলু বলল, "এবার বলো তুমি আমাদের কাছ থেকে কী সাহায্য চাও?"

"বাবলু, কাল রাতের ভয়ংকর ডাকাতিতে আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি। আমার বাবুজির চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা চাই। ওঁর বন্ধুরা তো দিচ্ছেনই, তবু আমাদের কাছেও কিছু থাকা দরকার। তাই বলছিলাম, এই ব্যাপারে তোমরাও যদি তোমাদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে কিছু কিছু নিয়ে আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও, তা হলে খুবই উপকার হয়। বাবুজি যদি বেঁচে ফিরে আসেন তা হলে তোমাদের ঋণ উনিই শোধ করে দেবেন। আর যদি খারাপ কিছু হয়ে যায়, তা হলে আমাদের ফ্ল্যাট বেচে তোমাদের দেনা শোধ করে দেব আমরা। এখন বলো, তোমরা কি পারবে আমার জন্য কিছু করতে?"

বাবলু হেসে বলল, "নিশ্চয়ই। উই মাস্ট ডু ফর ইউ। তবে আনন্দের কথা এই যে, তোমাকে সাহায্যের জন্য কারও কাছেই হাত পাততে হবে না। তার কারণ তোমাদের বাড়িতে ডাকাতি হওয়ার সব কিছুই আমরা উদ্ধার করেছি।" বলে সেই অ্যাটাচি ও থলি দেখিয়ে বলল, "এই দ্যাখো, এর মধ্যে আছে তোমাদের টাকা। আর এর ভেতরে গয়নাগুলো।"

আনন্দের আতিশয্যে চাঁদনি কী যে করবে কিছু ভেবে পেল না। বলল, "ওগুলো এখন তোমাদের কাছেই রেখে দাও। আমার টাকার দরকার। আমাকে কিছু টাকা দাও তোমরা। সব টাকা নয়, কিছু টাকা।"

বাবলু বলল, "কত টাকা আছে এতে জানো?"

"লাখখানেকের বেশি ছিল, তবু কম নয়। ব্যবসার টাকা। বাবা জমা দিতে পারেননি।"

বাবলু অ্যাটাচিটা চাঁদনিকে দিলে ও তার ভেতর থেকে হাজার পাঁচেক টাকা বার করে নিল। তারপর বলল, "আমি তা হলে আসি?"

মা বললেন, "আসবে কী! এসেছ, জলটল খাও। একটু বিশ্রাম নাও। তারপর ওদের সঙ্গে যাবে। এত টাকা নিয়ে একা কখনও যায়?"

বাবলু বলল, "আমরা সবাই যাব। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে। এখন তোমরা আছ কোথায়?"

"ভবানীপুরের পুরনো ফ্ল্যাটে। সেটা তো আমরা ছাড়িনি। ওটা রেন্টেড। হাওড়ারটা নিজস্ব।"

বাবলুর মা কিছু সময়ের মধ্যে সকলের জন্য হালুয়া, গরম লুচি, আলুভাজা আর সন্দেশ এনে খেতে দিলেন। সবশেষে চা।

ওরা যখন জলযোগ সেরে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে তেমন সময় হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। বাবলু ফোন ধরেই বলল, "হ্যালো! পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলু বলছি।" ওদিক থেকে কী যেন উত্তর আসতেই বাবলুর মুখের চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল, "কী বলছেন? সত্যি? আমি তো বিশ্বাস করতে পারছি না। কীভাবে এটা হয়?" ওদিক থেকে আবার কী উত্তর হল। বাবলু একটু চুপ করে থেকে বলল, "কী আর বলব আপনাদের।" বলে রিসিভারটা সশব্দে নামিয়ে রেখে বসে পড়ল বাবলু।

বিলু বলল, "কী হল? কে ফোন করেছিল?"

বাবলু বলল, "থানা থেকে।"

"হঠাৎ?"

"কুলদীপ সিং পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে।"

বিলু ভীষণ রেগে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, বাবলু ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, "মাথা গরম করিস না বিলু, এরকম হয়। মনে রাখিস কুলদীপ বরাব্বরের লোক। কাজেই জেল ভেঙে বেরিয়ে আসা, পুলিশের ভ্যান থেকে উধাও হওয়া, এটা একটা ম্যাজিকের খেলা ওদের কাছে। এখন যেখানে যাচ্ছি সেখানে চল।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই তখন হসপিটালে যাওয়ার জন্য পথে নামল। পঞ্চুও যাচ্ছিল। মা আটকালেন ওকে, "তুই কোথায় যাবি? ওরা যাচ্ছে হাসপাতালে। তুই ঘরে থাক।"

অগত্যা পঞ্চু একটা চেয়ারে উঠে বাবুর মতন বসে রইল।

আর বাবলুরা পথে নেমেই একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা চলল পিজির দিকে।

পিজিতে গিয়ে দেখল চাঁদনির মা অনেক আগে থেকেই বসে আছেন। আর আছেন ওঁদের পরিবারের বন্ধুরা। সর্দারজি তো মানুষ হিসেবে খুবই ভাল, তাই তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষীরও অভাব নেই। বিখ্যাত ব্যবসায়ী ঘনশ্যাম আগরওয়ালা নিজে এসে খোঁজখবর নিচ্ছেন। রক্ত দেওয়া থেকে আরম্ভ করে সমস্ত রকমের ব্যয়ভার তিনিই বহন করছেন বলতে গেলে।

চাঁদনি যেতেই মা বললেন, "বাবুজির জ্ঞান ফিরেছে। তোকে একবার দেখতে চাইছেন। কিন্তু ডাক্তারবাবুরা বিকেলের আগে দেখা করতে দেবেন না।"

চাঁদনি বলল, "আর ভয়ের কিছু নেই তো?"

"মনে হয়, না।"

চাঁদনি সঙ্গে আনা পাঁচ হাজার টাকা মায়ের হাতে দিয়ে বলল, "এগুলো তুমি রাখো মা।"

অত চকচকে টাকা একসঙ্গে হাতে পেয়েই মা বললেন, "এ তুই কোথায় পেলি?"

চাঁদনি বাবলুকে দেখিয়ে দিল।

মা বললেন, "তোমাদের ঋণ এ-জন্মে শোধ করা যাবে না বাবা। কী উপকার যে করলে তোমরা!"

চাঁদনি তখন সব কথা খুলে বলল মাকে। ডাকাতির জিনিস উদ্ধার হওয়া থেকে মুন্নার মৃত্যুসংবাদ এবং কুলদীপের পলায়ন বৃত্তান্ত সব বলল। অন্যেরাও যাঁরা ছিলেন সেখানে, সবাই সব শুনে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন ওদের।

বাবলুরা আরও কিছুক্ষণ সেখানে থেকে বাড়ি চলে এল। ওদের কর্তব্য শেষ। চাঁদনিরা আপাতত হাওড়ায় আসছে না। মুন্নাকে এড়াবার জন্য ওদের এখানে আসার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এখন সে-ই যখন নেই তখন আর কলকাতায় থাকতে বাধা কোথায়? বিশেষ করে ফ্ল্যাটটা যখন হাতছাড়া হয়নি এখনও। তাই সর্দারজি সুস্থ হয়ে ঘরে না ফেরা পর্যন্ত ওরা ভবানীপুরেই থাকবে।

॥ ৫ ॥

দেখতে দেখতে পুজোর দিনগুলো কেমন ঝড়ের বেগে কেটে গেল। এর মধ্যে চাঁদনির সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ করে ওঠা ওদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে সর্দারজি সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছেন এই সংবাদটুকু ওরা পেয়েছে।

কোজাগরি পূর্ণিমার রাতে মা যখন ঠাকুরঘরে পুজো নিয়ে ব্যস্ত, তেমন সময় হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল।

বাবলু রিসিভার তুলেই বলল, "হ্যালো!"

ওদিক থেকে উত্তর এল, "চাঁদনি।"

"কী ব্যাপার! খবর সব ভাল তো? কবে আসছ তোমরা আমাদের এখানে? না কি হাওড়ার মায়া একেবারেই ত্যাগ করেছ?"

চাঁদনি সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "বাবলু! আবার একটা নতুন বিপদ এসে উপস্থিত হয়েছে।"

"কী রকম?"

"বরাব্বরের দলে ফাগু নামে একজন আছে। লোকটা আজ হরিশ পার্কের কাছে দিনের বেলা জনা-দুই

লোক নিয়ে আমাকে অপহরণ করবার চেষ্টা করে। আমি প্রবল বাধায় ওদের কবল থেকে যখন নিজেকে মুক্ত করি সেই সময় কয়েকজন স্থানীয় যুবক ওদের তাড়া করলে ওরা আমাকে ফেলে রেখেই পালিয়ে যায়। আমি এই কথাটা বাবুজিকে বা মাকে কাউকেই জানাইনি। কিন্তু হঠাৎ এই একটু আগে ফাগু বাবুজিকে ফোন করে। সে তার নিজের পরিচয় দিয়ে বলে, কুলদীপের গুলির হাত থেকে এবারের মতো বেঁচে ফিরলেও ওর হাত থেকে নাকি বাবুজির নিস্তার নেই। আর আমার অবস্থা হবে আরও করুণ, মর্মান্তিক এবং ভয়াবহ। আমি এবার সত্যি সত্যিই মনের জোর হারিয়ে ফেলেছি বাবলু।"

বাবলু সব শুনে বলল, "ঠিক আছে। তুমি আর ঘর থেকে বেরিয়ো না। তোমার বাবুজিকে বলো এই ঘটনার কথা ওখানকার থানায় জানিয়ে রাখতে। তারপর কাল সকালে আমরা সবাই তোমাদের ওখানে যাচ্ছি।"

"বাবুজি একটু আগেই থানায় গেলেন।"

"শোনো, কাল সকালেই আমরা তোমাদের ভবানীপুরের ফ্ল্যাটে যাচ্ছি। ঠিকানা আমাদের কাছে আছে। যদি তোমার বাবা-মায়ের আপত্তি না থাকে তা হলে কাল থেকে তুমি আমাদের এখানেই থাকবে।"

"তোমাদের বাড়িতে আপত্তি করবে না? আমি যাওয়া মানেই ওদের ক্রোধানলে তোমাদেরও পড়ে যাওয়া। আমার জন্য তোমরা কেন বিপদে পড়বে?"

"এতই যদি জানো, তা হলে মিছিমিছি অতসব কথা ফোনে আমাদের বলতে গেলে কেন?"

"আমাকে তুমি ভুল বুঝো না বাবলু। শোনো...।"

বাবলু আর কোনও কথা না শুনেই রিসিভারটা সশব্দে নামিয়ে রাখল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সবাই বসে ছিল ঘরের ভেতর। বলল, "কার ফোন রে বাবলু?"

"নেকির।"

"সে আবার কে?"

বাবলু বলল, "বুঝতে পারছিস না?"

বিলু বলল, "চাঁদনির?"

বাবলু তখন সব বলল।

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "ওর ওই কথায় তুমি রেগে গেলে বাবলুদা? ঠিকই তো বলেছে ও? আসলে ওটা ওর সৌজন্য। ওই কথা বলতে হয়। তাই বলে তুমি ফোনটা ছেড়ে দিলে? ও কী ভাবল বলো তো?"

বাবলু বলল, "দ্যাখ, আমি অত্যন্ত সিরিয়াস। আমার কাছে ন্যাকামির কোনও দাম নেই।"

বিলু বলল, "কাজটা তুই ঠিক করলি না বাবলু।"

ওদের সেই কথোপকথনের মধ্যেই শঙ্খরবে মুখর হয়ে উঠল বাড়িটা। মায়ের লক্ষ্মীপুজো শেষ হয়েছে। তাই শাঁখ বাজিয়ে মা লক্ষ্মীর আরাধনা শেষ করলেন। এবার সকলের প্রসাদ খাওয়ার পালা। প্রসাদ খাওয়ার সময় ওদের নিরানন্দ মুখের দিকে তাকিয়ে মা জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল! তোরা এমন মনমরা হয়ে গেলি কেন?"

বাবলু রাগে কোনও উত্তর দিল না।

বিলু তখন সব বলল মাকে।

মা বললেন, "থেকে থেকে কী যে হয় ওর! এই সামান্য কথাতেই এত রাগ? ঠিক আছে, কাল তোদের সঙ্গে আমি যাব ওদের বাড়ি। গিয়ে নিয়ে আসব ওকে। কোথায় রামগড়, কোথায় কলকাতা। অতদূর থেকে দস্যুগুলো এইখানে যখন আসতে পেরেছে, তখন লোক যে ওরা মোটেই সুবিধের নয়, তা বোঝা যাচ্ছে। মেয়েটাকে ওরা নেবেই, বাপটাকেও মারবে।"

বাবলু কিছুক্ষণ চুপ থেকে একটু নরম হয়ে কী ভেবে যেন বলল, "মুন্নার মুখে যেটুকু শুনেছি, তাতে বুঝেছি দল ওদের খুব একটা বড় নয়। এর মধ্যে কলকাতায় যোগাযোগের মাধ্যমই ছিল মুন্না। ফাগু আর কুলদীপই ওর সঙ্গে যোগাযোগটা রাখত।"

"ওদের সেই ঠেকটা তোরা জানিস?"

"হ্যাঁ, সর্দার শঙ্কর রোডের একটা বাড়িতে উঠত ওরা। পুলিশ সেখানে তল্লাশি চালিয়ে সন্দেহজনক কোনও কিছুই আবিষ্কার করতে পারেনি। আর বাড়ির মালিকও জানিয়েছেন ওই বাড়ির দরজার পাল্লা ওদের জন্য আর কখনও খোলা হবে না।"

"তোদের ওই বাগানে একবার যে ওরা এসেছিল শুনেছি?"

"এসেছিল। তবে তারপর থেকে প্রায় প্রতি রাতেই আমি পঞ্চুকে পাঠিয়ে, কখনও নিজে গিয়ে দেখেছি আর আসেনি ওরা।"

"তা হলে ওরা আছে কোথায়?"

"কলকাতাতেই। এবং নিশ্চয়ই কোনও হোটেলে।"

"এই ব্যাপারে পুলিশকে তা হলে বল সমস্ত হোটেলে খোঁজ নিয়ে দেখতে ওই নামের কেউ কোথাও এসে জুটেছে কিনা।"

বাবলু বলল, "এই কথাটা অবশ্য তুমি মন্দ বলোনি মা। বড় হোটেলে ওরা ভুলেও উঠবে না, তবে ছোট কোনও হোটেলে ওদের ওঠার সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। কিন্তু মুশকিল হল, যে নামে আমরা ওদের চিনি সে-নাম তো হোটেলের খাতায় ব্যবহার করবে না ওরা।" বলেই বাবলু সহসা কী ভেবে যেন উঠে দাঁড়াল।

মা বললেন, "কী হল?"

"বিলু, আমার সঙ্গে আয় তো একবার।"

"কোথায় যাবি এই রাতদুপুরে?"

"সবে তো ন'টা। যাব কি আসব। পঞ্চু?"

পঞ্চু ডাক পেয়েই ছুটে এল।

বিলু আর পঞ্চুকে নিয়ে বাবলু সোজা এসে হাজির হল থানায়।

ইনস্পেক্টর বললেন, "কী ব্যাপার বাবলু! আবার কী হল?"

বাবলু সব কথা খুলে বলল ইনস্পেক্টরকে।

ইনস্পেক্টর বললেন, "শয়তানগুলো ভাবিয়ে তুলল দেখছি। সেদিন যেভাবে কুলদীপ পালাল, তারপর ছেলেমানুষ তোমরা, তোমাদের কাছে মুখ দেখাতেও আমার লজ্জা করছে। তবে কলকাতায় যদি ওরা থাকে, তা হলে ধরা ওরা পড়বেই। বোসো তোমরা।"

বাবলুরা বসলে ইনস্পেক্টর হাওড়ার সদর দফতর, লালবাজার, ভবানী ভবন, সর্বত্র ফোন করলেন। তারপর বললেন, "আজ রাতেই হাওড়া-কলকাতার সমস্ত হোটেল বা লজে ওদের খোঁজে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আশা করি ঘুঘু ফাঁদে পড়বেই। তোমরা কাল সকালে এসো, সব জানতে পারবে।"

বাবলুরা আর অপেক্ষা না করে বাড়ি ফিরে এল। তারপর অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগল সকাল হওয়ার জন্য।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাবলু গিয়ে হাজির হল থানায়।

ইনস্পেক্টর বললেন, "এসেছ? দ্যাখো তো এই লোকটাকে চিনতে পারো কি না?"

পাশেই লক-আপে রাখা একজন পঞ্জাবি যুবককে বন্দি অবস্থায় দেখতে পেল বাবলু। যুবকের মাথায় পাগড়ি নেই, ছোট করে ছাঁটা চুল, মুখে বসন্তের দাগ, চোখে হিংস্র দৃষ্টি।

বাবলু বলল, "মনে হয় এই। কুলদীপকে আমরা দেখেছি কিন্তু একে তো দেখিনি! ও নাম বলছে না?"

"নাম-ঠিকানা কিছুই বলছে না।"

"ওকে পেলেন কোথায়?"

"হাওড়া-কলকাতার কোনও হোটেল বা লজে সন্দেহজনক সে-রকম কাউকেই পাওয়া যায়নি। তবে শালিমার তিনম্বর গেটের কাছে সাইডিং-এ রাখা একটা ওয়াগনের ভেতর থেকে রেলপুলিশ ওকে অ্যারেস্ট করেছে।"

বাবলু বলল, "অসাধারণ। পুলিশের অসাধ্য যে কিছু নেই তা এর ব্যাপারেই বোঝা গেল।"

"কিন্তু এখন একে শনাক্ত করা যায় কী করে? এর কোনও ফটো আছে তোমাদের কাছে?"

"না। ফটো কোথায় পাব? তবে একে শনাক্ত করতে পারেন একজনই, তিনি হলেন সর্দার শঙ্কর রোডের সেই বাড়ির মালিক। যাঁর আশ্রয়ে এরা থাকত।"

"তুমি এখনই একবার যেতে পারবে সেখানে?"

"নিশ্চয়ই।" বাবলু থানা থেকে ফিরে মাকে সব বলে যাওয়ার উপক্রম করতেই দেখল বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সবাই এসে হাজির।

বিলু বলল, "ব্যাপার কী রে?"

"মনে হচ্ছে ফাগু ধরা পড়েছে। তোরা থানায় গিয়ে অপেক্ষা কর, আমি এক্ষুনি আসছি।"

"কোথায় যাবি তুই?"

"সর্দার শঙ্কর রোডের সেই বাড়িতে একবার যাব। বাড়ির মালিককে ডেকে আনব শনাক্ত করবার জন্য। লোকটা কিছুতেই নামধাম বলছে না।"

"সঙ্গে যাব কেউ?"

"দরকার হবে না।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সবাই থানায় গেলে বাবলু একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেল ওর কাজে। তারপর যখন সেই বাড়ির মালিককে নিয়ে ফিরে এল তখন আর শনাক্তকরণের প্রয়োজন হল না।

দেখেশুনে বাবলু বলল, "এরকম হল কখন?"

বিলু হতাশভাবে বলল, "তুই চলে যাওয়ার পর আমরা থানায় এসেই দেখি দু'জন লোক টাকার গোছা এনে বন্দিকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু অফিসার-ইন-চার্জ রাজি না হওয়ায় তারা উকিল আনতে চলে যায়। একটু পরেই এই অবস্থা।"

"ওই লোকদুটোকেও সঙ্গে সঙ্গে ঢুকিয়ে দিতে পারত। মনে হয় ওরাই কোন ফাঁকে ওর হাতে কোনও মারাত্মক বিষ দিয়ে যায়। এখন তো ও নাগালের বাইরে।"

সর্দার শঙ্কর রোডের সেই বাড়ির মালিক মৃতদেহ দেখে বললেন, "হ্যাঁ, এরই নাম ফাগু। মুন্নার সঙ্গে এই লোককে আমি বেশ কয়েকবার আমার বাড়িতে আসতে দেখেছি।"

বাবলুরা এর পরে আর থানায় রইল না। ডেডবডি পুলিশের জিম্মায় রেখে শত্রুহানিতে আশ্বস্ত হয়ে আবার একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলল ভবানীপুরের দিকে। যাওয়ার পথে সর্দার শঙ্কর রোডের বাড়িতে বাড়ির মালিককে নামিয়ে দিয়ে হাজির হল চাঁদনিদের ফ্ল্যাটে। কিন্তু সেখানে তখন অন্য দৃশ্য।

ওদের দেখেই চাঁদনির মা-বাবা কান্না ভেঙে পড়লেন।

বাবলু বলল, "কী হল! চাঁদনি কোথায়?"

সর্দারজি একটুকরো কাগজ ওদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এই দ্যাখো।"

বাবলু দেখল চিঠিতে ছোট্ট করে লেখা আছে, "মরতে চললাম।"

বাবলুর বুক কেঁপে উঠল। ওর ব্যবহারে আহত হয়েই কি অভিমানিনী একটা কিছু করতে গেছে? তবু বলল, "তার মানে?"

"তার মানে জেদি মেয়েটা নিজেই গেছে বরাব্বরের মোকাবিলায়।"

বাবলু লাফিয়ে উঠল, "হাউ ডেঞ্জারাস! কী বলছেন আপনি?"

"ঠিকই বলছি বাবা। অনেকদিন ধরেই ও মনে মনে ফুঁসছিল, এখন সুযোগ পেয়ে পালিয়েছে। একটা সুটকেস ভর্তি করে গরম জামা-কাপড় নিয়েছে। দু' হাজার টাকা নিয়েছে। আর...।"

"আর কী নিয়েছে?"

"রিভলভারটা ড্রয়ারে ছিল, দেখতে পাচ্ছি না।"

"সর্বনাশ!"

"জিনিসটাও আমার এক বন্ধুর। গোপনে বরাব্বরের মোকাবিলা করব বলে নিয়ে এসে রেখেছিলাম। এখন দেখছি নেই।"

"ওই জিনিসের ব্যবহার জানে ও?"

"জানে। কিন্তু কখনও প্রয়োগ করেনি।"

"কখন গেছে ও?"

"রাত প্রায় দশটা নাগদ। কাল শনিবার, হিমগিরি এক্সপ্রেস ছিল। মনে হয় তাতেই গেছে।"

"কী দুঃসাহস!"

বাবলুরা আর এক মুহূর্ত দেরি না করে ওইখান থেকেই ওদের থানায় একটা ফোন করে সোজা চলে এল হাওড়া স্টেশনে। এসে দেখল ওদের আগেই ইনস্পেক্টর জি আর পি-র সামনে অপেক্ষা করছেন ওদের জন্য। তাঁরই পরামর্শে এইসব কাজে যা যা করা উচিত তাই করা হল। সব কথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হল রেলপুলিশকে।

রেলপুলিশ সব শুনে বলল, "এখন বেলা এগারোটা। তার মানে হিমগিরি এক্সপ্রেস এখন পাটনা থেকে ছেড়ে মোগলসরাই-এর দিকে ছুটছে। ঠিক দুটো পনেরোয় ট্রেন মোগলসরাইতে গেলে অ্যারেস্ট হয়ে যাবে ও। আপনারা আজই যে-কোনও ট্রেনে চলে যান সেখানে।"

বাবলু বলল, "কোন গাড়িতে যাব?"

"সবচেয়ে ভাল হয় দিল্লি-কালকায় গেলে।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "এনি রিজার্ভেশন?"

"অসম্ভব। তবে ওরা যদি কষ্ট করে যেতে পারে আমরা তা হলে ট্রেনে ওঠবার ব্যবস্থাটা করে দিতে পারব। বিকেলে এসে টিকিট কেটেই যেন অফিসে একবার দেখা করে।"

বাবলুরা পুলিশের জিপেই বাড়ি ফিরে এল। হাতে সময় খুব কম, তাই বাড়ি এসেই শুরু করল গোছগাছ।

এমারজেন্সি ব্যাগ ওদের গোছানোই থাকে। যেমন, আংটা লাগানো কয়েকটি নাইলনের ফিতে, টর্চ, গুলতি, ছোরা, দেশলাই, মোমবাতি, সিগারেট লাইটার ইত্যাদি। এখন দরকার শুধু টাকা-পয়সার। তারও ব্যবস্থা হয়ে গেল। বাবলুর নিজের কাছে তো টাকা ছিলই। তা ছাড়া বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর কাছ থেকেও যা পাওয়া গেল তাতে আর অযথা ব্যাঙ্কে গিয়ে সময় নষ্ট করবার প্রয়োজন হল না। একবার শুধু ফোন করে সর্দারজিকে জানিয়ে দিল ওদের ব্যাপারটা। তারপর খাওয়াদাওয়ার শেষে বাবলুর ঘরে বসে জোর আলোচনায় মেতে উঠল ওরা।

বাবলু বলল, "শোনো, আমাদের এবারের এই অভিযান চাঁদনিকে ফিরিয়ে আনার নয়।"

বিলু বলল, "তা হলে?"

"চাঁদনিকে উদ্ধার তো পুলিশে করবে। পুলিশই ওকে ফিরিয়ে আনতে পারত কিন্তু তবু আমরা যাচ্ছি কেন বল দেখি?"

"মোগলসরাই-এর অদূরে বারাণসীধাম। এই মওকায় সেই জায়গাটা একটু ঘুরে আসতে, তাই না?"

বাবলু বলল, "ঠিক। তারপরেও কিন্তু ফিরে আসা নয়।"

ভোম্বল বলল, "কোথায় যাব তা হলে?"

"আমরা ওইখান থেকেই চলে যাব আম্বালায়। গিয়ে রামগড়ের বেহড়ে ঢুকে মোকাবিলা করব বরাব্বরের। এ-কাজে সময় লাগবে অনেক। তাই ভালভাবে তৈরি হয়ে বেরোবি। মনে থাকে যেন আজ পয়লা নভেম্বর। সামনেই কালীপুজো। শীতবস্ত্র সঙ্গে নিবি।"

ভোম্বল বলল, "কীভাবে কী করবি একটা ব্লুপ্রিন্ট তৈরি কর তা হলে।'

"কোনও প্রয়োজন নেই। পরিবেশ না দেখে, এলাকার মানচিত্রজ্ঞান না রেখে কিচ্ছু করা যাবে না।"

মা ওদের কথাবার্তা শুনেই ছুটে এলেন, "হ্যাঁ রে, তোরা নাকি কাশী যাওয়ার মতলব করছিস?"

"হ্যাঁ মা। কেন না মোগলসরাইতে নেমে চাঁদনির দায়িত্ব নেওয়ার পর দু'-একটা দিন বিশ্রাম তো নিতে হবে। তা সেই জায়গাটা কাছাকাছি কাশীতে হওয়াই ভাল। তারপর ওখান থেকে ভাল একটা ট্রেন দেখে চলে যাব আম্বালায়। চেষ্টা করে দেখব বরাব্বর সিংকে ফাঁদে ফেলে ওর কিছু করতে পারি কিনা!"

"তোরা যদি কাশী যাস, আমিও যেতে পারি তোদের সঙ্গে। আমার যে কতদিনের সাধ দশাশ্বমেধের ঘাটে স্নান করে বাবা বিশ্বনাথের মাথায় জল ঢালবার।"

"কিন্তু মা, তুমি সঙ্গে গেলে আমাদের আম্বালা পর্যন্ত যাওয়া যে হবে না।"

"কেন হবে না? আমি চাঁদনিকে নিয়ে ফিরে আসব, তোরা আম্বালায় চলে যাবি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা "হুর্‌রে' বলে লাফিয়ে উঠল। পঞ্চুও ডেকে উঠল তারস্বরে। কী মজা হবে না? মা যাচ্ছেন সঙ্গে, এ কী কম আনন্দের কথা? মা যে জগজ্জননী।

সন্ধেবেলা কথামতো ওরা হাওড়া স্টেশনে হাজির হল। মা আছেন সঙ্গে। বাবাও অনুমতি দিয়েছেন। ওরা হাওড়া স্টেশনে এসে জি আর পি-তে দেখা করতেই সেখানকার অফিসার বললেন, "মেয়েটা ধরা পড়েছে। খুব লাকি তোমরা, কেন না তোমাদের যাওয়ার ব্যাপারেও দারুণ একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কালকা মেলে বিনা রিজার্ভেশনে যাওয়ার দরকার নেই। আমি বম্বে মেলের এলাহাবাদ কোচে ক্যানসেল হওয়া কয়েকটা বার্থ তোমাদের জন্য ভি আই পি কোটায় ধরে রেখেছি। তোমরা টিকিট কেটে আনো, ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা লাফিয়ে উঠল আনন্দে।

একজন পুলিশ কর্মচারী বললেন, "আমাকে টাকা দাও, আমি টিকিট কেটে হেড টিটির কাছ থেকে বার্থ নম্বর বসিয়ে আনছি।"

বাবলু হাজারখানেক টাকা তাঁর হাতে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। একজন মাকে বসবার জন্য একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন। চা আনালেন। এই অপূর্ব সৌজন্যতায় ভরে উঠল ওরা।

যথাসময়ে ট্রেন এলে পুলিশের সেই লোকটি ওদের সকলকে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে এলেন। একটা সেকেন্ড ক্লাস বগির থ্রি-টিয়ার লেডিজ কুপে ওদের বার্থ। ছ'জনের জন্য ছ'টি বার্থ। উঃ কী আনন্দ! একেবারে নিজস্ব। বার্থে শুয়ে কুপের দরজা লক করে দিলে ওরাই ওদের। কারও সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকবে না। জয় বাবা বিশ্বনাথ!

মা যে ওদের সঙ্গে এসে কী খুশি, তা বলে বোঝানো যাবে না। বলতে গেলে বাবলু হওয়ার পর এই প্রথম তাঁর বাইরে বেরোনো। তার ওপর দূরপাল্লার গাড়িতে থ্রি-টিয়ারে শুয়ে ঘুমোতে ঘুমোতে যাওয়া। তাই আনন্দ আর ধরে না। সারাদিন ধরে কত যত্ন করে সকলের জন্য কত খাবার করে এনেছেন মা। তবে হ্যাঁ, পাণ্ডব গোয়েন্দাদের রুচি অনুযায়ী অন্যবারের মতন কষা মাংসর ব্যবস্থাটা এবারে হয়নি। হয়েছে লুচি, আলুর দম, ঘুগনি, সন্দেশ। সন্দেশ অবশ্য দোকান থেকে কিনে আনা। বড়-বড় তালশাঁস সন্দেশ। তাই-বা মন্দ কী?

ট্রেনে বসে এককাপ করে কফি খেতে খেতেই ছেড়ে দিল ট্রেন।

এই লাইনে বম্বে মেলও ভাল গাড়ি। বিশেষ করে কাশী যাওয়ার পক্ষে তো এই গাড়ির তুলনা নেই। যদিও ট্রেনটা বারাণসী হয়ে যায় না, তবু মোগলসরাইতে নেমে বাস অথবা ট্যাক্সিতে গেলে অনেক তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছনো যায়।

মা বারবার বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণাকে স্মরণ করতে লাগলেন।

গাড়ি প্রচণ্ড গতি নিল।

বাবলু বলল, "বর্ধমান এলে তারপর খাওয়াদাওয়া করা যাবে, কী বল?"

সবাই বলল, "তাই।"

পঞ্চু বলল, "ভু-ভু-ভুক।"

মা বাচ্চু-বিচ্ছুর সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। বিলু ভোম্বল, পঞ্চুকে নিয়ে পড়ল। আর বাবলু একমনে একপাশে বসে পড়ে যেতে লাগল সদ্য কেনা একটা গল্পের বই, 'সোনার গণপতি হিরের চোখ।' বিল্টু, শুভঙ্কর, তিন্নি ও মউ নামের দুটি ছেলে ও দুটি মেয়ের দুর্ধর্ষ অভিযানের কাহিনী।

সময় কোথা দিয়ে পার হয়ে গেল। বর্ধমানে ট্রেন থামলে বাবলু বই মুড়ে জানলার ধারে এগিয়ে এল। পঞ্চুও ছুটে এসে একচোখে দেখতে লাগল স্টেশনের লোকজন।

একজন বিক্রেতা, 'মিহিদানা-সী-তা-ভো-গ' বলে হাঁক দিতেই ভোম্বল ডাকল, "এই, এই যে ভাই, শোনো?"

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে টেনে আনল ভোম্বলকে, "করছিস কী? স্টেশনের এইসব বাসি, পচা খাবার খেয়ে যাওয়ার মুখে কাণ্ড বাধাবি একটা?"

ভোম্বল বলল, "যাঃ ব্বাবা! লোকে কেনে না? অমনই বাসি, পচা হয়ে গেল? তা হলে বিক্রি হচ্ছে কেন? তোর সবেতেই ভয়।"

মা বললেন, "ও ঠিকই বলেছে বাবা। এইসব খাবার স্টেশন থেকে কেনা উচিত নয়। কত মাছি উড়ছে, ধুলো, নোংরা পড়ছে, তার ঠিক কী?"

ভোম্বল আর জেদ করল না। ট্রেনও ছেড়ে দিল। ওরা পেপার-প্লেটে খাবার নিয়ে খেতে বসল। মা ভাগ করে দিলেন। পঞ্চুকেও আলাদা প্লেটে নীচে দেওয়া হল। কড়া পাকের সন্দেশ পেলে পঞ্চু যে কী খুশি, তা ওর খাওয়া না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। খাওয়ার পরে শোওয়ার পালা। শেষবারের মতো একবার টয়লেট থেকে ঘুরে এসেই যে যার বার্থে শুয়ে পড়ল সবাই। দুটি আপার বার্থে বাবলু, বিলু, মিডল বার্থ দুটিতে বাচ্চু-বিচ্ছু, আর লোয়ার বার্থের একদিকে ভোম্বল, অপরদিকে মা শুয়ে পড়লেন। বেশ শীত পড়ে গেছে এইদিকে। তাই সকলকেই গায়ে চাদর চাপা দিতে হল। দ্রুতগামী ট্রেনের দুলুনিতে সে কী ঘুম! যেন ট্রেনের কামরায় স্বর্গ নেমে এল।

॥ ৬ ॥

ভোর হল ডেহরি অন শোনে। ট্রেন নাকি একঘণ্টা লেট। কখন যে লেট করল তা কে জানে? এর পর সাসারাম। তারপরই মোগলসরাই। ট্রেনের মধ্যেই মুখ-হাত ধুয়ে ওরা সাসারামে চা খেল। ভাল চা এখানকার।

বাবলু বলল, "এই সাসারামে আছে শেরশাহর সমাধি।"

বিলু বলল, "থাকলেই বা কী? আমরা তো নামছি না।"

সাসারাম থেকে মোগলসরাই এক ঘণ্টার পথ। দেখতে দেখতে কেটে গেল। এর পর মোগলসরাই ইয়ার্ডে গাড়ি যখন ঢুকল তখন আনন্দ ওদের দেখে কে? ট্রেন থামতেই হইহই করে নেমে পড়ল ওরা।

ওদের দেখেই দু'জন রেলপুলিশ এগিয়ে এসে বলল, "তুম সব এক লেড়কিকো তালাশ মে আয়া?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। তোমরা কী করে বুঝলে?"
"উধার সে তার আয়া। এলাহাবাদ কোচসে উতরোগে তুম।"
বাবলুরা প্রসন্নমনে রেলপুলিশের সঙ্গে জি আর পি-র অফিসে এল। একটু পরেই পুলিশের লোকেরা ওদের সামনে যাকে নিয়ে এসে দাঁড় করাল, তাকে দেখেই ওরা অবাক! বলল, "কে তুমি?"
চোদ্দো-পনেরো বছরের আর-এক কিশোরী। কেঁদে-কেঁদে চোখ-মুখ ফুলিয়ে ফেলেছে। বলল, "পুছনেবালে তুম কৌন? কাহে কো হমকো কয়েদ মে রাখ্‌খা?"
বাবলু বলল, "বাদ মে সমঝোগে। সম্ভবত ভুল করেই রাখা হয়েছে তোমাকে। কী নাম তোমার?"
"আমার নাম সুনীতা।"
"বাড়ি কোথায়?"
"সাহারানপুর। ম্যায় পানি লেনে কে লিয়ে ট্রেন সে উতারা, ইয়ে লোক পাকড় লিয়া হমকো।"
"তোমার সঙ্গে আর কে ছিল?"
"ম্যায় অকেলে হুঁ। মেরা পিতাজিকা তার আয়া থা, ইসি লিয়ে হম মুলুক যা রহে থে। লেকিন সব কুছ বরবাদি হো গয়া। হম এ-সবকো সমঝানেকো বহত কোশিস কি থি। লেকিন মেরা কোঈ বাত শুননা নেহি চাতা ইয়ে লোক।"
বাবলু কপাল চাপড়ে বলল, "ও মাই গড। কার বোঝা কার ঘাড়ে চেপে গেল!"
রেলপুলিশ বলল, "কুছ গড়বড় হো গিয়া ক্যা?"
বাবলু বলল, "সবই তো গড়বড় হয়ে গেছে রে ভাই। ইয়ে লেড়কি ও নেহি, যিসকো তালাশ মে হম হিঁয়া আয়ে থে। যাক, আপনারা এর একটা যা হোক কিছু ব্যবস্থা করে দিন।"
রেলপুলিশ বলল, "এক-দো ঘণ্টেকে বাদ পঞ্জাব মেল আনেবালি। উসিমে বন্দোবস্ত হো যায়েগা।"
পঞ্জাব মেল অর্থাৎ অমৃতসর মেল। ওখানকার হেড টি সি মেয়েটির টিকিট পরীক্ষা করে তাতে ব্যাক ডেট দিয়ে ব্রেক অব জার্নি লিখে সই করে দিলেন। তারপর বললেন, যে-কোনও উপায়েই হোক ওর যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন তিনি।
রেলপুলিশের বক্তব্য হল মেয়েটিকে একা দেখে সন্দেহ হল ওদের। বয়স মিলে যাচ্ছে। চেহারার বর্ণনাও একই রকম। গায়ের রংও ফরসা। তার ওপর সঙ্গে কেউ নেই। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, টিকিটটাও আম্বালার। মেয়েটির বক্তব্য হল, যদিও ওর গন্তব্য সাহারানপুর, তবু আম্বালার টিকিট না কাটলে হিমগিরি এক্সপ্রেসে সাহারানপুরের টিকিট দেওয়া হয় না। তাই আম্বালার টিকিট কেটেছে ও। কিন্তু কপাল যে এভাবে ফাঁসবে তা কে জানত?
মা সব দেখেশুনে বললেন, "তোমার বাড়ি থেকে তার এসেছে বললে, কারও কি অসুখ-বিসুখ করেছে?"
"নেহি মাজি। এক সাল হম মুলুক নেহি গয়ে। ইসি লিয়ে তার আয়া। ম্যায় দেওয়ালি কে লিয়ে যা রহেঁ।"
"তা হলে এক কাজ করো। আমরা এখন কাশী যাচ্ছি। তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। আজ, কাল দু'দিন থাকব আমরা। তারপর আমি চলে যাব কলকাতায়, ওরা যাবে আম্বালা। তুমিও ওদের সঙ্গে যাবে।"
মেয়েটি একটু চুপ করে থেকে বলল, "আপনাদের তকলিফ হবে না তো?"
"কিছু হবে না। কাল থেকে তুমি এইখানে আটকে রয়েছে, এখন আর ট্রেনজার্নি না করে ভাল-মন্দ একটু খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নেবে চলো।"
সুনীতা এবার বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুম সব সিমলা যানে চাতে হো?"
বাবলু বলল, "না। আমরা আম্বালাতেই যাব। ওখান থেকে কালকা।"
"বেশ, আমিও তোমাদের সঙ্গী হয়ে যাব। বাবা বিশ্বনাথ কি মর্জি। চলো বনারস।"
ওরা ওভারব্রিজ পার হয়ে ওপারে যেতেই বাস, অটো, ট্রেকার, ট্যাক্সি, অনেক কিছুই দেখতে পেল। সকলের সুবিধের জন্য ট্যাক্সিই নেওয়া হল একটা।
ট্যাক্সিতে উঠেই বাবলু বলল, "গোধুলিয়া।"
সুনীতা বলল, "নেহি, বেনিয়াবাগ।"
বাবলু বলল, "সেটা আবার কোথায়?"
সুনীতা বলল, "যব যাওগে তব সমঝোগে।"
যেতে যেতে সুনীতা বলল, গোধুলিয়ার একটু আগেই হল বেনিয়াবাগ। লহুরাবীর আর গোধুলিয়ার মাঝখানে। এইখানেই বাসস্ট্যান্ড। সুনীতা সাহারানপুরের মেয়ে হলেও কাশীতে ওর মামার বাড়ি। এখানে ওর

দিদিমা আছেন, মামারা আছেন। এখন ও সাহারানপুরে গেলেও পক্ষকাল পরে মা-বাবার সঙ্গে এখানে আসতই। দেওয়ালি, অন্নকূট সবকিছু দেখতে।

ওর কথা শুনে বাবলু বলল, "কিন্তু তুমি কলকাতায় ছিলে কেন?"

"আমার আঙ্কল থাকেন সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে। আমি এখন কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করছি।"

বাবলু বলল, "একেই বলে ভগবানের দয়া। এই অচেনা জায়গায় তোমাকে পেয়ে কী ভাল যে হল আমাদের!"

সুনীতা বলল, "ভগবানের দয়া তো নিশ্চয়ই। না হলে আমিই বা এইভাবে ধরা পড়ব কেন? আসলে বাবা বিশ্বনাথের টান ধরলে কারও সাধ্য নেই যে তা রোধ করে। কাশীর ওপর দিয়ে গেলেই মনটা কেমন খারাপ হয়ে যায় আমার। বাবাই আমাকে নামিয়ে নিয়েছেন। তাই আমি এককথায় রাজি হয়ে চলে এলাম তোমাদের সঙ্গে।"

ট্যাক্সি তখন মালব্য সেতু পার হচ্ছে। গঙ্গার ওপর এই দোতলা সেতুর নীচে দিয়ে ট্রেন যায়, ওপর দিয়ে অন্য যানবাহন। ট্যাক্সিতে বসেই সেতুর ওপর থেকে অনেক ঘাট আর অসংখ্য মন্দিরের চূড়া দেখতে পেল ওরা। এর পর বিশ্বেশ্বরগঞ্জ, ময়দাগিন, লহুরাবীর হয়ে বেনিয়াবাগে আসতেই ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

সুনীতা পরম সমাদরে সকলকে নিয়ে এল ওর মামার বাড়িতে। দিদিমা তো দারুণ খুশি হলেন। সেইসঙ্গে মামা-মামিমারাও। সবাই খুব আদর-আপ্যায়ন করলেন ওদের। পঞ্চুর খাতিরও কম হল না। বাড়ির ছোট ছেলেপুলেরা ওর মুখে একটা করে প্যাঁড়া আর চমচম গুঁজে দিতে লাগল।

সুনীতার মুখে সব কথা শুনে মামারা বললেন, "এইরকম যখন হল, তখন কালই পুলিশকে সব কথা বলে এখানে একটা খবর পাঠিয়ে দিলে কোনও ঝামেলাই হত না।"

সুনীতা বলল, সে চেষ্টা কি সে করেনি? কিন্তু ওর কোনও কথাই কানে নেয়নি ওরা। ওরা ভাবল ও যা বলছে তা মিথ্যে কথা। আসলে এটা পুলিশের জাল কেটে পালাবার একটা কৌশল। কী কারণে এবং কীসের ভিত্তিতে যে ওকে গ্রেফতার করা হল তাও জানে না পুলিশ। তাই ওর কোনও কথাই ওরা কানে নিল না। ও যতই ওর স্বপক্ষে কিছু বলবার চেষ্টা করে, ততই ওরা ওর দিকে তাকিয়ে মিটমিটিয়ে হাসে আর বলে, "কাল তুমহারা ছুট্টি হোগা, আভি নেহি। আভি নেহি। একদম চুপ হো যাও। জায়দা মাত বোলো।"

বাড়িতে এসে একটু বিশ্রাম নিয়ে জলযোগের পর্ব শেষ হতেই সুনীতা ওর দিদিমাকে বলল, "আমি একটু ওদের ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। গঙ্গায় স্নান করিয়ে বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়ে আনি?"

দিদিমা বললেন, "ধীরে সে কাম করো বেটি। যাও, ঘুমো।"

বেনিয়াবাগ থেকে গোধুলিয়া বেশিদূরের পথ নয়। তাই হেঁটেই চলল ওরা।

বাবলু বলল, "কী ঘিঞ্জি শহর।"

বিলু বলল, "ঠিক কলকাতার বড়বাজারের মতন।"

ভোম্বল বলল, "আমার তো এবার কাশী আসবার ইচ্ছে হলেই বড়বাজারের গলির ভেতর ঢুকে পড়ব।"

সুনীতা হেসে উঠল ওদের কথায়।

ওরা পায়ে পায়ে গোধুলিয়ার মোড়ে বাঁক নিয়ে বিশ্বনাথের বিখ্যাত গলি বাঁয়ে রেখে দশাশ্বমেধ ঘাটে এল। পঞ্চু তো সকলের আগে ছুটে গিয়ে একটা রেলিং-ঘেরা মন্দিরের চাতালে উঠে দেখতে লাগল চারদিক। মালব্য সেতুর ওপর দিয়ে গুমগুম শব্দ তুলে একটা ট্রেন ওপার থেকে এপারে আসছে তখন। বাবলুরাও অনুসরণ করল পঞ্চুকে। কত বর্ণের, কত ভাষার, কত মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে! কত বিদেশি ট্যুরিস্ট, কত হিপি ঘুরছে। বানরের উৎপাত গাছেপালায় চারদিকে। কত নৌকো পারাপার করছে। ঘাট ঘুরছে কত নৌকো বহিরাগত যাত্রী নিয়ে। পাণ্ডাদের বড়-বড় ছাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সারিবদ্ধ নৌকো, বজরা দোলা খাচ্ছে গঙ্গার জলে। কী অপূর্ব দৃশ্য!

সুনীতা বাবলুর মাকে বলল, "বেলা হচ্ছে। এবার স্নানটান করে নেওয়া যাক। তারপর বিকেলবেলা ঘাটগুলো সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব। পায়ে হেঁটে কেদার ঘাট পর্যন্ত গিয়ে ওইখান থেকে নৌকো নিয়ে মণিকর্ণিকার ঘাট হয়ে আবার এইখানেই আসব।"

বাবলু বলল, "কত ঘাট আছে এখানে?"

"তা অনেক। সংখ্যায় চারশো একটি। সেই রাজঘাট থেকে অসি ঘাট পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। গঙ্গা, বরুণা, অসি, তিন নিয়ে বারাণসী। এর মধ্যে অনেক ঘাটই ভেঙেচুরে ধ্বংস হয়েছে। তবু নামকরা ঘাটের মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলো হল: হরিশ্চন্দ্র ঘাট, কেদার ঘাট, রাণামহলের ঘাট, অহল্যাবাঈ ঘাট, চৌষট্টি যোগিনীর ঘাট,

পঞ্চগঙ্গার ঘাট, মণিকর্ণিকার ঘাট প্রভৃতি। মণিকর্ণিকার জলে বিশ্বনাথের পুজো হয়। তবে সব ঘাটের সেরা ঘাট হল এই দশাশ্বমেধ ঘাট।"

স্নানের জন্য ওরা সকলেই তৈরি হয়ে এসেছিল, তাই সবাই যখন তেল-টেল মাখতে ব্যস্ত, সে-সময় হঠাৎ দেখা গেল ভোম্বল নেই। গেল কোথায় ছেলেটা? এই তো ছিল। কেউ কিডন্যাপ করল নাকি?

সুনীতা বলল, "ভেরি মিস্টিরিয়াস। কিধার গয়া ও? একটু আগেই তো কথা বলল।"

ওরা যখন চারদিকে নজর বুলিয়ে দেখছে তেমন সময় হঠাৎ পঞ্চুর ডাকে সচকিত হয়ে উঠল ওরা। সবাই দেখল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গপাগপ করে ফুচকা খাচ্ছে ভোম্বল। পঞ্চু ওর প্যান্ট ধরে টানাটানি করছে আর ডাকছে, "ভৌ-ভৌ।"

বাবলু ছুটে গিয়ে বলল, "তুই কী রে? রাক্ষস নাকি? এই তো একটু আগে বাড়িতে এত জলখাবার খেলি, তার ওপর আবার?"

"একটা খেয়ে দেখ বাবলু, সত্যি কী দারুণ টেস্ট!"

বাবলু 'হুঁঃ' বলে চলে এল।

দশাশ্বমেধের স্বচ্ছ-শীতল জলে স্নান করে ধন্য হল ওরা। বাচ্চু, বিচ্ছু ও সুনীতার হাত ধরে মা যখন স্নান সেরে কয়েক ধাপ ওপরে উঠলেন, তখন হঠাৎ কিছু লোককে বাজনাবাদ্যি বাজিয়ে বাঁ দিকের একটি ছাদওয়ালা মন্দিরে ঢুকতে দেখে বললেন, "ও কীসের মন্দির?"

সুনীতা বলল, "মা শীতলার। অন্নপ্রাশন, বিয়ে-শাদি যা কিছুই হোক না কেন এখানে, বিশেষ করে দেহাতিদের, সবাই এসে বাজনাবাদ্যি সহকারে গঙ্গায় পিহরি চড়িয়ে (শনের কাছিতে এপার থেকে ওপারে গঙ্গা মেপে) ওই মন্দিরে পুজো দেয়।"

মা বললেন, "চল তো, আমিও একটু পুজো দিই। বাবলু যে আমার মা শীতলার দোর ধরা। তাই তো ও এত বড়টা হতে পেরেছে। তাই তো ও অপরাজেয়।"

মা শীতলা মন্দিরে গিয়ে শুধু বাবলুর নয়, সকলের নামেই পুজো দিলেন। পুজো-অন্তে সবাই এসে ঢুকল বিশ্বনাথের বিখ্যাত গলিতে। চোখ যেন ধাঁধিয়ে গেল। বাচ্চু-বিচ্ছু যে কী করবে কিছু ভেবে পেল না। কত কী যে নেওয়ার ছিল এখানে! কিন্তু অভিযানে বেরিয়ে তো কেনাকাটার বোঝা বাড়ানো যায় না। সেই একই অবস্থা মায়েরও। বললেন, "আহা-হা-হা। কী জায়গা রে, এত কিছু পাওয়া যায় এখানে?" বলে সুনীতাকে বললেন, "তুই মা আমাকে একবার সঙ্গে করে আলাদাভাবে নিয়ে আসিস। আমার অনেক কিছু কেনার আছে।"

সুনীতা বলল, "নিশ্চয়ই নিয়ে আসব।"

ওরা গলির ভেতরে ঢুকে দোকানপত্তর দেখতে-দেখতে একসময় মন্দিরের কাছাকাছি এসে পড়ল। প্রথমেই ঢুণ্ডিরাজ গণেশের চরণ বন্দনা করে অন্নপূর্ণার মন্দিরে ঢুকল ওরা। তারপর বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথের মন্দিরের উচ্চতা একান্ন ফুট। এই মন্দিরের চূড়াগুলি তামার পাতের ওপর বাইশ মন সোনা দিয়ে মুড়ে দেন পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিং। মন্দিরে তখন ভিড় ছিল বেশ। তবু ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করে মাথায় বেলপাতা চাপিয়ে ধন্য হল ওরা। এর পর পরিপূর্ণ হৃদয়ে মন্দিরের পেছন দিকে জ্ঞানবাপীতে এল। এখানে আছে একটি সুপ্রাচীন কূপ। পুরাণে আছে, রুদ্ররূপী ঈশান তাঁর ত্রিশূল দিয়ে খনন করান এই কূপ। আর এই কূপের এক হাজার কলস জল দিয়ে স্নান করান বিশ্বনাথকে। কথিত আছে, কালাপাহাড় যখন হিন্দু মন্দির ধ্বংস করতে করতে কাশীতে আসেন তখন বাবা বিশ্বনাথ এসে আশ্রয় নেন এই জ্ঞানবাপীতে। কেউ কেউ বলেন পাণ্ডারাই এনে লুকিয়ে রাখেন। ১৮৩০ সালে গোয়ালিয়রের রানি বৈজাবাঈ জ্ঞানবাপীর মন্দিরটি তৈরি করে দেন। যাই হোক, সব কিছু দেখা হলে ওরা বড় রাস্তায় এসে রিকশা নিল। তারপর সোজা বেনিয়াবাগে সুনীতার মামার বাড়িতে।

কাশীতে এখন বেশ শীত। একেবারে হাড় কাঁপিয়ে না দিলেও গায়ে গরমের জামা চাপাতে হয়। আসলে পুজোটা এবার দেরি করে পড়েছে তো? ওরা খাওয়াদাওয়ার পর ঘরের ভেতরে না শুয়ে চলে এল ছাদের রোদ্দুরে। এইখানে বসে মিষ্টি মেয়ে সুনীতার সঙ্গে দারুণ আলাপ জমাল ওরা। তারপর আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলল সুনীতাকে। এবং ইচ্ছে থাকলেও এখানে যে বেশিদিন থাকা যাবে না, তাও বুঝিয়ে বলল।

সব শুনে সুনীতা বলল, "তব চাঁদনি ক্যায়সে খো গয়া?"

বাবলু বলল, "মালুম নেহি। সেইটাই তো রহস্য! আমরা তো আলেয়ার পেছনে ছুটছি। চাঁদনি আদৌ

এসেছে কিনা তাও জানি না। হয়তো কলকাতাতেই লোপাট হয়ে গেছে সে। নয়তো পুলিশ তোমার দিকে নজর দেওয়ার ফলে সে যথারীতি বেরিয়ে গেছে। কিন্তু যদি গিয়ে থাকে, তা হলে তো দারুণ বিপদে পড়েছে ও।"

সুনীতা বলল, "এই ব্যাপার! চাঁদনি যদি আম্বালায় পৌঁছে বোকার মতো কিছু করতে গিয়ে থাকে, তা হলে বরাব্বরের খপ্পরে এতক্ষণে পড়েই গেছে ও।"

"বরাব্বরকে তুমি চেনো?"

"ওর মাথার দাম এক লাখ টাকা। আমি সাহারানপুরের মেয়ে। বেহটআড্ডায় আমাদের মকান। আমি চিনব না বরাব্বরকে? তোমরাও চিনবে। অজস্র পোস্টার মারা আছে চারদিকে, ওর ফোটো দিয়ে পুরস্কার ঘোষণা করে। কিন্তু তোমরাই বা কেন যাচ্ছ এই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে? রামগড়ের ওই চৌহদ্দির মধ্যে একবার কেউ ঢুকলে আর তার বেরোনোর উপায় থাকে না। ওই বেহড় হচ্ছে বাঘের গুহা। আর বাঘ হচ্ছে বাগি।"

বিচ্ছু বলল, "বাগি মানে?"

"ডাকাত।"

বাবলু বলল, "তুমি আমাদের রামগড়ের পথ চিনিয়ে দিতে পারবে?"

"আমি কেন? যে-কেউ পারবে। কিন্তু তোমরা কি সত্যিই যাবে?"

"যাব। সেইজন্যই তো এখানে আসা।"

"তা হলে এক কাজ করো, আর তোমরা এখানে থেকো না। মা থাকুন যতদিন ইচ্ছে, কিন্তু তোমরা নয়। চাঁদনিকে যদি ফিরিয়ে আনতে চাও তবে আজকের দিনটা বিশ্রাম নিয়ে কালই চলে যাও তোমরা। বরাব্বরকে ঘাঁটিও না। ভিমরুলের চাকে ঢিল ছুড়ে পার পায়নি কেউ। তোমরাও পাবে না। তোমাদের কাজ হবে শুধু মেয়েটাকে উদ্ধার করা। আর সময় যখন হাতে নেই তখন একটু পরেই চলো কয়েকটা দর্শনীয় স্থান তোমাদের দেখিয়ে নিয়ে আসি।"

"মায়ের কী ব্যবস্থা হবে তা হলে?"

"উনি তো রাস্তায় নেই। আমাদের বাড়িতেই আছেন। ওঁকে টিকিট কেটে গাড়িতে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। আমার মামারা সব করবেন।"

বাবলু তখন মাকে ডাকল ওদের সিদ্ধান্ত জানাতে।

ওদের আলোচনা শুনে মা বললেন, "যা তোরা ভাল মনে করবি তাই কর।"

সুনীতার দিদিমা বললেন, "তুম সব যানা চাহ তো কালই চলা যাও। মাজি দো-চারদিন বাদ যায়েঙ্গে।"

মা বললেন, "আজ তো আছি। কাল ওরা রওনা দিক। পরশু আমাকে একটা টিকিট কেটে কেউ ডুনের লেডিজ কম্পার্টমেন্টে বসিয়ে দেবেন, আমি ঠিক চলে যেতে পারব।"

সুনীতা বলল, "আর তা হলে দেরি না করে তৈরি হয়ে নিন, চলুন সবাই মিলে ঘুরে ঘুরে আসি।"

কিছু সময়ের মধ্যেই তৈরি হয়ে নিল সবাই। তারপর নীচে এসে বেনিয়াবাগ থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে প্রথমেই চলল সারনাথ। বরুণার ব্রিজ পেরিয়ে সারনাথে আসতে খুব একটা সময় লাগল না। সারনাথ হল বৌদ্ধধর্মের আদি পীঠস্থান। এখানেই গৌতম বুদ্ধ তাঁর পঞ্চশিষ্যের মধ্যে প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। এই স্থানের প্রাচীন নাম ঋষিপত্তন। এইখানকার মৃগদাব বনে ভগবান বুদ্ধ অবস্থান করতেন। এইখানে পাশাপাশি দুটি স্তূপ আছে। একটি চৌখণ্ডি স্তূপ, অপরটি ধামেক স্তূপ। ওরা নতুন একটি বুদ্ধ মন্দির দর্শন করে নানান জাতের হরিণ দেখে ধামেক স্তূপে এল। ১৫০ ফুট উঁচু এই স্তূপটি ভগ্নদশাপ্রাপ্ত হলেও এখনও বিদ্যমান। এর পর মূলগন্ধকুটি বিহার, চিনা মন্দির, মিউজিয়াম প্রভৃতি দেখে ভেলুপুরার ভেতর দিয়ে ওরা এল মাঙ্কি টেম্পল দুর্গাবাড়িতে। বানরের কী উৎপাত এখানে! নাটোরের রানি ভবানী এই মন্দিরটি নির্মাণ করান। ওরা দুর্গাবাড়ি থেকে বের হয়ে ১৯৬৪ সালে তৈরি ঠাকুরদাস সুরেখার তুলসী মানস মন্দিরে ঢুকল। শ্বেতপাথরের এই সুদৃশ্য মন্দিরটি দেখার পর ওরা আবার ট্যাক্সি নিয়ে চলল তুলসীদাসের আশ্রম সংকটমোচনে। তারপর আর কোথাও নয়। লঙ্কা হয়ে সোজা বিড়লা মন্দিরে। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে এই মন্দিরের তুলনা নেই।

বেলা গড়িয়ে আসছে তখন। ওরা হরিশ্চন্দ্র ঘাটের কাছে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। তারপর কেদার দর্শন করে পায়ে হেঁটেই ঘাটে-ঘাটে চলল দশাশ্বমেধের দিকে।

বিকেল হলেই কাশীর ঘাটগুলোর চেহারা অন্যরকম হয়ে যায়।

মা বললেন, "সত্যি, কী ভাল যে লাগল! সুনীতা না থাকলে এত অল্প সময়ে এত কিছু দেখবার কথা ভাবতেই পারতাম না আমরা।"

কয়েকটি নৌকোর মাঝি এসে তখন জ্বালাতন করছে মাকে, “নাওমে চলিয়ে না মাজি। সব ঘাট ঘুমা দেঙ্গে।”

বাবলু বলল, “নৌকোয় চাপাটাই বা বাকি থাকে কেন? চলো ঘুরে আসি।”

ওরা একটা নৌকো ভাড়া করে মণিকর্ণিকার ঘাটের দিকে চলল। তখন সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ঘাটে-ঘাটে আলোর রোশনাই। ঘাট ঘুরে আবার দশাশ্বমেধে এসে ওরা বাজারের পথ ধরে এগিয়ে চলল। এখন একটু করে জলযোগ সেরে চা খেতে হবে। তারপরে ঘরে ফেরা।

সুনীতা বলল, “কাল যদি আমরা চলে যাই, তা হলে কিন্তু বিশ্বনাথের আরতি দেখা হবে না।”

মা বললেন, “আমাদের তাড়া কী মা? চলো, সব দোকানপত্তরগুলো ঘুরে আরতি দেখতে যাই। আজ আর কিছুই বাকি রাখব না।”

“চলুন তবে।”

যেতে যেতে মা বললেন, “তোরা কাল কখন যাবি?”

সুনীতা বলল, “আমাদের সকালেই বেরোতে হবে। সকাল সাতটা পনেরোয় ট্রেন। গঙ্গা-শতলুজ এক্সপ্রেস। আমরা ওকে ‘কিষাণ এক্সপ্রেস’ বলি। ওই গাড়িটা একদম ফাঁকা যায়। ট্রেনে উঠেও রিজার্ভেশন পাওয়া যায় ওই গাড়িতে। না হলে সাধারণ বগি তো আছেই। অযথা ভিড়ভাট্টায় সুপার এক্সপ্রেসগুলো চাপতে না গিয়ে ওই গাড়িতে গেলে আরামে যাব।”

মা বললেন, “তোরা যদি সকালে যাস, আমিও তা হলে বিকেলের গাড়িতে চলে যাব। তোরা কেউ না থাকলে আমার বাপু ভাল লাগবে না।”

সুনীতা বলল, “যা আপনার ইচ্ছে। আমি আপনার বাড়ি ফেরার সবরকম ব্যবস্থা করে দেব। আপনার কোনও অসুবিধে হবে না।”

কথা বলতে বলতে ওরা বিশ্বনাথের গলিতে ঢুকল। এরই মধ্যে মা অনেক কিছু কিনে নিলেন। তারপর মন্দিরে গিয়ে বিশ্বনাথের আরতি দেখে মোহিত হয়ে গেলেন তিনি। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠল। আর পঞ্চু? ওর মনের কথা কে আর বুঝতে পারে? ও দূরে বসে মন্দিরের চুড়োর দিকে তাকিয়ে রইল একভাবে।

আরতি দেখে ওরা যখন বাড়ি ফিরল রাত তখন ন’টা। সে কী দারুণ খাওয়াদাওয়া হল সে-রাতে। রাবড়ি, চমচম, কত কী! মাত্র একদিনে এই অবাঙালি পরিবার কত আপনজন হয়ে উঠল। সে-রাত্রিটা আনন্দে কেটে গেল গল্প করতে করতে। শেষরাতে অবশ্য ঘুমটাও ভাল হল।

ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। পরদিন সকালে মায়ের সবরকম ব্যবস্থা করে ওরা যখন যাওয়ার তোড়জোড় করছে তেমন সময় সুনীতাদের এক আত্মীয় এসে জানালেন, তাঁরা আজই পঞ্জাব মেলে হাওড়া যাচ্ছেন। সন্ধের দিকে ট্রেন। ছোট-বড় ছয়জনের ছ’টি ব্যর্থ রিজার্ভ করা আছে তাঁদের। তারই একটিতে মাকে নিয়ে নেবেন ওঁরা। কাজেই মায়ের কোনও অসুবিধে হবে না। এমনকী হাওড়ায় পৌঁছলে ওঁদেরই একজন মা’র সঙ্গে গিয়ে মাকে বাড়িতেও পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

এর চেয়ে সুখবর আর কীই-বা হতে পারে?

বিলু এবার বাবলুর দিকে চেয়ে বলল, “আমার একটা কথা রাখবি বাবলু?”

“কী কথা বল?”

“আজকের দিনটা আমরা বরং এখানে থেকেই যাই।”

ভোম্বল লাফিয়ে উঠল, “খুব ভাল হয় তা হলে। সবাই মিলে ঘাটে গিয়ে আজ ফুচকা খাব।”

বিলু বলল, “ভেবে দ্যাখ, আমরা এখনই চলে গেলে সারাটা দিন মাসিমার কিন্তু খুব বোর লাগবে। তার চেয়ে আমরা সারাদিন ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধেবেলা ওঁকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ঘাটে বসে লোকজন দেখব। পরে কাল সকালে বরং ধীরেসুস্থে রওনা দেব আমরা। একটা দিন রেস্টও হবে।”

বাবলু বলল, “এটা অবশ্য মন্দ বলিসনি। মাকে রেখে যেতে আমারও কিন্তু মন চাইছিল না। আর চাঁদনির ব্যাপারে খারাপ যা কিছু, তা হয়েই গেছে এতক্ষণ। শুধু আজকের দিনটা তো? থেকেই যাই আমরা।”

সুনীতা বলল, “তা হলে কালই চলো। আমি এখনই কাউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি কালকের জন্য আমাদের সকলের বার্থ রিজার্ভ করিয়ে টিকিট কেটে আনতে।”

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, “পাবে তো?”

“খুব পাবে। কারণ এগুলো হচ্ছে রেলের ফেলে-দেওয়া গাড়ি। না পাওয়ার কোনও কারণ নেই।”

সুনীতার কথামতো স্থানীয় এক যুবক টিকিট কাটতে চলে গেল। আর ওরা সবাই জলযোগের পর নৌকোযোগে চলল রামনগরে ব্যাসকাশী দেখতে। ফিরে এসে আর-এক প্রস্থ কেনাকাটা করবেন মা। তারপর সন্ধেবেলা চরৈবেতি।

॥ ৭ ॥

পরদিন সকালে ওরা নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই স্টেশনে এসে পৌঁছল। ট্রেন একঘণ্টা লেট। ধানবাদ থেকে আসছে, যাবে লুধিয়ানায়। ওদের 'এস-টু' বগিতে বার্থ পড়েছে। তবুও একবার রেলের চার্টে নামগুলো মিলিয়ে দেখে ঘোরাফেরা করল কিছুক্ষণ।

গাড়িতে খাওয়ার জন্য যথেষ্ট ফল-মিষ্টি সঙ্গে নিয়েছে ওরা। আর নিয়েছে জলের জায়গা-ভরে জল। ট্রেন এলে ওদের জন্য নির্দিষ্ট বার্থে গুছিয়ে বসল সবাই। একদিকে বাচ্চু, বিচ্ছু, সুনীতা; অপরদিকে বাবলু, বিলু, ভোম্বল। আর পঞ্চু নীচে বসে থাকলেও একসময় খাড়া হয়ে জানলার রড ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। স্টেশনের একটা নেড়ি কুকুর ওকে দেখে খ্যাঁক করে ভেংচি কাটতেই সেও ভ্যাক করে তার জবাব দিল।

ট্রেন ছাড়ল একসময়।

ওরা প্যাকেট খুলে বিস্কুট বার করে পঞ্চুর মুখে দিয়ে নিজেরাও খেতে লাগল। তারপর কফি এলে কফি।

মা কাল চলে গেছেন। বাবলুর মনে তাই কোনওরকম দুশ্চিন্তা নেই। যা আছে তা শুধু দুর্ভাবনা। কেন না ভয়ংকর একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে তো!

সুনীতা সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে বলল, "তুম সব ইতনি চুপ হো গয়ে কিঁউ?"

বাবলু বলল, "আমরা যে এখন ফিল্ডে নেমে পড়েছি সুনীতা। একদিকে চাঁদনি, অপরদিকে বরাব্বর।"

সুনীতা বলল, "আমার মন বলছে তোমরা কিন্তু দারুণ একটা বিপদে পড়তে চলেছ। চাঁদনি যদি বরাব্বরের খপ্পরে পড়ে গিয়ে থাকে, তা হলে তোমরাও পার পাবে না ওর হাত থেকে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু আমরা যে মেয়েটাকে উদ্ধার করব বলেই এসেছি। সেইসঙ্গে চেষ্টা করব বরাব্বরকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার।"

"অমনই পুরস্কারের এক লাখ রুপিয়াও কীভাবে কাজে লাগাবে তার একটা পরিকল্পনা করবে, তাই না?"

বাবলু বলল, "তুমি বিদ্রূপ করছ আমাদের?"

"শোনো বাবলু, বরাব্বরকে ধরা সহজ হলে পুলিশ ওকে ছেড়ে দিত না। ওই পুরস্কারের রুপিয়াটা পুলিশই নিত। বরাব্বর ওই পাহাড়-জঙ্গলের সন্ত্রাস। ওর চেয়ে ভয়ংকর হিংস্র চিতারাও নয়।"

বাবলু বলল, "তবু আমরা যাব। যেতে আমাদের হবে।"

সুনীতা ওদের জেদ দেখে বলল, "পতঙ্গের স্বভাবই হল আগুন দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়া। তোমরাও তাই। যাই হোক, কীভাবে যাবে না-যাবে কিছু ঠিক করেছ কি? ওই এলাকার চারদিকেই বরাব্বরের কড়া পাহারা। এমনই দুর্গম জায়গা, যেখানে পায়ে হেঁটে অথবা ঘোড়ায় চড়ে ছাড়া যাওয়ার আর কোনও পথ নেই। কাজেই পুলিশের ভ্যান বা জিপ কিছুই ঢুকতে পারে না ওখানে। আর বরাব্বর? ওর দলবল নিয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব করে রামগড়ে। ঘোড়ায় চেপে বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মানুষ শিকার করে ওর লোকেরা। আর রাতের অন্ধকারে মোটরবাইক নিয়ে দূর-দূর গাঁওতে গিয়ে ডাকাতি করে আসে।"

"বলো কী? ঘোড়া আর মোটরবাইক, দুই-ই আছে ওদের?"

"থাকবে না কেন? ওরা কি যা-তা লোক? তাই তো ভয় পাচ্ছি। ওর এলাকায় ঢুকতে গেলে পথঘাট না চিনে কোনদিক দিয়ে কীভাবে যাবে তোমরা?"

বাবলু বলল, "কাল সকালে আম্বালায় তো পৌঁছই। তারপর দেখা যাবে।"

সুনীতা বলল, "আমার একটা কথা শোনো, সরাসরি আম্বালায় না গিয়ে আমার সঙ্গেই নমো তোমরা সাহারানপুরে। ওখানে বেহটআড্ডায় আমাদের মকানে প্ল্যান করো। শিবালিক পর্বতমালার কোলে আছেন শাকম্ভরী দেবী। তাঁর পুজো দিয়ে আশীর্বাদ নাও। আমার বন্ধুদের কাছ থেকে এন সি সি-র প্যারেড করা পোশাকগুলো চেয়ে আনব। সেগুলো পরে বরং রাতের অন্ধকারে তোমরা শহিদ হতে ঢুকে যাবে ওদের এলাকায়। তারপর বাঁচা-মরা তোমাদের ভাগ্য!"

বাবলু বলল, "এখন আমরা কোথাও যাব না। তার কারণ চাঁদনি যদি বরাব্বরের এলাকায় এখনও প্রবেশ

না করে থাকে। তা হলে ওকে আমরা ফিরিয়ে এনে তোমাদের বাড়িতে রাখব। তারপর আপ্রাণ চেষ্টা করব বরাব্বরকে ফাঁদে ফেলবার।"

"ওঃ। তোমাদের সেই এক কথা। আরে, আম্বালা ক্যান্টের আশপাশে নিশ্চয়ই ওদের লোক আছে। তোমরা গেলেই জেনে যাবে ওরা। তার চেয়ে আমি বলি কী, সাহারানপুর হয়ে বাসে গেলে ওরা অতটা নজর দেবে না। তা ছাড়া কোনওমতেই তোমরা পাঁচজনে একসঙ্গে হবে না। মনে রেখো, সর্বত্র ওদের চর।"

সুনীতার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল বাবলু। এ তো দারুণ ব্রিলিয়ান্ট মেয়ে! এর কোনও প্রস্তাবই 'না' করা উচিত নয়। তাই সাহারানপুরেই নামা ঠিক হল ওদের।

পরদিন সকালে সাহারানপুরে নেমে সামান্য পথ পায়ে হেঁটে যেতেই বেহটআড্ডায় পৌঁছে গেল ওরা। সাহারানপুর উত্তরপ্রদেশে। সেখানে সুনীতাদের প্রাসাদোপম বাড়িতে ওরা দারুণ একটা শেল্টার পেয়ে গেল। আম্বালা এখান থেকে ঘণ্টা দুয়েকের পথ। কালকা আরও দেড় ঘণ্টার। এখান থেকে ওরা বাসে-বাসেই যাবে।

সুনীতার বাবা-মা মেয়ের জন্য ভীষণ চিন্তিত ছিলেন। ও না আসায় ভেবেছিলেন হয়তো কোনও কারণে আটকা পড়েছে মেয়েটা। পরে ফোনে যোগাযোগ করে যখন জানতে পারেন মেয়ে রওনা হয়েছে অথচ পৌঁছয়নি, তখন খুবই ভেঙে পড়েছিলেন। বারাণসীতে ব্রেক জার্নি করার সম্ভাবনাও অবশ্য মনের কোণে উদয় হয়েছিল একবার। এখন মেয়েকে পেয়ে আর কোনও চিন্তাভাবনা রইল না। শেষ রইল না আনন্দেরও।

একটা বড় ঘরে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের থাকবার ব্যবস্থা হল। পঞ্চুও ছাড়পত্র পেল ওদের সঙ্গে থাকবার। ওরা সবাই পোশাক পরিবর্তন করে গুছিয়ে বসলে সুনীতার বাবা ত্রিপাঠিজি ওদের আসার কারণটা জানতে চাইলেন। বাবলুরা যখন সব বলল, তখন শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। বললেন, "বরাব্বর কি ধান্দা মাত করো বেটা। আউর আগে না বাঢ়ো। ও বহুতই খতরনক।"

বাবলু বলল, "সব জানি আমরা। কিন্তু তাই বলে তো চুপ করে বসে থাকা যায় না!"

"সবাই তো চুপ করে আছে। পুলিশ ভি।"

"এ ভারী অন্যায়। পুলিশ গোড়ায় নজর দিলে ও এতটা বাড়ত না।"

"অবস্থা এখন এমনই যে, পুলিশ এগোলে পুলিশেরই সর্বনাশ! ওর একজন লোককে পুলিশ মারলে ওর লোকেরা সেই পুলিশের ফ্যামিলিকে শেষ করে দেয়।"

"তা হলে এইরকম সন্ত্রাস চলতেই থাকবে? পুলিশ দিয়ে না হলে আধা-সামরিক বাহিনী, সামরিক বাহিনীকেও তো কাজে লাগানো যায়?"

সুনীতা হেসে বলল, "প্রশাসন কি সেই চেষ্টা করেনি ভেবেছ? বিপদের গন্ধ বাতাসে টের পায় ওরা। পুলিশ-মিলিটারি ওদের খোঁজে গেলে কোথায় যেন উবে যায় ওরা। তারপর আবার একদিন হঠাৎ আতঙ্ক হয়ে ধেয়ে আসে। গ্রাম-কে গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়।"

একটু পরেই প্লেট-ভর্তি খাস্তা কচুরি, মেঠাই আর গাজরের হালুয়া এসে গেল। সেই সঙ্গে গরম চা।

সুনীতা বলল, "চলো, আমরা নাস্তা সেরে শাকম্ভরীর পুজোটা দিয়ে আসি। মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে কাল তোমরা রওনা হও।"

ওরা নাস্তা সেরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালে সুনীতা ওদের গোটা বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাল। এ-ঘর ও-ঘর করে সুনীতার ঘরে ঢুকতেই চোখ কপালে উঠে গেল ওদের। এ কে? এ কার ছবি? চম্বলের দস্যুরানি ফুলন দেবীর মিনি সংস্করণ নয়তো? ওরা দেখল বড় একটি পাথরের ওপর মাথায় টুপি পরে বন্দুক হাতে মিলিটারি পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে সুনীতা। গলায় অজস্র মেডেল।

সুনীতা বলল, "আমার বান্ধবীরা তুলেছে।"

"তা তো বুঝলাম। কিন্তু ব্যাপারটা কী? হঠাৎ এইরকম ছবি কেন?"

সুনীতা হেসে বলল, "এ হল আমার রাইফেল শুটিং-এর ছবি। খুব অল্প বয়স থেকে আমি রাইফেল শুটিং শিখেছি রুরকিতে। এখন অবশ্য কলকাতায় গিয়ে পড়াশোনায় মন দিয়েছি।"

"রুরকি এখান থেকে কতদূর?"

"বেশিদূরে নয়। ছুটমলপুর পার হয়েই রুরকি। তারপর হরিদ্বার। ওই দ্যাখো আমার বন্দুক। ওগুলো সবই আধুনিক মডেলের। খুব শক্তিশালী। এর কার্তুজগুলোও অত্যন্ত দামি আর দুষ্প্রাপ্য। আমার খুব ইচ্ছে, বড় হয়ে আমি অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে কাজ করব। আমি দিল্লিতেও শুটিং ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিয়েছি। ওই দ্যাখো আমার আরও ছবি। আমি রাইফেল শুটিং-এ জাতীয় স্তরে তিনটি সোনা এবং দুটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছি। আর রাজ্যস্তরে পেয়েছি একটি সোনা, একটি রুপো। থ্রি পজিশন বিভাগে...।"

“আর বলতে হবে না। দুষ্টু মেয়ে। এই কথা তুমি একবারও বলোনি আমাদের!” তারপর অত্যন্ত স্নেহভরে ওর একটি হাত মুঠোয় পুরে বাবলু বলল, “সুনীতা, আমাদের এই উদ্যোগে তুমিও শামিল হও না কেন? আমার আছে পিস্তল। তোমার আছে বন্দুক। এই নিয়ে চলো না সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ি।”

“ওরা কে কী পারে?”

“ওরা পারে ধরে পেটাতে। তবে পঞ্চু যা পারে তা অনেকেই পারে না। একাই একটা বাঘের শক্তি রাখে ও।”

“তবুও রামগড়ের পার্বত্য পরিবেশে চিতার উপদ্রব খুব। তাই পঞ্চুকে খুব সাবধানে রাখতে হবে। মনে রেখ কুকুর হচ্ছে বাঘের প্রিয় খাদ্য।”

বাবলু এই কথা শুনে শিউরে উঠল। বলল, “তা হলে তো পঞ্চুকে আমি কাছছাড়া করব না। ভাগ্যে তুমি বললে, না হলে হয়তো ওই দুর্গম পার্বত্য এলাকায় পঞ্চুকে পাঠিয়ে দিতাম ওদের ডেরা খুঁজতে।”

“তা হলেই বরাব্বর বধ হয়েছিল আর কী! যাই হোক, এখন চলো মন্দিরে যাই। তারপর তোমাদের ড্রেস জোগাড় করি।”

বাবলু বলল, “পোশাক আমাদের আছে। জাঙ্গল কালারের মিলিটারি পোশাক অনেক আগেই করিয়ে রেখেছিলাম আমরা। সে-সব সঙ্গে এনেছি। কিন্তু সুনীতা, তুমি কথা দাও আমাদের সঙ্গে তুমি থাকবে।”

সুনীতা বলল, “তোমরা আমাকে সমস্যায় ফেললে দেখছি! বরাব্বরের অত্যাচারের হাত থেকে সকলকে মুক্ত করবার এমন সুযোগ হাতছাড়া করা কখনওই উচিত নয়। কিন্তু ওর মুখোমুখি হওয়ার জন্য রওনা দিলে বাবা আমাকে যেতেই দেবেন না। আর লুকিয়ে গেলে রাইফেল নিয়ে যাব কী করে? ওতে হাত দিলেই তো ছুটে আসবেন বাবা।”

“যেভাবেই হোক ব্যবস্থা তোমাকে করতেই হবে।”

সুনীতাদের বাড়ির সামনেই বাসস্ট্যান্ড। ওরা সেইখানে গিয়ে বাসে উঠল। সাহারানপুর শহর ছাড়িয়ে খানিক যেতেই ওরা দেখতে পেল বন আর পাহাড়। তারপর একজায়গায় এসে বাস যেখানে থামল, সেই জায়গাটার নাম বীরখেত। সে এক বিশাল প্রান্তর। সেইখানে মিলিটারি বেস। তাঁবু খাটিয়ে প্রচুর মিলিটারি অবস্থান করছে সেখানে। ওদের নামতে হল সেখানেই। বাস আর যাবে না। একটি ক্ষীণস্রোতা নদীর বালির ওপর দিয়ে হাঁটা শুরু করল ওরা। এই নদীতে শুধুই বালি। জল পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সামান্য একটু। দু'পাশে পাহাড়। মাঝে নদী। বন্য পরিবেশ চারদিকে।

বাবলু বলল, “এখানে বাঘ নেই তো?”

সুনীতা বলল “আছে। তবে দিনের বেলা আসে না ওরা। সন্ধে হলে জল খেতে আসে। এদিকে তো জনবসতি নেই। তাই সন্ধের পর বিশেষ কেউ আসে না। মাঠে বা মন্দিরে যাঁরা আছেন, তাঁরা একটু সাবধানে থাকেন।”

এইখানে বালির ওপর দিয়ে হেলেদুলে সকলের আগে চলল পঞ্চু। ওর পিছু পিছু সুনীতা ও পাণ্ডব গোয়েন্দারা। এবং অন্য তীর্থযাত্রীরা।

একসময় ওরা শাকম্ভরীর নির্জন মন্দিরপ্রান্তে এসে পৌঁছল। স্নানের সরঞ্জাম সঙ্গে এনেছিল ওরা। তাই একফালি জলেই স্নানের ব্যবস্থা করল। কী ঠান্ডা জল!

বাবলু বলল, “এটা কী নদী?”

সুনীতা বলল, “এর নাম নেই। সবাই এটাকে ঝরনা বলে।”

“ভারী চমৎকার তো!”

এই ঝরনার দু'পাশে সুউচ্চ পর্বতমালা। বাঁয়ে পাহাড়, ডান দিকে পাহাড়, পেছনে দেওয়ালের মতো খাড়াই পাহাড়। তারই বাঁকে-বাঁকে পাহাড়ের বুক চিরে নেমে এসেছে এই নদী অথবা ঝরনা। কিংবা একটা ধূসর মরু। পাহাড়ের গায়ে হালকা বন। দূরে, বহুদূরে গভীর অরণ্যানী। এই অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে মুগ্ধ হয়ে গেল ওরা।

স্নান করে মন্দিরে গিয়ে পুজো দিল সকলে।

সুনীতা বলল, “শাকম্ভরী হলেন দেবী দুর্গা। এই বীরখেতে দেবী কর্তৃক শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ হয়েছিল। দেবীর পাশে আছে ভীমা, ভ্রামরী, শতাক্ষী। মায়ের কাছে প্রার্থনা করো, উনি যেন তোমাদের সহায় হন। তাঁর আশীর্বাদ পেলে অসুরবধ অসম্ভব নয়।”

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, “তোমার সঙ্গে যখন দেখা হয়েছে তখনই তো আমরা তাঁর আশীর্বাদ পেয়ে গেছি। আসছিলাম কী কাজে, চলে এলাম কোথায়। এই মহাতীর্থে আসা কি কম ভাগ্যের কথা?”

"তোমরা এইসব মানো?"

"নিশ্চয়ই। না হলে তোমার কথায় এখানে পুজো দিতে এলাম কেন?"

ওরা শাকম্ভরীর মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃতির দৃশ্য দেখবার লোভে সেই নদী যেদিক থেকে বয়ে এসেছে সেইদিকের পথ ধরে এগোতে থাকল। কখনও বালির ওপর দিয়ে, কখনও তিরতিরে জলে পায়ের পাতা ডুবিয়ে ওরা দূরের দিকে এগিয়ে চলল। সে কী ভীষণ নির্জনতা! সুউচ্চ পর্বত আর ঘন অরণ্যানী। যেন দিনমানেও সন্ধ্যার কৃষ্ণান্ধকার ঘনিয়ে এনেছে। দু'-একটা গোরু, বাছুর বা পাহাড়ি ছোট ঘোড়া ছাড়া মানুষের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। তাই দেখে একসময় থমকে দাঁড়াল সবাই। বলল, "আর না। এবার ফেরা যাক।"

সুনীতা বলল, "আরও গভীর জঙ্গল আছে এর ভেতরে, যাবে না?"

বাবলু ছাড়া সবাই বলল, "না।"

বাবলু সুনীতাকে বলল, "তুমি যদি সঙ্গে যাও, আমি তা হলে যেতে পারি।"

বিলু-ভোম্বল বলল, "যাস না বাবলু। ফিরে আয়।"

সুনীতা বলল, "ভয় করছে তোমাদের?"

বিলু বলল, "করবে না? এই ভীষণদর্শন পাহাড় আর ভয়াবহ নির্জনতা।"

"তা হলেই তোমরা বরাব্বরের মোকাবিলা করেছ! এইরকম সাহস নিয়ে তোমরা রাতের অন্ধকারে রামগড়ের বেহড়ে যাবে? যাও, ঘর-কা লেড়কা ঘরমে যাও। দুধ পিও।"

বাবলু বলল, "তুমি ওদের যতটা ভীরু মনে করছ তা নয় সুনীতা। এর আগেও এইরকম অভিযান এরা করেছে। তবে কিনা অযথা সময় নষ্ট করতে মন চাইছে না ওদের। যাই হোক, আমি যেতে ইচ্ছুক। চলো দেখি এর ভেতরটা। আর তো কখনও আসব না।"

সুনীতা বলল, "আসলে রামগড়ের পার্বত্য পরিবেশে গিয়ে যাতে ঘাবড়ে না যাও, সেইজন্যই আমি তোমাদের নিয়ে এলাম এখানে।" বলেই একটা লাগাম-আঁটা গেরস্তের পোষা ঘোড়াকে টেনে এনে তার পিঠে চেপে বসল সুনীতা।

বাবলু বলল, "তুমি ঘোড়ায় চড়তেও জানো দেখছি।"

"চেষ্টা করলে তুমিও পারবে। ওঠো তুমি।"

অনভ্যস্ত বাবলু কী আর করে, একটা পাথরের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপল। তারপর শক্ত করে ধরে রইল সুনীতাকে। ভয় যে ওরও করছিল না, তা নয়। তবে এই মেয়েটির কাছে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে কিছুতেই ছোট হতে পারবে না সে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুকে ফিরে গিয়ে মন্দিরের কাছে অপেক্ষা করতে বলল বাবলু। পঞ্চুকেও যেতে বলল ওদের সঙ্গে। তারপর ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে চলল সেই গভীর বনপথে।

ওরা যতই এগোয়, পথ ততই দুর্গম হয়। পাহাড়ের আকৃতি হয় তেমনই ভয়াবহ। তেমনই ভীষণ হয় অরণ্যের গভীরতা।

সুনীতার সেইসব ভ্রূক্ষেপ নেই। সে দিব্যি শক্ত হাতে লাগাম ধরে আরও ভেতরদিকে এগিয়ে চলল। ঘোড়াটা ছোট তাই, না হলে বাবলুর ভয় করত। কী প্রচণ্ড শীত এখানে! এতটুকু রোদ্দুর নেই। শুধু ঘন বনের ছায়ান্ধকার। বাবলু ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। সে আরও শক্ত করে চেপে ধরল সুনীতাকে।

সুনীতা বলল, "এবারে ফেরা যাক?"

বাবলু বলল, "গো অ্যাহেড। আমি আরও এগোতে চাই। পথের শেষ না হওয়া পর্যন্ত।"

সুনীতা বাবলুর কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠল। আর ঠিক তখনই হঠাৎ কী থেকে কী হয়ে গেল যেন। চিঁহিঁহিঁহিঁ করে বিকট একটা ডাক ছেড়ে লাফিয়ে উঠল ঘোড়াটা। ওরা দু'জনেই ছিটকে পড়ল পাহাড়ের গায়ে। বাবলুর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত। কপাল ফেটে রক্ত ঝরছে। সুনীতার অবস্থাও একই রকম। তবু ওই অবস্থাতেও সুনীতা ছুটে গিয়ে ঘোড়াটাকে ধরল। ওরও সর্বাঙ্গ পড়ে গিয়ে ছড়ে-কেটে গেছে। তবে বাবলুর চেয়ে ওর আঘাতটা অনেক কম। কেন না বাবলু যেমন পাথরে চোট পেয়েছে, ও তেমন পড়েছে বালির ওপর। ও ঘোড়াটাকে কায়দা করে ধরে চেপে বসবার উপক্রম করতেই ঘোড়াটা আবার লাফিয়ে উঠল। সর্বনাশ! ও কি ভয় পেয়েছে কোনও কিছু দেখে? না কি পাগলা ঘোড়া? তাই কেউ ছেড়ে দিয়েছিল। ঘোড়ার লাফানিতে সুনীতা এবার এমনভাবে ছিটকে গেল যে, সঙ্গে সঙ্গে একটা দেওদার গাছের ডাল ধরে ঝুলে না পড়লে হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যেত ওর।

বাবলু তখন অতিকষ্টে পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ক্ষতস্থান চেপে ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে।

তারপর যে-মুহূর্তে সে টলতে টলতে বালির ওপর নেমে দাঁড়াল, অমনই জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে মুখে কাপড় ঢাকা চারজন অশ্বারোহী চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল ওকে।

এদিকে ওদের দেরি দেখে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরা অধৈর্য হয়ে উঠল। পঞ্চুও ঘন ঘন লেজ নেড়ে ছটফট করতে লাগল বাবলুর জন্য। সে যতই এগোবার চেষ্টা করে, বিলু ততই ওকে ধমক দিয়ে ডেকে নেয়। তাই বিলুর কথা অমান্য করতে ভয় পায় ও। কিন্তু অনেক পরেও যখন ওরা ফিরল না, বরং শূন্য ঘোড়াটাকে ফিরে আসতে দেখল, তখন রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল ওরা।

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "ওই দ্যাখো, ঘোড়া ফিরে আসছে। ওরা কই?"

বিলু বলল, "তাই তো রে! কী হল বল দেখি?"

ভোম্বল বলল, "জানি না। বাবলুরও যেমন! বেশ যাচ্ছিলাম আমরা। মেয়েটার কথা শুনে এখানে না এলেই হত।"

"এখন কী করা যায়?"

"কী আবার? বাচ্চু-বিচ্ছুকে এখানে রেখে পঞ্চুকে নিয়ে এগিয়ে দেখি।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "ওটি হচ্ছে না। আমরাও যাব। ওখানে গিয়ে যদি তোমাদেরও কিছু হয়, তখন? তার চেয়ে বিপদ আমরা ভাগ করে নেব।"

বিলু বলল, "সেইজন্যই তো সবাই যাব না। এক ঘণ্টার মধ্যে যদি আমরাও না ফিরি তোরা অমনই লোকজন জড়ো করবি। বীরখেতে গিয়ে সেনাবাহিনীকে খবর দিবি।"

বিচ্ছুর চোখে জল এসে গেল। বলল, "আমার মনে হয় ওদের ঠিক বাঘে খেয়েছে। না হয় এটা পাগলা ঘোড়া, কোথাও খাদে-টাদে ফেলে দিয়েছে ওদের।"

বিলু আর ভোম্বল দু'জনেই তখন পঞ্চুকে নিয়ে এগোতে লাগল সেই গিরিনদীর বালি ধরে হেঁটে, তার উৎসের দিকে। ওদের বুক কাঁপে, কেন না জঙ্গল ঘন হয়। ওরা ভয় পায় ভীষণদর্শন পাহাড় দেখে। ওরা অস্থির হয় অজানা আশঙ্কায়। এইভাবে অনেকটা পথ যাওয়ার পর হঠাৎ একসময় পঞ্চুর চিৎকারে ছুটে গেল ওরা। গিয়ে দেখল জ্ঞানহীন সুনীতা বালির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। কিন্তু বাবলুর অস্তিত্বও নেই কোথাও।

বিলু চিৎকার করে ডাকল, "বা-ব-লু-উ...।"

ভোম্বল ডাকল, "বাবলু-উ-উ-উ।"

কিন্তু কোথায় বাবলু? পাহাড়ে, পর্বতে, ঘন অরণ্যে ওদের প্রতিধ্বনি ঘুরে ফিরল। দূর-দূরান্তে হারিয়ে গেল। কিন্তু বাবলুর কোনও সাড়াশব্দও পাওয়া গেল না।

বিলু-ভোম্বল সুনীতার কাছে গিয়ে ওর নাম ধরে ডাকল। মেয়েটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। নদীর জল এনে ওর চোখে-মুখে দিল, কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। একবার একটু জোরে নিশ্বাস পড়ল শুধু।

ভোম্বল বলল, "এখন কী করা যায়? এতবড় মেয়েকে বয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ কাজ নাকি?"

"খুবই কঠিন ব্যাপার। তবু নিয়ে তো যেতেই হবে। মেয়েটাকে বাঘের খোরাক হওয়ার জন্য এইখানে ফেলে রেখে তো চলে যাওয়া যায় না!"

"বাবলু তা হলে?"

"নির্ঘাত বাঘের পেটে গেছে।"

ভোম্বল হঠাৎ কী দেখে বলল, "ওই দ্যাখ।"

"কী রে!"

ওরা দেখল কয়েকটি বুলেট পড়ে আছে একপাশে। আর আছে একটা রুমাল। এবং নদীর বালিতে অনেক ঘোড়ার খুরের দাগ। সেগুলো পার্বত্য পথে গভীরতর জঙ্গলের দিকে হারিয়ে গেছে।

বুলেটগুলো কুড়িয়ে নিয়ে বিলু বলল, "বাবলু যে বিপদে পড়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এখন সুনীতার মুখে সব শুনে শুরু করব আমাদের কাজ।" বলে আর একটুও দেরি না করে ভোম্বলকে বলল, "ওর হাতদুটো আমার কাঁধের দু'পাশে এগিয়ে দে। আমি ওকে পিঠে করে যতটা পারি নিয়ে যাই। যখন পারব না, তুই নিবি।"

ভোম্বল তাই করল।

বিলু তখন অতিকষ্টে সুনীতার অচৈতন্য দেহটাকে বয়ে নিয়ে চলল। এইভাবে কি বালির ওপর দিয়ে পথ চলা যায়? তাই অল্প কিছুটা পথ গিয়েই বলল, "এবার তুই একটু নিবি রে ভোম্বল?"

ভোম্বল বিরক্ত হয়ে বলল, "কী জ্বালা বল দেখি?"

সুনীতা তখন চোখ মেলে তাকিয়েছে। বলল, "আমাকে নামিয়ে দাও তোমরা। আমি এবার নিজেই যেতে পারব।"

বিলু-ভোম্বল সযত্নে বালির ওপর শুইয়ে দিল ওকে। তারপর আবার নদী থেকে জল এনে চোখে-মুখে দিল। একটু সেবা-শুশ্রূষার পর উঠে বসল সুনীতা।

বিলু বলল, "বাবলু কোথায়?"

সুনীতা আস্তে করে ঘাড় নাড়ল। বলল, "জানি না।"

"সে কী! তোমরা তো একসঙ্গেই ছিলে।"

"লেকিন...। ডাকুরা ওকে লুটে নিয়ে গেল। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে ও মাথায় খুব চোট পেয়েছিল। আমি গাছের ডালে আটকে ছিলাম। হয়তো ওরা আমাকে দেখতে পায়নি। বাবলুকে কী মার মারল ওরা। তারপর ওকে নিয়ে চলে গেল।"

"ওরা কারা! ওরা কি বরাব্বরের লোক?"

"হো ভি সকতা। মুঝে মালুম নেহি। ঘোড়া থেকে ছিটকে আমি একটা গাছের ডাল ধরে কোনওরকমে প্রাণে বাঁচি। ওরা চলে গেলে একটু একটু করে নামার চেষ্টা করতে গিয়েই আমি নীচে পড়ি। পড়ে গিয়ে কেমন হয়ে যাই আমি। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করি। ওদের পিছু নিতে যাই। এমন সময় হঠাৎ চক্কর লেগে কীরকম যেন হয়ে যায় আমার। আর কিছু মনে নেই।"

বিলু-ভোম্বল সুনীতার হাত ধরে দাঁড় করাল। তারপর দু'জনে মিলে ধরাধরি করে নিয়ে চলল ওকে। বেলা তখন দ্বিপ্রহর। দূর থেকে ওদের দেখতে পেয়েই ছুটে এল বাচ্চু-বিচ্ছু। বলল, "বাবলুদা কই? সুনীতার কী হল?

পঞ্চু চিৎকার করে উঠল, "ভৌ-ভৌ-ভো-উ-উ-উ।"

বিলু-ভোম্বল সুনীতাকে একজায়গায় বসিয়ে রেখে সব কথা বলল বাচ্চু-বিচ্ছুকে।

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "এখন তা হলে উপায়? চলো আমরা সবাই পঞ্চুকে নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকি। খুঁজে দেখি ওকে কোথাও পাওয়া যায় কিনা?"

সুনীতা বলল, "মাত যাও। ওরা ওখানে বসে নেই। ওরা এখন কোথায় কতদূরে তা কে জানে? তা ছাড়া এখন ও-পথে গেলে যেতে যেতেই সন্ধে হয়ে যাবে। তোমরা কেউ ফিরবে না বাঘের কবল থেকে। ওরা যদি বরাব্বরের লোক হয় তা হলে রামগড়ের গুহাই হবে বাবলুর বন্দিশালা। অথবা বধ্যভূমি। আর তা যদি না হয়, তা হলে বুদ্ধিমান বাবলু নিশ্চয়ই পালাবে ওদের জাল কেটে।"

বিলু বলল, "অবশ্য যদি না ওকে মেরে ফেলে।"

সুনীতা বলল, "মারলে ওরা ওইখানেই মারত। নিয়ে যেত না।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "নিয়ে যখন গেছে তখন নিশ্চয়ই ওরা বরাব্বরের লোক।"

বিলু বলল, "তা হলে আর দেরি নয়, আজই হোক আমাদের রামগড় অভিযান।"

সুনীতা বলল, "আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। তোমরা নিরস্ত্র। পথঘাট চেনো না। আমি চিনি। আম্বালা থেকে যে-পথটা কালকার দিকে গেছে, সেই পথেই রামগড়। আজই রাতের অন্ধকারে সেইখানে যাব আমরা। বাড়িতে জানাব না। লুকিয়ে পালাব। তোমরা এখন বাড়ি গিয়ে খানাপিনা করো। তারপর তোমাদের সামান নিয়ে চলে যাওয়ার নাম করে স্টেশনে গিয়ে বসে থাকো তোমরা। সন্ধের পর যে-কোনও একজন এসো আমাদের বাড়ির দিকে। আমি লুকিয়ে বন্দুকটা তোমাদের হাতে দিয়ে দেব। তারপর বাইরে এসে যা করবার করব আমি।"

এইসব আলোচনার পর ওরা যখন বাড়ি ফিরে এল তখন মেয়ের মুখে সব শুনে ভীষণ চিন্তিত হলেন ত্রিপাঠিজি।

সুনীতার মা বললেন, "আভি কোতোয়ালি মে যাও। ডায়রি লিখাও। পোলিশবালেকো বতাও সব কুছ।"

ত্রিপাঠিজি বললেন, "বতানে সে ফায়দা ক্যা। কুছ নেহি হোগা।"

"তব খামোশি রহোগে তুম? এ কোন সা রাজ?"

"চুপ রহো তুম।"

বিলু বলল, "তবু আমরা একবার যাই। গিয়ে দেখি যদি কোনও উপায়ে ওদের উদ্ধার করতে পারি।"

"যো তুমহারা মর্জি। লেকিন হামারা বাত মানো তো ঘর চলা যাও।"

বিলুরা খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়েই পরিকল্পনামতো স্টেশনে গিয়ে বসে রইল। ত্রিপাঠিজি বলে দিলেন সাহারানপুর স্টেশন থেকেই আম্বালা অথবা চণ্ডীগড়ের বাস পাওয়া যাবে। আজ রাতে ওখানেই কোনও হোটেলে রাত কাটিয়ে কাল সকালে দিনমানে রামগড়ে যাওয়া উচিত। রামগড় ছোট্ট জায়গা। জনবসতি খুবই কম। চারদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। তাই বরাব্বরের ঠেক যে কোথায়, তা ওর দলের লোক ছাড়া কেউ জানে না।

শীতের বেলা। স্বল্প প্রতীক্ষার পরই সন্ধে হয়ে এল। সুনীতার কথামতো বিলু একাই চলে এল ওদের বাড়ির কাছে। এসেই দেখল দোতলার বারান্দায় সুনীতা হানটান করছে ওর জন্য। ওকে দেখেই ইশারায় একপাশে ওকে সরে আসতে বলে সর্বাগ্রে দড়ি বেঁধে বন্দুকটা নামিয়ে দিল ওর হাতে। তারপর সেই দড়ি ধরে মিলিটারি পোশাকে নিজেই নেমে এল সে। নেমে আলোকোজ্জ্বল বড় রাস্তায় না গিয়ে বিলুর হাত ধরে আধো অন্ধকার গলিপথে একেবারে চৌরাস্তায় এসে একটা জিপ ঠিক করল। তারপর বিলুকে নিয়ে সেই জিপে চেপেই চলে এল স্টেশনে। যেখানে ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর পঞ্চু অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য।

সুনীতা সকলকে ডেকে বলল, "উঠে পড়ো। বাসে যাওয়ার দরকার নেই। এতেই রামগড় পর্যন্ত ব্যবস্থা করে নিয়েছি। রাত ন'টার মধ্যে পৌঁছে যাব।"

সবাই উঠে বসলে বিলু চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কত ভাড়া নেবে জিজ্ঞেস করেছ?"

"যাই নিক, বাবুজি দিয়ে দেবেন। আমাদের চেনা ড্রাইভার। আমিও পরে দিয়ে দিতে পারি।"

জিপ ওদের নিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলল। সে কী প্রচণ্ড ঠান্ডা! গরম পোশাকের নীচে রক্তমাংসের শরীরের ভেতরে যে হাড়গুলো আছে, সেই হাড়গুলোসুদ্ধু কেঁপে উঠল যেন। ওরা ঘনবদ্ধ হয়ে পরস্পরকে ধরে কতকটা যেন ড্যালা পাকিয়ে বসে রইল তাই।

॥ ৮ ॥

এবারে বাবলুর কথায় আসা যাক। ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে বাবলু যখন মাথায় আঘাত পেয়ে স্থির হয়ে গেছে, সেই সময় সে একটু একটু করে স্বাভাবিক হতেই দেখল সুনীতা আবার ঘোড়াটাকে সামলাবার চেষ্টা করছে। আসলে সুনীতা তখন এমনভাবে হেসে ওঠে, যাতে কিনা ভয় পেয়ে লাফিয়ে ওঠে ঘোড়াটা। কিংবা অন্য কিছু দেখে সে ভয় পায়। যাই হোক, সুনীতা বহুকষ্টে ঘোড়াটাকে কবজা করে আবার যেই না তার পিঠে উঠে বসেছে, ঘোড়াটা আবার চিৎকার করে লাপিয়ে উঠল। আর সুনীতা? তার দেহটা শূন্যে কোথায় যে হারাল, তা কে জানে? এই বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাবলু দেখতে পেল কোথা থেকে যেন হঠাৎ চারজন অশ্বারোহী বেরিয়ে এসে ঘিরে ধরল ওকে। তাদের চোখের দৃষ্টি এমনই ভয়ংকর যে, সেদিকে তাকিয়েই শিউরে উঠল সে। এইরকম চোখের আগুন তো এই প্রথম দেখা নয়, এর আগে আরও অনেকের চোখেই দেখেছে। তাই ভয়ে বুক কেঁপে উঠল। সে তখন পড়ে গিয়ে বা আঘাত পেয়ে এমনই শক্তিহীন যে, সেই মুহূর্তে পালাবার বা রুখে দাঁড়াবার কোনও ক্ষমতাই তার নেই। ওরা ওর দিকে এগিয়ে এসে কোনও কথা না বলে শুধু যেন খেলার ছলেই ওকে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মারতে লাগল। সে কী মার! একজন ছাড়ে তো আর-একজন মারে। তার ওপর লাথি। একজনের লাথি খেয়ে পড়ে যায়। উঠে দাঁড়ালে আর-একজন মারে। এইভাবে মার খেতে খেতে যখন আর উঠে দাঁড়াবারও শক্তি রইল না, তখনই ওর অর্ধ-অচেতন রক্তাক্ত দেহটা একজন ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে নিয়ে সকলকে যাওয়ার নির্দেশ দিল।

এই ঘোড়াগুলো অত্যন্ত তেজি এবং বলবান। আকারেও বড়।

যেতে যেতে একজন বলল, "হমারা কৌন সা কামমে আয়েগা ইয়ে লেড়কা?"

"ইয়ে তো ওহি হ্যায়, যিনোনে কুলদীপকো মারা।"

"সচ?"

"ফটো দেখা নেহি উসকো?"

"দেখা। লেকিন তুমহে ক্যায়সে মালুম থা ও হিঁয়া আয়েগা?"

"মালুম নেহি থা। অচানক আ গয়া।"

ব্যথায়, বেদনায়, প্রহারে আচ্ছন্ন অবস্থাতেও বাবলু ওদের কথা শুনে যা বুঝল তা হল—এরা বরাব্বরেরই লোক। ওদের হাতে কুলদীপ মার খাওয়ার পরই বরাব্বরের নোটিশে এসে যায় ওরা। এর পরে ওদের

ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে বরাব্বর সিদ্ধান্ত নেয় জ্যান্ত ছেলে-মেয়েগুলো এবং সেই সাংঘাতিক কুকুরটাকে যে-কেউ ধরে আনতে পারলে বরাব্বর তাকে ভালরকম ইনাম দেবে। বরাব্বরের নির্দেশে ফাগু এবং কয়েকজন ওদের নজরে রাখে। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ওদের কিছু করতে সক্ষম হয় না তারা। তবে পুজোর সময় দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলে প্রতিমার ছবি তোলার অছিলায় ওদের বেশ কয়েকটা ফটো তুলে রাখে ওরা। সেই ছবির সঙ্গে এই ছেলেটির চেহারার মিল দেখেই সর্দারের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে। এইখানকার বীরখেতে সেনাবাহিনীর যে ক্যাম্প আছে, তারই গতিবিধি লক্ষ করবার জন্য এইখানে লুকিয়ে ছিল ওরা। ওদের কাছে খবর ছিল, সেনাবাহিনীর লোকেদের দিয়ে এই সমস্ত অঞ্চলে উগ্রপন্থীদের ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন করবার সরকারি একটা পরিকল্পনা হয়েছে। তাই সেই কাজে নজরদারি করতে এসেই মেঘ না চাইতে জল। এখন রাতের অন্ধকারে পাহাড়ে পাহাড়ে কোনওরকমে গিয়ে পৌঁছতে পারলেই সর্দারের হাতে তুলে দিতে পারবে ওকে।

এইভাবে অনেক পথ পার হয়ে একসময় যেখানে এসে থামল ওরা, সেখানে জঙ্গলের গভীরতা অনেক কম। ওরা ঘোড়াগুলোকে এক জায়গায় রেখে ধুপধাপ নেমে পড়ল সব। একজন ঘোড়াগুলোকে বাঁধল। আর-একজন পাশের একটি ছোট্ট গুহা থেকে কয়েকটা মশাল বের করে এনে জ্বালল। দু'জন লোকদুটো মশাল হাতে নেমে গেল গভীর খাদের দিকে। আর বাকি দু'জনের একজন ঘোড়ার পিঠ থেকে বাবলুকে নামিয়ে শুইয়ে রাখল পাথরের ওপর।

বাবলু আগের মতোই বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকার ভান করল।

একজন বলল, "এ ছোকরা! ভাগনেকো কোশিস মাত করনা।"

আর-একজন বলল, "আরে দোস্ত! ভাগেগা কাঁহা? হুঁশ মে আয়েগা তব না? ইতনা খুন নিকালা, হুঁশ আনেসে ভি যানে নেহি সকেগা।"

"সকেগা তো?"

"মৌত ভি সাথি হো যায়েগা। ইধার তো চারো তরফ পাহাড়োঁ পাহাড়। জঙ্গল কা ঝিল্লি ঔর শের কা গর্জন শুনকর পাগল হো যায়েগা, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।"

যে লোক দু'জন পাহাড়ের খাদে নেমে গিয়েছিল, তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই কী যেন একটা শিকার নিয়ে ফিরে এল। তারপর সেটার ছাল ছাড়িয়ে সবাই মিলে দিব্যি কাঠকুটো জ্বেলে আগুনে ঝলসাতে লাগল।

বাবলু দেখল এই সুযোগ। সে নিশ্বাস বন্ধ করে একটু একটু করে সরে এসে বড় একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে ফেলল নিজেকে। তারপর যথাস্থানে থেকে ওর পিস্তলটা বার করে একজনকে লক্ষ্য করে ট্রিগারে চাপ দিতেই বনভূমি কাঁপিয়ে একটা শব্দ হল, 'ডিস্যুম'।

একজন ডাকাত ভীষণ চিৎকার করে গড়িয়ে পড়ল পাহাড়ের খাদে। বুকের বাঁ দিকেই লেগেছে গুলিটা। আর-একজন লাফিয়ে উঠে একটা ঘোড়া নিয়ে পলকে উধাও। বাকি দু'জন কী করবে যখন ভেবে পাচ্ছে না, তখন আরও একটি বুলেটে ঝাঁঝরা হল আর-একজনের বুক। বাকি রইল শেষজন।

সে বন্দুকগুলো নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসতেই একটা মশাল হাতে নিয়ে ধীরে-ধীরে আত্মপ্রকাশ করল বাবলু। যে-আগুন সে ওদের চোখে দেখেছিল, সেই আগুন এখন বাবলুর চোখে। ও একটু উচ্চস্থানে বড় একটি পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, ওর কপাল দিয়ে, নাক দিয়ে, ঠোঁটের কষ বেয়ে রক্ত ঝরছে। ছেঁড়া জামা ভিজে উঠেছে সেই রক্তে। উশকোখুশকো চুল। ওর একহাতে মশাল, অপর হাতে পিস্তল।

ভয়ংকর দস্যুটা বীভৎস চেহারার বাবলুকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। বাবলুর হাতে যেটা আছে সেটা যে খেলনা পিস্তল নয় তা ভেবেই আর সে এগোতে সাহস করল না।

বাবলু কঠিন গলায় বলল, "তখন আমাকে একা অসহায় পেয়ে চারজনে মিলে খুব পিটিয়েছিলি। কিন্তু আমিও দেখে নেব। আমি একার সঙ্গে লড়তে চাই। দু'জন যমের বাড়ি গেছে। একজন পালিয়েছে। বাকি আছিস তুই। যে পায়ে করে তুই আমাকে লাথির পর লাথি মেরেছিলি, সেই পা আমার চাই। ফাউ হিসেবে আরও একটা পা।"

দস্যুটা বাবলুর বাংলা কথা কিছুই বুঝল না।

বাবলু বড় পাথরের ওপর থেকে লাফিয়ে ছোট একটা পাথরে এসে পড়ল। তারপর বাঘের মতো গর্জন করে বলল, "হ্যান্ডস আপ। হাত উঠাও। দোনো হাত।"

দস্যুটা ভয়ে ভয়ে হাত তুলল।

"পিছে হটো। আউর পিছে।"

সে যত পিছোতে লাগল বাবলু ততই ধীরে ধীরে নেমে এসে এক-পা এক-পা করে এগোতে লাগল তার দিকে। বাঘ যেভাবে তার শিকারের দিকে এগোয়, সেও ঠিক সেইভাবে এগিয়ে চলল। তারপর হঠাৎই ধমক দিয়ে বলল, "উধার দেখো।"

দস্যুটা পেছনে তাকাতেই বাবলু পিস্তলটা মাটিতে রেখে চকিতে পশু নিধনের সেই চাকুটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল, "ইধার দেখো।"

অসহায় দস্যু সামনে তাকাল এবার। দেখল, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের সামনে ভয়াবহ বাবলু। হাতে পিস্তল নেই। তার বদলে আছে রক্তমাখা চকচকে চাকু। পশুদাহের অগ্নিশিখায় সেই চাকুটা যেন আরও বেশি ঝকঝক করছে। এই সুযোগটা হাতছাড়া করল না সে। প্রচণ্ড একটা হুঙ্কার দিয়ে বাবলুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। কিন্তু ততক্ষণে বাবলু এমনভাবে সজোরে ছোরাটা নিক্ষেপ করেছে তার দিকে যে, সেটা আমূল গেঁথে গেল তার পেটে। সে লাফানো দূরের কথা, দু'হাতে পেট চেপে বসে পড়ল সেইখানে।

বাবলু পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিল। তারপর মশালটা নিয়ে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল দস্যুটার দিকে। জ্বলন্ত মশালটা একবার তার মুখে ছুঁইয়েই সজোরে একটা লাথি মারল তার বুকে। মাথা ঠুকে উলটো দিকে যেই না পড়ে গেল সে, অমনই তার ওপর আর-এক লাথি। তারপর ছুটে গিয়ে গুহার পাশ থেকে একটা বন্দুক এনেই কুঁদোর বাড়ি মারতে লাগল এক-এক ঘা।

দস্যুটা আর্তনাদ করতে লাগল, "মাত মারো। মাত মারো মুঝে। গোড় পাকড়তি হুঁ। তুমনে মুঝে বহুত মারা। ক্ষমা করো।"

বাবলু বলল, "ক্ষমা? আমাকে যখন একা পেয়ে নির্দয়ভাবে মারছিলি তোরা, ক্ষমার কথাটা তখন মনে ছিল না?"

বাবলু সেই মশালের আগুন ওর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে ধরিয়ে দিল পোশাকের খুঁটে। আগুন জ্বলে উঠলে বাবলু লাথি মেরে লোকটাকে ফেলে দিল পাহাড়ের খাদে।

আর দেরি নয়। এবার এই ঝলসানো মাংস খেয়েই পেট ভরাতে হবে ওকে। এই শীতে আগুনের উত্তাপে বেদনার শরীরে আরাম লাগল খুব। ঝুলিয়ে রাখা মাংসের গা থেকে একটু-একটু করে মাংসের টুকরো ছুরি দিয়ে কেটে নিয়ে খেতে লাগল সে। একাধিক ছুরি-কাঁটা সঙ্গে এনেছিল ওরা, তাই খাওয়ার কোনও অসুবিধে হল না। উঃ কী প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল! সেই কখন সকালে সুনীতাদের বাড়িতে জলখাবার খেয়েছে, তারপরে এই বিপর্যয়ে সারাদিন আর কিছুই পেটে পড়েনি। এখন এই মাংসই ওকে পুনর্জীবন দান করল।

খাওয়া শেষ হলে শরীরে একটু বল পেলে, প্রথমেই ওর যেটা মনে হল, সেটা হচ্ছে—এখনই এখান থেকে কেটে পড়া। কিন্তু যাবে কোথায় সে? পথঘাট তো চেনে না। যাই হোক, তিনটি ঘোড়া বাঁধা ছিল গাছের সঙ্গে। এক এক করে ও তিনটিকেই মুক্তি দিল। প্রথম ঘোড়াটি ছাড়া পেয়ে যেই না ছোটা শুরু করল, অমনই অন্ধকারের আড়াল থেকে একটা কালো বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল খাদের মধ্যে। এই না দেখেই থরথর করে কাঁপতে লাগল বাবলু। কী ভাগ্যিস, ওর ওপর পড়েনি বাঘটা। সে আর বিলম্ব না করে দ্বিতীয় ঘোড়াটাকে মুক্তি দিয়েই চেপে বসল শেষ ঘোড়াটার পিঠে। প্রাণের ভয়ে ঘোড়া দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটল। আপাতত একে আশ্রয় করেই আত্মরক্ষা করতে হবে ওকে।

ঘোড়ায় চড়তে না জেনে ঘোড়ায় চড়া যে কী মারাত্মক, বাবলু তা জানে। তবু সে ভাবল, কোনওরকমে এই পাহাড়-জঙ্গলটা পার হতে পারলে যেখানে হোক লাফিয়ে পড়ে অথবা চিৎকার করে লোকজন ডেকে প্রাণটা বাঁচাবে। কিন্তু ছাড়া পেয়েই ঘোড়াটা যে অমন মূর্তি ধরবে, তা কে জানত? সে তিরবেগে বেশ খানিকটা ছুটে এসেই নেমে পড়ল বড় রাস্তায়। জঙ্গল শেষ না হলেও ঘুরে গেছে অন্যদিকে। বাবলু তখন ভগবানকে ডাকছে আর হায় হায় করছে। এমন জানলে তো হেঁটেই চলে আসত এখানে। কিন্তু ঘোড়াটা এত জোরে ছুটছে যে, এখন আর কিছুতেই বাগে আনতে পারছে না তাকে। ঘোড়াটাকে শক্ত করে ধরে ওর পিঠের ওপর প্রায় ঝুঁকে উপুড় হয়ে রইল সে। ওই তো দূরে সারি সারি কয়েকটি জিনিস বোঝাই লরি যাচ্ছে। চল, ঘোড়া চল। কোনওরকমে একবার ওগুলোর নাগাল পেলেই লরির মাথায় উঠে পড়বে সে। ঘোড়া ছুটছে, লরিও ছুটছে। পেছন থেকে আরও একটা লরি এসে পড়তেই ঘোড়াটা ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠল। বাবলু এমনভাবে ধরে ছিল তাকে যে, এই লাফানিতেও পড়ে গেল না সে। ঘোড়াটা দু' পায়ে ভর করে থমকে দাঁড়িয়ে একবার চিঁহিঁহিঁ করতেই লরির দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল সে। ঘোড়াটাকে বাঁচাতে লরিটাও তখন ব্রেক কষেছিল। সেই সুযোগে আরোহীবিহীন ঘোড়া পালিয়ে বাঁচল। আর বাবলুরও হাতের মুঠি শিথিল হয়ে আসছে দেখে লরির ড্রাইভার এসে ক্লিনারের সাহায্যে নামিয়ে নিল বাবলুকে।

ড্রাইভার একজন সর্দারজি। বাবলুর অবস্থা দেখে শিউরে উঠলেন। বললেন, "তুম কৌন হো বেটা? তুমহারা ইয়ে হাল ক্যায়সে হুয়া?"

বাবলু ওর বিপদের কথা একটু ঘুরিয়ে বলল। বাবলু বলল, কয়েকজন দুর্বৃত্ত ওকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। পথে পুলিশের গুলিতে তারা প্রাণ হারালে ওর এই হাল। দুর্বৃত্তরা ভীষণ মারধোর করেছে ওকে।

ড্রাইভার বললেন, "ঘাবড়াও মাত। তুম বাঙ্গালি? কিধার যানা চাতে হো তুম?"

"আপ কাঁহা যায়েঙ্গে?"

"চণ্ডীগড়।"

"আমি যাব রামগড়।"

"রামগড়! উধার তুমহারা কাম ক্যা?"

"হামারা বহিনকো লেকে ভাগা ও ডাকুলোগ।"

"সমঝ গয়া। ও ডাকু একই হো সকতা, বরাব্বর সিং।" তারপর কী ভেবে যেন বললেন, "ঠিক হ্যায়, তুম হামারা সাথ চলো। উধার সে তুমকো দুসরা ট্রাক মিল যায়েগা। তুম কালকা চলা যাও। কাল শুভে রামগড়। লেকিন যানা বেকার হোগা তুমহারা। রামগড়মে তুম অকেলে মাত যাও। সব কুছ বতাও পুলিশকো।" এই বলে সর্দারজি বাবলুকে তাঁর পাশের সিটে বসিয়ে চণ্ডীগড় নিয়ে এলেন। তারপর সেখানে একটা দোকানে চা-টা খাইয়ে তাঁর পরিচিত অন্য একটি ট্রাকে বলেকয়ে পাঠিয়ে দিলেন কালকায়।

মধ্যরাতে সুবিশাল এক পর্বতের পাদদেশে ট্রাক থেকে যখন নামল বাবলু, তখন পথে জনপ্রাণী নেই। সে পায়ে পায়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে একটি শেডের নীচে আশ্রয় নিতে গেল। কোনওরকমে আজ রাত্রিটা এইখানে কাটাতে পারলে কাল ভোরে উঠে যা হোক ব্যবস্থা করা যাবে। ওর হিপ পকেটে যা টাকা আছে, তাতে খুব একটা অসুবিধে হবে না। বরং বেশ কয়েকটা দিন ভালভাবেই কেটে যাবে ওর।

শেডের ভেতরে ঢুকতেই বাবলু দেখল দশ-বারো বছরের একটি ছেলে কয়েকটি দেশি কুকুরের সঙ্গে ড্যালা পাকিয়ে শুয়ে আছে একপাশে। বাবলুকে দেখেই কুকুরগুলো তেড়ে এল ঘেউ ঘেউ করে।

ছেলেটি বলল, "এই, কৌন হ্যায় রে?"

বাবলু বলল, "ম্যায় হুঁ।"

"ইধার কিস লিয়ে আয়া? ভাগো হিঁয়াসে।"

"আরে দোস্ত! নারাজ হোতি হ্যায় কিঁউ?"

ছেলেটি উঠে বসে বলল, "তুমনে মুঝে দোস্ত কহা? কুছ খানা হ্যায় তুমহারা পাস? হ্যায় তো দে দো, নেহি তো যাও।"

বাবলু বলল, "খানেকা চিজ কুছ নেহি মেরে পাস। লেকিন রুপিয়া হ্যায় তুমহারে লিয়ে। যাও, খানা লেকে আও।"

"আভি খানা কিধার মিলেগা? সব বন্ধ হো চুকা।"

"তো রুপিয়া রাখ দো।"

বাবলু পাঁচটা টাকা ছেলেটাকে দিতে সে অবাক বিস্ময়ে বাবলুকে একবার দেখল। তারপর টাকাটা নিয়ে হনহন করে চলে গেল কোথায়। খানিক বাদেই দুটো পাউরুটি নিয়ে ফিরে এল সে। বলল, "উধার একই দুকান খুলা থা।" বলে একটা রুটি এগিয়ে দিল বাবলুর দিকে।

বাবলু সেটা হাত পেতে নিল বটে, কিন্তু নিজে খেল না। মাংস খেয়ে পেট ওর ভর্তি। তাই কুকুরগুলোর মধ্যে রুটিটা ভাগ করে দিল। বাবলুর সরল মনের পরিচয় পেয়ে খুব খুশি হল ছেলেটি। তাই ওর এখানে আসার কারণ জানতে চাইল। বাবলুও অকপটে সব বলল তাকে।

সব শুনে ছেলেটি বলল, "মেরা নাম রাজু। তুমনে মুঝে দোস্ত কহা। হামারা সাথ দোস্তি করো, হাম সাথি হো যায়েগা তুমহারা।"

ব্যস। দোস্তি হয়ে গেল। বাবলু আরও অনেক কথা বলল রাজুকে। রাজু সব শুনে বলল, রামগড়ের পথ সে চেনে। এমনকী বরাব্বরের ঘাঁটিও তার অজানা নয়। সে-ই গোপনে বাবলুকে নিয়ে যাবে বরাব্বরের ঘাঁটিতে। অবশ্য বাবলুকেও এর জন্য ওর মতো ভিখারির বেশ ধরতে হবে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু দোস্ত, তার আগে আমি একবার রামপুরের সেই অভিশপ্ত বাড়িটাকে যে দেখতে চাই? রামপুর হিঁয়াসে কিতনা দূর?"

"দো-তিন কিলোমিটার। যাও গে তুম? আভি চলো।"

বাবলু মনে মনে ঠিক করল বরাব্বরের মোকাবিলা করতে গেলে ওই অবিশপ্ত বাড়ির জঠরেই আশ্রয় নেওয়া ওর পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ। ওখানে বিশ্রাম নিয়ে গ্রামের ডাক্তার-বদ্যি দেখিয়ে একটু সুস্থ্যও হতে হবে ওকে। শক্তিহীন হয়ে প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়তে যাওয়া আহাম্মকি ছাড়া কিছুই নয়।

রাজুর সঙ্গে বাবলু চলল রামপুরের দিকে। শর্টকাট করবার জন্য কালিকাজির মন্দির ডাইনে রেখে একটা বাঁক ঘুরে এক পাহাড়ি নদীর গর্ভে নেমে নদী পার হল ওরা। সেই কুকুরগুলোও দলবদ্ধ হয়ে এল ওদের সঙ্গে। এই নদীরই নাম শুকনা। একেবারে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে নদী। এখানে সর্বত্র পাহাড়, বন, উঁচু-নিচু পাথর আর আঁকাবাঁকা নদী। ওরা সেই বন্ধুর পথে বেশ কিছুক্ষণ গিয়ে একটি গ্রামে এসে পৌঁছল। ছোট্ট গ্রাম। দূর থেকে এই গ্রামের প্রান্তে পাহাড়ের গায়ে বিশাল একটা পুরনো বাড়ি দেখিয়ে রাজু বলল, "ওহি মকান।"

বাবলু সেই বাড়ির দিকে এগোতেই বাধা দিল রাজু। বলল, "উধার মাত যাও দোস্ত। ভূত হ্যায়, ভূত।"

বাবলু বলল, "রহনে দো। উধারই হামকো যানা হ্যায়।"

বাবলু যখন রাজুর বাধা না মেনেই এগিয়ে চলল তখন রাজু বলল, ভূতে ওর দারুণ ভয়। যদিও অন্ধকারে একা একা যেখানে সেখানে ও ঘোরে, তবু কোথাও ভূত আছে শুনলে আর ও সেদিকে যায় না। তাই ওই ভুতুড়ে বাড়ির দিকে যাবে না সে। তবে কাল সকালে মন্দিরের কাছে অপেক্ষা করবে বাবলুর জন্য। এবং সন্ধের পর লুকিয়ে ওকে নিয়ে যাবে বরাব্বরের আস্তানায়।

বাবলু রাজুর কাছ থেকে বিদায় দিয়ে ধীরে ধীরে সেই অভিশপ্ত বাড়ির দিকে এগোল। এই দূর দেশে অচেনা পরিবেশে ওই অভিশপ্ত বাড়িই হবে ওর নিরাপদ আশ্রয়। ভূতের ভয়ে যে-বাড়িতে কেউ ভুলেও ঢুকবে না। কিন্তু পা যে চলছে না আর। ব্যথায়, বেদনায়, পথশ্রমে ভীষণ ক্লান্ত ও। তবু কষ্ট স্বীকার করে বাড়ির কাছে এসে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করতেই কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল বাবলু। ভূত কি তা হলে সত্যিই আছে? ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল ওর। আঘাতের পর আঘাত! তার ওপর কে যেন দু' হাতে শক্ত করে চেপে ধরল ওর গলাটা। ও তাকে বাধা দিতে পারল না। শুধু অস্ফুট উচ্চারণ করল, "উঃ মাগো!"

যে ওকে আক্রমণ করেছিল সে এবার ছেড়ে দিল ওকে। বলল, "কে তুমি?"

বাবলু নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারল না। পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে সবিস্ময়ে বলল, "চাঁদনি!"

চাঁদনিও কম অবাক হল না। বলল, "বাবলু তুমি! তুমি এখানে কী করে এলে? ওরা কোথায়?"

"সব বলছি। আগে উঠি, দাঁড়াও।"

চাঁদনি নিজে উঠে বাবলুকে তুলে দাঁড় করাল। তারপর "এসো এসো," বলে অন্ধকারে টর্চের আলোয় পথ দেখিয়ে দোতলার একটা ঘরে নিয়ে গেল ওকে। বন্ধ ঘরের ভেতর মোমবাতি জ্বেলে সেই আলোয় বাবলুর অবস্থা দেখেই শিউরে উঠল সে। বলল, "তোমার এইরকম অবস্থা কী করে হল? এমন দশা কেন?"

"এ শুধু তোমারই জন্য।"

"আমার জন্য?"

বাবলু তখন আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলল চাঁদনিকে। তারপর বলল, "এখন আমি একটু শুতে চাই। শরীর এত খারাপ যে, মনে হচ্ছে এখনই জ্বর আসবে।"

নিশ্চয়ই শোবে তুমি। আমাদের এতবড় বাড়িটায় শোওয়ার জায়গার কি অভাব আছে? এই ঘরেই তুমি শোবে। তার আগে তোমার ওই রক্তের দাগগুলো পরিষ্কার করে নাও।" বলেই পাশের ঘরে গিয়ে স্টোভ জ্বেলে একটু গরম জল নিয়ে এসে তাতে ডেটল দিয়ে বরিক তুলোর সাহায্যে নিজের হাতেই পরিষ্কার করে দিল সব। তারপর ওর গায়ের জামা খুলে বুকে-পিঠে বন্দুকের কুঁদোয় যে কালসিটেগুলো পড়েছিল সেইগুলোতেও সেঁক দিয়ে লাল ওষুধের প্রলেপ দিল। পরে একটা ধুতি আর চাদর এনে পরতে দিল ওকে।

বাবলু বলল, "তোমার এই সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।"

চাঁদনি বলল, "তুমি বাতি নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে এই ঘরেই শুয়ে পড়ো। কাল সকালে ডাক্তার দেখিয়ে যা হোক ব্যবস্থা করা যাবে।"

"তুমি শোবে না?"

"আমি দিনে ঘুমিয়ে রাতে জাগি। এখন পাহারায় আছি আমি। কোনও ভয় নেই তোমার।"

বাবলু খাটের ওপর নরম গদিতে বিছানায় লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। ভগবান দুঃখ দেন, কষ্ট দেন, তাকে জয় করতে পারলে যে সুখের স্বর্গ নেমে আসে, তা বুঝেও বোঝে না মানুষ। বাবলু মনে মনে ভগবানকেও ধন্যবাদ জানিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।

পরদিন সকালে ঘুম যখন ভাঙল, তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। বাবলু উঠে বন্ধ জানলা খুলেই দেখল বাড়ির পেছন দিকে এক সুউচ্চ পর্বতমালা দিগন্তে বিলীন হয়েছে। পাহাড়ের ঢালে গোরু, ছাগল, ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি চরছে। গাছের শাখা-প্রশাখা থেকে পাখি ডাকছে পিকপিক করে। চারদিকে কী সবুজের শোভা! তার ওপরে রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র।

ও দরজা খুলে বাইরে আসতেই চাঁদনি বলল, "এই যে সাহেব! ঘুম ভাঙল এতক্ষণে? এখন বেলা কত হয়েছে জানো?"

"কত আর?"

"ন'টা।"

"আমাকে ডাকলেই পারতে।"

চাঁদনি হেসে বলল, "ইচ্ছে করেই ডাকিনি। কাল অমানুষিক অত্যাচার হয়েছে তোমার ওপর। তার ওপরে কত কষ্ট পেয়েছ সারাটা দিন। তোমার এখনও বিশ্রামের প্রয়োজন। তাই ডাকিনি। এখন মুখ-হাত ধুয়ে এসো, আমি চা বসাই। চা খেতে খেতেই গল্প করা যাবে।"

বাবলু দেখল বারান্দার এককোণে বুদ্ধিমতী মেয়েটা গরম জল সমেত সব কিছুরই ব্যবস্থা করে রেখেছে। তাই চটপট মুখ-হাত ধুয়ে চায়ের টেবিলে এসে বসল বাবলু। চাঁদনি ডিম, টোস্ট আর চা বাবলুর দিকে এগিয়ে নিজেও নিল।

খেতে খেতে বাবলু বলল, "কাল তো আমার কথা সবই শুনেছ, এখন তোমার কথা বলো। তুমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে এখানে কেন? এই অভিশপ্ত পুরীতে?"

চাঁদনি বলল, "এ ছাড়া কোথায় যাব বলো? তুমি আমাকে ভুল বুঝলে। বাবুজির ওইরকম অবস্থা। আমার নিরাপত্তা নেই। তাই মাথাটা গরম হয়ে উঠল হঠাৎ। অভিমানও হল। ভাবলাম, আর বেঁচে লাভ নেই আমার। তবে মরতেই যদি হয় তা হলে শত্রুর বুকে গুলি করেই মরা ভাল। তাই সে-রাতে বাড়ি থেকে পালিয়ে হাওড়া স্টেশনে এসে হিমগিরি এক্সপ্রেসের একটা টিকিট কেটেই লেডিজ কুপে ঢুকে পড়েছিলাম। তারপর যথাসময়ে আম্বালায় নেমে কালকার বাস ধরে রামগড়ে নামতে গিয়েও নামতে পারলাম না। এই অভিশপ্ত বাড়িটা আমাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল।" বলেই কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। তারপর বলল, "গ্রামে এসে গ্রামবাসীদের মুখ থেকে সে-রাতের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের কথা সব শুনলাম। এবং এও শুনলাম তারপর থেকে ভূতের ভয়ে এ-বাড়ির দিকে দিনমানেও আসতে চায় না কেউ। সব শুনে আমি এখানেই চলে এলাম। গ্রামবাসীরা অনেক বারণ করেছিল আমাকে, কিন্তু আমি কারও কথা শুনিনি। মরতে যখন চলেছি তখন ভয়টা আমার কীসের? তাই একা আমি বাড়ির দখল নিয়ে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। আমার প্রয়োজনীয় যা যা দরকার, সব কিছু কিনে আনলাম। একটা রিভলভার আছে সঙ্গে। এর ওপরে ভরসা করেই প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনা করছিলাম বসে বসে। মনে মনে তোমার বা তোমাদের কথাও ভাবছিলাম। আমি জানতাম, আমার খবর পেলেই তোমরা ঠিক ছুটে আসবে। এলেও তাই। এইরকম দলছুট অবস্থায় তোমাকে যে দেখব, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি জানি আমার আগমনবার্তা বরাব্বরের কাছে পৌঁছবেই। ওর লোকেরা অথবা ও নিজে অবশ্যই ছুটে আসবে আমাকে ধরবার জন্য। যদি আসে, তা হলে যে কী ভুল করবে, তা কল্পনাও করতে পারবে না ওরা। সেই ভেবেই আমি দিনে ঘুমিয়ে রাতে জেগে বাড়ি পাহারা দিই। কাল রাতে হঠাৎ তোমাকে এই বাড়ির দিকে আসতে দেখে অবাক হয়ে যাই। গুলি করতে গিয়েও পারিনি। কেন না তোমার চলাফেরায় অস্বাভাবিকতা লক্ষ করেছিলাম। তাই তোমাকে ডাকাত বলে মনে হয়নি। ভেবেছিলাম কোনও ছিঁচকে চোর। কিন্তু তুমি যে তুমি, তা ভাবতে পারিনি তোমাকে দেখেও।"

বাবলু চোখদুটো কপালে উঠিয়ে বলল, "সর্বনাশ! ভাগ্যে গুলি চালাওনি।"

"তা হলে সব কাজ অসমাপ্ত রেখে আর একটা গুলি খরচ করে নিজেকেও মৃত্যুবরণ করতে হত।"

বাবলু বলল, "ভগবান যা করেন ভালর জন্যই। আমার কথা তুমি শুনেছ, তোমার কথা আমি শুনলাম। এখন আমাদের কাজের ব্যাপারে কথা হোক। আর আমার অবর্তমানে ওরা সাহারানপুরেও অপেক্ষা করবে না নিশ্চয়ই। তাই চলো আর দেরি না করে আমরা এখনই একবার রামগড়ের দিকে যাই। যদি ওরা এসে থাকে বা ওদের সঙ্গে দেখা হয়, তা হলে ওদের নিয়ে এখানেই আসব। তারপর সবাই মিলে আলোচনা করে ঠিক করব কোন পথ ধরে কীভাবে পৌঁছব আমরা বরাব্বরের আড্ডায়। ইতিমধ্যে এখানে আমার এক বন্ধুও জুটে গেছে, যে কিনা বরাব্বরের ঘাঁটি চেনে। সে আমাকে গোপনে সেখানে নিয়ে যাবে বলে কথাও দিয়েছে।"

চাঁদনি উল্লসিত হয়ে বলল, "তবে তো কেল্লা ফতে। তা হলে এখনই চলো, কালকায় গিয়ে তোমাকে একবার ডাক্তার দেখাই। তারপর আম্বালার বাসে চলো যাই রামগড়ে।"

ওরা আর একটুও দেরি না করে ঠিকভাবে তৈরি হয়ে হেঁটেই চলল কালকার দিকে। এখন আর শটকার্টে নয়, গ্রামের পথ চিনে লোককে দেখিয়ে সোজা পথে।

কালিকাজির মন্দিরের কাছে আসতেই ওদের দেখতে পেয়ে ছুটে এল রাজু। সঙ্গে সেই কুকুরগুলো। বাবলু তাড়াতাড়ি একটা পাউরুটি কিনে খেতে দিল কুকুরগুলোকে।

রাজু বলল, "আরে দোস্ত, তুম ক্যায়সে হো? জিন্দা ইয়া মুর্দা?"

বাবলু বলল, "জিন্দা।"

"ভূত দেখা তুমনে?"

"নেহি তো। পেত্নি দেখা। এই দেখো ধরে এনেছি।"

চাঁদনি বলল, "কী যা-তা বলছ। লোকে শুনছে। আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়লাম!"

রাজু খিখি করে হেসে বলল, "সাবাস দোস্ত। সামকো আ যাও। হামকো মাংস-ভাত খিলাও। হাম তুমকো লে যায়েঙ্গে বরাব্বরকা পাস। লেকিন কিসিকো মাত বোলনা।"

বাবলু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে 'হিস্‌স' করে বলল, "চেল্লাও মাত।"

রাজু আরও জোরে বলল, "হাম কিসিকো নেহি ডরতা। মেরা নাম রাজ হ্যায় রাজ। ও বরাব্বরকা জমানা খতম হোনেবালা। হম পোলিশকো সব কুছ বতায়া। ও লোগ ভি যায়গা হামারা সাথ। আরে দোস্ত, হাম তো পোলিশকা ইনফরমার। মেরা নাম রাজু।"

বাবলু ওর নিজের হাতেই একটা ঘুষি মেরে বলল, "মাই গড। এইসব করতে তোমাকে কে বলল? এতই যদি তো এর আগে ওর ঘাঁটিটা তুমি পুলিশকে চিনিয়ে দাওনি কেন?"

রাজু একটু ম্লানমুখে বলল, "ম্যায় তো বরাব্বরকা ভি ইনফরমার হুঁ। লেকিন আজ সে এ কাম হম নেহি করেঙ্গে। হমারা দোস্তি'পর যো হাত উঠায়গা...।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। তুমি এইখানেই ইন্তেজার করো। আমি সন্ধের পর তোমার সঙ্গে দেখা করব, কেমন?" বলে একটা কুড়ি টাকার নোট ওর হাতে দিয়ে বলল, "এই নাও, তুমি মাংস-ভাত খাবে বললে যে?"

রাজু টাকাটা বাবলুর হাত থেকে নিয়ে 'হুর্‌রে' বলে ওই কুকুরগুলোর সঙ্গে নাচতে নাচতে চলে গেল। রাজু চলে গেলে একটা ডাক্তারখানায় এল ওরা। তারপর ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে ব্যথা কমাবার কিছু ওষুধ নিয়ে গোটা দুই ট্যাবলেট সেখানেই খেয়ে চলে এল বাসস্ট্যান্ডে। এইখানে একটা দোকানে একপ্রস্থ জলযোগ সেরে আম্বালার বাসে সোজা রামগড়।

রামগড়ে বাস থেকে নেমেই ওরা দেখল চারদিকে শুধুই পাহাড়। বনভূমি নেই বললেই চলে। লুকোবার জায়গাও কম। পাহাড়ও তত উঁচু নয়।

বাবলু তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, "এই রামগড়! এ তো দেখছি পাহাড়ের মরুভূমি। বরাব্বর সিং আর ঘাঁটি করবার জায়গা পেল না?"

ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল সেইখানেই বাসরাস্তার ধারে পাতার ছাউনি দেওয়া দু'-একটা ছোট ছোট দোকানঘর ছিল। একজন চায়ের দোকানদার এগিয়ে এসে বলল, "অন্দর ঘুসো না, সব কুছ মালুম হো যায়েগা।"

আর-একজন ছুটে এসে বলল, "লেকিন তুম সব কাঁহা থে? তুমহারা আউর দোস্ত কাঁহা?"

বাবলু আর চাঁদনি পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। ওদের দেখতে পেয়ে আরও অনেকেই জড়ো হল সেখানে। একজন সবিস্ময়ে বলল, "তুম জিন্দা হো?"

আর-একজন বলল, "ইয়ে নেহি। এ তো দুসরা।"

বাবলু জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপারটা কী?"

"কাল রাত বারা বাজে তুম সব আয়ে থে না?"

বাবলু বলল, "না তো?"

এমন সময় একজন দোকানদার এগিয়ে এসে বলল, "না, না, এরা নয়। সম্ভবত এদেরই খোঁজে এসেছিল ওরা। ওদের সঙ্গে একটা কালো রঙের কুকুর ছিল।"

পরিষ্কার বাংলা শুনে বাবলু অবাক হয়ে বলল, "ওরা কোথায়? আপনি কে?"

"আমিও তোমাদের মতন হাওড়ারই ছেলে। তুমি পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলু তো? এখন অবশ্য আমি ছেলে

নই, লোক। সেই নকশাল আন্দোলনের সময় পালিয়ে এখানে এসেছিলাম, তারপর থেকে এখানেই আছি। তোমার বন্ধুরা তোমাদেরই খোঁজে এখানে এসেছিল।"

"কোথায় তারা?"

লোকটি আঙুল তুলে আকাশের দিকে দেখিয়ে বলল, "ওইখানে।"

এই কথা শুনে চাঁদনিকে ধরে না ফেললে হয়তো পড়েই যেত বাবলু। বলল, "কী বলছেন আপনি?"

"ঠিকই বলছি ভাই। নিয়তি। কাল রাত্তিরেই ওরা বেহড়ে ঢুকতে যাচ্ছিল। আমরা ওদের বাধা দিই। একটা আশ্রয়েরও ব্যবস্থা করে দিই। কিন্তু হঠাৎ মাঝরাতে বোমা আর গুলির শব্দে কান পাততে পারি না।"

"তারপর?"

"এসো আমার সঙ্গে।"

খানিক গিয়েই ওরা দেখল খোড়ো ছাউনির একটা বিধ্বস্ত মাটির বাড়ি ধ্বংস হয়ে পড়ে আছে। গত রাতের চাপা আগুন তখনও ধিকিধিকি জ্বলছে তার ভেতরে।

বাবলু ডুকরে কেঁদে উঠল সেই দৃশ্য দেখে।

লোকটি বলল, "বরাব্বর সিং এই অঞ্চলের সন্ত্রাস। আমরা সবাই ভয় করি তাকে। আমাদের যা জমিজমা আছে, চাষবাস আছে, তা থেকে নিজেরা না খেয়েও ওদের পেট ভরাতে হয়। আমরা বস্তাবন্দি করে জিনিসপত্র এই পাহাড়ের ওপারে একটা শিবমন্দিরের চাতালে রেখে আসি। ওরা নিয়ে যায়। পুলিশের গতিবিধির খবর ওদের কাছে পৌঁছে দিতে হয়। এই পাহাড়ের গোলকধাঁধায় ওরা যে কোনখানে থাকে তা আমরা কেউ জানি না, জানবার চেষ্টাও করি না। এই বরাব্বরকে ধরবার জন্য সরকার কি কম চেষ্টা করেছে? ওর মাথার দাম এখন এক লাখ টাকা। ওই দ্যাখো, ওর নামে সরকারি বিজ্ঞপ্তি।"

বাবলুরা এতক্ষণ লক্ষ করেনি। এবার দেখল, পাহাড়ের গায়ে বরাব্বরের ছবি দিয়ে কয়েকটা পোস্টার মারা আছে। যাতে ঘোষণা করা আছে যে, কেউ ওকে ধরিয়ে দিতে পারলে সরকার থেকে সে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবে।

বাবলু ভয়ংকর বরাব্বরের ছবির দিকে তাকিয়ে সেই গ্রামের মাটি একটু কপালে ছুঁইয়ে বলল, "পুরস্কারে আমার প্রয়োজন নেই। তবে বরাব্বর সিং, এই ধরিত্রী মায়ের কসম, তোমার বদলা আমি নেবই।"

এমন সময় হঠাৎ কে যেন এসে বলল, "ভাগো, ভাগো সব।"

বাঙালি বন্ধুটি ওদের হাত ধরে টেনে আনল তার দোকানে। তারপর ভেতরদিকে এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে বলল, "কোনওরকম সাড়াশব্দ কোরো না। আমি না বলা পর্যন্ত বেরিয়ো না দোকান থেকে।"

ওরা বলল, "আচ্ছা।" বলে দোকানের ভেতর থেকে দরমার ফাঁক দিয়ে জুলজুল চোখে তাকিয়ে দেখল বহুদূর থেকে দুটো মোটরবাইক ক্রমশ এইদিকে এগিয়ে আসছে। শব্দটা আরও কাছে এল। দু'জন লোক রাস্তার ওপাশের একটা দোকানের সামনে বাইক থামিয়ে বলল, "সমাচার হ্যায় কুছ?"

"জি নেহি।" বলে দোকানদার ওদের দু'জনকে দুটো করে শিঙাড়া আর এককাপ করে চা দিল।

ওরা দোকানে ঢুকল না। তবে দোকানের সামনে বসবার জন্য পেতে রাখা বেঞ্চিতে জুতোসুদ্ধু একটা করে পা তুলে চা-শিঙাড়া খেতে লাগল।

বাবলুর মনে হল, এই মুহূর্তে দুটো গুলি খরচ করে দু'জনকেই শেষ করে দেয়। চাঁদনি ওর দিকে তাকালে ও ইশারায় চাঁদনিকেও বারণ করল। তার কারণ, এদের আশ্রয়ে থেকে এই কাজ করলে ওরা চলে যাওয়ার পর নিরীহ এই মানুষগুলো ওদের অত্যাচারের বলি হবে।

ওরা চা খেয়ে এক জায়গায় বাইকদুটোকে চাবি দিয়ে সরিয়ে রাখল। তারপর একজন একটা উঁচু টিলায় উঠে হাঁক দিতেই পাহাড়ের ঢাল থেকে দুটো ঘোড়া ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল সেখানে। একজনদের খড়ের গাদার ভেতর থেকে দু'জনে দুটো বন্দুক বার করে কাঁধে নিয়ে লাফিয়ে বসল ঘোড়ার পিঠে। তারপর টিলার আড়ালে হারিয়ে গেল।

ওরা চলে গেলে বাঙালি বন্ধুটি ওদের বেরিয়ে আসতে বলল।

ওরা বাইরে এলে বন্ধুটি বলল, "কিছু বুঝতে পারলে?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ।"

ঠিক সেই মুহূর্তে আম্বালার দিক থেকে একটা বাস এসে পড়ায় ওরা চেপে বসল তাইতে। এখন শোক নয়। ঘরে গিয়ে মাথা ঠান্ডা করে একটা কৌশল ঠিক করতে হবে। তারপর রাতের অন্ধকারে রাজুকে নিয়ে হাজির হবে বরাব্বরের গুহায়। হয় ওরা মারবে, না হয় মরবে। কিন্তু গ্রামের মাটিতে পা দিয়েই যা ওরা দেখল তা

অতি ভয়ংকর। ওরা দেখল ওদের বাড়ির সামনে পাথরের ওপর গুলিবিদ্ধ রাজুর মৃতদেহটা পড়ে আছে। আর তার পাশেই পড়ে আছে মৃত কুকুরগুলো। বরাব্বরের হিংসার কবল থেকে এরাও রক্ষা পায়নি। ভীত গ্রামবাসীরা দূরে দাঁড়িয়ে জটলা করলেও কেউ আসেনি মৃতদেহের ধারে কাছে। কেন-না প্রকাশ্য দিবালোকে ওরা শাসিয়ে গেছে, যে এই মৃতদেহ সরাবে এখান থেকে, তার অবস্থাও ঠিক এইরকমই হবে।

চাঁদনি বলল, "রাজুর অপরাধ?"

"ও আমাদের বরাব্বরের ঘাঁটি চিনিয়ে দেবে বলেছিল। পুলিশে খবর দিয়েছিল, তাই।"

একটু পরে পুলিশ এসে ডেডবডি সরিয়ে নিয়ে গেলে ওরা নদীর ধারে সমাধিস্থ করল মৃত কুকুরগুলোকে। তারপর প্রবল মানসিক চাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল ওরা। একে তো সবার জন্য মন খারাপ, তার ওপর রাজুকে ঘিরে বরাব্বরের ডেরায় পৌঁছবার যেটুকু আশার আলো দেখেছিল, তাও নিভে গেল। কোনওরকমে স্টোভে দুটো ভাতে ভাত তৈরি করে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল ওরা। এই অবেলায় স্নান হল না। শুয়ে ঘুমও এল না। অথচ ঘুমের একান্তই প্রয়োজন। না হলে রাত জাগবে কী করে? কী করে করবে শয়তানের মোকাবিলা? বাবলু বিছানায় শুয়েই ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

চাঁদনি বলল, "বন্ধুদের জন্য খুবই মনখারাপ হচ্ছে তোমার, তাই না?"

"হবে না? সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার কি জানো? দু'জনের কাছে দু'-দুটো আগ্নেয়াস্ত্র থাকা সত্ত্বেও হাতের মুঠোয় পেয়ে ছেড়ে দিতে হল শত্রুদের।"

চাঁদনি বলল, "সময় এবং সুযোগ বারবার আসে না যদিও, তবুও আমরা কিন্তু আশাহত হব না। রবার্ট ব্রুসের মতো ধৈর্য ধরতে হবে আমাদের। মনে রেখো এ-যুদ্ধ ভয়ংকর।"

বাবলুর শুয়ে থেকেও ঘুম এল না। বেলা ক্রমশ গড়িয়ে আসছে। একসময় উঠে দাঁড়িয়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল সে। পিস্তলটা ভালভাবে পরীক্ষা করে গুলিগুলো ঠিকমতো দেখে নিয়ে বলল, "শুনেছি বরাব্বরের ঘাঁটিতে চিতার উপদ্রব খুব। তাই সাবধানে এবং সতর্ক হয়ে যেতে হবে। বেলা গড়িয়ে আসছে। আর কেন?"

"এখন নয়। আমরা অন্তত রাত্রি ন'টার পরে যাব।"

"অত রাতে বাস পাব কেন?"

"এখানে রাত্রি দশটা পর্যন্ত বাস চলে।"

"বুঝলাম। কিন্তু যেতে যখন হবেই, তখন অযথা দেরি করে লাভ?"

চাঁদনি বলল, "কেন যে আমি দেরি করছি, তা তুমি বুঝবে না। সময়ে সবই জানতে পারবে। এখন আমরা চা খেয়ে ছাদে যাই চলো।"

"এমন অসময়ে ছাদে?"

চাঁদনি হাসল শুধু। কিছু বলল না।

বাবলু হঠাৎ বলল, "আচ্ছা, তোমাদের ঘরে তো ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা রয়েছে দেখছি। আলো জ্বালো না কেন? কানেকশান কেটে দিয়েছে নাকি?"

"না। এ-বাড়িতে এখন আলো জ্বলবে না। আমি মেইন অফ করে রেখেছি। অন্ধকারের বাসিন্দা হব আমরা। দয়া করে সুইচ টিপো না ভুলেও।"

চাঁদনির কথার অর্থ কিছুই বুঝল না বাবলু। তাই চুপ করে রইল। একটু পরে চা খেয়ে ওরা বারেকের জন্য ছাদে উঠল। তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। আর সেইসঙ্গে এই পাহাড়তলির ছোট্ট জীবনযাত্রাও ঘুমিয়ে পড়েছে যেন।

ওরা ছাদে উঠে একবার টহল দিয়েই আবার নীচে নেমে এল।

চাঁদনি বলল, "এতটা খোলামেলায় থাকাটা ঠিক নয়, এসো আমরা বারান্দার থামের আড়াল থেকে লক্ষ করি কেউ এদিকে আসছে কিনা।"

কিন্তু না। দীর্ঘ প্রতিক্ষার পরও কেউ এল না। হঠাৎ একসময় ঘরের জানলা অল্প ফাঁক করে বাবলু দূরের দিকে তাকিয়েই বলল, "চাঁদনি! ও কীসের আলো? মনে হচ্ছে যেন মশাল জ্বেলে কারা এদিকে আসছে।"

চাঁদনি উল্লসিত হয়ে বলল, "ওই, ওই তো আসছে ওরা।"

"ওরা যে অনেক!"

"হোক না। আসতে দাও। ওরা আসবে বলেই তো এত আশা নিয়ে আমরা বসে আছি।"

বাবলু দেখল, আলোগুলো ক্রমশ কাছের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল।

চাঁদনি বলল, "জানলা বন্ধ করে সরে এসো ওখান থেকে।"

"তুমি কি পাগল হলে? ওরা বাড়ির পেছন দিক দিয়ে আসছে। এই জানলা দিয়ে ওদের আমি গুলি করব।"

"তার আগে ওরাই জানলা লক্ষ করে তোমাকে গুলি করবে।"

"ঘরের ভেতরে অন্ধকার। বুঝবে কী করে ওরা?"

"একচক্ষু হরিণ হোয়ো না বাবলু। সামনের দিকে তাকাও। এদিক দিয়েও তো কেউ আসতে পারে? পেছনের শত্রুদের আমি ভয় করি না। আমাদের গুলি খরচ করতে হবে সামনের শত্রুদের জন্য। তুমি বারান্দায় এসো। দ্যাখো না মজাটা!"

"কিন্তু সামনে তো কেউ নেই।"

"তবু তাকিয়ে থাকো, লক্ষ করো।"

"ওরা যে এসে পড়ল! পেছনদিক থেকে ছাদ বেয়ে নেমে আসবে ওরা।" বলেই ছাদে উঠতে গেল বাবলু।

চাঁদনি ওকে শক্ত করে ধরে বলল, "খবরদার, ছাদে যেয়ো না। গেলেই মরবে। যা বলছি শোনো।"

চাঁদনির কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড চিৎকারে কেঁপে উঠল পাহাড় ও বনতল। সে কী হাহাকার! সে কী অন্তিম আর্তনাদ কয়েকটি বিপন্ন মানুষের! উঃ! সে কী ভয়ংকর পরিণতি!

চাঁদনি বলল, "সব শেষ।"

"তার মানে? তার মানে কী?"

"জানলাটা অল্প একটু ফাঁক করে গুনে দ্যাখো ওরা ক'জন?"

বাবলু দেখে এসে বলল, "ওরা পাঁচজন।"

"প্রতিশোধের একটা পর্ব শেষ।" বলেই বলল, "তোমাকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্যই বলিনি বাবলু, এই বাড়ির পেছনদিকে ওই যে কাঁটাতারের বেড়া, ওরই মধ্য দিয়ে তামার তার জড়িয়ে ওটাকে মারাত্মক করে রেখেছিলাম। সারাদিন আমি মেইনটাকে অফ করে রাখি। আর সন্ধের পর সেটাকে সচল করে ওই তারের মধ্য দিয়ে চালাতে থাকি বিদ্যুৎপ্রবাহ। ওরা নির্বোধের মতো না জেনে ওইদিক দিয়ে এসেই নিজেদের মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে।"

আনন্দের উচ্ছ্বাসে বাবলু যে কী করবে, ভেবে পেল না। বলল, "দুষ্টু মেয়ে, পেটে পেটে এত বুদ্ধি তোমার!"

"এ ছাড়া ওই প্রবল প্রতিপক্ষকে রোধ করা যেত না। তা ছাড়া জানো তো, পাপের ফল মানুষকে হাতেনাতেই ভোগ করতে হয়। এই লোকগুলোই তো আমাদের পরিবারের সবক'টি তাজা প্রাণকে নিঃশেষ করে দিয়েছিল একদিন।"

"এবার তা হলে যাওয়া যাক।"

"নিশ্চয়ই।"

ওরা রাতের অন্ধকারে কালকায় এসে বাস ধরে চলে এল রামগড়। তবে রামগড়ে ঢোকার মুখেই নেমে পড়ল ওরা। কেন না স্টপে নামলে যদি কেউ দেখতে পায় ওদের, তা হলে সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে।

ওরা সেই অন্ধকার পার্বত্য পরিবেশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। তারপর পা টিপে টিপে উঠে এল বড়সড় একটা টিলার মাথায়। যতদূর চোখ যায় ঊর্মিমালার মতো ঢেউখেলানো পাহাড় দূরে-দূরান্তরে মিলিয়ে গেছে। গাছপালার সংখ্যাও খুব কম এখানে। ওরা টিলা থেকে নেমে পাহাড়ি পথ ধরে এগিয়ে চলল বেহড়ের দিকে।

খানিক আসার পরই একটা ভাঙা শিবমন্দির ওদের চোখে পড়ল। মন্দিরে দেবতা নেই। তবে নাটমন্দির আছে। আর আছে মেলা বসবার মতন বেশ কিছুটা খোলা জায়গা। ওরা সেই জায়গাটা পার হতেই দেখল একজায়গায় বড় একটা পাথরের গায়ে খড়ি দিয়ে লেখা আছে, "লং লিভ পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

বাবলু লাফিয়ে উঠল আনন্দে, "লুকস্ দ্যাট।"

চাঁদনি সবিস্ময়ে বলল, "তার মানে ওরা বেঁচে আছে?"

"অবশ্যই।"

"তা হলে ওই বিধ্বস্ত বাড়ির ভেতর আগুনে পুড়ল কারা?"

"কে জানে?"

ওরা আরও খানিক এগোতেই দেখল পথটা ক্রমশ গভীরভাবে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। কী ঠান্ডা

সেখানটা। দু'পাশে উঁচুনিচু পাহাড়ের দেওয়াল। মাঝখানে ছোট্ট একটি ঝরনার প্রবাহ। আর উপলাকীর্ণ গিরিপথ।

চাঁদনি বলল, "আমরা ভুল পথে আসছি না তো?"

বাবলু বলল, "কী জানি?"

"এই কি রামগড়ের বেহড়? এ যে চম্বলকেও হার মানায়! ক্রমশ গভীর জঙ্গলের দিকে ঢুকে যাচ্ছি আমরা।"

হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে ওরা সচকিত হল। সভয়ে থমকে দাঁড়াল দু'জনে। এখানে পালাবার কোনও পথ নেই। লুকোবার জায়গা নেই। কী হবে? এত কষ্ট করে এতদূরে এসে এইভাবে তো নির্মম মৃত্যুকে মেনে নেওয়া যায় না। তাই প্রাণপণ চেষ্টায় ওরা পাথরের খাঁজে পা দিয়ে ওপরদিকে ওঠবার চেষ্টা করল। বাবলুর সর্বাঙ্গে ব্যথা। তবু বহুকষ্টে সে নিজেকে তুলতে সক্ষম হলেও চাঁদনি পারল না। আর ওকে তুলতে গিয়েই বিপর্যয়টা বাধিয়ে বসল বাবলুও। মাটি আর পাথর ধসে ওরা দু'জনেই গড়িয়ে পড়ল বেহড়ের খাদে। আর বাঁচা গেল না।

দস্যুরা দলে ছিল চারজন। সেই অন্ধকারেও ওদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল।

ওরাও তখন আক্রমণের জন্য তৈরি হয়েছে। দু'জনে দু'পাশের দুটি পাথরের খাঁজে ঠেক দিয়ে অপেক্ষা করছে ওদের আরও কাছে আসার জন্য।

বাবলু বলল, "তুমি আমার জন্য চিন্তা কোরো না। নিজেকে রক্ষা করো। আমি ভাবছি নিজেই ধরা দেব এদের কাছে। দারুণ একটা রিস্ক নেব। না হলে পৌঁছতে পারব না ওদের ঘাঁটিতে।"

চাঁদনি সভয়ে বলল, "তুমি ধরা দেবে? অসহায় আমি একা তা হলে কী করব?"

"বাড়ি থেকে যখন পালিয়ে এসেছিলে, আমি কি তখন সঙ্গে ছিলাম? এখন আমাকে পেয়ে নিজেকে ভুলো না। তুমি একা এলে যা করতে, এখন তাই করো।"

"কিন্তু আমার হাত যে কাঁপছে!"

"তা হলে মরো।"

দস্যুদের একজনের হাতে মশাল ছিল। চাঁদনি সেই মশালের আলোয় মুখ দেখে প্রথমজনকে লক্ষ্য করেই ট্রিগার টিপল। দুর্ভাগ্যক্রমে গুলিটা আসল লোককে না লেগে লাগল ঘোড়াটাকে। সে কী ভীষণ চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল ঘোড়াটা। আর সেই মুহূর্তেই একটা ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে গেল। ঠিক যেন একটা আগুনের ধূমকেতু লাফিয়ে পার হল বেহড়ের খাদটাকে।

দস্যুরা চিৎকার করে উঠল, "চালাও গোলি। ফায়ার।"

একজন শূন্যে একটা গুলি করল, "গুড়ুম"। পাহাড়ের পিলেও চমকে উঠল তখন।

পরক্ষণেই সেই আগুনে আতঙ্ক ঝাঁপিয়ে পড়ল একজনের ঘাড়ে। পড়েই আবার উধাও হয়ে গেল। দস্যুটা ভীষণ চিৎকার করে পড়ে গেল ঘোড়া থেকে। চাঁদনি সেই সুযোগে পরপর দুটো গুলি করেছে দু'জনকে। বাকি দু'জন পলাতক।

ওরা সেই দু'জনের কাছে এসে বলল, "ক্যা দোস্ত! সিনা টুট গিয়া তো?"

একজন বলল, " পানি।"

চাঁদনি একজনের মুখে জল দিয়ে বলল, "তুমহারা বরাব্বর-বাবা কিধার?"

লোকটি ইঙ্গিতে ওদের ওপরে উঠতে বলে ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে। আর একজনের চোখদুটি তখন বুজে এসেছে। সেও বুঝি মরবে এবার।

ওরা ওদের বন্দুক দুটি হাতিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে খাদের ওপরে উঠতেই দেখল এখানে শুধু সারি সারি পাহাড়। সরু সরু মোচাকৃতি শিলাস্তম্ভ যেন আকাশকে ছুঁতে চাইছে। এইরকম পাথরের মনুমেন্ট এখানে অগুনতি। প্রকৃতির কী খেয়াল! সেই উচ্চশীর্ষ শিলাস্তম্ভের চূড়ায় হঠাৎ ওরা লক্ষ করল সেই আগুনে-আতঙ্ককে। সেটা দূরের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছে। অমাবস্যা এগিয়ে এলেও মধ্যরাতের চাঁদের আলোয় যেন ঝলসে যাচ্ছে সেটা। কী ভয়ংকর! দেখেই বুক কেঁপে উঠল। সেটা না-চিতা, না-হায়না, না-নেকড়ে, কী যে সেটা, কে জানে?

চাঁদনি সভয়ে বাবলুকে ধরে বলল, "আর এগিয়ো না বাবলু, আমার খুব ভয় করছে। এই দ্যাখো, এখানে একটা গুহা আছে। এসো আমরা এর ভেতরে ঢুকে পড়ি। ওটা নেমে এলেই গুলি কোরো ওটাকে।" বলেই বাবলুকে টানতে টানতে গুহার দিকে নিয়ে এল। কিন্তু গুহার ভেতরে ঢুকতে গিয়েই আতঙ্কে নীল হয়ে গেল সে, "বা-ব-লু-উ।"

ওদিকে ওদের দেখতে পেয়েই সেই ভয়ংকর আগুনে আতঙ্ক দ্রুত ছুটে আসছে ওদের দিকে। সে কী ভয়ংকর!

চাঁদনি বলল, "তুমি এখনও চুপ করে আছ? এখনই গুলি করো ওটাকে। তুমি না করলে আমি করব।" বলেই ওর দিকে রিভলভার তাক করল।

বাবলু ওর হাতটাকে চেপে ধরে বলল, "ও কী করছ? গুলি সস্তা নাকি? ও যে আমাদের পঞ্চু।"

"পঞ্চু!"

"হ্যাঁ পঞ্চু।" বলেই ডাকল, "প-ন্-চু-উ!"

পঞ্চু ততক্ষণে ছুটে এসে বাবলুর পায়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। বাবলু ওকে আদর করে সোহাগ করে বলল, "ওরা কোথায় পঞ্চু?"

পঞ্চু ডেকে উঠল, "ভৌ-ভো-উ-উ-উ-উ।"

বহুদূরের সারি সারি পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর ফুলন দেবী। না, না, সুনীতা। সকলেরই মিলিটারি ড্রেস। ওরা ওদের দেখতে পেয়েই হইহই করে ছুটে এল।

বিলু এসেই বাবলুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "তুই কী করে উদ্ধার পেলি বাবলু?"

বাবলু সংক্ষেপে সব বলল ওদের। তারপর সুনীতাকে বলল, "তোমার জন্য আমার ভীষণ চিন্তা হয়েছিল। ঘোড়ার পিঠ থেকে কোথায় যে ছিটকে পড়লে তুমি!"

সুনীতা বলল, "প্রাণে বেঁচে গেছি এই ঢের। এখন তোমারই সন্ধানে এসেছি এখানে বন্ধু। হাতে হাত মেলাও।"

বাবলু হ্যান্ডশেক করে বলল, "কিন্তু কী করে এলে? কাল রাতে যে-ঘরে তোমরা ছিলে, সেই ঘরের অবস্থা কী হয়েছে জানো?"

"খুব জানি। আমরা ওই ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলাম ঠিকই, তবে কিছুক্ষণের জন্য। লোকজন চলে যেতেই আমরা সরে পড়ি ওখান থেকে। আর একটু পরেই কয়েকজন দুর্বৃত্ত আমাদের সেই চালাঘরে আগুন ধরিয়ে বোমা ছুড়ে কী কাণ্ডটাই না করল! তবে এসেছিল ওরা চারজন। ফিরে গেল একজন। তিনজনকেই আমি আমার এই রাইফেলের গুলিতে ডিসুম—ডিসুম—ডিসুম।"

"তারপর?"

"তারপর আমরা রাতের অন্ধকারেই বেহড়ে ঢুকে পড়ি। তোমাদের বিলু এই পঞ্চুর গায়ে ফসফরাস মাখিয়ে এমন কাণ্ড করল যে, বনের বাঘ পর্যন্ত পালাল ওর ভয়ে। যাই হোক, এইখানে আসার সময় যে শিবমন্দিরটা দেখলে, ওই শিবমন্দিরের চাতালে একটা ভিখিরিদের ছেলে শুয়ে ছিল। তাকেই বুঝিয়েবাঝিয়ে ভয় দেখিয়ে রাজি করাতে রাতে সে-ই আমাদের পথ চিনিয়ে নিয়ে এল এখানে।"

"সেই ছেলেটা কই?"

"ওই, ওখানে পাথরের খাঁজে শুয়ে আছে।"

"সর্বনাশ! ও আবার বরাব্বরের ঘাঁটিতে চলে যাবে না তো?"

"তাই তো, এ-কথা তো ভেবে দেখিনি।"

বাবলু বলল, "এই গুহার ভেতরে কী আছে?"

বাবলুর প্রশ্নের জবাব দিতে বাচ্চু-বিচ্ছু ছুটে গিয়ে গুহার ভেতরে টর্চের আলো ফেলল। ওরা দেখল দু'জনের মৃতদেহ সেইখানে শোওয়ানো আছে। একজন কুলদীপ। অপরজন অচেনা।

"এদের এই হাল কে করল?"

সুনীতা বলল, "আমরা সবাই মিলে পাথর ছুড়ে শেষ করেছি ওদের।"

পঞ্চু তখন ভৌ ভৌ করে কী যেন বলতে গেল বাবলুকে।

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "হ্যাঁ, পঞ্চুর কৃতিত্বও কম নয়। এক-একজনের গলার টুঁটি কামড়ে ও না ঝুলে পড়লে এত সহজে মরত না ওরা।"

বাবলু বলল, "তোরা তা হলে রাত কাটালি কোথায়?"

"এই গুহাতেই। ডেডবডি দুটো সাজিয়ে রেখেছি তোমাকে দেখাব বলে।"

"সারাদিনে খাওয়াদাওয়া করলি কী?"

"একটা ভেড়াকে ঝলসে খেয়েছি সবাই মিলে।"

বাবলু বলল, "যাই হোক, আমরা সবাই নিরাপদে আছি ভগবানের কৃপায়। এখন বরাব্বরের ঘাঁটির সন্ধান পেলি কোথাও?"

"পেয়েছি। এর নীচেই একটা গুহা আছে। সেই গুহার নামই হচ্ছে বরাব্বর গুহা। এই পাহাড়ের শিলাস্তম্ভগুলোকে অতিক্রম করে নীচে নামলেই সন্ধান পাওয়া যাবে ওর। তা ছাড়া আরও একটা পথ আছে ঝরনা নদীর গর্জ দিয়ে। সেই পথ খুবই দুর্গম।"

"তবে তো বললি বেশ। এতক্ষণে পালায়নি তো ও সেইখান দিয়ে?"

সুনীতা বলল, "বরাব্বর সিং পালিয়ে যাবে? তাও আমাদের ভয়ে? এমন চিন্তা মনেও এনো না বাবলু।"

চাঁদনি বলল, "পালাবার লোক সে নয়।"

বাবলু বলল, "তা ঠিক। কিন্তু ওর দলের কয়েকটি লোক প্রাণ হারাল আমাদের হাতে, সে-কথা একবারও ভেবে দেখেছ কী? বরাব্বররা আসলে আঘাত করতে জানত। কিন্তু পেতে জানত না। তাই দিশেহারা হয়ে মরেছে ওরা। আসলে নারী, শিশু আর পশুর হাতেই দানবের দমন হয়। প্রশাসনের হাতে নয়।"

এমন সময় হঠাৎ গুলির শব্দে সচকিত হয়ে উঠল ওরা। দেখল, পাহাড়ে মশাল, বেহড়ে মশাল। অর্থাৎ যেদিকে দীর্ঘশীর্ষ শিলাগুলো ঘনসন্নিবদ্ধ হয়ে আকাশকে ছুঁতে চাইছে, সেইদিক, এবং গর্জের (খাদ) গা বেয়ে ওপরে উঠে দুইদিক থেকেই শত্রুপক্ষরা ধেয়ে আসছে ওদের দিকে। ওরা রয়েছে মাঝখানে। এই গুহার ভেতর ছাড়া ওদের লুকোবার আর কোনও জায়গা নেই। পালাবার পথ তো নেই-ই।

বাবলু বলল, "একটু ভুলের জন্য এইরকমটা হল। নিশ্চয়ই সেই ছেলেটা গিয়ে খবর দিয়েছে ওদের।"

এই মহাসংকটে কী যে করবে ওরা, কিছু ভেবে পেল না। গর্জের দিক থেকে আসছে দু'জন। পাহাড়ের আড়াল থেকে অন্তত চার-পাঁচজন। এমনসময় সকল মুশকিলের আসান করে ভয়াবহ পঞ্চু নিজের জীবন বিপন্ন করেও ছুটে গেল গর্জের দিকে, সেই দু'জনকে তাড়া করতে। ওরা গুলি চালাবার আগেই পঞ্চু ওদের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল যে, এই আগুনে আতঙ্কের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আক্রমণ করার চেয়ে পালিয়ে বাঁচাই শ্রেয় মনে করল ওরা। কিন্তু ঘটনাটা এমনই আচমকা হয়ে গেল যে, পালাতে গিয়েও পালাতে পারল না। পঞ্চু এর-ওর পায়ের তলা দিয়ে এমনভাবে গলে যেতে লাগল যে, টিপ-টিপ করে খাদে পড়ে হাত-পা ভাঙল তারা। মাথা ফাটল। হাড় ভাঙল। প্রাণেও মরল না, আবার পালাতেও পারল না।

ওদিক থেকে যে চার-পাঁচজন ধেয়ে আসছিল, সুনীতার বন্দুক থেকে একটা বুলেট হঠাৎ তাদের দিকে ছুটে যেতেই পিছু হটল তারা। ওরা দূর থেকে চেঁচাতে লাগল, "আগে মাত বাঢ়ো, জিনা চাহো তো ভাগো হিঁয়াসে।"

এদিক থেকে বাবলু চেঁচিয়ে বলল, "আমরা বাঁচতে চাই না। তোরা যদি বাঁচতে চাস তো বন্দুক ফেলে শুধু হাতে এগিয়ে আয়।"

পঞ্চু তখন বীরবিক্রমে গর্জের দিক থেকে ছুটে আসছে। বাবলু চিৎকার করে আসতে মানা করল পঞ্চুকে। ওদিক থেকে শত্রুপক্ষের একটা গুলিও তখন ছুটে এসেছে পঞ্চুর দিকে। নেহাত দূরত্ব অনেক ছিল, তাই বেঁচে গেল পঞ্চু। সে তখন আবার নদী-গর্জে নেমে গিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

বাবলু বলল, "আমরা একদিকে মুক্ত। কিন্তু এইদিকে যে চার-পাঁচজন আছে, এদের বন্দুকের মুখে কৌশলে ছাড়া লড়া যাবে না।" বলে সুনীতাকে বলল, "সুনীতা, তুমিও রেডি থেকো। এই গুহার ভেতরে বাইরে বেশ কয়েকটা বন্দুক আছে। ওরা এগোলেই প্রাণ দিয়ে লড়ে যাও। নিজেকে আড়ালে রেখো। আমি দেখছি কতদূর কী করা যায়!"

চাঁদনি বলল, "পঞ্চু কোথায় গেল?"

"জানি না। নিশ্চয়ই মাথায় কোনও ফন্দি এঁটেছে সে। না হলে আমাদের এইভাবে ফেলে রেখে পালাবার মতো সে নয়।"

এবারে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুকে নির্দেশ দিল বাবলু, "তোরা সুনীতা আর চাঁদনিকে সাহায্য কর। ওরা লড়বে। সবদিকে নজর রাখ তোরা! আমি আসছি।"

বিলু বলল, "কোথায় যাচ্ছিস তুই?"

"আমি একটু চেষ্টা করে দেখি পেছনদিক দিয়ে এই গুহাটার মাথায় উঠতে পারি কিনা।"

বিলু বলল, "অসম্ভব! পেছনে যাস না বাবলু, মারাত্মক খাদ। পা ফসকালে কম করেও হাজার ফুট নীচে পড়বি।"

"সাবধান করে ভাল করলি। তবু লড়তে গিয়ে মরব। দুটো মেয়েকে সামনে খাড়া করে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য আসিনি এখানে।" বলে অতি-সন্তর্পণে পেছনদিকে চলে গেল বাবলু। তারপর একটু একটু করে ওঠা শুরু করল পাহাড়ের গা বেয়ে। বারবার হড়কে পড়ে যেতে যেতে অনেক চেষ্টার পর উঠে পড়ল একসময়।

ভাগ্যিস উঠল। না উঠলে টেরই পেত না যে, একজন লোক বন্দুক নিয়ে বুকে হেঁটে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল গুহার দিকে। ও লোকটাকে লক্ষ্য করে একটা গুলি করতেই আর্তনাদ করে উঠল লোকটা।

চাঁদনি আনন্দে অভিভূত হয়ে লোকটার হাত থেকে কেড়ে আনতে যাচ্ছিল বন্দুকটা। বাবলু দেখতে পেয়েই চিৎকার করল, "হল্ট। ডোন্ট গো দেয়ার। কাম ব্যাক।"

ফিরে এল চাঁদনি।

আর সেই মুহূর্তে ভয়ংকর একটা শব্দে কেঁপে উঠল চারদিক। সে কী ভীষণ ব্যাপার! মনে হল যেন প্রচণ্ড ভূমিকম্প হল হঠাৎ। একটা শব্দ নয়, একাধিক শব্দ। বরাব্বর গুহার সামনে তখন আগুন আর আগুন। সেই শব্দে সবাই যখন সচকিত, প্রাণভয়ে বরাব্বরের লোকেরা যখন যে যেদিকে পারছে দৌড়াচ্ছে, পঞ্চু তখন একটা উচ্চ চূড়ায় উঠে চিৎকার করে জানান দিল, "ভৌ-ভৌ-ভো-উ-উ।"

বাবলু চিৎকার করে উঠল, "শাবাশ পঞ্চু, শাবাশ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সকলেই আনন্দে উল্লাস করে উঠল।

সুনীতা বলল, "কী হল ব্যাপারটা?"

বাবলু ওপর থেকে নেমে এসে বলল, "হবে আর কী? পঞ্চু গর্জের গোপন পথ ধরে ওদের গুহায় গিয়ে সম্ভবত কোনও মশাল-টশাল মুখে নিয়ে ওদের বারুদ-ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারই এই পরিমাণ।"

সুনীতা বন্দুক রেখে হাততালি দিয়ে বলল, "সত্যি, তোমাদের পঞ্চু না, সত্যিই একটা জিনিয়াস। কিন্তু ওর গায়ে ফসফরাস মাখানোর বুদ্ধিটা তোমাদের কে দিল?"

বিলু বলল, "কে আবার? বাবলু।"

"এ তো একটা অভিনব আইডিয়া। অনেকটা সেই হাউন্ড অব দ্য বাস্কারভিল্‌স-এর মতন।"

"বই পড়েই অনেক কিছু শিখতে হয়। আর সেইজন্যই তো বই পড়া। এই পাহাড়ে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য আমরা ওখান থেকেই তৈরি হয়ে এসেছিলাম।"

ওদিক থেকে আর কোনও আক্রমণের আশঙ্কা নেই দেখে বাবলু বলল, "চলো, এবার এগনো যাক।"

ওরা যখন সবে কয়েক পা এগিয়েছে, এমন সময় পঞ্চু হঠাৎ ভীষণ রকমের চিৎকার করে লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলির শব্দ। পঞ্চু আবার একটা ভয়ংকর ডাক ছাড়ল, "আঁ-আঁ-আঁউ।"

বাবলু ডাকল, "প-ন্‌-চু-উ।"

আর কোনও সাড়া নেই, শব্দও নেই। ওরা হইহই করে ছুটে চলল সেইদিকে। বাবলু বলল, "যাঃ। দিয়েছে বোধহয় শেষ করে।"

পাহাড়ের বাধা অতিক্রম করে ওরা যখন বরাব্বর গুহার কাছাকাছি এল, তখনও বারুদ-ঘর থেকে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে আর ধোঁয়ার কুণ্ডলি উড়ছে আকাশে। আর সেইখানেই একটু উচ্চস্থান থেকে ওরা দেখতে পেল আধপোড়া বীভৎস একজন মানুষ বন্দুক উঁচিয়ে একটি গুহামুখের সামনে পাগলের মতো দাপাদাপি করছে। এই হল বরাব্বর সিং। ওরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল সেই ভয়ংকর দস্যুকে।

বরাব্বর ওদের দেখতে পেয়েই চিৎকার করে উঠল।

বাবলু বলল, "এখন তুমি যতই চেঁচাও বুনো বাঘ, তোমার খেল খতম।"

বরাব্বর ওর গলার স্বর আরও চড়িয়ে বলল, "লেকিন হাম তো খতম কর দিয়া ও জানবার-কা খেল। আভি তুমহারা খেল খতম হোগা। ও আগ লাগাকর হামারা সবকুছ বরবাদ কর দিয়া। হাম উস 'পর গোলি চালায়া—গোলি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।" তরপর একটু থেমে বলল, "ইয়ে দেখো, হামারা আউর এক দুশমন জিন্দা হ্যায় আভিতক। পহলে ইসিকো খেল খতম হোগা, বাদ মে তুমহারা। ইয়ে হোগা হামারা পহেলা টার্গেট।" বলেই বন্দুক উঁচিয়ে কাকে যেন গুলি করতে উদ্যত হল।

তখনও অন্ধকার আছে। তার ওপরে সকলের নজর ওর দিকে থাকায় গুহার ভেতরটা কেউ লক্ষ করেনি। এবার সেদিকে তাকিয়েই থমকে উঠল ওরা।

চাঁদনি চিৎকার করে উঠল, "বাবুজি!"

বাবলু তখন এক মুহূর্তও দেরি না করে ওপর থেকেই লাফিয়ে পড়ল বরাব্বরের ঘাড়ে। ওর হাতের বন্দুক ছিটকে গেল কোথায়। একটা গুলির শব্দে গুহামুখ শিউরে উঠল একবার। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সুনীতা, চাঁদনি, সবাই তখন নেমে এসে মুক্ত করল সর্দারজিকে। শয়তান বরাব্বর হাত-পা বেঁধে সর্দারজিকে ঝুলিয়ে রেখেছিল গুহার ভেতর। প্রাণে না মেরে কী অমানুষিক অত্যাচার যে করেছে তাঁর ওপর, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না!

ওদের সেই অন্যমনস্কতার সুযোগে বরাব্বর তখন পালাচ্ছে। বরাব্বরকে পালাতে দেখে চিৎকার করে উঠল চাঁদনি, "বাবলু! ওই দ্যাখো শয়তানটা পালাচ্ছে। ওকে যেতে দিয়ো না। ধরো, ধরো।"

দেখামাত্রই ছুটল বাবলু। ওর পিছু পিছু চাঁদনিও।

কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায় বাছাধন? জাগ্রত-প্রহরী পঞ্চু আড়ালে লুকিয়ে মজা দেখছিল এতক্ষণ। বরাব্বরের গুলির জবাবে নীরবতা পালন করে অসতর্ক হওয়ার সুযোগ দিচ্ছিল ওকে। এবার ভীষণ বেগে তাড়া করল। সেইসঙ্গে ছুটে এল বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সবাই। ওরা পাথর-নুড়ি হাতের কাছে যা পেল তাই ছুড়ে মারতে লাগল বরাব্বরকে। সবাই মিলে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল ওকে।

চাঁদনি উন্মত্তের মতো বলল, "তোমরা মেরো না ওকে। কেউ কিচ্ছু বোলো না। ও আমার মুখের গ্রাস। আমি মারব ওকে। ওর মরণ আমার হাতেই হতে দাও।"

আহত রক্তাক্ত বরাব্বর চাঁদনির চণ্ডীমূর্তি দেখে ভয় পেয়ে গেল। ও পিছু হটতে হটতে বলল, "নেহি, নেহি, তুম হট যাও। আগে মাত বাঢ়ো। মাত মারো মুঝে।"

চাঁদনি বলল, "মারলে খুব লাগে, না রে? কিন্তু তোকে তো আমি ছাড়ব না বরাব্বর। আমাদের বংশে বাতি দিতে কাউকে রাখিসনি তুই, আমার বাবাকে কীভাবে মেরেছিস, একবার মনে করে দ্যাখ! কী অবস্থা করেছিস তাঁর? এর পরও তোকে বাঁচিয়ে রাখব?"

বাবলু বলল, "তুই বাঁচলে আরও কত লোকের যে সর্বনাশ করবি, তার ঠিক আছে? কত গ্রাম জ্বালিয়ে দিবি, কত মায়ের কোল শূন্য করে দিবি। কত...।"

বরাব্বর দু' হাত জোড় করে বলল, "নেহি। ম্যায় বচন দেতা হুঁ। অ্যায়সা কভি নেহি হোগা। ছোড় দো মুঝে।"

বাবলু বলল, "আমরা তোকে ছাড়ব না। তবে আমাদের জাল কেটে পালাতে পারিস তো পালা।"

কিন্তু পাণ্ডব গোয়েন্দারা এমনভাবে ঘিরে আছে তাকে যে, পালাবার পথ কই? সবার হাতেই পাথর। আর তার চেয়েও ভয়ংকর সেই অদ্ভুত জানোয়ারটা, যার নাম পঞ্চু।

সুনীতাও তখন এসে হাজির হয়েছে ওদের মাঝখানে। ওর হাতে উদ্যত বন্দুক।

আরও ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল বরাব্বর, "নেহি-ই-ই।"

চাঁদনি ওর হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে বলল, "না, ওকে এখনই গুলি করে মেরো না।" বলে গুলিটা বের করে নিয়ে বলল, "ওকে এমনভাবে মারব, যেভাবে ওর লোকেরা বাবলুকে মেরেছিল।" বলেই সেই বন্দুকের বাঁট দিয়ে শুরু করল বেদম মার।

বরাব্বর ভয়ানক চিৎকার করে লাফাতে লাগল।

চাঁদনি ওকে মারতে মারতে আধমরা করে দিল। ওর বাবার অবস্থা, ওর পরিবারের প্রিয়জনের সকলের মুখ, এক এক করে যত মনে পড়তে লাগল, তত মারতে লাগল ওকে। মার খেতে খেতে পড়ে গেলে বাবলু ওকে তুলে দাঁড় করিয়েই চোয়াল লক্ষ্য করে মারল এক ঘুষি। বিলু তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। এবার ও নিজেই উঠে দাঁড়ালে ভোম্বল এসে মারল আর এক ঘুষি। বরাব্বর চাঁদনির পায়ের কাছে পড়ল। তারপর অসুর যেভাবে দেবী দুর্গার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল, ঠিক সেইভাবে বসে কী যেন বলতে গেল চাঁদনিকে। কিন্তু কে তখন শোনে ওর কথা? চাঁদনি তখন বন্দুকে গুলি পুরে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

বরাব্বর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল এবার। ক্ষতবিক্ষত বরাব্বরকে এখন আর চেনাই যাচ্ছে না। সে একই ভাবে বলে চলল, "নেহি নেহি নেহি।" বলল আর পিছু হটল।

চাঁদনি বলল, "এইবার তোকে আমি মুক্তি দেব বরাব্বর। এই হবে তোর পরিমাণ। শেষবারের মতো ভগবানকে ডাক। বল কালকা মায়ী কি...।"

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলল চাঁদনিকে। বলল, "করছ কী? অনভ্যস্ত হাতে রাইফেল চালাতে গিয়ে নিজে মরবে নাকি?"

কিন্তু মরল একজন। সে হল বরাব্বর। কাউকেই মারতে হল না। পিছু হটতে হটতে একসময় নিজেই সে অসতর্কতায় পড়ে গেল অতলস্পর্শী খাদের ভেতর। ওর অন্তিম আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরল পাহাড়ে-পর্বতে। অত্যাচারীর অত্যাচারের শেষ হল।

আর ঠিক তখনই দেখা গেল কাতারে কাতারে পুলিশ এসে জড়ো হচ্ছে দূরের সেই ফেলে আসা গুহার সামনে। ওদের পথ চিনিয়ে নিয়ে আসছে সেই ভিখারি বালক।

পুলিশবাহিনী যখন আরও কাছে এগিয়ে এল, তখন ওরা দেখতে পেল সেই পুলিশবাহিনীর পুরোভাগে রয়েছেন সুনীতার বাবা ত্রিপাঠিজি। তিনি আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট থেকেই ফোর্স নিয়ে এখানে এসেছেন। কিন্তু সর্দারজি এখানে কী করে এলেন? চাঁদনি চলে আসার পর মেয়েকে রক্ষা করতে এবং বরাব্বরের প্রতিশোধ নিতেই কি এখানে এসেছিলেন তিনি? হয়তো তাই। এসেই বিপদে পড়েছেন।

আহত, নিহত, পলাতক, সব ডাকাতকে জড়ো করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র যেখানে যা ছিল সবই উদ্ধার করল পুলিশ। তারপর সবাই মিলে ধরাধরি করে নিয়ে এলেন সর্দারজিকে। সর্দার রঘুবীর সিং। বরাব্বর তাঁর ওপর শারীরিক নির্যাতন করলেও ভাগ্যে প্রাণে মারেনি। তাই তো শত্রুমুক্ত হয়ে মেয়েকে ফিরে পেলেন তিনি।

সর্দারজি ওই অবস্থাতেও জড়িয়ে ধরলেন বাবলুকে। সুনীতাও বাবাকে পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে উঠল। কিন্তু ওই ডামাডোলে আসল নায়ক গেল কোথায়? পঞ্চু! পঞ্চু কই?

বাবলু মুখের দু' পাশে হাত রেখে ডাক দিল, "প-ন-চু-উ-।"

দূর থেকে পঞ্চুও সাড়া দিল, "ভৌ। ভৌ-উ-উ-উ।"

ভোরের আলো ক্রমশ ফুটে উঠছে তখন। চারদিক পরিষ্কার হচ্ছে একটু একটু করে। ওরা সেই আবছায়ায় দেখতে পেল অনেক দূরে, ওদের কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়ে পঞ্চু ওর গায়ে মাখানো ফসফরাসের প্রভাব থেকে মুক্ত হচ্ছে। বাবলুর ডাক শুনে ছুটে এসে হাজির হল সে।

বাবলু ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, "থ্রি চিয়ার্স ফর পঞ্চু।"

সবাই বলল, "হিপ, হিপ, হুর্‌র্‌রে।"

পঞ্চুর আনন্দ দ্যাখে কে? সে একটা ডিগবাজি খেয়েই ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

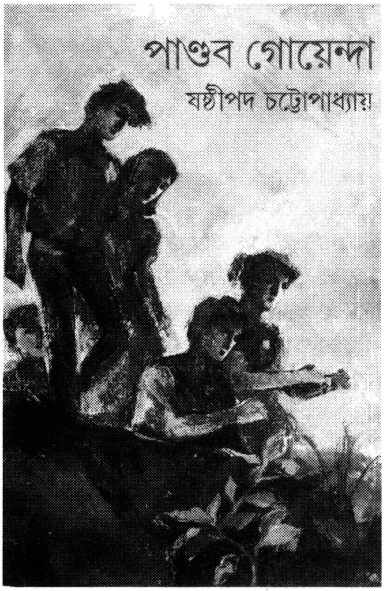

পাণ্ডব গোয়েন্দা ১২

ত্রয়োবিংশ অভিযান

বর্ষাকালটা আর যারই প্রিয় হোক, বাবলুর অন্তত নয়। আসলে সে ফাল্গুন মাসের জাতক বলেই বোধ হয় উৎকট গরম বা ঘ্যানঘেনে বৃষ্টির কোনওটাই সহ্য করতে পারে না। যদিও এখন বর্ষাকাল ঠিক নয়, শরতের শেষ। তবুও দিঘার কাছে নিম্নচাপের ফলে আজ ক'দিন হল এমনই দুর্যোগ শুরু হয়েছে যে, ঘর থেকে বেরনো যাচ্ছে না। অনবরত বৃষ্টি আর ঝোড়ো বাতাসে সকলেই নাজেহাল। কেমন যেন এক বিরক্তিকর আবহাওয়া।

সকালবেলা জানলা-দরজা বন্ধ করে ঘরে আলো জ্বেলে ভিজে খবরের কাগজের পাতায় চোখ রেখে বসে ছিল বাবলু। এত দুর্যোগেও কাগজওয়ালা ঠিক এসে কাগজ দিয়ে গেছে। সত্যি, কী জীবন ওদের! কাগজে খবর কিছু থাক না-থাক, তবু সকালবেলা কাগজটা হাতে নিতেও ভাল লাগে। অথচ এই কাগজ পৌঁছে দিতে কতই না কষ্ট ওদের।

ঘরের এককোণে কেমন যেন মনমরা হয়ে শুয়ে আছে পঞ্চু।

বাবলু আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখল ওকে। তারপর কাগজ রেখে উঠে গেল ওর দিকে।

বাবলুকে আসতে দেখেই শরীরটা টান করে উঠে দাঁড়াল পঞ্চু। বাবলু ওর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "খুব বোর লাগছে, না রে?"

পঞ্চু আদুরে গলায় ডেকে উঠল, "গোঁ-ও-ও-উ।" অর্থাৎ লাগছেই তো।

বাবলু বলল, "কী করবি বল? প্রকৃতির রুদ্ররোষের কাছে সকলকেই হার মানতে হয়। দ্যাখ না আমিও কেমন ঘরে বসে আছি!"

এমন সময় খাবারের ডিশ হাতে মা এলেন, "কার সঙ্গে কথা বলছিস রে বাবলা?"

বাবলু হেসে বলল, "শ্রীমান পঞ্চুচন্দ্রর সঙ্গে।"

"তাই ভাল। আমি ভাবলাম এই দুর্যোগে কেউ আবার এসে হাজির হল বুঝি।"

"কে আসবে? বিলু মামার বাড়ি গেছে। বাচ্চু-বিচ্ছুর পক্ষে বেরনো সম্ভব নয়। এলে একমাত্র ভোম্বলই আসতে পারে। ও তো জল-ঝড় কিছুই মানে না। আর শোলমাছের মতো জলে-কাদায় পিছলে বেড়ালেও সর্দি-কাশি হয় না ওর। আশ্চর্য সহ্যশক্তি ছেলেটার।"

বাবলুর কথা শেষ হওয়ামাত্রই ডোর-বেলটা বেজে উঠল।

দরজা খুলেই বাবলু অবাক, "এ কী! ভোম্বল!"

"খুব অবাক হয়ে গেছিস তো?"

"মোটেই না। এইমাত্র মা'র সঙ্গে তোর কথাই হচ্ছিল। অনেকদিন বাঁচবি তুই।"

"আমরা সবাই বাঁচব। এখনও আমাদের অনেক কাজ বাকি।"

মা বললেন, "তোমরা সবাই বেঁচে থাকো বাবা, সুখী হও।"

ভোম্বল ঘরে ঢুকল। একঝলক দমকা হাওয়া ভেতরে ঢুকে দেওয়ালের ক্যালেন্ডারটাকে চমকে দিয়েছে তখন। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে গা থেকে বর্ষাতিটা খুলে একপাশে রেখে দিল ভোম্বল।

বাবলু বলল, "এটা পরলে তোকে খুব ভারিক্কি দেখায়। আসলে চেহারাটা তোর একটু ভারীভুরি তো। তাই মনে হয় রীতিমতো অ্যাডাল্ট হয়ে গেছিস তুই।"

"সবাই তাই বলে। এইরকম সাইক্লোনিক ওয়েদারে বর্ষাতি ছাড়া কি ঘর থেকে বেরনো যায়? সেইজন্যই পরেছি।"

"বেশ করেছিস। আমারটায়ও বারোটা বেজে গেছে। এবার পালটাতে হবে।"

"নতুন একটা কিনে নে। আমার বাবা এটা পঞ্চাশ টাকায় কিনে এনেছেন।"

"পঞ্চাশ টাকার জিনিস কদ্দিন টিকবে?"

"যদ্দিনই টিকুক, দুটো বর্ষা কাটলেই যথেষ্ট।"

বাবলু বলল, "তা অবশ্য ঠিক। দামি জিনিসও বেশিদিন টেকে না।"

মা ততক্ষণে একটা তোয়ালে এনে ভোম্বলের হাতে দিয়েছেন, "আগে ভাল করে হাত-পাগুলো মুছে নাও দেখি। তারপর যতক্ষণ ইচ্ছে বসে বসে গল্প করো। আমি তোমার জন্যও জলখাবার আনছি।"

ভোম্বল মুখ-হাত মুছে আরামকেদারায় ঠেস দিয়ে বসে পড়ল। আর পঞ্চু মা'র পিছু পিছু কেটে পড়ল রান্নাঘরের দিকে।

বাবলু বলল, "বাচ্চু-বিচ্ছুর খবর কী? ওদের বাড়ি গিয়েছিলি?"

"উঁহু। তবে ওরা দু' বোনে সকালবেলা গলা সাধছিল শুনতে পেয়েছি। কিন্তু বিলুর ব্যাপারে একটু দুঃসংবাদ আছে। আর সেইজন্যই এই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে ছুটে এসেছি তোর কাছে।"

বাবলু উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, "কীরকম!"

"তুই নিশ্চয়ই জানিস, বিলুটা ক'দিন হল মামার বাড়ি গেছে?"

"হ্যাঁ। খুব সম্ভবত ঝড়-জলের আগের দিন।"

"এইমাত্র খবর পাওয়া গেল, বিলু নাকি আদৌ মামার বাড়িতেই যায়নি।"

"সে কী! তা হলে গেল কোথায়?"

"সেইটাই তো রহস্য।"

"খবরটা দিল কে?"

"ওর মামা এসে পড়েছেন হঠাৎ। ওর যাওয়ার কথা ছিল অথচ যায়নি দেখে ওঁরা ভেবেছেন খুব সম্ভবত জল-ঝড়ের জন্যই আসতে পারেনি ছেলেটা। তাই মামা বিশেষ একটা কাজে কলকাতায় এসে নিজেই এসেছেন খোঁজ নিতে। এখন খবর শুনে মাথায় হাত সকলের। ওর মা ভীষণ কান্নাকাটি করছেন। বাবা বাড়িতে নেই।"

"বাবা কোথায়?"

"উনি তো ভোরে বেরিয়ে যান। ওদের কাজের লোকটা এসে আমাকে খবর দিতেই আমি সোজা চলে এসেছি তোর কাছে।"

"বেশ করেছিস।" বাবলু হতাশ হয়ে বলল, "আজ তিনদিন ছেলেটা নিখোঁজ, অথচ আমরা কেউ কিছুই জানতে পারলাম না?"

ভোম্বল মাথা হেঁট করে রইল।

বাবলু এবার একটু রাগতস্বরে বলল, "এইজন্যই আমি বলি, তোরা যে যেখানে যাবি একা যাবি না কেউ। জানিস তো, আমাদের শত্রু চারদিকে। প্রতি পদে আমাদের বিপদ ঘটতে পারে। কাজেই আমাদের কখনও দলছুট হওয়া উচিত নয়।"

"ও আমাকে যাওয়ার কথা বলেছিল।"

"তা হলে গেলি না কেন তুই?"

"ওইদিন আমারও বাড়িতে একটা কাজ ছিল যে।"

"ও তো আমাকেও একবার বলতে পারত!"

"আসলে বলেনি কেন জানিস? ওর মাকে নিয়েই যাওয়ার কথা ছিল ওর। কিন্তু ওর মায়ের কোনও কারণে যাওয়া হয়নি বলেই আমাকে বলেছিল যাওয়ার কথা। কিন্তু এমন সময় বলেছিল যে, তখন আমারও যাওয়ার কোনও উপায় ছিল না।"

"ওর মামার বাড়িটা কোথায় যেন?"

"চব্বিশ পরগনা জেলার আমতলায়। এমন কিছু দূর যে, তা নয়। সকালে গিয়ে বিকেলে ফেরা যায়। কতবার তো গেছে ও। কিন্তু এমন যে হবে, তা কে জানে?"

বাবলু বলল, "আজকাল দেশের যা পরিস্থিতি, তাতে অনেক আচ্ছা আচ্ছা লোকও হাপিস হয়ে যাচ্ছে। তুই-আমি কোন ছার।"

"এখন তা হলে উপায়?"

বাবলু কোনও কথা না বলে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে ডায়াল ঘোরাল। ওদিক থেকে 'হ্যালো' হতেই বাবলু বলল, "কে, বাচ্চু নাকি?"

"হ্যাঁ। বিলুদার খবর কিছু শুনেছ বাবলুদা?"

"শুনেছি। তোরা কখন শুনলি?"

"এই মাত্র। আমার মা-বাবা দু'জনেই গেছেন ওদের বাড়ি।"

"আমরাও যাচ্ছি। তোরা ঘরে থাক।"

"ঘরে তো থাকবই। এই দুর্যোগে বেরোতে পারছি কই? তুমি কখন আসছ?"

"এক্ষুনি।" বাবলু রিসিভার নামিয়ে রাখল।

ভোম্বল বলল, "তুই এত গম্ভীর হয়ে উঠছিস কেন বাবলু? এর আগেও তো বিলু কতবার নিখোঁজ হয়েছে।"

"হয়েছে। তবে সেটা কোনও অভিযানে গিয়ে। তাও কয়েক ঘণ্টার জন্য। দুপুরে উধাও হয়ে সন্ধেবেলা ফিরে এসেছে। কিন্তু পুরো তিন-তিনটে দিন হয়ে গেল ছেলেটার খবর নেই। এমন যে কখনও হয়নি। দৈবক্রমে ওর মামা না এসে পড়লে তো এটুকুও জানতে পারতাম না কেউ। এই দীর্ঘ বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে ও ফিরে তো এলই না, উপরন্তু একটা ফোনও করল না কোথাও থেকে। তার মানে ব্যাপারটা কত দূর গড়িয়েছে বুঝতে পারছিস?"

"তোর কি মনে হয় আমাদের ওপর প্রতিশোধ নেবে বলে কেউ এ-কাজ করেছে?"

"তা যদি করত তা হলে নিশ্চয়ই তারা জানাত আমাদের। বলত, কেমন বদলা নিলাম? পাঁচজনকে কীভাবে চারজন করে দিতে হয় দেখলি তো?"

ভোম্বল বলল, "তা অবশ্য ঠিক। তা হলে কী ব্যাপার বল দেখি?"

"আমার তো মাথায় কিছু আসছে না।"

মা খাবারের ডিশ আর কফি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বললেন, "কী ব্যাপার? এমন মনমরা হয়ে বসে আছিস কেন দু'জনে?"

"বিলুকে পাওয়া যাচ্ছে না মা।"

"সে কী!" তারপর অত্যন্ত সহজভাবে মা বললেন, "দ্যাখ কোথাও গিয়ে কারও পেছনে ধাওয়া করেছে হয়তো। ও দারুণ চটপটে ছেলে। ওর কে কী করবে?"

"তুমি যত সহজ ভাবছ তা নয় মা। আজ তিনদিন হল নিখোঁজ ছেলেটা।"

"তবে তো ভাবনার বিষয়।"

খাবারের প্লেট সাজানোই রইল। কফিও জুড়োতে লাগল ঠান্ডা আবহাওয়ায়। তুলে খেতেও যেন ভুলে গেল ওরা।

মা বললেন, "নে, খেয়ে নে। খেয়ে ওদের বাড়িতে যা একবার। তারপর সব শুনেটুনে ওকে খুঁজে বের করবার একটা উপায় দ্যাখ।"

বাবলু বলল, "তুমি এগুলো নিয়ে যাও মা। খেতে একদম ইচ্ছে করছে না।"

অমন যে পেটুক ভোম্বল, সেও খাবারে হাত দেয়নি।

মা বললেন, "তোদের মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু না খেলে কী করে হবে বাবা? এখনই এই দুর্যোগ মাথায় নিয়েই হয়তো দৌড়ঝাঁপ করতে হবে তোদের। কখন ফিরবি তারই বা ঠিক কী? পেটে খিদে থাকলে কোনও কিছু কি করতে পারবি?"

মায়ের কথায় খেয়ে নিল ওরা। তারপর যাওয়ার জন্য তৈরি হল। পঞ্চু উৎসাহ নিয়ে ছুটে এলেও বাবলু তাকে নিল না। পুরনো বর্ষাতিটা গায়ে দিয়ে ভোম্বলকে নিয়ে বিলুদের বাড়িতে এসে হাজির হল।

বিলুর মা ছেলের জন্য একেবারেই ভেঙে পড়েছেন। বাচ্চু-বিচ্ছুর বাবা-মা সাহস দিচ্ছেন ওঁকে। বাবলু, ভোম্বল যেতেই বিলুর মা বললেন, "শুনেছ তো বাবা, কী কাণ্ডটা হয়েছে? কোথায় গেল বল তো ছেলেটা?"

বাবলু বলল, "ভোম্বলের মুখে সব শুনেছি আমি। আপনারও তো যাওয়ার কথা ছিল।"

"ছিল। তবে ক'দিন ধরে একটু জ্বর-জ্বর মতো হচ্ছিল বলে শরীরের জুত না থাকায় গেলাম না।"

"ওর কি ওইদিনই ফেরবার কথা ছিল?"

"হ্যাঁ, বাবা।"

"ও যখন ওইদিন ফিরল না তখন তো একটা খোঁজখবর নিতে পারতেন?"

"কী করে জানব বাবা যে, এমন হবে? ওইদিন বিকেল থেকেই যা দুর্যোগ শুরু হল দেখলে তো? ভাবলাম জল-ঝড়ের জন্যই মা হয়তো আসতে দেননি ওকে। আজ আমার ছোট ভাই হঠাৎ এসে পড়ল, তাই তো জানতে পারলাম। না হলে এই আসে এই আসে করে আরও দু'-চারদিন অপেক্ষা করতাম হয়তো।"

"ওর বাবাকে খবর দেওয়া হয়েছে?"

"হ্যাঁ। ফোন করেছি অফিসে।"

বাবলু বলল, "ও কীরকম সময় বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে?"

"ঠিক সকাল ন'টায়।"

বাবলু আর কোনও কথা না বলে ভোম্বলকে নিয়ে সোজা চলে এল থানায়। পুলিশে একটা খবর দিতে হবে। তারপর ওরা নিজেরাই চেষ্টা করবে ওকে খুঁজে বের করবার।

বাবলুরা থানায় যেতেই দারোগাবাবু হাসি-হাসি মুখে বললেন, "কী ব্যাপার! এই অসম্ভব প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাথায় নিয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আবির্ভাব কেন? কোনও খারাপ খবরটবর কিছু নেই তো?"

বাবলু বলল, "খুবই খারাপ খবর স্যার।"

"কীরকম?"

বাবলু সব খুলে বলল।

দারোগাবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, "শেষকালে দিনদুপুরে গোয়েন্দা গুম? তাজ্জব ব্যাপার!"

বাবলু বলল, "থানা থেকে দারোগাবাবুরাও তো আজকাল গুম হয়ে যান, এই তো সেদিন বহরমপুরে...।"

দারোগাবাবু একটু গম্ভীর মুখে বললেন, "হ্যাঁ। কাগজে দেখছিলাম বটে। সত্যি, কী যে হচ্ছে আজকাল, কিছু যেন ভেবে পাচ্ছি না। তা বিলুর ব্যাপারটা তো রীতিমতো ভয়ের। এমন তো কখনও হয়নি।"

"একাধিকবার হয়েছে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার জন্য। কেন না বেশিরভাগ সময় ঝড়ঝাপটা যা গেছে, তা আমার ওপর দিয়েই। কিন্তু এবারে যা হয়েছে তাতে আমিও ভয় পাচ্ছি। বিলু যত বিপদেই পড়ুক না কেন, জাল কেটে বেরিয়ে এসেছে প্রতিবার। তাই মনে হয়, ও এমন কোনও খপ্পরে পড়েছে কোথাও যে, লুকিয়ে একটা ফোনও করতে পারছে না আমাদের। সবচেয়ে বড় কথা, ও আদৌ সুস্থ আছে কি না সেটাও আমার সন্দেহ হচ্ছে। কেন না সুস্থ থাকলে ওকে আটকে রাখার মতো জায়গা এখনও তৈরি হয়নি।"

দারোগাবাবু বললেন, "শোনো বাবলু, তোমরা এমনই গুরুত্বপূর্ণ ছেলে-মেয়ে যে, তোমাদের গায়ে হাত পড়া মানে প্রশাসনকে ভাবিয়ে তোলা। রীতিমতো দায়িত্বের ব্যাপার। অনেক ভেবেচিন্তে তবেই তোমার হাতে পিস্তল তুলে দেওয়া হয়েছে। তুমি বা তোমরা যে আমাদেরই প্রতিনিধি, তা অনেকেই বুঝতে পারে না। তোমরা হচ্ছ আমাদের কিশোর-বাহিনী। তাই তোমার হাতে পিস্তল দেখে অনেকেই চমকে ওঠেন। এ-যাবৎ নানাভাবে তোমরা আমাদের এমনভাবে সাহায্য করেছ যে, তোমাদের সহযোগিতার কথা পুলিশ প্রশাসন সব সময়েই মনে রাখে। তাই ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখন কলকাতা পুলিশ এবং চব্বিশ পরগনা পুলিশকে ব্যাপারটা একটু জানানো দরকার। কেন না, আমতলা চব্বিশ পরগনাতেই। তোমরা ততক্ষণে কাজ শুরু করো। আমি সর্বত্র জানিয়ে দিচ্ছি। এমনকী সমস্ত হাসপাতালে খবর নিচ্ছি।"

বাবলু বলল, "ধন্যবাদ। আপাতত আপনি হাওড়া স্টেশনে স্টেট ট্রান্সপোর্টের যে অফিসটা আছে, সেখানে একটু ফোন করে দেবেন? আমরা গেলে ওরা যাতে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে।"

"ওখানে কী দরকার?"

"কোনও একটা ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নেব।"

"ঠিক আছে। বলে দিচ্ছি। তোমরা যাও।"

থানা থেকে বেরিয়ে বাবলু প্রথমেই বাড়িতে এল। ভোম্বলও এল সঙ্গে। দু'জনের মনেই দারুণ উত্তেজনা।

মা বললেন, "কী রে? কোনও খবরটবর পেলি?"

"এখনও কোনও খবর নেই। সাইকেলটা নিতে এসেছি।"

"এই দুর্যোগে সাইকেল নিয়ে কোথায় যাবি?"

"হাওড়া স্টেশন।"

"খেপেছিস নাকি? বাসে যা তুই, না হলে ট্যাক্সিতে যা। বঙ্কিম সেতুর ওপরে উঠলে হাওয়ায় উড়িয়ে নেবে তোদের সাইকেলসুদ্ধু, তা জানিস?"

"কেন ঘাবড়াচ্ছ তুমি? কিচ্ছু হবে না।"

"না। সাইকেল আমি বের করতে দেব না।"

অতএব সাইকেল রেখে দু'জনেই নেমে এল রাস্তায়। প্রথমেই ওরা ট্যাক্সির খোঁজ করল। কিন্তু এই দুর্যোগে কি ট্যাক্সি পাওয়া যায়? অগত্যা বাসেই যেতে হল। বাস একেবারে ফাঁকা। শীতের বৃষ্টি। কেউই লেপ ছেড়ে বাইরে বেরোতে চায় না।

হাওড়া স্টেশনে স্টেট ট্রান্সপোর্টের অফিসে যেতেই ওঁরা বললেন, "কী! পাণ্ডব তদন্ত তো? থানা থেকে একটু আগেই ফোন এসেছিল।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। আপনারা যদি একটু সাহায্য করেন আমাদের, তো খুব ভাল হয়।"

"বলো, কী করতে হবে?"

"আজ থেকে ঠিক দু'দিন আগে আমাদের এক বন্ধু আমতলা যাওয়ার জন্য এখানে আসে। কোন বাসে কীভাবে গেছে, তা জানি না। এমনকী যেতে পেরেছে কি না, জানি না তাও। কেন না যে কোনও কারণেই হোক ছেলেটা গন্তব্যস্থানে পৌঁছয়নি।"

"সে কী!"

বাবলু বলল, "যদিও এইভাবে খোঁজখবর নিয়ে কোনও সুবিধে হবে না। কারণ হাওড়া স্টেশনের এই জনারণ্যে একটি ছেলে কখন কোন বাসে উঠে কোথায় গেল তার খবর কে রাখে? তবুও আপনাদের অনেকেই তো চেনেন আমাদের, তাই জানতে এসেছিলাম যদি কেউ দেখে থাকেন ওকে।"

একজন প্রবীণ কন্ডাক্টর এগিয়ে এসে বললেন, "আমি বলছি শোনো, এইভাবে কোনও সূত্রই তোমরা পাবে না। প্রথমত, আমতলার কোনও বাস হাওড়া থেকে ছাড়ে না। ওই বাসের খোঁজখবর নিতে গেলে তোমাদের যেতে হবে ধর্মতলায়। দ্বিতীয়ত, এত বাস আর এত যাত্রী যে, কে কাকে মনে রাখে?"

বাবলু বলল, "তা আমরাও জানি। তবুও শুরু থেকেই সন্ধান নিতে-নিতে এগোই। হয়তো বা অপ্রত্যাশিতভাবেই কোনও আশার আলো আমরা দেখতে পাব। ধর্মতলা থেকে কত নম্বর বাস যায়?"

"ছিয়াত্তর নম্বর বাস। তিরাশিও যায়।"

"সরকারি বাস?"

"সরকারি বাসও যায়। এল থ্রি-ই। আমতলা পর্যন্ত একটিই মাত্র সরকারি বাস। তা ছাড়া দূরপাল্লার বেশ কয়েকটি। যেমন, নামখানা, কাকদ্বীপ, ডায়মন্ডহারহার প্রভৃতি।"

বাবলু বলল, "এই ব্যাপারে খোঁজখবরের জন্য আমাদের তা হলে ধর্মতলায় যেতে হবে। ছিয়াত্তরে ও যাবে না। ও গেলে সরকারি বাসেই যাবে।"

"কী করে জানলে?"

"আমরা সাধারণত সরকারি বাসেই চেপে থাকি। কেন না প্রাইভেট আর মিনির কোনও ঠিক-ঠিকানা থাকে না। তবে যে রুটে সরকারি বাস নেই সে রুটে বাধ্য হয়েই ওইসবে চাপতে হয়।"

"ঠিক কীরকম সময় ও বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল?"

একটু চুপ করে থেকে বাবলু বলল, "সকাল ন'টা নাগাদ।"

"তার মানে পৌনে দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে যে বাস ধর্মতলা থেকে আমতলার দিকে গেছে, সেই বাসেই চেপেছে ও। ঠিক আছে। আমি অবশ্য এখনই একটা বাস নিয়ে ধর্মতলায় যাচ্ছি। যদি কোনও খবর পাই পুলিশকে তা হলে জানিয়ে দেব।"

"পুলিশকে নয়, আমাদের জানাবেন। এই নিন আমার ফোন নম্বর।" বলে একটা কাগজে লিখে তাঁর হাতে দিয়ে দিল বাবলু। তারপর বলল, "কখন জানতে পারব আমরা?"

"ট্রিপ নিয়ে ঘুরে এসেই জানাব। ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই।"

বাবলু আর ভোম্বল স্টেট ট্রান্সপোর্ট অফিস থেকে বেরিয়ে সাবওয়ের ভেতর দিয়ে হেঁটে হাওড়ার বাহান্ন, আটান্ন নম্বর রুটের বাসে এসে উঠল। দশটা বাসের প্যাসেঞ্জার একটা বাসে বোঝাই না হলে এ-লাইনের বাস ছাড়ে না। মানুষের গালাগালি, বিরক্তি, ধিক্কার, কোনও কিছুতেই কর্ণপাত করে না এরা। সহ্যের সীমা যখন বাঁধ ভেঙে যায় তখনই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নৌকোর মতো দুলে দুলে, এক হাত অন্তর থমকে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করে। বাবলু আর ভোম্বল বাসে উঠে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। বাস আর ছাড়ে না। এদিকে ভিড়েরও চাপ বাড়ে। লোকজন অধৈর্য হয়ে ওঠে ক্রমশ। একসময় কয়েকজন যুবক মারমুখী হয়ে উঠতেই ছাড়ল বাস। কিন্তু ছাড়লে কী হবে? ছেড়েই গোরুর গাড়ির গতি। চ্যানেল থেকে বেরিয়ে প্রথমেই এতটা ঠেলা গাড়িকে সাইড দিল। ইচ্ছেটা এই, ওর পিছু পিছু যাবে। মাথা যখন গরম হয়ে উঠেছে সকলের, ঠিক তখনই হঠাৎ "মার, মার" রব।

সকলের মুখে এক বুলি, "পকেটমার, পকেটমার। মার। মার। মার ব্যাটাকে।" সেইসঙ্গে চিৎকার, চেঁচামেচি, কান্না আর আর্তনাদ।

বাবলুরা দেখল, কয়েকজন উত্তেজিত যাত্রী একজন শীর্ণকায় যুবককে মেরে ফাটিয়ে দিল প্রায়। বাসও

থেমে গেল। অত লোকের মার খেয়ে যুবকও লুটিয়ে পড়ল বাসের ভেতর। নাক-মুখ ফেটে রক্তের স্রোত বইছে। তবুও গণধোলাইয়ের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার বৃথা চেষ্টা করে বলছে, "আমাকে মেরো না গো। আমি পকেটমার নই।"

বাবলুরা পেছন দিকের গেটের কাছে ছিল। এই শুনে এগিয়ে এল সামনের দিকে। শুনে মনে হল নিশ্চয়ই রং টার্গেট হয়ে গেছে। যুবক হয়তো সত্যিই নির্দোষ।

একজন সম্ভ্রান্ত চেহারার অবাঙালি ভদ্রলোক দারুণ উত্তেজিত হয়ে একটা অ্যাটাচি হাতে নেমে পড়লেন বাস থেকে। ভদ্রলোক সমানে চেঁচাচ্ছেন, "মারো, মারো। বহুত মারো। চোট্টা কাঁহাকা।"

বাবলু বলল, "ব্যাপারটা কী?"

ভদ্রলোক বললেন, "আরে ভাই, কী সাহস। ভিড়ের ভেতর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আমার অ্যাটাচিটা ছিনিয়ে নিয়ে পালাতে যাচ্ছিল। দিলুম ব্যাটাকে এক থাপ্পড়। আশপাশের লোকেরা মারতে শুরু করল, তাই ছেড়ে দিলাম। আমার কোম্পানির কত দরকারি কাগজ ছিল এর ভেতরে। আমার নোকরি চলে যেত। জেল হত।" বলতে বলতে ভিড়ের ভেতর মিশে গেলেন ভদ্রলোক।

বাবলু আর ভোম্বল কোনওরকমে মস্তানদের হাত থেকে যুবককে মুক্ত করে নামিয়ে আনল বাস থেকে। যেসব বীরপুঙ্গবরা এতক্ষণ বেপরোয়ার মতো মারধোর করছিল ওকে, তারা এবার অবস্থা খারাপ দেখে যে যেদিকে পারল কেটে পড়ল। ধারে-কাছেও আর রইল না কেউ।

বাবলুরা প্রায় সংজ্ঞাহীন যুবককে একপাশে শুইয়ে রুমালে ভিজিয়ে জল এনে ওর চোখে-মুখে দিতে লাগল। যুবক ওদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল, কিন্তু কিছু বলতে পারল না।

এরই মধ্যে বাবলু থানায় একটা ফোন করে অ্যাম্বুলেন্সেও খবর দিল। তারপর অ্যাম্বুলেন্স এলে যুবককে নিয়ে সোজা হাসপাতালে। হাসপাতালে আসবার পর একবার একটু চোখ মেলে তাকাল যুবকটি। সে চোখে কী যে ছিল তা সেই জানে। দেখতে দেখতেই আচমকা নড়ে উঠল ওর ঠোঁটদুটি। অতি কষ্টে সে যা বলল, তা বড়ই মর্মান্তিক। সে বলল, "তোমরা আমাকে কেন বাঁচালে ভাই? আমার যে মরে যাওয়াই ভাল ছিল। আমার এতদিনের সঞ্চয় সব নিয়ে চলে গেল লোকটা।"

"কে! কে নিয়ে গেল?"

"ওই লোকটা। আমার বোনের বিয়ের জন্য টাকা তুলতে গিয়েছিলাম কলকাতার একটা ব্যাঙ্কে। ওই অবাঙালি ভদ্রলোকও ছিলেন সেখানে। অনেকক্ষণ ধরে আলাপ জমাচ্ছিলেন। উনিই বলছিলেন, 'এত টাকা নিয়ে একা যাবেন? সঙ্গে কাউকে নিয়ে আসা উচিত ছিল।' আমি বললাম, 'সেরকম কেউ তো নেই আমার। তাই একাই চলে এসেছি।' উনি বললেন, 'কোথায় থাকেন আপনি?' বললাম, 'কাসুন্দিয়ায়।' ভদ্রলোক বললেন, 'আমি তো হালদারপাড়ায় থাকি। চলুন, তবে একসঙ্গেই যাওয়া যাক।' আমি ওঁকে বিশ্বাস করে একসঙ্গেই ফেয়ারলি থেকে লঞ্চে হাওড়ায় এসেছি। কোনও অসুবিধে হয়নি। হঠাৎ এই বাসে উঠে বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই উনি অন্যরকম হয়ে গেলেন। আমার পেটে কনুই দিয়ে একটা গুঁতো মেরে অ্যাটাচিটা ছিনিয়ে নিয়েই হঠাৎ পকেটমার-পকেটমার বলে চেঁচাতে শুরু করলেন। সেইসঙ্গে মার। ওঁকে মারতে দেখে কেউ কিছু না শুনে সবাই মারতে শুরু করল আমাকে। কী থেকে কী যে হয়ে গেল, কিছুই জানি না। মাঝখান থেকে আমি মারও খেলাম, সর্বস্ব খোয়ালাম।"

বাবলু আর ভোম্বল স্তব্ধ হয়ে গেল ওই কথা শুনে। এ এক অদ্ভুত প্রতারণা। সবচেয়ে দুঃখের কথা, লোকটা ওদের চোখের সমনে দিয়েই মিথ্যে কথা বলে পালিয়ে গেল।

বাবলু কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলল, "যাক। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। ওই লোককে আমরা দু'জনেই চিনে রেখেছি। একদিন না একদিন আমাদের চোখে ও পড়বেই। যেদিন পড়বে, সেদিন ওকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।"

যুবক ডুকরে কেঁদে উঠল এবার।

বাবলু বলল, "এখন বলুন আপনার বাড়ি কোথায়? আপনার বাড়িতে খবর দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করছি।"

যুবক কী যেন বলতে গিয়েও বলতে পারল না। জড়িয়ে গেল গলার স্বর। সামান্য একটু বমিও করল রক্তমাখানো। দাঁত-মুখ কেটে যাওয়ার জন্য এই রক্ত, কি অন্য কোনও হ্যামারেজ হচ্ছে, তা কে জানে? লোকটি অল্পক্ষণের মধ্যে জ্ঞান হারাল।

বাবলু আর ভোম্বল দু'জনেই তখন নিকটবর্তী থানায় গিয়ে জানাল সব। আগে ফোনে জানিয়েছিল মারের কথা। এখন বিস্তারিত জানাল। মধ্যবয়সি অবাঙালি প্রতারকের চেহারার বর্ণনাও দিল। দিয়ে বলল,

"যেভাবেই হোক ধরতে হবে লোকটিকে। প্রয়োজন হলে একের জায়গায় একাধিক লোককে ধরবেন। আমরা শনাক্ত করব।"

পুলিশ বলল, "সে না হয় ধরছি। তবে কী জানো? এই ধরনের প্রতারকরা তো একই কায়দায় প্রতারণা করে না, তাই এদের ধরা মুশকিল। তবুও প্রতিটি ব্যাঙ্কে, পোস্ট অফিসে একটু নজর রাখা হবে। যদি ঘুঘু ভুল করে আবার ধান খেতে আসে।"

বাবলুরা থানা থেকে বেরিয়ে যখন হাঁটা পথ ধরল, তখন দুর্যোগ কেটে এসেছে প্রায়। একবার একটু রোদের মুখও দেখা গেল ক্ষণিকের তরে। ওরা অনেক দুর্ভাবনা নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। একে বিলুর চিন্তা, তার ওপর একজন নিরীহ যুবকের এইরকম সঙ্গিন অবস্থা। কোন দিক যে সামলাবে ওরা। রাগে সারা শরীর যেন কাঁপতে লাগল ওদের।

॥ ২ ॥

দুপুরের দিকে আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হলেও ঝোড়ো হাওয়ার দাপট কমল না। এরই মধ্যে হাওড়া স্টেশন থেকে স্টেট ট্রান্সপোর্টের সেই কর্মী ভদ্রলোক জানালেন, বিলুর ব্যাপারে কিছু খবর নাকি তাঁর কাছে আছে।

বাবলু আর এক মুহূর্ত দেরি না করে কাউকে কিছু না জানিয়েই চলে এল হাওড়া স্টেশনে।

কন্ডাক্টর ভদ্রলোক বললেন, "হ্যাঁ, তোমাদের বিলুর ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে এইটুকুই শুধু জানা গেছে যে, সে ওইদিন ধর্মতলা থেকে এল থ্রি-ই বাসেই আমতলায় গেছে। আমার এক সহকর্মী দুলালের ডিউটি ছিল সেদিন। সে বলল, পাণ্ডব গোয়েন্দাদের একটি ছেলেকে সে ওই বাসে যেতে এবং আমতলায় নামতে দেখেছে। আসলে তোমাদের বিলু যখন ওই বাসে যাচ্ছিল তখন তোমাদেরই এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে খোশগল্পে মেতে উঠেছিল সে। তাতেই আমার বন্ধুটি বুঝতে পেরেছিল যে, ওই ছেলেটি অর্থাৎ তোমাদের বিলু হচ্ছে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের একজন। এমনকী, সে এও বলেছে, তোমাদের বিলুর সমবয়সি আর-একটি ছেলের সঙ্গেও নাকি তার আলাপ হয়। সে যাচ্ছিল জয়রামপুর মন্দিরে পুজো দিতে। সে বারবার বিলুকে ওর সঙ্গে যাওয়ার অনুরোধ করে। অবশেষে তোমাদের বিলু রাজি হয়। মনে হয় সে-ই পথ চিনিয়ে ওই ছেলেটিকে জয়রামপুরের মন্দিরে নিয়ে গেছে।"

বাবলু চোখদুটো বড় বড় করে বলল, "ছেলেটির নামধাম কিছু জানা গেছে?"

"না।" হতাশ বাবলু মাথা কাত করল।

"আসলে ওদের দিকে তো খুব একটা মনোযোগ দেওয়া হয়নি। আর ওদের সব কথা মন দিয়ে শোনাও হয়নি। নেহাত পাণ্ডব গোয়েন্দাদের একজন বলেই বিলুর দিকে নজর দিয়েছিল সে। না হলে অমন কত যাত্রী ওঠে-নামে, তার খবর কে রাখে?"

"আচ্ছা, জয়রামপুর ওখান থেকে কতদূর?"

"তা তো জানি না ভাই। আমি যাইনি কখনও। তবে শুনেছি খুব ভাল জায়গা। ওখানে জাগ্রত খড়্গেশ্বর শিব আছেন। চৈত্রমাসে চড়কের সময় বিরাট মেলা বসে সেখানে। বহু দূর-দূরান্তর থেকে অনেক লোকজনও আসে।"

"আমরা যদি যাই, কীভাবে যাব?"

"কোনও অসুবিধে নেই। তোমরা প্রথমে ধর্মতলা যাবে। সেখান থেকে আমতলার বাসে চেপে চৌরাস্তায় নামবে। ডান দিকে পাবে নিবারণ দত্ত রোড। সেখানে দেখবে অনেক রিকশা অথবা সাইকেল-ভ্যান আছে। ওই রাস্তাটা চলে গেছে বজবজের দিকে। যাই হোক, তোমরা রিকশা, ভ্যান যা পাবে তাই নিয়েই চলে যাবে জয়রামপুর। যদি ওরা মন্দির পর্যন্ত যেতে না চায় তা হলে তোমরা জয়রামপুরের মোড়ে নামবে। সেখান থেকে পিচঢালা গ্রামের পথ ধরে হেঁটেই চলে যাবে মন্দিরে। ভারী চমৎকার গ্রাম জয়রামপুর। যদিও আমি যাইনি কখনও, তবুও অনেকের মুখেই শুনেছি। তা ছাড়া আমার বন্ধু দুলাল তো প্রতি বছর মেলার সময় ওখানে যায়।"

বাবলু ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে সোজা বাড়ি চলে এল। তারপর পঞ্চুকে নিয়ে দ্রুত চলল ভোম্বলদের বাড়ি।

ভোম্বল সবে ভরপেট খিচুড়ি খেয়ে শুয়েছিল লেপমুড়ি দিয়ে। বাবলুকে দেখেই এক লাফে লম্বা। বলল, "কী খবর বাবলু?"

"বিলুর ব্যাপারে একটু এগিয়েছি। ঘোর অন্ধকারে সামান্য একটু আলোর আভাস দেখা গেছে।"

"তাই নাকি? খোঁজখবর কিছু পেলি ওর?"

"খোঁজ পাইনি। তবে খবর পেয়েছি। এটুকু জানতে পেরেছি যে, ও সেদিন আমতলাতেই পৌঁছেছিল। এবং বাস থেকে নেমে সে অচেনা একটি ছেলের সঙ্গে জয়রামপুর মন্দিরে গিয়েছিল পুজো দিতে।"

"বিলু পুজো দিতে গিয়েছিল?"

"বিলু ঠিক পুজো দিতে যায়নি। ওই ছেলেটিই গিয়েছিল পুজো দিতে। মনে হয় প্রথম যাচ্ছিল সেখানে। ও তাকে পৌঁছে দিতে গিয়েছিল।"

ভোম্বল বলল, "তারপর?"

"তারপরই রহস্য। কেন না, সেই যাওয়াই তো অগস্ত্য যাত্রা। এখন ওই রহস্যকে ভেদ করে উদ্ধার করে আনতে হবে বিলুকে।"

"ওদের বাড়িতে এখনই তা হলে আর-একবার যাওয়া দরকার, কী বল?"

"অবশ্যই। সেইজন্যই তো এখানে আসা।"

ওরা প্রথমেই এল বাচ্চু-বিচ্চুদের বাড়ি। তারপর সেখান থেকে ওদের দু' বোনকে সঙ্গে নিয়ে চলে এল বিলুদের ওখানে।

বিলুর বাবা এসে গেছেন তখন। বাবলুর মুখে সব শুনে বললেন, "জয়রামপুর! সে তো অত্যন্ত ভাল জায়গা। আমি অবশ্য একবারই গেছি সেখানে। তাও অনেকদিন আগে। কিন্তু ওখানে গিয়ে কোনও বিপদের আশঙ্কা আছে বলে তো আমি মনে করছি না।"

বিলুর মা বললেন, "শুধু তাই না, জয়রামপুর হল দেবস্থান। বাবা খড়েগশ্বর আছেন সেখানে। ওখানে গিয়ে আমার ছেলের কোনও বিপদ হবে এ আমি বিশ্বাস করি না। তা ছাড়া জয়রামপুর ওর পরিচিত জায়গা। সিংহীর মোড়ে আমার বাপের বাড়ি। সেখান থেকে কতদূরে আর? ঘণ্টাখানেক সময় নিয়েই যাতায়াত করা যায়। সাইকেলে আরও কম। আমার মনে হয় ওই অচেনা ছেলেটিই যত নষ্টের মূল।"

বিলুর বাবা বললেন, "আমারও কিন্তু তাই মনে হচ্ছে।"

"ছেলেটা হয়তো আদৌ জয়রামপুরে পৌঁছতেই পারেনি।"

বাচ্চু বলল, "কিন্তু বিলুদা কী বলে এমন কাজ করল?"

ভোম্বল বলল, "তা ছাড়া পুজো দিতে ওই ছেলেটি একাই বা যাবে কেন? ওর বাড়ির লোকেরা কোথায় গেল?"

বিচ্চু বলল, "আমার কী মনে হয় জানো বাবলুদা? ওই ছেলেটাই আসলে টোপ। কোনও দুষ্কৃতী হয়তো ওই ছেলেটির মাধ্যমে বিলুদাকে নির্জনে কোথাও নিয়ে গিয়ে গুম করেছে।"

বাবলু বলল, "তাতে লাভ?"

"অমার যেন সেইরকমই মনে হচ্ছে।"

"আমি ভাবছি অন্য কথা। ওই ছেলেটিই হয়তো কারও শিকার ছিল। তাই ওকে গুম করতে গিয়েই বিলুকেও গুম করে বসে আছে ওরা। অর্থাৎ, ওরা দু'জনেই এখন কোনও দুষ্টচক্রে বন্দি। তাই বিপদ ওদের দু'জনেরই।"

বিলুর বাবা ভয় পেয়ে গেলেন এবার। বললেন, "তা হলে উপায়? তোমার অনুমান সত্য হলে তো সমূহ বিপদ।"

"সেইসব ব্যাপারে খোঁজখবর নেব বলে আমরা এখনই একবার সেখানে যেতে চাই।"

বিলুর বাবা বললেন, "এখন কী করে যাবে? যেতে যেতেই সন্ধে হয়ে যাবে। তা ছাড়া এই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে এত অবেলায় ঘর থেকে বেরোয় কেউ?"

"দুর্যোগ কোথায় কাকাবাবু? বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশও পরিষ্কার। ঝোড়ো হাওয়াটা বইছে অবশ্য। ও আমরা সামলে নেব। আর দেরি করা উচিত নয়। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে।"

বাচ্চু-বিচ্চু বাবলুর মুখের দিকে তাকাতেই বাবলু বলল, "না। এখনই তোদের যাওয়ার কোনও দরকার নেই। যদি সেরকম বুঝি, আমি ওখান থেকে ফোনে জানাব।" বলে বিলুর মাকে বলল, "আপনাদের আমতলার ঠিকানাটা একটু লিখে দিন তো।"

বিলুর মা বললেন, "ঠিকানা লেখবার কোনও দরকার নেই। সিংহীর মোড়ে গিয়ে নাম করলেই যে কেউ দেখিয়ে দেবে।"

বিলুর বাবা বললেন, "শোনো, তোমরা ছেলেমানুষি কোরো না। আমতলা নেহাত কাছেপিঠের রাস্তা নয়, যেতে যেতেই সন্ধে পার হয়ে যাবে।"

বাবলু বলল, "হোক। ওখানে রাত্রিবাসের জন্য ওর মামার বাড়ি তো আছেই। মামারাও আমাদের চেনেন। কাজেই অসুবিধেটা কী? মোট কথা, যাওয়ার ব্যাপারটা আমরা এগিয়ে রাখতে চাই। আর সেটা করলে কাল সকাল থেকেই আমাদের বাকি কাজটা শুরু করে দিতে পারব।"

"তা হলে ঠিক আছে। তবে সাবধানে যেয়ো কিন্তু।"

মা বললেন, "আজ তোমরা যাও। কাল সকালে বাচ্চু-বিচ্ছুকে নিয়ে আমিও যাচ্ছি। মন আমার একদম টিকছে না। কী যে হচ্ছে বুকের ভেতরটা, তা আমিই জানি।"

বাবলু আর ভোম্বল যে-যার বাড়ি চলে গেল। বাবলু বাড়ি এসে প্রথমেই একবার ফোন করল হাসপাতালে, "হ্যালো, এমার্জেন্সি?"

ওদিক থেকে উত্তর এল, "বলুন!"

"আমি পাণ্ডব গোয়েন্দাদের বাবলু বলছি। একটু আগে যে পেশেন্টকে আমরা ভর্তি করে এলাম, দেখবেন তাঁর যেন কোনওরকম অসুবিধে না হয়। ওঁর খরচপত্র সব আমরাই দেব।"

"সাতাশ নম্বর বেডের পেশেন্ট তো? বাসের মধ্যে পকেটমার সন্দেহে যিনি মারধোর খেয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"উনি এইমাত্র মারা গেছেন।"

"বলেন কী?"

'খুবই দুঃখজনক।"

"আচ্ছা, ওঁর পকেট হাতড়ে দেখুন তো, কোনও ঠিকানাপত্তর কিছু পাওয়া যায় কি না?"

"একটাই ঠিকানা পেয়েছি। মনে হচ্ছে সেটি ওঁর দেশের বাড়ির ঠিকানা। সম্ভবত বাড়িতে চিঠি লিখে পোস্ট করতে ভুলে গেছেন, কিংবা সময় পাননি। তবে ঠিকানাটাও অস্পষ্ট। কেন না রক্তে মাখামাখি।"

"যাই হোক, ঠিকানাটা আপনারা একটু অনুগ্রহ করে রেখে দিন। আমরা সময়মতো চেয়ে নেব। প্লিজ।"

"ঠিক আছে। কিন্তু ডেডবডির কী হবে?"

"এই ধরনের ডেডবডির যা হয়, সরকারিভাবে তাই করুন। আমরা আর কী বলব? এই মুহূর্তে আমাদেরও চরম বিপদ।"

বাবলু টেলিফোন রাখল। তারপর মাকে সব কথা বলে ভোম্বল আসতেই বেরিয়ে পড়ল দু'জনে। ওদের মনে এখন একটাই প্রশ্ন, সেদিনকার এল বাসে কে সেই রহস্যময় ছেলেটি, যার পাল্লায় পড়ে বিলুটা লোপাট হয়ে গেল?

॥ ৩ ॥

বাবলু আর ভোম্বল কোনওরকমে মল্লিকফটকে এসে একেবারে ধর্মতলার বাস ধরল।

ভাগ্য ভাল যে, ধর্মতলায় যাওয়ামাত্রই একটা এল থ্রি-ই বাস পেয়ে গেল ওরা। সবে স্টার্ট দিয়েছে, এমন সময় হাত দেখিয়ে থামিয়েই উঠে বসল বাসে। মাত্র কয়েকজন যাত্রী ছাড়া গোটা বাসটাই ফাঁকা। তাই বসবার জায়গাও ভালভাবেই পেয়ে গেল।

দু'জনে বেশ গুছিয়ে বসল প্রথমে। তারপর মাঝেরহাট ব্রিজ পেরোবার পরই সন্ধে হয়ে গেল।

পথে-ঘাটে লোকজনও আজ খুব কম। দুর্যোগটা কেটে গেছে, এইটাই ভাগ্য। যেতে যেতেই ভোম্বল বলল, "আচ্ছা বাবলু, আমাদের এত তাড়াহুড়ো করে আজই রাত্তিরে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন ছিল কি?"

"না। কাল সকালে এলেও ক্ষতি হত না।"

"তা হলে তুই এইভাবে আজই এলি কেন?"

"নেহাত উত্তেজনার বশে।"

ভোম্বল আড়চোখে একবার বাবলুকে দেখে বলল, "আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারলাম না কথাটা।"

"কেন! না পারবার কী আছে?"

"বিনা কারণে কোনও কাজ করেছিস তুই?"

বাবলু হেসে বলল, "তা হলে শোন। প্রথমত, আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, এই ধরনের অনুসন্ধানকার্য একটু গোপনে হওয়াই ভাল। কাজেই আজ রাতের মধ্যে যদি আমরা ওখানে পৌঁছতে পারি, তা হলে কাল খুব ভোর থেকেই আমরা কাজে লেগে যেতে পারব। তারপর একটু বেলায় পঞ্চুকে নিয়ে বাচ্চু-বিচ্ছু হাজির হলে আমাদের আরও সুবিধে হবে। ওরা যত তাড়াতাড়িই ঘর থেকে বেরোক, ন'টা-দশটার আগে কিছুতেই পৌঁছতে পারবে না।"

ভোম্বল বলল, "বুঝেছি, সেইজন্যই তুই এইভাবে চলে এলি।"

বাস বেহালা চৌরাস্তা, সখের বাজার পেরিয়ে ভীষণ গতিতে ছুটে চলেছে। এমনিতেই লিমিটেড স্টপ। তার ওপর ফাঁকা রাস্তা। কাজেই বাসের গতি খুবই দ্রুত। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমতলা চৌরাস্তায় যখন বাস থামল, তখন রাত্রি হয়ে গেছে।

এই জায়গাটা খুবই জমজমাট। চারদিকে দোকানপাট। যেন মেলা বসে গেছে। পাটালি, নলেন গুড় আর মোয়ার দোকান সারি-সারি। এ ছাড়াও আছে নানাবিধ মিষ্টির দোকান। রাস্তার বাঁ দিকে চণ্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়। ৯১ নং বাসের স্ট্যান্ড। একজন কন্ডাক্টর অনবরত চেঁচিয়ে চলেছে, "আমতলা, জামতলা, মগরাহাট, উস্তি, জয়নগর। লাস্ট বাস। লাস্ট বাস।"

ওরা ওইখানেই এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা দাদা, বলতে পারেন সিংহীর মোড় কোন দিকে?"

ভদ্রলোক বললেন, "কাদের বাড়ি যাবে তোমরা?"

"কেশববাবুদের বাড়ি যাব।"

"ও, বুঝেছি। ওরই ভাগনে নাকি হারিয়ে গেছে। আমি চিনি ওদের। এই তো বাঁ দিকের রাস্তাটা দিয়ে ঢুকে যাও। রিকশাও নিতে পারো। তবে হেঁটেই যাও। সামান্য পথ।"

"আপনি? আপনি কি ওদিকেই থাকেন?"

"না, না। আমি এইখানেই থাকি। তোমরা বলবে মিহিরদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বললেই বুঝে যাবে।"

ওরা সেই রাস্তা ধরে ভেতরে ঢুকে এগিয়ে চলল। রাস্তাটা খুব একটা চওড়া নয়। ওই পথে বজবজের বাসও চলে।

যাই হোক, ওরা খোঁজ করতে করতে সিংহীর মোড়ে চলে এল। এখানে এসে নাম বলতেই একজন দেখিয়ে দিল বাড়িটা। বহুদিনের পুরনো কড়ি-বরগা লাগানো সাবেক কালের বাড়ি। দেখলে মনে হয় এককালে রাজবাড়ি ছিল। বিলুর মামারা তা হলে খুবই বড়লোক।

বাবলু গিয়ে দরজায় কড়া নাড়তেই ওর ছোটমামা বেরিয়ে এলেন। তারপর ওদের দেখেই অবাক, "কী ব্যাপার, তোমরা! কোনও খবরটবর পেলে নাকি?"

বাবলু বলল, "না। কোনও খবর নেই। ওরই ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নিতে এসেছি আমরা।"

"এসো, এসো, ভেতরে এসো।"

ওরা বাড়ির ভেতরে ঢুকে দিদিমা, মামিমা সবাইকে প্রণাম করল। এ-বাড়িতেও কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেছে। দিদিমা তো দারুণ ভেঙে পড়েছেন। সব ঠাকুর-দেবতাকে মানত করেছেন।

দিদিমা বললেন, "এমন তো কখনও হয়নি বাবা। তা জয়রামপুর গেলেও তাকে তো এই পথেই যেতে হবে। একবার একটু দেখা করে গেলে ক্ষতি কী ছিল? তা হলে তো এমন অঘটনটা ঘটত না।"

বড়মামা বললেন, "তিনদিন হয়ে গেল, মুখের কথা? ওর মতো ছেলে বাড়ির প্রায় দোরগোড়া থেকে হারিয়ে যাবে, এ কি কেউ ভেবেছে? আর তারপর থেকে কী বৃষ্টি! আমরা ভাবছি দুর্যোগের জন্য ছেলেটা আসতে পারেনি। ওরা ভাবছে দুযোর্গের জন্য মামার বাড়িতে আটকে পড়েছে। ভাগ্যিস, আজ কলকাতায় গিয়ে ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম।"

মামিমারা বললেন, "যা দিনকাল, তাতে কেউ হারিয়ে গেলে আর তাকে খুঁজে পাওয়াই দায়। কলকাতার বুক থেকে প্রতিদিন কত মানুষ যে হারিয়ে যাচ্ছে, তার বুঝি লেখাজোখা নেই।"

দিদিমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তাই তো। আমাদের সময় বাপু এমন ছিল না। এখন দেখছি হারিয়ে যারা যায়, তারা হারিয়েই যায়।"

মামারা বললেন, "শুধু কলকাতা কেন, প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কত মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে। টিভি খুললেই শুধু 'সন্ধান চাই' আর 'সন্ধান চাই'।"

মামিমারা বললেন, "হারিয়ে ওরা যায় কোথায় বলো তো?"

বাবলু বলল, "হারিয়ে যাওয়াটাও যেমন রহস্য, তেমনই ফিরে না আসাটাও রহস্যময়। বয়স্ক লোক, বাজার করতে গেছেন, আর ফিরে এলেন না। বড় ছেলে, কলেজে গেছে, ফিরল না। ছোট শিশু, খেলা করছিল, উবে গেল। এ কি ভাবা যায়?"

ওরা যখন এইসব আলোচনা করছিল, তেমন সময় উঠোনে বুটের শব্দ। দু'জন কনস্টেবলকে নিয়ে একজন ইনস্পেক্টর এসেছেন খোঁজখবর নিতে।

মামারা তাঁদের বৈঠকখানা ঘরে বসালেন।

ইনস্পেক্টর বললেন, "শুনলাম নাকি ছেলেটি একটু আগেই ফিরে এসেছে।"

"কে বললে?"

"আমাদেরই একজন কনস্টেবল দেখেছে দুটি ছেলেকে এই বাড়ির দিকে আসতে।"

বাবলু আর ভোম্বল দু'জনেই ছিল সেখানে। বলল,"দেখেছে ঠিকই। তবে কিনা সেই ছেলেদুটি হলাম আমরা। আমাদের হারিয়ে যাওয়া বন্ধু বিলু নয়।"

"যাইহোক, ইনফরমেশনটা তা হলে ভুল নয়। এবারে বলুন তো ব্যাপারটা একটু গুছিয়ে এবং ভাল করে। কী ভাবে কী হল।"

বাবলুর চেয়ে ভাল তো আর মামারাও জানে না। তাই বাবলু ওর পরিচয় দিয়ে সব কথা খুলে বলল পুলিশকে।

ইনস্পেক্টর সব শুনে বললেন, "তা হলে ওরা আমতলা থেকেই নিখোঁজ হয়েছে?"

"হ্যাঁ। এবং ওরা জয়রামপুরের দিকে গিয়েছিল।"

ইনস্পেক্টর একটু সময় চুপ করে কী যেন ভাবলেন। তারপর বড়মামাকে বললেন, "আচ্ছা, সন্ন্যাসী হাজরার সঙ্গে আপনাদের যে বৈষয়িক গোলমাল ছিল, সেটা মিটে গেছে?"

"অনেকদিন। একটা আপস-মীমাংসা হয়ে গেছে।"

ইনস্পেক্টর সঙ্গের একজন কনস্টেবলকে বললেন, "কাল একবার হিরালালকে দেখা করতে বোলো তো আমার সঙ্গে।"

"কোন হিরালাল?"

"হিরালাল তো একজনই। জয়রামপুরের বাসোঘোরি। অমনই বটু বাঁড়ুজ্যেকে বলবে দেখা করতে।" বলে কী যেন ভাবলেন। ভেবে বললেন, "আচ্ছা থাক। কিছু বলতে হবে না। আমাকে তো যেতেই হবে ওখানে। আমি দেখা করে নেব। বৃদ্ধ মানুষদের অযথা হয়রান করে লাভ নেই।"

পুলিশ বিদায় নিলে বাবলু বড়মামাকে বলল, "সন্ন্যাসী হাজরা কে? আর ওই বটু ব্যানার্জি? হিরালাল! ওঁরাই বা কারা?"

বড়মামা বললেন, "সন্ন্যাসী হাজরা এখানকার একটি তেলকলের মালিক। আমাদের খানিকটা জমি উনি দখল করে রেখেছিলেন। আর বটু ব্যানার্জি হলেন জয়রামপুরের শিবমন্দিরের পূজারি। হিরালাল হল বাসোঘোরি।"

ভোম্বল বলল, "বাসোঘোরি মানে?"

"বাসোঘোরি মানে মন্দিরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজকর্ম করে যারা। ঝাঁটপাট দেয়, এই আর কী।"

এমন সময় মামিমারা এসে ডাক দিলেন সকলকে। বাবলু আর ভোম্বলকে মুখ-হাত ধোওয়ার জলটল দিয়ে ডিশ সাজিয়ে জলখাবার দিলেন। বড়লোকের বাড়ি, কাজেই অতিথি-আপ্যায়নের কোনও ত্রুটিই হল না।

ওরা যখন জলযোগের আসরে বসে বিলুর ব্যাপারে নানারকম আলোচনা করছে, সেই সময় আবার পুলিশের পদধ্বনি। একজন কনস্টেবল বড়মামাকে ডেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে কী যেন বললেন ফিসফিস করে।

বড়মামা শিউরে উঠলেন প্রায়, "সে কী! কোথায়? কখন পাওয়া গেছে? এখনই যাচ্ছি আমি।"

বড়মামা গম্ভীর মুখে ঘরে এসে জামা পরে জুতো পায়ে দিয়ে কোথাও যেন যাওয়ার জন্য রওনা হলেন।

দিদিমা বললেন, "কী হল! কোথায় যাচ্ছিস তুই? কার কী হল, বল?"

বড়মামা শুধু বললেন, "আসছি।"

বাবলু বলল, "আমরা কেউ যাব?"

"না।" বলে বেরিয়ে গেলেন।

বাড়িতে অশুভ আশঙ্কায় যেন নতুন করে কান্নার রোল উঠল। বাবলু আর ভোম্বল জলখাবারের ডিশ থেকে হাত গুটিয়ে বড়মামার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইল। দেওয়াল-ঘড়ি ঢং ঢং করে ঘোষণা করল রাত ন'টা। বহু দূরে কোথায় যেন একটা শেয়াল ডেকে উঠল, "হু-হু হুক্কা হুয়া।"

সঙ্গে সঙ্গে অন্য শেয়ালগুলো জিজ্ঞেস করল, "ক্যা হুয়া? ক্যা হুয়া? ক্যা হুয়া?"

কারও মুখে কোনও কথা নেই। চারদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম। যেন প্রেতপুরীর মধ্যে কয়েকজন মানুষ আতঙ্কে প্রহর গুনছে শুধু।

বড়মামা যখন ফিরে এলেন তখন অনেক রাত। তখনও পর্যন্ত এ বাড়ির কেউ খাওয়াদাওয়া করেননি।

বড়মামা আসতে মামিমাদের একটাই প্রশ্ন হল, "কী হল!"

বড়মামা বললেন, "নুঙ্গির কাছ থেকে একজন ট্যাক্সি-ড্রাইভার একটি ছেলেকে উদ্ধার করেছে। ছেলেটি আতঙ্কে ভয়ে কথা বলতে পারছে না। বারবার ইশারায় পা-টা দেখাচ্ছে। দেখে মনে হল, ওর পায়ের কড়ে আঙুলের পাশ থেকে সিরিঞ্জে করে কেউ রক্ত শুষে নিয়েছে। ওকে হত্যার উদ্দেশ্যেই হোক বা অন্য যে-কোনও কারণেই হোক একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল দুর্বৃত্তরা। ট্যাক্সি-ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে আসবার সময় হঠাৎ প্রয়োজনে একবার ট্যাক্সি থামিয়ে মাঠে নেমেছিল। তারপর ছেলেটির ওই অবস্থা দেখে তাকে মুক্ত করে সোজা নিয়ে আসে এখানে। এই এলাকারই ট্যাক্সি। তাই অন্য কোথাও না গিয়ে এখানেই আসে। এখন ছেলেটি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কিছুই বোঝা যাবে না। এই ছেলেটিই যদি সত্যি বিলুর সঙ্গী সেই ছেলেটি হয়, তা হলে তো বিলুর ব্যাপারটা রীতিমত ভয়ের।"

মামিমারা বললেন, "ছেলেটা এখন কোথায়?"

"সে এখন পুলিসের হেফাজতে আছে। ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ওর।"

দিদিমা বললেন, "ছেলেটাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারতিস তো! আহা বেচারা। কথা বলতে না পারুক, পেট ভরে দুটো তৃপ্তি করে খেতে তো পারত।"

বড়মামা বললেন, "তুমি বুঝবে না মা। দিনকাল খুব খারাপ। কার কোপ কার ঘাড়ে পড়ে, তা কে জানে? ঘরে কাউকে না আনাই ভাল।"

মামিমারা বললেন, "ট্যাক্সির ড্রাইভারটা খুব ভাল বলতে হবে। ওকে তো পুরস্কার দেওয়া উচিত।"

বড়মামা বললেন, "সেটা দুষ্কৃতীদের হাতেনাতে ধরবার পর। না হলে ওকেই তো মেরে ফেলবে ওরা। এখন সব গোপন রাখা হবে।"

মামিমারা শিউরে উঠলেন, "বলো কী!"

সকলে খাওয়াদাওয়া করে যখন শুতে গেল, রাত তখন একটা। কিন্তু শুলে কী হবে? কারও চোখেই ঘুম আর এল না। এদিকে বৃষ্টি-বাদলার ফলে শীতের দাপট দ্বিগুণ বেড়েছে। বাবলু, ভোম্বল দু'জনেই লেপের তলাতেও কাঁপতে লাগল ঠকঠক করে।

॥ ৪ ॥

কুহু, কুহু, কুহু। কোকিলের মিষ্টি সুরের ডাকে ঘুম ভাঙল বাবলুর। এমনিতেই তো ওর ভোরে ওঠা অভ্যেস। নতুন জায়গা। যদিও দেরি করেই শুয়েছিল ওরা এবং ঘুমিয়েওছিল প্রায় শেষ রাতে, তবু কোকিল ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমটা ভেঙে গেল ওর। অথবা কোকিলটাই ওকে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুলল।

ভোরের আকাশ তখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। বাবলু বারান্দায় এসেই অবাক। বাড়ির পেছন দিকে বাগান। সেখানে কতরকমের ফুল যে ফুটেছে তার ঠিক নেই। তা ছাড়া বড় বড় গাঁদা যেন হলুদ করে রেখেছে চারদিক। আর কী ঘন সব গাছপালা। আম, কাঁঠালের বন। সারি সারি নারকেল গাছ। শুধু এ-বাড়ি নয়, এখানকার প্রায় সব বাড়িতেই এইরকম লাগোয়া বাগান। চারদিক তাই সবুজে ভরা।

ভোম্বল তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বাবলু ঠেলা দিয়ে ডেকে তুলল ওকে, "অ্যাই ভোম্বল! ভোম্বল! উঠে পড়। সকাল হয়ে গেছে।"

ভোম্বল পাশবালিশটা আঁকড়ে ধরে পাশ ফিরে শুতে শুতে বলল, "আঃ, জ্বালাতন করিস না।"

"না, আর শোওয়া নয়।"

"কাল কত রাতে শুয়েছি বল তো? আর-একটু ঘুমোতে দে।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। তুই ঘুমো, আমি তা হলে আসি। তুই যে বেড়াতে এসেছিস এখানে, তা জানতাম না। আমি এসেছি বিলুর খোঁজে।"

ভোম্বল তখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "সরি। ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আমরা আমাদের কাজে এসেছি। চল, কোথায় যাবি চল।"

ওরা দু'জনেই চোখে-মুখে জল দিয়ে নীচে নেমে এল।

দিদিমা আরও ভোরে উঠেছেন। ওদের নামতে দেখেই বললেন, "এত সকালে তোমরা কোথায় চললে বাবা?"

"আমরা একটু আসছি দিদিমা।"

"বউমাদের ডাকব? একটু চা-টা করে দেবে।"

"না, না, কোনও দরকার নেই। আমরা একবার মোড়ের মাথা থেকে পায়চারি করে আসছি।"

ওদের গলা পেয়ে মামিমারাও উঠে পড়েছেন। বললেন, "ভোরে বেড়াতে খুব ভাল লাগে বুঝি? তা একটু চা খেয়েই যাও না বাবা।"

অগত্যা অনুরোধ রাখতেই হল। ওরা ভাল করে দাঁতটাঁত মেজে চা-বিস্কুট খেয়ে আবার উঠে গেল ওপরে। তারপর বেশ ভালভাবেই তৈরি হয়ে বেরোল। যাওয়ার সময় বলল, "আমাদের ফিরতে দেরি হলে যেন ভাববেন না।"

মামিমারা বললেন, "আচ্ছা।"

ওরা পায়ে পায়ে সিংহীর মোড়ে এল। একটা সাইকেল ভ্যান ওদের দেখেই থেমে গেল, "যাবে নাকি?"

"কোথায় যাবে?"

"জয়রামপুর মোড়।"

"মন্দির অবধি যাবে না? আমরা মন্দিরে যাব।"

"না ভাই, আমি মোড় পর্যন্ত যাব। ওখান থেকে অন্য ভ্যান বা রিকশা পেয়ে যাবে তোমরা। না হলে হেঁটেও চলে যেতে পারো। দশ মিনিটের রাস্তা, কোনও অসুবিধে নেই।"

"কত ভাড়া নেবে?"

"দু'জন আছ তো? দু'টাকা।"

বাবলু, ভোম্বল দু'জনেই উঠে বসল ভ্যানে। পরে আরও দু'জন এল। এইভাবে প্রায় পাঁচ-ছ'জন যাত্রী নিয়ে সাইকেল ভ্যানটা তিরতির করে পিচঢালা পথ ধরে এগিয়ে চলল। বাবলুর গাছপালা খুব ভাল লাগে। তাই সবুজে ভরা এইসব অঞ্চল ওর মনে রেখাপাত করল গভীরভাবে। প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে ঘন গাছপালার বুনো গন্ধ বুকভরে গ্রহণ করল। মাটির গন্ধ, সবুজের গন্ধ, ফুলের গন্ধ। দেহমন এই সুন্দর সকালে সতেজ হয়ে উঠল যেন এক অপূর্ব সুখানুভূতিতে।

জয়রামপুর মোড়ে ভ্যান ওদের নামিয়ে দিল। ভ্যানওয়ালা বলল, "এই বাঁ দিকের পথ ধরে চলে যাও। মন্দির পেয়ে যাবে। দু'জন আছো, হেঁটে গল্প করতে-করতেই চলে যাও। ভাল লাগবে।"

বাবলু ওদের দু'জনের জন্য দুটো টাকা ভ্যানওয়ালাকে দিয়ে হাঁটাপথই ধরল। তখন ভালভাবে সকাল হয়ে গেছে।

একসময় ওরা জয়রামপুর মন্দিরে এসে পৌঁছল। কী সুন্দর দৃশ্য এখানকার। সামনে বিশাল প্রান্তর। খোলা মাঠ। একাধিক পুকুর। বড় বড় পুকুর সব। আম-কাঁঠালের বন। কলাবন। ভারী চমৎকার।

ওদের দেখে একজন বয়স্ক গ্রামের লোক লাঠি ঠুকঠুক করে এগিয়ে এলেন, "তোমরা কারা গো! এত সকালে কোত্থেকে এলে?"

বাবলু বলল, "আমরা বেড়াতে এসেছি। আমতলায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে এসে শুনলাম, আপনাদের এখানকার জাগ্রত দেবতার কথা। তাই দেখতে এলাম। ভোরে উঠেই এখানে চলে এসেছি।"

"বেশ করেছ। তা দেবতা আমাদের জাগ্রত বটে। ডাকলে ডাক শোনেন। কত মহিমা। বলে শেষ করা যাবে না। দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসে, পুজো দেয়। তবে কী জানো বাবা, শিবরাত্রি আর চড়কের সময় না এলে এখানকার মহিমা ঠিক বুঝতে পারবে না। চৈত্র মাসে চড়কের সময় একবার এসো, দেখবে তখন মেলা কাকে বলে। লোকজন আর দোকানপত্রে এই জায়গাটার ভোলই তখন পালটে যায়।"

বাবলু বলল, "আপনি কি এই গ্রামেই থাকেন?"

"হ্যাঁ। বাবার মন্দিরের বাসোঘোরি আমি। আমার নাম হিরালাল মণ্ডল।"

বাবলু বলল, "আরে! আমরা তো আপনার কাছেই এসেছি।"

"আমার কাছে! তোমরা আমাকে চেনো নাকি?"

বাবলু বলল, "না চিনলে আসি? আপনি একটু আমাদের সঙ্গে নির্জনে কোথাও গিয়ে বসবেন? দু'-একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে।"

"বেশ তো। ওইদিকে চলো। ওই শানবাঁধানো বড় পুকুরের পাড়ে বসেই কথা বলা যাবে।"

ওরা মন্দির থেকে বাবার পুকুর বাঁয়ে রেখে মেলা-মাঠের গায়ে ডান দিকে বড় পুকুরের পাড়ে সাবেককালের যে শানবাঁধানো চাতালটা আছে সেখানেই গিয়ে বসল। ঘাটে নামার মুখে দু'পাশে বসবার ব্যবস্থাও করা আছে। সামনেই একটি প্রাইমারি স্কুলে ছোট ছেলেরা কলকল করে পড়াশোনা করছে। কী ভাল যে লাগছে! যেন পাখি ডাকছে সব।

বাবলু বলল, "তিনচারদিন আগে, মানে যেদিন থেকে ঝড়-জল আরম্ভ হল, ঠিক সেইদিন আমাদের এক বন্ধু সিংহীর মোড়ে তার মামার বাড়িতে আসবার সময় একটি অচেনা ছেলের সঙ্গে এখানে চলে আসে। সম্ভবত মন্দিরে পুজো দেবে বলে। কিন্তু সেই যে এসেছিল তারপর থেকে বন্ধুটি আর বাড়ি ফেরেনি।"

"ফিরবে না তো। আর কখনও ফিরবে না সে।"

"সে কী! ফিরবে না কেন? কেউ কি তাকে গুম করেছে?"

"তা জানি না। তবে তোমরা যেমনটি বললে ঠিক তেমনটিই হয়েছিল। অর্থাৎ কিনা ছেলেদুটি এসেছিল। দুপুরের পর। বিকেলের দিকে। একজনকে দেখতে ভাল, বাবু-বাবু চেহারা। আর-একজন কালো। মুখে বসন্তের দাগ।"

"আপনি তাদের দেখেছিলেন?"

"দেখেছি বইকী! না দেখলে এত কথা বললাম কী করে?"

"তারপর?"

হিরালাল বললেন, "চা খাবে?"

বাবলু উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, "না, না চা খাব না। আমরা এইমাত্র চা খেয়েই আসছি। আমরা শুধু জানতে চাই তারপর কী হল?"

ভোম্বল বলল, "ওই বন্ধুটির খোঁজেই আসলে আমরা এখানে এসেছি।"

হিরালাল হঠাৎ একটা গোরুকে একজনের বেড়া ভেঙে উঠোনে ঢুকতে দেখে হাঁ হাঁ করে তেড়ে গেলেন। তারপর এসে বললেন, "হ্যাঁ, এই মন্দিরে পুজো দিতে যে যেখান থেকেই আসুক না কেন, নজর আমার এড়াবার নয়। আসলে বয়স হয়েছে তো, চুপচাপ বসে থাকি, আর চেয়ে চেয়ে দেখি, কে কোথা থেকে এল বা গেল। তা ছেলেদুটি এসে বসল মন্দিরের চাতালে। মন্দিরে তখন কত লোকজন। তখনও পুজো চলছে। সেদিন ভক্ত যাত্রীও ছিল খুব। ছেলেদুটির কথাবার্তা শুনে বুঝলাম ওদের মধ্যে একটি ছেলে, মানে যার গায়ের রং কালো, সেই ছেলেটি বড়ই গরিব। ওর মায়ের অসুখ। তাই বাবার মন্দিরে এসেছিল পুজো দিতে। খুব খারাপ অসুখ নাকি।"

বাবলু বলল, "কী অসুখ?"

"ক্যানসার। হাসপাতালে রোগশয্যায় শুয়ে বড়ই কষ্ট পাচ্ছেন মা। তাই সে বাবার মন্দিরে এসে পুজো দিয়ে ফুল, বেলপাতা হাতে নিয়ে কেঁদে কেঁদে বলছিল, 'আমার মাকে আর কষ্ট দিয়ো না ঠাকুর। হয় তাঁকে ভাল করে দাও, নয়তো নিয়ে নাও।' তোমাদের বন্ধুটি তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। ঠাকুরমশাই বটু বাঁড়ুজ্যে ছেলেটির মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, 'কাঁদিস না বাবা। ঠাকুরকে ডাক। উনি যা করলে ভাল হয় ঠিকই করবেন।' এমন সময়...।"

"এমন সময়! কী হল! থামলেন কেন, বলুন?"

"না। বলেই ফেলি। আমার তো চারকাল গিয়ে এককালও বাকি নেই আর। আমায় কে কী করবে?"

হঠাৎ একটা কালো হাত কোথা থেকে এসে যেন মুখটাকে চেপে ধরল হিরালালের। বলল, "কেউ কিছু করুক না করুক, বেশি না বকে ঘরে যাও।"

হিরালাল গোঁ-গোঁ করতে লাগলেন।

যে-লোকটা হিরালালের মুখ চেপে ধরেছিল সে-লোকটার বয়স তিরিশের মধ্যে। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। দেখে মনে হল অসুরের শক্তি গায়ে।

বাবলু রুখে দাঁড়িয়ে বলল, "কে আপনি? চলে যান এখান থেকে। আমরা আমাদের এক নিখোঁজ বন্ধুর ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নিতে এসেছি। কথাটা শেষ করতে দিন।"

লোকটি এবার হিরালালকে ছেড়ে ক্রুদ্ধ চোখে বাবলুর দিকে এগিয়ে এল। তারপর ওর জামার বুকের কাছটা খামচে ধরে হিড়হিড় করে খানিকটা টেনে এনেই এক ধাক্কায় ফেলে দিল। এইসব ব্যাপারে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অভিজ্ঞতা আছে। তাই পড়বার আগেই বাবলু দু'হাতে মাঠের মাটি আঁকড়ে ধরল। না হলে হয়তো মুখ-চোখের চেহারাই পালটে যেত। ভোম্বল ততক্ষণে হিরালালের হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিয়ে পেছন দিক থেকে লোকটির মাথায় সজোরে বসিয়ে দিয়েছে এক ঘা। নেহাত এ-লোকটির নিরেট মাথা, তাই। অন্য কারও মাথা হলে ফেটে চৌচির হয়ে যেত।

লাঠির ঘা খেয়ে একেবারেই স্থির হয়ে গেল লোকটি। দু'হাতে মাথাটা ধরে সেখানেই বসে পড়ল সে। দেখে মনে হল মাথা না ফাটলেও ভীষণ লেগেছে তার।

বাবলু কাছে এসে বলল, "লেগেছে ভাই? দাদা আমার। আহা! মরে যাই রে।"

ভোম্বল এক আঁজলা জল এনে মাথায় দিল লোকটির, "আহা রে! বাছা রে আমার। এক ঘায়েই এই?"

লোকটি কোনও কথা না বলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল ওদের দিকে। একটা বোবা যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটছে যেন ওর চোখে-মুখে।

হিরালাল অবাক হয়ে গেলেন ওদের সাহস দেখে। তিনি লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, "যেমন কর্ম তেমনই ফল। ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা। শেষকালে একটা বাচ্চা ছেলের হাতে মার খেলি লালু? এইরকমই হয় রে! পাপের ভারা পূর্ণ হলে এইরকমই হয়। গলায় দড়ি দিগে যা।"

লোকটি তখনও কিছু বলল না।

বাবলু বলল, "ওর নাম বুঝি লালু?"

"বাব্বাঃ। বিখ্যাত লালুগুন্ডা। নাম শোনোনি? ওকেই জিজ্ঞেস করো না কেন? ও-ই বলতে পারবে তোমাদের বন্ধুটির খবর।"

"ও কি এই গ্রামেরই ছেলে?"

"আশপাশেই থাকে। সেদিনের পর থেকে রোজই দেখছি এদিকে ঘোরাঘুরি করছে। অত জল-ঝড়েও কামাই নেই। তখনই বুঝেছি অপকর্ম কিছু একটা করেছে ও।"

বাবলুরা পুকুরপাড় থেকে খানিকটা সরে এসে বলল, "সেদিনের ঘটনাটা আর-একটু পরিষ্কার করে বলুন তো শুনি?"

হিরালাল যা বললেন তা এইরকম—

"সেদিন ওই ছেলেটি যখন পুজো দিয়ে প্রসাদ নিয়ে মন্দির থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এল, তখন তোমার ওই বন্ধুটিও পাশে ছিল। হঠাৎ কোথা থেকে লালু এসে হাজির। ও মাঝে মাঝেই আসত। সাইকেল নিয়ে। এসে মাঠে চক্কর দিত। কাউকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিত। দিয়ে মজা দেখত। কেউ প্রতিবাদ করলে মারধোর করত তাকে। ওর মতো শয়তান ছেলে এত জায়গা থাকতে কেন যে এই পবিত্র জায়গাটা বেছে নিয়েছিল, তা কে জানে? হয়তো-বা মানুষের সমাগম বেশি এবং জায়গাটা ফাঁকা বলে তাই। ওর আর-এক সঙ্গী ছিল রতন। সে এই গ্রামেরই ছেলে। রতন বাগ। দু'জনেই হচ্ছে ভীষণ দুষ্টু। যত খারাপ লোকের সঙ্গে মেলামেশা ওদের। আসলে এদের নষ্ট করেছে এখানকার কিছু প্রভাবশালী লোক। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এদের কাজে লাগিয়ে খারাপ খারাপ কাজ কিছু করিয়ে নিচ্ছে। আর ওরাও বোকার মতন টাকার লোভে যে যা বলছে তাই করছে।"

বাবলু অভিজ্ঞের মতো বলল, "সর্বত্রই এই একই চক্র কাজ করে যাচ্ছে। ধরা যখন পড়বে তখন মাছ পালাবে গভীর জলে, জেল খাটবে এরা। তারপর...?"

হিরালাল বলতে লাগলেন, "ছেলেটির কান্না দেখে লালু ওর কাছে এসে সব শুনে বলল, কী হয়েছে তোর মায়ের? কাঁদছিস কেন? বাঁচবে না বুঝি? ছেলেটি বলল, আমার মায়ের খুবই খারাপ অসুখ। ব্লাড ক্যানসার। লালু ছেলেটির মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, ব্লাড ক্যানসার! ওটা আবার একটা অসুখ নাকি? নিয়মিত ব্লাড দিতে পারলেই ও রোগ সেরে যাবে। কোন হাসপাতালে আছে তোর মা? ছেলেটি কী যেন একটা হাসপাতালের নাম বলল। লালু বলল, ওই হাসপাতালে আমার এক বন্ধুর দাদা আউটডোরে ওষুধ দেয়। চল তো দেখি, কত নম্বরে ভর্তি হয়েছে তোর মা। বলে ছেলেটিকে সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে লালু উধাও হয়ে গেল।"

বাবলু বলল, “আর আমাদের বন্ধুটি?”

“সে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।”

বাবলু বলল, “এমনও তো হতে পারে, লালু সত্যিই ছেলেটার দিকে ওর সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।”

হিরালাল বললেন, “আমার মাথার চুল পেকে গেছে খোকাবাবু, লালুগুন্ডাকে আমায় চিনিয়ো না। ও করবে পরোপকার? ও ঠিক ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওই ছেলেটিকে তুলে দেবে কোনও ব্লাড-ব্ল্যাকারের হাতে।”

বাবলু শিউরে উঠে বলল, “তা যদি হয় তা হলে কেন ওর সঙ্গে যেতে দিলেন ছেলেটিকে? আটকাতে পারলেন না?”

“আমার সেদিন আর নেই খোকাবাবু। আমি এখন নিজের ভরে চলতে পারি না। এই লাঠির ভরে চলাফেরা করি। যুগ পালটেছে। দিনকাল বদলে গেছে। মানুষও আর মানুষের মতো নেই। ছেলেপুলে, নাতি-নাতনি নিয়ে ঘর করি। ওদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনি কেন? তাই শুধু দেখেই যাই।”

বাবলু বলল, “ব্লাড-ব্ল্যাকারের দল! ঠিক বলেছেন আপনি। ওরা তাদের হাতেই তুলে দিয়েছিল ছেলেটাকে। শরীরের শেষ রক্তবিন্দুটুকুও শুষে নিয়ে যারা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় মানুষকে, ওরা সেই তাদেরই হাতে তুলে দিয়েছে তাকে। তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কাল রাতের ওই ছেলেটিও নিশ্চয়ই ওদেরই শিকার। কিন্তু বিলু? বিলুর কী হল?”

“তোমাদের সেই বন্ধুটির কথা জানতে চাইছ তো? তা হলে শোনো।”

বাবলু আর ভোম্বল উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকাল হিরালালের মুখের দিকে।

হিরালাল বললেন, “ওই ছেলেটি চলে যাওয়ার পর তোমাদের ওই বন্ধুটি অনেকক্ষণ এখানে রইল। চারদিকে ঘুরে বেড়িয়ে কী যেন দেখল। ওর মুখটা আমার খুব চেনা মনে হল বলে আমি ওকে ডাকলাম।”

বাবলু বলল, “কাছেই ওর মামার বাড়ি। অনেকবার এসেছে তো।”

“ওকে ডেকে লালুর পরিচয় দিয়ে সব কথা আমি বললাম। এমনকী আমার সন্দেহটাও প্রকাশ করলাম ওর কাছে। শুনেই কীরকম যেন হয়ে গেল তোমাদের বন্ধুটি। বলল, সর্বনাশ হয়েছে। ও তা হলে একজন প্রতারকের হাতে পড়ে গেল?”

বাবলু বলল, “তারপর কী হল?”

“এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে রতন এসে দাঁড়াল আমাদের মাঝখানে। আকাশ তখন মেঘাচ্ছন্ন। বেলা গড়িয়ে আসছে। রতন ওকে বলল, ‘তোর মামার বাড়ি সিংহীর মোড়ে না? তুই এখানে কী করছিস? গোয়েন্দাগিরি?’ তোমাদের বন্ধুটি বলল, ‘যাই করতে আসি না কেন, তোমার তাতে কী?’ রতন বলল, ‘যা ঘরের ছেলে ঘরে যা।’ বন্ধুটি ওর আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বিদায় নিতেই রতন মুহূর্তে একটা সাইকেল নিয়ে ঝড়ের বেগে পিছু নিল ওর। এর পরে আর কিছুই আমার জানা নেই।”

বাবলু, ভোম্বল দু'জনেই বলল, “রতন তো এই গ্রামেরই ছেলে। ওর বাড়ি কোথায়?”

“ওই তো দেখা যাচ্ছে ওর ঘর।”

“চলো তো দেখি, যাওয়া যাক। তবে তার আগে...।”

এ কী! লালু কই? কোথায় গেল সেই ঘায়েল সাপ? একটু আগেই তো লাঠির ঘা খেয়ে চুপচাপ বসে ছিল। এরই মধ্যে পালাল কোথায়? ওদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে কখন সে কেটে পড়েছে, তা কে জানে? ওরা তখন লালুর আশা ছেড়ে রতনের বাড়িতে গেল। রতনের বউ গোলা দিচ্ছিল উঠোনে। ওরা যেতেই রুদ্রচণ্ডী হয়ে বলল, “কাকে চাই?”

হিরালাল সঙ্গে ছিলেন। বললেন, “রতন আছে?”

“না, নেই।”

ভোম্বল বলল, “কোথায় গেছে?”

“যমের বাড়ি। তোমরা যাবে?”

ভোম্বল বলল, “না।”

বাবলুও কিছু বলল না। কেন না, বলে কোনও লাভ নেই। এই ডাকাত-কালীর সঙ্গে ওরাও পেরে উঠবে না। রতনকে ধরতে হবে ওত পেতে এবং আচমকা। হয়তো সেটা আজই গভীর রাতে। ভাগ্য ভাল হলে একই বঁড়শিতে রুই-কাতলা ধরার মতন পেয়ে যেতে পারে লালুকেও।

ওরা আর একটুও সময় নষ্ট না করে হিরালালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জয়রামপুর ত্যাগ করল। এখন লালু কিংবা রতনের যে-কোনও একজনকে ধরতে পারলেও বিলুর খবর পেয়ে যাবে ওরা। তবে তার আগে থানায় গিয়ে দেখা করতে হবে শয়তানের কবল থেকে ছিনিয়ে আনা সেই ছেলেটির সঙ্গে। কাল অনেক রাতে নুঙ্গি থেকে ফেরার পথে ট্যাক্সি ড্রাইভার যে-ছেলেটিকে উদ্ধার করেছে।

॥ ৫ ॥

বাবলু আর ভোম্বল, বিলুর মামার বাড়িতে যখন ফিরে এল তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। বাড়িতে সবাই ভাবছিল তখন। ওরা ফিরে এসেই বড়মামাকে নিয়ে থানায় চলল সেই ছেলেটির সঙ্গে দেখা করতে। হিরালালের অনুমান যদি ঠিক হয়, তা হলে এই ছেলেটিই সেই ছেলে না হয়ে যায় না। কাল রাত থেকে চিকিৎসার গুণে ছেলেটি এতক্ষণে নিশ্চয়ই স্বাভাবিক হয়েছে। এখন ওকে জেরা করে ওর মুখ থেকেই শোনা যাবে সব কথা। তারপর শয়তানের ঘাঁটি খুঁজে বের করে রক্তচোষা ড্রাগনের মতো শুষে খাবে। কিন্তু থানায় এসে শুনল ছেলেটির অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। তা ছাড়া সে বড়ই দুর্বল। সামান্য একটু দুধ আর সন্দেশ ছাড়া কিছুই খায়নি। পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। আর ঘুম ভাঙলেই শিউরে উঠছে ভয়ে।

বাবলু অনেকক্ষণ ধরে ঘুমন্ত ছেলেটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "একটা জিনিস লক্ষ করেছিস ভোম্বল?"

"কী?"

"এই ছেলেটির চেহারার সঙ্গে হিরালালের বর্ণনা কিন্তু মিলছে না। অর্থাৎ ছেলেটির গায়ের রং কালো। মুখে বসন্তের দাগ তো নেই।"

ভোম্বল বলল, "না থাক। এ সেই ছেলে না হয়ে যায় না।"

বাবলু বলল, "ওকে এইভাবে এখানে না রেখে বাড়ি নিয়ে যেতে পারলে হত।" বলে পুলিশ অফিসারকে বলল, "আচ্ছা, ছেলেটি তো কাল থেকে এইভাবে এখানে আছে, আজ ওকে ছাড়া যায় না?"

"ছেড়ে দিলে যাবে কোথায় ও?"

"আমরা যদি আমাদের বাড়ি নিয়ে যাই?"

"তা হলে অবশ্য নিশ্চয়ই ছাড়া যেতে পারে। তা ছাড়া আমার তো মনে হয় তোমাদের কাছে আদর-যত্নে থাকলেই ওর ভাল হবে।"

বিলুর বড়মামা একবারও না করলেন না এই প্রস্তাবে। কেন না তাঁরও উৎকণ্ঠা বড় কম নয়। যদি ছেলেটা সত্যি-সত্যিই বাড়িতে এসে একটু সুস্থ এবং স্বাভাবিক হয়, তা হলে হয়তো ওর মুখ থেকেই বিলুর খবর পাওয়া যেতে পারে।

ওরা নিজ দায়িত্বে ছেলেটিকে নিয়ে রিকশায় চাপিয়ে যখন বাড়ি ফিরল ঠিক তখনই বাচ্চু-বিচ্ছুও এসে হাজির হল পঞ্চুকে নিয়ে। বিলুর মা-বাবাও এসেছেন সঙ্গে। তাঁদের দু'জনেরই মুখ ভয়ে, বেদনায় থমথম করছে।

বিলুর বাবা বাবলুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী! কিছু সুবিধে করতে পারলে?"

বাবলু বলল, "এখনও কিছু পারিনি। তবে একটু একটু করে এগোচ্ছি। মনে হয় সাকসেসফুল হব। আপনারা থাকছেন তো?"

"আমার থাকা চলবে না। আমি শুধু এদের এগিয়ে দিতে এলাম। তা ছাড়া কাজের লোকের ভরসায় একেবারে বাড়ি ফাঁকা রেখে আসা ঠিক নয়। আমি খাওয়াদাওয়া করেই চলে যাব। যদি কোনওরকমে ফিরেও আসে ছেলেটা, তা হলে বাড়িতে কাউকে না দেখে অসুবিধেয় পড়বে।"

বাবলু বলল, "সেই ভাল। আপনি বরং বাড়িই ফিরে যান। আমরা তো এদিকে আছি। এদিকটা আমরাই সামলে নেব।"

বিলুর মা ওই ছেলেটিকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, "এ কে?"

মামিমারা সব বললেন।

শুনে হায়-হায় করতে লাগলেন উনি। বললেন, "তা যদি হয়, তা হলে আমার বিলুকেও তো আস্ত রাখেনি ওরা। এইভাবে নিশ্চয়ই ওরও গা থেকে সব রক্ত শুষে নিচ্ছে।"

বড়মামা বললেন, "ভয়ের কিছু নেই। একজনকে যখন পাওয়া গেছে, আর-একজনকেও পাওয়া তখন যাবেই।"

বাচ্চু-বিচ্ছু হাঁ করে চেয়ে রইল বাবলুর মুখের দিকে। ব্যাপারটা যে কী হল, বা কোনদিকে গড়াল, তার কিছুই বুঝল না ওরা। এই ছেলেটিই বা কে? কেনই বা সে কথা বলতে পারছে না, তাও কিছু বুঝল না।

শুধু ওরা কেন, পঞ্চুও কিছু বুঝল না। তাই বারেবারে লেজ নেড়ে নেড়ে বাবলুর পায়ে পায়ে ঘুরতে লাগল। বাবলু ওর পিঠে, গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "আজ রাত্রেই এক নতুন অভিযানে বেরোব তোকে নিয়ে। তৈরি থাকিস, কেমন?"

পঞ্চু বলল, "ভৌ, ভৌ-ভৌ।"

দুপুরবেলা ওপরের ঘরে বসে অনেকক্ষণ ধরে জোর আলোচনা চলল ওদের। সেই আলোচনায় ঠিক হল, এই ছেলেটি আসলে যেই হোক না কেন, আজ রাতেই ওরা পঞ্চুকে নিয়ে জয়রামপুরে হানা দিয়ে লালু কিংবা রতনের টুটি টিপবে। কেন না ওরাই যখন নাটের গুরু, তখন ওদের ধরলেই কাজ হবে।

এইসব আলোচনা করে ওরা যখন নীচে নামল, তখন দেখল ওষুধের গুণে বা খাওয়াদাওয়ার জোরে ছেলেটি অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে। বিলুর মা, মামিমারা সবাই ওকে কত কথাই না জিজ্ঞেস করছেন। তাঁদের সঙ্গে বাবলুরাও গিয়ে যোগ দিল।

অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেলেটি বলল, ওর নাম সুশান্ত। বাড়ি দুর্গাপুরে নিউটন অ্যাভিনিউতে। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে কারা যেন ওকে তুলে নেয়। তারপর কলকাতার দিকে নিয়ে আসে। ওর বাবা একজন নামকরা ডাক্তার। মা আছেন, ঠাকুরমা এবং একটি বোনও আছে।

বাবলু বলল, "ওরা তোমাকে নিয়ে এসে কলকাতায় কোথায় রেখেছিল?"

"বেহালায়, ব্লাইন্ড স্কুলের কাছে। তারপর সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল কোথায় যেন।"

"ওরা তোমাকে তুলে নিয়ে এল কেন? তোমার বাবার কাছে টাকা চাইবে বলে?"

সুশান্ত বলল, "না, না। তা নয়। ওরা শুধু আমাকে নিয়ে আসেনি, আরও অনেক ছেলে-মেয়েকে নিয়ে এসেছে।"

"কিন্তু কেন?"

"সে-কথা শুনলে তোমরা ভয় পাবে। ওরা আমাদের সকলকে একটা ঘরে তালা দিয়ে আটকে রাখত আর রোজ আমাদের গা থেকে সুচ ফুটিয়ে রক্ত টেনে নিত। কারও শিরা থেকে। কারও বা পায়ের কড়ে আঙুলের ফাঁক থেকে। আমার তো আঙুলের ফাঁক থেকেই রক্ত নিত।"

মামিমারা শিউরে উঠে বললেন, "ও মাগো। কী নিষ্ঠুর। কিন্তু রক্ত তো শিরা থেকেই নেয় জানি। আঙুলের ফাঁক থেকে রক্ত নেওয়ার কথা তো কখনও শুনিনি।"

বাবলু বলল, "তারপর কী করত?"

"তারপর একদিন এক-একটা ছেলেকে নিয়ে কোথায় যেন চলে যেত ওরা। আর তাকে ফিরিয়ে আনত না।"

"কোথায় চলে যেত জানো?"

"না। তবে শুনেছি ওরা নাকি তার শরীর থেকে কিডনি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অংশ বের করে নিত। তারপর মৃত ছেলেটিকে বস্তাবন্দি করে ফেলে দিত গঙ্গার জলে।"

বাবলু বলল, "তোমাকে কাল রাতে নুঙ্গির কাছে পাওয়া গেছে। সেখানে একটি গাছের সঙ্গে ওরা বেঁধে রেখেছিল তোমাকে। একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার তোমাকে উদ্ধার করে। ওরা তোমাকে ওইখানে বেঁধে রেখেছিল কেন?"

"জানি না। হয়তো ওরা আমাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিল।"

সুশান্তর কথা শুনে শিউরে উঠল সবাই। খবরের কাগজে এইরকম ঘটনার কথা ওরা অনেক পড়েছে, কিন্তু তাই বলে বাস্তবে যে সেই চক্রের এমন নিখুঁত বিবরণ কারও মুখ থেকে শুনতে পাবে তা ওরা কখনও ভাবেনি। এসব তা হলে সত্যি হয়?

বাবলু বলল, "কই, দেখি তোমার পা-টা?"

সুশান্ত ওর পা দেখাল।

বাবলু ঝুঁকে পড়ে দেখল। "একাধিক জায়গায় সুচ বেঁধানোর দাগ রয়েছে দেখছি।"

সুশান্ত বলল, "হ্যাঁ, সুচ বিঁধিয়ে-বিঁধিয়ে কত যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে ওরা, তা ওরাই জানে। আমার মনে হয় কোনও খারাপ ইঞ্জেকশনের প্রভাবে আমাকে ওরা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাই মনে হয়েছে যখন যেখানে সুচ বিঁধিয়েছে, সেখান থেকেই যেন রক্ত শুষে নিচ্ছে।"

"তুমি বললে, তোমার পায়ের কড়ে আঙুলের ফাঁক থেকে রক্ত নিয়েছে ওরা। সেখানে সুচ বেঁধানোর দাগও রয়েছে দেখছি। কিন্তু ওখান থেকে রক্ত নিয়ে কী করবে ওরা?"

"জানি না। কী যে করে, কিছুই বুঝতে পারি না। সুচ বিঁধিয়ে সর্বাঙ্গ ব্যথা করে দিয়েছে আমার। তবে রক্ত টেনেছে ওরা কড়ে আঙুলের ফাঁক থেকেই।"

বাবলু বলল, "সুশান্ত তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে খারাপ ওষুধের প্রভাবে যদি ভুলভাল কিছু বলে না থাকো, তা হলে ধরে নিতে পারি তুমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।"

"ঠিক তাই। ব্যথা-বেদনা ছাড়া আমার এখন কোনও কষ্ট নেই।"

"তোমার বাড়ির কথা মনে আছে?"

"একটু আগেও মনে করতে অসুবিধে হচ্ছিল। এখন সবই মনে পড়ছে। মা, বাবা, ঠাকুরমা, সবার কথা। আমার বাবার নাম ডা. এম এন সেন। আমার বোন পিয়ালি খুব ভাল মেয়ে। ও রোজ সকালে বাগান থেকে ফুল তুলে নিয়ে এসে আমার পড়বার টেবিলে রেখে যায়। তোমরা আমাকে আমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসো না ভাই!"

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই দিয়ে আসব। আচ্ছা, তোমাদের বাড়িতে ফোন আছে?"

সুশান্ত উল্লসিত হয়ে বলল, "হ্যাঁ, আছে।"

"নম্বরটা একটা কাগজে লিখে দাও তো। আমি এখনই থানা থেকে ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি তোমার বাড়িতে।"

বড়মামা একটা কাগজ আর পেন এগিয়ে দিলেন সুশান্তর দিকে।

সুশান্ত সেদুটো হাতে নিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল।

বাবলু বলল, "কী হল! দেরি কোরো না, লিখে দাও।"

সুশান্ত বলল, "কী আশ্চর্য দ্যাখো, আমি এত কথা বললাম, অথচ বাড়ির টেলিফোন নম্বরটা কিছুতেই মনে করতে পারছি না। সংখ্যাগুলো সব যেন কীরকম ঘুলিয়ে যাচ্ছে।"

বাবলু বলল, "না মনে পড়ুক, টেলিফোন ডিরেক্টরি দেখে আমরা জেনে নেব। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তোমার কোনও ভয় নেই। ফোনে যদি যোগাযোগ করতে নাও পারি, তোমাকে সঙ্গে নিয়েই চলে যাব। তোমার বাড়ি তুমি চিনতে পারবে তো?"

"হ্যাঁ পারব। তোমরা আমাকে নিয়ে গেলে আমার বাবা-মা খুব খুশি হবেন।"

বাবলু বলল, "পিয়ালি হবে না? তোমার ছোট বোন?"

সুশান্তর চোখদুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, "খু-উ-ব খুশি হবে। ও ঠিক ওর স্কুলের বন্ধুদের ডেকে নিয়ে এসে তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে।"

"তোমার বোন কোন ক্লাসে পড়ে?"

"ও সামনের বছর মাধ্যমিক দেবে।" বলেই উল্লসিত হয়ে বলল, "মনে পড়েছে। এইবার মনে পড়েছে, আমাদের বাড়ির ফোন নম্বরটা।"

"তা হলে লিখে দাও।"

সুশান্তর হাতে কাগজ, পেন ছিল, সে কোনওরকমে ফোন নম্বরটা লিখে দিল।

বাবলু বলল, "শোনো ভাই, এবার তোমাকে একটা কথা বলি। যেভাবে তোমাকে ওরা তুলে নিয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেইভাবেই আমাদের এক বন্ধুকেও তুলে নিয়ে গেছে ওরা। সেইসঙ্গে ওরা আরও একটি ছেলেকে। আমাদের বন্ধুটির নাম বিলু। অন্য ছেলেটির নাম জানি না। তিন-চারদিন আগের ঘটনা। তবে অন্য ছেলেটির মুখে বসন্তের দাগ ছিল।"

"বুঝেছি। ওরা বোধ হয় বেঁচে নেই। বিলু না কী যেন নাম বললে, তাকে ওরা পরদিনই সরিয়ে নিয়ে গেছে। আর যে-ছেলেটির মুখে বসন্তের দাগ, তার গা থেকেও...।"

শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই বিলুর মা জ্ঞান হারালেন।

বাবলু বলল, "বাকিটা আর বলতে হবে না। বুঝে নিয়েছি।" বলেই ভোম্বলকে ডাকল, "একবার আমার সঙ্গে আয় তো ভোম্বল।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "কোথায় যাবে তোমরা?"

বাবলু বলল, "আসছি। পঞ্চুকে নিয়ে তোরা একটু সতর্ক থাক। আমরা ফিরে এলেই হয়তো একটা অভিযান শুরু হবে। বিলুর যদি সত্যিই বড় ধরনের কোনও ক্ষতি না হয়ে থাকে, তা হলে ওকে আমরা ফিরিয়ে আনবই।"

বাবলু আর ভোম্বল দ্রুত পায়ে চলে গেল থানায়।

পুলিশ অফিসার ওদের দেখে বললেন, "ছেলেটির ব্যাপারে তোমরা কি কিছু বলতে এসেছ?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। ওর খবর ভাল। একটু প্রকৃতিস্থ হয়েছে। তবে আপনাকে এখনই একবার টেলিফোনে দুর্গাপুরের নম্বরটা ধরে দিতে হবে।"

"কী ব্যাপার! সেখানে কী আছে?"

"ছেলেটির কাছ থেকে ওর বাড়ির ফোন নম্বর পেয়ে গেছি আমরা।"

অফিসার চমকে উঠে বললেন, "তোমরা তো অসাধ্য সাধন করেছ দেখছি।"

"মোটেই না। কৃতিত্ব যা কিছু, তা এখানকার ডাক্তারবাবুর। তাঁর চিকিৎসা এবং ওষুধের প্রভাবেই ও সেরে উঠেছে। আমরা শুধু ওর সেবা, যত্ন, আরামের ব্যবস্থাটা করে দিতে পেরেছি।"

পুলিশ অফিসার নম্বর ডায়াল করে এক্সচেঞ্জে কথা বলে বললেন, "মিনিটদশেক বসতে হবে তোমাদের। লাইন পেলেই জানাবে ওরা।"

বাবলুরা বসবে কী, উত্তেজনায় অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। যে পরিকল্পনা ওদের মাথায় এসেছে তা যদি কার্যকর হয় আর বিলুর যদি খারাপ কিছু না হয়ে থাকে তা হলে বিলুকে ওরা ফেরত পাবেই।

বাবলু হঠাৎই পুলিশ অফিসারকে বলল, "আচ্ছা, কাল রাতের সেই ট্যাক্সি ড্রাইভার, মানে যিনি ওই সুশান্ত নামের ছেলেটিকে উদ্ধার করেছেন, তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করা যায় না?"

"কে! রজনী? ওর সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করা যাবে। ও খুব ভাল ছোকরা। তবে রাত দশটার আগে কিন্তু দেখা হবে না। এগারোটাও হতে পারে। গাড়ি নিয়ে কোথায় কত দূরে চলে যায়, তার তো ঠিক নেই।"

"যত রাতই হোক, ওঁকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। আপনি আজই ওঁর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগটা করিয়ে দিন।"

অফিসার বেল বাজাতেই একজন কনস্টেবল ঘরে এল।

"একবার রজনীর বাড়িতে খবর দাও তো, ও এলেই যেন দেখা করে।"

কনস্টেবল চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ঘুরে এসে বলল, "ও আজ বেরোয়নি। কাছাকাছি কোথায় যেন গেছে। বাড়িতে বলে এসেছি। এলেই দেখা করবে।"

"প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর দুর্গাপুরের লাইন পাওয়া গেল। বাবলু নিজেই কথা বলল ফোনে। বাবলু 'হ্যালো' করতেই ওপাশ থেকে একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "হ্যালো! কে বলছেন?"

"এটা কি ডা. এম এন সেনের বাড়ি?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি কে বলছেন?"

"আমি ওঁর মেয়ে।"

"তুমি নিশ্চয়ই পিয়ালি? আমি তোমার দাদার এক বন্ধু। তুমি অবশ্য আমাকে চিনবে না। শোনো, তোমার দাদার ব্যাপারে একটা খবর আছে।"

"কীরকম!"

"তোমার দাদাকে আমরা উদ্ধার করেছি। কৃতিত্ব অবশ্য আমাদের নয়, একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারের। আপাতত তোমার দাদা সুশান্ত আমাদের বাড়িতে আছে।"

"কী বলছেন আপনি? কানে শুনেও যে বিশ্বাস করতে পারছি না। সত্যিই আমার দাদাকে আপনারা উদ্ধার করতে পেরেছেন?"

"এর মধ্যে কোনও মিথ্যে নেই। তোমার দাদাকে দিয়েই ফোনটা করাতে পারলে ভাল হত। তবে এখনই তা সম্ভব হচ্ছে না।"

"কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব আপনাদের, তা ভেবে পাচ্ছি না। বাবা এখন বাড়ি নেই। একটি বিশেষ কাজে অণ্ডালে গেছেন। দাদার শোকে আমাদের পরিবারের সকলেরই মন এত খারাপ যে, আমরা কীভাবে দিন

কাটাচ্ছি তা বলে বোঝাতে পারব না। বাবা রোগী পর্যন্ত দেখছেন না আর। আপনি একটু ফোনটা ধরুন, আমার মাকে এক বার ডেকে দিই।" বলেই হাঁক দিল, "মা, মাগো...।"

একটু পরেই মায়ের গলা ভেসে এল, "কে! কে বলছ তুমি? সত্যিই কি আমার সুশান্তকে তোমরা ফিরে পেয়েছ? অন্য কোনও সুশান্ত নয় তো?"

বাবলু বলল, "না, মা। আপনারই সুশান্ত। ও সুস্থ আছে। ভাল আছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে ওকে আমরা একা ছাড়তে সাহস পাচ্ছি না। অথচ এই সময় আমাদেরও খুব বিপদ। কেন না আমাদের এক বন্ধুও ওই দুষ্টচক্রের শিকার হয়েছে। তাই বলি কী, আপনারা একটু কষ্ট করে নিজেরা এসে আপনাদের ছেলেকে নিয়ে যান।"

"কোথায় যেতে হবে বাবা আমাদের?"

বাবলু বলল, "আমরা এখন যেখানে আছি সেখানে কতক্ষণ থাকব তার ঠিক নেই। তাই আপনারা আমার বাড়িতেই চলে আসুন। ভয় পাবেন না। ফলস টেলিফোন মনে করে যেন দ্বিধা করবেন না। আমার নামটা লিখে নিন, বাবলু। ফোন নং...। হাওড়া স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে থানায় খবর নেবেন। বলবেন, পাণ্ডব গোয়েন্দাদের বাড়ি যাব।"

"কী নাম বললে? বাবলু? পাণ্ডব গোয়েন্দা?"

মায়ের হাত থেকে ফোনটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়েই উল্লসিত হয়ে পিয়ালি বলল, "আপনি তা হলে পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলুদা?"

লাইনটা কেটে গেল।

বাবলু ফোন রেখে ভোম্বলকে নিয়ে যখন থানা থেকে বেরোতে যাবে, সেই সময় রজনী ড্রাইভার এল। বেশ বলিষ্ঠ এবং সুদর্শন যুবক। রজনী এসেই বলল, "কী খবর স্যার, ডেকেছেন কেন?"

পুলিশ অফিসার বললেন, "আমি না। এই এদের খুব তোমাকে দরকার।"

বাবলু স্মিত হেসে বলল, "আপনিই রজনীদা?"

"হ্যাঁ, বলো।"

"দাদা, আজ রাতটুকুর জন্য আপনি কি আপনার ট্যাক্সিটা নিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন?"

"তোমরা!"

"আমরা পাণ্ডব গোয়েন্দা। আমাদেরও একটি ছেলে নিখোঁজ। কাল রাতে আপনি যে-ছেলেটিকে উদ্ধার করেছেন, সেও ওই দলেরই হাতে পড়েছে। আজ সারারাত হয়তো আমরা আপনার ট্যাক্সি নিয়ে ঘুরব। অবশ্য ভাড়ার ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

রজনীদা বলল, "তা হলে আপত্তি কী? কখন দরকার আমাকে?"

"এখনই। আপনি তৈরি হয়ে সিংহীর মোড়ে চলে আসুন।" বলে বিলুর মামার বাড়ির ঠিকানাটা দিয়ে দিল। কথা শুনে মনে হল রজনীদা ওর মামাদের চেনেন। অবশ্য না চেনবার কোনও কারণ নেই, কেন না একই এলাকার মানুষ তো!

এর পর এইখানকার থানার ফোন নম্বরটা নোট করে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল ওরা। বাড়ি মানে বিলুর মামার বাড়ি।

বাচ্চু-বিচ্ছু তৈরিই ছিল। ওরা যেতেই বলল, "বেরোবে?"

"হ্যাঁ। তবে ভেবে দেখলাম, যে-কাজে যাচ্ছি, তাতে সকলের যাওয়ার দরকার নেই। শুধু পঞ্চুটাকে সঙ্গে নেব। তা ছাড়া এই অবস্থায় একজোটে সকলের চলে যাওয়াও ঠিক নয়। তোরা একটু সাবধানে থাকিস।"

"তোমরা কোথায় যাচ্ছ?"

"পরে সব বলব। হয়তো আমরা সেখান থেকে ঘুরে এসেই বাড়ি চলে যাব, যত রাতই হোক।"

"কীভাবে যাবে? বাস পাবে?"

"গাড়ির ব্যবস্থা হয়ে গেছে।" বলে সুশান্তকে বলল, "শোনো, তোমার মায়ের সঙ্গে, আদরের পিয়ালির সঙ্গে কথা বলেছি। তোমার মা-বাবা কাল-পরশুর মধ্যেই তোমাকে নিয়ে আসবেন।"

আনন্দে চোখে জল এসে গেল সুশান্তর। বলল, "সত্যি তোমরা কত ভাল।"

বাবলু বলল, "তুমি ততক্ষণ চা-কফি খাও, গল্প করো, টিভি দেখো। আমরা এলাম বলে!"

বিলুর মা বালিশ আঁকড়ে শুয়ে ছিলেন। বললেন, "কোথায় যাচ্ছিস বাবা তোরা?"

বাবলু বলল, "আপনি চিন্তা করবেন না। আমরা এখনই আসছি।" বলেই হাঁক দিল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু লাফিয়ে চলে এল বাবলুর কাছে।

বাবলু আর ভোম্বল পঞ্চুকে নিয়ে চলে গেল। উত্তেজনায় বাবলুর মুখ থমথম করছে।

॥ ৬ ॥

ওরা বাড়ি থেকে বেরোতেই দেখল গলির মুখে রজনীদা গাড়ি নিয়ে হাজির। উনি যে এত তাড়াতাড়ি আসবেন, তা ওরা ভাবতেও পারেনি। আসলে রজনীদা বিষয়টার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন।

বাবলু বলল, "আপনি এসে গেছেন রজনীদা, ভালই হয়েছে। আপনি এখনই একবার জয়রামপুর মন্দিরে নিয়ে চলুন আমাদের।"

রজনীদা বলল, "এই ভর সন্ধেবেলা ওখানে কী করবে?"

বাবলুরা ট্যাক্সিতে উঠে বলল, "চলুন, যেতে যেতে সব বলছি আপনাকে। আমাদের উদ্দেশ্যটা আপনাকে ঠিকভাবে বুঝিয়ে না বললে আপনার অসুবিধে হবে আমাদের কাজ করতে।"

রজনীদা ট্যাক্সিতে স্টার্ট দিয়ে জয়রামপুরের পথ ধরল।

বাবলু আগাগোড়া সমস্ত কথা খুলে বলল রজনীদাকে।

সব শুনে রজনীদা বলল, "লালু আর রতন দু'জনকেই চিনি আমি। রতনটা আগে এত খারাপ ছিল না। লালুই ওর বারোটা বাজিয়েছে। এখন এই অঞ্চলের যত কিছু খারাপ কাজের নায়ক ওরা। তা ওখানে এখন যাওয়ার উদ্দেশ্য?"

বাবলু ফিসফিস করে কী যেন বলল রজনীদার কানে। শুনেই শিউরে উঠল রজনীদা, "ও বাবা, কোনও ঝামেলা হবে না তো?"

"কিচ্ছু হবে না। তা ছাড়া কাজ হয়ে গেলেই ব্যাপারটা পুলিশকে জানিয়ে রাখব। আপনি কিছুটা সময় গ্রামের বাইরে অন্ধকারে কোথাও ট্যাক্সির আলো নিভিয়ে চুপচাপ বসে থাকবেন। এমনভাবে থাকবেন যাতে কেউ আপনাকে চিনতে না পারে। আপনার মাফলার আছে তো? সেটা বেশ ভাল করে জড়িয়ে রাখবেন।"

"মাঙ্কি ক্যাপ আছে আমার।"

"তবে তো আরও ভাল।"

ট্যাক্সি জয়রামপুরে আসতেই বাবলু আর ভোম্বল পঞ্চুকে নিয়ে নেমে এল।

ভোম্বল বলল, "ব্যাপারটা কী তোর? কী তুই করতে চাইছিস?"

বাবলু চুপিচুপি ভোম্বলের কানের কাছে মুখ এনে বলল ওর পরিকল্পনার কথা।

ভোম্বল বলল, "দারুণ একটা প্ল্যান এঁটেছিস তো? কিন্তু ধরতে পারলে পিঠের ছাল উঠিয়ে দেবে।"

"সেইজন্যই তো পঞ্চুকে সঙ্গে আনা। সেইজন্যই তো রজনীদার সাহায্য চাওয়া।"

"চল, তবে দেরি করিস না।"

ওরা পায়ে পায়ে রতনের বাড়ির দিকে এগোতে লাগল। পঞ্চুর বোধ হয় এইরকম নিরামিষ অভিযান ভাল লাগছিল না। তাই যেতে যেতে অত্যধিক ছটফট করছিল। এখানে পথের ধারে গাছপালা খুব ঘন আর শীতের দাপট বেশি বলে বাইরে লোকজন কেউ কোথাও নেই। অধিকাংশ ঘরেরই জানলা-দরজা বন্ধ। ওরা যখন রতনের বাড়ির কাছে এল, রতনের বউ তখন রান্না করছে।

বাবলু ডাকল, "রতনদা, রতনদা।"

রতনের স্ত্রী ভেতর থেকে হাঁক দিল, "কে র‍্যা!"

"রতনদা বাড়িতে আছে?"

"না, নেই। কেন?"

"আপনি কি একটু বাইরে আসবেন?"

রতনের স্ত্রী বছর পাঁচেকের একটি শিশুকে নিয়ে লণ্ঠন হাতে দরজার কাছে এল। এসেই বলল, "তোমরা আগেও এসেছিলে না? বলেছি তো সে বাড়িতে নেই।"

"কিন্তু এদিকে যে চরম বিপদ।"

রতনের স্ত্রীর মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল, "কীসের বিপদ?"

বাবলু এবার পকেট থেকে একটা খাম বের করে রতনের স্ত্রীর হাতে দিয়ে বলল, "এতেই সব লেখা আছে। পড়ে দেখতে বলবেন।"

রতনের স্ত্রী গলার স্বর নরম করে বলল, "এতে কী লেখা আছে?"

বাবলু বলল, "তা কি আমরাই জানি? আমাদের চিঠি পৌঁছে দেওয়ার কথা, দিয়ে গেলাম। আর-একটা কথা, আপনি ঘরে গিয়ে একবার দেখুন তো লাল শালুতে মোড়া কোনও প্যাকেট রাখা আছে কি না?"

রতনের স্ত্রী বলল, "এরকম কিছু তো দেখিনি।"

"ভাল করে একবার দেখুন, যদি থাকে তো আমাদের দিয়ে দিন। আমরা একটু বাইরে অপেক্ষা করছি।"

রতনের স্ত্রী ভাল ব্যবহার করল এবার। বলল, "তোমরা ভেতরে এসো।"

"আমরা বাইরেই থাকি। হয়তো এখনই পুলিশ আসবে। যা করবার তাড়াতাড়ি করুন।"

ভোম্বল রতনের ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগল। আর রতনের স্ত্রী চলে গেল ঘরের ভেতর।

ভোম্বল রতনের ছেলেকে বলল, "কী নাম তোমার?"

"আমার নাম ভুলু।"

"তুমি চকোলেট খাও?"

"হ্যাঁ খাই।"

"গাড়ি চাপতে ভালবাসো?"

"হ্যাঁ। আমাকে চাপাবে?"

"চলো।"

ভুলু গলা জড়িয়ে ধরল ভোম্বলের।

বাবলু বলল, "এই তাল। কেটে পড় ভোম্বল।"

যেতে যেতে ভুলু বলল, "তুমি কে?"

"আমি তোমার কাকা।"

ভোম্বল খানিকটা এগিয়ে যেতেই বাবলু করল কী, বাইরের দরজায় শিকল দিয়ে পঞ্চুকে নিয়ে দ্রুত চলে এল ভোম্বলের কাছে। তারপর একটু পা চালিয়েই ট্যাক্সিতে বসে বলল, "একটু জোরে গাড়িটা চালাও রজনীদা। আমাদের ভুলু কিন্তু খুব গাড়ি চাপতে ভালবাসে। ও খু-উ-ব চকোলেট খেতে ভালবাসে। আমরা ওকে বড় একটা দোকান থেকে চকোলেট কিনে খাওয়াব।" বলেই ভুলুকে বলল, "তুমি ক'টা চকোলেট খাবে ভুলু?"

"দুটো।"

"মাত্র দুটো? আমরা তোমাকে অনেক চকোলেট খাওয়াব।"

ভুলু হাততালি দিয়ে বলল, "কী মজা।"

বাবলু বড় রাস্তায় এসেই একটা দোকান থেকে একগাদা চকোলেট কিনে ভুলুকে দিল। ভুলু তো চকোলেট পেয়ে খুব খুশি।

গাড়ি এসে থামল বিলুর মামার বাড়িতে। ভোম্বল নামল না। ভুলু আর পঞ্চুকে নিয়ে বসে রইল। বাবলু দ্রুত ঘরে ঢুকে বিলুর মাকে বলল, "আর এক মুহূর্ত দেরি করবেন না, শিগগির আমাদের সঙ্গে চলে আসুন।"

"সে কী! এখনই?"

"হ্যাঁ।" বলেই বাচ্চু-বিচ্ছুকে বলল, "তোরা রেডি?"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "নিশ্চয়ই।"

"তা হলে এখনই সুশান্তকে নিয়ে চলে আয়।"

অতএব সবাই গাড়িতে এসে বসল। বিলুর মা ভুলুকে দেখে বললেন, "কাদের ছেলে রে?"

"পরে বলব।"

ভুলু আবার বলল, "বলো না গো, তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

"তোমার বাবার কাছে।"

"আমার বাবা তো বাড়িতে শুয়ে আছে। মাথা ফেটে গেছে বাবার।"

"সে কী! তোমার মা যে বললেন বাবা বাড়িতে নেই।"

"আমরা সবাই তাই বলি। আমার বাবা চোর তো, যখন-তখন পুলিশ আসে, তাই।"

বাবলু ভুলুকে আদর করে বলল, "ওমা! তবে তো এখনই তোমার বাবা আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হবে।"

ভোম্বল বলল, "তোকে একটা প্রশ্ন করব বাবলু?"

"অবশ্যই। কী প্রশ্ন?"

"ওই চিঠিটা তুই কখন লিখলি, আর রতনের স্ত্রীকে যে বললি লাল শালুতে মোড়া একটা প্যাকেট আনতে, তাতে কী আছে? চিঠিতেই বা কী লিখেছিস তুই?"

বাবলু বলল, "শোন, পরিকল্পনাটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই চিঠিটা এক ফাঁকে লিখে ফেলি আমি। ওতে লিখেছি, বিলুকে ফেরত দিয়ে ভুলুকে নিয়ে যাও। আর প্যাকেটের ব্যাপারটা ফলস। ওইভাবে না বললে রতনের স্ত্রীকে ঘরে পাঠাব কী করে। ওকে আড়াল না করলে তো ভুলুকে নিয়ে আসা যায় না।"

ভুলু তখন কান্না শুরু করেছে, "আমি মা'র কাছে যাব।"

বিলুর মা বললেন, "খুব অন্যায় করেছ তোমরা। এরকম বদ বুদ্ধি হল কেন তোমাদের?"

"শুধুমাত্র রতনকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার জন্য।"

ট্যাক্সি তখন ঝড়ের গতিতে আমতলা থেকে ধর্মতলা, সেখান থেকে হাওড়ায় এসে একেবারে বাড়ির কাছে থামল। ভুলু তখন কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে দেখে মায়া হচ্ছে ওদের। একটি শিশুকে তার মায়ের স্নেহনীড় থেকে সরিয়ে আনার মতো অপরাধ আর কী আছে? বাবলুর বাবা প্রায় একমাস পরে দুর্গাপুর থেকে বাড়ি এসেছেন। বাবলুর কীর্তি দেখে ভীষণ রেগে গেলেন বাবলুর ওপর। খুব বকাবকি করলেন। বাবলুর মা এসে ভুলুকে বুকে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে তাকে খাইয়ে শোওয়াবার ব্যবস্থা করলেন। বিলুর মা চলে গেলেন তাঁদের বাড়িতে।

বাবলুর মা-বাবা দু'জনেই এত রেগে গেছেন যে, তাঁদের কোনও কিছুই বোঝানো যাচ্ছে না আর।

বাবলুর বাবা বললেন, "এতদিন ধরে এত অভিযান করার পর হঠাৎ তোমার এ দুর্মতি হল কেন? লোকটা ঘরে ছিল না, তার জন্য অপেক্ষা করতে পারতে। দরকার হলে পঞ্চুকে নিয়ে সারারাত ধরে পাহারা দিতে পারতে বাড়িটাকে। এমন কাঁচা কাজ কেউ করে?"

বাবলু মাথা হেঁট করল। বলল, "সত্যিই খুব ভুল হয়ে গেছে আমার। এরকম আর কখনও হবে না। আমি কাল সকালেই গিয়ে ফেরত দিয়ে আসব ছেলেটাকে।"

বাবা বললেন, "থাক। আর সে-কাজ করতে যেয়ো না। চিঠি যখন দিয়ে এসেছ, তখন ওরাই আসবে তোমার কাছে।"

ড্রাইভার রজনীদা বলল, "আমি কি তা হলে চলে যাব?"

বাবলুর বাবা বললেন, "না, না। যাবেন কোথায়? এখানেই খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুন।"

বাবলু বলল, "কাল সকালেই হয়তো আপনার গাড়িটা আমাদের কাজে লাগবে। তাই আপনার যাওয়া কিছুতেই হবে না। গাড়িটা বাইরে রেখে আপনি আমার ঘরে শুয়ে পড়ুন।"

রজনীদা বলল, "যা তোমরা বলবে। তবে ভাই, একটা কথা। রতন এলে আমাকে একটু সতর্ক করে দিয়ো। আমি গা-ঢাকা দেব। জানো তো, আমি ওই এলাকায় থাকি।"

বাবলু বলল, "কোনও চিন্তা নেই। আমি সামলে নেব ঠিক।"

গাড়ি বাইরে রেখে রজনীদা খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়ল বাবলুর ঘরে। পঞ্চু রইল বাইরে, গাড়ি পাহারায়। মা আর বাবার কাছে অল্প কিছু খেয়েদেয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে রইল ভুলু। বাবলু বিছানায় শুয়ে থাকলেও ওর ঘুম এল না।

রাত তখন কত, তা কে জানে?

হঠাৎ টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠল। ফোন ধরল বাবলুই, "হ্যালো, কে বলছেন?"

সুশান্ত রজনীদার পাশে শুয়ে ছিল। বলল, "নিশ্চয়ই ওরা।"

ওদিক থেকে কান্নায় ভেঙে পড়া এক মহিলার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "আমার খোকা কী করছে? ও কান্নাকাটি করছে না তো?"

বাবলু বুঝল রতনের স্ত্রী ফোন করছে। এখন আর গলায় সেই আগেকার উত্তাপ নেই। বাবলু বলল, "আপনি কি রতনদার স্ত্রী?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি ওর জন্য কোনও চিন্তা করবেন না। আপনার খোকা আমার মায়ের কোলে ঘুমোচ্ছে। একবার

অবশ্য একটু কেঁদেছিল। তবে আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। রতনদার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গিয়ে আপনাকে দুঃখ দেওয়াটা ঠিক হয়নি। তা ছাড়া এই কাজের জন্য বাবা-মা সবাই খুব বকাবকি করছেন আমাদের। আমি কালই ওকে আপনার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসব।"

এই কথা শুনেই যেন কেমন হয়ে গেল রতনের স্ত্রী। শিউরে উঠে বলল, "খবরদার, তোমরা ও-কাজ করতে যেয়ো না। একদম এসো না এদিকে। ভাগ্যে তোমরা চিঠিতে ফোন নম্বর আর ঠিকানাটা দিয়ে রেখেছিলে, তাই আমি কথা বলতে পারলাম। আমার খোকা যে নিরাপদ আশ্রয়ে আছে, এ শুধুই ভগবানের দয়ায়। তোমরা ওকে না নিয়ে গেলে আমার খোকাকে হয়তো বাঁচাতে পারতাম না। আমি কাল হোক, পরশু হোক, যখন হোক যাব। আমি গেলে আমার হাতেই তোমরা আমার খোকাকে তুলে দিয়ো। আর কারও হাতে দিয়ো না।"

বিস্মিত বাবলু প্রশ্ন করল, "এসব কী বলছেন?"

"ওকে তোমরা সাবধানে রেখো। না হলে ওকেও ওরা বাঁচতে দেবে না।"

"কারা? কারা ওকে বাঁচতে দেবে না?"

রতনের স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়ল।

বাবলু বলল, "আপনি কাঁদছেন কেন? কী হয়েছে ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন দেখি?"

"তোমরা চলে আসবার পরই আমার চোখের সামনে ওরা এসে ওকে শেষ করে দিয়ে গেল।"

"কাকে শেষ করে দিয়ে গেল?"

"খোকার বাবাকে। আমি তখন মিথ্যে কথা বলেছিলাম তোমাদের। ও ঘরেই ছিল। আগের দিন রাত্রিবেলা ওরা ওকে খুনের চেষ্টা করেছিল। সে-যাত্রা কোনওরকমে পালিয়ে বেঁচেছে। মাথায় আঘাত নিয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে ছিল। জ্বর ছিল গায়ে। কাল রাত্রিবেলা অত ডামাডোলের ভেতরেও ওরা এসে ওকে শেষ করে দিয়ে গেল।"

"কিন্তু রতনদা তো ভুল করল। জীবন বিপন্ন জেনেও ঘরে রইল কী বলে? দু'দিন একটু গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারত না?"

রতনের স্ত্রী শ্লেষের সঙ্গে বলল, "হুঁ! যাওয়ার কি কোনও জায়গা আছে? কে ঠাঁই দেবে? তা ছাড়া যাওয়ার অবস্থাও ছিল না।"

বাবলু বলল, "হত্যাকারীদের কাউকে আপনি চিনতে পেরেছেন?"

"না। কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা ছিল তাদের।"

বাবলু বলল, "এই যদি ঘটনা হয়, তা হলে তো এর পরও ছেলে নিয়ে ওই গ্রামে থাকতে পারবেন না আপনি।"

"না, পারব না। ওখানে আমি বড় অসহায়। যদিও গ্রামের মানুষজন খুবই সজ্জন, দেবতার চরণ ছাড়া কিছুই তারা জানে না, তবুও আচমকা কেউ রাতদুপুরে হানা দিলে তারাই বা কী করবে? তাই ভাবছি যতদিন না ওরা ধরা পড়ে ততদিন আমার বাপের বাড়ি বদ্যিবাটিতেই আমি থাকব। বাবা খড়্গেশ্বর জাগ্রত বলেই খোকা আমার এ-যাত্রা রক্ষা পেল।"

বাবলু ফোন রেখে সকলের দিকে তাকাল। সুশান্ত এবং রজনীদা ছাড়াও মা-বাবা সবাই এসে দাঁড়িয়েছেন পাশে। সবাই জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল রে! কে ফোন করছিল? বাচ্চাটার মা?"

বাবলু এক-এক করে সব কথা খুলে বলল তাঁদের।

বাবা বললেন, "ভগবান রক্ষে করেছেন। আমরা তোদের ওপর রাগ করছিলাম।"

মা বললেন, "এইজন্যই বলে, রাখে হরি তো মারে কে?"

বাবলু বলল, "সবই তো হল। কিন্তু বিলুর খোঁজ পাওয়ার যেটুকু আশা ছিল সেটুকুও যে গেল।"

রজনীদা বলল, "কোনওরকমে লালুটাকে একবার ধরতে পারলে পুরো দলটাকে ধরে ফেলা যেত। লালুর ঠেক আমি জানি। তবে কিনা ওর মুখোমুখি হওয়ার সাহস আমার নেই।"

বাবলু আশার আলো দেখতে পেয়ে বলল, "ওর মুখোমুখি আপনাকে হতেও হবে না। আপনি শুধু দূর থেকে আমাকে জায়গাটা দেখিয়ে দেবে। তারপর দেখবে ওর কী করি।"

রজনীদা বলল, "কালই আমি দেখিয়ে দেব।" তারপর কী ভেবে যেন বলল, "বাবলুভাই, এখন একটা কাজ করলে হয় না, আজ রাতে ঘুমের বারোটা তো বেজে গেল। চলো না, আমরা দু'জনে পঞ্চুকে নিয়ে সেইখানে চলে যাই, যেখান থেকে সুশান্তকে আমি নিয়ে এসেছি। একটু খুঁজেপেতে দেখি ওদের ঘাঁটির কোনও সন্ধান পাই কি না।"

বাবলু বলল, "গেলে অবশ্য মন্দ হয় না। কিন্তু এই এতটা পথ এসে আবার অত দূরে যাওয়ার ধৈর্য আছে আপনার?"

"এইসব কাজে আমরা এমনই অভ্যস্ত যে, ধৈর্যের আর শেষ নেই আমাদের। তা ছাড়া সত্যি বলতে কী, নতুন করে মনের মধ্যে কেমন যেন একটা বল পেয়ে গেছি।"

বাবলু হাসল। বলল, "যেতে আমি সবসময়ই রাজি। তবে গিয়ে কোনও ফল হবে বলে মনে হয় না। তার কারণ শিকার ফসকে যাওয়ার পর ওরা কি এতই বোকা যে, আবার ওখানে থাকবে?"

ওরা যখন এইসব আলোচনা করছে, তেমন সময় বাইরে হঠাৎ পঞ্চুর চিৎকার শোনা গেল। বাবলু এক মুহূর্ত দেরি না করে ড্রয়ার টেনে পিস্তলটা বের করেই ছুটল বাইরের দিকে। রজনীদাও পিছু নিল বাবলুর।

বাবা যাচ্ছিলেন।

মা বারণ করলেন, "তুমি যাচ্ছ কোথায়? তুমি কখনও ওদের সঙ্গে ছুটে পারো?"

বাবলু বাইরে এসেই দেখল পঞ্চু কাকে যেন ভীষণভাবে তাড়া করেছে। একজন বলিষ্ঠ চেহারার লোক পঞ্চুর তাড়া খেয়ে প্রাণপণে ছুটছে।

বাবলু আর রজনীদাও ছুটল ওদের পিছু-পিছু।

ছুটতে ছুটতে লোকটি হঠাৎ ছোটা থামিয়ে রুখে দাঁড়াল। ওর হাতে একটা রিভলভার। সবে ট্রিগারে চাপ দেবে, এমন সময় পঞ্চু সার্কাসের কুকুরের মতো অদ্ভুত কায়দায় ওর হাতটাকে এমনভাবে কামড়ে ধরল যে, রিভলভার তো খসে পড়লই হাত থেকে, উপরন্তু হাড় ভাঙার যন্ত্রণায় চাপা একটা আর্তনাদ করে উঠল সে।

বাবলু কাছে গিয়ে লোকটিকে দেখেই অবাক! বলল, "এ কী! তুমি এখানে কী করে এলে?"

সেই কুখ্যাত লালুগুন্ডা। রক্তচক্ষুতে বলল, "কেন, খোঁজখবর নিয়ে ঠিকানা খুঁজে চলে এলাম।"

"এখানে তোমার কী দরকার?"

"আমি জীবনে কখনও কাউকে আমার কাজের কৈফিয়ত দিইনি। তুই তো সেদিনের ছেলে। শিগগির তোর কুকুরটাকে বল আমার হাত ছেড়ে দিতে।"

বাবলু হেসে বলল, "ওটি হচ্ছে না ব্রাদার। তোমাকে সহজে ছাড়ছি না। এত সহজে তোমাকে কবজায় পাব, এ তো স্বপ্নেও ভাবিনি।" বলেই ওর হাত থেকে খসে-পড়া রিভলভারটা কুড়িয়ে বলল, "ওটা কি সবসময়েই সঙ্গে থাকে? না আজকের জন্য এনেছিলে?"

লালু একটা বাজে কথা বলল।

বাবলু বলল, "আর-একবার ওই কথাটা বলো। তারপর দ্যাখো তোমার কী অবস্থাটা করি।"

লালু বলল, "অবোধ বালক, তুই আমাকে চিনিস না, আমি কতখানি ডেঞ্জারাস। তোর জিভ যদি আমি ছিঁড়ে না আনি তো আমার নাম লালু নয়।"

বাবলু বলল, "আমি তোমাকে না চিনলেও তুমি তো আমাদের চেনো। সকালের মারটা ভুলে গেলে? চোরের মতো পালিয়ে যেতে লজ্জা করল না? এখন এসেছ আড়াল থেকে বদলা নিতে?"

রজনীদা লালুকে দেখে একটু দূরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল। তাই লালু ওকে দেখতে পায়নি। কিন্তু বাবলুর বাবার মুখে খবর পেয়ে ভোম্বল তখন ছুটে এসেছে। ও এসেই লালুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বাবলু দু' হাতে জাপটে ধরে সরিয়ে আনল ভোম্বলকে। বলল, "মারিস না। আমার হাতে একটার জায়গায় দুটো অস্ত্র। মারলে ওকে আমিই মারতে পারতাম। একে মোচড় দিয়ে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে এর পেট থেকে কথা আদায় করব। মারধোর পরে হবে।"

লালু তখন আরও রেগে "হ্যাক থুঃ" করে এক ধ্যাবড়া থুথু বাবলুর গায়ে ছিটিয়ে দিল।

বাবলু রুমালে থুথু মুছে রুমালটা ফেলে দিল। তারপর অস্ত্রদুটো ভোম্বলের হাতে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল লালুর দিকে। কঠিন গলায় বলল, "বলো কাকে মারতে এসেছিলে?"

লালু বুঝল, গতিক সুবিধের নয়। তাই বলল, "কাউকে মারতে নয়।"

"তা হলে এই রাতদুপুরে কেন এসেছিলে এখানে?"

লালু বলল, "ভুলুকে নিয়ে যাব বলে। ওই ছেলেটাকে তোরা কেন নিয়ে এলি? ও তোদের কোন ক্ষতিটা করেছিল?"

বাবলু বলল, "আমাদের বন্ধু বিলুই বা তোমাদের কোন ক্ষতিটা করেছিল শুনি?"

"তোরা কি সেইটারই বদলা নিলি?"

"বদলা নেব কেন? বিনিময় করব। বিলু নেব, ভুলু দেব।"

লালু বলল, "কুকুরটাকে বল হাতটা ছাড়তে। বড্ড লাগছে।"

"পালাবার চেষ্টা করবে না তো?"

"না। তা ছাড়া যা সাংঘাতিক কুকুর, আমার সাধ্য কী যে ওর খপ্পর থেকে পালাই।"

বাবলু পঞ্চুকে নির্দেশ দিতেই হাত ছেড়ে দিল পঞ্চু। ধরবি তো ধর ডান হাতটাকেই ধরেছে। হাড়গোড় বুঝি গুঁড়িয়ে গেল। যন্ত্রণায় চোখে জল এসে গেল লালুর।

বাবলু রাস্তা থেকে ওর ফেলে দেওয়া রুমালটা কুড়িয়ে লালুর হাতে বেঁধে দিল।

লালু বলল, "বাচ্চাটাকে আমার হাতে ফিরিয়ে দে ভাই। ওর মা দারুণ কান্নাকাটি করছে। তা ছাড়া তোরা জানিস না ওর জীবন খুবই বিপন্ন।"

বাবলু বলল, "টোপটা তা হলে আমরা ভালই ফেলেছি। কী বলো? না হলে তোমার মতো লোক অত দূর থেকে এইখানে ছুটে আসে?"

এমন সময় অন্ধকারের আড়াল থেকে রজনীদা আত্মপ্রকাশ করে বলল, "এবার বুঝছিস তো লালু, একটি শিশুকে তার মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে আনলে কী মর্মান্তিক ব্যাপারটা হয়। এ দৃশ্য তো কখনও দেখিসনি। এইবার দ্যাখ। বছরের পর বছর ধরে কত মায়ের কোল শূন্য করেছিস তোরা। কত শিশুর মুখের হাসি মিলিয়ে দিয়েছিস। তাদেরই মতো তোদের ভুলুটাও যদি লোপাট হয়ে যায় তো যাক না। ওর জন্য তোর এত দুঃখ কীসের?"

বিস্মিত লালু বলল, "রজনী, তুই এখানে?"

"আমার গাড়িতেই ওরা এখানে এসেছে?"

লালু বলল, "ওরা তোকেও ছাড়বে না রজনী। ওদের ব্ল্যাক লিস্টে তোর নামও উঠেছে। ওরা তোকে খুঁজছে।"

"আমার অপরাধ?"

"তুই ওদের মুখের গ্রাস কেড়ে এনে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিস।"

"ওরা কারা?"

"ওরা ভয়ংকর।" তারপর কেমন যেন ভয়ার্ত স্বরে বলল, "অতি ভয়ংকর ওরা। রতন মার্ডার হয়েছে। এবার আমার আর এই শিশুটার পালা। তারপর তোর। আমরা কেউ বাঁচব না।"

রজনীদার মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

বাবলু বলল, "লিস্টে আমাদের নাম নেই?"

"হয়তো আছে। ঠিক জানি না।"

বাবলু বলল, "তুমি কি মরতে ভয় পাও?"

"না। তবে নৃশংসতাকে ভয় পাই। ওরা যাকে মারে তাকে নির্মমভাবে মারে। ওদের নজর এড়িয়ে বেঁচে থাকা দুষ্কর। তাই ঠিক করেছি এমন জায়গায় পালাব, যাতে ওরা কোনওদিন খুঁজে না পায়। রতনের ছেলেটাকেও অমনই নিয়ে যাব।"

"ছেলে তুমি পাবে না। একমাত্র ওর মা ছাড়া কারও হাতে ছেলে দেব না আমরা। ওর মায়ের সঙ্গে টেলিফোনে সেইরকম কথাই হয়েছে আমাদের।"

"তা হলে নিশ্চিন্ত হলাম। এখন আমাকে বিদায় দাও তোমরা।"

"তুমি কি দলত্যাগী?"

"অবশ্যই। তারই তো এই পরিণাম।"

"তা হলে কেন এইভাবে ভীরুর মতো পালাচ্ছ?"

"ওদের প্রতিরোধ করার মতো ক্ষমতা আমার নেই। কারও নেই। ওরা অতি ভীষণ।"

"তাই যদি হয়, তা হলে ওদের খপ্পর থেকে পালিয়েও কি তুমি বাঁচবে? তুমি তো সোজা থানায় গিয়ে তোমার অপরাধের কথা কবুল করে ওদের সব খবর পুলিশকে দিতে পারো।"

"তা হলেও আমি বাঁচব না। ওরা লকআপে ঢুকেও মেরে আসবে আমাকে।"

"তুমি অন্যকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দাও, কিন্তু নিজে মরতে ভয় পাও। অথচ আমাদের দ্যাখো, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে এগিয়ে যাই বলে মৃত্যুও আমাদেরকে এড়িয়ে যায়। মায়ের ছেলে আমরা বেঁচে মায়ের কোলেই ফিরে আসি। বদলা যদি নিতে চাও, পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা না করে আমাদের সঙ্গে হাত মেলাও। তুমি শুধু একবার বলো ওরা কারা। ওদের ঘাঁটি কোথায়? তারপর দ্যাখো ওদের সবক'টাকে ফাঁসির দড়িতে লটকাতে পারি কি না।"

লালু কী যেন ভেবে বলল, "হ্যাঁ। ঠিক বলেছিস তোরা। এইটুকু বয়সে তোরা যদি রুখে দাঁড়াতে পারিস তা হলে আমিই বা কেন ভয়ে পালাই?"

রজনীদা বলল, "তুই না হয় ভয়ে পালালি, কিন্তু আমি? আমি কোথায় যাব? তার চেয়ে আয়, আমরা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। হয় ওদের মেরে মরি, নয়তো মারতে গিয়ে মরি।"

লালু বলল, "তা হলে চলো কোথাও গিয়ে একটু বসা যাক। আর দাঁড়াতে পারছি না। আমার হাত-পা কেমন ঝিমঝিম করছে।"

ভোম্বল বাবলুকে বলল, "বাগানে যাবি? সেখানটা বেশ নিরিবিলি।"

বাবলু বলল, "না, না। এই রাতদুপুরে অন্ধকারে বাগানে গিয়ে কী করব? তার চেয়ে কোথাও বসে বরং সব কিছু শোনা যাক।"

ওরা আরও একটু এগিয়ে তিন মাথার মোড়ে পুরনো শিব মন্দিরের চাতালে গিয়ে বসল।

বাবলু বলল, "কোনও কিছু গোপন না করে সব কথা খুলে বলবে কিন্তু। আগে আমরা আমাদের বন্ধুটিকে উদ্ধার করব। তারপর দেখাব ওদের কত গমে কত আটা।"

ভোম্বল বলল, "বিলুটা বেঁচে আছে তো?"

লালু বলল, "কিছুই বলতে পারব না আমি। হয়তো আছে, নয়তো নেই।"

বাবলু বলল, "রাত অনেক হয়েছে। আর দেরি না করে যা বলবার বলো।"

লালু যা বলল তা এইরকম: "আমি একটা বর্ন ক্রিমিন্যাল। ছেলেবেলা থেকেই আমার মধ্যে অপরাধ করার প্রবণতাটা খুব বেশি। চুরি, ছিনতাই, খুন, দাঙ্গা কোনও কিছুই করতে বাকি নেই আমার। রতনের সঙ্গে বন্ধুত্বও আমার অনেকদিনের। যদিও আমি ওই গ্রামে থাকি না। আমার বাড়ি বড়িশার চণ্ডীতলার কাছে। তবুও আমার নির্দিষ্ট কোনও ঠিকানা এখনও নেই। রতন আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। ও ছেলেটা বরাবরই খুব ভাল। সত্যি কথা বলতে কী, শুধুমাত্র অসৎসঙ্গে পড়েই খারাপ হয়েছে ও। আমার মধ্যে মায়া নেই, দয়া নেই, ক্ষমা নেই, মনুষ্যত্ব নেই, কিন্তু ওর মধ্যে সব কিছুই ছিল। ও বরাবরই একটু নার্ভাস প্রকৃতির। লেখাপড়া শেখেনি। কাজকর্মও মন দিয়ে করত না। আর কোনও কিছুই করত না আমার নির্দেশ ছাড়া। আমি ছিলাম পাড়ার মাস্তান বলতে যা বোঝায়, ঠিক তাই। কথায় কথায় মেরে ধুনে দিতাম সকলকে। কিন্তু দল বলতে কিছুই আমার ছিল না। একবার হল কী, কুখ্যাত একটি দলের পাল্লায় পড়ে গেলাম আমরা। এই দলটিতে কতজন আছে, কারা আছে, কিছুই জানি না। এমনকী ওদের আসল ঘাঁটি যে কোথায়, জানি না তাও। ওরা আমাদের লোভ দেখাল, আমরা যদি ওদের নির্দেশমতো কাজ করি, তা হলে কোনও দুঃখ থাকবে না আমাদের।"

বাবলু বলল, "কাজটা কী?"

"ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে চুরি করে ওদের হাতে তুলে দেওয়া। শুধু ছোট ছেলে-মেয়ে নয়, সুস্থ সবল বড়দেরও কিনে নিত ওরা। প্রথমটা আমরা রাজি হইনি এই কাজে। পরে অবশ্য টাকার লোভে রাজি হয়ে গেলাম। শুধু যে টাকার লোভে, তাও নয়। ওদের বস মি. এক্স নাকি তাঁর হয়ে কাজ করতে যারা রাজি না হয় তাদের গুপ্তঘাতক দিয়ে খুন করান। ওরা একটি সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি। গ্রুপ মিলিয়ে রক্ত নিয়ে সেই রক্ত বিক্রি করে ওরা। কারও কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রয়োজন হলে, যেমন কিডনি, চক্ষু ইত্যাদি, ওরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ধৃতদের কাছ থেকে জোর করে তা আদায় করে।"

ভোম্বল বলল, "কী সাংঘাতিক!"

লালু বলল, "প্রস্তাব শুনে বুক কেঁপে উঠলেও রাজি হলাম আমরা। এবং ওদের নির্দেশমতোই কাজ করতে লাগলাম।"

বাবলু বলল, "এই কাজের পারিশ্রমিক কী পেতে?"

"একটি ছেলে-মেয়ে পিছু পাঁচ হাজার টাকা। এর মধ্যে আমি নিতাম তিন, রতনকে দিতাম দুই।"

"এতটা কম-বেশি হত কেন?"

"তার কারণ, রতন তো কিছুই করত না। যা করতাম আমি।"

বাবলু বলল, "তারপর?"

"এইভাবেই চলছিল। একদিন হঠাৎ ওরা এসে বলল, কোনও এক বিখ্যাত ব্যবসায়ীর একমাত্র পুত্রের দুটি কিডনিই নষ্ট হয়ে গেছে। তাই অবিলম্বে একটি কিডনির প্রয়োজন। অতএব সেই কিডনির প্রয়োজনে জ্যান্ত মানুষ কিছু চাই। টাকা ডবল। রতনকে বললাম কথাটা। রতন তো শুনেই জ্বলে উঠল। বলল, অনেক হয়েছে। আর নয়। এবার ক্ষ্যান্ত দে দেখি। ওদের বলে দে এই সমস্ত বাজে কাজে আমরা আর নেই। আমি ওকে অনেক

করে বুঝিয়ে বললাম যে পথে পাড়ি দিয়েছি আমরা, সেই পথ থেকে ফিরে আসার কোনও রাস্তাই আর আমাদের সামনে খোলা নেই। এখন গোলমাল করলেই গুলি খেয়ে মরতে হবে। রতন হতাশ হয়ে গেল। ঠিক এমনই সময়ে হঠাৎ সেদিন তোমাদের বন্ধু বিলু আর কুশল নামে একটি ছেলে এল বাবার মন্দিরে পুজো দিতে। ছেলেটা ওর মায়ের অসুখের জন্য কান্নাকাটি করছিল। বিবরণ শুনে বুঝলাম, ওর মা বাঁচবে না। আর তখনই একটা বদ বুদ্ধি খেলে গেল আমার মাথায়। ছেলেটাকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেলাম ওদের কাছে। কিছুক্ষণ পরে দেখি তোমাদের ওই বন্ধুটির পিছু নিয়ে রতনও আসছে সাইকলে নিয়ে। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। শুরু হয়েছে দুর্যোগ। আমি রতনের কাছে গিয়ে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'এই যে বললি তুই আর এইসব ব্যাপারে নেই। তা এরই মধ্যে মত বদলে ফেললি? এটা তোর নতুন শিকার নাকি?' রতন বলল, 'না। ছেলেটি আমার পরিচিত। কাজেই ওর গায়ে যাতে কেউ হাত না দেয় সেইজন্যই ওকে নজর রাখছি। ওর গায়ে হাত দেওয়া মানেই মৌচাকে ঢিল।'"

বাবলু বলল, "তা হলে বিলু গেল কোথায়?"

লালু বলল, "বলছি শোনো মি. এক্সের লোকেরা তখন কুশলকে সংজ্ঞাহীন করিয়ে ভ্যানে পুরেছে। বিলুকে দেখেই ওরা এগিয়ে গেল। রতন, আমি দু'জনেই বারণ করলাম, আমাদের কোনও কথাই শুনল না ওরা। গায়ের জোরে তুলে নিল ওকে। বিলু অনেক বাধা দিল ওদের। কিন্তু ওরা পাঁচ-ছ'জন। পেরে উঠবে কেন? তবু গাড়িতে ওঠাবার সময় মাথা দিয়ে গোত্তা মেরে একজনের নাকে এমন আঘাত করল যে, তা বলবার নয়। আমরা দু'জনেই তখন ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালাম। বললাম, 'হচ্ছেটা কী? তোমরা তো দিব্যি কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে আছি, এদিকে পরে যদি কোনওরকমে ছাড়া পায় ও, তখন যে আমাদের ঝুলিয়ে দেবে। বলার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা রিভলভার দেখাল। আমরা নিরস্ত্র ছিলাম, তাই পিছিয়ে এলাম।'"

বাবলু বলল, "সেই থেকেই তোমরা ওদের বিষনজরে পড়লে, এই তো?"

"ঠিক তাই। এরপর থেকে রতন আর আমি দু'জনেই সতর্ক হয়ে গেলাম। আর রইলাম সুযোগের অপেক্ষায়। আকাশে দুর্যোগ, মনে ভয়। কী জানি কী হয়! এরই মধ্যে আমরা দু'জনে মনে মনে একটা মতলব ঠিক করে ফেললাম। কুশলকে ওদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আমাদের প্রাপ্য পাঁচ হাজার টাকা যখন ওরা দিতে আসবে তখনই আক্রমণ করব ওদের। আর সেই সুযোগে জেনে নেব ওদের মূল ঘাঁটিটা কোথায়। কিন্তু ভাবলাম এক, হল আর-এক। ওরা টাকার বদলে দিতে এল একটা চিঠি। সেই চিঠিতে লেখা ছিল, 'মি. এক্স যাদের মৃত্যুদণ্ড দেন, তাদের তিনি টাকা দেন না।' চিঠি পড়েই মাথা গরম হয়ে উঠল। আমি এক টানে একজনের মুখের ঢাকা সরিয়ে দিতেই চিনে ফেললাম তাকে। রতন তখন বোকার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে আর-একজনের ওপর। ফলও মিলল হাতে হাতে। ওরা মোক্ষম ঘা দিল রতনের মাথায়। রতন লুটিয়ে পড়ল। আমি পালিয়ে বাঁচলাম। পরে অবশ্য ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে মাথায় ব্যান্ডেজ করিয়ে বাড়ি নিয়ে গেলাম। ও যে গ্রামে নেই এমনও রটিয়ে দিলাম। তবু কি বাঁচাতে পারলাম ওকে? ওরা ঠিক এসে ওদের কাজ হাসিল করে গেল। শুধু তাই নয়, আর একটা চিঠি মারফত জানিয়েও দিল এবার নাকি আমার পালা। তারপর রজনীর।"

রজনীদা বলল, "কী ভয়ানক!"

"শুধু যে ভয়ানক তা নয়, নৃশংস। আজ সন্ধেবেলা রতনকে খুন করেই ওরা ছেলেটার খোঁজ করছিল। ভাগ্যে তোমরা ওকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলে, তাই বেঁচে গেল ছেলেটা। সামনে পেলে হয় ওকে মারত অথবা নিয়ে পালাত।"

সব শুনে বাবলু বলল, "একটা ব্যাপার এখানে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, ওরা এই এলাকারই লোক। তবে ওদের শাখা-প্রশাখা চারদিকে ছড়িয়ে আছে। আর সেইজন্যই দুর্গাপুর থেকে নিয়ে আসতে পেরেছে সুশান্তকে। সুশান্ত নিজেই তো বলেছে প্রথমে ওকে বেহালার ব্লাইন্ড স্কুলের কাছে কোথায় যেন রেখেছিল।"

লালু বলল, "স্থানীয় লোক তো বটেই। সেইজন্যই ওরা কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে রাখত। তবে সে-রাতে মুখের ঢাকা সরিয়ে একজনকে আমি চিনেছি। যদি মরে না যাই, তা হলে ওই লোককে খুঁজে বের আমি করবই।"

বাবলু বলল, "ওদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়টা তোমাদের হয়েছিল কীভাবে?"

"সে এক রহস্যময় ব্যাপার। কোনও এক শীতের রাতে একা একা বাড়ি ফিরছি, এমন সময় কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা একজন লোক সাইকেল নিয়ে একেবারে আমার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তারপর 'সরি' বলে উঠে দাঁড়িয়েই আমার হাতে একটা চিঠি দিয়ে উধাও হয়ে গেল।"

"কী ছিল সেই চিঠিতে?"

"তাতে লেখা ছিল, 'বন্ধু! আমাদের হয়ে কাজ করো, ঘরে বসে টাকা পাবে। শর্ত একটাই, শুধু আমাদের ব্যাপারে কিছু জানতে চেয়ো না। কখনও অবাধ্য হোয়ো না। আমাদের বিরোধিতা কোরো না। বেহালা ব্লাইন্ড স্কুলের সামনে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থেকো। আমরা তোমাকে চিনে নেব। রাত দশটায়। মনে থাকে যেন।' চিঠিটা পড়েই মাথাটা কেমন ঘুলিয়ে গেল। যাই হোক, রতনকে বললাম ব্যাপারটা। ও শুনেই বলল, 'যেয়ো না। ফাঁদে পা দিয়ো না ওদের।' আমি অবশ্য ওর কথা শুনলাম না। ওকেও সঙ্গে নিয়ে নির্ধারিত জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম। কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে ওরা এল। আমাদের একটা ভ্যানে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল শকুন্তলা পার্কের কাছে। যেতে যেতেই ওরা ওদের কাজের ব্যাপারে কথা বলল আমাদের সঙ্গে। আমরা এককথায় রাজি হয়ে গেলাম।"

"এবং শুরু করলে তোমাদের কাজ।"

"ঠিক তাই।"

"তোমাদের কাছে নির্দেশ কীভাবে আসত?"

"কখনও মুখে, কখনও চিঠিপত্রে।"

"সেইসব চিঠিপত্রের একটা কি আছে তোমাদের কাছে?"

"সবই আছে। কোনও চিঠিই আমরা ফেলিনি।"

"চিঠিগুলো কোথায়?"

"ওগুলো আমার কাছে আছে। আমার বাড়িতে যদি যাও তো দেখাতে পারি।"

লালুর মুখে সব কথা শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ওরা। তারপর একসময় বাবলুই নীরবতা ভঙ্গ করল, "আচ্ছা লালুদা, সে-রাতে মুখের ঢাকা সরিয়ে যে-লোকটাকে তুমি চিনলে, সে কী স্থানীয় লোক?"

"লোকটার বাড়ি কোথায় জানি না, তবে সন্ন্যাসী হাজরার অয়েল মিলে ওকে অনেকবার যাতায়াত করতে দেখেছি।"

হারানিধি ফিরে পেলে যেমন হয়, ঠিক সেইভাবে লাফিয়ে উঠল বাবলু, "কী নাম বললে? সন্ন্যাসী হাজরা? ঠিক বলছ তুমি?"

লালু বলল, "ঠিক বলছি মানে? এক-আধবার নয়, বহুবার দেখেছি ওকে। সন্ন্যাসী হাজরা নম্বরি লোক। কিন্তু এই লোকটাকে দেখার পর থেকেই মনে হচ্ছে সন্ন্যাসী হাজরাও জড়িতে আছেন এর ভেতরে। না হলে এত তাড়াতাড়ি রতন খুন হয় কী করে? আমি আর রজনীই বা ওদের টার্গেট হই কী করে?"

বাবলু বলল, "তা যদি হয়, তা হলে আমার মনে হয় রতনদার স্ত্রীও পার পাবে না।"

লালু বলল, "সেই ভয় আমারও।"

ভোম্বল বলল, "আমতলার পুলিশ ইনস্পেক্টর কিন্তু আগেই সন্দেহ করেছিলেন। তাই বিলুর মামার কাছে জানতে চেয়েছিলেন সন্ন্যাসী হাজরার সঙ্গে তাঁদের বৈষয়িক গোলমালটা মিটে গেছে কি না।"

রজনীদা বলল, "ওরা হল পুলিশ। কারা কোন ধান্দায় ঘোরে, সব জানে ওরা।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু বিলুর অপহরণটা তো পরিকল্পিত নয়। ওটা তো অ্যাক্সিডেন্ট।"

বাবলু বলল, "তা অবশ্য ঠিক। হয় ওরা সামনে শিকার পেয়ে ছাড়েনি, নয়তো অপহরণকারীরা বিলুকে চিনত। তাই ওরা কুশল হরণের প্রমাণ লোপের জন্যই বিলুকে অপহরণ করে। আর লালু ও রতন ওদের চিনে ফেলার পর পাছে কোনও লোক মারফত খবর পাঠিয়ে দেয় বিলুর মামার বাড়িতে অথবা বিদ্রোহী হয়ে আত্মসমর্পণ করে পুলিশে, তাই সঙ্গে সঙ্গে ওদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে।"

ভোম্বল বলল, "তুই তা হলে কী বলতে চাস?"

বাবলু হেসে বলল, "আমি এই কথাই বলতে চাই যে, ওই সন্ন্যাসী হাজরা এবং মি. এক্স এক ব্যক্তি হলেও চমকে ওঠার কিছু নেই।"

"সন্ন্যাসী হাজরার ডেরায় তা হলে হানা দেওয়া যায় কী করে?"

বাবলু বলল, "ভোর হতে দেরি নেই। সকাল হলে সুশান্তর মা-বাবা নিশ্চয়ই এসে পড়বেন। ওঁদের বিদায় দিয়ে দুপুরে একটু ঘুমিয়েই সন্ধেবেলা আবার যাব আমতলায়। তারপর রাতের অন্ধকারে হঠাৎ করেই চড়াও হব সন্ন্যাসী হাজরার বাড়িতে।"

লালু বলল, "এত সোজা? সন্ন্যাসী হাজরা কুখ্যাত লোক। ওঁর বাড়ির চারদিকেই অতন্দ্র প্রহরা। ওদের নজর এড়িয়ে ওই বাড়িতে ঢুকে পড়া যা-তা ব্যাপার নয়। তা ছাড়া তোমাদের বিলুকে যে ওখানেই নিয়ে এসে রাখবে তারই-বা ঠিক কী?"

বাবলু বলল, "বিলুকে যে ওইখানে পাব এমন আশা আমরা করি না। কিন্তু এক্স এবং সন্ন্যাসী হাজরা একই ব্যক্তি কি না সেই বিষয়ে আমাদের একটু নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার। শুধু সন্দেহের বশে অযথা কাউকে বিরক্ত করতে চাই না আমরা।"

একটু থেমে লালু বলল, "আমি তা হলে আসি?"

বাবলু বলল, "সে কী! কোথায় যাবে?"

"একবার বাড়ি যাব। আমার একটু বিশ্রামের দরকার।"

বাবলু বলল, "সেটা তো আমাদের এখানেও হতে পারে। তোমার এখন কোথাও না যাওয়াই ভাল। তুমি আমাদের বাড়িতে এসো, চা-টা খাও, টেনে একটা ঘুম দাও। সারাদিন থাকো। তারপর সন্ধের সময় রজনীদার গাড়িতে সবাই আমরা একসঙ্গে যাব।"

লালু বলল, "আমার মতো একজন বাজে লোককে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে ভাই?"

বাবলু বলল, "কে বলে তুমি বাজে লোক?"

"তোমরা ছাড়া সবাই।"

"আসলে তোমার মধ্যে বাজে কাজ করবার যে প্রবণতা ছিল, সেইটাই খারাপ। সে রোগ তোমার সেরে গেছে। তাই এখন তুমি আমাদের মতোই একজন। আর বাজে লোক নও।"

লালু বলল, "তবু ভাই যেতে আমাকে হবেই। কেন না এখনই রতনের বউটাকে সরিয়ে আনতে না পারলে ওরা যদি ওকেও খতম করে, তা হলে কিন্তু অনাথ হয়ে যাবে বাচ্চাটা। তাই আমি বরং তোমাদের বাড়িতে গিয়ে একটু চা-টা খেয়ে চলে যাই। তারপর রতনের বউকে নিয়ে চলে আসি এখানে। অমনই আসবার সময় নিয়ে আসি ওই চিঠিগুলো। যেগুলো তোমাদের কাজে লাগবে। তা ছাড়া তোমাদের কুকুরটা আমাকে যেভাবে কামড়েছে, তাতে এখনই আমার চিকিৎসার প্রয়োজন।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, ওইটা কিন্তু সর্বাগ্রে করা দরকার। তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থাটা আমরাই করে দিতে পারি।"

"কোনও প্রয়োজন নেই। এর আগে আমাকে আরও দু'-একবার কুকুরে কামড়েছিল। এবারের কামড়টা একটু বেশি। তবে তোমরা ভাই দয়া করে আমার রিভলভারটা আমাকে ফিরিয়ে দাও।"

রজনীদা বলল, "তা না হয় দেওয়া যাবে। কিন্তু এতক্ষণ ধরে তুই আমাদের সঙ্গে মজা করলি না তো? তোকে কিন্তু বিশ্বাস নেই।"

রজনীদার কথায় আহত হল লালু। বলল, "তুই আমাকে কী ভাবিস বল তো রজনী? রতনকে আমি কতখানি ভালবাসতাম তা নিশ্চয়ই জানিস তুই। অতএব রতনের হত্যাকারীদের জব্দ করবার জন্য কেউ এগিয়ে এলে আমি তার সঙ্গে হাত মেলাব না এটা তুই ভাবলি কী করে? এই ব্যাপারে কখনও আমি মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারি? আর নকশাই যদি করব তো সন্ন্যাসী হাজরার নাম করব কেন? বাবা খড়্গেশ্বরের নামে শপথ করে বলছি...।"

বাবলু বলল, "থাক, আর তোমাকে দিব্যি দিতে হবে না। আমরা সবাই তোমার কথা বিশ্বাস করছি। এই নাও তোমার রিভলভার।"

লালু রিভলভারটা নিয়ে যথাস্থানে রেখে সকলের সঙ্গে যখন বাবলুদের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল, তখন ভোরের আলো একটু-আধটু করে ফুটে উঠছে। যেতে যেতে বাবলু বলল, "আচ্ছা লালুদা, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর একটু সঠিকভাবে দাও তো?"

"কী প্রশ্ন বলো?"

"মি. এক্সের নির্দেশে তোমরা যখন কোনও কাজ করতে, এই মানে, ছেলে-মেয়ে চুরির ব্যাপারে, তখন ওদের জানাতেই-বা কীভাবে আর যাদের অপহরণ করতে তাদের-ই বা রাখতে কোথায়?"

লালু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "আমরা কিডন্যাপ করেই মহাবীর প্রসাদ নামে এক অবাঙালি ভদ্রলোকের গদিতে গিয়ে ফোনে জানিয়ে দিতাম। তারপর যাদের অপহরণ করতাম তাদের ভুলিয়েভালিয়ে কোথাও নিয়ে গিয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করতাম। ওরা এসে নিয়ে যেত। অবশ্যই সন্ধের পর। কখনও-বা গভীর রাতে। দিনমানে আসত না ওরা।"

"তার মানে ওদের ডেরা যে কোথায়, তা তোমাদের জানতেও দেয়নি। আচ্ছা, তোমরা যে মহাবীর প্রসাদের গদি থেকে ফোন করতে, কত নম্বরে ডায়াল করতে তোমরা?"

"নম্বর ডায়ালের কোনও ব্যাপারই ছিল না সেখানে। রিসিভার তুলে কথা বললেই কাজ হত।"

আশার আলোয় ভরে উঠল বাবলুর মুখ। বলল, "বুঝেছি।"

ভোম্বল বলল, "এমন আবার হয় নাকি?"

বাবলু বলল, "না হওয়ার কী আছে? ওটা তো টেলিফোন নয়, মাইক্রোফোন। রিসিভারে হাত পড়লেই যথাস্থানে বেল বেজে উঠত আর কথা বললেই সেটা টেপ হয়ে যেত অথবা স্পিকারে শোনা যেত।"

রজনীদা বলল, "কিন্তু আমি যতদূর জানি মহাবীর প্রসাদ অত্যন্ত সদাশয় লোক।"

"হতে পারে। মি. এক্স মহাবীর প্রসাদের ওখানে ওইরকম একটা মাইক্রোফোনিক ব্যবস্থা হয়তো ভয় দেখিয়ে বা জোর করে করেছে, নয়তো ভালমানুষিটা মহাবীর প্রসাদের অভিনয়। এখন এই রহস্যের প্রথম জট মহাবীর প্রসাদের ওখানেই খুলতে হবে।"

ভোম্বল বলল, "ঠিক বলেছিস তুই। কথায় আছে, যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই।"

ওরা সবাই বাবলুদের বাড়িতে এসে হাজির হল। বাবলুর মা-বাবা দু'জনেই বিস্মিত হলেন লালুকে দেখে। সুশান্তও কম অবাক হল না। নিশিরাতের আগন্তুক এমন বন্ধু হয়ে ফিরে আসে নাকি? যাই হোক, বাবলুর মুখে সব শুনে মা-বাবা নিশ্চিন্ত হলেন। মা ওদের সকলের জন্য গরম গরম হালুয়া, লুচি ও চা তৈরি করে আনলেন।

লালু তৃপ্তি সহকারে তাই খেয়ে মা-বাবাকে প্রণাম করে বিদায় নিল। রজনীদা সুশান্তর একপাশে একটুখানি জায়গা করে নিয়ে নাক ডাকাতে লাগল শুয়ে শুয়ে।

॥ ৭ ॥

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের তদন্তের কাজে ঘটনার গতি মোড় নেওয়ায় বাবলু আশার আলো দেখল যেমন, তেমনই দুশ্চিন্তারও অন্ত রইল না তার। ঠিক কীভাবে যে কী করবে, কিছুই ভেবে উঠতে পারল না সে। বিলুকে যারা অপহরণ করেছে তারা যে কারা, তা যেমন বুঝতে বাকি নেই ওর, তেমনই আশঙ্কা, বিলু কি এখনও বেঁচে আছে?

আজ রাত্রেই শুরু হবে ওদের চরম অভিযান। কিন্তু কীভাবে, তা এখনও ঠিক হয়নি। তাই এই ব্যাপারে স্থির একটা সিদ্ধান্তে আসার জন্য ভোম্বল, বাচ্চু ও বিচ্ছুকে নিয়ে বাবলু রওনা হল মিত্তিরদের বাগানে। সুশান্ত এখন অনেকটা সুস্থ। তাই সেও চলল ওদের সঙ্গে। আর চলল পঞ্চু। সবার আগেভাগে লাফিয়ে লাফিয়ে। মাটির গন্ধ শুঁকে হেলেদুলে এবং দিব্যি খোশমেজাজে।

মিত্তিরদের বাগানে এসে সেই পোড়ো ভাঙা বাড়ির চাতালে বসে বাবলু বলল, "আজ রাতের জন্য তৈরি আছিস সবাই?"

পঞ্চুর উচিত ছিল, 'ভৌ ভৌ' করে কিছু বলা। কিন্তু তা সে বলল না। শুধু একচোখে পিটপিটিয়ে একবার দেখে নিল সকলকে। তারপর ঘাড় গুঁজে শুয়ে রইল চুপচাপ।

বাবলু বলল, "বিলুর ব্যাপারে অনেকটা অন্ধকার এখন কেটে গেছে। যেমন, বিলুর অপহরণকারীদের একজনকে অন্তত চেনা গেছে। মহাবীর প্রসাদের গদিও এই রহস্যের আর-এক কেন্দ্রস্থল। আর যাকে ঘিরে সন্দেহ আমাদের সবচেয়ে বেশি দানা বেঁধেছে, সেই সন্ন্যাসী হাজরাও চিহ্নিত লোক।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে যতক্ষণ না আমরা আমতলায় গিয়ে পৌঁছই ততক্ষণ পুলিশ যাতে ওদিকে একটু নজর রাখে সেই কথাটাই ওখানকার পুলিশকে জানিয়ে দে তুই।"

বাবলু বলল, "শোন, ওখানকার পুলিশ আমাদের অপরিচিত। সামান্য যেটুকু কথাবার্তা হয়েছে তা এমন কিছু নয়। তাই আমাদের অনুরোধ তাঁরা নাও রাখতে পারেন। আমি এখন কী ভাবছি জানিস? ভাবছি আদৌ এই ব্যাপারটা পুলিশকে আমরা জানাব কি না।"

"সে কী! জানাবি না কেন?"

"সন্ন্যাসী হাজরা ব্যবসাদার এবং কুখ্যাত লোক। কাজেই তোরা কি মনে করিস এই লোকের সঙ্গে পুলিশের অন্য মহলের কিছু লোকের যোগসাজস নেই? যদি থাকে, তা হলে অবস্থাটা কী হবে ভেবে দেখেছিস?"

বাচ্চু বলল, "বুঝেছি। সেইসব পুলিশই ওদের সতর্ক করে দেবে।"

"অতএব আমাদের সাবধানে অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায় নেই।"

ভোম্বল বলল, "কী ভাবে এগোবি তা হলে।"

"সেটা এখানে বসে এখনই কিছু স্থির করা যাবে না। লালুদা আগে ফিরে আসুক, সন্ধেবেলা একসঙ্গে সবাই আমরা ওখানে যাই, তারপর।"

সুশান্ত বলল, "তোমাদের কথা শুনে আমারও মনে হচ্ছে আজকের এই অভিযানে আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই।"

বিচ্ছু বলল, "সাহস তো কম নয় তোমার!"

ওরা যখন এইসব আলোচনা করছিল, তখন হঠাৎই কোথা থেকে একটি ফ্রক-পরা ফুটফুটে মেয়ে এসে হাজির হল সেখানে। তাকে দেখেই বিস্ময়ে, আনন্দে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল সুশান্ত, "এ কী পিয়ালি! তুই এখানে কী করে এলি?"

"কেন? মা-বাবার সঙ্গে।"

"এত সকালে কোন ট্রেনে এলি? দুনে, না দিল্লি জনতায়?"

"এখন সকাল? বেলা দশটা বাজতে চলল। আমরা ট্রেনে আসিনি। আমরা গাড়ি নিয়েই এসেছি এখানে।"

"বাবা-মা ওঁরা সব কোথায়?"

"বাবলুদার বাড়িতে। আমি এসেই বাবলুদার মাকে জিজ্ঞেস করলাম, বাবলুদারা এখন নিশ্চয়ই মিত্তিরদের বাগানে? উনি বললেন, ঠিক তাই। আর আমি তখন কী করলাম জানো? কাউকে কিছু না জানিয়েই ছুট্টে চলে এলাম এখানে। 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' বই পড়ে এখানকার রাস্তাঘাট সব আমার মুখস্থ। বাড়ি থেকে বেরিয়েই একজনকে শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম মিত্তিরদের বাগান কোনদিকে? সে-ই আমাকে দেখিয়ে দিল।"

বাবলু বলল, "তুমি একটা দারুণ মেয়ে তো?"

পিয়ালি বলল, "আপনি নিশ্চয়ই বাবলুদা?"

সুশান্ত বলল, "হ্যাঁ, এই আমাদের বাবলুদা। এই হল ভোম্বল আর...।"

"এরা বাচ্চু-বিচ্ছু। কিন্তু শ্রীমান পঞ্চুচন্দ্র কই?"

পঞ্চু হঠাৎ কখন যে চোখের পলকে উধাও হয়ে গিয়েছিল তা কেউ দেখেনি। বাবলু ডাকতেই ফিরে এল। তারপর পিয়ালিকে দেখেই ওর কাছে এসে কুঁই কুঁই করতে লাগল লেজ নেড়ে।

পিয়ালি বলল, "ওর গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দেব বাবলুদা?"

"দাও না। ক্ষতি কী?"

পিয়ালি নির্ভয়ে আদর করে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, "সত্যি, ওর কত গল্পই যে পড়েছি! কিন্তু একটাই আশ্চর্য আমার, পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কাউকে যে কেউ আটকে রাখতে পারে, এ আমি ভাবতে পারি না।"

বাবলু বলল, "এ জগতে যা কিছু অসম্ভব, তাই তো বেশি করে ঘটে।"

পিয়ালির আদর খেয়ে পঞ্চু গলে গেল একেবারে।

বাবলু বলল, "এবার তা হলে ফেরা যাক। সুশান্তকে পিয়ালির হাতে তুলে দিয়েছি। এবার ওকে ওর মা-বাবার হাতে তুলে দিতে পারলেই আমরা নিশ্চিন্ত।"

সবাই পায়ে পায়ে বাড়ির দিকে এল।

সুশান্তর বাবা বললেন, "তোমাদের ধন্যবাদ দেওয়ার মতো ভাষা আমার জানা নেই। তবু বলি, অজস্র ধন্যবাদ তোমাদের। আমার দুর্গাপুরের বাড়িতে তোমাদের সকলের নিমন্ত্রণ রইল। আমার হারানিধি তোমরা আমাকে ফেরত পাইয়ে দিয়েছ। তাই আমি যদি খুশি হয়ে আমার প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ পিকনিক করতে তোমাদের সামান্য দু'-পাঁচ হাজার টাকা উপহার দিই, তোমরা কি তা নেবে?"

বাবলু বলল, "দেখুন, কোনও কিছুর প্রত্যাশায় আমরা কোনও কাজ করি না। সুশান্তর ব্যাপারে যা ঘটে গেছে সেটা আমাদের নৈতিক কর্তব্য বলেই করেছি। তা ছাড়া সুশান্তকে উদ্ধার করে আনার জন্য ধন্যবাদ বা পুরস্কার সত্যিই যদি কিছু দিতে হয়, ওই রজনীদাকেই দিন।"

রজনীদা তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। বাবলু দেখিয়ে দিল রজনীদাকে।

ডাক্তারবাবু বললেন, "ওঁকে তো আমি সোনার পদক দেব। কিন্তু তোমাদেরও কিছু আমি দিতে চাই। তোমরা যেভাবে দুঃসাহসে বুক বেঁধে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ো, দেশে দেশে ঘুরে বেড়াও, তাতে তোমাদেরও টাকা-পয়সার প্রয়োজন আছে। তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে নয়, পাণ্ডব গোয়েন্দাদের নানান ধরনের সৎকার্যের জন্য কিছু আর্থিক অনুদান দিতে চাই।"

বাবলু হেসে বলল, "তা মন্দ কী? টাকার তো আমাদের খুবই প্রয়োজন। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এইভাবেই অনেকে অনেক কিছু দিয়েছেন। ভালবাসার অনুদান পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কাছে অলওয়েজ অ্যাকসেপ্টেবল।"

ডাক্তারবাবু খুশি হয়ে পঁচিশ হাজার টাকার একটা চেক লিখে দিলেন পাণ্ডব গোয়েন্দাদের নামে। বাবলুরা উল্লসিত হল খুব। কেন না এতটা ওরা আশা করেনি।

যাই হোক, এর পর অনেকক্ষণ ধরে অনেক আলাপ-আলোচনার পর দুপুরের দিকে খাওয়াদাওয়া করে বিদায় নিলেন সকলে। যাওয়ার সময় পিয়ালি ও সুশান্ত অনেক করে ওদের সবাইকে যেতে বলল দুর্গাপুরে। বাবলুও কথা দিল যাব বলে। ওরা চলে গেলে বাবলু রতনের ছেলে ভুলুকে নিয়ে একবার বিলুদের বাড়ি গেল। ভুলুকে আর রাখা যাচ্ছে না। ওদিকে বিলুর মায়ের সঙ্গেও একবার দেখা করা দরকার। বাবলুর মনে এখন দারুণ উত্তেজনা।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বিকেল পার হয়ে সন্ধে হল। কিন্তু লালু কোথায়? সারাদিনেও তার পাত্তা নেই। তবে ঠিক সন্ধের মুখে রতনের স্ত্রী এসে ভুলুকে নিয়ে ওর বাপের বাড়ি চলে গেল। সেও লালুর কথা কিছু বলতে পারল না।

সন্ধে উত্তীর্ণ হওয়ার পর লোডশেডিং-এর দৌরাত্ম্যে চারদিক যখন অন্ধকারে ঢেকে গেল, বাবলু তখন আক্ষেপের সুরে বলল, "লালুদার জন্য অপেক্ষা করতে গিয়েই এত দেরি হয়ে গেল আমাদের। না হলে কখন চলে যেতাম আমরা। কী যে হল, কেন এল না, কে জানে? এমনকী রতনদার স্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করেনি লালুদা।"

অল্প অল্প শীত রয়েছে। তাই গায়ে চাদরমুড়ি দিয়ে টেবিলের ওপর রাখা চিমনি-লণ্ঠনটার পাশে বসে চা খেতে খেতে রজনীদা বলল, "আমার কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ ভাল বলে মনে হচ্ছে না। লালুটা যে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, এ আমি জানতাম।"

বাবলুর কোলে মাথা রেখে বিছানায় টান হয়ে শুয়ে ছিল পঞ্চু, বাবলু আদরের ছলে ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। বলল, "তোমার কী ধারণা ও আর আসবে না?"

"না। আর কখনও এমুখো হবে না ও। আসলে পঞ্চুর খপ্পর থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য বা ওই রিভলভারটা হাতিয়ে নেবে বলেই অত অভিনয় করেছে ও।"

বাবলু বলল, "আমি কিন্তু তোমার এই কথাটা মানতে পারছি না রজনীদা। আগাগোড়া ঘটনাটা লালুদা যেভাবে আমাদের গুছিয়ে বলল, তা কখনওই মিথ্যে নয়। মুখে মুখে এই মিথ্যে ও যদি বানিয়ে বলতে পারে তা হলে ও তো একজন মস্ত বড় কাহিনীকার। আসলে ব্যাপার তা নয়, ওরও এখন চোখ ফুটেছে। আমার মনে হয় রাগ সামলাতে না পেরে নিজে থেকেই অপরিকল্পিতভাবে এমন কিছু করতে গেছে ও, যাতে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছে।"

"তুমি তা হলে বলতে চাইছ লালু ওদের খপ্পরে পড়ে গেছে?"

"নির্ঘাত। লালুদা ওদের দ্বারাই আক্রান্ত হয়েছে। না হলে এখনও পর্যন্ত তার না ফিরে আসার কোনও কারণ নেই।

রজনীদা চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, "এখন তা হলে কী করতে চাও?"

"কী আবার? আর-এক মুহূর্তও দেরি না করে এখনই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। আমি ফোনে কথা বলছি বাচ্চু-বিচ্ছুর সঙ্গে। ওরা ভোম্বলকে নিয়ে এসে হাজির হলেই আমরা রওনা দেব। প্রথমেই আমরা প্রসাদজির গদিতে যাব, তারপর হানা দেব সন্ন্যাসী হাজরার বাড়িতে।" এই বলে বাবলু যেই না রিসিভার তুলে নম্বর ডায়াল করতে গেল, অমনই দরজায় টকটক শব্দ।

পঞ্চু ভৌ ভৌ করে ছুটে গেল দরজার কাছে।

বাবলু বলল, "দরজা খোলাই আছে। জোরে ঠেলুন।"

প্রত্যুত্তরে আবার টকটক শব্দ।

"কে দরজায় নক করছে?"

কোনও সাড়া নেই, শব্দ নেই। পঞ্চু সমানে ভৌ ভৌ করতে লাগল। এইটুকু সময়ের মধ্যেই বাইরে একটা মোটরগাড়ির চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল ওরা।

রজনীদা উঠে গিয়ে দরজা খুলতে গিয়েও খুলতে পারল না। বলল, "খুব আঁট মনে হচ্ছে।"

বাবলু ফোন রেখে নিজেই এগিয়ে গেল এবার। তারপর দরজা টেনে বলল, "এ তো মনে হচ্ছে দরজা ওদিক থেকেই বন্ধ। ডোর-বোল্টটা কেউ ইচ্ছে করেই এঁটে দিয়েছে। কে এ কাজ করল?"

রজনীদার মুখ শুকিয়ে গেল। বলল, "এ কী ঝামেলায় জড়ালাম রে ভাই! আমার কিন্তু খুব ভয় করছে এবার।"

"ভয় কী! দাঁড়াও দরজাটা খোলবার ব্যবস্থা করছি।" বলেই তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ছাদে। তারপর আলসে টপকে কার্নিশে পা দিয়ে নীচে নেমেই অবাক! দেখল, ওদের বাড়ির সামনে লনমতো জায়গাটায় ঘাসের ওপর কে যেন উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। এটা যে একটা মৃতদেহ, তা বুঝতে বাকি রইল না বাবলুর। ও তাড়াতাড়ি ডোর বোল্টটা টেনে দরজাটা দু' ফাঁক করেই টর্চটা ওর হাতে দিতে বলল।

পঞ্চু দরজা খোলা পেয়েই ছুটে গেছে ডেডবডির কাছে।

বাবলুও টর্চ নিয়ে এগিয়ে গেল। ওর মা-বাবা ছুটে এলেন। রজনীদাও এল। মৃতের ওপর টর্চের আলো ফেলেই অবাক! রজনীদা সভয়ে পিছিয়ে এল কয়েক পা। ও অস্ফুটে উচ্চারণ করল, "এবার তা হলে আমার পালা।"

বাবলু বলল, "না। আর কারও পালা নয়। এবার পালা ওদের। বিলুর অপহরণকারীদের শনাক্ত যে করতে পারত সেই লালুদাকেও ওরা শেষ করে দিল। কিন্তু আমাদের বাড়ির সামনে ওকে ফেলে রেখে যাওয়ার মানেটা কী?"

রজনীদা বলল, "তার মানে ওদের নজরে এখন তোমরাও এসে গেছ।"

বাবলুর বাবা-মা দু'জনেই শিউরে উঠলেন।

ততক্ষণে বাড়ির সামনে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে। খবর পেয়ে ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও ছুটে এল। বাবলু ওদের একেবারে তৈরি হয়ে আসতে বলে রজনীদাকে বলল, "তুমি পঞ্চুকে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে বোসো, আমি থানায় একটা খবর দিয়েই আসছি।"

ফোনে খবর পেয়ে পুলিশ এসে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। বাবলুর মুখে শুনে যা যা নোট করবার করে নিয়ে মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করে পুলিশ বিদায় নিল। আর তারপরেই বাবলুরা চলল ওদের নৈশ অভিযানে।

রজনীদা ঝড়ের গতিতে নিয়ে চলল গাড়িটা। মাঝে শুধু একবার এক জায়গায় একটি পেট্রল পাম্পে তেল নেওয়ার জন্য থামল।

যেতে যেতে রজনীদা বলল, "তোমরা যাচ্ছ যাও, তবে আমার কিন্তু এই ব্যাপারে মনে বিশেষ সায় দিচ্ছে না।"

"কেন, সায় দিচ্ছে না কেন?"

"ওরা অতি সাংঘতিক।"

"সাংঘাতিক তো আমরাও। আমাদের মূর্তি তুমি তো দ্যাখোনি। দ্যাখোনি পঞ্চুর কেরামতিও। শুধু স্পটে একবার যেতে দাও। কিছু না পারি নিজেরা মরেও ওদের হাতে হাতকড়া পরাব আমরা।"

"ওদের তোমরা কিচ্ছু করতে পারবে না।"

"জানি। কিন্তু মৃত্যুর ঘণ্টা বাজছে জেনেও যে-মানুষ যুদ্ধে যায়, তার চেয়ে মরিয়া আর কেউ কি আছে? তুমি আমি সবাই এখন ওদের খতম তালিকায়। তাই এখন প্রয়োজনে আমরা আগুনেও ঝাঁপ দেব, আবার বাঘের মুখের সামনে বাড়িয়ে দেব মাথা। মনে রেখো, এখন আমাদের মেরে মরতে হবে।"

রজনীদা বলল, "এ ছাড়া উপায়ই বা কী?"

বাবলু কী যেন ভেবে হঠাৎ বলল, "আচ্ছা রজনীদা, তুমি তো লালুর আস্তানা জানো। ওইখানে একবার নিয়ে যেতে পারবে আমাদের?"

"পারব। কিন্তু লালুর ওখানে গিয়ে কী করবে তোমরা? লালুই যেখানে নেই সেখানে ওর ওখানে গিয়ে লাভ?"

"লাভ আছে রজনীদা। ওর ঘরটা আমরা একবার সার্চ করব। কেন না যদি ওই মি. এক্স-এর দলের লোকেদের কোনও চিঠিপত্র আমরা পাই, সেটা কিন্তু আমাদের খুবই কাজে লাগবে।"

"বুঝেছি। কিন্তু এই রাতদুপুরে ওর বাড়ির তালা ভেঙে ঘরে ঢুকলে পাড়ার লোকেরা যদি বাধা দেয়?"

"দেবে না। আমরা তো আছি। তুমি হচ্ছ লালুদার বন্ধু। না জানিয়ে রাত দুপুরে ভাইবোনদের নিয়ে হঠাৎ করে এসে পড়েছ। লালুদা নেই তো কী হয়েছে? এই অবস্থায় আমাদের আশ্রয়ের জন্য প্রয়োজন হয়েছে তালা ভাঙার, তাই—।"

রজনীদা বলল, "এই প্ল্যানটা অবশ্য মন্দ নয়।"

গাড়ি ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে দ্রুত এগিয়ে চলল। তারপর একসময় বড়িশার শেষপ্রান্তে লালুর ডেরায় এসে হাজির হল ওরা। লালুর না আছে আত্মীয়স্বজন, না আছে অন্য কেউ। বিয়েও করেনি সে। তাই ওর জন্য চোখের জল ফেলবারও কেউ নেই। এইরকম একজন লোক কেন যে গুন্ডাগিরি করে বেড়াত, তা কে জানে!

আসলে কোনও কোনও মানুষের জন্মলগ্নে এমন এক গ্রহের প্রভাব থাকে, যার প্রভাবে কেউ হয় মানুষ, কেউ-বা মানুষের নিয়তি। কিন্তু লালুর ঘরের দরজায় তালা নেই কেন? ঘরও অন্ধকার নয়। মনে হচ্ছে কেউ যেন ভেতরে আছে। ব্যাপারটা রহস্যময়। তবে কি ঘর পাহারা দেওয়ার জন্য কাউকে রেখে গেছে লালু?

বাবলু দরজায় কড়া নাড়ল।

ভেতর থেকে সাড়া এল, "কে?"

"দরজা খোলো।"

দরজার বদলে জানলা খুলে উঁকি দিল একটি কিশোরীর মুখ, "কাকে চাই?"

"লালুদাকে।"

"সে তো বাড়ি নেই।"

"তমি কে?"

"আমার নাম গোপা।"

"তুমি লালুদার কে হও?"

"তোমরা কি পাণ্ডব গোয়েন্দা?"

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "কী আশ্চর্য! তুমি আমাদের চিনলে কী করে?"

গোপা সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে দিল ওদের। তারপর বলল, "সত্যি, একা একা কী ভয় যে করছিল! ওদের ভয়ে না পারছিলাম ঘুমোতে, না কিছু করতে। তোমরা এসে বাঁচালে।"

"কাদের ভয় করছিলে তুমি?"

"যাদের সন্ধানে তোমরাও ঘুরছ। তা যাক, এখনও বোধহয় খুব বেশি রাত হয়নি। দু'-একটা দোকান এখনও হয়তো খোলা আছে। শিগগির তোমরা আমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে এসো। খুব খিদে পেয়েছে আমার। লালুদা অবশ্য কিছু টাকা আমাকে দিয়ে গেছে, কিন্তু একা আমি বাইরে বেরোতে একদম সাহস পাচ্ছি না।"

রজনীদা বলল, "এমন কিছু রাত তো হয়নি এখন। সব দোকানই খোলা আছে। তা ছাড়া আমাদেরও রাতের খাওয়া দরকার। আমি এখন খাবারের ব্যবস্থা করছি।"

রজনীদা চলে গেল।

বাবলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল গোপার দিকে।

গোপা বলল, "দরজাটা তোমরা বন্ধ করে দাও। যদি কেউ এসে পড়ে!"

বাবলু বলল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু উঠে গিয়ে দরজার কাছে গ্যাঁট হয়ে বসল। ওর বসা দেখে হাসল গোপা।

একটু পরেই রজনীদা খাবার নিয়ে ফিরে এল। খাবার বলতে সকলের পেট ভরবার মতো কচুরি আর মিষ্টি।

তাই খেয়ে একটু শান্ত হয়ে গোপা বলল, "লালুদা সেই কখন গেছে তোমাদের ওখানে, এতক্ষণে ফিরে আসা উচিত ছিল।"

"লালুদা আমাদের ওখানে গেছে? তা হলে তো ফিরতে রাত হবে। আমাদের বাড়ি কোথায় জানো? সেই হাওড়ায়।"

"জানি। লালুদা আমাকে সব বলেছে। আর আমাকে এখানে রেখে তোমাদের ওখানে যাওয়ার সময় এও বলেছে যে, আজ রাতের মধ্যে ফিরে যদি না আসি তা হলে ধরে নিবি আর কখনও ফিরব না আমি।"

লালুর পরিণতির কথা তো কারও অজানা নয়, তবু বিস্ময় প্রকাশ করে বাবলু বলল, "সে কী!"

"শুধু তাই নয়, তোমাদের ঠিকানাপত্তর আমাকে দিয়ে কীভাবে তোমাদের ওখানে যেতে হবে না-হবে সব বুঝিয়ে বলেছে। কাল সকালেই আমি তোমাদের ওখানে যেতাম।"

"আমাদের ওখানে যেতে? কী কারণে?"

"তোমরা আমাকে নিরাপদে আমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে, সেই কারণে। তা ছাড়া বিলুর ব্যাপারেও তোমাদের কিছু জানানো দরকার।"

বাবলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি জানো বিলুর খবর? বলতে পারো সে কোথায়? আমরা তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছি।"

"সে এখন মুঙ্গেরে আছে।"

বাবলু বলল, "মুঙ্গের! সে তো বিহারে।"

"হ্যাঁ। মি. এক্স-এর দুর্ভেদ্য দুর্গে।"

"কিন্তু তুমি কী করে জানলে এসব?"

"সে অনেক দুঃখের কথা। আমি ভাগলপুরের মেয়ে। একবার আমার মায়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম গৈবীনাথের মন্দিরে পুজো দিতে। গৈবীনাথ হল ভাগলপুর ও জামালপুরের মাঝামাঝি জায়গায়। প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। সুলতানগঞ্জ স্টেশনে নেমে যেতে হয়। স্টেশন থেকে দশ মিনিটের হাঁটাপথ। এখানে গঙ্গার মাঝখানে একটি মোচাকৃতি পাহাড়ে গৈবীনাথের মন্দির। তখন শ্রাবণের মেলার মাস। কত তীর্থযাত্রী যে গেছে সেখানে, তার কোনও হিসেব নেই। এই সুলতানগঞ্জে গৈবীনাথ দর্শন করে বহু যাত্রী বাঁকে করে গঙ্গার জল নিয়ে দেওঘরে যায় বাবা বৈদ্যনাথের মাথায় ঢালতে। তা দুর্ভাগ্যক্রমে এই মেলার ভিড়ে আমি হারিয়ে গেলাম। 'মা', 'মা' করে কেঁদে কেঁদে যখন মাকে খুঁজছি তখন হঠাৎ কে যেন ভিড়ের ভেতর থেকে আমার মুখ চেপে ধরল। তারপর কী যে হল, কিছুই আমার মনে নেই। শুধু জ্ঞান যখন ফিরল তখন বুঝলাম মুঙ্গেরে গঙ্গার ধারে একটি বাড়িতে আমি আরও কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে বন্দিনী হয়ে আছি।"

বাবলু বলল, "কী সাংঘাতিক ব্যাপার!"

গোপা বলল, "এইখানে যেসব মেয়ে ছিল তারা প্রায় সবাই আমারই সমবয়সি। দু'জন আমাদের চেয়েও একটু বড়। হঠাৎ একদিন তাদের কোথায় যেন নিয়ে গেল ওরা। শুনলাম আমাদেরও একদিন ওইভাবে নিয়ে যাবে। যাই হোক, কয়েকমাস মুঙ্গেরে থাকার পর আমাদের দু'জনকে সরিয়ে নিয়ে আসা হল কলকাতায় ব্রেসব্রিজের কাছে একটা বাড়িতে। বাড়ি ঠিক নয়, ওটা একটা কসাইখানা। রাজ্যের নানান জায়গা থেকে ছেলেমেয়ে চুরি করে এনে রাখা হয় ওই বাড়িতে। তারপর তিল তিল করে তাদের শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দু শুষে নেওয়া হয়। কখনও-বা প্রয়োজনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গও...।"

বাবলু বলল, "এ-ব্যাপারটা আমরা জানি। তারপর কী হল বলো।"

"তারপর একদিন ওরা কুশল নামে একটি ছেলে আর তোমাদের বিলুকে এই বাড়িতে নিয়ে এসে রাখল। ওদের পায়ে বেড়ি, হাতে হাতকড়া। এইভাবেই ছেলেদের রাখে ওরা।"

বাবলুর দু' চোখে যেন আগুন ছুটল। বলল, "বুঝেছি। খুব পাকা কাজই করেছে। সেইজন্যই বিলু পালাতে পারেনি এদের জাল কেটে।"

পঞ্চু কী বুঝল কে জানে, ও হঠাৎ দরজার কাছ থেকে লাফিয়ে এসে শিরদাঁড়া টান করে তাকিয়ে রইল গোপার মুখের দিকে। ওর দু' চোখে প্রতিহিংসার বিষ।

রজনীদা বাইরেটা একবার দেখে নিয়ে দরজায় খিল দিল।

ভোম্বল বলল, "তারপর কী হল?"

"কুশল আর বিলুকে চুরি করে নিয়ে আসার পর ওদের আলোচনা যা শুনলাম তাতে বুঝলাম বিলুকে নিয়ে আসার ব্যাপারটা নাকি ওদের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। রতন আর লালু নামে কারা যেন তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এই ব্যাপারে। এমনকী, এই ব্যাপারে মতভেদ হওয়ায় দলত্যাগী হয়েছে তারা। তাই ওপর থেকে আদেশ এল, আপাতত বিলুর ওপরে যেন কোনওরকম অত্যাচার করা না হয়। কয়েকজন অবশ্য ওকে ছেড়ে দেওয়ার কথাও বলেছিল। কিন্তু মি. এক্স রাজি হননি। বললেন, 'আর তা সম্ভব নয়। এখন ওকে ছেড়ে দেওয়া মানেই নিজেদের বিপদ ডেকে আনা।' অতএব ঠিক হল বিলুকে মুঙ্গেরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এবং সেখানে নিয়মিত ট্রেনিং দিয়ে ওকে দলের কাজে লাগানো হবে। সম্ভব হলে তোমাদের সবাইকে এক এক করে তুলে নিয়ে যাবে ওরা। বিশেষ করে তোমাদের এই কুকুরটার দিকেই নজর ওদের অনেক বেশি।"

বাবলু বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "কিন্তু মি. এক্স এতসব জানল কী করে?"

"বিলুকে নিয়ে আসার পর আলোচনায় সব শুনেছে।"

বাবলু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "এর পর বিলুকে ওরা মুঙ্গেরে নিয়ে গেল, এই তো?"

"হ্যাঁ, এইসময় ওদের কাছে খবর ছিল বজবজের কোনও এক বিখ্যাত ব্যবসায়ীর একমাত্র ছেলের দু'টি কিডনিই নষ্ট হয়ে গেছে। তাই যে-কোনও মূল্যে একটি অথবা দুটি কিডনিই ওদের প্রয়োজন। ওরা আসলে বিলু আর কুশলকে সেই কারণেই অপহরণ করেছিল। তা, বিলুকে মুঙ্গেরে পাঠিয়ে কুশল ও সুশান্তকে নিয়ে চলে গেল ওরা। খারাপ ইঞ্জেকশনের প্রভাবে দু'জনকেই ওরা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাই ওদের নিয়ে যেতে কোনও অসুবিধেই হয়নি। হঠাৎ মাঝরাস্তায় গাড়িটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় ওরা নুঙ্গির কাছে একটা বাগানে দুটো গাছের সঙ্গে ওদের দু'জনকে বেঁধে গাড়িটা যাতে কারও নজরে না পড়ে এমন এক নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে

রেখে মেকানিক ডাকতে চলে যায়। কিন্তু ফিরে এসে দেখে দু'জনের কেউ নেই। এই ব্যাপারে দারুণ ভয় পেয়ে যায় ওরা। পরে জানাজানি হয়, কোনও এক ট্যাক্সি-ড্রাইভার নাকি সুশান্তকে উদ্ধার করে থানায় দিয়েছে। কিন্তু বাকি একজনের খবর কেউ জানে না।"

বাবলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

বাবলু বলল, "সুশান্তর খবর আমরা জানি। ওকে আমরা ওর বাবা-মায়ের হাতে তুলে দিয়েছি। কিন্তু কুশলটা গেল কোথায়?"

"কুশলের খবর ওদের কাছেও নেই।"

বাবলু বলল, "এক হতে পারে গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় ওরা হয়তো ধরা পড়বার ভয়ে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে অসাবধানে বেঁধেছিল ওদের। তাই টানাহেঁচড়ার ফলে বাঁধন আলগা হওয়ায় কুশল নিজেকে মুক্ত করে যেদিকে দু' চোখ যায় সেদিকেই চলে গেছে। শরীরে আচ্ছন্ন ভাবটা ছিল বলেই হয়তো আর-একজনকে যে বাঁধনমুক্ত করা দরকার, সে-কথাটা মনে হয়নি তার। যাই হোক, ওকে ভগবান বাঁচিয়েছে।" বলে রজনীদাকে দেখিয়ে বলল, "ইনিই সেই ভগবান। আমাদের রজনীদা।"

গোপা বলল, "তাই নাকি! ইনিই তিনি!"

রজনীদা হাসল। বলল, "আমিই সেই।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "তারপর বলো কী হল?"

গোপা বলল, "এর পর ব্রেসব্রিজের ওই বাড়িটা ওরা খালি করে সকলকে অন্যত্র সরিয়ে দিল। আমাদের দুটি মেয়েকে নিয়ে এসে রাখল আমতলার একটি বাড়িতে।"

বাবলু বলল, "তোমরা সন্ন্যাসী হাজরার বাড়িতে ছিলে, তাই না?"

"তোমরা কী করে জানলে?"

"অনুমান করছি। মি. এক্স-এর মুখোশ আজ রাতেই আমরা খুলব। সন্ন্যাসী হাজরার সন্ন্যাস-রোগ আজ আমরা ছাড়াবই।"

বিস্মিত গোপা বলল, "কী বলছ তোমরা?"

"যা বলছি ঠিকই বলছি।"

গোপা গম্ভীর হয়ে বলল, "সন্ন্যাসী হাজরাকে তো মার্ডার করেছে করেছে লালুদা।"

বিনা মেঘে বজ্রপাত হলেও বুঝি এতটা চমকাত না ওরা। বলল, "ঠিক জানো, এই কাজ করেছে লালুদা?"

"ওকে মার্ডার করেই তো আমাকে আর রত্নাকে নিয়ে পালিয়ে এল সে। রত্নার বাড়ি ডায়মন্ডহারবার। লালুদা ওর এক চেনা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে টাকা দিয়ে রত্নাকে ওর বাড়ি পৌঁছে দিতে বলল। আর আমাকে নিয়ে এসে রাখল এইখানে।"

"লালুদা আবার ভুল করল। এইখানে কখনও তোমাকে রাখে? ওরা যদি ওর খোঁজে এখানে আসত, তা হলে তোমার কী অবস্থা হত জানো?"

"জানি। সেইজন্যই তো ভয়ে কাঁপছিলাম। আসলে লালুদার দোষ নেই। সন্ন্যাসী হাজরাকে মার্ডার করে ও এত বেশি ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে, তা বলবার নয়। কোনওরকমে আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়েই ও চলে গেল তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে। ইচ্ছেটা এই, তোমাদের সাহায্য নিয়ে কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে কোথাও। শুধু পথেঘাটে আক্রান্ত হওয়ার ভয়েই আমাকে সঙ্গে নেয়নি।"

বাবলু বলল, "তা হলে শোনো গোপা, লালুদা আক্রান্তই হয়েছে। ওর ডেডবডি এখন পুলিশ মর্গে। ও খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছে তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে। তুমি ওর সঙ্গে থাকলে তোমার যে কী হত তা কে জানে? ভগবান তোমাকে রক্ষা করেছেন। তুমি মরে গেলে বিলুর খোঁজও আমরা পেতাম না।"

গোপা বলল, "কখনওই পেতে না।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা গোপা, এবারে বলো তো লালুদাকে তুমি চিনলে কী করে? ওর সঙ্গে তোমার কতদিনের পরিচয়?"

গোপা হেসে বলল, ""এতক্ষণে তুমি সত্যিকারের গোয়েন্দার মতো প্রশ্ন করেছ। তা হলে শোনো, লালুদাকে চেনা দূরের কথা, আগে ওকে দেখিওনি কখনও। তবে লালুদা ও রতনের ওপর মি. এক্সের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা যে জারি হয়েছে, এই কথাটা ওদের মুখে শুনেছি। রতনকে খুন করা হয়েছে, তাও জানি।"

"আর কী জানো?"

"আর যা জানি তার সবই তোমাদের বলেছি। কিছু অবশ্য বাকি আছে, বলছি শোনো।" গোপা বলতে

লাগল। ওর কথায় জানা গেল শুধু লালুদা নয়, বিলুর সঙ্গেও কথা হয়েছে তার। বিলুর সঙ্গে ওই কসাইখানাতেই ওর পরিচয়। বিলুর মুখে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সকলের কথাই শুনেছে। বিলু ওকে একটা ফোন নম্বর দিয়ে বলেছিল কোনওরকমে লুকিয়ে কোথাও থেকে একটা ফোন করে দিতে। কিন্তু মুশকিল হল, যে কড়া পাহারায় ছিল ওরা, তাতে এ-বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে ওর পক্ষে যাওয়াই অসম্ভব ছিল। তা যদি হত তা হলে তো কবেই পালাত সে! মি. এক্স-এর লোকেরা অবশ্য বলেছিল, 'খবরদার, এখান থেকে পালাবি না। পালালেই মরবি।' এই একটি অপরাধের বলি পরিবারের সবাইকেই হতে হবে তা হলে। বাবা, মা, ভাই বোন...। অতএব ওর পক্ষে পালিয়ে যাওয়া বা অন্য কিছু করা সম্ভব হয়নি। সেই সুযোগ এল অবশ্য সুশান্ত ও কুশলের অন্তর্ধানের পর। মি. এক্সের লোকেরা ওদের নিয়ে এল আমতলার একটা বাড়িতে। কী প্রকাণ্ড বাড়ি! চারদিকে পাঁচিলঘেরা বাগান, পুকুর। এখানেই জগবন্ধু নামে একজনের সঙ্গে ওর পরিচয়। ছেলেটি ও-বাড়িতে কাজ করে। বাড়ি ওড়িশার অঙ্গুলে। খুব ভাল ছেলে। তার মুখেই এ-বাড়ির ইতিহাস অনেক কিছুই জানতে পারল সে। সন্ন্যাসী হাজরা মানুষটি লোক হিসেবে মোটেই ভাল নয়। তবে এই পাপচক্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সে জড়িয়ে থাকলেও, এর আসল নায়ক তার বৈমাত্রেয় ভাই সাধুচরণ। লোকটা নামে সাধু হলেও দারুণ অসাধু। বেশ কয়েকটি খুনের আসামি এবং জেলভাঙা কয়েদি। একটা দুষ্টচক্রের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে নানান ধরনের কীর্তি করে বেড়াচ্ছে। সন্ন্যাসী হাজরার অনেক অসাধু কার্যকলাপের নীরব সাক্ষী এই সাধুচরণ। তাই কইমাছের মতো সন্ন্যাসী হাজরাকে জিইয়ে রেখে খেয়ালখুশিমতো ব্ল্যাকমেল করছে সে। সন্ন্যাসী হাজরার আপত্তি সত্ত্বেও এই বাড়িতে বসেই সে তার কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। এবং এইখান থেকেই মি. এক্সের দলকেও সে পরিচালনা করছে। সেদিন লালু ও রতনের আপত্তি সত্ত্বেও বিলুকে হরণ করা হয়েছিল সাধুচরণের নির্দেশেই। ওর চাল এমনই নিখুঁত যে, কোনও কিছু গোলমাল হলেই ও নিজে কেটে পড়ত। কিন্তু ফাঁদে পড়ত সন্ন্যাসী হাজরা। আসলে ধুরন্ধর সন্ন্যাসী হাজরা নাকি সাধুচরণের হাজতবাসের সঙ্গে সঙ্গে ওদের পিতৃপুরুষের বিশাল সম্পত্তি সবই ওই ভাইকে ফাঁকি দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিল নিজের নামে।

গোপার মুখে সব শুনে বাবলু বলল, "রীতমতো গোলমেলে ব্যাপার। আমরা কিন্তু আগাগোড়াই ধারণা করছি মি. এক্স সন্ন্যাসী হাজরা ছাড়া আর কেউ নন। ওঁর যে ভাই আছে, তাও জানতাম না আমরা। এমনকী লালুদাও সে-কথা বলেনি আমাদের।"

গোপা বলল, "লালুদা জানত নাকি যে বলবে? জগবন্ধু না বললে আমিই কি জানতাম?"

বাবলু বলল, "সন্ন্যাসী হাজরার উচিত ছিল ওইরকম ভাইকে মেরে ফেলা।"

"তাতে লাভ কী হত? ওর দলের লোকেরা ছাড়ত নাকি সন্ন্যাসী হাজরাকে? তা ছাড়া সন্ন্যাসী হাজরা অত বোকা নয়। সেও একজন বাস্তুঘুঘু। ওই পাপাত্মাকে হত্যার চেষ্টা সেও কী করেনি ভেবেছ? আর তারই ফলে আজ সাধুচরণের খেলার পুতুল হতে হয়েছে তাকে।"

"কীরকম তবু শুনি?"

"সাধুচরণের অত্যাচার যখন চরমে ওঠে, তখন একবার খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে মারতে চেয়েছিল তাকে। কিন্তু সন্ন্যাসী হাজরা জানত না যে, সাধুচরণের কয়েকটা পোষা বেড়াল আছে। অন্যের দেওয়া খাবার তাদের একজনকে অন্তত না খাইয়ে সে খেত না। তারই ফলে একটা বেড়াল মারা যাওয়ায় দাদার চালাকিটা ধরে ফেলে সে। এবং সঙ্গে সঙ্গে কাজ। সন্ন্যাসী হাজরার একমাত্র ছেলে বিশ্বরূপকে রাতারাতি লোপাট করে দেয় সে। বেচারি বিশ্বরূপ এখন মুঙ্গেরের এক জীর্ণ পুরনো বাড়ির অন্ধকার-কক্ষে মৃত্যুর দিন গুনছে।"

"সন্ন্যাসী হাজরার আর কেউ নেই?"

"স্ত্রী আছে। আর আছে এক মেয়ে, ঈশিতা।"

বাবলু সব শুনে বলল, "সন্ন্যাসী হাজরা আর সাধুচরণের ব্যাপার তো শুনলাম। এখন প্রশ্ন এই, মি. এক্স তা হলে কে? লালুদাই বা সাধুচরণকে ছেড়ে সন্ন্যাসী হাজরাকে খুন করতে গেল কেন? সাধুচরণ এখন কোথায়?"

গোপা বলল, "লালুদা না জেনে এই কাজ করেছে। ফলে লাভ হয়েছে সাধুচরণের। যে-কোনও কারণেই হোক যে-কাজটা সে নিজে করতে পারছিল না, সেই কাজ লালুদা করে ফেলায় সুবিধেই হয়েছে ওর। ওরই লোকেরা তা হলে খুন করেছে লালুদাকে। সাধুচরণ এখনও বাসা বেঁধে আছে আমতলার ওই বাড়িতেই।"

"এর পরে কী হল?"

গোপা এবারে যা বলল তাতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাটা ছায়াছবির দৃশ্যের মতো ফুটে উঠল ওদের চোখের সামনে। লালুদা যে-রকমটি বলেছিল ওকে, গোপা ঠিক সেইভাবেই বলল ওদের। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা—

সকালবেলা বাবলুদের বাড়িতে জলযোগের পাট চুকিয়ে রিভলভারটা যথাস্থানে নিয়ে সম্পূর্ণ অন্যমূর্তিতে বেরিয়ে এল লালু। লালু ঠিক নয়, বিখ্যাত লালুগুন্ডা। ও আগে যা না ছিল, এখন তার থেকেও মারাত্মক হল। একটি ছোট ছেলের কাছ থেকে যে শিক্ষা পেল আজ, তাতেই ওর জ্ঞানচক্ষু খুলে গেছে। ও বুঝে গেছে দুষ্ট লোকেদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখলেও বিপদ, বিরোধিতা করলেও তাই। অতএব বিরোধিতা যদি করতেই হয়, তা হলে সশস্ত্র বিরোধই একমাত্র মুক্তির পথ। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, মেরে— মরা। তা মৃত্যুর ঘণ্টা যখন বাজছে, তখন মেরে শেষ করে দেওয়াই ভাল। পালাতে পারলে এবং পিছুটান না থাকলে লুকোবার জায়গা অনেক আছে। একটা জীবন ফাঁসির দড়িকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে পাহাড়ে পর্বতে, গুহার জঠরে কাটিয়ে দেওয়া এমন কোনও কঠিন ব্যাপার নয়।

বাবলুদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে লালু চৌমাথায় এসেই একটা ট্যাক্সিকে হাত দেখিয়ে থামাল। বলল, "বড়িশার চণ্ডীতলার কাছাকাছি যাব, নিয়ে যাবে?"

ড্রাইভার কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে বলল, "আমি কিন্তু মিটারে যাব না।"

লালু বলল, "যেভাবেই যাও, আমি যাব। আমার মা মৃত্যুশয্যায়। যেতে আমাকে হবেই। যত টাকা লাগে দেব।"

"এমনিতে আমি অতদূরে যেতে চাই না। তবে তোমার যখন মায়ের অসুখ বলছ, তখন শ'-দুই টাকা লাগবে। তার কমে কিন্তু হবে না।"

লালু বলল, "তুমি যদি আমাকে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দাও, তা হলে দুশো টাকা কেন, তারও বেশি পাবে।"

ড্রাইভার লালুর দিকে একবার তাকিয়ে উল্লসিত হয়ে বলল, "ঠিক আছে, বোসো। দেখছি আমি কত তাড়াতাড়ি যেতে পারি।"

হর্ন বাজিয়ে ট্যাক্সি বড় রাস্তায় এসে পড়ল। তারপর হাওড়া ব্রিজ পার হয়ে খিদিরপুরের ওপর দিয়ে যথাস্থানে আসতেই ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলে ট্যাক্সি থেকে নামল লালু। নেমেই সশব্দে ডোর বন্ধ করে যাওয়ার উপক্রম করতেই ড্রাইভার বলল, "আমার টাকাটা?"

লালু হেসে বলল, "একজনের মা মৃত্যুশয্যায় জেনেও যে তার ওপরে অন্যায়ভাবে টাকার বোঝা চাপিয়ে দেয়, তার টাকা আমি এইভাবেই শোধ করি," বলেই রিভলভার বের করল লালু।

ড্রাইভার বুঝল হাওয়া খারাপ। তাই সে কোনও কথা না বলে ট্যাক্সির মুখ ঘুরিয়ে নিল।

লালু অনেকক্ষণ ধরে তার চলে যাওয়া পথের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে হাসতে লাগল হো হো করে।

লালুকে যারা চিনত তাদের দু'-একজন এগিয়ে এসে বলল, "কী হয়েছে লালুদা?"

"আর বলিস না, আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছিল। ট্যাক্সি ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই বলে কিনা মিটারে যাব না। এক পয়সাও ভাড়াও দিইনি তাই।"

"ঠিক করেছ গুরু।"

ওদের মধ্য থেকে একজন বলল, "লালুদা, কাল থেকে দু'জন লোক কিন্তু তোমার বাড়ির আশপাশে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছে।"

লালুর চোখে আগুন জ্বলে উঠল, "ঠিক দেখেছিস?"

"ভাল করে না দেখে তোমাকে মিথ্যে কথা বলব?"

"ঠিক আছে। আমার হয়ে একটা কাজ করতে পারবি?"

"কী কাজ বলো?"

"যদি করতে পারিস, তা হলে যতদিন বাঁচব তোদের বিপদে আপদে নিজের জান লড়িয়ে দেব আমি।"

লালুগুন্ডাকে এত সহজে আপন করে পাওয়া কী কম সৌভাগ্যের কথা? তাই ওরা বলল, "কী কাজ বলোই না গুরু। দ্যাখো না পারি কি না?"

"যেভাবেই হোক, ওই দু'জনকে আমার কাছ ধরে আনতে হবে। আমি শান্টুদের ভাঙা গ্যারাজ ঘরে আছি। খুব সাবধানে আনবি কিন্তু। ওরা মোস্ট ডেঞ্জারাস।"

"আরে গুরু, তুমি তো জানো আপনা গাঁওমে কুত্তা শের। এখানে আমরাই তো সব। ওরা কে?"

"যা তবে।"

ওরা চলে গেলে লালুও নির্দিষ্ট জায়গায় এসে লুকিয়ে রইল। একটু পরেই ওরা দু'জনে টানতে টানতে নিয়ে এল একজনকে। এনে ঘরে ঢুকিয়েই বলল, "এই যে গুরু, দিব্যি গলির মুখে দাঁড়িয়ে তোমার ঘরের দিকে

চেয়ে ফুক ফুক করে বিড়ি ফুঁকছিল। পেছনদিক থেকে গিয়ে ঘপাক করে ধরেছি ব্যাটাকে। একজন পালিয়েছে। এ ব্যাটা পালাতে পারেনি।"

লালু ভাবতেও পারেনি ওর অতি-পরিচিত সেই আসল লোকটিকেই ওরা ধরে আনবে বলে। এরই তো ছদ্মবেশ খুলে দিয়েছিল সেদিন। একেই তো সন্ন্যাসী হাজরার অয়েল মিলে যাতায়াত করতে অনেকবার দেখেছে সে। লালু লোকটার চুলের মুঠি ধরে বলল, "এইবার কোথায় পালাবি বাছাধন? আমি যে হন্যে হয়ে তোকেই খুঁজছি।"

লোকটি বলল, "আমাকে মেরেও কি তুই পার পাবি লালু? তোকে মারবার জন্য আমার মতন আরও দশজন ঘুরছে।" বলেই পকেটে হাত ঢোকাতে গেল।

যারা ওকে ধরে এনেছিল তারা সঙ্গে সঙ্গে হাতদুটো শক্ত করে ধরল।

লালু বলল, "আমি ততক্ষণ সামলাচ্ছি একে। তোরা চট করে বেঁধে ফেল দেখি।" বলেই লোকটার পকেট হাতড়ে একটা পিস্তল বের করল লালু। বলল, "এটা দিয়ে কাকে মারতে এসেছিলি? আমাকে?"

লোকটা কী যেন বলতে গেল। কিন্তু তার আগেই লালু ওর গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিয়েছে। ততক্ষণে সেই লোক দু'জন এসে বেঁধে ফেলেছে ওকে।

লালু ওর দিকে পিস্তল তাগ করে বলল, "এটা দিয়ে এবার তোকেই শেষ করি?"

লোক দু'জন বলল, "ওই কাজটি কোরো না গুরু। ধরে এনেছি, যত ইচ্ছে পেটাও। খুনখারাপি করলে কিন্তু আমরা জড়িয়ে পড়ব এর মধ্যে।"

লালু একচোখে টিপে ইশারায় ওদের জানাল সেসব কিছুই করবে না সে। তবু বলল, "তোরা তো জানিস লালুগুন্ডা খুন ছাড়া কিছুই বোঝে না। যা হয় হবে, ওকে মেরে এই গ্যারাজেই পুঁতে রাখব আমি। তোরা একটা কোদাল আর শাবল নিয়ে আয়।" বলেই ওদের চলে যেতে ইঙ্গিত করল। ওরা গ্যারাজের বাইরে গেলে লালু বলল, "বল তোদের পাণ্ডা কে?"

লোকটি নিরুত্তর।

লালু এবার কনুই দিয়ে লোকটির পাঁজরে একটা গোত্তা দিতেই আঁক করে উঠল সে। বলল, "আমি জানি না।"

"জানিস না? তা হলে রতনকে মার্ডার করেছিলি কার নির্দেশে? আমাকে খুন করতে এসেছিলি কার কথায়? বল।"

"আমি একা আসিনি।"

"সে তো জানি। আর-একজন কে? নাম কী তার?"

"ওর নাম সুখন।"

"তোর নাম?"

"আমার নাম হাজারি।"

"মি. এক্স-এর ব্যাপারে কী জানিস?"

"আ-আমি কিছু জানি না।"

লালু আবার আবার একটা থাবড়ে দিল লোকটাকে, "তা হলে কি বেলগাছের বেম্মদত্যিটা জানে?"

"সত্যি বলছি, আমি কিছু জানি না।"

"এখনও বল, না হলে মরবি। যদি বাঁচতে চাস তা হলে আমার সঙ্গে হাত মেলা। না হলে তোর মৃত্যু অবধারিত। হয় ওরা মরবে, নয় আমি।"

হাজারি বলল, "আমি সত্যি কথা বললে তুই আমাকে ছেড়ে দিবি তো?"

"নিশ্চয়ই দেব। অযথা খুনের ঝুঁকি কেউ নেয়?"

"তা হলে শোন, এদের রহস্যভেদ তোর-আমার মতো অনেকেই করতে পারেনি ভাই। মি. এক্স যে কে, তা আমিও জানি না। তোর মতো আমি বা আমরা অনেকেই এই চক্রে জড়িয়ে পড়েছি। তবে তোর থেকে আমি একটু বেশি পুরনো। তাই এদের আর-একটা ঘাঁটির সন্ধান আমি জানি।"

"সেটা কোথায়?"

"ব্রেসব্রিজের কাছে রয়্যাল অ্যাপার্টমেন্টে।"

"বিলু কি ওখানেই আছে?"

"না। ওকে মুঙ্গেরে পাঠানো হয়েছে। আর ওই অ্যাপার্টমেন্টও এখন খালি। শুধু দুটি মেয়েকে সেখান থেকে এনে রাখা হয়েছে সন্ন্যাসী হাজরার বাড়িতে।"

"তোদের নির্দেশ দিত কারা?"

"সন্ন্যাসী হাজরার কাছ থেকেই নির্দেশ আসত। এমার্জেন্সির জন্য ছিল প্রসাদজির টেলিফোন।"

"তবু বলছিস মি. এক্স কে, তা জানিস না?"

"না। আমার মনে হয় সন্ন্যাসী হাজরা ছাড়াও এমন একজন কেউ আছে যে কিনা সাপের চেয়েও বিষধর। এবং সেই নেপথ্য নায়কই মি. এক্স।"

"প্রসাদজি কেমন লোক?"

"রহস্যময়।"

লালু বলল, "হুঁ।" বলে কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করে বলল, "আচ্ছা, ওই মেয়েদুটিকে কোনওরকমে সন্ন্যাসী হাজরার খপ্পর থেকে উদ্ধার করা যায় না?"

"বড়ই কঠিন ব্যাপার।"

লালু বলল, "তোকে আমি ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু পরে তুই বিশ্বাসঘাতকতা করবি না তো?"

হাজারি বলল, "না। আমাকে তুই বিশ্বাস করতে পারিস।" তারপর বলল, "তবে তোর কিন্তু উচিত এখনই গা-ঢাকা দেওয়া। না হলে কেউ না কেউ তোকে মারবেই।"

"মরবার ভয় আমি করি না হাজারি। আয়, তুই-আমি দু'জনে মিলে বরং মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে যাই। আমাদের দু'জনেরই নিয়তি এখন সন্ন্যাসী হাজরা। আমাদের দু'জনেরই নিয়তি মি. এক্স।"

লালুর কথায় শিউরে উঠল হাজারি। বলল, "কী বলছিস তুই?"

"ঠিকই বলছি। তুই শুধু আমার পাশে থাক।"

হাজারি কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "বেশ, আমি রাজি। তবে সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।"

লালু বলল, "করব। আপাতত আমার ঘরে চল তুই।"

"এখন ওখানে খবরদার যাস না। ওদের কড়া নজর ওইদিকে।"

"এখনই তো যাওয়ার সময়। ওইখান থেকে একটু আগে তুই ধরা পড়েছিস, এই কথা জানার পর আর কেউ ওদিকে যায়?"

হাজারি বলল, "চল তবে।"

লালু ওকে বাঁধনমুক্ত করলে ওরা দু'জনেই লালুর বাড়িতে এল। তারপর দুপুরের খাওয়া সেরে কত যে জল্পনাকল্পনা হল তার আর শেষ নেই। অবশেষে একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলে ঠিক সন্ধের মুখে ওরা দু'জনেই গিয়ে হাজির হল সন্ন্যাসী হাজরার অয়েল মিলে। মস্ত পাঁচিল দেওয়া বিরাট এলাকা। সামনের গেটে বাহাদুর নামে একজন নেপালি দারোয়ান পাহারা দেয়। আর অয়েল মিলের শেষ প্রান্তে সুন্দর একটি ছবির মতো দোতলা বাড়ি। পরিকল্পনামতো হাজারি একা সামনের গেট দিয়েই ভেতরে ঢুকল। ওকে দেখেই যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল বাহাদুর। আর লালু চলে গেল বাড়ির একদম পেছনদিকে। পাঁচিলের গায়ে অন্ধকার নির্জনে।

একটা ডাস্টবিনের ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে হাজারির প্রতীক্ষা করতে লাগল লালু। কিন্তু সেই যে গেল হাজারি, তার আর ফেরার নামটি নেই। লালু শক্ত হাতে রিভলভার ধরে সবসময় যে-কোনও দিক থেকে আক্রমণের আশঙ্কা করতে লাগল। একবার ভাবল, হাজারিটা বিশ্বাসঘাতকতা করল না তো? আবার ভাবল, তা যদি হত, তা হলে এতক্ষণে সন্ন্যাসী হাজরার লোকেরা ঘিরে ফেলত ওকে। কিন্তু সেরকমও তো এল না কেউ। ওদিকে বাবলু, ভোম্বল, রজনী ওর জন্য অপেক্ষা করছে। এর পর কখন যাবে ওদের সঙ্গে দেখা করতে? হাজারির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গিয়েই ওর সব কিছু অন্যরকম হয়ে গেল। পাণ্ডব গোয়েন্দারা নিশ্চয়ই অবিশ্বাস করবে ওকে। কেন না ওরা অনেক করে আসতে মানা করেছিল। অনেকটা সময় কেটে যাওয়ার পরও হাজারি এল না দেখে গতিক সুবিধের নয় বুঝে অন্যদিক দিয়ে পাঁচিল টপকে বাড়ির ভেতর ঢোকা যায় কি না তা দেখবার চেষ্টা করল লালু। ওর মাথায় পালাবার মতলব নেই। ওর দু' চোখে এখন খুনের নেশা। দরকার হলে একটা নয়, একাধিক খুনও করবে আজ। হঠাৎ এক জায়গায় ধুপ করে একটা শব্দ হতেই লালু একেবারে পাঁচিলের গা ঘেঁষে সরে দাঁড়াল। দেখল সন্ন্যাসী হাজরার বাড়ির কাজের লোকটি একটা গাছের ডালে দড়ি বেঁধে লাফিয়ে নামল সেখানে। নেমেই গাছের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় কাদের যেন নেমে আসতে ইশারা করল, "ধাঁইকিরি আসো, ধাঁইকিরি।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে দুটি মেয়েও দড়ি ধরে নেমে পড়ল ধুপধাপ।

মেয়েদুটি নীচে নেমেই অন্ধকারে রিভলভার হাতে লালুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভয়ে শিউরে উঠল।

কাজের লোকটির নাম জগবন্ধু। বলল, "কঁড় হেলা দিদিভাই?"

"ওই দ্যাখো।"

যেই না দেখা, জগবন্ধু লাফিয়ে উঠল তড়াক করে, "আই বাপালো, মরি গিলা রে।" বলেই কোনওদিকে না তাকিয়ে সামনের খানাখন্দ, ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে দে ছুট!

লালু মেয়েদু'টির কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "তোমরা কারা? এইভাবে রাতের অন্ধকারে পালাচ্ছিলে কেন? তোমরা কি তারা, যাদের ব্রেসব্রিজের কাছ থেকে নিয়ে এসে এখানে রাখা হয়েছে?"

ওদের মুখে কথা সরল না। বলল, "আপনি এসব কী করে জানলেন? কে আপনি?"

"আমি এদের নিয়তি।"

"তা হলে আপনি আমাদের বাঁচান।"

লালু বলল, "নিশ্চয়ই বাঁচাব। কিন্তু তোমরা কী জানো সন্ন্যাসী হাজরা কোথায় আছে?"

"জানি। এই বাড়ির পেছনদিকের একটি ঘরে। ওরা কয়েকজন আছে। একটু আগে কাকে যেন ধরে এনে মারধোর করছে ওরা। যা মার মারছে লোকটাকে, হয়তো মেরেই ফেলবে।"

"সন্ন্যাসী হাজরা ছাড়া ওই ঘরের আর কাউকে তোমরা চেনো?"

"একজনকে চিনি। সন্ন্যাসী হাজরার ভাই সাধুচরণ।"

"সাধুচরণ! সে এখানে কোত্থেকে আসবে?"

"সে দিনের আলোয় লুকিয়ে থেকে রাত্রিবেলা প্যাঁচার মতন আত্মপ্রকাশ করে। ওদের কথা থাক। পরে সব বলব আপনাকে। এখন দয়া করে আপনি আমাদের এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে চলুন। অনেক পরিকল্পনা করে ওই জগবন্ধুর সঙ্গেই পালাচ্ছিলাম আমরা, এমন সময় আপনি এসে পড়ায় আপনাকে সন্ন্যাসী হাজরার লোক ভেবে ভয়ে পালিয়েছে জগবন্ধু। হয়তো আর কখনও এ-মুখো হবে না সে।"

লালু বলল, "আমি যখন এসে পড়েছি তখন আর কোনও ভয় নেই। তোমাদের দু'জনকেই যার যার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব। তোমরা শুধু ধৈর্য ধরে একটু অপেক্ষা করো, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি ওই লোকটিকে উদ্ধার করতে পারি কিনা!"

"কিন্তু তাতে যে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তা ছাড়া ওখানে গিয়ে আপনিই যদি ওদের হাতে ধরা পড়েন, তা হলে কী হবে? আর পালাতে গিয়ে আমরাও যদি আবার ধরা পড়ি ওদের হাতে, তা হলে ওরা যে আস্ত রাখবে না আমাদের।"

"আমাকে তোমরা মিনিট পনেরো সময় দাও। তোমাদের রক্ষা করাও যেমন আমার কর্তব্য, তেমন বন্ধুকে বিপদে ফেলেও তো চলে যেতে পারি না। লালুগুন্ডা যেমন মারতে জানে, মরতেও জানে তেমনই।"

মেয়েদুটির চোখে বিস্ময়, "আপনিই লালুগুন্ডা?"

"হ্যাঁ। আজ থেকে তোমাদের লালুদা। কিন্তু তোমরা আমাকে কী করে চিনলে?"

"আপনাকে দেখিনি যদিও, নাম শুনেছি। আপনি এবং রতনদাই তো বিরোধিতা করেছিলেন এদের।"

"হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ তোমরা।"

"তা হলে একটা কথা বলব লালুদা?"

"বলো।"

"ওর ভেতরে ঢোকার আগে আমাদের এমন কোথাও নিয়ে চলুন যেখান থেকে আমরা একটা ফোন করতে পারি।"

"কাকে ফোন করবে তোমরা?"

"আমাদের এক অচেনা বন্ধুকে। পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলুদাকে।"

চমকে উঠল লালু। বলল, "তোমরা ওদের কী করে চিনলে? আর ফোন নম্বরই বা পেলে কোথায়?"

"ওদেরই এক বন্ধুকে এরা ধরে এনেছিল। সে-ই সব বলেছে আমাদের।"

"ছেলেটির নাম বিলু, তাই না?"

"হ্যাঁ। তাকে ওরা মুঙ্গেরে পাচার করেছে।"

লালু বলল, "আমি পাণ্ডব গোয়েন্দাদের চিনি। আমার বন্ধুকে ওদের কবল থেকে উদ্ধার করে তোমাদের নিয়ে সেইখানেই যাব আমি।"

"তার আগে ফোনে একটু যোগাযোগ করে নিলে হত না?"

"সব ব্যবস্থা আমি করব। যাওয়ার আগে আমিই ফোনে জানিয়ে দেব সব।"

হঠাৎ পাঁচিলের ওপার থেকে একটা গুলির শব্দ ভেসে এল। লালু আর একটুও দেরি না করে মেয়েদুটিকে ডাস্টবিনের আড়ালে লুকিয়ে পড়তে বলে সেই দড়ি ধরে উঠে পড়ল পাঁচিলের ওপরে। তারপর বাগানের ঘন গাছপাতার আড়াল থেকে দেখল হাজারির দেহটাকে দু'জন লোক হিড়হিড় করে টানতে টানতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে আসছে। বোঝাই যাচ্ছে সন্তোষজনক কোনও উত্তর না পেয়ে অথবা অন্য কোনও কারণে ওরা গুলি করেছে হাজারিকে।

লালু ভেবে দেখল, আর কোনও ছাড়াছাড়ি নয়, খুনের বদলা খুন দিয়েই নেওয়া উচিত। ও পাঁচিলে বসে রিভলভার তাগ করে সন্ন্যাসী হাজরা অথবা সাধুচরণকে আরও কাছে পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে গিয়েই নজরে পড়ে গেল ওদের। ওরা মৃতদেহ টেনে আনবার সময় ধারেকাছে কেউ আছে কি না দেখবার জন্য বুঝি হঠাৎ পাঁচিলের ওপর টর্চের আলো ফেলতেই দেখতে পেয়ে গেল লালুকে।

সন্ন্যাসী হাজরা ওকে দেখামাত্রই চেঁচিয়ে উঠল, "ফায়ার, ফায়ার।"

ততক্ষণে লালুই ট্রিগার টিপেছে।

সন্ন্যাসী হাজরা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ওর লোকজনরা ওকে লক্ষ্য করে গুলি করবার আগেই লালু পাঁচিল থেকে এক লাফ। তারপর ডাস্টবিনের আড়াল থেকে মেয়েদুটিকে নিয়ে একেবারে বড় রাস্তায়।

প্রথমেই ওর পরিচিত এক ময়রার দোকানে মেয়েদুটিকে রেখে আত্মগোপন করল। তারপর ওদের মুখে সব কথা শুনে লালুর চেনাজানা একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে সামান্য কিছু টাকা দিয়ে রত্নাকে পাঠিয়ে দিল ডায়মন্ডহারবারে। পরে আর-একটা ট্যাক্সি ডেকে গোপাকে নিয়ে সোজা চলে এল ওর নিজের ডেরায়।

লালু গোপাকে ওর ঘরে লুকিয়ে থাকতে বলে বাবলুর ফোন নম্বরটা চেয়ে নিল প্রথমেই। ওর হাতের তালুতে ডট পেন দিয়ে নম্বরটা লিখে গোপাকে বলল, "শোনো, আমার সঙ্গটা তোমার পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়। আমি সন্ন্যাসী হাজরাকে গুলি করেছি। তাই এখন ওরা বদলা নেওয়ার জন্য আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজবে। এই সময় তুমি আমার সঙ্গে থাকলে তোমার বিপদ বাড়বে বই কমবে না। তুমি এখানেই থাকো, বিপদ বুঝলে দেওয়ালের বড় আয়নাটা সরালেই একটা ফাঁক দেখতে পাবে। সেই ফাঁক গলে পেছনের নর্দমার পাশ দিয়ে সোজা থানায় গিয়ে সব কথা খুলে বলবে। ইতিমধ্যে যদি আমি আর ফিরে না আসি, তা হলে সকালে তুমি পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো। আর পরিস্থিতি খারাপ না হলে ঘর থেকে একদম বেরিয়ো না। আমিও নিজের ওপর থেকে আস্থা ক্রমশ হারিয়ে ফেলছি। কুকুরে কামড়ানোর ব্যথায় হাতটা কমজোরি হয়ে পড়েছে। ওদের সঙ্গে কতক্ষণ যে লড়ব, তা জানি না। তবু হাল তো ছাড়লে চলবে না? আমি আসি, কেমন? সকালের মধ্যে যদি না ফিরি, তা হলে ধরে নিয়ো আমি আর ফিরব না।" বলে কয়েকটি চিঠির কাগজ গোপার হাতে দিয়ে চলে গেল লালু।

গোপা একাকী একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে রীতিমতো ভয়ে ভয়ে ছিল। এমন সময় পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে বুকে বল পেল সে।

বাবলুরা অধীর আগ্রহে সব শুনল। শুনেটুনে বাবলু বলল, "কই, লালুদা তো ফোন করেনি আমাদের।"

গোপা বলল, "হয়তো-বা সময় পায়নি। কিংবা ঘর থেকে বেরোবার পরই ওরা ওকে শেষ করে দিয়েছে।"

"তা না হয় দিল, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আমাদের ওখানে লাশ নিয়ে পৌঁছল কী করে?"

"না পৌঁছবার কী আছে? ঘটনা তো সন্ধেরাতের। শীতকাল। ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে চলে গেছে।"

রজনীদা বলল, "কিন্তু লালুর ডেডবডি ওরা ওখানে রেখে এল কেন?"

গোপা বলল, "আমি তো আগেই বলেছি ওরাও ওদের টার্গেট। এমনকী আপনিও। আশপাশেই হয়তো ওদের কোনও লোক ছদ্মবেশে লালুদার জন্য ট্যাক্সি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। লালুদা ভুল করে সেই ট্যাক্সিতেই চেপে বসে। কাজেই ফল যা হওয়ার, তা হয়েছে।"

ভোম্বল বলল, "এইরকম হতেও পারে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "আবার এমনও হতে পারে, মারের চোটে হাজারিই হয়তো লালুদার পরিকল্পনার কথা বলে ফেলেছে ওদের। তাই হয়তো ওরা পাঁচিলের ওপর টর্চ ফেলে দেখতে পেয়েছিল লালুদাকে। আর তারপরই আমাদের ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য এই কাজ করেছে ওরা।"

বাবলু বলল, "বাচ্চু-বিচ্ছু অবশ্য কথাটা মন্দ বলেনি। আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা এইরকমই ঘটেছে।"

বাবলুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণে ঘরটা দুলে উঠল যেন। ওরা সভয়ে

লাফিয়ে উঠতেই পঞ্চু বিকট স্বরে চিৎকার করে উঠল। ভয় পেয়েছে সেও। বাবলুরা এক মুহূর্ত দেরি না করে আয়নার পেছনের সেই ফাঁক দিয়ে টপাটপ লাফিয়ে পড়ল ওপারে। নোংরা নর্দমা আর আবর্জনার গায়ে। আবার—আবার একটা বিস্ফোরণ। ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল চারদিক। ঘরের সামনেটা চালাসমেত ধসে পড়ল সামনের দিকে। চারদিকে লোকজনের কোলাহল, "আগুন। আগুন।"

ওরা দেখল রাতের অন্ধকারে রজনীদার ট্যাক্সিটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। তেল পোড়ার কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে চারদিক।

রজনীদার চোখে জল। গাড়ির শোক যেন পুত্রশোক বলে মনে হল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও এই আকস্মিক বিপর্যয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল যেন। ওদের কারও মুখে আর কথাটি নেই।

॥ ৮ ॥

ওরা আর একটুও দেরি না করে বড় রাস্তায় এসে একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমতলায় এল। রজনীদা থানায় যেতে চাইছিল। বাবলু বলল, "থানায় রিপোর্ট তো করতেই হবে রজনীদা। তার আগে চলো না আমরা এইখানকার অবস্থাটা একটু লুকিয়ে দেখি।"

রজনীদা বলল, "চলো তবে।"

ভোম্বল বলল, "আমাদের জন্য তোমার কত ক্ষতি হয়ে গেল, কী বলো রজনীদা?"

"এটা ভাগ্যের ব্যাপার। শুধু তোমাদের জন্যই বা বলি কেন? আমার নিজের জন্যও তো বটে। আমি ওদের টার্গেট না হলে ওরা এইভাবে গাড়িটাকে পোড়াত না। গাড়ি যদিও মালিকের, তবুও আমার হাতেই তো সব।"

ওরা পায়ে পায়ে সন্ন্যাসী হাজরার বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু এ কী! চারদিক এমন নিঝুম, নিস্তব্ধ যে, দেখে মনেই হল না এখানে কোনও বিপর্যয় ঘটে গেছে বলে।

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "কী ব্যাপার বলো তো বাবলুদা?"

"কিছু বুঝতে পারছি না।"

গোপা বলল, "একজন মানুষ মারা গেল, অথচ কোনও কোলাহল নেই, চাঞ্চল্য নেই, লোকজনের আনাগোনা নেই। এরকম আবার হয়?"

বাবলু বলল, "এই রকমই তো হবে। সাধুচরণের মতো শয়তান যেখানে বাসা বেঁধে থাকে, যেখানে বহিরাগত কেউ একজন খুন হয়, সেখানে নীরবতা পালনই তো বুদ্ধিমানের কাজ। একই সঙ্গে দুটো লাশ গোপনে পাচার করাই হবে ওদের বাঁচার উপায়।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে?"

বাবলু বলল, "এর ভেতরে একবার ঢুকে দেখতে হবে ব্যাপারটা কী!"

রজনীদা বলল, "এর ভেতরে ঢোকার পরিণাম তো জানো? দু' দুটো খুনের পর ওরা কি সতর্ক নেই ভেবেছে?"

বাবলু বলল, "হয়তো আছে। তবু একটু কিছু দেখা দরকার। বলে ঘুরতে ঘুরতে একপাশে এসে ভোম্বলের কাঁধে ভর করে পাঁচিলের ওপর উঠল বাবলু। সেখানে উঠে দেখতে পেল, চারদিক ঘেরা মিলসংলগ্ন বাড়িটার মধ্যে কোথাও কোনও প্রাণের স্পন্দন নেই। বাড়ির মালিকের সঙ্গে লোকজনগুলোও মরে গেল নাকি?

নীচে থেকে ভোম্বল বলল, "কী রে। কাউকে কোথাও দেখলি?"

বাবলু বলল, "না।" তারপর বলল, "রাস্তার ধার থেকে ভাঙাচোরা ইট দু'-একটা আমাকে দে তো?"

"ইট কী করবি?"

"দে না চটপট।"

ভোম্বল ইট দিতেই বাবলু তারই একটা নিয়ে ছুড়ে মারল দোতলার জানলায়, শার্শির কাচে। সেটা ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল, তবু কোনও সাড়া এল না।

একটু পরে বাবলু আবার একটা ইট ছুড়ল নীচের তলার দরজা লক্ষ্য করে। তাতেও কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

ভোম্বল বলল, "ব্যাপার কী বল তো?"

"কী জানি। ভাবছি এটা ওদের কোনও চাল নয় তো?"

বাচ্চু বলল, "আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, ওরা ডেডবডিগুলো কোথাও পাচার করতে গেছে?"

রজনীদা বলল, "সেটাই সম্ভব।"

বাবলু বলল, "সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, যে-বাড়িতে নাকি অতন্দ্র প্রহরা, সেখানে কোনও প্রহরী-কুকুর নেই!"

গোপা বলল, "জগবন্ধুর মুখে শুনেছিলাম, অনেক কুকুর এক সময় এই বাড়ির চারদিক পাহারা দিত। সাধুচরণের আবির্ভাবের পর তার অবাধ বিচরণের জন্য সবক'টাকে সরানো হয়েছে।"

রজনীদা বলল, "কুকুরগুলো তা হলে গেল কোথায়?"

গোপা বলল, "আমি তো ও-বাড়িতে কুকুর দেখিনি।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। তোরা একটু অপেক্ষা কর। আমি নামছি এর ভেতর। দেখি, এর রহস্য কোথায়?"

ভোম্বল বলল, "এই ভুলটা করিস না বাবলু। পাখিরা যখন ফুড়ুৎ তখন অযথা কেঁচো খুঁড়ে সাপ বের করতে গিয়ে বিপদ বাড়িয়ে লাভটা কী?"

রজনীদা বলল, "তার চেয়ে বরং চলো, মেইন গেটে গিয়ে বাহাদুরকে ডেকে তুলি। তারপর ওর মুখেই শুনি ব্যাপারটা কী।"

বাবলুর মনঃপূত হল কথাটা। বলল, "তাই চলো, কিন্তু বাহাদুর কি গেট খুলবে?"

"না খুললে পুলিশ ডেকে এনে দরজা খোলাব। ওদের অন্যায় কাজের প্রমাণ তো আমাদের হাতে। গোপাই তখন সব বলবে পুলিশকে।"

বাবলু একবার চোখ বুজে কী যেন ভেবে বলল, "একটা কাজ করা যাক, আমি বাগানে নেমে পঞ্চুকে নিয়ে গেটের কাছে যাই। তোরা বরং বাইরে থেকে বাহাদুরকে ডাক। তারপর দেখা যাক কী হয়।"

ভোম্বল অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, "তাই যা।"

রজনীদা পঞ্চুকে পাঁচিলে উঠিয়ে দিল।

আর বাবলু করল কী, ওকে নিয়েই ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল বাগানের ঘাসে। তারপর পা টিপে টিপে গেটের দিকে এগোল।

ওদিক থেকে ভোম্বলের গলা শোনা গেল তখন, "বাহাদুর, বাহাদুর!"

কিন্তু কে বাহাদুর! কোথায় বাহাদুর?

অথচ দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। মস্ত একটা তালা দেওয়া। তা হলে কি সত্যিই বাড়িতে কেউ নেই? আর সেই সুযোগে বাহাদুর গেট বন্ধ করে ভেতর বাড়িতে গিয়ে ঢুকেছে? কিন্তু এমন তো হওয়া উচিত নয়।

বাবলু বুঝল, এ তালা ভাঙা যাবে না।

বাইরে থেকে ভোম্বলের গলা আবার শোনা গেল, "বাহাদুর! দরজা খোলো।"

বাবলু চাপা গলায় বলল, "এখানে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। গেটেও তালা দেওয়া।"

"তা হলে আমরা ভেতরে যাব কী করে?"

"ভেতরে আসবার দরকার নেই। তোরা বাইরেই অপেক্ষা কর।"

বাবলু এই কথা বলেই পঞ্চুকে নিয়ে একবার বাড়ির চারদিকে টহল দিয়ে এল। এত লোকজন, এরই মধ্যে গেল কোথায়? এখানকার ব্যাপারস্যাপার কিছুই বুঝে উঠতে পারল না সে। কাল সকালে মিল কি তা হলে বন্ধ থাকবে? বাবলু তবুও সাহসে ভর করে নীচের দরজায় ধাক্কা দিল। সে-দরজাও ভেতর থেকে বন্ধ। তার মানে বাড়ি লোকশূন্য নয়। ভেতরে লোক আছে। কিন্তু ধাক্কা দিয়ে যখন লাভ হল না, তখন একবার শেষ চেষ্টা হিসেবে ডোর-বেলে চাপ দিল। কিন্তু না। তাতেও কোনও সাড়া এল না।

অবশেষে পাইপ বেয়েই দোতলায় ওঠা স্থির করল। পঞ্চুকে নীচে পাহারায় রেখে ওপরের বারান্দায় পা দিতেই চক্ষুস্থির। দেখল অন্ধকারের ভেতর থেকে দুটি ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের একজন বেঁটেখাটো এক নেপালি এবং অপরজন কুড়ি-বাইশ বছরের যুবতী।

বাবলু পিস্তল ওঠাতেই যুবতীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "বাহাদুরের বন্দুকের কাছে তোমার ওটার কোনও মূল্যই নেই নিশাচর।"

বাহাদুর একটু করে এগিয়ে এসে বন্দুকের নলটা বাবলুর বুকের ওপর ঠেকাল।

যুবতী বলল, "তুমি কে? এত রাতে চোরের মতো এ-বাড়িতে ঢুকেছে কেন?"

বাবলু বলল, "চোরের মতো কেন ঢুকব? বীরের মতোই ঢুকেছি।"

"তোমার বীরত্বের নমুনা কিছু দেখলাম না তো?"

"আমি কিন্তু আপনাদের ভীরুতার নমুনা দেখেছি। আপনি যদি এই বাড়ির কেউ হন, তা হলে বলব অপরাধী না হলে নিজের বাড়িতে এমন অন্ধকারে প্যাঁচার মতো দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আর তা যদি না হন তা হলে আপনারাও তো আমার মতন অনধিকার প্রবেশকারী।"

"ওসব বাজে কথা রেখে এখন বলো, এত রাতে এখানে কী করতে এসেছ?"

বাবলু বলল, "মনে করুন না, চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে এসেছি। তবে লুকিয়ে নয়, জানান দিয়ে। প্রথমে ইট মেরে জানলার কাচ ভেঙেছি। তারপর দরজায় ইট ছুড়েছি। গেটে গিয়ে বাহাদুরকে ডেকেছি। ভেতরে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়েছি। ডোর-বেল টিপেছি। তারপর এসেছি এখানে।"

"কে তুমি?"

"তার আগে বলুন, আপনি কে? এত কাণ্ডের পরও আমাকে দরজা খুলে দেননি কেন?"

সঙ্গে সঙ্গে আলোয় ভরে উঠল বারান্দাটা।

যুবতী বলল, "আমি এই বাড়ির মেয়ে।"

বাবলু বলল, "তা হলে আমি আপনার ভাই, ঈশিতাদি।"

যুবতী অবাক বিস্ময়ে বাবলুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি আমাকে চেনো?"

বাবলু হেসে বলল, "কী আশ্চর্য! ভাই দিদিকে চিনবে না?"

ঈশিতা বলল, "বাহাদুর বন্দুক নামাও।"

বাহাদুর বন্দুক নামালে ঈশিতা বলল, "গেটের বাইরে কি তোমাদের কেউ আছে? গলা পাচ্ছিলাম যেন?"

"হ্যাঁ।"

"ওরা কি আসতে চায় ভেতরে?"

"আপনার দেখা যখন পেলাম, তখন দরকার কী সকলের ভেতরে আসবার? আমি যে-জন্য এসেছি, সে-কাজ শেষ করেই চলে যাব।" বলে বারান্দা থেকে হাত নেড়ে সকলকে সংকেত দিয়ে পঞ্চুকেও আশ্বস্ত করল।

ঈশিতা বলল, "এসো, ভেতরে এসো।"

ওরা বারান্দার আলো নিভিয়ে পাশের একটি ঘরে গিয়ে বসল।

ঈশিতা বলল, "বলো, তোমার এই রাতদুপুরে এইভাবে এখানে আসার কারণটা কী?"

বাবলু বলল, "আপনি ছাড়া বাড়িতে আর কে আছন? আপনার মা কোথায়?"

ঈশিতা বলল, "বাবার কথা জিজ্ঞেস না করে মায়ের কথা যখন জানতে চাইছ তখন আমার মনে হয় কিছু না কিছু তুমি জানো। আমার বাবাকে নিয়ে মা গেছেন কলকাতার এক নার্সিংহোমে। আমাদের পরিবারের একজন হিতৈষী বন্ধু প্রসাদজিও গেছেন।"

"কী হয়েছে আপনার বাবার?"

"একজন অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে আমার বাবা গুরুতর রকমের আহত হয়েছেন।"

"থানায় খবর দিয়েছেন?"

"আমাদের পরিবারের সম্বন্ধে তুমি কিছুই হয়তো জানো না, কিংবা জেনেও না-জানার ভান করছ। তবু তুমি যখন বলছ তুমি আমার ভাই, তখন শোনো, এ-বাড়ির কোনও ব্যাপারেই আমরা পুলিশের আনাগোনা পছন্দ করি না।"

"কেন করেন না?"

"এ-বাড়িতে পুলিশের পায়ের ধুলো পড়লে এমন সুন্দর ঝকঝকে তকতকে ঘরগুলো আমাদের শোওয়ার ঘর হত না। জেলের অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরগুলোই হত আমাদের থাকবার জায়গা। আর কী জানতে চাও বলো?"

"আর কিছুই না।"

"এবার তুমি বলো, কী জন্য এখানে এসেছ তুমি?"

বাবলু তখন আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা খুলে বলল ঈশিতাকে।

সব শুনে ঈশিতা বলল, "হ্যাঁ,তোমাদের বন্ধু বিলু মুঙ্গেরই আছে। কোথায়, কোনখানে, কীভাবে আছে, তা অবশ্য জানি না। আসলে আমার কাকা সাধুচরণ দীর্ঘ অন্তর্ধানের পর হঠাৎ করে একদিন এসেই এমন জাল বিছিয়ে ফেলল যে, আমরা আমাদের অজান্তেই সেই জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম। এমনভাবে জড়ালাম যে,

আর সেই জাল কেটে বেরোতে পারলাম না। বাবাকে আমি অনেক বুঝিয়ে ছিলাম, এত লোকের সর্বনাশ হওয়ার চেয়ে এসো আমরা পুলিশ ডেকে শয়তানটাকে ধরিয়ে দিই। ছিঁড়ে যাক অপরাধের মায়াজাল। কিন্তু বাবা সে-কথা একবার মনের কোণেও স্থান দিলেন না। বরং বেশি চালাকি করতে গিয়ে নিজের ফাঁদে নিজেই পড়লেন। একমাত্র ভাইকে হারালাম। কাকা বাবাকে জব্দ করবার উপায় হিসেবে আমার ভাই বিশ্বরূপকে লুকিয়ে রেখে আমাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ওর হাতের খেলার পুতুল করে তুলল। মি. এক্স নামে আর-এক শয়তানের প্রতিনিধি ছিল আমার কাকা। আমরা সেই চক্রে জড়িয়ে গেলাম। শর্ত এই, হয় ওদের কথা শুনতে হবে, নয়তো ওরা মেরে ফেলবে আমার ভাইকে।"

"বলেন কী!"

"হ্যাঁ, কী নিষ্ঠুর চক্রান্ত ওদের। কী মর্মান্তিক পরিকল্পনা সব। অর্থ উপার্জনের কী জঘন্য ব্যবসা! তাই তো এত কাণ্ড! তোমার বন্ধুও তারই বলি।"

বাবলু বলল, "সবই জানি। কিন্তু দিদি, একটা কথা, আপনি কি জানেন কে সেই মি. এক্স?"

ঈশিতা বলল, "বাবলু, তুমি পিস্তল চালাতে পারো। আমিও রিভলভার চালাতে পারি। দু'-একটা রিভলভার আমাদের বাড়িতেও আছে। ওই শয়তান যে কে, তা যদি জানতাম, তা হলে এতদিন আমি চুপ করে থাকতাম ভেবেছ?"

"আপনার কাকা সাধুচরণ কোথায় থাকেন?"

"এই বাড়িতেই। আন্ডার গ্রাউন্ডে আগে যেখানে আমাদের ক্যাশঘর ছিল, সেইখানে।"

"উনি এখন কোথায়?"

ঈশিতা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "এ-কথাটা চাপাও থাকবে না, লুকোবও না। আমি অনেকদিন থেকেই একটা সুযোগ খুঁজছিলাম। আজ হঠাৎ সেই সুযোগটা এসে গেল। সন্ধেবেলা আমার কাকা তাঁর দলের একজনকে নৃশংসভাবে খুন করে। এই বাড়িতে মানুষ খুন এই প্রথম। তাই মেজাজ আর ঠিক রাখতে পারলাম না। বাহাদুরও অনেকদিন থেকে খেপে ছিল কাকার ওপর। সেও এবার বিদ্রোহী হল। তার ওপর হঠাৎ যখন আমার বাবা গুলিবিদ্ধ হলেন, তখনই চরম সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা।"

"কীরকম?"

ঈশিতা মাথা নত করলে বাহাদুর বলল, "সাধুচরণের খেল আজ খতম করে দিলাম বাবুজি।"

"সে কী! ওর সঙ্গীরা বাধা দিল না?"

"না। তারা সবাই তখন আততায়ীকে ধরবার জন্য ছুটেছে। বাবু গুলি খেয়ে ছটফট করছেন আর সাধুচরণ একা। দিলাম বন্দুকের কুঁদোর বাড়ি মাথার ওপর এক ঘা।"

"তারপর?"

"তারপর এক ঘায়েই কাত।"

"কিন্তু এইরকম একটা খুনের ঝুঁকি নেওয়া তোমার পক্ষে তো ঠিক হল না বাহাদুর। ডেডবডি কোথায়?"

"খুনের ঝুঁকি নিইনি খোকাবাবু। খুন করলে তো গুলি করতাম। আসলে আমি ওর জীবন নিইনি। খেল খতম করে দিয়েছি মাত্র। ওকে ঘায়েল করে বন্দি করেছি। যেভাবে অসহায় ছেলে-মেয়েগুলোকে ধরে এনে হাতে-পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাখে, ঠিক সেইভাবে ওরই যন্ত্রে ওকে বন্দির জীবন কাটাতে হবে। যেভাবে আমাদের খোকাবাবু মুঙ্গেরে মৃত্যুর দিন গুনছে, ঠিক সেইভাবেই ওকেও ওর মৃত্যুর দিন গুনতে হবে।"

বাবলু লাফিয়ে উঠল আনন্দে, "তবে তো ওকে মোচড় দিলেই সব কথা বেরিয়ে যাবে। কিন্তু সেই যে ডেডবডির কথা বললে, সেটার কী হল?"

"সেটাকে ওরা বাগানের একধারে পুঁতে রেখেছে।"

বাবলু বলল, "বাড়ির মধ্যে এ-জিনিস রাখা ঠিক নয়। ওটাকে সরাতে হবে।"

ঈশিতা বলল, "কিন্তু কীভাবে?"

"সেটা ভেবে দেখা যাবে। তবে সাধুচরণের ব্যাপারটা ওদের লোকেরা কেউ জেনে ফেলেনি তো?"

"বোধ হয়, না। কারণ, যারা গেছে তারা কেউ ফেরেনি। তবুও যদি কেউ দেখে থাকে, সেই আশঙ্কা করেই বাহাদুরকে নিয়ে আমি আত্মগোপন করেছিলাম। ভেবেছিলাম, আজ আমাদের ওপর যারাই চড়াও হবে তাদেরই মজা দেখাব আমরা। কিন্তু তোমাকে দেখে কেন জানি না মনে হল, তুমি ওদের কেউ নও। তাই তোমাকে বিনা বাধায় বারান্দা পর্যন্ত আসতে দিয়েছি।"

বাবলু বলল, "আপনারা যে খুন-জখম এড়িয়ে সাধু শয়তানকে বন্দি করতে পেরেছেন, এটাই আপনাদের কৃতিত্ব। আপনার বাবাকে কোন নার্সিংহোমে নিয়ে গেছে জানেন?"

"জানি না। তবে প্রসাদজির চেনাজানা নার্সিংহোমে। যাতে কোনও পুলিশি ঝামেলা না হয়।"

বাবলু বলল, "যাই হোক, এইবার মনে হচ্ছে বিলুকে উদ্ধারের পথ সুগম হবে। তবে এখন শুধু বিলু নয়, আপনার ভাইকেও উদ্ধার করব আমরা। সেইসঙ্গে দূর করব মি. এক্স-এর ধোঁয়াশা। তার আগে বন্দি সাধুচরণের মুখ থেকে তার জবানবন্দিটা শুনতে হবে।"

ঈশিতা বলল, "ভাইকে উদ্ধার করতেই হবে। কিন্তু মুঙ্গেরের সব কিছুই তো আমাদের অজানা। তোমরা কখনও মুঙ্গের গেছ?"

"না। তবে আমরা অনেক দূর-দুর্গমেও গেছি।"

রাত্রি শেষ হয়ে তখন ভোর হয়ে আসছে।

বাবলু বলল, "সাধুচরণ বা মি. এক্সের লোকেরা মনে হয় আর কেউ আসবে না। এবার একটু নিশ্চিন্ত হতে পারেন। গেট খুলে দিন, আমার বন্ধুরা ভেতরে আসুক।"

ঈশিতা বলল, "আমি তখনই বলেছিলাম। অযথা এতক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করল ওরা।"

বাবলু বলল, "আমি তো চলেই যেতাম। শুধু আপনার কাকার সঙ্গে আলোচনা করব বলেই রয়ে গেলাম।"

ঈশিতা বাহাদুরকে বলল, "যাও। ওর বন্ধুদের ভেতরে নিয়ে এসো। এখন আমরা দলেও ভারী, আর কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই।"

"তা ছাড়া আমার পঞ্চু যা আছে, ওর নজর এড়িয়ে কাউকেই এ-বাড়িতে ঢুকতে হবে না।"

বাবলুও বাহাদুরের সঙ্গে নীচে গেল। গিয়ে পঞ্চুর পিঠে হাত বুলিয়ে গেটের তালা খুলে ঢুকিয়ে নিল সকলকে।

রজনীদা বলল, "আমি আর কী করতে ভেতরে যাব? এবার আমাকে ছুটি দাও ভাই।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। এবার আপনার ছুটি। যদিও মনে হচ্ছে, এখন আর ওরা আপনাকে নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাবে না, তবুও সাবধানে থাকবেন একটু। এই বাড়ির ব্যাপারে কাউকে কিছু বলবেন না। সময়মতো যা বলবার, আমরাই গিয়ে পুলিশকে বলব।"

রজনীদা হাতে হাত মিলিয়ে বিদায় নিল।

বাহাদুরকে গেটে পাহারায় রেখে বাবলুরা আবার বাড়ির ভেতর এলে ঈশিতা বলল, "এখন মুখ-হাত ধুয়ে একটু চা-পর্ব সেরে নেওয়া যাক।"

বাবলু বলল, "তারপর চটপট সেরে নেব আমাদের তদন্তের কাজ।"

"বেশ, তাই হবে।"

চা-পর্বের ব্যাপারে বাচ্চু, বিচ্চু, গোপাও সহযোগিতা করল ঈশিতাকে। ঈশিতা অবাক চোখে গোপার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি তো দেখছি দিব্যি এদের দলে ভিড়ে গেছ। তোমাকেই ওরা ধরে এনেছিল না?"

"আপনি তো আমার কথা সবই শুনেছেন বাবলুর মুখে।"

"শুনেছি। তুমিও এবার মুক্ত।"

চা খাওয়া শেষ হলে ঈশিতা বলল, "এবার বলো, কীভাবে কী করবে?"

"যা করবার, তা খুবই তাড়াতাড়ি করতে হবে। সাধুচরণ বন্দি হলেও আপনার ভাই এবং বিলু মুক্ত নয়। ওদের উদ্ধারের কাজে এখনই নেমে না পড়লে মুশকিল আছে। সাধুচরণের ব্যাপারটা যদি ওর দলের কেউ টের পেয়ে থাকে, সে-ই তা হলে মি. এক্সকে জানিয়ে দেবে। আর তখন হাজার চেষ্টা করলেও ওদের নাগাল পাওয়া যাবে না। হয় ওরা মুঙ্গের থেকে সরিয়ে দেবে ওদের, নয়তো মেরে ভাসিয়ে দেবে গঙ্গার জলে।"

"তা হলে?"

"আপনি আগে আমাদের নিয়ে চলুন মাটির নীচে যে-ঘরে আপনার কাকা থাকত, সেই ঘরে।"

ঈশিতা সকলকে সেই ঘরেই নিয়ে চলল।

ঘরটা আন্ডার গ্রাউন্ডে হলেও নেহাত ছোট নয়। মিলের কর্মচারীদের টাকা-পয়সা সব ওই ঘরেই রাখা হত আগে। পরে সাধুচরণ এসে দাদার সঙ্গে চুক্তি করে তার লুকিয়ে থাকবার নিরাপদ জায়গা হিসেবে ওই ঘরটাকেই বেছে নেয়। কয়েকটি পোষা বেড়াল ঘরের ভেতরে শুয়ে ছিল। বাবলুদের দেখেই পালাল তারা।

বাবলুরা ভেতরে ঢুকে দেখল ঘরটি বেশ সুসজ্জিত। দেওয়ালে একটিমাত্র ক্যালেন্ডার ছাড়া কোনও ছবি নেই। একপাশে একটি ক্যাম্পখাটে বিছানা পাতা আছে। টেবিলে কিছু বই ও কাগজপত্তর। বাবলুর কাছে

গোপার দেওয়া লালুদার চিঠিগুলো ছিল। সেই চিঠিগুলোর সঙ্গে সাধুচরণের লেখার হুবহু মিল দেখে বাবলু অনেক কাগজপত্তর সঙ্গে নিল। কিন্তু আশ্চর্য এই, মি. এক্স-এর ব্যাপারে কোনও কিছুই জানতে পারল না। এমন কোনও চিঠি, এমন কোনও সূত্র পেল না, যাতে করে আর-একজন কেউ যে আছে, এ-কথা ওরা মনে করতে পারে।

সাধুচরণের ঘরে তদন্তের কাজ শেষ হলে ওরা ঈশিতার সঙ্গে সেই ঘরে এল, যে-ঘরে বন্দি সাধুচরণকে আটকে রাখা হয়েছিল শিকল দিয়ে। কিন্তু দরজা খুলেই যা দেখল, তাতে রীতমতো শিউরে উঠল ওরা। দেখল, কোথায় সাধুচরণ, কোথায় কে? সন্ন্যাসী হাজরার মৃতদেহটাই অতি যত্নে শোওয়ানো ছিল সেখানে।

সেই দৃশ্য দেখার পর আর ধরে রাখা গেল না ঈশিতাকে। সে 'বাবা' বলেই লুটিয়ে পড়ল সন্ন্যাসী হাজরার বুকে।

বাবলুরা অতিকষ্টে তাকে পাশের ঘরে নিয়ে এল।

ঈশিতা বলল, "এ কী করে সম্ভব! আমি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি না তো? বাহাদুর আর আমি নিজে হাতে তাকে বন্দি করে ওই ঘরে শিকল দিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু আমার বাবা এখানে আসে কী করে?"

বাবলু বলল, "আপনাদের উচিত ছিল দরজায় তালা দেওয়া এবং এই ঘরের সামনে একজনের অন্তত পাহারা দেওয়া।"

"কিন্তু ভাই, আমরা যে দরজা ভেতর থেকেই বন্ধ করে রেখেছিলাম। বাইরের গেটেও তালা দেওয়া ছিল।"

বাবলু বলল, "ব্যাপারটা তা হলে এইরকম হয়েছে, আপনারা যখন সাধুচরণকে জখম করে আপনার বাবাকে নার্সিংহোমে পাঠান, তখনই ওর লোকেরা মাঝপথে আপনার বাবাকে খুন করে এবং আপনার মা ও প্রসাদজিকে কিডন্যাপ করে। তারপর যখন সাধুচরণকে নিয়ে ওপরে আসেন, তখন নিশ্চয়ই মেইন গেটে তালা দেননি, কিংবা তালা দিলেও তার ডুপ্লিকেট চাবি ওদের কাছে ছিল। তাই আপনার বাবাকে ভেতরে নিয়ে আসতে কোনও অসুবিধেই হয়নি ওদের। ফলে নাটকীয়ভাবে যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। আপনাকে চমক দেওয়ার জন্যই আপনার বাবার ডেডবডি এই ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে কেটে পড়েছে ওরা।"

"তা হলে আমার মা?"

"সম্ভবত তিনি এবং প্রসাদজি ওদের জিম্মায়। অথবা এমনও হতে পারে, ওই প্রসাদজির মধ্যেও মি. এক্স-এর কোনও প্রভাব আছে। এই নাটকে উনিও হয়তো একজন কুশীলব। অপরাধ জগতে কেউই কিন্তু সন্দেহমুক্ত নন।"

ঈশিতা বলল, "না, না, এ হতে পারে না। আমি জানি ওঁকেও নানাভাবে ব্ল্যাকমেল করেছে মি. এক্স-এর লোকেরা।"

বাবলু বলল, "আপনাদের এখানে ফোন আছে?"

"কাকে ফোন করবে তোমরা?"

"কাকে আবার? থানায়। ব্যাপারটা আর চেপে রাখা ঠিক নয়।"

ঈশিতা পাশের ঘরে যেখানে ফোন ছিল সেখানে নিয়ে গেল বাবলুকে। তারপর ডায়াল ঘুরিয়ে রিসিভারটা বাবলুর হাতে দিতেই বাবলু বলল, "হ্যালো, পুলিশ স্টেশন...।"

ওদিক থেকে উত্তর আসতেই বাবলু পরিচয় দিয়ে পুলিশকে দ্রুত এখানে আসতে বলল। একটু পরেই পুলিশ যখন এল, তখন রোদ উঠে ঝলমল করছে চারদিক।

বাবলু আগাগোড়া সব কথা খুলে বলল পুলিশকে।

সব শুনে পুলিশ অফিসার বললেন, "তোমরা যা বললে তা নিয়ে তো দেখছি রীতিমতো একটা ক্রাইম উপন্যাস তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাপার হল গিয়ে, এতসব কাণ্ডের পরও ওরা কি তোমাদের বন্ধু বা বিশ্বরূপকে মুঙ্গেরে রাখবে? মনে হয়, না।"

বাবলু বলল, "তবু আমরা হাল ছাড়ব না। আমরা মুঙ্গের যাব এবং শহর তোলপাড় করে খোঁজ করব ওদের।"

"ঠিক আছে। মি. এক্স-এর ব্যাপারে আমরাও কড়া নজর রাখছি।"

এর পর পুলিশ ঘরের ভেতর থেকে সন্ন্যাসী হাজরার মৃতদেহ বের করে বাগানের মাটি খুঁড়ে হাজারির লাশ উদ্ধার করল।

পুলিশের কাজ পুলিশ করতে থাকলে বাবলু ঈশিতাকে বলল, "বাবার মৃত্যুতে আপনি খুবই ভেঙে

পড়েছেন দেখছি। এইটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দিদি, এতবড় বাড়িটাতে আপনি একা কী করে থাকবেন? তার চেয়ে চলুন না আমাদের সঙ্গে?"

"কোথায় যাব ভাই?"

"কেন, আমাদের বাড়িতে।"

"কিন্তু...।"

"এতে কিন্তুর কিছু নেই। বাড়ি তো এখন থেকে পুলিশ পাহারায় থাকবে। কাজেই নতুন করে চোর-ডাকাতের আবির্ভাব হবে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া আপনার মা এখন কোথায়, কী অবস্থায় আছেন তাও যখন জানা নেই...।"

"তবু আমার যাওয়া হবে না ভাই। আমাদের আত্মীয়স্বজনকে খবর দিতে হবে, তাঁরা আসবেন। বাবার দেহ সৎকারের ব্যাপার আছে। তোমরা বরং ফিরে যাও। তোমাদের বন্ধুর খোঁজ করো। পারলে উদ্ধার কোরো আমার ভাইকেও। আমি তোমাদের সুখবর শোনার আশায় অপেক্ষা করে রইলাম।" এই বলে এ-বাড়ির ফোন নম্বর বাবলুকে দিয়ে বাবলুর ফোন নম্বরটাও ক্যালেন্ডারের পাতায় লিখে রেখে বিদায় দিল সকলকে।

বাবলুরা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাইরে এসে পঞ্চুকে ডাকল। তারপর নির্বাক হয়ে শুরু করল পথচলা।

এই বাড়ির হত্যাকাণ্ডের ঘটনা তখন সবাই জেনে গেছে। তাই চারদিকেই চাপা গুঞ্জন। খবর পেয়ে বিলুর মামারাও ছুটে এলেন। বাবলুদের দেখেই বললেন, "কী ব্যাপার বাবলু?"

বাবলু বলল, "ব্যাপার মোটেই সুবিধের নয় মামাবাবু। তবে মি. এক্স-এর মৌচাকে একটা ঢিল পড়েছে, এইটুকুই শুধুই বলতে পারি।"

"কে মি. এক্স?"

"পরে সব বলব। এখন মহাবীর প্রসাদের গদিটা আমাদের একটু চিনিয়ে দিন তো।"

বিলুর মামা দূর থেকে দেখিয়ে দিলেন বাড়িটা।

একটা পুরনো ধরনের কড়ি-বরগা দেওয়া দোতলা বাড়ির নীচের তলায় মহাবীর প্রসাদের গদি। বাবলুরা সেখানে যেতেই প্রবীণ শর্মাজি, যিনি এইখানকার সবকিছু দেখাশোনা করেন, তিনি চশমার ফাঁক দিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ক্যা ম্যাংতা? কাকে চাই?"

"আমরা প্রসাদজির খবর নিতে এসেছি।"

"উনি বাড়িতে নেই।"

"কোথায় গেছেন?"

"কাল রাতে মুলুক চলে গেছেন।"

বাবলুরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল পরস্পরের।

শর্মাজি বললেন, "আউর কুছ?"

"উনি কি হাজরামশাইকে মার্ডার করেই মুলুক চলে গেলেন?"

শর্মাজি এবার একটু যেন রেগে গিয়েই বললেন, "তোমরা কারা?"

বাবলু বলল, "আমাদের পরিচয় না জানাই ভাল।"

"তার মানে?"

"আমাদের পরিচয় পেলে আপনাদের রাতের ঘুম চলে যাবে।"

শর্মাজি অবাক চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বাবলু বলল, "ঠিক করে বলুন প্রসাদজি কোথায়?"

শর্মাজি বললেন, "আমি কুছু না জানে। তুমি সব যাও বাবা। উনি তো হাজরামশাইকে নিয়ে নার্সিংহোমে গেলেন। তবে কাল রাতে গেছেন, আজ এখনও ফেরেননি।"

"তা হলে পুলিশে খবর দেননি কেন?"

"এর ভেতরে আবার পুলিশ আসে কোত্থেকে। হয়তো একটু পরেই উনি এসে পড়বেন।"

বাবলু বলল, "যাকে নিয়ে উনি নার্সিংহোমে গিয়েছিলেন, সেই সন্ন্যাসী হাজরার লাশ এখন তাঁর বাড়িতে পড়ে আছে। এই খুনের কাজটা কি আপনার মনিবই লোক দিয়ে করিয়েছেন, না ওঁর অবস্থাও ওইরকমই কিছু একটা হয়েছে?"

শর্মাজি বললেন, "হামি কুছু জানি না।"

"ওঁর পরিবারের লোকজন কোথায় থাকেন?"

"বিহারে। ভাগলপুরের কাছে মান্দার-হিল আছে, সেইখানে।"
"কে-কে আছেন ওঁর বাড়িতে?"
"ছেলে, বউ সবাই আছে।"
"কয় ছেলে বাবুর?"
"দুই ছেলে। নাতি-নাতনি আছে।"
"ছেলেরা কী করে?"
"এক ছেলে জমিজমা দেখাশোনা করে, আর-এক ছেলের বিজনেস।"
"কীসের বিজনেস?"
"শুনেছি ঘিউ-এর ব্যবসা করে।"

বাবলু কথা বলতে-বলতেই এদিক-সেদিক তাকাচ্ছিল। হঠাৎ নজর পড়ল ঘরের কোণে রাখা একটা ছোট্ট টি-টেবিলের দিকে। তার ওপরে রাখা একটা ডায়ালহীন ফোনের রিসিভার সযত্নে রাখা আছে। বাবলু সেটা তুলে নিয়েই বলল, "আচ্ছা শর্মাজি, এই ফোনে আমার বাড়িতে যোগাযোগ করা যাবে?"

শর্মাজি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, "আরে, ইয়ে টেলিফোন নেহি বাবা। কলিং-বেল। ইসমে প্রাইভেট বাতচিৎ হোতা।"

বাবলু বলল, "সে আবার কীরকম!"

শর্মাজি বললেন, "বাবু যখন ওপরে থাকেন, তখন এই রিসিভার ওঠালেই ওখানে বেল বেজে ওঠে। তখন এই ফোনেই বাতচিৎ হয়।"

বাবলু বলল, "ও, আচ্ছা! এটা খুব অভিনব ব্যবস্থা তো! তা ওপরের ঘরে এখন কে আছে?"
"কেউ নেই। ঘরে তো তালা দেওয়া।"
"আমি কিন্তু রিসিভার ওঠানোর সঙ্গে-সঙ্গেই কোনও একজনের অস্তিত্ব অনুভব করেছি।"
"অসম্ভব। ইয়ে কভি নেহি হো সকতা।"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই দুম করে একটা শব্দ। আর সেইসঙ্গে গোটা ঘর ভরে উঠল টিয়ার গ্যাসের মতো ধোঁয়ায়। পরক্ষণেই মনে হল ভারী পায়ের শব্দ তুলে কে যেন ঝড়ের বেগে চলে গেল ঘর থেকে। অর্থাৎ কোনও একজন ধারেকাছেই ছিল। সুযোগ বুঝে কেটে পড়ল। কিন্তু কে? কে এই দিবালোকের আগন্তুক? পঞ্চু তখন বিকট শব্দে ভৌ-ভৌ করে তাড়া করেছে তাকে।

অনেক পরে পঞ্চু যখন খোঁড়াতে-খোঁড়াতে ফিরে এল, তখন ওর মুখে একটা লাল রুমাল। সেই রুমালের এককোণে ছোট্ট করে লেখা আছে, 'মি. এক্স'।

কাঁদানে গ্যাসের মতো ধোঁয়ার ভাবটা তখন কেটে গেছে।

বাবলু শর্মাজিকে বলল, "এবার তা হলে পুলিশ ডাকি?"

শর্মাজি বললেন, "নিশ্চয়ই। তবে আমি সামান্য কর্মচারী। এইসব ব্যাপারের কিছুই জানি না।"
"কিন্তু আপনি মিথ্যে কথা বললেন কেন যে, ওপরে কেউ নেই?"
"তাই তো জানতাম। লেকিন...।"
"চলুন তো, গিয়ে দেখি।"

শর্মাজি ওপরের ঘরের চাবি নিয়ে ভেতরের দরজা দিয়ে ওপরে উঠলেন।

বাবলুরাও চলল সঙ্গে।

প্রসাদজির ঘরে তালা দেওয়া ছিল। শর্মাজি সেই তালা খুলে বললেন, "এবার দ্যাখো।"

কিন্তু কী দেখবে? দেখবেটা কী? এই দেখবার জন্যই কি এখানে আসা? কী ভয়ানক কাণ্ড!

শর্মাজি চিৎকার করে উঠলেন, "খুন! খুন!"

বাবলুরা দেখল, মহাবীর প্রসাদের দেহটা ছুরির ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত করে ঘরের মেঝেয় ফেলে রেখেছে কেউ।

বাবলু বলল, "স্ট্রেঞ্জ!"

শর্মাজি বললেন, "তোমরা বিশোয়াস করো বাবা, হামি এইসবের কুছু জানে না।"

বাবলু বলল, "যা বলবার পুলিশকে বলবেন।"

ভোম্বল তখন চট করে সন্ন্যাসী হাজরার বাড়িতে গিয়ে পুলিশকে খবর দিয়ে এল।

কী ভয়ানক হত্যাকাণ্ড!

পর-পর এত খুনের ঘটনায় বিচলিত হয়ে পড়ল বাবলুরা। তবে কি বিলুকে আর উদ্ধার করা যাবে না?

ওরা আর-এক মুহূর্তও দেরি না করে বড় রাস্তায় এসে ট্যাক্সি ধরল। ট্যাক্সি হাওড়া অবধি যাবে না। শুধু ধর্মতলা পর্যন্ত। ওরা তাতেই রাজি হয়ে গেল। ধর্মতলায় পৌঁছলে আর কোনও চিন্তা নেই। কিছু না হোক, লঞ্চ তো আছে। যেভাবেই হোক, আজ দুপুরের মধ্যে বাড়ি পৌঁছলে রাতের গাড়িতে রওনা দেবে ওরা। মি. এক্স তার জাল এবার গোটাবেই। আর সেইজন্যই প্রমাণ লোপের খেলায় এই হত্যালীলায় মেতে উঠেছে সে। বিলু এবং বিশ্বরূপকেও সে ছাড়বে না। মি. এক্স যেরকম নৃশংস, তাতে ওর অসাধ্য কিছুই নেই। কিন্তু মি. এক্স প্রসাদজির এখানে কী করছিল? তবে কি প্রসাদজিও তার দলের লোক? এই ঘরে বসেই কি মি. এক্স সবার অলক্ষ্যে তার কাজকর্ম চালিয়ে যেত? এইরকম একটা কিছুর আঁচ পেয়েই কি মি. এক্স ওত পেতে ছিল এখানে? সাধুচরণকে উদ্ধার, সন্ন্যাসী হাজরাকে খুন, প্রসাদজিকে নির্মমভাবে হত্যা, এসব তা হলে তারই পরিকল্পনায়? কিন্তু ঈশিতাদির মা? তিনি এখন কোথায়, কী অবস্থায় আছেন? বাবলু আর কিছুই ভাবতে পারল না। প্রকাশ্য দিবালোকে যেভাবে চোখে ধোঁয়া দিয়ে পালাল এক্স, তা সত্যই বিস্ময়কর! বিশেষ করে, পঞ্চুর নজর এড়িয়ে। বাবলুর মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। ওর মনে হল, এই রহস্যের মায়াজাল শুধু অন্ধকারে নয়, ঘনঘোর অন্ধকারে ঢাকা।

॥ ৯ ॥

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ফিরে এল, অথচ বিলু এল না। এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কীই-বা হতে পারে? বিলুর মা-বাবার মনের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেল। তাঁরা অনেক আশা করেছিলেন, কিন্তু হতাশ হলেন।

বাবলুর মা বললেন, "কী ব্যাপার রে! তোদের অভিযান তো এইভাবে ব্যর্থ হয়নি কখনও?"

বাবলু বলল, "তুমি আশীর্বাদ করো মা, আমাদের এইবারের অভিযান যেন সত্যই ব্যর্থ না হয়। বিলুর ব্যাপারে আমরা অনেকদূর এগিয়েছি।" বলে গোপাকে দেখিয়ে বলল, "এই অসহায় মেয়েটাকে ওদের কবলমুক্ত করেছি। যদিও এ-কৃতিত্ব আমাদের নয়, লালুদার, তবুও মেয়েটা উদ্ধার তো হয়েছে।"

গোপা বলল, "আমি তো তোমাদের অবলম্বন করেই বুক বেঁধেছি। এতক্ষণ তোমাদের সঙ্গে রইলাম। তোমরা না থাকলে হয়তো আবার আমি ওদের খপ্পরে পড়ে যেতাম।"

মা বললেন, "আর তোমার কোনও ভয় নেই মা। কোথায় বাড়ি তোমার?"

গোপা বলল, "ভাগলপুর।"

বাবলু বলল, "এ এক কঠিন চক্র। এর জাল অর্ধেক ছিঁড়েছি। বাকিটাও ছিঁড়ে দেব।"

মা ভয়ে ভয়ে বললেন, "তোরা কীভাবে কী করবি তা হলে?"

"আজ রাতের গাড়িতেই আমরা মুঙ্গের যাব।"

"মুঙ্গের? শুনেছি সে-জায়গা ভাল নয়। প্রায়ই দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়।"

"হোক না, দাঙ্গা তো কলকাতাতেও হয়। তা ছাড়া বিলুকে উদ্ধার করতে ওখানে আমাদের যেতেই হবে।"

"কিন্তু তোরা কি জানিস সে কোথায়, কীভাবে আছে?"

"ঠিক খুঁজে বের করে নেব।"

"সবাই বলে, পাহাড়-পর্বতে ঘেরা দেশ। গরম জলের কুণ্ড-ফুণ্ড কীসব যেন আছে।"

"থাকুক না। মুঙ্গের ঘিঞ্জি শহর। তবে কলকাতার মতো এত বড় শহর নয়। তা ছাড়া শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, শত্রুপক্ষই হয়তো আমাদের জব্দ করতে গিয়ে ওদের অজান্তে ওদের ডেরা চিনিয়ে দিয়েছে আমাদের।"

"সে আবার কী?"

"হ্যাঁ, এইরকমই হয়। একসঙ্গে আমাদের দেখলেই ওরা হয় পিছু নেবে, নয়তো আক্রমণ করবে আমাদের। আর সেই হবে আমাদের সুবর্ণ সুযোগ।"

মা'র সঙ্গে কথা বলে বাবলু প্রত্যেককেই আজ রাতের এই অভিযানের জন্য তৈরি হতে বলল। তারপর টাইম টেবল দেখে কীভাবে কোন গাড়িতে যাবে না-যাবে, ঠিক করতে লাগল।

বাবলুর মা এক ডিশ করে গাজরের হালুয়া খেতে দিলেন সকলকে। গাওয়া ঘি দিয়ে তৈরি সেই হালুয়া খেতে খেতে গোপা বলল, "তোমরা কী যে এতসব জল্পনা-কল্পনা করছ, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কেন, আমি কি এখানে নেই?"

বাবলু বলল, "তাই তো, এই যাওয়ার ব্যাপারে তুমিই তো আমাদের হেল্প করতে পারো।"

ভোম্বল বলল, "মাই গড। গোপা যে ভাগলপুরের মেয়ে, এ-কথা আমরা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম।"

বাবলু বলল, "এবারে গোপাই বলুক, কীভাবে ওখানে যাওয়া যায়। ওর চেয়ে ভাল গাইড তো আমাদের আর কেউ নেই।"

গোপা বলল, "শোনো তবে, মুঙ্গের যেতে হলে প্রথমেই তোমাদের যেতে হবে জামালপুর। জামালপুর অবশ্য কয়েকটা আছে। তোমাদের বর্ধমান জেলাতেই আছে দু'-তিনটে। কিন্তু এ হচ্ছে বিহারের জামালপুর। বিখ্যাত জায়গা। আর অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানকার কালীপাহাড়ের সৌন্দর্য যে না দেখেছে, সে কিছুতেই বুঝতে পারবে না এইসব অঞ্চল প্রকৃতির শোভায় কতখানি অপরূপ!"

বাবলু বলল, "কালীপাহাড়ির নাম শুনেছি বটে। ওপরে মা-কালীর মন্দির আছে। আমার এক বন্ধুর বাবা রেল চাকরি করতেন। ওইখানে বদলি হয়েছিলেন তিন বছরের জন্য।"

গোপা বলল, "তা হলে তো জামালপুরের ব্যাপারে কিছু তুমি জানোই। তবে এখন অবশ্য আধুনিক সভ্যতা ধীরে-ধীরে গ্রাস করছে এই কালীপাহাড়কে। ডিনামাইট দিয়ে ধসিয়ে কী যাচ্ছেতাই কাণ্ডই না করছে! পাহাড়ের গায়ে কুষ্ঠর মতো ক্ষত এখন দগদগ করছে।"

"কালীপাহাড়ের কথা থাক, এখন বলো মুঙ্গের কীভাবে যাব?"

"হ্যাঁ, ওই জামালপুরে ট্রেন থেকে নেমেই দেখবে সারি সারি ট্রেকার মুঙ্গের যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। মাথাপিছু ভাড়া মাত্র দু'টাকা। মিনিটে মিনিটে সার্ভিস।"

"তা হলে আমরা কোন ট্রেনে যাব জামালপুর?"

"ট্রেন আছে বেশ কয়েকটা। যেমন, শিয়ালদহ থেকে আছে মুঘলসরাই এক্সপ্রেস, সেটা আগে দিল্লি পর্যন্ত যেত, নাম ছিল আপার ইন্ডিয়া। আর আছে হাওড়া থেকে দানাপুর ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার। জামালপুর এক্সপ্রেস। তোমাদের পক্ষে জামালপুর এক্সপ্রেসেই যাওয়া ঠিক হবে। তার কারণ, মুঘলসরাই এক্সপ্রেস ধরতে গেলে তোমাদের যেতে হবে শিয়ালদহে। দূরে যায় বলে ট্রেনে ভিড়ও বেশি। কিন্তু জামালপুর এক্সপ্রেসে জায়গা তোমরা পাবেই।"

বাবলু বলল, "তবে তো কথাই নেই। আমি এখনই একবার ভোম্বলকে নিয়ে চলে যাই হাওড়া স্টেশনে। আজই রাতের গাড়িতে যদি রিজার্ভেশনটা পেয়ে যাই ভাল, না-হলে বিনা রিজার্ভেশনেই চলে যাব আজ।"

"এক রাতের রাস্তা। কোনও অসুবিধে নেই। আমরা তো কতবার বিনা রিজার্ভেশনে গেছি।"

বাচ্চু-বিচ্ছুকে গোপার সঙ্গে গল্প করতে বলে বাবলু ভোম্বলকে নিয়ে যখন টিকিট কাটতে যাওয়ার উপক্রম করছে, সেই সময় টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠল।

বাবলু ফোন ধরে বলল, "হ্যালো!"

"পাণ্ডব গোয়েন্দা?"

"হ্যাঁ। আমি বাবলু বলছি। আপনি কে?"

"আমি ঈশিতাদি। আমার মাকে পুলিশ উদ্ধার করেছে। উনি মাথায় আঘাত পেয়েছেন খুব। তবে আমাদের ড্রাইভারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গাড়িটা পড়ে আছে বিষ্টুপুরের খালে।"

"যাই হোক, আপনি মায়ের সেবাযত্ন করুন। আমরা রাতের গাড়িতেই জামালপুরে যাচ্ছি। তবে ঈশিতাদি, একটা ভুল হয়ে গেছে আমাদের। তখন তাড়াহুড়োয় মনে ছিল না, আপনার ভাই বিশ্বরূপের একটা ফটো চাই যে!"

"ফটো চাই? এ আর এমনকী কথা? আমি কাউকে দিয়ে স্টেশনেই ফটো পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমাদের।"

বাবলু বলল, "ধন্যবাদ। খুব ভাল হয় তা হলে।" বলে ভোম্বলকে নিয়ে চলে গেল ট্রেনের টিকিট কাটতে।

হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ওরা দেখল, গোপার কথাই ঠিক। অর্থাৎ ফর্ম ভরে কাউন্টারে জমা দিতেই কম্পিউটারে টিকিট এসে গেল। পাঁচজনের পাঁচটা বার্থই পাওয়া গেছে। তার মধ্যে দুটো আপার বার্থ বাবলু ও ভোম্বল নেবে। আর আছে লোয়ার মিডল করে তিনটে বার্থ। বাচ্চু, বিচ্ছু ও গোপার। পঞ্চু থাকবে সিটের নীচে।

রাত দশটা পাঁচে হাওড়া থেকে জামালপুর এক্সপ্রেস ছাড়বার সময়। বাবলুরা তার অনেক আগে থেকেই স্টেশনে এসে বসে ছিল। ঘরে না থেকে স্টেশনে এলে সময়টা খুব তাড়াতাড়ি কেটে যায়। গোপার মনেও আনন্দ তাই ধরে না। কতদিন পরে এই ট্রেনে চেপে বাড়ির দিকে যাচ্ছে সে। ওকে দেখে নিশ্চয়ই ওর বাবা-মা আকাশের চাঁদ হাতে পাবেন। যাত্রা এখন শুভ হোক।

ট্রেন এলে বাবলুরা অন্য যাত্রীদের মতো তাড়াহুড়ো করল না। পঞ্চু তো আবার এককাঠি বাড়া। ও অবশ্য সবার আগেই ওঠবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বাবলু ওকে উঠতে দিল না। সকলের ওঠা শেষ হলে ও সবাইকে নিয়ে ধীরে-ধীরে উঠল। তারপর গেটের কাছে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, যদি ঈশিতাদির কাছ থেকে কেউ আসে বিশ্বরূপের ফটো নিয়ে। কিন্তু এল না কেউ।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার বল তো?"

ভোম্বল বলল, "কীসের কী?"

"ফটো নিয়ে কেউ এল না কেন?"

"না আসুক। ট্রেন ছাড়লেই শোওয়ার ব্যবস্থাটা আগে দেখ। ঘুম পাচ্ছে আমার।"

এত রাতে ট্রেন, অনেক যাত্রী তাই বার্থ সাজিয়ে শোওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগল। বসে থাকার লোক কেউ নেই বললেই হয়।

হঠাৎ ওদের পাশের সাইড লোয়ারে এমন একজনকে বসে থাকতে দেখল, যাকে দেখেই বাবলুর কপাল কুঁচকে গেল। ভোম্বলকে সে ইশারায় বলল, "ভোম্বল, চেয়ে দ্যাখ।"

ভোম্বল চাপা গলায় বলল, "দেখলাম।"

"চিনতে পারছিস?"

"না। মুখটা খুব চেনা চেনা লাগছে। কিন্তু কোথায় যে দেখেছি, মনে করতে পারছি না।"

বাবলু বলল, "আমিও।"

"তা হলে যেতে দে।"

"তা না হয় দিলাম। কিন্তু এ যে সারারাতের শিরঃপীড়া হয়ে রইল।"

এমন সময় আর-এক যাত্রী এসে বসে-থাকা লোকটিকে বললেন, "আপনি বোধ হয় ভুল করেছেন। এটা আমার বার্থ।"

লোকটি বলল, "আপনার নাম লিখা আছে নাকি বার্থে?"

"বার্থে নাম লেখা না থাকলেও চার্টে তো আছে।"

লোকটি গরম হয়ে বলল, "তা হলে আপনার বার্থ নিয়ে আপনি স্বর্গে যান। ডেলি প্যাসেঞ্জারকে একটু বসতে দিবেন না?"

যাত্রী ভদ্রলোক রেগে বললেন, "না, দেব না। সিট ছাড়ুন বলছি।"

লোকটি আরও গরম হয়ে বলে, "এটা কি আপনার পৈতৃক বার্থ যে, দিবেন না?"

ভোম্বল তো একটুতেই মাথা গরম করে, তাই আর থাকতে পারল না। বার্থের ওপর থেকে লাফিয়ে নামল ঝগড়া করবে বলে, "তবে রে স্টুপিড। বাপ তোলানো?"

যাত্রী ভদ্রলোক রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "দেখলেন? দেখলেন তো, কীরকম অসভ্যের মতন কথাবার্তা বলছে।"

বাবলু মধ্যস্থ হওয়ার জন্য ভোম্বলকে থামিয়ে লোকটিকে বলল, "আপনি যখন ডেলি প্যাসেঞ্জার, তখন এই বার্থ আপনাকে ছাড়তে হবে।"

ভোম্বল বলল, "আপনার তো রিজার্ভেশনই নেই। তা হলে কেন বসেছেন অন্যের বার্থে? উঠুন বলছি।"

লোকটি বলল, "থোড়া দূর যানা হ্যায় বাবা। ওইসব রিজার্ভেশন কি চক্করমে হামলোক কিঁউ পড়ে?"

বাবলু বলল, "কতদূরে যাবেন আপনি?"

"বারডোয়ান।"

যাঁর বার্থ, তিনি এবার জোর করে বার্থের দখল নিয়ে বললেন, "বারডোয়ান? বারডোয়ান আবার কী? বর্ধমান বলো। বর্ধমান গেলে অনেক ট্রেন আছে। সেই ট্রেনে যাও। এই গাড়িতে নয়। গেট আউট।"

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি কীসে যাব না-যাব হামি বুঝবে। আপনি হিংসা করে আমাকে বসতে দিবেন না, এই কথাটা বোলেন। আমি অন্য জায়গায় বসছি।" বলে যেই না বিচ্ছুর বার্থে বসতে গেল, পঞ্চু অমনই খ্যাঁক করে উঠল।

ম্যাজিক তখন দেখে কে? ভয়ের চোটে এমন একটা লাফ মারল বাছাধন যে, ওপরের বার্থটা মাথায় ঠুকে ফুলে উঠল এতখানি। রাগে চোখদুটো লাল করে লোকটি সরে দাঁড়াল একপাশে।

ট্রেন ছাড়ল। কোচ অ্যাটেনডেন্ট এসে সকলের টিকিট পরীক্ষা করে লোকটিকে বললেন, "আপনি কোথায় যাবেন? টিকিট দেখি?"

"মাস্থলি আছে।"

"সেটা দেখাতে হবে তো। তা ছাড়া মাস্থলি নিয়ে রাতদুপুরে রিজার্ভ কম্পার্টমেন্টে ঢুকেছেন কেন? কাকে বলে উঠেছেন? যান, গেটের কাছে চলে যান।"

লোকটি গেলও না, মান্থলিও দেখাল না। একবার এদিক-সেদিক করে কামরার মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে ঝোলা-ব্যাগ থেকে একটা হিন্দি খবরের কাগজ বের করে পড়তে লাগল। টিকিট-পরীক্ষক কড়া নজরে লোকটির দিকে তাকিয়ে অন্যের টিকিট পরীক্ষা করতে লাগলেন।

অন্য যাত্রীরা তখন ওদিকে আর নজর দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন মনে না করে যে যার বার্থে শুয়ে ঘুমোতে লাগলেন।

বাচ্চু, বিচ্ছু, গোপা সবাই ঘুমোল। ভোম্বলের নাক ডাকছে রীতিমত। জেগে আছে শুধু বাবলু আর পঞ্চু। পঞ্চু সিটের নীচে শুয়েও একচোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে লোকটির দিকে। বাবলুর চোখে ঘুম নেই। কেন কে জানে, লোকটিকে দেখার পর থেকেই ও একটা অন্য কিছুর গন্ধ পেয়েছে। তাই ঘুম এলেও সে ঘুমোবে না। অন্তত বর্ধমান পর্যন্ত। লোকটি যতক্ষণ না নামে, ততক্ষণ তাকে সজাগ থাকতে হবেই। এই লোককে বিশ্বাস নেই। বাবলুর বারবার মনে হচ্ছে লোকটির অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে। এবং কোথায় যেন দেখেছে ওকে।

ট্রেন প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে তখন।

হঠাৎ একসময় বাবলু দেখল, লোকটি এদিক-সেদিক একবার তাকিয়ে কার যেন একটা বড় ভি আই পি সুটকেস টেনে নিজের পায়ের কাছে আনল। তারপর আর-একজনের।

পঞ্চু ঘাড় কাত করে বাবলুর দিকে তাকিয়ে দেখল একবার।

বাবলু ইশারায় ওকে চুপ থাকতে বলল।

একটু পরেই আঠারো-কুড়ি বছরের একটি ছেলে এসে যোগ দিল ওর সঙ্গে।

মুহূর্তে বাবলুর দুটো চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল। এইবার মনে পড়েছে। এই তো সেদিনের কথা। এই তো সেই লোক। যে কিনা বাহান্ন নম্বর বাসে "পকেটমার, পকেটমার" করে চেঁচিয়ে একজন নিরীহ মানুষকে জনতার হাতে মার খাইয়ে নিজে তার সর্বস্ব নিয়ে কেটে পড়েছিল।

বাবলু আর থাকতে না পেরে উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল, "প্যাসেঞ্জার হুঁশিয়ার!"

আর সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার করে পঞ্চু গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই ছেলেটির ওপর। ছেলেটি তখন ভি আই পি সুটকেসটা নিয়ে কেটে পড়বার তাল করছিল।

বাবলু ও পঞ্চুর চিৎকারে ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, গোপা এবং অন্য যাত্রীদের তখন সুখনিদ্রা ভেঙে গেছে। ভীত-সন্ত্রস্ত যাত্রীরা জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে, কী হয়েছে ভাই?"

বাবলু বলল, "ধরুন এই শয়তানটাকে। ঘোড়েল থিপ একটা। আমি অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ করছি, ব্যাটা টুকটাক করে এর-ওর জিনিস সরিয়ে নিজের কাছে রাখছে। আর ওই ছেলেটা হচ্ছে ওরই লোক।"

লোকটি চেঁচিয়ে উঠল, "ঝুটা বাত মাত বোলো।"

বাবলু বলল, "ঝুটা বাত? তা হলে এই জিনিসগুলোর কি পা গজাল, না হাওয়ায় উড়ে এল এখানে?"

"কী করে এল, তার হামি কী জানে? আমার নাম আছে ধর্মরাজ ভুসিমাল। আমি ওসব চোরিওরির মধ্যে থাকে না। এই লেড়কা মাল চোরি করেছে। কুছু করনা চাহো তো ওর নাটবল্টু ঢিলা করে দাও।"

ছেলেটি কেঁদে বলল, "আমার কী দোষ আছে বাবু, আমি গরিব লোক। এই লালাজি আমাকে দিয়ে এইসব কাজ করায়।"

ভোম্বল তখন ঠাস করে একটা চড় মেরেছে ছেলেটির গালে। বলল, "লালাজি এইসব করায়? আর তুমি খুব সাধু, না? কাজটা যে খারাপ, সেটা জানতে না বুঝি? তোমাদের দু'জনকেই পুলিশে দেব আজ।"

ধর্মরাজ ভুসিমাল সেই ফাঁকে দিব্যি কেটে পড়বার তাল করছিল। কিন্তু পঞ্চুর নজর এড়িয়ে যাবে কোথায়? পঞ্চু একেবারে ছুটে গিয়ে তার কাছা ধরে এমন টান দিল যে, মুখ থুবড়ে দড়াম করে পড়ে গেল সে। ততক্ষণে সমস্ত যাত্রী এক হয়ে ধরে ফেলেছে ভুসিমালকে। তারপর সবাই মিলে সে কী মার! পাবলিকের মার তো যেমন-তেমন মার নয়, এর নাম আড়ং ধোলাই। কিল, চড়, লাথি, ঘুষিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই কাহিল হয়ে পড়ল ভুসিমাল। ওর শাগরেদ ছেলেটিকেও দেওয়া হল ঘা-কতক।

অবস্থার গুরুত্ব বুঝে কোচ অ্যাটেনডেন্ট এলেন।

ট্রেন তখন শ্লথ গতিতে বর্ধমান স্টেশনে এসে থামল।

ভুসিমাল এবং তার শাগরেদকে জি আর পি-র হাতে তুলে দেওয়ার পর বাবলু এই লোকের ব্যাপারে সব কথা খুলে বলল পুলিশকে। এমনকী, এও বলল, হাওড়া পুলিশও সেদিনের সেই ব্ল্যাকমেলের ব্যাপারে লোকটিকে খুঁজছে। অতএব তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেই যেন এর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, সেই মৃত যুবকের বোনের বিয়ের জন্য তুলে আনা আত্মসাৎ করা সব টাকাই উদ্ধার করতে হবে এর কাছ থেকে।

ট্রেন ছাড়ল।

সব যাত্রী আবার শুয়ে পড়ল যে-যার বার্থে।

বাবলুও ওর বার্থে শুয়ে সেই মৃত যুবকের ব্যাপারে কত কী চিন্তা করতে লাগল। তার সেই করুণ মুখখানি এখনও যেন চোখের সামনে ভাসছে। শুধু বিলুর ব্যাপারে মাথা ঘামাতে গিয়ে ওর কথা একদম ভুলে গিয়েছিল সে। এখন সেই টাকা উদ্ধার হলে ওর মায়ের হাতে তুলে দিয়ে আসতে পারলে তবেই ওর দায়িত্ব শেষ। ধরা যখন পড়েছে লোকটা, তখন টাকাগুলো কি উদ্ধার হবে না? নিশ্চয়ই হবে। বাবলুর দু'চোখ জুড়ে ঘুম নেমে এল। একটু একটু করে একসময় গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

ঘুম যখন ভাঙল, জামালপুর এক্সপ্রেস তখন সাহেবগঞ্জ স্টেশনে এসে থেমেছে। প্রকৃতিপ্রেমিক বাবলুর চোখে সাহেবগঞ্জের প্রাকৃতিক পরিবেশ অনবদ্য মনে হল। কী চমৎকার বড়সড় একটা পাহাড়ের কোলে স্টেশনটা।

বাবলু ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মের চাঅলার কাছ থেকে এক কাপ চা নিয়ে যেই না মুখে দিয়েছে, অমনই ভোম্বল জানলার কাছ থেকে চেঁচিয়ে বলল, "আমার চা কই?"

বাবলু হেসে বলল, "তুই উঠে পড়েছিস?"

"আমরা সবাই উঠে পড়েছি।"

বাচ্চু, বিচ্ছু, গোপা, প্রত্যেককেই দেখা গেল তখন। গোপা বলল, "আমরা নামব? ট্রেন কিন্তু এখানে অনেকক্ষণ থামবে।"

"নামো তা হলে।"

একমাত্র পঞ্চু ছাড়া সবাই নেমে পড়ল প্ল্যাটফর্মে।

বাবলু পঞ্চুর জন্য গরম কচুরি দুটো এগিয়ে দিয়ে সকলকেই চা খাওয়াল। কী কনকনে ঠান্ডা জায়গাটা! শীতের রোদ চারদিকে লুটিয়ে পড়লেও ঠান্ডা কমেনি। এরা সকলেই যদিও শীতের পোশাক পরে আছে, তবু বিহারের শীত তো! কনকন করছে। ভালও লাগছে।

প্রায় মিনিট কুড়ি থেমে থাকার পর সিগন্যাল দিতেই ওরা উঠে পড়ল গাড়িতে। ট্রেন ছাড়ল। এক দীর্ঘ টানা পাহাড়ের গা ঘেঁষে ছুটতে লাগল ট্রেন। ওরা সবাই জানলার ধারে হুমড়ি খেয়ে পাহাড় ও প্রকৃতি দেখতে লাগল। কী চমৎকার দৃশ্য চারদিকে!

বাবলু বলল, "সাহেবগঞ্জের নাম শুনেছি এর আগে। কিন্তু জায়গাটা যে এত ভাল, তা জানতাম না। দু'-চারদিনের জন্য এখানে বেড়াতে এলে তো দিব্যি পাহাড় দেখা যায়।"

বিচ্ছু বলল, "একবার আসবে বাবলুদা?"

বাবলু বলল, "আসতে হবে। বিলুটাকে আগে উদ্ধার করি। তারপর সবাই মিলে দল বেঁধে এখানে আসব বেড়াতে। কী সুন্দর জায়গা! এখানকার বন-পাহাড় তোলপাড় করে চষে বেড়াব চারদিক।"

ভোম্বল বলল, "জামালপুর আর ক'টা স্টেশন?"

গোপা বলল, "তা বেশ কয়েকটা। এখনও ঘণ্টা চারেকের জার্নি। এর পর পিরপৈঁতি, কহলগাঁও, ভাগলপুর, সুলতানগঞ্জ, কল্যাণপুর, জামালপুর।"

"তা হলে তো অনেক দেরি। কিন্তু এখনই যে...।"

বাবলু বলল, "পেটটা চুঁইচুঁই করছে এই তো? ভাগলপুর আসুক। ওখানে গেলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

সাহেবগঞ্জে অনেক যাত্রী নেমে যাওয়ায় বগিটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। তাই ওরা দিব্যি হাত-পা ছড়িয়ে গল্প করতে করতে ট্রেন জার্নি করতে লাগল অলসভাবে।

যথাসময়ে ট্রেন এসে থামল ভাগলপুরে। সব যাত্রী এখানে নেমে গেল প্রায়।

খাঁচার ভেতরের পাখিটা যেমন বেরোবার জন্য ছটফট করে, গোপারও মনের পাখিটা ঠিক সেইরকমই করতে লাগল। বাবলুর অবশ্য নজর এড়াল না তা। ও আড়চোখে গোপার মুখখানা একবার দেখে নিল শুধু।

তারপর সবাই নামলে ওরাও নামল প্ল্যাটফর্মে। বেশ সাজানো-গোছানো স্টেশন।

গোপা বলল, "সত্যি, কতদিন পরে যে নিজের দেশে এলাম। বাড়ির জন্য মনটা ভীষণ ছটফট করছে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি ছুটে গিয়ে মা-বাবাকে দেখাটা দিয়ে আসি। আমি যে কখনও ফিরে আসব, এমন আশা ওঁরা ছেড়েই দিয়েছেন। আমাকে পেলে কী যে করবেন ওঁরা, তা ভাবতেও পারছি না।"

বাবলু বলল, "এখান থেকে কতদূরে তোমাদের বাড়ি?"

"খুব বেশি দূরে নয়। রিকশায় দশ মিনিট। হেঁটে যাওয়া যায়।"

"তোমাকে ছেড়ে দিলে একা যেতে পারবে তুমি?"

"কী যে বলো! এ আমার জন্মভূমি। এর প্রতিটি ধূলিকণা আমার চেনা। তবে তোমাদের ছেড়ে আমি যাব না। গেলে বেইমানি করা হবে। তোমরা আমার জন্য যা করেছ, তার তুলনা হয় না।"

বাবলু বলল, "তাতে কী, এ মানুষমাত্রেই করে থাকে। তবে আমার মনে হচ্ছে, আমাদের এই অভিযানে তোমাকে না জড়ানোই উচিত। তার কারণ, এইসব ব্যাপারে তুমি অভ্যস্ত নও। তা ছাড়া এখন মি. এক্স এবং সাধুচরণ—এই দুই শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে নতুন করে তোমারই যদি কোনও বিপদ হয়, তখন?"

"হয় হোক। একবার মরেছিলাম, না হয় আবার মরব।"

"এটা তুমি আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং আবেগের উচ্ছ্বাসে বলছ। ব্যাপারটা যত সোজা মনে করছ, তা নয়। অতএব এখন তোমাকে বাড়িই যেতে হবে।"

গোপার চোখদুটো ছলছলিয়ে উঠল। বলল, "তা না হয় যাব। কিন্তু আমাকে রেখে গেলে মুঙ্গেরে গিয়ে সেই ঘরটাকে তোমরা চিনবে কী করে, যেখানে আমাকে আটকে রেখেছিল?"

বাবলু এবার হেসে বলল, "সেই ঘর তুমি আমাদের চিনিয়ে দেবে। কেন না, তুমিও যাবে আমাদের সঙ্গে। তবে আজ আর আমরা কেউই মুঙ্গেরে যাচ্ছি না। আজ আমরা তোমাকে তোমার বাবা-মায়ের হাতে তুলে দিয়ে তবেই নিশ্চিন্ত হব। আজ তোমাদের বাড়িতে বিশ্রাম নিয়ে কাল ভোরে উঠে যা করবার, করব আমরা। তুমিও সঙ্গে থাকবে।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে এখন?"

"ঝোলাঝুলি গুছিয়ে পঞ্চুটাকেও নামিয়ে নিয়ে আয়।"

পঞ্চু জানলা দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ওদের দিকে। বাবলুর কথার মানে বুঝেই একটা ভল্ট খেয়ে লাফিয়ে নামল সে। তারপর দু'পায়ে খাড়া হয়ে সে কী আনন্দ!

গোপার আনন্দও ধরে না। সে বাচ্চু-বিচ্ছুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "ওঃ! কী ভাল যে হয় তা হলে। বাড়িতে শুধু একটিবার দেখা দেওয়া, তারপর তোমাদের সঙ্গে স্বর্গ-মর্ত্য এক করে দেব। ভাগলপুর, নাথনগর, সুলতানগঞ্জ, জামালপুর—এসব জায়গার পথঘাট আমার কিছু অজানা নয়। আমার চেয়ে ভাল গাইড তোমরা কিন্তু আর কাউকেই পাবে না, এই বলে দিলুম।"

ভোম্বল তখন ওদের ব্যাগ ইত্যাদি যা ছিল, নিয়ে চলে এসেছে। ওরা তো ট্রেন জার্নিতে বেশি লাগেজ করে না, ওদের অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় যা কিছু এবং পোশাক-আশাক ছাড়া বাড়তি কিছুই নেয় না ওরা। বাড়তি শুধু একটাই, সেটা হল পলিথিনের পাঁচ লিটারের একটা জলের জায়গা।

বাবলু বলল, "আজ তো আমরা ভাগলপুরে থাকছি। কাল সকালে এই গাড়িতেই জামালপুর যাব। তাই টিকিটটা একেবারে জমা না দিয়ে যদি এতে ব্রেকজার্নি লিখিয়ে নিই, তা হলে এই টিকিটেই কাল আমরা জামালপুর যেতে পারব।"

গোপা বলল, "এখান থেকে সরাসরি মুঙ্গের গেলে আর তো আমাদের জামালপুরে যাওয়ার দরকার নেই। এখান থেকে ঘন-ঘন বাস ছাড়ে মুঙ্গেরের। বাসে যাব আমরা।"

বাবলু বলল, "তবুও টিকিটটা থাক। কখন কী দরকার লাগে, কে বলতে পারে?" বলে গেটে দাঁড়ানো টি-সি-র কাছ থেকে ব্রেকজার্নি লিখিয়ে সকলকে নিয়ে বাইরে এল।

স্টেশনের বাইরে এসে গোপা নিজেই দুটো রিকশা ডেকে, উঠতে বলল সকলকে।

একটাতে বাচ্চু, বিচ্ছু, গোপা বসল। আর-একটাতে বসল বাবলু, ভোম্বল ও পঞ্চু।

রিকশা যখন জনবহুল রাস্তার ওপর দিয়ে ভেঁপু বাজিয়ে যাচ্ছে, তখন কয়েকজন পথচারী পঞ্চুকে দেখে হেসেই অস্থির। একজন আঙুল দেখিয়ে বলল, "ইয়ে দেখো, কৌন যাতা হ্যায়।"

পঞ্চু খুব রেগে গেল ওদের ব্যবহারে এবং ওই কথা শুনে। ওকে দেখে কেউ হাসাহাসি করলে বা আজেবাজে কথা বললে ও মোটেই সহ্য করতে পারে না। তাই রেগে গিয়ে 'ভ্যাক' করে একটা আওয়াজ দিল।

ভাগলপুর খুব ব্যস্ত শহর। ভাগলপুর শব্দের অর্থ 'সৌভাগ্যের শহর'। রিকশায় চেপে সেই সৌভাগ্যের শহরে ওরা যখন কিছুক্ষণের মধ্যেই গোপাদের বাড়ির কাছে এসে পৌঁছল, তখন গোপার বাবা সবে বাজারের থলিটি নিয়ে ঘরে ঢুকছেন। গোপাকে দেখে আনন্দের উচ্ছ্বাসে কী যে করবেন, কিছু ঠিক করতে পারলেন না তিনি। বাজারের থলি ফেলে দিয়ে ছুটে এসে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর আদরে, সোহাগে ভরিয়ে দিলেন মেয়েকে।

ততক্ষণে হাঁকডাকে বাড়ির সবাই ছুটে এসেছেন। মা, বাবা, ছোট ভাই, কাকা, কাকিমা, আশপাশের বাড়ির লোক, অন্যান্য আত্মীয়স্বজন, সবাই, আনন্দের বন্যা বয়ে গেল যেন।

গোপার মা বাচ্চু-বিচ্চুর হাত ধরে নিয়ে গেলেন ভেতরে। বাবলু, ভোম্বল আর পঞ্চুকে অভ্যর্থনা জানাল গোপা। গোপার মুখে সব কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন বাড়ির লোকেরা। গোপার বাবা তো বাবলুকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। বললেন, "তোমরা যে মুঙ্গের যাওয়ার আগে বুদ্ধি করে একবার বাড়িতে এসেছ, এর জন্য দু'হাত ভরে আমি আশীর্বাদ করছি তোমাদের। আমার শূন্য হৃদয় ভরে গেছে বাবা।"

গোপার কাকা বললেন, "আমি এখনই একবার থানায় যাচ্ছি। গিয়ে বলছি, এতদিন ধরে পুলিশের কাছে ধরনা দিয়ে যা হয়নি, কয়েকটা অচেনা ছেলে-মেয়ে পুলিশের হয়ে সেই কাজই করে দিয়েছে। এতে যেন ওদের শিক্ষা হয়।"

বাবলু বলল, "কী লাভ ওইসব বলে। তবে মেয়েটা যে ফিরে এসেছে, এই খবরটা ওদের জানিয়ে দিতে পারেন।"

গোপার বাবা বললেন, "হ্যাঁ, মাথা গরম করে লাভ নেই। আর পুলিশকেই বা বলতে যাওয়ার দরকারটা কী? মেয়ে যে আমার ফিরে এসেছে, এই তো ঢের। এবার থেকে ওকে সাবধানে রাখলেই হবে।"

গোপা বলল, "থানা-পুলিশ যা করবার তোমরা করো, এখন খিদেয় আমাদের পেট জ্বলে যাচ্ছে। কতদিন যে বাড়ির রান্না খাইনি! বেশ ভাল করে কিছু খাইয়ে দাও দেখি আমাদের।"

কাকিমা বললেন, "ওমা, সে কী কথা? তুই বলবি, তবে আমারা খেতে দেব! বাসু দোকানে গেছে মিষ্টি আনতে। ও-ঘরে ময়দা মাখা হচ্ছে। আগে সবাই গাড়ির জামা-কাপড়গুলো ছাড় দিকিনি।"

বলামাত্রই ওরা কলঘরে গিয়ে দাঁত মেজে, মুখ-হাত ধুয়ে পোশাক পরিবর্তন করল।

গোপা বলল, "এখন চলো, আমাদের ছাদে গিয়ে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে শহর দেখবে। গঙ্গার শোভাও দেখবে বহুদূরে।"

দেখার কথা শুধু বলার অপেক্ষা। পঞ্চু সবার আগে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ছাদে। যেন এটা ওর নিজেরই বাড়ি।

গোপার বাবা বললেন, "কীরকম হল? মানুষের ভাষা ও বোঝে নাকি?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। শুধু মানুষের ভাষায় কথাটাই যা বলতে পারে না।"

বাবলুরা সবাই গোপার সঙ্গে ছাদে উঠল। গোপার ছোট ভাই নকুটাও উঠল পিছু পিছু। ওর আনন্দ দেখে কে? কতদিন পরে দিদিকে ফিরে পেয়েছে ও। তাই কী যে করবে, কিছু ভেবে পাচ্ছে না।

ওরা ছাদে উঠে চারদিকের শহরের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। বেশ ভাল এবং জমজমাট শহর।

গোপা বলল, "শোনো, আমাদের হাতে সময় খুব কম। তাই জলযোগ সেরে সবাই আমরা যাই চলো গঙ্গার শোভা দেখতে। বাবা বুড়হানাথের নতুন মন্দির হয়েছে গঙ্গার ধারে। যদি গঙ্গায় স্নান করতে চাও, সেইমতো ব্যবস্থা করেই যাব। আর কাল সকালেই যাব মুঙ্গের। স্টেশনের কাছের বাসস্ট্যান্ড থেকে ঘন-ঘন বাস ছাড়ছে মুঙ্গেরের।"

বাবলু বলল, "গঙ্গার ধারে পরে গেলেও চলবে। আমার মনে হয়, মান্দার-হিলে গিয়ে প্রসাদজির বাড়িতে একটা খবর দিয়ে এলে হত!"

গোপা বলল, "মান্দার-হিল এখানে নাকি? অনেকদূর। যেতে আসতেই সময় লেগে যাবে অনেক। এখন গেলে ফিরতে সেই বিকেল।"

"হোক না। আমরা তো ট্যুরে আসিনি। বিকেলবেলা ফিরে এসে বরং গঙ্গার ধারে যাব। সূর্যাস্ত দেখব। সন্ধের সময় মন্দিরে দেখব আরতি, কেমন হবে বলো তো?"

"যা তোমরা বলবে।"

বাচ্চু-বিচ্চু বলল, "এ-ব্যাপারে আমরাও একমত।"

বাবলু বলল, "কাল সারারাত ট্রেন জার্নির পর বিশ্রাম না নিয়ে কেন আমি এখনই মান্দার-হিলে যেতে চাইছি জানো? আমার মন বলছে প্রসাদজির ওখানে গেলে আমাদের ভাল হবে।"

ভোম্বল বলল, "কীরকম?"

"এই যেমন ধরো, প্রসাদজি আসলে কেমন লোক, তা আমরা কেউই জানি না। উনি যদি মি. এক্স-এরও লোক হন, তা হলে তাঁর এই শোচনীয় মৃত্যুর ব্যাপারটা তাঁর পরিবারের কেউ-ই মেনে নেবে না। বদলা নেওয়ার জন্য তারাও রুখে দাঁড়াবে। ফলে মি. এক্স নামের রহস্যময় মানুষটিকে খুঁজে বের করতে খুব একটা অসুবিধে হবে না আমাদের।"

গোপা বলল, "যুক্তিটা ভাল। তা হলে সবাই মিলে চলো এখন মান্দার-হিলেই যাওয়া যাক।"

বাবলু বলল, "না, তুমি যাবে না। অনেকদিনের পর বাড়ি ফিরেছ তুমি। কাজেই তোমাকে নিয়ে এখন কোনও অভিযানে যাওয়ার রিস্ক একটুও নেব না আমি। আবার যদি কোনও বিপর্যয় ঘটে, তা হলে তোমার বাবা-মায়ের মুখের হাসি মিলিয়ে যাওয়ার দৃশ্য কিছুতেই দেখতে পারব না আমরা।"

গোপা বলল, "ও তো অভিযান নয়। শুধু একটু খবর দিতে যাওয়া। অভিযান তো কাল।"

"তা হোক। তবু তুমি থাকবে।"

"আমি গেলে তোমাদের ভালই হত। তোমরা নতুন। আমার চেনা জায়গা। অমনই মান্দার-হিল পর্বতটাও ঘুরিয়ে দিতাম তোমাদের।"

"তোমার বাবা-মা কী ভাববেন বলো তো?"

গোপার বাবা তখন হাসতে হাসতে উঠে এসেছেন ওপরে। বললেন, "না, না। ভাবব কী? এই অচেনা জায়গায় তোমাদের কখনও ছাড়া যায়? তা ছাড়া কাল যখন মুঙ্গের তোমাদের যেতেই হবে, তখন আজই একবার গিয়ে দ্যাখো মান্দার-হিলেও তোমাদের জন্য কোনও সমাধানের পথ খোলা আছে কি না!"

গোপার মা, কাকিমা সবাই তখন ছাদে এসেছেন। বললেন, "জলখাবার রেডি। এখন নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে তোমাদের। আগে নীচে এসে খেয়ে নাও দেখি।"

ওরা হইহই করতে-করতে নেমে এল নীচে। তারপর সে কী খাওয়া! লুচি, ফুলকপি ভাজা, ডিমের কারি, মিষ্টি। বড়-বড় চমচম আর ভাগলপুরী প্যাঁড়া। সব কিছুই উপাদেয়।

খেয়েদেয়ে তৃপ্ত হয়ে ওরা যাওয়ার জন্য তৈরি হল। এখন বেলা দশটা। ঠিক এগারোটায় ট্রেন। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ওরা স্টেশনের কাউন্টারে যেতেই গোপা বলল, "না, না। টিকিট কাটবার দরকার নেই। এ-লাইনে ট্রেনে কেউ টিকিট কাটে না। সেইজন্য চেকারও ওঠে না।"

বাবলু বলল, "সে কী! চেকার ওঠে না বলে টিকিট কাটে না কেউ? তা না উঠুক, আমরা কিন্তু টিকিট কেটেই ট্রেনে উঠব।"

"তোমাদের পয়সা বেশি হয়ে থাকে, কাটো।"

টিকিট কেটে ট্রেনের জন্য প্লাটফর্মে এসেই শুনল ট্রেন একঘণ্টা লেট। মান্দার-হিলের দিক থেকে যে-ট্রেন আসবে সেই ট্রেন এখনও এসে না পৌঁছনোর জন্য ছাড়তে দেরি হবে ট্রেন।

গোপা বলল, "টিকিট না কাটা হলে বাসেই চলে যেতাম আমরা।"

বাবলু বলল, "মান্দার-হিলে যাওয়ার বাস আছে, এ-কথা একবারও বলোনি তো?"

গোপা বলল, "আমি ভাবলাম বিনা টিকিটে যখন যাওয়া যায় তখন কেন যাব বাসে? কিন্তু তোমরা যে টিকিট কেটে সাধুগিরি দেখাবে, তা কে জানত?"

যাই হোক, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ট্রেন এল। ওরা আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠে বসল ট্রেনে। খুব বেশি যাত্রীর ভিড় নেই তাই বেশ হাত-পা খেলিয়ে বসবার জায়গা পেয়ে গেল ওরা। সবাই একটা করে জানলার ধার বেছে নিল। ট্রেন অবশ্য বেশিক্ষণ থামল না। ঠিক বারোটায় এসে বারোটা দশে ছাড়ল। তারপর ধিক-ধিক করে চলতে লাগল ট্রেন। একটা স্টেশন যেতেই যেন বিরক্তি ধরিয়ে দিল। এইভাবে মান্দার-হিলে যখন পৌঁছল, তখন বেলা দেড়টা।

গোপা বলল, "বাসে এলে এতক্ষণে ফিরে যেতাম।"

বাবলু বলল, "তা যখন হয়নি, তখন আর আক্ষেপ করে লাভ নেই। ফিরে যাওয়ার সময় অবশ্যই বাসে যাব। এখন দ্যাখো কোথাও কোনও হোটেল আছে কি না। আগে দুপুরের খাওয়াদাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক। তারপর প্রসাদজির খোঁজ।"

স্টেশন থেকেই মান্দার-হিল দেখা যাচ্ছিল। পুরাণে যার নাম মন্দার পর্বত। সমুদ্র মন্থনের সময় এই পর্বতকেই দেবাসুরে মন্থনদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

বাবলুর কথামতো ওরা একটা সস্তা হোটেলে ঢুকে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে নিল। মাত্র ছ'টাকায় ভরপেট খাওয়া। এইখানে পাহাড়ের নামে স্টেশনের নাম হলেও মান্দার-হিল জনপদের নাম বাঁউসি।

ওরা মহাবীর প্রসাদের নাম করতেই বাড়ি দেখিয়ে দিল লোকে। মহাবীর প্রসাদ এই অঞ্চলে বেশ মানী এবং সুপরিচিত ব্যক্তি। ওঁর ঘিউ-এর ব্যবসার খুবই রমরমা এখানে। এখানকার সুবিখ্যাত জৈন মন্দিরের পেছনে বিরাট দোতলা বাড়ি।

ওরা প্রসাদজির বাড়ি গিয়ে তাঁর ছেলেদের কাছে সব কথা বলতেই কান্নার রোল উঠল বাড়িতে।

বাবলু বলল, "শুনুন, আমরা যেমন আমাদের বন্ধুটির খোঁজ করছি, তেমনই মি. এক্সকে পেলেও আমরা ছাড়ব না। প্রসাদজি যেভাবেই হোক জড়িয়ে পড়েছিলেন মি. এক্সের জালে। আসুন আমরা সবাই মিলে তাকে ধরি। আপনারা আপনাদের পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিন, আমরা শোধ নিই তাঁর হত্যাকাণ্ডের।"

প্রসাদজির দুই ছেলেকে দেখে মনে হল এরাই দু'জনে দুটো ডাকাত। কী অমানুষিক চেহারা! বড় ছেলের নাম গঙ্গা। ছোট ছেলের নাম যমুনা।

বড় ছেলে গঙ্গা বলল, "কী বলব ভাই, বাবাকে আমরা অনেক বুঝিয়েছিলাম। ওখানকার পাট তুলে দাও। বয়স হয়েছে। চলে এসো গ্রামে। কিন্তু বাবা ওদের চক্করে ফেঁসে গেলেন। আসলে সন্ন্যাসী হাজরার অয়েল মিলে ওঁরও একটা শেয়ার ছিল। আর হাজরামশাইও লোক ভাল ছিলেন না। তার ওপর সাধুচরণ গিয়ে জুটল। সব মিলে বাবা আর ওদের জালকেটে বেরোতে পারলেন না। তবে মি. এক্সকে আমি চিনি। লোকটার নাম ভিক্টর মরিশন।"

ভোম্বল বলল, "অ্যাংলো নাকি?"

"হতে পারে। লোকটার গায়ের রং নিগ্রোদের মতো কালো। মাথার ছোট-ছোট চুলগুলোও কোঁকড়ানো। চোখদুটো অসম্ভব রকমের কটা। কালো চেহারার কটা চোখ সচরাচর দেখা যায় না। নরদেহধারী ভয়ংকর একটা মূর্তি যেন। লোকটা সব ভাষাতেই কথা বলতে দক্ষ। ফলে সে যে কোন জাতি, তা বোঝা মুশকিল। অবশ্য অনর্গল ইংরেজি বলায় দারুণ অভ্যস্ত সে।"

বাবলু বলল, "আপনি ওর আস্তানা জানেন?"

গঙ্গার দু'চোখে আগুন। তবে সে-আগুন একটু চাপা। সে ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়ল। তারপর কোনও কিছু না বলেই ঘরের ভেতর থেকে ভারী মোটরবাইকটা টেনে বের করল। ওর ভাই যমুনা ছলছল চোখে দাঁড়িয়ে ছিল চুপ করে। গঙ্গা যমুনাকে বলল, "তুম আভি হমারা ট্রাক লে কর কলকাত্তা চলা যাও। আউর পিতাজিকা ডেডবডি জলদি লে আও ইধার। যাও, দের মাত করো।"

"লেকিন তুম জেরা হোশিয়ারি-সে কাম করনা।"

"ও হাম সমঝ লেঙ্গে। তুম চলা যাও।"

ওরা দু'জনে বাবলুদের বিদায় জানিয়ে দু'দিকে চলে গেল।

বাবলুরা ওদের ওখান থেকে বিদায় নিয়ে মান্দার-হিল যাওয়ার জন্য দুটো রিকশা করল। এক-একটি রিকশায় যাতায়াতের জন্য রফা হল কুড়ি টাকা করে। তাই সই। হেঁটেও যাওয়া যায়। মাত্র তিন কিলোমিটার পথ। কিন্তু হেঁটে গিয়ে সময় নষ্ট করে তো লাভ নেই। পর্বতারোহণ শেষ করে আবার ওদের ভাগলপুরে ফিরে যেতে হবে।

রিকশায় যেতে যেতে কত সুন্দর-সুন্দর দৃশ্য দেখল ওরা। দূরের মন্দার পর্বতকে দেখে মনে হল বিশাল একটি পাথরের ঢিবি। তবু সেই পাহাড়ে ওঠবার জন্য এতটা পথ যাওয়ার কি কোনও প্রয়োজন ছিল? যদিও এটা একটা তীর্থস্থান এবং দর্শনীয় পাহাড়, তবু গোপার আগ্রহেই ওরা এল। কেন না ওদের মনপ্রাণ যে এখন মুঙ্গেরের দিকে। ঈশিতাদির ভাই আর বিলু যেখানে মৃত্যুর প্রহর গুনছে।

বিচ্ছু হঠাৎই বলল, "এই পাহাড়ের কোলে যদি বেশ কয়েকটা দিন থাকতে পেতাম, কী মজাই না হত তা হলে!"

বাচ্চু বলল, "তোর বুঝি এখন এইসব ইচ্ছে করছে?"

"না রে দিদি। এখনকার কথা বলছি না। পরে অন্য সময়ে এসে।"

খুব খারাপ রাস্তা ধরে রিকশা যেতে লাগল ওদের। কখনও নেচে, কখনও লাফিয়ে এক সময় মন্দার পর্বতের পাদদেশে এসে পৌঁছল ওরা। স্থানটি মনোরম। রিকশাদুটি একটি গাছের নীচে দাঁড় করিয়ে রিকশাওয়ালারা বলল, "ঘণ্টাভর টাইম মিলেগা তুমকো। যাও ঘুমো। লেকিন জলদি উতার না।"

ভোম্বল বলল, "হ্যাঁ রে বাবা। জলদি উতারবো বলেই তো অতদূর থেকে এখানে এসেছি। তোমাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে আমরা কোনও কিছু না দেখে এখনই চলে গেলে তোমাদের ভাল হয়।"

রিকশাওয়ালারা বলল, "নেহি খোকাবাবু। যাও ঘুমো।"

গোপা বলল, "ওদের আটকে রাখবার দরকার নেই। দু'জনকেই একপিঠের করে ভাড়া দিয়ে দাও। এর পর ওরা মনে করলে থাকবে। না মনে করলে চলে যাবে। দেরি হলে হেঁটেই যাব আমরা। আর যদি অন্য রিকশা পাই তো ধরে নেব।"

রিকশাওয়ালারা বলল, "হাঁ। হাঁ। দিদি ঠিক কহতে ছে। বিশ রুপাইয়া হাম দোনোকো দে দো। হাম বৈঠো রহে। আউর ভাড়া মিল যায়েগা তো...।"

বাবলু কুড়িটা টাকা ওদের হাতে দিতেই খুশিমনে এক জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল ওরা।

পাহাড়ের নীচেই একটি তালাও ছিল। কী পরিষ্কার জল তার! এখানে চারদিকে গাছপালাও বেশ। মাটিতেও ঘাস আছে সর্বত্র। তাই এটা একটা গোচারণভূমিও বটে। এখানকার চারদিকেই গোরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি চরতে দেখা গেল। আর দেখা গেল শূন্যে উড়তে টিয়াপাখির ঝাঁক।

ওরা ধীরে ধীরে শুরু করল পর্বতারোহণ। কচ্ছপের পিঠের মতো পাহাড়টা ক্রমশ উঠে গেছে ওপরদিকে। তারই বুক চিরে সরু পথ। উঠতে দারুণ আনন্দ লাগল। এক এক পাহাড়ের এক-একরকম গড়ন এবং এক-একরকমের সৌন্দর্য। কিন্তু এই পাহাড়ে ওঠার মজা যে কী, তা এর ওপরে না উঠলে বোঝা যাবে না।

পাহাড়টা রীতিমতো খাড়াই। উঠতে উঠতে মনে হল এই বুঝি মহাপ্রস্থানের পথ। সেই পথ বেয়ে উঠতে উঠতে ওরা বুঝল কোনও কিছুকেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে নেই। একঘটি জল গিলে খাওয়ার মতো ব্যাপার এটা নয়। তবু ওরা এগিয়ে চলল। সকলের আগে পঞ্চু। তার পেছনে ওরা।

বাচ্চু-বিচ্ছু আর গোপা এক হয়ে আগে আগে উঠছে। এদের মধ্যে বিচ্ছু সবার ছোট। ওর দমও খুব। ও দ্রুত উঠছিল বলে নিষেধ করল বাবলু। বলল, "সাবধানে উঠবি। পা হড়কাস না যেন। খাঁজে পা দিয়ে ওঠ।"

এখানে গড়ানে পাথরের ওপর ছোট-ছোট সিঁড়ির ধাপের মতো একটু করে খাঁজ-কাটা আছে। বিচ্ছু সেদিকে তাকিয়ে বলল, "ওগুলোয় পা দিয়ে উঠতে ধৈর্য থাকে না। তবে ভয় নেই, পড়ব না।"

যাই হোক, ওরা সকলে সেই খাড়াই অতিক্রম করে খানিক ওপরে উঠেই দেখতে পেল অল্প একটু সমতল। তারপর আবার খাড়াই। সেইখান দিয়ে লাল-সাদা তেলা পাথরের গা বেয়ে একটি ঝরনার ক্ষীণ জলধারাও ঝিরঝির করে বইছে।

বাবলু বলল, "ওরে বাবা, এর শেষ কোথায়? এ যে দেখছি ভীষণ খাড়াই।"

ভোম্বল বলল, "আর কতটা উঠতে হবে?"

গোপা বলল, "আমি আগে তোমাদের বলিনি। যদি তোমরা না আসো তাই। মান্দার-হিলে এসে মন্দার পর্বতে না উঠলে আমার দুঃখ হত। আসলে এই পাহাড়টার আকৃতি এমনই যে, দূর থেকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না। মনে হয় মস্ত একটা পাথরের ঢিবি অথবা স্তূপ ছাড়া কিছুই নয় এটা। এবারে কেমন বুঝছ? এখানে না এলে এই অভিজ্ঞতা হত?"

বাবলু বলল, "তা অবশ্য হত না। তবে তুমি একবারের জন্যও মনে কোরো না যে, এই পাহাড়ে ওঠার ব্যাপারে আমরা কাতর। জেনে রেখো, আমরা সমতলভূমির ছেলে। বিশেষ করে আমরা যেখানে থাকি সেখানে এইসবের চিহ্নমাত্র নেই। তাই পাহাড়-পর্বত দেখলে আমাদের যে কী আনন্দ হয়, তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না! এই পাহাড় যত উঁচুই হোক না কেন, এর টপে আমরা উঠবই।"

গোপা বলল, "ভেরি গুড। আরও ওপরে উঠলে পাবে একটা সাধুর আশ্রম। আর পাবে বড়সড় একটি তালাও। পাহাড়ের ওপরে তালাও (জলাশয়) দেখে অবাক হবে নিশ্চয়ই। সবশেষে একটি যজ্ঞশালা এবং জৈনমন্দির। ছোট ছোট গুহাও দেখবে কয়েকটা।"

ভোম্বল বলল, "উঠতে যতই কষ্টই হোক, ওপরে আমরা উঠব।"

বাচ্চু বলল, "আসলে একটানা খাড়াই তো। হাঁফ ধরে যাচ্ছে, তাই।"

গোপা বলল, "আমরা অভ্যস্ত, তাই কিছুই হচ্ছে না আমার। বলো তো হাত ধরি।"

বাচ্চু বলল, "তার কোনও প্রয়োজন নেই।"

ওরা আরও খানিক ওঠার পরেই অদূরে একটি সাধুর আশ্রম আর একটি তালাও দেখতে পেল। আশ্রমটি উচ্চস্থানে। তালাওটি তার নীচে, বাঁ দিকে। অনবদ্য প্রাকৃতিক দৃশ্যে ভরা। সবুজে সবুজ এখানটা। তাই কত যে গোরু, ভেড়া চরছে এই তালাওয়ের চারপাশ ঘিরে, তার গণনা নেই। অসংখ্য গাছপালা এখানে। এইখান থেকে

বহুদূরের দৃশ্য কী মনোরম! পাহাড়ের নীচে কাছে-দূরে কত মন্দির ওদের চোখে পড়ল। আর চোখে পড়ল তালাওয়ের ধারে বিশাল একটি পাথরকে কুঁদে তৈরি করা নরসিংহ মূর্তি। মূর্তিটা এমনভাবে জলের দিকে ঝুঁকে আছে, যেন মনে হচ্ছে জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে বুঝি। এখানেও এই ভয়ংকর নির্জনে আছে দু'-একটি ছোট্ট মন্দির। সংলগ্ন আশ্রম। কিন্তু কারও কোনও সাড়াশব্দ নেই। মানুষ আছে বলে মনেই হল না।

হঠাৎ কে যেন সেই ধ্যানমৌনি পাহাড়ের নিস্তব্ধতাকে চমকে দিয়ে ডেকে উঠল, "বাবলু, বাবলু!"

বাবলু শিউরে উঠল। কে! কে ডাকে? এ যে বিলুর গলা। ও এখানে কী করে এল? তবে কী...

আবার শোনা গেল কণ্ঠস্বর, "এই যে, এই দিকে। আমি বিলু বলছি।"

পঞ্চু আনন্দে তারস্বরে ডেকে উঠল তখন, "ভৌ। ভো-উ-উ।"

বাবলু বলল, "তুই কোথায়?"

"আমি এখানে—এ—এ।"

পঞ্চু বোধহয় দেখতে পেয়েছে তাই তিরের মতো ছুটল ওর কণ্ঠস্বর শুনে, সেইদিকে।

বিস্মিত বাবলু ভোম্বলের মুখের দিকে তাকাল।

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "তাজ্জব ব্যাপার! বিলুদা এখানে কোত্থেকে এল?"

গোপা বলল, "ভাগ্যে এসেছিলাম!"

বিলু বলল, "তোরা এই তালাওয়ের পেছনদিকে তাকা। একটু ওপরে। তা হলেই আমাকে দেখতে পাবি।"

এইবার নজরে পড়ল ওদের। ওই, ওই তো বিলু।

পঞ্চু ততক্ষণে পৌঁছে গেছে।

বাবলু বলল, "আমি যাচ্ছি বিলু। আর কোনও ভয় নেই তোর। আমরা সবাই আছি।"

"যত তাড়াতাড়ি পারিস আয়। তবে খুব সাবধানে কিন্তু।"

ওরা সবাই তখন বিলুকে দেখতে পেয়ে ছুটল সেইদিকে। ছুটল বললে ভুল হবে। দুর্গম জায়গা। এখানে ছোটা যায় না। পাথরের খাঁজে পা দিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে হয়। সেইভাবেই এগোল ওরা। এখানে একবার পা ফসকালেই সর্বনাশ। হয় উঁচু থেকে পড়ে হাড়গোড় ভাঙবে, নয়তো তালাওয়ে পড়ে সলিল সমাধি। তালাও-ভর্তি ব্যাঙ। তালে তালে তাল মিলিয়ে হাততালি দেবে তারা। বুকে উঠে নাচবে। গ্যাঁ-গোঁ করবে।

খুব সন্তর্পণে বিপদ বাঁচিয়ে একসময় ওরা একটি পুরনো একতলা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এই ঘরেই বন্দি আছে বিলু। ওকে এখান থেকে দেখা না গেলেও দূর থেকে দেখতে পেয়েছে ওরা। এখন ওকে উদ্ধার করতে গেলে দরজার তালা ভাঙতে হবে। ওরা দেখল তালাটা শিকলে ঝোলানো আছে। কী শক্ত আর মজবুত তালা!

গোপা বলল, "এই তালা কি ভাঙা যাবে?"

ভোম্বল বলল, "কেন যাবে না? বাবলু, আমি বসছি। তুই আমার কাঁধে চেপে ওপরে ওঠ। গোপা একটা পাথর দিক, তাই দিয়ে শিকলে মার।"

বাবলু নিজেই তখন একটা ছুঁচলো পাথর কুড়িয়ে এনেছে।

ভোম্বল সেটা নেড়েচেড়ে দেখে বলল, "ঠিক আছে। এতেই হবে।" বলেই বসে পড়ল।

আর বাবলু অমনই ওর কাঁধে চেপে বসতেই দেওয়াল ধরে একটু একটু করে উঠতে থাকল ভোম্বল। বাবলু তখন শিকলটাকে নাগালে পেয়েছে। ও তালায় না মেরে শিকলের মাথায় দু'-এক ঘা দিতেই সবশুদ্ধ ঝনঝন করে খুলে পড়ল শিকলটা।

সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল, "হুর্‌রে।"

তারপর হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে বন্দি বিলুকে উদ্ধার করল ওরা। বিলুর পা বাঁধা ছিল না যদিও, তবুও হাতদুটো পেছনদিকে মুড়ে বাঁধা ছিল। ও তাই চলেফিরে বেড়াতে পারছিল বলেই জানলার কাছে যেতে পেরেছিল। আর সেখানে গিয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই দেখতে পেয়েছিল ওদের।

বিলু বাবলুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "তোদের যে এইখানে দেখতে পাব, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি বাবলু। তোরা কি আমার খোঁজেই এখানে এসেছিলি?"

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই। তোর খোঁজে ছাড়া এখানে আমরা আসব কেন? তবে তুই যে এই মন্দার পর্বতে বন্দি আছিস, তা কিন্তু আমরা জানতাম না। আমরা তোর খোঁজে যাচ্ছিলাম মুঙ্গেরে। কাল সকালেই যেতাম। তবে এখানে আসাটা কাকতালীয় বলতে পারিস।"

বিলু গোপার দিকে চেয়ে বলল, "গোপা নিশ্চয়ই আমার ব্যাপারে সব বলেছে তোদের?"

“ওর মুখে শুনেই তো এসেছি। ও আমাদের সব বলেছে।”

“কিন্তু গোপাকে তোরা উদ্ধার করলি কী করে? আমার মতো ছেলে যাদের খপ্পর থেকে চালাকি করেও বেরোতে পারল না, তারা যে কত সাংঘাতিক, তা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছিস।”

“অবশ্যই। কিন্তু তুই এখানে কী করে এলি?”

“কাল মাঝরাতে সাধুচরণ আমাকে নিয়ে এসেছে এখানে। বলেছে এখানকার চারপাশেই নাকি পাহারা। পালাবার চেষ্টা করলেই গুলি খেতে হবে।”

“তোকে ভয় দেখানোর জন্য মিথ্যে কথা বলেছে। এখানে কোথাও কোনও পাহারা নেই।”

“সে কী! অযথা ভয় পাচ্ছিলাম?”

“সাধুচরণ কোথায়?”

“কিছুক্ষণ আগে ওর দু'জন সাগরেদকে নিয়ে কোথায় যেন গেল। হয়তো খেতে গেছে।”

বাচ্চু-বিচ্চু বলল, “তোমার খাওয়া হয়নি বিলুদা?”

বিলু ম্লান হেসে বলল, “আর খাওয়া! যা খাওয়া খেয়েছি ক'দিন। হ্যাঁ রে, মা-বাবা আমার জন্য খুব কান্নাকাটি করছেন না রে? তোরাও আমার হাল ছেড়ে দিয়েছিলি তো?”

বাবলু বলল, “হাল ছাড়িনি। তবে দিশা পাচ্ছিলাম না।”

বিলু বলল, “আর এখানে থাকিস না। বহুকষ্টে মুক্তি পেয়েছি। এখন পালাই চল।”

বাবলু বলল, “যাব তো বটেই। তবে যাওয়ার আগে সাধুচরণের বিষদাঁতটা ভেঙে দিয়ে যাব না?”

বিলু বলল, “আসলে আমার এখন ঘরের জন্য মনটা খুব ছটফট করছে রে! তাই বদলা নেওয়ার কথাটা এখনই চিন্তা করছি না।”

বাবলু বলল, “স্বাভাবিক।”

ভোম্বল বলল, “তোর খিদে পেয়েছে বিলু?”

“খু-উ-ব খিদে পেয়েছে। কিছু খাবার আছে তোদের কাছে?”

ভোম্বল যে কখন নীচের দোকান থেকে কয়েকটা প্যাঁড়া কিনে পকেটে পুরেছিল, তা কে জানত? এখন পলি-প্যাকসমেত বের করল সেগুলো। যদিও সেগুলো গুঁড়িয়ে গেছে, তবু ছেলেটার খিদে তো মিটবে।

গোপা বলল, “আর এখানে থেকে কোনও লাভ নেই। চলো, আমরা আর-একটু ওপরে উঠে ওই জৈন মন্দিরের চাতালে গিয়ে বসি। ওখানে জলের ব্যবস্থাও আছে। প্যাঁড়াগুলো খেয়ে একটু জল খেতে পারবে বেচারি!”

সেই কথামতো ওরা উঠতে লাগল আরও ওপরে।

পাহাড়ের ওপরে সুদৃশ্য জৈন মন্দিরের চাতালে গিয়ে বসল ওরা। এইখান থেকে বহুদূর-দূরান্ত পর্যন্ত নজরে আসতে লাগল ওদের।

বাবলু বলল, “এখানে এসে আমাদের একটাই সুবিধে হয়েছে যে, এইখান থেকেই আমরা সাধুচরণের গতিবিধি লক্ষ করতে পারব। আর উচ্চস্থানে থাকার সুবিধে এই, খাড়াই বেয়ে আমাদের আক্রমণ করতে এলে ওরাই মরবে মার খেয়ে।”

গোপা বলল, “এখানে লুকোবার জায়গা অনেক। ওরা আমাদের দেখতে পেলে তো আক্রমণ করবে।”

বিলু তখন প্যাঁড়াগুলো খেয়ে জল খেয়ে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে একটু সুস্থ হয়েছে।

বাবলু বলল, “তুই এখানেই কোথাও শুয়ে পড় বিলু। একটু জিরিয়ে নে।”

বাচ্চু আর বিচ্চু তখন বিলুর হাতদুটো টান করে টিপে দিতে লাগল। ভোম্বলও ভাল ম্যাসাজ করতে পারে। বিলুকে শুইয়ে এমনভাবে তার সারা গা-পিঠ-কোমর টিপে দিতে লাগল যে, আবেগে চোখে জল এসে গেল বিলুর। সত্যি, কম নির্যাতন গেছে ছেলেটার ওপর!

বাবলু দূরের দিকে নজর রাখতে রাখতে একসময় বলল, “কিন্তু তোকে নিয়ে ওরা এইভাবে ছিনিমিনি খেলছে কেন, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। সাধুচরণের তোকে এখানে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যটা কী? তোকে তো মেরে গঙ্গার জলে ভাসিয়েও দিতে পারত।”

বিলু বলল, “পারত। তবে পরিকল্পনা যা, তাতে ওরা আমাদের সবাইকেই বন্দি করত। আর আমাদের কাজে লাগিয়ে ওরা ওদের কাজ হাসিল করত। এবং এমনভাবে ব্ল্যাকমেল করত আমাদের যে, আমরা ওদের খেলার পুতুল হয়ে ওদের ইচ্ছেমতোই কাজ করতে বাধ্য হতাম। যেমন বিশ্বরূপকে বন্দি করে সন্ন্যাসী হাজরাকে দিয়ে ওরা অনেক বাজে কাজ করিয়েছে।”

"সন্ন্যাসী হাজরা তো আর নেই।"

"নেই মানে?"

"নেই মানে নেই।" বাবলু তখন সব বলল বিলুকে।

বিলুও আগাগোড়া ওর অলক্ষ্যে যা যা ঘটেছে, সব শুনল। তারপর বলল, "বলিস কী রে! সেইজন্যই ওরা মুঙ্গেরের ঘাঁটি থেকে আমাকে সরিয়ে এনেছে এখানে। এমন এক জায়গায় এনে রেখেছে, যেখানে কেউ আমাকে খুঁজে পাবে না।"

"এবং আমাদের আক্রমণে ওরা এমনই ব্যতিব্যস্ত যে, এখন ওরাই ওদের প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে। একদিকে পুলিশ, অন্যদিকে আমরা। ওরাও তাই দিশেহারা। অতএব এখনই এইসব শত্রুদের শেষ করতে না পারলে সমূহ বিপদ আমাদের। কেন না প্রমাণ লোপের পথে যখন নেমেছে ওরা, হত্যালীলায় যখন মেতেছে, তখন আর ওদের বিশ্বাস নেই। এবারে আর কিডন্যাপ করবে না। এক এক করে সবাইকেই শেষ করে দেবে।"

"অতএব...।"

"তুই-ই বল। শত্রুর শেষ কি রাখা উচিত?"

"কখনওই না। পহেলা টার্গেট সাধুচরণ, তারপরে সেই বেড়ালচোখো মি. এক্স।"

"ওর আসল নামও আমরা জেনেছি।"

"কী নাম ওর?"

"ভিক্টর মরিশন।"

"হাউ ডেঞ্জারাস! আমি দেখেছি ওকে।"

"তাই ওর শেষ না দেখে আমরা এখান থেকে যাব না। হয় ওকে মারব, না হয় তুলে দেব পুলিশের হাতে।"

"সেই ভাল। বলেই দূরের দিকে কী যেন দেখে বিলু বলল, "ওই দ্যাখ বাবলু! কারা যেন আসছে।"

সত্যিই কারা যেন আসছে। সংখ্যায় তারা বেশি নয়, মাত্র দু'জন। বহুদূরে দেখা যাচ্ছে তাদের। পাহাড়ের ঢালু পাথরের গা বেয়ে জোর কদমে উঠে আসছে তারা। একজনের হাতে একটা ঝোলা। দেখলেই বোঝা ওতে কারও জন্য খাবার বাঁধা আছে। ওরা কি বিলুর জন্য খাবার নিয়ে আসছে? হয়তো তাই। মনে হয় স্থানীয় লোক ওরা। না হলে এইরকম হাঁফ ধরে যাওয়া পাহাড়ে ওদের পক্ষে এমন অবলীলায় এত দ্রুত আসা তো সম্ভব নয়। কিন্তু সাধুচরণ কই? সে নেই কেন?

বাবলু বলল, "আমরা আসবার কতক্ষণ আগে সাধুচরণ গেছে বলতে পারিস?"

বিলু বলল, "তা আধঘণ্টা আগে।"

"তা হলে তো পথেই আমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। লোকটা কি ধারেকাছেই কোথাও আছে?"

গোপা বলল, "ওই যে দেখছ আর একটু ওপরে আর একটা ঘর, ওটাও একটা সাধুর আশ্রম। ওখানেও আড্ডা দিতে পারে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "ওটাও তা হলে বদের ঘাঁটি বলো।"

"নাও হতে পারে। কেন-না মান্দার-হিলে আমরা প্রায়ই আসি। এখানে কোনওরকম অন্যায় ঘটতে কখনও দেখিনি বা শুনিওনি।"

বাবলু বলল, "লোকদুটো ঝোলা হাতে বিলুকে যে-ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল সেই ঘরের দিকেই যাচ্ছে। আমি ভোম্বলকে নিয়ে এগিয়ে দেখছি ব্যাপারটা কী। ওই দু'জন আদৌ সাধুচরণের লোক কি না, তাও তো জানা দরকার।"

ভোম্বল বলল, "হাতে খাবার যখন, নিশ্চয়ই ওরই লোক। বিলু, তুই চিনতে পারিস লোকদুটোকে?"

"না। আমি তো সাধুচরণ ছাড়া আর কাউকেই চিনি না। আমার চোখ বেঁধে এখানে নিয়ে এসেছিল এরা।"

বাবলু বাচ্চু-বিচ্ছুকে বলল, "তোরা একটু বিলু আর গোপার দিকে নজর রাখ। আমরা আসছি।"

বিলু বলল, "আমার দিকে কাউকে নজর রাখতে হবে না। আমিই এদের পাহারা দিচ্ছি। তুই ওদিকটা দেখ। আমি এদিক দেখছি। আমার মনোবল এখন অনেক বেড়ে গেছে।"

"তা হলে পঞ্চু তোদের কাছে থাক।"

"পঞ্চুকে তোরাই নিয়ে যা। আমাদের ধারেকাছে কেউ নেই। আসবার উপায়ও নেই। দুরভিসন্ধি নিয়ে কেউ আসবার চেষ্টা করলেই পাথর ছুড়ে তার ঘিলু উড়িয়ে দেব।"

বাবলু আর ভোম্বল তখন পঞ্চুকে নিয়ে ধীরে ধীরে নেমে এল সেই তালাওয়ের দিকে। পঞ্চু যেন রাস্তার

কুকুর—এমন ভাব দেখিয়ে ওদের আগে আগেই নেমে এল। বাবলু আর ভোম্বল এমনভাবে এল, যেন ওরা দু' বন্ধুতে বেড়াতে এসেছে এখানে।

যাই হোক, ওরা তালাওয়ের কাছাকাছি এসে বুঝল, ওদের অনুমানই ঠিক। লোকদুটো সেই শিকল-ভাঙা ঘরের সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর খাবারের জায়গাটা একপাশে নামিয়ে রেখে এদিক-ওদিক করতে লাগল ওরা। আর সেই ফাঁকে পঞ্চু করল কী, খাবারের জায়গাটা মুখে করে নিয়ে চোঁ-চাঁ ধাঁ। এমনভাবে গেল পঞ্চু যে, ওর যাওয়াটা টেরও পেল না ওরা।

বাবলু আর ভোম্বল তখন নিজেদের মধ্যেই কথা বলতে বলতে কানখাড়া করে ওদের কথোপকথন শুনতে লাগল।

একজন বলল, "আরে! এ তো ভাগা।"

অন্যজন বলল, "ক্যায়সে ভাগা?"

"ইয়ে দেখো কিসিনে শিকল তোড় দিয়া।"

"হায় রামা! তব ক্যা হোগা?"

বাবলু আর ভোম্বল তখন এগিয়ে গেল ওদের দিকে। লোক দু'জন সবিস্ময়ে ওদের দিকে তাকাল। একজন বলল, "এ তো নেহি।"

আর একজন বলল, "ইধার দোনো ক্যায়সে আ গিয়া?"

বাবলু বলল, "কী হয়েছে ভাই?"

"তুম কাঁহাসে আয়া?"

বাবলু বলল, "ভাগলপুর।"

"বাঁউসি হো কর আয়া?"

"বাঁউসি?"

"হাঁ, হাঁ, বাঁউসি। স্টেশন কা বগলমে যো গ্রাম, উসিকা নাম।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, আমরা ওইখান দিয়েই এসেছি। মান্দার-হিল বেড়াতে। কেন বলো তো?"

"কিতনা আদমি তুম?"

"দো, চার, পাঁচ, সাত।"

"এক লেড়কাকো যানে দেখা উধার?"

বাবলু বলল, "যেতে দেখিনি। তবে এইখানেই দেখেছি। একটা ছেলে এই ঘরের ভেতর তালাবন্দি ছিল। সে আমাদের ডেকে বলল, তাকে নাকি জোর করে ধরে এনে এইখানে আটকে রাখা হয়েছে। তাই আমরা এই শিকল ভেঙে তাকে মুক্তি দিয়েছি।"

লোকদুটি হায় হায় করে উঠল। বলল, "হায় রামা। ইতনা বুরবাকি তুমনে কিঁউ কিয়া?"

বাবলু বলল, "কেন! এতে খারাপটা কী হয়েছে?"

"ও পাগল থা। ইসি লিয়ে উসকো লে আয়া হিঁয়া 'পর।"

বাবলু বলল, "আমরা তো তা জানি না। ভেবেছি কোনও বদ লোকের কাজ। তাই ওর কথা শুনে ছেড়ে দিয়েছি ওকে।"

লোকদুটি কপাল চাপড়াতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ একজনের নজর পড়ল খাবারের ঝোলাটা নেই। লোকটি লাফিয়ে উঠল, "আরে! খানা কিধার গয়া? ইধারই তো থা।"

বাবলু বলল, "ম্যায়নে দেখা। এক কুত্তা খানা লেকে ভাগা।"

লোকটি লাফিয়ে উঠল, "উসমে বর্তন থা। ঘর কা খানা।"

বাবলু বলল, "মিল যায়েগা। কুত্তা বর্তন তো নেহি খায়গা। চুরায়গা ভি নেহি। খানা খাকে বর্তন ফিক দেগা।"

দু'জনের একজন বলল এবার, "ও লেড়কা কিধার গয়া দেখা তুমনে?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। ছাড়া পেয়েই সোজা নীচে নেমে গেল।"

লোকটি কী যেন ভাবল। তারপর সঙ্গীকে বলল, "ঠিক হ্যায়। তুম পুরিয়াবাবা কি গদ্দি মে রহো। হাম আভি আ রহে।" বলেই দ্রুত নেমে গেল নীচে।

একটু উচ্চস্থানে আর একটি আশ্রম ছিল। সেখান থেকে এক দীর্ঘদেহী সাধুবাবা জোরে হাঁক দিলেন, "এ রামাইয়া! রামাইয়া হো?"

লোকটিও চেঁচিয়ে বলল, "যা রহে বাবা।"

"ইধার আ-যা।"

লোকটি সাধুবাবার ডাক শুনে এগিয়ে গেলে বাবলু আর ভোম্বলও চলল ওর পিছু পিছু।

আশ্রমে যেতেই সাধুবাবা বললেন, "তেরা গিরধারী কাঁহা গৈল?"

রামাইয়া সব বলল সাধুকে।

শুনেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন সাধুবাবা, "হাম পহেলেই বতায়া না, উসিকা ধান্দা ছোড়ো তুমনে। ও জালিকা চক্করমে কিঁউ ফাঁস গয়া?"

রামাইয়া চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মন্দিরের চাতালে বসে পড়ল। এখানে আরও কয়েকজন সাধু-সন্ত ছিলেন। ঘরের মতো মন্দিরের ভেতরে কালী, শিব প্রভৃতির বিগ্রহও ছিল। বাবলুরা গিয়ে সাধুকে প্রণাম করতেই সাধুবাবা বললেন, "তোরা আবার কারা?"

রামাইয়া বলল, "ইয়ে দোনো উসিকো বাহার নিকালা।"

সাধু বলেন, "ঠিক করেছে।" তারপর বাবলুকে বললেন, "কোথা থেকে আসছ তোমরা?"

বাবলু বলল, "আমরা থাকি হাওড়ায়। তবে আপাতত আসছি ভাগলপুর থেকে। সেখানে আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়ি উঠেছি। কিন্তু এখানে বেড়াতে এসে একটা ঘরের ভেতর বন্দি ছেলেটাকে দেখে ওকে মুক্তি দিই। তখন তো জানতাম না যে, ও পাগল।"

সাধুবাবা বললেন, "ঠিকই করেছ তোমরা। পাগল না ছাই।" বলে রামাইয়াকে বললেন, "আমার আগাগোড়া সন্দেহ হয়েছে। ওই ছেলেটার ব্যাপারেই আলোচনা করছিলাম। ওকে প্রথমে আমাদের এখানে রাখবার চেষ্টা করেছিল সাধুচরণ। আমি রাজি হইনি। ও এসে পুরিয়াবাবার খোঁজ করছিল। পুরিয়াবাবা আজ প্রায় দু' বছর কনখলে রয়েছেন। আদিখ্যেতার জায়গা পায়নি। আমি তোদের বারবার বলেছি সাধুচরণের চক্করে একদম ফাঁসবি না। এলেই দূর করে দিবি। আর তোরা দুটো বুদ্ধুতে ওর টোপ গিলে নিলি? চোরটা গেল কোথায়?"

"ও ভাগলপুর গয়ে। সামকো আয়েঙ্গে।"

"তোমাদের দু'জনকে বলে গেছে পাহারা দিতে, এই তো?"

"হ্যাঁ বাবা।"

"ও কোত্থাও যায়নি। হয়তো এই ধারেকাছেই আছে। সন্ধের সময় পাচার করবে ছেলেটাকে। বাঁউসিতে গিয়ে একটু নজর রাখ, ঠিক ধরা পড়বে।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা বাবাজি! আপনি কি বাঙালি?"

"কেন, আমার কথা শুনে কি অবাঙালি বলে মনে হচ্ছে? আরে এই দেশটাও আগে বাংলায় ছিল। পরে বিহার হয়েছে। আমি এখানে পঞ্চাশ বছর আছি। কী ভয়ংকর বন-জঙ্গল ছিল তখন এখানে। বাঘ আর সাপের উপদ্রবে লোকে অস্থির হয়ে উঠত। বহু বিষধর সাপ ছিল এখানে। এখনও আছে। এত সাপ যে, তা কল্পনাও করতে পারবি না। জামার পকেটে, জুতোর ভেতর, ভাতের হাঁড়ি, জলের কলসি— সবেতেই সাপ ঢুকে বসে থাকত। এখন অনেক কমে গেছে। এখানকার জল-হাওয়া এত ভাল যে, লোকে এখানে স্বাস্থ্য ফেরাতে আসে। এক সপ্তাহ এখানে থাকলে বুঝবি এই জায়গার জলের গুণ কী।"

বাবলু হেসে বলল, "এক সপ্তাহ? আমরা এখনই চলে যাব। তা বাবা, এইখানকার গ্রামের নামটা কী? এক-একজন এক-একরকম উচ্চারণ করছে, কিছু বুঝতে পারছি না।"

"বুঝতে আমারও অসুবিধে হত। এইখানকার স্টেশনের নাম মান্দার-হিল। জনপদের নাম বাঁউসি। বাঁউসি থেকে এই পাহাড়ের দূরত্ব তিন কিমি। আর কাছের স্টেশন মান্দার বিদ্যাপীঠ থেকে এক কিমি। আমরা যারা বিনা টিকিটে ট্রেনে আসা-যাওয়া করি ভাগলপুর থেকে, তারা বিদ্যাপীঠেই নামি। এই পাহাড় থেকে নেমেই ডান দিকের যে-পথটি দেখতে পাবে, সেই পথেই মান্দার বিদ্যাপীঠ।"

বাবলু আর ভোম্বল সাধুবাবার কাছ থেকে বিদায় নিল এবার। বলল, "আচ্ছা বাবা, আমরা তা হলে আসি?"

সাধুবাবা আশীর্বাদ করলেন, "যাত্রা শুভ হোক তোমাদের।"

বাবলুরা সাধুবাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিলুদের কাছে এল। বিলু তখন পেটভরে খাবার খেয়ে বেশ সতেজ হয়েছে। বাবলুকে দেখে বলল, "ওদিককার খবর কী?"

বাবলু বলল, "একমাত্র সাধুচরণ ছাড়া আমাদের শত্রুপক্ষের কেউ নেই। সাধুচরণও হয় বাঁউসি, নয়তো ভাগলপুরে গেছে। তবে আমার মনে হয় ভাগলপুরেই গেছে সে। পাহাড় থেকে নেমে সে ওই জনপদে

প্রসাদজির ছেলেদের মুখোমুখি না হয়ে নির্জন পথ ধরে বিদ্যাপীঠের দিকেই গেছে। আর সেইজন্যেই আসবার সময় আমরা ওর দেখা পাইনি।"

"তা হলে কি আমরা ওর জন্য সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করব?"

বাবলু বলল, "কখনওই না। এখন আমাদের বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে ভাগলপুরে ফিরে যাওয়া। এই মুহূর্তে বেশি ঝুঁকি নেওয়াটা ঠিক নয়। সাধুচরণের বদলা প্রসাদজির ছেলেরাই নেবে। আমাদের কাজ হচ্ছে এখন আর-একজনকে উদ্ধার করা। সে হল বিশ্বরূপ। কাল ভোরেই আমরা রওনা হব মুঙ্গেরের দিকে।"

বিলু লাফিয়ে উঠল, "আবার মুঙ্গের?"

"না হলে ছেলেটা যে উদ্ধার হবে না রে! অবশ্য মুঙ্গেরেও ওরা যে ওকে রাখবে না, এও ঠিক।"

বিলু তখন উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলো ঝোলায় পুরে পঞ্চুকে দিতেই পঞ্চু ছুটে গিয়ে সেটা যেখান থেকে এনেছিল সেইখানে রেখে এল। তারপরে শুরু হল অবতরণ। সাধুর আশ্রমকে এড়িয়ে একটু বাঁকা পথে নামতে লাগল ওরা।

খানিক নামার পরই ওরা বুঝল, ওদের অজান্তেই কখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল এবং বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নেমে আসছে ধীরে ধীরে। সূর্যদেব অস্তাচলে যাওয়ার তোড়জোড় করছেন। আর ওদের সামনে ভীষণদর্শন কয়েকজন। তাদের একজন হল সাধুচরণ। তার হাতে উদ্যত রিভলভার। দলে ওরা মোট পাঁচজন আছে।

বিলু ভয় পেল সবচেয়ে বেশি। আবার কি তবে ধরা পড়ে সেই নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে? এই শয়তানদের হাত থেকে সত্যিই কি নিস্তার নেই?

বাবলু বলল, "ওরা কারা?"

বিলু বলল, "সাধুচরণের চোরের দল।"

সাধুচরণ নামে সাধু হলেও বেশ বলিষ্ঠ চেহারার অধিকারী। ওর মাথায় একটা ফেটি বাঁধা। পাকা শয়তানের চেহারা লোকটার। বাবলু বেশ ভাল করে দেখল সাধুচরণকে। সম্ভবত সন্ন্যাসী হাজরার বাড়িতে বাহাদুরের বন্দুকের কুঁদোর জখম ওটা।

সাধুচরণ ক্রুদ্ধ চোখে বিলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই পালিয়ে এলি যে বড়? এরা কারা?"

বিলুর হয়ে বাবলু বলল, "আমরা এর মুক্তিদাতা, কিন্তু আপনার যম।"

এদের দলে গিরিধারী নামের সেই লোকটিকেও দেখা গেল। মনে হয় সেই খবর দিয়ে ডেকে এনেছে। ওপরে সাধুবাবার কথাই ঠিক। সাধুচরণ ভাগলপুরে যায়নি। নীচেই কোথাও আশ্রয় নিয়ে রাতের ঘুম দিবানিদ্রায় সারছিল। সে খবরটা রামাইয়া জানত না। কিন্তু গিরিধারী জানত বলেই সঙ্গীকে রেখে নীচে নেমে গিয়েছিল।

সাধুচরণ বাবলুর দিকে চেয়ে বলল, "ও, তুই বুঝি সে-ই পালের গোদা? ভালই হয়েছে তোকে পেয়ে। আমরা তোকেও খুঁজছিলাম। তোরা সবাই আছিস দেখছি। এখন ভিমরুলের চাকে হাত দেওয়ার মজাটা এবার দ্যাখ।" বলে গোপার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোকে আটকে রাখাই আমাদের ভুল হয়েছিল। তুই হচ্ছিস যত নষ্টের গোড়া। তোরও ষড়যন্ত্র কম নয়।"

বাবলু বলল, "ভিমরুলের চাকে আমরা না হয় হাত দিয়েছি। কিন্তু গরম চাটুর ওপর পা দেওয়ার পরিমাণ জানেন?"

সাধুচরণ ধমকে উঠল, "চোপ বদমাশ। মেরে মুখ ভেঙে দেব।" তারপর গম্ভীর গলায় বলল, "এখান থেকে ফিরে যাওয়ার এই একটাই মাত্র পথ। আর এই পথের বাধা হচ্ছি আমি, সাধুচরণ হাজরা। তাই ওপরে হাত তোল, তুলে আমাদের সঙ্গে চল।"

বাবলু বলল, "কিন্তু আমরা যে আপনার হাতে হাতকড়া পরাবার জন্য এসেছি সাধুবাবু। ওই দেখুন, কাতারে-কাতারে পুলিশ। ডাইনে, বাঁয়ে, পেছনে।"

পুলিশের নাম শুনেই সাধুচরণ সভয়ে পেছনে তাকাল। আর দলের লোক যারা ছিল তারা কে কী করবে, কিছু ঠিক করতে না পেরে যে যেদিকে পারল দৌড়ল। কিন্তু পালাবে কোথায় বাছাধনরা? পঞ্চু ভয়ংকর চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। ফলে পা পিছলে তেলা পাথরের ঢালে গড়িয়ে পড়ে সে কী কেলেংকারি! পঞ্চুর আক্রমণ এমনই যে, কাউকে আর উঠে দাঁড়াতে হল না। আর দাঁড়ালেও যে খুব একটা সুবিধে হবে তা তো নয়, চারদিকের পাহাড় এত ঢালু যে, সেখানে আর যাই হোক ছোটা যায় না।

ততক্ষণে বাবলুও ওর পিস্তলটা বের করে ফেলেছে। এবার সাধুচরণের একদিন কি ওর একদিন, তা দেখাই যাবে। ওর এই ট্রিক্‌স— ওদের অসতর্ক করে নিজেদের প্রস্তুত করে নেওয়া। বাবলু চোখে চোখে

সকলকেই আক্রমণের ইশারা করে তুমুল লড়াইয়ের জন্য তৈরি হল। বাবলু পঞ্চুকেও ইশারা করল সাধুচরণের দিকে এগিয়ে যেতে। সাধুচরণ যতই ধূর্ত হোক, পুলিশের নামে সেও একটু ঘাবড়ে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। ওর মতো শয়তানকে আয়ত্তে আনতে কৌশলের প্রয়োজন বইকী! তাই ওই চাল চেলে ফাঁদে ফেলল ওকে।

গোখরো সাপের লেজে পা দেওয়া আর সাধুচরণকে ঘাঁটানো একই ব্যাপার। কিন্তু এই ক্ষণমুহূর্তে বাবলুরই জয় হল। সাধুচরণ ফোঁস করে উঠতেই গাঁক করে উঠল পঞ্চু। ভাবটা এই, একটু কিছু করবার চেষ্টা করো তারপর দেখাচ্ছি মজা কাকে বলে!

ক্রোধে অন্ধ সাধুচরণ হিতাহিত ভুলে ওর রিভলবার তাগ করল পঞ্চুর দিকে। কেন না এই প্রধান শত্রুকে বধ না করে বাবলুদের গায়ে হাত দেওয়া অসম্ভব! কিন্তু এইসব ছেলেমানুষি ব্যাপার-স্যাপারগুলো পঞ্চু অনেক আগেই পার হয়ে এসেছে। তাই বিদ্যুৎগতিতে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সজোরে কামড়ে ধরল ওর হাতের কবজিটাকে। সে এমনই কামড় যে, হাড়গোড় বুঝি গুঁড়িয়ে গেল। অমন যে সাধুচরণ, সেও যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। হাতের রিভলভার খসে পড়ল হাত থেকে।

বিচ্ছু ছুটে গিয়ে রিভলভারটা কুড়িয়ে এনে হাতে দিল বাবলুর। বাবলু সেটা নেড়েচেড়ে দেখে নিজের কাছেই রাখল।

সাধুচরণ যে কী করবে এই মুহূর্তে, কিছু ঠিক করতে পারল না। কেন না পঞ্চু ওকে এখনও ছাড়েনি। ওর হাত কামড়ে ধরে দুটো পা পাথরে রেখে দু' পায়ের থাবা দিয়ে শক্ত করে ধরে আছে কোমরটাকে।

ওদিকে বাকি লোকগুলো যারা এতক্ষণ পঞ্চুর ভয়ে এদিক-সেদিকে গড়িয়ে পড়ে পালাবার পথ পাচ্ছিল না, তারা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। কিন্তু ততক্ষণে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর গোপার পাথরের ঘায়ে এমনই কাহিল তারা যে, আক্রমণ করা দূরে থাক, নিজেদের বাঁচাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বাবলু ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সাধুচরণের কাছে। বলল, "আপনার খেল খতম সাধুবাবু। এখন চলুন এইখানকার থানার লকআপে আপনাকে ঢুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। তারপর পুলিশের কাজ পুলিশ করুক।"

সাধুচরণ বলল, "হ্যাঁ, আমি হেরে গেছি তোমাদের কাছে। এখন যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি আমি। কুকুরের কামড়ের হাত থেকে আগে আমাকে মুক্তি দাও। আমার ডান হাত গুঁড়িয়ে গেছে।"

বাবলু পঞ্চুকে বলল, "পঞ্চু, ছেড়ে দে।"

পঞ্চু হাত ছাড়লে বাবলু বলল, "পালাবার চেষ্টা করবেন না কিন্তু। পালাতে তো পারবেনই না, উলটে কুকুরের কামড়ে আরও জখম হবেন। মনে রাখবেন, আমাদের এটা কুকুর নয়, নেকড়ে বাঘ। ওর নজর এড়িয়ে পালাতে গেলে ছিঁড়ে খাবে।"

সাধুচরণ বলল, "না, না, পালাব না। পালাবার শক্তিও আর নেই। তা ছাড়া পালিয়ে যাবটাই বা কোথায়?"

এদিকে ওদের চেঁচামেচিতে ওপর থেকে আশ্রমিক সাধুর দলও নেমে এলেন একে একে। তারপর সাধুচরণ ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের অবস্থা দেখে থমকে দাঁড়ালেন। পঞ্চু তখন সবাইকে ছেড়ে একটা গাছের কাছে গিয়ে ওপর দিকে মুখ করে একটানা চেঁচাচ্ছে।

পঞ্চুর চেঁচানিতে বাচ্চু-বিচ্ছু ছুটে গেল সেখানে। গোপাও গেল। গিয়ে দেখল সেই গিরিধারী নামের লোকটি পঞ্চুর ভয়ে একটা গাছে গিয়ে উঠেছে। গাছের ডালে বসা দুটো হনুমান ভীষণ জ্বালাচ্ছে গিরিধারীকে। সে না পারছে পঞ্চুর ভয়ে নীচে নামতে, না পারছে গাছে থাকতে।

সাধুচরণ বলল, "ওকে ছেড়ে দাও তোমরা। ও লোকটা নির্দোষ। যা কিছু বোঝাপড়া আমার সঙ্গেই করো।"

বাবলু বলল, "বেশ, ঠিক আছে। তাই হোক তবে।" বলেই ডাকল, "পঞ্চু! নামতে দে লোকটাকে।"

বাবলুর ডাকে পঞ্চু চলে আসতেই নেমে পড়ল লোকটা। নেমেই চোখের পলকে হাওয়া।

বিলু কোথা থেকে যেন একটা দড়ি সংগ্রহ করে সাধুচরণের হাতদুটো পেছনদিকে মুড়ে বাঁধল।

সাধুচরণ বলল, "মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা কেন দিচ্ছ ভাই? আমার হাতের অবস্থা খুব খারাপ। এমনিতেই ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। এইভাবে বাঁধলে কষ্ট হবে খুব।"

বিলু বলল, "আমি তো সেটাই চাই। তিল তিল করে মানুষের শরীর থেকে যখন রক্ত চুষে নিতেন আপনারা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রি করে দিতেন, তখন তাদের কষ্টটা একবারও ভেবে দেখেননি তো?"

সাধুচরণ বলল, "হ্যাঁ, সে-সব কাজ করেছি বটে কিন্তু এখন তো আমি ধরা দিয়েছি।"

বাবলু অনেকটা ধমকের সুরে বলল, "ধরা দেননি, ধরা পড়েছেন। যাক, আপনার সঙ্গে অযথা বাক্যব্যয় করে সময় নষ্ট করতে চাই না আমরা। এখন নীচে নামুন।"

সাধুচরণের দলে গিরিধারী ছাড়াও তিনজন ছিল। তারাও বেশ জখম হয়েছিল পাথরের ঘায়ে। তবে তারা আর আক্রমণ করবার বা সাধুচরণকে বাঁচাবার চেষ্টা করল না। চুপচাপ বসেই রইল তারা।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সকলের কাছে বিদায় নিয়ে সাধুচরণ সমেত নেমে এল পাহাড়ের নীচে। কেন না এবার ওদের ফেরার পালা।

॥ ১০ ॥

এই অঞ্চলের মতো এমন জনবিরল জায়গা খুব কমই আছে। তাই কেমন যেন একটা থমথমে ভাব এখানকার। সাধুচরণ নীচে নেমে বলল, "শোনো, এইখানে কোথাও একটু বসা যাক। তোমাদের কিছু কথা আমার বলবার আছে। পরে হয়তো সময় পাব না, তাই এখনই বলি।"

ওরা একটা নিরিবিলি জায়গায় গাছের ছায়া দেখে বসল।

সাধুচরণ বলল, "আমার দাদা সন্ন্যাসী হাজরার সঙ্গে আমার সম্পর্ক যে ভাল ছিল না এ-কথা তোমরা সবাই জানো। আমি তার ওপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম। তোমরা হয়তো জানো না বা অনেকেই জানে না, আমি বিয়ে করেছিলাম। আমারও একটি ছেলে ছিল। আমার কৃতকর্মের ফলে আমি যখন জেলে, তখন আমার স্ত্রী মারা যায়। এদিকে আমার একমাত্র ছেলেও মৃত্যুশয্যায়। কেন না তার দুটি কিডনিই খারাপ। সেই অবস্থায় আমি অনেক কৌশলে জেল ভেঙে পালিয়ে এসে তার জীবন রক্ষার জন্য সর্বপ্রথম আমার দাদার কাছেই সাহায্য চাই। দাদার হাতে অঢেল টাকা-পয়সা থাকা সত্ত্বেও দাদা আমাকে সাহায্য করেনি। তখন আমি সম্পত্তির ভাগ চাই। কিন্তু সে-সব আমার পিতৃদেব আমার ওপর বিরক্ত হয়েই আমার দাদার নামে লিখে দিয়ে যান। তাই সেদিক থেকেও আমি কোনওরকম সাহায্য পাই না। এই সময় মি. এক্স নামের একজনের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টোর মতো সেই লোকটাও অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে নিতে একসময় অবশ্য নিজেই একজন ক্রিমিন্যাল হয়ে যায়। ওর নাম ভিক্টর মরিশন। এই ভিক্টর মরিশনের ছিল মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে জঘন্য ব্যবসা। ভিক্টর আমার সঙ্গে একটা রফা করে আমার ছেলেকে বাঁচাবার চেষ্টা করল। ছেলেটা বাঁচল। কিন্তু পরে মারা গেল ব্লাড ক্যানসার। তবুও ওকে বাঁচাবার জন্য কত মানুষের কত রক্ত যে আমাকে নিতে হয়েছে তার কোনও হিসেব নেই। অবশ্য এত করেও ছেলেটা বাঁচল না।"

সাধুচরণের চোখ দিয়ে টপটপ করে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল। পাণ্ডব গোয়েন্দারা এটুকু বুঝল এটা কোনও অভিনয় নয়। অনুতাপের বরফ গলেই ঝরে পড়ছে এই জল।

বাবলু বলল, "তারপর?"

"তারপর থেকে মানুষের ওপর, ভাগ্যের ওপর, এমনকী ভগবানের ওপরও কেমন যেন একটা ঘৃণা হল আমার। আমি মানুষ হয়েও অমানুষ হয়ে উঠলাম। হলাম ভিক্টর মরিশনের চেয়েও মারাত্মক। তাই মি. এক্স-এর মদত পেয়ে প্রথমেই শুরু করলাম দাদাকে ব্ল্যাকমেল করতে। প্রসাদজিও আমাকে বিমুখ করেছিল। তাই সুকৌশলে তাকেও টেনে আনলাম এই ঘোলাজলে। যাতে এর পাঁক থেকে সে কখনও না বেরোতে পারে। মোট কথা, এমন একটা শয়তানের চক্র গড়ে তুললাম যে তা ওদের পক্ষে দুর্ভেদ্য হয়ে উঠল। এরই মধ্যে দাদা যখন আমার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আমাকে হত্যার চক্রান্ত করল তখন আর থাকতে না পেরেই কিডন্যাপ করলাম বিশ্বরূপকে। হাজার হলেও ভাইপো তো, তাকে প্রাণে মারিনি। কিন্তু তাকে হত্যার হুমকি দিয়ে, তার ওপর অত্যাচারের নানান কল্পিত কাহিনী শুনিয়ে আমার দাদার রাতের ঘুম আমি কেড়ে নিলাম।"

বাবলু বলল, "বিশ্বরূপ এখন কোথায়?"

"এখন সে সত্যই বিপন্ন। আমাদের এই কয়েকদিনের ওলটপালট অবস্থায় সে এখন মি. এক্স-এর কবজায়। সম্ভবত এখনও সে মুঙ্গেরেই আছে। তবে অন্য জায়গায়।"

গোপা এতক্ষণে কথা বলল, "আমি যেখানে ছিলাম সেখানে নেই?"

"না। সেই ঘাঁটি এখন পরিত্যক্ত। ওকে রাখা হয়েছে সীতাকুণ্ডের কাছে এক পাণ্ডার বাড়িতে। সেখানে না পেলে পাওয়া যাবে জলদ্বীপের মধ্যে সীতাচরণ মন্দিরে।"

বাবলু বলল, "কীভাবে যাব সেখানে?"

গোপা বলল, "আমি জানি। যেতে হবে জলপথে নৌকোয় চড়ে। সাজাহান-পুত্র সুজার প্রাসাদের কাছেই

আছে মিরকাশিমের পলায়ন পথের সুড়ঙ্গ। সেইখানেই কষ্টহারিণী ঘাট। সেই ঘাট থেকে নৌকোয় চড়ে যেতে হবে সেই দ্বীপে।'

বাবলু বলল, "সেখানে গেলেই কি তাকে পাব?"

সাধুচরণ বলল, "হত্যা যদি না করে থাকে তা হলে সেইখানেই পাবে তাকে। তবে ওর বাঁচার আশা খুবই কম।"

বাবলু বলল, "কিন্তু আপনি এইভাবে বিলুকে নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন? ওর বদলে আপনার ভাইপোকেও তো নিয়ে আসতে পারতেন। এবং সেটাই হত আপনার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ।"

"ও-কাজ কেন করিনি জানো?"

বাবলু বলল, "কেন?"

"আসলে মি. এক্স-এর কাছে আমি সন্দেহমুক্ত থাকতে চেয়েছিলাম। বিলুর বদলে আমার ভাইপোকে নিয়ে এই পরিস্থিতিতে পালাতে গেলেই ও আমাকে অবিশ্বাস করত। তাই বিলুকে সরানোর দায়িত্বটা নিজে নিয়ে বিশ্বরূপকে এক্স-এর জিম্মাতেই রাখলাম।"

"বিলুকে অপহরণ করা বা তাকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে আপনার উদ্দেশ্য কী ছিল?"

"প্রথমে তো উদ্দেশ্য একটা ছিলই। তখন হাতের সামনে শিকার পেয়েই ধরেছি ওকে। ভেবেছিলাম ওকে আটকে রেখে তোমাদের খেপিয়ে অনিষ্ট সাধন করব আমার দাদার। পরে যখন ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিল, তখন বুঝলাম মি. এক্স-এর জাল তোমরাই ছিঁড়বে। এই অবস্থায় আমার উচিত দূরে সরে থাকা। তা ছাড়া বিলুকে অপহরণের পর থেকেই নানারকম বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি হওয়ায় মি. এক্স আমার ওপর খুবই বিরক্ত ছিল। তাই ওর কাছ থেকেও আমি দূরে থাকতে চাইছিলাম। এখন এখানেও আমার নিরাপত্তা নেই। কেন না এখানকার সাধুরা আমার ওপর যেমন খাপ্পা তেমনই প্রসাদজির ছেলেরাও আমার যম। তাই ওকে নিয়ে আবার অন্য কোথাও সরে পড়বার তাল খুঁজছিলাম। আর ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র করছিলাম মি. এক্সকে ফাঁদে ফেলার। ইতিমধ্যে কয়েকটা কাঁচা কাজ আমি এমনই করে ফেলেছি যাতে এক্স-এর মোকাবিলা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তবু তোমাদের বুদ্ধির চালে ও ফেঁসে গেলেই বিলুকে মুক্তি দিতাম আমি।"

বাবলু বলল, "কিন্তু মি. এক্স যে আপনার ওপর অসন্তুষ্ট এটা আপনি বুঝলেন কী করে?"

"কয়েকটা ব্যাপারে নিজের প্রভাব খাটাতে গিয়ে ব্যর্থ হই বলে। তা ছাড়া প্রতিটি ব্যাপারে আমি ওকেই জড়িয়ে দিতে চাইছি এটা ও বুঝতে পেরেছে।"

বাবলু বলল, "তবুও সন্নাসী হাজরার বন্দিশালা থেকে উনি আপনাকে উদ্ধার করেছেন তো।"

"আরে না, না। ওখান থেকে আমি নিজেই নিজেকে উদ্ধার করেছি। আমার বিশ্বস্ত অনুচরেরাই আমার প্রাণ রক্ষা করেছে।"

"তা হলে প্রসাদজিকে হত্যা করল কে?"

"আমিই।"

"কিন্তু আমরা যে আততায়ীর পিছু নিতে গিয়ে একটা লাল রুমাল কুড়িয়ে পাই, যার এককোণে লেখা ছিল মি. এক্স।"

"ওটা ফল্স। খুনি কখনও ওইভাবে তার প্রমাণ রেখে যায়? আমারই একজন লোক আমার নির্দেশেই করেছে এই কাজ। ওখানে মি. এক্স-এর কোনও প্রভাব নেই। যাতে তোমাদের বা পুলিশের নজর ওর ওপরে পড়ে, তাই এই চালটা আমি চেলেছিলাম। তোমাদের মতোই পুলিশও এখন মি. এক্সকে খুঁজছে। অতএব বুঝতেই পারছ ওর সঙ্গে এই মুহূর্তে আমার সম্পর্কটা কীরকম?"

"বুঝেছি। কিন্তু মি. এক্সকে আমরা কোথায় পাব?"

"বলা মুশকিল। হয়তো এই মুহূর্তে সে কোনও প্রতিবেশী রাষ্ট্রে গা-ঢাকা দিয়েছে, আর নয়তো লুকিয়ে আছে জামালপুরের কালীপাহাড়িতে মন্দিরের পেছনদিকের ঘন জঙ্গলে। সেখানে তার অনেক সম্পদ লুকনো আছে ছোট্ট একটি গুহার জঠরে।"

বাবলু বলল, "সেখানে কি আমরা যেতে পারব?"

"পুলিশ না নিয়ে যেয়ো না। গেলে বিপদ হবে। আর আমারও অনেক কিছু লুকনো আছে ওই পাহাড়েই। এক জায়গায় বড় একটি পাথরের গায়ে সূর্য আঁকা আছে। সেই সূর্যের কিরণের ছ'টায় যে তির চিহ্ন আছে সেই চিহ্নই নির্দেশ দেবে তোমাদের। তোমরা আর দেরি না করে চলে যাও।"

বাবলু সাধুচরণের বন্ধন মোচন করে বলল, "আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে।"

"তা না হয় গেলাম। কিন্তু তোমরা আমাকে মুক্তি দিলে যে?"

"কী হবে প্রতিশোধ নিয়ে? এইসব কথা আপনি বরং আমাদের সঙ্গে গিয়ে পুলিশকে বলবেন। ওরা আপনার যা ব্যবস্থা করবার করবে।"

সাধুচরণ একটু চুপ করে থেকে বলল, "তা মন্দ বলোনি। জেলের ভেতরে আর যাই হোক মি. এক্স-এর ভয়ে তটস্থ থাকতে হবে না। আমার দাদার বাড়িতেও বাগানের এককোণে একটি চাঁপাগাছের নীচে অনেক কিছু পোঁতা আছে। তোমরা সেগুলো উদ্ধার করে গরিব-দুঃখীদের দিয়ে দিয়ো।"

বাবলু বলল, "আর বসে না থেকে এবার চলুন ফেরা যাক।"

"হ্যাঁ, তাই চলো।" বলে শর্টকাট রাস্তা ধরল সাধুচরণ। অর্থাৎ, মান্দার বিদ্যাপীঠের পথ।

বাবলু বলল, "এই পথে কেন? মান্দার-হিল হয়েই যাই চলুন। আমরা ট্রেনে যাব। ট্রেন ওখানে অনেকক্ষণ থামে।"

সাধুচরণ বলল, "ওদিককার পথ আমার পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। কেন না প্রসাদজির দুই ছেলে গঙ্গা আর যমুনা যদি আমাকে দেখতে পায়, তা হলে জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে।"

বাবলু বলল, "সুখের কথা, তারা এখানে কেউ-ই নেই।"

"তোমরা কী করে জানলে?"

"আমরা আসবার সময় ওদের সঙ্গে দেখা করে এসেছি। প্রসাদজির মৃত্যুসংবাদটাও দিয়ে এসেছি ওদের। সম্ভবত গঙ্গা গেছে এক্স-এর খোঁজে। আর যমুনা গেছে ওর বাবার ডেডবডি নিয়ে আসতে।"

"সর্বনাশ হয়েছে তা হলে।"

"কেন?"

"গঙ্গা এক্স-এর খোঁজে গেলে, তার কোনও ক্ষতিসাধন করতে পারলে কালীপাহাড়ের জঙ্গল তোলপাড় করে ও ওর সর্বস্ব হরণ করবে।"

"করুক না। তাতে আমাদের কী যায়-আসে?"

"আসে-যায় বইকী! চোরের ধন বাটপাড়ে কেন নেবে? দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যেই এখন ওগুলো বিলিয়ে দেওয়া উচিত।"

"সেজন্য আপনার সঞ্চিত ধনরত্ন তো আছেই।"

"সে তো আছেই। জেলের ঘানি টানতে গেলে ও আর আমার কোন কাজে লাগবে? তবে তোমরা ধারণাও করতে পারবে না ভিক্টর মরিশন কী বিশাল ধনসম্পদের অধিকারী! ওর যা টাকা তাই দিয়ে অর্ধেক রাজত্ব ও কিনতে পারে।"

বাবলু বলল, "বেশ, যেদিকে গেলে আপনার সুবিধে হয় সেইদিকেই চলুন তা হলে।"

এই বলে সবে কয়েক পা এগিয়েছে ওরা, এমন সময় একরাশ ধুলো উড়িয়ে একটা মোটরবাইক দ্রুত এসে ওদের সামনে ব্রেক কষল। আর সেই মোটরবাইক থেকে নেমে এল প্রসাদজির বড় ছেলে গঙ্গা। তার চোখের দিকে তাকিয়ে সভয়ে একটু পিছিয়ে গিয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল সাধুচরণ। গঙ্গা ওর দিকে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে গিয়ে ওর গলার টুঁটিটাকে একহাতে টিপে ধরল শুধু।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অনেক চেষ্টা করল সেই হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার। কিন্তু পারল না। যখন গঙ্গা নিজের থেকেই ওর হাত শিথিল করল তখন সাধুচরণের প্রাণহীন দেহটা পথের ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে।

বাবলু বলল, "এটা কী করলেন?"

"পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিলাম। কিন্তু তোমরা ওকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে?"

"আমরা যাচ্ছিলাম ভাগলপুর। সাধুবাবুর নির্দেশমতো সেখান থেকে যেতাম মি. এক্স-এর খোঁজে মুঙ্গের কিংবা জামালপুর। তা ছাড়া একজনকে উদ্ধার করবার ব্যাপারও ছিল।"

গঙ্গা বলল, "ভগবান রক্ষা করেছেন তোমাদের। এতসবের পরও এই লোককে তোমরা বিশ্বাস করেছিলে? তোমরা কি জানো কী কৌশলে ও তোমাদের নিয়ে যাচ্ছিল ওদের ঘাঁটিতে?"

বাবলু বলল, "তা বলে কিন্তু মনে হল না।"

"সাপকে বিশ্বাস কোরো, তবু সাধুচরণকে নয়।"

বাবলু বলল, "কিন্তু আপনি হঠাৎ এখানে যে?"

"আমি তো মুঙ্গেরেই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ এক পুরানা দোস্তের মুখে শুনলাম সাধুচরণকে সে নাকি মান্দার-হিলে দেখেছে। তাই ওর ওপর চড়াও হব বলেই এই পথে এসেছি। সাধুচরণ জানত বাবার মৃত্যুসংবাদ

পেলে আমরা নিজেদের ঠিক রাখতে পারব না। ওদের খোঁজে মুঙ্গেরে যাবই। তাই ও চালাকি করে পালিয়ে এসে মন্দার পর্বতটিকেই বেছে নিয়েছে। আমরা যখন দূরে গিয়ে ওদের খুঁজব ওরা তখন আমাদেরই ঘরের কাছে বসে হো হো করে হাসবে।"

বাবলু বলল, "তা হলে কি মি. এক্সও এখানেই আছে?"

"অসম্ভব কিছু নয়। যাই হোক, আপাতত আমরা এদিকটা দেখছি। তারপর ব্যবস্থা একটা হবেই।"

"আমরা তো কালই সকালে মুঙ্গের যাচ্ছি। অমনই মি. এক্স-এর খোঁজও একটু নেব।"

"মি. এক্সকে চেনো তোমরা?"

"না।"

"তা হলে কোথায় খুঁজবে তাকে?"

"দু'-একটা ঘাঁটির সন্ধান আমরা পেয়েছি।"

"সাধুচরণের মুখে শুনেছ তো? খুব সাবধান। কিন্তু ওখানে উঠবে কোথায়?"

"যে-কোনও হোটেল কিংবা লজে উঠব।"

"না। মুঙ্গের বাসস্ট্যান্ড থেকে একটু দূরে গঙ্গার দিকে বিখ্যাত জলমন্দিরের পাশে বৈজনাথ গোয়েঙ্কার ধর্মশালা আছে। সেখানে গিয়ে আমার নাম কোরো, থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তা ছাড়া অনেক সাহায্যও পাবে ওদের কাছ থেকে। ওই জায়গাই তোমাদের পক্ষে নিরাপদ।"

বাবলু বলল, "আমরা তা হলে যাই?"

"যাও। তবে এদিক দিয়ে নয়। পাকা রাস্তা ধরে বাঁউসি হয়েই যাও। আমি ততক্ষণ ডেডবডিটার ব্যবস্থা করি।"

বাবলুরা দ্রুত হেঁটে বাঁউসিতে এল। তারপর বাসে নয়, ট্রেনে চেপেই ভাগলপুর। ফিরে যখন এল তখন সন্ধে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাই আর অন্য কোথাও না গিয়ে সোজা গোপাদের বাড়ি। আর এই সময় অন্য কোথাও যাবেটাই বা কী করে? ঘুমে দু' চোখ লুটিয়ে আসছে। একে সারারাতের ট্রেন জার্নি, তায় মানসিক উত্তেজনা, পাহাড়ে ওঠা, ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ি, ক্লান্তি কি কম? তবু প্রথমেই ওরা কাছাকাছি একটি ডাক্তারখানা থেকে ফোনে যোগাযোগ করল বাড়িতে।

বাবা বাড়ি ছিলেন না। বিলুর কণ্ঠস্বর শুনে ওর মা যে কী করবেন, তা ভেবে পেলেন না। মা বললেন, "আর তোদের অভিযানের দরকার নেই। কাল সকালেই চলে আয় তোরা।"

বিলু বলল, "আমরা দু'-একদিনের মধ্যেই বাড়ি ফিরছি। আমাদের জন্য কোনও চিন্তা কোরো না। আমরা যে নিরাপদে আছি এই খবরটা শুধু প্রত্যেকের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ো।"

"না। দু'-একদিনের মধ্যে নয়। কালই তোরা ফিরে আসবি। আমার মন ছটফট করছে তোকে দেখবার জন্য। তুই ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি শান্তি পাব না।"

বিলু হেসে বলল, "তোমার ছেলে তোমার কাছে তো ফিরে যাবই মা। কোনওরকম চিন্তা কোরো না। বিষাক্ত সাপের গর্তের সন্ধান যখন পেয়েছি, তখন তার বিষদাঁত উপড়ে না গেলে সে যে আবার অন্য কাউকে ছোবল দেবে। তাই শত্রুর শেষ না দেখে ফিরছি না।" বলেই ফোন নামিয়ে রাখল বিলু।

সে-রাতে গোপাদের বাড়িতে জোর খাওয়া-দাওয়া হল। তারপর নরম বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে আরামে শুয়ে সে কী ঘুম! এমন ঘুম যে, এক ঘুমেই সকাল।

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতে চাইল না। তবু গোপার মায়ের অনুরোধে ওরা একবার রিকশায় চেপে গঙ্গার ধারে বাবা বুড়হানাথের মন্দির দর্শন করে এল। মন্দিরের চাতালে দাঁড়িয়ে গঙ্গার শোভা দেখল। তারপর ফিরে এসে জলযোগের পাট চুকিয়ে তৈরি হল যাওয়ার জন্য।

গোপা বলল, "আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে।"

বাবলু বলল, "না। এখনই আমাদের চরম মুহূর্ত। হয় শত্রু নিপাত হবে, না হলে একজোটে আমরা সবাই মরব। এই অবস্থায় তোমার যাওয়া চলবে না।"

গোপা বলল, "আমি যাবই। কেউ আমাকে রুখতে পারবে না।"

বাবলু বলল, "শোনো, অযথা জেদ কোরো না। আমাদের এই অভিযানের একেবারে শেষ পর্বে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি আমি কিছুতেই নিতে পারব না।"

"কিন্তু আমি যাব সেইরকমই তো কথা ছিল। আমি কি এতই অপটু?"

"না, না, তা নয়। তুমি অনভ্যস্ত।"

"কাল মান্দার-হিলে আমাকে নিয়ে গিয়ে খুব বিপদে পড়েছিলে বুঝি?"

"আসলে ভয় পাচ্ছি কেন জানো? তোমাকে তোমার বাবা-মায়ের হাতে একবার তুলে দিয়ে দ্বিতীয়বার যদি তা না পারি, তাই।"

"যদি না পারো কেউ তোমাদের দোষারোপ করবে না। কেন না এবার তো আমাকে কেউ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে না, আমি স্বেচ্ছায় যাচ্ছি।"

ওর বাবা-মা দু'জনেই তখন বললেন, "আমরাও ওকে তোমাদের সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি বাবা। যে-কাজের জন্য বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তোমরা যাচ্ছ, সেই কাজের সাহায্যকারী হিসেবে ও যদি তোমাদের পাশে গিয়ে একটু দাঁড়ায় তো দাঁড়াক না!"

বাবলু বলল, "আপনাদের অনুমতি পেলে ওকে সঙ্গে নিতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। বন্ধুর মতো, বোনের মতো পাশে যদি থাকে তো থাকুক না।"

গোপার আনন্দ দেখে কে?

ওরা সবাই তখন দলবদ্ধ হয়ে পঞ্চুকে নিয়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে এগোল। বাবলু এখন বড়ই গম্ভীর। শেষ পর্যন্ত পারবে কি ও মি. এক্স-এর কবল থেকে বিশ্বরূপকে উদ্ধার করতে? কেন না মুঙ্গেরের মাটিতে পা দিলেই বোঝা যাবে সাধুচরণ ওদের কতটা সত্য কথা বলেছে। আর গঙ্গার অনুমান যদি সত্য হয় তবে তা রীতিমতো ভয়ের ব্যাপার। অর্থাৎ সাধুচরণ কি সত্যিই মিথ্যার জাল ফেলে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিল ওদের? বাবলুর কিন্তু তা বলে মনে হয় না। তবু...।

বাসস্ট্যান্ড এসে গেছে। একজন কন্ডাক্টর একটানা চেঁচাচ্ছে, "মুঙ্গের, মুঙ্গের। খালি বাস। মুঙ্গের।"

বাবলুর চিন্তার ঘোর কেটে গেল। সকলকে নিয়ে যে যার মনের মতো সিট দেখে বসে পড়ল বাসের ভেতর।

বাবলু পঞ্চুকে দেখিয়ে বলল, "এর কত ভাড়া লাগবে ভাই?"

কন্ডাক্টর হেসে বলল, "একটা টিকিট করে নেবেন।"

বাবলু গোপাকে বলল, "এখানকার কন্ডাক্টররা খুব ভদ্র তো! এক এক জায়গায় পঞ্চুকে নিয়ে এমন অসুবিধে হয় যে, তা বলবার নয়।"

গোপা বলল, "এখানে কোনওরকম প্রবলেম নেই। ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি তো হামেশাই ওঠে। নেহাত গোরুগুলোকে গেট দিয়ে ঢোকানো যায় না তাই, না হলে গোরু-মোষও যেত।"

"বলো কী!"

গোপা হাসল। বাস ছাড়ল একটু পরেই। তেরো টাকা করে বাসের ভাড়া। দু'-তিন ঘণ্টা জার্নির পর বাস একসময় মুঙ্গেরে পৌঁছল। খুবই পুরনো শহর। ঘিঞ্জি। আধুনিকতার লেশমাত্র নেই। তবু বাসে বসেই শহরের ঘরবাড়ি, দোকানপাট দেখতে মন্দ লাগল না।

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "আমরা ভেবেছিলাম জায়গাটা পাহাড়ি অঞ্চল। কিন্তু এ যে দেখছি একেবারেই সমতল।"

গোপা বলল, "কাছে-দূরে অনেক পাহাড় আছে। ঘরবাড়ির আড়ালে অবশ্য সেগুলো দেখা যাচ্ছে না। তবে জামালপুরে গেলে বড় পাহাড় দেখতে পাবে। আর ভাগলপুর থেকে ট্রেনে যদি আসতে, তা হলে দেখতে কত পাহাড়। জামালপুরের কাছে একটা টানেল যা পড়ত, দেখলে অবাক হয়ে যেতে।"

ওরা বাস থেকে নেমে গঙ্গার কথামতো বৈজনাথ গোয়েঙ্কা ধর্মশালায় এসে উঠল। এই জায়গাটা ভারী চমৎকার। বেশ নতুন নতুন ঘরবাড়ি নার্সিংহোম ইত্যাদি চোখে পড়ল ওদের। এখানকার বিখ্যাত জলমন্দিরের পাশেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এই ধর্মশালা। চার্জও বেশি নয়। ঘরের ভাড়া মাত্র পনেরো টাকা। আর গদি বিছানা নিলে আরও পাঁচ টাকা। ওরা অবশ্য ছ'জনের জন্য চারটে গদি আর দুটো ঘর ভাড়া নিল। অল্পবয়সি ম্যানেজার খুবই ভাল ব্যবহার করল ওদের সঙ্গে।

বাবলু কিন্তু এখানে এসে একবারও গঙ্গার নাম করল না ম্যানেজারের কাছে। এমনকী, কী উদ্দেশ্যে এবং কেন যে এসেছে, তাও বলল না ম্যানেজারকে। এমন একটা গোপনীয়তা এমনভাবে বজায় রাখল, যাতে ওদের এখানে আসার কারণটা কেউ বুঝতে না পারে। সবাই জানুক ওরা মুঙ্গের বেড়াতে এসেছে। দু'-চারদিন থাকবে, তারপর চলে যাবে।

ধর্মশালায় মালপত্তর রেখে ওরা সামনেই একটি চায়ের দোকানে গিয়ে চা-টা খেল। তারপর চা-ওলাকে জিজ্ঞেস করল, "এখানে ভাত খাবার হোটেলটা কোথায়?"

চা-ওলা বলল, "এইখানে খাওয়া-দাওয়ার একটু অসুবিধে আছে বাঙালি ভাই। ধর্মশালার ম্যানেজারবাবু অবশ্য তদ্বির করছেন এখানে একটা হোটেল চালু করাবার, তবে সে হচ্ছে পরের কথা। এখন তোমাদের বাজারে যেতে হবে। ওইখানে হোটেল মুরারিতে পাঁচ টাকায় ভরপেট খানা মিলবে।"

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "পাঁচ টাকায় ভরপেট খাওয়া? কী বলছ তুমি! বিশ্বাস হচ্ছে না যে।"

"ওহি তো বললাম। স্রেফ পাঁচ রুপাইয়া। পাঁপড় নিলে বারো আনা আউর চিনি, দহি লিবে তো আউর দু' টাকা।"

বাবলুরা চা-ওলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এদিক-সেদিকে ঘোরাফেরা করতে লাগল।

বিলু বলল, "এখন কী করবি তা হলে? মুঙ্গেরে তো এলাম। এবার পরিকল্পনা একটা কর।"

গোপা বলল, "শোনো তোমরা, যা কিছু করবার দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর করবে। মুঙ্গেরে দর্শনীয় স্থান যেখানে যা আছে সব আমি দেখিয়ে দেব। এখন স্নানটা করবে কোথায়, ঘরে না গঙ্গায়?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই একজোটে বলল, "গঙ্গায়।"

"তা হলে আর দেরি নয়, স্নান করে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে তোমরা তোমাদের কাজ শুরু করো। বেলা এখন এগারোটা।"

"আপাতত আমাদের কাজ মানে একবার জলদ্বীপে যাওয়া আর সীতাকুণ্ডে উষ্ণ প্রস্রবণের ধারে গিয়ে পাণ্ডাদের বাড়ি হানা দেওয়া। শেষমেশ হাজির হওয়া জামালপুরের কালীপাহাড়ে।"

"কিন্তু এইসব জায়গা রীতিমতো বিপজ্জনক। আমরা সাধুচরণের কথা শুনে যাচ্ছি তো, যদি ও আমাদের বিপদে ফেলবার জন্য মিথ্যে কথা বলে থাকে?"

"তা হলে সবাই আমরা একসঙ্গে মরব। কিন্তু এখন আর আমাদের পিছিয়ে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। তা ছাড়া মনে রেখো, এখন আমরা এমনিতেই মি. এক্স-এর মুখের গ্রাসে। সাধুচরণের মতো মারাত্মক লোককে যে চালনা করেছে সেও ধুরন্ধর কম নয়।"

গোপা বলল, "কে যে কাকে চালনা করেছে, এখনও পর্যন্ত আমি তো সেটাই বুঝতে পারলাম না।"

যাই হোক, ওরা আর দেরি না করে স্নানের সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে এল ধর্মশালা থেকে। তারপর পায়ে হেঁটেই চলল কষ্টহারিণী ঘাটের দিকে। ডান দিকে স্টেশন ও ফেরিঘাট। তবু ওরা বাঁধানো ঘাটে স্নান করবে বলে দুর্গের তোরণ দিয়ে ভেতরে ঢুকল। জয়প্রকাশ উদ্যানের লাগোয়া গঙ্গার ঘাট। এইখানেই মিরকাশিম গুহা। বেশ মনোরম জায়গাটা। এককালে এটা যে পাহাড়ি এলাকা ছিল, তা বোঝাই যায়। না হলে মহাভারতের কালে এই মুঙ্গেরের নাম মোদগিরি হবে কেন? পরবর্তীকালেও এর নাম হয় মুঙ্গগিরি। এর কাছেই ভাগলপুরের দিকে ছিল অঙ্গের রাজধানী চম্পারণ। মুঙ্গের দুর্গের একটি টিলার ওপর অঙ্গরাজ কর্ণের স্মৃতি বহন করছে এক বিশাল প্রাসাদ। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙও এখানে এসেছিলেন। অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দীর শেষ সময় পর্যন্ত মুঙ্গের ছিল পালরাজাদের অধীনে। পরে হুসেন শাহ এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। বাংলার নবাব মিরকাশিমও এখানে দুর্গ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এইখানেই আশ্রয় নেন শাজাহান পুত্র সুজা।

গোপা বলল, "এখানকার জয়প্রকাশ উদ্যানটি ঘুরে দেখার মতো। বিকেলে সময় পেলে আসব এখানে। এখন ঘাটে গিয়ে স্নান করা যাক।"

ওরা দুর্গপ্রাচীরের ওপর থেকে গঙ্গার দৃশ্য দেখার সময় বুঝতে পারল, এই দুর্গটাই একটা পাহাড়কে ঘিরে। আসলে ঘরবাড়ি হয়ে যাওয়ায় বোঝা যাচ্ছে না কিছুই। এইখানে বসে গঙ্গার দৃশ্য দেখবার চমৎকার ব্যবস্থা করা আছে। দূরে, বহুদূরে ঘন উন্নত পাহাড়ের রেখা। আর দিগন্তবিস্তৃত গঙ্গার জলরাশি। সেই জলের মাঝখানে ছোট্ট একটি দ্বীপ।

গোপা বলল, "জলদ্বীপ। সাধুচরণের কথা যদি সত্য হয় তা হলে বিশ্বরূপকে ওইখানেই পাওয়া যাবে।"

বিলু বলল, "বিশ্বরূপ ওইখানেই আছে।"

বাবলু বলল, "কী করে বুঝলি?"

"বুঝলাম। এখানে ওকে রাখবার উদ্দেশ্যই হল বহিরাগতকে নজরে রাখা। যেদিক থেকেই হোক ওই দ্বীপে কেউ যাওয়ার চেষ্টা করলে শয়তানদের নজরে সে পড়বেই। আর তারপরই ওরা দলবদ্ধ হয়ে আক্রমণ করবে তাকে।"

গোপা বলল, "তা হলে আমরা ওখানে পৌঁছব কী করে?"

ভোম্বল বলল, "ওখানে আমরা সবাই যাব না। রাতের অন্ধকারে একটা নৌকো ভাড়া নিয়ে আমি একা· যাব।"

বাবলু বলল, "খবরদার নয়। গেলে আমরা সবাই যাব।"

ভোম্বল বলল, "শোন বাবলু, তোরা সাঁতার জানিস না। কিন্তু আমি জানি। বিলু অবশ্য জানে একটু-আধটু। তাতে কাজ হবে না। তাই এই অবস্থায় এইরকম জলযাত্রার ঝুঁকি সকলের না নেওয়াই ভাল।"

"কিন্তু একা পেয়ে ওরা যদি বিলুর মতো তোকেও গুম করে?"

"করলেই হল?" বিলুর ব্যাপারটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট। আমি জেনেশুনে তৈরি হয়েই যাচ্ছি।"

গোপা বলল, "ভোম্বল একাই বা ওই দ্বীপে যাবে কেন? আমিও যাব। সাঁতার আমিও নেহাত কম জানি না। তবে কী জানো? এই যে দেখছ বিশাল পারাবার, এই যে ধীরপ্রবাহিণী গঙ্গা, এর কিন্তু জলের টান খুব। পাহাড়িয়া গাঙ। এটা পুকুরের জল নয়। তার ওপর এই শীতকালে বরফের মতো ঠান্ডা জলে স্পর্শমাত্রেই হাত-পা কোলাপ্স।"

ভোম্বল বলল, "ওইটাই যা একমাত্র ভয়ের। না হলে কলকাতার সাগরমুখে গঙ্গার টানও বড় কম নয়! সেই গঙ্গাও আমি সাঁতরে পার হয়েছি।"

বাবলু একটু ভেবে বলল, "গোপাকে সঙ্গে নিতে পারিস।"

ভোম্বল বলল, "বিপদ বুঝলে আমি জলে ঝাঁপিয়ে ঠিক আত্মরক্ষা করতে পারব। গোপাটা সঙ্গে থাকলে মনোবল আরও বাড়বে। তোরা একটু দূর থেকে লক্ষ রাখিস। বিপদের গন্ধ পেলেই পুলিশে খবর দিবি।"

বিলু বলল, "ভোম্বলের এই প্রস্তাবটা মন্দ নয়। আমরা আজই বিকেলবেলা এইখানে এসে নৌকো ঠিক করে সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করব।"

ওরা নিজেদের মধ্যে এইসব আলোচনা করে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল। কত ছোট ছোট মন্দির আছে এইখানে। নানান দেব-দেবী আছে তাতে। কত লোক স্নান করছে, দানধ্যান করছে। বাবলুরা স্নানের জন্য জলে নেমেই বুঝল, গোপার কথা ভুল নয়, সে কী প্রচণ্ড ঠান্ডা জল। বরফকেও বুঝি হার মানায়। ভোম্বল কি পারবে বিপদের সময় এই জলে ঝাঁপিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে? যাই হোক, ওরা ভালভাবে স্নান সেরে পঞ্চুকেও স্নান করিয়ে ফিরে এল ধর্মশালায়। তারপর চৌরাস্তায় গিয়ে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে সারাটা দুপুর ধরে শুধু আলোচনা আর আলোচনা।

॥ ১১ ॥

বিকেলবেলা ওরা আবার চলল গঙ্গার ঘাটে। অবশ্যই রীতিমতো তৈরি হয়ে। তবে এবারে আর কষ্টহারিণী ঘাটে নয়, মুঙ্গের স্টেশনের পেছনদিকে যে ঘাট, সেইখানে। ভাগ্যে গোপাটা সঙ্গে ছিল, তাই কোথাও কোনও অসুবিধেই হল না। ওরা শ্মশানের পাশ দিয়ে শবদাহ দেখতে দেখতে চলল পারঘাটার দিকে। সেখানে নিয়মিত স্টিমার সার্ভিস রয়েছে।

সুন্দর জায়গাটা। শবদাহের উৎকট গন্ধ নাকে লাগে না। গঙ্গার জলের ছলছল কলকল শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। ওপারে ধু-ধু করছে বালুচর। তারও ওপারে সবুজ বনানী ও ছোট ছোট ঘরবাড়ি। এপারে মুঙ্গের, ওপারে মুঙ্গের ঘাট। কত নৌকো, স্টিমার বাঁধা আছে ঘাটে। এইখানে এসে যেন প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর হয়ে উঠল পঞ্চু। সে মনের আনন্দে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করতে লাগল অবাধে।

গঙ্গার ধারে সারি সারি হোগলার ছাউনি দেওয়া দোকানে শিঙাড়া, জিলিপি, কচুরি ইত্যাদি ভাজা হচ্ছে। ওরা তাই খেয়েই বৈকালিক জলযোগ সারল। তারপর গরম চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে এই মনোমুগ্ধকর পরিবেশে নয়নাভিরাম দৃশ্যের মুখোমুখি হয়ে স্টিমারে যাত্রী পারাপার দেখতে লাগল।

এক জায়গায় একটি বড় স্টিমার নোঙর করা ছিল। তাতে লোকজন ছিল না। বাচ্চু আর বিচ্ছু গিয়ে উঠে বসল তাতে।

আর বাবলু করল কী, বাইনোকুলারে চোখ দিয়ে দূরের সেই সীতাচরণ মন্দিরকে লক্ষ করতে লাগল।

তাই দেখে একজন মাঝি এগিয়ে এসে বলল, "কী দেখছ খোকাবাবু, যাবে নাকি ওইখানে? নাওমে লিয়ে যাব।"

বাবলু বলল, "কী আছে ওইখানে?"

"সীতামাইজি কী মন্দির।"

ভোম্বল বলল, "হ্যাঁ যাব। কিন্তু অতখানি পথ যেতে সময় লাগবে কত?"

"কমসে কম দো-তিন ঘণ্টে লাগ যায়েগা।"

গোপা বলল, "লাগুক। চলো তো যাই।"

বাচ্চু-বিচ্ছু তখন স্টিমার থেকে নেমে এসেছে।

বাবলু বলল, "আসলে ব্যাপার কী জানো মাঝিভাই, নৌকোয় চাপতে আমার দারুণ ভয়। তাই আমি যাচ্ছি না। সাহস থাকলে ওরা যাক।"

বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছু এই অভিনয়টা বুঝল। তাই বলল, "আমরাও যাচ্ছি না বাবা।"

ভোম্বল আর গোপা ওদের দিকে একচোখ টিপে বলল, "আমরা যাব।। ভয় কী। মরি মরব। তবু নৌকোয় যেতে ছাড়ব না। এতদূর এসে একটু নৌকোয় না চাপলে হয়?"

মাঝি বলল, "তুম ভি চলো খোকাবাবু। কুছ ডর নেহি। সবাই চলো তোমরা। আমি গজানন মাঝি। আমার হাতে কোনও নৌকো কখনও ডোবেনি। শাওন ভাদর মাহিনামে এই গঙ্গার পানি দেখলে তোমরা কী বলতে! তখনও আমি শক্ত হাতে হাল ধরেছি।"

বাবলু বলল, "আমরা কেউ যাচ্ছি না বাবা। ওরা দু'জনে সাঁতার জানে। যায় তো যাক।"

ভোম্বল বলল, "আমরা যাবই। তোমার নৌকো নিয়ে এসো মাঝিভাই।"

মাঝি বলল, "লেকিন খোকাবাবু, আমার নাওয়ের ভাড়া কত জানো তো? পঁচ্চিশ রুপাইয়া।"

বাবলু বলল, "নাওয়ের ভাড়া যাই হোক আমি দিয়ে দেব। কিন্তু এখনই তো সন্ধে হয়ে আসছে। কোনও বিপদ হবে না তো?"

"আরে বাবা ডরো মাত। কুছ নেহি হোগা।"

ভোম্বল বলল, "তোমাদের এখানে পটকা পাওয়া যাবে? খুব জোরে শব্দ হয় এমন পটকা?"

"হাঁ হাঁ, সব কুছ মিলে গা। লেকিন পটকা তোমাদের কোন কাজে লাগবে?"

"আরে বুঝছ না কেন, আমরা ওই দ্বীপের মাটিতে পা দিয়েই ফাটাব। যাতে এরা এখানে বসেই আমাদের পৌঁছনো-সংবাদটা পেয়ে যায়।"

মাঝি তখন খুশিমনে বাবলুর কাছ থেকে দশটা টাকা নিয়ে পটকা আনতে চলে গেল। সেই ফাঁকে ভোম্বল বাবলুকে বলল, "শোন বাবলু, আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত তোরা এইখানে অপেক্ষা কর, আর আমাদের দিকে নজর রাখ। আমরা দ্বীপে পৌঁছেই পটকা ফাটাব। যদি একটা কি দুটো ফাটাই, তা হলে জানবি সব ঠিক আছে। আর যদি একসঙ্গে সবগুলো ফাটাই, তা হলেই জানবি আমরা বিপদে পড়েছি। তোরা তখন পুলিশে খবর দিয়ে আমাদের উদ্ধার করবার চেষ্টা করবি, কেমন?"

বাবলু বলল, "অবশ্যই।"

একটু পরেই মাঝি এল। তারপর অল্প যাত্রী বইবার মতো ছোট একটা নৌকো এনে পাড়ি জমাল মাঝ-দরিয়ায়। বাবলুরা হাত নেড়ে বিদায় জানাল ওদের।

নৌকোটা অনেক দূরে চলে গেলে ওরা সেই নোঙার-করা স্টিমারের ডেকে গিয়ে বসল। যদিও ঠান্ডা হাওয়া কাঁপুনি দিচ্ছে। তবুও মাথার ওপর একটা আচ্ছাদন আছে। দেখতে দেখতে সূর্য ডুবে গেল। সন্ধে হল। সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে রাতের অন্ধকারে ঢেকে গেল চারদিক। আর ওদের দেখা গেল না সেই অন্ধকারে। ফেরি সার্ভিসও বন্ধ হয়ে গেছে। তাই ঘাটে লোকজন নেই। এমন সময় হঠাৎ মনে হল, কোথা থেকে যেন একটা চাপা কান্না ভেসে আসছে। কে কাঁদে? পঞ্চু কান খাড়া করে শুনল একবার। তারপর স্টিমারের চারদিক বেড়াতে লাগল। বাবলুও এদিক সেদিক করতে লাগল সেই অন্ধকারে।

হঠাৎ এক সময় পঞ্চু ছুটে এসে কুঁই কুঁই শব্দ করে বাবলুর প্যান্ট কামড়ে টানাটানি করতে লাগল।

বাবলু, বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছু চারজনেই চলল তখন পঞ্চুকে অনুসরণ করে। ওরা পা টিপে টিপে গিয়ে দেখল স্টিমারের খোলের মধ্যে নামার মুখে যেখানটায় একটা কাঠের ভারী পাটাতন দিয়ে ঢাকা আছে পঞ্চু সেইখানে নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে। তখনই ওরা বুঝতে পারল আসল রহস্য এখানেই। ওরা সেই ঢাকা সরিয়ে টর্চের আলো ফেলে এক এক করে ভেতরে ঢুকল। উঃ, কী অন্ধকার ভেতরটা! কোথাও একটু আলো পর্যন্ত নেই। যাই হোক, ওরা টর্চের আলোয় দেখল এক জায়গায় স্টিমারের মাঝামাঝি অংশে একটি খুঁটির সঙ্গে শক্ত মোটা দড়ি দিয়ে এক তরুণীকে বেঁধে রাখা হয়েছে। পাছে না চেঁচায় তাই তার মুখটাও বাঁধা আছে শক্ত কাপড় দিয়ে।

ওরা সবাই মিলে হাত লাগিয়ে সেই বাঁধন খুলেই অবাক, "এ কী! ঈশিতাদি! আপনি এখানে?"

ঈশিতা বলল, "অন্ধকারে তোমাদের মুখ দেখতে পাচ্ছি না যদিও, তবুও বুঝতে পারছি তোমরা কারা।

আমার এই দারুণ বিপদের মুহূর্তে তোমরা এখানে কী করে এলে? তোমরা কী আমাকে উদ্ধার করবে বলেই এসেছ?"

বাবলু বলল, "না দিদি। আমরা জানিই না আপনি এখানে আছেন বলে। আপনার কাকার মুখে একটা খবর শুনে ভোম্বল আর গোপাকে আমরা জলদ্বীপে পাঠিয়েছি আপনার ভাই বিশ্বরূপকে উদ্ধার করবার জন্য। এমন সময় আপনার কান্নার শব্দ আমরা শুনতে পাই। কিন্তু আপনি এখানে কী করে এলেন?"

"তোমাদের সঙ্গে ফোনের কথামতো আমার ভাইয়ের ফটো নিয়ে হাওড়া স্টেশনে আমি নিজেই এসেছিলাম। মাকে একটু সুস্থ দেখে কয়েকজন আত্মীয়ের হাতে দেখাশোনার ভার দিয়ে তোমাদের কাছে এসেছিলাম ওর সম্বন্ধে দু'-একটা কথা বলব বলে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এই যে, হাওড়া স্টেশনেই আমি ওদের খপ্পরে পড়ে যাই। তারপরে তো দেখছ, কী অবস্থা হয়েছে আমার।"

বাবলু বলল, "ভাগ্যে আমরা এই স্টিমারে এসে বসেছিলাম।"

ঈশিতা বলল, "আমার কাকার সঙ্গে তোমাদের কোথায় দেখা হল?"

বাবলু আগাগোড়া সব কথা খুলে বলল ঈশিতাকে। বিলুকে উদ্ধার করা থেকে সাধুচরণের সঙ্গে দেখা হওয়া, এমনকী তার খুন হওয়ার ঘটনার কথাও বাকি রাখল না।

সব শুনে ঈশিতা বলল, "কাকা যখন বলেছে তখন ওকে জলদ্বীপে পাওয়া গেলেও যেতে পারে। না হলে কাল সকালে সীতাকুণ্ডে খোঁজখবর নিলেই হবে। তবে আমার মনে হয়, কাকার ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আমার ভাইকেই না খুন করে মি. এক্স! যাই হোক, শিগগির তোমরা আমাকে নিয়ে পালিয়ে চলো এখান থেকে। না হলে ওরা এসে পড়লে দারুণ বিপদ হবে আমার।"

"কিন্তু এত জায়গা থাকতে ওরা আপনাকে এখানে নিয়ে এসে রাখল কেন?"

"জানি না। হয়তো-বা জলপথেই কোথাও পালাবার মতলব করেছিল।"

এমন সময় হঠাৎ মেশিনের ঘড়ঘড় শব্দ কানে আসতেই শিউরে উঠল ওরা। তারপরই মনে হল ধীরে ধীরে যেন চলতে শুরু করেছে স্টিমারটা।

ঈশিতা বলল, "সর্বনাশ হয়েছে। কী হবে এবার? পালাও শিগগির। ওরা যে স্টিমার ছেড়ে দিল?"

কিন্তু পালাবে কোথায়? পালাবার একমাত্র পথটিও তখন বন্ধ। ওদের এই জাঁতাকলে ঢোকার পর কখন যে ওরা ডালাটা আটকে দিয়েছে তা কে জানে? এখন হাজার চেষ্টা করেও সে-ডালা খুলতে পারল না ওরা।

বাবলু বলল, "আমাদের সকলের একসঙ্গে নীচে নামাটা খুব ভুল হয়েছে। বুদ্ধি করে পঞ্চুটাকেও যদি বাইরে রাখতাম তা হলেও এমন বিপদ হত না। আসলে এটাকে আমরা পরিত্যক্ত স্টিমার ভেবেছিলাম।"

বিলু বলল, "শয়তানের চোখ যে চারদিকে, আর তাদের ফাঁদ যে সুপরিকল্পিত, তা বেশ বোঝাই গেল।"

বাচ্চু বলল, "এখন উপায়?"

"অসহায়ভাবে এই অন্ধকারে বন্দিদশা মেনে নেওয়া।"

স্টিমারটা অন্ধকারের বুকে জল কেটে তখন দূরের দিকে এগিয়ে চলেছে।

এদিকে নৌকোয় চেপে ভোম্বল আর গোপা গঙ্গার মাঝখানে সেই ছোট্ট জলদ্বীপে পৌঁছেই চারদিক তোলপাড় করে ফেলল। কিন্তু না, কেউ তো নেই এখানে। ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরের চাতালে উঠল। দেখল দরজাটা বন্ধ। তালা দেওয়া।

ভোম্বল তবুও দু'-একবার ধাক্কাধাক্কি করল। কিন্তু কোথায় কে? অবশেষে বিরক্ত হয়েই বলল, "অসাধু সাধুচরণ আমাদের আচ্ছা বোকা বানাল তো?"

গোপা বলল, "কাল একবার সীতাকুণ্ডে দেখব। তারপর অন্য ব্যবস্থা।"

ভোম্বল বলল, "তাড়াহুড়োয় টর্চটা না নিয়ে এসে খুব ভুল করেছি। একটা পেরেক বা ওই জাতীয় কিছু পেলে এখনই তালা খুলে ভেতরটা দেখে নিতাম।"

"তাতে লাভ কী হত? ভেতরে কেউ নেই।"

এমন সময় হঠাৎ একটা চাপা আর্তনাদের সঙ্গে কার যেন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দ ওরা শুনতে পেল।

ভোম্বল বলল, "কী হল ব্যাপারটা, কিছু বুঝতে পারলে?"

"না। আমার দারুণ ভয় করছে। আর এখানে থাকা ঠিক নয়, চলো পালিয়ে চলো এখান থেকে।"

ওরা অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমেই অবাক! দেখল নৌকোটা যেখানে বাঁধা ছিল আর সেখানে নেই। গেল কোথায়? কোথায় গেল নৌকোটা? ওরা গজাননের নাম করে বেশ কয়েকবার ডাকল। তারপর একটু

উচ্চস্থানে উঠে এসে দেখল নৌকোটা সেই ঘন অন্ধকারে স্রোতের টানে ওপারে চরের দিকে ভেসে চলেছে।
ভোম্বল চেঁচিয়ে বলল, "নৌকো এপারে নিয়ে এসো। না হলে ফল কিন্তু ভাল হবে না।"
গোপা বলল, "তুমি পালিয়ে বাঁচবে না মাঝিভাই। আমরা সাঁতার জানি। ঠিক গিয়ে ধরে ফেলব তোমাকে। শিগগির নৌকো ভেড়াও বলছি।"
নৌকো ফিরল না। ওপারেই গিয়ে ভিড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল দলবদ্ধ কুকুরের খেয়োখেয়ি ও চিৎকার।
ভোম্বল বলল, "ব্যাপারটা রীতিমতো রহস্যময়।"
এই প্রচণ্ড শীতে স্রোতস্বিনী গঙ্গায় সাঁতার কেটে পার হওয়া যা-তা ব্যাপার নয়। তাই কী যে করবে ওরা, কিছু ভেবে পেল না।
গোপা বলল, "আপাতত পটকাগুলোই ফাটাও। বাবলু এসে আমাদের উদ্ধার করুক।"
"সেটা কোনও কাজের কথা নয়। শুধু শুধু ওদের ব্যতিব্যস্ত করে তো লাভ নেই!"
"অন্তত পৌঁছনো সংবাদটা দাও। সেইরকমই তো কথা ছিল। না হলে ওরা কী ভাববে বলো তো?"
ভোম্বল গোপার মুখের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, "বলছ?" বলেই একটা পটকা ফাটাতে প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে যেন কেঁপে উঠল দ্বীপটা। আর পরমুহূর্তেই ওদের ওপর একটা সার্চ লাইটের জোরালো আলো এসে পড়ল। ওরা দেখল, সেই নিকষ অন্ধকারে একটি বৃহৎ জলযান ধীরে ধীরে দ্বীপের কাছে এগিয়ে আসছে।
সেই মুহূর্তে ওরা নিজেদের বিপদ বুঝতে পেরে কী যে করবে, কিছু ঠিক করতে পারল না। মুখে যত বলুক এই শীতের রাতে পাহাড়ি গাঙে সাঁতার কেটে ওপারে যাওয়া বড় কম কষ্টের ব্যাপার নয়। তার ওপরে ওপারে ফাঁকা মাঠে বালুচরে ভিজে পোশাকে সারারাত থাকা মানে সাদরে মৃত্যুকে ডেকে আনা। এই ভেবেই ওরা একটি বড়সড় পাথরের খাঁজে লুকিয়ে রইল।
একসময় হঠাৎ দেখল ছপ ছপ করে জলে সাঁতার কেটে কে যেন এদিকে আসছে। কে সে? অন্ধকারে ওরা কিছু বুঝতে পারল না। সার্চ লাইটের আলোটা নিভলে ওরা বুঝতে পারল যে আসছে সে আর কেউ নয়, ওদের সেই গজানন মাঝি। কিন্তু ও কেন এই রাতে এইভাবে সাঁতার কেটে আসবে? ওর নৌকো কী হল?
গজানন পাথরের সিঁড়িতে পা দিয়েই হাঁফাতে লাগল। শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে বেচারি!
গোপা বলল, "মনে হয় ওপারে কুকুরের তাড়া খেয়েই পালিয়ে এসেছে?"
ভোম্বল বলল, "তা হলে তো নৌকো নিয়েই আসবে। এইভাবে সাঁতার কেটে আসবে কেন?"
"হয়তো ডাঙার বালিতে পা দেওয়ামাত্র এমন আক্রমণ হয়েছে যে, নৌকোয় ওঠবার সময় পায়নি। নয়তো কুকুরগুলোই ওর আগে নৌকোয় উঠে পড়েছে।"
ততক্ষণে জলযানটা এসে ভিড়েছে দ্বীপে। একজন লোক লাফিয়ে নামল পাথরের সিঁড়িতে। তারপর বলল, "আরে! এ ক্যা! তেরা নাও কাঁহা রে গজানন?"
গজানন অতি কষ্টে বলল, "ও লেকে ভাগা।"
"কৌন লেকে ভাগা?"
"মালুম নেহি। হামকো অচানক ধাক্কা মারা। ম্যায় গির পড়ি। বহুত চোট লাগা।"
"আউর ও লেড়কা! ও কাঁহা?"
"মুঝে কুছ মালুম নেহি।"
লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "ঠিক হ্যায়, তু চড়ল যা স্টিমার 'পর।"
ভোম্বল আর গোপা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। ওরা ভেবেই পেল না, এই তৃতীয়জন কে? গোপা বলল, "ভারী রহস্যময় ব্যাপার তো! আমরা কিছুই জানি না। গজাননকে তা হলে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলল কে? আর নৌকো নিয়েই বা পালিয়ে গেল কোনজন?"
ভোম্বল বলল, "এ নিশ্চয়ই বিশ্বরূপের কাজ। ও ছাড়া এই কাজ আর কেউ করতে পারে না।"
যে-লোকটি স্টিমার থেকে নেমে গজাননের সঙ্গে কথা বলছিল, সে এবার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে চারদিক টহল দিয়ে দেখতে লাগল। তারপর এদিক সেদিক করে দূরের দিকে নজর রাখতে রাখতে অন্ধকারে ওদের কাছাকাছিই আসতেই ভোম্বল একটা চালাকি করল। ওর একটা পা লোকটির পায়ের ফাঁকে গলিয়ে দিতেই লোকটি মুখ থুবড়ে সেই উঁচু জায়গা থেকে পড়ল গিয়ে গঙ্গার জলে।
ততক্ষণে হইচই করে আরও দু'জনে নেমে এসেছে সেই দ্বীপে।
ভোম্বল আবার বদবুদ্ধি খাটাল। 'হল্ট' বলে অন্ধকারের আড়াল থেকে দু'-একটি পটকা ধরিয়ে তাদের

গায়ে ছুড়ে দিতেই লঙ্কাকাণ্ড। সেই পটকা ফাটার শব্দে দ্বীপটা এমন কেঁপে উঠল যে, নির্জন দ্বীপের বিভীষিকা চরম রূপ ধারণ করল। লোকগুলো আচমকা এইরকম শব্দ হওয়ায় এটাকে পুলিশি আক্রমণ মনে করে কোনওদিকে না তাকিয়ে জলে ঝাঁপিয়েই ডুবসাঁতার। ওদের দেখাদেখি গজাননও কুমিরের মতো অথই জলে।

গঙ্গার মাঝখানে টিলার মতো জেগে থাকা এই ছোট্ট জলদ্বীপে ওদের আক্রমণ করবার মতো কেউই রইল না তখন।

ভোম্বল বলল, "এই স্টিমারটাকে আমরা গঙ্গার ঘাটে একপাশে নোঙর করা অবস্থায় দেখেছিলাম। এটা যে শত্রুপক্ষের, তা কিন্তু ভাবিনি। এখন আমার মনে হয় এর ভেতরে ঢুকে আমাদের একটু নজরদারি করা দরকার।"

গোপা বলল, "যদি আমরা বন্দি হয়ে যাই?"

"সে-সম্ভাবনা খুব কম। তার কারণ, এদের লোকজন বেশি থাকলে এতক্ষণে হইহল্লা বেধে যেত।"

ওরা দু'জনে তখন চুপিসারে স্টিমারে উঠতেই খোলের ভেতর থেকে একটা দাপাদাপির শব্দ শুনতে পেল। সেইসঙ্গে কুকুরের ভৌ ভৌ রব।

ভোম্বল বলল, "মনে হচ্ছে পঞ্চুর গলা! চলো তো দেখি।"

ওরা ছুটে গিয়ে ছিটকিনি-আঁটা ডালাটা উলটে দিতেই সর্বাগ্রে বেরিয়ে এল পঞ্চু। তারপর বাবলু, বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছু আর ঈশিতা। ঈশিতাকে দেখে ভোম্বল আর গোপার তো অবাক হওয়ার পালা। বলল, "এ কী, ঈশিতাদি! আপনি এখানে?"

ঈশিতা বলল, "চমকাবে পরে। তার আগে বলো আমার ভাইয়ের কোনও হদিস তোমরা পেলে কি না?"

"না। তবে মনে হচ্ছে ওপারের চরায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।"

স্টিমারে তখন একজনই ছিল, সে হল সারেং। পঞ্চু ততক্ষণে দারুণ বেকায়দায় ফেলেছে তাকে। বাবলু ছুটে গিয়ে বহুকষ্টে সংযত করল পঞ্চুকে। তারপর সারেংকে বলল, "আপনি বাংলা বোঝেন?"

সারেং ঘাড় নাড়ল।

"তা হলে বলুন কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলেন আমাদের?"

"মনিহারি ঘাটে।"

"সেটা এখান থেকে কত দূরে?"

"দূর আছে। সাহেবগঞ্জের সকরিগলিঘাট হয়ে যেতে হয়।"

"কার নির্দেশে নিয়ে যাচ্ছিলেন আমাদের? মি. এক্স-এর নির্দেশে নিশ্চয়ই?"

সারেং চুপ করে রইল। বাবলু ওর পিস্তলটা দেখিয়ে সেটার ভেতর থেকে বুলেটটা বের করে নিল প্রথমে। তারপর আবার বুলেট পুরে বলল, "এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এটা খেলনা পিস্তল নয়। এখনও বলুন, না হলে হাল কিন্তু...।"

সারেং চুপ করে রইল।

বাবলু বলল, "আপনাদের সেই গডফাদারটি কোথায়?"

সারেং বলল, "শোনো ভাই, আমি কারও লোক নই। স্টিমারও আমার নয়। চাকরি করি মাত্র। সাহেবগঞ্জ থেকে এই কাজের জন্য আমার কোম্পানি আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। আমার ওপর দায়িত্ব ছিল স্টিমার নিয়ে মনিহারি যাওয়ার। তাই যাচ্ছিলাম।"

"কিন্তু চাকরি রক্ষার খাতিরে চোরাই জিনিস পাচার করলে বা কাউকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেলে পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বেন, সে-খেয়াল ছিল না?"

"ছিল। তবুও চাকরি চাকরিই। কী জিনিস যাচ্ছে, কাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, এটা তো আমার জানবার কথা নয়। আমি ওদের লোক হলে ওই দ্বীপে নেমে তোমাদের বিরক্ত করতাম। সে-সব আমি কিছুই করিনি। হাওয়া খারাপ বুঝলে কেটে পড়তাম।"

"সবই বুঝলাম। কিন্তু কোন দলের হয়ে আপনি এই কাজ করেছেন, তা কি জানেন?"

"খুব ভালরকম জানি।"

"তবু করছেন কেন?"

"অপঘাত-মৃত্যুকে ভয় পাই বলে।" তারপর একটু হেসে বলল, "ওদের অবাধ্য হওয়ার সাহস আছেটা কার?"

"আমাদের আছে। দেখলেন তো আমাদের যারা ধরতে এসেছিল আমরাই এখন তাদের ধরতে যাচ্ছি। স্টিমার ওপারে নিয়ে চলুন। আমাদের একজন বন্ধু ওপারে আছে, তাকে উদ্ধার করতে হবে।"

"ওপারে তো যাওয়া যাবে না ভাই, জেটি নেই। চড়ায় আটকাবে।"

"যতটা যাওয়া যায় ততটাই নিয়ে চলুন।"

"ঠিক আছে। দেখছি কতদূর যেতে পারি। আসলে এগুলো হচ্ছে আঘাটা। এখানে জলের স্রোত আছে, কিন্তু নাব্যতা নেই।"

সারেং স্টিমার নিয়ে চড়ার দিকে এগোতেই ওরা দেখতে পেল, একদল কুকুর ছেঁকে ধরেছে দু'-তিনজন লোককে। সম্ভবত এরাই সেই আক্রমণকারী পলাতক। তাদের মধ্যে গজাননও আছে। বাকি কুকুরগুলো তাকে বেকায়দায় ফেলতে গিয়ে নিজেরাই এমন বেকায়দায় পড়েছে যে, তা বলবার নয়। অযথা লম্ফঝম্ফ করে নৌকোয় উঠে বিক্রম দেখাতে গিয়েই বাঁধনহীন নৌকোয় উজান স্রোতে মাঝদরিয়ায় ভেসে যাচ্ছে। কী দারুণ সেই দৃশ্য! প্রাণভয়ে শাঁখের মতন লম্বাটে মুখগুলো আকাশের দিকে তুলে উ-উ করে ডাক ছাড়ছে তারা, আর ছটফট করছে।

স্টিমার তখন চড়ার কাছাকাছি এসেছে। গোপা আর থাকতে না পেরে একপাশ থেকে একটা লোহার রড তুলে নিয়ে লাফিয়ে পড়ল হাঁটুজলে। তারপর ওপারে পৌঁছেই দেখল গাজরের খেতের ধারে একটা কুকুর কাকে দেখে যেন রাগে গরর গরর করছে। গোপা সেই রডের বাড়ি কুকুরটাকে এক ঘা দিতেই কেঁ-উ-উ করে পালাল সেটা। আর তখনই ও লক্ষ করল, শীর্ণকায় এক কিশোর গাজরের ঘন খেতে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। গোপা ডাকল, "কে তুমি? বেরিয়ে এসো ওখান থেকে।"

ছেলেটা তখন ভয়ে কাঁপছে। ওর ভয় দেখে গোপা নিজেই এগিয়ে তার হাত ধরতে চমকে উঠল ছেলেটা। বলল, "তুমি এখানে?"

চিনতে পেরেছ তা হলে?"

"না পারবার কী আছে? তুমি ওদের দলের মেয়ে। আমাকে তুমি ছেড়ে দাও।"

গোপা বলল, "কে বলে আমি ওদের মেয়ে? আমি কারও নই। তোমার মতো আমিও ওদের বন্দি ছিলাম। এইখানে এইভাবে মাঠেঘাটে পড়ে না থেকে এসো তুমি আমার সঙ্গে।"

"তুমি আমাকে ভুলিয়েভালিয়ে আবার ওদের কাছে নিয়ে যাবে না তো?"

"আরে না, না। আমরা অনেকেই আছি এখানে। তোমার দিদিও আছেন।"

"আমার দিদি! তুমি তাকে কী করে চিনলে?"

ততক্ষণে বিলুও এসে হাজির। বিলুকে দেখেই চমকে উঠল বিশ্বরূপ। বলল, "তুমিও তা হলে ছাড়া পেয়েছ?"

"হ্যাঁ, চলে এসো শিগগির।"

এবার এল বাবলু আর পঞ্চু। গজানন ছাড়াও যে তিনজন কুকুরের ভয়ে পালাতে পারছিল না, বাবলু তাদের কাছে গিয়ে বলল, "বন্ধুগণ, তোমরা এখন আমাদের অতিথি। এক-এক করে স্টিমারে ওঠো দেখি। তারপর তোমাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করছি আমরা। তবে খুব সাবধান। কেউ কোনওরকম চালাকি করবার চেষ্টা করবে না কিন্তু। মনে রেখো এই হিংস্র কুকুরগুলোর গ্রাস থেকে আমরাই তোমাদের বাঁচালাম। এখন হাত ওপরে তুলে একেবারে সুপুত্তুরের মতো স্টিমারে ওঠো।"

বেগতিক দেখে লোকগুলো তাই করল। বাচ্চু-বিচ্ছু একটা দড়ির মই ঝুলিয়ে দিলে, বিলু প্রথমে পঞ্চুকে নিয়ে উঠে গেল। তারপর গোপা আর বিশ্বরূপ। সবশেষে লোকগুলোকে নিয়ে বাবলু।

বিলু আর ভোম্বল ওপরে উঠেই স্টিমারের খোলের মধ্যে নামার মুখে যে কাঠের ডালাটা আছে, সেটা তুলে ধরল।

বাবলু সকলকে বলল, "নামো।"

গজানন বলল, "মেরা ক্যা কসুর?"

বাবলু ধমক দিয়ে বলল, "চুপ, কার কী কসুর সেটা পুলিশকে বলবে, আমাকে নয়।"

বাকি যে তিনজন ছিল তারা অল্পবিস্তর আহত হয়েছিল সকলেই। তাই তারা কোনওরকম গোলমাল না করে পঞ্চুর চোখের দিকে একবার তাকিয়েই নেমে পড়ল সুড়সুড় করে। বাবলুরাও যথারীতি ডালা বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিল। এখন ঘাটে পৌঁছে পুলিশে একটা খবর দিলেই হয়!

সারেং তখন স্টিমারের মুখ ঘুরিয়েছে ঘাটের দিকে।

দীর্ঘদিন পরে ঈশিতা ভাইকে ফিরে পেয়ে আদরে, সোহাগে ভরিয়ে তুলল তাকে।

বিশ্বরূপ জিজ্ঞেস করল, "বাবা-মা কেমন আছেন? সবাই ভাল আছেন তো?"

ঈশিতা কী আর বলবে? বলল, "হ্যাঁ, সবাই ভাল আছে। কিন্তু তোর কী ব্যাপার! তুই চড়ায় গিয়ে পৌঁছলি কী করে?"

বিশ্বরূপ বলল, "ওরা আমাকে সকাল থেকে জলদ্বীপে আটকে রেখেছিল। সারাদিনে আমি দুটো লুচি আর হালুয়া খেয়েছি মাত্র। ওদের যা পরিকল্পনা তাতে শুনেছি আপাতত ডিমাপুরের দিকে চলে যাবে। যেহেতু আমি ওদের শিকার, তাই আমাকেও নিয়ে যাবে ওদের সঙ্গে। আরও কয়েকজন নাকি যাবে। তারা যে কারা, তা জানি না। এই জলদ্বীপে অবশ্য আমি একাই ছিলাম। যে-লোকটা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিল সে আমাকে বলেই গিয়েছিল এখান থেকে পালানো মানেই মৃত্যুকে মেনে নেওয়া। তবুও আমি পালিয়েছিলাম। সাঁতার জানি না বলে জলে নামিনি। কিন্তু সন্ধের পর অন্ধকারে এদের দু'জনকে এই নির্জন দ্বীপে আসতে দেখে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনি। মাঝিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েই ওর নৌকোয় ভেসে গেলাম।"

ঈশিতা বলল, "তোর ভয় করল না?"

"একটুও না। বরং মুক্তির আনন্দে মন ভরে উঠল। নৌকোটা স্রোতের টানে চড়ায় আটকে যেতেই আমি পালাতে গিয়ে কুকুরের পাল্লায় পড়লাম। একটু পরে ওই লোকগুলো এসে পড়ায় কুকুরগুলো ওদের দিকে তেড়ে গেলে তবু আমি একটু রেহাই পাই।"

বাবলু বলল, "যাই হোক, ভগবান তোমাকে রক্ষা করেছেন।"

"এখন আমি মুক্ত? ওরা এসে আর আমাকে ধরবে না?"

বাবলু বলল, "না।"

বিলু বলল, "তোমাদের পরিবারের দুষ্টগ্রহ সাধুচরণ হাজরার মৃত্যু হয়েছে। কাজেই তোমরা এখন শাপমুক্ত।"

বিশ্বরূপ যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

স্টিমার এসে ঘাটে ভিড়লে বাবলু সারেংকে বলল, "অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। কেন না আপনি আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। এখন আমরা স্টেশনে গিয়ে ফোনে পুলিশে খবর দেব। আপনি কী করবেন?"

"তোমরা আমাকে পালাবার একটু সুযোগ দাও ভাই। আমি চলে গেলে তোমরা যা খুশি কোরো। অযথা পুলিশের ঝামেলায় জড়িয়ো না আমাকে।"

বাবলু হেসে বলল, "তাই যান।"

সারেং চলে গেলে বাবলু আর বিলু মুঙ্গের স্টেশন গিয়ে ফোনে পুলিশকে সব কথা জানালে পুলিশ এসে অ্যারেস্ট করল প্রত্যেককে। দুষ্কৃতীদের পুলিশের হাতে সঁপে দিয়ে ওরা যখন নিশ্চিন্ত হল, রাত তখন দশটা। বাবলুরা একেবারে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে ধর্মশালায় গিয়ে জুটল। দুটো ঘর ছিল বলে কোনও অসুবিধে হল না। সবাই মিলে ভাগাভাগি করে শুয়ে পড়ল যে যার সুবিধেমতো। মি. এক্স ধোঁয়াশায় ঢাকা থাকলেও বিশ্বরূপকে যে উদ্ধার করতে পেরেছে, এতেই ওদের আনন্দ! এখন কাল কী করবে, সেটা কাল সকালেই ভেবে দেখা যাবে।

॥ ১২ ॥

প্রতিদিনের অভ্যাস তো, তাই খুব ভোরে ঘুম ভাঙল বাবলুর। ঘুম থেকে উঠে ধর্মশালার উঠোনে পায়চারি করবার সময় পঞ্চু এসে পাশে দাঁড়াল। পাশের শিবমন্দিরে তখন মঙ্গলারতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে। এই ব্রাহ্মমুহূর্তটা বাবলুর বড়ই প্রিয়।

ধর্মশালার গেট এখনও খোলেনি যদিও, তবুও গাছতলার চা-ওলার কাছ থেকে এককাপ চা কোলাপসিবল গেটের ভেতর থেকে চেয়ে নিল বাবলু। তারপর এদিক সেদিক করতে করতেই সকাল হল একসময়। ঘুমও ভাঙল সকলের।

আর অপেক্ষা নয়। মুখ হাত ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ার পর ঈশিতা বলল, "তা হলে বাবলুভাই, এখন তোমরা কী করবে ভাবছ?"

বাবলু বলল, "ভাবছি একবার সীতাকুণ্ডটা দেখে নিয়ে কালীপাহাড়ে যাব। যদি কোনওভাবে মি. এক্সের সন্ধান পাই...।"

ঈশিতা বলল, "কেন মিছিমিছি ছায়ার পেছনে ঘুরবে? আমার তো মনে হয় মি. এক্স আমার কাকা

সাধুচরণেরই একটা সাজানো ধাপ্পা। ও-নামের সত্যিই কেউ নেই। তার চেয়ে চলো সবাই আমরা একসঙ্গে বাড়ি ফিরে যাই।"

বাবলু বলল, "সে-কথা মনে করবার আর কোনও কারণ নেই। কেন না আমরা মি. এক্স-এর ব্যাপারে অনেক কিছু জেনেছি। এমনকী নামও জেনেছি তার, ভিক্টর মরিশন। তাই ওকে আমাদের চাই। তবে আপনার আর থাকা উচিত নয়। ভাইকে নিয়ে আপনি এখনই বাড়ি চলে যান। আপনার মা কষ্ট পাচ্ছেন।"

বিলু বলল, "কীভাবে যাবেন? এখন কি হাওড়ার কোনও ট্রেন আছে?"

"জানি না। ভাবছি এখনই আমি ভাগলপুর গিয়ে দুমকা কিংবা সিউড়ি চলে যাব। তারপর সেখান থেকে বর্ধমান হয়ে বাড়ি। দরকার হলে একটা প্রাইভেট গাড়িও ভাড়া করে নেব। মোট কথা, আজই আমাদের বাড়ি পৌঁছতে হবে।"

বাবলু বলল, "আপনি যদি ভাগলপুর হয়ে যান, তা হলে গোপাকেও সঙ্গে নিন।"

গোপা বলল, "আমি বাচ্চা মেয়ে নই। মুঙ্গের থেকে ভাগলপুর আমি একাই যেতে পারব। তোমরা যে আমাকে চাও না, আকারে ইঙ্গিতে সেটা তোমরা বারবার আমাকে বুঝিয়ে দিতে চাইছ। কিন্তু আমি অত্যন্ত বেহায়া বলেই এতক্ষণ বুঝতে চাইছিলাম না। এবার আমি কোনওরকম সেন্টিমেন্ট না রেখে নিজেই চলে যাব।"

এমন সময় বাইরে একটা দারুণ শোরগোল শুনে একজোটে ছুটে গেল ওরা। কী ব্যাপার, ব্যাপার কী? সবাই দেখল,হাতে হাতে সকালের সংবাদপত্রটা ঘুরছে। সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় বড় বড় হরফে যা লেখা আছে তা হল: "জামালপুরের কাছে কালীপাহাড়ে গতরাতে পুলিশ ও দুষ্কৃতীদের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষে ভিক্টর মরিশন নামে একজন সন্ত্রাসবাদী নিহত হয়েছে। মি. এক্স এই ছদ্মনামের আড়ালে এ-যাবৎ অনেক দুষ্কর্ম করে বেড়ালেও এইদিনের লড়াইয়ে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে প্রাণ দিতে হয় তাকে। ওর দলের প্রায় আট-দশজন দুর্বৃত্ত ওই একই সময়ে পুলিশের হাতেধরা পড়ে নিজেদের দোষ স্বীকার করে।"

খবর শুনেই লাফিয়ে উঠল বাবলু। বলল, "আর এখানে নয়। এখনই আমরা জামালপুরে গিয়ে সেই সন্ত্রাসবাদীকে দেখে আসব। চলো জামালপুর।"

ঈশিতা বলল, "আমি কিন্তু যেতে পারছি না ভাই।"

বাবলু বলল, "না, না, আপনাকে আমরা যেতে বলব না। তবে গোপাকেও ছাড়ব না। ওর বড্ড অভিমান। সেও যাবে আমাদের সঙ্গে।"

ওরা ধর্মশালার ঘরে তালা দিয়ে একসঙ্গে সবাই রওনা হল বাজারের দিকে। সেখানে ওদের দু' ভাইবোনকে ভাগলপুরের বাসে চাপিয়ে একটা ট্রেকার ভাড়া করে চলল জামালপুরের পথে। লোকের মুখে মুখে তখন গত রাতের সেই ঘটনা নিয়ে আলোচনা।

জামালপুর স্টেশনের কাছে ট্রেকার থেকে নেমে ওরা যখন মি. এক্সের মরদেহ দেখবার জন্য খোঁজখবর নিচ্ছে, এমন সময় পুলিশের একজন ইনস্পেক্টর স্কুটারে চেপে দ্রুত ওদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, "এ কী, তোমরা এখনও যাওনি?"

বাবলু বলল, "না, আমরা একবার এই চক্রের নায়ককে দেখতে চাই।"

ইনস্পেক্টর একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "দেখে কী চারটে হাত পা বেরোবে? যাও, ঘরের ছেলে ঘরে যাও। আগে মাত বাড়ো।"

"আপনি যদি বলেন তা হলে চলেই যাব। তবে যাওয়ার আগে কালীপাহাড়ের সৌন্দর্যটা একবার দেখে যাব না?"

ইনস্পেক্টর একটা জোর ধমক দিয়ে বললেন, "বলছি এখন কোথাও যাবে না। চারদিকের হাওয়া খুব খারাপ। এখনই একটা গোলমাল বেধে যেতে পারে।"

বাবলুরা যখন থমকে দাঁড়িয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে কী করবে ভাবছে, ঠিক সেই সময় পুলিশের একটা ভ্যানকে ওদের দিকে আসতে দেখল।

ইনস্পেক্টর রক্তচক্ষুতে বললেন, "তোমাদের ভালর জন্য বলছি, আর এখান থেকো না। দারুণ ঝামেলায় পড়বে তা হলে।" বলেই চলে গেলেন লাইনের ওপারে।

পুলিশ ভ্যানটা তখন ধীরে ধীরে ওদের সামনে এসে থামল। এতে যে ইনস্পেক্টর ছিলেন তিনিই কাল রাতে বাবলুদের ফোন পেয়ে ঘাটে গিয়ে অ্যারেস্ট করেছিলেন দুষ্কৃতীদের। বাবলু তাঁর কাছে গিয়ে বলল, "শুনলাম মি. এক্স নাকি নিহত হয়েছেন?"

ইনস্পেক্টর স্মিত হেসে বললেন, "ঠিকই শুনেছ। ওর ডেডবডি এখনও পাহাড়ের নীচে রাখা আছে। যাও, গেলেই দেখতে পাবে। বহু লোক গেছে।"

"কোনও ভয়ের ব্যাপার নেই তো?"

"আরে না, না। ভয় কী! কাল রাতে দম ছুটিয়ে দিয়েছি ওদের। এমন মার মেরেছি যে, দু'-চারজন কেউ বেঁচে থাকলেও তারা আর এ-তল্লাটে নেই।"

"বলেন কী!" বাবলুরা আর দেরি না করে তিনটি রিকশা নিয়ে দ্রুত চলল কালীপাহাড়ের দিকে। কী সুন্দর পথঘাট এখানকার! দেখে মন ভরে গেল।

পাহাড়ের কাছে গিয়ে ওরা দেখল অসংখ্য পুলিশে ছেয়ে আছে চারদিক। পাহাড়ের পাদদেশে একজায়গায় কিছু মানুষ ভিড় করে সেই মরদেহ দেখছে। বাবলুরাও দেখল।

দীর্ঘ উন্নত বলিষ্ঠ চেহারার একজন লোক মরণঘুমে ঘুমিয়ে আছে সেখানে। রক্তে ভিজে আছে তার সারা শরীর। গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। মুখটা এমনভাবে বিকৃত হয়ে গেছে যে, সে-মুখ কারও চেনবার উপায় নেই।

পঞ্চু হঠাৎ কী ভেবে যেন ছুটে গেল মরদেহের কাছে। তারপর মৃতের পাদুটো বারবার শুঁকে কী ভেবে যেন আবার ফিরে এল। এসে ঘনঘন ল্যাজ নেড়ে কুঁইকুঁই করতে লাগল।

একজন কনস্টেবল বলল, "কুত্তা সামালো ভাই। ইধার মাত আনে দো।"

বাবলুর মুখ গম্ভীর।

বাচ্চু সবিস্ময়ে বলল, "এই সেই ভিক্টর মরিশন!"

বিচ্ছু বলল, "কী নির্মম পরিণতি।"

বাবলু কাউকে কোনও কথা না বলে ইশারায় সকলকে ডেকে ধীরে ধীরে পাহাড়ে ওঠা শুরু করল। পাহাড় এখন কেটে কেটে এমন করে দিয়েছে যে, সেদিকে তাকালেও কান্না পায়।

ভোম্বল বলল, "তুই হঠাৎ এত গম্ভীর হয়ে গেলি কেন বাবলু? কোনও কিছু কী ভাবছিস তুই?"

বিলু বলল, "আসলে ভিক্টরের এইরকম চেহারা দেখে তোর মন ভরেনি, তাই না?"

গোপা বলল, "আর মন ভরিয়ে কাজ নেই। ওই পোড়ার মুখ দেখতে হয়নি, এর জন্যই ভগবানকে ধন্যবাদ।"

বাবলু হেসে বলল, "না, ঠিক তা নয়। আমি অন্য কথা ভাবছি।"

"কী রকম!"

"যার ডেডবডি শনাক্তকরণের কোনও উপায় নেই তাকেই মি. এক্স বা ভিক্টর মরিশন বলে মনে করাটা কি যুক্তিসংগত?"

"মনে করবে না-বা কেন? ওদের দলের যেসব লোকজন ধরা পড়েছে, তারাই হয়তো চিনিয়ে দিয়েছে তাদের বসকে।"

"ওরা তো ওদের বসকে বাঁচাবার জন্য ভুল লোককেই আইডেনটিফাই করবে। ওরা জানে বস বাঁচলে ওরাও বাঁচবে।"

গোপা বলল, "তা হলে ওই ডিনামাইট দিয়ে সব কিছু উড়িয়ে দেওয়াটা?"

"কিছুই উড়িয়ে দেয়নি ওরা। যেখানকার যা, সবই সেখানে ঠিক আছে। শুধু পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ অন্য জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আসল যা কিছু ঠিক রেখেছে।"

বিলু বলল, "স্ট্রেঞ্জ! তা হলে ওই ডেডবডিটা কার?"

"হয়তো এমন একজনের, যাকে আমরা সবাই চিনি। পঞ্চু চেনে। না হলে পঞ্চু ওইভাবে ছুটে গিয়ে তার পা শুঁকে ঘন ঘন ল্যাজ নাড়বে কেন?"

বিলু ভোম্বল দু'জনেই সবিস্ময়ে বলল, "তা হলে কে সেই অন্য একজন?"

বাবুল বলল, "আমার মনে হয় ওই ডেডবডিটা প্রসাদজির ছেলে গঙ্গার। মুখ বিকৃত হলেও ওর জুতো এবং পোশাক দেখে আমার যেন তাই মনে হল। আর সেইজন্যই পঞ্চু অমন করে শুঁকে দেখল ওকে।"

বাচ্চু বলল, "উনি তা হলে মি. এক্স নন?"

"না। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে এই প্রবল প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়েই মৃত্যু হয়েছে তার। ওই যে ইনস্পেক্টর, যিনি আমাদের ধমকধামক দিলেন, আমার মনে হয় আদৌ উনি পুলিশের লোকই নন। ওঁর গায়ের রং আর চোখ দুটো দেখেছিস?"

গোপা বলল, "যেমন কালো, চোখ দুটো তেমনই কটা।"

"ভিক্টর মরিশনের চেহারার বর্ণনা মনে আছে?"

সবাই চমকে উঠল, "তাই তো! ওরা কী তবে ভিক্টরের মুখোমুখি হয়েছিল?"

বিলু বলল, "ইশ রে! হাতে পেয়েও ছেড়েদিলাম লোকটাকে?"

ভোম্বল বলল, "তুই ঠিকই ধরেছিস বাবলু। সেইজন্যই পুলিশের ভ্যান আসার আগে লাইনের ওপারে চলে গেল সে।"

গোপা বলল, "উনি আমাদের ক্ষতিও করতে পারতেন।"

"পারতেন। তবে আমরা যে এখানে আসব তা হয়তো ভাবতে পারেননি অথবা জল ঘোলা হওয়ার ভয়ে কিছু করেননি। আমাদের ক্ষতি করার চেয়েও গোপন আস্তানা থেকে তাঁর মূল্যবান জিনিসগুলো সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনটা এখন সবচেয়ে বেশি।"

বাবলুর এই কথায় সবাই এবার নীরব হয়ে পাহাড়ে উঠে কালী-দর্শন করে চারদিক ঘুরে বেড়াল। কী সুন্দর জায়গাটা! যেখানে বিস্ফোরণ ঘটেছে ওরা সেখানেও গেল। গিয়ে দেখল পুলিশের লোকেরা সোনাদানা পাওয়ার আশায় সর্বত্র নজরদারি করছে।

বাবলু হেসে বলল, "চল, পালিয়ে যাই এখান থেকে, না হলে আমাদেরও হয়তো কিছু পেতে ইচ্ছে করবে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা নীরবে নেমে এল পাহাড় থেকে। তারপর আবার মুঙ্গেরে ফিরে এসে দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে সীতাকুণ্ডটা দেখে এল একবার। সেখান থেকে ফিরেই মুঙ্গের স্টেশনে।

বাচ্চু বলল, "আমরা স্টেশনে এলাম কেন?"

বাবলু বলল, "জামালপুর যাব বলে।"

"সেজন্য তো ট্রেকারই যথেষ্ট ছিল।"

"না, ছিল না। এখন ওই পথে গেলে আমাদের বিপদ হতে পারে। কিন্তু রেলপথে সেই সম্ভাবনা কম। কারণ জামালপুরের যাত্রীরা সাধারণত ট্রেকারেই যায়। তাই ওরা সেইদিকেই নজর রাখবে। বিশেষ করে আমরা এখনও এখানেও আছি জানার পর হয়তো কোনও দুর্ঘটনা ঘটাবার জন্য পথের ধারে অপেক্ষাও করছে ওরা।"

গোপা ভয় পেয়ে বলল, "তা হলে?"

"তা হলে আর কী? এইসব ক্ষেত্রে এইরকমই হয়।"

ভোম্বল বলল, "এই অবেলায় জামালপুরে গিয়ে আমাদের লাভ?"

"লাভ কতটা হবে তা বলতে পারছি না। তবে লোকসান হবে না। রাতের অন্ধকারে কালীপাহাড়ের বনজঙ্গল কতটা কালিমাময়, সেটা তো বোঝা যাবে?"

ওরা টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে চুপচাপ বসে রইল সকলে। কেউ কারও সঙ্গে কোনও কথাই বলল না। ট্রেন যথাসময়ে জামালপুর পৌঁছল। ওরা ওভারব্রিজ পার হয়ে স্টেশনের বিপরীত দিকে যখন চলে গেল, তখন সন্ধে উত্তীর্ণ হয়েছে। ওরা কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে নিঃশব্দেই হেঁটে চলল কালীপাহাড়ের দিকে। সকলের আগে রয়েছে বাবলু আর পঞ্চু। এই আধো অন্ধকারে পঞ্চুর প্রতিটি পদক্ষেপে মনে হল শত্রুর মোকাবিলায় এই মুহূর্তে ওর চেয়ে মারাত্মক বোধহয় পাণ্ডব গোয়েন্দাদেরও নয়।

এখন এইখানকার পার্বত্য প্রকৃতি যেন মধ্যরাতের নিস্তব্ধতায় ঝিমিয়ে পড়েছে। কোথাও কোনও প্রাণের স্পন্দন নেই। শুধু দূরের কালী মন্দিরে টিমটিম করে একটু আলো জ্বলছে।

ওরা বেড়ালের মতো সন্তর্পণে পাহাড়ে ওঠা শুরু করল। এই পাহাড়ের মাথায় একটি পরিত্যক্ত ঘর বাবলু সকালে দেখে এসেছে। সেই পোড়ো ভাঙা ঘরে সাপের উপদ্রবের কিথা চিন্তা করেই সীতাকুণ্ড যাওয়ার সময় খানিকটা কার্বলিক অ্যাসিডও কিনে এনেছে বাবলু। এইবার দেখা যাবে শেষ মুহূর্তে সাফল্যের চাবিকাঠি ওদের হাতে আসে কি না। ওরা অভিজ্ঞ অভিযাত্রীর মতো অন্ধকারে চলতে লাগল পার্বত্য পথ ধরে। শত অসুবিধাতেও টর্চ জ্বালল না কেউ। একটু অসাবধান হলেই সতর্ক হয়ে যাবে শত্রুপক্ষরা। তখন কেবলমাত্র নিজেদের বিপদ বাড়ানো ছাড়া ওদের অনুসরণ করবার কোনও পথ খোলা থাকবে না আর।

ওরা যখন অন্ধকারে চলতে চলতে সেই ভাঙা বাড়িটার কাছাকাছি এসেছে, তেমন সময় হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল পঞ্চু। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও থেমে গেল।

বাচ্চু চাপা গলায় বলল, “কারা যেন আসছে।”

সত্যিই আসছে। একজন-দু’জন নয়, প্রায় চার-পাঁচজন। বাবলুরা অন্ধকারে এক-একজন এক-একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। যারা এল তারা খুব ব্যস্ততার সঙ্গেই চলে গেল সেই পথ দিয়ে। জঙ্গল যেখানে আরও ঘন হয়েছে সেইদিকেই গেল তারা। বাবলু পঞ্চুর পিঠ চাপড়ে ইশারা করতেই পঞ্চু অনুসরণ করল ওদের।

বিলু বলল, “তোর অনুমানই ঠিক রে বাবলু। সারাদিন হয়রান হয়ে পুলিশ কোনও কিছু না পেয়ে সরে যেতেই ওরা এখানে এসেছে। এবার রাতের অন্ধকারে জিনিস পাচার করবে নিশ্চয়ই।”

বাবলু বলল, “এখন কিন্তু আমরা ওদের বাধা দেব না। ওরা যখন জিনিসপত্র নিয়ে নীচে নামতে যাবে ঠিক তখনই তাড়া করব। যাতে ঢালু পথে ছুটে পালাতে গিয়ে অন্ধকারে পড়ে মরে। আমাদের হয়ে ওদের তাড়া করবে পঞ্চু।”

ভোম্বল বলল, “আমরা যা সন্দেহ করছি তা নাও হতে পারে। স্থানীয় পাহাড়িও হতে পারে ওরা।”

“তা হলে নিশ্চয়ই আলো না নিয়ে অন্ধকারে এখানে আসত না।”

ওরা কথা বলতে বলতেই সেই ভাঙা বাড়িতে ঢুকে চারদিকে কার্বলিক অ্যাসিড ছড়িয়ে বসে রইল চুপচাপ। এখন শুধু পঞ্চুর ফিরে আসার অপেক্ষা!

এমন সময় আবার শোনা গেল পায়ের শব্দ। অন্ধকারে সেই ভাঙা বাড়ির আনাচেকানাচে কেউ যেন ঘোরাফেরা করছে। বাচ্চু, বিচ্ছু, গোপা ঘন হয়ে এল পরস্পরের আরও কাছে। বাবলু পিস্তলটা হাতে নিয়ে তৈরি হল আত্মরক্ষার জন্য।

হঠাৎ এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে সবাই ওরা আতঙ্কে, ভয়ে ছিটকে পড়ল একপাশে। কী যে হল কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভাঙা বাড়ির একাংশের দেওয়াল ধসে পড়ল ওদের দিকে। ভাঙা ইট, প্লাস্টারের চটা ইত্যাদির আঘাতে অল্পবিস্তর আহত হল ওরা প্রত্যেকেই। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার যেটা হল, সেটা হচ্ছে ওদের বাইরে বেরনোর কোনও পথই খোলা রইল না আর। ওরা একেবারে দেওয়াল চাপা না পড়লেও দুই দেওয়ালের মাঝের ফাঁকে আটকে গেল। চারদিকে ধুলোর গন্ধ। জমাট অন্ধকার। এতটুকু হাওয়া বাতাস নেই। এই অবস্থায় কী যে করবে ওরা, তা ভেবে পেল না। এখন একমাত্র ভগবানকে ডাকা ছাড়া ওদের সামনে আর কোনও পথ খোলা রইল না।

ভোম্বল বলল, “এত করেও শেষপর্যন্ত জীবন্ত সমাধি হল আমাদের! এই বদ্ধ ঘরের কবরখানায় আর কিছুক্ষণ থাকলে তো দম আটকে মরে যাব।”

বাবলু বলল, “কিছুই হবে না। কথায় আছে, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। এইভাবে নির্মম মৃত্যুকে মেনে না নিয়ে আয় আমরা সবাই মিলে উলটোদিকের দেওয়ালে লাথি মারি।”

বাবলুর কথামতো তাই করল সকলে। বেশিক্ষণ নয়, বারকয়েক লাথি মারতেই ভাঙা দেওয়ালে ধস নামল। তারই ফাঁক দিয়ে কোনওরকমে বাইরে বেরিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ওরা। ক্ষণিকের স্বস্তি। ওরা যখন গায়ের ধুলো ঝেড়ে নিজেদের ঠিক করে নিচ্ছে, সেই সময় হঠাৎ শুনতে পেল একটা করুণ আর্তনাদ। টর্চের আলো এদিক-সেদিকে ফেলে ওরা দেখল দু’জন লোক এক জায়গায় দেওয়াল চাপা পড়ে ছটফট করছে। বাবলুরা কোনওরকমে যখন তাদের টেনে হিঁচড়ে বের করল ঠিক তখনই কানে এল পরপর দুটো গুলির শব্দ। আর সেইসঙ্গে পঞ্চুর চিৎকার।

বাবলু আহতদের বলল, “তোমরা কারা? কী করছিলে এখানে?”

আহতরা কোনও কথাই বলতে পারল না। শুধু যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল।

বাবলু বলল, “তোমরা নিশ্চয়ই মি. এক্স-এর লোক? আমাদের মেরে ফেলবার জন্য এখানে এসেছিলে? বলো, সত্যি করে বলো?”

আহতরা তবুও কিছু বলল না। ওদের চোখের কোলে জল। শুধু ধস চাপা নয়, বিস্ফোরণের প্রভাবে পুড়ে কালো হয়ে গেছে তারা।

আবার পঞ্চুর চিৎকার শোনা গেল।

বাবলু সবাইকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আহতদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে টর্চের আলোয় পথ দেখে সাবধানে এগিয়ে চলল। বেশিদূর যেতে হল না। খানিক যাওয়ার পরই দেখতে পেল এক জায়গায় একটু উচ্চস্থানে গোলাকৃতির একটি পাথরের চূড়ায় কে যেন একজন দাঁড়িয়ে আছে। জায়গাটা এমনই, যেখানে ওঠা পঞ্চুর পক্ষে একটু অসুবিধের। তা ছাড়া লোকটির হাতে উদ্যত রিভলভার। পঞ্চু তাই একটি পাথরের খাঁজের ভেতর থেকে চিৎকার করে দাবিয়ে রাখছে লোকটিকে।

বাবলু দূর থেকেই হেঁকে বলল, "কে তুমি! নেমে এসো বলছি।"

লোকটি বলল, "আমি তোদের যম। আই অ্যাম ওয়েটিং হিয়ার উইথ ইয়োর ডেথ ওয়ারেন্ট।"

বাবলু বলল, "এত সস্তা নয় ব্রাদার। হয় নামো না হলে আমার পিস্তল তোমাকে নেমে আসতে বাধ্য করবে।"

বাবলুর কথার উত্তরে লোকটি রিভলভার তাগ করল। ততক্ষণে বাবলুও ওর পিস্তলের ট্রিগার টিপেছে। টিসুম করে একটা শব্দ। আর সেইসঙ্গে কুমড়োর মতো গড়িয়ে পড়ল লোকটি। হাতের রিভলভার কোথায় খসে পড়ল। উঁচু থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে লোকটির আর উঠে দাঁড়াবারও ক্ষমতা রইল না।

বাবলুরা সবাই ছুটে গেল তার কাছে। গিয়ে মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলেই বলল, "কে তুমি!"

"আমাকে চিনতে পারছে না ফ্রেন্ড! যার খোঁজে তোমরা এতদূরে এসেছ আমিই সে।"

"ভিক্টর মরিশন!"

"ও ইয়েস, মি. এক্স।"

বাবলু বলল, "তুমি! না, না, তুমি নয়, আপনি এখানে কী করছিলেন?"

"আমার সাম্রাজ্য পাহারা দিচ্ছিলাম। কিন্তু পারলাম না। শেষরক্ষা করতে পারলাম না কিছুতেই। আমার দলের বহু লোকই ধরা পড়েছে। যে দু'-চারজন ছিল তারাও আর আমার হয়ে কাজ করতে রাজি নয়। আমার দুর্বলতা ধরা পড়েছে তাদের কাছে। ওদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে এখানে এসেছিলাম। কিন্তু তোমাদের এই কুকুরটা আঁচড়ে-কামড়ে সবাইকে তাড়ালে। একা আমি বহুকষ্টে এই টিলায় উঠে আত্মরক্ষা করি। কিন্তু এখন আমার পালাবারও শক্তি নেই।"

"আপনার আরও দু'জন লোক বোমা বিস্ফোরণে জখম হয়ে পড়ে আছে ওখানে।"

"একেই বলে নিয়তি। থলি ভর্তি বোমা দিয়ে আমিই ওদের পাঠিয়েছিলাম। তোমাদের সবাইকে মারবার জন্য। তার জায়গায় নিজেদের অস্ত্রে নিজেরাই মরল ওরা!"

"এটা কী করে হল?"

"হয়তো যেতে যেতে অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল কেউ।"

বাবলু বলল, "মি. এক্স, এবার আপনি আত্মসমর্পণ করুন। চলুন আমরা আপনাকে জামালপুরে নিয়ে গিয়ে কোনও নার্সিংহোমে ভরতি করে পুলিশের হাতে তুলে দিই।"

মি. এক্স হাসলেন। বললেন, "তা হয় না ভাই। আমার যে একেবারে যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে।"

"সে কী, আমরা তো আপনার পায়ে গুলি করেছি। এতে তো আপনি মরবেন না।"

"না। ওতে আমার মরণ নেই। তবে পুলিশের হাতে ধরা পড়বার আগে আমাকে স্বেচ্ছামৃত্যুই বরণ করতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি তোমরাই আমার জন্য একটা বুলেট খরচা করে আমাকে মুক্তি দাও।"

বাবলু বলল, "তাই কি পারি?"

"কেন পারো না দোস্ত? মানুষ অন্তিমকালেও প্রাণভিক্ষা চায়। আমি তোমাদের কাছে মৃত্যুভিক্ষা চাইছি। তার বিনিময়ে আমি অবশ্য তোমাদের হাতে আমার সারাজীবনের সঞ্চয় তুলে দিয়ে যাব।"

বাবলু বলল, "ওতে আমাদের কোনও লোভ নেই মি. এক্স।"

হঠাৎ সেই অন্ধকারে কারা যেন বলে উঠল, "তোমাদের না থাকলেও আমাদের আছে।"

মি. এক্স সেই অবস্থাতেও রুখে দাঁড়ালেন, "গোবিন্দ! নিশার!"

গোবিন্দ মি. এক্স-এর পেটে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে বলল, "বলো সে-সব কোথায় আছে? দলের কাজে আমরাও কম রক্ত ঝরাইনি। এখন আমরা তিনজন। এসো, সব কিছু আমরা সমান ভাগে ভাগ করে নিই। এই মুহূর্তে আমাদের দ্বারা তোমার জীবনও রক্ষা হতে পারে।"

মি. এক্স হাসলেন। বললেন, "তোমরা বিদ্রোহী। তোমরা কখনওই চাইবে না আমি বেঁচে থাকি। ভাগাভাগির সময়েই তোমরা আমাকে খুন করবে। এখান থেকে সব কিছু নিয়ে যাব বলেই তোমাদের এখানে এনেছিলাম। কিন্তু যে-মুহূর্তে আমি অন্য গন্ধ পেয়েছি তখনই সতর্ক হয়ে গেছি।"

"তা হলে তুমি বলবে না?"

"না। কালীপাহাড়ের গোপন ভাণ্ডারে আমার সব কিছু জমা হয়েই থাক। পরজন্মে আমি যদি আবার নরদেহ নিয়ে পৃথিবীতে আসি তখনই সেসব খুঁজে নেব।"

"আমরা কিন্তু আর একটুও সময় দেব না তোমাকে। মি. এক্স! এখনও ভেবে দেখো, বাঁচবার, এমন চমৎকার সুযোগ হাতছাড়া কোরো না।"

"মরবার এমন সুবর্ণ সুযোগও হাতছাড়া করব না আমি।"

"বেশ। তা হলে মৃত্যুর জন্যই তৈরি হও। এক— দুই— তিন।"

মি. এক্স এক ঝটকায় গোবিন্দকে ফেলে দিলেন নিশারের ঘাড়ে। সেই অন্ধকারে মুখে মুখ ঠুকে দু'জনেই তখন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কিন্তু পরক্ষণে রিভলভার তাগ করে নিশার উঠে দাঁড়াতেই বাবলু ওর চোয়াল লক্ষ্য করে এমন একটা ঘুষি মারল যে, একেবারে ছিটকে পড়ল দশ ফুট নীচে। এই পাহাড়ি এলাকায় দশ ফুট নীচে পড়ে যাওয়া মানে যা-তা ব্যাপার নয়। কিন্তু শয়তানের প্রাণ আর কইমাছের জান। একই ব্যাপার। পড়ে গিয়েও সে টলমল করে উঠে দাঁড়াতেই পঞ্চু বিকট চিৎকার করে লাফিয়ে পড়ল তার ওপর।

ওদিকে গোবিন্দও তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। সে মি. এক্স-এর দিকে টার্গেট করেও হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল পঞ্চুকে মারবে বলে। কিন্তু ট্রিগার টেপার আগেই ভোম্বল ওর কনুইয়ে এমন একটা গোত্তা দিল যে, রং ফায়ার হয়ে ছিটকে পড়ল রিভলভারটা। আর সেই সুযোগে সবাই মিলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বেদম পেটাতে লাগল তাকে। তবুও আসুরিক শক্তি ধরে বুঝি লোকটা! তাই ভয়ংকর একটা ঘূর্ণিতে নিজেকে মুক্ত করে নিশারকে পঞ্চুর কবল থেকে বাঁচাবার জন্য দশ ফুট নীচে লাফিয়ে পড়তেই ওরা সবাই মিলে পাথর ছুড়ে মারতে লাগল ওদের। সেইসঙ্গে চলল পঞ্চুর আঁচড়-কামড়।

হঠাৎ চারদিক থেকে জোড়া জোড়া টর্চের আলো এসে পড়ল ওদের ওপর। সেইসঙ্গে শোনা গেল পুলিশ ইনস্পেক্টরের কঠিন কণ্ঠস্বর, "হল্ট।"

থেমে গেল সবাই।

পুলিশের লোকেরা চারদিক থেকে ওদের ঘিরে ফেলে প্রথমেই কবজা করলেন গোবিন্দ ও নিশারকে। তারপর বাবলুদের দিকে টর্চের আলো ফেলে বললেন, "তুম সব হিঁয়াতক ক্যায়সে আ গয়ে? কলকাতা নেহি গয়ে তুম?"

বাবলু নেমে আসতে আসতে বলল, "না, আমাদের যাওয়া হয়নি।"

"কিঁউ নেহি গয়ে?"

"আসলে আমরা এতদূরে এসে পাহাড়-পর্বত দেখবার লোভটা সামলাতে পারিনি। আমাদের হাওড়া শহরে তো এসব নেই। তাই এখানে বেড়াতে এসেছিলাম। কিন্তু বিকেলবেলা এখানে এসে এমন আটকে গেছি যে, কিছুতেই এদের খপ্পর থেকে পালাতে পারছিলাম না।"

"স্ট্রেঞ্জ!"

"নেহাত এই কুকুরটা সঙ্গে ছিল তাই ওরা কোনও ক্ষতি করতে পারেনি আমাদের। না হলে কী যে হত!"

"কী আর হত। বিপদের চরম হত। এত কাণ্ডের পরও তোমাদের এখানে আসা মোটেই উচিত হয়নি।"

বাবলু বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে বলল, "সেটা এখন বুঝেছি।"

বিলু বলল, "ভাগ্যে আপনারা এসে পড়লেন। না হলে আমরা সামলাতে পারছিলাম না এদের।"

ভোম্বল বলল, "আচ্ছা, আপনারা কী করে টের পেলেন যে এইখানে এইসব হচ্ছে?"

ইনস্পেক্টর হাসলেন। বললেন, "পুলিশের লোকেরা গন্ধেই অনেক কিছু টের পায়। তা ছাড়া একটু আগে এই পাহাড়ে একটা বোমা ফাটার শব্দ শুনেই আমরা ছুটে এসেছি। শব্দটা এত জোরে হয়েছে যে, বহুদূর পর্যন্ত তা শোনা গেছে।"

পুলিশের লোকেরা তখন ইনস্পেক্টরের আদেশ পেয়ে গোবিন্দ ও নিশারের হাতে হাতকড়া পরিয়েছে।

ইনস্পেক্টর বললেন, "এখানে এই দু'জন ছাড়া আর কেউ আছে?"

বাবলু বলল, "কই? আর কাউকেই তো দেখিনি।"

গোবিন্দ আর নিশার বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ আছে। আসল লোকই তো রয়েছে এখানে।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "কে সে?"

"মি. এক্স।"

ইনস্পেক্টর লাফিয়ে উঠলেন, "হোয়াট?" তারপর বললেন, "নো, নো। এ ক্যায়সে হো সকতা? নাউ হি ইজ ডেড।"

নিশার বলল, "না স্যার, ও আভিতক জিন্দা হ্যায়।"

"কাঁহা হ্যায় ও?"

"এতক্ষণে যদি সে পালিয়ে গিয়ে না থাকে তা হলে একটু ওপরে উঠুন। উঠলেই দেখতে পাবেন। সে ঠিক ওইখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে।"

কয়েকজন কনস্টেবল তখনই ছুটে যাচ্ছিল, বাবলু হাত তুলে বারণ করল তাদের। বলল, "কেন কষ্ট করে যাচ্ছেন? গিয়ে কোনও লাভ হবে না। কাউকেই পাবেন না ওখানে।"

গোবিন্দ বলল, "তবু পুলিশে র কাজ পুলিশ করুক। যদি সে থাকে। একটু আগেই তো ছিল ওখানে।"

ইনস্পেক্টর একবার বাবলুর দিকে আর-একবার গোবিন্দ ও নিশারের দিকে তাকালেন। তারপর দু'জন কনস্টেবলকে ওপরে উঠে দেখতে বলে বাবলুর কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "সত্যি করে বলো, তোমরা তাকে দেখেছ কি না? একদম সচ সচ বতাও।"

বাবলু বলল, "আপনাদের পুলিশ রিপোর্টই যখন বলছে সে মৃত, এর পর কী করে আমরা বলি বলুন যে, তাকে দেখেছি? আমরা কি চিনি তাকে?"

ইনস্পেক্টর কিছুক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর নিজেও দু'-একজনকে নিয়ে ওপরে উঠে চক্কর দিয়ে এলেন একবার। পরে হতাশ হয়ে ফিরে এসে বললেন, "উধার তো কোঈ নেহি।"

বাবলু বলল, "আছে। দু'জন লোক আহত অবস্থায় পড়ে আছে সেখানে। ইমিডিয়েটলি তাদের চিকিৎসার প্রয়োজন।"

গোবিন্দ ও নিশার একজোটে বলল, "লেকিন স্যার, ও মি. এক্স জিন্দা হ্যায়। একটু আগে এই ছেলে-মেয়েগুলোর সঙ্গে কী সব কথা হচ্ছিল তার।"

"কী কথা হচ্ছিল?"

"জানি না। তবে মনে হয় তার লুকনো ধনরত্ন কোথায় কী আছে তা সে এই ছেলেমেয়েগুলোকে বলে দিয়েছে। সেইজন্যই ওরা এড়িয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা।"

ইনস্পেক্টর বাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "সচ?"

বাবলু বলল, "ওদের এই কথা আপনি বিশ্বাস করলেন? এ কি ছেলের হাতের মোয়া যে, ছেলে কাঁদলেই তা দিয়ে দেবে। মি. এক্স আমাদের বন্ধু নন। তাঁর শয়তানের জালে জড়িয়ে আমাদের জীবন বিপন্ন হয়েছিল। আমরা তাঁকে জব্দ করবার জন্য নানারকম ফন্দিফিকির খুঁজছিলাম। এই পাহাড়ে বেড়াতে আসাটাও আমাদের একটা অছিলা। কিন্তু এখানে এসে আবার নতুন করে এদের জালে আমরা জড়িয়ে পড়ি। মি. এক্স রহস্যময়। কেউ তাঁকে দেখেনি। কাজেই একাধিক লোক একাধিক লোককে দেখিয়ে যদি বলে ইনিই মি. এক্স, পুলিশ কি তখন তাঁর দিকেই ছুটবে?"

ইনস্পেক্টর দু' হাতে মাথার চুলগুলো মুঠো করে বললেন, "মেরা সমঝমে কুছ নেহি আতা।"

বাবলু বলল, "ওসব নিয়ে বেশি চিন্তাভাবনা করবেন না। হাতেনাতে যাদের ধরেছেন তাদেরই মোচড় দিন, দেখবেন দুধের সর থেকে ঘি ঠিক বেরিয়ে আসছে।"

গোবিন্দ চিৎকার করে বলল, "আপনি এদের কথায় বিভ্রান্ত হবেন না স্যার। আমরা ধরা পড়ে আপনাকে মিথ্যে কথা বলছি না। আপনি এখনও চেষ্টা করলে ধরতে পারবেন। আর দেরি করলে পাহাড়ে পাহাড়ে অনেকদূরে সে চলে যাবে। তার পায়ে গুলি লেগেছে, তাই খুব একটা জোরে সে যেতে পারবে না। কিন্তু সে বেঁচে আছে এবং পালাচ্ছে।"

কয়েকজন কনস্টেবল তখন বাবলুদের কথামতো সেই ধ্বংসস্তূপের কাছ থেকে বোমায় আহত শত্রুপক্ষের দু'জনকে নিয়ে এল। তারপর তাদের নীচে নামাতে লাগল হাসপাতালে ভর্তির জন্য। ততক্ষণে আরও পুলিশ, আরও অনেক উৎসাহী লোকজন এসে জড়ো হয়েছে সেখানে।

ইনস্পক্টের গোবিন্দ ও নিশারকেও নিয়ে যেতে বললেন। তারপর বাবলুকে বললেন, "আচ্ছা ধরো, তোমরা মি. এক্সকে দ্যাখোনি। কিন্তু এদের আর কোনও লোককেও কি দ্যাখোনি তোমরা?"

"হ্যাঁ, দেখেছি। একজন নিজেকে দাবি করছিল মি. এক্স বলে। এমনকী, এও বলেছিল, তার সারাজীবনের সংগ্রহ সোনাদানা, টাকা ইত্যাদি যেখানে লুকিয়ে রেখেছে সেইখানে নিয়ে যাবে বলে। আমরা তার ফাঁদে পা দিইনি। আশা করি আপনারাও এই ভুলটা করবেন না। যদি ওরা এই অন্ধকারের আড়ালে কোথাও লুকিয়েচুরিয়ে থাকে! তা হলে তাদের চোরাগোপ্তা মারে অযথা কিছু নিরীহ পুলিশ মারা যাবে।"

ইনস্পেক্টর বাবলুর পিঠ চাপড়ে বললেন, "ইউ আর রাইট। এই অন্ধকারে বনে-জঙ্গলে এইরকমের আক্রমণের সম্ভাবনাই বেশি।"

গোবিন্দ ও নিশারকে তখন নিয়ে যাওয়ার জন্য টানা হেঁচড়া করছে পুলিশরা। সেই অবস্থাতেও নিশার চেঁচিয়ে বলল বাবলুকে, "তুমি কিঁউ ঝুট বোল রহে? সব কুছ সচ সচ বতাও।"

বাবলু বলল, "পুলিশকে যা যা বলবার, আমরা তা ঠিকই বলেছি। এর বেশি সত্যি-মিথ্যে আর কিছুই বলবার নেই আমাদের।"

গোবিন্দ ইনস্পেক্টরকে বলল, "আপনি পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিন স্যার। এ-কাজ আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা তার দলের লোক হয়ে তাকে চিনিয়ে দিচ্ছি, আর আপনি আমাদের কথা না শুনে একটা বাচ্চা ছেলের কথা শুনছেন?"

ইনস্পেক্টর বললেন, "ও বাচ্চা নাকি? তা ছাড়া তোমাদের কথা শুনে যে আমরা আর-একবার ঠকব না, তারই বা প্রমাণ কী? কাল রাতেও তো একটা ডেডবডি দেখিয়ে তোমাদের দলের লোকেরা বলে দিয়েছিল উনিই মি. এক্স, তা হলে?"

গোবিন্দ চুপ করে গেল।

নিশার বলল, "লেকিন স্যার, ও বাত ছোড় দিজিয়ে। ম্যায় সচ বতাতা হুঁ, ওহি মি. এক্স।"

ইনস্পেক্টর জোরে একটা ধমক দিলেন, "শাট আপ। ফালতু বকোয়াস মাত করো। তুম ঝুটে হো।"

"ম্যায় ঝুটে নেহি হুঁ।"

এমন সময় পাহাড়ের আরও একটু উচ্চস্থান থেকে দৈববাণীর মতো একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "না। এখানে কেউ ঝুটা নয় ইনস্পেক্টর!"

ইনস্পেক্টর চেঁচিয়ে বললেন, "হু আর ইউ?"

"সত্যবাদী যুধিষ্ঠির।"

"আপনি ওখানে কী করছেন?"

"আমি সত্যকে উপলব্ধি করছি। করেওছি। আর সেইজন্যই বলছি এখানে কেউই ঝুটা নয়। না মানুষ, না ভগবান। আসলি ঝুটা হচ্ছে আমাদের লালস। এই যে ছেলে-মেয়েগুলোকে আপনারা দেখছেন, এরাই আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছে। এদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, আমি এদের হাতে মরতেও চেয়েছিলাম, কিন্তু আমি ওদের প্রবল প্রতিপক্ষ জেনেও ওরা বুদ্ধের নীতি নিয়ে আমার অসহায় অবস্থা দেখে আমাকে মারেনি। করুণা করেছে আমাকে। আমি ওদের বলতে চেয়েছিলাম আমার কোথায় কী আছে। ওরা তা শুনতে চায়নি। কেন জানেন? শুনলেই পেতে ইচ্ছে করবে, নিতে ইচ্ছে করবে, তাই। এইটুকু বয়সেই ওরা বুঝে গেছে অর্থই অনর্থের মূল।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "আপনিই তো ভিক্টর মরিশন। তাই না মি. এক্স? আপনি কোন জাতি আছেন?"

"এইরকম বাজে প্রশ্নের কোনও উত্তর হয় না ইনস্পেক্টর।"

"আপনাকে যা জিজ্ঞেস করছি আপনি তার উত্তর দিন।"

"আমি মানুষ জাতি আছি।"

"আপনি বাঙালি?"

"আমি ভারতীয়।"

"এমন পরিষ্কার বাংলা আপনি শিখলেন কী করে?"

"যেহেতু আমি অন্যদের মতন বোকা হয়ে না থেকে ভারতের মাটিতে জন্মে সব ভারতীয় ভাষা শেখবার চেষ্টা করেছি, তাই।"

"যাক, আপনার আর কী বলবার আছে, বলুন।"

"বলতে দিচ্ছেন কই? কথা শেষ হওয়ার আগেই তো জেরা করছেন।"

"আচ্ছা, এবার বলুন।"

"হ্যাঁ, যা বলছিলাম। এই ছেলে-মেয়েগুলো আমার সেই ধনভাণ্ডারের কথা শুনতেও চায়নি, নিতেও চায়নি। বলেছে, ওসবে নাকি ওদের প্রয়োজন নেই। অথচ আমরা? এই জীবন আলেয়ার মতো জেনেও কখনও টাকার পেছনে ছুটছি, কখনও সোনার পেছনে ছুটছি। নিরাপত্তা নেই, শান্তি নেই, পায়ে পায়ে বিপদ, মরণ, তবুও ছুটেই চলেছি আমরা।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "আমি আপনার ব্যাপারে খুবই উৎসাহী। আপনার সম্বন্ধে দু'-চার কথা যদি আপনি বলেন তো ভাল হয়।"

অদৃশ্য মানুষের মুখে হাসি ফুটে উঠল এবার। বললেন, "আমার ব্যাপারে কিছু যদি আপনার জানা না থাকে তা হলে এই রাতের অন্ধকারে কেন এখানে এসেছেন স্যার? আমি ভিক্টর মরিশন। সন অব বিশপ কলিগান। অ্যান ইন্টারন্যাশনাল কালপ্রিট। সারাজীবন অন্যায় অপরাধ করে শেষ মুহূর্তে বুঝেছি একমাত্র মৃত্যুই সাচ্চা,

অনেস্টিই সাচ্চা, বাদবাকি সব ঝুটা। আর এই ঝুটার পেছনে ছুটতে গিয়ে সবকিছুই ঝুটা হয়ে গেছে আমার। এমনকী আমি নিজেও ঝুটা হয়ে গেছি।”

রাতের অন্ধকারে সেই নিস্তব্ধ চত্বরে ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন বলল, “কিন্তু ভিক্টর মরিশন, আপনি যা বলছেন তা তো ঠিক নয়। এই জগৎসংসারকে টিকিয়ে রেখেছে সোনা আর টাকা। সোনা আর টাকার ওপরে এ জগতে কী-ই বা আছে? সোনার মতো মধু আর টাকার মতো টনিক কীসে পাব আমরা?”

উত্তর এল, “ত্যাগে।”

“অসম্ভব। আপনি আমাদের সামনে আসুন মি. এক্স, আপনাকে আমরা দেখি। আপনার অনেক সম্পদ। বলুন সে-সব আপনি কোথায় রেখেছেন? এই নির্বোধ ছেলে-মেয়েগুলোর ওসবে প্রয়োজন না থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের আছে। টাকা আর সোনায় আমাদের খুবই প্রয়োজন।”

“এত কিছু শোনার পরেও?”

“হ্যাঁ। দয়া করে আপনি আমাদের সামনে আসুন। আমরা আপনাকে ফাঁদে ফেলব না। কোনও ক্ষতি করব না। তা ছাড়া আইনের চোখেও আপনি মৃত। সংবাদপত্রে, বেতারে তা ঘোষিত হয়েছে। তাই বলি, আপনি আপনার সব কিছু দু' হাতে আমাদের বিলিয়ে দিয়ে যেখানে খুশি চলে যান। কেউ কিচ্ছু বলবে না আপনাকে। আপনি শুধু বলুন, ওই কুবেরের ঐশ্বর্য কোথায় আপনি রেখেছেন।”

অদৃশ্য মানুষ অলক্ষ্যে হাসলেন যেন। তারপর বললেন, “যদি বলি এও ঝুটা? আসলে আমার কিছুই নেই। এতদিন ধরে সকলকে আমি মিথ্যে কথা বলে বোকা বানিয়ে এসেছি।”

“এ হতে পারে না। আপনি এখনই আমাদের বোকা বানাচ্ছেন। আপনার অনেক কিছু আছে। না হলে এতদিন ধরে এত লোকজন নিয়ে এতবড় একটা দলকে আপনি চালালেন কী করে? দোহাই আপনার, আর দেরি করবেন না। বলুন আপনি, কোথায় আছে সেই...।”

অদৃশ্য মানুষ বললেন, “আপনারা কি সত্যিই ওইসব পাওয়ার জন্য লালায়িত? যে ধন আমি অবহেলায় ফেলে যেতে চাই, সেই পাপার্জিত ধনরাশি আপনারা, নরদেবতারা কি সত্যই গ্রহণ করবেন? আমি কি আমার অন্তিম সময়ে সত্য-সত্যই এইভাবে আপনাদের সেবায় লাগতে পারব?”

ইনস্পেক্টর এবার ধমক দিয়ে বললেন, “এই ড্রামা বন্ধ করে আপনি এখনই নীচে নেমে আসুন মি. এক্স।”

অন্যান্যরা সমস্বরে বলল, “না, না। আপনি আসবেন না। এই ভুল কখনও করবেন না। আপনি শুধু বলুন কোথায় কী আছে! আমরা শুদ্ধচিত্তে সকলেই তা গ্রহণ করব। আমাদের কাছে টাকাই সত্য, সোনাই ধর্ম। সত্য আর ধর্ম কখনও মলিন হয় না। নোংরা মানুষকে স্পর্শ করলে, অস্পৃশ্যদের ছায়া মাড়ালে আমরা স্নান করি। কিন্তু তাদের হাত থেকে টাকা বা সোনা পেলে তা না ধুয়েও দেবতার পায়ে অর্পণ করি আমরা। টাকা আর সোনায় কোনও অস্পৃশ্যতা নেই, পাপ নেই।”

“তাই যদি হয়, তা হলে আসুন সবাই এক-এক করে আমার কাছে।”

“কিন্তু আপনি কোথায়? আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?”

“এই যে, আমি এখানে। আমি এখন ভগবান। ভগবানকে কি দেখা যায়? তাঁকে অনুভব করতে হয়। এক-পা এক-পা করে হেঁটে আসতে হয় তাঁর দিকে। আপনারাও আসুন। টাকা আর সোনার বস্তা নিয়ে আমি বসে আছি।”

এই কথা শোনামাত্রই সকলের মধ্যে তখন কে আগে ওপরে উঠবে তাই নিয়ে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

ইনস্পেক্টর চিৎকার করতে লাগলেন, “কন্ট্রোল। কন্ট্রোল। কেউ যাবেন না ওপরে। প্লিজ, ডোন্ট গো দেয়ার। আমার কথা শুনুন। ওর ফাঁদে কখনওই পা দেবেন না আপনারা।”

কিন্তু কে কার কথা শোনে? সেই আবছায়া অন্ধকারে তখন রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধ লেগে গেল। অবস্থা এমনই দাঁড়াল যে, নিজেদের মধ্যেই মারামারি করে পাহাড় থেকে পড়ে মরে আর কী সব।

গোবিন্দ আর নিশার চিৎকার করে বলল, “মি. এক্স! আপনি কিন্তু খুব বেইমানি করলেন আমাদের সঙ্গে। একটু আগে ওগুলোর সন্ধান আমাদের দিলে আপনার কোন ক্ষতিটা হত? আপনি নিজেও বাঁচতেন, আমরাও। এখন আমরা বন্দি। আমাদের জেল হবে, ফাঁসি হবে। আর মাঝখান থেকে হবে কী, আপনার রত্নভাণ্ডারের হদিস পেলেও ওরা আপনাকে ছেড়ে দেবে না। কেন না আপনার বিরুদ্ধে শতাধিক খুনের অভিযোগ আছে।”

মি. এক্স বললেন, “আমি জানি, আর এও জানি, আমাকে আটকে রাখবার মতো কোনও জেল এ-দেশে তৈরি হয়নি। তা ছাড়া আমরা এখন কেউই কারও বন্দি নই। আমরা সবাই মুক্ত। আমাদের মোহভঙ্গ

হয়েছে। এসো, সবাই আমরা চিরশান্তির দেশে চলে যাই।" বলার সঙ্গে-সঙ্গেই দুটো গুলি ছুটে এল ওপর থেকে।

গোবিন্দ আর নিশার লুটিয়ে পড়ল পাথরের বুকে।

তারপর আর-একটা গুলির শব্দ।

দূর থেকে দেখা না গেলেও বোঝা গেল মি. এক্স এটা নিজের জন্যই খরচ করলেন।

জোড়া জোড়া টর্চের আলো তখন পাহাড়ের ওপরদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে।

অদৃশ্য মানুষের কণ্ঠস্বরও নীরব হয়ে গেছে তখন। মি. এক্স এবার সত্য-সত্যই ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেলেন।

ইনস্পেক্টর এবার বিপদের আশঙ্কা নেই দেখে চেঁচিয়ে নির্দেশ দিলেন সকলকে, "গো অ্যাহেড।"

সবাই তখন হইহই করে ওপরে উঠতে লাগল। যে গেছে যাক। সত্যিই যদি কিছু সোনাদানা এখানে-ওখানে ছড়ানো থাকে তাই বা কম কী? কিন্তু ওপরে উঠে দেখা গেল, কোথায় কে, কোথায় কী? না আছে সোনাদানা, না কারও অস্তিত্ব।

পুলিশ আর উৎসাহী লোকেরা তবুও তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল চারদিক। বনভূমি তোলপাড় করে ফেলল। কিন্তু কাউকেই পাওয়া গেল না সেখানে।

বাবলুরাও অবাক বিস্ময়ে সব কিছুই দেখল। কারও মুখে কথাটি নেই। এত কাণ্ডের পরও মি. এক্স যে এইভাবে সবার চোখে ধুলো দেবেন, তা ওরা ভাবতেও পারেনি!

বিলু বলল, "এইটুকু সময়ের মধ্যে মি. এক্স কোথায় গেলেন বল তো?"

বাবলু বলল, "লোকটা কি ম্যাজিশিয়ান? পালিয়ে নিশ্চয়ই যাননি। এইখানেই কোথাও না কোথাও লুকিয়ে থাকার মতো এমন কোনও গোপন জায়গা তাঁর জানা আছে, যা আমাদের সকলেরই জানার বাইরে।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে ওই যে গুলির শব্দ! ওই গুলিতে কাকে মারলেন তিনি?"

"কাউকেই না। শূন্যে গুলি ছুড়ে আমাদের বোকা বানালেন।"

বিলু বলল, "হাউ ডেঞ্জারাস!"

"না হলে এতবড় একটা দল চালাতে পারতেন?"

যাই হোক, সকলের সঙ্গে ওরাও খোঁজাখুঁজি শুরু করল। সব লোক যেদিকে গেল, ওরা গেল তার উলটোদিকে। সকলের উদ্দেশ্য সোনা আর টাকা। ওদের তো তা নয়। ওদের শুধুই অনুসন্ধান।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল বাবলু। তারপর টর্চের আলো ফেলেই বলল, "ওই দ্যাখ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই চোখ বড় বড় করে দেখল একটি বিশাল প্রস্তরখণ্ডের পাশে বহুদিনের পুরনো বাঁধানো বেদির ওপর মরচে ধরা মোটা একটি লোহার ত্রিশূল পোঁতা আছে। আর সেই ত্রিশূলের সঙ্গেই বাঁধা আছে একটি লোহার চেন। এই চেনটাই সন্দেহের কারণ। দেবস্থানে ত্রিশূল পোঁতা থাকতে পারে, কিন্তু চেন রাখার কারণটা কী?"

গোপা বলল, "এমন জায়গায় ত্রিশূল কেন?"

বিলু বলল, "হয়তো কোনও সাধু এসে ধুনিটুনি জ্বেলে বসতেন।"

"তাই কি?"

"তা ছাড়া আর কী-ই বা হতে পারে? একটা নুড়িপাথরও হয়তো বসানো ছিল এককালে, এখন সেটাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

ভোম্বল বলল, "নিশ্চয়ই এটা কোনও পুরনো দেবস্থান।"

বাবলু বলল, "অবশ্যই। তবে সেই দেবতা হয়তো নররূপী। এবং তিনি হয়তো এখনও বহাল তবিয়তে আছেন।"

বাচ্চু-বিচ্চু বলল, "কী তোমরা বলছ, আমরা তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না।"

যা বোঝাবার, পঞ্চুই বুঝিয়ে দিল। সে চোখের পলকে একবার ঘুরপাক খেয়ে এসেই সেই প্রস্তরখণ্ডের পেছনদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওদের।

ওরা একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে কেউ আসছে কিনা দেখে নিয়েই টর্চের আলোয় পথ দেখে পঞ্চুর সঙ্গে সেই প্রস্তরখণ্ডের পেছন দিকে চলে এল। এসেই দেখল মাঝারি সাইজের একটি পাথর চাপা ছোট একটি গুহামুখ। গুহাটি কুয়োর মতো নিম্নমুখী। ত্রিশূলে বাঁধা সেই চেনটি পাথরের তলা দিয়ে গুহার ভেতরে অদৃশ্য

হয়েছে। গুহার মুখটি কোনওক্রমেই তিন ফুটের বেশি চওড়া নয়। অর্থাৎ যে-কোনও সময়েই হোক এটিকে কাজে লাগিবার জন্য তৈরি করানো হয়েছে।

বিলু বলল, "সাধুচরণ কিন্তু এইরকমই একটি জায়গার কথা ইঙ্গিত করেছিল। বলেছিল, এক জায়গায় বড় একটি পাথরের গায়ে সূর্য আঁকা আছে। তিরচিহ্নও আছে একটি। সেখানে গচ্ছিত আছে তারও কিছু চোরাই জিনিস।"

বাবলু বলল, "এখানে কিন্তু সে সব কিছুই নেই। না আছে কোনও তিরচিহ্ন, না আছে কোথাও কোনও সূর্য সংকেত। তবে একটা কিছু আছেই এখানে। তাই দেখতে হচ্ছে রহস্যটা কী।"

বিলু বলল, "এটা হচ্ছে একটা নিম্নমুখী গুহা।"

"এর গভীরতা কত, সেটা তো আমাদের জানা দরকার।"

"কিন্তু এই অন্ধকারে এর ভেতরে ঢুকবি কী করে? তা ছাড়া কেউ যদি ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে বা সাপখোপ কিছু ঢুকে থাকে এর ভেতর, তা হলে?"

"দেখাই যাক।" বলে পাথরটাকে গুহামুখ থেকে সরিয়ে পথ প্রশস্ত করে বেশ ভাল করে টর্চের আলো ফেলে দেখতে লাগল ভেতরটা। সত্যি-সত্যিই কুয়োর মতো গভীর একটা সুড়ঙ্গ ক্রমশ নীচের দিকে নেমে গেছে। মোটা লম্বা চেনটা তো ঝুলছেই নীচের দিকে, সেইসঙ্গে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কতকগুলো লোহার হুক এমনভাবে গাঁথা আছে পাথরের দেওয়ালে, যাতে করে সেই হুকেই পা দিয়ে নীচে নামা যায়।

বাবলু ভোম্বলের হাতে টর্চ দিয়ে বলল, "তুই আলো দেখা। আমি একবার নেমে দেখি।"

"আমার কিন্তু ভয় করছে। কী দরকার এর ভেতরে ঢোকবার?"

বাবলু বলল, "এখানে তা হলে এলুম কেন?"

গোপা বলল, "তুমি সত্যিই ঢুকবে?"

"নিশ্চয়ই।"

সবারই মনে তখন উত্তেজনা।

বাবলু সুড়ঙ্গমুখে বসে চেন ধরে হুকে পা রেখে বলল, "আমার মনে হয়, এটা কোনও গুপ্ত কক্ষ নয়। এর মধ্যে কারও কোনও ধনরত্ন লুকনো নেই।"

বিলু বলল, "তা হলে কী আছে এর ভেতরে?"

"আসলে এটা একটা শর্টকার্ট রাস্তা। সবার চোখে ধুলো দিয়ে মি. এক্স এখান দিয়েই পালিয়েছেন। কিংবা এর ভেতরেই লুকিয়ে বসে আছেন কোথাও।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "তা হলে তো ভয়ের ব্যাপার।"

"ভয়ের কোনও ব্যাপারই নেই। যে-কোনও কারণেই হোক মি. এক্স-এর মানসিক পরিবর্তন হয়েছে। না হলে গোবিন্দ আর নিশারকে গুলি করবার পর আমাদেরকেও উনি ছেড়ে দিতেন না।"

ভোম্বল বলল, "উনি যদি এই পথেই পালিয়ে গিয়ে থাকেন তা হলে সুড়ঙ্গমুখে ওই পাথরটা আবার চাপা দিল কে?"

"এটা অসম্ভব কিছু নয়, উনি নিজেই দিয়েছেন। পাথরটা ফাঁক করে ভেতরে ঢুকে আবার টেনে নিয়েছেন।"

ভোম্বল বলল, "বাবলুর ধারণা কিন্তু অমূলক নয়। না হলে চোখের পলকে মানুষটা হাওয়া হল কীভাবে?"

বাবলু আর কোনও কথা না বলে নামা শুরু করল একটু একটু করে।

ভোম্বল টর্চ জ্বেলে একভাবে ধরে রইল বাবলুর দিকে।

বাবলুর নীচে নামতে কোনওরকম অসুবিধে হল না। চেন ধরে হুকে পা দিয়ে পাথরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে একটু-একটু করে নীচে নামতে লাগল। একবারে শেষ পর্যায়ে এসে যেখানে পায়ের তলায় পাথরের ধাপ পেল সেখানে নেমেই উল্লাসে নেচে উঠল বাবলু। কিন্তু পরক্ষণেই 'আঁক' করে চাপা একটা আর্তনাদ করে বসে পড়ল।

বিলু, ভোম্বল ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে চিৎকার করে বলল, "বাবলু, বাবলু, কী হল তোর?"

সাড়া নেই। শব্দ নেই। বাবলু একেবারেই নিরুত্তর।

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, কী হল তোমার? সাড়া দিচ্ছ না কেন?"

বিলু বলল, "এ কী! বাবলুকে হঠাৎ দেখতে পাচ্ছি না কেন?"

ভোম্বল বলল, "এই তো ছিল। কেন যে নামতে গেল গোয়ার্তুমি করে। কোথায় গেল বল তো?"

গোপা বলল, "হয় ওকে বাঘে খেয়েছে, না হলে নিয়ে গেছে কেউ। কিছু একটা হয়েছে ওর।"

বাচ্চু বলল, "কী হবে তা হলে?"

বিচ্ছু বলল, "পুলিশের লোকজনকে খবর দেব?"

গোপা বলল, "সে-কথা আবার বলতে? চলো আমরা পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়ে এখনই গিয়ে পুলিশ ডেকে আনি।"

পঞ্চু তখন অস্থিরভাবে ছুটোছুটি করছে এদিক-সেদিক।

বিলু বলল, "এক মিনিট। আগে আমি একবার নেমে দেখি ব্যাপারটা কী। তারপর যাবি।"

বিলুকে কেউ মানা করল না। বিলু স্বেচ্ছায় নামা শুরু করল। বাবলু ঠিক যেভাবে নেমেছিল সেইভাবেই নামতে লাগল। তারপর একেবারে নীচে নেমেই অবাক!

ভোম্বল ওপর থেকে হেঁকে বলল, "বাবলুকে দেখতে পেলি, বিলু?"

বিলু বলল, "না রে। তবে চাপ-চাপ একটু রক্ত পড়ে আছে এখানে।"

"রক্ত! সে কী। বাবলু কোথায়?"

বিলু বলল, "এক মিনিট।" বলে কী যেন দেখে বলল, "শোন, আমার মনে হয় বাবলুকে কিডন্যাপই করা হয়েছে। কেউ ওর মাথায় আঘাত করে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে ওকে।"

"ওখান দিয়ে বেরোবার কোনও পথ আছে?"

"আছে মানে? আমি এখন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, একটু আগেই যেখানে আমরা সবাই ছিলাম। গোবিন্দ আর নিশারের মরদেহ এখনও পড়ে আছে। তোরা সবাই এখানে চলে আয়।"

ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, গোপা ও পঞ্চুকে নিয়ে সুড়ঙ্গপথে না এসে ঘুরপথে নীচে নেমে এল। অনুসন্ধানীর দল তখন পাহাড়ের উঁচু জায়গায় বনে-জঙ্গলে টর্চের আলো ফেলে তদন্ত করছেন।

সবাই নীচে নেমেই অবাক হয়ে গেল। এখানে দাঁড়িয়ে কারও বোঝবার কোনও উপায় রইল না যে, এইসব বৃহদায়তন কালো পাথরের সুড়ঙ্গপথে এত সহজে উঁচু জায়গা থেকে নামা যায় বলে।

ভোম্বল বলল, "মি. এক্স আমাদের কী রকম বোকা বানাল দেখেছিস? সবাইকে লোভ দেখিয়ে ওপরে উঠিয়ে কী আশ্চর্য কৌশলে নীচে নেমে পালাল!"

গোপা বলল, "পুলিশের উচিত ছিল এই ডেডবডিগুলোর কাছেও দু'-চারজন প্রহরী রাখা। তা'হলে এই পথে ওর পালানো সম্ভব হত না।"

বিলু বলল, "কে কাকে অর্ডার দেবে তখন? সবারই তো ধান্দা তখন অন্যদিকে। কীরকম হুড়োহুড়ি দৌড়োদৌড়িটা শুরু হয়ে গেল মনে নেই?"

"তা তো হল। এখন বাবলুর ব্যাপারে কী করবে? সব কেমন সুশৃঙ্খলে মিটে গেল, তারপরেও কেন যে এখানে এলে তোমরা, এখন ঠেলা সামলাও।"

বিলু বলল, "কতদিন বাড়িছাড়া। এবার কোথায় বাড়ি ফিরে মা-বাবার মুখ দেখব, তার জায়গায় উলটো ঝামেলা। বাবলুর খোঁজে এখন কোথায় কতদূরে যেতে হবে কে জানে?"

গোপা বলল, "কিন্তু ওকে কিডন্যাপ করল কে?"

বাচ্চু বলল, "এখানে আমাদের শত্রু বলতে মিঃ এক্স। কিন্তু তাঁর যা কথাবার্তা শুনলাম তাতে উনি এই কাজ করবেন বলে মনে হয় না।"

বিচ্ছু বলল, "আচ্ছা, আমরা ব্যাপারটাকে কিডন্যাপিং কেস বলে মনে করছি কেন? এমন কি হতে পারে না বাবলুদা আহত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু যে বা যারা ওকে আঘাত করেছে তাদেরই কারও পিছু নিয়ে দূরে কোথাও চলে গেছে।"

বিলু বলল, "হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে সেটা হয়নি। তার কারণ বাবলু মাথায় জোর আঘাত পেয়ে বসে পড়েছিল। তারপর থেকেই সে নিরুত্তর। তার মানেই আঘাতটা ছিল জোর। এরকম অবস্থায় সে কারও পিছু নেবে এবং যাওয়ার আগে আমাদের কাউকে কিছু বলে যাবে না, এ কি সম্ভব?"

সবাই একবাক্যে বলল, "না।"

গোপা বলল, "এখন তা হলে বাবলুর খোঁজে কোনদিকে যাবে?"

"ভেবে পাচ্ছি না। তবে পাহাড়ের ওপরদিকে যাওয়ার দরকার নেই। গেলে নীচের দিকেই যাব। রাতও শেষ হয়ে আসছে। আর একটু পরেই আলো ফুটে উঠবে। এই অন্ধকারে অচেনা জায়গায় বেশি ঘোরাঘুরি না করে ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা। আপাতত সবাই এখন কালীমন্দিরে গিয়ে বসি। ওইখানে বসেই পরিকল্পনা করব কীভাবে কোন পথে আমরা এগোব। হতাশ পুলিশের লোকেরাও ততক্ষণে নীচে নেমে আসবে। তাদেরও বলব ঘটনাটা।"

টর্চের আলোয় পথ দেখে ওরা যখন কালীমন্দিরের দিকে রওনা হল, বিচ্ছুই তখন বলে উঠল, "এ কী! পঞ্চু কই? বিলুদা, পঞ্চু কোথায় গেল?"

বাচ্চু সবিস্ময়ে বলল, "সত্যিই তো, পঞ্চু কোথায়? গেল কোথায় সে?"

ভোম্বল বলল, "এই তো একটু আগেই মাটি শুঁকে ঘুরঘুর করছিল এখানে। এর মধ্যেই কোথায় গেল?"

বিলু তখন জোর গলায় দু'-একবার হাঁক দিয়ে ডাকল, "পঞ্চু, প-ন-চু-উ!"

বিলুর কণ্ঠস্বর পাহাড়ের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ঘুরে ফিরল। কিন্তু না ফিরে এল বাবলু, না পাওয়া গেল পঞ্চুর প্রত্যুত্তর। ওরা ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে কালীমন্দিরের চাতালে গিয়ে বসল।

পাহাড়ে গাছের ডালে ডালে তখন একটি-দুটি করে পাখির ডানা-ঝাপটানির শব্দ ওরা শুনতে পেল। সেইসঙ্গে শোনা গেল একটা-দুটো করে পাখির ডাক। কিছু সময়ের মধ্যেই ভোরের বার্তা নিয়ে আকাশ ফরসা হতে লাগল। পুলিশ ও উৎসাহী জনতার দল ওপর থেকে নীচে নামল দলে-দলে।

বাচ্চু-বিচ্ছু ছুটে গিয়ে ইনস্পেক্টরকে বলল, "স্যার, আমাদের ভীষণ বিপদ।"

"ক্যা হুয়া ফির?"

"বাবলুদাকে খুঁজে পাচ্ছি না।"

ইনস্পেক্টর গম্ভীর হয়ে বললেন, "ম্যায় কুছ ভি করনে নেহি সকেঙ্গে। তোমাদের কোনও ব্যাপারে আমি নেই। এর পর হয়তো তোমরা সবাই এক-এক করে গুম হবে। খুন হবে। অপরাধীর অপরাধপ্রবণতা তোমরাই জাগিয়ে তুলছ। কে বলেছিল তোমাদের এই রাতদুপুরে এখানে আসতে?"

বাচ্চু-বিচ্ছু মাথা হেঁটে করল।

গোপা বলল, "সেইটাই আমাদের ভুল হয়েছে স্যার। লেকিন কুছ তো কিজিয়ে।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "হ্যাঁ, কিছু তো করতেই হবে। কিছু না কিছু করবার জন্যই তো পুলিশ। ডাকো তোমাদের আর সবাইকে।"

কেউ ডাকবার আগেই বিলু, ভোম্বল এসে হাজির হল।

ইনস্পেক্টর বললেন, "এখনই পাহাড় থেকে নেমে গাড়িতে ওঠো। যাও, জলদি করো।"

বিলু বলল, "কিন্তু স্যার, আমাদের একজন মাথায় চোট পাওয়া অবস্থায় নিখোঁজ হয়েছে। এমনকী আমাদের কুকুরটাকে পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না। এই অবস্থায় ওদের ফেলে যাই কী করে?"

"কী করে যাবে না যাবে সে জানবার দরকার আমাদের নেই। যেতে তোমাদের হবেই এবং ইমিডিয়েটলি। আজ থেকে অন্তত দিন-পনেরো এই পাহাড়ের ধারেকাছে কেউ আসবে না। চলো, জলদি উতরো।"

এই আদেশ অমান্য করবার উপায় পাণ্ডব গোয়েন্দাদের নেই। কারণ পুলিশ মানেই প্রশাসন। তার নির্দেশ মানতেই হবে। বিশেষ করে এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে। অতএব এক-এক করে নামা শুরু করল ওরা। অভিযানের শেষ পর্বে পুনরাভিযানের অশুভ হাতছানি। কিন্তু কী ভাবে সেটা সম্ভব?

॥ ১৩ ॥

পাহাড় থেকে ঢালু পথ বেয়ে নীচে নেমেই ওরা দেখল সারি-সারি পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। ইনস্পেক্টরের নির্দেশে ওরা একটা ভ্যানে উঠে বসল। বিলু, ভোম্বল দু'-একবার কথা বলবার চেষ্টা করতেই ধমক দিলেন ইনস্পেক্টর। তাই বাধ্য হয়েই চুপ করে রইল ওরা।

জামালপুর থানায় এসে ভ্যান থেকে নেমে ও সি-র ঘরে যখন নিয়ে যাওয়া হল ওদের, তখন আর ওদের মধ্যে ওরা নেই। একে কাল সারাদিনের হুড়োযুদ্ধ, তারপর রাত্রি জাগরণ, সব কিছু মিলিয়ে শরীরে ধকল যা গেছে তা অবর্ণনীয়। তায় আবার শেষপর্বে বাবলুর জন্য দুশ্চিন্তা। বাবলু সুস্থ থাকলে তার জন্য ওদের ভাবনাচিন্তার কারণ ছিল না। যেহেতু সে মাথায় আঘাত পেয়ে আহত, তাই দুর্ভাবনা হয় বইকী। শেষমেশ পঞ্চুটাই বা গেল কোথায়?

ও সি-র ঘরে প্রায় ঘণ্টাখানেকের মতো আটকে থাকতে হল ওদের। কত কী লেখালিখি হল, সইসাবুদ হল, তার কিছুই বুঝল না ওরা। সবশেষে চরম নির্দেশ, ওদের এখনই জামালপুর ত্যাগ করে মুঙ্গেরে ফিরে যেতে হবে। এবং আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ বাবলুর সন্ধান না পেলে ওদের সবাইকেই ফিরে যেতে বাধ্য করা হবে যার-যার বাড়িতে।

থানা থেকে বেরিয়ে ওদের অবশ্য ট্রেকারের সাহায্য নিতে হল না। পুলিশের একটি জিপই সশস্ত্র প্রহরায় ওদের নিয়ে চলল মুঙ্গেরে। মুঙ্গেরে ধর্মশালার ঘরে চাবি তো ছিল বাবলুর কাছে। এখন সমস্যা একটাই দাঁড়াল, সেটা হল তালা ভাঙার। সে-কাজ অবশ্য ম্যানেজারের সাহায্য নিয়ে করা যাবে। কিন্তু বাবলুকে এইখানে ফেলে রেখে ওরা যে কী করে বাড়ি ফিরবে সেইটাই হল সমস্যা। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অভিযানে এইভাবে ফেঁসে যাওয়া এই প্রথম। অথচ পুলিশের কড়া নির্দেশ, যেতে ওদের হবেই।

যাই হোক, পুলিশের জিপ ওদের নিয়ে ধর্মশালার সামনে এসে থামতেই ওরা দেখল পাশের চা-দোকানের বেঞ্চে মাথায় স্টিচ নিয়ে বাবলু বসে-বসে চা খাচ্ছে। পঞ্চুর মুখে একটা বিস্কুট গোঁজা ছিল, তাই সে ভৌ-ভৌ করে ডেকে উঠল না।

বিলু বাবলুর কাছে ছুটে গিয়ে বলল, "আমরা ভূত দেখছি না তো রে বাবলু?"

বাবলু হেসে বলল, "না। ঠিকই দেখছিস।"

"কিন্তু তুই এখানে আমাদের আগে কীভাবে কী করে এলি? তোর উবে যাওয়া, পঞ্চুর উধাও হওয়া, সবই তো দেখছি ভুতুড়ে ব্যাপার। রহস্যটা কী?"

"মারাত্মক কিছুই নয়। ঘটনাগুলো অত্যন্ত দ্রুত ঘটে গেছে এই যা।"

"তুই মাথায় চোট পেলি কী করে বাবলু?"

"সব বলব। আগে ঘরে ঢোক, মুখে-চোখে জল দে, চা-টা খা, তবে তো। এক-এক করে সব বলছি।"

ওরা তখন বাবলুর ফিরে আসার ব্যাপারটা পুলিশের লোককে জানিয়ে জিপ ছেড়ে দিল। তারপর ধর্মশালার ঘরে বাসি পোশাক পরিবর্তন করে বাথরুমের পরিষ্কার জলে মুখ-হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিল প্রত্যেকে।

বাবলুর নির্দেশে একজন চা-ওলা তখন কেটলি-ভর্তি গরম চা ও কেক নিয়ে এল সকলের জন্য। সেই চা খেতে খেতে ওরা কৌতুহলী দৃষ্টিতে বাবলুর মুখের দিকে তাকাল রোমাঞ্চকর বা মজাদার কিছু শোনবার জন্য। বাবলু ফিরে আসায় এবং পঞ্চুকে ফিরে পাওয়ায় ওদের আর আনন্দের অবধি নেই।

বিচ্ছু তো পঞ্চুকে আদর করে জড়িয়ে ধরল। আর পঞ্চু করল কী, বিচ্ছুর কোলে মাথা রেখে চোখ পিটপিটিয়ে দেখতে লাগল সকলকে।

বাবলু বলল, "এবার আমার কথা শোন। আমি তো সুড়ঙ্গপথে নীচে নামলাম। তারপর যেই দেখলাম আমি একেবারে সেই পুরনো জায়গায় ফিরে এসেছি তখনই বুঝতে পারলাম আমার অনুমান ঠিক। মি. এক্স এই পথেই পালিয়েছেন। তাই তাঁর বুদ্ধির তারিফ করে এবং আমাদের আবিষ্কারের উল্লাসে আমি সুসংবাদটা তোদের দেব বলে আনন্দে লাফিয়ে উঠি। এইটাই হল কাল। অন্ধকারে গুহার উচ্চতা বুঝতে পারিনি বা কোথায় কী আছে তা দেখতে পাইনি। তাই ওপরের একটা পাথরের খোঁচ মাথায় লাগতেই দারুণ আঘাত পেয়ে বসে পড়ি আমি। চোখের সামনে যেন নতুন করে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। এই যখন অবস্থা ঠিক তখনই আমার মনে হল কে যেন একজন পাঁজাকোলা করে তুলে নিল আমাকে।"

সবাই সবিস্ময়ে বলল, "কে সে!"

বাবলু গম্ভীর গলায় বলল, "অন্ধকারের প্রেত। যে আমাকে তুলে নিল সে বলল, তোমার কোনও ভয় নেই। আমি তোমাকে কিডন্যাপ করছি না। তোমাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

আমি বললাম, "কিন্তু এই জায়গাটাও তো আমার কাছে বিপজ্জনক নয় মি. এক্স। তা ছাড়া আমার বন্ধুরা যে ওপরে অপেক্ষা করছে আমার জন্য।"

মি. এক্স বললেন, "তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ দেখছি।"

"এতক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা বললাম আর আপনার কণ্ঠস্বরে আপনাকে চিনব না, এ কি হয়?"

"থ্যাঙ্কস। নাউ ইউ আর ইন গ্রেট ডেঞ্জার। তোমার মাথার ওই ক্ষতটার এখনই একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ওখানে ওষুধ দিতে হবে। স্টিচ করতে হবে। ইঞ্জেকশন দিতে হবে তোমাকে। তাই যথাস্থানে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার এখনই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।"

"বুঝলাম। কিন্তু...।"

"বন্ধুদের জন্য চিন্তা কোরো না। তোমাকে না পেয়ে তারা কী করে সেটা একবার দেখোই না এবার। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না, ওই গুপ্তস্থানের সন্ধান তোমরা পেলে কী করে?"

"এটা আমাদের পঞ্চুর কৃতিত্ব।"

"ও, সেই কুকুরটা?"

"হ্যাঁ।"
মি. এক্স আমাকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে যেতেই বললেন, "তোমরা উঠেছ কোথায়?"
"আপাতত মুঙ্গেরে। একটা ধর্মশালায়।"
"তুমি নির্ভয়ে থাকো। আমি তোমাকে সেখানেই পৌঁছে দেব।"
"আপনি কিন্তু অযথা আমার ব্যাপারে বেশি চিন্তিত হচ্ছেন। মি. এক্স, আমার কিন্তু তেমন কিছুই হয়নি। তা যদি হত তা হলে আমি আপনার সঙ্গে এইভাবে কথা বলতে পারতাম না।"
মি. এক্স বললেন, "বাবলু, মনে রেখো আমি নিজেও একজন ডাক্তার।"
বাবলু চমকাল না। সে আগেই জানত, এই ধরনের কাজে এইরকম পাকা মাথারই দরকার, যিনি কিনা এইসব সার্জিক্যাল ব্যাপার-স্যাপারগুলো বোঝেন। তা ছাড়া সে যতই বলুক না কেন তার কিছু হয়নি, তবু সে বুঝতে পারছে বেশ ভালরকম রক্তক্ষরণ হচ্ছে তার। শরীরটাও ঝিমঝিম করছে। এখন উনি যদি সত্যি-সত্যিই কিছু একটা করেন তো মন্দ কী?
এর পর বাবলু যা বলল, তার সবই যেন ছায়াছবির দৃশ্যের মতো মনে হল। মি. এক্স কোনওরকমে বাবলুকে নিয়ে এসে কালীমন্দিরের চাতালে শুইয়ে দিলেন। তারপর চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে পাশের একটি কুণ্ড থেকে এক আঁজলা জল এনে বাবলুর চোখে-মুখে দিলেন।
বাবলু রুমালে মুখ মোছবার জন্য উঠে বসল।
মি. এক্স বললেন, "তুমি পারবে আমার সঙ্গে আসতে?"
বাবলু বলল, "হ্যাঁ পারব।"
মন্দিরের সামনে দিয়েই জঙ্গলে ঢাকা যে সরু পথটি ক্রমশ ওপর দিকে উঠে গেছে, মি. এক্স বাবলুকে ইশারায় তাঁর সঙ্গে সেই পথেই আসতে বললেন। বাবলুও কৌতূহলের সঙ্গে তাঁকে অনুসরণ করল।
বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর এক জায়গায় পাহাড়ের মাথার ওপর হিলকার্টের মতো কয়েকটি ছাদবিহীন পাথরের দেওয়াল চোখে পড়ল। মি. এক্স সেখানে এসে থামলেন। বাবলুও থামল।
বাবলু বলল, "এ কোথায় এলাম আমরা?"
"ভয় করছে?"
"ন্যা। কৌতূহল আরও বাড়ছে।"
এমন সময় বহুদূর থেকে বিলু, ভোম্বলের গলার স্বর শোনা গেল। ওরা চিৎকার করে পঞ্চুকে ডাকছে। বাবলুর মন চঞ্চল হয়ে উঠল। সে বলল, "মি. এক্স, এবার আমার ফেরা দরকার। আমার ট্রিটমেন্ট আমি নিজেই করিয়ে নেব।"
"তা হয় না বাবলু। এখন আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়ব না। তোমাকে এখানে নিয়ে আসার পেছনে আমার অন্য একটা উদ্দেশ্যও আছে।"
বাবলু বলল, "বেশ, তা হলে যা করবার তাড়াতাড়ি করুন।"
এমন সময় হঠাৎ একটা সরসর শব্দ শুনে দু'জনেই সচকিত হল। মি. এক্স রিভলভার নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন।
বাবলু বলল, "গুলি চালাবেন না।" অন্ধকার বনবাদাড়ের ভেতর থেকে যে বেরিয়ে এল, সে হল পঞ্চু।
বাবলু ওর সারা গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "এ কী রে! তুই এখানে? ওরা কোথায়?"
পঞ্চু কেমন যেন অদ্ভুতভাবে ডেকে উঠল, "গোঁ-ও-ও-ঔ।"
মি. এক্স বললেন, "এই কি তোমাদের সেই মোস্ট ওবিডিয়েন্ট পেটি ডগ?"
বাবলু বলল, "ইয়েস। তবে ও কিন্তু এখন আর পেটি ডগ নয়। আমাদের বন্ধু এবং ভাই। কিন্তু আমরা এখানে এইভাবে দাঁড়িয়ে আছি কেন?"
মি. এক্স বললেন, "হ্যাঁ, তাই তো! আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি কেন? কীসের আকর্ষণে দাঁড়িয়ে আছি? সামনে কোনও পথ নেই, পাথরের দেওয়াল আর গভীর খাদ। মাথার ওপরে খোলা আকাশ। পেছনে বন, পাহাড়, কয়েকজন লোভি মানুষ আর পুলিশ। এখন এসো, আমরা এখানে দাঁড়িয়ে চাঁদের আলো না দেখে কোথাও গিয়ে বরং একটু বিশ্রাম করি।"
বাবলু বলল, "যা করবার তাড়াতাড়ি করুন।"
মি. এক্স বাবলুর মুখের দিকে সরাসরি তাকালেন এবার। বাবলুও ভাল করে তাকাল সেই অমানুষিক মুখের দিকে। নিগ্রোর মতো কালো গায়ের রং, কটা চোখ। সেই চোখ দুটোর দিকে পঞ্চুও অবশ্য তাকিয়ে আছে একভাবে। বাবলুর জন্য লোকটাকে সে আক্রমণও করছে না, আবার ভয়ও দেখাতে পারছে না। তবে

কোনওরকম বদবুদ্ধি খাটালে জীবন দিয়েও সে লোকটাকে সমুচিত শিক্ষা দেবে এই ভেবেই ঘনঘন লেজ নাড়তে লাগল সে।

মি. এক্স আরও একটু এগিয়ে যেখানে পাহাড়টা খাদে নেমেছে ঠিক সেইখানে কিছু আগাছার ঝোপের কাছে গিয়ে দুটো চ্যাপটা পাথর টেনে সরাতেই ছোট্ট একটা সুড়ঙ্গ এবং সেই সুড়ঙ্গে ঢোকবার জন্য একটা সিঁড়িপথে দেখিয়ে বাবলুকে বললেন, "নির্ভয়ে এর ভেতরে ঢোকো।"

পঞ্চু একটু ইতস্তত করলেও বাবলু ভয় পেল না। কেন না সে জেনেই গেছে, এই লোকটির মনের পরিবর্তন হয়েছে। ইনি আর যাই করুন বাবলুকে প্রাণে মারবেন না। তাই পঞ্চুকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে এক-পা এক-পা করে নীচে নামতে লাগল।

মি. এক্সও ঢুকলেন। প্রথমে একটা পাথর কায়দামাফিক ঢাকা দিয়ে পরে আর-একটা পাথর ভেতর থেকে চাপা দিলেন। তারপর তিনিও নেমে এলেন সিঁড়ি দিয়ে।

বাবলু বলল, "এ কোথায় এলাম আমরা?"

"পুলিশের লোকেরা যেদিকে হন্যে হয়ে সব কিছু তোলপাড় করছে, আমরা তার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলে এসেছি। এখানে বন নেই, ঝোপঝাড় নেই, সামান্য যা আছে তা সন্দেহ করবার মতো নয়। তিনদিকে আছে ছুঁচলো পাথরের আড়াল। তাই গোরু-ছাগলও এদিকে চরতে আসে না, মানুষ তো কোন ছার! কেউ ভাবতেও পারে না এই পাহাড়ের এমন প্রান্তে গভীর গোপনে কোনও সুড়ঙ্গ আছে বলে।"

বাবলু বলল, "এটা কি কোনও কৃত্রিম গুহা?"

"না। প্রকৃতির দান। তবে এর মূল প্রবেশপথকে চিরতরে বন্ধ করে এই সংকীর্ণ পথটিকে আমিই তৈরি করেছি। করেছি বললে ভুল হবে, আমি আবিষ্কার করেছি।"

যাই হোক, ওরা মাথা বাঁচিয়ে খানিকটা নামার পরই সোজা হয়ে চলে যাওয়ার মতো একটা পথ পেল। কিন্তু কী ভীষণ অন্ধকার এর ভেতরটা।

বাবলু বলল, "আমার যে দম বন্ধ হয়ে আসছে মি. এক্স। তার ওপর এই অন্ধকার। এ আপনি কোথায় নিয়ে চলেছেন আমাদের?"

মি. এক্স বললেন, "অনন্ত নরকে।"

পঞ্চু চিৎকার করে উঠল, "আঁউ।"

মি. এক্স বললেন, "এখানে কিবা দিন কিবা রাত। এই কালো পাথরের গুহায় দিনরাতই অন্ধকার। শুধু তাই নয়, অনধিকার প্রবেশকারীর কাছে এটা একটা মরণফাঁদ। এটাকে মৃত্যুগুহাও বলতে পারো।"

"কেন, বাঘটাঘ আছে বুঝি?"

"আরে না, না। সে-সব হয়তো এককালে ছিল। এখন নেই। বনের রাজাকে তাড়িয়েই তো আমি এখানে বহাল তবিয়তে আছি। বলেই একটা লাইটার জ্বেলে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা একটা মশাল ধরিয়ে বললেন, "এসো।"

গুহাটা যেমন সংকীর্ণ, তেমনই আঁকাবাঁকা। সেই অন্ধকার গুহায় একমাত্র কালো ছাড়া আর কিছুই নেই। কোথায় যে পথ আর কোথায় যে পথের বাধা, বোঝবার উপায় নেই কিছু। প্রথমে কয়েক পা ডান দিকে গিয়ে আরও কয়েক পা সামনে এগিয়ে বাঁ দিকে বেঁকেই থমকে দাঁড়ালেন মি. এক্স। বললেন, "আর এগোবার পথ নেই। এর পরে দু'পা এগিয়েছ কি মরেছ। ত্রিশ ফুট নিচু গর্ত এটা। অতএব বুঝতেই পারছ, এর ওপর থেকে নীচে পড়লে মৃত্যু কীভাবে ঘনিয়ে আসবে?"

বাবলু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "বুঝেছি।"

বাবলু বলল, "উপায়টা আপনিই বের করুন। এ তো দেখছি সেই আলিবাবা ও চল্লিশ চোরের গুহা। এখানকার ম্যাজিক মন্ত্র আপনিই আওড়ান।"

মি. এক্স হেসে বললেন, "আমিই এখানকার আলিবাবা, আমি একাই চল্লিশ চোর। তাই এখানকার ম্যাজিকটা আমিই দেখাই।" বলেই ডান দিকের দেওয়ালের একটা হাতল ঘোরাতে দেওয়ালটা সামান্য একটু ফাঁক হয়ে গেল। বোঝা গেল এটা একটা কালো আবলুস কাঠের দরজা। অথবা অন্য কোনও কাঠের পাল্লায় ঘন করে আলকাতরা মাখানো। ওরা সেই কাঠের ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই মি. এক্স বললেন, "সাবধান। আবার মরণফাঁদ।" বলে এক জায়গায় মশালের আলো দেখিয়ে বললেন, "এই লোহার মইটা ধরে নেমে যাও।"

বাবলু বলল, "কিন্তু পঞ্চু! পঞ্চু কী করে নামবে?"

"ওকে নামানোই তো মুশকিল। ও বরং ওপরে থাক।"

এই না শুনেই পঞ্চু ডেকে উঠল, "ভৌ।"

বাবলু সস্নেহে পঞ্চুকে বুকে নিয়েই নামা শুরু করল।

মি. এক্সও নামতে লাগলেন। বললে, "খুব সাবধানে নামবে। হাত না ফসকায়।"

বাবলু বলল, "না। আমি সতর্ক আছি।"

এইভাবে অনেকটা নামার পর তল পেল ওরা।

মি. এক্স মশালের আলোয় সুইচ বোর্ড দেখে একটা পিয়ানো সুইচ টিপে দিতেই আলোয় ভরে উঠল চারদিক।

আর তখনই বাবলুর চোখ যেন ঝলসে গেল। এ কোথায় এসেছে সে? এ তো সামান্য গুহা নয়। এ যে অলকাপুরী। যেমন বিশাল এর বিস্তৃতি, তেমনই বর্ণাঢ্য। অথচ মজাটা এই যে, কোনও দিক দিয়েই এর ভেতরে প্রবেশ করবার কোনও পথই খোলা নেই।

বাবলু বলল, "এই গুহাও কি প্রকৃতির দান?"

"অবশ্যই। এ কি মানুষের সৃষ্টি হয়? আমি এটাকে আমার মতো করে গড়ে নিয়েছি মাত্র। এর ভেতরে প্রবেশ করবার সবরকম পথকে রুদ্ধ করে এমন করে নিয়েছি এটাকে যে, এর ভেতরে ঢোকা আর মরণকে বরণ করা একই ব্যাপার। তবে এর গোপনীয়তা খুব বেশিদিন নয়। কেন না যে হারে পাহাড় কাটা শুরু হয়েছে এখানে, তাতে যে-কোনওদিন এই গুহার রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে।"

"সে কী!"

"বাইরেটা ভাল করে দেখলেই তা বুঝতে পারবে।" বলেই বললেন, "এইবার একটু কাছে এসো তো, তোমার চোটটা কীরকম লেগেছে একবার দেখা দরকার।"

বাবলু মি. এক্স-এর কাছে এগিয়ে গেলে উনি নানারকম ওষুধপত্তর দিয়ে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে একটা স্টিচ দিয়ে দিলেন।

বাবলু বলল, "আপনার পায়েও তো গুলি লেগেছে। এবার ওটাকেও তো বের করা দরকার, এই ব্যাপারে আমি কি আপনাকে একটু হেল্প করতে পারি?"

মি. এক্স হাসলেন। বললেন, "কোনও প্রয়োজন নেই।" তারপর বললেন, "বাবলু, তুমি ইঞ্জেকশন নিতে পারো?"

"গায়ে ছুঁচ বেঁধাতে একটু কেমন-কেমন করে বইকী!"

"একটা ইঞ্জেকশন তোমার নিয়ে নেওয়া খুবই দরকার। বিশেষ করে পাথরের ঘা খুব একটা ভাল জিনিস নয়।"

বাবলু ইঞ্জেকশন নেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল।

মি. এক্স নতুন সিরিঞ্জে ওষুধ ভরে ইঞ্জেকশন দিলেন। বললেন, "ইউ আর এ রিয়্যালি গুড বয়।"

ইঞ্জেকশনটা নেওয়ার সময় বাবলুর যে একটু ভয় করেনি, তা নয়। ভয়টা অন্য কারণে। খলকে তো বিশ্বাস নেই। তবু ভগবানকে স্মরণ করে রিস্ক একটু নিয়েই নিল। যা আছে কপালে! কিন্তু না। ইঞ্জেকশন নেওয়ার পর বুঝল এর প্রভাবে কোনও বিষক্রিয়াই ঘটল না ওর শরীরে।

পঞ্চুর কিন্তু এই ব্যাপারটাতে দারুণ আপত্তি ছিল। তবে বাবলু যেখানে মেনে নিচ্ছে বা এগিয়ে যাচ্ছে, সেখানে সে কীই-বা করতে পারে? তাই সে নীরব দর্শক হয়ে দেখে যাচ্ছিল সব কিছু।

বাবলু পঞ্চুর অস্থিরতা লক্ষ করে বলল, "এবার তা হলে আমার যাওয়ার ব্যবস্থাটা করুন মি. এক্স।"

"হ্যাঁ। এইবার অবশ্যই বিদায় দেব। তবে শুধু মুখে তো বিদায় দেওয়া যায় না। একটু চা-বিস্কুট অন্তত খেয়ে যাও।"

"এই মৃত্যুগুহায় চা!"

মি. এক্স বললেন, "এটা তোমার-আমার কাছে মৃত্যুগুহা কেন হবে? এটা মৃত্যুগুহা শুধুমাত্র অনধিকার প্রবেশকারীদের জন্য। এই হল আমার গোপন আশ্রয়। আমার তো এখানে সব আছে। ওই দেখো রান্নার সরঞ্জাম, শোওয়ার ব্যবস্থা, আর...!" বলেই গুহার একদিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে বললেন, "বলো তো ওগুলো কী?"

বাবলু একদৃষ্টে সেইদিকে তাকিয়ে এক-পা দু-পা এগিয়ে যেতেই মি. এক্স বাধা দিয়ে বললেন, "উঁহু। আর এগিয়ো না।"

"কেন?"

"ডেঞ্জার।"

"এত সোনা!"

"শুধু কি সোনাই দেখছ? আর কিছু না? ভাল করে লক্ষ করো, আরও কিছু দেখতে পাবে। ওই সোনার বাটের গায়ে-গায়ে জড়ানো আছে সূক্ষ্ম তামার তার। অসাবধানে স্পর্শ করলেই পরিণাম যে কী মর্মান্তিক, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?"

"পারছি। কিন্তু এ যে নিজের চোখকেও বিশ্বাস করাতে পারছি না!"

মি. এক্স তখন স্টোভে চায়ের জল বসিয়ে বড় একটি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটা বোতলে ভরা লোশন তুলোয় মাখিয়ে গায়ে, হাতে, মুখে ঘষতে লাগলেন। বাবলু অবাক বিস্ময়ে দেখল মি. এক্স-এর অভাবনীয় পরিবর্তন। বেশ কিছুক্ষণ পরে মি. এক্স যখন ওর দিকে ফিরে তাকালেন তখন অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে তাঁর শরীরে।

বাবলু অবাক বিস্ময়ে বলল, "আপনি!"

"ভিক্টর মরিশন। মি. এক্সের ছদ্মবেশ বরাবরের জন্য ত্যাগ করলাম।"

"আপনি এত সুন্দর দেখতে, অথচ নিজেকে ওইরকম—।"

"ওথেলো সাজিয়ে রাখতাম কেন, তাই না? সে অনেক কথা। সব কথা বলবার মতো সময় আর নেই।"

"তবু কিছু তো বলুন শুনি। মি. এক্স!"

"মি. এক্স মারা গেছে। আমি ভিক্টর মরিশন। যাক, এখন চা তো খাও।"

খুবই তৎপরতার সঙ্গে দু'কাপ চা তৈরি করে এক কাপ বাবলুর দিকে এগিয়ে এক কাপ নিজে নিলেন। সেইসঙ্গে মুখরোচক বিস্কুট কতকগুলো। তার কয়েকটি পঞ্চুকেও দেওয়া হল।

চা খেতে খেতে ভিক্টর মরিশন বললেন, "শত-শত মানুষের রক্ত বেচে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকা সোনায় বন্দি করে আমার লাভ না লোকসান কোনটা হল বলো তো?"

"সেটা তো আমার চেয়ে আপনিই ভাল বলবেন।"

"আমার সব কিছুই লোকসানের খাতায় চলে গেছে। এবার আমিও চলে যাব খরচের খাতায়। জীবনটা শুরু করেছিলাম একভাবে, চাকা গড়িয়ে গেল অন্য খাতে। জীবনে বড় একটা আদর্শ ছিল। কিন্তু আমার সেই আদর্শের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল এমন কিছু মানুষ যাদের প্রত্যেকের বদলা নিতে গিয়ে আমি ভিক্টর মরিশন থেকে হয়ে গেলাম মি. এক্স। মানুষ থেকে মানুষের নিয়তি। কিন্তু শেষমুহূর্তে যখন বুঝলাম, প্রতিশোধ নেওয়ার মধ্যেও গৌরবের বিষয় কিছু নেই, হিংসা মানুষকে আরও অনেক পশুত্বে নামিয়ে আনে, তখন আর ফিরে আসার কোনও পথই আমার সামনে খোলা ছিল না। ডাক্তারি পাশ করে সরকারি হাসপাতালে চাকরি নিয়ে বেশ ছিলাম। আমার নাম, যশ, মানুষের ভালবাসা অন্যান্যদের কাছে দারুণ ঈর্ষার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। সাপের মতো তারা কিলবিল করতে লাগল আমার আশপাশে, আমাকে ছোবল মারবার জন্য। সুযোগ মিলল। সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির একটি মেজর অপারেশনের দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর। অপারেশন সাকসেসফুল হল। কিন্তু তবুও তাঁকে বাঁচাতে পারলাম না।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "কেন?"

"যে গ্রুপের রক্ত তাঁর শরীরে দেওয়ার কথা ছিল, তাঁকে সেই রক্ত দেওয়া হল না। এটি একটি সুপরিকল্পিত খুন। আর সেই দায়টা সবাই মিলে চাপিয়ে দিল আমার ঘাড়ে।"

"আপনার পক্ষে কি কেউই ছিল না?"

"যে দু'-একজন ছিল তারাও একসময় ভয়ে পেছিয়ে গেল।"

বাবলু বলল, "কিন্তু কেন ওরা এইরকম করল? সে কি শুধু আপনার ওপর জেলাসিতে, না কি ওই প্রভাবশালী ব্যক্তিকে খুন করাটাই ওদের আসল উদ্দেশ্য ছিল?"

"গড নোজ। তবে আমার মনে হয় দুটো কাজই একসঙ্গে করতে চেয়েছিল ওরা। পরিকল্পনাও ছিল নিখুঁত। তাই শয়তানেরই জয় হল। অসহায় আমি যখন বুঝলাম যে, শুধু চাকরি যাওয়া বা জেলের ঘানি টানাতেই এই ঘটনার শেষ নয়, ওরা সেই নিহত প্রভাবশালীর লোকজনদের ভুল বুঝিয়ে ক্রমাগত খেপিয়ে তুলছে আমার ওপর, এমনকী আমার বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও কেড়ে নিতে চাইছে, তখন আমি আমার বাবা, মা, স্ত্রীর অনুরোধে চোরের মতন পালিয়ে যেতে বাধ্য হলাম।"

"আপনি তো হলে বিবাহিত?"

"আমার একটি ছেলেও ছিল। কিন্তু মানুষ কী নৃশংস দ্যাখো, পালিয়ে গিয়েও আমি রেহাই পেলাম না।"

"ওরা কি সেখানেও আপনার পিছু নিল?"

"না। আমাকে না পেয়ে ওদের ক্রোধানল ছড়িয়ে পড়ল আমার পরিবারবর্গের ওপর। দূরে গেলেও নানান কৌশলে বাড়ির খোঁজখবর তো নিতাম, তাই জানতে পারতাম সবই। ওরা আমার সন্ধান জানবার জন্য অকথ্য অত্যাচার চালাতে লাগল ওদের ওপর।"

"আর আপনি দূরে বসে বিনা প্রতিবাদে সেসব সহ্য করতে লাগলেন?"

"এ ছাড়া আমার কী উপায় ছিল বলো? একবার অবশ্য ভেবেছিলাম আত্মসমর্পণ করে ওদের অত্যাচারের হাত থেকে আমার পরিবারকে বাঁচাই। কিন্তু ঠিক সেই সময়ই এমন এক মহাতান্ত্রিক আমার জীবনে এসে হাজির হলেন, তিনিই তা করতে দিলেন না। তিনি বললেন, না। ঘাতকের হাড়িকাঠে কোনও অবস্থাতেই স্বেচ্ছায় মাথা দেওয়া নয়। ওদের প্রতিটি অত্যাচারের বদলা নিতে হবে। আর এই ব্যাপারে আমিই তোমাকে সাহায্য করব।"

"ওই তান্ত্রিক কি কথা রেখেছিলেন?"

"হ্যাঁ। তিনি আমার পাশে এসে না দাঁড়ালে আমি আমার মনের দুর্বলতাকে জয় করতে পারতাম না।"

বাবলু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "উনি ঠিকই বলেছিলেন। কোনও অপরাধীকেই কখনও ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।"

"আমি ছেড়ে দিইনি ভাই, ওদের সমস্ত অপরাধ আমি জমা করে রেখেছিলাম। পরে অবশ্য তার দ্বিগুণ বদলা নিয়েছি।"

ভিক্টর মরিশনের চোখের তারায় যেন বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল। তিনি বললেন, "ইতিমধ্যে একটা সর্বনাশা ব্যাপার ঘটে গেল।"

বাবলু বলল, "কীরকম?"

"ওদের হিংসা এমনই রূপ নিল যে, ওরা আমার বাড়ির কাজের লোককে তাড়াল, ছেলের দুধ বন্ধ করল, কলের জল আনতে দিত না আমার স্ত্রীকে। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপারটা কী করল জানো? আমার ছেলে হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লে বাড়িতে ডাক্তার পর্যন্ত আনতে দিল না ওরা।"

বাবলু শিউরে উঠল, "বলেন কী!"

"ছেলেটা বিনা চিকিৎসায় মরল। আর শোকে, দুঃখে, অনাহারে এক-এক করে শুকিয়ে মরল আমার পরিবারের সবাই।"

"কী মর্মান্তিক!"

"মানুষের হিংসার এমন নগ্ন রূপ কখনও দেখেছ?"

বাবলু ম্লান হেসে বলল, "কেন দেখব না? অনেক দেখেছি। আমাদের যাত্রাপথও কুসুমে ছড়ানো নয়। আমরাও কাচ, কাঁটা মাড়িয়ে এগিয়ে চলেছি। ভালবাসা, অভিনন্দন এসবও যেমন পেয়েছি, তেমনই বহু অনাদর, অপমানও সহ্য করতে হয়েছে আমাদের। জীবনে সর্বস্তরে ব্যর্থ যারা, তাদের হিংস্র রূপ দেখেও চমকে উঠেছি। আবার অনেক মানুষের মধ্যে দেবতাকেও প্রত্যক্ষ করেছি আমরা।"

"না, না। এ তোমাদের ভুল। মানুষের মধ্যে কখনও দেবতা থাকে না। মানুষের মধ্যে দানবের প্রকাশ হয়, দেবতার নয়।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, আপনার সেই একমাত্র সন্তানের মুখটা একবার আপনি মনে করুন তো, যাকে আপনি হারিয়েছেন। সেই তার সরল নিষ্পাপ মুখের হাসির মধ্যেও কি কখনও আপনি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেননি? না কি আপনার ছেলেকে আপনি মানুষের পর্যায়ে...।"

দু'হাতে মাথার চুলগুলো মুঠো করে চিৎকার করে উঠলেন ভিক্টর মরিশন, "বাবলু!"

বাবলু বলল, "তা হলে? আসলে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই দেবতা ও দানব থাকে। মানুষ করে কী, নিজের হাতে তাদের সেই দেবতাকে গলা টিপে মারে, আর দানবটাকে জাগিয়ে তোলে। তাই তো এত বিভেদ, এত হানাহানি, এত রক্তের স্রোত বয় তৃষিত মাটির বুকে।"

ভিক্টর মরিশন বাবলুর চোখের দিকে স্থিরভাবে চেয়ে থেকে বললেন, "স্ট্রেঞ্জ! হু আর ইউ? হোয়্যার ফ্রম ইউ আর?"

বাবলু হেসে বলল, "আমি বাবলু। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের লিডার। আমি আমার দেশের মাটি থেকে মায়ের কোল থেকে উঠে এসেছি।"

"তুমি অত্যন্ত জ্ঞানী।"

"আমার মা-বাবার আশীর্বাদ। যাক, এবার একটু তাড়াতাড়ি শেষ করুন আপনার কথা। সময় পার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।"

"হ্যাঁ। ঠিক বলেছ, সময় পার হয়ে যাচ্ছে। নতুন দিন আগত। নতুন দিনের নতুন আলোয় পুরনো দিনের গ্লানিকে আর ধরে না রাখাই উচিত।"

বাবলু বলল, "নতুন বরণীয় হলেও পুরনো সব কিছুই বর্জনীয় নয়।"

"ঠিক। কিন্তু তুমি পরলোক বিশ্বাস করো?"

"গৌতম বুদ্ধকে অস্বীকার করি কী করে? পরলোকের সঙ্গে যদি জন্মান্তরবাদের সম্পর্ক থাকে তা হলে নিশ্চয়ই করি।"

"ভূত, প্রেত, আত্মা?"

"সময় নষ্ট না করে আপনি সেই মহাতান্ত্রিকের কথা বলুন।"

"হ্যাঁ, সেই মহাতান্ত্রিক আমাকে অভয় দিলেন। আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। যদিও আমি অন্য ধর্মের লোক তবুও তাঁকেই আমার গুরু বলে মানলাম। সেই মহাতান্ত্রিক মাঝে-মধ্যেই কোনও ঘোর অমাবস্যার রাত্রে নরবলি দিতেন।"

বাবলু শিউরে উঠল, "বলেন কী! এই সভ্যযুগে নরবলি?"

"হ্যাঁ। রীতিমতো পৈশাচিক ব্যাপার যাকে বলে। নরবলি দিয়ে সেই তান্ত্রিক সাধক তাঁর সাধনমার্গের কোনও উচ্চ সোপানে পৌঁছতেন তা জানি না, তবে আমি একজন ডাক্তার তো, তাই এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড সহ্য করতে পারতাম না। মানুষের জীবনের দাম, তার রক্তের দাম আমার কাছে অনেক। সেই নরদেহ শেয়াল-কুকুরে খাবে, বাঘে খাবে, এ কি সহ্য করা যায়? তাই এক-একসময় আমি নিজেকে স্থির রাখতে পারতাম না। রাখব কী করে? আমার ছেলেটারও তো একটা কিডনি খারাপ ছিল। একটা কিডনির অভাবে বেচারি...।"

"তারপর?"

"তারপর এই নিয়ে একদিন তান্ত্রিকের সঙ্গে আমার দারুণ বচসা হল। আমরা তখন এই গুহাবাসী। সে কি আজকের কথা? কী ঘন জঙ্গল ছিল তখন এর চারপাশে। আমরা সেই জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতাম। এই গুহার সন্ধান আমরা ছাড়া আর কেউ জানত না। তান্ত্রিককে সবাই কালীর সাধক বলে মানত। ভয় পেত। তবে খুব রাগী বলে কাছে আসতে সাহস করত না কেউ। ভয়ে এদিককার জঙ্গলেও ঢুকত না। যাই হোক, মাঝে-মধ্যে মহাতান্ত্রিক কালীমন্দিরের চাতালে বসে গভীর রাতে হোম করতেন। কখনও আদিবাসীরা আসত। কখনও আসত গ্রাম থেকে দেহাতিরা। এর মধ্যে লুকিয়ে কখনও-সখনও নিয়ে আসা হত কোনও বলির নর-কে। এই ব্যাপারে আমাদের সাহায্যকারী হিসেবে ছিল পান্না নামের একজন। লোকটা ছিল যেমন তেজি, তেমনই অসম সাহসী। আমি ওদের দু'জনকেই ধর্মের নামে এই ভণ্ডামির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম।"

বাবলু বলল, "ওরা আপনার কথা কানেও নেয়নি, তাই না?"

"যথার্থই। তান্ত্রিক বলেছিলেন, বলি ছাড়া কি মায়ের পূজা সম্পূর্ণ হয়?"

আমি বলেছিলাম, "ঠিকই। তবে বলি হল পশুবলি, নরবলি নয়। আর পশু অর্থে ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি নয়। মানুষের অন্তরের পশু। অর্থাৎ পাশব প্রবৃত্তি। মা সেই পশুরই বলি চান।"

তান্ত্রিক বললেন, "আমি তো সেই পশুরই বলি দিচ্ছি ভিক্টর। আমার বলির নর হয়ে যারা আসে তারা তো সেই পশুই।"

আমি অবাক বিস্ময়ে বললাম, "আপনার কথার অর্থ আমি ঠিক বুঝলাম না।"

তান্ত্রিক বললেন, "বুঝবে, আগামী অমাবস্যার জন্য প্রতীক্ষা করো, আমার অর্থ পরিষ্কার হয়ে যাবে। হয়তো পুনর্জন্ম হবে তোমার। আমার কাজ শেষ। এবার আমি এই দেশ ছেড়ে হিমালয়ে চলে যাব। তুমি এখানে সিদ্ধ যোগী সেজে ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকবে। এবং তোমার কর্ম করে যাবে। ওইদিন আমি তোমাকে দীক্ষা দেব। তার আগে আমার কাছে তোমার কোনও প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইবে না।"

"একে আমার স্বজন হারানোর বেদনা, তার ওপরে এই ভণ্ড তান্ত্রিকের অনাচার। ধৈর্যের এবং সহ্যের বাঁধ যেন ভেঙে গেল। যে-কাজের জন্য আমি এঁর ছায়ায় এলাম, সেই কাজই বা হচ্ছে কই? আমি যে প্রতিশোধ নিতে চাই, প্রতিশোধ। মনে মনে আমিও ঠিক করলাম, আর এদের খপ্পরে নয়, এবার পালাব। আবার ভাবলাম, থাকি না ক'টা দিন। আগামী অমাবস্যা তো, দেখাই যাক কী হয়! তারপর পালিয়ে যাওয়া আটকাচ্ছে কে?

তান্ত্রিক চলে গেলে কিছুদিন বাদে আমিও বিদায় নেব। হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে আমারই বা বাধা কোথায়?"

বাবলু বলল, "আপনি তা হলে তান্ত্রিকের কথামতো অমাবস্যা পর্যন্ত রয়েই গেলেন?"

"হ্যাঁ। তান্ত্রিকের এই গুহায় এগারোটি নরমুণ্ডের করোটি ছিল। সদ্য ছিন্ন একটি শির পচনের জন্য পোঁতা ছিল জঙ্গলের মাটিতে। আমি স্থির করলাম সেগুলোকে টান মেরে ফেলে দিয়ে হতভাগ্যদের বিদায় জানিয়ে গুহা থেকে বিদায় নেব। আর পারি তো এমনভাবে গুহামুখ বন্ধ করে দেব যাতে কেউ কখনও কোনওভাবেই যেন এর সন্ধান না পায়।"

বাবলু বলল, "তারপর বলুন।"

দেখতে দেখতে অমাবস্যা এসে গেল। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে তান্ত্রিক আমাকে ডাকলেন, "এসো।"

আমি সভয়ে বললাম, "কোথায়?"

গম্ভীর গলায় তান্ত্রিক বললেন, "বধ্যভূমিতে।"

"সে কী! আপনি শেষকালে আমাকেই বলি দেবেন নাকি?"

তান্ত্রিক হেসে বললেন, "এত ভয় পেলে কী করে হবে? আমার কাজ শেষ। আজ তোমাকে নবধর্মে দীক্ষা দিয়ে আমি বিদায় নেব। আজকের যে নর, তাকে বলি দেবে তুমি।"

"অসম্ভব। এ কাজ আমার দ্বারা হবে না।"

"এ কাজ তোমাকেই করতে হবে।"

"আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই?"

আমি বিদ্রোহী হয়ে রুখে দাঁড়ালাম।

তান্ত্রিক বললেন, "একদম উত্তেজিত হোয়ো না। ভেবে দ্যাখো, এখানে কিন্তু তুমি একা, আমরা দু'জন। তুমি নিরস্ত্র, আমাদের হাতে অস্ত্র আছে।"

আমি কেঁদে বললাম, "দোহাই আপনার, এই কাজটা অন্তত আমাকে দিয়ে আপনি করাবেন না। তা ছাড়া আমি বিধর্মী। আমার হাতের বলি আপনার মা গ্রহণ করবেন কেন?"

"আমি যে ধর্মের উপাসক তাতে কোনও ধর্মই নেই।"

"সে আবার কী!"

"আমার ধর্ম আমার কাছে একটা বুজরুকি মাত্র, আর এই তান্ত্রিকতাও একটা ভেক। আমার গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে দিলে, লাল চেলি ছেড়ে দিলে, ছিঁড়ে ফেলে দিলে রুদ্রাক্ষের মালা, তুমি, আমি, আমরা সবাই তখন এক। এ তো ভণ্ডামির একটা আবরণ।"

"তার মানে আপনি কোনও তান্ত্রিক সাধক নন?"

"এই সত্যটা আমি প্রকাশ করলাম। অন্যেরা করে না। নিরুপায় না হলে কোনও সুস্থ মানুষ কখনও নিজেকে কষ্ট দিতে গুহাবাসী হয়?"

"তা হলে কে আপনি?"

"সে-কথা ক্রমশ প্রকাশ্য। এখন আর দেরি কোরো না, এই প্রেত-পাহাড়ে আর-একটা প্রেতের সংখ্যা বাড়াতে হবে। এসো আমার সঙ্গে।"

"আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতন তান্ত্রিকের পিছু পিছু চললাম। এটা কালী পাহাড় নয়, এটা যেন সত্যই একটা প্রেত-পাহাড়। বধ্যভূমিটা এখান থেকে একটু দূরে, আরও একটু নীচে। তান্ত্রিক সেখানে বলি দিয়ে মুণ্ডটা জঙ্গলের মাটিতে পুঁতে দেহটা ফেলে দেন গভীর খাদে। যা কিনা শেয়াল-কুকুরে খায়, বাঘে খায়। যাই হোক, বধ্যভূমিতে গিয়ে দেখি একটা অসহায় নর হাত, পা, মুখ বাঁধা অবস্থায় ভয়ে থরথর করে কাঁপছে।"

তান্ত্রিক বললেন, "একে দিয়েই শুরু হবে তোমার কাজ। এরই রক্ততিলকে হবে তোমার অভিষেক।"

আমি দু'হাতে চোখ ঢেকে বললাম, "আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। এ-কাজ সত্যিই আমার দ্বারা হবে না। আমার হাত কাঁপছে।"

"তা হলে আমার এত উদ্যম সবই বৃথা যাবে? না, তা হয় না। হতে দেব না। পান্না, ওই লোকটার মুখের বাঁধন খুলে দে তো। মশালটা এগিয়ে নিয়ে এসে ধর ওর মুখের কাছে। ও দেখুক একবার ভাল করে।"

তান্ত্রিকের নির্দেশ মেনে পান্না যখনই মশালটা এগিয়ে নিয়ে এল বন্দির মুখের কাছে, তখনই আমার চমকাবার পালা। এ কী করেছেন তান্ত্রিক! এ কাকে ধরে এনেছেন। এ যে আমারই শিকার। কতদিন ধরে মনে

মনে আমি যাদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবছিলাম এ যে তাদেরই একজন। আমি বাঘের মতো গর্জন করে বললাম, "বিশ্বাসঘাতক, শয়তান।"

বন্দিও তখন চমকে উঠেছে আমাকে দেখে, "এ কী! মি. মরিশন! আপনি এখানে?"

আমার হয়ে তান্ত্রিকই জবাব দিলেন, "উনি এখন মি. মরিশন নন ডাক্তার সাহানি। মি. মরিশন ইজ ডেড। উনি এখন প্রাক্তনের পর্যায়ে পড়েন, অর্থাৎ কিনা এক্স। তাই আজ থেকেই উনি হলেন মি. এক্স। ডাক্তার সাহানি, মনে করুন সেই কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টোর কথা। উনি-আমি দু'জনেই এখন তাই। আমার নাম দেবদাস ব্যানার্জি। নামকরা একটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলাম আমি। আমারই বিশ্বস্ত সহকর্মীরা একদিন ব্যাঙ্কের লক্ষ-লক্ষ টাকা তছরুপ করে তার সব দায়ভার আমার ঘাড়ে চাপিয়ে আমাকে জেলে পাঠায়। এমনভাবে ব্ল্যাকমেল করে যে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। দশ বছর পরে জেল থেকে বেরিয়ে আমি নিরুদ্দেশ হই। ঘেন্নায় পরিবারের লোকেরাও কেউ আমার খোঁজখবর নেয়নি। কিন্তু আমি? অলক্ষ্য থেকে আমি সবারই সব খবর রেখেছি। তাই তো এই গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করে এক-এক করে আমার শত্রুদের প্রত্যেকের বদলা নিয়েছি আমি। যারা মরে গেছে তাদের ছেলে-মেয়েকে হত্যা করেও প্রতিশোধ নিয়েছি। তোমরাও সেই একই পাপের পাপী। অসহায় একজন নিরপরাধ মানুষকে ব্ল্যাকমেল করে তার পরিবারকে পর্যন্ত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছ। তোমরা ঘরে বসে সুখের ভাত খাবে আর এই নির্দোষ মানুষটা তিল-তিল করে শেষ হয়ে যাবে, তা কি হয়? কাজেই এবার তোমাদের পালা।"

ডা. সাহানি ডুকরে কেঁদে উঠলেন, "আমার অন্যায় আমি স্বীকার করছি তান্ত্রিক। আপনার পায়ে ধরছি। আমাকে এবারের মতন ক্ষমা করুন ডা. মরিশন!"

আমি ধমকে উঠলাম, "খবরদার, ওই নাম আপনি উচ্চারণ করবেন না। ডাক্তার মরিশন মরে গেছে। না, না। আপনারা তাকে হত্যা করেছেন। এখন আমি মি. এক্স।"

"ও ইয়েস, মি. এক্স। আমি করজোড়ে আমার প্রাণটুকু ভিক্ষা চাইছি আপনার কাছে। আমার অনেক অসমাপ্ত কাজ রয়ে গেছে। প্লিজ, একবার আমাকে বাঁচার সুযোগ দিন।"

"দেব। যদি আপনি আমার পরিবারের প্রত্যেককে জীবিত অবস্থায় আমার কাছে ফিরিয়ে আনতে পারেন।"

"তা কী করে সম্ভব মি. এক্স!"

"তা হলে আপনি মৃত্যুর জন্য তৈরি হোন।"

"কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন মি. এক্স, আপনার এই পরিণতির জন্য একা আমি দায়ী নই। আসলে আমাদের টার্গেট আপনি ছিলেন না, সেই অত্যাচারী লোকটিকেই আমরা হত্যা করতে চেয়েছিলাম।"

"তার জন্য কত টাকা নিয়েছিলেন আপনারা?"

"সে অনেক টাকা।"

"কিন্তু খুনের বোঝাটা আমার ঘাড়ে চাপালেন কার পরামর্শে?"

"ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াবে তা আমি ভাবিনি মি. এক্স।"

"এটা আমার কথার উত্তর হল না।—আমি পেশেন্টের জন্য যে গ্রুপের ব্লাড আপনাকে দিয়েছিলাম সেই ব্লাড আপনি কার পরামর্শে বদল করেছিলেন?"

"এর জন্য সিনিয়ার সার্জন অধর দত্তই দায়ী।"

আমি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললাম, "তাই যদি হয়, তা হলে পুলিশ যখন আমার ব্যাপারে তদন্ত করতে এল, তখন কেন আপনি চুপ করে ছিলেন? অধর দত্তকে ধরিয়ে দিতে আপনার কেন বাধছিল? মি. সাহানি, আসলে আপনারা সবাই মিলে ফাঁদ পেতেছিলেন আমার জন্য। ব্লাড গ্রুপ বদল করে একজন লোককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে বলির পাঁঠা করেছিলেন আমাকে। কিন্তু তখন ভাবতেও পারেননি যে, ধর্মের কল এভাবে বাতাসে নড়বে বলে। সেই আপনাকেই একদিন আসতে হবে আমার বধ্যভূমিতে। এখন শুধু আপনি একা নন, এক-এক করে আপনারা সবাই আসবেন। আর আমি নিজে হাতে...।"

ডা. সাহানি প্রাণভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। কিন্তু আমার নির্মম খড়্গাঘাতে তার ছিন্ন শির লুটিয়ে পড়তেই সব কিছু নিশ্চুপ হয়ে গেল।

এই হল শুরু।

মহাতান্ত্রিক ওরফে দেবদাস ব্যানার্জি আমার কপালে একটা রক্তটিকা এঁকে দিয়ে বললেন, "বিদায় বন্ধু! পান্নাকে রেখে গেলাম। ওকে আমার সব কিছুই বোঝানো আছে। এইবার ওর সাহায্য নিয়ে বেশ ঠান্ডা মাথায় তুমি তোমার কাজ করে যেয়ো।"

দেবদাস ব্যানার্জিকে বিদায় দিয়ে পান্নাকে নিয়ে আমি গুহায় ফিরলাম। শত্রু নিপাত করে সেদিন সে যে আমার কী আনন্দ, তা কী করে বলব! আনন্দের আতিশয্যে আমি যে কী করব তা ভেবে পেলাম না। সে-রাতে আনন্দে ঘুম এল না আমার। ঘুমের বদলে আমার দু'চোখ জুড়ে যা নেমে এল, তা হল খুনের নেশা। খুন—খুন—খুন।"

বাবলু একভাবে মি. মরিশনের মুখের দিকে চেয়ে শুনে গেল কথাগুলো। ওর বারবারই মনে হল আজকের এই ভয়ংকরতম মানুষটিও একসময় ওদের মতো সুকুমারমতি কিশোর ছিলেন। জীবনে বড় হওয়ার রঙিন স্বপ্ন ছিল তাঁর চোখেও। শিক্ষায়, দীক্ষায় কী সুন্দরভাবেই না ভরিয়ে তুলেছিলেন নিজেকে। কিন্তু মানুষের অত্যাচার তাঁকে কোথায় নিয়ে গেল!

পঞ্চু নির্বাক! সেও কি সব কথা বুঝল? মানুষের ভাষা ও বোঝে। কিন্তু এত কথা?

মি. মরিশন বললেন, "কী ভাবছ বাবলু?"

"ভাবছি আপনার কথা।"

"ভাববার কিছু নেই। জগতের এই তো নিয়ম। কোনও মানুষই কখনও হিংস্র হয়ে জন্মায় না। তাকে হিংস্র করে তোলা হয়। সভ্য জগতের সভ্য মানুষদের ভেতরে যে হিংসা, তা পশুর মধ্যেও নেই।"

"তারপর কী হল বলুন।"

"তারপর আর কী? সব শেষ। বনের বাঘ একবার নরখাদক হলে যা হয়, আমার অবস্থাও ঠিক তাই হল। আমার মনের বাঘও যখন নরখাদক হয়ে উঠল, তখন সেও এক ভয়ংকর রূপ ধারণ করল। মহাতান্ত্রিক ওরফে দেবদাস ব্যানার্জি বিদায় নিলে সে-রাতটা গুহায় শুয়ে আমি আর পান্না অনেক সুখ-দুঃখের বিনিময়ে, অনেক পরিকল্পনা করলাম। পরে আমরা দু'জনে মিলে এই গুহাটার পরিবর্তন ঘটালাম অনেক। আজকে এর যে পরিবেশ দেখছ, বিশ-পঁচিশ বছর আগে এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থান সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল। এর চারদিকে ছিল ঘন বন। আতাবন। সেইসব আতা খেতে দেহাতিদের ছেলেমেয়েরাও আসত না। ফলে কাজকর্মের খুবই সুবিধে ছিল আমাদের। তারপর তো জনবসতি বাড়তে লাগল। অরণ্যনিধন শুরু হল। এলাকা ছেড়ে চলে গেলাম আমরা। রইল শুধু গোপন আস্তানাটা। তা যাক গে। পান্না অনেক রকমের কাজ জানত। তাই সুবিধে হল খুব। আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী এই গুহাটাকে অনধিকার প্রবেশকারীদের জন্য বিপজ্জনক করে তুললাম। তারপর শুরু হল এক-এক করে প্রতিশোধ নেওয়ার পালা। প্রতিশোধ নিলাম। চরম প্রতিশোধ। কী মর্মান্তিকভাবে যে আমার শত্রুদের মোকাবিলা করেছিলাম আমি, সে-গল্প তোমাদের বলব না। তবে আজ আর আমার কোনও খেদ নেই রে ভাই! এই সময়ই হঠাৎ একবার আমার মনে হল—এই মানুষগুলো আমার কাছে তুচ্ছ। তা হলে এদের দিয়েই শুরু করি না ব্যবসা। যেই ভাবা সেই কাজ। আসলে কী জানো, সর্বনাশা ড্রাগের নেশা আর খুনের নেশা এক। বিশেষ করে আমার ভেতর থেকে তখন মায়া, মমতা সবকিছুই বিদায় নিয়েছে। আমি তখন ভাবলাম খুনের নেশায় খুন তো করি, কিন্তু এই রক্ত, এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এ যে মহামূল্যবান। রুগ্ন মানুষের জীবনের পক্ষেও বটে, আমার জন্যও বটে। এ তো টাকার খনি। আমি আমার শত্রু নিপাত করি আর টাকার প্রয়োজন মেটাতে বাঁচিয়ে তুলি কয়েকটি জীবন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী মানুষের দেহ নিয়ে কারবারে নেমে পড়লাম। সবে শুরু করেছি, এমন সময় ঘনিয়ে এল বিপর্যয়...।"

বাবলু বলল, "পুলিশের উপদ্রব শুরু হল বুঝি?"

"না। পান্না হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। ওর দুটো কিডনিরই গেল বারোটা বেজে। এই প্রথম নিরীহ মানুষের গায়ে হাত পড়ল। কিডনি দিয়ে, ব্লাড দিয়ে, অনেক চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারলাম না ওকে। উত্তরপ্রদেশের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করে ওর ব্যবস্থা করেছিলাম। বহু অর্থ ব্যয় করেছিলাম। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হল আমার। পান্নাকে বাঁচাতে পারলাম না। ওর লিউকোমিয়া হয়ে গেল।"

বাবলু বলল, "ভেরি ইন্টারেস্টিং। এত বৈচিত্র্যময় আপনার জীবন?"

মি. মরিশন হাসলেন, "এটাকে তুমি জীবন বলছ?"

বাবলু বলল, "তারপর বলুন।"

"পান্নার মৃত্যুর পর নিজেকে আমার মনে হল বড়ই অসহায়। ওর মৃত্যুতে গভীর শোকে মগ্ন হলাম আমি। ভাবলাম, আর নয়। প্রতিশোধের পালা তো শেষ। এবার এইসব ছেড়ে দেব। ঘুরে বেড়াব দেশে দেশে। এই ভেবে হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। অ্যাংলো হওয়ার অনেক জ্বালা। সাধুসন্ন্যাসীরা দলে নেন না। পুণ্যকামীরা ম্লেচ্ছ ভাবেন। সাধারণ মানুষেরা ভাবেন চোর। সে এক তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন এদেশ-ওদেশ করছি, ঠিক তখনই দুষ্ট গ্রহের মতো আমার জীবনে এসে জুটে গেল সাধুচরণ। ওরকম খারাপ

লোক জীবনে আমি খুব কমই দেখেছি। তবে লোকটা দারুণ কাজের। পান্নার চেয়েও অনেক হিম্মত রাখে সে। তফাত এই...। পান্নাকে বিশ্বাস করা যেত, ওকে যায় না। যাই হোক, কুয়োয় পড়া শেয়াল যেমন ভেড়ার শিং-এ পা রেখে কুয়োর বাইরে চলে গিয়েছিল আমিও ঠিক সেইভাবেই ওর ওপর নির্ভর করে ওর চেয়েও ধুরন্ধর শয়তান হয়ে গিয়েছিলাম। তবে আমার এই ঘাঁটির সন্ধান ওকে দিইনি কখনও। এই পাহাড়েই আমার আর-একটি ঠেক আছে, ও বা আমার দলের অন্যান্য লোক সেই ঠেকটার কথাই জানত। সবার ধারণা, আমার ধনভাণ্ডার তারই আশপাশে কোথাও আছে।"

বাবলু সব শুনে বলল, "এই তা হলে আপনার কাহিনী?"

"এই আমার কাহিনী। একটা অভিশপ্ত জীবনকে এতদিন ধরে বয়ে বেড়ালাম। কয়েকজনের ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে অঙ্গুলিমাল, কালাপাহাড়ের মতো ভয়ংকর হয়ে উঠলাম। মানুষের জীবন দেওয়ার কাজ করতে গিয়ে নেওয়ার কাজে মেতে গেলাম। জ্ঞান, বুদ্ধি, এমনকী মনুষ্যত্বকেও বিসর্জন দিয়েছিলাম। না হলে এই যে দেখছ কুবেরের সম্পদ, এ কি কখনও গড়ে উঠত? আমি একজন বিকারগ্রস্ত মানুষ ছিলাম। তাই এই কাজ করেছি। কার জন্য করলাম বলো তো? কে আছে আমার? কাকে দেব এসব?"

বাবলু নীরব। শুধু চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল। চোখ যেন ঝলসে যায়।

"তুমি নেবে বাবলু? এইসব আমি তোমাকেই দিতে চাই। তাই তো এখানে ডেকে এনে এতক্ষণ আটকে রাখলাম তোমাকে। নেবে তুমি?"

বাবলু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "না।"

"না হলে যে মরেও আমি শান্তি পাব না ভাই। আমাকে যে যখ হয়ে এর ভেতরে বসে এই গুপ্তধন পাহারা দিতে হবে।"

বাবলু বলল, "কিছুই করতে হবে না আপনাকে। মৃত্যুর পরই সব শেষ।"

মি. মরিশন বললেন, "ভোর হয়ে আসছে। এবার তুমি যেতে পারো। আমি বড় ক্লান্ত, না হলে তোমাকে এগিয়ে দিতাম।"

বাবলু বিদায় নেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। তারপর পঞ্চুকে নিয়ে বহুকষ্টে মই বেয়ে ওপরে উঠল।

মি. মরিশন নিচু থেকে হাত নেড়ে অভিবাদন জানালেন।

বাবলু বলল, "গুড বাই মি. এক্স! গুড বাই মরিশন।"

"গো অ্যাহেড মাই বয়।"

"এই তা হলে আমাদের শেষ দেখা?"

"হয়তো।"

"যাওয়ার আগে আপনাকে একটা অনুরোধ করব মি. মরিশন?"

"ও ইয়েস।"

"আপনি এবার আত্মসমর্পণ করুন।"

"অবশ্যই করব। তবে মানুষের কাছে নয়, মানুষের অন্তিম পরণতির কাছে। তোমাকে দশ মিনিট সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে তুমি গুহার বাইরে চলে যেয়ো। না হলে আমারও আর করবার কিছু থাকবে না।" বলেই দেওয়ালের গায়ে কীসের একটা হাতল ধরে হ্যাঁচকা টান দিলেন। তারপর কোনওদিকে না তাকিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলেন সেই তামার তারে জড়ানো রত্নগুলোর কাছে। কত সোনা, কত হিরে, কত...। মি. মরিশন ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার ওপর।

উঃ! সে কী ভয়ংকর দৃশ্য! সে দৃশ্য দেখা যায় না।

এমনিতেই পঞ্চু তখন বাবলুর প্যান্ট কামড়ে টানছে। তার ওপর সময় মাত্র দশ মিনিট। তাই আর এক মুহূর্তও নয়। বাবলু পঞ্চুকে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল গুহা থেকে। তারপর ভোরের আলোয় পথ দেখে ছুট, ছুট, ছুট। এবারে কী যে হবে বা হতে পারে, বাবলু তা জানে। হলও তাই। অনেকটা দূরে বেশ নিরাপদ ব্যবধানে দাঁড়িয়ে বাবলু দেখল, কয়েকটা গুরুগম্ভীর চাপা শব্দের সঙ্গে পাহাড়ের ওপরের খানিকটা অংশ নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। অর্থাৎ গুহাটা এবার ভরাট হয়ে গেল।

বাবলু আর পঞ্চু নেমে এল পাহাড় থেকে।

ধর্মশালার ঘরে বসে বাবলুর মুখে এই কাহিনী শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, কারও মুখে কথাটি নেই।

পঞ্চু অবস্থার গুরুত্ব বুঝে নির্বাক!

গোপা বলল, "এবার তা হলে কী করবে বলো? আর কি এখানকার মায়া বাড়াবে?"

বাবলু বলল, "কখনও না। এবার চলো সবাই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই। সবাই এবার তল্পিতল্পা গোটাও।"

ঘরের টান এমনই টান যে, আনন্দে আত্মহারা হল সকলে। তাই বাবলু বলামাত্রই যাওয়ার জন্য তৈরি হল সবাই। তারপর ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে দারোয়ানকে বকশিশ দিয়ে সবাই ওরা চলে এল বাসস্ট্যান্ডে। পর-পর কয়েকটা বাস যাত্রীর প্রতীক্ষায় হানটান করছিল। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দেখেই তাদের আদর করে উদরে পুরে রওনা হল ভাগলপুরে।

গোপা বাবলুর পাশেই বসেছিল। বাবলুকে জানলার ধারে রেখে নিজে এপাশে। বেশ খানিকটা যাওয়ার পর গোপা বলল, "আচ্ছা বাবলু! তোমাকে একটা প্রশ্ন করব, ঠিকঠাক উত্তর দেবে?"

বাবলু হেসে বলল, "আজ আমি দারুণ মুডে আছি গোপা। একটা কেন? হাজারটা প্রশ্ন করো, সবেরই উত্তর দেব।"

"প্রথম প্রশ্ন, মি. এক্স একজন নৃশংস খুনি এবং সন্ত্রাসবাদী জেনেও তুমি তাঁর প্রতি হঠাৎ অতটা সদয় হয়ে উঠলে কেন? বিশেষত যেখানে আমরা জীবন বিপন্ন করে তাঁর মোকাবিলায় এসেছিলাম।"

"কঠিন প্রশ্ন, তবু খুব সহজ ভাষায় বলি, মি. এক্সের সঙ্গে কথা বলে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। তা ছাড়াও এই ধরনের প্রবল প্রতিপক্ষ যখন দুর্বল ও অসহায় হয়ে পড়ে তখন তার প্রতি দয়া দেখাতে খুব ইচ্ছে করে আমার।"

"তা না হয় হল। কিন্তু পুলিশের লোকেরা যখন ওঁকে ধরবার জন্য যাচ্ছিল তখন কেন তুমি বললে যে উনি ওখানে নেই? তুমি কি চাও না যে একজন সত্যিকারের অপরাধী তাঁর কৃতকর্মের জন্য উপযুক্ত শাস্তি পান?"

"নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু সব মানুষের ক্ষেত্রে সবসময়ের জন্য তা চাই না। আমি ওঁকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছিলাম ঠিকই। কেন জানো? আমি জানতাম পালিয়ে উনি যেতেন না। আত্মহত্যা করতেন।"

"উনি নিরস্ত্র ছিলেন। শেষ মুহূর্তে রিভলভার উনি পেলেন কোথায়?"

"সম্ভবত গোবিন্দর হাত থেকে খসে পড়া রিভলভারটাই পেয়ে গিয়েছেন।"

ওদিক থেকে বিচ্ছু বলল, "আর কিছু?"

গোপা বলল, "এইবার আমার শেষ প্রশ্ন। মি. এক্স যখন ওঁর গোপন ভাণ্ডার তোমাদের চিনিয়ে দিতে চাইলেন তখন কেন তোমরা এড়িয়ে গেলে ব্যাপারটা?"

"কী হবে ফালতু ঝঞ্ঝাট পুইয়ে? তা ছাড়া ওঁর ওই সঞ্চয়ের নেপথ্যে ছিল বহু মানুষের চোখের জল ও হাহাকার।"

"তাই বলে ওই অমূল্য সম্পদকে তোমরা ওইভাবে প্রত্যাখ্যান করবে?"

"আমরা চেয়েছিলাম...।"

"সবাই নয়, তুমি চেয়েছিলে।"

"আমার চাওয়াটাই সবার চাওয়া। আমরা সবাই এক মন এক প্রাণ একটু খেয়াল করো, দেখবে অনেক সময় একই প্রশ্ন বাচ্চু-বিচ্ছু একসঙ্গে করে। এটা অনেকটা সেই রূপকথার গল্প বলতে বলতে ঠাকুরমা, দিদিমা হঠাৎ থেমে গেলে সবাই যেমন একই সঙ্গে বলে ওঠে, 'তারপর?' অনেকটা সেইরকম।"

"তুমি কিন্তু প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছ।"

"মোটেই না। আসলে আমরা চেয়েছিলাম প্রকৃতির সম্পদ প্রকৃতির কাছেই জমা থাকুক। শেষপর্যন্ত হলও তাই। এটা ভাল হল না কি?"

"কী জানি! এই ব্যাপারে আমি কিন্তু তোমাদের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।"

দেখতে দেখতে ভাগলপুর এসে গেল।

ভাগলপুরে বাস থেকে নেমে প্রথমেই ওরা স্টেশনে গিয়ে জামালপুর-হাওড়া এক্সপ্রেসে ওদের পাঁচজনের জন্য পাঁচটা বার্থ রিজার্ভ করল। আজই রাতের গাড়িতে যাওয়া যাত্রীর ভিড় তেমন নেই। তাই খুব একটা

অসুবিধে হল না। টিকিট কেটে মনের আনন্দে ওরা পরিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে হাজির হল গোপাদের বাড়ি। তারপর সর্বাগ্রে বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিল ওদের সফল অভিযানের কথা।

গোপার মা-বাবা তো দারুণ খুশি হলেন ওদের পেয়ে। সারাটা দিন যে কী আনন্দে কাটল, তা বলে বোঝানো যাবে না। সন্ধেবেলা ওঁরা সবাই এলেন ওদের ট্রেনে তুলে দিতে। গোপার বাবা প্যাকেট-প্যাকেট মিষ্টি দিলেন গাড়িতে খাওয়ার জন্য এবং বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

গোপার চোখদুটি ছলছল করছে। সে একটু অভিমানভরেই বলল, "তোমরা ইচ্ছে করলে আর দু'-একটা দিন এখানে থাকতে পারতে। আর তো কোনও প্রবলেম নেই তোমাদের।"

বাবলু বলল, "প্রবলেম নেই এ-কথা বোলো না। বিলুর মা-বাবার মনের অবস্থাটা একবার ভেবে দ্যাখো তো? কতক্ষণে ছেলেকে কাছে পাবেন এই আশায় কীভাবে দিন গুনছেন তাঁরা।"

"বা রে। ফোনে তো কথা হয়েইছে।"

বিলু বলল, "তবুও। আমার বুঝি মন কেমন করছে না তাঁদের জন্য?"

বাবলু বলল, "তা ছাড়াও আমাদের এখন অনেক কাজ। অভিযান শেষ হলেও মস্ত একটা দায়িত্ব এখনও আছে আমাদের মাথায়।"

গোপা বলল, "কীসের দায়িত্ব?"

"বাড়ি গিয়ে প্রথমেই আমরা সেই নিরীহ মানুষটির ঠিকানা খুঁজে তাঁর বাড়ির লোকেদের সঙ্গে দেখা করব।"

"কার কথা বলছ তোমরা?"

"সেই যে পকেটমার সন্দেহে যে-লোকটি মার খেয়ে হাসপাতালে মারা গেলেন, যে-লোকটির ব্যাপারে সেই ধর্মরাজ ভুসিমালকে আমরা পুলিশের হাতে তুলে দিলাম, তার কাছ থেকে কতটা কী আদায় হল না হল একবার দেখতে হবে তো। তারপর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাঁড়াতে হবে ওঁদের বিপন্ন পরিবারের পাশে। খুঁজে বের করতে হবে আরও একজনকে, যার মা ক্যান্সারে ভুগছিলেন। আমাদের কত কাজ। প্রবলেম কি একটা?"

গোপার মা-বাবা বললেন, "তোমরা দীর্ঘজীবী হও বাবা, জয়যুক্ত হও।"

এমন সময় গার্ডের বাঁশি বেজে উঠতেই ইঞ্জিনও তারস্বরে সাড়া দিল। নড়ে উঠল ট্রেন।

গোপা চোখের জল মুছে বলল, "আবার এসো, কেমন?"

সবাই বলল, "আসব।"

"বাড়ির সবাইকে নিয়ে আসবে কিন্তু।"

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই আসব। এমন সুন্দর দেশ তোমাদের, এখানে কি না এসে পারি? নৌকোয় চেপে ঘাটে ঘাটে ঘুরব। কত কী দেখব। আসব বইকী!"

"পৌঁছেই চিঠি দিয়ো।"

বাবলু ঠোঁট উলটে বলল, "বয়ে গেছে।"

গোপা চোখদুটো কপালে উঠিয়ে বলল, "কেন! বয়ে যাবে কেন?"

"বা রে! তোমার সঙ্গে তো আমাদের ফোনেই কথা হবে। তা হলে শুধু-শুধু চিঠি লিখব কেন?"

গোপা হাত নাড়তে-নাড়তে বলল, "ভারী দুষ্টু তোমরা। যতই ফোনে কথা হোক, তবু চিঠি লিখবে। সবাই লিখবে। তা ছাড়া আমাদের বাড়িতে কি তোমাদের মতো ফোন আছে? আমাকে তো অন্যের বাড়ি যেতে হবে।"

ট্রেন তখন গতি নিয়েছে।

পাণ্ডব গোয়েন্দা... র এগোতে মানা করে শেষবারের মতো হাত নেড়ে বিদায় জানাল।

গো... ক তাকিয়ে জিভ কেটে বলল, "ওমা! পঞ্চুকে তো কিছুই বলা হল না।" বলেই

... নড়ে বলল, "পঞ্চু, টা-টা।"

... ড়িয়ে ভিড়ের দৃশ্য দেখছিল। সে এবার দারুণ খুশি হয়ে ওর স্বরে জবাব দিল,

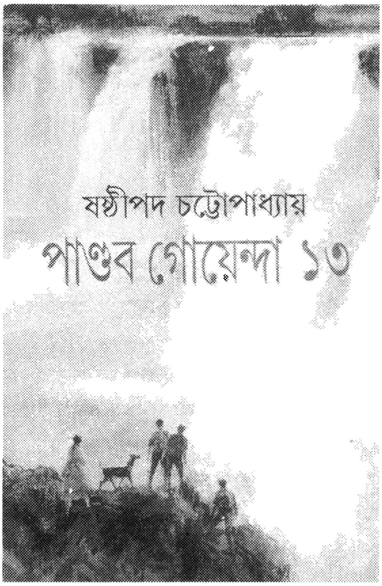

পাণ্ডব গোয়েন্দা ১৩

চতুর্বিংশ অভিযান

বসন্ত উৎসব? তাও কিনা এই মিত্তিরদের বাগানে! সত্যিই অভিনব পরিকল্পনা। শান্তিনিকেতনে যাব যাব করেও যাওয়া হয় না। অন্তত এই সময়ে। তা মিত্তিরদের বাগানে এই ভাঙা বাড়ির আঙিনায় বসে এইরকম একটা উৎসবের আয়োজন করলে মন্দ কী? বিশেষ করে বসন্তের সমাগমে বাগানের গাছপালার শাখাগ্রগুলি যখন ফুলভারে নত হয়ে থাকে।

সত্যই অভিনব ব্যাপার। কিন্তু এই উৎসবের চেহারা কেমন হবে? সূচনা হবে কীভাবে? এসব তো আগে থেকেই ঠিক করা উচিত। তাই সেদিন বিকেলে পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই গিয়ে জড়ো হল মিত্তিরদের বাগানে। ওদের সঙ্গে পঞ্চুও ছিল বইকী! বাবলু মাটির সঙ্গে ঝুঁকে থাকা ওর প্রিয় গুলঞ্চগাছের শাখাটিতে আধশোয়া হয়ে আপনমনেই মাউথঅর্গানটা বাজাতে লাগল। আর পঞ্চু ছুটোছুটি করতে লাগল বাগানময়। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর মুখে কথা নেই। কেন না, ওরা জানে এখানে এসে এই গুলঞ্চশাখায় দেহ এলিয়ে বাবলু যখন মাউথঅর্গানে সুর তোলে, তখন তাকে ডিস্টার্ব করলে দারুণ রেগে যায় সে। কেন না এই সুরের জাদুর ভেতর দিয়েই বাবলু অনেক কিছুর পরিকল্পনা করে।

একসময় মাউথঅর্গান থামিয়ে সোজা হয়ে বসল বাবলু। ওর চোখেমুখে কেমন যেন একটা গভীর প্রশান্তির ভাব ফুটে উঠল।

বিলু বলল, "তোর এই পরিকল্পনা আমরা সবাই অ্যাকসেপ্ট করেছি বাবলু।"

বাবলু বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "কীসের পরিকল্পনা?"

"সে কী! যার জন্য আমাদের এখানে আসা। মানে সেই বসন্ত উৎসবের।"

বাবলু হেসে বলল, "না রে। এ পরিকল্পনা আমার নয়।"

একমাত্র বিচ্ছু ছাড়া সবাই বলল, "কার তবে?"

"তোরাই বল দেখি কার হতে পারে?"

বাবলু বিচ্ছুর দিকে তাকাল। বিচ্ছু তাকাল বাবলুর দিকে। সে তখন মুখ টিপে হাসছে।

বিলু একনজর দেখেই বলল, "বুঝেছি, এ নিশ্চয়ই বিচ্ছুর প্ল্যান?"

"ঠিক তাই। কাল মাঝ রাত্তিরে মেয়েটা করেছে কী জানিস? হঠাৎ আমাকে ফোন করে বসে আছে। আমি তো ভয়ে ভয়ে ফোনটা ধরি। এত রাত্তিরে কে ফোন করে? বাবা দুর্গাপুরে আছেন। তাঁর ফোন কী? হয়তো শরীর খারাপ করেছে। তা রিসিভার উঠিয়ে হ্যালো করতেই বিচ্ছুবাবুর কণ্ঠস্বর।"

সবাই হো হো করে হেসে উঠল, "বিচ্ছুবাবু। বিচ্ছু আবার বাবু হয় কী করে?"

"আদরে সবই হয়। পঞ্চুকেও তো আমরা পঞ্চুবাবু বলি। তা যাক। দুষ্টু মেয়েটা রাতদুপুরে বলে কিনা, বাবলুদা কেন জানি না, আমার চোখে আজ কিছুতেই ঘুম আসছে না। দিদিটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ আমার মনে হল, এখন তো শীত শেষ। অথচ এরই মধ্যে কীরকম বসন্তের আবহাওয়া। তা পৌষ উৎসব, মাঘোৎসব, চারদিকে কত কী-ই তো হয়। তাই আমরা যদি একটা বসন্তোৎসবের আয়োজন করি, তা হলে কেমন হয় বলো তো?"

বাচ্চু বলল, "কী মেয়ে দেখেছ, এ-কথা একবার আমাকেও বলেনি।"

বিলু বলল, "তুই কী বললি?"

"আমি এককথায় রাজি। বললাম, চমৎকার প্রস্তাব। এই প্রস্তাবকে মেনে নিতেই হবে। বসন্তোৎসব তো কবিগুরুর শান্তিনিকেতন জাঁকিয়ে হয়। আমরাও না হয় আমাদের এই আনন্দনিকেতনে ওইরকমের একটা উৎসব ঘটা করেই করব। তাই বিচ্ছুর ওই প্রস্তাবে সাড়া দিতেই আমাদের আজকের এই সমাবেশ। এখন তোদের কার কী মত জানিয়ে দে।"

সবার আগেই জানান দিল পঞ্চু। হঠাৎ লাফিয়ে উঠেই ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

বাবলু বলল, "তার মানে পঞ্চু রাজি। এখন বাকি রইলি তোরা।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু তিনজনেই উল্লসিত হয়ে বলল, "আমরাও রাজি। থ্রি-চিয়ার্স ফর বিচ্ছু, হিপ হিপ হুররে।"

তারপর সে কী আনন্দ উল্লাস! নতুন একটা কিছুতে মেতে ওঠার আনন্দই যে আলাদা! আনন্দে হাত ধরাধরি করে নেচে উঠল সকলে। বাচ্চু তো একপাক ঘুরে নিয়েই হাতে তাল দিয়ে শুরু করল কথক নাচ। সেইসঙ্গে বিচ্ছুও নেচে চলল ভরতনাট্যম। বাবলুর মাউথঅর্গান তখন সুরে সুরে ভরিয়ে তুলল পাণ্ডব-কানন। আর ঠিক সেইসময়ই ভয়ংকর একটা বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল সমগ্র এলাকাটা। চারদিক ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল। পাখিরা কলরব করে বাগানের গাছপালার মাথার ওপর ঘুরপাক খেতে লাগল চক্রাকারে। কত পাখি উড়ে গেল নিরাপদ কোনও আশ্রয়ের খোঁজে। অন্য কোথাও, অন্য কোনওখানে। কত-কত পাখি।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা হতবাক! এ কী হল! এমন তো হওয়ার কথা নয়।

পঞ্চু তিরবেগে ছুটে চলল শব্দের উৎস সন্ধানে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও সাময়িক ঘোর কাটিয়ে সেই ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে পথ চিনে এগিয়ে চলল ব্যাপারটা কী দেখবার জন্য।

বেশ খানিকটা যাওয়ার পর ওরা দেখতে পেল বাগানের একেবারে শেষ প্রান্তে সেই পুরনো বটগাছের একটা অংশ পুড়ে ঝলসে গেছে। চারদিকে ঘাস-মাটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছত্রাকার। সব যেন কেমন এবড়ো খেবড়ো। অর্থাৎ বিস্ফোরণ এখানেই ঘটেছে। ওরা সবাই মিলে আশপাশের জায়গাগুলো খুব ভাল করে খুঁজে দেখল, কোথাও কোনও আহত নিহত কাউকে পাওয়া যায় কি না। কিন্তু না, কেউ কোথাও নেই। তবে এটুকু বোঝা গেল, বিস্ফোরণটা মারাত্মক।

ততক্ষণে শব্দ শুনে অনেকেই এসে জড়ো হয়েছেন সেখানে। একটু পরেই খবর পেয়ে পুলিশও এল।

ইনস্পেক্টর সব দেখেশুনে বললেন, "খুব সাবধান। তোমরা আর এইভাবে যেখানে-সেখানে ঘোরাঘুরি কোরো না। দেশের পরিস্থিতি এখন খুব খারাপ।"

বাবলু বলল, "কীভাবে যে কী হল আমরা ভেবে পাচ্ছি না।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "পাবে না তো। একটা দেশকে গড়ে তোলার কাজ খুব কঠিন। কিন্তু তার বুকে ধ্বংসের বীজ বোনার ব্যাপারটা তো সহজসাধ্য। অতএব সদা সতর্ক থাকতেই হবে।"

প্রতিবেশী একজন বললেন, "খবরের কাগজ খুললেই তো দেখি, কোথায় ডাস্টবিনে বোমা, কোথায় বহুতল বাড়িতে বিস্ফোরণ, কোথায় আর ডি এক্স। কোথায়...। বড় বড় শহরের বুকেও পর পর এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল যে, তা কারও অজানা নয়।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "কী বলব বলুন? রাজনৈতিক পরিস্থিতিও যেমন খারাপ, সমাজবিরোধীতেও তেমনই দেশ ছেয়ে গেছে।"

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক রেগেমেগে বললেন, "দয়া করে আপনারা এবার কালীপুজোয় বাজি পোড়ানোটা বন্ধ করুন দেখি? একে আমার হার্টের ব্যামো, তার ওপর পালাপার্বণ এলেই দেখি ধুপধাপ, দুমদাম। দেশের লোকে যখন খরায়, বন্যায় ধুঁকছে, ভূমিকম্পে, অনাহারে মরছে, তখন লক্ষ লক্ষ টাকা এইভাবে আগুনে পোড়ানোর কোনও মানে হয়? এই বাজিগুলোই হচ্ছে পাজি। এই বাজির মসলার সঙ্গেই এইসব বিস্ফোরক চারদিকে ছড়ায়।"

ইনস্পেক্টর সে কথার কোনও উত্তর না দিয়েই তাঁর তদন্তের কাজ করতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে এল।

সবাই চলে গেলে পাণ্ডব গোয়েন্দারাও ফিরে এল যে যার ঘরে। ওদের কারও মনে স্বস্তি নেই।

সে-রাতে বিছানায় শুয়ে অস্থিরভাবে এপাশ ওপাশ করতে লাগল বাবলু। শত চেষ্টাতেও ওর দু' চোখে ঘুম আর এল না কিছুতেই।

সারারাত জেগেই কাটল প্রায়। শুধু শেষ রাতে একটু যা ঘুমিয়ে পড়ল। সেই ঘুম ভাঙলে যখন মর্নিংওয়াকের জন্য তৈরি হল, তখন দেখল বাইরের রাস্তায় বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই অপেক্ষা করছে ওর জন্য

বাবলু ওদের দেখেই বলল, "কতক্ষণ?"

বিলু বলল, "তা বেশ কিছুক্ষণ হল এসেছি।"

"ডাকিসনি কেন?"

"বা রে। তুই তো সবার আগে উঠিস। তুই-ই যখন উঠতে দেরি করছিস, তখন বুঝতেই হবে কিছু একটা হয়েছে তোর। শরীর খারাপও হতে পারে। এমনকী পঞ্চুকেও দেখছি না।"

"পঞ্চুকে কী করে দেখবি? পঞ্চু তো আমার কাছেই থাকে। আসলে শরীর-টরির কিছু নয়, প্রথমদিকে ঘুম হয়নি বলে শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

ভোম্বল বলল, "তবে এমন কিছু দেরি হয়নি তোর। অন্য দিনের চেয়ে দশ-পনেরো মিনিট।"

ভোরের আলো তখনও ফুটে উঠেনি ভালভাবে। আবছায়া ভাবটা তখনও আছে। ওরা কথা বলতে বলতে মিত্তিরদের বাগানের দিকেই চলল। সবার আগে পঞ্চু।

বিলু বলল, "এমন অসময়ে বাগানে যাবি?"

"পা দুটো যেন টানছে রে!"

"সত্যি, কাল যা হয়ে গেল, ভাবলেও যেন গা শিউরে ওঠে।"

বাবলু যেতে যেতেই বলল, "এটা আমাদের কতখানি ডিসক্রেডিট তা জানিস?"

ভোম্বল বলল, "কেন, আমাদের দোষটা কী?"

"দোষ নয়? যে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের খ্যাতি দেশ দেশান্তরে, সেই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের ঘাঁটিতেই যদি বিস্ফোরণ ঘটে, তার চেয়ে লজ্জার আর কী আছে? এ তো বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা হয়ে গেল! একসময় এটা পোড়ো বাগান ছিল ঠিকই, কিন্তু এখন তো আমরা এর দেখাশোনা করি। আমাদের পরিচর্যায় এর গাছগুলো পল্লবিত। কত গাছপালা নতুন করেও আমরাও লাগিয়েছি। রোজ দু'বেলা এখানে আমাদের আসা-যাওয়া। পঞ্চুও এর টহলদার। তা সেই বাগানেই যদি এই হয়, তা হলে আমাদের ওপর ভরসা রাখবে কে?"

বিলু বলল, "ঠিক কথা। কিন্তু এইখানে এসে অন্যায় কাজ করে কেউ তো পার পায়নি। তাই এবারেও আমরা চুপ করে বসে থাকব না। আয়, আজ থেকেই আমরা এর রহস্যোদ্ধারে লেগে পড়ি।"

বাবলু বলল, "শোন বিলু, এবারের ব্যাপার আলাদা। এবারে যা হল তা কিন্তু স্রেফ আমাদের অসতর্কতার জন্য। এত বিস্ফোরক এখানে নিশ্চয়ই একদিনে জমা হয়নি।"

বাচ্চু বলল, "ব্যাপারটা অন্যভাবেও চিন্তা করা যেতে পারে বাবলুদা। কেউ হয়তো বিস্ফোরকগুলো সবেমাত্র জমা করেছে আর তারপরই কোনও অসতর্কতার কারণে ঘটে গেছে এই বিস্ফোরণ।"

বিচ্ছু বলল, "দিদি ঠিকই বলেছে বাবলুদা। আমার মনে হয় ঘটনাটা তাই। তবু চলো, আর-একবার ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি কোনও কিছুর ক্লু পাই কি না।"

যাই হোক, ওরা সবাই বাগানে এসে ছায়ান্ধকারে ঘটনাস্থলে গিয়ে সন্ধানী চোখ মেলে চারদিক আবার ভাল করে খুঁজেপেতে দেখল। কিন্তু না, কোনও রহস্যেরই কিনারা হল না তাতে। আকাশ তখনও ভাল করে পরিষ্কার হয়নি। তাই আলোর অভাবে অসুবিধেও হল ওদের। অন্যদিন বাবলুর হাতে টর্চ থাকে। আজ অন্যমনস্কতার কারণে টর্চটাই আনতে ভুলে গেছে বাবলু। দেরি হয়ে গেছে দেখে তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে এসেছে। তবুও ওদের হাতে টর্চ না থাকলেও পঞ্চু তো আছে। সে অনবরত মাটি শুঁকে শুঁকে চারদিকময় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

এমন সময় ভোম্বল হঠাৎ 'আঁক' করে উঠল।

বাবলু বলল, "কী হল ভোম্বল?"

ভোম্বল ভয়ার্ত স্বরে বলল, "এখান থেকে পালিয়ে চল বাবলু।"

"কেন! কী হল?"

"মনে হল, কে যেন আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিল।"

ভোম্বলের কথায় হেসে উঠল সকলে।

বাবলু বলল, "তুই পারিসও বটে! কে এখানে এই অন্ধকারে মাথায় হাত বুলোবে তোর?"

"তোরা বিশ্বাস করছিস না তো?" বলেই লাফিয়ে উঠল ভোম্বল, "এই, এই দ্যাখ, আবার হাত দিল কে।"

বাবলু বলল, "তোর মুণ্ডু।"

বাচ্চু-বিচ্ছু তো হেসে গড়িয়ে পড়ল।

এমন সময় সবাইকে অবাক করে বিলু বলল, "না রে বাবলু, ভোম্বলটা খুব একটা বাজে কথা বলেনি।"

"তার মানে?"

"এইমাত্র আমিও টের পেলুম কে যেন খামচে দিল আমাকে।"

বাবলু রেগে বলল, "কী বলছিস বল তো তোরা?"

"যা বলছি ঠিকই বলছি।"

"তা হলে নিশ্চয়ই কোনও চোর-ডাকাত লুকিয়ে আছে এখানে।" বলেই চেঁচিয়ে উঠল, "কে? কে আছ এখানে? শিগগির বেরিয়ে এসো।"

কিন্তু কে আসবে? কার এত বয়ে গেছে? তাই কোনও সাড়াও নেই, শব্দও নেই।

বাবলু বলল, "এখনও বেরিয়ে এসো বলছি। না হলে কিন্তু এই পঞ্চুর হাত থেকে রেহাই পাবে না।"

বিচ্ছু তখন হঠাৎ ভয় পেয়ে চিৎকার করে জড়িয়ে ধরেছে বাচ্চুকে। অমনই ওর চিৎকার শুনে ভয়ংকর স্বরে চেঁচিয়ে উঠেছে পঞ্চুও।

বাবলু সস্নেহে বিচ্ছুর একটা হাত ধরে বলল, "তোর কী হল বিচ্ছু? তুই এত ভয় পেলি কেন?"

বিচ্ছু বলল, "তুমি এখনই এখান থেকে পালিয়ে চলো বাবলুদা। সত্যিই কিছু একটা আছে এখানে। এইমাত্র কে যেন আমার চুল ধরে টানল। এই নিশিভোরে এসব কী ভাল?"

বিস্মিত বাবলু বলল, "সে কী!"

আর সে কী! হঠাৎই একটা কাঁচা ডাল ভেঙে পড়ল ভোম্বলের মাথায়। তারপর মনে হল, কে যেন অন্ধকার ভেদ করে লাফিয়ে পড়ল পঞ্চুর ঘাড়ে। পঞ্চুর চিৎকার আরও বেড়ে গেল। তারপরই সে কী দারুণ দাপাদাপি।

ভোম্বল বলল, "থাক তোরা এখানে, আমি আর এর মধ্যে নেই।" বলেই দৌড় দিল সে।

তার দেখাদেখি বিচ্ছুও ছুটল।

অমন যে পঞ্চু, সেও তখন ঘাবড়ে গেছে খুব। যাবে নাই-বা কেন? চিরকাল সে-ই তো দুষ্টু লোকেদের কামড়ায়, বদ লোকের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু এই অন্ধকারে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে সোহাগ করে তার গলা জড়ায় কে? তাই সেও কী করবে ভেবে না পেয়ে একটু ফাঁকা জায়গার দিকে দৌড়ল।

বাবলু, বিলু, বাচ্চুও তখন ছোটা শুরু করল ওর পিছু-পিছু। কী কেলেংকারি রে বাবা!

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতেই ওরা দেখতে পেল সত্যিই কে যেন পঞ্চুর পিঠে বসে গলা জড়িয়ে আছে তার। পঞ্চু তাকে কিছুতেই নামাতে পারছে না পিঠ থেকে। অবশেষে সে নিজেই নামল। পঞ্চুর পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়েই এক লাফে একটা গাছের ডালে।

বাবলু বলল, "মাই গড! এটা তো একটা বানর। এই অন্ধকারে কী করছিল বনের ভেতর?"

ততক্ষণে ভোম্বল আর বাচ্চুও ফিরে এসেছে।

আর পঞ্চু? রাগের চোটে সে তখন ভৌ ভৌ রব তুলে দারুণ লাফালাফি করছে বানরটাকে দেখে। বানরটার কিন্তু ভ্রূক্ষেপও নেই। সে গাছের ডালে বসেই সমানে ভ্যাংচাচ্ছে পঞ্চুকে। কখনও বা ক্বক্-ক্বক করে তেড়ে আসছে। এক-একবার লাফিয়ে পড়ছে মাটিতে, আর পরক্ষণেই পঞ্চু তেড়ে এলে গাছের ডালে উঠে নাচছে। কুকুরে-বানরে সে কী কাণ্ড তখন!

বাবলু তো অনেক চেষ্টা করল পঞ্চুকে আশ্বস্ত করবার, কিন্তু পারল না।

ভোম্বল তখন রেগেমেগে একটুকরো ইট কুড়িয়ে এনে মারতে গেল বানরটাকে, "দাঁড়া শয়তান, দিচ্ছি তোকে শেষ করে।"

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলল ওকে, "এ কী করছিস? শুধু শুধু মারবি কেন ওকে?"

"না, মারবে না! এই অন্ধকারে কী ভয়টা পাইয়ে দিয়েছিল বল দেখি?"

"সে দোষটা কি ওর? তুই ভয় পেলি কেন? আমরা তো কেউ ভয় পাইনি।'

আকাশ ততক্ষণে অনেকটা ফরসা হয়েছে।

বাচ্চু হঠাৎই বলল, "দ্যাখো বাবলুদা, আমার মনে হচ্ছে এটা কারও পোষা বানর। তাই বোধহয় হয় আমাদের সঙ্গে মিশতে চাইছিল। ওর গলায় একটা চেন আটকানোর বেল্ট লক্ষ করেছ?"

সবাই এবার ভালভাবে বানরটাকে দেখে বলল, "হ্যাঁ, তাই তো, নিশ্চয়ই কারও পোষা বানর। ছাড়া পেয়ে পালিয়ে এসেছে।"

বিচ্ছু বলল, "খুব ভাল হয়েছে বাবলুদা। এখন থেকে এও আমাদের সঙ্গী হবে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু পঞ্চু কি ওকে মেনে নেবে? তা ছাড়া এর মালিক যখন এসে চাইবে একে, তখন কী করবি?"

বিলু বলল, "সে তখন দেখা যাবে। কিন্তু ওটাকে ধরবি কী করে?"

বাবলু বলল, "ওর ব্যবস্থা করছি। বিচ্ছু, ছুটে গিয়ে আমার মায়ের কাছ থেকে দু'-চারটে আলু-বেগুন নিয়ে আয় তো।"

বাচ্চু বলল, "তা কেন? আমাদের বাপি কাল অনেক কলা নিয়ে এসেছেন। কলা তো এদের প্রিয় খাদ্য। দু'-একটা কলা বরং নিয়ে আয়, যা।"

বিচ্ছু তখন মহানন্দে বাড়ির দিকে ছুটল। ওর মনে আনন্দ আর ধরে না।

এদিকে বানর বাবাজিকে নিয়ে তখন ধুন্ধুমার কাণ্ড। একদিকে পঞ্চু দাপাদাপি করছে ভৌ ভৌ করে, অপরদিকে কাকেদের কা কা চিৎকার। কাউকেই থামানো যায় না।

ওরা যখন অনেক চেষ্টা করছে পরিস্থিতিটাকে আয়ত্তে আনবার, ঠিক তখনই ওদের সামনে হেঁড়ে মাথা বেঁটে বাঁটুল একটি ছেলে ঢ্যাং ঢ্যাং করে এসে হাজির হল।

ওকে দেখেই বাবলু সন্দেহের সুরে বলল, "কী রে গম্বুজ! এত সকালে তুই এখানে কোত্থেকে এলি রে?"

ছেলেটার আসল নাম সনৎ। ডাকনাম সোনা। কিন্তু ওর ওই গোলালো হেঁড়ে মাথাটির জন্য সবাই ওকে 'গোলগম্বুজ' বলে। গোলগম্বুজ গাছের ডালে বসে থাকা বানরটার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই খুদে শয়তানটার খোঁজেই আমি এসেছি রে! এটা যে এখনও কী করে বেঁচে আছে, তাই দেখেই আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।"

বাবলু বলল, "কেন? কী হয়েছিল ওর?"

গম্বুজ বলল, "তোরা রাগ করবি না বল?"

বাবলু বলল, "সত্যি কথা বললে কেন রাগ করব?"

"তোরা তো আবার থানায় যাস, পুলিশের সঙ্গে মিশিস। সেইজন্যই তোদের কিছু বলতে ভয় করে।"

"কোনও ভয় নেই তোর। কী হয়েছে বল?"

"কাল তোদের বাগানে যে কাণ্ডটা হয়েছে, সেটা এই খুদে শয়তানটার কাজ। একেবারে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছিল।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "তার মানে?"

গম্বুজ বলল, "তোরা তো জানিস ভাই, রাস্তার ছেলে আমি। কোথায় জন্মেছি, কীভাবে বড় হয়েছি কিছুই আমার মনে নেই। ভিক্ষে করে, কুড়িয়ে খেয়ে মানুষ। এখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ভাঙা প্লাস্টিক, তামার তার, ছেঁড়া কাগজ, এইসব কুড়িয়ে দিন কাটাই। কাজকর্ম কিছুই করি না। তবে একটা হাতের কাজ আমি ভালই শিখেছি। সে-কাজে আমার কিন্তু জুড়ি নেই।"

বাবলু বলল, "হাত সাফাইয়ের কাজ নিশ্চয়ই?"

"না না। ওইসব কাজ আমি করি না। কারও কিছু চুরি করা, পকেটমারা, এসবকে অত্যন্ত ঘৃণা করি আমি। সে-কাজ হল...।"

বাবলু বলল, "থাক, আর বলতে হবে না। এবারে বুঝতে পেরেছি।"

গম্বুজ বলল, "ভোটের আগে, বাংলা বন্‌ধে কিংবা দু' দলে মারামারি হওয়ার সময়, আমাকে নিয়ে দারুণ দর কষাকষি চলে। হাত এমন পাকা যে, এই শিল্পকর্মের জন্য কোনও পুরস্কার দেওয়ার নিয়ম থাকলে সেটা আমিই পেতাম। তা যাক, খানদশেক স্পেশ্যাল কোয়ালিটির জিনিস একটা ঝোলায় পুরে কাল বিকেলের দিকে তোদের এই বাগানে আমি ঢুকে পড়েছিলাম। তোরা সবসময় এই বাগানে ঘোরাফেরা করিস, তাই পাছে তোদের ক্ষতি হয়, সেজন্য বাগানের পেছন দিকে একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম ওগুলো। কিন্তু ভুল করেছিলাম এই আপদটাকে সঙ্গে এনে। জিনিসটা রেখে হঠাৎ একটু দূরে গেছি, এমন সময় দেখি এই খুদেটা ঝোলার ভেতর কী আছে দেখবে বলে গাছে উঠেছে। তখনই বুঝেছি সর্বনাশের চরম হবে। হলও তাই। তখন না পারি ছুটে যেতে, না পারি চেঁচাতে। গাছের ডাল থেকে ঝোলাটা মাটিতে পড়তেই দারুণ একটা বিস্ফোরণ। শব্দের চোটে কানের পরদা ফেটে যাওয়ার উপক্রম। বেগতিক দেখে আমি আর কোনওদিকে না তাকিয়ে একেবারে চোঁ-চাঁ-ধাঁ।"

বাবলু বলল, "বুঝলাম। কিন্তু এই জিনিস লুকিয়ে রাখবার জন্য তুই আমাদের বাগানটাকে বেছে নিলি কেন? এত সাহস তোর কী করে হল?"

গম্বুজ বলল, "তুই রাগ করিস না রে। তোদের এখানে আমি আসতামই না। আসলে জিনিসগুলো নিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ দেখি মোড়ের মাথায় একটা পুলিশের গাড়ি। আমার হাতে ঝোলা থাকলে পুলিশের নজর এড়াতে পারতাম না। তাই ভয় পেয়ে ঢুকে পড়েছিলাম এর ভেতর। ভেবেছিলাম সন্ধে হলেই পাচার করব।"

"কোথায় যাচ্ছিল ওগুলো।"

"চারাবাগানে।"

"কাদের অর্ডার ছিল?"

"এগুলো অর্ডারি নয়। অর্ডারি হলে তো আমার পৌঁছে দেওয়ার কোনও ব্যাপার ছিল না। যাদের জিনিস তারাই এসে নিয়ে যেত। ওগুলো আমি নিজের জন্যই বানিয়েছিলাম, অন্য কাজে লাগাব বলে।"

"কী কাজে লাগাতিস?"

গোলগম্বুজ এবার কিছু সময়ের জন্য মাথাটা নিচু করে রইল। তারপর বলল, "সে বড় দুঃখের কথা রে বাবলু! কয়েকজনকে মেরে আমি আমার গায়ের জ্বালা মেটাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমার বদলা নেওয়া আর হল না। শুরুতেই এমন বাধা। ভেবেছিলাম ওদের মেরে আমি মরব। তা...."

"ওরা কারা?"

"শুনবি?" বলেই বলল, "চল, কোথাও গিয়ে একটু বসি তা হলে।"

বানরটা তখন লাফিয়ে এসে গোলগম্বুজের কাঁধে চড়েছে। পঞ্চুও কী ভেবে যেন চুপ করে গেল। আর সে একটুও চেঁচামেচি করল না বানরটাকে দেখে।

বাবলু সকলকে নিয়ে ওদের সেই ভাঙা বাড়ির চাতালে গিয়ে বসল।

ওরা যখন সব কিছু শোনবার জন্য তৈরি হয়ে বসেছে, ঠিক তখনই কলা হাতে ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে হাজির হল বিচ্ছু। তারপর এইভাবে সকলকে বসে থাকতে দেখেই অবাক হয়ে গেল। বেশি অবাক হল গোলগম্বুজকে দেখে। যাই হোক, প্রাথমিক বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ও কলাটা এগিয়ে দিতেই বানরটা ওর হাত থেকে কলা নিয়ে এক লাফে গুলঞ্চগাছের ডালে উঠে খেতে বসে গেল।

গম্বুজ বলল, "তোরা তো আগে চারাবাগানের দিকে যেতিস, সেই বস্তিগুলোর কথা মনে আছে? ওই বস্তিতেই ভানুদাস নামে একজন গরিব মানুষ বাস করত। মাদারির খেলা দেখিয়ে দিন কাটত তার। একটি ছাগল, কুকুর আর এই বানরটাকে নিয়ে ছিল তার একার সংসার। মানুষটা বড় ভাল ছিল রে বাবলু। কিন্তু বস্তির মস্তানরা একদিন ওকে ছেলেধরা বদনাম দিয়ে পিটিয়ে মারল।"

বাবলু বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "কবে!"

"এই তো সেদিন। কী করে যেন সকলের ধারণা হয়েছিল, ভানুদাস খেলা দেখানোর অছিলায় লোকের ছেলে-মেয়ে চুরি করে পাচার করত। কিন্তু তুই বিশ্বাস কর বাবলু, ভানুদাস সে প্রকৃতির লোকই নয়। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সে খুব ভালবাসত। তাদের আদর করে বাড়িতে ডেকে এনে খাওয়াত। আমি যখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতুম, তখন ওই ভানুদাস কতবার আমাকে হোটেলে বসিয়ে খাইয়েছে। এখনও খাওয়াত। আমি প্রায়ই যেতাম ওর কাছে। ভানুদাসের মুখে শুনেছিলাম মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলায় কোনও এক গ্রামে তার বউ-ছেলে-মেয়ে তারই পথ চেয়ে বসে আছে। এখনও হয়তো মাসকাবারি টাকা পাওয়ার আশায় দিন গুনছে তারা। তাই আমি ঠিক করেছিলাম একটি নিরীহ পরিবারের ওপর এমন অভিশাপের মেঘ ঘনিয়ে আনল যারা তাদের আমি শেষ করব। একা আমি ওদের সামনে তো যেতে পারব না, তাই আড়াল থেকে এক-একদিন আচমকা গিয়ে শেষ করে আসব ওদের এক-একজনকে।"

বাবলু বলল, "বুদ্ধু কোথাকার। এই কাজ করতে গিয়ে যদি ধরা পড়তিস, তা হলে কী অবস্থা হত একবার ভেবে দেখেছিস?"

"কী আর হত? মার খেয়ে মরতুম। আমার চাল নেই, চুলো নেই, রাস্তার ছেলে আমি, যেখানে সেখানে রাত কাটাই। আমি মরলে কার কী এসে যেত? কিন্তু ভানুদাসের মৃত্যুতে কত ক্ষতি হল বল দেখি? ওর পরিবারের লোকেরা এখনও জানে না কী সর্বনাশটা ঘটে গেছে তাদের।"

"ভানুদাসের ঠিকানা জানিস?"

"না।"

"ওর দেশের কোনও লোক ওই বস্তিতে এমন কেউ থাকে, যাকে দিয়ে একটা খবর অন্তত পাঠানো যেতে পারে ওর বাড়িতে?"

"কেউ না। এখানে ও সম্পূর্ণ একা।"

বাবলু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "চারাবাগানের ঘটনাটা কয়েকদিন আগে কাগজে পড়েছিলাম। গণধোলাইয়ে এক ছেলেচোরের মৃত্যুর খবর দেখে ভেবেছিলাম ঠিকই হয়েছে। এদের মরণ এইভাবেই হওয়া উচিত। কিন্তু এখন যা শুনছি তা তো অন্যরকম। যাক, আসল ব্যাপারটা কী খুলে বল দেখি?"

গম্বুজ বলল, "আসল ব্যাপার আমার কাছেও রহস্যময়। তবে সেদিন সন্ধেবেলায় ভানুদাস খেলা দেখিয়ে ঘরে ফিরলে আমিও গিয়ে জুটলাম। ভানুদাসকে সেদিন কেমন যেন গম্ভীর দেখাচ্ছিল। বললাম, 'কী গো, আজ তুমি এত চুপচাপ যে?' ভানুদাস সে-কথার উত্তর না দিয়ে আমাকে একটা টাকা দিয়ে চা আনতে পাঠাল। আমি

কেটলিতে করে মোড়ের চায়ের দোকান থেকে যখন চা নিয়ে ফিরলাম, তখন দেখি কিছু লোক উত্তেজিত হয়ে ভানুদাসের ঘরের সামনে চেঁচামেচি করছে। ভানুদাসও ভীষণ রেগে বচসা করছে তাদের সঙ্গে। ব্যাপারটা কী যে হল কিছু বুঝলাম না। তবে অনুমান করলাম, আশপাশের এলাকা থেকে সম্প্রতি দু'-একটি ছেলে-মেয়ে চুরি যাওয়ার ব্যাপারে সবাই নাকি ওকেই সন্দেহ করছে। সবচেয়ে বেশি সন্দেহ ওই বস্তিরই দুলারি নামের একটি মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে। ভানুদাস সকালে যখন মাদারির খেলা দেখাতে যায়, দুলারি তখন ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে এলাকার বাইরে গিয়েছিল। সেই যাওয়া। আর ফেরেনি। তা এইভাবেই বচসা হতে হতে হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই যখন দেখলাম ভানুদাস জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, তখন যে যেখানে পারল পালাল। চোখের সামনে ভানুদাসের অবস্থা দেখে আমিও ভয় পেয়ে গেলাম খুব। ছাগল আর কুকুরটা বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা ছিল। আমি বানরটাকে কাঁধে নিয়ে কোনওরকমে পালিয়ে বাঁচলাম বস্তি থেকে। ভানুদাসকে মার খেতে দেখে আমার এমন ভয় হয়েছিল যে, আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, ওকে ছেড়ে এবার বুঝি ওরা আমাকে ধরে।"

বাবলু বলল, "স্বাভাবিক। কিন্তু এই কথাটা সেদিন রাত্রেই তুই এসে আমাদের বললি না কেন?"

গম্বুজ বলল, "আসলে ব্যাপারটা এমন আচমকা ঘটে গেল যে, আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া সত্যি কথা বলতে কী, তোদের কথা মনেই হয়নি তখন। আমার তখন কেবলই মনে হচ্ছিল ওই লোকগুলোকে কেটে কুচিয়ে ফেলতে। সবচেয়ে দুঃখ কী জানিস? আমার বুদ্ধিটাও সেদিন কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। একটু বুদ্ধি খরচ করে একবার যদি খুলে দিতাম কুকুরটাকে, তা হলে আর যাই হোক, ওইভাবে বেঘোরে মরতে হত না ভানুদাসকে।"

বাবলু বলল, "ভানুদাস সেই রাত্রেই মারা যায়। খবরটা অবশ্য কাগজ মারফত পেয়েছি। এই ব্যাপারে কেউ অ্যারেস্ট হয়নি?"

"আমি তো ভয়ে আর ওদিকে যাইনি। তবে শুনেছি, এই ব্যাপারে পুলিশ যাদের ধরেছিল, ওই বস্তির মালিক নাগরাজ কোবরা নাকি পুলিশ হেফাজত থেকে তাদের সবাইকে ছাড়িয়ে এনেছে।"

বাবলু বলল, "নাগরাজ নামটার সঙ্গেই কেমন যেন একটা ক্রাইমের গন্ধ পাচ্ছি। লোকটাকে তুই চিনিস?"

"নাম শুনেছি। কিন্তু চোখে দেখিনি কখনও।"

বিলু বলল, "বুঝেছি। ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।"

বাবলু বলল, "আমরা এই এলাকায় এতদিন ঘোরাফেরা করছি, অথচ এই নাম তো আমরা শুনিনি কখনও?"

"কী করে শুনবি? নতুন এসেছে যে! আগের যে মালিক ভৈরব নস্কর, তার লিজের মেয়াদ শেষ হতেই নাগরাজ কিনে নিয়েছে বস্তিটা।"

"তাই বল। তার মানে লোকটা আসলে প্রোমোটার। বস্তি নিয়ে পলিটিক্স করছে। এইভাবে বস্তিবাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দাঙ্গা বাধিয়ে সকলকে উৎখাত করবে একদিন। আর নয়তো রাতের অন্ধকারে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারবে সবাইকে।"

গম্বুজ দপ করে উঠল, "ঠিক হয় তা হলে। ওই লোকগুলোর ওইভাবেই মরা উচিত।"

বাবলু বলল, "তাতে লাভটা কার? নাগরাজেরই তো। এমনও তো হতে পারে, ওই নাগরাজ লোকটার উসকানিতেই বস্তির ওই লোকগুলো ভুল বুঝে মেরেছে ভানুদাসকে।"

গোলগম্বুজ এবার নিভে গেল একটু। বলল, "তা অবশ্য হতে পারে, তবে মেরেছে ওকে গুন্ডারা।"

"এখন আমাদের খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে এই নাগরাজ লোকটি আসলে কে? এই এলাকায় সে এল কী করে? তারপরে ওর নাগপাশ থেকে ছাড়িয়ে আনতে হবে সকলকে।"

গম্বুজ বলল, "কী করে কী করবি? সবাই যে ওর কথায় ওঠে-বসে। একমাত্র ভানুদাসই ওর কথা শুনত না। ওরই মুখে শুনেছি, এই নাগরাজ লোকটি নাকি মহা বদ।"

"তার মানে ভানুদাস তাকে চিনত। তার স্বরূপ জানত। হয়তো সে তার নিষিদ্ধ কার্যকলাপ এমন কিছু দেখে ফেলেছিল বা জেনে গিয়েছিল, যার ফলেই মরতে হল তাকে। এই ব্যাপারে ভানুদাস তোকে কোনও কথা বলেনি?"

"না। ও বড় ভালুমানুষ আর খুব ভেতর চাপা লোক ছিল।"

"আমরা একবার ভানুদাসের আস্তানাটা দেখতে চাই।"

"ওরে বাবা। সে তো একেবারে শত্রুপুরীর ভেতরে। ওখানে ঢুকে পড়াটা কি ঠিক হবে?"

"না হওয়ার কী আছে?"

ভোম্বল এতক্ষণে কথা বলল, "ঝোলাভর্তি পেটো নিয়ে তুই তো ওই শত্রুপুরীতেই ঢুকতে যাচ্ছিলি।"

গম্বুজ চোখদুটো বড় করে বলল, "পাগল নাকি? ওগুলো একটা পোড়ো মন্দিরের পাশে কালকাসুন্দের ঝোপের ভেতর সন্ধের অন্ধকারে লুকিয়ে রাখতুম, আর ওত পেতে বসে থেকে আড়াল আবডাল থেকে এক-একদিন গিয়ে মেরে আসতুম এক-একটাকে। বস্তিতে ঢুকতুম না।"

বাবলু হেসে বলল, "না। তোর ভেতরে দেখছি বিদ্রোহের আগুন বেশ ভালই আছে। যাকগে, আজ বিকেলে একবার আয় দেখি আমাদের বাড়িতে। ঠিক চারটে, সাড়ে চারটে নাগাদ। আমরা সবাই একসঙ্গে ঢুকে পড়ব ওই বস্তিতে।"

গম্বুজ বলল, "বেশ, তাই আসব। তোরা সঙ্গে থাকলে আমি যমপুরীতে ঢুকতেও ভয় পাব না।" এই বলে বানর নিয়ে সে চলে গেল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও এই ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে একটু আলোচনা করে চলে এল যে-যার ঘরে। কথায় কথায় অনেক বেলা হয়ে গেছে তখন। বসন্তের বাসন্তী রোদ তখন লুটিয়ে পড়েছে বাগানময়।

॥ ২ ॥

গোলগম্বুজটা কথা রেখেছিল। তাই ঠিক সময়েই এসে হাজির হল বাবলুদের বাড়িতে। বিলুর প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা ছিল বলে দেরি হল আসতে। বাচ্চু-বিচ্ছুও স্কুল থেকে ফিরে একেবারে তৈরি। সবাই একজোট হলে সকলকে নিয়ে পথে নামল বাবলু। পঞ্চুও চলল সঙ্গে।

অনেকদিন পরে চারাবাগানের দিকে যাচ্ছে ওরা। এখন হয়তো অনেক পরিবর্তন হয়েছে জায়গাটার। ওখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই হয়তো এখন চিনবে না ওদের। তবুও যেতে ওখানে হবেই। ভানুদাসের ঘর সার্চ করে দেখতে হবে ওর দেশের ঠিকানাপত্র কিছু পাওয়া যায় কি না। দরকার হলে এই ব্যাপারে পুলিশের সাহায্যও নেবে ওরা। কিন্তু মুশকিল হল, ঘটনাটা দিন পনেরো আগেকার। এখনও কি ভানুদাসের ঘরটা খালি পড়ে আছে? দ্বিতীয়ত, ওর সেই ছাগল আর কুকুরটা কী অবস্থায় আছে এখন? তারও পরে যেটা চিন্তার বিষয়, সেটা হল ওরা বস্তিতে ঢুকে ভানুদাসের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে গেলে পরিস্থিতিটা কীরকম দাঁড়াবে?

নিজেদের মধ্যে এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে করতে একসময় ওরা বস্তির কাছাকাছি এল। এখানে ঘিঞ্জি বস্তিও যেমন আছে তেমনই ফাঁকা মাঠেরও অভাব নেই। ওরা তাই একজায়গায় এসে গোল হয়ে বসল সকলে।

বাবলু বলল, "তোরা সবাই এখানেই বসে বরং গল্পগুজব কর। আমি গম্বুজকে নিয়ে চট করে বস্তির লোকজনদের প্রতিক্রিয়াটা কী একবার দেখে আসি।"

বিলু বলল, "ওরকম রিস্ক একদম নিস না বাবলু। তার কারণ, ওই লোকগুলো কতখানি ডেঞ্জারাস একবার ভেবে দেখেছিস কী? না হলে ঠান্ডা মাথায় জলজ্যান্ত একজন লোককে ওইভাবে পিটিয়ে মারে?"

"ওইসব ভেবেই তো সকলকে ভেতরে যেতে মানা করছি রে। আগে যাই, দেখি তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।"

ভোম্বল বলল, "বাবলু কিন্তু কথাটা খুব একটা মন্দ বলেনি। ও গম্বুজটাকে নিয়ে ওর কাজ করুক, আমরা বরং দূর থেকে ওকে ফলো করি। ওদের কোনও বিপদ দেখলে সবাই আমরা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব।"

বিলু বলল, "বেশ, তাই হোক তা হলে।" বলেই গম্বুজকে বলল, "তুই শিস দিতে পারিস?"

গম্বুজ বলল, "দেখবি? এমন শিস টানব যে, এক কিলোমিটার দুর থেকে লোক ছুটে আসবে এখনই।"

বাবলু হেসে বলল, "তার দরকার হবে না। তোকে ইশারা করলেই তুই তেড়ে একটা শিস দিবি, তা হলেই ছুটে আসবে এরা।"

বাবলু গম্বুজকে নিয়ে বস্তিতে ঢুকল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর পঞ্চু দূর থেকে লক্ষ রাখতে লাগল ওদের। সে কী টানটান উত্তেজনা!

বাবলু আর গম্বুজ যখন সাহসে ভর করে বুক ফুলিয়ে বস্তিতে ঢুকেছে তখন কিছুদূর যাওয়ার পরই বুঝল,

কে যেন পিছু নিয়েছে ওদের। ওরা আরও খানিক যেতেই লোকটি গম্ভীর গলায় বলল, "হে! হে! কিধার যাতা?"

ওরা একবার থমকে দাঁড়াল।

গম্বুজের বুক কেঁপে উঠল লোকটাকে দেখে।

বাবলু বলল, "কে রে লোকটা?"

"তেওয়ারিজি।"

বাবলু একবার থেমে দাঁড়িয়ে লোকটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল। তারপর চাপা গলায় গম্বুজকে বলল, "একদম ভয় পাবি না। এগিয়ে চল। শুধু ভানুদাসের ঘরটা একবার দেখিয়ে দিবি আমাকে।"

ওরা তেওয়ারিকে গ্রাহ্যের মধ্যেও না এনে হনহন করে এগিয়ে চলল।

তেওয়ারি হেঁকে বলল, "আগে মাত বাঢ়ো।"

বাবলুরা ফিরেও তাকাল না তার দিকে।

এক সময় একটি চালাঘরের সামনে এসে গম্বুজ বলল, "এই সেই ঘর।"

গম্বুজকে দেখে যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল বস্তির বাসিন্দারা। আশপাশের গেরস্তঘরের বউমেয়েরা চোখ বড় বড় করে দেখতে লাগল ওকে। সবাই এসে ভিড় করল। কিন্তু একটি কথাও বলল না কেউ।

বাবলু দেখল ভানুদাসের ঘরের দরজায় তালা দেওয়া। ও বেশ ভারিক্কি গলাতেই বলল, "কে দিয়েছে তালা?"

গম্ভুজ বলল, "জানি না।"

বাবলু হেঁকে বলল, "এই ঘরের চাবি কার কাছে?"

তেওয়ারির সঙ্গে তখন আরও তিনজন জুটেছে। দেখলেই বোঝা যায় পেশাদার গুন্ডা এরা। যেমন ভয়ংকর চেহারা, তেমনই চোখের চাহনি। ওদেরই একজন ভীষণ রেগে বলল, "তেওয়ারিজি তুমনে হিঁয়া আনেকো মানা কিয়া থা না?"

বাবলু দেশোয়ালি ঢঙে বলল, "এ লালা! হামকো আঁখ মাত দিখানা।"

"জরুর দিখায়গা।"

অন্য একজন বলল, "দেখাবই তো। তোমাদের বারণ করা সত্ত্বেও কেন এখানে এলে?"

বাবলু বলল, "বেশ করেছি। আমাদের হক আছে তাই আমরা এসেছি। আমরা কারও নিষেধও মানি না, চোখ রাঙানিতেও ভয় পাই না। আমরা জানতে চাই, এই ঘরের চাবিটা কার কাছে?"

একজন ঘোমটা টানা বয়স্কা মহিলা রিং সমেত একটি চাবি বাবলুকে দিতে গেল যেই, লোকটা অমনই ছোঁ মেরে নিয়ে নিল সেটা।

বাবলু গম্বুজকে জিজ্ঞেস করল, "সেদিন ভানুদাসকে যারা মার্ডার করেছিল, তাদের মধ্যে এই লোকটা ছিল?"

বাবলুর রোখ দেখে গম্বুজেরও তখন সাহস বেড়ে গেছে। এমনিতেই সে খেপে ছিল, তার ওপরে যেন ঘি পড়ল আগুনে। বলল, "শুধু এই লোকটা কেন? এরা সবাই ছিল।"

"এরা কী এই বস্তিতেই থাকে?"

"হ্যাঁ। নাগরাজের পোষা গুন্ডা এরা।"

বাবলু হিংস্র চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, "ভালয় ভালয় চাবিটা দিয়ে দাও বলছি। না হলে কিন্তু খুব খারাপ হবে।"

লোকটিও হিংস্র হয়ে বলল, "খারাপ আমাদের কী হবে? খারাপ তো তোদের হবে। আর-একটু পরে লাশও খুঁজে পাওয়া যাবে না তোদের।"

বাবলু ওদের বিদ্রূপ করবার জন্য 'হ্যা হ্যা' করে একটু গা জ্বালানো হাসি হেসে বলল, "আমাদের ভানুদাস পেয়েছ নাকি ব্রাদার যে, মেরে পার পেয়ে যাবে? আমরা প্রকাশ্য দিবালোকে এর ভেতরে যখন ঢুকেছি তখন তৈরি হয়েই এসেছি।"

"কী চাস তোরা?"

বাবলু বলল, "ভানুদাসের খুনের বদলা।"

তেওয়ারি হেঁকে বলল, "যা ভাগ। নিকাল হিঁয়াসে।"

গম্বুজ তখন ওর বেঁটে বাঁটুলের মতো চেহারায় একবার তুড়িলাফ খেয়ে পা থেকে চটিটা খুলেই পটাং করে মেরে দিল তেওয়ারিকে।

শক্ত প্লাস্টিকের চটি। সেই চটি লাগল নাকে। নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত ঝরতে লাগল তখন। সেই নাক রুমালে চেপে চেঁচাতে লাগল তেওয়ারি, "আরে মর গয়ে রে! এ রামা! সবকো পাকড়ো। হামকো মার ডালা ইয়ে চোট্টা বদমাশ। হাম মর গয়ে।"

বাবলু বলল, "ঠিক হয়েছে।" তারপর যে লোকটা চাবি নিয়েছিল তাকে বলল, "এক এক করে তোমাদেরও সবাইকার এইরকম অবস্থা হবে। শিগগির চাবিটা দাও।"

লোকটা তখন দারুণ রেগে এক হাতে রিংসমেত চাবিটা ধরে দোলাতে দোলাতে বলল, "এই তো চাবি। আমার হাতেই আছে। ক্ষমতা থাকলে নিয়ে যা।"

বাবলু বলল, "নেব বইকী! শুধু চাবি তো নয়, ছাগল আর কুকুরটাকেও চাই।"

গলায় রুমাল বাঁধা একজন 'ব্যা ব্যা' করে দু'-একবার ডেকে বলল, "ছাগলটা আমাদের পেটে।"

"আর কুকুরটা?"

"সেটা ও-ই ওপরে। ঠেঙিয়ে-পিটিয়ে সেটাকেও পাঠিয়ে দিয়েছি তার মনিবের কাছে।"

বাবলু হেসে বলল, "এইবার তা হলে ম্যাজিক কাকে বলে দ্যাখো। সেই যে সেই কুকুরটা, যেটাকে তোমরা ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছ সেটা কেমন অন্য চেহারায় ভূত হয়ে ওপর থেকে নীচে এসে পড়বে।" বলেই গম্বুজকে বলল, "গম্বুজ! হুইসিল স্টার্ট।"

গম্বুজ সঙ্গে সঙ্গে তার দুই আঙুলের জাদুতে জিভ উলটিয়ে এমন সিটি মারল যে, দারুণ একটা চমক দিয়ে সবার মাঝখানে লাফিয়ে পড়ল পঞ্চু। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও অমনই ছুটে এসে হাজির হল সেখানে।

সবারই তখন চক্ষুস্থির! শয়তানরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল আর ভাবতে লাগল সত্যিই কি ছেলেটা জাদু জানে?

বাবলু বলল, "এইবার দ্যাখো, এই কুকুর-ভূতটা তোমাদের পেট চিরে সেই ছাগলটাকে কেমন বের করে আনবে।"

বাবলুর কথায় রীতিমতো ঘাবড়ে গেছে সবাই। একজন তো এমনই ভয় পেয়ে গেল যে, ভয়ে সে নিজের পেটটাকেই চেপে ধরল। তারপর ভয়ে ভয়ে বলল, "সত্যি করে বলো তো ভাই, তোমরা কী চাও?"

বাবলু বলল, "এতক্ষণ ভাই বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে? তা হলে শোনো তোমাদের চারজনকে উচিত শিক্ষা দিয়ে আমরা ভানুদাসের হত্যার বদলা নিতে চাই। আর ক্ষতিপূরণ হিসেবে চাই চারদিনের মধ্যে চার লাখ টাকা।"

"এটা কি মামার বাড়ির আবদার? আমাদের নোট ছাপানোর মেশিন আছে নাকি?"

নিশ্চয়ই আছে। না হলে একটা লোককে মার্ডার করেও এমন বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কী করে?"

"আর কী চাও?"

"তোমাদের গড়ফাদার নাগরাজের ঠিকানাটা।"

"তার মানে সাপের গর্তে হাত দেবে তোমরা। ওর বিষ হজম করতে পারবে?"

"আমরা কার্বলিক অ্যাসিড। একবার যদি ছিটকে গায়ে পড়ি তা হলে লুকোবার গর্ত পাবে না ও।"

লোকটা ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, "আর কিছু?"

"দুলারি নামের যে মেয়েটিকে এখান থেকে পাচার করা হয়েছে তার সন্ধান চাই।"

ওদের দলে মজনু নামের একজন ছিল। সে এবার সবাইকে সরিয়ে দিয়ে সামনে এসে বলল, "আমাদের সঙ্গে দুশমনির পরিণাম কী জানিস?"

বাবলু বলল, "না। তবে তোমাদের পরিণাম জানি। হয় ছুরি, না হলে গুলি। এই তোমাদের পরিণাম। আর তোমাদের নাগরাজ কোবরা? ওর জন্য তো দড়ির ফাঁস আছেই। অর্থাৎ খাঁটি রাষ্ট্রীয় ভাষায় যাকে বলা হয় 'ফাঁসি কা ফান্দা'।"

আর সহ্য করা যায় না। ছোট মুখে বড় কথা কে কবে সহ্য করেছে? মজনু তাই ভীষণ রেগে 'ইয়া আল্লা' বলে বিকট একটা ডাক ছেড়ে যেই না বাবলুর ওপর লাফিয়ে পড়তে গেল পঞ্চুও অমনই বাঘের মতন গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

মজনুর গলা থেকে আর্তস্বর বেরিয়ে এল একটা।

পরক্ষণেই শুরু হল ভীষণ দাপাদাপি। পঞ্চুর হাঁকডাক আর মজনুর চিৎকারে কেঁপে উঠল বস্তিটা।

যে লোকটার হাতে চাবি ছিল, বাবলু এবার একঝটকায় তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল চাবিটা। তারপর

বিলুকে বলল, "তোরা একটু নজর রাখ এদের দিকে। যেন পালিয়ে না যায়। আমি আগে ভানুদাসের ঘরটা সার্চ করি, তারপর মজা দেখাচ্ছি বাছাধনদের।" এই বলে ভানুদাসের ঘরের তালা খুলে গম্বুজকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল বাবলু।

গম্বুজ ঘরের ভেতরটা বেশ ভালভাবে দেখে বলল, "না। ভেতরের জিনিস নড়চড় হয়নি কিছু।" বলে একটা কাঠের বাক্সের ডালা খুলে এক বাণ্ডিল কাগজ, চিঠিপত্র ইত্যাদি বের করে বাবলুর হাতে দিল। খুচরো টাকা-পয়সাও কিছু ছিল তার মধ্যে। যা ছিল তা খুব সামান্যই। একশো টাকারও কম।

বাবলু সেগুলো গম্বুজের জিম্মায় দিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। এসে দেখল পঞ্চুর আক্রমণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মজনু। তেওয়ারিসহ আর যারা ছিল, তারা সবাই একজোট হয়ে বাধা দিচ্ছে পঞ্চুকে। কিন্তু পঞ্চুর বিক্রমের কাছে হার মানতে হচ্ছে সকলকেই।

বাবলু অনেক কষ্টে শান্ত করল পঞ্চুকে। তারপর মজনু-তেওয়ারির দলকে বলল, "একজন নিরীহ মানুষকে ছেলেধরা সন্দেহে পিটিয়ে মেরে যে অন্যায়টা করেছ তোমরা, তার কিন্তু ক্ষমা নেই। তবে ব্যাপারটা নিছক সন্দেহ, না কি সন্দেহটাই হত্যার অজুহাত, সে-রহস্য শিগগিরই ফাঁস হবে।" বলেই বস্তিবাসীদের উদ্দেশ্য করে বলল, "আপনারা এখানে অনেকেই জড়ো হয়েছেন দেখছি। সেদিন আপনাদের ভেতরে কি এমন কেউ ছিলেন না, যিনি গিয়ে রুখে দাঁড়াতে পারতেন এই অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে? আমরা জানি, ভানুদাস অত্যন্ত নিরীহ লোক। সেই লোকের শুভাকাঙ্ক্ষী এখানে নিশ্চয়ই কেউ-না-কেউ আছেন। নাগরাজের এই পোষা গুন্ডাদের ভয়ে সেদিন হয়তো সাহস করে এগোতে পারেননি কেউ। এখন আসুন, আমরা সবাই মিলে এদের উচিত শিক্ষা দিই।"

এমন সময় ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক সুদর্শন চেহারার মধ্যবয়সি ভদ্রলোক ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন ওদের সামনে। এসেই বাবলুর সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, "শাবাশ মাই বয়। আমি তোমার মতো একজনেরই প্রতীক্ষা করছিলাম। এদের উপযুক্ত ওষুধ তুমি বা তোমরা। দূরে দাঁড়িয়ে সবই দেখেছি আমি। তাই তোমাদের অভিনন্দন জানাতে এলাম।"

বাবলু বলল, "আপনি কে?"

"তোমরা আমাকে চিনবে না। আমার নাম অবনী ভট্টাচার্য। এইখানকার একটি স্কুলে শিক্ষকতা করি আমি। নাগরাজ আর তার দলবলের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনও রাস্তাই যখন খুঁজে পাচ্ছি না, ঠিক সেই সময়ে তোমাদের আবির্ভাবে কেমন যেন আশার আলো দেখতে পেলাম।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "এদের ব্যাপারস্যাপারগুলো পুলিশ প্রশাসনকে জানাননি কেন? সবাই মিলে 'মাস পিটিশন' তো করতে পারতেন।"

অবনীবাবু দিল খুলে হাসতে লাগলেন, "হা হা হা। তোমরা কোন জগতে আছ ভায়া? কী হবে ওতে? তা ছাড়া কাদের নিয়েই বা এসব করব? একা আমার সাধ্য কতটুকু? পাড়ার উঠতি মস্তানরা এদের কথায় ওঠে বসে। পুলিশ প্রশাসনও ডরে কাঁপে। এই বস্তিবাসীরাও ভয় করে এদের যমের মতো। অথচ এরা সবাই জানে দুলারি হরণের নেপথ্য নায়ক কে? এরা জানে সুখি নামের আর-একটি মেয়ে লোকের বাড়ি কাজ করতে গিয়ে ফিরে এল না কেন? মনু মালিকের একমাত্র ছেলে চন্দন মালিক খুনের দায়ে জেল খাটছে কাদের চক্রান্তে। এই অত্যাচারীদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল একজনই। সে হল ওই ভানুদাস। তাই তাকে জনমের মতো সরে যেতে হল।"

এতক্ষণে মজনুর গলায় রা বেরোল, "মাস্টার! তুমি আগুন নিয়ে খেলতে এসো না। এখনও বলছি, চলে যাও এখান থেকে।"

বাবলু ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু মজনুর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর গালটা একটু চেটে দিতেই চুপ করে গেল মজনু।

অবনীবাবু বললেন, "আমার একমাত্র মেয়ে বিয়াস। ভাল নাম বিপাশা। মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে এ-বছর। শুধু এই দুষ্টচক্রের জন্য রাস্তায় বের হতে পারছে না বেচারি। ওর স্কুলে যাওয়া, পড়তে যাওয়া, বেড়াতে যাওয়া, সবই বন্ধ হয়েছে এদের জন্য। দু'দিন মামার বাড়িতে ছিল। কাল যেই এসেছে অমনই ইট পড়ছে বাড়িতে।"

"বলেন কী?" বলেই দুষ্কৃতীদের মুখের দিকে তাকিয়ে বাবলু বলল, "কী, যা শুনছি তা সত্যি?"

তেওয়ারি বলল, "এ জবাব তুমকো বাদ মে মিলেগা। আভি নিকালো হিঁয়াসে।"

বিলু আর ভোম্বল তখন মারমুখী হয়ে তেড়ে এল তেওয়ারির দিকে। বলল, "জবাব আমরা এখনই চাই। বলো সত্যি কি না?"

কিন্তু কেউ কিছু বলার আগেই দুম-দুম করে দুটো এমন বোমা ফাটল যে, তারই প্রভাবে ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল চারদিক।"

গোলগম্বুজ লাফিয়ে উঠে বলল, "শিগগির পালিয়ে আয় তোরা। না হলে কেউ এখান থেকে বেরোতে পারবি না। এখন বোমা পড়ছে, পরে গুলি ছুটবে।"

অবস্থা এমনই যে, আর এখানে থাকা ঠিক নয়। কেন না বাচ্চু-বিচ্ছু ছেলেমানুষ। তাই সবাই যাওয়ার জন্য তৈরি হল। পঞ্চু তখন ভয়ংকর চিৎকারে সকলকে এমন ভয় দেখাতে লেগে গেছে যে, এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে কেউ যেন ওদের আক্রমণ করতে না পারে।

অবনীবাবু বললেন, "হ্যাঁ, ফিরে চলো এখান থেকে। কিন্তু যাব কোনদিক দিয়ে? এখান থেকে বেরোবার রাস্তাটা তো জানা নেই।"

গম্বুজ বলল, "আমি জানি। আসুন আমার সঙ্গে।"

ওরা আর এক মুহূর্তও সেখানে না থেকে গম্বুজের নির্দেশিত পথে চলে এল বস্তির বাইরে।

অবনীবাবু বললেন, "আঃ। যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কাছেই আমার বাড়ি। চলো, সবাই চা খেতে খেতে একটু গল্প করা যাবে।"

বাবলুরা সবাই চলল অবনীবাবুর বাড়িতে। গোলগম্বুজও সঙ্গে গেল। প্রথম পদক্ষেপেই মৌচাকে একটা ঢিল তো পড়েছে। এখন দেখা যাক কতদূরের জল কতদূরে গড়ায়।

অবনীবাবুর বাড়ি এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। যাওয়ার সময় এই বাড়ির পাশ দিয়েই গিয়েছিল ওরা। তাই সামান্য পথ হেঁটে বাড়ির কাছাকাছি আসতেই ঝলমলে হাসিমুখে চোদ্দো-পনেরো বছরের একটি মেয়ে ছুটে এসে দরজা খুলে দিল ওদের।

অবনীবাবু বললেন, "এই হল বিয়াস। আমার মেয়ে বিপাশা।"

বাচ্চু-বিচ্ছু ওর হাত দুটি ধরে বলল, "সত্যিই তুমি বিয়াস। কী সুন্দর তুমি। সেই একটা কবিতায় আছে, বিয়াস ওগো সুন্দরী বিপাশা...। তুমিও দেখছি ঠিক তাই।"

বিয়াস বলল, "বিপাশা নদী দেখেছ তোমরা?"

বাচ্চু বলল, "না।"

বিচ্ছু বলল, "আমি দেখছি।"

"কবে! কখন? কোথায় দেখেছ?"

"আজই, এখন, এখানেই দেখছি।"

বিচ্ছুর কথায় হেসে উঠল সবাই।

অবনীবাবু সকলকে নিয়ে ঘরের মধ্যে বসলেন। আর পঞ্চু করল কী, বলা নেই, কওয়া নেই, দিব্যি সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে ছাদের ওপরে উঠে গেল।

অবনীবাবু বললেন, "কী খাবে বলো? চা, না কফি?"

বাবলু বলল, "কফি খেলে কেন জানি না আমার কিন্তু মেজাজ আসে খুব।"

অবনীবাবু বললেন, "বিয়াস, তুমি তা হলে তোমার মাকে বলো, তোমার এই খ্যাতিমান বন্ধুদের জন্য কফি করতে। আর সেইসঙ্গে আরও কিছু।"

ভোম্বল সহাস্য মুখে বলল, "আবার অন্য কিছু কেন?"

বিয়াস বলল, "প্রয়োজন আছে মশাই।" বলে চলে গেল ঘর থেকে।

বাবলু হেসে বলল, "খ্যাতিমান বন্ধুদের মানে?"

অবনীবাবু বললেন, "পরিচয় না থাকলেও তোমাদের কি চিনতে অসুবিধে হয় বাবা? ওই বুক সেল্‌ফটার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো, তোমাদের নিয়ে লেখা প্রত্যেকটা বই কেমন যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছে আমার মেয়ে। কাজ ফেলে রেখেও তোমাদের বই পড়তে ও খুব ভালবাসে।"

বাবলু বলল, "এটা কিন্তু খুব অন্যায়। আমাদের ভালবাসুক ক্ষতি নেই। কিন্তু কাজের ক্ষতি করে বই পড়া তো ঠিক নয়।"

বিয়াস তখন হাসিমুখে ঘরে ঢুকে বলল, "নয় কেন? আসলে আমি জানো তো, দারুণ অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়।

ওই দ্যাখো, তোমাদের 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'র অভিযান, 'সোনার গণপতি হিরের চোখ' এইসব বই কত যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছি।"

বাবলু বলল, "তাই তো দেখছি।"

অবনীবাবু বললেন, "বিয়াসই প্রথম তোমাদের দেখতে পায়। ও-ই বলল, 'জানো বাবা, ওই বস্তির ভেতর পাণ্ডব গোয়েন্দারা ঢুকেছে। মনে হয় এইবার কিছু একটা হবে। তাই তো আমি দূর থেকে পিছু নিয়েছিলাম তোমাদের।'"

বাবলু বলল, "বেশ নাটকীয় ব্যাপার দেখছি।" বলে বিয়াসের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি তো খুব অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়, তাই না?"

বিয়াস বলল, "অবশ্যই।"

"তুমি নিজে অ্যাডভেঞ্চার করেছ কখনও?"

"একবার করেছি। সেবার হল কী, আমরা কয়েকজন বান্ধবী মিলে দেওঘর বেড়াতে গেছি। তা গাইড ছাড়াই ত্রিকূট পাহাড়ে উঠে পথ হারিয়ে সে কী কাণ্ড! সারারাত আমরা একটা গাছের ডালে বসে কাটিয়েছি। এটা কি অ্যাডভেঞ্চার নয়? পরদিন সকালে অবশ্য একদল কাঠুরিয়া পথ চিনিয়ে আমাদের নীচে নামায়। সেই দারুণ অভিজ্ঞতার কথা আমি জীবনে ভুলব না।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সকলেই স্বীকার করল, "হ্যাঁ, এটা একটা অ্যাডভেঞ্চার বটে।"

বাবলু এবার অন্য প্রসঙ্গে এল, "তোমরা এ-পাড়ায় কতদিন আছ বিয়াস?"

অবনীবাবু বললেন, "তা বছর পাঁচেক।"

বিয়াস বলল, "সত্যি, এত জায়গা থাকতে বাবা কেন যে এখানে বাড়ি করলেন, তা ভেবে পাই না। এত নোংরা এখানকার পরিবেশ যে, তা বলবার নয়।"

বাবলু বলল, "না, না। পরিবেশ নোংরা হবে কেন? এখানে আরও অনেক ভদ্রলোক বাস করেন। কিন্তু মুশকিল হল কী জানো? তাঁরাও ঠিক তোমাদেরই মতো অসহায়। শুধু এখানে বলে নয়, সব জায়গাতেই এমন কিছু লোক থাকে, যারা রাতের ঘুম কেড়ে নেয় প্রতিবেশীদের। আর কিছু লোক করে কী, তাদের মন পাওয়ার জন্য, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য অথবা ভয়ে তোষামোদ করে তাদের।"

অবনীবাবু বললেন, "ঠিক বলেছ তুমি। এই কথাটাই আমি এদের বোঝাতে পারি না।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা বিয়াস, তোমার বাবার মুখে শুনলাম তুমি নাকি স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছ, বাইরে বেরোও না। কেন? কাদের ভয়ে? ওই তেওয়ারি, মজনু ওদের ভয়ে কি?"

"ঠিক তা নয়, আসলে কিছু ছেলে রাস্তায় বেরোলেই আমাকে এমন বিরক্ত করে যে, পথচলা দায় হয়ে উঠেছে। মজনু, তেওয়ারিও আছে নেপথ্যে। ওরা হচ্ছে ওই ছেলেগুলোর বডিগার্ড।"

"বুঝেছি।" তারপর অবনীবাবুকে বলল, "আচ্ছা, ওদের সঙ্গে আর যে দু'জন ছিল, তাদের নাম কী?"

অবনীবাবুর হয়ে গম্বুজই উত্তর দিল, "ছোকু আর মদন।"

"মোটামুটি এই চারজনই তা হলে বস্তির শের। এই তো?"

"ঠিক তাই। সেইসঙ্গে ওই বখাটে ছেলেগুলো।"

"আর এদের পোষণ করছেন নাগরাজ কোবরা।"

ওদের আলোচনার মাঝখানেই অবনীবাবুর স্ত্রী বিয়াসকে ডেকে অনেক খাবার আর কফি পরিবেশন করলেন। লুচি, হালুয়া, সন্দেশ, কত কী ছিল তার মধ্যে!

সবাই খেতে বসলে বাবলু ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু ছাদে ছিল। ডাক শুনেই নেমে এল নীচে।

বিয়াস বলল, "ওমা! পঞ্চুর কথা তো মনে ছিল না। ওর জন্য তো আলাদা প্লেট চাই। আমি বইয়ে পড়েছি, একজন অতিথির সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করা উচিত, পঞ্চুর সঙ্গেও সবাই তাই করে।" বলে একটা প্লেট এনে পঞ্চুকেও খেতে দিল বিয়াস।

খেতে খেতেই বাবলু অবনীবাবুকে বলল, "আচ্ছা, আপনি যে তখন বললেন ভানুদাসের কথা, ওকে আপনি চানতেন?"

"চিনতাম বইকী! না চিনলে ওর কথা বললাম কী করে? একমাত্র সেই একা রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেছিল এদ্র।"

"কীভাবে?"

অবনীবাবু বললেন, "সেইকথা বলব বলেই তোমাদের এখানে নিয়ে এসেছি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো সব কথা বলা যায় না।"

বাবলু বলল, "বলুন, শুনি।"

"শোনো বাবলু, আগামী মাসের সাত তারিখে আমার অবসর নেওয়ার দিন। তাই ভেতরে ভেতরে চেষ্টা চালাচ্ছি, উপযুক্ত দাম পেলে বাড়ি বেচে অন্যত্র চলে যাওয়ার।"

বাবলু বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "সে কী! ওই রাস্তার কুকুরগুলোর ভয়ে বাড়ি বেচে আপনি চলে যাবেন? যেখানে যাবেন, সেখানটা যে আরও খারাপ হবে না, তাই-বা কে বলতে পারে?"

"এ ছাড়া আমার উপায় নেই বাবা।"

"আপনি এখানেই থাকবেন। বিয়াসও কাল থেকে স্কুলে যাবে।"

অবনীবাবু ম্লান হেসে বললেন, "সব কথা শুনলে তবেই বুঝবে ভানুদাসের মৃত্যু কেন হল, আর কেনই-বা আমি চলে যেতে চাইছি।"

"বলুন তো শুনি।"

"আসল ব্যাপার কী জানো? বিয়াস ওদের মুখের গ্রাস। ওকে ওরা নিয়ে পালাবার জন্য অনেকদিন থেকেই ষড়যন্ত্র করছে। ভানুদাস আমাকে শ্রদ্ধা করত, খাতির করত। আমার বিয়াসকেও মেয়ের মতো ভালবাসত সে। নাগরাজের আবির্ভাবের পর রহস্যজনকভাবেই এই এলাকায় পরপর কয়েকটি খুন, জখম আর অপহরণ শুরু হয়ে যাওয়ায় সে আমাকে বিয়াসের ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়। ওরই মুখে শুনেছিলাম, নাগরাজের কোবরার দল বিয়াসকে অপহরণের ব্যাপারে ওর সাহায্য চেয়েছিল এবং টাকার বিনিময়ে ওদের হয়ে কাজও করতে বলেছিল। কিন্তু ভানুদাস ছিল অন্য ধাতুতে গড়া। তাই সে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিল ওদের এই কুপ্রস্তাবকে।"

বিলু এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিল সব। এবার বলল, "একটা ব্যাপার আমরা বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ করছি, এই কুখ্যাত ক্রিমিনালরা যত আজেবাজে কাজই করুক না কেন, ছেলে-মেয়ে চুরির ব্যাপারে সবাই দেখছি এককাট্টা। আমরা যত কালপ্রিট দেখলাম, সবারই ওই এক ধান্দা।"

"হবে নাই-বা কেন? এতে যে অনেক টাকা! চালান করে ভাল টাকা রোজগার করে এরা। তা ছাড়া নাগরাজের আসল ঘাঁটি তো মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার দণ্ডকারণ্যে। সেখানেও কিছু ছেলে-মেয়ে পাঠিয়ে দেয়। এইসব লোকের ধান্দার কি শেষ আছে?"

বাবলু বলল, "কোথায় বললেন? দণ্ডকারণ্যে! দণ্ডকারণ্যের কোথায়?"

"ভানুদাসের মুখেই শুনেছি, জগদলপুর না কোথায় যেন ওর পাকা ঘাঁটি। আসলে ভানুদাসও তো ওই অঞ্চলের লোক। ভানুদাস চিনত নাগরাজকে। তার অপকর্মের কথা ভানুদাসের অজানা ছিল না। তাই সদা সতর্ক থাকত সে। ওদের গতিবিধির ওপর নজর রাখত। আর সেইজন্যই তো যেদিন ওরা সত্যি-সত্যিই বিয়াসকে স্কুল থেকে ফেরার পথে অপহরণ করতে গিয়েছিল, সেদিন প্রচণ্ড বিক্রম নিয়ে আচমকা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের কবল থেকে ওকে উদ্ধার করেছিল সে।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "বলেন কী!"

"তারপর থেকেই আমি আর ওকে রাস্তায় বেরোতে দিইনি।"

"বেশ করেছেন। এই ঘটনার কথা আপনি জানিয়েছিলেন পুলিশকে?"

"না। ভানুদাস আমাকে বারণ করেছিল। বলেছিল ওদের ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। এরপর আরও বিপদ আসতে পারে। তাই আমি থানা-পুলিশের ঝামেলা করিনি। তবে এই কাজের খেসারত ভানুদাসকে অবশ্য দিতে হয়েছিল অন্যভাবে।"

"কীরকম!"

"রায়পুর আর জগদলপুরের মাঝামাঝি জায়গায় কাঁকের নামে একটি ছোট্ট জনপদ আছে। সুউচ্চ এক পাহাড়ের কোলে দুধ নদীর তীরে এই জনপদ সুখে, সমৃদ্ধিতে ভরপুর। সেইখানেই পাহাড়ের ঢালে ছোট্ট একটি পর্ণকুটিরে ওর শান্তির নীড়। বউ আছে। ছেলে আছে। মেয়ে আছে। তা হঠাৎ এক দিন খবর এল, ছেলেটাকে নাকি বাঘে খেয়েছে। পাহাড়ের ওপর একটি তালাওয়ে কয়েকটি ছেলের সঙ্গে ছিপ ফেলে মাছ ধরতে গিয়েছিল সে। এমন সময় বাঘের ডাক শুনে দৌড়ে পালায় সব। পালাতে পারেনি শুধু ছেলেটি। ভানুদাসের ধারণা, বাঘের ডাক আসলে ভাঁওতা। ওর ওপর নাগরাজের প্রতিশোধ নেওয়ার ছল এটা। তার কারণ, জঙ্গল এখানে গভীর হলেও দিনের বেলা এখানে বাঘ বেরোয় না। আর বাঘের ডাক সবাই শুনতে পেলেও বাঘকে কিন্তু চোখে দেখেনি কেউ। ভানুদাস এবার অন্য মূর্তি ধারণ করে মুখোমুখি হয় ওদের।

তেওয়ারির দজ্জাল বউটা গালাগালি দেয় ওকে। ভানুদাস রাগের মাথায় চেঁচিয়ে বলে, ওর ছেলেকে যদি ওরা ছেড়ে না দেয়, তা হলে ওদের ছেলে-মেয়েকেও সে বাপ-মায়ের কোলছাড়া করবে। এই বলাটাই হল ওর কাল। চতুর চোরেরা পরদিনই ওই বস্তির দুলারি নামের একটি দশ বছরের মেয়েকে চুরি করে ওর নামে মিথ্যে বদনাম দিয়ে এমনভাবে ব্ল্যাকমেল করে, যাতে সবারই ধারণা হয়, ভানুদাসই হয়তো রাগের বশে করেছে এই কাজ। তাই সবাই মিলে একটা অছিলা করে একজোটে পিটিয়ে মারল ওকে।"

অবনীবাবুর কথাগুলো রুদ্ধশ্বাসে শুনে গেল ওরা। সব শুনে বাবলু বলল, "দুলারির বাবা-মা কি এখনও বস্তিতেই থাকে?"

"হ্যাঁ। বস্তি ছেড়ে যাবে কোথায় ওরা? মেয়ের শোকে সে-রাতে ওরা অন্ধ হলেও, পরে যখন সুখি নামের আর-একটি মেয়ে এক বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে আর ফিরল না, তখন টনক নড়ল। কারণ, তখন তো আর ভানুদাস নেই।"

বাবলু বলল, "সেইজন্যই বস্তির লোকেরা এত চুপচাপ।"

বিলু বলল, "আমার মনে হয়, এবার ওরা নিশ্চয়ই সহযোগিতা করবে আমাদের সঙ্গে।"

বাবলু বলল, "করলে ভাল, না করলে বয়েই গেল! খুনি যে কে বা কারা, তা তো আমরা জেনেই গেছি। এখন শুধু ওই গভীর জলের মাছটিকে খেলিয়ে খেলিয়ে ডাঙায় তোলা।"

ভোম্বল বলল, "অর্থাৎ নাগরাজকে।"

বিয়াস বলল, "কী সাহস তোমাদের! আমার কিন্তু ভয় করে।"

বাবলু বলল, "ভয় কী! ভয় করলেই ভয়। ভয়কে জয় করো, দেখবে শত্রুরা ঠিক পিছু হটছে।"

অবনীবাবু বললেন, "তোমার এই কথাটা আমি মানছি বাবা। না হলে তেওয়ারির দলবল তোমাদের দেখে ঘাবড়ে যায়?"

বাবলু বলল, "নিয়মই হচ্ছে, প্রবল প্রতিপক্ষকে প্রথমেই হুমকি দিতে হয়। যেমন মারপিট করবার সময় অপরে মারবার আগে মারতে হয় তাদের। তবে আজকের ব্যাপারে তেওয়ারির দলবল ঘাবড়ে গেছে পঞ্চুর বিক্রম দেখে। মজনুর যা অবস্থা করেছিল ও, তাতে ঘাবড়ে যাওয়ারই কথা। তবে পঞ্চু কিন্তু এবারে কাউকেই কামড়ায়নি।"

"তার মানে ওরা কুকুরেরও অধম। যার ফলে কুকুরও ওদের কামড়াতে ঘেন্না করেছে।"

বিয়াস বলল, "আমি কি তা হলে কাল থেকে স্কুলে যাব?"

"নিশ্চয়ই যাবে।"

অবনীবাবু বললেন, "যদি কোনও বিপদ হয়?"

"কিচ্ছু হবে না। তা ছাড়া এখন তো আপনি একা নন। আপনার পাশে আমরাও আছি।"

"ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, ভানুদাসের মৃত্যুর খবর ওর বাড়ির লোকেরা কি পেয়েছে?"

"তা বলতে পারব না। তবে সংবাদটা যখন কাগজে বেরিয়েছিল, তখন কোনও-না-কোনওভাবে জানতেও পারে।"

বাবলু বলল, "আপনি জানেন ভানুদাসের ঠিকানা?"

"তা হলে তো আমিই খবর দিতাম।"

গম্বুজ বলল, "ওর ওই চিঠির কাগজগুলো তো কাঠের বাক্স থেকে বের করে আমার হাতেই দিলি তুই। সেইগুলো একটু নেড়েচেড়ে দ্যাখ না, তা হলেই ল্যাঠা চুকে যায়।"

"চিঠিগুলোর কথা খেয়ালই ছিল না। কই, দে তো দেখি।"

বাবলু চিঠিগুলো হাতে নিয়ে উলটেপালটে দেখল বটে, কিন্তু সবক'টাতেই হাওড়ার ঠিকানা। শুধু একটি চিঠি লেখার পর পোস্ট করা হয়নি বলে তাতেই ঠিকানাটা পেয়ে গেল। চিঠির বিষয়বস্তু ছিল এইরকম: 'খোকাকে যদি ফিরে না পাই, এ-জীবন আমি রাখব না। তবে মরবার আগে ওদের মেরে মরব।' আরও অনেক চিঠি ছিল। বাবলু সেগুলো সংগ্রহে রাখল।

অবনীবাবু বললেন, "ঠিকানা তো পেলে, ওদের কি একটি চিঠি দেবে?"

বাবলু বলল, "না, থাক। ভাবছি ওদের এই বিপদে আমরা সবাই গিয়ে বরং একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব ওদের দিকে।"

"কীভাবে কী করবে?"

"আপাতত কিছু টাকা ভানুদাসের স্ত্রীর হাতে দিয়ে আসব আমরা।"

গম্বুজ বলল, "তোরা কি ওই লোকগুলোর কাছ থেকে চার লাখ টাকা পাওয়ার স্বপ্ন দেখছিস?"

বাবলু বলল, "মোটেই না। টাকার জন্য যারা খারাপ কাজ করে, তারা দেবে টাকা? সে-টাকা আমরা নেবই-বা কেন? আসলে ওদের গা জ্বলিয়ে দেওয়ার জন্য ওইরকম হুমকি দিয়েছিলাম।"

অবনীবাবু বললেন, "যদি তোমরা সত্যিই যাও, তা হলে আমার কাছ থেকেও কিছু টাকা নিয়ে যেয়ো বাবা। হাজার পাঁচেক টাকা আমিও দেব। ওই ভানুদাসের জন্যই আমার মেয়েকে আমি ঘরের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আজ। না হলে কী যে হত!"

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই যাব।"

বিয়াস বলল, "কবে যাবে তোমরা?"

"গেলে শিগগিরই যাব। দেরি করে লাভ কী?"

"আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। তোমরা কি আমাকে সঙ্গে নেবে?"

"তোমার বাবা যদি অনুমতি দেন, তা হলে নিশ্চয়ই নেব।"

"আসলে আমার পাহাড়-পর্বতের দেশ দেখতে খুব ভাল লাগে।"

বাবলু বলল, "বেশ। দিন স্থির করেই জানাব আমরা। এখন তা হলে আসি। কথায় কথায় রাত হয়ে গেল অনেক।"

"আমি কিন্তু আশায় থাকব।"

"আমরা যাবই। তুমিও যাবে।"

ওরা বিদায় নিয়ে পথে নামল।

খানিক আসার পর বিলু বলল, "তোর কী ব্যাপার বল তো বাবলু? আমাদের এই দলের মধ্যে সচরাচর কাউকেই তুই ঢুকতে দিস না। যে দু'-একজন আমাদের সঙ্গী হয়েছে, তারা অনেক কান্নাকাটি অথবা মান-অভিমান করে তবেই হয়েছে। অবশ্য পথের সঙ্গীদের কথা আলাদা। কিন্তু বিয়াসের বেলায় তুই এককথায় রাজি হয়ে গেলি, ব্যাপারটা কী?"

বিচ্ছু বলল, "আমি বলব?"

"বল দেখি। তুই-ই বল।"

"আসলে বাবলুদা বিয়াসকে এই কারণে সঙ্গে নিচ্ছে যে, ওদের দেওয়া পাঁচ হাজার টাকাটা যে আমরা যথাস্থানেই পৌঁছে দিচ্ছি, তার সাক্ষী রাখার জন্য।"

বাবলু বলল, "ঠিক তাই। আর টাকাটা আমরা ওকে দিয়েই দেওয়াব।"

বিলু বলল, "দি আইডিয়া। এটা কিন্তু চমৎকার হবে।"

কথা বলতে বলতেই ওরা পথ চলতে লাগল। চারাবাগান থেকে ওদের বাড়ি অনেক দূরে। তাই যেতে সময় লাগল অনেক। তবে আর যাই হোক, পথে কোনও বিপদ-আপদ হল না।

॥ ৩ ॥

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে পাণ্ডব গোয়েন্দারা প্রথমেই গেল থানায়। ওই এলাকার থানার যিনি বড় দারোগা, সেই মি. ত্রিবেদী ওদের ভালরকমই চিনতেন। তাই ওদের দেখেই বুঝতে পারলেন গোলমাল একটা কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে। ওরা যেতেই হাসিমুখে বললেন, "ব্যাপারটা কী? এই সাতসকালে হঠাৎ আমার এলাকায় যে?"

বাবলু বলল, "গোলমালটা যে আপনার এলাকাতেই।"

"আমার এলাকায়! নাগরাজঘটিত ব্যাপার নয় তো?"

"আপনি তা হলে কিছুটা অন্তত অনুমান করতে পেরেছেন।"

ত্রিবেদী হেসে বললেন, "না পারবার কী আছে? পুলিশের চাকরি করে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললাম। এটুকু আন্দাজ করতে পারব না? বলো, কী বলতে চাও।"

"আমরা বলতে চাই, হাওড়া শহরের এই বিশেষ এলাকাটা কি নাগরাজের দখলেই থাকবে? তা যদি হয়, তা হলে এখানে ও-ই রাজত্ব করুক, সাধারণ নাগরিকরা ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাক।"

"কেন? হলটা কী?"

"কী হয়নি, বলুন? ছেলে-মেয়ে চুরি থেকে খুন-জখম, কী না হচ্ছে এখানে? আপনি কি জানেন, ওর লোকেদের অত্যাচারে আমাদেরই এক মেয়ে-বন্ধু স্কুলে পর্যন্ত যেতে পারছে না।"

"তুমি কি অবনীমাস্টারের মেয়ের কথা বলছ?"

"আপনি তো সবই জানেন দেখছি।"

"জানি। কথাটা আমার কানেও এসেছে। কিন্তু মুশকিলটা কোথায় জানো? পুলিশের সমস্ত কাজকর্মের মধ্যেই একটা ধরাবাঁধা গণ্ডি থাকে। সেই গণ্ডির বাইরে পা দেওয়ার ক্ষমতা পুলিশের থাকে না।"

"পুলিশের না থাকুক, মানুষের তো থাকে! পুলিশ কি মানুষ ছাড়া?"

"কখনও না। কিন্তু কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ না থাকলে আমরা কী করতে পারি? অবনীমাস্টারের কি উচিত ছিল না এই ব্যাপারে থানায় একটা ডায়েরি লেখানো বা আমার কাছে এসে সব কথা খুলে বলা?"

"ছিল। হয়তো এখানে আসতে ভরসা পাননি। পুলিশের ওপর থেকে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস যেভাবে হারিয়ে যাচ্ছে, তাতে কেউই আজকাল পুলিশের কাছে আসতে চায় না।"

"তা হলে পুলিশ কী করবে বলো? পুলিশ তো লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কার কোথায় কী সমস্যা, তা জেনে সমাধান করবে না। যাক, তোমরা দেখছি খুবই উত্তেজিত। চা খাবে?"

ভোম্বল বলল, "খাব।" তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, "এবার বলুন তো, ভানুদাস নামের নিরীহ লোকটাকে যারা মারল, আপনারা তাদের অ্যারেস্ট করেও ছেড়ে দিলেন কেন?"

"বাধ্য হলাম বলে। ওই বস্তির কোনও লোকই মুখ খুলল না। তারা এমন ভাব দেখাল, যেন বাইরের লোক এসে মেরে গেছে ওকে। তবুও আমরা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যাদের ধরে নিয়ে এলাম, প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম তাদের।"

"এদের পিছনেও তো নাগরাজ ছিল।"

"নাগরাজের টাকাতেই তো জামিন পায় তারা। ওর লোকবল নেহাত কম নয়। আর কোবরা দলটাও ডেঞ্জারাস!"

"ওর লোক কারা?"

"শুধু বস্তির গুন্ডারা নয়, এলাকার ভেতরের, বাইরের অনেক প্রভাবশালী লোকও আছেন। বহু লোকের মদত না পেলে নাগরাজরা কখনওই এমন দাপটের সঙ্গে টিকে থাকতে পারত না। তোমরা কি জানো, প্রতি বছর বারোয়ারি পুজোর সময় বেশ কয়েকটি ক্লাবকে উনি একান্ন হাজার টাকা করে চাঁদা দেন?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবিস্ময়ে তাকাল মি. ত্রিবেদীর মুখের দিকে। "বলেন কী!"

মি. ত্রিবেদী বললেন, "তা হলে বুঝছ তো, নাগরাজের গায়ে হাত দিলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? থানা জ্বালিয়ে দেবে ওরা।"

বাবলু বলল, "এই ব্যাপারে তা হলে পুলিশ-প্রশাসনের কিছুই করণীয় নেই?"

"আছে বইকী! তোমরা বাদী হও, অভিযোগ আনো। তারপর দেখছি।"

ততক্ষণে চা এসে গেছে।

চা খেতে খেতে বাবলু বলল, "আমার মগজ কী বলে জানেন, এই লোকেদের জন্য আইন, আদালত, গ্রেফতার, তদন্ত, কোনও কিছুরই প্রয়োজন নেই। প্রশাসনকে এমনভাবে সক্রিয় হতে হবে যে, চিহ্নিত শত্রুদের ভাড়াটে গুন্ডা দিয়েও পেটাতে হবে বেধড়ক। মুখোশধারী লোক এনে এমন মার মারতে হবে যে, কে বা কারা মারল— টেরও পাবে না কেউ।"

ত্রিবেদী হাসতে হাসতে বললেন, "আজ থেকে তুমি বরং আমার চেয়ারটায় বসো, আমি তোমার জায়গায় যাই।"

বাবলু বলল, "আপনি হাসছেন?"

"হাসব না! আরে বাবা এই সমস্ত ছল-চাতুরি কি বেশিদিন চলে? তা ছাড়া পুলিশকেও তো দোকান-বাজার যেতে হয়। যাক, এবারে তোমাদের অভিযোগটা দায়ের করো।"

বাবলু বলল, "অভিযোগ একটা নয়, অভিযোগ অনেক। ভানুদাসকে সে-রাতে প্রি-প্ল্যান মার্ডার করা হয়েছিল।"

"কোনও সাক্ষী আছে?"

"আছে বইকী! এমন সাক্ষী আছে, যে নিজে চোখের সামনে মার খেতে দেখেছে ভানুদাসকে। তাকে আপনিও চেনেন।"

"কে সে?"

"আমরা ওকে গোলগম্বুজ বলি। ছেলেটা...।"

"হেঁড়ে মাথা। রাস্তায় কাগজ কুড়িয়ে বেড়ায়।"

"আরও একটা এক্সট্রা কোয়ালিফিকেশন আছে ওর।"

"পেটো বাঁধার।"

"ঠিক তাই।"

"আর কিছু?"

"নাগরাজের পোষা গুন্ডারা, মানে তেওয়ারির দলবল অবনীবাবুর মেয়ে বিয়াসকে কিডন্যাপ করবার চেষ্টা করেছিল।"

"আর?"

"দুলারি নামে ওই বস্তিরই একটি দশ বছরের মেয়েকে কিডন্যাপ করেছে ওরা। সুখি নামের একটি কাজের মেয়েরও সন্ধান নেই।"

"ঠিক আছে। তোমাদের এই অভিযোগগুলো একটা কাগজে পরিষ্কার করে লিখে দাও। এবার দেখো, অ্যাকশন নিই কি না। আসলে ব্যাপারটা কী জানো, এই ধরনের লোকেদের পেছনে লাগার জন্য কাউকে-না-কাউকে রুখে দাঁড়াতে হয়। তোমরা এগোও, আমি তোমাদের পুরো মদত দেব। নাগরাজ লোকটা বড্ড বাড় বেড়েছে। এবার ওকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। ওর কোবরার দল আমি ভাঙবই।"

বাবলুরা উঠে দাঁড়াল। বলল, "আমরা তা হলে আসি?"

ত্রিবেদী বললেন, "এক মিনিট।" বলেই ডাকলেন, "বিশু!"

একজন সাদা পোশাকের কনস্টেবল এসে দাঁড়াল।

"ওই যে অবনী মাস্টার আছেন না, ওঁর মেয়েটা স্কুলে যাওয়া-আসা করতে ভয় পাচ্ছে। তুমি কয়েকটা দিন ওর দিকে একটু নজর রেখো তো।"

বিশু চলে যাচ্ছিল।

ত্রিবেদী ডাকলেন, "শোনো, যাওয়ার আগে একবার বস্তিতে গিয়ে তেওয়ারিকে খবর দাও। ওকে বলো, আমি ডেকেছি। এখনই যেন আসে।"

বিশু চলে যেতে ত্রিবেদী বললন, "বেশটি করে ওদের একবার ধাতানি না দিলে দেখছি চলছে না।"

বাবলু বলল, "ধাতানিটা কীরকম, বসে থেকে একটু দেখেই যাই তা হলে।"

"কী হবে? ওসব লোক ভাল নয়। ওদের মুখোমুখি না হওয়াই ভাল।"

"কাল সন্ধেবেলা ওদের মুখোমুখি হয়েই আমরা আপনার কাছে এসেছি।"

"বলো কী?"

"দেখুন না, আমাদের দেখলেই কেমন ভূত দেখার মতো চমকে উঠবে।"

বাবলুরা বেশ কিছুক্ষণ ত্রিবেদীর সঙ্গে খোশগল্পে কাটিয়ে দিতেই ওরা এল।

তেওয়ারি আর মজনু দু'জনেই এসে ঢুকল থানায়।

ভেতরে ঢুকে একবার ওদের দিকে তাকিয়েই তেওয়ারি বলল, "বলুন হুজুর। সক্কালবেলায় তলব করিয়েছেন কেন?"

ত্রিবেদী চোখের ইঙ্গিতে বাবলুদের দেখিয়ে বললেন, "এই ছেলে-মেয়েগুলোকে চেনো?"

"না হুজুর। কখনও দেখিনি।"

ভোম্বল বলল, "মিথ্যে কথা।"

"সত্যি কথা বলছি হুজুর।"

"ভানুদাসকে তোমরাই যে মেরেছ তার প্রমাণ কিন্তু এদের কাছে আছে।"

তেওয়ারি আর মজনু এবার রক্তচক্ষুতে ওদের দিকে তাকাল।

তেওয়ারি বলল, "কী পোরমান আছে? ওরা কি আমাদের মারতে দেখেছে?"

বাবলু বলল, "যদি বলি দেখেছি।"

"হুজুর, এরা মিথ্যে কথা বলছে।"

বিলু বলল, "আমরা সবাই দেখেছি।"

মজনু বলল, "কাল সন্ধেবেলায় তোদের সঙ্গে যে বাঁটুলটা ছিল, সে দেখতে পারে। তোরা নয়। সেইদিন তোরা কোথায় ছিলি? কেউ ছিলি না সেদিন।"

বাবলু হেসে বলল, "দেখছেন তো স্যার, মিথ্যে কথা কারা বলছে? একটু আগেই ওরা আপনাকে বলল আমাদের কখনও দেখেনি। আবার এখন বলছে কাল সন্ধেবেলা আমাদের সঙ্গে যে বাঁটুলটা ছিল তার কথা। সবচেয়ে বড় কথা, ওরা যদি সেদিন স্পটে না থাকবে তা হলে আমাদের অনুপস্থিতির কথা জানবে কী করে?"

ত্রিবেদী হাঁক দিলেন, "যোগিন্দর!"

একজন কনস্টেবল এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

"এদের ভেতরে ঢোকাও।"

মজনু রুখে দাঁড়িয়ে বলল, "কাজটা আপনি ভাল করলেন না দারোগাবাবু। এর ভেতরে কতক্ষণ আটকে রাখবেন আমাদের?"

"বেশিক্ষণ না পারি, কিছুক্ষণ তো পারব।"

তেওয়ারি বলল, "এত সহজে আমরা ধরা দিচ্ছি না তিরবেদীজি। আর এ ভি ইয়াদ রাখবেন, আজ থেকে আপনার সঙ্গে আমাদের বরাবরের দুশমনি হয়ে গেল।" বলেই কনস্টেবলকে বলল, "আগে মাত বাঢ়ো।"

ত্রিবেদী হাঁক দিলেন, "অন্দর ঘুসাও দোনো কো।"

মজনু আর তেওয়ারি দু'জনের হাতেই তখন রিভলভার। তার মানে ওরা তৈরি হয়েই এসেছে।

ওদের ওই ঔদ্ধত্য দেখে ত্রিবেদী স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, "এসব কী?"

বাবলু বলল, "কিছুই না। ওদের বাড়তে দেওয়ার ফল।"

তেওয়ারি বলল, "ভয় নেই দারোগাবাবু, আপনার ওপর গুলি চালিয়ে আমরা ডিসিপ্লিন ব্রেক করব না। শুধু একটাই অনুরোধ, আমাদের চলে যেতে দেবেন। না হলে কিন্তু...।"

মজনু সবার দিকে রিভলভারের নলটা একবার ঘুরিয়ে বলল, "হ্যান্ডস আপ। হাত উঠাও সব। উঁচা করো।"

সবাই হাত তুললেও পাণ্ডব গোয়েন্দারা ততক্ষণে ওদের পালাবার পথে বাধা হয়েছে।

তেওয়ারি বলল, "রাস্তা ছোড়ো।"

জবাবে একটা পেপার ওয়েট সজোরে এসে লাগল তেওয়ারির নাকে। সঙ্গে সঙ্গে রুমালে নাক চেপে বসে পড়ল সে। চোখে যেন অন্ধকার দেখল। গত সন্ধ্যায় গম্বুজের চটির আঘাত সামলে ওঠার আগেই এই আঘাতটা সহ্য করা কঠিন হল ওর পক্ষে।

ভোম্বল যে কখন ওদের অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে তুলে নিয়েছিল পেপার ওয়েটটা, তা কে জানে? একেবারে মোক্ষম ঝাড় ঝেড়েছে সে।

তেওয়ারির অবস্থা দেখে মজনুও আর থাকতে পারল না। সে ভীষণ রেগে ভোম্বলের দিকে রিভলভার তাগ করতেই মি. ত্রিবেদীর রিভলভার শব্দ করে উঠল 'ডিস্যুম'।

গুলিটা লাগল মজনুর কাঁধে।

আশপাশ থেকে আরও দু'-একজন পুলিশ এসে তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। দু'জন অ্যারেস্ট করল তেওয়ারিকে। বাকি একজন মজনুর হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নিতেই সে ওই আহত অবস্থাতেও তাকে কুপোকাত করে একলাফে বেরিয়ে এল থানার বাইরে। তারপর প্রাণপণে দৌড় দিল সামনের পথ ধরে।

ঘটনাটা যেন নাটকের দৃশ্যের মতো হয়ে গেল।

কিন্তু যাবে কোথায় বাছাধন? বিলু তখন সবাইকে টপকে বুলডগের মতো তাড়া করেছে ওকে। বিলুর মনে হল, এই সময় পঞ্চুটা যদি কাছে থাকত, তা হলে কী ভালই না হত! না থাক পঞ্চু। ও-ই বা কম কীসে? ওরা দু'জনেই তখন ছুটছে। সে কী দারুণ ছোটা! যেন দৌড়ের প্রতিযোগিতা হচ্ছে সেখানে। ছুটতে ছুটতে একসময় বিলু প্রায় ধরে ফেলেছে মজনুকে, এমন সময় হঠাৎ কীসে যেন পা হড়কে পড়ে গেল বিলু। আর সেই সুযোগেই উধাও হয়ে গেল মজনুটা।

তেওয়ারিকে ততক্ষণে কয়েদখানায় বন্দি করা হয়েছে। ওর যা অবস্থা তাতে ওকে এবার পুলিশ হাসপাতালে না পাঠালেই নয়।

বিলু ফিরে এলে বাবলুরা আর দেরি করল না। থানা থেকে বিদায় নিয়ে সোজা চলে এল যে-যার বাড়িতে।

দুপুরবেলা শুয়ে শুয়ে কত কী চিন্তা করতে লাগল বাবলু। ওর মনটা এখন পড়ে আছে বিয়াসের দিকে।

ওরা তো জোর দিয়ে ওকে স্কুলে যাওয়ার কথা বলে এল, কিন্তু পথে বেরোলে সত্যিই যদি কোনও বিপদ হয় মেয়েটার? যদিও বাবলুর কথামতো গম্বুজটা আজ সকাল থেকেই নজর রাখবে ওদের বাড়ির দিকে। আর স্কুলে যাওয়া-আসার সময়ও দূর থেকে পিছু নেবে ওর, তবুও সে আর কতদিন? তা ছাড়া ওই এলাকায় গম্বুজও তো নিরাপদ নয়। শত্রুপক্ষের লোকেরা তাকে পেলেই এবার খেয়ে ফেলবে। বিয়াসের নিরাপত্তার জন্যই আজ সকালে ওদের থানায় যাওয়া। পুলিশ ওদের কথা দিয়েছে। দারোগাবাবু বিশু নামের একজন কনস্টেবলকে বিয়াসের ওপর নজর রাখার দায়িত্বও দিয়েছেন। তবুও এতে কি কোনও কাজ হবে? যারা থানার ভেতরে ঢুকে দারোগাকে রিভলভার দেখায় তারা যে কী মারাত্মক, তা বোঝাই যায়। তার ওপর আহত মজনু এখন খ্যাপা বাঘ। সে নিশ্চয়ই এর বদলা নিতে ছাড়বে না। আর এইসবের পর নাগরাজের ভূমিকাই বা কী হবে? চিন্তা করতে করতেই মাথায় যেন ঝিম ধরল বাবলুর।

হঠাৎ একসময় ডোর-বেলটা বেজে উঠল।

পঞ্চু শুয়ে ছিল ছাদে। সে ভৌ ভৌ করে একবার ডেকে উঠেই ছুটে নেমে এল নীচে।

বাবলু দরজা খুলেই অবাক! দেখল একমুখ হাসি নিয়ে গম্বুজের সঙ্গে বিয়াস এসে হাজির। ওর হাতে স্কুলের বইপত্তর।

বাবলু বলল, "এ কী! স্কুলে যাওনি তুমি?"

"কেন যাব না? বুক ফুলিয়ে গেছি। প্রথমটা একটু ভয় ভয় করছিল। তবে গম্বুজদাকে দেখেই মনে জোর পেলাম। আমার বাবার সঙ্গে গম্বুজদার কথা হয়েছে। ও এখন থেকে রোজ আমাকে স্কুলে পৌঁছে দেবে, আর সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।"

বাবলু আনন্দে অভিভূত হয়ে বলল, "আচ্ছা!"

"বিনিময়ে মাসে ষাট টাকা করে নেবে ও।"

"কিছুই না।"

বাবলু ওদের ঘরে ঢুকিয়ে বলল, "এটা খুবই ভাল ব্যবস্থা হয়েছে।"

গম্বুজ বলল, "এবার থেকে আমি ভাবছি আর রাস্তায় রাস্তায় কাগজ কুড়িয়ে বেড়াব না। আমি হব বিয়াসের বডিগার্ড।"

বিয়াস বলল, "জানো বাবলুদা, আমার বন্ধু কাকলি, সুমিতা এরাও বলেছে গম্বুজদা যদি এই কাজটা করে, তা হলে ওরাও ওকে ষাট টাকা করে দেবে।"

বাবলু গম্বুজকে বলল, "যাক, এতদিনে তোর একটা হিল্লে হল তা হলে।"

গম্বুজ বলল, "তা হল। তবে ভাই আমার চাহিদা খুব সামান্য। কাগজ কুড়িয়ে, বোমা বেঁধে যা পাই তাতেই আমার হয়ে যায়। দিনে দশ-বারো টাকা রোজগার করতে পারলেই খুশি হই আমি। এখন থেকে যদি এই কাজ করি আর বোনেদের টিফিনের ভাগ পাই, তা হলেই চলে যাবে আমার। তবে তোরা আমার একটা উপকার কর দিকিনি।"

"কী উপকার, বল।"

"তোদের দু'-একটা পুরনো জামা-প্যান্ট আমাকে দে। এবার থেকে আমি সেগুলো পরে রাস্তায় বেরোব। না হলে এই ভাল ভাল মেয়েদের সঙ্গে এইভাবে কি রাস্তায় বেরনো যায়?"

"ঠিক কথা। তোকে শুধু পুরনো জামা-প্যান্ট নয়, আমরা তোর এমন একটা ড্রেস করিয়ে দেব যা দেখলে সবারই ভাল লাগবে। নেভি-ব্লু রঙের প্যান্ট-শার্ট আর ভাল জুতো-মোজা পরে তুই স্কুলে যাবি আসবি।"

গম্বুজ লাফিয়ে উঠল, "সত্যি বলছিস!"

"তবে না তো কি মিথ্যে?"

গম্বুজ খুশি হয়ে বলল, "অবশ্য আমাকে যারা টাকা-পয়সা দেবে না তারাও যদি আমার সঙ্গে দল বেঁধে আসতে চায় তো আসবে। সবাইকে নেব আমি।"

বাবলু ওর পিঠ চাপড়ে বলল, "গুড। এইরকম উদার মনের পরিচয় সবসময় দিবি। তবে সবাই যাতে তোকে কিছু দেয় সেই ব্যবস্থাও আমরা করে দেব।"

"খুব ভাল হয় তা হলে। তবে এটুকু জেনে রাখিস, কেউ কোনও সময়ে কোনওভাবে যদি আমার বোনেদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে আসে তা হলে এমন শিক্ষা দেব যে...।"

বাবলু বলল, "থাক। মুখের ভাষাটা সংযত রাখবি। সব সময়ে মনে রাখবি ভদ্রসমাজে মিশতে গেলে সংযত হয়ে কথা বলতে হয়। খারাপ ভাষা একদম বলবি না।"

"না, না। বলব না। তবে প্রথম প্রথম দু'-একটা দিন মুখ ফসকে ওইসব বেরিয়ে যাবে কিন্তু।"

"যাতে না বেরোয় সেই চেষ্টা করবি।"

"সাধ করে কি বেরোয়? আজই দ্যাখ না, স্কুলে যাচ্ছি, এক ব্যাটা ফুট কাটছে। বলে কিনা এই শিম্পাঞ্জিটাকে আবার কোত্থেকে ধরে আনল রে! এই কথা শুনলে কার না রাগ হয় বল?"

"রাগবি না। ওই ছেলেদের কাজই হল তোকে রাগিয়ে দিয়ে তোর মুখ থেকে খারাপ-খারাপ কথা শোনা। ওতে ওরা মজা পায় খুব।"

বিয়াস হেসে বলল, "ও তো তখনই রাস্তা থেকে ইট কুড়িয়ে ছুড়তে যাচ্ছিল। আমি বারণ করলাম, তাই।"

বাবলু বলল, "খবরদার। একদম মাথা গরম করবি না। তবে ব্যাপারটা কী জানিস, ওই ছেলেরা বিপজ্জনক নয়। ওরা ভেতরে ভেতরে নাগরাজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেও আসল ভয় হচ্ছে নাগরাজের কোবরা দলকে। তারা যে কখন কোন ফাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ঠিক নেই। সেই সময়টার জন্যই সতর্ক থাকতে হবে তোদের। অবশ্য দলবল থাকলে প্রকাশ্য দিবালোকে বিপদের আশঙ্কাটা খুবই কম।"

বিয়াস বলল, "সেইজন্যই তো আজ বাড়ি থেকে বেরোবার সময় একটা ছুরি নিয়ে বেরিয়েছিলাম। আমার অন্য বন্ধুদেরও বলে দেব তাই করতে।"

বাবলু বলল, "খুব ভাল কথা। এখন যা দিনকাল পড়েছে তাতে কী ছেলে, কী মেয়ে, কারওরই নিরস্ত্র হয়ে পথে বেরনো ঠিক নয়।"

বাবলুর মা পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন। এদের কথাবার্তা শুনে উঠে এলেন এবার। গম্বুজকে এর আগে পথেঘাটে দেখে থাকলেও বিয়াস তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিতা।

মা বললেন, "মেয়েটি কে রে বাবলু?"

"ও বিয়াস।"

"কোথায় থাকে ও? এ-পাড়ায় দেখিনি তো কখনও?"

"ও থাকে চারাবাগানের দিকে। একটা কুখ্যাত দল ওই অঞ্চলে মাথাচাড়া দিচ্ছে। সেই নিয়েই আলোচনা করছি আমরা।"

"তাই! আমি বলি কে রে বাবা! কিছু কি খাবি তোরা?"

বাবলু বলল, "বিয়াস, তুমি বলো। তুমি তো প্রথম এলে আমাদের বাড়িতে। কী তুমি খেতে চাও?"

"বা রে। আমি কী বলব?" বলে বাবলুর মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার কিন্তু খুব খিদে পেয়েছে মাসিমা। সেই কখন দুটো ভাত খেয়ে ভয়ে ভয়ে স্কুলে গেছি।"

"ভয়ে ভয়ে?"

"হ্যাঁ, ভয়ে ভয়ে। চলুন, ভেতরে চলুন। আপনাকে একটু সাহায্যও করি, আর খুলে বলি সব। তা ছাড়া আমি খুব ভাল আলু-পরোটা তৈরি করতে পারি। খাবেন? আপনার বাড়িতে এসে আপনাকেই আমি করে খাওয়াব আজ।"

মা বললেন, "ওমা! এ তো খুব ভাল কথা। এই বয়সে লেখাপড়া ছাড়াও তুমি যে এইসব শিখেছ, এর জন্য তোমার মায়ের অবদান নিশ্চয়ই খুব?"

"তা বলতে পারেন। তবে মোটামুটি আমি সবরকমের রান্নাই করতে পারি। কিন্তু মা আমাকে একদম উনুনের ধারে যেতে দেন না।"

"আজকালকার মেয়েদের মধ্যে এসব গুণ খুব কমই দেখা যায়। এসো, ভেতরে এসো। দেখি, তুমি কেমন কী করতে পারো।"

বাবলু বলল, "তুমি গাজরের হালুয়া তৈরি করতে পারো?"

"এনে দাও না, তারপর দেখিয়ে দেব পারি কিনা।"

বিয়াস বাবলুর টেবিলে বই-খাতা রেখে মায়ের সঙ্গে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

পঞ্চুও অমনই সঙ্গ নিল ওর। বাড়িতে নতুন অতিথি কেউ এলে পঞ্চুর যে কী আনন্দ হয়, তা পঞ্চুই জানে। তার ওপরে সেই অতিথি যদি কোনও মেয়ে হয় তবে তো কথাই নেই। আদরে, সোহাগে একেবারে গলে যায় ও।

বাবলুর ঘরে সোফার ওপর একটু জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল গম্বুজ।

বাবলু বলল, "তুই এমন কুঁকড়ে আছিস কেন? ভাল হয়ে বোস।"

গম্বুজ আরাম করে বসে বলল, "কপালের কী ফের দ্যাখ! রাতারাতি আমি কী থেকে কী হয়ে গেলাম! কালও ছিলাম একজন ছেঁড়া কাগজ কুড়নোওয়ালা। আর আজ একেবারে ভদ্রলোকের ছেলে।"

বাবলু বলল, "ভদ্র-অভদ্র কি কারও গায়ে লেখা থাকে রে! মানুষের ব্যবহারেই তার পরিচয়। তোর কেন ভাল হল জানিস? তোর বৃত্তি তোকে হীন করেনি, তাই। তোর এই মনের জন্যই ভগবান তোর মঙ্গল করেছেন। তবে একটা কথা, এখন থেকে তুইও কিন্তু খুব সাবধানে চলাফেরা করবি। কারণ ওদের নজর এখন তোর দিকেও।"

"সে কি আমি জানি না ভেবেছিস? ভেতরে ভেতরে আমিও তৈরি। কাল রাতেই আমি রং বাহাদুরের কাছে থেকে তার নেপালাটা চেয়ে নিয়েছি। আর জিনিস কয়েকটা যা বানিয়েছি তার একটা ফাটলে রক্ষে নেই। শুধু ওই নাগরাজ শয়তানের ডেরাটা যদি একবার জানতে পারতাম, তা হলে যখন তখন গিয়ে আচমকা দু'-একটা এমন ঝেড়ে আসতাম যে, রাতের ঘুম মাথায় উঠে যেত ওর।"

বাবলু বলল, "দ্যাখ গম্বুজ, ছেঁড়া কাঁথার মতো যে-পথ একবার ছেড়ে এসেছিস সে-পথে আর ফিরে যাস না। ওসব কাজ আর নয়। ভুলে যা ওইসব।"

"কিন্তু বাবলু, কোবরা দল যতদিন টিকে থাকবে ততদিন তো ওসব ভুললে চলবে না। শুধু একটা নেপালা নিয়ে কি ওদের সঙ্গে লড়া যাবে? আমি ওদের স্কুল যাওয়ার পথের ধারে এমন এমন জায়গায় এক-আধটা করে লুকিয়ে রেখেছি যাতে দরকার হলেই ঝেড়ে দিতে পারি। আমার বোনেদের ওপর কেউ হামলা করতে এলে আমি জান নিয়ে পালাতে দেব না তাকে।"

"সর্বনাশ! এতে যদি হিতে বিপরীত হয়? না জেনে কেউ যদি হাত দেয় ওতে, বা আচমকা ফেটে যায়, তা হলে তো সাধারণ মানুষের বিপদ হবে। ও তুই সরিয়ে ফ্যাল গিয়ে।"

গম্বুজ এ-কথার উত্তর না দিয়ে গোঁজ হয়ে বসে রইল।

বাবলু বলল, "যা করবি ভেবেচিন্তে করবি। আমি এখন ভাবছি কী জানিস? এদের এই কোবরা দলের হদিস কী করে পাওয়া যায়! তেওয়ারি আর মজনু সকালবেলা যেভাবে দারোগাকে রিভলভার দেখাল তাতে রীতিমতো দমে গেছি আমি। বিশেষ করে তেওয়ারি ফ্যামিলিম্যান। তার এই দুঃসাহস হয় কী করে?"

ওরা যখন বসে বসে এইসব আলোচনা করছে তেমন সময় হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল সশব্দে।

বাবলু গিয়ে রিসিভার তুলে 'হ্যালো' করতেই উত্তর এল, "থানা থেকে বলছি।"

এই কণ্ঠস্বর বাবলুর চেনা। বলল, "ইনস্পেক্টর বর্মন?"

"হ্যাঁ।"

"বলুন স্যার, কী বলবেন?"

"আজ সকালে তোমরা চারাবাগানের দিকে গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। কেন বলুন তো?"

"খুব সিরিয়াস ব্যাপার হয়ে গেছে। তোমরা চলে আসার কিছু পরেই একদল লোক ডায়েরি লেখানোর অছিলায় থানায় ঢুকে লকআপ থেকে তেওয়ারি নামের একজনকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় তারা এমন বেপরোয়াভাবে গুলি চালায় যে, দু'জন কনস্টেবলসহ মি. ত্রিবেদী গুরুতর আহত হন। ত্রিবেদীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে।"

বাবলু বলল, "সকালের ঘটনাটা আপনি শুনেছেন?"

"শুনেছি। ওরা নাকি সকালেই রিভলভার দেখিয়ে মি. ত্রিবেদীকে থ্রেট করেছিল।"

"আমরা তখন ছিলাম।"

"যাই হোক, বি কেয়ারফুল। তোমরা কিন্তু খুব সাবধানে থাকবে।"

"অবশ্যই। আমরা এও জানি, এটা কোবরা দলেরই কাজ।"

"আমরাও জানি। এই কুখ্যাত দলটার দরুণ বদনাম আছে।"

"আপনারা চেষ্টা করুন যাতে ওই দলটাকে ফাঁদে ফেলা যায়। ওই বিষাক্ত নাগরাজকে খুঁজে বের করে অ্যারেস্ট করুন।"

"সে-চেষ্টা কি আমরা করছি না? কিন্তু পাব কোথায় তাকে? দল মজবুত হওয়ার পর থেকেই তার নাগাল পায়নি কেউ। ওসব লোকের কোনও নির্দিষ্ট ডেরাও থাকে না। তবে মনে কোরো না পুলিশ এই ঘটনার পর নীরব থাকবে। এর উপযুক্ত জবাব আমরা দেবই।"

"ওর একটা ঠেকের সন্ধান অবশ্য আমি জানি।"

"এই ব্যাপারে আমি পরে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব। এখন একটু জরুরি কাজে বেরোতে হচ্ছে আমাকে।"

"আমরা কি দেখা করব আপনার সঙ্গে?"

"না, না। আমিই সময়মতো যাব।"

বাবলু ফোন রেখে থমথমে মুখে আবার এসে বসতেই বিয়াস ঘরে ঢুকল। দুটো বড় বড় কাচের ডিশে গরমাগরম আলু-পরোটা। একটাতেই ভাল ঘিয়ের হালুয়া। ওদের দু'জনের দিকে দুটো ডিশ এগিয়ে দিয়ে বলল, "এগুলো খাও। পরে চা নিয়ে আসছি।"

গম্বুজ খাবার টেনে নিলেও বাবলু কী যেন ভাবতে লাগল।

বাবলু ওর কথার উত্তর দিল না দেখে বিয়াস বলল, "কী ব্যাপার! তুমি হঠাৎ এত গম্ভীর হয়ে গেলে যে?"

বাবলু বলল, "তুমিও এইবেলা খেয়ে নাও। আর দেরি কোরো না। চলো, আমরা সবাই মিলে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

মুখটা কেমন শুকিয়ে গেল বিয়াসের। বলল, "কেন, এত তাড়া কেন? খারাপ কোনও খবর আছে?"

"রাস্তায় যেতে যেতে বলব।"

"তবু শুনিই না?"

"কোবরা দল তোমাদের এলাকার থানা আক্রমণ করেছে। লকআপ ভেঙে তেওয়ারিকে সরিয়ে নিয়ে গেছে ওরা। আর এমন গুলি চালিয়েছে যে, মি. ত্রিবেদী আশঙ্কাজনক অবস্থায় একটি নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছেন।"

বিয়াস দারুণ ভয় পেয়ে বলল, "কী হবে তা হলে?"

"কী আবার হবে! এইবারই তো শুরু হবে আসল কাজ। প্রয়োজনে সব জায়গার পুলিশকেই আমরা সবসময় কাছে পাব এবার। সাপের লেজে পা যখন পড়েছে সাপ তখন ছোবলাবেই। প্রশাসন কি ছেড়ে দেবে ভেবেছ? ওই বস্তির লোকেদের মুখ থেকেই এবার বেরিয়ে যাবে নাগরাজের খবরাখবর। ভানুদাসের অকালমৃত্যু ব্যর্থ হবে না।"

বিয়াস নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইল।

বাবলু আর গম্বুজ খুব দ্রুততার সঙ্গে খেতে লাগল আলু-পরোটা।

মা তখন কেটলিতে করে চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

আর ঠিক সেই সময়ই বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও হাজির।

বাবলু বলল, "এসেছিস, ভালই হয়েছে। একটু পরে আমিই যাচ্ছিলাম তোদের কাছে। চল, সবাই মিলে বিয়াসকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

বিলু বলল, "খবর কিছু শুনেছিস?"

"কীসের খবর?"

"এই ধর, আজকের সকালবেলাকার ঘটনার ব্যাপারে?"

"শুনেছি। একটু আগেই মি. বর্মন আমাকে ফোন করেছিলেন। তাঁর মুখেই শুনলাম তেওয়ারিকে ওরা লকআপ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আর মি. ত্রিবেদী এখন আশঙ্কাজনক অবস্থায় একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন আছেন।"

বিলু হেসে বলল, "এই। ও তো পুরনো খবর। আসল খবর তা হলে শুনিসইনি।"

বাবলু খাওয়া বন্ধ রেখে উৎকণ্ঠিত হয়ে বিলুর দিকে চেয়ে বলল, "আসল খবর মানে?"

"তেওয়ারি আর মজনুর লাশ এই একটু আগে ওই বস্তির ভেতরে ওদেরই ঘরের সামনে শুইয়ে রেখে গেছে ওরা।"

খাওয়া মাথায় উঠল তখন। "হোয়াট?" বলে উঠে দাঁড়াল বাবলু। তারপর সন্দিগ্ধ চোখে একবার সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোরা এ-খবর কোথায় পেলি?"

বিলু কাঁচুমাচু মুখে বলল, "তুই রাগ করিস না বাবলু। একটু আগে ভোম্বলকে নিয়ে সাইকেলে চেপে আমিই একবার ওদিকে গিয়েছিলাম। ইচ্ছেটা এই, দূর থেকে বস্তিটাকে একটু নজরে রাখা। তার কারণ আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলাম না কীসের জোরে তেওয়ারি আর মজনু আজ সকালে থানায় ঢুকে দারোগাকে রিভলভার দেখাল! কোবরা দলের লোকেরা কেউ এসে এ-কাজ করলে আমি চমকাতাম না। কিন্তু ওই বস্তিতে বাস করে ওই এলাকারই থানায় ঢুকে দারোগাকে থ্রেট করা কতখানি দুঃসাহসী ব্যাপার বল তো?"

বাবলু বলল, "এই একটা ঘটনাই তো সারাদিন আমার মনের মধ্যে ভীষণভাবে তোলপাড় করছে। তবে কাজটা কিন্তু তোরা ভাল করিসনি। আমাকে একবার জানিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।"

"তুই আমাকে ক্ষমা কর বাবলু। আসলে মজনুটাকে অত তাড়া করেও ধরতে না পেরে মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল।"

"তা হলে ব্যাপারটা বোঝ। আমরা দলছাড়া হলে কোনও কাজই সফল হয় না।"

"তা ঠিক। তবে আমরা তো সবাই ছিলাম তখন।"

"পঞ্চু ছিল কি? পঞ্চু থাকলে নিশ্চয়ই পালাতে পারত না বাছাধন।"

"ঠিক বলেছিস তুই।"

"যাক, তেওয়ারি আর মজনুর মৃত্যুতে বস্তির লোকেদের প্রতিক্রিয়াটা কী দেখলি?"

"বস্তিতে ঢোকার আগেই ওইরকম একটা খবর শুনে আর ভেতরে ঢুকিনি আমরা। তবে এটুকু শুনেছি, নাগরাজের কোবরা দলই করেছে এই কাজ। কেন না ডেডবডির বুকে ওরা একটা করে সাপের ছবি আঁকা কাগজ রেখে গেছে। তাতে লেখা আছে 'বুরবাকি কা ইনাম।' অর্থাৎ বোকামির পুরস্কার।"

"তার মানে দারোগাকে রিভলভার দেখানোর ব্যাপারটা নাগরাজ মেনে নেয়নি।"

বাবলু বলল, "নাগরাজের মতো ধুরন্ধর লোক এই মাথা-মোটা লোকদুটোকে নিয়ে যে এতটা মাথা ঘামাল কেন, কিছু বুঝতে পারছি না। এতে তো এই এলাকার ইমেজ ওর একেবারেই নষ্ট হল। যেমন এরপর বস্তির লোকেরা ওর সহযোগী হবে না। পাড়ার মস্তানরা বা অন্য প্রভাবশালীরাও খেপে যাবে ওর ওপর। পুলিশও এদের মাধ্যমে অনেক খবরাখবর পাবে।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু একান্ন হাজার টাকা চাঁদা বন্ধ হওয়ার ভয়ে পাড়ার ছেলেরা কি ওর বিরুদ্ধাচরণ করবে? মনে হয় না।"

বিলু বলল, "তা হয়তো করবে না। কিন্তু পুলিশি তদন্তের চাপে অনেক কিছু স্বীকার তো করবে? হয়তো জানা থাকলে কেউ ওর ঘাঁটির সন্ধানটাই দিয়ে দেবে।"

বাবলু বলল, "এত সোজা নয়। ঘাঁটির সন্ধান কেউ জানলে তো দেবে। একবার হয়তো বস্তিটা কেনার পর এসে দেখা করেছিলেন মহাপ্রভু। তারপরে যা কিছু হয়েছে সবই দালাল মারফত। তেওয়ারি, মজনু, ছোকু, মদন, এরা হয়তো বিনা ভাড়ায় এখানে বাস করত, আর ওর পাপকাজে সাহায্য করত। মূল কোবরা দলের সঙ্গেই হয়তো পরিচয় ছিল না ওদের।"

বিলু বলল, "তা অবশ্য হতে পারে।"

বাবলু বলল, "আমার কী মনে হচ্ছে জানিস? এদের দু'জনকে মেরে নাগরাজ হয়তো এখান থেকে ওর পাততাড়ি গোটাতে চাইছে। ওরা দু'জনে বোকার মতো যা করল তার ফলে ওর পক্ষে এখানে রাজত্ব করা এবারে অসম্ভব। কেন না, পুলিশ প্রশাসনকে বিব্রত করে কেউই নিশ্চিন্তে থাকতে পারে না। তবে একটা কথা, ও যত বিষাক্ত সাপই হোক না কেন, আর যেখানেই লুকোক, ওর গর্ত থেকে ওকে টেনে বের আমরা করবই।"

বিচ্ছু এবার নিছক কৌতূহলবশেই বিলুকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আমাদের পরিচিত কোনও পুলিশ অফিসার সেখানে ছিল?"

"পরিচিত-অপরিচিত কেউই ছিল না। খবর পাবে তবে তো যাবে!"

বাবলু হঠাৎ খাওয়া ফেলে শিরদাঁড়া টান করে বলল, "আর একটুও দেরি নয় তা হলে। পুলিশ আসার আগেই আমাদের যেতে হবে ওখানে। না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "আমরাও যাব তো?"

"সবাই যাবি। কেন না, দলছুট থাকলে অনেক সময় হাতের মাছও ফসকে যায়। তাই সবাইকেই যেতে হবে।"

পঞ্চু ছিল রান্নাঘরে। বোধ হয় আলু-পরোটা খাচ্ছিল। বাবলুর কথার মর্ম বুঝেই ছুটে এল 'ভৌ-ভৌ' করে।

বাবলু বলল, "তুইও যাবি পঞ্চু। এখন তুই তো আমাদের ভরসা। তোর ওপরই নির্ভর করছে আজকের এই অভিযান।" বলেই জামা-প্যান্ট বদলে চকিতে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নিল। তারপর পিস্তলটা যথাস্থানে রেখে বলল, "আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। শিগগির চল। দেরি করলেই সর্বনাশ!"

মা বললেন, "তোরও যেমন। সর্বনাশের আর বাকি রইল কী? মেয়েটার খিদে পেয়েছে বলল, কিছুই তো খেল না সে।"

"তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে বলো। চটপট। সবাই একটু করে খেয়ে নিক। খুব তাড়াতাড়ি। পুলিশ যাওয়ার আগেই গিয়ে পৌঁছতে হবে আমাদের।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "কেন বাবলুদা?"

"ভীষণ একটা ব্যাপার হতে চলেছে।"

বিয়াস খেতে খেতেই বলল, "কী হতে চলেছে, বলোই না গো।"

"সে তুমি বুঝবে না। যা হতে চলেছে তার নাম কেলেংকারি ব্যাপার। ভগবান করুন, তা যেন না হয়। তবে আমার অনুমান মিথ্যে হবে বলে মনে হয় না।"

ওরা সবাই খুব তৎপরতার সঙ্গে যে যা পারল খেয়ে নিল। তারপর একটুও দেরি না করে একেবারে রাস্তায়।

বাবলু ভীষণ উত্তেজিত। উত্তেজনায় থমথম করছে ওর মুখ।

বিলু বলল, "ব্যাপারটা কী, খুলে বল দেখি? তুই কি ভয়ংকর কিছুর আশঙ্কা করছিস?"

"এত অভিযানের পর এও বলে দিতে হবে তোকে? বুঝতে পারছিস না টোপটা কীসের? নরখাদক বাঘ শিকার করবার জন্য যেমন গোরু-মোষ একটা কিছু বেঁধে রেখে শিকারি বসে থাকে টঙে, তেমনই নাগরাজেরও এটা একটা টোপ। তেওয়ারি আর মজনুকে খুন করে তাদের লাশদুটো বস্তিতে রেখে যাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই দৃশ্য দেখার জন্য লোকের ভিড় বাড়ানো, পুলিশ প্রশাসনকে ডাকিয়ে আনা, তারপর...।"

"থাক। আর বলতে হবে না। এবার বুঝতে পেরেছি তুই কী বলতে চাস!"

ভোম্বল বলল, "এইরকম একটা সম্ভাবনার কথা মনেও হয়নি কারও।"

বাচ্চু বলল, "আমাদের না হোক, বাবলুদার তো হয়েছে।"

বিচ্ছু বলল, "ঘটনার গতি যেরকম, তাতে এইটাই হবে। হতে বাধ্য।"

বাবলু একটু গম্ভীর হয়ে গম্বুজকে বলল, "তুই কিছু বুঝতে পারলি গম্বুজ, আমরা কীসের আশঙ্কা করছি?"

গম্বুজ বলল, "তোদের মতো লেখাপড়া না শিখলেও বুঝতে আমি পেরেছি। তবে একটু আগে যদি বলতিস তা হলে চুনমুনটাকেও নিয়ে আসতাম। এখন আমাকে কী করতে হবে বল?"

"তোকে যে-কাজটা করতে হবে সে-কাজ আমাদের দ্বারা হবে না। তুই পঞ্চুকে ফলো করবি। ওটা কাছাকাছিই কোথাও থাকবে। চোখে পড়লেই নিষ্ক্রিয় করে দিবি।"

"দ্যাখ বাবলু, আমি ছোটখাটো জিনিসের মাস্টার। ওই বড় বড় জিনিসের ব্যাপারস্যাপারগুলো ঠিক বুঝি না। তবে ওই বস্তির পেছন দিকে একটা পুকুর আছে, আমি ওটা সেখানে ফেলে দিতে পারব।"

"তা হলেও হবে।"

"কিন্তু ধর, যদি তোর অনুমান মিথ্যে হয়?"

"সেটা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যেহেতু এখানে নাগরাজ, সেহেতু একটা ছোবলের আশঙ্কা এখানে থেকেই যায়।"

ওদের কথাবার্তা শুনে ভয়ে শিউরে উঠল বিয়াস। বাবলুর একটা হাত শক্ত করে ধরে বলল, "তাই যদি হয়, তা হলে আপদ চুকে যাক। তোমরা আর এর মধ্যে মাথা গলিয়ো না। কী হবে ওইসব ঝুট ঝামেলায় গিয়ে?"

"সে কী! তা হলে তোমার ব্যাপারেই বা আমরা মাথা গলাব কেন? কাল থেকে তা হলে নিজের দায়িত্ব তুমি নিজেই নিয়ো।"

বিয়াসের মুখটা ম্লান হয়ে গেল। বলল, "তোমরা আমাকে ভুল বুঝো না। আমি কেন ভয় পাচ্ছি জানো? যদি তোমরা ওখানে যাওয়ার পরই ওই দুর্ঘটনা ঘটে!"

"তা হলে মরব। মানুষ তো মরবার জন্যই জন্মায়। কিন্তু যেখানে একসঙ্গে অনেক মানুষের জীবন বিপন্ন, সেখানে তো চুপ করে থাকা যায় না। এটাই আমাদের কাজ।"

"আমাকেও তা হলে সঙ্গে নাও তোমাদের।"

"তা হয় না বিয়াস। উচ্ছ্বাসের মাথায় কোনও কিছু করতে এসো না। তা ছাড়া অনভ্যস্ত তুমি। এই সঙ্গিন মুহূর্তে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বিপদের বোঝা আমরা বাড়াব না। এখন তুমি ঘরে যাও, পরে আমরা যোগাযোগ করব তোমার সঙ্গে।"

বাবলু জোর করেই বিয়াসকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বস্তির কাছে এল। ভীত, সন্ত্রস্ত মানুষের জটলা তখন চারদিকে। বাবলুরা বস্তিতে ঢুকে একবার গিয়ে দেখে নিল ডেডবডি দুটো। রাস্তার ওপর পাশাপাশি শুয়ে আছে তেওয়ারি ও মজনু। সেই মরদেহ ঘিরে সে কী দারুণ উত্তেজনা! ওদের আত্মীয়স্বজনদের বিলাপের সুরে চোখে যেন জল আসে। যতই দুষ্ট হোক, তবু মানুষ তো! দু'জন বন্দুকধারী পুলিশ ভিড় হটাতে ব্যস্ত। পুলিশের বড়কর্তারা তখনও এসে পৌঁছননি কেউ।

বাবলুর নির্দেশমতো পঞ্চু তখন মাটি শুঁকে সর্বত্র ছুটোছুটি করছে, আর গম্বুজ তার হেঁড়ে মাথাটা নিয়ে যেখানে জঞ্জাল, যেখানে আবর্জনা সেখানেই হাতড়াচ্ছে।

তাই দেখে কয়েকজন বস্তিবাসী হাঁ-হাঁ করে তেড়ে এল ওদের দিকে। একজন বলল, "সেই শয়তান ছেলে-মেয়েগুলো আবার এসেছে রে! এরাই যত নষ্টের মূল।"

আর একজন বলল, "এদের সঙ্গে সেই বাঁটুলটাও রয়েছে দেখছি। ওরে এই হেঁড়ে-মাথা! কী করছিস এখানে? লুটপাটের মতলব আছে নিশ্চয়ই?"

বাবলু এবার রুখে দাঁড়াল ওদের দিকে। বলল, "আমরা যা করছি করতে দিন। আমাদের কাজে বাধা দেবেন না। এক পাও এগোবেন না কেউ।"

আর-একজন একটা লাঠি নিয়ে তেড়ে এল, "তবে রে বিচ্ছু বদমাশ। দাঁড়া তোদের মজা দেখাচ্ছি। কাল কিছু বলিনি, কিন্তু আজ ছাড়ব না।" লোকটাকে লাঠি নিয়ে ছুটে আসতে দেখেই পঞ্চু ভীষণ গর্জনে তেড়ে এল ওদের দিকে। তারপর হাঁকডাক করে এমন তাড়া লাগাল যে, কামড়ের ভয়ে যে যেদিকে পারল পালাল। তেওয়ারির দজ্জাল বউটা তখন কান্না ভুলে যা নয় তাই বলে গালাগালি করতে লাগল ওদের।

আর সেই মুহূর্তে উল্লাসে চিৎকার করে উঠল গম্বুজ, "পেয়েছি, পেয়েছি। বাবলু শিগগির আয়।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই ছুটে গেল সেইদিকে।

এতক্ষণে দেখা গেল দু'জন লোককে সাহস করে এগিয়ে আসতে।

"কী পেয়েছ! কী পেয়েছ গো তোমরা?"

বাবলু চোখদুটো বড় বড় করে বলল, "সাত রাজার ধন এক মানিক। নেবেন নাকি আপনারা? অ্যাত্ত বড় একটা সোনার তাল।"

"সোনার তাল! কই দেখি, দেখি! ওরে বাবা, সোনার তাল যে চোখেও দেখিনি কখনও।"

এবার আরও অনেকেই ছুটে এল, "কই, কোথায় তোমাদের সোনার তাল? একবার দেখাও না!"

কে যেন একজন বলল, "তাই তো বলি, ভদ্রলোকের ছেলেরা হঠাৎ বস্তিতে কেন, নিশ্চয়ই কোনও গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে।"

সবাই এলে বাবলু অঙ্গুলি নির্দেশে দেখিয়ে দিল, "ওই, ওই যে ওখানে। ওই আপনাদের সোনার তাল।"

দেখামাত্রই শিউরে উঠল সকলে।

যারা চেনে তারা সভয়ে পিছিয়ে এসে বলল, "কী সাংঘাতিক। এ-জিনিস এখানে কেন?"

বাবলু বলল, "এই জিনিসই তো এখানে থাকবে। এখানে তো ভানুদাসের মতো খাঁটি সোনার জায়গা হবে না। এইসব সোনা জায়গা করে নেবে এখানে। এখন কী করবেন করুন।"

একটা আতঙ্ক এসে যেন ধীরে ধীরে গ্রাস করল বস্তিবাসীদের।

ওদেরই মধ্যে যারা একটু সক্রিয়, তারা নিষ্ক্রিয় করে দিল বিস্ফোরকটাকে। তারপর সবাই মিলে সেটাকে রেখে এল পেছনের পুকুরে কচুরিপানার জঙ্গলে। হাতের কাছেই রাখল। যাতে পুলিশ এলে দেখাতে পারে।

সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল ওদের। বলল, "আমরা তোমাদের ভুল বুঝেছিলাম ভাই।"

বাবলু বলল, "ভুল বোঝাই স্বাভাবিক। তবে একটা কথা, এখনও কিন্তু নিশ্চিন্ত হওয়ার কিছু নেই। কেন না, এইরকম মারাত্মক জিনিস যে এই বস্তির ভেতরে আরও দু'-একটা নেই, তাই বা কে বলতে পারে? আপনারা সবাই মিলে এবার হারিকেন-টর্চ হাতে খুঁজতে থাকুন চারদিকে। দু'-একজন থানায় গিয়ে পুলিশকে জানান। ওরা এসে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করুক। আর বাড়ির লোকজনদের বলুন তারা যেন এই মুহূর্তে বস্তির বাইরে চলে যায়। আপনারা আপনাদের কাজ করুন, আর পালা করে দিনরাত পাহারা দিন এখানে।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ।

ভয় এমন জিনিস যে, চোখের পলকে বস্তি সাফ।

তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। আর সেই অন্ধকারে হঠাৎ বিকট চিৎকার করে কী যেন দেখে উল্কার গতিতে ছুটে গেল পঞ্চু। সে কী ভীষণ রূপ তার! পঞ্চুর তখনকার সেই বিক্রম দেখে মনে হল, বাঘও বুঝি ওর চেয়ে অত ভয়ংকর নয়।

এর পর অনেক পুলিশ এল। দলে দলে। দু'-তিন গাড়ি ভর্তি পুলিশ। বড় বড় অফিসাররা এলেন। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মুখে সব কথা শোনার পর অনেক তদন্ত হল। মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেই বোমা, বারুদ, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সব বেরিয়ে এল বস্তিবাসী অনেকের ঘর থেকে। তবে অন্য কোনও ওই

ধরনের বিস্ফোরক কিছু আর পাওয়া গেল না। এই তদন্তে দশ-বারোজনকে গ্রেফতার করা হলেও ছোকু আর মদনকে দেখতে পেল না কেউ। এই দু'জন যুবক যেন বস্তিবাসীদের ভেতর থেকে রহস্যময়ভাবে উধাও হয়ে গেল।

কিন্তু পঞ্চুই বা গেল কোথায়? সেই যে গেল আর তো ফিরল না। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মনের অবস্থা তখন সাংঘাতিক। একটা ভয়ের মেঘ যেন ওদের মনের মধ্যে ঘনিয়ে এল। এমন তো হয় না কখনও। তবে কি নাগরাজের বিষ-নিশ্বাস পঞ্চুর ওপর দিয়েই গেল? ওরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে চারদিকে তন্নতন্ন করে খুঁজেও পঞ্চুর দেখা পেল না। সবশেষে ভারাক্রান্ত মন দিয়ে গম্বুজকে বিদায় দিয়ে সে-রাতের মতো ঘরে ফিরল সবাই। বাবলুর দু' চোখে এখন ক্রোধের অগ্নিশিখা। পঞ্চুর কিছু হলে এই এই ক্রোধানলে শুধু নাগরাজ কেন, ওর কোবরা দলের গুন্ডারাজকেও ছারখার করে দেবে ওরা।

॥ ৪ ॥

এক অস্থির উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগল বাবলু। মা-ও কেঁদে-কেঁদে সারা হলেন। পঞ্চুর অভাবে এই বাড়িতে এখন শোকের ছায়া। কারও খাওয়া-দাওয়াও হয়নি পর্যন্ত। পঞ্চুকে উপোসি রেখে কোনও কিছু কি মুখে দেওয়া যায়! বাবলু গালে হাত দিয়ে শুধু ভাবছে, ভাবছে আর ভাবছে।

ঘড়ির কাঁটায় বারোটা। বাবাকে দুর্গাপুরে একটা 'কল' করবে বলে উঠে দাঁড়াতেই টেলিফোনটা বেজে উঠল।

বাবলু রিসিভার উঠিয়ে 'হ্যালো' করতেই এক অপরিচিত কণ্ঠস্বর কানে এল, "হ্যালো মাই বয়, হাউ আর ইউ?"

"হু আর ইউ?"

"হামকো পয়ছানা নেহি?"

"না। এমন কণ্ঠস্বর কখনও শুনেছি বলেই মনে হয় না। আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন?"

"কোবরা হাউস, ফ্রম...।"

"ও। আপনিই তা হলে সেই কুখ্যাত কোবরা! তা হঠাৎ আমাকে কী মনে করে?"

"আরে দোস্ত! আমি সবসময় হিরো-মস্তানদের আমার কোবরা গ্রিটিংস জানাই। তোমরা সত্যিকারের সাহসী ছেলে-মেয়ে। কিন্তু একটা কথা জানিয়ে রাখি, আমি হলাম নাগরাজ কোবরা। তুম সব হামারা ধান্দা ছোড় দো।"

বাবলু বলল, "আমাদের অনেক কাজ। আমরা আপনার ধান্দা করছি এ-কথা কে বলল? আপনার ধান্দা তো পুলিশ করবে।"

"আরে পুলিশ হামারা ক্যা করেগা। লেকিন তুমহারা বারেমে হামারা পাশ কুছ খবর আয়া। হামারা পুরা প্ল্যান খতম কর দিয়া তুমনে। লেকিন ইয়াদ রাখো, দিস ইজ ইয়োর লাস্ট ওয়ার্নিং। তুম আউর এক কদম বাড়োগে তো হামারা সাথ দুশমনি পাক্কা হো যায়েগা।"

"মি. নাগরাজ! আপনার মতন লোকের কাছ থেকে আমরা দুশমনিই চাই। দোস্তি নয়। আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও ভানুদাসের হত্যার বদলা আমরা নেব। আপনার বিষদাঁত আমরা ভাঙবই।"

"তা হলে এইবার তোমরা মৃত্যুর জন্য তৈরি হও। নাউ প্রিপেয়ার ফর ইয়োর লাস্ট মোমেন্ট।"

"ওই একই পথের পথিক হওয়ার জন্য আপনিও তৈরি থাকুন মি. নাগরাজ। মনে রাখবেন, আমরাই আপনার নিয়তি। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড?"

"ও, ইয়েস। আয়্যাম দ্য গ্রেট নাগরাজ কোবরা। মাই নেম ইজ নাগ্নারাজা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।"

বাবলু কঠিন গলায় বলল, "বোকা! রিমেম্বার দ্যাট, উই আর অল কার্বলিক অ্যাসিড।"

"আই হেট ইউ অল।"

"ফুঃ।" বাবলু রিসিভার নামিয়ে রাখল।

মা কখন যেন ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, "কে রে? কে কথা বলছিল তোর সঙ্গে?"

"ও তুমি চিনবে না মা।"

"সত্যি করে বল, আমি কিন্তু সব শুনেছি।"

"শুনে ভয় পাবে না তো?"

"আমি না তোর মা!"

"নাগরাজ কোবরা।"

মা শিউরে উঠলেন, "বলিস কী রে?"

"কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না লোকটা আমার ফোন নাম্বার পেল কী করে?"

এমন সময় হঠাৎ দরজায় দুমদাম আওয়াজ।

বাবলু পিস্তলটা হাতে নিয়েই দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "কে?"

"বাবলু! শিগগির দরজা খোল। আমি গম্বুজ।"

বাবলু দরজা খুলেই বলল, "কী ব্যাপার? এত রাতে কী হল তোর?"

গম্বুজ ঘরে ঢুকেই হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "পঞ্চু।"

"পঞ্চু! কোথায় পঞ্চু!"

"দেখবি আয়, কী কীর্তি করেছে সে।"

বাবলুর মনে আনন্দ আর ধরে না। আনন্দের উচ্ছ্বাসে কী যে করবে সে, তা ভেবে পেল না। সঙ্গে সঙ্গে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে টেলিফোনে খবরটা সবাইকে দিয়ে দিল। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সবাইকে।

বিলু আর ভোম্বল বলল, "তুই একটু অপেক্ষা কর বাবলু, আমরা এখনই যাচ্ছি। আমরা না যাওয়া পর্যন্ত যেন চলে যাস না।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা। তবে এই রাতদুপুরে বাচ্চু-বিচ্ছুকে আসতে মানা করিস।"

কিন্তু করলে কী হবে? বাচ্চু-বিচ্ছুই সবার আগে এল। তারপরে বিলু আর ভোম্বল।

মা বললেন, "খুব সাবধানে যাবি কিন্তু তোরা।"

বাবলু বলল, "আমরা দারুণভাবে তৈরি।"

ওরা রাস্তায় নেমে টর্চের আলোয় পথ দেখে গম্বুজের সঙ্গে এ-পথ সে-পথ করে এগিয়ে চলল।

বাবলু বলল, "এবার বল তো পঞ্চুর সন্ধান কী করে পেলি?"

"হুঁ হুঁ বাবা। সে ভারী মজার ব্যাপার।"

বাবলু বলল, "ব্যাপারটা কী, শুনি তা হলে।"

গম্বুজ বলল, "ওখান থেকে ফিরে আসার পর ঘরে এসেও মনটা স্থির হচ্ছিল না। পঞ্চুর জন্য আমারও মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া কেউ না দেখুক আমি তো দেখেছি তোর চোখদুটো ছলছল করছিল কীরকম। তা মালোপাড়ায় আমার এক বন্ধু আছে, তার নাম গণশা। সে রিকশা চালায়। হঠাৎ মনে হল ওর ওখান থেকে একটু ঘুরে আসি। মনে হতেই চুনমুনটাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমি। কাঁধের ঝোলাটাও সঙ্গে নিলাম।"

"ঝোলাটাকে নিলি কী জন্য?"

"দ্যাখ বাবলু, তুই আমার গুরু। তুই আমাকে সাবধানে থাকতে বলেছিস, তাই ওটাকে নিতেই হল। ওর ভেতরে এমন দু'-একটা জিনিস ভরা আছে না, যা দেখলে যমের দূতরাও আমাকে দেখে সাবধান হবে।"

"তারপর কী হল বল।"

"তা আমার বন্ধু গণশার আবার একটু রস খাওয়ার শখ ছিল। তাই আমরা দু'জনে গেলাম লালজলায় খেজুরের রস চুরি করতে। গিয়েই দেখি পঞ্চু।"

"পঞ্চু! পঞ্চু ওখানে কী করছিল?"

"আমরা তো এসে গেছি, গেলেই দেখতে পাবি। আমি গনশাকে বিদায় দিয়ে চুনমুনকে পঞ্চুর কাছে বসিয়ে রেখেই ছুটে এসেছি তোদের কাছে।"

বিলু খুশি হয়ে বলল, "ভাগ্যে তুই গিয়েছিলি। না হলে কি এত সহজে পঞ্চুর খবর পেতাম?"

গম্বুজের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই ওরা লালজলার ধারে এল। বড় বড় কচুরিপানায় ভর্তি জলায় এসেই ওরা দেখল সেই অন্ধকারে জলার দিকে তাকিয়ে পঞ্চু আর চুনমুন চুপ করে বসে আছে। ছিপ ফেলে মাছ ধরবার সময় লোকেরা যেমন ফাতনার দিকে নজর রেখে বসে থাকে, ওরাও ঠিক সেইভাবেই তাকিয়ে আছে পানাগুলোর দিকে। একটু কিছু নড়ে উঠলে দু'জনেই ছুটে যাচ্ছে সেইদিকে।

বাবলু গিয়েই ডাকল, "পঞ্চু!"

গম্বুজ ডাকল, "চুনমুন!"

চুনমুন লাফিয়ে এসে গম্বুজের কাঁধে চড়লেও পঞ্চু কিন্তু এল না। সে একবার সকলের দিকে তাকিয়ে দেখে ঘন-ঘন লেজ নেড়ে নিজের কাজে মন দিল।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার বল তো?"

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই কাউকে তাড়িয়ে এনে ওর ভেতরে ফেলেছে ও।"

ভোম্বল বলল, "কে সে! কাউকে দেখতেও তো পাচ্ছি না।"

বিলু বলল, "দেখবি কী করে? সেই সন্ধে থেকে এত রাত অবধি কেউ যদি ওই জলায় লুকিয়ে থাকে তা হলেও কি সে বেঁচে আছে? ওই পচা জলের ঠান্ডায় তো কোলাপস হয়ে গেছে সে।"

বাবলু তখন জলার দিকে আরও একটু এগিয়ে বলল, "কে আছো এর ভেতরে, সাড়া দাও।"

বাবলুর কথার কোনও উত্তর এল না।

বাবলু আবার বলল, "ভয় নেই তোমার। যেই হও, তুমি উঠে এসো।"

এতক্ষণে সাড়া মিলল, "তোমাদের ওই কুকুরটা আমাকে কামড়াবে না তো?"

"কুকুর আমাদের দেশি হলে কী হবে, জাত ভাল। যাকে-তাকে কামড়ে ও নিজের জাত খোয়াবে না। এসো, উঠে এসো মানিক আমার!"

সর্বাঙ্গ জলে ভেজা ছুঁচোর মতো একটা লোক কোনওরকমে কাঁপতে কাঁপতে ডাঙায় উঠেই ধপাস করে পড়ে গেল। ওর হাতে কী যেন একটা ছিল। বাচ্চু-বিচ্ছু সেটা নিয়ে নিতেই বাবলু চমকে উঠল তাই দেখে। বলল, "আমার আশঙ্কা যে মিথ্যে নয়, এই তার প্রমাণ।"

"এটা কী বাবলুদা?"

"ডিটোনেটার। এই দ্যাখ, পর-পর দুটো বোতাম এর। অর্থাৎ দু'-দুটো বিস্ফোরক ধ্বংসের জন্য রাখা ছিল ওদের। একটাকে আমরা নিষ্ক্রিয় করেছি, আর-একটা কোথায় আছে কে জানে?"

বাবলু লোকটাকে চিত করে শুইয়ে বলল, "কী নাম তোমার?"

কিন্তু কে দেবে উত্তর? লোকটি তখন সংজ্ঞাহীন।

গম্বুজ বলল, "এই সামনেই মালোপাড়া। আমি ছুটে গিয়ে আমার বন্ধু গণেশের রিকশাটা নিয়ে আসব বাবলু? তা হলে লোকটাকে তোদের ওই বাগানে নিয়ে গিয়ে একটু টক-ঝাল দিলে জ্ঞানও ফিরবে আর ভালরকম মেরামত করলে বোলও ফুটবে ওর।"

বাবলু বলল, "তাই যা। বেশি দূরে নয় তো?"

"খুব কাছেই। যাব আর আসব।"

গম্বুজ এক ছুটে চলে গেল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই মিলে হাত লাগিয়ে লোকটাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এসে শোওয়াল একটা গাছতলায়। সবে শুইয়েছে, এমন সময় দুম-দাম-দুম। পর-পর তিনটে বোমা ফাটার শব্দ। সেইসঙ্গে ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন চারদিক।

বাবলু বলল, "যা, গেল রে।"

ভোম্বল বলল, "কী হল বল দেখি?"

"নির্ঘাত একটা বিপর্যয় ঘটেছে। গম্বুজটা যা ছোটান ছুটল, এই অন্ধকারে ঠিক মুখ থুবড়ে পড়েছে। ফলে ওরই ব্রহ্মাস্ত্রে ও-ই মরেছে দ্যাখ।"

ব্যাপারটা কী হয়েছে দেখবার জন্য সবার আগে ছুটল পঞ্চু। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও ছুটে গেল ওর পিছু-পিছু। ওরা গিয়ে দেখল, একটা কালো অ্যামবাসাডার রাস্তার ধারে কাত হয়ে আছে। তাতে কোনও আরোহী নেই। আর ন'-দশ বছরের একটি ছোট্ট মেয়ে মুখ-হাত বাঁধা অবস্থায় পথের ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে।

গম্বুজ গিয়ে তাকে বাঁধনমুক্ত করতেই মেয়েটি জড়িয়ে ধরল গম্বুজকে।

বাবলুরা সবাই তখন গিয়ে পড়েছে।

বাবলু বলল, "ও কে রে? চিনিস তুই ওকে?"

"চিনি। মালোপাড়ায় থাকে।"

মেয়েটির আতঙ্কিত বাবা-মাকে আসতে দেখে বাবলু বলল, "যাক, মেয়ে যখন ফিরে পেয়েছেন এবার ঘরে যান।"

বাবলুরা সবাই তখন দলবদ্ধ হয়ে সেই অ্যামবাসাডারের কাছে গিয়ে তার ভেতরে টর্চের আলো ফেলে দেখতে লাগল ওদের কাজে লাগে এমন কোনও কিছু পাওয়া যায় কি না। কিন্তু না, চোরেরা এমন চতুর যে,

কিছুই ফেলে যায়নি তারা। শুধু যা ফেলে গেছে তা এই গাড়িটা। গম্বুজের বোমার আঘাতে এর পেছন দিকের দুটো টায়ারই নষ্ট হয়েছে। না হলে গাড়ি নিয়ে পালাত ঠিক। কিন্তু চোখের পলকে ওরা গেল কোথায়?

হঠাৎই তার উত্তর এল "ডিস্যুম।"

গম্বুজ চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল, "আ-আ-আ-।"

সেইসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল পঞ্চুও।

সে অন্ধকার বিদীর্ণ করে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এমন একজনের ওপর, যাকে দেখে সবাই চমকে উঠল। সে আর কেউ নয়, ছোকু।

বাবলু বলল, "এ কী, তুমি!"

আর তুমি! ততক্ষণে আরও একজন ধরা পড়েছে। সে হল মদন। পঞ্চু খুঁজে বের করেছে তাকে। এরা দু'জনেই এসেছিল ছেলে-মেয়ে চুরি করতে। সঙ্গে ছিল ড্রাইভার। সে পলাতক।

উত্তেজিত জনতা তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। তারপর দু'জনকে ধরে সে কী মার। মারের চোটে দু'জনেই যখন জ্ঞানহারা, বাবলু তখন সকলকে বুঝিয়েবাঝিয়ে বহুকষ্টে উদ্ধার করল ছোকুকে। কেন না, এই মুহূর্তে ওকেই এখন বেশি দরকার।

তার চেয়েও বেশি দরকার যেটা, সেটা হল গম্বুজের কী হল দেখা। ছেলেটা তখন গুলিবিদ্ধ হয়ে ছটফট করছে। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই ছুটে গেল তার কাছে।

গম্বুজ কাতর গলায় বলল, "আমার কপালে সুখ আর সইল না রে বাবলু! শয়তানরা আমাকে বাঁচতে দিল না।"

বাবলু ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে। তোর ব্যবস্থা আমরা করছি। তবে এও জেনে রাখিস, এর বদলা আমরা নেবই।" তারপর স্থানীয় লোকজনদের বলল, "আপনাদের ভেতর থেকে কেউ গিয়ে একটু অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করে দিন না। ওকে এখনই হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার।"

একজন বলল, "আমাদের এখান থেকে ফোন করবার কোনও ব্যবস্থা তো নেই। তবে একজনদের একটা প্রাইভেট ট্যাক্সি আছে, সেটাকেই বরং নিয়ে আসছি।"

"তা হলে তো আরও ভাল হয়।"

গম্বুজ বলল, "কী হবে আমাকে নিয়ে অযথা ছুটোছুটি করে? আমি আর বাঁচব না রে! আমার অভিশপ্ত জীবনের আজই শেষ। তোদের কাছে আমার একটা অনুরোধ, চুনমুনটাকে তোরা দেখিস। দু'বেলা দুটো খেতে দিস ওকে। না হলে তোরা তো বাইরে যাস, কোনও জঙ্গল-টঙ্গলে ছেড়ে দিস। এবার থেকে মুক্ত জীবনযাপন করুক ও।"

বাবলু বলল, "ওসব কথা পরে হবে। তোকে এখন হাসপাতালে তো নিয়ে যাই।"

"কোনও লাভ হবে না। আমার খুব যন্ত্রণা। ভীষণ শ্বাসকষ্ট হচ্ছে আমার। কেউ আমাকে একটু জল দিতে পারিস?"

এখানে জলের অভাব নেই। পাশেরই একটি কল থেকে বিচ্ছু ছুটে গিয়ে এক আঁজলা জল এনে ওর মুখে দিতেই 'আঃ' বলে চোখ বুজল গম্বুজ।

ততক্ষণে ট্যাক্সি এসে গেছে। পাণ্ডব গোয়েন্দারা স্থানীয় দু'জন লোকের সঙ্গে গম্বুজকে ধরাধরি করে ট্যাক্সিতে তুলে পাঠিয়ে দিল হাসপাতালে। ওর বন্ধু গণশাও গেল সঙ্গে।

বাবলু বলল, "এইখানকার ঝামেলা মিটিয়ে আমরাও যাচ্ছি। কোনও অসুবিধে হলে এমার্জেন্সিতে আমাদের নাম করিস, কেমন?"

গম্বুজ চলে গেলে পাণ্ডব গোয়েন্দারা ছোকু আর মদনের মুখোমুখি হল। উত্তেজিত জনতার হাতে ধরা পড়ে ওরা দু'জনেই বাঁধা ছিল একটা গাছের সঙ্গে। মারের চোটে ভুবন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল ওদের।

বাবলু ছোকুর চুলের মুঠি ধরে বলল, "কী করলে কী তোমরা, অযথা ছেলেটাকে গুলি করার কোনও প্রয়োজন ছিল?"

ছোকু একবার বাবলুর দিকে তাকিয়ে অনুশোচনাহীন হাসি হেসে বলল, "রং টার্গেট। আমি মারতে গিয়েছিলাম তোকে। কিন্তু ফসকে গেল।"

ভোম্বল তখন সজোরে একটা ঘুষি মারল ওর মুখে।

জনতা বলল, "তোমরা সরে এসো ভাই। ওদের ওষুধ আমরা দিচ্ছি। থানা-পুলিশ পরে যা হওয়ার হবে।"

বাবলু বলল, "তা হলে এক মিনিট।" বলেই ছোকুকে বলল, "জীবনমৃত্যুর একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছ তোমরা। এই উন্মত্ত জনতার গ্রাস থেকে আজ আর তোমাদের মুক্তি নেই। মরবার আগে তোমাদের কোনও প্রার্থনা আছে?"

"আছে। একবার যদি ছাড়া পাই, তোদের ঘরবাড়ি, এই মালোপাড়া, আমরা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাই।"

"সে-চেষ্টা তো করেছিল তোমার বস। কিন্তু পারল কই?"

ছোকু যেন বিশ্বাসও করতে পারল না বাবলুর কথা, এমনভাবে তাকাল ওর মুখের দিকে।

বাবলু বলল, "দেখছ কী? ও চাল ভেস্তে গেছে।"

বাবলুর ইঙ্গিতে বাচ্চু-বিচ্ছু ডিটোনেটার হাতে এগিয়ে এল। বাবলু সেটা হাতে নিয়ে একেবারে ওর চোখের সামনে তুলে ধরে বলল, "এবার নিশ্চয়ই বিশ্বাস হচ্ছে আমার কথাটা? তাই বলি, মরবার আগে সত্যি কথাটা বলে যাও। দুলারি কোথায়?"

"জানি না।"

"সুখি কোথায়?"

"জানি না।"

"তোদের বাবা নাগরাজ কোথায়?"

"জানি না।"

এবারে আর ঘুষি নয়। বিলু সজোরে ওর পেটে লাথি মেরেছে একটা।

বাবলু বলল, "এখনও বলো। না হলে এই কুকুর কিন্তু হাড়-মাংস চিবিয়ে খাবে তোমাদের।"

পঞ্চুর চোখের দিকে তাকিয়ে এবার দারুণ ভয় পেল ওরা। ছোকু বলল, "সত্যি কথা বললে কী তোরা ছেড়ে দিবি?"

"না। সত্যি বললেও ছাড়ব না, মিথ্যে বললেও না। তবে তোমাদের মুখ থেকে আমরা সত্যি কথাটাই শুনতে চাই।"

"উনি তো এখানে থাকেন না। উনি থাকেন বস্তারে।"

"বস্তারে কোথায় থাকে? কোনখানে? বস্তার কি একটুখানি জায়গা? তা ছাড়া একটু আগেও তো সে আমাদের ফোনে হুমকি দিয়েছিল।"

"কী করে হয়? আজই তো এখান থেকে ওর চলে যাওয়ার কথা।"

"তা আমরা জানি না। কিন্তু ফোন সে করছিল। এখানে সে থাকত কোথায়? কোথা থেকে ফোন করেছিল সে?"

"এখানে কোনও ঠেক ছিল না। তবে আজ ওর সিরাজ হোটেলে থাকবার কথা ছিল।"

"আমার ফোন নাম্বার পেল কী করে?"

"জানি না।"

"বস্তারে কোথায় থাকে সে? বস্তার একটা জেলা। সেটা মধ্যপ্রদেশে।"

"শুনেছি দণ্ডকারণ্যের ভেতরে জগদলপুরে।"

ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে নিক্ষিপ্ত একটা ইট এসে পড়েছে তখন ওর মুখে।

বাবলু বলল, "শান্ত হোন, শান্ত হোন আপনারা। ওকে বলতে দিন।"

"বলছে না কেন ব্যাটা বদমাশ। কেন এত পাঁয়তারা কষছে?"

বাবলু বলল, "বলে ফেলো। এমনিতেই তোমরা বাঁচবে না। একবার অন্তত সত্যি কথাটা বলে যাও।"

ছোকু এবার এক নিশ্বাসে বলে গেল, "দুলারি আর সুখি, সেইসঙ্গে আরও কয়েকজন পিলখানায় বুদ্ধু ওস্তাদের বাড়িতে আছে। আর কোবরাসাহেব থাকে জগদলপুরের গোলবাজারে। চিত্রকোট ওয়াটার ফলস-এর আশপাশে আর কুটুমসরের গুহার মধ্যে ওর...।"

ততক্ষণে আর-একটা ইট এসে পড়েছে। সেই আঘাত এমনই মোক্ষম যে, ছোকু আর-একটি কথাও বলতে পারল না। না পারুক। জগদলপুর যখন মিলেছে তখন বাকিটা যে সত্যি তাতে আর সন্দেহ নেই।

বাবলুরা ওদের কাছ থেকে সরে আসতেই জনতাকে আর ঠেকানো গেল না। তারা সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল দু'জনের ওপর। তারপর সে কী ভীষণ মার! সে-দৃশ্য দেখা যায় না।

ততক্ষণে কোথা থেকে যেন টহলদারি পুলিশের একটা ভ্যান এসে হাজির হয়েছে। একজন ইনস্পেক্টর এগিয়ে এসে বললেন, "কী ব্যাপার! এখানে এত গোলমাল কীসের?"

পুলিশ দেখেই ভিড় ফাঁকা।

এই পুলিশরা সবাই চিনত পাণ্ডব গোয়েন্দাদের। সব শুনে তারা যখন ছোকু ও মদনের কাছে গেল তখন দু'জনেরই শেষ দশা।

বাবলু বলল, "একজন শুধু জলার ধারে পড়ে আছে।" ইনস্পেক্টর বললেন, "কই, চলো তো দেখি।"

বাবলু ডিটোনেটারটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "এটাও সঙ্গে নিন।"

"কী এটা?"

"সেই অভিশপ্ত মারণযন্ত্র। আর-একটু দেরি হলেই যার কেরামতিতে বহু লোকের প্রাণ যেত।"

দু'জন কনস্টেবল ছোকু ও মদনের পাহারায় রইল। বাকিরা চলল জলার ধারে সেই লোকটাকে ধরতে।

সেখানে তখন নর-বানরে যুদ্ধ।

লোকটা যেভাবেই হোক, উঠে দাঁড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু চুনমুন তার ওপর লম্ফঝম্প করে আঁচড়েকামড়ে এমন জ্বালাতন করছিল যে, পালানো তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

বিলু গিয়ে বলল, "কী বাবা! বেশ ভালই নকশা দিতে শিখেছ দেখছি। আমাদের সামনে মড়ার ভান করে পড়ে থেকে যেই আমরা সরে গেছি অমনই খাড়া হয়ে উঠেছ। এবার চলো, শ্রীঘরে গিয়ে আরাম করে ঘুমোবে।"

লোকটি তো পুলিশ দেখেই অবাক!

ইনস্পেক্টরের নির্দেশে পুলিশের লোকেরা হাতে হাতকড়া পরিয়ে ভ্যানে ওঠাল তাকে।

বাবলু বলল, "আমরা তা হলে আসি? হাসপাতালের এমার্জেন্সিতে এখনই একবার যেতে হবে আমাদের। ছেলেটার কন্ডিশন না জানা পর্যন্ত মনে শান্তি পাব না আমরা।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বিদায় নিলেও চুনমুন কিছুতেই এল না ওদের সঙ্গে। সে একটা গাছের ডালে উঠে বসে রইল চুপচাপ। বোধ হয় গম্বুজের প্রতীক্ষা করতে লাগল। বাবলুরা অনেক চেষ্টা করেও গাছ থেকে নামাতে পারল না তাকে।

জলা থেকে ফিরে প্রথমেই বাড়ি এল সকলে। তারপর বাবলুর বাড়িতে গিয়ে আবার সবাই একজোট হল। তখন ভোর হয়ে এসেছে। মা সারারাত জেগে। পঞ্চু নেই। ছেলেটা বাইরে। এই অবস্থায় কি চোখে ঘুম আসে? পঞ্চুকে ফিরে পেয়ে তাই সে কী আদর মায়ের!

বাবলু সকলকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে প্রথমেই টেলিফোনে ওদের লোকাল থানার মি. বর্মনের সঙ্গে কথা বলল, বর্মন সব শুনে চমকে উঠলেন, "বলো কী! কোবরা দলের একজন ধরা পড়েছে? যাই হোক, কান টানলেই যেমন মাথা আসে, এবার বাদবাকিদেরও ধরতে অসুবিধে হবে না।"

"কিন্তু স্যার, ওরা যে এখান থেকে পাততাড়ি গোটাচ্ছে।"

"সেটা তো আমাদের দেশের পক্ষেই মঙ্গল। ওরা বুঝেই গেছে বাংলার মাটিতে সন্ত্রাস চালানো এত সোজা নয়।"

বাবলু বলল, "মি. ত্রিবেদী কেমন আছেন?"

"উনি এখন দ্রুত আরোগ্যের পথে।"

"উনি ভাল হয়ে ঘরে ফিরুন, এই কামনা করি। এখন আমাদের দুশ্চিন্তা গম্বুজকে নিয়ে। আমরা এখনই হাসপাতালে যাচ্ছি। আপনি আমাদের হয়ে একটু বলে দিন না, যাতে কোনওরকম অসুবিধে না হয় ছেলেটার।"

"ওর ব্যাপারে তোমাদের দুশ্চিন্তার কোনও কারণ আর নেই।"

"কেন স্যার?"

"আমার কাছে খবর আছে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মারা গেছে ছেলেটি।"

বাবলু যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারল না। বলল, "ঠিক বলছেন আপনি?"

"পুলিশের কাছে এইসব খবর কি বেঠিক থাকে? যাই হোক, ওর শেষ কাজটা আমরাই করিয়ে দেব।"

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে সোফার ওপর গা এলিয়ে বসে পড়ল বাবলু।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "কোনও খারাপ খবর?"

বাবলু বলল, "খু-উ-ব খারাপ খবর।"

"কীরকম তবু?"

"গম্বুজ নেই।"

"কী বলছিস তুই!"

"ঠিকই বলছি রে। নিয়তির ডাকে চলে গেল ছেলেটা।"

একটা শোকের ছায়া যেন নেমে এল নতুন দিনের শুরুতেই। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সবাই মন খারাপ করে বসে রইল।

বাবলু বলল, "আজ আর কেউ কোথাও যাস না। সারা দুপুর আজ মিত্তিরদের বাগানে আমাদের আলোচনা হবে। ভানুদাস আর গম্বুজের খুনের বদলা আমরা নেবই।"

সবাই সমস্বরে বলল, "এ-ব্যাপারে সবাই আমরা একমত।"

পঞ্চুও তালে তাল দিয়ে ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

বাবলুর প্রস্তাব মেনে নিয়ে সবাই যে-যার মতো চলে গেল। ওরা চলে যাওয়ার পরই দুর্গাপুর থেকে বাবলুর বাবা এলেন।

বাবা এসেই পঞ্চুকে দেখে বললেন, "এই তো পঞ্চু, কোথায় ছিল ও?"

বাবলু বলল, "পঞ্চুর ব্যাপার তুমি কী করে জানলে বাবা?"

"তোর মা কাল রাতেই আমাকে ফোন করেছিল। শুনে আমারও মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল খুব। ভাগ্যক্রমে আমাদের কোম্পানির একটা গাড়ি আসছিল কলকাতায়, তাতেই চলে এলাম।"

বাবলু তখন সব কথা খুলে বলল বাবাকে।

সব শুনে বাবা বললেন, "এখন কারও বদলা নিতে যাওয়ার চেয়েও তোদের প্রধান কাজ হল ভানুদাসের বিপন্ন পরিবারের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো, তার ছেলেটাকে উদ্ধার করা, আর...।"

"আর কী?"

"দুলারি আর সুখির সঙ্গে যে-সব ছেলে-মেয়ে বুদ্ধু ওস্তাদের ওখানে আটকে আছে তাদের কথা এখানকার পুলিশকে জানানো। জানিয়েছিস কী?"

বাবলু বলল, "খুব ভুল হয়ে গেছে বাবা।"

"এখনই তা হলে জানিয়ে দে। তারপরে যা তোরা দণ্ডকারণ্যের পথে।"

বাবলু উঠে গিয়েই টেলিফোনে ডায়াল করতে লাগল। ওদিক থেকে সাড়া পেতেই বলল, "হ্যালো, পাণ্ডব গোয়েন্দা স্পিকিং...।"

ঘড়িতে তখন সকাল সাতটা।

॥ ৫ ॥

দুপুরবেলা বাবলুর নির্দেশমতো সবাই এসে জড়ো হল মিত্তিরদের বাগানে। সবাই এল। এল না শুধু বাবলু আর পঞ্চু।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু ছটফট করতে লাগল তাই।

অনেক পরে দেখল পঞ্চু ল্যাং-ল্যাং করে আসছে। তার পেছনে বাবলু।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার রে তোর! এত দেরি যে?"

বাবলু বলল, "ছোট্ট একটা কাজ বাকি ছিল। সেটার জন্যই দেরি হয়ে গেল।"

"কী কাজ?"

"জলায় গিয়েছিলাম একবার চুনমুনের খোঁজে। কিন্তু কোথাও তার দেখা পেলাম না। মুক্ত পশু কোথায় চলে গেছে কে জানে?"

"অন্য কোনও খবর নেই তো?"

"একটা ভাল খবর আছে। সেটা হল দুলারি আর সুখিকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। এইবার আমাদের তৈরি হতে হবে নাগরাজের মুখোমুখি হওয়ার জন্য। অর্থাৎ আবার একটা অভিযান। তার আগে আয় আমরা গম্বুজ স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করি।"

সবাই চুপ হয়ে দাঁড়ালে পঞ্চু কিছু না বুঝেও দু'পায়ে খাড়া হয়ে ওদের মতো দাঁড়াল। তারপর নীরবতা ভঙ্গ হলে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু দূরে গিয়ে বসে রইল চুপ করে।

বাবলু বলল, "আজকের দিনটা যাক, কাল থেকেই আমরা চেষ্টা করব দণ্ডকারণ্য যাত্রার। আমার বাবা ভানুদাসের পরিবারের জন্য এক হাজার টাকা দিয়েছেন, বিয়াসের বাবা অবনীবাবুও দেবেন বলেছেন পাঁচ হাজার।"

বিলু বলল, "আমরাও তা হলে এক হাজার করে টাকা দেব।"

বাবলু বলল, "ভালই হবে তা হলে। আমাদের তরফ থেকে পাঁচ, অবনীবাবুর পাঁচ, মোট দশ হাজার টাকা। খারাপ কী?"

ভোম্বল বলল, "আচ্ছা, আমাদের ফান্ড থেকে কিছু দিলে হয় না?"

বাবলু একটু চিন্তা করে বলল, "অসুবিধে আছে। কেন না, এবারের এই অভিযানের সবটাই হবে আমাদের গাঁটের পয়সা খরচা করে।"

বিলু বলল, "তা অবশ্য ঠিক। তবে কীভাবে কোন গাড়িতে কবে যাবি, সে-ব্যাপারে কিছু ঠিক করেছিস?"

বাবলু বলল, "না। এখনও কিছু ঠিক করিনি। এইবার একটা সিদ্ধান্তে আসব। বাবার সঙ্গে আলোচনা করে যা বুঝলাম তাতে আমার যা ধারণা হল তা এই, দণ্ডকারণ্যের এই অঞ্চলে যেতে হলে আমাদের রায়পুর হয়ে যাওয়াই ঠিক। যেহেতু আমাদের যাত্রাপথ কাঁকের, অতএব রায়পুর আমাদের যেতেই হবে।"

বিলু বলল, "রায়পুর তো মধ্যপ্রদেশে।"

"ঠিক তাই। অন্ধ্র, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশের অংশ মিলিয়ে দণ্ডকারণ্য।"

বিচ্ছু বলল, "আমাদের টার্গেট কিন্তু জগদলপুর। সেটা কোন প্রদেশে?"

"মধ্যপ্রদেশে। জগদলপুর যাওয়ার জন্য সোজা রাস্তা যেটা সেটা হচ্ছে ভাইজাগ হয়ে। ওয়ালটেয়র-কিরণডোল শাখায় আরাকুভ্যালির ওপর দিয়ে যে পথ গেছে, সেই পথেই হল জগদলপুর। কিন্তু কাঁকের গেলে ও-পথে যাওয়া চলবে না।"

বিলু বলল, "দরকার কি আমাদের ও-পথে যাওয়ার? আমরা রায়পুর হয়েই যাব। রায়পুরে কোন-কোন গাড়ি যায়?"

"দক্ষিণ-পূর্ব রেলের বোম্বাই-আমেদাবাদগামী সব ট্রেন। যেমন গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস, বম্বে মেল, কুরলা-বোম্বাই এক্সপ্রেস, আমেদাবাদ এক্সপ্রেস ইত্যাদি।"

"আমরা তা হলে কোন গাড়িতে যাব?"

"সবচেয়ে ভাল হয় বম্বে মেলে গেলে। কিন্তু ওই গাড়িতে রিজার্ভেশন পেতে হলে দেড় মাস অপেক্ষা করতে হবে।"

ভোম্বল বলল, "যদি বিনা রিজার্ভেশনে যাই?"

"তা হলে আজই যাওয়া যায়। তবে সন্ধে সাতটা থেকে পরদিন সকাল ন'টা পর্যন্ত বাথরুমের ধারে দাঁড়িয়ে যাওয়ার ধৈর্য যদি থাকে, তা হলে ওইরকম চিন্তা করতে পারিস।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই বলল, "অসম্ভব!"

বিলু বলল, "বিনা রিজার্ভেশনে রেলযাত্রা? ভাবাও যায় না! দরকার নেই অভিযানের।"

ভোম্বল বলল, "অত আরাম খুঁজতে গেলে তো যাওয়াই হয় না।"

বাবলু বলল, "উপায় অবশ্য একটা ফন্দি করে বের করেছি।"

সবাই একজোটে বলল, "কীরকম! কীরকম!"

"টাইম টেবল-এর পাতায় চোখ বোলাতে বোলাতে হঠাৎ নজরে এল, রাত নটা নাগাদ হাওড়া-সম্বলপুর টিটলাগড় এক্সপ্রেস ছাড়ে। সেই ট্রেনটা পরদিন বেলা একটা কুড়ি মিনিটে টিটলাগড় পৌঁছয়। আমরা ওখানে একদিন বিশ্রাম নিয়ে পরদিন বিশাখাপত্তনমগামী যে-কোনও ট্রেনে রায়পুর চলে যেতে পারব। প্যাসেঞ্জার ট্রেনে মাত্র পাঁচ-ছ'ঘণ্টার জার্নি। আর এই ট্রেনে রিজার্ভেশনের জন্য অনির্দিষ্টকাল বসেও থাকতে হবে না।"

বিলু বলল, "দি আইডিয়া। ওতেই যাব আমরা।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে আর দেরি কেন? শুভস্য শীঘ্রম। কালই চল তা হলে।"

বিলু বলল, "টিকিটটা আমরা হাওড়া স্টেশনে গিয়ে আজই করে আনতে পারি।"

বাবলু বলল, "কাল সকালে গেলেও অসুবিধে হবে না। তা ছাড়া অবনীবাবুর সঙ্গে যাওয়ার আগে একবার কথা বলা দরকার। কালই উনি টাকাটা দিতে পারবেন কিনা সেটা তো জানতে হবে। বিয়াস আমাদের সঙ্গে যেতে চাইছে, ওকেও উনি ছাড়বেন কিনা তাও জানা দরকার। টিকিট অমনই কাটলেই হল?"

ভোম্বল বলল, "এখনই চল, ওদের বাড়ি গিয়ে তা হলে দেখা করে আসি।"

বাবলু বলল, "আর-একটু পরে। বিয়াস এখনও স্কুল থেকে ফেরেনি নিশ্চয়ই।"

বিচ্ছু চোখদুটো বড়-বড় করে বলল, "স্কুলে ও গেছে নাকি? গম্বুজ না গেলে ঘর থেকেই বেরোবে না ও।"

বিলু বলল, "সত্যি, গম্বুজটা থাকলে ওকেও সঙ্গে নিতাম।"

ভোম্বল বলল, "এমন কাঁচা কাজটা করল না ও! কেন যে বোকার মতো বোমাটা ছুড়তে গেল!"

বাবলু বলল, "বোকার মতো? ওর চেয়ে বুদ্ধিমান তুই নয়। বোমাটা কোথায় ছুড়েছে বল তো? গাড়ির টায়ারে। যাতে গাড়িটা অকেজো হয়। ওই বোমা যদি ছোকুকে মারত তা হলে ছোকুও মরত, সেইসঙ্গে মেয়েটাও। কারও জীবন না নিয়েই নিজের জীবনটা দিয়ে গেল বেচারি!"

বিলু বলল, "যাকগে, ওইসব আলোচনা আর নয়। এখন চল, সবাই একবার বিয়াসের ওখানে যাই।"

চল তো চল। ওরা বাগান থেকে বেরিয়েই দুটো রিকশা করল। একটাতে বসল বাবলু, বিলু, ভোম্বল, আর একটাতে বাচ্চু, বিচ্ছু, পঞ্চু। রিকশা সোজা এল চারাবাগানে। ওরা বিয়াসদের বাড়ি গিয়ে দরজায় কড়া নাড়তেই বিয়াসের মা এসে দরজা খুললেন।

বিয়াস ওদের দেখেই একগাল হেসে কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে বলল, "আদাব। আসতে আজ্ঞা হোক পঞ্চপাণ্ডবদের। কাল থেকে যা খেল দেখালে তোমরা!"

বাবলু বলল, "তুমি হাসছ? কই, একবারও জিজ্ঞেস করলে না তো, তোমার গম্বুজদা এল না কেন?"

"স্যরি। হ্যাঁ, কেন এল না বলো তো? এইসব গোলমালের জন্য?"

"সে আর কখনও আসবে না।"

"কেন! কী হয়েছে তার?"

"কাল রাতে দুষ্কৃতীদের হাতে...।"

বিয়াসের মা সভয়ে জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে, "ও মা গো।"

বাবলু বলল, "তোমার বাবা নেই বাড়িতে?"

"বাবা স্কুল থেকে ফেরেননি এখনও। তবে সময় হয়ে গেছে আসবার।"

"আমরা তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি। কাল কিংবা পরশুর মধ্যে আমরা ভানুদাসের দেশে যেতে চাই। উনি যেটা দেবেন বলেছিলেন...।"

"দেবেন। কিন্তু আমার কথা তো কিছু বললে না?"

"তোমার কথা তো তুমি বলবে।"

"আমিও যাব।"

মা বললেন, "এই সমস্ত খুনখারাপির ভেতরে তোমাকে আমি মাথা গলাতে দেব না।"

"ট্রেনে চেপে বেড়াতে যাব। এর সঙ্গে খুনখারাপির কী সম্পর্ক আছে?"

"সবটাই আছে।"

"আমি যাবই।" বলেই সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী গো, তোমরা কিছু বলো? মাকে বোঝাও।"

বাবলু বলল, "আমাদেরও ওই একই মত। তা ছাড়া যাওয়া-না-যাওয়ার ব্যাপারটা তোমাদের। এখানে 'হ্যাঁ-না' কিছুই বলব না আমরা। কারণ আমাদের ব্যাপারটা হচ্ছে দারুণ গোলমেলে।"

বিয়াস রেগে বলল, "ঠিক আছে। আমাকেও তোমরা চেনো না। ঘরে গিয়ে বসো, আমি তোমাদের জন্য কড়াইশুঁটির কচুরি তৈরি করছি। সেইসঙ্গে আলুর দম। গরমাগরম খাবার। দেখলেই লোভ হবে। কিন্তু নুন দেব না।"

বাবলু লাফিয়ে উঠল, "দোহাই তোমার। ওই খাবার তোমাকে করতে হবে না। আমরা এখানে খাবার জন্য আসিনি। এখনই চলে যাব।"

বিয়াস বলল, "ও আমার নাড়ুগোপাল রে! আমিই বুঝি তোমাদের বাড়ি খেতে গিয়েছিলাম?"

এমন সময় অবনীবাবু এলেন। বাবলুদের দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন তিনি। সব শুনে বললেন, "মন্দ কী! যাক না, দু'দিন একটু ঘুরেই আসুক।"

মা বললেন, "আমার বাপু ভয় করে।"

"ভয় কি আমারও করে না? কিন্তু কাদের সঙ্গে যাচ্ছে সেটা দেখতে হবে তো?"

এই কথার ওপরে কথা চলে না। তবু মায়ের মন। কিন্তু-কিন্তু করে। শুধু তো বেড়াতে যাওয়া নয়, সেইসঙ্গে নাগরাজ প্রসঙ্গও যে আছে। তাই নীরবে মাথা নত করে নিজের কাজে মন দিলেন।

বাবলুরা অবনীবাবুর বাড়িতে বসে অনেকক্ষণ ধরে অনেক আলোচনা করল।

অবনীবাবু বললেন, "তোমরা টিকিট কাটো। কালই আমি টাকার ব্যবস্থা করছি।"

বাবলু বলল, "ওই পাঁচ হাজার টাকারই ব্যবস্থা করুন। বিয়াসের যাতায়াতের হিসেবটা পরে ঘুরে এলে হবে।"

"তোমাদের অসুবিধে হবে না?"

"হলে তো বলতাম।"

বাবলুরা বিদায় নিল। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় বিয়াসের মনে আনন্দ আর ধরে না।

ভগবান যে কখন কীভাবে মুখ তুলে চান তা কে জানে? বাবলুরা মাত্র দু'দিনের মাথায় বম্বে মেলেই টিকিট পেয়ে গেল। তাই অযথা ওদের সম্বলপুর দিয়ে ঘুরতে হল না। তবে রিজার্ভেশনটা পেল ওরা বিলাসপুর কোচে। বিলাসপুরে ট্রেন অনেকক্ষণ থামে। সেখানে কামরাটা বদল করে নিলেই হল। বিলাসপুরের পর ভাটাপাড়া। তারপরই রায়পুর।

যথাদিনে যথাসময়ে ওরা হাওড়া স্টেশনে নিউ কমপ্লেক্সে এসে ট্রেন ধরল। কী আনন্দ! কী আনন্দ! বেশি আনন্দ এই কারণে যে, ওদের ছ'টা বার্থ একটা কুপের মধ্যেই পড়েছে। একদিকে থাকবে বাবলু, বিলু, ভোম্বল; অপরদিকে বাচ্চু, বিচ্ছু, বিয়াস। পঞ্চু থাকবে নীচের সিটে। হাউ ফ্যানটাস্টিক!

ট্রেন ছাড়ল।

কোচ অ্যাটেনডেন্ট টিকিট চেক করে যাওয়ার পর বাবলু কুপের দরজা লক করে বলল, "একা কেউ বাইরে যাবি না। রাতভিত বাথরুম যাওয়ার দরকার হলে আমাকে ডাকবি। তার কারণ, ট্রেনযাত্রীদের ভেতরেও আমাদের শত্রুপক্ষের কেউ-না-কেউ ঘাপটি মেরে থাকতে পারে।"

বিয়াস বলল, "আমি বাবা একদমই বেরোব না।"

"না বেরোলেই ভাল।"

ট্রেন ছাড়তেই খাওয়াদাওয়ার পাটটা চুকিয়ে নিল ওরা। আলাদা কুপে, তাই খাবারের দিকে নজর দেওয়ার মতো সহযাত্রীও কেউ রইল না। অতএব মহানন্দে শুরু করল ওরা মহাভোজ। এবারের যাত্রায় এই ভোজটাকে ঐতিহাসিক ভোজ বলা যেতে পারে। কেন না, পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অভিযানে এমন ভোজ কখনও হয়নি। ওদের এবারের খাওয়ার তালিকায় ছিল চিকেন চাঁপ, চিকেন বিরিয়ানি, সেইসঙ্গে চন্দননগরের বিখ্যাত জলভরা। বিলুর বাবা কী একটা কাজে গিয়েছিলেন কৃষ্ণনগর। তিনি উপহার দিয়েছেন সেখানকার বিখ্যাত সরপুরিয়া। এর ওপরে বিয়াস এনেছে কড়াইশুঁটির কচুরি, কাশ্মীরি আলুর দম, গাজরের হালুয়া আর পঞ্চুর অতি-প্রিয় রসমালাই। তবে ঘাটশিলার নয়। চারাবাগানের একটি বড় দোকানের। শুধু কি তাই? খাবারের বোঝা বয়ে এনেছে মেয়েটা। কেক, বিস্কুট, চানাচুর, চকোলেট, কত কী! এমনকী ওর মায়ের তৈরি কুলের আচারটি পর্যন্ত।

সবাই দম ভরে খেয়ে, পঞ্চুকে খাইয়ে রুমালে ওর মুখে মুছে একটা পলিথিন বিছিয়ে শুইয়ে দিল ওকে বার্থের নীচে। তারপর ওরাও যে-যার মতো শুয়ে পড়ল। ট্রেনের দুলুনিতে শোওয়ামাত্রই ঘুম। সেই ঘুম যখন সকালে ভাঙল, ট্রেন তখন রায়গড়ে।

ট্রেন নাকি দু'ঘণ্টা লেট। মাঝরাতে কোথায় কখন যে লেট করল ট্রেন, তা ওরা টেরও পায়নি। এর পর চম্পা, বিলাসপুর, তারপর ভাটাপাড়া, তারও পরে রায়পুর। রায়পুরে পৌঁছবার কথা ন'টা তেইশে। তার মানে সাড়ে এগরোটার আগে পৌঁছচ্ছে না।

যাই হোক, বিলাসপুরে ওরা কামরা বদল করে অন্য কামরায় উঠল। ওঃ, সে কী ভিড় ট্রেনে! এতক্ষণ ওরা স্লিপার কোচে আরামে ছিল বলে ভিড়ের ব্যাপারটা ঠিক টের পায়নি। এবার হাড়ে হাড়ে টের পেল।

কোনওরকমে দুটো স্টেশন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গেল ওরা। তারপরে রায়পুরে যেই না ট্রেন থেকে নামতে যাবে, অমনই পেছনদিক থেকে একজন এমন একটা ধাক্কা দিল যে, একেবারে প্ল্যাটফর্মের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল বাবলু। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, বিয়াস ছুটে গিয়ে ধরে তুলল ওকে। যে-লোকটা বাবলুকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল, সে তখন পাশেই একটি টি-স্টলে দাঁড়িয়ে গোঁফে তা দিয়ে আড়চোখে দেখতে লাগল বাবলুকে।

বিলু লোকটার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "মানুষ না কী তুমি?"

লোকটি মিচমিচে শয়তানের মতো হাসতে হাসতে বলল, "ইয়ে তো পহেলা মুলাকাত মেরে লাল। জেরা হোশিয়ার রহনা।"

লোকটির কথা শুনে বুক শুকিয়ে গেল ওদের। এ যে ভবিষ্যতের লড়াইয়ের ইঙ্গিত। তার মানে আরও শত্রুতা করবে ও।

বাবলু গায়ের ধুলো ঝেড়ে বলল, "ওর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই বিলু, চলে আয়।"

বিলু বাবলুর কাছে এসে বলল, "কী ব্যাপার বল তো?"

"কী আবার। স্পাইগিরি করছে।"

"তার মানে এ-লোকটা কি ওদের লোক?"

"কথা শুনে তাই তো মনে হল।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু ওরা জানবে কী করে যে, আমরা এই ট্রেনে আসছি, ওই বগিতে আছি!"

বাবলু বলল, "কোবরা দলকে যে বা যারা পরিচালনা করে, তাদের কাছে এসব অতি তুচ্ছ ব্যাপার। নিশ্চয়ই ওদের কোনও স্পাই ভেতরে-ভেতরে নজর রেখেছিল আমাদের ওপর। সেই কালো অ্যামবাসাডারের পলাতক ড্রাইভারই হয়তো দূর থেকে পিছু নিয়েছিল আমাদের। তারপর গতিবিধি লক্ষ করে যাওয়ার দিনক্ষণ জেনে ওদেরই একজন পোষা গুন্ডাকে আমাদের পেছনে লেলিয়ে দেয়। বিলাসপুরে যখন আমরা কামরা বদল করি লোকটি তখনই হয়তো আমাদের বগিতে ওঠে। তারপর নামার সময় বোকার মতন ধাক্কা দিয়ে জানান দেয় যে, আমরা ওদের নোটিসে আছি।"

"এখন তা হলে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে তো?"

"এ-কাজে এখন-তখন কী? সর্বক্ষণ। চল, আগে বাইরে যাই।"

ভোম্বল বলল, "তা না হয় যাব। কিন্তু পঞ্চু কই? পঞ্চু?"

পঞ্চু গেটের ওপাশ থেকে সাড়া দিল, "ভৌ। ভৌ-ভৌ।"

বাবলু বলল, "পঞ্চুর কেমন টনটনে জ্ঞান দেখেছিস? ও জানে যত ঝামেলা ওকে নিয়েই। তাই সবার অলক্ষ্যে গেটের বাইরে গিয়ে কৈফিয়ত দেওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছে আমাদের।"

ওরা গেট পেরিয়ে বাইরে এসে ঠিক করল প্রথমেই ওরা ওয়েটিংরুমে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে নেবে। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে চেষ্টা করবে জগদলপুরের বাস ধরবার। পেলে যাবে, না হলে এখানেই থেকে যাবে একটা রাত। এই মনে করে সবাই যখন ওয়েটিংরুমের দিকে যাচ্ছে, তখনই দেখতে পেল কয়েক জন রিকশাওয়ালা 'বাসস্ট্যান্ড, বাসস্ট্যান্ড' করে চেঁচাচ্ছে।

বাবলু এগিয়ে গিয়ে বলল, "বাসস্ট্যান্ড হিঁয়াসে কিতনা দূর হোগা? জগদলপুরকা বাস মিলেগা আভি?"

"বাসস্ট্যান্ড বহুত দূর আছে খোকাবাবু। কমসে কম পাঁচ মিল হোগা। ছে রুপাইয়া ভাড়া লাগেগা। জগদলপুরকা সরকারি বাস ভি নিকাল গয়া সাড়ে দশ বাজে। আভি বারো বাজে এক প্রাইভেট মিলেগা। জলদি আও।"

খাওয়াদাওয়া মাথায় উঠল তখন। ট্রেনটা লেট করেই গোলমাল করে দিল সব। ওরা দুটো রিকশা নিয়ে দ্রুত চলল প্রাইভেট বাসস্ট্যান্ডের দিকে। যেতে-যেতেই শহরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল ওরা। বেশ জমজমাট এবং ব্যস্ত শহর। উলা না বানজারা কোথায় যেন বাবলুর বাবা একবার এসেছিলেন। এইখানেই বিখ্যাত মানা ক্যাম্প। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের যেখান থেকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

রিকশাওয়ালা শহরের প্রশস্ত রাজপথ ধরে ওদের যেখানে নিয়ে এল সেখানে কোনও এক সর্দারজির একটি লাক্সারি বাস ছাড়ার অপেক্ষায় যাত্রী ভরছিল। ওরা যেতেই এজেন্টরা এসে বুকিং করিয়ে নিল ওদের। কথাবার্তায় বোঝা গেল রিকশাওয়ালারা এই বাসের জন্য যাত্রী ধরে নিয়ে আসে। বিনিময়ে কিছু কমিশন পায়। সরকারি বাসে ভাড়া জগদলপুর পর্যন্ত পঞ্চান্ন টাকা। এই বাসে সত্তর টাকা। তবে লাভের ব্যাপার এই যে, বাসটি বড় আরামদায়ক। এমনকী এতে কয়েকটা স্লিপার বার্থও আছে।

বাসে ওঠার টিকিট তো হল। কিন্তু গোলমাল বাধল পঞ্চুকে নিয়ে। সর্দারজি তাঁর এত সাধের লাক্সারি বাসে পঞ্চুকে কিছুতেই অ্যালাউ করবেন না। আবার টিকিটের টাকাও ফেরত দেবেন না ওদের। এই নিয়ে তুমুল বচসা। অবশেষে কয়েকজন যাত্রীর মধ্যস্থতায় ঠিক হল পঞ্চু পুরো ভাড়া দিয়ে যেতে পারে। কিন্তু বাসের ভেতরে নয়, মাথায় উঠতে হবে ওকে। কী ঝামেলা, ওকে ওপরে ওঠানো কম কথা নাকি!

যাই হোক, মীমাংসা হতে সামনেই 'লছমি হোটেল' নামে ছোট্ট একটি ঘরোয়া হোটেলে গিয়ে ওরা চটপট দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিল। আলুভাজা, ডাল, ভাত, আলু-কপির তরকারি আর চাটনি মাত্র সাত টাকায়। পঞ্চুকে এখানে প্লেট দেবে কে? ও বেচারিকে তাই রাস্তায় বসেই কলাপাতায় খেতে হল। কী আর করা যাবে? যস্মিন দেশে যদাচার!

এর পর ওরা বাসে এসে সিট দখল করে পঞ্চুকে বাসের মাথায় তুলল।

বাবলু আগে মই বেয়ে উঠে গেল ওপরে। তারপর কন্ডাক্টর একগোছা দড়ি আর একটা সিমেন্টের ব্যাগ নিয়ে এলে তার ভেতরে পঞ্চুকে ঢুকিয়ে টেনে তোলা। সে কী কম ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার!

সর্দারজি হেঁকে বললেন, "গন্ধি করেগা তো তুমকো সাফাই করনে পড়েগা।"

বাবলু বলল, "ঘাবড়াইয়ে মাত। কুছ নেহি হোগা। ইয়ে স্ট্রিট ডগ নেহি। সাক্ষাৎ ধর্মরাজ কি পোতা হ্যায়।"

"তব তো ঠিক হ্যায়। আরামসে যাত্রা করো।"

এইসব করতে করতেই বারোটার জায়গায় সাড়ে বারোটায় ছাড়ল বাস।

দূরপাল্লার বাস। ছেড়েই গতি নিল তাই। এখান থেকে জগদলপুর একশো চুরাশি মাইল। অর্থাৎ প্রায় দুশো ছিয়াত্তর কিলোমিটার। পাক্কা সাড়ে সাত ঘণ্টার পথ। বস্তার রোড ধরে মানা ক্যাম্পের পাশ দিয়ে বাস ছুটে চলল। মানায় দণ্ডকারণ্য প্রোজেক্টের ট্র্যানজিট ক্যাম্প। অর্থাৎ অস্থায়ী শিবির। পুনর্বাসনের আগে উদ্বাস্তুদের প্রথমে এইখানে এনে রাখা হত। তারপর যাদের যেখানে পাঠাবার পাঠানো হত স্থান নির্বাচন করে। মানা ক্যাম্প ছাড়িয়ে আরও অনেক পথ গিয়ে বাস এল ধমতরিতে। ভারী সুন্দর জায়গা। রায়পুর ধমতরি রাজিম শাখায় ন্যারো গেজের ট্রেনও চলে। কাঁকের এখান থেকেও অনেকদূর। কাঁকের ছাড়িয়ে ফরাসগাঁও, কোণ্ডাগাঁও হয়ে জগদলপুর অনেক, অনেক দূরের পথ।

যেতে যেতেই বিলু বলল, "হ্যাঁ রে বাবলু, এ তো যত যাচ্ছি, ততই দেখছি ধু-ধু করছে মাঠ। অরণ্য দূরের কথা, ছোটখাটো হালকা বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, এমনকী সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। একটা ঝোপঝাড়ও তো দেখছি গজায়নি কোথাও।"

ভোম্বল বলল, "তাই তো রে! ওরে আমার স্নেহধন্য! এই কি রে তোর দণ্ডকারণ্য?"

বাবলু বলল, "যা বলেছিস। এর নাম হওয়া উচিত ছিল নির্মূলারণ্য।"

ওদের পেছনের সিটে এক বাঙালি ভদ্রলোক বসে ছিলেন। তিনি এখানেই থাকেন। যাবেন কোণ্ডাগাঁও। কোণ্ডাগাঁও হল বস্তার জেলার একটি সাব-ডিভিশন টাউন। ওদের কথা কানে যেতেই বললেন, "তোমরা কি দণ্ডকারণ্যে যাচ্ছ? দণ্ডকারণ্য এখানে কোথায়? তা ছাড়া দণ্ডকারণ্য প্রোজেক্টের এরিয়া হচ্ছে কাঁকের পাহাড়ের পর। সে অনেকদূর। রামায়ণের যুগে এই দণ্ডকারণ্য ছিল বহুদূর বিস্তৃত। সেই নাসিক পঞ্চবটী ছাড়িয়েও ছিল তার ব্যাপক পরিধি। এখন সেই মহারণ্যের সামান্যই মাত্র অবশিষ্ট আছে। তাও এদিকে নয়, অন্ধ্র, ওড়িশা সীমান্তে কোরাপুটের দিকে।"

বাবলুরা মনমরা হয়ে বসে বসে মাঠ, ঘাট এবং রুক্ষ প্রান্তরে ছোট ছোট গ্রাম দেখতে লাগল। বাচ্চু, বিচ্ছু আর বিয়াস, তিনজনে পাশাপাশি বসে তখন সে কী গল্প! ওদের হাসি আর গল্পের যেন শেষ নেই।

হঠাৎ এক সময় চেঁচিয়ে উঠল বিয়াস, "পাহাড়! পাহাড়! ওই দ্যাখো, কত বড়-বড় পাহাড়।"

সবাই তাকিয়ে দেখল বাস এবার সত্যি-সত্যিই এক দারুণ সুন্দর পার্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করেছে। একসময় ছোট্ট একটি জনপদের ভেতর দিয়ে ছুটে চলল বাস। কী সুন্দর সব সাজানো ঘরবাড়ি। একপাশে ঘন অরণ্যে-ঘেরা মস্ত একটি পাহাড়। সেই পাহাড়ের কোল ঘেঁষে শহরের বুকের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে হলুদ বালি, স্বচ্ছ জলের আঁকাবাঁকা এক নদী। সেই নদীর বালুচরে কত ছেলে-মেয়ে খেলা করছে। ফুচকা, বাদাম বিক্রি হচ্ছে। বিকেলের মিষ্টি রোদে ঢোল বাজিয়ে নাচগান হচ্ছে। সে এক দেখবার মতো দৃশ্য!

বিয়াস বলল, "হায়, হায় রে। এইখানেই বাসটা থামল না!"

বিচ্ছু বলল, "যদি থামত তা হলে নেমেই একবার নদীর বালিতে ছুটে নিতুম।"

বাচ্চু বলল, "আমি কী করতাম বল দেখি? আগে গিয়ে উঠতাম ওই পাহাড়টায়।"

সেই জনপদে নদীর ধারেই বাসস্ট্যান্ড। বাস কিন্তু থামল না সেখানে। আরও একটু এগিয়ে একটি পাহাড়ের কোলে পঞ্জাবি ধাবায় গিয়ে থামল।

বাবলু বলল, "কীরকম বদমায়েশি দ্যাখ, ওইখানে থামলে আমরা পাহাড়-নদীর ওই চমৎকার দৃশ্য উপভোগ করতে পারতাম। কত দোকানপাট ছিল, ইচ্ছেমতো কিছু কিনে খেতাম। এখানে এই পঞ্জাবি ধাবায় যা আছে, সবই চড়া দামের। এক কাপ চা খেলেও দু'টাকা। এখানে বাস আনার কোনও মানে হয়?"

বিলু বলল, "সরকারি বাস হলে কিন্তু ওই বাসস্ট্যান্ডেই থামত। আসলে এই ধাবাটাও ওই সর্দারজির।"

বাবলুদের পেছনে যে ভদ্রলোক ছিলেন তিনি এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "এই তো কাঁকরে এসে গেছে। তোমরা নামবে না?"

সব লোকই তখন নামছে। কেন না, বাস এখানে আধঘণ্টা থামবে। বাবলু উল্লসিত হয়ে বলল, "কাঁকের এসে গেছে! কী আশ্চর্য! আমরা তো এইখানেই নামব।"

ওদের মনে আনন্দ আর ধরে না। যে জায়গায় নামবার জন্য মনটা ছটফট করছে সেই জায়গাই যে কাঁকের, তা কে জানত? ওরা তাই এক মুহূর্তও দেরি না করে নেমে পড়ল বাস থেকে। পঞ্চুকে নামাতে হল না। সে পাশেই অপেক্ষমাণ একটি সাদা অ্যামবাসাডরের মাথায় লাফিয়ে চলে এল ওদের কাছে।

আর ঠিক তখনই নজরে পড়ল বাবলুর। বলল, "বিলু, লুকস দ্যাট।"

ওরা দেখল এক ভীষণদর্শন লম্বা-চওড়া সাহেবদের মতন ফরসা লালমুখ একজন চেয়ারে বসে চা খাচ্ছেন। লোকটার চাপ-দাড়ি। চোখে সানগ্লাস। চা খেতে-খেতেই বাবলুদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার। আর-একজন মোচওয়ালা লোক তাঁকে তদারকি করছে। এ সেই লোক, যে কিনা রায়পুরে ট্রেন থেকে ফেলে দিয়েছিল বাবলুকে।

বিলু বলল, "লোকটা এখানে কী করে এল বল তো?"

"যেভাবে আমরা এসেছি। আমরা বাসে, ওরা মোটরে।"

"ওরা আমাদের ফলো করছে?"

"হয়তো। না হলে কাঁকেরের জমজমাট বাজার ছেড়ে ওরা এই পঞ্জাবি ধাবায় চা খেতে এল কেন? ওরা জানে, এই বাস এখানেই এসে থামবে।"

বিলু কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করে বলল, "আচ্ছা বাবলু, এই লোকটাই নাগরাজ নয় তো?"

"অসম্ভব কিছু নয়। মনে হচ্ছে ইনিই তিনি।"

বাবলুরা অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে মিশে চা আর কেকের অর্ডার দিল।

ভোম্বল বলল, "মজা দেখাচ্ছি দাঁড়াও।" বলেই ধাবার পাশে বসে থাকা এক কলাওয়ালার কাছ থেকে কয়েকটা কলা কিনে শুরু করল খেতে।

এদিকে গাড়ির মালিকের তখন চা খাওয়া শেষ হয়েছে। তিনি সদম্ভে উঠে দাঁড়িয়ে গাড়িতে যেতেই সেই লোকটি ভোম্বলের দিকে একবার রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে হনহন করে গাড়ির দিকে এগোল। ভোম্বল অমনই একটা কলার খোসা ছুড়ে দিল ওর পায়ের কাছে। যেই না দেওয়া অমনই পা হড়কে ধড়াস। একেবারে মুখ থুবড়ে সজোরে পড়ল লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে দাঁত ভেঙে, ঠোঁট কেটে রক্তারক্তি একেবারে। তাই না দেখে ধাবার লোকজন, অন্য বাস যাত্রীরা হইহই করে ছুটে এল সব। অমন দানবের মতন যার চেহারা, কলার খোসায় পা হড়কে কী তার অবস্থা!

লোকটির অবস্থা দেখে ভোম্বলও ছুটে গেল। গিয়ে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে করে বলল, "বদলা নাম্বার ওয়ান। ফির মিলেঙ্গে দোস্ত।"

লোকটির এত লেগেছে যে, এর উত্তরে কিছুই বলতে পারল না। বরং বহুকষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে রুমালে ঠোঁটটা চেপে ধরল।

ধাবার লোকজনরা তো খুব একচোট নিল ভোম্বলকে।

একজন একটু নরম সুরে বলল, "আরে, এ বাঙালি ভাইয়া, কেলা খানা ঠিক, লেকিন রাস্তে'পর ফিকনা ঠিক নেহি। পড়ি লিখি লেড়কা হো তুম। দেখো তো, ক্যা হাল বনা দিয়া তুমনে।"

ভোম্বল অভিনয়ের ভঙ্গিতে মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "মুঝে মাফ কর দিজিয়ে আঙ্কেল, ভুল হো চুকা।"

সেই লালমুখ তখন মোটর থেকে নেমে এসেছেন। কী ভয়ংকর মুখের অবস্থা তাঁর। তাই দেখে সভয়ে অনেকেই পিছিয়ে গেল। লালমুখ এবার এক-পা এক-পা করে এগিয়ে এলেন ভোম্বলের দিকে।

লালমুখ বললেন, "অ্যায়সা ভুল দোবারা নেহি হোনা চাহিয়ে। ইসি লিয়ে হাম তুমকো...।"

আর-একটি কথাও বলতে হল না লালমুখকে। পঞ্চু খপাক করে লাফিয়ে পড়ল তাঁর হাতের ওপর। তারপর কবজি কামড়ে ঝুলে পড়তেই রিভলভারটা খসে পড়ল হাত থেকে।

বাবলু হিরোর মতোই সকলের সামনে কুড়িয়ে নিল সেটা। বলল, "অ্যায়সা ভুল আপকো ভি দোবারা নেহি হোনা চাহিয়ে।" বলে অভিজ্ঞের মতো সেটাকে বেশ ভালভাবে ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখে বলল, "লেকিন ইয়ে চিজ আপ কাঁহাসে চুরায়া? লাইসেন্স হ্যায় আপকা পাস?"

লালমুখের মুখ আরও লাল হয়ে উঠল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "ও রিভলভার মুঝে দে দো। নেহি তো...."

বাবলু আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখে বলল, "নেহি তো...?"

"মার-মারকে তুমহারা জান খতরেমে ডাল দুঙ্গা।"

বাবলু এবার তেড়ে একটা ধমক দিল, "শাট আপ। সিট অন দ্য কার অ্যান্ড বি অফ ফ্রম হিয়ার।"

অমন যে লালমুখ, তাও কালো হয়ে গেল ধমক খেয়ে। তার ওপর বাবলু রিভলভারটা এমনভাবে তাঁর দিকে তাগ করে ছিল যে, তিনি বুঝতে পারলেন এ-হাত অনভ্যস্ত হাত নয়। তাই আর কোনওরকম হুমকি দিলেন না তিনি। তার চেয়েও বড় কথা, তাঁর মতো একজন গাড়ি-চড়া প্রভাবশালী ব্যক্তির এত লোকের সামনে এইভাবে একটা হাঁটুর বয়সি ছেলের কাছে ধমক খাওয়ার মতো অপমানের আর কী আছে? তাঁর ইজ্জত যে মাটিতে মিলিয়ে গেল! অথচ বোঝাই যাচ্ছে ওরা মোস্ট ডেঞ্জারাস! ছেলেটির হাত থেকে যে রিভলভারটা ছিনিয়ে নেবেন সে সাহসও তাঁর নেই। কেন না, ওই সাংঘাতিক কুকুরটা তা হলে আবার কামড়াবে। এমনিতে তো যা কামড় দিয়েছে তাতে দাঁত বসে গেছে। টনটন করছে হাতটা। ইঞ্জেকশন যে ক'টা নিতে হবে তা কে জানে? তার ওপর অন্য ছেলেমেয়েগুলোও কেমন যেন মারমুখী মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে।

লালমুখকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বাবলু আবার একটা ধমক দিল, "হোয়াই ইউ আর স্ট্যান্ডিং হিয়ার? নাউ, আই সে ইউ গেট আউট। ইমিডিয়েটলি।"

বাবলুর মূর্তি দেখে এবং তার মুখে ইংরেজি শুনে আরও ঘাবড়ে গেলেন লালমুখ। তাই যেমন এসেছিলেন তেমনই এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে গাড়িতে উঠলেন। তারপর সঙ্গী লোকটাকে ডেকে নিয়ে যে-পথে যাওয়ার সে-পথেই চলে গেলেন তিনি।

ওরা চলে যেতেই স্তব্ধ জনতা ছুটে এল ওদের কাছে।

একজন বলল, "এ লোগনকা সাথ টক্কর মারনেবালা কোঈ নেহি থা। যো তুমনে কিয়া ঠিকই কিয়া। লেকিন ইয়ে আদমি বহতই খতরনক। তুমহারা জান খতরেমে পড় গয়া। তুম সব ভাগো হিঁয়াসে।"

বাবলু বলল, "আমরা তো ভাগবার জন্য আসিনি আঙ্কেল, তবে কেউ আমাদের মারতে এলে আমরা পড়ে মার খাব এমন শিক্ষাও আমরা পাইনি। কিন্তু আপনারা সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ধরে দিতে পারলেন না ঘা কতক?"

"ক্যা কিয়েগা। হাম সব গাঁওবালে। কুছ বোলেগা তো এ লোগ অচানক আ কে স্ম্যাশড কর দেগা সব কুছ। বালবাচ্ছা ভি বরবাদ হো যায়েগা।"

বাবলু বলল, "লোকটা কে?"

অপর একজন চোখ কপালে তুলে বলল, "আরে বাবা! ইনকো পয়ছানা নেহি? বস্তার কি শের।"

বাবলু হো-হো করে হেসে বলল, "শের তো বিল্লিকা মাফিক ভাগে কিঁউ?"

"কৌন জানে। ইয়ে হ্যায় রেড প্রিন্স। নাগ্গারাজা। কোবরা।"

বাবলু বলল, "আই সি। ইনিই তা হলে সেই কুখ্যাত নাগরাজ কোবরা?" বলে সবাইকে নিয়ে দধিয়া তালাও ডাইনে রেখে সোজা পথ ধরে কাঁকের বাজারের দিকে চলল।

॥ ৬ ॥

সামান্য কিছু পথ হাঁটতেই সেই আঁকাবাঁকা পাহাড়ি নদীটির পুল পেরিয়ে কাঁকের বাজারে এল ওরা। এই নদীর নাম দুধ নদী। দুধ নদীর ওপারে সবুজে ভরা বিশাল পাহাড়ের সে কী অবর্ণনীয় রূপ! যেন এক রমণীয় সৌন্দর্যে মণ্ডিত। পাহাড়ের কোলে কত ঘরবাড়ি। মন্দির। এপারে হাটবাজার। ব্যস্ত জনপদ। কী চমৎকার! পটে আঁকা ছবিও বুঝি এত সুন্দর নয়!

বাবলুরা বাজারে এসে দু'-চারজনকে জিজ্ঞেস করল এখানে থাকার মতন কোনও লজ আছে কি না। জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর এল, "ইধার তো কমসে কম দো-তিন লজ হ্যায়।"

ওদেরই ভেতর থেকে একজন একটি ছেলেকে হাঁক দিয়ে ডাকল, "আরে এ রামাইয়া, তেরা লজ মে কোই রুম খালি হ্যায় রে?"

রামাইয়া এগিয়ে এসে বলল, "বিলকুল। চার-পাঁচ রুম খালি পড় রহা।"

"লে যাও সবকো।"

একেবারে বাসস্ট্যান্ডের গায়ে দু'-একটা বাড়ির পরেই দোতলা লজটা। ডান দিকে রাজপথ। বস্তার রোড। বাঁ দিকে দুধ নদী ও কাঁকের পাহাড়। ওরা রামাইয়ার সঙ্গে লজের দোতলায় উঠে ঘর বুক করল। লজের

ভাড়াও খুব কম। সিঙ্গল-বেডরুম আঠারো টাকা। ডবল বেড পঁচিশ টাকা। বাথরুম অবশ্য কমন। যাই হোক, ওরা দুটো ঘর নিল ওদের সুবিধের জন্য।

লজে জিনিসপত্র রেখে মুখ-হাত ধুয়ে পোশাক পরিবর্তন করে যখন বাজারে এল তখন বেলা পড়ে এসেছে। প্রথমেই ওরা একটা দোকানে ঢুকে গরম-গরম শিঙাড়া আর চা খেল। তারপর দুধ নদীর বালিতে নেমে সে কী ছুটোছুটি! বিয়াস এখানে নদীর মতোই উচ্ছল। আর পঞ্চুকেই বা পায় কে? সে যে কী কাণ্ডটা করতে লাগল, তা না দেখলে বোঝানো যাবে না। বাবলু পাহাড় দেখতে লাগল। বিলু বলল, "ওই পাহাড়ে ওঠবার জন্য মনটা কেমন ছটফট করছে আমার।"

ভোম্বল বলল, "আমারও।"

বাচ্চু, বিচ্ছু, বিয়াস সবাই বলল, "আমাদেরও। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই আগে কিন্তু পাহাড়ে উঠব আমরা। তারপরে অন্য কথা।"

বাবলু বলল, "না। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই যে কাজে এসেছি সেই কাজটা করব। ভানুদাসের পরিবারের খোঁজ করে তাদের হাতে টাকাগুলো দিয়ে দিলে তবেই আমাদের শান্তি। অত টাকা সঙ্গে রাখার ঝুঁকি নেওয়াটা কি ঠিক? দরকার হলে দু'-একটা দিন থাকব এখানে। তারপরে জগদলপুর যাব।" বলেই কী একটা মনে পড়ায় বাবলু বলল, "একটা খুব ভুল হয়ে গেছে রে।"

বিলু বলল, "কী বল তো?"

"নাগরাজের রিভলভারটা আমাদের কাছে রয়ে গেছে। আমার মনে হয় আজ রাতেই ওটা এখানকার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত।"

বিলু বলল, "অমন কাজটি করিস না। এই অঞ্চলের পুলিশের সঙ্গে নাগরাজের সম্পর্ক কীরকম সেটা না জেনেই এই ভুল করে কখনও? তা ছাড়া অত ভালমানুষি দেখিয়ে লাভ কী? তার চেয়ে ঝামেলা যদি ভালরকম বাধে, তা হলে এদের হেড কোয়ার্টার্সে গিয়েই জমা দেব আমরা। অথবা আমাদের লোকাল থানায়। আপাতত রিভলভারটা আমার কাছে থাক। বুলেট ক'টা আছে ওর ভেতরে?"

"একটাই।"

"সেটা জমা থাক ভোম্বলের কাছে। এখানকার পুলিশের সঙ্গে এই ব্যাপারে কোনওরকম বাতচিত নয়।"

বাবলু বলল, "বেশ। তোর কথাই থাক তা হলে।" বলে বুলেটটা ভোম্বলকে দিয়ে রিভলভারটা বিলুকে দিল।

ততক্ষণে সন্ধে হয়েছে। চারদিক ঝলমল করছে আলোয়। নদীর ওপারে মন্দিরে-মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি শুনে ওরা সেইদিকেই চলল। পায়ের পাতা ডোবানো জল পেরিয়ে ওপারে গিয়ে প্রথমেই ওরা জগন্মাতা মন্দিরে গেল। কী সুন্দর মন্দির! সেখানে আরতি দেখে ওরা গেল শিবের মন্দিরে। আরতি হচ্ছে সেখানে। কাঁসর আর ঘণ্টার ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠছে চারদিক।

আরতি শেষ হলে প্রসাদ বিতরণের পালা। এক তরুণী লুচি আর হালুয়া নিয়ে প্রসাদ বিতরণ করতে লাগলেন। এই তরুণীকে দেখলেই কোনও দেবী বলে মনে হয়। যেমন অপূর্ব মুখশ্রী, তেমনই টানা-টানা চোখ আর টকটকে ফরসা গায়ের রং। কে ইনি? ইনি কি সত্যিই মানবী, না কোনও দেবী?

বাবলুরা সবাই মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে।

তরুণী মিষ্টি হেসে ওদের হাতে প্রসাদ দিয়ে বললেন, "অমন করে কী দেখছ ভাই?"

বাবলু বলল, "আপনাকে।"

বাচ্চু, বিচ্ছু আর বিয়াস বলল, "আপনি কত সুন্দর!"

তরুণী ওদের আদর করে বললেন, "তোমরাই বা কম কী?"

পঞ্চু অমনই বলে উঠল, "গোঁ-ও-ঔ।"

"ওমা! ও কী বলল?"

"আমাদের কথাতেই সায় দিল। তা ছাড়া ও বোধ হয় আপনার কাছে একটু প্রসাদ চাইছে।"

তরুণী হেসে বললেন, "তাই নাকি?" বলে একটু লুচি-হালুয়া খাইয়ে দিলেন পঞ্চুকে। দিয়ে হাসতে হাসতে বিদায় নিলেন।

তরুণী চলে গেলেও অনেকক্ষণ তাঁর চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে রইল ওরা। তারপর মন্দির ফাঁকা হলে আবার একসময় নদীর গর্ভে নামল।

জল পার হতে হতেই বাবলু বলল, "আজ যেন সাক্ষাৎ দেবীদর্শন হল, তাই না?"

বিলু বলল, "ঠিক বলেছিস।"
ভোম্বল বলল, "আমার তো মনে হচ্ছিল ওঁকে একটা প্রণাম করি।"
বাবলু বলল, "করলি না কেন? কেউ কি তোকে মানা করেছিল?"
কথা বলতে বলতেই ওরা এপারে এল। তারপর আলো-ঝলমল পথ ধরে একটু এদিক-সেদিক করে বাসস্ট্যান্ডের লাগোয়া একটা হোটেলে ঢুকে রুটি আর মাংসের অর্ডার দিল।
ভোম্বল বলল, "খাওয়াটা একটু সকাল-সকাল হয়ে গেল না?"
বাবলু বলল, "অচেনা জায়গা। বেশি রাত করে এলে হয়তো দেখতাম দোকানই বন্ধ হয়ে গেছে। তার চেয়ে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ি চল। সারাদিনের জার্নির ক্লান্তিও দূর হবে।"
খাবার দিয়ে গেলে তৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগল ওরা।
মাংসের ঝোলে রুটি ডুবিয়ে খেতে খেতে ভোম্বল বলল, "মাংসটা ভারী সুন্দর রান্না করেছে রে! আর-একটু জুস পেলে কিন্তু জব্বর হত।"
ওর কথাটা বোধ হয় কানে গেল দোকানদারের। তাই নিজেই এসে একহাতা জুস দিয়ে গেল ভোম্বলকে। পরে আর সবাইকেও।
ভোম্বল বলল, "এই যে ভাই। আপকা এই হোটেলমে লাড্ডু-প্যাঁড়া পাওয়া যাবে?"
দোকানদার হেসে বলল, "জরুর পাওয়া যাবে।"
বাবলু বলল, "আজ ওসব থাক।"
ভোম্বল বলল, "সেই ভাল। আজ জমা থাকল, কাল ডবল করে খাবি। আমি কিন্তু আজই খাব।" বলেই বলল, "হমারে লিয়ে দোঠো করকে লাড্ডু আর প্যাঁড়া লাও। না-না, দোঠো করকে ক্যা হোগা? চারঠো করকে লাও।"
দোকানদার খুশি হয়ে তাই দিল।
বাবলু চাপা গলায় বলল, "রাক্ষস কোথাকার!"
ভোম্বল বলল, "ভুল। রাক্ষসে কাঁচা মাংস খায়। লাড্ডু-প্যাঁড়া নয়।"
ভোম্বলের কথায় হেসে উঠল সবাই।
খাওয়া শেষ করে হোটেলের বিল মিটিয়ে লজে ফিরল ওরা। রাত বেশি নয়, সবে আটটা। তাই ওরা একটা ঘরেই জড়ো হয়ে গুছিয়ে বসল সকলে। তারপর মেতে উঠল ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায়।
পঞ্চু খাটের তলায় ঢুকে চোখ বুজে শুয়ে রইল।
বাবলু বলল, "আজকের দিনটা তো ভালই কাটল। কাল কী হবে কে জানে! প্রথম দিনেই তো নাগরাজের দর্শন পেলাম।"
বিলু বলল, "লোকটাকে চিনে রেখে ভালই হল।"
বাবলু বলল, "তবে একটা ব্যাপারে খুব ভুল হয়ে গেছে আমাদের।"
সবাই বলল, "কীরকম!"
"শিবমন্দিরে ওই যে দিদিকে আমরা দেখলাম...।"
বিয়াস বলল, "কী সুন্দর মুখ, হাসি দিয়ে মাজা।"
"ওই দিদি আমাদের সঙ্গে বাংলায় কথা বললেন, মনে আছে কী?"
"হ্যাঁ আছে।"
"আমরা যদি তখনই ওই দিদির সঙ্গে কথা বলে আলাপ করে জানতে চাইতাম ভানুদাসের ঠিকানাটা, তা হলে নিশ্চয়ই উনি সন্ধান দিতে পারতেন।"
বাচ্চু জিভ কেটে বলল, "কী ভুলটাই না হয়ে গেছে আমাদের! তবে কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা বরং ওপারে গিয়ে ওই দিদিরই খোঁজ করব। তা হলেই পেয়ে যাব ভানুদাসের ঠিকানা।"
এমন সময় দরজায় টক-টক-টক।
বাবলু উঠে দরজা খুলে দেখল দু'জন কনস্টেবল-সহ একজন সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে। সার্জেন্ট বাবলুর চুলের মুঠি ধরে টেনে আনলেন ঘর থেকে। বললেন, "ও রিভলভার কাঁহা হ্যায়?"
হতবাক বাবলু বলল, "কৌন সা রিভলভার?"
অমনি ঠাস করে এক চড়।
পুলিশের এমন দুর্ব্যবহারে হতচকিত সবাই। কনস্টেবল দু'জনেও বিলু আর ভোম্বলের গলার টুঁটি টিপে ধরল।

সার্জেন্ট বললেন, "যো তুমনে কোবরা সাহেবকো গাড়ি সে চুরায়া। কাঁহা হ্যায় ও পয়েন্ট থ্রি এইট?"

"ঝুট বাত। আমরা কারও কিছুই চুরি করিনি। কোবরা সাহেব মিথ্যে অভিযোগ করেছেন। উনিই বরং রিভলভার দিয়ে মারতে এসেছিলেন আমাদের। আমরা তাঁর হাত থেকে ওটা কেড়ে নিয়েছি মাত্র।"

আবার একটা চড়। সেই চড় খেয়ে ঘুরে পড়ে গেল বাবলু। সার্জেন্ট বাবলুকে তুলে দাঁড় করিয়ে বললেন, "কাঁহা হ্যায় ও রিভলভার? ও মুঝে দে দো।"

বিলু অতিকষ্টে বলল, "ওটা ওর কাছে নেই স্যার, ওটা আছে আমার কাছে।"

বাবলুকে ছেড়ে এবার বিলুকে ধরলেন সার্জেন্ট। বললেন, "বঙ্গাল সে ইধার আয়া ডাকাইতি করনে? বদমাশ কাঁহাকা। চলো, তুম সবকো ফাঁসি 'পর চড়ায়গা। ইয়ে এম পি হ্যায়, এম পি।"

বাবলু বলল, "মুখ সামলে কথা বলবেন। হোল্ড ইয়োর টাং।"

সার্জেন্ট বাবলুর মাথাটা দেওয়ালে ঠুকে দিয়ে বললেন, "আঁখ দিখাতা হামকো? তুম সবকো বরবাদ করেঙ্গে হাম। নিকালো রিভলভার।"

বাবলু বলল, "রিভলভার কি আমাদের পকেটে গোঁজা আছে? ঘরের ভেতর দেখুন। সার্চ দ্য রুম।"

"ক্যা বোলা?"

আর ক্যা বোলা। বাবলু ইশারায় সকলকে ঘরের বাইরে আসতে বলেই এক ধাক্কায় সার্জেন্টকে ঠেলে ঢোকাল ঘরের ভেতর। তারপর দরজায় শেকল দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল কনস্টেবলদের ঘাড়ে।

ওরা দু'জন, এরা অনেকজন। মারের চোটে ভুবন অন্ধকার। প্রাণ বাঁচাতে একজন গিয়ে ছাদে উঠল। আর-একজন বারান্দা টপকে রাস্তায়। বিলু আর ভোম্বল দু'জনে দু'দিকে তাড়া লাগল লোকদুটোকে ধরতে।

এদিকে তখন ঘরের ভেতর তুলকালাম। পঞ্চু শুয়ে ছিল খাটের তলায়। শুয়ে শুয়ে সবই দেখছিল সে। যেহেতু পুলিশ, আর বাবলুও কোনও নির্দেশ দেয়নি, তাই সে রাগে ফুঁসছিল। কিন্তু করতে পারছিল না কিছুই। এইবার একা ঘরে শিকার পেয়ে সে কী বিক্রম তার। প্রচণ্ড হাঁকডাকে আঁচড়ে-কামড়ে একশা করে দিল সে। পঞ্চুর চিৎকারে গমগমিয়ে উঠল গোটা ঘর। তার চেয়েও প্রাণান্তকর চিৎকার বেরিয়ে এল সার্জেন্টের গলা থেকে, "বাঁচাও, বাঁচাও। মুঝে বাঁচাও। আরে বাবা রে, মর গয়ি রে। আরে তুমনে দরজা বন্ধ কর দিয়া কিঁউ রে! খোলো, খোলো। দরওয়াজা খোলে।"

পঞ্চুও তারস্বরে চেঁচাতে লাগল, "ভৌ-ভৌ-ভৌ-ভৌ।"

ততক্ষণে চিৎকার-চেঁচামেচিতে বহু লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। লজের মালিক, আশপাশের দোকানদার, পথচারি, অনেক লোক।

সবাই জিজ্ঞেস করল, "ক্যা হুয়া ভাইয়া?"

বাবলু তখন ওর অবস্থাটা দেখাল।

সবাই দেখে বলল, "আরে বাবা। বহুত মারা তুমকো।" তারপর সব শুনে বলল, "লেকিন পোলিশবালেকো সাথ অ্যায়সা তো করনা নেহি চাহিয়ে।"

"ও লোগ পোলিশবালে নেহি হো।"

"ক্যায়সে মালুম?"

"পোলিশবালে চোরো কা মাফিক ভাগতা কভি?"

সবাই বলল, "নেহি তো।"

বাবলু এবার সবাইকে বুঝিয়ে বলল, "শুনুন, ওরা কখনওই পুলিশের লোক নয়। আপনারা এখনই থানায় ফোন করুন। তা হলেই সব রহস্যের সমাধান হবে। আমি 'সার্চ দ্য রুম' বলায় যখনই জিজ্ঞেস করেছেন 'ক্যা বোলা', তখনই বুঝেছি পুলিশ না আরও কিছু, আকাট মুখ্যু একটা। তা ছাড়া সন্দেহ আমার আরও হল এই কারণে যে, ওঁর ওই একই বুলি 'ও রিভলভার মুঝে দে দো।' তা ছাড়া যেভাবে ওঁরা মারধোর, গলা টিপে ধরা ইত্যাদি করতে লাগলেন, তাতেই বুঝলাম পুলিশের ডিসিপ্লিনই এঁরা জানেন না।"

লজের মালিক সব শুনে বাবলুকে সমর্থন করে বললেন, "তুমনে ঠিকই কহা, ও পুলিশ নেহি। পুলিশ হোনেসে হমারা উইদাউট পারমিশন অন্দর নেহি ঘুসতা।" বলেই ফোন করলেন থানায়।

থানাটা কাছেই। তাই একগাড়ি পুলিশ ছুটে এল তখনই। তাঁদের যিনি ইনস্পেক্টর, তিনি বললেন, "হাম তো খুদ হিঁয়াকা ইনচার্জ। হাম তো কিসিকো নেহি ভেজা। কাঁহা হায় ও আদমি?"

বাবলু ওদের ঘরটা দেখিয়ে দিল।

পঞ্চু তখনও চেঁচাচ্ছে, "ভৌ-ভৌ-ভৌ-ভৌ।"

আর ঘরের ভেতর থেকে কান্না ও চ্যাঁচানি সমানে ভেসে আসছে, "অ্যা-অ্যা-অ্যা।"

ইনস্পেক্টরের নির্দেশে বাবলু দরজা খুলে দিতেই দেখা গেল পুলিশের পোশাক পরা নকল সার্জেন্ট ঘরের কোণে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থরথর করে কাঁপছে। পঞ্চুর আক্রমণের চিহ্ন তার সর্বাঙ্গে।

ওর চিৎকার তখনও থামেনি দেখে বাবলু ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু শেষবারের মতো ধমক দিল লোকটাকে, "ভো-উ-উ-ভ্যাক্।"

ইনস্পেক্টর লোকটিকে বললেন, "কৌন হো তুম? বাহার আও।"

লোকটি মাথা হেঁট করে বাইরে এসে কোনওরকম সাড়াশব্দ না দিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

ইনস্পেক্টর কঠিন গলায় বললেন, "ভাগনে কো কোশিস মাত করো লেপার্ড। জেল সে কব নিকলে হুয়ে তুম?" বলেই মাথার টুপিটা খুলে দিতে কেশহীন ন্যাড়া মাথা বেরিয়ে পড়ল তার। ইনস্পেক্টর তাঁর লোকেদের বললেন, "হাতকড়া লাগাও। আউর লে চলো হামারা সাথ।"

লেপার্ডের হাতে যে পিস্তলটা ছিল, পঞ্চুর আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারেনি তা। সেটা পড়ে ছিল ঘরের মেঝেয়। পঞ্চু সেটা মুখে করে ইনস্পেক্টরকে দিতেই উনি সস্নেহে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, "বাহাদুর ডগ।"

এর পর বাবলুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা হল তাঁর। লজের মালিক সকলকে কফি খাওয়ালেন। বাবলুর মুখে ওদের সব কথা শুনে ইনস্পেক্টর বললেন, "নাগরাজের বিপত্তির কথা আজ কাঁকেরময় রটে গেছে। মানী লোকের অপমানের ব্যাপার চাপা থাকে না। আর এই ঘটনায় স্থানীয় লোকজনেরও মনের মধ্যে প্রতিবাদ করবার দৃঢ়তা এসেছে।"

ইনস্পেক্টর বাবলুর সঙ্গে কথা বলে সন্তুষ্ট হয়ে যখন চলে যাচ্ছিলেন, বাবলু তখনই নাগরাজের সেই রিভলভারটা ঘর থেকে বের করে দিয়ে দিল তাঁকে। রিভলভার বিলু টেবিলের ওপরই রেখে গিয়েছিল। শুধু বুলেটটা ছিল ভোম্বলের পকেটে। তাই সেটা দিতে পারল না।

ইনস্পেক্টর বাবলুর পিঠ চাপড়ে বললেন, "ঠিক হ্যায় তুম সব আগে বাঢ়ো। হাম তুমকো মদত করেঙ্গে।" বলে চলে গেলেন।

কিন্তু মুশকিল হল বিলু আর ভোম্বল যে একেবারেই বেপাত্তা। গেল কোথায় ওরা? বাবলুরা ছাদে উঠে দেখল ছাদ ফাঁকা। নীচে নেমে দেখল কেউ কোথাও নেই। তা হলে? বিপদের পরে বিপদ। তবে কি ওরা ধরা পড়ল ওদের হাতে? তা যদি হয়, তা হলে তো চরম প্রতিশোধ নেবে ওরা। বাবলুর হাত-পা যেন কাঁপতে লাগল। একেই তো মারধোর খেয়ে শরীরটা ভাল নেই। তার ওপরে এই ঝামেলা। বাচ্চু, বিচ্ছু, বিয়াসের মুখও শুকিয়ে এতটুকু। আর পঞ্চু? সে একবার নীচে একবার ওপরে, একবার ঘর আর নদীর ধার, এই করতে লাগল।

সারারাত ঘুম হল না কারও।

ভোরের আলো যখন ফুটে উঠল তখন ছোট্ট পাহাড়ি কাঁকের জেগে উঠল পাখির কলতানে। লজের জানলার ধারে বসে নদী আর পাহাড়ের রূপ দেখতে লাগল ওরা। কিন্তু এই রূপ, রস, গন্ধ অনুভব করবার মন কোথায়? ছেলেদুটো রাতের অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেল?

বিয়াস বলল, "এই খবরটা কি বাড়িতে জানাবে তোমরা?"

বাবলু বলল, "এখনই নয়।"

"ঘটনা যে কী হল কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ওরা তো ওদের ধরে নিয়ে যায়নি। বরং ওরা ওদের তাড়া করেছে। তা হলে ফিরল না কেন?"

বাবলু বলল, "ভয় তো সেখানেই। এখানে আমরা দলবদ্ধ ছিলাম, তাই ভেগেছে ওরা। কিন্তু বাইরে গিয়ে তাড়া খাওয়া ওই লোকদুটিই যে নিজমূর্তি ধরেনি, তাই বা কে বলতে পারে? ওদের শক্তির সঙ্গে কখনও এরা পারে?"

বিয়াস বলল, "এখন তা হলে কী করব আমরা?"

বাবলু দু' হাতের তালুর ভরে কপালটা রেখে বলল, "কিচ্ছু মাথায় আসছে না আমার।"

বিচ্ছু সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন বাবুলদা?"

"ভয় পাব না? এখন কি মনে করছিস আমাদের কাউকে ধরতে পারলে আটকে রাখবে ওরা? পেলেই

গুলি করে মারবে। কারণ হাওড়ার জোড়া খুনের সাক্ষী আমরা। ভানুদাস ওদেরই লোকের হাতে প্রাণ হারিয়েছে, তাও আমাদের অজানা নয়। ওদের দু'জন লোক এখন আমাদের ওখানে পুলিশের হেফাজতে। এখানেও একজন সদ্য বন্দি। তা ছাড়া আমাদের ওখানকার পুলিশের ওপর গুলিচালনারও সাক্ষী আমরা। এবং এখানেও আমাদের খুনের চেষ্টা আমরা ব্যর্থ করে দিয়েছি। তাই আমাদের ওপর রাগটা কি ওদের কম? এখন আমাদের ধরলেই ওরা বিনাশ করবে।"

বিয়াস এবার সভয়ে জড়িয়ে ধরল বাবলুকে। বলল, "আমার খুব ভয় করছে বাবলু।"

বাবলু বলল, "এইজন্যই তো কাউকে সঙ্গে নিই না আমরা। দেখলে তো, যে-কোনও মুহূর্তে কীভাবে জীবন বিপন্ন হতে পারে আমাদের?"

বিচ্ছু বলল, "এখনও সময় আছে। পুলিশের সাহায্য নিয়ে এখনও তুমি বাড়ি চলে যেতে পারো।"

বাবলু বলল, "আর তা সম্ভব নয়।"

বিয়াস বলল, "তোমাদের কি ধারণা আমি আমার জন্য ভয় পাচ্ছি? মরতে আমিও ভয় পাই না। আমার ভয় হচ্ছে ছেলেদুটোর জন্য। যদি ওরা সত্যি-সত্যিই মেরে ফ্যালে ওদের!"

বাবলু এবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পেস্ট-ব্রাশ নিয়ে বাথরুমে গেল। যাওয়ার আগে সবাইকেই তৈরি হয় নিতে বলল বাইরে বেরোবার জন্য।

ওদের সাজগোজ করে বেরোতে বেরোতেই রোদে ঝলমল করতে লাগল চারদিক। বাইরে এসেই ওরা দেখল পাহাড় ও বনাঞ্চল রোদের ছটায় অপরূপ। দুধ নদীর বালিতে তখন কত গোরু-মোষ এসে নেমেছে। নদীর পাড়ে ভাঙনের গায়ে অথবা বালির বুকে গজিয়ে ওঠা তৃণগুল্ম মুখে নিয়ে রোদ পোহাচ্ছে তারা। আর চারদিকে জমজম করছে মানুষজনের ভিড়।

ব্যাপারটা কী? স্থানীয় একজনকে জিজ্ঞেস করে জানল আজ রবিবার, হাটবার। এখানে প্রতি বুধবার ও রবিবার হাট বসে। তবে রবিবারের হাট দারুণ জমাট। এতবড় হাট এই অঞ্চলের আর কোথাও বসে না। আদিবাসীরাই মূলত এই হাটের প্রধান ক্রেতা-বিক্রেতা। নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়াও বাস রাস্তার দু'পাশে ও দুধ নদীর ধারে-ধারে বহুদূর পর্যন্ত এই হাটের বিস্তৃতি। বড়-বড় লোভনীয় পেয়ারা থেকে শাক-সবজি, বেতের বোনা ধামা, কুলো, মাছ, মাংস পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে এই হাটে। একজন লোক কী সুন্দর মাটি বিক্রি করছে। এই মাটি কিনে নিয়ে গিয়ে আদিবাসীরা তাদের ঘরের দেওয়ালে, উঠোনে প্রলেপ দেবে। হাট তো নয়, যেন মেলা বসেছে। ওরা হাট ঘুরে হাটতলাতেই একটা দোকানে বসে সকালের জলযোগটা সেরে নিল। শিঙাড়া, জিলিপি আর কচুরি ছাড়া কীই-বা আছে এখানে? তাই খেয়েই এক কাপ করে চা খেল ওরা। তারপর নদী পার হয়ে চলল কাঁকের পাহাড়ে ভানুদাসের খোঁজে। বাড়িটা খুঁজে পেলে একটা কাজ তবু মিটবে। পঞ্চু চলল সবার আগে। কেন কে জানে ওর মুখে কোনও সাড়াশব্দ নেই। বিলু আর ভোম্বলের ব্যাপারে ও কি তা হলে খুব বেশি চিন্তা করছে?

বাবলুরা নদী পার হয়ে ওপারে গেল। প্রথমেই মন্দিরগুলোয় একবার চোখ বুলিয়ে নিল ওরা। যদি কোথাও সেই সোনার প্রতিমার দর্শন পায়! কিন্তু না, কেউ নেই সেখানে। ওপারের মতো এপারটা জমজমাট না হলেও পাহাড়ের কোলে কোলে বেশ ঘন বসতি এখানে। গুজরাতি জৈন সম্প্রদায়ের বেনিয়াদের বসবাস বেশি। উঁচু দাওয়ার ওপর সামনে গদিঘর, পেছনে গেরস্তালি। দু'-একটি জৈন মন্দিরও আছে।

বাবলু একজনকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, ভানুদাস কা মকান কিধার?"

"ভানুদাস? কোন ভানুদাস? ও নামকা কোঈ আদমি হ্যায়ই নেহি হিঁয়া 'পর।"

বাবলু ভানুদাসের পোস্টকার্ডটা বের করে দেখাল তাকে। ঠিকানা দেখে এইবার খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখ। বলল, "আও মেরে সাথ। তুম ভানুদাস বোলোগে তো হাম ক্যা সমঝেগা? ধার্মিকদাদা বোলো। বড়ি দিলদার আদমি থে। লেকিন...।"

"লেকিন কী?"

লোকটি আর কোনও কথা না বলে ইশারায় ওদের ডেকে পাহাড়ের কোলে একটু উচ্চস্থানে ছোট্ট একটি একতলা বাড়ির কাছে নিয়ে গেল। সেই বাড়ির ছাদে ভিজে কাপড় শুকোতে দিচ্ছিলেন যিনি, তাঁকে দেখেই আশার আলো ফুটে উঠল সবার চোখে। তার সঙ্গে অবাকও হল কম না। এই কি সেই দুস্থ ভানুদাসের বাড়ি?

তরুণী ওদের দেখেই একমুখ হাসি নিয়ে নীচে নেমে এলেন। বললেন, "কী ব্যাপার! আমার মুখটা কি তোমাদের এতই ভাল লেগেছে যে, বাড়ি বয়ে দেখতে এসেছ? না কি পাহাড়ে ওঠবার মতলব আছে?"

বাবলু বলল, "দুটোই।"

যে-লোকটি ওদের নিয়ে এসেছিল সে তরুণীকে ফিসফিস করে কী যেন বলে বাবলুদের বলল, "ঠিক হ্যায়, তুম বাত করো, হাম যা রহে।"

বাবলুরা কিছুই বুঝল না ব্যাপারটা কী।

তরুণী বললেন, "এসো, ভেতরে এসো।" তারপর বললেন, "কই, তোমাদের আর দু'জনকে দেখছি না তো?"

বাবলুরা সবাই ঘরে ঢুকল। পঞ্চুও। পাশেই ছাদে ওঠার সিঁড়ি। পঞ্চু কিন্তু আনন্দের প্রকাশ ঘটাতে সবার আগে ছাদে উঠল না। বরং মুখটাকে নেড়েচেড়ে এমন করতে লাগল যাতে বোঝা গেল সেরকম কাউকে পেলেই ওর দাঁতের ধার কীরকম তা দেখিয়ে দেবে।

ওরা ঘরে ঢুকে তক্তপোশের বিছানায় বসতেই তরুণী একটি চেয়ার টেনে ওদের মুখোমুখি বসলেন। তারপর বললেন, "এবারে বলো ভানুদাসকে তোমরা কেন খুঁজছ? এখানে কিন্তু ওঁর নাম ধার্মিকদাদা।"

বাবলু বলল, "আপনার পরিচয়?"

"আমার পরিচয় আমি। আমার বাবা এখানকার ডাক্তার ছিলেন। বছর দুই হল মারা গেছেন তিনি। সংসারে এখন আমি আর মা। আমি এইখানকার একটি নার্সারি স্কুলে শিক্ষকতা করি।"

"আমরা ভানুদাসের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

এমন সময় পাশের ঘর থেকে এক বিধবা ভদ্রমহিলা এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, "কে রে বকুল?"

"ওই যে কাল যাদের কথা তোমাকে বলছিলাম।"

"ও। সেই ছেলেমেয়েরা?"

বাবলু বলল, "বকুলদি, আমাদের হাতে সময় খুব কম। যদি ওদের সঙ্গে একটু দেখা করিয়ে দেন তো খুব ভাল হয়।"

বকুলদি বললেন, "এসেছ, বসো না। এত তাড়া কীসের?"

"আসলে আমাদের মানসিক অবস্থা খুব খারাপ।"

"বুঝেছি। মা, আমার ভাইবোনদের কিছু খেতে দাও না গো। অমনই আমাকেও দিয়ো। পারলে একটু চা কোরো। চা খাও তো তোমরা?"

"আবার ওঁকে কেন কষ্ট দেওয়া?"

"থাক, আর পাকামি করতে হবে না। এখন বলো তো তোমরা কে? কী জন্য এখানে এসেছ? আর ধার্মিকদাদার পরিবারেরই বা খোঁজ করছ কেন?"

বাবলু একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা খুলে বলল বকুলদিকে। বকুলদি কখনও চোখ বুজে, কখনও চোখের দিকে চেয়ে, কখনও-বা দেওয়ালে টাঙানো ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির দিকে তাকিয়ে মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন। তারপর বাবলুর কাছে উঠে এসে সস্নেহে ওর গায়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "তোমাদের যে কী বলে ভালবাসা জানাব ভাই, যে মানুষটিকে চোখেও দ্যাখোনি, তারই জন্য এত মমতা তোমাদের? তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অতদূর থেকে ছুটে এসেছ তোমরা! তবে ওই নাগরাজ লোকটি কিন্তু ভয়ংকর। ওর ব্যাপারে সাবধান। যাই হোক, ধার্মিকদাদার ছেলেটার তো কোনও সন্ধান নেই। তাকে সত্যি-সত্যিই বাঘে খেয়েছে না কেউ গুম করেছে তা কে জানে? ওর বউ আর মেয়েটা বড় দুঃখে দিন কাটাচ্ছে। আমিই ওদের দেখাশোনা করি। এখন ওরা জঙ্গলে গেছে কাঠ কুড়োতে। ফিরে এলেই তোমাদের কথা বলব।"

বাবলু টাকাগুলো বের করে বকুলদির হাতে দিয়ে বলল, "আপনি এগুলো ওদের হাতে দিয়ে দেবেন বকুলদি।"

"না, না। আমি কেন দেব? তোমরাই দেবে।"

"আমরা তো এখনই চলে যাব।"

"কোথায় যাবে তোমরা? ওসব যাওয়া-টাওয়া এখন হবে না। তোমাদের বন্ধুদের ফিরে আসার জন্য একটা দিন অন্তত অপেক্ষা করো। তা ছাড়া এইভাবে হট করে জগদলপুরে গিয়ে পড়লেই বিপদে পড়বে তোমরা। বিশেষ করে ওখানে তোমরা থাকবে কোথায়? না জেনে এমন একটা হোটেল বা লজে উঠলে, যেটা হয়তো নাগরাজেরই। বিপদের শেষ থাকবে না তখন। মনে রেখো, তোমার সঙ্গে তিন-তিনটি বোন আছে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু বকুলদি, ওখানে আমাদের যেতে তো হবেই। কোনও একটা হোটেলে উঠতেও হবে।"

"সেইজন্যই তো বলছি একটু ভাবতে দাও আমাকে। ওখানে আমাদের একটা বাড়ি আছে। তার নীচের তলায় ভাড়াটে থাকে। ওপরটা আমাদের। আমি একটা জিপের ব্যবস্থা করছি। কাল খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে রওনা দেব আমরা। আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। এখন তোমাদের বাসে যাওয়া কোনওমতেই নিরাপদ নয়।"

বাবলু তো আনন্দে লাফিয়ে উঠল, "হুর্‌র্‌রে।"

বাচ্চু, বিচ্ছু আর বিয়াস জড়িয়ে ধরল বকুলদিকে। বলল, "সত্যি, আপনার তুলনা হয় না!"

বকুলদি বললেন, "আমাকে একবার দন্তেওয়ারা যেতে হবে পুজো দিতে। অমনি দু'-একদিন থেকে আসব তোমাদের সঙ্গে। আর তোমরা তোমাদের কাজ শেষ করে যখন যাবে, আমার সঙ্গে দেখা করে যেয়ো।"

বিয়াস বলল, "দন্তেওয়ারায় কী আছে বকুলদি?"

"দন্তেশ্বরীর মন্দির। এই দেবী খুব জাগ্রত। সবাই মান্য করেন এঁকে। জগদলপুরেও দেবীর একটি মন্দির আছে। তবে কিরণডোলের পথে পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যে দেবীর যে মন্দির, তা একটি পীঠস্থান।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি? সময় পেলে আমরাও যাব।"

বিচ্ছু দু' হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে দেবীর উদ্দেশে প্রার্থনা জানাল, "মা! বিলুদা আর ভোম্বলদাকে তাড়াতাড়ি পাইয়ে দাও। কেউ যেন ওদের কোনও ক্ষতি করতে না পারে।"

বাবলু বলল, "বকুলদি, আমরা যে একবার এই পাহাড়টায় উঠতে চাই। এই পাহাড়ের ওপর যে তালাও আছে সেটা একবার দেখতে চাই আমরা।"

"ধার্মিকদাদার ছেলে শঙ্কর তো মাছ ধরতে গিয়ে ওইখান থেকেই গুম হয়েছিল।"

"আচ্ছা, ওর বন্ধুবান্ধবদের কারও সঙ্গে কিছু কথা বলা যায় না?"

"দরকার নেই। তা ছাড়া কেউ কিছু বলতেও পারবে না। ছোট-ছোট ছেলে সব। তাও দেহাতি।"

এমন সময় বকুলদির মা প্লেট ভর্তি খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। এইটুকু সময়ের মধ্যে কত কিছুর ব্যবস্থা করেছেন তিনি। লুচি, হালুয়া, আলু-কপি ভাজা, মিহিদানার লাড্ডু। আর চা।

সবাই তৃপ্তি করে সব কিছু খেয়ে পঞ্চুকে নিয়েই নদী পার হয়ে লজে এল জিনিসপত্র নিতে। এসেই দেখল বিলু ওদের জন্য হানটান করছে।

বাবলু ছুটে গিয়ে বিলুকে জড়িয়ে ধরেই বলল, "কী রে! ব্যাপার কী তোদের? ভোম্বল কই?"

বিলু ছলছল চোখে বলল, "সে বোধ হয় নেই রে!"

"তার মানে?"

বিলু সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "কোথায় গিয়েছিলি তোরা?"

"ভানুদাসের ঠিকানা খুঁজতে।"

"পেলি?"

"পেয়েছি। কিন্তু ওসব কথা এখন থাক। তোদের কথা বল?"

"কাল রাতে আমি তো একজনের পিছু নিয়েছিলাম। ভোম্বলটা আমার সঙ্গে না এসে আর-একজনের পিছু নিয়ে গেল কিনা ছাদে। ওরা হল অত্যন্ত ধুর। তাই এ-ছাদ ও ছাদ করে পালাল। মাঝখান থেকে ভোম্বলটা হিরো হতে গিয়ে মুখ থুবড়ে এমন পড়ল যে, ধরা পড়ে গেল ওদের হাতে। আমি ওকে রক্ষা করবার জন্য ছুটে এলুম বটে, কিন্তু পারলুম না। ওরা ছিল চারজন। ওরা একটা জিপের মধ্যে ভোম্বলকে তুলে নিয়ে জগদলপুরের দিকে চলল। আমি বাধা দিতে না পারলেও জিপের পেছন দিকটা আঁকড়ে ধরলাম। কিন্তু এইভাবে কি বেশিক্ষণ ধরে থাকা যায়? হঠাৎ একটা পাহাড়ে ওঠার মুখে গাড়িটা কাত হতেই হাত ফসকে পড়ে গেলাম আমি। আর জিপটাও পরক্ষণে খাদে ওলটাল।"

বাবলু চোখদুটো বড়-বড় করে বলল, "বলিস কী রে!"

"সে কী ঘন জঙ্গল সেখানে! হায়েনা, চিতা আর ভালুকের রাজত্ব। আমি কোনওরকমে একটি হনুমান মন্দিরের সাধুর আশ্রমে গিয়ে ঢুকি। সাধুবাবা সেই অন্ধকারেও কয়েকজন লোককে ডেকেডুকে লাঠি, বল্লম, টাঙ্গি নিয়ে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু ওই অন্ধকারে কি খোঁজা যায়? অনেক পরে ফরাসগাঁও না কোন্ডাগাঁও থেকে একদল পুলিশ এল। টর্চের আলোয় চারদিক দেখল। কিন্তু শুধু জিপটাকেই পড়ে থাকতে দেখা গেল সেখানে, কোনও মানুষজনের চিহ্নও পাওয়া গেল না। আজ সকালেও ভাল করে খুঁজে দেখে তবেই আমি আসছি।"

বাবলু বলল, "তোর মুখে সব শুনেছে পুলিশ?"

"সব।"

"এবার হয়তো ওদের টনক নড়বে।"

বাবলুরা লজ খালি করে টাকা-পয়সা মিটিয়ে একবার থানায় গেল। তারপর বিলুর ফিরে আসার ব্যাপারটা জানিয়ে চলে এল বকুলদির বাড়ি।

বকুলদি বললেন, "তোমরা চলে যাওয়ার পর আমি ঘনশ্যামদাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। কাল সকাল ছ'টা নাগাদ জিপ আসবে। তোমাদের আর কোনও চিন্তা রইল না তা হলে?"

বাবলু বলল, "যাওয়ার চিন্তা রইল না। কিন্তু একজন বন্ধুর চিন্তা যে রয়েই গেল বকুলদি। দু'জনের একজন ফিরেছে। আর-একজনের সন্ধান নেই।"

"সে কী!"

বিলু তখন ওর নৈশ-অভিযানের কাহিনী শোনাল বকুলদিকে।

বকুলদি বললেন, "উঃ! কী অত্যাচার।"

বাবলু বলল, "দিদি! আমরা আপনার ছোট ভাইয়ের মতো। আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন যেন আমরা সফল হই। নাগরাজের গুন্ডারাজ খতম আমরা করবই। কী চরম প্রতিশোধ যে নেব আমরা, তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।"

বকুলদি বললেন, "তোমরা যা ভাবছ তা নয় বাবলু। নাগরাজ অত্যন্ত বিষধর। অতি ভয়ংকর সে।"

"আমাদের চেয়ে নয়। আপনাকে তো বলেইছি কাঁকের বাজারের অদূরে পঞ্জাবি ধাবায় কাল ওকে কীভাবে হেনস্থা করেছি। আসলে মায়ের আশীর্বাদ এমন আছে আমাদের ওপর যে, বিপদের মেঘ ঘনিয়ে এলেও তা সরে যেতে বাধ্য হয়।"

বাবলুরা এখানেই স্নান-খাওয়া করে সামান্য একটু বিশ্রাম নিয়ে পর্বতারোহণ শুরু করল। একে বুনো পাহাড়, তার ওপর আগাছা বেড়ে যাওয়ায় পথ আর খুঁজে পায় না। একটু-একটু করে ঝোপঝাড়ের ফাঁক-ফোকরে কয়েক ধাপ ওঠে আর নীচের দিকে তাকিয়ে কাঁকেরের সৌন্দর্য দেখে। তারপর আবার শুরু করে ধাপ ওঠা। কী বড় পাহাড়! একটা চড়াই শেষ হয় তো খানিক গিয়ে আবার চড়াই। দূর বনান্তরালের ভেতর দিয়ে পথ হারিয়ে যায় আরও সুদূরে।

বিয়াস একসময় হাঁফাতে-হাঁফাতে বলে, "আর আমি পারছি না বাবলু। তোমরা যাও, আমি এখানেই বসি।"

বাবলু বলল, "তা হয় না। এসো, আমার হাত ধরো। এসেছ যখন, যেতেই হবে।"

ক্লান্ত বিয়াস বাবলুর হাত ধরল এসে।

পাখির কূজন শুনতে-শুনতে বিলু বলল, "ভোম্বলটাও যদি এই সময় আমাদের সঙ্গে থাকত রে!"

বাবলু সে-কথার উত্তর দিল না।

পঞ্চু হঠাৎ কী একটা দেখে ছুটে গেল ভৌ-ভৌ করে।

সবাই থমকে দাঁড়াল।

বাবলু বলল, "ও কিছু না। একটা শজারু। শজারু দেখে এত ভয় পেলে কী করে হবে?"

বিলু আবার বলল, "আচ্ছা বাবলু, এত সুন্দর এই জায়গাটা, অথচ কোনও গাইডবুকেও এর কোনও উল্লেখ নেই কেন বল তো?"

"নেই এই কারণে, জায়গাটা মনোরম হলেও শুধু এর আকর্ষণে এখানে এসে কারও পোষাবে না। তবে রায়পুর বা এই পথে যাঁরা জগদলপুরে যান, তাঁদের জন্য এটার উল্লেখ প্রয়োজন ছিল। অবশ্য আমাদের এই অভিযানের পর জায়গাটা গুরুত্ব পাবে, এটা আমরা আশা করব।"

পাহাড়ে উঠতে উঠতে একসময় ক্লান্ত হয় সবাই। খানিক ওঠার পর যেই মনে হয় এই বুঝি পথের শেষ, অমনই দেখা যায় পথ দূর থেকে আরও দূরে অগভীর বনান্তে মিশে গেছে। একসময় যখন আর যেতে পারছে না, মনে হচ্ছে নেমে আসে, তখন একজন কাঠুরিয়া মেয়ের সঙ্গে দেখা হল। তাকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, "যাইয়ে, যাইয়ে। কুছ ডর নেহি। আভি থোড়া দূর যানা পড়েগা।"

বিচ্ছু বলল, "কী করবে বাবলুদা?"

"তোরা কী করবি বল?"

বিয়াস বলল, "আমি তো আগেই বলেছি নেমে চলো। যা ঝোপঝাড় চারদিকে, কোনও একটা জন্তু-জানোয়ার বেরিয়ে পড়া অসম্ভব নয়!"

বিলু বলল, "এতটা চড়াই কষ্ট করে উঠে এসে নেমে যাওয়াটা ঠিক নয়। আর একটু যাই চল।"

চল তো চল। আবার শুরু হল পথচলা। খানিক যেতেই বেশ একটু উঁচু জায়গায় বহুদিনের পুরনো ধ্বংসপ্রাপ্ত পাথরের একটি প্রাচীন দরওয়াজা চোখে পড়ল।

বিলু বলল, "ওই দ্যাখ বাবলু! নিশ্চয়ই এবার আমরা এসে গেছি।"

ওরা তখন নতুন উদ্যমে সেই দরওয়াজায় পৌঁছল বটে, তবে গিয়ে দেখল পথটা এখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে। ওরা কী করবে ভেবে না পেয়ে ডান দিকের পথটাই ধরল। পথের ক্লান্তিতে বুকের ভেতরটা যেন ধড়ফড় করছে তখন। উঃ কী সাংঘাতিক পাহাড় রে বাবা! যাই হোক, এই পথে খানিক এগোতেই ওরা একজায়গায় বনের ভেতর একটি আশ্রমে পতপত করে ধ্বজা উড়তে দেখল। আর সেইখানেই রমণীয় একটি সরোবর। যাকে বলে তালাও। কী সুন্দর দৃশ্য সেখানকার! ওরা এক-পা এক-পা করে সেইখানে এসে দাঁড়াল।

এক সাধুবাবাও এগিয়ে এলেন ওদের দেখে। সস্নেহে বললেন, "তোমরা কে বাবা! কোথা থেকে আসছ? এই অবেলায় কেন? সকালের দিকে আসবে তো?"

বাবলুরা সবাই সাধুবাবাকে প্রণাম করে বলল, "আপনি বাঙালি?"

"আমি তো ইংরেজি বা হিন্দিতে কথা বলিনি বাবা।"

"স্যরি। তা অবশ্য বলেননি। আপনি কতদিন এখানে আছেন?"

"আমার ইন্টারভিউ নেবে তো আশ্রমের ভেতরে এসো। প্রসাদ খাও। তারপর...।"

ওরা জুতো খুলে আশ্রমে ঢুকল। নামেমাত্রই আশ্রম। আসলে রাত্রিবাসের মতন নিরাপদ আস্তানা একটা। বড়-বড় গাছ আর পাথরের সঙ্গে বাঁশ, কাঠ দিয়ে ঘেরা একটা ঝোপড়ি মাত্র।

সাধুবাবা ওদের ছোলা আর নারকোল ভাজা প্রসাদ দিলেন। তারপর সবাইকে দিলেন এক লোটা করে জল। ওরা জল খেয়ে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

বিয়াস বলল, "কী মিষ্টি জলটা!"

সাধুবাবা বললেন, "তুমিও তো খুব মিষ্টি মা। তোমরা সবাই। এ হল ওই তালাওয়ের জল। দেখলে ভক্তি হয় না, কিন্তু খুব সুস্বাদু।"

বাবলু বলল, "কই, বললেন না তো আপনি এখানে কতদিন আছেন?"

"তা পঁচিশটা বছর হল বইকী!"

"আপনার নামটা জানতে পারি?"

"আমার নাম যোগীরাজ ব্রহ্মানন্দ স্বামী। তোমরা এক কাজ করো, বেশি দেরি কোরো না এখানে। চারদিক চট করে একটু ঘুরে দেখে সন্ধের আগেই নীচে নেমে যাও।"

বাবলু বলল, "সত্যি, যা ঘন বন! দেখলে ভয় করে। যদি বাঘে খায়?"

বাবলুর কথা শুনে সাধুবাবা হো-হো করে হেসে উঠলেন, "বাঘ! এখানে বাঘ কোথায়? তবে বাঘ আছে। বেশি আছে ভালুক। হরিণও আছে, খুব কম। ওরা আসে সন্ধের পর তালাওয়ের জল খেতে। তোমরা একবার সকালের দিকে এসো পিকনিক করতে। দলবেঁধে আসবে। আমাকেও অবশ্য ভাগ দিয়ো খাওয়ায়। কেন না ভালমন্দ খেতে আমারও খুব ইচ্ছে করে তো। তারপর সারারাত এখানে থেকো। দেখবে কত জানোয়ার জল খেতে আসবে এখানে। পূর্ণিমা দেখে এসো। গ্রীষ্মকাল হলে আরও ভাল হয়। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই এসে যাবে সব।"

বাবলু বলল, "কিন্তু বাবা, নীচে যে শুনলাম এই গাঁয়েরই কোনও একজনের ছেলেকে দুপুরবেলাই বাঘে খেয়েছে।"

সাধুবাবা বললেন, "মিথ্যে কথা। ওকে মানুষ-বাঘে খেয়েছে। দুর্ভাগ্য এই যে, আমি তখন এখানে ছিলাম না।"

"আপনি থাকলে কি তাকে রক্ষা করতে পারতেন?"

"চেষ্টা করতাম।"

বাবলু বলল, "সাধুবাবা, শুনলাম নাকি এই অঞ্চলে কে এক নাগরাজ আছে, তারই লোকেরা চুরি করেছে ছেলেটাকে, এ-কথা কি সত্যি?"

"নাগরাজ যখন, খলতা তখন স্বাভাবিক। তবে আমার মনের কথা বললে কি তোমাদের তদন্তের কাজে কোনও সুবিধে হবে?"

বাবলু চমকে উঠল, "তদন্ত!"

"ওরে! আমি হচ্ছি অন্তর্যামী। তোরা যে কারা তা কি জানি না ভেবেছিস? যে লোকের নাম বললি তোরা,

তার সম্বন্ধে একটু শুধু বলে রাখি। ওই লোকটা এই অঞ্চলেরই লোক ছিল। ওর নাম ছিল নাগেশ রায়।"

"বাঙালি নাকি?"

"রায় হলেই কি বাঙালি হয়? মহারাষ্ট্রের লোক। নাগেশ হচ্ছে শিবের নাম। শুনিসনি? নাগেশ দ্বারুকাবনে। কিন্তু সেই নাগেশকে ও নাগরাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কাঁকের বাজারে ওর একটা দোকান ছিল। পান-বিড়ির দোকান। কিন্তু সেটা ছিল ওর সাজানো ব্যাপার। ভেতরে ভেতরে অন্য ব্যবসা করত। মাদক দ্রব্যের চোরাচালান থেকে জঙ্গলের চোরাকাটরাদের নিয়ে ব্যবসা, সবই করত। পরে পুলিশ প্রশাসন এবং জনতার প্রতিরোধে স্থানত্যাগ করতে বাধ্য হয় ও। কিন্তু এর পরে কীভাবে যে কপাল খুলল ওর, তা কে জানে! এখন নাগরাজ কোবরা নামে বস্তারের আতঙ্ক। রায়পুরে, জগদলপুরে ওর স্বনামে-বেনামে কত হোটেল, লজ, সিনেমা হল। চার-পাঁচটা গাড়ির মালিক। দশ-বারোটা বাড়ি। ফ্ল্যাট। তার ওপর একদল খুনে গুন্ডাকে নিয়ে ওর কুখ্যাত কোবরা দল। ওর একজন পোষা গুন্ডা আছে, যার নাম জোজো। সবাই তাকে লেপার্ড বলে জানে। শুনেছি কাল সে ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। আর সেটা সম্ভব হয়েছে তোদের জন্যই।"

বাবলু বলল, "আপনার কানেও এসেছে তা হলে এই খবরটা?"

"না আসবার কী আছে? তোদেরও তো একটা দল আছে। পাণ্ডব গোয়েন্দা না কী যেন?"

বাবলু বলল, "জবাব নেই সাধুবাবা। ধন্য আপনি।" বলে তালাওয়ের চারপাশে একবার পাক দিয়ে উঁচু একটা বেদির ওপর শঙ্কর ভগবানের ছোট্ট মন্দিরটিতে প্রণাম জানিয়ে সাধুবাবার কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা।

সাধুবাবা হেঁকে বললেন, "সময় পেলেই আবার আসবি কিন্তু।"

বাবলু হাত নেড়ে বলল, "নিশ্চয়ই আসব।" বলে সেই রম্যভূমি ত্যাগ করল ওরা।

এই নির্জনে এই সাধুবাবাকে বড়ই রহস্যময় মনে হল।

সাধুবাবাও ওদের চলে যাওয়া পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মাথার জটটা খুলে পাশে রাখলেন।

আশ্রমের পেছন দিকের গাছপালার আড়াল থেকে দু'জন লোক বেরিয়ে এল।

সাধুবাবা ইশারায় তাদের বললেন, "ফলো দেম।"

॥ ৭ ॥

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙল সকলের। ঘুম অবশ্য আপনা থেকে ভাঙেনি। বকুলদিই ডেকে তুললেন সকলকে। তারপর সবাই মিলে কফি আর টোস্ট খেয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হল।

ড্রাইভার ঘনশ্যামদাও ঠিক সময়েই এলেন।

ভানুদাসের বউ-মেয়েও বিদায় জানাতে এল ওদের। অত টাকা পেয়ে তারা যে কী খুশি তা বলে বোঝানো যাবে না।"

জিপের দুটো পাশ ঘনশ্যামদা এমনভাবে ঢেকে দিলেন, যাতে সচরাচর কেউ ওদের দেখতে না পায়। ড্রাইভারের পাশের সিটে বিয়াস ও বকুলদি। বাবলু, বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছু ও পঞ্চু বসল পেছনের সিটে।

জিপ ঝড়ের গতিতে ছুটে চলল জগদলপুরের দিকে। ভোরের আবহাওয়ায় কাঁকের পাহাড়কে তখন মনে হতে লাগল যেন একটা বিশাল প্রেতপ্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এইভাবে বেশ খানিকটা যাওয়ার পরই আরও ঘন পাহাড়-জঙ্গলের দেশে এসে পড়ল ওরা।

বিলু বলল, "এই দ্যাখ বাবলু, এই সেই স্থান। যেখানে কাল রাতে আমাদের জিপ উলটেছিল।"

বকুলদি বললেন, "এইখান থেকেই পাহাড়ে ওঠার বিপজ্জনক ঘাট আছে বারোটা।"

বিয়াস বলল, "ঘাট কী বকুলদি?"

"ঘাট মানে ঘূর্ণি। অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলা হয় কার্ভ।"

জিপ তখন গোঁ-গোঁ করে ওপরে ওঠা শুরু করেছে। সত্যিই ভয় লাগে ওপরে উঠতে। এতটুকু অন্যমনস্ক হলেই গভীর খাদে। তবে চালকরা সতর্ক হয়েই গাড়ি চালান এখানে। তাই দুর্ঘটনা বড় একটা ঘটে না।

খানিক ওঠার পরই ওরা দেখল উলটে যাওয়া সেই জিপটিকে তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে।

পথে একটি হনুমানজির মন্দির পড়ল। ঘনশ্যামদা সেইখানে জিপ থামিয়ে পুজো দিতে গেলেন মন্দিরে। পূজারিজি একটা থালিতে করে এলাচদানা ও নারকেল প্রসাদ এনে বিতরণ করলেন সকলকে।

জিপ আবার ঘাট পেরিয়ে রওনা দিল।

বকুলদি বললেন, "এই পাহাড়ের উচ্চতা হচ্ছে আঠারোশো ফুট।"

এইভাবেই বারোটা ঘাট শেষ হলে অবতরণ। কাঁকের পাহাড় অতিক্রম করে আবার সমতলের পথ ধরল ওরা। ফরাসগাঁও, কোণ্ডাগাঁও হয়ে যখন ওরা জগদলপুরে এসে পৌঁছল বেলা তখন ন'টা।

বস্তারের রাজবাড়ির কাছে বকুলদিদের ছোট্ট দোতলা বাড়ি। জিপ ওদের সেখানে পৌঁছে দিয়েই বিদায় নিল।

বকুলদি একজন আদিবাসী মেয়েকে ডাকিয়ে এনে ঘর পরিষ্কার করালেন। তারপর বললেন, "আজকের খাওয়াদাওয়াটা কি তোমরা ঘরেই করবে, না হোটেলে সারতে চাও?"

বাবলু বলল, "আমার মনে হয় হোটেলে যাওয়াই ভাল।"

বিয়াস প্রচণ্ড আপত্তি করে বলল, "কেন, আমরা এত মেয়ে থাকতে হোটেলে খেতে যাব কোন দুঃখে? চলুন তো সবাই মিলে বাজারে গিয়ে কিছু আনাজপাতি কিনে এনে রান্নাবান্না লাগিয়ে দিই।"

বকুলদি বললেন, "যা তোমরা বলবে! তোমরা রাজি থাকলে আমি এককথায় রাজি।"

এই বাড়ির নীচে যে ভাড়াটেরা ছিল তারাও খুব সহযোগিতা করল। তাদের বউটি সঙ্গে সঙ্গে উনুনে আঁচ দিয়ে ব্যবস্থা করে দিল সব কিছুর। কাছেই বাজার। বকুলদি তাই অযথা সময় নষ্ট না করে ওদের নিয়ে চলে গেলেন বাজার করতে।

সবাই গেলেও বাবলু কিন্তু গেল না। এখানকার মাটিতে পা দেওয়ামাত্রই বাবলুর মনটা কীরকম যেন হয়ে গেছে। এই ঘিঞ্জি শহরের মধ্যে কোথায় এবং কীভাবে ভোম্বলের খোঁজ করবে, সেই চিন্তাতেই বিষণ্ণ হয়ে রইল সে। দুর্ঘটনাজনিত কারণে ভোম্বল যে প্রাণে মরেনি, এই ব্যাপারে ও নিশ্চিন্ত। কেন না, বিলুর মুখে শুনেছে অপহরণকারীরা চার-পাঁচজন ছিল। দুর্ঘটনায় কারও যখন কিছু হয়নি তখন ভোম্বলও নিরাপদ। কিন্তু ছেলেটা কোথায় এবং কীভাবে আছে সেটা তো জানা দরকার। নাগরাজ নিশ্চয়ই দুধ-কলা দিয়ে ওকে পুষবে না। কাজেই ওর খপ্পর থেকে ওকে উদ্ধার করতে না পারলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে।

বাবলু যখন জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দূরের প্রকৃতির দিকে চোখ মেলে এইসব ভাবছে, তেমন সময় হঠাৎ ওর চোখ পড়ল দূরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একজন লোক একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। বাবলুর চোখে চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে সরে গেল লোকটা।

একটু পরেই বাজার থেকে ফিরে এল সবাই। একগাদা কচুরি আর জিলিপি সকলের জন্য কিনে এনেছেন বকুলদি। সেইসঙ্গে ফুলকপির বড়া। বাজারের মধ্যে এনেছেন আলু, কপি, টম্যাটো ছাড়াও মাংস খানিকটা।

বকুলদি বললেন, "আমাদের সঙ্গে তুমিও যেতে পারতে বাবলু।"

বাবলু বলল, "পারতাম। তবে কী জানেন, আমার এখন কোনওদিকেই এনার্জি নেই। ভোম্বলের চিন্তাতেই মনটা আমার খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ওরা যে কোথায় নিয়ে রাখল ছেলেটাকে, তা কে জানে?"

বাচ্চু একটা ডিশে করে কচুরি আর জিলিপি এনে খেতে দিল বাবলুকে।

বাবলু খাওয়া শুরু করতেই বিলু এসে ফিসফিস করে ওকে বলল, "দ্যাখ বাবলু, আমার মনে হয় নাগরাজের স্পাইরা আমাদের ওপর নজর রাখছে।"

"কী করে বুঝলি?"

"আমরা যখন বাজার করছিলাম তখন দু'জন লোক আমাদের পাশে-পাশে ঘুরছিল আর ঘন ঘন তাকাচ্ছিল আমাদের দিকে।

বাবলু গম্ভীর হয়ে বলল, "ধরলি না কেন একটাকে? পঞ্চু তো সঙ্গে ছিল।"

"আসলে তুই ছিলি না বলে সাহস হল না। যদি কাজটা কাঁচা হয়ে যায়!"

এমন সময় হাসিমুখে চা নিয়ে ঘরে ঢুকল বিয়াস। বিলু আর বাবলুকে চা দিয়ে বলল, "চা-টা কিন্তু আমি করেছি।"

বাবলু বলল, "খুব ভাল। তা এমন ফিকফিক করে হাসছ কেন? আমাদের নতুন দেখছ নাকি?"

"বা রে! নতুন দেখলেই কি কেউ হাসে? আসলে আমি ভাবছি অন্য কথা। তোমাদের পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে বকুলদি আর আমি কেমন মিশে গেছি বলো তো? তোমাদেরও নামের আদ্যক্ষর, 'বি', আমাদেরও। বকুল, বিয়াস।"

বাবলু স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে বলল, "আরে তাই তো!" তারপর চা খাওয়া শেষ করে বলল, "তোমরা এদিককার কাজ শেষ করো। আমি একটু বিলুকে নিয়ে ছাদে যাচ্ছি। নিরিবিলিতে একটু আলোচনা করব, কেমন?"

বাবলু আর বিলু ছাদে গেল। তারপর ভোম্বলের ব্যাপারে কীভাবে কী করবে না করবে এই নিয়ে শুরু করল জোর আলোচনা। কথায় কথায় অনেক বেলা হয়ে গেল। তখন প্রায় দুটো।

বিলু বলল, "কী করছে বল তো এরা? এর চেয়ে হোটেলে খেলেই ভাল হত! খিদেয় পেট চুঁইচুঁই করছে আমার।"

বিলুর কথা শেষ হতেই বকুলদি ডাকলেন, "তোমরা সব নীচে এসো, আমাদের হয়ে গেছে।"

এমন সময় হঠাৎ পঞ্চুর চিৎকারে গমগমিয়ে উঠল বাড়িটা।

বাবলু, বিলু দু'জনেই ছুটে এল, "কী হল! কী হল পঞ্চু!"

দোতলায় নেমেই দেখল বকুলদি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বাচ্চু, বিচ্ছুও নির্বাক। আর পঞ্চু নীচে-ওপরে ছুটোছুটি করছে ভৌ-ভৌ করে।

বাবলু বলল, "ব্যাপারটা কী? হল কী হঠাৎ?"

বাচ্চু ছলছল চোখে বলল, "লেপার্ড এসে বিয়াসকে নিয়ে গেল বাবলুদা।"

বাবলু যেন কানকেও বিশ্বাস করতে পারল না। "হোয়াট! কে নিয়ে গেল বললি? লেপার্ড! সে তো এখন কাঁকের পুলিশের হেফাজতে।"

"না বাবলুদা। লোকটা কখন এসে বাথরুমে লুকিয়ে ছিল কে জানে! হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর মুখ বেঁধে নিয়ে গেল। আমি স্বচক্ষে দেখেছি। চিতা যেমন শিকার ধরে, ঠিক সেইভাবে। মুহূর্তে কোথায় যে হারিয়ে গেল, কে জানে! পঞ্চু ছুটে গিয়েও তার নাগাল পেল না।"

বাবলু হতাশ হয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

ওদের চিৎকার-চ্যাচামেচিতে নীচের ভাড়াটে ছাড়াও অনেক লোক জড়ো হয়েছে তখন। সবাই বলল, "এ যে দেখছি দিনে ডাকাতি।"

খাওয়াদাওয়া মাথায় উঠল তখন। বাবলু বিলুকে বলল, "আয় দেখি একবার আমার সঙ্গে।"

"কোথায় যাবি?"

"থানায়।"

ওরা সবাইকে সাবধানে থাকতে বলে পঞ্চুকে নিয়ে পথে নামল। দু'-এক কদম যেতেই একজন ইনস্পেক্টর স্কুটারে চেপে এদের সামনে এসে থামলেন, "এ কী! তোমরা এখানে? কখন থেকে আমি তোমাদের খোঁজ করছি।"

বাবলু বলল, "আপনি আমাদের চেনেন?"

"চিনি বইকী! আমার নাম অশোক রায়। তোমাদের থানার মি. বর্মন আমার বিশেষ বন্ধু। উনি ফোনে আমাকে সব কথা জানিয়েছেন। নাগরাজকে ফাঁদে ফেলার সবরকম ব্যবস্থাই আমরা করেছি। কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছি না লোকটাকে। ত্রিবেদী হত্যার পরিকল্পনায় লোকটা অভিযুক্ত। ওখানকার পুলিশ প্রশাসন খুবই শঙ্কিত ওর ব্যাপারে। ইতিমধ্যে তোমরা কাঁকেরে যে লেপার্ডকে ধরিয়ে দিয়েছিলে, সেই ব্যাটা আজ ভোরে কীভাবে যেন চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে।"

বাবলু বলল, "জানি। এইমাত্র আমাদের একটি মেয়েকেও সে তুলে নিয়ে গেছে। ওরই ব্যাপারে আমরা থানায় যাচ্ছিলাম।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "বলো কী! তা হলে এখানেই এসে জুটেছে লোকটা!" বলেই বললেন, "তুমি এসো তো একবার আমার সঙ্গে। তাড়াতাড়ি।"

বাবলু বিলুকে বলল, "তুই পঞ্চুকে নিয়ে ঘরে যা। আমি না আসা পর্যন্ত কোথাও যাবি না, বুঝলি? ঘরে গিয়ে ওদের পাহারা দে।"

বাবলু স্কুটারে বসতেই স্কুটার জনবহুল পথ ছেড়ে একেবারে ফাঁকা রাস্তায় এসে পড়ল। এই রাস্তার নাম কোঁটা রোড।

বাবলু বলল, "আপনি এত জোরে চালাচ্ছেন যে, ভয় করছে আমার।"

"পাণ্ডব গোয়েন্দার ভয়?"

"দুর্ঘটনার ভয় তো সকলেরই হয়। দেখুন না আমাদের এক বন্ধুও কাল থেকে নিখোঁজ। তার ওপর মেয়েটাও আজ...।"

"ঘরে বসে থাকলে তো এইসব বিপদ হত না ভাই। সাপের গর্তে হাত দেবে অথচ ছোবল খাবে না, তা কী হয়?"

বাবলু এবার গম্ভীর গলায় বলল, "কে আপনি?"

"গোয়েন্দায় পুলিশ চেনে না, এ বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়।"

"তার চেয়েও দুর্ভাগ্য হল সেয়ানে সেয়ান চেনে না। আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন জানতে পারি কি?"

"কথা না বলে চুপ করে বসে থাকো।"

বেলা গড়িয়ে সন্ধে হয়ে এল। এক ঘন বনভূমির মধ্যে বিশাল এক পর্বতের গুহামন্দিরের সামনে স্কুটার এসে থামল। সে কী ভয়াবহ নির্জনতা! জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই।

লোকটি ওকে স্কুটার থেকে নামিয়ে বলল, "আশা করি গোলমাল করবে না। পালাবারও চেষ্টা করবে না এখান থেকে। তা হলে কিন্তু ভীষণ বিপদে পড়বে।"

বাবলু বলল, "গোলমাল করলে কি এতটা পথ আপনি আমাকে নিয়ে আসতে পারতেন পুলিশসাহেব?"

"থ্যাঙ্কস।"

"কিন্তু জায়গাটা কোথায়? কোনখানে এলাম আমরা?"

"সারাটা জীবন যেখানে কাটাতে হবে, সেইখানে।"

এমন সময় হ্যাজাক হাতে দু'জন লোক অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল, "লেপার্ড তো এল না বদরিদা।"

"ওর তো এখানেই আসবার কথা। বস নিজের গাড়িতেই আনবে। ঠিক আছে, তোরা এই বিচ্ছুটার ব্যবস্থা কর। আমি দেখছি ওদিকটা।"

"তা না হয় দেখবে। কিন্তু এইখানে কাজ-কারবার করা আমাদের পক্ষে খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। সরকারি কেয়ারটেকারটা একদম সহযোগিতা করে না আমাদের সঙ্গে। এদিকের রাস্তাটা এবার ছাড়ো তোমরা।"

"তীরথগড়ের জিনিসগুলো এসে পৌঁছেছে?"

"না। বারোটার পর তো আসবে। এখন কী?"

"একে আঠারো নম্বরে রাখো। আমি দেখছি লেপার্ডের কী হল!"

বাবলু এতক্ষণে কথা বলল, "ওটি হচ্ছে না ব্রাদার। আমি ভেতরে থাকব আর আপনি হাওয়া খেতে যাবেন, তাই কি হয়? দু'জনে একসঙ্গেই থাকব।"

লোকটি রুখে দাঁড়াল, "মুখ সামলে কথা বলবি।"

বাবলু তখন আচমকা সজোরে ওর নীচের চোয়ালে এমন একটা ঘুষি মেরেছে যে, 'ওরে গেছি রে' বলেই চোয়াল চেপে বসে পড়ল লোকটা।

সঙ্গী দু'জন হ্যাজাক রেখে ছুটে গিয়ে ধরল ওকে, "কী হল বদরিদা! লেগেছে খুব? এ হে। রক্ত বেরোচ্ছে যে!"

বাবলু বলল, "আরও অনেক কিছুই বেরোবে।" বলেই আরও একটা চান্স নিল। হ্যাজাকটার দিকে লাফিয়ে পড়ে সেটা তুলে নিয়েই হঠাৎ করে বসিয়ে দিল একজনের মাথায়। দিয়েই এক লাফে সরে এল সেখান থেকে। তারপরই ছুট—ছুট—ছুট।

অন্ধকারে আলো নিভলে অন্ধকার আরও ঘন হয়। বাকি রইল আর একজন। সে চ্যাঁচাতে লাগল, "ওরে পালাল রে। ধর, ধর।"

কিন্তু এখানে কে কাকে ধরবে? বাবলু সেই অন্ধকারেই এলোপাতাড়ি পাথর ছুড়তে লাগল ওদের দিকে। ততক্ষণে অনেক টর্চের আলো একসঙ্গে এসে পড়েছে ওদের ওপর। বাবলু এবার নিজেকে রক্ষা করতে গুহার দিকেই দৌড়ল।

হঠাৎ একটি নরম হাত স্পর্শ করল ওকে। বলল, "এ কী! এইভাবে ছোটে কেউ? আমার হাত ধরে খুব সাবধানে এসো। গুহাটা কিন্তু দারুণ বিপজ্জনক।"

বাবলু বলল, "কে তুমি?"

"আমি রত্না। এরা আমাকে অনেকদিন হল নিয়ে এসে রেখেছে এখানে। আমাকে দিয়ে খুব কাজ করায়। এইখানকার বন্দিদের দেখাশোনা করি আমি। যেভাবে তোমাকে নিয়ে এল ঠিক সেইভাবেই সকলকে নিয়ে আসে ওরা। কিন্তু তুমি যা করলে তা কেউ করে না। সত্যিই বীরপুরুষ তুমি। বাহাদুর ছেলে।"

"তুমি কি এখান থেকে মুক্তি চাও?"

"কে না চায়? খাঁচার পাখিও চায়। কতদিন যে বাবা-মাকে দেখিনি! ভীষণ মন খারাপ করছে আমার।"

"তোমার বাড়ি কোথায়?"

"বর্ধমানে। তোমার?"

"হাওড়ায়। এরা কাল আমাদের একটি ছেলেকে আর আজ এইমাত্র একটি মেয়েকে ধরে এনেছে। তাদের কোথায় রেখেছে বলতে পারো? মেয়েটা সম্ভবত এখনও এসে পৌঁছয়নি।"

"কিন্তু কাল তো আসেনি কেউ।"

"সে কী!" বলেই থমকে দঁড়াল বাবলু।

"নিশ্চয়ই ওরা ওকে ওখানে রেখেছে। যেখানে আমাকে ওরা প্রথম রেখেছিল। আসলে ওরা যাকে বধ করে তাকেই ওখানে রাখে। আমি ওদের বাধ্য হই বলে প্রাণে বাঁচি।"

"তুমি এতদিন আছ, সুযোগ করে পালাতে পারোনি?"

"কী করে পালাব? একা যে! তা ছাড়া পালিয়ে যাব কোথায়? ওরা ঠিক ধরবে।"

"তা হলে তুমি আমাকে সেইখানেই নিয়ে চলো রত্না, যেখানে তুমি ছিলে।"

"নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। কিন্তু এইখানে যারা অসহায়ভাবে পাষাণে মাথা কুটছে, তাদের অন্তত মুক্তি দিয়ে যাও। আমরা সবাইকে নিয়ে এর পেছনের জঙ্গলের পথ দিয়ে পালাব।"

রত্নার হাত ধরে অন্ধকারে আবার চলা শুরু করল বাবলু। হঠাৎ একজায়গায় এসে রত্না বলল, "থামো।" বলেই টর্চ জ্বালল।

বাবলু বলল, "এতক্ষণ তোমার হাতে টর্চ থাকা সত্ত্বেও জ্বালোনি যে?"

"বা রে! বাইরের ওরা যে বুঝতে পেরে যেত।" তারপর বলল, "রাতের অন্ধকারে এই কুটুমসরের গুহামন্দির যে কী জিনিস তার তো কিছুই বুঝলে না! এইবার আমরা কাঠের মই বেয়ে প্রায় সতেরো-আঠারো ফুট নীচে নামব। যে সমস্ত ট্যুরিস্ট কুটুমসরের গুহা দেখতে আসেন তাঁদের জন্য দিনের বেলাতেও আলোর ব্যবস্থা থাকে। নীচে নামলে দেখতে পাবে আরও কত গুহা। তারপর আরও, আরও নীচে নামতে হবে। সেখানে আরও গুহা। মোট ন' কিলোমিটার জায়গা জুড়ে প্রকৃতির এই কাণ্ডকারখানা।"

রত্নার নির্দেশমতো বাবলু নীচে নেমেই আবার ওর হাত ধরল। ওরই বয়সি ফ্রকপরা ফুটফুটে মেয়েটি। লম্বা বেণীটি পিঠের ওপর দুলছে। তার হাত ধরে এই নির্জনে অভিযান করতে খুব ভাল লাগল বাবলুর। এই অন্ধকারে গুহামন্দিরে এই মেয়েটিই যেন জয়ের প্রতীক।

হঠাৎ একজায়গায় গিয়ে রত্না বন্দুকধারী একজনকে দেখিয়ে বলল, "ওই যে দেখছ লোকটাকে, ওর নাম কপিলাস। দুর্ধর্ষ শয়তান একটা। ওর এক ভাই আছে। লোকে তাকে লেপার্ড বলে।"

বাবলু বলল, "জানি।"

"ওকে কবজা করতে না পারলে বন্দিমুক্তি অসম্ভব!"

বাবলু ধীরে ধীরে ওর পিস্তলটা বের করে বলল, "দেখবে? দেব এখনই ঠান্ডা করে?"

রত্না বলল, "সর্বনাশ হয়ে যাবে তা হলে। এদের কোবরা দল পাশের ঘরেই জেগে আছে। নির্দেশ এলেই বেরিয়ে পড়বে ওরা। কোথায় যেন যাবে আজ।"

বাবলু বলল, "কোন ঘরটায়?"

"ওই যে উনিশ নম্বরে।"

বাবলু বলল, "তুমি এইখানে লুকিয়ে থাকো। টর্চটা আমাকে দাও।"

"তা হবে না। আমিও থাকব তোমার সঙ্গে।"

বাবলু বলল, "টর্চ নিভিয়ে দেওয়াল ঘেঁষে সাবধানে এসো তা হলে। আমি চুপিসারে গিয়ে উনিশ নম্বরে শিকল তুলে দিই। যদি তখন ওই শয়তানটা দেখতে পেয়ে তেড়ে আসে, তুমি তা হলে সঙ্গে-সঙ্গে ওর মুখের ওপর আলো ফেলবে। তা হলেই জব্দ হবে ও। পরের ব্যাপারটা আমিই সামলে নেব।" এই বলে পা টিপে-টিপে এগিয়ে চলল ওরা।

কিন্তু কান বটে শয়তানের! বাঘের মতন ঘ্রাণশক্তি। বাবলু অন্ধকারে একটু হোঁচট খেতেই বন্দুক উঁচিয়ে রুখে দাঁড়াল সে। দূরের দেওয়ালে একটা মশাল জ্বলছিল, তারই আলোয় বাবলু বুঝতে পারল লোকটি ওর ভাইয়ের চেয়েও হিংস্র। লোকটি অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, "কৌন হ্যায়!"

বাবলু ততক্ষণে উনিশ নম্বরে শিকল তুলে দিয়েছে। বলল, "হাত উঠাও।"

হতভম্ব কপিলাস ভয়ে হাত ওঠাল।

"বন্দুক ফিকো।"

কী যে হয়ে গেল ব্যাপারটা, কিছুই বুঝল না কপিলাস! বাবলুর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে ওকে পুলিশ বলে মনে হল। তার ওপরে মুখে টর্চের আলো পড়ায় ভাল করে তাকাতেও পারল না সে।

ওদিকে উনিশ নম্বরে তখন লম্ফঝম্প। কোবরা দলের যে ক'জন বন্দি হল, তারা ভীষণ চিৎকার করতে লাগল। হিন্দি, বাংলা, ওড়িয়া, কতরকম ভাষার বুলেট ছুড়তে লাগল ওদের দিকে। এর মধ্যেই শয়তান কপিলাসটা ভল্ট খেয়ে লাফিয়ে পড়ল উনিশ নম্বরে। তারপর যেই না শিকলে হাত দিতে যাবে বাবলুর পিস্তল অমনই গর্জে উঠল 'ডিস্যুম।'

আ-আ-আ করে একটা আর্তনাদ।

রত্না ছুটে গিয়ে কপিলাসের ঘর থেকে একগোছা চাবি এনে বন্দিদের তালা খুলল। তারপর সেই তালাই লাগিয়ে দিল উনিশ নম্বরে। সে কী কাকুতিমিনতি তখন, "ওরে, তোরা আমাদের মুক্তি দে। আমরা কথা দিচ্ছি তোদেরও আমরা মুক্তি দেব। যার-যার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব আমরা।"

প্রায় দশ-পনেরোজন ছেলে-মেয়ে তখন হইহই করে বেরিয়ে এসেছে ঘরের ভেতর থেকে। বলল, "মুক্তি! তোরা কী মুক্তি দিবি আমাদের? আমাদের মুক্তি যারা দেওয়ার, তারাই দিয়েছে। এখন এই অন্ধ-কারায় পচে মর তোরা।"

আহত কপিলাস তখনও ছটফট করছে।

বাবলু গিয়ে ওর রগের কাছে পিস্তলটা ঠেকিয়ে বলল, "তুই ব্যাটা সব জানিস। বল, আমার বন্ধুটা কোথায় আছে?"

রত্নার হাতে তখন জ্বলন্ত মশাল।

কপিলাস বলল, "হামে কুছ না জানে।"

রত্না বলল, "মরবার আগেও মিথ্যে কথা! বল শিগগির, না হলে মুখে ছ্যাঁকা দেব।"

কপিলাস রেগে বলল, "তু নিকাল যা হিঁয়াসে, যা।"

বলামাত্রই মুখে ছ্যাঁকা। এতক্ষণে তাকে বলতে হল, "উসকো নিধন করনেকে লিয়ে চিত্রকোট লা গয়া।"

রত্না বলল, "মনে হয় ঠিকই বলেছে। কেন না, আমাকেও কিছুদিন রেখেছিল ওখানে। এক বিশাল জলপ্রপাতের নীচে।"

বাবলু বলল, "তা হলে আর দেরি নয়, এখনই চলো সেখানে।"

রত্না হেসে বলল, "পাগল নাকি? জগদলপুর থেকেই সেই জায়গাটা কম করেও বিশ-পঁচিশ কিলোমিটার দূর।"

"তবু যেতে আমাদের হবেই।" বলেই বলল, "এখানে আর কেউ নেই তো সেরকম? ওই ঘরগুলোয় কী আছে?"

"কোনওটা বারুদঘর। কোনওটায় বন্দুক, রিভলভার, পাইপগান এইসব আছে। প্রচুর মাদক দ্রব্য লুকনো আছে কয়েকটা ঘরে।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে।" বলে কয়েকজনকে নিয়ে কপিলাসটাকে ঢুকিয়ে দিল একটা ঘরের ভেতর। দিয়ে শিকল তুলে দিল।

ততক্ষণে অনেক দূরে অনেক আলো।

রত্না বলল, "মনে হয় ওদের আরও লোকজন এদিকে আসছে। চলো, আমরা পালিয়ে যাই।"

বাবলু বলল, "আসতে ওদের দিলে তো! ওরা এখনও সেই উঁচুতে আছে। সবাই গিয়ে মইটা আগে সরিয়ে নিই। না হলে ওরা এসে পড়লে আর হয়তো বেরোতেই পারব না আমরা।"

বাবলু বলামাত্রই হইহই করে ছুটল সকলে। তারপর ক্ষিপ্রগতিতে মইটা সরিয়ে নিতেই ওপর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলল, "আরে এ কী করছ তোমরা! আমরা পুলিশের লোক, তোমাদের যে উদ্ধার করতে আসছি।"

বাবলু বলল, "মরে যাই রে! আপনাদের কথা শুনে আর আমরা ফুলিস হচ্ছি না।"

"আরে! আমরা ছদ্মবেশী নই। আমি ইনস্পেক্টর দশরথ দেব।"

বাবলু বলল, "আপনি যে দেবতাই হন দাদা, মন্দিরে যান। এই গুহামন্দিরে নয়। আর যদি সত্যিকারের পুলিশ হন, তা হলে এখন থানায় গিয়ে বিশ্রাম করুন। অযথা এই রাতদুপুরে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে কষ্ট পাবেন না। গুড বাই ইনস্পেক্টর দেব! টা টা।" বলে আর এক মুহূর্তও না দাঁড়িয়ে স্থানত্যাগ করল ওরা।

যেতে যেতে বাবলু বলল, "রত্না, এদের বারুদঘরটা কোনখানে একবার দেখিয়ে দাও তো?"

"কেন, কী করবে সেখানে?"

"কিছুই না। একটা মশাল ধরিয়ে ঢুকিয়ে দেব শুধু। আপদের শান্তি হবে।"

"সবাই হাততালি দিয়ে বলল, "ওঃ। কী মজাটাই না হবে তা হলে!"

রত্না বারুদঘর দেখিয়ে দিলে প্রত্যেকে একটা করে মশাল হাতে এগিয়ে এল।

বাবলু বলল, "না, না। তোমরা নয়, আমি দেব। তোমরা এগিয়ে যাও। আমি এটা ঢুকিয়ে দিয়েই দৌড়ব। রত্না আমাদের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাবে।"

বাবলুর কথামতো ওরা বেশ খানিকটা দূরত্বে গেলে বাবলু বারুদঘরে আগুন দিয়েই ছুটল। পরক্ষণেই বিস্ফোরণ। ওঃ, সে কী ভীষণ শব্দ! ঘড়-ঘড়-ঘড়-ঘড়। যেন একটা প্লেন ভেঙে পড়ছে আকাশ থেকে।

বাবলু ওর সঙ্গীদের নিয়ে বনের পথ ধরল। এ যা কাণ্ড হল তাতে এই শব্দ শুনে কোনও জন্তু-জানোয়ারও এখন এ-পথে আসবে না আর। একসময় জঙ্গলের পথ ধরে ওরা বড় রাস্তায় এসে পড়ল। রাতের অন্ধকারে পথঘাট তখন থমথম করছে।

বাবলুরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও জগদলপুরে যাওয়ার কোনও ব্যবস্থাই করতে পারল না। যাও-বা দু'-একটা ট্রাক এসে পড়ে, তাও আবার হাত দেখালে থামে না। অবশেষে রায়পুরগামী একটি ট্রাক এলে মুক্ত ছেলে-মেয়েরা উঠে পড়ল তাতেই। এদের দলে এমন একটি ছেলে ছিল, যার এক আত্মীয় রায়পুরে থাকেন। তিনি একজন ব্যবসায়ী লোক। তাই ড্রাইভারও ঝুঁকি নিতে অস্বীকার করল না।

ওরা চলে যাওয়ার অনেক পরে পথের ধারে ওদের দু'জনকে বসে থাকতে দেখে এক সর্দারজি তাঁর সরকারি জিপে দয়া করে তুলে নিলেন ওদের। তারপর শহরে ঢোকার মুখেই মোড়ের মাথায় নামিয়ে দিলেন।

এখানে রাস্তা চেনার কোনও অসুবিধে নেই। তাই খানিক হেঁটেই বাড়ি পৌঁছল ওরা। পঞ্চু তখন সমানে নীচ-ওপর করছে। বাবলুকে দেখেই ছুটে এসে ওর পায়ের ওপর গড়াগড়ি খেতে লাগল।

নীচের ভাড়াটেরা বললেন, "কী ব্যাপার! তুমি একা? ওরা কই?"

"ওরা তো যায়নি আমার সঙ্গে।"

"সে জানি। তুমি চলে যাওয়ার অনেক পরে তো ওরা গেল। তোমার দেরি দেখে সবাই গেল ওরা। কিন্তু ফিরে এল তোমাদের পঞ্চু। সেই থেকে ঘর আর বার, এই করছে বেচারা।"

বাবলু মাথায় হাত দিয়ে বলল, "নিশ্চয়ই ওরা আমারই মতন গাড্ডায় পড়েছে। ওদের সবাইকেই কিডন্যাপ করেছে ওরা।"

রত্না বাবলুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তা হলে?"

বাবলু বলল, "তা হলে আর দেরি নয়, ওরা সেইখানেই যাবে। তুমি আমাকে সেইখানে নিয়ে চলো রত্না।"

"সে যে অনেক দূরের পথ। এত রাতে যাবে কী করে?"

"ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়, জানো তো?" বলেই ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চুকে শুধু ডাকার অপেক্ষা। বাবলুর আগেই রাস্তায় নামল সে।

ওরা বাজারে গিয়ে অটো রিকশার স্ট্যান্ডে সারি-সারি অটো রিকশা দেখতে পেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কোনওটারই চালক নেই। বাবলু গিয়ে হর্ন বাজাতেই পাশের একটি দোকান থেকে ঘুমভাঙা অবস্থায় চোখ রগড়াতে-রগড়াতে উঠে এল একজন। এসেই বলল, "শুধু শুধু হর্ন বাজাচ্ছ কেন? এত রাতে আমি কোথাও যাব না।"

বাবলু বলল, "লক্ষ্মীটি দাদা আমার। দয়া করো, ভীষণ বিপদ আমাদের।"

"বিপদ তো আমি কী করব? এত রাতে যাবেটা কোথায়?"

"আমরা চিত্রকোট যাব।"

শুনেই লাফিয়ে উঠল চালক, "বাঘের পেটে যাওয়ার শখ হয়েছে বুঝি? না কি ডাকাতের খপ্পরে পড়তে চাও?"

বাবলু বলল, "কথা না বাড়িয়ে নিয়ে চলো ভাই। যত তাড়াতাড়ি পারো। যা চাও তাই দেব।"

"আমাকে টাকার লোভ দেখাচ্ছ? তা হলে জেনে রাখো বংশীলালকে টাকা দিয়ে কেনা যায় না। আমি যাবই না।"

বাবলু ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু ডাকল, "ভৌ।" ডেকে এক-পা, এক-পা করে এগিয়ে এল।

বংশীলাল লাফিয়ে উঠল, "ওরে বাবা! এসব আবার কী? এসবের দরকার নেই, ওঠো, ওঠো।" বলে গজগজ করতে লাগল, "সারাটা দিন গাড়ি চালিয়ে একটু আয়েশ করে ঘুমোচ্ছিলাম কোথায়, তা দিলে সব ভণ্ডুল করে।"

বাবলুরা উঠে বসলে অটো চিত্রকোট রোড ধরে এগিয়ে চলল।

খানিক যাওয়ার পর বংশীলাল বলল, "হঠাৎ এই রাতদুপুরে চিত্রকোট যাওয়ার শখ চাপল যে? সুইসাইড করতে যাচ্ছ না তো? দেখো বাবা, আজকালকার ছেলে-মেয়েদের বিশ্বাস নেই।"

বাবলু বলল, "আমরা নিখোঁজের সন্ধানে যাচ্ছি। মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচাতে যাচ্ছি কয়েকজনকে।"

"কথাটা একটু হেঁয়ালির মতো শোনাল। খুলে বলবে ব্যাপারটা কী?"

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই বলব।" বলে মোটামুটি সংক্ষেপে বলল, ওদের বিপদের কথা।

বংশীলাল বলল, "আমি অনেকদিন এই লাইনে আছি ভাই, তবে তোমাদের মতো অভিযাত্রী এই প্রথম দেখলাম। তোমরা যে জায়গায় যাচ্ছ, এইভাবে রাতভিত ওখানে কেউ যায় না। খুব নির্জন জায়গা। ওইখানেই আটশো ফুট চওড়া ইন্দ্রাবতী নদীর ধারা ভীমগর্জনে ছিয়ানব্বই ফুট নীচে পড়ছে। সেই দৃশ্য দেখলে বুক শুকিয়ে যাবে তোমাদের। ওই জলপ্রপাত 'ভারতের নায়েগ্রা' নামে পরিচিত।"

"বহু লোক দেখতে আসে নিশ্চয়ই?"

"আসে। তবে সরকারি অব্যবস্থার জন্য জায়গাটার অজন্তা, ইলোরা বা নর্মদা প্রপাতের মতো সুনাম হল না। চিত্রকোটই বলো, তীরথগড় আর কুটুমসরই বলো, জিপ ছাড়া গতি নেই। জিপের ভাড়াও ধরো না কেন হাজার-বারোশো টাকা। তবে চিত্রকোটের জন্য অন্নপূর্ণা টকিজের কাছ থেকে রোজ সকাল দশটায় একটা প্রাইভেট বাস ছাড়ে। সেই বাসটা যায় মারডুং পর্যন্ত। যাওয়া-আসার পথে লৌহণ্ডিগুড়া নামের একটি গ্রামকে ছুঁয়ে যায়। এই বাসের ভাড়া নেয় দশ টাকা। সারাদিনে ওই একটিই বাস। চিত্রকোট পৌঁছয় বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ। আবার বিকেল তিনটের সময় ফেরার পথে চিত্রকোট ছুঁয়ে যায়। অর্থাৎ পরিবহণের অভাবে ওই জলপ্রপাত দেখতে যাওয়া মানেই সারাদিনের খেয়া। তার ওপর সেই নির্জনে কোথাও এমন কোনও দোকানপত্তরও নেই, যেখানে কিছু খাওয়া যায়। ইদানীং অবশ্য ছোটখাটো চায়ের দোকান গজিয়ে উঠেছে একটা, সেও এমন কিছু নয়।"

সুন্দর প্রশস্ত পথ ধরে অটো এগিয়ে চলেছে। অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকে আদিম ভূমিপুত্র মারিয়াদের গ্রামগুলো একের-পর-এক পার হয়ে অটো যখন চিত্রকোটে এসে পৌঁছল, চারদিকে তখন জ্যোৎস্নার বান। একেবারে জলপ্রপাতের কাছেই অটো এসে থামল।

বাবলু, রত্না আর পঞ্চুকে নিয়ে অটো থেকে নেমে একশো টাকার একটা নোট বংশীলালকে দিতেই খুশি হয়ে অটো নিয়ে চলে গেল সে।

সে কী বিশাল ব্যাপার চলছে তখন সেখানে। ভারতের নায়েগ্রার এই অবর্ণনীয় রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল বাবলু। ওর ধ্যানধারণা সমস্তই যেন পালটে গেল।

রত্না বলল, "এইখানে দাঁড়িয়ে থেকে কী করবে? চলো, আরও এগিয়ে চলো। সামনে না গেলে বুঝবে কী করে যে, কী ভয়ংকর ব্যাপারটা চলছে এখানে!"

অটো যেখানে থেমেছিল সেইখানেই চিত্রকোট মহাদেবের একটি মন্দির আছে। তার পাশেই আছে একটি ডাকবাংলো। ওরা তার পাশ দিয়েই প্রপাতের একেবারে মুখোমুখি হল। জলোচ্ছ্বাসের সেই ভীষণ রূপ দেখে মুগ্ধও হল যেমন, ভয়ও পেল তেমনই। কী ভয়ঙ্কর সুন্দর অভিযান! ভাবলেও গা শিউরে ওঠে! ইন্দ্রাবতীর জলধারায় চারদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন করে এমনভাবে নীচে পড়ছে যে, দেখলেই বুক শুকিয়ে যায়। সেই জল নীচে পড়ে আবার নদী হয়ে বয়ে যাচ্ছে।

ওরা ধীরে ধীরে যাতে কেউ ওদের দেখতে না পায় এমনভাবে সেই প্রপাতের খুব কাছে চলে এল। এখানে চারদিকে পাথরের আড়াল। খুব ছোট ছোট কয়েকটি গুহা আর অফুরন্ত চাঁদের আলো। এখানে না এলে বোঝাই যেত না ওরা কতটা উঁচুতে রয়েছে। কিন্তু এইখানে, ধ্যানমগ্ন প্রকৃতির এই সুন্দর নির্জনে কোথায় ওরা! কেউ কোথাও তো নেই।

পঞ্চু মাটি শুঁকে শুঁকে চারদিক ঘুরছে।

বাবলু ও রত্না স্থির।

বাবলু একটি গুহা দেখিয়ে বলল, "এই গুহা?"

রত্না বলল, "না। এই পাথরের গা বেয়ে নদীগর্জে নেমে নদী পার হতে হবে। অথবা ওপরে ওপরে গিয়ে

নদী যে-পথে বয়ে আসছে সেই পথে বড় বড় পাথর ধরে নদী পার হতে হবে। অবশ্য তাতে বিপদ বেশি। কেন না জায়গাটা প্রশস্ত বলে শত্রুপক্ষের লোকেদের দেখে ফেলবার ভয়। যাই হোক, নদীর ওপারে না গেলে সেই গুহাদর্শন হবে না। আমার বিশ্বাস, ওরা সেই গুহাতেই আছে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু গর্জে নেমেই বা নদী পার হব কী করে? জলে নামলেই তো স্রোতের টানে ভেসে যাব।"

রত্না বলল, "একেবারে ভেসে না গেলেও যেতে পারবে। কেন না, পারাপারের জন্য নদীর এপারে-ওপারে কয়েকটা জেলে ডিঙি বাঁধা থাকে সবসময়। কিন্তু মুশকিল হল বাঁধা থাকলেও আমরা তো ডিঙি বাইতে পারব না। তাই এ-পথে যাওয়া অসম্ভব!"

"তা হলে কি ওখানে আমরা পৌঁছতেই পারব না?"

"সেটা বলি কী করে? তবে পথ কিন্তু সুগম নয়।"

ওরা যখন এইসব আলোচনা করছে তখন হঠাৎ একটা খসখস শব্দ কানে এল ওদের।

বাবলু ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, "হিস্‌স্।"

রত্না সভয়ে চেপে ধরল বাবলুকে। পঞ্চুও ঘন-ঘন লেজ নাড়তে লাগল। বিপদের আশঙ্কায় সতর্ক হয়ে উঠল ও।

একটা ভারী পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে লাগল। কেউ যেন আসছে। কে সে?

ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তার পেছনেই ছিল ঘন অন্ধকারে ঢাকা পাশাপাশি তিনটি গুহা।

রত্না বাবলুর হাতে টান দিয়ে বলল, "শিগগির ঢুকে পড়ো এর ভেতর। অন্ধকারে মিশে থাকো। না হলে কিন্তু বিপদ। এখন এইখানে এই নিশুতি রাতে শয়তানের চর ছাড়া কেউ আসবে না।"

ঠিকই তো। বাবলু রত্নার কথামতো সেই গুহারই একটায় ঢুকে পড়ল। এখানে অন্ধকারে আত্মগোপন করে ওরা সবকিছুই দেখতে পাবে, কিন্তু এর ভেতরে আলো না ফেললে ওদের দেখতে পাবে না কেউ। পঞ্চুও ওদের সঙ্গে এসে দেওয়াল ঘেঁষে লুকিয়ে রইল।

রত্না ফিসফিস করে বলল, "এই গুহাটা দেড়ফুটিয়াবাবার। হাত-পা নেই। বামন অবতার। দিনে এখানে ভিক্ষে করেন, রাত্রে আশ্রমে যান।"

বাবলু চাপা গলায় বলল, "চু-উ-প। ওসব কথা পরে হবে।"

পায়ের শব্দটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ওরা স্থিরভাবে গুহার জঠরে বসে দেখতে পেল খাদ বেয়ে প্রথমে একটা মাথা এবং পরে বিশাল শরীর নিয়ে দানব একটা উঠে এল।

রত্না চাপা গলায় বলল, "জোজো।"

বিস্মিত বাবলু বলল, "লেপার্ড!"

লেপার্ডের হাতে একটা টর্চ ছিল। সেই টর্চটা নিয়ে এসে একবার দূরের দিকে দেখাল। একবার দেখাল বাংলোর দিকে। তারপর অন্ধকারেই ফস করে একটা লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরাল। আবার—আবার আলো দেখাল দূরের দিকে।

কেমন যেন রহস্যময় মনে হল সব। এইভাবে আলো দেখানোর মানে কী? ও কীসের সংকেত? তবে কি...!

বাবলু আর রত্না দম বন্ধ করে দেখতে লাগল বিপজ্জনক লেপার্ডকে। বাবলুর হাতে উদ্যত পিস্তল। এতটুকু বিপদের আশঙ্কা দেখলেই দেবে ডিস্যুম করে।

অনেক পরে ইন্দ্রাবতীর ওপার থেকেও আলোর সংকেত এল একটা।

বাবলুরা দেখল দু'জন বন্দিকে কারা যেন টেনে-হিঁচড়ে ইন্দ্রাবতীর গর্জ বেয়ে উচ্চস্থানে ওঠাচ্ছে। এর অর্থ পরিষ্কার। অর্থাৎ কিনা ওপর থেকে প্রপাতের নীচে ফেলে দেবে ওদের। শাস্তিও দেওয়া হবে, আবার আর্তনাদও কানে যাবে না কারও।

রত্না বলল, "উঃ, কী নিষ্ঠুর ওরা!"

বাবলু বলল, "ওরা কি মানুষ!"

লেপার্ড গুহার দিকে পেছন হয়ে সামনে টর্চের সিগন্যাল দিতে লাগল। আর ওপারের ওরাও টেনে-হিঁচড়ে ওপরে ওঠাতে লাগল ওদের। এই দৃশ্য দেখার পর আর স্থির থাকা যায় না। বাবলু পঞ্চুর গায়ে ঠেলা দিয়ে ওকে একটু এগিয়ে দিতেই পঞ্চু অন্ধকার থেকে আত্মপ্রকাশ করে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল লেপার্ডের ওপর যে, পঞ্চু রইল কিন্তু লেপার্ড টাল সামলাতে না পেরে টলে পড়ল খাদের ভেতর। চাপা একটা আর্তনাদও

বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। তারপরই সব শেষ। ছিয়ানব্বই ফুট উঁচু থেকে দুগ্ধধবল ইন্দ্রাবতী প্রপাতে পড়েই তলিয়ে গেল সে। সেই ভয়ংকর জলগর্জনে ওর সেই কণ্ঠস্বর হারিয়ে গেল কোথায়।

তবুও একজনের কানকে ফাঁকি দেওয়া গেল না। সে কান হল সন্ত্রাসের। লেপার্ডের সংকেত পেয়ে কখন যে সে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গুহার ঠিক মাথার ওপরই এসে দাঁড়িয়েছিল তা কে জানে! তার গম্ভীর স্বর গমগমিয়ে উঠল এবার, "কাল্লু! ভীম সিং! দেখো তো লেপার্ডকা ক্যা হুয়া।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম তামিল করতে ছুটে এল মূর্তিমান দুটি আতঙ্ক। এসে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, "লেপার্ড তো হিঁয়া নেহি হ্যায় বস।"

"ও তো মুঝে ভি মালুম। কোঈ উনকো গিরা দিয়া।"

কাল্লুর হাতে টর্চ ছিল। সেই টর্চের আলো এবার এদের ওপর এসে পড়ল। যেই না পড়া অমনই চেঁচিয়ে উঠল সে, "বস! ইধার ছুপা হুয়া হামারা দুশমন।"

সেই মহাপ্রান্তরে যেন একটা সিংহনাদ ঘোষিত হল, "আভি মার ডালো। ফিক দো পানি মে।"

বাবলুও ক্রুদ্ধস্বরে পঞ্চুকে নির্দেশ দিল, "অ্যাটাক।"

পঞ্চু তৈরিই ছিল। বাবলুর শুধু বলার অপেক্ষা। অন্ধকারের মধ্যে থেকে পঞ্চু নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। ভীম সিং তো ছুটে পালাতে গিয়ে উঁচু থেকে এমন পড়ল যে, আর উঠল না। হাড়গোড় গুঁড়িয়ে গেল একেবারে। বাক্‌শক্তি হারাল। বাকি রইল কাল্লু। তারও হাল এমনই খারাপ করল পঞ্চু যে, কোনওরকমে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে যেন বাঁচে সে। তাকে আঁচড়ে-কামড়ে চারদিকে ছুটিয়ে মারতে লাগল পঞ্চু।

বাবলু তখন রত্নাকে নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে সংকীর্ণ গিরিপথ ধরে গর্জের বিপজ্জনক গা বেয়ে বুনো গাছের ডালপালা ধরে খুব সন্তর্পণে ওপরে উঠে এল। একদিকে তখন বনজ্যোৎস্নায় ছায়াঘন গাছ আর খরস্রোতা নদীতীরে ভীষণ গিরিখাতের আশেপাশে কুকুরে-মানুষে লড়াই, অপরদিকে মৃত্যুরূপী মহাকালের মতো বাবলুর এগিয়ে যাওয়া, সে-এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য!

বাবলু ধীরে ধীরে সেই ভয়ংকরের পেছনে এসে দাঁড়াল। বস্তারের আতঙ্ক। সমাজের সন্ত্রাস। অথচ দুর্ভাগ্য এই যে, তিনি টেরও পেলেন না তাঁর নিয়তি কীভাবে তাঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কাল্লুর দিকে চেয়ে তাই সমানে চেঁচাচ্ছেন, "ফায়ার! ফায়ার!"

কিন্তু কে করবে গুলি? গুলি করবার উপায় থাকলে তো! কাল্লু তখন নিরস্ত্র।

অবশেষে নিজেই তিনি পিস্তল তাগ করলেন পঞ্চুর দিকে। কিন্তু পঞ্চু কি স্থির যে, তাগ করলেই লক্ষ্যভেদ হবে? তাই ট্রিগার টেপার আগেই বাবলুর পিস্তল গর্জে উঠল 'ডিস্যুম'। ধ্যানমৌলী সেই গিরিপ্রান্তর ধারাপাতে মুখর হলেও এই শব্দের চমকে যেন চমকে উঠল। চমকে উঠল দিক হতে দিগন্তও।

আতঙ্কের হাতের কবজিতে লেগেছে গুলি। তাই হাতের পিস্তল খসে পড়ল হাত থেকে। দারুণ ভয়ে কাঁপতে লাগলেন বস্তারের আতঙ্ক। তবুও তাঁর মুখ দেখে মনে হল যেন একটা সাপ ফণা তুলে দুলছে। এক হাতে রক্তাক্ত হাতটাকে চেপে ধরে কেমন যেন যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে বললেন, "হু আর ইউ?"

বাবলু হেসে ওর পিস্তলটা দোলাতে দোলাতে বলল, "আমাকে চিনতে পারলেন না কোবরা সাহেব? আপনার নিয়তি।"

নাগরাজের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

বাবলু এবার ওর পিস্তলটা নাগরাজের বুকের দিকে তাগ করে বলল, "এইবার দেখুন, আপনার বিষদাঁত আমরা কী করে ওপড়াই। তবে সাবধান। নড়বার চেষ্টা করবেন না কিন্তু। আমার হাত থেকে আজ আর আপনার নিস্তার নেই। আমার হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে হয় আপনাকে এই খাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়তে হবে, নয়তো...। যাকগে, এখন ভালয়-ভালয় বলুন দেখি আমার বন্ধুদের আপনি কোথায় রেখেছেন?"

স্তব্ধ নাগরাজ বললেন, "তার আগে বলো, তুমি এখানে কী করে এলে?"

"কেন? কুটুমসরের গুহায় আপনার বারুদঘরে আগুন লাগিয়ে ট্রাক আর অটোয় চেপে এখানে এসেছি।"

নাগরাজ এবার বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "আমি সেদিনও বলেছিলাম, আজও বলছি, আমি তোমাদের সঙ্গে দোস্তি চাই বাবলু। আমার অনেক টাকা। সেই টাকা দিয়ে আমি হাসপাতাল করে দেব, অতিথিশালা করে দেব, শুধু তাই নয়, তোমরা যা চাও আমি তাই দেব। শুধু আমাকে বাঁচতে দাও।"

"আমরা কিচ্ছু চাই না। শুধু ভানুদাস আর সেই দরিদ্র কিশোরের জীবন ফিরে পেতে চাই। যদি ফিরিয়ে দিতে পারেন তবেই আপনার সঙ্গে দোস্তি সম্ভব। না হলে...।"

"এটা কি একটা কথা হল?"

"এই আমাদের শেষ কথা।"

এমন সময় বাংলোর দিক থেকে বিচ্ছুর গলা শোনা গেল, "বাবলুদা! বাবলুদা, আমরা এখানে। আমাদের বাঁচাও।"

মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় বাবলু যেই না সেই ডাক শুনে পিছু ফিরে তাকাল, অমনই নাগরাজ এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাবলুর ওপর। ডান হাত জখম হলেও বাঁ হাতে ওর গলাটাকে এমনভাবে চেপে ধরলেন যে, বেড়ালের মুখে কইমাছের মতন ছটফট করতে লাগল বাবলু। দমবন্ধ হয়ে চোখদুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল ওর। কী অমানুষিক শক্তি! সেই শক্তির কাছে বাবলু হার মানল। সে না পারল চেঁচিয়ে পঞ্চুকে ডাকতে, না পারল নিজেকে মুক্ত করতে। হাতের পিস্তল হাতেই রইল। কাজে লাগাতে পারল না সেটা। নাগরাজ ওর পিস্তলটাই কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু জখমি হাতে তা আর সম্ভব হল না।

আর সেই মুহূর্তেই নাগিনীর মতো ফুঁসে উঠল যে, সে হল রত্না। এতক্ষণ যে কী করবে তা সে ভেবে পাচ্ছিল না। এবার করল কী, বাবলুকে বাঁচাবার জন্য কোনওরকম উপায়ান্তর না দেখে হঠাৎ বুদ্ধি করে এক আঁজলা নুড়ি-কাঁকর-মেশানো বালি সজোরে ছুড়ে মারল নাগরাজের চোখে। যেই না মারা, অমনই বাবলুকে ছেড়ে দিয়ে এক হাতে চোখ ঢেকে বসে পড়লেন নাগরাজ। তারপর সে কী ভীষণ চিৎকার! দুটো চোখই তাঁর বালি-কাঁকরে এমনভাবে ভরে গেছে যে, যন্ত্রণার চোটে ছটফট করতে লাগলেন। চোখদুটো অন্ধ হয়ে গেল বুঝি!

ততক্ষণে মুক্ত বাবলু নিজের ঘাড়ে-গলায় হাত বুলোতে বুলোতে নাগরাজের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই আপনার উপযুক্ত শাস্তি কোবরা সাহেব। আপনি বাঁচতে চেয়েছিলেন, এবার অন্ধ চোখ আর অকেজো হাত নিয়ে বেঁচে থাকুন। আর নতুন করে কোনও শাস্তিই আপনাকে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।"

নাগরাজের কানে সে-কথা পৌঁছল কিনা কে জানে? তিনি তখন চোখ নিয়েই ব্যস্ত।

বাবলু ওর পিস্তলটা যথাস্থানে রেখে এবার বাংলোর দিকে দৌড়ল। পঞ্চুও তখন চলনশক্তিহীন কাল্লুকে ছেড়ে ছুটে এসেছে বিচ্ছুর ডাকে। রত্নাও এল ওদের সঙ্গে।

ওরা বাংলোয় পৌঁছেই দেখতে পেল সিঁড়ির নীচে কে যেন একজন হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে-পড়ে গোঙাচ্ছে। বাবলু ছুটে গিয়ে সর্বাগ্রে ওর বাঁধন খুলে দিল।

বাঁধনমুক্ত হতেই লোকটি ঝেড়ে উঠে বসল। বলল, "তুমি সব কৌন আছ ভাই? এই কষ্টের হাত থেকে আমার জান বাঁচালে?"

বাবলু বলল, "আমাদের তুমি চিনবে না। কিন্তু তুমি কে?"

"আমি এইখানকার কেয়ারটেকার আছি।"

"তোমার এইরকম হাল কী করে হল?"

"নাগ্নারাজা। মি. নাগরাজ কোবরা আমার এই হাল করেছে। ও হামকো মার ডালেগা।"

বাবলু হেসে বলল, "ওর আর কোনও কিছুই করবার ক্ষমতা নেই ভাই। ওর খেল আমরা খতম করে দিয়েছি। ওই দূরের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো ওর চোখ নিয়ে কেমন ছটফট করছে ও।"

কেয়ারটেকার সেইদিকে তাকিয়ে কতকটা যেন নিজের মনেই বলল, "শয়তান কা বাচ্চা।"

রত্না হেসে বলল, "বাচ্চা কী গো? শয়তানের নেতা বলো।"

"হাঁ, হাঁ নেতা। ওই শয়তানের নেতাটা আজ কয়েকজন লেড়কিকে আমার বাংলোয় জোর করে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমি বাধা দিয়েছিলাম বলে ওর লোকেরা এই হাল করেছে আমার।"

বাবলু বলল, "ওরা যাদের এনে এখানে রেখেছে তারা আমাদেরই। এখন চলো, আগে তাদের উদ্ধার করি।"

"আমার কাছে দুসরা চাবি আছে খোকাবাবু। ঘাবড়াও মাত। এসো আমার সঙ্গে।"

ওরা যাওয়ার আগেই পঞ্চু ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্ধ দরজায় আঁচড়াতে শুরু করেছে।

কেয়ারটেকার গিয়ে তালা খুলে দিতেই মুক্ত হল সকলে। বাচ্চু, বিচ্ছু, বিয়াস, বকুলদি, সবাই বেরিয়ে এল। এল না শুধু বিলু।

বাবলু বলল, "বিলু? বিলু কোথায়? সে নেই কেন?"

কেয়ারটেকার ওদের নদীর ওপারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে বলল, "ওই, ওই দ্যাখো, তোমাদের বন্ধুকে ওরা কোথায় নিয়ে গেছে।"

দেখেই শিউরে উঠল সকলে।

বাবলু বলল, "সর্বনাশ! ওরা তা হলে বিলু আর ভোম্বল!"

বকুলদি বললেন, "ওরা ওদের ওখানে নিয়ে গেছে কেন? তার মানে ওদের মতলব ভাল নয়। ওপর থেকে নীচে ফেলে ওদেরকে মেরে ফেলবার মতলব করেছে ওরা।"

বাবলু এখান থেকেই চিৎকার করে বলল, "বিলু! ভোম্বল! ভয় নেই। তোরা একটু বাধা দে ওদের। আমরা সবাই এসে গেছি।"

বাবলুর কণ্ঠস্বরে শত্রুপক্ষের লোকেরা একবার থমকে দাঁড়ালেও বিলু, ভোম্বলের মুখ থেকে কোনও উত্তরই ভেসে এল না। আসবেই বা কী করে? ওদের হাত-মুখ এমনভাবে বাঁধা ছিল যে, না পারছিল বাধা দিতে, না পারছিল চেঁচাতে।

বাবলু কেয়ারটেকারকে বলল, "তুমি ভাই এই নাগরাজকে একটু নজরে রেখো। যেন কোনওরকমে পালাতে না পারে।"

"ওর জন্য কুছু ভেবো না তোমরা। আমি ওকে মেরে ফেলে দিব খাদের মধ্যে।"

বাবলু বলল, "কখনও না। তা হলে তো এ-কাজটা অনেক আগে আমরাই করতে পারতাম। এখন আগে আমরা আমাদের বন্ধুদের উদ্ধার করে আনি, তারপর ওর ব্যবস্থা হবে।" বলেই সবাইকে নিয়ে দ্রুত চলল সেইদিকে। ছুটে তো যাওয়া যায় না এই অসমতল প্রান্তরে, তাই যতটা সম্ভব সাবধান হয়েই চলতে লাগল।

সকলের আগে ছুটল পঞ্চু। 'প'-এ পঞ্চু। 'প'-এ পক্ষীরাজ; ঠিক যেন পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো হাওয়ায় উড়ে গিয়ে সেইখানে পৌঁছল সে। তারপর 'ভৌ। ভো-উ-উ-উ' করে বিকট একটা ডাক ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক-একজনের ঘাড়ে। ও তখন শান্তশিষ্ট নয়। সত্যিকারের একটা খ্যাপা কুকুর। রাগলে একেই ওর জ্ঞান থাকে না, তার ওপর রাগ এখন চরমে। তাই আঁচড়ে-কামড়ে ছিঁড়ে দিতে লাগল এক-একজনকে। দুষ্কৃতীরা চারজন ছিল। পালাতে গিয়ে দু'জন তো শ্যাওলায় পা হড়কে দারুণ আছাড়। ওদের মুখ থেকে শুধুই আর্তনাদ, "ওরে বাবা রে! মরে গেলুম রে! বাঁচাও রে! ওরে কী শয়তান কুকুর রে! আমাদের কাঁচা খেলো রে।"

বাবলুরাও তখন 'মার মার' রবে পৌঁছেছে সেখানে। ওরা সর্বাগ্রে বিলু, ভোম্বলের বাঁধন খুলল। তারপর সেই বেগবতী নদীর জলে পাথরে সে কী দারুণ মারামারি! বিচ্ছু আর বিয়াস দু'জনে দুটো গাছের ডাল ভেঙে বেদম পেটাতে লাগল ওদের। ওরা সবাই মিলে সেই চারজনকে এমনভাবে ঘিরে ফেলল যে, ওদের আর পালাবার পথ নেই।

বিলু আর ভোম্বল সেই অবস্থাতেও ওদেরই বন্ধন-দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল চারজনকে।

আর পঞ্চু! সে আরও ভয়ংকর হয়ে ওদের দিকে এক-পা এক-পা করে নেকড়ের দৃষ্টিতে এগোতে লাগল।

ভয়ার্ত লোকগুলোও পঞ্চুর আক্রমণের ভয়ে পিছু হটতে-হটতে এমন এক জায়গায় গিয়ে পড়ল যে, ভারতের নায়েগ্রা তার প্রবল স্রোতে টেনে নিতে বাধ্য হল তাদের।

আপদের শান্তি হল।

শত্রুমুক্ত হয়ে ওরা সবাই তখন স্রোতধারার মাঝখানে, বিস্তীর্ণ উপলখণ্ডে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রইল। ওদের সকলেরই পোশাক-আশাক ভিজে একেবারে শপশপ করছে। কিন্তু মুশকিলটা এই, এখানে পোশাক পরিবর্তনের কোনও উপায়ই ওদের নেই। এই কনকনে ঠান্ডাতেও ভিজেটাই পরে থাকতে হবে ওদের।

যাই হোক, রাত্রি শেষ হয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠছে যখন, তখনই ওরা দেখতে পেল ওদের সামনে কয়েক গাড়ি পুলিশ।

একজন অফিসার এসে নাগরাজের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "তা হলে কোবরা সাহেব! এতদিনে বিষ আপনার নামল। এতদিন আপনি আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিলেন। এইবার নিশ্চয়ই হাতেনাতে ধরা পড়ে আপনার অপরাধগুলো অস্বীকার করতে পারবেন না আর।"

বাবলুরা তখন ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। যে-পুলিশ অফিসার নাগরাজের হাতে হাতকড়া পরালেন, তিনি বললেন, "আমাকে চিনতে পারছ বাবলুবাবু? ওঃ, কাল কী বিপদেই না ফেললে! অত করে কুটুমসরে বললাম, আমরা পুলিশের লোক, তবুও তোমরা মইটাকে সরিয়ে নিলে?"

বাবলু হেসে বলল, "ঘরপোড়া গোরু তো আমরা। তাই সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পেয়েছিলাম। তবে কাঁকের পাহাড়ে সেই সাধুবাবার ছদ্মবেশটা কিন্তু ভালই হয়েছিল আপনার।"

"আসলে তোমাদের ওখানকার থানা থেকে মি. বর্মন আমাদের সব কিছুই জানিয়েছিলেন। তাই তোমাদের ওপর ভীষণ নজর রেখেছিলাম আমরা। তোমাকে যখন ওরা ধরে নিয়ে গেল তখনও দূর থেকে নজর রেখে

আমাদের লোকেরা পিছু নিয়েছিল তোমার। তারপর যখন তুমি ওই লোকগুলোকে ঘায়েল করে গুহার দিকে দৌড়লে তখনই ওরা অ্যারেস্ট করে ওদের।"

বাবলু বলল, "আই অ্যাম স্যরি। আমি তখন ওদেরই ডাকাত ভেবেছিলাম।"

"অবশ্য এই গোপন ব্যাপারস্যাপারগুলো তোমাদের আমরা জানাইনি। তা এখন তোমরা কী করবে? সকলে বাড়ি যাবে নিশ্চয়ই?"

বাংলোর কেয়ারটেকার তখন গা দুলিয়ে মাথা নেড়ে বলল, "নেহি বাবুজি। আজ হাম কিসিকো ছোড়েঙ্গে নেহি। ইয়ে সব হামারা মেহমান। আমার এইখানে আজ এঁরা রেস্ট লিবেন। নায়াগ্রা দেখবেন। আমার কয়েকটা মোরগা আছে, আমি রান্না করে খাওয়াব। আমার কাপড়া আছে, পরতে দিব। আজ এঁরা কোত্থাও যাবেন না।"

অফিসার বললেন, "তা হলে কী করবে বলো? এতদূরে যখন এসেছ তখন একটা দিন অন্তত থেকেই যাও। কাল সকালে তোমাদের জন্য বরং একটা গাড়ি পাঠিয়ে দেব। শুধুমাত্র তোমাদের জন্যই এই কুখ্যাত দলটাকে ধরতে পারলাম আজ।"

বাবলু বলল, "যাচা অন্ন, পাওয়া কাপড়। এ কেউ ছাড়ে? অতএব আমরা এখানেই আজ থাকছি।"

ততক্ষণে আকাশ ফরসা হয়ে নতুন সূর্য উঠছে। পাখিদের কলরবে মুখর হয়েছে চারদিক।

বাবলু নাগরাজের কাছে গিয়ে বলল, "তা হলে কোবরা সাহেব! এই নতুন দিনের মতো এবার থেকে জেলের বদ্ধ ঘরে নতুন জীবন শুরু করুন আপনি।"

নাগরাজ ভীষণ রেগে 'থুঃ' করে খানিকটা থুথু ফেলে পুলিশের গাড়িতে উঠলেন।

বাবলুরা বাংলোর দিকে এগিয়ে চলল।

সন্ধানী পুলিশরা শুরু করলেন তাঁদের তদন্তের কাজ।

মুক্ত বিহঙ্গী রত্না আনন্দের উল্লাসে হঠাৎ জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা...।"

অনেক কণ্ঠস্বর তখন একসঙ্গে বলে উঠল, "হিপ হিপ হুররররে।"

পঞ্চু তো অত কিছু বলতে পারে না, তাই সে প্রপাতের দিকে মুখ করে ওর ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

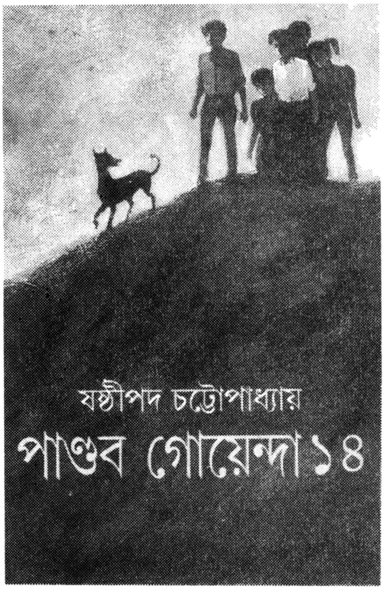

পাণ্ডব গোয়েন্দা ১৪

পঞ্চবিংশ অভিযান

এক-এক সময় কী যে হয় বাবলুর, তা কে জানে! কেমন যেন আনমনা হয়ে যায় ও। একটু যেন একা থাকতে চায়। পঞ্চু ওর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। বাবলু কথা বলে না। হয়তো দূরের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবে, নয়তো মাউথ অর্গানে সুর তুলে বাজিয়ে চলে মিষ্টি কোনও গানের কলি। সেদিনও বিকেলে মিত্তিরদের বাগানে ওর সেই প্রিয় গুলঞ্চগাছের ডালে আধশোয়া হয়ে বাবলু আপনমনেই বাজিয়ে যাচ্ছিল ওর মাউথ অর্গানটা। মাঝে মাঝে কিছু যেন ভাবছিল।

এমন সময় হঠাৎ স্কুটারের শব্দ। এবং সেই সঙ্গে পঞ্চুর চিৎকার।

নিশ্চয়ই অনধিকার প্রবেশকারী কেউ আসছে।

বাবলু গাছের ডাল থেকে নেমে দাঁড়াল তাই। দেখল ভারী মিষ্টি ওদেরই বয়সি একটি মেয়ে নতুন কেনা খুব হালকা ধরনের লাল রঙের একটি স্কুটারে চেপে ঝড়ের বেগে ওদের বাগানে ঢুকল।

মেয়েটিকে ঢুকতে দেখেই ছুটে গেল পঞ্চু। ওর যা স্বভাব। ভৌ ভৌ ডাক ছেড়ে স্কুটারের পিছু পিছু ছুটতে লাগল।

মেয়েটিও তারস্বরে চেঁচাতে লাগল তখন।

বাবলু জোরে ধমক দিল পঞ্চুকে, "পঞ্চু!"

পঞ্চু ছুটে এল বাবলুর কাছে।

মেয়েটি ততক্ষণে স্কুটার নিয়েই ধপাস। ভাগ্যে ঘাসের ওপর পড়েছিল, না হলে ধুলো-ময়লা লেগে যাচ্ছেতাই ব্যাপার হয়ে যেত। কে মেয়েটি? কোথা থেকে এল? এখানে কী প্রয়োজন, কিছুই বুঝল না সে। বাবলু ধীরে ধীরে মেয়েটির কাছে গিয়ে ওর ওঠার সুবিধের জন্য একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

মেয়েটি ওর সাহায্য না নিয়েই উঠে দাঁড়াল। বলল, "নো, থ্যাঙ্কস।" তারপর স্কুটারটাকে দাঁড় করিয়ে অকারণেই গায়ের ধুলো ঝেড়ে বলল, "তোমাদের এই বীরপুঙ্গবটি এমন তাড়া লাগিয়েছিল যে, ভয়ে বুক শুকিয়ে গিয়েছিল আমার। কী ভাগ্যিস কামড়ে দেয়নি।"

বাবলু বলল, "ও দুষ্ট লোক ছাড়া কাউকেই কামড়ায় না। তবে আমার মনে হয় তোমার এই পরির মতো চেহারা আর নতুন স্কুটারটি ওর খুব ভাল লেগেছিল। তাই আনন্দের প্রকাশ ঘটাতে ছুটছিল অমন করে।"

"ও মাই গড। এই নাকি আনন্দের প্রকাশ? আমি শুনতে পাচ্ছিলাম রাগে গরগর করছিল ও। আমাকে বোকা বুঝিয়ো না ব্রাদার। বাট হোয়াই আর ইউ অ্যালোন? হোয়ার আর ইয়োর আদার কমপ্যানিয়নস? বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু?"

"তার আগে জানতে পারি কি তুমি কে?"

"হোয়াই নট? কিন্তু আমি তোমাকে ইংরেজিতে প্রশ্ন করেছিলাম।"

"জানি। ইংরেজিতে কথাবার্তা আমিও একটু আধটু বলতে পারি। তবে যেহেতু আমি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ি না তাই অনর্গল ইংরেজি বলায় অভ্যস্ত নই।"

মেয়েটি হেসে বলল, "আমিও তাই। তবে ইংরেজিতে কথা বলার খুব শখ আমার। কিন্তু মনের মতো কাউকে পাই না। আমার বন্ধুরা আমাকে ডাঁটিয়াল বলে, এড়িয়ে যায়। তবু সমবয়সিদের সঙ্গে আমি কথায় কথায় ইংরেজি বলে কনভারসেশনটা রপ্ত করে নিই। বলো ঠিক করি কিনা?"

"অবশ্যই। ইংরেজি হচ্ছে রাজভাষা। পৃথিবীর ভাষা এটা। এ ভাষা শিখতেই হবে। না হলে বিশ্বের দরবারে কখনওই মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো যাবে না।"

পঞ্চু তখন লেজ নেড়ে নেড়ে মেয়েটির হাত-পা শুঁকতে শুরু করে দিয়েছে।

মেয়েটি সিঁটিয়ে গিয়ে বলল, "প্লিজ বাবলু, ওকে একটু সরে যেতে বলো। ও আমাকে ভীষণ সুড়সুড়ি দিচ্ছে।"

বাবলু বলল, "তুমি ওর গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দাও। তা হলেই দেখবে দারুণ খুশি হয়ে সরে যাবে ও।"

বাবলুর কথামতো মেয়েটি পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেই পঞ্চু ওর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে গড়াগড়ি খেল।

মেয়েটি বলল, "বাঃ। মোস্ট ওবিডিয়েন্ট তো!"

ওরা কথা বলতে বলতেই এগিয়ে চলল বাগানের ভেতর দিকে। যেতে যেতে মেয়েটি বলল, "তুমি কিন্তু আমার কথার উত্তর দিলে না। আমি জানতে চেয়েছিলাম তোমার বন্ধুরা কোথায়?"

বাবলু বলল, "ওদের কথা বলার আগে আমারও তো জানতে ইচ্ছে করে তুমি কে? কোথা থেকে আসছ?"

মেয়েটি গম্ভীর হয়ে বলল, "আমি, আমিই। মাই নেম ইজ ডোরা।"

"লেখাপড়া করো নিশ্চয়ই?"

"ও ইয়েস। তবে ক্লাস সেভেনে আমি পর পর দু'বছর ফেল করেছি। তাই, না হলে এখন আমি ক্লাস নাইনে পড়তাম।"

বাবলু বলল, "এই কথাটা ফলাও করে বলতে তোমার বাধল না? সাংঘাতিক মেয়ে তো তুমি!"

"বাট ভেরি সিম্পল।"

"তুমি এখানে কী জন্য এসেছ?"

"তার আগে জানতে চাই ওরা কোথায়?"

"ওরা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ আর কেউ আসবে না। তার কারণ বিলু আর ভোম্বল রাজাকাটরায় গেছে আমাদের এক অবাঙালি বন্ধুর বাড়িতে দেওয়ালির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। বাচ্চু-বিচ্ছু গেছে নাচের স্কুলে। তা ছাড়া ওদের গানের দিদিমণিও আসবেন আজ।"

"ওদের নাচ মানেই তো সেই কত্থক, ভরতনাট্যম। আর গান মানেই রবীন্দ্রসংগীত।"

"কেন, তুমি এসব পছন্দ করো না?"

"করি। তবে আমার ধারাটা একটু অন্যরকম। আমি পপ-সং গাই। অন্যরকম নাচি।"

"তাতে কী? পপ-সংও গান। অন্যধারার নাচও নাচ। কোনওটাই খেলো নয়। এক-এক দেশের আবহাওয়ায় এক-এক রকমের ঘরানা তৈরি হয়। পঞ্জাবের ভাংড়া নাচের সঙ্গে যেমন মণিপুরী নৃত্যের কোনও মিল নেই, তেমনই দক্ষিণী কলার নাচের সঙ্গেও মিল নেই আদিবাসী নৃত্যের। কিন্তু তুমি তো দেখছি আমাদের ব্যাপারে অনেক কিছুই জানো, আমাদের তুমি চিনলে কী করে? এখানে কী জন্য এসেছ? আমার বন্ধুদের খোঁজখবরই বা নিচ্ছ কেন?"

ডোরা বলল, "সব বলব। এইভাবে যেতে যেতে কথা হয় না। আগে চলো কোথাও গিয়ে একটু বসা যাক। তারপরে সব বলছি।"

বাবলু ডোরাকে নিয়ে ওদের সেই ভাঙা বাড়ির পেছন দিকে ঘন সবুজ ঘাসের ওপর বসল। কী সন্দুর ঘাস। ভাল ভাল ঘাসের বীজ এনে সর্বত্র ছড়িয়েছে ওরা। সেই ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসে ডোরা ওর গলায় লকেটের মতো যিশু ক্রসটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, "শোনো বাবলু, ঠিক এই মুহূর্তে তোমাদের সাহায্যের আমার একান্ত প্রয়োজন।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "আমাদের সাহায্য!"

"হ্যাঁ, পাণ্ডব গোয়েন্দারা আমার পাশে না থাকলে এ-কাজ আমার একার পক্ষে অসম্ভব!"

বাবলু বলল, "তাই নাকি? কী এমন কাজ?"

"আমি এক জায়গায় গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি। আর সেই গুপ্তধন নিয়ে আসবার জন্য একটা দুঃসাহসিক অভিযানের ঝুঁকি নিতে চাই। আমার সে-কাজে সাহায্য করবে তোমরা। যদি তোমরা রাজি থাকো অ্যান্ড ইফ ইউ হেল্প মি, বখরা তা হলে ফিফটি ফিফটি।"

বাবলু ডোরার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে বলল, "তোমার বাড়ি কোথায়?"

"দানেশ শেখ লেন জানো?"

"জানি।"

"সেইখানে।"

"বাড়িতে কে কে আছেন?"

"মা, বাবা, দাদা।"

"দাদা কী করেন?"

"করেন নয়, করে। আমার চেয়ে দু' বছরের বড়। তোমার বয়সি কি একটু বেশি। মস্তানি গুন্ডামি করে, পুলিশের মার খায়। জেল খাটে। আর কী জানতে চাও বলো?"

"কী নাম তোমার দাদার?"

"বললেই চিনবে। ওর নাম বিবেক। তবে বাদশা নামেই ও বিখ্যাত।"

বাবলু বলল, "বাঃ। বেশ নাম তোমাদের, ডোরা আর বাদশা।" তারপর বলল, "তোমার কপালে যিশু ক্রস দেখছি, তুমি কি—?"

"না। খ্রিস্টান নই। এমনই শখ করে রেখেছি। আসলে যিশুকে আমার খুব ভাল লাগে। মাতা মেরি আর যিশুর মূর্তির সামনে আমরা প্রতি বছর বড়দিনের কেক কাটি। আমার দাদা তার স্বভাবের পরিবর্তনের জন্য কিছুদিন ব্যাপটিস্ট মিশনে ছিল। তার মুখেই যিশুর কথা শুনে যিশুর প্রভাব আমার মনের মধ্যে দারুণভাবে পড়েছে। কিন্তু দাদা— দাদাই। সে ঠিক স্বভাবদোষে নিজের পথটি বেছে নিয়েছে। তবে আমি কিন্তু ভুলিনি যিশুকে।"

"খুব ভাল কথা।"

"বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, এঁদেরও আমার আপনজন বলেই মনে হয়।"

বাবলু হেসে বলল, "তোমার বয়সি কোনও মেয়ের মুখে এসব কথা শুনে খুবই ভাল লাগল আমার। তোমার সম্বন্ধে একটা ধারণা স্পষ্ট হল। কিন্তু আমাদের কথা কে বলল তোমাকে?"

"কে আবার বলবে? পড়ার বই ছাড়া আমি অন্য বই পড়ি না বুঝি? তোমাদের নিয়ে লেখা কত বই আমি পড়েছি। তাই তো অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম তোমাদের সাহায্য নিয়েই এই কাজে আমি এগোব। অবশ্য এই কাজের জন্য তোমাদের সকলকেই কিছুদিনের জন্য আমার সঙ্গে দূরে কোথাও যেতে হবে।"

বাবলু বলল, "কোথায়? কতদূরে?"

"সময়ে সেটা বলব। আগে হ্যাঁ কি না বলো।"

"আগে বলো, জায়গাটা কোথায়?"

ডোরা একটু চুপ করে থেকে বলল, "ধরো না কেন সুদূর মধ্যপ্রদেশ।"

"মধ্যপ্রদেশ আমাদের কাছে সুদূর নয়। ওখানে আমরা এর আগেও গেছি।"

"কিন্তু আমি তোমাদের যে জায়গায় নিয়ে যাব সেখানে তোমরা কখনও যাওনি। সেখানে যাওয়া তো দূরের কথা, সেখানকার নামও শোনোনি তোমরা।"

"আন-কমন জায়গা যদি হয়, তা হলে অবশ্য যেতে আমাদের আপত্তি নেই। তবে কাজটা কী, ঝুঁকি কতটা, আদৌ আলেয়ার পেছনে ছুটছি কি না, এইসব না জেনে তো হ্যাঁ-না বলা যাবে না।"

ডোরা কিছুক্ষণ চুপ থেকে হাতে আঙুলে করে দু'-একটা ঘাস ছিঁড়ে বলল, "তুমি স্কুটার চালাতে পারো?"

বাবলু বলল, "না।"

"হোপলেস। তোমার মতো একজন জিনিয়াস বয় জীবনকে বাজি রেখে যে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে, সে সামান্য একটা স্কুটার চালাতে পারে না? তার মানে তোমরা তো কেউই পারো না!"

বাবলু বিনীতভাবে বলল, "না। এটা আমাদের দারুণ ডিসক্রেডিট। স্কুটার চালানোটা অনেক আগেই শিখে নেওয়া উচিত ছিল।"

ডোরা মিষ্টি হেসে বলল, "আমি যদি শেখাই, শিখবে?"

"অবশ্যই।"

"তা হলে শেখব। কিন্তু বিনিময়ে তুমি আমাকে কী দেবে?"

"কী তুমি চাও বলো?"

ডোরার চোখদুটো কেমন যেন শাণিত হয়ে উঠল। বলল, "তোমার ওই পিস্তলটা।"

এমন একটা ভয়ানক কথা শুনবে বাবলু, তা ভাবতেও পারেনি। বলল, "ওটা নিয়ে তুমি কী করবে?"

ডোরার ঠোঁটের কোণে এক অদ্ভুত ধরনের হাসি দেখা গেল। বলল, "বদলা নেব।" তারপর আড়চোখে একবার বাবলুর দিকে তাকিয়ে আবার বলল, "ওটার মধ্যে টোটা পুরে ট্রিগারটা কী করে টিপতে হয় এইটুকুই শুধু শিখিয়ে দিয়ো তুমি। পরের ব্যাপারটা আমার।"

বাবলু অবাক বিস্ময়ে ডোরার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই কাজের জন্য আমাকেই বা বেছে নিলে কেন তুমি? যে-কোনও শুটিং ক্লাবে ভর্তি হতে পারতে।"

"আমি যে শুধুই বদলা নিতে চাই। আমি না পারলে তুমি আছো। আমি জানি, তোমার লক্ষ্য ভুল হয় না কখনও। আমার পাশে থেকে তুমি আমাকে সাহায্য করবে।"

বাবলু বলল, "আমার পিস্তল আমি কাউকেই ব্যবহার করতে দিই না, দেবও না। এমনকী আমার বন্ধুদেরও শেখাইনি কীভাবে কী করতে হয়।"

"ভুল করেছ বাবলু। মস্ত ভুল করেছ তুমি। পিস্তল না দাও এ জিনিস কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটাও তো শিখিয়ে দিতে পারো। তোমরা এখন আর সেই দুধের শিশুটি নেই। প্রাইমারি স্টেজের অনেক ওপরে তোমরা। আমার এই কথাটা অন্তত মনে রেখো।"

বাবলু বলল, "মনে রাখব। তবুও তোমার হাতে পিস্তল আমি কখনওই তুলে দেব না, আর শেখাবও না কীভাবে কী করতে হয়।"

ডোরা হঠাৎ যেন বদলে গেল। সে কী ভয়ংকরী রূপ তার! বলল, "বাবলু, তুমি কি চাও না অন্যায়ের প্রতিকার হোক? তুমি কি চাও না আমার চোখের সামনে আমার বাবা-মাকে যারা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, আমি মেয়ে হয়ে তাদের রক্তে আমার বাবা-মায়ের তর্পণ করি?"

বাবলু বলল, "তুমি কিন্তু ভীষণ মিস্টিরিয়াস হয়ে উঠছ ডোরা। তোমার এই ফুলের মতো ফুটফুটে চেহারার মধ্যে এমন খুনের নেশা আছে, তা যেন ভাবাও যায় না! যদিও তোমার ক্ষোভটা কোথায় তা আমি বুঝতে পেরেছি। এইরকম অবস্থায় পড়লে হয়তো আমিও ছেড়ে দিতাম না। তবু তোমার মুখে সব না শুনে এক পা-ও এগোব না আমি। তোমাকে এখন কেমন যেন মনে হচ্ছে আমার। কেন না একটু আগে যখন তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তোমার বাড়িতে কে-কে আছেন তখন কিন্তু তুমি আমাকে স্পষ্টই বলেছিলে তোমার মা-বাবা-দাদা সবাই আছেন। অথচ এখন বলছ—।"

ডোরা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "একটি শিশুকে যারা পিতৃ-মাতৃ-স্নেহে লালনপালন করেন, তারা কি বাবা-মা নন? আমার দাদা ও আমি দু'জনেই সেই অভিশপ্ত রজনীর পর এইভাবেই মানুষ। আমার দাদার বিপথগামী হওয়ার মূলেও সেই দুঃস্বপ্নের রাত। আর—।"

"থামলে কেন! বলো?"

"ধীরে বন্ধু, ধীরে। আজ আর নয়। শুধু অভিযানের ব্যাপারটা মাথায় রেখো। কাল সকালে আবার আমি আসব। তোমার বন্ধুদের থাকতে বোলো, কেমন? বাই, বাই।"

বাবলু উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, "আমাকে সাসপেন্সে রেখো না ডোরা, প্লিজ, যা বলার তা এখনই বলে যাও।"

"ও ন্‌নো মাই ফ্রেন্ড। আ অ্যাম ভেরি ভেরি টায়ার্ড।" বলেই স্কুটার নিয়ে যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেল সে।

বাবলু বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে রইল ওর চলে যাওয়া পথের দিকে। পঞ্চুও দু'-এক পা সামনে এগিয়ে কী ভেবে যেন থমকে দাঁড়াল। সন্ধ্যার ধূসর যবনিকায় চারদিক তখন আবছা হয়ে আসছে। বাবলু পঞ্চুকে নিয়ে ধীরে ধীরে বাগানের বাইরে এল।

সে-রাতে বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে ডোরার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করল বাবলু। মেয়েটি যে কে এবং সে যে কী চায় তা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না। তবে একটা কিছু সে চায়। তার প্রধান উদ্দেশ্য হল তার বাবা-মায়ের হত্যাকারীদের বদলা নেওয়া। যদিও সেটা আইনসিদ্ধ নয়, তবুও ডোরার ব্যাপারটা আলাদা। কিন্তু এই ভয়ংকর প্রতিশোধের মাঝেও গুপ্তধনের লালসা কেন? কোথায় সেই গুপ্তধন? কোন সে সুদূর? এই গুপ্তধন এবং প্রতিশোধের স্পৃহা, এই দুইয়ের মধ্যেও কি কোনও গোপন যোগসূত্র আছে? ডোরা রহস্যময়ী, ডোরা চঞ্চল, ডোরা কৌশলী ও বুদ্ধিমতী। ডোরা প্রগলভা নয়। তাই খুব সাবধানে এগিয়ে যেতে হবে ডোরার দিকে। কেননা ডোরা তো ডোরা নয়, ডোরাকাটা আহত বাঘিনী।

ভোরে উঠে মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে বাবলুকে গম্ভীর দেখে বিলু বলল, "তোর আজ কী হল রে বাবলা? এমন গুম মেরে আছিস কেন?"

বাবলু বলল, "রহস্যের মায়াজালে জড়িয়ে গেছি ভাই।"

ভোম্বল লাফিয়ে উঠল, "বলিস কী রে!"

"কাল তো ছিলিস না তোরা, কাল যা হয়ে গেল—।"

বিলু বলল, "কোথায়? কখন?"

"আমাদের বাগানে। কাল বিকেলবেলা।"

বাচ্চু বলল, "কী হল বাবলুদা?"

"কাল বিকেলবেলা এমন একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হল যার মতো মিস্টিরিয়াস আমি কাউকেই দেখিনি।"

বিলু বলল, "কীরকম, তবু শুনি?"

বাবলু ডোরার ব্যাপারে সব বলল ওদের।

সব শুনে বাচ্চু বলল, "বাবলুদা, এই যদি হয়, তা হলে আমাদেরও উচিত এই ব্যাপারে ডোরাকে সাহায্য করা। ওইসব গুপ্তধন-লুপ্তধনে যদিও আমরা বিশ্বাস করি না, তবুও ওর বাবা-মায়ের হত্যাকারীদের ধরতেই হবে।"

বাবলু বলল, "সমস্যাটা তো এইখানেই। ওর কথা শুনে মনে হল ওর শৈশব অবস্থায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে, কিন্তু সেই হত্যাকারীদের ব্যাপারে ওর কী কোনও স্পষ্ট ধারণা আছে?"

বিচ্ছু বলল, "নিশ্চয়ই আছে। এমন কিছু একটা প্রমাণ রয়ে গেছে ওর কাছে, যার জন্য এতটা মরিয়া সে। এবং এই কাজে পুলিশের কাছ থেকে কোনওরকম সাহায্য পাবে না জেনেই আমাদের খোঁজে এগিয়ে এসেছে।"

বিলু বলল, "মেয়েটার কেমন প্রখর বুদ্ধি দেখেছিস? সবাই ভাবে আমরা হচ্ছি গোয়েন্দা গল্পের এক-একটি কাল্পনিক চরিত্র, একমাত্র ওই বুঝেছে বাস্তবেও আমরা আছি।"

ভোম্বল বলল, "এই প্রসঙ্গে একটা কথা। বাবলু বলছে ডোরার গলায় যিশু ক্রস দেখেছে। প্রভু যিশুর প্রতি সে অত্যন্ত দুর্বল। কিন্তু যিশু ছিলেন ক্ষমার প্রতীক। অথচ ডোরা কেন হিংসে ভুলতে পারছে না।"

বাবলু বলল, "ঠিক কথা। আমেরিকানরাও যিশু খ্রিস্টকে মান্য করেন, কিন্তু তাঁদের মতো যুদ্ধবাজ জাতি আর আছে? ধর্ম আর যুদ্ধ এক নয়। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকাটা দেখো, দুষ্টের দমনের জন্য তিনিও কিন্তু অস্ত্র ধরতে বলেছিলেন। ডোরা তো কাউকে হিংসে করছে না। ফুলন দেবীও হতে চাইছে না। সে শুধু চাইছে তার বাবা-মায়ের হত্যাকারীদের প্রতিশোধ নিতে।"

বিলু বলল, "ওর অভিযোগ যদি সত্য হয় তা হলে প্রতিশোধ নেওয়াটা উচিত। আর এই ব্যাপারে আমরাই তাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করব।"

বাবলু বলল, "আগে ওর মুখে সব কথা শুনি।"

ভোম্বল বলল, "তারপরই স্টেপ বাই স্টেপ এগোব।"

ওরা এর পর অনেকক্ষণ পথে পথে ঘুরে বাবলুদের বাড়িতে এসে জড়ো হল সবাই।

বাবলুর বাবা-মা দু'জনেই ছিলেন। ওদের মুখে সব শুনে বাবা বললেন, "তোদের কথা শুনে মনে হচ্ছে মেয়েটা খুবই সরল আর ছেলেমানুষ। যাই হোক, ও বেচারির আশাটা পূর্ণ করিস তোরা। তবে ভুলেও যেন পিস্তল-টিস্তল তুলে দিস না ওর হাতে।"

মা বললেন, "বরং তোরাও ওর সঙ্গে যোগ দিয়ে চেষ্টা করে দেখ ওর বাবা-মায়ের হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে পারিস কি না।"

ভোম্বল বলল, "ঠিক আছে। তবে ওর ওই গুপ্তধনের ব্যাপারটায় আমার কিন্তু সন্দেহ জাগছে।"

বাবা বললেন, "এমনও হতে পারে কোথাও কোনও ঐতিহাসিক নিদর্শনের বৃত্তান্ত কিছু হয়তো পড়েছে। আর তাই অভ্রান্ত ভেবে ছেলেমানুষি কল্পনায় স্বপ্ন দেখছে কোনও অভিযানের।"

বাবলু বলল, "ও যা মেয়ে তাতে কিন্তু সে-রকম বলে মনে হল না। দারুণ সিরিয়াস ও।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই বলল, "আগে আসতেই দাও না মেয়েটাকে। তারপরে ওর মুখ থেকে সব কথা শুনেই সিদ্ধান্ত একটা নেওয়া যাবে।"

এমন সময় ডোর-বেলটা বেজে উঠল।

মা দরজা খুলতেই দেখলেন দুধের বালতি নিয়ে দুধওলা দাঁড়িয়ে, "দুধ নেবেন মা-জি।"

ডোরার বদলে ডোরাকাটা ফতুয়া গায়ে গোয়ালাকে দেখে হেসে উঠল সবাই। তারপরও অনেকক্ষণ বসে রইল ওরা। বসে বসে বিরক্তি ধরে গেল, ডোরা এল না। মা সকলকে চা-জলখাবার খাইয়ে বিদায় দিলেন।

॥ ২ ॥

ডোরা ডোরা ডোরা। সারাদিনে বারবার ডোরার কথাই মনে হতে লাগল বাবলুর। প্রতিশোধ আর গুপ্তধন এই দুইয়ের মাঝখানে ডোরা। অনেকটা জেব্রা ক্রশিং-এর মতো। কিন্তু আসবে বলেও সে এল না কেন? তবে কি মতের কোনও পরিবর্তন হল? না কি পিস্তল শুটিং-এর ব্যাপারে ওর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না জেনেই এড়িয়ে গেল সে?

তবুও বিকেলবেলা সবাই ওরা একসঙ্গে জড়ো হল মিত্তিরদের বাগানে। এমনও হতে পারে কোনও কারণে সকালের দিকে সময় করে উঠতে পারেনি, তাই বিকেলের দিকেই আসবে। কাল যেমন এসেছিল ঠিক সেইভাবে। বাবলুরা সময় কাটানোর জন্য বাগানের সর্বত্র ঘুরে শেষমেশ ওদের সেই ভাঙাবাড়ির চাতালেই এসে বসল।

বিলু বলল, “আমার মনে হয় ও আর আসবে না।”

ভোম্বল বলল, “এরকম মনে হওয়ার কারণ?”

“মেয়েটির আসলে কোনও প্রবলেমই নেই। বাবা-মায়ের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটা ও বানিয়ে বলেছে। আর গুপ্তধনের ব্যাপারটাও ফলস। কেন না ওর কথার মধ্যে কোনও সঙ্গতি নেই। তা ছাড়া ওর চেয়ে দু' বছরের বড় দাদার যে পরিচয় ও দিয়েছে তাতে বোঝাই যায় ছেলেটি যে শুধু বিপথগামী তা নয়, একজন অ্যান্টিসোশ্যালও। যে-ছেলে খারাপ লোকজনের সঙ্গে মেশে সে নিশ্চয়ই এইসব পিস্তল-টিস্তলের ব্যাপারে অনভিজ্ঞ নয়। মেয়েটা তো ওর দাদার কাছ থেকেও ওটা শিখে নিতে পারত।”

বাবলু সব শুনে বলল, “স্বাভাবিক। তবে কিনা বয়ে যাওয়া ছেলেরা, যারা চুরি, ছিনতাই, মারামারি, গুন্ডামি করে বেড়ায়, তারা যে সবাই সব কিছু জানবে তার কোনও মানে নেই। তা ছাড়া দাদার সঙ্গে ওর সম্পর্ক খুব একটা ভাল নাও থাকতে পারে।”

বিলু বলল, “তা হলে এল না কেন বল?”

“না আসার একটাই কারণ, আমার তরফে রেড সিগন্যাল। ও বুঝেই গেছে আমার পিস্তলও ওকে আমি দেব না, আর শেখাবও না কীভাবে কী করতে হয়।”

বাচ্চু বলল, “ওর ঠিকানা জানো বাবলুদা?”

“না। শুধু বলেছে দানেশ শেখ লেনে থাকে।”

বিচ্ছু বলল, “আর বলেছে দাদার নাম বাদশা, এই তো? ঠিক আছে। আজ সন্ধে পর্যন্ত আমরা দেখি, তারপরে বরং ভেতরে ভেতরে ওর ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নেওয়া যাবে। ও কতটা ঠিক, আর কতটা ওর চালাকি, ধরা পড়বে তখনই।”

বাবলু বলল, “সে তো দেখতেই হবে। তবে কি না ওর যা আগ্রহ দেখলাম তাতে কিন্তু ব্যাপারটা খুব একটা বাজে বা বানানো বলে মনে হল না।”

বাবলুরা তবুও ডোরার জন্য সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করল। পঞ্চু অকারণেই ঘুরে বেড়াল বাগানময়। ডোরা এল না।

বিলু বিরক্ত হয়ে বলল, “আর সে আসবে না। না আসুখ, ওর ব্যাপারে আমাদের আর মাথা না ঘামানোই ভাল।”

বাচ্চু বলল, “বাবলুদা, ডোরা না আসুক তাতে দুঃখ নেই। আসা না আসাটা তার ব্যাপার, তবে কি না ও যা বলে গেছে তা কিন্তু ঠিক। অর্থাৎ স্কুটার চালানোটা আমাদের শিখতেই হবে, এবং এই কাজটা আমাদের পক্ষে খুব একটা কঠিন হবে না।”

বিচ্ছু বলল, “স্কুটার আমরা পাব কোথায়?”

বাচ্চু বলল, “একটা কিনে নিলেই হবে।”

বাবলু বলল, “স্কুটারের দাম কত জানিস?”

বিলু বলল, “হালকা ধরনের একটি স্কুটারের দাম কম করেও পঁচিশ হাজার টাকা।”

বাচ্চু বলল, “তাতে কী? আমরা পাঁচজন। সবাই পাঁচ হাজার করে দিলেই তো হয়ে যাবে।”

বাবলু বলল, “তা হলে অবশ্য হবে।”

ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতেই বাবলুদের বাড়ির দিকে এল। দূর থেকেই ওরা দেখতে পেল বাবলুর বসবার ঘরে আলো জ্বলছে। বাবলু বলল, “নিশ্চয়ই ডোরা। ও ছাড়া কেউ নয়।”

পঞ্চু তো সবার আগে ছুটল কে এসেছে দেখতে।

ওরাও এল একে একে।

ঘরের ভেতর এ কে? সম্পূর্ণ অচেনা একটি মেয়ে মার সঙ্গে কথা বলছে বসে বসে। মেয়েটি ওদেরই বয়সি। মেঘকালো গায়ের রং। বর-করা চুল। তবে চোখদুটি বড় ভাল।

বাবলু ঘরে ঢুকেই বলল, "কে মা?"

মা বললেন, "তোদের সঙ্গে কী দরকার। অনেকক্ষণ এসেছে ও। আমি কত করে বললাম বাগানে যেতে, গেল না। বলল, ভয় করে। তাই বসেই রইল।"

বাবলু বলল, "কে ভাই তুমি?"

ভোম্বল সোফায় বসতে বসতেই বলল, "ভাই নয়, বোন। নিশ্চয়ই কোনও গুপ্তধনের সন্ধান নিয়ে এসেছে।"

মৃদু একটু ধমক দিয়ে বিলু বলল, "আঃ। চুপ করবি?"

মেয়েটি ওদের সকলের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখে বলল, "তোমরাই পঞ্চপাণ্ডব?"

"হ্যাঁ, পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

"আমি ডোরার বান্ধবী, আমার নাম চায়না। ওর সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমাদের পরিচয় হয়েছে?"

বাবলু বলল, "কালই ও এসেছিল আমাদের কাছে। সকলের সঙ্গে পরিচয় হয়নি, তবে আমার সঙ্গে হয়েছে। আজও তো আসবার কথা ছিল, কিন্তু এল না কেন? এতক্ষণ আমরা ওরই জন্য বাগানে অপেক্ষা করছিলাম।"

"কাল কখন এসেছিল ও?"

"বিকেলের দিকে।"

"তারপর থেকে আর বাড়ি ফেরেনি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা চমকে উঠল সবাই।

মা বললেন, "ওমা, সে কী! বাড়িই ফেরেনি? তা হলে গেল কোথায়? মেয়েটা?"

চায়না বলল, "ওর বাবা-মা সবাই খুব কান্নাকাটি করছেন। কাল ও আমাকে নিয়েই তোমাদের এখানে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি কাল অন্য জায়গায় গিয়েছিলাম তাই আসতে পারিনি। তারপর এই। আজ দুপুরে ওদের বাড়িতে গিয়ে শুনি কাল থেকেই নিখোঁজ মেয়েটা।"

"ওর এক দাদা আছে না, বাদশা না কী যেন নাম?"

"আছে। তবে সে তো কোনও সময়েই বাড়ি থাকে না। কী সুন্দর রাজপুত্রের মতো দেখতে। কিন্তু কী বাজে স্বভাব। ইদানীং ওর সিনেমায় নামবার শখ হয়েছে। কে যেন বলেছে এক লাখ টাকা দিলে বম্বেতে একটা হিন্দি ছবির দু'-একটি দৃশ্যে ওকে নামিয়ে দেবে। তাই টাকার জন্য হেন কাজ নেই যে সে করছে না।"

বাবলুর মা বললেন, "তোরা কথা বল, আমি একটু ঘরের কাজ করি। মেয়েটাও অনেকক্ষণ এসেছে, এক কাপ চা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি বেচারিকে।"

বাবলু চায়নার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি তো ডোরার বন্ধু। তা হলে নিশ্চয়ই ওদের পারিবারিক ব্যাপারে কিছু-না-কিছু জানো। আশা করি, ওদের ব্যাপারে কিছু তুমি বলতে পারবে। তাই দু'-একটা প্রশ্ন তোমাকে আমি করব। তার আগে বলো, আমাদের এখানে তুমি কার পরামর্শে এলে?"

চায়না বলল, "কারও পরামর্শে নয়, আমি নিজেই এসেছি। তার কারণ আমি জানতাম কোনও একটা ব্যাপারে ও তোমাদের কাছে আসবে। কিন্তু ও নিখোঁজ হওয়ার পর মনে হল আদৌ ও তোমাদের কাছে এসেছিল কি না সেটা একবার জানা দরকার।"

"হ্যাঁ এসেছিল। শুধু যে এসেছিল তা নয়, একটি রহস্যময় প্রস্তাব নিয়েই সে এসেছিল।"

চায়নার ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা দিল। বলল, "ওর ধারণা মধ্যপ্রদেশের কোনও নিভৃত অঞ্চলে একটি পাহাড়ের গুহায় নাকি প্রচুর ধনরত্ন লুকনো আছে।"

"কোথায় সেটা?"

"জানি না। সেই জায়গার নাম ও আমাকেও বলেনি। তবে ও চেয়েছিল আমাকে নিয়েই সেই দূরের অভিযানে পাড়ি দিতে। কিন্তু আমি রাজি হইনি।"

"কেন হওনি?"

"ওর মতো দুঃসাহস আমার নেই। কোথায় মধ্যপ্রদেশ, কোথায় হাওড়া। কী করে যাব? তা ছাড়া জীবনে

আমি বারদুয়েক বর্ধমান ছাড়া কোথাও যাইনি। কাজেই ওর প্রস্তাবে কী করে রাজি হব? আর বাবা-মায়ের মনে দুঃখ দিয়ে বাড়ি থেকে পালাতেও আমার ভয় করে।"

বাবলু বলল, "শুনে সুখী হলাম। জীবনে আর যাই করো, ওই ভুলটি কখনও কোরো না। আমাদের সঙ্গে বাচ্চু-বিচ্ছু আছে। ওরাও মেয়ে। কিন্তু আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জালে জড়িয়ে বাড়ির বাইরে যেতে বাধ্যি হয়েছি। তুমি অভ্যস্ত নও। তার ওপরে বড় হয়েছ। কখন কার পাল্লায় পড়ো তার ঠিক কী?"

"সেই ভয়েই আমি ওর প্রস্তাবে রাজি হইনি। তাতে অবশ্য ও মনে করেনি কিছু। তারপরই ও সিদ্ধান্ত নেয় ওর এই অভিযানের ব্যাপারে ও তোমাদের সাহায্য নেবে।"

বাবলু বলল, "বুঝেছি।"

চায়না বলল, "এবারে ওর প্রকৃতি সম্বন্ধে একটু বলে রাখি, ও কিন্তু দারুণ জেদি। তোমরাও যদি ওকে সাহায্য না করো তাতেও ওর কিছু এসে যাবে না। ও যাব মনে করলে একাই যাবে। তাই ও যখনই তোমাদের কাছে আসব মনে করল তখনই চলে এল। আমিও আসতাম। হঠাৎ আমার একটা কাজ পড়ে গেল তাই আসতে পারলাম না। কিন্তু যেহেতু ও দিনস্থির করেছে তাই আমার জন্য ওর দিন ও বদলায়নি। নিজেই চলে এসেছিল।"

এমন সময় মা সকলের জন্য হালুয়া আর পরোটা নিয়ে এলেন। সেইসঙ্গে চা।

চায়না প্রথমটা একটু লজ্জা করলেও পরে চায়ের কাপটা টেনে নিল।

বাবলু বলল, "ও কিন্তু অভিযানের ব্যাপারটা ছাড়া অন্য একটা প্রস্তাবও করেছিল।"

"জানি। পিস্তলে গুলি ভরে কীভাবে ট্রিগারটা টিপতে হয় সেইটাই জানতে চেয়েছিল, তাই না?"

"হ্যাঁ, কিন্তু কেন?"

"সে-ব্যাপারে কিছু কি বলেনি ও?"

বাবলু চায়নার মুখে নতুন কিছু শোনবার জন্য ইচ্ছে করেই চেপে গেল। বলল, "না।"

"আসলে কী জানো, ওর জীবনটা বড় দুঃখের। খুব ছেলেবেলায় ওরা যখন গোয়ালিয়রে থাকত, তখনই ওর বাবা-মা মারা যান। মৃত্যুটাও আবার স্বাভাবিকভাবে হয়নি। ওদের দু' ভাইবোন চোখের সামনেই ওদের বাবা-মাকে খুন হতে দেখেছিল।"

বাবলু বলল, "বলো কী! তখন ওর বয়স কত?"

"ধরো না কেন পাঁচ বছর।"

'পাঁচ বছরের কোনও শিশু কি এই চোদ্দো বছর বয়সেও তার বাবা-মায়ের আততায়ীকে মনে রাখতে পারে?"

"না। কিন্তু ডোরা পারে। ওর মুখেই শুনেছি সে-মুখ ও নাকি আজও ভুলতে পারেনি।"

"অসম্ভব!"

চায়না বলল, "যাই হোক, সেই থেকে ওদের দু' ভাইবোনকে এক নিঃসন্তান দম্পতি পালন করতে থাকেন। তাঁরা ওদের সন্তান-স্নেহে মানুষ করেন। লেখাপড়া শেখান। কিন্তু এত সত্ত্বেও ডোরার দাদাটা বিপথগামী হয়। আর ডোরা? তার চোখে শুধুই খুনের নেশা। ওর একটাই সংকল্প, ওর বাবা-মায়ের হত্যাকারীদের মেরে ও মরবে।"

বাবলু বলল, "এই ব্যাপারে ওর দাদার কী মত?"

"ওর দাদা হচ্ছে 'এমলেশ'। যা বলবে তার উলটোটাই করবে। বাজে সঙ্গে মিশবে। সাট্টা, জুয়া খেলবে। চুরি, ডাকাতি তো করবেই।"

"এই ব্যাপারে ওদের বাবা-মা কী বলেন? নিজের ছেলে-মেয়ে তো নয়।"

"মানুষ হিসেবে ওঁরা সত্যিই ভাল। আসলে ছেলের ব্যাপারে ওঁরা 'ফেড আপ' হয়ে গেছেন। ওঁদের যা কিছু ভরসা ডোরার ওপরে। ডোরা মেয়ে হিসেবে ভাল। পড়াশোনাতে ও খুব ভাল।"

"সে কী! ও যে বলল, ক্লাস সেভেনে পর পর দু' বছর ফেল করেছে।"

"বাজে কথা। আসলে পর পর দু' বছর ও পরীক্ষা দিতে পারেনি। ওই সময় ভারী অসুখ হয়েছিল ওর। সে যাকগে, পপ সংগীতে ও কিছুদিন তালিম নিয়েছে। কয়েকটি অ্যাংলো পরিবারের সঙ্গে মিশে নাচও শিখেছে সেইরকম। নিয়মিত চার্চে যেত। একবার তো ঠিক করেই ফেলল, খ্রিস্ট ধর্ম নেবে। পরক্ষণেই মত বদলাল, বৌদ্ধ হবে। তারপর একদিন বলল, সব ধর্মের মূল কথাই যখন এক, তখন যেমন আছি তেমনই থাকি। এই বলে কিছুদিন বেলুড় মঠ, আদ্যপীঠ, দক্ষিণেশ্বরেও যাতায়াত শুরু করল।"

"তা হলে এই একটা ব্যাপারেই ওর স্থিরতা নেই।"

"না, না, তা নয়, আসলে ও সবসময় অগ্রপশ্চাৎ ভেবে কাজ করে। হট করে কিছু করে না। তাই ও নানারকম চিন্তাভাবনা করে তবেই একটা সিদ্ধান্তে এসেছে।"

বাবলু বলল, "এইবার বলো, এর আগে আর কখনও কি এইরকম কাউকে না জানিয়ে উধাও হয়েছিল ও?"

"না। এবং আমার মনে হয় ওকে অপহরণ করেছে কেউ।"

বাবলু বলল, "শুধু শুধু ওকে অপহরণ করবেই বা কে? কেনই বা করবে?"

বিলু বলল, "এমনও হতে পারে কোনওরকমে হয়তো ওর বাবা-মায়ের হত্যাকারীরা জানতে পেরেছে ওর ইচ্ছের কথা। তার ওপর আমাদের কাছে এসেছে। তাই—।"

চায়না বলল, "তা কী করে হয়? ওর এই পরিকল্পনার কথা একমাত্র আমি ছাড়া ওর দাদাও জানে না। ভীষণ চাপা মেয়ে। তা ছাড়া ওর বাবা-মা খুন হয়েছিলেন গোয়ালিয়রে। যারা খুন করেছিল তারা যে কারা তাও জানে না ও। শুধু সেই পৈশাচিক মুখ ও আজও ভুলতে পারেনি।"

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, ডোরার ব্যাপারটাকে তুমি কিন্তু এইসবের মধ্যে মিশিয়ে ফেলো না। অমন সুন্দর একটি মেয়ে, অত স্মার্ট, নিশ্চয়ই সে কোনও দুষ্কৃতীর পাল্লায় পড়েছে। কেউ কোনও বদ মতলবে কিডন্যাপ করেছে ওকে। এখন সর্বাগ্রে পুলিশে খবর দাও। খুঁজে বের করো ওকে।"

চায়না বলল, "ওর মা-বাবা অবশ্য পুলিশে খবর দিয়েছেন।

বাচ্চু বলল, "সে তো দেবেনই। তবুও আমাদেরও তো একটা দায়িত্ব আছে। যেহেতু সে আমাদের কাছে এসেছিল এবং এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পথেই তার বিপদ, সেখানে আমরাও তো চুপ করে বসে থাকতে পারি না। ওর গায়ে হাত দেওয়া মানেই আমাদের মৌচাকে ঢিল।"

বাবলু বলল, "ঠিক। মেয়েটাকে কেউ কিডন্যাপই করেছে।" বলেই বলল, "তোমার বাড়ি কোথায় চায়না?"

"আমি থাকি অনেকদূরে। বকুলতলায়। আমরা দু'জনে একই স্কুলে পড়ি।"

"তোমার বাড়িতে কে-কে আছেন?"

"বাবা-মা আর আমি। আমার আর কোনও ভাইবোন নেই।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, ডোরা যে-স্কুটারে করে এখানে এসেছিল সেটার কী হল?"

"ও তো স্কুটার সমেতই উধাও।"

ভোম্বল বলল, "কেসটা তা হলে জলের মতন সোজা। অর্থাৎ ও নিজেই কোথাও পালিয়েছে।"

বিলু বলল, "এমনও হতে পারে ডোরা হয়তো পিছু নিয়েছে কোনও দুষ্কৃতীর।"

বাবলু বলল, "হতে পারে। সবই তদন্তসাপেক্ষ। এই ব্যাপারে আজ থেকেই আমাদের কাজ শুরু করতে হবে।" বলেই টেলিফোনের ডায়ালটা ঘোরাল বাবলু।

ওদিক থেকে সাড়া পেতেই বাবলু বলল, "হ্যালো, ইনস্পেক্টর? আমি পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলু বলছি। গত সন্ধ্যায় ডোরা নামের একটি মেয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।... কী বললেন? খবরটা জানেন?... হ্যাঁ, হ্যাঁ। সব থানাতেই জানানো হয়েছে?... আচ্ছা ধন্যবাদ।"

বাবলু টেলিফোন রাখলে বিলু বলল, "কী ব্যাপার রে?"

"পুলিশ বলল, খবরটা ওঁরা পেয়েছেন। মেয়েটির ব্যাপারে সব থানাকেই জানানো হয়েছে। স্কুটারটিরও সন্ধান চলছে।"

চায়না বলল, "কথায় কথায় সন্ধে পার হয়ে গেল। এবার আমি আসি তা হলে?"

বাবলু বলল, "এসো।" বলে ওদের ফোন নম্বরটা ওকে দিয়ে বলল, "কখনও কোনও অসুবিধে হলে আমাদের জানিও, কেমন?"

চায়না চলে গেল।

ও গেট পার হতেই বাবলু ইশারায় সবাইকে বলল, "পিছু নে মেয়েটার।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়ে রাতের অন্ধকারেই পথে নামল।

চায়নার পিছু নেওয়ার একটা কারণ আছে। যেহেতু সে ডোরার বন্ধু, অতএব কোনও দুষ্কৃতী ওর দিকেও নজর দিতে পারে। তা ছাড়া এই সমস্ত ক্রাইমে কার ভূমিকা যে কতটা তা অতিবড় ধুরন্ধরেও টের পায় না।

ডোরা গুম হয়েছে। এ কি কোনও ছকে বাঁধা পরিকল্পনায়? না কি হঠাৎই কোনও বদ লোকের নজরে পড়ায়, সেটাও তলিয়ে দেখা দরকার।

বাবলুরা তাই চায়নার পিছু নিয়ে ফজির বাজারের কাছে জি টি রোড পর্যন্ত এল। হাওড়া শহরের মধ্যে এইসব এলাকা কুখ্যাত। অথচ এখান দিয়ে ছাড়া যাওয়ার পথও নেই। অন্য পথ যা আছে তা ব্যয়সাপেক্ষ।

জি টি রোডে এসে দাঁড়ানো মাত্রই একটা মিনিবাস এলে চায়না উঠে পড়ল তাতে।

বিলু বলল, "আর কী? এবার তা হলে ফেরা যাক।"

বাবলু বলল, "এখন না। ওকে আমরা বাড়ি পর্যন্ত ফলো করব। এই এলাকার বাইরেও কিছু তো ঘটতে পারে? দেখাই যাক না, কী হয় শেষ পর্যন্ত।" বলেই একটা ট্যাক্সি ডাকল, "ট্যাক্সি!"

জি টি রোডে ট্যাক্সির অভাব নেই। একজন পঞ্জাবি ট্যাক্সি ড্রাইভার ট্যাক্সি নিয়ে এগিয়ে এলেন। তারপর পঞ্চু সমেত সকলের দিকে এক নজরে তাকিয়ে বললেন, "বলিয়ে।"

বাবলু বলল, "সর্দারজি, আমরা একজনের পিছু নিয়েছি। সে ওই মিনিবাসে উঠেছে। কোথায় যায় আমরা দেখব। আপনি মিনিবাসটাকে ফলো করুন।"

সর্দারজি বললেন, "কোই বুরা আদমি তো নেহি? বোলো তো হাম উসকা বডি আভি মেরামত কর দেঁ?"

বাবলু হেসে বলল, "আরে না, না, সর্দারজি, ও একটা মেয়ে। ভাল মেয়ে।"

"তব তুম পিছা কর রহে কিঁউ।"

"সে তুমি বুঝবে না সর্দারজি।"

"জরুর তুমনে কুছ টিভি সিরিয়াল দেখা হুয়া হোগা। সি আই ডি বননা চাতে হো তুম!"

বাবলুরা আর কথা না বলে চুপচাপ রইল। মিনিবাসও যায়, ট্যাক্সিও যায়। অনেকদূর যাওয়ার পর দীনবন্ধু কলেজের কাছে শান্তা সিং-এর পেট্রল পাম্পের সামনে নামল চায়না।

বাবলু বলল, "টাক্সি রোখিয়ে সর্দারজি।"

ট্যাক্সি থামলে ওরা ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে অন্ধকারে পিছু নিল চায়নার। ওরা ভেবেও পেল না বকুলতলায় না গিয়ে চায়না এখানে নামল কেন? বকুলতলা এখান থেকে অনেকদূর। সেই বি গার্ডেন ছাড়িয়ে। তবে কি ও মিথ্যে কথা বলেছে? না কি ডোরার খবর নেবে বলে আর একবার ডোরাদের বাড়ি যেতে চায়?

চায়না বাতাইতলার দিকে এগোল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পঞ্চুকে নিয়ে বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করতে লাগল ওকে।

হঠাৎই দেখতে পেল পাশের একটি চায়ের দোকানের আড্ডা থেকে বেশ লালটু-মার্কা একটি ছেলে বেরিয়ে এসে ওর পিছু নিল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

চায়না কিন্তু ফিরেও তাকাল না ছেলেটির দিকে।

ছেলেটি বলল, "কী রে, কোথায় গিয়েছিলি? চিনতে পারছিস না বুঝি আমাকে?"

চায়না ফোঁস করে উঠল, "খবরদার বলছি, আমার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করবে না। তোমার মতো বদ ছেলে আমার ভাই বা দাদা হলে আগে আমি পুলিশে খবর দিতাম।"

ছেলেটি বলল, "শ্রীদুর্গা বালিকা বিদ্যালয়ের মণিকাদিকে মনে আছে? ওর মুখে অ্যাসিড বালবটা কিন্তু আমিই ছুড়েছিলাম।"

"আমাকে ভয় দেখিয়ো না বাদশাদা, তুমি নিজে যেমন শের ভাব নিজেকে, তা তুমি নও। অন্যেরা অন্যায় করে, গোলমালের কৃতিত্বটা তুমি ঘাড়ে নিয়ে বড়াই করো। ডোরার ব্যাপারে আর কেউ না করুক, আমি তোমাকে সন্দেহ করি।"

"মুখ সামলে কথা বলবি বলে দিচ্ছি।"

"আবার ভয় দেখাচ্ছ? এখনই যদি চিৎকার করি তো কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে পালাবে তুমি। তোমাকে আমি চিনি না? তুমি সিনেমায় নামার লোভে ডোরার স্কুটার চুরি করে বেছে দিয়েছ। ঠিক কি না বলো।"

"হ্যাঁ, দিয়েছি। তাই বলে ডোরাকে তো বেচে দিইনি?"

"তোমার অসাধ্য কিছু আছে? তুমি কি মানুষ? তোমাকে মেরে ফেললেও গায়ের রাগ যায় না।"

"বাদশা এবার দারুণ রেগে চায়নাকে মারবার জন্য হাত ওঠাল। কিন্তু সে হাত নামার আগেই রঙ্গমঞ্চে লাফিয়ে পড়ে খপ করে ধরে ফেলল বাবলু। বলল, "করো কী বাদশাভাই। মেয়েদের গায়ে হাত? তা ছাড়া ও তোমার বোনের মতো। ডোরার বান্ধবী। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।"

বাদশা রক্তচক্ষুতে বলল, "কে তুমি?"

"যেই হই না কেন, আমার সঙ্গে তুমি পেরে উঠবে না।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই তখন ঘিরে ধরেছে ওকে।

চায়না অবাক হয়ে বলল, "এ কী তোমরা! তোমরা এখানে কোত্থেকে এলে?"

বাবলু বলল, "আমরা আশঙ্কা করেছিলাম এইরকমই কিছু একটা ঘটতে পারে বলে। তাই তুমি আমাদের বাড়ি থেকে বেরোনোর পরই আমরা তোমার পিছু নিয়েছিলাম। তবে আমাদের আশঙ্কাটাই যে সত্যি হবে, তা কিন্তু ভাবিনি। এখন সরষের ভেতরে ভূত কীভাবে লুকিয়ে থাকে তাও দেখলাম।"

বাদশা রুখে দাঁড়িয়ে বলল, "শোনো খোকা, কেউটের গর্তে হাত ঢুকিয়ো না। ফল কিন্তু খারাপ হবে।"

বাবলু হেসে বলল, "গর্তের ভেতরে কেউটে থাকলে হাত ঢোকাতাম না। তুমি হলে হেলে সাপ। আমরা তোমার লেজ ধরে ঘোরাব। তোমাকে নিয়ে খেলা করব। তার আগে বলো ডোরা কোথায়?"

"ডোরার সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধ?"

"বন্ধুত্বের। চায়না আর ডোরা হচ্ছে আমাদের বন্ধু।"

"তোমরা কি পাণ্ডব গোয়েন্দা?"

"সবই তো জানো দেখছি। আমরা জানতে চাইছি ডোরা কোথায়?"

বাদশা ম্লান মুখে বলল, "ওর ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।"

চায়না ফুঁসে উঠল এবার, "ও সব জানে বাবলু, ওকে মোচড় দাও, তা হলেই সব বেরোবে। ও যখন নিজের মুখে স্বীকার করেছে স্কুটারটাকে বেচে দিয়েছে, তখন ডোরা কোথায় ও নিশ্চয়ই জানে। তা না হলে ওর চোখে একফোঁটা জল নেই কেন? কেন ও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে?"

ভোম্বল তখন বাদশার কলার ধরেছে।

বিলু ওর ঘাড়ে একটা রদ্দা দিয়ে বলল, "বল, ডোরা কোথায়?"

বাদশা এক ঝটকায় নিজেকে ভোম্বলের কবলমুক্ত করে চেঁচিয়ে উঠল, "এই বিপলাই, একবার এদিকে আয় তো রে। কোত্থেকে বেপাড়ার ছেলেগুলো এখানে এসে মাস্তানি করছে।"

বাদশার চেঁচানিতে দূরের চায়ের দোকান থেকে কয়েকটি ছেলে মারমুখী হয়ে ছুটে এল, "এই, কী হয়েছে রে বাদশা? কে মাস্তানি করছে?"

এইবার শুরু হল পঞ্চুর কাজ। সে ভৌ ভৌ ডাক ছেড়ে ওদের দিকে বীরবিক্রমে তেড়ে যেতেই যে যেদিকে পারল পালাল।

বাবলু বলল, "এইরকম দল নিয়ে তুমি শেরবাজি করো? একটা কুকুরের যা হিম্মত আছে তোমার বন্ধুদের তাও নেই। ওরা তোমাকে বাঁচাবে?"

বাদশার মুখে আর কথা নেই।

বাবলু বলল, "শোনো বাদশা, স্কুটারটা তুমি কার কাছে বেচেছ আর ডোরা এখন কোথায়, এ তোমাকে বলতেই হবে। তুমি যখন পাণ্ডব গোয়েন্দা বলে চিনেছ আমাদের, তখন নিশ্চয়ই জানো আমরা তোমাকে সহজে ছাড়ব না।"

"আমি কিছু জানি না।"

"তা বললে তো হবে না ভাই, আমরা এই যে ধরেছি তোমাকে একেবারে হাজতে না ঢুকিয়ে ছাড়ছি না।"

বাদশা একটুক্ষণ হেঁটমুখে চুপ থেকে বলল, "তা হলে কোথাও একটু নিরিবিলিতে চলো, বলছি সব।"

"এখানে নিরিবিলি জায়গা বলতে তো ওই লাইনধার।"

"সেখানেই চলো।"

বাবলু বলল, "না। আমরা তোমার বাড়ি যাব। সেখানে তোমার বাবা-মায়ের সামনেই সব তুমি বলবে।"

বাদশা যেন শিউরে উঠল। বলল, "বাড়িতে নিয়ে গেলে আমার মুখ দিয়ে একটি কথাও তোমরা বের করতে পারবে না।"

বাবলুরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালে চায়না বলল, "এইসব কথা কি রাস্তায় হয়? এসব বাড়িতে হওয়াই ভাল। ওরা তো ঠিক কথাই বলছে।"

বাদশা করুণভাবে বলল, "না, এসব কথা বাড়িতে হওয়া ঠিক নয়। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কী?"

বাদশা বলল, "তা ছাড়া স্কুটারটা ওইখানেই একটা ভাঙা ওয়াগনের মধ্যে লুকনো আছে।"

সবাই চমকে উঠল বাদশার কথা শুনে।

বাবলু বলল, "বেশ, তবে লাইন ধারেই চলো।"

চায়না বলল, "আমিও কি যাব?"

"ইচ্ছে করলে যেতে পারো। কিন্তু তুমি তো যাচ্ছিলে বকুলতলায়, এখানে নামলে কেন?"

"আমার মা-বাবাও ডোরার খবর শুনে ওদের বাড়িতে এসেছেন দেখা করতে। আমি গেলে আমাকে নিয়ে একসঙ্গেই ফিরবেন ওঁরা। না হলে এই রাত্রিবেলা একা আমি তো যেতে পারব না।"

বাচ্চু বলল, "তুমি তা হলে আমাদের সঙ্গে এসো না! এ যা ব্যাপার দেখছি হয়তো আমাদেরই ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে।"

বাবলু বলল, "না, না। তোমাকে আসতে হবে না। পারলে কাল তুমি আমাদের সঙ্গে দেখা কোরো। অথবা আমরাই খুঁজে নেব তোমাকে।"

চায়নাকে বিদায় দিয়ে একটা অটো নিয়ে লাইনধারে চলে এল ওরা। কী নির্জন এই জায়গাটা! শুধু মালগাড়ির শান্টিং-এর শব্দ আর মাঝে মাঝে শেয়ালের ডাক ছাড়া কিছুই শোনা যায় না এখানে। রাত্রি এখন আটটা। কিন্তু এই রাতেও জায়গাটা যে কী ভয়ংকর নির্জন ও আতঙ্কময়, তা এখানে না এলে বোঝা যাবে না।

যাই হোক, অটো থেকে নেমে ওরা একটু ফাঁকা জায়গা দেখে অন্ধকারে ঘাসের ওপর বসল।

বাবলু বলল, "এইবার নির্ভয়ে বলো তো ভাই, কীভাবে কী হল?"

বাদশা বলল, "তোমরা পুলিশকে খবর দেবে না তো?"

বাবলু বলল, "যদি দিই, ক্ষতি কী তাতে? তা ছাড়া পুলিশকে এত ভয় কেন তোমার? ভয় পেলে কি ক্রাইম করা যায়?"

বাদশা বলল, "সত্যি বলছি ভাই, সিনেমায় নামার মোহ আমার ছুটে গেছে। যে জালে জড়িয়েছি আমরা, তাতে এর থেকে ছাড়া পাওয়ার উপায়ও আমাদের নেই।"

"যদি তুমি সত্যি কথা বলো, তা হলে উপায় আমরাই বাতলে দেব। তোমার মতো এমন সুন্দর একটি ছেলে নোংরামো করে বেড়াবে, পুলিশের ভয়ে পালাবে, জেলের ঘানি টানবে, এটা কি ঠিক? তোমার বোন ডোরার মতো ফুটফুটে মেয়ে এই অঞ্চলে নেই। তার দাদা হয়ে কেন তুমি এইসব করে বেড়াবে? যাক, এখন ডোরার কথা বলো।"

বাদশা বলল, "আমার বোন ডোরা। সত্যিই ওর মতো মেয়ে হয় না। ও কত ভাল, আমি কত খারাপ। কেন যে কিছুতেই আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না তা আমিই জানি না। আমাকে শোধরাবার অনেক চেষ্টা করেছেন আমার বাবা-মা। ব্যাপটিস্ট মিশনে রেখেছেন, বোর্ডিং-এ দিয়েছেন, কিন্তু আমিই নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনি। আসলে ভাগ্যদোষে আমরা কয়েকজন একটি চক্রের সঙ্গে পাকাপাকিভাবে জড়িয়ে গেছি।"

বাবলু বলল, "ভাগ্যদোষে ঠিক নয়, স্বভাবদোষে। যাই হোক, তোমাদের পাণ্ডাটি কে?"

"পেশোয়ারিলাল যাদব নামে এক কুখ্যাত লোক।"

"নামটা যেন শোনা-শোনা মনে হচ্ছে?"

"হ্যাঁ। কিছুদিন আগে কলকাতায় একটি হিংসাত্মক ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিল ও। ওর নাম তখন খবরের কাগজগুলোয় ছাপা হয়েছিল বেশ কয়েকবার।"

"কী করে লোকটা?"

"স্মাগলিং। তা ছাড়া পেশাদার ক্রিমিন্যালরা যা যা করে তার সব কিছুই। নানা জায়গায় অবাধ গতি তার। এখানকার আর পি এফ, গ্যাংম্যানেরাও ওকে ভয় করে। ওর কথায় ওঠে, বসে। আমরাও ওর হয়ে কাজ করি, হিস্যা পাই। তা একদিন পেশোয়ারিলাল আমাদের কাছে একটি প্রস্তাব রাখে। ও বলে, ও নাকি নিজের প্রযোজনায় একটি হিন্দি ছবি করতে চলেছে। এবং ওর বাজেট হল চল্লিশ লক্ষ টাকা। ও আমাদের প্রত্যেককে ভার দিয়েছে যেভাবেই হোক এক-একজনকে এক লাখ টাকা করে জোগাড় করে দেওয়ার। বিনিময়ে আমাদের সবাইকে ওর ফিলমে চান্স পাইয়ে দেবে। আর ছবি রিলিজ করলে প্রত্যেককেই ফেরত দেবে যার যার টাকা।"

"ছবি যদি ফ্লপ করে?"

"তা হলে কেউ কিছুই পাবে না।"

"সেইজন্য হাতের কাছে ডোরাকে পেয়ে ওর স্কুটারটাকেই হাওয়া করে দিলে?"

বাদশার চোখদুটো ছলছল করে উঠল এবার। বলল, "আমার আরও বলার আছে। পেশোয়ারিলাল কথা

দিলে কথা রাখে। ওর কথা কখনও নড়চড় হয় না। তাই আমরা এক-একজনে এক-একরকমের ঝুঁকি নিয়ে ফিল্ডে নামলাম। পেশোয়ারিলালের টাকার অভাব নেই। ও ইচ্ছে করলে একটা কেন, দশটা ছবি করতে পারে। তাই আমরা ঠিক করলাম কোনওরকমে টাকাটা জোগাড় করতে পারলে ফিলমে একটা চান্স তো পাবই, উপরন্তু ছবি হিট করলে এক লাখ টাকার মালিক।"

"কিন্তু এর মধ্যে ডোরাকে তোমরা জড়ালে কেন?"

"কোনও দাদা কি পারে তার বোনের ক্ষতি করতে? বিশেষ করে ডোরা আমার আদরের বোন। তা একদিন আমার বন্ধু বিপলাই সিনেমায় নামার আনন্দে আবেগের বশে ডোরার প্রসঙ্গটা তুলল পেশোয়ারির কানে। বলল, 'গুরু, আমাদের এই বাদশার যা একটা বোন আছে না, ওই তোমার ছবির কপাল খুলে দিতে পারে। যেমন মিষ্টি দেখতে, তেমনই গানের গলা। যেমন-তেমন গান নয়, পপ সং। সেই সঙ্গে ডিস্কো নাচ। ওর কথাটা একটু মনে রেখো গুরু। ওকে দু'-একটা দৃশ্যে চান্স দিলে, ওর যা ফেস কাটিং তাতে ওর জন্য ছবি তোমার সুপার হিট।' আর যায় কোথা, লাফিয়ে উঠল পেশোয়ারি। বলল, 'ওর বোনের কথা কই এতদিন কেউ আমাকে বলিসনি তো? আমি চাইছি বিনি পয়সায় কাজ করানোর জন্য এইরকম সব ভাল ভাল মুখ। তবে তার আগে ওকে একবার দেখব, ওর নাচ দেখব।' এই ব্যাপারটায় মনে কিন্তু আমার একদমই সায় ছিল না। কেন না আমি যা করি, তাই বলে বোনটাকে আমি এই পাঁকে নামাব কেন? কিন্তু যেহেতু পেশোয়ারি, তাই ওকে অমান্য করার ক্ষমতা কারও নেই। কথাটা তাই একদিন ভয়ে ভয়েই বুঝিয়ে বলতে গেলাম ডোরাকে। ডোরা তো শুনেই রেগে উঠল। বলল, 'তোর লজ্জা নেই রে দাদা? তুই নিজে গেছিস জাহান্নামে, আমাকেও সেখানে পাঠাতে চাস? দূর হ তুই আমার সামনে থেকে।' আমি জানি, ডোরা কখনওই রাজি হবে না। কেন না ও তো আমার মতো নয়, সম্পূর্ণ অন্য ধাতুতে গড়া। কিন্তু পেশোয়ারিকে কী বলব? ওর কথা অমান্য করলেই ও ভয়ংকর। তবু বুদ্ধি করে বললাম, 'ও তোমার সামনে আসতে লজ্জা করছে গুরু। তাই ও আসবে না।' পেশোয়ারি রেগে বলল, 'তা হলে আমিই ওর সামনে যাই?' বললাম, 'না, না, তা কেন? আগে আমাদের ছবি তৈরির ব্যবস্থাটা পাকা হোক, তারপর একদিন ওকে বুঝিয়ে-বাঝিয়ে ঠিক তোমার কাছে নিয়ে আসব।' পেশোয়ারি গম্ভীর গলায় বলল, 'ছবির সব কাজ রেডি। কিছুদিনের মধ্যেই শুটিং-এর কাজ শুরু হবে। আমি এখনই একবার ওকে দেখতে চাই।' পেশোয়ারির কথায় প্রমাদ গণলাম। কী কুক্ষণে যে বিপলাইটা ডোরার নাম করে ফেলল ওর কাছে। অথচ ওকে ঘাঁটানো মানেই নিজেকে বিপদগ্রস্ত করা। ইতিমধ্যে বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে স্থানীয় একটি ক্লাবে ডোরার অনুষ্ঠান ছিল। বুদ্ধি করে সেইখানেই নিয়ে গিয়ে ডোরার নাচ দেখানো হল পেশোয়ারিকে। দেখামাত্রই মনঃস্থির। বলল, 'ছেলেমানুষ মেয়ে। তবে দারুণ ট্যালেন্টেড। দু'-চার বছর পরেই ও নায়িকা হয়ে যাবে। তার আগে ওকে একটু আলোয় আনা দরকার। আমার মন বলছে এই মেয়েই আমার কপাল খুলে দেবে। একে আমি কাজে লাগাবই।' ডোরা আমার বোন। তাকে আমি চিনি। কিন্তু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে দিয়ে জোর করে কিছু করাতে যাওয়াটা যে কী সাংঘাতিক ব্যাপার, তাও আমি জানি। তা ছাড়া ও ছেলেমানুষ। এখনও স্কুলের গণ্ডি পার হয়নি। এই সময়ে এইসব নিয়ে মাতলে ওর ভবিষ্যৎটাই তো নষ্ট হয়ে যাবে।"

বাবলু বলল, "লোকটার স্পর্ধা তো কম নয়। নিজেকে ভাবে কী ও?"

"তবে আর বলছি কী ভাই? ওর মতো শয়তান এ-তল্লাটে নেই। তাই ওর সঙ্গে লাগতে গেলে বা ওর দল থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলেই বিপদ। মার্ডার করিয়ে দেবে।"

বাবলু বলল, "দেখছ তো অসৎসঙ্গে থাকার পরিণামটা কী?"

বাদশার চোখে এবার জল এসে গেল। একটু চুপ করে থেকে বলল, "এবার আমি হাড়ে-হাড়ে বুঝছি। ইতিমধ্যে কানাঘুষোয় শুনলাম ডোরাকে নিয়ে ফিলম করার বদলে অন্য একটা পরিকল্পনা করছে পেশোয়ারি। বিহারে, হাজিপুর না কোথায় যেন ওর দেশ। সেইখানে শোনপুর গ্রামে প্রতি বছর মেলা বসে। সেই মেলায় অনেক কিছু বিক্রি হয়। সারারাত ধরে যাত্রাগান, নানারকম নাচের অনুষ্ঠান হয়। পেশোয়ারি ঠিক করেছে সেই বৃহত্তম গ্রামীণ মেলায় তাঁবু খাটিয়ে শুধু ডোরাকে নিয়েই মেলার শেষদিন পর্যন্ত একক অনুষ্ঠান করবে। তার আগে পোস্টারে-পোস্টারে ছয়লাপ করে চারদিকে রটিয়ে দেবে মুম্বাই চলচ্চিত্রের নবাগত নৃত্যশিল্পী মিস ডোরা কানাডা ও নিউ ইয়র্ক সফর শেষে বিহারের অগণিত নর-নারীর ডাকে শোনপুরের মেলায় এসেছে নৃত্য পরিবেশন করতে। টিকিট হবে পঞ্চাশ ও একশো টাকার।"

বাবলু বলল, "অনুষ্ঠান করাচ্ছি দাঁড়াও!"

বিচ্ছু বলল, "ওই মেলার কথা আমিও শুনেছি। ওখানে নাকি মানুষ বিক্রি হয়! যদি ওরা ডোরাকে নিয়ে গিয়ে অনুষ্ঠান করিয়ে বেচে দেয় কারও কাছে; তা হলে কী হবে?"

বাবলু বলল, "এত সোজা নয়। এখন তা হলে বোঝাই যাচ্ছে ডোরা নিজের ইচ্ছেয় কোথাও যায়নি। ওকে অপহরণই করা হয়েছে এবং সম্ভবত এই অপহরণকারীরা পেশোয়ারির লোক। তারই নির্দেশে এ-কাজ করেছে তারা।"

বাদশা বলল, "ঠিকই ধরেছ তোমরা। আসলে হল কী আমার বোন বেশ কয়েক বছর ধরে কোনও একটা ব্যাপারে খুব অস্থির হয়ে উঠেছিল।"

"কারণ?"

"আমাদের পরিবারের মধ্যে ট্র্যাজেডি ছিল একটা। যাই হোক, সে-সব অবশ্য আমি আমার মন থেকে মুছে ফেলেছি। কিন্তু ও সেই ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সম্ভবত এই ব্যাপারেই কোনও আলোচনার জন্য ও তোমাদের কাছে গিয়েছিল কাল।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ গিয়েছিল, এবং বলেওছে সব কথা।"

"ইতিমধ্যে ওপর থেকে নির্দেশ এল যেভাবেই হোক ডোরাকে বুঝিয়ে-বাঝিয়ে এই কাজে রাজি করানোর জন্য। নির্দেশ এমনও এল, ও আসতে রাজি না হলে ওকে জোর করে নিয়ে যেতে হবে। তবে বেশিদিনের জন্য নয়, মাত্র পনেরো দিনের জন্য। তারপর আবার বাড়ি ফিরে আসবে ও। কিছুদিন পরে যখন সিনেমার কাজ শুরু হবে তখন আর-একবার ডাক পড়বে ওর। তারপরই ছুটি।"

বাবলু বলল, "এই কথাটা তোমার বাবা-মা জানেন?"

"না। এ-কথা কি বলা যায়?"

"তারপর?"

"তারপর কী যে করব তা ভেবে পেলাম না। আমরা তখন কয়েকজন বন্ধু মিলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এই ব্যাপারে ডোরাকে খোলাখুলিভাবে সব বুঝিয়ে বললাম। এমনকী এও বললাম পেশোয়ারির কথায় রাজি না হলে সমূহ বিপদ আমাদের। ও যদি বলপ্রয়োগ করে তা হলে কিন্তু ওর খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসা খুব একটা সহজ ব্যাপার হবে না। আর থানা-পুলিশ যে করব, তাতেও লাভ হবে না কিছু। কারণ পুলিশও ভয় করে ওকে। পুলিশের একাংশও যে ওর দলে জড়িয়ে নেই তাই-বা কে জানে? আমাদের কথা শুনে ডোরা কিছুক্ষণের জন্য গুম হয়ে রইল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। আমি রাজি। লোকটা ফিলম লাইনে জড়িয়ে গেলে নিশ্চয়ই মুম্বাই ছেড়ে আসবে না। আর এখানকার প্রভাব কমে গেলে তোরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচবি। কিন্তু শর্ত একটাই, আমি গেলে তোরাও যাবি। একসঙ্গেই থাকব সবাই।' আমরা কথা দিলাম। আমরা যে ওর বডিগার্ড হয়ে ছায়ার মতো লেগে থাকব ওর সঙ্গে, এরকমও বললাম। ডোরা রাজি হল। বলল, 'নাচ শিখেছি নাচবার জন্য, গান শিখেছি গাইবার জন্য। কিন্তু এ যদি কোনও সাংস্কৃতিক সংস্থার ডাক হত তা হলে আপত্তির কোনও কারণও থাকত না। যদি দূরদর্শন কর্তৃপক্ষ আমাকে ডাকতেন, বা রাজকাপুর, দেবানন্দ এসে দাঁড়াতেন তা হলেও গর্বে ভরে উঠত বুক। কিন্তু যেহেতু তোরা এবং তোদের পেশোয়ারিলাল, যেহেতু আমাকে ভাঙিয়ে টাকা রোজগারের ব্যবস্থা হচ্ছে, তাই আপত্তি আমার সেইখানেই।' এর পরে ডোরার ব্যাপারে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু কাল হঠাৎ হল কী, এমন একটা ঘটনা হল যাতে বুঝতে পারলাম ডোরা ডোরাই। ওকে চিনতে আমাদের সত্যিই ভুল হয়েছিল।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, কালকের ঘটনাটা কী হয়েছিল বলো তো? কালকের ব্যাপারটা ভাল করে না জানলে ওর ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে আমাদের একটু অসুবিধে হবে।"

বাদশা বলল, "কাল সন্ধেবেলা পেশোয়ারিলাল নিজে এসেছিল আমাদের এখানে। ডোরা যেতে রাজি হয়েছে শুনে খুব খুশি ও। কিন্তু কী ধরনের শয়তান দ্যাখো লোকটা, তোমাদের ওখান থেকে ডোরা ফিরে আসতেই আমরা যখন ওর সঙ্গে ডোরার পরিচয় করিয়ে দিলাম তখন কী করল জানো? পকেট থেকে কোর্টের একটা নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপার বের করে আমাদের সকলের সই তো করালই, উপরন্তু ডোরার হাতে পাঁচশো টাকা দিয়ে বলল, 'সই করো।'"

বাবলু বলল, "কী লেখা ছিল তাতে?"

"জানি না। আমার তো বিদ্যের দৌড় কত, তা তোমরা বুঝতেই পারছ। আমার বন্ধুদেরও তাই। কিন্তু ডোরা লেখাপড়া-জানা মেয়ে। ও সেই লেখা পড়েই লাল হয়ে উঠল। বলল, 'তবে রে শয়তান' বলেই স্ট্যাম্প পেপারটা ছিঁড়ে কুচি-কুচি করে স্কুটারে স্টার্ট দিয়েই স্কুটারসুদ্ধু ঝাঁপিয়ে পড়ল পেশোয়ারির ঘাড়ে। সে কী কেলেংকারি! অমন যে পেশোয়ারি, বাঘের মতো যার বিক্রম, সে গিয়ে ছিটকে পড়ল একটা এঁদো নর্দমার ধারে। তার সারা গায়ে পাঁক আর কাদা। ততক্ষণে যা ঘটবার ঘটে গেছে। হঠাৎ গলির মুখ থেকে কয়েকজন

লোক এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডোরার ওপর। পরক্ষণেই দেখলাম পেশোয়ারিও নেই, ডোরাও নেই, কেউ নেই। স্কুটারটা নর্দমার ধারে কাত হয়ে পড়ে আছে শুধু। আমরা সেটাকে নিয়ে যে কী করব, কিছু ঠিক করতে পারলাম না। বাড়ি নিয়ে যেতে ভয় করল। তাই বন্ধুরা মিলে যুক্তি করে ওটাকে এই ইয়ার্ডে একটা ওয়াগনের মধ্যে চট চাপা দিয়ে লুকিয়ে রেখেছি। বেচে দিইনি।"

বাবলু বলল, "সত্যিই তুমি যে কী, আমি ভেবে পাচ্ছি না। ওই লোকটাকে এত ভয়? তোমার চেয়ে দু' বছরের ছোট তোমার বোন, সে যদি সাহস করে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ওই দুষ্কৃতীর ওপর, তুমি বা তোমার বন্ধুরা কেন পারলে না? তোমরা সবাই মিলে বাধা দিলে ওরা কখনওই ডোরাকে নিয়ে যেতে পারত না।"

"হ্যাঁ পারত। ওদের হাতে রিভলভার ছিল। মাঝখান থেকে আমাদের তাজা লাশ কয়েকটা পড়ে থাকত, কিন্তু ডোরাকে ওরা নিয়ে যেতই।"

"এখন কী হল? ডোরাকে নিয়ে গেল, কিন্তু তোমরা বেঁচে রইলে। এই তো? ছোট বোনের জীবনের চেয়ে নিজের জীবনের দামটাই বুঝি বড়? নিজে বেঁচে থাকলে অনেক বিরিয়ানি, মাংস, রাবড়ি, রাজভোগ খেতে পারবে, তাই না?"

এতক্ষণে বিলু বলল, "অথচ তোমরা যদি ওর দিকে একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে, তা হলে ও স্কুটার চাপা দিয়েই হয়তো শক্তিহীন করে ফেলত ওদের কয়েকজনকে।"

বাদশা বলল, "আসলে এরকমটা যে হবে বা হতে পারে, তা আমরা ভাবিনি। এখন কী করা উচিত, তোমরাই বলো?"

বাবলু বলল, "তুমি কি চাও তোমার বোন ফিরে আসুক?"

বাদশার চোখে জল। বলল, "নিশ্চয়ই।"

"তা হলে অবশ্য উপায় একটা হতে পারে।"

"বলো কী উপায়? আমি এখন মরিয়া। ডোরাকে ফিরিয়ে আনার জন্য নিজের জীবনও যদি দিতে হয় তা দিতেও আমি প্রস্তুত।"

বাবলু ওর পিঠ চাপড়ে বলল, "শাবাশ বাদশা। তুমিই পারবে। যে মানুষ জীবনে চোট না পায়, সে কিছুই করতে পারে না। এই ব্যাপারে তোমার বন্ধুরা কেউ কি পাশে এসে দাঁড়াবে তোমার?"

"জানি না। তবে কেউ না আসুক, বিপলাইটা আসবেই। ছেলে হিসেবে ও আমার মতোই খারাপ হতে পারে, কিন্তু ডোরাকে ও বোনের মতো ভালবাসে। ওর একটু ভুলের জন্যই যে এত, তা বুঝতে পারার পর থেকেই ও খুব অনুতপ্ত। শুধু তাই নয়, ও নিজেও আমাকে কয়েকবার বলেছিল সুযোগ-সুবিধেমতো পেশোয়ারিকে খতম করে এখান থেকে কেটে পড়ার জন্য।"

বাবলু হেসে বলল, "বলো কী! তবে তার অবশ্য দরকার হবে না। ডোরা ওকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছে। বাকিটা আমরা দেব।"

বিচ্ছু বলল, "হয়তো ডোরা দেবে। আমার মন বলছে ওকে দিয়ে কিছু করানো পেশোয়ারির পক্ষে কখনওই সম্ভব হবে না।"

বাচ্চু বলল, "আমার ভয় অন্যখানে। যদি ওরা ওই মেলায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয় ওকে?"

বাদশার মুখ শুকিয়ে গেল। বলল, "পেশোয়ারিকে বিশ্বাস নেই। ও যা লোক, তাতে ওর পক্ষে অসম্ভব নয় কিছুই। তবে আমার মনে হয় ও তা করবে না। কেন না পেশোয়ারির মাথায় এখন ডোরাকে নিয়ে কিছু একটা করবার মতলব এসেছে।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। রাত অনেক হয়েছে। আজ আর এখানে বসে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। যা জানবার তা জানা হয়েছে। মোট কথা, এটা বোঝা গেছে ডোরা এখন বন্দিনী। আর এও জানা গেছে, ওর অপহরণকারী কে? এখন শুধু জানতে হবে ডোরা কোথায়? সে কি এখানেই কোথাও আছে? না কি পৌঁছে গেছে হাজিপুরে পেশোয়ারির গ্রামে?"

ভোম্বল বলল, "এই খবরটা, বাদশা, তুমি নিতে পারবে না?"

বাদশা বলল, "শুধু আজকের রাতটুকু আমাকে সময় দাও। তারপর সব খবরই নিচ্ছি।"

বাবলু বলল, "বেশ। আমাদের ঠিকানাটা রাখো তুমি। কাল সকালের মধ্যে যেভাবেই হোক ডোরার ব্যাপারে পাকা খবর একটা আমরা চাই।"

"তোমাদের ঠিকানার দরকার নেই। ও আমি খুঁজে বের করে নেব। তোমাদের পরিচয়ই তোমাদের ঠিকানা।"

বাবলু বলল, "আর-একটা কথা, ডোরার স্কুটারটা যদি আমাদের কাছে থাকে, তা হলে তোমার কোনও আপত্তি আছে?"

"না, নেই। বরং এখানে থাকার চেয়ে ওটা তোমাদের কাছে থাকলে আরও বেশি নিরাপদ হবে। তোমরা এখনই ওটাকে নিয়ে যাও।"

বাবলু বলল, "এখন নিয়ে যাওয়ার অসুবিধে আছে। তার কারণ আমরা কেউই স্কুটার চাপতে পারি না। তোমার বোন ডোরা আমাদের শিখিয়ে দেবে বলেছিল। কিন্তু সে তো নেই। পারলে তুমিই বরং কাল ওটা নিয়ে আমাদের ওখানে যেয়ো। আর আমাদের একটা কথা শোনো, এইভাবে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে না বেড়িয়ে বাড়ি গিয়ে বাবা-মাকে সব কথা খুলে বলো। তোমার পরিবর্তন হয়েছে জানতে পারলে নিশ্চয়ই খুশি হবেন তাঁরা।"

বাবলুরা চলে এল। বাদশাও ওদের সঙ্গে অনেকটা পথ এসে চলে গেল বাড়ির দিকে।

॥ ৩ ॥

পরদিন ভোরে বাবলুরা যখন দল বেঁধে মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছে ঠিক তখনই ডোরার সেই লোভনীয় স্কুটারটা নিয়ে এসে গেল ওরা। বাদশা এবং আর-একজন।

বাবলু বলল, "তোমাকে তো চিনলাম, তুমি হলে বাদশা। কিন্তু এর পরিচয়?"

বাদশার হয়ে ছেলেটিই বলল, "আমি হলাম রাজা। রাজা আর বাদশা। দুই বন্ধু আমরা। তবে মজার ব্যাপার এই যে, বিবেক বাদশা হয়ে গেল আর আমি রাজা হয়েও হয়ে গেলাম বিপলাই। কে বা কারা যে আমাদের এই নাম দিল, তা আমরাই জানি না। এখন এই নামেই সবাই চেনে আমাদের।"

বাবলু বলল, "তা চিনুক। এখন ডোরার ব্যাপারে তোমরা কী সিদ্ধান্ত নিলে? আশা করি ওর ব্যাপারে তোমরা দু'জনেই মনোস্থির করেছ?"

বিপলাই বলল, "আমরা যে শুধু মনঃস্থির করেছি তা নয়, প্রয়োজন হলে ডোরার অপহরণকারীদের অক্ষয় স্বর্গলাভের ব্যবস্থাটাও পাকা করে দেব ঠিক করেছি।"

বাবলু বলল, "তা হলে চলো, কোথাও বসে একটা পরিকল্পনা করা যাক।"

বাদশা বলল, "তোমাদের সেই বিখ্যাত বাগানেই চলো না, জায়গাটাকে চিনে রাখি আমরা।"

বাদশার কথায় পাণ্ডব গোয়েন্দারা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল একবার। চোখে-চোখেই কথা হল। সকলের সায় পেয়ে বাবলু বলল, "বেশ, তাই চলো। বাগানেই যাই চলো আমরা।"

পঞ্চু সকলের আগে এমনভাবে চলল, যেন সে-ই ওদের পথ-প্রদর্শক।

বাদশা বলল, "তোমাদের কত নামডাক। তাই কতবার ভেবেছি তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে আসব। কিন্তু সময় করে আসা আর হয়নি। না আসার আরও একটা কারণ অবশ্য ছিল, আমরা হচ্ছি বাজে ছেলে। তোমাদের কাছে আসবার যোগ্যতা আমাদের কই? তবে আমার বোন ডোরা কিন্তু তোমাদের ভক্ত।"

বাবলু বলল, "দ্যাখো ভাই, আমরা আমরাই। অসাধারণ কিছু নই। তবে কিনা আমাদের অভিযানের কাহিনীগুলো ছাপার অক্ষরে বেরোয়, তাই অনেকেই ভাবে আমরা কী না কী! আসলে তোমরাও যা, আমরাও তাই। তবে তোমরা শক্তিক্ষয় করো বাজে কাজ করে, আমরা বাজে কাজ বন্ধ করবার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিই। তফাত শুধু এইখানে।"

কথা বলতে বলতেই ওরা মিত্তিরদের বাগানে এসে পৌঁছল। সেই ভাঙা বাড়ির চাতালে ওরা যে যার সুবিধামতো বসল সকলে।

পঞ্চু একটা নেউল দেখে ভৌ-ভৌ করে ছুটে গেল।

বিপলাই এখানকার পরিবেশ দেখে উল্লসিত হয়ে বলল, "ভারী চমৎকার জায়গা তো! এ যে দেখছি স্বর্গোদ্যান।"

বাবলু গম্ভীর হয়ে বাদশার দিকে তাকিয়ে বলল, "যাক। এখন ডোরার ব্যাপারে কতদূর কী এগোলে তাই বলো।"

বাদশা বলল, "তোমাদের কথামতো কাল রাত্রে বাড়ি ফিরে বাবা-মাকে সব কথা খুলে বলেছি। এমনকী

তাঁদের পায়ে ধরে ক্ষমাও চেয়েছি। বাবা প্রথমে আমার ওপর খুব রেগে গেলেও পরে মায়ের জন্য শান্ত হলেন। আমি তাঁদের কথা দিয়েছি ডোরাকে ফিরিয়ে আনব বলে।”

বাবলু বলল, “কথা দিলেই তো হল না, কীভাবে কী করবে ঠিক করেছ কিছু?”

“শোনো বাবলু, কাল রাতে আমি ঘুমোইনি। খাওয়াদাওয়ার পর বিপলাইদের বাড়িতে গিয়ে ওকে সব কথা বলি। ও তো শুনেই লাফিয়ে ওঠে। বলে, ‘পাণ্ডব গোয়ন্দারা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। যে কাজ আমাদের করা উচিত ছিল সেই কাজ যদি ওরা এসে করে দেয় তা হলে এক চেয়ে লজ্জার আর কিছু নেই। তাই ডোরার ব্যাপারে পাণ্ডব গোয়েন্দারা নয়, আমরাই এগিয়ে যাব।’ বিপলাইটা পেটো বাঁধা, গুলি চালানো সবেতেই খুব ওস্তাদ। আমি অবশ্য এ দুটোর একটাও পারি না। তবু কাল রাত্রেই আমরা স্কুটার নিয়ে গার্ডেনরিচে চলে যাই, তখন মধ্যরাত।”

বাবলু বলল, “গার্ডেনরিচে কে আছে?”

“ওখানে একটা বাড়ি আছে পেশোয়ারির। কেন না ডক এরিয়ায় ওর নানারকম স্মাগলিং-এর ব্যবসা বলেই ওই এলাকাটা ও থাকার জন্য বেছে নিয়েছে।”

“ওর ফ্যামিলি কোথায় থাকে?”

“বিহারে। শুনেছি ওর একটা মেয়ে আছে। পটনা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে।”

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই একসঙ্গে বলে উঠলল “ওই লোকের মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে! মেয়ে নিশ্চয়ই জানে না বাবার কুকীর্তির কথা।”

“মনে হয়, না। তা যাকগে, ওই এলাকায় আমরা এমন একজনকে চিনি যাঁর কাছে গেলে ডোরার ব্যাপারে আমরা কিছু-না-কিছু জানতে পারব। এই ভেবে হাসিনা বিবি নামে একজনের কাছে গেলাম। উনি খুব ভাল মানুষ। ঈদের সময় গেলে আমাদের ভালবেসে যত্ন করে কত কী খাওয়াতেন। তা হাসিনা বিবির কাছে গিয়ে ডোরার কথা বলতেই চমকে উঠলেন উনি। কিছুক্ষণ চোখ অন্যদিকে করে কী যেন ভেবে পরে বললেন, ‘ও তোমার কে হয়?’ আমি সব বললাম। শুনে উনি বললেন, ‘হায় হায় রে! মেয়েটাকে নিয়ে ওরা কাল রাত্রে এখানে এসেছিল বটে, কিন্তু...।’ তারপর বললেন, ‘এইটে খুব খারাপ করেছে পেশোয়ারি। বিশ্বাস করো ভাই, আমি যদি একবার জানতে পারতাম ও তোমার বোন, তা হলে ওকে আমি আমার কাছেই রেখে দিতাম। পেশোয়ারির সাধ্য ছিল না ওকে এখান থেকে নিয়ে যায়। পেশোয়ারি আমাকে যমের মতো ভয় করে। কেন না ও জানে আমার পোষা গুন্ডারা ওর লোকেদের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।’ আমরা বললাম, ‘কিন্তু মেয়েটাকে আপনার এখানে একটু আশ্রয় দিলেন না কেন?’ হাসিনা বললেন, ‘দিলেই বা লাভ কী হত? রাতটুকু হয়তো থাকত, সকাল হলেই নিয়ে যেত। তা ছাড়া তোমরা তো জানো নাচগানই আমার জীবিকা। বেনারসের মেয়ে আমি। কলাসাধনা করি। ওইসব ছেলেমেয়ে রাখারাখির ব্যাপারে আমি কেন যাব? তা ছাড়া এটা কুখ্যাত এলাকা বলে পুলিশ প্রশাসনের কড়া নজর এইদিকে। তাই আমি দরজা থেকেই ফিরিয়ে দিয়েছিলাম ওদের।’” এই পর্যন্ত বলার পর চোখদুটো ছলছলিয়ে উঠল বাদশার।

বাবলু রুমালটা এগিয়ে দিয়ে বলল, “নাও, চোখ মোছো। তারপরে কী হল বলো।”

বাদশা আবার বলতে শুরু করল, “হাসিনা বিবির কথা শুনে বিপলাই আর আমি দু'জনেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। হাসিনা বিবি বললেন, ‘দ্যাখো বাদশা, তুমি ঘাবড়িয়ো না। পেশোয়ারিকে আমি জানি, তোমার বোনকে সে নিজের মেয়ের মতোই দেখবে। আসলে ওর একটা গোঁ আছে। যখন যেটা মাথায় চাপবে তখন সেটা করবেই। ও বেশ কিছুদিন ধরে একটা পরিকল্পনা করছিল যে, এইসব স্মাগলিংয়ের কাজ ও ছেড়ে দেবে। তার কারণ অসৎ উপায়ে রোজগার করে এখন ও প্রচুর টাকার মালিক। তা ছাড়া এইসব লাইনে টিকে থাকতে হলে পুলিশকে হাতে না রাখলে চলে না। তার ওপর পুলিশকে হাতে রাখতে গেলে যা-যা করতে হয় তাতে লাভের গুড়ের আসল স্বত্বটুকুই পুলিশের কপালে জোটে। তাই ও বলছিল অন্য একটা ব্যবসার কথা। সৎভাবে জীবনযাপন করবার ধান্দায় প্রথমেই ওর মাথায় এসেছিল চলচ্চিত্র নির্মাণের কথা। ও ঠিক করেছিল আমার জীবনকাহিনী নিয়ে হিন্দি ভাষায় একটি সংগীত ও নৃত্যমুখর ছবি তুলবে। বেশিরভাগই নতুন মুখ নিয়ে তোলা এই ছবিটি যাতে আন্তর্জাতিক মানের হয় এমন স্বপ্নও ও দেখেছিল। পরে আমাদের একজন শুভানুধ্যায়ী ওকে জানায়, যার যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা নেই তার সেই ব্যাপারে না এগনোই ভাল। তা ছাড়া এও বলেছিল, চলচ্চিত্র নির্মাণের জাদু এই যে, যদি একটি ছবি তৈরি করতে পঁচিশ লক্ষ টাকার দরকার হয় তা হলে অন্তত ত্রিশ লক্ষ টাকা হাতে নিয়ে নামতে হবে। তা যদি হয় তা হলে দেখা যাবে কখন একসময় ছবিটি তৈরি হয়ে মুক্তিও পেয়েছে কিন্তু চারভাগের একভাগ টাকাও খরচ হয়নি। আর যদি বরাদ্দ অর্থের কিছু টাকাও

কম থাকে তা হলে দেখা যাবে সব টাকা চলে তো গেছেই, উপরন্তু বাজারে এমন দেনা হয়ে গেছে যে, ছবিটি আদৌ মুক্তি পাবে কি না সন্দেহ। তা এই কথা শুনেই ও মতের পরিবর্তন করে। ও তখন সকলকে নিয়ে সমবায় ভিত্তিতে একটি ছবি করবার পরিকল্পনা নেয় এবং সকলের কাছেই কিছুকিছু অর্থ সংগ্রহ করে দেওয়ার প্রস্তাব রাখে। আমি নিজেও ওকে এক লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। এমন সময় হঠাৎ একদিন ও এসে বলে, ও নাকি এমন একজন মেয়ের সন্ধান পেয়েছে যে নাকি ওর ভাগ্য খুলে দিতে পারে। মেয়েটিকে নিয়ে ও প্রথমে ওর দেশের বাড়িতে যাবে। তারপর শোনপুরের মেলায় ওর নাচ দেখিয়ে লক্ষ-লক্ষ টাকা কামিয়ে নেবে ও। তবে এও বলেছে মেয়েটি নাকি এই ব্যাপারে রাজি হচ্ছে না। তখনই ও আমাকে বলে, মেয়েটি একান্তই না রাজি হলে প্রয়োজনে মেয়েটিকে সে অপহরণ করতেও পিছপা হবে না। এই ব্যাপারটাতে আমি খুব আপত্তি করেছিলাম। কিন্তু ও যখন শুনল না আমার কথা, তখনই বুঝতেই পারলাম কীভাবে ও নিয়ে এসেছে মেয়েটিকে। তাই দরজা থেকেই বিদায় দিলাম ওকে।'" একদমে কথাগুলো বলে একটু যেন হাঁফাতে লাগল বাদশা।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে যেতে লাগল অন্ধকার জগতের মানুষদের এইসব অজানা কথা।

একসময় নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে ভোম্বল বলল, "কিন্তু বাদশা, একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না পেশোয়ারি তার নিজের বাড়ি থাকতে হাসিনা বিবির ওখানেই বা ডোরাকে তুলতে গেল কেন?"

বাদশার হয়ে বিপলাই বলল, "হয়তো এমনও হতে পারে, পেশোয়ারির বাড়িটা বদ লোকেদের আড্ডা ছিল বলেই ডোরাকে ও সেখানে নিয়ে যায়নি। অথবা যদি আমরা ডোরাকে অপহরণ করার কথাটা পুলিশকে বলে দিই সেই ভয়েই হয়তো ওকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল এইখানে।"

বাবলু বলল, "এখন তা হলে ডোরা কোথায়?"

"ডোরা এখন হাজিপুরে। কাল রাত্রেই হাসিনা বিবির লোকেরা ডোরার খোঁজে পেশোয়ারির ওখানে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে ওদের পায়নি।"

বাবলু বলল, "হাজিপুরটা বিহারের ঠিক কোনখানে?"

"তা জানি না। তবে শুনেছি পটনায় নেমে যেতে হয়। ওইখানে মহেন্দ্রুঘাটে গঙ্গা পেরিয়ে কীভাবে যেন যায়। আমরা আজই দু'জনে সেখানে যাব ঠিক করেছি।"

বিলু বলল,"কোন গাড়িতে যাবে?"

"যে গাড়ি পাই। তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে না এলে আমরা বেলা দশটার তুফানেই চলে যেতাম। তাই ভাবছি আমরা রাতের গাড়িতে যাব। পঞ্জাব মেলে। এবং রীতিমতো তৈরি হয়েই যাব।"

বাবলু বলল, "তোমরা ঠিক জানো, ডোরাকে হাজিপুরে নিয়ে গেছে?"

"পাকা খবর। পেশোয়ারির লোকই বলেছে এ-কথা। রাত এগারোটার হিমগিরিতে গেছে ওরা।"

"তা কী করে হয়? আমি তো জানি বারাণসী কিংবা মুঘলসরাইয়ের টিকিট না থাকলে হিমগিরিতে চাপা যায় না।"

বাদশা বলল, "আমাদের অপরাধ জগতের লোকেদের জন্য বিশেষ কোনও আইন নেই। টিকিট কাটি-না-কাটি যে গাড়িতে যাব মনে করব সেই গাড়িই আমাদের গাড়ি। এমনকী, প্রয়োজন হলে ইচ্ছেমতো যায়গায় চেন পুলিং করেও নেমে যাব আমরা। আমরা যারা আইনকানুন মানি না তামাম দুনিয়াটাই আমাদের কাছে স্বর্গরাজ্য।"

"তা না হয় হল। তোমরা যে আজ রাতের গাড়িতে পটনায় যাবে, টাকা-পয়সার কী ব্যবস্থা করলে?"

"ও নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। তবে টিকিট কেটে যে যাচ্ছি না, এটা তোমরা জেনেই রেখো।"

বাবলু বলল, "জানলাম। কিন্তু ওই দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষের সঙ্গে তোমরা পেরে উঠবে? কথায় আছে আপনা গাঁও মে কুত্তা শের, তার ওপরে ওর নাম পেশোয়ারি। তোমরা দু'জনেই যদি ওর খপ্পরে পড়ে যাও তা হলে?"

"সে-সবের পরিকল্পনা হয়ে গেছে। আমরা এমনভাবে থাকব যাতে ওর সামনে দিয়ে গেলেও ও চিনতে পারবে না আমাদের। বিপলাই পেশোয়ারিকে দেখবে, আমি দেখব ডোরাকে। প্রয়োজনে পেশোয়ারিকে খুন করব আমরা।"

বাবলু বলল, "শোনো, মাথা গরম কোরো না। আমার মনে হয় এই কাজটা তোমরা ঠিক করছ না। কোনও অবস্থাতেই খুনের ঝুঁকি নিতে যেয়ো না তোমরা।"

বাদশা বলল, "এ ছাড়া উপায় নেই বাবলুভাই। ওই শয়তানকে দুনিয়া থেকে সরাতে না পারলে আমাদের কারও রেহাই নেই। ওকে খুন করে ডোরাকে মুক্তি দিয়ে আমরা ফেরার হয়ে যাব।"

“কিন্তু লোকটার সম্বন্ধে তোমাদের মুখে যা শুনলাম তাতে তো মনে হল ও আর আগের মতো শয়তান নেই।”

“তা হলে আমাদের সঙ্গে দুশমনি করল কেন?”

বিপলাই বলল, “কেন ও কোর্টের কাগজ বের করে আমাদের সই করতে বলল? ওই কাজটা না করলে তো কোনও ঝঞ্ঝাটই হত না। ডোরাও আমাদের কথায় যেতে রাজি হয়েছিল ওর ওখানে।”

বাবলু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “তবু যা করবে খুব সাবধানে। কেন না পেশোয়ারির মতো লোকেরা প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে। সন্ত্রাস সৃষ্টি করবে। কিন্তু কেউ কিছুই বলবে না তাদের। সন্ত্রাস দমনের ভার যাদের ওপর, তারা তাকে খাতির করবে। অথচ সাধারণ মানুষ যদি এই গণশত্রুদের গায়ে হাত দেয় তার জন্য তখন জেলের অন্ধকার ঘর অথবা ফাঁসির দড়ির ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাবে।”

বাদশা বলল, “কথায় কথায় অনেক দেরি হয়ে গেল। এবার আমাদের বিদায় দাও ভাই। হয়তো আর কখনও তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না। তবু কথা দিলাম ডোরাকে আমরা ফিরিয়ে আনবই। ওর স্কুটারটা তোমাদের কাছেই থাক। পারলে কারও সাহায্য নিয়ে শিখে নিয়ো। তারপর ডোরা ফিরে এলে ওর জিনিস ফিরিয়ে দিয়ো ওকে।”

বাদশা আর বিপলাই দু'জনেই ওদের হাতে হাত মিলিয়ে চলে গেল। পাণ্ডব গোয়েন্দারা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল ওদের চলে যাওয়া পথের দিকে। পঞ্চুও ওদের পিছু-পিছু খানিকটা গিয়ে কী যেন ভেবে আবার ফিরে এল।

ওরা চলে গেলে বাবলুরা ফিরে এল ঘরে। সবাই মিলে ডোরার স্কুটারটা নিয়ে বাবলুদের বাড়িতেই এল।

স্কুটার দেখে মা সবিস্ময়ে বললেন, “এ কী রে! এটা কোত্থেকে এল?”

বাবলু বলল, “ডোরার স্কুটার ওটা। ডোরাকে অবশ্য পাওয়া যায়নি, তবে এটাকে উদ্ধার করা গেছে। তুমি চট করে আমাদের সবাইকে কিছু খাইয়ে দাও। বড্ড খিদে পেয়েছে।”

বাবলুর বাবা ভোরেই দুর্গাপুরে চলে গেছেন। তাই মা খুব একটা ব্যস্ত ছিলেন না। বললেন, “মুখ-হাত ধুয়ো বোস তোরা, আমি এখনই খাবার আনছি।”

স্কুটারটা দালানে রেখে ওরা সবাই ঘসে বসে ডোরার ব্যাপারে আলোচনা করতে লাগল।

বিলু বলল, “রাতারাতি বাদশাটার কী আশ্চর্য পরিবর্তন হয়ে গেল, তাই না?”

ভোম্বল বলল, “এই জন্যেই আমাদের জীবনে মা-বোনের মর্যাদা অনেক। নেহাত ডোরার গায়ে হাত পড়েছে বলেই মেরুদণ্ডে টান ধরেছে ওর। না হলে ও ভবি কি সহজে ভুলত?”

বাচ্চু বলল, “কিন্তু বাবলুদা, ওদের দু'জনের হাবভাব যা দেখলাম তাতে মনে হল, ওরা যা না ছিল তার চেয়েও বেশি ফেরোসাস হয়ে উঠেছে।”

বাবলু বলল “এইটাই তো ভয়ের ব্যাপার! রাগের মাথায় বেশি বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে হয়তো নিজেরাও মরবে, ডোরাকেও বিপদে ফেলবে।”

“কী হবে তা হলে?”

বাবলু বলল, “একটু আমাকে ভাবতে দে। ইমিডিয়েটলি এই ব্যাপারে একটা ডিসিশন না নিলে কেলেংকারিয়াস ব্যাপার হয়ে যাবে।”

এমন সময় মা প্লেটভর্তি খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। দেওয়ালের ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজল।

বাবলু তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন।

বাবলুর চিন্তার ঘোর কাটল একটু পরেই, যখন রোজকার মতো দুধওলা এসে দুধের বালতি নিয়ে হাজির হল, “দুধ নেবেন মা-জি।”

দুধওলাকে দেখে বাবলুর মাথায় বিদ্যুৎঝিলিকের মতো কী যেন একটা খেলে গেল। সে দুধওলাকে ডেকে ঘরের ভেতরে এনে বসতে বলল সোফার ওপর।

লাজুক লাজুক মুখে কতকটা যেন অপরাধীর মতোই দুধওলা বলল, “কী বেপার হল বাবলুবাবু? হামি গরিব আদমি আছি। হামাকে ঘরে ঢুকিয়ে এইখানে বসতে দিচ্ছেন, এর মানেটা কী?”

বাবলু বলল, “আরে, এটা গরিব-বড়লোকের ব্যাপার নয়। তোমার মুলুক কোথায় আছে বলো দেখি? পটনা না কোথায় যেন শুনেছিলাম একবার।”

দুধওলা এবার এখটু গদগদ হয়ে বলল, “হামার মুলুক তো আছে বিহারে।”

"তা তো জানি। কিন্তু কোথায়?"

"ছাপরা জিলা। পটনায় নেমে যেতে হোবে।"

"বুঝেছি। মহেন্দ্রুঘাটে খেয়া পেরিয়ে যাও নিশ্চয়ই?"

দুধওলা হেসে বলল, "আরে না, না। ও পুরানা জমানেমে থা। এখন তো মহিন্দর ঘাটে কুছু নাই। আগে আমরা মহিন্দর ঘাটে গঙ্গা পার হয়ে পহলেজা ঘাটে যেতাম। এখন গঙ্গার ওপর বিরিজ বানিয়ে দিয়েছে গরমিন্ট। তাই অনেক সুবিধে হয়ে গেছে। একেবারে হাজিপুরে গিয়ে নামি।"

হাজিপুর নামটা শোনামাত্রই চোখদুটো যেন চকচকিয়ে উঠল বাবলুর। বলল, "হাজিপুর! হাজিপুর কতদূর ওখান থেকে?"

"বেশিদূর নেই। নজদিকেই আছে। হাজিপুর হল বৈশালী জিলা। হাজিপুর থেকে যদি লালগঞ্জ যাবে তো ওইখানেই বৈশালীর বাস মিলে যাবে। হামার বাড়ি হচ্ছে শোনপুরের কাছে পহলেজা গ্রামে। পহলেজা বল্লিটোলা। ওটা হোয়ে গেল ছাপরাতে। শোনপুরের মেলার নাম শুনেছ তো? বহুত বঢ়িয়া মেলা। হাজিপুর-কি-কেলা ঔর শোনপুর-কি-মেলা। এখুন তো কার্তিক মহিনার পৌর্ণমাসী এসে গেল। দু'-একদিনের মধ্যেই লেগে যাবে মেলা। যদি তোমাদের মর্জি হয় তো চলে যাও আমার বাড়ি। ওই মেলা একবার দেখবে তো জিন্দগিতে আর কখনও ভুলবে না।"

বাবলু বলল, "তোমার বাড়ি থেকে মেলা কতদূর?"

"তিন মিল। তোমরা দানাপুর এক্সপ্রেস ধরে চলে যাও পটনা। ওইখানে ট্রেকার মিলবে। বিরিজ পার হয়ে হাজিপুর। হাজিপুর থেকে অটো মিলবে, ঘোড়াগাড়ি মিলবে, সব কুছ মিলবে শোনপুরে যাওয়ার। শোনপুর থেকে বাঁ দিকের রাস্তা ধরে সোজা চলে যাও পহলেজা বল্লিটোলা। ব্যস, হামার লেড়কা সুরিন্দর আছে, হামার লেড়কি লছমি আছে। কোনও অসুবিধে হবে না। আমার বাড়িতে থাকবে, খাবে আর দিনরাত মেলা দেখবে।"

বাবলু তো লাফিয়ে উঠল আনন্দে। বলল, "যাব, নিশ্চয়ই যাব তোমার বাড়ি। কেন না ওই মেলার নাম আমরা অনেকের মুখেই শুনেছি। কিন্তু চোখে দেখিনি কখনও। তা ওইখানে যখন তোমার বাড়ি তখন ভালই হল, রাত্রিবাসটা নিশ্চিন্তেই করা যাবে।"

দুধওলা বলল, "হামি গরিব হতে পারি খোঁকাবাবু, লেকিন হামার ওখানে গেলে তোমাদের থাকবার কোনও অসুবিধে হবে না। হামার নাম-পতা ঠিকঠাক লিখে নাও আর দানাপুরের গাড়িতে গিয়ে চেপে বোসো।"

বাবলু বলল, "শুধু দানাপুরের গাড়িতে কেন? ওই লাইনে তো অনেক ট্রেন আছে।"

"আছে। লেকিন জায়দা ভিড়ও আছে। দানাপুরের এক্সপ্রেস গাড়িতে গেলে থোড়া আরাম ভি মিলবে।"

বাবলু বলল, "তাই যাব।" বলে একটা কাগজ, পেন নিয়ে এসে দুধওয়ালার নাম-ঠাকানা লিখতে বসল।

দুধওলা বলল, "হামার নাম আছে অগিনপ্রসাদ। অগিনপ্রসাদ রায়। গেরামের নাম আছে পহলেজা বল্লিটোলা। তোমরা পটনায় নেমেই স্টেশনের কাছে ট্রেকার পেয়ে যাবে। তাইতে চলে যাবে হাজিপুর।"

বিলু বলল, "কত ভাড়া নেবে?"

"জায়দা কিরায়া নেহি। দশ-বারো রুপিয়া লেগা। উসকে বাদ হাজিপুর সে শোনপুর।"

বাবলু বলল, "হাজিপুর থেকে শোনপুরে কীসে যাব আমরা?"

"আরে ব্বাবা। হাজিপুর গেলে তো শোনপুরে যাওয়ার অনেক কুছু মিলবে। বাস, অটো, টাঙ্গা ট্যাক্সি। তিন-চার রুপিয়া ভাড়া লাগবে।"

"তারপর শোনপুর থেকে?"

"শোনপুর থেকে পয়দাল চলে যাবে হামার গ্রামে। গিয়ে বলবে অগিন রায়ের মকান যাব। ব্যস। যো কোঈ শুনবে তো দেখিয়ে দিবে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সকলের মনেই কেমন যেন একটা খুশির ভাব দেখা দিল।

বিচ্ছু বলল, "আচ্ছা অগিনভাই, তোমাদের ওই যে শোনপুরের মেলার কথা বললে, ওটার তো আরও একটা নাম আছে। আমাদের বাঙালিদের কাছে তো ওটার নাম হরিহর ছত্রের মেলা।"

অগিনপ্রসাদ দারুণ খুশি হয়ে বলল, "হাঁ, হাঁ। হরিহরনাথ কি মন্দির ভি আছে। শোনগণ্ডকী আর গঙ্গাজি ভি মিলিত্ হয়েছে সেইখানে। ওহিরকম মেলা আর কোনওখানে দিখাই যাবে না। হাতি, ঘোড়া, উট, গোরু, ছাগল সব কুছ বিক্রি হয়। কতরকমের কুকুর দেখবে, চিড়িয়া দেখবে, জানোয়ার দেখবে। বিশ সাল পহলে বাঘের বাচ্চা ভি বিক্রি হত।"

বাচ্চু বলল, "আচ্ছা, আর-একটা কথা। শুনেছি ওই মেলায় নাকি মানুষও বিক্রি হয়?" অগিনপ্রসাদ একটু চুপ করে থেকে বলল, "দেখো দিদিভাই, হামার উমর তো হঁয়ে গেল কমসে কম ষাট-পঁয়শট সাল। লেকিন হামার উমরে কখনও ও জিনিস হামি দেখি নাই, শুনি নাই। ওসব ঝুটা বাত আছে। তবে কিনা পহলেকা যো রাজ থা, ওহি সময় কী হত তা জানি না। আংরেজি জমানায় তো অনেক কুছু হত। লেকিন এখন ওসব কোনও কুছু হয় না। আদমি এখন জায়দা হয়ে গেছে। হোশিয়ার হয়ে গেছে। এখন ওহিসব কাম কেউ করবে তো মার খেয়ে মরবে। ওসব ডরো মাত। তুম যাও। আরামসে মেলা দেখো।"

বাবলু বলল, "আর-একটা কথা। তোমাদের ওখানে পেশোয়ারিলাল যাদব নামে কোনও লোক থাকে?"

নামটা শোনামাত্রই মুখটা যেন কেমন হয়ে গেল অগিনপ্রসাদের। বলল, "তুমহে ক্যায়সে মালুম? ও তো বুরা আদমি। উসিকা নাম মাত লিজিয়ে।"

বাবলু বলল, "শুনেছি ওর বাড়ি হাজিপুর। ও কি খুনী লোক?"

অগিনপ্রসাদ বলল, "দেখো বাবলুভাই, তুমি সব পোলিশবালেকা সাথ কাম করো। জরুর তুমকো সব কুছ মালুম হুয়া। ইসি লিয়ে হামকো মাত পুছো। লেকিন এক বাত ইয়াদ রাখো, ও ভি গোয়ালা থা। বহুত গাই বখ্‌রি ভঁইষ থা উসকা। আভি ও জাদা উঁচাই হো গিয়া। ও আদমিকা ধান্দা তুম না করো।"

বাবলু বলল, "না, না। আমরা কারও কোনও ধান্দাই করব না। লোকটার ব্যাপারে দু'-চার কথা শুনলাম, তাই জিজ্ঞেস করছি তোমাকে।"

অগিনপ্রসাদ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমার লেড়কির শাদি হয়েছিল ছাপরাতে। ওই পেশোয়ারিলালের আদমিরা অচানক মার ডালল আমার দামাদকে। হামার লেড়কি শ্বশুরাল যাচ্ছিল, যাওয়া হল না। আমার লেড়কা সুরিন্দর ওই পেশোয়ারির বদলা নেবে বলে নিজের জানকে বাজি রাখল। লেকিন কুছু করতে পারল না ওর।"

"কেন, পারল না কেন?"

"পেশোয়ারি তো মাঠের ঘাস খাওয়া বখরি নয় যে, যাবে আর ধরবে ওকে। তা ছাড়া ও চলে এল কলকাতায়।"

"তোমার ছেলে সুরিন্দরের ভয়ে?"

"না, না। ও ওর আপনা ধান্দা করতে চলে এল। তবে ছেলেটা আমার বরবাদ হয়ে গেল। শাদিউদি করল না। কুছ না। খেতিজমির দেখ্‌ভালও ভালভাবে করছে না।"

বাবলু বলল, "তোমার ছেলে কি এখনও পেশোয়ারির বদলা নিতে প্রস্তুত?"

"ওর বদলা নেওয়ার তাগদ ওর আর নেই। এখন এই কাজ করতে গেলে পেশোয়ারির লোকেরা আমাদের গাঁওকে গাঁও জ্বালিয়ে দেবে।" বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ছোড় দিজিয়ে ওসব বাত। হাম আ রহে।"

অগিনপ্রসাদ চলে গেল।

বাবলু বলল, "দেখলি তো, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কীভাবে সাপ বেরিয়ে পড়ল? পেশোয়ারিলাল নামটার মধ্যেই একটা হিংস্রতা লুকিয়ে আছে। কাজেই বাদশা আর বিপলাই-এর সাধ্য কী ওর কিছু করে? অতএব ওদের রক্ষার জন্য হাজিপুরে আমাদের যেতেই হবে। ডোরাকেও ওর খপ্পর থেকে উদ্ধার করব আমরা। আর অগিনপ্রসাদের মেয়ের সিঁথির সিঁদুর যেভাবে মুছে দিয়েছে ঠিক সেইভাবেই ওকেও আমরা মুছে দেব হাজিপুরের ললাট থেকে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "তা হলে আমরা যাব কবে?"

"সেটা ঠিক করব দুপুরবেলা শুয়ে শুয়ে। তোরা একবার বিকেলের দিকে আয়। কেন না এই কাজে নামার আগে ডোরার মা-বাবার সঙ্গে আমাদের একবার দেখা হওয়া দরকার। সেইসঙ্গে দরকার আর-একজনের সঙ্গে দেখা হওয়ার—।"

বিলু বলল, "কে সে?"

"সে হল চায়না।"

"চায়না! চায়নাকে দরকার হবে কেন?"

বাবলু হেসে বলল, "হবে, হবে।"

ভোম্বল বলল, "আমি কোথায় ভাবলুম পাড়ার কাউকে ডেকে এনে ডোরার স্কুটারটা নিয়ে একটু প্র্যাকটিস করব, তার জায়গায়—।"

"এ-কাজের জন্য চায়নার সাহায্যও আমরা পেতে পারি। যাই হোক, এখন তোরা যা। আমি একবার থানায় ফোন করে জানিয়ে দিই ডোরার স্কুটারটা আমাদের হস্তগত হয়েছে বলে।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই চলে গেলে বাবলু থানায় ফোন করে সোফার ওপর এলিয়ে দিল দেহটা। ওর ক্লান্ত শরীরের দিকে স্থির চোখে চেয়ে কী যেন ভাবতে লাগল পঞ্চু। হয়তো সে ভাবতে লাগল এবারের এই অভিযানে তাকে কতটা সক্রিয় হতে হবে। কেন না এখনও পর্যন্ত ঘটনার যা গতি, তাতে ব্যাপারটা যে কোনদিকে মোড় নেবে তা ভাবতেও পারছে না সে।

॥ ৪ ॥

বিকেলবেলা ওরা যখন যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে ঠিক তেমন সময় চায়না এসে চমকে দিল সকলকে। বলল, "ডোরার বাবা-মা তোমাদের সঙ্গে একবার দেখা করতে চান। বিশেষ দরকার।"

বাবলু বলল, "যাক, তুমি এসে ভালই করেছ। না হলে আমরাই হয়তো তোমার ওখানে যেতাম। কিন্তু কী ব্যাপার বলো তো? ওঁরা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান কেন?"

'তা জানি না।"

"আমাদের খবর পেলেন কী করে?"

"কাল রাত্রে আমিই বলেছি তোমাদের কথা। তা ছাড়া আজ এইমাত্র ওদের বাড়িতে গিয়ে শুনলাম বাদশাদাও নাকি তোমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা সব বলেছে বাবা-মাকে। শুধু তাই না, ডোরাকে ফিরিয়ে আনতে ওরা দু' বন্ধুই রওনা হচ্ছে আজ রাতের গাড়িতে। এখন তোমাদের সঙ্গে এই ব্যাপারে একটু পরামর্শ করতে চান ওর বাবা-মা।"

বাবলু বলল, "এ তো খুবই আনন্দের কথা। ওর এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে গেলে আমাদেরও কিছু জানা প্রয়োজন। তাই আমরা যখন ওর বাড়ির দিকে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি, তেমন সময় তুমি এলে।"

চায়না উত্তেজিত হয়ে বলল, "তোমরা কি ওখানেই যাচ্ছিলে? তা হলে তো খুব ভাল সময়েই এসে পড়েছি আমি। সত্যি, তোমরা যদি ওর ব্যাপারে আগ্রহী হও, তা হলে আমার মন বলছে, একদিন-না-একদিন ও ফিরে আসবেই।"

বাবলু বলল, "ডোরাকে ফিরিয়ে না আনলে যে আমাদের মান থাকে না। কিডন্যাপ হওয়ার আগে সে তো আমাদের কাছেই এসেছিল। তা ছাড়া এখন শুধু ডোরা নয়, বাদশা আর বিপলাইদের জীবনও বিপন্ন।"

চমকে উঠল চায়না, "কী বলছ তোমরা!"

"ঠিকই বলছি। পেশোয়ারিলাল পাগলা কুকুর। মুখের সামনে পেলেই ওদের ছিঁড়ে খাবে। শুধু তাই নয়, ডোরার বান্ধবী তুমি। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে তুমিও ওদের টারগেট হতে পারো।"

চায়না ম্লান হেসে বলল, "না, না, সে ভয় আমার নেই। আমাকে যমেও ছোঁবে না। বিচ্ছিরি কালো মেয়ে আমি। কেউ ফিরেও তাকাবে না আমার দিকে।"

বাবলু বলল, "নিজের সম্বন্ধে কোনওরকম হীন ধারণা মনের মধ্যে পুষে রেখো না চায়না। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে বিচ্ছিরি বলে কিছু নেই। সব ফুল কি একরকম দেখতে হয়? তোমার ওই ভ্রমরের মতো চোখদুটো তুমি লুকোবে কোথায়? তোমার মতো অপূর্ব মুখশ্রী ক'জনের আছে? আসলে তুমি চাঁপা বা গন্ধরাজ না হতে পারো, নীল অপরাজিতা তুমি। তুমিই বা কম কীসে? যাক, এখন ডোরাদের বাড়ি যাওয়ার আগে তোমাকে আমি একটাই শুধু প্রশ্ন করব, ডোরাদের বাড়িটা কোথায়?"

"সে কী! বাড়ি না জেনেই তোমরা যাচ্ছিলে কী করে?"

"যাচ্ছিলাম। ডোরার মুখে শুনেছি ওদের বাড়ি দানেশ শেখ লেনে।"

"ঠিকই তো।"

"তা যদি হয়, তা হলে কাল তুমি ওদের বাড়ি যেতে গিয়ে শান্তা সিং-এর গ্যারাজের কাছে নেমে বাতাইতলার দিকে এগোলে কেন?"

চায়না অবাক বিস্ময়ে বলল, "সত্যিই তো! এতও তোমরা নজরে রেখেছ? ও হ্যাঁ, কাল তো তোমাদের সঙ্গে দেখাও হয়েছিল আমার। আসলে আমার মামার বাড়ি ওইখানে। তাই ভেবেছিলাম যাওয়ার পথে একবার

দিদিমার সঙ্গে দেখা করে যাব। তা ছাড়া আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল। বাদশাদার আড্ডার ঘাঁটি ছিল ওইখানে। ভাবলাম যদি একবার দেখা হয় তো বেশটি করে শুনিয়ে যাব দু' কথা।"

বিলু বলল, "দেখাও হল, শুনিয়েও তো দিলে।"

চায়না হাসল। বলল, "আমার রাগ জানো না তো, রাগলে আমার মেজাজ ঠিক থাকে না।"

বাবলু বলল, "ওঃ, এই ব্যাপার? আমি ভাবলাম তাই তো, মেয়েটা দানেশ শেখ লেনে যেতে গিয়ে এইখানে নামল কেন? তবে কি আমাদের শোনার ব্যাপারে কোনও ভুল হয়েছে? যাক, এখন তা হলে যাওয়া যাক।"

ভোম্বল বলল, "তবে চায়নাবাবু একটা কথা, তোমাকে কিন্তু এবার থেকে রোজই একবার করে আসতে হবে আমাদের বাড়িতে। তুমি যখন ডোরার বান্ধবী, তখন স্কুটার চালাতে নিশ্চয়ই জানো এবং শুনেওছ নিশ্চয় যে, ডোরার স্কুটারটা এখন আমাদের কাছে।"

চায়না ফিক করে হেসে বলল, "শুনেছি। কিন্তু আমাকে আসতে হবে কেন? তোমরা কি আমার স্কুটার চালানোর পরীক্ষা নেবে।"

"আরে না, না। আমরা সকলেই তোমার কাছ থেকে স্কুটার চালানোটা শিখে নেব।"

"এ তো খুবই আনন্দের কথা। ও আমি দু' দিনেই শিখিয়ে দেব তোমাদের। তোমরা সাইকেল চালাতে জানো?"

"হ্যাঁ। সকলেই জানি।"

"তা হলে ঠিক আছে। আমি মাঝে-মাঝে সময় করে নিশ্চয়ই আসব। এখন যেখানে যাচ্ছি সেখানেই যাই চলো। অনেকটা পথ যেতে হবে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পঞ্চুসহ পথে নামল সকলে। তারপর দুটো সাইকেল-রিকশা ডেকে ওরা চেপে বসল তাতে। একটাতে বসল বাবলু, বিলু, ভোম্বল; আর-একটাতে বাচ্চু, বিচ্ছু, চায়না। পঞ্চু রইল ওদের কাছেই।

ডোরার বাড়ি এখান থেকে অনেকদূরের পথ। তাই যেতে যেতেই বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নেমে এল।

ডোরার বাবা ওদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন দরজার সামনে। ওরা যেতে যেন আশার আলো দেখতে পেলেন। আদর করে ওদের নিয়ে ঘরের ভেতর যেখানে বসালেন, সেখানে তখন অনেক লোকজন।

ডোরার মা তাদের সঙ্গেই কথা বলতে বলতে উঠে এসে বললেন, "সত্যি, তোমরা যে কষ্ট করে এতদূর আসবে তা আমরা ভাবতেও পারিনি! কত নামডাক তোমাদের। এখন আমাদের এই বিপদের দিনে যদি তোমরা একটু পাশে এসে দাঁড়াও তো খুব ভাল হয়।"

বাবলু বলল, "না, না। এ কী বলছেন? ডোরার ব্যাপারে আমরা নিশ্চয়ই এগিয়ে আসব। আসব কেন, আমরা তো আসছিলামই।"

ঘরের ভেতরে অন্যান্য লোকজন যাঁরা ছিলেন তাঁরা একে একে বিদায় নিলেন।

ডোরার মা বললেন, "শুধু তোমাদের জন্যই আমার ওই বিপথগামী ছেলেটা ওর পথ খুঁজে পেল। ওর যে মতিগতি কখনও বদলাবে, তা আমরা ভাবতেও পারিনি।"

"সে কোথায়?"

"তোমরা আসার একটু আগেই গেল সে। সঙ্গে ওর এক বন্ধুও গেছে। সাড়ে সাতটা না ক'টায় যেন ট্রেন।"

বাবলুরা ফাঁকা ঘরে আরাম করে বসল সকলে। পঞ্চু বসল ছোট্ট একটা টুলের ওপর। দেওয়ালে একটা টিকটিকি আরশোলা ধরতে যাচ্ছিল দেখে পিঠের শিরদাঁড়া টান করতেই বাবলু ধমকাল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু ধমক খেয়ে টুল থেকে নেমে এসে বসে রইল বাবলুর পায়ের কাছে।

বাবলু বলল, "শুনুন। ডোরার ব্যাপারে আমরা একটা পরিকল্পনা করেছি। তাই ওর ব্যাপারে দু'-একটা কথা আমাদের জানার প্রয়োজন।"

ডোরার বাবা-মা দু'জনেই বললেন, "কী জানতে চাও বলো? কিচ্ছু লুকোব না আমরা তোমার কাছে।"

মা বললেন, "তবে বাবা এক মিনিট। একটু সময় দাও আমাদের। এই তো এলে, একটু জলটল খাও, চা খাও, তারপর সব বলছি।"

বাবলু বলল, "ওসবের কোনও প্রয়োজন নেই। আগে কাজের কথা হোক।"

"আচ্ছা বাবা, আচ্ছা।" বলে চায়নার হাত ধরে টানলেন, "চানি, একবার এদিকে আয় তো মা।"

চায়নার ডাকনাম বুঝি চানি? ডোরার মায়ের ডাকে উঠে গেল সে। কত সহজ-সরল ভাবে। যেন সেও এই বাড়িরই মেয়ে।

ডোরার বাবা বললেন, "একটু বোসো। ওরা আসুক। তারপরে সব বলছি।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। আমাদের তাড়া নেই. তবে এই সময়টা আমি একটু অন্য কাজে লাগাই। ডোরার কি আলাদা কোনও ঘর আছে? মানে এমন একটা ঘর, যে-ঘরে ও পড়াশোনা করত, ঘুমোত।"

"এই তো, পাশের ঘরটাই তো ওর। ও অবশ্য ওর মায়ের কাছেই ঘুমোত। পড়াশোনা করত ওই ঘরে। যাও না, ঢুকে দ্যাখো।"

বাবলু সকলকে বসতে বলে একাই সেই ঘরে গিয়ে ঢুকল। ঘরে ঢুকে প্রথমেই দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল বাবলু। দেওয়ালের গায়ে রংবেরঙের কত যে ছবি! ডোরা কি ছবি আঁকে? এ যে শিল্পীর ঘর। সবচেয়ে আশ্চর্য হল দেওয়ালে টাঙানো পাশাপাশি দুটো ছবি ছবি দেখে। ফটো কপি নয়, হাতে আঁকা। একটি ডোরার, অন্যটি চায়নার। তফাত এই, ডোরার রং কালো। চায়নার রং টকটকে ফরসা। এ কী অদ্ভুত খেয়াল মেয়েটার! পাশে আবার লেখা আছে, যদি এমন হত?

ছবিদুটোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বাবলু ঘরের বাইরে এসে ডোরার বাবাকে বলল, "ডোরা কি ছবি আঁকত?"

বাবা বললেন, "কী না করত মেয়েটা? ও একটা রত্ন। খুব ছেলেবেলা থেকেই ওর ছবি আঁকার ঝোঁক দেখে ওকে আমি আঁকার স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলাম।"

বাবলু বলল, "ও দেখছি অসাধারণ। একেবারে জাত শিল্পীর মতো আঁকার হাত।"

এমন সময় চায়না ট্রে-ভর্তি কাপ আর গরম চায়ের কেটলি নিয়ে ঘরে ঢুকল। ডোরার মাও এলেন সঙ্গে। শিঙাড়া, মিষ্টি আর বিস্কুটের ডিশ নিয়ে।

বাবলু বলল, "এসব কেন?"

চায়না বলল, "বাড়িতে অতিথি এলে এইসব করতে হয়। তোমার মাও করেন।"

অতএব আর কথা নয়।

চা-পর্ব শেষ হলে বাবলু বলল, "চানি, আমার সঙ্গে একবার এই ঘরে এসো তো?"

চায়না বলল, "যাচ্ছি। কিন্তু তুমি আমাকে চানি বললে কেন? ও নামটা আমার গুরুজনদের জন্যেই তোলা থাক।"

"বেশ, তাই থাক।" বলে ডোরার ঘরে ঢুকে বলল, "এসব কী?"

"ছবি। ডোরার কীর্তি।"

"তা তো বুঝলাম। কিন্তু ওর এই গুণের কথা তুমি তো একবারও বলোনি আমাকে?"

"তার আগে বলো, তোমাদের সঙ্গে পরিচয় আমার কতদিনের?"

বাবলু ওর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, "তা অবশ্য ঠিক। ওর আঁকার কোনও খাতা আছে?"

"আছে।" বলেই ড্রয়ারটা টেনে এক বাণ্ডিল আঁকার খাতা বের করে বলল, "এগুলোয় একবার চোখ বুলিয়ে দেখতে পারো। অনেক অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিস দেখতে পাবে।"

বাবলু খাতাটা নিয়ে একটার পর একটা ছবি, পাতা উলটে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল ওর। এ কী? এ কার ছবি! ভয়ংকর একটা মুখ। সেই মুখের কোনওটা দাড়ি-গোঁফে ঢাকা, আবার কোনওটা-বা কামানো। শুধু কপালের বাঁ দিকে কাটা একটা দাগ সব ছবিতেই আছে। পাশে লেখা আছে 'আমাদের বাবা-মায়ের হত্যাকারী। এর বদলা নেবই নেব।'

চায়না বলল, "কী বুঝলে?"

"বুঝলাম।"

"ওর শিশুমনে যে ছবি আঁকা ছিল তাকেই ও রূপ দিয়েছে রং আর তুলিতে।"

বাবলু গভীর মনোযোগে বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ছবিগুলোকে।

চায়না বলল, "তুমি এমনভাবে দেখছ যাতে মনে হচ্ছে এই মুখ তোমার পরিচিত। তুমি কি চেনো লোকটাকে?"

"না, না। চেনাচিনির প্রশ্নই ওঠে না। আমি শুধু ভাবছি অন্য কথা। আচ্ছা, এই খুনির ব্যাপারে ও কি কোনও কিছু বলেছে তোমাকে?"

"না। ও শুধু নিজের মনেই ছবি আঁকত। ছিঁড়ে ফেলত। যে ছবিটা ওর মনের মতো হত সেটাকে যত্ন করে রেখে দিত। আর বলত, দিন যদি কখনও আসে তা হলে বদলা কী করে নিতে হয় দেখিয়ে দেব।"

"আর কিছু বলত না?"

"বলতে দিতাম না। ওর সেই ভংয়কর মূর্তি দেখে ভয় হত আমার। তাই প্রসঙ্গ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতাম। তবে মাঝেমধ্যে ও কিন্তু গুপ্তধনের কথা বলত। কিন্তু কোথায় আছে সেই গুপ্তধন, তা ও বলত না। মাঝেমধ্যে পালাতে চাইত আমাকে নিয়ে, কিন্তু...।"

বাবলু বলল, "আর বলতে হবে না । এই খুনির ছবি একটা আমাদের কাছে রাখি। এখন চলো ওর মা-বাবার সঙ্গে ওর ব্যাপারে একটু আলোচনা করা যাক।"

ডোরার ঘর থেকে বেরিয়ে ওরা বাইরে সবাই যেখানে বসে ছিল সেইখানে গিয়ে বসল।

ডোরার বাবা-মা দু'জনেই স্থির হয়ে বসে ছিলেন। ওঁদের চোখের দিকে তাকিয়েই মনে হল বাইরেটা স্বাভাবিক হলেও বুকের ভেতরটা ফেটে যাচ্ছে। কী গভীর উত্তেজনাকে যেন মেকি স্বাভাবিকতায় চেপে রাখতে চাইছেন।

বাবলু বলল, "এবারে বলুন তো ডোরার ব্যাপারে সব কথা। তা হলে ওর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে আমাদের একটু সুবিধে হবে।"

ডোরার বাবা বললেন, "তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ, ডোরা বা বাদশা আমাদের পালিত ছেলে-মেয়ে।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, শুনেছি।"

"ডোরার বাবা ছিল আমার ছেলেবেলার বন্ধু। ও ছিল পুরাতত্ত্ব বিভাগের একজন পদস্থ অফিসার। প্রাচীন স্থাপত্যাদি সংরক্ষণের দায়িত্বে ও তখন গোয়ালিয়রে পোস্টেড। ডোরা আর বাদশার জন্ম সেখানেই। বাদশা বড়, ও ছোট।" বলে একটু থেমে আবার বললেন, "তোমরা কখনও গোয়ালিয়রে গেছ?"

বাবলু বলল, "না।"

"গেলে দেখতে ওইখানে আছে ফোর্টের নীচে গভীর জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের গায়ে অবিস্মরণীয় কিছু জৈন স্থাপত্যকলা। সেগুলোকে ইতিহাসের এক কুখ্যাত অধ্যায়ের যুগে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছিল। তাই ওগুলোর সংস্কারের কাজে আমার বন্ধু ওই অঞ্চলের সব জায়গাতেই তদারকি করছিল। যে পাহাড়ের ওপরে গোয়ালিয়রের ফোর্ট, সেই পাহাড়েও ছিল অনেক মন্দির। দুর্লভ স্থাপত্যকলার বহু নিদর্শন। চম্বলের অববাহিকায় সেখানকার জনপদগুলো তখন থমথম করছে। বড় বড় ডাকাতরা সবাই মরেচে। ধরাও দিয়েছে কেউ কেউ। তারই মধ্যে পলাতক কয়েকজন ডাকাতি ছেড়ে বেছে নিয়েছে অন্য পেশা। বিদেশে মূর্তি পাচারে প্রচুর লাভ। তাই তারা প্রথমেই হাত মেলাতে এল আমার বন্ধুর সঙ্গে। কিন্তু আমার বন্ধুটি ছিল ভয়ানক একরোখা এবং কঠোর আদর্শবাদী। ও কিছুতেই অর্থের লালসায় এই কাজ করতে রাজি হল না। এদিকে অজিত সিং নামে ওরই এক কর্মচারী ভেতরে ভেতরে হাত মেলাল দুষ্কৃতীদের সঙ্গে। আমার বন্ধুর কোয়ার্টারে যাতায়াত করে ছেলে-মেয়েদের আদর করে বিশ্বাস উৎপাদন করেছিল অজিত সিং। এবং সেই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তলে তলে সেই দলটির সঙ্গে হাত মিলিয়ে গোপনে অনেক মূর্তি পাচার করে বহু অর্থলাভ করেছিল সে। কিন্তু একদিন যখন সে হাতেনাতে ধরা পড়ল, তখন সে অনেক কাকুতিমিনতি করল, পায়ে ধরল, কিন্তু আমার বন্ধুর মন গলল না তাতে। লোকটাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিল। এর কিছুদিন পরে জামিনে ছাড়া পেয়ে অজিত সিং একদিন আচমকা এসে আমার বন্ধু এবং তার স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করে। ডোরা আর বাদশা তখন পাঁচ-সাত বছরের শিশু। ওদের চোখের সামনেই ঘটনাটা ঘটে। ভয়ে কাঁপতে থাকে ওরা। সে-এক রোমহর্ষক ব্যাপার। অজিত সিং এর পরে ফেরার হয়ে যায়। খবর পেয়ে আমি যাই। ছেলে-মেয়েদুটোকে নিজের কাছে এনে রাখি। আমরা নিঃসন্তান ছিলাম। তাই ওরা এসে আমাদের কাছে ছেলে-মেয়ের মতোই রইল। ওদেরও বাবা-মা ছাড়া আর কেউ ছিল না। ওরাও বর্তে গেল তাই। অজিত সিংয়ের সঙ্গে আমার বন্ধু পরিবারের কয়েকটি ছবি ছিল। সেই ছবিগুলোই হল কাল। একটু বড় হয়ে ডোরা একদিন সেই ছবি দেখেই শিউরে উঠল। আমাদের দেখাল। বলল, এই ওর বাবা-মায়ের হত্যাকারী। তারপরই দেখলাম ওর চোখ-মুখের ভাব কেমন যেন হিংস্র হয়ে উঠল। নিজের মনে কী যেন বিড়বিড় করতে লাগল। বুঝলাম, ওর মনের মধ্যে একটা চাপা আগুন ধিকধিক করে জ্বলছে। ওর তখন আট বছর বয়স। আমি সুকৌশলে সেই ছবিগুলো অন্য জায়গায় সরিয়ে রাখলাম এবং অজিত সিংয়ের ছবি যেগুলোতে ছিল, সেগুলো পুড়িয়েও ফেললাম। তাতেও সুবিধে হল না। ও তখন ছবি আঁকা শিখেছে। আঁকার হাত একটু পাকা হতেই দেখি একদিন ও অজিত শিংয়ের ছবি এঁকে বসে আছে। ডোরা হচ্ছে ওর বাবার মতোই সাহসী, বুদ্ধিমান এবং প্রতিভাময়ী। বাদশাও তাই। কিন্তু ছেলেটা যে কী করে বিপথগামী হয়ে গেল, তা আমরা টেরও পেলাম না। আর ওই ছেলের জন্যই এত কিছু।"

বাবলু সব শুনে বলল, "এইবার আমার কাছে রহস্যটা পরিষ্কার হল।"

"কীসের রহস্য?"

"চায়নার মুখে ডোরার কাহিনী অল্পস্বল্প যা শুনেছিলাম তাতে একটু অবাক হয়েছিলাম। কেন না একটি শিশুর পক্ষে তার বাবা-মায়ের হত্যাকারীকে মনে রাখা অসম্ভব! তবে হত্যাকারী যে ওদের পরিচিত, সে কথা চায়না আমাদের বলেনি।"

চায়না বলল, "ডোরাও বলেনি আমাকে। আমিও তো শুনেছি এই প্রথম।"

বাবলু সব শুনে পঞ্চুর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "এইটুকুই আমাদের জানবার ছিল, আর কিছুর দরকার নেই। আমরা আর দেরি করব না। কাল কিংবা পরশুর মধ্যেই হাজিপুরের দিকে রওনা হব আমরা।"

ডোরার মা চোখের জল মুছে বললেন, "তবে বাবা পারলে মেয়েটিকে তোমরা উদ্ধার কোরো। যদিও ওর আশা আমরা ছেড়েই দিয়েছি। কেন না যে লোকের হাতে পড়েছে ও, তাতে ওর পক্ষে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব।"

বাবলু গম্ভীর মুখে সব কথা শুনে বলল, "আপনারা কোনও চিন্তা করবেন না। আমরা সেখানে যাচ্ছি। ওদের যাতে কোনও বিপদ না হয় তা আমরা দেখব। মোটামুটি ডোরার ব্যাপারে যা আমাদের জানবার ছিল, তা জানা হয়ে গেছে। এখন আমরা আসি।" বলে পঞ্চুকে নিয়ে সবে বেরোতে যাচ্ছে এমন সময় দরজার কাছে পুলিশের গাড়ি।

এটা পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এলাকা নয়। তাই পুলিশও ওদের অপরিচিত।

ইনস্পেক্টর ডোরার বাবাকে বললেন, "বাদশা কোথায়?"

"সে তো নেই."

"আছে, আছে। ঘরের ভেতরেই লুকিয়ে আছে কোথাও। বের করে দিন।"

"সে আউট অব স্টেশন।"

"কতক্ষণ আগে?"

"এই সন্ধেবেলা। সে তার এক বন্ধুর সঙ্গে পটনায় গেছে।"

ইনস্পেক্টর বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন, "পটনায় গেছে? এই কথাই বলেছে বুঝি বাড়িতে?"

ডোরার বাবার হয়ে এবার বাবলু বলল, "হ্যাঁ। কিন্তু কেন বলুন তো?"

"তোমরা?"

"আমরা পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

ইনস্পেক্টর একবার সকলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, "বাদশা মার্ডার করেছে।"

ডোরার মা চিৎকার করে উঠলেন, "না। এ-কাজ ও করতে পারে না।"

ডোরার বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

ইনস্পেক্টর বললেন, "যদি বাড়িতে আসে ছেলেটা, তা হলে থানায় একটা খবর দেবেন।" বলে চলে গেলেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা নির্বাক। বাদশা মার্ডার করবে, এ তো ভাবাই যায় না! কিন্তু কাকে করল? পেশোয়ারিকে? কী করে সম্ভব। ওরা আর না বসে বিদায় নিল ডোরাদের বাড়ি থেকে। চায়না ওদের দরজার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

॥ ৫ ॥

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বাড়ি এসে প্রথমেই ফোন করল থানায়। ওদের কাছাকাছি থানার ভারপ্রাপ্ত ইনস্পেক্টরকে খুনের ঘটনার কথা বলতেই তিনি বললেন, "ঠিক আছে। কাল সকালে তোমরা একবার যোগাযোগ কোরো আমার সঙ্গে। দেখছি কী থেকে কী হল!"

বাবলু বলল, "কাল সকালে? তা হলে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে। আমরা যে কালই যাব ভাবছিলাম।"

"কোথায় যাবে তোমরা?"

"সব কথা আপনাকে ফোনে বলা যাবে না। ডোরার ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে একটু আশার আলো দেখতে পেয়েছি। তাই।"

"বেশ। তোমরা তা হলে ঘণ্টাখানেক পরে এখানে একবার চলে এসো। ইতিমধ্যে আমি খোঁজখবর নিয়ে দেখছি রহস্যটা কী!"

বাচ্চু-বিচ্ছুকে বাড়ি পাঠিয়ে বাবলু, বিলু আর ভোম্বল ঘণ্টাখানেক পরে থানার দিকে চলল। পঞ্চুও ল্যাং ল্যাং করে করে যেতে চাইছিল। কিন্তু বাবলু ওকে সঙ্গে নিল না।

থানায় এসে ইনস্পেক্টরকে সব কথা খুলে বলল বাবলু। এমনকী ওরা যে কী উদ্দেশ্যে এবং কেন হাজিপুরে যাচ্ছে তাও বলল। আর এও বলল, ওদের ব্যাপারে বিহার পুলিশকে একটু জানিয়ে রাখতে। যাতে দরকার হলে সেখানেও ওরা পুলিশের সাহায্য পায়।

ইনস্পেক্টর বললেন, "সে-ব্যাপারে কোনও অসুবিধেই হবে না তোমাদের। কিন্তু এদিকে যে একটা ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার হয়ে গেছে। খুনের ব্যাপারে পুলিশ এখন হন্যে হয়ে বাদশাকে খুঁজছে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু খুনটা হল কোথায়? কীভাবে হল?"

"খুনটা হয়েছে হাওড়া স্টেশনে।"

"হাওড়া স্টেশনে!"

"হ্যাঁ, অমৃতসর মেলের খালি গাড়ি সবে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে ঠিক সেই সময় রাজা ওরফে বিপলাই নামে একটি ছেলে গুলিবিদ্ধ হয়। ছেলেটির কাছে কোনও টিকিট ছিল না। ওকে সঙ্গে সঙ্গে হাওড়া জেনারেল হসপিটালে নিয়ে গেলে সেখানে ওর মৃত্যু হয়। মরবার সময় ওকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল খুনিকে ও চিনতে পেরেছিল কি না, তার উত্তরে ও কাঁপা কাঁপা গলায় একটি নামই উচ্চারণ করে। সে-নাম বাদশার।"

বাবলু বলল, "এই সূত্র ধরেই বাদশাকে খুঁজছে পুলিশ?"

"খুঁজবেই। কেন না বাদশা যদি খুন না করত তা হলে সে পালিয়ে গেল কেন? ইতিমধ্যে অবশ্য সমস্ত স্টেশনেই খবর চলে গেছে সন্দেহজনক কাউকে পেলেই যেন গ্রেফতার করা হয়।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে ওই পেশোয়ারির কোনও লোকই খুন করছে ওকে। ডোরাকে নিয়ে চলে যাওয়ার পর ওদেরই কেউ হয়তো নজর রাখছিল সকাল-সন্ধের গাড়িগুলোর দিকে। তাই ভিড়ের মধ্যে গুলি করেই গা-ঢাকা দিয়েছে।"

"তা হলে বাদশা—?"

"তাকে হয়তো কিডন্যাপ করেছে। আর বিপলাই যে বাদশা নামটা বলেছে, সে হয়তো মরবার আগে ওকেই খুঁজেছে, তাই। আসলে ওর হত্যাকারী হিসেবে নামটা বলেনি।"

ইনস্পেক্টর মন দিয়ে বাবলুর কথাগুলো শুনে বললেন, "ব্যাপারটা এরকমও হতে পারে।"

এমন সময় হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল।

ইনস্পেক্টর রিসিভার তুলে "হ্যালো" করতেই ওদিক থেকে কী যেন উত্তর এল। উনি স্থিরভাবে সব শুনে "আচ্ছা রাখছি" বলে নামিয়ে রাখলেন ফোনটা। তারপর বললেন, "তোমাদের ধারণাই ঠিক। বামনগাছি পোলের নীচে বাদশাকে পাওয়া গেছে গুরুতর আহত অবস্থায়। তাকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে তার লাইফ ডেঞ্জার নয়।"

"ওর বাড়ির লোক খবর পেয়েছে?"

"খবর গেছে এইমাত্র।"

বাবলুরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর থানা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল ওরা।

বিলু বলল, "ঘটনার মোড় কোনদিকে কীভাবে ঘুরে গেল, কিছুই টের পেলুম না!"

ভোম্বল বলল, "রহস্যের পর রহস্য!"

বাবলু বলল, "কিছুই না। তবে ডোরার একটা ভুল হয়েছে ওই ধরনের প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে ওইভাবে লড়াই করতে না গিয়ে ও সোজা আমাদের কাছেই চলে আসতে পারত।"

বিলু বলল, "তা পারত। কিন্তু তোর ওপরেও তো ও তখন মনে মনে ক্ষুব্ধ ছিল খুব।"

বাবলু বলল, "তা ছিল। এখন কী মনে হচ্ছে জানিস?"

"কী মনে হচ্ছে?"

"পেশোয়ারির কবল থেকে ডোরাকে মুক্ত করে আনা খুব একটা সহজ হবে না।"

"লোকটা সত্যিই ডেঞ্জারাস। এবং বেশ আটঘাট বেঁধেই কাজ করছে সে।"

ভোম্বল বলল, "আমাদের যাওয়ার ব্যাপারে তা হলে কী হবে?"

"যাওয়া হবেই। মেয়েটাকে ফিরিয়ে আনতে হবে তো।"

কথা বলতে বলতেই ওরা বাবলুদের বাড়ির কাছে এল। রাত তখন অনেক হয়েছে।

বাবলু বলল, "কাল সকালেই কথা হবে। এখন তা হলে ঘরে গিয়ে সবাই একটু করে ভাবনাচিন্তা কর।"

ভোম্বল বলল, "গেলে কাল কখন যাবি?"

"অবশ্যই রাতের গাড়িতে।"

"তা হলে রিজার্ভেশন?"

"নো রিজার্ভেশন।"

"ওরে বাব্বা। এর চেয়ে তো বেলা দশটার তুফানই ভাল ছিল।"

"অত তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিতে পারব না রে! তা ছাড়া সকালে একবার বাদশার সঙ্গে দেখা করে কিছু জিজ্ঞাসাবাদও তো করতে হবে।"

বিলু, ভোম্বল চলে গেলে বাবলু এসে ডোর-বেল টিপতেই ভেতর থেকে পঞ্চুর গলা শোনা গেল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

মা দরজা খুলতেই বাবলু ঘরে ঢুকে ক্লান্তভাবে বিছানায় দেহটা এলিয়ে দিল।

মা বললেন, "কী রে! এত রাত করলি কেন?"

"আর বোলো না মা, পুরোপুরি ব্যাপারটা অন্যদিকে ঘুরে গেছে।"

"খারাপ কিছু নয় তো?"

"এই ধরনের ব্যাপারস্যাপার কী ভালর দিকে যায়? ডোরার দাদা বাদশা পটনা যাচ্ছিল, সঙ্গে ওর এক বন্ধুও ছিল। সে ছেলেটা আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারাল, আর বাদশার আহত শরীর পাওয়া গেল বামনগাছি পোলের নীচে।"

"বলিস কী রে! ওরা তো সাংঘাতিক তা হলে?"

"ভাল কারা?"

"আমার বাপু এই ব্যাপারে মনে খুব একটা সায় দিচ্ছে না। অনেক তো হল, আর এইসব ব্যাপারে তোরা জড়াস না নিজেদের।"

"তুমি এই কথা বলছ মা? তা হলে তো পুলিশের লোকেরাও ঝামেলা এড়াবার জন্য পুলিশের চাকরি ছেড়ে দেবে এবার!"

পঞ্চু এইসব কথাবার্তার কিছুমাত্র বুঝল কি না কে জানে? সে টেবিলের ওপর থেকে নেমে এসে গা-ঝাড়া দিয়ে শরীরটাকে টান করে দাঁড়াল।

বাবলু বলল, "আবার তুই ঘরের ভেতরে গা ঝাড়ছিস, তোকে না বারবার নিষেধ করেছি?"

বাবলুর বকুনি খেয়ে নিজের ভুল বুঝতে পেরে পঞ্চু একছুটে ছাদে উঠে গেল। ছাদে উঠেই কিছু যেন দেখে চেঁচিয়ে উঠল সে, "ভৌ। ভৌ ভো-উ-উ-উ।"

বাবলু লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমেই পিস্তলটা হাতে নিয়ে দ্রুত ওপরে উঠল সিঁড়ি বেয়ে।

ওপরে উঠেই ও যা দেখল, তাতে নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারল না বাবলু। দেখল বামনাকৃতির একটা লোক ছাদের আলসের ধারে গুটিসুটি মেরে বসে আছে। তার দুটো চোখেই হিংসার আগুন। এক হাতে একটি রিভলভার। চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছে সেটা। পঞ্চু লোকটির সেই হাত এমনভাবে কামড়ে ধরে আছে যে, তার আর কোনও কিছুই করবার মতো অবস্থা নেই।

বাবলু ছুটে গিয়ে লোকটির হাত থেকে রিভলভারটা নিয়ে নিলেও পঞ্চু তাকে ছাড়ল না। একইরকম ভাবে কামড়ে ধরে রইল।

আগন্তুকের রিভলভারে গুলি ছিল একটাই। বাবলু সেটা বের করে পকেটে পুরল। তারপর সেটা নাচাতে নাচাতে একদৃষ্টে চেয়ে রইল লোকটির মুখের দিকে। লোকটির চোখে বুঝি পলক পড়ে না। বাবলু ভেবে পেল না এই রাতদুপুরে লোকটি এখানে কী করতে এসেছে? এলই বা কী করে? পাণ্ডব গোয়েন্দাদের বাড়িতে এইরকম আগন্তুকের আবির্ভাব বলতে গেলে এই প্রথম। কেন না পঞ্চুর নজর এড়িয়ে এই বাড়িতে ঢোকা রীতিমতো একটা বিস্ময়ের ব্যাপার!

বাবলু তাই কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করল লোকটিকে, "কে তুমি?"

লোকটি সে-কথার উত্তর না দিয়ে তেমনই স্থিরভাবে বসে রইল।

বাবলু বলল, "আমার কথায় খেজুর গুড়ের রস মাখানো নেই বলে কানে গেল না বুঝি?"

লোকটি এবার রক্ত-হিম-করা কণ্ঠস্বরে বলল, "আমি তোর যম। শুধু তোর নয়, এই কুকুরটাও।"

"ছাদে উঠলে কী করে?"

"কাকুরটাকে হাত ছাড়তে বল। তারপর নীচে নেমে দেখিয়ে দিচ্ছি কী করে ওপরে উঠেছিলাম।"

বাবলু বলল, "তুমি কোথায় এসেছ তা জানো?"

"জানি বইকী! না জেনে কেউ আসে?"

"কীজন্য এসেছিলে?"

"তোকে আর তোর এই কুকুরটাকে খতম করব বলে।"

লোকটির কথায় শিউরে উঠল বাবলু। বলল, "কার নির্দেশে?"

"সেটা তো বলা যাবে না।"

বাবলু বলল, "কথা কী করে আদায় করতে হয় তা কিন্তু আমি জানি।"

"তোর মতো ছেলেকে ফাঁদে ফেলতে হয় কী করে, তাও আমার জানা আছে।"

বাবলু এবার ওর নিজের পিস্তলটা লোকটির দিকে তাগ করে বলল, "এই যন্ত্রটার গুণাগুণ সম্বন্ধে ধারণা আছে কিছু?"

লোকটি একবার সেদিকে তাকিয়ে বলল, "ওটা যে মেকি নয় এইটুকুই শুধু বলতে পারি।" তারপর পঞ্চুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তবে তোদের এই কুকুরটা কিন্তু জাদু জানে। না হলে আমার মতো লোককে...। সত্যি, দেশি কুকুরের এমন তেজ আমি কখনও দেখিনি।"

"দেশি কুকুরের চেয়ে দেশি মানুষ যে কত দুর্বল তা আশা করি বুঝতে পারছ এবার?"

"কী রকম?"

"তোমার হাতে গুলিভর্তি রিভলভার, অথচ তুমি কিছু করবার আগেই আমার কুকুর এসে তোমার কবজি কামড়ে ধরল। এই বাড়ির ফাঁদে যখন পা দিয়েছ তখন তো জেনেশুনেই দিয়েছ। তা এমন ভুল হল কেন?"

"ভুল ঠিক নয়, আসলে অন্ধকারের ভেতর থেকে এসেছিল ও। আমাকে দেখেই এমন একটা চিৎকার করে উঠল যে, ওটাকে আমি কুকুর নয়, বাঘের বেয়াই মনে করেছিলুম।"

বাবলু হাসল লোকটির কথা শুনে। বলল, "তাই নাকি? যাক, ওসব বাজে কথা রেখে এখন বলো তো ভাই, তোমার নামটি কী?"

লোকটি বলল, "আমার আবার নাম! আমার নাম যম।"

বাবলু বলল, "এইসব ফিলমি টেকনিকের ভিলেনগিরি কোন থিয়েটারে মকশো করেছ?"

লোকটি সে-কথার উত্তর না দিয়ে পঞ্চুর কামড় থেকে হাতটাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য বৃথাই চেষ্টা করতে লাগল। বাবলু বুঝতে পারল, সোজা আঙুলে এখানে ঘি উঠবে না।

ততক্ষণে ব্যাপারটা কী, দেখবার জন্য বাবলুর মা-ও উঠে এসেছেন ওপরে। এসেই লোকটাকে দেখে চমকে উঠলেন, "ও কে রে?"

বাবলু বলল, "গুপ্তঘাতক।"

"এখানে কেন?"

"আমাকে আর পঞ্চুকে খুন করতে এসেছিল। ভাগ্য ভাল যে, এর চেহারা যেমন ভয়ংকর, লোকটা তেমনই অপদার্থ। অথবা এর কুকুরাতঙ্ক আছে। না হলে হাতে রিভলভার থাকা সত্ত্বেও পঞ্চুর আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারল না।"

মা বললেন, "লোকটাকে পুলিশে দে বাবলু।"

বাবলু বলল, "শুধু শুধু পুলিশের সময় নষ্ট করিয়ে লাভ নেই। ওর ওষুধ আমাদের কাছেই আছে।"

"কী ওষুধ দিবি ওকে?"

"হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি, কবিরাজি সবরকম মিলিয়েই দেব।"

"ওসব ছেলেমানুষি করতে যাস না বাবলু, আমি যা বলছি তাই শোন। আগে থানায় ফোন কর।"

বাবুল বলল, "এক মিনিট।" বলেই তরতর করে নীচে নেমে এল। তারপর ডায়াল ঘুরিয়ে বিলুকে ফোন করতেই বিলুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "হ্যালো।"

বাবলু বলল, "বিলু। তোর কি খাওয়া হয়ে গেছে?"

"না। কেন?"

"বাড়িতে কুটুম এসেছে। তাড়াতাড়ি দুটো খেয়ে নিয়েই আমাদের বাড়িতে চলে আয়।"

"কী ব্যাপার বল তো?"

বাবলু ওকে সব কথা বলল।

শুনেই লাফিয়ে উঠল বিলু, "বলিস কী রে! একেবারে ছাদে উঠে গেছে?"

"হ্যাঁ। ভোম্বল আর বাচ্চু-বিচ্ছুকে খবর দিয়ে এখনই আমাদের বাড়িতে চলে আয়।"

"জাস্ট এ মিনিট। যাচ্ছি।"

বাবলু রিসিভার নামিয়ে থানায় একবার ফোন করতে গিয়েও কী ভেবে যেন করল না। যেমন এসেছিল তেমনই উঠে গেল ওপরে।

মা বললেন, "কী রে! ফোন করলি?"

বাবলু বলল, "মা, তুমি কেন ঘাবড়াচ্ছ? এখন থানা-পুলিশ করতে গেলে রাতের ঘুম মাথায় উঠবে। তাঁর ওপর জল ঘোলা হয়ে এমন হয়ে যাবে যে, আমরা কোনও ক্লু-ই খুঁজে পাব না আর। শিকারি এখন নিজেই শিকার হয়ে আমাদের ফাঁদে।"

মা আর কিছু বললেন না।

বাবলু পঞ্চুকে বলল, "পঞ্চু? লোকটার হাত ছেড়ে দে এবার।"

পঞ্চু হাত ছেড়ে খানিকটা পিছিয়ে এসে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে।

লোকটি এতক্ষণ বসে ছিল। এবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর বাবলুকে বলল, "পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমার রুমালটা বের করতে পারি?"

"না। কোনও কিছুই করবে না তুমি। এমনকী নড়াচড়াও না। তুমি অত্যন্ত খল। তোমার ছলের অভাব নেই। তাই বিশ্বাস নেই তোমাকে।"

লোকটি ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল বাবলুর দিকে।

বাবলু বলল, "চোখ একদম দেখাবে না। আর পালাবার চেষ্টা যদি করো, এই পঞ্চু কিন্তু ছিঁড়ে খাবে তোমাকে।"

ততক্ষণে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সকলে এসে গেছে। ভোম্বলের হাতে ওর বাবার শঙ্করমাছের চাবুকটা।

ভোম্বল সেটা হাতে নিয়েই একটু একটু করে এগিয়ে গেল লোকটির দিকে। তারপর বলল, "কী গো বন্ধু, তোমার সাহস তো কম নয়, বলি নিশিকুটুম্বর আপ্যায়ন দেখেছ কখনও?"

লোকটি ভোম্বলকে একটা বাজে কথা বলল।

ভোম্বল শঙ্করমাছের চাবুক দিয়ে লোকটার মুখের ওপর এমন এক ঘা বসিয়ে দিল যে, জ্বলে উঠল হু হু করে।

বাবলু বলল, "এই হল শুরু। এর পর আরও হবে।"

লোকটি নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল সকলের মুখের দিকে।

বিলু বলল, "আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে আসার পরিণামটা দেখলে তো?"

লোকটি বলল, "তোদের নাম এখন হিট লিস্টে। আমি না হলেও আর কেউ তোদের মারবে।"

বাবলু বলল, "এইরকম হিট লিস্টে নাম আমাদের অনেকবার উঠেছে।"

"এইটাই শেষবার।"

বাচ্চু-বিচ্ছু শুধু শুনেই গেল, একটি কথাও বলল না।

মা-ও নীরব দর্শক।

ভোম্বল বলল, "যাকগে, বেশি বাক্যব্যয় না করে আমরা যে যা জানতে চাই তার এক এক করে উত্তর দাও।"

"না দিলে?"

বিলু ওর মুখে একটা ঘুষি মেরে বলল, "না দিলে এইরকম আদর করব সারারাত।"

লোকটি বলল, "তা হলে জেনে রাখ, আমি হচ্ছি পেশাদার খুনি। মার খেয়ে খেয়ে আমার গায়ের চামড়ায় কড়া পড়ে গেছে। চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়া, তালা ভাঙা, পাইপ বেয়ে উঁচু বাড়ির ছাদে ওঠা, আর এ-ছাদ থেকে ও-ছাদে লাফিয়ে পড়ে উধাও হওয়া— এসব আমার কাছে কিছুই নয়।"

বাবলু বলল, "তবু তো হাতে রিভলভার থাকা সত্ত্বেও আসন্ন বিপদের মুহূর্তে গুলি করতে পারো না। তোমার মতো একটা মাথামোটাকে কে পাঠিয়েছিল এখানে?"

লোকটি হাসল। কিন্তু কোনও উত্তর দিল না।

বাবলু বলল, "শোনো ভাই, আমরা চাই না অযথা কারও দৈহিক নির্যাতন করতে। কিন্তু কথা আদায়ের জন্য সবকিছুই করতে প্রস্তুত। যেহেতু তুমি নিজেই স্বীকার করেছ আমাদের মারবার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ তুমি, অতএব আমাদের তো জানা দরকার কোন মহাত্মার টার্গেট হলাম আমরা।"

লোকটি তবুও কোনও কথা না বলে জুলজুল করে দেখতে লাগল ওদের।

বাবলু বলল, "এখন ভেবে দ্যাখো কী করবে? তুমি কি বুঝতে পারছ না, আমাদের হাত থেকে তোমার রেহাই পাওয়া অসম্ভব! তোমাকে আমরা সহজে পুলিশের হাতে তুলে দেব না। প্রয়োজন হলে কথা আদায়ের জন্য দিনের পর দিন আমাদের স্যাঁতসেঁতে কয়লার ঘরে তালা দিয়ে রেখে দেব। ক্ষুধায় খাদ্য পাবে না, তৃষ্ণায় জল পাবে না, এক মুহূর্তের জন্য ছাড়া পাবে না সেই ঘর থেকে।"

লোকটি ফুঁসে উঠল এবার। বলল, "তেমরা তো দেখছি আমার চেয়েও নিষ্ঠুর।"

"তার চেয়েও সাংঘাতিক এই কুকুরটা।"

লোকটি কী ভেবে যেন বলল এবার, "যদি আমি সব কথা ঠিকঠাক বলি তা হলে কী করবি?"

"তা হলে অবশ্য শাস্তির পরিমাণ কমবে কিছুটা।"

লোকটি এবার একটু দম নিয়ে বলল, "আমি বড় ক্লান্ত। আমার জন্য এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা হতে পারে?"

বাবলু কিছু বলার আগেই ভোম্বল সপাং করে চাবুকের বাড়ি এক ঘা বসিয়ে দিল লোকটাকে। দিয়ে বলল, "এই নে, খা।"

বিলু বলল, "লোকটার মাথায় কিছু নেই নাকি রে? যাকে খুন করতে এল, তার কাছেই চা খেতে চাইছে!"

বাবলু দারুণ রেগে গেল ভোম্বলের ওপর। বলল, "এটা কী হল ভোম্বল? আমি যেখানে কথা বলছি সেখানে তুই কেন ফট করে মেরে দিলি? জেনে রাখ, বিচারাধীন বন্দিরও এইসব প্রার্থনা মঞ্জুর করতে হয়। তবে চাপ দিয়ে কথা আদায়ের সময় কোনও কিছুই নয়। লোকটি যখন নতিস্বীকার করছে তখন এই ধরনের ব্যবহার—। না, না এ-কাজটা তুই ঠিক করলি না।"

ভোম্বল চাবুক নামিয়ে বলল, "স্যরি।"

মা বললেন, "তোরা তা হলে কথা বল, আমি ওর জন্য চা নিয়ে আসি।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "চলুন মাসিমা, আমরাও যাই। রাতদুপুরে এইসব আর ভাল লাগে না।"

বাচ্চু-বিচ্ছু চলে গেলে লোকটি আকাশের দিকে তাকিয়ে ছাদময় একবার পায়চারি করে নিল। তারপর কী ভেবে যেন গুনগুন করতে লাগল আপনমনে।

বাবলু, বিলু আর ভোম্বল পরস্পরের মধ্যে চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। ওরা ভেবে পেল না লোকটি পালাবার মতলব করছে কিনা। অবশ্য করলেও লাভ হবে না। কেন না পঞ্চুর খপ্পর থেকে এখন ওর পালানো অসম্ভব!

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার, তুমি গান গাইতে লেগে গেলে যে? কী বলবে বলো?"

লোকটি ওর ঝকঝকে দাঁতগুলো বের করে হাসল এবার। বলল, "দাঁড়াও। গরম চা একটু পেটে পড়ুক, তারপর তো...।"

একটু পরেই বাচ্চু-বিচ্ছু চা নিয়ে এলে লোকটি চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, "আঃ। এমন চা অনেকদিন খাইনি।"

বিলু বলল, "তুমি কিন্তু অযথা সময় নষ্ট করছ।"

লোকটি বিলুর দিকে একপলক তাকিয়েই চোঁ চোঁ করে শেষ করে নিল চা-টা। তারপর চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বলল, "আমার নাম যমুনালাল মণ্ডল। ওরফে যম। আমি নামেও যম, কাজেও তাই। আমার গুরু যখন আমার হাত ধরে আমাকে এই কাজে নামিয়েছিলেন তখন বলেছিলেন, শও সে কম নেহি বেটা, জায়দা ভি নেহি।"

বাবলু বলল, "তার মানে?"

"তার মানে বুঝলে না? অর্থাৎ যে-কাজ করতে নেমেছি, সে-কাজে একশোর বেশি নয়, কমও না।"

"কোন কাজে নেমেছ তুমি?"

"মানুষ মারার কাজে।"

"হাউ ডেঞ্জারাস!"

গুরুজি বলেছেন, "একশোর বেশি না, কমও নয়। তবে এও বলেছেন, ভালমানুষের গায়ে হাত দিয়ো না কখনও। যে মানুষ বহু মানুষের আতঙ্কের কারণ, শুধু তারই আতঙ্ক হয়ে দেখা দিয়ো।"

"তা যদি হয়, তা হলে তুমি তোমার গুরুজির অমর্যাদা করলে ভাই? তোমার কি ধারণা, আমরা বহু মানুষের আতঙ্কের কারণ? তবে হ্যাঁ, অনেক শয়তানের নিয়তি আমরা।"

লোকটি এবার মাথা নামিয়ে বলল, "তোমরা ঠিকই বলেছ। আমার গুরুর আদেশের অমর্যাদা করেছি আমি। আসলে ব্যাপারটা কী জানো? এই কাজ করতে করতে টাকার লালসায় এখন একটা ভাড়াটে গুন্ডা হয়ে গেছি।"

"কিন্তু তোমার গুরু তোমাকে এইরকম আদেশ দিয়েছিলেন কেন?"

"সে অনেক কথা। শুনে লাভ নেই। তা আমি সেই ভাড়াটে গুন্ডার কাজই করতে এসেছিলাম।"

"তোমার দেশ কোথায়?"

"বিহারে।"

"তুমি তা হলে বিহারের মানুষ?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার বাংলা শুনে একবারও কিন্তু তা বলে মনে হয় না। একটুও দেশোয়ালি টান নেই তোমার কথায়।"

"আসলে আমি বিহারের মানুষ হলেও ছেলেবেলা থেকেই বাংলায় আছি।"

বাবলু বলল, "এই তা হলে তোমার পরিচয়? তা আজকের এই কাজের জন্য যারা পাঠিয়েছিল, তারা কি কিছু বলে দেয়নি আমাদের ব্যাপারে?"

"বলেছে। তোমরা নাকি অত্যন্ত বিপজ্জনক। দূর থেকে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়েই চলে গেছে। তবে তোমাদের সকলকে নয়, শুধু তোমাকে আর এই কুকুরটাকেই মারতে বলেছিল ওরা। আসলে কী জানো, আমার টার্গেট কখনও রং হয় না, তাই এইসব ব্যাপারে সবাই আমাকেই ডাকে। এই তো আজই সন্ধেবেলা দশ হাত দূর থেকে হাওড়া স্টেশনে অত ভিড়ের মধ্যেও এক ছোকরাকে বরাবরের মতো দিয়ে এলুম শেষ করে। আর একজনকে গুলি করবার সুযোগ পেলুম না। তবে তাকে ট্রেন থেকে লাথি মেরে এমনভাবে ফেলে দিয়েছি যে, এখন হয়তো সে বেঁচে নেই।"

বাবলু চিৎকার করে উঠল, "ও মাই গড! তুমিই তা হলে বিপলাইয়ের হত্যাকারী? বাদশাকে তুমিই ফেলে দিয়েছ ট্রেন থেকে?"

লোকটিও কম বিস্মিত হল না। বলল, "তুমি ওদের চেনো?"

"তুমি চিনতে?"

"ওরাও চেনে। তাই তো বিপলাইকে মারবার পর বাদশা যখন আমাকে দেখতে পায়, তখনই ওকে ধাওয়া করে একটা ট্রেনের কামরায় ঢুকে সকলের সামনেই ওর চুলের মুঠি ধরে ওকে লাথি মেরে ফেলে দিই ট্রেন থেকে। তারপর রানিং-এ আমি নেমে যাই।"

বাবলু যেন স্থির হয়ে গেল এই কথা শুনে। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু— কারও মুখে কথা নেই।

পঞ্চুও নির্বাক!

জ্যোৎস্নাময়ী চাঁদের দেশে কত মেঘ ভেসে যাচ্ছে তখন।

লোকটি বলল, "ট্রেন থেকে নেমে এসেই এই বাড়ির ছাদে উঠে কতক্ষণ ধরে বসে আছি। তোমার আর পাত্তা নেই।"

বাবলু বলল, "আমার মুখ তুমি চিনতে?"

"না। কখনও দেখিনি। ওরা বলে দিয়েছিল এই বাড়িতে একটিই ছেলে আছে। আর আছে এক সাংঘাতিক কুকুর। তবে তোমাদের সিঁড়ির দরজায় ছিটকিনি দেওয়া ছিল না বলে একবার চুপিচুপি নীচে গিয়ে চারদিক দেখেও এসেছিলাম। তোমার মা যখন ঘরের কাজ করছিলেন তখন এক ফাঁকে রান্নাঘরে ঢুকে এক প্লেট হালুয়াও খেয়ে এসেছি। তোমার ঘরে ঢুকে দেওয়ালে টাঙানো তোমার আর এই কুকুরটার ছবি দেখে চিনেছি তোমাকে। তাই ছাদে বসে ভাবছিলাম, কাজটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। আমার শিকার হয়েছে যত খুনে গুন্ডা ওয়াগন ব্রেকাররা। বাদশা আর বিপলাই বাজে ছেলে। ওদের জন্য দুঃখ নেই। কিন্তু তুমি একটা স্কুল-কলেজে পড়ুয়া ছেলে, অন্যের হিস্যা নিতে গিয়ে তোমার ক্ষতি করব কেন? কাজটা ঝোঁকের মাথায় নিয়ে ফেললেও আমার কিন্তু মনের মধ্যে সায় দিচ্ছিল না। তাই যখন চলে আসব কি না ভাবছি, তখনই হঠাৎ কুকুরটা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। আমি অন্যমনস্ক না হলে ও কিন্তু মরত।"

বাবলু দারুণ উত্তেজিত হয়ে বলল, "তুমি চলে যাও আমার সামনে থেকে। তোমাকে আমি সহ্য করতে পারছি না। কিন্তু যাওয়ার আগে বলে যাও তারা কারা, যাদের নির্দেশে তুমি পায়ের ধুলো দিয়েছিলে এই বাড়িতে?"

"এ-প্রশ্ন তুমি বৃথাই করছ আমাকে। তুমি কী এখনও বুঝতে পারছ না কাদের হয়ে কাজ করছি আমি? পেশোয়ারিলাল যাদবের লোকেরাই ডেকে এনেছিল আমাকে।"

"সে এখন কোথায়?"

"জানি না।"

"তুমি ডোরাকে চেনো?"

লোকটি বলল, "অবশ্যই। ডোরাকে নিয়েই নাটক, আর ডোরাকে চিনব না? ডোরাকে যখন কিডন্যাপ করা হল, তখন তো আমি স্পটেই ছিলাম।"

বাবলু বলল, "ডোরা এখন কোথায়?"

"সে এখন বহুদূরে। সে যেখানে আছে সেখানে তোমরা কোনওদিনই পৌঁছতে পারবে না।"

"ডোরাকে আমার চাই।"

লোকটি কিছুক্ষণ একদৃষ্টে বাবলুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, "তুমি যেরকম জেদি ছেলে, তাতে তোমার আসাধ্য কিছু নেই বলে মনে হয়। তবুও জেনে রাখো, সে এখন তোমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।"

বাবলু বলল, "কোথায়? কোনখানে?"

"কদমকুঁয়া জানো?"

"না। তবে মনে হচ্ছে জায়গাটা বাংলার বাইরে।"

"ঠিক তাই। কদমকুঁয়া হচ্ছে পটনা শহরের একটি এলাকার নাম। সেইখানে 'বি' ব্লকের একটি কোয়ার্টারের ছ'তলার সাত নম্বর ঘরে সে আছে। কিন্তু মুশকিল হল, সেখানে পৌঁছবার চেষ্টা তোমরা কোরো না। কারণ তোমাদের জন্য দারুণ বিপদ সেখানে ওত পেতে আছে।"

বাবলু বলল, "পটনায় ওকে কে নিয়ে গেল? তুমি?"

"আরে না, না। আমি তো এখানে। আমাদের কি লোকের অভাব আছে?"

"কিন্তু আমরা যে শুনেছিলাম ওকে হাজিপুরে নিয়ে যাবে।"

"ঠিকই শুনেছিলে। তবে কিনা সাময়িক কোনও গোলমালের কারণেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আসলে ব্যাপারটা এখন অনেকদূর গড়িয়ে গেছে তো? ওকে যে কাজের জন্য নিয়ে যাওয়া, সেই কাজও হয়তো পুরো হবে না পেশোয়ারির।"

"তা হলে অযথা নিয়েই বা গেল কেন? আর আটকেই বা রেখেছে কেন?"

"এ তো পেশোয়ারির মরজি। তবে ওর খপ্পর থেকে আর ও বেরিয়ে আসতে পারবে না। কাজ মিটে গেলে অথবা না মিটলে ওকে হয়তো বেচেই দেবে ওরা।"

বাবলু বলল, "চারদিকে কড়া পুলিশের পাহারা। তার ভেতর থেকে ওকে তোমরা পাচার করলে কী করে?"

লোকটি বলল, "পেশোয়ারিলাল কখনও সোজা পথে যায় না ভাই। ডোরাকে প্রথমে একটা মালবোঝাই ট্রাকে করে করে নিয়ে যাওয়া হয় খড়্গপুরে। তারপর সেখান থেকে টাটানগর হয়ে বাঁকা পথে আসানসোল। সেখান থেকে ট্রেনযোগে পটনা।"

"তুমি যে এমন সহজ-সরলভাবে এত কথা ফাঁস করে দিলে এর মধ্যে কোনও মিথ্যে নেই তো?"

লোকটি বলল, "গুরুজি কী কসম, তা ছাড়া নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে পুলিশে দেবে। সেখানে তো মারের চোটে সবকথা আমাকে বলতেই হবে, তাই সত্যি কথাটা তোমাদেরই বললাম। কিন্তু এও বলে রাখি, তোমাদের নামে, মানে বিশেষ করে তোমার নামে ডেথ ওয়ারেন্ট আছে। তাই খুব সাবধানে থাকবে তুমি। আর ভুলেও ডোরার খোঁজে পটনায় যাবে না।"

বাবলু বলল, "তোমার কথা মনে রাখবার চেষ্টা করব। আপাতত আর আমার কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। তুমি এখন যেতে পারো।"

লোকটি যাওয়ার উদ্যোগ করতেই বাবলু বলল, "একটা কথা, পেশোয়ারি এখন কোথায়?"

"ও আছে পটনার দরিয়াপুরে।"

বাবলু এবার লোকটির আরও কাছে এগিয়ে এসে বলল, "তুমি নামে যম, চেহারাতেও তাই। তুমি নিজেই স্বীকার করেছ অনেক মানুষের নিয়তি তুমি। এক একটি মানুষ খুনের জন্য তোমার পারিশ্রমিক কত?"

"পঁচিশ হাজার টাকা।"

"এই টাকা পেলে তুমি যাকে খুশি মার্ডার করবে?"

"ওটাই আমার নেশা এবং পেশা।"

"তাই নাকি? আচ্ছা ধরো, আমরাও যদি তোমাকে দিয়ে এইরকম কিছু করাই?"

লোকটি সবিস্ময়ে বলল, "তোমরা! তোমরা এইসব কাজ করাতে যাবে কেন?"

"প্রয়োজন আছে।"

"টাকা পেলে আমি তোমাদের হয়েও কাজ করতে রাজি। কিন্তু এত টাকা কি তোমাদের আছে?"

"তুমি যা নাও তার চেয়েও অনেক বেশি টাকা আছে আমাদের। এখন রাজি কিনা বলো।"

লোকটি একবার তার ঘাড়ে-গর্দানে হাত বুলিয়ে বলল, "রাজি। তবে কাজে হাত দেওয়ার আগে অগ্রিম বাবদ আমি কিন্তু দশ হাজার টাকা নিই।"

"পাবে।"

"কাকে খুন করতে হবে বলো?"

"পেশোয়ারিলালকে।"

বাবলুর কথায় শিউরে উঠল লোকটি। বলল, "তোমরা আমার সঙ্গে রসিকতা করছ না তো?"

"না। এই কাজই তোমাকে করতে হবে। আর টাকা কিন্তু ডবল। কাজ হাসিল হলেই হাতে-হাতে টাকা।"

লোকটি বলল, "শোনো ভাই, টাকা হাতে পেলে আমি ভগবানকেও মার্ডার করে দিতে পারি। কিন্তু ওই ধরনের শয়তানের গায়ে হাত দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।"

"তা হলে দূর হয়ে যাওয়া আমার সামনে থেকে।"

লোকটি একটু দমে গেল এবার। কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "ঠিক আছে। তোমাদের কথাটা আমার মনে থাকবে। তবে একটা কথা, কাজ হাসিল হলে পুরো টাকাটা কিন্তু আমার চাই।"

বাবলু কিছু বলার আগেই ছাদের ওপর উঠে এল একদল পুলিশ। যেই না আসা লোকটি অমনই বানরের কায়দায় এ-ছাদ থেকে ও-ছাদে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল গলির মুখে। তারপর পুলিশ গুলি চালানোর আগেই চোখের পলকে উধাও।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার হল? পুলিশ এল কোত্থেকে?"

বাবলু বলল, "অবাক কাণ্ড! পুলিশে খবর দিল কে?"

মা বললেন, "আমি দিয়েছি। কিন্তু লোকটাকে তোরা পালাতে দিলি কেন?"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "বাবলুদার যেন কী হয়েছে। ওইরকম একটা খুনির সঙ্গে অত কথা বলার দরকারটা কী ছিল?"

ভোম্বল বলল, "আমি তো চাবকে লাল করে দিচ্ছিলাম ব্যাটাকে। মারা নিয়ে উলটে ধমক খেলাম আমিই।"

বিলু বলল, "তোর কী ব্যাপার বল তো বাবলু? কেন তুই এরকম করলি?"

পঞ্চু তো কথা বলতে পারে না, তাই বাবলুর মুখের দিকে তাকিয়ে ঘন ঘন ল্যাজ নাড়তে লাগল।

পুলিশের লোকেরা তখন নীচে নেমে চারদিক তন্নতন্ন করে খুঁজছে লোকটিকে। বাবলু ছাদ থেকেই ঝুঁকে পড়ে সেইদিকে তাকাল। তারপর সকলের মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, "শোন, তোদের প্রত্যেকের সবক'টি প্রশ্নের উত্তর আমি এক এক করে দিচ্ছি। লোকটাকে আমি ধরেও ছেড়ে দিলাম দুটি কারণে। এক, লোকটি আমাদের অপারেশন করতে এসেছিল ঠিকই কিন্তু এই কাজ করতে এসেও আমাকে দেখে এই কাজে তার অন্তর সায় দেয়নি। আর দেয়নি বলেই তার অন্যমনস্কতায় পঞ্চু তাকে কবজা করতে পেরেছে। কিন্তু যদি সে অন্যমনস্ক না হত, তা হলে কিন্তু ওই গুপ্তঘাতকের হাত থেকে পঞ্চু বা আমার কারও পরিত্রাণ ছিল না। অতএব এই লোকটাই পরোক্ষভাবে আমাদের জীবন রক্ষা করেছে।"

সকলেই চুপ। কারও মুখে কোনও কথা নেই।

বাবলু বলল, "দুই, লোকটি যত নৃশংসই হোক, ওর কথা শুনে মনে হল, ওর টার্গেট শয়তান। নিরীহ মানুষ নয়। তিন, লোকটির সঙ্গে ওইভাবে যদি রসালাপ না জমাতাম তা হলে এত সহজে ওর মুখ থেকে অকপট সত্যি কথাগুলো বের করতে পারতাম কী?"

"ওর কথা সত্যি মনে করবার কোনও কারণ আছে?"

"আছে। বিপলাই আর বাদশা সম্বন্ধে লোকটির বিবৃতি সত্য। ও না বললে আমরা জানতেও পারতাম না কে বা কারা এসে খুন করল বিপলাইকে। আর বাদশাকেই বা ট্রেন থেকে ফেলে দিল কে? বিশেষ করে ও যখন বুঝল আমরা ওকে পুলিশে দেওয়ার নামগন্ধও করছি না, তখনই ডোরার ব্যাপারে ও অনেক কথা বলল। ও না বললে আমরাও জানতে পারতাম না ডোরা এখন কোথায় আছে না আছে। কাল আমরা বৃথাই হাজিপুরে গিয়ে হয়রান হতাম।"

ভোম্বল বলল, "তবুও লোকটা আমাদের আততায়ী।"

"ছিল। কিন্তু এখন নেই। বরং আমরা যাতে বিপদে না পড়ি সেইজন্য সে বারবার আমাদের সতর্ক করে দিল।"

বিলু বলল, "কিন্তু...।"

"কোনও কিন্তু নেই এর মধ্যে। এইসব লোকেদের বিবেক বলে কিছু নেই। তবু কোনও কাজ করতে গিয়ে অন্তরের সায় না পেয়ে একবার যদি হাত গুটিয়ে নেয় এরা, তা হলে সে-কাজ তারা দু'বার করে না।"

বিলু বলল, "বুঝলাম। কিন্তু এখন এই হঠাৎ করে পুলিশের আবির্ভাবের ব্যাপারটা ও কীভাবে নেবে?"

"ভালভাবে নিশ্চয়ই নেবে না। মা আমাদের না জিজ্ঞেস করে পুলিশে খবর দিয়ে কাজটা ভাল করেননি। যাই হোক, এই ব্যাপারে আমি বেশি মাথা ঘামাতে চাই না। লোকটিকে কিছু না বলে ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে আর-একটা উদ্দেশ্য আমার আছে—।"

"কী উদ্দেশ্য? পেশোয়ারিকে খুন করানো?"

বাবলু বলল, "অত সোজা নয় রে ভাই! পেশোয়ারির কাছে পৌঁছনো দূরের কথা, লোকটি আদৌ ওর নিজের ঠিকানায় পৌঁছতে পারবে কি না সন্দেহ।"

"সে কী! তুই কি ওর বিপদ হতে পারে ভাবছিস?"

"অবশ্যই। আমাদের এখান থেকে ওর খালি হাতে ফিরে যাওয়ার ইনাম ওকে পেতে হবে না? আর-একটু পরেই হয়তো যে-কোনও একটা ড্রেনের ধারে পড়ে থাকবে ওর ডেডবডিটা। মাঝখান থেকে আমরা কেন ওর নিয়তি হই?"

বিলু বলল, "কী বলছিস তুই?"

"ঠিকই বলছি। অনেক তো দেখলুম এই বয়সে।"

"ও। সেইজন্য তুই পেশোয়ারিকে খুন করবার দায়িত্ব ওকে নিতে বলে অত টাকার ঝুঁকি নিলি?"

বাবলু হাসতে লাগল হো হো করে।

বিচ্ছু বলল, "কিন্তু ধরো, লোকটাকে যদি ওরা না মারে?"

"মারবেই। ভাড়াটে গুন্ডাদের নিয়তিই এই। বিশেষ করে যে কাজের দায়িত্ব দিয়ে ওকে পাঠানো হয়েছিল তাতে ও সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বিপলাইকে গুলি করলেও বাদশা জীবিত। আমরাও ফসকে গেলাম ওর হাত থেকে। অতএব এর মূল্য ওকে জীবন দিয়েও দিতে হবে বইকী!"

"তবু যদি ধরো তোমার অনুমান সত্য না হয়? তা হলে ওই অত টাকা ওর হাতেই তুলে দিতে হবে তো?"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু সেটা পেশোয়ারিলালের নিধনপর্বের পর। তার আগে নয়। টাকা দিয়ে যারা মানুষ খুন করায়, আমাদের টাকা দিয়ে যদি তাদেরই কাউকে খুন করাই তো ক্ষতিটা কী?"

বাচ্চু বলল, "আমার কিন্তু ব্যাপারটা খুব রহস্যময় ঠেকছে। কেন না, এই লোকটি যদি সত্যিই ভাড়াটে খুনি হয়, তা হলে এই কাজের সঙ্গেই ওর সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে। পেশোয়ারিলারের গোপন আস্তানার কথা বা তার পরিকল্পনার কথা ও জানবে কী করে?"

বাবলু বলল, "এটা অবশ্য বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন। তবে কি না মনে রাখতে হবে এরা প্রায় একই অঞ্চলের লোক। তা ছাড়া এই খুনি হয়তো ওর দলের হয়ে অনেকদিন কাজ করছে। আর—।"

এমন সময় পুলিশ আবার ঘুরে এল।

বাবলু লোকটির ব্যাপারে সব কথাই বলল পুলিশকে। ওর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া রিভলভারটাও পুলিশের হাতে তুলে দিল। দিল না শুধু বুলেটটা।

পুলিশ চলে গেলে এত রাতে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুকে আর যেতে দিল না বাবলু। খাওয়াদাওয়াও করল না কেউ। শুধু দুটো করে সন্দেশ মুখে দিয়ে ভরপেট জল খেয়ে শুয়ে পড়ল সকলে। রাত তখন তিনটে।

বাবলুর অনুমানই ঠিক হল। পরদিন সকালে পুলিশ রিপোর্টে জানা গেল, নিশিরাতের আগন্তুক যম তার বামনাকৃতি গুলিবিদ্ধ দেহটি কৈলাস বসু লেনের ড্রেনের ধারে ফেলে রেখে স্বদেশে ফিরে গেছে। অর্থাৎ যমের বাড়ি গেছে।

খবরটা শুনে মুখ টিপে একটু হাসল বাবলু। তারপর বেশ ভালরকম নাস্তা সেরে সকলকে নিয়ে চলল বাদশার সঙ্গে দেখা করতে। পঞ্চু শুধু রইল মায়ের কাছে, বাড়ি পাহারায়।

অর্থোপেডিক হাসপাতালের সামনে গিয়ে পৌঁছতেই দেখা হয়ে গেল বাদশার মা-বাবার সঙ্গে। খবর পেয়ে চায়নাও এসেছিল। সকলেরই চোখে-মুখে উত্তেজনা। ঠিক এইরকম সময়ে হাসপাতালে কোনও পেশেন্টের সঙ্গেই দেখা করবার নিয়ম নেই। তবুও পুলিশের উপস্থিতি ছিল বলেই দেখা করবার অনুমতি পেল ওরা।

পুলিশের জেরার মুখে বাদশা এক এক করে অনেক কথাই বলল। ও যা বলল, যমের কথার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল তা।

বাদশা বলল, "বিপলাইটাকে কে যে মারল প্রথমে, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। আমি যখন ওর ওই অবস্থা দেখে হতচকিত, সেই সময় যমকে দেখেই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল আমার। ট্রেন তখন ছেড়ে দিয়েছে। আমি ওর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য চলন্ত ট্রেনের হাতল ধরেই ঝুলে পড়লাম। একটা সাধারণ বগিতে উঠেছিলাম আমি। ওঃ, সে কী প্রচণ্ড ভিড়! আমাকে দেখে যমও আমার পিছু নিয়ে উঠল। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম ভেতরে ঢোকবার। কিন্তু পারলাম না। একটু যেই ঢুকতে যাই যম আমাকে বজ্রমুষ্টিতে টেনে আনে। অত যে লোক গাড়ির ভেতরে, কিন্তু কেউ ওকে বাধা দেয় না। চেন টানে না। আমার হাত একটু শিথিল হলে ও আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। তারপরে আর আমার জ্ঞান ছিল না। এখন দেখছি সারা শরীরে ব্যান্ডেজ নিয়ে হাসপাতালে শুয়ে আছি।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। তুমি সেরে ওঠো। আর এও জেনে রাখো, তোমার শত্রু নিপাত গেছে। অর্থাৎ যম যমের বাড়িই গেছে।"

বাদশা বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ। ডোরার ব্যাপারে আমরা আজই রাতের গাড়িতে পটনা যাচ্ছি।

বাদশা বলল, "যাও, ঘুরে এসো। চেষ্টা করে দ্যাখো ডোরাকে উদ্ধার করতে পারো কি না। কিন্তু আমি ভাল হয়ে উঠব তো?"

একজন নার্স বললেন, "অবশ্যই। তোমার ভাগ্য ভাল যে, এ-যাত্রা বেঁচে গেছ। তবে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে কমপক্ষেও ছ' মাস সময় লাগবে।"

বাদশার জবানবন্দি নিয়ে পুলিশ বিদায় নিলেন।

বাদশার মা-বাবাও চলে এলেন।

বাবলুরাও বিদায় নিল।

হাসপাতালের বাইরে এসে চায়না বলল, "তোমাদের ট্রেন কখন?"

"সময়টা জানি না। তবে রাতের গাড়ি। সাতটা-আটটা নাগাদ।"

"কোন গাড়িতে যাবে তোমরা?"

"পঞ্জাব মেল, দানাপুর এক্সপ্রেস যাতে হোক যাব।"

ভোম্বল বলল, "তুমিও চলো না আমাদের সঙ্গে, তা হলে কিন্তু মজা হবে।"

চায়না বলল, "ওরে বাবা। আমার ভয় করে।"

"ভয় কী? আমরা বলে কত দেশ-দেশান্তর ঘুরে বেড়াচ্ছি। তা ছাড়া তুমি যাচ্ছ কাদের সঙ্গে সেটা জানো তো?"

"সব জানি। তবুও বাইরে যেতে আমার ভয় করে খুব।"

"একবার বেরিয়ে পড়ো, তা হলেই দেখবে সাহস হয়ে যাবে। তুমি ডোরার বান্ধবী কী করে হলে, তা আমি ভেবেই পাচ্ছি না!"

চায়না বলল, "সত্যি কথাটা বলি, তা হলে? আমি বাবা-মাকে ছেড়ে একদম থাকতে পারি না। সারাটা দিন বেশ থাকি, কিন্তু সন্ধে হলেই ওঁদের জন্য মন কাঁদে। তাই কোথাও আমি যাই না। তা ছাড়া ওঁরাও ছাড়বেন না আমাকে।"

বাবলু বলল, "না, না। কোনও দরকার নেই যাওয়ার। তা ছাড়া আমরা তো কোনও ট্যুরে যাচ্ছি না। শেষকালে তোমাকে নিয়েই হয়তো একটা বিপর্যয় বেধে যাবে।"

"তবে আমি কিন্তু স্টেশনে যাব।"

ভোম্বল বলল, "তাই-বা যাওয়ার দরকার কী?"

"বাঃ রে। পাণ্ডব গোয়েন্দারা অ্যাডভেঞ্চারে যাচ্ছে, তাদের সি-অফ করতে হবে না?"

ভোম্বল রেগে বলল, "না। করতে হবে না। এইরকম ভিতু মেয়েদের ঘর থেকেই বেরনো উচিত নয়।"

চায়না মুখ টিপে একটু হেসে বলল, "তুমি খুব রেগেছ মনে হচ্ছে?"

ভোম্বল বলল, "বয়েই গেছে! আমরা আমাদের অভিযানে কেউ পায়ে ধরলেও নিয়ে যাই না। যারা যায় তারা জোর করে যায়। তোমাকে সাধলাম অথচ তুমিই না করে দিলে। ধন্যি মেয়ে বটে!"

চায়না বলল, "পঞ্চু যাবে তোমাদের সঙ্গে?"

ভোম্বল বলল, "না। ও মায়ের আঁচল ধরে বসে থাকবে।"

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার বল তো ভোম্বল? কেউ আমাদের সঙ্গে কোথাও যেতে চাইলে তুই-ই আগে ফোঁস করে উঠিস। তা চায়নার ব্যাপারে হঠাৎ তোর এত আগ্রহ কেন?"

ভোম্বল গম্ভীর হয়ে বলল, "সব 'কেন'র উত্তর হয় না। মনটা চাইল, তাই।"

চায়না বলল, "ভোম্বলদা, তুমি কী সন্দেশ খেতে ভালবাসো? আমি কিন্তু স্টেশনে গিয়ে গাড়িতে তোমাদের হাতে দিয়ে আসব। তোমার জন্য আলাদা এক প্যাকেট।"

বাবলু বলল, "শোনো চায়না। কোনওরকম রিস্ক নিতে যেয়ো না তুমি। মনে রেখো, আমাদের বিদায় দিয়ে তোমাকে কিন্তু একা ফিরতে হবে। চোখের সামনেই তো দেখলে, বাদশা আর বিপলাইয়ের অবস্থা! তা ছাড়া আমাদের রিজার্ভেশন নেই, কিছু নেই। কোনও গাড়িতে কীভাবে যাব তারও কোনও ঠিক নেই। স্টেশনে গিয়ে হয়তো তুমি খুঁজেই পাবে না আমাদের। অতএব, ঘরেই থেকো তুমি।"

চায়না বলল, "আমি যাচ্ছি না বলে তোমরা রাগ করলে?"

"মোটেই না। বরং খুশি হলাম। গোয়েন্দাগিরি ছেলেখেলা নয়। আর এও আমাদের দেশভ্রমণ নয়। তুমি বরং মাঝেমধ্যে আমাদের বাড়িতে এসে আমার মায়ের কাছে ডোরার ব্যাপারে খবরাখবর নিয়ো। আমরা ফোনে সব জানাব।"

বাবলুরা বিদায় নিয়ে দ্রুত চলে এল যে যার বাড়িতে। এখন গোছানোর পালা। ভাবনা শুধু বাবলুর মায়ের জন্য। বাড়িতে কেউ নেই। এইসব ঘটনার পর মা একা থাকতে পারবেন তো?"

॥ ৬ ॥

হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেই বাবলু দুর্গাপুরে ওর বাবাকে একটা ফোন করল। ফোনে সব কথা জানিয়ে সকলকে নির্দেশ দিল, নতুন অভিযানের ব্যাপারে তৈরি হতে। এই ব্যাপারে প্রত্যেকেরই মনের মধ্যে মানসিক প্রস্তুতি একটা ছিলই, তাই অভ্যস্ত হাতে সব কিছু গুছিয়ে নিতে খুব বেশি সময় লাগল না।

ওরা বাড়ি এসে স্নান খাওয়া সেরেই রওনা হল নতুন অভিযানে। অভিযান তো নয়, ভয়ংকর একটা বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে নেওয়া। এবারের বিপদটা যে কোন দিক থেকে কীভাবে আসবে, তা কে জানে? তবু ওরা রীতিমতো সতর্কতার সঙ্গে রওনা হল।

ওদের কোনও অভিযানই সহজ-সরলভাবে কখনও হয়নি। ওদের যাত্রাপথেও ছড়ানো থাকে না রংবাহারি ফুল। বন্ধুর পথের পথিক ওরা, কণ্টকাকীর্ণ পথ। আরও সহজ-সরলভাবে বলতে গেলে বলা উচিত ধারালো তলোয়ারের ওপর দিয়েই ওদের পথচলা। অন্যান্য বারের মতো ওদের এবারের এই অভিযানে কোনও ঘটা নেই। এমনকী বাবলুর মনেও নেই শান্তির ছিটেফোঁটা। কী এক দুর্ভাবনায় ওর মন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। তাই ও দারুণ অন্যমনস্ক। ওর মধ্যে না আছে কোনও উৎসাহ, না কোনও উদ্দীপনা। শুধুমাত্র ভয়ংকর একরোখা এবং জেদি ছেলে বলেই ঘর থেকে বেরিয়েছে ও। আসলে এই অভিযানের সাফল্যের ব্যাপারে নয়, ওর মন পড়ে আছে ঘরের দিকে। বাবাকে যদিও সব কথা জানিয়েছে ও, বাবা আজ রাতের মধ্যেই বাড়ি ফিরবেন। তবু ঘরে এখন মা তো একা আছেন। পঞ্চু ছাড়া ওই বাড়িতে যদি নতুন কোনও বিপদ দেখা দেয়, মা কি সামলাতে পারবেন সেটা? বাবলুর মন এক অজানা আশঙ্কায় ভরে রইল তাই।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওরা কিন্তু পটনায় যাওয়ার জন্য হাওড়া স্টেশনে গেল না। কালীবাবুর বাজারে এসে দুটো রিকশা নিয়ে সোজা চলে এল রামরাজাতলা স্টেশনে। এখান থেকে ওরা লোকাল ট্রেন ধরে রওনা হল খড়্গপুরের দিকে।

বিলু বলল, "হাওড়া স্টেশনটাকে তা হলে সত্যিই এড়িয়ে গেলি তুই?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। যদিও আজ আর নতুন করে কোনও বিপদের আশঙ্কা দেখছি না, তবুও সাবধানের মার নেই। ডোরাকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত কোনও রিস্ক আমরা নেব না।"

ভোম্বল বলল, "ওরা তো এখানেও আমাদের অনুসরণ করতে পারে?"

"হয়তো পারে। তবে কিনা আমরা যে সত্যিই পটনায় যাব বা পটনায় যাওয়ার জন্য এই পথ বেছে নেব, তা ওরা এত কাণ্ডর পর ভাবতেও পারবে না।"

যাই হোক, নির্দিষ্ট সময়ে ওরা খড়্গপুরে পৌঁছে গয়ার টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মে আসতেই দেখল পুরী থেকে

অসংখ্য যাত্রী নিয়ে নীলাচল এক্সপ্রেস ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। ট্রেন এসে থামামাত্রই হইহই করে লোকজন ট্রেন থেকে নেমেই ছুটল লোকাল ধরবার জন্য। সেই সুযোগে বাবলুরাও ঢুকে পড়ল দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি সাধারণ বগিতে। বিলু আর ভোম্বল দুটো বাঙ্ক দখল করে নিল। বাচ্চু-বিচ্ছু বসল জানলার ধারে মুখোমুখি দুটি সিটে। বাবলুও কোনওরকমে একটু বসবার জায়গা করে নিল ওদের পাশে।

একটু পরেই নড়ে উঠল ট্রেন। তারপর প্রচণ্ড গতি নিয়ে ধুলোকুটো উড়িয়ে ছুটে চলল দিল্লির দিকে। সুপার এক্সপ্রেস তো সুপার এক্সপ্রেস। ট্রেনের দুলুনিতে আরামে, আবেশে মন যেন অন্যরকম হয়ে গেল। বাবলুর মন এখন আর ঘরের জন্য চঞ্চল হল না। মনের মধ্যে তোলপাড় করছে ডোরা। সত্যিই কি মেয়েটাকে উদ্ধার করতে পারবে ওরা?

ট্রেন এসে থামল টাটানগরে। আরও লোকজন নামল। বাবলু বেশ ভালভাবে গুছিয়ে বসে সকলকে এক কাপ করে চা খাইয়ে দিল। তারপর সন্ধানী চোখে দেখতে লাগল সন্দেহজনক কিছু আছে কি না!

টাটানগর থেকে ছাড়ার পরই ট্রেনের গতি আরও বাড়ল। ওরা ওদের সঙ্গে আনা যৎসামান্য খাবার খেয়ে নিল ভাগাভাগি করে। যাতায়াতের অনিশ্চয়তার জন্য বাড়ির তৈরি খাবার কিছুই নেই। যা আছে, তা হল কলা, পাউরুটি আর সন্দেশ। তাই খেয়েই শোওয়ার ব্যবস্থাটা করে নিল ওরা। একটা বাঙ্কে বিলু, ভোম্বল একসঙ্গে শুল। অন্যটাতে বাচ্চু-বিচ্ছু। বাবলু শোওয়ার জায়গা না পেয়ে মেঝেতেই বেডশিট বিছিয়ে একটু জায়গা করে নিল। তারপর কিট ব্যাগটা মাথায় দিয়ে দু' চোখ বুজে পাতলা ঘুম।

শেষ রাতে ট্রেন এসে পৌঁছল গয়াতে। ওরা ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে একটু জায়গা করে বসল প্রথমে। এ-সময় প্ল্যাটফর্মে যাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। শুধু রেলকর্মচারীদের চলাফেরা আর চা-ওয়ালাদের হাঁকডাক ছাড়া কিছুই নেই।

প্ল্যাটফর্মের কলে আগে বেশ ভাল করে চোখ-মুখ ধুয়ে নিল ওরা। তারপর খালি পেটগুলো জল খেয়ে ভরিয়ে নিল।

বিলু বলল, "এইবার তা হলে আমাদের করণীয়?"

বাবলু বলল, "পরে ঠিক করব। আগে এক কাপ করে চা খাই, আয়। পঞ্চুটাকেও কিছু খাওয়াতে হবে।"

খাওয়ার কথা কানে যেতেই পঞ্চু জিভ বের করে নিজের গালটাই চট করে চেটে নিল একবার।

ভোম্বল বলল, "খিদে আমাদেরও পেয়েছে রে। তুই আগে বিস্কুটের প্যাকেটটা বের কর দেখি। সকলে দু'-চারটে করে বিস্কুট খেয়ে চা খাই।"

বাবলু বিস্কুট বের করে সকলকে দিল। তারপর একজন চা-ওয়ালাকে ডেকে বলল, ছ' কাপ চা দিতে।

চা-ওয়ালা ওদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে বলল, "ছে কাপ! লেকিন তুম তো পাঁচ। এক কাপ জায়দা কিঁউ?"

বাবলু পঞ্চুকে দেখিয়ে বলল, "ইয়ে দোস্ত ভি হামারা সাথ হ্যায় না?"

চা-ওয়ালা খিখি করে হেসে বলল, "ইয়ে তো মেরা ভি দোস্ত হ্যায়।" বলেই এক ভাঁড় চা একটু ঢাল-ওপর করে জুড়িয়ে পঞ্চুর দিকে এগিয়ে দিল, "আ মেরে দোস্ত। চায় তো পিয়ো। এ মেরি তরফসে।"

পঞ্চু চকচক করে চা খেয়ে নিতেই চা-ওয়ালা ওর বয়াম থেকে ভাঙা বিস্কুট, কেক ইত্যাদি খেতে দিল পঞ্চুকে। তারপর বাবলুদেরও এক কাপ করে চা এগিয়ে দিল।

চা খেতে খেতেই ভোম্বল বলল, "দ্যাখ বাবলু, আমার মনে হয় আজ আর কোথাও যাওয়া-টাওয়া নয়। ট্রেন জার্নি যা করেছি, তাতে শরীরটা বেশ ক্লান্ত। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অভিযানে এইরকম ট্রেন জার্নি সম্ভবত এই প্রথম। এক তো ত্রিভুবন ঘুরে এখানে আসা, তার ওপরে বিনা রিজার্ভেশনে দূরপাল্লার ট্রেনে।"

"হলই বা! ট্রেনে ভিড় তেমন ছিল না। কাজেই আমাদের কোনও অসুবিধে হয়নি।"

"কী যে বলিস, একটা বাঙ্কে দু'জনে কোলকুঁজো হয়ে শোওয়া! গা-গতর ব্যথা হয়ে গেল।"

"তা হোক। অভিজ্ঞতা তো হল। নতুন একটা রুট ধরে আসাও হল।"

"তবু আমার মনে হয়, আজ আর কোথাও না গিয়ে এইখানেই থেকে যাই আয়।"

বিচ্ছু সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল, "না, না। আর যেখানেই থাকো, এইখানে অন্তত নয়। গয়ার নাম শুনলে আমার কীরকম ভয় ভয় করে।"

বিলু হেসে বলল, "ধুস। ভয়ের কী আছে?"

বাচ্চু ধমকে উঠল এবার, "কী হচ্ছে কী? আমি এক মুহূর্তেও থাকতে চাই না এখানে।"

ভোম্বল বলল, "এখানে একটা দিন কোনও হোটেলে অথবা আশ্রমে থাকলে দেখবি শরীরটাও ঝরঝরে

হবে। ক্লান্তি দূর হয়ে নতুন উদ্যমে কাজ করবার এনার্জি পাবি। তা ছাড়া আমরা নৈরঞ্জনা (ফল্গু) নদীর তীরে বুদ্ধগয়ায় গিয়ে সেই বিখ্যাত বোধিবৃক্ষের নীচে মাথাটা তো ঠেকিয়ে আসতে পারব?"

বিচ্ছু বলল, "তুমি যাবে তো যাও। আমরা কেউ যাচ্ছি না।"

বাচ্চু বলল, "আমারও যাওয়ার ইচ্ছে নেই। তা ছাড়া আমরা যে কাজে এসেছি সেই কাজেই আগে যাওয়া উচিত। অযথা এখানে ঘুরে সময় নষ্ট করে লাভ কী? এখানে এসে বুদ্ধগয়া দেখতে গিয়ে হঠাৎ করে কোনও একটা জালে যদি জড়িয়ে পড়ি, তখন কিন্তু ডোরাকে উদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে।"

বিলু বলল, "তা অবশ্য ঠিক। অযথা এখানে সময় নষ্ট করাটা ঠিক হবে না।"

ভোম্বল বলল, "বেশ, তা হলে তাই চল। এখন বল কীসে যাবি? ট্রেনে, না বাসে?"

বাবলু বলল, "ট্রেনে যেতে পারলেই সবচেয়ে ভাল হয়। কিন্তু দেখতে হবে এখন কোনও ট্রেন আছে কি না। না হলে বাসেই যাব। তবে ট্রেন পেলে বাসে যাওয়া নয়। কেন না এখানকার বাসস্ট্যান্ড যে কত দূরে তা তো জানি না।"

"তা হলে বোস তোরা। আমি গিয়ে জেনে আসি ট্রেন ক'টায়।"

বাবলু বলল, "একা যাবি?"

"তবে না তো কী?" বলে ভোম্বল এগিয়ে যেতেই বাবলু ইশারা করল বিলুকে।

বাবলুর ইশারা বুঝে নিয়েই ভোম্বলকে অনুসরণ করল বিলু।

সবে কয়েক পা গেছে, এমন সময় হঠাৎই এক অঘটন। মাথায় কদমছাঁট চুল, ডোরাকাটা গেঞ্জি গায়ে, প্যান্ট পরা একজন লোক মনে হল যেন কারও তাড়া খেয়ে আচমকা ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ভোম্বলের ওপর। তারপর ঘোরটা সামলে নিয়েই আবার ছুটল প্রাণের দায়ে।

লোকটার ধাক্কা খেয়ে ভোম্বলের অবস্থা তখন কাহিল। মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে কেটেকুটে একশা হল। ব্যাপারটা যে কী হল কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখা গেল চপার হাতে দু'জন লোক ছুটে আসছে বুলডগের মতো। পলায়মান লোকটির পিছু নিয়ে উন্মত্ত আক্রোশে ছুটছে তারা।

ভোম্বল সেই অবস্থাতে কোনওরকমে উঠে বসে চেঁচিয়ে বলল, "বিলু! যেভাবেই হোক আটকা লোকদুটোকে, না হলে নির্ঘাত এরা একটা কেলেংকারি করবে।"

বিলুর সাধ্য কী যে ওদের আটকায়!

এই রোমহর্ষক দৃশ্য দেখে প্ল্যাটফর্মের লোক তখন ভয়ে তটস্থ।

ততক্ষণে অবশ্য বাবলুর নির্দেশে পঞ্চুই ছুটে গেছে ভৌ ভৌ ডাক ছেড়ে। পঞ্চু গিয়ে দু'জনকে ওভারটেক করে ভয়ংকর মূর্তিতে রুখে দাঁড়াল। এইভাবে বাধা পাবে তা বোধ হয় ভাবতেও পারেনি লোকদুটো। শিকার তখন নাগালের বাইরে।

পঞ্চু এমন হাঁকডাক করছে যে, তারা তখন রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে!

কিন্তু বিষয়টি তখন রেলপুলিশের নজরে এসে গেছে। তারা এসে লোকদুটিকে শক্ত হাতে ধরে ফেলল। তারপর চপারদুটো হাত থেকে কেড়ে নিয়েই প্ল্যাটফর্মের ওপর ফেলে সে কী মার! বুটের লাথি আর বন্দুকের কুঁদো মেরে হাতে হাতকড়া পরিয়ে একেবারে খাঁচাঘরে ঢুকিয়ে দিল ওদের।

চারদিক তখন লোকে লোকারণ্য।

বিলু বলল, "খুব জোর বেঁচে গেল লোকটা। আমরা না থাকলে আজ ওকে কুপিয়ে মারত এরা।"

ভোম্বল তখন ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, "তা না হয় হল। কিন্তু আমার কী দশা হল বল তো?"

"তুই সামলে যাবি। কিন্তু একজনের জীবন তো রক্ষা হল। উঃ, কী সাংঘাতিক। এত লোকের সামনে কী দুঃসাহস!"

রেলের অনেক চেকার, পুলিশ এসে তখন ঘিরে ধরেছে ওদের।

একজন বাঙালি চেকার বললেন, "এই সমস্ত খুনখারাপি এই অঞ্চলে কোনও নতুন ব্যাপার নয়। দুষ্কৃতীদের মধ্যে এইসব ঝামেলা লেগেই আছে সর্বক্ষণ। তবে তোমরা, বিশেষ করে তোমাদের এই কুকুরটা না থাকলে কিন্তু আজ মরেই যেত লোকটা।"

আর-একজন বললেন, "তোমরা এই রাতদুপুরে এখানে কোত্থেকে এলে? বাড়ি কোথায় তোমাদের?"

বাবলু পরিচয় গোপন করে বলল, "আমাদের বাড়ি খড়্গপুর। পটনায় যাব বলে একটু আগে নীলাচল থেকে নেমেছি।"

“বেশ করেছ। তবে কুকুর একটা যা সঙ্গে নিয়ে এসেছ, বড় সাংঘাতিক। ঠিক সেই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের পঞ্চুর মতো।”

বাবলু হেসে বলল, “যা বলেছেন! পাণ্ডব গোয়েন্দা বই পড়ে আমরাও এর নাম রেখেছি পঞ্চু।”

“তাই নাকি? তা হলে শোনো, আমার ছোট ছেলেটা কোত্থেকে একটা কুকুরের বাচ্চা ধরে এনে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে, তারও নাম রেখেছে পঞ্চু।”

“বলেন কী! তবে তো পঞ্চুরই জয়যাত্রা।”

“সে-কথা আবার বলতে? তা তোমরা কোথায় যাবে বললে যেন?”

“পটনা। এখন কোনও ট্রেন আছে?”

“আছে বইকী! গাড়িও আসবার সময় হয়ে গেছে। পালামৌ এক্সপ্রেস। তোমরা ওই গাড়িতেই চলে যাও। তবে যাওয়ার আগে তোমাদের এই বন্ধুটিকেও একটু ফার্স্ট এড দেওয়া দরকার।”

একজন রেলপুলিশ ভোম্বলের একটা হাত ধরে বলল, “আও মেরা সাথ।” বলে ওকে ফাস্ট এড দেওয়াতে নিয়ে গেল।

বাবলু বলল, “আপনাদের টিকিট কাউন্টার কোনদিকে?”

“কাউন্টার তো গেটের বাইরে। কেন, কী ব্যাপার?”

বাবলু বলল, “আমাদের টিকিট গয়া পর্যন্ত। পটনার টিকিট তো চাই।”

একজন চেকার এগিয়ে এসে বললেন, “কই, টিকিটগুলো দেখি? এখানেই এক্সটেনশন করে দিচ্ছি। গেটের বাইরে যেতে হবে না।”

বলামাত্রই কাজ। নতুন টিকিট হয়ে গেল।

পালামৌ এক্সপ্রেস তখন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। প্রচণ্ড ভিড়ের গাড়ি। কিন্তু এখানে এসেই হালকা হয়ে গেল।

রেলের দু’-একজন কুলি গিয়ে ফাঁকা একটি কামরা দেখে এদের ভালভাবে বসে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল।

ভোম্বল ফিরে এলে চা-ওয়ালার দাম মিটিয়ে সাধারণ একটি বগিতে কুলিদের সহযোগিতায় বেশ গুছিয়েই বসল ওরা।

ভোম্বল একটা বাঙ্ক দেখে শুয়ে পড়ল।

চারটে বাইশে ছাড়ল ট্রেন। আকাশ তখনও অন্ধকার। সাড়ে পাঁচটা না হলে ভোরের আলো ফুটবে না। বাবলুরা নিজেদের মধ্যেই নানারকম আলোচনায় মেতে উঠল।

হঠাৎ পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল, “তুম সব কাঁহা যাওগে দোস্ত?”

বাবলু বলল, “পটনা!” বলে ফিরে তাকিয়েই অবাক! দেখল সেই কদমছাঁট চুল ডোরাকাটা গেঞ্জি গায়ে লোকটা। পঞ্চু না থাকলে যে ওই নৃশংস আততায়ীদের হাতে একটু আগেই প্রাণ হারাত।

বাবলু অবাক বিস্ময়ে বলল, “এ কী, তুমি!”

“হাঁ দোস্ত। তুমনে হমারা জান বচায়া।”

বাবলু একটা সিট দেখিয়ে বসতে বলল লোকটিকে। তারপর ভালভাবে লোকটির দিকে তাকিয়ে বুঝল ওর দু’ চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ছে।

বাবলু বলল, “কী হয়েছিল তখন? ওরা তোমাকে মারতে আসছিল কেন?”

লোকটি আদর করে পঞ্চুকে কাছে টেনে ওর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, “ও তুম নেহি সমঝোগে ভাই।”

“তবু বলোই না শুনি।”

“হম এক আদমিকো বদলা লেনে আয়া থা। লেকিন ফেলিওর হো গিয়া। তব ইয়ে দোনো বরবাদ করনে আয়া হামকো।”

বাবলু বলল, “কী নাম তোমার?”

“আমার নাম আছে সূরজ সাউ।”

“কোথায় যাবে তুমি? পটনায়?”

“হ্যাঁ। তোমরা কি বাঙালি?”

“বাঙালি। হাওড়ায় থাকি।”

লোকটি এবার একটু নড়েচড়ে বলল, “শালকিয়া জানো? আমি তিন সাল ওইখানে ছিলাম। আমার মুলুক

হচ্ছে গিরিডির কাছে মহেশমুণ্ডা। পটনা শহরে হামি কুছ কাজকামের ধান্দা করে। লেকিন তুম উধার কিঁউ যা রহে?”

বাবলু বলল, “তুমি যখন আমাদের দোস্ত বলেছ, তখন আর বলতে বাধা নেই তোমাকে। আমরা যে কাজের জন্য যাচ্ছি সেই কাজের ব্যাপারে হয়তো তোমার সাহায্যেরও প্রয়োজন হতে পারে।”

সূরজ বলল, “ইয়ে বাত? পহলে তুম সবকো নাম হমে বতাও। বাদমে দেখা যায়েগা।”

বাবলু প্রত্যেকের নাম বলে পরিচয় করিয়ে দিল সকলের সঙ্গে।

সূরজ বলল, “বাবলু ভাই, আমি আদমি বহত বুরা আছি। লেকিন সাচ্চা আদমির জন্য আমি আমার জান ভি দিতে পারি।”

বাবলু বলল, “এটাই তো স্বাভাবিক। আমরা সাধারণ চোখে যাদের খুব খারাপ লোক বলে মনে করি তাদের মধ্যেও অনেকের অনেক ভাল গুণ দেখতে পাই।”

সূরজ বলল, “ঘরে আমার বউ আছে, বাচ্চা আছে। একটাই লেড়কি আমার, চুন্নি। একদম ফুলো কা মাফিক। পাঁচ সাল উমর। আমি ওকে বহোতই পেয়ার করি। ওকে ছাড়া আমি ‘জি’ নেহি সকতা।”

বাবলু বলল, “তা হলে তুমি বুরা আদমি কেন হবে ভাই? যার ভেতরে শিশুপ্রীতি আছে, সন্তানের জন্য মায়া-মমতা আছে, সে তো সাচ্চা আদমি। কিন্তু তোমার মতো লোকের মনে এমন খুনের প্রবণতা কেন?”

“এটা আমার বদ নসিব ভাই। যম হম ছোটি থি তব হমারা পিতামাতা দোনোকো স্বর্গবাস হো গিয়া থা। ব্যস, নসিব টুট গয়া মেরা।”

“তারপই বাজে সঙ্গে মিশে বরবাদ করে দিলে জীবনটাকে, তাই না?”

“ঠিক তাই। পরে অবশ্য লাইন থেকে ছুটে গেলুম। বিয়া-শাদি করলুম। একটা লেড়কি ভি হল। ভালমন্দ দু’রকম রাস্তাতেই কামাই করতে লাগলুম। এমন সময় হল কী, শেঠ ধনীরাম নামে গয়ার একজন শেঠজি আমাকে রুপিয়ার লালস দেখিয়ে ওর দলের কিছু কাজ করিয়ে আমাকে রুপিয়া দেওয়া তো দূরের কথা, উলটে ব্ল্যাকমেল করতে লেগে গেল।”

“সে কী!”

“আসলে আমি একটা বিজনেস করবার ধান্দা করছিলাম, তাই ওর ফাঁদে পা দিয়েছিলাম। তা কাজ হাসিল হওয়ার পর ও যখন আমাকে বিট্রে করল, তখন আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলুম না। আমার মাথায় খুন চড়ে গেল।”

“সেই সময় তোমার চুন্নির কথা মনে পড়ল না? একবারও ভেবে দেখলে না তার কী হবে?”

“পড়েছিল বইকী ভাই! লেকিন খারাপ রাস্তা বেছে নেওয়া ছাড়া আমার কোনও উপায় ছিল না। তাই তো আমার বউকে শ্বশুরাল ভেজ দিলাম। চুন্নি ওর মামার বাড়িতে চলে গেল। আর আমি...”

“তোমার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?”

“লহুরিয়াসরাই। ওদের পৌঁছে দিয়ে আমি গয়ায় গেলাম ওই শেঠজির বদলা নিতে। ভেবেছিলাম আড়াল থেকে অচানক ঝাঁপিয়ে পড়ে একদম খতম করে দেব বেইমানটাকে, তা আর হল না। ওর নসিব ওকে বাঁচিয়ে দিল। লেকিন আমি ফেঁসে গেলাম।”

“তুমি তো বেঁচেও গেলে!”

“না, বাবলুভাই। ধনীরাম অনেকদিন থেকেই আমাকে মার্ডার করবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আমি খুব হুঁশিয়ার বলে ও পারছিল না। তাই ও এখানকার পুলিশকে টাকা খাইয়ে আমাকে ফল্‌স কেসে জড়িয়ে হাজত খাটাবার ধান্দা করছিল। এখন ও ঘায়েল সাপ। আরও জোরদার হোবে আমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে।”

“তবে আমার কী মনে হয় জানো, তুমি হয়তো সত্যি বেঁচে গেলে।”

“এইরকম মনে হওয়ার কারণ?”

“কারণ একটাই। আজ যেরকম অবস্থায় তুমি পড়ে গিয়েছিলে, সেই রকম অবস্থা থেকে কি প্রাণে বাঁচবার কোনও সম্ভাবনা ছিল? তুমি ছিলে একা, ওরা দু’জন। তুমি নিরস্ত্র, ওরা সশস্ত্র। কুকুর হচ্ছে ধর্মরাজ। তুমি নির্দোষ বলেই এই পঞ্চু তোমাকে রক্ষা করতে পেরেছে। আমরা যদি গয়ার পথে না এসে সরাসরি হাওড়া থেকে পটনা চলে যেতাম, তা হলে কি তোমার সঙ্গে আমাদের দেখা হত? না পঞ্চু পারত তোমাকে বাঁচাতে?”

সূরজ কিছুক্ষণ ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, “তুমি ঠিকই বলেছ। আমাকে আবার নতুন করে বাঁচতে হবে।”

এতক্ষণে বিলু কথা বলল, "হ্যাঁ, তোমাকে নতুন করে বাঁচতে হবে। তোমার চুন্নির জন্যও বটে, আমাদের জন্যও।"

"আমি তোমাদের কী কাজে লাগতে পারি বলো?"

বাবলু বলল, "শোনো তবে।" বলে আগাগোড়া সব কথা খুলে বলল সূরজকে।

সব শুনে অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে রইল সূরজ। তারপর বলল, "ডোরা তুমকো মিল যায়ে গা।"

ভোম্বল লাফিয়ে উঠল আনন্দে, "আর কিছুই তা হলে চাই না আমরা।"

সূরজ হেসে বলল, "আমার দোস্তি চাও না?"

বিলু বলল, "নিশ্চয়ই।"

বাবলু বলল, "সেইসঙ্গে চাই পেশোয়ারিলাল যাদবকে উচিত শিক্ষা দিতে।"

"ও নেহি সকোগে।"

"আর তোমার এই ধনীরাম...।"

"ধনীরামকো ক্যা হোগা?"

"উনকো উপরবালাকো পাশ ভেজ দেঙ্গে। থড়ি আরামসে উপরবাস করেঙ্গে ধনীরাম।"

সূরজ আর হাসি চাপতে পারল না। হো হো করে হেসে উঠল এবার। তারপর বলল, "বাবলুভাই! ও ধনীরাম য্যায়সা ধুর, পেশোয়ারিলাল ত্যায়সা খতরনক। ও দোনোই ডেঞ্জারাস। কমসে কম চার-পাঁচ আদমি বডিগার্ড হ্যায় উন দোনোকি সাথ।"

বাবলু বলল, "পটনা আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা এখানে এর আগে কখনও আসিনি আমরা। তুমি শুধু আমাদের কদমকুঁয়াটা চিনিয়ে দাও আর একটু পাশে থেকো ডোরাকে উদ্ধার করার ব্যাপারে। তারপর দেখো না ওদের হাল কী করি!"

"লেকিন ধনীরাম তুমকো মিলেঙ্গে ক্যায়সে?"

বাবলু বলল, "সূরজভাই, ধনীরাম বিজনেসম্যান। এত বড় একটা হরিহরছত্রের মেলায় তিনি আসবেন না, তা কি হয়?"

সূরজের দুটো চোখেই এবার আশার আলো ফুটে উঠল। বলল, "ওঃ ভগবান! ইয়ে তো মেরা খোপরিমে নেহি থা।" বলেই বলল, "এই কথাটা একবারও আমার মনে হয়নি। তাই তো হঠাৎ মাথা গরম করে বোকার মতো গিয়েছিলাম বদলা নিতে। সন্ধের সময় মার্কেটে এসেছিল ধনীরাম। আমি দূর থেকে একটা চাকু ছুড়ে দিয়েছিলাম ওর দিকে। লেকিন সেই সময় হঠাৎ ওর একজন জান পহছান লোকের ডাকে একটু তফাত চলে গেল ও। তাই বেঁচে গেল। আমি তখন কোনওরকমে পালিয়ে বাঁচলাম। সন্ধে থেকে অনেক রাত পর্যন্ত একটা গোরু-ভঁহিষের খাটালে লুকিয়ে রইলাম। তারপর শেষ রাতে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে যেই না বেরোতে গেছি, অমনই ওর লোকেরা দেখতে পেয়ে গেল আমাকে। আমি প্রাণপণে ছুটে এদিক-সেদিক করে পালাতে লাগলাম। শেষমেশ স্টেশনেই ঢুকে পড়লাম আমি। ভেবেছিলাম কোনও রানিং ট্রেন পেলে উঠে পড়ব তাতে। এমন সময় তোমরা আমার প্রাণরক্ষা করলে। তোমরা না থাকলে কী যেত হত, তা ভাবাও যায় না! অথচ ওই টার্গেটটা যদি মেলার ভিড়ে নিতাম, তা হলে ওই শয়তানটাও মরত, আমিও নজরে পড়তাম না।"

ট্রেন তখন কী একটা স্টেশনে এসে থেমেছে।

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই ঢুলছে তখন।

ভোম্বল বলল, "পটনা এসে গেল নাকি?"

সূরজ বলল, "আভি পটনা ক্যায়সে আয়ে গা? জেহানাবাদ আয়া।"

বেশিক্ষণ স্টপেজ নয়।

ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই একজন চা-ওয়ালা উঠল ট্রেনে। আকাশ তখনও ফরসা হয়নি। পঞ্চু ছাড়া সবাই এককাপ করে চা খেয়ে নিল। কী সুন্দর চায়ের টেস্ট। গাঢ় দুধের ঘন চা। খেয়ে বেশ মেজাজ এসে গেল।

চা খাওয়া শেষ করে বাবলু বলল, "পটনায় আমরা কোথায় থাকব? কোনও ভাল হোটেল বা লজের সঙ্গে চেনাজানা আছে তোমার?"

"অনেক, অনেক লজ পাবে। রাজধানী শহর। দেখবে কেমন জমজম করছে। তা ছাড়া ইচ্ছা করলে তোমরা আমার গরিবখানাতেও থাকতে পারো।"

বাবলু বলল, "আপত্তি নেই। তবে কিনা, দু'-দুটো বহিন আছে তো আমাদের সঙ্গে। বাথরুমের অসুবিধে হবে। তা ছাড়া ক'দিন থাকতে হবে পটনায়, তাই-বা কে জানে!"

সূরজ বলল, "ডোরা আজই মিলবে তোমাদের।"

বাবলুরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল প্রত্যেকের। বাবলু বলল, "তুমি আগে থেকেই এতটা জোর দিয়ে কী করে বলছ সূরজভাই?"

"আমার এক দোস্ত আছে, তার নাম পুনপুন।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই হেসে ফেলল এবার। বলল, "পুনপুন! সে আবার কী নাম?"

"পটনায় একটা নদী আছে। এমনিতে কোনও সময় জল থাকে না তাতে। কিন্তু বর্ষায় সে ভয়ংকর। ওই নদীর নামেই তার নাম। তা সেই পুনপুন হল পেশোয়ারির কদমকুঁয়ায় ফ্ল্যাটের চৌকিদার। ওরই মুখে শুনেছিলাম একটি মেয়েকে ওই ফ্ল্যাটে রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমার মনে হয় সেই মেয়েই ডোরা।"

"কিন্তু সে কি ডোরাকে তুলে দেবে তোমার হাতে?"

"সহজে দিবে না। লেকিন...।"

"লেকিন কী?"

"শোচনা পড়ে গা। পহলে পটনা তো আনে দো।"

পটনা এসেও গেল একসময়। রাইট টাইম। পাঁচটা পঞ্চাশ। হেমন্তের সকাল। অল্প-অল্প কুয়াশা আছে। আকাশ ভালভাবে ফরসা না হলেও অন্ধকার কেটে গেছে।

ওরা সবাই ট্রেন থেকে নামল।

সূরজ বলল, "তোমরা গেটের বাইরে যাও। আমি একজনের সঙ্গে একটু মুলাকাত করে আসছি।"

বিলু বলল, "তোমার তো টিকিট নেই, আমরা কি তোমার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটে আনব?"

"জরুরত নেহি। এখানে সবাই আমাকে চেনে।" বলে দ্রুত পা চালিয়ে গেল সূরজ।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা গেটে টিকিট জমা দিয়ে বাইরে এসে অপেক্ষা করতে লাগল ওর জন্য।

অনেক পরে একসময় সূরজ একটু হন্তদন্ত হয়েই ওদের কাছে এসে বলল, "তোমাদের একটু দেরি করিয়ে দিলাম, তাই না? খুব জরুরি একটা কাম ছিল। চলো আগে তোমাদের ভাল একটা লজে ঢুকিয়ে দিই।"

বাবলু বলল, "কদমকুঁয়ার কাছাকাছি কোনও লজ নেই?"

"থাকলেও উঠো না। আমি যে লজে তোমাদের নিয়ে যাব সেই লজের মালিক রামলাল, পেশোয়ারির রাইভাল আছে। বহোত দিনের পুরনো দুশমনি আছে ওদের মধ্যে। তাই ওই লজে থাকলে তোমরা খুবই নিরাপদে থাকবে।"

"বেশ, যা তুমি বলবে।"

সূরজের সঙ্গে ওরা সকলেই নেমে এল রাজপথে। এত সকালেও চারদিক তখন জমজম করছে। কত লোক, কত লোক। কী দারুণ ব্যস্ত শহর! শুধু সাইকেল, রিকশা, ঘোড়ার গাড়ি, অটো আর সেইসঙ্গে সহস্র জনতা। এত মানুষ যে কোথা থেকে এল, তা কে জানে?

ওরা স্টেশনের ডান দিকের ফুটপাথ ধরে খানিক এগিয়ে হোটেলে গিয়ে উঠল। বড় রাস্তার ধারেই হোটেল। নীচে বড় বড় দোকান। দোতলা, তিনতলা, চারতলা জুড়ে থাকার ব্যবস্থা। ওরা দোতলাতেই একটি পাঁচ শয্যার ঘর নিয়ে এল। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা খাট বিছানা। অ্যাটাচ্‌ড বাথ। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ভাড়া দেড়শো টাকা।

সূরজ ওদের হোটেলে পৌঁছে দিয়েই বিদায় নিল। বলল, "আমি আমার সামান্য কাজ-কাম কিছু সেরে আসি। তারপর ঘণ্টা দুই-তিনের মধ্যেই ফিরে আসব। তোমরা ইতিমধ্যে তৈরি থেকো। কেন না যা করবার তা খুব তাড়াতাড়িই করতে হবে। না হলে কখন যে অন্য কোথাও সরিয়ে দেয়, তা কে জানে?"

বাবলু বলল, "যা করলে ভাল হয় তাই করো ভাই। ভগবান সহায় তাই তোমার মতো দোস্ত পেয়ে গেছি।"

সূরজ চলে গেল।

বাবলুরাও একে একে বাথরুমে ঢুকল পেস্ট-ব্রাশ নিয়ে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে তরতাজা হওয়ার জন্য।

পটনা। প্রাচীন মগধ। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর রাজধানী। এখন বিহারের। ষোড়শ শতাব্দীতে শের শাহর হাতে যে শহরের গোড়াপত্তন হয়েছিল সেই শহরে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে অজাতশত্রু রাজত্ব করেছেন। রাজত্ব করেছেন সম্রাট অশোকও। তখন এর নাম ছিল পাটলিপুত্র। খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতকে ভগবান বুদ্ধও এসেছিলেন এখানে। এ এক সুপ্রাচীন জনপদ।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বাইরে বেরোবার জন্য রীতিমতো তৈরি হয়ে দোতলার বারান্দা থেকে চারদিক একবার দেখে নিল ভাল করে। তারপর নীচে নেমে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল স্টেশনের দিকে।

চারদিক তখন রোদে ঝলমল করছে। যেন স্বপ্নরঙিন উজ্জ্বল দিন। এতই মনোরম।

ওরা স্টেশনের সামনের দোকানগুলো থেকে একটি মনের মতো দোকান বেছে নিয়ে সেখানে বসে গরমাগরম কচুরি আর জিলিপি খেল পেট পুরে। এ ছাড়া খাবেটাই বা কী?

পঞ্চুও মনের আনন্দে তাই খেল।

তারপর সকলের জন্য ধূমায়িত গরম চা।

বাবলু পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "তোরও এক কাপ চলবে নাকি রে পঞ্চু?"

পঞ্চু একটু গা-ঝাড়া দিয়ে মুখে একটা আওয়াজ করল, "গোঁও-ও-ওউ।"

অর্থাৎ কিনা অত নেশা আমার নেই। তোমরা খাচ্ছ খাও। আমার প্রয়োজন হলে আমি কুঁই-কুঁই করে জানাব।

এখানে সুবৃহৎ একটি দেবমন্দির নজরে এল ওদের। কী চমৎকার! দেখে মনে হল মন্দিরের এক-একতলায় এক এক দেবতার অধিষ্ঠান। কত লোকজন আসছে, পুজো দিচ্ছে, দর্শন করছে। ওদেরও ইচ্ছে হল একটু ওপর-নীচ করে ঘুরে দেখে মন্দিরটা। কিন্তু এখন আর সে-সময় কই!

হঠাৎ ওদের চোখে পড়ল রাস্তার ওধারের একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সূরজভাই হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওদের।

ওরা তাই একটুও দেরি না করে সূরজের সঙ্গে মিলিত হল।

সূরজ বাবলুকে বলল, "তোমরা রেডি তো?"

"একদম।"

"চলো, তা হলে আর দেরি নয়। তবে একটা কথা, এইভাবে দলবল নিয়ে সকলের কিন্তু ওখানে যাওয়া চলবে না। ওই ফ্ল্যাটে আরও অনেক বাসিন্দা থাকলেও পেশোয়ারির ফ্ল্যাটে কড়া নজরদারি। ময়নিহান নামে একজন কেয়ারটেকার দূর থেকে নজর রাখে বাড়িটার দিকে। আর সশস্ত্র পুনপুন বসে থাকে দরজার কাছে। দরজায় চাবি লাগানো থাকে সবসময়। সেই চাবি ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া আর গন্ডারের খড়্গ ধরে টানাটানি করতে যাওয়া একই ব্যাপার। তা ছাড়াও এই সময় আশপাশে আরও দু'-চারজন আছে বাড়ি পাহারায়। যাদের আমি নিজেও চিনি না।"

"তা হলে উপায়? এই অবস্থায় কীভাবে অপারেশনটা হবে তা হলে?"

ভোম্বল বলল, "আমার মনে হয় এই ধরনের অতর্কিত আক্রমণের ঝুঁকি সন্ধের পরই নেওয়া ভাল।"

সূরজ বলল, "কিন্তু সময় নেই। আর একটুও দেরি করা চলবে না।"

"কারণটা কী?"

"কারণটা এই যে, আমার কাছে খবর আছে ওরা সন্ধের আগেই সরিয়ে দেবে মেয়েটাকে। এখন আমি যা বলি সেইমতো করো।" বলে সূরজ ফিসফিস করে কী যেন বলল সকলকে।

বাবলু বলল, "বেশ, যা তুমি বলবে! তবে পরের ব্যাপারটা আমাদের ওপর ছেড়ে দাও। তারপর...।" বলেই পঞ্চুর দিকে তাকাল বাবলু।

পঞ্চু একবার ওর শিরদাঁড়া টান করে আসন্ন যুদ্ধের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হল।

একটা অটো ডেকে ওরা তখনই চলল কদমকুঁয়ার দিকে। বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর এক জায়গায় অটো থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দূরের কয়েকটা ফ্ল্যাটের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল সূরজ, "উস তরফ দেখো।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তাকাল দারুণ আভিজাত্যপূর্ণ সেই ফ্ল্যাটবাড়িগুলোর দিকে।

"সমঝমে আয়া কুছ?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ।"

"বাঁয়া তরফ 'এ' ব্লক, ডাহিনা 'বি' ব্লক। ওই 'বি' ব্লকের ওপরতলার সাত নম্বর ঘরেই ডোরাকে রাখা আছে। লেকিন ওই ফ্ল্যাটের ধারেকাছে গেলেই বিপদ। তোমরা সবাই এখান থেকেই অলগ অলগ হয়ে যাও। পরে আমাদের প্ল্যানমাফিক কাম করো। দিনের আলোয় হয়তো ওরা খুব একটা সতর্ক নেই। তবু মার নেই সাবধানের।"

বাচ্চু আর বিচ্ছু, শেখানো-মতো নিজেদের মধ্যেই কথা বলতে বলতে সকলের আগে এগিয়ে চলল 'বি' ব্লকের দিকে।

ওদের দেখতে পেয়েই লালমুখ দানবাকৃতির একজন এগিয়ে এসে বাজখাঁই গলায় জিজ্ঞেস করল, "এই, কিধার যাতা?"

এই হল ময়নিহান। এখানকার কেয়ারটেকার এবং একজন প্রথম শ্রেণীর ক্রিমিন্যাল।

বাচ্চু-বিচ্ছু ময়নিহানের দিকে ফিরেও তাকাল না। তারা নিজেদের মধ্যেই কথা বলতে বলতে যেমন যাচ্ছিল, তেমনই এগিয়ে চলল।

ময়নিহান তেড়ে এল হাঁ হাঁ করে, "এ ছোকরি, কিধার যাতা?"

বাচ্চু একবার রাগত চোখে তাকাল ময়নিহানের দিকে। তারপর বলল, "আ গেল যা। আমরা যেখানেই যাই না কেন, তোমার তাতে কী?"

ময়নিহান বলল, "তুমকো পহলে কভি নেহি দেখা।"

বিচ্ছু বলল, "আভি দেখো। আমরা গুপ্তাজির ফ্ল্যাটে যাচ্ছি।"

ময়নিহান এবারে পিছু হটল। বলল, "ঠিক হ্যায়। উপর চলা যাও। সেকেন্ড ফ্লোর।"

"আমরা জানি।"

বাচ্চু-বিচ্ছু সাবলীল ছন্দে 'বি' ব্লকের ভেতরে ঢুকল।

গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে বাবলু, বিলু, ভোম্বল এতক্ষণ একদৃষ্টে লক্ষ করছিল বাচ্চু-বিচ্ছুকে। পঞ্চুও দারুণ সতর্ক হয়ে ঘন ঘন লেজ নাড়ছিল যে-কোনও মোকাবিলার জন্য। বাচ্চু-বিচ্ছু ব্লকের ভেতরে ঢুকতেই বিলু আর ভোম্বল পরিকল্পনামতো শুরু করল ওদের কাজ। হঠাৎ যেন কারও তাড়া খেয়ে দারুণ ভয় পেয়েছে এমনভাবে এলোমেলো গতিতে ছোটা শুরু করল। আর সেইসঙ্গে ভৌ-ভৌ ডাক ছেড়ে ওদের দিকে এমনভাবে তেড়ে গেল পঞ্চু যে, সেই অবস্থায় ওদের দেখলে যে কেউ মনে করবে রাস্তার একটা কুকুর বুঝি হঠাৎ খেপে গিয়ে তাড়া করেছে ওদের।

ওদের সেই অবস্থা দেখে ছুটে এল ময়নিহান। বিলু, ভোম্বল দৌড়ে গিয়ে তাকেই জাপটে ধরল।

পঞ্চুর অ্যাক্টিং তখন দেখে কে? সে সমানে হাঁকডাক ছেড়ে লম্ফঝম্ফ শুরু করে দিল।

ময়নিহানের চোখে-মুখেও তখন আতঙ্ক ফুটে উঠল। ভয়ে তার গলা দিয়ে যেন স্বর বেরচ্ছে না। তবু সে অতিকষ্টে বলতে লাগল, "হট, হট। হটো, হটো। তফাত যাও।"

কিন্তু পঞ্চু কি শোনার পাত্র? সে সমানে হাঁকডাক করে ভয় দেখায়।

সেই অবসরে কখন একফাঁকে টুক করে ভেতরে ঢুকে পড়েছে বাবলু। তার একটু পরেই যেন কুকুরের ভয়ে লুকোতে যাচ্ছে এমনভাবে ময়নিহানকে ছেড়ে বিলু, ভোম্বলও দৌড়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল ব্লকের ভেতর।

ময়নিহান তখন একা। অতএব পঞ্চু ওকে না কামড়ে সহজেই কোণঠাসা করে ফেলল। ময়নিহান ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দু'হাত জোড় করে বলতে লাগল, "আরে তুম হিঁয়াসে যাও বাবা। তুমকো বঢ়িয়া খানা খিলায়গা। আভি তুম ভাগো।"

ব্লকের বারান্দা থেকেও দু'-একজন তখন হুট, হ্যাট করছে পঞ্চুকে। পঞ্চু কিন্তু নির্বিকার।

এদিকে বিলু, ভোম্বল ভেতরে ঢুকেই কোলাপসিবল গেটটা টেনে দিয়েছে। বাবলু ওদেরই জন্য অপেক্ষা করছিল। হাতে সময় খুবই কম। তাই এক মুহূর্তও নষ্ট করা নয়। বাচ্চু-বিচ্ছু আরও একটু ওপরের দিকে ছিল। এবার সকলে মিলে একজোট হয়ে ছুটে ওপরে উঠল।

পুনপুন নামের সেই দুর্ধর্ষ লোকটা তখন সাত নম্বর ঘরের সামনে বসে খইনি ডলছিল। হঠাৎ পায়ের শব্দ পেয়ে উঠে দাঁড়াল সে। তারপর ওদের এইভাবে ওপরে উঠতে দেখে হাঁ হাঁ করে উঠল।

এই ব্লকের অধিকাংশ ফ্ল্যাটই তালাবন্ধ। ওনারশিপ ফ্ল্যাট। বাইরে বাইরেই থাকেন বেশিরভাগ বাসিন্দা। যাঁরা থাকেন তাঁদের কেউ কেউ বারান্দায় দাঁড়িয়ে পঞ্চুর কীর্তি দেখছেন, আর ওপর থেকেই তড়পাচ্ছেন। কেউ-বা দরজা বন্ধ করে ঘুমোচ্ছেন অথবা নিজেদের কাজেই মগ্ন। অতএব বাসিন্দাদের দিক থেকে কোনওরকম বাধা পাওয়ার সম্ভাবনা রইল না ওদের।

হতচকিত পুনপুনকে আরও একটু বিপাকে ফেলবার জন্য বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই দু'দিক থেকে জড়িয়ে ধরেছে তাকে।

পুনপুন চেঁচিয়ে উঠল, "ইয়ে ক্যা তামাশা হো রহা! কাঁহাসে আ গয়ী তুম?"

ওরা বলল, "আপনি আমাদের বাঁচান। একটা পাগলা কুকুরে তাড়া করেছে আমাদের।"

শুধু যে বাচ্চু-বিচ্ছু, তা তো নয়, সেইসঙ্গে বাবলু, বিলু আর ভোম্বলকে দেখেই মাথাগরম হয়ে উঠল পুনপুনের। সে দারুণ রেগে বলল, "সমঝ গয়া। উতরো, নীচে উতরো, ভাগো হিঁয়াসে।"

বিলু ততক্ষণে ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে চাবিটা। যেই না নেওয়া, পুনপুন অমনই ঝাঁপিয়ে পড়ল বিলুর ওপর।

ভোম্বলও তৈরি ছিল। সেও পুনপুনের ওপর লাফিয়ে পড়ে একটা হাত পেঁচিয়ে ওর গলায় এমন চাপ দিল যে, তা বলবার নয়। কিন্তু সূরজভাই যে বলেছিল, পুনপুনকে ঘাঁটানো আর গন্ডারের খড়্গ ধরে টানাটানি করতে যাওয়া একই ব্যাপার, সত্যিই তাই। কী অমানুষিক শক্তি ওর গায়ে! ঘোড়া যেমন গা-ঝাড়া দিয়ে পিঠের ওপর থেকে ফেলে দেয় সওয়ারিকে, ঠিক সেইভাবেই এক লহমায় ফেলে দিল দু'জনকে।

বাবলু এতক্ষণে ওর পিস্তলটা বের করল। সেটা ওর কপালে ঠেকিয়ে বলল, "চেল্লাও মাত। একদম চুপ রহো।"

খ্যাপা পুনপুন পিস্তল দেখে একবার একটু স্থির হয়ে গেল বটে, পরক্ষণেই বাবলুর মুখ লক্ষ্য করে মারল এক ঘুষি। মারল, তবে কিনা বাবলুর মুখে নয়, দেওয়ালের গায়ে। বাবলু জানে এইরকমই হবে, অথবা হতে পারে। তাই আক্রমণের আগের মুহূর্তে ও ধুপ করে বসে পড়তেই এই বিপর্যয়।

পুনপুনের ডান হাতের হাড় গুঁড়িয়ে গেল যেন। যন্ত্রণায় কেঁদে ফেলল সে। তবু আর একবার ঘটোৎকচের মতো ওদের আক্রমণ করবার চেষ্টা করতেই বিলু, ভোম্বল ওর পায়ের ফাঁকে পা গলিয়ে এমন টান দিল যে, সিঁড়ির ওপরের ধাপ থেকে নীচের ধাপে দড়াম করে পড়ে গেল সে। সামনের দিক থেকে মুখ থুবড়ে পড়েনি। তা হলে হয়তো হাত দিয়ে পড়ে যাওয়াটা খানিকটা আটকাতে পারত। কিন্তু পড়ল সে চিত হয়ে। যেন কালবৈশাখীর ঝড়ে একটা কলাগাছ পড়ল। মাথার পেছন দিকে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে কেমন যেন হয়ে গেল পুনপুন। সেই আঘাত সামলে ওঠা তো দূরের কথা, চোখে-মুখে এমন অন্ধকার দেখল যে, নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারল না সে। সিঁড়ির বাঁকের মুখে আটকে রইল তার দেহটা।

বাচ্চু-বিচ্ছু ততক্ষণে তালা খুলে ঢুকে পড়েছে ভেতরে। বাবলু, বিলু, ভোম্বলও ঢুকল। বিলু অবশ্য সজাগ দৃষ্টি রাখল দরজার দিকে।

কিন্তু এদিকে যে বিস্ময়ের পর বিস্ময়! ওরা ঘরে ঢুকে বন্ধ জানলা দরজার ঘরে আলো জ্বেলেই হাত, পা, মুখ বাঁধা অবস্থায় যাকে দেখতে পেল সে তো ডোরা নয়। সে হল চায়না।

পায়ের তলার মাটিটাও দুলে উঠল বুঝি! ওরা ভেবে পেল না এই অল্প সময়ের মধ্যে চায়না এখানে কী করে এল বা আসতে পারে!

এখন অবশ্য ভাবাভাবির সময় নয়। ওরা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে চায়নার বাঁধন খুলে দিলে দু' হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল চায়না। কালো মেয়ের কাজল কালো চোখ বেয়ে মুক্তোর বিন্দুর মতো অশ্রুর কণাগুলো ঝরে পড়তে লাগল।

বিস্মিত বাবলু বলল, "এ কী, তুমি! তুমি এখানে কী করে এলে?"

কান্নাজড়ানো গলায় চায়না বলল, "তার আগে বলো, তোমরা কি ম্যাজিক জানো? তোমরা কী করে টের পেলে আমি এখানে আছি?"

"আমরা জানিই না তুমি এখানে আছ বলে। তুমি যে কীভাবে এলে সেও তো বিস্ময়! আমরা এসেছিলাম ডোরাকে উদ্ধার করতে! ডোরা কোথায়?"

"জানি না। এমনকী দেখিওনি ওকে। আমি এই ঘরে আসার পর থেকে একাই আছি।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। আর এখানে থাকা নয়। একটু বেশি রকমের ঝুঁকি নেওয়া হয়ে গেছে। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না অবশ্য। ময়নিহানকে না মেরে এই ব্লকে ঢোকা অসম্ভব! সে-কাজটা বিনা রক্তপাতেই সম্ভব হয়েছে। পুনপুনকেও জব্দ করা গেছে অত্যন্ত কৌশলে। এখন ভালয় ভালয় পালাতে পারলে বাঁচি!"

চায়না বলল, "তা হলে ডোরা?"

"ওর ব্যাপারে নতুন করে ভাবতে হবে।" বলেই কী যেন ভেবে বাবলু বলল, "আপাতত পুনপুনকে এই

ঘরের ভেতর আটকে রাখা হোক। আর যদি ওর কথা বলার কোনও ক্ষমতা থাকে তা হলে ওকেই জিজ্ঞেস করা হোক ডোরা কোথায়?"

সকলে বলল, "দি আইডিয়া।"

বাচ্চু-বিচ্ছু চায়নাকে নিয়ে রইল। বাবলু, বিলু আর ভোম্বল কোনওরকমে ধরাধরি করে নিয়ে এল পুনপুনকে। পুনপুন তখনও সংজ্ঞাহীন না হলেও, সম্পূর্ণ শক্তিহীন।

বাবলু বলল, "আমরা পাঁচজন, তুমি একা। কেন অযথা গায়ের জোর দেখাতে গেলে? এখন তোমার যা অবস্থা তাতে ডাক্তার দেখানোর দরকার।"

পুনপুন কোনও কথা না বলে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওদের মুখের দিকে।

বাবলু বলল, "আমি কী বললাম, কিছু মাথায় ঢুকল? সমঝমে আয়া কুছ?"

পুনপুনের চোখে তখন ক্রোধের আগুন। তবু সে অতিকষ্টে বলল, "তুম সব বঙ্গাল কা পোলিশবালা লেড়কা?"

"শুধু লেড়কা কেন, লেড়কিও আছে আমাদের সঙ্গে। আমরা পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

"নিকাল যাও হিঁয়াসে।"

"যাব। সবাই যাব আমরা। তার আগে বলো ডোরা কোথায়? কোথায় লুকিয়ে রেখেছ তাকে?"

পুনপুন নিরুত্তর।

ভোম্বলের আর তর সয় না। পুনপুনের মাথাটা দুম করে মেঝের ওপর ঠুকে দিয়ে বলল, "মুখে কথা নেই কেন, অ্যাঁ?"

"ম্যায় ক্যা জানু?"

"তুমি এখানকার পাহারাদার। তুমি জানো না?"

বাবলু পিস্তলটা ওর কপালে ঠেকিয়ে বলল, "হয় বলো, না হলে কিন্তু আজই তোমার শেষ দিন। তোমাকে মেরে রেখেই যাব আমরা। আমাদের হাত থেকে তোমাদের কারও কিন্তু নিস্তার নেই।"

পুনপুন এবার অতিকষ্টে বলল, "ও চলি গীয়া।"

"ও কী নিজের থেকেই গেছে, না ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে?"

পুনপুন কী যেন বলতে গেল, কিন্তু বলতে পারল না। একটু একটু করে চোখদুটো বুজে আসতে লাগল তার। আসলে এত জোরে পড়েছে যে, এর পরে এইরকম হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু কোথায় গেল ডোরা? রহস্যের কোন ধোঁয়াশায় ঢেকে গেল সে? তার খবর কে দেবে?

এসব কথা এখানে দাঁড়িয়ে ভাবার সময় অবশ্য নেই। এখন যেভাবেই হোক পালাতে হবে এখান থেকে।

নীচে তখন হইহই করছে লোক।

পঞ্চুর আক্রমণের হাত থেকে ময়নিহানকে রক্ষা করবার জন্যও চেষ্টা করছে কিছু লোক। কিন্তু মুশকিল হল পঞ্চু ময়নিহানকে দেখে যেমন তড়পাচ্ছে, অন্য লোকদের দেখে তেমনই কসরত করছে। কখনও দু' পায়ে চলছে, কখনও ডিগবাজি খাচ্ছে, কখনও ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে। তাই ওর কীর্তি দেখে মজাও পাচ্ছে কিছু লোক।

একজন বাঙালি ভদ্রলোক কোথা থেকে এসে ময়নিহানকে বলতে লাগলেন, "দেখেছ তো, জহুরি জহর চেনে। যেমন তুমি, তেমনই ঠিক পাল্লায় পড়েছ। এত লোক থাকতে কুকুরটা তোমাকেই বেছে নিল শেষ পর্যন্ত!"

বাবলুদের এখন এসব দেখবার বা শোনবার মন নেই। পরিকল্পনামতো ওরা দোতলায় এসে পেছনদিকের বারান্দায় গেল। তারপর বাচ্চুর হাত থেকে ওদের সঙ্গে আনা নাইলনের ফিতেটা গ্রিলে বেঁধে ঝুলিয়ে দিতেই বাচ্চু, বিচ্ছু আর চায়না সেটার সাহায্যে নীচে নেমে গেল।

একটু দূরে একটা লাইটপোস্টের নীচে অপেক্ষা করছিল সুরজ। ওদের দেখে হাত নাড়তেই বাবলু ফিতেটা গুটিয়ে বিলু, ভোম্বলকে নিয়ে নীচে এল। তারপর তিরবেগে ছোটা শুরু করতেই পঞ্চুও ভৌ ভৌ ডাক ছেড়ে পিছু নিল ওদের। ভাবটা এই, যেন ময়নিহানকে ছেড়ে তাড়া করেছে ওদেরই।

ময়নিহান এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তারপর হঠাৎ কী মনে হতেই ব্লকের মধ্যে দ্রুতপায়ে ঢুকে পড়ল ও।

বাবলুরা পঞ্চুকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে একেবারে বড় রাস্তায় এসে থামল। তারপর একটা অটো নিয়ে সোজা ডলফিনে। হোটেল ডলফিন। ওদের নিরাপদ আস্তানা।

ওরা আসার একটু আগেই বাচ্চু, বিচ্ছু আর চায়নাও এসেছে। ওদের ঘরের সামনে সিঁড়িতে বসে হাঁফাচ্ছে ওরা।

বাবলু ওদের অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করল, "সবাই ঠিক আছিস তো? কারও কোনও অসুবিধে হয়নি?"

"না।"

"সূরজ কোথায়?"

বাচ্চু বলল, "সে আমাদের এখানে পৌঁছে দিয়েই চলে গেছে। বলে গেছে সে না আসা পর্যন্ত আমরা যেন কোথাও না যাই।"

বাবলুরা ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। তারপর পিয়ানো সুইচের ডোর-বেল টিপে একজন বেয়ারাকে ডাকিয়ে ছ' কাপ চায়ের অর্ডার দিল।

বেয়ারা চলে গেলে চায়নাকে নিয়ে পড়ল ওরা।

চায়না বলল, "এক মিনিট। আগে একটু ফ্রেশ হয়ে নিই।" বলে ওদের কাছ থেকে টুথপেস্ট চেয়ে হাতের আঙুলে করে দাঁত মাজতে মাজতে বাথরুমে ঢুকল। একটু পরেই তরতাজা হয়ে বেরিয়ে এসে লুটিয়ে পড়ল বিছানায়।

বেলা এখন দশটা।

এত তাড়াতাড়ি যে অভিযানটা সাকসেসফুল হবে, তা কেউ ভাবতে পারেনি ওরা!

বেয়ারা এসে ট্রে-তে করে চা আর কেক দিয়ে গেলে তাই খেতে খেতেই বাবলু বলল, "এখন বলো তো চায়না, তুমি এখানে কীভাবে এলে? এদের খপ্পরেই বা পড়লে কী করে?"

চায়না মাথা নত করে বলল, "তোমার কথা না শুনে আমার নিজের বিপদ আমি নিজেই ডেকে এনেছি বাবলু।"

"অর্থাৎ আমি অত করে বারণ করা সত্ত্বেও তুমি আমাদের সি-অফ করতে হাওড়া স্টেশনে এসেছিলে।"

"ঠিক তাই।"

"তারপর? বলো এবার কীভাবে কী হল?"

"বলছি শোনো। তুমি বারণ করা সত্ত্বেও আমি সন্ধের সময় বাড়ি থেকে লুচি, আলুর দাম আর সন্দেশের প্যাকেট নিয়ে হাওড়া স্টেশনে এসেছিলাম তোমাদের খোঁজে। ভেবেছিলাম যত ভিড়ই হোক না কেন, তার ভেতরেই ঠিক খুঁজে বের করে চমকে দেব তোমাদের। তার জায়গায় ফল হল উলটো। অর্থাৎ কিনা আমি নিজেই ধরা পড়ে গেলাম ওদের হাতে।"

"তার মানে আমার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হল।"

"তোমাকে অমান্য করেই আমার এই দুর্দশা। আমি যখন এ প্ল্যাটফর্ম ও প্ল্যাটফর্ম করে এ-গাড়ি সে-গাড়ি খুঁজছি তোমাদের, ঠিক সেই সময় একজন এসে বলল, 'কী ব্যাপার! এমন করে কাকে খুঁজছ?' আমি বললাম, 'আপনি কি কোনও ছেলেমেয়েকে কালো রংয়ের একটা কুকুর নিয়ে এদিকে আসতে দেখেছেন?' লোকটি বলল, 'ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই তো, এই গাড়িতেই উঠেছে ওরা। সামনের দিকে, ফার্স্ট ক্লাসে আছে। এসো আমার সঙ্গে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।' আমি লোকটিকে বিশ্বাস করে ওর সঙ্গে এগিয়ে গেলাম। তারপর তারই দেখিয়ে দেওয়া একটি প্রথম শ্রেণীর বগিতে যেই না উঠেছি, অমনই দু'জন লোক আমাকে একটা কূপে-এর মধ্যে টেনে নিয়ে আমার নাকে একটা রুমাল চেপে ধরল। বুঝতেই পারছ সেই রুমালে ক্লোরোফর্ম মাখানো ছিল। ফলে সামান্য একটু ধস্তাধস্তির পরই জ্ঞান হারালাম আমি।"

বাবলু বলল, "আমি জানতাম এইরকমই হবে। আমার কথা না শোনার ফল এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছ তো? যদি আমরা ডোরার খোঁজে ওখানে না যেতাম, তা হলে তোমার অবস্থাটা কী হত একবার ভেবে দেখেছ? ওরা যে তোমাকে কোথায়, কার কাছে বেচে দিত, তা কে জানে? একেই বলে ভগবানের দয়া। কিন্তু ডোরা? ডোরার কী হল?"

বিলু বলল, 'তুমি যখন এখানে এলে, মানে ওরা যখন তোমাকে নিয়ে এল, ডোরা তখন ছিল না?"

"কেউ ছিল না। আরও বলি শোনো, আমরা যখন পটনা স্টেশনে এসে পৌঁছলাম তখনও অন্ধকার ছিল।"

বাবলু বলল, "তার মানে তোমরা অমৃতসর মেলে রাইট টাইমেই এসেছ।"

"না। ওরা বলছিল পঞ্জাব মেল।"

"ওই হল। অমৃতসর মেলকেই পঞ্জাব মেল বলে।"

"যাই হোক, ওরা আমার নাকে আবার সেই ক্লোরোফর্ম দেওয়া রুমাল চেপে আমাকে একটা স্ট্রেচারে

শুইয়ে স্টেশনের বাইরে এনে একটা গাড়িতে ওঠাল। আমি তখন সজ্ঞানে। তাই নাকে রুমাল চেপে ধরার সময় দম বন্ধ করে ছিলুম। ক্লোরোফর্ম শুঁকিনি। ওরা আমাকে নিয়ে এসে হাত, পা, মুখ বেঁধে একটা ঘরের মধ্যে চাবি দিয়ে রাখল। তারপর তোমরা আমাকে উদ্ধার করলে।"

ভোম্বল বলল, "সেই আসতেই হল তোমাকে, তবে কিনা নাটকীয়ভাবে। আগে এলে বেড়ানোর মজাও পেতে, এত কষ্টও হত না।"

বিচ্ছু এতক্ষণে বলল, "তুমি কি বেড়ানোর মজা পাচ্ছ ভোম্বলদা? বলিহারি তোমাকে!"

ভোম্বল সে-কথা কানেও না নিয়ে চায়নাকে বলল, "এবারে নিশ্চয়ই ভয়টা ভেঙেছে তোমার?"

চায়না বলল, "ভেঙেছে মানে? এখন আমি ক্ষিপ্ত আগ্নেয়গিরি। এত রেগে আছি যে, মনে হচ্ছে আর-একটু কিছু হলেই ভেতরের লাভাগুলো গলগল করে বেরিয়ে আসবে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই বলল, "শাবাশ! ডোরার বন্ধু তুমি। তোমার কি ঘুমিয়ে থাকলে চলে?"

চায়না বলল, "ঘুম আমার ভেঙেছে। এখন আমি জেগেছি।"

বাবলু বলল, "শুনে সুখী হলাম। তা যে অবস্থায় তোমাকে আমরা উদ্ধার করলাম বা যা শুনলাম তোমার মুখে, তাতে মনে হচ্ছে কাল থেকে পেটেও কিছু পড়েনি তোমার?"

চায়না বলল, "কিচ্ছু না। কাল থেকে নিরম্বু উপবাসে আছি বলতে পারো।"

ভোম্বল ফুট কাটল, "কাল রাত থেকে।"

"ওই হল। তোমাদের জন্য নিয়ে আসা আমার খাবারগুলো ওরাই খেয়েছে। আর আমি সারারাত না খেয়ে আছি। এমনকী সকালেও কিছু খেতে দেয়নি আমাকে।"

বাবলু-ভোম্বলের দিকে তাকাল।

ভোম্বল বলল, "নীচের একটা দোকানে বেশ গরমাগরম হালুয়া তৈরি হচ্ছে দেখে এসেছি।"

বাবলু বলল, "নিয়ে আয়।"

শুধু বলার অপেক্ষা। চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল ভোম্বল।

বিলু বলল, "আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না, ওই লোকগুলো কি আমাদের এই কাহিনীকে জমিয়ে তুলবার জন্যই অমন একটা গুরুত্বপূর্ণ গাড়ির ফার্স্ট ক্লাসে রিজার্ভ করে রেখেছিল? ওরা কি জানত চায়না স্টেশনে আসবে? ওরা কি জ্যোতিষী?"

বিচ্ছু বলল, "সত্যি, ওরা কী করে টের পেল বলো তো চায়না স্টেশনে আসবে অথবা আসতে পারে?"

বাচ্চু বলল, "ধরো যদি ও না-ই আসত?"

বাবলু হেসে আয়েশ করে একটা বালিশ টেনে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে বলল, "আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এইরকম। 'লূতাতন্তু' জানিস?"

সবাই বলল, "সে আবার কী জিনিস?"

বাবলু বলল, "লূতাতন্তু হচ্ছে মাকড়সার জাল। পেশোয়ারিলালের দুষ্টচক্র এই ডিভিশনের মধ্যে মাকড়সার জালের মতো একটা জাল পেতে রেখেছে, হাতের কাছে শিকার পেলেই ধরবার জন্য। প্রতিটি দূরপাল্লার ট্রেনেই সংরক্ষিত কামরায় কিছু কোটা থাকে। দুর্গাপুর, আসানসোল, ঝাঁঝা, পটনা ইত্যাদির। ওদের লোকেরা সেইরকমই কোটার গাড়িতে ওদের যাতায়াতের একটা ব্যবস্থা করে রাখে। শিকার এলে ভাল, না এলে বয়েই গেল। মোট কথা, যাতায়াত ওদের চলে। ফলে ওরা এইসব লাইনে এমনই পরিচিত যে, কেউ ওদের ঘাঁটায় না।"

বাচ্চু বলল, "তা যদি হয়, তা হলে ডোরাকে ওরা ওইভাবে খড়্গপুর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কেন?"

"তার কারণ, ডোরার অপহরণের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। তাই পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যই এই কাজ করেছিল ওরা।"

বাচ্চু বলল, "তা হলে কি বলতে চাও চায়নার বাবা-মা ওর ব্যাপারে পুলিশকে জানায়নি?"

"নিশ্চয়ই জানিয়েছে। কিন্তু চায়নাকে যে দুষ্কৃতীরা পটনায় নিয়ে আসবে তা হয়তো কেউ ভাবেনি। পুলিশ হয়তো হাওড়া স্টেশনে কিংবা শহরের মধ্যেই তোলপাড় করছে।"

চায়না বলল, "সে যাই হোক, আমার নিয়তিই আমাকে এখানে আনিয়েছে। তোমাদের অজস্র ধন্যবাদ যে, তোমরা আমাকে বাঁচিয়েছ। এখন দয়া করে তোমরা আমার বাড়িতে একটা খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করো।"

বাবলু বলল, "অবশ্যই। আমি এক্ষুনি ফোন করছি আমাদের বাড়িতে। আমার বাবাকে ফোনে বলছি

তোমার কথা। উনিই তোমার বাড়িতে খবর পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।"এই বলে চায়নাকে নিয়ে ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে হাওড়ার লাইন চাইল।

প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পর লাইন যখন পাওয়া গেল, তখন বাবলুর বাবাই ধরলেন ফোনটা। বাবলু চায়নার ব্যাপারে সব কিছু বলে ওদের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে একটা খবর পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে বলল। তারপর ওখানকার থানাকেও জানিয়ে দিতে বলল ব্যাপারটা।

একটু পরে ভোম্বল হালুয়া নিয়ে ফিরে এলে তাই খেতে খেতেই ডোরার ব্যাপারে কী করা যায়, সেই নিয়ে আলোচনা করতে লাগল ওরা। সূরজ কখন আসবে কে জানে? এখন ওরই জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষা করতে হবে ওদের। সত্যি, মানুষটা বড় ভাল। ওর ঋণ শোধ করতে পারবে না ওরা। ও না থাকলে ওরা জানতেই পারত না কদমকুঁয়ার কথা। আর কদমকুঁয়ায় না পৌঁছলে কখনওই সম্ভব হত না চায়নাকে উদ্ধার করা।

॥ ৮ ॥

পটনা শহরটা একটু ভাল করে ঘুরে দেখার খুবই ইচ্ছে ছিল ওদের। কিন্তু হল না। এক তো ডোরাকে উদ্ধার করবার তাগিদ, তার ওপর সূরজভাই-এর প্রতীক্ষা, এই দু'রকম উৎকণ্ঠায় ওরা লজের বাইরে যেতে পারল না কোথাও।

ওরা যখন সূরজের প্রতীক্ষায় হানটান করছে, ঠিক সেই সময় হঠাৎ একটি ছেলে এসে বাবলুকে বলল, "বাবলু কৌন হ্যায়? এক বাবা নীচে বুলাতা। জলদি আ যাও।"

"বাবা! কোন বাবা!" পাণ্ডব গোয়েন্দারা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর বাবলুই সবাইকে অপেক্ষা করতে বলে নেমে এল নীচে। বলা বাহুল্য পঞ্চুও পিছু নিয়ে এল ওর।

লজের বাইরে রাস্তার ফুটপাথে ছাইভস্ম মাখা জটাজূটধারী এক সাধুবাবা দাঁড়িয়ে আছেন। বাবলু কাছে যেতেই সাধুবাবা একদৃষ্টি ওর দিকে তাকিয়ে কী যেন ইঙ্গিত করলেন।

বাবলু সবিস্ময়ে সাধুবাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "এ কী সূরজভাই! হঠাৎ এমন ছদ্মবেশের কারণ?"

ছদ্মবেশী সূরজ চোখের ইশারায় বাবলুকে চুপ করতে বলল। তারপর ওর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে যা বলল, তার অর্থ হল এই, ও হঠাৎই জানতে পেরেছে ধনীরামের লোকেরা ওকে মারবার জন্য এখানেও পৌঁছে গেছে। এমনকী ওর বাড়িতেও হানা দিয়েছিল ওরা। ভাগ্যক্রমে আবারও বেঁচে গেছে ও। তাই ও-ও চরম প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য রীতিমতো তৈরি হয়েই এই ভেক নিয়েছে। এখন বাবলুকে যা যা বলার তা বলবার জন্যই ওর এখানে আসা।

বাবলু ওর মুখে সব শুনেই পরিকল্পনার ছক কষল। তারপর চাপা গলায় দু'-চার কথা বলার পরই তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল বাবলু।

বিলু বলল, "ব্যাপার কী! কে ডাকছিল রে?"

বাবলু বলল, "পরে বলব। সবাই রেডি হ। এক্ষুনি রওনা হতে হবে আমাদের।"

ভোম্বল বলল, "তা না হয় হল। দুপুরের খাওয়াদাওয়া? বেলা তো অনেক হয়েছে।"

"সব হবে। এখন যেখানে যাওয়ার জন্য এসেছি সেখানেই যাই চল।"

বিলু বলল, "সূরজভাই এসেছিল বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

ওরা কেউ আর কোনও কথা না বলে ওদের জিনিসপত্তর নিয়ে ডলফিন লজের বাইরে এল।

স্টেশন খুব কাছেই। ওরা পায়ে পায়ে স্টেশনের পাশে যে অটোস্ট্যান্ড আছে সেখানে গেল। অটো, ট্রেকার, জিপ, প্রাইভেট, ট্যাক্সি সব কিছুই আছে এখানে। এখন তো মেলার সময়। তাই যাত্রীর ভিড় খুব। চারদিকে "হাজিপুর, হাজিপুর" রব। কত, কত যাত্রী। ওরা ছ'জন। তার ওপরে পঞ্চু। কাজেই এভাবে যাওয়া কখনও সম্ভব নয় বলে একটা প্রাইভেট গাড়িরই ব্যবস্থা করে নিল ওরা। রফা হল হাজিপুরে পৌঁছে দেবে দেড়শো টাকায়।

ড্রাইভার বাঙালি। তাই মনের মতন যাত্রী পেয়ে খুব খুশি। বলল, "তোমরা নিশ্চয়ই শোনপুরের মেলা দেখতে যাচ্ছ? কিন্তু মালপত্তর নিয়ে কেন? ওখানে তোমরা থাকবে কোথায়?"

বাবলু বলল, "অতবড় মেলায় কি থাকার অভাব? যেখানেই হোক থেকে যাব।"

"অসম্ভব! গাছতলায় পড়ে থাকতে হবে। কিন্তু এই ঠান্ডায় তা তোমরা পারবে না। এমনকী হাজিপুরেও থাকার কোনও জায়গা নেই। প্রচুর লোক এসে গেছে। আসবে নাই-বা কেন? সারা ভারতের বৃহত্তম মেলা এটা।"

বিচ্ছু বলল, "কুম্ভমেলার চেয়েও বড়?"

ড্রাইভার বলল, "কুম্ভমেলা তো আমি দেখিনি মা। তবে সে হল বারো বছর অন্তর। কিন্তু এ যে প্রতি বছরের মেলা। যেমন তোমাদের ওখানকার গঙ্গাসাগর।"

বাবলু বলল, "তা হলে?"

"আমার মনে হয় তোমরা এখানেই কোনও হোটেলে বা লজে থেকে যাও। কেন না সবাই তাই করে।"

বাবলু কিছুক্ষণ স্থিরভাবে কী চিন্তা করে বলল, "আচ্ছা, আপনি এক কাজ করুন। আমাদের হাজিপুরে নয়, শোনপুরেই পৌঁছে দিন। কেন না ওখানে আমাদের থাকবার মতন একটা ঠেক আছে।"

"তা হলে তো কথাই নেই। তা ছাড়া হাজিপুর থেকে শোনপুরে যেতে গেলে আবার তোমাদের অটো কিংবা জিপ করতেই হবে।"

বাবলুরা সবাই মোটরে ঢুকে বসল। পেছন দিকে চারজন। সামনে দু'জন। বাবলু আর বিলু। পঞ্চু রইল সামনের দিকে। বাবলুর কাছেই।

ভোম্বল বলল, "আমাদের খাওয়া-দাওয়াটা?"

বাবলু বলল, "হবে রে বাবা, হবে।"

ড্রাইভার বলল, "তোমরা খাওয়া-দাওয়া করোনি বুঝি? চলো তোমাদের ভাল কোনও হোটেলে নিয়ে যাই। অমনই আমিও খেয়ে নেব দুটো।"

বাবলু বলল, "বেশ তো। আজ তা হলে আপনি আমাদের অতিথি। ভাল দেখে একটা হোটেলের সামনে আপনি গাড়ি দাঁড় করান, আমরা সবাই একসঙ্গে তৃপ্তি করে খেয়ে নিই।"

"খুব ভাল কথা।"

পটনা শহরের প্রশস্ত রাজপথ ধরে গাড়িটা এদিক-সেদিক ঘুরে বড় একটি হোটেলের সামনে দাঁড়াল। ওরা সবাই ভেতরে ঢুকে মাংস-ভাতের অর্ডার দিয়ে যখন গুছিয়ে বসেছে, সেই সময় দেখল মূল্যবান চুড়িদার পরা এক অসাধারণ সুন্দরী তরুণী একটি মারুতি গাড়ি থেকে নেমে হোটেলের ভেতরে ঢুকল।

তরুণীকে দেখে হোটেলের ম্যানেজার থেকে বেয়ারা সবাই কেমন যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সেলাম জানাতে লাগল সবাই।

তরুণী ধীর গতিতে হাসি হাসি মুখে ভেতরে ঢুকে বাবলুদের ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে খুবই সৌজন্যের হাসি হেসে বলল, "তুমি এখন কার গাড়ি চালাচ্ছ রবিন?"

ড্রাইভার বলল, "আমি এখন অর্জুন সিং-এর কাজ করছি। প্রাইভেট গাড়ি চালাচ্ছি এখন। আপনি ভাল আছেন তো দিদিমণি?"

"ভাল আছি।" তরুণী হেসে ভেতরে ঢুকে গেল। তাঁর প্রিয় খাদ্য-তালিকা এই হোটেলের সকলেরই জানা। তাই সর্বাগ্রে তাঁর খানা তৈরি করে নিয়ে গেল বেয়ারারা।

তারপর বাবলুদের টেবিলে এল ওদের নির্দেশমতো মাংস-ভাত। সঙ্গে শশা, পেঁয়াজের স্যালাড।

বাবলু খেতে খেতেই জিজ্ঞেস করল, "উনি কে রবিনদা? এঁরা ওঁকে এত খাতির করছে কেন?"

রবিনদা বলল, "যেতে যেতে বলব। এখন খেয়ে নাও।"

বাবলুরা কৌতূহল দমন করে খেয়ে যেতে লাগল। ওদের খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই বিদায় নিল তরুণী। তারপর হোটেলের সামনে রাখা মারুতি নিয়ে উধাও।

বাবলুরা চটপট খেয়ে নিয়ে খাবারের বিল মিটিয়ে আবার গাড়িতে এসে বসল।

গাড়ি ছুটে চলল হাজিপুরের দিকে। ভরপেট মাংস-ভাত খেয়ে ড্রাইভার খুব খুশি। আপন মনেই স্টিয়ারিং ধরে শিস দিতে লাগল তাই।

বাবলু বলল, "রবিনদা, আপনি যে তখন বললেন যেতে যেতে বলব, তা এবার বলুন তো কে উনি? কেন ওঁকে অত খাতির করল সকলে?"

রবিনদা বলল, "উনি হলেন এই হোটেলের মালিকের মেয়ে। নাম লীনা। কত ভদ্র, কত ভাল। অথচ ওঁর বাবা, কী আর বলব ভাই তাঁর সম্বন্ধে! ওরকম খারাপ লোককে ধরিত্রীমাতা কী করে যে ধারণ করে আছেন, তা ভাবলেও বিস্ময় লাগে!"

"বলেন কী! কী নাম বলুন তো?"

"থাক। যাত্রাকালে ওই অযাত্রার নাম করে আর কাজ নেই। তা ছাড়া ওইসব লোকের ব্যাপারে আলোচনা না করাই ভাল।"

বাবলু হাসতে হাসতে বলল, "পেশোয়ারিলাল নয়তো?"

রবিনদা সশব্দে ব্রেক কষে বলল, "তোমরা কী করে জানলে?"

বাবলু বলল, "কে না জানে? উনি স্বনামধন্য মানুষ। তা আপনার সঙ্গে ওঁদের পরিচয়?"

"আগে আমি ওঁদের গাড়ি চালাতাম। একবার একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করি। সেই থেকেই ওঁরা আমাকে ছুটি দিয়েছেন।"

"এই সামান্য অপরাধেই?"

"বড়লোকের খেয়াল ভাই। দরকার পড়লে দু'-এক বছর বাদে আবার হয়তো একদিন নিজের থেকেই ডেকে নেবে।"

গাড়ি আবার চলতে লাগল।

বাবলু একবার আড়চোখে বিলুকে দেখে পেছনদিকে তাকিয়ে দেখে নিল সবাইকে। ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, চায়না সবাই নীরব।

দেখতে দেখতে ওরা পটনার কাছে ভারতের দীর্ঘতম গঙ্গার সেতুতে উঠে পড়ল। যতদূর চোখ যায় শুধু গঙ্গায় চরা। ঘন কলাবন। মাঝে মাঝে জলের প্রবাহ। সে কী নয়নাভিরাম দৃশ্য চারদিকে!

রবিনদা বলল, "এই সেতুটার নাম কী জানো? মহাত্মা গান্ধী সেতু। এটি দশ কিলোমিটার লম্বা। এতবড় সেতু সারা ভারতে আর কোথাও নেই।"

বাবলু বলল, "আমার ধারণা ছিল দক্ষিণ ভারতে ত্রিচিনাপল্লীর কাছে কাবেরী নদীর সেতুই দীর্ঘতম।"

"সেটা আগে ছিল। কিন্তু পটনা থেকে হাজিপুরের এই সেতু তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। আগে শোনপুর, ছাপরা, বৈশালী এইসব জায়গায় যাওয়ার জন্য লোকে মহেন্দ্রুঘাটে নেমে স্টিমার অথবা নৌকোয় গঙ্গা পার হয়ে পহলেজা ঘাটে যেত, এখন এখান দিয়েই যাতায়াত করে সবাই।"

বাবলু বলল, "ভাগ্যে এই পথে এলাম! যদি হাওড়া থেকে অন্য ট্রেনে চেপে শোনপুর অথবা হাজিপুরে নামতাম, তা হলে তো এই দৃশ্য দেখতে পেতাম না!"

দ্রুতগামী ট্যাক্সিতেও সেতু পার হতে অনেক সময় লাগল ওদের। ওপারে যেখানে এসে পৌঁছল ওরা, সেই জায়গাটাই হাজিপুর। শোনপুরের মেলার ভিড় সেখানেও যেন উপচে পড়ছে। টাঙ্গা, ট্যাক্সি, অটো আর জিপের ছড়াছড়ি। সবার মুখেই শুধু 'শোনপুর, শোনপুর' রব।

রবিনদা সেই ভিড় কাটিয়ে এক চমৎকার কৌশলে ট্যাক্সিটাকে হাজিপুর স্টেশনের পাশ দিয়ে নিয়ে চলল শোনপুরের দিকে। খানিক যাওয়ার পরই সে কী দারুণ ট্র্যাফিক জ্যাম! রীতিমতো বিপত্তি যাকে বলে। জ্যামের কারণ অবশ্য আছে। হাজিপুর থেকে শোনপুর যেতে গেলে মাঝখানে শোন গণ্ডকির পুল পার হতেই হবে। ইংরেজ আমলের তৈরি একটি সরু পুলই পারাপারের একমাত্র অবলম্বন। সেখানে ট্র্যাফিক রেগুলেট করবার জন্য পুলিশ থাকলেও তারা কিন্তু সত্যিই অসহায়।

যাই হোক, অনেক বিলম্বের পর ওরা যখন পুল পার হয়ে শোনপুরে পৌঁছল, তখন দেখল মেলায় লোক গিজগিজ করছে। জমজমাট চারদিক। ঘোড়ার পিঠে চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘোড়ার মালিকরা। সেইসব ঘোড়ার চেহারাই আলাদা। কত হাতি ঘুরছে প্রশস্ত রাজপথে। মাহুতরা হাতি দেখিয়ে পয়সা আদায় করছে লোকজনের কাছ থেকে। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও এই বর্ণময় পরিবেশে রং-বেরঙয়ের পোশাক পরা মানুষের স্রোতের ধারে সব কিছু দেখতে দেখতে ট্যাক্সি থেকে নামল।

ওরা যখন পকেট থেকে টাকা বের করে ট্যাক্সির ভাড়া মেটাচ্ছে তেমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে যেন ভীমদর্শন দু'জন লোক মোটরবাইকে চেপে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর অত ভিড়েও পাক খেয়ে একবার একটু হারিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে একটি পানের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে দূর থেকে লক্ষ করতে লাগল ওদের।

বাবলু আড়চোখে একবার এমনভাবে তাকাল ওদের দিকে, যার অর্থ হয় শুধু তোমরা নয়, আমরাও নজরে রাখছি তোমাদের।

রবিনদার সঙ্গে দেড়শো টাকায় রফা হয়েছিল হাজিপুর পর্যন্ত, যেহেতু ওরা শোনপুরে এল তাই পুরোপুরি দুশো টাকাই দিল রবিনদাকে। টাকা পেয়ে দারুণ খুশি রবিনদা। টাকাটা পকেটে রাখতে রাখতে বলল, "দেখছ তো মেলার অবস্থা তাও আমি অন্য পথে তোমাদের নিয়ে এসেছি। আসল জায়গায় নো-এনট্রি।"

চায়না এতক্ষণে ঠোঁট নাড়ল। বলল, "এ যা ভিড় দেখছি এখানে, একবার ছাড়াছাড়ি হলে তো কেউ কাউকে খুঁজে পাবে না।"

রবিনদা বলল, "তবু তো মেলা থেকে আমরা অনেক দূরে আছি। ভেতরে একবার ঢোকো, তারপরে বুঝবে! কিন্তু এখানে তোমাদের ঠিকানা?"

বাবলু বলল, "পহলেজা বল্লিটোলা। অগিন রায়ের বাড়ি।"

"ওটা তো দুধওলাদের গ্রাম।"

"অগিন রায় আমাদের দুধওয়ালা।"

"আমি একবার গিয়েছিলাম ওই গ্রামে। এই বাঁদিকের রাস্তা ধরে দু' কিলোমিটার গেলেই ওদের গ্রাম। তোমরা ওইখানে আশ্রয় নিয়েই মেলা ঘুরতে পারবে।"

বাবলু বলল, "আমরা তো শুধু মেলা দেখতে আসিনি, আরও অনেক কিছুই দেখতে চাই। আর সেজন্য চাই আপনার সাহায্য। আপনার ট্যাক্সিতেই ঘুরব আমরা। যেহেতু আপনি বাঙালি, তাই আপনাকে পেলে আমাদের সুবিধে হয় খুব।"

রবিনদা কিছু বলার আগেই সেই ভীমদর্শন লোকদুটি পান চিবোতে চিবোতে অত লোকের ভিড়েও পাশ কাটিয়ে ঝড়ের বেগে মোটরবাইকটা নিয়ে একেবারে ওদের সামনে এসে ব্রেক কষল।

বাবলু একবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল লোকদুটোকে। তারপর বলল, "কিছু বলবার আছে তোমাদের?"

ওরা বাবলুর কথার কোনও উত্তরই দিল না।

রবিনদাও কেমন যেন চোখে তাকাল ওদের দিকে।

বাবলু রবিনদাকে বলল, "এদের চেনেন?"

এতক্ষণে দু'জনের একজন বলল, "কৌন নেহি পয়ছান্তা হ্যায় হামলোগনকো? হামলোগনকো নাম-সে ইলাকা কাঁপতা হ্যায়।"

বাবলু বলল, "বুঝেছি। পেশোয়ারিলালের হয়ে কাজ করতে এসেছ তোমরা। তবে জেনে রেখো, খুব একটা সুবিধের হবে না। একজনকে উদ্ধার করেছি, আর-একজনকেও করব। ভাল চাও তো এখনও কেটে পড়ো।"

লোকদুটো খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই হাসল, "হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ।"

বাবলু বলল, "হাসি বেরোবে তোমাদের! কাউকে ছাড়ব না আমরা।"

রবিনদা এবার ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, "ব্যাপারটা কী?"

বাবলু বলল, "পরে সব বলব আপনাকে। এখন এই লোকদুটোকে এখান থেকে চলে যেতে বলুন।"

রবিনদা বলল, "গোবর্ধন! এরা কিন্তু অনেকদূর থেকে এখানে এসেছে। তুমি আর কাল্লু এক হওয়া মানেই একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার। তাই বলি কেটে পড়ো। মস্তানি করবে তো মস্তানদের কাছে যাও। অযথা এখানে বীরত্ব দেখাতে এসো না।"

ওদের একজন তখন বাইকটা আরও কাছে এনে আদর করবার ছলে বাবলুর চিবুকটা এত জোরে চেপে ধরল যে, মনে হল যেন গুঁড়িয়ে যাবে সেখানটা। কিন্তু ওরও নাম বাবলু। ও করল কী, লোকটির চোখ লক্ষ্য করে এমন একটা ঘুষি চালাল যে, ভুবন অন্ধকার দেখল বাছাধন।

ততক্ষণে অনেক লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। কেন না শনি ও মঙ্গলের মতো এই দুই দুষ্টগ্রহের একত্র সমাবেশ অনেককেই বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল। এখন ওই ভীষণাকৃতির চোখ লক্ষ্য করে বাবলুর ঘুষি মারার ঘটনায় রীতিমতো হতচকিত সকলে।

গোবর্ধন তখন চোখে হাত চাপা দিয়ে নেমে এসেছে মোটরবাইক থেকে। অন্য লোকটি, মানে যার নাম কাল্লু, তার কী মূর্তি তখন! সে কোমর থেকে প্যান্টের বেল্ট খুলে সেটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে যেই না বাবলুর দিকে এগিয়ে এল, পঞ্চু অমনই বিকট একটা হাঁক ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। এত জোরে পড়ল যে, টাল সামলাতে না পেরে পড়েই গেল বেচারা!

বাবলু ওদের শুনিয়ে বলল, "টেলার নাম্বার ওয়ান।" বলে সকলকে বলল, "গো অ্যাহেড।" তারপর রবিনদাকে বলল, "রবিনদা! কী যে নাটক হয়ে গেল কিছু তো বুঝলেন না! যদি পারেন তো বিকেলের দিকে একবার আসবেন। আপনার গাড়িতে চেপে আমরা ঘুরব, আর সব কথা বলব।"

রবিনদা বলল, "অসম্ভব! এখনই কত ভিড় দেখছ তো। এরপর আরও বাড়বে। তবে তোমরা বল্লিটোলায়

যাচ্ছ যখন, আমি ঠিক খুঁজে নেব তোমাদের। ছাপরায় আমার একটু কাজ আছে। সেটা সেরে এসেই দেখা করব তোমাদের সঙ্গে।"

"করব নয়, করতেই হবে। আমরা যে-কাজে এসেছি আশা করি সে-কাজে আপনি আমাদের অনেক সাহায্য করতে পারবেন।"

রবিনদা গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

বাবলু পঞ্চুকে ডাকল, "পঞ্চু, কুইক।"

কাল্লুকে ছেড়ে পঞ্চু বাবলুর কাছে চলে আসতেই মোটরবাইক নিয়ে কেটে পড়ল দুষ্কৃতীরা।

বাবলুরা গ্রাম্য পথ ধরে এগিয়ে চলল পহলেজা বল্লিটোলার দিকে। কী চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য এখানকার! মজা নদীর বুকে পুরনো সেতুর পিলার। বড় বড় ঘন সবুজ ঘাসের বন। আর কত যে গাছপালা, তার ঠিক নেই!

যেতে যেতে ভোম্বল বলল, "শয়তানগুলোকে বেশ মোক্ষম ঘা দেওয়া গেছে, কী বল?"

বাবলু বলল, "তা তো গেছে। কিন্তু মুশকিল হল আমাদের কোনও গোপনীয়তা রইল না। আমাদের অজান্তেই আমরা ওদের ফাঁদে পড়ে গেলাম। ওরা জেনে গেল আমরা কোথায় আছি।'

চায়না বলল, "তা হলে? তা হলে কি এর পরও আমাদের উচিত হবে এখানে থাকা?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। তবেই তো খেলাটা জমবে। এখন আমরা হচ্ছি ওদের শিকার। ওরা শিকারি। ওরা আমাদের শিকার করতে আসবে। এসে আমাদেরই শিকার হবে ওরা।"

বিচ্ছু বলল, "আমরা যে কী জিনিস, এইবার হাড়ে হাড়ে টের পাবে বাছাধনরা। দুঃখ এই, ডোরাটা হাতের মুঠোয় এসেও ফসকে গেল।"

কথা বলতে বলতেই এগিয়ে চলল ওরা। একসময় ছোট্ট একটি গ্রামে এসে পৌঁছল। এত ছোট গ্রাম যে, তা বলবার নয়। মেরেকেটে দশ-পনেরো ঘরের বেশি বাসিন্দাও নেই। মাটির ঘর, খড়ের চাল। ঘরে ঘরে গোরু-মোষ বাঁধা। গ্রামের প্রান্তে ধু-ধু করছে বালির চড়া। যেন ছোটখাটো একটা মরুভূমি। সেই চড়া অতিক্রম করলে তবেই মা-গঙ্গার দেখা মেলে। কিন্তু মুশকিল হল, এই জায়গা থাকার পক্ষে যেমন লোভনীয়, অন্যদিকে তেমনই বিপজ্জনক।

যাই হোক, গ্রামে পৌঁছে অগিনপ্রসাদের নাম বলতে সবাই ছুটে এল। অগিনপ্রসাদ সম্ভ্রান্ত দুগ্ধ ব্যবসায়ী। তার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে সবাই এল। বড় ছেলে সুরিন্দর তো ওদের দেখে আনন্দের উল্লাসে লাফিয়ে উঠল। উঠবে নাই-বা কেন? বাবা যখন মুলুক চলে আসে তখন বাবার হয়ে সুরিন্দর তো দুধ দেয় বাবলুদের বাড়ি। আর বাবলুর জন্য পাণ্ডব গোয়েন্দাদের প্রত্যেককেই চেনে ও।

বাবলু বলল, "সুরিন্দরভাই ভাল আছ তো?"

সুরিন্দর বলল, "আমরা সকলে ঠিক আছি। এখন বলো আমার বাবুজির তবিয়ত কেমন আছে?"

"খুব ভাল।"

"তোমরা এমন একটা সময়ে এসে পড়েছ যে কী বলব। জোর মেলা লেগে গেছে এইখানে। এইরকম মেলা তোমরা কখনও দেখনি।"

"মেলা দেখব বলেই তো এলাম আমরা। এখন আমাদের থাকবার ব্যবস্থা কী করবে বলো?"

"ওর জন্য তোমাদের কুছু চিন্তা নেই। আগে একটু বোসো, দহি-চিঁড়া খাও। মুখ-হাত ধোও। আমাদের এখানে ঘরের অভাব নেই। কম্বল-বিস্তারা সবই আছে।"

অগিনপ্রসাদের বাড়ির লোকেরা ওদের উঠোনে খোলা জায়গায় নোয়ারের খাটিয়া পেতে বসবার জায়গা করে দিল। বাড়ির মেয়েরা বালতি ভর্তি করে মুখ-হাত ধোওয়ার জল এনে দিল। গোয়ালে গোরু অথবা ভঁইষ নিশ্বাস ছাড়ল ভোঁস করে। ঠিক এইরকম একটি পরিবেশে পাণ্ডব গোয়েন্দারা এই প্রথম।

বাবলুরা একটু গুছিয়ে বসে জলটল খেয়ে বলল, "সুরিন্দরভাই, আমরা তোমাদের এখানে কেন এসেছি জানো? খুব বিপদে পড়েই এসেছি। সেইমতো তুমি আমাদের থাকার ব্যবস্থা করো।"

সুরিন্দর ভুরু কুঁচকে তাকাল ওদের দিকে। বলল, "কীরকম বেপারটা হল একটু শুনি?"

বাবলু তখন সব কথা খুলে বলল সুরিন্দরকে।

কোথা থেকে একটা কুকুর এসে পঞ্চুকে দেখে খুব গরম নিচ্ছিল। সুরিন্দর একটা লাঠি নিয়ে তাড়া করল কুকুরটাকে। তারপর ফিরে এসে বলল, "তো এহি বাত? ঠিক আছে, তুম সব ডরো মাত।"

বাবলু বলল, "না। আমরা অন্য কোনও ভয় খাচ্ছি না। তবে কিনা আমরা এখানে আছি জেনে যদি ওরা রাতভিত এসে তোমাদের গ্রামের ওপর হামলা চালায়, তখন কী হবে?"

"কুছু হোবে না বাবলুভাই। হামি ভি ওই পেশোয়ারির দুশমন আছি।"

বাবলু বলল, "আমরা জানি। তোমার বাবা আমাদের কাছে সব কথা খুলে বলেছে। তুমি ওর বদলা নেবে বলে চেষ্টাও করেছিলে অনেক।"

"করেছিলাম। লেকিন ও পালিয়ে বেঁচেছিল। এখন ও একজন রহিস আদমি। বহুত ইমানদার। কিন্তু বাবলুভাই, আমিও সুরিন্দর আছি। ও বদমাশ একবার দুশমনি কর পার পেয়েছে। দোবারা নেহি। বদলা ক্যায়সে লিয়া যাতা হ্যায় দিখা দেঙ্গে।"

বাবলু বলল, "সেইজন্যই তো ভয় পাচ্ছি আমরা। দু'দিনের জন্য তোমাদের এখানে এসে যদি একটা গোলমাল পাকিয়ে যাই, তো বরাবরের জন্য আমাদের মনে একটা খেদ থেকে যাবে।"

"কুছু না।"

ওদের কথার মাঝখানে চায়না বলল, "তোমরা তো এই ক'ঘর লোক। ওরা যদি রাতদুপুরে এসে হামলা করে, তোমরা সামাল দিতে পারবে?"

সুরিন্দর হেসে বলল, "হামলোগ জান দে দেঙ্গে, লেকিন মেহমানকে উপর হাত উঠানে নেহি দেঙ্গে।"

বিলু বলল, "ওদের যা ব্যাপারস্যাপার তাতে বোঝা গেল ওরা খুবই ভয়ংকর। যদি ওরা বন্দুক-টন্দুক নিয়ে আসে?"

"আসবে না। কেন না ওরা জানে আমার নাম আছে সুরিন্দর। ইখানে আমারও একটা দল আছে। আউর হামলোগোঁকে পাশ বন্দুক হ্যায়। লাইসেন্স ভি হ্যায়। সবকো পাশ নেহি, ফির ভি দো-তিন ঘরকো হ্যায়।"

ভোম্বল বলল, "তবে তো কথাই নেই। বাবলুর কাছেও জিনিস আছে। লড়াই বাধলে খেলা জমবে ভাল।"

সুরিন্দর বলল, "পহলেজা বল্লিটোলার মাটিতে পা রাখবে এমন সাহস পেশোয়ারির হোবে না। তবে গোবর্ধন আর কাল্লু যদি আসে তো গোটা মাথা নিয়ে ফিরে যাবে না ওরা। তাছাড়া এই জায়গাটা কীরকম দেখছ তো, এখানে যদি দু'-একটা মার্ডার করে আমরা বালিতে পুঁতে দিই তো টেরও পাবে না কেউ।"

বাবলু বলল, "আমরা তা হলে নিশ্চিন্তে থাকতে পারি এখানে?"

"আরামসে। ওরা যো কোঈ আসুক, বন্দুক পিস্তল লিয়ে আসুক, কুছু করতে পারবে না আমাদের। হামলোগোঁকো তাগদ ভি তো হ্যায়। আচ্ছাসে লাঠি পাকড়নেসে বন্দুক কি গোলি ভি ছিন লিয়া যায়েগা।"

বাবলুরা সুরিন্দরকে সব কথা খুলে বলে হালকা হয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। পরের বাড়িতে এসে গৃহস্থকে বিপন্ন করার আগে সত্যি কথাটা জানিয়ে রাখা ভাল।

সুরিন্দর ওদের একটা ঘর দেখিয়ে বলল, "তোমাদের কাছে সামান-টামান যো কুছু আছে, ওই ঘরে রেখে দাও। রাত্রে তোমরা ভাত না রোটি কী খেতে চাও বলো?"

বাবলু বলল, "আমরা রুটি খাই।"

"রোটিই বানিয়ে দেওয়া হোবে তোমাদের। কাল সকালে আমি তোমাদের একটা নতুন জিনিস খাওয়াব। লেত্তি আর টিকিয়া।" বলেই হাঁক দিল সুরিন্দর, "রোশনদেও! এ বাবুনিয়া!"

ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই ওদেরই বয়সি একটি ছেলে এসে হাজির হল ওদের সামনে।

সুরিন্দর বলল, "যাও, সবকো মেলা ঘুমাকে লাও।" বলে বাবলুদের বলল, "এখানে গ্রামে ঘরে অন্ধকারে তোমাদের ভাল লাগবে না বাবলুভাই। সন্ধে হয়ে আসছে। তার চেয়ে বরং তোমরা মেলা থেকে একটু ঘুরে এসো। সময় কেটে যাবে।"

বাবলু বলল, "বেশ তো! খুব ভাল কথা।"

"তা ছাড়া একদিনে তো মেলা দেখা শেষ হবে না তোমাদের। পুরো মেলা ঘুরে দেখতে দু'-তিনদিন লাগবে।"

"তা লাগুক। আমরা এই মেলায় দু'জনের দেখা পেতে চাই। এক হচ্ছে পেশোয়ারি, আর একজন ডোরা। ডোরাকে যেভাবেই হোক, উদ্ধার করতেই হবে। না হলে মান থাকবে না আমাদের।"

"কোশিস তো করো। লেকিন ডোরা মিলনা মুশকিল হ্যায়।"

যাই হোক, সুরিন্দরের কথায় রোশনদেও মেলায় যাওয়ার জন্য রীতিমতো তৈরি হয়েই বেরোল। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও তৈরি হয়ে নিল যথারীতি।

এখানে এখন দারুণ ঠান্ডা। তাই সোয়েটার, মাফলার মাঙ্কি ক্যাপ যার কাছে যা ছিল তাই নিয়ে সোজা পথে না গিয়ে ওরা চলল মাঠে মাঠে। রোশনদেও গ্রামের ছেলে। তাই এখানকার শর্টকাট পথ ওর চেয়ে ভাল আর জানবে কে? অচেনা জায়গা বলে পঞ্চু এবারে আর আগে নয়, বাবলুর পায়ে পায়েই পথ চলতে লাগল।

একদিকে আনন্দ, একদিকে উত্তেজনা, আর একদিকে সংশয়— এই নিয়েই ওদের পথচলা। খানিক যাওয়ার পরই মেলার কোলাহল ওদের কানে এল। দিন ও সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে সে কী মহানন্দের তান! আলোর রোশনাই আর মাইকের ধ্বনিতে মুখর যেন চারদিক। কতদিক থেকে কত গানের সুর ভেসে আসছে।

একজায়গায় এসে একটা অস্থায়ী দোকানে বসে ওরা চা খেল। তারপর দেখল মেলার দৃশ্য। মাঠের পর মাঠ জুড়ে শুধু গোরু আর ভঁইষের মেলা। তারপর হোগলার ছাউনি দেওয়া দোকানগুলোয় শুধু রংবেরঙের চিড়িয়া। এত পাখি, যা বুঝি কলকাতার চিড়িয়াখানাতেও নেই। সেইসব পাখির দাম দশ টাকা থেকে হাজার টাকা। কত সুন্দর ও লোভনীয় সব খরগোশ ও গিনিপিগ। দামও আছে। দেড়শো-দুশো টাকা করে এক-একটির দাম। এরপর কুকুর। কুকুর যেখানে বিক্রি হচ্ছে সেখানে গিয়ে সে কী ভয় পঞ্চুর! কিছুতেই ভেতরে ঢুকবে না সে। কেমন যেন একটা আতঙ্ক এসে ভর করল ওকে। তাই ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল সে। কত জাতের কুকুর যে সেখানে রয়েছে, তার আর ঠিক নেই! অ্যালসেশিয়ান, পোমেরিয়ান, ড্যাশুন্ড, স্পিৎজ, হাউন্ড, ডোবারম্যান, স্প্যানিয়েল, এমনকী কিছু দো-আঁশলা কুকুরও রয়েছে সেখানে। যার দাম একশো টাকা থেকে চার-পাঁচ হাজার টাকা। এরপর ছুরি, কাঁচি, দা, কাটারি ইত্যাদির দোকান। ঘুঙুর, ঘণ্টা, বর্শা, বল্লম, এমনকী হরেক কিসিমের চাকুও আছে। শুধু তাই নয়, পিস্তল, রিভলভারও বিক্রি হচ্ছে গোপনে।

এইসব দেখতে দেখতেই মেলার ভিড় কাটিয়ে এগিয়ে চলল ওরা। হঠাৎ ওরা এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছল, যেখানটায় মনে হল যেন একটা অলকাপুরী। নৌটঙ্কিদের নাচগানের আসর বসে এখানে। বড় বড় বাহারি তাঁবু সব। সে কী রঙের বাহার! ভেতরটা অনেকটা থিয়েটারের স্টেজের মতো।

বাবলুরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর রাখতে লাগল সেইদিকে। কে জানে কোথাও যদি কোনওখানে এদের ভিড়ে ডোরার মুখ দেখা যায়! কিন্তু না। তন্নতন্ন করে খোঁজাই সার হল ওদের। ডোরার নামগন্ধও নেই কোথাও। নেই কোথাও ছবির কোনও পাবলিসিটি। তবে কি সত্যিই ওরা ডোরাকে এখানে আনেনি? না আনলে গেল কোথায় মেয়েটা? শুধু ডোরা কেন? সুরজভাইয়েরও তো দেখা নেই। ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীর পোশাকে সূরজভাই? এই ভয়ংকর মেলার ভিড়ে খুঁজে কি পাওয়া যাবে তাকে?

বিষণ্ণ পাণ্ডব গোয়েন্দারা রাত দশটা পর্যন্ত মেলায় ঘুরে বল্লিটোলায় ফিরে এল। তারপর সে-রাতে পালংশাক ভাজা দিয়ে গরম রুটি আর দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ল যে যার।

শুয়ে পড়ল। তবে সবাই ঘুমোলেও একমাত্র বাবলুর চোখেই যা ঘুম এল না। আর রহস্যময় ব্যাপার! অত কাণ্ডর পর কোনও অবাঞ্ছিত ঘটনাও ঘটল না সে রাতে।

॥ ৯ ॥

পরদিন খুব ভোরে সুরিন্দর এসে ডাকল ওদের। প্রথমেই পঞ্চু উঠে গা-ঝাড়া দিল। তারপর এক এক করে সকলেই উঠল ওরা। নতুন পরিবেশে নতুন ভোর ওদের মনে যেন নতুন করে সাড়া জাগাল।

সুরিন্দর বলল, "রাত্রে কোনওরকম অসুবিধা হয়নি তো তোমাদের?"

সবাই বলল, "না, না। খুব আরামেই ঘুমিয়েছিলাম আমরা।"

"এখন চলো তবে গঙ্গাজি থেকে একটু ঘুরে আসি। ওইখানেই সবাই মুখ-হাত ধুয়ে নেবে, কেমন? ওখান থেকে ঘুরে এসে চা-টা খাওয়া যাবে। আমাদের এখানে গ্রামে ঘরে তো চা খাওয়ার রেওয়াজ নেই। তবে কোনও মেহমান এসে পড়লে সব ব্যবস্থা হয়ে যায়। রোশনদেও শোনপুর গেছে চা আর চিনি আনতে। আমরা ঘুরে আসবার আগেই এসে যাবে ও। তারপর আমি তোমাদের নিয়ে যাব মেলা দিখাতে। এখন দেখবে হাতি, ঘোড়া, উটের মেলা। পটনাই বখরিও দেখবে।"

বাচ্চু, বিচ্চু আর চায়না তিনজনেই সবিস্ময়ে বলল, "এখানে বুঝি হাতি পাওয়া যায়?"

"কী না পাওয়া যায় এখানে! বাঘের বাচ্চা, হরিণও বিক্রি হত আগে।"

বিচ্চু বলল, "এখন হরিণ নেই? আমার খুব হরিণ পোষবার শখ।"

"থাকতে পারে।"

সুরিন্দর নিমকাঠির দাঁতন করতে করতে ওদের নিয়ে গঙ্গার দিকে চলল। ওরাও চলল দলবদ্ধ হয়ে। সেই উন্মুক্ত প্রান্তরে পঞ্চুর কী আনন্দ তখন!

সুরিন্দর বলল, "আমরা যখন পটনা যাই তখন এইখান দিয়ে যাই। নাওমে পার হয়ে ওপারে চলে যাই। তারপর পয়দাল। অটো ট্রেকার কুছু লাগে না আমাদের।"

বাবলুরা দেখল মাথায় ফসলের বোঝা নিয়ে কত লোক চলেছে, গঙ্গার দিকে। সেখান থেকে নৌকোয় গঙ্গা পার হয়ে ওরা চলে যাবে পটনা শহরে। সারাদিনের বেচাকেনা সেরে আবার ফিরে আসবে সন্ধের সময়।

বাবলু সুরিন্দরকে বলল, "সত্যি, কত ভাগ্য তোমাদের! এইরকম পরিবেশে থাকতে পাওয়া কি যা-তা কথা? গঙ্গার ধার, মুক্ত বাতাস, এ আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর।"

"তাই তো আমরা এই জায়গা ছেড়ে তোমাদের ওখানে গিয়ে থাকতে পারি না। দু'দিন থাকলেই হাঁফিয়ে উঠি। লেকিন আমরা দুধওয়ালা। বেওসার জন্য পেট কে লিয়ে যেতেই হয়। আর দু'-তিন মাস পরে এলে দেখবে কীরকম গজরার চাষ হোবে এখানে। তখন একবার মা-জিকে সাথে লিয়ে এখানে চলে আসবে।"

দেখতে দেখতে গঙ্গার ধারে এসে হাজির হল ওরা। সে কী দারুণ ব্যাপার! বিশাল বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বয়ে চলেছেন মা গঙ্গা। ছোট বড় অসংখ্য নৌকো বাঁধা আছে গঙ্গার ঘাটে। কত নৌকো পারাবার করছে। বড় বড় নৌকো। ছাগল, গোরু, সাইকেল, স্কুটার সবই পার হচ্ছে তাতে। আর তেমনই অসংখ্য মানুষ।

এত শীতেও সুরিন্দরের ঠান্ডা নেই। সে চড়চড় করে নেমে গেল এক হাঁটু গঙ্গার জলে। তারপর দাঁতন ফেলে বেশটি করে কুলচুকি করে চোখে-মুখে জল দিয়ে কাঁধের গামছায় মুখ মুছে উঠে এল। এসে মাঝিদের একজনের কাছ থেকে একটি লোটা চেয়ে নিয়ে লোটাভর্তি গঙ্গার জল তুলে এক এক করে দিল প্রত্যেককে।

বাবলুরাও পবিত্র গঙ্গাজলে মুখ ধুয়ে পরম শান্তি লাভ করল।

পঞ্চু তো চকচক করে জলই খেয়ে নিল খানিকটা।

পুবের আকাশ লাল করে সূর্য উঠছে তখন। কী অপরূপ সেই দৃশ্য! হলুদ বালির চরা, নীল গঙ্গার জল, দূরের সবুজ কলাবন, সব মিলিয়ে প্রকৃতির সে এক অনবদ্য ল্যান্ডস্কেপ!

বাবলুরা গঙ্গার গর্ভ থেকে ভাঙন বেয়ে ডাঙার ওপরে উঠে এল। এসেই দেখল রোশনদেও ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। তার চোখে-মুখে কেমন যেন উত্তেজনা। সুরিন্দর ওপরে উঠতেই সে সুরিন্দরের একটা হাত ধরে খানিকটা তফাতে টেনে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বলল। সুরিন্দর ওর কথা শুনে শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দূরের দিকে তাকিয়ে থেকে কী যেন ভেবে বাবলুদের বলল, "তুম সব হিঁয়াপর বৈঠো। হম আভি আ রহে।"

বাবলুরা ভেবে পেল না কী থেকে কী হয়ে গেল হঠাৎ! রোশনদেও কীই-বা এসে বলল আর সুরিন্দর কেনই-বা ওদের বসিয়ে রেখে ঘরে গেল, কিছুই ভেবে পেল না। তবে এটুকু বুঝল, গঙ্গার জল নীল থাকলেও ওদের জল এবার ঘোলাটে হচ্ছে। বাবলু একবার যথাস্থানে হাত দিয়ে দেখে নিল পিস্তলটা ঠিকমতো আছে কিনা। তারপর একটা আড়ামোড়া ভেঙে ওদের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার বল তো বাবলু?"

বাবলু বলল, "গড নোজ।"

পঞ্চু তখন একটা লাল কাঁকড়া দেখে সজোরে একটা থাবা বসিয়েছে।

অনেকক্ষণ বসে থাকবার পরও যখন সুরিন্দর বা রোশনদেও কেউ ফিরে এল না, বাবলুরা তখন মনে মনে খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

একসময় বাবলু বলল, "এইভাবে বসে থেকে কোনও লাভ নেই। ব্যাপারটা কী, আমাদেরও গিয়ে দেখতে হবে।"

বিলু বলল, "সবাই না গিয়ে তোতে-আমাতে যাই চল। পঞ্চু বরং সঙ্গে থাক।"

বাবলু বলল, "আমার বিপদ হলে আমার পিস্তল আমাকে রক্ষা করবে। কিন্তু এখানে যারা থাকবে তাদের বডিগার্ড হিসেবে তো পঞ্চুর থাকা দরকার। তাই বলি কী, আমি একাই গিয়ে দেখে আসি; তোরা বরং পঞ্চুকে নিয়ে এখানে অপেক্ষা কর।"

বাচ্চু-বিচ্ছু একসঙ্গে বলল, "না, না। কেউ এখানে থাকব না। গেলে আমরা সকলে যাব।"

চায়না বলল, "কী এমন হল যে, আমাদের এখানে বসিয়ে রেখে চলে গেল ওরা?"

ভোম্বল বলল, "যাই হোক, সকালবেলা আমার পেটে চা-বিস্কুট না পড়লে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। ওদের ওখান থেকে মালপত্র নিয়ে আমরা কেটে পড়ি চল। মেলায় গিয়ে যেখানে হোক একটু মাথা গোঁজবার ব্যবস্থা করে নেব।"

এই বলে ওরা সকলেই দ্রুতপায়ে গ্রামের দিকে এগিয়ে চলল। বেশ কিছু পথ আসার পরই ওরা দেখতে পেল একদল দেহাতি মানুষ অগিন রায়ের কুঁড়েঘরের সামনে ভিড় করে জটলা করছে।

ব্যাপারটা কী!

বাবলু গিয়ে গ্রামের একজন প্রবীণকে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, পাঁচদিন আগে লালগঞ্জের কাছে একটা ডাকাতির কেসে পুলিশ এসে এইমাত্র এই গ্রামের প্রায় সবক'টি জোয়ান মরদকেই ধরে নিয়ে গেছে। অগিন রায়ের বাড়ির গোয়ালঘরে নাকি চোরাই মালের কিছু হদিস পাওয়া যায়। সেই সূত্র ধরেই এই ধরপাকড়। অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, এই গ্রামের মানুষরা অত্যন্ত সৎ। চুরিটুরির ব্যাপারে তারা কখনও থাকে না। নিশ্চয়ই কোনও দুর্বৃত্ত চোরাই মাল রাতের অন্ধকারে এখানে লুকিয়ে রেখে পুলিশে খবর দিয়ে এই কাজ করেছে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা কানখাড়া করে সব শুনল।

বাবলু একবার সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, "কিছু বুঝলি?"

সকলে ঘাড় নাড়ল। যার অর্থ, হ্যাঁ বুঝলাম।

বাবলু বলল, "আমরাও যেই এখানকার মাটিতে পা দিলাম, অমনই এখানকার লোকেদের আটক করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। পেশোয়ারির এটা একটা অদ্ভুত চাল। কাল আমাদের হাতে মার খেয়েছে গোবর্ধন আর কাল্লু, এটা তারই বদলা। এই লোকগুলো থাকার জন্য কাল ওরা আমাদের সঙ্গে লাগবার সুবিধে করতে পারেনি। তাই আজ কৌশলে ওদের অ্যারেস্ট করিয়ে নিল। এখন ফাঁকা মাঠে গোল দিতে আসবে ওরা।"

বিলু বলল, "তার মানে আজ থেকেই আমাদের সঙ্গে শত্রুতা শুরু করবে।"

"অবশ্যই। দিনের আলোয় হয়তো কিছু করবে না। তবে ভয় কিন্তু রাত্রিবেলা।"

ভোম্বল বলল, "আমরা যখন ঘুমোব, তখন হয়তো রাত্রিবেলা চুপিচুপি এসে ঘরে আগুনই লাগিয়ে দেবে।"

চায়না বলল, "এদের অসাধ্য কিছু নেই। আমাকে যদি হাওড়া স্টেশন থেকে তুলে আনতে পারে, তোমাদেরও মেরে ফেলবার জন্য একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে একটুও পিছপাও হবে না ওরা।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "আমাদের তা হলে করণীয়?"

বাবলু বলল, "এই গ্রামকে রক্ষা করা।" এই বলে বাবলু গ্রামবাসীদের বলল, "শুনুন, আপনারা কেউ এতটুকুও ঘাবড়াবেন না। তার কারণ, এগুলো হচ্ছে গট আপ কেস। এই গ্রামের মানুষজন ভাল, পুলিশের কাছে নিশ্চয়ই তার রেকর্ড আছে। অর্থাৎ পুলিশ জানে কারা চুপচাপ থাকে বা হাঙ্গামা বাধায় কারা। তবে আমাদের মনে হচ্ছে এখন মেলার সময়। সবাই এখন মেলা নিয়ে মেতে থাকবে, মেলায় যাবে কেনাকাটা করতে, নাচগান দেখতে। সন্ধের পর গ্রাম ফাঁকা হয়ে যাবে। রাত্রেও লোক থাকবে কম। তাই ওরা কায়দা করে যত সব জোয়ান ছেলেগুলো উঠিয়ে নিল। এইবার রাত্রে এসে ডাকাতি করবে ওরা। তাই আপনারা পারলে আশপাশের গ্রাম থেকেও চুপিচুপি কিছু লোকজন নিয়ে এসে সারারাত জেগে গ্রাম পাহারা দিন। কিছু লোক গিয়ে চেষ্টা করুক থানা থেকে ওদের ফিরিয়ে আনতে।"

রামবচন নামে একজন যুবক পাশের গ্রামে থাকত। সে কী একটা কাজে এই গ্রামে এসেছিল। সব কিছু দেখেশুনে বলল, "এই বাঙালি ভাইরা ঠিক কথাই বলেছে। এর মধ্যে নির্ঘাত কোনও শয়তানি চাল আছে। এই গ্রামের মানুষ যে চোরচোট্টা নয়, পুলিশ কি তা জানে না? তবু কেন তুলে নিয়ে গেল সকলকে?"

বাবলু বলল, "হয়তো উড়ো ফোনে খবর পেয়ে।"

"ও ভি হো সকতা। তো ঠিক আছে। আমারও নাম আছে রামবচন। আজ রাতে কোঈ ভি এই গ্রামে ঘুসবে তো জান নিয়ে ফিরে যাবে না।"

বাবলু বলল, "একেই বলে মরদ কা বাত। ঠিক আছে ভাই, শুধু এই গ্রামই নয়, ধারেকাছে যত গ্রাম আছে সব গ্রামের মানুষকে সতর্ক করে দাও।"

রামবচন বলল, "না। যদি ওরা জেনে যায় তো আসবে না কেউ। আমি চাই ওরা আসুক। আর ধরা পড়ে মার খাক।"

অগিন রায়ের বাড়িতে তখন কান্নার রোল। সুরিন্দর জীবনে কখনও কারও চুরি তো দূরের কথা, একটা পয়সাও ঠকিয়ে নেয়নি। বাবলুরা ওদের পরিবারের সকলকেই সান্ত্বনা দিল।

বিলু বলল, "এখন তা হলে কী করবি বাবলু?"

মেলায় যাব। ডোরার খোঁজ করব। রাত্রে আবার ফিরে আসব এখানে। কারণ আমাদের প্রত্যেককে নিধন করবার জন্যই তো ওদের এই চাল। রাত্রিবেলা সজাগ থেকে আমরাও লড়ে যাব ওদের সঙ্গে।"

"সুরিন্দরকে ছাড়িয়ে আনার ব্যাপারে কিছু করবার আছে আমাদের?"

"কিছুমাত্র না। তার কারণ আমরা এখানে আউট সাইডার। তা ছাড়া পুলিশ তো বিনা দোষে গ্রেফতার

করেনি ওদের। চোরাই মালের হদিস পেয়েই ধরেছে। পুলিশের কাজ পুলিশ করেছে! এখন ওদের ব্যাপারে সাফাই গেয়ে ছাড়িয়ে আনার দায়িত্ব গ্রামবাসীদের।"

বাবলুরা ওদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর যা ছিল তার কিছু কিছু সঙ্গে নিয়ে নিজেরাই চলল মেলাতলার দিকে।

বেশ কিছু পথ এসেছে, এমন সময় দেখতে পেল কে যেন একজন দূর থেকেই ওদের দিকে তাকিয়ে হাত দেখাতে দেখাতে আসছে।

বাবলু বলল, "রবিনদা!"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, চায়না সকলে উল্লসিত হয়ে উঠল। পঞ্চুও আনন্দে ডেকে উঠল, "ভৌ-ভৌ।"

রবিনদা কাছে এলে বাবলু বলল, "আপনি যে আসবেন সত্যিই আমরা ভাবিনি। আমাদের খুব বিপদ।"

"কীরকম শুনি? কাল্লুরা নিশ্চয়ই কোনও উপদ্রব করেছে? এদিকে গোবর্ধনের তো চোখের অবস্থা খুব খারাপ। ওকে পটনার হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে।"

বাবলু বলল, "চলুন, কোথাও বসে একটু চা খাওয়া যাক। খেতে খেতে সব বলব আপনাকে। তা হলেই বুঝতে পারবেন আমাদের বিপদটা কীরকম এবং কেন আমরা এখানে এসেছি।"

রবিনদা বলল, "তা হলে আরও একটু এগিয়ে চলো। ওইখানে ভাল একটা চায়ের দোকান আছে।"

ওরা সবাই রবিনদার কথামতো এগিয়ে চলল। সকলের পেছনে চলল পঞ্চু।

খানিক যাওয়ার পরই একটা চায়ের দোকান দেখতে পেল ওরা। সেই দোকানের বেঞ্চিতে বসে গরমাগরম লেত্তি আর চা খেতে খেতে বাবলু সব কথা খুলে বলল রবিনদাকে।

রবিনদা বলল, "এ যে দেখছি রীতিমতো অ্যাডভেঞ্চারাস ব্যাপার। পেশোয়ারিলাল এতটা নীচে নামবে আমি ভাবতেও পারিনি। তোমাদের ডোরাকে ও যদি নিয়ে এসে থাকে এখানে, তা হলে হাজিপুরে ওর নিজের বাড়িতে ও কিছুতেই রাখবে না তাকে। কেন না লীনা দিদিমণিকে দারুণ ভয় পায় পেশোয়ারি।"

"সে কী! লীনা দিদিমণি তো ওঁরই মেয়ে।"

"হলেই বা! যা-তা মেয়ে নাকি? পটনা ইউনিভার্সিটির কৃতী ছাত্রী সে। দরকার হলে বাবার মুখ দেখাও বন্ধ করে দেবে।"

চায়না বলল, "কেন? সে কী তার বাবার গুণাগুণ জানে না?"

"জানে বলেই তো পটনায় গুপ্তাজির ফ্ল্যাটে থাকে সে। আর এই মেয়ের ভয়েই পেশোয়ারিলাল বেশিরভাগ সময় থাকে কলকাতায়।"

বাবলু বলল, "যেখানেই থাকুক ডোরার খোঁজ আমরা চাই।"

রবিনদা বলল, "বেশ। আমাকে ঘণ্টাদুয়েক সময় দাও। আমি ঠিক ওর হদিস এনে দিতে পারব। তোমরা এখন মেলা দেখে শোনপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। এই শোনপুরের প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে ভারতের সবচেয়ে দীর্ঘতম প্ল্যাটফর্ম। এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয়। প্রথমটি সুইডেনে।"

বাবলু বলল, "আমরা আপনার মুখ থেকে একটা সুখবরই আশা করব কিন্তু।"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ। তোমাদের জন্য যথাসাধ্য করব আমি। তা ছাড়া আমার দেশের একটা মেয়েকে গায়ের জোরে তুলে এনে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে এখানে নাচাবে, এটা আমিই বা হতে দেব কেন?"

বাবলু বলল, "আপনার গাড়ি কোথায়?"

"বড় রাস্তায় আছে। নতুন টায়ার পালটাতে দিয়েছি।"

ওরা চা খেয়ে চায়ের দাম দিয়ে বড় রাস্তার দিকে এগোল।

রবিনদা ওর গাড়ির কন্ডিশন দেখবার জন্য চলে গেলে ওরাও রওনা দিল মেলাতলার দিকে। এখান থেকে এক টাকা শেয়ারে যাত্রী নিয়ে কিছু টমটম বা ঘোড়ার গাড়ি মেলার মাঠ পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। বাবলুরা সকলেই সেইকম একটা টমটম ভাড়া করে মেলাতলা পর্যন্ত এগোল।

ওরা যেখানে টমটম থেকে নামল সেখানে তখন সে কী দৃশ্য! রাস্তার ডানদিকে বড় বড় তাঁবু। কিছু সার্কাসের, কিছু নৌটঙ্কি দলের, কিছু দোকানপত্তরের, ম্যাজিক খেলার। আর আছে বিশালাকৃতির নানারকম নাগরদোলা।

রাস্তার বাঁদিকে শুধু গোরু-মোষ আর উটের মেলা। একদিকে অতিকায় সব হাতি। আর আছে বাচ্চাবাবুর বিখ্যাত আমবাগান জুড়ে নানান জাতের ঘোড়া। শোনপুরের এই পশুমেলা হল এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম

পশুমেলা। এই মেলায় ঘোড়দৌড়ও দেখবার মতো। কার ঘোড়া কত তেজি, তা দেখাবার জন্য রীতিমতো দৌড়ের প্রতিযোগিতা লেগে গেছে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা কিছুক্ষণ সেইসব দেখল। তারপর এগিয়ে চলল শোন গণ্ডকীর মিলনস্থলের দিকে। সেখানে শুধু নানারকম দোকানপত্তরের মেলা। আর ওই দিকেই হরিহরনাথের মন্দির।

ওরা কিছুটা পথ এগিয়েছে তখন কানে এল, "ব্যোম শঙ্কর ভোলেনাথ। জয় বাবা হরিহরনাথ।"

সূরজ। বাবলুরা অবাক বিস্ময়ে দেখল জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী ছাই ভস্ম মেখে ফিকফিক করে হাসছে ওদের দিকে চেয়ে। একমাত্র বাবলুই তাকে দেখেছিল, তাই বাবলুই চিনতে পারল। বাকিরা পারল না।

সূরজ এক চোখ টিপে বাবলুর দিকে এমনভাবে তাকাল, যার অর্থ মেকআপটা ঠিকমতো হয়েছে তো?

বাবলু ঘাড় নাড়ল। তারপর ফিসফিস করে সকলের কানে কানে কথা বলে পরিচয় দিল সূরজের।

সূরজ বাবলুকে বলল, "কেউ চিনতে পারবে না তো?"

বাবলু বলল, "না।"

ওরা সকলে মেলার ভিড় ঠেলতে ঠেলতে যখন হরিহরনাথের মন্দির গিয়ে পৌঁছল তখন দেখল শতশত মানুষ যেন আছড়ে পড়ছে সেইখানে। এই ভিড়ে পঞ্চুর যে কী কষ্ট হচ্ছিল, তা বলে বোঝানো যাবে না।

সূরজের মুখে এখানকার কাহিনী যা শোনা গেল, তা হল এই—

হরিহর ক্ষেত্রকে পুরাণে বলে মহাক্ষেত্র। হরি ও হরের মিলনক্ষেত্র এখানেই। একবার লীলার সময় ভগবান শ্রীহরি তাঁর গোধন নিয়ে এখানে উপস্থিত হলে হরি ও হরের মিলন দেখতে সমস্ত দেবতারাই এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এই পুণ্যক্ষেত্রে। এক স্বর্গীয় মিলন হয়েছিল এইখানে। এইখানেই ছিল চ্যবন মুনির আশ্রম। একবার মহর্ষি এইখানে পতিতপাবনি গঙ্গার তীরে বসে কঠোর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। সে এমনই তপস্যা যে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব যায় বুঝি! দেবরাজ তখন মঞ্জুঘোষা নামে তাঁর এক অপ্সরাকে মহামুনির ধ্যানভঙ্গের জন্য পাঠালেন। অপ্সরা তো অনেক চেষ্টার পর অনেক নাচগান করে ধ্যানভঙ্গ করলেন মহর্ষির। ক্রোধান্ধ মহর্ষি তখন অপ্সরাকে অভিশাপ দিলেন 'তুই তরঙ্গিনী হয়ে যা' বলে। ভীতা সন্ত্রস্তা অপ্সরা তখন মুনির চরণে লুটিয়ে পড়ে অনেক কান্নাকাটি করতে লাগল। মহামুনি তখন ক্রোধ সংবরণ করে বললেন, 'আমার অভিশাপ তো ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না। তবে এইটুকু বলতে পারি তোমার তরঙ্গে বহু পবিত্রতার স্পর্শে তুমি ধন্যা হবে। স্বয়ং শ্রীহরি বিরাজ করবেন তোমার গর্ভে। এবং তোমার গর্ভ থেকেই উৎপন্ন হবে দুর্লভ শালগ্রাম শিলা। তাই তোমার নামও হবে 'শালগ্রামি'। এই শালগ্রামি গণ্ডকীই এখানে গঙ্গার সঙ্গে মিলিতা।

বাবলুরা সূরজের মুখে এই কাহিনী শুনে খুব খুশি হল। তারা হরিহরনাথের মন্দিরে দেবতা দর্শন করে পায়ে পায়ে গঙ্গা-গণ্ডকীর সঙ্গমে এল।

সূরজ ওদের একটা জায়গা দেখিয়ে বলল, "এই জায়গার মাহাত্ম্য কীরকম দেখ, ওই হচ্ছে কৌনহারা ঘাট। ওইখানে পুরাকালে গজগ্রাহার সহস্রবৎসরব্যাপী যুদ্ধ হয়েছিল। যে যুদ্ধকে থামাতে ভগবান শ্রীহরিকে আসতে হয়েছিল এইখানে।"

বাবলু বলল, "ভারী মজার ব্যাপার তো! কিন্তু গজগ্রাহাটা কী?"

"গজ হচ্ছে হাতি, আর গ্রাহা হচ্ছে কুমির।"

বিলু বলল, "গল্পটা কীরকম তা হলে শুনি?"

"একবার দেবল নামে এক মুনি শ্বেতদ্বীপের এক মনোরম সরোবরে স্নান করছিলেন। সেই সময় 'হা হা' নামে এক গন্ধর্ব ক্রীড়াচ্ছলে দেবলমুনির পাদুটি আটকে রাখে। মুনি তখন ভীষণ রেগে বললেন, 'আমার অভিশাপে তুই গ্রাহা হ।' মুনির অভিশাপ তো, নড়ন চড়ন হবে না। 'হা হা' তখন গ্রাহা হয়ে জলে রইল। এরপর একবার হল কী, ইন্দ্রদমন নামে এক রাজা কাছাকাছি একটি পাহাড়ের গুহায় বসে তপস্যায় রত হন। সেই সময় অগস্ত্যমুনি রাজাকে কৃপা করবেন বলে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হন। কিন্তু তপস্যারত মহারাজ মুনির আপ্যায়ন ঠিকমতো করতে না পারায় মুনি অভিশাপ দিলেন, 'তু গজেন্দ্র হো যা।'—সেই থেকেই রাজা ইন্দ্রদমন গজ হয়ে এইখানকার জঙ্গলে বিচরণ করতে লাগলেন। তা একবার গজ গণ্ডকীর সলিলে জলপান করতে নামলে গ্রাহারূপী 'হা হা' তাঁকে গভীর জলে টেনে নিয়ে যায়। তার ফলেই সহস্র বর্ষব্যাপী যুদ্ধ। তা ভগবান শ্রীহরি এলেন যুদ্ধ থামাতে। এমনই ব্যাকুল হয়ে এসেছিলেন যে, মা লক্ষ্মীর দিকে একবার দৃকপাতও করেননি। এমনকী তাকিয়ে দেখেননি তাঁর পার্ষদদের দিকেও। ভুলে গেলেন তাঁর সাজপোশাক পরতে। বা তাঁর কৌস্তভমণি ধারণ করতে। তিনি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এসে গ্রাহার নিধন করে রক্ষা করলেন গজকে।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে কৌনহারা ঘাট নাম কেন? গ্রাহা হেরেছে এ তো জানাই যাচ্ছে।"

সূরজ বলল, "গ্রাহা তো গজের সঙ্গে যুদ্ধে হারেনি। গ্রাহাকে পরাস্ত করেছে নারায়ণ। আসলে এই গ্রাহা একবার দেবল মুনির পা কামড়ে ধরেছিল। তখন মুনি 'কৌন হ্যায় রে' বলে চিৎকার করে ওঠেন। সেই কৌন হ্যায় রে থেকেই কৌনহারা।" সূরজ আরও বলল, "এখানে যে শুধু হিন্দুদেরও আধিপত্য, তা নয়। বৌদ্ধ ও জৈনদের প্রভাবও আছে। ভগবান বুদ্ধ এখানে তাঁর চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করেছিলেন। এই অঞ্চলের কয়েক মাইল দূরে বৈশালীর একটি গ্রামে জৈনধর্মের স্রষ্টা মহাবীরের জন্মস্থান।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এইসব কাহিনী শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেল। গঙ্গা ও গণ্ডকীর জলে তখন লক্ষ লক্ষ মানুষের স্নানপর্ব। কত নৌকো, কত বজরা যে বাঁধা আছে ঘাটে তার ঠিক নেই। পণ্য বোঝাই বড় বড় নৌকোর মাঝিরা হাঁক দিচ্ছে, "পটনা পটনা পটনা।"

হঠাৎ কী থেকে যে কী হয়ে গেল কিছুই ভেবে পেল না বাবলুরা। একটা গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার জলটা লাল হয়ে উঠল। টাকমাথা ওলের মতো মুখ একজন স্নানার্থী লুটিয়ে পড়লেন গঙ্গার জলে। তাঁকে কেন্দ্র করেই চিৎকার ও কোলাহল শুরু হয়ে গেল। সেইসঙ্গে শুরু হল প্রচণ্ড ধ্বস্তাধস্তি। তারপরই বিশাল জনতার স্রোত এলোমেলোভাবে এমন ছোটা শুরু করল যে, নিমেষে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল সব। পুলিশের সতর্কবাণী, ভলান্টিয়ারদের চিৎকার, কোনও কিছুই কাজ করল না তখন।

এদিকে ছদ্মবেশী সূরজের জটাজাল খুলে যাওয়ায় তারও স্বরূপ ফুটে বেরোল। পালাবার আগে সে শুধু বাবলুর কানে কানে বলে গেল, "আমার শত্রুর নিপাত করে দিলাম বাবলুভাই। জিন্দা রহে তো ফির মিলেঙ্গে।"

বাবলু বলল, "কাকে মালে তুমি? ধনিয়ারামকে?"

"হ্যাঁ। কিসিকো মাৎ বোল না।"

সূরজ ভিড়ের মধ্যেই গা-ঢাকা দিল। কিন্তু বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, চায়না কোথায় গেল সব? পঞ্চু কোথায়? বাবলু প্রত্যেকের নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল। এই দক্ষযজ্ঞের মাঝে সে ডাক শুনবেই বা কে? হঠাৎ মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত পেল বাবলু। পরক্ষণেই মনে হল কে বা কারা যান পাঁজাকোলা করে তুলে নিল ওকে। বাবলু একটুও বাধা দিতে পারল না ওদের। একেবারে সংজ্ঞাহীন না হলেও সেই আঘাতে ওর সর্বশরীর কেমন যেন ঝিমঝিম করতে লাগল।

জনতার ধর্মই এই, যখন ভয় পায় তখন হিতাহিত ভুলে জ্ঞানহারার মতো ছোটে। ছুটে মরে। এই ভিড়ের চাপেও তাই পায়ে পিষ্ট হল যে কত লোক, তা কে জানে? তারপর আবার যখন স্থির হল সব, অনেকেই তখন দলছুট। যেমন, পাণ্ডব গোয়েন্দারা।

মেলার মাইকে তখন বারবার ঘোষণা করা হচ্ছে দলছুটদের গঙ্গার ধারে উঁচু বাঁধের ওপর উঠে দাঁড়ানোর জন্য, যাতে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং সঙ্গের লোকেরা সহজেই খুঁজে বের করতে পারে।

সেইমতোই ব্যবস্থা হতে লাগল। কিন্তু তাতেও হুড়োহুড়ি। নিখোঁজ ব্যক্তি এবং খোঁজার লোক— দুয়ের ভিড় চরম আকার ধারণ করল।

এমন সময় হঠাৎ মেলার মাইকে চায়নার কণ্ঠস্ব শোনা গেল, "পাণ্ডব গোয়েন্দারা শোনো, আমি চায়না বলছি। আমি এই ভিড়ে হারিয়ে গেছি। একটা ছোট নৌকো নিয়ে আমি গঙ্গার মাঝখানে চলে যাচ্ছি। সেখান থেকে আমি রুমাল নাড়ব। তোমরা আমাকে উদ্ধার করো। আমি তোমাদের কাউকেই খুঁজে পাচ্ছি না।"

বিলু, ভোম্বল দু'জনে দু' প্রান্তে ছিল। ছুটে এল।

বাচ্চু-বিচ্ছু ছিল অনেকটা দূরে হাত ধরাধরি করে। চায়নার কণ্ঠস্বর শুনে ওরাও এগিয়ে এল গঙ্গার ঘাটে, যেখানে ছোট বড় অনেক নৌকো বাঁধা আছে, সেখানে।

একটু পরেই দেখা গেল চায়নাকে। একটা ছোট নৌকোয় উঠে রুমাল নাড়ছে আর চেঁচাচ্ছে, "বাচ্চু-বিচ্ছু! তোমরা এগিয়ে এসো, আমি এইখানে।"

ওকে দেখে বিলু, ভোম্বলও এসে জুটল।

কিন্তু বাবলু কই? বাবলু আসছে না কেন? কোথায় গেল ছেলেটা? তবে কি ভিড়ের চাপে কিছু হয়ে গেল তার? সেইসঙ্গে নিখোঁজ আর একজন। সে হল পঞ্চু।

দু'জনের একজনও ফিরে এল না। উপরন্তু কয়েকটি ছোটবড় নৌকো এসে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে ওদের।

কালো মেঘের দল যেমনভাবে চন্দ্র বা সূর্যকে আড়াল করে, ঠিক সেইভাবেই ওরা এসে লোকচক্ষুর আড়ালে ঢেকে ফেলল ওদের।

কী বিপদ! কী থেকে যে কী হয়ে গেল তা কেউ ভেবেও পেল না। কিন্তু পাণ্ডব গোয়েন্দারা কখনওই বিপদকে বিপদ বলে মনে করে না। বিলু তাই ভোম্বলের দিকে তাকিয়ে চোখের একটু ইশারা করতেই সে শোল মাছের মতো ওদের কবল থেকে পিছলে জলে গিয়ে পড়ল তারপর কোথায় যে তলিয়ে গেল তার হদিসও পেল না কেউ।

বাচ্চু, বিচ্ছু আর চায়নাকে একটা বজরায় নিয়ে গিয়ে রাখল ওরা।

একজন বিলুর চুলের মুঠি ধরতেই বিলু তার পেটে কনুইয়ের একটা গুঁতো মেরেই পাশের একটি নৌকোর খোলে লাফিয়ে পড়ল। এটাও শত্রুপক্ষেরই। সেই নৌকোয় লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নৌকোটা এমনভাবে কাত হয়ে গেল যে, তাতে যে রান্না চড়িয়েছিল তার সর্বস্ব তো গেলই, উপরন্তু জ্বলন্ত উনুন উলটে গিয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন।

বিলু তখন নৌকোর ছাউনির মাথায় পা দিয়ে এ-নৌকো থেকে ও-নৌকো করে একেবারে ডাঙার কাছাকাছি। তারপরই জলে লাফিয়ে কোনওরকমে ডাঙায় হাওয়া! ওর মনে তখন একটাই দুশ্চিন্তা, ভোম্বলের কী হল! কেন না ভোম্বলকে ও জলে লাফাতে বললেও ও যেভাবে ওর জামা-কাপড় পড়ে থাকা অবস্থায় জলে লাফাল, সেটাই ওর পক্ষে বিপজ্জনক। কেন না, এখানকার এই গঙ্গা বাইরে থেকে থেকে নিস্তরঙ্গ মনে হলেও ভেতরে ভেতরে অসম্ভব টান এর।

বিলু আর কোনওদিকে না তাকিয়ে সোজা চলে এল পুলিশ স্টেশনে। তারপর ওদের বিপদের কথা জানিয়ে একেবারে শোনপুরের প্ল্যাটফর্মে। সেখানে এসেই দেখল ভিজে কাকের মতন ভোম্বল ঠকঠক করে কাঁপছে আর কী যেন বলছে রবিনদাকে।

বিলুকে দেখেই ভোম্বল উৎসাহিত হয়ে বলল, "কী রে! তুই কী করে ওদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে এলি?"

"কোনওরকমে পালিয়ে এসেছি। একজনের পেটে কনুইয়ের গুঁতো মেরে একটা নৌকো জ্বালিয়ে দিয়ে তবেই এসেছি। কিন্তু দুশ্চিন্তা হচ্ছে ওদের জন্য। বাচ্চু, বিচ্ছু, চায়না, তিনজনেই রয়ে গেছে ওদের খপ্পরে।"

"ওদের ছেড়ে এলি কেন তুই? ধরা দিয়ে ওদের কাছে কাছে থাকতে পারতিস।"

"কী করে কাছে থাকব! ওদের সাহায্য করবার জন্য ওরা কী আমাকে ওদের কাছে রাখত? তার আগেই তো সরিয়ে নিয়ে গেল ওদের।"

"কোথায় নিয়ে গেল?"

"জানি না। তবে একটা বজরায় নিয়ে গিয়ে রাখল ওদের, এইটুকুই শুধু দেখেছি।"

রবিনদা বলল, "তার মানে ওরা ওদের এই এলাকায় রাখবে না। নির্ঘাত পটনার দিকে নিয়ে যাবে।"

ভোম্বল বলল, "নিয়ে যাওয়াচ্ছি ওদের! প্রয়োজন হলে ডুব-সাঁতারেও আমি ওদের পিছু নেব। কিন্তু বাবলুর কী ব্যাপার বল তো? ওকে দেখছি না কেন? দলছুট যখন হয়েইছি আমরা, তখন ওর তো এখানেই আসা উচিত ছিল।"

বিলু বলল, "আমার মনে হয় নির্ঘাত ওর কোনও বিপদ হয়েছে। তাই পঞ্চুও বেপাত্তা।"

রবিনদা বলল, "তোমরা এক কাজ করো। এই ব্যাপারটা বেশ গুছিয়ে এখানকার পুলিশ অফিসারকে বলো। উনিও বাঙালি। তাই স্টেপ একটা নেবেনই।"

বিলু বলল, "পুলিশকে জানিয়েই এসেছি আমি।"

"ও জানানোতে কিছু হবে না। ওইসব পুলিশও পেশোয়ারির স্পাই। আমার সঙ্গে এসো। শোনপুরের অফিসার সমীরণ বসুকে জানাও। তবে যদি কাজ হয়।"

বিলু ভোম্বলকে বলল, "আমি এদিকটা দেখছি। তুই একটি রিকশা নিয়ে ঘরে যা ভোম্বল। আগে গিয়ে পোশাকগুলো ছাড়।"

"কিন্তু ওরা যে রয়ে গেল বজরার মধ্যে, তার কী হবে?"

"ওরা কোথায় আছে সেটা যখন জেনেছি তখন ওই বজরার ভেতর থেকে ওদের খুঁজে আনতে খুব একটা অসুবিধে হবে না। আমি ততক্ষণ রবিনদার সঙ্গে এখানকার পুলিশ অফিসারের কাছে যাচ্ছি। তুই কিন্তু একটুও দেরি করিস না। এই জল গায়ে বসলে সর্দি-জ্বর হবেই হবে।"

রবিনদা বলল, "কোনও দরকার নেই। এসো তোমরা আমার সঙ্গে। আমার এক দোস্তের বাড়ি আছে এখানে। তাদেরই কাছ থেকে একটা প্যান্ট-শার্টের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। না হলে এই অবস্থায় পহলেজা পর্যন্ত যেতে যেতেই হাল খারাপ হয়ে যাবে ওর।"

রবিনদা ওদের নিয়ে তাঁর বন্ধুর বাড়ির দিকে চলল।

খানিক এসে বিলু বলল, "ভোম্বল, তুই কিন্তু একটা মস্ত বোকামি করেছিস। আমি বললুম আর তুইও অমনই জলে লাফ দিলি? তোর মতন এক্সপার্ট সাঁতারু এমন ভুল করে কী করে? জামা-প্যান্ট ছেড়ে জলে লাফাবি তো?"

"সত্যি। খুব ভুল হয়ে গেছে রে! ওই অবস্থায় সাঁতার কাটতে কী কষ্ট যে হচ্ছিল তা কী বলব! তবে খানিক গিয়েই মাটি পেলাম, তাই রক্ষে।"

কথা বলতে বলতেই ওরা নির্দিষ্ট বাড়িতে এসে হাজির হল। শ্যামলাল নামে রবিনদার এক বন্ধু ছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভোম্বলকে নতুন জামা-প্যান্ট সবকিছুই দিয়ে সাহায্য করলেন।

শ্যামলালের স্ত্রী গরম হালুয়া, চা ইত্যাদি খাওয়ালেন।

রবিনদা বলল, "শোনো, তোমাদের ডোরার সন্ধান আমি পেয়েছি। তোমরা আগে মেয়েগুলোর ব্যাপারে সমীরণ বসুকে বলো, তারপরে দেখছি কীভাবে কী করা যায়।"

বিলু বলল, "ডোরার চেয়েও এখন যে আমাদের বেশি দরকার বাবলুকে। বাবলু নেই, পঞ্চুও নেই। কী করি বলুন তো?"

"আসলে মেলা বলেই এইরকমটা হয়েছে। যা-তা মেলা তো নয়, হরিহরছত্রের মেলা। তবে বাবলু বা পঞ্চুর জন্য ভেবো না। তার কারণ ওরা নিশ্চয়ই এই ভিড়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। হয়তো দেখবে এতক্ষণে ওরা তোমাদের খুঁজে না পেয়ে বল্লিটোলাতেই পৌঁছে গেছে।"

"তাই যেন হয়!"

ওরা মাঠের মাঝখানে একটি অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পে আসতেই দেখা পেল সমীরণ বসুর।

রবিনদা গিয়ে তাঁকে সব কথা বলতেই তিনি বললেন, "তিনটি মেয়েকেই আমরা উদ্ধার করেছি। আর ওই বজরার লোকদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাজিপুরে। এক জটিল কেসে এমন জড়ানো হয়েছে ওদের যে, কাউকেই ছাড়া হবে না সহজে। আসলে এই মেলার জন্য অনেক জলপুলিশেরও ব্যবস্থা ছিল। পটনামুখী সমস্ত মেলা-ফেরত নৌকো আর বজরার দিকে পুলিশের কড়া নজর ছিল। তাই ওদের চেঁচামেচি পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুলিশ ওদের উদ্ধার করে পৌঁছে দেয় যথাস্থানে।"

বিলু তখন বাবলু আর ডোরার ব্যাপারেও বলল। বলল, পেশোয়ারিলাল এবং তার দুই পোষা গুন্ডার কথা। আর নির্দোষ সুরিন্দররাও যাতে ছাড়া পায় সেই ব্যাপারেও বলল।

সমীরণবাবু বললেন, "সুরিন্দরের ব্যাপারটা অন্য। কেন না ওদের ব্যাপারটা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যাতে ওরা দোষী কি নির্দোষ তা প্রমাণ হবে আদালতে। এখন কোনও হোমরাচোমরা ব্যক্তি যদি ওদের জামিন নেন, তবেই ছাড়া পাবে ওরা। কিন্তু তোমরা ওই গ্রামের বাড়িতে আর থেকো না। হাজিপুরেই কোনও একটা হোটেলে গিয়ে ওঠো।"

ভোম্বল বলল, "তাই করব। তবে আপনাদের ধন্যবাদ যে, আমাদের মেয়েদের আপনারা ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন।"

ওরা থানা থেকে বেরিয়ে আসতেই রবিনদা বলল, "আসলে এইসব ভিড়ভাট্টায় কত যে অসামাজিক কাজকর্ম হয়, তা তোমরা ধারণাও করতে পারবে না। পুলিশ তেমনই সদা-সতর্ক থাকে, তাই। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে কড়া নজর রাখে ওরা। তাই ওদের নজর এড়িয়ে এই মেলা থেকে ছেলে-মেয়ে চুরি একেবারেই অসম্ভব!"

ওরা পুলিশ ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে আবার এল শোনপুর প্ল্যাটফর্মে। কিন্তু না, বাবলু বা পঞ্চু—কারও সেখানে দেখা নেই।

রবিনদা বলল, "কী করবে তা হলে?"

"আমরা ভাবছি বল্লিটোলাতেই ফিরে যাই। যদি এমন হয় বাবলুও ওখানে গিয়েই হাজির হয়েছে, তা হলে?"

"সেই ভাল। যদি বাবলু গিয়ে থাকে তা হলে এখনই তোমরা গ্রাম ছেড়ে হাজিপুরে চলে এসো।"

ভোম্বল বলল, "হাজিপুরে আজ অন্তত আমরা যাচ্ছি না। তার কারণ দুষ্কৃতীরা আজ হয়তো অগিনপ্রসাদের বাড়ির ওপর হামলা করতে পারে। সন্ত্রাস চালাতে পারে ওদের গ্রামে।"

"তাই যদি করে, তোমরা ওদের কী করবে? কিছুই করতে পারবে না। তোমাদের বাবলুও নেই, পঞ্চুও নেই। ওদিকে আমি পাকা খবর পেয়েছি ডোরাকে ওরা মজঃফরপুরে নিয়ে গেছে।"

ভোম্বল বলল, "কী করে পেলে খবরটা?"

“এটাই তো ভাই বোকার মতো প্রশ্ন করলে তুমি। কোন সূত্র ধরে কীভাবে পেলাম তা কি তুমি বুঝবে? আমরা যারা লাইনের লোক, অনেক খবরাখবরই রাখতে হয় আমাদের। খোঁজখবর নিতে গিয়ে শুনলাম আমাদেরই একজন বন্ধু, বাসদেও, পেশোয়ারিলালের এক বন্ধুর মেয়েকে ভাল চিকিৎসার জন্য মজঃফরপুরে নিয়ে গেছে। মেয়েটির গায়ের রং বা অন্য সবকিছু তোমাদের বিবরণের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তাই ধরেই নিলাম এই মেয়েটিই ডোরা। কেন না পেশোয়ারি একজন রহিস আদমি। তার বন্ধুর মেয়েকে চিকিৎসার জন্য সে কেন নিয়ে যাবে? ওই ধরনের কোনও সম্ভ্রান্ত মানুষের বন্ধু নিশ্চয়ই দুস্থ হবে না। মেয়েটির বাবা-মা'ই তো নিয়ে যেতে পারত মেয়েটিকে!”

বিলু বলল, “তা ঠিক। এখন তা হলে বাবলু আর পঞ্চুর দেখা পেলেই আমাদের মজঃফরপুর যেতে হবে।”

“গেলেই যে পাবে, তার কোনও মানে নেই। পেশোয়ারি হয়তো সঙ্গে সঙ্গে নেপালের দিকে পাচার করে দেবে মেয়েটাকে।”

“তা হলে কী হবে রবিনদা?”

“আগে বল্লিটোলায় তো চলো। তারপর ডোরার ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা করবে।”

মেলার ভিড় যেখানে অনেক কম এমন একটি জায়গায় রবিনদার গাড়িটা রাখা ছিল। গাড়ির দিকে তাকিয়েই বিলু, ভোম্বল সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, “পঞ্চু! পঞ্চু!”

রবিনদা বলল, “কোথায় পঞ্চু?”

“ওই—ওই দেখুন।”

সত্যিই তো! পঞ্চু কখন এসে গাড়ির ভেতরে ঢুকে বসে আছে আর মাঝে-মাঝে মুখ বের করে দেখছে কেউ ওর খোঁজে আসছে কিনা!

ওদের দেখেই ভৌ-ভৌ ডাক ছেড়ে নেমে এল পঞ্চু।

পঞ্চু যখন আছে বাবলু তখন নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু কোথায় গেল বাবলু? থাকলেও এখানে এই গাড়ির ভেতরে কেন? বাবলু তো পঞ্চুকে নিয়ে শোনপুরের প্ল্যাটফর্মেই থাকতে পারত। এই ভাবে এখানে থাকার কোনও মানে হয়?

এমন সময় দেখা গেল বাচ্চু, বিচ্ছু আর চায়না হাসতে হাসতে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

বিলু, ভোম্বল দু'জনেই অবাক হয়ে গেল ওদের দেখে।

রবিনদাও বিস্মিত কম হল না।

বিলু বলল, “কী ব্যাপার রে! তোরা এখানে কী করছিস?”

বাচ্চু বলল, “বিলুদা তুমি! সত্যি তোমার জন্যে যে কী চিন্তা হচ্ছিল। তবে তুমি একেবারে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে এসেছ ওখানে। একেবারে চার-পাঁচটা নৌকো জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছ?”

বিলু বলল, “আমি কিছুই করিনি। আমি শুধু ওদের খপ্পর থেকে পালাবার চেষ্টা করেছি। সেই দাপাদাপিতে আগুন লেগে গেছে। আসলে লোকের ক্ষতি যারা করে তাদের ক্ষতি এইভাবেই হয়। কিন্তু তোরা যে উদ্ধার পেয়েছিস ওদের কবল থেকে, এতেই আমাদের আনন্দ।”

ভোম্বল বলল, “পঞ্চুকে তোরা কোথায় পেলি। বাবলু কই?”

“বাবলুদার ব্যাপারে কিছু বলতে পারছি না। বাবলুদাকে আমরা কেউই দেখিনি। শুধু এই পথে আসতে গিয়ে দেখি না পঞ্চু বেচারি রবিনদার এই গাড়িটা দেখে অনবরত কুঁই-কুঁই করছে, আর ঘন ঘন লেজ নাড়ছে। তাই ওকে এই গাড়ির ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে আমরা একটু এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করছিলাম।”

বিলু বলল, “এত কাণ্ডর পরও ঘোরাঘুরি করছিলি কোন সাহসে? তাও পঞ্চুটাকে সঙ্গে রাখতে পারতিস।”

বিচ্ছু বলল, “আমরা তো বেশিদূর যাইনি। কাছাকাছিই ছিলাম। পঞ্চুর দিকে নজরও রাখছিলাম। সে রকম কিছু হলে ওর সাহায্য নিশ্চয়ই পেতাম। যেভাবে ও তোমাদের দেখে জানলা গলে বেরিয়ে এল, সেইভাবেই আসত।”

চায়না বলল, “তা ছাড়া ওকে গাড়িতে রেখে যাওয়ার ফলে একটা সুবিধে হয়েছে আমাদের যে খুব সহজেই দেখা পেলাম তোমাদের। পঞ্চু না থাকলে কি তোমাদের সঙ্গে দেখা হত? তোমরা আসতে, গাড়ি চাপতে, চলে যেতে। ঠিক কিনা বলো?”

“তা অবশ্য যেতাম।”

চায়না বলল, “তা হলে এখন বাবলুর ব্যাপারে কী চিন্তাভাবনা করলে?”

বিলু গম্ভীর মুখে বলল, “আমার মনে হচ্ছে নির্ঘাত ওর কোনও বিপদ হয়েছে।”

রবিনদা বলল, "শুনলাম গুলি চলবার পর অবস্থা এমনই হয়ে যায় যে, পায়ের চাপেও গুরুতর জখম হয়েছে কয়েকজন। ও তাদের মধ্যেও থাকতে পারে।"

ভোম্বল বলল, "অনেক কিছুই হতে পারে।"

বিলু বলল, "কিন্তু তোরা এখানে কেন? তোদের উচিত ছিল বল্লিটোলায় অগিন রায়ের বাড়িতে থাকা।"

বিচ্ছু বলল, "ওরে বাবা। ওদের যা অবস্থা তাতে করে ওদের ওখানে থাকা আর আমাদের উচিত নয়।"

"কেন, নয় কেন?"

"যা কান্নাকাটি চলছে বাড়িতে, সমস্ত আবহাওয়াই পালটে গেছে। যদিও কিছু লোকজন গেছে সুরিন্দরভাই ও অন্যান্যদের ছাড়িয়ে আনতে, তবু পরিবেশটা বেশ থমথমে।"

চায়না বলল, "আচ্ছা, আমাদের এইভাবে দেখে তোমরা তো খুব একটা বিস্ময় প্রকাশ করলে না কেউ? আমরা কী করে ওদের খপ্পর থেকে ছাড়া পেলাম, সে সব তো জানতে চাইলে না?"

"প্রথমেই জানতে চেয়েছিলাম। তারপরে কথা প্রসঙ্গে অন্য কথায় চলে গেলাম আমরা। তোমাদের একটা খবর অবশ্য পুলিশের মুখ থেকেই পেয়েছিলাম। কিন্তু ডিটেলস কিছু পাইনি। এখন তোমাদের মুখ থেকেই শুনি কীভাবে কী হল?"

বাচ্চু বলল, "হ্যাঁ, সে যা হল তা রীতিমতো অ্যাডভেঞ্চার।"

"বলিস কী!"

"ওরা তো আমাদের জোর করে একটা বজরার নিয়ে গিয়ে রাখল। কিন্তু ভুল করল আমাদের তিনজনকেই একসঙ্গে রেখে।"

"কীরকম, তবু শুনি?"

"ওরা আমাদের বজরায় রেখে চাবি দিয়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় শাসিয়ে গেল কোনওরকম চিৎকার-চেঁচামেচি বা পালাবার চেষ্টা করলে ভাল হবে না বলে। আমরা কেউ কর্ণপাতও করলাম না ওদের কথায়। সমানে চেঁচামেচি শুরু করে দিলাম। এরই ফাঁকে হল কী, চায়না জানলা টপকে একেবারে বজরার মাথায়। একজন মাঝি বজরার সিঁড়িতে বসে কলকে-সেবা করছিল। ও এক ধাক্কায় তাকে জলে ফেলেই বজরার দড়িটা খুলে দিল অন্য নৌকোর বাঁধন থেকে। বজরাটা এবার বাঁধনমুক্ত হয়ে ভেসে চলল উজান স্রোতে। আমরা সমানে চেঁচাতে লাগলাম। তারপরই একটি পুলিশের লঞ্চ এসে উদ্ধার করল আমাদের।"

রবিনদা বলল, "এরা তো থানায় ডায়েরিও করেছিল তোমাদের ব্যাপারে।"

বিলু বলল, "যাকগে, পুলিশকে তোরা কী বলেছিস?"

"যা বলেছি তার কিছুই হয়তো বোঝেনি ওরা। আমরা কেউই হিন্দি ভাল বলতে পারি না।"

'তারপর?"

"শুধু এইটুকু বলেছি, পহলেজা বল্লিটোলা। বলতেই ওরা আমাদের তিনজনকে ওদের লঞ্চে চাপিয়ে যথাস্থানে নিয়ে গেল। সকালবেলা আমরা যেখানে গঙ্গার জলে মুখ ধুতে এসেছিলাম, সেইখানে এসে অন্য একটি ছোট নৌকোর সাহায্য নিয়ে তবেই ডাঙার মাটিতে পা দিলাম।"

ভোম্বল বলল, "এর পর ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখলি ওরা খুব কান্নাকাটি করছে। এই তো?"

"ঠিক তাই।"

বিলু বলল, "সবচেয়ে রহস্যজনক ব্যাপার হল, এখানে এতসব কাণ্ডকারখানা হচ্ছে, কিন্তু যাকে নিয়ে নাটক সেই পেশোয়ারিলালের কিন্তু দর্শনই নেই। কোথাও একেবারের জন্যও তো দেখলাম না তাকে।"

ভোম্বল বলল, "কী করে দেখা পাবি তার? রবিনদার মুখেই তো শুনলি ডোরাকে নিয়ে সে মজঃফরপুর গেছে।"

বিলু বলল, "পেশোয়ারি এত বোকা লোক নাকি যে, নিজেকে সে এই জালে জড়াবে? এসব কাজ ওরা নিজেরা করে না। লোক দিয়ে করায়।"

ভোম্বল বলল, "ছাপরা আর মজঃফরপুর কি পাশাপাশি?"

"না, না। এই যে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, এই রাস্তাটা চলে গেছে ছাপরায়। এই যে দেখছ এত বাস, ট্রেকার সব যাচ্ছে, এরা সবাই ছাপরায় যাবে। আর মজঃফরপুরের পথ হল সম্পূর্ণ অন্যদিকে। প্রথমে তোমাদের যেতে হবে হাজিপুর। তারপর যে পথটা বাঁদিকে বেঁকে লালগঞ্জ চলে গেছে সেই লালগঞ্জকে ফেলে রেখেই যেতে হবে মজঃফরপুর।"

ভোম্বল বলল, "মজঃফরপুরের লিচু কিন্তু বিখ্যাত।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই বলল, "রাখো তোমার লিচু! এখন বাবলুদার ব্যাপারে একটু অন্তত খোঁজখবর নাও।"

রবিনদা বলল, "আচ্ছা, আর-একবার আমাদের ওই পুলিশ অফিসার সমীরণবাবুর কাছে গেলে হয় না?"

"গিয়ে লাভ?"

"উনি যে বললেন এদের অপহরণ করার জন্য কয়েকজন মাঝিমাল্লাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে, তা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেও তো জানা যেতে পারে বাবলুকে আদৌ গুম করেছে কিনা বা কোথায় রেখেছে বাবলুকে?"

চায়না অবাক হয়ে বলল, "গ্রেফতার করেছে? কাকে? আমরা যে বজরায় ভেসে যাচ্ছিলাম তাতে তো কেউই ছিল না। একজন যে লোক ছিল তাকে তো জলে ফেলে দিয়েছিলাম আমরা।"

রবিনদা বলল, "তাতেই কাজ হয়েছে। পুলিশ এখানে ঝাঁকে-ঝাঁকে। ওই জলে পড়া লোককেই কিছু পুলিশ তুলে নিয়ে ঘা-কতক দিতেই নাম পেয়ে গেছে বোধ হয় কয়েকটা। তা ছাড়া যেসব নৌকোয় আগুন ধরে যায় তাদের চেঁচামেচিতেও জানা যায় ওদের অপরাধের কথা। ফলে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করতে ওদের কোনও অসুবিধেই হয়নি।"

"তাই বলি কী, আমাদের আর-একবার বাবলুর ব্যাপারটা পুলিশকে জানানো উচিত।"

ওরা সকলে তখন দলবদ্ধ হয়ে শোনপুরের সেই অস্থায়ী ক্যাম্পে এসে অফিসারের সঙ্গে দেখা করল। অফিসার সব শুনে রীতিমতো গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, "বাবলুর ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছি। তবে ডোরা নামের ওই মেয়েটির ব্যাপারে আমাদের কাছে খবর আছে। হাওড়া পুলিশ জানিয়েছে ওর অপহরণ হওয়ার কথা। এমনকী এখানে আসার সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছে। সেই কারণে আমরাও কড়া নজর রেখেছি মেয়েটির ব্যাপারে। চারদিকে তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছি। কিন্তু কোথাও কোনও হদিসই পাইনি ওর।"

ভোম্বল বলল, "শুনেছি পেশোয়ারিলালের বসতবাড়ি হচ্ছে হাজিপুরে। পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে একটা সার্চ ওয়ারেন্ট বের করে ওঁর বাড়িতে তল্লাসি চালালে হয় না।"

"শেষ পর্যন্ত তাই হয়তো করতে হবে। কিন্তু কোনও লাভই হবে না। তাতে।"

রবিনদা বলল, "বাড়িতে সার্চ করা মানে অযথা কিছু পুলিশকর্মীকে ওঁর বিষনজরে ফেলা। আমি তো এক সময় ওঁর গাড়ি চালিয়েছি কাজেই ওঁর প্রকৃতি আমি জানি। বাড়িতে কিছুই পাবে না। আর চোরাই মাল বাড়িতে রাখার মতো ভুল কাজ কখনও করবে না পেশোয়ারি।"

বিলু বলল, "বেশ তো। বসতবাড়ি না হোক, আর যেখানে ওর ঠেক আছে সেখানেই খোঁজখবর নেওয়া যাক। যেমন আমরা সন্দেহ করছি ডোরা নামের মেয়েটাকে ওরা নিয়ে গেছে মজঃফরপুরের দিকে। সেখানেও তো ওর ঘাঁটি আছে?"

সমীরণবাবু বললেন, "এক মিনিট" বলেই ফোন উঠিয়ে ডায়াল ঘুরিয়ে বললেন, "হ্যালো, মজঃফরপুর! একবার ও সি ভিজিলেন্সকে দিন না? হ্যালো...হ্যালো...।"

সম্ভবত লাইনটা কেটে গেল। তাই রিসিভার নামিয়ে বললেন, "লাইন ব্লক আছে। ঠিক আছে, তোমরা যাও। আমি নিজে দেখছি ব্যাপারটা। ছেলেটার ব্যাপারেও খোঁজখবর নিচ্ছি।"

অগত্যা ওরা সকলে ফিরে এল বল্লিটোলায়।

রবিনদাই তার গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে এল। কিন্তু গিয়ে দেখল এক মর্মান্তিক ব্যাপার। কার অসতর্কতায় কীভাবে যেন আগুন লেগে পরপর কয়েকটি ঘর জ্বলছে। চারদিকে কান্নার রোল।

বিলু বলল, "এটা স্রেফ নাশকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। অমরা আশঙ্কা করেছিলাম কালো রাতের, কিন্তু তার আগেই কাজ হাসিল করে গেল ওরা।"

আগুনের শিখাগুলি তখন লেলিহান হয়ে নাচছে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, আর চায়না করুণ চোখে তাকিয়ে রইল সেই অগ্নিকুণ্ডের দিকে। গ্রামবাসীরা বালতি-বালতি বালি ছুড়ে সেই আগুন নেভাবার বৃথা চেষ্টা করছে। একে তো ছোট্ট গ্রাম। আঙুলে গোনা ক'টা ঘর। তারও অর্ধেক কিনা ছাই হয়ে গেল!

বিলু বলল, "এর জন্য দায়ী কিন্তু আমরা। না আমাদের অশুভ পদক্ষেপ হবে এখানে, না হবে এদের এই সর্বনাশ।"

রবিনদা বলল, "অত বেশি 'সেন্টিমেন্টাল' হোয়ো না ভাই। তোমরা আসবার আগেও যে এখানে কত কী হয়ে গেছে তা কি তোমরা জানো? পেশোয়ারির লোকেরা এইভাবেই মানুষকে অতিষ্ঠ করে।"

চায়না রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "আমার ইচ্ছে করছে লোকটাকে এখনই গুলি করে মারতে।"

"কিন্তু পাচ্ছ কোথায় তাকে?"

ভোম্বল বলল, "এই ঘটনার পর আর এখানে থাকা ঠিক নয়। এখনই এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "চলে যাব, কিন্তু একেবারে নয়। অপরাধীদের খুঁজে বের আমরা করবই। দিনের আলোয় বিদায় নিলেও রাতের অন্ধকারে আমরা আবার আসব।"

রবিনদা হেসে বলল, "তখন এসে লাভ?"

"নিশিকুটুম্বরা নিশ্চয়ই আমাদের খোঁজে আর-একবার এখানে আসবে। যদি আসে, ওদের আমরা ছেড়ে দেব না।"

বিলু বলল, "সে তো পরের কথা। আমরা এই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছি জানলে ওরা হয়তো আর আসবেই না। এখন সমস্যাটা কীরকম ঘোরালো হয়ে গেল একবার ভেবে দ্যাখ তো। একদিকে ডোরা, একদিকে বাবলু, অন্যদিকে আমরা। এর ওপর এখানেও এই। উঃ, কী যে করি!"

ভোম্বল বলল, "এক মিনিট। তোরা একটু অপেক্ষা কর। আমাদের জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আমি এখনই আসছি।"

বিলু বলল, "যা, নিয়ে আয়। আর এও বলে আয়, সুরিন্দর না ফেরা পর্যন্ত আমরা মাঝে-মাঝেই দেখা করতে আসব।"

ভোম্বলের যা কথা, তাই। গেল আর এল।

রবিনদা বলল, "এখন তোমরা কোথায় যাব?"

বিলু বলল, "আমরা যে বাড়ি ফিরে যাব না, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আপনিই আমাদের একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিন।"

রবিনদা কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করে বলল, "আমার মনে হয় তোমরা এই জায়গাতেই আর থেকো না।"

"তা হয় না। আমাদের দু'-দু'জন নিখোঁজ। অথচ তারা এই এলাকার আশপাশেই আছে। এই অবস্থায় আমরা কী করে চলে যাই বলুন? বাবলুকে, ডোরাকে দু'জনকেই খুঁজে বের করতে হবে তো?"

"তা তো হবে। কিন্তু এই কাজের ঝুঁকি নিতে গিয়ে আরও দু'-একজন নিখোঁজ হয়ে যাও যদি?"

"সে যা হয় হবে। আমরা কিন্তু এই শোনপুর মেলার ধারেকাছেই থাকতে চাই। না হলে বাবলুর ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে পারব না। মাঝেমধ্যে বল্লিটোলায় গিয়ে দেখে আসতে হবে তো বাবলু ফিরে এল কি না।"

রবিনদা বলল, "তা হলে এক কাজ করো তোমরা, কোনও হোটেলে না উঠে আমার সেই বন্ধুর বাড়িতেই গিয়ে ওঠো। ওই জায়গাটাই হবে তোমাদের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। আমরা বন্ধু শ্যামলাল আর তার বউকে তো দেখলে, খুবই ভালমানুষ ওরা। তোমাদের ব্যাপারে সব কথা শুনলে হয়তো একটু-আধটু সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দিতে পারবে।"

বিলু বলল, "খুব ভাল হয় তা হলে। ওঁদের বাড়িটা একেবারে মেলাতলার গায়ে। ওইখান থেকে খবরদারি করতে বরং সুবিধেই হবে আমাদের।"

"তা হলে চলো। ওঠো গাড়িতে।"

ওরা সবাই পঞ্চুকে নিয়ে উঠে বসলে গাড়িতে স্টার্ট দিল রবিনদা। মাঠের শুকনো ধুলোবালি উড়িয়ে বেশ কিছুটা পথ যখন এসেছে তখন দেখল সুরিন্দরভাই ও অন্যরা সবাই জামিনে খালাস পেয়ে গ্রামে আসছে।

বিলু হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বলল, "সন্ধের পর গ্রামে থেকো, আমরা আবার আসছি।"

প্রত্যুত্তরে সুরিন্দর কী যে বলল তা ওরা বুঝতে পারল না। কেন না ওর কথা শোনবার জন্য গাড়ির 'স্পিড' একটুও কমাল না রবিনদা।

ধুলোর কুণ্ডলি উড়িয়ে গাড়িটা শোনপুরের দিকে এগিয়ে চলল।

॥ ১০ ॥

এবারে বাবলুর কথায় আসা যাক। আঘাতটা জোরেই লেগেছিল বাবলুর। মাথা ফাটেনি, কিন্তু সেই আঘাতে ভুবন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। ও বুঝতে পারল মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগেই কারা যেন ধরে ফেলল ওকে। ওর সর্বাঙ্গ তখন অবশ হয়ে এসেছে। ওর বমিভাব দেখা দিল। কিছুমাত্র করার ক্ষমতা রইল না। তাই একটু-একটু করে আত্মসমর্পণ করল ওদের কাছে।

জ্ঞান যখন ফিরল অথবা ঘুম যখন ভাঙল তখন ও অনুভব করল একটি অন্ধকার ঘরে তক্তপোশের ওপর

শুয়ে আছে সে। ও কি মাথায় আঘাত পেয়ে অন্ধ হয়ে গেছে? না কি গভীর রাত এখন? তা যদি হয় ওরা ঘরে একটাও আলো দেয়নি কেন?

বাবলু ধীরে ধীরে উঠে বসল। শরীরের অবসন্ন ভাবটা কাটলেও খিদেয় পেটের ভেতরটা চুঁইচুঁই করছে একেবারে। তার ওপর ঘাড়ের কাছে প্রচণ্ড ব্যথা। মাথার পেছন দিকটা কেমন যেন ফুলে আছে।

বাবলুর খুব ভয় করতে লাগল এবার। এত অন্ধকার কেন? ওর চোখে কিছু হয়নি তো?

তবু ও পা ঘষে-ঘষে একটু একটু করে এগিয়ে চলল। খানিক হাতড়াতেই বুঝতে পারল একটা বদ্ধ ঘরেই আছে ও। সেই ঘরের দরজাও আছে একটা। সেটা বাইরে থেকে শেকল অথবা তালা দেওয়া। ও দরজাটাকে দু'-একবার টেনে দেখল, কিন্তু কোনও লাভ হল না।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর কথা মনে হল ওর। মনে হল চায়নার কথা। পঞ্চুর কথা। ওরা এখন কী করছে কে জানে? ছত্রভঙ্গ হওয়ার পর ওরা কী এক হতে পেরেছে? ওদের হাতে ধরা যে পড়েনি তা বোঝাই যাচ্ছে। তা যদি হত তা হলে ওদেরও কেউ-না-কেউ থাকত এই বন্দিশালায়। কিন্তু পঞ্চু! তাকে ধরা তো সহজ ব্যাপার নয়। ধরা যদি ওরা পড়ে থাকে তা হলে পঞ্চু তো সম্পূর্ণ একা। মেলার ওই প্রচণ্ড ভিড়ে হাজার জনতার মাঝে ওর অবস্থা তো কাহিল হয়ে যাবে। যদি ও ভিড় কাটিয়ে বাইরে যায়, তবুও খিদেয় ছটফট করবে। পঞ্চু তো পরের উচ্ছিষ্ট খায় না, তাই না খেয়ে প্রাণত্যাগ করবে তবু কুড়িয়ে কিছু খাবে না। এইসব ভাবতে-ভাবতে বাবলুর মাথাটা আবার ঝিমঝিম করতে লাগল।

ও তবুও অন্ধকারে চারদিকের দেওয়াল হাতড়ে সুইচ বোর্ড খুঁজতে লাগল। কিন্তু না, কোথাও কিছুই নেই. এমনকী একটা ভেন্টিলেটর আছে কিনা তাও বুঝতে পারল না।

বাবলু বুঝতে পারল এই বন্দিশালা থেকে পালানো অসম্ভব। কোনওরকম ছলচাতুরি, কোনওরকম ধূর্তামি কাজে লাগবে না এখানে। এই অন্ধকার বন্দিশালায় বসে মৃত্যু অথবা অন্য কিছুর জন্য প্রহর গুনতে হবে।

এইভাবে অনেক সময় কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ একসময় ম্লান আলোয় ভরে উঠল গোটা ঘর। বাবলু চকিতে সরে গেল দরজার পাশে। কেউ দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেই সুযোগটা নেবে ও। কিন্তু দরজার পাশে চতুর বেড়ালের মতো ওত পেতে থেকেও লাভ হল না কিছু। কারও কোনও মৃদু পদশব্দও পাওয়া গেল না এখান থেকে। তা হলে? তা হলে আলো জ্বালল কে? আলো কি তা হলে জ্বালাই ছিল? লোডশেডিং-এর জন্য অন্ধকারে ভরে ছিল এতক্ষণ? মনে হয়, তাই।

হঠাৎ বাবলুর নজরে পড়ল ঘরের কোণে একটি ছোট্ট টি-টেবিলে এক প্লেট হালুয়া আর খানচারেক পুরি রাখা আছে। পাশেই আছে জল ভর্তি একটি 'ওয়াটার বটল'।

খিদের মুখে বাবলু গোগ্রাসে তাই খেল।

এতক্ষণে দেহে-মনে যেন বল ফিরে এল ওর। ও চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল কোথাও কোনও ফাঁক আছে কি না। কিন্তু না স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার এই ঘরে একটা ভেন্টিলেটর পর্যন্ত নেই। শুধু দরজার পাল্লার নীচের যে ফাঁকটুকু, সেইটুকু দিয়েই আলো-বাতাস চলাচল করে। সম্ভবত গুদাম ঘর হিসেবেই হয়তো ব্যবহার করা হয় ঘরটিকে। কিন্তু জায়গাটা যে কোথায়, তা ও ভেবে পেল না। একবার মনে হল পটনায়, একবার মনে হল হাজিপুরে। শোনপুর মেলার ধারে কাছে যে নয়, তা ও ভালই বুঝতে পারল।

হঠাৎ একটা মৃদু পদশব্দ কানে এল ওর। কে বা কারা যেন আসছে।

বাবলু দরজার কাছে গিয়ে কানখাড়া করে রইল। চাপা গলায় কারা যেন ফিসফিস করে কীসব বলাবলি করছে নিজেদের ভেতর। তারপরই তালা খুলে ঘরে ঢুকল ওরা। দু'জন ছিল। বাবলু দু' হাতে দু'জনকে সজোরে ধাক্কা দিয়েই ঘরের বাইরে এসে দরজায় শেকলটা তুলে দিল।

ঘরের ভেতরে তখন প্রচণ্ড দাপাদাপি। চিৎকার-চেঁচামেচি, ধাক্কাধাক্কি, "আরে ভাই, দরওয়াজা খোলো তো। হাম দোনো পোলিশকা আদমি..।।"

বাবলু এরকম ধাপ্পাবাজি অনেক দেখেছে। পুলিশের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই যে, রাতের ঘুম ফেলে রেখে বাবলুকে উদ্ধার করবার জন্য এই ঘরে আসবে!

বাবলু কোনওদিকে না তাকিয়ে ছুটে বড় রাস্তায় এসে পড়ল। এখন ওর কোনওদিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট করে পরিবেশ দেখার দিকে মন নেই। একটি কালো গাড়ি অন্ধকারে গাছতলায় রাখা আছে দেখতে পেল। ও বুঝতে পারল এই গাড়িতে করেই ওরা ওকে এখানে এনেছিল। এই গাড়িতে করেই ওরা ওকে পাচার করতে চেয়েছিল। ও তাই যতটা সম্ভব গতি বাড়িয়ে ছোটা শুরু করল। জায়গাটা বন্ধুর। উঁচু-নিচু, এবড়োখেবড়ো পথ। পাহাড় নেই, কিন্তু পার্বত্য প্রকৃতি। চারদিকে পাথর। শুধু গাছপালা আর ধু-ধু করছে

মাঠ। জনবসতি নেই বললেই হয়। একেবারেই নির্জন। সারা আকাশ ভরে আছে তারার মালায়। চাঁদও আছে।

বাবলু ছুটছে—ছুটছে—ছুটছে।

ছুটছে তো ছুটছেই। কিন্তু যাবে কোনদিকে? অজানা, অচেনা পথ। তবু যে পথ সম্মুখে প্রসারিত, সেই পথ ধরেই ছুটে চলল বাবলু।

হঠাৎই বাবলুর মনে হল, ও আর নিরাপদ নয়। একটা স্কুটার অথবা ওই ধরনের কিছু যেন ওর দিকে ধাওয়া করে আসছে। ঠিক এইরকম অবস্থায় কী যে করবে বাবলু, কিছু ভেবে পেল না। মনে পড়ল পিস্তলটার কথা। তাই তো, সেটা কী আছে? না, খোয়া গেছে? মনে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই হাত দিয়ে দেখল বাবলু। যথাস্থানেই আছে সেটা। বুকে যেন অসুরের বল ফিরে পেল এবার। আর ওকে পায় কে? আসলে বাবলুকে ওরা মেলার ভিড়ে আক্রমণ করেই গাদার মড়ান মতন নিয়ে এসে ফেলে রেখেছিল ওই ঘরে। বাবলু চকিতে সেটাকে ব্যবহারের উপযোগী করে নিয়েই বড় একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

ও শুধু সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল এবার। ওটা খুব কাছাকাছি এলেই একটি গুলিতে ওর গতি স্তব্ধ করে দেবে। পরক্ষণেই ভাবল সেটা কি ঠিক হবে? যিনি আসছেন তিনি যদি ওদের দলের লোক না হয়ে অন্য কেউ হন? তাই আবার মতের পরিবর্তন করল ও। নিজের থেকে কিছুই ও করবে না। আগন্তুক যদি পেশোয়ারির লোক হয় বা ওকে আক্রমণ করতে আসে, তবেই পালটা জবাব দেবে। নচেৎ নয়।

বাবলু দেখল স্কুটারের গতি ক্রমশ কমে আসছে। কমতে কমতে একসময় থেমেও গেল। কিন্তু এ কী! এও কি সম্ভব! এ কার কণ্ঠস্বর? স্কুটার থেকে যে নামল সে মুখের দু' পাশে হাত রেখে চেঁচিয়ে বলল, "বাবলু! আমি ডোরা বলছি। তুমি আর লুকিয়ে থেকো না। যেখানেই থাকো বেরিয়ে এসো। আমি ডোরা, ডোরা, ডোরা।"

বাবলু অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেই দু' চোখ বড় বড় করে বলল, "আমি ভূত দেখছি না তো?"

"যা দেখছ ঠিকই দেখছ। আমি ডোরাই।"

"কিন্তু তুমি এখানে কী করে এলে?"

"ঠিক যেভাবে তুমি এসেছ। যাই হোক, এখন পালাই চলো। এইভাবে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলবার সময় এখন নয়। কুইক বাবলু। অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। তার কারণ যে-কোনও মুহূর্তে শত্রুপক্ষের লোকেরা এসে আমাদের ঘিরে ফেলতে পারে। তাই এই মুহূর্তে আরও অনেক—অনেক দূরে পালিয়ে যেতে হবে আমাদের।"

"তা না হয় হল। আমরা কোথায় এসেছি!"

"এখন কোনও কথা নয়, আগে এটার পেছনে উঠে বোসো তুমি।"

অবস্থার গুরুত্ব বাবলু বোঝে। তাই আর কথা বাড়াল না।

ডোরা ঝড়ের গতিতে উড়িয়ে নিয়ে চলল স্কুটারটাকে। অন্তহীন পথ, তবু শেষ তো হবেই একসময়। স্কুটারে যেতে যেতে বাবলুর মনে হল, ডোরা শুধু ডোরা নয়, কক্ষচ্যুত উল্কা একটা। বাবলু আশ্চর্য হয়ে গেল ডোরার তৎপরতা দেখে। ও আস্তে করে ডোরার কাঁধে চাপড় দিয়ে বলল, "শাবাশ ডোরা!"

হঠাৎই একসময় স্কুটার আপনা থেকেই থেমে গেল।

বাবলু বলল, "কী হল? থামলে যে?"

"আমি থামিনি, ও-ই থেমে গেল। ক্ষুধা-তৃষ্ণা তো ওরও আছে। খালি পেটে আর কতক্ষণ যায়?"

"তার মানে তেল ফুরিয়েছে!"

'ঠিক তাই। এখন আমরা পায়ে হেঁটেও পালাতে পারব। ওদের ওদিক থেকে অনেকটা দূরে চলে আসতে পেরেছি।"

ওরা স্কুটারটাকে রাস্তার খাদে ফেলে দিয়েই নতুন উদ্যমে আবার পথ চলা শুরু করল।

কী নির্জন পথ, আর কী প্রচণ্ড শীত। ঠান্ডায় জমে যাচ্ছিল হাত-পা। তবু পালানোর তাগিদ। এখন মুক্ত বিহঙ্গ বলেই শীত যেন আরও বেশি করে জড়িয়ে ধরছে। অথচ বিহারের এই গ্রামে শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনও উপায়ই আর নেই।

এদিকটা বেশ ছায়াঘন অন্ধকার। চারদিকে ঘন গাছপালা। তারই বুক চিরে অন্ধকারের গভীরে হারিয়ে গেছে এই পিচ-ঢালা পথ। মাঝে-মধ্যে পর্বতপ্রমাণ উঁচু ঢিবি। কীসের ঢিবি ওগুলো? কে জানে?

হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল দু'জনেই।

এই উন্মুক্ত প্রান্তরে ও কীসের ধ্বংসাবশেষ? তার চেয়েও যা বিস্ময়কর, তা হল একটি সুউচ্চ অশোকস্তম্ভ।

এটা এখানে কোত্থেকে এল? তা ছাড়াও দুটি বৌদ্ধ স্তূপ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। চারদিকে খননকার্যও চলছে মনে হল।

বাবলু বলল, "ডোরা! এ আমরা কোথায় এলাম?"

"আমরা এখন বৈশালীতে আছি। ভগবান বুদ্ধের পুণ্য পাদস্পর্শে ধন্য যে বৈশালী, সেই বৈশালীতে আছি আমরা।"

বাবলু আনন্দে, উত্তেজনায় ছুটে গেল সেই অশোকস্তম্ভের দিকে। ট্যুরিস্টদের জন্য সরকারি ফলকে যা লেখা আছে তা হল এই—প্লেগ মহামারীতে বৈশালী যখন উজাড় হয়ে যেতে বসেছে তখন একবার গৌতম বুদ্ধ শেষবারের মতো এখানে এসেছিলেন। তাঁর বিদায় মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখার পরিকল্পনায় এই স্তম্ভটি নির্মাণ করিয়েছিলেন সম্রাট অশোক। কিন্তু বৌদ্ধ যুগের পর যখন কালের প্রবাহে সব মাটিচাপা পড়তে থাকে তখন সাধারণ মানুষ মনে করত, এটি হচ্ছে ভীমের গদা এবং এই স্তূপগুলো খেলার বল।

বাবলু যখন তন্ময় হয়ে সব দেখছে, ডোরা তখন ধীর পায়ে ওর পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, "হোয়াই ইউ আর সো অ্যাংশাস ফর লুকিং দিস! মাই ফ্রেন্ড?"

বাবলু বলল, "শুধু দেখার জন্য। গৌতম বুদ্ধের জীবনী আমি পড়েছি। এই বৈশালীর কথাও পড়েছি কত। তখন কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি সেই পবিত্র ভূমিতে কখনও আসতে পারব বলে। তার ওপরে এইরকম পরিবেশে এমন এক দারুণ সময়ে। ভাবতে পারো? এখন কত রাত তা জানি না। ওই দ্যাখো, মাথার ওপর তারাভরা নীল আকাশ। কী শান্ত, ধীর প্রকৃতি। কী দারুণ শূন্যতা। আর সেই শূন্যতায় আমরা মাত্র দু'জন।"

ডোরা বলল, "আমাদের আত্মগোপন করার পক্ষে জায়গাটা খুবই ভাল, তাই না?"

"শুধু আত্মগোপন নয়, আত্মরক্ষার জন্যও বটে! ভগবান করুন, মহিমান্বিত এই পূণ্যভূমিতে যেন রক্তপাত না হয়।"

ওরা পায়ে পায়ে সেই বিশাল স্তূপের সমানে এসে দাঁড়াল। কত যত্ন করেই না উদ্ধার করা হয়েছে এটিকে! বাবলুর মতোই ডোরাও অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল সেই স্তূপ আর স্তম্ভের দিকে।

বাবলু বলল, "কী সুন্দর, তাই না?"

ডোরা বলল, "যথার্থই।"

"অথচ কী আশ্চর্য দ্যাখো, এমন অনবদ্য প্রাকৃতিক পরিবেশে এই যে স্থাপত্য বা নিদর্শন, এ দেখতে আসার লোকও খুব কম। সবাই যায় রাজগির, নালন্দা আর বুদ্ধগয়া দেখতে। ছুটে যায় সারনাথ, সাঁচিতে। অথবা অমরাবতী। কিন্তু এখানে আসার লোক নেই বললেই চলে। বৈশালী বেড়িয়ে এলাম বা যাচ্ছি—এমন আমি কাউকেই বলতে শুনিনি।"

ডোরা বলল, "বাঃ রে, জায়গাটা ট্যুরিস্ট স্পট হিসেবে গড়ে উঠুক, তবে তো লোকজন এসে থাকবে। না হলে এই জনমানবহীন গ্রামে এসে থাকবে কোথায়? খাবে কী?"

"আমি কিন্তু শুনেছি এখানে একটা ট্যুরিস্ট লজ হয়েছে। মেন রোডের ধারে। বিহার সরকারের সস্তার একটি ঠেক। সিঙ্গল রুম পনেরো টাকা আর ডবল বেডের রুম পঁচিশ টাকায়, পাবে কোথাও?"

"না। কিন্তু তাতেই বা লাভ কী? তার ভরসা করে এসে লোকে যখন দেখবে সেই ঘর খালি নেই, তখন কী করবে?"

"কী আবার করবে? হাজিপুর, লালগঞ্জ অথবা মজঃফরপুরে গিয়ে থাকবে।"

ডোরা বলল, "সকলেই তো তোমার মতো পাগল নয়!"

"এ পাগলাপনা নয়, ডোরা। তা যদি হত, তা হলে এই ধ্বংসাবশেষের মাটি খুঁড়ে বের করবার জন্য সরকার এমন তৎপর হত না। জাপানিরা এসে লক্ষ লক্ষ টাকা ঢালত না এই অজ গ্রামে! তুমি জানো না এই খননকার্যের ফলে ভারতের ধর্মীয় সভ্যতার দুটি যুগের কী অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটে গেছে এখানে! বুদ্ধ এবং মহাবীরের স্মৃতিধন্য এই বৈশালীতে লিচ্ছবি বংশ রাজত্ব করত। রাজা ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিশাল্য এর নাম দেন বিশালপুরী। আম্রপালির নাম শুনেছ?"

"শুনেছি বইকী! আম্রপলি, শ্রীমতী, সুন্দরী, চিঞ্চা। ভগবান বুদ্ধের করুণালাভে এঁরা ধন্যা হয়েছিলেন।"

"সেই আম্রপালির উদ্যান এখানেই ছিল। এই বৈশালীতেই। আম্রপালির আম্রকানন আর প্রমোদ সরোবর নামে বিশাল দিঘি একটা সম্প্রতি চিহ্নিত করা হয়েছে। আম্রকানন নেই, কিন্তু প্রাচীন দিঘিটা আছে।"

"তার মানে তুমি এর আগে নিশ্চয়ই এখানে এসেছিলে?"

"না। তবে এ-বিষয়ে পড়াশোনা করেছি খুব। আসলে গৌতম বুদ্ধ এবং বৌদ্ধযুগটা আমাকে দারুণ

প্রভাবিত করে। একসময় এই বৈশালী ছিল চমৎকার প্রাসাদে পূর্ণ, বিশাল তোরণে সমৃদ্ধ এবং আকর্ষক। যা আজ শুধুই স্মৃতি। ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ দু'জনেই এসেছিলেন এখানে। তাই এখানকার মাটিতে পা রেখে মনে হচ্ছে এই অসীম নির্জনতায় অতীতের ইতিহাস যেন কল্পনার জগতে বাস্তবের মতো মূর্ত হয়ে উঠেছে।"

ওরা দু'জনে ওদের দুশ্চিন্তার কথা, বিপদের কথা, সব কিছু ভুলে গেল মুহূর্তে। ওরা ঘুরেফিরে খুঁজে পেতে চাইল বহু যুগের ওপারে পৌঁছে সেই হারানো অতীতকে।

একটা নিশাচর পাখি কর্কশ ডাক ছেড়ে উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে।

বাবলু আর ডোরা দু'জনেই অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।"

ওরা পায়ে পায়ে ধ্বংসাবশেষগুলোর একেবারে শেষ ধাপে নেমে একটু অন্ধকার কোণ দেখে পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ল।

একসময় ডোরার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। দুঃখ-বেদনার নয়। শান্তি ও মুক্তির।

বাবলু দেখল পোশাকের মলিনতা এবং অবিন্যস্ত কেশ ইত্যাদিতে ডোরার সৌন্দর্য এতটুকুও ম্লান হয়নি। ঠিক যেন সেই আগের মতোই আছে। প্রথম পরিচয়পর্বের পরই তো অন্তর্ধান ওর। তারপরই এই নাটকীয় অভ্যুত্থান।"

একসময় ডোরাই বলল, "এবার বলো তুমি এখানে কীভাবে এলে?"

"তার আগে তোমার কথা বলো। কীভাবে কাটল ক'টা দিন?"

ডোরা ম্লান হাসল। হেসে বলল, "সে-কথা শুনে আর কী করবে বলো? শুধু টেনশন আর টেনশন।"

"সেই কথা শুনব বলেই তো এতদূরে ছুটে আসা!"

"আমার জন্য এসেছিলে তোমরা? আমি তো ভেবেছিলাম আমার মতো তোমাকেও ওরা তুলে এনেছে।"

"না। আমি আমার দলবল নিয়ে তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছিলাম।"

ডোরা হেসে গড়িয়ে বলল, "মাঝখান থেকে আমিই তোমাকে উদ্ধার করলাম।" বাবলু বলল, "উঁহু। তোমার এ-কথা মানতে আমি রাজি নই। তুমি আমাকে উদ্ধার করোনি। খুঁজে পেয়েছ। আমি যখন শত্রুপুরী থেকে নিজেকে মুক্ত করে পালিয়ে এলাম, তখন আমার ডান দিকে বাঁদিকে সামনে পেছনে আমাকে সাহায্য করবার মতো কেউ ছিল না। শুধু তুমি কেন? আমার বন্ধুরা, এমনকী পঞ্চুও ছিল না।"

ডোরা একটু আহত হয়ে বলল, "আমার কথায় তুমি রাগ করলে বাবলু? আমি তোমাকে ঠাট্টার ছলে বলেছিলাম।"

বাবলু বলল, "না, না, রাগ করব কেন? আমিও কথার কথা বললাম।"

"তবু ভাল। তোমার-আমার বন্ধুত্ব যেন কখনও নষ্ট না হয়। তা হলে কিন্তু খুবই দুঃখ পাব।"

"সে ভয় নেই। তার কারণ আমার সঙ্গে বা আমার বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করবার তুমিই উপযুক্ত মেয়ে। তোমার মধ্যে এমন এক ছাইচাপা আগুন আছে, যা দাবানল হয়ে উঠতে পারে।"

"আমার কথা থাক। আমার বাড়ির কথা বলো। আমার মা-বাবা কেমন আছেন? আমার দাদা কি বেঁচে আছে এখনও?"

"বেঁচে থাকবে না কেন?"

"ও বেঁচে থাকতে পারে না। ওকে ওরা মারবেই।"

বাবলু বলল, "শোনো তা হলে, এক-এক করে সবই বলছি তোমাকে। তোমার দুশ্চিন্তার আর কোনও কারণ নেই। শুধু তাই নয়, শুনে হয়তো খুশি হবে, তোমার বান্ধবী চায়নাও এখন আমাদের কাছেই আছে।"

বিস্মিত ডোরা দারুণ বিস্ময়ে চোখদুটো বড় বড় করে বলল, "চায়না! চায়না এখানে কী করে আসে?"

বাবলু তখন ডোরার অন্তর্ধান হওয়ার পর থেকে যা-যা ঘটেছিল সব বলল। ওর দাদার আঘাত প্রাপ্তির ঘটনা, চায়নার অপহরণ, সব। ডোরাকে উদ্ধার করতে গিয়ে চায়নাকে উদ্ধার করার ঘটনা, কিছুই বাদ দিল না।

ডোরা সব শুনল। শুনে বলল, "এবার আমার ঘটনা শোনো। তুমি যেন মনে কোরো না এই নাটকের এখানেই শেষ। চম্বলের উপত্যকা যে কী গভীর আগ্রহে আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে, তা ভাবতেও পারবে না।"

"তার মানে? তোমার সেই গুপ্তধন?"

"বিদ্রূপ কোরো না বাবলু। আগে শোনো, তারপরে ঠোঁট নাড়বে। আমার সঙ্গে কথা বলবার সময় এইটুকুই শুধু মনে রেখো, আমি আমার দাদা নই। রীতিমতো—।"

"স্যরি। আমি আর একটি কথাও বলব না। তুমি তোমার কথা বলো।"

ডোরা বলল: "আমাকে কীভাবে গুম করা হয়েছিল সে-কথা তুমি ওদের মুখেই শুনেছ। এখন শোনো, তার পরের কথা। ওরা তো আমাকে পটনায় নিয়ে এল। নিয়ে এসে যেখানে আমাকে রাখল, সম্ভবত চায়নাকেও সেখানেই রেখেছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। আমাকে ওরা পটনা থেকে জলপথে নিয়ে এল শোনপুরে। রাতের অন্ধকারে। আমি তখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে গেছি। না হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তার কারণ ওরা চার-পাঁচজন, আমি একা। মনে মনে আমি ঠিক করলাম ওরা আমাকে নিয়ে নাচের কোনও অনুষ্ঠান করলে আমি আর না করব না কিন্তু ওদের কথাবার্তা শুনে যা মনে হল তাতে বুঝলাম আমাকে নিয়ে এই ধরনের অনুষ্ঠান করার আদৌ কোনও পরিকল্পনাই ওদের আর নেই। তা যদি হয় তা হলে কেন ওরা আমাকে শোনপুরে নিয়ে এল? এইবার এক অজানা আশঙ্কায় বুকটা আমার কেঁপে উঠল। তবে কি ওরা আমাকে বিক্রি করে দেবে?"

আমি পেশোয়ারিকে বললাম, "আমাকে নিয়ে কী করতে চান আপনি? কেন এইভাবে নিয়ে এলেন আমাকে?"

পেশোয়ারি বলল, "আমার সঙ্গে যারা বিদ্রোহ করে তাদের জ্যান্ত কবর দিই আমি।"

উত্তরে আমি বললাম, "এতক্ষণে আপনার কবরও বোধ হয় খোঁড়া হয়ে গেছে।"

"আমার কবর?"

"হ্যাঁ, আপনার কবর। হাওড়া-কলকাতার মাটিতে রাতের অন্ধকার ছাড়া দিনের আলোয় আর কখনও পা দিতে হচ্ছে না আপনাকে। আর আপনার নিজের দেশেও আপনি যে খুব একটা শান্তিতে ঘুরে বেড়াতে পারবেন তা বলেও কিন্তু মনে হচ্ছে না।"

আমার কথা শুনে পেশোয়ারিলাল পৈশাচিক উল্লাসে হেসে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই মিলিয়ে গেল সেই হাসি। ওরই একজন লোক এসে কানের কাছে ফিসফিস করে কী যেন বলতেই পেশোয়ারি গম্ভীর মেজাজে বলল, "কব হুয়া?"

"আভি।"

পেশোয়ারি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তিসরা নম্বরমে লে যাও। জলদি করো।"

"ওর লোকেরা আমাকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটা গাড়িতে উঠিয়ে কোথায় যেন নিয়ে গেল। যেখানে গেলাম সেটা রীতিমতো একটা বন্দিশালা। সেখানে আমার ভালরকম খাওয়াদাওয়া জুটলেও শুনলাম এখানেও নাকি রাখা হবে না আমাকে। আমাকে রাখা হবে বৈশালীতে। বৈশালী নামটা শুনেই আমার বুকের ভেতরটা কীরকম যেন করে উঠল। ওরা আমাকে ওষুধের প্রভাবে নির্জীব করে ওদের পরিকল্পনামতো কাজ করল। প্রকাশ্য দিবালোকে একটা অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে এল ওরা। আর তখনই শুনলাম তোমার কথা। মনে মনে ভাবতে লাগলাম ওরা যদি তোমাকে আমাকে একই ঘরে বন্দি করে রাখে তা হলে মণিকাঞ্চন যোগ হয়। কিন্তু তা ওরা রাখল না, তবে তোমাকে ওরা বৈশালীতেই নিয়ে এল।"

বাবলু এই পর্যন্ত শুনে বলল, "কিন্তু এর মধ্যে তুমি চম্বল উপত্যকার হাতছানি পেলে কোথায়?"

"বলছি। তার আগে বলি তোমাকে ওরা নিয়ে এসেছে শুনেছি, কিন্তু কোথা থেকে বা কীভাবে, তা কিন্তু জানি না। এও শুনেছি, আমাকে নিয়ে আসার পর পুলিশ ও প্রশাসনের নির্দেশে হাজিপুরে পেশোয়ারির বাড়িও নাকি তল্লাশি করেছে পুলিশ। আর সেইজন্যই আমাকে সরিয়ে এনেছে বৈশালীতে। এবং তোমাকেও।"

বাবলু বলল, "এটাই কি কারণ? আমার তো মনে হয় ঘটনাটা অন্যরকম। এখানকার পুলিশের সাধ্য নেই ওর বাড়িতে ঢুকে তল্লাশি চালায়। ওপরওয়ালাদের নির্দেশ পেয়ে সে-কাজে গেলেও ওরা কিছু না দেখে মিষ্টিমুখ করে ফিরে এসে অন্যরকম রিপোর্ট দেবে।"

"না, না। শুনেছি আধা সামরিকবাহিনীর লোকেরাও নাকি গিয়েছিল।"

"তা হলে অন্য কোনও গোপন ব্যাপার। পেশোয়ারিলাল মানুষটি তো অদ্ভুত! যাই হোক, তারপরে বলো।"

"আমাকে ওরা কুন্দপুর গ্রামের প্রান্তে একটি দোতলা বাড়িতে আটকে রেখেছিল।"

"কুন্দপুর কোথায়?"

"বৈশালী থেকে পাঁচ-ছ' কিলোমিটার দূরে। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর এখানে জন্মেছিলেন এবং বাইশ বছর

পর্যন্ত এখানেই ছিলেন। তা কী নির্জন সেই স্থান। শুধুই খেত-জমি। মাঝে মাঝে ঘর। ওই দোতলা বাড়িটা কার জানো?”

‘নিশ্চয়ই পেশোয়ারির?”

“না। আমার বাবা-মায়ের হত্যাকারীর।”

“কী বলছ তুমি!”

“ঠিকই বলছি বাবলু।”

“কোথায় গোয়ালিয়র আর কোথায় বৈশালী জেলার কুন্দপুর।”

“তা হলেই বোঝো, রহস্য কাকে বলে!”

ডোরার কথা শুনে বাবলু কিছু সময়ের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

ডোরা বলল, “কী হল! হঠাৎ কী আবার ভাবতে শুরু করলে? বিশ্বাস হচ্ছে না, না?”

“তা নয়। আমি শুধু ভাবছি অন্য কথা। বুদ্ধ এবং মহাবীরের চরণাশ্রিতরা এমন হিংসক হয় কী করে?”

ডোরা হেসে বলল, “ওরা কারও চরণাশ্রিত নয়। ওরা নির্জনতায়, জগতের অন্ধকার দিকের আশ্রয় খোঁজে। ওরা দেবতার দাস নয়, হীন প্রবৃত্তির দাস।”

বাবলু বলল, “যারই দাস হোক, ওরা ওরাই। কিন্তু তোমার দিক থেকে কোনও ভুল হয়নি তো?”

“না বাবলু। আমার সব কথা তো তুমি জানো না, শোনোওনি। আমার কাছে যদি একটা কাগজ আর কলম থাকত তা হলে এখনই লোকটার একটা ছবি এঁকে তোমাকে দেখাতাম।”

বাবলু হেসে বলল, “তার মানে, আমার কোনও কথাই তুমি মন দিয়ে শোনোনি। আমি তো প্রথমেই বলেছি তুমি নিখোঁজ হওয়ার পরের সব কথা। চায়নাই তো আমাকে বলেছে। তোমার পড়ার ঘরে ঢুকে ওই শয়তানের ছবি আমি পাই।”

ডোরা বলল, “হ্যাঁ, বলেছ। তা হলে শোনো, আমাকে ওই লোকটার জিম্মায় রেখে পেশোয়ারি চলে গেল। আর বলে গেল খুব কড়া নজরে আমাকে রাখতে। আমি তো কিছুতেই হিসেব মেলাতে পারলাম না, গোয়ালিয়রের সেই কুখ্যাত খুনিটার সঙ্গে পেশোয়ারির এমন আঁতাত হল কী করে? তা একটি মেয়ে আমাকে খবর দেওয়ার জন্য আসত। মেয়েটির নাম ফুলারি। তার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে জানলাম ওই লোকটির বাড়ি নাকি চম্বলের অববাহিকায় গোয়ালিয়রের কাছাকাছি কোনও এক গ্রামে। শুনেই একটা টোপ ফেললাম। বললাম, ওই লোকটার সঙ্গে যেভাবেই হোক আমাকে আলাপ করিয়ে দিতে হবে। তার কারণ চম্বলের ডাকাতদের গল্প শুনতে আমার খুব ভাল লাগে। ফুলারি সেই কথা লোকটিকে বলতেই লোকটি ডাকিয়ে আনাল আমাকে। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি চম্বলের ডাকাত দেখতে চাও? আমাকে দ্যাখো, দেখতে ভয় করছে না?”

আমি বললাম, “একটুও না। তা ছাড়া এইরকম প্যান্ট-শার্ট পরা শহুরে পোশাকের ডাকাত নয়। যেমন সিনেমার পরদায় দেখা যায়, তেমনই। আমার নিজেরও পুতলিবাঈ ফুলনদেবীর মতো পোশাক পরে ঘোড়ায় চড়ে ছুটতে ইচ্ছে করে।”

“মানুষ মারতে ইচ্ছে করে না?”

“পেশোয়ারিলালের মতো মানুষদের মারতে ইচ্ছে করে। নিরীহদের নয়।”

আমার কথা শুনে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল লোকটি। তারপর বলল, “পেশোয়ারির ওপর তোমার খুব রাগ দেখছি।”

ডোরা বলল, “রাগ তো হবেই। লোকটা বিশ্বাসঘাতক।”

“কীরকম, তবু শুনি?”

আমি লোকটাকে সব কথা খুলে বললাম।

লোকটি সব শুনে বলল, “তার মানে পেশোয়ারিলাল নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবে। ও যদি তোমাকে দিয়ে কোর্টের ওই কাগজটা সই করাতে না যেত, তা হলে ওর প্রস্তাবে তুমি রাজি ছিলে। আর সেটা হলে পেশোয়ারির স্বপ্নও সফল হত। এখন আমি যদি তোমাকে নিয়ে ওই ধরনের কিছু একটা করতে চাই, তুমি কি রাজি?”

আমি বললুম, “অবশ্যই। তবে কিনা এইসব করতে গিয়ে আমারও স্বাভাবিক জীবনের যাতে ক্ষতি না হয় সেইদিকটাও দেখতে হবে।”

লোকটি বলল, “দেখো, আমাদের জগৎটা এমনই যে, এ-পথে এলে দু’ নৌকোয় পা দিয়ে চলা যায় না।

তুমি লেখাপড়া শিখবে, নাচগান করবে, আবার দস্যুনেত্রী হয়ে চম্বলের বেহড় দাপিয়ে বেড়াবে, তা তো হয় না।”

আমি বললুম, “তা হলে ঘর যখন ছেড়েছি তখন আর ঘরে ফেরা নয়, আমি শেষের পথই বেছে নিতে চাই।”

লোকটি কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে তারপর বলল, “বেশ, তা হলে আবার জেগে উঠুক চম্বলের উপত্যকা। সেই উপত্যকার বুকে নতুন বিভীষিকা হয়ে জেগে ওঠো তুমি। বাঁদা, মাহোবা, ঝাঁসি, গোয়ালিয়র চমকে উঠুক আবার।” বলেই বলল, “এইরকম একটা চিন্তাভাবনা আমিও অনেকদিন ধরেই করছিলাম। আমার মৃত্যুদণ্ড কবেই ঘোষিত হয়েছে। জেল পলাতক ফাঁসির আসামি আমি। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার কোনও পথই খোলা নেই আমার। তাই তো এইভাবে লুকিয়ে থাকা। কারও অধীনে কাজ করার ইচ্ছে আমার আদৌ নেই। তবু বাঁচার তাগিদে বাধ্য হয়েই করছি। পেশোয়ারির সাহায্য নিয়েই এখানে এই বাড়িটা তৈরি করে একা আছি আমি।”

আমি সবিস্ময়ে বললাম, “আপনার একার জন্য এত বড় বাড়ি?”

“এ শুধু আমার একার জন্য তো নয়, তা ছাড়া বাড়ি খুব বড়ও নয়। নীচে-ওপরে ছ’খানা ঘর।”

“কিন্তু পেশোয়ারির সঙ্গে আপনার আলাপ হল কী করে?”

“কয়েক বছর আগে আমি জেল পালানোর পর ঘুরতে ঘুরতে শোনপুরের মেলায় এসেছিলাম একটা পার্টির সঙ্গে ব্যবসা করতে। তখনই ঘটনাচক্রে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। সে আর আমি একই জেলে ছিলাম। তা সেই বন্ধুটিই পেশোয়ারির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় আমার। সেই থেকে এখানেই আছি। তবুও কী জানো? চম্বল আমাকে ডাকে। বুন্দেলখণ্ডের মাটি আমাকে আকর্ষণ করে।”

বাবলু এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধর মতো শুনছিল ডোরার কথা। ঘটনার গতি যে কোনদিক থেকে কোনদিকে বয়ে যায়, তা কে জানে? তবু সব শুনে বলল, “লোকটার নাম জিজ্ঞেস করেছ?”

ডোরা বলল, “না। সে-কথা মনেও হয়নি।”

“মস্ত ভুল করেছ। তা হলে আমার মুখ থেকেই শোনো, ওর নাম অজিত সিং।”

শিউরে উঠল ডোরা, “তুমি কী করে জানলে?”

বাবলু হেসে বলল, “গোয়েন্দাদের অনেক খবরই রাখতে হয়।”

ডোরা বলল, “আমাকে সংশয়ের মধ্যে রেখো না বাবলু। বলো তুমি ও নাম কী করে জানলে?”

“তোমার বাবা-মায়ের মুখ থেকেই শুনেছি। যাক এবার বলো অজিত সিংয়ের হাত থেকে তুমি রেহাই পেলে কী করে?”

“ওকে খুন করে।”

“খুন! কী ভয়ানক। ওর মতো একটা খুনের আসামিকে খুন করা যা-তা ব্যাপার নাকি?”

ডোরা বলল, “ব্যাপারটা মোটেই সহজসাধ্য নয়। কিন্তু আমি চম্বলের নেত্রী হওয়ার আশা দিয়ে সহজেই মন জয় করে নিলাম অজিত সিংয়ের। আমি ওর সঙ্গে এত ভাল ব্যবহার করলাম যে, ও সহজেই বিশ্বাস করল আমাকে। বিশ্বাস করল। কিন্তু ভুল করল। আসলে আমি তো মনে মনে ওর ওপর হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠছি। সুযোগ খুঁজছি কী করে ওকে ঘায়েল করা যায়। যাই হোক, ও ঠিক করল প্রথমে ও আমাকে এখান থেকে পালাবার সুযোগ করে দেবে। পরে পেশোয়ারিকে শেষ করে আমাকে নিয়ে রওনা দেবে গোয়ালিয়রের পথে। অজিত সিংয়ের বড় গুণ, ছদ্মবেশ নেওয়ার ব্যাপারে ওর জুড়ি নেই। ও এমন নিখুঁতভাবে সর্দারজিদের মেকাপ নিতে পারে যে, না দেখলে বিশ্বাস হবে না। যাই হোক, ওর সাহায্য নিয়ে পালাবার যখন চেষ্টা করছি তেমন সময় খবর পেলাম পেশোয়ারির লোকেরা তোমাকে কিডন্যাপ করে বৈশালীতে নিয়ে এসেছে। তখনই আমি মনঃস্থির করলাম অজিত সিংয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার এর চেয়ে শুভক্ষণ আর নেই। অজিত সিংয়ের একটা স্কুটার ছিল। আমি সেটাকে সন্ধেবেলা ফাঁকা মাঠে নিয়ে গিয়ে ওর কাছে আবদার করলাম স্কুটার চালানো শিখিয়ে দেওয়ার জন্য। ওকে বোঝালাম, যুগের পরিবর্তন হয়েছে। চম্বলের ঘোড়া হবে এখন স্কুটার। ঘোড়ার খুরের বদলে স্কুটার ও মোটরবাইকের চাকার শব্দই হবে এখন চম্বলের আতঙ্ক। অজিত সিং রাজি হল। আমাকে স্কুটারে বসবার সুযোগ দিতেই নিজমূর্তি ধরলাম আমি। ঠিক যেভাবে স্কুটার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম পেশোয়ারির ওপর, সেইভাবেই ঘুরে-ফিরে সজোরে ধাক্কা দিতে লাগলাম অজিত সিংকে। ওকে যে কী নিষ্ঠুরভাবে মেরেছি, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।”

“বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। তারপর?”

"তারপর ওর মৃতদেহটা টেনে হিঁচড়ে একটা খেতের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আমি ফিরে এসে ওর সারা ঘর তোলপাড় করলাম। সেখানেই এমন একটা কিছু পেয়ে গেলাম, যা পেয়ে আমি যারপরনাই অবাক হয়ে গেছি।"

"কী সে জিনিস?"

"একটা নকশা। এমন একটা নকশা, তার প্রতিলিপি আমার কাছে আছে। সেই নকশার ভেতর দিয়ে সমগ্র চম্বল উপত্যকার একটা মানচিত্রও পাওয়া যাবে।"

"তাতেই বা লাভটা কী? তুমি তো আর সত্যি-সত্যিই চম্বলের দস্যুনেত্রী হতে যাচ্ছ না।"

"না। তবে ওই সাজপোশাকে অবাধে ঘুরে বেড়ালে ক্ষতিটা কী?"

"তবু তুমি যাবে?"

"যাবই।"

"তারপরে বলো।"

"তোমাকে আগেই বলেছি ফুলারির কথা। ফুলারি মেয়েটা খুব ভাল। ওর সাহায্য নিয়েই আমি গোটা ঘর তোলপাড় করলাম। তারপর পথ খরচের জন্য কিছু টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিয়ে ওর দায়িত্বে সব কিছু রেখে পালিয়ে এলাম। ও জানত আমাকে ওরা চুরি করে এনে আটকে রেখেছে। তাই ও খুব সাহায্য করল আমার এই পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে। ও-ই আমাকে বলে দিল বৈশালীতে ওদের ঘাঁটি কোথায়। সেইমতোই আমি ওই বাড়িতে যাই। গিয়ে বুঝতে পারি আমি আসার আগেই তুমি পালিয়েছ।"

বাবলু বলল, 'আমি যে এই পথেই এসেছি, তুমি সেটা বুঝলে কী করে?"

"অনুমানে। বিশালগড়ের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা রাজপথে নেমে এসেছে তার সোজা হাঁটলে এইদিকেই আসা যায়।"

বাবলু বলল, "ওই নকশার কাগজটা তোমার সঙ্গে আছে?"

"নিশ্চয়ই। আর তাতেই এক জায়গায় এমন এক লাল দাগ দেওয়া আছে যেটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে খুব বেশি।"

"কীরকম, শুনি তবু?"

"আগেই বলেছি, এই নকশার একটি প্রতিলিপি আমার কাছেও আছে। তা ওর নকশায় এমন এক জায়গায় একটা লাল দাগ দেওয়া আছে, যেটাই আমার আশার আলো।"

"অর্থাৎ?"

"গুপ্তধনের কেন্দ্রবিন্দু। ও নিশ্চয়ই পেশোয়ারির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ওই গুপ্তধনের সন্ধানে যেত। অথবা এইখানকার এই গোপন আশ্রয়ে থেকে ভেতরে ভেতরে দল গঠনের চেষ্টা করত।"

বাবলু বলল, "হতে পারে। কিন্তু ওই নকশাটা তুমি কীভাবে পেলে?"

"সম্ভবত আমার বাবা যখন সার্ভে করছিলেন, তখনই পেয়েছিলেন। ওই একই কেন্দ্রবিন্দুতে লাল দাগ উনিও দিয়ে রেখেছিলে। এমনকী ফুটনোটে লিখেও রেখেছিলেন ওই অংশটায় সেকালের প্রভূত ধনরত্ন সঞ্চিত থাকার সম্ভাবনার কথা।"

বাবলু বলল, "যদিই থাকে, সেগুলোকে উদ্ধার করতেই হবে এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে তোমাকে? তা ছাড়া সে-সব হল কতদিনকার কথা। এর মধ্যে কত উত্থান-পতন হয়েছে। কত রাজার রাজত্ব গেছে। বিদেশিদের হাতে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরেছে দেশ, তাই সেই সময়ের মধ্যেই যে সব কিছু তছনছ হয়ে যায়নি তাই-বা কে বলতে পারে?"

ডোরা বলল, "তোমার কথা মানলাম। কিন্তু এই গুপ্তধনের মধ্যে যে অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ লুকিয়ে আছে! কিছু পাই না পাই, কৌতূহল তো মেটাই। তা ছাড়া লোভের জন্য নয়, ধনী হওয়ার জন্য নয়, সেই অমূল্য ধনরাশি পুনরুদ্ধারের জন্যই ওগুলো খুঁজে বের করার প্রয়োজন।"

বাবলু বলল, "তোমার ওই যুক্তিটাকে অবশ্য খণ্ডন করা যায় না। তোমার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে গুপ্তধনের সন্ধানে যেতে আমি রাজি।"

"এখন শুধু বাড়ি ফেরার অপেক্ষা। আমার বাবা-মায়ের হত্যাকারীকে আমি যে নিজের হাতে সমুচিত শিক্ষা দিতে পেরেছি, এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছুতেই নেই। এখন ওই পেশোয়ারির শক্তিকে দুর্বল করতে পারলেই 'ওম শান্তি'।"

রাত কি শেষ হয়ে আসছে? হয়তো। কথায় কথায় অনেক সময় পার হয়ে গেল। তবুও কেউ যখন এল না, তখন মনে হয় আর কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই ওদের।

বাবলু ডোরাকে বলল, "কই দেখি তোমার নকশাটা?"

"এই অন্ধকারে কী করে দেখবে?"

"বাইরে চাঁদের আলো আছে। সেখানেই মেলে দেখব।"

ডোরা নকশাটা দিলে বাবলু আলোয় এসে মেলে ধরল সেটা। নকশাটা খুব একটা স্পষ্ট নয়, তবু বোঝা যায়। এক জায়গায় বৃত্তাকার লাল দাগটিও জ্বলজ্বল করছে।

বাবলু বলল, "তুমি জানো জায়গাটা কোথায়?"

ডোরা কিছু বলার আগেই দেখতে পেল কয়েকটি ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

বাবলু চট করে নকশাটা ঢুকিয়ে নিল পকেটে। তারপর ডোরাকে নিয়ে মিশে গেল অন্ধকারে। যারা এল তাদের পুরোভাগে যে ছিল তাকে দেখেই শিউরে উঠল ডোরা। চাপা গলায় ফিসফিস করে বলল, "পেশোয়ারিলাল।"

বাবলু এর আগে পেশোয়ারিকে দেখেনি। এখন দেখেই বুঝল খুবই সাংঘাতিক ধরনের লোক এই কুখ্যাত ব্যক্তিটি। এর অসাধ্য যে কিছু নেই, তা ওর চেহারা দেখেই বোঝা যায়। বদ লোকেদের চেহারায় একটা মন্দ ছাপ থাকে। তার ওপর চোখদুটোও যেন বাঘের মতন জ্বলছে।

বাবলু পিস্তলটা বের করে আক্রমণের মোকাবিলার জন্য তৈরি হল। একবার মনে হল একটি গুলিতে খুলিটা উড়িয়ে দেয় ওর। পরক্ষণেই ভাবল, ওরা দু'জন, শত্রুপক্ষরা কয়েকজন। পিস্তলের দুটি মাত্র গুলি। তা হলে? কাজটা বোধ হয় ঠিক হবে না।

ছায়ামূর্তিরা ধীর ধীরে আরও এগিয়ে এল ওদের দিকে। টর্চের আলোয় অনুসন্ধান করতে লাগল চারদিক।

পেশোয়ারি বলল, "এইখান ছাড়া লুকোবার আর কোনও জায়গাও নেই ওদের। ভাল করে খুঁজে দেখো, ওরা বেশিদূর যেতে পারেনি। এখানেই আছে।"

শত্রুপক্ষের টর্চের আলো এবার ওদের ওপরই এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল লোকেরা, "ও দ্যাখো, দোনো একই সাথ হ্যায়।"

পেশোয়ারি বলল, "আমি জানতাম, ওরা এখানেই আসবে।"

একজন বলল, "পাকড়কে লাউঙ্গা?"

পেশোয়ারি হাত তুলে বারণ করল ওদের।

বাবলু ডোরাকে আড়াল করে বলল, "খবরদার। এক পা-ও এগোবে না কেউ। তা হলে কিন্তু যাচ্ছেতাই ব্যাপার হয়ে যাবে একটা।"

লোকগুলো থমকে দাঁড়াল।

পেশোয়ারি ওদের দিকে তাকিয়ে শয়তানের হাসি হাসল এবার। তারপর বেশ কায়দা করে বলল, "আরে বাঃ! তুম দোনো, ঔর একই সাথ? ছোকরিসে তুমহারি মুলাকাত কাঁহা হো গয়ি?"

বাবলু বলল, "এখানেই হয়েছে, এই বৈশালীতেই।"

"ডোরা তুমহারি পুরানা দোস্ত না?"

বাবলু সে-কথার কোনও উত্তরই দিল না।

পেশোয়ারি রেগে বলল, "বোলতি কিঁউ নেহি?"

বাবলু গম্ভীর গলায় বলল, "তাতে কি কোনও সন্দেহ আছে?"

পেশোয়ারি বলল, "উঁহু। লেকিন তুম দোনো হিঁয়া কিস লিয়ে আয়া?"

"তোমার খুলি ফুটো করব বলে এসেছি।"

পেশোয়ারি বোমার মতো ফেটে পড়ল এবার। বাবলু ওকে আরও জ্বলিয়ে দেওয়ার জন্য মুখে একটা শব্দ করল 'দুম'।

পেশোয়ারি বলল, "ফালতু কি বাত বোলনে কা জরুরত নহি।"—বলেই ডোরাকে বলল, "এ লেড়কি! ও নকশা তুমনে চুরায়া?"

ডোরা অবাক হওয়ার ভান করে বলল, "নকশা! কীসের নকশা?"

পেশোয়ারি বলল, "যো অজিত সিংকে পাশ থা।"

ডোরা বলল, "হাঁ হাঁ, চুরায়া।"

"ও মুঝে দে দো।"

ডোরা তখন নকশাটা দেওয়ার ভান করে নিজেরই চারদিক হাতড়ে বলল, "তাই তো! কোথায় রাখলাম? গেল কোথায় নকশাটা?"

"ক্যা হুয়া?"

"দেখতে পাচ্ছি না। পিছলি জেব মে রখা থা। মিল নহি গয়া। পতা নহি কাঁহা গির গয়া।"

"ঠিক সে দেখো, কিসি দুসরে জেব মে হোগা।"

পেশোয়ারি এবার ওর দলের লোকেদের বলল, "তুম সব হিঁয়া কিঁউ খড়ে হো? যাও, যা কর সার্চ করো।"

বাবলু বলল, "খবরদার। কদম মাত বঢ়াও।"

লোকগুলো তবুও পায়ে পায়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে। কয়েক পা এগিয়েই হঠাৎ কী যে হল, ভূত দেখার মতো চমকে উঠে যে যেদিকে পারল ছোটা শুরু করল।

ডোরা আর বাবলু ভেবেও পেল না হলটা কী।

পেশোয়ারিও এই আকস্মিক ব্যাপারে কিছু ভেবে না পেয়ে দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে। অবশ্য এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায়ও ছিল না ওর। কেন না কোথা থেকে যেন একদল পুলিশ দ্রুত এসে ঘিরে ফেলল ওকে।

কিছু পুলিশ ছুটল পালিয়ে যাওয়া লোকগুলোর দিকে।

বাবলু আর ডোরা সাহস পেয়ে এবার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল।

এসেই দেখল বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, চায়না আর পঞ্চু অশোকস্তম্ভের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে আর একজন কে যেন। এক তরুণী। কে ইনি?

পুলিশ অফিসার সমীরণবাবু তখন পেশোয়ারির দিকে রিভলভার তাগ করে বললেন, "আপনার ওপরে যত কিছু অভিযোগ সবই তো এক এক করে প্রমাণ হয়েছে। এখন ছেলে-মেয়ে চুরির ব্যাপারেও হাতেনাতে ধরা পড়লেন। এই ব্যাপারে কিছু কি বলার আছে আপনার?"

পেশোয়ারি বলল, "নেহি।"

অফিসার বললেন, "ভেরি গুড। এখন চলুন, গাড়িতে উঠুন। নেহাত আপনি একজন রহিস আদমি, আর আপনার মেয়েও আছে আমাদের সঙ্গে, তাই হাতে হাতকড়াটা পরালাম না। নিন, গাড়িতে উঠুন। পালাবার চেষ্টা করবেন না কিন্তু।"

পেশোয়ারি একবার অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল মেয়ের দিকে। দেখে বলল, "তুম হিঁয়া কিস লিয়ে আয়া?"

লীনা বলল, "নিজের চোখে তোমার এই দুর্দশা দেখব বলে এসেছি। আজকের এই অপমানের পর আশা করি বাকি জীবনটা ভালভাবে কাটাবার চেষ্টা করবে।"

পেশোয়ারি আর কোনও কথা না বলে পুলিশের লোকেদের সঙ্গে এগিয়ে চলল। পুলিশের লোকরা ওর দলের আরও দু'-একজনকে ধরেছে তখন।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই এসে বাবলুর সঙ্গে করমর্দন করল। পঞ্চু ছুটে এসে লুটোপুটি খেতে লাগল বাবলুর পায়ে। বাবলু ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেই কুঁই-কুঁই করে সে কী কান্না ওর! ভাবটা এই যে, আমি সঙ্গে থেকেও তোমাকে রক্ষা করতে পারলাম না।

এদিকে চায়নাও তখন ডোরাকে জড়িয়ে ধরে কী কান্নাটাই না কাঁদছে! দু'বান্ধবীতে দর্শনমাত্রই কেঁদে কেঁদে সারা হল।

একসময় ডোরা বলল, "চোখের জল মোছ। এখন তো আমরা মুক্ত বিহঙ্গী। আর এত কান্না কেন?"

চায়না বলল, "এ তো শোকের কান্না নয় রে! এ যে আনন্দের অশ্রু। এ কান্নার কী শেষ আছে?"

লীনা এতক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে এই মিলন দৃশ্য দেখছিল। এবার একটু ম্লান হেসে বলল, "আর কেন? এবার ঘরে চলো সব। তোমাদের এই ভোগান্তির জন্য আমি খুবই দুঃখিত। আপাতত তোমাদের আর কোনও ভয় নেই।"

রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে ক্রমশ ভোর হয়ে আসছে তখন। একদল জাপানি বৌদ্ধ বাসন্তি রঙের সিল্কের চীবর পরে ভগবান তথাগতর নাম নিয়ে স্তূপের দিকে এগিয়ে আসছেন।

বাবলুরা ধীর পায়ে এগিয়ে চলল।

যেতে যেতে বাবলু একবার আড়চোখে বিলুর দিকে তাকালে বিলু বলল, "ইনি লীনাদি। পেশোয়ারিলালজির মেয়ে। তোদের ব্যাপারে খুব হেলপ করেছেন ইনি। পরে সব বলব।"

এইভাবে কথা বলতে বলতে ওরা বড় রাস্তায় আসতেই দেখল রবিনদা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে বাইরে।

ভোম্বল বলল, "এই গাড়িতেই আমরা এসেছি।"

ওরা এক এক করে সবে গাড়িতে উঠতে যাবে এমন সময় 'ডিস্যুম'।

আর ওঠা হল না।

অনেকেরই রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়া পঞ্চু তখন বীরবিক্রমে শব্দের উৎসস্থল লক্ষ্য করে ছুটেছে। সেই সঙ্গে পাণ্ডব গোয়েন্দারাও। তবে বাচ্চু আর বিচ্ছু বাবলুর নির্দেশে রয়ে গেল চায়না ও ডোরার কাছে।

কেউ ভেবে পেল না কোথা থেকে কী হয়ে গেল। এখানে পুলিশ ছাড়া আর কেউ তো নেই। তবে কি কোনও গুপ্তশত্রু ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল কোথাও? নাকি পুলিশই গুলি করেছে কাউকে?

এমন সময় দেখা গেল দু'জন কনস্টেবল দ্রুত এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। ওরা এসে যা বলল তা শুনেই শিউরে উঠল ওরা। এ কী করে সম্ভব!

খবর গেল লীনাদির কাছে। লীনাদিও ছুটে এল। সঙ্গে এল চায়না, ডোরাও।

সবাই দেখল পুলিশ ভ্যানের সামনে পথের ধুলোয় গুলিবিদ্ধ হয়ে ছটফট করছে পেশোয়ারিলাল। কে কোথা থেকে এবং কীভাবে যে গুলি করল তা কে জানে?

পুলিশের গাড়ি সঙ্গে সঙ্গে পেশোয়ারিকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তির জন্য রওনা হল।

লীনাদিও সঙ্গে গেল। আততায়ীর গুলি মোক্ষম জায়গাতেই লেগেছে। যদিও বাঁচার কোনও সম্ভাবনা নেই, তবুও একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা।

বাবলু বলল, "ব্যাপারটা কী হল?"

পুলিশ অফিসার সমীরণবাবু বললেন, "কী আবার হবে? এদের নিয়তি এইভাবেই আসে।"

"কিন্তু গুলিটা করল কে?"

"গড নোজ। মনে হয় এদের দলের লোকেরাই কেউ করেছে। পাছে আরও অনেক বড় বড় চাঁইরা বেরিয়ে পড়ে, তাই।"

বাবলু বলল, "আমরা তো ভাবলাম পুলিশ হেফাজত থেকে ধুলো দিয়ে পালাতে যাচ্ছিল, তাই আপনারাই গুলি করেছেন।"

সমীরণবাবু হেসে বললেন, "না রে ভাই। পুলিশের হাতে বন্দুক, রিভলভার থাকতে পারে, কিন্তু কথায় কথায় গুলি চালানোর অধিকারটা নেই। তবুও পুলিশ হেফাজতে কোনও বিচারাধীন আসামির মৃত্যু হওয়া মানেই সব দায়িত্ব পুলিশের ঘাড়ে। সকলেরই ধারণা হবে, এই হত্যাকাণ্ড পুলিশই বাধিয়েছে।"

ডোরা বলল, "এই হত্যাকাণ্ড পুলিশ যদি না ঘটিয়ে থাকে, তা হলে আততায়ী নিশ্চয়ই ধারে-কাছে আছে?"

"হয়তো আছে, নয়তো নেই। আততায়ীর সন্ধানে লোক গেছে।"

বাবলু বলল, "আততায়ী ধারে-কাছেই থাকবে। কেন না এই অল্প সময়ের মধ্যে ছুটে পালাতে গেলেও বেশিদূরে যেতে সে পারবে না।"

"ওরা কী ছুটে যাবে। ওরা যাবে স্কুটার অথবা অন্য কিছুতে।"

"কিন্তু তা ওরা যায়নি। কেন না, গেলে এই রাতের নিস্তব্ধতায় সেই সবের শব্দ একটা পাওয়া যেত।"

বাবলুরা যখন এইসব আলোচনা করছে তখন দেখল পুলিশের লোকেরা একজনের জামার কলার ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে।

ওদের সকলের আগে আসছে পঞ্চু।

যাকে নিয়ে আসা হল তাকে দেখেই তো চোখ কপালে উঠল সকলের। এ যে কাল্লু। কাল্লু এখানে কী করছিল? কাল্লু তো পেশোয়ারিরই লোক। জালে জড়াবার ভয়ে কাল্লু এই কাজ করল তা হলে?

সমীরণবাবু হেসে বললেন, "দেখলে তো, একটু আগেই আমি বলছিলাম ওদের দলের লোকেরই কাজ এটা।"

এই ব্যাপারে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অভিজ্ঞতাও বড় কম নয়। তবু ওরা শুনেই গেল। কোনও মন্তব্য করল না।

সমীরণবাবু তাঁর লোকেদের বললেন, "একে পেলে কোথায় তোমরা?"

একজন বলল, "কোথায় আবার? ওই যে নতুন স্তূপটাকে মাটি কেটে উদ্ধার করা হচ্ছে, ওইখানেই একটা গর্তের ভেতর লাফিয়ে পড়েছিল।" বলে পঞ্চুকে দেখিয়ে বলল, "আর এই শ্রীমান করেছে কী, ছুটে গিয়ে ওকে এমন কামড়ে ধরেছে যে, পালাতেও পারেনি।"

"তার মানে, এর তাড়া খেয়েই গর্তে লাফিয়েছিল বোঝা যাচ্ছে।"

"ঠিক। কুকুরে-মানুষে যখন টানাহেঁচড়া চলছে সেই সময় গিয়ে হাতেনাতে ধরেছি ব্যাটাকে।"

একজন একটা রিভলভার সমীরণবাবুর হাতে দিয়ে বলল, "এটা ওর কাছ থেকে পাওয়া গেছে স্যার।"

সমীরণবাবু সেটা নেড়েচেড়ে দেখলেন একবার। দেখে বললেন, "এটা বাইরের জিনিস। এখানকার নয়। এ জিনিস এরা পেল কোথায়?" বলে বললেন, "কী রে! এ জিনিস আর ক'টা আছে তোদের কাছে?"

কাল্লু বলল, "বঙ্গালিবাবু, এর হিসেব আমি পরে দেব আপনাকে। এখন যেখানে নিয়ে যাওয়ার সেইখানে নিয়ে চলুন।"

বাবলু বলল, "তোমার সেই গোবর্ধনদাদার খবর কী?"

গরম তেলে যেন জল পড়ল। চড়বড়িয়ে উঠল কাল্লু। তারপর ওর দেশোয়ালি ভাষায় যা বলল তা মুখে আনবার নয়।

সমীরণবাবুর নির্দেশে হাতে হাতকড়া পরিয়েই ভ্যানে ওঠানো হল কাল্লুকে।

বাবলু বলল, "দেখবেন, লোকটা যেন কোনওরকমেই ছাড়া না পায়।"

সমীরণবাবু হেসে বললেন, "এমন গ্যারান্টি তো দেওয়া যাবে না ভাই। অপরাধীদের খুঁজে বের করবার বা ধরে রাখবার দায়িত্ব আমাদের। কিন্তু ছাড়া না ছাড়া ওপরওয়ালাদের ব্যাপার। আমরাই সব নই। আগে গিয়ে মার্ডারের চার্জ দিয়ে কেসটা ভালভাবে সাজাই। তারপর দেখা যাবে। যাক, এখন তোমাদের জন্য কিছু করণীয় আছে কি না বলো।"

বাবলু বলল, "না। এবার আমরা বাড়ি ফিরে যাব। খুব জোর আজকের দিনটা হয়তো আমরা থেকে যাব শোনপুরে।"

"আবার শোনপুর!"

"একটা দিন। কেন না টেনশন ছিল বলে মেলা দেখে মন ভরেনি।"

সমীরণবাবু এবার ডোরার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমারই নাম ডোরা? ওরা তোমাকে নিয়ে এসে কোথায় রেখেছিল প্রথমে?"

ডোরা বলল, "তা তো বলতে পারব না। কেন না, আমি এখানকার পথঘাট কিছুই চিনি না। তবে বৈশালীতে যেখানে ছিলাম সেই জায়গাটা আমি চিনিয়ে দিতে পারব।"

"একটা জায়গা তো আমরা দেখে এলাম, বিশালগড়ের কাছে।"

বাবলু বলল, "দু'জন লোককে আমি একটা ঘরে শেকল দিয়ে রেখেছিলাম।"

"ওদের অ্যারেস্ট করা হয়েছে।"

ডোরা বলল, "আমি ছিলাম কুন্দপুরে।"

"মোর দ্যান ফাইভ কিলোমিটার্স। সেখানে কোথায় ছিলে তুমি?"

"অজিত সিং নামে এক কুখ্যাত লোকের ডেরায়।"

"অজিত সিং! ওই নামে কুন্দপুরে কোনও লোক আছে বলে তো শুনিনি। যাই হোক ওর খপ্পর থেকে ছাড়া পেলে কী করে?"

ডোরাকে বাঁচাবার জন্য বাবলুই বলল, "ওদের দু'পক্ষের ঝগড়ার সুযোগ নিয়ে ও পালিয়েছে। আসলে ডোরাকে একজনের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছিল। সেই সময় দরদাম নিয়ে বচসা। লেনদেনের ব্যাপারে কোনও কিছুর ওপর গরমিল হওয়ায় যারা কিনতে এসেছিল তাদেরই একজন মোটরবাইকের ধাক্কা দিয়ে দিয়ে মেরে ফেলে অজিত সিংকে। সেই সুযোগেই ও পালায়।"

সমীরণবাবু বললেন, "আমাকে একবার নিয়ে চলো তো সেইখানে। দেখি কে খুন হয়েছে।"

ভয়ে ডোরার মুখ শুকিয়ে গেল।

পুলিশের গাড়িতে পুলিশ আর রবিনদার গাড়িতে পাণ্ডব গোয়েন্দারা চেপে বসতেই ডোরা বলল, "এ আবার কোন জালে জড়ালাম বাবলু?"

"ভয় কী! কেমন ম্যানেজ করলাম দেখলে তো?"

"তা তো করলে। এখন ফুলারি যদি ফাঁস করে দেয় আমার ব্যাপারটা?"

"কিছুই করবে না। বরং পুলিশ দেখলেই ও পাশের গ্রামে কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে লুকোবে। দেখো হয়তো এতক্ষণে খুনের সংবাদ পেয়ে আগেভাগেই কেটে পড়েছে কি না। গরিবের মেয়ে। পরের বাড়ি

কাজ করে খায়। ওর বাবা-মা কি এতক্ষণে ওকে সরিয়ে দেয়নি ভেবেছ? গ্রামের লোকেরা এই সমস্ত ব্যাপারে দারুণ সতর্ক। তাই মুখ ওরা কিছুতেই খুলবে না।”

দেখতে দেখতে ওরা বৈশালী পার হয়ে কুন্দপুরে গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু কী আশ্চর্য, এখানে কোথাও কোনও চাঞ্চল্য তো নেই। বরং পুলিশ দেখে হতবাক সকলে। এমনিতে খুবই ছোট্ট গ্রাম। তার ওপর মানুষজনও কম।

ডোরা পুলিশের লোকেদের নিয়ে ঘটনাস্থলে গেল। কিন্তু কোথায় কে? কেউ কোথাও নেই।

ডোরা এক জায়গায় গিয়ে বলল, “এইখানেই একটা ধানক্ষেতের ভেতরে ওরা রেখেছিল লাশটাকে। গেল কোথায় সেটা?”

সমীরণবাবু বললেন, “তা হলে নিশ্চয়ই আততায়ীরা নিয়ে গেছে লাশটাকে অন্য কোথাও ফেলবে বলে।”

ডোরা বলল, “চুলোয় যাক। এখন এখান থেকে চলুন তো। আমার একটুও ভাল লাগছে না এখানে থাকতে।”

“যাবে, যাবে। ওর বাড়িটা একবার সার্চ করা দরকার।”

ডোরার মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে। সর্বনাশ। যদি ফুলারি ওই বাড়ির ভেতরে থাকে আর পুলিশের জেরার মুখে বলে দেয় সত্যিকথাটা, তা হলে?

বাবলু ওর কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বলল, “একদম নার্ভাস হোয়ো না। মনে সাহস সঞ্চয় করো। দেখবে বিপদের মেঘ ঠিক কেটে গেছে।”

ওরা মাঠের দিক থেকে নির্জনে অজিত সিংয়ের দোতলা বাড়ির কাছে এল। কিন্তু বাড়ি তো তালা দেওয়া। কে দিল তালা?

কিন্তু এই ‘কে’র জবাব দেবে কে?

সমীরণবাবু ওয়্যারলেস ভ্যানে হেডকোয়ার্টার্সের সঙ্গে কথা বলে সকলকে নিয়ে ফিরে এলেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও শোনপুরের মাটিতে পা রেখে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

॥ ১১ ॥

ডোরার সে কী আনন্দ! পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে এক অচেনা পরিবেশে ঘুরে বেড়ানো এবং সেইসঙ্গে প্রাণের বান্ধবী চায়নাকে কাছে পাওয়া কী কম কথা? তাই আনন্দের আর শেষ নেই ওর।

শোনপুরে রবিনদার বন্ধু শ্যামলালের বাড়িতেই উঠেছিল ওরা। সেখানে শ্যামলালের স্ত্রীর আদরযত্নের কথা ওদের ভোলবার নয়। রবিনদা ওদের শ্যামলালের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েই বিদায় নিল।

শ্যামলালের বাড়িতে চা-জলখাবার খেয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা দল বেঁধে চলল ডোরাকে মেলা দেখাতে। ‘হাজিপুর কি কেলা ঔর শোনপুর কি মেলা’। মেলার বহর দেখে মাথা যেন ঘুরে গেল ডোরার।

বড়-বড় রঙিন তাঁবুর মধ্যে থিয়েটারের স্টেজে নাচ-গানের আসর দেখে ডোরা বলল, “ইস রে। পেশোয়ারিলাল কেন যে ওপরচালাকি করতে গেল, না হলে এইরকম আসর পেলে এমন নাচ নাচতাম যে, নাচ কাকে বলে দেখাতাম!”

বিচ্ছু বলল, “সুযোগ পেলে আমরাও ছাড়তাম না।”

বাবলু বিচ্ছুকে বলল, “তুই তো ভালই কত্থক নাচতে পারিস।”

ভোম্বল বলল, “পারলে কী হবে? এসব জায়গায় ওসব নাচ চলে নাকি? ডোরার নাচের ধারাটা অবশ্য অন্যরকম। ওর নাচের দর্শক ছিল। ওর পক্ষে দর্শকদের হাততালি কুড়নোও সোজা ছিল। কিন্তু...”

চায়না বলল, “নাচগানের কথা থাক। যা হওয়ার নয় তাই নিয়ে পরিকল্পনা করে লাভ নেই। এখন এখান থেকে আমাদের বাড়ি ফিরে যাওয়া হচ্ছে কবে, সেই কথাই বলো।”

ডোরা বলল, “আদৌ হয়তো আমরা ফিরবই না।”

চায়না বলল, “ফিরবি না মানে? যাবি কোথায়?”

ডোরা গলার স্বরটাকে অন্যরকম করে বলল, “চম্বল কাঁপাতে।”

“বাজে কথা রাখ। কী বলতে চাস বল।”

ডোরা বলল, “কিছু বলবার আগে প্রাথমিক কাজটা তো সেরে নিতে হবে। অর্থাৎ যেভাবেই হোক আমাদের এই মুক্তির ব্যাপারটা জানাতে হবে বাড়িতে।”

বাবলু বলল, "অবশ্যই। এটা অবশ্য অনেক আগেই জানানো উচিত ছিল আমাদের। এখন দেখি কোথা থেকে কীভাবে ফোনে যোগাযোগ করা যায়।"

চায়না বলল, "বড় রাস্তায় পরপর কয়েকটা টেলিফোন বুথ দেখলাম। সেখানেই যাই চলো।"

বাবলু বলল, "বেশ চলো।"

ওরা বড় রাস্তায় এসে একটা পাবলিক টেলিফোন সেন্টারে গিয়ে ফোন করতেই বাবলুর মা ফোন ধরলেন, "কে, বাবলা নাকি রে? কী খবর তোদের?"

বাবলু বলল, "আমাদের খবর ভাল। চায়না, ডোরা দু'জনকেই উদ্ধার করেছি আমরা। আজকালের মধ্যেই ফিরব। এখন কাউকে দিয়ে ওদের বাড়িতে একটু খবর পাঠাতে পারো মা?...ও হ্যাঁ হ্যাঁ...আমার ডায়েরিতে সবার ঠিকানাই লেখা আছে।...আচ্ছা রাখছি।...যাকে দিয়ে হোক কিন্তু...।"

ডোরা বলল, "যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এখন চলো, কোথাও গিয়ে একটু বসি আমরা।"

চায়না বলল, "কোথায় বসব? যা ভিড় চারদিকে! এখানে বসবার জায়গা কোথায়?"

বিচ্ছু বলল, "আচ্ছা বাবলুদা, আমরা একটা নৌকো ভাড়া নিয়ে মাঝ-গঙ্গায় গিয়ে মেলার দৃশ্য দেখতে দেখতে আড্ডা জমাতে পারি না?"

চায়না বলল, "শখ মন্দ নয় মেয়ের। আবার গঙ্গায়? কখনও না। প্রাণ থাকতে নয়।"

বাবলু বলল, "তা হলে চলো, সবাই আমরা মেলার বাইরে গিয়ে দূরের কোনও ফাঁকা মাঠে গিয়ে বসি।"

ডোরা বলল, "তাই চলো।"

ওরা মেলা প্রাঙ্গণ থেকে অনেক দূরে একটা আমবাগানে গিয়ে বসল। বেশ ছায়াঘন আর নির্জন জায়গাটা। পঞ্চু এতক্ষণে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়ে চিত হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে পা ছুড়তে লাগল।

ডোরা বলল, "এখন বলো, এবার আমরা কীভাবে এগোব এবং এর পরের পরিকল্পনাটা কী?"

বাবলু বলল, "এখন সব পাখি আমরা একই ডালে। এইবার মেলাতলা থেকে ফিরে গিয়ে দুপুরবেলা পূর্ণ বিশ্রাম।"

ভোম্বল বলল, "বিশ্রামের কথাটা না বললেও চলবে। বিশ্রাম তো নেবই। তারপর?"

"বিশ্রামের ব্যাপারটা কি না বললে চলে? ক্লান্ত অবসন্ন শরীর। তার ওপরে রাত্রি জাগরণ। দুপুরে একটু ঘুমোতেই হবে। না ঘুমোলে কিন্তু রাতের কাজ হবে না।"

"রাতে আবার কী কাজ?"

"চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে হবে না?"

বিলু বলল, "হেঁয়ালি রাখ। কী বলতে চাস, বল দিকিনি?"

বাবলু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "তোরা হয়তো জানিস না অজিত সিংকে খুন করেছে ডোরাই।"

বাবলুর কথা শুনে চমকে উঠল সবাই, "ডোরা! ডোরা খুন করেছে!"

"না করা ছাড়া উপায় ছিল না। ওকে ঘায়েল না করলে ওর খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসতে পারত না ও। তা ছাড়া অজিত সিংই ওর বাবা-মায়ের হত্যাকারী।"

"কিন্তু...।"

"এর মধ্যে কোনও কিন্তু নেই রে! যা আছে তা হল সন্দেহ। আমরা যখন পুলিশের সঙ্গে কুন্দপুরে গেলাম, তখন দেখলাম অজিত সিংয়ের ডেডবডি লোপাট। এটা কী করে সম্ভব হল?"

"এর মধ্যে পেশোয়ারিরও কোনও হাত থাকতে পারে!"

"না, নেই। তা ছাড়া ওই বাড়ির দরজাও তালাবন্ধ।"

বিলু বলল, "তা হলে কী বলতে চাস তুই?"

"একটা সন্দেহ আমার মনের মধ্যে উঁকি মারছে।"

"কীসের সন্দেহ?"

"ডোরার আক্রমণে অজিত সিং আদৌ হয়তো মারা যায়নি।"

ডোরা বলল, "এও কি সম্ভব?"

"অসম্ভবও নয়। আমার কেবলই মনে হচ্ছে পেশোয়ারিলালের যবনিকা পতন হলেও অজিত-আতঙ্ক কিন্তু রয়েই গেছে।"

ডোরার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল এবার। বলল, "তা হলে?"

"তা হলে আর কী? রাতের অন্ধকারে অজিত সিংয়ের বাড়িতে একবার হানা দিয়ে দেখতে হবে ব্যাপারটা কী। আজ রাতেই দেখব। তারপর কাল সকালে পটনায় গিয়ে বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করব।"

ডোরা বলল, "আমাদের অভিযানটা তা হলে বাতিল?"

"মোটেই না। অভিযান বাতিল হবে কেন? তোমার জন্মভূমিতে আমরা বেড়াতে যাব। গোয়ালিয়রের ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো দেখব। ঘুরে বেড়াব চম্বলের অববাহিকায়। কিন্তু তোমার ওই মানচিত্রের রহস্য ফাঁস না হলে অর্থাৎ গুপ্তধনের কেন্দ্রবিন্দুটা ঠিক কোনখানে সেটা জানতে না পারলে অভিযান কী করে হবে?"

ডোরা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "সেটা গোয়ালিয়রে বসেই ঠিক করব। তবে একটা কথা, আমি কিন্তু এখনই বাড়ি ফিরতে রাজি নই। এই যে ঘর ছেড়েছি, একেবারে কাজ হাসিল করে তবেই ঘরে ফিরব।"

বাবলু বলল, "পাগলামি কোরো না। এই ধরনের একটা দুঃসাহসিক অভিযানে যেতে গেলে রীতিমতো মানসিক প্রস্তুতি চাই। তা ছাড়া বেশিরকম টাকা-পয়সারও প্রয়োজন।"

ডোরা বলল, "মানসিক প্রস্তুতি আবার কী? মনকে যেদিকে নিয়ে যাবে, মন সেইদিকেই যাবে। আর টাকা-পয়সার কথা বলছ? আমি এইখানে রাস্তায় নেচে যদি টাকা-পয়সা না তুলে নিতে পারি তো আমার নাম ডোরাই নয়। কত টাকা চাই তোমার?"

"আঃ! আমার নয়, আমাদের।"

বিচ্ছু বলল, "তুমি তো দেখছি সাংঘাতিক মেয়ে!"

ডোরা হেসে বলল, "তুমি নামে বিচ্ছু, আমি স্বভাবে।"

বাচ্চু বলল, "তুমি মোস্ট ডেঞ্জারাস।"

"না হয়ে উপায় কী?"

সবাই বলল, "কেন? কেন?"

"কেন আবার? কালের প্রবাহ। বিশেষ করে আমি হচ্ছি দারুণ একরোখা। তাই বলি কী, এই উদ্যমে কাজটা হাসিল করতে না পারলে আর হয়তো হবে না। তোমরাই হয়তো জড়িয়ে পড়বে আবার কোনও নতুন ঝামেলায়। তা ছাড়া চায়নাকেও আর পাব না। সব ভেস্তে যাবে তখন।"

বাবলু বলল, "কিচ্ছু হবে না।"

ডোরা একটু আহত হয়ে বলল, "তা হলে যা ভাল বোঝো করো।"

বাবলু বলল, "মান-অভিমানের ব্যাপার নয় এটা। মিত্তিরদের বাগানে বসে পরিকল্পনা না করলে কোনও কাজেই সফলতা আসে না আমাদের। তা ছাড়া এখান থেকে গোয়ালিয়রে তুমি যাবে কোন পথে? হাওড়া থেকে চম্বল এক্সপ্রেসে চাপতে পারলে সরাসরি গোয়ালিয়রে পৌঁছবে। সেই ট্রেন গয়া হয়ে যায়। আমরা আছি পটনার কাছে।"

ডোরা বলল, "তাতে কী? পটনা থেকে গয়ায় যাওয়া যায় না বুঝি? ট্রেন, বাস সবই তো আছে?"

"তা আছে। কিন্তু গয়ায় গিয়ে রিজার্ভেশনের জন্য কতদিন বসে থাকতে হবে জানো?"

"তা হলেই গেছ তোমরা!"

"আমরা ওইভাবেই যাই। যাকগে, আজ রাতের অভিযানটা আগে সফল হোক, তারপর ভেবে দেখা যাবে।"

ডোরা আর কিছু না বলে দূরের দিকে তাকিয়ে রইল। পঞ্চু কী ভেবে যেন ওর গায়ের কাছে এসে গা শুঁকতে লাগল।

চায়না বলল, "আমার মতে এ-যাত্রায় বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভাল। আমরা তো আমাদের নিজেদের কথাই ভাবছি। ওদিকে বাড়ির লোকেদের মনের অবস্থাটা কী বলো তো?"

ডোরা বলল, "তোরা যা বলবি তাই হবে।"

ভোম্বল একটা হাই তুলল এবার। তারপর শরীরটাকে টান করে বলল, "এই সময় একটু গরমাগরম জিলিপি আর চা পেলে বেশ হত, তাই না বাবলু?"

বাবলু বলল, "ঠিক বলেছিস। একটু কিছু পেটে না পড়লে ব্যাপারটা খুব নিরুত্তাপ হয়ে যাচ্ছে।"

ওরা আমবাগান থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় আসতেই দেখল সারি-সারি শিঙাড়া আর জিলিপির দোকান। মনোমতো একটি দোকানে ঢুকে ওরা শিঙাড়া-জিলিপির অর্ডার দিল।

অনেক বেলায় ফিরে এসে শ্যামলালের বাড়িতে স্নানাহার সেরে দুপুরে তেড়ে একটা ঘুম দিল সকালে। ঘুম যখন ভাঙল তখন দেখল রবিনদা এসে চা খেতে খেতে শ্যামলালের স্ত্রীর সঙ্গে কীসব আলোচনা করছে।

বাবলু বলল, "আপনি এসেছেন রবিনদা? ভালই হয়েছে। আপনাকে আমাদের বিশেষ দরকার।"

রবিনদা বলল, "কিন্তু একটা দুঃসংবাদ আছে।"

ডোরা বলল, "আপনার হয়ে আমি বলছি। পেশোয়ারিলাল মারা গেছে এই তো?"

"হ্যাঁ।"

"এটা আমাদের কাছে মোটেই দুঃসংবাদ নয়। বরং ভালই হয়েছে।"

বাবলু বলল, "ছিঃ। ও-কথা বলতে নেই। মৃত্যুই মানুষের জীবনের শেষ পরিণতি। তাই কারও মৃত্যুতেই উল্লাস প্রকাশ করতে নেই।"

ডোরা বলল, "ফুঃ। শয়তানের মৃত্যুতে আবার দুঃখপ্রকাশ! আমার তো এখনই ইচ্ছে করছে ওর চিতায় উঠে নাচি। দু'হাতে ওর ছাই উড়িয়ে উল্লাসে গান গাই।"

সবাই চুপ।

রবিনদা বলল, "বলো, আমাকে আবার কীসের দরকার?"

"আমরা সন্ধের পরই একবার কুন্দপুরে যেতে চাই।"

"কুন্দপুর! কী আছে সেখানে? ওখানকার পাট তো চুকেই গেছে সকালবেলা।"

"না রবিনদা। ওখানে আমরা অন্য একটা ব্যাপারে যেতে চাই।"

"যেতে চাও এখনই চলো। সন্ধে তো হয়েই এল।"

"বেশ তো, চলুন।"

চায়না বলল, "আমি কোথাও যাব না। খুব টায়ার্ড। পাণ্ডব গোয়েন্দার অভিযান পাণ্ডব গোয়েন্দাদেরই থাক। আমি কাল সকালেই বাড়ি ফিরতে চাই।"

বাবলু বলল, "সেটা তোমার ব্যাপার।"

"আমার কাছে গাড়িভাড়া নেই। আশা করি তোমরা সেটার ব্যবস্থা করে দিয়ে তারপর যাবে।"

ভোম্বল বলল, "তুমি খুব স্বার্থপরের মতো কথা বলছ কিন্তু।"

চায়না বলল, "মোটেই না।" বলার পরই ওর চোখদুটো ছলছলিয়ে উঠল। এবার একটু কান্নাধরা গলায় ও বলল, "তোমরা আমাকে শত্রুপুরী থেকে উদ্ধার করেছ, সেজন্য আমি তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু ঘরে ফেরার জন্য, বাবা-মাকে দেখবার জন্য আমার মনের ভেতরটা যে কী রকম হু হু করছে, তা তোমরা কী করে বুঝবে?"

বাবলু বলল, "কেউ না বুঝুক আমি বুঝি। শুধু তুমি কেন? কাল সকালে আমরা সবাই যাব। তাই আজ আর মেয়েদের কোনও অভিযান নেই। শুধু বিলু আর ভোম্বলকে নিয়েই আমি ঘুরে আসি কুন্দপুর থেকে।"

বাবলুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভৌ-ভৌ করে চেঁচাতে শুরু করল পঞ্চু। বাবলু ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "তুই তো যাবিই। তোকে না নিয়ে ওই জায়গায় আমরা যাই কখনও?"

শ্যামলালের স্ত্রী বলল, "সেই ভাল। এই ভর সন্ধেবেলা মেয়েদের কোথাও গিয়ে কাজ নেই। তোমরা ছেলেরাই বরং যাও। কখন ফিরবে তোমরা?"

বাবলু বলল, "তা তো বলা যাবে না। তবে রাতের খাওয়াদাওয়াটা বাইরেই সেরে নেব আমরা। আমাদের জন্য কোনও আয়োজন যেন করবেন না।"

রবিনদা বলল, "তা হলে আর দেরি না করে যাই চলো।"

বাবলুরা পঞ্চুকে নিয়ে রওনা হল। বাবলুর কথামতো মেয়েরা গেল না কেউ। এইসব জায়গায় দলভারী হওয়ার অসুবিধেও আছে।

রবিনদার মোটর রাস্তা ফাঁকা পেয়ে ফুল স্পিডে এগিয়ে চলল।

অনেকটা পথ যাওয়ার পর রবিনদা বলল, "কুন্দপুরের মতন ওইরকম একটি বসতিহীন গ্রামে আবার নতুন করে যাওয়ার কারণটা জানতে পারি কি?"

বাবলু বলল, "বসতিহীন কেন? কয়েক ঘর মানুষের বাস তো রয়েছে দেখলাম।"

"ওকে বসতি বলে না। একটা চোর-ডাকাত পড়লে কেউ কারও সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। পেশোয়ারির প্রচুর জমিজমা আছে ওখানে। হয়তো অজিত সিংও কিছু না কিছু করেছে। তা ওখানে তোমরা কী পাবে?"

"এই ব্যাপারে জানতে গেলে আপনাকে কিন্তু মন দিয়ে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার কথা শুনতে হবে।"

"বলতে যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে, তা হলে শুনতে আমি রাজি।"

বাবলু তখন অজিত সিংয়ের বৃত্তান্ত একটুও গোপন না করে শুনিয়ে দিল রবিনদাকে। সব শুনে রবিনদা বলল, "এই যদি ব্যাপার হয়, তা হলে কি অজিত সিংকে ওখানে পাবে ভেবেছ?"

"না। হয় তার ডেডবডি পাচার হয়ে গেছে, নয়তো অর্ধমৃত অজিত সিং জ্ঞান ফিরে পেয়ে নিজেই কেটে পড়েছে কোথাও। সে যে ওখানে নেই তা আমরাও জানি। তবু যাচ্ছি এই কারণে যে, রাতদুপুরেও বাড়িতে হানা দিয়ে অজিত সিংয়ের গোপন কিছু যদি উদ্ধার করতে পারি, তাই।"

রবিনদার মোটর বৈশালীর কাছে এসে ব্রেকডাউন হয়ে গেল। সামনের চাকাটা খুলে বেরিয়ে গিয়ে সে কী কেলেংকারি! এখন উপায়?

রবিনদা বলল, "কুন্দপুর এখান থেকে চার-পাঁচ কিলোমিটারের পথ। ওখানে যেতে গেলে হাঁটতে হবে।"

ভোম্বল বলল, "কুছ পরোয়া নেই। হেঁটেই যাব আমরা।"

"পথ খুব খারাপ। মাঝে-মধ্যে দু'-একটি অনুন্নত গ্রাম পড়বে। যেতে কষ্ট হবে কিন্তু।"

"আমাদের যা হয়, হবে। আপনি কী করবেন?"

"আমার কথা ভেবো না। এখানকার সরকারি রেস্ট হাউসে যে করেই হোক রাতটা কাটিয়ে নেব।"

বাবলু বলল, "তা হলে এক কাজ করুন না দাদা, আমরা সকলে বরং ওই রেস্ট হাউসেই যাই চলুন। ওখানে একটা কি দুটো ঘর বুক করে আপনি রেস্ট নিতে থাকুন, আমরা আমাদের কাজ শেষ করে ফিরে আসি।"

রবিনদা বলল, "উত্তম প্রস্তাব।"

"কেন না গাড়ি যখন নেই তখন আমাদের কাজ যখন শেষ হবে সে-সময় আর বাড়ি ফেরা যাবে না।"

"তখন কেন, এখনও যাবে না। এ-পথে সন্ধের পরই বাস বন্ধ হয়ে যায়।"

"তাই আমরা আজকের রাতটা এই রেস্ট হাউসে কাটিয়ে কাল সকালে বাস বা অন্য কোনও পরিবহণে ফিরে যাব।"

রবিনদা বলল, "এসো তা হলে আমার সঙ্গে।" বলে সকলকে নিয়ে রেস্ট হাউসের দিকে এগিয়ে চলল। কাছেই, একেবারে বড় রাস্তার ওপরই রেস্ট হাউসটা। কী চমৎকার! একেবারেই নবনির্মিত। চার্জও যৎসামান্য। সিঙ্গল রুম পনেরো টাকা, ডবল রুম পঁচিশ টাকায়। ভাবা যায় না!

যাই হোক, রবিনদা নিজের জন্য একটা সিঙ্গল রুম নিল। বাবলুও তাই। বিলু আর ভোম্বল নিল ডবল বেডের একটা রুম। ঘর নেওয়া হলে রবিনদা বাথরুম সেরে দিব্যি টান হয়ে শুয়ে পড়ল নিজের ঘরের বিছানায়।

বাবলু, বিলু, ভোম্বলও ফ্রেশ হয়ে কেয়ারটেকারকে রাতের খাবারের জন্য মাংস-ভাতের অর্ডার দিল। তারপর চা-টোস্ট খেয়ে রওনা হল কুন্দপুরের দিকে।

রেস্ট হাউসের পাশ দিয়ে যে-পথটা বিশালগড়ের দিকে গেছে সেই পথ ধরে এগিয়ে চলল কুন্দপুরের দিকে। বাবলু, বিলু, ভোম্বল আর শ্রীমান পঞ্চুর এই নৈশ অভিযান অত্যন্ত সতর্কতার। অচেনা দেশ, অচেনা পথ। তার ওপরে জনহীন। শুধু খেত আর খেত। কী ভীষণ অন্ধকার চারদিকে! সেই অন্ধকারের পথ বেয়ে ওরা যখন কুন্দপুর গ্রামে এল তখনও অজিত সিংয়ের সেই দোতলা বাড়ির দরজায় তালা দেওয়া।

ওরা দূর থেকে একদৃষ্টে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

রাতের অন্ধকার না হলে অনেক রহস্যই বুঝি গোপন থেকে যায়। অথবা অপরাধের অগ্নিশিখা অন্ধকারে প্রকট হয়ে চিনিয়ে দেয় নিজেকে। ওরা দেখল অজিত সিংয়ের বাড়ির দরজায় বাইরে থেকে তালা দেওয়া থাকলেও দোতলার একটি ঘরে টিমটিম করে আলো জ্বলছে।

বাবলু চাপা গলায় বিলু, ভোম্বলের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী বুঝছিস?"

ভোম্বল বলল, "তাই তো রে! ব্যাপার কী বল দেখি?"

"রাতের অন্ধকারে না এলে এই দৃশ্য দেখতে পেতিস?"

বিলু বলল, "বাইরেটা তা হলে লোক-দেখানো?"

"ঠিক তাই।"

"ওরা তা হলে ঘরের বাইরে বেরোয় কোথা দিয়ে?"

"নিশ্চয়ই পেছনদিকে কোনও দরজা আছে।"

বাবলুর কথা শেষ হতেই ভোম্বল পঞ্চুকে নিয়ে টুক করে একবার প্রদক্ষিণ করে নিল বাড়িটাকে। তারপর বলল, "পাঁচিলের গায়ে ছোট্ট একটা দরজা আছে বটে, তবে সেটাও ভেতর থেকে বন্ধ।"

বিলু বলল, "তা হলে ভেতরে ঢোকার উপায়?"

বাবলু বলল, "পেছনের দরজায় শিকল দিয়ে সামনের দরজার তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকতে হবে।"

ভোম্বল বলল, "পেছনের দরজায় শিকল নেই। এর তালাই আমি খুলছি।" এই ঘরের তালা খুলে ভেতরে ঢুকতে হবে, সেটা আগে থেকেই জানা ছিল। ভোম্বল তাই লোহার বেঁকানো পেরেক একটা নিয়েই এসেছিল সঙ্গে করে। তাই এই তালা খুলতে অসুবিধে হল না ওর।

তালা খুলে দরজাটা ফাঁক করতেই সর্বাগ্রে ঢুকে গেল পঞ্চু। বাবলু ওর পিঠে একটু চাপড় দিতেই পঞ্চু ওর কাজ শুরু করল। গোয়েন্দাগিরিতে প্রথম তদন্তটা পঞ্চুই করল। না হলে হুট করে সকলে ওই বাড়িতে ঢুকে পড়লে বিপদের চরম হয়ে যেতে পারে।

সামান্য কিছুটা সময়। একটু পরেই পঞ্চু এসে বাবলুর প্যান্ট কামড়ে টানাটানি করতে লাগল। ভাবটা এমনই যে, মারাত্মক ব্যাপার। শিগগির এসো।

বাবলুরা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল ওপরে।

কিন্তু ওপরে উঠে যা ওরা দেখল তা দেখবে বলে প্রস্তুত ছিল না কেউ। ওরা দেখল একটি ঘরের ভেতর ছোট্ট একটি লণ্ঠন জ্বলছে। আর ঘরে মেঝেয় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে অজিত সিং। নিথর দেহ। বাবলু ওর গায়ে হাত দিয়েই বুঝল মানুষটার মৃত্যু হয়েছে অনেক আগেই।

ঘরের ভেতর টর্চের আলো ফেলে বেশ কয়েক জোড়া জুতোর ছাপও লক্ষ করল ওরা।

রহস্যের পর রহস্য! তিনজনে তিনজনের মুখের দিকে তাকাল। চোখের ভাষায় তিনজনেই জানাল, কেউ কিছুই টের পাচ্ছে না।

বাবলু বলল, "আমি আগেই অনুমান করেছিলাম ডোরার স্কুটারের ধাক্কায় অজিত সিংয়ের মৃত্যু হয়নি। এখন দেখছি আমার অনুমানই ঠিক।"

বিলু বলল, "হয়তো তখন হয়নি। পরে সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে কোনওরকমে বুকে হেঁটেই ওপরে উঠে এসেছে সে। তারপরই...।"

বাবলু বলল, "হতে পারে। কিন্তু তা হয়নি। কেন না ঘটনা এই যে, ওকে হত্যা করা হয়েছে।"

"হত্যা করা হয়েছে?"

"হ্যাঁ। ওই দ্যাখ ওর পিঠে গুলির দাগ।"

লণ্ঠনের স্বল্পালোকে গুলির দাগটা এতক্ষণ চোখে পড়েনি ওদের। বিলু, ভোম্বল দু'জনেই ঝুঁকে পড়ে দেখল তাই। দু'জনেই অস্ফুটে উচ্চারণ করল, "সত্যিই তো।"

বিলু বলল, "রীতিমতো পেশাদার খুনির কাজ এটা। কিন্তু খুন করার পর এইভাবে আলো জ্বেলে রেখে যাওয়ার কারণটা কী?"

বাবলু বলল, "দৃষ্টি আকর্ষণ করা।"

"ব্যাপারটা বেশ ভয়াবহ বলতে হবে।"

বাবলু বলল, "অবশ্যই।"

ভোম্বলের মুখে কোনও কথা সরল না।

বাবলু তখন ঘরময় যেখানে যা পাচ্ছে তাই নেড়েচেড়ে দেখছে। পঞ্চু মেঝে শুঁকে ঘুরঘুর করছে এদিক-সেদিক। কিন্তু দেখলে কী হবে? ঘরের যা অবস্থা তা দেখে বোঝাই যাচ্ছে ওরা দেখার অনেক আগেই ঘর তছনছ করে গেছে কারা যেন। কেন এবং কীসের লোভে, তা বোঝা গেল না। বাবলু অনেক অনুসন্ধান করেও ওর এতটুকু কাজে লাগে এমন কিছুই হাতের কাছে পেল না। তবুও হাল ছাড়ল না। হঠাৎ একটা ওয়েস্টপেপার বাস্কেটের মধ্যে দলাপাকানো একটা চিঠিও পেয়ে গেল। চিঠিটা এসেছে ভিন্দ থেকে। ভিন্দ হচ্ছে চম্বল উপত্যকায় গোয়ালিয়রের কাছাকাছি একটা অঞ্চল। সারদা নামের কোনও এক মহিলার কাঁচা হাতে হিন্দিতে লেখা একটা চিঠি। চিঠির মর্মার্থ এই যে, "তুমি অবিলম্বে ওই স্থান ত্যাগ করো। হীরালাল তোমার গোপন আস্তানার সন্ধান পেয়ে গেছে। ও যে-কোনওদিন বদলা নিতে তোমার ওখানে গিয়ে পৌঁছবে। আমরা আমাদের দিন যেভাবেই হোক কাটিয়ে নেব। কিন্তু তুমি বাঁচো। হিমালয়ের কোনও প্রান্তে গিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দাও।"

বাবলু চিঠি পড়ে বিলু আর ভোম্বলকে দেখাল। ওরা চিঠি পড়ে অবাক!

বিলু বলল, "এই চিঠি পাওয়ার পরই অজিত সিংয়ের সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তা হলে এইভাবে বেঘোরে প্রাণটা দিতে হত না।

ভোম্বল বলল, "আমার মনে হয় ওই চিঠির গুরুত্বই দেয়নি অজিত সিং। নয়তো দারুণ সতর্ক ছিল। মনে

মনে হয়তো প্রতীক্ষাই করছিল হীরালালের। কিন্তু ওর সতর্কতায় বাদ সাধল ডোরা। সে যাকগে। কে এই হীরালাল! বদলাই বা কীসের?"

বাবলু, বলল, "এর উত্তর একমাত্র সারদা নামের ওই মহিলাই দিতে পারেন।"

বিলু বলল, "সারদা নামের ওই মহিলা কি অজিত সিংয়ের স্ত্রী?"

"চিঠির ভাষা পড়ে তাই তো মনে হয়।"

"হীরালালের সঙ্গে অজিত সিংয়ের শত্রুতার কারণ?"

"বলা মুশকিল। বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্তধনের লালসা, অনেক কিছুই থাকতে পারে।"

"তুই গুপ্তধন বিশ্বাস করিস?"

"অবিশ্বাসও করি না। কিছু একটা ব্যাপার নির্ঘাত আছে। না হলে এতসব ঘটছেই বা কেন? তবে আমার মনে হয় ভিন্দে আমাদের অবশ্যই একবার যাওয়া দরকার।"

বিলু বলল, "দ্যাখ, অযথা উদ্দেশ্যহীনভাবে সময় এবং টাকাপয়সা নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। অজিত সিং কুখ্যাত লোক। তার উপযুক্ত শাস্তিই সে পেয়েছে। ডোরার হাতে ওকে যে মরতে হয়নি এই ঢের। মেয়েটা অন্তত খুনের দায় থেকে বেঁচে গেল। আমাদের এবারের অভিযানের যবনিকা এখানেই পড়ুক।"

বাবলু বলল, "এই কথাটা ডোরাকে বুঝিয়ে বলতে পারবি তো? ওর জন্য কিন্তু গোয়ালিয়র আমাদের যেতেই হবে। না হলে কিছুতেই ওকে শান্ত করা যাবে না।"

বিলু বলল, "ওর ওইসব অন্যায় আবদার কেউ রাখে?"

"অন্যায় আবদার!"

"তা নয়তো কী। ভেবেছে কী মেয়েটা?"

বাবলু হেসে বলল, "আরে, চটছিস কেন? ওটা ও কথার কথা বলেছে।"

"দ্যাখ বাবলু, ডোরার ওপর তোর একটু 'সফট কর্নার' আছে বলেই এ-কথা বলছিস। আসলে ও একটা সাংঘাতিক মেয়ে।"

"যথার্থই। না হলে পেশোয়ারির মতো লোকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে? ঘায়েল করতে পারে অজিত সিংকে? ডোরা সাধারণ মেয়ে নয়। ওকে তোরা হালকা করে দেখিস না। আমার মনে হয় মেয়েটার কাছে এমন কোনও কিছুর সূত্র একটা আছে, যার জন্য সে এত ছটফট করছে। এমনকী তা ও চেপেও যাচ্ছে। না হলে ওর মতো মেয়ে এইভাবে ওই বেহড়ে যাওয়ার জন্য ব্যাকুলই বা হবে কেন?"

"ওর ব্যাকুলতার একমাত্র কারণ ওর জন্মভূমির টান। তা ছাড়া নিজে হাতে ওর বাবা-মায়ের হত্যাকারীকে শাস্তি দেওয়ার সংকল্পও করেছিল ও। আর অন্য আকর্ষণ হল, গুপ্তধনের নেশা। এর বাইরে কিছুই না।"

"তবে! এত কারণ থাকার পর ওই মেয়েকে কখনও আটকানো যায়? তাই ওর পাশে একটু আমাদের থাকতেও হবে বইকী! অমনই সেই সুযোগে ভিন্দ-এ গিয়ে হীরালালের ব্যাপারেও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে ওর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে।"

"কী জিজ্ঞাসাবাদ করবি?"

"যে গুপ্তধনের লোভে সবাই লালায়িত, আমার মনে হয় তাকে কেন্দ্র করেই এই হত্যাকাণ্ড। শুধু পুলিশের ভয়ে নয়, চম্বলের অন্যান্য কুখ্যাতদের ভয়েও অজিত সিংয়ের এই আত্মগোপন। ও নিশ্চয়ই জানত গুপ্তধন কোথায় আছে। আর জানত বলেই দূরে বসে গুপ্তধন উদ্ধারের স্বপ্ন দেখছিল, ভেতরে ভেতরে তৈরি হচ্ছিল, অথবা যাদের নিয়ে কাজ করছিল তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে পালিয়ে এসে পেশোয়ারির সাহায্য নিয়ে লুকিয়ে ছিল এখানে।"

বিলু বলল, "সে যাই হোক, এখন তা হলে ফেরা যাক। গিয়ে থানায় একটা ফোন করি চল।"

ভোম্বল বলল, "আবার থানা-পুলিশ কেন? থানা-পুলিশ হলেই আমরা যে এখানে এসেছিলাম তা ফাঁস হয়ে যাবে। তার চেয়ে বেমালুম চেপে যাওয়াই ভাল।"

বাবলু বলল, "তাতে কিন্তু ব্যাপারটা আরও জটিল হবে। তার কারণ আমরা এই রাতদুপুরে সরকারি ট্যুরিস্ট লজে উঠেছি এ-কথা তো চাপা থাকবে না। তখন পুলিশের সন্দেহটা কোনদিকে মোড় নেবে বুঝতে পেরেছিস? তার চেয়ে সমীরণবাবুকে আমরাই ফোনে সব কথা জানাই চল।"

"বেশ। যা তুই বলবি।"

ওরা আর একটুও দেরি না করে পঞ্চুকে নিয়ে বাড়ির বাইরে এল। তারপর আবার সেই নিস্তব্ধ নিঝুম রাতে গ্রামের পথ ধরে শুধু পথচলা। আবার সেই মনের মধ্যে ঘূর্ণিপাক। রহস্যের সূত্রগুলো কেমন যেন জট পাকিয়ে

যায়। চম্বল আর বৈশালী এক হয় না কিছুতেই। গুপ্তধন, নকশা আর হত্যাকাণ্ড হিসেবে মেলে না। হীরালাল, পেশোয়ারি আর অজিত সিংও মিলছে না। তবুও খুন হচ্ছে। রহস্য দানা বাঁধছে। অথচ মোটিভটা কী, জানা যাচ্ছে না কিছুতেই।

বৈশালীতে ফিরে আসতে অনেক রাত হয়ে গেল ওদের। রক্ষে যে এখানকার টেলিফোন যন্ত্রটি বিকল হয়ে ছিল। রবিনদা ছটফট করছিল ওদের জন্য। সব শুনে বলল, "বাঁচা গেছে যে টেলিফোনটা খারাপ। এখন লক্ষ্মীছেলের মতো সব খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ো তো দেখি।"

বাবলু, বিলু, ভোম্বল তিনজনেই ভরপেট খেয়ে শুয়ে পড়ল। শোওয়ামাত্রই ঘুম। এমন ঘুম যে, এক ঘুমেই সকাল। ওরা যখন ঘুম থেকে উঠল, পঞ্চু তখন চায়ের জন্য ছটফট করছে। চা-তেষ্টা ওদেরও যে পায়নি তা নয়। ওরাও চেষ্টা করছে এক কাপ করে চা খেয়েই এখান থেকে বিদায় নিতে। এই অঞ্চল থেকেই বিদায়।

যাই হোক, চা-পর্ব বেশ ভালভাবেই শেষ হল। কিন্তু এখন ওরা ফিরবে কী করে?

রবিনদা বলল, "তোমরা এক কাজ করো, এখানকার লোকাল বাসে লালগঞ্জ চলে যাও। ওখান থেকে হাজিপুরে যাওয়ার জন্য যা হোক কিছু পেয়ে যাবে। আমার গাড়ির যা অবস্থা তাতে আমার এখন যাওয়া হবে না।"

লজের চার্জে যিনি ছিলেন সেই তেওয়ারিজি বললেন, "যাবে তো। কিন্তু মুশকিল যেটা, সেটা হল এখানকার বাসে তো কুকুর উঠতে দেবে না। শোনপুর মেলার যাত্রী বোঝাই বাস এখন। অতএব অন্য ব্যবস্থা দেখতে হবে।"

ওরা যখন এইসব আলোচনা করছে, তখন হঠাৎ মজঃফরপুরের দিক থেকে একটি ট্রাক এসে পড়ল। সেটি পটনা যাবে। তাই হাজিপুর হয়েই যেতে হবে তাকে। মজঃফরপুর থেকে পটনা যাওয়ার জন্য এই পথে কেউ সচরাচর আসে না। কিন্তু বৈশালীর এক ব্যবসায়ীর কিছু জিনিসপত্র নামিয়ে দেওয়ার জন্যই এদিকে আসতে হয়েছে তাকে।

তেওয়ারিজির অনুরোধে ট্রাক-চালক পঞ্চু সহ ওদের তিনজনকে ট্রাকে উঠিয়ে নিল। রবিনদাও উঠে বসল ট্রাকে। কেন না লালগঞ্জ থেকে মেকানিক না আনালে রবিনদার গাড়ি অচল অবস্থাতেই পড়ে থাকবে।

যাই হোক, ট্রাক ওদের নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল। রবিনদাকে লালগঞ্জে নামিয়ে দিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে মেন রোডে এসে পড়ল। তারপর উল্কার গতিতে কিছু সময়ের মধ্যেই হাজিপুর।

ওরা হাজিপুর নেমে একটা অটো নিয়ে চলে এল শোনপুরে।

প্রথমেই ওরা দেখা করল সমীরণবাবুর সঙ্গে। তারপর সব কথা বলে যখন ওরা শ্যামলালের বাড়িতে এল তখন পরিস্থিতি দেখে মেজাজ আর ঠিক রাখতে পারল না। রাখবেই বা কী করে! ওরা এসেই শুনল কাল বিকেলে ওরা চলে যাওয়ার পরই ডোরা পালিয়েছে।

ডোরার এইভাবে চলে যাওয়াটা সত্যই মর্মান্তিক।

বাবলু রেগে বলল, "আপদ গেছে। কিন্তু ওর এখন মাথার ঠিক নেই। তোরা তিনজনে একটু নজরে রাখতে পারলি না ওকে?"

চায়না নীরব।

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "ও যে এইরকম করবে তা আমরা কী করে জানব?"

বাবলু আরও রেগে গেল, "ধর মেয়েটাকে যদি কিডন্যাপই করত কেউ?"

"সে-কথা আলাদা।"

বিলু বলল, "দ্যাখ বাবলু, তুই যদি এই নিয়ে রাগারাগি করিস তা হলে কিন্তু এবার আমিও চলে যাব। আমরা কিন্তু আমাদের আদর্শ থেকে সরে আসছি ক্রমশ।"

বাবলু বলল, "কখনওই না। আমরা যেমন ছিলাম তেমনই আছি। এত কাণ্ডের পর ওই মেয়েটাকে ওর বাড়ির লোকেদের হাতে তুলে দিতে না পারা পর্যন্ত দায়িত্ব কি শেষ হয়েছে আমাদের?"

"তা হয়নি। কিন্তু ওর ব্যাপারে ওর বাড়ির লোকেরা কি খরচপত্তর দিয়ে আমাদের এখানে পাঠিয়েছিল, না আমরা নিজের থেকেই এখানে এসেছিলাম?"

"আমরাই এসেছিলাম। একটু পিছু ফিরে তাকা, তা হলেই আমাদের আসার কারণগুলো ছবির মতো দেখতে পাবি। আমাদের সঙ্গে দেখা করে ফেরবার পথে ডোরার অন্তর্ধান ওর ব্যাপারে আমাদের উৎসাহিত করেছিল। এর পরে ওর ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়ে মহাভারতের প্লট। চায়নার আবেদন, বাদশার অভিযান, অর্ধপথে বাদশার অসহায় করুণ অবস্থা, ওর বাবা-মায়ের কান্না, এই দেখেই না আমরা এত দূর এগিয়েছি? সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের কাছে সাহায্য চাইতে এসে ফিরে যাওয়ার পথে ডোরার অপহরণই আমাদের উত্ত্যক্ত করেছে। তা হলে আমরা আমাদের ফর্ম থেকে সরে এলাম কোথায়?"

"কিন্তু ও এখন যেটা করল সেটা কি স্বার্থপরের মতো কাজ করল না? ওর জন্য যে আমরা এত করলাম, এত ঝুঁকি নিলাম, তারপরও এইভাবে চলে যাওয়াটা কি ওর উচিত হল?"

"কখনওই না।"

"তাই বলি শোন, এবার থেকে সরাসরি কেউ এসে তাদের ব্যাপারে আমাদের এগিয়ে যেতে না বললে আমরা আর কারও ব্যাপারে নাক গলাব না।"

ভোম্বল বলল, "এই ব্যাপারে আমি বিলুর সঙ্গে একমত।"

বাচ্চু-বিচ্চু বলল, "আমরাও। কী দরকার এইভাবে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার।"

ভোম্বল বলল, "এই তো চায়নাও বসে আছে। সেও কি আমাদের সঙ্গে থাকতে চাইছে? ডোরার খোঁজে আমরা না এসে পড়লে কোথায় যে লোপাট হয়ে যেত ও, তা কি ও নিজেও বুঝছে না? তবু ও চলে যেতে চাইছে। এখন আমাদের কাজ শেষ। চল, এবার সবাই আমরা ঘরে ফিরে যাই।"

বাবলু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "ডোরা কোনও চিঠিপত্র লিখে রেখে গেছে?"

বাচ্চু বলল, "হ্যাঁ।"

বিচ্চু ডোরার চিঠিটা বাবলুর হাতে দিল।

বাবলু কয়েকবার পড়ে দেখল চিঠিটা। চিঠিটা এইরকম, "প্রিয় পাণ্ডব গোয়েন্দারা, আমাকে তোমরা ভুল বুঝো না। আমার মনের মধ্যে এমন এক ঘূর্ণিঝড় পাক খাচ্ছে যে, আমি কিছুতেই ঠিক রাখতে পারছি না নিজেকে। তোমাদের সঙ্গে অভিযানের স্বপ্ন আমার সফল হল না, হবেও না। কেন না আমি যদি উত্তরে যাই, তোমরা যেতে চাও দক্ষিণে। তোমাদের অনেক নামডাক। তোমাদের বন্ধু অনেক, শত্রুও অজস্র। তোমাদের নামে মিথ্যাচার, অসত্য ভাষণ, অপ্রিয় মন্তব্য অনেকেই করে। তবুও তোমরা তোমরাই। তোমাদের সফল অভিযানের কাহিনী পাঠককে যেমন আনন্দ দেয়, হতাশাগ্রস্তদের রাতের ঘুমও কেড়ে নেয় তেমনই। তাই তোমাদের সঙ্গে একটা অন্তত অভিযানের খুবই ইচ্ছে ছিল আমার। কোনওদিনই কারও সঙ্গে আমার মনের মিল হয়নি, তোমাদের সঙ্গেও হল না। চায়নাকে ভালবাসি। ওই আমার একমাত্র বান্ধবী। কিন্তু বড় ভিতু। আর ঘরকুনো। ওর দ্বারা কিচ্ছু হবে না। ওকে তোমরা সযত্নে ঘরে পৌঁছে দিয়ো। ওকে নিয়ে কোনও অভিযান করতে যাওয়া মানেই ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাওয়া। তাতে সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তা ছাড়া ও ওর বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে। যদি খারাপ কিছু হয়ে যায়, তখন আপশোশের আর শেষ থাকবে না। তাই ওকেও সঙ্গে নিলাম না। তোমাদের ব্যাপারে অবশ্য সে ভয় নেই। তবে তোমরা তোমাদের নিয়মের বাইরে আসবে না। যাই হোক, তোমরা তোমরাই থেকো। পারলে স্কুটার চালানোটা শিখে নিয়ো। আমার প্রিয় স্কুটার এখন থেকে তোমাদেরই হোক। ওটা আমি তোমাদের উপহার দিলাম। আমি বরাবরের জন্য চলে যাচ্ছি। আমার দাদা বাদশাকে তোমরা দেখো। আশা করি এবারে ওর পরিবর্তন হবে। বাবা-মায়ের খোঁজখবর নিয়ো মাঝে-মধ্যে। অজিত সিং যেখানেই থাকুক, পালিয়ে ও বাঁচবে না। ওর বদলা আমি নেবই নেব। আর গুপ্তধন? কী হবে গুপ্তধন নিয়ে? যদি উদ্ধার করতে পারি, গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেব। চম্বলের ডাকাতরা ডাকাতি ছেড়েছে। কেউ কেউ যদি থাকেও, তাদের দলে ভিড়ে ভাল কাজ কিছু করবার চেষ্টা করব। লুণ্ঠনের জন্য ডাকাতি নয়, হাতে ক্ষমতা পেলে দুষ্ট লোকের বাঘিনী হব। যে মাটি আমার বাবা-মায়ের রক্তে ভিজেছে সেই মাটি আমার রক্তেও যদি আর-একটু লাল হয় তো ক্ষতি কী? তোমরা আমাকে ভুল বুঝো না। আমার জন্য যা করেছ তার ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না। আমার মানসিক অবস্থাটা তোমাদের ঠিক বোঝাতে পারব না আমি। বোঝালেও তোমরা বুঝবে না। যে শিশু শৈশবে তার বাবা-মাকে হারায় তার অন্তরের জ্বালা কি কেউ বুঝতে পারে? নাকি নকল বাবা-মা পারে তার মনের জ্বালা মেটাতে? দুধ যতই উপকারী হোক, জলের পিপাসা নিবারণের ক্ষমতা তার কই? আমি অভিযান করতে নয়, আমার অভিশপ্ত জীবনের অবসান ঘটাতেই ছুটে চলেছি অভিশপ্ত চম্বলের পথে। বিদায় বন্ধু, বিদায়।—ইতি ডোরা।"

বাবলু চিঠি পড়া শেষ করে বিলু আর ভোম্বলের হাতে দিল।

চিঠি পড়ে ওরাও নির্বাক!

বিলু বলল, "ডোরার ওপরে মিথ্যে অভিমান করেছিলাম রে! তোকেও অনেক অপ্রিয় কথা বলেছি। আমাকে ক্ষমা কর ভাই।"

বাবলু সস্নেহে বিলুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর এক মুহূর্তও দেরি না করে ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরি হল সকলে।

॥ ১২ ॥

শ্যামলালের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে একটা অটোয় চেপে ওরা চলে এল হাজিপুর। হাজিপুরে আসতেই ওরা পটনা যাওয়ার বাস পেয়ে গেল। অভিযান শেষ হয়েও হল না। মনের মধ্যে দারুণ এক উত্তেজনা। চম্বল, চম্বল, চম্বল। বিভীষিকার মহাপীঠ।

বাস একসময় পটনায় এসে পৌঁছল। এখন তো কোনও ট্রেন নেই হাওড়ায় যাওয়ার। তাই রাতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ওরা আর এই দিনটুকুর জন্য কোনও হোটেলে না উঠে আশ্রয় নিল স্টেশনের ওয়েটিং রুমে।

পঞ্চুটা হঠাৎ যেন কীরকম মনমরা হয়ে গেছে। বাবলু ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "তুই বড় ক্লান্ত, না রে পঞ্চু?"

পঞ্চু বাবলুর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ওর কোলে মাথা রেখে আদর খেতে লাগল।

বাবলু বলল, "সব অভিযান তো সমান চেহারা নিয়ে আসে না। তবে খুব শিগগির অন্য একটা অভিযানে যাবি তুই। চম্বলের হাওয়া গায়ে লাগলেই দেখবি আবার আগের চেহারায় ফিরে এসেছিস। একটু সবুর কর, বাড়ি গিয়ে মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়েই আবার একটা ট্রেনে চাপব।"

পঞ্চু এবার 'গোঁ-ও-ঔ' করে কী যেন বলল। বাবলুর সেটা ঠিক বোধগম্য হল না।

পঞ্চুর মতোই চায়নাও কারও সঙ্গে কথা না বলে চুপচাপ বসে ছিল।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার, চায়নাবাবু? তুমি এত গম্ভীর কেন? একটু কিছু বলো! এখন তো তোমার চুপচাপ থাকা উচিত নয়, ঘরে ফেরার আনন্দে তোমার তো এখন উল্লিসিত হওয়া উচিত।"

চায়না বলল, "তোমরা গোয়ালিয়র কবে যাচ্ছ?"

বাবলু বলল, "টিকিট যেদিনের পাব সেদিনই। তবে দু'-একটা দিন অবশ্যই রেস্ট নেব বাড়িতে।"

"তোমরা গেলে আমারও একটা টিকিট কেটো।"

ভোম্বল লাফিয়ে উঠল, "ওরেব্বাবা, ভূতের মুখে রামনাম শুনছি মনে হচ্ছে?"

"তা কেন?"

বিলু বলল, "ওই ভুল আমরা কখনও করব না। এখন থেকে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অভিযানে আর কেউ সাথি হবে না।"

চায়না বলল, "আমি আমার মনের পরিবর্তন করেছি।"

"কিন্তু আমরা আমাদের মতের পরিবর্তন করব না।"

চায়না এবার রুমালে চোখের জল মুছে বলল, "সে না করো ক্ষতি নেই, আসলে ডোরার ব্যাপারটা এতক্ষণে আমার মনকে নাড়া দিয়েছে। কী দুর্দান্ত সাহস নিয়েই না জন্মেছে মেয়েটা! তাই ভাবছি আমি কেন ওর মতো হতে পারলাম না?"

বাবলু বলল, "দ্যাখো চায়না, একটা কথা সবসময় মনে রাখবে, নিজেকে ছোট ভাবা আর বড় মনে করা দুটোই নিজের ব্যাপার। তুমি তোমাকে নিজের গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখবে, না ছড়িয়ে দেবে চারদিকে, সে-সিদ্ধান্ত তুমি নেবে।"

"কিন্তু তবুও মা-বাবার মনে ব্যথা দিয়ে কিছু কি করা উচিত?"

"খারাপ কাজ হলে নিশ্চয়ই না। তবে ভাল কাজে বাধা দিলে অমান্য করা ছাড়া উপায় কী?"

চায়না বাবলুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ বাবলু। তবে কী জানো, আমি আসলে...।"

"আমাদের পথ তোমার নয়। ডোরার আদর্শও তুমি নিয়ো না। তুমি ঘরেই থেকো। যদি আমরা গোয়ালিয়রে গিয়ে ডোরাকে খুঁজে বের করতে পারি, তা হলে ওকে বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করব। তুমি তখন একটা করে গোলাপ উপহার দিয়ো আমাদের, তাতেই খুশি হব আমরা।"

ওরা যখন স্টেশনে বসে এইসব আলোচনা করছে সেই সময় কানে এল সাত ঘণ্টা লেটে হাওড়াগামী তুফান এক্সপ্রেস প্ল্যাটফর্মে আসছে।

একেই বলে কপাল! হাওড়া যাওয়ার জন্য রাতের গাড়ির অপেক্ষা করতে হল না আর। ওরা চটপট টিকিট কেটে ট্রেনে উঠল। অসম্ভব লেটের জন্য ভিড় নেই একদম। তাই ওদের ট্রেনে উঠতে বা বসবার জায়গা পেতে খুব একটা অসুবিধে হল না।

ট্রেন ছাড়ল। রাত একটায় হাওড়া।

এই সময় বঙ্কিম সেতু পার হয়ে কোনও ট্যাক্সিই হাওড়া শহরে ঢুকতে চায় না। বাবলুর শত অনুরোধেও তাই যেতে রাজি হল না কেউ। অবশেষে একটা পুলিশের গাড়িতে চেপে হাওড়ার ময়দানে এসে নামল ওরা। তারপর পায়ে হেঁটে বাড়ির দিকে।

চায়না সে-রাতে বাচ্চু-বিচ্ছুদের সঙ্গে ওদের বাড়িতেই রইল। পরদিন সকালে যথারীতি সবাই এসে জড়ো হল বাবলুর ওখানে। বাবলুর তখনও ঘুম ভাঙেনি। সবাই এলে মা ওকে ডেকে তুললেন। কয়েকদিনের পর ছেলেটা বাড়ি ফিরেছে, তাই মায়ের মনে খুশির অন্ত নেই।

পঞ্চু যথারীতি ভোরবেলা মিত্তিরদের বাগানে একবার টহল দিয়ে এসেছে। ওকে বেশ খুশি খুশি লাগছে এবার।

বাবলু ঘুম থেকে উঠে সকলকে দেখে খুশি হল খুব। তারপর টয়লেট থেকে এসে টি-টেবিলে বসে হাসি-হাসি মুখে বলল, "যাক, সবাই এসেছিস দেখছি। এখন আমাদের প্রথম কাজ কী হবে কিছু ভেবেছিস কেউ?"

সকলেই চায়নার দিকে তাকাল।

চায়না ওর লাজুক মুখ নামিয়ে নিল তখনই। বেচারি বাড়ি ফেরার জন্য ছটফট করছে।

বাবলু বলল, "আমাদের প্রথম কাজই হল চায়নাকে ওর বাড়ি পৌঁছে দেওয়া। তার পরের কাজ হল ডোরার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করে বাদশার খোঁজখবর নেওয়া। তারও পরের কাজ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গোয়ালিয়রের দিকে রওনা হওয়া।"

মা ততক্ষণে সকলের জন্য জলখাবার নিয়ে এসেছেন। তা খেয়ে চা-পর্ব শেষ করে ওরা চায়নাদের বাড়ির দিকে চলল।

ওরা সকলে গেলেও পঞ্চু গেল না। ও এখন বাড়িতেই থাকবে, ভালমন্দ খাবে। তা ছাড়া এখন শুধু শুধু ওদের সঙ্গে যাওয়ার দরকারই বা কী?

চায়নাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে ওর বাবা-মায়ের সে কী আনন্দ! মেয়েটা যে উদ্ধার হয়েছে এবং পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কাছেই আছে এ খবর ওঁরা বাবলুর বাড়ি থেকেই জেনেছেন। তবু মেয়েকে ফিরে পেয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলেন দু'জনে।

এর পর বাবলুরা চলল ডোরাদের বাড়ি।

কিন্তু ডোরাদের বাড়ি এসেই অবাক!

ওরা দরজায় টক টক শব্দ করতেই হাসি-হাসি মুখ করে ডোরা এসে দরজা খুলে দিল ওদের।

বিস্মিত পাণ্ডব গোয়েন্দারা বলল, "এ কী! তুমি এখানে?"

"কেন? এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? আমি কি আমার বাড়িতে আসতে পারি না?"

"নিশ্চয়ই পারো। তা হলে ওইভাবে চিঠি লিখে দলছুট হয়ে চলে আসার অর্থ কী?"

"মানসিক চাপ। আউট অব কন্ট্রোল বলতে পারো।"

"ধরো, আমরা যদি তোমার খোঁজে বাড়ি না এসে ওখান থেকেই চলে যেতাম গোয়ালিয়রের দিকে?"

ডোরা হেসে গড়িয়ে পড়ল। বলল, "তা তোমরা কখনওই যেতে না। এসো, ভেতরে এসো।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ভেতরে ঢুকলে মা-বাবাও এলেন।

ওরা একটা সোফায় আরাম করে বসলে ডোরা বলল, "তোমাদের শ্রীমানটি কই?"

বাবলু বলল, "কার কথা বলছ, পঞ্চুর? ও এখন আমার মায়ের আদর খাচ্ছে। যাক, তোমার দাদার খবর জানতে চাই। বাদশা এখন কেমন আছে?"

ডোরার মা বললেন, "একটু ভালর দিকে। তবে আরও কিছুদিন থাকতে হবে হাসপাতালে।"

"ওর মনোভাব কেমন বুঝছেন?"

"সম্পূর্ণ অন্যরকম। মনে হয়, একেবারেই পালটে যাবে ছেলেটা।"

"গেলেই ভাল।"

ডোরার বাবা বললেন, "ও খুব অনুতপ্ত। নিজের ভুল ও এতদিনে বুঝতে পেরেছে। আসলে এই আঘাতটা না পেলে কিছুই হত না।"

এর পর বেশ কয়েকটি নীরব মুহূর্ত।

ডোরার মা বললেন, "তোমরা বোসো। আমি তোমাদের জন্য একটু কিছু করে আনি।"

বাবাও বাইরে গেলেন হয়তো কিছু কিনে আনতে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা স্থিরভাবে বসে রইল। ডোরার মুখেও কথা নেই।

একসময় বাবলুই নীরবতা ভঙ্গ করল। ডোরাকে বলল, "তোমার ব্যাপারে আমরা সকলে মনে মনে খুবই দুঃখ পেয়েছিলাম। হঠাৎ করে এমন একটা ছেলেমানুষি করে ফেললে তুমি। অথচ একটু যদি ধৈর্য ধরে আমাদের ফিরে আসবার জন্য অপেক্ষা করতে, তা হলে কিন্তু তোমার টেনশন অনেক কমত।"

"কীরকম?"

"অজিত সিংয়ের ব্যাপারে তুমি তো সন্দেহের দোলায় দুলছিলে। লোকটা তোমার হাতে খুন হল অথচ ওর ডেডবড়ি লোপাট হল কী করে? এই একটি সন্দেহের দোলায় আমরাও দুলছিলাম। কিন্তু আমাদের নৈশ অভিযানের ফলে কী দেখলাম জানো?"

ডোরা বলল, "কী দেখলে তোমরা?"

"আমরা দেখলাম অজিত সিং তোমার হাতে খুন হয়নি। আর ডেডবডিও লোপাট হয়নি তার।"

ভয়ার্ত কণ্ঠস্বরে ডোরা বলল, "সে কী! তবে তো ভয়ানক ব্যাপার। তার মানে বেঁচে আছে সে?"

"না। সে বেঁচেও নেই। তাকে খুন করা হয়েছে।"

"কে করল এই কাজ?"

"হীরালাল নামে এক দুর্বৃত্ত।"

ডোরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল বাবলুর মুখের দিকে।

বাবলু বলল, "এ-ব্যাপারে তোমার কি কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?"

"আছে। ওই অল্প সময়ের মধ্যে এসব তোমরা জানতে পারলে কী করে?"

যদি তুমি পালিয়ে না আসতে তা হলে তুমিও জানতে পারতে। যাক, এখন মন দিয়ে শোনো আমাদের কথাগুলো।" বলে সব কথা খুলে বলল বাবলু।

ডোরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে গেল সব।

বাবলু বলল, "এখন কি চম্বলের উপত্যকায় যাওয়ার কোনও আগ্রহ আছে তোমার?"

"একেবারেই নেই তা বলব না। কেন না জন্মভূমির টান একটা আছে তো। তবে আপাতত নেই। কেন না আমার শত্রুর শেষ হয়েছে এইটাই বড় কথা। আর চম্বলের বেহড় বেড়ানো? কে যাবে অযথা ডাকাতের হাতে প্রাণ দিতে? ওটা আমার মনের খেয়াল বলতে পারো। এখন আমি মাথা ঠান্ডা করে যেমন ছিলাম তেমনই থাকতে চাই।"

বাবলু রহস্যের হাসি হেসে বলল,"খুব ভাল কথা। আমরা কিন্তু দু'-একদিনের মধ্যেই চম্বলে যাচ্ছি।"

ডোরা অবাক হয়ে বলল, "তোমরা কেন যাবে? আমাকে নিয়েই যখন এত কাণ্ড, সেই আমিই যখন যাচ্ছি না তখন তোমরা যাবে কী জন্য?"

ততক্ষণে ডোরার বাবা ফিরে এসেছেন। ডোরার মা-ও প্লেট ভর্তি খাবার সাজিয়ে নিয়ে এসেছেন ওদের জন্য।

বাবলু বলল, "আমরা যাব দুটো কারণে। এক, খুনি হীরালালের সন্ধান নিতে। দুই, গুপ্তধনের রহস্য ফাঁস করতে। কী এমন অমূল্য সম্পদ রয়েছে সেখানে, যার জন্য এত কিছু!"

ডোরা বলল, "আমিও যাব তা হলে।"

বাবলু বলল, "যেতে পারো। তবে আমাদের সঙ্গে নয় কিন্তু।"

"কেন, তোমাদের সঙ্গে নয় কেন?"

ভোম্বল বলল, "যেহেতু তুমি আমাদের অবাধ্য হয়েছ।"

ডোরার দু' চোখে ক্রোধের আগুন ফুটে উঠল মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই স্থির হয়ে গেল সে। বাবলুর সেটা নজর এড়াল না।

বিলু বলল, "শুধু তুমি নয়। এই একই কথা চায়নাকেও জানিয়ে দিয়েছি আমরা।"

ডোরা বলল, "সঙ্গে নেওয়া না নেওয়াটা তোমাদের ব্যাপার। তবে তোমাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে আমাদের দু'জনের সঙ্গে সম্পর্কটা তোমরা আর রাখতে চাইছ না।"

বাবলু বলল, "তা কেন?"

বিচ্ছু বলল, "আসলে আমাদের পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কখনও মতের অমিল হয় না। বাবলুদা যা সিদ্ধান্ত নেয় সেটাই চূড়ান্ত হয়। কিন্তু অন্যদের বেলায় তা হয় না। তাই এই সিদ্ধান্ত।"

ডোরা বলল, "তোমাদের আদর্শ অতি মহান। তোমরা জয়যুক্ত হও।"

বাবলু বলল "শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ। আমরা তা হলে আসি?"

"আবার এসো, এ-কথা তো বলব না। বেস্ট অব লাক। বাই বাই।"

ডোরা দরজার কাছে এসে হাত নেড়ে বিদায় দিল ওদের।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা যেতে গিয়েও বাবলুর নির্দেশে থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ কী একটা কথা মনে পড়ে গেছে বাবলুর।

ডোরা বলল, "কী হল! কিছু বলবে?"

"তোমার স্কুটারটা এক ফাঁকে গিয়ে নিয়ে এসো।"

"ওটা তো আমি তোমাদের গিফট দিয়েছি।"

"সে তুমি মহাপ্রস্থানে যাচ্ছিলে বলে। কিন্তু তা যখন হয়নি, যেতে গিয়েও ফিরে যখন এসেছ তখন তোমারও তো ওটা দরকার।"

"দরকার তো বটেই। কিন্তু আমি যেতে গিয়েও কেন যে ফিরে এলাম সে-কথা তো একবারও জিজ্ঞেস করলে না তোমরা?"

বাবলু হেসে বলল, "করিনি বুঝি? বেশ, বলো তা হলে, কেন হঠাৎ এই মতের পরিবর্তন?"

"সে-কথা জানবার কোনও অধিকারই তোমাদের নেই। আর আমার দেওয়া উপহার তোমরা যখন নেবেই না তখন আজই দুপুর অথবা বিকেলে গিয়ে নিয়ে আসব ওটা। নাউ, ইউ মে গো।"

বাবলু ডোরার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল একবার। তারপর সকলকে নিয়ে ফিরে এল যে যার বাড়িতে।

ডোরা কথা রেখেছিল। তাই দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার পরই এসে হাজির হল। পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবে মিত্তিরদের বাগানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, এমন সময় এল। তবে একা আসেনি। চায়নাও ছিল সঙ্গে।

এই মুহূর্তে মেয়েদুটিকে দেখতে খুবই ভাল লাগল ওদের। একজন যেমন কালো, অন্যজন তেমনই ফরসা। একজন যেমন হাসিখুশি, অন্যজন তেমনই উদাসীন।

বাচ্চু-বিচ্ছু হাসিমুখে হাত ধরল দু'জনের। দু'জনের সঙ্গে করমর্দন করে বাচ্চু বলল, "বেশ লাগছে কিন্তু তোমাদের দু'জনকে। মনে হচ্ছে যেন দু'জনের জন্যই দু'জন তোমরা।"

ডোরা হেসে বলল, "সকলেই তাই বলে। আর সেইজন্যই তো আমাদের মধ্যে এত মিল।"

বিচ্ছু বলল, "ঠিক সময়েই এসে পড়েছ তোমরা। চলো, মিত্তিরদের বাগানে বসে সন্ধে পর্যন্ত চুটিয়ে আড্ডা দিই আমরা।"

ডোরা ব্যস্ততার ভান দেখিয়ে বলল, "আমাদের হাতে এখন নষ্ট করবার মতন সময় একটুও নেই! আমরা স্কুটারটা নেওয়ার জন্যই এসেছি।"

বাবলু তখনই ডোরার স্কুটার ফিরিয়ে দিল।

পঞ্চু কোথায় ছিল কে জানে? ডোরা আর চায়নাকে দেখেই ছুটে এল সে। তারপর লেজ নেড়ে কুঁই-কুঁই করে ওদের পায়ের কাছে এসে ছটফট করতে লাগল।

ডোরা, চায়না দু'জনেই সস্নেহে গায়ে হাত বুলিয়ে দিল ওর।

ডোরা বলল, "তোমার মা কোথায় বাবলু? দেখছি না যে?"

বাবলু বলল, "মা একটু পাশের বাড়িতে গেছেন। তোমরা কি সত্যিই বসবে না?"

ডোরা বলল, "আমরা আসছি।" বলে চায়নাকে নিয়ে চলেও গেল।

বাবলু বলল, "খুবই রেগেছে।"

বিলু বলল, "রাগ হল তো ভারী বয়েই গেল! এইসব অস্থির প্রকৃতির মেয়েদের বেশি গুরুত্ব না দেওয়াই ভাল।"

বাচ্চু বলল, "এখানে আর সময় নষ্ট না করে চলো বাগানে যাই।"

ওরা সকলে বাইরে এসে দরজায় তালা দিয়ে মিত্তিরদের বাগানের দিকে চলল। ডুপ্লিকেট চাবি মায়ের কাছে আছে। তাই অসুবিধে হবে না।

পঞ্চু যথারীতি সকলের আগেই চলল।

ওরা এল ধীর পায়ে।

বেশ কয়েকদিন পরে মিত্তিরদের বাগানে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ওরা। প্রথমেই সবুজ ঘাসের বুকে লুটিয়ে পড়ে গড়াগড়ি খেয়ে নিল। তারপর দেহমন চাঙ্গা করে ওদের সেই প্রিয় গুলঞ্চগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসল সকলে। পঞ্চু টহল দিতে গেল বাগানময়।

বিলু বলল, "আমাদের যাওয়ার ব্যাপারে কী ঠিক করলি তা হলে?"

বাবলু বলল, "যাওয়া আমাদের হবেই। এই নিয়ে সারাটা দিন আমি অনেক চিন্তাভাবনা করেছি।"

ভোম্বল বলল, "তুই কি গুপ্তধনের ব্যাপারটা সত্যিই বিশ্বাস করিস?"

"মোটেই না। গুপ্তধন গুপ্তস্থানেই থাকুক। কিন্তু ওর রহস্যটা কী, তা জানতে হবে। তার চেয়েও যেটা বেশি দরকার সেটা হচ্ছে সরদা নামের ওই মহিলার সঙ্গে দেখা করে অজিত সিংয়ের বৃত্তান্তটা জানানো, সেইসঙ্গে হীরালালের ব্যাপারেও খোঁজখবর নেওয়ার।"

বিলু বলল, "তুই হীরালালের ব্যাপারটাকে এত বড় করে দেখছিস কেন?"

বাবলু বলল, "কেন দেখছি জানিস? চম্বল থেকে বৈশালী যার গতিবিধি, সে কিন্তু সামান্য নয়। যেভাবেই হোক ওদের ওই চক্রটাকে যদি ভাঙতে না পারি তা হলে কিন্তু সমূহ বিপদ। দিনে দিনে আরও সাংঘাতিক হয়ে উঠবে ওরা।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু ওদের ওই দুর্ভেদ্য দুর্গে আমাদের শক্তি কতটুকু কাজ করবে?"

"এসব ক্ষেত্রে শক্তি দিয়ে কিছু হয় না ভোম্বল। বুদ্ধি এবং সাহস দিয়ে কাজ করতে হয়।"

এমন সময় পঞ্চুর ভৌ-ভৌ চিৎকারে সচকিত হল সকলেই। আর সেই সময়েই যা ঘটল তার জন্য প্রস্তুত ছিল না কেউই। কে জানত যে, এমন কাণ্ডটা হবে? পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অভিযানে এক নতুন চমক।

॥ ১৩ ॥

সত্যই চমক। গেছো মেয়েদুটো কখন যে চুপিচুপি এখানে এসে ওদের কথাবার্তা শুনবে বলে লুকিয়ে বসে ছিল গাছের ডালে, তা কে জানত? পঞ্চুর চিৎকারে চমকে ওঠার ফলেই হোক অথবা গুলঞ্চগাছের পলকা ডাল ওদের ভার রাখতে না পারার জন্যই হোক, মচাত করে ভেঙে পড়ল সকলের মাঝখানে।

কী কেলেংকারি!

পাণ্ডব গোয়েন্দারা দিনদুপুরে ভূত দেখার মতোই আচমকা ভয় পেয়ে ছিটকে পড়ল একপাশে। পরক্ষণেই কাণ্ড দেখে অবাক! এ আবার কী! এরা দুটোতে কোত্থেকে এল? আকাশ থেকে পড়ল নাকি?

হইহই করে উঠল ওরা। খুব জোর পড়েছে মেয়েদুটো। চায়না আর ডোরা। সবাই মিলে ধরাধরি করে তুলে বসাল দু'জনকে। বাচ্চু-বিচ্চু ম্যাসেজ করে দিতে লাগল।

ডোরার চোখে জল এসে গেছে প্রায়। অতিকষ্টে বলল, "উঃ! গেছিরে বাবারে।"

চায়নারও লেগেছে খুব। তবে কিনা উঠে বসে হেসেই খুন মেয়েটা।

ডোরা রাগত গলায় বলল, "এতে হাসির কী আছে?"

"হাসব না? হাসি পাচ্ছে যে?"

বাবলু বলল, "ব্যাপারটা কী?"

চায়না ডোরার দিকে তাকালে ডোরা বলল, "তুই-ই বল।"

চায়না বলল, "আমরা তোমাদের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছিলাম।"

বাবলু চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "হোয়াই?" তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "ডোন্ট ইউ ডেয়ার টু ডু দ্যাট এগেন।"

ডোরা বলল, "উই আর রং। উই আর ভেরি স্যরি ফর আওয়ার ফুলিসনেস।"

বিলু বলল, "তোমরা কী জানতে চেয়েছিলে?"

"এই ধরো তোমরা তোমাদের অভিযানে কবে যাচ্ছ, কীভাবে যাচ্ছ, কোন গাড়িতে যাচ্ছ এইসব।"

বাবলু বলল, "জানতে পারলে কী করতে?"

"আমরাও তোমাদের পিছু নিতাম।"

বাবলু হেসে ফেলল এবার। বলল, "তার মানে তোমরা যাবেই।"

"অবশ্য তোমরা যদি যাও।"

"আমরা যাচ্ছিই।"

"আমরাও।"

বাবলু নরম সুরেই বলল, "বেশ। তা হলে আজ এখানেই আমাদের মধ্যে একটা পাকা চুক্তি হয়ে যাক। তোমরাও আমাদের সঙ্গে যাবে। কিন্তু যে যার নিজের রিস্ক-এ। শুধু তাই নয়, আমাদের সঙ্গে গেলে আমাদের কথামতো চলতে হবে। যখন যা বলব তাই শুনবে। আমাদের দলের সবাই এই নিয়ম মানে। এর যেন ব্যতিক্রম না হয়।"

ডোরা, চায়না দু'জনেই বলল, "না, হবে না।"

"তা হলে যাওয়ার জন্য সকলেই প্রস্তুত হও। কালই আমি টিকিট কাটতে যাব।"

"কবে যাব?"

"যেদিনের টিকিট পাব, সেদিনই।"

"গোয়ালিয়র দিয়েই নিশ্চয়ই শুরু করবে চম্বলের অভিযান?"

"ইচ্ছেটা তাই। গোয়ালিয়র যাবই। তবে সর্বপ্রথম আমরা যাব ভিন্দ-এ। ওখানে অজিত সিংয়ের স্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা করব।"

ডোরা বলল, "হীরালালের খোঁজ নেবে, এই তো?"

"অবশ্যই। আমাদের কাছে তো চম্বলের কাঁটা এখন হীরারাল।"

ডোরা বলল, "এই ব্যাপারে আমার সাজেশন যদি নাও তো শোনো, তোমরা যেন ভুলেও চম্বল এক্সপ্রেসের টিকিট কেটো না তা হলে। ভিন্দ-এর দূরত্ব যদিও গোয়ালিয়র থেকে খুব একটা বেশি নয়, তবু কলকাতার দিক থেকে গেলে এটাওয়াতে নামাই ঠিক হবে।"

"সেটা আবার কোথায়?"

"রাজধানী দিল্লির পথে। কানপুরের পরের স্টপেজ।"

"দিল্লি-কালকা থামে?"

"অবশ্যই। কিন্তু দিল্লি-কালকার টিকিট কি পাবে এত তাড়াতাড়ি?"

"দেখাই যাক, দুপুরে ঘরে বসে একটু চিন্তাভাবনা করি।"

ওরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, তখন হঠাৎ ভারী কিছু একটা পড়ার শব্দ এবং সেইসঙ্গে পঞ্চুর চিৎকার ওদের কানে এল। সকলেই সচকিত হয়ে উঠল দাঁড়াল। ব্যাপারটা কী? চিৎকারটা ভয়ের এবং গোঙানির মনে হচ্ছে।

ডোরা বলল, "নির্ঘাত একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছে তোমাদের পঞ্চু। আমার স্কুটারটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলাম। ও নিশ্চয়ই সেটার ওপর উঠে বসতে গিয়ে কেলেংকারির চরম করেছে।"

অতএব সকলেই ছুটল সেইদিকে। তারপর কাছে গিয়েই চোখ কপালে।

ডোরা বলল, "দ্যাখো কাণ্ড, যা ভেবেছি তাই।"

হালকা ধরনের স্কুটার, তাই রক্ষে। তবু এমন বেকায়দায় পড়েছে যে, পঞ্চুবাবু কিছুতেই তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। বাবলু, বিলু দু'জনে সেটা তুলে ধরতেই পঞ্চু এক লাফে হাওয়া। ভয়েই হোক আর লজ্জাতেই হোক, একেবারে বাগানের বাইরে।

ওরা সকলেই তখন স্কুটারটাকে টানতে টানতে সেই গাছতলায় নিয়ে এল। স্কুটার পেয়ে ভোম্বলের সে কী আনন্দ তখন। চালানোর কলাকৌশল কিছু না জানলেও সে নিজেই এবার দক্ষ চালকের মতো চেপে বসল সেটায়। তারপর দু'পায়ে মাটিতে ভর দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে চলল বাগানময়।

ওর কাণ্ড দেখে ডোরা-চায়না দু'জনেই হেসে গড়িয়ে পড়ল।

চায়না বলল, "তোমার খুব স্কুটারে চাপবার শখ, তাই না ভোম্বলদা?"

"চাপবার নয়, চালাবার। এক এক সময় মনে হয় নির্জন পাহাড়ি পথে ঝড়ের গতিতে স্কুটার নিয়ে উড়ে যাই। ঘুরে বেড়াই দেশ-দেশান্তরে।"

"এতই যখন শখ তোমার, এতদিন কেনোনি কেন?"

"সে-কথাই তো এখন মনে হচ্ছে। তবে এবার আমি কিনবই। এখন এটা দিয়ে শুরু করি।"

চায়না বলল, "কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার।"

ডোরা বলল, "হঠাৎ পড়ে গিয়ে এমন গা, হাত, পায়ে ব্যথা লাগল যে, এখন কিছু ভাল লাগছে না। না হলে এখনই শিখিয়ে দিতাম।"

চায়না বলল, "আমিও পারি। তুই গল্প কর বাবলুদার সঙ্গে। আমিই শেখাচ্ছি।"

বাবলু হেঁকে বলল, "ওর হলে লাইনে কিন্তু আমি আছি।"

চায়না হেসে বলল, "আচ্ছা আচ্ছা।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সকলেই চলল চায়নার সঙ্গে। ডোরা আর বাবলু ঘাসের ওপর আধশোওয়া হয়ে গল্প করতে লাগল।

ডোরা বলল, "তোমার মতন এমন স্মার্ট ছেলে আমি কখনও দেখিনি। যখন তোমার সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি তখন তোমাদের নিয়ে লেখা বই পড়ে কল্পনায় তোমাদের একটা ছবি আমি মনে মনে এঁকে নিয়েছিলাম। এখন দেখছি আমার সেই কল্পনার সঙ্গে তোমাদের হুবহু মিল। আমার নিজের চেহারার ব্যাপারে মনে মনে খুবই অহংকার ছিল আমার। তাই ভেবেছিলাম আমি গিয়ে তোমাদের সামনে দাঁড়ালে তোমরা আমাকে দেখে এমনই অভিভূত হয়ে পড়বে যে, আমি যা বলব আবেগের বশে তাই করে ফেলবে তোমরা। কিন্তু তোমাদের মুখোমুখি হয়ে বুঝলাম আমার সেই ধারণা কতখানি ভুল। তোমরা গ্রাহ্যই করলে না আমাকে। যাই হোক, চেহারার চটক দিয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের যে ঘায়েল করা যায় না, এটা এখন বুঝেছি। তাই যখন যা বলবে শুনব আমরা।"

বাবলু বলল, "তুমি যে খুব চট রাগী, তা প্রথম দর্শনেই বুঝেছি।"

"চট রাগী! এ আবার কোন দেশের ভাষা?"

"এই দেশেরই। বদরাগীর মতো চট করে রেগে যাও বলে চট রাগী।"

ডোরা হেসে উঠল হো হো করে, "বাঃ বেশ, বেশ।"

বাবলু বলল, কিন্তু হঠাৎ এমন কী হল, যার জন্য দলছুট হয়েও আবার ফিরে এলে তুমি? তোমার প্রকৃতিতে তো এরকম হওয়ার কথা নয়।"

"তা হলে শোনো, আমি তো প্রচণ্ড অভিমান আর ধনুকভাঙা পণ নিয়ে তোমাদের ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম। সঙ্গে টাকা-পয়সার অভাব ছিল না। কেন না অজিত সিংয়ের ওখান থেকে বেশ কিছু হাতিয়ে নিয়েছিলাম আমি। কিন্তু একা একা চলে এসেই চোখে আমি অন্ধকার দেখলাম। নিজেকে আমার মনে হল কত অসহায়। একটা বাসে চেপে কোনওরকমে পটনায় এসে বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। অত লোকজন, অত ট্রেনের আসা-যাওয়া। তার ওপর কিছু দুষ্ট লোকেরও প্রাদুর্ভাব ঘটল। সবসময় আমাকে চোখে চোখে রাখতে লাগল তারা। বুঝলাম, একা আমি কত অসহায়। তা একটা 'লজে' উঠতে গেলাম আমি। তারা জায়গা দিল না। বলল, সিঙ্গল রুম থাকলেও কোনও অল্পবয়সি একা মেয়েকে ঘর দেওয়ার নিয়ম নেই। অগত্যা আমার মতের পরিবর্তন ঘটল। তখন রাতও অনেক হয়েছে। তাই প্ল্যাটফর্মে রাত কাটানো ছাড়া উপায় ছিল না। ভোরবেলা আবার যে তোমাদের কাছে ফিরে যাব সে সাহস হল না। কেন না গিয়ে যদি না দেখা পাই? অতএব সোজা বাড়ি ফিরে আসারই মন করলাম। রাত তখন বারোটা। স্টেশনে খোঁজ নিয়ে জানলাম রাত একটা পাঁচ-এ হাওড়া যাওয়ার জন্য হিমগিরি এক্সপ্রেস আছে। আমি তারই একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধারণ টিকিট কেটে ঢুকে পড়লাম একটা লেডিজ কম্পার্টমেন্টে। একটা বাঙ্ক দখল করে একেবারে হাওড়ায়। এখানে এসে বাবা-মাকে সব কথা খুলে বললাম। আর প্রতীক্ষা করতে লাগলাম তোমাদের জন্য। আমি জানতাম তোমরা আসবেই। না এসে পারো না। কারণ তোমাদের কর্তব্যবোধ অসাধারণ।"

বাবলু বলল, "তা হলেই বুঝলে তো, সব কাজ সকলের জন্য নয়। তবে তোমার মতন মেয়ে কিছু পারে না বা পারবে না এমন কথা বলছি না। আসলে যে-কোনও ব্যাপারেই পরিকল্পনা ছাড়া হঠাৎ করে কিছু করা যায় না। বিশেষ করে এইসব ক্ষেত্রে সবসময় পাকা চাল দিতে হবে। তুমি বুদ্ধিমতী বলে নিজের জেদ বজায় রাখতে না গিয়ে বাড়ি ফিরেছ। অন্য কেউ হলে ফেঁসে যেত।"

ডোরা বলল, "যাই হোক, এবার তা হলে আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করো। গোয়ালিয়র এমনিতেই শুনেছি খুব ভাল জায়গা। ইতিহাসের কত স্মৃতি ছড়িয়ে আছে সেখানকার পথে-প্রান্তরে। কিছু-না হোক, বেড়ানো তো হবে। সেইসঙ্গে দেখা হবে আমার জন্মভূমিও। আর ভিন্দ-এ গিয়ে ওই হীরালালের খোঁজখবর যদি পাও—।"

"পেতেই হবে। সেইসঙ্গে গুপ্তধনের গুপ্তভাণ্ডার। অর্থাৎ সেটা যে কোথায় আছে জেনে আসব তাও।"

"আমরা তা হলে গোছগাছ করি?"

"কাল সকালেই আমি টিকিট কাটতে যাব। যেদিনের টিকিট আগে পাব সেদিনই যাব কিন্তু।"

"এই কথা রইল তা হলে? আর যেন অমত কোরো না। কাল খুব ভোরেই আমি আসছি।"

"ভোরে এসে লাভ? তা ছাড়া আসবেই বা কী করে অতদূর থেকে?"

"কী করে আসব, সেটা দেখতেই পাবে। কিন্তু ভোরে না এলে যাওয়ার যা তাড়া, স্কুটার চালানো শিখবে কখন? ওই সময় তোমরা তো মর্নিং-ওয়াক করো। কাল থেকে মর্নিং প্র্যাকটিস করবে। চম্বলের মাটিতে পা দেওয়ার আগে স্কুটার চালানো তোমাকে শিখতেই হবে বাবলু।"

বাবলু হেসে বলল, "তোমার এই কথাটা আমি গুরুবাক্য বলে মেনে নিলাম। এখন গায়ের ব্যথা কমানোর জন্য একটু ওষুধ তোমাকে খাওয়ানো দরকার। চলো, আমাদের বাড়ি চলো।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সকলেই তখন স্কুটারে চাপা শিখছে। ভোম্বল টলমল করেও চালিয়ে যাচ্ছে বেশ। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটোছুটি করে হাঁফিয়ে গেছে চায়না।

বাবলু তাই দেখে হেঁকে বলল, "থাক, আর নয়। এবার চলে আয় সব। একদিনে বেশি ভাল নয়।"

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, আর একটু, প্লিজ।"

বাবলু বলল, "না, আর একটুও নয়। চায়নাটার কী অবস্থা হয়েছে দেখেছিস? ডোরা কাল ভোরেই আসবে। অতএব আজ এখানেই ইতি।"

ডোরার স্কুটার ডোরাকে দিয়ে আনন্দে বিহ্বল সকলে ফিরে চলল যে যার। প্রথমে বাবলুদের বাড়ি, তারপর যার-যার ঘরে। ডোরা আর চায়নাও চলল ওদের সঙ্গে। বাবলুর প্রসন্ন মুখে যেন জয়ের গৌরব।

পরদিন খুব ভোরেই ডোরা এল। ওর স্কুটারেই এল। তবে চায়নাকে অতদূর থেকে আনা সম্ভব হয়নি, তাই একাই এল ও। বাবলু সবে উঠেছে ঘুম থেকে। ডোরবেলটা বেজে উঠতেই বুঝল ডোরা। তাই দরজা খুলেই বলল, "ওয়েলকাম।"

পঞ্চুর যেমন স্বভাব। ও ছুটে এসে ডোরার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে কুঁই কুঁই করতে লাগল। ডোরা পরম আদরে সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিল ওর।

বাবলু বলল, "হোয়াট কন্ডিশন অব ইয়োর হেলথ?"

"কোয়ায়েট ওকে।"

"এনি ড্রিঙ্কস? হট ড্রিঙ্কস। টি, কফি অর কোকো?"

"নো, থ্যাঙ্কস। ওনলি টি। নট কফি কোকো?"

"হোয়াট?"

"আই ডোন্ট লাইক দিস।"

বাবলু বলল, "সিট ডাউন প্লিজ। জাস্ট এ মিনিট।" বলে নিজেই রান্নাঘরে গিয়ে দু'জনের জন্য দু'কাপ চা করে আনল। তারপর মুখোমুখি বসে সেই চা খেতে খেতে আলোচনা করতে লাগল ওদের যাওয়ার ব্যাপারে।

বাবলু বলল, "দ্যাখো ডোরা, আমি টাইম টেবলের পাতা উলটে যা দেখলাম তাতে আমার মনে হয় এটাওয়ায় যাওয়ার পক্ষে তুফানই ভাল গাড়ি। তার কারণ দিল্লি-কালকার অনেক আগেই তুফান সেখানে পৌঁছে যায়। হাওড়া থেকে ছাড়েও অবশ্য কালকার অনেক আগে, আর শ্লথ গতিতে যায়। আসলে এমার্জেন্সির সময় অত সুপার এক্সপ্রেস দেখতে গেলে চলে না। যদি তুফানে টিকিট না পাই, তা হলে ভাবছি চম্বল এক্সপ্রেসেই গোয়ালিয়রে চলে যাব। ওখান থেকে ভিন্দ খুব দূরে নয়। তাই গোয়ালিয়রে থেকেও ভিন্দ-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটা সম্ভব হবে আমাদের পক্ষে। চম্বলের ডাকাতদের একটি ঘাঁটি হল ভিন্দ। আর সারদা নামের ওই মহিলা ভিন্দেই যখন থাকেন তখন ওঁর মুখ থেকেই আমরা চম্বলের এখনকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পারব। তা ছাড়া অজিত সিংয়ের অন্তিম পরিণতির কথাটাও তো জানানো দরকার তাঁকে।"

“সে তো জানাতেই হবে। কিন্তু ধরো, হীরালালের সন্ধান যদি আমরা পাই, তা হলে কোন ক্ষতিটা করতে পারব ওর?”

“আমরা কেন করব? চম্বলকন্যা সারদা কি তার নিয়তিকে সহজে ছেড়ে দেবে? কখনওই না। ওর এই দুর্ভাগ্যের কারণ যে, তাকে সে সহজে ছাড়বে না। তার বদলা নেবেই নেবে। সেই সময় আমরা ওকে একটু সাহায্য করব মাত্র।”

“বেশ, তাই যদি হয়, তোমার ধারণাই যদি অভ্রান্ত হয়, তা হলে সব জেনেও সে এতদিন সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করছিল কেন?”

“না করা ছাড়া উপায় ছিল না, তাই। আসলে ওর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। কেন না অজিত সিংও তো ধোয়া তুলসীপাতা না। কিন্তু এখন সে আহত নাগিনী। এখন তো ছোবল মারতে ছাড়বে না।”

ডোরার মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। বলল, “তা ঠিক। কিন্তু এতে আমাদের লাভ কী?”

“লাভ এটাই যে, এতে কোনও লোকসান নেই। এর মধ্য দিয়েই আমাদের চম্বল অভিযানের স্বপ্ন সফল হবে। বলা যায় না চম্বলকন্যা সারদার সঙ্গে তুমিও একটা ডোরাকাটা বাঘিনী হয়ে উঠবে কি না। হয়তো তুমিই হবে এমন এক ভয়ংকরী যে, তোমাকেই তখন সামলানো দায় হবে!

“তুমি হঠাৎ এ-কথা বলছ কেন বাবলু?”

“আসলে তোমার মধ্যে যে বারুদ আছে ডোরা। আর চম্বলের মাটিতে আছে বিদ্রোহের আগুন। আগুনের মধ্যে বারুদ পড়লে বিস্ফোরণ যে হবেই। চায়না কিন্তু ধীরস্থির জল। ওকে নিয়ে তো অত ভয় নেই। ভয় যে তোমাকে।”

ডোরা হাসল। কিন্তু সেই হাসির মধ্যেও চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল এবার।

এমন সময় বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সকলেই এসে হাজির হল।

বাবলু বলল, “আর নয়। চলো তা হলে একটু প্র্যাকটিস করে নেওয়া যাক এবার।”

ডোরা বলল, “চলো।”

ওরা সকলে পথে নামল। নির্জন পথ। স্কুটার শেখার এর চেয়ে সুবিধাজনক পরিবেশ আর হয় না। বাবলু স্কুটারে চাপলে ডোরা ওকে শিখিয়ে দিল কীভাবে কী করতে হবে। তারপর সকলে মিলে ধরে ধরে এগিয়ে দিল খানিকটা। দু'-একবার টলমল করার পর অনেকটা রপ্ত হয়ে গেল। এর পর বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও চেপে বসল একবার করে। ভোম্বলের ব্যালান্স হয়েছিল অনেকটা। ও তাই দিব্যি একপাক দিয়ে নিল।

দেখতে দেখতে সকাল হয়ে গেল। রোদও উঠল চনমন করে। হাওড়া স্টেশনে সকাল আটটাতেই কম্পিউটারাইজড কাউন্টার খোলে। তাই টিকিটের জন্য এখনই যাওয়া উচিত। না হলে যত দেরি করবে, সংরক্ষণের তালিকাও ততই দূরে সরে যাবে।

বাবলু বলল, “আর নয়। এবার যেতে হবে আমাকে।”

ডোরা বলল, “আমি তা হলে আসি?”

“এসো। বিকেলে এসে জেনে যেয়ো কবেকার টিকিট পেলাম।”

ডোরা সকলকে ‘টা-টা’ করে বিদায় নিল।

ডোরা চলে গেলে পাণ্ডব গোয়েন্দারাও সকলে চলে গেল যে যার ঘরে।

বাবলুও ওর ঘরে এসে ক্যাশ থেকে টাকা-পয়সা বের করে হিসেব-নিকেশ করতে লাগল। ওরা পাঁচজন, ওদিকে দু'জন, চায়না আর ডোরা। মোট সাতজন। রেলের ফর্মে ছ'জনের বেশি হলে টিকিট দিতে চায় না। আবার ডবল ফর্মেও টিকিট দেবে না একজনকে। অর্থাৎ কিনা লাইনে দাঁড়ানোর জন্য দু'জনকে চাই। বাবলু তাই লাইনের কথা ভেবে দুটি ফর্ম পূরণ করে বিলু কিংবা ভোম্বলকে সঙ্গে নিয়ে স্টেশনে যাবে ঠিক করল।

ও যখন খেয়েদেয়ে স্টেশনে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরোচ্ছে, ঠিক সেই সময় বাবা এলেন।

বাবলু তো অবাক! বাবা যখন আসেন ফোন করে আসেন। হঠাৎ যে আসেন না, তা নয়। খুব বেশি কাজের চাপ পড়লে অথবা কোম্পানির গাড়ি কলকাতার দিকে এলে চলে আসেন। বাবলু বলল, “বাবা, তুমি এত সকালে! কী ব্যাপার?”

“হঠাৎই এলাম রে! খুব একটা জরুরি কাজে। আরও আগে আসতাম। ট্রেনটা দেরি করল, তাই। কিন্তু তুই এখন কোথায় চললি?”

বাবলু হেসে বলল, “হাওড়া স্টেশনে। টিকিট কাটতে।”

"টিকিট! কোথাকার টিকিট?"

"গোয়ালিয়রের। ডোরার সেই ব্যাপারটা তুমি তো জানো? ওই প্রবলেমটা মোটামুটি সলভ হয়ে গেছে। বাকি যা একটু ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার আছে, সেটারই নিষ্পত্তি করতে যাচ্ছি।"

বাবার গলা শুনে মা এলেন। বাবলুর কথাও কানে গেল বোধ হয়। তাই বললেন, "এই কর তোরা। আমি এদিকে চিন্তায় মরি। এই তো এলি শোনপুর থেকে। আবার এখনই যাওয়া কেন?"

"সে তুমি বুঝবে না মা। এবারে যাব গুপ্তধন আনতে।"

বাবলুর কথায় হেসে উঠলেন বাবা। বললেন, "ওই ভূত এখনও নামেনি তোদের মাথা থেকে?"

মা বললেন, "ওসব গুপ্তধন-টুপ্তধন কিছু নয়, ওসবের লোভেও যাচ্ছে না ওরা। আসলে ঘর ছাড়ার নেশা একবার যাদের পেয়েছে আর কি ঘরে মন টেকে? বেড়াতে যাওয়ার অছিলা এটা।"

বাবলু বলল, "মায়ের কথাই ঠিক। তবে কিনা যাওয়ারও দরকার আছে।"

"কোন গাড়িতে যাবি ঠিক করেছিস?"

"তুমিই বলো তো কোন গাড়িতে যাই? চম্বল এক্সপ্রেসে গেলেই ভাল হয়। তাতে যদি টিকিট না পাই তুফানে যাব।"

"তুফানে গোয়ালিয়র কী করে যাবি?"

"আমরা এটাওয়ায় নামব। সেখান থেকে ভিন্দ হয়ে গোয়ালিয়র। আসলে দরকারটা আমাদের ভিন্দ-এ।"

বাবা চোখ কপালে তুলে বললেন, "ওরে বাবা, ও তো একেবারে দুর্ধর্ষ ডাকাতের বেল্ট। ভিন্দ, মুরেনা, সর্বনাশ!"

"হোক না। আমরা তো বাসে যাব। ভিন্দে থাকব মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তারপর যা কিছু করবার সব গোয়ালিয়রে বসেই করব।"

বাবা বললেন, "সাবধানে যাস কিন্তু। যে যাই বলুক, চম্বল এখনও চম্বল। ওর স্নিগ্ধ ধারায় এখনও প্রতিহিংসার স্রোত আগের মতোই বইছে। হয়তো বইবেও চিরকাল।"

বাবলু বলল, "জানি। জেনেশুনেই যাচ্ছি। তবে কারও সঙ্গে কোনও সংঘর্ষে নয়। ওদের আদর্শ নিয়ে ওরা থাকুক। আমরা যাব আমাদের কাজে। সেইসঙ্গে ওই চির অশান্তির দেশে স্বাধীনভাবে একটু ঘুরে বেড়াব। আমরা যাব আর আসব।"

বাবলু বাবার সঙ্গে কথা বলে বাইরে এল। প্রথমেই গেল বিলুর ওখানে। তারপর ভোম্বলের বাড়ি। কিন্তু দু'জনের একজনও বাড়িতে নেই। কোথায় যেন বেরিয়েছে।

এমন সময় ওকে দেখতে পেয়ে পঞ্চু দৌড়ে এল। সকাল থেকেই ও আজ ঘরছাড়া। কেন কে জানে?

বাবলু ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "যা, ঘরে যা। কোথায় ছিলি এতক্ষণ?"

পঞ্চু ওর ভাষায় বলল, "গোঁ-ও-ও-ঔ।"

"বাবা এসেছেন। যা, দেখা করে আয়।"

পঞ্চু আর রইল না। বাবা এসেছেন শুনেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটল বাড়ির দিকে। বাবলু চলল হাওড়া স্টেশনে। টিকিট কাটার ব্যাপারে আর দেরি নয়।

বিকেলবেলা পাণ্ডব গোয়েন্দারা মিত্তিরদের বাগানে বসে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল ডোরার জন্য। ডোরা এসে না পৌঁছনো পর্যন্ত ওদের উত্তেজনার শেষ নেই। সত্যি, কী নেশা যে ধরিয়ে দিয়েছে মেয়েটা! স্কুটার নিয়ে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ঘুরে বেড়ানোর স্বাদই যে আলাদা তা এখন ওরা বুঝছে।

ভোম্বল বলল, "বাবাকে আমি বলেই দিয়েছি এই মাসে আর কিছু না হোক, স্কুটার আমার চাই।"

বিলু বলল, "ঠিক বলেছিস। সাইকেল আর চলে না। স্কুটারে যে কী মজা, তা যে পেয়েছে সে-ই জানে। প্যাডেল করতে হয় না, কিছু না, শুধু চেপে বসে থাকো আর হাওয়ার গতিতে উড়ে যাও।"

বাচ্চু বলল, "আমরাও কিনব। আমাদের অবশ্য একটা কিনলেই দু'জনের হয়ে যাবে।"

বাবলু এতক্ষণ পরে মুখ খুলল, "নাঃ, ডোরা মেয়েটা সত্যিই আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের স্কুটার থাকবে না, তারা মোটর ড্রাইভিং জানবে না, এটা ঠিক নয়।"

পঞ্চু একপাশে শুয়ে থেকে ওদের দিকে জুলজুল চোখে তাকিয়ে লেজ নাড়ছিল। সেও এবার ওদের কথায় সায় দিয়ে বলল, "গোঁ-ও-ও-ঔ।" তার মানে ঠিকই তো।

এমন সময় ডোরা এল। ওর স্কুটারে চেপে ডবল ক্যারি করে চায়নাকে সঙ্গে নিয়েই এল। ঝড়ের গতিতে এসে ওদের সামনে সজোরে ব্রেক কষে বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "হোয়াট নিউজ?"

বাবলু বলল, "গুড নিউজ।"

"টিকেট কনফারমড?"

"ও ইয়েস।"

"হোয়েন ইউ আর গোয়িং? হুইচ ট্রেন?"

"থ্রি জিরো জিরো সেভেন আপ তুফান এক্সপ্রেস।"

ডোরা আশ্বস্ত হয়ে একটু কী যেন ভেবে বলল, "আমার ইনফরমেশনটা রং হয়ে গেছে বাবলু। তোমরা চম্বল এক্সপ্রেসেই গোয়ালিয়রের টিকিটটা কাটলে ভাল করতে। কেন না ভিন্দ ওখান থেকে খুবই কাছে।"

বাবলু বলল, "এখন আর কোনও উপায় নেই। আগ্রা ফোর্ট পর্যন্ত টিকিট হয়ে গেছে। তা ছাড়া কোনটা কাছের কোনটা দূরের এ নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাচ্ছি না। ভিন্দ কোনও ট্যুরিস্ট স্পট নয়, শুধুমাত্র সারদা নামের ওই মহিলার সঙ্গে একটু দেখা করবার জন্যই আমাদের ওখানে যাওয়া। সেখানে কোনও হোটেল নেই, লজ নেই। বহিরাগতদের জন্য রাত্রিবাসের কোনও ব্যবস্থাও নেই। থাকবেই বা কেন? ভারতে এত দেখবার জায়গা থাকতে ভিন্দে মানুষ যাবে কোনও দুঃখে? তাই আগ্রা দেখে গোয়ালিয়রেই আমরা থাকব। সেখান থেকেই যোগাযোগ রাখব ভিন্দের সঙ্গে।"

ডোরা বলল, "তোমার এ যুক্তিটা অবশ্য মন্দ নয়। এই সুযোগে তাজমহলটাও দেখা হয়ে যাবে আমাদের।"

বাবলু বলল, "তাজমহল আমাদের দেখা। কিন্তু তবুও তাজমহল তো পুরনো হয় না। তাজমহল একবার দেখার পর কত রাত যে তাজের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থেকেছি তার ঠিক নেই। এখনও চোখ বুজলেই মানসপটে ভেসে ওঠে সেই দৃশ্য। তবে সেবারে এমন এক বিপদের মুখোমুখি হয়েছিলাম যে, দেখে মন ভরেনি। এখন আমরা সম্পূর্ণ ভারমুক্ত, তাই দু' চোখ ভরে তাজমহলকে দেখব।"

চায়না বলল, "খুব ভাল হয় তা হলে। আমারও অনেকদিনের সাধ ছিল তাজমহল দেখবার। এতদিনে সেই সাধ হয়তো মিটবে।"

ডোরা বাগানের ঘাসের ওপরই হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ে বলল, "হয়তো কেন? টিকিট যখন কাটা হয়েছে তখন মিটবেই।"

বাবলু বলল, "চায়না মুখ ফসকে বলে ফেলেছে কথাটা। কিন্তু এটা তো ঠিক পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অভিযানে গ্যারান্টি দিয়ে কোনও কিছুই বলা যায় না। এই মুহূর্তে এমন একটা কিছু ঘটে যেতে পারে যাতে আগাগোড়া সমস্ত পরিকল্পনাটাই বানচাল হয়ে যেতে পারে আমাদের। অতএব গিয়ে না পৌঁছনো পর্যন্ত সবই কিন্তু অনিশ্চয়তায়।"

ডোরা হাসল। হেসে বলল, "বুঝলাম। আর এও জেনে রাখো, যাওয়া আমাদের হচ্ছেই। কেন না যেখানে পাণ্ডব গোয়েন্দা সেখানেই সফলতা।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এতক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে ছিল বাবলুর মুখের দিকে। এখন কথাবার্তা শোনার পর উল্লসিত হয়ে উঠল সকলেই।

বিলু বলল, "তুই যে টিকিট কেটে এনেছিস সে-কথা একবারও বলিসনি তো আমাদের?"

"কেন বলব? তোরা কি জানতে চেয়েছিস? স্কুটার নিয়ে এমন মেতে রয়েছিস যে, তোদের মনপ্রাণ সবই এখন স্কুটারের দিকে। তোরা কি জানতিস না আমি টিকিট কাটতে যাব?"

ভোম্বল বলল, "সত্যি, আমাদেরই দোষ। আমাদের মনের মধ্যে এখন ডোরা আর স্কুটার। এই দুয়ের চিন্তা ছাড়া আমাদের আর কোনও চিন্তাই নেই। তা যাকগে, আমরা যাচ্ছি কবে?"

"কাল বাদে পরশু।"

বাচ্চু আর বিচ্ছু "হুররে" করে লাফিয়ে উঠল। আনন্দে কী যে করবে ওরা কিছু ভেবে পেল না। পঞ্চুও লাফিয়ে উঠল, "ভৌ। ভো-উ-উ-উ" করে। বিলু নির্বিকার। ওর প্রকৃতিতে উচ্ছ্বাস একটু কম। ভোম্বল মুখ দিয়ে 'ইয়াহা' করে একটা চিৎকার দিয়েই ডোরার স্কুটারটা নিয়ে উধাও হয়ে গেল। যেই না যাওয়া পঞ্চু অমনই তিরবেগে পেছু নিল ওর। স্কুটারের পেছনে এইভাবে ছুটে যাওয়াতেই আনন্দ ওর।

চায়না আর ডোরা বাবলুর মুখের দিকে তাকিয়ে একসঙ্গেই বলল, "পরশু যদি যাওয়া হয় তা হলে তো আর সময় নেই। আমরা তা হলে—।"

বাবলু বলল, "তৈরি হও। সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়বে। এস ফোর কোচের সামনে

যথাসময়ে তোমরা এসে দেখা কোরো। সঙ্গে এমন কোনও জিনিস নিয়ো না যা বইতে তোমাদের কষ্ট হবে।"

"কাল কি তা হলে আমরা আসব?"

"কোনও দরকার নেই। ইচ্ছে হলে আসতে পারো, না হলে একেবারেই দেখা হবে স্টেশনে, কেমন?"

ভোম্বল স্কুটার নিয়ে ফিরে এল একটু পরেই। বাবলু, বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছু সকলেই একবার করে চেপে নিল পর পর। এরপরে ডোরার স্কুটার ফিরিয়ে দেওয়া হল ডোরাকে।

ডোরা আর চায়না যেমন এসেছিল, তেমনই উধাও হয়ে গেল।

॥ ১৪ ॥

নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই পাণ্ডব গোয়েন্দারা এসে হাজির হল হাওড়া স্টেশনে। অফিস টাইমের ডেলি প্যাসেঞ্জারের ভিড়ে তখন জমজম করছে হাওড়া স্টেশন। অনবরত লোকাল ট্রেনগুলো আসছে-যাচ্ছে। কিন্তু সবাই এলেও ডোরা আর চায়না কই? ওরা আসছে না কেন?

একটু পরেই ট্রেন এল প্ল্যাটফর্মে।

ওরা আর অপেক্ষা না করে ওদের জন্য নির্দিষ্ট বার্থে গিয়ে বসল। পঞ্চুও ম্যানেজ করল একটু নিরাপদ জায়গা। বাচ্চু-বিচ্ছুকে সিটে বসিয়ে বাবলু, বিলু আর ভোম্বল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে কড়া নজর রাখতে লাগল যদি মেয়েদুটোকে দেখতে পায়, তাই। কিন্তু কত লোক যাচ্ছে আসছে, শুধু ডোরা ও চায়নার পাত্তা নেই।

উৎকণ্ঠিত বিলু বলল, "কী ব্যাপার বল তো? এমন তো হওয়ার কথা নয়। ওদের না আসার কারণটা কী?"

ভোম্বল বলল, "তোরা যাই বলিস না কেন ভাই, ডোরা হচ্ছে পুরোপুরি ফোরটোয়েন্টি মেয়ে। বরং তার চেয়েও এক ধাপ বেশি, তবু কম নয়। আর চায়নাটা ভিজে বেড়াল। ওরা নিশ্চয়ই কোনও মতলব এঁটেছে, তাই ইচ্ছে করেই আসেনি।"

বিলু বলল, "না না। ডোরার যেরকম আগ্রহ, তাতে কিন্তু সেরকম বলে মনে হয় না।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "ট্রেন ভুল করেনি তো?"

বাবলু বলল, "অত কাঁচা মেয়ে ডোরা নয়।"

এমন সময় হঠাৎ নড়ে উঠল ট্রেন। ওদের অন্যমনস্কতার সুযোগে কখন যে সিগন্যাল হয়ে গিয়েছিল তা কেউ খেয়াল করেনি। ট্রেন নড়ে উঠতেই বাচ্চু-বিচ্ছুর ডাকে সচকিত হল ওরা। কোনওরকমে হাতল ধরে চলন্ত ট্রেনেই উঠে পড়ল। ওদের এই প্রথম নিরানন্দ যাত্রা।

একমাত্র চা, কফি ছাড়া ট্রেন জার্নিতে কোনওরকম পানীয় ব্যবহার করে না পাণ্ডব গোয়েন্দারা। এবারের ভ্রমণে খাদ্য-তালিকাতেও বিশেষ কিছু নেই। শুধু কেক, বিস্কুট আর সন্দেশ ছাড়া। সিটে বসে বাবলু প্রত্যেকের জন্য এক কাপ করে কফি নিল। সাড়ে ন'টায় ট্রেন। তাই আটটার মধ্যে বাড়ি থেকে বেরোতে হয়েছে বলে ভাতও খাওয়া হয়নি কারও। বাবলু রেলের খাবারের অর্ডার দিয়ে চুমুক দিল কফির কাপে। চায়না আর ডোরার বার্থটা ফাঁকা যাচ্ছে বলে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল ওর। শুধু ওর নয়, ওদের সকলের।

বাবলুর একটাই চিন্তা, কী হল মেয়েদুটোর? কোনও দুর্ঘটনায় পড়ল না তো? তবু বলল, "ব্যান্ডেল আর বর্ধমানে ট্রেন থামলে বাইরে একটু নজর রাখতে হবে আমাদের। কেন না যদি ওরা কোচ ভুল করে থাকে অথবা শেষ মুহূর্তে এসে পড়ায় পেছনের বগিতে ওঠে, তা হলে নিশ্চয়ই ওরা আসবে। আমরা তখন ওদের সাহায্য করতে পারব।"

বিলু বলল, "যদি না আসে?"

"তা হলেই তো ভয়ের ব্যাপার।"

ভোম্বল বলল, "ভয় কীসের? এখন তো কোনও দুষ্কৃতীর আমাদের পেছু নেওয়ার সম্ভাবনা নেই। কেন না আমাদের প্রধান শত্রু পেশোয়ারির খেল খতম। অজিত সিংও মৃত। বাকি রইল হীরালাল। সে আমাদের শত্রু নয়। এমনকী সে জানেও না আমাদের ব্যাপারস্যাপার।"

বাবলু বলল, "ঠিকই। তবুও নিশ্চিন্ত হওয়ার কারণ নেই। পেশোয়ারির কোনও লোকের সঙ্গে হীরালালের গোপন আঁতাত না থাকলে সে কখনও চম্বলের উপত্যকা থেকে বৈশালীর একটি গ্রামে এসে অজিত সিংকে মার্ডার করতে পারত না। কাজেই সেই লোক যে আমাদের ব্যাপারে, ডোরার ব্যাপারে কিছু বলেনি তাকে, তাই-বা কে জানে? আমরা পরম নিশ্চিন্তে, যেভাবে ঘোরাফেরা করছি বা প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলছি, তা যে

আড়ি পেতে শোনেনি কেউ, তাও তো হলফ করে বলা যায় না। অতএব ক্রাইম নিয়ে নাড়াচাড়া করলে কোনও ব্যাপারেই নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। থাকলেই সেই একচক্ষু হরিণের অবস্থা হবে।”

সকলেই সবিস্ময়ে বলল, “তোর কথাই ঠিক বাবলু। এখন থেকে সবসময় আমাদের চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। না হলেই বিপদ।”

ট্রেন ব্যান্ডেল, বর্ধমান পার হল। কিন্তু চায়না-ডোরা এল না। রেলের বার্থ তো ফাঁকা যায় না। তাই কোচ অ্যাটেনডেন্ট ওদের বার্থ-দুটি অন্য যাত্রীদের দিয়ে দিলেন। ওরা মনখারাপ করেই ট্রেন জার্নি করতে লাগল।

দেখতে দেখতে ঘড়ির কাঁটায় বেলাও গড়িয়ে চলল। আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর, জসিডি, শিমুলতলা, ঝাঁঝা, কত স্টেশন। রাত প্রায় ন'টা নাগাদ ওরা পটনায় এল। ওরা রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়ল যে যার বার্থে। ট্রেনের দোলায় সহজেই ঘুম আসে। শোওয়ামাত্রই ঘুম। তবে সকলে ঘুমোলেও সদাসতর্ক অতন্দ্র প্রহরী পঞ্চু কিন্তু একভাবে সিটের তলায় আত্মগোপন করে কেক-বিস্কুট খেতে খেতে নজর রাখতে লাগল চারদিকে।

ভোর হল ইলাহাবাদে। আর তখনই ওদের চমকে দিয়ে ডোরা ও চায়না এমনভাবে এসে হাজির হল যে, পাণ্ডব গোয়েন্দারা ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। বলল, “হাউ ফ্যান্টাস্টিক! ব্যাপারটা কী! কাল কোথায় ছিলে তোমরা?”

ডোরা বলল, “আর বোলো না আমাদের দুঃখের কথা। কাল সারারাত ইলাহাবাদ স্টেশনে বসে মশার কামড় খেয়েছি আর ছটফট করেছি। এখন তোমাদের বার্থগুলো ছেড়ে আমাদের একটু শুতে দাও।”

“ইলাহাবাদ স্টেশনে! কাল রাতে? তোমরা কি প্লেনে এলে? না ভূতের ঘাড়ে চেপে? আমাদের আগে এখানে তোমরা এলে কী করে?”

ডোরা বলল, “ত হলে শোনো। এই চায়নাটার জন্যই স্টেশনে আসতে দেরি হয়ে গেল কাল। তবুও সাড়ে ন'টায় ট্রেন, আমরা ন'টা পনেরোয় এসেছি। তুফান আর পূর্বা এক্সপ্রেস পাশাপাশি লাইনে ছিল। আমরা যখন প্ল্যাটফর্মে ঢুকছি তখন সবে পূর্বা এক্সপ্রেস ছেড়ে যাচ্ছে। আমরা ভুল করে তুফান ভেবে ছুটে গিয়ে সেই গাড়িতেই উঠে পড়ি। উঃ, সে কী প্রচণ্ড ভিড় ট্রেনে! ট্রেনে ওঠার পরই অবশ্য ভুল ভাঙল আমাদের। তবু ভেবেছিলাম বর্ধমানে নেমে গাড়ি বদল করে নেব। কিন্তু ইতিমধ্যে চেকারের হাতে পড়ে গেছি আমরা। তাঁর মুখে শুনলাম এই গাড়িতে নাকি বর্ধমানের টিকিট হয় না। অনেক দূরের স্টেশনের টিকিট কাটতে হয়। তাই ফাইন দিয়ে ইলাহাবাদের টিকিটই কেটে নিলাম।”

“ইলাহাবাদে কখন নামলে তোমরা?”

“রাত সাড়ে দশটায়। তখন থেকেই ফড়িংয়ের মতো বড় বড় মশার কামড় খেয়ে সারারাত জেগে তোমাদের জন্য ভোরের প্রতীক্ষা করেছি। এখন আমরা বড় ক্লান্ত বাবলু, ঘুমে দু' চোখ বুজে আসছে।”

পাণ্ডব গেয়োন্দারা চায়না ও ডোরাকে বার্থ ছেড়ে দিয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নেমে পায়চারি করতে লাগল। ওদের রেলযাত্রায় এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

ইলাহাবাদে ট্রেন অনেকক্ষণ থেমে রইল। তারপর যখন সিগন্যাল পেয়ে নড়ে উঠল ট্রেন, তখনই দেখা গেল কোথা থেকে যেন হুড়হুড় করে লোক এসে ঢুকতে লাগল ট্রেনের ভেতর। উঃ, সে কী প্রচণ্ড ভিড়! কোথায় রইল স্লিপার ক্লাস, কোথায় রইল রিজার্ভেশন। শুয়ে-বসে থাকা যাত্রীরা এমনই অসহায় হয়ে পড়ল যে, তাদের কিছু করবার ক্ষমতাও রইল না। অমন যে পঞ্চু, সিটের তলায় বসে সেও ভয় পেয়ে গেল। কেন না এইরকম হতে থাকলে সেও তো বেরিয়ে আসতে পারবে না ভেতর থেকে। ভিড়ের চাপে যখন দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড় তখন কয়েকজন যাত্রী তো “উঠো উঠো, আভি শো রহে” বলে গায়ের জোরে ডোরা আর চায়নাকে বার্থ থেকে টেনে নামিয়ে বসে পড়ল।

আর যায় কোথা! মারমুখি ডোরা তখন রুখে দাঁড়িয়ে এলোপাথাড়ি কিল, চড়, ঘুষি চালাতে লাগল তাদের ওপর। কিন্তু ওরাও ছাড়বার নয়। পালটা আঘাত ওরাও হানল। পরে অবশ্য কয়েকজনের মধ্যস্থতায় মিটল ব্যাপারটা। তবে শোওয়ার দফা রফা হয়ে গেল।

এর পর যত স্টেশনে ট্রেন থামে ভিড় ততই বাড়তে থাকে। অবস্থা একসময় এমনই দাঁড়াল যে, বাথরুমের ভেতরেও লোক ঢুকে জায়গা করে নিল। ইলাহাবাদ থেকে ছেড়ে সব স্টেশনের প্যাসেঞ্জার তুলতে তুলতে ট্রেন প্রথমে কানপুরে এসে পরে এটাওয়ায় থামল।

বাবলু বলল, “এইরকম ভাবে আর রেল ভ্রমণের দরকার নেই। কাজ নেই আর আগ্রায় গিয়ে। এইখানেই নেমে পড়ি আয়।”

কিন্তু নামব বললেই কি নামা যায়? যা ভিড় ট্রেনে! চলার পথেও লোকে গাদাগাদি করে বসে আছে।

পঞ্চু তখন বাবলুর ডাক শোনার আশায় মুখ বাড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। এরকম ট্রেনজার্নি ওরও ভাল লাগছিল না।

বাবলু ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু পিলে-চমকানো একটা হাঁক দিয়ে সিটের তলা থেকে এর-ওর ঘাড়ে, পিঠে পা দিয়ে বেরিয়ে আসতেই হইহই করে উঠল সকলে। "আরে বাবা রে! মর গয়ি রে বাবা" বলে উঠে দাঁড়াল সব।

একজন বাবলুকে বলল, "ইয়ে কুত্তা তুমহারা? কাটে গা নেহি তো?"

বাবলু বলল, "জি না। ও কুছ নেহি কিয়ে গা।"

যাই হোক, এই অবস্থাতেই ওরা কোনওরকমে এটাওয়ায় নামল। নেমে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ওরা।

বাবলু বলল, "এই দীর্ঘ পথযাত্রার পর এখন কোনও একটা লজে উঠে যদি একটু স্নান-খাওয়াটা সেরে নিতে পারি তো বেশ হয়। কিন্তু এই শহরে সে-সব কিছুর ব্যবস্থা আছে কি না কে জানে?"

ওরা যখন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে সেই সময় কে যেন বলল, "তুম সব ভিন্দ যাওগে না? উও দেখো, গোয়ালিয়র কা বাস। যাও উধার চলা যাও। জলদি করো।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা দেখল ওদেরই সহযাত্রী একজন বয়স্ক ভদ্রলোক হাওড়া থেকেই ওদের সঙ্গে এসেছেন। একটি আপার বার্থ রিজার্ভ করে চুপচাপ শুয়ে ছিলেন ওপরে। মাঝে একবার বোধ হয় বাথরুমে যাওয়ার জন্য নেমেছিলেন। দীর্ঘ, উন্নত চেহারা। গায়ের রং ফরসা। ফিনফিনে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা। ইয়া গোঁফ। বয়স ষাট-সত্তর কি তারও বেশি। ওদের দিকে কেমন যেন চোখে তাকিয়ে আছেন।

বাবলু বলল, "আপনি কী করে জানলেন আমরা ভিন্দ-এ যাব?"

"ম্যায়নে সব কুছ শুনা। সারদা মাতাজিকো মেরা প্রণাম দে দেনা।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "সারদা মাতাজিকে আপনি চেনেন?"

ভদ্রলোক হাসলেন।

"কে আপনি?"

ভদ্রলোক এবার সকলকে চমকে দিয়ে পাঞ্জাবি এবং তার ভেতরের গেঞ্জিটা হঠাৎ তুলে নিজের বুক আর পেট দেখালেন ওদের। সকলে সবিস্ময়ে দেখল ভদ্রলোকের সর্বাঙ্গ গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা। কত যে কাটা-ছেঁড়া হয়েছে ওই শরীরে, তার ঠিক নেই।

ভদ্রলোক এবার এক চোখ টিপে বললেন, "কুছ সমঝা?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ বুঝেছি।"

ভদ্রলোক বাবলুর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, "মেরা নাম মেহের সিং। যাও, আগে বাঢ়ো। চম্বল কি বেহড় মে যাও। ইফ এনি প্রবলমে, মেরা নাম বতানা।"

ভদ্রলোক চলে গেলে বাবলু সকলকে শুনিয়ে বলল, "দেখলি তো, বাতাসেরও কান আছে। যাক, এঁর সঙ্গে পরিচয় হয়ে অবশ্য ভালই হল।" বলে একটা দোকানে বসে অল্প কিছু নাস্তা সেরে রেললাইন পেরিয়ে ওপারে যেতেই গোয়ালিয়রের বাস পেল ওরা। সেই বাসে চেপে ভিন্দ-এর টিকিট চাইতেই যাত্রীরা সকলেই তাকাল ওদের দিকে। ছেলে-মেয়ে, কুকুর সমেত এরা কারা! এত জায়গা থাকতে ভিন্দে ওরা যাবে কেন?

কন্ডাক্টর অবাক হয়ে বলল, "ভিন্দ! ভিন্দ মে ক্যা কাম তুমহারা?"

বাবলু বলল, "আমরা চম্বল বেড়াতে যাচ্ছি। ডাকুদের গ্রাম দেখতে।"

বাসসুদ্ধ লোক এবার হেসে উঠল হো হো করে।

একজন বলল, "তুমনে জরুর কোই সিরিয়াল দেখা হোগা।"

বাবলু সে-কথার কোনও উত্তর দিল না।

অনেকক্ষণ জার্নির পর বাস এসে ভিন্দে থামল। ছোট্ট সমতল জায়গা ভিন্দ। কিন্তু কেমন যেন থমথম করছে। এখানে কোথায় চম্বল, কোথায় বেহড়, কোথায় কী? বাসে আসতে আসতেই বরং সবকিছু দেখা হয়ে গেছে। এখানে তো কিছুই নেই।

ওরা একটা পানের দোকানের সামনে গিয়ে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, "ভাইসাব, সারদামায়ীকা মকান কিধার?"

দোকানদার সন্দেহের চোখে একবার তাকাল ওদের দিকে। তারপর বলল, "কৌন সা মহল্লা? কৌন সারদা-মা?"

বাবলু তখন আধা-বাংলা, আধা-হিন্দিতে দোকানদারকে বুঝিয়ে বলল সব।

দোকানদার বলল, "সমঝ গয়া। সারদা বহিন তো আজ শুভে নিকাল গয়ি হিঁয়াসে।"

"কোথায় গেছে?"

"মুরেনা।"

"সেটা আবার কোথায়?"

"গোয়ালিয়র্ সে আগ্রা কি তরফ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মাথায় হাত। হায় ভগবান। এত কষ্ট করে শেষকালে এই হল? এমন জানলে এই বাসেই সোজা গোয়ালিয়রে চলে গেলেই হত। এর পরের বাস যে কখন তাই-বা কে জানে?

বাবলু বলল, "এর পরে গোয়ালিয়রের বাস কখন পাব বলতে পারেন?"

"দো ঘণ্টে কি বাদ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আশাহত হয়ে যখন কী করবে ভাবছে তখনই হঠাৎ দেখল ঘোড়ায় চেপে দু'জন বলিষ্ঠ চেহারার বন্দুকধারী সেই দোকানের দিকে এগিয়ে আসছে। এরা যে কারা তা বুঝতে ওদের একটুও দেরি হল না। তবে পুলিশের লোক এরা নয়। এরাই তো সেই কুখ্যাত চম্বলের ডাকাত। বেহড় থেকে বেরিয়ে বাজার করতে এসেছে। এবং পরম নির্ভয়ে। অনেক জনতা এবং পুলিশের চোখের সামনে। পুলিশ ওদের দেখেও দেখল না। কী আশ্চর্য!

ওদের একজন দোকান থেকে পান কিনে খেতে গিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনে বলল, "সারদা বহিন তো হ্যায়। ও গয়ি নেহি।"

দোকানদার বলল, "লেকিন উনকো তো জানা হি থা।"

"দো মিনিট পহলে পানি লেনে আয়া ও।" বলেই বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "লেকিন ক্যা কাম উনকে সাথ?"

বাবলু বলল, "সেটা ঠিক বলা যাবে না। শুধু ওঁর বাড়িটা আমাদের চিনিয়ে দিন।"

"আও হামারা সাথ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ওদের সঙ্গেই চলল। ওরা চলল ঘোড়ায় চেপে ধীর গতিতে, পাণ্ডব গোয়েন্দারা ওদের পিছু পিছু পায়ে হেঁটে। বেশি দূর যেতে হল না। সামান্য পথ যেতেই একটা খোলা খাপরার চাল দেওয়া বস্তির সামনে এসে দাঁড়াল ওরা।

অশ্বারোহীদের একজন হাঁক পাড়ল, "সারদা বহিন!"

"কৌন।"

"দেখো কৌন আয়া।"

ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের এক লাবণ্যময়ী মহিলা একটি ছ'-সাত বছরের ছেলেকে বুকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। এসেই ওদের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে বললেন, "ইয়ে সব কৌন?"

ভোম্বল কী যেন বলতে যাচ্ছিল। বাবলু ওকে ইশারায় মুখ খুলতে বারণ করল। তারপর ঘোড়ায় চাপা লোক দু'জনকে হাতের ইঙ্গিতে চলে যেতে বলল।

ডাকাতদের একজন বলল, "যো কুছ বোলনা হ্যায় সামনা-সামনি বোলো।"

বাবলু বলল, "মেহের সিং নে ভেজা হ্যায় হাম সবকো।"

ব্যস, এককথায় কাজ। ডাকাতদের চোখ কপালে উঠে গেল তখন। ওরা আর-এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়িয়ে না থেকে চলে গেল নিজেদের কাজে।

সারদা এবার সস্নেহে ওদের ঘরের ভেতর ডেকে এনে বসিয়ে বললেন, "তোমরা বাঙালি?"

"আপনি বাংলা জানেন?"

"চম্বলের এই ডাকাতরাও জানে। এখানে এমন অনেক ডাকাত আছে যারা এত ভাল ইংরেজিতে কথাবার্তা বলতে পারে যে, তা শুনলে অবাক হয়ে যাবে। আমি মুরেনার মেয়ে। গোয়ালিয়রে লেখাপড়া করেছি। আমার অনেক বাঙালি বন্ধু আছে।"

"আপনি হীরালাল নামে কাউকে চেনেন?"

শিউরে উঠলেন সারদা। ওঁর চোখের তারায় ক্রোধের বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই শান্ত হয়ে বললেন, "মেহের সিংকে তোমরা চিনলে কী করে?"

বাবলু সব বলল।

সারদা সব শুনে বললেন, "তোমরা খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছ ওদের সামনে হীরালালের নাম না করে। কিন্তু তোমরা আমাকে চিনলে কী করে? কলকাতা থেকে এতদূরে এলেই বা কীজন্য?"

বাবলু বলল, "ওই হীরালালের ব্যাপারে আমাদের অনেক কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। আর..."

"খারাপ খবরও একটা আছে তাই না?"

সারদা অজিত সিংকে যে চিঠি লিখেছিলেন তারই একটা কপি বাবলু সারদার হাতে তুলে দিয়ে বলল, "এই চিঠি তো আপনারই?"

সারদা চিঠি পড়ে বললেন, "হ্যাঁ, আমারই লেখা চিঠি। হীরালাল তা হলে প্রতিশোধ নিয়েছে। ওর যে এমন হবে তা তো আমি জানতাম। আজই সকালে ছেলেটাকে বাপের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ভেবেছিলাম কাউকে নিয়ে যাব ওর একটা খোঁজখবর নিতে। তা ভালই হল, ওর জন্য আর কোনও দুশ্চিন্তা রইল না।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অবাক হয়ে দেখল, সারদার চোখে এক ফোঁটাও জল নেই। কী করে সম্ভব! মেয়েরা এত কঠিন সত্যিই কি হতে পারে? নাকি চম্বলের অববাহিকায় এমনই হয়! ওদের চোখে বুঝি জল আসতে নেই?

সারদা বললেন, "অনেকদিন ধরে এই বিশেষ দিনটিরই প্রতীক্ষা করছিলাম আমি। তোমরা এসে ভালই করেছ। ভূপাল সিংয়ের সঙ্গে ওর দুশমনি এখন চরম। তাই ওর বদলা নিতে আমি ভূপাল সিংয়েরই শরণ নেব। মোহর সিংকেও কাল সকালে খবর পাঠাব একটা। ওঁর কিছু লোকজনেরও সাহায্যের দরকার হবে আমার। কেন না হীরালাল দুর্ধর্ষ। ওই এখন চম্বল কি শের।"

বাবলু বলল, "কিন্তু বহিনজি! আপনার ছেলেটার কী হবে? তার চেয়ে আপনি ওকে নিয়ে আপনার বপের বাড়িতেই চলে যান না?"

"তাই কি পারি? তা হলে যে ওর প্রতি আমার বেইমানি করা হবে। একদিন ও যে আমার মান-সম্ভ্রম সবকিছু রক্ষা করেছিল। তাই তো ওকে আমি বিয়ে করেছিলুম। পরে যখন বুঝলুম ভুল করেছি, তখন যে কিছু করবার নেই আমার। তাই হীরালালের বদলা আমাকে নিতেই হবে।" এই বলে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সারদা ওদের প্রত্যেককে একটা লাড্ডু আর এক গেলাস করে জল দিলেন। তারপর বললেন, "শোনো, তোমরা আর দেরি কোরো না। এখনই একটা বাস আছে। সেই বাসে তোমরা গোয়ালিয়র চলে যাও। এখানে থাকাটা তোমাদের পক্ষে খুব একটা নিরাপদ হবে না। কেন না আজ রাতের মধ্যেই আমি একটা চরম সিদ্ধান্ত নেব। ছেলেটাকে নিরাপদ জায়গায় রেখে আজই একবার বেহড়ে যাব আমি। আমার যা কিছু করবার তা খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে।"

বাবলু বলল, "বেহড় এখান থেকে কতদূর?"

"অনেকদূর। তা ছাড়া চম্বলের বেহড় তো একটুখানি জায়গা জুড়ে নয়, মাইলের পর মাইল জুড়ে এর বিস্তৃতি। এর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন দস্যুরা থাকে। এখন থেকে ওই বেহড়ই যে আমার ঘরবাড়ি হবে ভাই।"

বাবলু বলল, "আপনি আমাদের চলে যেতে বলছেন। কিন্তু ওই ব্যাপারে বা একটা নকশার ব্যাপারে আমাদের যে অনেক কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল আপনার কাছে?"

সারদা খুব ব্যস্ততার সঙ্গেই বললেন, "চটপট বলে ফেলো তা হলে। আমার আর সময় নেই।"

বাবলু বলল, "একটা কথা বলব আপনাকে? আপনি তো বেহড়ে যাচ্ছেন, আমাদেরও নিয়ে চলুন না আপনার সঙ্গে?"

সারদা চমকে উঠলেন, "সর্বনাশ! তোমরা বেহড়ে যাবে কী? সে অতি ভয়ংকর জায়গা।"

ডোরা বলল, "আমরাও ভয়ংকর। না হলে অতদূর থেকে সাহসে ভর করে এতদূরে আসি?"

সারদা মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "তোমরা ঘোড়ায় চাপতে পারো?"

"না। তবে মোটরবাইক চালাতে পারি।"

"তা হলে হবে না। একমাত্র হেঁটে অথবা ঘোড়ায় চড়ে ছাড়া চম্বলের বেহড়ে ঢোকার কোনও রাস্তাই খোলা নেই।"

বাবলু বলল, "আপনি ব্যবস্থা করুন। আমরা যাব।"

"কিন্তু যদি না ফিরতে পারো?"

"ওখানে গেলে কি ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যায়?"

"সেই সম্ভাবনাটাই বেশি। ওখানে নিজের ইচ্ছেয় ঢোকা যায়। কিন্তু বাগির ইচ্ছে ছাড়া বেরনো যায় না।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পরস্পরের দিকে তাকাল। ভোম্বল ওর চোখের ইঙ্গিতে যেতে বারণ করল সকলকে।

বাবলু বলল, "আমরা রাজি। যে-কোনও শর্তেই হোক বেহড়ে আমরা যাবই।"

সারদা বললেন, "বেশ। তোমাদের একটু সময় দিচ্ছি। তোমরা ততক্ষণে মন স্থির করো। আমি ছেলেটাকে রেখে আসছি।"

সারদা ছেলে নিয়ে সম্ভবত কোনও সহৃদয় প্রতিবেশীর ঘরে রাখতে গেলেন।

ভোম্বল বলল, "কেন অযথা ঝামেলা বাড়াচ্ছিস বাবলু? এখনও কিন্তু সময় আছে, চল। এই মহিলা মরতে যাচ্ছেন। মাঝখান থেকে আমরা কেন নিজেদের বিপদে ফেলি?"

ডোরা বলল, "তুমি চুপ করো তো। আমরা মেয়েরা যেখানে ভয় পাচ্ছি না সেখানে তুমি কেন এত বেশি নার্ভাস হয়ে পড়ছ?"

"হচ্ছি কি সাধে? কী বললেন শুনলি তো? ওখান থেকে বাগির ইচ্ছে ছাড়া বেরনো যায় না। তা ছাড়া সেরকম কোনও বিপদে পড়লে পথঘাট চিনে আসতেও পারব না আমরা।"

বাবলু বলল, "কথাটা ঠিক। কিন্তু এই সুযোগ হাতছাড়া করলে চম্বলের বেহড় আমাদের অদেখাই রয়ে যাবে।"

ওরা যখন এইসব আলোচনা করছে তখন ওদের কথার মাঝখানেই সারদা এসে বললেন, "তা হলে কী ঠিক করলে বলো?"

কিছু বলবে কী? ওদের চোখ তখন কপালে। কে এই মহিলা! ইনিই কি তিনি? ওরা দেখল সারদার তখন অন্য রূপ। মিলিটারি কায়দায় পোশাক পরা। কাঁধে বন্দুক। গলায়...।

সারদা বললেন, "খুব অবাক হয়ে গেছ না? বাগির মেয়ে আমি। আমার রক্তের মধ্যেও চম্বলের চঞ্চল স্রোত। আমার বাবা তেজা সিং পুলিশের গুলিতে মারা যান বিশ বছর আগে। চম্বলের বেহড়ে আমার নিত্য আনাগোনা। তাই ওর অভিশাপের কথা তো আমার অজানা নয়। ওখানকার মাটিতে একবার পা রাখলে মানুষ আর মানুষ থাকে না।"

বাবলু বলল, "আমরা মন স্থির করেছি, আমরা যাব।"

"বেশ। এসো তা হলে।"

ওরা বাইরে এসেই অবাক হয়ে গেল। দেখল একটা পুলিশের জিপ অপেক্ষা করছে সেখানে।

সারদা বললেন, "উঠে পড়ো।"

বাবলু বলল, "এ কী! আপনি আমাদের থানায় পাঠিয়ে আপনার কর্তব্য শেষ করবেন নাকি?"

"প্রশ্ন না করে ওঠো। এটা পুলিশের গাড়ি নয়।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পঞ্চুকে নিয়ে এক এক করে সবাই উঠে বসল। সারদাও উঠে বসলেন। গাড়িটা ঝড়ের বেগে ছুটে চলল রাজপথ ধরে। ওদের পিছু পিছু দুটো স্কুটারও আসতে লাগল। কালো আবলুশ কাঠের মতন চেহারা নিয়ে দু'জন লোকও আসছে সঙ্গে। সম্ভবত বডিগার্ড এরা।

অনেকক্ষণ যাওয়ার পর এক জায়গায় গাড়ি থেকে নামল ওরা। তখন রাতের অন্ধকার গাঢ়। কতকগুলো উইঢিপির মতো সুউচ্চ মাটির পাহাড়ের গা বেয়ে খানিক এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। যে বডিগার্ড দু'জন ওদের সঙ্গে এসেছিল তারা ওদের প্রত্যেকের চোখ কালো কাপড়ে বেঁধে দিল। একটু পরেই কয়েকজন ঘোড়সওয়ার এসে তুলে নিল ওদের।

ওরা ধীর মন্থর গতিতে বেহড়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল।

পঞ্চু চলল ওদের সঙ্গে সকলের পিছু পিছু। কারও মুখে কথা নেই। কেন যে এরা নীরব তা কে জানে? চম্বলের বেহড়ের হয়তো নিজস্ব একটা ধর্ম আছে। পাণ্ডব গোয়েন্দারা এ-ব্যাপারে মাথা ঘামাল না তাই।

॥ ১৫ ॥

একটানা অনেকটা পথ একভাবে চলার পর এক জায়গায় এসে ঘোড়া যেখানে থামল, সেখানেই চোখ খুলে দেওয়া হল ওদের। বাবলুরা অবাক বিস্ময়ে দেখল বেহড়ের অভ্যন্তরে ডাকাতদলের আস্তানা। মশালের আলোয় আলোকিত জায়গাটা কেমন যেন প্রেতপুরীর মতো থমথম করছে। প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশজনের একটি দল বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে বসবাস করছে সেখানে। তাদের কেউ-বা বন্দুকধারী, কেউ একেবারেই সাদামাঠা।

দলের যিনি সর্দার তিনি বসে ছিলেন একপাশে রাখা একটি নোয়ারের খাটিয়ায়। তাঁকে দেখলে যে-কোনও

মানুষেরই বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। একজন প্রবীণ দস্যু। কী অমানুষিক নিষ্ঠুরতা খেলা করছে তাঁর দু' চোখে। অথচ আশ্চর্য! ওরা গিয়ে সামনে দাঁড়াতেই কেমন যেন করুণাবতার হয়ে গেলেন তিনি।

সারদা সর্বাগ্রে সর্দারকে প্রণাম করল। ইনিই নিশ্চয়ই ভূপাল সিং। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও হাত তুলে নমস্কার করল তাঁকে।

সর্দার ইঙ্গিতে বসতে বললেন সকলকে। তারপর সারদাকে বললেন, "তু আ গয়ি বেটি? লেকিন ইতনা দের কর কিঁউ?"

সারদা কী যেন বলতে গেলেন কিন্তু পারলেন না। তাঁর ঠোঁটদুটি কেঁপে উঠল।

সর্দার বললেন, "যা, দেবী কা আশীর্বাদ লে কর আ।"

কথাবার্তা শুনে এবং ভাবগতিক দেখে মনে হল সারদা প্রায়ই আসা-যাওয়া করেন এখানে। পাশেই একটি গুহাকৃতির স্থানে এঁদের ভবানী মন্দির। সারদা সেখানে গিয়ে দেবীকে প্রণাম করে সিঁথির সিঁদুর মুছে হাতের শাঁখা ভেঙে দেবীর প্রসাদী সিঁদুরের টিপ্পা বেশ লম্বা করে কপালে পরে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের পরিয়ে দিলেন এক এক করে। দিয়ে বললেন, "এই প্রসাদী সিঁদুরের লাল টিপ্পাই আমাদের মহাশক্তি। এই টিপ্পা কপালে লাগালে আমরা মহাশক্তির ধারক হই। আমরা হই অজেয়। বংশানুক্রমে এই মহাশক্তির প্রভাবেই আমরা অজেয় হয়ে আছি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা নীরব। নীরব পঞ্চুও।

কিন্তু ওর কপালে টিপ্পা দেবে কে? ওর কথা যে মনেও ছিল না কারও। অবশেষে বিচ্ছুই পরাল ওকে সেই তিলক। পঞ্চু দেবীর সামনে চাতালের ওপর গড়াগড়ি খেতে লাগল।

সারদা পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে আদর করে সকলকে নিয়ে একটা ছাউনির নীচে এলেন। এইখানেই থাকতে হবে ওদের। সারদা একটা ময়লা কার্পেট পেতে বসতে দিলেন সকলকে।

একটু পরেই সর্দারের নির্দেশে ওদের জন্য ডাল-রুটি এল। তৃপ্তির সঙ্গে তাই খেল ওরা।

সারদা বললেন, "এই আমাদের গরিবি খানা। এর বেশি তো এখানে কিছু মিলবে না ভাই। এই খেয়ে তোমরা বিশ্রাম নাও। আমি সর্দারের সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।"

সারদা চলে গেলে বাবলু বলল, "সত্যি, কী কষ্টের জীবন এদের, না?"

ডোরা বলল, "এখানে না এলে অনেক কিছুই আমাদের অজানা রয়ে যেত।"

চায়না বলল, "সারদা বহিন কি সত্যিই বাগী হয়ে গেলেন?"

বিলু বলল, "মনে তো হয় তাই।"

ওরা অনেকক্ষণ ধরে ডাল-রুটি খেতে খেতে নিজেদের মধ্যে এইসব নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। তারপর যখন ঘুমে চোখ ঢুলে এল ওদের, তখন সারদা এলেন। এসে ওদের পাশে বসে বললেন, "তোমাদের সঙ্গে তো ভাল করে কথাই বলা হয়নি তখন থেকে। তোমাদের নাম কী বলো? কী তোমাদের পরিচয়? হঠাৎ কেন চম্বলের বেহড় দেখার সাধ হল তোমাদের?"

বাবলু তখন আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার কথা সবিস্তারে খুলে বলল সারদাকে।

সব শুনে সারদা অবাক বিস্ময়ে ওদের দিকে তাকালেন। ডোরাকে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে বললেন, "তুমিই সেই মেয়ে!"

ডোরা বলল, "হ্যাঁ।"

বাবলু বলল, "ওদের এই ব্যাপারটা আপনি জানতেন?"

সারদা বললেন, "জানতাম। ওদের পরিবারের ওই বিপর্যয়ের ব্যাপারটা কে না জানে? আর এইরকম বিপর্যয় তো আমার জীবনেও ঘটেছিল। ডোরার বাবা-মায়ের হত্যাকারী যেমন আমার স্বামী, আমার বাবার হত্যাকারীও তেমনই হীরালাল। আমার বাবার মৃত্যুর পর...।"

বাবলু বলল, "কিন্তু দিদি, আপনি যে তখন বললেন আপনার বাবা পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন?"

"ঠিকই। হীরালাল নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিশ্বাসঘাতকতা করে পুলিশকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছে। পুলিশের সঙ্গে ওর একটা গোপন আঁতাত ছিল, এখনও আছে।"

"তারপর?"

"হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমার বাবার মৃত্যুর পর আমাদের পরিবারের অস্তিত্ব যখন বিপন্ন, সেই সময় গোয়ালিয়রের হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করাও বন্ধ হল আমার। ওই দুর্বৃত্ত হীরালালের পোষা গুন্ডারা আমার পেছনে শনির মতন লেগে রইল। একবার ওরা আমাকে প্রকাশ্যে আক্রমণ করলে অজিত সিং-ই আমার

মানমর্যাদা রক্ষা করে। তখন আমি ওর আসল পরিচয় পাইনি। যখন পেলাম, তখন আমি ওর স্ত্রী। যাই হোক, আমার স্বামী খুনি আসামি হলেও আমার প্রতি কর্তব্যপালনে কখনও অবহেলা করেনি। আমার স্বামীও চম্বলের বেহড়ে আত্মগোপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু ওর সে-পথেও ছিল হীরালাল মস্ত এক বাধা। তাই মনে মনে হীরালালকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেওয়ার শপথও নিয়েছিল সে। কিন্তু লোভের বশবর্তী হয়ে একবার ওর লুণ্ঠিত সম্পত্তি লুট করতে গিয়ে দলের কয়েকজনকে বিপদে ফেলে ফেরার হয় ও। হীরালাল তখন থেকেই আমাদের মা-ছেলের ক্ষতি করবার জন্য উঠেপড়ে লাগে। ইতিমধ্যেই চম্বলের উপত্যকা আবার নতুন আতঙ্কে জেগে ওঠে। যেসব ডাকাত একদিন অস্ত্র ত্যাগ করে নিজেদের বৃত্তি ছেড়ে দিয়েছিল, তাদের অনেকেই আবার নানান কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে আসে। মেহের সিং ফিরে না এলেও তাঁর দলের লোকেরা ফিরে আসে। ভূপাল সিং আমার বাবার বন্ধু। তিনিও ফিরে আসেন। তাঁরা সবসময়েই আমার দিকে নজর রাখেন বলে হীরালাল এখনও আমাদের ক্ষতি করতে পারেনি। তবে আমার স্বামীকে সে রেহাই দিল না।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা দিদি, মেহের সিং আপনাকে প্রণাম জানালেন কেন? আপনি তো তাঁর মেয়ের বয়সি।"

সারদা হেসে বললেন, "মেহের সিং পরম ধার্মিক। সব মেয়েকেই উনি মাতৃজ্ঞানে প্রণাম জানান। তা ছাড়া বেশ কয়েকবার ওঁর জন্য আমি রক্ত দিয়েছি। তাই উনি আমাকে মেয়ে নয়, মা বলেই সম্বোধন করেন। উনিই আমাকে আমার বাপের বাড়ি মুরেনা থেকে নিয়ে এসে ভিন্দ-এ রেখেছেন। ভূপাল সিং এবং মেহের সিংয়ের শক্ত ঘাঁটি হল ভিন্দ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল সব।

ডোরা বলল,"কিন্তু এই মুহূর্তে যে আপনি হীরালালের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে এগিয়ে এলেন, এতে আপনি সফল হবেন?"

"নিশ্চয়ই হব। আমরা খবর পেয়েছি ও এখন চম্বলের উপত্যকায় আগ্রার কাছাকাছি আছে। ওর দলের দু'জন লোকও এসে হাত মিলিয়েছে আমাদের সঙ্গে। তারাই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।"

বাবলু বলল, "কখন যাবে?"

"হয়তো আর-একটু পরেই।"

"তবে তো আপনার পরাজয় সুনিশ্চিত।"

সারদা বললেন, "কেন? কী কারণে?"

"আমার মনে হচ্ছে ওটা একটা ফাঁদ। হাত মেলানোর অছিলায় ওরা কৌশলে আপনাদের ডেকে নিয়ে যাবে ওদের এলাকায়। তারপর সবাইকে শেষ করবে ওরা।"

"তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি। কিন্তু ওই লোক দু'জনের পেছনেও দু'জন দুর্ধর্ষ লোককে আমরা লাগিয়ে রেখেছি।"

"তাতে কী? হীরালাল তো ওদের মরবার জন্যই পাঠিয়েছে। ওরা হয়তো সে-কথা জানে না। ওরা যখন কৌশলে ওদের ডেরায় আপনাদের নিয়ে যাবে তখন সংঘর্ষ বাধলেই আপনারা ওই দু'জনকে বধ করবেন। তাতে লাভ হবে হীরালালেরই। সে দু'জন লোকের জীবনের বিনিময়ে তার অনেক শত্রুকে শেষ করতে পারবে।"

সারদা কিছুক্ষণ নীরব থেকে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে বললেন, "তা হলে?"

বাবলু বলল, "তা হলে আর কী? বিপদ এখন দরজার সামনে। তাই খুব সতর্কতার সঙ্গে কাজ করবে হবে আমাদের।"

"আমাদের মানে? চম্বলের ডাকাতদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মাথা গলাতে গিয়ে মরবে নাকি? রাইফেল, স্টেনগান আর ডিনামাইটের সামনে তোপে উড়ে যাবে তোমরা।"

বাবলু বলল, "দিদি বলে যখন ডেকেছি আপনাকে, তখন একসঙ্গেই মরব না হয়!"

সারদা বললেন, "জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করতে নেই ভাই। মৃত্যু যেখানে অবধারিত, সেখানে অযথা বাজি রাখতে যাওয়া বোকামি ছাড়া আর কী?"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। এই ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। এখন আপনি আমাদের দুটো প্রশ্নের জবাব দিন। এক, যে-গুপ্তধনের লালসায় সবাই পাগল, সেই গুপ্তধনের ব্যাপারে আপনি কী বলেন? আর ডোরার বাবা-মা যে-বাড়িতে খুন হয়েছিলেন সেই বাড়িটা আজও আছে কিনা?"

সারদা বললেন, "তোমার শেষের প্রশ্নের উত্তরটাই আগে দিই। ডোরাদের সেই বাড়ি আজও আছে।

ভাঙাচোরা পরিত্যক্ত অবস্থায়। ওই ঘটনার পর ও-বাড়িতে কেউ আর থাকতে চায়নি। বাড়ির মালিকও মারা গেছেন অনেকদিন। বাড়িটা হচ্ছে মহলগাঁওতে, পাহাড়ের কোলে।”

ডোরা আশান্বিত হয়ে বলল, “গেলে দেখতে পাব?”

“না পাওয়ার কী আছে? তোমাদের সেই বাড়ির পাশেই দেখবে ছোট্ট একটি জৈন মন্দিরও হয়েছে সম্প্রতি।”

বাবলু বলল, “আর এই গুপ্তধন?”

“গুপ্তধন ছিল। এখনও আছে। কিন্তু তা সকলেরই নজরের বাইরে। গোয়ালিয়র থেকে বেশ কিছু দূরে সোনাগির নামে একটা পাহাড় আছে। বহু প্রাচীনকাল থেকে রাজা, মহারাজা এবং অন্যান্য বিত্তবান মানুষ ওই পাহাড়ে স্বর্ণদান একটি পবিত্র কর্ম বলে মনে করতেন। আর সেই অন্ধ বিশ্বাসের ফলে ওই পাহাড়ের বিভিন্ন অংশে মন-মন সোনা সঞ্চিত হয়েছে। মুঘল যুগেও সেই রত্নভাণ্ডার দুর্ভেদ্য দুর্গে লুকনো ছিল। পরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কঠোর করবার জন্য বেশ কিছু জৈন মন্দিরও প্রাচীন মন্দিরগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্মাণ করা হয়েছে। এই সোনাগির জৈন ধর্মাবলম্বীদের এক পবিত্র তীর্থস্থান। ফলে জায়গাটি আজও সুরক্ষিত। প্রাচীন কিছু নকশায় এই পর্বতের গুপ্তধনের মূল কেন্দ্রটি চিহ্নিত করা হলেও সেখানে এখন শোভা পাচ্ছে সুবিশাল এক জৈন মন্দির। অতএব এর তলে-তলে সুড়ঙ্গপথে ওই মন্দিরের তলদেশে পৌঁছতে না পারলে সেই ধনরাশি উদ্ধার করা কোনওমতেই সম্ভব নয়।”

বাবলু বলল, “এটাই কি সঠিক খবর?”

“হ্যাঁ। মেহের সিং আর ভূপাল সিং দু'জনেই বলেছেন এই কথা। ওই গুপ্তধন উদ্ধার করা যদি এতই সহজ হত তা হলে কবেই লুট হয়ে যেত সব।”

“আপনার স্বামী অজিত সিং কিন্তু ওই গুপ্তধন উদ্ধারের স্বপ্ন দেখেছিলেন।”

“জানি। ওর মন থেকে ওই লালসাকে অনেক বুঝিয়েও নামাতে পারিনি আমি। যেমন আজও ওই গুপ্তধনের লোভে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হীরালাল।”

পাণ্ডব গোয়েন্দারা যখন সারদার সঙ্গে এইসব নিয়ে আলোচনা করছে ঠিক তখনই পরপর দুটি বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল চম্বলের উপত্যকা। ধসে পড়ল বেহড়ের কিছু উইটিবির মতো অংশ। ধোঁয়া আর ধুলোয় ভরে গেল চারদিক। সেইসঙ্গে আর্তনাদ আর হাহাকার।

কী হল! ব্যাপারটা কী? কে দেবে উত্তর? বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই বেহড়ের এক উচ্চস্থান থেকে কে যেন লাফিয়ে পড়ল সকলের মাঝখানে। তারপরই বাঘের বিক্রমে সারদাকে উঠিয়ে নিয়ে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল।

সারদা চিৎকার করতে লাগলেন। সেই চিৎকারকে ছাপিয়ে পঞ্চুর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর যেন চরমে উঠল। সেইসঙ্গে একাধিক ঘোড়ার খুরের শব্দ। শব্দের তরঙ্গ এবং পঞ্চুর কণ্ঠস্বর একসময় বহুদূর মিলিয়ে গেল। সমস্ত আবহাওয়াটা থমথম করতে লাগল তখন।

ঘোর যখন কাটল, ধোঁয়ার ভাবটা তখনও কাটেনি।

বাবলু বলল, “আমরা সবাই ঠিক আছি তো? চোখ এমন জ্বালা করছে যে, ভাল করে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সবাই সাড়া দে।”

চায়না বলল, “আমি আছি। কিন্তু ডোরা নেই।”

বাচ্চু বলল, “বিচ্ছু নেই। আমি আছি।”

বিলু বলল, “ভোম্বল নেই।”

বুক যেন কেঁপে উঠল। এই হতাহতের ভিড়ে ওদের সেরকম কিছু হয়ে যায়নি তো? মনে হয়, না। কেন না ওরা ছিল ডাকাতদলের মূল ঘাঁটি থেকে কিছুটা দূরে। তাই অনুমান করা যেতে পারে আততায়ীরা সারদার সঙ্গে ওদেরও উঠিয়ে নিয়ে গেছে। কী অসম্ভব দ্রুত এবং নিপুণ কাজ ওদের। এই না হলে চম্বল!

বাচ্চু বলল, “পঞ্চুও তো নেই।”

বাবলু বলল, “পঞ্চু নিশ্চয়ই ওদের পিছু নিয়েছে।”

ওরা তখন বিস্ফোরণের মূল কেন্দ্রটি দেখবার জন্য পায়ে পায়ে ভূপাল সিংয়ের দরবারে গেল। ভূপাল সিং অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন। তাঁর দুই সঙ্গী নিহত হয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই। এ ছাড়াও কয়েকজনের অবস্থা খুবই শোচনীয়। কয়েকজন ডাকাত তাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করছে। বাকি যারা ছিল তারা রীতিমতো তৈরি হয়ে চলল এই হত্যার বদলা নিতে।

বাবলুরা যে কী করবে, কিছু ভেবে না পেয়ে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। এই অপ্রত্যাশিত মর্মান্তিক ঘটনায় হতবাক সকলেই। সর্দার ভূপাল সিং যেন বোবা হয়ে গেছেন।

সেখান থেকে সরে এসে বাবলু বলল, "এইভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে না থেকে একটা কিছু তো করতে হবে আমাদের। কীভাবে কী করা যায় বল দেখি?"

বিলু বলল, "তুই-ই বল। আমার তো মাথায় কিছু আসছে না। এই দুর্ভেদ্য দিশাহীন বেহড়ে ওদের খোঁজে কোথায় যাব? পথঘাট কিছুই তো চিনি না।"

বাচ্চু বলল, "তবু চেষ্টা তো করতে হবে।"

চায়না বলল, "সবচেয়ে আশ্চর্য, ওরা এসে পটাপট তুলে নিল ওদের, অথচ কেউ একটু বাধাও দিল না?"

বাবলু বলল, "আসলে আর ডি এক্স জাতীয় কিছু দিয়ে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। নেহাত চারদিকে মাটি আর পাথর, তাই বেঁচে গেছে অনেকেই। অথবা মশলাগুলো তেমন জোরদার ছিল না। আর ওদের লোকেরা অনেকক্ষণ ধরে ওত পেতে ছিল বলেই এত সহজে তুলে নিতে পেরেছে কয়েকজনকে। তবে প্রাথমিক ঘোরটা কেটে যাওয়ার পরে যে-কোনও বড় ধরনের বাধার মুখোমুখি হয়নি ওরা তাই-বা কে বলতে পারে?"

বাচ্চু বলল, "তা হলে আর দেরি না করে ওদের সন্ধানে এখনই আমাদের যাওয়া উচিত। মনে হয় ওরা এই অবস্থায় বেশিদূর যেতে পারবে না।"

চায়না বলল, "কিন্তু বাধা কি ওরা দেবে? বাধা দিলেই তো খুন হবে।"

বাবলু বলল, "তাও ঠিক। তবু একটু এগিয়েই দেখা যাক।"

ওরা ঘাঁটি থেকে একটা মশাল নিয়ে এক-পা এক-পা করে এগোতে লাগল। কী দারুণ টানটান উত্তেজনা। উঁচু নিচু পথ আর ঘন অন্ধকার ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না ওদের।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। কেমন যেন একটা গোঙানির শব্দ কানে এল ওদের।

চায়না বলল, "মনে হচ্ছে ডোরার গলা।" বলেই হাঁক দিল, "ডো-রা-আ। তুমি কোথায়?"

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর এল, "আই অ্যাম হিয়ার। প্লিজ হেল্প মি চায়না, প্লিজ।"

বাবলু বলল, "কোথায় তুমি?"

"গেট ডাউন। গেট ডাউন।"

ওরা ঝুঁকে পড়ে দেখল বেশ খানিকটা নীচে একটা কাশবনের ধারে বেহড়ের খাঁজে ঠেস দিয়ে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে বসে আছে ডোরা। ওর ওপর টর্চের আলো পড়তেই দেখল কপাল কেটে রক্ত ঝরছে ওর। সেই রক্তে মুখ আর বুক ভেসে গেছে। তাই না দেখে খুব সাবধানে ধীরে ধীরে সবাই নেমে এল ওর কাছে।

বাবলু বলল, "তুমি এখানে কী করছ? ভোম্বল, বিচ্ছু ওরা কোথায়?"

ডোরা ক্লান্তভাবেই এক হাতে রক্ত মুছে বলল, "বলছি, বলছি, সব বলছি। আগে একটু জল খাওয়াও আমাকে। প্লিজ গিভ মি সাম ড্রিঙ্কিং ওয়াটার।"

বাবলু বলল, "এখানে জল কোথায় পাব?"

"আই ডোন্ট নো। আই অ্যাম ভেরি থ্রাস্টি।"

চায়না আর বাচ্চু তখন ওদেরই পোশাক দিয়ে ডোরার রক্ত পরিষ্কার করতে লাগল। আর বাবলু স্থাণুর মতন দাঁড়িয়ে রইল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। এই রুক্ষ প্রান্তরে ডোরার তৃষ্ণার জল কোথায়?

জল থাক বা না-থাক, বিলু-বাবলু দু'জনেই অনুসন্ধানের ত্রুটি রাখল না। টর্চের আলোয় চারদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ এক জায়গায় চোখে পড়ল এক ডাকাত গুরুতর আহত হয়ে ছটফট করছে। তার পিঠে গুলির দাগ। কে করল গুলি?

লোকটার তখন প্রায় শেষ অবস্থা।

বাবলু-বিলু দু'জনেই ছুটে গেল তার কাছে। গিয়ে বলল, "এ ভাই, ইধার পানি কাঁহা মিলেগা?"

লোকটিও নিশ্চয়ই তৃষ্ণার্ত ছিল। তাই জলের নামে ব্যাকুল হয়ে উঠল। বোধ হয় বুকে হেঁটেই জলের খোঁজে যাচ্ছিল সে। বাবলু-বিলুর কথা শুনে ইঙ্গিতে দূরের দিকে দেখিয়ে দিল। তারপর তাকেও নিয়ে যেতে বলল সেখানে।

বাবলু, বিলু দু'জনে দু'দিক থেকে ধরল তাকে। কী বিশাল শরীর! এই নিয়ে কি টাল সামলানো যায়! তবু নিয়ে চলল। খানিক নীচের দিকে নামার পরই দেখল হলুদ বালির বুক চিরে এক বেগবান নদ বয়ে চলেছে।

এই তা হলে চম্বল? বাবলু বিলু ওদের চোখে-মুখে জল দিল। ডাকাতটাও অতি কষ্টে দু' হাতের অঞ্জলি ভরে জল খেল। তারপরই তার প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল চম্বলের বুকে।

বাবলু-বিলু দু' হাতের অঞ্জলিতে জল নিয়ে ডোরার কাছে এসে ওর চোখে-মুখে দিল। ডোরা একটু সুস্থ হলে ওকেও নিয়ে এল নদীর ধারে। নদীর জল আকণ্ঠ পান করল ডোরা। কপালের ক্ষতস্থান ধুয়ে পরিষ্কার করল।

বাবলু বলল, "কী থেকে কী হল এবার বলো তো শুনি?"

ডোরা বলল, "নতুন কথা কিছুই তো বলবার নেই। একই সঙ্গে ছিলাম সব হঠাৎ কী থেকে কী হয়ে গেল! একজন ডাকাত হঠাৎ এসে তুলে নিল আমাকে। আর কাকে নিয়েছে না-নিয়েছে কিছুই আমি জানি না। আমি যখন ওকে বাধা দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছি ঠিক সেই সময় ওই লোকটাকে পেছন থেকে কে যেন গুলি করল। বোধ হয় ভূপাল সিংয়ের লোকেরা। লোকটা তখন আমাকে নিয়েই পড়ে গেল ঘোড়ার পিঠ থেকে। ঘোড়াটা পালাল। মাঝখান থেকে কপাল ফাটল আমার।"

বাবলু বলল, "ওরা সারদা বহিনকে নিয়ে গেছে। সেইসঙ্গে ভোম্বল আর বিচ্ছুকেও।"

চায়না বলল, "ওইসঙ্গে পঞ্চুও নিখোঁজ।"

ডোরা বলল, "সে কী! পঞ্চু নেই? ওরা ওকে মেরে ফেলেনি তো?"

বাবলু বলল, "পাণ্ডব গোয়েন্দার পঞ্চু অপঘাতে মরবে না।"

বাবলুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটি টিলার ওপর থেকে ভেসে এল, "ভৌ-ভো-উ-উ-উ।"

সকলে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, "ওই—ও-ই তো পঞ্চু।"

বাবলু হেঁকে বলল, "পঞ্চু! আমরা এখানে।"

আর পঞ্চুকে পায় কে? ও অসম্ভব দ্রুতগতিতে ছুটে এল ওদের কাছে। তারপর দারুণ উত্তেজনায় কুঁই-কুঁই করে ওর সঙ্গে সকলকে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানাল।

বাবলুরা ডোরাকে সঙ্গে নিয়েই ধীরে ধীরে পঞ্চুর নির্দেশিত পথে এগিয়ে চলল। হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। দেখল বেহড়ের দুর্ভেদ্যতা যেখানে শেষ হচ্ছে, ঠিক সেখানেই এক বনময় প্রান্তরে পাঁচজন সশস্ত্র ডাকাত আসন্ন যুদ্ধের মোকাবিলার জন্য তৈরি হয়ে বেহড়ের দিকে বন্দুক তাগ করে মারমুখি মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। তাই না দেখেই তো গা-ঢাকা দিল ওরা।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার বল তো?"

বাবলু বলল, "আমার মনে হয় শত্রুপক্ষের কিছু লোক ছদ্মবেশে ঢুকেছিল ভূপাল সিংয়ের দলে। তারাই সব কিছু ধ্বংস করে এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছে।"

বাচ্চু বলল, "কিন্তু যারা এদের বদলা নেবে বলে ধেয়ে এল, তারা কোথায় গেল?"

"হয়তো তারাই এরা। অথবা এমন হতে পারে, তারা অন্য পথে গেছে।"

বিলু বলল, "এখন এদের হাত থেকে বাঁচার উপায়?"

বাবলু বলল, "উপায় একটা খুঁজে বের করতেই হবে। ওদের ঘায়েল করতে না পারলে বিচ্ছু, ভোম্বল আর সারদা বহিনকে কিছুতেই উদ্ধার করা যাবে না।"

ডোরা বলল, "শোনো বাবলু, আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। আমি এখনই এই বেহড়ের মধ্যে নাচগান আরম্ভ করি। তোমরা সবাই উল্লাস করে আমাকে উৎসাহ দাও। তুমি একটা সুবিধেমতো জায়গায় লুকিয়ে থেকে নজর রাখো ওদের দিকে। আমাদের এইসব হইহুল্লোড় কানে গেলেই ছুটে আসবে ওরা। তুমি তখন ওদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে তোমার পিস্তলের খেলাটা দেখিয়ে দেবে, কেমন?"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। তাই হোক তা হলে। ঝুঁকিটা খুব বেশিরকমের নেওয়া হয়ে যাচ্ছে যদিও, তবুও এ ছাড়া উপায় নেই। নাউ রেডি অ্যান্ড স্টার্ট।"

ডোরা মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে তার অনবদ্য নৃত্যের ভঙ্গিমায় শুরু করল নাচ আর গান। চায়না, বিলু আর বাচ্চু ওর নাচগানের তালে তাল মিলিয়ে তাল দিতে লাগল। সেইসঙ্গে ফেটে পড়ল অদম্য উল্লাসে।

যা ভাবা, ঠিক তাই। ওদের সেই নৃত্যগীত কানে যেতেই ডাকাতগুলো ধেয়ে এল ওদের দিকে। খুব কাছাকাছি আসতেই বাবলু একটার কপাল লক্ষ করে ট্রিগার টিপল। দারুণ একটা আতনাদ করে লুটিয়ে পড়ল ডাকাতটা। বাকি চারজন বেহড়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছে তখন। যেই না ঢোকা, অমনই শুরু হল তাদের ওপর বড় বড় পাথরের বৃষ্টি। এর ওপরে ছিল পঞ্চুর আক্রমণ। সে এমনভাবে তাদের কামড়াতে লাগল যে, বন্দুক ধরবার ক্ষমতাও রইল না কারও।

নিমেষের মধ্যে ধরাশায়ী হল সকলে। চায়না, ডোরা, বাচ্চু আর বিলু ওদের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিল। নিয়ে সেগুলো এমনভাবে তাগ করল ওদের দিকে যে, মেরেই ফেলে বুঝি! প্রাণভয়ে ভীত ডাকাতগুলো কাঁপতে লাগল থরথর করে।

বাবলু গম্ভীর হলায় বলল, "তুমহারা লিডার কৌন? কাঁহা লে গয়ে সারদাবহিন কো? হমারা দোস্ত কিধার হ্যায়?"

ওরা অতিকষ্টে বলল, "হাম সব হীরালালকা আদমি। বদলা লেনে আয়া থা।"

"ঠিক হ্যায়। আভি হাত উঠাও। চলো হমারা সাথ।"

"কাঁহা?"

"সর্দার ভূপাল সিং কা পাশ।"

ওরা সভয়ে আর্তনাদ করে উঠল, "নেহি। নেহি যাউঙ্গা।"

বাবলু পিস্তলের নল দিয়ে একজনের কপালে এমন একটা ঘা দিল যে আর না করল না কেউ। সবাই সুড়সুড় করে চলা শুরু করতেই বাবলু ধমক দিয়ে বলল, "হাত উঠাকে চলো। জলদি করো।"

ডাকাতরা শুনতে বাধ্য হল ওর কথা। ওরা এক-পা এক-পা করে এগিয়ে চলল ভূপাল সিংয়ের ডেরার দিকে।

সর্দার ভূপাল সিং নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারলেন না যেন। এদের হাতে বন্দুক দেখে এবং ধৃতদের অবস্থা দেখে ব্যাপারটা কী তা বুঝে নিলেন। সঙ্গীদের বিয়োগ বেদনায় এতক্ষণ শোকাচ্ছন্ন ছিলেন তিনি। এবার যেন অসুরের বল ফিরে পেলেন।

সর্দারের নির্দেশে দলের অন্যান্য লোকেরা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল ধৃতদের। সর্দার আবেগের উচ্ছ্বাসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন বাবলুকে।

বাবলু ভূপাল সিংকে বলল, "আপনার দুশমনদের তুলে দিলুম আপনার হাতে। এবার আমরা যাই?"

"কাঁহা যাওগে তুম?"

"আমাদের দু'জন যে ওদের হাতে বন্দি আছে! আর আছেন সারদা বহিন।"

ভূপাল সিং বললেন, "লেকিন...।"

"ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এই কুকুরটাই পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের। কাজেই কোনও দুশ্চিন্তা নেই। তা ছাড়া এ আমাদের বডিগার্ড।"

ভূপাল সিং আর না করলেন না।

বাবলুরা একটুও দেরি না করে পঞ্চুর সঙ্গে চলল ভোম্বল, বিচ্ছু ও সারদা বহিনের খোঁজে। ফেলে আসা পথের ওপর দিয়ে আবার নতুন উদ্যমে যাত্রা শুরু করে বেহড়ের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছল একসময়। তারপর পঞ্চুর পিছু পিছু সেই বনময় প্রান্তরে এসেই দেখল সামনেই একটি টিলা পাহাড়। তারই কোলে একটি পরিত্যক্ত ভাঙা প্রাসাদের সামনে মশাল জ্বেলে কয়েকজন দস্যু ঘোরাফেরা করছে। ওরা অতি সন্তর্পণে ওদের নজর এড়িয়ে এক-একজনে এক-একটি গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াল। সেখানে দাঁড়িয়ে যা ওরা দেখল তাতে ভয়ে বুক কেঁপে উঠল ওদের।

ওরা দেখল সেই ভাঙা প্রাসাদের স্তম্ভের সঙ্গে সারদা বহিন, ভোম্বল ও বিচ্ছু শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে। ওদের সারা শরীরে অত্যাচারের চিহ্ন। মনে হয় চাবুক কিংবা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে চাবকেছে ওদের। ভীষণদর্শন একজন দস্যু হাতে একটি পেট্রলের টিন নিয়ে ওদের চারপাশে বৃত্তাকারে পেট্রল ছড়াচ্ছে। মতলবটা যে বেজায় খারাপ, তা বোঝাই যাচ্ছে। উঃ, কী ভয়ানক নিষ্ঠুরতা! একেবারে পুড়িয়ে না মেরে আগুনের উত্তাপে ঝলসে মারবার পরিকল্পনা এটা।

এই হিংস্রতা দেখলে কারই-বা মেজাজ ঠিক থাকে? অথচ এই মুহূর্তে আগুন জ্বলে ওঠার আগে ওদের উদ্ধার করতে না পারলে সমূহ বিপদ। ওই অমানুষটা যে হীরালাল, তাতে সন্দেহ নেই। বাবলুর হাতে পিস্তল। কিন্তু দলে ওরা এতজন যে, হীরালালের বুকে গুলি লাগলে ওরা প্রথমেই বধ করবে ভোম্বল, বিচ্ছু আর সারদা বহিনকে। তারও পরে ওরা তো আছে। একা পঞ্চু ও বাবলুর পিস্তল ক'টাকে ঠেকাবে ওদের?

এমন সময় সব সমস্যার সমাধান বুদ্ধিমান পঞ্চুই করে দিল। কাউকে কোনও কিছু ভেবে দেখবার অবকাশ না দিয়েই 'অ্যাঁ-উ-উ-উ' করে বিকট একটা ডাক ছেড়ে নেকড়ের গতিতে হীরালালের দু' পায়ের ফাঁক দিয়ে এমনভাবে ছুটে গেল যে, পেট্রলের টিনসুদ্ধু মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে বড় একটা পাথরের ওপর। পাথরের খাঁজ কপালে লেগে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল। তার ওপর সারা গা পেট্রলে

মাখামাখি হয়ে সে কী কাণ্ড! সেই অবস্থাতেই হীরালাল চিৎকার করতে লাগল, "মারো, মারো, মার ডালো। চালাও গোলি।"

দস্যুদের বন্দুকের গুলি ছুটল, দ্রুম-দ্রাম-দ্রুম।

কিন্তু পঞ্চুর হবেটা কী? দূরের একটা জঙ্গলে ঢুকে তারস্বরে চিৎকার করে আহ্বান জানাতে লাগল ওদের। ক্রুদ্ধ দস্যুরা পঞ্চুর মোকাবিলা করতে আসল জায়গা থেকে সরে এল অনেক দূরে।

আহত হীরালাল তখন কপাল চেপে ধরে সবে উঠে বসেছে, এমন সময় নোড়ার মতো ডোরার ছোড়া একটা বড়সড় পাথর ওর মাথায় গিয়ে পড়তেই আবার গাঁক করে উঠল সে। দু' হাতে মাথা ঢেকে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

বাবলু, বিলু আর বাচ্চু ততক্ষণে মুক্ত করেছে ওদের তিনজনকে।

ছাড়া পেয়েই ভোম্বল ঝাঁপিয়ে পড়ল হীরালালের ওপর। তারপরে চুলের মুঠি ধরে সেই পাথরে ঢিপ-ঢিপ করে ঠুকে দিতে লাগল ওর মাথাটা।

ওদিকে পঞ্চু অন্য ডাকাতগুলোকে অন্ধকার জঙ্গলে আঁচড়ে-কামড়ে এমন ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে যে, ওরা নিজেদের গায়ে গুলি লেগে যাওয়ার ভয়ে কেউ আর বন্দুকবাজি করতে সাহস করল না।

ভোম্বল যখন চরম প্রতিশোধ নিচ্ছে হীরালালের, সেই সময় সারদা গিয়ে বললেন, "এবার ওকে ছাড়ো।"

ভোম্বল বলল, "এই কথা আপনি বলছেন? ওর একটু আগের অত্যাচারের কথা কি ভুলে গেলেন এর মধ্যে? এই দেখুন, পেট্রলের গন্ধে টেকা যাচ্ছে না। আমাদের দগ্ধে মারবার কেমন চমৎকার পরিকল্পনা করেছিল।"

সরদা বললেন, "কিছুই ভুলিনি ভাই। তাই ওর মরণ আমার হাতেই হওয়া উচিত। আমার শত্রুর শেষ আমাকেই করতে দাও।"

ভীতসন্ত্রস্ত হীরালাল তখন প্রাণভয়ে কাঁপছে। এই অবস্থায় সে যে কী করবে, কিছু ভেবে পেল না। তার এখন পালাবারও শক্তি নেই। তাই হাঁটুগেড়ে বসে মহিষাসুরের মতো দু' হাত জোড় করে সারদার প্রশস্তি করতে লাগল। কখনও মা বলে সম্বোধন করল, কখনও বহিনজি।

কিন্তু সারদা? ঠিক যেন রুদ্রচণ্ডী দেবী দুর্গা। অসুর নিধনে নেমেছেন। হীরালালের বুকে ওরই ফেলে রাখা বন্দুকের নলটা ঠেকিয়ে রেখে ক্রোধে কাঁপতে লাগলেন।

হীরালাল বলল, "মুঝে মাফ করো দেবীজি। ম্যায় বহুৎ পাপী হুঁ।"

সারদা বললেন, "দেবীজি? কৌন দেবী?"

"চম্বল কি সারদামাতা। সারদা দেবী। মাতাজি, বহিনজি।"

সারদা উচ্চহাস্য করে বললেন, "নেহি। ম্যায় হুঁ তেরা মৌত। বোল অম্বা ভবানী কী...।"

হীরালাল কিছু বলার আগেই ট্রিগার টিপলেন সারদা। হীরালাল আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল সেখানে। তারপর মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল।

রুদ্রচণ্ডী সারদা বললেন, "আগ লাগা দো।"

ভূপাল সিংয়ের অন্যান্য লোকজনও এসে পড়েছিল ততক্ষণে। তাদেরই একজন এগিয়ে এসে মশালের আগুন ধরিয়ে দিল সেই ছড়ানো পেট্রলে। লেলিহান অগ্নিশিখা দাউদাউ করে জ্বলে উঠতেই ওরা সরে এল সেখান থেকে।

দুষ্টের দমন হলে একটু একটু করে প্রকৃতিস্থ হলেন সারদা। তারপর সবাইকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে পাশের একটু ঢালু পথ বেয়ে এগিয়ে চললেন অন্ধকার ভেদ করে। খানিক আসার পরই চম্বলকন্যা এসে নামলেন বেগবান চম্বলে। প্রথমে দু' হাতে জল ছিটিয়ে দিলেন সকলের গায়ে। তারপর নিজে কোমরজলে নেমে পরপর কয়েকটি ডুব দিয়ে সেই ভিজে পোশাকেই উঠে এলেন। মশালের আলোয় তাঁকে এই অন্ধকারে কেমন যেন রোমহর্ষক মনে হল।

সারদা একবার তাকিয়ে দেখলেন সকলকে। তারপর সস্নেহে বাবলুর মাথায় হাত রেখে বললেন, "তোমরা এই মুহূর্তে এই জায়গা ছেড়ে চলে যাও। আর এই অভিশপ্ত বেহড়ে নয়। আমি এখনই তোমাদের গোয়ালিয়রে পাঠানের ব্যবস্থা করছি। কাল সকালের নতুন সূর্যোদয়ে ডোরা ওর জন্মভূমি দর্শন করুক। তোমরাও চম্বলের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলে ইতিহাসের নিদর্শন দেখে মন ভরাও। মা-ভবানীর কৃপায় অজেয় হও তোমরা।"

বাবলু বলল, "আপনার আশীর্বাদ আমরা মাথা পেতে নিলাম। গুপ্তধনের খোঁজে এসে যে অমূল্য ধন আমরা পেলাম, তা আমাদের সারাজীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে।"

সারদা বললেন, "অমূল্য ধন!"

"হ্যাঁ। এই চম্বল, এই বেহড়, এই অরণ্যানী এবং তাদের মাঝে এই সারদা-মা—এ ধন যে সোনাগিরেও নেই। মৃন্ময়ী দেবীর চিন্ময়ী রূপ এই প্রথম দেখলাম আমরা। চোখের সামনে এমন জীবন্ত প্রতিমা কে কোথায় দেখেছে?"

সারদা হাসলেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ডোরা ও চায়নার হাত ধরে সকলের সঙ্গে মশালের আলোয় পথ দেখে এগোতে লাগল। যেতে যেতে ডোরা বলল, "পঞ্চু কই? পঞ্চুকে তো দেখছি না?"

পঞ্চু সকলের পেছনে ছিল। সকলের চোখের আড়ালে সেও কখন চম্বলের স্রোতে গা ডুবিয়ে নিয়েছে। তাই ডোরার কথা কানে যেতেই ঝপপট করে একবার গা ঝেড়ে নিয়ে ওর স্বরে উত্তর দিল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

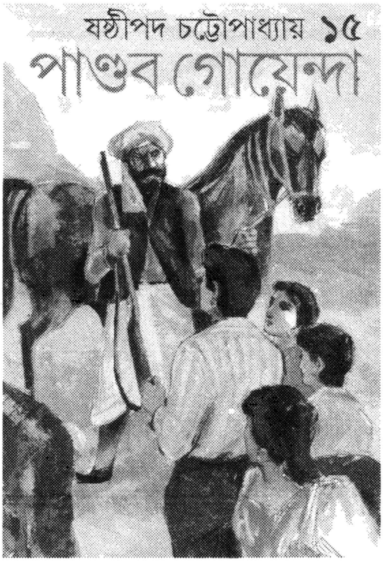

পাণ্ডব গোয়েন্দা ১৫

ষট্‌বিংশ অভিযান

ভাইজাগ। নামটার মধ্যেই কেমন যেন একটা রহস্য ও রোমাঞ্চ লুকিয়ে আছে। একটু যেন ভয়-ভয় ভাব। অথচ বিশাখাপত্তনমের মধ্যে আছে দিগন্তবিস্তৃত সুনীল জলরাশির হাতছানি। কিন্তু ভাইজাগ? বুকের ভেতরটা যেন ঢিপ করে ওঠে। কী গম্ভীর! হেমন্তের এই অলস দুপুরে বাবলু 'ওয়ালম্যাপ'টার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সেই কথাই ভাবছিল তাই।

এমন সময় বিলু এল। বাবলুর দিকে এক পলক তাকিয়েই অবাক বিস্ময়ে বলল, "কী ব্যাপার রে! হঠাৎ এমন ম্যাপ খুলে বসলি যে?"

বাবলু বিলুর দিকে তাকিয়ে দেখল বটে, কিন্তু কিছুই না বলে আরও গম্ভীর হয়ে আবার মানচিত্রে মনোনিবেশ করল।

বিলু বলল, "তুই কি ভূগোলের মাস্টারমশাই হয়ে গেলি? অমন করে দেখছিস কী?"

"ভাইজাগ।"

"তার মানে ওয়ালটেয়ার! বিশাখাপত্তনম?"

"ঠিক তাই।" বলে আরও গভীরভাবে মানচিত্রে মনোনিবেশ করে হঠাৎ বিশেষ একটি জায়গার ওপর আঙুল রেখে বলল, "এই হল কোট্টাভালসা। আর এই হচ্ছে গিয়ে সিমিলিগুডা। অর্থাৎ ভারতীয় ব্রডগেজ রেলপথের উচ্চতম স্টেশন। ৩২৬৮ ফুট।"

বিলু বলল, "তা তো বুঝলাম। কিন্তু ব্যাপারটা কী? রহস্যময় কিছু?"

বাবলু বলল, "পরে বলব। এই দ্যাখ, এই যে দেখছিস এই অঞ্চলটা, এই হচ্ছে অন্ধ্রের উটি। অর্থাৎ কিনা আরাকুভ্যালি। মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। এর কাছেই হচ্ছে সেই রহস্যময় গুহা।"

"রহস্যময় গুহা!"

"হ্যাঁ রহস্যময় গুহা। বোরাগুহালু বা বোররা কেভস।"

"তুই কিন্তু ওই গুহার চেয়েও রহস্যময় হয়ে যাচ্ছিস বাবলু। কী তুই বলতে চাইছিস স্পষ্ট করে বল। তুই কি দেশভ্রমণে যাবি? না গণ্ডগোল কিছু বেধেছে কোথাও?"

"ধর, দুটোই যদি হয়?" বলে মানচিত্রের কাছ থেকে সরে এসে সোফার ওপর দেহটা এলিয়ে দিয়ে বাবলু একদৃষ্টে চেয়ে রইল বিলুর মুখের দিকে।

বিলু হেসে বলল, "অত গম্ভীর হোস না বাবলু। হলটা কী তোর? এমন করে তাকিয়ে আছিস কেন? কিছু-না-কিছু বলবি তো?"

বাবলু বলল, "কী যে বলব আর কীভাবে বলব, কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।"

"তবু বলই না শুনি?"

"আজকের কাগজে পঞ্চম পৃষ্ঠায় চতুর্থ কলামের একটা সংবাদ কি চোখে পড়েছে তোর?"

"খবরের কাগজের ওইসব ছাইপাঁশ খবর পড়ে দেখার ধৈর্যও আমার নেই।"

"এটা কিন্তু পাণ্ডব গোয়েন্দার বিলুর উপযুক্ত কথা হল না! সভ্য দেশের কোনও সভ্য নাগরিক যদি আকাশবাণী ও দূরদর্শনের সংবাদকে অবহেলা করে, বা খবরের কাগজের পাতায় চোখ না বোলায়, তা হলে তার কালচার সম্পর্কে একটু সন্দেহ জাগে।"

বিলু বলল, "কথাটা ঠিক। তবে কিনা কাগজ আমি পড়ি, প্রথম পাতার খবরগুলোর ওপর একটু চোখ বুলিয়েই রেখে দিই।"

"অনেকেই তাই করে। তবু গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে সব দিকেই কড়া নজর রাখতে হয়।" বলে সেদিনের কাগজের মার্কিং করা একটা পৃষ্ঠা মেলে ধরল বিলুর সামনে।

বিলু দেখল একটি বিশেষ সংবাদের নীচে লাল কালি দিয়ে আন্ডারলাইন করা। ও জানে, বাবলুর একটা

খাতা আছে। তাতে খবরের কাগজের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাটিংও সেঁটে রেখেছে আঠা দিয়ে। এমনকী তার তলায় লিখেও রেখেছে কোন কাগজের কত তারিখের কাটিং সেটা। যাই হোক, বিলু সংবাদের প্রতি মনোনিবেশ করল। সংবাদে আছে, 'বিশাখাপত্তনমের বন্দর এলাকায় ফিশারি হারবারের কাছে বিচ রোডে গিরিজাশঙ্কর বসু নামে জনৈক ব্যবসায়ী পথ দুর্ঘটনায় নিহত হন। পুলিশের সন্দেহ এটি নিছক দুর্ঘটনা নয়, হত্যার উদ্দেশ্যেই অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এটি ঘটানো হয়েছে। এই ব্যাপারে ভিক্টর মরগ্যান নামে একজনকে গ্রেফতার করা হলে লোকটি পুলিশ হেফাজত থেকেই সবার চোখে ধুলো দিয়ে উধাও হয়ে যায়। এর ফলে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়। কেন না এই ভিক্টর মরগ্যান এমনই একজন কুখ্যাত সমাজবিরোধী, যাকে বেশ কিছুদিন আগে লসনস-বে অঞ্চলে অবৈধ কার্যকলাপের জন্য পুলিশ গ্রেফতার করে। পরে অবশ্য জামিনে ছাড়াও পায় লোকটি। লোকটিকে ডলফিন নোজ পয়েন্ট এবং বন্দর এলাকার বহু গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে নিয়মবহির্ভূতভাবে ঘোরাফেরা এবং ছবি তোলার অপরাধে পুলিশ দু'-একবার সতর্কও করে দেয়। পুলিশের সন্দেহ, লোকটি আন্তর্জাতিক কুচক্রের সঙ্গে জড়িত। মাদকদ্রব্যের চোরাচালানেও লোকটির সহযোগিতা আছে।'

বিলু বলল, "বুঝলাম! কিন্তু এই ব্যাপারে আমাদের করণীয় কী? এইরকম কত হচ্ছে, কত হবে।"

"ঠিক কথা। তবে কিনা এই গিরিজাশঙ্কর আমাদের বিশেষ পরিচিত। ইনি বেশ কয়েকবার আমাদের বাড়িতে এসেওছেন। এঁর মেয়ে দীপাদিকে বছর দুই আগে ভাইজাগ থেকেই কিডন্যাপ করা হয়েছিল। পরে অবশ্য আরাকুভ্যালির কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় তাঁকে।"

"এইবার মনে পড়েছে। দীপাদিকে যদিও দেখিনি, তবু তোর মুখে ঘটনার কথা শুনেছি।"

"তা হলেই বুঝতে পারছিস, বিষয়টা নিয়ে কেন আমি এত মাথা ঘামাচ্ছি?"

বিলু ঘাড় নাড়ল। বলল, "এই ব্যাপারে দীপাদি কি আমাদের সাহায্য চেয়েছেন?"

"এখনও চাননি। তবে চাইবেনই। আগে আকস্মিক বিপদের ঘোরটা কাটিয়ে উঠুন, তারপরে তো!"

বিলু বলল, "তুই কখন জানতে পারলি ব্যাপারটা? সকালে মর্নিং ওয়াকের সময় কিছু বলিসনি তো?"

"তখনও আমি জানতাম না। পরে দুপুরবেলা কাগজটা খুঁটিয়ে পড়তে গিয়েই চোখে পড়ল।"

"তোর মা কোথায়? পঞ্চু?"

"পঞ্চু ছাদে আছে। আর মা গেছেন বাচ্চু-বিচ্চুকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে।" বলেই হাঁক দিল বাবলু, "পঞ্চু!"

বাবলুর ডাকে ছাদ থেকে নেমে এসে একটা চেয়ারের ওপর বসে পড়ল পঞ্চু।

বিলু কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "আচ্ছা, এই গিরিজাশঙ্করই যে দীপাদির বাবা, এ-ব্যাপারে তুই সিওর?"

"অবশ্যই। ভাইজাগ থেকে কোরাপুট, জেপুর, এমনকী কিরণডুল পর্যন্ত ঘন-ঘন যাতায়াত ছিল ভদ্রলোকের। তা ছাড়া বুঝতে পারছিস না, একই জায়গায় দু'-দুটি ঘটনা ও দুর্ঘটনা কী গভীর চক্রান্তের প্রমাণ দিচ্ছে! দীপাদির কিডন্যাপ হওয়া এবং গিরিজাশঙ্করবাবুর রহস্যময় মৃত্যু, দুটোই কিন্তু একই সূত্রে গাঁথা। তা ছাড়া ওই ভিক্টর মরগ্যান লোকটিও অত্যন্ত কুখ্যাত। ওই অঞ্চলের সন্ত্রাস সে। এই ঘটনার পরে লোকটির গ্রেফতার হওয়া এবং তারপরই তার অন্তর্ধান অপরাধ জগতে আর-এক অশনি-সংকেত। এখন দীপাদির অবস্থাটা একবার ভেবে দ্যাখ। আমার মনে হয় নাউ সি ইজ ইন গ্রেট ডেঞ্জার।"

"তুই ঠিকই বলেছিস বাবলু। এর পরই ওরা হামলা চালাবে দীপাদির ওপর।"

"এবং সেটা আমরা কিছুতেই হতে দেব না। সেইজন্যই আমি ম্যাপ খুলে জায়গাটার প্রাকৃতিক অবস্থানগুলো বেশ ভাল করে বুঝে নিচ্ছিলাম। বাবার মুখে শুনেছি বোরাগুহার কাছে গভীর জঙ্গলে ওই ভিক্টর মরগ্যানের গোপন আস্তানা। সেটা আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে। সে যে কী ভীষণ জঙ্গল, তা কল্পনাও করতে পারবি না তুই! মোট বাহান্নটি টানেল আছে এই রেলপথে। শুধু শুঙ্গাভরাপুকোটা ও বোরাগুহার মধ্যেই আটত্রিশটি টানেল। তা হলেই বুঝে দ্যাখ, এর প্রাকৃতিক অবস্থানটা কেমন।"

ওরা যখন নিজেদের মধ্যে এইসব আলোচনা করছে সেই সময় বাইরে মোটরের হর্ন শোনা গেল।

বাবলু আড়চোখে একবার বিলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "দ্যাখ তো, কে? মনে হচ্ছে দীপাদি।"

বিলু দরজা খুলে বাইরে বেরোবার আগেই ভৌ-ভৌ করে ছুটে গেল পঞ্চু।

লাল রঙের একটি মারুতি গাড়ি থেকে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বিলু পঞ্চুকে আশ্বস্ত করলে ভদ্রলোক বললেন, "এটা কি পাণ্ডব গোয়েন্দাদের বাড়ি?"

"হ্যাঁ, কাকে চাই?"

"বাবলু আছে?"
"ভেতরে আসুন।"
ভদ্রলোক ভেতরে এলে বাবলু ভদ্রলোককে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই বলল, "ভবানীপুর থেকে হাওড়ার এই গলিতে ঠিকানা খুঁজে আসতে অসুবিধে হয়নি তো আপনার? কোথা দিয়ে এলেন, দ্বিতীয় হুগলি সেতু হয়ে নিশ্চয়ই?"
"আমি যে ভবানীপুর থেকে আসছি, তুমি কী করে জানলে?"
"আপনি না এলে আজ বিকেলে আমরাই হয়তো যেতাম আপনাদের ওখানে।"
ভদ্রলোক একটা চিঠি বের করে বাবলুর হাতে দিয়ে বললেন, "খুকুমা এই চিঠিটা তোমাদের দিয়েছেন।"
"আপনি দয়ালবাবু তো?"
"হ্যাঁ। তোমাকে এখনই একবার যেতে হবে আমার সঙ্গে।"
বাবলু বলল, "এখনই যাওয়া অসম্ভব! বাড়িতে কেউ নেই। মা না আসা পর্যন্ত...।"
"গাড়িতেই যাবে-আসবে।"
"সে তো বুঝলাম। কিন্তু গেলে তো আমি একা যাব না, আমরা সবাই যাব। ঘর দেখবে কে? বাড়ি একেবারে ফাঁকা রেখে কোথাও যাওয়া যায় না।" বলে চিঠিটা খুলে পড়তে লাগল বাবলু। চিঠিতে কয়েক ছত্রে যা লেখা ছিল তা হল এই: "স্নেহের বাবলু, আমার কথা তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই? আমার খুব বিপদ। একবার যদি এই অসহায় দিদিটির পাশে এসে দাঁড়াও, তা হলে খুব উপকার হয়। পারলে দয়ালকাকার সঙ্গে এখনই চলে এসো। আমার বাবা আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এটি দুর্ঘটনা নয়, খুন।"—ইতি দীপাদি।
বাবলু চিঠি পড়ে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর দয়ালবাবুকে বলল, "আপনি দীপাদিদের বাড়িতে কতদিন আছেন?"
"তা ধরো না কেন, বছর দুই হল। এক গাড়ি দুর্ঘটনায় ওদের ড্রাইভার জগদীশ মারা যাওয়ার পর থেকেই আমি আছি।"
"জগদীশদা কি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছিলেন?"
"হ্যাঁ, তখনই তো খুকুমাকে কিডন্যাপ করেছিল ওরা। তারপর ওখানকার বাড়ি বিক্রি করে পাকাপাকিভাবে চলে এল কলকাতায়।"
"এখন আপনিই ওঁদের ড্রাইভার?"
"শুধু তাই নয়, এখন আমি ওদের পরিবারেরও একজন বলতে পারো।"
বাবলু বলল, "আমরাও জানতাম না ব্যাপারটা। আজকেরই কাগজে সংবাদটা পড়ে আলোচনা করছিলাম। ওঁর ডেডবডির—।"
"সৎকার হয়ে গেছে। পরশুর ব্যাপার এটা। আজকের কাগজে বেরিয়েছে। আমরা তো আজই সকালের বিমানে এখানে এসেছি।"
"ও-বাড়ির ফোন নম্বরটা কত?"
দয়ালবাবু ফোন নম্বর দিলে বাবলু বলল, "আপনি যান। আমি দীপাদির সঙ্গে ফোনে কথা বলে নিচ্ছি।"
দয়ালবাবু চলে গেলেন।
আর সেই মুহূর্তে বাবলু ফোন ধরার আগেই সশব্দে বেজে উঠল টেলিফোনটা। বাবলু রিসিভার তুলে হ্যালো করতেই বাবার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "হ্যালো বাবলু! শোন, আমি আজই রাত্রে বাড়ি ফিরছি। ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার হয়ে গেছে। আজকের কাগজটা দেখেছিস?"
"গিরিজাবাবুর খুন হওয়ার ব্যাপারটা তো?"
"হ্যাঁ, এই ব্যাপারে দীপা হয়তো তোদের সাহায্য চাইতে পারে। আমি না যাওয়া পর্যন্ত তোরা যেন কোনওরকম ঝুঁকি নিস না। তার কারণ ওই ভিক্টর মরগ্যান নামে লোকটি অত্যন্ত ডেঞ্জারাস। আমার মুখে সব কথা শুনে তারপর যা হয় করবি।"
"কিন্তু বাবা...।"
"কোনও কিন্তু নয়, আমার যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।"
বাবলু ফোন রাখল।

বিলু কী যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বাচ্চু-বিচ্ছুকে নিয়ে মা এলেন। এসেই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী ব্যাপার! এমন থমথমে মুখ কেন? কিছু হয়নি তো?"

বাবলু বলল, "বাবা এইমাত্র ফোন করেছিলেন। আজ রাত্রেই উনি আসছেন।"

মা উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, "সে কী! হঠাৎ অসময়ে যে? শরীর খারাপ হয়নি তো?"

"না না, সে সব কিছু নয়। তবে গিরিজাশঙ্করবাবু একটি পথ দুর্ঘটনায় মারা গেছেন ভাইজাগে। মনে হচ্ছে খুন। দীপাদিও একটু আগে দয়ালকাকা নামে একজনকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু তুমি না থাকায় যেতে পারিনি।"

মা বললেন, "হায় কপাল! ঠাকুরবাড়ি থেকে পুজো দিয়ে এসে কী শুনছি? জয় মা ভবতারিণী, সবার মঙ্গল করো মা।"

বাবলু বলল, "তুমি মুখ-হাত ধুয়ে বিশ্রাম নাও। এই ব্যাপারে আমাদের হয়তো জড়িয়ে পড়তে হবে। তবে বাবা না আসা পর্যন্ত আমরা কিছুই করছি না।"

মা পাশের ঘরে চলে গেলেন।

বাচ্চু-বিচ্ছুর মুখে কথা নেই। ওরা চুপচাপ বসে পড়ল একপাশে।

বিলু বলল, "ভোম্বলকে তো একটা খবর দিতে হয় তা হলে?"

বাবলু বলল, "অবশ্যই।" বলেই তাকাল পঞ্চুর দিকে, "পঞ্চু!"

পঞ্চু বলল, "গোঁ-ও-ও-ঔ।" তারপরই উধাও।

কয়েকটি নীরব মুহূর্ত।

একটু পরেই পঞ্চুর সঙ্গে ঘরে ঢুকল ভোম্বল, "হঠাৎ এমন জরুরি তলব যে? ব্যাপারটা কী? কী হয়েছে বাবলু?"

বিলু বলল, "হয়নি। হতে চলেছে।"

"তার মানে?"

"ভাইজাগ।"

"ভাই-জাগ এখানে আসে কোত্থেকে? অবশ্য যদি আমাকে ভাই বলিস আর জেগে উঠতে বলিস, তা হলে আলাদা কথা। তবে আমরা তো জেগেই আছি। আবার নতুন করে জাগব কী?"

"ভাই-জাগ নয়, ভাইজাগ। অর্থাৎ ভিজেগাপটম বা বিশাখাপত্তনম।"

"ওরে বাবা! ও তো পোর্ট-এরিয়া। সেখানে আবার কোন রহস্য দানা বাঁধল?"

বাবলু বলল, "ধীরে বন্ধু, ধীরে। এসেছিস, একটু বোস। চা-টা খা। তারপর মিত্তিরদের বাগানে চল, সব বলছি।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "আমরা তা হলে বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসি?"

"বেশি দেরি করিস না কিন্তু...।"

"না না। যাব আর আসব।"

মা তখন মুখ-হাত ধুয়ে এসে বাবলু, বিলু আর ভোম্বলকে ঠাকুরের প্রসাদ দিলেন। একসময় পঞ্চু নিজের মনেই ডেকে উঠল একবার, "গোঁ-ও-ও-ঔ।"

মিত্তিরদের বাগানে নয়। আসর বসল বাচ্চু-বিচ্ছুদের ছাদে। তার কারণ ওদের মা আবার ওদের হাতে ঘরের দায়িত্ব দিয়ে কোথায় যেন গেছেন, পাশের বাড়ির বউদির সঙ্গে।

বাচ্চু ফোনে সেই কথাটা বাবলুকে জানাতেই ওরা সবাই চলল বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়ি।

ওদের ছাদটা এত বড় যে, সেখানে বসেও দিব্যি জটলা করা যায়। যদিও ওদের কাছে মিত্তিরদের বাগানের কোনও বিকল্প নেই, তবু এ জায়গাটাও মন্দ নয়। ওরা ছাদে উঠে সকলে গোল হয়ে বসলে মাঝখানে বসল পঞ্চু। বাচ্চু আর বিচ্ছু, দু'বোনে এক কেটলি গরম কফি আর নোনতা বিস্কুট কিছু নিয়ে এসে রাখল সেখানে।

বাবলু খেতে-খেতেই সব কথা খুলে বলল, সকলকে।

ভোম্বল বলল, "এখন তা হলে আমাদের উচিত সর্বাগ্রে দীপাদির সঙ্গে একটু পরামর্শ করা।"

বিলু বলল, "না না, পরামর্শ নয়। পরামর্শ কেন করব? দীপাদির কাছ থেকে এইটুকুই শুধু জানব, উনি এটাকে খুন বলে মনে করছেন কেন? আর খুনের মোটিভই বা কী?"

বিচ্ছু বলল, "শুধু উনি কেন? ওখানকার পুলিশও তো তাই অনুমান করছে। সেইজন্যই তো ভিক্টর মরগ্যানকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ।"

বাবলু বলল, "ঠিক। তাই জানতে হবে কেন উনি খুন হলেন? কীভাবে হলেন? শত্রুপক্ষের সঙ্গে ওঁর বিরোধের কারণটাই বা কী? তা ছাড়া যে জায়গার পাট ছেড়ে ওঁরা চলে এসেছেন সেই জায়গায় গিরিজাশঙ্করবাবু আবার কী কারণে এবং কেন গিয়েছিলেন? এ-সবই জিজ্ঞেস করব আমার বাবার সঙ্গে আলোচনার পর। বাবা কেন যে এত ভয় পেলেন, বা তিনি না আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে বললেন, তা কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না!"

বিলু বলল, "মনে হয় উনি ভিক্টরের ব্যাপারেই আতঙ্কিত।"

"হয়তো তাই।"

বাচ্চু বলল, "বাবা ছাড়া দীপাদির সংসারে আছেনটা কে?"

"কেউ না। মা মারা গেছেন সাত বছর আগে। এখন বাবাও গেলেন। দীপাদি এখন একা।"

"ওই দয়ালকাকা কি ওঁর পরিবারের কেউ?"

"জানি না। তবে মনে হয় খুব বিশ্বাসী।"

"ভবানীপুরের বাড়িটা নিশ্চয়ই নিজেদের?"

"অবশ্যই। কোটিপতি লোক ওঁরা। অগাধ সম্পত্তির মালিক।"

"আমরা কিন্তু দীপাদিকে দেখিওনি কখনও। তোমার মুখেই যা গল্প শুনেছি।"

"আমিও দেখেছি মাত্র দু'বার। একবার এক বিয়েবাড়িতে, আর-একবার উনি ওঁর বাবার সঙ্গে আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। আসলে ওঁর বাবা গিরিজাশঙ্করবাবু আমার বাবা দুর্গাপুরে যে কোম্পানিতে চাকরি করেন, সেই কোম্পানির একজন অংশীদার ছিলেন। ফলে বাবার সঙ্গে যোগাযোগ একটা ছিলই। সেই সূত্রেই আলাপ। উনি বেশ কয়েকবার ওঁর বাবার মারফত ওঁদের বাড়িতে যেতেও বলেছিলেন আমাকে, কিন্তু যাওয়া হয়নি।"

ভোম্বল বলল, "তা হঠাৎ করে এই দুঃসময়ে আমাদের কথাটাই বা মনে হল কেন ওঁর?"

"আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ওঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও আমরা তো কারও অপরিচিত নই।"

"আমাদের কাছ থেকে উনি কী ধরনের সাহায্য আশা করেন?"

"সেটা ওঁর সঙ্গে কথা না বলে তো জানা যাবে না। তবে এটা ঠিক, খুব শিগগির আমাদের একটা ভয়ংকর অভিযানের জন্য তৈরি হতে হবে। কেন না, গিরিজাবাবুর মৃত্যুতেই কিন্তু এই ঘটনার যবনিকা নয়। নাটক জমবে এখন দীপাদিকে নিয়ে। ওরা যতই বোকা হোক, দীপাদির ওপর ছোবল বসাতে আমরা কিছুতেই দেব না। তার প্রধান কারণ দীপাদি আমাদের সাহায্যপ্রার্থী।"

বিলু বলল, "এখন শুধু তোর বাবার বাড়ি আসার অপেক্ষা!"

দেখতে দেখতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে এল। বাচ্চু-বিচ্ছু গেল শাঁখে ফুঁ দিতে। একটু পরে ওর মা ফিরে এলে ওরা সবাই চলে গেল যে যার ঘরে।

॥ ২ ॥

সন্ধের পরই বাবলুর বাবা বাড়ি এলেন। তবে অন্যদিনের মতো অতটা হাসিমুখে নয়, একটু যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। আসবার সময় বর্ধমানে নেমে অনেক সীতাভোগ, মিহিদানাও নিয়ে এসেছেন বাড়ির জন্য।

বাবলুর মা বললেন, "হঠাৎ কী হল? এমন করে চলে এলে যে?"

"বাবলু কিছু বলেনি তোমাকে?"

"বলেছে। তোমার সেই গিরিজাশঙ্করবাবু নাকি খুন হয়েছেন।"

"নাকি নয়, সত্যিই হয়েছেন। ওঁর মেয়ে দীপা হয়তো এই ব্যাপারে বাবলুদের সাহায্য চাইবে। তাই কয়েকটা বিষয়ে ওদের একটু সতর্ক করে দিতে চাই।"

"সে রকম কোনও ভয়ের ব্যাপার যদি থাকে, তা হলে আমার মতে সে-কাজের দায়িত্ব ওদের না নেওয়াই ভাল।"

"ভয়ের ব্যাপার অবশ্যই আছে। তবুও গিরিজাশঙ্কর আমাদের বন্ধু-লোক। যদিও তিনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়, তবুও আমার একজন শুভানুধ্যায়ী ছিলেন তিনি। তাই ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়ার কথাও ভাবতে

পারছি না। তার ওপর মেয়েটা একা পড়ে গেল। ওর এই বিপদে আমাদের সবাইকেই ওর পাশে গিয়ে একটু দাঁড়াতে হবে তো!"

"তবে তোমরা বাপ-ছেলেতে যা ভাল বোঝো করো। আমি এসবের মধ্যে নেই।" বলে স্টোভে চায়ের জল বসিয়ে রাতের খাওয়ার আয়োজন করতে লাগলেন মা।

বাবলুর বাবা পোশাক বদলে অনেকক্ষণ ধরে পঞ্চুকে আদর করে চা খেতে খেতে বাবলুকে কাছে বসিয়ে বললেন, "দ্যাখ বাবলু, একটা কথা বলে রাখি, এই যে গিরিজাবাবু খুন হলেন, মানুষ হিসেবে এঁর কিন্তু তুলনা নেই। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় উনি প্রভূত ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছেন। তবে কিনা ব্যবসায়ী লোক। অপরাধ জগতের লোকেদের সঙ্গে ওঠাবসা ওঁর অবশ্যই ছিল। আর সবসময়েই যে সৎ উপায়ে সব কিছু করেছেন, তা নয়, দু'নম্বরি ব্যাপারও কিছু ছিল বইকী তাঁর। তবে সেটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। একসময় উনি আমাদের কোম্পানির একজন অংশীদারও ছিলেন। পরে ডিড অব এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে সেই অংশের মালিকানা উনি আমাকেই দেন। ওঁর অবদানেই আজ আমি এই কোম্পানির একজন ডিরেক্টর।"

বাবলু ঘাড় হেঁট করে সব শুনল।

বাবা বললেন, "আরও বলি শোন, ভাইজাগে যাওয়ার আগে উনি তোদের নামে লক্ষাধিক টাকার একটি ব্যাঙ্ক ড্রাফট ওঁর মেয়ের কাছে রেখে গেছেন।"

"কারণ?"

"উনি জানতেন উনি খুন হবেন।"

"সে কী! জেনেশুনেও উনি গেলেন?"

"না গিয়ে উপায় ছিল না। একদিকে ভিক্টর মরগ্যান, অপরদিকে মাইক পাম্বালু, এই উভয় শত্রুর গ্রাস থেকে ওঁর ব্যবসাকে পরিচালনা করতে উনি হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলেন।"

"কিন্তু বাবা, ওঁর কি টাকার অভাব ছিল? তা সত্ত্বেও কেন উনি অর্থের লোভে ঝুঁকি নিচ্ছিলেন নিজের জীবনের? তা ছাড়া অত টাকা ওঁর খাবেটা কে?"

"কেন! মেয়েটা তো আছে। তা ছাড়া উপযুক্ত পাত্রের হাতে পড়লে মেয়েটাও তো তাঁর ব্যবসায়ের হাল ধরতে পারত!"

"দরকারটা কী ছিল?"

"হয়তো কিছুই ছিল না। তবে কিনা একজনের সাজানো বাগানে অন্যে এসে ফুল ছিঁড়বে, এ কি কেউ সহ্য করতে পারে? ভিক্টর মরগ্যান চেয়েছিল গিরিজাশঙ্করকে ব্ল্যাকমেল করে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি হাতিয়ে নিতে, আর মাইক পাম্বালু চেয়েছিল ভয় দেখিয়ে এবং হত্যার হুমকি দিয়ে ওঁর সব কিছু জবর দখল করতে। কিছুটা করেওছে।"

বাবলু বলল, "কী এমন সম্পত্তি, যার জন্য ওদের এত লোভ?"

"ওঁর সম্পত্তি বলতে তো শুধু বাড়ি, গাড়ি আর ব্যাঙ্কের টাকা নয়।"

"তা হলে?"

"ওঁর আসল প্রপার্টি হচ্ছে ওঁর বিজনেস। ভাইজাগের একটি বিলাসবহুল সিনেমা হলের মালিক উনি। জগদম্বার কাছে লোভনীয় একটি বাড়ি। বাড়ির নীচের দোকান থেকে যা আয় হয় তা ধারণারও বাইরে। এ ছাড়াও ওঁর মূল ব্যবসার প্রসঙ্গে বলি এবার। তার আগে বলি অন্ধ্রের এই সুবিস্তীর্ণ এলাকাটির কথা। তুই তো জানিস, ভিজেগাপটম থেকেই ভাইজাগ, ভাইজাগের আগে নাম ছিল ওয়ালটেয়ার। আসলে সবই এক। শহরের আপ-ল্যান্ডের নাম হচ্ছে ওয়ালটেয়ার আর লো-ল্যান্ডের নাম ভাইজাগ। বিশাখাপত্তনমের বিশাখ শব্দের অর্থ হল কার্তিক। দক্ষিণভারতে পত্তনম হচ্ছে নগর। দেবসেনাপতি কার্তিকের নামেই এই শহর। বহুকাল আগে অন্ধ্রের এক রাজা বারাণসী যাওয়ার পথে এইখানকার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এখানে একটি বিশাখ বা কার্তিকের মন্দিরও তৈরি করে দেন। অবশ্য সেই মন্দিরের অস্তিত্বও এখন আর নেই। কেন না সেটি এখন সমুদ্রের গর্ভে। যাই হোক, এই নগর একসময় কলিঙ্গরাজার অধিকারভুক্ত ছিল। তারপর বাহমনী বংশের। দ্বিতীয় মহম্মদের রাজত্বের সময় মুসলমানদের অধিকারে আসে। তারও পরে ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি স্থানটি অধিগ্রহণ করেন। এই শহরের মাঝখান দিয়ে পূর্বঘাট পাহাড়ের লম্বা সারি দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের শেষপর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। এই পর্বতমালার পশ্চিম দিকটা জেপুরের অন্তর্গত। শহরের উত্তরপ্রান্তেও পাহাড়ের সারি। এটি হল নিমগিরি শৈলমালা। নিমগিরির সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গটি হল পাঁচ হাজার ফিট। এই পর্বতমালার ঢালু জায়গা দিয়ে কয়েকটি ছোট-ছোট নদী সমুদ্রে মিশেছে। এবং কয়েকটি

ইন্দ্রাবতী, শবরী, সিল্লর প্রভৃতি নদীর সঙ্গে মিশে মহানদী ও গোদাবরীতে বিলীন হয়েছে। মহানদীর প্রধানতম শাখা তেল নদীর জন্মই বিশাখাপত্তনম জেলায়। এইখানকার জঙ্গলে আশনা, গুগগুল, আমলকী ও হরীতকীর ফলন খুব। ভাইজাগ বন্দর থেকে আমলকী ও হরীতকী রপ্তানির একজন বড় ব্যাপারী ছিলেন গিরিজাশঙ্করবাবু। তা ছাড়া হাতির দাঁতের কাজ, মোষের শিং-এর কাজ করা জিনিস বিক্রিরও দোকান ছিল তাঁর। শজারুর কাঁটার ছোটখাটো ব্যবহারোপযোগী জিনিসও বিক্রি করতেন। কোরাপুটের জঙ্গলের ইজারা নিয়ে দামি-দামি কাঠও রপ্তানি করতেন বিভিন্ন অঞ্চলে। চন্দনকাঠের ব্যাপারীও ছিলেন তিনি। তবে তাঁর সবচেয়ে রমরমা লাভের ব্যবসা ছিল মাছের। ফিশারি হারবারে ওঁর দশ-বারোটা লঞ্চ বাঁধা থাকত সব সময়। ওঁর অধীনে বেশ কয়েকজন ধীবর সমুদ্রে মাছ ধরার কাজে নিযুক্ত ছিল।"

"এখন তারা নেই?"

"মাইক পান্থালু তাদের ভয় দেখিয়ে বশ করে গিরিজাশঙ্করের প্রায় সবক'টি লঞ্চকেই অধিগ্রহণ করেছে।"

"এ তো অন্যায় কথা।"

"ন্যায়-অন্যায় জানি না। তবে এক দেশের লোক আর এক দেশে গিয়ে এইভাবে পয়সা লুটে বিত্তবান হলে সেখানকার লোভী দুষ্কৃতীদের চোখ টাটাবেই। গিরিজাশঙ্কর তাদেরই বলি হয়েছেন। অথচ এই ব্যবসাও ওঁর একদিনের নয়। ভিক্টর মরগ্যান এবং মাইক পান্থালুর আবির্ভাবের আগে ওখানে ব্যবসা করতে কোনও অসুবিধেই হয়নি গিরিজাবাবুর। এখন এই দুই প্রতিপক্ষের ভয়ে কেনই-বা উনি ওঁর হক ছেড়ে চলে আসবেন? তবে দীপাকে কিডন্যাপ করার পর উনি অবশ্য মেয়ের মুখ চেয়ে তার নিরাপত্তার জন্য চলে আসেন কলকাতায়। কিন্তু ব্যবসার প্রয়োজনে ওঁকে তো যেতেই হত সেখানে। সম্প্রতি পান্থালু ওঁকে এই বলে শাসিয়েছিল যে, যদি উনি অবিলম্বে পোর্ট এরিয়া থেকে ওঁর ব্যবসার জাল না গোটান, তা হলে সে তাঁকে হত্যা করতে বাধ্য হবে।"

বাবলু বলল, "এই ব্যাপারটা উনি কি ওখানকার পুলিশকে জানিয়েছিলেন?"

"বিলক্ষণ। তবে কিনা মাইক ও তার দলবল অপরাধ জগতের অন্ধকারে এমনভাবে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে যে, পুলিশের রাতের ঘুম কেড়ে নেয় তারা। আর এই পান্থালু, একটা নৃশংস প্রকৃতির দুষ্কৃতী। এখনও পর্যন্ত ওর খুনের রেকর্ড ব্রেক করতে পারেনি কেউ।"

"বলেন কী!"

"লোকটা অতি নির্মম এবং নিষ্ঠুরভাবে নরহত্যা করে।"

বাবলু বলল, "তা করে করুক। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল এই, গিরিজাশঙ্করবাবু মৃত্যু আসন্ন জেনেও মরবার আগে আমাদের নামে অত টাকা রেখে গেলেন কেন? আমরা তো ওই দূর দেশে গিয়ে ওঁর সম্পত্তি রক্ষা করতে পারব না!"

"তা ঠিক। তবে উনি চেয়েছিলেন তোরা ওই দুই মহাপাতককে তোদের বুদ্ধির ফাঁদে ফেলে যেভাবেই হোক যদি পুলিশের খপ্পরে ফেলতে পারিস! তবেই তাঁর আত্মার শান্তি।"

"এই শান্তিতে ওঁর লাভ?"

"মেয়েটা তখন নিরঙ্কুশভাবে ওঁর ব্যবসার দায়িত্ব নিতে পারবে।"

বাবলু বলল, "বুঝেছি। প্রস্তাবটা মন্দ নয়। এখন তা হলে আমাদের কী করা উচিত?"

মা এতক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা সব শুনছিলেন। বললেন, "এখন তোমাদের এইসব চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে খেয়েদেয়ে ঘুমনো উচিত?"

বাবা বললেন, "কী যে বলব তোদের, কিছু তো ভেবে পাচ্ছি না! এমননিতে ভাইজাগ অত্যন্ত পিসফুল জায়গা। তোরা বেড়াতে যাওয়ার ছলে সেখানে গেলে কোনও কিছুই টের পাবি না। কিন্তু আলোর নীচেই তো অন্ধকার থাকে? ওইসব চক্রে পড়ে গেলেই বিপদ!"

"আমরা কালই সকালবেলা দীপাদিদের ওখানে যাচ্ছি। দীপাদিকে ফোন করলে নিশ্চয়ই উনি দয়ালবাবুকে পাঠিয়ে দেবেন আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য।"

"নিশ্চয়ই দেবে। তোরা আগে দীপার সঙ্গে আলোচনা কর। তারপরে ঠিক কর কীভাবে কী করবি।"

বাবলু খাওয়ার আগে মুখ-হাত ধোওয়ার জন্য বাথরুমে ঢুকল।

পঞ্চুও শিরদাঁড়া টান করে গিয়ে বসল ওর জন্য পেতে রাখা নির্দিষ্ট আসনে।

বাবা এসেছেন বলে মা আজ সযত্নে অনেক কিছুই রান্না করেছেন। তার সঙ্গে বাবার নিয়ে আসা সীতাভোগ, মিহিদানা তো ছিলই।

ওদের খাওয়াদাওয়ার পাট যখন চুকল, রাত্রি তখন দশটা। রাত দশটা বাবলুর কাছে মোটেই বেশি রাত নয়, তবু আজ কেন কে জানে দু'চোখ জুড়ে ঘুম নেমে আসতে লাগল। তাই পঞ্চুকে ঘরে ডেকে দরজায় খিল দিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ল বাবলু। শোওয়ামাত্রই ঘুম। এমন ঘুম যে, পরদিন সকালের আগে তা আর ভাঙল না।

যেহেতু ঘুম ভাঙল দেরিতে, তাই মর্নিং ওয়াকেও যাওয়া হল না। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এসে ফিরে গেছে কিনা কে জানে? ওদের বারবার বলে দেওয়া সত্ত্বেও বাবলু ঘুমোলে ওরা কেউ কিছুতেই ডাকে না বাবলুকে।

যাই হোক, বাবলু মুখ-হাত ধুয়ে এসে প্রথমেই ফোনে ডাকল সকলকে। তারপর ডায়াল ঘুরিয়ে দীপাদিকে। দীপাদির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "কে, বাবলু! কাল তুমি এলে না যে?"

বাবলু বলল, "আমি নয়, আমরা। তা ছাড়া দয়ালবাবুকে তো বলেই দিয়েছি বাড়িতে কেউ নেই। অতএব এই অবস্থায় যাওয়া আমাদের অসম্ভব!"

"আজ কি আসছ তোমরা?"

"অবশ্য। যদি দয়ালবাবুকে গাড়িটা দিয়ে একবার পাঠিয়ে দেন তো খুব ভাল হয়।"

"কখন পাঠাব, বলো?"

"পারলে এখনই।"

"জাস্ট এ মিনিট। দয়ালকাকা এখনই যাচ্ছেন। তোমরা তৈরি থেকো, কেমন?"

"আমরা সবাই তৈরি।"

ফোন রেখে বাবলু যখন চায়ে চুমুক দিয়ে খবরের কাগজের পাতায় চোখ বোলাচ্ছে, তখন এক-এক করে সবাই এল। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই!

ওদের দেখে বাবলু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "ভোরবেলা তোরা আমাকে ডাকিসনি কেন রে?"

বিলু বলল, "আজ আমরা মর্নিং ওয়াকে কেউই আসিনি।"

"কেন?"

"আমরা জানতাম, এই ব্যাপারটা নিয়ে সারারাত ধরে তুই খুব বেশি মাথা ঘামাবি, ফলে ভোরে তোর ঘুম ভাঙবে না। তাই—"

"যদি ভাঙত?"

"তা হলে তুই নিজেই গিয়ে আমাদের ডাকতিস।"

বাবলু হেসে বলল, "তোরা খুব চালাক হয়ে গেছিস, না? যাক, এবার আসল কথায় আসি। দীপাদির এই কেসটা আমরা নিচ্ছি।"

"তোর বাবার সঙ্গে আলোচনা করেছিস এ-ব্যাপারে?"

"হ্যাঁ। দুষ্কৃতীদের সম্বন্ধে স্পষ্ট একটা ধারণাও হয়ে গেছে আমার।"

"কীরকম?"

"সেটা পরে বলব। এখন দীপাদির মুখ থেকে কিছু শুনি। দয়ালবাবু এখনই হয়তো গাড়ি নিয়ে এসে পড়বেন। উনি এলেই আমরা ওঁর সঙ্গে চলে যাব। ফিরতে কিন্তু দেরি হবে। বাড়িতে বলে এসেছিস?"

"অবশ্যই।"

এমন সময় মা সকলের জন্য প্লেট-ভর্তি করে সীতাভোগ, মিহিদানা আর পাড়ার দোকানের গরম শিঙাড়া নিয়ে এসে খেতে দিলেন।

ভোম্বল তো দারুণ খুশি। সীতাভোগ আর মিহিদানা পেয়ে সে আনন্দের উল্লাসে এমন একটা হাঁক দিয়ে উঠল যে, পঞ্চুও গাঁক করে উঠল আচমকা তার পেটের পিলেটা চমকে যাওয়ায়। তারপর সে কী হাসি সকলের!

বাবলু যদিও একটু আগে চা খেয়েছিল, তবুও চা-পর্বটা আর-একবার হল।

বিলু বলল, "তোর বাবা কোথায় রে বাবলু?"

"উনি বাজারে গেছেন।"

বলতে বলতেই এসে পড়লেন বাবা। সেইসঙ্গে দয়ালবাবুও হাজির হলেন গাড়ি নিয়ে।

বাবলু বাবার দিকে তাকাতেই বাবা বললেন, "আমি এখন যাচ্ছি না। তোরা যা। আমি গেলে তোদের গোয়েন্দাগিরির অসুবিধে হবে।"

বাবলু বলল, "মোটেই না। এখন তো আমরা গোয়েন্দাগিরি করছি না। শুধু জিজ্ঞাসাবাদ করব।"

"সেইজন্যই তো যাব না আমি। দীপাকে বলিস পরে আমি সময়মতো দেখা করব।"

বাবলুরা আর দেরি না করে পঞ্চুকে নিয়ে রওনা হল দয়ালবাবুর সঙ্গে।

সত্যি, দ্বিতীয় হুগলি সেতুটা হওয়ার পর কী সুবিধেই যে হয়েছে! কত অল্প সময়ের মধ্যে ওরা পৌঁছে গেল ভবানীপুরে।

দীপাদিদের মস্ত বাড়ি। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, একমাত্র দীপাদি ছাড়া এই বাড়িতে থাকবার মতো আর কেউই নেই। ঠাকুর, কাজের লোক আর দয়ালবাবু আছেন অবশ্য। কিন্তু তাঁরা তো নিজের লোক নন।

দীপাদি বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ওরা যেতেই সিঁড়ির কাছে এসে আদর করে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেলেন ওদের। সেই দীপাদি, যাঁর মুখের দিকে একবার তাকালে মনে হয় বারবার তাকাই। এখন মনে হল সেই মুখে যেন বিষাদের ধূসর যবনিকা। তবুও দীপাদি মুখে হাসি এনে বললেন, "এসো ভাই, এসো, সবাই এসো। শুনেছ তো সব?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। খবরের কাগজ পড়েই যা জানবার জেনেছি। তা দীপাদি, ব্যাপারটা কী? ওঁকে সত্যিই কি খুন করা হয়েছে?"

দীপাদি ওদের ঘরের ভেতরে সোফায় বসিয়ে নিজেও একটা ইজিচেয়ারে আরাম করে বসলেন। তারপর দু'হাতের বুড়ো আঙুলে কপালটা একটু টিপে ধরে বললেন, "খুন যে করা হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।"

"খুনি তো ধরাও পড়েছিল। কিন্তু...।"

"কার কথা বলছ তুমি? ভিক্টর মরগ্যান!"

"হ্যাঁ, সে তো এখন পলাতক।"

"ভিক্টর আমাদের পুরনো দুশমন। এখনও আমাদের ঘোর শত্রু সে। কিন্তু ভিক্টর আমার বাবাকে খুন করেনি।"

"তা হলে কে সেই খুনি? মাইক পাম্বালু?"

চমকে উঠলেন দীপাদি। বললেন, "ও নাম তুমি কী করে জানলে?"

"বাবার মুখে শুনেছি। আপনাদের ব্যাপারে কিছু কিছু উনি বলেওছেন আমাকে। আপনি কি মাইক পাম্বালুকেই সন্দেহ করছেন?"

"না। মাইকও নয়। সে আর-এক রহস্যময় শত্রু। তার নাম কেউ জানে না। তার চেহারা কেউ দ্যাখেনি। কী তার মোটিভ, তাও জানা নেই কারও। তবু সে আছে। সে থাকবে। কেউ কিছুই করতে পারবে না তার। তার জন্যই দরকার আমার তোমাকে। শুধু তোমাকে নয়, তোমাদের। একমাত্র তোমরা ছাড়া তার রহস্য কেউ উদ্ধার করতে পারবে না।"

বিচ্ছু বলল, "তবু বলুন না, সে কে?"

"কী করে জানব? জানলে কি রহস্য আর রহস্য থাকত? সে হল ভাইজাগের আতঙ্ক। আরাকুর বিভীষিকা।"

"তার সঙ্গে আপনাদের কতদিনের শত্রুতা?"

"যাকে চোখেও দেখিনি কখনও, তার সঙ্গে শত্রুতার সম্পর্কটা আসে কোত্থেকে?"

"তা হলে?"

"মাইক আর ভিক্টর, এরা দু'জনেই আমাদের চিরশত্রু। ওদের জন্যই আজ আমরা সুন্দরী বিশাখা থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছি। ওরা দু'জনেই ভেতরে ভেতরে দু'দিক থেকে আমাকে আর আমার বাবাকে খুন করবার মতলব এঁটেছিল। তাই আমরাও সতর্ক ছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, বাবাকে প্রাণ দিতে হল এমন একজনের হাতে, যার নেশাই হল খুন করা।"

বাবলু বলল, "কোনও উদ্দেশ্য না নিয়েই?"

"হ্যাঁ।"

"এরকম আবার হয় নাকি?"

"তোমাদের এই কলকাতায় স্টোনম্যান কি তা হলে কল্পনা?"

এর উত্তরে কী যে বলবে বাবলু, কিছুই ভেবে পেল না। এই যে স্টোনম্যান কত নিরীহ ফুটপাথবাসীকে, পথচারীকে অমানুষিকভাবে হত্যা করল, তা ভাবলেও গা যেন শিউরে ওঠে! গিরিজাশঙ্করবাবুও কি তা হলে সেইরকম কারও হাতে খুন হলেন? বাবলু বলল, "এবার বুঝতে পেরেছি দীপাদি আপনি কী বলতে চাইছেন।"

“পারাই স্বাভাবিক। তার কারণ তোমরা তো সাধারণ ছেলে-মেয়ে নও।”

“এখন আপনি বলুন আমরা আপনার কোন কাজে লাগতে পারি?”

ততক্ষণে অনেক ভাল ভাল খাবার এসে গেছে ওদের জন্য।

দীপাদি বললেন, “আগে খেয়ে নাও, পরে কথা। অনেক বেলা হয়েছে। অতদূর থেকে এসেছ তোমরা!”

পাণ্ডব গোয়েন্দারা কোনও কথা না বলে বেসিনে হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসে গেল।

অত খাবার পেয়ে পঞ্চু তো দারুণ খুশি। কী যে করবে, কোনটা যে আগে খাবে, কিছুই ঠিক করতে পারল না সে।

দীপাদি বললেন, “শোনো বাবলু! আমার বাবা তাঁর ব্যবসায়ের মাধ্যমে কোটি-কোটি টাকা উপার্জন করেছেন। তাই আজ আমি কিছুমাত্র না করেও কয়েক কোটি টাকার মালিক। এই যে দেখছ এই বিশাল প্রাসাদ, এখানে থাকবার মতো কেউ নেই। এত যে আমার টাকা, তা সারাজীবন ভোগ করেও শেষ করতে পারব না। তবুও কেউ আমাদের ব্ল্যাকমেল করে বা ঠকিয়ে সব কিছু যে মেরে নেবে, তাও তো হতে দেওয়া যায় না! তাই আমার সর্বশক্তি দিয়ে ওদের গলার টুঁটি আমি টিপে ধরতে চাই।”

বাবলু বলল, “এই ব্যাপারে আমরা সবসময়ই আপনার পাশে আছি দীপাদি।”

“থ্যাঙ্কস। প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে দিয়ে ওরা আমাদের কই মাছের মতো জিইয়ে রেখেছিল এতদিন। কিন্তু ঘটনা হল, না পেরেছে ওরা আমাদের প্রাণে মারতে, না পেরেছি আমরা ওদের কিছু করতে। তবে একবার ওরা আমাকে বাগে পেয়েছিল।”

“কী রকম?”

“কোনও এক ছুটির দিনে একবার আমরা কয়েকজন বান্ধবী মিলে ‘বোরা কেভস’ দেখব বলে গাড়ি নিয়ে রওনা হয়েছিলাম। তখন আমাদের গাড়ির ড্রাইভার ছিলেন জগদীশদা নামে একজন। তা ভিক্টরের লোকেরা কীভাবে যেন খবর পেয়ে নির্জন পার্বত্য পথে আমাদের গতিরোধ করে রিভলভার দেখিয়ে সবাইকে নামিয়ে নিল গাড়ি থেকে। তারপর আমাদের গাড়িটাকে গায়ের জোরে ড্রাইভারসুদ্ধ ফেলে দিল পাহাড় থেকে। জগদীশদা মারা গেলেন। ওরা আমাদের সবাইকে মুখ-হাত বেঁধে গভীর জঙ্গলে নিয়ে গেল। আমার সেই বান্ধবীরা আজও নিখোঁজ। ওরা আমাকে অন্য একটি গুহায় নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড মারধোর করে ট্রাস্টি হ্যান্ডওভার করার কিছু কোর্টের কাগজপত্তরে সই করতে বলল। কিন্তু আমি সই করা তো দূরের কথা, উলটে দলা পাকিয়ে ফেলে দিলাম কাগজগুলো। ওরা তখন আমাকে পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়ার পরিকল্পনা করল। সৌভাগ্যক্রমে সেইসময় একজন ফরেস্ট গার্ডের তৎপরতায় পুলিশ এসে উদ্ধার করে আমাকে।”

বাবলু বলল, “ওরা যে ভিক্টর মরগ্যানেরই লোক, তা আপনি কী করে জানলেন?”

“ভিক্টরের মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা ছিল। তা ছাড়া ওর কণ্ঠস্বর আমি চিনতাম। তবে আমি যে ওকে চিনতে পেরেছি সে-কথা কিন্তু একবারও সেখানে প্রকাশ করিনি।”

“খুব ভাল করেছেন। ইউ আর সো লাকি দীপাদি, না হলে ওইরকম অবস্থায় আপনার পক্ষে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা অসম্ভব ছিল। আপনার দৃঢ়তা আপনার সম্পত্তি রক্ষা করেছে এবং আপনার ভাগ্য রক্ষা করেছে আপনাকে।”

“এর পরই বাবা আমাকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। এখানে আমরা খুবই শান্তিতে ছিলাম, তবুও আমার মন বসাতে পারিনি এখানকার পরিবেশে।”

বাবলু বলল, “কেন? এত শান্তির জায়গাতেও মন বসাতে পারলেন না কী কারণে?”

“শান্তির জায়গা, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পাহাড় ও সমুদ্রে ঘেরা বিশাখার সেই রমণীয় সৌন্দর্য এখানে কোথায়?”

বিলু বলল, “তা অবশ্য ঠিক। আপনারা এখানে কতদিন আছেন?”

“কলকাতা আমার জন্মভূমি। মাঝে কয়েক বছরের জন্য ভাইজাগে গিয়েছিলাম, আবার ফিরে এলাম। যাই হোক, তোমাদের এখানে ডাকিয়ে আনার মধ্যে আমার একটাই উদ্দেশ্য, তোমরা আমার বাবার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করো। অনেক জটিল রহস্যের সমাধান তোমরা করেছ, এখন চিনিয়ে দাও কে সেই কালো রাতের আগন্তুক? কার নিষ্ঠুরতার বলি হলেন আমার বাবা? কার আক্রমণে প্রাণ হারাচ্ছে অসহায় অনেক মানুষ?”

বাবলু বলল, “আমরা পারবই—এমন কথা বলছি না। তবে আপ্রাণ চেষ্টা করব আমরা।”

“পারতে তোমাদের হবেই।”

“কিন্তু দীপাদি, আমাদের ক্ষমতা যে সীমিত।”

“তা হোক, তবু তোমরা তোমরাই।”

বিলু বলল, “বেশ। এটার ব্যাপারে তো আমরা এগোচ্ছি। কিন্তু ওই ভিক্টর মরগ্যান আর মাইক পাস্থালুর কী হবে?”

“ভিক্টর আর মাইকের ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। এবং সে-ব্যাপারেও হয়তো তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন হবে আমার।”

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, “আমরা সবসময়ই আপনার পাশে থাকব দীপাদি।”

বাবলু বলল, “আপনি কীভাবে কী করবেন?”

দীপাদি উত্তেজিত হয়ে বললেন, “সামনে পেলে ওদের আমি চিবিয়ে খাব। তাই আমার সর্বশক্তি দিয়ে ওদের টুঁটি আমি টিপে ধরতে চাই।”

“এই ব্যবস্থাটা আগে করেননি কেন?”

“ভুল করেছি। এখন আমি নিজে হাতে গুলি করে মারব ওদের। আমার রিভলভার আছে। লাইসেন্সও আছে।”

বাবলু বলল, “থাকলেও কি নিজের ইচ্ছেয় কিছু করা যায়?”

“কেন যাবে না? আত্মরক্ষার জন্যও তো ওটাকে ব্যবহার করা যেতে পারে। আর সেইজন্যই তো ওটাকে রাখা। তা ছাড়া ওই ধরনের দুষ্কৃতীকে ঘায়েল করতে পারলে জেল-জরিমানা দূরের কথা, সরকারের কাছ থেকে ইনামও মিলবে।”

বাবলু সহাস্যে বলল, “বলেন কী!”

“তোমরা জানো মাইক পাস্থালুর মাথার দাম কত?”

“কত?”

“এক লক্ষ টাকা। যে-কেউ জীবিত অথবা মৃত পাস্থালুর সন্ধান দিতে পারবে, অন্ধ্র পুলিশ তাকেই এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবে।”

“এইরকম ঘোষণার কথা জানতাম না তো! ঘোষণাটা কতদিন হয়েছে?”

“তা ধরো না কেন, বছর দুই।”

বাবলু দূরের দিকে তাকিয়ে একটু উদাসভাবে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, “এইবার আসল কথায় আসা যাক। আচ্ছা দীপাদি, আপনার বাবা খুন হয়েছেন এইরকম ধারণাটা আপনার হল কেন? উনি তো দুর্ঘটনাতেও প্রাণ হারিয়ে থাকতে পারেন?”

“এই কথাটা কিন্তু তুমি প্রথমেই জিজ্ঞেস করেছিলে আমাকে। যাই হোক, তবু শোনো—ওঁর ডেডবডি আমি দেখেছিলাম। তাতেই বুঝেছিলাম ওঁকে পিটিয়ে মারা হয়েছিল। লোহার রড জাতীয় কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল মাথায়। মুখ একেবারে থেঁতলে দেওয়া হয়েছিল। পোস্টমর্টেম রিপোর্টও তাই বলছে। তারপর যে-কোনও উপায়েই হোক, ওঁর মরদেহ রাস্তায় ফেলে তার ওপর দিয়ে...। আর বলতে পারছি না ভাই। বাবা...।”

“থাক। আর বলতে হবে না। এতেই বুঝে নিয়েছি যা বোঝার। আমরা তা হলে কাজ শুরু করব কবে থেকে?”

“যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।” বলে দীপাদি কী যেন মনে পড়ায় পাশের ঘরে চলে গেলেন। তারপর একটি সিলকরা খাম নিয়ে এসে বাবলুর হাতে দিয়ে বললেন, “এতে কী আছে জানো?”

“আপনার বাবার দেওয়া প্রীতি উপহার। অনেক টাকার একটি ব্যাঙ্ক ড্রাফট। তাই না?”

বিস্মিত দীপাদি বললেন, “স্ট্রেঞ্জ! এটা তো তোমাদের জানবার কথা নয়।”

“স্বাভাবিক। তবে কিনা আমরা জেনেছি। সম্ভবত আপনার বাবা ভাইজাগে যাওয়ার আগে আমার বাবাকে ফোনে কিংবা দেখা করে জানিয়েছিলেন এই টাকার কথাটা। তিনি হয়তো তাঁর এবারের যাত্রায় নিজের জীবনহানির আশঙ্কা করেছিলেন। তাই এই ব্যবস্থাটা করে গিয়েছিলেন এইজন্য যে, যদি তিনি মারা যান তা হলে আমরা যেন তাঁর আততায়ীকে খুঁজে বের করি এবং তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিই।”

“হবে। সেইজন্যই হয়তো আমাকেও বলে গিয়েছিলেন তাঁর কোনওরকম ক্ষতি হলে আমি যেন তোমাদের শরণ নিই। উনি বারবার বলে গেছেন তোমাদের কথা। তোমরা অসামান্য বাবলু। তোমাদের মধ্যে একটা অন্য ধরনের শক্তি আছে। তাই বলি কী, তোমরা এগিয়ে এসো। আমার বাবার দেওয়া এই সামান্য উপহারটা তোমরা আলাদা রেখে দাও। আমি তোমাদের সবরকম খরচখরচা বহন করব। তোমরা

তৈরি থেকো, তোমাদের যাওয়ার টিকিট, থাকার ব্যবস্থা সব কিছু ঠিক করে আমি নিজে যাব তোমাদের বাড়ি।"

বাবলু বলল, "আপনি কেন? দয়ালবাবুকেই পাঠাবেন। তা ছাড়া আপনি নিজেও কিন্তু খুব একটা নিরাপদ নন।"

"কেন?"

"যে-কোনও মুহূর্তে আপনার জীবন বিপন্ন হতে পারে। আপনি ওদের চোরাগোপ্তা আক্রমণের ভয় করছেন না?"

"না। তার কারণ এই জায়গাটার নাম কলকাতা। আমার জন্মভূমি, আমার স্বদেশ। আমার—।"

"ওরা কিন্তু দুর্বৃত্ত। এমনও হতে পারে, ওরা হয়তো এই শহরেই কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে।"

"ওদের অত সাহস হবে না বাবলু যে, ভাইজাগ থেকে উড়ে এসে কলকাতায় আশ্রয় নেবে বা আমার কোনও ক্ষতি করবে।"

"না করলেই ভাল। ঠিক আছে, আমরা তা হলে আসি? আপনি একটু সাবধানে থাকবেন, কেমন?"

"আচ্ছা।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বিদায় নিল। দয়ালবাবু ওদের গাড়ি করেই পৌঁছে দিয়ে এলেন যার যার বাড়িতে।

॥ ৩ ॥

আবার অভিযান। কিন্তু এবারের এই অভিযানের একটা অন্যরকমের প্রস্তুতি আছে। কেন না রহস্য এখানে ত্রিমুখী। দু'জন অপরাধী চিহ্নিত। একজন ধোঁয়াশার অন্তরালে।

বিকেলবেলা মিত্তিরদের বাগানে পাণ্ডব গোয়েন্দারা জোর আলোচনায় বসল তাই। পঞ্চুকে নিয়ে বাবলু অনেক আগেই এসেছিল, তারপর এক-এক করে এল বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সকলেই।

নভেম্বরের বিকেল। চারদিক বেশ ঝলমল করছে। গাছে গাছে পাখি ডাকছে পিক-পিক-পিক। কত রঙিন প্রজাপতি উড়ছে চারদিকে। এখন সে রকম গরমও নেই, ঠান্ডাও না। কোথাও যাওয়ার পক্ষে সময়টা কিন্তু খুব ভাল। বিশেষ করে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অভিযানের উপযুক্ত সময় এটাই।

বাচ্চু-বিচ্ছুর বাবা নিউ মার্কেট থেকে মিষ্টি চানাচুর এনেছিলেন। তাই খেতে খেতেই শুরু হল আলোচনা।

বাবলু বলল, "যাওয়ার ব্যাপারে তা হলে কারও কোনও অসুবিধে নেই তো?"

সবাই একবাক্যে বলল, "না।"

বাবলু বলল, "তবুও পঞ্চুবাবুর মতামতটা একবার জানা দরকার, পঞ্চু!"

পঞ্চু মুখ উঁচু করে ডেকে উঠল, "ভৌ-উ-উ-ভুক।"

মানুষের ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে, 'আমি তো যাব বলেই বসে আছি। কী যে বলো তোমরা!'

বাবলু ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, "তোর ভরসাতেই কিন্তু যাওয়া।"

পঞ্চু আরও আদরে গলে পড়ল যেন। বাবলুর কোলের কাছে গড়াগড়ি খেয়ে শিরদাঁড়াটা একটু টান করে আড়মোড়া ভেঙেই ঢুকে গেল বাগানের গভীরে। কেন না এটাও ওর রোজকারের অভ্যাস এবং আসল কাজ।

বিলু বলল, "ব্যাঙ্ক ড্রাফটটা জমা দিয়েছিস বাবলু?"

"এসেই সঙ্গে সঙ্গে।"

বিচ্ছু বলল, "আমাদের এখন অনেক টাকা হয়ে গেল, তাই না বাবলুদা?"

"এর জন্য আমাদের যাঁরা অনুদান দিয়েছেন তাঁদের কাছেও যেমন ঋণী আমরা, তেমনই ঋণী সরকারের কাছেও।"

ভোম্বল বলল, "সরকারের কাছে কেন?"

"বা রে! স্বল্প সঞ্চয়ের ব্যবস্থাটা যদি না থাকত তা হলে কি পোস্ট অফিসে টাকা রেখে মাত্র পাঁচ সাড়ে পাঁচ বছরের মধ্যে আমাদের টাকাগুলো ডবল করে নিতে পারতাম? আমাদের সাধ্যও ছিল না লেখাপড়া আর কাজকর্ম ফেলে রেখে টাকা খাটিয়ে টাকা বাড়ানোর। এখন এই টাকাগুলোর বেশিরভাগটা যদি পোস্ট অফিসে কিষাণ বিকাশ অথবা জাতীয় সঞ্চয়ে রাখি, তা হলে এও পাঁচ-ছ বছরে দ্বিগুণ হয়ে যাবে।"

বিচ্ছু বলল, "কী মজা, না?"

"নিশ্চয়ই। আমাদের অভিযানে এত টাকার অনুদান এই প্রথম পেলাম আমরা। একে সযত্নে রক্ষা করতেই হবে। আর আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে যাতে আমরা যে কাজের দায়িত্ব হাতে নিয়েছি সেই কাজে সফল হতে পারি।"

বাচ্চু এতক্ষণ ঘাড় হেঁট করে সকলের কথা শুনছিল একমনে। এবার বলল, "টাকা-পয়সার আলোচনা থাক। এখন আমরা কীভাবে কী করব সেই আলোচনাই করো।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। সেই আলোচনাই হোক এবার। কেন না হাতে আমাদের সময় খুব অল্প। কখন যে দয়ালবাবু আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা করে এসে খবর দেন, তা কে জানে?"

বিলু বলল, "এই ব্যাপারে তুই কি কোনও ভাবনাচিন্তা করেছিস?"

"না। সময় পাইনি। আসলে ব্যাপারটা বুঝে উঠতেই তো সময় লাগল অনেক।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তেই পৌঁছসনি, বল?"

"একেবারে নাই-বা বলি কী করে? আবার হ্যাঁ-ও বলতে পারি না। রহস্যটা ভারী জটিল।"

বিলু বলল, "কীরকম?"

"প্রথমত, ভিক্টর মরগ্যান আর মাইক পাম্বালু দু'জনেই গিরিজাশঙ্করের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর ব্যবসা ও সম্পত্তির অবৈধ দাবিদার। ভাইজাগের এই দুই কুখ্যাত মস্তানই চায় গিরিজাশঙ্করের অপসারণ এবং তাঁর প্রপার্টিতে হস্তক্ষেপ। পুলিশ রিপোর্টে ভিক্টরকে সন্দেহজনক বলা হয়েছে। পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট করেছে বারবার। ছেড়েও দিয়েছে। কিন্তু এই মাইক পাম্বালু ধরাছোঁয়ার বাইরে।"

বিলু বলল, "পুলিশ ভিক্টরকে ধরে। তার বিরুদ্ধে আনা কোনও অভিযোগই প্রমাণ করতে পারে না। তাই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু মাইককে ধরতে পারে না কেন?"

"মাইক হচ্ছে ফাঁকা মাঠের বেড়াল। অথবা পুলিশের একাংশের সঙ্গে তার এমনই একটা আঁতাত আছে যে, তাকে ধরা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়।"

"এই ঘটনায় দেখা যাচ্ছে পুলিশ ভিক্টরকে ধরার পরে তাকে ছেড়ে দেওয়ার আগে ভিক্টরই পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কি ভিক্টরকেই প্রকৃত অপরাধী বলে মনে করতে পারি না?"

"অবশ্যই। কিন্তু দেখতে হবে ভিক্টর বা তার দলের লোকেরা যদি এই কাজ করে থাকে, তা হলে তারা খুনের জন্য অতটা ঝুঁকি নিতে যাবে কেন? গিরিজাবাবুর জন্য ওদের পিস্তলের একটি বুলেটই তো যথেষ্ট ছিল।"

"তা হয়তো ছিল। কিন্তু খুনটা যে ওদের হাতে না হয়ে অন্য কারও হাতে হয়েছে এটা প্রমাণ করবার জন্যই হয়তো এই কৌশল নিয়েছে।"

বাবলু হেসে বলল, "এত সহজে এর সমাধান হবে না বিলু। ভাইজাগের আতঙ্ক তার উদ্দেশ্যহীন হত্যালীলা কতদিন চালাচ্ছে?"

"দীপাদির কথামতো বছর দুই।"

"আর অন্ধ্র পুলিশ মাইকের মাথার দাম এক লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছে কতদিন?"

"সেও তো দু'বছর।"

"তা হলেই বুঝতে পারছিস কেসটা কীরকম ঘোলাটে? আসলে এই ধরনের মোটিভবিহীন হত্যালীলা তখনই ঘটতে থাকে, যখন ভয়ংকর রকমের অপরাধীরা ক্রমশ সন্দেহের জালে জড়িয়ে পড়ে তখনই। অর্থাৎ এইভাবে আতঙ্ক সৃষ্টি করে পুলিশের নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে সরকারকে। আর সেই সুযোগে গা-ঢাকা দেয় নিজেরা।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে কি তুই বলতে চাস ভাইজাগের আতঙ্ক পাম্বালুই?"

"এখনই জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না। তবে এটা হচ্ছে আমার অনুমান। তৃতীয় কেউও থাকতে পারে ভেতরে।" এই বলে বাবলু কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে বলল, "শুধু একটা কথাই দীপাদিকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলাম আমি।"

বিলু বলল, "কী কথা?"

"গিরিজাশঙ্করবাবু ঠিক কীরকম সময়ে খুন হন? এবং তাঁর মৃতদেহ সনাক্ত করেছিল কে?"

"হ্যাঁ। এই প্রশ্নটা তো আমাদের করা হয়নি!"

বাবলু বলল, "এ ছাড়াও আমার মনে এবার অন্য একটা সন্দেহ জাগছে।"

বিলু বলল, "কীরকম!"

"সেটা এখনই বলব না।"

বিলু জানে বাবলু নিজে থেকে কিছু বলতে না চাইলে তাকে যদি জোর করা হয় তা হলে সে ভীষণ রেগে যায়। তাই কোনও কথা না বলে চুপ করে রইল।

এমন সময় পঞ্চু ভৌ-ভৌ ডাক ছেড়ে বনের ভেতর থেকে একটা বেজির পেছনে এমনভাবে ধাওয়া করে এল যে, পঞ্চুকে সামাল দিতে হইহই করে ছুটল সকলে। তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। পাণ্ডব গোয়েন্দারা তাই আর বেশিক্ষণ বাগানে না থেকে বাড়ি ফিরে এল। ওদের সকলেরই মনে এবারের অভিযান নিয়ে দারুণ একটা উত্তেজনা। ওরা কি সত্যিই পারবে এই রহস্যের জাল ছিন্ন করতে?

সে-রাতে বাবলু অনেকক্ষণ ধরে এইসব ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করল। কত বই পড়ল ভাইজাগের ওপর। গাইড বুক খুলে রোডম্যাপটা বের করে পথঘাটগুলো চিনে নিল। আর মনে মনে ঠিক করল দীপাদি ওদের যাওয়ার ব্যাপারে খুব বেশি দেরি করলে ওরা নিজেরাই চলে যাবে।

পরদিন খুব ভোরে উঠে বাবলু যখন পঞ্চুকে নিয়ে মর্নিংওয়াকে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে তেমন সময় হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল।

বাবলু রিসিভার উঠিয়ে 'হ্যালো' করতেই ওর কানে এল খকখক করে দম আটকানো একটা কাশির আওয়াজ।

বাবলু বলল, "হ্যালো! কে বলছেন?"

আবার কাশি। কাশি থামলে উত্তর এল, "হ্যালো বাবলু! থানা থেকে বলছি। তোমাদের বাগানে একটা খুন হয়েছে। তোমরা এখনই চলে এসো।"

বাবলু রিসিভার নামিয়ে রাখলে বাবা-মা দু'জনেই জিজ্ঞেস করলেন, "কার ফোন রে? কী ব্যাপার!"

"খুন।"

"খুন! কোথায়?"

"আমাদের বাগানে। এইমাত্র থানা থেকে জানাল আমাকে। আমি এখনই যাচ্ছি। ওরা সব এসে পড়লে ওদের বাগানেই যেতে বোলো।"

বাবলু একটুও দেরি না করে পঞ্চুকে নিয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল বাগানের দিকে।

পঞ্চুর আগ্রহ তো ওর থেকেও বেশি। তাই পথে নেমে বাবলুর আগেই বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গেল বাগানের দিকে।

বাবলুর মনে দারুণ দুশ্চিন্তা। কে খুন হল? কেন হল? ওরা যখন বিরাট একটা দায়িত্বের ঝুঁকি নিয়ে এক দেশে যাবে ঠিক করছে, ঠিক তখনই হঠাৎ করে এ আবার কী ঝামেলা?

বাবলু আর পঞ্চু চলে যাওয়ার পরই বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্চু এসে হাজির হল বাবলুদের বাড়িতে।

বিলু জিজ্ঞেস করল, "উঠেছে?"

বাবলুর বাবা তখন দুর্গাপুর যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। বললেন, "উঠেছে। এইমাত্র থানা থেকে ফোন এল তোমাদের বাগানে নাকি একটা খুন হয়েছে।"

"সে কী!"

"ও সেখানেই গেছে। তোমাদেরকেও যেতে বলেছে। গিয়ে দ্যাখো কার আবার কী হল!"

বাবার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চুকে ফিরে আসতে দেখা গেল। সে কী দারুণ হাঁকডাক পঞ্চুর! ওদের সকলকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সে যেন ছটফট করছে। ব্যাপার কী? কী এমন হল পঞ্চুর? কেন এই উত্তেজনা?

ওরা সবাই তখন ছুটল পঞ্চুর সঙ্গে। নির্ঘাত সিরিয়াস ব্যাপার কিছু। ভয়ানক কিছু নিশ্চয়ই সে দেখেছে। না হলে তো এরকম করবে না! কিন্তু বাগানে গিয়ে দেখল কোথায় কে? কোথায় কী? কেউই নেই সেখানে। না পুলিশ, না বাবলু।

বিলু এবার শিরদাঁড়া টান করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর বলল, "বুঝেছি কী ব্যাপার! আয় তো সবাই।"

ওরা সবাই আবার এসে হাজির হল বাবলুদের বাড়িতে। বাবলুর বাবা বেরোতে যাচ্ছিলেন। বললেন, "কী খবর?"

"খবর ভাল নয়।"

মা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন? কী হল?"

"মনে হচ্ছে টেলিফোনটা ফল্‌স। খুন-টুন কিছু নয়। বাবলুকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।"

বাবলুর বাবার হাত থেকে অ্যাটাচিটা খসে পড়ল। বললেন, "সে কী!"

মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন, "কারা! কারা নিয়ে গেল আমার বাবলুকে?" বলেই বাবাকে বললেন, "তুমি আজ দুর্গাপুরে যেয়ো না। থানায় খবর দাও। খুঁজে বের করো ছেলেটাকে।"

বাবলুর বাবা অ্যাটাচিটা ঘরে রেখে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে সকলকে নিয়ে থানায় গেলেন।

বড়বাবু ডিউটি শেষ করে মেজবাবুর হাতে দায়িত্ব দিয়ে বিদায় নিচ্ছিলেন। ওদের দেখেই বললেন, "ব্যাপার কী! এত সকালে?" তারপর বাবলুর বাবাকে বললেন, "আপনার আবার কী হল?"

"একটু আগে এখান থেকে বাবলুকে কি কোনও ফোন করা হয়েছিল?"

"কই, না তো! কেন?"

বাবলুর বাবা তখন সব কথা খুলে বললেন বড়বাবুকে।

বড়বাবু বললেন, "সর্বনাশ! এরকম তো হওয়ার কথা নয়! তা ছাড়া বাবলু তো আমাদের গলা চেনে। ওর ভুল হয় কী করে?"

"আসলে ভোরের বেলা তো, সবে ঘুম থেকে উঠেছে। তারপরই এই টেলিফোন। ব্যাপারটা এমনই আচমকা ঘটে গেছে যে, ও কোনও কিছু ভেবে দেখবার সময় পায়নি। তা ছাড়া অন্য একটা ব্যাপারে কাল থেকে ও খুব মাথা ঘামাচ্ছে বলেই এই অসাবধানতা।"

বড়বাবু চোখ বুজে একবার একটু কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, "পঞ্চু কোথায় ছিল?"

বাবা বললেন, "সঙ্গেই ছিল।"

"তা হলে? পঞ্চুর সামনে থেকে বাবলুকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া বড় কম কথা নয়।"

বিচ্ছু কথা বলল এবার। বলল, "পঞ্চুর যে একটা খারাপ অভ্যাস আছে। সব কিছু আগ বাড়িয়ে আগে দেখতে যায় ও। নিশ্চয়ই সেইরকম কিছু হয়েছিল, সেই সুযোগে ওরা নিয়ে গেছে বাবলুদাকে।"

পঞ্চু তখন এমন একটা গলা করে কেঁদে উঠল যে, সেই কান্না শুনলে বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে ওঠে।

বড়বাবু বললেন, "সঙ্গে পিস্তলটা ছিল না?"

"বোধহয়, না।"

"চলুন তা হলে, একটু বাগানের দিকেই যাই।"

পুলিশের গাড়িতেই সবাই চলল মিত্তিরদের বাগানের দিকে। কী এমন হল? কোন চক্রে জড়াল যে, কিডন্যাপ করতে হল বাবলুকে? এই সুন্দর সকালে বিষয়টা এমনই ঘোরালো যে, ভেবেও কূল পেল না কেউ।

ওরা যখন বাগানের কাছাকাছি এসেছে তখনি হঠাৎ কী যেন দেখে চলন্ত জিপের ভেতর থেকেই রাস্তার ওপর লাফিয়ে নামল পঞ্চু।

জিপও ব্রেক কষল।

পঞ্চু নর্দমার ধার থেকে একটা ভাঙা টর্চ মুখে করে নিয়ে এসে পুলিশের হাতে দিল। টর্চ হাতে নিয়ে পুলিশের লোকেরা এদিক সেদিন তাকাতেই এক জায়গায় একটু চাপ রক্ত দেখতে পেল। তবে তা সামান্য।

বড়বাবু টর্চটা ওদের দেখিয়ে বললেন, "এটা কার"

বিলু দেখেই বলল, "এটা তো বাবলুর টর্চ।"

"তার মানে এটা দিয়ে শত্রুপক্ষকে আঘাত করেছিল বাবলু। তাই গুঁড়িয়ে গেছে টর্চের কাচটা।"

"কিন্তু এই রক্ত!"

"হয়তো ওদেরই কারও।"

বাবলুর বাবা বললেন, "আঘাতটা বাবলুরও হতে পারে। ওরা যে কীভাবে নিয়ে গেল ছেলেটাকে, তা কে জানে?"

ভোম্বল বলল, "আমার মনে হয় ওরা মোটরবাইক নিয়ে এসেছিল। একটা নয়, দু'-তিনটে।"

বিলু বলল, "কী করে বুঝলি?"

"এই দ্যাখ কীরকম সব চাকার দাগ।"

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদার কাছে পিস্তলটা নিশ্চয়ই ছিল না। থাকলে ওদের সাধ্য ছিল না বাবলুদার কিছু করে।"

একজন কনস্টেবল বলল, "পেছন থেকে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়লে পিস্তল থাকলেই বা কী?"

বাবলুর বাবা বললেন, "এরকম বিপদ তো বাবলুর কখনও হয়নি!"

বিলু বলল, "আপনার মনে নেই। অনেকবার হয়েছে। সেই সেবার জলায় অগ্নিদানবের কবলে পড়ার ঘটনাটা ভুলে গেলেন? তা ছাড়া বাইরে যে এরকম বিপদে কতবার পড়েছি আমরা তার ঠিক নেই। সব কথা আপনাকে বলা হয়নি।"

ভোম্বল বলল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ও যেখানেই থাকুক, ওকে আমরা খুঁজে বের করবই।"

পুলিশের গাড়ি আর মিত্তিরদের বাগানে ঢুকল না। এইখান থেকেই বিদায় নিল। বাবলুর বাবাও গেলেন পুলিশের সঙ্গে। একটা ডায়েরি তো লেখাতে হবে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু কিন্তু ফিরে এল না। ওরা সবাই ঢুকল বাগানের ভেতর। পঞ্চুও গেল সঙ্গে। গিয়ে কী দেখল? ওরা দেখল ওদের সেই ভাঙা বাড়ির মেঝেয় জোড়া জোড়া বুটের ছাপ। ইতস্তত ছড়ানো কিছু আধপোড়া সিগারেট। আর? আর এমনই একটা জিনিস, যেটা সবার অলক্ষ্যে পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল বিলু।

ওরা আরও কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখবার জন্য তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল চারদিক। কিন্তু এছাড়া আর কোনও কিছুই পেল না। তা হলে বোঝাই যাচ্ছে বাবলুকে কিডন্যাপ করবার জন্য ওরা খুব ভালরকমই প্রস্তুতি নিয়েছিল। সারারাত এখানে জল্পনা-কল্পনা করে ঠিক ভোরবেলায় কাজটা হাসিল করেছে ওরা। তার মানে ওরা জানত বাবলু কখন কী করে না করে। ওর গতিবিধির ওপর ভালই নজর রেখেছিল ওরা। পরিকল্পিত এই হরণের আগে ওদেরই কেউ পাবলিক কল থেকে ফল্স্ টেলিফোনও করেছে। তারপরই ফাঁদে ফেলে নিয়ে গেছে ওকে। কিন্তু কেন? কী ওদের উদ্দেশ্য? ওরা কারা? বাবলুকে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোন রহস্য থাকতে পারে ওদের? ওকে তো ওরা মেরেও ফেলতে পারত! তার বদলে কিডন্যাপ করল কেন? বাবলুর মতো একটি ছেলেকে গুম করতে গেলে কতখানি বুকের পাটার দরকার তা কি ওরা জানত না? নিশ্চয়ই জানত। এবং এর দ্বারাই বোঝা যাচ্ছে নেহাত হেঁজিপেঁজি কেউ এসে নিয়ে যায়নি বাবলুকে।

এই কথা ভাবতে ভাবতেই রীতিমতো গম্ভীর হয়ে উঠল বিলু। বাবলুর অনুপস্থিতিতে বিলুই তো এখন সব। ও যা বলবে বা করবে, তাই হবে। যদিও বুদ্ধি দেবে সকলেই। তবুও বিলুর এই ভাবান্তরে সকলেই নীরব রইল। সবাই কিছু না কিছু চিন্তা করতে করতে বাগানের ঘাসের ওপরই বসে পড়ল।

অনেক পরে ভোম্বল বলল, "কিছু অনুমান করতে পারলি বাবলুর ব্যাপারে?"

বিলু বলল, "কিছুমাত্র নয়।"

"আচ্ছা, গিরিজাশঙ্করবাবুর হত্যারহস্যের সঙ্গে বাবলু-হরণের কোনও যোগসূত্র আছে বলে তোর মনে হয়?"

"সেটা মনে করতে পারলে তো সমস্ত প্রবলেমই সল্‌ভ হয়ে যেত। তা তো নয়। আসলে, অঙ্কটাই আমি মেলাতে পারছি না। ভেবে দ্যাখ, কোথায় ভাইজাগ, কোথায় হাওড়া! তা ছাড়া শত্রুপক্ষের লোকেদের দু'জনেই আমাদের অপরিচিত। তৃতীয়জন যদি কেউ থাকে, তা হলে সেও ঘোর অন্ধকারে। কেসটাও আমরা হাতে নিয়েছি মাত্র দু'দিন হল। অতএব এই দু'দিনের মধ্যে আমাদের সব কিছু জেনে ফেলা ওদের পক্ষে কখনওই সম্ভব নয়। তাই দীপাদিদের ঘটনার সঙ্গে এর কোনও মিলই নেই।" বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিলু আবার বলল, "তবে আমাদের উচিত এখনই একবার দীপাদির সঙ্গে যোগাযোগ করা।"

বাচ্চু বলল, "অবশ্যই। বাবলুদার খবরটা দীপাদিকে জানানো দরকার। না হলে উনি যদি আমাদের ভাইজাগে যাওয়ার সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেন তা হলে কিন্তু বিশ্রী ব্যাপার হয়ে যাবে। কেন না এই অবস্থায় তো আমাদের কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়।"

বিলু বলল, "তা হলে চল, আগে আমরা দীপাদিকে একটা ফোন করি।"

ওরা যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। বিলু করল কী একটা কাঠি এনে জুতোর ছাপগুলো মেপে নিল। আর কুড়িয়ে নিল কয়েকটি সিগারেটের টুকরো। এগুলো অনেক সময় অপরাধী চিনতে কাজে লাগে।

ওদের দেখাদেখি পঞ্চুও মাটি শুঁকে শুঁকে চারদিক খুঁজল। কিন্তু এই সামান্য নিদর্শনগুলো ছাড়া এমন কিছু পেল না, যার দ্বারা ওরা দুষ্কৃতীদের সম্বন্ধে একটু কিছুও অনুমান করতে পারে।

ওরা সবাই যখন বাবলুদের বাড়িতে এল, বাবলুর বাবা তখনও ফিরে আসেননি।

মা বললেন, "কী রে, কোনও হদিস পেলি?"

বিলু বলল, "আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন মাসিমা? আপনার বাবলু কি যেমন-তেমন ছেলে? এমনও হতে পারে আমরা যা ধারণা করেছি তা সম্পূর্ণ ভুল। ওই হয়তো কারও পিছু নিয়েছে।"

"তাই যেন হয়। এদিকে কী হয়েছে জানিস তো? একটু আগে দীপা ফোন করেছিল। কাল রাত থেকে ওদের দয়ালকাকাকেও নাকি পাওয়া যাচ্ছে না।"

বিলু শিউরে উঠে বলল, "সে কী! বাবলুর খবর কিছু বলেছেন?"

"না। বলেছি ওরা কেউ নেই।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সবাই অবাক! এমন একটা ঘটনা যে ঘটবে বা ঘটতে পারে, তা ওদের ধারণারও বাইরে। বিলু সবার অলক্ষ্যে মিত্তিরদের বাগানে ভাঙা বাড়ির মধ্যে যে জিনিসটা কুড়িয়ে পেয়েছিল সেটা একবার বের করে দেখে নিল। তারপর সকলকে বলল, "শোন, আমি কিন্তু এবার অন্য গন্ধ পাচ্ছি।"

"কীরকম?"

বিলু ইশারায় সকলকে ছাদে নিয়ে গেল। তারপর বলল, "কাল রাতে দয়ালবাবুর অন্তর্ধান আর আজ ভোরে বাবলুর নিখোঁজ হওয়া, এই দুইয়ের মধ্যে কিন্তু একটা সন্দেহের সূত্র রয়েছে। এখন যদি আমরা মনে করি ভাইজাগের অপরাধীদের জাল সুদূরবিস্তৃত, তা হলে কিন্তু কিছুমাত্র ভুল করব না। আমাদের কাজ আজ থেকেই শুরু করতে হবে। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। শিগগির ঘরে গিয়ে যা হোক দুটো খেয়ে চলে আয়। একবার ভবানীপুরে গিয়ে দীপাদির সঙ্গে দেখা করে আজ থেকেই আমরা আমাদের কাজ শুরু করব।"

বাচ্চু বলল, "বাবলুদা কিন্তু ঠিকই সন্দেহ করেছিল। বারবার দীপাদিকে বলেছিল সাবধানে থাকতে। কিন্তু দয়ালবাবুকে ওরা অপহরণ করল কেন? দরকার তো দীপাদিকে।"

"প্যানিক কাকে বলে জানিস? একেই বলে প্যানিক। এইভাবে আতঙ্ক সৃষ্টি করে দীপাদিকে যখন নার্ভাস করে ফেলবে ঠিক তখনই তাকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করাবে ওরা। জোর করে সব কিছু লিখিয়ে নেবে। তারপর রাখতেও পারে, মারতেও—।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু ভাইজাগের অন্য ভাষাভাষীর মানুষ হয়ে এখানে ওরা ওদের প্রভাব বিস্তার করল কীভাবে, তার তো কিছুই বুঝছি না।"

"পরে সবই বুঝতে পারবি। এই ধরনের অপরাধীদের শেল্টার সব দেশেই থাকে। সব দেশেরই কিছু না কিছু লোক তাদের হয়ে কাজ করে। এখন আর দেরি নয়, চল সবাই যে যার বাড়ি থেকে একবার চট করে ঘুরে আসি।"

ওরা নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গেই দেখল দীপাদি এসে হাজির।

সবাই নিরুত্তাপ হয়ে বলল, "দীপাদি এসেছেন? যাক, ভালই হয়েছে। আমরা এখনই আপনার ওখানে যাচ্ছিলাম।"

দীপাদি দারুণ উত্তেজিত হয়ে বললেন, "আমি জানতাম তোমরা যাবে। তবু আমি নিজেই এলাম। দয়ালকাকার ব্যাপারটা শুনেছ তো? আমি কিন্তু এবার দারুণ ভয় পেয়ে গেছি। এখন আমি সম্পূর্ণ একা। থানায় খবর দিয়ে নিজেই গাড়ি চালিয়ে চলে এসেছি তোমাদের কাছে। বাবলু কই? ওকে যে আমার ভীষণ দরকার!"

মা বললেন, "বাবলু নেই।"

"কোথায় গেছে?"

মা আর কিছু না বলে আঁচলের খুঁটে চোখের জলে মুছে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

বিলু বলল, "সকাল থেকেই পাওয়া যাচ্ছে না বাবলুকে। বাবলু কিডন্যাপ্‌ড।"

"কিন্তু ওর কী দোষ? তা ছাড়া ওকে ওরা চিনবে কী করে? তোমরা যে আমার ব্যাপারে কিছু করবার চেষ্টা করছ তা তো ওদের জানবার কথা নয়!"

"যারা আপনার ওপরে নজর রেখেছে তারা কি আপনার গতিবিধির ওপরে নজর রাখছে না? আপনার কাছে কারা কী কারণে যাচ্ছে আসছে তা কি টের পাচ্ছে না তারা? হয়তো আপনার কাজের লোকেদের ভেতরেই ওদের কোনও স্পাই আছে।"

"ওরা কিন্তু অত্যন্ত বিশ্বাসী।"

"গোয়েন্দা তদন্তে তারাই কিন্তু সবচেয়ে সন্দেহভাজন।"

"আমি কিন্তু ওদের কাউকেই সেরকম বলে মনে করি না।"

"দয়ালকাকা?"

"উনি দু'বছর আমাদের বাড়িতে আছেন। অমন সৎ, সজ্জন মানুষ আর হয় না। ওঁকে সন্দেহ করলে আমাকেও সন্দেহ কোরো তোমরা।"

বিলু এবার কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলতে গিয়েও বলতে পারল না। তবে প্রসঙ্গ পালটাবার জন্য বলল, "এ-বাড়ির পরিস্থিতি এখন অন্যরকম। আপনি আমাদের বাড়ি আসুন। সেখানে বসেই সব কিছু আলোচনা করা যাবে।"

বিলুর কথামতো দীপাদি ওদের বাড়িতেই এলেন। ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছু যে যার বাড়িতে চলে গেল।

কিছু সময়ের মধ্যেই সবাই আবার ফিরে এলে বিলুর মা প্লেট সাজিয়ে খেতে দিলেন প্রত্যেককে।

বাবলুর ব্যাপারটা পাড়াময় রটে গেছে তখন। চারদিকেই তাই ছোটখাটো জটলা আর কানাঘুষো।

এরই মধ্যে বিচ্ছু বলল, "আচ্ছা দীপাদি, দয়ালকাকার বাড়ি কোথায়?"

"শুনেছি বেরহামপুর গঞ্জামের কাছে পলাশা নামে একটা জায়গা আছে, সেইখানে।"

"বাড়িতে কে কে আছেন ওঁর?"

"স্ত্রী নেই। এক ছেলে আছে। বাবাকে দ্যাখে না বলে উনি আলাদা থাকেন।"

"ছেলেকে খবর পাঠিয়েছেন!"

"কখন আর পাঠালাম?"

"দয়ালকাকাকে আপনাদের ড্রাইভার হিসেবে পেলেন কী করে? মানে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগটা কীভাবে হল?"

"আমার বাবার এক বন্ধু মি. ভার্গবমের গাড়ি চালাতেন উনি। ভার্গবম গাড়ি বেচে দেওয়ায় উনি আমাদের কাছে চলে আসেন।"

"ভার্গবম থাকেন কোথায়?"

"ভাইজাগে।"

"বুঝেছি। উনি তা হলে ভাইজাগেই থাকতেন।"

"তোমরা কি দয়ালকাকাকে সন্দেহ করছ? তা যদি হত তা হলে দুর্বৃত্তরা কি উঠিয়ে নিয়ে যেত ওঁকে?"

"উনি নিজের ইচ্ছেতেও তো চলে গিয়ে থাকতে পারেন?"

"না, না না। তা উনি পারেন না। তোমাদের কী করে বোঝাব দয়ালকাকা সেরকম মানুষ নন।"

বিলু বলল, "উনি যদি খুন হতেন তা হলে কিন্তু সন্দেহের বাইরে থাকতেন। তা ছাড়া কোথায় ভাইজাগ, কোথায় কলকাতা। অপরাধীরা কীভাবে খবরাখবর পাচ্ছে, সেটাও একবার ভেবে দেখুন। আমাদের সম্বন্ধে খুব ভালভাবে সবকিছু জেনেছে বলেই বাবলুকে উঠিয়ে নিল ওরা। এখন তাকে খুন করবে কি আটকে রাখবে সেটা তারাই জানে। আপনার বাবা ভাইজাগে গেলেন আর খুন হলেন। তাঁর যাওয়া-আসার খবর ওরা কার কাছ থেকে পেল? এর নেপথ্যে একজনও কেউ নেই বলছেন? আপনি যাই মনে করুন, সন্দেহ আমরা করবই। কেন না, ভূত সরষের মধ্যেই থাকে।" বলেই ওর পকেটের সেই জিনিসটা বের করে সবার সামনে টেবিলের ওপর রাখল বিলু।

সেটা দেখেই বিস্মিত হল সকলে।

দীপাদি বললেন, "এটা তোমরা পেলে কোথায়?"

"মিত্তিরদের বাগানে আমাদের সেই ভাঙা বাড়ির মধ্যে। বলুন তো জিনিসটা কার?"

"ওটা তো দয়ালকাকার।"

"আর আমার জানবার কিছু নেই। এর পরও যদি আমরা দয়ালকাকাকে সন্দেহ করি, তা হলে খুব একটা ভুল করব কি?"

দীপাদি এমনভাবে ঘাড় নাড়লেন, যার অর্থ "না।"

বিচ্ছু হঠাৎ বলল, "আচ্ছা বিলুদা, এমনও তো হতে পারে দুষ্কৃতীরা সত্যি-সত্যিই দয়ালকাকাকে তুলে নিয়ে গেছে। তারপর তাঁকে জেরা করেই হোক অথবা মারধোর করেই হোক ঠিকানা জেনেছে আমাদের?"

"হতে অনেক কিছুই পারে। তবু আমার মনে বলছে দয়ালকাকা এই ব্যাপারে পুরোপুরি ইনভল্ভড।"

"বেশ, তা না হয় হল। দয়ালকাকা কী জুতো পরতেন?"

দীপাদি বললেন, "কখনও সাধারণ চটি, কখনও কোলাপুরি চপ্পল।"

"আমি ওঁকে চটিজুতোই পরতে দেখেছি। আর আমাদের বাগানে বুট ছাড়া অন্য কোনও জুতোর ছাপও দেখিনি।"

বিলু বলল, "মাই গড। এই ব্যাপারটা আমার নজর এড়িয়ে গেছে তো। এটাও একটা ভেবে দেখবার মতো পয়েন্ট। এখন কথা হল দয়ালকাকার চশমাটা তা হলে ওই ভাঙা বাড়ির মধ্যে গেল কী করে? চশমার ফ্রেমটা

এমনই এক নতুন ধরনের যে, একবার দেখলেই চোখে ধরে যায়। তাই তো ওটাকে দেখেই সন্দেহ হল আমার। দেখামাত্রই চিনলাম দয়ালকাকার চশমা বলে। না হলে চশমায় তো কারও নাম লেখা থাকে না।"

দীপাদি বললেন, "শেষপর্যন্ত দয়ালকাকা...! কাকে বিশ্বাস করব তা হলে?"

বিলু বলল, "দীপাদি, আমরা এখনই একবার আপনার বাড়িতে যেতে চাই। নতুন করে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে আমার মনে। সেটার ব্যাপারে একটু নিশ্চিন্ত না হলেই নয়!"

দীপাদির তো গাড়ি ছিল, তাই অসুবিধে হল না। দীপাদি নিজেই চালিয়ে নিয়ে চললেন গাড়িটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভবানীপুরে দীপাদিদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল ওরা।

বিলু বলল, "দয়ালবাবু কোন ঘরে থাকতেন?"

"নীচের তলায় বড় ঘরে। এই তো, এই ঘরে।"

বিলু সবাইকে বাইরে থাকতে বলে নিজে পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকল। যা ভেবেছে, তাই। ঘরের ভেতর সেইরকমই কয়েকটি ভারী পায়ের জুতোর ছাপ। বিলু সেই কাঠিটা বের করে জুতোর মাপ নিতেই হুবহু মিলে গেল দাগের সঙ্গে। তবে কি ক্রাইম করবার জন্য দয়ালবাবুও জুতো বদলেছিলেন? নাকি সত্যিই গুম করা হয়েছে তাঁকে? কেন না ঘরের দরজার পাশে দয়ালবাবুর যে কোলাপুরি চপ্পলটা ছিল, তার সঙ্গে কিন্তু এই জুতোর মাপ একেবারেই মিলছে না। বিলু আরও সন্ধানী চোখে এদিক সেদিক তাকাতে লাগল। পঞ্চুও তখন ঘরে ঢুকে শুঁকে দেখছে চারদিক। হঠাৎ টি-টেবিলের ওপর রাখা অ্যাশট্রের মধ্যে আধখাওয়া কিছু সিগারেটের টুকরো শুঁকতে লাগল পঞ্চু। বিলু সঙ্গে সঙ্গে ওর সংগ্রহে রাখা কাগজে মোড়া যে সিগারেটের টুকরোগুলো ছিল, সেগুলোকে মিলিয়ে দেখল। একই সিগারেট। তার মানে এই ঘরের অতিথিরাই মিত্তিরবাগানের আগন্তুক। কিন্তু দয়ালবাবু ওখানে তাঁর চশমাটাকে ফেলে এলেন কেন?

বিলুর ডাক পেয়ে ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সবাই এবার ঘরে এসে ঢুকল। দীপাদিও এলেন। সব কিছু দেখেশুনে বললেন, "কাল রাতের মধ্যে এত কিছু হয়ে গেল, অথচ আমি কিছু জানতেই পারলাম না!"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু তখন দয়ালবাবুর ঘরে যেখানে যা কিছু ছিল সব তন্নতন্ন করে দেখছে। কিন্তু না, ওদের সামান্যতম কাজে লাগে এমন কিছুরই সন্ধান পেল না ওরা। ফলে দয়ালবাবু এবং বাবলুর অপহরণের ব্যাপারটা জটিল অন্ধকারেই রয়ে গেল।

॥ ৪ ॥

খুব ভোরে বাবলুর যখন হুঁশ ফিরে এল তখন সে দেখল এক অজানা দেশের অচেনা প্রান্তরে রেললাইনের ধারে ঝোপের পাশে পড়ে আছে। তার সারা গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা। ভোরের নরম কুয়াশায় আর রাতের শিশিরে কেমন যেন ভেজা ভেজা লাগছে নিজেকে। চারদিক কেটে ছড়ে যাওয়ায় জ্বালাও করছে। এ কোথায় এল সে? কেমন করে এল? সব কিছু মনে করতে করতেই উঠে বসল সে।

হঠাৎ একটা জোরালো আলো লাইনের ওপর এসে পড়ায় সে বুঝল ট্রেন আসছে। রেললাইনের ধার থেকে আরও একটু নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল সে। একটু পরেই ঝমঝম শব্দ করে একটা অনেক বগির মালগাড়ি মাটি কাঁপিয়ে চলে গেল। কোথায় গেল ট্রেনটা?

ও ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল এবার।

দূরে, বহু দূরে আলোর বিন্দু কিছু দেখা যাচ্ছে। সেইসঙ্গে দেখা যাচ্ছে আলো ঝলমল একটা শহরের দৃশ্য। কাছেপিঠে নিশ্চয়ই স্টেশন আছে কোনও। ও সেইদিক লক্ষ্য করেই একটু একটু করে এগোতে লাগল। কী দারুণ দুর্বলতা ওর সারা শরীরে। তার ওপর গায়ে ব্যথা। অল্প অল্প শীতও করছে। মাথাটা ভার। পকেটে হাত দিয়ে দেখল একটি টাকাও নেই। কেন না মর্নিংওয়াকে বেরোবার সময় ও তো কোনও টাকা-পয়সা সঙ্গে রাখে না। টর্চটা সঙ্গে ছিল, সেটা খুইয়েছে। ভাগ্যে পিস্তলটা ছিল না, তা হলে সেটাও যেত। এখন একটু একটু করে সব কথা মনে পড়ছে ওর। কিন্তু মনে পড়লে কী হবে, ও এখন কথায়? কত দূরে? সেটাই জানতে হবে আগে।

বাবলু কোনওরকমে টলতে টলতে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল। স্টেশনের নামটা পড়ে দেখল বড় বড় হরফে লেখা আছে শ্রীকাকুলাম রোড। এই নামের সঙ্গে পরিচয় কার না আছে! দক্ষিণ ভারতের এই জায়গাটি বিখ্যাত হয়ে আছে রাজনৈতিক কারণে। বাবলুর বাবা একাধিকবার এসেছিলেন এখানে। তাঁরই মুখে শুনেছে

শ্রীকাকুলাম হল গরিব লোকের উটি। এর একদিক দিয়ে বয়ে গেছে নাগাবলী নদী, অপরদিকে বংশধারা। তারই অদূরে সমুদ্র। অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর।

এই মুহূর্তে বাবলু ভেবে পেল না তার কী করা উচিত! সে প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে না গিয়ে মেঠো পথ ধরে কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর দেখল খড় বোঝাই কয়েকটি গোরুর গাড়ি কোথায় যেন চলেছে। ও বুঝল শহরে কিছু হবে না। কিন্তু গ্রামে গেলে যা হোক কিছুর একটা ব্যবস্থা হবেই হবে। এই ভেবে ও মনঃস্থির করে খড়-বোঝাই একটি গোরুর গাড়িতেই উঠে পড়ল। একবার ভাবল এখানকার কোনও থানায় গিয়ে ওর বিপদের কথাটা খুলে বলে। তারপর থানা মারফত বাড়ির সঙ্গে এবং ওদের থানায় যোগাযোগ করে কোনও একটা হোটেলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। পুলিশের নির্দেশ পেলে টাকা-পয়সার জন্য আটকাবে না। যে-কোনও হোটেল বা লজ ওকে রাখবেই। তারপর বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরা এসে পড়লেই পাই-টু-পাই মিটিয়ে দেবে ওদের। পরক্ষণেই ভাবল তাতে হয়তো ভালর জায়গায় মন্দই হবে ওর। কেন না ওর অপহরণকারীরা ধারেকাছেই আছে। এবং হয়তো ওকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। কাজেই পুলিশের সাহায্য নিয়ে ও যদি কোনও হোটেল বা লজে গিয়ে ওঠে তা হলে সে-কথা চাপা থাকবে না। শহরময় রাষ্ট্র হয়ে যাবে। এবং ওরা তখন অনায়াসেই খুঁজে বের করবে ওকে। তারপর ওর জন্য মাত্র একটি গুলিই যথেষ্ট।

কী ভয়ংকর একটা দিন অতিবাহিত হল কাল। আর কী দুঃস্বপ্নের রাত। মনে পড়লেও গা যেন শিউরে ওঠে। ঘটনাটা কী যে হয়েছিল একটু একটু করে মনে করল বাবলু। একটা টেলিফোন এল থানা থেকে। খকখক কাশির সঙ্গে কে যেন বলল ওদের বাগানে একটা খুন হয়েছে। পঞ্চুকে নিয়ে বাবলু তাই এগিয়ে চলল বাগানের দিকে। পঞ্চু ওর স্বভাবদোষে আগচালাকি করে বাবলুর আগেই ছুটে গেল ভৌ ভৌ করে। পঞ্চু কি খেয়ালবশেই গেল? না কাউকে তাড়া করল ওইভাবে? কে জানে? বাবলু দেখল ওর বাগানে ঢোকার মুখে পরপর তিনটে মোটরবাইক দাঁড় করানো আছে এক জায়গায়। আর সেখানেই আধো অন্ধকারে একজন বয়স্ক লোককে নির্দয়ভাবে প্রহার করছে কারা। এমনভাবে মারছে, যেন মনে হচ্ছে খুন করে ফেলবে লোকটাকে। ভদ্রলোকের চশমাটা নিয়ে একজন বলের মতো লুফছে। পঞ্চু! পঞ্চু কোথায়? ওই, ওই তো পঞ্চু! মৃত্যুরূপী মহাকালের মতো ভীষণ গর্জনে ধেয়ে আসছে ওদের দিকে। যে লোকটা চশমা নিয়ে লুফছিল সে তখন একটা মোটরবাইকে চেপে দ্রুত এগিয়ে গেল পঞ্চুর দিকে। ভাবটা এই, পঞ্চুকে ও চাপা দিয়ে মারবেই। পঞ্চু অদ্ভুত কায়দায় পাশ কাটিয়ে রক্ষা করল নিজেকে। কিন্তু বাবলুকে রক্ষা করবে কে? ওর মাথায় তখন আঘাতের পর আঘাত। তারপর আর কিছুই ওর মনে নেই। সংবিৎ যখন ফিরল তখন ও দ্রুতগামী এক ট্রেনের কামরায়।

বাবলু আবার ভাববার চেষ্টা করল। পঞ্চু ছুটে গেল, নিশ্চয়ই তাড়া করে বাগানের দিকে নিয়ে গিয়েছিল কাউকে। তারপর বাবলুর বিপদ দেখে ওকে রক্ষা করতে ছুটে এল। শত্রুপক্ষের একজন তখন পঞ্চুকে মোটরবাইকে চাপা দিয়ে মারবার জন্য এগিয়ে গেল। আর তখনই মাথায় আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারাল বাবলু। সম্ভবত ওরা ওকে মোটরবাইকে চাপিয়ে নিয়েই উধাও হয়ে গেল। অর্থাৎ পেশাদার গুন্ডাদের দিয়ে সুকৌশলেই শেষ হল অপারেশনটা। কিন্তু পঞ্চুর কী হল? পঞ্চু কি পারল তার আক্রমণকারীকে ঘায়েল করতে? না কি পঞ্চুর গ্রাস থেকেও শয়তান রক্ষা করল নিজেকে?

বাবলু গোরুর গাড়িতে চেপে খড়ের গাদায় শুয়ে যেতে যেতেই এইসব চিন্তা করতে লাগল।

সে আবার মনে করতে লাগল।

হ্যাঁ, ওর যখন হুঁশ ফিরে এল তখন ও ট্রেনের কামরায়। অসম্ভব দ্রুতগতির একটা ট্রেন। সেই ট্রেনে চেপে ও কোথায় যেন চলেছে। সঙ্গে চার-পাঁচজন লোক।

একজন বলল, "হঠাৎ এইরকম একটা ঝুঁকি নেওয়ার পরিকল্পনাটা এল কার মাথায়?"

"কীরকম ঝুঁকি?"

"এই, ছেলে চুরির।"

"ঝুঁকিটা আমিই নিয়েছি বলতে পারো। বান্ধবদা আমাদের পাঠিয়েছিলেন অন্য কাজে। অর্থাৎ গিরিজাবাবু খুন হওয়ার পর থেকেই এ-বাড়ির দিকে নজরদারির দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। ওদের বাড়ি কাজ করে যে মেয়েটি তার কাছে কানের দুল বিক্রির অছিলায় এই ছেলে-মেয়েগুলোর ব্যাপারে সব কিছু জেনে নিলাম।"

"ছেলে-মেয়ে!"

"হ্যাঁ। মেয়েও আছে এদের দলে। এরা নাকি ভাইজাগে গিয়ে গিরিজাবাবুর খুনের ব্যাপারে তদন্ত করবে।"

"হাসালে ভাই! এ তো দেখছি নেহাতই বালক।"

"না। একে যা ভাবছ তা নয়। অনেক আচ্ছা আচ্ছা খুনে বদমাশকেও ঘায়েল করেছে এ দলবল নিয়ে। এরা

অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। তা ছাড়া দীপা যেমন দয়ালবাবুকে বিশ্বাস করে, তেমনই এই ছেলে-মেয়েগুলোর ওপরও ভরসা রাখে। গিরিজাবাবুও এদের নামে নাকি লক্ষাধিক টাকার একটি ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট রেখে গেছেন। সেই টাকাটা আমার চাই।"

"ভুলে যেয়ো না তুমি মাইকের লোক। তোমার একার ইচ্ছায় কিছুই তুমি করতে পারো না। তা ছাড়া যেখানে কোটি কোটি টাকার ব্যাপার, সেখানে এই এক লক্ষ টাকা কী হবে?"

"এটা আমার ব্যাপার। যাই হোক, এই ব্যাপারেই কাল রাত্তিরে দয়ালবাবুর কাছে গিয়েছিলাম। বলেছিলাম, ভেতরে ভেতরে যে এত কাণ্ড হচ্ছে এসব আমাদের জানাওনি কেন? বলামাত্রই দয়ালবাবু আমার মুখের ওপর এক ধ্যাবড়া থুতু ছিটিয়ে দিল। বলল, আর কখনও তাকে বিরক্ত করলে সে নাকি নিজের মুখে পুলিশের কাছে গিয়ে তার ছেলের কীর্তিকলাপের কথা সব বলে দেবে। আমার সঙ্গে তখন নহুশ আর ভীরুক ছিল। আমরা হেসে বললাম, 'কিন্তু তোমার ছেলে যে এখন আমাদের মুঠোয়। তাকে শেষ দেখা দেখবে তো একবার চলে এসো।' বলতেই বুড়ো কেমন ঘাবড়ে গেল। আমাদের কথায় বিশ্বাস করে চলে এল আমাদের সঙ্গে। আমরা ওকে কলকাতা থেকে হাওড়ায় নিয়ে এলাম। তারপর সে কী বেধড়ক মার। মাঝরাত থেকে ভোর পর্যন্ত পিটিয়েছি, তবু ওর মুখ থেকে এ-বাড়ির ব্যাপারে একটি কথাও বের করতে পারিনি। আমি নিজে গিয়ে তখন একটা 'ডে-নাইট সার্ভিস' ওষুধের দোকান থেকে ছেলেটার বাড়িতে ভুয়ো টেলিফোন করি।"

"ওর ফোন নম্বর পেলে কার কাছ থেকে?"

"ভীরুক আর নহুশ জোগাড় করেছে কোত্থেকে। এমনকী ও যে দলবল নিয়ে মর্নিংওয়াকে বের হয়, তাও জেনেছে ওদের পাড়া থেকে।"

"যাক। তারপর?"

"ভেবেছিলাম দয়ালবাবুকে মেরে ওদের বাগানেই ফেলে রাখব আর ছেলেটা এসে দেখবে। আমরা তখন ওর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে ওকে তুলে আনব।"

"যদি ওরা দলবল নিয়েই আসত!"

"সবাইকেই নিয়ে আসতাম তা হলে। মাঝখান থেকে হল কী, ওদের কুকুরটা এসে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল যে, সব ওলটপালট হয়ে গেল।"

"কুকুরটার কথা কি তোমরা জানতে না?"

"জানতাম। ভীরুক ওকে মারবার জন্য মোটরবাইক নিয়ে তাড়া করেছিল। কিন্তু কী সাংঘাতিক কুকুর রে ভাই, ওর ঘাড় থেকে এক খাবলা মাংসই তুলে নিল শেষপর্যন্ত। ভীরুকটা এখন মরে না যায়!"

"দয়ালবাবুর তা হলে কী হল?"

"জানি না। ব্যবস্থা যা করেছি তাতে তার ডেডবডিও খুঁজে পাবে না কেউ। তবে এই ছেলেটার ব্যাপারে মাইক যেন কিছু জানতে না পারে।"

"কাজটা তোমরা ভাল করলে না। হাজার হলেও দয়ালবাবু বান্ধবের বাবা।"

"এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। দয়ালবাবু যদি সত্যি সত্যিই পুলিশে খবর দিত তা হলে কী হত বলো তো? সকলে ধরা পড়তাম আমরা। আর মাইক তখন—। তা ছাড়া পয়সাকড়ির ব্যাপার যেখানে, সেখানে ওসব ভাই, বন্ধু, বাবা, দাদার কোনও দামই নেই।"

"এখন এই ছেলেটাকে নিয়ে তোমরা কী করবে?"

"ব্ল্যাকমেল করব। একে কইমাছের মতো জিইয়ে রেখে টাকা আদায় করব এর বাবার কাছ থেকে।"

"ওর বাবার টাকা আছে কি তা জানো?"

"নিশ্চয়ই আছে। দুর্গাপুরের একটা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার। তা ছাড়া টাকা তো দেবে গৌরী সেন। অর্থাৎ দীপাই দেবে। দিতে বাধ্য হবে। পরিকল্পনা যা করেছি তা ব্যর্থ হওয়ার নয়।"

"কিন্তু দয়ালবাবুর এই মর্মান্তিক ব্যাপারটা বান্ধব কি মেনে নেবে?"

"না নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। মাইকের নির্দেশ, কেউ কোনওরকম গোলমাল করলেই সরিয়ে দাও তাকে। তা ছাড়া ওদের বাপ-ব্যাটায় তো একদম মিল নেই। বান্ধবদা ত্যাজ্যপুত্র বলতে পারো।"

বাবলু সব শুনছিল আর ভাবছিল এরা যে মাইক পান্থালুর লোক, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বান্ধব? সে বোধহয় দয়ালবাবুর ছেলে! সর্বনাশ! এরা তা হলে বাবুলকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে? ভাইজাগেই, না অন্য কোথাও। ওর ব্যাপারে মাইককে যে ওরা এড়াতে চায়, তা বোঝা যাচ্ছে। তা হলে?

সারাদিন বাবলু ঝিম মেরে পড়ে ছিল, তাই ওকে খেতেও বলেনি কেউ। এই অবস্থায় এদের সঙ্গে লড়াই

করবার মতো শক্তিও ছিল না বাবলুর। তাই আচ্ছন্ন থাকার ভান করেই পড়ে রইল। ক্রমে সন্ধে হল। সন্ধে থেকে রাত। এক এক করে ঘুমিয়ে পড়ল সকলে। রাত এখন কত, তা কে জানে? বাবলু ধীরে ধীরে ওদের পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল। হাঁ করে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে ওরা। কারও কোনও সাড় নেই। না থাকার কারণও আছে। গত রাতে না ঘুমিয়েই অপহরণের কাজ করেছে ওরা। আজ তাই ট্রেনের দুলুনিতে ঘুমিয়ে কাদা। ওরা একটি প্রথম শ্রেণীর 'কুপে'র মধ্যে ছিল। বাবলু পা টিপে টিপে কুপে-র বাইরে এল। কেউ দেখল না ওকে। ও ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল বাথরুমের দিকে। তারপর ভেতরে ভেতরে যে রাস্তা আছে সেই রাস্তা ধরে চলে এল অন্য বগিতে। এই সময় ট্রেনটার গতিবেগ হঠাৎ একটু কমে এল। সেই সুযোগটা নিতে ছাড়ল না বাবলু। দরজা খুলে চলন্ত গাড়ি থেকেই মারল এক লাফ। গাড়ির গতি খুবই কম ছিল। না হলে অবশ্য এই ধরনের 'রিস্ক' নিতে পারত না সে। যাই হোক, সারাদিন পেটে কিছু নেই। তার ওপর এইরকম উত্তেজনা। বাবলু চোখে-মুখে অন্ধকার দেখল। গা-মাথা ঘুরে কেমন যেন হয়ে গেল। ঘোর কাটল শেষ রাতে। শিশির-ভেজা ভোরের দিকে। তারপর তো এই। গোরুর গাড়ির মন্থর গতিতে খড়ের গাদায় শুয়ে যাত্রা।

হঠাৎ একটা তীব্র কোলাহল কানে এল ওর। তখন সকাল হয়ে রোদ উঠে গেছে। দেখল কতকগুলো লোক ওকে দেখে চিৎকার করছে আর ওদের ভাষায় কী যেন বলছে। পুরোপুরি তেলেগু ভাষা। বাবলু তাই কিছুই বুঝল না ওদের কথা। তবে বহুকষ্টে গোরুর গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। ওর শারীরিক অবস্থা দেখে ওরা কীসব যেন বলাবলি করল নিজেদের মধ্যে।

একজন ওকে জিজ্ঞেস করল, "মি, পেরু য়েএমটি ছাপ্পাণ্ডে?" (এই! তোমার নাম কী?)

বাবলু ওর ভাষা বুঝতে পারল না।

আর একজন বলল, "হোয়াট ইজ ইয়োর নেম?"

"আমার নাম বাবলু।"

"নে উ বাঙালি?" (তুমি কি বাঙালি?)

"হ্যাঁ"

"এক্কড়া এমচাসত্না ও?" (এখানে কী করছিলে?)

বাবলু যে কী বলবে বা কী করে বোঝাবে ওদের, তা ভেবে পেল না। কেন না এই লোকগুলোকে দেখে মনে হল এরা হিন্দি বা ইংরেজি বোঝে না। বাংলার তো প্রশ্নই ওঠে না। তাই নীরব রইল।

একজন বলল, "এ মনিষি দঙ্গা। একরো দঙ্গাতানমু, চে উটাকু উল্লিনাড়ু। দোরনু পোয়ে দাব্বাল তেন্নাড়ু।" (এ ব্যাটা নিশ্চয়ই চোর। কোথাও চুরি করতে গিয়েছিল, ধরা পড়ে মার খেয়েছে।)

আর একজন বলল, "পোলিশওয়ালাকি আপ্পোঝপ্পন্ডি।" (পুলিশে দে ব্যাটাকে।)

ওদের ভাষা বাবলু বুঝতে না পারলেও পুলিশ শব্দটার অর্থ ও জানে। এখন সত্যিই যদি ওরা ওকে পুলিশে দেয়, তা হলে সব কেঁচে যাবে। পুলিশের সাহায্যের দরকার হলে বাবলু নিজেই যেতে পারত। আর তা হলে এই মুহূর্তে আহার, আশ্রয় কোনও কিছুরই অসুবিধে হত না। সাময়িক নিরাপত্তাও হয়তো পেত। কিন্তু তারপর? দৈবচক্রে মাইকের দলের কিছু লোকের হদিস যখন একবার ও পেয়েছে তখন হাতের শোল কখনও হাতছাড়া করে? একবার শুধু ফোনে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ। তারপর তোলপাড় করবে চারদিক। তাই ও কারও কথার কোনও উত্তর না দিয়ে ধীরে ধীরে উদাসীনভাবে সামনের পথ ধরে এগিয়ে চলল। কিন্তু মুশকিল হল, লোকগুলো কেউ ওর পিছু ছাড়ে না। সবাই বলে, "পার পেইনাড়ু। পার পেইনাড়ু।" (পালিয়ে যাচ্ছে যে!)

শ্রীকাকুলাম স্টেশন থেকে শহরের দূরত্ব অনেক। বাবলু এখন শ্রীকাকুলাম শহরের ওপর দিয়েই পথ হাঁটছে। কিন্তু কী যে করবে, কোথায় যে যাবে, কিছুই ঠিক করতে পারল না। তবুও যতটা সম্ভব জোরেই পা চালাল।

লোকগুলো এখনও ওর পিছু পিছু আসছে। কোনও অপরাধচক্রের শিকার যদি না হত বাবলু, তা হলে এই মুহূর্তে রুখে দাঁড়িয়ে ওদের উপযুক্ত জবাবও দিত। কিন্তু গোলমালের আশঙ্কায় তা সে করল না। তাই ওদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ছোটা শুরু করল প্রাণপণে। ওই তো একটা বাস আসছে। কোনওরকমে একবার হাতল ধরে উঠে পড়তে পারলেই...। কিন্তু না। বাসটা ওকে দেখে থামল না। এ শহর কলকাতা নয় যে, হাত দেখালেই থামবে।

লোকগুলো তখন চিৎকার করছে, "দঙ্গা! দঙ্গা! দঙ্গাতনামু।" (চোর! চোর! চুরি করতে গিয়েছিল।)

হঠাৎ কোথা থেকে একটা স্কুটার ঝড়ের বেগে এসে একেবারে ওর গা ঘেঁষে ব্রেক কষল। বাবলু বুঝল, আর ওর রক্ষা নেই। ওদের হাতে ধরা পড়ে মার খাওয়া ওর কপালে আছেই। কিন্তু যা ও ভাবল তা নয়। ওরই

বয়সি একটা স্মার্ট মেয়ে ওর অবস্থা দেখে এবং পেছনের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে ইশারায় ওকে উঠে পড়তে বলল।

বাবলু প্রায় লাফিয়ে বসে পড়ল পেছনের সিটে। মেয়েটির স্কুটার চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল ওকে নিয়ে। যেতে যেতেই মেয়েটি বলল, "পারগিরতানাড়ু এন্দুকু?" (ছুটছিলে কেন?)

বাবলু বলল, "তুমি কী বলছ আমি বুঝতে পারছি না। কারণ আমি তেলেগু জানি না।"

মেয়েটি ইংরেজিতে বলল, "আশ্চর্য তো! তুমি কোত্থেকে আসছ?"

"কলকাতা থেকে।"

মেয়েটি এবার স্কুটাল থামাল, "তুমি বাঙালি?"

"তুমি?"

"আমিও। কিন্তু তোমার এইরকম হাল কেন? কেন ওরা তোমাকে ওইভাবে তাড়া করছিল? কোথাও কিছু করতে গিয়ে মারধর খেয়েছিলে নাকি?"

"না। আমি অসহায় এবং নিরপরাধ। আমার সব কথা তোমাকে খুলে না বললে তুমি ঠিক বুঝবে না। আমি খুব বিপদে পড়েছি। যদি তুমি আমাকে একটু সাহায্য করো তা হলে খুব ভাল হয়।"

"তুমি একা?"

"একা। এবং এই শহরে এই প্রথম।"

"আমি তোমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করব। কী সাহায্য চাও তুমি বলো?"

"প্রথমেই বলি, আমার অত্যন্ত খিদে পেয়েছে। কাল সারা দিনরাত আমি না খেয়ে আছি। তোমার কাছে যদি পয়সাকড়ি কিছু থাকে তা হলে আগে কিছু কিনে আমাকে খাইয়ে দাও। আর...।"

"ব্যস! আর কিছুই তোমাকে বলতে হবে না। এই শহরে তুমি নিরাশ্রয়। তোমার একটু আশ্রয়ের ব্যবস্থাও আমাকে করে দিতে হবে। তোমাকে দেখেই আমি বুঝেছি তুমি বেশ ভাল এবং ভদ্রঘরের ছেলে।"

"আমার সৌভাগ্য যে, এই বিপদের সময় তোমার মতো একজন 'কোয়ালিফায়েড' মেয়ের সাহচর্য আমি পেলাম।"

"সবই ভগবানের ইচ্ছা।" বলেই স্কুটারের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল মেয়েটি।

বাবলু সভয়ে বলল, "এ কী! আবার ওদিকে কেন?"

"বা রে! তোমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে না?"

"কিন্তু ওই লোকগুলো যদি আবার 'চোর, চোর' বলে চ্যাঁচায়?"

"এতক্ষণে ওরা কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে তার ঠিক নেই। তা ছাড়া আমি তো ওদের ভাষা জানি। কাজেই তোমার ব্যাপারটা আমিই ওদের বুঝিয়ে বলতে পারব।"

"আমাকে নিয়ে গেলে তোমার বাবা-মা আপত্তি করবেন না?"

"আমি যদি কলকাতায় গিয়ে কোনও বিপদে পড়তাম আর তুমি আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যেতে, তা হলে তোমার বাবা-মা বুঝি আমাকে তাড়িয়ে দিতেন?"

"না, না। তা কেন? তুমি মেয়ে। আমি তো ছেলে।"

"এখানে ওসব কোনও ব্যাপারই নয়। এখন থেকে তুমি আমার বয়ফ্রেন্ড।"

মেয়েটি স্কুটারের 'স্পিড' আরও একটু বাড়িয়ে দিল। তারপর বলল, "শ্রীকাকুলাম শহর থেকে আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি। আরসাবল্লীর কাছে। এখানে একটা সূর্যমন্দির আছে। আমি প্রতিদিনই সকালের দিকে এখানে আসি সূর্যদেবতাকে প্রণাম করতে। আজও তাই আসছিলাম। আজ আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যে হয়েছিল, না হলে ওদের হাতে পড়লে অবস্থা তোমার কাহিল হয়ে যেত। এরা এমনিতে খুব শান্ত, কিন্তু রাগলে এদের জ্ঞান থাকে না। তার ওপর তুমি এদের ভাষাও জানো না যে, সব কিছু বুঝিয়ে বলবে।"

বাবলু বলল, "কী সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ তোমাদের এখানকার। কিন্তু পেটের ভেতর এমন চুঁইচুঁই করছে যে, কিছুই উপভোগ করতে পারছি না।"

"স্বাভাবিক। আমার কাছেও পয়সাকড়ি আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদিকে একটা চায়ের দোকানও নেই। তাই অন্য কোথাও সময় নষ্ট না করে বাড়ি চলে যাওয়াই ভাল।"

"কতদূরে তোমাদের বাড়ি?"

"এই তো এসে গেছি। দু'-একটা মোড় ঘুরলেই পার্ক, সেইখানে।"

স্পিড আরও বাড়ল। তারপরই পৌঁছে গেল ওরা বাড়ির কাছে। মেয়েটি ওদের বাড়ির ডোর-বেল বাজাতেই ওর মা এসে দরজা খুলে দিলেন। তারপর বাবলুকে দেখেই বললেন, "কে রে ছেলেটা?"

"জানি না। সম্পূর্ণ অপরিচিত। খুব বিপদে পড়েছে বেচারি! তুমি একটুও দেরি না করে ওর, আমার জলখাবারের ব্যবস্থা করে দাও। কাল থেকে কিছু খায়নি ও।"

মা বললেন, "সে কী! আহা রে!"

মেয়েটি স্কুটার দালানে ঢুকিয়ে বাবলুকে ঘরে নিয়ে এল। তারপর বাথরুমটা দেখিয়ে বলল, "তুমি চটপট মুখ হাত ধুয়ে নাও। তারপর জলটল খাও। পরে ব্যবস্থা করছি তোমার।"

বাবলু ধীর পদক্ষেপে বাথরুমে ঢুকে দাঁত মেজে মুখ-ধুয়ে 'ফ্রেশ' হয়ে নিল।

বাইরে আসতেই মেয়েটি ওর দিকে একটি লুঙ্গি এগিয়ে দিয়ে বলল, "আপাতত এইটা পরো।"

বাবলু তাই পরল।

তারপর মেয়েটির আমন্ত্রণে ডাইনিং টেবিলের সামনে এসে বসতেই মা ওদের জন্য গরম গরম লুচি আর আলুভাজা এনে দিলেন। তারপর চা।

বাবলু গোগ্রাসে খেতে লাগল সব। প্রায় দশ-বারোটা লুচি ও নিমেষের মধ্যেই খেয়ে ফেলল। তারপর চায়ে চুমুক দিতেই তরতাজা হয়ে উঠল সারা শরীর। ও একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে মেয়েটিকে বলল, "আঃ বাঁচালে!" তারপর মাকে বলল, "আপনি আমার মায়ের মতন। আপনাকে তো ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে পারি না। আপনি যেন আমাকে অন্য কিছু ভাববেন না। খুব বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম। আপনার মেয়ের সঙ্গে দেখা না হলে কী যে হত, তা কে জানে? একেবারেই নিঃস্ব আমি।"

মেয়েটির মা বললেন, "তাতে কী হয়েছে! কিন্তু তোমার চারদিকে যে অনেক কেটেছড়ে গেছে বাবা। দাঁড়াও, একটু লাল ওষুধ দিয়ে দিই।"

মেয়েটি বলল, "না, না। লাল ওষুধ দেওয়ার দরকার নেই। ওষুধ আমি দিচ্ছি।"

বাবলু মেয়েটিকে বলল, "তোমাদের বাড়িতে ফোন আছে?"

"হ্যাঁ।"

"এখনই একটা ফোন করতে হবে আমার বাড়িতে। আমার বাবা-মা, বন্ধুরা সব কান্নাকাটি করছে হয়তো। কাল ভোর থেকে আমি নিখোঁজ।"

মা বললেন, "বলো কী! কেন বাবা?"

"পরে সব বলব। এখন আমার ব্যাপারটা একদম চেপে রাখবেন। কাউকে বলবেন না আমি এখানে আছি বলে। কিছু খারাপ লোকের হাতে পড়ে গিয়েছিলাম আমি। কোনওরকমে ওদের খপ্পর থেকে পালিয়ে বেঁচেছি।"

"তাই নাকি! না, না। কাউকে কিছু বলব না। ভগবান বাঁচিয়েছেন তোমাকে।"

মেয়েটি ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল ঘুরিয়ে কলকাতার লাইন চাইল। কিন্তু না। ওদিক থেকে যা উত্তর এল তাতে বোঝা গেল চার-পাঁচ ঘণ্টার আগে লাইন পাওয়া যাবে না।

বাবলু বলল, "ঠিক আছে, পরে চেষ্টা করা যাবে।"

মা বললেন, "সন্ধের পর হলে সহজেই পাওয়া যায়।"

মেয়েটি ওর মাকে বলল, "মা, আপাতত কিছু টাকা আমাকে দাও। ওর এই একটাই পোশাক। অন্তত একটা প্যান্ট-শার্ট অথবা পাজামা-পাঞ্জাবি ওকে কিনে দেওয়া দরকার। বাবারটা দিতাম। কিন্তু ওর গায়ে তো বড় হবে, পরে কোথাও বেরোতে পারবে না।"

বাবলু বলল, "কোনও দরকার নেই। বাড়িতে ফোন করলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমার মা, বাবা, বন্ধুরা সবাই হয়তো এসে হাজির হবে।"

"তা হোক। সেও দু'দিনের আগে তো নয়! কোথায় শ্রীকাকুলাম, কোথায় কলকাতা!"

"কলকাতা ঠিক নয়, হাওড়া।"

মা বললেন, "ঠিকই তো। না হয় এক্সট্রা একটা রইলই।"

এর উত্তরে আর কথা বলা যায় না।

মেয়েটি ওকে ওদের একটা ঘর দেখিয়ে বলল, "তুমি এই ঘরে শুয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো। আমি সব কেনাকাটা করে আনছি। যাব কি আসব। তারপর ধীরেসুস্থে তোমার কথা শুনব সব।"

বাবলু বলল, "বেশ।"

মেয়েটি কেনাকাটা করতে চলে গেল।

মা বললেন, "তুমি কি আর কিছু খাবে বাবা?"

"আর এক কাপ চা যদি পাই তো খুব ভাল হয়।"

"কফি খাবে?"

"তা হলে তো আরও ভাল হয়।"

"এ ছাড়া আর কীই-বা খাওয়াব? এখানে তো আমাদের ওখানকার মতো সন্দেশ, রসগোল্লা পাওয়া যায় না। এখানে শুধু ইডলি আর ধোসা। তবে শ্রীকাকুলামে কাজুবাদাম হয় অনেক। লোকজন এলে কাজু আর চানাচুর। সেইসঙ্গে শুকনো প্যাঁড়া। তাও খুব একটা সুস্বাদু নয়।"

মেয়েটির মা কফি এনে দিলে বেশ আয়েশ করে কফি খেতে লাগল বাবলু।

মা বললেন, "তোমার নামটা তো জানা হল না?"

"আমার নাম বাবলু। মা আদর করে বাবলা বলে ডাকেন।"

"আমিও তাই ডাকব।"

"বেশ তো, ডাকবেন।" বলে যে ঘরটি ওর জন্য নির্দিষ্ট করা ছিল, সেই ঘরে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল বাবলু। কিন্তু অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করলেও ওর দু'চোখে ঘুম আর এল না কিছুতেই। বারবার ওর মনে হতে লাগল গতদিনের ঘটনাবলী। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরা ওর ব্যাপারে কী চিন্তা করছে কে জানে? দয়ালবাবু কি সত্যি-সত্যিই প্রাণ হারালেন? তা যদি হয়, তা হলে দীপাদির মানসিক অবস্থা এখন কীরকম? আর ওই বান্ধব শয়তান? কোথায় ওর ঘাঁটি? ওর সেই লোকেদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কতটা বিশ্বাসের? মাইক পাম্বালুই বা এখন কোথায়? যার মাথার দাম এক লক্ষ টাকা, সে নিশ্চয়ই ধরা দেওয়ার জন্য ভাইজাগের মতো জায়গায় পুলিশের চোখের সামনে বসে থাকবে না? কিন্তু এই যে এই লোকগুলো, টাকার লোভে যারা বাবলুকে চুরি করে আনছিল, তারাও কি জানে না পাম্বালুর খোঁজ? তারাও তো ধরিয়ে দিতে পারত ওকে? বাবলু এইসব চিন্তা করতে লাগল। আবার চিন্তা করল, কী বোকার মতো ভাবছে সব। মাইকের লোকেরা টাকার লোভে ওকে ধরিয়েই বা দিতে যাবে কেন? মাইক ধরা পড়লে তো ওরাও পার পাবে না। তা হলে?

অনেক পরে মেয়েটি এসে ডাকল ওকে, "কী! ঘুম হল?"

"আমি ঘুমোইনি তো?"

"সে কী! তুমি নড়াচড়া করছ না দেখে ভাবলাম, একেবারেই বোধহয় ঘুমিয়ে কাদা।"

"ঘুম কি আসে? শুয়ে শুয়ে আমি বাড়ির কথাই চিন্তা করছিলাম।"

"তা তো করবেই। নাও এখন, বেশটি করে স্নানটান করে খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও। তারপর তোমাকে নিয়ে একটু বেরোব।"

বাবলুও তো বেরোবার জন্য ছটফট করছে। তাই একটুও দেরি না করে কিছু সময়ের মধ্যে স্নান সেরে নিল। তারপর নতুন পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ডাইনিং টেবিলে এসে বসতেই মেয়েটির মা বেশ যত্ন করে খাওয়ালেন দু'জনকে।

বাবলু খুব তৃপ্তি সহকারে খেল। দু'-তিনরকম তরকারি, মাংস, ভাত। সবই ললাটলিখন। একদিন নিরন্ন, পরদিন দমভর।

খাওয়া-দাওয়ার পর মেয়েটি বলল, "চলো, এবার তোমাকে নিয়ে সি-বিচে যাই। সমুদ্রের ধারে বসেই সব কথা শুনব তোমার। এমন নির্জন সৈকত সারা ভারতে আর কোথাও নেই।"

বাবলু লাফিয়ে উঠল প্রায়, "বলো কী!"

মা বললেন, "ফিরবি কখন?"

"ফিরতে দেরি হবে, মা। আমাদের জন্য একদম চিন্তা কোরো না তুমি।"

ওরা স্কুটার নিয়ে পথে নামল। তারপর এ-পথ সে-পথ করে শহরের রাজপথ ধরে এগিয়ে চলল দূরের দিকে।

সুন্দর এবং সাজানো শহর এই শ্রীকাকুলাম। কিন্তু তবুও ভ্রমণরসিকদের কাছে এই শহরটি কেন যে তেমন গুরুত্ব পায়নি তা কে জানে? ছোট্ট অথচ মনোরম এর পরিবেশ। শান্ত সৌন্দর্য আছে এর।

ওরা স্কুটারে চেপে যত এগোচ্ছে বাবলুর ততই যেন চেনা চেনা লাগছে জায়গাটা। তাই বলল, "আমরা সকালে এই পথেই এসেছিলাম না?"

মেয়েটি বলল, "হ্যাঁ।"

"এ তো আরসাবল্লির পথ।"

"শ্রীকুর্মমও এই পথে। সেখানেই সমুদ্র। আমি সমুদ্রে যাওয়ার আগে তোমাকে আরসাবল্লির সূর্যমন্দিরটা দেখিয়ে নিয়ে যাব। এটি হচ্ছে ভারতের দ্বিতীয় সূর্যমন্দির।"

বাবলু বলল, "তা কী করে হয়? আমি তো জানি প্রথমটি হচ্ছে কাশ্মীরের মার্তণ্ড মন্দির, দ্বিতীয়টি গুজরাতের মধেরা এবং তৃতীয়টি কোনারকে।"

"এখানে তা হলে চতুর্থটি। প্রাচীনত্ব নিয়ে গবেষকরা মাথা ঘামান, তোমার আমার কী? তবে কী জানো, ওইসব মন্দিরে সূর্যের অস্তিত্বও নেই। সবই ভগ্নমন্দির। এখানে কিন্তু সুপ্রাচীনকালের মূর্তি আছে। আর নিয়মিত পুজোও হয়।"

কথা বলতে বলতেই একসময় সূর্যমন্দিরে পৌঁছে গেল ওরা।

দেড় টাকা করে টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকতেই দর্শন পেল সূর্যদেবতার। কী চমৎকার কালো কষ্টিপাথরের দাঁড়ানো মূর্তি! বিগ্রহের দু' হাতে দুটি পদ্ম। মাথার ওপরে সাপের ফণা। অন্যদিকে সূর্যের তিন পত্নী ঊষা, পদ্মিনী ও ছায়া।

বাবলু বলল, "আচ্ছা, দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে তো গোপুরম থাকে বলে শুনেছি। এখানে নেই কেন?"

"কে বলল নেই? আমরা তো গোপুরম পেরিয়েই ভেতরে ঢুকলাম। তবে এখানকার গোপুরম একটি দোতলা বাড়ির মতো। আকারটা আধুনিক। তাই বলে মন্দিরটিকে আধুনিক ভেবো না। অনেকে মনে করেন প্রাচীনকালে দেবরাজ ইন্দ্র এই মন্দির তৈরি করে সূর্যমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।"

"কীরকম?"

"দেবরাজ ইন্দ্র নাকি একবার অসময়ে এসেছিলেন কোটীশ্বরের মন্দিরে। তা দ্বাররক্ষী বাধা দিলে তিনি জোর করে ভেতরে ঢুকতে যান। দ্বাররক্ষী তখন রেগে তাঁকে পা দিয়ে আঘাত করেন। দেবরাজ তখন সেই আঘাত খেয়ে ছিটকে পড়েন অনেক দূরে। অজ্ঞান অবস্থাতেই তিনি সূর্যকে দেখতে পেলেন তাঁর অন্তরাত্মায়। সূর্যদেব তাঁকে দর্শন দিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, এইখানে একটি মন্দির নির্মাণ করে তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেই দেবরাজের সব যন্ত্রণার অবসান হবে। জ্ঞান হওয়ার পর ইন্দ্র তাই করলেন। এই আরসাবল্লিতেই তিনি ছিটকে পড়েছিলেন বলে এখানেই তিনি মন্দির ও সূর্যদেবতাকে প্রতিষ্ঠা করে যন্ত্রণামুক্ত হন।"

"ভারী চমৎকার তো!"

"কাজেই বুঝতে পারছ, পুরাণের সঙ্গে এর ইতিহাসের সঙ্গতি রাখলেই প্রমাণ হয় এই মন্দির অতি প্রাচীন। তবে এও ঠিক, পৌরাণিক সেই মন্দির কিন্তু এখন আর নেই। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে পাণ্ডুলু নামে এক ভক্ত এই মন্দিরটি নির্মাণ করিয়ে দেন।"

নামটা শুনেই চমকে উঠল বাবলু, "কী নাম বললে? পাণ্ডুলু?"

"হ্যাঁ। তুমি অমন চমকে উঠলে কেন?"

বাবলু নিজেকে স্বাভাবিক করে বলল, "ও কিছু নয়, এমনিই।"

সূর্যমন্দির থেকে বেরিয়ে ওরা স্কুটার নিয়ে এগিয়ে চলল শ্রীকুর্মমের দিকে। শ্রীকুর্মম এখান থেকে বেশি দূরে নয়। মাত্র বারো কিলোমিটার। এ-পথে বাসও যায় ঘন ঘন।

মেয়েটি বলল, "এবার তোমাকে যেখানে নিয়ে যাব, সেই মন্দিরের স্থাপত্য দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। এই মন্দিরে অনেক শিলালিপি আছে। আর এই মন্দিরের বিশেষত্ব এই যে, এরকম মন্দির সারা ভারতে আর দুটি নেই। এই মন্দিরের দেবতা হলেন কূর্ম (কচ্ছপ)। কূর্ম অবতারের মন্দির আর কোথাও শুনেছ?"

বাবলু বলল, "না।"

এ-পথের দৃশ্য আরও মনেরম। তাই এই পথ পরিক্রমা যে কীভাবে শেষ হল, তা বোঝাই গেল না। শ্রীকুর্মম শহর নয়। একটি গ্রাম। অতি সুন্দর।

ওরা সেই গ্রামে গিয়ে কূর্মনাথের মন্দিরে গেল। সেখানে আছে ক্ষীর সরোবর। তাতে হাত-পা ধুয়ে তবেই মন্দিরে ঢুকতে হয়। এখানকার মন্দিরে ঢুকতে আবার দু'টাকা করে টিকিট লাগে। ওরা টিকিট কেটেই ভেতরে ঢুকল।

কী চমৎকার মন্দির! কূর্ম অবতারের মূর্তি দর্শন করে প্রসাদ নিয়ে ওরা মন্দিরের কারুকার্য দেখল। চারদিকে কত শিলালিপি। পড়তে না পারলেও এগুলো দেখতে ভাল লাগে।

বাবলু বলল, "এই মন্দিরের কোনও ইতিহাস নেই?"

"আছে বইকী! শ্বেতাবনের রাজা ছিলেন সুত। তাঁর রানি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা। তা এক শুক্লা একাদশীর দিনে রাজা এলেন রানির কাছে। রানির আবার সেদিন ছিল ব্রত পালনের দিন। তাই রাজাকে দেখেই রানি চোখ বুজলেন। মনে মনে শ্রীহরির কাছে প্রার্থনা করলেন, যেন ব্রতভঙ্গ না হয়। শ্রীহরির কৃপায় দু'জনের মাঝখানে তখনই বয়ে গেল গঙ্গাতীর্থ। রাজা রইলেন ওপারে, রানি রইলেন এপারে। এরপর একদিন দেবর্ষি নারদ এলেন রাজার কাছে। রাজাকে পরামর্শ দিলেন সমুদ্রসঙ্গমে গিয়ে শ্রীহরির কৃপালাভের জন্য তপস্যা করতে। রাজা তখন দেবর্ষির কাছ থেকে কূর্ম-মন্ত্র পেয়ে শুরু করলেন কঠোর তপস্যা। শ্রীহরি কূর্ম অবতার রূপে দেখা দিলেন রাজাকে। তারপর একটি মনোমতো জায়গা দেখে চক্র দিয়ে একটি সরোবর খুঁড়ে অধিষ্ঠান করতে লাগলেন সেখানেই। এই সেই জায়গা। সেই থেকেই এই জায়গাটি শ্রীকুর্মম নামে পরিচিত হয়েছে।"

বাবলু বলল, "কাহিনীতে গোঁজামিল আছে। তবু ভাল লাগল শুনতে।"

"তা হলেই হল! এখন চলো সমুদ্রের ধারে বসে তোমার কথা শুনি।"

"সমুদ্র এখানে কোথায়?"

"চলোই না, দেখতে পাবে।"

ওরা শ্রীমন্দিরের পেছন দিকের পথ ধরল।

পথের দু'পাশে ধীবর সম্প্রদায়ের বাস। ঘরের সংলগ্ন দোকান। সবই চালাঘর অবশ্য। চারদিকে শুঁটকি মাছ শুকোতে দেওয়া। তারই উৎকট গন্ধে নাকে চাপা দিতে হয়। পরিবেশ দেখে মনে হয় সমুদ্র খুব কাছেই। লোকজনের ব্যস্ততা এখানে খুব। এইসব এলাকায় যা হয়!

ওরা স্কুটার নিয়েই এগিয়ে চলল। কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ওদের পিছু পিছু ছুটে এল কিছু দূর। তারপর আবার ফিরে গেল।

বাবলু বলল, "গ্রাম তো দেখছি শেষ হয়ে এল! সমুদ্র কোথায়?"

মেয়েটি বলল, "আরও একটা গ্রাম পার হলে তবেই সমুদ্র।"

ওরা একটি বাঁধা রাস্তা ধরে আরও দু' কিলোমিটার যাওয়ার পর আবার একটি গ্রামে এসে পড়ল। একেবারেই বন্য গ্রাম। অসংখ্য ঝুপড়ি। সেইসব ঝুপড়িতে আদিবাসী তেলুগুর বাস। ঝুপড়ি পার হয়ে ঝাউবন। তারপরই উঁচু বালির ঢিপি।

বালি এত বেশি এখানে যে, আর স্কুটার চালানো সম্ভব নয়।

মেয়েটি ওর পরিচিত একজনের জিম্মায় স্কুটার রেখে বাবলুকে বলল, "চলো।"

বালিয়াড়িটা উঁচুতে উঠে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। তাই এখান থেকেও সমুদ্র দেখা যাচ্ছে না। তবে সমুদ্র যে কাছেই তা বোঝা যাচ্ছে। এই বেলাভূমিই প্রায় এক কিলোমিটার।

মেয়েটি বলল, "এমন সৈকত দেখেছ কোথাও?"

বাবলু অবাক!

সে বলল, "না। মনে হচ্ছে সাম স্যান্ডডিউনস-এ এসে পড়েছি।"

"সে আবার কোথায়?"

"রাজস্থানে।"

ওরা হেঁটে হেঁটেই সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছল।

বাবলুর মনে হল, সেই বিশাল সমুদ্র যেন ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে প্রায় ছুটেই চলে গেল সমুদ্রের ফেনিল জলোচ্ছ্বাস যেখানে আছাড় খেয়ে পড়ছে, সেখানে।

মেয়েটিও ছুটে এল ওর কাছে। তারপর ভিজে বালিতে পা রেখে ঢেউভাঙা গড়ানো স্রোতে পায়ে সুড়সুড়ি খেতে লাগল।

বাবলু বলল, "আমরা অনেকক্ষণ আছি অথচ কারও নাম জানি না কিন্তু।"

"আমি তোমার নাম জানি। তোমার নাম বাবলু।"

"কী করে জানলে?"

"মায়ের মুখে শুনেছি।"

"যাক, তোমার নামটি বলে দাও এবার।"

মেয়েটি হাসল। হেসে বলল, "আমার নাম তোমার মোটেই পছন্দ হবে না। বড্ড সেকেলে নাম আমার।"

"তাতে কী হয়েছে? আমার নাম বুঝি খুব মডার্ন?"

"আমার নাম নয়নতারা।"

"এ তো ভাল নাম।"

"থাক, আর পাকামি করতে হবে না। অতখানি সৌজন্য না দেখালেও চলবে। সবাই আমাকে নয়ন বলে। বান্ধবীরা অবশ্য আদর করে বলে, "নয়না। নয়না। ও নয়না।"

বাবলু বলল, "তোমার বান্ধবীদের বেশ রসবোধ আছে, দেখছি।"

নয়ন আর কিছু না বলে মিষ্টি হেসে বাবলুকে নিয়ে বেলাভূমির একটু উঁচু জায়গায় একটি পরিত্যক্ত ভাঙা নৌকার গায়ে ঠেস দিয়ে বসে বলল, "নাও এবার বলো তো শুনি তোমার কথা! তুমি কে, কোথা থেকে আসছ, কীভাবে এলে, খারাপ লোকেদের খপ্পরেই বা পড়লে কী করে, সব বলো।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। কিছুই লুকোব না তোমার কাছে। কেন না, এই অচেনা পরিবেশে তুমিই আমার একমাত্র সহায়। তোমার সাহায্য না পেলে বা তোমাদের বাড়িতে আশ্রয় না পেলে কী যে হত তা কে জানে! আচ্ছা নয়ন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তোমার বাবা কোথায়? তাঁকে তো দেখলাম না সকাল থেকে?"

নয়ন এবার একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "তুমি তোমার কথা বলো। আমার কথাও আমি বলব। একই সঙ্গে দু'জনের কথা কী করে হবে?"

বাবলু তখন ওর পরিচয় দিয়ে এক-এক করে সব কথা বলতে লাগল। নয়নকে।

নয়ন অবাক হয়ে শুনল। শুনে বলল, "এমন অবাস্তব ঘটনার কথা কখনও শুনিনি আমি। যেভাবে তুমি ওদের খপ্পর থেকে পালিয়ে এলে, তা একমাত্র ছায়াছবির দৃশ্যেই সম্ভব। আজই তোমার মা, বাবা এবং বন্ধুদের সঙ্গে ফোনে আলাপ করে নেব আমি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এই যে, তোমাদের নিয়ে লেখা কোনও বই-ই আমি পড়িনি। এমনকী তোমাদের নামও শুনিনি কখনও। আসলে এখানে বাংলা বই বা খবরের কাগজ কোনওটাই আসে না। বাঙালি খুব কম এখানে। তবে আমার বন্ধু মধুমিতাদের বাড়ি আছে কলকাতায়। ওরা মাঝে মাঝেই সেখানে যায়। এখন মনে পড়ছে ওদের বুক শেলফে তোমাদের 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' বই এক কপি আমি দেখেছিলাম।"

বাবলু বলল, "সে যাই হোক, আমার পরিচয় তো পেলে। এখন আমার মনের অবস্থা যে কীরকম, তা নিশ্চয়ই তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমার বন্ধুরা এলেই আমি ওদের নিয়ে ভাইজাগে চলে যাব। কেন না যেভাবেই হোক এই দলটাকে ধরতে আমাদের হবেই।"

নয়ন বলল, "এই যদি তোমার সংকল্প হয়, তা হলে আমার সাহায্যও তোমরা পাবে। শুধু আমার নয়, আমাদের।"

"তোমরা আমাদের কী সাহায্য করবে নয়ন? আমরা জীবনমরণ পণ করে লড়ব। একদিকে মাইক পাম্বালু, অন্যদিকে ভিক্টর মরগ্যান। তারও নেপথ্যে আছে আরও একজন। ভাইজাগের আতঙ্ক সে।"

"শুধু ভাইজাগের নয়, শ্রীকাকুলাম শহরেও আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল সে। নৃশংসভাবে হত্যা করেছে ভিজিয়ানাগ্রামেরও বেশ কয়েকজনকে। তবে সব জায়গায় ওই একই ব্যাপার, খুনের 'মোটিভ-টা যে কী, তা কেউ জানে না।"

"খুনের মোটিভ তো একটাই। পুলিশকে বিভ্রান্ত করা।"

"এখন বুঝতে পারছি তুমি তখন পাণ্ডুলু নাম শুনে কেন অমন চমকে উঠেছিল! মাইক পাম্বালুর কথা তোমার মনে পড়ে গিয়েছিল নিশ্চয়ই?"

"ঠিক তাই! বান্ধব নামের এই ক্রিমিনাল যখন মাইকের লোক, তখন আমাকে যারা নিয়ে আসছিল তারাও নিশ্চয়ই কাছাকাছি আছে। এখন দীপাদির মুখ থেকেই জানতে হবে দয়ালবাবুর ছেলে বান্ধবের আস্তানা কোথায়!"

নয়ন বলল, "সেটা তা হলে আমার মুখ থেকেই শোনো। আমার বাবা এখানকার একটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলেন। এই বান্ধব শয়তান মাইকের এজেন্ট হিসেবে আমার বাবার সঙ্গে দেখা করে। তারপর অনেক ভয় দেখিয়ে, প্রলোভন দেখিয়ে চেষ্টা করে ওই ব্যাঙ্কে ডাকাতি করবার। সেই মর্মে ওরা একটি ব্লু-প্রিন্টও তৈরি করে। কিন্তু বাবা ওদের ওই ষড়যন্ত্রের কথা পুলিশের কাছে ফাঁস করে দেন। সেই রাগে ওরা আমার দাদাকে গুম করে। সে যে কোথায় আছে তা জানি না। আজ এক বছর হল সে নিখোঁজ। ইতিমধ্যে আমার বাবা ভাইজাগে বদলি হয়ে যান। এই বাড়ি ছেড়ে আমরা তো যেতে পারি না, তাই এখানেই আছি। কেন না বাড়িটা নিজেদের। কাজেই বুঝতে পারছ যে-কাজের জন্য তোমরা এগোচ্ছ, সেই কাজে তোমাদের সাহায্য করা আমাদের কতখানি প্রয়োজন। ভাইজাগের ওই আতঙ্ক যে কে, তা আমরা জানি না। তবে মাইকের দেখা আমাকেও পেতে হবে। আর ওই ভিক্টর মরগ্যান? সেও আর-এক শয়তান।"

"আমরা তা হলে একই পথের পথিক, বলো!"

"যথার্থই। আজও দাদার অভাবে আমাদের সুখের সংসার নিষ্প্রদীপ। জানি না ওরা তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে কি না। বেঁচে থাকলেও সে কোথায় এবং কীভাবে আছে তা কে জানে?"

"দুষ্কৃতীদের ধর্মই হচ্ছে গুম যাকে করে তাকে ওরা জিইয়ে রাখে। অকথ্য অত্যাচার করে তার ওপর। আর যাকে মারবার তাকে মেরেই ফেলে। এখন তুমিই বলো ওই বান্ধব শয়তানের ডেরা কোথায়?"

"শুনেছি ওরা আসলে গঞ্জাম জেলার লোক। বান্ধব অতি কুখ্যাত। ওরও নির্দিষ্ট কোনও ডেরা নেই। মাঝে কিছুদিন ভিজিয়ানাগ্রামের দিকেই ছিল। তারপর পুলিশের ভয়ে বেপাত্তা।"

বাবলু বলল, "মাইক পাম্থালু, ভিক্টর মরগ্যানের পর তৃতীয় ব্যক্তি কি তা হলে বান্ধব?"

"হতে পারে! এ এক ভীষণ জাল-চক্র। কিন্তু এই যে আমরা বসে আছি, গল্প করছি, ওই যে দূরে, বহু দূরে দেখছ ঝুপড়ি ঘরগুলো, ওগুলো সবই কিন্তু এক-একটি শয়তানের ঘাঁটি।"

"বলো কী!"

"মাইক পাম্থালুর লোকজন এখানেও আছে।"

"থাকলেও আমার খুব ভয় নেই। তার কারণ, মাইক, এমনকী বান্ধব শয়তানও জানে না ওদের দলের লোকই ওদের নির্দেশ না নিয়ে আমাকে চুরি করে আনছিল বলে।"

"নাই-বা জানল, যে-মুহূর্তে ওই শয়তানের লোকেরা দেখবে তুমি ট্রেন থেকে নেমে পালিয়েছ সেই মুহূর্তে ওরা ফোনে ওদের অন্য লোকেদের জানিয়ে দেবে তোমার কথা। আর তখনই এই অঞ্চলের আশপাশে ওরা তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজবে। হয়তো খুঁজছেও। তাই বলি কী, আর এখানে বসে থাকা নয়। এর চেয়ে শহরে যাই চলো। সেখানটা তবু এখানের চেয়ে অনেক নিরাপদ।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, যেতে তো হবেই। কতক্ষণ আর বসে থাকা যায়? ওদের পাল্লায় পড়ে একটা লাভ হল, নতুন একটা দেশ দেখলাম। তোমার মতো বান্ধবী পেলাম। এখন চলো, গিয়ে চেষ্টা করে দেখি ফোনে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি কি না।"

"চলো। সকালে তোমাকে দেখেই কেমন যেন মনে হয়েছিল আমার। আসলে আমার বুকেও তো জ্বালা আছে। না হলে হঠাৎ ওইভাবে জানাশোনা নেই কোনও অচেনা ছেলেকে কোনও মেয়ে কি কখনও পারে তার স্কুটারে চাপিয়ে নিতে?"

"তা অবশ্য ঠিক। আর সেজন্য তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ।"

"তারপর তোমার কথা শুনে মনে হল তুমি সত্যিই ভাল ছেলে, আর খুবই বিপদে পড়েছ। তারও পরে যখন শুনলাম তুমি বদ লোকের পাল্লায় পড়েছিলে, তখনই ঠিক করলাম তোমার সব কথাই বেশ গুছিয়ে শুনব। আর সেইজন্যেই বাড়িতে আমি কোনওরকম কৌতূহল প্রকাশ করিনি।"

বাবলু বলল, "তা অবশ্য করোনি। সেইজন্যেই তোমাকে খুব রহস্যময়ী বলে মনে হচ্ছিল।"

"তাই নাকি?"

"তবে একটা ব্যাপারে আমি খুব অবাক হয়ে যাচ্ছি, তোমার মায়ের মুখ দেখে তো একবারও মনে হল না তিনি তাঁর ছেলেকে এইভাবে হারিয়েছেন বলে? আমার বিপদের কথা শুনেও মুখ খুললেন না তিনি। আর তুমি না বললে এ-কথা জানতেও পারতাম না।"

"আমরা খুব চাপা। বাবা, মা, আমি আমার দাদা, আমাদের প্রকৃতিই এইরকম। আমরা অ্যাক্সিডেন্টকে অ্যাক্সিডেন্ট বলেই মনে করি।"

"তোমার দাদার ব্যাপারে পুলিশ কোনও 'স্টেপ' নেয়নি?"

"না।"

কথা বলতে বলতেই বেলা গড়িয়ে আসছিল। ওরা তাই আসবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

সবে কয়েক পা এগিয়েছে, এমন সময় দেখল সেই ঝাউবনের দিক থেকে কথা বলতে বলতে কয়েকজন লোক ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে। অমানুষিক চেহারা কারও না হলেও লোকগুলো যে সুবিধের নয়, তা বোঝাই যাচ্ছে। ওরা কারা? বাবলুকে যারা অপহরণ করেছিল তারা? না, অন্য লোক ওরা? ওদের চোখের চাউনি কিন্তু অন্যরকম। এবং লক্ষ ওদের বাবলুর দিকে।

নয়ন বলল, "গতিক সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না। আমি জানতাম ওরা তোমাকে খুঁজবে। খুঁজে বের করবেই।"

বাবলু বলল, "কী হবে তা হলে? আমরা দু'জন, ওরা দেখছি পাঁচজন। তার ওপরে আমরা নিরস্ত্র।"

"সবচেয়ে ভুল করেছি স্কুটারটা ওখানে রেখে এসে। ওটাকে যদি সঙ্গে করে নিয়ে আসতাম, তা হলে যত কষ্টই হোক ভিজে বালির ওপর দিয়ে পালাতে পারতাম।"

"এরকম হবে কে জানত?"

লোকগুলো চলার গতি বাড়িয়ে দ্রুত ধেয়ে এল ওদের দিকে।

বাবলু বলল, "নয়ন, হুঁশিয়ার। ওরা আমাদেরকেই ধরতে আসছে। কিন্তু কোনওরকমেই ওদের কাছে ধরা দেওয়া নয়। আমি লড়ে যাই ওদের সঙ্গে, তুমি পালাও। পালিয়ে পুলিশে খবর দাও।"

"তোমার কি মাথাখারাপ? কী করে লড়বে তুমি ওদের সঙ্গে? তা ছাড়া আমিই বা পালাব কী করে?"

"দ্যাখোই না কী করি! তোমাকে কিন্তু পালাতেই হবে, না হলে আর আমি বাঁচব না এদের হাত থেকে।" বলেই বাবলু নয়নকে পালাবার জন্য ইশারা করে থমকে দাঁড়াল। এবং মারমুখী হয়ে রুখে দাঁড়াল ওদের দিকে।

ততক্ষণে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওদের ওপর।

বাবলু হাতের কাছে কিছু না পেয়ে মুঠো মুঠো বালি নিয়েই ছুড়তে লাগল ওদের চোখে। দেখাদেখি নয়নও।

চোখে বালি পড়ায় লোকগুলো পরিত্রাহি চিৎকার করতে লাগল।

বাবলু আর নয়ন তখন প্রাণপণে ছোটা শুরু করল ঝাউবনের দিকে। কিন্তু শুকনো ঝুরো বালির ওপর দিয়ে কি ছোটা যায়? তার ওপর মরুভূমির মতো এই দীর্ঘ পথ? যায় না। তাই ওদের হাঁকডাকে আরও একদল এসে ঘিরে ফেলল ওদের।

চোখে বালি পড়া লোকগুলো ওদের কী যেন বলল। বলতেই ওরা শক্ত করে ওদের দু'জনকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল বেশ কিছুটা দূরের দিকে। তারপর খুব শক্ত করে ওদের দু'জনের হাত-পা বেঁধে ঢুকিয়ে দিল একটা ঝুপড়ি-ঘরে।

॥ ৫ ॥

ঘর। শুধুই ঘর। বালির ওপর বাঁশ বাখারির শক্ত কাঠামোয় একটা পাতার ছাউনি। কিন্তু এই অপহরণকারীরা কি তারাই, বাবলুকে যারা হন্যে হয়ে খুঁজছে? কে জানে তারাই কিনা! যদি তারাই হয়, তা হলে অবধারিত যে এদের হাত থেকে আর ওদের মুক্তি নেই। বাবলুর তো নয়ই। নয়নেরও না।

নয়ন বলল, "তোমাকে এখানে না আনলেই হত বাবলু। যে ভয়ে তুমি পুলিশের কাছে গেলে না, একটু ভুলের জন্য সে গাড্ডাতেই তোমাকে পড়তে হল।"

বাবলু বলল, "নিয়তি কে ন বাধ্যতে।"

"আসলে আমি ভাবতেও পারিনি তুমি এই চক্রে পড়েছ বলে। তা হলে আমি কখনওই এদিকে আসতাম না।"

"আমার মনে হয় ওরা অনেকক্ষণ ধরে 'ফলো' করেছে আমাদের।"

"হতে পারে। শয়তানের কাজই তো এই।"

"কিন্তু ওরা আমাদের এইখানে ঢুকিয়ে দিয়ে কোথায় চলে গেল?"

"হয়তো দলের লোকেদের খবর দিতে। এ এমন জায়গা, যেখানে আমাদের খুন করে পুঁতে রাখলেও কেউ দেখতে আসবে না।"

ধীরে ধীরে সন্ধে নেমে এল। সমুদ্রের ভয়ংকর গর্জন ভয়ংকরতর হল এবার। নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে গেল চারদিক। বন্দি অবস্থায় ওরা অনেক চেষ্টা করল পরস্পরের বাঁধন খুলে দেওয়ার। কিন্তু পারল না।

অনেক পরে কাদের যেন পদশব্দ শোনা গেল। সেইসঙ্গে অস্পষ্ট কথাবার্তা।

বাবলু নয়নকে বলল, "শোনো, আমরা নিজেদের মুক্ত করতে না পারলেও বুকে হেঁটে ঘরে ঢোকবার মুখে একপাশে সরে যাই চলো। যাতে ওরা সহসা আমাদের দেখতে না পায়। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।"

বাবলুর কথামতোই কাজ হল।

আগন্তুকদের কথাগুলো এবার স্পষ্ট শুনতে পেল ওরা।

একজন বলল, "কী লোকই তুমি পাঠালে বান্ধবদা, একেবারে যাচ্ছেতাই ব্যাপার করে এল।"

"মাইকের কাছে কী করে মুখ দেখাব বলো তো? তবে রমনকে কিন্তু আমি ছাড়ব না।"

"তোমার বাবার খবর কিছু পেলে?"

"খুবই খারাপ খবর। বাবাকে মেরেই ফেলেছে ওরা।"

"সবচেয়ে ভুল করেছে ওরা ছেলেটাকে আনতে গিয়ে।"

"ওখানকার পুলিশ যা খেপেছে না, জেলায়-জেলায় স্টেটে-স্টেটে খবর পাঠিয়েছে।"

"ছেলেটা যে এদিকে এসেছে, তুমি খবর পেলে কী করে?"

"আমি মাসেনুর ওখানে বসেছিলাম, এমন সময় ফোন এল। এদিকে মাসেনু যে আমার লোক, তা ওরা জানত না।"

"ছেলেটার ব্যাপারে তা হলে কী সিদ্ধান্ত নিলে?"

"কোনওমতেই ওকে বাঁচিয়ে রাখা নয়। এইখানে মেরে ঘরের ভেতরই পুঁতে দেব।"

"সঙ্গে মেয়েটা যে আছে?"

"ওটারও একটা ব্যবস্থা হবে। ওর দাদাটাকে আটকে রেখেছে ভিক্টর, ওকে রাখবে মাইক।"

"দাদাটা আছে কোথায়?"

"বোরাগুহার জঙ্গলে।"

"কিন্তু ছেলেটাকে তুমিই তো কিডন্যাপ করেছিলে ভাই।"

"কেন করব না? পুলিশের গুলিতে আমাদের কতজন মারা গেল বলো তো? মাইকের ভাইটা গেল। তা ছাড়া আমাদের সমস্ত প্ল্যান বানচাল করে দিল ওর বাবা। ভিক্টরের রাগও তো ওই একই কারণে। ভাইজাগে যে ব্যাঙ্কে ওরা ডাকাতি করেছিল, সেখানে লকার ভেঙে দেখল কোথাও কিচ্ছু নেই। শূন্য লকার সব। তার মানে এইরকম হবে বা হতে পারে জেনে আগেভাগেই আমানতকারীদের গোপনে সাবধানে করে জিনিসপত্র সরিয়ে নিতে বলেছিল।"

"খুব বুদ্ধিমান লোক তো!"

"তা না হলে অতবড় একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হয়?"

"তবে যাই বলো না কেন ভাই, লোকটাকে কিন্তু সৎ লোক বলতে হবে।"

"মাথামোটা। এখন সততা ধুয়ে জল খাক এবার। আমাদের কথা যেমন শুনল না, আমরাও তেমনই বদলা নিতে ছাড়লাম না। ছেলেটাকে নিয়ে এসে প্রথমে এই ঘরেই রেখেছিলাম। মারতে গিয়েও মারতে পারিনি। বাধা দিল ভিক্টর। যদিও মাইকের সঙ্গে ওর আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক, তবুও আমার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে আমার কাছ থেকে কিনে নিল ছেলেটাকে। বলল, একে দিয়ে খারাপ কাজ করিয়ে এমন দাগি করিয়ে দেবে যে, ওর বাপ তখন লজ্জায় মুখ ঢাকতে গলায় দড়ি দিতে পথ পাবে না।"

ওদের এই সমস্ত কথাবার্তা শুনে একদিকে মৃত্যুভয় অন্যদিকে আশার আলো দুটোই দেখতে পেল ওরা।

বাবলু চাপা গলায় নয়নকে বলল, "আমাকে ওরা মারবেই। কিন্তু তোমাকে নিয়ে যাবে। তুমি যদি নিজের মঙ্গল চাও তা হলে ওদের বাধ্য হোয়ো। পরে কখনও সুযোগ পেলে উদ্ধার কোরো দাদাকে।"

নয়ন কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "এই অন্ধকারে তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না বাবলু, তবু তোমার জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমার একটু ভুলের জন্যই তোমার এই বিপদ।"

"এ-কথা একবারও মনে এনো না। এই দূর দেশে আমি যে ওদের শিকার হয়ে এলাম, সেটা নিশ্চয়ই তোমার ভুলে নয়?"

হঠাৎ কয়েকটি পায়ের শব্দ ওদের ঘরের দিকে এগিয়ে এল।

বান্ধবের গলা শোনা গেল, "দাশরথি, তুমি মেয়েটাকে নিয়ে এসো। তারপর ওকে অজ্ঞান করিয়ে 'ফোর জিরো নাইন'-এ শুইয়ে দাও। তা হলেই ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে মেয়েটা।"

"ছেলেটাকে কী করব?"

"মুরগির মতো গলাটা কেটে পুঁতে দেবে বালিতে। ছুরি আছে তো কাছে?"

"ভেতরেই আছে সব। হ্যারিকেন, দেশলাই, ছুরি, কাটারি, শাবল, কোদাল, সব আছে।"

কথা বলতে বলতেই দাশরথি নামে লোকটি টর্চ হাতে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকল। এই অঞ্চলের সমস্ত ঝুপড়িগুলিই এইরকম। সম্ভবত সামুদ্রিক ঝড় ও ঘ্যানঘেনে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্যই এই ব্যবস্থা। অর্থাৎ হামাগুড়ি দিয়ে না ঢুকলে ঢোকা যাবে না ভেতরে।

দাশরথি ভেতরে ঢুকে কাউকেই না দেখে অবাক হয়ে গেল! ভেতর থেকেই চেঁচিয়ে বলল, "এখানে তো কেউ নেই। গেল কোথায়? পাখি ফুডুত হয়ে গেল নাকি বান্ধবদা?"

"নেই মানে?"

"নেই মানে, নেই।"

উত্তেজিত বান্ধবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল এবার, "যাবে কোথায়? ভাল করে দ্যাখ। আলোটা জ্বাল আগে।"

দাশরথি দেশলাই খুঁজে হ্যারিকেন জ্বালতেই দেখতে পেল দু'জনে গুটিশুটি মেরে উটের মতো বালিতে মুখ গুঁজে নিশ্চুপ শুয়ে আছে।

আলো জ্বলতেই বাবলু দেখল চোখের সামনে ছুরি-কাটারি সবই আছে। গর্ত খোঁড়বার জন্য শাবল-কোদালও আছে একপাশে। কিন্তু ওর হাত-পায়ের বাঁধন এমনই যে, সে-সব কোনও কাজেই লাগবে না ওর।

দাশরথি কঠিন গলায় নয়নকে বলল, "চলো, তোমার ডাক পড়েছে।"

নয়ন বলল, "এইভাবে হাত-পা বাঁধা থাকলে কেউ যেতে পারে?"

"এইভাবেই যেতে হবে।" বলে ওর পাদুটো ধরে বালির ওপর দিয়ে ওকে টানতে টানতে বাইরে বের করে নিয়ে গেল।

ঘর ফাঁকা। বাবলু আর এক মুহূর্তও দেরি করল না তাই। মরবার আগে বাঁচবার জন্য শেষ চেষ্টা একবার করতেই হবে। হাত-পা বাঁধা, তাই গড়িয়ে গড়িয়ে বাঁশের খুঁটির কাছে চলে গেল, যেখানে ধারালো ছুরিটা খুঁটিয়ে গায়ে গোঁজা আছে। সেইখানে গিয়ে ও মুখে করে ছুরিটা টেনে নিয়ে বালির ওপর ফেলল প্রথমে। তারপর অতি কষ্টে পেছন ফিরে ছুরিটা কুড়িয়ে নিল। এবার সেটা ঘষে-ঘষে হাতের দড়িটাকে অল্প একটু কেটেই জোরে একটা টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল দড়িটাকে। তারপর ওই ছুরির সাহায্যেই চটপট কেটে ফেলল পায়ের বাঁধন। উঃ কী কষ্ট! সর্বাঙ্গ যেন ব্যথা হয়ে গেল।

বাইরে তখন সাড়াশব্দ নেই কারও। মনে হচ্ছে নয়নকে পাচার করে তবেই ওরা আসবে। বাবলু এ-যাত্রা রক্ষা করবেই নিজেকে। কিন্তু নয়নের কী হবে?

বাবলু এখন সেই বাবলু। এই মুহূর্তে দারুণ সাহসী হয়ে শিরদাঁড়া টান করে ছোরাটা সঙ্গে নিল। ঘরের চারদিকে নজর বুলিয়ে দেখল কোথাও আর কিছু পাওয়া যায় কিনা। না। সেরকম কিছুই নেই। তবে এক জায়গায় একটি কাঁধে ঝোলা ব্যাগ দেখে এগিয়ে গেল সে। ঝোলা হাতড়ে শ'তিনেক টাকা পেল। এটা এখন খুবই কাজে লাগবে ওর। তারপর একটা শাবল নিয়ে চাড় দিয়ে ঘরের পেছনদিকটা ছাড়িয়ে ফেলল। এবার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দারুণ একটা ঝুঁকির কাজ। অর্থাৎ ঘরটায় আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে রাতের অন্ধকারে আগুন জ্বললে ও যেদিকেই যাক না কেন সকলেই দেখে ফেলবে ওকে। ও তাই অনেক ভেবেচিন্তে হ্যারিকেনটা নিভিয়ে ঘর থেকে বেরোবার মুখ যেদিকে সেইদিকে খানিকটা জায়গায় কেরোসিন ছিটিয়ে দেশলাইটা ধরিয়ে দিয়েই পালাল। আগুন জ্বলতে লাগল একটু একটু করে।

বাবলু যখন অনেকটা দূরে নিরাপদ ব্যবধানে, ঠিক তখনই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। আগুন জ্বলতেই বস্তির লোকজন হইহই করে ছুটে এল সব। মানুষ, কুকুর সকলেই। তারপর বালি ছুড়ে ছুড়ে সেই আগুন নেভাবার সে কী চেষ্টা!

বাবলু তখন নিষ্কণ্টক। জনহীন বস্তির ভেতর দিয়ে ছুটে সেই গ্রাম্য পথ ধরে শ্রীকুর্মমের বাজারে। অনেকটা পথ। ছুটে ছুটে হাঁফিয়ে গেল। এক জায়গায় একটি গাছতলায় ত্রিপল ঢাকা জিনিসপত্র বোঝাই একটি ট্রাক ছাড়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। বাবলু অন্ধকারের আড়ালে থেকে ট্রাকের নম্বর দেখেই অবাক! ও স্পষ্ট দেখতে পেল নম্বর-প্লেটে যা লেখা আছে তা হল 'ফোর জিরো নাইন'। অর্থাৎ এই ট্রাকবাহনেই পাচার করবে নয়নকে। সত্যি, কী দুর্ধর্ষ শয়তান এরা!

দু'জন লোক ট্রাকের সামনে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছিল। একজন বলল, "ইন্দুচেতনো আলসেম্ চেয়েস্তানাড়ু?" (এত দেরি করছে কেন রে বাবা?)

আর-একজন বলল, "এদো ওগটে কারণম আইউন্টাদে।" (হয়তো সুবিধে করতে পারছে না, তাই।)

বাবলু ওদের ভাষা কিছুই বুঝল না। তবে এটুকু বুঝল কারও আসার জন্যই অপেক্ষা করছে ওরা। নিশ্চয়ই নয়নকে ওরা নিয়ে আসবে এখানে এবং এই 'ফোর জিরো নাইনেই' পাচার করবে।

বাবলু ওত পেতে বসে রইল কখন ওরা আসে এই আশায়। যেভাবেই হোক এই ট্রাকে ওকেও যেতে হবে। ট্রাকের হদিস যখন পাওয়া গেছে তখন নয়নকে বেহাত হতে কিছুতেই দেবে না ও।

বাবলু ট্রাকে ওঠবার একটা সহজ পথ আবিষ্কার করল এবার। যে গাছের নীচে অন্ধকারে ট্রাকটা অপেক্ষা

করছিল, ও ধীরে ধীরে সেই গাছের ওপর উঠে বসে রইল চুপ করে। ভাবটা এই, ট্রাক ছাড়লেই নেমে পড়বে ট্রাকের মাথায়।

অনেক পরে ড্রাইভার বলল, "আদগো অস্তন্নাডো।" (ওই আসছে।)

সঙ্গের লোকটি এগিয়ে গেল একটু।

বাবলু দেখল অচৈতন্য নয়নকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে আসছে বলিষ্ঠ চেহারার একজন লোক। সম্ভবত এই লোকটাই মাইকের ডান হাত। অর্থাৎ কিনা দুর্জন বান্ধব। একে ঘন কালো লম্বা চেহারা, তার ওপর একটা চোখ আবার ট্যারা। বাবলুর মনে হল একটা পাথর ছুড়ে মেরে দেয় লোকটার মুখে। কিন্তু মনে হলেও তা সে করল না। মনে মনে ও একটা অন্য মতলব আঁটল। এই ট্রাকে দড়ির অভাব ছিল না। হাত বাড়িয়ে সেই দড়ি একটা তুলে নিয়ে তার এক প্রান্তে একটি ফাঁস করে অন্য প্রান্তটি বেঁধে রাখল ট্রাকের সঙ্গে। তারপর সেটা গুঁজে রাখল একপাশে।

বান্ধবের পিছু পিছু আর-একজন আসছে কাঠের একটি মস্ত পিপে নিয়ে। পিপেটা গড়াতে গড়াতেই নিয়ে এল সে। বাবলু বুঝতে পারল এর ভেতরে করেই নয়নকে ওরা নিয়ে যাবে যেখানে নিয়ে যাওয়ার।

ওরা দু'জনেই ট্রাকের কাছাকাছি চলে এল।

ট্রাকের মধ্যে কী যে ছিল, তা ওরাই জানে। সম্ভবত মাদক দ্রব্যেই ভর্তি এর ভেতরটা। এই ধরনের অপরাধীদের যানবাহনে এ ছাড়া আর কীই-বা থাকবে?

যে লোকটি পিপেটাকে নিয়ে আসছিল সে তখন ট্রাকে উঠে ত্রিপল সরিয়ে পিপেটাকে কায়দা করে বসাল। তারপর বান্ধব নয়নকে ওর হাতে দিলে ও নয়নকে পিপের মধ্যে পুরে আবার ত্রিপলটা ঢাকা দিল।

বাবলু তখন চুপিসারে নেমে এসেছে ট্রাকের ওপর। যে লোকটি ত্রিপল ঢাকা দিয়ে বাঁধাছাঁদা করছিল সে এবার কাজ সেরে যেই না নামতে যাবে বাবলু অমনই পেছনদিক থেকে এক লাথি মারল লোকটাকে। লোকটা কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রাস্তার ওপর। তারপরই নট নড়নচড়ন।

'কী হল, কী হল' করে ছুটে এল সকলে।

ড্রাইভার বলল, "এনটি বিচিত্রম লোরিমেদোনগুী পারপাইনাড়ু?" (কী করে পড়ল লরি থেকে?)

বাবলু তখন গাছের ডালে।

সকলে ভাবল নামতে গিয়ে পা হড়কে অথবা কোনও কারণে মাথা ঘুরেই পড়ে গেছে বুঝি!

লোকটির তখন কথা বলারও শক্তি নেই।

বান্ধব লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। তারপর ড্রাইভারকে হাত নেড়ে তাড়াতাড়ি ট্রাক নিয়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিল।

এই আর-একটা সুযোগ। বাবলু এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করছিল।

বান্ধব যখন ঝুঁকে পড়ে লোকটির অবস্থা দেখতে গেল ঠিক সেই সময়েই গাড়িতে স্টার্ট দিল ড্রাইভার। বাবলু অমনই গাছের ডাল থেকে ট্রাকের মাথায় নেমে এসেই দড়ির ফাঁসটা লটকে দিল বান্ধবের গলায়। মুহূর্তের ব্যাপার। ঝুঁকে থাকা শয়তানের গলায় মালার মতন আটকে গেল ফাঁসটা। ড্রাইভার বা তার সহকারী টেরও পেল না কী কাণ্ডটা হয়ে গেল ওদের চোখের আড়ালে। ওরা সজোরে ট্রাক নিয়ে একরাশ ধুলো উড়িয়ে মাটির রাস্তা পার হয়ে পিচ রাস্তায় উঠে পড়ল।

ধুলোর কুণ্ডলী সরে গেলে দেখা গেল একটা লাশ দড়ির ফাঁসে আটকে ট্রাকের সঙ্গে ঝুলছে। কী ভয়ানক দৃশ্য! সে-দৃশ্য দেখা যায় না। তবে কিনা শয়তানের অন্তিম পরিণতি এইভাবেই হয়। বাবলু পকেট থেকে ছুরিটা বের করে কেটে দিল দড়িটা। একটা বেওয়ারিশ লাশ পড়ে রইল পথের ধুলোয়।

পণ্যবাহী ট্রাক শাঁ-শাঁ করে ছুটে চলল রাজপথ দিয়ে। বাবলু নিজেও জানে না কোথায় চলেছে সে। সংজ্ঞাহীন নয়নের জ্ঞান ফিরবেই বা কতক্ষণে?

ও ধীরে ধীরে দড়ি ধরে একটু একটু করে সরে এল নয়ন যেদিকে আছে সেইদিকে। তারপর দড়ি টেনে আলগা করে ত্রিপলের মুখটাকে এমনভাবে সরিয়ে দিল যাতে খোলা হাওয়ায় সহজেই জ্ঞান ফিরে আসে ওর।

খোলা হাওয়ায় বাবলুর প্রচণ্ড শীত করছে। কিন্তু উপায় কী? ট্রাক না থামলে নামা যাবে না, আবার নয়নকে না নিয়ে যাওয়াও যাবে না। তবু একটু কায়দা করে ত্রিপলের মধ্যে নিজেকে ঢুকিয়ে নিয়ে মুখটা বের করে চুপচাপ বসে রইল সে। একসময় আলো-ঝলমল একটি শহরের দেখা পেল। এটা নিশ্চয়ই শ্রীকাকুলাম। নয়নের মা এখন কী করছেন কে জানে? হয়তো কেঁদেকেটেই সারা হচ্ছেন মেয়ের জন্য।

অনেক পরে মনে হল পিপেটার ভেতরে একটু নড়াচড়ার শব্দ। বাবলু বাইরে থেকে উঁকি মেরে দেখল, কিন্তু অন্ধকারের জন্য কিছু বুঝতে পারল না।

ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতেই বাবলু এবার একটা হাত দিয়ে স্পর্শ করল নয়নকে।

নয়ন সেই হাতটা শক্ত করে ধরল। তারপর সামান্য একটু টিপেটুপে দেখে বলল, "কে?"

বাবলু চাপা গলায় বলল, "আমি বাবলু।"

নয়ন বলল, "তুমি এখানে কী করে এলে?"

"এসব কথা এখন বলা যাবে না। পারো তো পিপেটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসো।"

নয়ন আর দ্বিরুক্তি না করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল পিপের ভেতর থেকে। তারপর আবার কৌতূহলী প্রশ্ন ছুড়ে দিল, "কোথায় চলেছি আমরা?"

"সে তো তুমি বলবে। আমি কি পথঘাট চিনি?"

"শ্রীকাকুলাম পেরিয়ে এসেছি মনে হচ্ছে?"

"হ্যাঁ। ওই তো দূরে শ্রীকাকুলামের আলো দেখা যাচ্ছে।"

"বুঝেছি, আমরা এখন চলেছি ভিজিয়ানাগ্রামের দিকে। ভিজিয়ানাগ্রাম জানো তো? অতীতের বিজয়নগরম।"

বাবলু চোখদুটো বড় বড় করে বলল, "তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। এরা নিশ্চয়ই আমাদের ভাইজাগেই নিয়ে যাবে।"

"খুব ভাল হয় তা হলে! কিন্তু ভাইজাগে আমরা থাকব কোথায়? তোমার কোনও ঠেক জানা আছে?"

"তুমি তা হলে আমার কথাগুলো তখন মন দিয়ে শোনোনি। বললাম না আমার বাবা আছেন ভাইজাগে।"

"স্যরি। একদম ভুলেই গিয়েছিলাম। ভাইজাগ এখান থেকে কতদূর?"

"এখনও চার ঘণ্টার পথ। তবে এইভাবে গেলে সাড়ে তিন ঘণ্টায় পৌঁছে যাব।"

ওরা দিব্যি খোলা হাওয়া থেকে গা বাঁচাবার জন্য গুটিশুটি মেরে ত্রিপলের ভেতরে ঢুকে বসে রইল।

নয়ন বলল, "এবার নিশ্চয়ই বলবে, ওদের হাত থেকে তুমি ছাড়া পেলে কী করে?"

বাবলু বলল, "শয়তানের হাত থেকে ছাড়া কি পাওয়া যায়? অনেক চালাকি করে তবেই পালিয়ে বেঁচেছি।" বলে যা যা হয়েছিল সব বলল।

নয়ন অবাক বিস্ময়ে বলল, "অন্য কেউ হলে বিশ্বাস করতাম না। তুমি বলেই করছি। কেন না ওই বিপদের জালে আমিও জড়িয়েছিলাম। তোমার মৃত্যুদণ্ডাদেশ নিজের কানে শুনেছি। এবং এও জেনেছি ওদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। তাই অবাক হয়ে যাচ্ছি তোমার ঘটনা শুনে। ওরা আমাদের এত জোরে বেঁধেছিল যে, কেউ চেষ্টা করেও কারও বাঁধন খুলতে পারিনি। সেক্ষেত্রে তোমার সাহসের সত্যিই তুলনা নেই।"

বাবলু বলল, "ওসব কথা থাক। এখন আমাদের একটাই ভরসা যে, আমাদের চরম শত্রু নিপাত গেছে। দুর্জন বান্ধবের অন্তিম পরিণতিতে নিশ্চয়ই খুশি হয়েছ তুমি?"

"সে-কথা কী বলতে হয়?"

"তাই এখন আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে বোরাগুহার জঙ্গলে ঢুকে ভিক্টরের কবল থেকে তোমার দাদাকে উদ্ধার করা। সে যে বেঁচে আছে, এর চেয়ে সুখবর আর কিছুই হতে পারে না।"

আবার একটা আলোর শহর।

নয়ন বলল, "বিজয়নগরম। ওই, ওই দ্যাখো ফোর্ট। কলিঙ্গ রাজাদের রাজপ্রাসাদ ওর ভেতরেই আছে।"

বাবলু দেখল মেইন রোডের গায়েই ডান দিকে আলো-অন্ধকারে ইতিহাসের একটি অধ্যায় যেন দুর্গের আকার নিয়ে রহস্যময় হয়ে আছে।

ট্রাকের গতি এখানে এসে আরও দ্রুত হল। এক এক সময় মনে হতে লাগল রাস্তা থেকে ছিটকে খাদে পড়ে যাবে বুঝি।

এর পরই শুরু হল পাহাড় ও জঙ্গলের দেশ। কাছে-দূরে কত পাহাড়। পাহাড় আর পাহাড়। নির্জন পথ, গভীর অরণ্য আর অন্তহীন নিস্তব্ধতা। একসময় দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ভীষণ গতিতে যেতে যেতে এমনই দিশেহারা হল যে, চুঙ্গি আদায়ের বেড়া ভেঙেই ছুটে চলল ট্রাক।

ব্যস! কিছু পরেই দেখা গেল পুলিশের গাড়ি। একটা নয় দুটো নয়, ঝাঁকে-ঝাঁকে গাড়ি এসে যেন তাড়িয়ে নিয়ে চলল ওদের।

দেখতে দেখতে ভাইজাগ এসে গেল।

সম্ভবত এখানকার পুলিশ ফোনে খবর পেয়ে এমনভাবে তৈরি ছিল যে, চারদিক থেকে ব্যারিকেড তৈরি করল ট্রাকের গতিরোধ করবার জন্য। থামল ট্রাক। ড্রাইভার আর ক্লিনার নেমে পালাবার চেষ্টা করতেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ল তারা।

পুলিশ এসে ট্রাকভর্তি চোরাই জিনিসপত্রের সঙ্গে বাবলু আর নয়নকেও উদ্ধার করল।

একজন ইনস্পেক্টর এসে জিজ্ঞেস করলেন, "হু আর ইউ?"

বাবলু বলল, "উই আর দেয়ার ক্যাপটিভস। দে ক্যাপচার্ড আস ফ্রম শ্রীকাকুলাম।"

"ও মাই গড।"

নয়ন এবার ইনস্পেক্টরকে তেলুগু ভাষার বুঝিয়ে বলল যে, যদিও ওদের বাড়ি শ্রীকাকুলামে, তবুও ওর বাবা এগজন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার এবং তিনি ভাইজাগেই আর টি সি কমপ্লেক্স-এর কাছে একটি ফ্ল্যাটে থাকেন। অতএব উনি যেন ওদের দু'জনকে সেখানেই পৌঁছে দিয়ে আসেন।

ইনস্পেক্টর একটুও দেরি না করে ওদের দু'জনকে তাঁর জিপে চাপিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে এলেন।

সে-রাতে জেগেই ছিলেন নয়নের বাবা দেবরাজবাবু। অধীর আগ্রহে তিনি ভোরের প্রতীক্ষা করছিলেন। রাত প্রায় দশটা নাগাদ নয়নের মা তাঁকে ফোনে জানিয়েছেন নয়নের ফিরে না আসার কথা। ছেলের পরে মেয়ে। দেবরাজবাবু কী যে করবেন কিছু ভেবে পাচ্ছিলেন না। মেয়ে হারানোর ব্যাপারটা পুলিশকে তিনি জানিয়েছিলেন। নয়নের মায়ের অভিযোগক্রমে পুলিশ শ্রীকুর্মমের সমুদ্রসৈকতে নয়নের স্কুটারটিকেও উদ্ধার করেছে। পুলিশ কিন্তু নয়ন ও বাবলুর কোনও হদিস পায়নি। বরং একটি অগ্নিদগ্ধ ঝুপড়ি দেখে অন্যরকম সন্দেহ যে করছে, সে-কথাও জেনেছেন তিনি। তাই রীতিমতো তৈরি হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন ভোরের প্রথম বাসেই শ্রীকাকুলামে যাওয়ার।

এমন সময় ডোর-বেল বেজে উঠল।

এইসব দুর্ঘটনার পর থেকে উনি সাড়া না দিয়ে দরজা খোলেন না। তাই জিজ্ঞেস করলেন, "কে?"

নয়নের গলা শোনা গেল, "বাবা আমরা, শিগগির দরজা খোলো।"

নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না দেবরাজবাবু! বললেন, "কে রে, নয়না?" বলেই দরজা খুলে নয়ন ও বাবলুকে দেখে চমকে উঠলেন। সেইসঙ্গে পুলিশ।

ইনস্পেক্টর বললেন, "হিয়ার আর ইয়োর সন অ্যান্ড ডটার। লাকস টু গেট দেম ইজিলি।"

দেবরাজবাবু বলেন, "থ্যাঙ্কস।"

নয়ন তো মুক্তির আনন্দে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল বাবাকে। তারপর বলল, "জানো তো বাবা, তোমাকে একটা সুখবর দিই। দাদা বেঁচে আছে। এমনকী কোথায় আছে তাও জেনেছি আমরা।"

দেবরাজবাবু বললেন, "সত্যি, সত্যি বলছিস? ভুল শুনিসনি তো?"

"না বাবা। তোমাকে কথা দিচ্ছি দাদাকে আমরা উদ্ধার করবই। আর এই যে দেখছ ছেলেটাকে, এর নাম বাবলু। আমাকে ওই শয়তানের কবল থেকে পুলিশ কিন্তু উদ্ধার করেনি। করেছে এই ছেলেটা। এ না থাকলে এরা যে আমাকে কোথায় নিয়ে যেত, কী করত, তা কে জানে?" বলে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার কথা বলল নয়ন।

দেবরাজবাবু সব শুনে সমাদরে বাবলুকেও বুকে টেনে নিলেন। তারপর ফোনের কাছে গিয়ে ডায়াল ঘুরিয়ে ফোন করলেন বাড়িতে। ওদিক থেকে নয়নের মায়ের কণ্ঠস্বর ভেসে আসতেই বললেন, "শুনছ, নয়নকে পাওয়া গেছে...হ্যাঁ হ্যাঁ, দু'জনেই আছে...ওকে দিচ্ছি...আর-একটা ভাল খবরও আছে, সেটা ওর মুখ থেকে শোনো।"

বাবার কথা বলা শেষ হতেই নয়ন ছুটে গেল ফোনের কাছে। তারপর রিসিভার নিয়ে বলল, "মা, আমরা খুব বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম। তবে ওই ছেলেটার জন্যই রক্ষা পেলাম এ-যাত্রা। ও অসাধারণ। আর শোনো, ওদের ওখান থেকে জানতে পারলাম দাদাকে ওরা বোরাগুহার জঙ্গলে রেখেছে। দাদাকে আমরা উদ্ধার করবই।.... না, না, আমি এখন যাব না। দাদা আর আমি দু'জনে একসঙ্গে যাব। রীতিমতো অ্যাডভেঞ্চারের মজা পেয়ে গেছি আমি। তুমি একটু সাবধানে থেকো, কেমন? আর শোনো, ওই বান্ধব শয়তানের শয়তানির দিনও শেষ হয়ে গেছে। মাইকও এবার ধরা পড়ল বলে! ওর জিনিসপত্র বোঝাই ট্রাক চালকসমেত আটক করেছে পুলিশ।"

নয়ন ফোন রাখলে বাবলু বলল, "এবার আমাকেও যে একটা ফোন করতে হয় বাড়িতে।"

দেবরাজবাবু বললেন, "কলকাতায় তো? দাঁড়াও, ধরে দিচ্ছি।"

চাওয়ামাত্রই লাইন পাওয়া গেল।

বাবলুর বাবার কণ্ঠস্বর শোনা গেল ওপার থেকে, "কে রে, বাবলা?"

"হ্যাঁ বাবা। আমি বেঁচে আছি এবং সুস্থ আছি। আমার জন্য কোনওরকম চিন্তা কোরো না তোমরা। আমি শ্রীকাকুলাম হয়ে ভাইজাগে আছি এখন। খুব নিরাপদ আশ্রয়েই আছি। তুমি কাল সকালেই সকলকে বলে দেবে এখানে চলে আসতে। এখানকার ঠিকানা...কী বললে? ওরা অলরেডি বেরিয়ে পড়েছে আমাকে খুঁজতে? দীপাদির কথামতো ভাইজাগেই আসছে? কবে উঠেছে গাড়িতে?...তার মানে তো আজকের ভোরেই নামবার কথা? 'করমণ্ডল'-এ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। মাকে একবার দাও।"

মায়ের সঙ্গে কথা বলে ফোন রাখল বাবলু।

নয়ন বলল, "কী কথা হল ফোনে?"

"আমার বন্ধুরা সব দলবল নিয়ে এখানেই আসছে।"

আনন্দে হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল নয়ন, "ওঃ, কী মজাটাই না হবে তা হলে!"

দেবরাজবাবু বললেন, "করমণ্ডলে আসছে তো? করমণ্ডল এখানে আসে ভোর সাড়ে চারটেয়। এখন তিনটে। তা মানে এখনও ঘণ্টাদেড়েক সময় হাতে আছে আমাদের। তা ছাড়া এক-আধ ঘণ্টা লেটও থাকে। মোট কথা, ঠিক সময়েই আমরা গিয়ে নিয়ে আসব ওদের।"

বাবলু বলল, "এখানে কাছাকাছির মধ্যে কোনও সস্তার ভাল 'লজ' নেই?"

"অজস্র লজ আছে এখানে। কিন্তু তোমরা লজে থাকবে কেন?"

"কোথায় থাকব তা হলে? আপনার এই ঘরে আমাদের এতজনকে কুলোবে কেন? দীপাদির জগদম্বার বাড়িতেও আমরা যাব না। তা হলে যে কাজের জন্য আমরা এসেছি, সেই কাজের প্রচণ্ড অসুবিধে হবে। আমরা কে, কারা, কেন এসেছি শত্রুপক্ষকে ঘুণাক্ষরেও তা জানতে দিতে চাই না।"

নয়ন বলল, "ওরা তোমাদের চেয়েও অনেক চালাক মশাই। ওরা সব জানে।"

"তবুও আমাদের আলাদা থাকাই ভাল।"

দেবরাজবাবু বললেন, "বেশ। তা হলে কমপ্লেক্সের সামনেই একটা ভাল লজ আছে। আমার চেনাজানা। আমি সেখানেই তোমাদের ব্যবস্থা করে দেব।"

"খুব ভাল হয় তা হলে!"

"এখন আর কথা না বলে তোমরা মুখ-হাত ধুয়ে নাও। আমি তোমাদের কিছু খেতে দেওয়ার ব্যবস্থা করি।"

নয়ন বলল, "খুব খিদে পেয়েছে বাবা। কাল রাত থেকে কিছুই খাইনি দু'জনে।"

"সে আমি জানি।"

ওরা এক-এক করে বাথরুমে ঢুকল।

তারপর বেশ তরতরে, ঝরঝরে হয়ে তোয়ালের মুখ মুছে যখন চেয়ারে এসে বসল দেবরাজবাবু তখন ওদের জন্য বিস্কুট, কলা আর টোস্টের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। নয়ন এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিল। হিটারে জল চাপিয়ে লেগে গেল কফি করতে।

সব হয়ে গেলে তিনজনেই খেতে বসল একসঙ্গে।

ঘড়ির কাঁটায় এখন ভোর চারটে। চারদিকে এখনও অন্ধকার। আকাশভর্তি তারা। ঘুমন্ত ভাইজাগ একটু একটু করে জেগে উঠছে। সামুদ্রিক বাতাসের জন্য এখানে বসন্তকাল। কী সুন্দর আবহাওয়া!

ওরা ঘরে তালা দিয়ে সকলে চলল স্টেশনে।

বাইরে আসতেই 'অটো' পেয়ে গেল।

শহরের পিচঢালা পথ বেয়ে ওরা স্টেশনে পৌঁছল মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই। ট্রেন আজ রাইট টাইমেই রান করছে। তাই ঠিক চারটে তিরিশ মিনিটেই করমণ্ডল এক্সপ্রেস বিশাখাপত্তনমে প্রবেশ করল।

বাবলু নয়নকে নিয়ে একদিকের গেটে দাঁড়াল, দেবরাজবাবু থাকলেন অন্য গেটে। চেহারার বর্ণনা যা পেয়েছেন তার ওপর সঙ্গে কুকুর, দেখলেই ধরবেন।

কত লোক যে নামল ট্রেন থেকে, তার ঠিক নেই। কিন্তু ওরা কোথায়? ওরা নেই কেন?

হঠাৎ পঞ্চুর ভৌ-ভৌ ডাক শুনে সচকিত হল বাবলু। সে যে রেলওয়ে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে, তাও যেন ভুলে গেল। আনন্দের উচ্ছ্বাসে চেঁচিয়ে উঠল, "পঞ্চু! পঞ্চু!"

আর যায় কোথা! পঞ্চু ছুটে এসে ওর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে সে কী গড়াগড়ি!

পঞ্চু বাবলুর মুখের দিকে তাকালে বাবলু ওর পিঠটা চাপড়ে দিয়ে সামান্য একটু আদর করল পঞ্চুকে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর দীপাদিকে আসতে দেখা গেল তখন। বাবলুকে দেখে বিস্ময়ের অন্ত রইল না কারও।

বিলু বলল, "তুই কি ম্যাজিক জানিস? তুই এখানে কোত্থেকে উদয় হলি?"

বাবলু বলল, "তার আগে বল তোরা এই ভুলটা করলি কেন?"

"ভুল!"

"নিশ্চয়ই। আমি কোথায় গেলাম না গেলাম সে-ব্যাপারে 'কনফার্মড' না হয়েই তোরা এখানে চলে এলি যে?"

"আমরা কনফার্মড হয়েই এসেছি, বাবলু। দুর্বৃত্তরা গুরুতর আহত অবস্থায় দয়ালবাবুকে ডুমুরজলায় ফেলে দেয়। পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যুকালীন যে জবানবন্দি তিনি দেন তাতেই আমরা জানতে পারি ওঁর ছেলে আলাদা একটা দল করে শ্রীকাকুলামের সমুদ্রতীরে আস্তানা গেড়েছে। এবং ওরই বিপক্ষ একটি দল নিয়ে এসেছে তোকে। তারা অনেকেই মাইকের লোক। তাই আমরা ধরে নিয়েছিলাম ওরা তোকে নিয়ে এইদিকেই আসবে। সেইজন্যই আমাদের আসা।"

বাবলু আশপাশ একবার ভালভাবে দেখে নিয়ে বলল, "দয়ালবাবুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছেলেও নিপাত গেছে।"

ভোম্বল বলল, "কীরকম!"

বাবলু এক চোখ টিপে এমন একটা ইঙ্গিত করল, যার অর্থ বুঝতে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের একটুও অসুবিধে হল না।

ওদের কথাবার্তার ফাঁকেই নয়ন গিয়ে ডেকে আনল ওর বাবাকে।

বাবলু ওখানেই পরিচয়পর্বটা সেরে নিল। দেবরাজবাবুকে বলল, "এরাই হল আমার দলবল। ইনি দীপাদি। অনেকদিন ভাইজাগে ছিলেন।" তারপর বিলুদের বলল, "এই হল নয়ন, আর ইনি হলেন ওর বাবা দেবরাজবাবু। এখানকার একটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "নয়ন, কে নয়ন? চিনলাম না তো!"

বাবলু বলল, "পরে সকলে সকলকে চিনবি। এখন চল কোনও একটা ভাল লজটজ দেখে ওঠা যাক।"

দীপাদি বললেন, "সে কী! আমাদের অতবড় বাড়িটা থাকতে তোমরা লজে উঠবে কেন?"

বাবলু বলল, "শুনুন দীপাদি, আপনার ওখানে থাকলে আমাদের কাজকর্মের খুব অসুবিধে হবে। আমাদের সব সময় মনে করতে হবে আমরা এখানে গোয়েন্দাগিরি করতে আসিনি। বেড়াতে এসেছি।"

"কিন্তু তোমরা যে বেড়াতে আসোনি, সেটা তো চক্রান্তকারীরা জানে।"

"তবুও আলাদা থাকতেই আমার মন চাইছে।"

দীপাদি একটু ভয় পেয়ে বললেন, "বাবলু, তা হলে আমাকেও কিন্তু তোমাদের সঙ্গে থাকতে হয়। না হলে ওই বাড়িতে একা একা আমি কী করে থাকব?"

বাবলু বলল, "আপনি বুঝছেন না কেন আপনার ওই বাড়িতেই থাকা উচিত!"

দীপাদি আর কিছুই বললেন না। বরং একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

দেবরাজবাবু একটা অটো ডেকে ঠাসাঠাসি করে বসালেন সবাইকে। তারপর কমপ্লেক্সের সামনে যে সুবৃহৎ লজটি আছে সেখানেই ওঠালেন। লজের লোকেরা দেবরাজবাবুকে না চিনলেও দেখা গেল দীপাদিকে ভালই চেনেন।

দীপাদি তেলুগুতে ওদের বললেন, "এরা আমার গেস্ট। তোমাদের সবচেয়ে ভাল ঘর যা আছে তাই এদের দাও।"

"বড় ঘর তো খালি নেই ম্যাডাম। দুটো ঘরই নিতে হবে। কিন্তু আপনার অত বড় বাড়ি থাকতে এরা এখানে উঠছে কেন কিছু তো বুঝলুম না?"

"আসলে ওই অভিশপ্ত বাড়িতে আমি কাউকেই ঢোকাতে চাই না। তা ছাড়া এরা হয়তো দু'-চারদিন থাকবে। আমি কালই চলে যাব।"

দীপাদির কথা শুনে বাচ্চু-বিচ্ছু বাবলুর মুখের দিকে তাকাল।

বাবলু তাকাল নয়নের দিকে। তারপর ওর কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বলল, "একজন নীল উর্দি পরা বেয়ারা এইমাত্র আমাদের কথা শুনে ম্যানেজারের ঘরের দিকে গেল। কুইক, ফলো হিম। ও তেলুগুতে

কথা বললে আমরা কিছুই বুঝব না, তাই তোমাকে পাঠাচ্ছি। তুমি কানখাড়া করে শুনবে কাকে কী বলে ও।"

নয়ন লেখাপড়া-জানা স্মার্ট মেয়ে। কাজেই বাবলুর কথামতো সুকৌশলে লোকটির পিছু নিয়ে চলল। লোকটি ম্যানেজারের ঘরের কাছে গিয়েও কী ভেবে যেন থমকে দাঁড়াল একবার। তারপর নয়নকে দেখেই জিজ্ঞেস করল, "এগড়ে এমপানি ওন্দে?" (এখানে কী চাই?)

নয়ন পরিষ্কার বাংলায় বলল, "এখানে খাবার জল কোথায় পাব?"

লোকটি হাত নেড়ে ইঙ্গিতে বোঝাল যে, ওর ভাষা ও বুঝল না।

নয়ন নিজেও জানে তেলুগুভাষী এই লোকটি ওর কথা বুঝবে না। সেইজন্য লোকটিকে ওর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করবে বলে ইচ্ছে করেই ও বাংলা ভাষা ব্যবহার করেছিল। এবার বলল, "হোয়্যার ইজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার?"

লোকটি ওকে হাত দেখিয়ে অপেক্ষা করতে বলে পাশের টেবিলে রাখা ফোন তুলে কাকে যেন ফোন করল। সামান্য দু'-চার কথা। বলেই রেখে দিল ফোনটা। তারপর এক জগ জল নিয়ে এসে খেতে দিল নয়নকে। নয়ন জল খেয়েই তরতর করে নীচে নেমে এল।

ততক্ষণে ঘরের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

দেবরাজবাবু বললেন, "ভালই হল। তোমাদের দিদি যখন আছেনই, তখন আর চিন্তা নেই। আমাকে তো এবার যেতে হবে।"

নয়ন বলল, "তুমি আজ আর ব্যাঙ্কে যেয়ো না বাবা। বাড়ি চলে যাও। বাড়ি তো যেতেই তুমি।"

"দেখি, কী করি! আমাদের তো যখন-তখন কামাই করা যায় না। আজ না হলে কাল যাবই।"

"আমি কিন্তু এদের ছেড়ে যাব না বাবা। আর শোনো, দাদার ব্যাপারে তুমি যেন পুলিশকে ভুলেও কিছু বোলো না। তুমি যেন কিছুই জানো না এই ব্যাপারে, কেমন?"

দেবরাজবাবু "আচ্ছা" বলে বিদায় নিলেন।

বাবলু বলল, "তুমি কি আমাদের সঙ্গেই থাকতে চাও নয়ন?"

নয়ন বলল, "হ্যাঁ। তোমাদের সঙ্গ ছাড়লে আমি আমার দাদাকে কখনও ফিরে পাব না।"

বাবলু নয়নকে বলল, "যে-কাজে পাঠালাম, তাতে কিছু সুবিধে হল?"

"হয়েছে। পরে বলব। বলিহারি চোখ তোমার!"

"লোকটার চাউনি দেখে কেমন যেন সন্দেহ হল আমার।"

ওরা তখন বেয়ারার সঙ্গে তিনতলায় উঠে এসেছে। লজটা থাকার পক্ষে খুবই ভাল। পাশাপাশি দুটো ঘর বরাদ্দ হল ওদের জন্য। ঠিক হল, একটাতে বাবলু, বিলু, ভোম্বল এবং অন্যটাতে বাচ্চু, বিচ্ছু ও নয়ন থাকবে।

দীপা বললেন, "আমি তা হলে আসি?"

বাবলু বলল, "আসবেন কী? আমরাও তো আপনার সঙ্গে যাব।"

"তোমরা যাবে?"

"যাব বইকী! না হলে এখানে কীসের তদন্ত করতে এলাম?"

দীপাদি বললেন, "তোমাদের ইচ্ছা।"

বাবলু বলল, "আপনার ওখানে উঠিনি বলে আপনি একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন আমাদের ওপর, না দীপাদি? তা হলে বলি শুনুন। নাটক এখন জমে উঠেছে। কেন না আমরা এখন চিহ্নিত। আমরা এসে গেছি। আপনি ওদের টার্গেট, আপনিও হাজির। শত্রুও আমাদের দু'জন। তাদের জন্য আমরা ফাঁদ পাতব। আরও একজন আছে। যে কিনা সকলের শত্রু। তার কী ব্যবস্থা করা যায় দেখি। নেপথ্যে আর-একজনও ছিল। গতরাতেই তার সব খেলার শেষ।"

"কীরকম!"

"দয়ালবাবুকে আপনারা বিশ্বাস করতেন। মানুষটি হয়তো সত্যিই ভাল ছিলেন। কিন্তু তাঁর ছেলেটি ছিল ঘোড়েল শয়তান। একদিকে সে যেমন তলে-তলে আপনাদের পরিবারের ক্ষতি করতে চেয়েছে, অন্যদিকে গতরাতে আমার প্রাণনাশের ব্যবস্থাও সে করেছিল। তবে মায়ের আশীর্বাদে আমিই তাকে নাশ করতে পেরেছি।"

"বলো কী?"

"চু-উ-প। কেউ যেন না জানতে পারে। এখন বাঘ যতই হিংস্র হোক, শিকারি যখন তাকে শিকার করতে আসে তখন বাঘের সামান্য একটু অসতর্ক মুহূর্তেই শিকারির পক্ষে যথেষ্ট। ভিক্টর মরগ্যান অথবা মাইক

পাম্বালু, যে যত বড় শত্রুই হোক আপনি ভাইজাগে এসেছেন এবং একা আছেন জানলে আপনার বাড়িতে পায়ের ধুলো সে দেবেই। আর তখনই—।"

দীপাদি বললেন, "অর্থাৎ আমাকেই তোমরা টোপ করতে চাইছ। কিন্তু ওই বাড়িতে একা আমি—অথচ তোমরা রইলে অন্যদিকে, ব্যাপারটা যে কীরকম হবে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

বাবলু হেসে বলল, "কিছু বোঝবার চেষ্টাও করবেন না। এটাও একটা নাটক। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।"

দীপাদিরা সারারাত ট্রেন জার্নি করে এসেছেন তাই দু'ঘরের দুটো বাথরুমই দখল করে নিলেন। একটাতে ছেলেরা, একটাতে মেয়েরা। এর পর পোশাক পরিবর্তন করে বাইরে বেরনোর জন্য তৈরি হয়ে নিল সবাই।

বাবলু বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে কফির অর্ডার দিল। দীপাদিদের সঙ্গে বিস্কুট ছিল। কফি আর বিস্কুট খেতে খেতে চলতে লাগল জোর আলোচনা।

বাবলু ওর অন্তর্ধান হওয়ার পর থেকে যা-যা হয়েছিল সকলকে সব বলল গল্পের মতো করে। সকলে তো শুনে অবাক!

বাচ্চু বলল, "তোমাদের তা হলে খুব বিপদ গেছে বলো বাবলুদা?"

বিচ্ছু বলল, "তোমরা দু'জনেই তা হলে বাঁচিয়েছ দু'জনকে।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। এখন মাইক পাম্বালুকেও যেমন খুঁজে বের করতে হবে তেমনই ফাঁদ পেতে ধরতে হবে ভিক্টর মরগ্যানকেও। তবে সকলের আগে উদ্ধার করতে হবে নয়নের দাদাকে। তোমার দাদার নাম কী নয়ন?"

"আমার দাদার নাম পল্লব।"

"বাঃ। বেশ নাম তো। অত্যন্ত কাব্যিক। নয়ন আর পল্লব। এরকম সচরাচর দেখা যায় না।"

দীপাদিও সব শুনেটুনে মন্তব্য করলেন, "আমার মনে হচ্ছে তোমরাই পারবে।"

বাবলু বলল, "কিছুই নিশ্চয় করে বলা যায় না দীপাদি। এই জায়গায় কিছু করার পক্ষে সবচেয়ে গোলমেলে ব্যাপার যেটা, তা হচ্ছে এখানকার ভাষা। আমরা হিন্দি, ইংরেজি বুঝতে পারি, কিন্তু তেলুগু পারি না। বিপদকালে যেমন ভগবানই ভরসা, এখানে ভরসা তেমনই নয়ন। সেজন্যই ওকে আমরা আমাদের সঙ্গে রেখেছি।" কথা বলতে বলতেই উঠে দাঁড়িয়ে বাবলু ইশারায় নয়নকে একবার বাইরে যেতে বলল।

বিলু বলল, "কোথায় যাচ্ছিস?"

"আসছি। এক মিনিট।"

ঘরের বাইরে এসে বাবলু নয়নকে জিজ্ঞেস করল, "লোকটাকে তখন ফলো করে কোনও লাভ হল? কার সঙ্গে কথা বলল, কী করল, কিছু বুঝলে?"

"হ্যাঁ, লোকটা সত্যিই সন্দেহজনক। কে একজন মি. ভার্গবম আছেন তাঁকে ফোন করে বলল, ওরা আমাদের লজেই উঠেছে। সঙ্গে গিরিজাবাবুর মেয়েও আছেন।"

"এই কথা বলল? 'ওরা!' ভাল করে শুনেছ তো?"

"নির্ভুল শোনা। আসলে আমি যে তেলেগু জানি, লোকটা তা ভাবতেও পারেনি! ও আমাকে বাঙালিই ভেবেছিল।"

বাবলুর কপালে কুঞ্চনরেখা ফুটে উঠল এবার। মি. ভার্গবম? তিনি আবার কোন আপদ! ওই লোকটা ওদের ব্যাপারে তাঁকেই বা ফোন করে জানাল কেন? বাবলুর চিন্তাভাবনা সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। তবু বলল, "তুমি কিন্তু সবসময় ওই লোকটির পিছু লেগে থাকবে। অর্থাৎ ওর পেছনেই স্পাইগিরি করতে হবে তোমাকে।"

নয়ন বলল, "করব।"

বাবলু ওকে নিয়ে আবার ঘরের ভেতরে ঢুকে বলল, "আচ্ছা দীপাদি, মি. ভার্গবম নামে কাউকে আপনি চেনেন?"

দীপাদি বললেন, "কেন বলো তো? হঠাৎ ভার্গবমের প্রসঙ্গ এসে গেল কেন?"

"প্লিজ, আপনি আমাকে প্রশ্ন করবেন না। আপনি চেনেন কিনা বলুন?"

"চিনি। আমার বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন তিনি।"

"এবং তাঁরই ড্রাইভার দয়ালবাবু আপনাদের গাড়ি চালানোর কাজ নিয়েছিলেন, এই তো?"

"ঠিক তাই।"

বাবলু বলল, "আপাতত আর আমার কিছু জানবার নেই। চলুন এবার ভাইজাগ শহরটার সঙ্গে একটু পরিচয় করে নিই। তবে সর্বাগ্রে আপনাদের বাড়িতেই যাব আমরা।"

পঞ্চু এতক্ষণ কেমন যেন ঝিম মেরে বসে ছিল। এবার বেড়াতে যাওয়ার নাম শুনেই উঠে দাঁড়াল গা-ঝাড়া দিয়ে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও তৈরি। নয়ন ও দীপাদিও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

ওরা সকলে ঘরে তালা দিয়ে নীচে নামতে লাগল।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতেই বিলু বাবলুকে বলল, "তোর ওটা সঙ্গে রাখবি নাকি?"

বাবলু বলল, "বুদ্ধি করে এনেছিস তা হলে?"

"নিশ্চয়ই। না এনে কি পারি?"

বাবলু ওটা যথাস্থানে রেখে দু' পকেটে দুটো টোটা পুরে বলল, "থ্যাঙ্কস।"

ওরা নীচে নেমে বাইরে রাজপথে আসতেই শহরের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হল। এই ভাইজাগ? সুন্দরী বিশাখা? না বিশাখাপত্তনম? যাই হোক, অতি সুন্দর। ওরা এ পি ট্যুরিজম-এর সামনে থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে জগদম্বা কমপ্লেক্সে দীপাদিদের বাড়ি এল কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

॥ ৬ ॥

কী লোভনীয় বাড়ি দীপাদিদের! পাণ্ডব গোয়েন্দারা এখানেই থাকতে পারত। কিন্তু বাবলুর আপত্তি যখন, তখন কিছু একটা নিশ্চয়ই ভেবেছে সে।

এ-বাড়ি দেখাশোনা করবার জন্যও একজন লোক ছিল। সে এসে দরজা খুলে ভেতরে ঢোকাল ওদের।

দীপাদি সেই লোকটিকে দিয়ে সকলের জন্য ইডলি আর ধোসা আনালেন। এখানে এ ছাড়া আর খাদ্যই বা কই! তবে খিদের মুখে এই খাবারই অমৃত লাগল।

পঞ্চু কিন্তু কিছুতেই মেনে নিতে পারল না এই খাদ্যতালিকা। অতএব ওর জন্য পাউরুটি আনাতেই হল। সেইসঙ্গে গরম চা। পাউরুটি আর চা খেয়ে তবেই তৃপ্ত হল বেচারি। পঞ্চুর সৌজন্যে বাবলুরাও একপ্রস্থ করে চা পেল। জলের আর-এক নাম জীবন যদি হয়, তা হলে চায়ের অন্য নাম 'এনার্জি'।

দীপাদি বললেন, "শোনো, আজ তোমরা বেশি দৌড়ঝাঁপ কোরো না। ভাইজাগ শহরটা একটু ঘুরে বেড়িয়ে দেখে নাও। সকাল-বিকেল সমুদ্রের ধারে গিয়ে বোসো। কাল আমি তোমাদের সীমাচলম দেখিয়ে আনব।"

বাবলু বলল, "কালকের কথা কাল আছে। এখন আপনি আমাদের সেই জায়গায় নিয়ে চলুন যেখানে আপনার বাবা দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান।"

দীপাদি বললেন, "আজই তোমরা যাবে সেখানে?"

"আজ এবং এখনই।"

"তা হলে এক কাজ করা যাক। তোমাদের অন্ধ্র ইউনিভার্সিটি দেখিয়ে ভেতরে ভেতরে যে রাস্তা সেই রাস্তা দিয়ে প্রথমেই নিয়ে যাই জুডা বিচ। তারপর বিখ্যাত আর কে বিচম হয়ে...।"

"ওসব আমরা বুঝি না। যা করলে ভাল হয় তাই করুন।"

"দাঁড়াও আগে তোমাদের দুপুরের খাওয়াটার ব্যবস্থা করি।"

বাবলু বলল, "আঃ দীপাদি! আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। খাওয়াদাওয়াটা যতদূর সম্ভব বাইরে করবেন অথবা নিজে রেঁধে খাবেন। কাউকে দিয়ে আনিয়ে কিছু খাবেন না। এই যে আপনি ইডলি ধোসা আনিয়ে খাওয়ালেন আমাদের, এও কিন্তু ঠিক করলেন না। আমাদেরও খাওয়া উচিত হয়নি।"

"কেন ভাই?"

"বুঝছেন না কেন, আমরা এখন ভাইজাগে নয়, ভয়ের জায়গায় আছি। চারদিকেই শত্রু আমাদের। কে যে কখন কী করে বসে তার ঠিক কী?"

দীপাদি বললেন, "এইরকম সন্দেহ করলে তো বাঁচা যাবে না রে ভাই।"

"এগুলো সন্দেহ নয়, সাবধানতা। তাও কয়েকদিনের। অর্থাৎ যতদিন না শত্রুর নিপাত হয়, ততদিনের।"

ভাইজাগ দেখতে গেলে অন্ধ্র ইউনিভার্সিটির ভেতর দিয়েই সি-বিচে নেমে সৈকত ধরে ডলফিন নোজ পর্যন্ত চলে যেতে হয়। সেই পরিকল্পনা করেই দীপাদি একটা অটো নিয়ে প্রথমেই এলেন অন্ধ্র ইউনিভার্সিটি।

বিশাল এলাকা। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সকলে। তারপর সব কিছু দেখতে দেখতে বাঁ দিকের পথ ধরে একেবারে সমুদ্রসৈকতে।

সমুদ্রের সে কী অশান্ত রূপ সেখানে! জলের বুকে সৈকত ঘেঁষে মাঝেমধ্যে ঠেলে ওঠা ছোট-ছোট টিলা পাহাড়ের গায়ে যেভাবে আছড়ে পড়ছে ঢেউ, তা দেখলে ভয় ও বিস্ময় লাগে। সমুদ্র কি এখানে খুবই গভীর? না অন্য কোনও ব্যাপার আছে? কেন না প্রায়ই স্থানে স্থানে কাঠের ফলকে লেখা আছে "ইফ ইউ সুইম ইউ ক্যান বি দ্য নেক্সট।"

বাবলু বলল, "কী সুন্দর। কী অপূর্ব দেশ। কিন্তু কেন যে এখানে পুরীর মতো ভিড় নেই তা কে জানে?"

ভোম্বল বলল, "আমি বলব, কেন নেই? এদের খাওয়াদাওয়ার রুচির সঙ্গে আমাদের মেলে না, তাই। এতখানি পথ এলাম, একটা দোকানেও আমি কোথাও শিঙাড়া, জিলিপি ভাজতে দেখলাম না। যেদিকে তাকাই শুধু ইডলি আর ধোসা।"

সমুদ্রের ধারে একেবারে জলের কাছে যেখানে ওরা দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই বড় বড় ঢেউগুলো সব পাথরে ধাক্কা লেগে আছড়ে এসে পড়ছে। তাই না দেখে পঞ্চুর সে কী আনন্দ। একবার করে জলের দিকে ছুটে যায় আর একবার করে ঢেউ আসার আগেই পালিয়ে আসে। হঠাৎ একটা লাল কাঁকড়া দেখে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কড়মড় করে সেটাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল পঞ্চু।

ওরা এবার সৈকত ধরে রামকৃষ্ণ বিচের দিকে এগোতে লাগল। এই জায়গাটাকে বলা হয় ভ্রমণার্থীদের স্বর্গ। পাশেই কালী টেম্পল। এমন চমৎকার সমুদ্রসৈকত যা দেখে মন ভরে গেল ওদের। সময় যে এখানে কোথা দিয়ে কেটে যায় তা কে জানে!

দূরে, বহু দূরে জাহাজের সারি দেখা যাচ্ছে। সেইদিকে একটি পাহাড় সমুদ্রের বুকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে এগিয়ে আছে। দীপাদি বললেন, "ওই হল ডলফিন নোজ। ১৫০০ ফুট উঁচু পাহাড়টা কেমন সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে পড়েছে দ্যাখো। ওর এ-পাশেই আছে পূর্বঘাট পাহাড়ের তিনটি চূড়া। সেখানে আছে রসা হিল গির্জা, দরগা কোণ্ডা আর বেঙ্কটেশ কোণ্ডা। ওই ডলফিন নোজে যে শক্তিশালী লাইট হাউসটা আছে, সেটা না দেখে কিন্তু ভাইজাগ থেকে যেয়ো না।"

ওরা আর কে বিচমে আসতেই দেখল ডোরাকাটা গেঞ্জি আর কালো প্যান্ট পরা জনাচারেক যুবক দীপাদির দিকে তাকিয়ে কীসব বলাবলি করছে।

দীপাদিও তাকিয়ে দেখলেন একবার।

বাবলু বলল, "আপনি ওদের চেনেন?"

"ওরা হয়তো আমাকে চেনে।"

বাবলু নয়নকে বলল, "তুমি তোমার কাজ করো। ভোম্বলকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাও ওদের কাছে। গিয়ে শোনো ওরা কীসব বলাবলি করে।" বলে পঞ্চুর দিকে তাকাতেই পঞ্চু বুঝে নিল তাকে কী করতে হবে। সে ঢেউ দেখা স্থগিত রেখেই ওদের পিছু নিল।

দীপাদিরাও সমুদ্রের ধার থেকে ডাঙায় উঠল এবার। কেন না একবার কালীমন্দিরে গিয়ে দেবীকে দর্শন করতে হবে।

এদিকে যে লোকগুলো ওদের দিকে তাকিয়ে কিছু বলাবলি করছিল, তারা একদম চুপ করে গেল।

অতএব পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই গিয়ে ঢুকল মন্দিরে। সুন্দর এবং জমজমাট পরিবেশ। সমুদ্রের ধারে এখানে কত জায়গার বাস আসছে-যাচ্ছে। বাসস্ট্যান্ড এখানে। ওরা যেখানে আছে সেই আর টি সি কমপ্লেক্সের সামনে দিয়েই যে ২৮ নম্বর বাস আসে তারও লাস্ট স্টপ এখানে। মাত্র এক টাকা চার আনায় কমপ্লেক্স টু আর কে বিচ। ঘন ঘন বাস। অর্থাৎ ভাইজাগ যাত্রীদের এখানে আসার কোনও অসুবিধেই নেই।

যাই হোক, একমাত্র পঞ্চু ছাড়া মন্দিরের ওপর চাতালে ওঠার অনুমতি পেল সকলেই। এই দেবস্থানে যেসব নিষ্ঠাবান স্বামীজিরা আছেন তাঁরা সকলেই বাঙালি। এঁদের অনেকেই দেখা গেল চেনেন দীপাদিকে। ওঁর বাবার আকস্মিক দুর্ঘটনার ব্যাপার নিয়েও তাই দুঃখপ্রকাশ করলেন অনেকেই।

স্থানীয় এবং বহিরাগত অনেক বাঙালিরও দেখা মিলল এখানে। তাঁদের মুখ থেকেই শোনা গেল ভাইজাগের আতঙ্ক আবার নতুন আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে গত রাতে। শ্রীকাকুলামের কাছে এক কুখ্যাত সমাজবিরোধীকে যেমন গলায় ফাঁস লাগিয়ে মেরেছে, তেমনই মেরেছে একজন নিরীহ ভিক্ষাজীবীকে। দরগা কোণ্ডার কাছে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত রক্তাক্ত একটি মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে আজকেরই

ভোরে। রহস্যময় এই খুনি। এ পর্যন্ত যত খুন সে করেছে সবই মাথায় আঘাত করে। কোথাও ছুরি কিংবা গুলির ব্যবহার করেনি।

প্রথম ঘটনাটির বিবরণ পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অজানা নয়। কিন্তু দ্বিতীয় খুনের মোটিভটা কী?

ওরা কারও সঙ্গে আর বেশি কথা না বলে ফুটপাথ ধরে এগিয়ে চলল ডলফিন নোজের দিকে।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে কেঁদে ফেললেন দীপাদি। বললেন, "এই...এইখানেই ওরা আমার বাবাকে হত্যা করে। বুকের ওপর দিয়ে ভারী ট্রাক কিংবা মোটর গাড়ি চালিয়ে দেয়।"

"ট্রাক কি মোটর সেটা পুলিশি তদন্তে ধরা পড়েনি?"

"হয়তো পড়েছে। তবে ও নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাইনি।"

"ঘামাবার সময়ও পাননি। কিন্তু গাড়িটা কোনদিক থেকে এসেছিল কিছু অনুমান করতে পেরেছেন কী?"

"হ্যাঁ। চাকার রক্তের দাগ দেখে মনে হয়েছিল ডলফিন নোজের দিক থেকেই বন্দর এলাকা হয়ে এসেছিল গাড়িটা।"

"বন্দর কতদূরে?"

"ওই। ওই দেখা যাচ্ছে। ফিশারি হারবারের পরেই তো জাহাজঘাটা।"

বাবলু কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সেইদিকে। তারপর কী যেন চিন্তা করে বলল, "তা হলে দীপাদি, এবার আপনার অনুমানেই আসি। আপনার ধারণা ভিক্টর অথবা মাইকের সঙ্গে আপনাদের শত্রুতা থাকলেও আপনার বাবার এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে এরা ঠিক জড়িত নয়। আপনার বাবাকে খুন করেছে ভাইজাগের সেই আতঙ্ক যে কিনা পিটিয়ে মানুষ মেরেই আনন্দ পায়। এখন এই আতঙ্কের নেপথ্যে এদের দু'জনের হাত থাকতেও পারে, নাও পারে। তবে লক্ষ করবার বিষয় এই যে, কোনও ক্ষেত্রেই ভাইজাগের আতঙ্ক মৃতদেহকে বিকৃত করেনি। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেই সেটা করেছে।"

বিলু বলল, "এমনও হতে পারে, হত্যাকারী হত্যাকাণ্ডের পর চলে গেলে কোনও বেপরোয়া গাড়ি এসে চাপা দেয় ডেডবডিকে।"

"সেটা হয়নি। তার কারণ ভাইজাগের আতঙ্ক জেগে ওঠে মধ্যরাত অথবা শেষরাতে। তার বলি অতি সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষ। সে যেখানে খুন করে, ডেডবডি সেখানেই ফেলে রাখে। কিন্তু সন্ধেরাতে এইরকম প্রকাশ্য জায়গায় ডান্ডাপেটা করে খুন, এ-কাজ তার পক্ষে কী করে সম্ভব? তা ছাড়া এই পথে সন্ধের পর গিরিজাবাবুর মতো লোক পায়ে হেঁটে আসবেনই বা কী করতে?"

দীপাদি বললেন, "তা হলে কী বলতে চাও অন্য কোথাও স্টোনম্যানের কায়দায় বাবাকে খুন করে এখানে ফেলে দিয়ে যায় ওরা? তারপর ওদেরই নির্দেশে কোনও লরি কিংবা মোটর এসে পিষে দেয় বাবাকে?"

"ঠিক তাই। এখন আমরা ফিশারি হারবারটা একবার দেখতে যাব। চলুন, আর দেরি নয়।"

দীপাদি বললেন, "আমি কিন্তু আর যাব না ভাই।"

"কেন, যাবেন না কেন?"

"মাইকের লোকেরা আমাদের সমস্ত লঞ্চ অধিগ্রহণ করে নিয়েছে। কিছু ডুবিয়েও দিয়েছে। কাজেই এর পর ওখানে আর যাওয়াটা আমার ঠিক হবে না। আমি এখান থেকেই বিদায় নিই। তোমরা বরং চারদিক ঘুরে সব কিছু দেখেশুনে এসো।"

"আপনি এখান থেকে কীসে যাবেন?"

"অটোয় যাব।" একটা খালি অটো আসছিল দেখে দীপাদি হাত দেখিয়ে থামালেন সেটাকে। তারপর অটোয় উঠে বললেন, "জগদম্বা।"

বাবলু বলল, "সাবধানে যাবেন কিন্তু।"

দীপাদি বললেন, "দিনের আলোয় ভাইজাগ শহরে ভয়ের কোনও কারণ নেই।"

দীপাদি চলে গেলেন। যদিও ভয়ের কোনও কারণ নেই তবুও দীপাদি চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ বাবলু তাঁর চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে রইল। সেই চারজন লোক যারা আর কে বিচে বসে দীপাদির দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে কী সব বলছিল সেই লোকগুলোকে এবার আসতে দেখা গেল এইদিকে।

বাবলু চাপা গলায় সকলকে বলল, "লোকগুলোকে চিনে রাখ। মনে হয় ফলো করছে আমাদের।"

লোকগুলো তখন অনেক কাছে এসে পড়েছে। ওরা আড়চোখে ওদের দিকে তাকাতে তাকাতে এখানকার হিট ছবি সাগরসঙ্গমের একটি গান গাইতে গাইতে ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল। কিন্তু এর বেশি কেউ কিছু করল না দেখে ওরাও কিছু বলল না।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এবার মেন রোড ছেড়ে ফিশারি হারবারের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সমুদ্রের বুকে হাজার হাজার লঞ্চ তখন ঢেউয়ের দোলায় দোল খাচ্ছে। সাদা সাদা সামুদ্রিক পাখিরা মাছের লোভে ঘুরপাক খাচ্ছে চারদিকে। লঞ্চগুলো ডেকের সঙ্গে নোঙর করে বাঁধা আছে যদিও, তবুও দুলছে। কত যে রংবেরঙের লঞ্চ, তার আর ঠিক নেই। ভাইজাগে না এলে এ-দৃশ্য সত্যিই ওরা দেখতে পেত না। ডেকের ওপর পাহাড়প্রমাণ মাছ আর বরফের কাঁড়ি। সে কী উৎকট আঁশটে গন্ধ চারদিকে। বাচ্চু, বিচ্ছু, নয়ন তিনজনেই নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বলল, "এখান থেকে চলে এসো বাবলুদা। এ কোথায় এলে? এই গন্ধ আর যে সহ্য হচ্ছে না!"

বাবলু বলল, "একটু ধৈর্য ধর। এ-দৃশ্য সারা ভারতে দেখতে পাবি কোথাও? এইবার বুঝে দ্যাখ এই ভয়ানক জায়গায় অনেক লঞ্চের মালিকানা নিয়ে কী ভুল করেছিলেন গিরিজাবাবু। এই লঞ্চের আড়তে কোনও মালিকের পক্ষেই তার নিজের লঞ্চকে খুঁজে বের করা বোধহয় সহজ নয়। মানুষগুলোর চেহারা দ্যাখ। কী অমানুষিক। এরা যদি মাইক পাম্বালুর লোক হয় তো এদের সঙ্গে লড়তে যাবে কে?"

বাবলুদের অনুসরণকারী সেই চারজন লোককে আবার দূর থেকে লক্ষ করতে দেখা গেল। একসময় দেখা গেল লোকগুলো মসমসিয়ে ডেকের ওপর দিয়ে সদর্পে এসে এ-লঞ্চ ও-লঞ্চ করে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই মাইক পাম্বালুর লোক এরা। মাইক ধারেকাছেই কোথাও আছে। হয়তো আত্মগোপন করে আছে এইখানেই কোনও লঞ্চের ভেতরে। এ যা জায়গা, এখানে শুধু অন্ধ্র পুলিশ কেন, সারা ভারতের পুলিশ, মিলিটারি এক হয়ে এসে চারদিক তোলপাড় করলেও খুঁজে বের করতে পারবে না মাইককে।"

বিলু বলল, "তা যা বলেছিস।"

কথা বলতে বলতে ওরা তখন হারবারের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। এর পরই বন্দরের সীমানা প্রাচীর। প্রাচীরের ওপাশে হচ্ছে জাহাজঘাটা। ওরা দেখল পথ যেখানে শেষ সেইখানেই একটি সুবৃহৎ দোতলা লঞ্চের ওপর থেকে কালো ওভারকোট পরা ভয়ংকরদর্শন একজন মানুষ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। কী অমানুষিক মুখ তার! একটা চোখ বুঝি পাথরের। অন্য চোখে শকুনের দৃষ্টি। এই কি তবে মাইক? না হলে অমন পৈশাচিক দৃষ্টি নিয়ে ওদের দেখছে কেন? লোকটি ওদের দেখে এক-পা এক-পা করে নেমে এল লঞ্চ থেকে। তারপর ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল বেশ কিছুটা দূরে। গিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। তারপরই যেন ভীষণ ক্রোধে ফিরে তাকাল ওদের দিকে।

অমন যে পঞ্চু তারও বুক ভয়ে শুকিয়ে গেল তখন।

লোকটির উচ্চতা কম করেও সাত ফুট। এত লম্বা মানুষ হয়? তার ওপর এই দিবালোকে কী করে যে একটা ওভারকোট চাপিয়ে আছে গায়ে, তা কে জানে! লোকটি এবার আক্রমণ করার ভঙ্গিতেই ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল ওদের দিকে। চারদিকে এত লোকজনের ভিড়। ব্যস্ততা। তার মাঝেই এই ভয়াবহতা ওদের ভাবিয়ে তুলল।

নয়ন ভয় পেয়ে বাবলুর একটা হাত ধরে বলল, "আর এখানে নয়। শিগগির চলে এসো এখান থেকে।"

বাচ্চু-বিচ্ছুও তখন ভয়ে পিছু হটছে। বাবলু, বিলু, ভোম্বলও পিছোতে লাগল এক-পা এক-পা করে। পিছনো ছাড়া উপায় নেই। কেন না পালাবারও পথ নেই। ওরা একেবারে শেষ মাথায়। বাবলুর সঙ্গে পিস্তল আছে। কিন্তু এ এমনই জায়গা যে, এখানে পিস্তলও চালানো যাবে না। গুলির শব্দ হলে সবাই একজোটে ঝাঁপিয়ে পড়বে ওদের ওপর। তখন হয়তো প্রাণ বাঁচানোই দায় হবে। মাঝখান থেকে লোপাট হয়ে যাবে মেয়েগুলো।

পঞ্চু একবার একটু ঘাবড়ে গেলেও পরক্ষণেই সামলে নিল নিজেকে। কেন না সে বুঝতে পারল এক ভয়ানক বিপদ এগিয়ে আসছে ওদের সামনে। তাই রণং দেহি মূর্তিতে শিরদাঁড়া টান করে রুখে দাঁড়াল সে।

ভয়ংকরের চোখ তখন পঞ্চুর দিকে। সে বাঘের মতো পায়ের পাতা ফেলে পঞ্চুকেই গ্রাস করবার জন্য এগিয়ে এল।

কারও ঔদ্ধত্য কখনও ক্ষমা করেনি পঞ্চু। তাই ভীষণ একটা হাঁক ছেড়ে লাফিয়ে পড়ল লোকটির ওপর। কিন্তু কী সাংঘাতিক লোক। সার্কাসের খেলোয়াড়ের কায়দায় লোকটি এক হাতের ঝটকায় ছুড়ে ফেলে দিল পঞ্চুকে। হাত তো নয়, যেন লোহা। পঞ্চু ভাবতেও পারেনি এরকম হবে বা হতে পারে বলে। তাই সে আরও রেগে দ্বিগুণ জোরে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটির ওপর। লোকটি আবার হাতের কায়দায় ফেলে দিল পঞ্চুকে। পঞ্চুর দাঁতের কষ বেয়ে তখন ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে।

লোকটির জেদও তখন অসম্ভব চড়ে গেল। সে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠল, যা দেখে মনে হল পঞ্চুকে সে মারবেই। ততক্ষণে সেই নাটকীয় দৃশ্য দেখবার জন্য বহু লোক জড়ো হয়েছে আশপাশে। কিন্তু মজার ব্যাপার, কেউ ওদের সাহায্য করতে এগিয়েও এল না। বাবলু বুঝতে পারল এই অমানুষিক মানুষকে এরা সকলেই ভয় পায়।

আহত পঞ্চু রুখে দাঁড়াল আবার।

বাবলুরা যে এই মুহূর্তে কী করবে কিছু ভেবে পেল না।

লোকটি তখন নতুনভাবে পঞ্চুর মোকাবিলা করবার জন্য ধেয়ে আসছে। পঞ্চু আক্রমণ করবার জন্য ছুটে আসছে দেখেই লোকটি মস্ত একটি পিচের ড্রাম গায়ের জোরে কাত করে রোলারের মতো গড়িয়ে দিল ওর দিকে।

বাবলু চিৎকার করে উঠল, "প-ন-চু-উ-উ-উ।"

পঞ্চু পিষে মরবার আগেই অদ্ভুত কায়দায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ড্রামের ওপর। তারপর গড়ানো ড্রামের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকার সঙ্গতি রাখতে রাখতে সেও গড়িয়ে পড়ল সমুদ্রের জলে।

লোকটি এবার এমনই পৈশাচিক হাসি হাসল যে, সেই হাসির দমকে সমস্ত ফিশারি হারবারটাই কেঁপে উঠল যেন। কিন্তু সে কাঁপুনি ক্ষণিকের। পরক্ষণেই আকাশ বাতাস ভরে উঠল ভয়ংকর একটা আর্তনাদে। এইরকম ভয়াবহ দৃশ্যের ফাঁকেই ভোম্বল করেছে কী, একমুঠো ঝাঁট দেওয়া ধুলো-বালি নিয়ে ছুড়ে দিয়েছে লোকটির চোখে। একচোখো লোকটির সব চালাকিরই শেষ হল এবার। লোকটি দু' হাতে চোখ ঢেকে চিৎকার করতে করতে লঞ্চের দিকে এগোল। কিন্তু লঞ্চে উঠবে কী? তার আগেই পাণ্ডব গোয়েন্দারা সকলেই পেছন দিক থেকে একজোটে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর যে, সে আর টাল সামলাতে না পেরে নিজেও পড়ল সমুদ্রের জলে। বাবলুরা দেখল অসহায় পঞ্চু তখন ড্রামের মাথায় চেপে ভেসে চলেছে জাহাজঘাটার দিকে। ওরা কোনওদিকে না তাকিয়ে পাঁচিলের গা দিয়ে ছুটে বড় রাস্তায় এসে বন্দরের প্রবেশপথে পৌঁছল।

দু'জন প্রহরী বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে।

বাবলু তাদের জিজ্ঞেস করল, "মে উই এন্টার দ্য পোর্ট এরিয়া?"

প্রহরীরা নেপালি। তাই হিন্দিতে বলল, "কিউ নেহি? যাইয়ে।"

ওরা জাহাজের সারি দেখতে দেখতে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। হঠাৎই দেখল ছোট্ট একটি লঞ্চ জল কেটে এগিয়ে চলেছে পঞ্চুর দিকে। ওরা কি পঞ্চুকে উদ্ধার করতে আসছে? না আক্রমণ করবে? কে জানে তা?

এখানে সমুদ্রের বুকে কতদূর পর্যন্ত কংক্রিটের লাটিমের মতো ত্রিকোনাকৃতির বোল্ডার পাতা। জাহাজে ওঠার জন্য সুদীর্ঘ একটি পথ কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এ-বন্দরের সৌন্দর্যের তুলনা নেই! বন্দরের ওপাশেই ডলফিন নোজের পাহাড়। তাহারই কোল ঘেঁষে একটা লম্বা খাল একেবারে জাহাজ নির্মাণ কারখানার দিকে চলে গেছে।

ওরা দেখল লঞ্চটি পঞ্চুর কাছাকাছি যেতেই পঞ্চু লাফিয়ে উঠল লঞ্চের ছাদে। সারেং তখন হাত নেড়ে জানাল বাবলুদের, আর কোনও ভয় নেই। তারপর লঞ্চটাকে জাহাজঘাটায় ভিড়িয়ে দিতেই পঞ্চু লাফিয়ে নেমে এল লঞ্চের ওপর থেকে।

সারেংও নেমে এল। তারপর পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে ইশারায় বাবলুদের এখনই চলে যেতে বলল এখান থেকে।

বাবলু বলল, "আপনার সহায়তার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু নিষ্ঠুর লোকটি কে?"

"র‍্যাম্বো। সাংঘাতিক। তোমরা এখন যত তাড়াতাড়ি পারো এখান থেকে চলে যাও।"

বাবলুরা একটুও দেরি না করে বন্দর-এলাকার বাইরে এল। তারপর ডলফিন নোজের দিকে আর না এগিয়ে একটা অটো নিয়ে সোজা আর টি সি কমপ্লেক্স। এবং সেখান থেকে ওদের লজে।

ওরা ফিরে এসেই দেখল দীপাদি ওদের জন্য রিসেপশনে অপেক্ষা করছেন। ভিডিয়োতে আঞ্চলিক ছায়াছবির কিছু গানের অনুষ্ঠান হচ্ছিল, তাই শুনছিলেন একমনে।

বাবলু বলল, "এ কী দীপাদি! আপনি কতক্ষণ? বাড়ি যাননি?"

দীপাদি বললেন, "গিয়েছিলাম। বাড়ি থেকে এই তো আসছি। আসলে সত্যি কথা বলতে কী, তোমাদের ছেড়ে থাকতে মন আমার একদম চাইছে না।"

বাবলু বলল, "মন না চায় আমাদের সঙ্গেই থাকুন। আগে ঘরে চলুন, স্নানটানের ব্যাপরটা সেরে নিই। তারপর বাইরের হোটেল থেকে খেয়ে এসে তেড়ে একটা ঘুম দেওয়া যাবে।"

"যা তোমাদের ইচ্ছে! কিন্তু তোমরা এত তাড়াতাড়ি ডলফিন নোজ থেকে ফিরলে কী করে?"

"ডলফিন নোজে যাওয়াই হয়নি আমাদের।"

"সে কী! কেন?"

"যা বিপদ গেল আমাদের! আর-একটুর জন্য তো পঞ্চুকেই আমরা হারিয়েছিলাম।"

"বলো কী!"

ওরা কথা বলতে বলতেই ওপরে এল। তারপর ঘরের তালা খুলে ভেতরে ঢুকে স্নানের জন্য তৈরি হতে হতে ফিশারি হারবারের ঘটনার কথা বললে দীপাদিকে।

দীপাদি বললেন, "কী দুঃসাহস লোকটার!"

বাবলু বলল, "দোষ আমাদেরও আছে। এইরকম অবস্থায় হারবারের অতটা 'ডিপ'-এ আমাদের না ঢোকাই উচিত ছিল। তবে ওকে আমি ছাড়ব না।"

বিলু বলল, "আমরা তো প্রথমে ওকেই মাইক ভেবেছিলাম।"

দীপাদি বললেন, "মাইকেরও 'টল ফিগার'। তবে অসম্ভব বুনো। ঘন কালো তার গায়ের রং। মাথার চুলগুলো কোঁকড়ানো। কেউ কেউ বলে ভাষায় তেলুগু হলে কী হবে, ও আফ্রিকারই লোক।"

বাবলু বলল, "ভিক্টর মরগ্যান?"

"একেবারে রাজপুত্তুর। তবে চোখদুটো বেড়ালের মতো কটা।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা দীপাদি, আপনার বাবার হত্যাকাণ্ডের পর পরই ভিক্টর ধরা পড়ল কী করে?"

"সেটা পুলিশই জানে।"

"ভিক্টরকে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল কোথায়? বোরাগুহায়, না ভাইজাগে?"

"বোরাগুহায় কী করে করবে? ভাইজাগে। নাইট শোতে সঙ্গমে সিনেমা দেখছিল, পুলিশ সেইখানে হল থেকেই গ্রেফতার করে তাকে।"

"তার মানে কেসটা যে সাজানো, তা বোঝাই যাচ্ছে।"

"কী জানি ভাই। কী যে চক্র, কিছুই বুঝি না!"

বাবলু বলল, "তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন খুনিকে আমরা ধরবই।"

ওদের স্নানপর্ব শেষ হলে বাইরের হোটেলে খেতে গেল ওরা। পাশেই হোটেল। তাই বেশিদূর যেতে হল না। ওরা হোটেলের বেয়ারাকে ডেকে 'ভেজিটেবল মিল' এক প্লেট করে অর্ডার দিল। পুরোপুরি দক্ষিণী খান্না। সম্বরম, উত্থাপম, টক দই, পাঁপড়ভাজা ইত্যাদি। খেয়ে কারও তৃপ্তি হল না। তবু খেতে হল। খাওয়াদাওয়ার পর লজে ফিরেই দেখল একজন মধ্যবয়সি দিব্যপুরুষ একটি 'মারুতি' ভ্যানের সামনে পায়চারি করছেন। একটা আভিজাত্যের ছাপ যেন ফুটে উঠেছে তাঁর চলাফেরায় এবং সর্বশরীরে।

দীপাদি তাঁকে দেখেই সবিস্ময়ে বললেন, "এ কী, আপনি!"

বাবলু দীপাদির মুখের দিকে তাকালে দীপাদি বললেন, "মি. ভার্গবম।"

বাবলু ভদ্রলোকের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার ভাল করে চোখ বুলিয়ে বলল, "দীপাদির মুখে আপনার নাম শুনেছি বটে, আপনি ওঁর বাবার বন্ধু।"

"এই বন্ধুত্বও আবার দু'-একদিনের নয়, দীর্ঘদিনের।"

বাবলু বলল, "আপনি খুব ভাল বাংলা বলতে পারেন তো!"

"ভাল আর কোথায়? তবে পারি। যাই হোক, আমি তোমাদের সকলকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি।"

বাবলু বলল, "এখন নয়, আমরা সন্ধের পর যাব। এখন আমরা বড় ক্লান্ত।"

"সন্ধের পর আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ব বাবা। তোমরা এখনই চলো। তা ছাড়া দিপুমায়ের সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা আছে।"

মি. ভার্গবমের মুখ থেকে গিরিজাবাবুর হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে জানবার মতো কিছু বাবলুরও ছিল। তাই বলল, "বেশ তো, চলুন।"

ওরা গিরিজাবাবুর মারুতি ভ্যানে চেপেই তাঁর বাড়ির দিকে চলল। যেতে যেতেই বাবলু জিজ্ঞেস করল, "আমরা তো কাউকে কিছু জানিয়ে আসিনি। আপনি তা হলে জানলেন কী করে যে আমরা এই লজে আছি?"

"এই লজের এক চতুর্থাংশের মালিক আমি। আর যে হোটেলে তোমরা খেলে, সেটাও আমার।"

এর পরে, আর কিছু বলার থাকে না।

যাই হোক একটু পরেই বহু অর্থব্যয়ে তৈরি একটি সুবিশাল প্রাসাদের সামনে এল ওরা। এই প্রাসাদও ভার্গবমের।

দীপাদি বললেন, "আপনার এ বাড়ি তো আমি দেখিনি!"

"কী করে দেখবে? এই তো বছর-দুই হল হয়েছে বাড়িটা। এরকম বাড়ি ভাইজাগ শহরে কারও নেই।"

সত্যিই নেই। ঘরের ভেতর ঘর। তার ভেতরে ঘর। ধাপে ধাপে সিঁড়ি। আন্ডার গ্রাউন্ডে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত 'কনফারেন্স রুম'। সিনেমার ছবি দেখার 'স্ক্রিন', 'প্রোজেক্টর' সবকিছুই আছে। তবে এই লোকের গাড়ি কেন যে বিক্রি হল আর দয়ালুবাবু কেন যে দীপাদিদের বাড়ি ড্রাইভারি করতে গেলেন, সেটাই হল রহস্যের!

ভার্গবম তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে প্রথমেই বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিলেন সকলের। তারপর নীচের সেই কনফারেন্স রুমে গোল হয়ে বসলেন। ঘরটি অন্ধকার। চারদিকে কম পাওয়ারের মায়াময় রঙিন গ্লোব লাইট। কেমন যেন থমথম করছে ভেতরটা।

ভার্গবম দীপাদিকে বললেন, "আমার মতো লোকের এতবড় একটা বাড়ি দেখে খুব অবাক হয়ে যাচ্ছ, না?"

দীপাদি বললেন, "অবাক হওয়ার তো কথা!"

"আসলে এ-সবই তোমার বাবার দয়ায়। এর পেছনে তোমার বাবার অবদান যে কতটা, তা হয়তো তুমি জানো না। সেইজন্যই আমি তোমাকে ডেকে এনেছি এখানে। তিনি একটি উইল করে আইন মোতাবেক তাঁর অনেক কিছুই আমাকে দিয়ে গেছেন। তাই মাইকের গ্রাস থেকে প্রায় সবক'টি লঞ্চই উদ্ধার করেছি আমি। আমিই এখন তোমাদের সমস্ত লঞ্চের মালিক। আর ওই যে সিনেমা হল, সেটাও এখন আমার। সেটার ওপর অনন্ত লোভ ছিল ভিক্টর মরগানের।"

দীপাদি বললেন, "আমি এ-সবের কিছুই জানি না।"

"সে কী! বাবা বলেননি তোমাকে?"

"না।"

"যাই হোক, সম্ভবত সেই রাগেই ওরা দু'জনে মিলে ষড়যন্ত্র করে খুন করেছে তোমার বাবাকে। এখন আমার পেছনেও লোক লেগেছে ওদের। কিন্তু ওদের সাধ্য নেই যে, আমার কিছু করে। এখন এই সম্পত্তি দেওয়ার ব্যাপারে তোমার কোনও আপত্তি নেই তো?"

দীপাদি বললেন, "একটুও না। যে সম্পত্তি আমাদের হয়েও অন্যের দখলে ছিল, সেই সম্পত্তি যদি উনি কাউকে বেচে দেন বা বিলিয়ে দেন, তা হলে আমার আপত্তি করবারই কীই-বা আছে? আমাদের শত্রুদের গ্রাস থেকে ওগুলো যে আপনি ছিনিয়ে নিতে পেরেছেন, এর জন্যই আপনাকে ধন্যবাদ।"

ভার্গবম বললেন, "আমি বলেই পেরেছি মা! না হলে তোমার বাবা হলে পারতেন না।" বলেই ড্রয়ার টেনে একগাদা দলিলপত্র বের করে বললেন, "এই দ্যাখো। তোমার বাবার হাতের সই।"

সকলেই ঝুঁকে পড়ে তাই দেখল। দীপাদিও কাগজপত্রগুলো খুঁটিয়ে দেখলেন। সব ঠিক আছে। তাঁর বাবারই সই করা কাগজ সব।

বাবলু এবার মি. ভার্গবমকে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, আপনি এই যে বললেন আপনাকে সম্পত্তি দেওয়ায় মাইক এবং ভিক্টর দু'জনেই ষড়যন্ত্র করে গিরিজাবাবুকে খুন করেছে, তা আপনার অনুমান সত্য হলে পুলিশ শুধুমাত্র ভিক্টরকেই সন্দেহ করছে কেন?"

ভার্গবম বললেন, "তার কারণ আছে। প্রথমত, মাইক পান্থালু আজ দু'বছর প্রশাসনের নাগালের বাইরে। দ্বিতীয়ত, অকুস্থলে ভিক্টরের একটা মানিব্যাগ পাওয়া যায়।"

বাবলু বলল, "এই ব্যাপার?"

"হ্যাঁ। আসলে অপরাধ জগতে সকলে সকলকে টেক্কা দিতে যায়। সকলে সকলের শত্রু। মাইক আর ভিক্টর দু'জনে মিলেই খুন করে গিরিজাবাবুকে। তারপর ঠিক সন্ধের মুখে ফিশারি হারবারের কাছে বিচ রোডে ড্রাগ-বোঝাই একটি চলন্ত ট্রাকের মুখে ফেলে দেয় তাঁকে। এ-কাজের দায়িত্বটা মাইক নিজেই নিয়েছিল। তাই খুনের দায়টা পুরোপুরি ভিক্টরের ওপর ফেলবার জন্যই ওর একটা মানিব্যাগ রেখে গিয়েছিল ডেডবডির কাছে। ভিক্টর তা জানত না। তাই সে পরিকল্পনামাফিক ওর জন্য অপেক্ষা করছিল 'সঙ্গম পিকচার হাউস'-এ। কিন্তু দেখা গেল সেখানে মাইকের বদলে গেল পুলিশের লোকেরা। ভিক্টর মরগ্যান 'অ্যারেস্ট' হল। কিন্তু সেও

বোরাগুহালুর জংলি বাঘ। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কী করে পালাতে হয় তা সে জানে। এখন ওর 'টার্গেট' হল মাইক পাম্বালু, তারপরই আমি।"

বাবলু বলল, "বেশ কাহিনী শোনালেন কিন্তু। যাই হোক সাবধানে থাকবেন।" তারপর বলল, "যদি অনুমতি দেন তো আপনার এই স্টুডিয়োর মতো বাড়িটা একবার ঘুরে দেখি।"

"দ্যাখো না। দেখতে দোষ কী? তা ছাড়া এটা স্টুডিয়োর মতো কেন, এটাকে একটা ছোটখাটো স্টুডিয়ো বলতে পারো। বড় বড় অভিনেতা অভিনেত্রীরা এই বাড়িতে শুটিং করে গেছেন।"

বাচ্চু, বিচ্ছু, নয়ন সকলেই উল্লসিত হয়ে উঠল, "বলেন কী! তবে তো দেখতেই হচ্ছে।"

বাবলুরা সকলেই চারদিক ঘুরে দেখবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই পঞ্চুও উঠল।

ভার্গবম বললেন, "আরে! এ কোথায় বসে ছিল এতক্ষণ?"

বাবলু বলল, "আমাদের পাশেই ছিল, অন্ধকারে।"

"এটা তো দেশি কুকুর দেখছি। কিন্তু দেখে মনে হয় তেজ আছে। অনেক চোর-ডাকাতকেও নাকি ঘায়েল করেছে ও?"

"তা করেছে।"

"বেশ, বেশ। যাও তোমরা ঘুরে দেখো চারদিক। আমি ততক্ষণ দিপু মা'র সঙ্গে আমাদের বৈষয়িক কথাবার্তা একটু বলি, কেমন?"

বাবলুরা "আচ্ছা" বলে ঘরের বাইরে এল।

বাইরে এসে চারপাশ ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল ওরা। দেখল কয়েক ধাপ সিঁড়ি অনেকটা নীচে নেমে গেছে। আর সেখানেই একটি 'স্ট্রং-রুম'-এর সামনে রেলিং-ঘেরা জায়গায় দশ-বারোটা অ্যালসেশিয়ান ছাড়া আছে। স্ট্রং-রুমে তালা দেওয়া। কুকুরগুলোও তালাবন্দি।

বাবলুদের দেখেই হিংস্র কুকুরগুলো আঁউ আঁউ করে চেঁচিয়ে উঠল। প্রত্যুত্তরে পঞ্চুও জবাব দিল, "ভৌ উ উ উক।"

ভোম্বল বলল, "ওই স্ট্রং-রুমের ভেতরে কী আছে বল তো? নিশ্চয়ই মূল্যবান কিছু আছে।"

বাবলু কোনও উত্তর দিল না। শুধু বলল, "তোরা একটু এখানে অপেক্ষা কর। আমি চট করে একবার আসছি।"

বিচ্ছু বলল, "কোথায় যাবে বাবলুদা?"

"আঃ, আসছি।" বলেই উধাও হয়ে গেল বাবলু। সঙ্গে পঞ্চুও গেল।

বাবলু সোজা গিয়ে ছাদে উঠল। তারপর চারদিকে উঁকিঝুঁকি মেরে সিঁড়ির দরজায় শিকল দিয়েই দিনদুপুরে একটা দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলল। ওয়াটার ট্যাঙ্কের লোহার পাইপটা বেয়ে খুব সন্তর্পণে একটু একটু করে পেছনদিকে নামতে লাগল সে। তারপর স্ট্রং-রুমের 'ভেন্টিলেটর'-এর কাছে এসে ভেতরটা একবার দেখে নিয়েই ধীরে ধীরে উঠে এল ওপরে।

পঞ্চু বাবলুর মুখের দিকে তাকালে বাবলু শুধু ওর পিঠটা চাপড়ে সামান্য একটু আদর করল পঞ্চুকে। তারপর সিঁড়ির দরজা খুলে দ্রুত পায়ে নেমে এল নীচে। অপেক্ষমাণ সকলকে চলে আসার নির্দেশ দিয়েই কনফারেন্স রুমে গিয়ে দীপাদিকে ডাকল।

দীপাদি বললেন, "আমার তো যেতে একটু দেরি হবে ভাই।"

বাবলু বলল, "বেশ। আমরা তা হলে আসছি। আমরা ভাবছি একবার ডলফিন নোজটা দেখতে যাব।"

ভার্গবম বললেন, "এখন দুপুর দুটো। আর একটু পরে যেয়ো, তা হলে লাইট হাউসে ঢুকতে পারবে। চারটের পর ওপরে উঠতে দেয় ওরা।"

বাবলু বলল, "আমরা এখনই যাব। কেন না আমাদের যেতেও সময় লাগবে। তা ছাড়া চারদিকে একটু ঘুরব আমরা।"

দীপাদি বললেন, "তোমরা তা হলে কখন ফিরবে?"

"সন্ধের আগে তো নয়। রাত্রিও হতে পারে।"

"তোমরা তা হলে লজে না ফিরে জগদম্বায় আমার বাড়িতেই চলে যেয়ো। আমি নিজে হাতে রাতের খাবার তৈরি করে রাখব তোমাদের, কেমন?"

বাবলুরা 'আচ্ছা' বলে চলে গেল। ভার্গবমের ভার্গবপুরী থেকে বেরিয়ে একটা অটো নিয়ে সোজা ডলফিন নোজ।

ডলফিন নোজ আসলে একটি দ্বীপ। লঞ্চে করে সমুদ্রের খাড়ি পার হয়ে ওপাশের পাহাড়ে যেতে হয়। বাবলুরা অটো থেকে নেমে প্রথমেই বেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে গিয়ে ঢুকল। তারপর দরগা, চার্চ দেখে লঞ্চে খাড়ি পার হয়ে ওপারে গিয়ে পৌঁছল। লঞ্চের ভাড়া এক টাকা। কিছুই না। ওপারে গিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে একটু উঁচু জায়গায় উঠেই দেখল কয়েকটি সিঁড়ি ধাপে ধাপে ক্রমশ ওপরদিকে উঠে গেছে। সেই পথেই লাইট হাউস। আর বাঁদিকের যে পথ, সেই পথে দুর্গা টেম্পল। ওরা বাঁদিকের পথই ধরল।

এতক্ষণ কেউ কারও সঙ্গে কোনও কথা বলেনি। পঞ্চুও সাড়াশব্দ করেনি একটুও। এখন বাবলুই প্রথম কথা বলল। নয়নের দিকে তাকিয়ে বলল, "আজ সন্ধেবেলা তুমি কিন্তু বাড়িতে একটা ফোন করবে। না হলে তোমার বাবা-মা তোমার জন্য চিন্তা করবেন খুব।"

নয়ন বলল, "আচ্ছা।" তারপর বলল, "তোমাকে একটা কথা বলব বাবলু?"

"বলো।"

"আমার দাদার ব্যাপারে তুমি কি কিছু চিন্তাভাবনা করলে?"

"করেছি। আমরা হয়তো কালই তোমার দাদার সন্ধানে যাব।"

বিলু বলল, "কালই? তা হলে এদিকের কী হবে?"

বাবলু সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "বোরাগুহায় থাকবার কোনও ব্যবস্থা আছে কি না একটু জানতে পারলে ভাল হত।"

নয়ন বলল, "না, নেই। শুধু পাহাড় আর জঙ্গল সেখানে। গুহা যাঁরা দেখতে যান তাঁরা ওইখান থেকে আরাকুভ্যালিতে গিয়ে রাত কাটান।"

ওরা কথা বলতে বলতে যাওয়ার সময় বিশাখাপত্তনম বন্দরের যে দৃশ্য দেখতে পেল, তাতেই মন ভরে গেল ওদের। ডলফিন নোজ কি ভাইজাগের মনুমেন্ট? সত্যি, এখানে না এলে বিশাখা যে সুন্দরী বিশাখা তা ওরা কল্পনাও করতে পারত না। এই পথে অনেকদূর যাওয়ার পর এক জায়গায় দেখল ট্যুরিস্টদের সুবিধের জন্য বসবার একটু ব্যবস্থা করা আছে। সেটা এমনই একটা পয়েন্ট যেখানে বসে বিশাখার লোভনীয় দৃশ্যগুলি দু' চোখ ভরে দেখা যায়। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও সেইখানে বসে সৌন্দর্য দেখার লোভ সামলাতে পারল না। সকলে বসলে পঞ্চু এদিক-সেদিক ঘুরে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল বন্দরের দিকে।

বিলু বলল, "আচ্ছা বাবলু, ভার্গবমের ওখানে গিয়ে তুই অত সিরিয়াস হয়ে গেলি কেন? লোকটাকে কী তোর ভাল লাগল না?"

বাবলু অল্প একটু হেসে বলল, "আমরা বাঘের গুহায় ঢুকে পড়েছিলাম রে বিলু!"

"তার মানে?"

"বুঝতে পারলি না, এত অল্প সময়ের মধ্যে যিনি মাইক আর ভিক্টরের মতো ক্রিমিন্যালের হাত থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নিতে পারেন তিনি কত বড় ধুরন্ধর লোক? তা ছাড়া ঘরের মধ্যে স্ক্রিন প্রেজেক্টর এসবের অর্থ কী? নিশ্চয়ই আজেবাজে ছবি দেখিয়ে মোটা টাকা রোজগার করেন। যার জন্য সন্ধের পর খুবই ব্যস্ত থাকেন তিনি। তা ছাড়া আমরা কে বা কারা, দীপাদির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী, সে-সম্বন্ধে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না উনি। অথচ পঞ্চু যে বড় বড় চোর-ডাকাতকে ঘায়েল করেছে, তাও উনি জানেন। কী করে জানলেন?"

ভোম্বল বলল, "সত্যি তো রে! কিন্তু...।"

"কোনও কিন্তু টিন্তু নয়। সবচেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার যেটা সেটা হল গিরিজাবাবুর খুনের ব্যাপারে যেসব বিবৃতি উনি দিলেন তাতে তো বিস্মিত না হয়ে পারলাম না! মাইক আর ভিক্টর দু'জনে এক হয়ে যে গিরিজাবাবুকে হত্যা করেছে তা উনি জানলেন কী করে? এরপর তাঁর ডেডবডি ড্রাগ-বোঝাই ট্রাকের মুখে ফেলে দেওয়ার ঘটনাও তো ওঁর জানবার কথা নয়। যে ট্রাক ধরা পড়ল না তাতে ড্রাগ ছিল কি কী ছিল তা উনি কী করে জানলেন?"

বিচ্ছু বলল, "এতসব কিন্তু ভেবে দেখিনি কেউ। ভদ্রলোক দেখছি রীতিমতো রহস্যময়।"

"আরও রহস্য আছে। সে আরও জটিল।"

বাচ্চু বলল, "কীরকম!"

"গিরিজাবাবুর মেয়ে হয়ে দীপাদি জানলেন না, অথচ বেদখল সমস্ত সম্পত্তি উনি পেয়ে গেলেন? শুধু তাই নয়, পেতে না পেতেই এত বড়লোক!"

বিলু বলল, "এখন তা হলে বোঝাই যাচ্ছে এই রহস্যের জালে জড়িয়ে আছেন উনিও।"

বাবলু বলল, "আমার ধারণা যদি ভুল না হয় তা হলে বলব উনিই এইসবের গডফাদার।"

ওরা আর বসে থেকে সময় নষ্ট না করে দুর্গামন্দির দেখে আবার লঞ্চঘাটের দিকে ফিরে এল। সবকিছু ঘুরে দেখতে এত সময় লাগল যে, বিকেলও গড়িয়ে এল একসময়। ডান দিকের পাহাড়ে বেঙ্কটেশ্বর মন্দিরটিকে বেশ ভাল লাগছে এখান থেকে। ওরা বাঁদিকের সিঁড়ি বেয়ে ক্রমশ পাহাড়ের উচ্চস্থানে উঠতে লাগল। খুব খাড়াই। তাই হাঁফ ধরে গেল উঠতে। নয়নের অবস্থা দেখে মনে হল, সে কখনও বোধহয় পাহাড়ে ওঠেনি। একসময় পাহাড়ের মাথায় সমতলে এল ওরা। চারদিকে ঝোপঝাড়, ছোট ছোট গাছপালা। তারই বুক চিরে পাহাড়িয়া বুনো পথ। কী নির্জন জায়গাটা! এখনও লাইট হাউসের দেখা নেই। এখানে এমন কেউই নেই যে, তাকে জিজ্ঞেস করে লাইট হাউসটা কত দূরে।

যেতে যেতে সন্ধে হয়ে এল।

নয়ন বলল, "আর কত দূর?"

"মনে হয় এসে গেছি। ওই, ওই দেখা যায়।"

ওরা আরও খানিকটা যেতেই লাইট হাউস পেয়ে গেল। চার টাকা করে টিকিট এখানে। সেই টিকিট কেটে ওরা লাইট হাউসের ওপরে উঠলেও পঞ্চু কিন্তু ভেতরে ঢোকার অনুমতি পেল না। সে এদিক সেদিক ঘুরে প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে লাগল।

লাইট হাউসের সব আলো জ্বলে ওঠার পরে চারদিক যখন আলোর মালায় সেজে উঠল, ঠিক তখনই এক এক করে নেমে এল ওরা। পঞ্চু তখন হানটান করছে ওদের জন্য। ওরা নামতেই সে বাবলুর প্যান্ট কামড়ে টানাটানি করতে লাগল। বাবলু বুঝল, কিছু একটা ব্যাপার আছে। তাই সকলকে ইশারায় ওর সঙ্গে আসতে বলে নিজেও অনুসরণ করল পঞ্চুকে।

পঞ্চু বেশ খানিকটা এসে এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে শিরদাঁড়া টান করে লেজ নাড়তেই বাবলুরা দেখল কালো ওভারকোটে ঢাকা একজন লোক নির্জনে একটি পাথরের ওপর বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বন্দরের দিকে। বাবলু সবাইকে আত্মগোপন করে অপেক্ষা করতে বলে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে একটু একটু করে এগোল লোকটির দিকে। লোকটিকে ভালভাবে লক্ষ করেই বুঝল এ আর কেউ নয়, ফিশারি হারবারের সেই 'টেররিস্ট'। র‍্যাম্বো। কিন্তু র‍্যাম্বো এখানে কী করছে? বাবলুর চোখের সামনে সকালবেলার সেই দৃশ্যটা ফুটে উঠল। যেভাবে লোকটা পঞ্চুকে ফেলে দিয়েছিল সমুদ্রের জলে, ওর মনে হল ঠিক সেইভাবেই এখনই একটা লাথি মেরে ফেলে দেয় ওকে। কিন্তু তা সে করল না।

এমন সময় হঠাৎ দেখল জনাচারেক লোক হনহন করে লাইট হাউসের দিকে আসছে। ওরা যে কারা তা বুঝতে বাকি রইল না। বাবলু আর পঞ্চু আগাছার জঙ্গলে গা-ঢাকা দিল। যারা এল তাদের একজনকে খুবই চেনা মনে হল বাবলুর। ওরা লাইট হাউসের কেয়ারটেকারের সঙ্গে কী সব কথাবার্তা বলল। মনে হয় ওদের কথাই জিজ্ঞেস করল যে, ওরা এসেছিল কি না। কেয়ারটেকার হয়তো বলল, হ্যাঁ ওরা এসেছিল, চলেও গেছে। ওরা তাই যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেল, শুধু দু'জন ছাড়া। দু'জন নিজেদের মধ্যেই কথা বলতে বলতে এগিয়ে এল র‍্যাম্বোর দিকে। একজন একটা লাইটার জ্বেলে চুরুট ধরিয়ে র‍্যাম্বোকে দিতেই সে লাইটারের আলোয় কুৎসিত র‍্যাম্বোকে আবার দেখতে পেল বাবলু। এর পর কী যেন বলল ওরা র‍্যাম্বোকে। র‍্যাম্বোর গলা দিয়ে একটা বিকৃত স্বর বেরিয়ে এল এবার। একজন লোক এক বাণ্ডিল নোট এগিয়ে দিলে র‍্যাম্বো টাকাগুলো ওভারকোটের মধ্যে পুরে নিয়েই উঠে দাঁড়াল। তারপর একটু একটু করে নামতে লাগল নীচের দিকে।

ততক্ষণে লোক দু'জনের একজনকে চিনে ফেলেছে বাবলু। এ তো সেই লোক, যে কিনা বাবলুকে চুরি করে আনছিল। যার খপ্পর থেকে বাঁচবার জন্য বাবলু লাফিয়ে পড়েছিল ট্রেন থেকে। এখন একে কবজা করতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মি. ভার্গবমের পোষা কুকুরের মতো এরাও যে এক-একটি পোষ্য, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

বাবলু ঝোপের ভেতর থেকে একটা শিস দিতেই থমকে দাঁড়াল দু'জনে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, নয়নও সতর্ক হল।

লোকদুটি টর্চের আলো ফেলে ঝোপের দিকে যেই না এগিয়ে আসতে যাবে, বাবলু অমনই ইশারায় পঞ্চুকে বুঝিয়ে দিল কী করতে হবে।

পঞ্চু কোনওরকম হাঁকডাক না করেই ঝোপের ভেতর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের পায়ের ওপর।

এমনভাবে দু'জনের পায়ের তলা দিয়ে গলে গেল যে, ধপাধপ করে মুখ থুবড়ে পড়ল দু'জনে। একজনের হাত গেল। আর-একজনের খুঁজে পাওয়া গেল না সামনের দুটো দাঁত।

ততক্ষণে সকলেই এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওদের ওপর।

বাবলু ওর অপহরণকারীর পেটে একটা লাথি মেরে ওর পিস্তলটা যথাস্থান থেকে বের করে কপালে ঠেকাল। তারপর জামার কলার ধরে তুলে দাঁড় করাল ওকে।

বিলুরাও অন্যজনকে তাই করল।

তারপর দু'জনকে টানতে টানতে লাইট হাউসের এলাকার বাইরে খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে মারের পর মার।

বাবলু তার অপহরণকারীকে বলল, "কী বন্ধু, চিনতে পারো?"

লোকটি বলল, "তু তু তুমি এখানে কী করে এলে?"

"ওই একই প্রশ্ন তো আমারও। এখন বলো, এই নির্জনে কীসের মতলবে আসা হয়েছিল?"

"এখানে একটু কাজ ছিল আমাদের।"

"তোমাদের সঙ্গে আর যে দু'জন ছিল তারা কোথায় গেল? এই খুনে লোকটার হাতে কীসের টাকা দিলে তোমরা?"

"এত কথায়? তোমাদের দরকার কী? বেড়াতে এসেছ, লাইট হাউস দেখা হয়েছে, এখন ফিরে যাও।"

"আমরা লাইট হাউস দেখেছি তোমরা কী করে জানলে? তার মানে এখানে এসেই খোঁজ নিয়েছ আমাদের। যেই শুনেছ আমরা চলে গেছি, অমনই দু' দলে ভাগ হয়ে গেছ দু'জন করে। ওরা নিশ্চয়ই লঞ্চঘাটে খবর নিতে গেছে আমরা ওপারে গিয়ে পৌঁছেছি কি না!"

লোকটি কী বলবে কিছু ভেবে পেল না।

বাবলু বলল, "আমরাও ঘটে কিছু বুদ্ধি রাখি ভায়া। তা কে পাঠিয়েছিল তোমাদের? ভার্গবম?"

লোকটি কিছু বলার আগেই হঠাৎ একটা পৈশাচিক হাসির শব্দে কেঁপে উঠল চারদিক। ওরা দেখতে পেল সেই কালো ওভারকোট পরা দানবটা কখন যেন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পেছনে। পঞ্চু ওর চোখে চোখ রেখে ভীষণ ক্রোধে ফুঁসছিল বলেই এই হাসি। লোকটির হাতে একটা লোহার রড। লোকটি এক হাতে সেই রড উঁচিয়ে বিলুকে মারবার চেষ্টা করতেই বাবলু চিৎকার করে উঠল, "পঞ্চু! অ্যা-টা-ক—।"

পঞ্চু এবারে আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হল না। সে আর হাতে নয়, ঝাঁপিয়ে পড়ল পায়ের ওপর। পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে এমনভাবে গলে গেল যে, মুহূর্তে ধরাশায়ী হল লোকটি। পাশেই একটি বড় পাথরের ওপর পড়ে যাওয়ার ফলে মাথাটা এমনভাবে ফেটে গেল যে, মাথা আর তুলতেই পারল না সে।

বাবলু কাছে গিয়ে লোকটার হাত থেকে লোহার রডটা কেড়ে নিতেই নকল একটা হাত খসে পড়ল মাটিতে। বাবলু বুঝল এই নকল হাতের জন্যই সবসময় কালো ওভারকোটে নিজেকে ঢেকে রাখে সে। এখন যা অবস্থা তাতে এই মুহূর্তে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে না পারলে বাঁচা অসম্ভব ওর। বাবলু রডটা হাতে নিয়ে বলল, "এইবার চিনেছি ভাইজাগের রাতের আতঙ্ককে। এদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তুমি ইচ্ছেমতো মানুষ করো।"

কিন্তু বাবলুর কথা কিছুই বুঝল না লোকটি। অসহ্য যন্ত্রণায় তার চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে আসতে লাগল।

এদিকে ওদের সেই অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে ধরা সেই লোকদুটি তখন প্রাণপণে ছোটা শুরু করেছে। কিন্তু পঞ্চুর নজর এড়িয়ে পালাবে কোথায় বাছাধনরা? পঞ্চু ভীষণ হাঁকডাক করে এমনভাবে তাড়া করল তাদের যে, একজন তো হোঁচট খেয়ে পাহাড়ের মাথা থেকে একেবারে গভীর সমুদ্রে। অন্যজন পঞ্চুর কবজায়। পঞ্চু তার পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এমনভাবে তার ঘাড় কামড়ে ধরেছে যে, টুঁ শব্দটিও করতে পারছে না সে।

বাবলু, বিলু, ভোম্বল তিনজনেই লোকটিকে ঘা কতক দিয়ে বলল, "পালাচ্ছিলে কেন? আমাদের জিজ্ঞাসাবাদের কী শেষ হয়েছে?"

লোকটি কেঁদে ফেলল এবার। বলল, "আমাকে ছেড়ে দাও ভাইটি। সত্যি বলছি আমি এদের ছেড়ে আজই চলে যাব।"

বাবলু বলল, "কী আহ্লাদের কথা রে! অন্যায় করবে। অপরাধ করবে। ধরা পড়লে ক্ষমা চেয়ে কেটে পড়বে। ওটি হচ্ছে না।"

বিলু বলল, "আমরা যা যা জিজ্ঞেস করব তার সঠিক উত্তর দেবে। তারপরে অন্য ধান্দা।"

"বলো, কী জানতে চাও?"

বাবলু বলল, "আমরা জানতে চাই মাইক কোথায়? আর ভার্গবমের আসল পরিচয়টা কী?"

আহত, ক্লান্ত, অবসন্ন লোকটি বলল, "মাইকই বলো আর ভিক্টরই বলো, সকলেরই গডফাদার হলেন ওই ভার্গবম। ওরা ছিল নিম্নশ্রেণীর গুন্ডা কিন্তু যা কিছু করত সবই ভার্গবমের মদতে। ভার্গবম গিরিজাবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলেন কিন্তু চালাকি করে ওই দুই গুন্ডার সাহায্যে ওঁর সবকিছু আত্মসাৎও করেছিলেন। তিনি এতবড় শয়তান যে, সর্বস্ব লুটেপুটেও যখন বুঝলেন যে, একদিন-না-একদিন তাঁর মুখোশ খুলে যেতে পারে, তখনই একদিন ভিক্টরের সাহায্যে বোরাগুহায় গিরিজাবাবুর মেয়েকে কিডন্যাপ করেন। কিন্তু ভাগ্যজোরে মেয়েটি রক্ষা পায়। তখন থেকেই গিরিজাবাবু এই শত্রুপুরীতে আর রাখতে চাইলেন না মেয়েকে। ভাইজাগের মায়া ত্যাগ করে কলকাতায় চলে গেলেন। ভার্গবম তাঁর ড্রাইভার দয়ালবাবুকে দিয়েও পলিটিক্স করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দয়ালবাবু সব জেনেও বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। তবে তাঁর নিজের ছেলে এই কুচক্রে আছে বলে খুন হওয়ার ভয়ে ফাঁসও করেননি কোনও কথা। যাই হোক, খলের ধর্মই খলতা। পাম্বালু আর ভিক্টরকে দিয়ে সমানভাবে কাজ করালেও ওদের মধ্যে এমনই বিভেদ সৃষ্টি করে রেখেছেন যে, আজও ওরা একে অন্যের নামে জ্বলে যায়। এই যে র‍্যাম্বো, এও ওঁরই নির্দেশমতো কাজ করে। বন্য প্রকৃতির খুনে গুন্ডা একটি। পুলিশের তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে রেলের চাকায় একটা হাত, কাঁটাতারের খোঁচায় একটা চোখ খুইয়ে এমন একটা শয়তানের ধাড়ি হয়ে বসে আছে। ভার্গবম ওকে দিয়ে মাঝেমধ্যে অহেতুক খুন করিয়ে চারদিকে আতঙ্কের সৃষ্টি করেন। আবার প্রয়োজনে বেওয়ারিশ লাশ পাচার করেও টাকা রোজগার করেন প্রচুর। আজ দুটি চোখের প্রয়োজনে 'পোর্ট এরিয়া'য় একজন নাবিককে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল র‍্যাম্বোকে। লোকটা বেঁচে গেল কিন্তু র‍্যাম্বো পেয়ে গেল তার উপযুক্ত শাস্তি।"

বাবলু বলল, "শোনো ভাই, তুমি যা যা বললে, সবই সত্যি বলে মেনে নিলাম। তার কারণ আমরাও কিন্তু মনে মনে এইরকমই আশঙ্কা করেছিলাম। এখন অবস্থা এমনই যে, আমরা না ছাড়লে তোমার মুক্তি নেই। আমাদের পরিচয় তুমি আগেই পেয়েছ, এখন কী চাও তুমি? এদের দলে থাকতে, না, পালিয়ে যেতে?"

"আমি পালাতে চাই। আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে চাই। কেন না পাপের ভারা বেশি পূর্ণ হলে তার পরিণাম যে কী, তা অমি জানি। এই তো চোখের সামনেই দেখলাম র‍্যাম্বোর দুর্দশা, আমার বন্ধুর পরিণতি। তা ছাড়া ভার্গবমের যা প্রকৃতি তাতে কোনওদিন না আমার অবস্থাও মাইকের মতো হয়।"

"কেন, কী হয়েছে মাইকের? কোথায় সে?"

"ভার্গবমের হিংস্র কুকুরগুলোর পেটে।"

শিউরে উঠল বাবলু, "কী বলছ তুমি? সজ্ঞানে আছে তো?"

"আমার চোখের সামনেই এই দৃশ্য ঘটেছে ভাই। আজ নিয়ে তিনদিন হল।"

বাবলু উত্তেজিত হয়ে বলল, "তা হলে আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। এখনই ভাইজাগে ফিরে যেতে হবে আমাদের। না হলে গিরিজাবাবু এবং সেইসঙ্গে দীপাদিরও ওই একই অবস্থা হবে আজ।"

লোকটি বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "কী যা-তা বলছ? গিরিজাবাবু তো কবেই মারা গেছেন!"

বাবলু হাসল, "গিরিজাবাবু মারা যাননি। উনি এখনও বেঁচে আছেন।"

চমকের পর চমক। তার চেয়েও বেশি চমক লোকটি হঠাৎ ভয়ার্তস্বরে বলে উঠল, "ভাইসব শিগগির পালিয়ে এসো এখান থেকে, না হলে আমরা কেউ বাঁচব না। তোমাদের এই কুকুরটারও সাধ্য নেই যে আমাদের রক্ষা করে।"

সকলেই সবিস্ময়ে বলল, "কেন? কী হয়েছে?"

"আঃ, যা বলছি তাই শোনো। ওই, ওই দ্যাখো ভার্গবমের সেই হিংস্র কুকুরগুলো দলবদ্ধ হয়ে কীভাবে মাটি শুঁকে শুঁকে এইদিকে আসছে। ওরা একজোটে ঝাঁপিয়ে পড়লে কারও শরীরের একটুকরো মাংসও অবশিষ্ট থাকবে না।"

বাবলুরা আর একটুও দেরি না করে আহত এবং মৃত্যুপথযাত্রী র‍্যাম্বোর পাশ কাটিয়ে লোকটির নির্দেশিত পথেই পালাতে শুরু করল। পাহাড়ের ওপর আর যাই হোক, ছোটা যায় না। তার ওপরে পেছনে দশ-বারোটা হিংস্র কুকুর। তাই খুব সাবধানে ওরা পেছনদিকের পথ ধরে অনেকটা নীচে নেমে এক জায়গায় লোহার মোটা তার ধরে ঝুলে ঝুলে একেবারে বিপদসীমার বাইরে চলে এল। এ পথে আসতে পঞ্চুর খুব কষ্ট হল। তবু কায়দা করে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে নেমে তো এল সে। এবার বেশ খানিকটা সমতল পেয়ে ছোটা শুরু করল সকলে। তারপর আবার পেছন দিকে নেমে একেবারে সমুদ্রের খাড়ির

মুখে। দু'-তিনটে ছোটবড় নৌকো বাঁধা ছিল সেখানে। তারই একটা খুলে নিয়ে লোকটি কোনওরকমে হাল ধরে ওপারে পৌঁছে দিল ওদের।

মুক্তির আনন্দে বাবলু জড়িয়ে ধরল লোকটিকে। বলল, "দু'দিন আগে তুমি আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছিলে। দু'দিন পরে সেই তুমিই আমাদের প্রাণ বাঁচালে। তোমার এই পরিবর্তন তোমার মধ্যে চিরকাল থাকুক ভাই। আজ থেকে তুমি আমাদের সকলের বন্ধু। কিন্তু তোমার নামটা তো জানা হল না?"

লোকটি হেসে বলল, "কেন? বন্ধু।"

বাবলু আবার তাকে জড়িয়ে ধরল।

লোকটি এবার একটু কিন্তু-কিন্তু করে বলল, "তোমাদের কাছে টাকা-পয়সা কিছু কি হবে? আমি একেবারেই নিঃসম্বল।"

বাবলুর পকেটে শ্রীকাকুলামের সেই ব্যাগ হাতড়ে পাওয়া তিনশোটা টাকা ছিল। সেটা তো দিলই। উপরন্তু বিলুও দিল শ' পাঁচেক টাকা।

লোকটি বলল, "আমি এখনই পালাব এ-দেশ ছেড়ে। বিদায় বন্ধু, বিদায়।"

লোকটি চলে যেতেই বাবলুরা একটা অটো নিয়ে সোজা জগদম্বায়। দীপাদিদের বাড়িতে গিয়ে শুনল দীপাদি সেই যে দুপুরের দিকে গেছেন, তারপর থেকে সারাদিনে আর ফেরেননি। সর্বনাশ! তবু একবার সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য লজে এল। সেখানে এসেও শুনল দীপাদি ওদের সঙ্গে সেই যে গেছেন তারপর থেকে ফেরেননি একবারও।

বাবলু তখন ভয়ংকর ক্রোধে আর উত্তেজনায় ফুঁসছে।

বিলু বলল, "তোর কী হল বাবলু?"

"কিচ্ছু হয়নি। তবে সময় খুব কম। শিগগির আয়।"

"কোথায় যাব?"

"গিরিজাবাবুকে উদ্ধার করতে।"

"কী পাগলের মতো বলছিস বল তো যা-তা?"

"ঠিকই বলছি। কিন্তু দীপাদি...। দীপাদিও হয়তো বন্দি হয়ে আছেন ভার্গবমের স্ট্রং-রুমে।"

"সে কী! কিন্তু এতসব তুই জানলি কী করে?"

"আজ দুপুরে ভার্গবমের বাড়িতে গিয়ে ওই স্ট্রং-রুমটাকে দেখেই আমার সন্দেহ হয়। তাই তোদের অপেক্ষা করতে বলে পঞ্চুকে নিয়ে ছাদে গিয়ে আমি জলের পাইপ বেয়ে পেছনদিকে নেমে ভেন্টিলেটরের লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকিয়েই দেখি শুধুমাত্র গিরিজাবাবু ঘরের মেজেয় বসে আছেন। তখনই বুঝেছি গিরিজাবাবুকে এখানে গুম করে তাঁকে ওইগুলোতে জোর করে সই করিয়েছেন তিনি। উইল যদিও রেজিস্ট্রি হয়নি। তবুও সইটা ছিল ওঁরই।"

"তা হলে ওই ডেডবডি! সেটা তা হলে কার?"

"অন্য কারও। গিরিজাবাবুর পোশাক পরিয়ে একটা লাশকে বিকৃত করে ফেলে রাখা হয়েছিল বিচ রোডের ওই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটিতে।"

ওরা আর অটোয় নয়, লজ থেকে নেমে প্রায় ছুটে ছুটেই পৌঁছে গেল ভার্গবপুরীতে। গেটে যে দারোয়ান ছিল সে আগেই ওদের দেখেছিল বলে ভেতরে ঢুকতে বাধা দিল না। কিন্তু স্ট্রং রুম পাহারায় ছিল যে লোকটি, সে এবার হাঁ হাঁ করে ছুটে এল।

বাবলু ওর রিভলভারটা বের করে করে লোকটাকে দেখাতেই রীতিমতো ঘাবড়ে গেল সে।

বাবলু ইশারায় ওকে নির্দেশ দিল স্ট্রং-রুমের তালা খুলতে।

লোকটি তালা খোলা দূরের কথা, ছুটে পালাতে গেল যেই, পঞ্চু অমনই গাঁক করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। আর কোনও জারিজুরিই খাটল না তার। বাবলু ওর হাত থেকে চাবিটা কেড়ে নিয়ে কুকুরের ঘর পার হয়ে স্ট্রং-রুমের তালা খুলতেই দেখল পিতা-পুত্রী দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কাঁদছে।

বাবলু বলল, "কান্নাকাটি পরে করবেন। শিগগির চলে আসুন এখান থেকে।"

গিরিজাবাবু বললেন, "এ কী, বাবলু!"

দীপাদি বললেন, "বাবলু তুমি!"

"ওসব পরে হবে। আগে বেরিয়ে আসুন। না হলে কুকুরগুলো ফিরে এলে প্রাণ বাঁচানো দায় হবে।"

গিরিজাবাবু, দীপাদি সকলেই বেরিয়ে এলে প্রহরীকেই স্ট্রং-রুমে ঢুকিয়ে তালাবন্ধ করে পালিয়ে এল ওরা। বাইরে যে দারোয়ান ছিল সে কিছুতেই বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে।

দীপাদি ওই অবস্থাতেই গিরিজাবাবুকে নিয়ে থানায় গেলেন। আর বাবলুরা তখনই লজ খালি করে চলে এল দীপাদিদের বাড়িতে। অন্ধ্র পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও সেই কুকুরগুলো এবং ভার্গবমের পাত্তা পেল না। কী হল ভার্গবমের?

ভার্গবমের যাই হোক, পরদিন সকালেই পাণ্ডব গোয়েন্দারা বিশাখাপত্তনম স্টেশনে এসে কিরণডুল প্যাসেঞ্জারে চেপে বসল। বোরাগুহালু পর্যন্ত ট্রেনের ভাড়া নিল এক-একজনের চোদ্দো টাকা করে। ওরা বাড়িতে এসে জানলার ধারে সিট নিয়ে বসলে বিলু আর ভোম্বল প্রত্যেকের জন্য কেক আর কলা কিনে নিয়ে এল প্ল্যাটফর্মের স্টল থেকে। সেই খেতে খেতেই যাত্রা।

একমাত্র নয়ন ছাড়া প্রকৃতির সৃষ্ট এই গুহা দেখার আনন্দে সকলেই বিভোর। নয়নেরই নয়নে জল। কেন না তার দাদা এখনও ভিক্টরের কবলে। তার একটাই চিন্তা, সে কি সত্যিই পারবে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সাহায্যে তার দাদাকে উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে যেতে? পাণ্ডব গোয়েন্দারা যে অসাধ্য সাধন করতে পারে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার দাদার বেলাতেও কী এইরকমটা হবে? কে জানে?

যথাসময়ে ট্রেন ছাড়ল। প্রথমেই এল সীমাচলম। তারপরে পেন্দুরতি। তারপর কোট্টাভালসা। বাবলু বলল, "এই দ্যাখ, এখান থেকেই পথটা দু' ভাগ হয়ে গেছে। একটা লাইন চলে গেছে হাওড়ার দিকে। আর-একটা কিরণডুল। এশিয়ার বৃহত্তম লৌহখনি ওই কিরণডুলেই। সেই লৌহ আকরিক আনার জন্যই এক আশ্চর্য কৌশলে এই উচ্চতম রেলপথ নির্মাণ করে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়াররা বিশ্ববাসীর চোখে এক অনন্য কীর্তি স্থাপন করেছেন।"

কোট্টাভালসা থেকে ট্রেন ছাড়বার পর চোখ যেন জুড়িয়ে যেতে লাগল ওদের। যত যায়, প্রকৃতি ততই তার পট পরিবর্তন করে। কী সুন্দর সব গ্রাম আর সবুজের দৃশ্য ভেসে ওঠে চোখের সামনে। ট্রেন এসে থামল মাল্লিভিদুতে। তারপর শৃঙ্গভারাপুকোটা। এর পরই শুরু হল পাহাড় আর বনভূমি। ঝরনা আর জলপ্রপাত। সেইসঙ্গে টানেলের পর টানেল। কখনও নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া, কখনও-বা চমক কাটার আগেই হঠাৎ আলো। এইভাবেই এক এক করে স্টেশন পার হতে লাগল। বোদ্দাভারা, শিবলিঙ্গপুরম, তায়াডা, চিমিডিপল্লি হয়ে বোরাগুহালু। এর উচ্চতা ২৩৭১ ফুট। টানেলের পর টানেল পার হয়ে বোরাগুহালুতে ট্রেন থামলে ওরা সকলে ট্রেন থেকে নেমে দিশেহারা হয়ে গেল। এখানে শুধুই পাহাড় আর জঙ্গল। জনপ্রাণী নেই। তা হলে ওরা যাবেটা কোথায়?

বিলু বলল, "এ কোথায় এলাম রে ভাই!"

ভোম্বল বলল, "বরাতে আজ হরিমটর। খাওয়াদাওয়া কিছুই দেখছি জুটবে না এখানে!"

বাবলু ওদের কথায় কান না দিয়ে একজন রেলকর্মচারীর কাছ থেকে জেনে নিল বোরাগুহায় যাওয়ার পথটা কোনদিকে। তারপর সেই অনুসারে রেলপথ ধরেই পেছনদিকে খানিকটা হেঁটে বাঁদিকে একটা শুঁড়িপথ ধরে খানিক যেতেই বোরাগুহার মুখের কাছে নেমে এল।

গুহার বাইরে নিয়মকানুন সব লেখাই আছে। এর ভেতরে যাওয়ার জন্য প্রবেশমূল্য বড়দের দশ টাকা এবং পাঁচ থেকে বারো পর্যন্ত বয়সের ছেলে-মেয়েদের পাঁচ টাকা। লাইটিং, গাইড সব এরই মধ্যে। সকাল দশটা থেকে দেড়টা আর দুপুর দুটো থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত গুহা দেখার সময়। বৃহস্পতিবার বন্ধ।

ওরা যখন গুহামুখে গিয়ে পৌঁছল, বেলা তখন দেড়টা। তাই আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল গেট খোলার জন্য।

এরই ফাঁকে বাবলু দু'-তিনবার নয়নের দিকে তাকিয়ে বুঝল তার মনে কোনও আনন্দ নেই। তাই বলল, "এত কী ভাবছ নয়ন? আমরা তোমার দাদার ব্যাপারে কোনও আলোচনা করছি না বলে তুমি উৎসাহ পাচ্ছ না? তা হলে শোনো, আমরা তো ভগবান নই। তবে নিরাশও হোয়ো না। কেন না এই পাহাড় জঙ্গলের দেশে এসে যখন পড়েছি তখন আপ্রাণ চেষ্টা করব আমরা। আগে এখানকার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিই, তবে তো...। ওই দ্যাখো কী সুন্দর প্রকৃতির দৃশ্য। চারদিকে পাহাড় ও বনভূমি, একদিকে গুহা। আরও দ্যাখো নীচ দিয়ে কেমন একটা বেগবতী নদী কুলকুল করে বয়ে চলেছে। অতএব মনটাকে তাজা রাখো।"

যথাসময়ে গেট খুলল। ওরা টিকিট কেটে গেট পার হয়ে ডানদিকে বেঁকে একটু নীচে নামতেই নজরে পড়ল গুহাটা। সে কী বিশাল! এত বড় গুহা ওরা কখনও দ্যাখেনি।

ওরা গুহার ভেতরে ঢুকতেই একজন অল্পবয়সি সরকারি গাইড এগিয়ে এল ওদের দিকে। বলল, "তোমরা এই ক'জন, না আর কেউ আছে?"

"এই ক'জন।"

"তা হলে শোনো, এই যে গুহাটা দেখছ এটা হচ্ছে প্রকৃতির সৃষ্টি করা এক প্রাগৈতিহাসিক 'স্ট্যালাকটাইট' গুহা। দশ লক্ষ বছরের পুরনো।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "বলেন কী!"

"ভূতাত্ত্বিকগণ তাই তো মনে করেন।"

গাইড এরপর গুহার ভেতর যেখানে যা ছিল সব দেখাতে লাগল। কী চমৎকার রঙিন আলোর ব্যবস্থা এর ভেতরে। তাই সব কিছু ঘুরে দেখতে কোনও অসুবিধেই হল না। গাইড কত কী বলল। কিছু মনে রইল, কিছুই রইল না। যুগ যুগ ধরে চুনাপাথরের জল পড়ে নানারকমের আকার ধারণ করেছে এর ভেতরটা। এখনও গুহার মাথার ওপর থেকে টুপটাপ করে জলের ফোঁটা ঝরছে। গুহাটা লম্বায় এক কিলোমিটার। এরই মধ্যে কোথাও শিবলিঙ্গের আকার, কোথাও বাসুকির ফণা, কোথাও হাতির আকার, কোথাও মানুষের চোখ। অথচ এ-সবই প্রকৃতির খেয়ালে হওয়া। মানুষের কৃতকর্ম নয়। এরই মধ্যে কখনও সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা, কখনও নীচে নামা। এক জায়গায় এসে দেখা গেল গুহাটা প্রকৃতির খেয়ালে জোড়া। দুটো পাহাড় কবে কোন যুগে জুড়ে এক হয়ে গেছে। এরই মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে রেলপথ। এ কী ভাবা যায়! এক জায়গায় কোনও আলো নেই। সেখানে গাইডের টর্চের আলোয় অন্ধকার সুড়ঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে আসতে হল। পঞ্চুকে অবশ্য সেসব কিছুই করতে হল না। সে দিব্যি মজা পেয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল চারদিকে। যাই হোক, গুহা দেখে আবার গুহামুখে যখন ফিরে এল ওরা, তখন গাইড ছেলেটির সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে ওদের। পঞ্চুকে সে যে কত আদর করল তার ঠিক নেই।

ছেলেটি হিন্দি, ইংরেজি, উর্দু, বাংলা সব ভাষায় কথা বলতে পারে। বাবলু তাই খুশি হয়ে বিলুর কাছ থেকে চেয়ে পঞ্চাশটা টাকা তার হাতে দিতেই অভিভূত হয়ে গেল সে। বাবলুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "এত টাকা বকশিস হিসেবে কেউ আমাদের কখনও দেয়নি ভাই। তবে পাঁচ-দশ টাকা সবার কাছ থেকেই পেয়েছি। যদিও এগুলো আমার পাওনা না। অবশ্য ভালবেসে কেউ কিছু দিলে সেই দান আমি মাথা পেতে নিই। কিন্তু তোমরা এই বয়সে সুদূর বাংলা থেকে এতদূরে কী করে এলে? কী করেই বা জানলে এখানে একটা এইরকম গুহা আছে?"

বাবলু বলল, "বইতে পড়েছি। তা ছাড়া শুধু যে বেড়াতে এসেছি তা নয়। আমরা এখানে খুব বিপদে পড়েই এসেছি। এই যে দেখছ মেয়েটি, এর নাম নয়ন।"

"ভারী মিষ্টি মেয়ে।"

"এর দাদাকে ভিক্টর মরগ্যান নামে একজন এই অঞ্চলেই কোনও একটি গুহার মধ্যে আটকে রেখেছে। কিন্তু সেই গুহা যে কোথায়, তা তো জানি না। যদি এ-ব্যাপারে তুমি আমাদের একটু সাহায্য করো, তা হলে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব তোমার কাছে।"

গাইডের চোখদুটো যেন জ্বলে উঠল এবার। বলল, "ওই কুখ্যাত শয়তানটার জন্য পুরো এলাকার বদনাম হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, তোমরা এক কাজ করো, এই সামনের রাস্তাটা ধরে খানিক এগিয়ে গেলেই বাসস্ট্যান্ড দেখতে পাবে। ওখানে ঝুপড়ির ঘরে ঘরোয়া হোটেলে খাওয়া মিলবে। আমি একটু পরেই কারও হাতে দায়িত্ব দিয়ে তোমাদের ওখানে যাচ্ছি। আমি জানি সে কোথায় আছে। একদিন আমি দেখেছি তাকে। জায়গাটা কিন্তু সবদিক থেকেই বিপজ্জনক।"

বাবলু বলল, "তা হোক। তবু উদ্ধার করতেই হবে।"

"তোমরা যাও। আমি আসছি।"

বোরাগুহা থেকে বেরিয়ে যে ঢালু পিচ রাস্তাটা ক্রমশ নীচের দিকে নেমে গেছে সেই পথ ধরেই পাণ্ডব গোয়েন্দারা বাসস্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে চলল। দারুণ নির্জন জায়গাটা তবে রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের জন্য ভারী মনোরম। কিছুদূর যেতেই ওরা বাসস্ট্যান্ড পেয়ে গেল। এখানে কোনও বাস নেই। বাস আসবে বিকেল চারটেয়। আরাকুভ্যালির বাস। বোরাগুহা দেখার পর সকলে আরাকুতেই চলে যায়।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বাসস্ট্যান্ডের কাছে ঝুপড়ির হোটেলে ভাত খেয়ে উঠতেই গাইড এসে হাজির হল।

গাইড বলল, "শোনো, মেয়েরা এখানে থাকুক। আমরা ছেলেরা যাই। মিসেস নাইডুর হোটেলে কারও সাধ্য নেই ওদের কিছু করে। তবে তোমাদের এই কুকুরটা কিন্তু আমাদের সঙ্গে যাক।"

নয়ন বলল, "কেউ না গেলেও আমি যাব। আমি না গেলে কে চিনিয়ে দেবে আমার দাদাকে?"

বাবলু বলল, "নয়ন, তোমার দাদার নাম পল্লব। নয়নের পল্লবকে কি চিনিয়ে দিতে হয়? গাইড ঠিক কথাই বলেছে। তোমরা এখানেই থাকো। আমরা আসছি। আমাদের কোনও বিপদ-আপদ হলে তোমরা বরং কিছু একটা ব্যবস্থা নিতে পারবে।"

এই বলে ওরা ঝুপড়ির পেছনদিক দিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে খাঁজে খাঁজে পা রেখে নীচে নামতে লাগল। তারপর শালগুঁড়ির সাঁকোয় সেই দুরন্ত নদীটা পার হয়ে আরও গভীর জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলল।

গাইড বলল, "এইভাবে আসাটা বোধহয় ঠিক হল না! কেন না সন্ধে হয়ে আসছে। যে-কোনও সময় ভালুক-চিতারা বেরিয়ে আসতে পারে। এইসব জঙ্গলে কাঠুরিয়ারাও কাঠ কাটতে আসে না ভয়ে।"

বাবলু বলল, "আর কতদূর?"

"এই তো এসে গেছি! পথ কী দুর্গম, দেখছ তো? কাজেই পুলিশ আসে না এখানে।"

কথা বলতে বলতেই এক জায়গায় এসে থামল ওরা। দেখল অনেকটা নীচে একটু সমতলে চারজন লোক বসে বসে তাস খেলছে। দুটো ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে সবুজ তৃণভূমিতে। চারজনের চারটে বন্দুক রাখা আছে একপাশে। খুব একটা ভয়ংকর চেহারা ওদের নয়।

গাইড বলল, "ওই যে গুহাটা দেখতে পাচ্ছ একটু দূরে, ওই গুহাতেই ভিক্টরের গোপন আস্তানা। তবে ও আমাদের ঘাঁটায় না বলে আমরাও ওকে ঘাঁটাই না।"

বাবলু বলল, "কিন্তু আমরা ওই গুহামুখে পৌঁছব কী করে? রাস্তা কই?"

"তা তো জানি না। কেন না ওখানে আমি যাইনি কখনও।"

বিলু বলল, "আমার ঝোলা ব্যাগে নাইলনের ফিতে আছে। এটার সাহায্যেই নামা যাবে। এখন লোকগুলোর নজর এড়িয়ে কী করে যাব?"

সে উপায়ও হয়ে গেল। পঞ্চু একটু বেশি কেরামতি দেখিয়ে নামবার চেষ্টা করতেই আলগা মাটি, পাথর ধসে টিপ করে পড়ল ওদের ঘাড়ে। ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল লোকগুলো। আকাশ থেকে চামচিকে, বাদুড় এইসব পড়তে পারে, কিন্তু কুকুর পড়ে কী করে? তা ছাড়া মাটি, পাথর ধসে পড়ায় লেগেওছে খুব। একজনের তো কপাল কেটে রক্তারক্তি।

পঞ্চুও ঘাবড়ে গেছে তখন। সে ভাবতেও পারেনি এরকম হবে বলে। তাই ওদের ঘাড়ে পড়ে থতিয়ে গেল একটু। তারপর শিশুর মতো একটু দেয়ালা করে 'আঁউ আঁউ' শব্দ করল। এমন করল, যেন ছ' মাসের শিশু কাঁদছে। পরক্ষণেই "ভৌ-উ-উ-উ ভাগ, ভাগ, ভাগ" করে এমন চেঁচাতে লাগল যে, কুকুরের কামড়ের ভয়ে বন্দুক ফেলে পালাতে পথ পেল না বাছাধনরা। পঞ্চু তাদের কামড়ালও না, কিন্তু চারদিকে ছোটাতে লাগল। সে কী চিৎকার চেঁচামেচি তখন!

এদিকে গোলমাল শুনে গুহার ভেতর থেকে কয়েকটি ছেলে-মেয়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছে।

বাবলুদের পেছন থেকে কে যেন আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল তখন, "দাদা।"

ছেলেটিও প্রত্যুত্তর দিল, "নয়ন। তুই এখানে কী করে এলি?"

বিস্মিত বাবলু ঘুরে তাকিয়েই নয়নকে দেখতে পেল। বলল, "এ কী, নয়ন! তুমি এখানে! ওরা কই?"

"ওরা আসেনি। আমি ওদের লুকিয়েই পালিয়ে এসেছি তোমাদের পিছু নিয়ে।"

"খুব অন্যায় কাজ করেছ।"

নয়ন বাবলুর দুটি হাত ধরে বলল, "আমাকে ক্ষমা করো বাবলু।"

ওরা আর কথা না বলে নামা শুরু করল।

ভোম্বল সকলের আগে নেমে সেই বন্দুকগুলোকে কবজা করেছে। গাইড সেগুলোকে লুকিয়ে রাখল একটা ঝোপের মধ্যে।

পঞ্চু লোকগুলোকে তাড়া করে নামিয়ে দিয়েছে একেবারে নদীর জলে। ওরা সেখান থেকে পাথর ছোড়বার চেষ্টা করতেই পঞ্চু গাঁক গাঁক করে এমন তেড়ে গেল যে, ওরা আরও একটু দূরে সরে গেল।

নয়ন তখন ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল পল্লবকে, "দাদা! দাদা রে! তোর জন্য আমরা সবাই কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে যাচ্ছি রে!"

পল্লব বলল, "কিন্তু তুই কী করে জানলি আমি এখানে আছি? এরা কারা?"

বাবলু বলল, "ওইসব খোঁজখবর পরে নেবে। এখন ওই ফিতে ধরে চটপট ওপরে উঠে পড়ো। আর কেউ থাকে তো সঙ্গে নিয়ে নাও।"

প্রায় চার-পাঁচজন ছিল। সকলকে নিয়েই ওপরে উঠে গেল ওরা।

বাবলু বলল, "এখন একবার গুহার ভেতরে ঢুকে দেখব কী আছে ওর ভেতরে।" বলে যেই না এগিয়েছে অমনই একটা বজ্রগম্ভীর স্বর কানে এল ওদের, "আগে মাত বাঢ়ো।"

গাইড বলল, "ভিক্টর মরগ্যান।"

বাবলুরা দেখল গুহার মাথায় বন্দুক উঁচুয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক অ্যাংলো যুবক। কী ঝকঝকে সুন্দর চেহারা! জিনস পরা। কোমরে বেল্ট। চাপদাড়ি। মাথায় টুপি। হিংস্র চিতার মতো সন্তর্পণে কোন ফাঁকে সে ওখানে উঠে পড়েছে তা কে জানে!

বাবলু হেঁকে বলল, "যদি বাঁচতে চাও, তা হলে তোমার বন্দুক ফেলে দিয়ে নীচে নেমে এসো ভিক্টর।"

"এখনই বেরিয়ে যাও।"

"আমরা যাওয়ার জন্য আসিনি। তোমাকে নিয়ে যাব বলে এসেছি।"

"আরে বাঙালি! ভাগ্ হিঁয়াসে। তোরা আমার কী করবি? আমি তো তোদের খতম করব।" বলেই বন্দুক তাগ করল ভিক্টর।

বাবলু প্রত্যেককে ইশারায় গাছের আড়ালে সরে যেতে বলল। কিন্তু নিজে নড়ল না।

ভিক্টর বলল, "মেরা পহেলাটা টার্গেট তুম। গো টু দ্য হেল।"

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বনভূমি কাঁপিয়ে একটা শব্দ হল, "ঢিস্যুম।"

ভিক্টর মরগ্যান ভাবতেও পারেনি একটি অল্পবয়সি ছেলের হাতে তার এমন বিপর্যয় ঘটবে বলে। গুলিটা কাঁধে এসে লাগতেই হাত থেকে খসে পড়ল বন্দুকটা। কিন্তু তবুও সে অসাধারণ। চিতার মতোই গুহার মাথা থেকে একটা ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে পড়ে চোখের পলকে গভীর জঙ্গলে হারিয়ে গেল।

চারদিকে তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

এমন সময় সেই উঁচু জায়গা থেকে দীপাদির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "বাবলু, বিলু, তোমরা কোথায়?"

এরা অন্ধকারেই হাত নেড়ে বলল, "এই যে, এখানে।"

পরক্ষণেই মশাল আর টর্চের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল জায়গাটা। ওরা দেখল ঝাঁকে ঝাঁকে পুলিশের লোক এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

বাবলুদের ফিতে ধরে উঠতে হল না। পুলিশের লোকজন যে পথে এসে পৌঁছল, সেই পথ ধরেই উঠে এল ওরা। ওপরে উঠেই দেখল— শুধু দীপাদি নয়, বাচ্চু-বিচ্ছুও রয়েছে সেখানে।

বাবলু বলল, "দীপাদি, আপনি এখানে?"

"ভাইবোনদের ছেড়ে দিদি কি থাকতে পারে? আমি ভাইজাগ থেকেই পুলিশ নিয়ে আসছি। আরাকুতে সরকারি লজ ময়ূরীতে থাকার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে আমাদের। কাল সকাল হলেই গোটা আরাকুভ্যালি চষে ফেলব আমরা। এখন চলো, আর এখানে না থেকে আরাকুতেই চলে যাই।"

"আপনার বাবার খবর কী?"

"উনি তোমাদের 'রিসেপশন' দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন। আর এই কুচক্রের যিনি নায়ক তাঁর খবর হল, ডলফিন নোজ থেকে কুকুর নিয়ে যে লঞ্চে তিনি ফিরছিলেন সেই লঞ্চে রাখা শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণেই তিনি চিরতরে মুছে গেছেন।"

বাবলু বলল, "আপদ গেছে। এর চেয়ে আনন্দের আর কিছুই নেই।"

ওরা হেঁটে হেঁটে বাসস্ট্যান্ডে এসে দীপাদির গাড়িতে উঠল। বুদ্ধি করে বেশ বড়সড় ভ্যানই একটা নিয়ে এসেছেন দীপাদি। শুধু পাণ্ডব গোয়েন্দারা নয়, নয়ন, পল্লব, এমনকী সেই চার-পাঁচটি ছেলে-মেয়ে সকলেই উঠল গাড়িতে। পঞ্চু বসল দীপাদির পাশে সামনের সিটে।

গাড়ি স্টার্ট দিতেই নয়ন উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, "থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

সকলে বলল, "হিপ হিপ হুররে।"

পঞ্চুও সকলের সুরে সুরে মিলিয়ে ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

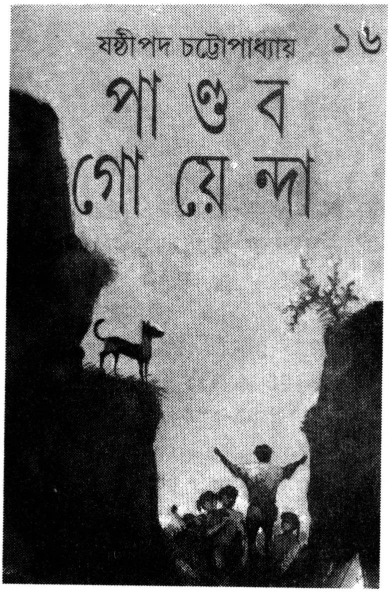

পাণ্ডব গোয়েন্দা ১৬

সপ্তবিংশ অভিযান

সকালে ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় মনোনিবেশ করে বাবলু তন্ময় হয়ে আছে, এমন সময় মা এসে ওর টেবিলের ওপর খাবারের প্লেটটা রাখলেন। বাবলু আড়চোখে তাকিয়ে দেখেই অবাক! "ব্যাপার কী মা! এতসব কোত্থেকে এল?"

"ও-বাড়ির সেজো বউদি পাঠিয়েছেন। ওঁর বাবা কাল কাশী থেকে এসেছেন।"

বাবলু দেখল, বড় বড় দুটো প্যাঁড়া, একটা চমচম আর ইয়া বড় ক্ষীর মাখানো মিষ্টি। কী নাম, ও জানে না।

বাবলু এমনিতেই খুব মিষ্টি খায়, তাই এতসব খাবার পেয়ে আনন্দের আর অবধি রইল না ওর।

ও সবে গুছিয়ে বসে একটা প্যাঁড়ায় কামড় দিয়েছে এমন সময় কে যেন ছুটে এসে আর-একটা প্যাঁড়া তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিল। তারপরই হাত বাড়াল চমচমটার দিকে।

বাবলু প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেও পরে হাসতে হাসতে বলল, "বাবা ব্রহ্মরাক্ষস, খাচ্ছ খাও। তবে একটু ধীরেসুস্থে খাও। না হলে যে গলায় আটকাবে।"

ভোম্বল কতকটা আপনমনেই বলল, "বাঃ। বেশ খেতে রে! কোত্থেকে এল?"

"ও-বাড়ির সেজো বউদি পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"আমাদের বাড়ি পাঠাননি তো?"

"কেন পাঠাবেন? আমাদের সামনা-সামনি বাড়ি। তার ওপর আমাকে খুব ভালবাসেন, তাই পাঠিয়েছেন। তাই বলে পাড়াসুদ্ধু লোককে বিলোবেন নাকি?"

ভোম্বল প্যাঁড়া আর চমচম খেয়েই বলল, "বেশ তো দিব্যি বসে-বসে বেনারসী খাবার ওড়াচ্ছ, ওদিকে যে কেলেংকারিয়াস ব্যাপার ঘটে গেছে।"

"কী হয়েছে?"

"মিত্তিরদের বাগানটা নাকি বিক্রি হবে। তাই একদল লোক এসে বাগানের সব গাছপালা কেটে সাফ করে দিচ্ছে।"

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হলেও বুঝি এতটা চমকাত না বাবলু। বলল, "অ্যাঁ! সে কী! গাছ কেটে দিচ্ছে? আমাদের সেই গুলঞ্চ গাছটা আছে না কেটে দিয়েছে?"

"তা জানি না। সবাই বলাবলি করছে তাই শুনলুম। কয়েকজন লোককেও কোদাল-কুডুল হাতে যেতে দেখলুম বাগানের দিকে।"

"সর্বনাশ!" বাবলু লাফিয়ে উঠল। খাওয়া ফেলে রেখে গেঞ্জিটা গায়ে দিয়েই ছুটে গিয়ে চটিটা পায়ে দিল।

এমন সময় বাবলুর মা চা নিয়ে এলেন।

বাবলু বলল, "তুমি চা নিয়ে যাও মা, এখন খাবার সময় নেই। সর্বনাশ হতে চলেছে আমাদের।"

মা অবাক হয়ে বললেন, "কী হতে চলেছে?"

"মিত্তিরদের বাগানটা নাকি বিক্রি হবে। তাই মাপজোক করবার জন্য লোক এসেছে। মিতা লেগেছে জঙ্গল সাফ করবার জন্য।"

"সে কী রে! তোদের এতদিনের ঘাঁটি। এইভাবে নষ্ট হয়ে যাবে?"

বাবলু আর ভোম্বল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর বিলুদের বাড়ি গিয়ে বিলুকে ডেকে বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়ি যাওয়ার পথেই দেখা হয়ে গেল ওদের সঙ্গে। বাচ্চু-বিচ্ছুও আসছিল বাবলুদের বাড়ির দিকে।

বাচ্চু বলল, "বাবলুদা শুনেছ, কী সর্বনাশটা ঘটতে চলেছে?"

"হ্যাঁ, শুনেছি রে! তাই তো তোদের বাড়ির দিকেই যাচ্ছিলাম তোদের খবর দেব বলে।"

"এখন উপায়?"

"কিছুই তো মাথায় আসছে না। তবু চল। দেখি কতদূর কী করা যায়। যেভাবেই হোক গাছ কাটা বন্ধ করাতেই হবে। আর আমাদের ওই ঘাঁটিও ভাঙা চলবে না। এই সেবার নতুন বোর্ড লাগালাম।"

"কিছুই তো মাথায় আসছে না। তবু চল। দেখি কতদূর কী করা যায়। যেভাবেই হোক গাছ কাটা বন্ধ করাতেই হবে। আর আমাদের ওই ঘাঁটিও ভাঙা চলবে না। এই সেবার নতুন বোর্ড লাগালাম।"

বিলু বলল, "আমি তো কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। কী করব! কী বলব! যাদের জমি তারা কি শুনবে আমাদের কথা? এমন যে কখনও হবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা দ্রুত পায়ে বাগানের দিকে চলল।

ওরা ছুটে গিয়ে আগে সেই ভাঙা বাড়িটার সামনে দাঁড়াল। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কীর্তিমন্দির যে বাড়িটা। না, বোর্ডটা এখনও খোলেনি ওরা। কিন্তু কই? লোকজন সব কোথায় গেল? কেউ কোথাও তো নেই। চারদিকেই যেন শ্মশানের নীরবতা। একটি কাঁঠাল গাছের বড় ডাল শুধু আধকাটা অবস্থায় পড়ে আছে একপাশে।

সকলেই অবাক!

হঠাৎ বাবলুর নজর পড়ল একটা কুড়ুলের দিকে। আর একটু এগিয়েই দেখতে পেল একটা কোদাল পড়ে আছে। তার পাশেই পড়ে আছে একটা গামছা বাঁধা পুঁটুলি।

ভোম্বল বলল, "কী ব্যাপার বল তো?"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "খুবই রহস্যময়।"

বিলু বলল, "আরও একটু এগিয়ে চল দেখি।"

বাবলুরা আরও এগোতে লাগল।

বাবলু বলল, "মনে হচ্ছে যে লোকেরা এখানে এসেছিল তারা নির্ঘাত কোনও কিছুর ভয়ে পালিয়েছে। হয় তারা বাগান ছেড়ে চলে গেছে, নয়তো এখানেই কোথাও কারও ভয়ে লুকিয়ে আছে। কিন্তু এই বাগানে কী এমন দেখল তারা যে, এইভাবে সব ফেলে পালাল?"

বাচ্চু বলল, "ওই দেখো বাবলুদা, একটা কুড়ুল কীভাবে মাটি চটিয়ে গেঁথে আছে। তার মানে কারও তাড়া খেয়ে তাকে মারবার জন্য ওরা ওই কুড়ুলটা ছুড়েছিল।"

"তাই তো!"

বিচ্ছু বলল, "ওই দ্যাখ, এক পাটি জুতো।"

"সত্যিই তো! কার যেন একটা টায়ার-কাটা-চটি পড়ে আছে এক জায়গায়।"

থমকে দাঁড়াল ওরা। কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ব্যাপারটা কী! যা জঙ্গল চারদিকে। তবে কি কোনও জন্তু-জানোয়ার ঢুকে পড়েছে, না সাপে তাড়া করেছে ওদের?

এমন সময় একটা গোঁ-গোঁ শব্দ শুনে ওরা চারদিকে তাকাতে লাগল। কোথা থেকে আসছে শব্দটা? ঠিক যেন একটা গোঙানির মতো।

বাবলু হেঁকে বলল, "কে কোথায় আছে সাড়া দাও শিগগির।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল এক জায়গা থেকে একসঙ্গে অনেক চাপা গলার আওয়াজ উঠল। কিন্তু কোথায় তারা?

এই সময় বিলু হঠাৎই বলে উঠল, "দ্যাখ দ্যাখ বাবলু, পঞ্চুটার কাণ্ড দ্যাখ।"

সবাই সবিস্ময়ে দেখল একটা কালকাসুন্দের ঝোপের পাশে বহুদিনের পুরনো সেই আধবোজা কুয়োটার পাড় ধরে ঝুঁকে পড়ে নীচের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছে পঞ্চু। আর ঘন ঘন লেজ নাড়ছে। এবং ওই কুয়োর ভেতর থেকেই ভেসে আসছে শব্দটা।

বাবলু বলল, "কী রে পঞ্চু! তুই এখানে?"

পঞ্চু সেখান থেকে সরে না এসেই ডেকে উঠল, "গোঁ-ও-ও।"

বাবলু ছুটে গিয়ে কুয়োর ভেতরে তাকাতেই অবাক! দেখল, পাঁচ-সাতজন মজুর শ্রেণীর লোক তার ভেতরে ঢুকে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে।

বাবলু বলল, "এই, তোমরা কারা! এর ভেতরে কী করছ?"

লোকগুলো এতক্ষণে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল, "কুত্তা সে বচাইয়ে বাবু।"

একজন বলল, "বপালো, মরি গেলা। তমর কুত্তাকু সামালে।"

আর-একজন বলল, "আইয়ে বাবোই। মী কুক্কোনি কাট্রিয়ে এত্তি। লেকুণ্ঠে নেনু চানিপোতানো।"

বাবলু বুঝল, এরা কেউ বিহারি, কেউ উৎকলবাসী, কেউ-বা অন্ধ্রের লোক। এরাই এসেছিল গাছ কাটতে। তারপর পঞ্চুর তাড়া খেয়ে প্রাণের দায়ে পালিয়ে এসে লাফিয়ে পড়েছে কুয়োর ভেতর। কুয়োর

ভেতর থেকে সবাই একসঙ্গে চেঁচাচ্ছিল বলে ওইরকম বিটকেল একটা শব্দ বার হচ্ছিল।

বাবলু পঞ্চুর পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, "তোর তো দেখছি সবদিকে নজর। তুই কী করে জানলি এরা এখানে এসেছিল গাছ কাটতে? যাক, কাউকে কামড়ে-টামড়ে দিসনি তো? এ বেচারারা নির্দোষ।"

পঞ্চু ঘাড় নেড়ে 'না' বলল।

বাবলু কুয়োর ভেতর ঝুঁকে পড়ে বলল, "তোমরা উঠে এসো এবার। আর কোনও ভয় নেই। আমাদের পোষা কুকুর। আমরা এসে গেছি যখন কিচ্ছু বলবে না ও।"

লোকগুলো সুড়সুড় করে উঠে এল।

বাবলু বলল, "ক'টা গাছ কেটেছ তোমরা?"

ওদের মধ্যে একজন বলল, "সবে একটা গাছের ডাল কেটেছি বাবু, এমন সময় যমের মতো এই কুকুরটা কোথা থেকে ছুটে এসে এমন তাড়া লাগাল যে, প্রাণ নিয়ে পালাতে পথ পেলাম না। ওঃ। কুকুর নয় তো, যেন নেকড়ে বাঘ। দিশি কুকুরের এমন তেজ কোনওকালে দেখিনি। তবু তো দেখছি এক চোখ কানা। যাই হোক, এখন দয়া করে আমাদের একটু বাগানটা পার করে দিন। আমরা চলে যাই।"

বাবলু বলল, "তোমরা নির্ভয়ে যাও। আর তোমাদের কোনও ভয় নেই।"

কিন্তু ওরা যেই না এগোতে যাবে অমনই দেখা গেল পাশের একটি জামরুল গাছের ডাল থেকে কালকাসুন্দর ঝোপের ভেতর কী যেন একটা ঢিপ করে পড়ল। তারপর সেটা থুড়িলাফ খেতেই দেখা গেল মাথাজোড়া টাক সমেত একটি কুতকুতে মুখ এবং বেঁটে মোটা ভুঁড়িওয়ালা একজন লোক। লোকটি গাছ থেকে লাফিয়ে পড়েই ছোটা শুরু করল। কিন্তু ছুটলে কী হবে? বেশিদূর যেতে হল না। পঞ্চু ছুটে গিয়ে পেছনদিক থেকে আঁকড়ে ধরল তাকে। লোকটির তো ভয়ে দাঁতকপাটি লাগবার জোগাড়!

বাবলু কাছে গিয়ে বলল, "এই যে মশাই! কে আপনি?"

উনি হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন, "আ—আমি কেউ নই বাবা। মনুষ্যৎ বৎসৎ।"

"তার মানে?"

"আমার নাম বৃন্দাবন চোংদার। এই বারো বিঘে বাগানের মালিক ল্যাংচা মিত্তিরের জামাই।"

"এখানে আপনি কী করছিলেন?"

"কী আর করব ভায়া? আমার শ্বশুরমশাই তো বাইরে থাকেন, তাই ভাবলাম দিনকাল খারাপ পড়েছে কবে কখন বাগানটা দখল হয়ে যায় তাই সময় থাকতে থাকতে এটাকে প্লট করে বেচে দিই। কিছু টাকা-পয়সার মুখ দেখা যাবে। কিন্তু এই কাজ করতে এসে যা কাণ্ডটা হয়ে গেল, বাপরে বাপ। এখনও মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়। কী সাংঘাতিক কুকুর রে বাবা!"

বাবলু বলল, "আপনি নামে বৃন্দাবন অথচ এখানে এসেছিলেন বন কেটে বসত তৈরি করতে?"

"ঠিক তাই।"

"তা গাছ কেটে বাগান বিক্রি না করে আর কোনও উপায়ে কি টাকা রোজগার করা যেত না?"

"যেত। কিন্তু ভুল হয়ে গেছে বাবা। এখন দয়া করে কুকুরটাকে সামলাও। পালিয়ে বাঁচি।"

বাবলু পঞ্চুকে কাছে ডেকে নিয়ে বলল, "শুনুন বৃন্দাবনবাবু, এই বাগান আমাদের অনেকদিনের ঘাঁটি। এর অধিকাংশ গাছও আমাদের লাগানো। আমরা বেঁচে থাকতে এই বাগানের একটি গাছও কাটতে দেব না।"

"সে কী! এখনকার দিনে এই বারো বিঘে জমির দাম কত জানো?"

"সে জানবার আমাদের দরকার নেই।"

"এটা মগের মুলুক নাকি?"

বাবলু ডাকল, "পঞ্চু।"

পঞ্চু 'হেঁক' করে একটা হাঁক দিয়েই সটান দু'পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে বৃন্দাবনবাবুর দু' কোমড়ে থাবা রাখল।

বৃন্দাবনবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "এই—এই! কী হচ্ছে? ধরে নাও ওকে। এই দুষ্টুগুলো। আর কখনও আসব না বাবা তোমাদের বাগানে। এই বাগান আজ থেকে তোমাদের।"

"ঠিক তো?"

"হ্যাঁ বাবা।"

বাবলু পঞ্চুকে ডেকে নিল আবার।

বৃন্দাবনবাবু আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে কেটে পড়লেন। মজুররা আগেই সরে পড়েছিল।

এর পর পাণ্ডব গোয়েন্দারা অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়াল বাগানময়। এই বিশাল বাগান এবং এর

প্রতিটি গাছপালার সঙ্গে কতদিন ধরে একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এ কখনও নষ্ট হতে দেওয়া যায়?

ওরা এদিক-সেদিক ঘুরে একসময় ওদের সেই প্রিয় গুলঞ্চগাছের ডালে উঠে বসল।

বাবলু বলল, "সত্যি! কত সাধের বাগান আমাদের। কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি জড়িয়ে আছে এর আনাচে-কানাচে। এই মিত্তিরদের বাগান যদি হাতছাড়া হয়ে যায় পাণ্ডব গোয়েন্দাদের, তা হলে রইল কী?"

বিলু বলল, "তবে বাবলু, চিল যখন উড়েছে কুটো তখন নেবেই। একবার যখন এই বাগান বিক্রি করবার মতলব ওদের মাথায় চেপেছে তখন এটা না বেচে ওরা ছাড়বে না। হয়তো ভেতরে-ভেতরেই কোনও ঠিকাদার কিংবা ব্যবসাদারকে বিক্রি করে দেবে। কারণ হাওড়া শহরে এখন কোথাও কোনও জমি নেই। যদিও দু'-এক কাঠা কোথাও পড়ে থাকে, তারও দাম অনেক। চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা কাঠা। আর এই হচ্ছে গিয়ে বারো বিঘে জমি। কুড়ি কাঠায় এক বিঘে হলে টাকার অঙ্কটা একবার হিসেব করতে পারিস?"

বাবলু বলল, "দ্যাখ ভাই, আমি জানি মিত্তিরদের অনেক শরিক। তার ওপর ওদের সবাই বাইরে-বাইরেই থাকে। কাজেই এই বাগান রাতারাতি বিক্রি হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। এখন ওদের এই জামাই বাবাজি যদি টাকার লোভে সব শরিককে এক করে কিছু একটা করতে চায় তা হলেও সময়সাপেক্ষ। তবু যেভাবেই হোক এদের একজন শরিককে অন্তত খুঁজে বার করতেই হবে। এবং তাঁর কাছ থেকেই শুনতে হবে তাঁদের অভিপ্রায়টা কী।"

সবাই বলল, "ঠিক। কিন্তু এঁদের একজন শরিককেই বা খুঁজে বার করা যায় কীভাবে?"

বাবলু বলল, "তা হলে এখন সর্বাগ্রে আমাদের বৃন্দাবন চোংদারকে খুঁজে বার করতেই হবে।"

বিলু বলল, "ভদ্রলোকের ঠিকানাটা তো জানা নেই। কাছেপিঠে থাকেন না নিশ্চয়ই। তবে একটাই আশা, গাছ থেকে লাফিয়ে পড়বার সময় যদি তার পকেট থেকে কোনও কাগজপত্তর পড়ে গিয়ে থাকে তবে তারই সূত্র ধরে একটু খোঁজখবর নেওয়া যেতে পারে।"

ভোম্বল বলল, "ঠিক বলেছিস বিলু। চল তো ওখানে গিয়ে একটু খুঁজে দেখি।"

বাবলুরা তখন সদলবলে সেই গাছটার কাছে গিয়ে হাজির হল। মানে যেখানে বৃন্দাবনবাবু গাছ থেকে লাফিয়ে পড়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তন্নতন্ন করে সব কিছু খুঁজে দেখেও লাভ না হল না বিশেষ। কেন না একটা খালি সিগারেটের প্যাকেট ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না সেখানে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা হতাশ হয়ে ফিরে এল।

এর পর অনেক চেষ্টা করেও পাড়ার লোকেদের কাছে খোঁজখবর নিয়েও কোনও হদিস পেল না। এমনকী ওদের মা-বাবাও বলতে পারলেন না মিত্তিরদের বাগানের ওই বারো বিঘে সম্পত্তির মালিক কে বা কারা এবং তাঁরা কোথায় থাকেন।

॥ ২ ॥

সে-রাতে বাবলু বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। কী এক অশুভ চিন্তায় কিছুতেই ঘুম আসছে না তার।

রাত তখন কত তা কে জানে? ঘরের ব্লু রঙের জিরো পাওয়ারের আলোটা জ্বালাই ছিল। বাবলু হঠাৎ দেখল একটি ছায়ামূর্তি ওর জানলার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাবলু মশারির ভেতর থেকেই টর্চটা ছায়ামূর্তির মুখের ওপর ফেলতে চকিতে সরে গেল সে।

পঞ্চু শুয়ে ছিল খাটের নীচে। সে তখনই সগর্জনে ছুটে গেল জানলার দিকে।

বাবলুও একলাফে মশারির বাইরে এসেই দরজাটা খুলে ফেলল। আগন্তুক তখন ছুটে চলেছে গেটের দিকে।

বাবলু একবার পিস্তলটা নিতে এল। পরক্ষণেই ওর দেরির সুযোগে আগন্তুক চলে যাবে ভেবে আবার ফিরে ফিরে এল। কিন্তু পঞ্চু তখন বাঘের মতো তাড়া করেছে তাকে। তবু দেরি হয়ে গেছে। লোকটি গেটের বাইরে গিয়েই একটা মোটরবাইকে চেপে ঝড়ের বেগে পালাল।

বাবলু ফিরে এল। কেন না অযথা বোকার মতো মোটরবাইকের পেছনে ছোটার কোনও মানে হয় না। ফিরে আসবার সময়ই ঘটে গেল আর-এক বিপর্যয়। ও দেখল আশপাশ থেকে জনা তিনেক লোক ওকে অদ্ভুত

কায়দায় ফিরে ফেলেছে। লোকগুলোর মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা ছিল বলে কারও মুখই চেনা গেল না। এই অপ্রত্যাশিত বিপদে নিতান্ত অসহায়ভাবেই আত্মসমর্পণ করতে হল ওকে। পঞ্চু নেই। পিস্তলটাও কাছে নেই। কিন্তু থাকলেও কি এই মুহূর্তে কিছু করা যেত? ও দেখল লোকগুলোর কারও হাতে ছোরা, কারও হাতে রিভলভার। এতটুকু গোলমাল করতে বা পালাবার চেষ্টা করলে ওরা ওকে হত্যা করতেও দ্বিধা করবে না।

পঞ্চুর চিৎকার, বাবলুর দরজা খোলার শব্দ এবং মোটরবাইকের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল বাবলুর মা-বাবার। অন্যান্য পাড়াপড়শিরাও সজাগ হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁরা যখন বাইরে এলেন তখন কোথায় কে? না কোনও আগন্তুক, না পঞ্চু, না বাবলু।

পঞ্চু অবশ্য অনেক পরে হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এল। কিন্তু বাবলুর সন্ধান পাওয়া গেল না।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কাছে বাবলুর অন্তর্ধান রহস্যটা বড়ই মর্মান্তিক। পরদিন সকালে পুলিশ এসে যখন সকলকে জেরা করতে লাগল তখন সবাই মিলে এক এক করে বৃন্দাবন বৃত্তান্ত শোনাল পুলিশকে।

বাবলুর বাবা বললেন, "কিন্তু আমার যেন ব্যাপারটা একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে। ওই সামান্য কারণের জন্য বাবলুকে নিয়ে গেলে ওদের কোন উদ্দেশ্যটা সফল হবে?"

দারোগাবাবু বললেন, "বলেন কী মশাই! এই বাজারে অতখানি সম্পত্তির লোভ কেউ কি ছাড়তে পারে? তার ওপর পাণ্ডব গোয়েন্দারা ওই বাগানে দিব্যি ওদের রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। এখন ওদের ওখান থেকে উৎখাত করতে না পারলে ও জমি বিক্রি করার অসুবিধে আছে বইকী!"

"তাই বলে ওকে গুম করবে? এত বড় কাঁচা কাজ করবে ওরা?"

দারোগাবাবু বললেন, "আচ্ছা মশাই বলুন তো কবে কোন ক্রিমিন্যাল অপরাধ করতে গিয়ে পাকা কাজ করেছে? বিশেষ করে পাণ্ডব গোয়েন্দারা ফালতু ছেলে-মেয়ে নয়। পুলিশ প্রশাসনের বিশেষ সুনজরে আছে ওরা। এ-পর্যন্ত কত গুন্ডা-বদমাশকে শায়েস্তা করেছে বা কত বদ লোককে জেলের ঘানি টানিয়েছে একবার ভেবে দেখুন তো? কে না জানে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের, কে না চেনে পঞ্চুকে, আর কে না শুনেছে মিত্তিরদের বাগানের কথা?"

বাবলুর বাবা বললেন, "তা হলে কি আপনি মনে করেন আমার ছেলের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে ওই বৃন্দাবন চোংদারের হাত আছে?"

"অবশ্যই। এইরকম একটা সম্ভাবনাকে কোনওরকমেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অতএব আমাদের এখন যেভাবেই হোক খুঁজে বার করতে হবে বৃন্দাবনবাবুকে। বাবলু উদ্ধারের চেয়ে ওঁকে গ্রেফতার করাই এখন আমাদের প্রথম কাজ হবে।"

ভোম্বল বলল, "সে কী!"

দারোগাবাবু বললেন, "বাবলুর জন্য তোমরা আছ? পঞ্চু আছে। ভেতরে ভেতরে তোমরা চেষ্টা করো। পেছনে আমরা তো আছিই।" এই বলে দারোগাবাবু তাঁর কনস্টেবলের নিয়ে চলে গেলেন।

বাবলুর বাবা বসে রইলেন মাথায় হাত দিয়ে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছু তখন পঞ্চুকে নিয়ে শুরু করল ওদের কাজ। পঞ্চু গত রাত্রে সেই বাইকের পেছনে যতদূর পর্যন্ত তাড়া করেছিল ততদূর নিয়ে গেল বিলুদের। তারপর পথের ধুলো শুঁকতে লাগল।

ওরা যে পর্যন্ত এসে থামল সে-জায়গাটার নাম ইছাপুর। পঞ্চু ঠিক জানবাড়িটা পেরিয়েই ভৌ-ভৌ করে চেঁচাতে লাগল সামনের দিকে তাকিয়ে। ওরা তাই আরও একটু এগিয়ে ইছাপুরের চৌমাথায় এল। ওরা বুঝল পঞ্চু এই পর্যন্ত এসে আর ধাওয়া করতে পারেনি।

এখন মুশকিল হল ওরা এবার যাবে কোন দিকে? পেছনের রাস্তাটা যেটা মল্লিক ফটক থেকে বেরিয়ে এখানে এসেছে, সে-পথে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ মোটরবাইক এই পথেই এসেছে। সোজা পথটা কলাবাগান হয়ে এগিয়ে গিয়ে দু'ভাগে ভাগ হয়েছে আবার। একটা পথ চলে গেছে রামরাজাতলার দিকে। আর একটা বেতড়ে। বাঁদিকের পথটা বেলেপোল হয়ে চলে গেছে চ্যাটার্জিহাট। ডানদিকের পথটা আবার তিনভাগ হয়ে দাশনগর, সানপুর আর কদমতলায়। যাই হোক, এভাবে তো ঘোরা সম্ভব নয়। এইসব পথে টহল দিতে গেলে সাইকেলের দরকার।

ওরা যখন নানারকম আলোচনা করতে করতে বেলেপোলের দিকে এগোচ্ছে তখন হঠাৎ দেখল যমদূতের মতো একটা মোটরবাইক পঞ্চুকে চাপা দেওয়ার জন্য ছুটে আসছে।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু লাফিয়ে সরে গেল একপাশে।

পঞ্চুও ভল্ট খেয়ে ছিটকে পড়ল বিপরীত দিকে।

সকলের বুকের ভেতর যেন ধকধকানি শুরু হয়ে গেল তখন। ওরা দেখল যে-লোকটা মোটরবাইক নিয়ে পঞ্চুকে চাপা দিতে আসছিল সে লোকটা খুব লম্বা চওড়া এবং লোকটার মুখময় বসন্তের দাগ।

এ পথে লোকজন খুব কম। তাই এখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দিয়ে কেউ পালালে তাকে ধরা খুবই কঠিন ব্যাপার। কিন্তু কে ও? কী চায়? কেনই-বা চাপা দিয়ে মারতে যাচ্ছিল পঞ্চুকে? আর কেনই-বা বাবলুকে ধরে নিয়ে গেল ওরা?

লোকটার চোখ কালো চশমায় ঢাকা।

যেন মূর্তিমান বিভীষিকা!

বিলু বলল, "আর এখানে নয়। চটপট এখান থেকে সরে পড়ি চল। মনে রাখিস, শুধু পঞ্চু নয়, আমাদের সকলেরই জীবন এখানে বিপন্ন। এরা যখন আমাদের মারবার চেষ্টা করছে তখন খুবই সতর্ক থাকতে হবে। পঞ্চুকেও রাখতে হবে নজরে।"

এই বলে ওরা যেই না ফিরে আসতে যাবে অমনই দেখা গেল সেই যমদূত আবার ছুটে আসছে ওদের দিকে। সেবার এসেছিল পেছন থেকে, এবার এল সামনে-সামনি।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু তাড়াতাড়ি একটা কৃষ্ণচূড়া গাছে উঠে পড়ল। আর পঞ্চু করল কী, ভয়ংকর একটা ডাক ছেড়ে এগিয়ে আসা মোটরবাইকের দিকে ছুটে চলল উন্মত্ত আক্রোশে। ওর জেদ দেখে মনে হল নিজের জীবন বিপন্ন করেও আরোহী সমেত মোটরবাইকের মোকাবিলা করবে।

ঠিকমতো সাহস নিয়ে রুখে দাঁড়ালে প্রবল প্রতিপক্ষও যে ঘাবড়ে যায়, পঞ্চু তা প্রমাণ করে দিল।

গতিক সুবিধের নয় বুঝে আরোহী এবার বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে নিল বাইকটিকে, পালাবার জন্য।

আর সেই সুযোগে বিলু গাছের ডাল থেকে টুক করে লাফিয়ে পড়ল ওর পিঠের ওপর। ফলে বাইক সমেত রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা। চোট লেগে কপালের একটা পাশ কেটে গেছে। সেখান দিয়ে রক্ত ঝরছে গলগল করে। পঞ্চুর নখও বসে গেছে পিঠের ওপর। তা ছাড়া পড়ে গিয়ে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। লোকটির অবস্থা তখন এমনই যে, ভাল করে উঠে দাঁড়াবারও আর ক্ষমতা রইল না।

বিলু, ভোম্বল কাছে গিয়ে ওর চশমাটা খুলে নিল। তারপর বলল, "বাবলু কোথায়?"

লোকটি সভয়ে বলল, "কে বাবলু?"

"চালাকি হচ্ছে? কাল রাতে যাকে নিয়ে গেছ তোমরা।"

"আমি এসবের কিছুই জানি না ভাই।"

বিলু ওর মুখে সজোরে একটা ঘুষি মেরে বলল, "কিছুই জানো না যদি, তো এই ফাঁকা জায়গায় আমাদের চাপা দিয়ে মারতে এসেছিলে কেন?"

"আমি কাউকেই মারতে আসিনি। আসলে এর ব্রেকটা ঠিকমতো কাজ করছিল না বলে আমি ওটাকে এখানে একটু চালিয়ে দেখছিলাম।"

ভোম্বল বলল, "দেখাচ্ছি দাঁড়াও। বিলু! যা তো, একটা ট্যাক্সি ডেকে আন। ব্যাটাকে থানায় নিয়ে গিয়ে মেজো দারোগার মার না খাওয়ালে দেখছি মুখ খুলবে না।"

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল, "আমি চোর না ডাকাত যে পুলিশে খবর দেবে?"

"তা হলে বলো বাবলু কোথায় আছে?"

"চলো নিয়ে যাচ্ছি।"

ভোম্বল বলল, "এতক্ষণ তা হলে সাধু সাজছিলে কেন?"

বিলু তখনই চলে গেল ট্যাক্সি ডাকতে। ভাগ্য ভাল যে, বেশিদূর যেতে হল না। হাওড়াগামী একটা ট্যাক্সিকে ইছাপুরের মোড়েই পেয়ে গেল।

পাঞ্জাবি ড্রাইভার। মিটার ঠিক করে বলল, "কাঁহা যাওগে?"

বিলু বলল, "সর্দারজি, আমরা খুব বিপদে পড়েছি। ঠিক কোথায় যাব তা জানি না। আমাদের এক সঙ্গীকে কিছু দুষ্ট লোক চুরি করে নিয়ে গেছে। তাদেরই একজনকে ধরে ফেলেছি আমরা। সে যেখানে নিয়ে যাবে তুমি সেখানেই যাবে, কেমন? তোমার গাড়িভাড়ার টাকা পেতে কোনও অসুবিধে হবে না।"

সর্দারজি বলল, "সমঝ গিয়া। কোঈ বাত নেহি, চলিয়ে।"

বিলুরা তখন সকলে মিলে সেই লোকটিকে ধরাধরি করে এনে ট্যাক্সিতে বসাল।

লোকটি বলল, "আমার বাইকের কী হবে? ওটা যে এখানেই পড়ে রইল।"

বাচ্চু বলল, "গোল্লায় যাক তোমার বাইক। এখন আমাদের যেখানে নিয়ে যাচ্ছ সেখানে নিয়ে চলো তো দেখি।"

ভোম্বল বলল, "ও বাইক কি তোমার? না কারও চুরি করে এনেছ?"

বিচ্ছু বলল, "যারই হোক, তাতে আমাদের কিছু যায়-আসে না।"

সর্দারজি বলল, "কিধার যানা হোগা, বোলিয়ে।"

লোকটি বলল, "সদর বক্সি লেন।"

"ও কিসি তরফ হোগা?"

বিলু বলল, "সদর বক্সি লেন আমরা চিনি। চলুন, দেখিয়ে দেব। কদমতলা বাজার হয়ে চলুন।"

সর্দারজি দ্রুত ট্যাক্সি চালিয়ে ইছাপুর জলের ট্যাঙ্কের পাশ দিয়ে নতুন রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল। তারপর বাজার ফেলে বাঁদিকে ঘুরতেই বিলু বলল, "এদিকে নয় সর্দারজি। ডান দিকে।"

সর্দারজি একটা ধমক দিয়ে বলল, 'চুপচাপ বৈঠো তুম। বকোয়াস মাৎ করো। হামারা কাম করনে দো হামকো।" বলে নিজের ইচ্ছেমতোই ট্যাক্সিকে ব্যাঁটরা থানায় ঢুকিয়ে দিল। তারপর বলল, "উতারো। উতারো সব। চলো থানেমে।"

বিলু বলল, "এখানে কে নিয়ে আসতে বলল তোমাকে?"

ক্ষতবিক্ষত লোকটি তখন রক্তাক্ত কলেবরে নেতিয়ে পড়ছিল।

সর্দারজি বলল, "বোলেগা কৌন? তুম সব ঝুটমুট এ আদমিকা অ্যায়সা হাল বনাটা কিঁউ?" বলে লোকটিকে ধরে ট্যাক্সি থেকে নামাতেই হঠাৎ গুলির শব্দে চমকে উঠল সবাই।

হইহই করে ছুটে এল পুলিশের লোকেরা। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। এক অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে গেছে আহত লোকটির বুক।

বিলুরা তখন এখানকার থানার দারোগাবাবুকে সব কথা জানিয়ে ফিরে এল মধ্য হাওড়ায় ওদের নিজেদের বাড়িতে।

॥ ৩ ॥

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর সকলে যখন ভারাক্রান্ত মনে ভাবছে মিত্তিরদের বাগানে গিয়ে বাবলু উদ্ধারের ব্যাপারে পরিকল্পনা করবে, তখন হঠাৎ খবর এল বৃন্দাবন চোংদার অ্যারেস্ট হয়েছেন। এই খবর শুনে আনন্দের আর অবধি রইল না ওদের। বাচ্চু আর বিচ্ছুকে ঘরে থাকতে বলে বিলু আর ভোম্বল ছুটল থানায়।

থানায় দারোগাবাবুর সামনে বসে যে ভদ্রলোক কথা বলছিলেন তাঁকে দেখেই অবাক হয়ে গেল ওরা। ইনি কে? ইনি তো সে লোক নন। ঘাড় অবধি লটকানো চুল। মুখে মিষ্টি হাসি। কপালে তিলক।

দারোগাবাবু বললেন, "দেখো তো বিলু, ইনিই সেই লোক কিনা?"

বিলু, ভোম্বল দু'জনেই বলল, "না। ইনি নন। আপনারা ভুল করে অন্য লোককে ধরেছেন।"

"সে কী! উনি তো নিজেই ধরা দিয়ে স্বীকার করেছেন সব।"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "এই তো সেই ছেলেগুলো। এদের সঙ্গে দুটো মেয়েও ছিল। কীগো বাবারা, চিনতে পারছ না আমাকে? আমি কিন্তু তোমাদের ভুলব না। বাবাঃ, যা তোমাদের কুকুরের কাণ্ড!"

বিলু বলল, "কিন্তু আপনার—?"

"টাক! এই তো?" বলেই হাঃ হাঃ করে হেসে বললেন, "ও জিনিস কি হারাবার? এই দেখো।" বলেই পরচুল খুলে ফেলতে আসল চেহারা বেরিয়ে গেল।

বিলুরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

দারোগাবাবু বললেন, "শোনো। ইনি বলছেন ইনি একজন শৌখিন যাত্রাভিনেতা। নাম করুণাসিন্ধু ভট্টাচার্য। আমিনের কাজও উনি করেন। গৌড়ীয় মঠের কাছে বৈষ্ণব সম্মিলনী লেনের একটি বাড়িতে ভাড়া থাকেন উনি।"

"তা হলে বৃন্দাবন চোংদার?"

করুণাবাবু বললেন, "ও নামে কেউ নেই। আমার বানানো নাম ওটা। আর মিত্তিরদের জামাই হওয়া দূরের কথা, ওদের কখনও চোখেও দেখিনি আমি।"

ভোম্বল বলল, "বেশ, তা না হয় হল। কিন্তু কাল ওই বাগানে ওই সময়ে কোন নাটক করতে আপনি গিয়েছিলেন?"

"সেই কথা বলব বলেই তো এসেছি বাবা। কয়েকদিন আগে আমি যখন হাজার হাত কালীতলায় একটা জমি মাপজোক করছিলাম তেমন সময় হঠাৎ জনাচারেক লোক এসে আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে বলল। লোকগুলোর চেহারা দেখে খুব একটা ভাল লোক বলে মনে হল না আমার।"

বিলু বলল, "তাদের একজনের মুখে বসন্তের দাগ?"

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।" বলেই আঁতকে উঠলেন, "তোমরা কী করে জানলে?"

"সেই লোকটাকে একটু আগে আমরা ধরেছিলাম। এখন তার ডেডবডি ব্যাঁটরা থানায় পড়ে আছে।"

করুণাবাবুর চোখদুটো কপালের ওপর উঠে গেল, "বলো কী!"

বিলু তখন সব কথা খুলে বলল দারোগাবাবুকে।

দারোগাবাবু বললেন, "একটু আগে আমিও ফোনে খবর পেয়েছি। এখনই একবার দেখতে যাব।"

করুণাবাবু বললেন, "যাক। এবার আমি কথা বলি। সেই লোকগুলো আমাকে ওই বাগানটায় নিয়ে এল, সব ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাল, তারপর বলল, এই বাগানটা যাতে প্লট করে বেচা যায় সেজন্য এর একটা ম্যাপ আর কতকগুলো নকশা তৈরি করতে।"

দারোগাবাবু বললেন, "জমি বেচতে গেলে দলিল চাই তো।"

"তা তো চাই। দলিলের কপি ওদের কাছেই ছিল। তবে তা আসল কি নকল জানি না। ওরা বলল, চুপিচুপি কাজ সারতে হবে। কেউ যেন টের না পায়। টের পেলে আমার ভুঁড়ি ফুটো করে দেবে। যাক। ওই কাজ করতে গিয়েই ঝামেলায় পড়লাম। এখন চারদিকে হইচই পড়ে গেছে তোমাদের ব্যাপারটা নিয়ে। তোমরাই যে পাণ্ডব গোয়েন্দা তা আমিও জানতুম না বাবা। যেই না শুনেছি তোমাদের বাবলুকে দুর্বৃত্তরা অপহরণ করেছে তখনই বুঝেছি এ কাদের কাজ। ওরা ছাড়া আর কেউ নয়। তাই নিজেই ছুটে এলাম। সব কথা জানিয়ে দিলাম পুলিশকে। কেন না যদি ছেলেটার কিছু হয় বা ওরা ধরা পড়ে তখন তো আমাকে নিয়েও টানাটানি হবে।"

ভোম্বল বলল, "বেশ করেছেন। এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু দয়া করে বলতে পারবেন কি ওদের ঘাঁটিটা কোথায়?"

"তা তো পারব না বাবা। ওরা তো আমাকে কখনও সেখানে নিয়ে যায়নি। তবে তোমরা একটা কাজ করতে পারো, আমার সঙ্গে গিয়ে আমার বাড়িটা দেখে আসতে পারো। ওদের অনেক দরকারি কাগজপত্তর আমার কাছে আছে। সেগুলো নিতে ওরা আসবেই। তোমরা দূর থেকে লক্ষ করে ওদের পিছু নিয়ে বরং ওদের ঘাঁটিটা চিনে এসো। তা হলে আমিও ওদের সন্দেহে পড়ব না, তোমরাও শত্রুপুরীর খোঁজ পাবে।"

বিলু আর ভোম্বল দারোগাবাবুর মুখের দিকে তাকাল এবার।

দারোগাবাবু বললেন, "এ যুক্তিটা মন্দ নয়। যদি দরকার হয় তো বলো, আমি সঙ্গে দু'জন লোকও দেব।"

করুণাবাবু বললেন, "না না। ওই কাজটি করবেন না। তা হলেই ওরা বুঝতে পেরে সতর্ক হয়ে যাবে। মাছের আঁশটে গন্ধ যেমন লুকনো যায় না তেমনই পুলিশের অস্তিত্বও ওরা টের পেয়ে যায়।"

বিলু বলল, "কাউকে পাঠাবার দরকার হবে না। আমরা দু'জনেই এ কাজ করতে পারব।"

দারোগাবাবু বললেন, "খুব সাবধানে কাজ করবে কিন্তু। তোমরা যাও। আমি একবার ব্যাঁটরা থানা থেকে ঘুরে আসি।"

করুণাবাবু বললেন, "তোমরা তা হলে এসো আমার সঙ্গে।"

বিলু আর ভোম্বল করুণাবাবুর সঙ্গে তাঁর বাড়ি দেখতে চলল। টোপ হিসেবে ওই বাড়িটাই ওদের কাজে লাগবে।

করুণাবাবু লোকটি মন্দ নন। বেশ মজারও। তাঁর বাড়িটা বৈষ্ণব সম্মিলনী লেনের একেবারে শেষ মাথায়। বহুদিনের পুরনো শ্যাওলার ছোপ ধরা প্লাস্টারহীন বাড়ি। বাড়িটা একতলা। পাশেই নর্দমার ধারে একটা লাইটপোস্ট আছে। যেটা ধরে অনায়াসে বাড়ির ছাদে ওঠা যায়। কয়েকটি বড় বড় গাছের ডাল ঝুঁকে আছে ছাদের একদিকে। পেছনদিকে পোড়ো বাগান। বাড়ির একটা অংশ ভেঙে গেছে। ছাদে ওঠার সিঁড়ির পাশে যে ঘরটা, তার একদিকের ছাদ নেই। একটি ঘর ওরই মধ্যে একটু পদে আছে। করুণাবাবু পঁচিশ টাকা ভাড়ায় সেই ঘরেই থাকেন।

বিলু বলল, "এইরকম বাড়িতে আপনি থাকেন কী করে?"

"পঁচিশ টাকা ভাড়ায় এর চেয়ে ভাল ঘর কোথায় পাব? এখন তো দেড়শো টাকাতেও ঘর পাওয়া যায় না। তবে শুধু বর্ষার ক'টা দিনই যা একটু কষ্ট। ছাদ চুঁইয়ে জল পড়ে। অন্য সময় বেশ থাকি।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু আপনার জানলার পেছনদিকের দরজায় তো একটা পাল্লা নেই দেখছি। লাইটপোস্ট বেয়ে যে-কোনও লোক ছাদে উঠে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারে, বা আপনার ঘরে ঢুকে চুরি করতে পারে।"

করুণাবাবু হেসে বললেন, "করে দেখুক না, তবে তো শিক্ষা হবে। আমার ঘরে যে চোর একবার চুরি করতে ঢুকবে সে আর কখনও এ-মুখো হবে না।"

বিলু বলল, "কেন?"

"আরে, আমি একা মানুষ। চাকরিবাকরি করি না। আমার ঘরে আছে কী যে, চুরি করবে? সামান্য দু'-দশ টাকা যা থাকে তা আমার কাছেই থাকে। শুধু মেকাপ নেওয়ার মতো সামান্য একটু সাজ-সরঞ্জাম যা ঘরে আছে। তাও যাত্রাদলের রিজেক্ট মাল।"

যাই হোক, বিলুরা করুণাবাবুর বাড়ি দেখে বলল, "ঠিক আছে। আমরা নজর রাখব।"

করুণাবাবু বললেন, "এলে তোমরা দিনের বেলায় এসো না। রাত্রিবেলা আসবে। কেমন?"

ভোম্বল বলল, "এখনই তো সন্ধে হয়ে এল।"

"ওরা আমার কাছে রাত দশটার পর আসে। তোমরা ওই সময়ের একটু আগে এসো। পারো তো কুকুরটাকেও এনো। ও তোমাদের সাহায্য করতে পারবে।"

বিলু আর ভোম্বল ঘর থেকে বেরোতেই তক্তপোশের তলা থেকে দু'জন লোক বেরিয়ে এসে বলল, "সাব্বাশ গুরু। তুমি তো কামাল করে দিলে।"

লোকদুটোকে দেখেই করুণাবাবুর বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। কাগজের মতো সাদা মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে বললেন, "আরে, তোমরা কখন এর ভেতরে এসে লুকিয়ে ছিলে?"

"যখন থেকে তুমি থানায় গেছ চুকলি করতে, তখন থেকে।"

করুণাবাবু বললেন, "থানায় চুকলি করতে যাব কেন? পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য এই চাল আমি চেলেছিলাম। এখন রাত্রিবেলা ছেলেগুলো এলে তোমরা ওদের সহজেই ধরে ফেলতে পারবে।"

"আমরা ছেলেগুলোকে ধরব, না ওরা আমাদের ধরবে? ওদের সঙ্গে থাকবে একটা সাংঘাতিক কুকুর আর পেছনে নিশ্চয়ই সাদা পোশাকের পুলিশ।"

"না। মানে তোমরা বিশ্বাস করো।"

"বিশ্বাস করতাম। কিন্তু আমাদের নির্দেশ না নিয়েই যারা নিজের থেকে আমাদের ভাল কিছু করবার চেষ্টা করে তাদের আমরা বিশ্বাস করি না।"

করুণাবাবুর মুখ দিয়ে কথা সরল না আর।

"আমাদের কাগজপত্তর যা কিছু আছে দিয়ে দাও।"

"কিন্তু এখনও তো অনেক কাজ বাকি।"

"তোমার কাজ শেষ। এবার তোমার ছুটি।" বলেই একজন একটি ধারালো ছোরা করুণাবাবুর পেটে ঠেকিয়ে ধরল, আর একজন হাতড়াতে লাগল ঘরময়।

কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর কাগজগুলো বার করল ওরা। তারপর যাওয়ার জন্য তৈরি হল।

করুণাবাবু বললেন, "তোমরা এইরকম শয়তান জানলে অনেক আগেই আমি পুলিশকে সব জানাতাম।"

যে লোকটা করুণাবাবুর পেটে ছুরি ধরেছিল সে বলল, "তাতেও কোনও লাভ হত না চাঁদু। আমরা দু'জন ধরা পড়লে আর দু'জন এসে তোমার ভুঁড়িটা ঠিক এমনি এমনি করে ফাঁসিয়ে দিত। বলেই যা করল সে-দৃশ্য আর দেখা গেল না।

যন্ত্রণায় চিৎকার করে রক্তাক্ত কলেবরে মেঝেয় লুটিয়ে পড়লেন করুণাবাবু।

বিলু আর ভোম্বল এতক্ষণ সিঁড়ির আড়াল থেকে সব কিছু দেখছিল। এখন এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে শিউরে উঠল ওরা। আসলে পঞ্চু না থাকায় এবং ওরা নিরস্ত্র হওয়ায় প্রতিরোধ করতে পারেনি। ভাগ্যে ওরা পেছন দিক দিয়ে ছাদে উঠে এসেছিল, তাই তো সব কিছু দেখতে-শুনতে পেল। ওরা বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই 'সাব্বাশ গুরু' কথাটা কানে এসেছিল ওদের। আর তখনই মনের মধ্যে সন্দেহ নিয়ে বাড়ির পাশের লাইটপোস্ট বেয়ে ছাদে উঠেছিল। ভাগ্যে বুদ্ধি করে এসেছিল, না হলে সবই রহস্যে ঢাকা থাকত।

এইসব দেখেশুনে বিলু ভোম্বলকে বলল, "তুই এক কাজ কর ভোম্বল, চুপিচুপি থানায় চলে যা। পুলিশকে খবরটা দে। আমি ওদের পিছু নিই। ভাগ্যে থাকলে বাবলু উদ্ধার আজই হবে।"

ভোম্বল বলল, "তুই বরং থানায় যা বিলু। আমি ওদের পিছু নিই। খালি গা হয়ে হাফ প্যান্ট পরে এমনভাবে রাস্তা দিয়ে যাব যে, ওরা আমাকে পেটমোটা মাথামোটা একটা বোগাস মনে করবে।"

বিলু হঠাৎ হিসস্ করে উঠল।

ভোম্বল চোখদুটো বড় বড় করে বলল, "সর্বনাশ। ওরা যে এইদিকেই আসছে।"

"লুকিয়ে পড়। শিগগির।"

"কিন্তু লুকব কোথায়, ন্যাড়া ছাদ।"

"তা হলে চুপ করে শুয়ে পড় একপাশে।"

ওরা তাই করল, সিঁড়ির আড়াল থেকে সরে এসে ছাদের গায়ে যেসব গাছের ডালপালাগুলো ঝুঁকে ছিল তারই ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে পড়ল ওরা। কিন্তু কেন যে লোকদুটো ওপরে আসছে কিছু ভেবে পেল না। সামনের দরজাটা খুলেও চলে যেতে পারত। আসলে ওরা বোধ হয় দরজায় খিল দিয়ে পেছনদিক দিয়ে পালাতে চায়। যাতে পচে গন্ধ না ওঠা পর্যন্ত করুণাবাবুর মৃত্যুটা কেউ টের না পায়। কী শয়তান!

যাই হোক, লোকদুটি ধীরে ধীরে চুপিসারে উঠে আসছে ওপরে। আবছা অন্ধকারে এখন আর ওদের মুখ চেনা যাচ্ছে না।

একজন লাইটপোস্ট ধরে নেমে যেতেই আর একজন নামতে গেল। যেই না পেছন ফিরে নামবার চেষ্টা করা অমনই ভোম্বল করল কী বিলুকে না জানিয়েই মারল তাকে এক লাথি। লাথির ঘায়ে লোকটা ডিগবাজি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ড্রেনের ভেতর।

যে লোকটা আগে নেমেছিল সে বলল, "কী হল রে বোতল? পড়লি কী করে?"

বোতলের মুখ দিয়ে 'রা' সরল না। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "জানি না। মনে হল পেছনদিক থেকে কে যেন লা-লাথি মারল।"

"তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? এখানে কে আছে যে, লাথি মারবে তোকে?"

"তুই বিশ্বাস কর শিশি। সত্যিই লাথি মেরেছে।"

শিশি বলল, "হুঁ। তোকে তা হলে ভূতে লাথি মেরেছে।"

বিলু আর ভোম্বল ছাদের ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে মজা দেখছিল তখন। ওরা এবার আরও মজা করবার জন্য নাকিসুরে বলল, "হ্যাঁ। ওঁ ঠিক কাঁথাই বঁলেছে। আঁমরাই মেরেছিঁ।"

শিশি ঘাবড়ে গিয়ে ওপরদিকে তাকিয়ে বলল, "কে! কে তোমরা!"

"আঁমরা ভূঁত। দেঁখবি আঁমরা আঁছি কিঁনা? এঁই দেঁখ।" বলেই একটা আধলা ইট ছাদের ওপর থেকে টুপ করে ফেলে দিল লোকটার মাথায়।

চোখে সরষে ফুল দেখে মাথায় হাত দিয়ে 'বাবা রে' বলে বসে পড়ল শিশি।

বিলু আর ভোম্বল চটপট লাইটপোস্টটা ধরে নীচে নেমে পড়ে বলল, "তোরাই বলতে পারবি আমাদের বাবলুর খবর। বল, কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস তাকে?"

যে লোকটাকে লাথি মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ কিনা যার নাম বোতল, সে একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল এবার। কিন্তু পারল না। তার ডান পায়ের হাড়টা ভেঙে চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে।

শিশির মাথায় ইট পড়েছিল। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ওর সারা শরীর। সেও কথা বলতে পারছে না ভালভাবে। কে জানে ইট পড়ার দরুন লোকটার ভেতরে ভেতরে 'ইন্টারন্যাল হ্যামারেজ' হয়ে গেছে কিনা। তবু সে অতিকষ্টে বলল, "বলছি। আমাকে একটু জল খাওয়াতে পারো?"

ভোম্বল বলল, "আগে বল বাবলু কোথায়? তারপরে অন্য কথা।"

শিশি কী যেন বলতে গেল। কিন্তু বলতে গিয়েও বলতে না পেরে জ্ঞান হারাল।

বোতল বলল, "তোমাদের বাবলুকে আমরাই নিয়ে গেছি ভাই।"

"কোথায়? সদর বক্সি লেনে?"

"না না। ওখানে কেন? ওখানে আমাদের কোনও কিছু নেই।"

"কিন্তু তোমাদের একজন লোক তো সকালবেলা আমাদের ওইখানে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।"

"ও, ভোঁদড়া বুঝি? ওখানে ওর এক ভাই থাকে।"

ভোম্বল বলল, "বেশ, তা হলে বলেই ফেলো বাবলু কোথায়?"

"বাবলুকে পেতে হলে তোমরা চলে যাও মৌড়িগ্রাম। পাঁচতারা বাড়ি।"
"ঠিক তো?"
"সত্যি বলছি।"
"যদি মিথ্যে হয়?"
বোতল আর কথা বলতে পারল না। সেও যেন নেতিয়ে পড়তে লাগল ক্রমশ।
বিলু আর ভোম্বল তখন ওদের দু'জনের পকেট হাতড়ে কাগজপত্তর যা কিছু ছিল সব বার করে নিল। পকেট হাতড়ে একটি রিভলভার ও একটি ছোরাও পেল। সব কিছু নিয়ে বিলু বলল, "বাছাধনরা, এবার একটু শান্তিতে বিশ্রাম করো তোমরা। করুণাবাবুর হত্যাকারী এবং ভোঁদড় হত্যার জন্য তোমাদের দু'জনেরই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এখনই। আগে গিয়ে পুলিশে খবর দিই।"
বোতল আতঙ্কিত হয়ে বলল, "পু-পু-পুলিশ।"
"হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ। পুলিশ।"
বোতলও জ্ঞান হারাল।
বিলু, ভোম্বল সেই অন্ধকারের ঘোঁজ থেকে বেরিয়ে গলিতে এসে পড়ল। তারপর দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল বড় রাস্তার দিকে।
চারদিকে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার।
উঃ। কী লোডশেডিং রে বাবা!
ওরা গলির মুখ থেকে যেই না বেরোতে যাবে অমনই দেখল একটা পুলিশের গাড়ি সেখানে ঢুকছে। আর সেই গাড়ির ভেতর থেকেই শোনা যাচ্ছে পঞ্চুর গলা। অর্থাৎ পঞ্চু দেখতে পেয়েছে ওদের।
গাড়ি থামতেই বাচ্চু-বিচ্ছু আর পঞ্চু নেমে এল গাড়ি থেকে।
দারোগাবাবুও নামলেন। বললেন, "কী ব্যাপার তোমাদের? সেই যে বিকেলবেলা ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমরা এলে তারপর আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। আমি তো রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।"
"ভয় পাওয়ার মতো ঘটনাই হয়ে গিয়েছিল সার। দারুণ অঘটন ঘটে গেছে এখানে।"
"কীরকম!"
বিলু, ভোম্বল সব কথা খুলে বলল। শুধু চেপে গেল মৌড়িগ্রামের কথা। আর দুষ্কৃতীদের কাছ থেকে উদ্ধার করা কাগজগুলোর কথা। শুধু ছোরা আর রিভলভারটা দারোগাবাবুর হাতে জমা দিয়ে ওরা সকলকে নিয়ে গেল করুণাবাবুর বাড়িতে। সেখানে করুণাবাবুর রক্তাপ্লুত মৃতদেহটা পড়ে ছিল। বাড়ির পেছনদিক থেকে আহত শিশি-বোতলকে উদ্ধার করে গ্রেফতার করা হল।
বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু ও পঞ্চু পুলিশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এল এবার।
গলি থেকে রাজপথে এসেই দুটো রিকশা নিল ওরা।
একবার বাড়ি যেতে হবে। তারপর দু'-পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে চলে যাবে মৌড়িগ্রামে। দেখাই যাক, পাঁচতারা বাড়ি থেকে বাবলুকে উদ্ধার করা যায় কিনা!

॥ ৪ ॥

ওরা যে যার বাড়িতে এসে সর্বাগ্রে পেট ভরে খেয়ে নিল। তারপর সবাই চলে এল বিলুদের বাড়ি। ওখানে বিলুর ঘরের দরজা বন্ধ করে শিশি ও বোতলের কাছ থেকে উদ্ধার করা কাগজপত্তরগুলো পড়তে বসল সবাই। মিত্তিরদের বাগানের একটা বড় ম্যাপ, জেরক্স করা একটা দলিলের কপি, এ ছাড়া টুকরো প্লটের কতকগুলো নকশাও ওরা পেয়ে গেল। আর পেল কয়েকটা চিঠি। যা ওদের খুবই কাজে লাগল।
প্রথম চিঠির এক কোণে লেখা ছিল 'পচম্বা'। কী তার মানে, কে জানে? তারপর লেখা আছে কয়েকটি ছত্র "না। আমি এর ভেতরে নেই। তা ছাড়া ঈশ্বরের কৃপায় অর্থেরও অভাব নেই আমার। আর আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি ওই বাগানের ওপরও আমার লোভ নেই। অতএব কেন আমি ওইসব জালিয়াতির মধ্যে যাব?"
দ্বিতীয় চিঠিতেও লেখা আছে 'পচম্বা/গিরিডি।'
পচম্বা তা হলে কোনও জায়গায় নাম। চিঠিটা এই—
"আবার তোমরা আমাকে বিরক্ত করছ? আমি তো বারবার বলেছি ওই জমি আমার একার বিক্রি করবার

অধিকার নেই। আমাদের দশজন শরিকের একমাত্র আমি ছাড়া সবাই ভারতের বাইরে থাকে। তা ছাড়া পাণ্ডব গোয়েন্দারা তো ওইখানে ঘাঁটি করে খুব ভাল কাজ করছে। বাগানটার দেখাশোনা করছে। যত্ন নিচ্ছে। বাজে আড্ডা হতে দিচ্ছে না। অযথা ওদের উৎখাত করে লাভ কী? ওই বাগান এখন ওদেরই হওয়া উচিত।"

তৃতীয় চিঠি—"হ্যাঁ। আমি দলিল দেব। আসল দলিল আমার কাছেই আছে। আমার সর্বস্ব দেব। শুধু দয়া করে আমার কাননকে তোমরা ফিরিয়ে দাও। ও আমার বড় আদরের মেয়ে। আমার একমাত্র সন্তান। তোমরা ওই জমি নিয়ে জালিয়াতি করো, যা খুশি করো, আমি বাধা দেব না। শুধু আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দাও। ওর মা মৃত্যুশয্যায়।"

চতুর্থ চিঠি— "আমি কথা দিচ্ছি পুলিশকে জানাব না। তোমরা যাকে যাকে দাঁড় করাবে আমি তাদের প্রত্যেককেই আমার আত্মীয় বলে মেনে নেব। এবং নিজেও ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দাঁড়িয়ে সই দেব। এর বিনিময়ে কোনও অর্থই আমি চাইব না। শুধু আমার মেয়েকে ফেরত পেলে পচম্বার বাস তুলে দিয়ে আমার ছোট ভাইয়ের কাছে রেঙ্গুনে চলে যাব।"

পঞ্চম চিঠি— "স্টেশনের কাছেই পাঁচতারা বাড়ি? অবশ্যই যাব। যা করবার তাড়াতাড়ি করবে। ভয় নেই। আমি একাই যাব। আমার কানন ভাল আছে তো?"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই ঝুঁকে পড়ে চিঠিগুলো পড়ছিল এতক্ষণ, এবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল।

বিলু বলল, "গো অ্যাহেড। চলো সব।"

ওরা প্রয়োজনীয় সব কিছু সঙ্গে নিল। টর্চ থেকে আরম্ভ করে আংটায় বাঁধা দড়ি, ছোরাছুরি সব। এমনকী দেশলাই, মোমবাতি, টর্চও। তারপর পঞ্চুকে নিয়ে রিকশায় চেপে একেবারে রামরাজাতলায়। সেখান থেকে লোকাল ট্রেনে মৌড়িগ্রাম।

চারদিকে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার।

তবু ওরা এগিয়ে চলল। কিন্তু পাঁচতারা বাড়ি? সেটা কোনদিকে?

ওরা যখন অন্ধকারে এলোমেলোভাবে এদিক সেদিক ঘুরছে তেমন সময় বাচ্চু বলল, "বিলুদা একটা জিনিস লক্ষ করেছ?"

"কী জিনিস?"

"আমরা ট্রেন থেকে নামার পরই একজন লুঙ্গিপরা ডাকাতের মতো চেহারার লোক খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল।"

বিলু উৎসাহিত হয়ে বলল, "তাই নাকি? বলবি তো তখন।"

"বাঃ রে। তখন কী বলা যায়? যদি শত্রুপক্ষেরই কেউ হয় তা হলে সন্দেহ করবে না? তা ছাড়া আমরা তো বেশিদূর আসিনি। ওই— ওই দেখো, বিড়ি খাচ্ছে লোকটা। আর একজন লোকও এসে ওর পাশে দাঁড়িয়ে চারদিকে কী যেন খুঁজছে।"

বিলু বলল, "তোরা এইখানেই ঘাপটি মেরে থাক। আমি চুপিচুপি পঞ্চুকে নিয়ে ওদের ওপর একটু নজরদারি করে আসি।" এই বলে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলল বিলু।

এখানে বড় রাস্তার পাশেই ধানখেত।

ওরা লোকদুটোর কাছাকাছি গিয়ে অন্ধকারে ধানখেতে নেমে কান পেতে শুনতে লাগল সব।

একজন বলল, "আমি বলেছি এরা তারাই।"

আর-একজন বলল, "কখনও না। তুমি ভেবে দেখো, এরা যদি তারাই হবে তা হলে শিশি আর বোতলও তো থাকবে ওদের সঙ্গে? কিন্তু কোথায় তারা? ওরা না থাকলে এরা মৌড়িগ্রামের খবর জানবে কী করে?"

"আমি কিন্তু অন্যরকম ভাবছি। করুণাবাবুর দিকে নজর রাখতে গিয়ে ওরা কোনও বিপদে পড়ে গেল না তো?"

"করুণাবাবুর দিকে নজর রাখবে কেন?"

"তুমি জানো না? শিশি আমায় ফোন করে বলেছে আজ দুপুরে করুণাবাবু নাকি থানায় গিয়েছিল। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি অবশ্য ওদের বলেই দিয়েছি, যদি কোনওরকম উলটোপালটা বোঝো, তা হলে শত্রুর শেষ রেখো না।"

"সে কী!"

"তাই ভাবছি ওইখানেই কোনও গোলমাল হয়ে গেল না তো?"

"তুমি খেপেছ? যারা প্রকাশ্য দিবালোকে থানার সামনে একজন লোককে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে তারা পড়বে বিপদে? আর-একটু অপেক্ষা করো, ওরা ঠিকই এসে পড়বে।"

"দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা যে ব্যথা হয়ে গেল আমার!"

"তবে আমার কিন্তু মাথায় আসছে না ডেভিড কার বুদ্ধিতে এমন কাঁচা কাজটা করতে গেল। জমি নিয়ে জালিয়াতি যা হওয়ার তা হচ্ছিল। এখন ওই ছেলেটাকে তুলে আনার কুবুদ্ধি কে দিল? সামান্য একটা ব্যাপারে পুলিশি ঝামেলায় পড়ে গেলাম আমরা। শুধু তাই নয়, নিজেদের দলের লোকও একটা মার্ডার হয়ে গেল। কী লাভ হল?"

অন্য লোকটা বলল, "কাঁচা কাজ মোটেই করেনি ডেভিড। যা করেছে আমার পরামর্শেই করেছে। ছেলেটাকে ধরে এনে ঘা কতক দিতেই ও কবুল করেছে আর কখনও ওই বাগানে ঢুকবে না ওরা। এখন বাকিগুলোকে পেলেই কেল্লা ফতে। মেয়েদুটোকে নিয়ে ঝামেলা হবে না। কুকুরটাকেও কাজে লাগাব আমাদের। আর পুলিশ যাতে খুব বেশি পেছনে না লাগে সে-ব্যবস্থাও করেছি। নোটের বাণ্ডিলগুলো সিন্দুকে ঠাসা আছে। শুধু পকেটে গুঁজে দেওয়ার অপেক্ষা।"

"তুমি একটা বুদ্ধু, তাই এই কথা বলছ।"

"খবরদার রুহিতন। আমার সঙ্গে এইভাবে কথা বলবে না।"

রুহিতন বলল, "কেন বলব না? নেহাত তোমার মতিচ্ছন্ন হয়েছে তাই এইসব দুর্বুদ্ধি চাপছে তোমার মাথায়। পুলিশকে ঘুষ দিয়ে তুমি 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' হরণ করবে? ষষ্টি মাসের দুপুরবেলা তুমি চাঁদ দেখতে চাও, তাই না?"

"আবার, আমি সাবধান করে দিচ্ছি, আমাকে জ্ঞান দিতে আসবে না।"

রুহিতন ধমক খেয়ে চুপ করে গেল।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি ট্রেন এল গেল। ওরা কাউকেই দেখতে না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে চলল নিজেদের ডেরার দিকে।

বিলু পঞ্চুর পিঠ চাপড়ে ইশারায় ওকে এগোতে বলে নিজে চলে এল ভোম্বল, বাচ্চু ও বিচ্ছুর কাছে।

বিলুকে দেখেই ভোম্বল বলল, "কী রে! কোনও হদিস পেলি?"

"পেলুম বইকী! একেবারে ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছি।"

"পঞ্চু কই?"

"পঞ্চু ওদের পিছু নিয়েছে। ও এলেই আমরা রওনা হব।"

বেশ কিছুক্ষণ পরে পঞ্চু ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল ওদের কাছে। তারপর ওর ভাষায় কুঁই কুঁই করে ওর সঙ্গে যাওয়ার জন্য সংকেত করতে লাগল।

ওরা নিঃশব্দে অনুসরণ করল পঞ্চুকে।

সামান্য একটু এগিয়েই ওরা দেখতে পেল সেই বাড়িটা। সাবেককালের পুরনো বাড়ি। বাড়ির মাথায় ছোট্ট বিন্দুর মতো পাঁচটি তারার (টুনি আলো) সংকেত। কিন্তু এই লোডশেডিংয়ে ওই আলো ওখানে জ্বলছে কী করে? জেনারেটরের শব্দ তো শোনা যাচ্ছে না। তবে কি ব্যাটারিতে?

বিলুরা পাঁচিল-ঘেরা সেই মস্ত পাঁচতারা বাড়ির একপাশে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে লুকিয়ে রইল।

লোহার গেটটা ভেতর থেকে বন্ধ।

ওদের কাছে আংটা লাগানো নাইলনের দড়িটা ছিল। সেটা ছুড়ে গেটের মাথায় আটকে ভোম্বল চড়চড় করে উঠে পড়ল ওপরে। তারপর চারদিক বেশ ভাল করে দেখে ওই দড়িটা তুলে নিয়ে ওপাশে ঝুলিয়ে দিয়েই টুক করে নেমে পড়ল। গেটে তালা নেই। মোটা ছিকিনি আঁটা-সেটা খুলে গেটটা একটু ফাঁক করতেই বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছু ও পঞ্চু ঢুকে পড়ল ভেতরে। তারপর আবার সেটা আলতো করে ভেজিয়ে পা টিপে টিপে এগোতে লাগল বাড়ির দিকে।

খানিকটা বাগান পেরিয়ে তবেই বাড়ির কাছে যাওয়া যায়। বাগানে নানারকমের গাছ। টগর, চাঁপা, করবী, ম্যাগনোলিয়া, কত কী! জায়গাটা শত্রুপুরী হলেও লুকোবার পক্ষে ভাল। কিন্তু এখন কথা হল, শুধু বাগানে ঢুকলেই তো হবে না, এর ভেতরে ঢুকে বাবলুর কাছে যাওয়া যায় কী করে?

বিলু বলল, "বাচ্চু-বিচ্ছু এখানেই একটা চাঁপা গাছের ডালে উঠে পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকুক। পঞ্চু লুকিয়ে থাকুক যে-কোনও একটা গাছের আড়ালে। আমরা দু'জনে দরজা খোলা না পেলে পাইপ বেয়ে ছাদে উঠে ভেতরে ঢুকব।"

এই বলে বিলু আর ভোম্বল চুপিচুপি এগিয়ে গিয়ে দরজাটা একবার ঠেলে দেখল। কিন্তু না। সেটা ভেতর থেকেই বন্ধ।

ওরা তখন সেই আলো-আঁধারেই পাইপ বেয়ে কার্নিশ ধরে ওঠা শুরু করল।

চারদিকে লোডশেডিং হলেও এই বাড়িতে তখন মিটমিট করে আলো জ্বলছে।

যাই হোক, ওরা ওপরে ওঠার মুখে হঠাৎ একটি ঘরের ভেতর কয়েকজনের গলা শুনতে পেল। ওরা কান খাড়া করে চুপচাপ কার্নিশে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনতে লাগল।

একজন বলছে, "আসলে আমার মনে হয় ছেলে-মেয়েগুলোকে ওরা কবজা করতে পারেনি।"

রুহিতন বলল, "তবে ডেভিড, আমি কিন্তু এখনও বলছি তোমরা এক সর্বনাশা খেলায় মেতে উঠেছে। ভাল চাও তো এখনও ছেলেটাকে ছেড়ে দাও। ওদের গায়ে হাত দেওয়া মানেই মৌচাকে ঢিল ছোড়া।"

ডেভিড বলল, "শোনো রুহিতন, তুমি যা বলছ তা ঠিকই। ছেলে-মেয়েগুলোর ব্যাপারে আমি খুবই ভালভাবে খোঁজ নিয়েছি। এবং সেইজন্যই বলছি ওদের না আটকে এই জমির দখল নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।"

"কিন্তু এখনও কি এই ব্যাপারটাকে তোমরা খুব সহজ কাজ বলে মনে করছ? ওদের আটক করে তোমরা যাবে ওই জমি প্লট করে বেচতে?"

"আমরাই যে ছেলেটাকে চুরি করেছি তার কোনও প্রমাণ আছে?"

"আছে বইকী! করুণাবাবু নিশ্চয়ই থানায় দারোগাবাবুর কাছে চিকেন বিরিয়ানি খেতে যায়নি? তা ছাড়া আজ সকালে ভোঁদড়কে তোমরা খুন করলে। শিশি আর বোতলকে পাঠিয়েছ করুণাবাবুর বেচাল দেখলে তাকে খতম করতে। শুধু তাই নয়, শিশি-বোতলকে নির্দেশ দিয়েছ বাকি ছেলে-মেয়েগুলোকেও ধরে আনতে। এবং আরও বিপজ্জনক ব্যাপার এই যে ওদের মতো করিতকর্মা লোকেরা এখনও ফিরল না। তোমাদের দু'জনের খামখেয়ালিপনার জন্য আমরা সবাই ধরা পড়ব।"

ডেভিড চুপ করে ছিল।

অন্যজন বলল, "রুহিতন, ইদানীং তুমি কিন্তু একটু বেশি বুঝছ। তুমি কি জানো না এই ধরনের কাজে একটু বেশি ধরনের ঝুঁকি নিতে হয়? তা ছাড়া খুনটা কোনও ব্যাপারই নয়। ধূর্জটিবাবু জমিটা আমাকে বিক্রি করছেন। আমি ওই জমি দশ লাখ টাকায় কিনছি। যদিও টাকা দিতে হবে না। শুধু ডিড অব এগ্রিমেন্টেই টাকার কথা লেখা থাকবে। এবারে অন্য শরিকদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার লোকও আমি ঠিক করে রেখেছি। জমিটা আমার নামে রেজিস্ট্রি হলেই আমি ওটাকে প্লট করে বেচবার অধিকার পাব। তবে ওই ছেলে-মেয়েগুলোর সবক'টাকে হাতে পেলেই শুরু হবে আমাদের কাজ। মি. নায়ারের সঙ্গে আমাদের কনট্রাক্ট হয়ে গেছে। এক-একটা প্লট বিক্রি হবে পঞ্চাশ হাজারে। মেয়েদুটোকে বেচে দেব। আর ছেলে তিনটেকে পটাসিয়াম সায়ানাইড খাইয়ে ফেলে দেব সাঁতরাগাছির ঝিলে। কুকুরটাকে যেভাবেই হোক পোষ মানাব আমরা। যতই হোক, দেশি কুকুর। দু'বেলা পেট ভরে মাংস-ভাত খেতে পেলেই আমাদের পায়ে পায়ে ঘুরবে। যা করতে বলব তাই করবে।"

"বাঃ! চমৎকার একটা প্ল্যান এঁটেছ তো গুরু। ওই কুকুর পোষ মানলে তো ব্যাঙ্কের লকার থেকেও গোছা গোছা নোটের তাড়া নিয়ে এসে ও তোমাদের হাতে তুলে দেবে। আর তোমরা তাই পেয়ে ফুর্তি করবে। বাঃ বাঃ, বেশ।"

"তুমি কি বিদ্রূপ করছ আমাদের?"

"আরে না না। বুদ্ধির তারিফ করছি। শোনো ডেভিড, নিজেদের মৃত্যুর বীজ তোমরা নিজেরাই কিন্তু বপন করছ। এবং সেটা বেশ ভালভাবেই। এও জেনে রেখো, ওই কুকুর তোমাদের পোষ মানা দূরের কথা, দশ বছর বাদেও যদি ছাড়া পায় তো পুলিশে খবর দিয়ে তোমাদের হাতে হাতকড়া পরাবে।"

ডেভিড বলল, "তুমি আজকাল কুকুরের মনস্তত্ত্বও বুঝে ফেলেছ নাকি?"

"না, আমি আর কী বুঝব? বুঝবে তোমরা। তা ধূর্জটিবাবুর ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নিয়েছ একবার শুনি।"

"আপাতত একটাই সিদ্ধান্তে এসেছি। আগামীকাল রেজিস্ট্রির ঝামেলাটা মিটে গেলে রাতের গাড়িতে ওদের চলে যেতে বলব। ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাবে। দানাপুর এক্সপ্রেসে গিরিডি কোচে রিজার্ভেশন করা আছে ওদের। মধুপুরে বগিটাকে যখন সান্টিংয়ে রাখা হবে তখন কিউল আর মোকামা একটা প্যানিক সৃষ্টি করবে। ধূর্জটিবাবু মারা যাবেন তাইতে। আর কানন পাচার হয়ে যাবে মি. নায়ারের কবজায়।"

রুহিতন বলল, "ভাল পরিকল্পনা। তবে জেনে রাখো আমি আর এর ভেতরে নেই।"

"রুহিতন!"

বিলু আর ভোম্বল পাইপ ধরে কার্নিশে দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধর মতো শুনছিল ওদের কথাবার্তা। এবার ভেতরের মানুষগুলোকে দেখবার জন্য খুব আস্তে জানলার খড়খড়িটা তুলে ধরল। দু'জনকে আগেই দেখেছিল বিলুরা। তবে অন্ধকারে। এখন আলোয় ভাল করে দেখল।

কী ভয়ংকর মুখের গড়ন ডেভিডের। অনেকটা ওলের মতো লালমুখ।

ডেভিড বলল, "রুহিতন, তুমি না বললেও আমি জানতাম একদিন তুমি এই কথাই বলবে।"

ভোম্বল বিলুকে চাপা গলায় বলল, "সত্যি, বাবলুর মতো একটা পিস্তল যদি আমাদেরও হাতে থাকত রে।"

বিলু বলল, "চুপ চুপ। এখানে কথা বলিস না।"

কিন্তু কান হচ্ছে ডেভিডের।

এত আস্তে কথা বলা সত্ত্বেও শুনতে পেয়ে লাফিয়ে উঠল ডেভিড, "কে! কে কথা বলে ওখানে?" বলেই ছুটে এল জানলার ধারে।

বিলু আর ভোম্বল তখন দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে গিয়ে বসে পড়েছে।

ডেভিড ছুটে এসে এদিক সেদিক তাকিয়ে অনেক চেষ্টা করেও কাউকে দেখতে না পেয়ে ফিরে গেল। এমনিতেই আলো থেকে বাইরের অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। তায় ওরা দেওয়ালে লেপটে ছিল।

একজন বলল, "ও কিছু না। ওখানে কে আসবে?"

রুহিতন বলল, "তোমরা এতটা নিশ্চিন্ত হোয়ো না। একটা কণ্ঠস্বর আমারও কানে এসেছে। ছাদে উঠে টর্চ ফেলে দেখো। যে কাজ করতে চলেছি আমরা, তাতে এই খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলোকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

ডেভিড বলল, "এত ভয় তোমার?"

"তুমি ভুল করছ ডেভিড।"

অন্যজন বলল, "ভুল আমরা অনেক করেছি। তবে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার মতো ভুল আমরা আর করব না। তুমি মৃত্যুর জন্য তৈরি হও রুহিতন। কিউল আর মোকামা একটু পরেই তোমার লাশটা হাই রোডের ধারে শুইয়ে দিয়ে আসবে। কাল দিনের আলোয় লোকে দেখবে একটা মাংসের তাল রাস্তায় পড়ে আছে।"

রুহিতন বলল, "তোমরা আমাকে ভুল বুঝো না। আমি তোমাদের...।"

'ডিস্যুম।' ডেভিড ততক্ষণে ট্রিগার টিপে দিয়েছে।

রুহিতন 'আঃ' করে লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়।

ডেভিড একটা সুইচ টিপতেই দুটো ভয়ংকর চেহারার লোক এসে দাঁড়াল।

ডেভিড বলল, "যাও এটাকে এখন ছাদে রেখে এসো। রাত একটা নাগাদ ওকে শুইয়ে দিয়ে এসো হাই রোডের ওপর।"

ওরা রুহিতনকে নিয়ে চলে গেল।

বিলু আর ভোম্বল দেখল এই সুযোগ। ওরা একটুও কালক্ষেপ না করে পাইপ বেয়ে উঠে এল ছাদে। ছাদের দরজা ভেতর থেকেই বন্ধ। ওরা দরজার পাশে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে রইল।

যে দু'জন লোক রুহিতনের লাশ বয়ে আনছিল ওদেরই নাম কিউল আর মোকামা। ওরা দরজা খুলে লাশ নিয়ে ছাদের মাঝখানে চলে যেতেই বিলু-ভোম্বল টুক করে ঢুকে এল ভেতরে। তারপর আস্তে করে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে খিল এঁটে তরতর করে নেমে এল নীচে।

নীচে নেমেই বড় দরজাটা খুলে দিল।

দরজা খুলতেই ছুটে এল পঞ্চু।

সেইসঙ্গে গাছের ডাল থেকেও ঝুপঝাপ করে নেমে পড়ল বাচ্চু-বিচ্ছুও।

বিলু বলল, "না না। তোরা আসিস না। পঞ্চু বরং সঙ্গে থাকুক। তোরা একেবারে বাড়ির বাইরে অন্ধকারে লুকিয়ে থাক। যদি আমরা কোনও বিপদে পড়ি তোরা পালাতে পারবি। তা ছাড়া পুলিশের গাড়ি এলে দেখিয়ে দিবি বাড়িটা।"

বাচ্চু অবাক হয়ে বলল, "পুলিশের গাড়ি! কী করে আসবে? পুলিশ কী জানে?"

"পুলিশকে জানাবার ব্যবস্থা এইখান থেকেই করছি। এখন বেশি কথা বলবার সময় নেই। যা বলছি কর।"

ওদিকে ছাদের ওপর তখন দাপাদাপি লেগে গেছে। কিউল আর মোকামা তো ছাদের দরজা ভেঙে ফেলবার উপক্রম করছে। শুধু লাথির পর লাথি ছুটছে দরজার ওপর।

বিলুরাও ততক্ষণে নীচের তলায় ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। বাবলু কোথায়? কোথায় বাবলু?

এমন সময় ওদের দেখে একটা ওড়িয়া চাকর ছুটে এল।

বিলু বলল, "এই, বাবলু কোথায়? কোথায় রেখেছিস তাকে?"

চাকরটা বলল, "তোমরা আবার কে?"

ভোম্বল গায়ের জোরে ওর বুকে একটা ঘুষি মেরে বলল, "কে তা পরে বুঝবি। আগে বল কোন ঘরে রেখেছিস?"

চাকরটা মার খেয়ে হাউমাউ করে বলল, "আই বপালো। মরি গলারে...।"

ততক্ষণে ওর মুখের ওপর আর-এক ঘুষি।

চাকরটি 'বাবারে মারে' করে দেওয়ালের হুক থেকে একটা চাবি নিয়ে পাশের একটি ঘরের দরজা খুলে দিতেই দেখা গেল ঘরের মেঝেয় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে বাবলু।

বাবলু ওদের দেখেই লাফিয়ে উঠল, "আরে! বিলু, ভোম্বল!"

"বেরিয়ে আয়। কুইক!"

বাবলু বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

তারপর সেই চাকরটাকে ধরে এক ধাক্কায় ঘরে ঢুকিয়ে শিকল তুলে দিল।

বিলু বলল, "এবার দেখতে হবে ধূর্জটিবাবু কোথায় আছেন।"

এই বলে ওরা সব ঘরে ঢুকে দেখল। না, নেই। তার মানে উনি ওপরের ঘরেই আছেন।

ওরা একটুও দেরি না করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল।

ওরা যখন ওপরে অর্থাৎ দোতলায় উঠল তখন দেখল ছাদের সিঁড়ির কাছে দরজার সামনে তুলকালাম কাণ্ড হচ্ছে।

কিউল আর মোকামা ভেঙে ফেলেছে দরজা।

ডেভিডও গিয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে। তার পাশে অন্য লোকটা।

ভালই হল। দোতলাটা অন্তত দু'-পাঁচ মিনিটের মতো বিপন্মুক্ত।

কিউল চিৎকার করে বলছে, "বেইমান, বিশ্বাসঘাতক। রুহিতনকে মেরে আমাদেরও মারবার তাল করেছিলি তোরা।"

ডেভিড বলল, "তোরা আমাদের ভুল বুঝিস না। বিশ্বাস কর, ওরকম কোনও মতলব মনের কোণেও উঁকি দেয়নি আমাদের।"

মোকামা বলল, "তা হলে ছাদের দরজায় কেন খিল এঁটে দিয়েছিল বল?"

"আমরা নয়।"

"তা হলেই কী ভূতে?"

"ভাই, তোরা বিশ্বাস কর। এ নিশ্চয়ই চাকরটার কাজ। কোন সময়ে উঠেছিল বন্ধ করে নেমে গেছে।"

মোকামা তখন অন্য লোকটার পেটে একটা লাথি মেরে বলল, "মিথ্যে কথা বলবার জায়গা পাসনি? আমরা দু'-দু'জনে যখন ছাদে উঠলুম তখন কেউ ছিল না এখানে। যেই আমরা উঠলুম অমনই দরজায় খিল পড়ল।"

"তা হলেই বোঝ!"

কিউল বলল, "বোঝাবুঝির কিছু নেই। তোদের চালাকি আমরা ধরে ফেলেছি। একটার পর একটা বদ বুদ্ধি খাটিয়ে ভোঁদড়াকে মারলি, রুহিতনকে মারলি, এবার আমাদের সঙ্গে ধান্দাবাজি। শিশি আর বোতলকে কোথায় পাঠিয়েছিস বল? না হলে তোদের দুটোকেই শেষ করব।"

বাবলু, বিলু আর ভোম্বল আনন্দে নেচে উঠল।

বাবলু বলল, "খেলা জমেছে ভাল।"

বিলু বলল, "আমরা তো ছাদ দিয়ে নেমেছি। নামবার সময় আমরাই খিল দিয়েছি। এখন মরুক ওরা মারামারি করে। আমরা ততক্ষণে দেখি কোনওরকমে থানায় একটা ফোন করা যায় কিনা।"

এই বলে পাশের ঘরে, মানে যে-ঘরে ডেভিডরা একটু আগে বসে বসে কথাবার্তা বলছিল, সেই ঘরে ওরা ঢুকে পড়ল। ঘরের এক কোণে টেবিলের ওপর টেলিফোন ছিল। বাবলু সেখানে গিয়ে ডায়াল ঘুরিয়েই ফোন করল, "হ্যালো... হ্যালো পুলিশ স্টেশন..।"

ওপরের কথা-কাটাকাটি সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল।

ডেভিড বলল, "কে? কে যেন পুলিশে ফোন করছে মনে হল। নিশ্চয়ই বাইরের কেউ ঢুকে পড়েছে এর ভেতর।"

কিউল আর মোকামা বলল, "যাঃ বাবা! এতক্ষণ তা হলে ভুল বুঝে অযথা আমরা নিজেদের মধ্যেই মারামারি করে মরলাম। চল তো দেখি কোথায় কে?" এই বলে যেই না ওরা ছাদের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে যাবে অমনই পঞ্চু বিকট চিৎকার করে তেড়ে গেল তাদের দিকে।

কিউল, মোকামা আর ডেভিড পঞ্চুর তাড়া খেয়ে ছাদে উঠে পড়ল। কিন্তু উঠলে কী হবে! ছাদের দরজা যে বন্ধ করবে সে উপায়ও নেই। কেন না দরজাটা আগেই ভেঙে ফেলেছিল ওরা।

এদেরই ভেতর থেকে অন্য লোকটা পঞ্চুকে টপকে লাফিয়ে পড়ল সিঁড়ি থেকে। তার হাতে তখন দোনলা একটা রিভলভার। তবে সেই রিভলভার তাগ করবার সময় আর পেল না সে। এক জায়গায় একটা পিতলের ফুলদানি ছিল, ভোম্বল চোখের পলকে সেটা তুলে নিয়ে ছুড়ে মারল তার মুখে। হাত থেকে রিভলভার খসে পড়ল তার। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল সে।

এই সুযোগে বাবলু কুড়িয়ে নিল রিভলভারটা।

লোকটা চেঁচিয়ে বলল, "ওর ভেতরে গুলি পোরা আছে। সাবধান!"

বাবলু বলল, "কাকে সাবধান করছ? থাকুক না গুলি পোরা। ওটা তো এখন আমার হাতে। আর এসব আমি খুব ভালভাবেই চালাতে পারি। যদি বাঁচতে চাও তো ঢোকো ঘরের ভেতর। ঢোকো।"

বাবলু বলার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা লাফিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে দরজায় খিল দিল।

বিলু অমনই টপ করে তুলে দিল শিকলটা।

বাবলুরা লোকটাকে শিকলবন্দি করে দেখল সিঁড়ির ওপারে একেবারে শেষ ঘরখানির জানলায় এক সুশ্রী কিশোরীর মুখ উঁকি দিচ্ছে। তার চোখদুটি জলে ভরা। সে এতক্ষণ অবাক বিস্ময়ে সব কিছু চেয়ে চেয়ে দেখছিল। এবার চোখে চোখ পড়তেই বলল, "এই তোমরা কারা ভাই? আমাদের ঘরের দরজাটা খুলে দেবে? এই শয়তানগুলো আমাদের এখানে আটকে রেখেছে।"

বিলু আর ভোম্বল ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই মেয়েটি বেরিয়ে এল।

বিলু বলল, "তোমার নামই কি কানন?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু তোমরা কী করে আমার নাম জানলে?"

"আমরা পাণ্ডব গোয়েন্দা। আমরা জানতে পেরেছি তোমরা এখানে আছ।"

"আমিও মনে মনে সেইরকমই ভাবছিলাম। তোমরা ছাড়া এমন সাহসী কে হবে? আমাদের বাগানটা তো এখন বলতে গেলে তোমাদেরই।"

"কিন্তু তোমার বাবা কই?"

"উনি ভেতরে আছেন। খুব অসুস্থ। তা আমরা এখান থেকে বার হব কী করে ভাই?"

"সেজন্য কোনও চিন্তা নেই। পুলিশে ফোন করে দিয়েছি। তা ছাড়া আমরা তো আছি।"

ওদিকে তখন ঘেউ ঘেউ করে পঞ্চু বাড়ি মাথায় করে তুলেছে। কিউল, মোকামা আর ডেভিডকে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে ছাদময় ছোটাচ্ছে তখন।

এরই মধ্যে মোকামটা ডিগবাজি খেয়ে একসময় সিঁড়ির মুখে লাফিয়ে পড়ে তরতর করে নেমে এল বারান্দায়।

বাবলু, বিলু আর ভোম্বল তখন ওর অবস্থা দেখেই শুরু করল নাচ।

মোকামা রুদ্রমূর্তিতে ওদের দিকে এগোতেই রিভলভার তাগ করল বাবলু।

অন্য লোকটা তখন ঘরের জানলা থেকে চেঁচাচ্ছে, "ওর হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নে মোকামা। ও মহা বিচ্ছু। এখনই হয়তো গুলি করে দেবে।"

তাই না শুনেই মোকামা ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবলুর ওপর।

বাবলুও সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগার টিপে দিল।

'গুড়ুম' করে একটা শব্দ। তারপরই মোকামার দেহটা বারাউনি প্যাসেঞ্জারের ব্রেক কষার মতো পড়ে গেল নীচে নামবার সিঁড়ির মুখে।

একটু পরে পুলিশও এসে গেল। গাড়িভর্তি পুলিশ। বাচ্চু-বিচ্ছু, বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। তারাই বাড়ি দেখিয়ে পুলিশকে ডেকে আনল ভেতরে।

পুলিশ এসেই কিউল, ডেভিড আর বন্দি লোকটার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল। বিলু আর ভোম্বল সব কথা খুলে বলল পুলিশকে।

বাবলু বলল, "বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছুর জন্যই আমি মুক্তি পেলাম। আর পঞ্চুর কৃতিত্বটাও কম নয়! ও না থাকলে তো সবাই অক্ষম আমরা। ওকে ছাড়া ওই দুর্দান্ত প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়া সম্ভবই হত না।"

কানন বলল, "সত্যি, তোমাদের নামই এতদিন শুনেছিলাম। কিন্তু চোখে তো দেখিনি। তোমাদের ঋণ আমরা শোধ করতে পারব না ভাই। এখন আমার বাবার জন্য একটু কিছু করো। খুব অসুস্থ উনি।"

বাবলু বলল, "ভয় নেই। তোমার বাবাকে নিয়ে আমাদের বাড়ি চলে এসো তুমি। আমাদের বাড়ির ডাক্তারবাবুকে দিয়েই দেখাব।" এই বলে ডাক্তারখানায় ফোন করে আগে থেকেই খবর দিয়ে রাখল বাবলু।

এর পর পুলিশের সহযোগিতায় পুলিশের গাড়িতেই অসুস্থ ধূর্জটিবাবুকে নিয়ে চলে এল পাণ্ডব গোয়েন্দারা।

বাড়ির বাইরে আসতেই বিজয়গর্বে ডেকে উঠল পঞ্চু, "ভৌ। ভৌ-ভৌ।"

পুলিশ তখন বাড়ির ভেতরে-বাইরে জোর তল্লাশি চালাচ্ছে।

॥ ৫ ॥

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে কোনও একটা ছুটির দুপুরে মিত্তিরদের বাগানে পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই জড়ো হয়েছে। পঞ্চুও আছে সঙ্গে। গুলঞ্চগাছের সেই ধনুকের মতো বাঁকানো ডালে দোলনা বেঁধে বাচ্চু-বিচ্ছু মনের আনন্দে দোল খেয়ে যাচ্ছে। বাবলুও অনেকদিন পর বসেছে তার মাউথ অর্গানটা নিয়ে। পঞ্চু করছে কী, বাচ্চু-বিচ্ছুর দোল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে একবার এদিক একবার ওদিক যাচ্ছে।

এমন সময় হঠাৎ সেখানে যার আবির্ভাব হল তাকে দেখবে বলে বাবলু মোটেই আশা করেনি। তাই সবিস্ময়ে বলল, "এ কী, চিনুমামা! আপনি কখন এলেন?"

রোগা কালো ডিগডিগে প্যান্টশার্ট পরা চিনুমামা হেসে বললেন, "ঘাঁটিটা বেড়ে জায়গায় গেড়েছিস তো তোরা? বাঃ।"

বাবলু বলল, "কিন্তু মামা আপনি এখানে কী করে এলেন? কে দেখিয়ে দিল আপনাকে?"

"আরে দেখিয়ে দেওয়ার কি লোকের অভাব, না এটা সীমান্তের বাইরে যে, খুঁজে পাব না?"

"না, না। তা নয়। মানে আপনি তো এখানে আসেননি কখনও, তাই।"

"না এলেই বা! তোর মা বলল, আর আমিও একে-ওকে-তাকে জিজ্ঞেস করতে করতে চলে এলুম। এখানে তো দেখছি তোরা খুবই পপুলার। তাই যাকেই জিজ্ঞেস করি পাণ্ডব গোয়েন্দারা কোথায় বা মিত্তিরদের বাগান কোনখানে, সে-ই দেখিয়ে দেয়। কাজেই তোদের খুঁজে বার করতে কোনও অসুবিধেই হয়নি।"

চিনুমামাকে দেখে বাবলুর খুব আনন্দ হল। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছু ও পঞ্চুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল চিনুমামার।

পঞ্চু তো বিগলিত হয়ে লেজ নেড়ে নেড়ে চিনুমামার পা শোঁকাশুঁকি করতে লাগল।

চিনুমামা লাফিয়ে উঠলেন, "মাই গড! বাবলু, আগে তোর এই কুকুরটাকে সামাল দে দিকিনি। আমার সুড়সুড়ি লাগছে। তা ছাড়া কুকুর দেখলেই আমার জলাতঙ্ক হয়।"

বাবলু হেসে বলল, "আমাদের এ-কুকুর সে-কুকুর নয় মামা, বুঝলেন তো? একেবারে মানুষের মতো আদব-কায়দায় তৈরি। দেখবেন?" বলেই ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু ছুটে গেল বাবলুর কাছে।

"স্ট্যান্ড আপ।"

পঞ্চু দু' পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

"চিনুমামার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করো।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই সামনের পায়ের থাবাটা এগিয়ে দিল পঞ্চু।

চিনুমামা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, "থা— থা— থাক বাবা। খুব হয়েছে। আমার অত সার্কাসি ব্যাপারে কাজ নেই। তা যাক। তুই একটু তাড়াতাড়ি বাড়িতে আয়। তোর নামে একটা চিঠি এসেছে। রেজিস্ট্রি চিঠি। পিওন এসে দাঁড়িয়ে আছে। বলছে তুই না সই করলে চিঠি দেবে না।"

"সে কী! নতুন পিওন নাকি? আগেকার পিওন তো দরকার হলে এই বাগানে এসেও আমাদের চিঠি দিয়ে যেত। মায়ের কাছেও দিয়েছে কত চিঠি।"

"হয়তো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চিঠি বলে দিচ্ছে না। তোর মা বলল, "শিগগির তোদের খবর দিতে। তাই নিজেই এলাম।"

বাবলু বলল, "এসেছেন বেশ করেছেন। চলুন যাই। কী চিঠি দেখি।" বলে সকলকে বলল, "আয় তোরাও আয়। এবার বাড়িতে বসে গল্প করব। এই প্রথম চিনুমামা এসেছেন আমাদের বাড়িতে। চুটিয়ে গল্প করা যাবে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পঞ্চু সহ সদলবলে সকলেই এসে হাজির হল বাবলুদের বাড়ি। এসে দেখল একজন নতুন পিওন সবে চাকরিতে ঢুকেছে বোধহয়, এসে বসে আছে ওদের গেটের পাশে।

বাবলুকে দেখেই বলল, "এই চিঠিটা সই করে নাও।"

বাবলু হেসে বলল, "আপনি নতুন বুঝি?"

"হ্যাঁ। চিঠিটা মনে হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই পোস্টমাস্টারমশাই বলে দিয়েছিলেন এটা তোমার হাতেই দিতে। সেইজন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম তোমার জন্য। না হলে তোমার মায়ের হাতেই দিয়ে যেতাম।"

বাবলু সই করে চিঠি নিতেই পিওন চলে গেল।

মা বললেন, "একদম ঘরে থাকিস না তুই! দেখ দিকিনি চিনুটা এলটা এল অতদূর থেকে, কোথায় একটু চা করে দেব, জলটল খাওয়াব, তা আসতে না আসতেই ওকে পাঠালাম তোদের খোঁজে।"

চিনুমামা বিনয়ের হাসি হেসে বললেন, "তাতে কী হয়েছে? ভাগ্যে এসে পড়লাম। না হলে পিওন চলে যেত।"

চিনুমামা বাবলুর ঠিক আপন মামা নন। ওর মায়ের খুড়তুতো ভাই। চাঁইবাসায় থাকেন। কী করেন তা ভগবানও জানেন না। তবে কাজের থেকে পাগলামিটাই বেশি করেন। বাবলুদের এখানে আসবেন বলে বছরে দু'বার-তিনবার চিঠি দেন। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে আসছি বলেও আসেন না। এবারে তাই চিঠিপত্তর না দিয়েই ধূমকেতুর মতো চলে এসেছেন।

বাবলুরা মুখ-হাত-পা ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ঘরে ঢুকলে চিনুমামা বললেন, "দিদি, তোর ছেলে তো এসে গেছে। ওর বন্ধু-বান্ধবরাও এসেছে সব। এবারে তা হলে আমি যেগুলো এনেছি সেগুলো বার করে এদের সবাইকে ভাগ করে দে।"

বাবলু বলল, "কী এনেছ মামা?"

"প্যাঁড়া। চাঁইবাসার প্যাঁড়া। তোরা দেওঘরের প্যাঁড়া খেয়েছিস তো? এবার চাঁইবাসার প্যাঁড়া খেয়ে দেখ।"

ভোম্বল তো প্যাঁড়ার নাম শুনেই মুখে চাকুম চুকুম শব্দ করে জিভ দিয়ে ঠোঁটটাকে চেটে নিল একবার।

বাবলুর মা নিজেদের জন্য সামান্য কিছু রেখে বাকি সব প্যাঁড়াই সকলকে সমান ভাগে ভাগ করে দিলেন।

ততক্ষণে বাবলু সেই মোস্ট আর্জেন্ট লেখা রেজিস্ট্রি চিঠিটা খামের মুখ খুলে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। কয়েক ছত্র পড়েই লাফিয়ে উঠল সে, "আরে! এ যে দেখছি মেঘ না চাইতেই জল।"

সবাই বাবলুর মুখের দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে বলল, "কীরকম!"

বাবলু বলল, "কাননের চিঠি।"

সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠল, "কাননের! কী লিখেছে রে?"

বাবলু জোরে জোরে চিঠিটা পড়ে সকলকে শোনাতে লাগল। চিঠিটা এইরকম—

প্রিয় পাণ্ডব গোয়েন্দারা,

তোমাদের ঋণ আমরা কখনও শোধ করতে পারব না। আগামী ২রা ফেব্রুয়ারি আমার জন্মদিন। বাবার এবং আমার খুব ইচ্ছে যে, তোমরা সকলে ওইদিন আমাদের এখানে আসো। তোমাদের টাকা-পয়সা দিয়ে ছোট করতে পারব না। তবু আমার প্রীতির নির্দশন হিসেবে তোমাদের যাতায়াতের দায়িত্বটা আমিই নিলাম। শ্রীমান পঞ্চুচন্দ্রকেও সঙ্গে এনো কিন্তু। ওকে তোমরা কীভাবে আনবে জানি না, তবু তোমরা পাঁচজন এবং পঞ্চুর মোট ছ'টা বার্থ ১লা ফেব্রুয়ারি দানাপুর এক্সপ্রেসের থ্রি-টায়ারে রিজার্ভ করিয়েছি। গিরিডি কোচে। তোমাদের আসা চাই। না এলে দুঃখ পাব। তোমরা যথাসময়ে স্টেশনে চলে এলেই রেলের চার্টে তোমাদের নাম দেখতে পাবে। আর বগির কাছে এলেই দেখবে রায়বাবু নামে একজন ভদ্রলোক তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। ওঁর কাছে টিকিট থাকবে। তোমরা গেলেই টিকিট দিয়ে দেবেন উনি। তবে হ্যাঁ, একটু সময় নিয়ে স্টেশনে আসবে কিন্তু, কেমন?

ইতি— কানন

চিঠি পড়া শেষ হতেই যেন আনন্দের বন্যা বয়ে গেল ওদের ভেতর। ওঃ, কী আনন্দ। কাননের জন্মদিন। তায় আবার ছোটনাগপুরের হাজারিবাগ জেলার সুন্দর ছোট্ট শহর গিরিডিতে। কী মজা! এ আনন্দ কি রাখা যায়? স্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবে এই জায়গার যেমনই সুনাম তেমনই আকর্ষক এর উশ্রী ফলসটি। কাননের জন্মদিনে গেলে হই-হুল্লোড় আনন্দ এবং নতুন জায়গায় ঘুরে বেড়ানো, সবই হবে। টিকিট কাটার ঝামেলা নেই, কোনও কিছু নেই। শুধু কষ্ট করে স্টেশনে গেলেই ট্রেনে চেপে পৌঁছে যাওয়া।

চিনুমামা বললেন, "তা হলে তো কালই তোদের যেতে হচ্ছে?"

"হ্যাঁ, কালই যাচ্ছি আমরা দানাপুর এক্সপ্রেসে রাতের গাড়িতে।"

বিলু বলল, "কী মজা না? এই তো কিছুদিন আগে আমরা বোরাগুহালু থেকে ঘুরে এলাম। এবার যাচ্ছি গিরিডি।"

চিনুমামা বললেন, "যা বাব্বাঃ! আমি কোথায় এলুম তোদের নিয়ে একটু হইচই, আনন্দ করব বলে, আর তোরাই পালাচ্ছিস? আমিও তা হলে পালাই। কালই রাতের সম্বলপুর ধরব আমি।"

বাবলুর মা বললেন, "তোদের কি যেতেই হবে?"

চিনুমামা বললেন, "যেতে তো হবেই। না গিয়ে উপায়ই বা কী? পাছে না যায় সেইজন্য ওরা একেবারে টিকিট কেটে রিজার্ভেশন করে চিঠি দিয়েছে। না গেলে অত টিকিট নষ্ট হবে।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা চিনুমামা, এক কাজ করলে হয় না?"

"কী কাজ?"

"যদি আপনিও আমাদের সঙ্গে যান?"

"ওরে বাবা। তোরা যাচ্ছিস নেমন্তন্ন পেয়ে মাছ-মাংস-দই-মিষ্টি ওড়াতে, আমি সেখানে 'হংস মধ্যে বক যথা' হয়ে কী করব বল?"

"তাতে কী হয়েছে? আপনি হচ্ছেন আমাদের গেস্ট। কাজেই আপনি সঙ্গে থাকলে তো কারও কিছু মনে করবার কথা নয়। দু'-চারদিন থেকে আবার ফিরে আসব আমরা। চলুন যাবেন?"

বাবলুর মা-ও আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, "যা না তুই। ঘুরে আয়। কানন মেয়েটি খুব ভাল। ওদের সঙ্গে তুই গেলে খুব খুশি হবে ও।"

"বলছিস?"

"হ্যাঁ। তুই গেলে আমিও একটু নিশ্চিন্ত থাকি। কেন না ওরা এই ক'জনে বাইরে গেলেই যেন যত রাজ্যের ঝামেলা এসে ওদের ঘাড়ে চাপে।"

চিনুমামা বললেন, "গেলে অবশ্য মন্দ হয় না। ঠিক আছে, আমিও যাব।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আনন্দের আর অবধি রইল না।

॥ ৬ ॥

পরদিন রাত্রিবেলা যথাসময়ে ওরা হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছল। চিঠিতে নির্দেশ দেওয়াই ছিল দানাপুর এক্সপ্রেসের থ্রি-টায়ারে গিরিডি কোচের সামনে এসে দাঁড়াবার জন্য। সেই নির্দেশমতোই ওরা এল।

চিনুমামার তো রিজার্ভেশন ছিল না। তাই একটা টিকিট কেটে নিলেন।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঢুকে প্রথমেই ওরা চার্টে ওদের নাম খুঁজে নিল। হ্যাঁ, আছে। পর পর নাম আছে ওদের। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এবং মি. পঞ্চুর।

চিনুমামা বললেন, "ভালই হয়েছে। তোদের পঞ্চুর বার্থটা আমি নেব।"

বাবলু বলল, "একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন, যে-কোনও রিজার্ভেশন টিকিটেই নামের সঙ্গে বয়সের উল্লেখ থাকে। এখানে পঞ্চুর টিকিটে কিন্তু তা নেই। শুধু একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন আছে।"

চিনুমামা বললেন, "তাতে তোর কী? এসব নিয়ে মাথা ঘামাস না। না থেকে বরং ভালই হয়েছে। চেকার এলে আমি বলব আমারই নাম মি. পঞ্চু। কে অত খতিয়ে দেখছে?"

সবাই হেসে উঠল।

এমন সময় একজন মধ্যবয়সি ভদ্রলোক হাসতে হাসতে ওদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, "এই যে! তোমরা এসে গেছ দেখছি। তোমরাই পাণ্ডব গোয়েন্দা তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"মিত্তিরবাবু আমার বন্ধু হন। তাঁর নির্দেশমতো ছ'টা টিকিট কেটে রেখেছি। এই নাও। তোমাদের পঞ্চুচন্দ্রের জন্যও আলাদা একটা টিকিট কাটা হয়েছে বার্থসমেত। দেখি, এ-গাড়ির কোচ অ্যাটেনডেন্ট কে আছে, তাকে একটু বলে দিই যেন ওকে তোমাদের সঙ্গেই যেতে দেয়।"

বলতে বলতেই চার্ট হাতে একজন কোচ অ্যাটেনডেন্ট এসে দাঁড়ালেন। তারপর ভদ্রলোককে দেখেই বললেন, "আরে রায়দা? কী খবর?"

"ও, তুমি আছ? ভালই হয়েছে।"

"মধুপুরে যাচ্ছেন নাকি?"

"না। আজকে যাচ্ছি না। আজই এই ছেলে-মেয়েগুলোকে তুলতে এসেছি। আমার বড় নাতিটার খুব অসুখ। তাই ভাবছি এ-সপ্তাহটা কসবাতে থেকেই যাই।"

"এরা কারা?"

"এরা হচ্ছে বিখ্যাত পাণ্ডব গোয়েন্দারা। তা শোনো, এই ছেলে-মেয়েগুলো গিরিডি যাচ্ছে। মিত্তিরবাবুর বাড়ি। এদের সঙ্গে একটা কুকুরও আছে। অনেক ঝামেলা করে ওর জন্যে একটা বার্থ ম্যানেজ করিয়েছি। তা ভাই তুমি একটু দেখেশুনে নিয়ে যেয়ো ওদের।"

অ্যাটেনডেন্ট বললেন, "এমনিতে তো নিয়ে যেতে আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে রেলের আইনে এইভাবে কুকুর নিয়ে যাওয়া চলে না। বিশেষ করে আসানসোল জায়গাটা খুব খারাপ। ডি এস-এর লোকটা যদি হঠাৎ উঠে পড়ে তা হলে কিন্তু কেলেংকারি হয়ে যাবে। তবু আপনার লোক বলেই চেষ্টা করব।"

বাবলু বলল, "তা হলে এক কাজ করুন না, আমাদের সঙ্গে আমাদের এই মামাও যাচ্ছেন। এঁকে পঞ্চুর বার্থটা দিয়ে দিন।"

"টিকিট দেখি?"

চিনুমামা টিকিট দেখাতেই অ্যাটেনডেন্ট বললেন, "নিন, উঠে পড়ুন। এখনও দশ-বারোটা বার্থ এমনিতেই ফাঁকা পড়ে আছে। কাজেই অসুবিধের কিছু নেই। তবে তোমরা বরং এক কাজ করো, কুকুরটাকে বার্থের নীচে শুইয়ে দাও যাতে কারও চোখে না পড়ে।"

ওরা তাই করল। রায়বাবুকে অভিনন্দন জানিয়ে উঠে পড়ল ট্রেনে।

দানাপুর এক্সপ্রেসের গিরিডি কোচের বার্থে শুয়ে গিরিডি যাওয়ার আনন্দে ভোম্বল তো গানই শুরু করে দিল গলা ছেড়ে।

চিনুমামাও আনন্দের আতিশয্যে একটা আপার বার্থ দেখে শুয়ে পড়লেন লম্বা হয়ে।

রায়বাবু বাবলুর হাতে টিকিটগুলো দিয়ে বললেন, "আমি তা হলে আসি? তোমরা যাও"

বাবলু ঘাড় নেড়ে জানাল, "আচ্ছা।"

রায়বাবু বললেন, "শোনো, এই বগিটা মাঝরাত্তিরে মধুপুরে কেটে রেখে দানাপুর এক্সপ্রেস চলে যাবে। তোমরা যেন ঘাবড়ে যেয়ো না। তারপর ওখানকার একটা লোক্যাল ট্রেন এসে বগিটাকে তার সঙ্গে জুড়ে নিয়ে পৌঁছে দেবে গিরিডিতে। খুব ভোরবেলা।"

বাবলু বলল, "বেশ। আমরা তা হলে পরম নিশ্চিন্তে শয্যা নিতে পারি এবার?"

রায়বাবু ঘাড় নেড়ে চলে গেলেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা রাতের গাড়িতে কোথাও গেলে ওদের খাওয়াদাওয়ার একটা আলাদা ব্যবস্থা থাকে। যেমন, মুরগির মাংস, তন্দুরি রুটি অথবা লুচি, আর থাকে বড় বড় সন্দেশ। এ ছাড়া জলযোগের জন্য বিস্কুট চানাচুর তো থাকেই।

ট্রেন ছাড়তেই ওরা গোল হয়ে ঘিরে বসল সকলে। তারপর শুরু করল খাওয়াদাওয়া। খাবার সময় চিনুমামাও ওপর থেকে নেমে এলেন।

গাড়ির দুলুনিতে দুলে দুলে এইসব ভাল ভাল খাবার খেতে কী ভাল যে লাগে তা যে উপভোগ করেনি তাকে বোঝানো যাবে না।

এদিকে ওদের ঠিক পেছনদিকে তিন থাকের বার্থের বসে ছিল গায়ে নামাবলি দেওয়া কপালে তিলক আঁকা এক বুড়ি। এবং তার এক সঙ্গিনী। সম্ভবত প্রতিবেশী কেউ। বুড়ি মালা জপছিল আর মাঝে মাঝে বলছিল, "হরেকৃষ্টিওঁ।" হঠাৎ মুরগির মাংসর গন্ধ নাকে যেতেই লাফিয়ে উঠল বুড়ি, "অ্যাঁ! এ কী কাণ্ড! গাড়িতে বসে আর কিছু খাবার জিনিস পেল না শেষকালে মুরগির মাংস! ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ। গৌর শ্রীহরি,

গৌর শ্রীহরি। বলি হ্যাঁগা ল্যাংচার মা, তুমি একবার উঠে গিয়ে দেখে এসো তো মুখপোড়ারা ক'জন আছে?"

ল্যাংচার মা বলল, "তুমি চুপ করো দেখি বামুন মা, গাড়িতে কতরকমের লোক উঠবে, কত কী খাবে। তাই নিয়ে রাগ করলে চলে কখনও? ওরা শুনবে কেন তোমার কথা?"

"শুনবে না মানে? শুনবে না বললেই হল? এটা কি হোটেল যে, যা ইচ্ছে তাই করে খাবে? যা খুশি তাই খাবে?"

বাবলুরা সবাই শুনল। আর মুখ টিপে হাসতে লাগল। বুড়ি খেপেছে খুব। বিলু বলল, "এবার হয়তো লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে।"

হয়তো কেন, সত্যি সত্যিই তেড়ে এল বুড়ি। বলল, "হ্যাঁ বাছারা, বলি তোমাদের ব্যাপারটা কী? গাড়ির মধ্যে কী এসব! এই যে নামের মালা নিয়ে বসে আছি, তা ওই গন্ধ নাকে এলে আমার খাওয়া হবে?"

চিনুমামা বুড়িকে দেখেই খাওয়ার স্পিড বাড়িয়ে দিলেন। গপাগপ, গপাগপ। তারপর চটপট সব মুখে পুরে যেই না বুড়ির পাশ কাটিয়ে কলে মুখ ধুতে যাবেন, বুড়ি অমনই রুখে দাঁড়াল, "দেখো ভাল হবে না বলছি। এদিককার কলে আসবে তো কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেব। ওই ওদিকে যাও। এত বড় বুড়ো দামড়া, গাড়িতে বসে মুরগি খেতে লজ্জা করল না? ওই হাতে সর্বস্ব করবে তোমরা। তোমাদের ঘরে কি ঠাকুর দেবতা নেই?"

চিনুমামা বললেন, "সব আছে। শুধু তোমার মতো একটি দিদিমা আমাদের নেই। এরকম একটি ছুঁচিবাই দিদিমা থাকলে তো আমাদের এত অধঃপতন হত না। তা দিদিমা, একটু পায়ের ধুলো দেবে?" বলেই ঝুঁকে পড়ে বুড়িকে প্রণাম করতে গেলেন চিনুমামা।

বুড়ি তো লাফিয়ে উঠল, "হরেকৃষ্‌টিওঁ, হরেকৃষ্‌টিওঁ। এ কী করো বাছা! ছুঁয়ো না আমাকে। মুরগির হাত তোমার। এখনই গায়ে গঙ্গাজল ছিটোতে হবে। অত আদিখ্যেতায় কাজ নেই। খুব হয়েছে, থাক।" তারপর বাবলুদের বলল, "এই ছেলেগুলো, তোমরা মুরগি খেয়ে ঠ্যাং-ম্যাংগুলো সব জানলা দিয়ে বাইরে ফেলবে। বুঝলে? আর এদিককার কলে একদম আসবে না। ওই ওদিককার কলে যাবে।"

বাবলু বলল, "বুঝেছি।"

চিনুমামা তখন হঠাৎ ছেলে-মানুষের মতো নেচে নেচে গান ধরেছেন।

বুড়ি তো তেলে-বেগুনে। আরও রেগে বলল, "এই মুরগি হাত নিয়ে যদি সর্বস্ব ছোঁয়া-ন্যাপা করবে তা হলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি।"

চিনুমামা আবার গান ধরল।

বুড়ি বলল, "তবে রে! ফাজলামি বের করছি, দাঁড়া। কোথায় গেল লাঠিটা। ল্যাংচার মা— অ ল্যাংচার মা! একবার লাঠিটা নিয়ে এদিকে এসো তো।"

চিনুমামা তখন এক ছুটে ওদিকের কলে।

এমন সময় কোচ অ্যাটেনডেন্ট ভদ্রলোক এসে পড়লেন সেখানে। তারপর সব কিছু দেখেশুনে বুড়িকে বললেন, "তা দিদিমা, আপনার যদি অসুবিধে হয় তো বলুন। আমি ওইদিকের সিটে সরিয়ে দিচ্ছি আপনাকে। ওদিকটা খালি আছে।"

"না বাবা। আমাদের জায়গা ছেড়ে আমরা কারও জায়গায় যাব না। আমার গণেশ এসে যেখানে বসিয়ে দিয়ে গেছে আমরা সেইখানেই বসব। তারপর রাতদুপুরে কে কখন এসে তুলে দেয় তার ঠিক নেই।।"

"কে তুলবে? আমি তো আছি গাড়িতে।"

"তোমাদের বিশ্বাস নেই বাবা। কখন কোন স্টেশনে নেমে যাও তার ঠিক নেই। পরে অন্য চেকার এসে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিক আর কী! তুমি যাও তো। বেশি বকিয়ো না।" এই বলে বুড়ি আর ল্যাংচার মা মুখ ঘুরিয়ে বসল।

একটু পরে যে দৃশ্য দেখা গেল তা দেখলে কেউই জিভের জল ঠিক রাখতে পারবে না। বুড়ি আর ল্যাংচার মা করল কী, সিটের ওপর কলাপাতা বিছিয়ে সাবুর খিচুড়ি, তরকারি, চাটনি আর ইয়া বড় বড় মালপো টিফিন কৌটো থেকে বার করে সাজাতে লাগল।

তাই না দেখেই চিনুমামা করলেন কী সটান লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন বুড়ির পায়ের তলায়।

বুড়ি তো হাঁ হাঁ করে উঠল, "আরে এ কী! এ কী! করো কী বাছা? গায়ে ধুলো লাগবে যে!"

চিনুমামা বললেন, "লাগুক। তোমাকে একটা পেন্নাম করবার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল আমার। তাই করলাম। আমার ছোঁয়া তো তুমি নেবে না, না হলে পায়ে হাত দিয়ে পেন্নাম করতাম।"

"তা হঠাৎ কত পেন্নামের ঘটা কেন শুনি?"

"ওই মালপো আর খিচুড়ির ভাগ যে আমার চাই। আঃ, কতদিন খাইনি এসব।"

বুড়ি বলল, "এই কথা? তা বললেই তো হত বাছা। একটু খিচুড়ি আর মালপো খাবে এ এমন কী?" এই বলে একটা কলাপাতায় একটু খিচুড়ি, তরকারি আর মালপো নিয়ে যেই না চিনুমামাকে দিয়েছে অমনই পঞ্চু সিটের তলা থেকে বেরিয়ে একেবারে বুড়ির সামনে হাজির।

বুড়ি আবার হাঁ হাঁ করে উঠল। পঞ্চুকে দেখেই 'হ্যাট হ্যাট' করতে লাগল। তারপর চেঁচাতে লাগল, "টি টি বাবু! অ টি টি বাবু! বলি গেলে কোথায়! কী কুক্ষণেই যে ঘর থেকে বেরিয়েছিলুম! একদিকে মুরগির হল্লা, একদিকে কুকুরের মচ্ছব। হরেকৃষ্টিওঁ। ট্রেনের ভেতর কুকুর এল কোত্থেকে রে বাবা!"

চিনুমামা বললেন, "যেখান থেকেই আসুক। হাজার হলেও কৃষ্ণের জীব। দিন না একটু। খাবার পেলেই চলে যাবে।"

বুড়ি তবু চেঁচাতে লাগল, "এই টি টি-গুলোই হচ্ছে পাজির পা-ঝাড়া। ট্রেন ছাড়বার সময় কিছুতেই দেখবে না এর ভেতর চোর-ডাকাত কুকুর-বাঁদর কী ঢুকে আছে! ব্রিটিশও গেছে, রেলেও যেন আগুন লেগেছে। ব্রিটিশ থাকলে এইসব লোকের সঙ্গে সঙ্গে চাকরি চলে যেত।"

চিনুমামা বললেন, "ব্রিটিশ আমলে ট্রেনে তো এমন শুয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না দিদিমা। এমন মজা তখন পেতে?"

"তখন তার দরকারও ছিল না। এত লোকও ছিল না তখন। এমনই শুয়ে যেত লোকে।"

পঞ্চু তখনও নড়েনি দেখে বুড়ি একটা মালপো ওর দিকে ছুড়ে দিল।

পঞ্চু সেটা মুখে নিয়েই আবার চলে গেল যথাস্থানে।

ট্রেন তখন বর্ধমানে থেমেছে।

খাওয়াদাওয়ার পর শোওয়ার পালা। চিনুমামা একটি আপার বার্থে উঠে শুয়ে পড়লেন। আর পাণ্ডব গোয়েন্দারা যে যার পছন্দসই বার্থে। পুরো কামরাটাই খালি বলতে গেলে। মাঝেমধ্যে কয়েকজন লোক শুয়ে আছে শুধু। আর বাবলুর বার্থের নীচে ওদের মালপত্তরগুলো আগলে শুয়ে আছে পঞ্চু।

॥ ৭ ॥

রাত তখন কত তা কে জানে? হঠাৎ পঞ্চুর বিকট চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল সকলের। সবাই ঝেড়েমেড়ে উঠে বসে দেখল সম্পূর্ণ বগিটা ঘন অন্ধকারে ভরা। তারই মাঝে দু'-তিনজন প্রাণের দায়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। আর তাদের ভয়ংকরভাবে তাড়া করে চলেছে পঞ্চু।

ওরা কে বা কারা এবং কেনই-বা পঞ্চু ওদের তাড়া করছে, তা ভেবেই পেল না কেউ। কেন না এই অন্ধকারে মনে হচ্ছে এটা রেলের কামরা নয়, যেন একটা প্রেতপুরী। এদিক ওদিক থেকে যাত্রীদের কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছে, "ওরে বাবারে, আমার কি সর্বনাশ হয়ে গেল রে! আমার যথাসর্বস্ব নিয়ে গেল ওরা।" কেউ-বা, "আমার সুটকেস! সুটকেস নেই কেন?" এরই মধ্যে বুড়ির গলাও শোনা গেল, "ওরে বাবারে আমার নামের ঝুলি কে নিয়ে গেল!"

ব্যাপারটা যে কী ঘটছে সেটা বুঝতেই বাবলু টর্চ বার করে জ্বালাল। টর্চ জ্বেলেই দেখল যেন একটা দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে। বাবলু বলল, "বিলু, ভোম্বল, কুইক। মার, মার ব্যাটাদের।"

বাবলুর পিস্তলও রেডি। কিন্তু কাকে গুলি করবে তাই দিয়ে? এই হুটোপুটিতে কে যে চোর আর কে যে যাত্রী, তা বোঝাই মুশকিল!

এতক্ষণে হঠাৎই একজনের হাতে একটা ছোরা দেখা গেল। পঞ্চুর তাড়া খেয়ে লোকটি ছুটতে ছুটতে এদিকে আসছে। যেই না আসা বাবলু অমনই লোকটাকে ফেলবার জন্য ওর একটা পা এগিয়ে দিল। লোকটি হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সেখানে। আর পঞ্চু অমনই তার পিঠের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে গোঁ গোঁ করতে লাগল।

বিলু লোকটির হাত থেকে ছোরাটা কেড়ে নিল।

বাবলু চেঁচিয়ে বলল, "আমি যাত্রী সাধারণকে অনুরোধ করছি আপনারা অযথা ছুটোছুটি না করে যে যার জায়গায় চুপ করে বসুন। না হলে আমাদের কুকুরের কামড়ে অসুস্থ হয়ে পড়বেন। আপনারা যে যার সিটে না বসলে আমরা আসল চোরেদের চিনতে পারব না।"

বাবলুর কথায় কাজ হল। যে যার সিটে বসে পড়তেই দু'জন লোককে এদিকে আসতে দেখা গেল। তারা নিশ্চয়ই পড়ে যাওয়া লোকটিকে তুলতে আসছিল। কিন্তু তারা কাছে আসার আগেই পঞ্চু হাউ হাউ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। মোট তিনজন। দলে আর কেউ থাকলেও তারা পালিয়েছে।

বাবলুরা টর্চের আলোয় দেখল বগিটা সানটিং-এ আছে। অর্থাৎ এই জায়গাটা মধুপুর। দানাপুর এক্সপ্রেস বগি কেটে রেখে চলে গেছে। এখানে চারদিকে শুধু ইঞ্জিনের যাওয়া আসা আর মালগাড়ির ঝন ঝন শব্দ।

বিলু বলল, "বগিটা প্ল্যাটফর্মেই পড়ে থাকলে এই দুর্ঘটনা ঘটত না। আসলে এরা এই অন্ধকারে ঘুমন্ত যাত্রীদের অচেতনার সুযোগটা নেয়।

বাবলু যাত্রীদের বলল, "আপনারা সবাই টর্চের আলোয় আগে দেখুন কার কী খোয়া গেছে। কারণ চোর যখন ধরা পড়েছে তখন মালপত্তর পাবেনই।"

বুড়ি চেঁচিয়ে বলল, "বাবা, আমার তোরঙ্গ আর নামের ঝুলি দুই-ই গেছে। একটু দেখো না বাবা খুঁজে পেতে।"

পঞ্চু হঠাৎ সেই অন্ধকারে কোথা থেকে নামের ঝুলিটা কুড়িয়ে এনে বুড়িকে দিল। বুড়ি তো আনন্দে গদগদ।

বাবলু বলল, "আমার মনে হয় এরা মালপত্তর চুরি করে লাইনের ধারেই কোথাও নামিয়ে রেখেছে। যদি এদের দলের লোকেরা নিয়ে চলে গিয়ে না থাকে তা হলে সবার সব কিছু পাওয়া যাবে।"

বাবলু এই কথা বলতেই কয়েকজন লোক এদিক ওদিক করে ঝুপঝাপ নেমে পড়ল লাইনের ধারে। বাবলুরাও নামল। বাবলুর অনুমানই ঠিক। টর্চের আলোয় দেখা গেল একগাদা মাল লাইনের ধারে নামানো আছে।

বাবলু বলল, "তার মানে এটা একটা ছিঁচকে চোরের দল। চুরির ব্যাপারে এই তিনজনই তা হলে ছিল। সবার সব মালপত্তর চুরি করে আমাদের সম্পত্তিতে হাত দিতে গিয়েই মজা টের পায়। কেন না পঞ্চু ছিল আমাদের সম্পত্তির পাহারাদার। কাজেই হাতেনাতে ফল পেয়ে যায় ওরা।"

কয়েকজন লোক খোয়া যাওয়া মালপত্তরগুলো কামরায় ওঠাতে লাগল। আর কয়েকজন চেপে ধরল সেই আহত লোক দু'জনকে। একজন তো মেঝেয় শুয়ে ছটফট করছিল। তাকেও ধরে ওঠাল সকলে। তারপর চলল মারধোর ও জিজ্ঞাসাবাদের পালা।

ইতিমধ্যে একটি কয়লার ইঞ্জিন এসে কামরাটাকে কট করে কামড়ে ধরল। তারপর সেটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

বাবলু বলল, "আর ভয় নেই। প্ল্যাটফর্মে আরও লোকজন পাব। কামরাতেও এবার আলো জ্বলবে।"

সত্যিই তাই। কামরাটা গিরিডি প্যাসেঞ্জারে জুড়ে দিতেই আলোয় ভরে উঠল চারদিক। সবাই তখন আহত লোক তিনজনকে মারতে মারতে প্ল্যাটফর্মে নামাল।

মধুপুরের প্ল্যাটফর্মে যাত্রী পুলিশ সবাই ছুটে এল হইহই করে।

কে যেন একজন ছড়া কেটে বলল, "বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এইবারে ঘুঘু তব বধিব পরাণ। রোজই বাবা তোমরা কারও না কারও মালপত্তর হাপিস করে দাও। আজ বোঝো ঠেলা। এবার এসো তো মানিক সবাই মিলে তোমাদের খাস্তার গজা বানিয়ে দিই।" বলেই কী মার, কী মার, কী মার!

বাবলু বলল, "আরে দাদারা করছেন কী? মরে যাবে যে! ওদের পুলিশে দিন।"

কে যেন বলল, "পুলিশে দিয়ে কী হবে? এখন দিলে তো সকালে ছাড়া পেয়ে যাবে। তার চেয়ে আজই ওদের শুভরাত্রি হয়ে যাক।" এই বলে ওরা মারতে মারতে লোকগুলোকে প্ল্যাটফর্মের বাইরে অন্ধকারে নিয়ে গেল।

এমন সময় দেখা গেল বাবলুদের চিনুমামাকে দু'জন রেলপুলিশ হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নামাল।

চিনুমামা চেঁচাতে লাগলেন, "এই কি করতা হ্যায়? ছেড়ে দাও হামকো। হাতে লাগতা হ্যায়।"

"ছোড়েগা? নেহি ছোড়েগা। ডাকু কাঁহাকা। চলো হামারা সাথ।"

সবাই বলল, "কী হল?"

"আউর এক ডাকু থা। পাকড় লিয়া।"

বাবলু বলল, "কোথায় ডাকু? এ তো আমাদের চিনুমামা।"

ভোম্বল বলল, "ছাড়ো, ছাড়ো বলছি। কে ডাকাত আর কে ভালমানুষ তাও চেনো না? একজন নিরীহ লোককে ধরে টানতে টানতে নামালে?"

ওরা তবু বলে, "নেহি ছোড়েঙ্গে। এ ভি ডাকু হ্যায়। এ আদমি ডাকু নেহি হ্যায় তো সিট কা অন্দর মে ঘুসা থা কাহে? পহলে ইনকো পুছিয়ে।"

চিনুমামা বললেন, "বাবা, সিট কা অন্দর মে ঘুসা থা কি সাধে? আমি ডাকুকা ভয়েতে সিটের তলা মে ঢুকে পড়া থা। আর তুমি লোক আমাকে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসতা হ্যায়।"

চিনুমামার হিন্দি শুনেই বোধহয় হিন্দুস্থানি পুলিশ দু'জন চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর অবাক হয়ে বলল, "তো তুমি ডাকু নেহি হো?"

চিনুমামা বললেন, "ভোঃ।"

"স্টেশনে তখন ট্রেন ছাড়বার ঘন্টি পড়েছে। বাবলুরা সবাই উঠে পড়ল কামরায়। কিন্তু এ কী! এটা কি থ্রি-টিয়ার বগি? ওরা উঠে দেখল অজস্র যাত্রীতে ভরে গেছে কামরাটা। এবং যে যেখানে পেরেছে শুয়ে ঘুমোতে শুরু করে দিয়েছে। বাবলুরা কথাপ্রসঙ্গে জেনে নিল এরা সবাই ডেলি প্যাসেঞ্জার এবং গিরিডি চলেছে। ওদের কেউ অভ্র চেরাইয়ের কাজ করে, কেউ মিলে, কেউ-বা অন্য কোথাও। এখন যায়। ফেরে সন্ধ্যার গাড়িতে।

যাই হোক, ট্রেন চলতে শুরু করলে ডাঁই করা মালপত্তরগুলো থেকে যার যা জিনিস তাকে তা ফেরত দেওয়া হল।

মধুপুর থেকে ছেড়ে ট্রেন থামল জগদীশপুরে। তারপর মহেশমুণ্ডায়। তারও পরে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই গিরিডিতে। স্টেশনের নাম অবশ্য গিরিডি নয়। গিরিডিহি।

॥ ৪ ॥

গিরিডি স্টেশন থেকে দু'-তিন মিনিট হেঁটে গেলেই মাড়োয়ারিদের একটি চমৎকার ধর্মশালা আছে। নাম রাজঘরিয়া ধর্মশালা। ভারী সুন্দর ব্যবস্থা এখানকার। মেঝেয় পুরু গদি পাতা তাকিয়া, বালিশ সব কিছুই আছে। আর আছে আলো, পাখা। সুন্দর শাওয়ারযুক্ত বাথরুম এবং অফুরন্ত জল।

বাবলুদের ইচ্ছে ছিল ওই ধর্মশালায় উঠে বিশ্রাম নিয়ে সন্ধের সময় বারগণ্ডাতে কাননদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হবে। এই মনে করে ওরা প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে যেই না রাস্তায় নেমেছে অমনই কোথা থেকে যেন কিশোরী কানন বেণী দুলিয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল বাচ্চু-বিচ্ছুকে। তারপর বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরোতে এত দেরি করলে কেন বাবলুদা? আমি তো ভাবলাম বুঝি এলেই না!"

বাবলু হেসে বলল, "একে তোমার জন্মদিন। তার ওপর তুমি যেভাবে টিকিটের ব্যবস্থা করে নেমন্তন্ন জানিয়েছ, তাতে কি না এসে থাকতে পারি?"

বিলু বলল, "তুমি টিকিটের ব্যবস্থা না করলেও আমরা আসতাম। কেন না আমরা কূপমণ্ডুক (কুয়োর ব্যাঙ) হয়ে থাকতে চাই না। আমরা পড়াশোনা এবং অন্যান্য কাজের ফাঁকে সুযোগ পেলেই দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। তার ওপর গিরিডিতে আমরা আসিনি কখনও। কাজেই তোমার আকর্ষণে, গিরিডির আকর্ষণে এবং উশ্রীর আকর্ষণে আমরা আসতামই।"

বাবলুদের সঙ্গে চিনুমামাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কানন একটু অবাক হয়ে বলল, "এঁর পরিচয় পেলাম না তো? ইনি কি তোমাদের সঙ্গে এসেছেন?"

বাবলু বলল, "ও হোঃ। কানন, তোমার সঙ্গে তো এঁর পরিচয়ই করিয়ে দেওয়া হয়নি। উনি হচ্ছেন আমাদের চিনুমামা। আমাদের সকলের এবং তোমারও। খুব মজার লোক। চাঁইবাসায় থাকেন। আমাদের সঙ্গে জোর করে ওঁকে টেনে এনেছি তোমাদের এখানে। আশা করি তোমাদের কোনও অসুবিধে হবে না।"

কানন বলল, "ছিঃ ছিঃ। কী যে বলো! অসুবিধে হবে কেন? উনি আমাদের বাড়ি এসেছেন এ কী কম কথা? আমার কত ভাগ্য।"

পঞ্চু এতক্ষণ একটু একা একা বোধ করছিল, ওর সঙ্গে কেউ কথা বলছিল না বলে। এবার কানন ওকে জড়িয়ে ধরে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেই একেবারে ওর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে কুঁই কুঁই করতে লাগল পঞ্চু।

কানন একটি টাঙ্গাকে আগে থেকেই বলে রেখেছিল। তাই সেটা এগিয়ে আসতেই ওরা ঠাসাঠাসি করে তাইতেই বসে পড়ল। ভোরের গিরিডিতে সামান্য পথ পরিক্রমার পর ওরা বারগণ্ডায় কাননদের বাড়িতে এসে পৌঁছল।

বাড়ি দেখে তাক লেগে গেল সকলের! বাড়ি তো নয়, যেন একটি রাজপ্রাসাদ। সামনের চৌকশ জায়গায় ফুলের বাগান। আর বাড়ির পেছনে উঁচু পাঁচিল ঘেরা জমিতে ফলের বাগান। তাদের মধ্যে ধবধবে সাদা বিশাল গুঁড়ির কয়েকটি ইউক্যালিপটাস গাছও আছে।

কাননের বাবা ধূর্জটিবাবু বাড়িতেই ছিলেন। বাবলুরা যেতে খুব খুশি হলেন তিনি। বললেন, "এসো বাবা এসো, আজ তোমাদের বোনের জন্মদিন। ওর খুব ইচ্ছে তোমরা আসো। তাই তোমাদের আসার প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে ছিল ও।"

বাবলু বলল, "আপনি কেমন আছেন?"

"আমার থাকাথাকির কিছু নেই বাবা। হাই প্রেশারের রুগি। এই আছি ভাল, এই মন্দ হয়ে গেল। প্রেশার উঠলে আমি আর কারও নয়।"

কানন চিনুমামার সঙ্গে ওর বাবার পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর ওদের সকলকে দোতলার একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে বলল, "এই ঘর তোমাদের। পছন্দ তো?"

বাড়ির চাকর দয়ালদাও সঙ্গে ছিল। বলল, "না পছন্দ হলে অন্য ঘরও দেখাতে পারি।"

বাবলুরা সবাই বলল, "এমন সুন্দর ঘর পছন্দ হবে না মানে? এই ঘরেই আমরা থাকব।"

কানন বলল, "বাবলুদা, তোমরা প্রকৃতি ভালবাস। তাই তোমাদের জন্য আমি এই ঘরখানিই পছন্দ করেছি। এখান থেকে আমাদের বাগানের গাছপালা তুমি দেখতে পাবে। কত পাখি ডাকে এখানকার গাছে। কী চমৎকার! এখানে কিছুদিন থাকলে আর যেতেই ইচ্ছে করবে না তোমাদের।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি? যদি খুব ভাল লেগে যায় তা হলে এবার থেকে যখন সময় পাব তখনই চলে আসব তোমাদের বাড়িতে।"

বাবলুরা ঘরে মালপত্তর রেখে বাথরুম সেরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নিল।

রসিক চিনুমামা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে গান গাইতে লাগলেন। আর পঞ্চু করল কী তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ছাদে। একটু পরেই পঞ্চু ছাদ থেকে নেমে এসে বাবলুর প্যান্ট ধরে শুরু করল টানাটানি। কী ব্যাপার! হল কী পঞ্চুর?

কানন বলল, "ও কি কিছু দেখেছে?"

বাবলু বলল, "মনে হয়। না হলে এমন তো ও করে না।"

সবাই তখন পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়ে ছাদে উঠল।

পঞ্চু দূরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে লাগল, "ভৌ ভৌ ভৌ-উ-উ-উ।" আর তারপরই কুঁই কুঁই করে আনন্দে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

বাবলুরা ওপরে উঠেই অবাক! দেখল চারদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। যেন ঢেউ খেলে গেছে। কী চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশ এখানকার! অথচ স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে যখন ওরা শহরের ওপর দিয়ে এসেছিল তখন কিন্তু মনে হয়েছিল এটা পাহাড়ি এলাকাই নয়। সমতল একটা জায়গা। দেওঘরের মতো। কিন্তু এইসব বড় বড় পাহাড়ের আড়ালে অমন মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তা কে জানত?

বাবলু বলল, "বুঝেছি। আসলে এই নয়নমনোহর দৃশ্য দেখেই পঞ্চুবাবুর এত আনন্দ এবং সেইজন্য আমাদের সকলকে ডেকে আনল এখানে।"

কানন বলল, "তাই বুঝি! ঠিক আছে, তোমরা এখন বিশ্রাম নাও। জলটল খাও। তারপর আমি নিজে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে এখানকার সব কিছু দেখিয়ে আনব।"

বাবলু বলল, "সত্যি, কত পাহাড় এখানে! কী সুন্দর! মনে হচ্ছে এখনই গিয়ে একটাতে উঠে পড়ি। আচ্ছা, ওই যে পাহাড়টা, ওখানে যাওয়া যায় না?"

"কেন যাবে না? ওটার পাশ দিয়েই তো তোমরা ট্রেনে করে এলে। ওই পাহাড়টার নাম খাণ্ডুলি। উশ্রী নদীর ওপারে সাড়ে চার মাইল দূরে। আর ওই যে পাহাড় দেখছ, ওর নাম কৃশ্চান হিল। কত মিশ্রী পাথর আমি কুড়িয়ে আনতাম ওখান থেকে। আর ওইদিকে যে পিচ রাস্তাটা চলে গেছে ওটা গেছে পচম্বায়। খুব নামকরা জায়গা। গিরিডিরই একটা অংশ ওই পচম্বা। ওখান থেকে একটু দূরে একটা নদী আছে। তার নাম স্লেট নদী। স্লেট পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে নদীটা। আগে এখানকার বেশিরভাগ বাড়ির ছাদই স্লেট পাথর দিয়ে তৈরি হত।"

বাচ্চু বলল, "আমাদের ওখানে নিয়ে যাবে না?"

"হ্যাঁ। নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। এখানে দেখার জায়গা এত বেশি যে, ঘুরে বেড়িয়ে শেষ করতে পারবে না।

হাজারিবাগের পথে মাইল পাঁচেক গেলে পড়ে জোড়া পাহাড়। মার্চ-এপ্রিলে ওখানকার পলাশ, মাদার আর শিমুল বন লালে লাল হয়ে যায়। আরও কিছুদূর গেলে পাবে সাতঘুন্টি।"

"সাতঘুন্টি! মানে কোনও পাহাড়ের নাম নাকি?"

"হ্যাঁ। শুধু খাড়াই উঠতেই সাতটা পাকদণ্ডী। এরপর আরও কিছু দূরে আছে পরেশনাথ পাহাড়। তোপচাঁচি লেক। তারপর এদিকে পচম্বা ছাড়িয়ে গেলে বরাকর নদী। বরাকরের বালিয়াড়ি রং-বেরঙের পাথরে ভরা। পাথরের ফাটলে নানান রঙের শিরা। ওই পথেই কোডরমা। মানে যেখানে বিখ্যাত অভ্রের খনি। এই অভ্রের জন্যই আজকের গিরিডির সমৃদ্ধি। গিরিডির শ্রমিরকরা পাতলা পাতলা করে অভ্র চিরতে খুব পারদর্শী।"

"অভ্র আমাদের কী কাজে লাগে!"

"তা ঠিক বলতে পারি না। তবে সাধারণত বিদ্যুতের ইনস্যুলেটর হিসেবে এবং মোটরগাড়ির পর্দার জন্য ব্যবহার করা হয়। এখানকার ঘরে ঘরে এখন অভ্র চেরাইয়ের কারখানা। তাই পথেঘাটেও অভ্রের ছড়াছড়ি।"

বাবলু বলল, "কানন, আমার মন কিন্তু এখনই নেচে উঠছে। আমি আর থাকতে পারছি না। মনে হচ্ছে এখনই ওই প্রাকৃতিক পরিবেশে ছুটে যাই। ওই যে পাহাড়গুলো, ওইদিকে।"

এমন সময় নীচ থেকে দয়ালদা ডাকল, "দিদিমণি, ও দিদিমণি! বাবুদের সবাইকে পাঠিয়ে দাও। জলখাবার দিয়েছি।"

কানন বলল, "এসো, সবাই এসো। আসুন মামা। আগে জলযোগ তো সেরে নিন। তারপর বেড়ানো।"

ওরা নীচে মানে দোতলায় এসে দেখল ডিশ ভর্তি শিঙাড়া, কচুরি, রাজভোগ ও প্যাঁড়া থরে থরে সাজানো। মোট ছ' জায়গায়। তার মানে ওরা পাঁচজন এবং চিনুমামার।

কানন বলল, "এ কী! পঞ্চুর প্লেট কই?"

দয়ালদা বলল, "পঞ্চু! পঞ্চু কে মা?"

"আরে পঞ্চুকে জানো না? ওই তো।"

দয়ালদা জিভ কেটে বলল, "এই রে! ওর কথা মনেই ছিল না আমার। এখনই ওরও খাবার নিয়ে আসছি।"

কানন বলল, "সকলকে যা যা দিয়েছ ওকেও তাই দিয়ো। কম দিয়ো না যেন। ও আমার ছোট ভাই।"

বাবলু বলল, "তা না-হয় হল! কিন্তু তোমার খাবার কই?"

দয়ালদা বলল, "আছে। দিদিমণিরও আছে। আপনারা বসুন।"

"না। কাননও আমাদের সঙ্গে বসবে।"

কানন বলল, "উঁহু। আমার এখন বসলে চলবে না। আমি তোমাদের জন্য চা তৈরি করব। কেন না দয়ালদা সব পারে, শুধু চা ভাল তৈরি করতে পারে না। তোমরা খাও। যেটা ভাল লাগবে চেয়ে নিয়ো। অনেক খাবার আছে।"

অতএব বাবলুরা জলযোগে বসল। জলযোগ তো নয়, রাজকীয় খাওয়া।

একটু পরেই কানন কেটলি ভর্তি চা এনে সকলের কাপে ঢেলে দিতে লাগল।

বাবলুদের জলযোগ শেষ হলে কানন বলল, "আজ আমার জন্মদিন উপলক্ষে সন্ধের সময় প্রীতিভোজের আয়োজন হয়েছে। বহু লোকজন আসবে বাড়িতে। কাজেই বিকেলে কোথাও বেরনো যাবে না। এখন চলো, তোমাদের কোলিয়ারি দেখিয়ে আনি।"

বাবলু বলল, "এখানে কোলিয়ারি আছে নাকি?"

"হ্যাঁ। ওই যে পাহাড়গুলো দেখলে, ওর কোলেই।"

বাবলুরা তৈরিই ছিল। তাই আনন্দে নেচে উঠল। কানন শুধু পাশের ঘরে গিয়ে পোশাকটা পালটে এল। সাদা প্যান্ট আর নাইলনের লাল গেঞ্জিটা পরে হাসতে হাসতে এসে বলল, "এসো।"

বাবলুরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কাননের দিকে। বড়লোকের কিশোরী মেয়ে। টকটকে ফরসা গায়ের রং। তার ওপরে এই বেশ। যেন পাহাড়তলিতে পলাশবন এখনই লালে লাল।

ওরা সবাই যখন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল, চিনুমামা তখন শোওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। বললেন, "আমার অত ঘোরার বাতিক নেই বাবা। তোরা যা। আমি একটু ঘুমোই। ঘুমে আমার দু'চোখ জুড়ে আসছে।"

কানন বলল, "বেশ তো। আমি তা হলে এদের নিয়েই যাই। তবে মামা আপনি আমাদের সঙ্গে একটু এসে এখানকার কালীবাড়িটা দেখে যেতে পারেন।"

চিনুমামা বললেন, "কতদূর?"

"কাছেই। আসুন না!"

অতএব চিনুমামাও চললেন।

যাওয়ার সময় ধূর্জটিবাবু বললেন, "যাও, আমাদের গিরিডির রাস্তাঘাট ঘুরে বেড়িয়ে এসো। এখানে কোনও ভয় নেই। খুব ভাল জায়গা। স্বাস্থ্যকর। এখানকার হজমি জলে খিদে বাড়ে।" তারপর কাননকে বললেন, "তুই নিজে গিয়ে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দে। তবে বেশিদূরে নিয়ে যাস না যেন! আর কাল যদি উশ্রী যাস তো রহমতকে একবার পাঠিয়ে দিস আমার কাছে।"

কানন বলল, "ঠিক আছে।"

গিরিডির পথঘাট সত্যিই চমৎকার! অনেকে বলেন নোংরা জায়গা। কিন্তু বাবলুদের তা মনে হল না। খানিক হেঁটে এসেই ওরা কালীবাড়িতে পৌঁছল। ছোট্ট মন্দির। প্রধান সড়কের ওপর। বাঙালি পূজারি। বেশ ভাল জায়গা।

এখানে চারদিকেই ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীদের ঘরবাড়ি বেশি। আসলে এক সময় ব্রাহ্মদের ঘাঁটি ছিল এই গিরিডি। বহু নামী-দামি লোকের বাস ছিল এখানে। সেসব আজ ইতিহাস হয়ে গেছে।

মন্দিরে কালীমূর্তি দর্শন হলে চিনুমামা বললেন, "তোরা তা হলে কোলিয়ারি দেখতে যা। আমি ঘরে গিয়ে দয়ালদার হাতে এক কাপ চা খেয়ে শুই। একটু না ঘুমোলে শরীর ঝরঝরে হবে না।"

কানন বলল, "আমরা তা হলে আসি মামা! আপনার এক ঘুম শেষ হলেই আমরা এসে পড়ব।"

এমন সময় একটি পরিচিত টাঙ্গা দেখতে পয়ে কানন ডাকল তাকে, "রহমত! রহমত!"

রহমত টাঙ্গা নিয়ে এগিয়ে এসে বলল, "কী দিদিমণি!"

"তোমাকে বাবা একবার দেখা করতে বলেছেন। আজই। আর আমার এই বন্ধুরা এসেছেন বেড়াতে। এঁদের নিয়ে চলো একবার বেনিয়াড়ি কয়লাখনি থেকে ঘুরে আসি।"

"বেনিয়াড়ি! চলো। তা বন্ধুদের উশ্রী ফল্স না দেখিয়ে বেনিয়াড়ি কেন?"

"উশ্রী যাব। তবে বন্ধুরা আজই এসেছেন তো। তাই ভাবছি কাল যাব। বাবা ওইজন্যেই তোমাকে ডেকেছেন।"

বাবলুরা সবাই টাঙ্গায় উঠল।

টাঙ্গা ছুটল টগ বগ টগ বগ করে। প্রশস্ত রাজপথের ওপর দিয়ে বড় বড় অট্টালিকার পাশ দিয়ে ডানদিকে সংকটা মন্দির ও বাঁদিকে থানা ফেলে রেখে টাঙ্গা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছল। সে কী পাহাড়ের সৌন্দর্য সেখানে! চারদিকে শুধু পাহাড়, পাহাড় আর পাহাড়। ছোট-বড় অগুনতি টিলা আর পাহাড়।

কানন বলল, "এইটাই বেনিয়াড়ি খনি এলাকা। এর নাম ভাদুয়া। এই কোলিয়ারিটা ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের। এখানে কয়লা কোক করা হয়। কয়লার সঙ্গে আরও অনেক জিনিস উৎপন্ন হয় এখানে। যেমন আলকাতরা, ন্যাপথলিন, সালফেট অব অ্যামোনিয়া, আরও কত কী!

এক জায়গায় টাঙ্গা থামিয়ে ওরা একটা টিলার ওপর চড়চড় করে উঠে গেল। তারপর সেখান থেকে নেমে উঠল আর এক টিলায়। এইভাবে দু'-একটা টিলায় ওঠা-নামা করে ওরা নেমে এল খনি এলাকায়। এখানে চারদিকে রং-বেরঙের পাথর। আর তারই মাঝে মাঝে কালো কয়লার গভীর খাদ। ওরা সেই খাদের ধারে ধারে উঁচু-নিচু প্রান্তরে ঘোরাফেরা করতে লাগল। কত কুলি-কামিন খাদে নেমে কয়লা কাটছে। আবার এই উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রকাশ্য দিবালোকে সাইকেল বোঝাই হয়ে কয়লা পাচারও হয়ে যাচ্ছে খনির বাইরে।

টাঙ্গাটাকে বহু দূরে রেখে ওরা যখন একেবারে খনিক অপর প্রান্তে চলে গেছে তখন হঠাৎ এক নির্জনে কী দেখে যেন গরর্ গরর্ করে উঠল পঞ্চু।

যেই না করা অমনই একটা ঝোপের আড়াল থেকে কে যেন একটা পাথর ছুড়ে মারল পঞ্চুকে লক্ষ করে। পঞ্চু এক লাফে সেটার আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচাল। তারপর হাউহাউ করে সেদিকে ছুটে যেতেই দু'জন লোককে রিভলভার হাতে উঠে দাঁড়াতে দেখা গেল।

বাবলুরা চমকে উঠল। এরা তো সেই লোক। কাল রাতের তাড়া খাওয়া, মারধোর খাওয়া এবং পঞ্চুর দ্বারা ক্ষতবিক্ষত সেই তিনজনের দু'জন। ওদের দু'জনকেই সশস্ত্র দেখে বাবলু পঞ্চুকে ডাকল, "পঞ্চু! কাম ব্যাক।"

বিপদ বুঝে পঞ্চুও থেমে দাঁড়াল। না থামা ছাড়া উপায় নেই। এখনই গুলি করে দেবে ওরা।

লোক দু'জনের মাথায় ব্যান্ডেজ। নাকে, গালে লিকো প্লাসটার করা। তারা বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে। এখানে কী করছিল ওরা? ঝোপের আড়ালে ছায়ায় কচি কচি ঘাসের ওপর শুয়ে বিশ্রাম করছিল? হয়তো তাই।

বাবলু তবুও ভয় না পাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, "কী ব্যাপার! তোমাদের সঙ্গে তো আরও একজন ছিল। সে কোথায়?"

"ও মর চুকা। আভি তুম মরোগে।"

লোকদুটি রিভলভার উঁচিয়ে ধীরে ধীরে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। কী বিচ্ছিরি সাপের মতো চাউনি। দেখলে ঘেন্না হয়। ওরা এগিয়ে আসতে লাগল আর বাবলুরা এক-পা এক-পা করে পিছোতে লাগল। এ ছাড়া উপায়ই বা কী? পোশাক পালটানোর সময় বাবলু ওর পিস্তলটা কাননদের বাড়িতেই ফেলে রেখে এসেছে। ওটা যদি কাছে থাকত তা হলে খেলা দেখাত বাছাধনদের।

ওদের ভেতর থেকে একজন হিংস্র গলায় বলল, "চুপচাপ খাড়া রহো। হটো মাৎ।"

বাবলুরা থেমে পড়ল।

ওদের একজন করল কী, রিভলভারটা পকেটে রেখে ওদের খুব কাছের দিকে এগিয়ে এল। তারপর কাননের গলার মূল্যবান হারটা খুলে নিতেই ম্যাজিক।

পঞ্চু কারও কোনও নির্দেশ পাওয়ার আগেই 'আঁক' করে লাফিয়ে উঠে রিভলভার ধরা লোকটির হাতটিকে কামড়ে ধরল। আর সেই সুযোগে বাবলুরা করল কী, সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছিনতাইকারীর ওপর। বিলু সর্বাগ্রে তার পকেট থেকে বার করে নিল রিভলভারটা। তারপর সেটা বাবলুর হাতে দিতেই প্রাণের দায়ে ছোটা শুরু করল লোকটি।

বাবলুও রিভলভার উঁচিয়ে তাড়া করল তাকে, "যাবি কোথায় বাছাধন? দে শিগগির হারটা। দে বলছি।"

লোকটা কোনওরকমে হারটা ছুড়ে ফেলে দিয়েই আরও জোরে ছোটা শুরু করল। ততক্ষণে তার ওপর এলোপাতাড়ি পাথরের বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু কানন কেউ আর বাদ নেই। সবাই হাতের কাছে যা পেল তাই ছুড়তে শুরু করল।

হঠাৎই ঘটে গেল অঘটন। লোকটি জোরে ছুটতে গিয়ে নুড়ি পাথরে পা হড়কে একেবারে হড়হড় করে গড়িয়ে পড়ল পরিত্যক্ত এক সুগভীর খাদে।

দূরের শ্রমিকরা সবাই হইহই করে উঠল সেই দৃশ্য দেখে। তারপর কাজ ফেলে দলে দলে ছুটে এল তারা। ততক্ষণে সব শেষ। ওরা ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখল রক্তাক্ত কলেবরে খাদের বহু নীচে পাথর ও জলের ধারে লোকটির লাশ পড়ে আছে। তাই দেখে শিউরে উঠল সকলে।

কয়েকজন লোক ওদের কাছেও এগিয়ে এল এবার। বলল, "এ আদমি কৌন হ্যায় ভাই?"

বাবলু সব কথা খুলে বলল সকলকে।

আর-একজন লোক, মানে পঞ্চু যার হাত কামড়ে ধরেছিল সে তখনও সেই অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। না দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় তো নেই। কেন না বাবলু না বলা পর্যন্ত পঞ্চু ওর হাত ছাড়বে না।

বাবলু বলল, "পঞ্চু ওকে ছেড়ে দে এবার।"

পঞ্চু ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটি ধুপ করে বসে পড়ল। ওর হাত থেকে রিভলভারটা খসে পড়ল সেখানেই।

শ্রমিকের দল সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল, "আরে বাবা। এ তো পহেলা নম্বরকা ডাকু হ্যায়। পুলিশ মে ভেজ দো ডাকু কো।"

দু'-একজন শ্রমিক চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কীসব বলাবলি করল। তাদের হাবভাব দেখে মনে হল এই দুষ্কৃতীকে তারা আগে থেকেই চিনত।

বাবলু বলল, "না, না। পুলিশে দেওয়ার দরকার নেই। ওর জন্য আরও বড় শাস্তি তোলা আছে। আমাদের কুকুর খুব কম করেও মিনিট দশেক কামড়ে ধরেছিল ওর হাতটাকে। বিষ যা ঢুকেছে তাতে একশো চল্লিশটা ইঞ্জেকশন নিলেও এ বিষ নামবে না। অতএব আর একে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে লাভ নেই।"

লোকটিকে ছেড়ে দিয়ে বাবলুরা যখন চলে আসছে তখন দেখল কয়লার চোরা পাচারকারী দলের দুটো লোক সাইকেলে কয়লা বোঝাই করে টেনে আনতে আনতে বাবলুদের দিকে তাকিয়ে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল, "ভাগো হিঁয়াসে। ফিন কভি আয়েগা মার ডালে গা।"

বিলু বলল, "কেন, তোমাদের কী করেছি আমরা?"

লোকদুটো রক্তচক্ষুতে বলল, "ক্যা কিয়া থা ওহি দিন সমঝে গা, যব মার মারকে হাড্ডি তোড় দুঙ্গা।"

ভোম্বল বলল, "ও, বুঝেছি। ওরা তোমাদের দলের লোক বোধহয়? তাই খুব গায়ে লেগেছে?"

লোকদুটো এবার অশ্রাব্য গালাগালি দিতে দিতে চলে গেল সেখান থেকে।

বাবলুরাও আর দেরি না করে বাড়ি ফিরে এল। তবে ফেরবার সময় ওরা কোথাও কোনও বাধা না পেলেও বেশ বুঝতে পারল একজন ভয়ংকর দর্শন লোক মোটরবাইক নিয়ে ওদের অনুসরণ করছে।

ঘরে ফিরে ধূর্জটিবাবুকে সব কথা বলতেই ধূর্জটিবাবু বললেন, "দেখো বাবা, তোমরা ছেলেমানুষ। কিন্তু এখানকার এই গ্যাঙটা বড় ডেঞ্জারাস। এরা চুরি ডাকাতি খুন রাহাজানি কী না করে? প্রথমত, রাতের অন্ধকারে ট্রেনের কামরা থেকে মালপত্তর চুরি এবং দ্বিতীয়ত, এই কয়লার চোরা কাটরার কাজ। দুই-ই করে। এই ব্যবসায় ফুলে লাল হয়ে যাচ্ছে কত লোক। এরা সেই দলের। কাজেই স্টেশনে যে গণধোলাই হয়েছে এবং তাতে যে ওদের একজন লোক মারা গেছে বা এই খাদে পড়ে আর একজনের ওই নৃশংস মৃত্যু— এর বদলা কিন্তু ওরা না নিয়ে ছাড়বে না। অতএব আমার মনে হচ্ছে এই ঘটনার পর তোমাদের আর এক মুহূর্ত এখানে থাকা ঠিক নয়।"

কানন দুঃখের সঙ্গে বলল, "কী বলছ তুমি বাবা? তার মানে ওরা চলে যাবে?"

"হ্যাঁ মা। ওদের ভালর জন্যই বলছি। আজ রাত্তিরটা থেকে কালই ভোরে চলে যাবে ওরা। তবে ট্রেনে নয়। আমি মোটরের ব্যবস্থা করছি। তাইতে চেপেই শেষরাতের অন্ধকারে ধানবাদে গিয়ে ট্রেন ধরবে ওরা। পরে এদের গ্যাঙটা ধরা পড়লে আবার আমি চিঠি লিখে বা নিজে গিয়ে নিয়ে আসব ওদের।"

কানন বলল, "কিন্তু...।"

"কোনও কিন্তু নয়। মোটরবাইকে চেপে পিছু নিয়ে ওরা যখন বাড়ি দেখে গেছে, তখন কিছু একটা মতলব ওদের আছেই।"

ঘটনাটা যেভাবে মোড় নিল এবং ধূর্জটিবাবু যা আশঙ্কা করছেন, পাণ্ডব গোয়েন্দারা তাকে অমূলক বলে মনে করল না। কাজেই ওদের জন্য উনিও যাতে ব্যতিব্যস্ত না হন সেটাও তো দেখা দরকার।

বাবলু দোতলায় উঠে দেখল চিনুমামা তখনও নাক ডাকিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। বাবলুরা সবাই মিলে ডেকে তুলল চিনুমামাকে। তারপর ছাদে বসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল। কানন নীচে গেলে ওরা স্থির করল, কাল ভোরে ওদের ধানবাদ চলে যেতে হলেও ধানবাদ থেকে আবার ফিরে আসবে ওরা। এবং এখানকার রাজঘরিয়া ধর্মশালায় উঠে রীতিমতো পেছনে লাগবে ওই দুষ্ট চক্রের।

॥ ৯ ॥

সেদিন সন্ধ্যার পর যখন দলে দলে অতিথিরা এসে ভরিয়ে তুলল কাননদের বাড়ি, তখন রীতিমতো একটা উৎসব লেগে গেল। দুপুরের পর থেকেই ইলেকট্রিক মিস্তিরা এসে লাল-নীল টুনির মালায় সাজিয়ে দিল গোটা বাড়ি। সন্ধ্যায় আলোকময় হয়ে উঠল চারদিক।

অতিথি-অভ্যাগতয় ঘর ভরে উঠল।

খাবারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যাদের ওপর, তারা গাড়ি ভর্তি খাবার পৌঁছে দিয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন খুব কম করেও শ' খানেক লোক। এঁদের অধিকাংশই বাঙালি।

কাননকে ওর বান্ধবীরা মনের মতন করে সাজিয়ে দিল। যেন বিয়ের কনে।

কত উপহার উপঢৌকন যে পেল কানন, তা বলবার নয়! পাণ্ডব গোয়েন্দারা ওর জন্য একটি সোনার লকেট এনেছিল। তাইতে লেখা ছিল 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'। বিচ্ছু সেটি আদর করে পরিয়ে দিল কাননের গলায়।

এরপর এখানকার এক ধনী ব্যবসায়ী শেঠ সূরজমল আগরওয়ালা দিলেন একটি হিরের নেকলেস। সেটি এতই মূল্যবান যে, সকলের সমস্ত উপহারের চেয়ে দামি।

যাই হোক, সমস্ত অতিথি-অভ্যাগতরা যখন কাননকে নিয়ে উৎসবে মেতে উঠেছে তেমন সময় হঠাৎ আলোটা নিভে গেল। লোডশেডিং? না। তা যদি হত তা হলে বাইরের সর্বত্র আলো জ্বলত না। শুরু হল কোলাহল। এবং সেই অন্ধকারে সবাই যে যার নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আলো জ্বলে উঠল। কিন্তু আলো যখন জ্বলল তখন দেখা গেল সবাই যে যার নিজ নিজ জায়গাতেই আছে, শুধু যাকে ঘিরে এই উৎসব সেই কাননই নেই।

ধূর্জটিবাবু ডুকরে কেঁদে উঠলেন, "এমন হবে আমি জানতাম। এ আমার কী সর্বনাশ হল! আর কি আমার মাকে ফিরে পাব?"

কীভাবে যে কী হয়ে গেল তা টেরও পেল না কেউ। কোনও চিৎকার নেই, চেঁচামেচি নেই। শুধু নিঃশব্দে

অপসারণ। তার মানে অতিথির ছদ্মবেশে নিশ্চয়ই কেউ এসেছিল এখানে। অথবা ধারেকাছেই কেউ ওত পেতে ছিল। মেন সুইচ অফ করে কাননকে নিয়ে গেল ওরা।

এমন সময় দয়ালদা ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকেই বলল, "পারলাম না বাবু, দিদিমণিকে রক্ষা করতে পারলাম না। আমার দিদিমণিকে নিয়ে মোটরবাইকে চেপে চলে গেল একটা লোক।"

মোটরবাইক? এ তো তা হলে সেই লোক। যে কিনা সকালে বেনিয়াড়ি থেকে ওদের অনুসরণ করছিল। ও মুখ তো চেনা। কাজেই তাকে খুঁজে বার করতে খুব একটা অসুবিধে হবে না।

বাবলুরা দেখল, দয়ালদার সারা গা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। বাবলু জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু আপনার এই অবস্থা কী করে হল দয়ালদা?"

"ওরা আমার মাথায় লোহার রডের বাড়ি মেরে পালাল।"

"ওরা ক'জন ছিল বলতে পারো?"

"একজন তো দিদিমণিকে নিয়ে গেল। আর দু'জন লুকিয়ে ছিল অন্ধকারে। আমাকে ঘা মেরেই পালাল।"

বাবলু বলল, "চিনুমামা, আপনি দয়ালদাকে নিয়ে ডাক্তারখানায় চলে যান। আমি এখনই আসছি।"

ধূর্জটিবাবু বললেন, "না, না। তুমি যেয়ো না। কোথায় যাবে তুমি? আমার যা হওয়ার হয়েছে। তাই বলে তোমাকে ছাড়তে পারি না। কারণ ওদের আসল টার্গেট তুমি।"

বাবলু বলল, "আপনি আমার জন্যে ভাববেন না। আমি চুপচাপ বসে থাকবার ছেলে নই।" তারপর বিলুকে বলল, "বিলু, তুই আমার সঙ্গে আয়। পঞ্চুও থাকবে আমাদের সঙ্গে। পঞ্চু! পঞ্চু!..."

কিন্তু কোথায় পঞ্চু? বারবার ডেকেও পঞ্চুর কোনও সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না।

অতএব পিস্তলটা সঙ্গে নিয়ে বাধ্য হয়েই বিলু-সহ পথে নামল বাবলু। বেনিয়াড়িতে যাওয়ার সময় থানাটা কোনখানে তা এক নজরে দেখে নিয়েছিল। কাজেই সোজা বিলুকে নিয়ে এগিয়ে চলল থানার দিকে।

কিন্তু থানার কাছাকাছি যেই না এসেছে ওরা, অমনই এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। চারদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল। বাবলু, বিলু কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখল কয়েকটি বজ্রবাহু ওদের শক্ত করে টিপে ধরে নিমেষের মধ্যে হাত-মুখ বেঁধে তুলে নিল একটি মোটরে।

ওরা দু'জনে বাধা দেওয়ার অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু যখন বুঝল কোনও উপায়ই নেই তখন নীরবে আত্মসমর্পণ করল ওরা। ওদের দু'জনকে সিটের নীচে শুইয়ে প্রায় পাঁচ-সাতজন লোক গাড়িতে উঠে পা দিয়ে শক্ত করে টিপে রইল ওদের। মোটর রাতের অন্ধকারে ঝড়ের বেগে ছুটে চলল।

অনেকক্ষণ চলার পর এক জায়গায় এসে থামল গাড়িটা। বাবলুরা অনুমানে বুঝল একটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে চলে এসেছে ওরা। কাছে বা দূরে কোথাও কোনও ঝরনাও আছে। তারই ক্ষীণ ছরছর শব্দ কানে আসছে। লোকগুলো সেই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ওদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল।

বাবলু, বিলু দু'জনেই চতুর। ওরা বুঝল এইরকম অবস্থায় অযথা ধস্তাধস্তি না করে নীরবে চুপচাপ থাকাই ভাল। তাই বাধ্য হয়েই ওদের অনুগামী হল ওরা।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর জঙ্গলের মধ্যে একটি কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি ছোট্ট চালাঘরে ওদের আটকে রাখল ওরা। তারপর একজনকে পাহারায় রেখে চলে গেল।

বাবলু ও বিলু বন্দি অবস্থায় অত্যন্ত অসহায় বোধ করল নিজেদের। এটা যেন মারাত্মক এক কয়েদখানা। জঙ্গলের এই ঝোপড়ি ঘরে সাপখোপও থাকতে পারে। তা ছাড়া প্রচণ্ড মশার কামড়ে দু'-এক মিনিটেই অস্থির হয়ে উঠল ওরা। এই ঘর দেখে মনে হল কাঠুরেরা জঙ্গলে কাঠ কাটতে এসে দুপুরবেলা এখানে বিশ্রাম করে।

বাবলু বলল, "হল ভাল। এ কোন খপ্পরে পড়লাম রে বিলু!"

বিলু বলল, "আর ভাল লাগে না। দু'দিন কোথায় ঘুরব, বেড়াব, তার জায়গায় এ কী গেরো বল দেখি?"

বাবলু বলল, "আমার চিন্তা হচ্ছে কাননের জন্য।"

"রাখ তোর কানন। এখন নিজেরা কী করে বাঁচব তাই দেখ।"

"ওকথা বলিস না রে বিলু! একবার ভেবে দেখ দিকিনি কাননের বিপদ স্রেফ আমাদের জন্য নয় কি? আর সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, কাননকে নিয়ে গিয়ে ওরা কোথায় রাখল? এদের কি আরও অনেক ঘাঁটি আছে? হয়তো হবে। এখন একটা মতলব বার কর।"

"কী মতলব?"

"কীভাবে এখান থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?"

বিলু বলল, "আমার তো মাথায় কিছু আসছে না!"

বাবলু বলল, "এক কাজ কর, আমি গড়িয়ে গড়িয়ে তোর কাছে যাই। তুই চেষ্টা কর কোনওরকমে আমার বাঁধনটা খুলতে।"

"কী করে খুলব? হাত তো পিছমোড়া করে বাঁধা।"

"তা হলে আমি ঘুরে শুই। তুই গড়িয়ে গড়িয়ে আমার দিকে আয়। আমি ঠিক খুলে দেব।"

বিলু তাই করল। সেই অন্ধকারে অনুমানে ভর করে গড়িয়ে গড়িয়ে বাবলুর কাছে এল। বাবলু ঠিক কায়দা করে খুলে দিল বাঁধনটা। বাঁধনমুক্ত হতে বিলু নিজেই এবার পায়ের বাঁধন খুলে মুক্ত করল বাবলুকে।

মুক্ত হয়ে বাবলু বলল, "দেখ বিলু, এরা আমাদের এই জঙ্গলে সাময়িকভাবে আটকে রাখলেও এটা কিন্তু এদের আসল ঘাঁটি নয়। এদের আসল ঘাঁটি যেখানে, কাননকে ঠিক সেখানেই নিয়ে গেছে এরা।"

"কিন্তু সেটা কোথায় এবং কীভাবে আমরা যাব?"

"তা জানি না। তবে আগে এই বন্দিশালা থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে। তারপর দেখছি কী করে কী করা যায়!"

ওরা সেই ঝোপড়ি ঘরের আগলটার কাছে এসে অনেক টানাটানি করল সেটাকে খোলবার জন্য। কিন্তু না। বৃথা চেষ্টা। কিছুতেই কিছু করা গেল না।

বাবলু আর বিলু তখন অভিনয়ের ভঙ্গিতে কান্নার সুরে বিকট চিৎকার করতে লাগল। এতেই কাজ হল। যে-লোকটি পাহারায় ছিল সে ছুটে এল, "এই চেল্লাও মাত।"

বাবলু আর বিলু উপুড় হয়ে শুয়ে থাকার ভঙ্গিতে বলল, "চেল্লাচ্ছি কি সাধে? আমার হাতে একটা দু' ভরি সোনার পদক ছিল, সেটা দেখতে পাচ্ছি না। একটু আগেও ছিল। এই অন্ধকারে কোথায় পড়ে গেল সেটা?"

"তাই নাকি?"

বিলু বলল, "হ্যাঁ। আমার হাতে সোনার ঘড়ি ছিল। সেটাও খুলে গেছে।"

বাবলু বলল, "শুধু তাই নয়। এত জোরে তোমরা বেঁধেছ আমাদের যে, হাতের সোনার আংটিগুলো পর্যন্ত আঙুলে গেঁথে গেছে। জ্বালা জ্বালা করছে সব।"

লোকটি বলল, "আর ঘণ্টাখানেক বাদেই তোদের দু'জনকে ঝরনার ধারে রেখে আসব আমরা। তখন জ্যান্ত বাঘের পেটে যাবি তোরা। তা ঘড়ি আংটি পদক নিয়ে করবি কী? ওগুলো বরং আমাকেই দে।" বলে লোকটা টর্চ নিয়ে যেই না আগল খুলে ভেতরে ঢুকল অমনই বাবলু আর বিলু বাঘের বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। বাবলু পিস্তলের নল দিয়ে লোকটার মাথায় দু' ঘা দিতেই 'মর গয়ী রে, বাবা রে' বলে বসে পড়ল সেখানে। সেই সুযোগে ওরা দু'জনেই বাইরে বেরিয়ে আগলটা শক্ত করে এমন এঁটে দিল যে, হাজার চেষ্টা করেও যাতে ও বাইরে বেরোতে না পারে। ওর দলের লোকেরা এসে যখন মুক্তি দেবে তখনই মুক্তি পাবে ও।

বাবলুরা ওইখান থেকে বেরিয়ে এসেই জঙ্গলের শুঁড়িপথ ধরে চওড়া রাস্তায় এসে পড়ল।

বিলু বলল, "এই যাঃ! খুব ভুল হয়ে গেল রে বাবলু।"

"কী হল?"

"লোকটার হাতে একটা টর্চ ছিল! সেটা নিয়ে পালিয়ে এলেই হত। যাবি আর একবার?"

"মাথা খারাপ? বিপদের ঝুঁকি কখনও নিজের থেকে নিবি না।"

যাই হোক, ওরা কোন দিক দিয়ে যে এসেছিল কিছু ঠিক করতে না পেরে সোজা রাস্তা যেদিকে গেছে সেইদিক ধরেই ছুটতে লাগল। খানিক ছোটার পরই একটা হড়হড় শব্দের প্রবল বেগ কানে এল ওদের। শব্দটা এত বেশি হতে লাগল যে, কান পাতা দায় হল।

ওরা একসময় ছোটা বন্ধ করে বড় বড় পাথরের খাঁজ বেয়ে একটু নীচের দিকে নামল। এখানটা পুরোপুরি পাহাড়ি এলাকা। শুধু পাহাড় আর জঙ্গল। এক সময় এক বিস্তীর্ণ উপলাকীর্ণ প্রান্তরে এসে পড়ল ওরা। দেখল এক খরস্রোতা নদী সেই প্রান্তরের ওপর দিয়ে প্রবল বেগে লাফাতে লাফাতে ছুটে এসে সশব্দে নীচের দিকে গড়িয়ে পড়ছে।

বাবলু বলল, "সম্ভবত এইটাই উশ্রী প্রপাত।"

বিলু বলল, "ঠিক বলেছিস। কিন্তু তা যদি হয় তা হলে তো আমরা গিরিডি থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। এখন এই বনে-জঙ্গলে এইভাবে ঘুরে কি বাঘের পেটে যাব শেষকালে?"

হঠাৎ এক জায়গায় একটু আলো দেখে থমকে দাঁড়াল ওরা। এই ঘন বন জঙ্গল টিলা ও পাহাড়ের রাজত্বে আলো কোথা থেকে আসে?

বাবলু বলল, "চল তো বিলু, একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি। নিশ্চয়ই কোনও শয়তানের ঘাঁটি ওটা।"

এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ এত অপরূপ যে, তার তুলনা নেই। তার ওপর এই জ্যোৎস্না রাতে আরও মনোরম। শাল ও মহুয়া ফুলের মিষ্টি গন্ধে বাতাস এখানে ভরে আছে। ওরা ছিল নদীগর্ভের উপরাংশে। এইখান দিয়ে প্রবল বেগে ঝরনাটা জলপ্রপাতের মতো নীচে নামছে। অজস্র জলকণাগুলি মনে হচ্ছে যেন ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ঝরনার এখানে অনেক ধারা। তবে প্রধান তিনটি। বাঁদিকেরটি সবচেয়ে ছোট। তারপর মাঝারি। তারপরে সবার বড়। ওরা একটি বৃহৎ বটগাছের ডাল ধরে নীচে নামতেই দেখল একটি প্রকাণ্ড কষ্টিপাথরের পাশে বড় একটি কুণ্ডের মতো জায়গায় জল জমেছে। তার ঠিক পাশেই আছে একটি বড় গুহা।

ওরা গুহার কাছে এসে যেই না এক ধাপ নেমেছে অমনই যা দেখল তাতে ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল ওদের। দেখল ছায়া ছায়া কালো কালো কারা যেন আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে।

বাবলু চাপা গলায় বলল, "বিলু, কিছু বুঝতে পারছিস?"

"তা আর পারছি না? শয়তানরা নিশ্চয়ই খোঁজাখুঁজি করছে আমাদের।"

"আরে না, না। ভাল করে চেয়ে দেখ।"

বিলু সবিস্ময়ে দেখল কতকগুলো ভালুক জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে নদীতে জল খাচ্ছে। কেউ-বা পাথরে গড়াগড়ি দিচ্ছে। আর কেউ-বা...। আরে! ওটা কী?

ওরা হঠাৎই দেখতে পেল একটা মোটরবাইক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে পড়ে আছে এক জায়গায়। এবং দু'-একটা ভালুক তাদের নখ দিয়ে চিরে চিরে কার যেন রক্ত শুষে খাচ্ছে। সম্ভবত মোটরবাইকের আরোহীর।

বিলু বলল, "সর্বনাশ! নিশ্চয়ই এটা সেই বাইক। যেটা কাননকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। কেন না দিনমানে এই দুর্ঘটনা ঘটলে কারও না কারও নজরে পড়ত। কিন্তু রাতের অন্ধকারে এই শ্বাপদসংকুল প্রান্তরে কে কাকে রক্ষা করে? এ সেই!"

বাবলু বলল, "তা হলে কানন কোথায়? পঞ্চু কই?"

ওরা এক পাও না এগিয়ে চুপচাপ ঝরনার দিক ঘেঁষে পাথরে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখতে লাগল। এ ছাড়া উপায় কী? আর এগনো যাবে না, পেছনোও না।

অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে বসে থাকার পর ভালুকগুলো এক এক করে চলে যেতেই ওরা দেখতে পেল পাথরের ফাঁকে ফাঁকে খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে লাফাতে লাফাতে একটা কুকুর ছুটতে ছুটতে এসে সেই মৃত লোকটাকে শোঁকাশুঁকি করতে লাগল।

বাবলু বলল, "এ তো পঞ্চু! পঞ্চু এখানে কী করে এল রে? তা হলে তোর অনুমানই ঠিক।" বাবলু ডাকল, "পঞ্চু!"

পঞ্চু কান খাড়া করে একবার বাবলুর ডাক শুনল, তারপর এদিক ওদিক চণ্ডমণ্ড করে তাকিয়ে ওদের দেখতে না পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "ভৌ-উ-উ-উ-উ।"

বাবলু বলল, "আমরা এখানে-এ-এ-এ।"

এবার দেখতে পেল পঞ্চু। আনন্দে লাফাতে লাফাতে এসে ওদের প্যান্ট কামড়ে টানাটানি লাগাল। ওরা পঞ্চুর সঙ্গে একটু এগিয়েই দেখল মোটরবাইকটা যেখানে পড়েছিল তার একটু ওপরে এক জায়গায় ঢালের গায়ে বড় একটি পাথরের খাঁজে রক্তাক্ত কলেবরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে কানন। সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন অবস্থায় পড়ে আছে সে। বাবলুর ভয় হল, মরে যায়নি তো? ওরা দু'জনে ছুটে গিয়ে তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে বড় একটি পাথরের ওপর চিত করে শোওয়াল। এই তো গা বেশ গরম। নিশ্বাসও পড়ছে। অতএব দুশ্চিন্তার কিছু নেই। শুধু প্রচণ্ড আঘাতে সংজ্ঞাহীন। ভাগ্যে পাথরের খাঁজে আটকে ছিল। না হলে ভালুকেই দিত শেষ করে।

কাননের কপালের ওপর মাথার কাছে একটা পাশ বেশ গভীরভাবে কেটে গেছে। সেখান দিয়ে রক্ত ঝরছে অনবরত। উপুড় হয়ে পড়ার জন্য নাকেও আঘাত লেগেছে। তাই নাক দিয়েও রক্ত ঝরছে খুব। গলায় ওদের দেওয়া সেই লকেট, আগরওয়ালার হিরের নেকলেস সবই ঠিক আছে। তার মানে ছিনতাই হওয়ার আগেই দুর্ঘটনাটা ঘটেছে। বাবলু এবার বেশ ভাল করে কাননের গায়ে হাত দিয়ে বুঝল গা এত গরম যে, জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

এখন কী করা যায় ওকে নিয়ে? এই অবস্থায় ওকে ফেলে রেখে তো কোথাও যাওয়া যায় না। অথচ ওর এখনই সুচিকিৎসার প্রয়োজন।

বাবলু বলল, "দেখ বিলু, আপাতত কাননকে নিয়ে আমরা ওই ঝরনার নীচের গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিই। না

হলে এই রাতদুপুরে বাঘের পেটে বেঘোরে প্রাণটা দিতে হবে। তারপর কাল সকালে যে-কেউ গিয়ে বরং কোথাও থেকে একটা টাঙ্গা অথবা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করব।"

বিলু বলল, "কিন্তু বাবলু, ওই গুহাই কি নিরাপদ? ঝরনার নীচে গুহা মানে যত রাজ্যের বিষাক্ত সাপ আর কাঁকড়াবিছের আড়ত।"

"তা হলে ওই যেখানে আলো জ্বলছে সেখানে যাবি?"

"যদি ওটা শয়তানের ঘাঁটি হয়?"

"ঠিক বলেছিস। দরকার নেই ওখানে গিয়ে। তার চেয়ে আমার মতে ওই গুহাই ভাল। যা আছে কপালে! চল তো।"

কিন্তু চল বললেই তো চলা যায় না। অতবড় একটা মেয়েকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নিয়ে যাবে কী করে? তবু যেতেই হবে। বিলু বহু কষ্টে কাননকে বাবলুর পিঠের ওপর শুইয়ে দিল। বাবলু ওকে পিঠে নিয়ে দু'হাতে শক্ত করে ধরে এগিয়ে চলল গুহার দিকে।

সবে কয়েক পা গেছে এমন সময় হঠাৎ ডোরাকাটা গেঞ্জি এবং ফুলপ্যান্ট পরা কালো ভূতের মতো চেহারার চারজন লোক ধুপধাপ করে লাফিয়ে পড়ল ওদের সামনে। ওরা চারজনই সশস্ত্র। প্রত্যেকেরই হাতে রিভলভার।

ওরা বলল, "ও তুম সব হিঁয়া তক চলা আয়া?"

বাবলু বলল, "এলাম কি সাধে? মেয়েটাকে মেরে ফেলার সত্যিই কি কোনও দরকার ছিল?"

"ও মর চুকা!"

"মরবে না? অত উঁচু থেকে পড়লে তোমরাই কি বাঁচতে?"

"লেকিন তুম দোনোনে হিঁয়া তক ক্যায়সে চলা আয়া?"

"কেন, আমরা যেভাবে আসি? কৌশলে বাঁধন খুলে তোমাদের পাহারাদারকে লোভ দেখিয়ে ভেতরে এনে তাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে চলে এসেছি। এটা তো আমাদের কাছে জলভাত।"

রিভলভারধারী লোকগুলো এবার অনেক কাছে এগিয়ে এল ওদের। তারপর একজন কর্কশ গলায় বলল, "উসকো রাখ দো মিট্টিমে।"

বাবলু বলল, "যা বাব্বাঃ, এখানে মাটি কোথায়! পাথর তো।"

"ওঁহি পর রাখো।"

বাবলু পাথরের ওপর কাননকে শুইয়ে দিতেই দু'জন লোক রিভলভার পকেটে গুঁজে কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল কাননকে। একজন বলল, "আরে, এ তো জিন্দা হ্যায়।" বলে ওর লকেট ও নেকলেস ছিনতাইয়ের কাজে মন দিল।

বাবলু, বিলু আর পঞ্চু বাকি দুই রিভলভারধারীর ভয়ে কিছু করতে পারল না। একটু পিছিয়ে এসে বলল, "ও বেঁচে আছে? তবে ভাই তোমরা যা নেওয়ার নিয়ে দয়া করে একটু হাসপাতাল বা ডাক্তারখানায় পাঠাবার ব্যবস্থা করে দাও।"

লোকগুলো হেসে বলল, "হাঁ হাঁ জরুর করেঙ্গে। হামারা কাম হো জানে কা বাদ ও লেড়কিকো ভি ফিক দেঙ্গে বাবড়ি মে (ঝরনা)। উসকে বাদ তুম দোনোকো ভি গিরায়েঙ্গে ইস পাহাড় সে। ঔর মার ডালেঙ্গে ও কুত্তেকো।"

ওদের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই পাহাড় ঝরনা ও বনভূমি কাঁপিয়ে দু'-দু'বার শব্দ হল 'গুড়ুম, গুড়ুম'। রিভলভারধারী লোকদুটো তীব্র আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল সেখানে।

বাকি দু'জন লোক হতভম্ব হয়ে কাননকে ছেড়ে যেই না পকেটে হাত দিতে যাবে অমনই বিলু করল কী জোড়া পায়ে লাফিয়ে উঠে একজনের হাঁটুর পিছনে মারল এক লাথি। লোকটি পা মুচড়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল নীচে। আর একজন চাপা আর্তনাদ করে সেখানে বসেই ছটফট করতে লাগল। তার আর রক্ষা পাওয়ার কোনও উপায় নেই। কেন না সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই পঞ্চু কঠিনভাবে তার টুঁটি কামড়ে ধরেছে।

ঘটনাটা খুব দ্রুত ঘটে গেল। আসলে ওদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় বাবলু একটু পিছু হটে ওর পিস্তলটাকে কবজা করে তারপর কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়েই পেছনদিক থেকে দ্রাদ্দুম চালিয়ে দেয়। লোকদুটো এই অভাবিত আক্রমণের জন্য মোটেই তৈরি ছিল না। কাজেই গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাবলু ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের রিভলভার দুটো ছিনিয়ে নিল।

পঞ্চু যার গলা কামড়েছে সে তখন পকেট হাতড়ে রিভলভার বার করার চেয়ে দু' হাতে পঞ্চুকে আঁকড়ে

ধরে তার গ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে ব্যস্ত। লোকটার চোখদুটো অসম্ভব রকমের ঠেলে বেরিয়ে আসছে। অর্থাৎ টুঁটি কামড়ে থাকায় শ্বাসরোধ হয়ে আসছে ওর। আর যে-লোকটা বিলুর লাথি খেয়ে পড়ে গেছে সে এমনই আহত যে, যতবার মাথা তুলে দাঁড়াতে যায় ততবারই পড়ে যায়। একসময় বহুকষ্টে যদিও-বা সে পকেট হাতড়ে বার করল রিভলভারটা, কিন্তু সেখানে সে মারবে কাকে? চারদিকেই পাথরের দেওয়াল। বাবলুরা আরও উচ্চস্থানে। সেদিকে তার দৃষ্টি গেল না। আসলে ওই উচ্চস্থান থেকে নীচে পড়লে সচরাচর কেউ বাঁচে না। যদিও বাঁচে তার আর করবারও কিছু থাকে না। কাজেই হাতের রিভলভার হাতেই রইল লোকটির। হাত এমনভাবে কাঁপতে লাগল যে, কিছুই করতে পারল না সে।

বাবলু ওপর থেকে নীচে নেমে লোকটির কাছে গিয়ে বলল, "কী ভাই, রিভলভার তাগ করতে পারছ না?"

লোকটি অতিকষ্টে বলল, "নেহি।"

"আচ্ছা দাঁড়াও! আমি ঠিক করে ধরিয়ে দিচ্ছি। তা কাকে মারতে হবে বলো?"

লোকটি কী যেন বলতে গেল।

বাবলু বলল, "শোনো, তোমার ওই বন্ধুটির মরতে খুব কষ্ট হচ্ছে। কেন না আমাদের কুকুর ওর টুঁটি এমনভাবে কামড়ে ধরেছে যে, ওর আর বাঁচবার কোনও আশাই নেই। তা তুমি ভাই ওকে মারবার জন্য একটিমাত্র গুলি খরচ করো। প্লিজ। এই নাও, ঠিক করে ধরো। রেডি? ওয়ান-টু-থ্রি, ডিস্যুম।"

লোকটির হয়ে বাবলুই ট্রিগারটা টিপে দিল।

বাবলু ওয়ান-টু করবার সময়ই বিলু ছাড়িয়ে নিয়েছিল পঞ্চুকে। গুলি লোকটির পিঠে লেগে বক্ষ ভেদ করল। গুলিবিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটির দেহ একবার শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে আছড়ে পড়ল ঝরনার খাদে। সব শেষ।

বাবলু বলল, "বিলু, তুই এদিকটা দেখ। আমি ততক্ষণ কাননের একটা ব্যবস্থা করি। এই বলে কাননকে একবার পাঁজাকোলা করে তোলবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। বড্ড ভারী। অগত্যা আবার পিঠে করেই বহন করে নিয়ে এল ঝরনার কাছে। ঝরনার জলের ঠিক পাশেই একটি পাথরের ওপর শুইয়ে দিল ওকে। ঝরনার জলকণায় ওদের সর্বাঙ্গ ভিজে সপসপ করতে লাগল। তবুও বাবলু অঞ্জলি করে জল নিয়ে কাননের মুখে, মাথায়, কপালে দিতে লাগল। কত জ্বর তা কে জানে? জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। মাথায়, কপালে জল দিলে জ্বর একটু কমবে নিশ্চয়ই।

বাবলু এখন মরিয়া। কেন না ওর হাতে নিজের পিস্তল ছাড়াও চার-চারটে রিভলভার।

এমন সময় হঠাৎ কতকগুলো লোকের দ্রুত ছুটে আসার শব্দ ওদের কানে এল। বিলু সিটি দিয়ে বাবলুকে সতর্ক করতেই চোখের পলকে বড় বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ওরা। বাবলুর হাতে শোভা পেতে লাগল পিস্তলটা। কাননকে ফেলে রেখেই লুকোতে হল দু'জনকে। প্রকাশ্য স্থানে কাননের অচৈতন্য দেহটা তেমনই শায়িত রইল।

ওরা দেখল জনা পাঁচেক সশস্ত্র লোক ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে হাজির হল। তারপর ঝুঁকে পড়ে একজন মৃত এবং তিনজন অর্ধমৃতর দিকে তাকাল। আগন্তুকদের একজন বলল, "আরে দোস্ত! তুম সবকো অ্যায়সা হাল কৌন বনায়া?"

আহতদের ভেতর থেকে একজন অতিকষ্টে বলল, "ভাগো হিঁয়াসে। জিনা চাহো তো ভাগো। ওই খতরনক লেড়কা আউর কুত্তানে অ্যায়সা হাল কর দিয়া হামারা।"

আগন্তুকরা বলল, "ও কাঁহা হ্যায়? পহলে বতাও। হাম মার ডালেঙ্গে উসকো।"

"আরে বাবা ভাগো না! উসকো কুছ করনে নেহি সকোগে তুম। ও কুত্তা বহৎ ডেঞ্জারাস।"

এই না শুনে তো একজন হাঃ হাঃ করে এমন হাসি হাসতে লাগল যে, বিলু আর থাকতে না পেরে পটাং করে একটা পাথরের টুকরো ছুড়ে মারল লোকটাকে। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিক। লোকটা করল কী ভ্রমরের মতো বোঁ বোঁ শব্দ করতে লাগল। করবেই তো। কেন না বিলু পাথরটা ছুড়েছিল ওর মাথা লক্ষ্য করে। তার জায়গায় সেটা লাগবি তো লাগ একেবারে হাঁ মুখে। কয়েকটা দাঁত ভেঙে নিয়ে সেটা মুখের ভেতর আটকে গেছে।

অন্যেরা তখন শিয়ালের মতো 'ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া' করে তার দিকে ছুটে আসতেই পঞ্চু বিকট চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের একজনের ঘাড়ে। বাবলু আর বিলুও তখন মারমুখী। লোকগুলো ঘুরে দাঁড়াবার আগেই বাবলু পিস্তল নয়, ওদেরই রিভলভার দিয়ে পটাপট শুইয়ে দিয়েছে সবক'টাকে।

বাবলুর গুলি অবশ্য ওদের পা আর কোমরেই লেগেছিল। তাই প্রাণে না মরে বসে পড়ে ছটফট করতে লাগল ওরা। গুলি করেই বাবলুরা আবার লুকলো পাথরের আড়ালে। কেন না ওরা তখনও সশস্ত্র।

ওদেরই ভেতর থেকে একজন পঞ্চুকে লক্ষ্য করে গুলি করল। পঞ্চু বুঝতে পেরেই লাফিয়ে পড়ল পাশের

খাদে। লোকটি যখন আবার ওকে গুলি করবার চেষ্টা করল, বাবলু তখন বাধ্য হল আরও একটা গুলি খরচ করতে। লোকটার মাথা চুরমার হয়ে গেল।

বাবলু আড়াল থেকেই বলল, "আমি তোমাদের প্রত্যেককে অনুরোধ করছি যে যার হাতের যন্তরগুলো আমাদের দিকে ছুড়ে দাও। না হলে কিন্তু আবার গুলি করতে বাধ্য হব আমি। তোমরা আমাকে দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু আমি তোমাদের প্রত্যেককে দেখতে পাচ্ছি।"

লোকগুলো একটুও দেরি না করে লক্ষ্মীছেলের মতো এক এক করে রিভলভারগুলো ছুড়ে দিতে লাগল ওদের দিকে। বাবলু আর বিলু সেগুলো নিয়ে এক জায়গায় জড়ো করল।

বাবলু বলল, "বিলু, তুই এক কাজ কর। একটা শক্ত লতা এনে রিভলভারগুলো ঝুলিয়ে বেঁধে নে। আমি ততক্ষণ কাননকে দেখি।"

বাবলু আবার কাননের কাছে গেল। সে তখনও সেই একই অবস্থায় শুয়ে আছে। বাবলু আবার গিয়ে ওর চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতেই একসময় একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল কানন। তারপর ধীরে ধীরে চোখ মেলল। বলল, "আমি কোথায়?"

"এই তো এখানে। আমি আছি, বিলু আছে। তোমার কোনও ভয় নেই কানন।"

"কে, বাবলুদা? এখানে এত জল কেন?"

"আমরা উশ্রী নদীর ঝরনা কাছে আছি।"

"কিন্তু তোমরা এখানে কী করে এলে?"

"সেসব পরে বলব। এখন কেমন বোধ করছ তুমি?"

"মাথায় খুব কষ্ট হচ্ছে। আর—"

"আর কী?"

"সারা গায়ে দারুণ ব্যথা। পঞ্চু কোথায়? ও ঠিক আছে তো?"

"হ্যাঁ। আমরা সবাই ঠিক আছি। কত ডাকাত মেরেছি, কতজনকে ঘায়েল করেছি।"

কানন বলল, "উঃ! সে কী ভয়ানক ব্যাপার! লোকটা যখন আমাকে টেনে-হিঁচড়ে বাইকে তুলল, পঞ্চু তখন কোথা থেকে যেন ছুটে এসে লাফিয়ে পড়ল লোকটার ঘাড়ে।"

"কিন্তু এই দুর্ঘটনাটা ঘটল কী করে?"

"পঞ্চু লোকটার ঘাড় কামড়ে ধরে ছিল। ওই অবস্থাতেও লোকটা এতদূর এনে যখন আর যন্ত্রণায় ঠিক রাখতে পারেনি নিজেকে, তখনই দুর্ঘটনা ঘটায়।"

বাবলু সস্নেহে বলল, "কী ভাগ্যিস, প্রাণে বেঁচে আছ তুমি। যাক, এখন কি একটু উঠে বসতে পারবে?"

"পারব।" বলে বহুকষ্টে একবার উঠে বসতে গেল কানন। তারপর আধবসা অবস্থাতেই আবার লুটিয়ে পড়ল।

বাবলু বলল, "কী হল কানন?"

কানন আবার সংজ্ঞাহীন হল। বাবলু ওকে সময়মতো ধরে ফেলল তাই, না হলে আবার আঘাত পেত।

বাবলু বলল, "বিলু! যত কষ্টেই হোক, কাননকে এখনই চিকিৎসার জন্য বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। এক কাজ করি আয়, ওকে পিঠে নিয়েই একটু কষ্ট করে আমরা জঙ্গল পেরিয়ে কোনও গ্রামের দিকে যাই চল। তারপর সেখান থেকে একটা গোরুর গাড়ি অথবা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে বাড়ি নিয়ে যাব ওকে।"

বিলু বলল, "কিন্তু তার আগেই তো আমরা বাঘ-ভালুকের পেটে যাব। তা ছাড়া এই পাহাড়ি চড়াই পথে কাউকে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নাকি? তার চেয়ে তুই বরং ওকে দেখ। আমি পঞ্চুকে নিয়ে ঘুরে দেখি জঙ্গলের বাইরে কোথাও কিছু পাই কিনা? তোর কাছে তো এত রিভলভার আছে। নির্ভয়ে থাকবি তুই।"

বাবলু বলল, "না, না, না। তুই একা পঞ্চুকে নিয়ে যাবি কী? গেলে সবাই যাব। জঙ্গলে কোথাও কিছু না পাই মেন রোডে গিয়ে পড়তে পারলে তো দূরপাল্লার বাস-ট্রাক সব কিছুই পেয়ে যাব।

"কিন্তু মেন রোড কোথায় জানব কী করে?"

"জানবার দরকার নেই। ঝরনার পাশ দিয়ে এই যে চওড়া রাস্তাটা ওপরে উঠে গেছে এটাই যে প্রধান পথ তাতে সন্দেহ নেই। অতএব এই পথে গেলেই ধানবাদ-গিরিডির মেন রোড পেয়ে যাব আমরা।"

বিলু বলল, "তবে তাই চল। আমরা দু'জনে বরং পালটাপালটি করে বয়ে নিয়ে যাব ওকে। কিন্তু ওই লোকগুলোর কী হবে?"

"কী আবার হবে? বাঘ-ভালুকের খাদ্য হবে সব। আর যদি বেঁচে যায় তো কাল পুলিশ এসে অ্যারেস্ট করবে।"

বাবলু বলল, "বিলু, তোর হয়তো কষ্ট হবে। কিন্তু তবু বলছি একটু কষ্ট করে তুই ওকে নে। আমি রিভলভার উঁচিয়ে এগোতে থাকি। বিপদ বুঝলেই...।"

বিলু অতিকষ্টে পিঠে নিল কাননকে। অতবড় মেয়ে, ভারী কি কম? যেতে যেতে পা টলতে লাগল ওর। বলল, "আর পারছি না বাবলু।"

বাবলু বলল, "না পারিস আমাকে দে। নিয়ে ওকে যেতেই হবে। অবস্থা খুব খারাপ। কানন যদি আমাদের নিজেদেরই বোন হত তা হলে কি পারতুম তাকে ফেলে রেখে এখান থেকে যেতে? অতএব যেভাবেই হোক নিয়ে যেতে হবে।"

নদীগর্ভ থেকে ওঠার পর পথটা অসম্ভব চড়াই। দু'পাশে পাহাড়-জঙ্গল। মধ্যে পথ। বাবলু, বিলুর কাছ থেকে কাননকে নিয়ে আরোহণ শুরু করল। ওঃ, কী কষ্টকর! বুকের রক্ত যেন মুখে উঠে আসছে।

এমন সময় হঠাৎ দুটো জোরালো আলো ওদের গায়ের ওপর এসে পড়ল। একটা জিপ। জিপটা ব্রেক কষতেই চিনুমামার গলা শোনা গেল, "ওই! ওই তো ওরা।"

ভোম্বল চেঁচিয়ে বলল, "বাবলু! আমরা এসে গেছি।"

বাবলু আর বিলু সবিস্ময়ে দেখল ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এবং চিনুমামা একদল পুলিশ নিয়ে ওদের খোঁজে এসেছেন এখানে। জিপের পেছনে পুলিশের একটি ভ্যানও আছে।

বাচ্চু-বিচ্ছু এবং ভোম্বল ছুটে এসে বাবলুর পিঠ থেকে নামিয়ে নিল কাননকে। বলল, "কাননের কী হয়েছে বাবলুদা?"

"ও খুব আঘাত পেয়েছে। কিন্তু তোরা কী করে জানলি আমরা এখানে আছি?"

চিনুমামা বললেন, "তোদের ফিরতে দেরি দেখে থানায় যোগাযোগ করলাম। থানাতেও তখন সাজ সাজ রব। থানার সামনে থেকেই তো ওদের দু'জনকে বোমা ফাটিয়ে তুলে নিয়ে যায় ওরা। তারপর পুলিশ আমাদের মুখে সব কথা শুনে প্রথমে চলল বেনিয়াড়ি খনি এলাকায়। কিন্তু ওখানে কারও কোনও সন্ধান না পেয়ে শুরু হল খোঁজখবর। দু'-একজন দোকানদার বলল, একজন ভয়ংকর চেহারার লোক মোটরবাইকে করে একটি মেয়েকে নিয়ে উশ্রীর দিকে মেন রোড ধরে গেছে। একটা কুকুরও খুব আঁচড়-কামড় করছে বাইকের চালককে। আর-একজন বলল, একটি মোটরও খুব দ্রুত গেছে ওই পথে। তাতে বেশ কয়েকজন লোক ছিল। দেখে মনে হল খুব বাজে লোক তারা। সেই সূত্র ধরেই আমরা এসেছি এখানে। অবশ্য পুলিশ ফোন করে আশপাশের সমস্ত থানায়, ধানবাদে, হাজারিবাগে সর্বত্র জানিয়ে দিয়েছে ওই বাইক এবং মোটরগাড়িকে আটক করবার জন্য। তোদের যে এখানেই পেয়ে যাব তা অবশ্য ভাবতেও পারিনি।"

বাবলু পুলিশদের বলল, "আপনারা এখনই এই জিপে করে আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিন। কেন না এখনই ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা না করালে কাননের পক্ষে সেটা ক্ষতিকর হবে। আর ওই ভ্যান নিয়ে আপনারা ঝরনার কাছে চলে যান। জীবিত-মৃত অনেক দুষ্কৃতকারীকে আপনারা দেখতে পাবেন। এইবার সরকারি নিয়মে তাদের যার প্রতি যেমন ব্যবহার করা উচিত, তা করবেন। আর এই নিন, এগুলো আমরা আর বয়ে বেড়াতে পারছি না।"

"এ কী! এত রিভলভার তোমরা পেলে কোথায়? এতে পুলিশের খোয়া যাওয়া অনেক মালও রয়েছে দেখছি।"

"এগুলো কৌশলে আমরা ওদের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছি।"

পুলিশের লোকেরা সেগুলো নিয়েই হইহই করে ছুটল ঝরনার দিকে। ভ্যানটা গেল পিছু পিছু। শুধু জিপটা গেল না। জিপটা ওদের সকলকে নিয়ে ফিরে এল বারগণ্ডায় কাননদের বাড়িতে।

ওরা যখন ফিরে এল তখন সবে ভোর হয়েছে। ধূর্জটিবাবু মেয়েকে ফিরে পেয়ে এবং বাবলুর মুখে সব শুনে দু' হাতে জড়িয়ে ধরলেন বাবলুকে। একটু পরেই খবর পেয়ে ডাক্তার এলেন। তারপর ওষুধ ইঞ্জেকশান দিতে সকালের মধ্যে জ্ঞান ফিরে এল কাননের।

কানন ফুলের মতো হাসি ছড়িয়ে বলল, "সত্যি বাবলুদা! তুমি না থাকলে এ-যাত্রা আমি বাঁচতাম না।"

বাবলু বলল, "ভুল বললে কানন, পঞ্চু না থাকলে কিছুই হত না।"

পঞ্চু তখন চিনুমামার কোলে মাথা রেখে চোখ পিটপিট করে সবাইকে দেখছে।

চিনুমামা ওর মাথায়, গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। চিনুমামার সঙ্গে পঞ্চুর এখন খুব ভাব। কাজেই চিনুমামার আর কোনও কুকুরাতঙ্ক নেই। বরং গর্বের সঙ্গে বললেন, "তোদের এই পঞ্চু দেখছি একাই একশো।"

পঞ্চু শুয়ে থাকা অবস্থাতেই আস্তে করে ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

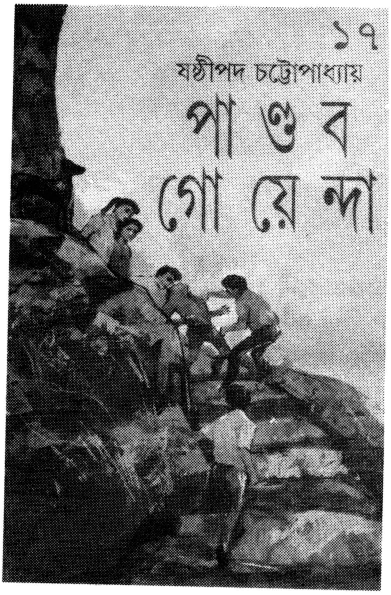

পাণ্ডব গোয়েন্দা ১৭

অষ্টাবিংশ অভিযান

রাত তখন বারোটা।

এত রাত অবধি বাবলু কখনও জেগে থাকে না। কিন্তু সেদিন একটা রোমহর্ষক গল্পের বই নিয়ে এমনই তন্ময় হয়ে ছিল যে, ঘড়ির কাঁটার দিকেও নজর পড়েনি তার।

হঠাৎ পাড়ার কুকুরগুলো আচমকা হাউ-হাউ করে উঠল। বাবলু বিরক্ত হয়ে বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে একবার তাকাল জানলার দিকে। তারপর আবার চোখ নামিয়ে নিল। এই কুকুরগুলো দিনরাত নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে। বেপাড়ার কুকুর দেখলে প্রাণান্তকর চেঁচায় আর চোর-ডাকাতের গন্ধ পেলে লাজুক-লাজুক মুখ করে লুকিয়ে পড়ে কোথায় যেন। অথচ পাড়ার লোক রাত করে বাড়ি ফিরলে কিংবা ভোরে উঠে কোথাও গেলে তখন তাদের বিক্রম কী! কিন্তু করারও কিছু নেই। পাড়ায় পাড়ায় এখন হাঁস-মুরগির মতন কুকুরের পোলট্রি গজিয়ে উঠতে দেওয়া হচ্ছে। উঠুক। এই কুকুরগুলো ছিল বলেই না এদের ভেতর থেকে শ্রীমান পঞ্চুচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছে!

পঞ্চু তখন শুয়ে ছিল বাবলুর খাটে। নরম গদির বিছানায় শুয়ে মাথার বালিশে মাথা রেখে পাশের বালিশে পা দিয়ে আরামে শুয়ে শুয়ে দেওয়ালের টিকটিকি দেখছিল।

বাবলু বলল, 'কী রে পঞ্চু! চুপচাপ শুয়ে আছিস কেন? একটু ধমক-ধামক দে না ওদের!"

বাবলুর কথা শুনে পঞ্চু উঠে বসল। তারপর খাট থেকে নেমে এসে একবার গা-ঝাড়া দিয়ে জানলার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরেটা দেখল। পরক্ষণেই হঠাৎ ডিগবাজি খাওয়ার মতো করে লাফিয়ে বাবলুর প্যান্ট কামড়ে টেনে ধরল একবার। তারপর দরজার আড়ালে গিয়ে ঘাপটি মেরে রইল।

পঞ্চুর এইরকম হাবভাব বাবলুর অজানা নয়। সে বুঝল নিশ্চয়ই কোনও কিছু দেখে কিংবা কোনও কিছুর গন্ধ পেয়েই ও নিজেকে প্রস্তুত করে নিল। অর্থাৎ এই মুহূর্তে কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

ও জানলার বাইরে কী আছে দেখবার জন্য যেই না টর্চ আনতে যাবে, অমনই শুনতে পেল দরজায় টক-টক শব্দ।

কে যেন শক্ত হাতে টোকা মারছে দরজায়।

বাবলু ভেতর থেকেই সাড়া দিল, "কে?"

"দরজা খোলো।"

কেমন যেন ঘড়ঘড়ে গলার স্বর। এত রাতে কে রে বাবা! যাই হোক, দরজা খুলতেই হল। আর দরজা খুলেই সভয়ে পিছিয়ে এল বাবলু।

খোলা দরজার সামনে তখন স্যুট বুট হ্যাট ও টাই পরা এক দীর্ঘ উন্নত বলিষ্ঠ পুরুষ দাঁড়িয়ে। তাঁকে দেখে ভয় না পাওয়ার কোনও কারণ নেই। কী বীভৎস চেহারা তাঁর! যেন এক অমানুষিক আতঙ্ক। গলিত বিকৃত দগ্ধানো ঝলসানো তাঁর মুখ। কালো চশমায় চোখদুটি ঢাকা থাকলেও বোঝা যাচ্ছে গোটা মুখখানা অ্যাসিড ঢেলে পোড়ানো। মুখের দগদগে মাংসগুলো গুটিয়ে ড্যালা পাকিয়ে গেছে। গাল পুড়ে দাঁত ও মাড়ি বেরিয়ে এসেছে। নাকের বদলে একটা গর্ত।

বাবলু কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "কে! কে আপনি?"

"তুমি আমাকে চিনবে না।"

"চেনবার দরকারও নেই। আমি আপনাকে একদম সহ্য করতে পারছি না। আপনি চলে যান। না হলে...।"

"না হলে তোমার একান্ত অনুগত এবং বাধ্য কুকুর শ্রীমান পঞ্চুকে আমার দিকে লেলিয়ে দেবে, এই তো?"

পঞ্চু তখন বাবলুর নির্দেশ পাওয়ার আগেই দু' পায়ে খাড়া হয়ে সামনের থাবা দিয়ে পেছনদিক হতে আগন্তুকের কোমর জড়িয়ে ধরল।

বাবলু বলল, "দেখছেন তো? এখনও বলছি যদি ভাল চান তো চলে যান।"

"আমি যাওয়ার জন্য আসিনি বাবা। তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব বলে এসেছি। তোমাকে আমার ভীষণ দরকার।"

এমন সময় পাশের ঘর থেকে বাবলুর বাবা-মা দু'জনেই এদের গলার আওয়াজ পেয়ে শয্যাত্যাগ করে এ-ঘরে এসে ঢুকলেন। ঢুকেই অবাক হয়ে বললেন, "কে রে বাবলু? এত রাতে কে তোর ঘরে?"

আগন্তুকের পেছনদিকটাই বাবলুর বাবা-মা লক্ষ করেছিলেন। এবার ঘুরে তাকাতেই সভয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন, "এ কী! কে আপনি? এখানে কী করতে এসেছেন?"

আগন্তুক গম্ভীর গলায় বললেন, "প্রয়োজনে এসেছি। এই ছেলেটাকে আমার চাই। ওকে আমি নিয়ে যাব।"

বাবলুর মা বললেন, "না না। আমার ছেলে আমি দেব না। এই আমার একটিমাত্র ছেলে।"

বাবা বললেন, "আপনি কে? আমার ছেলেকে আপনার কীসের প্রয়োজন? কেনই-বা নিয়ে যাবেন ওকে?"

"ওকে আমার ভীষণ দরকার।"

"হতে পারে। কিন্তু এইভাবে এত রাতে অন্ধকারে চোরের মতো এসে আপনি আমার ছেলেকে নিয়ে যেতে চাইলে আমিই বা দেব কেন?"

আগন্তুক আরও গম্ভীর স্বরে বললেন, "দিতে হবে মশাই, দিতে হবে। তবে ওকে নিয়ে গেলেও আমার স্বার্থ যে খুব একটা সিদ্ধ হবে, তা কিন্তু মনে হচ্ছে না। আপনার ছেলের নামের ডাকে তো এখন গগন ফেটে যাচ্ছে। অথচ এইরকম বুদ্ধিমান ছেলে হয়ে এই রাতদুপুরে এক অচেনা আগন্তুককে ভাল করে না দেখেই দরজাটা খুলে দিল কী বলে? এইরকম বুদ্ধি নিয়ে ও গোয়েন্দাগিরি করে?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে কী জানেন, নিজের সম্বন্ধে আমি এত দূর নিশ্চিন্ত যে, এই ধরনের আকস্মিক বিপদকে আমি গ্রাহ্য করি না। তা ছাড়া আমি একটা গল্পের বইয়ের মধ্যে ডুবে ছিলাম, তাই অন্যমনস্কও ছিলাম। কিন্তু তাতেই বা কী? দেখছেন তো হায়েনার চেয়েও মারাত্মক একটা জীব কীভাবে আপনাকে আলিঙ্গন করে আছে?"

"দেখলাম। তবে বাড়িতে কোনও অতিথি এলে তাকে যে এইভাবে আপ্যায়ন করা হয় তা আমার জানা ছিল না।"

বাবলু বলল, "সব অতিথিকে নয় তো। বিশেষ বিশেষ অতিথিকে এইরকম করা হয়।"

"যেহেতু আমার এমন সুন্দর সুপুরুষ চেহারা, তাই?"

"তা নয়। চেহারায় কিছু না কিছু আসে যায় বটে, তবে আপনার আসার পদ্ধতিটা একটু অন্যরকমের এবং অসময়ের বলে, তাই। আপনার কথাবার্তার ধরনটাও একটু সন্দেহজনক। নয় কী?"

"বুঝলাম। এবার তোমার শ্রীমানকে বলো আমার কোমরটা ছেড়ে দিতে। সুড়সুড়ি লাগছে খুব।"

কেন জানি না এতক্ষণে বাবলুর হঠাৎই মনে হল লোকটাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তাই পঞ্চুকে ইঙ্গিত করতেই পঞ্চু কোমর ছেড়ে বাইরে যাওয়ার দরজার কাছে গ্যাঁট হয়ে বসল।

আগন্তুক বললেন, "শোনো, আমি অনেক দূর থেকে আসছি। আপাতত আমার একটু বিশ্রামের দরকার। আজ রাত্রে আমি এখানে থাকব। আমার খুব খিদে পেয়েছে। তাই যদি তোমাদের ঘরে খাবারদাবার কিছু থাকে তো আমাকে দিতে পার। ছ' ঘণ্টা ট্রেন লেট। তাই এখানে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে গেল। সঙ্গে জিনিসপত্তরও কিছু আনিনি। কেন না আমি কখন কোথায় যাই বা না যাই, তা কাউকে বুঝতে দিতে চাই না। তা ছাড়া লাগেজ বইতে একদম ভালবাসি না আমি।"

আগন্তুক অবশ্য কারও কোনও অভ্যর্থনার অপেক্ষা না করেই একটা সোফায় বসে শরীরটা এলিয়ে দিলেন। তারপর বাবলুর বিছানার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাদের যদি আর কোনও এক্সট্রা ঘর না থাকে তা হলে এই ঘরেই আমি শোবো। শুধু আজকের রাতটুকু। অসুবিধে হলেও করার কিছু নেই। না হলে এত রাতে যাবই বা কোথায়? যাক, আর অহেতুক দেরি না করে আমার খাবার ব্যবস্থা করো।"

বাবলুর বাবা-মা দু'জনেই তখন মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন।

আগন্তুক তাঁর বীভৎস মুখে সামান্য একটু হাসার চেষ্টা করে বললেন, "অমন করে দেখবার কিছু নেই। এলেমপিসি জানো?"

বাবলুর বাবা বিস্মিত হয়ে বললেন, "তার মানে? এলেমপিসি কী?"

"তুমি বুঝবে না। ওটা একটা সাংকেতিক নাম। আরও একবার বলছি, এল এম পি সি।" বলেই পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে নাড়তে লাগলেন।

বাবলুর মা প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠলেন এবার। বললেন, "বুঝেছি, বুঝেছি। আর বলতে হবে না। বড়মামা আপনি? এ কী দশা হয়েছে আপনার?"

আগন্তুক সোফায় আরও একটু দেহটা এলিয়ে দিয়ে কান্নাধরা গলায় বললেন, "আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে রে খুকু! আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি। তবু ভাল যে, শেষপর্যন্ত তুই আমাকে চিনতে পারলি!"

"কিন্তু আপনার এ সর্বনাশ কে করল বড়মামা? কতদিন হয়েছে এইরকম? আপনাকে যে চেনাই যাচ্ছে না!"

"চেনা না গেলেও আমি তোর সেই বড়মামা। সেই আমি ডা. ললিতমোহন পালচৌধুরী। তোরা যাকে এল এম পি সি বলে ডাকতিস। আমি রুমাল নাড়লে তোরা আমাকে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরতিস। আমি সেই ললিতমোহন। যাক। আগে আমায় কিছু খেতে দে খুকু। বড্ড খিদে পেয়েছে। তারপর সব বলব তোদের।"

বাবলুর মা, বাবা এবং বাবলু ললিতমোহনের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। বাবলুর মা ললিতমোহনবাবুকে জড়িয়ে ধরে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

ললিতমোহনবাবু বাবলুর মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "কী হবে কেঁদে? অযথা চোখের জল ফেলিস না খুকু। আমি তো আমার জীবনের শেষ কান্না অনেক আগেই কেঁদে নিয়েছি।"

পঞ্চু এতক্ষণ দরজা আগলে বসে বসে সব কিছু দেখছিল, এবার সেও উঠে এসে ললিতমোহনবাবুর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে মেঝেয় গড়াগড়ি দিতে লাগল।

এত রাত্রে ঘরে কী আর থাকবে? দোকানও খোলা নেই। তবু স্টোভ ধরিয়ে আলুভাজা, হালুয়া আর গরম গরম লুচি ভেজে ললিতমোহনবাবুকে খেতে দিলেন বাবলুর মা। ঘুম তখন মাথায় উঠল।

বাবলুর বাবাও আর না শুয়ে একটা চেয়ার টেনে ললিতমোহনবাবুর সামনে বসে ঘটনার বৃত্তান্ত এবং এখানে আসার কারণ জানতে চাইলেন।

ললিতমোহনবাবু খেতে খেতেই বললেন, "আমি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি, এখন এইটুকুই শুধু জেনে রাখো তোমরা। কিন্তু এই বীভৎস চেহারা নিয়ে আমার বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায় বলতে পারো? আমার এখন আত্মহত্যা করাই উচিত। কিন্তু আমি তা করব না।"

বাবলু বলল, "না না, আত্মহত্যা করবেন কেন?"

"আমি প্রতিশোধ নিতে চাই।"

"কাদের ওপর আপনি প্রতিশোধ নিতে চান দাদুভাই?"

"যারা আমার এই অবস্থার জন্য দায়ী।"

"তারা কারা? আপনি তাদের চেনেন?"

"না। মাত্র একবারই দেখেছি। তবে আর একবার দেখলেই চিনতে পারব।"

"ওরা আপনার কতদিনের শত্রু?"

"কতদিনের আবার? বললাম তো ওদের আমি মাত্র একবারই দেখেছি। তা ছাড়া ডা. ললিতমোহন পালচৌধুরীর কোনও শত্রু কখনও ছিল না।"

বাবলুর মা বললেন, "মামিমার খবর কী?"

"সে নেই।"

"সে কী! তাঁর কী হল?"

"বললাম তো, সে নেই।"

"পাপিয়া? পাপিয়ার বিয়ের কথা চলছিল যে?"

"পাপিয়াও নেই।"

"পাপিয়া নেই? রাজীব! রাজীব কেমন আছে?"

"কী জানি কেমন আছে! তবে সেও নেই। ডা. ললিতমোহনের ঘর এখন একদম ফাঁকা। সে-ঘরে এখন অনেক লোক একসঙ্গে থাকতে পারবে।"

বাবলু করুণ গলায় বলল এবার, "কেন দাদুভাই? ওরা নেই কেন? সব কথা খুলে বলুন তো, কী থেকে কী হল আপনার? একদম তর সইছে না আমাদের।"

ললিতমোহনবাবু খাওয়া শেষ করে ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খেলেন। তারপর বললেন, "বলব, বলব। সব কথা খুলে বলব বলেই তো এত কষ্ট করে এখানে ছুটে এসেছি। তার আগে কথা দাও যেভাবেই হোক আমার রাজীবকে তুমি খুঁজে বার করবে?"

"কথা দিলাম। যদি আমার সাধ্যাতীত না হয় তা হলে নিশ্চয়ই আমি খুঁজে বার করব তাকে।"

"অবশ্য যদি সে বেঁচে থাকে। তবে মনে হয় বেঁচে আছে। না হলে এতদিনে তার ডেডবডি আমি উপহার পেতাম।"

বাবলুর বাবা-মা দু'জনেই বললেন, "এইবার বলুন তো আসল ব্যাপারটা কী?"

ললিতমোহনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ওরে সেই মর্মান্তিক ঘটনার কথা মনে পড়লেই আমার হৃৎকম্প হয়। তবু বলি শোনো, একটু আগের থেকেই বলি। গত বছর ঠিক এমনই সময় অর্থাৎ এই ফাল্গুন মাসেই আমরা গিয়েছিলাম রাজগীরে বেড়াতে। তোর বড়মামি, আমি, পাপিয়া আর রাজীব। আমরা বিপুলাচল পাহাড়ের কোলে যে বাড়িটাতে ছিলাম তার পেছনে গভীর বন। এক রাতে সেই বনের ভেতর থেকে করুণ একটা আর্তনাদ শুনে ঘুম ভেঙে জেগে উঠলাম আমরা।"

রাজীব বলল, "বাবা, একটু এগিয়ে দেখব? মনে হচ্ছে কেউ বা কারা যেন কোনও অসহায় মানুষকে মারধোর করছে।"

আমি বললাম, "না, দরকার নেই ওসব ঝামেলায় যাওয়ার। হাজার হলেও এটা আমাদের বিদেশ বিভুঁই। তা ছাড়া ওরা কতজন, তাও জানি না। শুধু শুধু ওদের ঘাঁটানোর কী দরকার! হয়তো নিজেরাই বিপদে পড়ব।"

"কিন্তু বাবা, তাই বলে কোনও বিপন্ন মানুষ সাহায্য চেয়ে মরে যাবে, আমরা শুনেও তাকে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে যাব না? এ কী করে হয়? আমি যাই। দেখি কিছু করতে পারি কিনা।" এই বলে রাজীব একাই যেতে উদ্যত হল।

রাজীব নিরস্ত্র। আমরা ট্যুরিস্ট হিসেবে সেখানে বেড়াতে গেছি। তবে আমার কাছে একটা পিস্তল ছিল। কিন্তু রাজীব পিস্তল চালাতে জানত না। তাই আমিও চললাম ওর সঙ্গে।

রাজীব একটা গাছের ডাল ভেঙে হাতে নিল। সঙ্গে নিল টর্চ। আমি পিস্তল হাতে ওকে রক্ষা করবার জন্য ওর পিছু নিলাম।

টর্চের আলোয় পথ দেখে রাজীব বলতে-বলতে চলল, "ভয় নেই ভাই। আমরা যাচ্ছি।"

আমিও গলা হাঁকিয়ে বললাম, "এই গিয়ে পড়লুম বলে।"

ওদিক থেকে অমনই উত্তর এল, "আনেবালে হুঁশিয়ার। পিছে হটো নেহি তো মার ডালুঙ্গা।"

রাজীবও হেঁকে বলল, "যদি বাঁচতে চাস তো পালা। না হলে মরবি।"

আমরা তবুও সাহসে ভর করে এগোতে লাগলাম। হঠাৎ একটা গুলির শব্দ শুনতে পেলাম আমরা। সেইসঙ্গে আর্তনাদ।

আমি রাজীবকে বললাম, "আর এগোস না। তুই দাঁড়া এখানে। আমি বরং দেখি।" এই বলে ওর হাত থেকে টর্চ নিয়ে এগিয়ে গেলাম। খানিক দূরে গিয়েই দেখতে পেলাম একটা লোক ক্ষতবিক্ষত গুলিবিদ্ধ ও রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে সেখানে। আমি ওর কাছে গিয়ে নাড়ি দেখলাম। লোকটি মৃত। টর্চের আলো চারদিকে ঘুরিয়ে আর কাউকেই দেখতে পেলাম না। তবুও কিছু পথ এগিয়ে গাছের ডাল-পাতার ওপর আলো ফেলে দেখলাম কেউ কোথাও লুকিয়ে নেই। যাই হোক, কারও কোনও হদিস না পেয়ে যখন ফিরে আসছি তখন পথের ধারে পলিথিন প্যাকেটে মোড়া একটা কাগজ আমি কুড়িয়ে পাই। বেশ যত্ন সহকারে বাঁধা সেটি একটি দলিলের মতো। আমি অবশ্য সেখানেই সেটা খতিয়ে দেখার চেষ্টা না করে পকেটে ঢুকিয়ে ফিরে এলাম।"

রাজীব বলল, "কী হল বাবা? কী দেখলেন?"

"কী আর দেখব? অপারেশন সাকসেসফুল। লোকটাকে খুন করা হয়েছে। মরে গেছে লোকটা।"

"তা হলে?"

"তা হলে আর কী? এখন চলো, থানায় একটা খবর দিয়ে আমরা আমাদের কর্তব্য শেষ করি।" এই বলে আমরা থানায় রিপোর্ট করে ঘরে ফিরলাম।

ঘরে এসে সেই রাতেই কাগজটা খুলে যা দেখলাম তা সত্যিই বিস্ময়কর! বৈভার পাহাড়ের দক্ষিণে সোনভাণ্ডার নামে একটি গুহা আছে। সেই গুহায় জরাসন্ধের অতুল ধনরাশি লুকনো আছে বলে অনেকেরই ধারণা। কিন্তু গুহামুখটি এমনই অপূর্ব কায়দায় বন্ধ করা আছে যে, আজ পর্যন্ত সেটিকে ভেদ করে কেউ এর ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনি। ব্রিটিশ আমলেও কামান দেগে এটিকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তখনও ব্যর্থ হয়ে হার মানতে হয়েছিল গুপ্তধনের সন্ধানীদের। কামানের গোলার দাগ এখনও তার সাক্ষ্য বহন করছে। তবে শঙ্খলিপিতে এই গুহা-গাত্রে এমন কিছু সংকেত বা লিপি খোদাই করা আছে, যাতে

অনেকেই অনুমান করেন, যদি কখনও এই লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় তবেই হয়তো এই গুহামুখ উন্মুক্ত করে এর ভেতরে প্রবেশ করা যাবে। যাই হোক, দীর্ঘদিন ধরে কৌতূহলী এবং সন্ধানী মানুষেরা বারবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এর ভেতরে প্রবেশ করে সেই অসীম ধনরাশি লাভ করবার। সেই দলিলটিতে আছে শঙ্খলিপির আনুমানিক পাঠোদ্ধার। সেইসঙ্গে একটি নকশাও আছে। সম্ভবত এইটি হস্তগত করার জন্যই ওরা মানুষটিকে অপহরণ করে এবং আমাদের তাড়া খেয়ে পালাবার সময় অসতর্কতার জন্য এটিকে ফেলে যায়।

আমরা কিন্তু দলিল ও নকশার কথা পুলিশকে বলিনি, বলার প্রয়োজনও মনে করিনি। তার চেয়েও বড় কথা, রাজগীরেও আমরা আমাদের থাকাটা আর নিরাপদ নয় মনে করে পরদিন খুব ভোরেই পালিয়ে এলাম দেওঘরে। কাজেই দুর্বৃত্তদের আমাদের খোঁজখবর নেওয়ার এতটুকু সুযোগও আমরা দিলাম না। কিন্তু হলে কী হবে? ওরা আমাদের থেকেও ঢের বেশি চালাক। কিছুদিন বাদে ওরা ঠিক খোঁজখবর নিয়ে এক সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে এসে হাজির হল। ওরা চারজন। প্রথমে রুগি সেজেই আমাকে ওরা ওদের শরীরের নানারকম অসুবিধের কথা বলতে লাগল। তারপর ঘুরে-ফিরে রাজগীরের আলোচনায় এল। এবং সবশেষে বলল, "ডাক্তারবাবু! রুগি দেখাই তো আপনার কাজ। অযথা গুপ্তধনের পেছনে ছুটোছুটি করে আপনি কী করবেন? ওই কাগজ আর নকশাটা আমাদের দিয়ে দিন। এতে আপনার ভাল হবে।"

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম, "সে কী! কীসের কাগজ? কীসের নকশা?"

"যা আমরা সেদিন তাড়াতাড়িতে বনের ভেতর ফেলে এসেছিলাম। আসলে আমাদের ব্যাগ থেকে পড়ে গিয়েছিল ওটা।"

"আমি ওসবের কিছুই জানি না।"

"তা হলে আপনি পরদিন ভোরেই ওইভাবে পালিয়ে এলেন কেন? যে জিনিস আমাদের কাছ থেকে পড়ে গেল অথচ পুলিশ পেল না, যে জিনিস আমরা তন্নতন্ন করে খুঁজেও উদ্ধার করতে পারলুম না, সে জিনিস আপনার কাছে ছাড়া আর কার কাছে থাকতে পারে বলুন?"

"তোমাদের দলেরই কারও কাছে আছে হয়তো।"

"এটা আমরাও যে ভাবিনি তা নয়। তবে আপনার ছেলে রাজীব এখন আমাদের হেফাজতে। সেই তো কবুল করেছে ওই রাতে ওই জিনিস আপনিই কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।"

আমি চমকে উঠে বললাম, "সত্যি বলছ, রাজীব তোমাদের হেফাজতে? এই তো ঘণ্টা দুয়েক আগেও সে আমার কাছে ছিল।"

"আরে ডাক্তারবাবু, অযথা আপনাকে মিথ্যে বলে লাভ? এখন ভালয়-ভালয় দিয়ে দিন কাগজটা।"

"আগে আমার ছেলেকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও। তারপর আমি ভেবে দেখব।"

"ভেবে দেখবেন? স্টুপিড।" বলেই ওদের একজন সজোরে একটা ঘুষি মারল আমার মুখে। আমি ছিটকে পড়ে গেলাম। তারপরই ঘটে গেল দুর্ঘটনা। এক জায়গায় তাকের ওপর একটি বোতলে অ্যাসিড রাখা ছিল। আমার ধাক্কায় সেটা উলটে গিয়ে আমার মুখখানা পুড়িয়ে, গলিয়ে বীভৎস করে দিল। আমি যন্ত্রণায় জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান যখন ফিরল, তখন আমি হাসপাতালে। ইতিমধ্যে দুর্বৃত্তরা আমার স্ত্রী এবং কন্যাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। আমার ঘরবাড়িও তছনছ করেছে। কিন্তু সে জিনিস আমি ব্যাঙ্কের লকারে রেখেছিলাম বলে ওরা হস্তগত করতে পারেনি। যাই হোক, রাজীবের খবর কী, তা জানি না। ছ' মাস হয়ে গেছে। ওরা কেউ আর আমার কাছে আসেনি। এবং আমার ছেলেও ফিরে আসেনি আমার কাছে। এখন বলো, কী করা যায়? আমার একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। এক চোখে আমি দেখতে পাই। এই অবস্থায় আমি একেবারেই অসহায়। তাই বলি বাবলু, তুমি কি পারবে আমার কোনও কাজে লাগতে?"

বাবলু বলল, "সেই দলিলের মতো কাগজ বা নকশাটা আপনি কি এনেছেন?"

"হ্যাঁ। এগুলো এখন তোমার কাছেই থাকবে। কেন না এ আর আমার কোনও কাজে লাগবে না। এখন তুমি শুধু বলো তোমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব কিনা?"

বাবলু বলল, "কেন নয়?"

"আমি আমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির একটা উইল তৈরি করে এনেছি। যদি আমার রাজীব জীবিত না থাকে তা হলে এ সবই তোমরা পাবে।"

বাবলুর মা বললেন, "কিন্তু মেজমামা, ছোটমামা ওঁরা কিছু মনে করবেন না এই উইলের ব্যাপারে?"

"কী আবার মনে করবে? তারা তো এমনিতেই ইন্ডিয়ার বাইরে থাকে। তা ছাড়া আমার এই দুর্ঘটনার কথা আমি তাদের জানাইওনি।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। অনেক রাত হল। এখন আপনি বিশ্রাম করুন। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব এই ব্যাপারে অগ্রসর হতে।"

ললিতমোহনবাবু বললেন, "আঃ, এতক্ষণে মনে স্বস্তি পেলাম। যেভাবেই হোক, কোনওরকমে যদি তুমি শয়তানগুলোকে খুঁজে বার করতে পারো তা হলে আমি নিজে এক এক করে শেষ করব ওদের সবক'টাকে।"

বাবলু বলল, "সে সুযোগ হয়তো আপনি পাবেন না দাদুভাই। কারণ আমরা যদি তাদের ধরতেও পারি তবে তাদের শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব পুলিশের। তাকে আইনের হাতেই তুলে দেব আমরা।"

ললিতমোহনবাবু চিৎকার করে উঠলেন, "নো, নো। নেভার। আমি—এই আমি, আমার দুটো হাত দিয়ে ওদের গলা টিপে মারব।—না। ওদের আমি কুকুরের মতো গুলি করে মারব। ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলব ওদের। বুঝেছ, তুমি যদি ওদের ধরতে পারো, তা হলে আমার হাতেই তুলে দিয়ো। কেমন?"

"বেশ। তাই দেব। এখন তো আপনি বিশ্রাম করুন।"

ললিতমোহনবাবু ঘরের আলো নিভিয়ে বাবলুর বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

বাবলুও পঞ্চুকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে এল।

কিন্তু পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই অবাক হয়ে গেল সকলে। বাবলুর মা, বাবা, বাবলু সবাই। ঘর আছে, বিছানা আছে, সিগারেটের কয়েকটি টুকরোও পড়ে আছে। শুধু মানুষটি নেই। মানুষটি যেন রহস্যময়ভাবে একেবারে উবে গেছেন ঘর থেকে।

॥ ২ ॥

বাবলু বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। যা সে আশা করেছিল তাই। সেই প্যাকেট এবং আলাদা একটি চিঠি বালিশের নীচে চাপা দেওয়া। চিঠিটা হাতে নিয়ে পড়তে লাগল বাবলু।

ওর মা বললেন, "কী লিখেছেন রে?"

বাবলু চিঠিটা এগিয়ে দিল মা'র দিকে। চিঠিতে লেখা ছিল—"খুকু, অনেক ভেবেচিন্তে যেমন রাতের অন্ধকারে এসেছিলাম তেমনই ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই চলে গেলাম। এই ভাল। না হলে তোরাও পাড়ার লোককে আমার ব্যাপারে বলতে বলতে হয়রান হয়ে যেতিস, আমারও এখানে আসাটা চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে যেত। তোর ছেলে তো অসাধারণ। তাই ওকে সব কথা জানিয়ে গেলাম। যদি ও ভাল মনে করে তা হলে যেন একবার বেড়াতে যাওয়ার ছলে রাজগীরে গিয়ে ওই শয়তানদের খোঁজখবর নেয়, বা রাজীবের জন্য কিছু করে। ভেবেছিলাম আমি নিজেই ওকে নিয়ে যাব, কিন্তু পরে ভাবলাম, তাতে ছেলেটা ওদের কাছে চিহ্নিত হয়ে যাবে এবং আসল কাজেরও অসুবিধে হবে। আমার নিজের সুবিধের জন্য ওকে বিপদে ফেলার তো মানে হয় না। অতএব—"

বাবলুর মা চিঠি পড়ে বললেন, "কী রে! কী করবি? ভাবলি কিছু?"

"কাল সারারাতই ভেবেছি মা। দাদুভাইয়ের ক্ষতি যারা করেছে তাদের ক্ষমা করা যায় না। আর রাজীবমামা যদি বেঁচে থাকেন তবে তাঁকেও আমরা উদ্ধার করব।"

ছেলের কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে বাবলুর মা বললেন, "যা করবার খুব সাবধানে করবি। আমার আবার এসবে ভয় লাগে বাবা।" বলে চলে গেলেন।

বাবলু তখন পলিথিনের প্যাকেটটা খুলে কাগজপত্তরগুলো বার করতে লাগল। প্রথমেই একটা উইলের কপি হাতে এল। তারপর বেরোল একটি নকশা। এবং দলিলের মতো মোটা একটি কাগজ। সম্ভবত এতেই শঙ্খলিপির পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। তারপরে যা হাতে এল তা কিন্তু প্রত্যাশার বাইরে। ও সেগুলো গুনে-গুনে দেখল মোট দশ হাজার। সবই একশো টাকার নোট। দাদুভাই নিশ্চয়ই ওদের খরচ-খরচার জন্য দিয়েছেন। অবশ্য উনি না দিলেও যাওয়া আটকাত না।

একটু পরেই বাবলুর মা গরম গরম লুচি আর আলুভাজা নিয়ে ঘরে এলেন। সেইসঙ্গে এক পেয়ালা গরম কফি। বাবলুর হাতে টাকার গোছা দেখে বললেন, "এ কী রে! এত টাকা কোথায় পেলি?"

"দাদুভাইয়ের কাণ্ড! এগুলো আমাদের রাজগীর ভ্রমণের জন্য রেখে গেছেন।"

"কবে যাবি তা হলে?"

"দাঁড়াও। হুট করেই কি যাওয়া যায়? মনে মনে পরিকল্পনা করি। ট্রেনের টিকিট কবে পাই দেখি। তবেই

তো। বিনা রিজার্ভেশনে তো যাওয়া যাবে না। সেরকম তাড়াতাড়িও কিছু নেই। তুমি এই টাকা আর উইলটা রাখো। নকশা এবং দলিলের মতো কাগজটা আমার কাছে রাখি।”

বাবলুর মা টাকা আর উইল নিয়ে চলে গেলেন।

বাবলুও ওর পাণ্ডব গোয়েন্দার জুটিদের কাছে খবরটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য রওনা হল। অবশ্য বাবলু একা গেল না। ওর সঙ্গে পঞ্চুও গেল। কেন না পঞ্চুও এই ভয়ংকর অভিযানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বইকী!

বাবলু প্রথমেই গেল বিলুদের বাড়ি। বিলু তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে কয়েকটা আসন করছিল। বাবলু দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেই দেখে ঘরের মেঝেয় কম্বল পেতে শুয়ে বুকে চিবুক ঠেকিয়ে দু' পা উঁচু করে আসন করছে বিলু।

বাবলুর উপস্থিতি টের পেয়েই সে আসন ত্যাগ করে সামান্য একটু শবাসন করে বলল, “এই তোর কথাই ভাবছিলাম। কেওনঝোর থেকে আমার মেসোমশাই চিঠি লিখেছেন কাল। আমাদের ওখানে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। আমরা আজই রাতের গাড়িতে যাচ্ছি। তুই চল না রে বাবলু আমাদের সঙ্গে। তা হলে খুব আনন্দ হবে আমার।”

বাবলু বলল, “যাব। তবে এখনই নয়। দু'-একদিনের মধ্যেই আমাদের দলবল নিয়ে রাজগীর যেতে হবে।”

“রাজগীর!”

“হ্যাঁ। খুব সিরিয়াস কেস একটা হাতে এসেছে আমাদের। এবং এটা একেবারে আমার নিজের ব্যাপার।”

“তা হলে আজ রাত্রে আমার কেওনঝোর যাওয়ার কী হবে?”

“যাবি না। ক্যানসেল। তোর মা-বাবা যান। তুই থেকে যা আমার কাছে।”

বিলু একটা গেঞ্জি আর শর্ট-প্যান্ট পরেছিল। এর ওপর একটা জামা গলিয়ে চটি পায়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। যাওয়ার সময় মাকে বলল, “মা, আমি আজ তোমাদের সঙ্গে যেতে পারছি না। বাবলু রাজগীরের প্রোগ্রাম করেছে, অতএব বুঝতে পারছ তো?”

বিলুর মা অবাক হয়ে বললেন, “সে কী রে! তুই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের একজন। তোকে দেখবার জন্য তোর মাসির ছেলে-মেয়েরা হাঁ করে আছে সব। তুই যাবি না?”

“না মা। তুমি মাসিকে বোলো একটু বিশেষ কাজে আমি রাজগীর গেছি। ওখান থেকে ঘুরে এসে তারপর যাব। তবে আমি একা নয়। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও যাবে। সেটা নিঃসন্দেহে আরও ভাল এবং লোভনীয় ব্যাপার হবে। অমনই ওই সময়ই যাজপুরটাও দেখে আসব।”

বাবলু বলল, “হ্যাঁ, মাসিমা। আমরা সবাই যাব। আসলে আমার মায়ের মামা ডা. ললিতমোহন পালচৌধুরীর কথা মা নিশ্চয়ই অনেকবার বলেছেন আপনাকে?”

“ও। যিনি দেওঘরে থাকেন?”

“হ্যাঁ। তাঁর একমাত্র ছেলে নিখোঁজ। সম্ভবত রাজগীর বা তার আশেপাশে কোথাও তিনি আছেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। সেইজন্যই আমাদের তলব। দেখি চেষ্টা করে যদি খুঁজে পার করতে পারি।”

বিলু বলল, “আমরা এখন ভোম্বলদের বাড়ি যাচ্ছি। ফিরতে হয়তো দেরি হতে পারে। তুমি দরজায় খিল দাও মা।” এই বলে ওরা চলে গেল।

পঞ্চু বাইরেই অপেক্ষা করছিল। ওরা আসতেই লেজ নেড়ে পিছু নিল।

এবার ভোম্বলদের বাড়ি। ভোম্বল তখন ঘরের ভেতর দরজা-জানলা বন্ধ করে একটি একাঙ্ক নাটকের জোর রিহার্সাল দিচ্ছিল।

বাবলু আর বিলু গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতেই ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল ভোম্বল, “বলছি এখন দোকান যেতে পারব না।”

বাবলু গলাটা মিহি করে সুর পালটে বলল, “যা না বাবা লক্ষ্মীসোনা আমার! একটা পাঁউরুটি আর একপো ঝোলাগুড় নিয়ে আয়।”

বিলু বলল, “ওইসঙ্গে আমার জন্য গরম জিলিপি আর টোকো দই।”

বিলুর কথা শেষ হওয়ার আগেই দরজা খুলে গেল, “যাঃ বাবা। তোরা! তাই বলি এসব কথা তোরা ছাড়া আর কে বলতে পারে? মা সেই থেকে ‘দোকান যা, দোকান যা’ করে মুডটাকেই নষ্ট করে দিচ্ছিল আমার।”

বলার সঙ্গে সঙ্গেই ভোম্বলের মা এসে পড়লেন, “এতক্ষণ আমি অত করে ডাকলুম দরজা খুললি না। আর যেই তোর দলের পাণ্ডারা এল অমনই দাঁত বার করে বেরিয়ে এলি? বেশ ছেলে তৈরি হয়েছিস বাবা।”

ভোম্বল ঘাড়-মাথা চুলকে বলল, "বলো দোকান থেকে কী আনতে হবে?"

"কিছু আনতে হবে না। যা আনবার আনিয়ে নিয়েছি। এখন দয়া করে জলখাবারটা খেয়ে আমাকে উদ্ধার করবে কী? বলে বাবলুকে বললেন, "কী যে ওকে নাটকে পেয়েছে বাবা, দিনরাত যেন মারামারি করছে ঘরের ভেতর।"

বাবলু বলল, "শোন, ওসব নাটক-ফাটক রাখ। তল্পিতল্পা যা কিছু আছে গোছা। আজ-কালের মধ্যেই আমাদের রাজগীর যেতে হবে।"

"অসম্ভব! এই নাটকের আমিই উদ্যোক্তা। আমি চলে গেলে হয় কখনও?"

"ওরে এর চেয়েও অনেক বড় নাটক আমরা করতে চলেছি, বুঝলি?"

ভোম্বলের মা বললেন, "রাজগীর। হঠাৎ?"

"হঠাৎই যাচ্ছি মাসিমা। দেওঘর থেকে আমার দাদুভাই এসেছিলেন। তাঁর একমাত্র ছেলেকে কিছু বদ লোক ওই অঞ্চলেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। আমরা বেড়ানোর ছলে গিয়ে চেষ্টা করে দেখব তাঁকে উদ্ধার করতে পারি কিনা।"

"ওরে বাবা। তা হলে তো যেতেই হবে। ঠিক আছে, তোমরা বোসো। আমি তোমাদের জন্য একটু হালুয়া করে আনি।" বলে যেতে গিয়েই বললেন, "পঞ্চু আসেনি?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায়! দেখছি না তো?"

"বাইরেই কোথাও বসে আছে হয়তো।" বলেই ডাক দিল বাবলু, "পঞ্চু!"

পঞ্চু কখন যে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গিয়েছিল তা কে জানে? বাবলুর ডাকে সাড়া দিয়ে নেমে এল পঞ্চু।

ভোম্বলের মা বললেন, "কাল রাতে আমাদের মাংস হয়েছিল। অনেক বেঁচে গেছে। দেব ওকে?"

"দিন না!"

মংসর নামে পঞ্চুর জিভে জল এল। জিভ দিয়ে গালটাকে দু'-একবার চেটে নিয়ে 'গোঁ-ও-ঔ' শব্দ করে মনের আনন্দে লেজ নেড়ে নেড়ে ভোম্বলের মা'র পিছু পিছু রান্নাঘরের দিকে চলল সে।

বাবলু ভোম্বলকে বলল, "আমাদের এবারের অভিযানটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এইবারে ধরো না কেন আমাদের নিজেদের ঘরেই হাত পড়েছে। এখন শুধু বাচ্চু-বিচ্চুকে জানিয়ে ওদের বাবা-মায়ের অনুমতিটা নিতে হবে।"

ভোম্বলের মা হালুয়া নিয়ে এলে তাই খেয়ে ওরা চলল বাচ্চু-বিচ্চুদের বাড়ি। ভালই হল। বাচ্চু-বিচ্চুর বাবাও ছিলেন ঘরে। বাবলুদের দেখেই বললেন, "আরে এসো, এসো, পঞ্চপাণ্ডবের দল। বলি ব্যাপারখানা কী? একসঙ্গে এমন সব আসছ যে, মনে হচ্ছে যেন আবার কোনও রহস্যের গন্ধ-টন্ধ পেয়েছ?"

বাবলু বলল, "আপনি ঠিকই ধরেছেন কাকাবাবু। আজ আমরা এমনি আসিনি। এক দারুণ অভিযানের বার্তা নিয়ে এসেছি। আপাতত আপনি জেনে রাখুন আমরা খুব শিগগির রাজগীর বেড়াতে যাচ্ছি কয়েকদিনের জন্য।"

"উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু এতে রহস্যের গন্ধ কই?"

"আছে কাকাবাবু। আমাদের এবারের অভিযানও ভ্রমণ অভিযান নয়, রীতিমতো রহস্যের অভিযান।"

"বলো কী! তবে তো যেতেই হচ্ছে তোমাদের। তা কীভাবে যাবে কিছু ঠিক করেছ?"

"না। এখনও কোনও জল্পনা-কল্পনাই হয়নি। হঠাৎই ঠিক হয়েছে কিনা। তা আপনিই একটু বলে দিন না কীভাবে যাব?"

"তোমরা ট্রেনেই যেতে চাও নিশ্চয়ই?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে শোনো, রাজগীর যাওয়ার দুটো পথ আছে। এক, যে-কোনও ট্রেনে গয়ায় গিয়ে ওখানে দু'-একদিন থেকে বুদ্ধগয়া দেখে বাসে রাজগীর যেতে পারো। অথবা হাওড়া থেকে দানাপুর এক্সপ্রেসে চেপে বক্তিয়ারপুর পর্যন্ত গিয়ে ওখানে গাড়ি বদল করেও রাজগীর যেতে পারো।"

বাবলু বলল, "দেখুন, আমরা তো ঠিক বেড়াতে যাচ্ছি না। কাজেই আমাদের পক্ষে শেষেরটা ভাল হবে।"

"কবে যাচ্ছ তোমরা?"

"যেদিনের রিজার্ভেশন পাব। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আবার অযথা দেরিও করতে চাই না।"

"ঠিক আছে। তোমরা তৈরি হও। আমি দেখছি ফেয়ারলি থেকে পাঁচটা টিকিটের ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।"

বাবলুরা যে যার ঘরে ফিরে গেল।

বিকেলবেলা যথারীতি মিত্তিরদের বাগানের সেই ভাঙা বাড়িতে এসে উপস্থিত হল ওরা। বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই।

বাবলু ওদের প্রত্যেককে আগাগোড়া সব কথা খুলে বলল। তারপর বলল, "শোন, শঙ্খলিপির পাঠোদ্ধার করা এই কাগজটা কিন্তু খুবই রহস্যময়। এক উর্বর মস্তিষ্কের মানুষ অনেক পরিশ্রম করে এবং ভেবেচিন্তে এ কাজ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল এই, যে ভাষা আজ থেকে বহু বছর আগে অবলুপ্ত হয়েছে—যে ভাষার পাঠোদ্ধার আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারেনি, সেই ভাষার মর্ম উপলব্ধি করে যে যুক্তি দেখানো হয়েছে, তা কতখানি গ্রহণযোগ্য? একটি নকশাও আছে আমার কাছে। নকশাটি এই পাহাড়ের বিভিন্ন গুহার সঙ্গে বিভিন্ন গুহার সংযোগের একটি কাল্পনিক চিত্র। এই কল্পনা যদি ঠিক হয় তবে চেষ্টা করে পেছনদিক দিয়ে ওই আসল জায়গায় একদিন পৌঁছতে পারা যাবে। সোনভাণ্ডারের গুহার ভেতর জরাসন্ধের যে প্রভূত ধনরাশি লুকনো আছে তার কোনও প্রমাণ নেই। তবে অনেকেই এরকম অনুমান করেন। কাজেই আমরা ওই ধনভাণ্ডারে অনুসন্ধান চালাতে গেলেই দুষ্কৃতীরা আমাদের পিছু নেবে। আর তখনই তাদের পেছনে অনুসন্ধান চালিয়ে ওই চক্রকে আমরা ধরে ফেলব।"

ভোম্বল বলল, "দেখ ভাই, নাটক আমার মাথায় উঠে গেছে। ভ্রমণের নেশা বড় নেশা। এখন আমার একটাই সংকল্প, দুষ্কৃতীদের ধরার চেয়েও জরাসন্ধের গুপ্তধন সত্যিই আছে কিনা তা দেখা।"

বিলু বলল, "তা হলেই তো কেল্লা ফতে। ওই গুপ্তধনের সন্ধানে যাওয়ার জন্য নকশাটা আমাদের নিশ্চয়ই হেল্প করবে। না হলে ওই নকশা নেওয়ার জন্য দুষ্কৃতীরা একটি লোককে কখনও খুন করত না।"

বাবলু বলল, "নকশাটি কিন্তু খুব একটা বাজে লোকেরও নয়। স্যার জন মার্শালের তৈরি এটি। সম্ভবত এটি সেই আমলেই কোনওভাবে খোয়া যায়। এবং পরে হাতবদল হতে হতে আমার হাতে এসে পৌঁছেছে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "কিন্তু বাবলুদা, একটা কথা। গুপ্তধনের অনুসন্ধান করাও যেমন আমাদের কাজ, তেমনই তোমার রাজীবমামাকে উদ্ধার করাও একটা উদ্দেশ্য। তাঁর সম্বন্ধে কী ভাবলে?"

"কিছুই ভাবিনি রে!"

"কেন না আমরা যাদের দেখিনি, যাদের চিনি না, যাদের কোনও ফটোও আমাদের কাছে নেই, তাদের আমরা শনাক্ত করব কেমন করে যে, তারাই রাজীবমামাকে লুকিয়ে রেখেছে অথবা হত্যা করেছে?"

"ঠিক।" এটা একটা চিন্তা করার মতো বিষয়। এমনকী ওখানে গেলেই যে-কোনও গুহার ভেতরে রাজীবমামাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দেখতে পাব তারও কোনও ঠিক নেই। তবে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই সব কিছু হবে। এখন ওইসব চিন্তাভাবনা না করে ঠান্ডা মাথায় বেড়াতে যাই চল। তারপর স্পটে গিয়ে ডান হাত বাঁ হাতে লড়ব।"

বিলু বলল, "ইউ আর রাইট। মা-বাবার আশীর্বাদে বরাবরই যখন আমরা সফল হয়েছি তখন এবারেও হব। আমাদের সুনাম কোনওমতেই ক্ষুণ্ণ হতে দেব না আমরা।"

বাবলু বলল, "তুই এক কাজ কর। তোর জিনিসপত্তর সব গুছিয়ে নিয়ে সন্ধের পরই আমাদের বাড়ি চলে আয়। আমি আমার জিনিসপত্তর সব গুছিয়ে রেখেছি। এখন শুধু টিকিট পাওয়ার অপেক্ষা।"

ভোম্বল বলল, "আচ্ছা বাবলু, রাজগীরে খ্যাঁটের বহর কীরকম রে? রাবড়ি, প্যাঁড়া এইসবের ভেতর কয়েকটা দিন ডুবে থাকা যাবে তো?"

"কী করে জানব? আমিও তো এই প্রথম।"

"আমি যে ক'দিন থাকব, রোজ এক কিলো করে রাবড়ি খাব।"

"সর্বনাশ! তা হলে তো দু'দিনেই তোর পেট খারাপের চোটে আমাদের অভিযান মাথায় উঠবে।"

বাচ্চু বলল, "তোমার শুধু খাওয়া আর খাওয়া। প্রকৃতির কী চমৎকার সব দৃশ্য দেখব, সেটা একবার ভেবে দেখেছ? আচ্ছা বাবলুদা, ওখানে পাহাড় আছে, না?"

"হ্যাঁ। রাজগীরের চারদিকে পাহাড়। পঞ্চপর্বতের মাঝখানে এক মনোরম উপত্যকায় রাজগীর শহর। যার প্রাচীন নাম রাজগৃহ। বৈভার, বিপুলাচল, রত্নগিরি (গৃধ্রকূট), সোনাগিরি, উদয়গিরি প্রভৃতি পাহাড় আছে সেখানে। খুব সুন্দর জায়গা।"

বিচ্ছু বলল, "আরেব্বাস! কবে যে যাব! কখন যে ট্রেনে চাপব! আর তর সইছে না আমার। বেড়াবার আনন্দে মন আমার এখনই মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। ভাবা যায়, আমরা পাঁচজনে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরব! আমাদের সঙ্গে পঞ্চুও থাকবে। ঠিক যেন মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডবের মতো হয়ে যাব তখন। কত লোক চেয়ে চেয়ে দেখবে আমাদের!"

বাবলু বলল, "সব ভাল যার শেষ ভাল। এর ওপর যদি সাকসেসফুল হই তো কথাই নেই।"

বাবলুরা অনেকক্ষণ ধরে এইসব আলোচনার পর যখন ফিরে আসছে তখন পথেই দেখা হয়ে গেল বাচ্চু-বিচ্ছুর বাবার সঙ্গে। তিনি পাঁচজনের টিকিট বাবলুর হাতে দিয়ে বললেন, "শোনো, খুব ভাগ্য ভাল তোমাদের। কালকের টিকিটই পেয়ে গেছি। দানাপুর এক্সপ্রেসে, পটনা কোচে। পঞ্চুরটা শুধু গাড়িতে ওঠার আগে কেটে নিয়ো, কেমন?"

বাবলুরা আনন্দে হু-র্-র্-র্-রে করে উঠল।

পঞ্চু সার্কাসের খেলোয়াড় কুকুরের মতো একটা ডিগবাজি খেয়ে ডেকে উঠল—ভৌ। ভৌ ভৌ।

দূরপাল্লার ট্রেনে চেপে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের নৈশ অভিযান নতুন নয়। তবে এবারের অভিযানে আনন্দের চেয়ে উৎকণ্ঠা বেশি।

দানাপুর এক্সপ্রেস রাতের অন্ধকারে হু হু করে ছুটে চলেছে। বাবলুরা মুখোমুখি বার্থে গুছিয়ে বসেছে সবাই। গার্ডসাহেব পঞ্চুর ব্যাপারে খুব সহযোগিতা করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, ওই ভারতবিখ্যাত সারমেয়কে ব্রেক ভ্যানে তোলবার কোনও দরকার নেই। ওকে তোমাদের কাছেই রেখে দাও। বরং তোমরা যেরকম ভি আই পি ছেলে, তাতে ওকে তোমাদের কাছে রাখাই ভাল। রাতভিতে যদি কোনও বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয়, তা হলে ও তোমাদের অনেক কাজে লাগতে পারবে।

অতএব বাবলুদের কাছেই রয়েছে পঞ্চু।

গাড়িতে একদম ভিড় নেই। কেন কে জানে এত বড় বগিটায় মাত্র কয়েকজন।

বাবলু আপার বার্থে শুয়ে শুয়ে কত কী ভাবছে! বিলু, বাচ্চু আর বিচ্ছু মেতে উঠেছে খোশগল্পে। ভোম্বলের যেন কিছুই ভাল লাগছে না। তাই একটু উশখুশ করে বলল, "এবার খাওয়াদাওয়াটা সেরে নিলে হত না? খেয়ে-দেয়ে দিব্যি একটা তেড়ে ঘুম দেওয়া যেত! কাল ভোর-ভোর উঠতে হবে তো।"

বাবলু বলল, "খাবি? এখনই কী? বর্ধমানটা পেরোতে দে।"

গাড়ি তখন কর্ড লাইন ধরে সাঁ-সাঁ করে ছুটছে।

বর্ধমানে ট্রেন থামতেই বাবলু নেমে এল ওপর থেকে। ভোম্বল আড়ামোড়া ভেঙে হাই তুলে বলল, "এবার তা হলে...?"

"হ্যাঁ। এবার পেট পুজোর ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে। তবে কিনা ট্রেনটা ছাড়লে।"

ট্রেন ছাড়ল। বাবলুরা সবাই মুখ-হাত ধুয়ে এসে টিফিন ক্যারিয়ার খুলে খাবার ভাগ করতে বসল। লুচি আর কষা মাংস। মাংসর গন্ধে মেতে উঠল রেল কামরাটা।

ওরা যখন খাবার ভাগ করছে তেমন সময় কোচ অ্যাটেনডেন্ট এসে বললেন, "হেই খোকারা। তোমরাই কী পাণ্ডব গোয়েন্দা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এই নাও। এটা রেখে দাও। বর্ধমানে এক ভদ্রলোক এটা তোমাদের দিয়ে দিতে বললেন।"

বাবলু বিস্মিত হয়ে বলল, "কী আছে এতে?"

"তা কী করে জানব? নিশ্চয়ই সীতাভোগ, মিহিদানা বা সন্দেশ জাতীয় কিছু।"

বাবলুরা বাক্স খুলে দেখল বেশ মোটাসোটা এবং বড় বড় সন্দেশ অন্তত খান কুড়ি রয়েছে তাতে। ভোম্বলের তো জিভে জল এসে গেল।

বাবলু বলল, "কে দিতে পারেন? আচ্ছা, কীরকম দেখতে বলুন তো ভদ্রলোককে?"

"অত বলতে পারব না। ঘাড় হেঁট করে চার্ট মেলাচ্ছিলুম, এমন সময় ট্রেন ছাড়বার ঠিক আগের মুহূর্তেই দিয়ে চলে গেলেন।"

"রহস্যময় ব্যাপার। তবে দিয়ে যখন গেছেন তখন খেতেই হবে।"

কোচ অ্যাটেনডেন্ট বললেন, "তোমরা সব যাচ্ছ কোথায়?"

"রাজগীর।"

"তোমাদের সঙ্গে বড় কেউ নেই?"

পঞ্চু বাঙ্কের ওপর শুয়ে ছিল। লেজ নেড়ে সাড়া দিল—'গোঁয়াউ', অর্থাৎ আমি আছি।

"অ। বুঝেছি। তা বাবা, মাংসর তো কাঁড়ি এনেছ দেখছি। সব যেন নিজেরাই খেয়ো না। আমাকেও একটু ভাগ-টাগ দিয়ো। কেমন?"

বাবলু বলল, "আপনি খাবেন? তা হলে বসে পড়ুন।"

"বলছ? দাঁড়াও, হাতটা ধুয়ে আসি।" বলে কলে হাত ধুতে গিয়েই কাকে দেখে যেন চেঁচিয়ে উঠলেন, "অ্যাই! কে? কে ওখানে?"

যেই না বলা, পঞ্চু অমনই বাঙ্কের ওপর থেকে এক লাফ মেরে হাউ-হাউ করে ছুটে এল। বাথরুমের ধারে বুড়ো-হাবড়া গোছের একজন লোক চাদর মুড়ি দিয়ে বসেছিল চুপচাপ। পঞ্চু তেড়ে যেতেই চেঁচিয়ে খাড়া হয়ে উঠল সে।

বাবলু পঞ্চুকে টেনে সরিয়ে আনল।

অ্যাটেনডেন্ট বললেন, "কে আপনি?"

"আমি বুড়ো মানুষ বাবা। এক কোণে বসে আছি। গরিব লোক, টিকিট কাটতে পারিনি।"

"অ। সেইজন্য মামার গাড়ি পেয়ে উঠে পড়েছেন। যাবেন কোথায়?"

"আসানসোলে যাব।"

"আগে পঞ্চাশ টাকা ফাইন দিয়ে টিকিট কাটুন। তারপর দুর্গাপুরে নেমে যান। এ কামরায় হবে না।"

"ফাইন? টিকিট কাটবার টাকা নেই, ফাইন কী করে দেব বাবা?"

"কী করে দেবেন তার আমি কী জানি? না দিলে পুলিশে হ্যান্ডওভার করে দেব। ওসব চালাকি আমরা বুঝি।"

বুড়ো ভদ্রলোক অ্যাটেনডেন্টের পাদুটো জড়িয়ে ধরলেন। দেখে খুব দয়া হল বাবলুর। বলল, "ঠিক আছে দাদু, আপনার টিকিট আমরাই করে দেব। এখন দয়া করে বাথরুমের ধার থেকে উঠে এসে সিটে বসুন।"

অ্যাটেনডেন্ট বললেন, "না না। ওসব আশকারা দিয়ো না। এগুলো ভারী বদ। এটা থ্রি-টায়ার বগি। দুর্গাপুর, আসানসোলের কোটা আছে অনেক। সব ভরে যাবে একটু পরে। কার জায়গায় বসবে?"

বাবলু বলল, "না হয় আমার জায়গাতেই বসবেন উনি।" এই বলে বাবলু বুড়ো ভদ্রলোককে ডেকে এনে ওর সিটে বসাল।

অ্যাটেনডেন্ট বললেন, "আসানসোলেই ঠিক নেমে যাবেন। এবারের মতো আমি ছেড়ে দিলাম। গেট পার হবেন নিজের রিস্কে।"

এর পর সকলে মিলে চলল জোর খাওয়াদাওয়া। লুচি, মাংস আর সেই কড়া পাকের সন্দেশ। সে এক দারুণ ব্যাপার। অবশ্য বুড়োকেও বাদ দেওয়া হল না।

খাওয়াদাওয়ার পর বাবলু বুড়ো ভদ্রলোককে বলল, "আপনি ততক্ষণ আমার বার্থে একটু শুয়ে পড়তে পারেন। আসানসোলে আমি ডেকে দেব।"

বুড়ো মনের আনন্দে বাবলুর বার্থে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। তবে আসানসোলে বাবলুকে ডাকতে হল না। হুঁশ করে নিজেই নেমে গেলেন বুড়ো।

এই কামরার প্রতিটি বার্থ তখন যাত্রীতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

পরদিন সকালে ঘুম যখন ভাঙল, ট্রেন তখন একটি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। বাবলু বার্থ থেকে নেমে জানলার সার্সি তুলে একজন চাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করল, "এটা কোন স্টেশন ভাই?"

"বক্তিয়ারপুর।"

"অ্যাঁ! বলো কী! বক্তিয়ারপুর! তবে তো এখনই নামতে হবে আমাদের।"

"আভি উতরো। ট্রেন ছুটনেবালি হ্যায়।"

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে ডেকে তুলে নেমে পড়ল হইহই করে। ভাগ্যে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল।

ওরা নামার সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দিল ট্রেন।

প্ল্যাটফর্মে ওরা ছাড়া আর কোনও যাত্রী নেই। কী আশ্চর্য! ট্যুরিস্টরা সব গেল কোথায়? এমন চমৎকার জায়গা অথচ এখানে লোক আসে না?

বাবলু একজন কুলিকে জিজ্ঞেস করল, "রাজগীরের ট্রেন কোনদিক থেকে ছাড়ে ভাই?"

"ক্যা?"

"আমরা রাজগীর যাব। ট্রেন কোনদিকে?"

"প্ল্যাটফর্ম কা উধার চলা যাও। ওভারব্রিজ হো কর। বহৎ টাইম হ্যায় গাড়ি ছুটনে কা। সাড়ে আট বাজে ছুটেগা।"

বাবলুরা কুলির নির্দেশমতো ওভারব্রিজ পেরিয়ে ওপাশের প্ল্যাটফর্মে চলে গেল। গিয়ে দেখল রাজগীরের ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। যাত্রীও রয়েছে অনেক। অর্থাৎ ওরা ট্রেন থেকে নামার আগেই অন্য যাত্রীরা এসে সিট দখল করে বসে আছে। তবে খালি জায়গাও আছে।

বাবলুর সুটকেসটা ভোম্বল বয়ে আনছিল। বলল, "দেখ বাবলু, বক্তিয়ারপুরের প্ল্যাটফর্মে পা দিতেই আমার শরীরের বল যেন চারগুণ বেড়ে গেছে।"

"কী রকম!"

"তোর এই সুটকেসটা বাড়ি থেকে নিয়ে আসবার সময় চাগাতেই পারছিলাম না। অথচ এখন মনে হচ্ছে এটাকে আমি দু'হাতে লুফতে পারি।"

"এত সোজা নয় বাবা।"

"দেখবি? এই দেখ। বলেই সুটকেসটাকে বার কয়েক লুফে নিল ভোম্বল।"

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "ভারী অদ্ভুত ব্যাপার তো! কই দেখি আমি একবার।" বলে নিজেও হাতে নিল। তারপর বলল, "আরে সত্যিই তো। এটা তো দারুণ হালকা লাগছে। কিন্তু এর কারণ কী জানিস?"

"না।"

"এর কারণ, এর ভেতরে মালপত্তর বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। সব ফরসা হয়ে গেছে।" বলে তালাটা একবার টেনে দেখল বাবলু।

কিন্তু না। তালা তো ঠিকই আছে। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে চাবি বার করে তালা খুলে দেখা গেল সুটকেসের বাইরে তালা লাগানো থাকলেও ভেতরে কিছুই নেই। অথচ বাক্স বদলও হয়নি। সুটকেসের গায়ে বাবলুর লেখা নাম দিব্যি জ্বলজ্বল করছে। আর ভেতরে একটি রঙিন কার্ডে লেখা আছে, 'শুভেচ্ছা রইল'।

বাবলু মাথায় হাত দিয়ে বলল, "যাঃ! সব গেল।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই অবাক হয়ে বলল, "এ কী ব্যাপার! এমন তো কখনও দেখিনি। চোর হয় সুটকেসটা নিয়ে পালাবে, নয়তো তালা ভেঙে মালপত্তর হাপিস করবে। কিন্তু মালপত্তর চুরি করেও আবার সুটকেসে তালা লাগিয়ে যায়, এ আবার কেমনতর চোর?"

বাবলু বলল, "চুরিটা সত্যিই অভিনব। আমার মনে হয় চোরের কাছে বিভিন্ন ধরনের তালার চাবি ছিল। তাই দিয়ে তালা খুলে মালপত্তর চুরি করে টেপা তালা আবার টিপে দিয়ে গেছে।"

বিলু বলল, "লুচি, মাংস আর সন্দেশ খাওয়ানোর এই ফল।"

"তার মানে?"

"না, তুই বুড়োটাকে খাতির করে বার্থে ওঠাবি আর ও এইভাবে আমাদের টুপি পরাবে।"

বাবলু বলল, "আমরা এতদিন এত অভিযান করলাম, অথচ এইরকম ভাবে প্রতারিত কখনও হইনি।"

ভোম্বল বলল, "কী-কী খোয়া গেছে আমাদের?"

"প্রয়োজনীয় সব কিছু। সবচেয়ে দুঃখের কথা, সেই নকশা এবং শঙ্খলিপির পাঠোদ্ধার করা কাগজটিও ছিল এর মধ্যে।"

"সে কী!"

"আমি মুখ দেখাতে পারব না দাদুভাইয়ের কাছে।"

ওরা ট্রেনে উঠে প্রথমেই যে যার জায়গা নির্বাচন করে নিল। তারপর প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন একটি দোকানে চা-শিঙাড়ার অর্ডার দিল। গরম গরম শিঙাড়া আর বড় বড় জিলিপি দেখে জিভে জল এল সকলের। বেশ কয়েকটা করে খেয়ে চা পান করে সকালের জলযোগ সারল ওরা।

বাবলুরা সব কিছু খেয়ে যখন দাম দিতে গেল তখনই আর-একপ্রস্থ অবাক হওয়ার পালা। অবাঙালি দোকানদার হেসে বলল, "দাম? কীসের দাম? ছেলেমানুষ খিদের সময় খেয়েছ। আবার দাম দেওয়া কেন?"

বাবলু অবাক হয়ে বলল, "সে কী! দাম নেবেন না?"

"না। তোমরা রাজগীর বেড়াতে যাচ্ছ যাও। খানা খেয়েছ, ও ভি ঠিক আছে। লেকিন দাম দেনেকা জরুরত নেহি।"

বাবলু বলল, "না না, তা হয় না। আমরা এত কিছু খেলাম অথচ দাম নেবেন না, সে কেমন কথা?"

এমন সময় ট্রেনের হুইসল বেজে উঠল।

দোকানদার হেসে বলল, "জলদি করো, ট্রেন ছুটনেবালি হ্যায়।"

বিস্মিত বাবলুরা ছুটে গিয়ে ট্রেনের হাতল ধরে ট্রেন ছাড়ার আগেই উঠে পড়ল কামরায়। পঞ্চুও লাফিয়ে উঠল। ঘড়িতে এখন সাড়ে আটটা। ট্রেন যথাসময়ে ছেড়ে বিহার শরীফ, নালন্দা, পাওয়াপুরী হয়ে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই রাজগীরে এসে পৌঁছল।

॥ ৩ ॥

রাজগীর। ভগবান বুদ্ধের পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত নগরী। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও ইসলাম তীর্থের এক অপূর্ব সমন্বয়। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবকালে মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল এই রাজগীর। শত সহস্র গগনচুম্বী অট্টালিকাশোভিত এই নগরীতে প্রশস্ত রাজপথ, কমলিনী ভূষিত সরোবর, নৃত্য গীত মুখরিত প্রমোদ ভবন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পণ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ অসংখ্য পানশালা, কী না ছিল তখন? দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ বণিক এবং সার্থবাহের আনাগোনা ছিল। প্রকৃতির মনোরম পরিবেশে অবস্থিত এই নগরী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামেও পরিচিত ছিল। যেমন—বসুমতী, বৃহদ্রথপুর, গিরিব্রজ, কুশাগ্রপুর, মগধপুর প্রভৃতি।

যাই হোক, পঞ্চপর্বতের মধ্যস্থলে এই রমণীয় উপত্যকায় একটা অভিযানের সুযোগ পেয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা যতটা উল্লসিত হয়েছিল, ওদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর চুরি হয়ে যাওয়ায় সেই আনন্দ ততটাই ম্লান হয়ে গেছে।

ওরা ট্রেন থেকে নামতেই একজন বলিষ্ঠ চেহারার পাকানো গোঁফ টাঙ্গাওয়ালা এগিয়ে এসে বলল, "কী খোকাবাবু! রাজগীর ঘুরবেন? কোথায় উঠবেন কিছু ঠিক করা আছে?"

বাবলু বলল, "না। তোমার যদি জানা থাকে কোনও ভাল আস্তানা, সেখানেই নিয়ে চলো। তবে কোনও হোটেলে ওঠাবে না। আমরা সবাই মিলে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে চাই।"

"বেশ, যা বলবেন তাই হবে।"

"কত ভাড়া নেবে?"

"যা আপনাদের ইচ্ছে তাই দেবেন খোকাবাবু।"

বাবলুরা সবাই টাঙ্গায় চেপে বসল।

টাঙ্গাওয়ালা কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের সকলকে বাজারের কাছে চৌমাথা থেকে একটু এগিয়ে বিপুল পাহাড়ের গায়ে একটি দোতলা বাড়ির সামনে নিয়ে এসে বলল, "ওপরে উঠে যান খোকাবাবু। ঘর পছন্দ করুন।"

বাবলুরা ওপরে উঠে দেখল পর পর দুটো ঘর তালা দেওয়া। তৃতীয়টি খোলা। ওরা সেই ঘরখানিই পছন্দ করল। এখান থেকে চারদিকের পাহাড়ের দৃশ্য বেশ ভাল দেখা যাচ্ছে। সামনে খোলা ছাদ। তারই একপাশে বাথরুম। বেশ পরিষ্কার।

ওরা ঘরে মালপত্তর রেখে যখন টাঙ্গাওয়ালার ভাড়া দেওয়ার জন্য নীচে নামতে যাবে তখন দেখল টাঙ্গাওয়ালা ভাড়া না নিয়েই চলে যাচ্ছে। বাবলু দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেই টাঙ্গাওয়ালার পিছু পিছু ছুটল, "কী হল! ও ভাই? চলে যাচ্ছ কেন? তোমার ভাড়াটা নিয়ে যাও।"

টাঙ্গাওয়ালা হাসতে হাসতে বলল, "আরে খোকাবাবু, ভাড়া লেনে কা জরুরত ক্যা? এখন খানাপিনা করুন, আরাম করুন। সামকো যব ঘুমনে যাবেন তখন আমি আবার আসব। কাল সবেরে ভি আসব।"

"তা হোক, এখন তুমি ভাড়া তো নাও।"

টাঙ্গাওয়ালা খিকখিক করে হেসে বলল, "হট্ যা বাবু।" বলেই ঘোড়ার পেছনে ছিপটি মেরে সজোরে চালিয়ে দিল টাঙ্গাটা।

বাবলু ফিরে এসে দেখল টাকমাথা বেঁটেখাটো এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওর দিকে তাকিয়ে ফিকফিক করে হাসছেন।

বাবলু বলল, "আপ ইস মকানকা মালিক?"

ভদ্রলোক বিনয়ের হাসি হেসে বললেন, "জি হ্যাঁ। তবে খোকাবাবু আমি কিন্তু বাঙালি। আমার নাম জনার্দন চক্রবর্তী। আমার সঙ্গে বাংলায় কথা বললে আমি কিন্তু খুব খুশি হব।"

"বেশ, তাই বলব। আমিও হিন্দি ভাল বলতে পারি না। আপনাকে দেখে কিন্তু আমি অবাঙালি ভেবেছিলাম। তা যাক, আপনার ওপরের ওই ঘরখানাই আমাদের পছন্দ। দিন দশেক থাকতে চাই আমরা। কত ভাড়া নেবেন বলুন তো?"

"আরে! ভাড়ার জন্য কী আছে! আগে থাকো তো।"

বাবলু এবার একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, "না। ওসব চলবে না। পরিষ্কার করে বলুন আপনি কত ভাড়া নেবেন। না হলে আমরা এখনই এখান থেকে চলে যাব। সকাল থেকে যেন মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। বক্তিয়ারপুর স্টেশনে শিঙাড়া, জিলিপি, চা খেলাম। দোকানদার বিনয়ের অবতার হয়ে পড়ল। কিছুতেই দাম নিল না। টাঙ্গাওয়ালাও দেখলাম আর-এক বন্ধু। সেও দাম না নিয়ে দৌড়ে পালাল। আপনিও আবার সেই ওদেরই মতো কথা বলছেন। এসব চলবে না। আমরা কারও দয়ার পাত্র নই। ভাড়ার কথা আপনাকে বলতেই হবে এবং অগ্রিম কিছু টাকাও নিতে হবে। না হলে বাধ্য হব আমরা অন্যত্র উঠে যেতে। কী করবেন ভেবে দেখুন।"

বাবলুর কথায় জনার্দনবাবু কর্ণপাতও করলেন না। উলটে হা হা করে হেসে গড়িয়ে বললেন, "আরে! হবে, হবে। ভাড়ার টাকা নিশ্চয়ই নেওয়া হবে। টাকা নেওয়াই তো আমার কাজ। না হলে এইসব ঘরগুলো কি আমি এমনই তৈরি করিয়েছি? যাওয়ার দিন হিসেব-নিকেশ করে সব দিয়ে যেয়ো।"

"তা দেব। তবে আপাতত এখন আপনি একশোটা টাকা অগ্রিম নিন।"

"নেব, নেব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কী বলেছেন জানো তো? টাকা মাটি, মাটি টাকা। ওর জন্য এত ব্যস্ত হওয়ার কিছুই নেই। এখন কী খেতে পেলে তোমরা খুশি হবে তাই বলো। ডাল, ভাত, তরকারি, মাছ, মাংস, ডিম সব কিছুই পাবে আমার এখানে। এ হোটেলের রান্না নয়। একেবারে ঘরোয়া খাবার।"

ভোম্বল বলল, "তবে তো ভালই হল। আপনি আজ আমাদের জন্য মাংস-ভাতেরই ব্যবস্থা করুন।"

"সকলের?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, সকলের। কখন পাওয়া যাবে?"

"কখন খেতে চাও বলো? তবে ঘণ্টাখানেক সময় আমাকে দিতে হবে কিন্তু।"

বাবলুরা বলল, "বেশ। এক ঘণ্টা পরেই দেবেন।" বলে ওরা ঘরে ঢুকে প্রথমেই ঘরটাকে গুছিয়ে-গাছিয়ে নিল। ঘরের ভেতর দুটো বড় বড় খাট পাতা ছিল। তার একটাতে বাচ্চু-বিচ্চুর বিছানা করা হল। অপরটাতে বাবলু, বিলু, ভোম্বলের। পঞ্চুর অবশ্য দুটো নির্দিষ্ট জায়গা আছে। একটা হল খাটের তলায়, অপরটা দরজার কাছে।

ঘরের বাইরে ছাদের লাগোয়া বাথরুম। ওরা পোশাক পালটে সেখানে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে নিল। তারপর ঘরে তালা দিয়ে বাজারের চৌমাথায় একটা দোকানে বসে চা-বিস্কুট খেল। এখানে খাবারের দোকানের যা ছিরি! না হলে ভাল-মন্দ দুটো খাবার কিনে খেত।

ঘণ্টাখানেক বাজারে ঘুরে এসে স্নান করে নিল ওরা। যদিও ফাল্গুন মাস, তবু বেশ শীত-শীত ভাব। জলটাও ঠান্ডা।

ওদের স্নান শেষ হতেই জনার্দনবাবুর স্ত্রী ওপরে উঠে এসে বললেন, "তোমাদের হয়েছে তো বাবা? এবার ভাত নিয়ে আসি?"

"হ্যাঁ!" ওরা মাথা নাড়ল।

জনার্দনবাবুর স্ত্রী একটি অল্পবয়সি বিহারি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আবার ওপরে এলেন। তারপর কলাপাতায় গরম ভাত ঢেলে মাটির খোরায় মাংস দিলেন। ভাজাভুজিও ছিল সামান্য। বাবলুরা তো খুব খুশি!

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের নিয়মানুযায়ী পঞ্চুর জন্যও পাতা ও খোরা পড়ল। মাটির গেলাসে জল।

রান্না মুখে দিয়ে খুবই আনন্দ পেল সবাই। যেমন বাড়ির পরিবেশ, তেমনই ভদ্র জনার্দনবাবু এবং তাঁর স্ত্রী। তেমনই উপাদেয় রান্না। মাংসের কোয়ালিটিও অপূর্ব। শেষ পাতে আবার চাটনি।

খাওয়াদাওয়ার পর ওরা ঘরের দরজা বন্ধ করে সামান্য একটু বিশ্রাম নিল। যদিও গতরাতের ট্রেনজার্নির পর চোখে একটু ঘুম আসা উচিত ছিল, তবুও কেন কে জানে, ঘুমোতে পারল না কেউ। মস্ত এক দুশ্চিন্তায় কালো মেঘ ওদের মনের আকাশে জমাট বেঁধে আছে। যে কাজের জন্য ওরা এসেছে সেই কাজ যে কী করে সম্পন্ন করবে তা ভেবেই পেল না ওরা। গুপ্তধন উদ্ধার দূরে থাক, গুপ্তধনের সন্ধানীদের কী করে দেখা পাওয়া যায়, সেটাই এখন আসল চিন্তা।

যাই হোক, ওরা দু'-আড়াই ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে বিকেল তিনটে নাগাদ ঘরে তালা দিয়ে বাইরে বেড়াতে চলল। এখানকার আকাশ, বাতাস, বন, উপবন, পাহাড়, পর্বত যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল ওদের।

বেড়াতে বেরিয়ে প্রথমেই ওরা বাজারের কাছে এল। সেখানে তখন টাঙ্গা-রিকশা-লোকজনের ছড়াছড়ি। বাবলুদের টাঙ্গাওয়ালা ওদের দেখতে পেয়ে কাছে এগিয়ে এসে বলল, "আজ বিকেলটা আপনারা এদিক-সেদিক করে ঘুরে নিন খোকাবাবুরা। কাল সকালে আমি সব কিছু ঘুরিয়ে দেখাব আপনাদের। পারেন তো এখন বিপুল পাহাড়ে উঠে পড়ুন। খুব ভাল সময়।"

বাবলু বলল, "যদি বৈভারে উঠি?"

"যা আপনাদের খুশি। তবে বিপুল পাহাড়ে বিকেলের দিকেই ওঠে লোকে। এটাই নিয়ম। মুখে রোদ লাগে না। চলুন, আপনাদের পাহাড়ের কোলে নামিয়ে দিয়ে আসি।"

"না থাক। এখন আমরা একটু হেঁটেই ঘুরতে চাই।"

বাবলুরা টাঙ্গাওয়ালাকে বিদায় দিয়ে ভাল করে চারদিক দেখতে দেখতে বৈভার পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলল। যেতে যেতে এখানকার রামকৃষ্ণ মিশনের একজন স্বামীজির সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল ওদের। তিনি ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পথ চলতে লাগলেন। যেতে যেতে অনেক কিছু দেখিয়ে-শুনিয়ে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। এক জায়গায় কয়েকটি বড়-বড় পাথর দিয়ে সাজানো প্রাচীরের মতো অংশ দেখিয়ে বললেন, "এই দেখো, এই হচ্ছে অজাতশত্রুগড়। মহারাজ বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু প্রাচীন রাজগৃহ নগরীর বাইরে এক নতুন রাজগৃহ নগরী তৈরি করেন। আঠারো ফুট চওড়া এবং তিন মাইল লম্বা প্রাচীর দিয়ে এই গড় ঘেরা ছিল। এখন যেখানে বাসস্ট্যান্ড আর ডাকবাংলো রয়েছে তারই মাঝামাঝি জায়গায় ছিল এই গড়। আর ওই যে দেখছ রাস্তাটা, স্টেশন থেকে বাসস্ট্যান্ড হয়ে সোজা বৈভার পাহাড়ের কোলে সপ্তর্ষিকুণ্ডের দিকে চলে গেছে, ওই পথটাও এই গড়ের মধ্য দিয়েই গেছে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অবাক হয়ে তাই দেখল। ওদের মন চলে গেল সুদূর অতীতে বিম্বিসার, অশোকের যুগে। আর পঞ্চু! কী বুঝল মাথামুণ্ড কে জানে, গড়ের প্রাচীরের ওপর লাফিয়ে উঠে চারদিক দেখে নিয়ে ওপরে ওপরেই চলতে লাগল।

স্বামীজি বললেন, "এখন এই প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া অতীতের কোনও চিহ্ন আর নেই। তবে এইসব অঞ্চল খুঁড়ে পাল যুগের অনেক প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গেছে। খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেকার মূর্তি সব। কোনও-কোনও স্থান থেকে অবশ্য খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মূর্তি আর জিনিসপত্রও পাওয়া গেছে।"

বিচ্ছু বলল, "সেগুলো কী হল?"

"মিউজিয়ামে আছে।" স্বামীজি আরও বললেন, "এই গড়ের পাশ দিয়ে সে-যুগে সরস্বতী নদী প্রবাহিত হত। গড় থেকে নদীতে নামার সিঁড়ির ভগ্নাবশেষও এখনও আছে। এগিয়ে গিয়ে দেখে আসতে পারো। আর পশ্চিম দিকে ওই যে দেখছ মন্দিরটা, ওই মন্দিরের বুদ্ধমূর্তিকে হিন্দুরা এখনও বেণীমাধবের মূর্তি বলে পূজা করে। পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। তাঁরই লেখা থেকে জানা যায়, এই গড়ের পশ্চিমে ভগবান বুদ্ধের পবিত্র দেহাবশেষের ওপর সম্রাট অশোক একটি স্তূপ, একটি স্তম্ভ এবং দুটি সঙ্ঘারাম নির্মাণ করান।"

বাবলু অভিভূত হয়ে বলল, "ভাগ্যে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল স্বামীজি। না হলে এসবের কিছুই তো জানতে পারতাম না আমরা।"

"আরও শোনো, যদিও শুনতে সকলের ভাল লাগবে না, কেন না খুবই বিরক্তিকর এগুলো, তবুও জেনে রাখা ভাল।"

"বলুন, বলুন। আমরা এসব ঐতিহাসিক কাহিনী শুনতে খুবই ভালবাসি।"

স্বামীজি বললেন, "পঞ্চ পর্বতের মধ্যে অবস্থিত এই রাজগৃহ নগরীকে রক্ষা করবার জন্য এর ভেতরে এবং বাইরে দুটি সুদৃঢ় প্রাচীর ছিল। কী তোমরা চিনের প্রাচীর বলে লাফাও! এও বড় কম ছিল না। চিন্তা করতে পারো এর বাইরের প্রাচীর পাঁচটি পাহাড়ের ওপর দিয়ে সমগ্র রাজগীর উপত্যকাটিকে ঘিরে রেখেছিল। আর ভেতরের প্রাচীর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে রাজপ্রসাদ ও নগরের প্রধান অংশকে বেষ্টন করে রক্ষা করত। বাইরের যে প্রাচীর, তার গায়ে ছিল ছোট-বড় অসংখ্য দুর্গ। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কে বা কারা যে ওই প্রাচীর নির্মাণ করিয়েছিল তা সঠিক কেউ বলতে পারেন না। অনেকে অনুমান করেন মহারাজ জরাসন্ধই ওই প্রাচীর নির্মাণ করিয়েছিলেন।"

বাবলু বলল, "শুনলে মনে হয় যেন রূপকথার কোনও দৈত্য এইসব তৈরি করেছে।"

স্বামীজি বললেন, "অনেকে তাও বলেন। তবে কী জানো, এইরকম বড়-বড় পাথর সাজিয়ে তৈরি করা ওই প্রাচীর সে যুগের নির্মাণকলার এক অপূর্ব নিদর্শন। প্রত্নতাত্ত্বিক ভাষায় এই ধরনের নির্মাণকে সাইক্লোপিয়ান নির্মাণ বলা হয়। সাইক্লোপরা ছিল গ্রিক রূপকথার এক দৈত্য জাতি। ওরা থাকত সিসিলি দ্বীপে। ওদের কপালের মাঝখানে থাকত একটি করে বড় চোখ। সম্ভবত তারাই এসে এগুলো তৈরি করেছিল। সার জন মার্শালের মতে, ভারতে প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক প্রাচীরের মধ্যে এইটিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।"

এইভাবে কথা বলতে বলতে ওরা চলে এল বৈভার পাহাড়ের কাছে বেণুবনে।

স্বামীজি তখনও ওদের সঙ্গে ছিলেন। বললেন, "এই যে দেখছ বেণুবন, ভগবান বুদ্ধ এই বেণুবনে থাকতেন।" এটি ছিল মহারাজ বিম্বিসারের প্রমোদ উদ্যান। ঘন বাঁশবন দিয়ে এর চারদিক ঘেরা ছিল। সেই বাঁশে ফুল ফুটত। এবং বায়ুপ্রবাহ বাঁশের ছিদ্রে প্রবেশ করে সৃষ্টি করত সুরলহরি। তাই এর নাম বেণুবন। এখানে ভগবান বুদ্ধদেব তাঁর প্রিয় দুই শিষ্য সারিপুত্ত ও মৌদ্গল্যানের পূতাস্থির ওপর একটি স্তূপ নির্মাণ করিয়েছিলেন। প্রাচীনকালের একটি পুষ্করিণীও এর মধ্যে আছে। যার নাম কালান্দক নিবাপ।"

বাবলুরা বেণুবন দেখে বেরিয়ে এলে স্বামীজি বিদায় নিলেন।

ওরা তখন কী করবে কোথায় যাবে ভাবতে ভাবতে সামনের পথ ধরে এগিয়ে চলল। এমন সময় বেঁটেখাটো চেহারার একজন বাঙালি ভদ্রলোক ওদের দেখে হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বললেন, "তোমরা সব নতুন এসেছ মনে হচ্ছে?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, আমরা নতুন এসেছি এবং আজই এসেছি এখানে। আপনি?"

"আর বোলো না ভাই। দিন তিনেক এসেছি। কী বাজে জায়গা! আসতে না আসতেই ব্লাড ডিসেন্ট্রি ধরে গেল। এখন পালাতে পারলে বাঁচি। তা তোমাদের সঙ্গে অভিভাবক কেউ নেই?"

"না, আমরা নিজেরাই এসেছি।"

"বেশ করেছ। তবে ভাই একটা কথা বলে রাখি তোমাদের। তোমরা সব ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে। এখানকার এই স্বাস্থ্যকর জায়গার জল কিন্তু সকলের সহ্য হয় না। খুব বুঝেশুনে খাবে। বিশেষ করে ওই যে দেখছ জায়গাটা, ওইখানেই উষ্ণকুণ্ড। মানে যাকে বলা হয় সপ্তর্ষিকুণ্ড। ওর পাশেই এক জায়গায় দেখবে ঠান্ডা জলের একটি ঝরনা আছে। ঝরনা মানে পাহাড়ের জল একটি নলের মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে। পাশেই লেখা আছে 'পানীয় জল'। ভুলেও ওই জলটি যেন খেয়ো না। ওই জল খেয়েই আমার এই অবস্থা। দলে দলে ট্যুরিস্ট এসে হজমি জল মনে করে ওই জলই খায়। খেয়ে কেউ বর্তে যায় আবার কেউ-বা অসুস্থ হয়ে পড়ে।"

বাবলু বিস্মিত হয়ে বলল, "সে কী!"

"হ্যাঁ। আমি তো জানতাম না। হজমি জল মনে করে খুব খেয়েছি। সবাই খায়। তা এখানকার এক ডাক্তারবাবু, যাঁকে আমি এখন দেখাচ্ছি, তিনি বললেন, যে জলে বেশি সালফার আছে তার পাশাপাশি কোনও জল তা সে যতই ঠান্ডা হোক, সকলের সহ্য হয় না। ওই জল খেয়ে বহু চেঞ্জারই অসুস্থ হয়ে পড়ে। এমনকী ডাক্তারবাবু এও বলেছেন, এখানকার ইঁদারার জলও আজকাল না ফুটিয়ে খাওয়া উচিত নয়। কেন না যখন লোকজন বেশি আসত না, চারদিকে বন-জঙ্গল ছিল তখন এর জলও ভাল ছিল। এখন এই জল রোগের জীবাণুতে ভর্তি। না ফুটিয়ে খাওয়া উচিত নয়।"

বাবলু বলল, "আপনার সতর্কবাণীর জন্য ধন্যবাদ। তবে এখন গেলে আমাদের উষ্ণকুণ্ডে কি নামতে দেবে?"

"কেন দেবে না? দেখোগে যাও কত লোক এখন স্নান করছে।"

বাবলুরা চত্বরে উঠে কুণ্ডে নামতে গেল। কিন্তু ওদের সঙ্গে পঞ্চুকে দেখে হাঁ-হাঁ করে উঠল পান্ডারা। তাই নীচে না নেমে ওপর থেকেই দেখল ওরা। মোট সাতটি উষ্ণ প্রস্রবণের ধারা এখানে আছে। সেই মিলিত ধারার সংমিশ্রণ হয়েছে একটি বৃহৎ কুণ্ডে, যা নব্বই ফুট দীর্ঘ এবং আঠারো ফুট চওড়া। এর চারদিকে কুড়ি ফুট উঁচু পাঁচিল। বাবলু কী একটা বইতে যেন পড়েছিল মহাভারতের যুগে এই কুণ্ডের নাম ছিল 'তপোদ'।

কুণ্ডের আশপাশ ঘুরে বাবলুরা এবার শুরু করল পর্বতাভিযান। বৈভার পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ ওঠার পরই বড়-বড় পাথর দিয়ে সাজানো ফুটবল গ্রাউন্ডের মতো একটি প্রশস্ত স্থান দেখে ওরা অবাক হয়ে গেল। এখানকার স্থানীয় একজন বলল, এর নাম 'জরাসন্ধ কি বৈঠক'। কিংবদন্তি আছে, জরাসন্ধ নাকি মাত্র এক দিনে স্থানটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে এই স্থানই হচ্ছে বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লিখিত পিপ্পলী গুহা। এবং স্যার জন মার্শালের মতে, এটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের রক্ষীদের আবাসস্থল। যাই হোক, ওরা সেই মনোরম স্থান থেকে রঙিন ছবির মতো রাজগীর উপত্যকার সৌন্দর্য উপভোগ করল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে

এল পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায়। বেলা তখন গড়িয়ে এসেছে। সেখানে সোমনাথ ও সিদ্ধিনাথের মূর্তি দেখে ওরা বৈভার পাহাড়ের উত্তর ঢালের গা বেয়ে একটু নেমে যেতেই দেখতে পেল বড় বড় দুটি গুহা। গুহার সামনে পাহাড় কেটে তৈরি এক বিশাল চত্বর। একপাশে লেখা আছে, সপ্তপর্ণী গুহা।

বাবলুরা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল সেদিকে।

সপ্তপর্ণী গুহার চত্বরটি একশো কুড়ি ফুট লম্বা। এর পূর্ব প্রান্ত চৌত্রিশ ফুট এবং পশ্চিম প্রান্ত এগারো ফুট চওড়া।

ভগবান বুদ্ধের মহানির্বাণের পর মহারাজ অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় এখানে প্রথম বৌদ্ধ মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনের জন্যেই হয়তো এই বিশাল চত্বরটি নির্মাণ করানো হয়েছিল সেই সময়। তখন এখানে সাতটি গুহা ছিল। এখন মাত্র দুটি গুহা দেখা যায়। তার একটি বন্ধ এবং অপরটি গভীর থেকে গভীরতর সুড়ঙ্গ হয়ে কতদূর যে গেছে তা কেউ বলতে পারে না।

ভোম্বল বলল, "হায় রে! এই সুড়ঙ্গের নকশাই আমরা হাতছাড়া করলাম। না হলে দেখতুম একবার এর ভেতরে ঢুকে এর শেষ কোথায়?"

বিলু বলল, "দরকার কী নকশার? আমরা তো নতুন করে কোনও পথ তৈরি করতে পারব না। তবে এর ভেতরে যতদূর যাওয়া যায় ততদূর গিয়ে দেখব এর শেষ কোথায়।"

ভোম্বল বলল, "ঠিক বলেছিস। চল তো একবার ঢুকে দেখি।"

ইতিমধ্যে সেখানে তখন আরও অনেক ট্যুরিস্ট এসে জুটেছে। তাদের দলে একজন গাইডও ছিল। ওরা যেই না ভেতরে ঢুকতে যাবে অমনই তেড়ে এল গাইড, "আরে এ মুন্নে। ইসকো অন্দর মাত যাও। শের হ্যায়।"

সবাই চমকে উঠল। শের মানে তো বাঘ। এমন জনবহুল স্থানে এইসব গুহায় আবার বাঘ থাকে নাকি?

অন্যান্য যাত্রীরাও কয়েকজন কৌতূহলী হয়ে ঢুকতে যাচ্ছিল ভেতরে। গাইড রক্তচক্ষু দেখিয়ে তাদেরও ঢুকতে দিল না।

বাবলুরা তখন সেখান থেকে সরে এসে এক জায়গায় শান্তশিষ্ট ছেলের মতো চুপচাপ বসে রইল। তারপর যেই দেখল গাইড তার লোকজন নিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে, অমনই আবার গুহার সামনে এসে দাঁড়াল।

ঘন অন্ধকারে ঢাকা গুহার ভেতরটা। কালো কালো পাথর সেই অন্ধকারকে আরও জটিল ও ভয়াবহ করে রেখেছে। তবু সেই বিপজ্জনক গহ্বরে ঝড়ের আগে যেমন পাতা ওড়ে ঠিক সেইভাবে সবার আগে ঢুকে পড়ল পঞ্চু। তারপর হঠাৎই বিকট একটা চিৎকার ও দাপাদাপি করে ছুটে বেরিয়ে এসে বাবলুর প্যান্ট ধরে টানাটানি করতে লাগল এবং সিঁড়ির দিকে ছুটতে লাগল। পঞ্চুর এই সতর্কীকরণের অর্থ পাণ্ডব গোয়েন্দারা বোঝে। নিদারুণ বিপদের সম্ভাবনা না দেখলে পঞ্চু এরকম করে না। তাই ওরা আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়িয়ে না থেকে পালিয়ে এল সেখান থেকে। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

রাত্রিবেলা খাওয়াদাওয়ার পর বাবলুরা ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আজকের ঘটনার কথা আলোচনা করতে লাগল। সকলেরই মনে একটাই প্রশ্ন, পঞ্চু ওই গুহার মধ্যে কী এমন দেখল যে, ভয়ে পালিয়ে এসে ওদেরও ভেতরে ঢুকতে মানা করল? গাইড বলেছিল ওর ভেতরে বাঘ আছে। যদি তার কথাই সত্যি হয়, তা হলে কেন ওই গুহামুখে ট্যুরিস্টদের যেতে দেওয়া হয়? তা হলে কী! কী দেখল পঞ্চু? এবং গাইডই বা অযথা মিথ্যা বলে ওদের ভয় পাইয়ে দিল কেন? ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়।

এমন সময় দরজায় টক-টক শব্দ।

সবার আগে চেঁচিয়ে উঠল পঞ্চু, "ভৌ। ভৌ-ভৌ।"

বাবলু বলল, "কে?"

"আমি! দরজা খোল।"

বাড়ির মালিক জনার্দনবাবুর গলা।

বাবলু উঠে দরজা খুলে দিল।

জনার্দনবাবু একটা বড় খাবারের প্যাকেট এবং একটি ব্যাগ হাতে নিয়ে হাসি হাসি মুখে বললেন, "এই নাও। এইমাত্র এক ভদ্রলোক এসে এগুলো দিয়ে গেলেন তোমাদের।"

বাবলু উৎসাহিত হয়ে বলল, "ভদ্রলোক! কীরকম দেখতে বলুন তো?"

"হুবহু ভদ্রলোকের মতো।"

"হেঁয়ালি রাখুন। সত্যি করে বলুন কীরকম চেহারা তাঁর? এর আগে আর কখনও দেখেছিলেন তাঁকে?"

"না বাবা। কখনও দেখিনি। মধ্যবয়সি ভদ্রলোক। বললেন, বর্ধমান থেকেই নাকি তোমাদের সঙ্গে আলাপ। এই

প্যাকেটের খাবারটা খেতে বলেছেন। ব্যাগটা খুলে দেখতে বলেছেন। এই নাও।" বলে জনার্দনবাবু চলে গেলেন।

ভোম্বল তো তড়াং করে একটা লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে এসেই খাবারের বাক্সটা খুলল। ওরে ব্বাবা! এটা যে রীতিমতো ক্ষীরকদম আর প্যাঁড়াতে ভর্তি। ভোম্বলের আর তর সইল না। সে একটা প্যাঁড়া পঞ্চুর মুখে গুঁজে দিয়েই নিজে টপাটপ কয়েকটা খেয়ে নিল।

বাবলু, বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছুও তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল প্যাকেটের ওপর, "তুই একা খাবি রে! আমাদেরও দে।" বলেই সবাই মিলে কাড়াকাড়ি করে উদরস্থ করে ফেলল সব কিছু। তারপর বলল, "ব্যাপার কী বল তো? কে এইভাবে নেপথ্য থেকে কলকাঠি নাড়ছে? বর্ধমানে খাবার পেলাম, এখানে পেলাম। সামনে আসছে না, অথচ শুধু খাইয়েই যাচ্ছে, ব্যাপারটা কী?"

বিলু বলল, "যে এ-কাজ করছে, আমার মনে হয় তার কোনও উদ্দেশ্য আছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, হয়তো আমরা নিজেদের অজান্তেই এমন কোনও রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়েছি, যার সঙ্গে এই অভিযানের একটা যোগসূত্র আছে।"

বাবলুরা এবার ব্যাগটা খুলে দেখল। কিন্তু খুলেই ওর ভেতরে যা দেখল তাতে করে চোখ কপালে উঠে গেল ওদের। একদিকে বিস্ময়, অপরদিকে আনন্দ। এও কী সম্ভব? সেই ব্যাগের ভেতর ট্রেনের কামরায় চুরি হয়ে যাওয়া ওদের সমস্ত মালপত্তরগুলো রয়েছে। এমনকী শঙ্খলিপির পাঠোদ্ধার করা সেই দলিলের মতো কাগজ এবং সপ্তপর্ণী গুহার নকশাটি পর্যন্ত।

বিলু বলল, "এ কী ম্যাজিক রে ভাই? ভৌতিক ব্যাপার নাকি?"

বাবলু বলল, "ব্যাপার যাই হোক, আমাদের প্রতিটি গতিবিধির ওপর বিশেষ কারও নজর রয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। তা সে আমাদের বন্ধুই হোক আর শত্রুই হোক।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে?"

"তা হলে কিছুই নয়। মোটামুটি একটি ছক আমরা করে নিতে পারি। যেমন ধরা যাক যিনি বর্ধমানে আমাদের খাবার দিয়েছিলেন তিনিই সম্ভবত ট্রেনে আমাদের মালপত্তর যে চুরি করে পালাচ্ছিল তার কাছ থেকে এগুলো ছিনিয়ে এনেছেন। তা ছাড়া বক্তিয়ারপুরে আমরা যে দোকানে খাবার খেয়েছি, যে-কোনও কারণেই হোক তিনিই দোকানদারকে আগে থেকে টিপে দিয়েছিলেন যে তিনটি ছেলে, দুটি মেয়ে এবং একটি কালো কুকুর এখানে কিছু খেলে যেন দাম না নেওয়া হয়।"

বাচ্চু বলল, "এ তুমি কী বলছ বাবলুদা? তিনি কী জানেন যে, আমরা কোথায় কী খাব না খাব, বা কী করব তা জেনে বসে থাকবেন?"

"আরে বাঃ! এর আর জানাজানির কী আছে? এ তো দুই আর দুইয়ে চারের মতোই সোজা। স্টেশনে দোকান তো একটাই। কিছু খেলে এখানেই খেতে হবে।"

বিলু বলল, "হ্যাঁ। ঠিক বলেছিস বাবলু। তোর ধারণাই ঠিক। এ সবই পরিকল্পিত।"

"শুধু তাই নয়, স্টেশনের ওই টাঙ্গাওয়ালা এবং এই বাড়ির মালিক জনার্দনবাবুও তাঁরই নির্বাচিত এবং আজ্ঞাবহ লোক। আর বৈভার পাহাড়ের ওই যে গাইড, সেও খুব সাধারণ গাইড নয়। রীতিমতো সন্দেহভাজন লোক। আমার স্থির বিশ্বাস, ওই গুহায় বাঘ নেই।"

বাচ্চু বলল, "তবে! তবে কী আছে?"

ভোম্বল বলল, "পঞ্চু কি তা হলে গুহার ভেতরে ফড়িং দেখে চিৎকার করেছিল?"

"কী আশ্চর্য! ওর ভেতরে কোনও বিষধর সাপটাপও তো থেকে থাকতে পারে। একটা সাপ বাঘের চেয়েও মারাত্মক নয় কী?"

"তা যদি হয় তা হলে ওই গুহায় আমরা ঢুকব কী করে?"

"কাল সকালে একবার ওখানে যাব আমরা। গিয়ে জায়গাটা আরও ভাল করে দেখব। তারপর রাতের অন্ধকারে যখন ধারে-কাছে কেউ কোথাও থাকবে না তখন জঙ্গলের শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে এনে ওই গুহামুখে আগুন ধরিয়ে দেব। তা হলে ভেতরের অক্সিজেনটা নষ্ট হয়ে গেলে সাপ-বাঘ যাই থাকুক না কেন, ওর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে পথ পাবে না।"

"তারপর?"

"তারপর এই নকশা ধরে ভেতরে ঢুকব আমরা।"

বাবলুরা তখন নকশাটা খুলে তার ওপর ঝুঁকে পড়ে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। ওদের আসল লক্ষ্য হল সোনভাণ্ডার। দেখা গেল এই নকশার পথ সোনাভাণ্ডারের ঠিক পেছন দিয়েই গেছে। অর্থাৎ ওই পর্যন্ত

পৌঁছতে পারলেই গুপ্তধনের সন্ধান নেওয়ার চেষ্টা করা যাবে। কিন্তু রহস্য এই, যিনি এই নকশা তৈরি করেছিলেন তিনিই ওই গুপ্তধন আবিষ্কার করলেন না কেন?

এইবার শঙ্খলিপির পাঠোদ্ধার করা কাগজটায় মন দিল ওরা। এই লিপির পাঠোদ্ধার করেছেন যে গবেষক, তিনি লিখেছেন, 'শঙ্খলিপির পাঠোদ্ধার আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারেননি। কেন না এই ভাষা এখন লুপ্ত। তবে আমি এই অক্ষরগুলো জোড়া দিয়ে একটা কাল্পনিক সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি। যেমন, বৈভার পাহাড়ের গায়ে যে সোনভাণ্ডার আছে তা এককালে একটি বিশাল গুহা ছিল। সেই গুহায় জরাসন্ধ বন্দিদের আটক রাখতেন। কিন্তু ঐতিহাসিকদের মতে এটি ছিল জরাসন্ধের কোষাগার। প্রচুর সোনাদানা ইত্যাদি এর ভেতরে সঞ্চিত ছিল। তাই এর নাম সোনভাণ্ডার। ভীমের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রার আগে জরাসন্ধ সেই কোষাগারের মুখ এমনভাবে রুদ্ধ করে যান যে, আজও কেউ এর ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনি। অনেকেরই ধারণা, এই শঙ্খলিপির পাঠোদ্ধার কখনও সম্ভব হলে এর ভেতরে ঢোকার পথ নিশ্চয়ই আবিষ্কার করা যাবে। আমি সেই মতো এই লিপির পাঠ উদ্ধার করে একটি সিদ্ধান্তে এসেছি মাত্র।"

এই পর্যন্ত পড়েই বাবলু আক্ষেপের সুরে বলল, "হোপলেস। মহারাজ জরাসন্ধ এত বোকা ছিলেন না যে, এই রুদ্ধ দ্বার খোলার মন্ত্রটি তিনি শঙ্খলিপিতে দেওয়ালের গায়ে খোদাই করে যাবেন। যদিও তিনি তা করে থাকেন তা হলে যে কালে শঙ্খলিপির ভাষা মানুষ পড়তে পারত সে কালেই তা লুট হয়ে যেত।"

বিলু বলল, "তা হলে শঙ্খলিপিতে কী লেখা আছে বলে তোর মনে হয়?"

"আমাদের কাজে লাগবে এমন কিছুই ওতে নেই বলেই মনে হয়। আসলে ওগুলি কোনও মহাপুরুষের বাণী এবং উপদেশ ছাড়া কিছু নয়। ওই গবেষক ভদ্রলোক কাউকে ব্ল্যাকমেল করবার জন্য অথবা নিজের উদ্ভট কল্পনাশক্তিকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য একটু চেষ্টা করেছেন মাত্র।"

ভোম্বল বলল, "যাঃ বাব্বা!"

বাবলু বলল, "আসলে ওই নকশাটাই আমাদের কাজে লাগবে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "তা হলে কাল আমরা ওই গুহায় ঢুকছি?"

বাবলু বলল, "যেভাবেই হোক, দিনে আমরা কয়েকটা মশালের ব্যবস্থা করে রাখব। ঢুকব রাত্রিবেলা। কেন না দিনে ওখানে ট্যুরিস্টের মেলা। রাতে নির্জনতা। তা ছাড়া রাতের অন্ধকারে আলোর জলুসও খুলবে ভাল। আর রাতচরা ঘুঘুদেরও ওই সময় দেখা পাওয়ার সুবিধে হবে খুব।"

বাবলুরা নিজেদের মধ্যে এইসব আলোচনা করে শোওয়ার আগে একবার বাথরুমে যাবে বলে বাইরে এল। কিন্তু বাইরে এসেই অবাক! রাত তখন দশটা। এর মধ্যেই রাজগৃহ নগরী নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। ঠান্ডাও বেশ। শীত যাই যাই করেও যায়নি এখনও। ওরা সবিস্ময়ে দেখল বৈভার পাহাড়ের চূড়ায় সপ্তপর্ণী গুহার সামনে টিম টিম করে দু'-একটা আলো জ্বলছে। আলোটা কীসের তা ঠিক বোঝা গেল না। একটু পরেই আলো অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাবলু বলল, "মনে হচ্ছে ওগুলো গুহার ভেতরে ঢুকে গেল। ব্যাপারটা কী, দেখতে হচ্ছে তো!"

বিলু বলল, "তোর কি মাথা খারাপ? একদিনেই না জেনেশুনে এতটা বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিবি? আগে দু'-একটা দিন লক্ষ কর। তারপর ভেবেচিন্তে যা হয় করা যাবে।"

"তোরা দরজা বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে থাক। আমি পঞ্চুকে নিয়ে একবার গিয়ে দেখে আসি কী ব্যাপার!"

বিলু বলল, "বাবলু কথা শোনো, যাস না। আজকের রাতটা অন্তত দেখ। কাল সকালে সবাই বরং যাব।"

বাবলু বলল, "বিলু, আমি তোকে দায়িত্ব দিলাম আজ রাতের মতো ভোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছুকে তদারকি করবার। ভোর হওয়ার আগেই এসে পড়ব আমি। এই সুযোগ আমি ছাড়ব না। যেখানে কোনও ক্লু নেই সেখানে এইরকম চান্স কখনও হাতছাড়া করে?"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই চুপ করে রইল।

বাবলু খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দুরন্ত অভিযানে। সঙ্গে নিল শুধু পঞ্চুকে।

অভিযানের নামে পঞ্চু তো একপায়ে খাড়া। তাই গা দুলিয়ে লেজ নেড়ে মনের আনন্দে এগিয়ে চলল। রাতের অন্ধকারে বৈভার পাহাড়ের দিকে যেতে যেতে গা ছমছম করতে লাগল বাবলুর। পাহাড়ের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎই এক সময় ওর মনে হল কেউ যেন নিঃশব্দে ছায়ার মতো অনুসরণ করে চলেছে ওকে। বাবলু একবার থমকে দাঁড়িয়ে টর্চের আলো ফেলতেই দেখতে পেল এক দীর্ঘ পুরুষ একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। বাবলু কিছু বলার আগেই সেদিকে হাউ হাউ করে ছুটে গেল পঞ্চু। ততক্ষণে অপরদিক থেকে আর-একজন এসে বাবলুকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়েছে।

॥ ৪ ॥

দীর্ঘ রাত্রির অবসান। রাজগৃহের উপত্যকায় পাহাড়তলির কুসুমশোভিত সবুজ বনানীর ভেতর থেকে পাখির ডাক শোনা যেতে লাগল। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু অধীর আগ্রহে সারারাত জেগে বসে থেকেও বাবলুর দেখা পেল না। গেল কোথায় সে? ওর কোনও বিপদ হলে পঞ্চুরই তো ছুটে আসার কথা। তবে কী? তবে কী ওরা দু'জনেই একসঙ্গে বিপদে পড়েছে?

বিলু বলল, "শোন, আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। আমাদেরও এখনই তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। ওই পাহাড়েই যাব আমরা। গুহায় ঢুকব। বাবলু মনে হয় ওখানেই আটকে পড়েছে।

ভোম্বল বলল, "এখানকার থানায় কি একটু জানিয়ে যাব?"

"না। এখনই নয়। তুই আর আমি গুহায় ঢুকব। সঙ্গে একটা বাঁশি থাকবে। বিপদ বুঝলেই বাঁশি বাজাব। বাচ্চু-বিচ্ছু বাইরে থাকবে। ওরাই গিয়ে খবর দেবে পুলিশকে।"

বাচ্চু বলল, "দি আইডিয়া। সেই ভাল। আগেই থানা-পুলিশ করে কোনও লাভ নেই।"

ওরা সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে দরজায় তালা দিয়ে বাইরে এল। তারপর একটা দোকানে ঢুকে অল্প কিছু খেয়ে নিল সকলে।

পরিচিত সেই টাঙ্গাওয়ালাটা ওদের দেখতে পেয়ে গুটিগুটি হাজির হল সেখানে, "কী খোকাবাবু! ঘুমনে যাবেন তো? চলুন, মনিয়ার মঠ দেখিয়ে আনি। সোনভাণ্ডার দেখিয়ে আনি। রত্নগিরি...।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু কোনও কথা না বলে টাঙ্গায় উঠে পড়ল। তারপর বলল, "কোত্থাও যাব না আমরা। আপাতত তুমি আমাদের বৈভার পাহাড়ে নিয়ে চলো তো দেখি।"

"আরে ব্বাঃ। স্রেফ বৈভার পাহাড়?"

"হ্যাঁ। পরে আমরা সব কিছু ঘুরে দেখব। এখন তো আমরা কিছুদিন আছি।"

"লেকিন ও বড়া খোকাবাবু কিধার? ও কাঁহা গিয়া?"

"মালুম নেহি।"

"তব ক্যা হোগা। চলো বৈভার চলো। যো মর্জি তুমহারা।"

প্রশস্ত রাজপথের ওপর দিয়ে জলতরঙ্গের ধ্বনির মতো টুং টাং শব্দ তুলে টাঙ্গা ছুটে চলল। অজাতশত্রু গড় পেরিয়ে একটু ফাঁকা জায়গায় টাঙ্গাটা আসতেই দেখা গেল গলায় রুমাল বাঁধা কপালে টিপ্পা সুদর্শন চেহারার এক যুবক পান চিবোতে চিবোতে এসে হাজির হল সেখানে। তারপর বুক ফুলিয়ে কোমরে হাত দিয়ে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বলল, "অ্যাই। কাঁহা যাওগে তুম সব। মাৎ যাও ইধার। জলদি ভাগো হিঁয়াসে।"

টাঙ্গাওয়ালা বলল, "ফালতু বকোয়াস মাত করো রঘুনাথ। হট যাও। লেড়কা লোগ ঘুমনে আয়া।"

রঘুনাথ এবার অনেকটা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে রক্তচক্ষুতে বলল, "বেওকুফ কাঁহেকা। টাঙ্গা উলোট দেগা আভি। ভাগো হিঁয়াসে।"

বিলু বলল, "এ তো সেই গাইড। এ লোকটা আমাদের পথ আটকাচ্ছে কেন?"

ভোম্বল বলল, "কী আশ্চর্য! শুধু শুধু ভাগব কেন আমরা?"

রঘুনাথ বলল, "তুম সব যাওগে কি নেহি? আভি ঘর চলা যাও। সামকো ভাগো হিঁয়াসে। আউর কভি মাত আনা ইধার। সমঝা?"

ততক্ষণে টাঙ্গাওয়ালা টাঙ্গা থেকে নেমে গজগজ করতে করতে টাঙ্গার মুখ ঘুরিয়ে নিল ফিরে আসার জন্য।

বিলু বলল, "রোখো, রোখো। এদিকে যাচ্ছ কোথায়? আমরা বৈভার পাহাড়ের যাব। টাঙ্গা চালাও।"

"নেহি বাবু। এ ব্যাটা বহুৎ বদমাশ। মার ডালেগা।"

রঘুনাথ বলল, "তুমকো ভি মারেগা। বহুৎ মারেগা। জিনা চাও তো ভাগো হিঁয়াসে।"

ভোম্বল বলল, "কী বাবা, সক্কালবেলাতেই ঝামেলা বাধাবে নাকি? রাস্তা ছাড়ো দেখি এখন।"

রঘুনাথ রাগের চোটে ঘোড়াটাকেই মারতে লাগল। ঘোড়াটা মার খেয়ে চিঁ হি হি হি করে দু'পায়ে খাড়া হওয়ার চেষ্টা করতেই বাচ্চু-বিচ্ছু ছিটকে পড়ল টাঙ্গা থেকে।

রঘুনাথ এক হাতে বিচ্ছুর ফ্রকটাকে মুঠো করে ধরে পুতুলের মতো অবলীলায় শূন্যে তুলে নিল ওকে।

তারপর বলল, "কী খোঁকি! কেমন লাগছে দুনিয়াটা? গুপ্তধন লিবে?"

বিচ্ছু সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

বিলু বলল, "এই, ছাড় বলছি। ছেড়ে দে শিগগির।"

"ক্যা বোলা তুমনে?"

"বলছি ছাড় ওকে। না হলে মার খেয়ে মরে যাবি।"

বলামাত্রই বিচ্ছুকে নামিয়ে দিয়ে হিংস্র জন্তুর মতো থাবা উঁচিয়ে বিলুর দিকে এগিয়ে এল রঘুনাথ।

বিলুও তৈরি হয়ে কোমরে হাত দিয়ে রুখে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে শূন্যে দুটো ডিগবাজি খেয়ে আবার মাটিতে পড়ল। অদ্ভুত দৃশ্য! ঠিক যেন সার্কাসের পাকা খেলোয়াড় ও। ভাগ্যে জিমন্যাস্টিকসটা শিখেছিল।

রঘুনাথ থিতিয়ে গেল প্রথমটা।

সেই সুযোগে বিলু একবার মাটিতে উবু হয়ে বসেই ধনুকের ছিলার মতো লাফিয়ে ওর মাথা দিয়ে সজোরে গোত্তা মারল রঘুনাথের চোয়ালে। রঘুনাথ ছিটকে পড়ল দু' হাত দূরে। তারপর যখন উঠে বসল, তখন ওর গালের কষ বেয়ে গলগল করে রক্ত ঝরছে। একটা দাঁত টুকরো হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। আর-একটা ঝুলছে। সে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে কোনওরকমে উঠে দাঁড়াল। তারপর অবাক বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে।

ভোম্বল রঘুনাথের কাছে গিয়ে সোহাগের সুরে বলল, "দেখছ কী ছোনা মানা? ডু ডু খাবে? খুব লাগছে বুঝি? এখন যাও। দাঁতের ডাক্তার দেখিয়ে দাঁত বাঁধিয়ে নাও। ভয় নেই, ভাল হয়ে যাবে।" বলে সবাই এসে আবার টাঙ্গায় উঠল।

ততক্ষণে অনেক লোকজন এসে পড়েছে সেখানে।

সবাই বলল, "কী হয়েছে? কী হয়েছে ভাই?"

বিলু বলল, "কিচ্ছু না। এই লোকটা আমাদের চলন্ত টাঙ্গায় লাফিয়ে উঠতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। আপনারা পারেন তো ওকে হাসপাতালে নিয়ে যান।"

টাঙ্গাওয়ালা কাউকে কিছু না বলেই ছুটিয়ে দিল টাঙ্গা। যেতে যেতে বলল, "খোকাবাবু, তোমরা আর একদিনও থেকো না রাজগীরে। এই রঘুনাথ এখানকার নামকরা গুন্ডা। ওর দলবল যখন জানতে পারবে তখন কিছুতেই আস্ত রাখবে না তোমাদের। পুলিশকে পর্যন্ত ভয় খায় না ওরা। কাজেই যদি ভাল চাও তো ভাগ যাও হিঁয়াসে।"

বিলুরা টাঙ্গাওয়ালার কথা শুনে মুষড়ে পড়ল। বাবলু নেই, পঞ্চু নেই, তার মানে ওদের রক্ষাকবচই নেই। তা ছাড়া বাবলু আর পঞ্চুকে না নিয়ে তো ওদের পালানোও অসম্ভব। যদিও বিপদ এখানে হাতের মুঠোয়, তবুও ওদের থাকতেই হবে এখানে।

যাই হোক, ওরা বৈভার পাহাড়ের কোলে নেমে পাহাড়ে উঠতে শুরু করল। বেশ খানিকটা ওপরে ওঠার পর এক জায়গায় দেখল কয়েকটা কুকুর একটা ঝোপের দিকে একবার করে 'ঘেউ ঘেউ' করে ছুটে যাচ্ছে আর পিছিয়ে আসছে।

বিলু বলল, "ভোম্বল, একবার গিয়ে দেখে আয় তো কী ব্যাপার?"

ভোম্বল ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। আর বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছু ছোট ছোট পাথর কুড়িয়ে ছুড়তে লাগল কুকুরগুলোর দিকে। কুকুরগুলো তাড়া খেয়ে পালাল।

ওরা সবাই তখন পাহাড়ের সিঁড়ি ছেড়ে একটু উচ্চস্থানে ঘন গাছপালায় ঘেরা একটি ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু সেখানে গিয়ে কিছুই দেখতে না পেয়ে হতাশ হল ওরা। কুকুরগুলো যে কী দেখে চেঁচাচ্ছিল, তা ভেবেই পেল না। হঠাৎ একটা কুঁই কুঁই শব্দে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল সেই কুকুরগুলো আবার এসেছে এবং ক্রমাগত নীচের দিকে মুখ করে কী যেন দেখে গরগর করছে আর চেঁচাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল ওরা— ওই, ওই তো পঞ্চু! কী বিপজ্জনকভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে রয়েছে। কিন্তু বাবলু! বাবলু কই? তারও কি তবে ওই দশা হয়েছে? তা যদি হয়ে থাকে তবে তো বাবলু আর ওদের মধ্যে নেই। তার প্রাণহীন দেহটা নির্ঘাত পড়ে আছে ওই সুগভীর খাদের ভেতর।

ওরা দেখল নাইলনের জালে জড়ানো পঞ্চু পাহাড়ের ঢালের গায়ে গভীর খাদের দিকে একটি গাছের ডালে আটকে বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে। যে-কোনও মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। সে এমনই এক জায়গায়, যেখানে ওদের কারও সাধ্য নেই যাওয়ার। ওরা অসহায় দর্শকের মতো সেই দিকে তাকিয়ে রইল শুধু।

বিলু বলল, "তোরা বোস। আমি এখনই আসছি। একটা শক্ত দড়ি আর কুয়োয় বালতি পড়ে গেলে তোলার কাঁটা কিনে আনছি। ওই দিয়েই যেভাবেই হোক টেনে আনতে হবে পঞ্চুকে।"

বাচ্চু বলল, "ঠিক বলেছ বিলুদা। পঞ্চুকে ওখান থেকে উদ্ধার করার এ ছাড়া আর অন্য কোনও উপায় নেই।"

বিলু বলল, "আমি যাব আর আসব। তোরা চুপচাপ গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে বসে থাক এখানে।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু তুই একলা যাবি বিলু? আমার মনে হয়, এটা ঠিক নয়। আমিও তোর সঙ্গে যাই। বাচ্চু-বিচ্ছু এখানে লুকিয়ে থাকুক। এদিকে কেউ বড় একটা আসবে বলে মনে হয় না। কেন না যদি তোর কোনও বিপদ হয়, তা হলে আমি অন্তত তোকে রক্ষা করতে পারব।"

বিচ্ছু বলল, "হ্যাঁ, সেই ভাল বিলুদাকে একলা ছাড়া উচিত হবে না। আমরা দু'জনে এখানে ঠিকই থাকতে পারব।"

বিলু বলল, "খবরদার! তোরা দু'জনে থাকবি কী? ভোম্বলও থাকবে তোদের সঙ্গে। আমার জন্য চিন্তা করিস না। এটা দিনের বেলা। কোনও ভয় নেই। বিপদ ঘটলে চেঁচিয়ে লোকজন জড়ো করে ফেলব।"

এমন সময় হঠাৎই এক কাণ্ড ঘটে গেল। এটাকে সৌভাগ্যের ব্যাপার বলা উচিত। হঠাৎ সেখানে কোথা থেকে একপাল হনুমান লাফাতে লাফাতে এসে হাজির। যেই না আসা, কুকুরগুলো অমনই ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে গেল তাদের দিকে। তারপর হনুমান ও কুকুরে সে কী দারুণ যুদ্ধ! ভয়ংকর লড়াইয়ের মতো অবস্থা আর কী! কুকুরগুলোর ওপর হনুমানরা এত বেশি বিরক্ত হল যে, তাদের সমস্ত রাগ তখন গিয়ে পড়ল পঞ্চুর ওপর। খাদের ঢালে গাছের ডালে আটকে থাকা পঞ্চুকে ওই অবস্থায় দেখে সেখান থেকে টানতে টানতে ওপরে নিয়ে এল ওরা। তারপর বন্দি পঞ্চুকে সবাই মিলে পেটাতে লাগল। অসহায় পঞ্চু চিৎকার করতে লাগল জালের ভেতর থেকে। বিলুরা তখন না পারল পঞ্চুর নির্যাতন সহ্য করতে, না পারল এগোতে। হনু-কুকুরের সেই যুদ্ধে ওরা নিতান্তই অসহায়। যদি কোনওরকমে রাগটা পঞ্চুর ওপর থেকে ঘুরে গিয়ে ওদের ওপর এসে পড়ে তা হলে আর দেখতে হবে না। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে ওদের। অথচ এই অত্যাচারের হাত থেকে পঞ্চুকে রক্ষা করা একান্তই দরকার।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তাই বিলুদের এগিয়ে যেতে হল না। কুকুরগুলোই তখন পঞ্চুর অবস্থা দেখে আক্রমণকারী হনুমানগুলোর দিকে তেড়ে গেল। সে এক প্রচণ্ড চিৎকার, হট্টগোল আর দাপাদাপি। বনভূমি তোলপাড় যাকে বলে। পাণ্ডব গোয়েন্দারা এ-যাবৎ অনেক কিছুই দেখেছে, কিন্তু হনু-কুকুরের এইরকম যুদ্ধ কখনও দেখেনি। হনুমানগুলোও বদের ধাড়ি। কুকুরগুলো ওদের দিকে যত তেড়ে যায়, ওরা করে কী, ততই অদ্ভুত কায়দায় লাফিয়ে ওদের আক্রমণ বাঁচিয়ে কুকুরগুলোর পিঠে উঠে গলা জড়িয়ে ধরে। আর কুকুরগুলো তখন রাগেই হোক, দুঃখেই হোক বা অস্বস্তিতেই হোক 'গ্যাঁ-গ্যাঁ' করে ডাক ছাড়ে। কুকুরে কখনও 'গ্যাঁ গ্যাঁ' করে না। কিন্তু যেভাবেই হোক ওদের গলার স্বর তখন ওইরকম বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।

ওরা যখন এইভাবে নিজেদের মধ্যে মারামারিতে ব্যস্ত, বিলু তখন ছুটে গিয়ে ছুরি দিয়ে জাল কেটে পঞ্চুকে মুক্ত করল। পঞ্চু কোনওরকমে দাঁড়িয়ে একবার গা-ঝাড়া দিয়ে কাঁপতে লাগল থরথর করে।

বিলু ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "বাবলু কই রে পঞ্চু? বাবলু? সে কোথায়?"

পঞ্চু তখন কুঁই কুঁই করে কী যেন বলার চেষ্টা করল। কিন্তু বলতে পারল না।

ওরা তখন সেখান থেকে সরে এসে যেই না গুহার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করল, অমনই পঞ্চু প্যান্ট কামড়ে টানতে লাগল নীচের দিকে।

বিলুরা বুঝল, হয় বাবলু গুহায় নেই, অথবা ওখানে গেলে বিপদ। তবে কি কাল সন্ধেবেলা গুহায় ঢুকতে গিয়ে যা দেখে পঞ্চু ভয় পেয়েছিল তাই ওর বিপদের কারণ হল? ওরা তখন পঞ্চুর নির্দেশমতো নীচে নামতে শুরু করল। বেশ কয়েক ধাপ নামার পর 'জরাসন্ধ কা বৈঠক' এল। তার নীচেই একটি হোগলার ছাউনি দেওয়া দোকানে মুড়ি, তেলেভাজা, জিলিপি, চা এইসব হচ্ছিল। পঞ্চু সেখানে ছুটে গিয়ে দোকানের সামনে একটা পেতে রাখা বেঞ্চির ওপরে উঠে খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে কুঁই কুঁই করে লেজ নাড়তে লাগল।

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "পঞ্চুর খুব খিদে পেয়েছে, না বিলুদা?"

বিলু বলল, "পাবে না? কাল রাত থেকে এতখানি বেলা অবধি না খেয়ে আছে বেচারি!" বলেই দোকানদারকে পঞ্চুর জন্য মুড়ি-তেলেভাজার অর্ডার দিয়ে নিজেরা চা খেল।

পঞ্চু তো গোগ্রাসে মুড়ি-তেলেভাজা খেয়ে পাশেই রাখা একটা জালার দিকে ছুটে গেল। অর্থাৎ জল চাই।

বিলু একটা মগে করে জল নিয়ে একটি পরিত্যক্ত মাটির পাত্রে ঢেলে পঞ্চুকে জল খাওয়াল। এতক্ষণে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল বেচারি! দেহটাকে টান টান করে একবার গা-টাকে ঝাড়া দিয়ে স্বভাবসুলভ ডেকে উঠল— ভৌ-ভৌ-উ-উ-উ।

আবার শুরু হল অবতরণ।

কিন্তু সিঁড়ির একেবারে শেষ ধাপে নেমেই অবাক হওয়ার পালা! দেখল, দারুণ উত্তেজনায় অধীর হয়ে পাহাড়ে উঠে আসছে বাবলু। ওর সারা মুখে উত্তেজনার ছায়া।

বিলুরা সোল্লাসে এবং সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে ডাকল, "বাবলু!"

বাবলু বলল, "আরে! আমি তো ঘরে ফিরে তোদের দেখতে না পেয়ে তোদেরই খোঁজে আসছিলাম। পথে টাঙ্গাওয়ালাটার সঙ্গে দেখা হতে সে-ই বলল তোরা এখানে এসেছিস। কিন্তু কেন এলি? পঞ্চু নেই, আমি নেই, কেন তোরা এই বিপদের ঝুঁকিটা নিতে এসেছিলি?"

বিলু বলল, "এই ঝুঁকিটা আমরা নিয়েছিলাম বলেই পঞ্চুকে আজ ফিরে পেলাম। তা ছাড়া কাল সারারাতে তুই এলি না, আজ সকালেও তোর দেখা নেই। এর পরও আমরা চুপচাপ কী করে বসে থাকি বল? কিন্তু ব্যাপার কী তোর? কোথায় ছিলি তুই? তোর কোনও বিপদ হয়নি তো?"

"বিপদ? বিপদের চরম হয়েছিল। বহু কষ্টে বেঁচেছি। এখন বল পঞ্চুকে পেলি কীভাবে?"

বিলুরা তখন সব কথা খুলে বলল।

শুনেই লাফিয়ে উঠল বাবলু, "বলিস কী রে! কিন্তু তোরা কী বোকা! যে কুকুরগুলোর জন্য পঞ্চুর হদিস পেলি, যে হনুমানগুলো ওই বিপজ্জনক ঢাল থেকে পঞ্চুকে উদ্ধার করে নিয়ে এল, তোরা তাদের জন্য কিছু না করেই চলে আসছিলি?"

"কী করব?"

"কী আবার করবি? সন্দেশ খাওয়াবি, রসগোল্লা খাওয়াবি, শিঙাড়া-জিলিপি খাওয়াবি। চল, চল। শিগগির চল।"

বাবলুর নির্দেশমতো বিলু আর ভোম্বল গেল সন্দেশ-রসগোল্লা কিনতে। আর বাবলু করল কী কুণ্ডের কাছে নেমে গিয়ে বড় বড় দু' কাঁদি কলা কিনল। তারপর একগাদা মুড়ি-তেলেভাজা কিনে দোকানদারের কাছ থেকে একটি থলির বস্তা চেয়ে কলা, মুড়ি, তেলেভাজা সব ঢোকাল তার ভেতর। না হলে অর্ধপথেই কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে এগুলো নিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিলু, ভোম্বল এল এখানকার সন্দেশ বলতে প্যাঁড়া আর রসগোল্লা নিয়ে। তারপর সমবেতভাবে আবার পর্বতারোহণ।

রণক্ষেত্রে গিয়ে দেখল যুদ্ধ তখন চরমে। হনুমানগুলো গাছের ডালপালা ভেঙে কুকুরগুলোকে তাড়া করছে। আর কুকুরগুলো সমানে চিৎকার করে ওদের জ্বালাতন করছে এবং কামড়াবার চেষ্টা করছে।

বাবলুরা সেখানে গিয়ে 'আয়, আয়' বলে ডাকতেই হঠাৎ যুদ্ধটা থেমে গেল। কুকুরগুলো প্রত্যাশায় ছুটে এল ঘেউ ঘেউ করে। আর হনুমানগুলো তাদের কালো কালো মুখ বাড়িয়ে মাজনের বিজ্ঞাপনের মতো ঝকঝকে দাঁত বার করে দেখাতে লাগল ওদের।

বাবলু নিজের হাতে ওদের দিকে প্যাঁড়া আর রসগোল্লা ছুড়ে দিতে লাগল। ব্যস! যুদ্ধ শেষ।

কুকুর ও হনুমানগুলো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সমস্ত ঝগড়াঝাঁটি ভুলে টপাটপ রসগোল্লা কুড়িয়ে গালে পুরে মধুর রসাস্বাদন করতে লাগল। এবং আরও পাওয়ার আশায় বাবলুদের দিকে তাকাতে লাগল। বাবলুরা তখন পাহাড়ি পথের দু'ধারে একদিকে কুকুরদের জন্য শিঙাড়া, জিলিপি, মুড়ি এবং অন্যদিকে হনুদের জন্য কলার ছড়াগুলো ছুড়ে দিতে লাগল।

একদিকে কুকুরগুলো যেমন ওইসব খেতে লাগল, অন্যদিকে হনুমানরাও কলা পেয়ে বেজায় খুশি হয়ে পাথরের ওপর সার দিয়ে বসে খোসা ছাড়িয়ে খেতে লাগল। খাওয়া শেষ হলে কুকুরগুলো এসে বাবলুদের চারপাশ ঘুরে লেজ নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। হনুমানগুলোও 'উপ-আপ' করে গাছের ডালে উঠে শান্ত হয়ে বসে রইল ওদের দিকে চেয়ে।

বাবলুরা আর অপেক্ষা না করে নেমে এল নীচে। তারপর সোজা বাসায়।

বাসায় ফিরে সর্বাগ্রে বাথরুমে ঢুকে বেশ আয়েশ করে স্নান করে নিল বাবলু। তারপর শরীরটা একটু ঝরঝরে হলে ঘরের ভেতর গুছিয়ে বসে গত রাত্রের অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগল সকলকে।

বাবলু যা বলল তা হল এই—

গত রাত্রে পঞ্চুকে নিয়ে নৈশ অভিযানে বেরিয়ে বৈভার পাহাড়ের কাছাকাছি পৌঁছতেই ওর মনে হল কে যেন ওকে অনুসরণ করছে। তাই যেই না সে ওদিকে নজর দিতে যাবে অমনই সেই লোকটি বড় একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। আর পঞ্চু করল কী ভৌ-ভৌ রবে ছুটে গেল তার দিকে। ততক্ষণে চোখের পলকে পেছন থেকে একজন এসে অবলীলায় পাঁজাকোলা করে তুলে নিল বাবলুকে। বাবলু কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘটে গেল ঘটনাটা। বাবলুর চিৎকারে পঞ্চুও ওদিক থেকে ছুটে এল এদিকে। তারপর আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে

দিতে লাগল লোকটাকে। লোকটি তখন প্রাণ বাঁচাবার জন্য বাবলুকে ছেড়ে দিতেই আর দু'জন ছুটে এল বাবলুর দিকে। তাদের একজনের হাতে ছিল নাইলনের একটি জাল। সেই জালে নিমেষের মধ্যে জড়িয়ে ফেলল পঞ্চুকে। পঞ্চু জালে বদ্ধ হয়ে প্রচণ্ড চিৎকার করতে লাগল। কিন্তু তাকে টানতে টানতে পাহাড়ের দিকে নিয়ে চলে গেল লোকটা। এদিকে বাবলুও নিজের মুক্তির জন্য প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি করতে লাগল। কিন্তু ওর সাধ্য কী, সেই আসুরিক শক্তির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে?

ওদিক থেকে তখন 'গুড়ুম গুড়ুম' করে দুটো গুলির শব্দ শোনা গেল। কে ছুড়ল, কে জানে। বাবলুকে যারা আক্রমণ করতে এসেছিল তাদেরই একজন রক্তাক্ত কলেবরে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

বাবলুর কথা এতক্ষণ সবিস্ময়ে শুনছিল সকলে। শুনতে শুনতে বিলু হঠাৎ প্রশ্ন করল, "আচ্ছা বাবলু, ওই গুলিটা তা হলে ছুড়ল কে?"

"ওইটাই তো রহস্য! তবে আমার মনে হয়, যে-লোকটা আমাকে অনুসরণ করছিল, বা পঞ্চু যাকে তেড়ে গিয়েছিল, সেই ছুড়েছিল গুলিটা। এরা মনে হয় গুপ্তধনের সন্ধানী পরস্পরবিরোধী দুটো দল। তবে মজার ব্যাপার এই যে, ওই লোকই কিন্তু টেলিফোনে পুলিশকে খবর দেয় রাতের অন্ধকারে তিনি একজনকে খুন করেছেন বলে এবং আমি অপহৃত হয়েছি বলে। তা ছাড়া কুকুরে আঁচড়ানো লোকটি চিকিৎসার জন্য কোনও ডাক্তারখানায় বা হাসপাতালে গেলে তাকে সেখানে গ্রেপ্তার করে তার দলের লোকেদের নাম আদায় করবার অনুরোধও করেছেন তিনি।"

ভোম্বল বলল, "বাবা। এ তো সাংঘাতিক লোক দেখছি!"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "তা হলে আমরা যার নজরে আছি ইনিই সেই লোক নন তো?"

বাবলু বলল, "আমার মনে হয়, তাই।"

বিলু বলল, "তোকে তা হলে উদ্ধার করল কে? পুলিশ?"

"না। আমি নিজেই নিজেকে উদ্ধার করেছি।"

"কী রকম?"

"ওরা আমাকে জবরদস্তি করে ধরে নিয়ে এল ওদের ডেরায়। আমি আরও বাধা দিতে পারতাম। কিন্তু ইচ্ছে করেই দিইনি। কেন না আমিও মনে মনে চাইছিলাম বন্দি হয়ে ওদের ডেরাটা একবার ঘুরে আসতে। যাই হোক, ওরা আমাকে বিপুল পাহাড়ের কাছে একটা বাড়িতে এনে তুলল। বাড়িটা বহুদিনের পুরনো। সেই বাড়িরই একটি ঘরে আমাকে বন্দি করে রেখে চলে গেল ওরা।"

"তারপর?"

"তারপর বেশ কিছু সময় কেটে যায়। একা ঘরে অন্ধকারে আমি চুপচাপ বসে থাকি। অনেক পরে আলো নিয়ে ঘরে ঢুকল সুশ্রী চেহারার একজন লোক। লোকটিকে তোরাও চিনবি। বৈভার পাহাড়ের সেই গাইড।"

বিলু বলল, "আরে! ওই লোকটাই তো আমাদের টাঙ্গা আক্রমণ করেছিল আজ। তবে উচিত শিক্ষা দিয়ে দিয়েছি ওকে। কী বলল লোকটা তোকে?"

"লোকটির প্রথম প্রশ্ন, আজ সন্ধেবেলায় আমরা ওর নিষেধ সত্ত্বেও সপ্তপর্ণী গুহায় ঢুকেছিলাম কেন?"

"সে কী! ও জানল কী করে?"

"হয়তো পরে ঘুরে এসে আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখেছে। নয়তো ওর কোনও ইনফরমার ছিল কাছেপিঠে, সে-ই খবর দিয়েছে। লোকটির দ্বিতীয় প্রশ্ন, আমি অত রাতে পঞ্চুকে নিয়ে পাহাড়ে উঠতে যাচ্ছিলাম কেন?"

"বেশ করেছিলাম। আর?"

"তৃতীয় প্রশ্ন, ডা. ললিতমোহন পালচৌধুরী আমাদের কে হন? এবং শেষ প্রশ্ন, সপ্তপর্ণী গুহার ম্যাপটা এবং ওই শঙ্খলিপির পাঠোদ্ধার করা কাগজটা কার কাছে আছে?"

"তুই কী বললি?"

"বললাম, ললিতমোহনবাবুকে আমরা চিনিই না। আর ওইসব কাগজ বা নকশার ব্যাপারও কিছু জানি না আমরা। গুহায় ঢুকছিলাম নেহাতই কৌতূহলের বশে অর্থাৎ গুহাটা কত বড় তা দেখব বলে। আর রাত্রিবেলা পঞ্চুকে নিয়ে কেন যাচ্ছিলাম? আমাদের মেয়েদের একজনের একটি কানের দুল জরাসন্ধ কা বৈঠকে ছুটোছুটি করতে গিয়ে পড়ে গেছে মনে হল, তাই।"

বিচ্ছু বলল, "বাঃ! চমৎকার উত্তর দিয়েছিস তো!"

"দিলে কী হবে! শয়তানের ধাড়ি একটা। বলল, 'ওসব কহানি দুসরা আদমিকে শোনাবে খোকাবাবু, রঘুনাথকো নেহি। জিনে চাও তো সাচ্চা বাত বতাও। ও ললিতমোহন হামারা দুশমন। ও বদমাশ তুম সবকো

ভেজা হিঁয়া'পর। সব কুছ মালুম হ্যায় হামারা।' আমি রেগে বললাম 'মুখ সামলে কথা বলবেন। ললিতমোহনবাবুর সম্বন্ধে কোনওরকম বাজে কথা বলবেন না।' তখন রঘুনাথ হেসে বলল, 'তব তো তুমনে মান লিয়া ভাই ও ললিতমোহন তুমহারা আদমি।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ। ললিতমোহন আমার দাদুভাই হন। আমরা এখানে এসেছি গুপ্তধন উদ্ধারের জন্য নয়। তাঁর ছেলে রাজীবমামার খোঁজে।'

ভোম্বল বলল, "তুই স্বীকার করে ফেললি?"

"দেখ, এত কথা যারা সি আই ডি'র মতো পেছনে লেগে সংগ্রহ করেছে, তাদের কাছে আর লুকোছাপার দরকার আছে কিছু? আমার তো মনে হয় সরাসরি সব কিছু বলেই ফয়সালা করে নেওয়া ভাল।"

"তা কী বলল ও?"

"বলল, বেশ তো। ও রাজীববাবু তো আমাদের কাছেই আছে। ওইসব কাগজপত্তর আমাদের হাতে তুলে দিলেই আমরা ছেড়ে দেব রাজীববাবুকে। কিন্তু ওই ললিতমোহনবাবুর গুপ্তধনের লোভ এত বেশি যে, ওই কাগজও দিবেন না আমাদের, ছেলেও ফেরত লিবেন না।"

"কেন দেবেন উনি? সামান্য অপরাধের জন্য আজ কী অবস্থা করেছেন আপনারা তাঁর? ওই মানুষটির নিরীহ স্ত্রী-কন্যারা কী দোষ করেছিল আপনাদের কাছে?"

"নেহি খোকাবাবু। ওঁর স্ত্রী-কন্যাকে আমরা মারিনি। ওইসব ঝুটা বাত বলবে না। ওই ললিতমোহন তোমাদের এই কথা বুঝিয়েছে। কিন্তু সে জানে না এ কাজ করেছে রামজি আর কেশবজির দল। ওরাই আমাদের আসল শত্রু। ওরা আমাদের বিপদে ফেলার জন্য এই কাজ করেছিল। আর ললিতমোহনবাবুর কথা যদি বলো তো ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট।"

আমি বললাম, "আচ্ছা রঘুনাথজি, আমরা যদি ওইসব কাগজপত্তরগুলো আপনাদের হাতে তুলে দিই তা হলে আপনারা মুক্তি দিবেন রাজীবমামাকে?"

"জরুর দেঙ্গে।"

"কিন্তু ওই রামজি কেশবজির ঠিকানাটা যে আমরা চাই?"

"রামজি কেশবজির ঠিকানা নিয়ে কী করবে? বখরি হো কর শের মারোগে ক্যা?"

আমি বললাম,"শুনুন রঘুনাথজি, ঠাট্টা করবেন না, যদি আসল কাজ বাগাতে চান তা হলে রাজীবমামাকে আমাদের হাতে তুলে দিন। সাথ সাথ হিসাব পুরা হয়ে যাবে। অর্থাৎ ওই নকশা ও কাগজ আমি তুলে দেবে আপনাদের হাতে। ওতে আমাদের কোনও লোভ নেই। কেন না হাজার-হাজার বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও যে গুপ্তধন কেউ নিতে পারেনি তা কখনও আমরা উদ্ধার করতে পারি? আপনারাও পারবেন না। মাঝখান থেকে মরবেন নিজেদের ভেতর মারামারি করে।"

"ও বাদ মে দিখা যায়গা। আভি হাম এক আদমি কো ভেজেঙ্গে। ওর হাতে যা কুছু দেওয়ার দিয়ে দাও। রাজীবকে পেয়ে যাবে।"

"আর রামজি কেশবজির ঠিকানা?"

"বাণগঙ্গা গিরিপথ কা পাশ চলা যাও। মিল যায়েগা।"

এবার আমি ওদের দলের একজন লোককে নিয়ে আমাদের বাসার কাছাকাছি ফিরে এলাম। এসে বললাম, কাগজপত্তরগুলো নিয়ে আসছি। তুমি কিন্তু ওর কথামতো নিয়ে এসো রাজীবমামাকে।"

লোকটি হেসে বলল, "তুমহারা রাজীব জিন্দা নেহি খোকাবাবু। বহুত পহলেই মর চুকা। আভি যো কুছ দেনা হ্যায় দে দো। নেহি তো..." বলেই একটা স্প্রিং দেওয়া ছুরি বার করল সে।

বাবলু সভয়ে একটু পিছিয়ে এসেই ওর পিস্তল তাগ করল। তারপর একটুও দ্বিধা না করে ট্রিগার টিপতেই 'ডিস্যুম।'

লোকটি ভাবতেও পারেনি এমন অঘটন ঘটে যাবে বলে। গুলিটা ডানদিকের কাঁধে লেগেছিল। লোকটি এক হাতে সেখানটা চাপা দিয়ে চিৎকার করে উঠল, "এ ক্যা কর দিয়া তুমনে। গোলি চালা দিয়া? দেখিয়ে তো কিতনা খুন নিকালতা।"

বাবলু বলল, "আরও গুলি করব। বাঁচতে চাও তো ভাগো এখান থেকে। চারশো বিশ কাঁহাকা।"

লোকটি দৌড়ে পালাল সেখান থেকে।

এই পর্যন্ত বলার পর বাবলু একটু থামলে বিলু বলল, "ও। এইবার বুঝতে পেরেছি রঘুনাথ কেন এত খেপে উঠে টাঙ্গা আক্রমণ করেছিল।"

বাবলু আবার বলল, "এর পর আমি বাসায় না ফিরে সোজা থানায় চলে যাই এবং সব কথা খুলে বলি

পুলিশকে। কিন্তু মুশকিল হল এখানকার পুলিশ আমার কোনও কথা বিশ্বাস তো করলই না, বরং পিস্তলটাও কেড়ে নিল। তার ওপর অনেক বেলা পর্যন্ত আটকে রাখল আমাকে।"

"তা হলে তুই ছাড়া পেলি কী করে?"

"অনেক পরে ওরা নিজেরাই ছেড়ে দিল। সম্ভবত আমাদের সেই অদৃশ্য বন্ধুর সুপারিশেই হয়তো ছাড়া পেয়েছি আমি। এবং পুলিশ আমাকে রীতিমতো শাসিয়ে বলেছে আজই আমাদের এখান থেকে চলে যেতে।"

"সে কী!"

"হ্যাঁ। যতক্ষণ না ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করতে পারছি ততক্ষণ আমরা এখানে নিরাপদ নই। শুধু তাই নয়, থানায় কথাবার্তা বলার সময় আমার যা মনে হল তাতে বুঝলাম এখানকার পুলিশের একাংশও ওই দলগুলোর সঙ্গে যুক্ত।"

"কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের সঙ্গে কী করে যোগাযোগ করবি?"

"স্টেশন থেকে টেলিফোনেই যোগাযোগ করতে হবে।"

"তা হলে আর দেরি না করে এখনই চল।"

"হ্যাঁ যাব। উইথ ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ।"

বিলু বলল, "তুই কি সত্যিই চলে যাবি বাবলু? তা হলে তোর দাদুভাইয়ের কাজের কী হবে?"

বাবলু হেসে বলল, "মেঘ না চাইতেই জল তো আমরা পেয়ে গেছি। কাজেই সে-কাজও হবে। তবে এখান থেকে চলে যাওয়াটা আমাদের ভান মাত্র।"

এই বলে সব বাঁধাছাঁদা করতে লেগে গেল ওরা।

এমন সময় জনার্দনবাবু এসে হাজির, "এই যে ছোকরারা। বলি কী কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছ সব? অ্যাঁ! তার ওপর এইসব তল্পিতল্পা গুটিয়ে চললে কোথায়?"

বাবলু বলল, "শুনেছেন তো সবই। এখানে থাকাটা ঠিক নয়। তা আপনার কত হয়েছে বলুন মিটিয়ে দিই।"

"আমার পাওনা আমি পেয়ে গেছি বাবা।"

"সে কী! কে দিল? আমরা তো দিইনি?"

"যে হোক দিয়েছে। কিন্তু তোমরা চলে গেলে আসল কাজের কী হবে? যে কাজের জন্য তোমরা এসেছিলে?"

"আপনি জানেন, আমরা কেন এসেছিলাম?"

"জানি বইকী বাবা! তোমার দাদুভাই ললিতমোহন পালচৌধুরী আমার ছোটবেলার বন্ধু। এই বাড়িটা তাঁর টাকায় সম্প্রতি কিনেছি। ট্রেনের কামরায় সশস্ত্র একজন লোককে তোমাদের রক্ষার জন্য তিনিই নিযুক্ত করেছিলেন। আর সেইজন্যই এক ছিঁচকে চোর তোমাদের মালপত্তর চুরি করে পালাবার সময় ধরা পড়ে এবং পরে সেগুলো তোমরা আবার ফেরত পাও। বক্তিয়ারপুরে তিনিই দোকানদারকে বলে রেখেছিলেন তোমরা ওখানে কিছু খেলে দাম না নিতে। আমাকেও তিনি অগ্রিম টাকা-পয়সা দিয়ে রেখেছেন। আর ওই টাঙ্গাওয়ালা আমারই লোক।"

বাবলু বলল, "আমার দাদুভাই কোথায়? তিনি কি এখানেই আছেন? যদি থাকেন তা হলে তাঁকে বলে দেবেন আমাদের নিতান্তই ছেলেমানুষ ভেবে আমাদের নিরাপত্তার দিকে অযথা নজর দিতে গিয়েই সর্বনাশ করেছেন তিনি। কারণ সব কিছু জানাজানি হয়ে গিয়ে আমরাই বিপদে পড়ে গেলাম। আমাদের আত্মরক্ষার পিস্তলটি পর্যন্ত আমরা খুইয়েছি। এখানে আর কোনও তদন্ত করা সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হয়েই চলে যাচ্ছি।"

বাবলুরা সব কিছু বেঁধেছেঁদে বাইরে আসতেই টাঙ্গা পেয়ে গেল। সেই টাঙ্গা। টাঙ্গাওয়ালা বলল, "কী খোকাবাবু, চলে যাচ্ছেন? যান, যান। জলদি ভাগুন।"

বাবলুরা টাঙ্গায় উঠে চলে যাওয়ার আগে আর একবার থানায় এল। এসে বলল, "আপনাদের কথামতো চলে যাচ্ছি আমরা। কিন্তু পিস্তলটা কি ফেরত পেতে পারি?"

পুলিশটা খেঁকিয়ে উঠল, "মারে থাপ্পড়। ভাগো হিঁয়াসে।"

বাবলুরা বিরস বদনে রাজগীর বাসস্ট্যান্ডে এসে বক্তিয়ারপুরের বাসে উঠল। সেই বাসে চেপে ওরা সোজা চলে এল নালন্দায়। আপাতত এখানেই ঘাপটি মেরে বসে থাকা যাবে। তারপর এখান থেকেই শুরু হবে ওদের প্রকৃত অভিযান। টার্গেট রামজি ও কেশবজি।

॥ ৫ ॥

পাণ্ডব গোয়েন্দারা নালন্দায় এল। কিন্তু নালন্দায় রইল না। মাইলখানেক উত্তরে কুন্দনপুর নামে একটি গ্রামে গিয়ে উঠল। এই কুন্দনপুরে জৈন দিগম্বর বর্ধমান মহাবীরের জন্মস্থান। সেখানে ছোটখাটো একটি ঘর ভাড়া নিয়ে ওরা একটু নিরাপদ এবং নিশ্চিন্ত হল।

এখানে খাওয়াদাওয়ার অসুবিধা খুব। কোনও হোটেল নেই। দোকান নেই। বাজার নেই। কিচ্ছু নেই। সবই নালন্দায়। যাই হোক, ওরা ঘরে মালপত্তর রেখে নালন্দায় চলে এল। এখানে খাওয়াদাওয়া সেরে আগে নালন্দার ধ্বংসাবশেষগুলো দেখে নেওয়া ভাল। কেন না পরে ঝামেলায় জড়িয়ে গেলে কিছুই দেখা হবে না।

ওরা যখন খাওয়াদাওয়া করছে সেই সময় এখানকার এক প্রবীণ ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল ওদের। ভদ্রলোক সুপণ্ডিত। নাম চন্দ্রশেখরপ্রসাদ সিনহা। নালন্দা এবং রাজগীরের ঐতিহাসিক নিদর্শন সম্বন্ধে বেশ অভিজ্ঞ। বইটইও আছে বাজারে। তিনিই ওদের ভালবেসে সব কিছু ঘুরিয়ে দেখালেন এবং বোঝালেন। তিনি বললেন, নালন্দা কথার অর্থ পদ্মদাতা। বৌদ্ধ যুগে এখানে চারদিকে অসংখ্য পুকুর ছিল এবং সেই সময় পদ্মফুলে ভরে থাকত। তাই এর নাম হয়েছিল নালন্দা। রাজগৃহের আট মাইল উত্তরে এই নালন্দা প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। ভারতে এবং বহির্ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বিদ্যার্থীরা এখানে শিক্ষালাভের জন্য আসত। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙও সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য এসেছিলেন। সে সময় মহাপণ্ডিত শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন। তখন এখানে দশ হাজার ছাত্র এবং দেড় হাজার অধ্যাপক ছিলেন। শিক্ষা ছিল নিঃশুল্ক। সেইসঙ্গে ছিল বিনা পয়সায় থাকা-খাওয়া এবং বস্ত্রাদি দেওয়ার ব্যবস্থা। দ্বিতীয় শতাব্দীর বিখ্যাত দার্শনিক এবং রসায়নবিদ আচার্য নাগার্জুন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং পরে এখানকার আচার্য হন। দশ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ছিল এর বিস্তৃতি। বৌদ্ধ ধর্মের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবনতিও শুরু হয়ে যায়। শেষে মুসলমান আক্রমণ, হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের ফলে চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয়। ধ্বংসাবশেষের ঘরবাড়ি, চৈত্য, স্তূপ ইত্যাদির ওপর ধীরে ধীরে বালি ও মাটি চাপা পড়তে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লর্ড কানিংহ্যাম নালন্দাকে পুনরাবিষ্কার করেন। তারপর বিহার মহকুমার এস. ডি. ও. মি. ব্রডলে সাহেব এলোমেলোভাবে এখানকার কিছু অংশে খননকার্য চালান। তারও পরে ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯১৫ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত এখানে মোট বত্রিশ একর স্থান খনন করেছেন। কাজ এখনও চলছে। এই খননকার্যের ফলে এখানে বিভিন্ন সময়ে নির্মিত অনেক মন্দির, চৈত্য, স্তূপ ইত্যাদি ছাড়াও এখানকার ছাত্রাবাস, রসায়নাগার, অধ্যয়নস্থল, ভাঁড়ার ঘর, রন্ধনশালা, কুয়া এবং নানারকম মূর্তি, টেরাকোটা এবং বিভিন্ন রকমের পাত্র ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অনেকক্ষণ ধরে নালন্দার সেই ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ দেখে যখন এখানকার বিখ্যাত এবং সুউচ্চ মন্দিরস্তূপের ওপর উঠল, তখন হঠাৎ এক আনন্দ উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল বাবলু, "ওই, ওই দেখ, কে আসছে।"

"কে! কে গো বাবলুদা!"

"ভাল করে দেখ, চিনতে পারিস?"

সবাই বলল, "না।"

"পায়েলদির বাবা।"

"আরে! তাই তো! কবে দেখেছি মনেই নেই। পায়েলদিরা তো এখন পটনায় থাকেন।"

"চল, চল। একবার দেখা করে আসি।"

ওরা সবাই হইহই করে ছুটে গেল পায়েলদির বাবার কাছে। ওঁর সঙ্গেও চার-পাঁচজন লোক ছিল। নিশ্চয়ই কোনও কাজে এসেছিলেন।

বাবলুরা গিয়ে দাঁড়াতেই পায়েলদির বাবা প্রশান্ত মুখে তাকালেন ওদের দিকে।

বাবলু বলল, "আমাদের চিনতে পারছেন মেসোমশাই?"

পায়েলদির বাবা হেসে বললেন, "না। তবে অনুমান করতে পারছি। তোমরা নিশ্চয়ই পাণ্ডব গোয়েন্দা?"

"হ্যাঁ। আমরাই...।"

"তোমরা তো সেবার পায়েলকে নিয়ে মোসাবনিতে দারুণ একটা অ্যাডভেঞ্চার করে এলে।"

"হ্যাঁ। পায়েলদিকে আমাদের কথা বলবেন। আমরা যদি পারি তো যাওয়ার সময় দেখা করে যাব।"

“সে তো এখানে নেই বাবা। জার্মানিতে আছে।”

বাবলু কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, “তা মেসোমশাই, আপনি তো পাটনায় থাকেন এবং এই অঞ্চলের গণ্যমান্য লোক। আমরা এখানে এসে একটু বিপদে পড়ে গেছি। আপনি কি পারেন আমাদের কোনও উপকার করতে?”

“কী ব্যাপার? টাকা-পয়সা চোট হয়ে গেছে?”

“না ওসব কিছু নয়। আমরা এখানে একটা অভিযানে এসে পুলিশের কোপে পড়ে গেছি। যদি আপনি এই ব্যাপারে আমাদের একটু সাহায্য করেন তা হলে খুব ভাল হয়।”

“পুলিশের কোপে! কোথায়?”

“রাজগীরে।”

পায়েলদির বাবার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরা বললেন, “ওখানে তো ইনস্পেক্টর বড়ুয়া আছেন। কী ব্যাপার বলো তো?”

বাবলু কথাটা সকলের সামনে বলবে কি বলবে না ভাবতে লাগল।

পায়েলদির বাবা বললেন, “বলে ফেলো? এঁরা সবাই সরকারি লোক। ভিজিলেন্সের অফিসার। এখানকার মিউজিয়াম এবং বিভিন্ন স্থান থেকে পুরাতত্ত্বের অনেক নিদর্শন চুরি হয়ে যাচ্ছে। এঁরা অনেক চেষ্টা করেও কোনও হদিস পাচ্ছেন না। এই চক্রকে ধরবার জন্য এঁরা চারদিকে ফাঁদ পাতছেন।”

বাবলু তখন আগাগোড়া সব ঘটনার কথা খুলে বলল ওঁদেরকে।

পায়েলদির বাবা বললেন, “মাই গুড লাক। ভালই হয়েছে। কান টানলেই মাথা আসবে। তোমরা তা হলে এই চক্রের দু'-একজনের হদিস ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছ! আর তোমার দাদুভাই মি. ললিতমোহন পালচৌধুরী তো আমার বন্ধু ছিলেন। তাঁর এই বিপদের কথা আমি জানতাম না তো। যাক, তোমরা যে-কাজে এসেছ সে-কাজে চটপট লেগে পড়ো। এখন চলো ইনস্পেক্টর বড়ুয়ার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। আমাদের গাড়িতে চলো।”

“কিন্তু আমরা তো এখন কুন্দনপুরে আছি। রাজগীর গেলে আবার ফিরে আসব কী করে?”

“ফিরে আসবে না। রাজগীরেই থাকবে তোমরা। এখন চলো আগে তোমাদের মালপত্তরগুলো নিয়ে আসা যাক।”

বাইরের রাস্তায় দুটো মোটর অপেক্ষা করছিল। ওরা তাইতে চেপে কুন্দনপুর থেকে মালপত্তর নিয়ে ফিরে এল রাজগীরে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

রাজগীর থানার ইনস্পেক্টর বড়ুয়া পায়েলদির বাবা এবং ওইসব অফিসারদের দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর অভ্যর্থনা জানিয়ে বসতে বলেই বাবলুদের দেখে খেঁকিয়ে উঠলেন, “তুম সব ফির আয়া হিঁয়া 'পর। ভাগো হিঁয়াসে।”

পায়েলদির বাবা বললেন, “তুমি ওদের পরিচয় জানো না বলে ভুল বুঝেছ বড়ুয়াজি। এরা তারাই, যারা আমার মেয়ে পায়েলকে নিয়ে মোসাবনিতে অভিযান করেছিল। এদের পিস্তলটা তুমি ফেরত দিয়ে দাও। এবং এরা যতদিন এখানে থাকবে ততদিন এদের সবরকমের সাহায্য করবে। এদের দিয়ে আমাদের কিছু কাজও হাসিল হবে।”

ইনস্পেক্টর বড়ুয়া বললেন, “হই রাম। তো ইয়ে বাত পইলে বতায়া নেহি কিঁউ?” বলে ড্রয়ার থেকে পিস্তলটা বার করে বাবলুর হাতে ফেরত দিয়ে বললেন, “হামি তো কানুনকে লিয়ে ওদের হাত থেকে ও চিজ ছিনিয়ে লিয়েছিলাম— লেড়কা-লেড়কির হাতে ওই জিনিস দেখে হামার দিমাক খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ভাবলুম কাকে টিসম-টিসুম চালিয়ে দিবে তো ফির মুশকিল হয়ে যাবে।”

পায়েলদির বাবা বললেন, “যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন শোনো, আমাদের রেস্ট হাউসে ওদের জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দাও, কেমন?”

বড়ুয়া সঙ্গে সঙ্গে সব ব্যবস্থা করে দিলেন এবং পুলিশের জিপ ওদের তখনই রেস্ট হাউসে পৌঁছে দিয়ে এল।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ওরা। কী চমৎকার এবং মনোরম এর পরিবেশ! বিশেষ করে এখানকার কেয়ারটেকার এবং অন্যান্য স্টাফরাও খুব ভাল। বাবলুরা সে রাতের জন্য মুরগির মাংস এবং গরম ভাতের ব্যবস্থা করে

আলোচনা করতে লাগল। প্রথমেই ওরা ঠিক করল, খাওয়াদাওয়ার পর সেই রাতেই সপ্তপর্ণী গুহায় যাবে এবং রহস্য ভেদ করবে। তারপর মোকাবিলা করবে দৃশ্য শত্রুদের। অর্থাৎ রঘুনাথ, রামজি ও কেশবজিদের।

খাওয়াদাওয়া সারতেই অনেক রাত হয়ে গেল। প্রায় এগারোটা। তারপর সবাই যখন শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, বাবলুরা তখন ঘরে তালা দিয়ে চুপিচুপি বেরিয়ে এল। রেস্ট হাউসের গেটে তালা। শুধু পেছনদিকে একটা কাঁটাতারের বেড়া। সেটা টপকে ওরা নিঃশব্দে বাইরে এল।

রাতের অন্ধকারে চুপিসারে পাহাড়ে ওঠা শুরু করল ওরা। ওরা সবাই সশস্ত্র। বাবলুর হাতে টর্চ ও পিস্তল। বিলু ও ভোম্বলের হাতে প্রয়োজনে কাজে লাগানোর জন্য মশাল। বাচ্চু-বিচ্ছুর হাতে দড়ি ও ছোরা।

ওরা যখন পাহাড়ের অনেকটা ওপরে উঠে সপ্তপর্ণী গুহার দিকে নামতে যাবে তেমন সময় হঠাৎ একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ কানে এল ওদের। বাবলুরা থমকে দাঁড়াল একবার। তারপর অন্ধকারে টর্চের আলো ফেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল একদিকে। বুঝল পাশেই একটি খাদের গর্তে বড় বড় পাথরের খাঁজে কোনও মানুষকে লুকিয়ে রেখেছে কেউ। খাদটি অন্তত বিশ ফুট গভীর। সেখানে নামার কোনও উপায় নেই।

বাবলু তাড়াতাড়ি বাচ্চু-বিচ্ছুর কাছ থেকে নাইলনের দড়িটা নিয়ে একটা গাছের ডালে বেঁধে তাই ধরে নেমে পড়ল। তারপর সেই পাথরের খাঁজ থেকে টেনে হিঁচড়ে যাকে বার করল তাকে দেখে আর বিস্ময়ের অবধি রইল না। এ কী! জনার্দনবাবু?

জনার্দনবাবু বললেন, "কে? কে বাবা তুমি? এইভাবে আমার প্রাণরক্ষা করলে?"

"আমি বাবলু। মানে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের প্রধান।"

"সে কী! তুমি এখানে কী করে এলে? তোমরা কলকাতায় ফিরে যাওনি?"

"না, না। শুধু শুধু ফিরে যাব কেন? সকলের চোখে ধুলো দেব বলে সাময়িকভাবে একটু সরে গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার এই হাল কেন?"

"তোমাদের জন্য। তোমরা এমনভাবে এদের মৌচাকে ঢিল ছুড়েছ যে, তোমরা চলে যাওয়ার পর রঘুনাথের দল সন্ধেবেলা আমার ওপর চড়াও হয়। আমার স্ত্রীও সে-সময় ছিল না ঘরে। ওরা এসে জানতে চায় তোমাদের কথা। আমি যত বললাম তোমরা এখান থেকে চলে গেছ, ওরা বিশ্বাসই করল না। আমাকে মারতে মারতে এখনে নিয়ে এসেছ। আমাকে মেরে এর ভেতরে ঠেলে গুঁজে ঢুকিয়ে রেখে চলে গেছে। বলেছে রাত একটার সময় ওরা এখানে আসবে। তখনও যদি সত্যি কথা না বলি তো আমাকে মেরে এই পাহাড় থেকে ফেলে দেবে।"

বাবলু বলল, "আপনার স্ত্রী সন্ধেবেলা কোথায় গিয়েছিলেন?"

"সে তো দুপুরবেলাই চলে গেছে দিলদারনগরে ওর ভাইয়ের কাছে। ভাইয়ের মেয়ের অসুখ, তাই।"

"ভালই হয়েছে। না হলে আপনার এই বিপদে ভেঙে পড়তেন উনি। তা ওরা ক'টার সময় আসবে বলেছে? রাত একটায়?"

"হ্যাঁ। সেইরকমই তো বলেছে।"

"ঠিক আছে। আপনি যদি পারেন তো একটু কষ্ট করে বাড়ি চলে যান। আমরা ওদের মোকাবিলা করছি।"

"যদি পারি মানে? মরে-মরেও যাব। কিন্তু ওরা যদি আবার ওখানে গিয়ে আমাকে মারধোর করে?"

"ওরা আর ওখানে যাবে না। তার আগেই ওদের সিলভার টনিক খাইয়ে দিচ্ছি। যান। ওই দড়িটা ধরে ওপরে উঠে পড়ুন।"

জনার্দনবাবু উঠলে বাবলুও উঠে পড়ল। তারপর জনার্দনবাবুকে বিদায় দিয়ে বাবলু সব কিছু বুঝিয়ে বলল বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুকে। ওরা একজোট হয়ে আলোচনা করে ঠিক করল বাচ্চু-বিচ্ছু ওপরেই বড় বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে। বাবলু, বিলু ও ভোম্বল পঞ্চুকে নিয়ে লুকিয়ে থাকবে খাদের ভেতরে। ওদের আসতে দেখলে বাচ্চু পাখির ডাক ডেকে সতর্ক করে দেবে বাবলুদের। এই স্থির করে পঞ্চু সহ বাবলু, বিলু, ভোম্বল খাদের গর্তে নেমে এল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটু পরেই দেখা গেল মশালধারী দু'জন লোক এদিকে আসছে। বাচ্চু-বিচ্ছু তাই দেখে পাখির গলায় ডেকে উঠল।

যেই না ডাকা বাবলু অমনই পঞ্চুকে নিয়ে ঢুকে পড়ল জনার্দনবাবু যেখানে পাথরের খাঁজে গোঁজা ছিলেন, সেইখানে। বিলু আর ভোম্বল লুকিয়ে রইল বড় বড় পাথরের আড়ালে।

মশালধারী যে দু'জন এল তাদের একজন রঘুনাথ। তার মুখ ফোলা। বিলুর অত্যাচারের ব্যথা এখনও

কমেনি। আর-একজন নৃসিংহ অবতারের মতো দেখতে। দেখলেই বোঝা যায় পেশাদার খুনে। সেই লোকটি খাদের ওপর থেকেই হেঁকে বলল, "ক্যা জনার্দনবাবু! কুছ বতাওগে কি নেহি?"

বাবলু গলাটাকে বিকৃত করে বলল, "হ্যাঁ।"

"তব বোলো ও লেড়কা-লেড়কি কাঁহা হ্যায়।"

"নেমে আয় না, বলছি। কানে কানে বলব। কাছে আয়।"

রঘুনাথ এবার সঙ্গে লোকটিকে বলল, "এ কৌন। দুসরা আদমি মালুম হোতা হ্যায়।"

সঙ্গের লোকটিও অবাক হয়ে বলল, "তাজ্জব কি বাত!"

রঘুনাথ কষ্ট করেও বলল, "তুম কৌন হো?"

"নেমে এসে দেখ না আমি কে। আমি জনার্দনবাবু।"

সঙ্গের লোকটি একটি গাছের ডালে জড়িয়ে রাখা দড়ির মই খুলে নিয়ে ঝুলিয়ে দিল। তারপর তাই ধরে নীচে নেমে এসে যেই না পাথরের খাঁজে হাত ঢুকিয়ে ওকে ধরতে যাবে অমনই বিকটভাবে চেঁচিয়ে উঠল, "আরে বাপরে, মর গিয়া রে। এ রঘুনাথ ভেইয়া, তুমহারা জনার্দনবাবু হামকো কাট দিয়া।" বলে লোকটি প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল হাতটাকে বার করে নেওয়ার।

কিন্তু পঞ্চু যাকে কামড়ায় তাকে বাবলু না বলা পর্যন্ত ছাড়ে না। তাই সজোরে কামড়ে টেনে ধরে রাখল তাকে। আর বাবলু এক হাতে সেই হাতটাকে টিপে ধরে অন্য হাতে ওর বগলে কাতুকুতু দিতে লাগল। একদিকে যন্ত্রণা, অন্য দিকে সুড়সুড়ি। লোকটা তিড়িং-তিড়িং করে লাফাচ্ছে।

রঘুনাথ তখন ওপর থেকে ঝুঁকে পড়ে বলল, "ক্যা হুয়া জুগনু ভেইয়া, তুম ড্যান্স মারতা কাহে?"

বাচ্চু আর বিচ্ছু তখন পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে এক ধাক্কায় সেই খাদের ভেতর ফেলে দিল রঘুনাথকে। বলল, "নেমে দেখগে না কেন নাচছে। তুইও নাচগে যা।"

রঘুনাথ একেবারে ওপর থেকে ডিগবাজি খেয়ে পড়ল নীচে। সেই পড়াই ওর শেষ পড়া। ওর দেহটা একবার থরথর করে কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে গেল।

বাচ্চু-বিচ্ছু ওপর থেকে চেঁচিয়ে বলল, "তোমরা চলে এসো সবাই। ওপরে আর কেউ নেই।"

বলামাত্রই বিলু, ভোম্বল আর বাবলু দড়ির মই ধরে ওপরে উঠে পড়ল। বাকি রইল পঞ্চু। বাবলু ওপরে উঠে বলল, "পঞ্চু চলে আয়। তোর কাজও শেষ।"

পঞ্চু তখন লোকটিকে ছেড়ে ছুটে এসে দড়ির মই কামড়ে ধরল। বাবলুরা খুবই তৎপরতার সঙ্গে টেনে তুলে নিল পঞ্চুকে। জুগনুও ছুটে আসতে গেল কিন্তু বিলুর হাতের দু'-একটা পাথরের ঢিল ওর গায়ে পড়তেই পিছিয়ে গেল সে।

জুগনু তখন কুকুরের কামড়ানোর যন্ত্রণায় অস্থির। অতিকষ্টে সে বলতে লাগল, "এ ক্যা হাল হো গিয়া হামারা। এ বাবা রে!"

বাবলু বলল, "পরের ক্ষতি করে বেড়ালে নিজেদের ক্ষতি এইভাবেই হয়, বুঝলে জুগনুবাবু? এখন বলো তো দেখি গুপ্তধন আবিষ্কারের ব্যাপারে কতটা এগোলে?"

"হাম ক্যা জানে?"

"তবে জানবেটা কে? একটা বুড়ো লোককে ধরে এনে এখানে গুঁজে রাখতে খুব মজা লেগেছিল না? এখন মর এইখানে পচে।" বলে ওরা এগিয়ে গেল সপ্তপর্ণীর দিকে।

গুহার কাছাকাছি এসেই থমকে দাঁড়াল ওরা। সেই ঘনান্ধকারে কী করে এবং কোন সাহসে যে গুহায় ঢুকবে তা ভেবে পেল না। পঞ্চু বারেবারে শুধুই পা ঘষছে। গুহামুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গুহায় ঢুকছে না।

বাবলু নিজেই তখন সাহসে ভর করে এগোতে গেল। যেই না এগোতে যাবে, পঞ্চু অমনই সটান হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জড়িয়ে ধরল ওর কোমরটাকে। বাবলু ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "ভয় কী পঞ্চু? একবার ব্যর্থ হয়েছি বলে কি বারবার হব? আর-একবার চেষ্টা করে দেখি না কী আছে ওর ভেতরে! আমাদেরও তো জানা উচিত কী দেখে তুই এত ভয় পেলি?" এই বলে সকলকে বাইরে রেখে এক হাতে টর্চ এবং অন্য হাতে পিস্তল নিয়ে ভেতরে ঢুকল বাবলু। পঞ্চুও চলল ওর সঙ্গে এবং আগে আগে। ভীষণ অন্ধকার। একে রাতের আঁধার, তার ওপর এই আলো পাথরের আলোকহীন দেওয়ালে, যেন এক ভয়ংকর বিভীষিকা!

গুহাটা এঁকেবেঁকে ক্রমশ পাহাড়ের শেষ পর্যন্ত চলে গেছে। ওরা পায়ে পায়ে বেশ কিছুটা যাওয়ার পরই হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল পঞ্চু। তারপর গর গর শব্দ করতে লাগল। বাবলুও আর এগোল না। টর্চ জ্বেলে দেখল, সামনেই গুহাটা এক জায়গায় একটু প্রশস্ত। সেখানে কয়েকটি নরকঙ্কাল পড়ে আছে। কিন্তু ওই

কঙ্কালগুলোকে দেখে পঞ্চুর অত ভয় পাওয়ার কী আছে? তা হলে কি অলৌকিক কিছু দেখেছে ও? বাবলুও আর এগোল না। তবে পঞ্চু গুটিগুটি এগোল। তারপরই ছিটকে সরে এল। ব্যাপার কী! বাবলু পা টিপে টিপে দু'-এক পা এগিয়ে বুঝতে পারল ব্যাপারটা। বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই ওর বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল।

আর একটুও বিলম্ব না করে পঞ্চুকে নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে এল বাবলু।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল বাইরে। বাবলুকে দেখেই জিজ্ঞেস করল, "কী দেখলি রে বাবলু?"

বাবলু বলল, "যা দেখলাম তা যেমন রোমহর্ষক তেমনই ভয়াবহ। আর আমাদের এই পঞ্চু, এ কুকুর না হয়ে মানুষ যে কেন হল না তাই ভাবছি! ওর মতন বুদ্ধিমান প্রাণী বোধহয় আর জগতে নেই। ও না থাকলে সবাই একসঙ্গে আজ এই গুহার মধ্যে মরে পড়ে থাকতাম আমরা।"

"কীরকম!"

"এই গুহার ভেতরে লুকনো তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলেছে। তারগুলো এমনভাবে মেঝের কালো পাথরের সঙ্গে মিলিয়ে আছে যে, সচরাচর তা চোখে পড়বে না। কাজেই অজানা কোনও লোক কৌতূহলী হয়ে ভেতরে ঢুকলেই মরবে। বিদ্যুৎপ্রবাহের উৎসটা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। এই গুহার ভেতরে কিছু হতভাগ্য মানুষের কঙ্কাল পড়ে আছে। হয়তো ওরাও গুপ্তধনের সন্ধানে এসে গুহার ভেতরে যখন ঢোকে দুর্বৃত্তরা তখন গোপন পথে ঘাঁটির বাইরে এসে, বিদ্যুৎপ্রবাহ চালু করে দেয়। তারপর হতভাগ্যরা মরে কঙ্কাল হয়ে গুহার ভেতরে ভৌতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করে।"

বিলু বলল, "তা হলে এখনই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে বিদ্যুৎপ্রবাহের উৎসটাকে।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। চলো, আবার আমরা সেই খাদের গর্তের কাছে ফিরে যাই। এবং সেখানে গিয়ে গর্তবন্দি জুগনুর কাছ থেকে জেনে নিই এর উৎস কোথায়?"

বিলু বলল, "ঠিক বলেছিস বাবলু।"

ভোম্বল বলল, "যদি ও না বলে?"

"তা হলে পাথর ছুড়ে মাথা ভেঙে দেব না ওর!"

ওরা আর একটুও দেরি না করে ছুটে গেল সেই গর্তের কাছে। কিন্তু এ কী! কোথায় জুগনু, কোথায় রঘুনাথ। কেউ কোথাও নেই। সব ফাঁকা।

অসম্ভব ব্যাপার! এই বিশ ফুট নীচের গর্ত থেকে ওদের উধাও হয়ে যাওয়াটা অলৌকিক ঘটনা ছাড়া কিছুই নয়। দড়ির মইটা তো ওপরে ওঠানোই আছে। বাবলু মই নামিয়ে সকলকে নিয়ে নেমে পড়ল গর্তের ভেতর। তারপর পাথরের খাঁজ, আগাছার জঙ্গল, ছোটখাট ঝোপঝাড় ইত্যাদির ভেতরগুলো খুঁজে দেখল। একসময় হঠাৎ একটা জিনিসের দিকে চোখ পড়তেই নিজেদের বোকামির জন্য হায় হায় করতে লাগল ওরা।

ওরা দেখল বাবলুদের আনা সেই নাইলনের দড়িটা লম্বাভাবে তখনও ঝুলছে। আসলে ওটা ধরেই ওরা নেমেছিল। তারপর দড়ির মই পেয়ে তাড়াতাড়িতে ওপরে উঠে মইটা তুলে নেয় কিন্তু ওই দড়িটা খুলে নিতে ভুলে গেছে ওরা। জুগনু ওই দড়ি ধরেই ওপরে উঠেছে। পরে দড়ির মই নামিয়ে রঘুনাথের মৃতদেহ নিয়ে পালিয়ে গেছে।

বাবলুরা যখন ফিরে আসতে যাবে তখনই পঞ্চু হঠাৎ ছুটে এসে বাবলুর প্যান্ট কামড়ে ধরে টানাটানি করতে লাগল।

ওকে অনুসরণ করে সবাই চলল।

পাহাড়ের এক সুউচ্চ দেওয়ালের গায়ে এক জায়গায় গিয়ে দেখল, ডেঞ্জার সিম্বল আঁকা বিদ্যুৎ নির্বাহী একটি বড় যন্ত্র বসানো আছে সেখানে। সেটি যথেষ্ট উত্তপ্ত। তার পাশেই 'অন' এবং 'অফ' করার একটি অ্যালুমিনিয়ামের হাতল। সেটা অন করা ছিল। সেই হাতলটা টানতেই বিদ্যুৎপ্রবাহের যন্ত্রটার লাল আলো নিভে সবুজ হয়ে গেল।

বাবলুরা বুঝল উৎস এখানেই। ওরা সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় পাথরের ঘা দিয়ে চুরমার করে ফেলল সেটাকে। জঙ্গলের ডালাপালা দিয়ে টেনে টেনে সমস্ত তারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। তারপর ওরা আবার ফিরে এল সেই সপ্তপর্ণী গুহার সামনে।

এবারে আর বাবলু একা নয়। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই ঢুকে পড়ল গুহার ভেতর। পঞ্চু তো সবার

আগে। বাবলুর হাতে টর্চ। বিলু, ভোম্বলের হাতে মশাল। মশালটা জ্বেলে নিতেই আলোয় ভরে উঠল চারদিক। সেই আলোয় পথ দেখে ওরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। কিন্তু আসল জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল সকলে। পঞ্চু, বাবলু কেউই এগোতে সাহস করল না। যদি বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন না হয়ে থাকে? কীভাবে জানা যায়? পঞ্চুর মাথায় বুঝি হঠাৎ একটু বুদ্ধি খেলে গেল। সে দু'-একবার মাটি শুঁকে ছুটে চলে গেল গুহার বাইরে। তারপর হঠাৎ একটা বনবেড়ালকে তাড়া করে নিয়ে এল সেখানে। বাবলুরা দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। বনবেড়ালটা পঞ্চুর তাড়া খেয়ে দৌড়ে ঢুকে পড়ল সেই বিপজ্জনক জায়গাতে। কিন্তু না। কিছুই হল না ওর। দেখাদেখি পঞ্চুও ঢুকল। তারপর তো পাণ্ডব গোয়েন্দারা সকলেই।

ভেতরে ঢুকে চারদিকে নজর বুলোতে বুলোতে হঠাৎ এক জায়গায় একটি কাঠের পার্টিশান চোখে পড়ল। কালো পাথরের দেওয়ালে কালো পার্টিশন। বাবলু সেই পার্টিশানের গায়ে লাগানো লোহার আংটা ধরে টান দিতেই আর একটি গুহামুখ দেখতে পেল। ওরা প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে ঢুকে পড়ল সেই গুহার ভেতর। ঢুকেই অবাক হয়ে গেল! দেখল প্রাচীন ভারতের বহু মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ছড়াছড়ি সেখানে। রীতিমতো একটা সংগ্রহশালা। এই সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক গুহার ভেতরে যে এইসব চলছে তা কেই-বা জানে? ওরা সব এইসব দেখতে দেখতে ক্রমশ এগিয়ে চলল সামনের দিকে। একসময় দেখল পথ শেষ। কিন্তু সেখানেও ওইরকম একটি কাঠের পাল্লা ওদের চোখে পড়ল। আর সেটা দিয়ে উঁকি মেরেই দেখল সেই খাদের গর্তটা। যেখানে ওরা একটু আগেই এসেছিল এবং যেখানে বসিয়ে রাখা বিদ্যুৎ নির্বাহী যন্ত্রটাকে ওরা চুরমার করেছে।

ওরা আবার সেখান থেকে চলে এসে সেই প্রশস্ত চত্বরে জমা হল। বাবলু এখানে ওর প্যান্টের পকেট থেকে ম্যাপটা বার করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল এবার। না। এই ম্যাপে এদিকের গুহামুখের কোনও উল্লেখ নেই। সেই ম্যাপে আছে সোনভাণ্ডারের দিকে যাওয়ার পথনির্দেশ। ওরা সেই নির্দেশমতো ডান দিকে বেঁকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। একটু এগোতেই সুড়ঙ্গের এক সংকীর্ণ অংশে এসে পড়ল ওরা।

পঞ্চু চলল আগে আগে। তার পেছনে বাবলুরা। এ-পথ বড়ই দুর্গম এবং বিপজ্জনক। একটু অসাবধান হলেই পাথরে মাথা ঠুকে যায়। তার চেয়েও ভয়ানক, অক্সিজেনের প্রচণ্ড অভাব এখানে। অতএব এটুকু বেশ বোঝা যায় ও-পথে গুপ্তধনের সন্ধান নেওয়ার চেষ্টা কেউ-ই করেনি। শুধু এই গুহার কৃত্রিম গোপন গহ্বরে শয়তানের ঘাঁটি গড়েছে একটা।

ওরা আর না এগিয়ে ফিরে এল। আবার সেই প্রশস্ত চত্বরে কঙ্কালগুলোর পাশে এসে দাঁড়াল ওরা।

বাবলু বলল, "দেখ বিলু, একটা কাজ করলে হয় না?"

"কী কাজ?"

"এই কঙ্কালগুলোকে এখান থেকে সরিয়ে দিলে কেমন হয়?"

"তাতে লাভটা কী?"

"লাভ কিছুই নয়। এই হতভাগ্যদের সৎকার তো হল না। তাই বলছিলাম এই বদ্ধ গুহায় ফসিল হতে না দিয়ে বাইরে প্রকৃতির ভেতরে ছেড়ে দিলে এরা তবু একটু রোদের উত্তাপ পাবে, বাতাসের পরশ পাবে, বৃষ্টির করুণাধারায় সিক্ত হবে।"

বিলু বলল, "ঠিক বলেছিস বাবলু। এটা তো মন্দ নয়। চলো তবে সবাই মিলে এগুলোকে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের খাদে ফেলে দিই। সেখানে গিয়ে কেউ আর এদের বিরক্ত করবে না।"

এই বলে ওরা সকলে মিলে এক-একটি কঙ্কালকে ধরে টানতে টানতে গুহার বাইরে নিয়ে এল। যেই না আসা অমনই এক কাণ্ড। একদল ডাকাত— মানে তারা রঘুনাথের দলের লোকই হোক বা অন্য দলেরই হোক— মশাল হাতে হইহই করে ঢুকতে আসছিল গুহার ভেতরে। তারা কঙ্কাল দেখে আঁতকে উঠে ভূত ভূত বলে চিৎকার শুরু করে দিল। আসলে তারা বাবলুদের ভাল করে লক্ষই করেনি। শুধু কঙ্কালগুলো দেখেই মনে করেছে ওগুলো বুঝি এগিয়ে আসছে। তাই তারা মশাল টশাল ফেলে দৌড়তে লাগল। বাবলুরাও করল কী, ওদের দুর্বলতা বুঝে 'হ্যা হ্যা' করতে করতে কঙ্কালগুলো চাগিয়ে ধরে তাড়া করতে লাগল ওদের পিছু পিছু। আর পঞ্চু তো সেই সুযোগে যাকে সামনে পেল তাকেই আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে দিতে লাগল। সব যখন ফাঁকা হয়ে গেল, বাবলুরা তখন কঙ্কালগুলোকে পাহাড়ের গায়ে সারি দিয়ে বসিয়ে রেখে নামতে শুরু করল পাহাড় থেকে। রাত তখন শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু হলে কী হবে, এখনও ঘরে ফেরা নয়। এই আধো অন্ধকারেই এবং লোকজন জেগে ওঠার আগেই ওদের পৌঁছতে হবে বাণগঙ্গা গিরিপথে।

ভোরের আবছা অন্ধকারে ওরা এগিয়ে চলেছে বাণগঙ্গা গিরিপথের দিকে। রামজি আর কেশবজিকে খুঁজে বার করতেই হবে। একমাত্র ওরাই হয়তো সঠিক খবর দিতে পারবে রাজীবমামার। কিন্তু বাণগঙ্গার পথ কোনদিকে? জিজ্ঞেস করার মতো কেউ কোথাও নেই। গাইডবুক পড়ে যেটুকু জেনেছিল সেই অনুমানে ভর করে ওরা পথ চলতে লাগল।

প্রায় আধ মাইল যাওয়ার পর এক জায়গায় দেখল একটি পথ ডান দিকে মানে রাস্তার পশ্চিম দিকে পাহাড়-জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে গেছে। সেইখানেই বাঁকের মুখে বৌদ্ধ যুগের পুরনো মন্দির মণিয়ার মঠ দেখতে পেল। ডা. টি. ব্লক কর্তৃক খননের ফলে একসময় এই মঠটি আবিষ্কৃত হয়। খননকার্যের আগে এখানে ভগ্নস্তূপের ওপর একটি ছোট্ট মন্দির ছিল। খননের সময় সেটি ভেঙে যায়। বাবলুরা মন দিয়ে মন্দিরটি দেখল। প্রাগৈতিহাসিক এই মন্দিরের আকৃতি গোলাকার। দুটি গোলাকার দেওয়াল দিয়ে মন্দিরটি ঘেরা। ভেতরের দেওয়ালে কোনও দরজা নেই। সম্ভবত বাইরের দেওয়ালটি বৌদ্ধ-পরবর্তী যুগে নির্মিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই অঞ্চলে নাগ দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল। গিরিব্রজে মণিনাগ এবং স্বস্তিক নাগ নামে দুটি নাগ দেবতার কথা মহাভারতেও উল্লেখ আছে। মণিনাগ এই গিরিব্রজ নগরীর সংরক্ষক ছিলেন। সম্ভবত পরবর্তীকালে এই মণিনাগের নামানুসারেই এর নাম হয় মণিয়ার মঠ। তা ছাড়া পৌরাণিক কাহিনীতে মগধ অঞ্চলে মণিভদ্র নামে যক্ষের পূজার জন্য মণিমালা চৈত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। মণিয়ার মঠ সেই চৈত্য হওয়াও অসম্ভব নয়। তবে স্থানীয় কিংবদন্তি বলে, পৌরাণিক যুগে এক রাজা তাঁর সমস্ত ধনরত্ন এইখানে পুঁতে রেখে মণিকার নাগ নামে একটি সাপকে এই ধনরাশির সংরক্ষক নিযুক্ত করেন। সেই নাগের নামানুসারেই এর নাম মণিয়ার মঠ।

বাবলুরা যখন বেশ ভাল করে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখছে তখন হঠাৎ কোথা থেকে এক দাড়ি-গোঁফওয়ালা ঝাঁকড়াচুলো অল্পবয়সি লোক সেই আধো-আলো আধো-অন্ধকারে ওদের সামনে লাফিয়ে পড়ল একটা চ্যালা কাঠ হাতে নিয়ে, "হট যাও। নেহি তো মার দুঙ্গা। ভাগো হিঁয়াসে। আমার শান্তি নষ্ট যে করবে আমি তাকে সহজে ছাড়ব না। আমি এই মণিকার নাগের মতোই গুপ্তধন পাহারা দিচ্ছি। আমি এই পাহাড়-জঙ্গলের যক্ষরূপী ভগবান। আমি এই বনের রাজা। অ্যায়াম দ্য প্রিন্স অব দিজ ফরেস্ট অ্যান্ড দ্য হিল। অ্যায়াম...।"

পঞ্চু হাউ হাউ করে তার দিয়ে তেড়ে যেতেই বাবলু খপ করে ধরে ফেলল পঞ্চুকে। ও বুঝতে পারল লোকটির মাথার গোলমাল আছে। তাই সমবেদনার সুরে বলল, "আপনি রাজা? আপনি এখানে গুপ্তধন পাহারা দিচ্ছেন?"

"হ্যাঁ। আমি নবরূপী যক্ষ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমি এইসব পাহারা দিচ্ছি। কালের ঘণ্টা বেজে যাচ্ছে। মহাকালের রথের চাকা বসে যাচ্ছে। কিন্তু আমার নট নড়ন-চড়ন। আমি থেমে থাকছি না। বুঝলে? আমি শুধু খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

"কী খোঁজেন আপনি?"

"গুপ্তধন।"

"গুপ্তধন? কোথায় গুপ্তধন?"

"কেন, এখানে! এই তো এরই ভেতরে আছে। এই পথ ধরে সোজা চলে যাও, দেখতে পাবে জরাসন্ধর কোষাগার। অতুল ধনরাশি লুকনো আছে তার ভেতরে। এত ধন যে, সমস্ত পৃথিবীটাকেই কেনা যাবে তাই দিয়ে।"

"তাই নাকি? তা হলে সেই ধন আপনি নিচ্ছেন না কেন?"

লোকটি অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল এবার, "ওঃ হো হো হো হোঃ। চাবিকাঠি। বুঝলে ভায়া আসলে সব কিছুতেই চাবি দেওয়া আছে। কিন্তু সেই চাবি কোথায় কার কাছে তা কেউ জানে না।"

বাবলুরা কোনওরকমে পালিয়ে এল সেখান থেকে। তারপর সোজা এগিয়ে চলল রাজপথ ধরে। এই পথ চলে গেছে বুদ্ধগয়ার দিকে। বাণগঙ্গা হয়ে। অন্তত গাইডবুক তাই বলে। ওরা সেই পথ ধরে যেতে যেতে হঠাৎ এক জায়গায় দেখল রাজপথের এক অংশ পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী সেখানে দাঁড়িয়ে পুবের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন।

বাবলু তাঁর কাছে গিয়ে বলল, "আচ্ছা সাধুজি, বাণগঙ্গা গিরিপথ কোন দিকে?"

সাধুজি বললেন, "তুম কৌন হো বাচ্চে?"

"আমরা অতি সাধারণ ছেলে-মেয়ে। বাণগঙ্গা দেখতে যাব।"

"সমঝ গিয়া। পহলে রথচক্র দেখ। রথ কি উতোর।"

"রথ কি উতোর?"

"হাঁ, রণভূমি আউর রথ কি উতোর।"

"কোথায়?"

"হিঁয়া 'পর। উ দেখো।"

বাবলুরা সাধুজির নির্দেশিত স্থানে, মানে সেই পাঁচিল ঘেরা জায়গাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেল প্রাচীনকালের রথের চাকার দাগ। এরই নাম রণভূমি। এই সেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্থান যেখানে চোদ্দো দিন ধরে ভীম ও জরাসন্ধের প্রচণ্ড মল্লযুদ্ধ হয়েছিল। এবং জরাসন্ধ এখানে নিহত হয়েছিলেন। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এই জায়গাটার মাটির ওপর পাথরের চট্টানের গায়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের শঙ্খলিপিও উৎকীর্ণ রয়েছে। বাবলু ওর পকেট থেকে শঙ্খলিপির পাঠোদ্ধার করা কাগজটা বার করে ওই লিপির সঙ্গে অক্ষর মেলাবার চেষ্টার করতে লাগল। কিন্তু মিলল না। কিছু বোঝাও গেল না। কেননা হাজার হাজার বছর ধরে এগুলি সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা না থাকায় লিপিগুলি প্রায় নষ্ট হতে বসেছিল। এইখানেই পাথরের ওপর ছিল প্রাচীন মগধ নগরীর প্রধান রাজপথ, সেকালের রথের চাকার দাগ বেশ গভীরভাবে এখনও আঁকা আছে মাটির বুকে। দুই চাকার মাঝের ব্যবধান পাঁচ ফুট। দেখলেই মন হারিয়ে যায় বিম্বিসার অশোকের যুগে। শুধু রথচক্র নয়, এখানকার পাথর ও মাটিতে আরও কিছু অস্বাভাবিক দাগ পরিলক্ষিত হয়। অনেকে বলেন এগুলো ভীম ও জরাসন্ধের ধস্তাধস্তির চিহ্ন।

এইসব দেখার পর ওদের একটাই ধারণা হল, এখানে একমাত্র ঐতিহাসিক নিদর্শন ছাড়া আর কিছুই নেই। না কোনও মানুষের বসতি, না অন্য কিছু। অতএব বাণগঙ্গায় যাওয়া মানে বেকার হয়রান হতে যাওয়া। এর চেয়ে সোনভাণ্ডারে গেলে হয়তো একটা কাজের কাজ হবে। এই ভেবে যেই না ওরা ফিরতে যাবে অমনই সেই সাধুজি বলে উঠলেন, "কী খোকাবাবু! বাণগঙ্গা কি বাত পুছ রহতে থে না?"

"হ্যাঁ সাধুজি। কিন্তু আমাদের আর যাওয়ার ইচ্ছে নেই।"

সাধুজি এবার আধা-বাংলা আধা-হিন্দী ওদের যা বললেন তার অর্থ হল, রাজগীর উপত্যকার সর্বাপেক্ষা রমণীয় স্থান বাণগঙ্গা গিরিপথ। শঙ্খলিপি এবং রথচক্র চিহ্ন ছাড়িয়ে আর একটু দক্ষিণে এগিয়ে গেলে উপত্যকার দক্ষিণ-প্রান্তে একটি ছোট নদী দেখতে পাওয়া যায়। নদীটি সোনাগিরি পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। কথিত আছে, মুমূর্ষু জরাসন্ধ তৃষ্ণার্ত হয়ে জল চাইলে ভগবান কৃষ্ণের আদেশে অর্জুন বাণ মেরে পাথর ভেদ করে এখানে গঙ্গাকে আনয়ন করেন। অতএব এটা না দেখে ফিরে যাওয়া উচিত নয়।

বাবলুরা কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এগিয়ে চলল বাণগঙ্গা গিরিপথ দেখতে।

এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্যই মনোরম। দু'দিক থেকে সোনাগিরি এবং উদয়গিরি পাহাড় নেমে এসেছে নদীটির কোলে। সামনে-পেছনে ঢেউ-খেলানো পাহাড়ের গায়ে ঘন সবুজের শোভা। দুই পাহাড়ের মাঝখানে ছোট্ট গিরিপথের মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ। পথের দু'পাশে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে প্রাগৈতিহাসিক পাথরের প্রাচীর। যা নাকি এককালে সিসিল দ্বীপের সাইক্লোপিয়ানরা নির্মাণ করেছিল।

বাবলুরা যখন বাণগঙ্গা দেখে ফিরে এল, সাধুজি তখনও সেখানে একভাবে দাঁড়িয়ে। ওদের দেখে বললেন, "কী খোকাবাবু, সব কুছ দেখ লিয়া তো তুমনে?"

"হ্যাঁ। আপনার আশ্রম কোথায় সাধুজি?"

"বৈভার পাহাড়ে। সোনভাণ্ডার কি বগলমে।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা সাধুজি, এখানে রামজি, কেশবজি নামে কেউ আছেন?"

সাধুজি হেসে বললেন, "রামজি ভি আছেন, রহিমজি ভি আছেন।"

"না না, রহিমজি নয়। রামজি, কেশবজি।"

"আরে যো রাম ওহি কৃষ্ণ। আও মেরে সাথ।"

বাবলু কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "নাঃ, থাক। আপনি যান। আমরা একটু অন্যত্র যাব।"

সাধুজি এবার গম্ভীর গলায় বললেন, "নেহি খোকাবাবু, তুমকো আনা হি পড়েগা।"

"কিন্তু আমাদের তো যাওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না। বিশেষ করে আপনাকে দেখে রীতিমতো সন্দেহ হচ্ছে আমাদের। অতএব আমরা আর যাচ্ছি না।"

সাধুজি বললেন, "তুমনে রঘুনাথ কো খতম কর দিয়া আচ্ছা কিয়া। ও মেরা দুশমন থা। লেকিন ও নকশা যো তুমহারা পাশ হ্যায় ও মুঝে দে দো। হামারা আদমি কো মার ডালকে ও চিজ রঘুনাথনে চুরায়া।" বলেই রিভলভার বার করলেন সাধুজি।

পঞ্চু তৈরিই ছিল। 'গাঁক' করে লাফিয়ে উঠে চোখের পলকে কামড়ে ধরল সাধুর হাতটাকে। সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগারে চাপ পড়তেই 'গুড়ুম'। ভাগ্যে গুলিটা কারও গায়ে লাগল না।

তবে গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চু ভয় পেয়ে ছেড়ে দিয়েছিল হাতটা। আর বাবলুও সেই মওকায় কেড়ে নিয়েছিল রিভলভারটা। পঞ্চু যখন ভয়ের ঘোরটা কাটিয়ে আবার আক্রমণ করতে যাবে, সাধু অমনই চোখের পলকে বিশ হাত দূরে সরে গেল। কী অদ্ভুত কায়দা! আর কী দারুণ প্র্যাকটিস। সাধুজির পায়ের নীচে একটা রোলার স্কেট লাগানো ছিল। তাইতেই হড়কে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

বিলু চিৎকার করে উঠল, "ফায়ার, ফায়ার।"

বাবলু বলল, "কোনও প্রয়োজন নেই। এ অবস্থায় লক্ষ্য ঠিক করা যাবে না।"

কিন্তু পঞ্চু তো ছাড়বার পাত্র নয়। সে তখন উল্কার গতিতে ছুটেছে সাধুজিকে ধরবার জন্য।

বাবলুরা বুঝতে পারল আসল লোকেরই সন্ধান পেয়েছে ওরা। ইনি সাধু নন। মেকআপ নেওয়া পুরোপুরি নকল মহারাজ। এই দলটি যেভাবেই হোক বুঝে গিয়েছে বাবলুরা এবার এই সব অঞ্চলে হানা দিতে পারে। তাই বিশেষ বিশেষ জায়গায় ওরা এক-একজনকে ফিট করে রেখেছে। মণিয়ার মাঠের ওই পাগলও হয়তো এদেরই স্পাই।

যাই হোক, বাবলুরা ছুটল পঞ্চুর পিছু পিছু।

সাধুজি ও পঞ্চু কাউকেই আর দেখা যাচ্ছে না। তবুও ওরা অনুমানে ভর করে রত্নগিরি পাহাড়ের কোলে জীবকের আমবাগানের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। তারপর পঞ্চুর ভৌ ভৌ ডাক শুনে ছুটল রত্নগিরির দিকে। রত্নগিরি পাহাড় ছিল বুদ্ধের অতি প্রিয় স্থান। এই পাহাড়েরই দক্ষিণ অংশের নাম গৃধ্রকূট। ভগবান বুদ্ধদেব এই পাহাড়ে অনেকবার বাস করেছেন! এই পাহাড়ের চূড়ায় যে সমতল স্থান আছে সেখানে বসে বুদ্ধদেব শিষ্যদের ধর্মশিক্ষা দিতেন। এবং শিখরের পশ্চিম সীমায় অবস্থিত একটি গুহায় বসবাস করতেন।

পাহাড়টির উচ্চতা ১১০০ ফুট। মহারাজ বিম্বিসার এই পাহাড়ে ওঠার সিঁড়ি তৈরি করে দেন। তবে পঞ্চবিংশতি শত বুদ্ধজয়ন্তী উৎসবের সময় বিহার সরকার এই পাহাড়ে ওঠার জন্য একটি পাকা রাস্তাও করে দিয়েছেন। জাপানিরা করে দিয়েছে রোপওয়ে। জাপানি বৌদ্ধ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ ফুজি গুরুজি আঠারো লক্ষ টাকা ব্যয়ে এখানে নির্মাণ করিয়েছেন বিশ্বশান্তি স্তূপ।

বালুরা ছুটতে ছুটতে এখানে এসেও সাধুজি বা পঞ্চু কারও দেখা পেল না। ওরা যখন উৎকণ্ঠিত হয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে তখন হঠাৎ রোপওয়ে চালু হওয়ার ঘরঘর শব্দ শুনতে পেল।

ওরা চমকে ফিরে তাকিয়েই দেখল সাধুজি রোপওয়ের একটা চেয়ারে বসে আছেন আর পঞ্চু তাঁর পা-টাকে কামড়ে বিপজ্জনক ভাবে ঝুলছে। সাধুজি বারবার চেষ্টা করছেন আর-এক পায়ে লাথি মেরে তাকে ফেলে দেওয়ার। কিন্তু পারছেন না। সত্যি, কী ডেঞ্জারাস পঞ্চুটা! রাগলে ওর জ্ঞান থাকে না। পড়ে মরবে সে ভয় নেই। এরা নীচে থেকেই হাততালি দিয়ে বলে উঠল, "শাবাশ পঞ্চু।"

বাবলু বলল, "তোরা একটু অপেক্ষা কর এখানে। আমি ওদের পেছনে একটু ধাওয়া করি। যদি কোনওরকমে বেকায়দায় পড়ে পঞ্চু, তখন ওকে রক্ষা করতে পারব।"

বিলু বলল, "তুই একা যাবি কেন? আমরাও যাব।" বলেই ওরা ঝুপ ঝুপ করে ঝুলন্ত রোপওয়ের এক-একটি চেয়ারে বসে পড়ল। তারপর যত ওপরে উঠতে লাগল ততই বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল ভয়ে। রোপওয়েও তো কম নয়! ২২০০ ফুট লম্বা। মোট একশো চোদ্দোটি চেয়ার আছে।

যাই হোক, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওপরে পৌঁছে গেল ওরা। কিন্তু পঞ্চু কিংবা সাধুজি কাউকেই দেখতে পেল না। তবুও সেই ফাঁকে একবার বিশ্বশান্তি স্তূপে মাথাটা ছুঁইয়ে নিল। বাবলু মনে মনে বলল, "হে ভগবান বুদ্ধ, তুমি তো বলেছ 'আমি লোকনাথ, আমি ভৈষজ গুরু। এবং সর্বস্বত্বরক্ষক। আমি জানি মানুষ ধর্মবিমুখ, ভোগবিলাসে লিপ্ত এবং অজ্ঞানী। তবুও আমি গৃধ্রকূটে অবস্থান করে সর্বদা সম্যক সম্বোধিকা উপদেশ দিই।' তুমি তা হলে নশ্বর দেহত্যাগ করেও অনন্তকাল এই পাহাড়ে জাগ্রত আছ। তুমি আশীর্বাদ করো যেন আমরা তোমার এই পবিত্র শান্তিতীর্থ হতে অশান্তি দূর করতে পারি এবং সব রকমের হিংসার যেন নাশ হয় এখানে।"

বলতে বলতেই দেখা গেল রক্তাক্ত পঞ্চু শান্তিস্তূপের পেছনদিক দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে এবং বাবলুদের ইঙ্গিতে যেতে বলছে রোপওয়ের দিকে।

বাবলুরা আবার ছুটে উঠে পড়ল রোপওয়েতে। পঞ্চু বাবলুর কোলের ওপর বসল। ওরা দেখল সাধুজি পাহাড়ের পাদদেশে নেমে পড়েছেন।

এমন সময় এক অঘটন ঘটে গেল। ওরা যখন অর্ধপথে তখন হঠাৎ মেশিনের ঘরঘরানি বন্ধ হয়ে গেল।

রোপওয়ের চেয়ারে বসে শূন্যে ঝুলে রইল ওরা। সবাই একসঙ্গে চেঁচাতে লাগল রোপওয়ে চালু করবার জন্য। পঞ্চু ওর ভৌ-ভৌ চিৎকারে সাড়া জাগাল চারদিকে।

সাধুজি তখন রোপওয়ে থেকে নেমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে গিয়ে টাঙ্গাওয়ালাদের গাছের গায়ে বেঁধে রাখা একটা ঘোড়া খুলে নিয়ে তাইতে চেপে পালালেন। সেই দৃশ্য দেখেই পঞ্চু লাফিয়ে পড়ল একটি বড় পাথরের ওপর। তারপর পাহাড়ের ঢালু বেয়ে ছুটতে ছুটতে তাড়া লাগাল সাধুজিকে।

বাবলুরা কিন্তু পঞ্চুর মতো দুঃসাহসী হতে পারল না। চেষ্টা করলে হয়তো লাফিয়ে পড়া যেত। তবু ওরা পারল না লাফাতে।

যাই হোক, ওদের চেঁচানিতে এবং নীচের টাঙ্গাওয়ালাদের চিৎকারে রোপওয়ে আবার চালু হল। ওরা নীচে নামলে রোপওয়ের লোকেরা খুব বকাবকি করল। ওরা বলল, রোপওয়ে এখন বন্ধ। কিছুদিন আগে এখানে একটি চেয়ার ছিঁড়ে পড়ে গিয়ে একজনের মৃত্যু হওয়ার পর এখন মেরামতির কাজ চলছে। আজ অবশ্য পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হচ্ছিল। তা ছাড়া এতে এমনি চাপা যায় না। যাতায়াতের জন্য এক টাকার টিকিট লাগে। বৃহস্পতিবার বন্ধ। শীতকালে সকাল সাড়ে দশটা থেকে দেড়টা, দুপুর দুটো থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এবং গ্রীষ্মকালে সকাল ছ'টা থেকে ন'টা ও বিকেল তিনটে থেকে ছ'টা পর্যন্ত রোপওয়ে চালু থাকে।

বাবলুরা অবশ্য এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়ে নিল। তারপর ওরা আবার ছুটল পঞ্চু ও সাধুর সন্ধানে। নীচে টাঙ্গাওয়ালাদের ভেতরে তখন ওই ঘোড়া চুরির ব্যাপারে রীতিমতো উত্তেজনা। বাবলুরা সোজা রাস্তায় না গিয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তার ধারে পাহাড়ের একটু উঁচু জায়গায় উঠে দেখতে লাগল সাধুর গতিবিধি। যা দেখল তাতে চোখ কপালে উঠে যাওয়ার অবস্থা। লাগামহীন ঘোড়ায় চেপে সাধুজি কোনওরকমে ছুটে চলেছেন মণিয়ার মঠের দিকে। আর পঞ্চু সাধুর জটা কামড়ে চেপে আছে ঘাড়ের ওপর।

বাবলুরা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে নেমে এসে ওইদিকে ছুটল। হঠাৎ পথের ধারে এক জায়গায় দেখতে পেল সাধুর নকল জটা গড়াগাড়ি খাচ্ছে। এ নির্ঘাত পঞ্চুর কীর্তি। আরও একটু এগোতেই দেখল নকল দাড়িগোঁফ। ওরা ছুটতে ছুটতে গিয়ে মণিয়ার মঠের পাশ দিয়ে সোনভাণ্ডারের পথ ধরল।

হঠাৎ ওদের পথরোধ করে দাঁড়াল সেই পাগলটা। চ্যালা কাঠ নিয়ে রুখে দাঁড়িয়ে বলল, "ভাগো হিঁয়াসে। কাউকে এদিকে যেতে দেব না আমি। মেরে মাথা ফাটিয়ে দেব সব। যাও।"

বিলু আর ভোম্বল তখন রুখে দাঁড়াল, "যদি মার না খেতে চাও তো রাস্তা ছাড়ো। তোমার পাগলামি ছুটিয়ে দেব এখনই।"

বাবলু অদ্ভুত কায়দায় ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটির ওপর।

বাচ্চু আর বিচ্ছু ওর হাত থেকে কেড়ে নিল চ্যালা কাঠখানা।

বিলু বলল, "এও নিশ্চয়ই এদেরই লোক। মার ব্যাটাকে।" বলেই তার ঝাঁকড়া চুল ও দাড়ি ধরে ঝুলে পড়ল।

লোকটি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রাস্তার ওপর। তারপর শুয়ে শুয়ে হাত-পা ছুড়ে প্রচণ্ড চিৎকার করতে লাগল।

কিন্তু ওর দাড়িগোঁফ খুলে এল না। অর্থাৎ এগুলো নকল নয়। লোকটির অবস্থা দেখে দুঃখ হল সকলের।

বাবলু বলল, "লোকটার সত্যিই মাথা খারাপ। এ ওদের স্পাই নয়।"

আর সময় নষ্ট না করে ওরা ছুটল সোনভাণ্ডারের দিকে। এখানে পথ চেনার কোনও অসুবিধে নেই। মোড়ে মোড়ে সরকারি ফলকে পথনির্দেশ। একসময় ওরা সোনভাণ্ডারে এসে পড়ল— ওই, ওই তো গুহা। ওই তো সেই রত্নখনি।

হ্যাঁ, ওরা ঠিক জায়গাতেই এসেছে। গুহার দক্ষিণে ছয়জন জৈন তীর্থঙ্করের খোদাই করা মূর্তিই এর প্রমাণ দিচ্ছে। বাবলুরা বিস্মিত চোখে সেই বিখ্যাত গুহা দেখতে লাগল। দেখল গুহামুখ কী অপূর্ব কৌশলে বন্ধ করা। ব্রিটিশ আমলে এই গুহার ভেতরে ঢোকার জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্টার নিদর্শনস্বরূপ যত্রতত্র তোপের দাগ। কিন্তু দ্বার এমনভাবে রুদ্ধ যে, আজও তা ভেদ করা সম্ভব হয়নি।

না হোক, কিন্তু এখানে পঞ্চুই-বা কই আর সেই ভণ্ড সাধুই-বা কোথায়? ওরা তখন গুহা থেকে বেরিয়ে এসে পেছনদিকে জঙ্গলে ঢুকতে গেল। কিন্তু ঢোকবার আগেই দলে দলে কিছু দানবাকৃতি লোক আশপাশের গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আচমকা ঘিরে ফেলল ওদের। এবং জনা পাঁচেক লোক ওদের পেছনদিক থেকে আক্রমণ করে এমনভাবে টিপে ধরল যে, হাত-পা ছোড়বার ক্ষমতাও আর রইল না ওদের।

বাবলুর হাতের পিস্তল হাতেই রইল। ওরা ওদের কাঁধে নিয়ে সেই নির্জন বনপথ ও পাহাড়ের গায়ে গায়ে এগিয়ে চলল। এখানে একটি আশ্রম রয়েছে। সেই আশ্রমের চত্বরে এক-একটি গাছের সঙ্গে মোটা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলল ওদের।

একজন ভয়ংকর চেহারার লোক এবার বাবলুর কাছে এগিয়ে এসে ওর চুলের মুঠি ধরে বলল, "বদমাশ লেড়কা। ও নকশা কাঁহা হ্যায় দে দো মুঝে।"

ও জিনিসে বাবলুর আদৌ কোনও আস্থা ছিল না। তাই পকেট দেখিয়ে বলল, "নিয়ে নাও।"

লোকটি বাবলুর পকেট হাতড়ে সেই নকশা এবং শঙ্খলিপির কাগজটি বার করে নিল। তারপর বিলুর কাছে গিয়ে বলল, "তেরা পাশ ক্যা হ্যায়?"

"কিছু নেই।"

লোকটি তবুও বিলুকে সার্চ করল। তারপর এল ভোম্বলের কাছে, "তেরা পাশ হ্যায় কুছ?"

ভোম্বল এক চোখ টিপে বলল, "দেখোই না, তা হলে টের পাবে।"

লোকটি যেই না হেঁট হয়ে ওর পকেটে হাত ঢোকাতে যাবে অমনই ভোম্বল ওর মুখে একটা লাথি কষিয়ে দিল।

লোকটি তো রেগে ঠাস ঠাস চড় মারতে লাগল ভোম্বলকে।

এমন সময় হঠাৎ ভৌ ভৌ করে পঞ্চুকে ছুটে আসতে দেখা গেল। কী ভয়ানক দেখাচ্ছে ওকে। মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র দুঃশাসনের বুক চিরে রক্তপান করে এসেছে। পঞ্চু 'অ্যাঁউ-উ' শব্দে একটা হাঁক দিয়ে ভোম্বলের আক্রমণকারী সেই ভীষণদর্শন লোকটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। যেই না পড়া অমনই লাঠি-সড়কি নিয়ে দলের অন্যান্য লোকগুলো হইহই করে ছুটে এল। বেগতিক বুঝে পঞ্চু লোকটির পিঠ নখ দিয়ে ফালা করে দৌড়ে পালাল সেখান থেকে।

লোকটির সারা গা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সে প্রচণ্ড চিৎকার করে লাফালাফি শুরু করল। দেশি কুকুর যে এমন মারাত্মক হয় তা অনেকেরই ধারণা ছিল না। আসলে কুকুর খেপলে কিন্তু নেকড়ের চেয়েও ভয়ানক। লোকটির হাত থেকে সেই নকশা খসে পড়ল। তারই ওপর ঝর ঝর করে ঝরে পড়ল শরীরের রক্ত।

বাবলু বুঝল প্রকৃতির কিছু গোপনীয় রহস্য উন্মোচন করতে গেলে এইরকমই হয়। আরও কত রক্ত ঝরবে তা কে জানে? একবার যদি ছাড়া পায় তো এখনই ওগুলো পুড়িয়ে দেয় সে।

এমন সময় একজন লোক ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল সেখানে, "কেশবজি, আপ জলদি আইয়ে, রামজি কা হালত বহুৎ খারাপ হ্যায়।"

"ক্যা হুয়া ভাইয়া কো?"

"দেখিয়ে। ও আ রহা হ্যায়..."

বলতে বলতে দাড়িগোঁফহীন সেই সাধুজিকে একটি স্ট্রেচারে শুইয়ে নিয়ে আসা হল সেখানে। তার পায়ের মাংস, গায়ের মাংস খাবলা করে তুলে নিয়েছে পঞ্চু। একেবারে শেষ অবস্থা।

কেশবজি অর্থাৎ পঞ্চু যার পিঠ ফালা করে দিয়েছিল, বলল, "জলদি হসপিটাল লে যাও।"

"যানে কা জরুরত নেহি। সেন্সলেস হো গিয়া। মালুম হোতা হ্যায় আভি নিধন হো যায়েগা।"

"ঠিক হ্যায়। রাম নাম কহো। ঔর হামারে লিয়ে ডাকতার কো বোলাও।" তারপর কাকে যেন ডাকল, "শিউপ্রসাদ!"

"জি!"

"তুম এক কাম করো। ইয়ে পাঁচ পাণ্ডব কো এক এক গোলি সে খতম কর দো।"

শিউপ্রসাদ রিভলভার হাতে এগিয়ে এসে বলল, "লেকিন ইয়ে সবকো লাশ কাঁহা গিরায়াগা?"

"আরে বুদ্ধু কাঁহেকা। উধার যাকে মিট্টিমে গাড় দেনা।"

শিউপ্রসাদ বলল, "যো হুকুম।" বলে এগিয়ে এসে বাবলুদের হত্যা করবার জন্য যখন রিভলভারে গুলি ভরতে লাগল তখনই হঠাৎ এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল।

সেই পাহাড় ও বনতল তখন অসংখ্য কুকুরের প্রচণ্ড চিৎকারে কেঁপে উঠল। কুকুরগুলো খাঁচা থেকে ছাড়া পাওয়া বাঘের মতো ঘেউ ঘেউ করে যাকে চোখের সামনে পেল তাকেই আঁচড়ে কামড়ে দিতে লাগল। সেইসঙ্গে ছুটে এল শত শত হনুমানের দল। তাদের পুরোভাগে নেতৃত্ব দিচ্ছে শ্রীমান পঞ্চু।

চারদিকে তখন পালাও, পালাও রব। কুকুরের কামড় আর হনুমানের থাপ্পড়ে ভুবন অন্ধকার সকলের।

শিউপ্রসাদ তখন বাবলুদের ছেড়ে কুকুর ও হনুমানগুলোর ওপর গুলিবর্ষণ করতে লাগল। একটা গুলি

একটি হনুমানের বুকে লাগতেই অন্যান্যরা এসে নিমেষের মধ্যে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল লোকটাকে।

বাবলুরা বিস্ময়ে হতবাক!

বিলু বলল, "কী ব্যাপার বল তো বাবলু?"

বাবলু বলল, "ঘোর কলিকাল। এই হনুমানরা একদিন রামজির পক্ষ নিয়ে রাবণজির বিরুদ্ধে লড়েছিল। এখন আমাদের পক্ষ নিয়ে রামজির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।"

ভোম্বল বলল, "রসিকতা রাখ।"

বাবলু বলল, "আসলে পশুতে পশুর ভাষা বোঝে। পঞ্চু নিশ্চয়ই ওদেরকে ওর ভাষায় আমাদের কথা বুঝিয়ে বলে ডেকে এনেছে। অথবা ওরা পঞ্চুকে দেখেই চিনতে পেরে আমাদের কাছে আসবার জন্য ছুটে এসে সেদিনের লাড্ডু-প্যাঁড়া ও কদলি ভক্ষণের প্রতিদান দিয়েছে আমাদের শত্রুর ওপর চড়াও হয়ে।"

যাই হোক, ওরা তো পাঁচজনেই বাঁধা। তাই শুধু দেখতেই লাগল। কিছু করতে পারল না। তার ওপরে বাবলু নিরস্ত্র। ওর পিস্তলটা টানা-হেঁচড়ার সময় কোথায় যেন পড়ে গেছে।

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল সেই উন্মাদবৎ লোকটি লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছে এইদিকে, "গুপ্তধন— গুপ্তধন— লুট হয়ে গেল গুপ্তধন।"

বাবলু চেঁচিয়ে বলল, "না না, লুট হয়নি। লুট হতে দেব না। দয়া করে আমাদের বাঁধনটা খুলে দাও।"

"দেব দেব, নিশ্চয়ই দেব। তোমরা তো দুগ্ধপোষ্য শিশু। তোমরা এখন মায়ের কোলে শুয়ে দুধ খাবে। তোমাদের কী যুদ্ধ করা সাজে? খবরদার, গুপ্তধনে লোভ কোরো না তোমরা!"

"না, না। আমরা গুপ্তধন নিতে আসিনি। বিশ্বাস করো। এসব তোমার। আমরা কখনও নিতে পারি?"

"কী বললে? কী বললে তোমরা? এসব আমার?"

"হ্যাঁ, তোমার।"

"তবে তো তোমাদের খুলে দিতেই হবে।" বলেই লোকটি এসে বাবলুর বন্ধন খুলে দিল।

তারপর একে একে মুক্তি পেল সবাই।

পাহাড় ও বনতলে তখন তুলকালাম যুদ্ধ। কুকুর ও হনুমানে একেবারে ছিঁড়ে খাচ্ছে লোকগুলোকে। লোকগুলো কুকুরের তাড়া খেয়ে যেই না গাছে উঠতে যাচ্ছে অমনই হনুমানের থাপ্পড় খেয়ে, 'মর গিয়া' বলে লাফিয়ে পড়ছে। তারই ফাঁকে যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। লাঠি, সড়কি, বন্দুক কারও হাতে নেওয়ার উপায় নেই। ওইসব হাতে দেখলেই তাকে তেড়ে মারতে উঠছে হনুমানগুলো।

বাবলু ছাড়া পেয়ে প্রথমেই খুঁজে পেতে কুড়িয়ে আনল নিজের পিস্তলটাকে। আর বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু চোখের সামনে যাকে দেখতে পেল তাকেই পাথর ছুড়ে মারতে লাগল। কেশবজি পালাবার চেষ্টা করছিল। বাবলু পিস্তল দেখিয়ে তাকে দাঁড় করাল। বিলুরা ওদেরই সেই দড়ি দিয়ে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলল কেশবজিকে।

উন্মাদ লোকটি বলল, "অল ক্লিয়ার। চলো, আমরা গুপ্তধন নিয়ে আসি। আর আমাদের বাধা দেওয়ার কেউ নেই। এই রত্নভাণ্ডার উজাড় করে দেশের গরিব দুঃখীদের সব বিলিয়ে দিই এসো। চলে এসো, সবাই আমার সঙ্গে।"

বাবলুরা কৌতূহলী হয়ে ওর সঙ্গে চলতে লাগল।

লোকটি আশ্রমের পেছনদিকে গিয়ে একটি সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল। তারপর এঁকেবেঁকে একটু এগিয়েই এক জায়গায় কঠিন পাথরের দেওয়ালের ওপর দু' বাহু রেখে ডুকরে কেঁদে উঠল। বলল, "এই দেওয়ালকেও ভেদ করতে হবে। শত শত শক্তিশালী ডিনামাইট দিয়ে এটাকে ধসাতে পারলেই ঢুকে পড়া যাবে এর ভেতর।"

বাবলু বলল, "কী আবোল তাবোল বকছ? এর ভেতর কী আছে না আছে তা না জেনে শুধু কল্পনা করেই মাথা খারাপ করছ কেন? যদি সত্যিই গুপ্তধনের সন্ধান চাও তা হলে শোনো, আমাদের কাছে এর নকশা আছে। তাই ধরে পরে বরং চেষ্টা কোরো। এখন চলে এসো তো।"

লোকটি চিৎকার করে উঠল, "কী বললে, নকশা? কই, কোথায়? কোথায় তোমাদের নকশা? আমাকে দাও। শিগগির আমাকে দাও।"

বাবলুরা গুহার বাইরে এসে সেই রক্তমাখা নকশাটা কুড়িয়ে এনে ওর হাতে দিতেই ও সেটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে বলল, "খতম কর দিয়া। কেল্লা ফতে। এই কাগজগুলোই হচ্ছে যত নষ্টের মূল। আমার অমূল্য জীবন নষ্ট হয়েছে এই কাগজগুলোর জন্য। যাতে আর কারও জীবন নষ্ট না হয় সেই ব্যবস্থাই করে

দিলাম। এগুলো অভিশপ্ত। তোমরা কেউ স্পর্শ কোরো না ওই কাগজ। ওটা অনেক রক্ত ঝরিয়েছে, অনেক ঝরাবে। আর ওই গুপ্তধন? ও কেউ পাবে না। কার সাধ্য ওর ভেতরে ঢোকে? তোমরা তো জানো না, কিন্তু আমি জানি। আমি জানি একচক্ষু সাইক্লোপিয়ানদের আত্মা পাহারা দিচ্ছে ওই অমূল্য ধনরাশি। ওর ভেতরে কেউ ঢুকলে ওরা তাদের গলা টিপে মারবে।"

এমন সময় হঠাৎ সেখানে চার-পাঁচটি পুলিশের গাড়ি এসে থামল। পায়েলদির বাবার সঙ্গে যে অফিসাররা ছিলেন তাঁরা, ইনস্পেক্টর বড়ুয়া, জনার্দনবাবু এবং ললিতমোহনবাবুও ওদের সঙ্গে এসে হাজির।

ললিতমোহনবাবু ছুটে এসে বাবলুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "শাবাশ বাবলু। অসাধ্যসাধন করেছ।"

বাবলু বলল, "আমি একা নই। আমরা সকলে। শ্রীমান পঞ্চু এবং এই কুকুর ও হনুরাও।"

ললিতমোহনবাবু বললেন, "জনার্দনবাবুর মুখে সব শুনে আমরা বৈভার পাহাড়ে যাই। সেখানে তোমাদের না পেয়ে চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিই। গৃধ্রকূট পাহাড়ে গিয়ে অবশ্য হদিস পাই তোমাদের। ওখান থেকে ফিরে আসবার সময় দেখি হনুমান ও কুকুরের তাড়া খেয়ে কিছু লোক ছুটে পালাচ্ছে। তাদের ধরে দু'-চার ঘা দিতেই তোমাদের কথা বলে ফেলল ওরা। যাক, আমার আর কোনও আক্ষেপ নেই। দু'-দুটো দলকেই ধরিয়ে দিয়েছ তোমরা।"

বাবলু দেখল পুলিশ এই ডাকাত দলের বহু লোককে অ্যারেস্ট করেছে। কুকুর ও হনুমানের অত্যাচারে প্রত্যেকের অবস্থা সংকটজনক। বাবলুর নির্দেশে কেশবজিকেও অ্যারেস্ট করা হল। রামজির মৃতদেহ তখন ধুলোয় লুটোচ্ছে।

সেই অর্ধোন্মাদ লোকটি তখন পাহাড়ের এক উচ্চস্থানে উঠে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিয়েছে, "হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, এই গুপ্তধন আর কেউ নিতে পারবে না। এই গুপ্তধন এখন আমার। এ আমি বুকে করে রাখব। কাউকে দেব না।"

ললিতমোহনবাবু হঠাৎ চমকে উঠে বললেন, "কে! কে ও? কার কণ্ঠস্বর! এ যে রাজীবের গলা।"

বাবলু বলল, "সে কী! রাজীবমামা? আমরা তো ওকে পাগল ভেবেছিলাম।"

"না না। ও পাগল নয়। হ্যাঁ, হয়তো ওকে পাগল করে দেওয়া হয়েছে। হতে পারে। তবে ও যে আমার রাজীবের গলা। ও গলা চিনতে আমি তো ভুল করব না! আমি যে ওকে দিনরাত খুঁজে বেড়িয়েছি।"

বাবলু চেঁচিয়ে উঠল, "রাজীবমামা! তুমি শিগগির নেমে এসো ওখান থেকে। দাদুভাই তোমাকে ডাকছেন।"

ললিতমোহনও ডাকলেন, "রাজীব। নেমে আয়। আমি এসে গেছি বাবা।"

কিন্তু কে নামবে? উন্মাদ তখন প্রবল উন্মাদনায় আরও নাচতে লাগল। হঠাৎই এক অঘটন। পাহাড়ের সেই উচ্চ স্থান থেকে পা হড়কে পড়ে গেল উন্মাদ। তার কাতর আর্তনাদ বনভূমি কাঁপিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

ওরা ছুটে গিয়ে গোল হয়ে ঘিরে ফেলল তাকে। সব শেষ। ললিতমোহনবাবু পুত্রের রক্তাক্ত মৃতদেহটা বুকে নিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

পুলিশরা তখন ধৃত লোকগুলোর কোমরে দড়ি বেঁধে ভ্যান বোঝাই করে নিয়ে চলল থানার দিকে।

বাবলুরা ইনস্পেক্টর বড়ুয়া এবং সেই চারজন অফিসারকে ফিসফিস করে বলে দিল সপ্তপর্ণী গুহার সেই গোপন কক্ষে লুকনো সম্পত্তির কথা। তারপর সবাই মিলে সান্ত্বনা দিতে লাগল ললিতমোহনবাবুকে।

রত্নগিরি পাহাড়ে বিশ্বশান্তি স্তূপে তখন বুদ্ধ বন্দনা হচ্ছে। আরতির সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টার ধ্বনিও শোনা যাচ্ছে। সেইসঙ্গে শোনা যাচ্ছে, 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি... ধর্মং শরণং গচ্ছামি... সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি...।'

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও বিড়বিড় করে তাই উচ্চারণ করতে লাগল।

পঞ্চু তা পারে না। ও তাই নিজের ভাষাতেই ভলে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

গ্রন্থপরিচয়

পাণ্ডব গোয়েন্দা। প্রথম খণ্ড। প্রথম থেকে পঞ্চম, পাঁচটি অভিযান।
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ।
প্রথম সংস্করণ: অক্টোবর ১৯৮০।
পৃষ্ঠা: ১১২। মূল্য: ৭.০০
উৎসর্গ/ শ্রীমান দামোদর চট্টোপাধ্যায়কে (ভাই)।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: দিলীপ দাস।

পাণ্ডব গোয়েন্দা। দ্বিতীয় খণ্ড। ষষ্ঠ থেকে নবম, চারটি অভিযান।
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ।
প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৮১।
পৃষ্ঠা: ১০৪। মূল্য: ৭.০০
উৎসর্গ: মা-নন্দরাণী দেবীকে।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: দিলীপ দাস।

পাণ্ডব গোয়েন্দা। তৃতীয় খণ্ড। দশম থেকে দ্বাদশ, তিনটি অভিযান।
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ।
প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৮১।
পৃষ্ঠা: ১১০। মূল্য: ৭.০০
উৎসর্গ: রমাপদ চৌধুরীকে।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: দিলীপ দাস।

পাণ্ডব গোয়েন্দা। চতুর্থ খণ্ড। ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ, তিনটি অভিযান।
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ।
প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৮২।
পৃষ্ঠা: ১২৪। মূল্য: ৭.০০
উৎসর্গ: সাগরময় ঘোষকে।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: দিলীপ দাস।

পাণ্ডব গোয়েন্দা। পঞ্চম খণ্ড। ষোড়শ অভিযান।
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ।
প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৮৬।
পৃষ্ঠা: ৯৬। মূল্য: ৯.০০

উৎসর্গ: জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (পিতা)।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: দিলীপ দাস।

পাণ্ডব গোয়েন্দা। ষষ্ঠ খণ্ড। সপ্তদশ অভিযান।
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ।
প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৮৯।
পৃষ্ঠা: ৯৯। মূল্য: ১০.০০
উৎসর্গ: ইন্দ্রাণী চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রাণী চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা চট্টোপাধ্যায়কে (তিন কন্যা)।
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: দিলীপ দাস।

পাণ্ডব গোয়েন্দা। সপ্তম খণ্ড। অষ্টাদশ অভিযান।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৮৯।
ষষ্ঠ মুদ্রণ: নভেম্বর ২০০০।
পৃষ্ঠা: ১১০। মূল্য: ৩৫.০০
উৎসর্গ: আমার গৃহদেবতা/শালগ্রাম দামোদর ও শ্রীপতি শ্রীধরকে
প্রচ্ছদ: সুব্রত চৌধুরী

পাণ্ডব গোয়েন্দা। অষ্টম খণ্ড। ঊনবিংশ অভিযান
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
প্রথম সংস্করণ: অক্টোবর ১৯৯০
পঞ্চম মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০০৪।
পৃষ্ঠা: ১২০। মূল্য: ৫০.০০
উৎসর্গ: শ্রীমান রাজাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়/ ও / শ্রীমান বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে
প্রচ্ছদ: সুব্রত চৌধুরী

পাণ্ডব গোয়েন্দা। নবম খণ্ড। বিংশ অভিযান
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
প্রথম সংস্করণ: নভেম্বর ১৯৯১
দ্বিতীয় মুদ্রণ: নভেম্বর ১৯৯৫।
পৃষ্ঠা: ১২৮। মূল্য: ৩০.০০
উৎসর্গ: কল্যাণীয়/শ্রীমান সৌরভ ভট্টাচার্যকে
প্রচ্ছদ: সুব্রত চৌধুরী

পাণ্ডব গোয়েন্দা। দশম খণ্ড। একবিংশ অভিযান
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৩
চতুর্থ মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০০৩।
পৃষ্ঠা: ১৩২। মূল্য: ৫০.০০

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ২৫ ফাল্গুন ১৩৪৭। ইংরেজি ১৯৪১। মধ্য হাওড়ার খুরুট ষষ্ঠীতলায়।
কিশোর বয়স থেকেই সাহিত্য সাধনার শুরু। ১৯৬১ সাল থেকে আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় আলোচনীর সঙ্গে লেখালেখিসূত্রে যুক্ত থাকলেও, ১৯৮১ সালে প্রকাশিত ছোটদের জন্য লেখা 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'ই লেখককে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।
লেখক মূলত অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়, তাই দেশে-দেশে ঘুরে যে-সব দুর্লভ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তাঁর প্রতিটি রচনার কাহিনীনির্মাণে ও চরিত্রচিত্রণে।

প্রচ্ছদ নির্মলেন্দু মণ্ডল

বাবলু বিলু ভোম্বল— তিনটি ছেলে। দুটি মেয়ে— বাচ্চু আর বিচ্ছু। এই নিয়ে ওরা পাঁচজন। পঞ্চপাণ্ডব। আর ওদের সঙ্গে আছে এক-চোখ-কানা একটি কালো দেশি কুকুর— পঞ্চু। রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা যে-কোনও অভিযানে ওরা একজোট হয়ে বেরিয়ে পড়ে। এই দুঃসাহসী আর নির্ভীক পাঁচজনকে নিয়ে দুরন্ত সব কাহিনী এই বইয়ের পাতায়। দু' খণ্ডে প্রকাশিত পাণ্ডব গোয়েন্দার সমগ্র অভিযানের এই প্রথম খণ্ডে রয়েছে এক থেকে আঠাশ অভিযান।

9 788177 565027